সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ

সাহিত্য সংসদ

প্রকাশকের বক্তব্য

(প্রথম সংস্করণ)

মনীষী কার্লাইল বলেছেন যে, ইতিহাস মহামানবের চরিত্রের সমষ্টিমাত্র। এ দাবির মধ্যে অত্যুক্তি থাকতে পারে, কিন্তু এ কথা কেউ অস্বীকার করবেন না যে মানুষই মানুষের ইতিহাস রচনা করে এবং এই ইতিহাস-রচনায় শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট মানবের দান সমধিক স্মরণীয়। শিক্ষায় সংস্কৃতিতে উন্নত দেশে জীবনীগ্রন্থ এবং চরিতাভিধান-জাতীয় গ্রন্থের প্রকাশ যথেষ্ট। আমাদের দেশেও জীবনী-গ্রন্থের প্রয়োজন বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই অনুভব করে থাকেন। বাংলা ভাষায় এই জাতীয় গ্রন্থ বেশ কয়েকখানা রচিতও হয়েছে। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চরিতাভিধান', শিবরতন মিত্রের 'বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক', হরিমোহন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখক', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা', শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার সঙ্কলিত 'জীবনীকোষ', সুধীরচন্দ্র সরকার সঙ্কলিত 'জীবনী-অভিধান' ছাড়াও নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 'ভারতকোষ' প্রভৃতি সঙ্কলন-গ্রন্থে এবং কোন কোন বাংলা অভিধানেও জীবন-চরিত সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বাংলা ভাষায় রচিত এইসব জীবনী অভিধানে সর্বভারতীয় ও বিদেশীয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পৌরাণিক চরিত্র সঙ্কলিত আছে; আর কোন কোন চরিতগ্রন্থে বিশেষ কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির জীবনী প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। সাহিত্যিক, শিল্পী, বিপ্লবী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের জীবনীকোষ এর উদাহরণ। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে সর্বঅবস্থায় বাঙালীর এবং বাঙলাদেশে যাঁরা নিজেদের ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন তাঁদের পরিচায়ক জীবনী-অভিধানের একান্ত অভাব আছে। সেই অভাব পরিপূরণের কাজে সাহিত্য সংসদ এই "বাঙালী চরিতাভিধান" গ্রন্থ প্রকাশনে উদ্যোগী হয়েছে। সুধী পাঠকসমাজে গ্রন্থখানি সমাদর লাভ করলে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব এবং এর ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে অনুগৃহীত হব।

শ্রীপঞ্চমী
২২ মাঘ, ১৩৮২

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'বাঙালী চরিতাভিধান' গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হয় মে ১৯৭৬ সালে এবং তার সংযোজন খণ্ডটি ডিসেম্বর ১৯৮১ সালে। বর্তমান সংস্করণের পরিধি উক্ত সময়সীমার পর থেকে জুলাই ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত। তবে নানাকারণে গ্রন্থটির মুদ্রণ সমাপ্ত করতে দীর্ঘ তিন বছর লাগায় মুদ্রণ চলা কালে নূতন সংগৃহীত জীবনীগুলি যথাস্থানে সংযোজিত করা যায় নি। সেগুলি পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে। জীবনী রচনায় বাঙালীর ক্ষেত্রে নাম, পদবী, উপাধি — এই ক্রম অনুযায়ী তথ্যাদি সন্নিবেশিত হয়েছে, অবাঙালীর ক্ষেত্রে আগে পদবী, পরে নাম ও উপাধি দেওয়া হয়েছে।

এই গ্রন্থটি রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন সাহিত্য সংসদের কর্ণধার মহেন্দ্রনাথ দত্ত। এক বছর হয় তিনি গত হয়েছেন কিন্তু মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বর্তমান সংস্করণেরও প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর উপদেশ ও নির্দেশনা লাভে আমরা উৎসাহিত হয়েছি। এই ধরনের গ্রন্থ প্রস্তুতিতে বহু জনের বিভিন্ন রকমের সহায়তা আমরা পেয়েছি। নিঃস্বার্থভাবে যাঁরা একাধিক জীবনী পাঠিয়ে সাহায্য করেছেন তাঁদের অধিকাংশের নামই 'উৎস-নির্দেশ' তালিকায় দেওয়া হয়েছে। এই তালিকায় শ্রীমতী কমলা মুখোপাধ্যায়ের নাম নেই কিন্তু সব থেকে বেশি জীবনী সংগ্রহ করে দিয়েছেন তিনিই। এ ছাড়া গ্রন্থটির সংশোধন ও সংযোজনের কাজে সাহায্য করেছেন সর্বশ্রী বিজয়কুমার ভট্টাচার্য, মণীন্দ্রকুমার ঘোষ, দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, শিবেন্দ্রনাথ বাগচী, কালীপদ সিংহ, অদ্রীশ বর্ধন, অমিয়ভূষণ ভট্টাচার্য, হরেন্দ্রকুমার সরকার, নারায়ণ চৌধুরী, সুশান্তকুমার পাল, চম্পক ঘোষ, দীপঙ্কর বসু, রণজিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত সেন এবং আরও অনেক সহৃদয় ব্যক্তি।

গ্রন্থ প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন সর্বশ্রী গোলোকেন্দু ঘোষ, মনোমোহন চক্রবর্তী, গৌরী চট্টোপাধ্যায়, গৌতম সরকার, শিবানী রায়, অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়। সকৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
২৭শে অগাস্ট ১৯৮৮ অঞ্জলি বসু

ভূমিকা

(প্রথম সংস্করণ)

যেসব ব্যক্তি তাঁদের কর্ম বা সৃষ্টির দ্বারা বাঙলার ইতিহাস ও বাঙালীর জীবনে ছাপ রেখে গেছেন পরলোকগত সেই কৃতী সন্তানদের জীবনী এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক কাল থেকে ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এর পরিধি। এই পরিধি বিরাট কিন্তু এই সময়কার লিখিত ইতিহাস বা বিবরণ সর্বক্ষেত্রে সহজপ্রাপ্য নয়। তাছাড়া জীবনী-সংগ্রহের কাজে তথ্যের অপ্রতুলতাও একটা মস্ত বড় বাধা। তা সত্ত্বেও সঙ্কলনের কাজ যাতে ত্রুটিমুক্ত হয় সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে।

বাঙলার সীমানা আবহমান কাল ধরে সুনির্দিষ্ট থাকে নি — তার অদল বদল ঘটেছে বহুবার। কাজেই বাঙালী ও বাঙলাদেশের পরিধি নিয়ে বিদ্বৎমহলে যথেষ্ট তর্কের অবকাশ থাকতে পারে। তবে এ গ্রন্থে মানভূম, সিংভূম ও মিথিলার কিয়দংশ সমেত সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ, বর্তমান বাংলাদেশ, ত্রিপুরা ও আসামের অঞ্চল বিশেষ নিয়ে বাঙলাদেশের ভৌগোলিক সীমা নির্দিষ্ট হয়েছে। এই অঞ্চলের মধ্যে বসবাসকারী বা বাইরে থেকে আগত অথবা বিদেশীয় যেসব ব্যক্তি বাঙলার দর্শন, রাজনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ-জীবনে তাঁদের অবদান রেখে গেছেন এবং যেসব বাঙালী বাঙলার বাইরে তাঁদের কীর্তি স্থাপন করেছেন তাঁদের জীবনী নিয়ে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সংক্ষিপ্ত জীবনী-রচনায় উল্লেখযোগ্য তথ্য যাতে বাদ না পড়ে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। খ্যাতিমান্ ব্যক্তির জীবনীর পাশাপাশি অখ্যাত ব্যক্তির জীবনীও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যাতে বঙ্গমাতার সেইসব সুসন্তানদের স্মৃতি বিলুপ্ত না হয়ে যায়। অনেক ব্যক্তির কর্মজীবনের বিস্তৃত কোনও তথ্য না পাওয়া গেলেও ঐতিহাসিক বিশেষ কোন ঘটনার অংশীদার হিসাবে তাঁদের নাম উল্লিখিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে অল্পখ্যাত অথচ কর্মময় বর্ণাঢ্য জীবনের যতটুকু প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া গিয়েছে তা প্রায় সবটুকুই সন্নিবিষ্ট হয়েছে, কারণ অন্যত্র এ তথ্য সহজলভ্য নাও হতে পারে।

এই গ্রন্থে প্রয়োজনবোধে কোন কোন স্থানে ইংরেজী শব্দ ও বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। যথাসম্ভব ইংরেজী সন-তারিখ দেওয়া হয়েছে। তবে যেখানে নির্দিষ্ট বঙ্গাব্দের উল্লেখ রয়েছে সে ক্ষেত্রে তাকে খ্রীষ্টাব্দে রূপান্তরিত করা হয়নি। এ দেশে সন-তারিখ সম্বন্ধে সাধারণের অনীহার ফলে জীবনী-রচনায় সঠিক সময়টি স্থির করার কাজে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছে। উল্লিখিত উপাদান ও সেই সংক্রান্ত সন-তারিখ বিভিন্নভাবে মিলিয়ে নিয়েও অনেক ক্ষেত্রে সন্দেহ থেকে গেছে। এ বিষয়ে সহৃদয় পাঠকবৃন্দ তাঁদের মতামত জানালে সংশোধনের চেষ্টা করা যাবে।

সঙ্কলনকালে ভবিষ্যৎ গবেষকদের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে উপাদান উল্লেখের চেষ্টা হয়েছে। স্বয়ংসম্পূর্ণতা অপেক্ষা এই প্রয়োজন সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে যে-কোন অভিধানকেই ক্রমশঃ প্রকাশ্য বা ক্রমবর্ধমান গ্রন্থ বলে ধরে নিতে হবে; কোন একটা বিশেষ সময়ে তার ছেদ টানা যেতে পারে না। সংগ্রহের এবং সংস্কারের কাজ চলতেই থাকবে, সম্ভব হলে পরবর্তী কালে সংযোজিতও হবে।

জীবনী রচনায় নিম্নলিখিত ক্রম-অনুযায়ী তথ্যাদি সন্নিবেশিত হয়েছে — নাম, পদবী, উপাধি, বন্ধনীর মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু তারিখ, জন্মস্থান বা পৈতৃক নিবাস ও পিতার নাম। জীবনীর শেষে 'উৎস-নির্দেশ' তালিকানুযায়ী সংখ্যা চিহ্নিত হয়েছে। সঙ্কলনের কাজে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাদি ছাড়াও বহু ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এবং অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি আলোচনা করে তথ্যাদি সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। কতিপয় ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহে নিরাশ হলেও অধিকাংশ সময়ই বহু ব্যক্তির কাছ থেকে নিঃস্বার্থ এবং কয়েকস্থলে আশাতীত সহযোগিতা পাওয়া গেছে।

গ্রন্থটির মুদ্রণের কাজ শুরু হয় ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। নানা কারণে মুদ্রণ সমাপ্ত করতে দীর্ঘ দু বছর লেগে যায়। মুদ্রণ চলা কালে সংগৃহীত জীবনীগুলি যথাস্থানে সংযোজিত না হওয়ায় পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে।

এই গ্রন্থ-রচনার পরিকল্পনা করেন সাহিত্য সংসদের কর্ণধার শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত। এ ব্যাপারে প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁকে সাহায্য করেন শ্রীগোলোকেন্দু ঘোষ। জীবনী-সংগ্রহ ও সঙ্কলনের একটি বৃহৎ অংশের দায়িত্ব পালন করেন শ্রীপ্রতীপ দত্ত। তাঁর ধৈর্য নিষ্ঠা ও উৎসাহের ফলেই পরবর্তী কাজ সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে অগ্রসর হতে পেরেছে। শ্রীমনোমোহন চক্রবর্তী ও শ্রীপঙ্কজ মুন্সী এই গ্রন্থ প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। এই পুস্তক রচনায় শ্রদ্ধেয় শ্রীরাধারমণ মিত্র মহাশয়ের কাছে যখনই কোন সমস্যা উপস্থাপিত করা হয়েছে, তিনি সস্নেহে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত জ্ঞাপন করে আমাদের সাহস দিয়েছেন। বাংলা দেশের জনাব আবুল হাসানাৎ তাঁর দেশের কয়েকজনের জীবনী লিখে পাঠিয়ে এ গ্রন্থকে সমৃদ্ধ করেছেন। এ ছাড়াও এই গ্রন্থ সম্পাদনায় নানাভাবে সাহায্য করেছেন শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ, শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, শ্রীসন্তোষকুমার বসু, শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীপ্রদ্যোত গুপ্ত, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, শ্রীসুনীল দাস, শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত, শ্রীরতন দাস এবং আরও অনেক সহৃদয় ব্যক্তি। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
শ্রীঅঞ্জলি বসু

ভূমিকা

(সংযোজন খণ্ড)

'বাঙালী চরিতাভিধান' গ্রন্থখানি ১৯৭৬ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিক কাল থেকে ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত যাঁরা নিজকর্ম বা সৃষ্টির দ্বারা বাঙলার ইতিহাস ও বাঙালীর জীবন সমৃদ্ধ করেছেন, এমন প্রয়াত কৃতী ব্যক্তিদের জীবনী যতটা সংগ্রহ করতে পারা গিয়েছে ঐ গ্রন্থে তা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। বর্তমান সংযোজন-খণ্ডের পরিধি প্রধানতঃ উক্ত সময়-সীমার পর থেকে ১৯৮০ সালের অগাস্ট পর্যন্ত। এরই সঙ্গে যে-সব জীবনী মূল গ্রন্থ প্রকাশের মধ্যে সংগ্রহ করে ওঠা যায়নি তা-ও এই সংযোজন-খণ্ডে সন্নিবেশিত হল। মূল গ্রন্থে কয়েকটি জীবনী, যেমন ডাঃ অমর নাগ, ইন্দুমাধব মল্লিক সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া আছে। সে-সকল জীবনী এই খণ্ডে বিস্তৃতভাবে দিতে পারা গিয়েছে।

জীবনী-সংগ্রহের কাজে তথ্যের অপ্রতুলতাজনিত বাধার কারণে নিষ্ঠা সহকারে কাজ করলেও সংকলনে ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। মূল গ্রন্থ প্রকাশের পর প্রকাশক মহাশয় পাঠকদের কাছে আবেদন করেছিলেন :—

> "সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান'-এর সুষ্ঠু সঙ্কলনের জন্য আমরা সর্বদা যথাসাধ্য চেষ্টা করে এসেছি, তা সত্ত্বেও কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি যথা উল্লেখ্য নামের অনুল্লেখ, তথ্যের ভুল প্রভৃতি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট অনুরোধ, কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি তাঁদের লক্ষ্যে পড়লে তাঁরা যেন সে বিষয়ে পত্রদ্বারা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যাতে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা সম্ভব হয়।"

বর্তমান সংযোজন-খণ্ড সম্বন্ধেও পাঠকবৃন্দের কাছে একই অনুরোধ।

'বাঙালী চরিতাভিধান' গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা করেন সাহিত্য সংসদের কর্ণধার শ্রদ্ধেয় শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত। এই সংযোজন-খণ্ড প্রস্তুতকালে সব বিষয়ে সবরকম সাহায্য যাঁর কাছ থেকে পেয়েছি তিনি দেশপ্রেমিকা, অক্লান্তকর্মী শ্রীমতী কমলা মুখার্জী। এছাড়া জীবনী পাঠিয়ে ও নানাভাবে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন সর্বশ্রী অনাথনাথ দাস, অনিলকুমার দে, অমলকুমার মিত্র, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, গৌতম নিয়োগী, দিলীপ বিশ্বাস, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেবশর্মা, নিরঞ্জন সরকার, নির্মলচন্দ্র নিয়োগী, নীলদাকান্ত লাহিড়ী, পুলিনবিহারী সেন, প্রণবানন্দ যশ, প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, বিপুলেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, মোহিত রায়, রাধারমণ মিত্র, সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, সমরেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার, সমীরকুমার সূত্রধর, সাঈদা মোর্তজা (বাংলাদেশ), সুধাংশুবিমল বড়ুয়া, সুনীল চট্টোপাধ্যায়, সুশীলকুমার নিয়োগী, সুহাস চট্টোপাধ্যায়, সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরও অনেক সহৃদয় ব্যক্তি। শ্রীগোলোকেন্দু ঘোষ, শ্রীমনোমোহন চক্রবর্তী, শ্রীকৃষ্ণ সেনগুপ্ত এই গ্রন্থ প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। সকলকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮১

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
শ্রীঅঞ্জলি বসু

সংসদ

বাঙালী চরিতাভিধান

অকিঞ্চন (১৭৫০ - ১৮৩৬) চুপী—বর্ধমান। ব্রজকিশোর রায় (বর্ধমানরাজের দেওয়ান)। প্রকৃত নাম রঘুনাথ রায়। অকিঞ্চন-ভণিতায় তাঁর বহু উৎকৃষ্ট শ্যামাসঙ্গীত ও কৃষ্ণ-বিষয়ক গান পাওয়া যায়। দিল্লীর বিখ্যাত ওস্তাদের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন। সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি পরমার্থ-চিন্তায় বর্ধমানরাজের দেওয়ানী ত্যাগ করেন। [১]

অকিঞ্চন দাস। সহজিয়া সম্প্রদায় - ভুক্ত প্রাচীন কবি। 'শ্রীচৈতন্যভক্তিরসাত্মিকা', 'শ্রীচৈতন্যভক্তিবিলাস', 'ভক্তিরসালিকা', 'ভক্তিরসচন্দ্রিকা' প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ সম্ভবত ১৭শ শতাব্দীর শেষ ভাগে তিনিই রচনা করেছিলেন। তাছাড়া রামানন্দ রায় রচিত 'জগন্নাথবল্লভ'-নাটকের বাংলা অনুবাদও তাঁরই কৃত। অকিঞ্চন দাস নামে একজন পদকর্তার কয়েকটি পদও আছে। উভয়ে অভিন্ন কিনা জানা যায় না। [১, ৩]

অক্ষয়কুমার দত্ত (১৫·৭·১৮২০ - ১৮·৫·১৮৮৬) চুপী—বর্ধমান। পীতাম্বর। ১৯শ শতাব্দীতে বাঙলার নবজাগরণ যুগের অন্যতম প্রবর্তক। দারিদ্র্য, বাল্যে পিতৃবিয়োগ, দীর্ঘকালব্যাপী অসহ্য পীড়া প্রভৃতি নানা বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তাঁর বহুমুখী প্রতিভার স্ফুরণ হয়েছিল। ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে বছর-দুই পড়ার পরেই, পিতৃবিয়োগের ফলে পড়া ছেড়ে তাঁকে অর্থোপার্জনে উদ্যোগী হতে হলেও, সারা জীবনই তিনি পড়াশুনা করে গেছেন। কালক্রমে বিবিধ বিষয়ে এবং ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি বিভিন্ন বিদেশীয় ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। কিশোর বয়সেই সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় এবং হিন্দুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে 'অনঙ্গমোহন' কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। যৌবনারম্ভে তিনি ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার জন্য ইংরেজী সংবাদপত্র থেকে প্রবন্ধাবলীর বঙ্গানুবাদ শুরু করেন। এইভাবেই গদ্যরচনার সূত্রপাত। ১৮৩৯ খ্রী· তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হন এবং কিছুদিন এই সভার সহ-সম্পাদক ছিলেন। ১৮৪০ খ্রী· তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন এবং পরের বছর তত্ত্ববোধিনী সভা তাঁর রচিত বাংলা ভূগোল প্রকাশ করে। ১৮৪২ খ্রী· টাকির প্রসন্নকুমার ঘোষের সহযোগিতায় 'বিদ্যাদর্শন' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। দু'টি সংখ্যার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৬·৮·১৮৪৩ খ্রী· তাঁর সম্পাদনায় ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। রচনাসম্ভারে ও পরিচালনার গুণে পত্রিকাটি শ্রেষ্ঠ বাংলা সাময়িকপত্রে পরিণত হয়। পত্রিকাটিতে তত্ত্ববিদ্যা, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, বিজ্ঞান, ভূগোল প্রভৃতি নানা-বিষয়ক প্রবন্ধ থাকত। সচিত্র প্রবন্ধও থাকত। স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার ও হিন্দু-বিধবাদের সমর্থনে এবং বাল্যবিবাহ ও বিবিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুক্তিবহুল বলিষ্ঠ লেখাও এতে প্রকাশিত হত। নীলকর সাহেব ও জমিদারদের প্রজাপীড়নের বিরুদ্ধে তিনি এই পত্রিকায় নির্ভীকভাবে লেখনী চালনা করেন। ১২ বছর এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ২১·১২·১৮৪৩ খ্রী· তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অপর ১৯ জন বন্ধুর সঙ্গে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। এই দলই প্রথম দীক্ষিত ব্রাহ্ম। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদে বিশ্বাসী অক্ষয়কুমার বেদের অভ্রান্ততা স্বীকার করতেন না। এ সম্পর্কে তিনি যে আন্দোলন আরম্ভ করেন, তার ফলে দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রাহ্মসমাজ শাস্ত্রের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস বর্জন করেন। ব্রাহ্মসমাজে সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষায় ঈশ্বরোপাসনার তিনি অন্যতম প্রবর্তক। পরে তিনি প্রার্থনাদির প্রয়োজন স্বীকার করতেন না এবং শেষ-বয়সে অনেকটা অজ্ঞাবাদী হয়ে পড়েন। ১৭·৭·১৮৫৫ খ্রী· বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতায় নর্মাল স্কুল স্থাপন করে অক্ষয়কুমারকে মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু শিরোরোগের প্রাবল্যের দরুন তিন বছর পর এই কাজ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তখন তত্ত্ববোধিনী সভা থেকে তাঁকে মাসিক ২৫ টাকা বৃত্তিদানের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু অল্পকালমধ্যেই পুস্তকাবলীর আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি বৃত্তিগ্রহণ বন্ধ করেন। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' নামক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা-গ্রন্থটি তাঁর শ্রেষ্ঠকীর্তি (প্রথম ভাগ ১৮৭০, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৮৩)। গ্রন্থখানির সুদীর্ঘ উপক্রমণিকায় তিনি আর্যভাষা ও সাহিত্যের প্রধান শাখাত্রয় (ইন্দো-ইউরোপীয়, ইন্দো-ইরানীয় এবং বৈদিক ও সংস্কৃত) সম্বন্ধে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেন।

এর আগে কোন ভারতবাসী ভাষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করেন নি। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে জর্জ কুম্ব-এর লেখা Constitution of Man অবলম্বনে রচিত 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (প্রথম ভাগ ১৮৫২, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৩), 'ধর্মনীতি' (১৮৫৫) এবং 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার' (১৯০১) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত গ্রন্থখানি তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। তাঁর 'চারুপাঠ' (প্রথম ভাগ ১৮৫২, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৪, তৃতীয় ভাগ ১৮৫৯) সেকালে অত্যন্ত সমাদর লাভ করে। 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬) তাঁর রচিত আরেকখানি উৎকৃষ্ট পাঠ্যপুস্তক। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলী রচনাকালে তিনি বৈজ্ঞানিক পরিভাষাও অনেক পরিমাণে সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন। তাঁর গদ্যরচনা শব্দবাহুল্যবর্জিত, স্পষ্ট তথ্যনিষ্ঠ, যুক্তিনির্ভর ও প্রসাদগুণসম্পন্ন। স্বাদেশিকতাও ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। মাতৃভূমি থেকে যাবতীয় অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, কদাচার ও দুর্বলতা দূর করাই ছিল তাঁর ব্রত। তিনি বাংলা ভাষার মাধ্যমে সকল বিষয় শিক্ষাদানের পরিকল্পনা করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন কঠোর নীতিপরায়ণ, বিনয়ী, ধার্মিক এবং দরিদ্রের প্রতি দয়াশীল। কবি সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর পৌত্র। [১, ৩, ৭, ৮]

অক্ষয়কুমার নন্দী (১৮৭৯ - ১৯৬৯) কলিকাতা। 'মাতৃভূমি' পত্রিকার সম্পাদক ও 'বিলাত ভ্রমণ' গ্রন্থের রচয়িতা। ১৯২৪ ও ১৯৩১ খ্রী· যথাক্রমে লণ্ডন ও প্যারীতে আন্তর্জাতিক শিল্পপ্রদর্শনীতে স্বর্ণশিল্পী অক্ষয়কুমার ভারতীয় অলঙ্কার-নির্মাণ, গজদন্ত ও রত্নখচিত সূক্ষ্ম কারুশিল্পের পরিচয় প্রদান করেন। শ্রীঅরবিন্দের মাতৃতত্ত্বে বিশ্বাসী তাঁর 'মাতৃমন্দির' পত্রিকাটি সেযুগে বিখ্যাত ছিল। যৌবনে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। গ্রামে তিনি 'সেবানন্দ' নামে খ্যাত হয়েছিলেন। নৃত্যশিল্পী অমলাশঙ্কর তাঁর কন্যা। [৪]

অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০ - ১৯·৬·১৯১৯) চোর-বাগান—কলিকাতা। কালীচরণ। হেয়ার স্কুলের ছাত্র—শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে। কর্মজীবনে প্রথমে দিল্লী অ্যাণ্ড লণ্ডন ব্যাঙ্ক, পরে নর্থ ব্রিটিশ লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে চাকরি করেন। ছাত্রজীবনে কবি বিহারীলালের কাছে কাব্যদীক্ষা লাভ করেন। 'রজনীর মৃত্যু' বঙ্গদর্শনে (১২৮৯ ব·) তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা; আত্মগত কল্পনামূলক প্রেম ও সৌন্দর্যবাদের উপর বহু কবিতা লিখেছেন। পত্নীর স্মৃতিতে লিখিত কাব্যগ্রন্থ 'এষা'। রচনা ক্ল্যাসিকধর্মী। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ: 'প্রদীপ', 'কনকাঞ্জলি', 'ভুল' ও 'শঙ্খ'। এ ছাড়া 'পান্থ' নামে একটি কাব্যের তিনটি পর্যায় 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক হয়েও তাঁর কাব্যে নিজস্ব সুর ও ভঙ্গি বর্তমান। [৩, ৭, ২৫, ২৬]

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, কৈসর-ই-হিন্দ, সি·আই·ই· (১·৩·১৮৬১ - ১০·২·১৯৩০) সিমলা — নদীয়া। মথুরানাথ। কুমারখালি, রাজশাহী ও কলিকাতায় পড়াশুনা করেন। রাজশাহী কলেজ থেকে বি·এল· পাশ করে সেখানেই ওকালতি আরম্ভ করেন এবং বিশেষ সুনাম ও প্রতিপত্তিসহ মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। তিনি বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবিধ প্রবন্ধ রচনা করেন; কিন্তু ঐতিহাসিক রচনাবলীর জন্য বিশেষ খ্যাতিমান হন। 'সিরাজউদ্দৌলা' (১৮৯৮) ও 'মীরকাশিম' (১৯০৬) তাঁর দু'খানি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ। মূল দলিল-দস্তাবেজের সাহায্যে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে বাংলা ভাষায় ইতিহাস রচনার তিনিই পথিকৃৎ। পালরাজগণের তাম্রশাসন ও শিলালিপির বাংলা অনুবাদসহ 'গৌড়লেখমালা' (প্রথম স্তবক ১৯১২) রচনা করে বাঙলার ইতিহাসে গবেষণার পথ সুগম করেন। অপর তিনখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ: 'সমরসিংহ', 'সীতারাম রায়' ও 'ফিরিঙ্গি বণিক'। ভারতী, বঙ্গদর্শন, সাহিত্য, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। তিনি 'পৌণ্ড্রবর্ধন', 'রাণী ভবানী', 'বালি দ্বীপের হিন্দুরাজ্য' প্রভৃতি ও গৌড় সম্বন্ধে বহু ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচনা করেন। এশিয়াটিক সোসাইটি হল-এ ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটির সভায় (২৪·৩·১৯১৬) অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন। ১৮৯৯ খ্রী· রবীন্দ্রনাথের সহায়তায় 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামে একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস-আলোচনার প্রবর্তন করেন। তিনি প্রাচীন ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহের জন্য দীঘাপাতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায় প্রতিষ্ঠিত (১৯১০) বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রধান সহায়ক ছিলেন। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের (১৩১৫ ব·) এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের (১৩২০ ব·) ইতিহাস শাখার সভাপতি হন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর সহসভাপতি এবং পরে বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে পালরাজগণের ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন। তিনি অসাধারণ বাগ্মী ও স্বদেশানুরাগী ছিলেন। ক্রিকেট খেলা, শিল্পকলা ও রেশমশিল্প সম্বন্ধেও তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল। [১, ৩, ৫, ৭, ৮, ২৫, ২৬]

অক্ষয়কুমার লধ (৬·১১·১৮৭৬ - ৭·৩·১৯৬২) কুমিল্লা। নর্মাল স্কুলের বাংলা পণ্ডিতের পদে ছিলেন। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়ে কলিকাতায় আসেন ও ১৯১৫ খ্রী· প্রচারক-ব্রত গ্রহণ করেন। বিভিন্ন স্থানে ত্রাণকার্যে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৪৫-৬২ খ্রী· 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকার সম্পাদনা ও নববিধান প্রেসের (মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসের) পরিচালনা করেন। অকৃতদার ছিলেন [১৯৯]

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (৭·৯·১৮৫০ - ৫·৯·১৮৯৮) কলিকাতা। মিহিরচন্দ্র। আন্দুলের বিখ্যাত চৌধুরী বংশে জন্ম। এম·এ·, বি·এল· পাশ করে অ্যাটর্নি পিতার পেশা গ্রহণ করেন। সহপাঠী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার সূত্রে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে

তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানোর সুর সৃষ্টি করতেন, অক্ষয়চন্দ্র ও কিশোর রবীন্দ্রনাথ সেই সুরে কথা বসিয়ে গান রচনা করতেন।' অত্যন্ত দ্রুত গান-রচনায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতিনাট্যে অক্ষয়চন্দ্রের কয়েকটি গান আছে। রচিত ও প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ: 'উদাসিনী' (১৮৭৪), 'সাগরসঙ্গমে' (১৮৮১) এবং 'ভারতগাথা' (১৮৯৫)। কিশোর রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যচর্চায় তাঁর দ্বারা উৎসাহিত হয়েছিলেন। [৩, ২৫, ২৬]

অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১১.১২.১৮৪৬ - ২.১০.১৯১৭) চুঁচুড়া—হুগলী। সাহিত্যিক ও কবি রায়বাহাদুর গঙ্গাচরণ। অক্ষয়চন্দ্র প্রথমে বহরমপুরে এবং পরে চুঁচুড়ায় ওকালতি করতেন। যৌবনারম্ভে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' সাময়িকপত্রে লিখতে শুরু করেন। ১৮৭৩ খ্রী. চুঁচুড়া থেকে 'সাধারণী' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বার করেন। পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য ছিল রাজনীতি আলোচনা এবং হিন্দুসমাজের ভিত্তি দৃঢ়ীকরণ। । 'নবজীবন' পত্রিকারও প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। দেশী শিল্পোৎপাদনে ও স্বায়ত্তশাসনোপযোগী শিক্ষা-বিস্তারে আগ্রহী ছিলেন। Rent Bill এবং Age of Consent Bill (Act X)-এর বিরোধিতায় ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব গড়ে তোলায় এবং স্বদেশীদ্রব্য ব্যবহারে একনিষ্ঠ ছিলেন। সাহিত্যিক ও সমালোচকরূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। সারদাচরণ মিত্রের সহযোগিতায় প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ সঙ্কলিত করে প্রকাশ করেন। যুক্তাক্ষরবর্জিত শিশুপাঠ্য 'গোচারণের মাঠ' তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'কবি হেমচন্দ্র', 'মহাপূজা', 'সনাতনী', 'সংক্ষিপ্ত রামায়ণ', 'রূপক ও রহস্য' প্রভৃতি। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশনের মূল সভাপতি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর সহ-সভাপতি ও ভারতসভার প্রথম যুগ্ম সহ-সম্পাদক ছিলেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের (১৮৮৬) অধিবেশনে উৎসাহী কর্মী এবং রায়তের স্বার্থরক্ষায় বিশেষ সক্রিয় ছিলেন। [১, ৩, ৭, ৮, ২৫, ২৬]

অখণ্ডানন্দ স্বামী (? - ১৯৩৬/৩৭)। শ্রীমন্ত। পূর্বাশ্রমের নাম গঙ্গাধর ঘটক। রামকৃষ্ণদেবের ১৭ জন শিষ্যের অন্যতম। স্বামী বিবেকানন্দের পরিব্রাজক অবস্থায় সঙ্গী ও সহচররূপে ভারতের নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করেন। বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের তৃতীয় অধ্যক্ষ ও মিশনের সেবাকার্যের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৮৯৫ খ্রী. মুর্শিদাবাদ জেলার দুর্ভিক্ষপীড়িত সারগাছি ও মহুলা গ্রামে সেবাকার্য শুরু করেন। জীবনের অন্যতম কীর্তি সারগাছিতে আশ্রম ও কলাশিল্প বিদ্যালয় স্থাপন। মিশনের পত্রিকায় (উদ্বোধন) তাঁর ভ্রমণ-কাহিনী 'তিব্বতে তিন বৎসর' প্রকাশিত হয়। বেলুড়মঠের অধ্যক্ষ থাকাকালে মৃত্যু। [১]

অখিলচন্দ্র দত্ত (১৮৬৯ - ১৯৫০?) ভরগাছ —ত্রিপুরা। ১৮৯৭ খ্রী. কুমিল্লায় ওকালতি শুরু করে কালে কুমিল্লার অন্যতম উকিলরূপে পরিগণিত হন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের মামলায় আসামী পক্ষ সমর্থন করেন। কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। ১৯১৬ ও ১৯২৩ খ্রী. বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য, ১৯২৮ খ্রী. বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি এবং ১৯৩২ থেকে ১৯৪৫ খ্রী. পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ও সহ-সভাপতি ছিলেন। [৫]

অখিল দাস (১২৬০ - ৬.৩.১৩৩৩ ব.) কান্দর-কুলো—মুর্শিদাবাদ। রাজারাম। প্রখ্যাত কীর্তনীয়া। জাতিতে সূত্রধর। বহুবল্লভ দাস ও রসিক দাসের নিকট তিনি সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন। এক সময়ে তাঁর কীর্তন-সম্প্রদায়ের বিশেষ সুনাম ছিল। [২৭]

অঘোরচন্দ্র ঘোষ। প্রখ্যাত নাট্যকার। তাঁর লিখিত 'রামবনবাস নাটক', 'ড্রেনের পাঁচালি', 'মহন্তের খেদ', 'বিদ্যাসুন্দর টপ্পা', 'মৃত্যুঞ্জয় ঔষধাবলী' ইত্যাদি ১৬টি নাটক, প্রহসন, যাত্রাপালা ও বিবিধ-বিষয়ক গ্রন্থ ১৮৭৪ - ১৮৮২ খ্রী. মধ্যে রচিত হয়। [৪]

অঘোরনাথ কাব্যতীর্থ। নাট্যকার। তাঁর রচিত ৪৩টি নাটকের বেশির ভাগই পৌরাণিক কাহিনী সংবলিত। উল্লেখযোগ্য নাটক: 'অনন্ত মাহাত্ম্য', 'সত্যবতী', 'প্রহ্লাদ চরিত্র' প্রভৃতি। [৪]

অঘোরনাথ গুপ্ত (১৮৪১ - ৯.১২.১৮৮১) শান্তিপুর —নদীয়া। যাদবচন্দ্র রায় কবিভূষণ। ১২ বছর বয়সে পিতৃহীন হন। টোল ও পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ। উচ্চশিক্ষার জন্য কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন (১৮৫৭)। ক্রমে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজ ও আন্দোলনে যোগ দেন। ১৮৬৩ খ্রী. এই নবধর্মীয় আন্দোলনকে জীবনের ব্রত করে ব্রহ্মানন্দ প্রবর্তিত 'নব অধ্যয়ন' আন্দোলনের প্রধান ৪ জনের অন্যতমরূপে বৌদ্ধধর্মের অনুশীলন আরম্ভ করেন। নিরামিষাশী, শুদ্ধাচারী ও উপাসনানুরাগী ছিলেন। প্রথমে প্রচারকরূপে ঢাকায় প্রেরিত হন (১৮৬৩) এবং সেখানে একটি ব্রাহ্ম সাধকমণ্ডলী গড়ে তোলেন। ঢাকা থেকে ফিরে এসে একজন অসবর্ণ বালবিধবাকে বিবাহ করেন। ১৮৬৫ খ্রী. ব্রহ্মানন্দ ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে তিনি পূর্ববঙ্গে এবং ১৮৬৬ খ্রী. উত্তরবঙ্গ ও আসামে প্রচার-কার্যে গমন করেন। তিনি মুঙ্গের, উত্তর ভারত ও পাঞ্জাবেও এই কার্যে সফল হন। কলিকাতায় শিক্ষকতা এবং সাংবাদিকতায়ও ব্যাপৃত থাকতেন। 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'সুলভ সমাচার'-এ তাঁর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'ধ্রুব ও প্রহ্লাদ', 'দেবর্ষি নারদের নবজীবন লাভ', 'ধর্মসোপান' ও 'উপদেশাবলী' উল্লেখযোগ্য। 'শ্লোকসংগ্রহ' গ্রন্থ সম্পাদনায় কেশবচন্দ্রকে সাহায্য করেন। তাঁর বৃহত্তম কীর্তি 'শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব' গ্রন্থ রচনা। 'নব অধ্যয়ন' আন্দোলনের (১৮৭৯) পুরোধারূপে পালি, সংস্কৃত ও ইউরোপীয় ভাষায় বৌদ্ধধর্মের মূলশাস্ত্র অধ্যয়ন করে দুই বছরের চেষ্টায় রচিত তাঁর বৌদ্ধধর্ম-বিষয়ক এই গ্রন্থ বাংলা তথা ভারতীয় ভাষায় প্রথম। [৮২, ১৪৯]

অঘোরনাথ ঘোষ (? - ৮.১২.১৯৫৩)। তিনি ভারতীয় চিকিৎসক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য, বেঙ্গল টিউবারকিউলোসিস অ্যাসোসিয়েশনের সংগঠক-সম্পাদক ও বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর প্রচার অধিকর্তা ছিলেন। [৪]

অঘোরনাথ চক্রবর্তী (১৮৫২ - ১৯১৫) রাজপুর —চব্বিশ পরগণা। গায়ক হিসাবে সর্বভারতীয় সঙ্গীতক্ষেত্রে সুপরিচিত। প্রধানতঃ আলি বখ্স-এর নিকট ধ্রুপদ ও খেয়াল শিক্ষা করেন : পরে মুরাদ আলি খাঁ, দৌলত খাঁ এবং শ্রীজান বাঈয়ের নিকট অভ্যাস করেন। ধ্রুপদ, ভজন ও টপ্পা গানে তাঁর সমকক্ষ গায়ক তৎকালে অতি অল্পই ছিল। ১৯১১ খ্রী· সম্রাট পঞ্চম জর্জের দিল্লী-দরবারে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাসাদে তাঁর ৪খানি গান রেকর্ড করা হয়। জীবনের শেষ দশ বছর পরম গৌরবে বোম্বাই ও বারাণসীতে অতিবাহিত হয়। কাশীর শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ তাঁকে 'সঙ্গীতরত্নাকর' উপাধি দেন। [৩, ১৪৯]

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়১ (১৮৫০ - ২৯.১.১৯১৫) ব্রাহ্মণগাঁ—ঢাকা। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। 'গিলক্রাইস্ট্' বৃত্তি পেয়ে ইংল্যাণ্ডে যান এবং এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি·এস-সি· পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে পদার্থবিদ্যায় বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে রসায়নবিদ্যায় 'হোপ' পুরস্কার ও ১৮৭৭ খ্রী· ডি·এস-সি· উপাধি লাভ করে স্বদেশে ফেরেন। নিজামের আমন্ত্রণক্রমে তিনি হায়দ্রাবাদ রাজ্যের শিক্ষাসংস্কারের ভার গ্রহণ করে সেখানে শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ঘটান। ঐ রাজ্যে নিজাম কলেজ স্থাপন করেন। হায়দ্রাবাদের জনগণ তাঁকে শিক্ষাগুরুরূপে গণ্য করত। তিনি সরল ভাষায় কয়েকটি সুন্দর ভাবগম্ভীর কবিতা লিখে গেছেন। তাঁর পুত্রকন্যাদের মধ্যে বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ, কবি হারীন্দ্রনাথ এবং দেশনেত্রী ও কবি সরোজিনী নাইডুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। [১, ৭, ২৫, ২৬, ১৩৩]

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়২ (৩.১০.১২৬৮ - ১৬.১০.১৩৩৯ ব.)। প্রথম জীবনে শান্তিনিকেতনের আচার্য ও তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। পরে 'তত্ত্ববোধিনী', 'সাধনা', 'বঙ্গদর্শন' প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক এবং শেষ-জীবনে নলহাটিতে বসবাসকালে বিভিন্ন জনহিতকর কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'জ্যোতিষ রত্নাকর', 'ভক্তি চরিতামৃত', 'রঘুনাথ গোস্বামীর জীবনচরিত', 'রাজভক্তি', 'শ্রীনিবাস আচার্যচরিত', 'শ্রীহরিদাস ঠাকুর', 'মেয়েলী ব্রত', 'শান্তিনিকেতন আশ্রম' প্রভৃতি। [১]

অঘোরমণি (১৮২২? - ৮.৭.১৯০৬) কামারহাটি—চব্বিশ পরগনা। ৯/১০ বছর বয়সে বিবাহ হয়। বিধবা হবার পর কুলগুরুর দ্বারা গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষিতা হন। মুণ্ডিতমস্তকে সাধিকা অবস্থায় কামারহাটি গ্রামের দত্তদের ঠাকুরবাড়িতে বাস করতেন। ১৮৫২ খ্রী· থেকে দীর্ঘ ৩০ বছর এই সন্ন্যাসিনী জপতপের সাহায্যে 'সাধিকাসিদ্ধা' হন। ১৮৮৪ খ্রী· রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটে। ক্রমে স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে পরিচিতা হন। উপাস্য দেবতা গোপালের সেবা করে 'গোপালের মা' নামে আখ্যাত হন। ১৯০৪ খ্রী· শরীর অসুস্থ হলে ভগিনী নিবেদিতা তাঁকে বাগবাজারের বাসভবনে রেখে সেবা-শুশ্রূষা করেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁকে মাতৃজ্ঞান করতেন। [৫, ৯]

অচলসিংহ। মেদিনীপুরের 'বাগড়ী নায়েক বিদ্রোহে'র (১৮০৬ - ১৮১৬) নেতা। বিশ্বাসঘাতকের কৌশলে ইংরেজ সৈন্যের হাতে ধরা পড়ে নিহত হন। [৫৫, ৫৬]

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯.৯.১৯০৩ - ২৯.১.১৯৭৬) নোয়াখালীতে জন্ম। রাজকুমার। খ্যাতনামা গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পরে 'কল্লোল যুগ'-এর যে-সব লেখক তুমুল আলোড়ন এনেছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম। ১৩২৮ ব· 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'নীহারিকা দেবী' ছদ্মনামে তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। সে বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন। এম·এ· ও বি·এল· পাশ করে মুন্সেফরূপে কর্মজীবন শুরু। ক্রমে সাব-জজ ও জেলা জজ হন। চাকরির সূত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেড়িয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বেদে'। শতাধিক বই লিখেছেন। 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' নামে জীবনী-গ্রন্থটি লিখে অসাধারণ জনপ্রিয়তা ও অর্থ উপার্জন করেন। তাঁর লিখিত 'কল্লোল যুগ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবিতা, গল্প, উপন্যাস এবং জীবনী-রচনায় তিনি এক বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। অন্যান্য গ্রন্থ: 'ইন্দ্রাণী', 'কাকজ্যোৎস্না', 'রূপসী রাত্রি', 'প্রচ্ছদপট', 'প্রাচীর ও প্রান্তর', 'ভাগবতী তনু', 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ', 'মন্দাক্রান্তা', 'প্রিয়া ও পৃথিবী', 'শত গল্প', 'প্রেমের গল্প' প্রভৃতি। [১৬, ১৭]

অচ্যুত গোঁসাই। অদ্বৈতাচার্য। সদাচারসম্পন্ন বৈষ্ণবরূপে জীবন অতিবাহিত করেন। বহুদিন মহাপ্রভুর কাছে পুরীধামে বাস করেছিলেন। প্রতি বছর রথের সময় শ্রীপাট শান্তিপুর থেকে সংকীর্তনের দল নিয়ে পুরীধামে যেতেন এবং রথের পুরোভাগে থেকে কীর্তন গাইতেন। [১]

অচ্যুত গোস্বামী (১৯১৭ - ১৯৮০)। মার্ক্সবাদী সমালোচক হিসাবে খ্যাত। ১৯৪০ খ্রী· ঢাকায় প্রগতি লেখক সঙ্ঘ গঠনে অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। সে সময়ে সোমেন চন্দের সহযোগে 'ক্রান্তি' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। চল্লিশের দশকে 'প্রতিরোধ' পত্রিকার সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন। 'বাংলা উপন্যাসের ধারা' তাঁর উল্লেখযোগ্য সমালোচনাগ্রন্থ। রচিত উপন্যাস : 'কানাগলির কাহিনী', 'মৎস্যগন্ধা', 'রাজ্যচ্যুত ঈশ্বর' প্রভৃতি। [১৪৯]

অচ্যুতচরণ চৌধুরী, তত্ত্বনিধি (২৩.১০.১২৭২ - ১৬.১০.১৩৬০ ব.) শ্রীহট্ট। অদ্বৈতচরণ। সাহিত্যিক ও ভক্ত বৈষ্ণব। আজীবন অক্লান্ত সাহিত্য-সাধনার জন্য

তিনি গভর্নমেন্ট থেকে একটি লিটারারি পেনসন পেয়েছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'ভক্ত নির্বাণ', 'রঘুনাথ দাসের জীবনী', 'গোপাল ভট্ট জীবনী', 'হরিদাস জীবনী', 'শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী', 'শ্রীচৈতন্যচরিত', 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' (পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধ), 'সাধুচরিত', 'নিতাই-লীলালহরী', 'শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্বাঞ্চল ভ্রমণ' প্রভৃতি। [২৬, ১৬৭]

অজয় কর (১৯১৩ - ২৮·১·১৯৮৫) বিশিষ্ট চিত্র-পরিচালক তথা ক্যামেরাম্যান। চারু রায়ের 'পথিক' চিত্রে ক্যামেরাম্যান হিসাবে প্রথম খ্যাতি লাভ করেন। 'চন্দ্রশেখর' ছবির চিত্রশিল্পী হিসাবে পুরস্কৃত হন। শ্রীমতী পিকচার্স-এর সঙ্গে পরিচালক হিসাবে যুক্ত হয়েছিলেন। 'সব্যসাচী' ছদ্মনামের আড়ালে এক পরিচালক গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য থাকাকালে 'অনন্যা', 'বামুনের মেয়ে' এবং 'মেজদিদি' ছবি পরিচালনা করেন। স্বনামে তাঁর প্রথম ছবি 'জিঘাংসা' বক্স অফিসে সাড়া জাগিয়েছিল। তাঁর অন্যান্য সফল ছবি : 'গৃহপ্রবেশ', 'হারানো সুর', 'মাল্যদান', 'সপ্তপদী', 'শ্যামলী', 'সাত পাকে বাঁধা', 'পরিণীতা', 'দত্তা', 'নৌকাডুবি' প্রভৃতি। [১৬]

অজয়কুমার ঘোষ (২০·২·১৯০৯ - ১৩·১·১৯৬২) মিহিজাম—বর্ধমান। শচীন্দ্রমোহন। তিনি চিকিৎসক পিতার কর্মস্থল কানপুরে থাকতেন। খেলাধুলার সঙ্গে লেখাপড়াতেও গভীর অনুরাগ ছিল। ১৯২৬ খ্রী· এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্বেই ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত প্রমুখ বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে এবং ১৯২৯ খ্রী· লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হন। নভেম্বর বিপ্লব উদ্‌যাপন উপলক্ষে তাঁরা ১৯৩০ খ্রী· রাশিয়ায় অভিনন্দন পাঠান। রসায়ন শাস্ত্রে অনার্সসহ বি·এস-সি· পাশ করে এম·এস-সি· পড়বার সময় গ্রেপ্তার হন। তিন নেতার ফাঁসি ও অনেকের কারাদণ্ডাজ্ঞা হলেও তিনি প্রমাণাভাবে মুক্তি পান। এই সময় গান্ধীবাদী কংগ্রেস ফাঁসির আসামীদের মুক্তির প্রস্তাব এড়িয়ে গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদন করেন। পরে করাচী কংগ্রেসে এই উপলক্ষে শ্রীনিবাস সারদেশাইয়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। করাচী থেকে ফিরে কানপুর মজদুর সভার কাজে মনোনিবেশ করেন। এই সময় তিনি নিজ ভগিনীর সঙ্গে মার্ক্সবাদ তথা ক্যাপিটাল পাঠ শুরু করেন। কিছুদিন মানবেন্দ্র রায়ের সঙ্গেও কাজ করেন। ১৯৩১ খ্রী· পুনরায় গ্রেপ্তার হন এবং একই জেলে শ্রীনিবাস সারদেশাইয়ের সঙ্গে দেড় বছর কাটানোর পর ১৯৩৩ খ্রী· মুক্তি পেয়ে পুরোপুরি কম্যুনিস্ট হয়ে যান। ১৯৩৪ খ্রী· পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ১৯৩৬ খ্রী· পার্টির রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য এবং পত্রিকা 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট'-এর সম্পাদক-মণ্ডলীর সদস্য হন (১৯৩৮)। দেউলী বন্দীনিবাসে বাসকালে যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হলে নেহেরু প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবর্গের আবেদনে সরকার মুক্তি দিলে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য কিছুদিন রাঁচীতে বসবাস করেন। এখানকার আদিবাসী সমস্যার উপর তাঁর রচিত 'Notes on Chotonagpur and Its People' পুস্তিকাটি Marxist Miscellany, Vol. 6-এ প্রকাশিত হয়। ক্রমে দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টির কর্তৃপদে আরোহণ করেন। ১৯৫১ খ্রী· থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত পার্টির মাদুরা, পালঘাট, অমৃতসর ও বেজওয়াদা সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬০ খ্রী· নভেম্বরে মস্কোয় অনুষ্ঠিত বিশ্বের ৮১ টি কম্যুনিস্ট পার্টির সম্মেলনে মূলনীতি নির্ধারণে এবং অন্যান্য বহু প্রবন্ধে তাঁর রাজনৈতিক মনীষার পরিচয় পাওয়া যায়। World Marxist Review No.2-তে প্রকাশিত 'Some Features of the Indian Situation' এবং 'Bhagat Singh and His Comrades' উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ। শেষ-জীবনে জাতীয় সংহতি সম্মেলনে তিনি বিশেষ উৎসাহী সংগঠকের কাজ করেন। [৪, ১৭]

অজয় ভট্টাচার্য (১৯০৬/৭ - ২৪·১২·১৯৪৩। শ্যামগ্রাম—ত্রিপুরা। রাজকুমার। কবি, গীতিকার, নাট্যকার ও চিত্রপরিচালক। তাঁর বহু গানের সুরকার ছিলেন শচীন দেববর্মণ। 'অধিকার', 'শাপমুক্তি', 'নিমাই সন্ন্যাস', 'মহাকবি কালিদাস' প্রভৃতি চলচ্চিত্রের গল্প বা সংলাপ রচনা করেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'রাতের রূপকথা', 'ঈগল ও অন্যান্য কবিতা', 'সৈনিক ও অন্যান্য কবিতা' প্রভৃতি। গানের বই 'আজো ওঠে চাঁদ' তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় (১৩৫২ ব·)। তাঁর প্রায় দুই হাজার গানের মধ্যে বিশেষ স্মরণীয় : 'একদিন যবে গেয়েছিল পাখি', 'আজো ওঠে চাঁদ', 'আমার দেশে যাইও সুজন', 'যদি মনে পড়ে সেদিনের কথা' প্রভৃতি। সাহিত্যিক ও সাংবাদিক সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁর অনুজ। [৫, ১৩৮]

অজিতকুমার চক্রবর্তী (১৮৮৬ - ১৯১৮) মঠবাড়ি—ফরিদপুর। শ্রীচরণ। বি·এ· পাশ করে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে ত্যাগব্রতী শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। সাহিত্য, সঙ্গীত, অভিনয় প্রভৃতি কলাবিদ্যার সকল দিকেই ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার আদর্শ রূপায়ণে তিনি অন্যতম সহায়ক ছিলেন। তা ছাড়া রবীন্দ্র-সাহিত্যের একজন প্রধান ব্যাখ্যাতারূপে তিনি সুপরিচিত। এ বিষয়ে তাঁর দু'খানি গ্রন্থ 'রবীন্দ্রনাথ' ও 'কাব্য-পরিক্রমা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯১০ খ্রী· একটি বৃত্তি লাভ করে ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়নের জন্য বিলাত যান। রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত অনুবাদ ইউরোপে প্রকাশিত হবার আগেই তাঁর রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুবাদসমূহ বিলাতে প্রচারিত হয়। ক্ষিতিমোহন সেন সঙ্কলিত কবীর-দোঁহার অনেকগুলি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। এই অনুবাদকেই ভিত্তি করে রবীন্দ্রনাথ 'One Hundred Poems of Kabir' গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। 'বাতায়ন' গ্রন্থে তিনি বহু বিদেশী কবি ও নাট্যকারের সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। দক্ষ অভিনেতা ও সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। সেকালে রবীন্দ্রসঙ্গীত-চর্চার অন্যতম প্রধান ব'লে তাঁর পরিচয় ছিল। জীবনীসাহিত্যে তাঁর রচিত 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' ও কিশোরদের জন্য রচিত 'খ্রীষ্ট' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'ব্রহ্ম-বিদ্যালয়' গ্রন্থে তিনি এই বিদ্যালয়ের ইতিহাস ও আদর্শ বিশ্লেষণ করেন। সতীর্থ

কবি-বন্ধু সতীশচন্দ্র রায়ের রচনাবলী সঙ্কলন তাঁর অন্যতম কীর্তি। [৫]

অজিতকুমার দত্ত (২৩·৯·১৯০৭ - ৩০·১২·১৯৭৯) বিক্রমপুর—ঢাকা। ত্রিশ-চল্লিশ দশকের আধুনিক বাংলা কবিতার একজন বিশিষ্ট কবি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম·এ· পরীক্ষায় বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। কর্মজীবন শুরু কলিকাতার রিপন কলেজিয়েট স্কুলে। চন্দননগর, বারাসাত ও প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। ১৯৭০ খ্রী· অবসর নেন। বন্ধু বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে 'প্রগতি' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। পরে কল্লোল সাহিত্য গোষ্ঠীতে যোগ দেন। 'কবিতা' পত্রিকার শুরু থেকেই তিনি তার অন্যতম প্রধান লেখক ছিলেন। 'দিগন্ত' নামে একটি প্রকাশনী সংস্থা গড়েছিলেন। 'দিগন্ত' সাহিত্য-বার্ষিকী সম্পাদনা করেছেন। রচিত কাব্যগ্রন্থ: 'কুসুমের মাস', 'পাতালকন্যা', 'নষ্টচাঁদ', 'পুনর্নবা', 'ছড়ার বই', 'ছায়ার আলপনা', 'জানালা', 'সাদা মেঘ কালো পাহাড়' প্রভৃতি। প্রবন্ধ গ্রন্থ: 'জনান্তিকে', 'মন পবনের নাও', 'বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস' প্রভৃতি। [১৬,১৬৫]

অজিত ঘোষ (৬·১০·১২৯৩ ব· - ?)। সার্জন মেজর ফকিরচাঁদ। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য কলাশিল্পের পণ্ডিত। শিক্ষা সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজে। এম·এ, বি·এল· পাশ করে ১৯১১ খ্রী· কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। তাঁর শ্যামবাজারের বাড়িতে বহু দুর্লভ ও মূল্যবান কলাশিল্পের সংগ্রহ আছে। তাঁর সংগ্রহের মধ্যে প্রাচীন চোল নটরাজের মূর্তি, সম্রাট আকবরের নির্দেশে রচিত 'তারিখি-অলফি' গ্রন্থের মূল পাণ্ডুলিপি, দুর্লভ রাজপুর ও কাংড়া চিত্রাবলী উল্লেখযোগ্য। ইণ্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল রেকর্ডস্ কমিশনের সদস্য, Numismatic Society of India-র কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালাধ্যক্ষ (১৩৩৩ - ৩৭ ব·) ছিলেন। ঐতিহাসিক ও কলা-বিষয়ক দ্রব্যাদি দর্শন ও অনুশীলনের জন্য পৃথিবীর বহু প্রসিদ্ধ স্থানে ভ্রমণ করেছেন। ১৯৩০ খ্রী· অল ইণ্ডিয়া ওরিয়েন্টাল কন্‌ফারেন্সে কলাবিভাগের সভাপতি ছিলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। [১৭৭]

অজিত দত্ত (৭·৬·১৯০৭ - ৭·১·১৯৭৮) কুমিল্লা। পিতা কামিনীকুমার অবিভক্ত বঙ্গে কলিকাতা পুরসভার কাউন্সিলার ও পরে পাকিস্তান মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। বিশিষ্ট স্বাধীনতাসংগ্রামী ও আইনবিদ্। ছাত্র আন্দোলনেও নেতৃত্ব দেন। অনুশীলন সমিতির সদস্যরূপে স্বাধীনতা সংগ্রামে, অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে একাধিকবার কারাবরণ করেন। ১৯৩১ খ্রী· ফাইনাল আইন পরীক্ষায় প্রথম হন। ১৯৬৭ খ্রী· পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে অ্যাড্‌ভোকেট্ জেনারেল নিযুক্ত হন। আইন বিষয়ে গণসংগঠনগুলিকে সর্বদাই পরামর্শদান ও সাহায্য করেছেন। কলিকাতা পুরসভার অল্ডারম্যান এবং বঙ্গীয় ছাত্র সমিতির একজন প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য, আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও 'ন্যাশনাল কমিটি ফর কম্যুনাল হারমনি'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। বাংলাদেশ-মুক্তিসংগ্রামে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' পত্রিকার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। [১৬]

অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় (১৮৩৯ - ১৯২০) নবদ্বীপ। রাধাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের বংশধর। প্রসিদ্ধ প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ ও কবি মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত তাঁর শিক্ষাগুরু। দ্ব্যর্থবোধক ও শ্লেষাত্মক কবিতা রচনার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। সাপ্তাহিক 'বিশ্বদূত' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতির অন্তর্ব্যাকরণ নাট্য-পরিশিষ্টের 'রাজসরণী' নামক টীকা, কাশীখণ্ডের বাংলা অনুবাদ 'বকদূত', 'চৈতন্য শতক' প্রভৃতি। ১৯১৬ খ্রী· 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। [৩, ১৩০]

অজিত বসু (১৯০৯ - ১৩·১·১৯৮০)। হুগলী জেলার কম্যুনিস্ট আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা। প্রধানতঃ তাঁরই নেতৃত্বে ১৯৪৮ খ্রী· সিঙ্গুর থানার বড়া-কমলাপুর এলাকায় অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষক-অভ্যুত্থান হয়। এই আন্দোলনে পুলিসের আক্রমণে কমলাপুরের কৃষক কার্তিক ধাড়া ও গুইরাম মণ্ডল নিহত এবং বহু কর্মী সহ তিনি কারারুদ্ধ হন। ১৯৩৫ খ্রী· কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছিলেন। ১৯৬৪ খ্রী· পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হলে তিনি সি·পি·আই· দলের জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী বন্ধু পাঁচুগোপাল ভাদুড়ীর মৃত্যু হয় ১৫·১·১৯৭৩ খ্রী·। [১০৭]

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৩? - ১৩·১০·১৯৮৩) রোপো—আসানসোল, বর্ধমান। বাংলা নাট্যজগতের খ্যাতনামা অভিনেতা। ১৯৫৭ খ্রী· কলিকাতা মণীন্দ্রনাথ কলেজ থেকে ইংরাজীতে অনার্স সহ বি·এ· পাশ করে ঐ বছর ভারতীয় গণনাট্যসংঘে যোগ দেন। পরে ঐ সংগঠনের একজন কর্মকর্তা হন। ১৯৬০ খ্রী· নান্দীকার গোষ্ঠীতে যোগ দিয়ে ১৯৭৪ খ্রী-এর মধ্যে বহু উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অভিনয় ও অনেকগুলি নাটকের পরিচালনা করেন। আন্টিগোনে নাটকে 'ক্রেয়ন', তিন পয়সার পালায় 'মহিম' তাঁর অভিনয়-প্রতিভার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। ১৯৭৬ খ্রী· পরিচালক হিসাবে কৃতিত্বের জন্য সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭৭ খ্রী· নান্দীকার গোষ্ঠী ছেড়ে 'নান্দীমুখ' নামে নিজস্ব দল গড়েন। পেশাদারী মঞ্চেও অভিনয় করেছেন। তাঁর প্রথম চলচ্চিত্রে অভিনয় 'ছুটি' ছবিতে। তপন সিংহ পরিচালিত 'হাটে বাজারে' ছবিতে অভিনয় করে সর্বোচ্চ যশ লাভ করেন। অভিনেতা ও পরিচালক হিসাবে যাত্রা জগতের সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিলেন। [১৬]

অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় (১৯৩১ - ১৭·১১·১৯৮৩) রাণাঘাট—নদীয়া। সঙ্গীতরসজ্ঞ অভিজাত পরিবারে

জন্ম। বিশিষ্ট নজরুলগীতি গায়িকা ও চিকিৎসক। স্বামী অজিত মুখোপাধ্যায়। কৃতী ছাত্রী। কলিকাতার এম·বি·বি·এস· ও লণ্ডনে রয়েল কলেজের এম·আর·সি·ও·জি·। ক্যালকাটা হসপিটালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ছাত্রী অবস্থা থেকে সঙ্গীতে কৃতিত্ব। খেলাধুলাতেও কৃতী। তিনবার টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ন। অগ্রজ শিবকুমার চ্যাটার্জী, ইন্দুবালা ও আঙুরবালার কাছে সঙ্গীত শিক্ষা। ১৯৫৬ খ্রী· হিন্দুস্থান কোম্পানীতে প্রথম গানের রেকর্ড। ১৯৭০ থেকে '৮৩ খ্রী· ক্রমান্বয়ে রেকর্ড করে গেছেন এইচ·এম·ভি·তে। [১৬]

অটলবিহারী ঘোষ (১৮৬৪ - ১২·১·১৯৩৬)। মাতুলালয় রামসাগর—বাঁকুড়ায় জন্ম। এম·এ· ও ল পাশ করে প্রথমে আলিপুর কোর্টে ও পরে কলিকাতার ছোট আদালতে ওকালতি ব্যবসায়ে প্রভূত উন্নতি করেন; কিন্তু খ্যাতিমান হন তন্ত্রশাস্ত্রের অনুশীলনের জন্য। বিচারপতি স্যার জন উডরফের সহযোগিতায় লুপ্তপ্রায় তন্ত্রগ্রন্থসমূহের উদ্ধার-কার্যে ব্যাপৃত হন ও আগমানুসন্ধান সমিতি স্থাপন করন। ফলে কলিকাতায় তন্ত্রশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক চর্চার সুব্যবস্থা হয়। ক্রমে ওকালতি ছেড়ে তন্ত্রশাস্ত্রের চর্চায় সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করেন। প্রায় ২০ টি তন্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থ ও দুর্লভ পাণ্ডুলিপি সঙ্কলন ও প্রকাশ করেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'সারদাতিলক', 'প্রপঞ্চসার', 'কুলার্ণব', 'কৌলাবলীনির্ণয়', 'তন্ত্ররাজ', 'তন্ত্রাভিধান' প্রভৃতি [১, ৩]

অণিমা সেনগুপ্ত (মার্চ ১৯২০ - ২·১০·১৯৬৪) গৈলা—বরিশাল। বিমলেন্দু। পরিবারের সকলেই মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের আদর্শে স্বদেশী ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ থেকে ১৯৪০ খ্রী· বি·এ·, ১৯৪৩ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম·এ· এবং শিক্ষকতা করতে করতে বি·টি· ও এম্·এড্· পাশ করেন। দেশ-বিভাগের ফলে পরিবারের সঙ্গে কলিকাতায় এসে কয়েক বছর পুনর্বাসন দপ্তরে চাকরি করেন। ১৯৫৭ খ্রী· থেকে মৃত্যুকাল অবধি 'শশিমুখী বালিকা বিদ্যালয়ে'র প্রধানশিক্ষিকা-পদে ছিলেন। ১৯৫৩ খ্রী· থেকে দুর্গম কৈলাস ও মানস সরোবর, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, অমরনাথ, গোমুখ, পিণ্ডারী, রূপকুণ্ড প্রভৃতি তীর্থাঞ্চল ভ্রমণ করেন। তাঁর শেষ অভিযান 'হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং এসোসিয়েশনে'র সদস্য হিসাবে কুমায়ুনের ট্রেইল গিরিবর্ত্ম অঞ্চলে। ধস নামার ফলে গোরী গঙ্গাতীরে নিক্ষিপ্ত হয়ে মারা যান। ঐখানেই তাঁর সমাধি দেওয়া হয়। তিনি কৈলাস, মানস সরোবর ও বিভিন্ন পার্বত্য অঞ্চলের রঙীন চিত্র অঙ্কন করেছেন। তাঁর কয়েকটি কবিতাতে সাহিত্য-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। [১৭৪]

অতীন্দ্রনাথ বসু (৩·২·১৮৭৩ - ১০·৬·১৯৬৫) উত্তর কলিকাতা। অপূর্বকৃষ্ণ। যুগান্তর বিপ্লবীদলের সঙ্গে যুক্ত ও অন্যতম নেতৃস্থানীয় ছিলেন। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল এবং কয়েকবার কারাবরণও করেছেন। দেশের যুবক-সমাজকে উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে দেহে ও মনে শক্তিমান করে গড়ে তুলতে তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পরামর্শক্রমে 'মহেশালয়' নামে একটি স্কুল স্থাপন করেন। ১৯০৫ খ্রী· 'ভারত ভাণ্ডার' নামে একটি সংস্থা ও পরে যুবকদের শরীর গঠনের জন্য ১৯২৬ খ্রী· 'সিমলা ব্যায়াম সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই বাঙালী যুবকদের মধ্যে নূতন আদর্শে শরীরচর্চা প্রসারের উৎসাহী প্রচারক। নিজেও একজন কুস্তিগির ছিলেন। ময়মনসিংহের রাজা জগৎকিশোর আচার্য ছিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু। সিমলা ব্যায়াম সমিতির প্রাঙ্গণে ভারতীয় প্রথায় কুস্তি - প্রতিযোগিতার আয়োজন প্রথমে তিনিই করেছিলেন। দেশ থেকে জাতি - ধর্মের ও ধনী - দরিদ্রের ভেদাভেদ দূরীকরণের জন্য একই মণ্ডপে সকলে শক্তির আরাধনায় মিলিত হবে — এই আদর্শ প্রচারের জন্য তিনি সর্বপ্রথম সর্বজনীন দুর্গোৎসবের ব্যবস্থা করেন (১৯২৫)। পূজা - প্রাঙ্গণে স্বদেশী মেলার আয়োজনও হত। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, ডাঃ জে· এম· দাশগুপ্ত প্রভৃতি নেতৃবর্গ এই সমিতির কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁরই আদর্শনিষ্ঠ পুত্র উত্তর কলিকাতার নেতৃস্থানীয় অমর বসু পিতার সব কাজে সহযোগী ছিলেন। ১৯৩২ খ্রী· ইংরেজ সরকার সমিতিকে বে-আইনী ব'লে ঘোষণা করেছিলেন। [১৭৪]

অতীন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর (২০·১১·১৯০৯ - ১৭·১০·১৯৬১)। ঢাকার বিপ্লবী দল শ্রীসঙ্ঘের কর্মিরূপে কারা ও অন্তরীণে বাস করতে হয়। কারাগারেই এম·এ· এবং পরে পি·আর·এস·, পি·এইচ·ডি· হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। মৃত্যুর পূর্বে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। স্বাধীনতালাভের পর বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। রচিত গ্রন্থ: 'নৈরাজ্যবাদ'। [১০]

অতীন্দ্রমোহন রায় (১৮৯৬ - ৫·৪·১৯৭৯) নবীনগর—ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা। আনন্দমোহন। ছাত্রাবস্থায় অনুশীলন দলের প্রভাবে পড়ে ১৯১৩ খ্রী· ঐ দলের সদস্য হন। গৃহত্যাগী সদস্যদলের অন্যতম হিসাবে বহু দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়ার সময় বিপ্লবী কার্যকলাপে সক্রিয় থাকেন। অনুশীলন সমিতির বলপ্রয়োগ বিভাগের তিনি সক্রিয় সদস্য ছিলেন। জিলা স্কুলের প্রধানশিক্ষক শরৎচন্দ্র বসু ছাত্রদের পুলিসের কাছে ধরিয়ে দিতেন ব'লে ১৯১৫ খ্রী· বিপ্লবীরা তাঁকে হত্যা করে। ঐ ষড়যন্ত্রে তাঁরও হাত ছিল। অর্থের প্রয়োজনে স্বদেশী ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করেছেন। পুলিসের ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ত্রিপুরার জিলা ম্যাজিস্ট্রেট এমার্সনের হত্যার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯১৬ খ্রী· তিনি আইনে গ্রেপ্তার হয়ে ১৯২১ খ্রী· অবধি মেদিনীপুর জেলে ছিলেন। কুমিল্লার যুগান্তর দলের সঙ্গেও একত্রে কাজ করার জন্য যোগাযোগ করেন। ১৯২৫ - ২৮ খ্রী· ও ১৯৩০-৩৮ খ্রী· কারারুদ্ধ থাকেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের

অন্যতম সহযোগী ছিলেন। ১৯৪০ খ্রী· রামগড়ে আপসবিরোধী সম্মেলনে আগত সমাজবাদী ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত বিপ্লবী কর্মীদের নিয়ে আর·এস·পি·-র প্রতিষ্ঠা করেন। তখন ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল। সরকার তাঁর নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করলে আত্মগোপন করে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরে বিপ্লব আন্দোলনের জন্য সংগঠনকে মজবুত করার কাজে ব্রতী হন। ১৯৪১ খ্রী· শেষদিকে কলিকাতায় ধরা পড়েন। ১৯৪৬ খ্রী· মুক্তিলাভ করে কুমিল্লায় বাস করতে থাকেন। কুমিল্লা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। দেশবিভাগের পরও জন্মস্থানেই থেকে যান এবং পূর্বপাকিস্তানে শ্রমিক-কৃষক-সমাজবাদী দলের প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশ মুক্তি-আন্দোলনের সময় পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে তাঁর একমাত্র পুত্র বন্দী ও পরে নিরুদ্দেশ হয়। কুমিল্লাতে মৃত্যু। [১৪৯, ১৫৮]

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (৯৮০ - ১০৫৩)। তিব্বতী পরম্পরানুসারে অতীশ দীপঙ্কর বিক্রমণিপুররাজ কল্যাণশ্রীর পুত্র। এই বিক্রমণিপুরকে পণ্ডিতেরা ঢাকা বিক্রমপুর রাজ্য বলে মনে করেন। অনেকের মতে বজ্রযোগিনী গ্রাম উক্ত পণ্ডিতের জন্মস্থান। পূর্বনাম—আদিনাথ চন্দ্রগর্ভ। ভারতের বিভিন্ন পণ্ডিতের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। উনিশ বছর বয়সে দণ্ডপুরীর মহাসঙ্ঘিকাচার্য শীল রক্ষিত কর্তৃক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে তিনি শ্রীজ্ঞান উপাধিপ্রাপ্ত হন। প্রথমে নিজের মা ও পরে অবধূত জেতারির কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং বিহারের কৃষ্ণগিরি রাহুলের কাছে বৌদ্ধ গুহ্যমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে 'গুহ্যজ্ঞানবজ্র' উপাধি পান। সুবর্ণদ্বীপের প্রধান বৌদ্ধাচার্য চন্দ্রগিরির কাছে ১২ বছর ছিলেন। বঙ্গরাজ সম্রাট্ নয়পাল কর্তৃক বিক্রমশীলার মহাস্থবির নিযুক্ত হন। তিব্বতরাজ হ্লা-লামা স্বর্ণ-উপহারসহ নিজ রাজ্যে ধর্মপ্রচারের আহ্বান জানালে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। হ্লা-লামার মৃত্যুর পর পরবর্তী রাজা চ্যান-চাব জ্ঞানপ্রভ কর্তৃক পুনরায় আমন্ত্রিত হয়ে ১০৪০ খ্রী· তিনি তিব্বত যাত্রা করেন। পথিমধ্যে নেপালরাজ অনন্তকীর্তি কর্তৃক সম্বর্ধিত হন। নেপালরাজপুত্র পথপ্রভা তাঁর কাছে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তিব্বতে বিপুল সম্বর্ধনা পান। লামা পর্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা ব্রোমতান তাঁর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। বৌদ্ধ ক-দম (পরবর্তী নাম গে-লুক) সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ভোট ভাষায় অনুবাদ করেন। এ ছাড়া তিনি স্বয়ং 'রত্নকরণ্ডোদ্‌ঘাট', 'বোধিপাঠপ্রদীপপঞ্জিকা', 'বোধিপাঠপ্রদীপ' প্রভৃতি গ্রন্থ এবং সম্রাট্ নয়পালের উদ্দেশে 'বিমলরত্নলেখ' নামক পত্র রচনা করেন। 'চর্য্যাসংগ্রহপ্রদীপ' নামক ধর্মগ্রন্থে অতীশ-রচিত অনেকগুলি সংকীর্তনের পদ পাওয়া যায়। তাঁর মূল সংস্কৃত রচনাগুলি কালক্রমে বিলুপ্ত হয়। তবে তিব্বতী ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে এগুলির অস্তিত্ব টিকে আছে। ভারতে অবস্থানকালে সম্রাট্ নয়পাল ও পশ্চিমদেশীয় কর্ণরাজের বিবাদে মধ্যস্থ হয়ে দেশে শান্তি স্থাপন করেন। তিব্বতে বুদ্ধের অবতার বলে পূজিত হতেন। তিব্বতেই মৃত্যু হয়। রাজধানী লাসার নিকট নেথালে তাঁর সমাধি বিদ্যমান। [১, ৩, ২৫, ২৬]

অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী (১০·৭·১২৭৪ - ৮·১০·১৩৫৩ ব·) সিমুলিয়া—কলিকাতা। মহেন্দ্রনাথ। সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভ। বৈষ্ণব গ্রন্থ গবেষণার উপযোগী করে সম্পাদনা করার পথিকৃৎ। শ্রীচৈতন্যভাগবতের বহু পুঁথি মিলিয়ে টীকা-টিপ্পনীযুক্ত একটি প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করেন। অন্যান্য গ্রন্থ : বলাইচাঁদ গোস্বামীর সহযোগিতায় শ্রীরূপ গোস্বামীর লঘু-ভাগবতামৃতের সটীক সানুবাদ সংস্করণ (১৮৯৮), ঈশ্বর পুরীর জীবনী 'ভক্তের জয়', তুলসীদাসের কতকগুলি দোঁহার 'তুলসীমঞ্জরী' নামে ব্যাখ্যাসহ অনুবাদ, রাসপঞ্চাধ্যায়ের কাব্যানুবাদ ইত্যাদি। বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা ও গানের জন্য খ্যাত ছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও অখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের (১৩৩৩ ব·) সভাপতি ছিলেন। কার্শিয়াং যক্ষ্মা হাসপাতাল ও খড়দহ শ্যামসুন্দর মন্দির যাত্রী-নিবাসের জন্য অর্থ দান করেন। [৩, ৫]

অতুলকৃষ্ণ ঘোষ (১৮৯০ - ৪·৫·১৯৬৬)। এতমামপুর - জাদুবয়রা—কুষ্টিয়া। তারেশচন্দ্র। কলিকাতার 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' দলের সভ্য ছিলেন। ১৯০৬ খ্রী· গ্রামের সঙ্গী নলিনীকান্ত করের সঙ্গে তিনি যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অনুগামী হন। হিন্দু স্কুল, স্কটিশচার্চ কলেজ ও বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে যথাক্রমে এন্ট্রান্স (১৯০৯), আই·এ· (১৯১১) ও বি·এস-সি· (১৯১৩) পাশ করেন। রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে এম·এস-সি· পড়া ছেড়ে দেন। যতীন্দ্রনাথের নির্দেশে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য একত্রিত করার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দামোদর বন্যাত্রাণকে (১৯১৩) কেন্দ্র করে তিনি এই কাজ শুরু করেন। ১৯১৪ খ্রী· বাবা গুরুদিৎ সিং-এর নেতৃত্বে আমেরিকা থেকে পাঞ্জাবী যাত্রী নিয়ে 'কোমাগাটা মারু' জাহাজ বাঙলার বজবজ বন্দরে এলে ব্রিটিশ সেনার দ্বারা উৎপীড়িত যাত্রীদের পাঞ্জাবে প্রেরণের ব্যবস্থায় তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা নেন। গার্ডেনরীচের ট্যাক্সিক্যাব ডাকাতি ও ইনস্পেক্টর সুরেশ মুখার্জির হত্যার ঘটনায় তাঁর যোগ ছিল। জার্মান অস্ত্রসংগ্রহ ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকায় অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্যদের সঙ্গে আত্মগোপন করে থাকেন (১৯১৫ - ১৯২১)। এই সময়ে ফরাসী চন্দননগরে তিনি আশ্রয় পান। সেখান থেকে পুলিসের কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। একবার এক অসুস্থ সহকর্মীকে কাঁধে করে হাসপাতালের পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে বাইরে নিয়ে আসেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় ইংরেজ সরকার ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রকারীদের উপর থেকে শাস্তির পরোয়ানা তুলে নেয়। অতুলকৃষ্ণ মুক্তি পেলেন কিন্তু তার আগেই বুড়িবালামের যুদ্ধে যতীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। এই আঘাতে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে আসেন। তবুও আর্নেস্ট ডে-র হত্যার কারণে তাঁকে দু'বছর

রাজবন্দী থাকতে হয় (১৯২৪ - ২৬)। এর পর রাজনীতি সম্পূর্ণ ছেড়ে ব্যবসায় শুরু করে গৃহস্থ হন। শেষ-বয়সে আধ্যাত্মিক জীবনে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। [১২৪]

অতুলকৃষ্ণ মিত্র (২২.১১.১৮৫৭ - ১৯১২) কলিকাতা। রাজকৃষ্ণ। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাঁর পরিবার কলিকাতা ছেড়ে কোন্নগরে বাস করতে থাকেন। ঐ গ্রামেরই বঙ্গবিদ্যালয়ে, কলিকাতায় এবং মাতুলের কাছে ইংরেজী-সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষা করেন। তরুণ বয়সেই সমবয়স্ক কয়েকজনকে নিয়ে অপেশাদারী নাট্যদল গঠন এবং অভিনয়ের জন্য 'পাগলিনী' নামে একটি নাটক রচনা করেন। তাঁর রচিত কয়েকটি গীতিনাট্য ১৮৭৭ - ৮০ খ্রী· ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়। ১৮৮৭ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত এমারেল্ড থিয়েটারেও তাঁর বহু নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। পরে তিনি ঐ মঞ্চের ম্যানেজার হন। 'আন্দোলন' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ও সাপ্তাহিক বসুমতীর প্রতিষ্ঠাকাল (১৮৯৬ খ্রী·) থেকে তার পরিচালন-ভার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ১৯১১ খ্রী· মিনার্ভা ও কোহিনুর থিয়েটারের গীতিনাট্যকার ছিলেন। রচিত নাটকের সংখ্যা ৪০ : 'প্রণয় কানন বা প্রভাস', 'বিজয়া', 'অপ্সর কানন', 'আদর্শ সতী', 'ধর্মবীর', 'মহম্মদ', 'আমোদ-প্রমোদ', 'হিন্দা-হাফেজ', 'লুলিয়া' প্রভৃতি। এ ছাড়াও 'চিত্রশালা' নামে একখানি উপন্যাস রচনা করেন ও বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী এবং কপালকুণ্ডলার নাট্যরূপ দান করেছিলেন। [৩, ৪, ২৮]

অতুলচন্দ্র গুপ্ত (১০.৫.১৮৮৪ - ১৭.২.১৯৬১) ছোট বিন্যাফৈর—ময়মনসিংহ। উমেশচন্দ্র। রংপুর জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা এবং কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরেজী ও দর্শনে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ করেন। ১৯০৬ খ্রী· দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে এম.এ এবং পরের বছর বি.এল. পাশ করে রংপুরে ওকালতি আরম্ভ করেন। ১৯১৪ খ্রী· কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন ও ১৯১৮ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। দশ বছর পর অধ্যাপনা ত্যাগ করে ওকালতিতে পূর্ণ মনোনিবেশ করেন এবং ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবিরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। শিক্ষকস্থানীয় দেশকর্মী নগেন্দ্রনাথ সেন বাল্যকালেই তাঁর মনে দেশাত্মবোধ সঞ্চারিত করেন। এম.এ. পড়ার সময়ে কুখ্যাত 'কারলাইল সারকিউলার'-এর প্রতিবাদে আন্দোলনে যোগ দেন। এম.এ. পাশ করে কিছুকাল রংপুর জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৭ খ্রী· র‍্যাডক্লিফ ট্রাইবিউন্যাল-এ পশ্চিমবঙ্গের বক্তব্য তৈরী করার ভার তাঁর উপর অর্পিত হয়। রাজনীতিক্ষেত্রে স্বাধীন বিচারবুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত হতেন। প্রমথ চৌধুরীর বন্ধু অতুলচন্দ্রের সাহিত্যকর্মের পরিমাণ নিতান্ত অল্প, কিন্তু মূল্যবান। তাঁর 'কাব্যজিজ্ঞাসা' (১৩৩৫ ব·) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য বিষয়ে কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ : 'শিক্ষা ও সভ্যতা' (১৩৩৪ ব·), 'নদীপথে' (১৩৪৪ ব·), 'জমির মালিক' (১৩৫১ ব·), 'সমাজ ও বিবাহ' (১৩৫৩ ব·), 'ইতিহাসের মুক্তি' (১৩৬৪ ব·)। শেষোক্ত গ্রন্থটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত অধরচন্দ্র মুখার্জী বক্তৃতার সঙ্কলন। প্রধানত ব্যবহারজীবী ও রসতত্ত্বের ব্যাখ্যাতা হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করলেও সমাজ, শিক্ষা, ইতিহাস, রাজনীতি প্রভৃতির আলোচনায়ও তিনি তাঁর বহুমুখী মনীষার পরিচয় রেখে গেছেন। ১৯১৮ খ্রী· Trading with the Enemy নামে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অনাথনাথ দেব পুরস্কার' লাভ করেন। ১৯৫৭ খ্রী· উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডি-এল·' উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে ও দুঃস্থ ছাত্রের শিক্ষাকল্পে এবং রোগীর চিকিৎসায় গোপনে প্রভূত অর্থ দান করে গেছেন। [৩, ৭]

অতুলচন্দ্র ঘোষ১ (১৮৫৯ - ১৯৪০) সিমুলিয়া —কলিকাতা। পিতা বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র। বি.এ., বি.এল. পাশ করে কিছুদিন আলিপুরে ওকালতি করেন ও পরে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃতে কবিতা রচনা করতে পারতেন। 'অবরুদ্ধ' নামে মাইকেলের 'Captive Ladie'-র বাংলায় কাব্যানুবাদ ও জয়দেবের 'প্রসন্নরাঘব' নাটকটির বঙ্গানুবাদ করেন। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি থেকে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙালী কবিদের শ্রেষ্ঠ রচনার অনুবাদ 'Deathless Ditties' গ্রন্থ প্রকাশ (১৯২১) তাঁর অপর কীর্তি। জীবনচরিতকার মন্মথনাথ তাঁর পুত্র [৪, ৫, ২০৯]

অতুলচন্দ্র ঘোষ২ (১৮৮১ - ১৯৬১) খণ্ডঘোষ —বর্ধমান। মাখনলাল। শৈশবে পিতৃব্য হিতলাল ঘোষের কাছে অযোধ্যায় কাটান। পরে পুরুলিয়ায় তাঁর এক উকিল মেসোমশায়ের কাছে প্রতিপালিত হন। বর্ধমান মহারাজা স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৮৯৯) ও কলেজ থেকে এফ.এ. (১৯০১) পাশ করে কলিকাতায় মেট্রোপলিটান কলেজে বি.এ. ক্লাশে ভর্তি হন। ১৯০৪ খ্রী· বি.এ. পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে ১৯০৮ খ্রী· পুরুলিয়ায় আইন ব্যবসায় শুরু করেন। সেখানে পুরুলিয়ার জিলা স্কুলের লাইব্রেরীয়ান-অ্যাকাউন্টেন্ট অঘোরচন্দ্র রায়ের কন্যা লাবণ্যপ্রভাকে বিবাহ করেন এবং স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মহাত্মা গান্ধী ও নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯২১ খ্রী· আইন ব্যবসায় ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী (১৯২১ - ১৯৩৫) ও মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি (১৯৩৫ - ১৯৪৭) হিসাবে মানভূম ও নিকটবর্তী এলাকায় বহু কাজ করেন। জেলা সত্যাগ্রহ কমিটির সেক্রেটারী হন (১৯৩০) এবং লবণ-সত্যাগ্রহে ও পরে 'ভারতছাড়' আন্দোলনে (১৯৪২) অংশগ্রহণ করায় এবং জাতীয় সপ্তাহ পালনকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের অপরাধে (১৯৪৫) তিনি কারারুদ্ধ হন। মানভূমের ভাষানীতির প্রশ্নে কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হওয়ায় কংগ্রেস ত্যাগ করে (১৯৪৭) ঐ

বছরই 'লোকসেবক সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করে বিহার সরকারের প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত নীতির বিরোধিতা করে আন্দোলন চালিয়ে যান। ১৯৫০ - ১৯৫২ খ্রী· পর্যন্ত অনেকবার তিনি সত্যাগ্রহ করেছেন। ১৯৫৩ খ্রী· থেকে সঙ্ঘ 'টুসু' গানের ব্যবস্থা করে। রাজ্য পুনর্গঠন কমিটির কাছে এই সঙ্ঘ স্মারকলিপি রেখেছিল (১৯৫৩ - ১৯৫৫)। বাঙলা-বিহার সীমানা-সংক্রান্ত সমস্যা বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে মেটান সম্ভব বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। গান্ধীর আদর্শে গণতন্ত্র, পঞ্চায়েতরাজ প্রতিষ্ঠা, গ্রাম্যশিল্পের উন্নতি, নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রভৃতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর জীবিতকালে মানভূমে তাঁর বিরাট খ্যাতির ফলে সঙ্ঘ লোকসভায় এবং পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার বিধানসভায় বেশ কয়েকটি আসন লাভ করেছিল। [১২৪]

অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্যার (১৮৭৪ - ১৯৫৫)। ১৮৯৭ খ্রী· আই·সি·এস· পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে যুক্তপ্রদেশে সরকারি চাকরি গ্রহণ করেন। ১৯১৯ খ্রী· উক্ত প্রদেশের চীফ সেক্রেটারী ও ওয়াশিংটনের ইন্টারন্যাশনাল শ্রমিক-সভার সদস্যপদ পান। ১৯২১ খ্রী· বড়লাটের অধ্যক্ষসভার সদস্য এবং ১৯২৩ - ২৪ খ্রী· শাসন পরিষদের শিল্পমন্ত্রী ও ১৯২৫ - ৩১ খ্রী· লণ্ডনে ভারতের হাইকমিশনার ছিলেন। ১৯৩০ খ্রী· লণ্ডনে নৌশক্তি কনফারেন্সে ভারতের প্রতিনিধি এবং ১৯৩২ খ্রী· অটোয়া-কনফারেন্সের সভ্য হন। তাঁর রচনাবলী: 'নোটস্ অন দি ইণ্ডাস্ট্রিজ অফ দি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস', 'নিউ ইণ্ডিয়া' ও 'শর্ট হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া'। [৫, ৭, ১৩৩]

অতুলচন্দ্র রায় (১৯০১ - ৪·৭·১৯৮৪) ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে যুগান্তর পার্টিতে যোগদান করেন। ১৯১৮-২০ খ্রী· গোপন অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ছদ্মনামে ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, আফগানিস্থান, জাপান, বর্মা ভ্রমণ করেন। ১৯৩৪ খ্রী· লেবং কেসের আসামী অতুলচন্দ্র ঐ বছরই অবিভক্ত বাংলা থেকে বিহারে বহিষ্কৃত হন। স্বাধীনতার পর সক্রিয়ভাবে INTUC শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত হন। শেষদিন পর্যন্ত চব্বিশ পরগনা মোটর লঞ্চ ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন। [১৬]

অতুলচন্দ্র সেন (১·৪·১৮৭০ - ১০·৬·১৯৪৮) বাহেরক—বিক্রমপুর, ঢাকা। পিতা কালীপ্রসন্ন স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে আগ্রহী ছিলেন। ১৮৯৩ খ্রী· ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে বৃত্তি পেয়ে এন্ট্রান্স পরীক্ষা, ১৮৯৭ খ্রী· সংস্কৃত ও দর্শনে অনার্স নিয়ে বি·এ· ও পরে দর্শনশাস্ত্রে এম·এ· পাশ করেন। ১৮৯৯ খ্রী· বিক্রমপুরের স্বর্ণগ্রামে রাধানাথ স্কুলের প্রধানশিক্ষক ছিলেন। ১৯০৩ খ্রী· সিটি কলেজ থেকে আইন পাশ করে কুমিল্লার জর্জকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। ওকালতি ছেড়ে ১৯০৮ খ্রী· হেতমপুর রাজ কলেজের অধ্যক্ষ হন। সেখানে ছাত্রশৃঙ্খলার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতভেদ হওয়াতে অধ্যাপকদের সঙ্গে তিনিও পদত্যাগ করেন। ১৯১১ খ্রী· পাবনার এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যক্ষ ও পরে রিপন কলেজে কলাবিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক হন। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে ছাত্রদের পিকেটিং-এ অংশ নেওয়ার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সার্কুলারের প্রতিবাদে অধ্যাপক প্রমথ মুখোপাধ্যায় (স্বামী প্রত্যাগতাত্মানন্দ), নৃপেন দে ও জগদিন্দ্র রায় সহ পদত্যাগ করেন। এর পর তাঁর চাকরি-জীবনে ছেদ পড়ে। তাঁর কৃতী ছাত্রদের মধ্যে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকুমার চক্রবর্তী, বিপ্লবী কালীচরণ ঘোষ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত নিজ গ্রামের 'সত্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। পরে কলিকাতায় এসে 'উমা প্রেস' নামে ছাপাখানা ও 'সেনগুপ্ত এণ্ড কোং' নামে একটি প্রকাশন-সংস্থার পত্তন করেন। সেখান থেকে লোকশিক্ষামূলক পুস্তক 'চরিতমালা', 'শিক্ষা ও স্বাস্থ্য' প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। ১৯২৬-২৯ খ্রী· পর্যন্ত কাশীতে অবস্থানকালে বাঙ্গালীটোলায় প্রাথমিক স্কুল ও গরুড়েশ্বরে উচ্চ ইংরাজী স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার অবৈতনিক প্রধানশিক্ষক হন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'নারী শিক্ষা মন্দির'ই পরে ইন্টারমিডিয়েট কলেজ হয়। কাশীর মদনপুরাতে 'শাস্ত্রপ্রচার কার্যালয়ে' তিনি গীতা সম্পাদনার কাজ শুরু করেন। এখানে প্রমথনাথ তর্কভূষণ ও অন্নদাচরণ চূড়ামণির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন। ১৯৩০-৩১ খ্রী· জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী ও শরৎ ঘোষের নেতৃত্বে স্বদেশী আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। স্বদেশী আন্দোলনের স্মৃতিচারণ 'প্রবাসী'র কয়েকটি সংখ্যাতে লিখেছেন। মুন্সীগঞ্জে থাকার সময় ১৯৩৬ খ্রী· তাঁর রচিত বৃহৎ গ্রন্থ 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' ব্যাখ্যা-সহ প্রকাশিত হয়। এখানে বিখ্যাত বিপ্লবী অমূল্য অধিকারীর সঙ্গে দুঃস্থদের সেবা, অস্পৃশ্যতানিবারণ, দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি কাজের জন্য 'কল্যাণ সমিতি' গঠন করেন। ১৯৪২ খ্রী· কলিকাতায় থাকার সময় কঠোপনিষদের ব্যাখ্যাসংবলিত গ্রন্থ প্রকাশ করেন। আরাতে দুই বৎসর থাকার সময় সেখানকার বাঙালীদের জন্য ১৯৪৩ খ্রী· 'সাহিত্য সমাজ ও পুস্তকালয়' নামে এক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও পাঠাগার স্থাপন করেন। ১৯৪৫ খ্রী· মধুপুরে অসুস্থ পুত্রকে নিয়ে থাকার সময়ে সেখানকার বাঙালী মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত করেন। পুত্রের মৃত্যুর পর কলিকাতায় এসে উপনিষদের অবশিষ্ট অংশগুলি ব্যাখ্যাসমেত প্রকাশ করেন। [১৭৪]

অতুলচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮৭ - ১৯৪৭) চট্টগ্রাম। রাজকুমার। ১৯০৮ খ্রী· থেকেই যুগান্তর বিপ্লবী গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পুলিসের হয়রানিতে অতিষ্ঠ পলাতক বাঘা যতীনকে তিনি বাগনানে তাঁর বিদ্যালয়ের কর্মস্থলে আশ্রয় দেন। সেখান থেকে বাঘা যতীন বালেশ্বরের জঙ্গলে যান। বালেশ্বরের যুদ্ধে আহত বাঘা যতীন ধরা পড়ার পর ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হয়। বেশ কিছুদিন কারাগারে ও অন্তরীণে থাকেন। ১৯১৯ খ্রী· শর্তাধীনে মুক্তি পান। এর পর চট্টগ্রাম কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থেকে ১৯২১ খ্রী· ও ১৯৩০ খ্রী·

অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। শেষজীবনে দুরবস্থার মধ্যে কলিকাতায় মৃত্যু। [১৪৯]

অতুলচাঁদ মিত্র (১৮৩৭ - ১৮৭৯) কলিকাতা। রামধন। আদি নিবাস—হুগলী। মাতুল সাতুবাবুর সেতার-বাজনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি গোপনে চর্চা শুরু করেন? ১২/১৩ বছর বয়সে মাতুলের ব্যবস্থাপনায় রেজা খাঁর কাছে তাঁর সেতার শিক্ষার শুরু। তিনি কলিকাতার দ্বিতীয় সেতারশিল্পী। শৌখিন শিল্পীরূপে আজীবন সেতারচর্চা করে গেছেন। গিরিশচন্দ্র আঢ্য তাঁর শিষ্য ছিলেন। [১৪৯]

অতুলপ্রসাদ সেন (২০.১০.১৮৭১ - ২৬.৮.১৯৩৪) ঢাকা। রামপ্রসাদ। আদি নিবাস মগর—ফরিদপুর। বাল্যে পিতৃহীন হওয়ায় ভগবদ্‌ভক্ত, সুকণ্ঠ গায়ক ও ভক্তিসঙ্গীতরচয়িতা মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্তের নিকট প্রতিপালিত হন। অতুলপ্রসাদ মাতামহের এই-সমস্ত গুণের অধিকারী হন। ১৮৯০ খ্রী· প্রবেশিকা পাশ করে কিছুকাল কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়েন। বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে ১৮৯৪ খ্রী· দেশে ফিরে আসেন। কলিকাতা ও রংপুরে কিছুকাল আইন-ব্যবসায় করে লক্ষ্ণৌ শহরে যান। ক্রমে তিনি সেখানকার শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবিরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং আউধ বার অ্যাসোসিয়েশন ও আউধ বার কাউন্সিলের সভাপতি হন। লক্ষ্ণৌ নগরীর সংস্কৃতি ও জীবনধারার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিলেন। যেখানে তিনি বাস করতেন, তাঁর জীবিতকালেই তাঁর নামে ঐ রাস্তার নামকরণ করা হয়েছিল। উপার্জিত অর্থের বৃহৎ অংশ তিনি স্থানীয় জনসাধারণের সেবায় ব্যয় করেন। তাঁর আবাসগৃহ ও গ্রন্থস্বত্বও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দান করে গেছেন। বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে তাঁর পরিচয় সঙ্গীত ও সুরকার হিসাবে। তাঁর গানগুলিকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়: স্বদেশী সঙ্গীত, ভক্তিগীতি ও প্রেমের গান। ব্যক্তিগত জীবনের বেদনা সকল শ্রেণীর সঙ্গীতেই পরিস্ফুট। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সুর ও ঢঙ, বাউল ও কীর্তনের সুর ইত্যাদি যোগ করে তিনি বাংলা গানে এক বিশিষ্ট সঙ্গীত-রীতির প্রবর্তন করেন। 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী', 'বল বল বল সবে শতবীণাবেণুরবে', 'হও ধরমেতে ধীর হও করমেতে বীর', 'তোমারি যতনে তোমারি উদ্যানে', 'আমার হাত ধরে তুমি', 'কে আবার বাজায় বাঁশি', 'বঁধু এমন বাদলে তুমি কোথা' প্রভৃতি গানগুলি বিশেষ বিখ্যাত। তাঁর গানের সংখ্যা প্রায় ২০০। 'কয়েকটি গান' ও 'গীতিগুঞ্জ' গ্রন্থে তাঁর গানগুলি সঙ্কলিত। 'কাকলি' গ্রন্থমালায় এ-সকলের স্বরলিপি প্রকাশিত। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন প্রতিষ্ঠাকালে তিনি তার অন্যতম প্রধান, সম্মিলনের মুখপত্র 'উত্তরা'র অন্যতম সম্পাদক এবং সম্মিলনের কানপুর ও গোরখপুর অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন। রাজনীতিতে প্রথমে কংগ্রেসের অনুবর্তী ও পরে লিবারেল-পন্থী হন। [৩, ৫, ২৫, ২৬]

অতুল বসু (২২.২.১৮৯৮ - ১০.৭.১৯৭৭) রসুনিয়া—বিক্রমপুর, ঢাকা। পিতা শশিকুমার ময়মনসিংহে শিক্ষকতা করতেন। সেখানেই তাঁর জন্ম। ভারতীয় শিল্পজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিকৃতি-শিল্পী। বার বছর বয়সে কলিকাতার টেকনিক্যাল স্কুলে ভর্তি হন। এ সময় বিপ্লবী দলের সঙ্গে কিছুদিন যোগাযোগ রেখেছিলেন। পরে এসব ছেড়ে রণদা গুপ্তের জুবিলি আর্ট অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হন। তিন বছর বাদে গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টসের ছাত্র হিসাবে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পার্সি ব্রাউনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। ২০ বছর বয়সে স্নাতক হন। ১৯২১ খ্রী· 'সোসাইটি অব ফাইন আর্টস' (অধুনাবিলুপ্ত) সংগঠিত করেন। শিল্পীদের এই সঙ্ঘ গড়ে তাঁদের সামাজিক স্বীকৃতি আদায়ের জন্য খুব পরিশ্রম করেন। ছাত্র থাকাকালীন আর্ট স্কুলের ছাত্রদের কাজের বার্ষিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গুরুপ্রসন্ন বৃত্তি' পেয়ে লণ্ডনের রয়্যাল অ্যাকাডেমির ছাত্র হন। এখানে তিনি বিখ্যাত 'আইভরি' পুরস্কার লাভ করেন। সিকার্টের শিষ্য হয়ে কিছুদিন সেখানে থেকে দেশে ফেরেন। ১৯৩৩ খ্রী· যুগ্ম-প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক হিসাবে 'অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস' সংগঠন করেন। ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৮ খ্রী· গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টসের অধ্যক্ষ ছিলেন। পাশ্চাত্য রীতিতে আঁকতেন। তাঁর অসংখ্য শিল্পকীর্তির মধ্যে স্কেচ্-এ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আবক্ষ প্রতিমূর্তি ('রয়েল বেঙ্গল টাইগার') এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিধ্বস্ত নোয়াখালি অভিযানের সময়ে মহাত্মা গান্ধীর চিন্তামগ্ন মূর্তিটি উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতার পর সংসদে ও ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধে জাতীয় নেতাদের প্রতিকৃতি তাঁর শিল্প-প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। তাঁর আঁকা বহু প্রতিকৃতি লণ্ডনের বাকিংহাম প্যালেসে রক্ষিত আছে। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে তেল-রঙের মাধ্যমে অ্যাকাডেমিক প্রথায় প্রতিকৃতি-চিত্ররচনায় বাঙালী শিল্পীদের যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, তিনি তার সুযোগ্য উত্তরসাধক। যামিনী রায়ের মত তিনিও চিত্রকর্ম ছাড়া অন্য কোন উপায়ে অর্থোপার্জন করেন নি। তাঁর রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৪৪) 'Verified Perspective' উল্লেখযোগ্য। [১৬]

অতুল সেন (? - ৫.৮.১৯৩২) সেনহাটি—খুলনা। ছাত্রাবস্থায় গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেন। স্টেট্‌সম্যান পত্রিকার সম্পাদক মি· ওয়াটসনকে হত্যা-প্রচেষ্টার পর পুলিসের কবল থেকে সঙ্গীদের বাঁচাবার জন্য এবং গ্রেপ্তার এড়াতে পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মৃত্যুবরণ করেন। [১০, ৪২, ৪৩]

অদ্বয়বজ্র। দশম শতাব্দীর এই সিদ্ধাচার্য সম্ভবত মহীপাল, দীপঙ্কর, নরো-পা প্রভৃতির সমসাময়িক। অন্য নাম 'অবধূতী-পা'। 'বজ্রাচার্য'নামেও পরিচিত ছিলেন। উত্তরবঙ্গের দেবীকোটবিহারের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িত আছে। তিনি 'বজ্রযান'-এর বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন ও বৌদ্ধ সংকীর্তনের অনেকগুলি পদ রচনা করেন। রচিত

কতকগুলি বাংলা গ্রন্থও আছে। কিছু গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদও করে গেছেন। তাঁর ২১টি রচনা 'অদ্বয়বজ্র সংগ্রহ' নামে প্রকাশিত হয়। সোমপুর মহাবিহারের পণ্ডিতাচার্য বোধিভদ্র-রচিত ও তিব্বতী ভাষায় অনূদিত গ্রন্থগুলির একটির অনুবাদ করেন অদ্বয়বজ্র [১,৩,৬৭]

অদ্বৈতচরণ আঢ্য (১৮১৩-১৮৭৩) আমড়াতলা — কলিকাতা। গোলকচাঁদ। কলিকাতা ফোর্টউইলিয়ম অস্ত্রাগারের হিসাবরক্ষক ছিলেন। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' নামক প্রথমে পাক্ষিক, পরে দৈনিক পত্রিকার ৩৩ বছর সম্পাদক ছিলেন। বহু সংস্কৃত ও ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন। 'সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র' পত্রিকাও সম্পাদনা করেছিলেন। ব্যবসায়ী হিসাবেও তাঁর সুনাম ছিল। [১, ৪]

অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজী (১৮৩৫ - ১৯২৯) চড়িয়াগ্রাম — পাবনা। প্রকৃত নাম — ভীমকিশোর রক্ষিত। বৃন্দাবনে বৈষ্ণবশাস্ত্র ও কীর্তন শিক্ষা করেন। মনোহরশাহী কীর্তনগানে অসাধারণ দক্ষ ছিলেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ ও শ্রীমদ্ভাগবত বিষয়ে অধ্যাপনা করতেন। ৭৬ বছর বয়সে নবদ্বীপে এসে আশুতোষ তর্কভূষণের কাছে তিন বছর নব্যন্যায় শিক্ষা করে বৃন্দাবনে ফিরে যান। তাঁরই চেষ্টায় হরিনামামৃত ব্যাকরণ সংস্কৃত অ্যাসোসিয়েশন বোর্ডে পরীক্ষার্থ গৃহীত হয়। [৩]

অদ্বৈত মল্লবর্মন (১·১·১৯১৪ - ১৬·৪·১৯৫১) গোকর্ণ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া—কুমিল্লা। অধরচন্দ্র। সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। মাতাপিতৃহীন নিঃসঙ্গ অদ্বৈত গ্রামের মানুষের সাহায্যে ১৯৩৩ খ্রী· ব্রাহ্মণবাড়িয়া অন্নদা হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। কিন্তু মেধাবী ছাত্র হয়েও কলেজের পড়া ছেড়ে অর্থোপার্জনের জন্য কলিকাতায় এসে 'ত্রিপুরা' পত্রিকায় কর্মজীবন শুরু করেন। এর পর ক্যাপ্টেন নরেন দত্ত পরিচালিত 'নবশক্তি' কাগজে যোগ দেন। দেশ, মাসিক মোহম্মদী, নবযুগ, আজাদ, কৃষক ইত্যাদি পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে সহকারী সম্পাদকরূপে কাজ করেন। পরে বিশ্বভারতীর সঙ্গেও যুক্ত হন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা বেরোলেও চারের দশকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের পাশাপাশি বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থসিরিজে লিখে তিনি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 'তিতাস একটি নদীর নাম' তাঁর স্মরণীয় উপন্যাস। প্রতিকূল সংঘাতে ক্রমশ মুছে-আসা মৎস্যজীবী যে মানুষদের কাহিনী এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে তিনি সেই 'মালো' সম্প্রদায়েরই লোক ছিলেন। তাঁর অন্যান্য রচনা: 'সাদা হাওয়া' (উপন্যাস), 'সাগরতীর্থে', 'নাটকীয় কাহিনী', 'দল বেঁধে' (গল্পগ্রন্থ), 'রাঙামাটি' প্রভৃতি। তাঁর 'জীবনতৃষ্ণা' উপন্যাস 'লাস্ট ফর লাইফ'-এর অনুবাদ। বহু শিশুপাঠ্য কবিতাও রচনা করেছেন। অকৃতদার নিঃসঙ্গ অদ্বৈত বহু কৃচ্ছ্রসাধন ও উদয়াস্ত পরিশ্রম করে যা উপার্জন করতেন তার অধিকাংশই ব্যয় করতেন দুঃস্থ পরিচিত জনের জন্য। ৩৭ বছর বয়সে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু [১৭, ১৪৯]

অদ্বৈতাচার্য (১৪৩৪ - ১৫৫৮) নবগ্রাম-লাউড় —শ্রীহট্ট। কুবেরাচার্য। তাঁর পিতৃদত্ত নাম কমলাক্ষ। অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে শান্তিপুরে বসবাস করতে থাকেন। নবদ্বীপেও একটি বাড়ি ছিল। দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করে 'অদ্বৈতাচার্য' উপাধি পান। শ্রীচৈতন্যের জন্মের পূর্বেই ভক্তি ও পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাত হন। নবদ্বীপের ভক্তদের তিনিই প্রধান অবলম্বন ছিলেন। নিত্যানন্দের সঙ্গী হয়ে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও নিমাই পণ্ডিতকে সর্বপ্রথম ভগবানরূপে বৈদিক মন্ত্র সহযোগে সচন্দন তুলসী-পত্র-সমেত প্রণাম করেন। তাঁর অপর কীর্তি পুরীর রথযাত্রায় সমাগত লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের অবতারত্ব ঘোষণা। তিনি শান্তিপুরে 'মদনগোপাল' কৃষ্ণমূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন। লোকাচার অপেক্ষা ভক্তিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর পুত্রদের মধ্যে অচ্যুত বাল্যকাল থেকেই মহাপ্রভুর ভক্ত ছিলেন। পরবর্তী কালে অদ্বৈতাচার্য সম্বন্ধে তাঁর লিখিত 'অদ্বৈতপ্রকাশ', 'বাল্যলীলাসূত্র', 'অদ্বৈতমঙ্গল' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি যথেষ্ট প্রামাণিক নয়। [১,৩]

অদ্বৈতানন্দ মহারাজ (১৯০০ - ৮·৯·১৯৭৭) ভেরচি—যশোহর। পূর্বাশ্রমের নাম রাজেন্দ্রলাল আঁশ। খুলনার দৌলতপুর হিন্দু একাডেমি কলেজে পড়ার সময় অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে বিদেশী শিক্ষা বর্জন করেন। ঐ সময় খুলনার সাতক্ষীরা মহকুমার ব্যাপক দুর্ভিক্ষে সেবাকাজ করতে গিয়ে 'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে'র প্রতিষ্ঠাতা প্রণবানন্দ স্বামীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে সঙ্ঘে যোগদান করেন। ১৯২৪ খ্রী· সঙ্ঘের প্রথম সারির যে সাতজন সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হন, তিনি তাঁদের অন্যতম। কিছুদিন রাজশাহী ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষ ছিলেন। ভারতে সঙ্ঘের বাণী প্রচারের জন্য চারণদল নিয়ে সমস্ত ভারত ভ্রমণ করেন। ১৯৩৬ - ৪২ খ্রী· ব্রহ্মদেশের সর্বত্র সঙ্ঘের অভিযানের মূলে ছিল তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা। ১৯৪৮ ও ১৯৫০ খ্রী· তাঁর নেতৃত্বে পূর্ব আফ্রিকা এবং ত্রিনিদাদ ও গায়েনায় প্রচার-অভিযান চলেছিল। ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী ও গুজরাটি ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করতে পারতেন। বাঙলায় ও বাঙলার বাইরে অনেকগুলি হিন্দু মিলনমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৮ খ্রী· সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদকরূপে বৃত হন। রচিত গ্রন্থ: 'শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ লীলাস্মৃতি', 'প্রচার-ব্রতে বিশ্বময়', 'হিন্দুধর্মের মহত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য', 'শিক্ষা-সমস্যার সমাধান কোন্ পথে', গীতার ভাষ্য', 'জীবন-দর্পণ' প্রভৃতি। সুরাট আশ্রম থেকে প্রকাশিত 'হিন্দু মিলনমন্দির' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। [৮২]

অদ্ভুতাচার্য (আনু· ১৪৫৪ - ১৫৫০) বড়বাড়ি —পাবনা। কাশী আচার্য। অল্পশিক্ষিত ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ—'অদ্ভুতাচার্য' উপাধি। উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে বহুল-প্রচারিত 'অদ্ভুত রামায়ণ'-এর রচয়িতা। সাঁতোলের রাজার সভাকবি ছিলেন। [১, ৩, ২৫, ২৬, ১৩৩]

অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৫৫ - ১৯২৭) বিদ্যাপতিপুর—বর্ধমান। কালিদাস। সুপণ্ডিত ও ঐতিহাসিক। চকদীঘি সারদাপ্রসাদ ইন্‌স্টিটিউশন থেকে ১৮৭৪ খ্রী· প্রবেশিকা, জেনারেল অ্যাসেমব্লি ইন্‌স্টিটিউশন (পরবর্তী স্কটিশ চার্চ কলেজ) থেকে ১৮৮৩ খ্রী· বি·এ·, ১৮৮৪ খ্রী· এম·এ· এবং ১৮৮৭ খ্রী· বি·এল· পাশ করেন। জেনারেল অ্যাসেমব্লি ইন্‌স্টিটিউশনে ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে ১৮৮৪ খ্রী· যোগ দিয়ে ১৯১৮ খ্রী· অবসর গ্রহণ করেন। পরে এমেরিটাস প্রফেসররূপে ঐ কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও নানা বিভাগের সদস্য ছিলেন। এক সময়ে তাঁর প্রণীত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের সর্বাধিক প্রচলিত পাঠ্যপুস্তক ছিল। ইতিহাসের কৃতী ছাত্রদের জন্য তিনি তাঁর কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কালিদাস মুখোপাধ্যায় পুরস্কার', 'ব্রহ্মময়ী পদক', 'সরোজিনী পদক', 'মৃণালিনী পদক' প্রভৃতির জন্য অর্থ প্রদান করেছেন। ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে এক হাজার টাকা দান করেন। [১৭৭]

অধরচন্দ্র লস্কর। প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় 'ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ'-এর (১৯০৭) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অপর দুইজন বাঙালী ছিলেন—খগেন্দ্রনাথ দাস ও তারকনাথ দাস। এই ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের নাম পরে পরিবর্তন করে রাখা হয় 'গদর পার্টি'। তিনি সামরিক শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে ক্যালিফোর্নিয়ার এক সামরিক বিদ্যালয়ে যোগ দেন। [৫৪]

অধরচাঁদ সন্ন্যাসী। গৃহস্থাশ্রমের নাম সতীশচন্দ্র সরকার। প্রথমে বৈষ্ণব ছিলেন। পরে সহজিয়া ভাবে ভাবুক হয়ে পড়েন। বিভিন্ন ধর্মমত নিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং শেষে রবীন্দ্রনাথের 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়'—এই মতাদর্শে আকৃষ্ট হয়ে বহুবার তাঁর উপদেশ গ্রহণ করেন। বিভিন্ন পল্লীতে ও কলিকাতায় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে জনসাধারণের মধ্যে কীর্তন-শিক্ষার আয়োজন করেন। বহুদেশ পর্যটন করে ধর্মমত সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লেখেন এবং আশ্রম পরিচালনার্থ অর্থসংগ্রহের জন্য বাঙলার নেতাদের কাছে যাতায়াত করতেন। কিছুদিন 'রসরাজ' মাসিক পত্রিকা পরিচালনা করেন। [২৭,৩০]

অধরলাল সেন (২·৩·১৮৫৫ - ১৪·১·১৮৮৫) কলিকাতা। রামগোপাল। সুবর্ণবণিক পরিবারে জন্ম। মেধাবী ছাত্র। ১৮৭১ খ্রী· প্রবেশিকা (৮ম), এফ·এ· (৪র্থ, ডাফবৃত্তি) এবং ১৮৭৭ খ্রী· বি·এ· পাশ করে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পান। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য, ফ্যাকাল্টি অফ আর্টস-এর সভ্য, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সহপাঠী বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু এবং রামকৃষ্ণদেবের স্নেহভাজন ছিলেন। অল্পায়ু জীবনে তিনি বাংলায় 'ললিতা সুন্দরী', 'মেনকা' ইত্যাদি পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থ ও ইংরেজিতে 'The Shrines of Sitakund' (১৮৮৪) নামে একটি তথ্যমূলক ভ্রমণকাহিনী রচনা করেন। [৩,২৮]

অধীরচন্দ্র ব্যানার্জী (১৩১৪ - ১৩৭৪ ব·)। ১৯৪৬ খ্রী· হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের সহকারী সম্পাদকরূপে সাংবাদিক জীবনের শুরু। ভারতীয় বার্তাজীবী সঙ্ঘের (সাংবাদিক ট্রেড ইউনিয়ন) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। দুইবার তার সভাপতি হন। ১৯৬৪ খ্রী· জাকার্তায় অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় সাংবাদিক দলের নেতৃত্ব করেছিলেন। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। [১৭]

অনঙ্গমোহন দাম (১৮৯০ - ৬·১·১৯৭৮) শ্রীহট্ট। অভয়কুমার। কংগ্রেসের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা। ছাত্রাবস্থায় প্রেসিডেন্সী কলেজে সুভাষচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। ঐ কলেজের ওটেন সাহেব ভারতীয়দের নিন্দা করে বক্তৃতা করলে যে কয়েকটি প্রাণে আগুন জ্বলে ওঠে তাঁদের প্রধান হলেন সুভাষচন্দ্র ও অনঙ্গমোহন। ওটেন সাহেবকে প্রথম আঘাত তিনিই করেছিলেন। সে কারণে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে কলেজ থেকে 'বহিষ্কার' আজ্ঞা দেয়। ফলে উচ্চতর পরীক্ষা বা উচ্চশিক্ষায় তিনি যেতে পারেন নি। স্বগ্রামে থেকেই দেশসেবা ও সমাজসেবা করে গেছেন। বাগ্মী ও পণ্ডিত হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। ১৯৪৬ খ্রী· শ্রীহট্ট থেকে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত হন। কাছাড় জেলা পৃথকীকরণ আন্দোলনেরও অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা ছিলেন। বহুদিন স্বগ্রামে অন্তরীণ থাকেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মুক্তি পান। কলিকাতার কাছে সোদপুরের বাড়িতে তাঁর মৃত্যু হয়। [১৬]

অনঙ্গমোহিনী দেবী। ত্রিপুরাধিপতি বীরচন্দ্রমাণিক্য। স্বামীর নাম গোপীকৃষ্ণ। সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন। শিল্পনৈপুণ্যে আমেরিকা ও জাপান থেকে প্রশংসালাভ করেন। তাঁর কবিতা এক সময়ে প্রায় সকল বাংলা মাসিকপত্রেই নিয়মিত প্রকাশিত হত। রচিত কাব্যগ্রন্থ: 'কণিকা', 'শ্লোকগাথা' ও 'প্রীতি'। [৫,৪৪]

অনন্ত (আনু· ১৬ - ১৭শ শতাব্দী)। কৃত্তিবাসের পরেই রামায়ণ অনুবাদক কবিদের মধ্যে প্রাচীনতম। সম্ভবত আসামের কামরূপের অধিবাসী। আসামের সুপরিচিত কবি অনন্ত কন্দলী ও তিনি অভিন্ন বলে অনুমান করা হয়। [১৩৩]

অনন্ত আচার্য। সম্ভবত নবদ্বীপবাসী ও শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন। গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য অনন্ত পদকল্পতরুর ২২৮৫ সংখ্যক পদটির রচয়িতা। বৃন্দাবনে গিয়ে গোবিন্দের সেবাধিকারী হয়েছিলেন। অনন্ত-দাস-ভণিতাযুক্ত 'পদকল্পতরু'র ৩২ টি পদের রচয়িতা ও ইনি অভিন্ন কিনা বলা যায় না। [১, ৩]

অনন্তকুমার চক্রবর্তী (ভোলাদা) (১৫·৪·১৯০১ - ৫·৬·১৯৭৯)। রাকুদিয়া—বরিশাল। চন্দ্রমণি দেবশর্মণ। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু ১৪ বছর বয়সে বরিশাল শঙ্কর মঠ ও যুগান্তর দলের মাধ্যমে। প্রথমে দৌলতপুর সত্যাশ্রমে ও পরে কলিকাতার এক অরফ্যানিজের

তত্ত্বাধায়ক হয়ে কিছুকাল অতিবাহিত করেন। ক্রমে দক্ষিণেশ্বর বিপ্লবীগোষ্ঠীর (Red Bengal Party) সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। ১৯২৫ খ্রী· দক্ষিণেশ্বর ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯২৬ খ্রী· জেলের মধ্যে পুলিস সুপারিনটেনডেন্ট ভূপেন চ্যাটার্জী নিহত হলে সেই কেস-এ তাঁর শাস্তি হয় ১০ বছরের দ্বীপান্তর। এই সূত্রে বর্মার বিভিন্ন জেলে ৬ বছর ও ১৯৩৩ খ্রী· থেকে ১৯৩৮ খ্রী· আন্দামান জেলে কাটে। ১৯৩৮ খ্রী· মুক্তির পরে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে আসেন। [৮২]

অনন্তকুমার সেন (১৬·৭·১৮৮৮ - ১৫·১০·১৯৩৫)। মাহিলারা—বরিশাল। মদনমোহন। মহাত্মা অশ্বিনী-কুমারের অনুগামী সংগঠক ও আদর্শ শিক্ষক। সরকারি চাকরি প্রত্যাখ্যান করে প্রধানশিক্ষকরূপে শিক্ষাপ্রসারে ব্রতী হন এবং অবিভক্ত বাঙলার বিভিন্ন জেলায় বহু স্কুল স্থাপন করেন। 'অমৃত সমাজ', 'বরিশাল ন্যাশনাল স্কুল', 'বরিশাল সেবাসমিতি' প্রভৃতি সংস্থার এবং দৈনিক 'কেশরী' পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁর সংকলিত পুস্তক 'স্বরাজগীতা' এককালে ছাত্রদের মনে জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রেম উদ্বোধনে নিত্যপাঠ্য সহায়িকা-রূপে সমাদৃত ছিল। শেষপর্যন্ত ইংরেজ সরকার কর্তৃক পুস্তকখানি বাজেয়াপ্ত হয়। মহাত্মা গান্ধীর প্রেরণায় অসহযোগ আন্দোলনেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। [১৪১]

অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৩৯ - ১৩০৩ ব·) বিষ্ণুপুর—বাঁকুড়া। গঙ্গানারায়ণ। তিনি বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রসিদ্ধ গায়ক ও গীতিকার ছিলেন। বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতগুরু রামশঙ্করের অন্যতম শিষ্য। বিষ্ণুপুর সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং বিষ্ণুপুররাজ গোপাল সিংহের সঙ্গীতসভার গায়ক ছিলেন। রচিত গীতাবলীর মধ্যে 'একি রূপ হেরি হেরি', 'দীনতারিণী বোলে মা', 'মধুঋতু আই' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। রাজপ্রদত্ত উপাধি 'সঙ্গীতকেশরী'। তাঁর তিন পুত্র রামপ্রসন্ন, গোপেশ্বর ও সুরেন্দ্রনাথ সঙ্গীতজগতে বিশেষ খ্যাত। [১, ৩, ১৪১]

অনন্ত সিং (১·১২·১৯০৩ - ২৫·১·১৯৭৯) চট্টগ্রাম। গোলাপ সিং। বিখ্যাত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের অন্যতম নায়ক। পূর্বপুরুষ আগ্রা অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই খেলাধুলা ও শরীরচর্চায় উৎসাহ ছিল। বিদ্যালয়ে পড়ার সময় সূর্য সেনের (মাস্টারদা) সংস্পর্শে আসেন ও অসাধারণ সাহস ও সংগঠনক্ষমতা, শৌর্য, বুদ্ধি ও উদ্যোগের জন্য মাস্টারদার একজন বিশ্বাসী অনুগামী হয়ে পড়েন। তখন থেকেই কার্তুজ ও বোমা বানাতে শুরু করেন—যা পরবর্তী কালে খুবই কাজে লেগেছিল। তাঁর বোমা বানাবার ফর্মুলা একজন সাহেবের নামে প্রকাশিত হয়ে সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনের সময় তাঁরই উদ্যোগে তাঁর স্কুলের ছেলেরা কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেয়। তবে তিনি কংগ্রেসের আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন না। ঐ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হবার পর তিনি বিপ্লবী আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য সচেষ্ট হন। বিপ্লবীদের জন্য অর্থ-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানীর প্রচুর অর্থ লুঠ করার সময় পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা পুলিসকে পরাভূত করে পাহাড়ে পালিয়ে যান। পরে সন্দীপ হয়ে কলিকাতায় এসে ধরা পড়লেও ছাড়া পান। ১৯২৪ খ্রী· বিপ্লবী কাজকর্মের জন্য গ্রেপ্তার হয়ে চার বছর কারাগারে থাকেন। ছাড়া পেয়ে তিনি ব্যায়ামাগার স্থাপন করে ও অন্যভাবে বিপ্লবী সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য ও তরুণদের দলে আনার জন্য সচেষ্ট হন। তাঁর এই অক্লান্ত পরিশ্রম, সংগঠননৈপুণ্য ও পরিকল্পনা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের সাফল্যের অন্যতম কারণ। ঐ সময় চট্টগ্রাম শহর চারদিনের জন্য ইংরাজশাসনমুক্ত ছিল। তিনি ও তাঁর প্রধান সহকর্মীরা চট্টগ্রাম থেকে পালিয়ে এসে ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরে আশ্রয় নেন। তাঁর অন্যান্য সহকর্মীদের বিচার ও জেলে নির্যাতনের সংবাদে তিনি বিচলিত হয়ে কলিকাতা পুলিস কমিশনারের কাছে এসে আত্মসমর্পণ করেন। চট্টগ্রাম মামলা চলার সময়ে জেলের ভিতরে সুড়ঙ্গ তৈরি করে তাকে বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। জেলের প্রাচীরে ডিনামাইট পাতার সময়ে ব্রিটিশ সরকারের পুলিস সন্ধান পাওয়ায় সে চেষ্টা সফল হয় নি। তবে এই ঘটনার ফলে সরকার বিপ্লবীদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়। অনেকের মতে এই আলোচনার ফলেই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলায় কারোরই ফাঁসি হয় নি। বিচার হয় ৩৬ জনের। তাতে যে দশ জনের দ্বীপান্তর হয় তিনিও তাঁদের একজন। ১৯৩২ খ্রী· আন্দামান সেলুলার জেলে অনশন ধর্মঘট শুরু হলে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী প্রমুখের চেষ্টায় আন্দামান থেকে বন্দীদের স্বদেশের কারাগারে ফিরিয়ে আনা হয়। অনন্ত সিং ১৯৪৬ খ্রী· মুক্তিলাভ করেন। জেলেই তিনি মার্ক্সীয় সাহিত্য ও দর্শন পাঠ করে তার দিকে আকৃষ্ট হন ও বাইরে এসে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। পরে অবশ্য চলচ্চিত্র ও মোটর গাড়ির ব্যবসায় করে রাজনীতি থেকে কিছুটা দূরে থাকেন। কয়েকটি ব্যাঙ্ক ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে দীর্ঘদিন (১৯৬৯ - ১৯৭৭) জেলে থাকেন। এই সময় তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে অসুস্থতার কারণে তিনি ছাড়া পান। শেষজীবনে তিনি একজন বিতর্কিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ: 'চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহ' (দুই খণ্ড), 'অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম', 'মাস্টারদা', 'স্বপ্ন ও সাধনা', 'আমি সেই মেয়ে', 'কেউ বলে ডাকাত কেউ বলে বিপ্লবী' প্রভৃতি। তাঁর বিপ্লবী কর্মে তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনী ইন্দুমতী সিং যথেষ্ট সহায়তা করেন। ইন্দুমতী নিজেও অস্ত্রচালনায় নিপুণ ছিলেন। রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের জন্য তিনিও জেলে আটক ছিলেন। [১৬]

অনন্তহরি মিত্র (১৯০৬ - ২৭·৮·১৯২৬) বেগমপুর—নদীয়া। রামলাল। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ

আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে কৃষ্ণগড় বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ সংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা নেন। মামলার সূত্রে দক্ষিণেশ্বরের একটি বাড়ি তল্লাসী চালাবার সময় রিভলভার, বোমা ও বোমা-প্রস্তুতের সরঞ্জামসহ ১০ই নভে· ১৯২৫ খ্রী· গ্রেপ্তার হন। বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। বিপ্লবী দলের নেতাদের নির্দেশে গুপ্ত-পুলিস-বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ভূপেন চ্যাটার্জীকে হত্যার দায়িত্ব নিয়ে প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী ও আরও তিন জনের সঙ্গে জেলের মধ্যে কার্য সমাধা করেন (২৮·৫·১৯২৬)। এই মামলায় তাঁর ও প্রমোদরঞ্জনের ফাঁসি হয়। [১০, ৩৫, ৩৮, ৪২, ৪৩]

অনাগারিক ধর্মপাল (১৭·৯·১৮৬৪ - ২৯·৪·১৯৩৩) কলম্বো—শ্রীলঙ্কা। পিতা ডন্ ক্যারোলিস্ কলম্বোর প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন। শিক্ষা সেন্ট টমাস স্কুলে। অল্পবয়সেই বৌদ্ধধর্মের উন্নতিকল্পে ও জনসেবার উদ্দেশ্যে চাকরি ছেড়ে দেন। ১৮৯১ খ্রী· ভারতের বিভিন্ন বৌদ্ধতীর্থগুলি পরিদর্শন করেন। বুদ্ধগয়ায় বৌদ্ধদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ও ভারতে বৌদ্ধধর্মের পুনরুজ্জীবনে সচেষ্ট ছিলেন। এই সময়ে শিক্ষিত বাঙালীদের আনুকূল্যে কলিকাতায় 'মহাবোধি সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৯১)। ১৮৯২ খ্রী· সোসাইটির মুখপত্র 'মহাবোধি' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৯৩ খ্রী· তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতিনিধিরূপে শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদান করেন। শিকাগো থাকাকালে তাঁর সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের যে পরিচয় ও বন্ধুত্ব ঘটে তা আজীবন অটুট ছিল। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়ার বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। তাঁর চেষ্টায় গয়া, বুদ্ধগয়া ও সারনাথে মহাবোধি অতিথিশালা নির্মিত হয়। সারনাথে একটি শিল্প-বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতার 'ধর্মরাজিক চৈত্যবিহার' (১৯২০) ও সারনাথের 'মূলগন্ধকুটি বিহার' (১৯৩১) তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য কীর্তি। লণ্ডনে তাঁর প্রতিষ্ঠিত একটি বৌদ্ধ মিশন আছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতের মুক্তিকামী বহু নেতা ব্রিটিশ শাসকের হাতে নির্যাতিত ও বন্দী হন। তিনিও কলিকাতায় পাঁচ বছর অন্তরীণে থাকেন। পৈতৃক সম্পত্তির সাহায্যে তিনি 'অনাগারিক ধর্মপাল ট্রাস্ট'-এর প্রতিষ্ঠা করে যান। ১৯৩১ খ্রী· সারনাথে আনুষ্ঠানিক ভাবে দেবমিত্র ধর্মপাল নামে বৌদ্ধভিক্ষু-ব্রত গ্রহণ করেন। সারনাথে মৃত্যু। [২০০]

অনাথনাথ বসু[১] (১৮৯৬ - ১৬·১২·১৯৭৫) খলিশখালি—খুলনা। অপীন্দ্রকৃষ্ণ। প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ। দরাজ আর ভরাট পুরুষালী গলা মুহূর্তে বদলে নিয়ে মিষ্টি রিনরিনে মেয়েলী গলায় খানদানী বাইজীর ঢঙে ঠুংরি গাইতে পারতেন। তবলা-গুণীও ছিলেন। সঙ্গীতকণ্ঠ উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। গ্রামোফোনের ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ীদের বাজানো রেকর্ড শুনে ছোটবেলায় অনেক গান শিখেছেন। গ্রামে এবং মামাবাড়িতে কীর্তনের চর্চা তাঁকে উৎসাহিত করেছে। অল্পবয়সে নিঃসম্বল অবস্থায় গ্রাম ছেড়ে কলিকাতায় আসেন গান শিখবার আগ্রহে। অনেক জায়গা ঘুরে শেষ পর্যন্ত অন্ধগায়ক নিকুঞ্জবিহারী দত্তের কাছে গান শেখার সুযোগ পান। তবে বেশিট শিখেছেন বিখ্যাত সারেঙ্গীবাদক ছোটে খাঁর কাছে তবলা ও সঙ্গীতের শিক্ষা একসঙ্গে বেশ কিছুদিন চালিয়েছেন। অল্পবয়স থেকেই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ২০/২২ বছর বয়সে এলাহাবাদে এক সঙ্গীত সম্মেলনে তিনি বাগেশ্রী রাগে খেয়াল ধরলেন, কিন্তু তারপরেই মেয়েলী গলায় ঠুংরি গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। এই দ্বৈতগায়কী-পদ্ধতি তিনি বরাবর বজায় রেখেছেন। দীর্ঘ ২২ বছর রায়গড়ের রাজা চক্রধর সিংহের সভা-গায়ক ছিলেন। বেতার জগতের সঙ্গে প্রথম থেকেই তাঁর সম্পর্ক ছিল। বিশের দশকে নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগে 'কপালকুণ্ডলা' কাহিনী-চিত্রের দুটি সন্ধিক্ষণে তাঁর কণ্ঠে 'পতিতপাবনী গঙ্গা' ও 'কোলে তুলে নে মা শ্যামা' গান-দুটি শোনা যেত। তবলাবাদক শ্যামল ও গোবিন্দ বসু তাঁর পুত্র। [১৭, ১৮, ৬১]

অনাথনাথ বসু[২] (২৬·২·১৯০০ -২৬·১২·১৯৬১) বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। শৈশবকাল অতিবাহিত হয় বিহারের ভাগলপুর শহরে। গান্ধীজির চিন্তাদর্শে ছাত্রাবস্থা থেকেই আস্থাবান ছিলেন। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। পল্লীসংগঠনের কাজে ব্রতী থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় বোলপুর অঞ্চলে। শিক্ষকতার সূত্রপাত হুগলী বিদ্যামন্দির জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে (পাঠভবন) শিক্ষকরূপে যোগ দেন ১৯২৫ খ্রী·। উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য ১৯৩০ খ্রী· বিদেশ যান। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম·এ· এবং লণ্ডন ও আমেরিকার উইনেট্কা থেকে টিচার্স ডিপ্লোমা ও টিচার্স সার্টিফিকেট নিয়ে ১৯৩৪ খ্রী· কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগে যোগ দেন। ১৯৩৫ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগের দায়িত্ব নেন। ১৯৪৯ খ্রী· দিল্লীর সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন-এর অধ্যক্ষ এবং পরে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগের প্রধান হয়েছিলেন। ১৯৪৭ খ্রী· তিনি আন্তর্জাতিক লোকশিক্ষা সম্মিলনে ভারত সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন। UNESCO আয়োজিত কয়েকটি শিক্ষা-বিষয়ক সম্মিলনে যোগ দেন। ভারতে তিনি একাধিক শিক্ষা কমিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ ছাড়া মুদালিয়র কমিশনের সদস্য-সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা কমিশনের সদস্য-সচিব এবং আন্দামান শিক্ষা কমিশনের সভাপতি হন। ১৯৫৭ খ্রী· বিশ্বভারতীর বিনয়-ভবনে অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করে ১৯৫৮ খ্রী· অবসর নেন। রচিত গ্রন্থ: 'প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ', 'আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা', 'গান্ধীজী', 'সূক্তি সমুচ্চয়', 'মীরাবাঈ', 'Education in Modern India, a Review', 'University Education in India—Past and Present', 'Primary Education in India' প্রভৃতি। অনুবাদ-কর্মেও তাঁর দক্ষতা ছিল। [১৯০]

অনাথনাথ রায়, আয়ুর্বেদাচার্য (১৮৮৮ - ১৯৭০) চূর্ণী রঘুনাথপুর—নদীয়া। আয়ুর্বেদবিশারদ নীলমাধব। রাজনৈতিক জগতে বাংলার রাজনৈতিক কবিরাজরূপে

পরিচিত অনাথনাথ ছাত্রাবস্থা থেকেই বঙ্গভঙ্গ-প্রতিরোধ আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। পরে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে বিপ্লবের শপথ নেন। তিলক মহারাজের নেতৃত্বে ১৯০৭ খ্রী· সুরাট-কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রথম যোগদান করেন। এরপর থেকে তিনি একই সঙ্গে প্রকাশ্যতঃ কংগ্রেসের মধ্যে চরমপন্থী রাজনীতি ও অপ্রকাশ্যভাবে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির কাজ করে গেছেন। শ্রীঅরবিন্দ বঙ্গদেশ ত্যাগ করার পর তিনি এবং কিরণচন্দ্র মুখার্জী প্রমুখ কয়েকজন 'যুগান্তর' প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এক সময়ে রাজরোষে তাঁকে বাংলার বাইরে অন্তরীণ থাকতে হয়। ফিরে এসে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নেতৃত্বে উত্তরবঙ্গ বন্যা ত্রাণ সমিতির সম্পাদকরূপে বন্যাপীড়িত অঞ্চলে কাজ করেন। সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলনে এবং ইংলণ্ডের যুবরাজের ভারত-ভ্রমণ উপলক্ষে প্রতিবাদে 'প্রিন্স অব ওয়েলস হরতালে'র স্বেচ্ছাসেবক পরিচালনায় কৃতিত্ব দেখান। স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, শরৎচন্দ্র, বিধানচন্দ্র প্রমুখের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীকে সরকারি চক্রান্ত থেকে রক্ষা করার জন্য 'সার্ভেন্ট ডিফামেশন' মামলায় তাঁর আদালতে আসামীর পক্ষ থেকে জরিমানার মোট পাঁচ হাজার টাকা প্রদান প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অধুনালুপ্ত ন্যাশনাল নিউজ পেপার লিঃ-এর প্রতিষ্ঠাতা ডিরেক্টর ছিলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। গুপ্তভাবে সংবাদ আদান-প্রদান ও নেতাজীর বেতার বক্তৃতার সর্টহ্যান্ড নোট গ্রহণ করে গোপনে সাইক্লোস্টাইল করে সাধারণের মধ্যে প্রচার করা ছিল তাঁর অন্যতম কাজ। উত্তর স্বাধীন যুগে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে আয়ুর্বেদচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। ভারত সরকারের প্ল্যানিং কমিশনের আয়ুর্বেদ প্যানেলের সদস্য, কেন্দ্রীয় আয়ুর্বেদ গবেষণা পরিষদের সদস্য এবং রাজ্য আয়ুর্বেদ পরিষদের সহ-সভাপতি ছিলেন। আয়ুর্বেদ-সংক্রান্ত তাঁর গবেষণার ফলে প্রাচীন ভারতে ব্যবহৃত অধুনালুপ্ত ১১৬টি শল্যযন্ত্রের নতুন রূপ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। উল্লেখযোগ্য রচনা: 'Medical Research in India —Ancient and Modern', 'Ayurveda, Supplemented with Modern Science', 'A treaties on Ancient Surgical Instrument of Ayurveda', 'An Opinion on Bhore Committee Report', 'Merger of Ayurveda in Allopathic Empire', 'On to Battle : On to Delhi, Saga of the I. N. A and its Netaji' প্রভৃতি [৮২]

অনাথবন্ধু গুহ (১২৫৪ ? - ১৩৩৪ ব·) ময়মনসিংহ। মৃত্যুঞ্জয়। দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ময়মনসিংহে ওকালতি শুরু করে প্রভূত অর্থ ও খ্যাতি অর্জন করেন। রাজনীতি ও সমাজসংস্কারে উদ্যোগী এবং অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, বিধবাবিবাহের প্রবর্তন প্রভৃতি কার্যে অংশগ্রহণ করছিলেন। ১৮৭৫ খ্রী· 'ভারত মিহির' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। ময়মনসিংহে পিতার নামে 'মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালয়' ও পত্নীর নামে 'রাধাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়' এবং কাশীতে মাতার নামে 'জগদম্বা জাতীয় আয়ুর্বেদ মহিলা বিদ্যালয়' স্থাপন করেন। [১,৪]

অনাথবন্ধু পাঁজা (১৯১১ - ২·৯·১৯৩৩) জলবিন্দু —মেদিনীপুর। সুরেন্দ্রনাথ। মেদিনীপুর গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগদান করে রিভলভার-চালনা শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি এবং মৃগেন্দ্রকুমার, নির্মলজীবন, ব্রজকিশোর ও রামকৃষ্ণ কলিকাতায় যান। শিক্ষাশেষে পাঁচটি রিভলভারসহ তাঁরা মেদিনীপুরে ফেরেন। এই সময়ে মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ বিপ্লবীদের প্রতি অকথ্য নির্যাতন শুরু করলে উক্ত পাঁচজন যুবকের ওপর বার্জ-হত্যার দায়িত্ব অর্পিত হয়। এই উদ্দেশ্যে ২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ খ্রী· তাঁরা মেদিনীপুর খেলার মাঠে উপস্থিত হন। খেলা দেখতে এসে বার্জ গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে অনাথবন্ধু ও মৃগেন গুলি করেন এবং বার্জের মৃত্যু ঘটে। সশস্ত্র রক্ষিদলের আক্রমণে অনাথবন্ধু ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং আহত মৃগেনের হাসপাতালে মৃত্যু হয়। [১০, ৪৩]

অনাদিকুমার দস্তিদার (১৯০৩ - ৪·২·১৯৭৪) শ্রীহট্ট। প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী ও রবীন্দ্র সঙ্গীতের অন্যতম প্রচারক। 'বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে'র ছাত্র হয়ে ১৯১২ খ্রী· শান্তিনিকেতনে যান। ১৯২০ খ্রী· ম্যাট্রিক পাশ করে পাঁচ বছর রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের কাছে গান শেখেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা করেন ভীমরাও শাস্ত্রী, নকুলেশ্বর গোস্বামী ও কলিকাতার রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কাছে। বীণা বাজাতেও শিখেছিলেন। ১৯২৫ খ্রী· কলিকাতায় এসে তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীতকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের পর তিনিই শান্তিনিকেতনের বাইরে প্রথম রবীন্দ্র সঙ্গীতের শিক্ষক। ১৯২৮ খ্রী· কলিকাতা কংগ্রেসে সঙ্গীত পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন। প্রথমে তিনি 'সঙ্গীত সম্মিলনী' ও 'বাসন্তী বিদ্যাবীথি'তে শিক্ষকতা করেন। পরে 'গীতবিতানে'র অধ্যক্ষ ও সর্বশেষে অধিকর্তা হয়েছিলেন। রেডিও, রেকর্ড ও সিনেমা-থিয়েটারের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। গোড়া থেকেই তিনি গ্রামোফোন কোম্পানীতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের ট্রেনার। তাঁর হাতেই রেডিওর ব্রক প্রোগ্রামের শুরু বলা যায়। নিউ থিয়েটার্স-এ তাঁকে নিয়ে যান রাইচাঁদ বড়াল। বহু সিনেমায় তিনি ট্রেনার হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। বম্বে টকিজের সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল। থিয়েটার জগতে তাঁকে নিয়ে যান শিশিরকুমার ভাদুড়ী। শিশিরকুমারের 'চিরকুমার সভা' ও 'শেষরক্ষা' নাটকের তিনি সঙ্গীত-পরিচালক ছিলেন। পরে ষ্টার থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হন। কিছুদিন উদয়শঙ্করের দলে থাকাকালে সেখানে বীণা বাজাতেন। ১৯৪৮ খ্রী· রথীন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর উদ্যোগে 'স্বরলিপি সমিতি' গঠিত হলে তিনি তার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৬৫ খ্রী· অবসর-গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এই পদে বৃত থেকে বহু গানের স্বরলিপি রচনা করেছেন। তাঁরই পরিচালনায় চলচ্চিত্রে রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রথম ব্যবহার শুরু হয়। [১৬]

অনির্বাণ, নরেন্দ্রনাথ ধর (৮·৭·১৮৯৬ - ৩১·৫·১৯৭৮) ময়মনসিংহ। পিতা রাজচন্দ্র সন্ন্যাসজীবন যাপন করার জন্য সমগ্র পরিবার সহ তান্ত্রিক যোগী নিগমানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে আসামের কোকিলামুখ আশ্রমে চলে যান। নরেন্দ্রনাথ ময়মনসিংহ সিটি স্কুল থেকে এন্ট্রান্স ও ঢাকা থেকে আই·এ· ও বি·এ· পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে বেদ ও মীমাংসা নিয়ে এম·এ· পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। সংস্কৃত সাহিত্য, ধর্মশাস্ত্র, বেদ ছাড়াও অন্যান্য বহু বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। ফরাসী ভাষা এবং আরও ২/১ টি বিদেশী ভাষা জানতেন। তাঁর পারিবারিক পরিবেশ গৃহী হবার পক্ষে অনুকূল ছিল না। ১৯৩০ - ১৯৫৪ খ্রী· পর্যন্ত তাঁর সতীর্থ-বন্ধু বীরেন সেনের গৃহে থাকতেন ও তাঁর সঙ্গেই তাঁর বিভিন্ন কর্মস্থল রাঁচী, বারাণসী, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে ঘুরেছেন। যেখানেই থাকতেন সেখানেই শাস্ত্র ও ধর্মচর্চা নিয়ে আলোচনা-সভা বসাতেন। বারাণসী ও সারনাথে বৌদ্ধধর্ম-বিষয়ে প্রচুর পড়াশুনা করার সুযোগ হয়। ঐ সময়ে শ্রীঅরবিন্দের 'লাইফ ডিভাইন' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেন। আলমোড়ায় নিজ প্রতিষ্ঠিত 'হৈমবতী আশ্রম'-এ থাকাকালীন বিখ্যাত ফরাসী সাংবাদিক ভগিনী নিবেদিতার জীবনীকার মাদাম লিজেল রেঁমো তাঁর ধর্ম-আলোচনা শুনে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। রেঁমোর রচিত গ্রন্থ 'To Live Within'-এ অনির্বাণের আধ্যাত্মিক জীবনের বেশকিছু পরিচয় আছে। রচিত 'বেদ মীমাংসা' গ্রন্থের জন্য তিনি 'রবীন্দ্র পুরস্কার' পান। এছাড়া যোগ-সমন্বয় প্রসঙ্গ, ঈশ, কেন, ঐতরেয় প্রভৃতি উপনিষদের ব্যাখ্যাসংবলিত রচনা গ্রন্থ-হিসাবে প্রকাশিত হয়। জ্ঞানলাভের অদম্য আগ্রহে মার্ক্সদর্শন, আণবিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি, এমনকি বাগান করা সম্পর্কেও যথেষ্ট পড়াশুনা করেছেন। বিভিন্ন পত্রিকায় অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন। বেদ-ব্যাখ্যার সঙ্গে জড়িত 'কাবেরী' ও 'কাজরী' তাঁর দুটি উল্লেখযোগ্য রহস্যময় কাব্যগ্রন্থ। [১৬,১৪৯]

অনিলকুমার গায়েন (১৯১৮ - ৭·২·১৯৭৪) খড়্গপুর লখি—মেদিনীপুর। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও আই·আই·টি·-র অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৩৭ খ্রী· অনার্স সহ বি·এ·-তে প্রথম এবং এম·এ·-তেও ফলিত গণিতে প্রথম হন। আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান সংস্থার ভারতীয় প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে নূতন ধরনের একটি গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার জন্য মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা রচনায় তাঁর বিশেষ অবদান আছে। [১৬]

অনিলকুমার চন্দ (২৩·৫·১৯০৬ - ২১·৪·১৯৭৬) ছাতিয়ান—শ্রীহট্ট। শিলচরের বিখ্যাত আইনজীবী ও দেশনেতা কামিনীকুমার। শিক্ষালাভ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে, কলিকাতার বঙ্গবাসী কলেজে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সে। ১৯৩২ খ্রী· শান্তিনিকেতন শিক্ষাভবনে অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। ১৯৩৩ খ্রী· থেকে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর একান্ত-সচিব হিসাবে কাজ করেন। ১৯৩৮-৫২ খ্রী· শিক্ষাভবনের কলেজ বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৫২ খ্রী· কংগ্রেসপ্রার্থিরূপে বীরভূম জেলা থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হয়ে পররাষ্ট্র দপ্তরের উপমন্ত্রী হন। ১৯৫৭ খ্রী· পূর্ত, গৃহনির্মাণ ও সরবরাহ দপ্তরের উপমন্ত্রী, ১৯৬২ খ্রী· তপশীল উপজাতির কমিশনার এবং পরবর্তী কালে কুটির ও হস্তশিল্প বোর্ডের চেয়ারম্যান হন। ১৯৫৩ খ্রী· রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের অষ্টম অধিবেশনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৫৫ খ্রী· চীনদেশে ও ১৯৫৬ খ্রী· কয়েকটি পূর্ব ইউরোপীয় দেশে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। 'একেসিয়া' ছদ্মনামে ইংরেজী রচনা প্রকাশ করতেন। বাংলা ভাষায়ও কয়েকটি লেখা লিখেছিলেন। [১৯০]

অনিলকুমার দাস (৮·৬·১৯০৬ - ১৭·৬·১৯৩২) পাইকপাড়া—ঢাকা। নিবারণচন্দ্র। ঢাকা পোগোজ স্কুলে ছাত্রাবস্থায় 'শ্রীসঙ্ঘে' যুক্ত হন। ১৯২৮ খ্রী· এম·এস-সি· পাশ করে কয়েকখানি গণিত বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক লিখেছিলেন। সরকারি চাকরি গ্রহণ না করে শ্রীসঙ্ঘের কাজে সক্রিয় ভূমিকা নেন। বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্য গ্রেপ্তার হন। জেলে মৃত্যু। [১০, ৮২]

অনিলকুমার রক্ষিত (১৯১৫ - ৮·৯·১৯৭৯) জোয়ারা—চট্টগ্রাম। অঘোষচন্দ্র। চট্টগ্রাম শহরে স্কুলে পড়ার সময়ে ১৯২৮ খ্রী· সূর্য সেনের বিপ্লবী দলের সদস্য হন। চট্টগ্রাম বিদ্রোহের পর গ্রেপ্তার হন এবং অস্ত্র গার আক্রমণ মামলার অন্যতম জামিনে মুক্ত বিচারাধীন আসামী ছিলেন। ঐ অবস্থায় জেল ষড়যন্ত্র ও ডিনামাইট ষড়যন্ত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। সেপ্টেম্বর ১৯৩১ খ্রী· ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পর পুনরায় বেঙ্গল অর্ডিনান্সে ধৃত হয়ে বিভিন্ন জেলে ও হিজলী বন্দীশিবিরে আটক থাকেন। ১৯৩৮ খ্রী· বিনাসর্তে মুক্তিলাভ করেন। [১৪৯]

অনিলচন্দ্র ঘোষ (১৭·১·১৯০৫ - ৮·১২·১৯৭৯) দর্শনা—মানিকগঞ্জ, ঢাকা। পিতা গীতার বাংলা অনুবাদক ও বিভিন্ন গ্রন্থের রচয়িতা জগদীশচন্দ্র। স্বাধীনতা-সংগ্রামী। কৈশোরেই স্বাধীনতা আন্দোলনে আকৃষ্ট হয়ে বিপ্লবী সংস্থা শ্রীসঙ্ঘে যোগ দেন। ১৯২৮ খ্রী· ঢাকা থেকে বাংলায় এম·এ· পাশ করেন। ১৯৩০ খ্রী· থেকে আত্মগোপন করে স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজ চালিয়ে যান। ১৯৩৪ খ্রী· ধরা পড়ে চার বছর আটক থাকেন। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশ নিয়ে পুনরায় গ্রেপ্তার হন। স্বাধীনতালাভের সময় পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫০ খ্রী· কলিকাতায় আসেন। রচিত গ্রন্থ: 'বীরত্বে বাঙ্গালী', 'ব্যায়ামে বাঙ্গালী', 'বিজ্ঞানে বাঙ্গালী', 'বাংলার ঋষি', 'বাংলার মনীষী', 'বাংলার বিদুষী' ইত্যাদি। [১৬]

অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১০·১০·১৯১২ - ৭·২·১৯৮২) মুন্সীগঞ্জ — ঢাকা। অবিনাশচন্দ্র। ১৯৩০ খ্রী·

ম্যাট্রিক পাশ করে আই·এস-সি· পড়ার সময় আইন অমান্য আন্দোলনে যুক্ত থাকায় কারারুদ্ধ হন। পরে নারায়ণগঞ্জে স্বগৃহে অন্তরীণ থাকাকালে অন্তরীণ আদেশ অমান্য করে আত্মগোপন করেন। কিন্তু কুমিল্লার প্রবীণ বিপ্লবী নেতা হরিকুমার চক্রবর্তী সহ তিনি পুলিস কর্তৃক ঘেরাও হয়ে আহত অবস্থায় ধরা পড়ে (১৯৩০) প্রথমে ঢাকা জেলে ও মেদিনীপুর জেলে অবরুদ্ধ থাকেন। ১৯৩৩ খ্রী· আন্দামান সেলুলার জেলে প্রেরিত হন। এখানে মার্ক্সীয় দর্শন ও অর্থনীতি অধ্যয়ন করেন। ১৯৩৮ খ্রী· মুক্তিলাভের পর কম্যুনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে নেপাল নাগের সঙ্গে এবং নারায়ণগঞ্জের কম্যুনিস্ট কর্মীদের সহযোগিতায় শীতলক্ষা নদীর দুই পাড়ের সুতাকল ও বস্ত্রকল শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৪৬ খ্রী· শীতলক্ষা অঞ্চলের এক মিলে ঐতিহাসিক ধর্মঘট ও জঙ্গী সংগ্রাম পরিচালনা করে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত হওয়ায় আত্মগোপন করেন। ১৯৪৭ খ্রী· দেশবিভাগের পর পূর্ববাংলাতে থেকেই আত্মগোপন অবস্থায় কম্যুনিস্ট পার্টির কাজ করে যান। ১৯৫১ খ্রী· ধরা পড়ে প্রথমে ১৯৪৬ সালের খুনের মামলাতে অভিযুক্ত হলেও প্রমাণাভাবে ফাঁসির সেল থেকে স্থানান্তরিত হন। ১৯৫৫ খ্রী· ছাড়া পেলেও ঐ বছরই পুলিস ধর্মঘটের ব্যাপারে গ্রেপ্তার এড়াতে আবার আত্মগোপন করে ১৯৭১ খ্রী· পর্যন্ত এই ১৬ বছর পলাতক জীবন কাটান। এই অবস্থাতেই তিনি দুবার সোভিয়েত ইউনিয়নে পূর্ব-পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিনিধিরূপে আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট সম্মেলনে এবং সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির কংগ্রেসে ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের কম্যুনিস্ট পার্টি কংগ্রেসে যোগ দেন। বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টির প্রত্যেকটি কংগ্রেসে সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। বাংলাদেশ-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতিরও তিনি অন্যতম নির্মাতা। অকৃতদার এই বিপ্লবীর রচিত গ্রন্থ: 'সাম্যবাদের ভূমিকা', 'শ্রমিক আন্দোলনে হাতেখড়ি', 'স্বাধীন বাংলাদেশ সংগ্রামের পটভূমি', 'হারানো খোকা' প্রভৃতি। [৮২]

অনিলবরণ রায় (১৮৮৮ - ৩·১১·১৯৭৪) পাত্রসায়ের—বাঁকুড়া। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন ও সংস্কৃতে এম·এ· পাশ করেন। দর্শনশাস্ত্রে অধ্যাপনাকালে ১৯২১ খ্রী· স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ যখন বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি, তখন তিনি ছিলেন সম্পাদক। ১৯২৪ - ২৬ খ্রী· দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে জেলে বন্দী ছিলেন। মুক্তি পাবার পর তিনি পণ্ডিচেরীতে চলে যান। দীর্ঘ ৪০ বছর শ্রীঅরবিন্দ ও পণ্ডিচেরী আশ্রমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দ-রচিত গীতার ভাষ্যকার হিসাবে বিদেশের গুণিজনের কাছেও বিশেষভাবে সমাদৃত ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের দর্শন ও আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৯৬৬ খ্রী· কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় মৃত্যু। [১৬]

অনিল বাগচী (১৯০৭ - ১৫·৭·১৯৭৭) নবদ্বীপ —নদীয়া। প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ও সুরকার। কলিকাতা গোয়েঙ্কা কলেজের অনার্স গ্রাজুয়েট। রবীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর কাছে তাঁর সঙ্গীত শিক্ষা। পরে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে তালিম নেন বারাণসীর গণেশ পি· মিশ্র, লক্ষ্ণৌয়ের আল্লা হোসেন প্রমুখের কাছে। কবি নজরুলের সঙ্গে একত্রে সঙ্গীতচর্চা করেছেন। সিনেমা ও নাট্যজগতে জনপ্রিয় সুরকার হিসাবে বহু পুরস্কার পেয়েছেন। শতাধিক সিনেমার সঙ্গীত-পরিচালক ছিলেন। তার মধ্যে 'সিস্টার নিবেদিতা', 'রাণী রাসমণি' উল্লেখযোগ্য। আকাশবাণীর সূচনা থেকেই তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৬ খ্রী· পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে যাত্রা-জগতের শ্রেষ্ঠ সুরকার বলে ঘোষণা করেন। এই শিল্পীর গানের রেকর্ড অনেক। সঙ্গীতবিদ্যা সম্পর্কে তাঁর অনেক প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। [১৬]

অনিল ভাদুড়ী (? - ৫·৮·১৯৩২) গুপ্তবিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন। স্টেট্স্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদক অ্যালফ্রেড ওয়াটসনকে গুলি করে হত্যার প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত থাকাকালে তিনি ও তাঁর সঙ্গী মণি লাহিড়ী দুর্ঘটনায় আহত হন ও রক্তক্ষরণের ফলে মারা যান। [৪২]

অনুকূলচন্দ্র জ্যোতিঃ-ব্যাকরণতীর্থ (১১·৭· ১৩০১ ব· - ?) সিদ্ধকাঠী—বরিশাল। আশুতোষ ভট্টাচার্য। বরিশালের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়াশুনা করে প্রথমে বরিশাল শহরের প্রভাতচন্দ্র স্মৃতিপঞ্চাননের চতুষ্পাঠীতে ও পরে ফরিদপুর জেলার মূলগাঁওয়ের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অন্নদাচরণ তর্কবাগীশের কাছে বেদান্ত ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এর পর ভট্টপল্লীতে গিয়ে জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং ১৯৩৭ খ্রী· বর্ধমানের বিজয় চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় বীরেশ্বর তর্কতীর্থের কাছ থেকে জ্যোতিষশাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কর্মজীবনের শুরুতে শিক্ষকতা করেন বরিশাল টাউন স্কুলে ও বাখরগঞ্জ হাই স্কুলে। বরিশাল 'ধর্মরক্ষিণী সভা'-র অধ্যাপক ও সহ-সম্পাদক ছিলেন। কয়েক বছর গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার জ্যোতিষ সম্মিলনীর সম্পাদক ছিলেন। আকাশবাণীর কলিকাতা কেন্দ্র থেকে গীতা, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ব্যাখ্যা করতেন। দেশ-বিভাগের পর কলিকাতার টালিগঞ্জে 'আদর্শ চতুষ্পাঠী' স্থাপন করে অধ্যাপনা করেন। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার জ্যোতিষী নিযুক্ত হন। 'কাশীপুর নিবাসী' পত্রিকায় তাঁর ধারাবাহিক প্রবন্ধ 'ফলিত জ্যোতিষে গ্রহ-বিজ্ঞান' প্রকাশিত হয়। চারখানি তন্ত্রগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করে তিনি সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদকে দেন। [১৭২]

অনুকূলচন্দ্র (শ্রীশ্রীঠাকুর) (১৪·৯·১৮৮৮ - ২৬·১·১৯৬৯) হিমায়েতপুর—পাবনা। শিবচন্দ্র চক্রবর্তী। সৎসঙ্গ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। কলিকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুল থেকে ডাক্তারী পড়া শেষ করে গ্রামে এসে চিকিৎসাকার্যে ব্রতী হন। কিন্তু পরে মাতার

নিকট দীক্ষা নিয়ে সাধন-চর্চা শুরু করেন। অনুরাগী ভক্তবৃন্দ নিয়ে স্থাপিত হয় তপোবন বিদ্যালয়, মাতৃ-বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, পাব্লিশিং হাউস প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান। ১৯৪৬ খ্রী· বিহারের দেওঘরে এসে সেখানে নূতন করে আশ্রমের কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন। নিজস্ব ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হয় আশ্রমের মুখপত্র 'শাশ্বতী' এবং বিভিন্ন পুস্তাকাবলী। দেওঘরে মৃত্যু। [১৩৬]

অনুজাচরণ সেন (জুন ১৯০৫ - ২৫·৮·১৯৩০) সেনহাটি—খুলনা। বিমলাচরণ। ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। প্রথমে বিভিন্ন সেবাকার্যের মাধ্যমে দেশের মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। ব্যায়ামচর্চা, পঠন ও আলোচনার মাধ্যমে বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষিত হন। কলেরা, বসন্ত, মহামারীর সময় সেবা ও অমায়িক ব্যবহার দ্বারা বিপ্লবী দলের প্রসার ও সংগঠনে সহায়তা করেছিলেন। দলের নির্দেশে দীনেশ মজুমদার, অতুল সেন ও শৈলেন নিয়োগীর সঙ্গে কলিকাতার অত্যাচারী পুলিস কমিশনার টেগার্টকে মারতে গিয়ে তাঁর বোমাটি কাছেই ফেটে যায় এবং মারাত্মকভাবে আহত হয়ে ঘটনাস্থলেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন। [১০, ৪২, ৪৩, ৫০, ৫৪]

অনুরূপচন্দ্র সেন (১৮৯৮ - ১৯২৪)। এম·এ· ক্লাসের ছাত্রাবস্থায় তিনি বিপ্লবী দলের সভ্য হন। ১৯১৮ খ্রী· যে পাঁচ জনকে নিয়ে চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের কেন্দ্র গঠিত হয় তিনি তার অন্যতম ছিলেন। অপর চারজন—সূর্য সেন, নগেন (জুলু) সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী ও চারুবিকাশ দত্ত। চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের গোপন সংবিধান তাঁরই রচিত। প্রথমে অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে কারাবরণ করেন। ১৯২২ খ্রী· দলের নির্দেশে চব্বিশ পরগনার বুড়ুল হাই স্কুলে শিক্ষকতার কাজ নিয়ে এসে সেখানে সমাজসংস্কারমূলক কাজের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীদের এক ঘাঁটি তৈরি করেন। দক্ষিণেশ্বর বোমা মামলায় ১৯·১২·১৯২৬ তারিখে গ্রেপ্তার হন। ময়নাগুড়িতে অন্তরীণ থাকাকালে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে কাশীতে পাঠান হয়। সেখান অন্তরীণ থাকা অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ অনাথ আশ্রমে তাঁর মৃত্যু ঘটে। [৪২, ১৪৯]

অনুরূপা দেবী (৯·৯·১৮৮২ - ১৯·৪·১৯৫৮) কলিকাতা। মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়। পিতামহ পণ্ডিত ভূদেব মুখোপাধ্যায়। আইন ব্যবসায়ী স্বামী শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি মজঃফরপুরে বসবাস করতেন। জ্যেষ্ঠা ভগিনী ইন্দিরা দেবীর অনুপ্রেরণায় সাহিত্য-চর্চা শুরু করেন। তাঁর প্রথম কবিতা ঋজুপাঠ অবলম্বনে রচিত। 'রাণী দেবী' ছদ্মনামে রচিত প্রথম গল্প কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতায় প্রকাশিত হয়। ১৩১১ ব· 'টিলকুঠি' প্রথম উপন্যাস নবনূর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৩১৯ ব· 'পোষ্যপুত্র' উপন্যাস ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হলে তিনি খ্যাতনাম্নী হন। সমাজ-সংস্কারে উৎসাহী, কাশী ও কলিকাতার কয়েকটি কন্যাবিদ্যাপীঠের সঙ্গে যুক্ত এবং একাধিক নারীকল্যাণ-আশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন। ১৯৩০ খ্রী· 'মহিলা সমবায় প্রতিষ্ঠান' স্থাপন· করেন। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা আন্দোলনেরও অন্যতম নেত্রী ছিলেন। রচিত উপন্যাস 'মন্ত্রশক্তি', 'মা', 'মহানিশা', 'পথের সাথী', 'বাগ্‌দত্তা' নাট্যরূপায়িত হয়। রচিত ৩৩টি গ্রন্থের মধ্যে অপরাপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'জ্যোতিঃহারা', 'উত্তরায়ণ', 'সাহিত্যে নারী', 'স্রষ্টী ও সৃষ্টি', 'বিচারপতি' প্রভৃতি। 'জীবনের স্মৃতিলেখা' তাঁর অসমাপ্ত রচনা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারিণী (১৯৩৫) ও ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণপদক (১৯৪১) প্রদান করেছিলেন। [৩, ৭, ২৫, ২৬]

অন্নদা কবিরাজ। ১৯০৫ খ্রী· স্বদেশী আন্দোলনের সময় ইনি পাবনা জেলায় 'পাবনা সম্মিলনী' নামে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠায় অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন। [৫৪]

অন্নদাচরণ খাস্তগীর (১৮৩০ - ১৮৯০) সুচক্রদণ্ডী—চট্টগ্রাম। সরকারি উকিল রামচন্দ্র। খ্যাতনামা চিকিৎসক ও গবেষণামূলক প্রবন্ধকার। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করে সরকারি কাজে যোগ দিয়ে মথুরা, বৃন্দাবন ও উত্তরভারতের বহু স্থান ঘুরে কলিকাতায় আসেন। কিছুদিন মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষকতাও করেন। বন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উৎসাহে শেষ দিকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাও করতেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'মানব জন্মতত্ত্ব', 'ধাত্রীবিদ্যা', 'নবপ্রসূত শিশুর পীড়া ও চিকিৎসা', 'স্ত্রীজাতির ব্যাধি-সংগ্রহ', 'আয়ুবর্ধন', 'শরীর রক্ষণ', 'পারিবারিক সুস্থতা' প্রভৃতি। ১৮৬৬ খ্রী· প্রকাশিত ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেটে নিয়মিত লিখতেন। নারীর মুক্তি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে দুর্গামোহন দাস, গুরুচরণ মহলানবিশ, রজনীনাথ রায় ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহযোগী ছিলেন। 'চিকিৎসক সম্মিলনী' মাসিক পত্রিকা (১২৯১ - ৯৯ ব·) সম্পাদনা করেছেন। তাঁর কন্যা কুমুদিনী চট্টগ্রামের প্রথম মহিলা স্নাতক। [২১১]

অন্নদা (চক্রবর্তী) ঠাকুর (১২৯৭ - ১৩৩৫ ব·) গুজরা—চট্টগ্রাম। রামকৃষ্ণদেবের আশিস্‌ধন্য সাধক অন্নদাঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে 'আদ্যাপীঠ' প্রতিষ্ঠা করেন। কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। [২১২]

অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি, মহামহোপাধ্যায় (১৮·৮·১২৬৮ ব· - ?) পূর্ব-সোমপাড়া — নোয়াখালি। কালী-কিঙ্কর ঠাকুর। সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। কর্মজীবনে প্রথমে নোয়াখালি জেলা স্কুলের হেডপণ্ডিত, পরে কাশীতে ঈশ্বর পাঠশালার অধ্যাপকরূপে বৃত হন। এসময়ে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পরিচয় পেয়ে বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। অবসর-গ্রহণের পর মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে 'ধর্মশাস্ত্রকোষ' নামে একটি বিরাট গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। তা ছাড়া বহু গ্রন্থ রচনা করেন। বারাণসীতে 'আর্যমহিলা বিদ্যালয়' স্থাপনের তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা। ১৯২২ খ্রী· 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। কাশীর ভারত ধর্মমণ্ডলও তাঁকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে সম্মানিত করেন। কাশীধামে মৃত্যু। [১৩০]

অন্নদাচরণ তর্কবাগীশ (১২৮২ - ৪.৭.১৩৫০ ব.) মূলগাঁও—ফরিদপুর। প্রসন্নচন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রখ্যাত নৈয়ায়িক। ত্রিপুরা জেলার শিবচরণ সিদ্ধান্তবাগীশের কাছে কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করে সরকার গৃহীত উপাধি পরীক্ষায় 'ব্যাকরণতীর্থ' উপাধি লাভ করেন। নবদ্বীপস্থ 'বঙ্গবিবুধজননী সভা'য় ন্যায়শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষা দিয়ে 'তর্করত্ন' হন ও স্বর্ণপদক লাভ করেন। কাশীতে সীতারাম শাস্ত্রীর কাছে প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করে 'তর্কবাগীশ' উপাধি পান। মহামহোপাধ্যায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর কাছে সাংখ্য ও বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়ন-শেষে কাশীতে বাঙালীটোলায় চতুষ্পাঠী স্থাপন করে ১৩০৩ ব. থেকে ১৩১৪ ব. পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। পরে নিজ গ্রামে ফিরে সেখানেই ছাত্রদের বিভিন্ন শাস্ত্র পড়াতেন। ১৩৩৮ ব. নদীর ভাঙনে তাঁর গ্রাম বিনষ্ট হলে ধীপুর গ্রামে এসে ১৩৩৯ ব. চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। 'ইদিলপুর হিতৈষিণী সভা'র সম্পাদক ছিলেন (১৩২৫ —১৩৫০ ব.)। রচিত গ্রন্থ: ব্যধিকরণ (ব্যাপ্তিবাদ-ন্যায়)-এর 'প্রভা' নামক টীকা। [১৭২]

অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী (১৩০২ - ৩০.৫.১৩৭১ ব.) মেদিনীপুর। কংগ্রেস সদস্যরূপে নানা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন সময়ে বহু বছর কারারুদ্ধ ছিলেন। ড. প্রফুল্ল ঘোষের প্রথম মন্ত্রিসভায় পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। রাজনৈতিক কারণে কংগ্রেস ত্যাগ করেন। অন্যান্য নেতাদের সহযোগিতায় 'কৃষক প্রজা মজদুর' পার্টির প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুদিন পরে ঐ পার্টি সোশ্যালিস্ট পার্টির একটি অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়। নূতন দলের নাম হয় 'প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টি'। পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে এই পার্টির নেতৃত্বে তিনি সুবক্তারূপে খ্যাতি অর্জন করেন। সর্বভারতীয় খাদি বোর্ড ও রাজ্য খাদি বোর্ডের সদস্য ছিলেন। [৪]

অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর 'শকুন্তলা' গীতাভিনয়টি ১৮৬৫ খ্রী. প্রকাশিত হয়। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা উক্ত পুস্তকটিকেই বাংলা ভাষায় প্রথম অপেরা (গীতাভিনয়) ব'লে মনে করেন। অন্যান্য গ্রন্থ: 'প্রশ্ন চতুষ্টয়' (১৮৫৫), 'উষাহরণ নাটক' (১৮৭৫) প্রভৃতি। [৪, ৪০, ৪৫]

অন্নদাপ্রসাদ বাগচী (২২.৩.১৮৪৯ - ৩.১০.১৯০৫) শিখরবালি—চব্বিশ পরগনা। চন্দ্রকান্ত। ১৮৬৫ খ্রী. নব-প্রতিষ্ঠিত স্কুল অফ ইন্ডাস্ট্রিঅ্যাল আর্টস-এর এনগ্রেভিং ক্লাসে ভর্তি হন। পরে তিনি পাশ্চাত্য-রীতির চিত্রাঙ্কন-বিদ্যা শিক্ষা করেন। কর্মজীবনে প্রবেশ করে পূর্বোক্ত স্কুলের শিক্ষক ও পরে প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করেন। পাশ্চাত্য-রীতিতে প্রতিকৃতি অঙ্কন করে যশ লাভ করেন। তাঁর অঙ্কিত তৎকালীন মনীষীদের প্রতিকৃতি উচ্চ প্রশংসা পায়। শিল্প-বিষয়ক প্রথম বাংলা পত্রিকা 'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি' (১২৯২ ব.) প্রকাশের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৯০৫ খ্রী. কলিকাতায় বঙ্গীয় কলাসংসদ স্থাপিত হলে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রচিত 'দি অ্যান্টিকুইটিজ অফ ওড়িশা' এবং 'বুদ্ধ গয়া' নামক গ্রন্থ দু'টিতে তাঁর অঙ্কিত ছবিগুলি বিশেষ প্রশংসিত হয়। তাঁর অন্যতম প্রধান কীর্তি আর্ট স্টুডিয়ো প্রতিষ্ঠা (১৮৭৮)। স্টুডিয়োটিকে কেন্দ্র করে একদল তরুণ শিল্পীকে নিজের আদর্শ অনুসারে গড়ে তোলেন। এই আর্ট স্টুডিয়ো থেকে লিথোগ্রাফি পদ্ধতিতে ছাপা পৌরাণিক বিষয়ক বহু চিত্র সেকালে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। [৩]

অন্নদা মুন্সী (২৭.১১.১৯০৪ - ১৪.১.১৯৮৫) শিবনগর—পাবনা। বিশিষ্ট শিল্পী এবং সঙ্গীতজ্ঞ। শিক্ষা যশোহরে। কলিকাতায় সরকারি আর্ট কলেজেও কিছুদিন শিক্ষা লাভ করেন। কর্মজীবন শুরু আর্মি নেভী স্টোরে। সেখান থেকে বোম্বাইতে টাইমস্ অব ইণ্ডিয়ায় আর্ট বিভাগে যোগ দেন। পরে কলিকাতায় বিজ্ঞাপন সংস্থা ডি. জে. কীমারের সঙ্গে যুক্ত হন। সেখানে তিনি আর্ট ডাইরেক্টর ছিলেন। [১৬]

অন্নদাসুন্দরী ঘোষ (১৮৭৩ - ১৯৫০) রামচন্দ্রপুর —বাখরগঞ্জ। মোহনচন্দ্র গুহ। স্বামী—শিক্ষাবিদ্ ক্ষেত্রনাথ ঘোষ। ১৯/২০ বছর বয়সে কবিতা লেখা শুরু করেন। তাঁর ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত কবিতাসমূহ তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ সংগ্রহ করে 'কবিতাবলী' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন (১৩৪৭ ব.)। কবিতাগুলি সামাজিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত বিষয়ক, দেশপ্রীতি-মূলক ও বিবিধ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। [৪৪]

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৭৫ - ১৫.৫.১৯৩৮) যশোহর, মতান্তরে মহেশপুর—নদীয়া। বিপ্রদাস। প্রখ্যাত নাট্যকার, নট ও নাট্য-পরিচালক। ষ্টারের বিখ্যাত অভিনেতা অমৃতলালের কাছে প্রথম অভিনয় শিক্ষা। প্রায় ১০ বছর কলিকাতা ও মফঃস্বলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে শখের অভিনয় করেন। পরে গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দুশেখরের কাছে অভিনয় সম্বন্ধে বিস্তৃত শিক্ষালাভ করেন এবং গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁরই আদর্শে তিনি নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন। ১৩১১ ব. মিনার্ভা থিয়েটারে পেশাদার অভিনেতারূপে যোগদান করেন এবং কিছুকালের জন্য মিনার্ভার পরিচালকের পদ পান। নট হিসাবে উচ্চ খ্যাতি অর্জন না করলেও নাট্যকার, অভিনয়-শিক্ষক ও থিয়েটার-পরিচালক হিসাবে যশস্বী হয়েছিলেন। কয়েক বছর পরে নব-সংগঠিত ষ্টার থিয়েটারে যোগদান করেন। এখানেই তাঁর কর্মজীবন শেষ হয়। তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে 'কর্ণার্জুন' নাটকটি দুইশত রজনী অভিনীত ও অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নাটক: 'রঙ্গিলা' (১৯১৪), 'রামানুজ' (১৯১৬), 'ইরাণের রাণী' প্রভৃতি। 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বছর' নামক আত্মজীবনী অসমাপ্ত রচনা। বিদেশী নাটকের ছায়াবলম্বনেও অনেক নাটক রচনা করেছেন। তাঁর 'মন্ত্রশক্তি', 'মা' ও 'পোষ্যপুত্র' অনুরূপা দেবীর উপন্যাসের নাট্যরূপ। [১, ৩, ৭, ২৫, ২৬]

অপর্ণা দেবী (৬.১১.১৮৯৯ - ১০.৭.১৯৭৩) কলিকাতা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। স্বামী—ব্যারিস্টার সুধীরচন্দ্র রায়। ১৯১৬ সালে তাঁর বিয়েই বাঙলা দেশে

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে প্রথম অসবর্ণ বিয়ে। ১৯১৯ খ্রী· থেকে নিখিল ভারত কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। তাঁদের বাড়ি দেশকর্মী ও বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল ছিল। বৃন্দাবনের বিখ্যাত নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসীর ছাত্রী। বৈষ্ণব দর্শন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান ছিল। বাঙলা দেশে কীর্তনের পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। শিক্ষিত অভিজাত মেয়েদের নিয়ে তিনি 'ব্রজমাধুরী সঙ্ঘ' নামে সম্প্রদায় গঠন করেন। তিনি ও তাঁর স্বামী কীর্তন প্রচারের জন্য ত্রিশের দশকে ইউরোপ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ সফর করেছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' এবং 'কীর্তন পদাবলী' জনপ্রিয়। [১৬]

অপূর্বকুমার ঘোষ। পিতা গণিতশাস্ত্রবিদ্ পি· ঘোষ। খ্রীষ্টান ব্যারিস্টার। অনুশীলন দলের পরিচালক পি· মিত্রের সঙ্গে তিনি বিশেষ পরিচিত হলেও কখনও ঐ দলের সভ্য হন নি। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ১৯০৪ খ্রী· গভর্নমেন্টের প্রিন্টিং বিভাগে যে ধর্মঘট হয় তিনি ও বিপিনচন্দ্র পাল তা পরিচালনা করেন। ১৯০৭ খ্রী· ই· আই· রেল-ধর্মঘটীদের যে প্রথম সভা 'সন্ধ্যা' অফিসের ছাদে হয়, তিনি তার সভাপতি ছিলেন। এ ছাড়া তিনি শিবাজী উৎসবেও যোগ দেন এবং যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদকরূপে ভূপেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সরকারি মামলায় আসামীপক্ষ সমর্থন করেন। [১৬]

অপূর্বকুমার চন্দ (১২৯৯ - ১৩৭৩ ব·) শিলচর —আসাম। কামিনীকুমার। শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ইংরেজী সাহিত্যের অনার্স-গ্রাজুয়েট। বাঙলার বহু কলেজে অধ্যাপক ও অধ্যক্ষের পদে এবং শেষ-বয়সে শিক্ষাবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জাপান ও কানাডা সফরকালে কবির সেক্রেটারী ছিলেন। [১৭]

অপূর্বকৃষ্ণ দেব। শোভাবাজার — কলিকাতা। মহারাজা রামকৃষ্ণ। ফারসী ভাষায় কবিতা রচনা করে মুঘল বাদশাহের কাছে 'রাজকবি' উপাধি পেয়েছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত এবং শিক্ষাবিস্তারেও যত্নশীল ছিলেন। বহু শ্যামাবিষয়ক কবিতার রচয়িতা। [১]

অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, কবিভূষণ, জ্যোতিষশাস্ত্রী (১৪·১১·১৯০৪ - ১৯৬৪) গয়িপুর—চব্বিশ পরগনা। কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার-এর পদে নিযুক্ত ছিলেন। সাহিত্যজগতে কবিতা, গল্প ও উপন্যাস লিখে পরিচিত হন। রচিত গ্রন্থাবলী: 'মধুচ্ছন্দা', 'নীরাজন', 'সায়ন্তনী' (কবিতা), 'সভ্যতার রাজপথে', 'অন্তরীপ', 'নূতন দিনের কথা', 'ভগ্ননীড়' প্রভৃতি। [৪, ১৬৫]

অপূর্ব সেন, ভোলা (? - ১৩·৬·১৯৩২) ছাত্রডাণ্ডি —চট্টগ্রাম। হরিশচন্দ্র। বিপ্লবী দলের সভ্য হিসাবে তিনি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে অংশগ্রহণ করে ফেরার হন। পাতিয়ার সাবিত্রী চক্রবর্তীর বাড়িতে পলাতক অবস্থায় থাকাকালে সূর্য সেন সহ পুলিস কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে তিনি পুলিসের গুলিতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন। [৪২, ৪৩]

অবতারচন্দ্র লাহা (১২৬৩ - ২·৭·১৩৩৮ ব·)। বঙ্কিম যুগের অন্যতম সাহিত্যিক। রচিত উপন্যাস: 'আনন্দলহরী', 'আমার ফটো', 'শুভদৃষ্টি' প্রভৃতি। বিমানবিহারী স্পেনসার এদেশে এলে দুঃসাহসিক অবতারচন্দ্র তাঁর কাছ থেকে বেলুন নিয়ে বেলুন যাত্রায় উদ্যোগী হন। [১, ৫]

অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৭১ - ২৩·১·১৩৫১ ব·) বরা—বীরভূম। রামলাল। পিতার মৃত্যুর পর মাতুল বিপিনবিহারী ঠাকুরের কাছে পালিত হন। কান্দীর টোলে সংস্কৃত ও দামোদর কুণ্ডুর কাছে কীর্তন শিক্ষা করেন। ১৭ বছর বয়সে নবদ্বীপে প্রথম গান করতে যান। অল্প বয়সেই দল গঠন করেন। শিক্ষার আগ্রহে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। তাঁর গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত গ্রন্থের শ্লোকাদি সহযোগে সুন্দর পরিবেষণ এবং সুর ও তালের বক্রতা দ্বারা রসসৃষ্টি করা। [২৫, ২৭]

অবধৌত দাস (১২৬৬ - ১৩৪৯ ব·) মধুডাঙ্গা —বীরভূম। নীলকমল। পুরুষানুক্রমে চৈতন্যমঙ্গল গায়ক ও মৃদঙ্গবাদকের বংশে তাঁর জন্ম। প্রথম যৌবনেই বীরভূমের কীর্তন ও মৃদঙ্গ শিক্ষাকেন্দ্র ময়নাডাল গ্রামের মৃদঙ্গাচার্য নিকুঞ্জবিহারী মিত্রঠাকুরের কাছে মৃদঙ্গবাদ্য শেখেন। রসিক দাস ও রাধিকাপ্রসাদ সরকারের দলে কিছুদিন মৃদঙ্গ সঙ্গত করেন। পরে চৈতন্যমঙ্গল গান শিখে প্রায় নিরক্ষর অবধৌত ঐ গানেই খ্যাতি, অর্থ ও মান অর্জন করেন। [২৭]

অবনীনাথ মিত্র, চানুবাবু (জানু, ১৮৮৮ - ১১·১১·১৯৬৪) রাজবাড়ী—বিক্রমপুর, ঢাকা। অনাদিনাথ। ১৯০৫ খ্রী· শান্তিনিকেতন আশ্রমে ছাত্র হয়ে আসেন। সেখান থেকে যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রতিষ্ঠিত 'Advancement of Scientific and Industrial Education for Indians' নামক সংস্থার সাহায্যে ১৯০৬ খ্রী· অপর ১৬ জন ছাত্রের সঙ্গে কারিগরী বিদ্যা শিক্ষার জন্য জাপান যান। সেখানে পেন্সিল, সাবান, বিস্কুট, কেক ইত্যাদি তৈরির বিদ্যা শেখেন ও ১৯০৮ খ্রী· দেশে ফিরে তিনিই প্রথম কলিকাতায় মায়ের নামে 'রাজলক্ষ্মী বিস্কুট' কারখানা খোলেন। বিস্কুট তৈরি, প্যাকিং করা ও দোকানে দোকানে পৌঁছে দেওয়া সবই নিজ হাতে করতেন। কারখানাটি বেশিদিন চলেনি। কিছুদিন সাপ্লায়ারের কাজ করে ভি· এস· ব্রাদার্স কারখানায় (পরবর্তী কালের ব্রিটানিয়া বিস্কুট ফ্যাক্টরী) ১০০ টাকা বেতনে কাজ নেন। ইঞ্জিনিয়ারিং বা স্থপতি-বিদ্যায় প্রথাগত শিক্ষা না পেলেও নিজ প্রতিভাবলে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র তাঁর 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' ভারতীয় পদ্ধতিতে তৈরি করার জন্য নকশা প্রস্তুত ও নির্মাণের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত করেছিলেন। এই বিজ্ঞান মন্দিরের ভিতরে ও বাহিরে তিনি প্রাচীন ভারতের শিল্প-সৌন্দর্যকে অপূর্ব কৌশলে রূপায়িত করেছেন। প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার ভারও তাঁর উপর ছিল। ফলতায় এবং দার্জিলিং-এ 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'-এর

গৃহও তাঁরই পরিকল্পনামত নির্মিত হয়। এ ছাড়া তাঁর নকশা অনুসারে আরও অনেকের বহু গৃহ বিভিন্ন স্থানে তৈরী হয়েছে। ১৯২১ খ্রী· নৃপেন গুপ্তের সঙ্গে মিলে 'বেঙ্গল বিস্কুট' কারখানা স্থাপন করেছিলেন। তিনি বিস্কুট তৈরির কলও প্রস্তুত করেন। পরে এই কারখানায় সাবান তৈরির কল, চুলের কাঁটা তৈরির কল প্রভৃতি এবং ১৯৩৫-৩৬ খ্রী· থেকে ইস্পাতের আসবাব তৈরি হতে থাকে। ১৯৪০ খ্রী· কন্যার মৃত্যুতে কারখানাটি বিক্রি করে দেন। সাহিত্যিক মহলেও তিনি পরিচিত ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'আচার্য জগদীশচন্দ্র ও বসু-বিজ্ঞান মন্দির'। [৮২]

অবনীনাথ মুখোপাধ্যায় (৩·৬·১৮৯১ - ২৮·১০·১৯৩৭) জব্বলপুর—মধ্যপ্রদেশ। আদি নিবাস—বাবুলিয়া, খুলনা। কলিকাতা থেকে উইভিং টেকনলজি পাশ করে উচ্চতর শিক্ষার জন্য জাপান ও জার্মানী যান। ছাত্রাবস্থায় কলিকাতায় গণেশ দেউস্কর ও বিপিন পালের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। লিপজিগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জার্মানী) ছাত্র ছিলেন। এই সময়ে ড· অস্কার কোহ্নের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন। বহুকাল পরে মস্কোয় অধ্যাপক থাকাকালীন ডক্টরেট হন। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের অ্যাসিস্ট্যান্ট উইভিং মাস্টার হয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে দেশে ফিরে ১৯১২ খ্রী· এন্ড্রু ইউল কোম্পানীতে চাকরি নেন ও কিছুকাল পরে বৃন্দাবনের প্রেম মহাবিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন। এখানে বিপ্লবী রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ও সুরেন করের সাহচর্যলাভ ঘটে। ১৯১৪ খ্রী· বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ও বাঘা যতীনের সঙ্গে পরিচয় হয়। বাঘা যতীনের সহকারী নিযুক্ত হয়ে ১৯১৫ খ্রী· অস্ত্রসংগ্রহের জন্য জাপানে প্রেরিত হন। অবনীনাথ সান ইয়াৎ সেনের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ওয়েসীর সঙ্গে রাসবিহারীর পরিচয় করান। জার্মান দূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফেরবার পথে বিপ্লবীদের নাম-ঠিকানাসহ নোট বই সমেত পেনাং পুলিসের হাতে ধরা পড়ায় মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা হয়। ১৯১৭ খ্রী· কয়েকজন জার্মান যুদ্ধবন্দীর সঙ্গে সমুদ্র-স্নানের সময় পালিয়ে যান। তারপর মালয়ে রবার-বাগানে কুলির কাজ করেন ও একজন ওলন্দাজ ভদ্রলোকের ভৃত্য হিসাবে হল্যান্ড এবং জার্মানী যান। এখানে ড· ভূপেন দত্ত, বীরেন চ্যাটার্জী, ক্ষিতীশপ্রসাদ প্রমুখের সঙ্গে ভারতের বাইরে বিপ্লব আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করেন। ১৯২০ খ্রী· ইংরেজ সরকার তাঁকে রাশিয়ায় আবিষ্কার করে ফেরত পাঠাবার দাবি জানান। এই বছর রাশিয়ান মহিলা রোজা ফিটিং-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯২০ খ্রী· অক্টোবরে অন্যান্যদের সঙ্গে তাসখন্দে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক পার্টির সদস্য, তৃতীয় (কম্যুনিস্ট) আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে মেক্সিকো কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন (১৯২০)। ১৯২২ খ্রী· রাশিয়ার দুর্ভিক্ষ-ত্রাণে ভারতীয় সমিতির তিনি সম্পাদক, ড· ভূপেন দত্ত চেয়ারম্যান ও বরকতুল্লা সভ্য ছিলেন। ঐ বছরেই রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ভারতের মুক্তি বিষয়ে আলোচনা চালান এবং গোপনে ভারতে এসে বিভিন্ন বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিখ্যাত বিপ্লবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ২ মার্চ ১৯২৪ খ্রী· তিনি ভারতত্যাগের পূর্বে মাদ্রাজে 'হিন্দুস্থান শ্রমিক ও কৃষক পার্টি' প্রতিষ্ঠা করেন এবং বার্লিনস্থ ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের কাছে ভারতে এসে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে যোগদান করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। সমরকন্দ সোভিয়েতের ডেপুটি, সোভিয়েত বিজ্ঞান পরিষদ্, কম্যুনিস্ট একাডেমি বিজ্ঞান প্রভৃতির কর্মি-সদস্য এবং প্রাচ্য বিভাগের সদস্য ও প্রাচ্য বিজ্ঞান বিভাগের সম্পাদক ছিলেন। পুত্র গোরা ১৯৪০ খ্রী· সোভিয়েত সামরিক হাসপাতালে মারা যান। তাঁর চরিত্র ও কার্যকলাপ বহুবিতর্কিত। ১৯২৪ খ্রী· ভারত সরকার জার্মান সরকারকে তত্রস্থ যে কয়জন ভারতীয় বিপ্লবীদের বহিষ্কারের ব্যাপারে চিঠি লেখালেখি করেছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'Agrarian India', 'Malabar Uprising', 'Economic Situation in India and British Policy' এবং মানবেন্দ্র রায়ের সহযোগে 'India in Transition'. [১৬]

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭·৮·১৮৭১ - ৫·১২·১৯৫১) জোড়াসাঁকো—কলিকাতা। গুণেন্দ্রনাথ। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রথম ভারতীয় চিত্রশিল্পী। শিক্ষা—প্রধানত ঠাকুরবাড়ির প্রথানুযায়ী গৃহশিক্ষকের কাছে। কিছুদিন সংস্কৃত কলেজেও পড়েছিলেন। ইংরেজী, ফরাসী, সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে দখল ছিল। কিছুদিন সঙ্গীতচর্চাও করেছিলেন। ঠাকুরবাড়িতে শিল্পচর্চা ছিল শিক্ষার অঙ্গ। জ্যেষ্ঠ গগনেন্দ্রনাথ, কনিষ্ঠা সুনয়নী দেবী স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। ইটালিয়ান গিলার্ডি ও ইংরেজ পামার-এর কাছে প্যাস্টেল, জল রং, তেল রং ও প্রতিকৃতি অঙ্কন পাশ্চাত্য রীতিতে শিক্ষা করেন। কিন্তু এই রীতিতে চিত্রাঙ্কন করে পরিতৃপ্ত হননি। শুরু হয় ভারতীয় চিত্রাঙ্কন-রীতি পুনরুদ্ধারের সাধনা। কলিকাতাস্থ আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব উৎসাহ দিলেন এবং অনেক চেষ্টায় তাঁকে রাজী করালেন কলেজের উপাধ্যক্ষ হতে (১৮৯৮)। ভারতীয় রীতিতে আঁকা প্রথম চিত্রাবলী কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক। বজ্রমুকুট, ঋতুসংহার, বুদ্ধ ও সুজাতা প্রভৃতি চিত্রে ভারতীয় আঙ্গিক অনুকরণের চেষ্টা পরিস্ফুট। টাইকান নামক জাপানী শিল্পীর কাছে জাপানী অঙ্কন-রীতি শিক্ষা করেন। টাইকানও অবনীন্দ্রনাথের নিকট ভারতীয় রীতি শিক্ষা করেন। পরবর্তী ওমর খৈয়াম চিত্রাবলীতে এই শিক্ষার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অচিরে ভারতীয় শিল্পের নবজন্ম-দাতারূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। পরবর্তী যুগের বহু বিখ্যাত শিল্পী এই সময়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও সারা ভারতে শিক্ষকরূপে ভারতীয় চিত্রাঙ্কন-রীতি

পুনরুদ্ধারের আন্দোলনকে ব্যাপক করে তোলেন। ১৯২০ ও ১৯৩০ খ্রী· তাঁর শিল্পরীতি নূতনতর পর্যায়ে বিকশিত হয়। শেষ-জীবনে 'কাটুম-কুটুম' নামে পরিচিত আকারনিষ্ঠ বিমূর্তরূপ-সৃষ্টি তাঁর পরিণত শিল্পী মনের অভিব্যক্তি। হ্যাভেল সাহেব অবসর নেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও আর্ট কলেজ পরিত্যাগ করেন। ভগিনী নিবেদিতা, স্যার জন উডরফ, হ্যাভেল প্রমুখ সুধী ব্যক্তিরা উদ্যোগী হয়ে তাঁর শিল্পাদর্শ জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য 'ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটি' স্থাপন করেন (১৯০৭)। ১৯১১ খ্রী· দিল্লী দরবার উপলক্ষে কলিকাতা অনুষ্ঠানের মণ্ডপ অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুবর্তীদের সাহায্যে সজ্জিত হয়। ১৯১৩ খ্রী· লন্ডনে ও প্যারিসে শিল্পী ও তাঁর শিষ্যদের চিত্র-প্রদর্শনী হয়। ভারতের বাইরে দ্বিতীয় প্রদর্শনী হয় জাপানে ১৯১৯ খ্রী·। স্যার আশুতোষের আগ্রহে ১৯২১ খ্রী· তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাগেশ্বরী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৪২ খ্রী· বিশ্বভারতীর আচার্য-পদ গ্রহণ করেন। শিল্পীর দ্বিতীয় পরিচয় লেখক-রূপে। ছোট ও বড়দের উপযোগী বহু কাহিনী ও প্রবন্ধ রচনা করেন। গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় নি এমন আরও অনেক রচনা বিভিন্ন পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। বিষয়বস্তু, ভাষাশৈলী ও রসসঞ্চারে এইসব রচনা বহুবিচিত্র। রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'ক্ষীরের পুতুল', 'বুড়ো আংলা', 'রাজকাহিনী', 'ভারত-শিল্পের ষড়ঙ্গ', 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী', 'ভারত-শিল্প' ও 'শিল্পায়ন' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রুতি-লেখিকার সাহায্যে বর্ণিত তাঁর গ্রন্থদ্বয় 'ঘরোয়া' ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে'। শিল্পীর বিখ্যাত চিত্রাবলীর কয়েকটির নাম—সাহাজাদপুর দৃশ্যাবলী, আরব্যোপন্যাসের গল্প, কবিকঙ্কণ চণ্ডী। বিখ্যাত একক চিত্র—প্রত্যাবর্তন, জারনিস এন্ড, সাজাহান প্রভৃতি। একসময়ে তিনি বহু বিচিত্র রকমের মুখোশের পরিকল্পনাও রচনা করেছিলেন। [৩, ৭, ২৫, ২৬]

অবনীমোহন ঠাকুর (১২৯৫ - ১৩·৬·১৩৭৪ ব·)। প্রমোদকুমার। ১৯২১ - ১৯২৮ খ্রী· বলিভিয়ার কনসাল্ জেনারেল ও ভেনেজুয়েলার কনসাল্ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। টেগোর ফিল্ম কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা। [৪]

অবনী সেন (১৯০৪ - ২·৯·১৯৭২)। এই কৃতী শিল্পী নিজস্ব রীতিতে বলিষ্ঠ রেখাসর্বস্ব জন্তু-জানোয়ারের নানা ছবি এঁকে খ্যাতি অর্জন করেন। ৪০ দশকে তিনি অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে ক্যালকাটা গ্রুপের সভ্য হন। পরে তিনি দিল্লী যান ও বহুকাল রায়সিনা বেঙ্গল স্কুলে শিল্প-শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন। তাঁর শিল্প-নিদর্শন নানা গ্যালারীতে রক্ষিত আছে। দিল্লীতে মৃত্যু। [১৭]

অবলাকান্ত কর (১৮৯১ - ২·১১·১৯৭৪) গোবিন্দপুর—বরিশাল। কৈলাসচন্দ্র। কৈশোরেই তিনি বরিশালের শঙ্কর মঠের স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের সংস্পর্শে আসেন এবং বিপ্লবী 'যুগান্তর' দলের সভ্য হন। ১৯১৫ খ্রী· প্রথম ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হন। সর্বসাকল্যে প্রায় ২৫ বছর কারাজীবন যাপন করেন। তার মধ্যে দেশবিভাগের পর পাকিস্তানের জেলে ছিলেন ৪ বছর। পরে ভারতে চলে আসেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল। [১৬]

অবলাকান্ত গুপ্ত। আটগাঁও—শ্রীহট্ট। আনন্দকুমার। ১৯২১ খ্রী· ডিব্রুগড় মেডিক্যাল স্কুলের পড়া ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হন। ১৯২৫ খ্রী· শ্রীহট্টে 'বিদ্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠায় ধীরেন দাশগুপ্ত, পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত প্রমুখের সহযোগী ছিলেন। ১৯৩০ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নির্যাতিত হন। ১৯৪১ খ্রী· একবার ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করে জেলে যান। আগস্ট আন্দোলনেও সক্রিয় ছিলেন। ১৯৪৬ খ্রী· কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী হিসাবে আসাম বিধানসভায় নির্বাচিত হন। দেশবিভাগের পর পূর্বপাকিস্তান বিধানসভার সদস্যরূপে পরিগণিত হন। শ্রীহট্ট জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ও নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য ছিলেন। অনুজা গিরিজাবালা গুপ্ত (? - ১৯৬০) স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে কারাদণ্ড ভোগ করেন। [২০৬]

অবলা বসু, লেডি (৮·৮·১৮৬৪ - ২৬·৪·১৯৫১) তেলিরবাগ—ঢাকা। জন্ম—বরিশালে। সমাজসংস্কারক দুর্গামোহন দাস। স্বামী—বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র। কলিকাতার বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় ও বেথুন স্কুলে শিক্ষা। ১৮৮১ খ্রী· ২০ টাকা বৃত্তিসহ এন্ট্রান্স পাশ করেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সুযোগ না পেয়ে বাংলা সরকারের বৃত্তি নিয়ে ১৮৮২ খ্রী· মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। ১৮৮৭ খ্রী· ২৭ ফেব্রুয়ারী বিবাহ হয়। বহুবার স্বামীর সঙ্গে ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করেন। স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার ও বিধবা নারীদের অর্থকরী শিক্ষাদানের জন্য ১৯১৯ খ্রী· তিনি নারীশিক্ষা সমিতি গঠন করেন। প্রথমে এই কাজে তাঁকে সাহায্য করেন ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের প্রধানশিক্ষক কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক। তাঁরই চেষ্টায় পরবর্তী কালে বাংলার গ্রামে গঞ্জে প্রায় শ'-দুয়েক বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। এই কাজে শিক্ষয়িত্রীর অভাব পূরণ করতে বিধবা ছাত্রীদের জন্য ১৯২৫ খ্রী· বিদ্যাসাগর বাণীভবন, ১৯২৬ খ্রী· মহিলা শিল্পভবন এবং ১৯৩৫ খ্রী· বাণীভবন ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। আচার্য জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর প্রদত্ত এক লক্ষ টাকার ফান্ড (সিস্টার নিবেদিতা উইমেন্স্ এডুকেশন ফান্ড) দিয়ে তৈরী হয় এডাল্টস্ প্রাইমারী এডুকেশন সেন্টার। মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইনি ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের সম্পাদিকা ছিলেন। গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী সমাজসেবী সরলা রায় তাঁর অগ্রজা। [৭, ১৭, ৪৬, ২১১]

অবিনাশ চক্রবর্তী (১৮৭৫ - ১৯৩৮) ডারেঙ্গা—পাবনা। সাব-জজ মাধবচন্দ্র। অরবিন্দের সান্নিধ্যে বিপ্লব আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন। নারায়ণগঞ্জের মুন্সেফ-পদে থাকার সময় তাঁর বাড়ি খানাতল্লাসী হয়। বিপ্লবী কাজে বহু অর্থ সাহায্য করেন। কিংসফোর্ড হত্যার আদেশকারী ও বিপ্লবী নির্বাচকদের

অন্যতম ছিলেন। বিপ্লবী সন্দেহে সরকার তাঁকে পদচ্যুত করে। বাঘা যতীনের নেতৃত্বে সশস্ত্র অভ্যুত্থান-প্রচেষ্টার অন্যতম কর্মী হিসাবে কারারুদ্ধ হন। মুক্তির পর রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। [৭০]

অবিনাশচন্দ্র ঘোষ (১২৭৪ - ১৩৪২ ব·)। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য শেখ মুরাদ আলি যাঁর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করে ধ্রুপদ গায়করূপে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সঙ্গীত-চর্চার উদ্দেশ্যে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করে নানা ভাষায় অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র-নির্মাণেও সুদক্ষ ছিলেন। যৌবনে শরীরচর্চা করে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। [১]

অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল (১৩০৫ - ৩·১২·১৩৭২ ব·)। সাহিত্যের আকর্ষণে আইন-ব্যবসা পরিত্যাগ করেন। সাপ্তাহিক 'বাতায়ন' পত্রিকা তিনি বহুকাল সম্পাদনা করেন। রচিত গ্রন্থ: 'শরৎচন্দ্রের গ্রন্থবিবরণী', 'শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা', 'ঝড়ের পরে', 'সব মেয়েই সমান', 'নগ্নতার ইতিহাস' প্রভৃতি। অনুবাদ গ্রন্থ: 'অফ হিউম্যান বন্ডেজ', 'থেরেসা' প্রভৃতি। [৪]

অবিনাশচন্দ্র দাস (১৮৬৭ - ৫·৯·১৯৩৬) কতুলপুর—বাঁকুড়া। হরিনাথ। ১৯২০ খ্রী· পি-এইচ·ডি প্রাপ্ত হন। একাধারে কৃতী সাহিত্যিক ও বৈদিক ইতিহাসে সুপণ্ডিত ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় কিছুকাল 'স্বদেশ' পত্রিকার ও তার আগে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পরবর্তী জীবনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন। রচিত গ্রন্থ: 'পলাশবন', 'অরণ্যবাস', 'কুমারী', 'সীতা'; দুখানি নাটক: 'প্রভাতী', 'দেবব্রত' এবং 'Rig-Vedic India' ও 'Rig-Vedic Culture' প্রভৃতি। [১]

অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৬২ - ১৩২১ ব·) পানিহাটি—চব্বিশ পরগনা। দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে প্রতি পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তার হন। কর্মক্ষেত্র এলাহাবাদ। সেখানে সুচিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করে প্রভূত ধনশালী হন। বহু দুঃস্থ পীড়িত নরনারীকে তিনি বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করতেন। খেরি জেলার পানাপুর গ্রামে ক্ষয়রোগীদের জন্য 'রোগ প্রতিষেধ ভবন' স্থাপন করেছিলেন। [১]

অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য (৫·৪·১৮৮২ - ১০·৫·১৯৬২) আড়বালিয়া—চব্বিশ পরগনা। ১৯০১ খ্রী· স্বগ্রামস্থ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে কলিকাতা মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে এফ·এ· ক্লাশে ভর্তি হন। এ সময়েই (১৯০২) বিখ্যাত বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতের মুক্তিসংগ্রামে যোগ দেন। ১৯০৫ খ্রী· বঙ্গভঙ্গের পর অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ১৯০৬ খ্রী· মার্চ মাসে বিপ্লবপন্থী 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ হলে তিনি এর ম্যানেজার হন এবং 'মুক্তি কোন্ পথে', 'বর্তমান রণনীতি' প্রভৃতি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। মুরারিপুকুর বোমা-মামলার আসামী হিসাবে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ১৯০৯ খ্রী· মে মাসে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। পরে দণ্ডাদেশ হ্রাস পাওয়ায় ১৯১৫ খ্রী· মে মাসে মুক্তি পান। ১৯২০ খ্রী· দেশবন্ধুর স্বরাজ্য পার্টিতে যোগ দেন ও নারায়ণ' পত্রিকা পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। এ ছাড়াও 'বিজলী', 'আত্মশক্তি' ও 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট' (১৯২৪-১৯৪১) প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'রণসজ্জায় জার্মানী', 'রোজ সাধনা', 'মুক্তিসাধনা', 'জার্মানী প্রবাসীপত্র', 'ইউরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা' প্রভৃতি। [৩, ৭, ৫৪, ১৭৮]

অবিনাশচন্দ্র মজুমদার (? - ১৩৩২ ব·) কানপুর—উত্তর প্রদেশ। বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। আজীবন সাহিত্য ও সমাজের সেবা করে গেছেন। শেষ-বয়সে ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক হন। দেশ থেকে পাপাচার দূরীকরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দেন ও 'পিউরিটি সারভেন্ট' নামক একখানি ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশ করেন। হোলী উৎসবে প্রচলিত অশ্লীল গানের বিরুদ্ধে 'পবিত্র হোলী' গানের প্রবর্তন করেন। সিমলার পথে ধরমপুরে যক্ষ্মারোগীদের জন্য স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপনের অন্যতম প্রধান কর্মী ছিলেন। শিখ ধর্মগ্রন্থ 'জপজী' ও 'সুখমণি'র অনুবাদ করেছিলেন। [১, ৪]

অবিনাশ ভট্টাচার্য, ড· (১৮৮৮ - ১৯৬৩) চুন্টা—ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা। গিরিধর। গ্রামের জাতীয় বিদ্যালয় থেকে ১৯০৮ খ্রী· এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যাদবপুরের জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। বিপ্লবী গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ থাকায় তাঁর অসন্তুষ্ট পিতা তাঁকে ১৯১০ খ্রী· উচ্চশিক্ষার জন্য জার্মানীতে পাঠান। জার্মানীতে হ্যালী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে তিন বছর পরে রসায়নশাস্ত্রে ডক্টরেট হন। ১৯১০-১৫ খ্রী· জার্মানীতে থাকাকালে সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ড· ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। জার্মানী থেকে গোপনে অস্ত্র আমদানি করে ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের যে আয়োজন প্রথম মহাযুদ্ধের সময় চলছিল তিনি তাতে যুক্ত হন। বার্লিন কমিটি বা ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স কমিটির সদস্য ছিলেন। তাঁর রচিত 'ইউরোপে ভারতের বিপ্লব সাধনা' ও 'বহির্ভারতে ভারতের মুক্তিসংগ্রাম' বই-দু'টিতে ঐ সময়কার অভিজ্ঞতা ও বিপ্লবীদের কথা বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। 'জার্মানীর রণসজ্জা' নামেও একটি বই লেখেন। ১৯১৫-১৬ খ্রী· দেশে ফিরে নারকেলডাঙ্গায় শঙ্কুলাল বিশ্বাসের বাড়িতে 'টেকনোকেমিক্যাল ল্যাবরেটরী এন্ড ওয়ার্কস লিঃ' নামে ভারতের প্রথম রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ১৯১৯ খ্রী· উক্ত কারখানাটি কোন্নগরে নিজ বাসস্থানে স্থানান্তরিত করেন। বিদেশ থেকে ফিরে কিছুদিন 'লিবার্টি' পত্রিকার ম্যানেজার ছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় 'চুন্টাপ্রকাশ' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। 'ত্রিপুরা হিতৈষী' পত্রিকার সঙ্গে আমরণ যুক্ত ছিলেন। [১৭৪, ১৭৫]

অভয়চরণ দাশ। ১৮৮১ খ্রী· হাওড়া থেকে প্রকাশিত 'The Indian Ryot—Land Tax, Permanent Settlement and Famine' গ্রন্থের রচয়িতা অভয়চরণই সে-যুগে প্রথম চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনা করে লেখেন: "জমিদার ও রায়তের বিবাদ বঙ্গদেশকে দুই বিশাল শিবিরে বিভক্ত করেছে যারা উভয়ে উভয়ের বিরুদ্ধে ভীষণ প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যত। গুরুতর দাঙ্গাহাঙ্গামা ও শান্তিভঙ্গ; রক্তপাত ও হত্যাকাণ্ড, গ্রামে লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ, ফসল কেটে নেওয়া··· এ এখন প্রাত্যহিক ঘটনা···।" এ বইয়ের কপি এদেশে দুষ্প্রাপ্য। লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগে পাদরী লঙ্ সাহেব স্বাক্ষরিত একটি কপি আছে। [৪৭]

অভয়াকর গুপ্ত। রামপালের (আনু· ১০৯১ - ১১০৬ খ্রী·) সমসাময়িক প্রসিদ্ধ কালচক্রযানী বৌদ্ধ পণ্ডিত। কালচক্রযান সম্বন্ধে তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে 'যোগাবলী', 'মর্মকৌমুদী' ও 'বোধি পদ্ধতি'—এই তিনটির নাম পাওয়া যায়। তিনি বজ্রাসন (বুদ্ধগয়া) ও নালন্দার অধ্যাপক এবং বিক্রমশীল-বিহারের অন্যতম আচার্য ছিলেন। ঝারিখণ্ডে এক ক্ষত্রিয় পরিবারে তাঁর জন্ম। মতান্তরে তিনি গৌড়নগরে জন্মগ্রহণ করেন। রামপাল প্রতিষ্ঠিত জগদ্দল বিহারের (উত্তরবঙ্গ) পণ্ডিত বিভূতিচন্দ্র তাঁর দুই বা ততোধিক গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি তিব্বতে একজন 'পাঞ্চেনরিন্ পোছেই' অর্থাৎ রাজগুণালঙ্কৃত লামা-রূপে শ্রদ্ধা পান। [৬৭, ১৩৩]

অভিরাম দাস (১৭শ শতক) খানাকুল—কৃষ্ণনগর। বৈষ্ণব কবি। ভাগবতের পদ্যানুবাদক এবং 'গোবিন্দ বিজয়' ও 'কৃষ্ণমঙ্গল' গ্রন্থের রচয়িতা। [১, ৩, ৪]

অভিলাষ ঘোষ (১৮৯৪ - ১৯৬৩) পাউলদিয়া—বিক্রমপুর, ঢাকা। অভয়চরণ। ১৯১১ খ্রী· আই· এফ· এ-র শীল্ড জয় করে মোহনবাগান ক্লাব বাঙালী তথা ভারতীয়দের মধ্যে যে নবচেতনার জোয়ার জাগিয়েছিল, সেই জয়ের অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন অভিলাষ। পিতার কর্মস্থল ময়মনসিংহে স্কুলের ছাত্র থাকাকালীনই তিনি ফুটবলে নাম করেন। ম্যাট্রিক পাশ করে কলিকাতার স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হন। মোহনবাগানের খেলোয়াড় রাজেন সেনের সহায়তায় মোহনবাগান ক্লাবের দলভুক্ত হন। তিনি মোহনবাগানের নিয়মিত সেন্টার হাফে খেলেছেন। ১৯২০-২২ খ্রী· এই ক্লাবের অধিনায়ক ছিলেন। এরপর খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান 'ব্রুকবণ্ড টী কোম্পানী'র পদস্থ অফিসার ছিলেন। [১৪৯]

অভেদানন্দ স্বামী (২·১০·১৮৬৬ - ৮·৯·১৯৩৯) কলিকাতা। রসিকলাল চন্দ।পূর্বাশ্রমের নাম কালীপ্রসাদ। ওরিয়েন্টাল সেমিনারি থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। যৌবনের প্রারম্ভে হিন্দুশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন এবং খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের সান্নিধ্যে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। ব্রাহ্মনেতাদের বক্তৃতা এবং শশধর তর্কচূড়ামণির ষড়্দর্শনের আলোচনা শোনার ফলে হিন্দু দর্শনের প্রতি অনুরাগ জন্মায়। পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশের নিকট পতঞ্জলির যোগসূত্র পড়ে হঠযোগ ও রাজযোগ সাধনার চেষ্টা করেন। এই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণদেবের সমীপে উপস্থিত হন (১৮৮৪)। ১৮৮৬ খ্রী· রামকৃষ্ণদেবের তিরোধানের পর তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত সমস্ত তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করেন। ১৮৯৬ খ্রী· স্বামী বিবেকানন্দের আদেশে লন্ডন যান এবং সেখানে রাজযোগ, জ্ঞানযোগ ও বেদান্ত সম্বন্ধে নিয়মিত বক্তৃতাদি দেন। ঐ সময়ে পল, ডয়সন ও ম্যাক্সমুলার প্রমুখ মনীষীদের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। ১৮৯৭ খ্রী· তিনি আমেরিকায় গিয়ে নিউইয়র্কে বেদান্ত আশ্রমের ভার গ্রহণ করেন। ১৮৯৮ খ্রী· আমেরিকান দার্শনিক উইলিয়াম জেমসের সঙ্গে 'বহুত্বের মধ্যে একত্ব' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ১৯০৬ খ্রী· একবার ভারতে আসেন। পরে আমেরিকা, কানাডা, মেক্সিকো, আলাস্কা, জাপান, হংকং, ক্যান্টন, ম্যানিলা প্রভৃতি স্থানে ধর্মপ্রচারার্থ যান। ১৯২১ খ্রী· আমেরিকা ত্যাগ করে হনলুলুতে প্যান-প্যাসিফিক শিক্ষা সম্মেলনে যোগদান করে ভারতে ফেরেন। ১৯২২ খ্রী· তিব্বতের পথে কাশ্মীর হয়ে লাদাকের বৌদ্ধ মন্দির হেমিসগুম্ফা পরিদর্শনকালে সেখান থেকে যীশুখ্রীষ্টের অজ্ঞাত জীবনীর কিয়দংশ উদ্ধার করে তাঁর 'কাশ্মীর ও তিব্বতে' গ্রন্থে প্রকাশ করেন। ১৯২৩ খ্রী· কলিকাতায় ফিরে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি ও ১৯২৪ খ্রী· দার্জিলিং-এ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতার শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে মৃত্যু হয়। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'Gospel of Ramakrishna Reincarnation', 'How to be a Yogi', 'India and Her People', 'আত্মবিকাশ', 'বেদান্তবাণী', 'হিন্দুধর্মে নারীর স্থান', 'মনের বিচিত্র রূপ' প্রভৃতি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'বিশ্ববাণী' মাসিক পত্রিকাটি ১৩৩৪-১৩৪৫ ব· পর্যন্ত সম্পাদনা করেন। [৩, ৭, ২৬, ১৩৩]

অমরকৃষ্ণ ঘোষ (১৮৯২ - ১৩·৭·১৯৭৭) যদুবয়রা—নদীয়া। তারেশচন্দ্র। স্বাধীনতা সংগ্রামী। কুমিরখালি স্কুলে ছাত্রাবস্থায় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা নেন। পরে কলিকাতা হিন্দু স্কুলে পড়ার সময় বাঘা যতীনের নির্দেশে প্রায়ই দলের কাজে কুষ্টিয়া মহকুমায় যেতেন। তাঁর অগ্রজ অতুলকৃষ্ণ বাঘা যতীনের ঘনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। ২৪·১·১৯১০ তারিখে সামসুল আলম হত্যার পরই সন্দেহক্রমে পুলিস তাঁর পিছনে লাগে। ১৯১৬ খ্রী· থেকে ১৯২৮ খ্রী· পর্যন্ত তিন আইনে দুই দফায় বন্দী থাকার সময় কিছুদিন ব্রহ্মদেশে মান্দালয় ফোর্ট জেলে ও রেঙ্গুন জেলে ছিলেন। বঙ্গীয় ফৌজদারী সংশোধন আইন অনুসারে ২৮·১১·১৯৩১ থেকে ৩১·৫·১৯৩৩ খ্রী· পর্যন্ত কারারুদ্ধ থাকার পরে তাঁকে বাঙলা থেকে বহিষ্কারের আদেশ জারী করা হয়। ২৩·১২·১৯৩৬ খ্রী· মুক্ত হয়ে বাঙলায় ফেরেন। কিছুদিন নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সদস্য, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কোষাধ্যক্ষ ও বহুদিন এ· আই· সি·

সি-র সদস্য ছিলেন। ১৯৪৭ খ্রী· স্বাধীনতালাভের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চিফ হুইপ-রূপেও কাজ করেছিলেন। [১৮০]

অমর নাগ, ডাঃ (অক্টোবর ১৯১৭ - ৯·১১·১৯৬৮) ভামো—ব্রহ্মদেশ। পিতা জিতেন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রহ্মদেশ ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্টের প্রধান হিসাব-পরীক্ষক। ব্রহ্মদেশ কম্যুনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম নেতা অমর নাগ ১৯৩৫ খ্রী· রেঙ্গুনের বেঙ্গল একাডেমী থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৩৬ খ্রী· আই· এস-সি· ও ১৯৪১ খ্রী· ডাক্তারী পাশ করেন। ভারতের অনুশীলন ও যুগান্তর দলের জিতেন ঘোষ, ভোলা মুখার্জী প্রমুখ বিপ্লবীদের প্রভাবে ১৯২৪ খ্রী· গঠিত 'বেঙ্গলী স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন'-এর সঙ্গে তিনি ছাত্রাবস্থা থেকেই যুক্ত ছিলেন। ব্রহ্মদেশের অপর একটি শহরের ছাত্র হরিনারায়ণ ঘোষালের প্রভাবে এই সংগঠনের সদস্যরা কম্যুনিস্ট মতবাদের দিকে আকৃষ্ট হন। ১৯৩৭ খ্রী· ব্রহ্মের জনপ্রিয় ছাত্রনেতা আউঙ-সাঙের নেতৃত্বে সারা ব্রহ্মদেশ জুড়ে যে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়, অমর নাগ প্রভৃতিদের চেষ্টায় বাঙালী ছাত্র সংগঠনও তাতে সামিল হয়। এইসব ছাত্র সংগঠন তখনকার খনিজ তেল শ্রমিক আন্দোলনকে সমর্থন জানায়। ১৯৪০ খ্রী· আউঙ-সাঙ, অমর নাগ প্রভৃতি ১১ জনের ছাত্র-যুবকদল রামগড় কংগ্রেসে যোগদান করেন। সেই বছরই রেঙ্গুনে বেআইনী কম্যুনিস্ট পার্টির জন্ম হয় যার প্রথম সম্পাদক ছিলেন আউঙ-সাঙ। এই দলে যুক্ত ছিলেন ব্রহ্মের কৃষক আন্দোলনের ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় থাকিন-থান-টুন, বা-শোয়ে, বা-হিয়েন প্রমুখ এবং হরিনারায়ণঘোষাল, ডাঃ অমর নাগ, মুষ্টিযোদ্ধা ও ছাত্র অমর দে, গোপাল ও মাধব মুন্সী, কান্তি রায়, সুবোধ ব্যানার্জী, দীনেশ বসু, বিজয় সেন প্রভৃতি। তাঁদের চেষ্টায় ব্রহ্মের বিভিন্ন কারখানায় শ্রমিক ইউনিয়ন সংগঠিত হয়। তাঁদের প্রভাব দেখে দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ চলাকালে ১৯৪১ খ্রী· ব্রিটিশ সরকার তাঁদের গ্রেপ্তার করে সকলকে ইনসিন জেলে আটক রাখে। ১৯৪২ খ্রী· জাপানী সামরিক বাহিনীর সঙ্গে ব্রহ্মসেনাদলের নেতৃত্বে আউঙ-সাঙ যখন রেঙ্গুনে প্রবেশ করেন, সে সময় অমর নাগ, মাধব মুন্সী প্রমুখ নিয়াঙ-লে-বিন নামে এক স্থানে অন্তরীণ অবস্থায় ডাক্তারখানা খুলে রোগীদের চিকিৎসা করে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিলেন। ফলে ঐ গোলমালের সময় তাঁদের ব্রহ্মদেশ ছেড়ে পালাবার সুবিধা হয়। অন্যান্য ভারতগামীদের সঙ্গে মিশে ২৯০ মাইল উত্তর-ব্রহ্মের পার্বত্য অরণ্যময় পথ দিয়ে মণিপুর, নাগাল্যান্ড হয়ে তাঁরা ভারতে প্রবেশ করেন। এই দীর্ঘপথে তাঁরা রোগীর পরিচর্যাও করেছেন। ভারতে এসে A.R.P., বেসামরিক প্রতিরক্ষা প্রভৃতি কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। ঐ সময়ে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে গঠিত 'বেঙ্গল মেডিক্যাল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটি'র ডাক্তার হিসাবে বিভিন্ন দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপনে সাহায্য করেন। রাজনৈতিক কর্মীদের জন্য স্থাপিত Red Aid Centre-এর ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার ছিলেন। ১৯৪৬ খ্রী· ব্রহ্মের অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে ব্রহ্মদেশে ফিরে গিয়ে আউঙ-সাঙের নেতৃত্বে 'অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট পিপল্‌স্ লিবারেশন ফ্রন্ট'-এ যোগ দেন। আউঙ-সাঙ ও তাঁর ক্যাবিনেটের মন্ত্রীরা নিহত হলে যে বিপ্লবীরা গোপন ঘাঁটি থেকে সংগ্রাম চালিয়ে যান তিনি তাঁদের অন্যতম নেতা ছিলেন। অবশেষে এই দলের গোপন বাসস্থান ব্রহ্মসেনাবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হলে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হন ও সংগ্রামরত অবস্থায় নিহত হন। [১৪৯]

অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬ - ১৯৩৮) নিমতা—চব্বিশ পরগনা। ভগবতীচরণ। বি· এল· পরীক্ষা পাশ করে শিয়ালদহ ও আলিপুরে কিছুকাল ওকালতি করার পর ১৯০৪ খ্রী· মুন্সেফ হন। পরে পাটনা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার ও ১৯২৮ খ্রী· বিচারপতি নিযুক্ত হন। বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য এবং বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [৫]

অমরনাথ ভট্টাচার্য (২৮·৫·১৮৮৪ - ১৩·৩·১৯৬৯) হরিনাভি—চব্বিশ পরগনা। কালীপ্রসন্ন। পিতার কাছে সঙ্গীতশিক্ষা শুরু করেন। পরে ধ্রুপদী অঘোরনাথ চক্রবর্তী ও ধামারী বিশ্বনাথ রাও-এর কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী হিসাবে পরিচিত হন। শেষ-জীবনে বাংলা গানও গাইতেন। বারাণসী ধর্মমহামণ্ডল 'সঙ্গীতরত্ন' উপাধি (১৯১৫) এবং ১৯৬৭ খ্রী· সুরেশ সঙ্গীত সংসদ 'বাঙলার সঙ্গীতজ্ঞ' উপাধি ও স্বর্ণপদক প্রদান করেন। ১৯৫৮ খ্রী· বিশ্বভারতীর ভিজিটিং অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন। সারাজীবন অপেশাদার গায়ক ছিলেন। [১৬, ৫২]

অমরনাথ ভট্টাচার্য, বিদ্যার্ণব (১৮৭৩ - ১৯৪৫) পাঠকপাড়া—বাঁকুড়া। পিতা রামনাথ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও অধ্যাপক ছিলেন। মনুসংহিতার টীকাকার ও মহানির্বাণতন্ত্রের অসমাপ্ত ভাষ্যরচনাকার অমরনাথ অধ্যয়ন ও গবেষণায় জীবন অতিবাহিত করেন। হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে ও বেদের কর্মকাণ্ডে তিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। মল্লভূমে সংস্কৃতচর্চায় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, ক্ষীরোদাপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, রামচন্দ্র শাস্ত্রী প্রভৃতির তিনি সহযোগী। [১৪৯]

অমর বসু (৬·২·১৮৯১ - ৩·৮·১৯৭৫) কলিকাতা। অতীন্দ্রনাথ। স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি কিশোর বয়সেই যুগান্তর বিপ্লবী দলের কর্মিরূপে স্বাধীনতা-সংগ্রামীর জীবন শুরু করেন। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব-প্রতিষ্ঠিত সারস্বত আশ্রমে বাল্যশিক্ষা। ১৯০৫ খ্রী· বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে স্বেচ্ছাসেবকরূপে কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় 'বন্দেমাতরম্' গান গেয়ে বেড়াতেন। সেই সঙ্গে ক্রমে পিতার প্রতিষ্ঠিত 'সিমলা ব্যায়াম সমিতি'র পরিচালনায় অন্যতম প্রধান ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। ১৯১৬ খ্রী· পিতা-পুত্র একত্রে ৫ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কারামুক্তির পর কংগ্রেসের কাজে

আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২২ - ২৩ খ্রী· উত্তর কলিকাতায় কংগ্রেস সংগঠন স্থাপনে অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠাকালে সুভাষচন্দ্র বসুকে বিশেষ সাহায্য করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে বামপন্থী ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৫২ খ্রী· ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থিরূপে বিধানসভার সদস্য-পদ লাভ করেন। ১৯৫৫ খ্রী· মার্ক্সবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক দল গঠিত হলে ১৯৫৭ ও ১৯৬৩ খ্রী· পর পর দুইবার ঐ দলের মনোনীত প্রার্থিরূপে এম· এল· এ· হন। কয়েকটি শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। [১৬]

অমর মল্লিক (১৮৯৮? - ১৬·৮·১৯৭২) কলিকাতা। আদি নিবাস সপ্তগ্রাম—হুগলী। সিংহদাস। অভিনেতা হিসাবে ১৯২৮ খ্রী· তাঁর প্রথম প্রকাশ বি· এন· সরকার প্রযোজিত নির্বাক ছবি 'চোরকাঁটা'তে। নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড-এর প্রতিষ্ঠা (১৯৩১) থেকে ১৯৩৯ খ্রী· পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে অভিনেতা এবং কর্মী হিসাবে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। নিউ থিয়েটার্সে তাঁর পরিচালনায় প্রথম ছবি 'বড়দিদি' (১৯৩৯, হিন্দী ও বাংলা উভয় ভাষাতে)। তাঁর পরিচালিত বহু ছবির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'স্বামীজী' এবং 'সমাপ্তি'। নিউ থিয়েটার্স ভিন্ন অন্যান্য সিনেমা প্রতিষ্ঠানেও তিনি বহু ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। অভিনেত্রী ভারতী দেবী তাঁর স্ত্রী। [১৬, ১৪০]

অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ[১] (২·৮·১২৮১ - ১০·৯·১৩৫০ ব·) টাঙ্গাইল—ময়মনসিংহ। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা, অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে বহু বছর কারাবরণ করেন। পরে দেশবন্ধুর প্রেরণায় আইনব্যবসায় পরিত্যাগ করে যুগান্তর ও স্বরাজ্য পার্টির বিশিষ্ট সংগঠকরূপে পরিচিত হন। টাঙ্গাইল মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবং কাউন্সিলে স্বরাজ্য পার্টির ডেপুটি চীফ-হুইপ ছিলেন। [১০]

অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ[২] (১৯০৭? - ১৪·১·১৯৬২)। খ্যাতনামা সাহিত্যিক। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জীবনযাত্রাকে কেন্দ্র করে সাহিত্য-রচনায় খ্যাতিলাভ করেন। রচিত গ্রন্থ: 'চরকাসেম', 'পদ্মদীঘির বেদেনী', 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে', 'একটি সঙ্গীতের জন্মকাহিনী' ও 'দক্ষিণের বিল'। আজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে গেছেন। দেশ-বিভাগের পর সপরিবারে ভারতে আসেন। [৪, ১৬]

অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১·৭·১৮৮০ - ৪·৯·১৯৫৭)। ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল প্রভৃতির সংস্পর্শে আসেন এবং স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলে হুগলীর উত্তরপাড়ায় 'শিল্প সমিতি' স্থাপন করেন। এই সময় অরবিন্দ, বারীন্দ্রকুমার, বাঘা যতীন প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হন। বিপ্লবীদের মিলনস্থলরূপে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ১৯০৬ ও ১৯০৯ খ্রী· বৌবাজার ও কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে 'শ্রমজীবী সমবায়' নামক স্বদেশী পণ্যের দোকান স্থাপন করেন। সাত বছরের ওপর আত্মগোপনের পর ১৯২১ খ্রী· সরকার মামলা প্রত্যাহার করলে আত্মপ্রকাশ করে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় হন। ১৯২২ খ্রী· 'উত্তরপাড়া বিদ্যাপীঠ' প্রতিষ্ঠা করেন। আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার ও বন্দী হন (১৯২৩-১৯২৬) এবং মুক্তির পর 'আত্মশক্তি লাইব্রেরী' নামক প্রকাশন-সংস্থা স্থাপন করে উপেন্দ্রনাথের রচনাবলী প্রকাশ করেন। সুরেশ দাস ও সুরেশ মজুমদারের সহযোগিতায় (১৯২৭-২৮) 'কংগ্রেস কর্মী সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৩০-১৯৩১ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন কারারুদ্ধ হলে সারা বাঙলায় ঐ আন্দোলন পরিচালনার নেতৃত্ব গ্রহণ করে কারাবরণ করেন। ১৯৩৭-১৯৪৫ খ্রী· কেন্দ্রীয় আইনসভার কংগ্রেস দলের সদস্য ছিলেন। ১৯৪৫ খ্রী· মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রতিষ্ঠিত 'র‍্যাডিকাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি'তে যোগ দেন। বাঙলার প্রথম মহিলা বিপ্লবী এবং বাঙলার একমাত্র মহিলা স্টেট প্রিজনার ননীবালা দেবী তাঁর পিসীমা ছিলেন। [৩, ২৯, ৫৪]

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১·৪·১৮৭৬ - ৬·১·১৯১৬) হাটখোলা—কলিকাতা। দ্বারকানাথ। বাড়িতে শখের যাত্রা দেখে বাল্যকাল থেকেই অভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ জন্মে। ষ্টারের খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী তারাসুন্দরীর সঙ্গে নাট্যানুশীলন শুরু করেন এবং 'ইণ্ডিয়ান ড্রামাটিক ক্লাব' গঠন করেন। ১৬·৪·১৮৯৭ খ্রী· ক্ল্যাসিক থিয়েটারে তাঁর প্রথম অভিনয়। পরে ষ্টার, মিনার্ভা প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চেও অভিনয় করেন। নাট্যশালার দৃশ্যপট সাজসজ্জায়ও নূতনত্ব এনেছিলেন। ঐ সময়ে দানীবাবু ছাড়া অন্য কোন অভিনেতা তাঁর মত এত জনপ্রিয় ছিলেন না। ১২·১২·১৯১২ খ্রী· ষ্টার থিয়েটারে 'সাহাজান' নাটকে ঔরঙ্গজেবের ভূমিকায় শেষ অভিনয় করেন। বিভিন্ন সময়ে 'সৌরভ', 'রঙ্গালয়' ও 'নাট্যমন্দির' পত্রিকাসমূহ প্রকাশ করেন এবং শেষোক্ত পত্রিকাটির সম্পাদক হন। তাঁর রচিত নাটক ও প্রহসন : 'ঊষা', 'শ্রীকৃষ্ণ', 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ', 'কেয়া মজেদার', 'প্রেমের জেপলিন' প্রভৃতি। এ ছাড়াও তিনি নেপোলিয়ান বোনাপার্টের জীবনীগ্রন্থ ও একখানি উপন্যাস রচনা করেছেন। মনীষী হীরেন্দ্রনাথ তাঁর অগ্রজ। [১,৩]

অমরেন্দ্রনাথ রায় (ডিসেম্বর ১৮৮৮ - ২·১০·১৯৫৭) মুঙ্গের—বিহার। রাখালদাস। মুঙ্গের ও কলিকাতায় পড়াশুনা করেন। ছাত্রাবস্থাতেই সাহিত্য-জীবনের শুরু। কর্মজীবন শুরু করেন সাংবাদিক হিসাবে। 'অর্চনা' পত্রিকাগোষ্ঠীর প্রবন্ধকাররূপে পরিচিতি লাভ করেন। দৈনিক 'সময়' পত্রিকায় গ্রন্থ-সমালোচক হিসাবে যোগ দেন। বঙ্গভাষায় 'হেরাসিম লেবেডফ'-চর্চার সূত্রপাত তিনিই করেন। ১৯৩৫ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গিরিশ অধ্যাপক' পদে বৃত হন। ১৯৩৬ খ্রী· প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতামালা পরে 'গিরিশ নাট্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এপ্রিল ১৯৩৮ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গলা

গ্রন্থ-প্রকাশন বিভাগের প্রধানরূপে যোগ দেন। সম্পাদিত পত্রপত্রিকা: 'নায়ক', 'বাঙ্গালী', 'হিন্দুস্থান', 'প্রবাহিনী', 'বাসন্তী', 'সারথি', 'সুদর্শন' ও 'রঙ্গদর্শন'। রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলী: 'স্বদেশমঙ্গল', 'দেশবন্ধু কথামৃত', 'বঙ্গের রঙ্গকথা', 'শ্রীদুর্গার বঙ্গে আগমন', 'সাহিত্য প্রদীপ', 'রবিয়ানা', 'শাক্ত পদাবলী', 'সমালোচনা সংগ্রহ', 'বঙ্কিম পরিচয়', 'বঙ্গ-সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম ও ভাষাপ্রীতি', 'বাঙ্গালীর পূজাপার্বণ', 'বিচিত্র চিত্রসংগ্রহ' প্রভৃতি। [১৭৪]

অমরেন্দ্রমোহন কাব্য - ব্যাকরণ - তর্কতীর্থ (১৩.১১.১২৯৮ - ৩.১.১৩৬৪ ব.) ধূলজোড়া—ফরিদপুর। শান্তিনিকেতনে অল্পকাল অধ্যাপনার পর ইন্দোর হোলকার স্টেটের সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্রে প্রধান অধ্যাপক হিসাবে চার বছর কাজ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক থাকাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র সংস্কৃত অনুবাদ এবং 'ন্যায়প্রবেশ' প্রভৃতি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। [১৭২]

অমরেন্দ্রলাল নন্দী (? - ২৪.৪.১৯৩০) দেনগাপাড়া—চট্টগ্রাম। রসিকলাল। বিপ্লবী দলের সভ্য। তিনি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন (১৮.৪.১৯৩০)। জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে ২২.৪.১৯৩০ খ্রী. লড়াই করে শহরে প্রস্থান করার সময়ে দলবিচ্ছিন্ন হন। দু'দিন পর চট্টগ্রাম শহরে আত্মগোপনের সময় পুলিসের নজরে পড়েন এবং সম্মুখ সংঘর্ষে নিহত হন। [৪২, ৪৩]

অমরেশ্বর ঠাকুর (১.১২.১৮৮৭ - ২৪.১.১৯৭৭) নাগরবন্দী—ভাগ্যকুল, ঢাকা। ভাগ্যকুলের কুণ্ডু জমিদার বংশের কুলপুরোহিত রামকৃষ্ণ। ত্রিপুরা রাজ্যের সভাপণ্ডিত মাতামহ কুলচন্দ্র শিরোমণির গৃহে জন্ম। আর্থিক অসুবিধার মধ্যে থাকলেও প্রত্যেক পরীক্ষায় বৃত্তি পাওয়ায় উচ্চ-শিক্ষা-লাভ সম্ভব হয়। ১৭ বৎসর বয়সে কলিকাতায় দাদার কাছে চলে আসেন। ১৯০৮ খ্রী. সংস্কৃতে এম.এ. পাশ করে রিপন কলেজে অধ্যাপনার কাজ পান। পালি, দর্শন ও সংস্কৃতের অন্য একটি বিভাগে এম.এ. পাশ করেন ও দুইবার স্বর্ণপদক পান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্টগ্রাজুয়েট শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে সংস্কৃত বিভাগে যোগ দেন। সুদীর্ঘ ৩৫ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপনা করে বিভাগীয় প্রধান হিসাবে অবসর নেন। গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের জন্য 'যোগেশচন্দ্র গবেষণা পুরস্কার' পান। ১৯২৭ খ্রী. হিন্দু ল' অব এভিডেন্সের উপর গবেষণা করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ.ডি. পান। পরে 'বেদান্তশাস্ত্রী' উপাধিও পেয়েছেন। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরই সম্পাদনায় ঐ পরিষদের পত্রিকা বার হয়। ১০ বৎসর পরিশ্রম করে যাস্কাচার্যের নিরুক্ত ৪ খণ্ডে প্রকাশ করেন। তাঁর সম্পাদনায় বাল্মীকি রামায়ণ ৬০ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। Calcutta Sanskrit Series-এর প্রায় ৪০খানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ টীকা ও অনুবাদ সহকারে প্রকাশ করেছেন। মম্মট ভট্টের কাব্যপ্রকাশের ইংরেজী ভূমিকা তাঁর একটি বিশেষ অবদান। জৈন ধর্ম, দর্শন, ভিক্ষু সম্প্রদায়, থেরাপন্থী মহাসভা ও জৈন শ্বেতাম্বরদের বিষয়ে আলোচনামূলক বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখেছেন [১৬, ১৭৪]

অমল হোম (১০.১১.১৮৯৩ - ২৩.৮.১৯৭৫) জন্ম মজিলপুর—চব্বিশ পরগনা। সাংবাদিক ও ব্রাহ্মনেতা গগনচন্দ্র। প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সমালোচক। ছাত্রাবস্থায়ই সাহিত্য ও সাংবাদিকতার প্রতি আকৃষ্ট হন। পিতৃবন্ধু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় শিক্ষানবীশ হিসাবে যোগ দেন। এর পরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গলী' পত্রিকায়, ১৯১৮ খ্রী. লাহোরের 'দি পাঞ্জাবী' ইংরেজী দৈনিকপত্রে এবং কালীনাথ রায়ের 'দি ট্রিবিউন' পত্রিকায় কাজ করেন। ১৯১৯ খ্রী. 'কালা আইনে'র গোলমালে কালীনাথ রায় কারারুদ্ধ হলে তিনি ঐ পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯২০ খ্রী. এলাহাবাদে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর 'দি ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট' দৈনিক পত্রিকায় বিপিনচন্দ্র পালের সহকারিরূপে যোগ দেন। ঐ সময় পণ্ডিত জওহরলালের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। ১৯২১ খ্রী. কলিকাতায় ফেরেন এবং 'ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ' কাগজের সহ-সম্পাদক হন। ১৯২৪ খ্রী. পর্যন্ত তিনি এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঐ বছরের মাঝামাঝি সময়ে কর্পোরেশনের মেয়র দেশবন্ধুর পরিকল্পিত একটি মিউনিসিপ্যাল পত্রিকার দায়িত্ব তিনি ও সুভাষচন্দ্র বসু গ্রহণ করেন এবং ১৯২৫ - ৪৯ খ্রী. 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট'-এর সম্পাদকরূপে নিযুক্ত থাকেন। ১৯২৭ খ্রী. পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর দৌহিত্রী ইলা দেবীকে বিবাহ করেন। 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার প্রথম অবস্থায় তার রবিবাসরীয় বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ১৯২০ খ্রী. কলিকাতায় তাঁরই উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'অল ইণ্ডিয়া সোশ্যাল সার্ভিস কন্‌ফারেন্সে' মহাত্মা গান্ধী সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩১ খ্রী. কলিকাতায় সর্বপ্রথম 'রবীন্দ্রজয়ন্তী' উৎসবের আয়োজন করেন। ১৯৪৯ খ্রী. রাজ্য সরকারের ডাইরেক্টর অফ পাব্‌লিসিটির পদে যোগ দেন। তিন বছর পরে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের চীফ ইন্‌ফর্মেশন অফিসার নিযুক্ত হন। রবীন্দ্রনাথের প্রীতিভাজন ও স্নেহধন্য ছিলেন। রবীন্দ্রজীবনের বহু অপ্রকাশিত খুঁটিনাটি বিষয়ের তিনি একজন 'অথরিটি' এবং কবির বহু অপ্রকাশিত চিঠিপত্র ও তথ্যের সংগ্রহ তাঁর নিজস্ব সম্পদরূপে সংরক্ষিত আছে। রবীন্দ্র জন্ম-শতবর্ষে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর প্রধান-রূপে তিনি দিল্লীতে যোগ দেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ', 'রামমোহন রায় অ্যাণ্ড হিজ ওয়ার্কস', 'সাম অ্যাসপেক্টস্ অফ মডার্ন জার্নালিজম ইন ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি। রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। [১৬]

অমলা দাশ। পিতা ভুবনমোহন দাশ। রবীন্দ্রসঙ্গীতের খ্যাতনাম্নী গায়িকা। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় থেকে

কোনও গান রচনা করলে তখনই তাঁকে শিখিয়ে দিতেন। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগে তিনিই রবীন্দ্রনাথের গান লিখে রাখার কাজটি করতেন। ১৯১৭ খ্রী· কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে 'বন্দেমাতরম্' গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের মধ্যে তিনিই প্রথম গান রেকর্ড করেন। বোনঝি সাহানা দেবীর প্রথম সঙ্গীতশিক্ষা তাঁর কাছে। অগ্রজ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহায়তায় তিনি পুরুলিয়ায় একটি মেয়েদের স্কুল স্থাপন করে তা পরিচালনা করেন। অবিবাহিতা ছিলেন। ৪২ বৎসর বয়সে মৃত্যু। [১৪৯, ২২৪]

অমলা সোরেন (১৯৩২ - ২৭·১০·১৯৮৩) সারেঙ্গা—বাঁকুড়া। শিক্ষা—সারেঙ্গা ও বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজে। সাঁওতাল উপজাতি সমাজের নেত্রী। সিদ্ধার্থ রায় মন্ত্রিসভার শিক্ষা দপ্তরের উপমন্ত্রী ছিলেন। খেলাধুলায় পারদর্শিনী। বাঁকুড়ার বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১৬]

অমলেন্দু ঘোষ (১৯·১২·১৯২৬ - ২২·১·১৯৪৭)। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক আক্রান্ত ভিয়েতনামের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে ময়মনসিংহ ছাত্র আন্দোলনের সময় পুলিসের গুলিতে নিহত হন। [১০]

অমলেন্দু দাশগুপ্ত (১৯০৩ - ৯·৮·১৯৫৫) মাদারীপুর—ফরিদপুর। জগৎচন্দ্র। পৈতৃক গ্রাম খৈয়ারডাঙ্গা—ফরিদপুর। বালেশ্বরের যুদ্ধের অন্যতম শহীদ নীরেন্দ্রনাথ তাঁর অগ্রজ। ছাত্রাবস্থায় তিনিও স্বদেশী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। স্বেচ্ছাব্রতী হিসাবে বাঙলার বিভিন্ন জেলায় কাজ করেন। বহরমপুরে আই·এ· পড়তে শুরু করেন। এখানে জেলে মাদারীপুর দলের বন্দী বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় প্রফুল্ল চ্যাটার্জী ও কালীপদ রায়চৌধুরীর সহযোগী ছিলেন। এই কাজে লিপ্ত থাকাকালে অকস্মাৎ ধরা পড়েন। কারামুক্তির পর আই·এ· পাশ করে ১৯২৩-২৪ খ্রী· বি·এ· ক্লাশে ভর্তি হন। বিপ্লবী সংগঠনের নির্দেশে দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির কাজে কলিকাতায় আসেন। কর্পোরেশনের স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। ১৯৩০ খ্রী· বি·এ· পরীক্ষার কয়েকদিন পর গ্রেপ্তার হয়ে আট বছর বিভিন্ন জেলে কাটে। মুক্তির পর মৌলবী ফজলুল হকের 'নবযুগ' পত্রিকার সম্পাদক হন; তাঁর সঙ্গে ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। ১৯৪০ খ্রী· নেতাজী প্রবর্তিত হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৪৬ খ্রী· ছাড়া পান। তখন থেকে আমৃত্যু 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'বক্সা ক্যাম্প', 'বন্দীর বন্দনা', 'ডেটিনিউ' প্রভৃতি। [৯৯]

অমিতাভ ঘোষ। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে তিনি প্যারিসে 'Bullatin d'information Indenne' নামে একটি ক্ষুদ্র কাগজ চালাতেন। ফরাসী ভাষায় ভারতবাসীর এই বোধহয় প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রচেষ্টা। কাগজখানির প্রভাব ফ্রান্সের মফঃস্বল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। [৬]

অমিয়কান্তি ভট্টাচার্য (১৩২৩ - ১৮·১০·১৩৭৫ ব·)। মিহিরকিরণ। ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের আশ্রয়ে তাঁর সঙ্গীতশিক্ষা শুরু। পরে পিতৃব্য তিমিরবরণ ও এনায়েত খাঁ সাহেবের কাছেও শেখেন। তিমিরবরণের পারবারিক অর্কেষ্ট্রার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন এবং 'সঙ্গীত সম্মিলনী' প্রতিষ্ঠিত হলে তার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিছুদিন নিউ থিয়েটার্সে পিতৃব্যের সহকারী ও পরে বোম্বে ও বাঙলার বহু ছবির সঙ্গীত-পরিচালক ছিলেন। সেতারী অমিয়কান্তি কম্পোজার হিসাবেও খ্যাতিমান ছিলেন। [১৬]

অমিয়কুমার বসু, ডা· (২৫·১২·১৯০০ - ১৪·১১·১৯৭৫)। প্রখ্যাত হৃদরোগ-বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসক। উকিল সত্যচরণ। ডাক্তারী পড়ার সময় ১৯২৩ খ্রী· ফিজিওলজিতে এম·এস-সি· পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৮ খ্রী· বিলাতে গিয়ে L.R.C.P., M.R.C.S. এবং পরবর্তী কালে লণ্ডন থেকে M.R.C.P. পাশ করেন। শেষজীবনে F.R.C.P. হন। কর্মজীবনে কলিকাতা পি· জি· হাসপাতালে কার্ডিওলজি বিভাগের প্রধান এবং ইসলামিয়া হাসপাতালের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। তা ছাড়া তিনি অল ইণ্ডিয়া কার্ডিওলজিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক, স্টুডেন্ট হেল্‌থ্ হোম-এর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি এবং ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার অধ্যক্ষ ছিলেন। পিপল্‌স রিলিফ সোসাইটি এবং ভারত-জার্মান গণতান্ত্রিক মৈত্রী সমিতির সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। [১৬, ১৪৯]

অমিয়কুমার সেন (২১·৯·১৯১৯ - ৩১·১২·১৯৭৭)। সাহিত্যসেবী ও বিশ্বভারতীর কর্মী। ১৯৪২ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রভবনের কিউরেটর হয়েছিলেন। ১৯৫১ খ্রী· ফুলব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকা যান ও এক বছরের মধ্যে কৃতিত্বের সঙ্গে এম·এ· পাশ করে ফিরে আসেন। ১৯৫৫ - ৫৬ খ্রী· পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগে যোগ দেন। ১৯৬২ খ্রী· শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন পাঠভবনের অধ্যক্ষ হয়ে। ১৯৭০ খ্রী· বিশ্বভারতীর রেজিস্ট্রারের পদে নিযুক্ত হন। ১৯৭১ খ্রী· অবসর নেন। রচিত গ্রন্থ: 'প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ', 'বাংলা কাব্যে প্রকৃতির রূপ', 'বিদেশের চিঠি', 'রাজার রাজা রামমোহন', 'আ মরি বাংলা ভাষা', 'রবীন্দ্র সহচর', 'রবিরুচি', 'রবি সনাথ', 'Jawharlal and Santiniketan' প্রভৃতি। [১৬, ১৪৯]

অমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (২৩·১·১৮৯১ - ৩১·৫·১৯৬৮) বিহারের ভাগলপুরে জন্ম। পিতা জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ও মাতামহ নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সহকর্মী ছিলেন। ফলিত গণিতে এম·এস-সি· পাশ করে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত যান। সেখানে কেমব্রিজ ক্লেয়ার কলেজ থেকে র‍্যাংলার ও ফাউণ্ডেশন স্কলার হয়ে দেশে ফেরেন। ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস পদে এলাহাবাদের ক্যানিং কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৫৩ - ৫৫ খ্রী· তিনি

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য-পদে নিযুক্ত থাকেন। অবসর গ্রহণের পর কলিকাতায় চলে আসেন। পশ্চিমবঙ্গের নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। Astro-Physics ও Gallactic Dynamics বিষয়ে তাঁর বিশেষ অবদান আছে। এদেশে উচ্চমানের অবজারভেটরি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার তাঁকে ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রেষ্ঠ অবজারভেটরিগুলি পরিদর্শন করে একটি প্ল্যান প্রস্তুত করার যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তা সুসম্পন্ন করেন। শেষজীবনে ব্রাহ্মসমাজের সেবায় সচেষ্ট হন ও ১৯৫৭ খ্রী· ব্রাহ্ম কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন। [১৯৯]

অমিয় দাশগুপ্ত (১৯১৭ - ২৮·৩·১৯৮০) ফুল্লশ্রী—বরিশাল। আইনজীবী নির্মলচন্দ্র। তিনি কৈশোরেই বিপ্লবী নলিনী দাসের সংস্পর্শে এসে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। বরিশালের সাম্যবাদী গোষ্ঠীর অন্যতম ও ১৯৩৭ খ্রী· গঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের প্রথম সারির একজন ছাত্রনেতা ছিলেন। ১৯৪২ খ্রী· বরিশালে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলায় তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। ১৯৪৭ খ্রী· দেশভাগের পর পূর্বপাকিস্তানে থেকে যান। সেখানে ৬ বছর কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯৫৪ খ্রী· ভারতে চলে আসেন। ১৯৫৮ খ্রী· কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন ও অধ্যাপক আন্দোলনে সক্রিয় হন। ১৯৬৮ ও ১৯৬৯ খ্রী· পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির এবং কয়েক বছর সর্বভারতীয় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। বিশ্ব শিক্ষক প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। [১০৭]

অমিয়নাথ সান্যাল (মে· ১৮৯৫ - ২৫·১·১৯৭৮) কৃষ্ণনগর—নদীয়া। পিতা সিভিল সার্জন রায়বাহাদুর দীননাথ সঙ্গীতরসিক, গায়ক এবং প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক ছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ্ ও সঙ্গীতজ্ঞ অমিয়নাথ আই·এস·সি পাশ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দেন। হোমিওপ্যাথি পড়া শুরু করে কলিকাতা সেন্ট্রাল কলেজ থেকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় গ্রাজুয়েট হন। পাঠ্যাবস্থা থেকে বড় বড় গাইয়েদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সেই সময় ওস্তাদ বাদল খাঁ, বিশ্বনাথ রাও প্রমুখের কাছে কিছু তালিমও নিয়েছেন। পিতৃবন্ধু যোগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে এসরাজ বাজনায় উৎসাহ পান। ক্রমে সঙ্গীতজগতে সুপরিচিত হন এবং ভারতীয় সঙ্গীতবিদ্ ও সঙ্গীত সামালোচক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। ব্যবহারিক সঙ্গীত অপেক্ষা সঙ্গীতের গবেষণার দিকে এবং বিচার-বিশ্লেষণের দিকেই তাঁর চর্চা বেশি ছিল। বিভিন্ন মজলিসে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সমস্ত সঙ্গীত-প্রতিভাবানদের সান্নিধ্যে তিনি আসেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে রাগের আত্মা, স্বরূপ ও উৎপত্তি নিয়ে গবেষণামূলক কাজ করেছেন। সঙ্গীত-সম্পর্কে তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে ইংরেজীতে লেখা 'Rags and Raginis' ও বাংলায় 'স্মৃতির অতলে' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। [১৬, ১৮, ১৪৯]

অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ (১২৯৯ - ২০·১১·১৩২৬ ব·) এম·এ·,বি·এল·। 'প্রীতি' মাসিক পত্রিকা পরিচালনা করতেন। রচিত জীবনী-গ্রন্থ : 'বিদ্যাসাগর', 'বিবেকানন্দ', 'গোখলে', 'টাটা', 'নেপোলিয়ন', 'ওয়াশিংটন' এবং 'কিচ্‌নার'। [৫]

অমূল্যগোপাল সেনশর্মা (? - ১৯·৬·১৯৬৮) চট্টগ্রাম। ছাত্রজীবনে সূর্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকায় সরকারের আদেশে চট্টগ্রাম ছেড়ে কলিকাতায় আসতে বাধ্য হন। হুগলী কলেজ থেকে স্নাতক হবার পর কিছুদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগে অধ্যাপনা করেন। ১৯৩৪ খ্রী· সরকারী আর্ট স্কুলে ভর্তি হন ও পাঁচ বছরের শিক্ষাসূচী শেষ করে শিল্পরচনায় মনোনিবেশ করেন। আর্ট স্কুল কলেজে রূপান্তরিত হলে সেখানে আমৃত্যু অধ্যাপনা করেন। তাঁর অঙ্কিত বঙ্গবাসী কলেজে একটি এবং লোকসভায় দু'টি প্রাচীরচিত্রে তাঁর নিজস্ব শিল্পরীতির নিদর্শন আছে। তাঁর বহু চিত্র ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক নানা প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত ও প্রশংসিত হয়েছিল। [১৬]

অমূল্যচন্দ্র অধিকারী (১৯০১ - ১৯৫১) বারদী—ঢাকা। উদয়চন্দ্র। অল্পবয়সেই অনুশীলন দলের প্রবোধ দাশগুপ্ত প্রমুখ বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। ঐ দলেরই বিশ্বাসঘাতক হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন সন্দেহক্রমে ১৯১৭ খ্রী· থেকে পুলিস তাঁকে বছর-দুই অন্তরীণ করে রাখে। মুক্তিলাভের পর জ্ঞান মজুমদারের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনে ব্যক্তিগতভাবে অংশ নেন—যদিও অনুশীলন দল এই আন্দোলনে যোগ দেয়নি। আত্মগোপনকারী বহু নেতাকে নানাভাবে সাহায্য করতেন। দলের অর্থ-সংগ্রহের প্রয়োজনে ডাকাতির পরিকল্পনায় এবং বে-আইনী অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯২২ খ্রী· সোভিয়েট বিপ্লবের প্রশংসাসূচক এক প্রবন্ধ লিখে পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ১৯২৪ - ২৮ খ্রী· ও ১৯৩০ - ৩৮ খ্রী· কারারুদ্ধ ছিলেন। তাঁর উদ্যোগে দলের অধিকাংশ যুবকর্মী ও নেতাদের নিয়ে রিভলিউশনারী সোশ্যালিস্ট পার্টি (আর· এস· পি·) গঠিত হয়। সুলেখক ছিলেন। মার্ক্সীয় দর্শন সম্বন্ধে কয়েকখানি বই লিখেছেন। [১৪৯]

অমূল্যচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৯০ - ২১·৫·১৯৬২) আউটসাহী-বিক্রমপুর—ঢাকা। খ্যাতনামা সাংবাদিক। আউটসাহী রাধানাথ হাই স্কুলে পড়ার সময়ই তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। বিপ্লবকর্মের সুবিধার জন্য ১৯০৮ খ্রী· ঢাকা জেলার সোনারং জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখানে ছাত্রাবস্থায় ১৯১১ খ্রী· একটি রাজনৈতিক মামলায় কারাদণ্ড ভোগ করেন। সোনারং জাতীয় বিদ্যালয় উঠে গেলে পুলিসের চোখ এড়িয়ে কলিকাতায় আসেন। বঙ্গবাসী কলেজে বি·এ· ক্লাসে পড়ার সময় কলেজ ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। সারা বাঙলার কংগ্রেসের প্রাথমিক সংগঠনের কাজে যুক্ত হন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন - প্রতিষ্ঠিত 'সর্ববিদ্যায়তন' নামক জাতীয়

বিদ্যালয় সংগঠনের কাজে বিশিষ্ট অংশ নেন। ১৯২৫ খ্রী· আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ দিয়ে ১৯৩২ খ্রী· ঐ পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক হন। ১৯৩৭ খ্রী· আনন্দবাজার গোষ্ঠী ইংরেজী 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকা প্রকাশ করলে তিনি ঐ পত্রিকারও বার্তা-সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মালিক পক্ষের সঙ্গে মতভেদের জন্য ১৯৩৯ খ্রী· অপর কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে একযোগে ঐ পত্রিকা ছেড়ে চলে আসেন। এরপর ক্রমান্বয়ে বাংলা দৈনিক পত্রিকা 'ভারত', 'যুগান্তর', 'কৃষক', নবপর্যায়ের 'ভারত' ও 'লোকসেবক'-এ কাজ করেন। ১৯৫৬ খ্রী· সক্রিয় সাংবাদিক-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বাংলা সংবাদপত্রের সংবাদ-রচনাপদ্ধতিতে ও সংবাদপত্রের সংগঠনে তিনি একজন পথিকৃৎ। 'নিশাকর বর্মা' ছদ্মনামে দীর্ঘদিন আনন্দবাজার পত্রিকায় জনপ্রিয় 'কলম' লিখেছেন। [১৪৯]

অমূল্যচরণ উকিল (১৪·১১·১৮৮৮ - ২৩·২·১৯৭০) বনগ্রাম—যশোহর। নিবারণচন্দ্র। লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। ছাত্রাবস্থায় স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯১৪ খ্রী· কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম·বি· পাশ করে খুলনার দৌলতপুর কলেজে উদ্ভিদ্‌বিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে কাজ করার সময় সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়েন। ১৯১৭ খ্রী· প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ডাক্তার-হিসাবে যোগ দিয়ে মীরাটে চলে গেলেও কলিকাতার আর্মেনিয়ান স্ট্রীটের ডাকাতি মামলায় তাঁকে অভিযুক্ত করে সলিটারী জেলে বন্দী রাখা হয়। এর পরেও অনেকদিন বাঁকুড়া ও বনগ্রামে অন্তরীণ ও নজরবন্দী থাকেন। ১৯২১ খ্রী· প্যারিসে গিয়ে পাস্তুর ইন্‌স্টিটিউটে দেড় বছর গবেষণার কাজে নিযুক্ত থাকেন এবং তাঁর গবেষণালব্ধ আবিষ্কার 'উকিল ব্যাসিলি' নামে চিহ্নিত হয়। ১৯২৯ খ্রী· 'ঘোষ ট্রাভেলিন ফেলোশিপ' পেয়ে যক্ষ্মারোগ-বিষয়ে গবেষণার জন্য পুনরায় প্যারিস ও বার্লিন যান। ১৯৩১ খ্রী· কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের চেস্ট্ ডিপার্টমেন্টের গোড়াপত্তন করেন। ১৯৩৫ খ্রী· গবেষণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের জন্য 'Coates Medal' লাভ করেন। ১৯৩৮ - ৫৭ খ্রী· পর্যন্ত 'সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য ১৯৪২ খ্রী· তাঁকে 'কাইজার-ই-হিন্দ' স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। ১৯৪৭ খ্রী· কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রথম ভারতীয় প্রিন্সিপ্যাল ও সুপারিন্টেনডেন্ট নিযুক্ত হন। অধ্যক্ষ থাকাকালে ১৯৪৮ খ্রী· মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আমন্ত্রণে সেখানের বহু বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালে বক্তৃতা দেন। মার্কিন কলেজ অব বেস্ট ফিজিশিয়ানস্ তাঁকে E.C.C.P. উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৫১ খ্রী· সোভিয়েট সরকারের আমন্ত্রণে বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক দলের সদস্য হিসাবে রাশিয়া ভ্রমণ করেন। ১৯৫৫ খ্রী· ন্যাশনাল ইন্‌স্টিটিউট অব সায়েন্স অব ইণ্ডিয়া এবং ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হন এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-র আমন্ত্রণে দু'বার ইউরোপ যান। সে বছর তিনি কলিকাতার শেরিফ নিযুক্ত হন। যক্ষ্মারোগ চিকিৎসা ও গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৬৬ খ্রী· তাঁকে রাষ্ট্রপতির পদক প্রদান করা হয়। তিনিই সর্বপ্রথম এই সম্মান লাভ করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য এবং পরে সভাপতি হয়েছিলেন। [১৪৯]

অমূল্যচরণ বসু (১৮৬২ - ১৮৯৮) কলিকাতা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। ১৮৮৬ খ্রী· এম·বি· পাশ করে চিকিৎসা-ব্যবসায় শুরু করেন। কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোক্তা এবং দেশীয় ঔষধ পাশ্চাত্য রীতিতে প্রস্তুত করবার পথপ্রদর্শক ছিলেন। [১]

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (৯·১২·১৮৬৯ - ২৩·৪·১৯৪০)। উদয়নাথ ঘোষ মজুমদার। ১৮৯৮ খ্রী· এনট্রান্স পাশ করেন। বারাণসীতে উচ্চশিক্ষা লাভ করে বিদ্যাভূষণ উপাধিপ্রাপ্ত হন। পরে দেশী-বিদেশী মোট ২৬টি ভাষা আয়ত্ত করেন। বিভিন্ন ভাষায় চিঠিপত্র অনুবাদের জন্য ১৮৯৭ খ্রী· 'ট্রানস্লেটিং ব্যুরো' এবং ভারতে প্রথম বিদেশী ভাষা শিক্ষার জন্য ১৯০১ খ্রী· 'এডওয়ার্ড ইন্‌স্টিটিউশন' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৫ খ্রী· বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯০৬ -১৯০৭ খ্রী· ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনের ফ্রেঞ্চ, জার্মান, পালি ও বাংলা ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। ১৩১৯ ব· প্রথম প্রকাশিত 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকার প্রথম যুগ্ম সম্পাদক এবং বিভিন্ন সময়ে 'বাণী', 'ইণ্ডিয়ান একাডেমি', 'পঞ্চপুষ্প' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনা করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এবং এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ছিলেন। 'বঙ্গীয় মহাকোষ' নামক অভিধান সঙ্কলনের কাজ অসমাপ্ত রেখে মারা যান। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস', 'জৈনজাতক', 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত'। ত্রিপুরা রাজবংশের ইতিহাস সঙ্কলনের কাজেও কিছুকাল নিযুক্ত ছিলেন। [৭, ২৫, ২৬]

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়১ (১৮৯৮ - ১৯·১১·১৯৭৭) চব্বিশ পরগনা। বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আই·এস· সি· পাশ করে মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময় যুগান্তর বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হন। অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করায় কারাদণ্ড হয়। মুক্তি পাবার পর মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশের অনুমতি না পেয়ে ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে এল·এম·এফ· পাশ করেন। সুদূর গ্রামাঞ্চলের ডাক্তাররা যাতে আধুনিক চিকিৎসার অগ্রগতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে পারেন এই উদ্দেশ্যে ১৯২৮ খ্রী· 'চিকিৎসা জগৎ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও ১৯৫০ খ্রী· ঐ অ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্রের সম্পাদক হন। কলিকাতার দুটি প্রাইভেট মেডিক্যাল স্কুলকে একত্রিত করে 'ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ' প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী থাকাকালে (১৯৫২ - ৫৭)

'পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন ও রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫২ খ্রী· এথেন্সে অনুষ্ঠিত বিশ্ব মেডিক্যাল পত্রিকার সম্পাদকদের কনফারেন্সে যোগদান করেন। [১৬]

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়২ (১৯০২ - ২০.৩.১৯৮৪) পাটগ্রাম—জলপাইগুড়ি। খ্যাতনামা অধ্যাপক ও গবেষক-সাহিত্যিক। নন-কলেজিয়েট ছাত্র হিসাবে ইংরেজীতে পদকসহ প্রথম শ্রেণীতে এম.এ. পাশ করেন। বি.এ. পরীক্ষায় বাংলায় প্রথম স্থান অধিকার করায় তাঁকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। ১৯৩০ খ্রী· 'Principles of Bengali Prosody' গবেষণাপত্রের জন্য প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি ও মোয়াট মেডেল লাভ করেন। দুবছর এ.জি. বেঙ্গলের অডিটর পদে নিযুক্ত থেকে পরে অধ্যাপনাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন। ১৯২৭ - ৩৮ খ্রী· রংপুর কলেজে, ১৯৩৮ - ৬৫ খ্রী· কলিকাতা আশুতোষ কলেজে এবং সেখান থেকে অবসর গ্রহণের পর ১৯৬৫ - ৭০ খ্রী· যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীর অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক' দ্বারা সম্মানিত হন (১৯৬৮)। ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্য, বাংলা ও সংস্কৃত ছন্দ সম্পর্কে অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও পুস্তক তিনি লিখেছেন। বাংলায় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ছন্দ-চর্চার তিনি প্রবর্তক। বাংলা ছন্দে পূর্ব-পূর্বাঙ্গবাদের আবিষ্কর্তা। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র', 'কবিগুরু', 'আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা', 'Sanskrit Prosody, Its Evolution' প্রভৃতি। এছাড়া তিনি ছোটদের জন্য মজার মজার গল্প ও বড়দের জন্য 'বেতালভট্ট' ছদ্মনামে রম্যরচনা লিখেছেন। শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত তাঁর রঙ্গব্যঙ্গ-রচনা 'কাব্যের উপেক্ষিতা', 'আমরা ও তোমরা', 'পূজার ছুটি' প্রভৃতি। [১৬ ,২২]

অমৃতলাল দত্ত (আনু· ১৮৫৮ - ?) শিমুলিয়া — কলিকাতা। যন্ত্রসঙ্গীত-শিল্পী। স্বামী বিবেকানন্দের জ্ঞাতিভ্রাতা। তিনি হাবু দত্ত নামে পরিচিত ছিলেন। বেণীমাধব অধিকারীর নিকট তাঁর সঙ্গীতশিক্ষা শুরু। পরে গয়ার বিখ্যাত এস্রাজবাদক কানাইলাল ঢেড়ী ও রামপুরের উজীর খাঁর নিকট শিক্ষালাভ করেন। ভাল এসরাজ বাজালেও ক্ল্যারিওনেট-বাদকরূপে কলিকাতার ক্ল্যাসিক ও মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে যোগদান করেন। তিনি ইউরোপীয় বাদ্যযন্ত্র দিয়ে বিদেশী কায়দায় দেশী সুরের বাজনা তৈরী করতেন। এর থেকেই আমাদের দেশে থিয়েটার ও যাত্রায় চালু হল দেশী সুরে বিদেশী 'কনসার্ট' বাজনা। ন্যাশনাল থিয়েটারের বাজনা তিনিই তৈরী করে দিতেন। বিভিন্ন থিয়েটারের অনেক গানের সুরও তাঁর দেওয়া। ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব প্রথম জীবনে তাঁর শিষ্য ছিলেন। তাঁর অন্যান্য শিষ্য: সুরেন্দ্র নিয়োগী, হরি গুপ্ত, সুরেন্দ্র পাল, প্রভৃতি। [৩]

অমৃতলাল বসু (১৮৩৯ - ২৭.৪.১৯১৩) কলিকাতার হাটখোলা। ছাত্রাবস্থায় 'ব্রাহ্ম বিদ্যালয়' ও 'সঙ্গত সভা'র আলোচনায় যোগ দিয়ে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। ১৮৬৪ খ্রী· প্রচারক-ব্রত নেন। ১৮৬৮ - ৬৯ খ্রী· ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দির নির্মাণে আত্মনিয়োগ করেন। কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে পাঞ্জাব, সিন্ধুদেশ, বোম্বাই, বিহার ও মাদ্রাজে ধর্মপ্রচারে যান।১৮৩৭ খ্রী· কেশবচন্দ্র 'ব্রাহ্ম নিকেতন' নামে ছাত্রাবাস গঠন করলে তার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ভক্তি সহকারে কীর্তন করতেন। [১৯৯]

অমৃতলাল বসু, রসরাজ (১৭.৪.১৮৫৩ - ২.৭.১৯২৯) দত্তিরহাট—বসিরহাট। কৈলাসচন্দ্র। বঙ্গ রঙ্গালয়ের প্রথম যুগের প্রখ্যাত নাট্যকার, কৌতুকরসের স্রষ্টা ও অভিনেতা। ১৮৬৯ খ্রী· কলিকাতা জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিজ ইন্‌স্টিটিউশন থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। মেডিক্যাল কলেজে দু'বছর ডাক্তারী পড়ার পর কাশীর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক লোকনাথ মৈত্রের কাছে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা করে কলিকাতায় তার চর্চা শুরু করেন। কিছুকাল শিক্ষকতাও করেন। পরে সরকারী চিকিৎসক হিসাবে পোর্টব্লেয়ার যান। কিছুদিন পুলিস বিভাগেও চাকরি করেছেন। ৭.১২.১৮৭২ খ্রী· জোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্যালের বাড়ির প্রাঙ্গণে 'নীলদর্পণ' নাটকে অভিনয়ের মাধ্যমে অভিনেতা-জীবন শুরু হয়। এরপর তিনি গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর প্রমুখের নির্দেশনায় ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী, বেঙ্গল, ষ্টার, মিনার্ভা, প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়-প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। নাট্যকার এবং নাট্যশালার অধ্যক্ষ হিসাবেও কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। রচিত চল্লিশটি গ্রন্থের মধ্যে নাটকের সংখ্যা চৌত্রিশ। 'তিলতর্পণ', 'বিবাহ-বিভ্রাট', 'তরুবালা', 'খাসদখল', 'ব্যাপিকা-বিদায়' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক। স্যার সুরেন্দ্রনাথের সহকর্মিরূপে, স্বদেশী যুগের কর্মী এবং বাগ্মী হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। শ্যামবাজার অ্যাংলো-ভার্নাকুলার স্কুলের সেক্রেটারী, সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি এবং এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারিণী পদক প্রদান করেন। হাস্যরসাত্মক নাট্যরচনার জন্য তিনি স্বদেশবাসীর কাছ থেকে 'রসরাজ' উপাধি পেয়েছিলেন। ইংলণ্ডের যুবরাজের আগমন উপলক্ষে উকিল জগদানন্দের বাড়িতে অনুষ্ঠিত ঘটনাকে ব্যঙ্গ করে রচিত নাটিকা পরিচালনার জন্য আদালতে দণ্ডিত হন। এই ব্যাপারে সরকার মঞ্চাভিনয়ের নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৮৭৬ খ্রী· আইন রচনা করেন। 'পুরাতন প্রসঙ্গ', 'পুরাতন পঞ্জিকা', 'ভুবন-মোহন নিয়োগী', তাঁর আত্মস্মৃতিমূলক রচনা। [১, ২৬]

অমৃতলাল মিত্র (? - ১৯০৮) বোসপাড়া — কলিকাতা। গোপাল। বঙ্গ রঙ্গালয়ের খ্যাতনামা অভিনেতা। পিতৃবন্ধু গিরিশচন্দ্রের যৌবনে রচিত প্রতিটি বিয়োগান্ত নাটকে তিনি নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত ন্যাশনাল ও ষ্টার থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অভিনীত ভূমিকাগুলির মধ্যে রাবণ, ভীম, মহাদেব, নল, বুদ্ধ, বিল্বমঙ্গল, যোগেশ, অখিল,

চন্দ্রশেখর, হরিশ্চন্দ্র, নগেন্দ্র, প্রতাপাদিত্য, মীরকাশিম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। [৩, ৬, ৯]

অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)। (? - ১১.৩.১৮৯০)। প্যান্টোমাইম অভিনেতা ও নৃত্যনিপুণ নট বেলবাবু প্রথম দিকে স্ত্রী-ভূমিকার অভিনয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। হালকা ও গম্ভীর উভয় চরিত্রাভিনয়েই তাঁর দক্ষতা ছিল। ভজহরি (প্রফুল্ল), গদাধর (সরলা), সেলিম (আনন্দ রহো) ইত্যাদি তাঁর অভিনীত প্রসিদ্ধ ভূমিকা। [৬৯]

অমৃতলাল রায় (১৮৫৯? - ৩০.৭.১৯২১) গরিফা-নৈহাটি — চব্বিশ পরগনা। মধুসূদন। এডিনবার্গে তিন বছর চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করে ১৮৮২ খ্রী· আমেরিকা যান ও সেখানে অবস্থানকালে নিউইয়র্কের পত্রিকায় তাঁর রচিত কয়েকটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ সেদেশে সাংবাদিকতাক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করে। আমেরিকায় তার সাংবাদিকতার সর্বাধিক আলোচিত তথা বিতর্কিত বিষয় নিউইয়র্কের 'নর্থ আমেরিকান রিভিয়্যু'তে প্রকাশিত 'ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া'। তখন এদেশের বিদেশী সংবাদপত্রগুলিও অমৃতলালের বিরুদ্ধে সরব হয়ে ওঠে। 'পাইওনিয়ার' পত্রিকা তাঁকে 'লাল অমৃত' বলে চিহ্নিত করে। ১৮৮৬ খ্রী· দেশে ফিরে এসে ১৮৮৭ খ্রী· 'হোপ' সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময়ে বিদেশী মালিক-পরিচালিত সংবাদপত্রে ভারতবিদ্বেষ প্রচারের বিরুদ্ধে এই পত্রিকা কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পত্রিকাটিতে বিদেশী সংবাদপত্রের উদ্দেশ্যে অঙ্কিত ব্যঙ্গচিত্রাদিও থাকত। এদেশে সংবাদপত্রে ব্যঙ্গচিত্র তিনিই প্রথম ব্যবহার করেন। 'হোপ'-এর প্রকাশ বন্ধ হওয়ার পর তাঁর অন্যতম উদ্যোগ 'হিন্দু ম্যাগাজিন'। অর্থাভাবে সংবাদপত্র পরিচালনায় ব্যর্থ হয়ে 'ট্রিবিউন' ও 'পাঞ্জাবী' পত্রিকায় সম্পাদকের চাকরি নিতে বাধ্য হন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ তাঁর প্রসঙ্গে লিখেছিলেন— '.....a well-known knight of the pen.' [১, ১৭]

অমৃতলাল শীল। ত্রৈলোক্যনাথ। উত্তর-প্রদেশপ্রবাসী। আদিনিবাস বড়িশা—চব্বিশ পরগনা। ১৮৮০ খ্রী· পিতার সঙ্গে হায়দরাবাদ গিয়ে তিনি নিজাম সরকারের শিক্ষাবিভাগে কর্মগ্রহণ করেন। পরে হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং সেখানকার নর্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। উর্দু, ফারসী ও আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। কোরান ও হদীসে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উর্দু ও ফারসী সাহিত্য এবং ভারতে মুসলমান যুগের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর রচিত প্রবন্ধাবলী বাঙালী পাঠকদের কাছে আকর্ষণীয় ছিল। [৩]

অমৃতলাল সরকার (১৮৮৯ - ২.৪.১৯৭১) টাঙ্গাইল—ময়মনসিংহ। মানিকচন্দ্র। অল্প বয়সে বিপ্লবী দলের সদস্য হন এবং লাঠি, ছোরা ও তরবারি-চালনায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। গর্ডন হত্যাপ্রচেষ্টায় (১৯১৩) যোগেন্দ্র চক্রবর্তীর সহযোগী ছিলেন। এ ব্যাপারে আহত হলেও গ্রেপ্তার এড়াতে পেরেছিলেন। অনেক দুঃসাহসিক কাজে যুক্ত থেকে ১৯১৬ খ্রী· জুলাই মাসে ধরা পড়েন এবং ১২.১.১৯১৭ খ্রী· থেকে ৩নং রেগুলেশনের বন্দী হন। এ সময়ে পুলিস রিপোর্টের উদ্ধৃতি: "শ্রীঅমৃত সরকার ওরফে পরেশ ওরফে মহলানবীশ ওরফে নোরিয়া ওরফে জেনারেল...বহুদিন ধরে আত্মগোপন করে অনুশীলন দলের দুর্ধর্ষ নেতারূপে বিপজ্জনক কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে তাকে ধরা সম্ভব হয়েছে।" বিভিন্ন জেলে বন্দী থেকে ১৯২১ খ্রী· মুক্ত হন ও বিবাহ করেন। ১৯২৩ খ্রী· পুনরায় রেগুলেশন বন্দীরূপে সাড়ে চার বছর দক্ষিণ ভারতের জেলে কাটান। মুক্তির পর সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নেন ও নিজ অঞ্চলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেন। [১৪৯]

অম্বিকা চক্রবর্তী (১৮৯২ - ৬.৩.১৯৬২) বর্মা—চট্টগ্রাম। নন্দকুমার। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৬ খ্রী· শেষভাগে বিপ্লবী দলের কাজে জড়িত থাকায় গ্রেপ্তার হন। ১৯১৮ খ্রী· মুক্তি পান ও বিপ্লবীনায়ক সূর্য সেনের সঙ্গে যোগ দিয়ে চট্টগ্রামে একটি গোপন বিপ্লবী দল গড়ে তোলেন। ১৪.১২.১৯২৩ খ্রী· রেল কোম্পানীর টাকা ডাকাতি করার পর চট্টগ্রাম শহরের প্রান্তে তাঁদের গোপন ঘাঁটি পুলিস ঘিরে ফেলে। অবরোধ ভেদ করে পালিয়ে যাবার পর নাগরখানা পাহাড়ে পুলিসের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে আহত হয়ে মাষ্টারদা ও তিনি বিষ পান করেন; কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে যান ও পরে গ্রেপ্তার হয়ে বিচারে মুক্ত হন। ১৯২৪ খ্রী· বাঙলার অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনের কিছু আগে মুক্তি পান (১৯২৮)। চট্টগ্রাম দলের চূড়ান্ত পর্যায়ে সংগ্রামের দিন ১৮.৪.১৯৩০ খ্রী· তাঁর নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র দল শহরের টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থা ধ্বংস করে। আত্মরক্ষার জন্য পাহাড় অঞ্চলে চারদিন অভুক্ত অবস্থায় থাকার পর ২২.৪.১৯৩০ খ্রী· পুলিস ও মিলিটারীর এক বিরাট বাহিনীর সঙ্গে জালালাবাদের যুদ্ধে গুরুতরভাবে আহত হন। সঙ্গীরা তাঁকে মৃত মনে করে ত্যাগ করে চলে যায়। গভীর রাতে জ্ঞান ফিরে আসে ও পাহাড় ত্যাগ করে একটি নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান। কয়েক মাস পরে ধরা পড়েন। বিচারে প্রথমে প্রাণদণ্ড ও পরে আপীলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। ১৯৪৬ খ্রী· মুক্তি পাবার পর কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দেন। দেশবিভাগের পর উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের চেষ্টায় একটি সমবায় গঠন করেন। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে বঙ্গীয় বিধান সভার সদস্য হন। ১৯৪৮ খ্রী· ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হলে আত্মগোপন করেন। ১৯৪৯ - ৫১ খ্রী· পুনরায় কারাবাস করেন। কলিকাতার রাজপথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু। [৯৬, ১২৪]

অম্বিকাচরণ গুপ্ত (১৮৫৮ - ১৯১৫) ভাঙ্গামোড়া—বর্ধমান। তাঁর রচিত উপন্যাস, গল্প, ধর্মকথা, ইতিহাস, প্রহসন, পদ্য, চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ

এবং গোয়েন্দা কাহিনী ও ছেলেভুলান গল্প এককালে সাধারণ মানুষের কাছে অতিশয় প্রিয় ছিল। প্রচুর লিখেছেন। ছাপাতেন বটতলার প্রকাশকদের দিয়ে। তাঁর 'পুরাণ কাগজ বা নথির নকল' উপন্যাসটিতে পুরনো দলিলপত্রের সঙ্গে সমসাময়িক ভাষা ও ভঙ্গিতে লেখা পত্রাবলীর সাহায্যে একটি ঐতিহাসিক কাহিনী বিবৃত হয়েছে। দক্ষিণ রাঢ়ের বহু ক্ষণিকচিত্র তাঁর উপন্যাসে পাওয়া যায়। 'তারকেশ্বর', 'ভারতে ইংরেজ' ও 'হুগলী বা দক্ষিণ রাঢ় প্রথমার্দ্ধ' তাঁর তিনটি বিবরণ-গ্রন্থ। 'প্রদীপ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বর্গীর হাঙ্গামা' (১৩১০ - ১১ ব·) ও 'স্বদেশী আন্দোলন ও তার পরিণাম' (১৩১২ ব·) তাঁর দুটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। তিনি অনেক পুরনো পুঁথি সংগ্রহ করে কয়েকটির বিবরণ 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় প্রকাশ করেন। 'প্রদীপ' পত্রিকায় কবিকঙ্কণের জীবনী নিয়ে তিনিই প্রথম সার্থক গবেষণা করেছিলেন। [১৭]

অম্বিকাচরণ গুহ (১৮৪৩ - ১৯০০) হোগোলকুঁড়িয়া (বর্তমান মসজিদবাড়ী স্ট্রীট)—কলিকাতা। অভয়াচরণ। ৮/৯ বছর বয়সে সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে বাড়িতেই পড়াশুনা, ব্যায়াম ও ঘোড়ায় চড়া শুরু করেন। মথুরার কালীচরণ চৌবের নিকট কুস্তি শেখেন। ১৮৫৭ খ্রী· পিতামহ শিবচরণের উৎসাহে নিজ বাড়িতে আখড়া স্থাপন করেন। তৎকালীন ভারত-বিখ্যাত মল্লবীরদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে মল্ল-জগতে অম্বু বা রাজাবাবু নামে পরিচিত হন। মল্লবিদ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর শিষ্য ছিলেন। প্রধানত তাঁর উৎসাহেই শিক্ষিত ভদ্রসমাজের ব্যায়ামবিমুখতা হ্রাস পেয়েছিল। শৌখিন সেতারশিল্পী ও সুদক্ষ অশ্বারোহী হিসাবেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত কুস্তিগির গোবর গুহ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। [৩, ২৬]

অম্বিকাচরণ মজুমদার (১৮৫১ - ১৯২২) সেনদিয়া—ফরিদপুর। শিক্ষালাভের পর ১৮৭৯ খ্রী· ফরিদপুরে ওকালতি শুরু করে যথেষ্ট প্রতিপত্তি অর্জন করেন। স্যার সুরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হিসাবে রাজনৈতিক জীবনের শুরু। ১৮৮১ খ্রী· পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করে উক্ত অ্যাসোসিয়েশনকে ভারতসভার সঙ্গে যুক্ত করেন। ১৯১৩ - ১৯১৬ খ্রী· পর্যন্ত উক্ত সভার সভাপতি ছিলেন। ১৯১৬ খ্রী· লক্ষ্ণৌ-এ অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৯১৮ খ্রী· ফরিদপুরে রাজেন্দ্র কলেজ স্থাপিত হলে তিনি তার কর্মসমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন। ফরিদপুর জেলা বোর্ড এবং পৌরসভার সদস্য ও সভাপতি ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'Indian National Evolution'। [১, ৩, ৭, ১০, ২৫, ২৬]

অম্বিকাচরণ মৈত্র (? - ১৯৪৪) রাজশাহী। পেন্সনের টাকা দিয়ে বৃদ্ধবয়সে বাড়ির মেয়েদের নিয়ে কালি তৈরির কাজ আরম্ভ করেন। পরবর্তী কালের বিখ্যাত 'সুলেখা ওয়ার্কস্ লিমিটেড'-এর গোড়াপত্তন এইভাবে হয় [১৬]

অম্বুজাসুন্দরী দাশগুপ্তা (১৮৭০ - ১৯৪৬) ভাঙ্গাবাড়ি—পাবনা। গোবিন্দনাথ। জ্ঞাতিভ্রাতা কান্তকবি রজনীকান্ত কবিতা-রচনায় তাঁর প্রেরণাদাতা ছিলেন। স্বামী কৈলাসগোবিন্দও কবিপ্রতিভা-বিকাশে তাঁকে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। 'বামাবোধিনী', 'নব্যভারত', 'সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হত। তাঁর গল্প 'কুন্তলীন' পুরস্কার পেয়েছে। বার্ধক্যে আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করেন। রচিত গ্রন্থ: 'কবিতা লহরী', 'অশ্রুমালা', 'প্রীতি ও পূজা', 'খোকা', 'দুটি কন্যা', 'ভাব ও ভক্তি', 'প্রেম ও পুণ্য', 'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত' প্রভৃতি। [৪, ৪৪]

অযোধ্যানাথ পাকড়াশী (? - ২৮·৮·১৮৭৩)। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অন্যতম অনুবাদক। ১৮৬২ খ্রী· জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের মহিলাদের শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কার্যে অংশগ্রহণ করেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভার অন্যতম সভ্য হিসাবে ব্রাহ্মধর্মের প্রচার-কার্য চালাতে থাকেন। ক্রমে তিনি ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের পদ পান। ১৮৬৫ - ১৮৬৭ খ্রী· এবং ১৮৬৯ - ১৮৭৩ খ্রী· পর্যন্ত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন। ১৮৭০ খ্রী· 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' গ্রন্থ রচনা করেন। [১, ৩, ২৮]

অযোধ্যারাম মিত্র। বাঙলার নবাবের দেওয়ান ছিলেন। নবাব কর্তৃক 'রায়বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁর পুত্র রাজা পিতাম্বর মিত্র দিল্লীশ্বর শাহ আলমের সেনাপতি ছিলেন। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁরই বংশধর। [১]

অয়স্কান্ত বক্সী (১৩০৬ - ২৭·১১·১৩৬৮ ব·)। নাট্যকার। সাধারণ রঙ্গালয়ে কয়েকটি নাটকে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রচিত নাটকগুলির মধ্যে 'ভোলা মাষ্টার' ও 'ডক্টর মিস কুমুদ' উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর রচিত গল্পও প্রকাশিত হত। [৪]

অরবিন্দ ঘোষ, শ্রীঅরবিন্দ (১৫·৮·১৮৭২ - ৫·১২·১৯৫০) কলিকাতা। কৃষ্ণধন। প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা, দার্শনিক ও যোগী। সাত বছর বয়সে শিক্ষার জন্য বিলাতবাসী হন। আই· সি· এস· পরীক্ষায় পাশ করেন, কিন্তু অশ্বচালনা পরীক্ষার সময় অনুপস্থিত থাকায় চাকরির জন্য মনোনীত হন নি। ১৮৯২ খ্রী· কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ট্রাইপস' বৃত্তিলাভ করেন। ১৮৯৩ খ্রী· দেশে ফিরে বরোদা কলেজের অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এখানে মহারাষ্ট্রের গুপ্ত বিপ্লবী দলের নেতা ঠাকুর সাহেবের কাছে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হন। ১৯০২ খ্রী· ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমারকে বিপ্লবী দল গঠনের জন্য বাঙলা দেশে পাঠান। ১৯০৫ খ্রী· বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ আন্দোলনে যোগ দিয়ে বরোদার চাকরি ছেড়ে দেন। ১৯০৬ খ্রী· নবপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয় — ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। পরে রাজা সুবোধ, মল্লিকের অনুরোধে ইংরেজী দৈনিক 'বন্দেমাতরম্'-এর সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। ১৯০৮ খ্রী·

বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় রাজদ্রোহমূলক রচনার জন্য এবং পরে আলিপুর বোমা মামলার আসামীরূপে আদালতে অভিযুক্ত হন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই মামলা পরিচালনা করেন এবং অরবিন্দের মুক্তিলাভ হয়। তারপর তিনি সনাতন ধর্ম প্রচারে ও জাতীয়দল পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করেন এবং ইংরেজী সাপ্তাহিক 'কর্মযোগিন্' ও বাংলা 'ধর্ম' পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন। কিছুকাল পরে রাজনৈতিক জীবন পরিত্যাগ করে তিনি এবং ফরাসী মহিলা মাদাম পল রিশার (শ্রীমা) পণ্ডিচেরীতে আশ্রম স্থাপন করে যোগসাধনা এবং সমাজসেবায় ব্রতী হন। দর্শন-বিষয়ক ইংরেজী পত্রিকা 'আর্য'-র মাধ্যমে প্রবন্ধ রচনা করে আধ্যাত্মিক জীবনের তত্ত্বসমূহ বোঝাবার চেষ্টা করেন। এর আগে বিভিন্ন সময়ে 'সন্ধ্যা' ও 'যুগান্তর'-এর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩৮। এর মধ্যে ইংরেজী ৩২টি এবং বাংলা ৬টি। এ ছাড়াও 'Speeches of Aurobindo' ও 'অরবিন্দের পত্র' নামে দু'খানি গ্রন্থ আছে। 'The Life Divine', 'Essays on Gita', 'Savitri', 'Mother India', 'The Hero and the Nymph' (বিক্রমোর্বশী), 'Urvasie', 'Song of Myrtilla and Other Poems', 'The Age of Kalidasa', 'A System of National Education', 'The Renaissance in India', 'কারা কাহিনী', 'ধর্ম ও জাতীয়তা' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। [৩, ৭, ১০, ১৬, ২৫, ২৬, ৫৪]

অরবিন্দ ঘোষ (১৭·৩·১৯২৪ - ৭·১১·১৯৮৪) যশোহর। পিতার কর্মক্ষেত্র খুলনা শহরে ছাত্রজীবন কাটে। সাংসারিক প্রয়োজনে কলেজের পড়া শেষ করার আগেই তিনি প্রথমে রেলের লোকোতে এবং পরে অবিভক্ত বাংলার প্রদেশিক সরকারের অধীনে রেশনিং দপ্তরে চাকরি নেন। রাজনীতির বৃহত্তর প্রয়োজনে খাদ্যদপ্তরে কর্মরত থাকা-কালে চাকরি থেকে স্বেচ্ছা-অবসর গ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতের রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা, 'বারই-জুলাই কমিটি'র অন্যতম স্থপতি, মধ্যবিত্ত কর্মজীবী আন্দোলনের একজন সংগঠক, রাজ্যসভার সদস্য এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র রাজ্য কমিটির সদস্য ছিলেন। [৮২, ১৪৯]

অরুণকুমার চন্দ (১৭·২·১৮৯৯ - ২৬·৪·১৯৪৭) শিলচর — আসাম। খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী কামিনীকুমার। ইংরেজীতে অনার্সসহ বি·এ· ও ১৯২৭ খ্রী· এল-এল·বি· পাশ করে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত যান। ১৯২৯ খ্রী· ব্যারিস্টার হন। ১৯৩০ - ৩১ খ্রী· সিঙ্গাপুরে আইন ব্যবসা করেন। ১৯৩৫ খ্রী· দেশে ফিরে শিলচর গুরুচরণ কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও অবৈতনিক অধ্যক্ষ হন। এ সময়ে তিনি শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেন এবং কাছাড় জেলা রেলওয়ে ও পোস্টাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৫ খ্রী· এই ট্রেড ইউনিয়নের সর্বভারতীয় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। আসাম প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৭ খ্রী· আসাম প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হয়ে মন্ত্রিসভা গঠনের অন্যতম নিয়ামক হন। ১৯৩৮ - ৪২ খ্রী· 'সপ্তক' নামে সাপ্তাহিক পত্র শিলচর থেকে প্রকাশ করতেন। ১৯৪১ খ্রী· যুদ্ধপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করেন। মুক্ত হওয়ার পর পুনরায় ১৯৪২ খ্রী· কলিকাতায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৫ খ্রী· আসাম প্রাদেশিক বিধান সভায় পুনর্নির্বাচিত হন। [১২৪]

অরুণকুমার সরকার (১৯২১ - ১৩·১·১৯৮০) পঞ্চাশের দশকে 'আরো কবিতা পড়ুন' আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা। দীর্ঘদিন তিনি 'কবিতা' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। প্রকাশিত তাঁর কবিতাগ্রন্থ 'দূরের আকাশ' (১৯৫২), 'যাও উত্তরের হাওয়া' (১৯৬৫)। [১৬]

অরুণচন্দ্র গুহ (১৪·৫·১৮৯২ - ১০·২·১৯৮৩) ঢাকা। বরিশালে জন্ম। কৈলাসচন্দ্র। অগ্নিযুগের বিপ্লবী, যুগান্তর দলের নেতা ও শ্রীসরস্বতী প্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯১৫ খ্রী· বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভারত-জার্মান অস্ত্রসংগ্রহ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগ এড়াতে আত্মগোপন করেন। ১৯১৬ খ্রী· ধরা দেন। ১৯১৮ খ্রী· তাঁকে ৩নং ধারায় গ্রেপ্তার করে দু বছর আটক রাখা হয়। যুগান্তর দলের সিদ্ধান্তের ফলে মুক্তিলাভের পর তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯২৩ খ্রী· বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে ধরা পড়ে ১৯২৮ খ্রী· মুক্তি পান। স্বদেশী আন্দোলনের সহযোগিতার জন্য মনোরঞ্জন গুপ্ত ও শৈলেন গুহরায়ের সঙ্গে মিলিতভাবে শ্রীসরস্বতী প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন (১৯২৩)। তার আগে ১৯২২ খ্রী· 'সারথি' পত্রিকা এবং ১৯২৮ খ্রী· 'স্বাধীনতা' পত্রিকা প্রকাশ করেন। শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক সম্পাদকীয় ও অন্যান্য নিবন্ধের জন্য তাঁকে আবার ১৯৩০ খ্রী· গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৩৮ খ্রী· মুক্তিলাভের পর অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। বাঙলা দেশে এডহক কমিটির স্থলে ১৯৪০ খ্রী· প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গঠিত হলে তার সভাপতির পদ লাভ করেন। এ সময়ের মধ্যে প্রকাশ করেন 'মন্দিরা' (১৯৩৮) ও ইংরেজী পত্রিকা 'ফরওয়ার্ড' (১৯৩৯)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪১ খ্রী· পর্যন্ত আটক থাকেন। মুক্তি পেয়ে ঐ বছরই ভারতীয় গণ পরিষদের সভ্য নির্বাচিত হয়ে সুদক্ষ পার্লামেন্টেরিয়ান হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। দেশবিভাগের পর ১৯৫২, ১৯৬২ ও ১৯৬৭ খ্রী· নির্বাচনে লোকসভার সদস্য হন। ১৯৫৩ খ্রী· কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তরের প্রতিমন্ত্রী হয়ে স্টেট ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন ও ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কৃষিঋণ দানের ব্যবস্থা করায় কৃতিত্ব দেখান। ১৯৫৭ খ্রী· বিরোধের ফলে মন্ত্রিসভার থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৬৩ খ্রী· থেকে পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে দীর্ঘদিন কাজ করেন। রচিত গ্রন্থ: 'দেশ পরিচয়', 'সৃষ্টি ও সভ্যতা', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'রূপকথা', 'বিজয়ী প্রাচ্য', 'বিদ্রোহী প্রাচ্য', 'চীনের যুব জাগরণ',

'কংগ্রেসের পথ', 'জীবনের বসন্ত' (গল্প সঙ্কলন), 'First Spark of Revolution from 1900—1920', 'India's Struggle of a Century from 1921—1946' প্রভৃতি। 'প্রজ্ঞানানন্দ. জনসেবা সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করেন।[১৬]

অরুণচন্দ্র দত্ত (১৮৯৫ - ১১.১.১৯৮০) বিবিরহাট—চন্দননগর। পিতা শরৎচন্দ্রের কর্মস্থল করাচীতে জন্ম। পিতার মৃত্যুর পর ৯ বছর বয়স থেকে চন্দননগরেই কাটান। ডুপ্লে কলেজে (বর্তমান চন্দননগর কলেজ) পড়ার সময় শহীদ কানাইলাল দত্ত, অধ্যক্ষ চারুচন্দ্র রায় ও প্রবর্তক সঙ্ঘের মতিলাল রায়ের সংস্পর্শে এসে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে উৎসাহিত হন। ১৯১২ খ্রী. হুগলী কলেজিয়েট স্কুল থেকে বৃত্তি সহ ম্যাট্রিক ও কলিকাতা রিপন কলেজ থেকে আই.এ. পাশ করেন (১৯১৪)। বি.এ. পড়ার সময় বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে চন্দননগরে 'সন্তান সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় স্বদেশী আন্দোলন-কালে কলিকাতায় গ্রেপ্তার হন। প্রমাণাভাবে মুক্তি পেয়ে পড়া ছেড়ে চন্দননগর ফিরে যান। ১৯১৫ খ্রী. ঘরবাড়ি ছেড়ে প্রবর্তক সঙ্ঘের কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। নলিনচন্দ্র দত্তের প্রচেষ্টায় প্রকাশিত সঙ্ঘের ইংরেজী সাপ্তাহিক 'Standard Bearer'-এ তাঁর নাম সম্পাদক-হিসাবে ছিল। সঙ্ঘের বাংলা পাক্ষিক 'নবসঙ্ঘ' তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হত। শেষ-জীবনে 'প্রবর্তক' মাসিক পত্রিকাটিরও সম্পাদক ছিলেন। 'অরবিন্দ মন্দিরে' পুস্তকটি তিনি ও মণীন্দ্রনাথ নায়েক যুগ্মভাবে লেখেন। 'লাইট টু সুপারলাইট' তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। চন্দননগর 'মুক্তনগরী' থাকার সময় তিনি তার খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫৯ খ্রী. প্রবর্তক সঙ্ঘের সহ-সভাপতি ও ১৯৬৪ খ্রী. থেকে আমৃত্যু তার সভাপতি পদে বৃত থাকেন। [১৯২]

অর্দ্ধেন্দু দস্তিদার (? - ২৪.৪.১৯৩০) ধলঘাট—চট্টগ্রাম। চন্দ্রকুমার। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে (১৮ এপ্রিল ১৯৩০) অংশগ্রহণ করেন। ২২ এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে আহত হন। সদর হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু ঘটে। [৪২]

অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (ফেব্রু. ১৯০২ - ৩০.১১.১৯৬৪) ফরিদপুর। রামচন্দ্র। ছাত্রাবস্থায় ১৯১৬ খ্রী. চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করেন। ১৯১৯ খ্রী. শান্তিনিকেতনে কলাভবনে এসে ভর্তি হন। কলাভবনের সর্বপ্রথম ছাত্রদলের চারজনের অন্যতম। ছাত্রাবস্থায় আঁকা তাঁর বেশ-কিছু ছবি ১৯২০ খ্রী. থেকে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের চিত্রপ্রদর্শনীতে বিক্রি হয়েছে। মাসিক পত্রিকা 'প্রবাসী' এবং 'চ্যাটার্জিস্ অ্যালবাম'-এ তাঁর বেশ কয়েকটি চিত্র স্থান পায়। রবীন্দ্রসঙ্গীত-চর্চায়ও বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। কলাভবনে ছয় বৎসর শিক্ষালাভের পরে মাদ্রাজ প্রদেশের আদেয়ারে ১৯২৫ খ্রী. থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি পরিচালিত বিদ্যালয়ে শিল্প-শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। পরে কলিকাতা করপোরেশন অফিসে চার-পাঁচ বছর স্লাইডে ছবি করার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকচিহ্ন ও রবীন্দ্র জয়ন্তীর প্রতীকচিহ্ন তাঁর আঁকা। রূপবাণী ও মেট্রো সিনেমা হলেও তিনি দেওয়ালে ফ্রেস্কো-চিত্র এঁকেছেন। তাছাড়া ডাকটিকিট আঁকার প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করেন। জীবনের শেষদিকে দশ-এগারো বছর সরকারী অফিসে কারুশিল্পের নকশাকার-রূপে কাজ করেন। 'কনে-বৌ', 'সাবিত্রী সত্যবান', 'কোলকাতার খেলনাওয়ালা', 'রাসলীলা' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য চিত্র। [১৯৫]

অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তোফী (২৫.১.১৮৫০ - ৫.৯.১৯০৯) বাগবাজার—কলিকাতা। শ্যামাচরণ। নাট্যজগতে 'মুস্তোফী সাহেব' নামে পরিচিত শক্তিশালী নট ও নাট্যশিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথাগত যোগ্যতা না থাকলেও ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে দখল ছিল। আত্মীয়তাসূত্রে পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ির নাট্যমঞ্চে তাঁর নাট্যজীবন শুরু হয়—'কিছু কিছু বুঝি' নামক এক প্রহসনে (২.১১.১৮৬৭)। কিছুদিনের মধ্যেই গিরিশচন্দ্র ও নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'সধবার একাদশী'তে অভিনয় করেন। প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠাতাদের তিনি অন্যতম। হাস্যরসাত্মক ও গুরুগম্ভীর চরিত্র এবং সাহেবের ভূমিকা অভিনয়ে সমান দক্ষ ছিলেন। অভিনীত বিখ্যাত চরিত্র : নীলদর্পণে 'উড সাহেব', দুর্গেশনন্দিনীতে 'বিদ্যাদিগ্গজ', প্রফুল্লতে 'রমেশ' ও রিজিয়ায় 'ঘাতক'। গিরিশচন্দ্রের মতে অর্দ্ধেন্দুশেখর যে অংশ অভিনয় করতেন সেই অংশই অননুকরণীয় হত। অমৃতলাল বসুর মতে অর্দ্ধেন্দুশেখর বিধাতার হাতে-গড়া actor ও অতুলনীয় নাট্যশিক্ষক। [১, ৩, ৪০]

অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (ও. সি. গাঙ্গুলী) (১.৮.১৮৮১ - ৯.২.১৯৭৪) কলিকাতার বড়বাজার অঞ্চল। অর্ঘপ্রকাশ। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী, শিল্পের ইতিহাসের রসসন্ধানী ও সঙ্গীতসাধক। মেট্রোপলিটান ইন্স্টিটিউশন বড়বাজার শাখা থেকে এন্ট্রান্স (১৮৯৬), প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি.এ. (১৯০০) এবং গ্রেগরী জোন্সের প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রযুক্তি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। আইন পাশ করে আইন ব্যবসা গ্রহণ করলেও শিল্প ও সঙ্গীত তাঁর সাধনার বিষয় ছিল। মূর্তিকর মাতামহ শ্রীনাথ ঠাকুরের কাছে তিনি শিল্পের প্রেরণা পান। প্রথম ছবি আঁকেন তের বছর বয়সে। গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথসহ ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের তিনি সচিব-পদে সমাসীন ছিলেন। সোসাইটির পত্রিকা 'রূপম্' তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও নৈপুণ্যের এক উজ্জ্বল পরিচায়ক। ১৯১৪ খ্রী. প্যারিসের বিখ্যাত প্রদর্শনীতে অবনীন্দ্র বিদ্যালয়ের প্রতিটি শিল্পীর ছবি তিনিই প্রেরণ করেন। ১৯৪৩ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপক নিযুক্ত হলে অ্যাটর্নির পেশা ত্যাগ করেন। ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে তিনি চীন, ব্রহ্মদেশ ও অন্যান্য অনেক স্থানে বক্তৃতা দিয়েছেন। ললিতকলা একাডেমি, এশিয়াটিক সোসাইটি ও অন্যান্য

বহু প্রতিষ্ঠান তাঁকে সম্মানিত করেছে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী : 'Vedic Painting', 'Mithuna in Indian Art', 'South Indian Bronze', 'Modern Indian painters', 'Masterpieces of Rajput Paintings', 'ভারতের ভাস্কর্য', 'রূপশিক্ষা', 'ভারতের শিল্প ও আমার কথা' প্রভৃতি। ভারতীয় সঙ্গীতবিষয়ক তাঁর গবেষণা গ্রন্থ : 'Ragas and Raginis' (2 vols.)। [১৬]

অলকা উকিল (১৯১৫ - ২০.১.১৯৮০)। স্বামী ডাঃ অমূল্য উকিল। মহিলাদের খেলাধুলার উন্নতির জন্য সচেষ্ট এবং ত্রিশের দশক থেকে খেলাধুলার সমস্ত শাখাতেই যুক্ত ছিলেন। বেঙ্গল উইমেনস ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাত্রী সম্পাদিকা। [১৬]

অশোককুমার চন্দ (? - অক্টোবর ১৯৭২) শিলচর — কাছাড়। আদিনিবাস শ্রীহট্ট। ব্যবহারজীবী কামিনীকুমার। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ ও লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সের ছাত্র। ভারতীয় অডিট অ্যাণ্ড একাউন্টস্ বিভাগের কাজ দিয়ে কর্মজীবন শুরু। ১৯৪৮ খ্রী· যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার হন। তৃতীয় ফিনান্স কমিশনের চেয়ারম্যান, হিন্দুস্থান স্টীল অ্যাণ্ড হিন্দুস্থান মেশিন টুল্‌স্-এর প্রথম চেয়ারম্যান, সিন্ধ্রী ফারটিলাইজারস্-এর প্রধান এবং ১৯৫৪-১৯৬০ খ্রী· ভারতের 'কম্পট্রোলার অ্যাণ্ড অডিটর জেনারেল' ছিলেন। অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োকে সরকারী দপ্তর থেকে একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থায় পরিণত করার কাজে 'চন্দ কমিটি'র সিদ্ধান্তের জন্য তিনি বিশেষভাবে স্মরণীয়। রচিত গ্রন্থ : 'Indian Administration and Aspects of Audit Control' [১৬]

অশোককুমার রায়, স্যার (সেপ্টে·১৮৮৬ - ১৯৮২) কলিকাতার ভবানীপুরে জন্ম। প্রেসিডেন্সি ও রিপন কলেজের ছাত্র। ১৯০৬ খ্রী· ইংরেজীতে এম·এ· ও পরের বছর বি·এল· পাশ করেন। ১৯০৮ খ্রী· উকিল হিসাবে কলিকাতা হাইকোর্টে কর্মজীবন শুরু। ইংলণ্ডের মিড্‌ল্ টেম্প্‌ল থেকে ১৯১২ খ্রী· কৃতিত্বের সঙ্গে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেশে ফিরে আইন ব্যবসায়ে দ্রুত উন্নতি করেন। ১৯২৯ খ্রী· স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল নিযুক্ত হন। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের পর তিনি অ্যাডভোকেট জেনারেল হন (১৯৩৪)। সেই সঙ্গে ভারত, বাঙলা ও আসাম সরকারের আইন উপদেষ্টা ছিলেন। ১৯৩৭ খ্রী· প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের সময় তিনি পুনরায় অ্যাডভোকেট জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৯৪৩ - ৪৬ খ্রী· তিনি বড়লাটের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে একমাত্র আইন সদস্য ছিলেন। অন্য সদস্যরা নির্বাচিত ছিলেন Bar থেকে। ১৯৫০ থেকে ২০ বছর বিভিন্ন কোম্পানীর দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন। বিশিষ্ট আইনজীবী স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষের তিনি দৌহিত্র। [১৬]

অশোককুমার সরকার (৭·১০·১৯১২ - ১৭·২·১৯৮৩) কলিকাতা। আদি নিবাস কুমারখালি — নদীয়া। আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা প্রফুল্লকুমার। খ্যাতনামা সাংবাদিক। কলিকাতার টাউন স্কুল ও স্কটিশচার্চ কলেজের ছাত্র। প্রথমে আনন্দবাজার সংস্থার ডিরেক্টর এবং ১৯৫৯ খ্রী· থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত উক্ত পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫৭ খ্রী· থেকে ১৯৭৬ খ্রী· দেশ পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। তাঁরই কর্মদক্ষতায় আনন্দবাজারগোষ্ঠী থেকে তিনটি দৈনিক, চারটি সাপ্তাহিক এবং তিনটি পাক্ষিক পত্রিকা বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত হতে থাকে। সাহিত্যিকদের উৎসাহদানের জন্য তিনি 'আনন্দ পুরস্কার' প্রবর্তন করেন। তাঁরই উদ্যোগে ১৯৬০ খ্রী· বাঙালী তরুণদের নন্দাঘুন্টী পর্বত অভিযানের ব্যয়ভার আনন্দবাজার পত্রিকা বহন করে। ১৯৬৭ খ্রী· 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে সম্মানিত হন। সাহিত্যিকা সরলাবালা সরকার তাঁর মাতামহী। [১৬, ১৭]

অশোক গুহ (১৩১৮ - ২২·৬·১৩৭২ ব·)। শেক্সপীয়ার, গোর্কী, রোলাঁ, জোলা, এরেনবুর্গ প্রভৃতি খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের রচনা বাংলায় অনুবাদ করে সাহিত্য-জগতে যশস্বী হন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'দেশবিদেশের লেখা', 'এক যে ছিল যাদুকর' (গল্পগ্রন্থ), 'অগ্নিগর্ভ' (উপন্যাস) প্রভৃতি। [৪]

অশোক চট্টোপাধ্যায় (৫/৬·২·১৮৯৮ - ১·১০·১৯৮২) পিতার কর্মস্থল এলাহাবাদে জন্ম। খ্যাতনামা সাংবাদিক রামানন্দ। কলিকাতা সিটি কলেজ থেকে আই·এ· পাশ করে স্কটিশ চার্চ কলেজে ইকনমিক্স্-এ অনার্স নিয়ে বি·এ· পড়ার সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে 'বেঙ্গল লাইট হর্স' বাহিনীতে নাম লেখান। তখন থেকেই মুষ্টিযুদ্ধ, ক্রিকেট, হকি প্রভৃতি খেলার প্রতি বিশেষ আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে ট্রাইপস পরীক্ষা পাশ করে ১৯২৩ খ্রী· দেশে ফেরেন। 'প্রবাসী' পত্রিকার সহ-সম্পাদকের কাজ দিয়ে কর্ম-জীবন শুরু। পরে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়্যু'-র সম্পাদক হন। 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার মূল স্বত্বাধিকারী ছিলেন। 'আনন্দবাজার', 'প্রবাসী', 'শনিবারের চিঠি' প্রভৃতিতে তাঁর অনেক ব্যঙ্গগল্প ও কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। বহু প্রবন্ধও লিখেছেন নানা পত্র-পত্রিকায়। 'অষ্টাবক্র' তাঁর লেখা উপন্যাস। অনেকগুলি ছদ্মনাম থাকলেও পরে তিনি শুধু 'মধুকরকুমার কাঞ্জিলাল' নামেই পরিচিত হন। বিশ্বভারতীতে অর্থনীতির শিক্ষক হিসাবে কাজ করেছেন। শিল্পকলায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ১৯৩৮ খ্রী· মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'স্যার জর্জ স্ট্যানলি রিডার ইন এসথেটিকস্' নিযুক্ত করে। ১৯৫২ খ্রী· ভারত সরকারের তরফ থেকে জেনেভার ইন্টারন্যাশনাল লেবার কনফারেন্সে যোগ দেন। খেলার জগতে সুপরিচিত। তিনি দীর্ঘদিন ভারতীয় মুষ্টিযুদ্ধ সঙ্ঘ, বেঙ্গল আমেচার বক্সিং ফেডারেশন, বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন, স্কুল অব ফিজিক্যাল কালচার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। [১৬, ২২২]

অশোক নন্দী (১৮৮৮ - ৬.৮.১৯০৯)। কালিকচ্ছ—কুমিল্লা। দেশকর্মী মহেন্দ্রচন্দ্র। ১৯০৫ খ্রী· বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। আলিপুর বোমা মামলায় গ্রেপ্তার হন। প্রেসিডেন্সী জেলে মৃত্যু ঘটে। [৪২]

অশোকনাথ শাস্ত্রী (১৩১০ - ১৩৫৫ ব·)। অমরনাথ বিদ্যাবিনোদ। এম-এ·, পি·আর·এস· এবং বেদান্ততীর্থ হবার পর প্রেসিডেন্সী কলেজের ও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বাংলা ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় সুবক্তা ও সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। [৫]

অশোক মুখোপাধ্যায় (১৯১৩ - ১২.১১.১৯৬৯)। চারুকলা বিদ্যালয়ের স্নাতক। ১৯৩৬ খ্রী· ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনা করেন। চাপা রং ব্যবহার ও মানুষের নানা 'মুড' বা ভাব-ভঙ্গি-বৈচিত্র্য অঙ্কনে তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল। দেশে ও বিদেশে তাঁর ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। অশ্বারোহণ, শিকার, বাঁশি বাজানো, কবিতা লেখা, অভিনয় করা, সংগঠন গড়া প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে উৎসাহী ও শিশুদের শিক্ষাদানে আগ্রহী ছিলেন। খড়দহে শিশুশিক্ষাকেন্দ্র'সন্দীপন' প্রতিষ্ঠা করেন। [৪, ১৬, ১৭]

অশ্বিনীকুমার গুপ্ত (১৩১৫ - ১৮.৭.১৩৭১ ব·) ঢাকা। শ্যামাচরণ। ছাত্র ও যুব আন্দোলনের সক্রিয় নেতা। স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িত থাকার জন্য একাধিকবার কারাবরণ করেন। দিল্লীতে আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ও বি· জি· ব্যুরোর প্রধান এবং আকাশবাণীর বিশিষ্ট কর্মচারী ছিলেন। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরূপে পশ্চিম জার্মানী পরিভ্রমণ করেন। সোশ্যালিজমে বিশ্বাসী ও রাজনীতিতে ঐ দলভুক্ত ছিলেন। আচার্য গিরিশচন্দ্র মজুমদার তাঁর মাতামহ ও শিক্ষাব্রতী তটিনী দাস তাঁর ভাগিনী। [৪]

অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায় (১২৯২ - ১৩৪৪ ব·)। 'গৃহস্থ মঙ্গল' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। গার্হস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে লিখিত তাঁর কয়েকটি পুস্তক আছে। [৪, ৫]

অশ্বিনীকুমার দত্ত (২৫.১.১৮৫৬ - ৭.১১.১৯২৩) বাটাজোড়—বরিশাল। ব্রজমোহন। সাবজজ পিতার কর্মস্থল পটুয়াখালিতে জন্ম। বরিশালের সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা। তাঁরই জীবনব্যাপী লোকসেবা ও দেশসেবার ফলে বরিশাল এক সময়ে স্বদেশী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ও পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল। ১৮৭০ খ্রী· রংপুর থেকে প্রবেশিকা, ১৮৭৮ খ্রী· কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে বি-এ·, ১৮৭৯ খ্রী· এম-এ·, বি-এল· পাশ করে সাত মাসের জন্য শ্রীরামপুর চাতরা ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। পরের বছর ওকালতি করার জন্য বরিশালে আসেন। কলিকাতায় রাজনারায়ণ বসুর প্রভাবে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ১৮৮২ খ্রী· বরিশালে ব্রাহ্মসমাজের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। ওকালতি ত্যাগ করে বরিশালের তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট রমেশচন্দ্র দত্তের পরামর্শে পিতার নামে ব্রজমোহন স্কুল স্থাপন করেন (২৭.৬.১৮৮৪)। ১৮৮৫ খ্রী· বরিশাল মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের কমিশনার নিযুক্ত হন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য পিপল্‌স্ অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করেন ও জাতীয় কংগ্রেসের অনুমোদন লাভ করেন (১৮৮৬)। এই বছরই বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা নেন। তাঁর চেষ্টায় বাখরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড স্থাপিত হয় (১৮৮৭)। স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে 'বাখরগঞ্জ হিতৈষিণী সভা' এবং বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন (১৮৮৭)। বাঙলার প্রতিনিধি দলের সদস্যরূপে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে যোগ দেন। ১৮৮৮ খ্রী· বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ১৮৮৯ খ্রী· ব্রজমোহন কলেজ স্থাপন করে পঁচিশ বছর সেখানে বিনা বেতনে কাজ করেন। ১৮৯৮ খ্রী· কলেজটি প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত হয়। ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজ কেবল ছাত্রদের লেখাপড়া ও ব্যক্তিগত চরিত্রগঠনের দিক দিয়েই আদর্শ স্থাপন করে নি, অশ্বিনীকুমার তাঁর যাবতীয় সৎকর্মের সঙ্গে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের যুক্ত করেছিলেন। বিদ্যালয়ের মূলমন্ত্র ছিল 'সত্য প্রেম পবিত্রতা'। যে-কোনও সর্বজনীন কাজে তিনি এক ডাকে শত শত স্বেচ্ছাসেবক একত্রিত করতে পারতেন। স্বদেশপ্রীতি ও স্বদেশী ভাবের অনুশীলন ছাত্রদের শিক্ষার আবশ্যিক অঙ্গ বলে মনে করতেন। 'স্বদেশী'তে এবং 'বিদেশী বয়কটে'র ব্যাপারে বরিশালের কৃতিত্ব যে সারা ভারতবর্ষে সর্বাগ্রগণ্য হয়েছিল, তার কারণ বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের অনেক আগে থেকেই বরিশালে তিনি স্বদেশী প্রচার ও জনসাধারণের মধ্যে কাজ আরম্ভ করেছিলেন এবং সে সময় তাঁর মত প্রকৃত অর্থে জননায়ক বিরল ছিল। ১৮৯৭-৯৮ খ্রী· সরকারী বার্ষিক শিক্ষাবিবরণীতে ব্রজমোহন বিদ্যালয় সম্বন্ধে মন্তব্য ছিল "The school is unrivalled in point of discipline and effeciency. It is an institution that ought to serve as a model to all schools, government and private". এই সরকারই স্বদেশী আন্দোলনের কালে এই বিদ্যালয়কে পিষে মারার চেষ্টায় ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা পরীক্ষায় বৃত্তিলাভের যোগ্য নম্বর পেয়ে পাশ করলেও সরকারী বৃত্তি তাদের দেওয়া হল না। দৃষ্টান্ত—দেবপ্রসাদ ঘোষ প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হয়েও বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হন; মধুসূদন সরকার তৃতীয় স্থান অধিকার করেও বৃত্তি পান নি। ১৮৯৭ খ্রী· তিনি বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হন। অমরাবতী কংগ্রেসে এক বক্তব্য রাখেন যে, কংগ্রেসকে শক্তিশালী করতে হলে কতিপয় ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তির বাৎসরিক তামাশা না করে গ্রামে গ্রামে সর্বসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা সংগ্রহ করা প্রয়োজন। স্বদেশী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি' ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ১৯০৮ খ্রী· সমিতি ও তার শাখাগুলিকে সরকার যখন বে-আইনী ঘোষণা করে, সেই সময়ে সমিতির ১৭৫টি শাখা ছিল। পরের বছর বরিশালে 'প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি'র অভ্যর্থনা

সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন। এই অধিবেশনে আইন অমান্য করা হয়। এটি রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন। পুলিস লাঠিচার্জ করলে নেতৃস্থানীয়রা আহত হন। এই বছরই কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির অন্যতম সম্পাদক হন এবং কুখ্যাত বরিশাল দুর্ভিক্ষে অতুলনীয় সেবা-কাজ করেন। ১৯০৭ খ্রী· সুরাট কংগ্রেস পণ্ড হবার পর তিনি নরম ও চরমপন্থীদের ঐক্যের জন্য চেষ্টা করেছিলেন। ১৯০৮ খ্রী· রাজনৈতিক নেতারূপে গ্রেপ্তার হয়ে লক্ষ্ণৌ জেলে আটক ছিলেন। এই সময় থেকে সরকারী রোষ ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজের ওপর পড়ে। সরকারের নানারকম নিপীড়নের জন্য শিক্ষালয়-দুটি'র অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যায়। ১৯১০ খ্রী· কারামুক্তির পর শিক্ষালয়-দুটি'র অবনতি রোধের জন্য ১৯১১ খ্রী· তিনি সরকারী সাহায্য গ্রহণ করেন। পরের বছর কলেজ ও স্কুল পৃথক করে কলেজ-পরিচালনা ট্রাস্টি কাউন্সিলের হাতে দিতে বাধ্য হন। ১৯১৩ খ্রী· ঢাকায় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে সভাপতি হন এবং ১৯১৮ খ্রী· কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে যোগদান করেন। বরিশাল ঝড়ের বছর (১৯১৯) আর্তত্রাণে তাঁর স্মরণীয় ভূমিকা ছিল। ১৯২১ খ্রী· বরিশাল প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন এবং এই বছরই কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাবে সক্রিয় সমর্থন জানান। ব্রজমোহন স্কুল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত হয় (১৯২১)। এই বছর মহাত্মা গান্ধী প্রথম বরিশালে এসে জেলার অদ্বিতীয় নেতা অশ্বিনীকুমারকে শ্রদ্ধা জানান। ১৯২২ খ্রী· আসামের চা-বাগানের কুলিদের প্রতি অত্যাচারের প্রতিবাদে আসাম-বাংলা রেলপথ ও স্টীমার কোম্পানীর ধর্মঘটে অসুস্থ অবস্থায়ও বরিশাল সমিতির সভাপতিত্ব করেন। তাঁর রচিত পুস্তক: 'ভক্তিযোগ', 'কর্মযোগ', 'প্রেম', 'দুর্গোৎসবতত্ত্ব', 'আত্মপ্রতিষ্ঠা' ও 'ভারতগীতি'। স্থাপিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান: 'লিট্‌ল ব্রাদার্স অফ দি পুওর', 'ব্যাণ্ড অফ হোপস', 'ব্যাণ্ড অফ মার্সি'। মুদী দোকানদার যজ্ঞেশ্বর অশ্বিনীকুমারের প্রেরণায় চারণকবি মুকুন্দদাস নামে খ্যাত হয়েছিলেন। বরিশালের স্বভাবকবি হেমচন্দ্রকেও তিনি স্বদেশী সঙ্গীত রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। [১, ২, ৩, ৭, ৮, ১০, ১৬, ২৫, ২৬, ৫০, ১৪৯]

অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (২৪·১০·১৮৬৬ - ৮·৫·১৯৪৫) কলিকাতা। মহেশচন্দ্র। শিক্ষা সেন্ট জেভিয়ার্স, ডভটন ও ফ্রীচার্চ কলেজে। ১৮৮৬ খ্রী· বিলাত যাত্রা করেন। ইণ্ডিয়া ক্লাবের সভায় তৎকালীন ইংলণ্ডের মন্ত্রী লর্ড নর্থব্রুকের সঙ্গে পরিচয় হয়। বিলাতেই সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজনৈতিক পরিচয় ঘটে। ১৮৯১ খ্রী· ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরেন। কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেই বিশেষ করে ফৌজদারী মকদ্দমায় খ্যাতিমান হন। রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে তৎকালীন নেতাদের কার্যক্রমে বীতশ্রদ্ধ হয়ে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় পরপর কয়েকটি চিঠিতে তাঁদের সমালোচনা করেন। রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর পরিচয় বাঙলার শ্রমিক আন্দোলনের জন্মদাতারূপে। প্রথমেই কলিকাতা থেকে বজবজ পর্যন্ত সমস্ত চটকলের শ্রমিকদের নিয়ে পঞ্চাশ হাজার সদস্যবিশিষ্ট 'মিল হ্যাণ্ডস্ ইউনিয়ন' সৃষ্টি করেন। মাসে দু'তিনবার মিল অঞ্চলে শ্রমিকদের কাছে সমাজতন্ত্রের মূলনীতি ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা দিতেন। সরকারী ছাপাখানায় ধর্মঘট উপলক্ষে 'প্রিন্টার্স ইউনিয়ন' গড়ে তোলেন। সঙ্গী ছিলেন রাজা সুবোধ মল্লিক ও ব্যারিস্টার অ্যাথানেসিয়াস অপূর্ব ঘোষ। রয়াল ইণ্ডিয়ান মেরিন ডক ধর্মঘটেও নেতৃত্ব করেন। এই দুই ধর্মঘটের প্রয়োজনে কলিকাতা শহরে শোভাযাত্রা করে দ্বারে দ্বারে অর্থ-সংগ্রহের পরিকল্পনাও তাঁর। ই· আই· রেলের আসানসোল ধর্মঘটেও নেতৃত্ব দেবার জন্য প্রেরিত হন। ব্যারিস্টার মি· র‍্যামফিল্ডের সঙ্গে মিলিতভাবে খিদিরপুরে 'ইণ্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন' গড়ে তোলেন। বাঙলার বিখ্যাত অনুশীলন সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সহ-সভাপতি এবং একুশ বছর কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য ছিলেন। পুরনো আইনে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। সি·আই·টি· ট্রাইব্যুনালের সদস্য এবং পৈতৃক গ্রাম আড়বন্দী ইউনিয়ন বোর্ডের (নদীয়া) সদস্য ছিলেন ছ'বছর। কর্পোরেশন প্রতিনিধিদের ক্লাবের স্রষ্টা। সারাজীবন ইংরেজ রাজপুরুষগণের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত থাকলেও ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর বহু ইংরেজ বন্ধু ছিলেন। ১৯৩১ খ্রী· তিনি রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। [৮২]

অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়, রায়সাহেব। বর্ধমান। ১৮৮৩ খ্রী· শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করে ১৮৮৫ খ্রী· সিন্ধু-পিশিন রেলওয়েতে ওভারশিয়র-রূপে বেলুচিস্তান যান। ১৮৮৮ খ্রী· সিকিম যুদ্ধে এবং পরে ব্রহ্মদেশে চীন পাহাড়ের যুদ্ধের কাজে যোগদান করেছিলেন। এখানে অনারারি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার-রূপে একটি রাস্তা নির্মাণ করে ব্রিটিশ কন্‌সাল ও চীন সেনাধ্যক্ষ-কর্তৃক প্রশংসিত হন। [১]

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় (৪·৬·১৮৮২ - ১৯৬৪) কলিকাতা। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, প্রহসন, প্রবন্ধ, স্কুলপাঠ্য পুস্তকাদি সাহিত্যের যাবতীয় শাখায় অবাধগতি ছিল। বসুমতী পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ২০-খানারও বেশী বই লিখেছেন। রচিত গ্রন্থ: 'জমাখরচ', 'স্ত্রী', 'পথের স্মৃতি', 'জগদীশের দিগ্‌দারী' (নাটক), 'গল্প-সঙ্কলন', 'মিস্ মায়া বোর্ডিং হাউস' প্রভৃতি। ১৯২৭ খ্রী· সর্বপ্রথম যে বেতার নাটকটি প্রচারিত হয়, সেটি তাঁর লেখা 'জমাখরচ'-এর নাট্যরূপ। [৪]

অসিতকুমার হালদার (১০·৯·১৮৯০ - ১৩·২· ১৯৬৪) জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি—কলিকাতা। সুকুমার। পারিবারিক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নাতি ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের যে ছাত্রগোষ্ঠী 'নব্য বঙ্গীয় চিত্রকলা'র প্রসার ঘটিয়েছিলেন তিনি ছিলেন তার

অন্যতম। ১৯০৯ - ১৯১১ খ্রী· অজন্তা গুহাচিত্রের অনুলিপির কাজে নন্দলাল প্রমুখ কয়েকজনের সঙ্গে তিনিও ছিলেন। ১৯১১ খ্রী· শান্তিনিকেতনের অধ্যক্ষ হিসাবে কলাভবনের গোড়াপত্তন করেন। ১৯২৪ খ্রী· জয়পুর শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং ১৯২৫ - ৪৫ খ্রী· পর্যন্ত লক্ষ্মৌ সরকারী শিল্প মহাবিদ্যালয়ের স্থায়ী অধ্যক্ষ ছিলেন। অঙ্কিত চিত্রাবলীর মধ্যে 'রাসলীলা', 'যশোদা ও শ্রীকৃষ্ণ', 'অগ্নিময়ী সরস্বতী', 'কুণালের চক্ষুলাভ', 'ওমর খৈয়াম' প্রভৃতি বিখ্যাত। বাগ্‌-গুহাচিত্র ও যোগীমারা গুহাচিত্রের অনুলেখ্য প্রণয়নে ব্রতী শিল্পীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। গ্রন্থ-রচনায়ও বিশেষ দক্ষতা ছিল। বাংলা সাহিত্য-রচনায় কথ্য ভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত হবার আগেই তিনি চলিত ভাষায় লিখলেন 'অজন্তা' (১৩২০ ব·), 'বাগ্‌গুহা ও রামগড়', 'হো-দের গল্প' (যুক্তাক্ষর-বর্জিত শিশু-গ্রন্থ), 'পাথুরে বাঁদর রামদাস ও কয়েকটি গল্প' ইত্যাদি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত অধরচন্দ্র বক্তৃতা 'ভারতের কারুশিল্প' তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সংস্কৃত 'ঋতুসংহার' ও 'মেঘদূত' গ্রন্থের কাব্যানুবাদ তাঁর অন্যতম কীর্তি। তাঁর 'রাজগাথা' টডের রাজস্থান অবলম্বনে রচিত পদ্যানুবাদ গ্রন্থ। অল্পবয়স্কদের উপযোগী ও বয়স্কদের জন্য তিনি কয়েকটি নাটিকা লিখেছেন। শিল্পপ্রসঙ্গে বাংলা এবং ইংরেজীতে তাঁর রচিত গ্রন্থ আছে। মূর্তিকলাতেও তাঁর অধিকার ছিল। তাঁর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মুকুল দে, রমেন চক্রবর্তী, প্রতিমা ঠাকুর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। [৩, ১৬, ২৫]

অসিতবরণ (১৯১৫? - ২৭·১১·১৯৮৪) চলচ্চিত্র-জগতে খ্যাতনামা গায়ক নায়ক। একসময় তবলাবাদক হিসাবে কলিকাতা বেতারে এবং পরে গ্রামোফোন কোম্পানিতে চাকরি করেন। নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে তাঁর তবলা-বাজনা শুনে পাহাড়ী সান্যাল তাঁর সঙ্গে আলাপ করে তাঁকে নিউ থিয়েটার্সে নিয়ে আসেন অভিনয়ের জন্য। তার আগেই তবলা-বাজনা দিয়ে চিত্রজগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সূচনা হয়েছিল। প্রথম নায়ক হিসাবে অভিনয় করেন 'কাশীনাথ' ছবিতে। হিন্দী 'পরিণীতা' ছবি থেকে নায়ক হিসাবে তিনি সর্বভারতীয় স্বীকৃতি পান, আর সারা ভারতে তাঁর জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে 'ওয়াপস' ছবি থেকে। ওই ছবিতে তাঁর গাওয়া 'হাম কোচোয়ান, হাম কোচোয়ান' গানটি তাঁকে রাতারাতি বিখ্যাত করে দেয়। প্রায় শ'খানেক ছবিতে অভিনয় করেছেন। মঞ্চাভিনেতা হিসাবেও খ্যাতি ছিল। ফিল্ম জগতে তাঁর ডাকনাম ছিল 'কালোদা'। 'রসরঙ্গ' নামে একটি দল তৈরি করেছিলেন। এই দলের মাধ্যমে তিনি ঠাকুরের কথকতা পরিবেশন করতেন। মাত্র চার বছরের মধ্যে পর পর তিনটি সুপারহিট ছবিতে অসাধারণ গান গেয়ে শ্রোতা-দর্শকদের মুগ্ধ করার বিরল নজির তিনি স্থাপন করেছিলেন। [১৬]

অসিতরঞ্জন ভট্টাচার্য (৪·৪·১৯১৫ - ২·৭·১৯৩৪) শ্রীহট্ট। ক্ষীরোদ। স্বাধীনতা সংগ্রামের সক্রিয় অংশীদার, বিপ্লবী দলের সভ্য। ১৯৩৩ খ্রী· ১৩ মার্চ হাটখোলা (হবিগঞ্জ) রেল ডাকাতি মামলায় অভিযুক্ত হয়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। অপর তিন সঙ্গী—বিরাজমোহন দেব, বিদ্যাধর সাহা ও গৌরাঙ্গমোহন দাসের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। সিলেট জেলে ফাঁসিতে মৃত্যু। [৪২, ৪৩, ২০৬]

অহল্যা দাসী (? - ডিসেম্বর ১৯৪৮) চন্দনপিড়ি—চব্বিশ পরগনা। তিনি কৃষক আন্দোলনে পুলিসের গুলিতে শহীদ হন। ঐ গ্রামের কৃষক রমণী উত্তমী দাসী, সরোজিনী দাসী এবং বাতাসী দাসীও ঐ আন্দোলনে শহীদ হয়েছিলেন। ১৯৪৮ - ৪৯ খ্রী· কৃষক আন্দোলনে চব্বিশ পরগনা ছাড়াও মেদিনীপুর, বীরভূম, হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও পশ্চিম দিনাজপুরের বহু কৃষক, আদিবাসী ও কিছু কৃষককর্মী যুবক পুলিসের গুলিতে প্রাণ দেন। [১২৮]

অহিভূষণ ভট্টাচার্য। কোকসিমলা—বর্ধমান। প্রসিদ্ধ যাত্রাকার ও পালা-রচয়িতা। প্রথম দিকে কলিকাতার হরীতকী বাগানে তাঁর নিজেরই যাত্রাদল ছিল। পরে সেই দলের পরিচালনা-ভার অন্যের হাতে চলে যায়। তাঁর প্রথম পালা 'তুলসীলীলা' আনুমানিক ১৮৯৪ খ্রী· রচিত। অন্যান্য রচিত পালা: 'উত্তরা-পরিণয়', 'দণ্ডীপর্ব', 'সুরথ-উদ্ধার', 'রাইউন্মাদিনী', 'রামাশ্বমেধ', 'ধর্মলীলা' প্রভৃতি। অন্য দলে তিনি অভিনয় শিক্ষাও দিতেন। [১৮৮]

অহীন্দ্র চৌধুরী, নটসূর্য (৬/১২·৮·১৮৯৫ - ৫·১১·১৯৭৪) কলিকাতা। চন্দ্রভূষণ। কিশোর বয়সে থিয়েটার ও যাত্রাভিনয়ের আকর্ষণে স্কুলের পড়া ছাড়েন। ১৯২৩ খ্রী· 'কর্ণার্জুন' নাটকে অর্জুনের ভূমিকায় তাঁর প্রথম মঞ্চাবতরণ। অভিনয়কে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে অল্পকালের মধ্যেই খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মঞ্চে স্মরণীয় অভিনয়—'কর্ণার্জুন', 'অশোক', 'মিশরকুমারী', 'সাজাহান', 'চাঁদসদাগর', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'বিজয়া', 'সিরাজদ্দৌলা', 'প্রফুল্ল', 'তটিনীর বিচার', 'চিরকুমার সভা' প্রভৃতি নাটকে। প্রায় শতাধিক চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন এবং 'প্রিয়তমা', 'চিরকুমার সভা', 'তটিনীর বিচার', 'রাজনর্তকী', 'সোনার সংসার', 'ডাক্তার', 'শেষ উত্তর', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'কঙ্কাবতীর ঘাট' প্রভৃতিতে তাঁর অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯২২ খ্রী· নিজস্ব পরিচালনায় চলচ্চিত্রে প্রথম আত্মপ্রকাশ 'সোল অফ এ স্লেভ' চিত্রে। সবাক্ যুগে ১৯৩১ খ্রী· ম্যাডানের নির্বাচিত কয়েকটি নাট্যদৃশ্যে তিনি প্রথম অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৪ খ্রী· পর্যন্ত বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন। মিনার্ভা মঞ্চে ১৯৫৭ খ্রী· 'সাজাহান' নাটকে নাম-ভূমিকায় তাঁর শেষ নাট্যাভিনয়। ১৯৫৪ খ্রী· পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গীত-নাটক আকাদেমির অধ্যক্ষ ছিলেন ও পরে ডীন পদে অভিষিক্ত হন। ১৯৫৮ খ্রী· কেন্দ্রীয় সঙ্গীত-নাটক আকাদেমি তাঁকে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গিরিশ অধ্যাপকরূপে বক্তৃতা দেন। ১৯৬৭ খ্রী· রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

কর্তৃক ডি-লিট উপাধি-ভূষিত হন। ১৯৭২ খ্রী· নাট্যশতবার্ষিকীতে তিনি ষ্টার থিয়েটার প্রদত্ত পদক লাভ করেন। [১৬]

আউলচাঁদ (১৬৯৪ - ১৭৬৯/৭০)। নদীয়ার উলা-গ্রামের মহাদেব বারুই এক পরিত্যক্ত শিশুকে পানের বরোজ থেকে কুড়িয়ে এনে পালন করেন। এই শিশুই কর্তাভজা সম্প্রদায়ের আদিগুরু আউলচাঁদ। তাঁর পূর্বনাম ছিল পূর্ণচাঁদ। উদাসীন হয়ে চব্বিশ পরগনার ও সুন্দরবনের নানা স্থানে ঘুরে বেড়াবার কালে নানা জাতির লোক তাঁর অনুরাগী হয়। ২৭ বছর বয়সে বেজবা গ্রামে তিনি ধর্মগুরুরূপে প্রকট হন। এখানেই তাঁর ২২ জন শিষ্য জুটেছিলেন। আউলচাঁদকে তাঁর ভক্তরা চৈতন্যদেবের অবতার মনে করতেন। আউলচাঁদের মৃত্যুর পর দল ভাঙতে শুরু করে। প্রধান দলের কর্তা রামশরণ পাল কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। [২, ৩]

আকবর আলী সৈয়দ। মামদপুর—শ্রীহট্ট। আবদুল আজিম। পূর্বনিবাস তরফ হবিগঞ্জ। প্রকৃত নাম সরফুদ্দিন। ছাবাল আকবর আলী ভণিতায় গান রচনা করে ঐ নামেই প্রসিদ্ধ হন। তাঁর রচিত ২১টি রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক গান 'ইসকে দেওয়ানা', 'ফানায়ে জান' ও 'যৌরন বাহার' এই তিনটি গ্রন্থে আছে। [৭৭]

আকবর সৈয়দ মুহম্মদ (আনু· ১৬৫৭ - ১৭২০)। এই কবির রচিত 'জেবল-মুলক-শামারুখ' নামক প্রেমমূলক কাব্যোপাখ্যানখানি এক সময়ে কলিকাতার বটতলা থেকে ছাপা হয়ে ঘরে ঘরে পঠিত হত। কাব্যখানির সমস্ত পাণ্ডুলিপি ত্রিপুরা জেলা থেকে সংগৃহীত হয়েছে। তাতে মনে হয়, কবি ঐ অঞ্চলের লোক ছিলেন। ফারসী ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল। [১৩৩]

আকরম খাঁ, মওলানা মোহাম্মদ (১৮৬৮ - ১৯৬৮) হাকিমপুর —চব্বিশ পরগনা। আলহাজ্জ গাজী মওলানা আবদুল বারী। কায়েদে আজম জিন্নার সুযোগ্য সহকর্মী এবং নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক নেতা। সাংবাদিক হিসাবে এবং আরবী, ফারসী, উর্দু, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় সুপণ্ডিত বলেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। উচ্চশিক্ষার জন্য তিন বছর কলিকাতা ও পাটনাতে কাটান। ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অনুরাগবশত ইংরেজী স্কুল ছেড়ে কলিকাতা 'আলিয়া মাদ্রাসা'য় পড়াশুনা করে কৃতিত্বের সঙ্গে পরীক্ষায় পাশ করেন। ঢাকায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনে (১৯০৬) যোগ দেন। কর্মজীবনে প্রবেশ করে বাঙলার মুসলমানদের ধর্মীয় তথা সামাজিক জীবনের উন্নতিবিধানকল্পে সাপ্তাহিক 'মোহম্মদী' প্রকাশ করেন (১৯১০)। উক্ত পত্রিকাটি তাঁর বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তির পরিচায়ক। ১৯০৫ খ্রী· বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯০৬ খ্রী· মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য হন। অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনে কাজ করতে গিয়ে উর্দু 'জামানা' পত্রিকা ও বাংলা দৈনিক 'সেবক' প্রকাশ করেন। 'সেবক' পত্রিকায় প্রকাশিত নির্ভীক মতবাদের জন্য এক বছর তাঁকে কারাবাস করতে হয়। কারাবাস-কালে 'আমপারা'র বঙ্গানুবাদ রচনা করেন। নেহেরু রিপোর্টের জন্য (১৯২৯) কংগ্রেস ছেড়ে তিনি মুসলিম লীগের আদর্শরূপায়ণে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৫ খ্রী· নির্বাচনে জয়লাভ করে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হন। ১৯৩৬ খ্রী· তাঁর সম্পাদনায় দৈনিক 'আজাদ' প্রকাশিত হয়। এই সময় কায়েদে আজমের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকে পাকিস্তান আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। ১৯৪১ - ১৯৫১ খ্রী· প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৪৭ খ্রী· মুসলিম লীগেরও ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৪৭ খ্রী· দেশ বিভাগের পর ঢাকায় স্থায়িভাবে থাকতেন। নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ও পরে পাকিস্তান মুসলিম লীগেরও ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৫৪ খ্রী· গণপরিষদ ভেঙ্গে দেওয়া হলে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান। ১৯৬২ খ্রী· পুনরায় 'আজাদ' পত্রিকার প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব নেন এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন। উল্লেখযোগ্য রচনা: 'সমস্যা ও সমাধান', 'মোস্তফা চরিত', 'মোস্তফা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য', 'বাইবেলের নির্দেশ ও প্রচলিত খৃষ্টান ধর্ম', 'মুসলিম বাঙলার সামাজিক ইতিহাস', 'তফসীরুল কোরআন' (৫ খণ্ড) প্রভৃতি। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর বিশিষ্ট অবদানের জন্য তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের 'গৌরবসূচক পদক' ('প্রাইড অফ পারফরম্যান্স মেডাল') লাভ করেন। ১৯২৮ খ্রী· পবিত্র হজ সম্পন্ন করেন। [১৩৩]

আকরামুজ্জমান, খানবাহাদুর (১৮৮৫ - ১৯৩৩) মানিকগঞ্জ—ঢাকা। জন্মস্থান বিহারের সাসারাম পরগনা। পাটনা কলেজিয়েট স্কুল ও কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৯০৫ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম·এ· পাশ করে ১৯০৭ খ্রী· ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। মুসলমান সমাজে শিক্ষাবিস্তারের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করে গেছেন। চাকরি উপলক্ষে প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে থাকাকালে তিনি বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপন করেন। বরিশালের ভোলা মহকুমায় হাই স্কুল (১৯১৭) ও ফেনিতে নোয়াখালি জেলার প্রথম কলেজ (১৯২২) তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। ১৯৩১ ও ১৯৩২ খ্রী· একটি স্পেশাল ট্রাইবিউন্যালের কমিশনার হিসাবে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায় দিয়েছিলেন। [১৩৩]

আগা আহম্মদ আলী (? - জুন ১৮৭৩) ঢাকা। আগা সাজাত আলী। প্রসিদ্ধ ফারসী বৈয়াকরণ এবং কলিকাতা মাদ্রাসার ফারসী শিক্ষক ছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বহু গ্রন্থের সম্পাদনা এবং 'রিসালা-ই-ইস্তিকাক' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছেন। [১]

আঙ্গুরবালা (১৯০০ - ৭·১·১৯৮৪) পৈতৃক নিবাস ইন্দাস — বর্ধমান। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতৃদত্ত নাম প্রভাবতী। প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী। নজরুলগীতিতে সমধিক প্রসিদ্ধি ছিল। বৃত্তি নিয়ে ছাত্রবৃত্তি পাশ করেন। বাংলা, হিন্দী ও উর্দুতে প্রায় চার-শো গানের রেকর্ড করেছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ডও আছে। বাংলা, হিন্দী,

উর্দু-সহ ছায়াছবিতে এবং মঞ্চেও অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনীত একটি ছবির পরিচালক কাজী নজরুল। সঙ্গীত-শিল্পী হিসাবে বহু রাজা-মহারাজার দ্বারা আমন্ত্রিত হয়েছেন। সাত-বছর বয়সে পিতৃবন্ধু অমূল্য মজুমদারের কাছে গানে দীক্ষা। ১৬ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই প্রথম গানের রেকর্ড—'বাঁধ না তরীখানি আমার এ নদীকূলে।' তাঁর সঙ্গীতগুরু জিৎপ্রসাদ, রামপ্রসাদ মিত্র ও ওস্তাদ জহীরউদ্দীন খাঁ। খুব ভাল গল্প-বলিয়ে ছিলেন। ১৯৬৩ খ্রী· কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি·লিট। সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমির পুরস্কার পেয়েছিলেন। [১৬]

আজিজুল হক, মুহম্মদ, স্যার, ডক্টর (১৮৯২ - ১৯৪৭) শান্তিপুর—নদীয়া। শালকর পরিবারে জন্ম। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি·এ· (১৯১২) ও বি·এল· পাশ করে কৃষ্ণনগরে ওকালতি শুরু করেন (১৯১৫)। ক্রমে সরকারী উকিল, জিলা বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (১৯২৮) ও কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হন। ১৯৩৪ - ৩৭ খ্রী· তিনি বাঙলার শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন। ১৯৩৮ - ৪২ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার, ১৯৪২ - ৪৩ খ্রী যুক্তরাজ্যে ভারতীয় হাইকমিশনার ও ১৯৪৩ - ৪৬ খ্রী· গভর্নর জেনারেলের শাসন পরিষদের বাণিজ্য সদস্য ছিলেন। তৃতীয়বার ব্যবস্থাপক সভার ও গণপরিষদের সভ্য নির্বাচিত হন (১৯৪৫)। ফ্লাউড কমিশন, লিনলিথগো কমিশন প্রভৃতির সদস্য এবং দীর্ঘদিন নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা কন্‌ফারেন্সের সভাপতি ছিলেন। রচিত গ্রন্থাবলী: 'ম্যান বিহাইন্ড দি প্লাউ', 'হিস্ট্রি অ্যান্ড প্রব্‌লেমস্ অব মুসলিম এডুকেশন ইন বেঙ্গল', 'এডুকেশন অ্যান্ড রিট্রেন্‌চমেন্ট' প্রভৃতি। [১৩৩]

আজিজুল হাকিম (১৯০৮ - ১৯৬২) হাসানাবাদ—ঢাকা। একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক ও সমাজসেবক ছিলেন। রচিত কাব্যগ্রন্থ: 'ভোরের সানাই', 'মরুসেনা', 'ঘরহারা', 'পথহারা', 'বিদগ্ধ দিনের প্রান্তর'। 'আজাজিলনামা' তাঁর ব্যঙ্গকবিতা-সঙ্কলন। রোবাইয়াৎ-ই-হাফিজ ও রোবাইয়া-ই-ওমর খৈয়াম তিনি অনুবাদ করেন। তাঁর গল্পগ্রন্থের নাম 'ঝড়ের রাতের রাত্রি'। তিনি কিছুদিন 'সবুজ বাঙলা' ও পাক্ষিক 'নওরোজ' পত্রিকার সম্পাদনাও করেন। তাঁর কাব্যে আধুনিক ছন্দ ও যুগচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। [১৩৩]

আজিম উদ্দিন মুনশী। খড়ি—বর্ধমান। ১৯শ শতাব্দীর অন্যতম প্রহসন-রচয়িতা। তৎকালীন সংস্কৃতপ্রধান সাধু বাংলার পরিবর্তে সহজ দেশ-প্রচলিত ভাষায় তিনি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। রচিত প্রহসন: 'জামাল নামা' (১৮৫৯), 'কি মজার কলের গাড়ী' (১৮৬৩), 'কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে' (১৮৬৮) প্রভৃতি। প্রথম গ্রন্থে কিছু আরবী ও ফারসী শব্দের প্রয়োগ আছে। [১৩৩]

আজু গোঁসাই (সপ্তদশ শতাব্দী) হালিশহর—চব্বিশ পরগনা। রামরাম। বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী স্বভাব-কবি। রহস্য কবিতা ও সঙ্গীত রচনায় দক্ষতা ছিল। বেশির ভাগ গানই স্বগ্রামবাসী কবি রামপ্রসাদের গানকে কটাক্ষ করে লেখা। তাঁর এবং রামপ্রসাদের মধ্যে প্রায়ই সঙ্গীতের দ্বন্দ্ব হত। এই দ্বন্দ্ব দেখবার জন্য রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রায়ই উভয়কে তাঁর প্রাসাদে আহ্বান করতেন। [১, ২, ৩]

আতাউর রহমান (২৯·৪·১৯১৯ - ২৭·১১·১৯৭৭) পাবনা। পাবনা স্থানীয় স্কুল, এডওয়ার্ড কলেজ, কলিকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা। ছাত্র আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট দলের সক্রিয় ছাত্রনেতা ছিলেন। তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় ১৯৪৩ খ্রী· ইউনাইটেড স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক হুমায়ুন কবির এবং তিনি ছিলেন সহ-সভাপতি। এই সংগঠনই পরে ছাত্র কংগ্রেস ও ছাত্র ফেডারেশনে মিশে গেলে তিনি ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর উদ্যোগে সংগঠনের মুখপত্র 'ভাবীকাল' প্রকাশিত হয়। ফজলুল হক, মৌলানা আজাদ ও হুমায়ুন কবিরের সান্নিধ্যে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সংগঠিত করেন। আমৃত্যু 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার পরিচালক ছিলেন। ফজলুল হকের 'বেঙ্গল টু-ডে' সম্পাদনা করেন। দৈনিক 'নবযুগ' ও ইংরেজী মাসিক পত্র 'ইন্ডিয়া'-র তিনি ছিলেন প্রকাশক। 'স্বরাজ', 'কৃষক,' 'নয়া বাংলা', 'NOW' প্রভৃতি সাময়িক পত্রের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর সাহিত্য-সঙ্কলন 'ত্রিকাল' উল্লেখযোগ্য। দিলীপকুমার গুপ্তের সহযোগিতায় 'গুপ্ত রহমান অ্যান্ড গুপ্ত' প্রকাশনী স্থাপন করেন। ১৯৫৪ - ৫৫ খ্রী· সুভো ঠাকুরের পরিচালনায় 'ইন্ডিয়ান আর্টস থ্রু দি এজেস' প্রদর্শনীর সঙ্গে পূর্ব ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্য সফরে যান। দেশে ফিরে 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন্‌স' প্রতিষ্ঠানের পূর্ব ভারতের প্রতিনিধির কার্যভার প্রাপ্ত হন। ১৯৬০ খ্রী· ব্রিটিশ কাউন্সিলের আমন্ত্রণে ইংল্যান্ডে যান। এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ছিলেন। [৮২]

আত্মানন্দ ব্রহ্মচারী (১৮৯১ - ২১·১·১৯৭২)। বরিশাল শঙ্কর মঠের প্রতিষ্ঠাতা প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর কাছে সন্ন্যাসে দীক্ষা নেন ও বেদান্ত পড়েন। ক্রমে বিপ্লবী দলে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ব্যাপারে যোগ দেন। পরে নিরীশ্বর বস্তুবাদে বিশ্বাসী হয়ে গেরুয়া বসনেই শ্রেণীহীন শোষণমুক্ত সমাজের কথা প্রচার করতে আরম্ভ করেন। সংস্কৃত, আরবী ও ফারসীতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। মূল কোরান ও হদীস পাঠ করেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতামত সম্বন্ধেও পড়াশুনা ছিল। উত্তরকালে আচার ও সংস্কারমুক্ত নাস্তিক সন্ন্যাসীর জীবন কাটান। স্ববিরোধিতার জন্য জীবনের বেশির ভাগই ঠিকানাবিহীন নিরাশ্রয়ে কাটে। [১৬]

আদিত্যরাম ভট্টাচার্য, মহামহোপাধ্যায় (২৩·১১·১৮৪৭ - ১৯২১) এলাহাবাদ — উত্তর প্রদেশ। আদি নিবাস রাজাপুর — চব্বিশ পরগনা। পণ্ডিত রামকমল। ১৮৬৪ খ্রী· কাশী থেকে বি·এ· এবং কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করে এলাহাবাদ গভর্নমেন্ট কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। এরপর যুক্তপ্রদেশ শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ ও পরে ১৯১৬ - ১৯১৮ খ্রী· কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইসচ্যান্সেলার ছিলেন। কাশী সেন্ট্রাল কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং 'ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন' পত্রিকার সম্পাদক ও থিয়সফিক্যাল সোসাইটির প্রাথমিক সভ্যদের অন্যতম ছিলেন। কংগ্রেস রাজনীতির সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। অ্যানি বেসান্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১৮৯৭ খ্রী· 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি পান। দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি মাতার নামে 'ধন্যগোপী দেবী পুস্তকালয়' স্থাপন ও ছাত্রাবাসের জন্য পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের মত প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড়া সমুদয় অর্থ দান করেন। [১, ৫, ১৩০]

আনন্দকিশোর মজুমদার (১৮৮২ - ১৯৪০) কিশোরগঞ্জ—ময়মনসিংহ। স্বাধীনতা সংগ্রামী। ময়মনসিংহে হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য, মোহিনী শঙ্কর রায় ও তাঁর চেষ্টায় 'সাধনা সমাজ' গঠিত হয়। ১৯০৬ খ্রী· যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী ও অরবিন্দ ঘোষের সংস্পর্শে এসে তাঁরা সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। সরকারী আদেশে 'সাধনা সমাজ' বেআইনী ঘোষিত হলে বিপ্লবী যুগান্তর দল গুপ্তপথে চালিত হয়। এ সময় তিনি কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, আঠারোবাড়ি, ঈশ্বরগঞ্জ, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে সমিতির শাখা-প্রশাখা ও কার্যক্রম বিস্তার করতে থাকেন। এই দলের সঙ্গে ময়মনসিংহের প্রখ্যাত নেতা সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ তাঁর অনুগামীদের নিয়ে মিলিত হন। এই সময় তাঁর চেষ্টায় ময়মনসিংহের অনুশীলন দল, সুহৃদ সমিতি প্রভৃতি একত্রিত হয়ে একটি শক্তিশালী দলে পরিণত হয়। এই দলের কর্মী নরেশ চৌধুরী, মণি চৌধুরী, ক্ষিতীশ চৌধুরী, সঞ্জীব রায় প্রভৃতি অসম-সাহসিকতা ও বীরত্বের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ময়মনসিংহ ও কলিকাতায় গুপ্তচর ও দারোগাদের বিনাশসাধন, ডাকাতি করে অর্থসংগ্রহ, জনমনে স্বদেশী ভাব উদ্দীপন প্রভৃতি কাজে লিপ্ত থাকার জন্য ১৯১৬ খ্রী· ধরা পড়েন। ১৯১৯ খ্রী· ছাড়া পান। ১৯২৩ খ্রী· তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে তিনি বহু কর্মিসহ অংশগ্রহণ করেন। ১৯২৪ খ্রী· তিন আইনে ধরা পড়ে ১৯২৭ খ্রী· পর্যন্ত বহরমপুর জেলে থাকেন। ১৯২৮ খ্রী· কলিকাতা কংগ্রেসের দশ হাজার স্বেচ্ছাসেবকের খাওয়াবার ভার তাঁর উপর ছিল। ১৯৩০ খ্রী· সত্যাগ্রহ করায় আটক আইনে গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৩৫ খ্রী· পর্যন্ত বক্সা ক্যাম্পে থাকেন। ১৯৩৬ খ্রী· মুক্তি পেয়ে ময়মনসিংহ জেলার কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হিসাবে কাজ করার সময় দুরন্ত ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হন ও চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসেন। এখানেই মৃত্যু। [১৪৯]

আনন্দকৃষ্ণ বসু (১৮২২ - ১৮৯৭)। সমসাময়িক ব্যক্তিদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষিত পণ্ডিত ব'লে সুনাম ছিল। সংস্কৃত, হিব্রু, ফারসী, ল্যাটিন', ফরাসী এবং গ্রীক ভাষাতেও ব্যুৎপত্তি ছিল। রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র আনন্দকৃষ্ণ বাঙলার ইতিহাস ও বাংলায় বৈজ্ঞানিক শব্দের অভিধান প্রকাশের ইচ্ছায় পাণ্ডুলিপি রেখে গেছেন। [১]

আনন্দচন্দ্র নন্দী। কালীকচ্ছ — ত্রিপুরা। দেওয়ান রামদুলাল। সাধক আনন্দস্বামী নামে সুপরিচিত ছিলেন। সঙ্গীত-রচয়িতা হিসাবেও প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। একসময় পূর্ববঙ্গে তাঁর গান সমধিক প্রচলিত ছিল। ত্রিপুরার অপর প্রসিদ্ধ সাধক ও সঙ্গীত-রচয়িতা মনোমোহন দত্ত তাঁর শিষ্য ছিলেন। [১]

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ (১৮১৯ - ১৬·৯·১৮৭৫) কোদালিয়া — চব্বিশ পরগনা। গৌরহরি চূড়ামণি। পিতার চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষার শুরু। তত্ত্ববোধিনী সভার আনুকূল্যে ১৮৪৪ - ৪৭ খ্রী· কাশীতে অথর্ববেদ ও বেদান্তচর্চা করেন। তত্ত্ববোধিনী সভার সহ-সম্পাদক এবং কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপচার্য নিযুক্ত হন। ১৮৫৯ খ্রী· সভা উঠে গেলে কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের সহ-সম্পাদক এবং আচার্যরূপে কাজ করতে থাকেন। রচিত গ্রন্থ: 'ব্রাহ্মবিবাহ ধর্মশাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ কিনা ?', 'বৃহৎকথা' (১ম ও ২য় খণ্ড), মহাভারতীয় 'শকুন্তলোপাখ্যান', 'দশোপদেশ'; সানুবাদ সংস্কৃত গ্রন্থ 'বেদান্তসার', 'বেদান্তদর্শন', 'বেদান্তদর্শন-অধিকরণমালা'; সটীক সংস্কৃত গ্রন্থ 'ভগবদ্গীতা' ও 'মহানির্বাণতন্ত্রম্' (পূর্বকাণ্ড)। তা ছাড়া তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির 'বিব্‌লিওথেকা ইন্ডিকা'র কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদনা করেছিলেন। [৩]

আনন্দচন্দ্র মিত্র (১৮৫৪ - ১৯০৩) বজ্রযোগিনী — ঢাকা। বঙ্গচন্দ্র। দীর্ঘকাল ময়মনসিংহ জেলায় শিক্ষকতা করার পর শেষজীবনে কলিকাতা কর্পোরেশনে উচ্চপদে চাকরি করেন। ব্রাহ্মমতাবলম্বী এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। ১৮৭৬ খ্রী· শিবনাথ শাস্ত্রীর গুপ্তচক্রে বিপিন পাল, সুন্দরীমোহন দাস প্রমুখদের সঙ্গে অগ্নি প্রদক্ষিণ করে, নিজের বুকের রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করে স্বদেশপ্রেমের এবং ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্তী কালের মহাকাব্য-রচয়িতাদের মধ্যে তাঁর এক বিশিষ্ট আসন আছে। প্রায় ১১টি বৃহৎ কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'মিত্রকাব্য' ১ম (১৮৭৪), ২য় (১৮৭৭), 'হেলেনাকাব্য' ১ম ও ২য় এবং 'ভারতমঙ্গল' তাঁকে বিস্তৃত কবিখ্যাতি দিয়েছে। 'ভারতমঙ্গল' পূর্বখণ্ড আধুনিক যুগ নিয়ে রচিত। তাঁর রচনায় স্বদেশপ্রীতি সুস্পষ্ট। কাব্য ছাড়া গদ্য ও পদ্যে পাঠ্যপুস্তক এবং রাগপ্রধান সঙ্গীতও রচনা করেছেন। পথিক-ভণিতাযুক্ত তাঁর অনেক গান আছে। তাঁর 'ভারত শ্মশান মাঝে আমি রে বিধবা বালা' গানটি এককালে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। এককালে তাঁর 'পদ্যসার', 'পদ্যশিক্ষাসার', 'কবিতাসার' প্রভৃতি নীতিমূলক কবিতা ছাত্রসমাজে আদৃত ছিল। কুচবিহার-বিবাহের প্রতিবাদে 'কপালে ছিল বিয়ে কাঁদলে হবে কি ?' নামে একখানি ক্ষুদ্র ব্যঙ্গাত্মক নাটিকাও তিনি রচনা করেছিলেন। [১, ২, ৩, ৮, ২৫, ২৬, ২৮]

আনন্দচন্দ্র রায় (১৮৪৪ - ১৯৩৫) ফরিদপুর। গৌরসুন্দর। শিক্ষারম্ভ পিতার কর্মস্থল ঢাকায়। মাত্র ১৯ বছর বয়সে ওকালতি পাশ করে ঢাকায় আইন ব্যবসায় শুরু করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই সুনাম অর্জন করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ায় এবং ঢাকার নবাব বাহাদুরের বিরুদ্ধাচরণ করায় লেফটেন্যান্ট গভর্নর হেয়ার সাহেব একটি হত্যা মামলার আসামী হিসাবে তাঁকে অভিযুক্ত করেন। এই মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন করে তিনি সসম্মানে মুক্তি পান। জনসেবক হিসাবে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম বেসরকারী চেয়ারম্যান, পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশন ও পূর্ববঙ্গের জমিদার সঙ্ঘের উৎসাহী সভ্য, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, ঢাকা জগন্নাথ কলেজের ট্রাস্টী ও কার্যকরী সমিতির সদস্য এবং ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের (১৯১২) অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। স্ত্রী আনন্দময়ীর নামে নিজ গ্রামে একটি স্কুল স্থাপন করেছিলেন। তাঁকে ঢাকার 'মুকুটহীন রাজা' বলা হত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনে অন্যতম প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। আগ্রার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও সঙ্গীত-রচয়িতা গোবিন্দ রায় তাঁর অগ্রজ। [১, ৫]

আনন্দচন্দ্র শিরোমণি (১৮০৯ ? - ১৮৮৭) ভট্টপল্লী। কাশীনাথ বিদ্যাবাচস্পতি। সুবিখ্যাত কবি ও পাঁচালীকার। ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'সুবল সংবাদ', 'অক্রূর সংবাদ', 'কলঙ্কভঞ্জন' ও 'উদ্ধব সংবাদ'। [১]

আনন্দ নন্দী, স্বামী (১১-১-১২৩৯ ব- - ১১-২-১৩০৭ ব-) কালীকচ্ছ—ত্রিপুরা। পিতা রামদুলাল কালী-উপাসক, মালসী গান-রচয়িতা ও ত্রিপুরারাজের দেওয়ান ছিলেন। ১২৭৩ ব- ঢাকায় পূর্ববাঙলা ব্রাহ্মসমাজ মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন ভ্রাতা কৈলাসচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সহ তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ১২৭৬ ব- বিজয়কৃষ্ণ, বঙ্গচন্দ্ররায় প্রভৃতিকে নিয়ে এসে কালীকচ্ছে প্রথম ব্রাহ্ম-উৎসব পালন করেন। ১২৮৩ ব- ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করার উদ্দেশ্যে কলিকাতা আসেন। কিন্তু এখানে তিনি সর্বধর্ম-সমন্বয় নিমিত্ত 'দয়াময়' নাম প্রচার করতে আরম্ভ করেন এবং বহু শিষ্যকে দীক্ষা দেন। 'দয়াময়' নাম প্রচার করতে তিনি বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী ও উর্দু ভাষায় বহু সঙ্গীত রচনা করেন। রচিত পুস্তক: 'সর্বধর্ম গীত' (২ খণ্ড), 'প্রকৃত তত্ত্ব', 'সর্বধর্ম সাধনতত্ত্ব ও প্রণালী'। 'মলয়া' সঙ্গীতগ্রন্থ-রচয়িতা সাধক মনোমোহন দত্ত ও ওস্তাদ আফতাবউদ্দীন তাঁর অগণিত শিষ্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ডাঃ মহেন্দ্র নন্দী তাঁর পুত্র। [১৮৫]

আনন্দময়ী (১৭৫২ - ১৭৭২) জপসা—ঢাকা। লালা রামগতি সেন। সংস্কৃত সাহিত্যে আনন্দময়ীর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। মহারাজা রাজবল্লভ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে, পিতা অন্য কার্যে নিযুক্ত থাকায়, তিনি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের প্রমাণ ও প্রতিকৃতি স্বহস্তে প্রস্তুত করে পাঠিয়ে দেন। ১৭৬১ খ্রী- পয়গ্রামনিবাসী অযোধ্যারামের সঙ্গে বিবাহ হয়। খুল্লতাত জয়নারায়ণকে সত্যনারায়ণের ব্রতকথা অবলম্বনে 'হরিলীলা' কাব্যরচনায় (১৭৭২) সাহায্য করেন। জয়নারায়ণ-রচিত 'চণ্ডীকাব্যে'ও তাঁর লেখা স্থান পায়। বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি মাঙ্গলিক উৎসব উপলক্ষে রচিত তাঁর গানগুলি বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। তাঁর 'উমার বিবাহ' বিশেষ প্রসিদ্ধ। স্বামীর মৃত্যু-সংবাদে তিনি অনুমৃতা হন। [১, ২, ৩]

আনন্দময়ী মা (১৮৯৬ - ২৭-৮-১৯৮২) বিদ্যাকূট—ত্রিপুরা। পিতা বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য সন্ন্যাস-জীবন বরণ করে মুক্তানন্দ গিরি নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর গৃহাশ্রমের নাম 'নির্মলাসুন্দরী'। ১৯০৮ খ্রী- ঢাকায় রমণীমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে বিবাহ হয়। স্বামীও পরবর্তীকালে সন্ন্যাস নেন ও নাম হয় বাবা ভোলানাথ। ১৯১২ খ্রী- থেকেই তাঁর মধ্যে ঈশ্বরীয় বিভূতি প্রকাশ পায়। ঢাকার রমনায় আশ্রম গড়ে ওঠে। ১৯৩২ খ্রী- ঢাকা ছেড়ে আসেন এবং তাঁর কর্মধারা উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বারাণসী, কনখল প্রভৃতি জায়গায় আশ্রম, বিদ্যাপীঠ, কন্যাপীঠ, হাসপাতাল প্রভৃতি গড়ে ওঠে। তাঁর অসংখ্য জ্ঞানী গুণী ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ, ডাঃ ত্রিগুণা সেনও আছেন। [১৬]

আনন্দমোহন বসু (২৩-৬-১৮৪৭ - ২০-৮-১৯০৬) জয়সিদ্ধি—ময়মনসিংহ। পদ্মলোচন। বিত্তশালী পরিবারে জন্ম। ১৮৬২ খ্রী- ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে নবম স্থান অধিকার করে প্রবেশিকা ও পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ-এ-, বি-এ- এবং এম-এ- (গণিতশাস্ত্রে) পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে ১০ হাজার টাকা বৃত্তি পান। ১৮৭৪ খ্রী- ইংলণ্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত-বিষয়ক সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রথম ভারতীয় 'র‍্যাংলার' হন। ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। এম-এ- পরীক্ষার আগেই বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের সহোদরা স্বর্ণপ্রভার সঙ্গে বিবাহ হয়। ১৮৬৯ খ্রী- কেশবচন্দ্রের নিকট সস্ত্রীক ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। এই সময় তিনি কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের একজন সদস্য ছিলেন এবং কেশবচন্দ্রের সর্ববিধ কাজে সহযোগিতা করতেন। কিছুদিন পরে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটলে তিনি ও শিবনাথ শাস্ত্রী, দুর্গামোহন দাস, উমেশচন্দ্র দত্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি ১৮৭৮ খ্রী- ১৫ মে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই সমাজের প্রথম সভাপতি। সমাজের নিজস্ব ভবন-নির্মাণে এবং সমাজ প্রতিষ্ঠিত 'সিটি কলেজ' ও 'সিটি স্কুল' স্থাপনে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ছাত্রদের মধ্যে স্বদেশানুরাগ জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে ১৮৭৫ খ্রী- 'স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন' গঠন করেন ও তার সভাপতি হন। ছাত্রদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও চরিত্রগঠনের মানসে শিবনাথ শাস্ত্রীর সহযোগিতায় ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত 'ছাত্রসমাজ' নামক প্রতিষ্ঠান গঠন

করে (২৭·৪·১৮৭৯) তার অধিবেশনগুলিতে বক্তৃতা দিতেন। 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপয়িতাদের অন্যতম। প্রতিষ্ঠা বছর ১৮৭৬ খ্রী· থেকে ১৮৮৪ খ্রী· তিনি তার সম্পাদক ও ১৮৯৬ - ১৯০৬ খ্রী· সভাপতি ছিলেন। নারীশিক্ষার উদ্দেশ্যে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাস প্রভৃতির সহযোগিতায় 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়' স্থাপন করেন (১৮৭৬)। ১৮৭৫ খ্রী· হিন্দুমেলায় অংশগ্রহণ করে বক্তৃতা দেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্মাবস্থা থেকে তার সক্রিয় নেতা এবং মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ১৪শ কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। ১৯০৩ খ্রী· থেকে আমৃত্যু শয্যাশায়ী থাকেন। অসুস্থ অবস্থাতেই ১৯০৫ খ্রী· ১৬ই অক্টোবর অখণ্ড বঙ্গদেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে ফেডারেশন হলের জমিতে অনুষ্ঠিত সভায় শয়নাবস্থায় বাহিত হয়ে এসে সভাপতিত্ব ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সেদিন তাঁর রচিত প্রতিজ্ঞাপত্র রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, শিক্ষা কমিশনের সদস্য (১৮৮২), বঙ্গীয় প্রদেশিক সম্মেলনের বহরমপুর অধিবেশনের (১৮৯৫) সভাপতি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও সেনেটের সদস্য ছিলেন। [১, ৩, ৬, ৭, ৮, ২৫, ২৬, ৩৬, ৫০]

আনাসহিদ পীর। বর্গীর হাঙ্গামার সময় পীর সাহেব বর্গীদের বিপক্ষে যুদ্ধ করে মারা যান। বীরভূমের রামপুরহাটের নলহাটিতে পাহাড়ের উপরে তাঁর স্মৃতি-সমাধি বর্তমান। [১]

আনোয়ার হোসেন (১৯৩০ - ২৪·৪,১৯৫০) খুলনা—বাংলাদেশ। গরীব কৃষক ঘরের বিধবার একমাত্র সন্তান। মেধাবী ছাত্র। প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনের শক্তিশালী বক্তা এবং যুক্তিবাদী কর্মী ছিলেন। মুসলিম লীগের নেতারা তাঁকে দলে টানবার চেষ্টা করে সফল হননি। ১৯৪৯ খ্রী· প্রথম বার গ্রেপ্তার হলে ঢাকা জেল থেকে কম বয়েসের জন্য ছাড়া পেলেও এক মাস পরে আবার গ্রেপ্তার হয়ে বন্দী অবস্থায় রাজশাহী জেলে যান। জেলের মধ্যে মার্ক্সীয় সাহিত্য ভাল করে পড়েন। ম্যাক্সিম গোর্কির ভক্ত ছিলেন। বাংলা ও বিশ্বসাহিত্যেও তাঁর বিশেষ দখল ছিল। জেলে বহু গান রচনা করেছেন। ব্যঙ্গাত্মক গান লিখে ও গেয়ে জেল-কর্মচারী ও ডাক্তারদের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ১৯৫০ খ্রী· ২৪শে এপ্রিল রাজশাহী জেলের খাপড়া ওয়ার্ড থেকে ফাঁসির সেলে ৮জন বন্দীকে স্থানান্তরিত করার সময় রাজনৈতিক বন্দীরা জেলখানায় ডিভিসন না পাওয়ায়, ভাল খাবার ঠিক মত সরবরাহ না করায় ও ১১জন রাজবন্দীকে খাপড়া ওয়ার্ডে আটকে রাখার প্রতিবাদ করলে চারদিকে জানালাবিশিষ্ট একটি ঘরে আবদ্ধ করে ৪০জন বন্দীর উপর বাইরে থেকে গুলি চালানো হয়। এর ফলে আনোয়ার সহ ৭জন নিহত ও ৩০জন আহত হন। নিহত অপর ৬জন হলেন দিনাজপুরের তেভাগা আন্দোলনের নেতা কম্পরাম সিংহ (১৯০০ - ১৯৫০), কলিকাতার ট্রামশ্রমিক সংগঠক ও রাজশাহীর কমিউনিস্ট নেতা বিজন সেন (১৯০৫ - ১৯৫০), শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী ও কমিউনিস্ট সদস্য ঢাকার সুধীন ধর (১৯১৮ - ১৯৫০), কুষ্টিয়া মোহিনী মিলের সংগঠক ও শ্রমিক হানিফ শেখ (১৯২৪ - ১৯৫০), রেলশ্রমিক কুষ্টিয়ার দিলওয়ার হোসেন (১৯২৬ - ১৯৫০) ও ছাত্র আন্দোলনের সংগঠক ময়মনসিংহের সুখেন ভট্টাচার্য (১৯২৮ - ১৯৫০)[১৬]

আফজল আলী (আনু· ১৬শ শতাব্দী) মিলুয়া —চট্টগ্রাম। ভংগু ফকির। এই কবির লেখা কাব্যগ্রন্থ 'নসীহৎ নামা' কোরান ও হদীসের ধর্মোপদেশে পূর্ণ। বৈষ্ণব পদাবলীর ঢঙে লিখিত কয়েকটি পদে তাঁর কবি-প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়। [১৩৩]

আফতাবউদ্দীন খাঁ (১৮৬২/৬৯-১৯৩৩)। শিবপুর — ত্রিপুরা। সদু খাঁ। রবাবী কাসিম আলী খাঁর ছাত্র। বংশীবাদক হিসাবে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। তবলা-বাজনাতেও তাঁর যথেষ্ট নিপুণতা ছিল। তিনি দুই কনুই ও দুই হাঁটু দিয়ে নির্ভুলভাবে তবলা বাজাতে পারতেন। ডান হাতে তানপুরা, বাঁ হাতে বাঁয়া আর দু পায়ে করতাল বাজিয়ে যখন গান গাইতেন, মনে হত, একসঙ্গে অনেক লোক গাইছেন, বাজাচ্ছেন। কালীসাধনার জন্য 'আফতাবউদ্দীন সাধু' নামে পরিচিত ছিলেন। বিখ্যাত ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ তাঁর অনুজ। [৩, ১৩৩]

আবদুর রহমান খাঁ, খানবাহাদুর, আল-হাজ্জ (১৮৯০ - ২৩·১১·১৯৬৪) ভাণ্ডারীকান্দি — ফরিদপুর। বরিশাল জেলা স্কুল·, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ ও ঢাকা কলেজে শিক্ষা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতশাস্ত্রের প্রথম শ্রেণীর এম·এ· (১৯১৩)। ঢাকা ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপনা দিয়ে কর্মজীবন শুরু (১৯১৪)। দীর্ঘদিন শিক্ষাবিভাগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করে ১৯৪৫ খ্রী· সরকারী চাকরি থেকে অবসর-গ্রহণ করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর ঢাকার জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯৫০ খ্রী· বেসরকারী কলেজের শিক্ষাসমিতির প্রেসিডেন্ট হিসাবে ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করেন। রচিত গ্রন্থ: 'কুরআন শরীফ' (বাংলা অনুবাদ ৩ খণ্ড), 'পাঁচ সুরাশরীফ', 'জওয়াহিরুল কুরআন', 'শেষ নবী', 'হাদীস শরীফ' (৩ খণ্ড), 'সহীহ বুখারী শরীফ', 'ইসলাম পরিচিতি', 'ইসলামিক তমদ্দুন ও পাকিস্তান', 'মুসলিম নারী', 'নয়া খুতবা' প্রভৃতি। গণিতশাস্ত্রেও কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচনা করেন। [১৩৩]

আবদুর রহিম মুনশী (১৮৫৯ - ১৪·৭·১৯৩১)। সম্ভবত বসিরহাট—চব্বিশ পরগনার অধিবাসী। সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে প্রকাশিত 'মিহির ও সুধাকর' এবং 'মুসলিম হিতৈষী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ঐস্লামিক ইতিহাস সম্পর্কে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। [১]

আবদুর রহিম, স্যার (সেপ্টেম্বর ১৮৬৭-১৫·৮·১৯৫২) মেদিনীপুর। আবদুর রব।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পরীক্ষায় ইংরেজীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। ১৮৯০ খ্রী. বিলাতে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষা পাশ করে দেশে ফিরে কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবহারজীবী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৯০০-১৯০৩ খ্রী. কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ১৯০৭ খ্রী. ঠাকুর আইন অধ্যাপকরূপে মুসলমানী ব্যবহারশাস্ত্র-সম্পর্কে যে বক্তৃতা করেন তা পরে 'প্রিন্সিপল্‌স্ অফ মহম্মেডান জুরিসপ্রুডেন্‌স্ অ্যাকর্ডিং টু দি সুন্নী অব ল' নামে প্রকাশিত হয়। ১৯০৮ খ্রী. মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি এবং ১৯১০ ও ১৯২০ খ্রী. দু'বার প্রধান বিচারপতি হন। ১৯২১-১৯২৫ খ্রী. বাঙলার এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য, ১৯২৬ খ্রী. বঙ্গীয় আইন পরিষদের ও ১৯৩০ খ্রী. কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য, ১৯৩৩-১৯৩৪ খ্রী. বিরোধী দলের নেতা, ১৯৩৫-১৯৪৫ খ্রী. কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সভাপতি ও বিলাতে অনুষ্ঠিত জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কনফারেন্সে (১৯৩৫) ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ও স্বতন্ত্র নির্বাচনের পক্ষপাতী ছিলেন। লীগের গঠনতন্ত্র রচনায় তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। [৩, ১৩৩]

আবদুর রেজ্জাক খান (জুন, ১৯০০ - ২৮.১.১৯৮৪) হাকিমপুর — চব্বিশ পরগনা। পূর্বপুরুষ ওয়াহাবি বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক ছিলেন। কিশোর বয়স থেকেই বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। সুপরিচিত 'রেশমীরুমাল' দলের মুসলমান তরুণদের নিয়ে বিপ্লবীদল গঠন করেন এবং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর সংস্পর্শে আসেন। বিশের দশকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। সশস্ত্র বিপ্লবীদের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ করে তিনি বিপ্লবীদের সরবরাহ করতেন, এমনকি সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের যুববিদ্রোহের সময়েও তিনি চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের অস্ত্র যোগান দিয়েছেন। হিজলী জেলের শহীদ সন্তোষ মিত্র ছিলেন তাঁর অন্যতম সঙ্গী। বিশের দশকের গোড়াতেই সোভিয়েত রাশিয়া, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিষ্ট মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের দলিলেও তাঁর নাম উল্লেখ আছে। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার পূর্বে বঙ্গদেশে যে চারজন কমিউনিষ্ট ছিলেন, তিনি তাঁদের অন্যতম—অপর তিনজন ছিলেন মুজফ্‌ফর আহমদ, শামসুল হুদা ও আবদুল হামিদ। বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ তিনি বিশের দশকেই বঙ্কিম মুখার্জীর সঙ্গে একযোগে মেটিয়াবুরুজ-ব্যারাকপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শ্রমিক-আন্দোলন সংগঠিত করেন। ১৯২৬ খ্রী. স্থাপিত 'ওয়ার্কার্স এন্ড পেজেন্টস্' পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, ১৯২৯ খ্রী. ঐতিহাসিক চটকল ধর্মঘটে অন্যতম নায়ক ও ১৯৩০-৩৬ খ্রী. বিনা বিচারে কারারুদ্ধ থাকার সময়ে কমিউনিষ্ট কনসলিডেশনের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। মুক্তিলাভের পর ১৯৩৬ খ্রী. সারাভারত কিষাণ সভার প্রতিষ্ঠা হলে তিনি গ্রামবাংলার কৃষকদের মধ্যে গিয়ে কাজ করতে থাকেন। ১৯৪১ খ্রী. কারারুদ্ধ হন এবং ১৯৪৩ খ্রী. কমিউনিষ্ট পার্টি আইনী ঘোষিত হলে মুক্তিলাভ করেন। স্বাধীন ভারতে ১৯৪৮ খ্রী. পার্টি বে-আইনী হলে গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৫২ খ্রী. পর্যন্ত কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯৬৩ খ্রী. পার্টির পক্ষ থেকে রাজ্য সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ খ্রী. হাসনাবাদ কেন্দ্র থেকে বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় ত্রাণমন্ত্রী ছিলেন। তিনি কিছুদিন সাংবাদিকতাও করেছেন। [১৬, ১৪৯]

আবদুল আলী, নওয়াবজাদা, এ.এফ.এম. (১৮৮৩ - ১৯৪৭) কলিকাতা। নওয়াব আবদুল লতিফ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন (১৯০৬)। ঐতিহাসিক ও গবেষণামূলক রচনার জন্য সাহিত্যিক হিসাবে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। 'Bengal Past and Present' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯২১ খ্রী. ভারত সরকারের রেকর্ড-কীপার নিযুক্ত হন। ১৯৩৮ খ্রী. সরকারী চাকরি থেকে অবসর-গ্রহণ করেন। বিভিন্ন সময়ে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ানের কাজ করেছেন। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের ট্রাস্টী বোর্ড ও ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রেকর্ডস্ কমিশনের সেক্রেটারী ছিলেন। রোটারি ক্লাবের তিনিই প্রথম ভারতীয় সভাপতি। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও তার অধিকার-সম্পর্কিত বাদানুবাদে তিনি বলেছিলেন, "পূর্ব বাঙলার মুসলমানগণ বিনীতভাবে বঙ্গভঙ্গ রহিত আইন মানিয়া লইয়াছে। ইহার পুরস্কারস্বরূপ ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পকেট সংস্করণ স্থাপন করা হইতেছে।.....দরিদ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের নাগালের বাহিরে এই আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিলাস মাত্র।" [১৩৩]

আবদুল ওদুদ, কাজী (১৮৯৬ - ১৯.৫.১৯৭০) নদীয়া। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৯১৮ খ্রী. অর্থনীতিতে এম.এ. পাশ করেন। অল্প বয়সেই বাংলা সাহিত্যের সেবা আরম্ভ করেন। প্রথমে ঢাকার ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে বাংলার অধ্যাপনা করেন এবং পরে টেক্সট-বুক কমিটির সেক্রেটারী হন। সুবক্তা হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। মুসলমান সমাজে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন। তাঁর রচিত 'কবিগুরু গ্যেটে' (দু' খণ্ড) বাংলা সাহিত্যের বিশেষ সম্পদ। রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর হৃদয়গ্রাহী আলোচনা বিশেষ মূল্যবান। 'Modernism of Poet Tagore', 'Creative Bengal', 'সমাজ ও সাহিত্য', 'স্বাধীনতা দিনের উপহার', 'শাশ্বত বঙ্গ', 'বাঙলার জাগরণ' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। জীবনের শেষ অধ্যায়ে বিপুল পরিশ্রমে হজরত মহম্মদের জীবনী এবং কোরান অনুবাদ ও প্রকাশ করে গেছেন। বাংলা অভিধানও রচনা করেন। অন্য রচনা 'নবপর্যায়' (দু খণ্ড) 'রবীন্দ্র কাব্যপথ', 'পথ ও বিপথ' (নাটক)। [১৬, ১৩৩]

আবদুল করিম, মৌলবী[১] (১৮৬৩ - ১৯৪৩) শ্রীহট্ট। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অনার্সসহ বি.এ.

পাশ করে (১৮৮৬) কিছুদিন কলিকাতায় আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। পরে স্কুলসমূহের সহকারী ইন্‌স্পেক্টর ও পরে বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টর হন। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে তিনি অন্যতম প্রথম স্কুলপাঠ্য-পুস্তক রচয়িতা। তাঁর লেখা 'ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত' (১৮৯৮) বহুদিন প্রচলিত ছিল। তিনি শ্রীহট্ট ছাত্র সম্মেলনে (১৯১৯), কলিকাতা প্রেসিডেন্সী মুসলিম লীগ সম্মেলনে (১৯৩০), সুরমা উপত্যকা রাষ্ট্রীয় সমিতিতে (১৯২০) ও কলিকাতায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কনফারেন্সের অভ্যর্থনা কমিটিতে (১৯২৮) সভাপতিত্ব করেন। কাউন্সিল অব স্টেটে বাঙলার অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি দিতেন। মুসলমানদের শিক্ষার জন্য ৫০ হাজার টাকার দু'টি বাড়ি দান করেন। [১৩৩]

আবদুল করিম, মৌলবী২। শ্রীহট্ট। সিলেটী নাগরী লিপির সংস্কারক। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইউরোপ ঘুরে এসে তিনি সিলেটী নাগরী বর্ণমালাকে কিছুটা সংশোধন করেন এবং ইসলামিয়া প্রেস নামে একটি ছাপাখানা বসান। শ্রীহট্টের এই ছাপাখানা ও সারদা প্রেস থেকেই সিলেটী নাগরীতে বাংলা বই ছাপা হত। এই লিপির ব্যবহার সিলেটের মুসলমান সমাজে, ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে, ত্রিপুরার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এবং কাছাড়ে বেশি ছিল। [১৬]

আবদুল করিম, সাহিত্যবিশারদ (১৮৭১ - ১৯৫৩) সুচক্রদণ্ডী—চট্টগ্রাম। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি প্রাচীন পুঁথির সংগ্রাহক ও সম্পাদকরূপে খ্যাতিমান ছিলেন। পটিয়া হাই স্কুল থেকে ১৮৯৩ খ্রী· প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে চট্টগ্রাম কলেজে আই·এ· ক্লাশে ভর্তি হন। অসুস্থতার জন্য পড়া শেষ করতে পারেন নি। ২৮ বৎসর স্কুল ইন্‌স্পেক্টর অফিসে কেরানীর কাজ করে ১৯৩৪ খ্রী· চাকরিতে অবসর-গ্রহণ করেন। রচিত গ্রন্থ: 'ভারতে মুসলমান রাজ্য', 'আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য' (এনামুল হক সহ)। সম্পাদিত গ্রন্থ: শেখ ফয়জুল্লাহর 'গোরক্ষবিজয়', রতিদেবের 'মৃগলব্ধ' ও আলিরাজার 'জ্ঞানসাগর'। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। চট্টগ্রামের সুধী সমাজ তাঁকে 'সাহিত্যবিশারদ' উপাধি দেন। [১৩৩]

আবদুল গফুর, কাজী (? - ১৩৪৪ ব·) সুলতানপুর—খুলনা। ১৮/১৯ বছর বয়সে গুরুট্রেনিং পাশ করে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। পরে কম্পাউণ্ডারী পড়েন। ঢাকা মেডিক্যাল স্কুল থেকে পাশ করে সরকারী চাকরি নেন। ভাগলপুরে কাজ করা কালে সেখানে ঊর্ধ্বতন সিভিল সার্জনের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে চাকরি ছেড়ে স্বাধীনভাবে চিকিৎসা-ব্যবসায় শুরু করেন। এক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে উত্থানশক্তিরহিত হন। এই সময় তাঁর স্ত্রী ডাক্তারী শিখে ত্রিপুরা রাজ্যে কাজ নেন এবং স্বামীকে সেখানে স্থানান্তরিত করেন। আগরতলায় কাজী সাহেব ও তাঁর স্ত্রী বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-প্রণালী গ্রহণ করেছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁকে দাহ করা হয়। তাঁর পুত্র রবি কাজী সঙ্গীতজ্ঞ ও শিল্পী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। [১]

আবদুল গফুর সিদ্দিকী (১৮৭৫ - ১৯৬১) খাসপুর—চব্বিশ পরগনা। পুঁথি-সাহিত্য এবং পুরাতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর আলোচনা এবং গবেষণামূলক প্রবন্ধাবলী বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত 'বিষাদ সিন্ধুর ঐতিহাসিক পটভূমি' গ্রন্থটি পাকিস্তান স্থাপনের কিছুকালমধ্যে প্রকাশিত হয়। 'তিতুমীর' তাঁর অপর এক গ্রন্থ। পৈতৃকসূত্রে কলিকাতায় একটি পুঁথিপ্রকাশনীর মালিক ছিলেন এবং সেখান থেকে বহু দোভাষী পুঁথি প্রকাশ করেন। [১৩৩]

আবদুল জব্বর (? - ২১·২·১৯৫২)। পাকিস্তানে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দানের দাবিতে ঢাকায় যে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়, তাতে অংশগ্রহণকালে ইনি এবং রফিক উদ্দিন মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের সামনে পুলিসের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন। [১৮]

আবদুল জব্বার, নবাব, খানবাহাদুর, সি·আই·ই· (১৮৩৭ - ১৯১৮) পাহাড়হাটি—বর্ধমান। গোলাম আসগর জাহেদী। তৎকালীন উচ্চপদ প্রধান সদর আমীনরূপে সাঁওতাল বিদ্রোহীদের (১৮৫৫) ব্যাপারে সরকারপক্ষকে নানা পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেন। ১৮৭৬ খ্রী· প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ও ১৮৮৪ খ্রী· বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। ১৮৯৫ খ্রী· মক্কায় তীর্থ করতে যান। ১৮৯৭ খ্রী· থেকে পাঁচ বছর ভূপালের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। কলিকাতায় বাসকালে মুসলমান সম্প্রদায়ের সকল কাজেই উৎসাহ দেখাতেন। ৩·১২·১৯০৯ খ্রী· টাউন হলে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক সভায় সভাপতিরূপে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ করেন। রক্ষণশীল মুসলমান ছিলেন। মুসলমান মেয়েদের ধর্মশিক্ষার জন্য তিনি দু'টি উর্দু পুস্তিকা ও বাংলা ভাষায় 'ইসলাম ধর্ম পরিচয়' গ্রন্থ রচনা করেন। পুত্র আবদুল মুমিম বঙ্গীয় প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের প্রথম মুসলমান বিভাগীয় কমিশনার। [১৪৯]

আবদুল জব্বার, শেখ (? - ১৯৬৯) হুগলী। দরিদ্র চাষী পরিবারের সন্তান। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে পঞ্চাশের শেষ দশকে কলিকাতায় আসেন। 'স্বাধীনতা' পত্রিকার কিশোর বিভাগে, 'পরিচয়', 'চতুষ্কোণ', 'নন্দন' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের সক্রিয় অংশীদার ছিলেন। কৈশোরোত্তীর্ণ এই কবি অপুষ্টিজনিত রোগে প্রায় বিনা চিকিৎসায় অকালে মারা যান। [৩২]

আবদুল মোমিন (১৯০৬ - ৩০·১০·১৯৮৩) মেহেরপুর—নদীয়া। শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। বিশের দশক থেকে হাওড়া ও কলিকাতার শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৯ খ্রী· চটকল ধর্মঘটের অন্যতম সংগঠক। ১৯৩০ খ্রী· গাড়োয়ান ধর্মঘটে তিনি অন্যতম প্রধান নেতা

ছিলেন। ফলে অন্য নেতাদের সঙ্গে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩১ খ্রী· কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৩৮ খ্রী· বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের সম্পাদক নির্বাচিত হন। চল্লিশের দশকে মধ্যবিত্ত কর্মচারী সংগঠন গড়ে তোলার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৯৪৫ খ্রী· বি·পি·টি·ইউ·সি·-র সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। দীর্ঘদিন কারাবাস করেছেন। [১৬]

আবদুল লতিফ, নবাব, খানবাহাদুর, সি·আই·ই· (১৮২৮ - ১০·৭·১৮৯৩) রাজাপুর—ফরিদপুর। কাজী ফকির মোহম্মদ। ইসলাম ইতিহাসের বিখ্যাত খালিদ বীন ওয়াহীদের বংশধর। কলিকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষা শেষ করে অ্যাংলো-অ্যারাবিক অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। ১৮৪৯ খ্রী· ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ১৮৫২ খ্রী· ম্যাজিস্ট্রেট ও ১৮৫৩ খ্রী· বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার জাস্টিস অফ দি পীস্ নিযুক্ত হন। সরকারী কর্মচারী হলেও নীলকর সাহেবদের অত্যাচার বিষয়ে তিনিই প্রথম আলোকপাত করেন (১৮৫৩)। কলাবোয়ারে কর্মরত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে নীলকরদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রায়তদের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। ১৮৮৪ খ্রী· অবসরগ্রহণের আগে ভারতীয় কর্মচারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ পদ ও বেতনের অধিকারী হন। ১৮৬২ খ্রী· বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার তিনিই প্রথম মুসলমান সভ্য। ১৮৬৩ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন এবং মহামেডান লিটারারী সোসাইটি স্থাপন করেন। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারে সচেষ্ট ছিলেন। ১৮৭০ খ্রী· ওয়াহাবী আন্দোলনের সময় সরকারকে সাহায্য করেন। তুরস্ক ও সার্বিয়ার মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে তুর্কীদের সাহায্যকল্পে একটি সভা আহ্বান করেন (১৮৭৬) এবং তুর্কীর সুলতানকে সাহায্যদানের জন্য মহারাণীর কাছে আবেদন জানান। সুলতান তাঁকে সম্মানজনক উপাধি দিয়েছিলেন। ১৮৮৫ খ্রী· ভূপালের অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। [১, ৮, ২৬, ৩১, ৪১]

আবদুল সামাদ (১৮৯১-৩·২·১৯৬৫)। বর্ধমান। পূর্ণিয়ায় জন্ম। প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়। খালি পায়ে খেলতেন। তাঁকে ফুটবলের যাদুকর বলা হত। এরিয়ান্স-এর দুঃখীরাম মজুমদারের কাছে শিক্ষা। এরিয়ান্স থেকে তাজহাট ক্লাবে ও পরে ই· বি· রেল ক্লাবে যোগ দিয়ে অনেক দিন ঐ দলে খেলেন। ইউরোপীয়দের সঙ্গে খেলায় তাঁর দল হেরে গেলেও বহুবার তিনি বেস্ট প্লেয়ার হিসাবে পুরস্কার পেয়েছেন। মোহনবাগান দলে এবং পরবর্তী কালে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবেও খেলেছেন। দেশবিভাগের পর পূর্ববঙ্গে চলে যান। ১৯৫৭ খ্রী· রেলের চাকরি থেকে অবসর নেন। পূর্ব-পাকিস্তানে ফুটবলের কোচ ছিলেন এবং প্রেসিডেন্ট-পদক লাভ করেন। দিনাজপুরের পার্বতীপুরে তাঁর নিজের বাড়িতে মৃত্যু। [১৫৮]

আবদুল সোভান। ১৮৫৭ খ্রী· সিপাহী বিদ্রোহের সময় ফরিদপুর জেলায় ফেরাজী নায়ক আবদুল সোভান খাজনা হ্রাসের দাবিতে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহাত্মক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আবদুল ওয়াহাব-সৃষ্ট কৃষক আন্দোলন সরকারী দমননীতির ফলে স্তিমিত হয়। বাঙলাদেশে ওয়াহাবী আন্দোলনের সমর্থকদের 'ফেরাজী' নামে অভিহিত করা হত। ফরিদপুর এবং বাখরগঞ্জ অঞ্চলে অনেক পরেও এই আন্দোলন মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে। আমীর খাঁ এমনি এক কৃষক আন্দোলনের নেতা ছিলেন। [৫৫, ৫৬]

আবদুল হাই, মুহম্মদ (১৯১৯ - ৩·৬·১৯৬৯) মরিচা—মুর্শিদাবাদ। মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন (১৯৪১)। প্রথম শ্রেণীর এম·এ· ছিলেন। ১৯৫২ খ্রী· লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধ্বনিবিজ্ঞানে কৃতিত্বের সঙ্গে এম·এ· পাশ করেন। থিসিসের বিষয় ছিল 'A Nasals and Nasalization in Bengali'। বাংলা ভাষাবিজ্ঞান, বিশেষত ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। দেশবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজে বাংলার অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৪৭ খ্রী·-র পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগ দেন। পরে তিনি ঐ বিভাগের অধ্যক্ষ-পদে উন্নীত হয়েছিলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব', 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', 'Traditional Culture in East Pakistan' (ড· শহীদুল্লাহ সহযোগে)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে 'সাহিত্য পত্রিকা'র প্রকাশন ও সম্পাদনা তাঁর অন্যতম কীর্তি। [৩২, ১৩৩]

আবদুল হাকিম (আনু· ১৬২০ - ১৬৯০) চট্টগ্রাম। শাহ আবদুর রজ্জাক। তাঁর কাব্যগ্রন্থ : 'ইউসুফ জালিখা', 'লালমতী', 'সয়ফুলমুলক', 'শিহাবুদ্দীন-নামা', 'নূর-নামা', 'নসীহৎ-নামা', 'চারি মকাম ভেদ', 'কারবালা ও শহর-নামা' এককালে ত্রিপুরা থেকে বাখরগঞ্জ পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। [১৩৩]

আবদুল হামিদ খান ইউসুফজায়ী (১৮৪৫ - ১৯১০?) চাড়ান—ময়মনসিংহ। এই কবির রচিত কাব্যগ্রন্থ 'উদাসী' (১৯০০) তিনটি কাহিনীকাব্যের সঙ্কলন (উদাসী, কিরণপ্রভা ও অরুণভাতি)। ইনি এবং মীর মশাররফ হোসেন একই সময়ে ময়মনসিংহ দেলদুয়ার এস্টেটের দুই অংশের ম্যানেজার ছিলেন। 'আহমদী' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। মীর মশাররফ হোসেনের 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' উপন্যাসে ইনি একটি প্রধান চরিত্ররূপে অঙ্কিত হয়েছেন। [১৩৩]

আবদুল হামিদ খান ভাসানী, মৌলানা (১৮৮০ - ১৭·১১·১৯৭৬) ধানগড়া—পাবনা। হাজী শরাফৎ আলী খান। বাল্যকালে নাম ছিল 'চোগা মিয়া'। ১০ বছর বয়সে টাঙ্গাইলে মক্তবের পড়া শেষ করে যুক্তপ্রদেশের দেওবন্ধে বিদ্যার্জনের জন্য যান। তারপরেই রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ২৮ বছর বয়সে ১৯০৪ খ্রী· আসামে কুখ্যাত 'লাইন প্রথা'র বিরুদ্ধে আন্দোলনে সক্রিয় হন ও গারোদের খ্রীষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে বাধা

দেওয়ার জন্য একটি ঐস্লামিক সংগঠনে যোগ দেন। মক্কাতে তীর্থ করা সেরে তিনি ১৯১৯ খ্রী· খিলাফৎ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হন। ছাড়া পেয়ে বিপ্লবী অনুশীলন দলে যোগ দেন ও বৈপ্লবিক কার্যকলাপের জন্য ১৯২৪ খ্রী· গ্রেপ্তার হন। কৃষক আন্দোলনকে সংগঠিত করাই তাঁর প্রধান রাজনৈতিক কাজ ছিল। এইজন্য বহিষ্কৃত হয়ে আসামে চলে যান। সেখানে প্রবাসী বাঙালীদের অধিকারের জন্য লড়াই করেন ও ১৩ বার জেল খাটেন। ১১ বছর প্রাদেশিক আইনসভায় বাঙালীদের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৩৬ খ্রী· লাহোরে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের অধিবেশনের পরে তিনি আসামে তার শাখা গঠন করেন ও তার সভাপতি হন। ১৯৪২ খ্রী· ভাসানীচরের ঐতিহাসিক কৃষক সম্মেলনে তীব্র ভাষণের জন্য 'ভাসানী' উপাধি পান। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৪৮ খ্রী· পূর্ব-পাকিস্তানে ফিরে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে জড়িত হন। ঐ বছরই মুসলিম লীগ ত্যাগ করে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করে টাঙ্গাইল থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পূর্ব-পাকিস্তানের পরিষদ-সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৯ খ্রী· ঐতিহাসিক ভূখা মিছিলের পর গ্রেপ্তার হলে ১৯৫০ খ্রী· অনশন ধর্মঘটের ফলে ছাড়া পান। পুনরায় ১৯৫২ খ্রী· ভাষা আন্দোলনের জন্য গ্রেপ্তার হন। ১৯৫৬ খ্রী· ফজলুল হক ও সোহ্‌রাবর্দীর সঙ্গে তাঁর দল যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। ১৯৫৭ খ্রী· প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি নিয়ে সোহ্‌রাবর্দীর সঙ্গে মতান্তর হলে আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করেন। ১৯৫৪ খ্রী· বিশ্বশান্তি কংগ্রেসে স্টকহমে বিশ্বশান্তি সম্মেলনের সভাপতি হয়ে ইউরোপ যান ও পূর্ববাঙলার দাবিদাওয়া নিয়ে প্রচার করেন। দেশে ফিরে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও ১৯৫৮ খ্রী· আয়ুব-বিরোধী আন্দোলনে যোগদানের জন্য তাঁকে ৫ বছর অন্তরীণ করে রাখা হয়। ১৯৬২ খ্রী· অন্তরীণ অবস্থায় অনশন ধর্মঘট করেন। ১৯৬৩ খ্রী· গণচীনের জাতীয় দিবসের উৎসবে যোগদানের জন্য চীন ও জাপান যান। ১৯৬৫ খ্রী· কিউবায় ত্রিদেশীয় সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৬৮ খ্রী· সরকারী ভবন ইত্যাদি ঘেরাও আন্দোলন শুরু হলে ১৪৪ ধারা অমান্য করেন ও আয়ুবের গোল টেবিলের বৈঠক বর্জন করেন। ১৯৭১ খ্রী· মুক্তিযুদ্ধের সময় অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে অসুস্থ থাকায় সক্রিয়ভাবে কিছু না করতে পারলেও জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন। পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিলেও পাকিস্তানের মিত্র চীনের বিরুদ্ধে কখনও কিছু বলেন নি। ১৯৭২ খ্রী· স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে অবাধ সীমান্ত বাণিজ্য ও অসম বাণিজ্য চুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯৭৪ খ্রী· সর্বদলীয় খাদ্য কমিটি গড়ে সীমান্তের চোরা চালান, কালোবাজারী, সরকারী দুর্নীতি দমন ও খাদ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস করার জন্য অনশন শুরু করেন। ১৯৭৬ খ্রী· টাঙ্গাইলের সন্তোষে 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়', 'কাগমারী মহম্মদ আলি কলেজ' ও পাঁচবিবির 'নজরুল কলেজ' তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। [১৬]

আবদুল হালিম (৬·১২·১৯০১ - ২৯·৪·১৯৬৬)। কেউবুড়ী—বর্ধমান। আবুল হোসেন। বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলার অন্যতম পথিকৃৎ। শিশুকালে মা-বাবার মৃত্যু হয়। নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে চাকরির সন্ধানে কলিকাতায় আসেন এবং নিজ উদ্যোগে বাংলা ও ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করেন। ১৯২১ খ্রী· চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ফলে গ্রেপ্তার হন ও ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। মুক্তির পর কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কাজে মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদ ও আবদুর রেজ্জাক খানের সহযোগী হন। তাঁদের সাহায্য করতেন বুক কোম্পানীর কুতুবুদ্দিন আহ্‌মদ। নজরুল ইসলামের পরিচালতি 'লাঙল' (১৯২৫) ও ১৯২৬ খ্রী·মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদের উদ্যোগে প্রকাশিত 'গণবাণী' পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯২৫ খ্রী· গঠিত লেবর স্বরাজ পার্টির হেমন্তকুমার সরকার, সাহিত্যিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অ্যাডভোকেট অতুল গুপ্তর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। ১৯২৬ খ্রী· এই পার্টির নাম পরিবর্তন করে হয় 'ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজেন্টস পার্টি'। তিনি এই পার্টির কাজ পরিচালনা করেন। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদ ১৯২৯ - ৩৬ খ্রী· জেলে আবদ্ধ থাকা কালে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার গুরুদায়িত্ব তিনি বহন করেছেন। ১৯৩০ খ্রী· 'কার্টার্স স্ট্রাইক'-এর সময় ইস্তাহার প্রকাশ করে কারারুদ্ধ হন। ১৯৩০ - ৩২ খ্রী· ৮ জন সর্বক্ষণের কর্মীকে নিয়ে তিনি কর্মীদের মার্ক্সবাদী পুস্তকাদি পড়ান ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন পার্টি গ্রুপগুলিকে একসূত্রে বাঁধার কাজ করেছেন। ১৯৩৩ খ্রী· তাঁর উদ্যোগে এবং রণেন সেন ও সোমনাথ লাহিড়ীর সহযোগিতায় কলিকাতায় গোপনে কমিউনিস্ট পার্টির একটি সারা ভারত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে যে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হয় তিনি তার সদস্যপদ লাভ করেন। আমৃত্যু তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের সদস্য ছিলেন। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার কাজ পরিচালনা করেন। ১৯৩১ - ৩৪ খ্রী· তাঁর সহায়তায় 'ছাত্র লীগ' গঠিত হয়। ১৯৪৪ খ্রী· পর্যন্ত তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। ১৯৩৪ খ্রী· পর্যন্ত বাংলা ও হিন্দীতে বেশ কয়েকটি পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ সময় প্রকাশক, সম্পাদক, লেখক হিসাবে গ্রেপ্তার হয়েছেন। ১৯৩৪ - ৩৮ খ্রী· কারাগারে থাকার সময়ে বন্দীদের মধ্যে মার্কসবাদের প্রচার করেছেন। ১৯৪০ - ৪২ খ্রী· ও ১৯৫০ - ৫২ খ্রী· নিবর্তনমূলক আটক আইনে বিভিন্ন জেল ও বন্দীশিবিরে আটক থাকেন। দীর্ঘদিন আত্মগোপন করে পার্টির কাজ করেছেন। ১৯৫৫ - ৫৬, ৫৮ - ৫৯ খ্রী· কয়েকবার ট্রাম ও খাদ্য আন্দোলনে গ্রেপ্তার হয়েছেন। নভেম্বর ১৯৬২ খ্রী· ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হয়ে মার্চ ১৯৬৪ খ্রী·

পর্যন্ত আটক থাকেন। জুলাই ১৯৬৫ খ্রী· পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে মৃত্যুর মাত্র ১০ দিন আগে ছাড়া পান। কমিউনিস্ট সাহিত্য প্রকাশের উদ্যোগে 'গণশক্তি পাবলিশিং হাউস' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রচিত পুস্তক: টীকা সহ কমিউনিস্ট ইশতেহার, কমিউনিজম, রুশিয়ার গণআন্দোলন প্রভৃতি। ১৯৫২ খ্রী· নির্বাচন থেকে আমৃত্যু বিধান পরিষদের সদস্য ছিলেন। [৮২]

আবদুল্লাহেল কাফী, মওলানা মোহাম্মদ (১৯০০-১৯৬০)। সুলতানপুর—চট্টগ্রাম। পিতা মওলানা আবদুল হাদী দিনাজপুর জেলার বস্তিআড়া গ্রামে স্থায়িভাবে বাস করতেন। বাল্যে মাতার কাছে উর্দু ও ফারসী এবং পিতার কাছে আরবী ভাষা শেখেন। কলিকাতা মাদ্রাসা থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পাশ করেন। সেন্টজেভিয়ার্স কলেজে বি·এ· পড়ার সময় (১৯১৯) খিলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ইংরেজী শিক্ষা বর্জন করেন। এই সময় 'আলহেলাল' পত্রিকার সম্পাদক মওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফত কমিটির পক্ষ থেকে ঢাকায় পাঠান। পরে কলিকাতায় ফিরে আকরম খাঁ সম্পাদিত খিলাফত কমিটির মুখপত্র উর্দু দৈনিক পত্রিকা 'যামানা'র সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন এবং সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক গ্রেপ্তার হলে (১৯২১) পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জমঈয়াতে উলামায়ে বাংলার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন (১৯২২)। ১৯২৪ খ্রী· নিজে সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সত্যাগ্রহী' প্রকাশ করেন। হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দীর সহকারিরূপে ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট মুসলিম পার্টির সংগঠন ও প্রচার-কাজে অংশ নেন। ঐ দলের সেক্রেটারীও হয়েছিলেন। কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেবার পূর্ব পর্যন্ত (১৯৩০) সমগ্র বাঙলা দেশে, বিশেষ করে উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব বাঙলায় ব্যাপকভাবে ইসলামী প্রচারকার্য চালান এবং অনেক ঈদ্‌গা ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন। আইন অমান্য আন্দোলনে বক্তৃতা দেওয়ায় গ্রেপ্তার হন। রংপুর জেলার হারাগাছ বন্দরে অনুষ্ঠিত উত্তরবঙ্গ আহলে হাদীস সম্মেলনে (১৯৩৫) বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত জাতীয়তাবাদী মুসলিম কনফারেন্সে (১৯৪০) এবং নিখিল ভারত আহলে হাদীস সম্মেলনে (১৯৪৪ ও ১৯৪৫) যোগ দেন। ১৯৪২ খ্রী· পবিত্র হজব্রত পালন করেন। তাঁর প্রথম মাসিক পত্রিকা 'তর্জমানুল হাদীস' ১৯৪৯ খ্রী· প্রকাশ করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ও সম্পাদনায় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'আরাফাত' আত্মপ্রকাশ করে (১৯৫৭)। উর্দু ও আরবী ভাষায় ক্ষুদ্র-বৃহৎ ২৬টি গ্রন্থ রচনা করেন। আবদুল্লাহেল বাকী তাঁর অগ্রজ। [১৩৩]

আবদুল্লাহেল বাকী, মওলানা মোহাম্মদ (১৮৮৬/৯০ - ১৯৫২)। সুলতানপুর—চট্টগ্রাম। পিতা মওলানা আবদুল হাদী (১৮৪১ - ১৯০৬) কোরান, হদীস, ফিক্‌হ প্রভৃতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। মাতা উম্মে সালামও ধর্মপরায়ণা ছিলেন। ধর্মমতের জন্য পিতা স্বগ্রাম ছেড়ে দিনাজপুরের বস্তিআড়া গ্রামে স্থায়িভাবে বাস করতে থাকেন। মোহাম্মদ বাকী প্রথমে রংপুরের এক মাদ্রাসায় পড়েন, পরে উত্তর ভারতের কানপুরে জামিউল উলুম নামে মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে আরবী সাহিত্য, ইতিহাস ও হদীস-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কুড়ি বছর বয়সে পিতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁর স্থলে উত্তরবঙ্গস্থ জামা-আতে আহলে হাদীসের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দেশের শিক্ষিত সমাজের জন্য গঠিত তদানীন্তন মুসলিম প্রতিষ্ঠান 'আনজুমান-ই উলামা-ই-বাংলা'র সংগঠনে তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। খিলাফত এবং অসহযোগ আন্দোলনেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। আইন অমান্য আন্দোলনে গ্রেপ্তার হন (১৯৩০)। ১৯৩২ খ্রী· ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে কারাবরণ করেন। পরে তিনি ফজলুল হক গঠিত প্রজা আন্দোলনে যোগ দেন (১৯৩৩) এবং ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন (১৯৩৪)। পাকিস্তান আন্দোলন জোরদার হলে মুসলিম লীগে যোগ দেন (১৯৪৩)। অবিভক্ত বাঙলার ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য (১৯৪৬) এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি ও পরে সভাপতি ছিলেন। তিনি একই সঙ্গে পূর্বপাকিস্তান প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদ, পাকিস্তান গণ-পরিষদ ও কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। 'পীরের ধ্যান' নামে এক পুস্তিকা এবং কোরান, হদীস ও ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। [১৩৩]

আবুবকর সিদ্দীক, মওলানা (১২৫৩ - ১৩৪৫ ব·) ফুরফুরা—হুগলী। হুগলী মাদ্রাসায় উচ্চশিক্ষালাভ। কলিকাতার বিখ্যাত সাধক সুফী ফতেহ আলীর স্নেহভাজন ছিলেন। ইসলাম প্রচার, মুসলিম সমাজ থেকে অনাচার ও কুসংস্কার দূরীকরণ ও ইসলামবিরোধী আক্রমণ-প্রতিরোধকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। বিশিষ্ট বক্তা ও লেখক হিসাবে সুপরিচিত হন। 'সুন্নাত আল জামাত', 'হানাফী', 'শরিয়তে এসলাম', 'হেদায়াৎ', 'নেদায়ে ইসলাম' প্রভৃতি মুসলিম বাঙলার পুনর্জাগরণের অগ্রদূতরূপী বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। অনেকগুলি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা। [১৩৩]

আবু মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, সৈয়দ। পূর্ববাঙলার সিরাজগঞ্জের অধিবাসী ছিলেন। স্বদেশী যুগের একজন প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী স্বদেশপ্রেমী কবি। 'নব্যভারত' ও অন্যান্য পত্রিকায় লিখতেন। রচিত কাব্যগ্রন্থ: 'নব উদ্দীপনা', 'উচ্ছ্বাস' প্রভৃতি। [১৪৯]

আবুল ফজল (১·৭·১৯০৩ - ১৯৮৩) চট্টগ্রাম। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ মিলিয়ে বাংলায় বহু বই লিখেছেন। মননশীলতার চর্চা, তথ্য ও যুক্তির বিচার করে সার গ্রহণের উদ্দেশ্যে ১৯২৬ খ্রী· ঢাকায় গঠিত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এই সমিতির প্রকাশিত সংকলন-গ্রন্থের নাম অনুসারে এই গোষ্ঠী 'শিখা' গোষ্ঠী নামে পরিচিত হয়েছিল এবং গোষ্ঠীর আন্দোলনের নাম হয়ে দাঁড়িয়েছিল 'বুদ্ধির মুক্তি

আন্দোলন।' চট্টগ্রামে স্কুল-শিক্ষকরূপে, পরে কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজে, এবং দেশবিভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানে চলে গিয়ে অধ্যাপনা-কাজে যুক্ত ছিলেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও পরে সরকারের মুখ্য শিক্ষা উপদেষ্টা হয়েছিলেন। 'সমকালীন চিন্তা' তাঁর রচনা সংকলন। 'চৌচির', 'সাহসিকা', 'প্রদীপ ও পতঙ্গ', 'জীবন পথের যাত্রী', 'রাঙ্গা প্রভাত' ও 'পরিবর্তন' তাঁর রচিত উপন্যাস। অন্যান্য রচনা 'মাটির পৃথিবী', 'বিচিত্র কথা' প্রভৃতি। [১৭]

আবুল ফজল আবদুল করিম, মৌলবী খন্দকার (? - ১৯৪৬) সেহরাতৈল—টাঙ্গাইল। সম্পূর্ণ কোরান শরীফ বাংলায় (মূল আরবীসহ) অনুবাদ এবং আমপারার কাব্যানুবাদ করেন। প্রথমে টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী হাই স্কুলের হেড মৌলবী ও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানায় আরবী ও ফারসীর প্রুফ-রীডার হন। অবসর-গ্রহণের পর কলিকাতায় 'দারুল ইশারত' নামে একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে করেন। [১৩৩]

আবুল বরকত (? - ২১·২·১৯৫২)। পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনের শহীদ। এম·এ· (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) ক্লাশের ছাত্র ছিলেন। [১৮]

আবুল হায়াত, জনাব (১৮৮৯ - ৮·৩·১৯৬৮)। কৃষক আন্দোলনের এই কর্মী ১৯৩৬ খ্রী· থেকেই কৃষক সভার কাজ করতেন। সারা ভারতের কৃষক কমিটির সভ্য, অনেক বছর বর্ধমান জেলার কৃষক কমিটির সভাপতি ও প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের (১৯৪৫) সভাপতি-পরিষদের সভ্য ছিলেন। [১২৮]

আবু সয়ীদ আইয়ুব (১৯০৬ - ২১·১২·১৯৮২) কলিকাতা। পিতা আবুল মকারেদ আব্বাস বড়লাটের করণিক বিভাগে কাজ করতেন। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, দার্শনিক, সাহিত্যপ্রেমী ও রবীন্দ্রকাব্য এবং সঙ্গীতের রসজ্ঞ ব্যাখ্যাতা। এই অবাঙালী পরিবার তিন পুরুষ ধরে কলিকাতায় বাস করেও বাংলাভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। কিশোর আইয়ুব উর্দু পত্রিকা 'কাহকুশান'-এ রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির গদ্যানুবাদ পড়ে এমন মুগ্ধ হন যে রবীন্দ্রনাথকে জানতে ১৬ বছর বয়সে বাংলা শিখলেন। পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে এম·এস-সি· পড়তেন। এই সময়েই কিছুদিন সি· ভি· রমনের সঙ্গে গবেষণার সুযোগ পান। অসুস্থতার জন্য এম·এস-সি· পরীক্ষা দেওয়া হয় নি। পরের বছরই দর্শনবিভাগের ছাত্র হন। ১৯৩৩ খ্রী· দর্শনশাস্ত্রে এম·এ· পাশ করার পর হোয়াইটহেড-এর ফিলসফি অব্ বিউটি-র উপর গবেষণা করেন। এর কিছুকাল পরেই 'পরিচয়' সাহিত্যগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। তাঁর প্রথম বাংলা প্রবন্ধ 'বুদ্ধিবিভ্রাট ও অপরোক্ষানুভূতি' এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে 'কবিতা' ও 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায়ও প্রবন্ধ লিখেছেন। ১৯৪০ খ্রী· তিনি ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'আধুনিক বাংলা কাব্য'-র প্রথম সংকলন করেন। দুবার প্রেসিডেন্সী কলেজে অস্থায়ীভাবে এবং কৃষ্ণনগর কলেজে শিক্ষকতা করেছেন। ১৯৪৯ খ্রী· ফ্যাসীবিরোধী লেখক গোষ্ঠীর সহ-সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯৫০ খ্রী গবেষণা ও অধ্যাপনার কাজে বিশ্বভারতীতে যোগ দেন; কিন্তু অসুস্থতার জন্য এক বছর পর সেই কাজ ছাড়েন। ড· রাধাকৃষ্ণণ সম্পাদিত 'ফিলসফি ইস্ট অ্যাণ্ড ওয়েস্ট' গ্রন্থে হোয়াইটহেড ও মার্কসের দর্শনের উপর লেখার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। ১৯৫৪ - ৫৬ খ্রী· রকফেলার ফাউণ্ডেশন ফেলো হিসাবে 'মার্কসিস্ট থিওরী অব ভ্যালু' নিয়ে গবেষণা করেন। ১৯৫৬ খ্রী· ছাত্রী গৌরী দত্তের সঙ্গে বিবাহ হয়। তাঁর সাহিত্যকর্মে স্ত্রীর সহায়তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৭ - ৬৭ খ্রী· 'কোয়েস্ট' পত্রিকার সম্পাদক, ১৯৬১ খ্রী· মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতচর্চা বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য, ১৯৬৯ - ৭১ খ্রী· সিমলার ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজ-এর ফেলো ছিলেন। পারকিনসনিজম রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৭৪ খ্রী· থেকে শয্যাশায়ী হলেও তাঁর সাহিত্য-কর্ম অব্যাহত থাকে। জীবনের বেশির ভাগ সময়ই তিনি কাটিয়েছেন তন্নিষ্ঠ রবীন্দ্রচর্চায়। রচিত গ্রন্থ: 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ', 'পোয়েট্রি অ্যাণ্ড ট্রুথ', 'পান্থজনের সখা', 'ভ্যারাইটিজ অব এক্সপিরিয়েন্স', 'গালিবের গজল থেকে', টেগোর্স কোয়েস্ট', 'পথের শেষ কোথায়' প্রভৃতি। রবীন্দ্র পুরস্কার, সাহিত্য আকাডেমি পুরস্কার এবং 'দেশিকোত্তম' উপাধি লাভ করেন। [১৬]

আবুল হুসেন[১] (১২৬৯ ব· - ?) বাগনান—হুগলী। কলিকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষা শেষ করে বিলাত ও পরে ইউরোপ থেকে আমেরিকা যান। সেখানে চিকিৎসাবিদ্যায় এম·ডি· উপাধি পান। গ্রন্থকার হিসাবেই তিনি বিশেষ পরিচিত। নিজ উদ্ভাবিত হোসেনী-ছন্দে 'স্বর্গারোহণ', 'যমজ ভগিনী', 'জীবন্ত পুতুল' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। [১]

আবুল হুসেন[২] (৬·১·১৮৯৭ - ১৫·১০·১৯৩৮) কাউরিয়া—যশোহর। অর্থবিদ্যায় এম·এ· ও বি·এল· পাশ করে প্রথমে কলিকাতায় হেয়ার স্কুলে ও পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগে লেকচারার ও মুসলিম হলের হাউস টিউটররূপে কাজ করেন। ১৯৩১ খ্রী· 'মাস্টার অব ল' ডিগ্রী লাভ করে কলিকাতা বার-এ যোগ দেন। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই ডিগ্রী পান। রচিত গ্রন্থাবলী: 'বাঙালী মুসলমানের শিক্ষাসমস্যা', 'বাঙলার নদীসমস্যা', 'বাঙলার বলশী', 'শতকরা পয়তাল্লিশের জের', 'সুদ—রিবা ও রেওয়াজ', 'নিষেধের বিড়ম্বনা', 'Helots of Bengal', 'Religion of Helots of Bengal', 'Development of Muslim Law in British India'। বহু পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও বাঙলার বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত ওয়াকফ আইনের মূল খসড়ার রচয়িতা। [৩২, ১৩৩]

আবু হোসেন সরকার (১৮৯৪ - ১৯৬৯) রংপুর। ছাত্রাবস্থায় স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত থাকায় ১৯১১ খ্রী· গ্রেপ্তার হন। ১৯১৫ খ্রী· প্রবেশিকা ও পরে বি·এল· পাশ করে রংপুরে ওকালতি শুরু করলেও কংগ্রেসের জাতীয়

আন্দোলনে ব্যস্ত থাকেন। কয়েকবার কারাবরণ করেন। কংগ্রেসের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় ১৯৩৫ খ্রী· ফজলুল হকের সহকর্মী হিসাবে কৃষক প্রজা পার্টির নেতা হন এবং ১৯৩৬ খ্রী· ঐ পার্টির টিকিটে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনীতিতে যোগ দেন। ১৯৫৪ খ্রী· প্রাদেশিক নির্বাচনে তিনি ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী ও সুহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে সম্মিলিত বিরোধী দলীয় যুক্তফ্রন্টের টিকিটে প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ খ্রী· অল্পদিনের জন্য পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম মন্ত্রী এবং জুন ১৯৫৫ - আগস্ট ১৯৫৬ খ্রী· পূর্ব-পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের অন্যতম নেতা (১৯৬৭)। [১৩৩]

আব্বাস উদ্দীন আহ্‌মদ (২৭·১০·১৯০১ - ৩০·১২·১৯৫৯) বলরামপুর—কুচবিহার। জাফর আলী আহ্‌মদ। প্রখ্যাত পল্লীগীতিগায়ক। শৈশবে বলরামপুরে ও পরে কুচবিহারে এবং রাজশাহী কলেজে শিক্ষালাভ করেন। এই কণ্ঠশিল্পী কাজী নজরুলের সহায়তায় কলিকাতায় এসে গ্রামোফোন রেকর্ডে গান করেন। তাঁর প্রথম রেকর্ড 'কোন্ বিরহীর নয়নজলে বাদল ঝরে গো'। তাঁর রেকর্ড-করা গানের সংখ্যা কমপক্ষে সাত শ'। তিনি ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী প্রভৃতি গানই বেশি রেকর্ড করেছেন। শহুরে জীবনে লোকগীতিকে জনপ্রিয় করার কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য। বাঙলার মুসলমানসমাজকে উদ্দীপ্ত করেছিলেন ইসলামী গান গেয়ে। পল্লীগীতির সংগ্রাহক কানাইলাল শীলের কাছে কৃতজ্ঞ ছিলেন। ক্লাসিকাল গান শিখেছিলেন ওস্তাদ জমীরুদ্দীন খাঁর কাছে। পিয়ারু কাওয়ালের ট্রেনিং-এ ৮খানি উর্দু গানও রেকর্ড করেছিলেন। ৪টি মাত্র ছবিতে অংশ নিয়েছিলেন। দেশবিভাগের পর ঢাকায় চলে যান। কলিকাতায় থাকতে বাঙলা সরকারের কৃষি দপ্তরে ও পরে রেকর্ডিং এক্সপার্ট-এর পদে কাজ করতেন। ১৯৫৫ খ্রী· ফিলিপিনে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সঙ্গীত সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৫৬ খ্রী· জ্যেষ্ঠপুত্র মোস্তাফা কামালসহ জার্মানীতে আন্তর্জাতিক লোকসঙ্গীত কাউন্সিলের অধিবেশনে অংশ নেন। ১৯৫৭ খ্রী· প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে রেঙ্গুন যান। রচিত গ্রন্থ: 'আমার শিল্পী জীবনের কথা'। সুগায়িকা ফেরদৌসি রহমান তাঁর কন্যা। [১৩৩, ১৪৯]

আভা দে (? - ১৯৩৮ ?)। ১৯৩০ খ্রী· 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে বেআইনী শোভাযাত্রা ও সভায় যোগদান করে কারারুদ্ধ হন। ১৯৩২ খ্রী· স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভা ভাঙবার জন্য একজন পুলিস ঘোড়সওয়ারের গতিরোধ করতে গিয়ে তিনি ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে এক মহিলাকে বাঁচান এবং অনেকের সঙ্গে গ্রেপ্তার হন। মুক্তি পেয়ে বিপ্লবী দলে যোগ দেন। 'ছাত্রী সঙ্ঘ'-র পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত কলিকাতা থেকে বর্ধমান পর্যন্ত সাইকেল রেসে তিনি প্রথম হন। বিপ্লবী কাজ করার সময় বহু বিআইনী জিনিস ও অর্থ তাঁর কাছে গচ্ছিত থাকত। কিন্তু নিজে তিনি দারিদ্র্যের পীড়নে সকলের অজান্তে বেরিবেরি রোগে অকালে মারা যান। [২৯]

আমীর আলী, সৈয়দ, স্যার (৬·৪·১৮৪৯ - ৩·৮·১৯২৮) চুঁচুড়া—হুগলী। ১৮৬৮ খ্রী· এম·এ· ও পরে বি·এল· পাশ করে হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। কিছুদিন পর সরকারী বৃত্তি পেয়ে বিলাত যান। ১৮৭৩ খ্রী· ব্যারিস্টার হয়ে কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। ১৮৭৩ - ১৮৭৮ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজে মুসলমান আইনের ও ১৮৮৪ খ্রী· ঠাকুর আইনের অধ্যাপক, ১৮৭৮ - ১৮৮১ খ্রী· কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট এবং ১৮৯০ খ্রী· কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম মুসলমান বিচারপতি নিযুক্ত হন। ১৯০৪ খ্রী· অবসর গ্রহণ করে বিলাতে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন। বিভিন্ন সময়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, হুগলী ইমামবাড়ার সভাপতি, সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহমেডান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এবং ১৯০৯ খ্রী· লণ্ডন প্রিভি কাউন্সিলের প্রথম ভারতীয় সদস্য ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন। মর্লি-মিন্টো শাসনসংস্কারে মুসলমানদের রাজনৈতিক দাবির উপর যে স্বতন্ত্র গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল তার মূলে তিনি ছিলেন। মুসলিম লীগের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতাদর্শের সমর্থক ও লণ্ডন শাখার উৎসাহী কর্মকর্তা ছিলেন। রচিত গ্রন্থাবলী: 'এ ক্রিটিক্যাল এগ্‌জামিনেশন অব দি লাইফ অ্যাণ্ড টিচিংস্ অব মহম্মদ', 'দি স্পিরিট অব ইসলাম', 'শর্ট হিস্ট্রি অব দি স্যারাসেন্‌স্', 'মহমেডান ল', 'হিস্ট্রি অব মহামেডান সিভিলাইজেশন ইন ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি। [১, ২, ৩, ৭, ২৫, ২৬, ৪১, ১৩৩]

আর্জমন্দ আলী চৌধুরী (১৮৬৫ - ১৯২৩) ভাদেশ্বর—শ্রীহট্ট। কবি, ঔপন্যাসিক ও সঙ্গীতজ্ঞ। তাঁর রচিত 'প্রেমদর্শন' (১৮৯১) বাঙালী মুসলমান লিখিত প্রথম সামাজিক উপন্যাস বলে বিবেচিত হয়। 'হৃদয়-সঙ্গীত' কাব্যে তাঁর কতকগুলি গান ও কবিতা প্রকাশিত হয়। এই কবি ৩০/৩৫ বছর বয়সে অন্ধ হয়ে যান। [১৩৩]

আলতাফ হুসাইন (১৯০০-১৯৬৮) শ্রীহট্ট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম·এ· পাশ করে ১৯৩৭ খ্রী· পর্যন্ত বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। ১৯৩৮ খ্রী· বাঙলা সরকারের জনসংযোগ বিভাগের ডিরেক্টর ও ১৯৪৩ খ্রী· ভারত সরকারের প্রেস উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। ১৯৩৪ খ্রী· থেকে 'আইন-উল-মূলক' ছদ্মনামে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করতেন। ১৯৪৫ খ্রী· সরকারী চাকরি ছেড়ে দিল্লী থেকে প্রকাশিত মুসলিম লীগের মুখপত্র 'ডন' পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করে খ্যাতি অর্জন করেন। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর

'ডন'-এর সম্পাদক হিসাবে করাচীতে স্থায়িভাবে বসবাস করেন। পাকিস্তান সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৯৬৫ খ্রী· আয়ুব খানের মন্ত্রিসভায় শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ দফতরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য হওয়ায় সম্পাদনার কাজ ছেড়ে দেন। প্রেসিডেন্ট কর্তৃক তিনি 'হেলালে কায়েদে আজম' খেতাব লাভ করেন। সোভিয়েত রাশিয়াসহ প্রাচ্যের বহু দেশ ভ্রমণ করেন। রচিত গ্রন্থাবলী: আল্লামা ইকবালের 'শেক্ওয়া' ও 'জওয়াব-ই শেক্ওয়া'র অনুবাদ 'India—The Last Ten Years' প্রভৃতি। [১৩৩]

আলাউদ্দীন খাঁ (৮·১০·১৮৬২ - ৬·৯·১৯৭২) শিবপুর—ত্রিপুরা। সদু খাঁ। সঙ্গীত-জগতের প্রতিভাধর পুরুষ—'সেনী ঘরানা'র সঙ্গীতসুধা যা রাজদরবারে আবদ্ধ ছিল, তার বন্ধনমুক্তি ঘটিয়ে তিনিই তাকে সাধারণের কাছে নিয়ে আসেন। শৈশবেই সেতারী পিতার কাছে সেতার শেখেন। যাত্রার সঙ্গীতে আকর্ষণ বোধ করতেন। জারী, সারি, বাউল, ভাটিয়ালী প্রভৃতি গীত ও বাঙলার কীর্তন, পীরের পাঁচালী-জাতীয় ধর্ম-সঙ্গীতের মাধ্যমে তিনি সুরজগতের সঙ্গে পরিচিত হন। একদিন এই সুরের আকর্ষণেই বরিশালের 'নাগ-দত্ত সিং' যাত্রাদলের সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। ঘুরতে ঘুরতে কলিকাতায় হাজির হন। সঙ্গীতশিক্ষা-মানসে এখানে প্রায় ভিক্ষা করে জীবন কাটান। পরিচয়হীন বালক গান গেয়ে পাথুরিয়াঘাটার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে মুগ্ধ করলেন। তাঁরই ব্যবস্থাপনায় গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর (নুলো গোপাল) কাছে গানের তালিম নিতে থাকেন। গলা সাধার সঙ্গে সঙ্গে মৃদঙ্গ ও তবলা বাজনাও শিখতে থাকেন। ৭ বছর পর ১৯০৩ খ্রী· গোপালচন্দ্রের মৃত্যুর পর 'ষ্টার থিয়েটারে'র সঙ্গীত-পরিচালক হাবু দত্তের সংস্পর্শে আসেন। এখানে তিনি বেহালা ও বংশীবাদনে খ্যাত হন এবং তবলা ও পাখোয়াজে দক্ষতা লাভ করেন। এ সময়ে মির্নাভা থিয়েটারে তবলাবাদকের কাজ পান। নাট্যকার অভিনেতা গিরিশচন্দ্র থিয়েটারে তাঁর নাম বদলে রাখেন প্রসন্ন বিশ্বাস। মেছোবাজারের হাজারী ওস্তাদকে সন্তুষ্ট করে তাঁর কাছে সানাইয়ের তালিম নেন এবং অনেক বাধাবিপত্তি কাটিয়ে ফোর্ট উইলিয়মের ব্যান্ডের বেহালাবাদক লবো সাহেবের কাছে বেহালা শেখেন। ঘর থেকে বেরুবার ৯ বছর পর একদিন বড় ভাই বংশীবাদক আফতাবউদ্দীন তাঁকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যান। ৯ বছরের মদনমঞ্জরীর সঙ্গে বিবাহ হয়। বিয়ের রাত্রে ঘুমন্ত নববধূর যৌতুকের টাকার পুঁটুলীটি নিয়ে ঘর ছেড়ে কলিকাতায় এসে একটি বেহালা ও একটি ক্ল্যারিওনেট কেনেন। একবেলা আহার — ছাতুবাবুর বাজারের লঙ্গরখানায়। পরে ময়মনসিংহের জমিদার মুক্তাগাছার রাজা জগৎকিশোর তাঁকে নিজ সভায় নিয়ে যান। এখানে ওস্তাদ আহ্‌মেদ আলী খাঁনের কাছে সরোদ শেখেন। যদিও খাঁ-সাহেব নিজের ঘরানার বাজনা শেখালেন না—শুনে শুনে তিনি গুরুর অবর্তমানে অভ্যাস করতে থাকেন। আহ্‌মেদ আলী তাঁকে নিয়ে রামগড়ে ফেরেন। সেখানে সকাল-সন্ধ্যা আলমকে (ছোটবেলায় কলিকাতায় কেউ তাঁর নাম জিজ্ঞেস করলে বলতেন, 'আমার মাথাটা বড় কিনা, তাই সবাই আমাকে আলম বলে ডাকে') আহ্‌মেদ আলীর ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকতে হত। তা সত্ত্বেও গুরু হঠাৎ তাঁর সরোদ বাজনা শুনে বংশের জিনিস অন্যের হাতে চলে যাচ্ছে দেখে তাঁকে সেখান থেকে বিদায় দেন। উল্লেখ্য, তিনি সহজাত প্রতিভায় সরোদে 'দিরি দিরি' সুরক্ষেপণের পরিবর্তে 'দারা দারা' সুরক্ষেপণের প্রয়োগ করেন—যা আগে ছিল অপ্রচলিত রীতি। নিরাশ্রয় অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎই ঘটনাচক্রে এক নাইটক্লাবের ব্যান্ড মাস্টারের চাকরি পান, কিন্তু বেশিদিন সেখানে থাকতে পারেন নি। এরপর রামপুরের নবাব হামিদ আলি খাঁর কাছে বহুকষ্টে আর্জি নিয়ে দাঁড়ালেন — নবাবের গুরু তানসেনের বংশধর ভারত - বিখ্যাত উজীর খাঁর কাছে বীণা শিখবেন। নবাবের অনুরোধে উজীর খাঁ বীণা নয়, সরোদ শেখাতে রাজী হয়ে তাঁর হাতে নাড়া বেঁধে সত্য করালেন—'বিদ্যা কুপাত্রে দেব না, কুসঙ্গে যাব না, বিদ্যা ভাঙ্গিয়ে ভিক্ষা করব না, বাঈজী বারাঙ্গনাদের সঙ্গীত শেখাব না'। নবাব বলেছিলেন, 'এ বিদ্যা অর্থের বিনিময়ে কেউ উজীর খাঁর কাছ থেকে পাবে না, খিদমৎ করে আদায় করতে হবে'। তিনি খিদমৎ করতে থাকেন। তাঁর একাগ্রতা দেখে উজীর খাঁর শিষ্য মহম্মদ হুসেন খাঁ তাঁকে বীণা শেখাতে শুরু করলেন। আড়াই বছর পরে উজীর খাঁর নজরে এলেন তিনি। শুরু হল সাধনা। ১২ বছর পর গুরু জানালেন, তার শিক্ষা সমাপ্ত—এখন দেশভ্রমণ। কলিকাতার শ্যামলাল ক্ষেত্রীর উদ্যোগে মধ্যপ্রদেশের মাইহারের রাজা ব্রজনাথ সিং-এর দরবারে যান। রাজা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি গুরুদক্ষিণা নিতে রাজী হননি। সঙ্গীতবিদ্যা অর্জনের জন্য নিজে তিনি সারাজীবন কষ্ট করেছেন। তাই বলতেন, সত্যিকারের শিখতে যে চাইবে তাকে তিনি অমনিই শেখাবেন। রাজা তাঁকে তাঁর দেবোত্তর সম্পত্তির ম্যানেজার করে দেন। এতদিনে দেশ থেকে স্ত্রীকে নিয়ে এসে মাইহারে সংসার পাতলেন। এরপর একদিন রামপুর থেকে উজীর খাঁ তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে জানালেন—পুত্র পিয়ার মিঞার মৃত্যুতে এখন তাঁকেই তিনি সব বিদ্যা দিয়ে যেতে চান। আরও তিন বছর বেঁচে ছিলেন উজীর খাঁ। গুরুর মৃত্যুর পর তিনি মাইহারে ফিরে আসেন। সেনী ঘরানার সঙ্গীতধারাকে তিনি এবার সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে এলেন। ঢেঁড়া পিটিয়ে অনাথ, অন্ধ, নামগোত্রহীন এক শ' জনকে জড় করলেন সঙ্গীত শিক্ষা দিতে। তাঁর বাড়ী হল দীনদরিদ্রের লঙ্গরখানা। উদ্ভাবন করলেন নতুন নতুন যন্ত্র—মনোহরা, চন্দ্রসারং, কাষ্ঠতরঙ্গ প্রভৃতি। তবলার তালিম দেন এক অন্ধকে। নিরক্ষর দরিদ্র লোক নিয়ে তৈরী করলেন ভারতখ্যাত 'মাইহার ব্যান্ড'। ভারতীয় যন্ত্রসঙ্গীতের প্রতিটি ধারাতেই তাঁর সৃজনশীল হাতের স্পর্শ লেগেছে। উজীর খাঁর কাছে থাকার সময় একবার গুরুভাইদের

হাসিমস্বরার জবাবে জানিয়েছিলেন, যা তাঁরা ডান হাতে বাজায় তা তিনি বাঁ হাতে বাজাতে পারেন। সত্যিই সরোদ বাঁ হাতে ঘুরিয়ে ধরলেন। সেই থেকে তারের যন্ত্র বাজাতেন বাঁ হাতে আর ডান হাতে বাজাতেন চামড়ার বাদ্য। গৌরীপুরের জমিদার বীরেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরীর আমন্ত্রণে কিছুদিন গৌরীপুরে বাস করে তাঁকে সুরশৃঙ্গার শেখান। তাঁর আগ্রহে কিছুদিন তিনি পণ্ডিচেরীর আশ্রমেও ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সরোদবাদন শুনে তাঁকে সঙ্গীতের মাধ্যমে ঈশ্বরলাভের একজন বিশিষ্ট সাধক মনে করেন। ১৯৩৫ খ্রী· নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের দলের সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণে যান। ১৯৫২ খ্রী· হিন্দুস্থানী যন্ত্রসঙ্গীতের জন্য সঙ্গীত আকাদেমী পুরস্কার পান। ১৯৫৪ খ্রী· আকাদেমীর ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ খ্রী· খাঁ-সাহেব 'পদ্মভূষণ' এবং ১৯৬১ খ্রী· বিশ্বভারতী কর্তৃক 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত হন। সঙ্গীতাচার্যের অসংখ্য শিষ্যের মধ্যে উল্লেখ্য তাঁর পুত্র আলি আকবর ও কন্যা অন্নপূর্ণা এবং জামাতা রবিশঙ্কর। এ ছাড়া বংশীবাদক পান্নালাল ঘোষ, সঙ্গীত - পরিচালক তিমিরবরণ ও তাঁর পুত্র ইন্দ্রনীল, সেতারে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, বেহালায় শিশিরকণা, শরণরানী ও রবীন ঘোষ খাঁ-সাহেবের শিক্ষণপ্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন। বেরিলীর পীর সাহেবের প্রভাবে তিনি যোগ, প্রাণায়াম ও ধ্যান শেখেন। বংশীবাদক আফতাবউদ্দীন খাঁ এবং সুরবাহারবাদক আয়েত আলী খাঁ (১৮৮৩ - ১৯৬৭) তাঁর দুই ভ্রাতা। মাইহারে 'সারদেশ্বরী মন্দির' প্রতিষ্ঠা করে নিত্য পূজার্চনা ও ধ্যান করতেন। [১৬, ২১৬]

আলাওল পণ্ডিত, সৈয়দ (১৭শ শতাব্দী) জালালপুর—ফরিদপুর। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ঘটনাচক্রে আরাকানরাজের অশ্বারোহী সৈন্যদলে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ রচনা 'পদ্মাবতী' (১৬৪৫ - ১৬৫২)। 'সয়ফুলমুলুক বদিওজ্জমাল' প্রধানমন্ত্রী মাগন ঠাকুরের অনুরোধে রচিত। এ ছাড়াও 'সপ্তপয়কর' (১৬৬০), 'তোহফা' (১৬৬২), 'দারাসেকেন্দরনামা' (১৬৭২), 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী' প্রভৃতি গ্রন্থ অনুবাদ ও রচনা করেন। [১,৩,২৫,২৬]

আলামোহন দাশ (১৮৯৫ - ১৯৬৯) হাওড়া। আর্থিক অনটনহেতু তাঁর লেখাপড়া বেশিদূর এগোয় নি। ১৫ বছর বয়সে মুড়ি বিক্রি দিয়ে ব্যবসায়ী জীবন শুরু। ক্রমে ওজন-যন্ত্রাদি নির্মাণ, মেশিনারীর দোকান ইত্যাদি দিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ভারত জুট মিলস-এর প্রতিষ্ঠাতা, বিভিন্ন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ও ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য ছিলেন। হাওড়ার নিকটে 'দাশনগর' তাঁর প্রতিষ্ঠিত। [৪,২৬]

আলি মহম্মদ সিবলি (১৮৭৯ - ?) টালিগঞ্জ—কলিকাতা। হাফিজ মহম্মদ হাজী। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের মেকানিক্যাল জমাদার-পদে কর্মরত ছিলেন। বিপ্লবী দলের সদস্য আলি মহম্মদ জেলের বাইরের দলের লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখে খবরাখবর আদান-প্রদান করতেন। এ ব্যাপারে কয়েকবার সতর্কীকরণের পর সরকার তাঁকে অন্তরীণ রাখে। [১৪৯]

আলীবর্দী খাঁ (১৬৭৬ - ১০·৪·১৭৫৬)। মীর্জা মহম্মদ। প্রকৃত নাম মীর্জা মহম্মদ আলী। চাকরির উদ্দেশ্যে দিল্লী থেকে বাঙলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর কাছে এসে প্রত্যাখ্যাত হন। উড়িষ্যার নায়েব সুবা সুজাউদ্দিনের দরবারের পারিষদ এবং কিছুকাল পরে একটি জেলার ফৌজদার হন। ১৭২৭ খ্রী· মুর্শিদকুলির মৃত্যুর পর তিনি ও তাঁর অগ্রজ হাজী আহমদের বুদ্ধিতে সুজাউদ্দিন বাঙলার মসনদে বসেন। খুশী হয়ে সুজাউদ্দীন তাঁকে 'আলীবর্দী' উপাধি দিয়ে রাজমহলের ফৌজদার করেন। ১৭৩৩ খ্রী· বিহার বাঙলার সঙ্গে যুক্ত হলে বিহারের নায়েব সুবা-পদে নিযুক্ত হন। ১৭৩৯ খ্রী· সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর আলীবর্দী বিদ্রোহ ঘোষণা করে ১৭৪০ খ্রী· গিরিয়ার যুদ্ধে নবার সরফরাজকে পরাজিত করে বাঙলার মসনদে বসেন। রাজত্বকালের ৯ বছর (১৭৪২ - ১৭৫১) বর্গীর হাঙ্গামায় দেশের শান্তি বিঘ্নিত হলে ১৭৪৪ খ্রী· কৌশলে বর্গী সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে নিহত করেন এবং ১৭৫১ খ্রী· বর্গীদের সঙ্গে সন্ধি করে দেশে শান্তি আনেন। দেশের আর্থিক উন্নতির কথা ভেবে ইউরোপীয় বণিকদের উচ্ছেদ করার চেষ্টা করেন নি, কিন্তু তাদের শাসনে রেখেছিলেন। রাজকার্যে বহু হিন্দুকেও নিযুক্ত করেছিলেন। রাজনীতি ও রণনীতি উভয় ক্ষেত্রেই কৌশলী ও পারদর্শী ছিলেন। বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা তাঁর দৌহিত্র। [১, ২, ৩, ২৫, ২৬]

আলীমদ্দীন আহমেদ (মাস্টার সাহেব)। ঢাকায় হেমচন্দ্র ঘোষের গুপ্ত বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিশিষ্ট বিপ্লবীরা ধরা পড়লেও যে অল্প কয়েকজন গোপনে সংগঠন বাঁচিয়ে রাখেন তিনি তাঁদের অন্যতম। ১৯২০ খ্রী· যক্ষ্মারোগে অল্প বয়সেই মারা যান। [৯৭]

আলী মুহম্মদ বেগ, মির্জা (নওয়ার বেগ) (১৯০০ - ১৯৬৪) কলিকাতা। সেন্ট জোসেফ কলেজ ও আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, নিপুণ ক্রীড়াবিদ্। কলিকাতা মোহামেডান্ স্পোর্টিং ক্লাবের পক্ষে ফুটবল, হকি ও ক্রিকেট খেলতেন। জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। পরে ১৯৩৬ খ্রী· হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দীর সহযোগী হিসাবে মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে লীগ ন্যাশনাল গার্ডের বঙ্গীয় নায়েব সালার-এ সুবা হন। [১৩৩]

আলী মোল্লা, মৌলবী। ১৮৩১ খ্রী· 'সভা রাজেন্দ্র' নামক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকাটিই সম্ভবত মুসলমান সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা। পত্রিকাটি ফারসী ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হত। [১]

আলী রাজা। ওশখাইন—চট্টগ্রাম। যোগ, সঙ্গীত ও অধ্যাত্মিক বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'জ্ঞানসাগর', 'ধ্যানমালা', 'জ্ঞানকুলুপ', 'ষট্চক্রভেদ', 'সিরাজকুলুপ'

প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। এ ছাড়াও কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদাবলী ও শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছেন। চট্টগ্রামে 'কানু ফকির' নামে খ্যাত ছিলেন। [১,২]

আশরাফ আলী খান (১৯০১ - ১৯৩৯) পানাইল—যশোহর। এই কবির কাব্যগ্রন্থ 'কঙ্কাল' ও গজল্ গান 'ভোরের কুহু'। ইকবালের 'শেকোয়া' গ্রন্থ অনুবাদ করে অনুবাদক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। 'বেদুঈন' ও 'রক্তকেতু' নামে দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ও দৈনিক 'সোলতান'-এর সম্পাদনা করেছেন। দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় আত্মহত্যা করেন। [১৩৩]

আশা দেবী (১৯০১? - ১১.৬.১৯৭১)। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে বাংলা রঙ্গজগতে ২০০টি ছায়াছবিতে ও বহু নাট্যমঞ্চে অভিনয় করেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ খ্যাতনামা শিল্পীদের সঙ্গে মঞ্চাভিনয় করেছেন। [১৬]

আশা দেবী আর্যনায়কম্ (১৮৯২ - ১৯৬৯)। পিতা বারাণসীর দর্শনের অধ্যাপক ফণিভূষণ অধিকারী। স্বামী সুপ্রসিদ্ধ গান্ধীবাদী ও সংগঠনকর্মী ই. ডবলিউ. আর্যনায়কম্ সিংহলবাসী খ্রীষ্টধর্মী। উভয়েই শান্তিনিকেতনের কর্মী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে এই বাঙ্গালী-সিংহলী বিবাহ হয়। পরে তিনি সেবাগ্রামে আশ্রমকর্ত্রী হয়েছিলেন। গান্ধীজীর নঈ-তালিম শিক্ষা-পদ্ধতির পরিচালনা-কাজে নিযুক্ত ছিলেন এই দম্পতি। বিনোবা ভাবের গ্রামদান-ভূদানের সময় তাঁর সহযোগী ছিলেন। [১৬]

আশালতা সিংহ (১৯১১ - ১৫.৫.১৯৮৩)। বিহারের ভাগলপুরে জন্ম। অ্যাডভোকেট যতীন্দ্রমোহন সরকার। ১৩ বছর বয়সে বীরভূমের দুবরাজপুরের দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহের সঙ্গে বিবাহ হয়। সুসাহিত্যিক। সাহিত্যজীবনের আরম্ভ ও প্রতিষ্ঠা ১৬ বছর বয়সে লেখা 'অমিতার প্রেম' উপন্যাস দিয়ে। তাঁর স্বাধীন নির্ভীক মননশীলতা সেই সময় থেকেই পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু বছর-দশেক পরেই তিনি জনসমাজ ও সাহিত্যের জগৎ থেকে সরে এসেছিলেন। তবুও এই সময়ের মধ্যেই প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বিচিত্রা, দেশ প্রভৃতি পত্রিকায় বহু লেখা লিখেছেন, তাঁর কুড়ি-বাইশটি উপন্যাস ও কয়েকটি ছোট গল্পের বই প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্যকৃতির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লীলা পুরস্কার (১৯৫১) ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের স্বর্ণপদক লাভ করেন। সঙ্গীতের চর্চাও করতেন। পরিণত বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। নাম হয় আশাপুরী। এ সময়ে যা রচনা করেছেন তা সবই আধ্যাত্মিক বিষয়ক বা মহাপুরুষদের জীবনালেখ্য। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ : 'মানসী', 'আবির্ভাব', 'ক্রন্দসী', 'কলেজের মেয়ে', 'স্বয়ংসিদ্ধা', 'বিয়ের পরে', 'শহরের মোহ', 'সমর্পণ', 'একাকী', 'ভুলের ফসল', 'নতুন অধ্যায়', 'দুই নারী', 'অন্তর্যামী', 'মধুচন্দ্রিকা' প্রভৃতি। [১৭]

আশুতোষ কাব্যব্যাকরণস্মৃতিতীর্থ (২৯.৭.১২৭৬ - ২২.১.১৩৬৩ ব.) সাংদিয়া—খুলনা। মদনমোহন তর্কালঙ্কার। ১৩১৭/১৮ ব. বর্ধমানের মহারাজার আমন্ত্রণে সভাপণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন এবং বর্ধমান বিজয় চতুষ্পাঠীর স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কয়েক বৎসর পর স্বদেশে ফিরে স্বগ্রামস্থ চতুষ্পাঠীতে পুনরায় অধ্যাপনা শুরু করেন। পরে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সাহায্যে এই চতুষ্পাঠী 'সাংদিয়া সংস্কৃত কলেজ'-এ রূপান্তরিত হয়। বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। পূর্ববঙ্গে দীর্ঘ ৫৮ বছর অধ্যাপনার পর ১৩৬২ ব. হাওড়া জেলাস্থ বালীগ্রামে নিজবাটীতে 'আদর্শ সংস্কৃত চতুষ্পাঠী' স্থাপন করে অধ্যাপনা করেন। রচিত ও মুদ্রিত গ্রন্থাবলী : 'সানুবাদ নিত্যকর্ম স্মৃতি ব্যবস্থা সংগ্রহ' (২ খণ্ড) ও 'নব্যস্মৃতি প্রশ্নোত্তর বিবেক' (৩য় খণ্ড)। [১৭৪]

আশুতোষ কালী (১৮৯১ - ৭.৬.১৯৬৫) বিলাসখান—ফরিদপুর। ঈশ্বরচন্দ্র। শ্রীহট্ট কলেজে পাঠ্যাবস্থায় অনুশীলন সমিতির সভ্য হন ও নেতা পুলিন দাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। পুলিস রিপোর্ট অনুযায়ী তিনি চন্দ্রকোনা ডাকাতি, পুলিস ডি-এস-পি. যতীন্দ্রমোহন ঘোষ হত্যা (১৯১৫) এবং ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্রে অংশ নেন। ময়মনসিংহ জেলা সংগঠকের পদ পান। কিছুকাল কুমিল্লার রায়পুরায় শিক্ষকতাও করেন। ১৯১৬ - ৩৮ খ্রী. পর্যন্ত ২২ বছর বিভিন্ন জেলে বন্দী থাকেন। মুক্ত অবস্থায় সংগঠন গড়ার কাজে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও সেই পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষচন্দ্রের বিপ্লবী সংগঠন প্রস্তুতির জন্য আত্মগোপন করেন। ১৯৪০ খ্রী. আবার ধরা পড়েন ও ১৯৪৬ খ্রী. মুক্ত হন। তাঁদের গোটা পরিবার বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত ছিল এবং অনেকেই কারাবাস বা অন্তরীণ দণ্ডভোগ করেছেন। তিনি কিছুদিন ফরিদপুর জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক এবং বহুদিন বঙ্গীয় প্রাদেশিক ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন। বিলাসখান জাতীয় বিদ্যালয় এবং স্বাধীন ভারতে বৃদ্ধ ও নিরুপায় বিপ্লবীদের আশ্রয়কেন্দ্র 'অনুশীলন ভবন' স্থাপন তাঁর বিশিষ্ট কীর্তি। এই ভবনের দ্বিতল থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে। [৪, ৮২]

আশুতোষ কুইলা (১৯২৪ - ২৯.৯.১৯৪২) মাধবপুর—মেদিনীপুর। জীবনচন্দ্র। তিনি 'বিদ্যুৎবাহিনী' বিপ্লবী সঙ্ঘের সভ্য ছিলেন। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনকালে মহিষাদল পুলিস স্টেশন আক্রমণের সময় পুলিসের গুলিতে মৃত্যু হয়। [৪২]

আশুতোষ চৌধুরী, স্যার (১২.৬.১৮৬০ - ২৪.৫.১৯২৪) হরিপুর—পাবনা। দুর্গাদাস। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে একই বছরে (১৮৮০) বি.এ. ও এম.এ. পাশ করে ১৮৮১ খ্রী. বিলাত যান। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৮৫ খ্রী. বি.এ. ও ব্যারিস্টারি, ১৮৮৬ খ্রী. এম.এ. ও এল.এম. পাশ করেন। কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টার হিসাবে প্রভূত অর্থ ও যশের অধিকারী হন। দেবেন্দ্রনাথের পৌত্রী প্রতিভা দেবীকে বিবাহ করেন ও ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তৎকালীন কংগ্রেসের

ভিক্ষাবৃত্তির নীতি পরিত্যাগ করে স্বনির্ভরতায় জোর দিতেন। বঙ্গীয় প্রদেশিক সম্মেলনের (২৫·৬·১৯০৪) সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন 'A subject race has no politics'। সংগঠন দৃঢ় করার জন্য প্রতিটি জেলায় পরিষদ্ গঠন, রাখিবন্ধন এবং বঙ্গবিভাগ রদ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। দেশে পল্লীসমাজ স্থাপনে উদ্যোগী ছিলেন। ফেডারেশন মাঠের সভায় (১৬ অক্টো· ১৯০৫) আনন্দমোহন বসুর বিখ্যাত বক্তৃতার ইংরেজী অনুবাদ তিনিই করেন। এই বছর ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন গঠনে প্রধান ভূমিকা নেন (১৬ নভে· ১৯০৫)। দেশে শিল্পবিস্তারের পটভূমিকায় কাউন্সিল কর্তৃক বেঙ্গল টেকনিকাল কলেজ স্থাপনে এবং 'বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস' প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ছিলেন। বেঙ্গল ল্যান্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। অক্ষয় দত্তের 'গোচারণের মাঠ' কবিতার ব্যঙ্গানুকৃতি করেন। আর্ট সোসাইটি অফ দি ওরিয়েন্টের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। কিছুদিন সিটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯১২ - ১৯২০ খ্রী· পর্যন্ত কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতিত্ব করেন। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত তিনিও আর্যসমাজের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের যোগস্থাপনে উদ্যোগী হন। শিকারী কুমুদনাথ ও সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী তাঁর ভ্রাতা। [১,২,৩,৭,৮,২৫,২৬]

আশুতোষ চৌধুরী (৫·১১·১৮৮৮ - ১৯৪৪) কবুরখীল—চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে তিনিই সর্বপ্রথম পল্লীগীতি সংগ্রহ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পল্লীগীতি সংগ্রাহক-পদে বহু বছর কর্মরত ছিলেন। শিশুদের উপযোগী কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেন। [২১২]

আশুতোষ তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায়(২০·৫· ১২৬৮ - ২৩·১২·১৩৩১ ব·) মল্লিকপুর — যশোহর। নব্যন্যায়শাস্ত্র-শিক্ষা — চব্বিশ পরগনার মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজে এবং ফরিদপুর জেলার কোঁড়কদির বিখ্যাত পণ্ডিত রামধন তর্কপঞ্চাননের নিকট। ১৮৮৩ খ্রী· 'তর্কভূষণ' এবং ১৮৮৯ খ্রী· 'ন্যায়তীর্থ' উপাধি পান। ১৮৯৪ খ্রী· কৃষ্ণনগর চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা দিয়ে কর্মজীবন শুরু। বিভিন্ন টোলে তিনি অধ্যাপনা করেন। রচিত পুস্তক: সটীক বঙ্গানুবাদসহ 'কুসুমাঞ্জলি', ন্যায়দর্শনের বঙ্গানুবাদ (অসমাপ্ত) ও 'গৌতমসূত্রের টীকা' (১৯০৯)। বহুকাল কলিকাতা সংস্কৃত অ্যাসোসিয়েশন, নবদ্বীপ 'বঙ্গবিবুধজননী সভা' ও হরিদ্বার গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায়শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন। ১৯১৮ খ্রী· 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। [১৩০]

আশুতোষ দাস, ডাঃ (১৮৮৮ - ৩১·৭·১৯৪১) শ্রীরামপুর—হুগলী। বিশিষ্ট সমাজসেবী ও বিপ্লবী নেতা। মেধাবী ছাত্র। শিক্ষক সতীশ সেনগুপ্তের প্রভাবে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হন। কলেজে পড়ার সময় অনুশীলন দলে যোগ দিয়ে হুগলী জেলায় বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯১৪ খ্রী· মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাশ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আই·এম·এস· হয়ে ভারত, মেসোপটেমিয়া ও আরব দেশে কাজ করেন। যুদ্ধ-শেষে সামরিক পদ ত্যাগ করে দেশে ফেরেন। হুগলীর হরিপাল অঞ্চলে ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর-অধ্যুষিত এলাকায় সেবা ও চিকিৎসা আরম্ভ করেন। গ্রাম্য স্বাস্থ্যরক্ষায় একদল যুবককে তালিম দেন এবং ঐ অঞ্চল থেকে কালাজ্বর বিতাড়িত করেন। ১৯২২ খ্রী· উত্তরবঙ্গের বন্যাত্রাণে কাজ করেন। হরিপাল কল্যাণ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ পরিচালনায় সাহায্য করেন। ১৯৩০ - ১৯৩৪ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন ও বহুবার কারাবরণ করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির দীর্ঘদিনের সদস্য ও গান্ধীজীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনিই 'কংগ্রেস চক্ষু চিকিৎসা' ক্যাম্পের প্রতিষ্ঠাতা। গ্রামে গ্রামে তাঁর এই মহৎ কাজের সঙ্গী ছিলেন ডাঃ অনাদি ভট্টাচার্য। অবিবাহিত ছিলেন। ১৯৪১ খ্রী· ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করার সময় ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়। [১২৪]

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু) (১৮০৫ - ২৯·১· ১৮৫৬) কলিকাতা। ক্রোড়পতি রামদুলাল দেব সরকার। প্রথম দেশীয় জুরিদের অন্যতম (১৮৩৪) এবং বৃটিশ ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম কমিটির সদস্য। ১৮২৭ খ্রী· স্ট্যাম্প ডিউটি লেভী করা শুরু হলে গণপ্রতিবাদে অংশগ্রহণ করেন। অনুজ লাটুবাবুসহ তিনি অ্যাডাম্‌স্ প্রেস আইনেরও বিরোধিতা করেছিলেন। বেঙ্গল ল্যান্ড-হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন স্থাপনে সমান উৎসাহী ছিলেন (১৮৩৮)। রক্ষণশীল ধর্মসভার সভ্য হয়েও স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহী ছিলেন এবং নিজ কন্যাকে বাড়িতে বাংলা, উর্দু ও ব্রজবুলি শিখিয়েছিলেন। ১৮৪৯ খ্রী· 'হিন্দু ফিমেল স্কুল' স্থাপনে বেথুন সাহেবকে সক্রিয় সমর্থন করেন এবং এই কাজে ডাফ্ সাহেবকেও সাহায্য করেছিলেন। হিন্দু দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে (১৮৪৬) দশ হাজার টাকা দান করেন। অতিথিশালা, দেবালয় এবং গঙ্গার ঘাট নির্মাণে প্রচুর অর্থব্যয় করেছেন। নিজে ভাল সেতার বাজাতেন এবং সঙ্গীত রচনাতেও পারদর্শী ছিলেন। উৎকৃষ্ট বাংলা টপ্পা গানের রচয়িতা হিসাবে খ্যাত ছিলেন। বহু অর্থব্যয়ে পণ্ডিতদের সাহায্যে পৌরাণিক গ্রন্থগুলিকে দেবনাগরী লিপির বদলে বঙ্গাক্ষরে লিপিবদ্ধ করান। তাঁর বাসভবনে প্রতিষ্ঠিত নাট্যমঞ্চে বাংলা নাটক 'শকুন্তলা' প্রথম অভিনীত হয় (১৮৫৭)। কলিকাতার বিডন স্ট্রীটস্থ 'ছাতুবাবুর বাজার' এখনও তাঁর স্মৃতি বহন করে। [১,২,৩,৫,৭,৮]

আশুতোষ দেব, মজুমদার (১৮৬৭ - ১৯৪৩) পাতিহাল — হাওড়া। বি· পি· এম· প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা এবং বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃত পুস্তকের প্রকাশক বরদাপ্রসন্ন। বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক ও গ্রন্থ-রচয়িতা। ইংরেজী ও বাংলা অভিধান এবং অর্থপুস্তকাদি রচনা করে প্রশংসা অর্জন করেন। দেব সাহিত্য কুটির, এ· টি· দেব

লিমিটেড, পি· সি· মজুমদার অ্যান্ড ব্রাদার্স, বরদা টাইপ ফাউন্ড্রী, দেব লাইব্রেরী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন। [৫,২৫,২৬]

আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯০৯ - ১৯·৩·১৯৮৪) ঢালুয়া—ময়মনসিংহ। মুরারিমোহন। শিক্ষাবিদ্ ও লোকসাহিত্য-বিশেষজ্ঞ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩২ খ্রী· বাংলা সাহিত্যে এবং পরে সংস্কৃত সাহিত্যে এম·এ· পাশ করেন। ১৯৩৫-৪৭ খ্রী· ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। এরপর ৭ বছর অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার সহায়ক গবেষক হিসাবে কাজ করেন। ১৯৫৫ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। ১৯৫৯ খ্রী· পি-এইচ·ডি· উপাধি লাভ করেন। ১৯৬৭ খ্রী· রবীন্দ্র অধ্যাপক এবং ১৯৭০ খ্রী· বাংলা বিভাগের প্রধান হন। ১৯৭৮ খ্রী· অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল বাংলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি। গবেষণার জন্য তিনি ১৯৫০ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক, ১৯৬১ খ্রী· শিশির স্মৃতি পুরস্কার পান এবং ১৯৬৯ খ্রী· সঙ্গীত নাটক আকাদেমির ফেলো নির্বাচিত হন। লোকসংস্কৃতি পরিষদ, নিখিলবঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলন ইত্যাদি বহু সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেন এবং আমেরিকা, রাশিয়া ও ইংলণ্ড সহ পৃথিবীর বহু দেশে লোকসাহিত্য-বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। পুরুলিয়ার 'ছৌ' নৃত্যকলাকে তিনি প্রথম বিশ্বজনসমক্ষে তুলে ধরেন। রচিত গ্রন্থ: 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', 'বাংলার লোকসাহিত্য', 'বাইশ কবির মনসামঙ্গল', 'পুরুলিয়া থেকে আমেরিকা' প্রভৃতি। [১৭]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়[১], স্যার, সি·এস·আই· (২৯·৬·১৮৬৪ - ২৫·৫·১৯২৪) বৌবাজার, মলঙ্গা লেন — কলিকাতা। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক গঙ্গাপ্রসাদ। ছাত্রজীবন শুরু চক্রবেড়িয়া ও সাউথ সুবার্বন স্কুলে। গণিতে অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। স্কুল জীবনেই 'কেমব্রিজ মেসেঞ্জার অফ ম্যাথিমেটিক্স'-এ দুরূহ গাণিতিক সমস্যার সমাধান প্রকাশ করেন। এন্ট্রান্সে ২য় (১৮৭৯), এফ এ-তে ৩য় (১৮৮১) এবং বি·এ· পরীক্ষায় তিনটি বিষয়ে প্রথম হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ছ'মাস পরেই এম·এ· পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। পরের বছর প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পান ও ফিজিক্সে এম·এ· পাশ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনিই প্রথম দু'টি বিষয়ে এম·এ·। ১৮৮৮ খ্রী· ওকালতি পরীক্ষা পাশ করেন। দশ বছরে (১৮৮০ - ১৮৯০) কুড়িটি গাণিতিক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। 'ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস' ও 'ইকুয়েশনে' তাঁর দুরূহ সমাধান-ক্ষমতা বিদেশেও স্বীকৃত হয়। ওকালতি-ব্যবসায়ে প্রবেশের আগে সরকার কর্তৃক শিক্ষাবিভাগে চাকরির অনুরোধ প্রত্যাখান করেন। ১৮৯৪ খ্রী· ডক্টর অফ ল হন এবং টেগোর ল লেকচারাররূপে 'ল অফ পারপিটুইটিজ'-এর একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করেন। স্বাজাত্যাভিমানী আশুতোষ ইংরেজদের সমমর্যাদা দাবি করতেন। অল্প কিছুদিন রাজনীতিও করেছেন। ১৮৯৮ - ১৯০৪ খ্রী· কর্পোরেশনের সদস্য এবং ১৮৯৯ - ১৯০৪ খ্রী· ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য ছিলেন। উক্ত নির্বাচনে একবার সুরেন্দ্রনাথ ও দ্বারভাঙ্গার মহারাজকে পরাজিত করেন (১৯০১)। ১৯০৪ খ্রী· হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হলে রাজনীতি ত্যাগ করেন। তাঁর চিরস্থায়ী খ্যাতি শিক্ষাক্ষেত্রে। ১৮৮৯ খ্রী· সেনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্য হন। প্রথম থেকেই মাতৃভাষায় শিক্ষা-প্রসারের চেষ্টা করেন। তিনিই প্রথম এ বিষয়ের প্রস্তাবক। ১৯০৬ - ১৯১৪ খ্রী· চার টার্মে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। সে সময়ে তিনি এর পুনর্গঠন এবং ছয়টি নূতন স্নাতকোত্তর বিভাগ সৃষ্টি করেন, যথা, তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ববিজ্ঞান, ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান, ফলিত রসায়ন, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং ইসলামের সংস্কৃতি। এই সঙ্গে ভারতীয় ভাষাসমূহের উচ্চতর পরীক্ষা ও তদনুসারে অধ্যাপনার ব্যবস্থা করেন। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বেশি বিভাগ ও অনেক বেশি ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা প্রধানত তাঁরই একক প্রচেষ্টার ফল। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বয়ংকর্তৃত্বের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। প্রধানত তাঁরই অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও নির্ভীক সংগ্রামশীলতার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের পরিবেশেও স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে ওঠে। ইংরেজ গভর্নর লর্ড লিটন যখন (১৯২৩ - ১৯২৪) বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চান তখন তিনি রাজশক্তির সঙ্গে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হন। ১৯২৩ খ্রী· গভর্নর শর্তসাপেক্ষে নতুন টার্মে তাঁকে উপাচার্যের পদ গ্রহণ করতে বললে তিনি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। এই সময় দেশবাসী তাঁকে 'Bengal Tiger'—'বাংলার বাঘ' আখ্যায় ভূষিত করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসন্ধান বিষয়ে স্যাডলার কমিশনের সদস্য, তিনবার এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী (বর্তমানে ন্যাশনাল লাইব্রেরী) কাউন্সিলের সভাপতি (১৯১০), ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অন্যতম সংগঠক ও প্রথম সভাপতি, বিজ্ঞান-চর্চার ভারতীয় সমিতির সভাপতি ছিলেন। সাহিত্যে 'জাতীয় সাহিত্য' নামে তাঁর প্রবন্ধ-সংগ্রহ এক বিশিষ্ট অবদান। পালি, ফরাসী ও রুশ ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন। স্বীয় বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ দিয়েছিলেন। সিংহলের মহাবোধি সোসাইটি কর্তৃক 'সম্বুদ্ধাগম চক্রবর্তী' উপাধি ও দেশীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক 'সরস্বতী' এবং 'শাস্ত্রবাচস্পতি' উপাধিতে ভূষিত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে মায়ের নামে তিনি 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রবর্তন করেন। [১, ২, ৩,৭, ৮, ২৫, ২৬]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।[২] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনিই প্রথম প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তিধারী (১৮৬৭)। [৫৭]

আশুতোষ লাহিড়ী, (১৮৯২ - জানু· ১৯৭৬) গাড়ুদাহ—পাবনা। বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায় ও বাঘা

যতীনের সংস্পর্শে এসে বিপ্লবী আন্দোলনে অংশ নেন। কারাবাস এবং দশ বছর দ্বীপান্তর দণ্ড ভোগ করেন। আন্দামানে বন্দীনিবাসে বিপ্লবী বীর সাভারকরের সংস্পর্শে আসেন ও তাঁর ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পরে হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন। ১৯৪০ খ্রী· দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং পার্লামেন্টারি বক্তারূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। দৈনিক 'সার্ভেন্ট' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন এবং কিছুকাল সাপ্তাহিক 'হিন্দুস্থান' ও 'কেশরী' পত্রিকাও সম্পাদনা করেছিলেন। [১৬]

আশুতোষ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় (১৮৬৩ - ১৯৩৩) দক্ষিণ বারাসাত—চব্বিশ পরগনা। কালীকুমার বিদ্যারত্ন। ছাত্রবৃত্তি পাশ করে উচ্চশিক্ষার জন্য কলিকাতায় এসে নিজহস্তে রন্ধনাদি করে পড়াশুনা চালান। সংস্কৃত-বিষয়ে এম·এ· পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বৃত্তি ও সুবর্ণ-পদক পুরস্কারসহ 'শাস্ত্রী' উপাধিপ্রাপ্ত হন। কর্মজীবন আরম্ভ কলিকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপকরূপে। পরে রাজশাহী কলেজে, প্রেসিডেন্সী কলেজে ও সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। তা ছাড়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পরীক্ষক ও প্রশ্নকর্তা এবং সিনেটের সদস্য ছিলেন। ১৯২৪ খ্রী· 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি পান। [১৩০]

আশুতোষ সেন, ড· (১৯০২ ? - ২৪·৩·১৯৭১)। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট (১৯২৯)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমি-রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৩৭ খ্রী· ব্রহ্ম সরকারের আমন্ত্রণে মান্দালয়ে কৃষিসচিবের পদ গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে ভূমিক্ষয়-নিবারক বিজ্ঞানে শিক্ষালাভের জন্য আমেরিকা ও ইউরোপ যান। বীরভূম-বর্ধমানে ব্যাপক হারে অধিক ফলনশীল ধান উৎপাদন অভিযানে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও কেন্দ্রীয় পাব্‌লিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য ছিলেন। [১৬]

আশ্রাফুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী। ত্রিপুরা। আনু মিঞা। জাতীয়তাবাদী রাজনীতিজ্ঞ। বি·এ· পাশ করে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন। দেশবিভাগের পরে পাকিস্তানের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে কিছুদিন পূর্ববঙ্গের মন্ত্রিত্ব করেছিলেন। [১৬]

আসুম্পসাঁও, মানোএল-দা (১৮শ শতাব্দী)। এই পর্তুগীজ পাদরী সর্বপ্রথম বাংলা অক্ষরে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। অনুমান ১৭৩৫ খ্রী· পূর্বেই তিনি বাঙলায় আসেন এবং বাংলা ভাষা শিখে গ্রন্থ-সংকলনে উদ্যোগী হন। দোম আন্তনিওর লেখা 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' বইটি তিনি পর্তুগীজ ভাষায় অনুবাদ করেন। এই বইটি এবং তাঁর অপর ২টি সংকলিত গ্রন্থ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ও 'বাঙ্গলা ব্যাকরণ ও বাঙ্গলা-পর্তুগীজ শব্দকোষ' পর্তুগালের লিসবন শহর থেকে ১৭৪৩ খ্রী· মুদ্রিত করেন। দ্বিভাষিক এই গ্রন্থগুলির একটি পৃষ্ঠা বাংলা অক্ষরে ও অপর পৃষ্ঠা পর্তুগীজ ভাষায় মুদ্রিত। [১২২]

আহমদ ফজলুর রহমান, স্যার (১৮৮৯ - ১৯৪৫) জলপাইগুড়ি। আবদুর রহমান। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে অনার্সসহ বি·এ· পাশ করে ১৯১২ খ্রী· দেশে ফেরেন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার (১৯১৪ - ২১) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার (১৯২১ - ২৭) হিসাবে কাজ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বা স্যাডলার কমিশনের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে তিনি একবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সভ্য হন। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের তিনিই প্রথম প্রভোস্ট (১৯২১ - ২৭)। ১৯৩৪ - ৩৬ খ্রী· ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর ছিলেন। ১৯৩৭ খ্রী· ভারতীয় (ফেডারেল) পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য হন। [১৩৩]

আহমদ হুসয়ন, ডাঃ (? - ৩০·৩·১৯১৯) কলিকাতা। আগ্রা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এল·এম·এস্ পাশ করে মিলিটারী সার্ভিসে যোগ দেন। পরে ইমিগ্রেশন ডিপোর মেডিক্যাল অফিসারের কাজ নিয়ে ত্রিনিদাদ যান। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে সেখানে থাকাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। হাফিজ নূরন্নবীর পিতা সাধু ও ফকির মুনশী শাহ আমান আলী তাঁর অগ্রজ। [১৮৯]

আহমদ হোসেন। উনবিংশ শতাব্দী। পোষলা, কীর্নাহার—বীরভূম। পল্লীকবি। মোল্লা সর্দারের হুকুমে বাংলা পড়া বেশিদূর এগোয় নি। আরবী, ফারসী, উর্দু পড়ার আগ্রহ না থাকায় মক্তবের শিক্ষাও পাননি। গানের ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই ছিল। গোপনে এক কবিয়ালের সাকরেদি করেন কিছুদিন। আত্মীয়-স্বজনদের শাসনেএ-পথ ছাড়তে হয়। যে-কোন বিষয়ে গাথা, পাঁচালী বা ছড়া রচনার ক্ষমতা ছিল। তখন লুকিয়ে লুকিয়ে তা লিখতে থাকেন। ফলে তাঁর অধিকাংশ রচনাই হারিয়ে গেছে। 'ইংরেজরা করল মুলুক জয়' শীর্ষক রচনায় তাঁর দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। এক জায়গায় লিখেছেন—'শুনহ মানহ ভাই/প্রেম করিতে না পারিলে মিলবে নাকো শাঁই'। 'ঝড়' তাঁর পঞ্চাশ পঙ্‌ক্তির একটি গাথা এবং 'গাই কেনা' একটি রসরচনা। [১৮৪]

আহমেদুর রহমান, জনাব (১৯৩৭ - ২২·৫·১৯৬৬) সরাইল-ব্রাহ্মণবাড়িয়া—কুমিল্লা। ১৯৫৪ খ্রী· অধুনালুপ্ত 'মিল্লাত'-এর সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬০ খ্রী· ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম·এ· পাশ করেন। ছাত্রজীবনে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ায় ১৯৬২ খ্রী· তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা বের হয়। তিনি তখন আত্মগোপন করেন। পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগ্রামী অহমেদুর কায়রোতে এক বিমান-দুর্ঘটনায় মারা যান। [১৮]

আহসানুল্লাহ, খানবাহাদুর (১৮৭৪ - ১৯৬৫) নলতা—খুলনা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবীতে এম.এ. পাশ করেন। তিনিই প্রথম মুসলিম আই.ই.এস.। বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের সহকারী ডাইরেক্টর (অল্পদিন অস্থায়ী ডাইরেক্টর) পদে কাজ করে ১৯২৯ খ্রী. অবসরগ্রহণ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত জনসেবা ও ধর্মপ্রচারমূলক প্রতিষ্ঠান 'আহসানিয়া মিশন' সাতক্ষীরা, খুলনা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, হবিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে শাখা বিস্তার করে কাজ করে। নলতা হাই স্কুল ও জামি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর স্থাপিত 'মখদুমী লাইব্রেরী' প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ইসলামী গ্রন্থ প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। ইসলামী ইতিহাস ও ধর্মবিষয়ক প্রায় ৬০খানি গ্রন্থ রচনা করেন। [১৩৩]

আহসান হাবিব (২.১.১৯১১ ? - ১০.৭.১৯৮৫) পিরোজপুর—বরিশাল। আর্থিক কারণে কলেজের পড়া ছেড়ে ১৯৩৭ খ্রী. কলিকাতায় এসে 'দৈনিক তকবীর' পত্রিকার সহ সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। এ-সময় থেকেই বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় কবিতা প্রকাশ করতে থাকেন। সাহিত্য-সম্পাদক হিসাবে নানান পত্রিকায় কাজ করেছেন। তাঁর প্রথম কবিতার বই 'রাত্রিশেষ'। অন্যান্য গ্রন্থ: 'ছায়া হরিণ', 'আশায় বসতি', 'মেঘ বলে চৈত্রে যাবো', 'দুই হাতে দুই আদিম পাথর', 'প্রেমের কবিতা' এবং 'বিদীর্ণ দর্পণে'। এ ছাড়াও তাঁর গল্প, উপন্যাস ও ছোটদের জন্য রচনাবলী আছে। কবিতার জন্য বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য পুরস্কার সবই তিনি পেয়েছেন। [১৮৪]

অ্যান্ড্রুজ, চার্লস ফ্রীয়র, দীনবন্ধু (১২.২.১৮৭১ - ৫.৪.১৯৪০) নিউক্যাসল-অন-টাইন—ইংল্যাণ্ড। জন এড্রইন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। কিছুদিন ধর্মযাজকের কাজ করেন। পরে কেমব্রিজের ফেলোরূপে অধ্যাপনার পর ১৯০৪ খ্রী. কেমব্রিজ মিশনের সহায়তায় ভারতে আসেন। দিল্লীর সেন্ট স্টিফেন্স কলেজে অধ্যাপনাকালে অধ্যক্ষ সুশীল রুদ্রের প্রভাবে ভারত সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা জাগে। ক্রমে বক্তৃতা ও রচনায় মিশনারীদের ভেদবুদ্ধি ও অসাম্যের নিন্দা করায় স্ব-সমাজে নিন্দিত ও ভারতীয় সমাজে আদৃত হন। ১৯১২ খ্রী. ইংল্যাণ্ডে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পাঠসভা থেকে রবীন্দ্রানুরাগী হন। ক্রমে ধর্মবিষয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণের ফলে ১৯১৪ খ্রী. শান্তিনিকেতনে যোগ দেন। এর পূর্বেই গান্ধীজীর সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়ে সুপরিচিত হয়েছিলেন। এইভাবে অ্যান্ড্রুজ হয়েছিলেন গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সংযোগ - রক্ষায় প্রধান ব্যক্তি (দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষায় হাইফেন)। উৎপীড়িতের প্রতি তাঁর জীবনব্যাপী সেবাকাজের তালিকা: ফিজি দ্বীপে ভারতীয় শ্রমিক 'ইনডেন্টার' প্রথার উৎসাদন, রাজপুতানায় বেগার প্রথা ও হংকং-এ ভারত থেকে বেআইনী আফিম রপ্তানির বিরোধিতা, ভারতীয় রেল ধর্মঘটের মীমাংসা। আসাম থেকে চলে-আসা চা-কলোনীর শ্রমিকদের ওপর গুর্খা পুলিসের অত্যাচারের প্রতিবাদে ১৯২১ খ্রী. যে ধর্মঘট হয়েছিল, তিনি সেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ঐ সময়ে তাঁর প্রতিদিনের বিবৃতি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 'ওপ্রেশন অফ্ দি পুওর' নাম দিয়ে তিনি যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, পরে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই সূত্রে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন। গান্ধীজীর কর্মজীবনের অনেক সঙ্কটে সহায়তা করেন, রবীন্দ্রনাথের বিদেশযাত্রায় সঙ্গী হন এবং কখনও-বা রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে আশ্রম পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শেষ-জীবনে খ্রীষ্টান সমাজ তাঁকে স্ব-সমাজে ফিরিয়ে নেয়। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে সহানুভূতিশীল এই ইংরেজ মনীষীকে এদেশীয় জনগণ 'দীনবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। রচিত গ্রন্থ: 'দি রেনেসাঁস ইন ইন্ডিয়া', 'হোয়াট আই য়ো টু ক্রাইস্ট', 'দি ট্রু ইন্ডিয়া, ইত্যাদি। [৩]

ইন্দিরা দেবী (১৮৭৯ - ১৯২২) কলিকাতা। মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়। স্বামী—ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকৃত নাম সুরূপা। শৈশবে পিতামহ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের যত্নে বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। কৈশোরেই সংস্কৃত কাব্যাদির অনুবাদ করেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর উৎসাহে রচনা-প্রকাশে উদ্যোগী হন। প্রকাশকালে ইন্দিরা নাম ব্যবহার করতেন। রচিত উপন্যাস: 'স্পর্শমণি', 'পরাজিতা', 'স্রোতের গতি' ও 'প্রত্যাবর্তন'; 'মাতৃহীন', 'ফুলের তোড়া' ও 'শেষদান' ছোটগল্পের সমষ্টি; 'সৌধরহস্য' কোনান ডয়েলের অনুবাদ। 'গীতিগাথা' কবিতাসংগ্রহ মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। ঔপন্যাসিকা অনুরূপা দেবী তাঁর অনুজা। নাট্যশালার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নাট্যকার নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মাতামহ। [৩,৫,২৬]

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী (২৯.১২.১৮৭৩ - ১২.৮.১৯৬০) জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি — কলিকাতা। পিতা সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থল কালাদ্‌ঘি—বোম্বাইতে জন্ম। মাতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে শৈশবে দু'বছর বিলাতে কাটান। ১৮৯২ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পরীক্ষায় পরীক্ষার্থিনীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে 'পদ্মাবতী স্বর্ণপদক' প্রাপ্ত হন। ১৮৯৯ খ্রী. প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ হয়। রবীন্দ্রনাথ পরিচালিত ও মাতা জ্ঞানদানন্দিনী সম্পাদিত 'বালক' পত্রিকায় শৈশবেই রাস্কিনের রচনার অনুবাদ প্রকাশ করেন। 'সাধনা', 'সবুজপত্র' ও 'পরিচয়'-এ ফরাসী সাহিত্যের অনুবাদ ও সঙ্কলন প্রকাশ করেন এবং রবীন্দ্রনাথের কোন কোন গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ও 'জাপান যাত্রী'র ইংরেজী অনুবাদ করেন। মহিলাদের সঙ্গীত-সঙ্ঘের মুখপত্র 'আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা'র অন্যতম যুগ্ম সম্পাদিকা ছিলেন। বঙ্গনারীর মঙ্গলামঙ্গল-বিষয়ে তাঁর মতামত 'নারীর উক্তি' নামক প্রবন্ধে সংগৃহীত আছে। 'বাংলার স্ত্রীআচার', 'স্মৃতিকথা', 'পুরাতনী' প্রভৃতির সম্পাদনা তাঁর অন্যতম কীর্তি।

সঙ্গীতেও তিনি অনন্যা ছিলেন। দেশী ও বিদেশী সুরে এবং পিয়ানো, বেহালা, সেতার প্রভৃতি যন্ত্রে বিশেষ দক্ষতা ছিল। স্বামীর সঙ্গে যুক্তভাবে লিখিত 'হিন্দুসঙ্গীত' তাঁর সঙ্গীত-চিন্তার পরিচায়ক। 'মায়ার খেলা', 'ভানুসিংহের পদাবলী', 'কালমৃগয়া' প্রভৃতি ও আরও দু'শো রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি এবং একালে প্রকাশিত বহু রবীন্দ্রসঙ্গীত-স্বরলিপি গ্রন্থও তিনি সম্পাদনা করেন। রবীন্দ্রনাথ রচিত গানের 'রবীন্দ্র সঙ্গীতের ত্রিবেণীসঙ্গম' (১৩৬১ ব·) নামক একটি চিত্তাকর্ষক তালিকা প্রকাশ করেন। তাঁর রচিত কিছু গান স্বরলিপিসহ 'সুরঙ্গমা' পত্রিকায় গ্রথিত আছে। ১৯৪৪ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ভুবনমোহিনী পদক' দ্বারা সম্মানিত করেন। ১৯৫৬ খ্রী· বিশ্বভারতীর অস্থায়ী উপাচার্য নিযুক্ত হন। ১৯৫৭ খ্রী· বিশ্বভারতী তাঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধি দান করেন এবং রবীন্দ্র ভারতী সমিতি ১৯৫৯ খ্রী· প্রথম 'রবীন্দ্র পুরস্কার' প্রদান করেন। 'কলিকাতা সঙ্গীত সম্মিলনী', 'উইমেন্‌স্ এডুকেশন লীগ', 'অল ইন্ডিয়া উইমেন্‌স্ কন্‌ফারেন্স' প্রভৃতির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। [৩, ৪, ৭, ২৫, ২৬]

ইন্দুবালা দেবী (নভে· ১৮৯৮ - ৩০·১১· ১৯৮৪) পিতা মতিলাল ছিলেন কবি মনমোহন বসুর দ্বিতীয় পুত্র। পিতার 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস'-এ মাতা রাজবালা নানা ধরনের খেলা দেখাতেন। খ্যাতনামা গায়িকা-অভিনেত্রী। অভিনয় জীবনের শুরু সার্কাসের মেয়েদের নিয়ে তৈরী তাঁর মায়ের 'রামবাগান ফিমেল কালী থিয়েটার'-এ। নামী ওস্তাদের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। পরে কাজী নজরুল ইসলামের কাছেও দীর্ঘকাল তালিম পান। আঠার বছর বয়সে তাঁর প্রথম গানের রেকর্ড—'ওরে মাঝি তরী হেথায়' এবং 'তুমি এস হে, এস হে'। মহীশূর রাজদরবারে অনেকদিন বাঁধা গায়িকা হিসাবে চাকরি করেছেন। বাংলা মঞ্চের বহু নাটকেই তিনি অংশ নিয়েছিলেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে প্রথম অভিনয় করেন 'প্রফুল্ল' নাটকে। ষ্টার থিয়েটারে 'নসীরাম' নাটকে প্রথম দানীবাবুর সঙ্গে অভিনয় করার সুযোগ পান। চলচ্চিত্রে তাঁর প্রথম অভিনয় 'যমুনা পুলিন' ছবিতে (১৯৩৩)। ভাষাজ্ঞানের জন্য বাংলা, হিন্দী ছাড়া তামিল, তেলেগু এবং উর্দু ছবিতেও অভিনয় করেছেন। ভাল নাচতেও পারতেন। ১৯৭৫ খ্রী· সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার, ১৯৭৬ খ্রী· এইচ·এম·ভি-র গোল্ডেন ডিস্ক এবং আকাশবাণীর থেকে পুরস্কার লাভ করেছিলেন। [১৬]

ইন্দুভূষণ চক্রবর্তী (১৭·৩·১৮৯৮ - ১৮·২·১৯৭৪) ডিব্রুগড়—আসাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি·এ· পাশ করে 'বেঙ্গলী' ও 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় কাজ করেন। পরে 'টাইমস্ অব আসাম' পত্রিকার সম্পাদক হন। ১৯৪৬ খ্রী· 'আসাম ট্রিবিউন' দৈনিক পত্রিকাকারে প্রকাশিত হবার সময় থেকে তিনি তাতে যোগ দিয়ে ১৯৬২ খ্রী· অবসরগ্রহণের কাল পর্যন্ত কাজ করেন। ৭২ বছর বয়সে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে এম·এ· পরীক্ষা দিয়ে কৃতকার্য হন। [১৬]

ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায় (ডিসে· ১৮৮৮ - ২৩·১০·১৯৭০)। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, নাগপুর অ্যাগ্রিকালচারাল কলেজ, পুসা ইন্‌স্টিটিউট এবং ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অফ ডেয়ারী অ্যান্ড অ্যানিম্যাল হাসব্যানড্রি প্রভৃতি স্থানে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। অবিভক্ত বাঙলার ফিজিওলজিক্যাল কেমিস্ট ও অ্যাগ্রিকালচারাল কেমিস্টরূপে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। অল্পদিনের জন্য ভারত সরকারের সহকারী কৃষি কমিশনার ছিলেন। প্রায় পঞ্চাশটি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশ করেন। হজমশক্তি পরিমাপের একটি বিশেষ পদ্ধতির উদ্ভাবক। ধান ও ধানসম্বন্ধীয় বস্তুর রাসায়নিক বিভাজন তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি। ইম্পিরিয়্যাল কাউন্সিল অফ অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ ও বাঙলা সরকারের কৃষি গবেষণা বোর্ড-এর সভ্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ফ্যাকাল্টি, বিজ্ঞান পরিষদ্ এবং সায়েন্স ক্লাবের সদস্য ছিলেন। [১৬]

ইন্দুভূষণ বসু ডাঃ, যতীন্দ্র রামানুজাচার্য (১৮·১২·১৮৯২ - ২৬·১২·১৯৭৫) আক্‌না—হুগলী। রসিকলাল। সুচিকিৎসক ও পরম বৈষ্ণব। ১৯০৯ খ্রী· কলিকাতার মিত্র ইন্‌স্টিটিউশন থেকে এন্ট্রান্স, ১৯১১ খ্রী· স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে আই·এস·সি· এবং ১৯১৭ খ্রী· কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে চারটি বিষয়ে অনার্স সহ প্রথম স্থান অধিকার করে এম·বি· পাশ করেন। পরের বছরই এম·ডি· পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেন। স্বাধীনভাবে চিকিৎসা-ব্যবসায়ে প্রভূত সুনাম অর্জন করেছিলেন। ১৯১২ - ১৯৪৭ খ্রী· কারমাইকেল মেডিক্যাল (বর্তমান আর· জি· কর) কলেজ ও হাসপাতালের অবৈতনিক চিকিৎসক এবং অধ্যাপক ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিনের সদস্য, এশিয়াটিক সোসাইটির মেডিক্যাল সেক্রেটারী, ক্যালকাটা মেডিক্যাল জার্নালের প্রধান সম্পাদক প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ কর্মভার পালন করেন। পরামর্শদাতা চিকিৎসক হিসাবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁকে চিকিৎসার জন্য যাতায়াত করতে হত। ছাত্রাবস্থাতেই ধর্মজীবনের প্রতি আগ্রহান্বিত ছিলেন। শাক্ত পরিবারের সন্তান হলেও ১৯১৯ খ্রী· অযোধ্যার শ্রীশ্রীবলরাম স্বামীজী মহারাজের কাছে বৈষ্ণব মতে দীক্ষা নেন। ১৯৪৬ খ্রী· তিনি খড়দহতে 'শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণজিউর মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৪৮ খ্রী· থেকে সেখানে আশ্রমবাসীর জীবন যাপন করতে থাকেন। এ সময়ে তিনি পূর্বাশ্রমের নামও ত্যাগ করেন। মন্দিরকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে তিনি 'শ্রীবলরাম ধর্মসোপান' নামে এক বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন, বেদান্ত-উপনিষদাদির ভাষ্য রচনা ও কীর্তনের মাধ্যমে জনসাধারণের মনে ভগবচ্চিন্তা উজ্জীবিত করার প্রয়াসী ছিলেন। কীর্তনাচার্য নবদ্বীপ ব্রজবাসীর কাছে গরাণহাটি ধারার কীর্তন শিক্ষা করেন। তামিল ভাষায় লিপিবদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের

আকারগ্রন্থসমূহ থেকে জ্ঞানার্জনের জন্য তামিল ভাষা আয়ত্ত করে শ্রীরঙ্গমে গিয়ে বিভিন্ন আচার্যের কাছে পাঠ নেন। 'বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত ও ইহার প্রাচীনতা', 'শ্রীবচনভূষণ', 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা রামানুজভাষ্য', 'মানব উজ্জীবন', 'শ্রীবৈষ্ণব দর্শন ও ধর্ম' প্রভৃতি ৬০খানিরও বেশি গ্রন্থের রচয়িতা। কিছু প্রার্থনাসঙ্গীত ও পদাবলী আর্বাও রচনা করেছেন। ১৯৫৪ খ্রী· থেকে মাসিক 'উজ্জীবন' পত্রিকা প্রকাশ করেন। মন্ত্রদীক্ষা দিতেন। [১৪৯, ১৭৪]

ইন্দুভূষণ বিদ (৭·১·১৮৯৯ - ১·৯·১৯৭৯) কলিকাতা। শশিভূষণ। ১৯২৭ খ্রী· থেকে ৩০ বছর কলিকাতা পৌরসভার বিশিষ্ট পুরকর্তা ছিলেন। রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত না হলেও বিপ্লবীদের নানাভাবে সাহায্য করতেন। ১৯২৫ - ৫৬ খ্রী· রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। 'নিঃস্ব হিতৈষিণী সভা', 'বৌবাজার অরফেনেজ' এবং 'হিন্দু সৎকার সমিতি' প্রতিষ্ঠায় তাঁর যথেষ্ট অবদান আছে। বিভিন্ন সমাজ সেবা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১৪৯]

ইন্দুভূষণ রায় (১৮৯০ - ২৯·৪·১৯১২) কলিকাতা। বিপ্লবী দলের সভ্য। ১৯০৮ খ্রী· ১১ এপ্রিল চন্দননগরের মেয়রের উপর বোমা নিক্ষেপ করেন। ১৯০৮ খ্রী· ২ মে আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত হন। আন্দামানের সেলুলার জেলে পুলিসের নৃশংস অত্যাচারে আত্মহত্যা করেন। [৫৪]

ইন্দুমতী ঘোষ (আষাঢ় ১২৭৬ - আষাঢ় ১৩৩৪ ব·) পাঁচথুপি—মুর্শিদাবাদ। কৃষ্ণদয়াল সিংহ। স্বামী পাঁচথুপির বিশিষ্ট জমিদার মধুসূদন। প্রাইমারী পরীক্ষায় মানপত্র ও পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তাঁর রচিত 'বঙ্গনারীর ব্রতকথা' গ্রন্থটি—মঙ্গলচণ্ডী, লক্ষ্মী, ষষ্ঠী ও সাধারণ কথা, এই চার স্তবকে মুর্শিদাবাদে তথা পশ্চিম বাঙলার গ্রামাঞ্চলে বহুল প্রচলিত। [১৫৮]

ইন্দুমতী দেবী (১৮৯০ - ১৯৬৬)। জন্ম মির্জাপুরে। নীলমাধব ঘটক। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ান। মাতামহের কাছে প্রতিপালিত হন। বার বছর বয়সে বাঁকুড়ার চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯০৫ খ্রী· বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তাঁকে প্রভাবিত করে। বিপ্লবীদের গোপন-সাহায্য ও আশ্রয় দেন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় তাঁর দেবর ছিলেন। বাঁকুড়ার স্বাধীনতা-সংগ্রামী গঙ্গানারায়ণ চৌবে, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী (ভট্টাচার্য), খাঁদু ব্যানার্জী প্রভৃতির তিনি মায়ের মত ছিলেন। স্বদেশী আমলে গান্ধীজীর আদর্শে প্রতিষ্ঠিত 'লালবাজার বয়স্ক শিক্ষামন্দির', 'মাচানতলা বুনিয়াদী বিদ্যালয়', 'পাঠকপাড়া ব্যায়াম বিদ্যালয়' প্রভৃতিতে প্রচুর অর্থ সাহায্য করেন। তিনি তাঁর সহযোগীদের নিয়ে বিপন্নের সেবা এবং অনাথদের শবদাহ-কাজে এগিয়ে আসতেন। পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ এবং আসাম তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল। [২০২]

ইন্দুমাধব মল্লিক, ডাঃ (৪·১২·১৮৬৯ - ৮·৫·১৯১৭) গুপ্তিপাড়া, কালনা—বর্ধমান। বাধাগোবিন্দ। ইক্‌মিক্ কুকারের উদ্ভাবক। বঙ্গবাসী কলেজের প্রথম বট্যানির এম·এ· (১৮৯৮)। এ ছাড়া ১৮৯১ খ্রী· দর্শনশাস্ত্রে, ১৮৯২ খ্রী· পদার্থবিদ্যায়, ১৮৯৯ খ্রী· জীববিদ্যা ও ফিজিওলজিতে এম·এ· পাশ করেন। আইনশাস্ত্রেও স্নাতক ছিলেন (১৮৯৪)। ১৮৯৭ খ্রী· থেকে ১৯০০ খ্রী· বঙ্গবাসী কলেজে লজিক, ফিলসফি, ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি বিষয়ে শিক্ষকতা করেন। ১৯০৮ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে এম·ডি· হন। চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি ছিল। 'অটোভ্যাকসিন' চিকিৎসাপদ্ধতি এদেশে প্রথম চালু করায় অগ্রণী ছিলেন। জনসাধারণকে স্বাস্থ্যবিধি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও আহার্য-সম্পর্কে শিক্ষিত করে তোলার কাজে অনলস প্রয়াস চালান। ১৯১০ খ্রী· 'ইক্‌মিক্ কুকার' উদ্ভাবন করেন। সমাজ-সংস্কারে উৎসাহী ছিলেন। নানারকম শখের মধ্যে মূল্যবান পাণ্ডুলিপি-সংগ্রহ অন্যতম। বিদেশের বহুস্থান ভ্রমণ করেছেন। রচিত গ্রন্থ : 'চীন ভ্রমণ', 'বিলাত ভ্রমণ' প্রভৃতি। [১৭৪, ১৮৬]

ইন্দুমাধব সেনগুপ্ত (২২·৪·১৯২৯ - ১৩·২·১৯৮৫) পাতিলপাড়া—বর্ধমান। কবি ও ডাক্তার কালীকিঙ্কর। হেয়ার স্কুল, প্রেসিডেন্সী কলেজ ও শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র ছিলেন। ১৯৫০ খ্রী· ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন। পরে এ·এম·আই·ই· হন। বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থা এ·ই·আই·-তে কর্মজীবন শুরু। পরে ঐ সংস্থা জি·ই·সি·-র সঙ্গে সংযুক্ত হবার পর জি·ই·সি·-তেই শেষ দিন পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পঞ্চাশের দশকের শেষ পর্যন্ত দলের সক্রিয় কর্মী হিসাবে কাজ করেন। সে সময়ে দলের সমসাময়িক পত্রিকায়, 'পরিচয়', 'আন্তর্জাতিক' প্রভৃতিতে তাঁর বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। সমাজের নীচুতলার মানুষদের জন্য গঠিত 'পাতিপুকুর শিক্ষা সংসদ'-এর তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর স্ত্রী সমাজসেবিকা মালতী ছিলেন বিপ্লবী শহীদ দীনেশ গুপ্তর ভ্রাতুষ্পুত্রী। স্ত্রীর সমাজসেবামূলক সমস্ত কাজে তিনি ছিলেন তাঁর প্রধান সহায়ক। কড়ি ও কোমল সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সভাপতি, বর্ণমালা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অন্যতম কর্ণধার হিসাবে তিনি তাঁর কর্মদক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। এ ছাড়া কারুশিল্পী তথা 'কাটুম-কুটুম' শিল্পসৃষ্টির জন্যও তিনি স্মরণীয়। [৮২]

ইন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী (১২৮৯ - ২০·৭·১৩৭১ ব·)। একাধিক সংবাদপত্রে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সাংবাদিকতা করে গেছেন। বাংলা শর্টহ্যাণ্ডের প্রবর্তক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে উক্ত বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন এবং নিজেও এই বিষয়ের বহুল উন্নতিসাধন করেন। তাঁকে বাংলা শর্টহ্যাণ্ডের নবতম ধারার স্রষ্টা বলা চলে। [৪]

ইন্দ্রনাথ নন্দী (১৮৮৫ - ?) কলিকাতা। কর্ণেল এস· সি· নন্দী। আত্মোন্নতি সমিতির প্রথম দিকের সভ্য ও 'ছাত্রভাণ্ডার', 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতিতে সক্রিয় যোগ ছিল। ১৯০৫ খ্রী· আন্দোলনের আগে বিহারে

বৈপ্লবিক সমিতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় অন্যদের সহযোগে গ্রামে গ্রামে ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে স্বাধীনতার কথা প্রচার করতেন। [১৪৯]

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৪.৫.১৮৪৯ - ২৩.৩.১৯১১) গঙ্গাটিকুরি—বর্ধমান। পিতা বামাচরণ পূর্ণিয়ার উকিল ছিলেন। ১৮৬৯ খ্রী· ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে বীরভূমের হেতমপুর ও বর্ধমানের ওকড়সা স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। ১৮৭১ খ্রী· বি· এল· পাশ করে পূর্ণিয়ায়, দিনাজপুরে, কলিকাতা হাইকোর্টে, অবশেষে আমৃত্যু বর্ধমানে ওকালতি করে গেছেন। কিছুদিনের জন্য মুন্সেফের কাজও করেছেন। বাংলা সাহিত্যজগতে 'পাঁচু ঠাকুর' বা 'পঞ্চানন্দ' নামে প্রতিষ্ঠিত হন। বিলাতী আচারের অন্ধ অনুকরণ, প্রগতি ও সংস্কৃতির নামে ইংরেজসেবার বিরুদ্ধে তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেন 'পঞ্চানন্দ'। বঙ্কিমের ভাষায় বাঙলার জীবন ও সাহিত্যাকাশে তিনি 'হেলির ধূমকেতু'। 'উৎকৃষ্ট কাব্যম্' (১৮৭০, ব্যঙ্গকাব্য), 'কল্পতরু' (১৮৭৪, উপন্যাস), 'ভারত-উদ্ধার' (১৮৭৮, ব্যঙ্গকাব্য), 'ক্ষুদিরাম' (১৮৮৮, উপন্যাস) প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। পাঁচটি সর্গে সম্পূর্ণ, অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত তাঁর 'ভারত-উদ্ধার' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গকাব্য। ১৮৭৮ খ্রী· 'পঞ্চানন্দ' নামে ব্যঙ্গাত্মক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। পরে পত্রিকাটি 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়। 'বঙ্গবাসী'-তে রচিত চুটকিগুলি পরে 'পাঁচু ঠাকুর' গ্রন্থমালায় (৫ম খণ্ড) সঙ্কলিত হয়েছে। এ ছাড়াও 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি 'বাংলা ভাষার সংস্কার' শীর্ষক এক প্রবন্ধে সংস্কৃতের ছাঁচে ঢেলে বাংলা ভাষার ব্যকরণ প্রণয়নের অসঙ্গতি বোঝাতে চেয়েছিলেন। [১, ৩, ৭, ৮, ২৫, ২৬]

ইন্দ্রভূতি (সম্ভবত ৭ম/৮ম শতাব্দী)। উড্ডীয়ান বা ওদ্যানের রাজা ইন্দ্রভূতি ভগিনী বা কন্যার সহযোগে বাঙলা দেশে 'বজ্রযোগিনী সাধন' প্রবর্তন করেন। তিব্বতী-সূত্র থেকে পাওয়া তাঁর রচিত অন্তত ২৩টি গ্রন্থের মধ্যে 'কুরুকুল্লা-সাধন' ও 'জ্ঞানসিদ্ধি'র সংস্কৃত ভাষায় লিখিত মূল পুঁথি আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয়েছে। আচার্য অনঙ্গবজ্র তাঁর গুরু এবং তিব্বতের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগুরু পদ্মসম্ভব তাঁর পুত্র ছিলেন। [৩,৬৭]

ইন্দ্রমুখী। আনু· ১৫শ শতাব্দীর একজন মহিলা কবি তাঁর রচিত পদাবলী পাওয়া গেছে। [১]

ইন্দ্রলাল রায়। লাখোটিয়া — বরিশাল। প্যারীলাল। পাশ্চাত্য শিক্ষানুরাগী পিতার সঙ্গে তিন বছর বয়সে বিলাতযাত্রা করেন। ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীতে ইন্দ্রলালই প্রথম বাঙালী ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট। স্যান্ডহার্স্টের কমিশন পেয়ে তিনি রয়াল এয়ার ফোর্সে যোগ দেন এবং ৭খানি শত্রু-বিমান ধ্বংস করার পর যুদ্ধক্ষেত্রে, ফ্রান্সের ক্যালে অঞ্চলে নিহত হন। ওখানে তাঁর কবরে উৎকীর্ণ আছে—'মহাবীরের সমাধি, সম্ভ্রম দেখাও, স্পর্শ করো না'। বিমানবাহিনীর সর্বোচ্চ সম্মান 'ডি· এফ· সি·' উপাধি লাভ করেছিলেন। [১৬]

ইন্দ্রেশ্বর চূড়ামণি। উত্তরবঙ্গের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। তাঁর কন্যা মানিনী দেবী পরম বিদুষী ও স্মৃতিশাস্ত্রে ব্যুৎপন্না ছিলেন। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত রুদ্রমঙ্গল ন্যায়ালঙ্কার মানিনীর পুত্র ছিলেন। [১]

ইব্রাহিম, জাস্টিস মুহম্মদ (১৮৯০ - ১৯৬৬) বিষ্ণুপুর—ফরিদপুর। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় দু'টি স্বর্ণপদক ও বৃত্তিলাভ করেন। প্রথম বিভাগে ল পাশ করে প্রথমে ফরিদপুর ও পরে ঢাকায় ওকালতি করেন। কিছুদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের শিক্ষক ছিলেন। ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস - চ্যান্সেলার (১৯৫৬ - ৫৮) ও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী পদে নিযুক্ত ছিলেন (১৯৫৮ - ৬১)। [১৩৩]

ইব্রাহিম শুক্কর শাহ। বর্ধমান। প্রথম জীবনে জলবাহকের কাজ করতেন। পরে সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত একজন সাধক ফকীর হন এবং কাব্য ও ধর্মগ্রন্থ রচনা শুরু করেন। [১]

ইমামবাড়ী শাহ। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের শেষ পর্যায়ের নায়ক। তিনি বুদ্ধু শাহের সঙ্গে মিলিতভাবে ১৭৯৯ থেকে ১৮০০ খ্রী· পর্যন্ত বগুড়ার জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। [৫৬]

ইয়েটস, উইলিয়ম (১৫.১২.১৭৯১ - ৩.৭. ১৮৪৫) লোবরা—ইংল্যাণ্ড। ১৮১৫ খ্রী· ধর্মপ্রচারক হিসাবে শ্রীরামপুরে পৌছান ও কেরীর সাহায্যে সংস্কৃত, বাংলা, অসমীয়া, ওড়িশী প্রভৃতি ভাষা আয়ত্ত করেন। প্রায় চার বছর শ্রীরামপুরে বসবাসের পর কলিকাতায় এসে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে পীয়র্স ও লসেনের সাহায্যে কাজ আরম্ভ করেন। ৩.৯.১৮১৮ খ্রী· এই প্রেস থেকে প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অর্থোপার্জনের জন্য কলিকাতায় আগত ইংরেজদের শিক্ষার জন্য স্কুল খোলেন। ১৮১৭ খ্রী· 'কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২৪-৪৫ খ্রী· পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ছিলেন এবং এর জন্য বহু পুস্তক রচনা করেন। সমসাময়িক কালে তিনি অন্যতম ভারতীয় ভাষাবিদ্‌রূপে খ্যাতিলাভ করেন। ৯টি ভারতীয় ভাষা জানতেন। রচিত গ্রন্থ: 'পদার্থ বিদ্যাসার' (১৮২৫), 'জ্যোতির্বিদ্যা' (১৮৩৩), 'সারসংগ্রহ' (১৮৪৪), 'Introduction to Bengali Language' (১৮৪৭), 'বাইবেল' ও 'প্রাচীন ইতিহাসের সমুচ্চয়' (পীয়র্সনসহ অনুবাদ)। [১২২]

ইলা পাল চৌধুরী (১৯০৮ - ৯.৩.১৯৭৫) কলিকাতা। স্বামী—নদীয়ার জমিদার অমিয় পাল চৌধুরী। অল্পবয়সেই তিনি কংগ্রেসের কাজে যোগ দেন। দেশের কাজে সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১৯৫৪ খ্রী· নদীয়া থেকে এক উপ-নির্বাচনে তিনি সর্বপ্রথম লোকসভার সদস্যরূপে নির্বাচিত হন এবং পরপর তিনবার সেখান থেকে জয়ী হয়ে লোকসভায় প্রতিনিধিত্ব করেন। প্রদেশ কংগ্রেসের মহিলা শাখার একজন সক্রিয় নেত্রী ছিলেন। উন্নয়নমূলক নানা সেবাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিল। [১৬]

ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০ - ১৯৩১) সিরাজগঞ্জ—পাবনা। দারিদ্র্যের জন্য উচ্চশিক্ষায় বঞ্চিত হলেও নিজ চেষ্টায় জ্ঞান অর্জন করেন। একাধারে কবি, রাজনীতিক, সমাজ-সংস্কারক, ধর্মনেতা ও চিকিৎসক। ১৯১২ খ্রী· ভারতের মুসলিম প্রতিনিধি হিসাবে তুরস্কের পক্ষে বলকান যুদ্ধে যোগ দেন। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক ছিলেন। ১৩০৬ ব প্রকাশিত তাঁর প্রথম কবিতা-সঙ্কলন 'অনল-প্রবাহ'। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩১৫ ব·) ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করে এবং কবির দুই বছর কারাদণ্ড হয়। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কাব্য : 'উচ্ছ্বাস', 'উদ্বোধন', 'নব উদ্দীপনা', 'স্পেন-বিজয় কাব্য', 'সঙ্গীত সঞ্জীবনী,' 'প্রেমাঞ্জলি'; উপন্যাস: 'তারাবাঈ', 'রায়নন্দিনী', 'নূরউদ্দীন', 'ফিরোজা বেগম'; প্রবন্ধ গ্রন্থ: 'সুচিন্তা', 'স্বজাতি প্রেম', 'আদব-কায়দা শিক্ষা', 'স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা', 'মহানগরী কার্ডোভা', 'তুর্কী নারী-জীবন', 'তুরস্ক-ভ্রমণ' প্রভৃতি। [১৩৩]

ইসা খাঁ মসনদ আলী (? - সেপ্টে· ১৫৯৯) পিতা কালিদাস গজদানী জাতিতে রাজপুত ছিলেন, ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবার পর নাম হয় সুলেমান খাঁ। বিষয়কর্ম উপলক্ষে তিনি অযোধ্যা প্রদেশ থেকে পূর্ববঙ্গে এসে বিবাহ করেন। এখানেই ইসা খাঁর জন্ম। 'আকবরনামা'য় প্রসিদ্ধ ভূঁইয়া বলে ইসা খাঁর উল্লেখ আছে। তিনি স্বীয় ক্ষমতায় ঢাকা, ত্রিপুরা, সুসঙ্গ-ব্যতীত ময়মনসিংহ, রংপুর, পাবনা এবং বগুড়া জেলার কিয়দংশ নিয়ে রাজ্য গঠন করেন। বঙ্গের শেষ স্বাধীন আফগান সুলতান দাউদ খাঁর পরাজয়ের পর আফগানদের নেতা হিসাবে তিনি আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। মোগল সেনাপতি তরসুন খাঁ তাঁর হাতে পরাজিত ও নিহত হন। ১৫৮৪ খ্রী· ঢাকা আক্রমণকারী মোগল সেনাপতিকে বঙ্গদেশ পরিত্যাগে বাধ্য করেন। ১৫৮৬ খ্রী· মোগলদের সঙ্গে সন্ধি করেন। ১৫৯৬ খ্রী· মানসিংহ ইসা খাঁর রাজ্যের অধিকাংশ অধিকার করলে তিনি পুনর্বার মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। মানসিংহের পুত্র দুর্জন সিংহ ইসা খাঁর রাজধানী কাত্রাভু আক্রমণ করে পরাজিত ও নিহত হন। পরের বছর ইসা খাঁ আকবরের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। কথিত আছে, ইসা খাঁ মানসিংহের সঙ্গে আগ্রায় গেলে আকবর কর্তৃক 'দেওয়ান' ও 'মসনদ আলী' উপাধিপ্রাপ্ত হন। তাঁর পত্নী বিবি আলী নেয়ামত 'সোনা বিবি' নামে খ্যাত ছিলেন। শোনা যায়, তিনি বিখ্যাত ভূঁইয়া চাঁদ রায়ের বিধবা কন্যা। [১,২,৩,২৫,২৬]

ঈশানচন্দ্র ঘোষ, রায়বাহাদুর (১২৬৭ -১১·৭· ১৩৪২ ব·) যশোহর। অপরের সাহায্যে ও নিজচেষ্টায় বৃত্তিসহ কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। কিছুকাল গৃহশিক্ষকতা ও সংবাদপত্রে রচনাদি লিখে সংসার চালান। ১৮৮৫ খ্রী· সরকারী শিক্ষাবিভাগে যোগ দিয়ে বিভিন্ন স্কুলে প্রধান-শিক্ষকতা করার পর স্কুল ইনস্পেক্টর হন। সংস্কৃত, ইংরেজী ও দর্শনশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। কয়েকটি স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখলেও, তাঁর লেখক-খ্যাতি পালি থেকে 'বৌদ্ধ-জাতক'-এর অনুবাদক হিসাবে। বৃদ্ধবয়সে পালি ভাষা শিখে একক চেষ্টায় ১৬ বছরে এই কাজ শেষ করেন। অনেকগুলি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের পরামর্শদাতা এবং কয়েকটির পরিচালক ছিলেন। বিভিন্ন জনহিতকর কাজে বহু অর্থ দান করেন। মাতা ও পিতার স্মৃতিরক্ষায় দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী খনন এবং রাস্তা ও মন্দির নির্মাণ করেন। যাদবপুর ও কসৌলী যক্ষ্মা হাসপাতালে অর্থদান করেছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র। [৩,৫,৭,২৫]

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়[১] (১০·৯·১৮১৪ -১৬·৬· ১৮৯৩) গুপ্তিপাড়া—হুগলী। বদনচন্দ্র। এদেশে ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারে অন্যতম অগ্রণী। ফারসী এবং ইংরেজী, ল্যাটিন, গ্রীক, গণিত, রসায়ন ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ১৮৩৩ থেকে ১৮৭২ খ্রী· দীর্ঘ ৩৮ বছরের শিক্ষক-জীবনে তিনি জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন, হাজারীবাগে উইলকিনসন্স স্কুল, বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ, হুগলী কলেজ প্রভৃতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন। তবে হুগলী কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে শিক্ষক ও স্থপতি হিসাবেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ে অধ্যাপনা করলেও ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়েও পারদর্শিতার পরিচয় দেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—বঙ্কিমচন্দ্র, হরেন ঘোষ, গঙ্গাচরণ সরকার, শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র দাস, বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, আইনশাস্ত্রবিদ্ সৈয়দ আমীর আলী, প্রত্নতাত্ত্বিক নন্দলাল দে, বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু প্রমুখ। ইংরেজী, বাংলা ও ফারসী ভাষাতে তিনি অনেক নিবন্ধ লিখেছেন। তবে ইংরেজী রচনাতেই তাঁর খ্যাতি সমধিক ছিল। তৎকালীন অনেক পত্র-পত্রিকায় তিনি 'Zorian' ছদ্মনামে প্রবন্ধ লিখতেন। শিক্ষক ও লেখক হিসাবে তাঁর ভ্রাতা মহেশচন্দ্রও বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন। [১৬৬]

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়[২] (১৫·৩·১৮৫৬ - ১২·৬·১৮৯৭) গুলিটা—হুগলী। কৈলাসচন্দ্র। কবি হেমচন্দ্রের অনুজ। কলেজের শিক্ষা শেষ করে সরকারী কাজে যোগদান করেন। 'যোগেশ' (১২৮৭ ব·, অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত), 'চিতমুকুর' প্রভৃতি কাব্য ও 'সুধাময়ী' উপন্যাস তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। হুগলী থেকে প্রচারিত 'পূর্ণিমা' মাসিক পত্রিকার প্রকাশকাল থেকে আমৃত্যু তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অত্যন্ত ভাবপ্রবণ এই কবি মাত্র ৪২ বছর বয়সে আত্মহত্যা করেন। [১,৩,২৫,২৬]

ঈশানচন্দ্র বসু (১২৫০ - ২৮·৬·১৩১৯ ব·)। মেদিনীপুর বিদ্যালয়ে রাজনারায়ণ বসুর প্রিয় ছাত্র ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সহ - সম্পাদক এবং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র বিশিষ্ট লেখক। বালক - বালিকাদের উপযুক্ত নীতিশিক্ষার পুস্তক-প্রণেতা।

কিছুদিন 'কায়স্থ' পত্রিকার সম্পাদনাও করেন। রামমোহন রায়ের লুপ্তপ্রায় ইংরেজী, সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থাবলীর সঙ্কলক ও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের বক্তৃতাবলীর প্রকাশক ছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ঈশানচন্দ্র হিন্দুভাব রক্ষা করে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষায় তাঁর উৎসাহ ছিল। ভবানীপুর বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে অন্যতম অগ্রণী। [১,৬]

ঈশানচন্দ্র রায়। দৌলতপুর—পাবনা। জমিদার - বংশে জন্ম। নিকটস্থ এক বিপুল বিত্তশালী জমিদারের সঙ্গে তাঁদের পরিবারের বিবাদ উপস্থিত হলে ঐ বিবাদ ক্রমে প্রজাদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। প্রজারা তাঁদের বৃদ্ধিজমা এবং বাজেজমার বিষয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ঈশানচন্দ্র এই বিদ্রোহী দলে যোগ দিয়ে স্বীয় বুদ্ধিবলে তাদের নেতা নির্বাচিত হন। তিনি সাধারণত বিদ্রোহীদের 'রাজা' বলে অভিহিত হতেন। এই সময়ে রুদ্রগাথির প্রসিদ্ধ অশ্বারোহী গঙ্গাচরণ পাল বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ঈশানচন্দ্রের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। এই বিদ্রোহীরা প্রকাশ্য দিবালোকে দলবদ্ধভাবে জমিদারদের সম্পত্তি লুট করত। তৎকালীন ইংরেজ সরকার সৈন্য পাঠিয়ে বিদ্রোহীদের দমন করেন। ১৮৭২ - ৭৩ খ্রী· সংঘটিত এই বিদ্রোহই সিরাজগঞ্জের 'প্রজাবিদ্রোহ' নামে খ্যাত। ব্রিটিশ বিচারালয়ে এই বিদ্রোহীদের বিচারে ঈশানচন্দ্র মুক্তি পেলেও অন্যান্যদের তিন মাস থেকে দু'বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হয়। [১,৫৬]

ঈশান নাগর (১৪৯২ - ?) নবগ্রাম—শ্রীহট্ট। অদ্বৈত প্রভুর জীবনী অবলম্বনে 'অদ্বৈত প্রকাশ' গ্রন্থ রচনা করেন (১৫৬৮)। চৈতন্য ভাগবতে নিমাই পণ্ডিতের গৃহভৃত্য হিসাবে তাঁর উল্লেখ আছে। চৈতন্যদেবের গৃহত্যাগের পর তিনিই শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবা করতেন। [১, ২, ৩, ২৬, ৯০]

ঈশানেশ্বর সর্বাধিকারী (১৮শ শতাব্দী)। দিল্লীর সম্রাট মোহম্মদ শাহের মন্ত্রী হিসাবে ভারত-শাসন-ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বেসরকারী ভাইস-চ্যান্সেলর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী তাঁর উত্তরপুরুষ। [১]

ঈশ্বর ঘোষ। বিগ্রহপালের (১০৫০ - ৭০ব·) আমলের একজন সামন্ত রাজা। বর্ধমান জেলার ঢেক্করী অঞ্চলে তিনি প্রায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন। মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ লিপি একটি ঐতিহাসিক উপাদান। যুদ্ধব্যবসায়ী ধূর্ত ঘোষ তাঁর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ধূর্তের পুত্র ধবল ঘোষের কীর্তি ও বীরত্ব-গাথা সূত বা চারণেরা গেয়ে বেড়াত। [৬৭]

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (মার্চ ১৮১২ - ২৩·১·১৮৫৯) শিয়ালডাঙ্গা নীলকুঠি—কাঁচড়াপাড়া। হরিনারায়ণ। মধ্যবিত্ত ঘরে জন্ম। বাঙালী কবিয়াল-রচনারীতির শেষ কবি এবং বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে খণ্ডকবিতা রচনার প্রবর্তক। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে জনসাধারণের মধ্যে কবিতাপাঠের প্রবর্তনও তিনি করেন। বাল্যে শিক্ষায় অমনোযোগী ছিলেন কিন্তু মুখে মুখে সঙ্গীত-রচনার ক্ষমতা ছিল এবং গ্রামের কবি ও ওস্তাদের দলে গান বেঁধে দিতেন। দশ বছর বয়সে মাতৃবিয়োগ ঘটলে কলিকাতায় মাতুলালয়ে এসে বাস করতে থাকেন। ব্যঙ্গাত্মক কবিতা-রচনায় বিখ্যাত হয়েছিলেন। সে যুগের কোন লোকই গুপ্ত কবির বিদ্রূপ থেকে রেহাই পান নি। সাধারণ মানুষের ভাষায় কাব্য রচনা করে তিনি কবিপ্রসিদ্ধি লাভ করেন। সাংবাদিকতায় অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ১৮৩১ খ্রী· ২৮ জানুয়ারী যোগেন্দ্র ঠাকুরের সহযোগিতায় 'সংবাদ প্রভাকর' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কালক্রমে বহু ঘটনার পর ১৮৩৯ খ্রী· ১৪ জুন এই পত্রিকাই বাংলা দৈনিকরূপে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও 'পাষণ্ডপীড়ন', 'সংবাদ রত্নাবলী', 'সংবাদসাধুরঞ্জন' এবং আরও তিনটি পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের 'রসরাজ' পত্রিকার সঙ্গে কবিতাযুদ্ধ চালাবার জন্যই তিনি 'পাষণ্ডপীড়ন' পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর অন্যতম সাহিত্যকীর্তি রামপ্রসাদ সেন, রামনিধি গুপ্ত, রামমোহন বসু, নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী, হরঠাকুর, নৃসিংহ, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস প্রভৃতি বিভিন্ন সভা-কবির ও পাঁচালীকারের রচনা সংগ্রহ ও প্রকাশ। 'বোধেন্দুবিকাস' নাটকে ভাষা ও ছন্দে তাঁর দক্ষতার প্রমাণ সুস্পষ্ট। বাংলা সাহিত্যে তিনি যুগসন্ধির কবি বলে সুপরিচিত। তাঁর কাব্য অমর না হলেও স্বকীয়তার বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজভুক্ত ছিলেন। ১৮২৯ খ্রী· থেকে তাঁকে সামাজিক আন্দোলনে নব্যদের সাথী হতে দেখা যায়। তত্ত্ববোধিনী সভা ও হিন্দু থিয়ফিলানথ্রপিক সভার সঙ্গেও সক্রিয় যোগাযোগ ছিল। ধর্মসভার বিরোধী ছিলেন। বৈজ্ঞানিক ও বাণিজ্যিক উন্নতি-বিষয়ক আন্দোলনের সমর্থন করতেন ও নিপীড়িত জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। [১,২,৩,৭,৮,২৫,২৬]

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বিষ্ণুপুর। বাঙলাদেশে কথকতা শিক্ষার জন্য টোল স্থাপন করেন। তখন বিষ্ণুপুরের কথকদের দেশজোড়া খ্যাতি ছিল। সঙ্গীতজ্ঞ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বপুরুষ। [২২]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (২৬·৯·১৮২০-২৯·৭·১৮৯১) বীরসিংহ — মেদিনীপুর। ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। দরিদ্র পরিবারে জন্ম। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রাম্য পাঠশালায়। ১৮২৮ খ্রী· পদব্রজে কলিকাতায় আসেন এবং ১৮২৯ খ্রী· ১ জুন সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। একাদিক্রমে ১২ বছর কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, বেদান্ত, স্মৃতি, ন্যায়, জ্যোতিষ প্রভৃতি পাঠ করে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ১৮৩৯ খ্রী· হিন্দু ল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পান। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ১৮৪১ খ্রী· ২৯ ডিসেম্বর হেডপণ্ডিতের পদ লাভ করেন। এখানে আসার পর ইংরেজী ও হিন্দী শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। ১৮৪৬ খ্রী· ৬ এপ্রিল সংস্কৃত কলেজের সহ-সম্পাদক হন কিন্তু কলেজের সংস্কারের প্রস্তাব সম্পাদক রসময় দত্ত অগ্রাহ্য করলে ১৮৪৭ খ্রী· ১৬ জুলাই পদত্যাগ করেন। ১৮৫০

খ্রী· উক্ত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদগ্রহণ করেন; শর্ত ছিল তাঁর প্রস্তাবমত কলেজ-সংস্কার করতে হবে। ১৮৫১ খ্রী· ২২ জানুয়ারী উক্ত কলেজের নবসৃষ্ট অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত হন। এই সময় সম্পাদক রসময় দত্ত অবসর গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগর এই কলেজের সর্ববিভাগের সংস্কারসাধনে ব্রতী ছিলেন; যথা, বিরতি দিবস পরিবর্তন, মাহিনা প্রবর্তন, পাঠক্রম সংস্কার, জটিল ব্যাকরণ মুগ্ধবোধের পরিবর্তনের জন্য সহজবোধ্য নূতন ব্যাকরণ-সৃষ্টি (সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা, ১৮৫১ খ্রী·, পরে ব্যাকরণ কৌমুদী), গণিতে ইংরেজী ব্যবহার এবং দর্শনে পাশ্চাত্য যুক্তিবিদ্যা (লজিক) পাঠ্য নির্বাচন, সংস্কৃত কলেজে অব্রাহ্মণের প্রবেশাধিকার প্রভৃতি। ক্রমে স্কুল বিভাগের সর্বস্তরে শিক্ষার জন্য বহুবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; যেমন, 'বোধোদয়', 'বর্ণপরিচয়', 'কথামালা', 'চরিতাবলী', 'ঋজুপাঠ' প্রভৃতি। বাংলা ভাষায় বলসঞ্চার ও সংস্কৃতবাহুল্যমুক্তির জন্য 'বেতালপঞ্চবিংশতি', 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি রচনায় তিনি সাহিত্যের দিক-নির্দেশ করেন। এ ছাড়াও 'রঘুবংশ', 'সর্বদর্শনসংগ্রহ', 'কুমারসম্ভব', 'কাদম্বরী', 'মেঘদূত', 'উত্তররামচরিত', 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' প্রভৃতি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। সহকর্মী মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে 'সংস্কৃত-প্রেস' খুলেছিলেন। সমাজ-সংস্কারেও মুখ্য ভূমিকা ছিল। তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এবং সম্পাদক অক্ষয় দত্তের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে ছাত্রজীবনের শেষ দিকে। ১৮৫৪-৫৫ খ্রী· বিধবা-বিবাহ প্রচলনের প্রস্তাব করেন। প্রবল পরিপন্থী আন্দোলনের মধ্যেও বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হয় (১৮৫৬)। এই বছরই ডিসেম্বরে তাঁর উদ্যোগে প্রথম বিধবা-বিবাহ করেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। এখানে এবং পরে বহু বিধবা-বিবাহে নিজ অর্থ ব্যয় করে পরিণামে নিজেই ঋণগ্রস্ত হন। ১৮৭০ খ্রী· নিজপুত্র নারায়ণচন্দ্রের সঙ্গে জনৈকা বিধবার বিবাহ অনুমোদন করেন। কিন্তু বহুবিবাহ-রোধ আন্দোলনে ব্যর্থ হন; কারণ বন্ধুদের বাধা ও সিপাহী বিদ্রোহের পর সরকারের ভীতি। এই উপলক্ষে শিক্ষিত মহলে তীব্র বাদানুবাদের সৃষ্টি হলে বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ নূতন ভঙ্গিতে সরস ও বিদ্রূপাত্মক নিবন্ধ রচনা করেন। গ্রন্থাকারে সেগুলির নাম—'কস্যচিৎ ভাইপোস্য', 'অতি অল্প হইল', 'আবার অতি অল্প হইল' (১৮৭৩)। হিন্দু বিধবাদের দুরবস্থা থেকে বাঁচানোর জন্য 'হিন্দু ফ্যামিলী অ্যানুয়িটি ফাণ্ড' প্রতিষ্ঠা করেন। স্ত্রীশিক্ষায় বিপুল অবদান ছিল। সরকার কর্তৃক বিশেষ স্কুল ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম-গ্রামান্তরে ৬ মাসে ২০টি মডেল স্কুল স্থাপন করেন। এইসব স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষণ-পদ্ধতি শিক্ষার জন্য নিজ তত্ত্বাবধানে 'নর্মাল স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৫৫)। এর পরিচালক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। স্ত্রী-শিক্ষার সেই আদিযুগে বিদ্যাসাগর-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১৩০০ (১৮৫৮)। বেথুন-স্থাপিত স্কুলেরও সেক্রেটারী ছিলেন। গ্রামে স্থাপিত এতগুলি স্কুল সম্পর্কে সরকারের প্রতিশ্রুত সাহায্য না পাওয়ায় তাঁকে নিজ ব্যয়ে বেশ কিছুদিন এগুলির পরিচালনার দায়িত্বভার বহন করতে হয়। ১৮৫৭ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা - সদস্য ছিলেন। ১৮৫৯ খ্রী· 'ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল' প্রতিষ্ঠার পর ১৮৬৪ খ্রী· এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব তাঁর হাতে আসে। এই স্কুলই প্রথমে 'হিন্দু মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশন' এবং পরে ১৮৭২ খ্রী· কলেজে রূপান্তরিত হয় (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ)। দেশীয় অধ্যাপকগণ দ্বারাই এই কলেজে ইংরেজী সাহিত্য পড়ান হত। সারা জীবন কঠোর সংগ্রামী, স্বাজাত্যাভিমানী, কোনো কারণেই আপোস না করা—এই ছিল বিদ্যাসাগরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ফলে শেষ-জীবনে আত্মীয়-বন্ধুজন থেকে দূরে কার্মাটারে সাঁওতালদের মধ্যে বসবাস করতেন। মাইকেল মধুসূদন তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন: 'The genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother'। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্রের প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব।' [১, ২, ৩, ৬, ৭, ৮, ১০, ২০, ২৫, ২৬, ২৮, ৪৫]

উইলকিন্স, স্যার চার্লস (১৭৪৯/৫০ -১৮৩৬)। ১৭৭০ খ্রী· ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাইটারের চাকরি নিয়ে ভারতে আসেন। ফারসী, বাংলা ও সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং এইসকল ভাষায় ক্রমে হরফ নির্মাণ ও মুদ্রণ শিল্পে বিশেষজ্ঞ হন। কোম্পানীর অপর কর্মচারী হ্যালহেডের ব্যাকরণ ছাপার জন্য বাংলা হরফ নির্মাণ করেন এবং হুগলীর নিজ ছাপাখানা থেকে ১৭৭৮ খ্রী· মুদ্রণ করেন। ব্যাকরণ-রচয়িতা হ্যালহেড ও মুদ্রাকর চার্লস একত্রে ৩০ হাজার টাকা পুরস্কার পান। ১৭৭৯ - ১৭৮৪ খ্রী· কোম্পানীর প্রেসের অধ্যক্ষ ছিলেন। বঙ্গদেশে 'মুদ্রণ-শিল্পের জনক' নামে তিনি অভিহিত হন। তাঁর ভগবদ্গীতার অনুবাদ গ্রন্থটি ১৭৮৫ খ্রী· ইংল্যাণ্ডে মুদ্রিত হয়। তাঁর আরব্ধ মনুসংহিতার অনুবাদ উইলিয়ম জোন্স শেষ করেন। 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠায় (১৭৮৪) তাঁর অবদান ছিল। সংস্কৃত হিতোপদেশের অনুবাদ এবং সংস্কৃতে রচিত কয়েকটি শিলালিপি ও তাম্রলিপির পাঠোদ্ধার করেন। কঠোর পরিশ্রমের জন্য স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় ১৭৮৫ খ্রী· স্বদেশে ফিরে যান। লণ্ডনে ইন্ডিয়া হাউস সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হলে (১৭৯৯) তার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন ও আমৃত্যু সেখানে কাজ করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্র 'এশিয়াটিক রিসার্চেস'-এ তাঁর অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। অন্যান্য রচনা: 'Compilation of Jones Manuscripts', 'Richardson's Persian - Arabic - English Dictionary', 'A Grammar of the Sanskrit Language', 'Radicals of the Sanskrit Language' প্রভৃতি। [১, ৩]

উজীর সরকার। ১৮৩২ খ্রী· ময়মনসিংহের সেরপুরে ইনি ও গুমানু সরকার প্রজাদের দলপতি হয়ে

জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই বিদ্রোহ 'পাগল-পন্থী বিদ্রোহ' নামে খ্যাত হয়। [১, ৫৬]

উত্তমকুমার (৩·৯·১৯২৬ - ২৪·৭·১৯৮০) বাংলা চলচ্চিত্রে জনপ্রিয় রোমান্টিক নায়ক। প্রকৃত নাম অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়। দরিদ্র পরিবারে জন্ম। পোর্ট কমিশনার অফিসে চাকরি করতেন। ১৯৪১ খ্রী· তাঁর প্রথম ছবি 'দৃষ্টিদান'। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় 'সাড়ে চুয়াত্তর' ছবিতে তিনি সাড়া জাগান। নায়িকা সুচিত্রা সেন। তখন থেকেই উত্তম-সুচিত্রা জুটি বাংলা ছবিতে দর্শক আকর্ষণ করতে থাকে। বোম্বের চটকদার হিন্দী ছবির কাছে বাংলা ছবি যখন মার খাচ্ছিল, তখন তাঁর জনপ্রিয়তা বাংলা ছবিকে অনেকখানি রক্ষা করতে পেরেছে। সুচিত্রা সেন ছাড়া কলিকাতা ও বোম্বের বহু খ্যাতনাম্নী নায়িকার সঙ্গেও তিনি অভিনয় করেছেন। শতাধিক ছবির মধ্যে কিছু হিন্দী, অধিকাংশই বাংলা। রঙ্গমঞ্চ ও যাত্রাতেও তিনি তাঁর অভিনয়-প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কয়েকটি চিত্র তিনি পরিচালনাও করেন। শিল্পী সংসদের হয়ে তাঁর পরিচালিত 'বনপলাশীর পদাবলী' যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। হিন্দী ছবি 'ছোটি সে মুলকাত'-এর প্রযোজক-পরিচালক ছিলেন। সঙ্গীত পরিচালনায়ও তাঁর দক্ষতা ছিল। অভিনেত্রী সঙ্ঘ ও শিল্পী সংসদের প্রথম সভাপতি। অভিনেতা তরুণকুমার তাঁর অনুজ। [১৬]

উদয়চরণ আঢ্য (১৮২১ - ১৮৫৬) কলিকাতা। সিনিয়র স্কলার হয়ে প্রথমে কলিকাতা ট্রেজারিতে, লবণ বিভাগে এবং শেষে আবগারী বিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে কাজ করেন। ১৮৩৭ খ্রী· 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকার সম্পাদনা এবং ইংরেজী-বাংলা অভিধান, শব্দাম্বুধি, ভাগবত, রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। [১]

উদয়নাচার্য ভাদুড়ী (১২শ শতাব্দী) নিসিন্দা — বগুড়া। বৃহস্পতি আচার্য। কল্লুক ভট্টের নিকট দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি বৌদ্ধদের বিচারে পরাভূত করে 'কুসুমাঞ্জলি' নামক গ্রন্থে ব্রহ্মতত্ত্বের প্রকাশ ও আস্তিকতা প্রতিপন্ন করেন। তাঁর রচিত 'কুসুমাঞ্জলি' ও 'কিরণাবলী' গ্রন্থদ্বয় বঙ্গদেশের দার্শনিক পণ্ডিতমহলে সাদরে গৃহীত হয়। বৌদ্ধমতখণ্ডনকারী 'আত্মবিবেক' নামক ধর্মগ্রন্থ ও 'তাৎপর্যপরিশুদ্ধি' নামক টীকাও রচনা করেন। রাজশাহীর তাহিরপুর ও চৌগ্রামের রাজবংশ তাঁরই বংশধর। [১,২৫,২৬]

উদয়শঙ্কর (১৯০০ - ২৬·৯·১৯৭৭) কালিয়া-গ্রাম — যশোহর। উদয়পুরে ঝালোয়ার রাজার দেওয়ান শ্যামশঙ্কর। উদয়শঙ্করের জন্ম উদয়পুরে। স্কুলের শিক্ষা কখনও কালিয়াতে, কখনও মাতামহের নিবাসস্থল গাজীপুরে, কখনও কাশীর বাঙ্গালীটোলা হাই স্কুলে। বোম্বাই-এর জে· জে· আর্ট স্কুলে কিছুদিন থাকার পর ১৯১৯ খ্রী· লণ্ডনের রয়েল কলেজ অব আর্টসে ভর্তি হন। সেখানকার পাঁচ বছরের কোর্স তিন বছরেই সমাপ্ত করে এ·আর·সি·এ· ডিগ্রী এবং কম্পোজিশনে ডিপ্লোমা ও প্রাইজ পান। 'প্রিক্স রোমা' নামে সর্বোচ্চ বৃত্তিলাভ করেন। ঐ সময়ে লণ্ডন আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ রোটেনস্টাইনের মাধ্যমে বিখ্যাত রুশ নৃত্যশিল্পী আনা পাভলোভার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর অনুরোধে ভারতীয় বিষয়ের দুটি নৃত্য 'হিন্দু বিবাহ' ও 'রাধাকৃষ্ণ নৃত্য' রচনা করেন ও আনা পাভলোভার সঙ্গে নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন এবং এভাবে নৃত্যশিল্পী-জীবনের পালা শুরু হয়। বিভিন্ন স্থানে রয়েল অপেরা হাউসে, কভেন্ট গার্ডেনে ও সমস্ত অভিজাত প্রেক্ষাগৃহে তাঁর নৃত্যকলা প্রদর্শন করতে থাকেন। আনা পাভলোভা তাঁকে পশ্চিমী নৃত্যকলা অনুসরণ না করে প্রাচ্যের শিল্পকলা ও সংস্কৃতিকে নৃত্যের মাধ্যমে দেখাতে অনুপ্রাণিত করেন। তাছাড়া সুইডিস মহিলা-শিল্পী (ভাস্কর্য ও চিত্র) এলিস বোনারও ভারতীয় নৃত্যের ঐতিহ্যের দিকে তাঁর দৃষ্টি খুলে দেন। তাঁর সঙ্গেই ভারতের কাশ্মীর থেকে মালাবার হিলস্ পর্যন্ত ভ্রমণ করার ফলে নিজের দেশের জীবনধারা ও নৃত্যকলার সঙ্গে পরিচিত হন। ত্রিশের দশকে ইউরোপ সফরে মিস বোনারই তাঁর নৃত্য-প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতেন। ১৯২২ খ্রী· লণ্ডনের জেমস্ পার্কে অনুষ্ঠিত একটি 'সাহায্য-রজনী'-তে তাঁর 'অসিনৃত্য' দেখে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে অভিনন্দন জানান। নৃত্যকলায় রীতিমত শিক্ষা তিনি কখনই পাননি। কৈশোরে ও যৌবনে দেখা গ্রাম্য ও দেশীয় নৃত্যগুলি তাঁর বিভিন্ন নাচের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল। ভারতের ক্লাসিকাল নৃত্যকে বিভিন্ন আঙ্গিকে ভেঙ্গেচুরে নতুন নতুন ভাবে সৃষ্টি করেছেন। গুরু শঙ্করণ নাম্বুদ্রি তাঁর অনুরোধে কথাকলি আঙ্গিকে 'কার্তিকেয় নৃত্য' রচনা করে দেন। কোন বিশেষ আঙ্গিকের বন্ধনেই তাঁর নৃত্যকলা সীমিত ছিল না। ইউরোপে তাঁর নৃত্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিলেন ফরাসী নৃত্যশিল্পী সিমকী, অনুজ রবিশঙ্কর, ভগিনী কনকলতা, পিতৃব্য ভবানীশঙ্কর ও আত্মীয় রাজেন্দ্রশঙ্কর। তাঁদের নিয়ে ১৯৩১ - ৩৩ খ্রী· ইউরোপ ও আমেরিকায় নৃত্য প্রদর্শন করেছেন। প্রায় ১১ বছর পরে তাঁর শিল্পিদলকে নিয়ে ভারতে আসেন। প্রযোজক হরেন ঘোষ তাঁর নাচের অনুষ্ঠানগুলির ব্যবস্থা করতেন। এ-সময়কার বিখ্যাত নাচগুলির মধ্যে 'অসিনৃত্য', 'কার্তিকেয় নৃত্য', 'নটরাজ', 'হরপার্বতী' নৃত্য উল্লেখযোগ্য। এসব নাচ তিনি একক বা সিমকীর সঙ্গে নেচে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন। তাঁর নৃত্যসম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ দেন তখনকার বিখ্যাত শিল্পীরা, যেমন, তিমিরবরণ, শচীন দেববর্মণ, কৃষ্ণচন্দ্র দে, আলাউদ্দীন খাঁ ও আলি আকবর খাঁ। ১৯৩৩ খ্রী· রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে বিশ্বভারতীতে তাঁর সম্প্রদায় নিয়ে ইন্দ্র নৃত্যাদি প্রদর্শন করে কবির আশীর্বাদধন্য হন। ১৯৩৯ খ্রী· আলমোড়াতে 'উদয়শঙ্কর কালচার সেন্টার' স্থাপন করেন। সেখানে নৃত্য, সঙ্গীত ও নাট্যের অনুশীলনও হত। অর্থাভাবে ও অন্যান্য কারণে কয়েক বছর পরে কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে যায়। এখানেই বিখ্যাত ব্যালে 'Rhythm of Life', 'Labour and Machine'-এর সৃষ্টি হয়। ১৯৪২ খ্রী· দলের

অন্যতম নৃত্যশিল্পী অমলা নন্দীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। এর পর রামায়ণ অবলম্বন করে 'রামলীলা' ছায়ানাট্য দেখান। ১৯৪৭ খ্রী· 'কল্পনা' চলচ্চিত্র দেশবাসীকে উপহার দেন। ভারতীয় নৃত্যকলাই এর উপজীব্য। ব্রাসেলস্ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এটি শ্রেষ্ঠ কাহিনী-চিত্রের স্বীকৃতি ও সম্মান পায়। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসবের সময় 'সামান্য ক্ষতি' কবিতাটি অবলম্বন করে এবং ১৯৬৬ খ্রী· রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা' অবলম্বনে 'প্রকৃতি ও আনন্দ' নামে দুটি বিশিষ্ট নৃত্যনাট্য উপস্থিত করেন। ১৯৬৮ খ্রী· শেষবার পুরানো ও নূতন শিল্পীদের নিয়ে দু'মাসের জন্য কানাডা ও মার্কিন সফরে যান। শেষের দিকে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে সানডিয়াগোতে অসুস্থ হয়ে দেশে ফিরে আসেন। ১৯৬৯- ৭০ খ্রী· আবার নূতন সৃষ্টির পরিচয় দেন সিনেমা মঞ্চাভিনয় নৃত্য মিলিয়ে 'শঙ্করস্কোপ'-এ। পরে তাঁর বাড়িতে 'উদয়শঙ্কর সেন্টার অব ড্যান্স' প্রতিষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্র ভারতীর শুরু থেকেই তার নৃত্যশাখার 'ডীন' হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৭১ খ্রী· ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মবিভূষণ' ও ১৯৭৬ খ্রী· বিশ্বভারতী 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করেন। সঙ্গীত-নাটক আকাদেমির ফেলো ও আকাশবাণীতে 'প্রডিউসর অ্যামেরিটাস' নিযুক্ত ছিলেন।. [১৬]

উদ্ধারণ দত্ত (১৪৮১ - ১৫৩৮) সপ্তগ্রাম—ত্রিবেণী। শ্রীকর। পৈতৃক বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়ে বাঙলার নবাব হোসেন শা'র কাছ থেকে জমিদারী ক্রয় করে ঐ স্থানের নাম 'উদ্ধারণপুর' রাখেন। নিজ গ্রামের সুবর্ণ বণিকদের নেতা ও নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় শিষ্য তিনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম ও উদ্ধারণপুরের গৌর - নিতাই মূর্তির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। নিত্যানন্দ শেষ-জীবনে উদ্ধারণপুরে (কাটোয়ার উত্তরে) বসবাস করেন। [১,৩]

উপেন্দ্রকিশোর রায় (১৮৯১ - ২৬·১১·১৯৬৫) চাপাই—ময়মনসিংহ। ভবানীকিশোর। 'বিধু' ছদ্মনামে কিশোর বয়স থেকে যুগান্তর গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কলেজে পড়ার সময় ১৯১৬ খ্রী· সি· আই· ডি· পুলিস-ইন্সপেক্টর মধুসূদন ভট্টাচার্যের হত্যা মামলায় ধৃত হলেও প্রমাণাভাবে মুক্তি পান। আবার ১৯১৮ - ১৯২০ খ্রী· বিনাবিচারে আটকবন্দী ছিলেন। পরে ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগদান করেন। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দেন ও ময়মনসিংহে ধরা পড়ে চার বছর কারারুদ্ধ থাকেন। [১৪৯]

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১২·৫·১৮৬৩-২০·১২· ১৯১৫) মসুয়া—ময়মনসিংহ। কালীনাথ। পূর্বনাম—কামদারঞ্জন। পাঁচ বছর বয়সে পিতৃব্য হরিকিশোরের দত্তকপুত্র হিসাবে নূতন নামকরণ হয় উপেন্দ্রকিশোর। ১৮৮০ খ্রী· প্রবেশিকা পাশ করে প্রথমে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ ও পরে ১৮৮৪ খ্রী· মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউট থেকে বি·এ· পাশ করেন। এই বছরেই ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন এবং ব্রাহ্মনেতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়-এর জ্যেষ্ঠা কন্যা বিধুমুখী দেবীকে বিবাহ করেন। ১৮৮৩ খ্রী· ছাত্রাবস্থায় 'সখা'য় তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। শিশু ও কিশোরদের উপযোগী ভাষায় ছড়া, উপকথা, মনোরঞ্জক কাহিনী এবং কিশোরোপযোগী বৈজ্ঞানিক কাহিনী রচনার দ্বারা শিশু-সাহিত্যের নানা দিক্‌নির্দেশ করেন। তাঁর রচিত 'ছেলেদের রামায়ণ', 'ছেলেদের মহাভারত', 'সেকালের কথা', 'টুনটুনির বই', 'গুপী গাইন ও বাঘা বাইন' প্রভৃতি গ্রন্থে নানা বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ লক্ষণীয়। ১৯১৩ খ্রী· 'সন্দেশ' পত্রিকা প্রকাশ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কৌতুকরসে তরুণচিত্তে এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন। এক কথায় তিনি বাংলা শিশু-সাহিত্যের পথিকৃৎ। সঙ্গীত-জগতেও তাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ। পাখোয়াজ, বাঁশি, হারমোনিয়াম, বেহালাবাদন প্রভৃতিতে দক্ষ ছিলেন, কিন্তু বেহালাই তাঁর প্রিয় যন্ত্র ছিল। মাঝে মাঝে সঙ্গীত-রচনা ও সুরসৃষ্টি করতেন। তাঁর প্রসিদ্ধ ব্রহ্মসঙ্গীত 'জাগো পুরবাসী'। 'সাধনা' ও 'প্রবাসী' পত্রিকায় সঙ্গীতবিষয়ে বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ডোয়ার্কিন কোং-এর 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা' পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। চিত্রবিদ্যায় অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। সাধারণত নিজস্ব রচনাবলীর ছবি আঁকতেন। 'হিন্দুস্থানী উপকথায়' (সীতা দেবী ও শান্তা দেবী সঙ্কলিত) ছবি এঁকেছেন। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ কবিতা 'নদী'র উপরেও সাতটি ছবি আছে। অঙ্কিত বিখ্যাত ছবি 'বলরামের দেহত্যাগ'। তেলরং, জলরং ব্যবহার ও পাশ্চাত্য রীতির পক্ষপাতী ছিলেন। ছোটদের জন্য রচিত গ্রন্থাবলীর চিত্রমুদ্রণ-পদ্ধতির দুর্বলতার জন্য 'হাফটোন'- পদ্ধতির গবেষণা করেন। ঐ সময় পাশ্চাত্যেও হাফটোন গবেষণার পর্যায়ে ছিল। গণিতজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী উপেন্দ্রকিশোর দেশীয় গবেষণায় নানাপ্রকার ডায়াফর্ম সৃষ্টি, রে-স্ক্রীন অ্যাডজাস্টার যন্ত্র নির্মাণ, ডুয়োটাইপ ও রে-টিন্ট পদ্ধতির উদ্ভাবনে কৃতিত্ব দেখান। তৎকালীন সমস্ত বিখ্যাত বিদেশী কাগজের প্রশংসালাভ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ইউ· রায় অ্যান্ড সন্স' কোম্পানী থেকেই ভারতবর্ষে প্রসেস-শিল্প-বিকাশের সূত্রপাত হয়। তবে আনন্দরসিক শিশুসাহিত্যিকরূপেই তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর সন্তানরা—সুখলতা রাও, পুণ্যলতা চক্রবর্তী, সুকুমার রায় ও সুবিনয় রায় এবং পৌত্র চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায়—প্রত্যেকেই পরবর্তী কালে শিশু-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। [৩, ১৪৯]

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১২·১০·১৮৮১ - ৩০·১·১৯৬০) ভাগলপুর। মহেন্দ্রনাথ। বি· এল· পাশ করে ভাগলপুরে ওকালতি শুরু করেন। পরে ওকালতি ত্যাগ করে সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁরই সম্পাদনায় অন্যতম প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা 'বিচিত্রা' প্রকাশিত হতে থাকে (১৯২৫ - ৩৭)। পরে আট বছর কাল 'গল্পভারতী'র সম্পাদক ছিলেন। মাত্র বারো বছর বয়সে তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। প্রথম গল্পগ্রন্থ 'সপ্তক' (১৯১২)। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'রাজপথ', 'দিকশূল', 'অন্তরাগ', 'স্মৃতিকথা' (চার খণ্ড)

প্রভৃতি। সাহিত্যকীর্তির স্বীকৃতি হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ১৯৫৫ খ্রী· 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান করেন। এ ছাড়াও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নরসিংদাস পুরস্কার' (১৯৫৮) এবং 'আনন্দবাজার পুরস্কার' (১৯৬০) পান। ১৯৫৮ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'লীলা বক্তৃতা' দেন। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র তাঁর ভাগিনেয়। [৩,৪]

উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, ড· (১২৯৩ ? - ২৯·৩·১৩৭৬ ব·)। প্রেসিডেন্সী কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। ভারততত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর পাণ্ডিত্য বিদেশের পণ্ডিত-সমাজেও স্বীকৃতি লাভ করে। সংস্কৃত কলেজ কর্তৃক 'ভারততত্ত্বশেখর' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি এবং বহু তথ্যবহুল গবেষণা-গ্রন্থের প্রণেতা। [৪]

উপেন্দ্রনাথ দাস (১২৫৫ - ১৩০২ব·) কলিকাতা। হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীনাথ। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর পিতৃগৃহ ত্যাগ করেন। সংস্কৃত কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করে সংবাদপত্র-প্রকাশ, রাজনীতি, নাট্য-আন্দোলন প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে জড়িয়ে পড়েন। ১৮৭৫ খ্রী· কলিকাতার গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারের পরিচালক নিযুক্ত হন। এখানেই তিনি তাঁর 'শরৎ-সরোজিনী' (১৮৭৪) ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' (১৮৭৫) নাটক দু'খানি মঞ্চস্থ করেন। প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্ কলিকাতায় ভদ্র পরিবারের মহিলাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, উকিল জগদানন্দ নিজ পরিবারের মহিলাদের দ্বারা পরিচিতিসহ তাঁর অভ্যর্থনা করান। ১৮৭৬ খ্রী· এই পরিপ্রেক্ষিতে উপেন্দ্রনাথ-পরিচালিত 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' নামক প্রহসন অভিনীত হলে পুলিস তা বন্ধ করে দেয়। তখন 'হনুমান চরিত্র' নামে প্রহসনটি পুনরভিনীত হয় এবং অভিনয়-রজনীতে রঙ্গমঞ্চে পুলিসী হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে উপেন্দ্রনাথ পুলিসকে ব্যঙ্গ করে 'পোলিস অফ পিগ অ্যান্ড শীপ' এবং 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। ফলে অশ্লীলতার দায়ে তিনি সদলবলে গ্রেপ্তার হন। বিচারে উপেন্দ্রনাথ ও অমৃতলাল বসুর একমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়। পরে হাইকোর্টের বিচারে মুক্তি পান। এই ঘটনার পর সরকার 'ড্রামাটিক কন্ট্রোল বিল' পাশ করে রঙ্গমঞ্চ নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি ব্যারিস্টারি পড়বার জন্য বিলাত যান এবং প্রচণ্ড আর্থিক কষ্টের মধ্যে ১২ বছর কাটিয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন। ইংল্যান্ডে থাকা কালে 'ব্রাদার জিল অ্যান্ড আই' প্রহসন অবলম্বনে রচিত তাঁর শেষ নাটক 'দাদা ও আমি' ১৮৮৮ খ্রী· প্রকাশিত হয়। 'সময়' সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও 'সেন্ধুরী' কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ভাষাবিদ্ দেবেন্দ্রনাথ তাঁর দুই ভ্রাতা। [১, ৩, ৭]

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৬·৬·১৮৭৯ - ৪·৪·১৯৫০) গোন্দলপাড়া—চন্দননগর। চন্দননগর ডুপ্লে কলেজ থেকে এফ· এ· পাশ করে কলিকাতা ডাফ কলেজে বি·এ· পাঠরত অবস্থায় বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৯০৫ খ্রী· বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে 'যুগান্তর' ও 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯০৮ খ্রী· মুরারিপুকুর বোমার মামলায় ধৃত হন এবং ১৯০৯ খ্রী· যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে আন্দামান জেলে প্রেরিত হন। ১২ বছর পর মুক্তি পান। ফেরারী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রতিবাদে 'বিজলী' পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই সময় চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে রাজনৈতিক সংযোগ স্থাপিত হয় এবং চিত্তরঞ্জন প্রতিষ্ঠিত 'নারায়ণ' পত্রিকায় নিয়মিত লেখা আরম্ভ করেন। ১৯২২ খ্রী· অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রাজনৈতিক পত্রিকা 'আত্মশক্তি' প্রতিষ্ঠা করে তার প্রকাশনা ও সম্পাদনার ভার উপেন্দ্রনাথের হাতে অর্পণ করেন। 'আত্মশক্তি লাইব্রেরী' থেকে উপেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হতে থাকে। স্বরাজ্যদলের মুখপত্র 'স্বদেশ'-এর প্রতিষ্ঠা ব্যাপারেও তিনি যথেষ্ট সহযোগিতা করেছিলেন। ১৯২৩ খ্রী· ২৫ সেপ্টেম্বর সরকার তাঁকে ৩নং রেগুলেশনে গ্রেপ্তার করে। ১৯২৬ খ্রী· মুক্তিলাভের পর প্রধানত সাংবাদিকতা-কার্যে ব্রতী হন। 'ফরোয়ার্ড', 'লিবার্টি', 'অমৃতবাজার' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৫ খ্রী· থেকে আমৃত্যু 'দৈনিক বসুমতী' সম্পাদনা করেন। ১৯৪৯ খ্রী· থেকে প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সভাপতি ছিলেন। রচিত 'নির্বাসিতের আত্মকথা' (১৯২১) ও 'ঊনপঞ্চাশী' (১৯২২) গ্রন্থে তাঁর উজ্জ্বল হাস্যরস ও অনায়াস বাগ্‌ভঙ্গি পরিস্ফুট। অন্যান্য পুস্তক: 'পথের সন্ধান', 'স্বাধীন মানুষ', 'ধর্ম ও কর্ম', 'বর্তমান সমস্যা', 'জাতের বিড়ম্বনা', 'অনন্তানন্দের পত্র', 'বর্তমান জগৎ' ইত্যাদি। [১, ৩, ৪, ৫, ৭, ২৬]

উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ শাস্ত্রী (১৫·১১·১৮৬৭ - ২১·৭·১৯৫৯) বরিশাল। রায়েরকাঠী রাজবংশের রাজা শশিভূষণ রায় চৌধুরী। খ্যাতনামা সংস্কৃতবিদ, আদর্শ শিক্ষাব্রতী, বাংলায় সর্বস্তরে সর্বজাতির জন্য সংস্কৃত শিক্ষা তথা বেদপাঠের অধিকার আন্দোলনের পথিকৃৎ এবং বেদ, বেদান্ত, জৈন ও বৌদ্ধশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। বরিশাল জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স ও সংস্কৃত কলেজ থেকে সংস্কৃত ও ইংরেজী উভয় বিষয়ে অনার্স-সহ বি·এ· পাশ করেন। ভারত সরকার কর্তৃক 'বিদ্যাভূষণ শাস্ত্রী' উপাধিতে ভূষিত হন। কর্মজীবন শুরু অধুনালুপ্ত সেন্ধুরী কলেজের ইংরেজী সাহিত্য ও ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক হিসাবে (১৮৯২ - ১৮৯৮)। আনন্দমোহন বসুর আহ্বানে নবপ্রতিষ্ঠিত সিটি কলেজে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপকরূপে যোগ দেন (জুলাই ১৮৯৮)। বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিভাগেও তিনি প্রধান অধ্যাপক এবং বহু বছর কলেজের সহাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৩৮ খ্রী· অবসর গ্রহণের পরও 'সম্মানিত অধ্যাপক'-রূপে ঐ কলেজে আমৃত্যু তাঁর নাম ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর বিভাগের সংস্কৃত/বাংলার প্রশ্নপত্র রচয়িতা ও পরীক্ষক এবং শিক্ষা বিষয়ক সরকারী উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ছিলেন। পাণ্ডিত্যপূর্ণ মৌলিক রচনাবলীর জন্য বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে সম্মানিত সদস্য

নির্বাচিত করেন। ১০খানি বাংলা জীবনী গ্রন্থ, ৭খানি মঞ্চসফল নাটক এবং অর্ধশতাধিক ইতিহাসতত্ব, ভাষাতত্ব ও দর্শনসংক্রান্ত মৌলিক গবেষণা-নিবন্ধাদি রচনা করেছেন। সুকবি ছিলেন। রচিত প্রার্থনা-সঙ্গীতগুলি তার নিদর্শন। বাংলা দেশের নাট্য আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। [৮২, ২০৯]

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, স্যার (৭.৬.১৮৭৩-৬.২.১৯৪৬)। জামালপুরে জন্ম। নিবাস—হুগলী মহেশতলা। রেলওয়ের ডাক্তার নীলমণি। কালাজ্বরের ঔষধ 'ইউরিয়া স্টিবামাইন'-এর আবিষ্কারক। ১৮৯৩ খ্রী. গণিতে প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ বি.এ., ১৮৯৪ খ্রী. রসায়নে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ও ১৮৯৮ খ্রী. মেডিসিন ও সার্জারীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.বি. পাশ করেন এবং গুডিভ ও ম্যাকলাউড পদক পান। ১৯০২ খ্রী. এম.ডি. ও ১৯০৪ খ্রী. শরীরতত্বে পি-এইচ.ডি. উপাধি এবং কোট্‌স্ পদক, গ্রিফিথ পুরস্কার ও মিন্টো-পদক পান। ১৯০৫ খ্রী. থেকে ১৯২৩ খ্রী. পর্যন্ত ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে প্যাথলজী ও মেটিরিয়া মেডিকার শিক্ষক ছিলেন। আই. এম. এস. না হয়েও ১৯২৩ খ্রী. কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অতিরিক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ১৯২৭ খ্রী. সরকারী কাজ থেকে অবসর নিয়ে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষকতা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ-রসায়নেরও অধ্যাপক ছিলেন। ম্যালেরিয়া, ব্ল্যাকওয়াটার ফিভার এবং সাধারণভাবে রসায়নশাস্ত্র বিষয়ে বিস্তৃত গবেষণাও করেছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে রচনাবলীর মধ্যে 'ট্রিটিজ অন কালাজ্বর' বিখ্যাত। বিলাতের রয়াল সোসাইটি অফ মেডিসিনের সভা, ইন্দোরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের (১৯৩৬) সভাপতি ও বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৩৪ খ্রী. 'নাইট' উপাধি পান। 'ব্রহ্মচারী রিসার্চ ইনস্টিটিউড' স্থাপন করে দেশী ঔষধ প্রস্তুতের চেষ্টায় কৃতকার্য হন। [৩, ৭, ২৫, ২৬, ২১১]

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (২৮.২.১৮৬৮-৩১.৩.১৯১৯) কলিকাতা। পূর্ণচন্দ্র। 'সাপ্তাহিক বসুমতী' (২৫.৮.১৮৯৬) ও 'দৈনিক বসুমতী' (৬.৮.১৯১৪) পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু তাঁর প্রধান কৃতিত্ব জনসাধারণের মধ্যে মহৎ সাহিত্য প্রচারের প্রচেষ্টায় 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির'-এর প্রতিষ্ঠা ও এই সংস্থার মাধ্যমে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণের গ্রন্থাবলীর সুলভ সংস্করণ প্রকাশনা। 'সাহিত্য' পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। 'সাহিত্যকল্পদ্রুম' পত্রিকার সম্পাদনা এবং কয়েকটি ধর্মগ্রন্থ প্রকাশ করেন। সম্পাদিত গ্রন্থ : 'হিন্দু সমাজের ইতিহাস', 'রাজভাষা', 'পাতঞ্জল দর্শন', 'কালিদাসের গ্রন্থাবলী', 'কথাসরিৎসাগর' (কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থসহ), 'রামমোহন গ্রন্থমালা' ইত্যাদি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন। [৩,৪,৫,১৭৪]

উপেন্দ্রনাথ সেন। বিখ্যাত আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থপ্রকাশক ও ঔষধ প্রস্তুতকারক। দৈনিক 'বেঙ্গলী' ও 'হিতবাদী' পত্রিকার উন্নতিবিধানে উৎসাহী ছিলেন। অসবর্ণ বিবাহ প্রচলনে তাঁর সমর্থন ছিল। ১৯০৫ খ্রী. স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বহু বছর বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কল পরিচালনা করেন। [৬]

উবাইদুল্লাহ, মৌলবী (১৮৩৪ - ১৮৮৬) ঢাকা। আমীনুদ্দীন সুহরাওয়ার্দী। ঢাকা মাদ্রাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ভাইসরয়ের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের অনুবাদ - বিভাগের হেড মুনশী (১৮৬৪) এবং হুগলী কলেজের অ্যাংলো-অ্যারাবিক অধ্যাপক ছিলেন। ইংরেজী, আরবী ও ফারসী ভাষায় তাঁর রচিত বহু গ্রন্থ আছে। আরবী ও ইংরাজী-আররী ব্যাকরণ রচনা করেন। রাজনীতিবিদ্ হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দী তাঁর দৌহিত্র। [১৩৩, ১৪৯]

উমাচরণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৯ - ১২.৮.১৯০০) কাশী। দেবনাথ। ১৮৭০ খ্রী. কুইন্স কলেজ থেকে বৃত্তিসমেত বি.এ. এবং ১৮৭১ খ্রী. ইংরেজী সাহিত্যে এম.এ. পাশ করে কুইন্স কলেজে ও আগ্রা কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। ১৮৭৭ খ্রী. ঢোলপুর রাজ্যের নাবালক রাজার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। ক্রমে মন্ত্রী ও রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদ লাভ করেন (১৮৯৮) এবং রাজা কর্তৃক প্রকাশ্য দরবারে 'সর্দার' উপাধিতে ভূষিত হন। ইংরেজী এবং ভারতীয় ভাষা ছাড়া ফরাসী ও জার্মান ভাষায়ও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। গণিতশাস্ত্র, দর্শন, জ্যোতিষ, ইতিহাস, আইন প্রভৃতি বিষয়েও পারদর্শী ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'কোমতের দর্শন' ও 'হিন্দী-ইংরেজী ব্যাকরণ'। [১, ৪, ৬]

উমাচরণ শেঠ .(এপ্রিল ১৮১৬ - জুন ১৮৮৮) জোড়াসাঁকো—কলিকাতা। ১৮৩৫ খ্রী. প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রথম পরীক্ষায় (১৮৩৮) চারজন কৃতকার্য ছাত্রের মধ্যে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। সেজন্য লর্ড অকল্যান্ড তাঁকে একটি সোনার ঘড়ি পুরস্কার দেন। অপর তিনজন কৃতকার্য ছাত্র—দ্বারকানাথ গুপ্ত, রাজকৃষ্ণ দে ও নবীনচন্দ্র মিত্র। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রথম শব-ব্যবচ্ছেদের দিন (২৮.১০.১৮৩৬) এই চারজন ছাত্র শব-ব্যবচ্ছেদকারী মধুসূদন গুপ্তের সহকারী ছিলেন। ১৬ ফেব্রু ১৮৩৯ খ্রী. তিনি সরকারী কাজে নিযুক্ত হন। ৩৪ বছরের সরকারী চাকরিতে তিনি বর্ধমান, কানপুর, গাজীপুর, মির্জাপুর, নৈনিতাল, ফতেপুর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে কাজ করেছেন। [১৬, ২১১]

উমা দেবী (১৯০৪ - ১৯৩১)। পিতা দার্শনিক পণ্ডিত মোহিতচন্দ্র সেন। মাতা সুলেখিকা ও কবি সুশীলা দেবী। স্বামী শিশিরকুমার গুপ্ত। উমাদেবীর কাব্যগ্রন্থ : 'ঘুমের আগে' ও 'বাতায়ন'। রবীন্দ্রনাথ 'বাতায়ন'-এর কবিতা সম্বন্ধে লিখেছেন—'এর প্রত্যেকটিতে বিশিষ্টতা আছে।' অন্যান্য গ্রন্থ : 'মাধুরী'; 'বাঙ্গালী জীবন', 'নীতিগল্পিকা', 'কাজলী' ইত্যাদি। [৪, ৫, ৪৪]

উমাপতি গাঙ্গুলী, ডাঃ (১৩২০ - ১৮.৯.১৩৭৬ ব.)। ডা. ইউ. পি. গাঙ্গুলী নামে সমধিক পরিচিত। খ্যাতনামা

চিকিৎসক। এনামেল শিল্পেও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নির্দেশে এনামেল শিল্পের উন্নতিকল্পে 'বেঙ্গল এনামেল' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় প্রতিষ্ঠানটি ভারতের বৃহত্তম ও এশিয়ার আধুনিকতম সংস্থা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। [৪]

উমাপতি ধর। সুবর্ণগ্রাম। কাঞ্জিলাল দত্ত। লক্ষ্মণসেনের রাজসভার পঞ্চরত্নের অন্যতম ও সুকবি। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'চন্দ্রচূড়চরিত' পাওয়া যায় নি। তাঁকে লক্ষ্মণসেনের পিতামহ বিজয়সেনের 'দেওপাড়া প্রশস্তি'র লেখকও বলা হয়। 'বৈষ্ণবতোষিণী'তে তাঁর রচিত বহু শ্লোক পাওয়া যায়।[১,৩]

উমা বসু, হাসি (২২.১.১৯২১ - ২২.১.১৯৪২) ঢাকা। পিতা ধরণীকুমার খ্যাতনামা স্থপতি ও কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ছিলেন। এককালে গানের জগতে সাড়া জাগিয়েছিলেন। প্রথম জীবনে হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। পরবর্তী কালে দিলীপকুমার রায়ের সংস্পর্শে তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভা পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়। হায়দ্রাবাদের স্যার আকবর হায়দরির সভাকবি অমজদের গজল গেয়ে তিনি দক্ষিণ ভারতে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। দিলীপকুমারের ব্যবস্থাপনায় ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে গান শিখে তাঁর কণ্ঠ আরও পরিশীলিত হয় এবং সমগ্র ভারতে তিনি অনন্যসাধারণ কণ্ঠশিল্পিরূপে পরিচিত হন। ১৩ বছর বয়সে গাওয়া রবীন্দ্রনাথের দুটি গান—'সেই ভাল, সেই ভাল' এবং 'তোমার সুর শুনায়ে যে ঘুম ভাঙ্গাও' দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে রেকর্ড করা হয়। দিলীপকুমারের রচিত ও সুরারোপিত গানগুলি শিখে তা প্রায় সবই রেকর্ড করে গেছেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁর সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'নাইটিঙ্গেল অব বেঙ্গল' নামে আখ্যাত করেন। ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, স্বনামধন্য গায়িকা তথা বাইজী কেশরীবাঈ ও মোতিবাঈয়ের কাছেও তিনি উচ্চপ্রশংসা পান। মাত্র ২১ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। [১৮,১৪৯]

উমিচাঁদ (? - ১৭৫৮)। অমৃতসর শহরের শিখ বণিক। তিনি আমিনচাঁদ বা আমীরচাঁদ নামেও পরিচিত ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর কোনও এক সময়ে কলিকাতার বিখ্যাত বৈষ্ণবচরণ শেঠের নিকট শিক্ষানবিসী করেন। পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দালালরূপে চল্লিশ বছরে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। ১৭৫৭ খ্রী. সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারিরূপে ইংরেজপক্ষে যোগদান করে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পরাজয়-সাধনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। যুদ্ধের আগে তিনি ষড়যন্ত্র ফাঁসের ভয় দেখিয়ে ইংরেজপক্ষে ক্লাইভের সঙ্গে এরূপ ব্যবস্থা করেন যে যুদ্ধে জয়লাভের পর সিরাজের ধনভাণ্ডারের অর্থ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা তিনি পাবেন। পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর উমিচাঁদ টাকার দাবি করলে ক্লাইভ কৌশলে তাঁকে বঞ্চিত করেন। মৃত্যুর আগে অধিকাংশ সম্পত্তি ধর্মার্থে দান করে যান। [১, ২, ৩]

উমেশচন্দ্র গুপ্ত, বিদ্যারত্ন (? - ১৩৩০ ব.) সেনহাটি—খুলনা, মতান্তরে কালিয়া—যশোহর। দীর্ঘকাল শাস্ত্রচর্চায় ঋগ্বেদ ইত্যাদির নূতন ব্যাখ্যা রচনা করে প্রতিদিন বিকালে কলিকাতার গোলদীঘিতে বক্তৃতা দিতেন। 'মানবের আদি জন্মভূমি' (১৩১৯), 'ঋগ্বেদের প্রকৃতার্থবাহী' (১৩১৮), 'জাতিতত্ত্ববারিধি' প্রভৃতি বাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। 'মন্দারমালা' নামে একটি সংস্কৃত পত্রিকা চালাতেন। কিছুদিন সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরিয়ান ছিলেন। ময়মনসিংহে আইন ব্যবসায় করতেন। 'আরতি' নামে একটি পত্রিকা (১৩১৭ - ১৮ ব.) সম্পাদনা করেন। [১,৩,৪,৫]

উমেশচন্দ্র চক্রবর্তী, ডাঃ (১৯০৯ - ১১.৭.১৯৭৬) কুমিল্লা। চন্দ্রকান্ত। কুমিল্লা শহরের মহেশ ভট্টাচার্যের 'ঈশ্বর পাঠশালা' থেকে ম্যাট্রিক, প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আই. এস-সি' ও কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করেন। ইংল্যান্ড থেকে মাত্র ৯ মাসে এফ.আর.সি.এস. হন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভিজিটিং সার্জেন হিসাবে যোগ দেন। পরে ঐ হাসপাতালের শিশু-চিকিৎসার সার্জারী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হন। শিশুদের জন্য একমাত্র হাসপাতাল 'শিশু স্বাস্থ্য নিকেতনে'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও পরে অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। শিশুদের শল্য চিকিৎসায় তাঁকে পথিকৃৎ বলা যায়। ভাল কীর্তন গাইতে পারতেন। [১৬]

উমেশচন্দ্র দত্ত¹ (১৮২৭ - ২২.১.১৮৬১) কলিকাতা। দুর্গাচরণ। প্রপিতামহ—অক্রুর। 'সংবাদ প্রভাকর'-এর অন্যতম লেখক ছিলেন। নবীন লেখকদের উৎসাহিত করবার জন্য তিনি উৎকৃষ্ট রচয়িতাদের পুরস্কার দিতেন। ইংরেজ কবি মূরের বহু কবিতা বাংলা ছন্দে অনুবাদ করেন। সঙ্গীতরচনাতেও পারদর্শী ছিলেন। রচিত গানের অধিকাংশই ব্যঙ্গরসাত্মক। প্রজাদের করবৃদ্ধি ও কেরীর দশ আইন উপলক্ষে গান রচনা করেছিলেন। ১৮৫৩ খ্রী. প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের অন্যতম অবৈতনিক সম্পাদক। বহু জনহিতকর কার্যের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। [২৫]

উমেশচন্দ্র দত্ত² (১৬.১২.১৮৪০ - ১৯.৬.১৯০৭) মজিলপুর—চব্বিশ পরগনা। হরমোহন। ১৮৫৯ খ্রী. ভবানীপুরের লন্ডন মিশনারী সোসাইটি ইনস্টিটিউশন থেকে এনট্রান্স পাশ করেন। ঐ বছরেই দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের সান্নিধ্যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। পরে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন, কিন্তু অর্থাভাবে পড়াশুনা বন্ধ রাখেন। ১৮৬২ খ্রী. থেকে বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৮৬৭ খ্রী. প্রাইভেটে বি.এ. পাশ করেন। এই বছরেই ব্রাহ্মমতে বিবাহ হয় এবং সপরিবারে কেশবচন্দ্রের 'ভারত আশ্রম'-ভুক্ত হন। শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক বিভিন্ন কাজে যোগদান করেন। পরে কেশববিরোধী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অগ্রগণ্য ভূমিকা ছিল (১৮৭৮)। ১৮৭৯ খ্রী. সিটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে তার প্রধান শিক্ষক এবং ১৮৮১ খ্রী. সিটি কলেজ প্রতিষ্ঠার বছর থেকে আমৃত্যু তাঁর অধ্যক্ষ

ছিলেন। ১৮৯৩ খ্রী· তিনজন বন্ধুর সহায়তায় (যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনাথ সিংহ, মোহিনীমোহন) মূকবধির বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং তার সম্পাদক নিযুক্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের সদস্য, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ও সভাপতি এবং 'বামাবোধিনী', 'ধর্মসাধন', 'ভারত-সংস্কারক' প্রভৃতি পত্রির সম্পাদক ছিলেন। নারীজাতিকে সর্বপ্রকারে শিক্ষিত করে তোলার জন্য 'বামাবোধিনী' পত্রিকা (১২৭০ ব·) এবং ১৮৭২ খ্রী· 'বামারচনাবলী' ও 'স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যার আবশ্যকতা' গ্রন্থ দু'খানি প্রকাশ করেন। [১, ৩, ৪, ৫, ৮, ২২]

উমেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত (১৮·৬·১৮২৯ - ২২·৬·১৯১৬) পান্নালা — কৃষ্ণনগর, নদীয়া। দুর্গাপ্রসাদ। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও পণ্ডিত। বাল্যে পিতৃহীন হয়ে নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পড়াশুনা করেন। গ্রামের পাঠশালায়, কৃষ্ণনগরে মিশনারী বিদ্যালয়ে ও ১৮৪৬ খ্রী· কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে অধ্যয়ন করেন। ১৮৪৯ খ্রী· শিক্ষা সমিতি পরিচালিত সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। কের সাহেব তাঁর 'Report of the Public Instruction, Bengal 1831-50' গ্রন্থে উমেশচন্দ্রের উত্তরপত্রের কিছু অংশ মুদ্রিত করেন। কর্মজীবনে ১৮৫১ - ১৮৮৩ খ্রী· তিনি চট্টগ্রাম স্কুল, কৃষ্ণনগর কলেজ, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল প্রভৃতিতে শিক্ষকতা করেন। কৃষ্ণনগর কলেজের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮৮১ খ্রী· কটক রাভেন্শ' কলেজের স্থায়ী অধ্যক্ষ হন। সেকালের উচ্চশিক্ষিত মহলে 'শেক্সপীয়র বিদ্যা-বিশারদ' বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। ইংরেজী শিক্ষিত এবং ইংরেজ সরকারের শিক্ষা-বিভাগের উচ্চ রাজকর্মচারী হয়েও তিনি মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করার জন্য ১৮৭৩ খ্রী· শিক্ষা-বিভাগের কাছে এক প্রতিবেদন উপস্থিত করেছিলেন। [১৬৬]

উমেশচন্দ্র বটব্যাল (৩০·৮·১৮৫২ - ১৬·৭·১৮৯৮) রামনগর—হুগলী। দুর্গাচরণ। ১৮৭৪ খ্রী· সংস্কৃত কলেজ থেকে এম·এ· পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৭৬ খ্রী· প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি এবং সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপত্তির জন্য 'বিদ্যালঙ্কার' উপাধি প্রাপ্ত হন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-রূপে কর্মজীবন শুরু, পরে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করে স্ট্যাটিউটরি সিভিলিয়ন পদ প্রাপ্ত হন। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় নিয়মিত ইতিহাস ও দর্শন-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখতেন। মৃত্যুর পর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'সাংখ্যদর্শন' (১৯০০) ও 'বেদ-প্রবেশিকা' (১৯০৫) উল্লেখযোগ্য। 'বৈদিক সোম' প্রথম প্রকাশিত রচনা। 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ'-এর ঐ নামকরণ তাঁরই প্রস্তাব অনুসারে হয়েছিল। [১,২,৩,৭,২৫,২৬]

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ডাবলিউ· সি· বনার্জী) (২৯·১২·১৮৪৪ - ২১·৭·১৯০৬) খিদিরপুর — কলিকাতা। অ্যাটর্নি গিরীশচন্দ্র। ওরিয়েন্টাল সেমিনারী ও হিন্দু স্কুলে শিক্ষা। কিছুদিন অ্যাটর্নি অফিসে শিক্ষানবিসী করার পর ১৮৬৪ খ্রী· রুস্তমজী জিজিভাই বৃত্তি পেয়ে বিলাত যান। ১৮৬৫ খ্রী· লন্ডনে ইন্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন ও প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৬৮ খ্রী· ব্যারিস্টারি পাশ করে দেশে ফিরে এসে কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি শুরু করে খ্যাতি ও প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ভারত সরকার কর্তৃক চারবার স্ট্যান্ডিং কাউন্সিলে নির্বাচিত হন। ১৮৭১ খ্রী· 'হিন্দু উইল্স্ অ্যাক্ট, ১৮৭০' সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। ১৮৮৩ খ্রী· সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হলে তিনি সুরেন্দ্রনাথের পক্ষ সমর্থন করেন। ১৮৮৫ খ্রী· বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে এবং ১৮৯২ খ্রী· এলাহাবাদ কংগ্রেসের অষ্টম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁর কল্পনায় ছিল না। ব্যক্তি-জীবনে উগ্র সাহেবিয়ানার জন্য 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় তাঁর তীব্র সমালোচনা হয়। স্ত্রী খ্রীষ্টধর্মাবলম্বিনী ছিলেন, কিন্তু নিজে স্বধর্ম ত্যাগ করেন নি। ১৮৭১ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল ফ্যাকাল্টির প্রথম প্রেসিডেন্ট হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও সিন্ডিকেটের সদস্য এবং ১৮৯৩ - ৯৫ খ্রী· বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১৯০২ খ্রী· লন্ডনের নিকটে ক্রয়ডনে স্থায়ী বাড়ি নির্মাণ করে সেখান থেকে প্রিভি কাউন্সিলে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। [১,২,৩,৫,৮,২৫,২৬]

উমেশচন্দ্র মিত্র। 'বিধবা-বিবাহ' (১৮৫৬) নাটকের রচয়িতা। বিধবা-বিবাহ আইন ১৫নং ধারায় ২৬·৬·১৮৫৬ খ্রী· পাশ হয়। নাটকটি যে ১৮৫৭ খ্রী· শোভাবাজার নাট্যশালায় আশুতোষ দেবের উৎসাহে মঞ্চস্থ হয়েছিল। পরে সিঁদুরিয়াপটিতে মেট্রোপলিটান থিয়েটারে ২৩ এপ্রিল ১৮৫৯ খ্রী· এই নাটক সর্বসমক্ষে প্রথম অভিনীত হয়। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (পরে বেঙ্গল থিয়েটারের যশস্বী অভিনেতা) নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ছাত্রাবস্থায় এ অভিনয়ে মঞ্চাধ্যক্ষের কাজ করেছিলেন। ১৮৫৬ খ্রী· বিধবাদের নিয়ে লেখা দ্বিতীয় নাটক উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিধবোদ্বাহ'। অপর নাটক 'বিধবা বিষম বিপদ'। [১,১৬,৪০]

উমেশ মজুমদার, দুঃখীরাম (১৮৭৫ - আগস্ট, ১৯২৯) কলিকাতা। এরিয়ান ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়। 'শিক্ষাগুরু দুঃখীরাম' নামে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। বাল্যকালে লুনার স্পোর্টিং ও স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন ক্লাবে খেলতেন। এই ক্লাবের সদস্যদের কেন্দ্র করেই পরবর্তী কালে গড়ে ওঠে এরিয়ান ও মোহনবাগান দল। ১৯১৪/১৯১৫ খ্রী· লক্ষ্মীবিলাস কাপে খেলতে গিয়ে কাস্টম্স্-এর দুর্ধর্ষ খেলোয়াড় গ্যালব্রেথের সঙ্গে চার্জে তাঁর পা ভেঙ্গে যায় এবং এখানেই তাঁর খেলোয়াড় জীবনের যবনিকা পড়ে। ১৯১৭ খ্রী· ওয়েল্স্ বর্ডারের বিপক্ষে ভাঙা-পা নিয়ে খেলে এরিয়ানকে ৩-১ গোলে জিতিয়ে দেন। বুট-পায়ে খেলার পক্ষপাতী ছিলেন। ফুটবল শিক্ষাপদ্ধতি - বিষয়ক

তাঁর গ্রন্থের নাম 'পয়েন্ট টু ইয়ং ফুটবলার্স' (১৯১৬)। নিপুণ ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবেও খ্যাতি ছিল। প্রখ্যাত খেলোয়াড় ছোনে মজুমদার তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। [১৪৭]

উল্লাসকর দত্ত (১৬·৪·১৮৮৫ - ১৭·৫·১৯৬৫) কালিকচ্ছ—ত্রিপুরা। বৈদিক সাহিত্যে পণ্ডিত পিতা দ্বিজদাস সর্বপ্রথম এদেশ থেকে কৃষিবিদ্যা অধ্যয়ন করতে বিলাত যান এবং ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ১৯০৩ খ্রী· তিনি এন্ট্রান্স পাশ করে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। ইংরেজ অধ্যাপকের এক অপমানকর উক্তিতে তিনি প্রতিবাদ করেন। তখন থেকে তাঁর জীবনের গতি-পরিবর্তিত হয়। বিলাতী পোশাক ছেড়ে ধুতি-পরা সাধারণ বাঙালীর জীবনে ফিরে আসেন এবং কলেজ ত্যাগ করে বারীন ঘোষের বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে বিপ্লব-প্রচেষ্টায় সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে ওঠেন। সঙ্গীতে ও ক্যারিকেচারে দক্ষতা ছিল। ১৯০৫ - ০৬ বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ২·৫·১৯০৮ খ্রী· মুরারিপুকুর বাগানে ধরা পড়েন। ১৯০৯ খ্রী· আলিপুর বোমার মামলায় তাঁর ও বারীন ঘোষের ফাঁসির আদেশ হয়। আপিলে মৃত্যুদণ্ডের বদলে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হন। ১৯২০ খ্রী· মুক্তির পর আর সক্রিয় রাজনীতিতে নামেন নি। ১৯৪৮ খ্রী· ৬৩ বছর বয়সে নেতা বিপিনচন্দ্র পালের বিধবা কন্যাকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর আসামের শিলচরে বসবাস শুরু করেন। লাঞ্ছিত দেশসেবকের সরকারী ভাতা তিনি গ্রহণ করেন নি। রচিত গ্রন্থ: 'দ্বীপান্তরের কথা', 'আমার কারাজীবন'। [৪, ১৮, ১২৪]

উর্মিলা দেবী (৩·২·১৮৮৩ - ১৯৫৬) তেলিরবাগ—ঢাকা। ভুবনমোহন দাশ। স্বামী — অনন্তনারায়ণ সেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভগিনী। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে প্রথম তিনজন মহিলা আইন অমান্যকারীর অন্যতমা। কলিকাতা 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি'র সভানেত্রী এবং 'নারী-কর্মমন্দির' সংস্থার প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন। 'নারায়ণ' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। প্রকাশিত সাহিত্যগ্রন্থ: 'পুষ্পহার'। মহাত্মা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু প্রমুখদের স্মৃতিকথাও রচনা করেছেন। [৩,২৯]

উর্মিলাবালা পারিয়া (? - ১৯৩০) খেতুয়া — মেদিনীপুর। স্বামী — মৃগেন্দ্রনাথ। ১৯৩০ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন। চৌকিদারী ট্যাক্স-এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করায় পুলিসকর্তৃক নৃশংসভাবে প্রহৃত হয়ে মারা যান। [৪২]

উষানাথ সেন, স্যার, সি·বি·আই· (৬·১০·১৮৮০ - ২০·৪·১৯৫৯) গরিফা—চব্বিশ পরগনা। নবীনকৃষ্ণ। কেশবচন্দ্র রায়ের সহযোগী হিসাবে সাংবাদিকতা শুরু করে 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইন্ডিয়া' নামক সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের দিল্লী কেন্দ্রের ম্যানেজার হন। কর্মজীবন প্রধানত দিল্লীতেই কাটে। উক্ত প্রতিষ্ঠান পরে 'প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া' নামে রূপান্তরিত হলে তিনি তার ম্যানেজিং ডিরেক্টর হন। ভারতীয় রেডক্রসের সভাপতি, ভারত সরকারের যুদ্ধকালীন চীফ প্রেস অ্যাডভাইসর, ইন্ডিয়ান লীগ অফ নেশনস্ ইউনিয়নের অবৈতনিক সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ, কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য, অল ইন্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যান্ড ক্রাফ্‌ট্‌স সোসাইটির প্রথম সভাপতি ছিলেন। দিল্লী রোটারী ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করেন। [৩, ৪]

উষাবালা সেন (১৩০৮ - ১৩৬১ ব·) রাজেশ্বর দাশগুপ্ত। স্বামী — কার্তিকচন্দ্র সেন। সুলেখিকা ছিলেন। চিত্রশিল্পেও তাঁর দক্ষতা ছিল। তাঁর অঙ্কিত তৈলচিত্র ও জল-রংয়ের চিত্র বহুবার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ প্রদর্শিত হয়েছে। [৫]

উষারাণী রায় (? - ১৫·৭·১৯৭২) ঢাকা। বিপ্লবী নেতা অনিল রায়ের জ্যেষ্ঠতাত ভগিনী। প্রথম জীবনে দীপালি সঙ্ঘ, শ্রীসঙ্ঘ প্রভৃতি রাজনৈতিক ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সরকারী বিদ্যালয়ের উচ্চ বেতনের চাকরি ত্যাগ করে তিনি লীলা রায় প্রতিষ্ঠিত নারীশিক্ষা মন্দিরে সামান্য পারিশ্রমিকে যোগ দেন। দেশবিভাগের পর কলিকাতায় এসে নারীশিক্ষা মন্দির (মাধ্যমিক বিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৭-৬৮ খ্রী· শিক্ষাব্রতী হিসাবে জাতীয় পুরস্কার পান। নিখিল ভারত নারী সম্মিলনীর উত্তর কলিকাতা শাখার সভানেত্রী এবং কিছুকাল 'জয়শ্রী' পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। [১৬]

ঋত্বিক ঘটক (৪·১১·১৯২৫ - ৬·২·১৯৭৬) নতুন ভারেঙ্গা—পাবনা। সুরেশচন্দ্র। বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার। রাজশাহী কলেজ থেকে ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি·এ· পাশ করেন। ছাত্রাবস্থায় লেখক হিসাবে তাঁর পরিচিতি ছিল। বিমল রায়ের সহযোগী হিসাবে চলচ্চিত্র জগতে তাঁর প্রবেশ। ১৯৫২ খ্রী· তাঁর প্রথম পরিচালিত ছবি 'নাগরিক' আর্থিক কারণে মুক্তি পায় নি। ১৯৫৭ খ্রী· 'অযান্ত্রিক' ছবিটি মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সফল চলচ্চিত্রকার-রূপে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর পরিচালিত উল্লেখযোগ্য ছবি 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' (১৯৫৮), 'মেঘে ঢাকা তারা' (১৯৫৯), 'কোমল গান্ধার' (১৯৬০) ও 'সুবর্ণরেখা' (১৯৬২)। স্বরচিত কাহিনী অবলম্বনে তাঁর শেষ ছবি 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'। বাংলাদেশে তাঁর তৈরী ছবি 'তিতাস একটি নদীর নাম'। তিনি খুব বেশী ছবি পরিচালনা করেন নি কিন্তু তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি ছবি শিল্পনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। শেষ-জীবনে 'জ্বালা' নামে একটি নাটক রচনায় হাত দিয়েছিলেন। বোম্বাই-এর হিন্দী ছবিতে চিত্রনাট্য রচনার কাজও তিনি করেছেন। কিছুদিন তিনি পুনা ফিল্ম্ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ছিলেন। সরকার তাঁকে 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত করেন। [১৬]

ঋষিবর মুখোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর (১৮৫২ - ৮·৫·১৯৩৫)। বিলাত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতি ও কিছুদিনের জন্য জম্মু রাজ্যের শাসনকর্তা হন। স্বোপার্জিত সমুদয় অর্থ ও সম্পত্তি ট্রাস্ট করে দান করেন এবং তা থেকে তিনি মাসহারা বাবদ কিছু নিতেন। বাঁকুড়ায় মেডিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য নিজ জমিদারী ও বাড়ি দান করে যান।

কলিকাতা কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজেও প্রচুর অর্থ দান করে গেছেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুরেশ সমাজপতি তাঁর জামাতা। [১, ৫]

এককড়ি সিংহরায় (১৮৬৪ - ১৯৩৪) হুগলী। রতিকান্ত। উচ্চশিক্ষা-লাভের সুযোগ হয়নি। পিতার অধীনে জমিদারী সেরেস্তায় কাজের মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু। কৈশোরে রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতাদের দ্বারা প্রভাবিত হন। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার প্রভাবে তিনি রাজনীতি, জনসেবা এবং সমাজসেবার ব্রত গ্রহণ করেন। ১৮৯০ খ্রী· ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ায় বাণীবনে তিনি তাঁর কর্মকেন্দ্র গড়ে তুলে হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল (১৮৯৮), অনাথাশ্রম, বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন ও ডাকঘর, রাস্তাঘাট, সেতুনির্মাণ প্রভৃতি নানা জনহিতকর কাজ করেন। বাণীবন ব্রাহ্মসমাজের (১৯০৮) তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। [১৯৪]

একেন্দ্রনাথ ঘোষ (? - ১৩৪১ ব·)। কলিকাতা কেশব অ্যাকাডেমি ও জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। মেডিক্যাল কলেজ থেকে তুলনামূলক শবব্যবচ্ছেদে সুবর্ণপদকসহ এম·বি· (১৯০৬) এবং এম·ডি· (১৯১৬) পাশ করেন। কিছুদিন সহকারী চিকিৎসকের পদে কাজ করার পর প্রাণিবিদ্যার সহ-অধ্যাপক এবং শেষে জীব-বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২৩ খ্রী· যুক্তরাষ্ট্রের ওরিয়েন্টাল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি·এস-সি· উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯২৬ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত করে। লন্ডন জুওলজিক্যাল সোসাইটির সভ্য ও কলিকাতা জুওলজিক্যাল গার্ডেনের কার্যকরী সমিতির সভ্য ছিলেন। সাহিত্য ও ধর্মগ্রন্থ নিয়েও গবেষণা করেছেন। বাংলা ভাষায় তাঁর লিখিত বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ আছে। জীববিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যা-সংক্রান্ত বাংলা পরিভাষা-বিষয়ক তাঁর কয়েকটি প্রস্তাব সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। [৩, ১৬]

এনায়েৎ করিম (১৯২৭ - ১৬·২·১৯৭৪) ঢাকা। যুক্তরাষ্ট্রের 'ফ্লেটচার স্কুল অফ ল অ্যান্ড ডিপ্লোমেসী' থেকে শিক্ষা শেষ করে পাকিস্তান পররাষ্ট্র দপ্তরে যোগ দেন। পাকিস্তানী মিশনের পক্ষে কলিকাতা, তেহেরান, আক্কাব, নয়াদিল্লী, লন্ডন ও ওয়াশিংটনে কাজ করেন। ইসলামাবাদে পাকিস্তানী পররাষ্ট্র দপ্তরের ভারতীয় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টরও ছিলেন। পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানী আক্রমণের সময় তিনি ওয়াশিংটনে ছিলেন এবং ৪·৮·১৯৭১ তারিখে তিনি পাকিস্তানের আনুগত্য অস্বীকার করে পূর্ববঙ্গের মুক্তি সংগ্রামে বিশ্বাসী হন। ১৯·৮·১৯৭২ খ্রী· স্বাধীন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিবের পদ গ্রহণ করেন। [১৬]

এন্টনি, হেন্সম্যান (? - ১২৪৩ ব·) ১৯শ শতাব্দীর খ্যাতনামা কবিয়াল। তাঁর পিতা পর্তুগীজ ব্যবসায়ী হিসাবে কলিকাতার অদূরবর্তী চন্দননগর-ফরাসডাঙ্গায় বসবাস শুরু করেন। এন্টনি কবিগানের জন্য 'এন্টনি ফিরিঙ্গি' নামে বাঙলা দেশে সুপরিচিত হন। প্রথমে তাঁর গানের বাঙালী বাঁধনদার ছিলেন গোরক্ষনাথ। পরে নিজেই গান বাঁধতেন। তাঁর একটি বিখ্যাত গান 'আমি ভজন সাধন জানিনে মা, নিজে ত ফিরিঙ্গি/যদি দয়া করে কৃপা কর, হে শিবে মাতঙ্গী।' এক বিধবা বাঙালী ব্রাহ্মণ-কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। কলিকাতা বহুবাজার অঞ্চলের 'ফিরিঙ্গি কালীবাড়ী'র প্রতিষ্ঠাতা। [১, ২, ৩, ৭, ২৫, ২৬]

এলবিয়ন রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার (১৮৭১ - ?) বরাহনগর—চব্বিশ পরগনা। সেবাব্রতী শশিপদ। ইংল্যাণ্ডের ব্রিস্টল শহরে মিস কার্পেন্টারের গৃহে জন্ম। মাতা রাজকুমারী ভারতবর্ষীয় মহিলাদের মধ্যে প্রথম ইংল্যান্ড যান। এলবিয়ন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ সম্মানের সঙ্গে বি·এ·, ১৮৯২ খ্রী· অক্সফোর্ড বেলিয়ল কলেজ থেকে এম·এ· ও ১৮৯৫ খ্রী· সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করে মাদ্রাজে অ্যাসিস্ট্যান্ট কলেক্টর ও পরে সাব-কলেক্টর পদে অধিষ্ঠিত হন। কর্মকুশলতার জন্য 'Tiger in the Service' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ১৯০৭ খ্রী· থেকে ৭ বছর কোচিন রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। 'কোচিন টেনান্সি বিল' তাঁরই চেষ্টায় পাশ হয়। কোচিনীদের শিক্ষার উন্নতিবিধান করেন। কোচিনে বিচার বিভাগ থেকে এক্‌জিকিউটিভ বিভাগকে স্বতন্ত্র রাখার রীতি ও পঞ্চায়েতের বিচার-নিষ্পত্তির বিধি প্রবর্তন তাঁর অন্যতম কীর্তি। কোচিন থেকে ফিরে ১৫ মাস কাদ্দাপার কলেক্টর-পদে ছিলেন। ১৯১৬ খ্রী· মহীশূর রাজদরবারের কার্যে নিযুক্ত হয়ে এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য হন। এই সূত্রে তিনি এ রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হয়ে প্রত্যেক বিভাগেরই সংস্কার ও উন্নতিবিধান করেন। কাবেরীর জলে কৃষিক্ষেত্রের সুষ্ঠু সেচব্যবস্থা এবং রাজ্যের পূর্তবিভাগের আমূল সংস্কার ও তার উন্নততর কার্যপ্রণালীর প্রবর্তন করে খ্যাতিলাভ করেন। রাজসাহায্য দান করে তিনি রাজ্যে চিনি ও দেশলাই-এর কারখানা, তুলার কল ও অন্যান্য শ্রমশিল্পাগার স্থাপন করে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি ব্রিটিশ ভারতের অনুসরণে মহীশূর রাজ্যে প্রজাসাধারণের প্রতিনিধিত্বমূলক দায়িত্বপূর্ণ শাসন প্রবর্তন (১৯২২)। ঐ বছর 'দশারা' দরবারে মহারাজা তাঁকে খিলাত সহ 'রাজমন্ত্রী ধুরীণ' এই প্রথম শ্রেণীর উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। ১৯২৯ খ্রী· মহীশূরের দেওয়ানী পদ ত্যাগ করে কিছুদিন ইউরোপ ভ্রমণে যান। ফিরে এসে কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ভারত সরকার তাঁকে সি·আই·ই·, সি·এস·আই· এবং 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন। [৮১]

এলোকেশী (? - ১·৭·১৩০৪ ব·) মঞ্চাভিনেত্রী। বেঙ্গল থিয়েটারে তাঁর অভিনয়-জীবন শুরু। ১৮৭৩ খ্রী· 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে দেবযানীর ভূমিকায় খ্যাত হন। ১৮৯২

খ্রী· পর্যন্ত মঞ্চে অভিনয় করেন। [৬৯]

এস্· ওয়াজেদ আলী (৪·৯·১৮৯০ - ১০·৬·১৯৫১) বড়জাতপুর—হুগলী। কেমব্রিজের বি·এ·। ১৯১৫ খ্রী· ব্যারিস্টারি পাশ করেন। কর্মজীবনে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সমকালীন মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত একজন লেখক হিসাবে প্রতিপত্তি লাভ করেন। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সভাপতি ছিলেন। গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী ও রম্যরচনায় দক্ষতা ছিল। 'মাশুকের দরবার', 'প্রেমের মুসাফির', 'ভারতবর্ষ', 'জীবনের শিল্প', 'খেয়ালের ফেরদৌস' প্রভৃতি প্রায় কুড়িটি গ্রন্থের লেখক। প্রবন্ধ-গ্রন্থ 'ভবিষ্যতের বাঙ্গালী'। ইংরেজী ভাষাতেও কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন। [৩, ২৫, ২৬, ১৩৩]

এহতেশাম উদ্দীন, মীর্জা (? - ১৮০১) পাঁচনৌর—নদীয়া। শেখ তাজউদ্দীন। তিনি প্রথমে বাঙলার নবাব মীরজাফরের অধীনে চাকরি করতেন। মীরকাশিম নবাব হলে ইংরেজের হয়ে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে আলোচনায় ইংরেজ-পক্ষের প্রতিনিধি ছিলেন। ইংরেজ সেনাপতির অধীনে কিছুদিন কাজ করেন। পরে বাদশাহ শাহ আলমের অধীনে কর্মরত থাকা কালে বাদশাহ তাঁকে ইংল্যাণ্ডরাজ তৃতীয় জর্জের কাছে পত্রবাহক হিসাবে পাঠান। তিনিই সর্বপ্রথম ইউরোপ-ভ্রমণকারী বাঙালী। পরে ক্যাপ্টেন সুইটনের সহকারিরূপে ১৭৬৫ খ্রী· ইংল্যাণ্ডে যান ও পাণ্ডিত্যের জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাদৃত হন। কলিকাতা কাউন্সিলের কয়েকজন প্রাক্তন সদস্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলায় সংশ্লিষ্ট কিছু ফারসী কাগজপত্র পড়ে দিতে লণ্ডনের আদালতে হাজির হন। লর্ড ক্লাইভের ষড়যন্ত্রে দৌত্যকার্যে বিফল হয়ে ১৭৬৭ খ্রী· দেশে ফেরেন। ফারসীতে লেখা তাঁর 'শিগুরফ নামা-ই বেলায়েত' গ্রন্থখানিতে (১৭৮১) তিনি ইউরোপ-ভ্রমণের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন। জেমস্ এডওয়ার্ড আলেকজান্দার এই গ্রন্থটি ইংরেজীতে অনুবাদ করে লণ্ডন থেকে ১৮২৭ খ্রী· প্রকাশ করেন। [১৩৩]

ওকাকুরা, কাকুজো (২৬·১২·১৮৬২ - ২·৯ ১৯১৩)। বাঙলার বিপ্লব প্রচেষ্টার মূলে জাপানের চিত্রকলার অধ্যাপক ওকাকুরার নাম উল্লেখযোগ্য। স্বামী বিবেকানন্দের মার্কিন-শিষ্যা ম্যাকলিওড ওকাকুরাকে জাপান থেকে ভারতে আনেন। ভারতে এসে তিনি বেলুড় মঠে থেকে বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী প্রচার করেন এবং বাঙলার যুবকদের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা জাগিয়ে তোলার কাজে সচেষ্ট হন। তাঁর রচিত 'আইডিঅ্যালস্ অফ দি ঈস্ট' গ্রন্থখানি এ কাজে বিশেষ সহায়তা করে। তাঁর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমচন্দ্র মল্লিক, ভগিনী নিবেদিতা প্রমুখ ভারতে স্বাধীনতার বাণী প্রচারের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। শিল্পশাস্ত্রী হিসাবেও তিনি স্মরণীয়। বাংলার চিত্রকলার নবজাগরণের নায়কদের উপর তাঁর প্রভাব ছিল। জাপান ও চীনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার যোগ তাঁর মাধ্যমেই সহজ হয়েছিল। তাঁর অপরাপর গ্রন্থ : 'দি অ্যাওয়েকেনিং অফ জাপান', 'দি বুক অফ টি' ও 'দি হার্ট অব হেভেন'। প্রিয়ম্বদা দেবী তাঁর কয়েকটি কবিতা বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। [৩, ৫৬]

ওঙ্কারানন্দ, স্বামী (নভে· ১৮৯৪ - ৮·৫·১৯৭৩) কলিকাতা। আশুতোষ নিয়োগী। পূর্বাশ্রমের নাম অনঙ্গ। ১৯১২ খ্রী· মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম) প্রতিষ্ঠিত মর্টন ইনস্টিটিউট থেকে এন্ট্রান্স ও স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে এফ·এ· ও বি·এ· এবং ১৯১৯ খ্রী· দর্শনে এম·এ· পাশ করেন। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে দেওঘর বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী সদ্ভাবানন্দ, অখিলানন্দ, বিবিদিষানন্দ, বিজয়ানন্দ, বিশ্বানন্দ, জ্ঞানাত্মানন্দ প্রভৃতি ছিলেন। ভুবনেশ্বরে স্বামী শিবানন্দ কর্তৃক তিনি ব্রহ্মচর্য-ব্রতে দীক্ষিত হন এবং তাঁর কাছেই ১৯২৩ খ্রী· দীক্ষা লাভ করেন। ১৯২৯ খ্রী· মঠের ট্রাস্টি নিযুক্ত হন। ১৯৩৪ খ্রী· স্বামী শিবানন্দের মৃত্যুর পর কাশী অদ্বৈত আশ্রমে যান ও ১৯৪০ খ্রী· তার অধ্যক্ষ হন। ১৯৫০ খ্রী· সেখান থেকে বেলুড় মঠে আসার কিছুদিন পরেই কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানের কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৯৬১ খ্রী· মঠের ও মিশনের সহ-অধ্যক্ষ হন। তিনি আনুষ্ঠানিক মন্ত্র-দীক্ষা দিতেন। [৮২, ১৪৯]

ওঙ্কারানন্দজী, স্বামী (১৯০৪ - ৪·৩·১৯৭২)। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সহ-সম্পাদক ও সঙ্ঘের গড়িয়া শাখার (কলিকাতা) ও বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯২২ খ্রী· বিপ্লব আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় কারারুদ্ধ হন। পরে সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা প্রণবানন্দজীর কাছে সন্ন্যাস দীক্ষা নিয়ে সুন্দরবন অঞ্চলে সঙ্ঘের বহু গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গে বহু ছাত্রসংগঠন, ব্যায়ামাগার ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। [১৬]

ওম্যালি, লিউইস সিডনি স্টিউয়ার্ড (১৮৭৪ - ১৯৪১)। অক্সফোর্ডের কৃতী ছাত্র। ১৮৯৮ খ্রী· ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। বাঙলা প্রদেশের জেলা গেজেটিয়ার-এর সম্পাদক (১৯০৫ - ০৯), লোকগণনার অধীক্ষক (১৯১০ - ১২), বিভাগীয় সচিব (১৯১৬ - ২১) ইত্যাদি বিভিন্ন পদে কাজ করে ১৯২৪ খ্রী· অবসর নেন। কর্মজীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি গেজেটিয়ার সঙ্কলন। বাঙলা ও বিভিন্ন প্রদেশের মোট ৩৩টি জেলার গেজেটিয়ার সঙ্কলন করেন। বাঙলা প্রদেশের লোকগণনার বিবরণ (১৯১১) তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'Indian Caste and Customs', 'Indian Social Heritage', 'Indian Civil Service', 'Popular Hinduism' ইত্যাদি। [৩]

ওয়াজিদ আলী খান পন্নি (১৮৬৯ - ১৯৩৬) করটিয়া—টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ। জমিদার হাফিজ মুহম্মদ আলী। 'চাঁদ মিঞা' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ

ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২১) যোগদান করে গ্রেপ্তার হন ও জামিন অস্বীকার করে ১৫ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। কারামুক্তির পর গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। করটিয়া সাদাত কলেজ, হাফিজ মুহম্মদ আলী হাই স্কুল ও রোকেয়া হাই মাদ্রাসা স্থাপন করেন। পরোপকারের জন্য তিনি 'দ্বিতীয় মহসীন' ও 'করটিয়ার চাঁদ' আখ্যা লাভ করেছিলেন। [১, ১৩৩]

ওয়াজিদ আলী শাহ্ (১৩·৭·১৮২২ - ২১·৯·১৮৮৭) লক্ষ্ণৌ। আমজাদ আলী শাহ্। অযোধ্যা রাজ্যের শেষ নবাব। ইংরেজ সরকার কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন ও কলিকাতার মেটিয়াবুরুজে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকার বৃত্তিভোগী হয়ে নির্বাসিত জীবন কাটান। তিনি লক্ষ্ণৌয়ে ঠুংরি গানের অন্যতম প্রধান প্রচলনকর্তা ছিলেন। বাঙলার সঙ্গীত-জগতেও তাঁর দান অসামান্য। নিজে সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীত-রচয়িতা ছিলেন। তাঁর দরবারে বহু গুণী ব্যক্তি সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। ফলে এখান থেকে বাঙালীদের মার্গ-সঙ্গীত শিক্ষার সুযোগ আসে। অঘোরনাথ চক্রবর্তী, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ রায়, যদু ভট্ট, কেশব মিত্র, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ এবং অন্যান্য বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 'বাবুল মোরা নৈহার ছুট না যায়' এই বিখ্যাত ঠুংরির তিনিই রচয়িতা। ফোর্ট উইলিয়মে বন্দী অবস্থায় 'আখতার' ছদ্মনামে তিনি 'হুজন্-ই-আখতার' কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ: 'তারিখ্-ই-পরীখানা', 'তারিখ-ই-মুমতাজ' প্রভৃতি। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমোপাখ্যান-বিষয়ক একটি উর্দু গীতি-নাট্য এবং 'নাজু', 'বাজি' ও 'দুলহন্' নামে সঙ্গীত-বিষয়ক গ্রন্থের (৩ খণ্ড) রচয়িতা। নিজের গ্রন্থাদি মুদ্রণের জন্য মেটিয়াবুরুজে একটি ছাপাখানাও স্থাপন করেছিলেন। [৩, ২৬]

ওয়ালীউল্লাহ্, সৈয়দ (১৯২০ - ১৯৭১) চট্টগ্রাম। বাঙলাদেশের বিশিষ্ট কথাশিল্পী। কলিকাতায় একটি বিশিষ্ট ইংরেজী দৈনিকের সাংবাদিক ছিলেন। দেশবিভাগের পর ঢাকায় পাকিস্তান রেডিয়োয় গুরুত্বপূর্ণ পদে বৃত হন। অবহেলিত সাধারণ চাষী, কেরায়া মাঝি প্রভৃতির জীবন নিয়ে রচনা করেন 'লাল সালু' উপন্যাস। গ্রন্থটি 'Tree without Roots' ইংরেজীতে এবং 'L'Arbre Sans Racines' নামে ফরাসীতে অনূদিত হয়। অন্যান্য উপন্যাস: 'চাঁদের অমাবস্যা' ও 'কাঁদো নদী কাঁদো'; গল্পগ্রন্থ: 'নয়নতারা' ও 'দুই তীর' এবং নাটক: 'তরঙ্গভঙ্গ', 'সুড়ঙ্গ' ও 'বহিপীর'। পাকিস্তান বৈদেশিক মন্ত্রকের অধীনে এবং ইউনেস্কোর কাজে তাঁকে নানা দেশে ঘুরতে হয়েছে। পাকিস্তান সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে তাঁকে ইউনেস্কোর চাকরি হারাতে হয়। দীর্ঘকাল ফরাসী দেশে কাটিয়েছেন। সেখানেই মৃত্যু। [১৬, ৩২, ১৩৩]

ওয়াহ্শাত, রেজা আলী, খানবাহাদুর (১৮৮১ - ১৯৫৬) কলিকাতা। খ্যাতনামা ইউনানী চিকিৎসক শামশাদ আলী। কলিকাতা মাদ্রাসা থেকে আরবী ও ফারসী ভাষায় দক্ষতা লাভ করে এন্ট্রান্স পাশ করেন। কলিকাতা লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের উর্দুর অধ্যাপক ছিলেন। ওয়াহ্শাত তাঁর কাব্যনাম। রচিত কাব্যগ্রন্থ: 'দীওয়ান', 'তারানা-ই-ওয়াহ্শাত' ও 'নুকুশওয় আসার'। গালিবের ভাবশিষ্য ছিলেন। উর্দু সাহিত্যে তাঁর অবদানের জন্য তিনি 'বুলবুল-ই-বাঙলা' ও 'শায়ের-ই-বাঙলা' নামে অভিহিত হন। ১৯৫০ খ্রী· ঢাকায় স্থায়িভাবে বাস শুরু করেন। [১৩৩]

কঙ্কাবতী দেবী (১৯০৩ - ২১·৬·১৯৩৯) মজঃফরপুর। গজাধরপ্রসাদ সাহু। বেথুন কলেজে বি·এ· পড়ার সময় তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে 'গৃহপ্রবেশ' নাটকে 'মাসি'র ভূমিকায় অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেন। অসুস্থতার জন্য এম·এ· পড়ায় ছেদ পড়ে। শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে 'দিগ্বিজয়ী' নাটকে 'ভারতনারী'র ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে পেশাদারী অভিনেত্রী জীবনের সূত্রপাত। শিশিরকুমারের সহ-অভিনেত্রীরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং তাঁর দলের সঙ্গে ১৯৩০ খ্রী· আমেরিকা সফরে যান। শিশিরকুমার পরিচালিত কয়েকটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। সুকণ্ঠী গায়িকাও ছিলেন। [৩]

কণাদ তর্কবাগীশ (১৫শ শতাব্দী-শেষার্ধ) নবদ্বীপ। রঘুনাথ শিরোমণির সতীর্থ বিখ্যাত 'মণিটীকাকার'। তিনি গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের তত্ত্বচিন্তামণির উপর 'অনুমানমণিব্যাখ্যা' নামে প্রসিদ্ধ টীকা রচনা করেন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ: 'ভাষারত্নম', 'আপশব্দখণ্ডনম' প্রভৃতি। কণাদ নামে একজন বৈশেষিক দর্শনকারের নাম পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে কণাদ-দর্শন পদার্থতত্ত্ব-বিশ্লেষণের প্রথম প্রয়াস। [১, ৩, ৯০]

কনক সর্বাধিকারী (অক্টো· ১৯১০ - ১০·১০·১৯৭০) কলিকাতা। শল্যচিকিৎসক সুরেশপ্রসাদ। হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজের মেধাবী ছাত্র। ১৯৩৪ খ্রী· কারমাইকেল কলেজ থেকে এম·বি· এবং ১৯৪০ খ্রী· এডিনবরা থেকে এফ·আর·সি·এস· উপাধি পান। সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগে কর্মজীবন শুরু। ১৯৬০ খ্রী· মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ও ১৯৬৮ খ্রী· পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য-অধিকর্তা হন। শল্য (অস্থি) চিকিৎসক হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। রোটারী ক্লাব পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বহু সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বা সম্পাদক হিসাবে সক্রিয়ভাবে জনসেবা করে গেছেন। [১৬]

কবি কঙ্ক। (আনু· ১৭শ শতাব্দী) বিপ্রগ্রাম—ময়মনসিংহ। গুণরাজ। শৈশবে মাতাপিতৃহীন হয়ে চণ্ডালের গৃহে প্রতিপালিত হন এবং পরে গর্গ নামক এক মহাপণ্ডিতের আশ্রয়লাভ করেন। গর্গকন্যা লীলা ও কঙ্কের প্রণয়-আখ্যান ড· দীনেশ সেন সঙ্কলিত 'ময়মনসিংহ গীতিকা'য় আছে। কঙ্ক-রচিত 'বিদ্যাসুন্দর' তৎকালীন কাব্যধারার ব্যতিক্রম। এই কাব্যে কালিকার পরিবর্তে সত্যনারায়ণের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে এবং বহু স্থানে চৈতন্যদেবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে। [১, ৩]

কবিকর্ণপুর (১৫২৫ - ?) কাঁচড়াপাড়া—নদীয়া। আদি নিবাস আদপাশা—শ্রীহট্ট। চৈতন্যদেবের পার্ষদ শিবানন্দ সেন। প্রকৃত নাম পরমানন্দ। মহাপ্রভুকে একটি শ্লোকে ব্রজাঙ্গনাগণের কর্ণভূষণের বর্ণনা শুনিয়ে 'কর্ণপুর' উপাধি লাভ করেছিলেন। রচিত গ্রন্থ: সংস্কৃতে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' (১৫৪২) মহাকাব্য; তাছাড়া 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক, 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' (১৫৭৬), 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ' কাব্য, 'অলঙ্কারকৌস্তুভ' প্রভৃতি। পরমানন্দ-ভণিতাযুক্ত যে ১২টি পদ পদকল্পতরুতে পাওয়া যায়, সম্ভবত তা শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক পরমানন্দ গুপ্তের রচনা। [১, ২, ৩, ৪]

কবিচন্দ্র (১৯শ শতাব্দী)। কলিকাতার বাবুমহলে স্বভাব-কবি ব'লে পরিচিতি লাভ করেন। যে-কোন বিষয়ে মুখে মুখে কবিতা রচনা করে ধনী ব্যক্তিদের গৃহে প্রমোদ বিতরণ করতেন। নন্দকুমার রায় অনূদিত 'শকুন্তলা' নাটক অভিনয়ের সময় (১৮৫৬) তিনি গীত রচনা করেছিলেন। [৪৫]

কবিরঞ্জন। শ্রীখণ্ডের অধিবাসী। 'পদকল্পতরু'-গ্রন্থে কবিরঞ্জন-ভণিতার ১০৭৮ সংখ্যক পদ বাদে অন্যান্য পদগুলি তাঁর রচিত। 'ছোট বিদ্যাপতি' নামে খ্যাতি [illegible]ল। [৩]

কবীন্দ্র। 'গোরক্ষবিজয়' অথবা 'মীনকেতন' গ্রন্থের রচয়িতা। গোরক্ষনাথের মাহাত্ম্য প্রচারার্থ এই গ্রন্থ রচিত হয়। [১]

কবীন্দ্র পরমেশ্বর (১৬শ শতাব্দী)। বাংলা ভাষায় মহাভারতের প্রাচীনতম অনুবাদক, হোসেন শাহের সেনাপতি ও চট্টগ্রাম-বিজেতা শাসক পরাগল খাঁ-র সভাকবি। শাসকের আদেশে তিনি 'পাণ্ডববিজয়' বা 'পরাগলী' মহাভারত রচনা করেন। এই গ্রন্থের বহু অনুকরণ আছে, কিন্তু মূলগ্রন্থ এখনও অপ্রকাশিত। অনেকের মতে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী একই লোক। [৩, ৫]

কমনীয় দাশগুপ্ত (১৯১২ - ২০.১১.১৯৮৩) কোয়াপাড়া—চট্টগ্রাম। ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। অল্পবয়সে বিপ্লবী সমিতিতে যোগ দেন। সূর্য সেনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। ১৯৩০ খ্রী· চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের আসামী হিসাবে কারাবাস করেন। মুক্তির পর রেলওয়ে ইউনিয়নের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় কর্মী ছিলেন। ১৯৩৮ খ্রী· কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। স্বাধীনতার পর পূর্ববঙ্গে কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন এবং পাকিস্তান সরকার কর্তৃক কারারুদ্ধ হন। মুক্তির পর ১৯৫৬ খ্রী· ভারতে আসেন। ১৯৫৮ খ্রী· থেকে আমৃত্যু রাণীগঞ্জ এলাকার শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত থেকে কাজ করেছেন। ১৯৬৭ থেকে '৭৪ খ্রী· রাণীগঞ্জ পুরসভার সহসভাপতি ছিলেন। [১৬]

কমর আলী। করুলডেঙ্গা—চট্টগ্রাম। সঙ্গীতজ্ঞ এই কবি স্ব-অঞ্চলবাসী হাড়ী-জাতীয় লোকদের নিয়ে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক কীর্তন-গান করতেন। তাঁর রচিত প্রায় ১৫টি পদ ও 'রাধার সংবাদ ঋতুর বারমাস' শীর্ষক কাব্য 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' নামক গ্রন্থে মুদ্রিত আছে। [৭৭]

কমলকুমার মজুমদার (১৯১৫ - ৭.২.১৯৭৯) টাকী—চব্বিশ পরগনা। প্রফুল্লকুমার। সাহিত্যিক, শিল্পী। তাঁর প্রধান গল্প: 'নিম অন্নপূর্ণা', 'শ্যাম নৌকা', 'গোলাপ সুন্দরী', 'সুহাসিনীর পমেটম' প্রভৃতি। 'অন্তর্জলি যাত্রা', 'পিঞ্জরে বসিয়া সুখ', 'খেলার প্রতিভা' তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। তিনি প্রধানত লিখতেন 'এক্ষণ', 'কৃত্তিবাস' ও অন্যান্য লিটল্ ম্যাগাজিনে। যদিও তাঁর রচনা খুব বেশী পাঠকের কাছে পরিচিত ছিল না, তবু তাঁর গল্প-উপন্যাসের বিশিষ্ট ভাষা নিয়ে সাহিত্যিক মহলে অনেক তর্কবিতর্ক ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর ভাষা আপাতকঠিন হলেও শব্দসৌন্দর্যে ও গভীরতায় অনেক তরুণ লেখককে আকৃষ্ট করেছিল। ফরাসী সাহিত্যে বিদগ্ধ ছিলেন। অন্যদিকে মিনিয়েচার চিত্রণ, পুস্তক অলঙ্করণ, বাংলা হরফ নির্বাচন ও মুদ্রণ-বিষয়ে দক্ষ ছিলেন। তাছাড়া বাঙলার সাবেকী লোকশিল্প, কুটিরশিল্প, ধাতুশিল্প ও দারুশিল্প এবং বাঙলার মঠ ও মন্দির-বিষয়ক বিভিন্ন দিকেও তাঁর অধিকার ছিল। 'আইকম বাইকম' নামে তাঁর ছড়ার সংকলনে তিনি নিজেই চিত্রাঙ্কন ও অলঙ্করণের কাজ করেন। তাঁর অপর ছড়ার বই 'পানকৌড়ি'। দীর্ঘকাল সাউথ পয়েন্ট স্কুলে শিল্পকলা-বিষয়ের শিক্ষক ছিলেন। বাংলা নাটক অভিনয়ের ব্যাপারেও তাঁর আগ্রহ ছিল। নিজে দল গঠন করে অভিনব ধারায় অনেক নাটকের অভিনয় করিয়েছেন। 'দানসা ফকির' তাঁর নাট্যগ্রন্থ। শেষের দিকে বস্তির ছেলেমেয়েদের নিয়ে নাটক অভিনয়ের তালিম দিতেন। 'হরবোলা' নাট্যগোষ্ঠীর নাট্যপরিচালক ছিলেন। 'অঙ্কভাবনা' নামে একটি গণিতের সাময়িক পত্রিকা-প্রকাশেও তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। ১৯৫১ খ্রী· এবং ১৯৬১ খ্রী· সেন্সাস কমিশনে কাজ করেছেন। তাঁর ভাইবোনদের মধ্যে শিল্পী নীরদ মজুমদার ও শানু লাহিড়ী সুপরিচিত। [১৬, ১৪৯]

কমলকৃষ্ণ সিংহ, রাজা (১৮৩৯ - ১৯১২) সুসঙ্গ—ময়মনসিংহ। রাজা প্রাণকৃষ্ণ। ফারসী ও উর্দু ভাষায় শিক্ষিত হন। সঙ্গীতানুরাগী ও সাহিত্যরসিক ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'সঙ্গীতশতক', 'তূর্যতরঙ্গিণী', 'অশ্বতত্ত্ব', 'গোপালন', 'আম্র' প্রভৃতি। দক্ষ ও কৌশলী শিকারী ব'লেও পরিচিত ছিলেন। গারো পাহাড়ে 'খেদা'র সাহায্যে জঙলী হাতী ধরতেন। [১]

কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় (১৮৭০ - ১৯৩৪) ভট্টপল্লী—চব্বিশ পরগনা। নন্দলাল ন্যায়রত্ন। স্বগ্রামস্থিত পণ্ডিত দিগম্বর তর্কসিদ্ধান্তের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করে নব্যস্মৃতিতে 'স্মৃতিতীর্থ' উপাধি পান (১৯০৬)। পূর্বেই নিজ গৃহে পিতামহের স্মৃতিরক্ষার্থ কৈলাস চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনার কার্য আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর চতুষ্পাঠীতে পড়ার জন্য ভিন্ন দেশ থেকেও বহু ছাত্র আসত। ১৯০০ খ্রী· ভাটপাড়ায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হলে উক্ত চতুষ্পাঠী ঐ কলেজের সঙ্গে

যুক্ত হয়। আমৃত্যু তিনি ঐ কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সঙ্গে প্রাচীন পুঁথিপত্রের সন্ধানে প্রবৃত্ত হন ও ১৮৯৭ খ্রী· প্রথমবার ঐ কার্যে নেপাল যান। ১৯২৪ খ্রী· কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সহযোগী সভ্য নির্বাচিত হন। 'প্রাচীন' 'ভারতীয় সাক্ষ্যবিধি' গ্রন্থ রচনার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ৩৫০ টাকা পুরস্কার প্রদান করে। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'ভট্টপল্লীর বশিষ্ঠ-বংশাবলী', 'কথাসরিৎসাগর' (সানুবাদ), 'অগস্ত্যসংহিতা', 'রাজতরঙ্গিণী' (শেষার্ধ), 'হারলতা', 'কৃত্যরত্নাকর', 'গৃহস্থরত্নাকর', 'সূর্যসিদ্ধান্ত', 'বৌদ্ধজাতক' ইত্যাদি। ১·১·১৯২৬ খ্রী· 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। [১৩০]

কমল দাশগুপ্ত (? - ২০·৭·১৯৭৪) ঢাকা। প্রসিদ্ধ সুরকার। ত্রিশ এবং চল্লিশ দশকে গ্রামোফোন ডিস্কে তাঁর সুরে গাওয়া বহু গান অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। সেগুলির কথা ছিল প্রণব রায়ের এবং শিল্পী ছিলেন যূথিকা রায়। 'সাঁঝের তারকা আমি', 'আমি ভোরের যূথিকা' প্রভৃতি গান আজও সমাদৃত। তাঁর কয়েকটি রাগাশ্রিত, কীর্তনাঙ্গ এবং ছন্দ-প্রধান গানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নজরুলের বহু জনপ্রিয় গানে তিনি সুর দিয়েছেন। গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গীত-পরিচালক ছিলেন। বাংলা চলচ্চিত্রের সুরকার হিসাবেও খ্যাতি অর্জন করেন। 'তুফান মেল', 'শ্যামলের প্রেম', 'এই কি গো শেষ দান'—চলচ্চিত্রের এই গানগুলি এককালে বিপুল সাড়া তুলেছিল। 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ছবিতে তাঁর সুরসৃষ্টি স্মরণীয়। অনেক হিন্দী চিত্রেও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। সঙ্গীত-পরিচালক হিসাবে তাঁর শেষ ছবি 'বধূবরণ'। এরপর প্রায় ১০ বছর তিনি পূর্ব-পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) কাটান। ১৯৭২ খ্রী· কলিকাতায় বঙ্গ-সংস্কৃতি-সম্মেলন-মঞ্চে তাঁর ছাত্রী এবং সহধর্মিণী ফিরোজা বেগম মুখ্যশিল্পী ছিলেন। উভয়ের দ্বৈতসঙ্গীত শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। ঢাকায় মৃত্যু। ক্রীড়াজগতের স্বনামধন্য পঙ্কজ গুপ্ত তাঁর মাতুল। [১৬]

কমলাকর পিপ্‌লাই (৮৯৯-৯৭০ ব·) খালিজুলি—সুন্দরবন। চৈতন্যদেবের ভক্ত এবং সমসাময়িক। কথিত আছে, স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি হুগলীর মাহেশে আসেন ও সেখানে জগন্নাথদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। [২৬]

কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার (? - ৮·১০·১৮৪৩)। কলিকাতার আড়কুলিতে তাঁর চতুষ্পাঠী ছিল। ১৮২৪ খ্রী· কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি অলঙ্কার-শ্রেণীর অধ্যাপক নির্বাচিত হন। ১৮২৭ খ্রী· মেদিনীপুর আদালতের জজপণ্ডিতের পদ লাভ করেন। ১৮৩৭ খ্রী· থেকে লিপিতত্ত্ব-বিশারদ জেমস্ প্রিন্সেপের পণ্ডিতরূপে তিনি প্রাচীন ভারতীয় লিপির পাঠোদ্ধারে প্রধান সাহায্যকারী হন। ১৮৩৭ - ৪১ খ্রী· মধ্যে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত বহু লিপির পাঠোদ্ধার তাঁর সাহায্যেই হয়েছিল। আগস্ট ১৮৩৯ খ্রী· তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিতের পদ লাভ করেন। ১৮৪২ খ্রী· সংস্কৃত কলেজে 'পুরাবৃত্ত'-শ্রেণীর সৃষ্টি হলে তার অধ্যাপক নির্বাচিত হন। তাঁর অসুস্থতা ও মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কলেজ থেকে পুরাবৃত্ত-শ্রেণীটিও লোপ পায়। [৬৪]

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (আনু· ১৭৭২ - ১৮২১)। মাতুলালয় চান্না, কালনা—বর্ধমানে জন্ম। কমলাকান্তের কালীসাধনার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে বর্ধমানরাজ তেজচাঁদ বর্ধমান শহরে কোটালহাটে তাঁর জন্য বাসগৃহ নির্মাণ করিয়ে দেন। ১৮০৯ খ্রী· থেকে তিনি সেখানে কালীসাধনায় নিয়োজিত থাকেন। তিনি বহু শ্যামাসঙ্গীত ও আগমনী গানের রচয়িতা। টপ্পার আঙ্গিকে গীত তাঁর শ্যামাসঙ্গীত বাঙলার সঙ্গীত-ক্ষেত্রে প্রচলিত আছে। আত্মীয় ধর্মদাস মুখোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গীতচর্চার সঙ্গী ছিলেন। 'মজিল মোর মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীল কমলে', 'শুকনো তরু মুঞ্জরে না', 'তুমি যে আমার নয়নের নয়ন' ইত্যাদি তাঁর রচিত বিখ্যাত গান। [১, ২, ৩]

কমলা ঝরিয়া (১৯০৬ - ২০·১২·১৯৭৯)। বিহারের ঝরিয়া শহরে জন্ম। সঙ্গীত-শিল্পী। পৈতৃক পদবী—সিংহ। দশ বছর বয়সে তাঁর গানের গলা শুনে ঝরিয়ার রাজা গান শেখার ব্যবস্থা করে দেন। প্রথম শিক্ষা সভা-গায়ক শ্রীনাথ দাস নন্দীর কাছে। পরে ওস্তাদ জমিরুদ্দীনের কাছে মার্গসঙ্গীত শিক্ষা করেন। তবে নাট্যকার ও সুরকার তুলসী লাহিড়ীর সংস্পর্শে এসে তাঁর প্রতিভার পূর্ণবিকাশ ঘটে এবং ত্রিশ দশকে সঙ্গীত-জগতে তিনি বিশিষ্ট শিল্পী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। চল্লিশ দশকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে ওঠেন। প্রধানতঃ তাঁর খ্যাতি কীর্তনাঙ্গের গানের জন্য হলেও পুরাতনী, দেশীয় লোকসঙ্গীত এবং সেই সঙ্গে ক্লাসিকধর্মী ঠুংরি, দাদরা, গজল, কাজরী প্রভৃতি গানেও তাঁর সমান দক্ষতা ও খ্যাতি ছিল। কাজী নজরুল, তুলসী লাহিড়ী ও কে· মল্লিকের অনুপ্রেরণায় তিনি গান রেকর্ড করার সুযোগ পান। তাঁর প্রথম রেকর্ড 'প্রিয় যেন প্রেম ভুলো না এ মিনতি করি হে' তাঁকে আকস্মিক খ্যাতি এনে দেয়। তারপরে দীর্ঘ কুড়ি বছরে বাংলা, হিন্দী, উর্দু, মারাঠী এবং পাঞ্জাবী ভাষায় বহু গান রেকর্ড করেছেন। কিছুকাল চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছিলেন—মূলতঃ গানের ভূমিকায়। কলিকাতা বেতারকেন্দ্রের সঙ্গে প্রায় প্রথম থেকেই যুক্ত ছিলেন। তা ছাড়া এক সময়ে ভারতের রাজদরবারে গান শুনিয়ে সুনাম পেয়েছেন। ১৯৭৬ খ্রী· একটি রেকর্ড সংস্থা তাঁকে একটি সোনার ডিস্ক দিয়ে সম্মানিত করে। [১৬]

করম শা (? - ১৮১৩)। ফকির করম শা ১৭৭৫ খ্রী· সুসঙ্গ পরগনায় এসে সেখানকার গারো ও হাজংদের সাম্যভাবমূলক বাউল ধর্মে দীক্ষিত করেন। প্রকৃতপক্ষে ১৮০২ খ্রী· গারো ও হাজংদের এই সাম্যভাবমূলক ও সত্যসন্ধানী সম্প্রদায়কে ময়মনসিংহের ইংরেজ কালেক্টর 'পাগলপন্থী' বলে প্রথম উল্লেখ করেন। পরবর্তী কালে এই পাগলপন্থী সম্প্রদায় জমিদার গোষ্ঠীর শোষণ ও

উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ বিদ্রোহ করেছিল। করম শা'র পুত্র টিপু পাগলপন্থী প্রজাবিদ্রোহের অন্যতম নায়ক। [৫৬]

করিম খাঁ। বীরভূম। মহাবিদ্রোহের সময় (১৮৫৭) প্রকাশ্যে বিদ্রোহী মনোভাব প্রকাশের অভিযোগে তাঁর ফাঁসি হয়। [৫৬]

করুণাকণা গুপ্তা (১৯১২ - ১৩.১১.১৯৭৯)। পিতা উপেন্দ্রনাথ গুপ্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। সসম্মানে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা লেকচারার হন। পরে কলিকাতায় বেথুন কলেজ ও লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের অধ্যক্ষা এবং রাজ্য শিক্ষা দপ্তরে ডি.ডি.পি.আই. রূপে কাজ করেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামে এবং বিভিন্ন সমাজসেবার কাজে যুক্ত ছিলেন। [১৬]

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯.১১.১৮৭৭ - ৫.২.১৯৫৫) শান্তিপুর—নদীয়া। ১৯০২ খ্রী. বি.এ. পাশ করে স্কুলের শিক্ষকতা করেন। ছাত্রজীবনে রচিত দেশপ্রেমোজ্জ্বল প্রথম কাব্য 'বঙ্গ-মঙ্গল' (১৯০১) বিনা নামে প্রকাশিত হয়। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ: 'প্রসাদী', 'ঝরাফুল', 'শান্তিজল', 'শতনরী', 'রবীন্দ্র-আরতি' প্রভৃতি। রোমান্টিক রবীন্দ্রানুসারী কবি। ১৯৫১ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারিণী পদক' দ্বারা সম্মানিত করে। [৩, ৭, ১৬]

করুণাময় সরস্বতী (১৯০৫ - ১৮.১২.১৯৭৭) টোলবাসাইল—বিক্রমপুর, ঢাকা। পিতা সুকবি ও ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক বামাচরণ বিদ্যালঙ্কার। ছোটবেলা থেকেই অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। ছাত্রাবস্থাতে সমগ্র বেদ তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ, ভারতীয় দর্শন ও তন্ত্রশাস্ত্র, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিকিৎসাশাস্ত্র, সাহিত্য, ইতিহাস, আধুনিক বিজ্ঞান, আইন, সঙ্গীতশাস্ত্র ইত্যাদিতে অসামান্য পারদর্শিতা লাভ করেন। ২৭ বছর বয়সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুধর্মের উপর বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রিত হন। গীতার নতুন ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করেন। ১৯৩৫ খ্রী. এলাহাবাদে কুম্ভমেলায় বিশ্বকল্যাণ মহাবিষ্ণু সঙ্ঘের সভাপতি হন। ১৯৩৭ খ্রী. মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গণনাথ বলেছিলেন, 'মাত্র ৩২ বছর বয়সেই তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জ্ঞানভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছেন'। ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রেও তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল। ১৯৬৬ খ্রী. তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। ১৯৭৩ খ্রী. কাশীর পণ্ডিতবর্গ তাঁকে অভিনন্দন জানান। ধর্মীয় জনসভাগুলিতে তিনি সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মান ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারতেন। ভারতের লুপ্তপ্রায় বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ পুনর্মুদ্রণ করে অধ্যাপক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের বণ্টন করেছেন। তাঁর পুস্তক-সংগ্রহশালায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসহ বিভিন্ন বিষয়ক প্রায় ২৫,০০০ গ্রন্থ ছিল। তার প্রতিটির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাঁকে 'জ্ঞানতপস্বী' বলতেন। [১৬, ৬১]

করুণাময়ী (? - ১৫.৫.১২৯৭ ব.) লেগো—বাঁকুড়া। স্বামী—সঙ্গীতশিল্পী রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়। ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ মাতুলের কাছে সংস্কৃত ও বাংলা ভালভাবে শেখেন। বিবাহিত জীবনে বহু বাংলা ও কয়েকটি সংস্কৃত গান রচনা করেন। তাঁর ৯টি গান স্বামিকৃত 'মূল সঙ্গীতাদর্শ' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। সঙ্গীত-রচনার জন্য তিনি বর্ধমান রাজসভা থেকে বৃত্তি পেতেন। গানে, সেতার ও পাখোয়াজ বাজনায় দক্ষ ছিলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একসঙ্গে গান রচনা ও চর্চা করতেন। সাধারণত স্বামীর রচিত গানের বিপরীত ভাবের গান তিনি রচনা করতেন। স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তারে আগ্রহী ছিলেন। শেষ-জীবনে শিক্ষিকার কাজও করেন। সুগৃহিণী ছিলেন এবং টোটকা চিকিৎসাও করতেন। 'সঙ্গীতবোধ' ও 'গীতরত্নাবলী' গ্রন্থে তাঁর রচিত কয়েকটি গান স্বামী রমাপতির ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। [১৬]

করুণাশঙ্কর ভট্টাচার্য (১৯১০ - ১৯৭৮) প্রখ্যাত খেলোয়াড়। ছাত্রাবস্থায় বহরমপুরে তাঁর ফুটবল খেলা দেখে উমেশচন্দ্র (দুঃখীরাম) মজুমদার তাঁকে নিজের এরিয়ান ক্লাবে খেলার জন্য কলিকাতায় নিয়ে আসেন (১৯২৭)। ১৯৩১ খ্রী. থেকে মোহনবাগানে খেলতে শুরু করেন। ১৯৩৩ খ্রী. ভারতীয় দলের সঙ্গে সিংহলে যান। সেখানে ভারত বনাম সিংহলের আন্তর্জাতিক খেলাটিতে তাঁর দেওয়া গোলে ভারত জয়ী হয়। ১৯৩৮ খ্রী. তাঁরই অধিনায়কত্বে আই.এফ.এ. দল অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে গিয়েছিল। [১৪৯]

করুণাশ্রীমিত্র। আচার্য করুণাশ্রীমিত্র সোমপুর (বর্তমান পাহাড়পুর) বিহারে বাস করতেন। তিনি বৌদ্ধযতি বিপুলশ্রীমিত্রের পরমগুরুর গুরু ছিলেন। ধর্মপালের আনুকূল্যে ৮ম শতকে সোমপুর বা শ্রীধর্মপালদেব মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। তার খ্যাতি ভারত ও বহির্ভারতের বৌদ্ধজগতে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। অনুমান একাদশ শতকের কোন এক সময় বঙ্গাল সৈন্যরা সোমপুর অগ্নিদগ্ধ করে এবং সেই অগ্নিতে তাঁর মৃত্যু ঘটে। [৬৭]

কলিয়ান হরাম (১৯শ শতাব্দী)। সাঁওতালদের গুরু কলিয়ান তাঁর 'হরকোরেন মারে হাপরাম্কো রিয়াক কথা' শীর্ষক একটি রচনায় সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিবৃত্ত রেখে গেছেন। এই ইতিবৃত্তে সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক সিদু ও কানুর সংগ্রাম-ধ্বনি, যথা—'রাজা-মহারাজদের খতম করো', 'দিকুদের (বাঙালী মহাজনদের) গঙ্গা পার করে দাও', 'আমাদের নিজেদের হাতে শাসন চাই' প্রভৃতি লিপিবদ্ধ আছে। [৫৬]

কল্যাণ জয়ন্ত (১৯৩০ - ১২.১১.১৯৮০) খ্যাতনামা টেবিল টেনিস খেলোয়াড়। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫২ খ্রী. টানা চার বছর, বাংলা জাতীয় টেবিল টেনিসে যে চ্যাম্পিয়ন হয় তাতে তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল। তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হন (১৯৫০ ও

১৯৫২ খ্রী·)। তাছাড়া রণবীর ভাণ্ডারীকে জুড়ি নিয়ে জাতীয় ডাবলস খেতাব পান চার বছর ('৫০, '৫১, '৫২, '৫৬)। ১৯৫২ খ্রী· বোম্বাইয়ে বিশ্ব টেবিল টেনিসে চ্যাম্পিয়ন হন জাপানের সাটো। কয়েকদিন বাদে ঐ সাটোকেই তিনি পরাজিত করেন। একাধিকবার তিনি এশিয়ান ও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। [১৬]

কল্যাণী দেবী (১৯২১ - ১৭·১১·১৯৮২)। সুজাতা নামে খ্যাত মহিলা ঔপন্যাসিক। রচিত গ্রন্থ: 'বেহাগে বাহার', 'অপরাজিতা', 'দ্বিতীয় রহিত' ইত্যাদি। এছাড়া নাটক, ভ্রমণ কাহিনী, চিত্রনাট্যও রচনা করেছেন। অভিনয়েও সুনাম ছিল। হলদিয়ার এক হোটেলে নিঃসঙ্গ অবস্থায় মৃত্যু। [১৬]

কল্যাণী ভট্টাচার্য (২৮·৫·১৯০৭ - ১৬·২·১৯৮৩) চট্টগ্রাম। খ্যাতনামা শিক্ষক বেণীমাধব দাস। পিতার কর্মস্থল কটকে জন্ম। সমাজসেবিকা ও বিপ্লবকর্মী। শিক্ষা বেথুন স্কুল ও কলেজে। দর্শনে অনার্স নিয়ে ১৯২৮ খ্রী· বি·এ· পাশ করেন। মহিলা রাজনৈতিক কর্মীদের সংস্থা 'ছাত্রীসংঘ' গঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা, স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক, বিপ্লবী দীনেশ মজুমদার ও সুভাষচন্দ্র বসুর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ১৯৩০ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। ১৯৩৩ খ্রী· বৈপ্লবিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে পুনরায় ধৃত হয়ে পাঁচ বছর আটক থাকেন। মুক্তির কিছুদিন পর নির্মলেন্দু ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯৩৮ খ্রী· বন্ধুদের সঙ্গে মিলে মহিলাদের রাজনৈতিক পত্রিকা 'মন্দিরা' প্রকাশ করেন। এই সময় তাঁর উদ্যোগে 'ছাত্রীসংঘ' পুনরুজ্জীবিত হয়। দুঃস্থ মেয়েদের জন্য মাতা সরলা দেবী প্রতিষ্ঠিত আশ্রম—'সরলা পুণ্যাশ্রমে'র সঙ্গে আজীবন যুক্ত ছিলেন। ১৯৪০ খ্রী· স্বামীর কর্মস্থল বোম্বাই চলে যান। সেখানে সিভিল লিবার্টি আন্দোলনে অংশ নেন। ৮০টি মহিলা প্রতিষ্ঠান মিলিত হয়ে সেখানে যে যুক্ত সমিতি গঠিত হয় তাতে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় তিনি সেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর 'জীবন অধ্যয়ন' গ্রন্থে তাঁর নিজের ও তৎকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসের বিবরণ আছে। বিপ্লবী বীণা দাস (ভৌমিক) তাঁর অনুজা। [১৬, ২৯, ১৭৪, ২০৫]

কাঙাল হরিনাথ (১৮৩৩ - ১৬·৪·১৮৯৬) কুমারখালি—নদীয়া (বর্তমান কুষ্টিয়া জেলা)। হরচন্দ্র মজুমদার। অর্থাভাবে স্কুলের শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। তবে সারা জীবন অবহেলিত গ্রামবাঙলায় শিক্ষাবিস্তারের জন্য ও শোষণের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের মাধ্যমে আন্দোলন করেছেন। গোপাল কুণ্ডু, যাদব কুণ্ডু, গোপাল সান্যাল প্রমুখ বন্ধুদের সাহায্যে ১৩·১·১৮৫৫ খ্রী· স্বগ্রামে একটি ভার্নাকুলার স্কুল স্থাপন করে প্রথম দিকে অবৈতনিক শিক্ষকরূপে কাজ করেন। তাঁরই সাহায্যে কৃষ্ণনাথ মজুমদার কুমারখালিতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন (২৩·১২·১৮৫৬)। অত্যাচারিত অসহায় কৃষক-সম্প্রদায়কে রক্ষার হাতিয়ার-রূপে সাংবাদিকতাবৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় লিখতেন, পরে ১৮৬৩ খ্রী· 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ঐ পত্রিকা ক্রমে পাক্ষিক ও সবশেষে এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান-বিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধ এ পত্রিকায় থাকলেও প্রধানত নীলকর ও জমিদার-শ্রেণীর কৃষক-শোষণের তথ্যনির্ভর কাহিনী প্রকাশের জন্য পত্রিকাটি খ্যাত হয়। ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট ও দেশী জমিদারদের আক্রমণাত্মক ভীতিপ্রদর্শন তাঁকে একাজ থেকে বিরত করতে পারে নি। নিঃস্ব কাঙাল হরিনাথ সারা জীবনে সচ্ছলতা না পেলেও তাঁর পত্রিকার জন্য নিজস্ব ছাপাখানা হয়েছিল (১৮৭৩)। ১৮ বছর রাজশাহীর রাণী স্বর্ণকুমারী দেবীর অর্থানুকূল্যে কাগজ চালানর পর আর্থিক কারণে এবং সরকারের মুদ্রণ শাসনের ব্যবস্থার জন্য পত্রিকাটিকে বন্ধ করে দিতে হয়। এ সময়ে একটি বাউলের দল গঠন করেন। ধর্মসাধনার অঙ্গরূপে তিনি বহু সহজ-সুরের গান রচনা করে সদলে সেই গান গেয়ে বেড়াতেন। 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হ'ল' গানটি তাঁরই রচিত। স্বরচিত গানে 'কাঙাল'-ভণিতা ব্যবহার করতেন। গদ্য ও পদ্য রচনায়ও তাঁর পারদর্শিতা ছিল। মুদ্রিত গ্রন্থসংখ্যা ১৮টি। ১৯০১ খ্রী· 'হরিনাথ গ্রন্থাবলী' প্রকাশিত হয়। রচিত বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'বিজয়বসন্ত', 'চারুচরিত্র', 'কবিতা কৌমুদী', 'অক্রূর সংবাদ', 'কাঙাল ফিকিরচাঁদ-ফকিরের গীতাবলী' ইত্যাদি। সাহিত্যকর্মে তাঁর শিষ্যগণের মধ্যে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, দীনেন্দ্রনাথ রায়, জলধর সেন প্রমুখেরা পরবর্তী জীবনে খ্যাতি অর্জন করেন। [৩, ৮, ২৮, ২২৩]

কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৬১/৬২ - ৩·১০·১৯২৩)। পৈতৃক নিবাস চাঁদসী—বরিশাল। পিতা ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ব্রজকিশোর বসু ছিলেন ভাগলপুর স্কুলের হেডমাস্টার। তাঁর এবং অভয়চরণ মল্লিকের নেতৃত্বে ভাগলপুরে নারীমুক্তি আন্দোলনের সূচনা এবং ১৮৬৩ খ্রী· ভারতের প্রথম মহিলা সমিতি স্থাপিত হয়। স্বামী—স্বদেশসেবী ও স্ত্রী-শিক্ষায় আগ্রহী দ্বারকানাথ। ভাগলপুরে জন্ম। স্কুলের পাঠ শুরু বালিগঞ্জের হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ে (পরবর্তী বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়)। ১৮৭৮ খ্রী· বেথুন স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা প্রথম ভারতীয় মহিলা। তাঁর জন্যই বেথুন স্কুলে এফ·এ· ক্লাশ ও পরে বি·এ· ক্লাশ খোলা হয়। ১৮৮৩ খ্রী· বেথুন কলেজ থেকে তিনি ও চন্দ্রমুখী বসু প্রথম ভারতীয় পরীক্ষার্থিনী হিসাবে বি·এ· পাশ করেন। ব্রিটিশ অধিকৃত দেশসমূহের মধ্যে এই দু'জনই প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট। ১৮৮৩ খ্রী· বিবাহ হয়। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজেরও তিনি প্রথম ছাত্রী। ১৮৮৪ খ্রী· ভর্তি হলেন বটে, তবে অধ্যাপকদের অনেকেই অসন্তোষ প্রকাশ

করেন এবং তারই জের হিসাবে ১৮৮৮ খ্রী· মেডিক্যাল কলেজের শেষ পরীক্ষায় অন্য-সব বিষয়ে কৃতকার্য হলেও মেডিসিন-এ উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। ফলে এম·বি· ডিগ্রি না পেলেও অধ্যক্ষ প্রদত্ত জি·বি·এম·সি· (গ্র্যাজুয়েট অব বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজ) উপাধি লাভ করেন। ১৮৯২ খ্রী· ইংলাণ্ড যান। পরের বছর এল·আর·সি·পি· (এডিনবরা), এল·আর·সি·এস· (গ্লাসগো) এবং ডি·এফ·পি·এস· (ডাবলিন) উপাধি নিয়ে দেশে ফেরেন। কিছুদিন লেডি ডাফ্‌রীন হাসপাতালে চাকরি করার পর স্বাধীনভাবে চিকিৎসা-ব্যবসায় শুরু করেন। বোম্বাই কংগ্রেসে (১৮৮৯) নারী প্রতিনিধি দলের অন্যতমা ছিলেন। কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে (১৮৯০) ইংরেজীতে বক্তৃতা করেন। তিনিই কংগ্রেসের প্রথম নারী বক্তা। গান্ধীজীর সহকর্মী হেনরি পোলক প্রতিষ্ঠিত ট্রান্সভাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সভাপতি, কলিকাতায় অনুষ্ঠিত মহিলা সম্মেলনের (১৯০৭) উৎসাহী সদস্যা কর্মী এবং বিহার ও উড়িষ্যার নারী শ্রমিকদের অবস্থা তদন্ত কমিশনের (১৯২২) অন্যতম সদস্যা ছিলেন। সুবক্তা হিসাবেও খ্যাতিলাভ করেছিলেন। আটটি সন্তানের জননী হিসাবে সাংসারিক কাজকর্ম তো করতেনই, নানারকম সূচীশিল্পেও তাঁর দক্ষতা ছিল। স্বাধীনতাসংগ্রামী জ্যোতির্ময়ী ও সাংবাদিক প্রভাতচন্দ্র তাঁর দুই সন্তান। [১, ,৩, ৭, ২১১]

কানাই দত্ত (১৯২৫ - ২২·১১·১৯৭৭)। খ্যাতনামা তবলাবাদক। খিদিরপুরের তৎকালীন নবাব মির্জা সাহেবের আনুকূল্যে ও উৎসাহে ৮ বছর বয়সেই তাঁর সঙ্গীত-জীবনের শুরু। বাবু খাঁ, সাধনচন্দ্র দাস, সতীশ দাস ও হেমন্ত ভট্টাচার্যের কাছে তবলাবাদন শিক্ষা করে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৯ বছর বয়সে অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সে তবলা বাজিয়ে কলিকাতার গুণীদের প্রশংসা লাভ করেন। ১৯৫১ খ্রী· ঝঙ্কার মিউজিক এড়ুকেশন বোর্ডের পরীক্ষায় তবলায় বি·মিউজ· পাশ করেন। তাঁর কর্মময় জীবনে তিনি আলাউদ্দিন খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, বড়ে গোলাম আলি, ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, বিলায়েত খাঁ থেকে শুরু করে বহু শীর্ষস্থানীয় শিল্পীদের সঙ্গে সঙ্গত করেছেন। ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে কাবুল ও অন্যান্য দেশে গিয়েছেন। ১৯৫৮ খ্রী· পণ্ডিত রবিশঙ্করের সঙ্গে ইউরোপ সফরে যান এবং পরে ওস্তাদ আলি আকবরের সঙ্গে আমেরিকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাজিয়ে জনপ্রিয় হন। ১৯৬৭ খ্রী· 'আমেরিকান সোসাইটি ফর ইস্টার্ন আর্ট'-এর আমন্ত্রণে তিন বছরের জন্য সেখানে শিক্ষক ও শিল্পিরূপে কৃতিত্ব অর্জন করেন। [১৬]

কানাইলাল আচার্য (১৯শ শতাব্দী)। উলা বা বীরনগর—নদীয়া। বাঙলা দেশে প্রতিমা-সজ্জার জন্য ডাকের গহনার উদ্ভাবন করেন কানাইলাল ও নীলমণি আচার্য। বীরনগরে মহামারীর প্রাদুর্ভাবকালে (১৮৫৬) তাঁরা গ্রাম ছেড়ে শান্তিপুরের কাছে হরিপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। [১]

কানাইলাল গাঙ্গুলী। তরুণ বয়সে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ লীগ'-এর সম্পাদক ও 'ন্যাশনাল হেরল্ড'-এর কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। গ্যয়টের 'ফাউস্ট'-এর এবং আরও বহু জার্মান কবির কবিতা মূল জার্মান থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন। 'পরিচয়' পত্রিকায় তাঁর বহু অনুবাদ-কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। [৩২]

কানাইলাল ঘোষ (১৯০৭ - ১৪·৫·১৯৮১)। বাঁকুড়া জেলা স্কুলের ১০ম শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় শ্রীসঙ্ঘের বাঁকুড়া শাখার বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। বাঁকুড়ার 'পারিজাত ক্লাব'-এর কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। পরবর্তী কালে মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুরে বাসকালে সাহিত্যিক ও কবি হিসাবে সুপরিচিত হন। তাঁর মাধ্যমে ছত্রিশগড়বাসী হিন্দীভাষীদের সঙ্গে বাংলাভাষীদের একটি সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তিনি বাংলা ও হিন্দী উভয় ভাষাতেই পারদর্শী ছিলেন। তাঁর সাহিত্যকৃতির মধ্যে ওমর খৈয়ামের রুবাইয়ৎ, গালিবের গজল, জাতকের কাহিনী ও অনেক হিন্দী কবিতার বাংলা অনুবাদ উল্লেখযোগ্য [১৪৯]

কানাইলাল দত্ত (৩১·৮·১৮৮৮ - ১০·১১·১৯০৮) চন্দননগর। চুনিলাল। শৈশবে বোম্বাইয়ে পরে চন্দননগর ডুপ্লে বিদ্যামন্দির (বর্তমানে কানাইলাল বিদ্যামন্দির) ও হুগলী মহসীন কলেজ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে বিলাতী বস্ত্র বর্জন আন্দোলনে অন্যতম কর্মী ছিলেন। বিপ্লবী দলের মুখপত্র 'যুগান্তর' পত্রিকার পরিচালক চারুচন্দ্র রায়ের কাছে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা নেন এবং অস্ত্রচালনা শিক্ষা করেন। বি·এ· পরীক্ষা দিয়ে কলিকাতায় গুপ্ত বিপ্লবী দলের কার্যকলাপে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯০৮ খ্রী· ২ মে মানিকতলা বোমা মামলায় অস্ত্র আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও দলপতির নির্দেশে এই মামলার আসামী রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে অপর বিপ্লবী বন্দী সত্যেন বসুর সহযোগিতায় জেলের ভিতরেই অস্ত্রসংগ্রহ করে হত্যা করেন (৩১ আগস্ট, ১৯০৮)। এই সময় বি·এ· পরীক্ষা পাশ করেও বিপ্লবপন্থী বলে সরকারের আদেশে ডিগ্রী থেকে বঞ্চিত হন। বিচারে তাঁর ফাঁসির আদেশ হয়। আপীল না করে ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন। [৩, ৭, ১০, ২৫, ২৬, ৩৫, ৩৮, ৪২, ৪৩]

কানাইলাল দে, ডাঃ,রায়বাহাদুর (২৪·৯·১৮৩১ - ?) কলিকাতা। রাধানাথ। ১৮৫৪ খ্রী· মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করে ঐ বছরই কলেজের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপকের সহকারী হিসাবে সরকারী কাজে যোগ দেন। ১৮৬৯ খ্রী· মেডিক্যাল কলেজের বাংলা শাখায় রসায়ন ও চিকিৎসা আইনবিজ্ঞানের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত হলে (১·১২·১৮৭৩) তিনি সেখানে চলে আসেন। ১৮৮৪ খ্রী· অবসরগ্রহণ। কর্মজীবনে দুবার তিনি অস্থায়ীভাবে অধ্যাপকপদে কাজ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল দেশীয় ওষুধের রাসায়নিক বিশ্লেষণ। ১৮৭৭ খ্রী· প্রকাশিত তাঁর

'Indegenous Drugs of India' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৬২ এবং ১৯৬৭ খ্রী· অনুষ্ঠিত বিশ্বপ্রদর্শনীতে তাঁর সংগৃহীত দেশীয় ঔষধ বিশেষ প্রশংসালাভ করে। বাংলায় ও ইংরেজীতে বহুগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ১৮৬৬ খ্রী· প্রথম প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট'-এর নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁর রচিত পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যার বাংলা গ্রন্থ স্কুলে এবং 'মেডিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্স' গ্রন্থটি মেডিক্যাল স্কুলের পাঠ্য ছিল। 'প্যাথলজি এণ্ড ট্রিটমেন্ট অব কলেরা' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেন। [২১১]

কানাইলাল ভট্টাচার্য১ (১৯০৯ - ২৭·৭·১৯৩১) মজিলপুর—চব্বিশ পরগনা। নগেন্দ্রনাথ। তিনি বিমল গুপ্ত ছদ্মনামে দীনেশ গুপ্ত ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসির দণ্ডাদেশকারী বিচারক গার্লিককে ২৭·৭·১৯৩১ খ্রী· হত্যা করেন। কিন্তু এক প্রহরী সার্জেন্টের গুলিতে তিনিও নিহত হন। তাঁর পকেটে একখণ্ড কাগজ পাওয়া যায়। তাতে লেখা ছিল—'ধ্বংস হও ; দীনেশ গুপ্তকে ফাঁসি দেওয়ার পুরস্কার লও'। মেদিনীপুরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট পেডীর হত্যার ব্যাপারে পুলিস বিমল গুপ্তকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তিনি ছদ্মনাম নিয়ে নিজ জীবনের বিনিময়ে বিমল গুপ্তকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। পুলিস দীর্ঘদিন তাঁর প্রকৃত পরিচয় উদ্ধার করতে পারে নি। [৩৫, ৪২, ৪৩]

কানাইলাল ভট্টাচার্য২ (১৯১৮ - ১৯·১২·১৯৮৩) সাঁত্রাগাছি—হাওড়া। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, এম·এস-সি·, ডি·ফিল। কলেজে পড়ার সময় থেকেই রাজনৈতিক কর্মী। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের জন্ম (১৯৩৯) থেকেই তার সঙ্গে যুক্ত। ১৯৪২ খ্রী· আত্মগোপন অবস্থায় ধরা পড়ে তিন বছর আটক থাকেন। এ ছাড়াও কয়েকবার গ্রেপ্তার হন। ১৯৫২ খ্রী· থেকে বিধানসভার সদস্য, ১৯৬৯ খ্রী· যুক্তফ্রন্ট সরকারের কৃষিমন্ত্রী এবং ১৯৭৭ খ্রী· থেকে আমৃত্যু বামফ্রন্ট সরকারের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী ছিলেন। 'ডঃ ভট্টাচার্যস মালটিপ্ল ভেনম' নামে প্রচলিত সর্পবিষের প্রতিষেধক ওষুধটির তিনি আবিষ্কারক। [১৬]

কানু ফকির। ওশখাই—চট্টগ্রাম। অপর নাম আলী রাজা। তাঁর রচিত 'জ্ঞানসাগর' গ্রন্থে তিনি একেশ্বরবাদ প্রতিপাদন করেন। হিন্দু যোগশাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। 'ধ্যানমালা', 'কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদাবলী', 'শ্যামাসঙ্গীত' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। [২, ৪]

কানু মাঝি (আনু· ১৮২০ - ২৩·২·১৮৫৬) ভাগনাদিহি-বারহাইত—সাঁওতাল পরগনা। নারায়ণ। সাঁওতাল বিদ্রোহের (১৮৫৫ - ৫৬) অন্যতম প্রধান নায়ক। প্রধানতম নায়ক সিদু মাঝি তাঁর অগ্রজ এবং অপর বীরদ্বয় চাঁদ ও ভৈরব তাঁর অনুজ। বীরভূম জেলার ওপারে বাঁধের কাছে সশস্ত্র পুলিসবাহিনীর গুলিতে তাঁর মৃত্যু হয়। ভৈরব ও চাঁদ ভাগলপুরের কাছে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করেন। [৮, ৫৪, ৫৫, ৫৬]

কান্তবাবু (? - ২৯·১২·১৭৯৩)। রাধাকৃষ্ণ। আসল নাম কৃষ্ণকান্ত নন্দী, কান্ত মুদী নামেও পরিচিত ছিলেন। কাশিমবাজার রাজবংশের আদি পুরুষ। বাংলা, ফারসী ও যৎসামান্য ইংরেজী জানতেন। হিসাবপত্রে পারদর্শী ছিলেন। প্রথম জীবনে মুদী দোকানে ও পরে ইংরেজ কুঠীতে মুহুরীর কাজ করেন। এইখানেই ১৭৫৩ খ্রী· ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। নবাব সিরাজের ভয়ে পলায়মান হেস্টিংস কান্তবাবুর সাহায্যে প্রাণ বাঁচান (১৭৫৬)। পরবর্তী কালে হেস্টিংসের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের মুৎসুদ্দী নিযুক্ত হয়ে সকল দুষ্কার্যের সঙ্গী হন। ১৭৭৩ খ্রী· হেস্টিংস গভর্নর জেনারেল হলে বহু জমিদারী ও খামার উপহার পান। নন্দকুমারের ফাঁসি ও কাশীর রাজা চৈৎ সিং-এর উপর আক্রমণে কান্তবাবু প্রধান ষড়যন্ত্রী ছিলেন। চৈৎ সিং-এর লুণ্ঠিত সম্পত্তির কিয়দংশ তিনিও পেয়েছিলেন। [১, ২, ৩]

কান্তিচন্দ্র ঘোষ (১৮৮৬ - ১৯৪৮) সিমুলিয়া—কলিকাতা। 'সিভিল লীভ কোড' ও 'সিভিল ট্রাভেলিং কোড'-এর সংকলনকর্তা, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী রায় বাহাদুর দীননাথ। বাংলা ভাষায় রুবাইৎ-ই-ওমর খৈয়াম, রুবাইৎ-ই-হাফিজ অনুবাদ করে যশস্বী হন। ইংরেজী তর্জমা থেকে (ফিট্‌জেরাল্ড-কৃত) অনুবাদে মূল রুবাইতের ছন্দ-বৈচিত্র্য ও রস বজায় রাখেন। কল্লোল, সবুজপত্র, প্রবাসী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রিকায় বহু রচনা প্রকাশ করেছেন। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'সেবিকা', 'সনেট', 'ধূমকেতু' (গল্পগ্রন্থ) প্রভৃতি। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার উচ্চপদস্থ কর্মী ছিলেন। বঙ্গীয় আইন পরিষদের গ্রন্থাগারিকরূপে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রের সংবাদদাতা হিসাবেও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। [৩]

কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর, সি· আই· ই· (১৮৩৫ - ১৯০১) রাহুতা—চব্বিশ পরগনা। প্রথমে হুগলী জেলা স্কুলে শিক্ষকতা করার পর জয়পুররাজের স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। বিদ্যালয়টি কলেজে পরিণত হলে তার প্রথম অধ্যক্ষ হন। ক্রমে রাজদরবারের অন্যতম মন্ত্রী এবং রাজার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র নাবালক থাকায় রাজ্যশাসনের জন্য গঠিত মন্ত্রিসভার প্রধান হন। পরে বয়ঃপ্রাপ্ত মহারাজ তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদ দান করেন। ১৮৯৯ খ্রী· দুর্ভিক্ষ কমিশনের সদস্য ছিলেন। [১]

কাফি খাঁ, প্রতুলচন্দ্র লাহিড়ী, পিসিয়েল (৮·১১·১৯০০ - ২৭·১০·১৯৭৫) ফণীন্দ্রনাথ। মাতুলালয় ঢাকায় জন্ম। প্রখ্যাত ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী। ইতিহাসে এম·এ·পাশ করে ফেনী কলেজে অধ্যাপনা করার সময়ে কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলির সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত থাকতেন। নিজে ভাল বেহালা বাজাতেন। ভারতীয় শিল্প ও মুসলমানী ক্লাসিকাল সঙ্গীতের চর্চা করতেন। অধ্যাপনা ছেড়ে কলিকাতায় এসে কার্টুন আঁকায় আত্মনিয়োগ করেন। 'শনিবারের চিঠি'তে প্র-চ-লা ছদ্মনামে প্রথম আঁকতে থাকেন। ১৯৩১-৩৩

খ্রী· Diogenes ছদ্মনামে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের 'এডভান্স' পত্রিকায় নিয়মিত এঁকেছেন। অমৃতবাজার পত্রিকায় যোগ দিয়ে তাঁর ইংরেজী নামের আদ্যাক্ষর Piciel ছদ্মনামে অদ্ভুত চরিত্রের 'খুড়ো'-র স্ট্রিপ্ কার্টুন আঁকেন। নভেম্বর ১৯৩৪ খ্রী· তাঁর হাতে প্রথম 'খুড়ো'র জন্ম। ১৯৩৭ খ্রী· যুগান্তর পত্রিকা চালু হলে তিনি তাতে কাফী খাঁ ছদ্মনামে 'শেয়াল পণ্ডিত'-এর স্ট্রিপ কার্টুন ও রাজনৈতিক কার্টুন আঁকতে থাকেন। পরে প্রতি রবিবারে রামায়ণ ও মহাভারতের কথা, পুরনো দিনের নানা কথা এবং শিক্ষাপ্রদ নানা বিষয় নিয়ে রেখাচিত্র এঁকেছেন। ১৯৩৯ খ্রী· দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কিছুদিন 'রোবট' ছদ্মনামেও কার্টুন আঁকতেন। বিজ্ঞাপনে কার্টুন তিনিই প্রথম চালু করেন। সিজার্স সিগারেটের বিজ্ঞাপনে নানা কার্টুনসহ 'আপনি কি হারাইতেছেন আপনি তাহা জানেন না' ক্যাপশনটি বাংলায় একদা প্রবাদবাক্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরে অন্যান্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেরও বিজ্ঞাপন আঁকতেন। বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামে কলিকাতার স্কাইলাইন তাঁরই আঁকা। আমেরিকা থেকে ঘুরে আসার পর সেখানকার অনেক পত্র-পত্রিকাতেও কার্টুন পাঠাতেন। শিশু সাহিত্য সংসদ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর চলন্ত ছবি—'কাফিস্কোপ'। [১৭৪, ২১৭]

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (২৭·৩·১৯১৭ - ৩০·৫·১৯৭৬) ঘটকপাড়া—বাঁকুড়া। কলিকাতায় জন্ম। বসন্তকুমার। খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিক। বি·এ· পরীক্ষায় বাংলায় প্রথম হয়ে 'বঙ্কিম পদক' লাভ করেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর কবিতা এক সময়ে সাড়া জাগিয়েছিল। কবি হিসাবে খ্যাতিলাভ করলেও নিয়মিত ছোটগল্প লিখতেন। শিশুদের জন্য লেখাতেও তাঁর যথেষ্ট মুনশীয়ানা ছিল। ছোটদের গোয়েন্দা-কাহিনীর জনপ্রিয় লেখক। কিশোর পত্রিকা 'রংমশাল' সম্পাদনা করেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সহকারী হিসাবে দামোদর ভ্যালী করপোরেশনের প্রচার বিভাগে কিছুদিন কাজ করেছিলেন। বোম্বাই, দিল্লী ও মস্কোতে কর্মজীবন কাটে। তিন বছর মস্কোতে থাকা-কালে রাশিয়ান বই বাংলাতে অনুবাদ করেছেন। উচ্চশ্রেণীর ফটোগ্রাফার ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'মৈনাক', 'একা', 'ছায়ামূর্তি', 'শ্বেতচক্র', 'সোনার কপাট', 'শ্মশানে বসন্ত', 'ঘনশ্যামের ঘোড়া', 'পারুলদি' প্রভৃতি। 'কৃত্তিবাস ওঝা' ছদ্মনামে তাঁর অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। [১৬, ১৬৫]

কামাখ্যাচরণ গুপ্ত (১৮৫৯ - ?) ভাঙ্গামোড়া —হুগলী। মাধবচন্দ্র। কৃতিত্বের সঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণীর পরীক্ষা পাশ করেন কিন্তু এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে পারেন নি। ১৮৮০ খ্রী· থেকে চাকরি জীবনের শুরু। ১৮৯০ খ্রী· জীবিকার সন্ধানে ব্রহ্মদেশে যান। 'এডুকেশন গেজেটে' প্রবন্ধ ও 'নব্য ভারতে' কবিতা প্রকাশ করতেন। রচিত গ্রন্থ: 'Six Years in Burma'। [২০]

কামাখ্যাচরণ নাগ (১৮৬৮ - ৯·৯·১৯৩৯) চন্দননগর—নদীয়া। ঈশানচন্দ্র। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্। ১৮৯৩ খ্রী· সিটি কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে 'ডবল অনার্স' নিয়ে বি·এ· পাশ করেন। নদীয়া জেলার ভাজনঘাট স্কুলে শিক্ষক হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু। ১৯০৫ খ্রী· প্রাইভেটে ইংরেজী সাহিত্যে এম·এ· পাশ করেন। কয়েক বছর বাঁকুড়ার কুচিয়াকোল হাইস্কুলে শিক্ষকতা করার পর ১৯০৭ খ্রী· খুলনা জেলার দৌলতপুর হিন্দু একাডেমী কলেজের অধ্যক্ষরূপে যোগ দেন। ১৯১৪ - ১৯১৮ খ্রী· চাঁচল হাইস্কুলের রেক্টরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১৮ খ্রী· বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্র কলেজের প্রতিষ্ঠা-লগ্ন থেকে দীর্ঘ ২১ বছর সেখানে অধ্যক্ষতা করেন। ১৯২১ খ্রী· তিনি নিজ গ্রামে 'চন্দননগর রাধাদামোদর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউশন' প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত ছাড়াও লাটিন, ফ্রেঞ্চ ও ফারসী ভাষাতেও বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। বাঙলা দেশের তদানীন্তন সবরকম শিক্ষা আন্দোলনে তিনি নিজেকে জড়িত রাখতেন। ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ খ্রী· নিখিল বঙ্গ অধ্যাপক সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও মূল সভাপতিরূপে তাঁর ভাষণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বামী কৃষ্ণানন্দ তাঁর ধর্মগুরু ছিলেন। 'পরিব্রাজক' পত্রে ও কলেজের পত্রিকায় ইংরাজী ও বাংলায় বহু নিবন্ধ লিখেছেন। [১৬৬]

কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় (১৮৪২ - ১৯৩৬) প্রতাপপুর—হাওড়া। রামব্রহ্ম শিরোমণি। সংস্কৃত কলেজ ও নবদ্বীপের পাকা টোলের অধ্যাপক এবং বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের শিক্ষাগুরু ছিলেন। প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ: 'কুসুমাঞ্জলি ব্যাখ্যাবিবৃতি' এবং 'তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতিবিবৃতি' (৩ খণ্ড)।. সটীক 'তত্ত্ব-চিন্তামণি' (৬ খণ্ড) প্রকাশ তাঁর অমরকীর্তি। ১৯০০ খ্রী· 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন এবং ১৯১১ খ্রী· বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত হন। [৩, ৫, ১৩০]

কামিনীকুমার ঘোষ (১৮৮৯ - ৩১·১০·১৯৭৪) বিনয়কাঠি—বরিশাল। রামচরণ। দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাঁর ছাত্রজীবন কাটে। গৈলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা, বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে বি·এ· (১৯১৫) এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম·এ· পাশ করে ১৯২০ খ্রী· জোড়াসাঁকো হাই স্কুলের প্রধানশিক্ষকরূপে কর্মজীবন শুরু করেন। দীর্ঘদিন রিপন স্কুলের প্রধানশিক্ষক ছিলেন। ১৯৫৬ খ্রী· শিক্ষকতার কাজ থেকে অবসর-গ্রহণ করেন। তিনি নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি ও পশ্চিমবঙ্গ প্রধানশিক্ষক সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার এবং বিধান পরিষদ্ ও পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সদস্য ছিলেন। এ ছাড়া বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। স্কুলপাঠ্য গ্রন্থের প্রণেতা ও প্রকাশকরূপেও তাঁর নাম সুপরিচিত। বরিশাল সেবা সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতিরূপে দীর্ঘকাল উক্ত সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। [১৬]

কামিনীকুমার চন্দ (১৮৬২ - ১৯৩৬) ছাতিয়ান—শ্রীহট্ট। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। এম·এ· ও বি·এল· পাশ করে শিলচরে আইন

ব্যবসায় শুরু করেন। ছাত্রাবস্থায় কংগ্রেসকর্মী ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও পণ্ডিত মতিলাল নিখিল ভারত স্বরাজ্য দল গঠন করলে তিনি এই দলভুক্ত হন। আইন ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করে একসময়ে তিনি সুরমা উপত্যকার অবিসংবাদী নেতা বলে পরিগণিত হন। ১৮৯৫ খ্রী· শিলচরে খ্রীষ্টান মিশনারী নারীদের দ্বারা বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করেন এবং নিজ কন্যাদেরও ভর্তি করেন। সেখানে সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া হত। শিলচর মিউনিসিপ্যালিটির সর্বাধ্যক্ষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, কংগ্রেসের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে শিলচর কমিটির সভাপতি, সুরমা উপত্যকা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতি (১১·৮·১৯০৬) এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের (১৯১৯) সভাপতি ছিলেন। [১, ১২৪]

কামিনীকুমার দত্ত (২৫·৬·১২৮৫ - ১৯·৯·১৩৬৫ ব·)। শ্রীকাইল—ত্রিপুরা। কৃষ্ণকুমার। কুমিল্লার প্রখ্যাত জননেতা ও আইনজীবী। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্য কারারুদ্ধ হন। বঙ্গবিভাগের আগে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে যুক্ত এবং আইন সভার সদস্য ছিলেন। দেশবিভাগের পর তিনি পূর্ব-পাকিস্তানের মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। ক্যাপ্টেন নরেন দত্ত তাঁর অনুজ। [১০]

কামিনীকুমার ভট্টাচার্য (মার্চ ১৮৮১ - মার্চ ১৯৪৪) শ্রীকাইল—ত্রিপুরা (পূর্ববঙ্গ)। তারানাথ। দর্শনশাস্ত্রে এম·এ· এবং রিপন কলেজ থেকে ১৯০৬ খ্রী· বি·এল· পাশ করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া কোর্টে ওকালতি করেন। অভিনেতা এবং তবলাবাদক হিসাবে খ্যাতি ছিল। ঢাকার হরি ওস্তাদ, উপেন্দ্র বসাক এবং মুরারি গুপ্ত তাঁর তবলা-শিক্ষক ও সঙ্গীতগুরু ছিলেন। তিনি বহু স্বদেশী গান এবং কয়েকখানি দেশাত্মবোধক পুস্তকও রচনা করেছিলেন। কিন্তু পুলিসী অত্যাচারে মুদ্রণের পূর্বেই সেগুলি বিনষ্ট হয়ে যায়। 'শাসনসংযত-কণ্ঠ জননি! গাহিতে পারি না গান', 'অবনত ভারত চাহে তোমারে, এসো সুদর্শনধারী মুরারি' প্রভৃতি তাঁর রচিত বিখ্যাত গান। তাঁর সঙ্গীত-সংকলন 'সুখদা'। 'বিজয়িনী' নামে একটি নাটিকাও তিনি প্রকাশ করেন। জাতীয় সঙ্গীত-রচয়িতা কুমিল্লার মুন্সী কমরালী মিঞার তিনি সমসাময়িক। [১৫৬, ১৭৮]

কামিনী রায় (১২·১০·১৮৬৪ - ২৭·৯·১৯৩৩) বাসন্ডা—বাখরগঞ্জ। পিতা চণ্ডীচরণ সেন ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী এবং সাহিত্যিক ও সাব-জজ ছিলেন। স্বামী স্ট্যাটিউটরি সিভিলিয়ান কেদারনাথ। বেথুন কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্সসহ বি·এ· পাশ করে (১৮৮৬) উক্ত কলেজেই শিক্ষয়িত্রীর পদ পান। তিনিই ভারতে প্রথম মহিলা অনার্স গ্রাজুয়েট। পনের বছর বয়সে লেখা 'আলো ও ছায়া' কাব্যগ্রন্থটি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা-সমেত প্রকাশিত (১৮৮৯) হবার পর থেকেই কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'মহাশ্বেতা' ও 'পুণ্ডরীক' তাঁর দু'টি প্রসিদ্ধ দীর্ঘ কবিতা। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ: 'পৌরাণিকী', 'দীপ ও ধূপ', 'জীবনপথে', 'নির্মাল্য', 'মাল্য ও নির্মাল্য', 'অশোক সঙ্গীত' প্রভৃতি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহসভাপতি (১৯৩২ - ৩৩) এবং নারী শ্রমিক তদন্ত কমিশনের অন্যতম সদস্যা (১৯২২ - ২৩) ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান করে সম্মানিত করেন (১৯২৯)। তার ভগিনী যামিনী সেন লেডি ডাক্তার হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। [১, ৩, ৭, ২৫, ২৮, ৪৪, ৪৬, ২২৪]

কামিনী শীল, কুমারী। ১৮৮১ খ্রী· জানুয়ারী মাসে 'খৃষ্টীয় মহিলা' পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেন। এই পত্রিকাটি একমাত্র মহিলাদের লেখার দ্বারাই পরিচালিত হত। [৪৬]

কামিনীসুন্দরী দেবী। শিবপুর। বঙ্গের প্রথম মহিলা নাট্যরচয়িত্রী। রচিত নাটক: 'উর্বশী' (১৮৬৬) এবং 'উষা' (১৮৭১)। কামিনীসুন্দরী রচিত 'চিত্ত বিলাসিনী' কাব্যগ্রন্থ ১৮৭৫ খ্রী· পূর্বে রচিত হয়। [৪৬, ১৩৮]

কায়কোবাদ সাহেব (১৮৫৮ - ১৯৫২) পূর্বপাড়া—ঢাকা। 'বিরহবিলাপ', 'কুসুমকানন', 'অশ্রুমালা', 'মহাশ্মশান' (কাব্য) প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। [৪]

কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত (৬·৮·১৮৮৪ - ?) ফুল্লশ্রী—বরিশাল। বিশিষ্ট চিকিৎসক ও নাট্যকার মহেশচন্দ্র। সাহিত্যিক। কুচবিহার কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করেন। আইন পড়া ছেড়ে তৎকালীন জাতীয় দৈনিক 'নবশক্তি' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন। তারপর একই সঙ্গে 'দেবালয়' প্রতিষ্ঠানের ও 'দেবালয়' মাসিকপত্রের সম্পাদকের কাজ করেন। কিছুকাল 'বিশ্বকোষ'-এর লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং Society for the Resuscitation of Oriental Literature, হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানী ও ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এক সময় 'বার্ষিক শিশুসাথী' সম্পাদনার ভারও তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। কলিকাতা ইউনিভারসিটি প্রেসের সুপারিন্টেন্ডেন্টের কার্যভার গ্রহণ করেন। পরে ইউনিভারসিটির অফিস-সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও কয়েকবার সাময়িকভাবে অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রারের কাজ করে অবসর নেন। সাহিত্যক্ষেত্রে শিশুসাহিত্য রচনার জন্য প্রতিষ্ঠালাভ করেন। এই বিভাগে তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা: 'সাবিত্রী', 'তাই তাই', 'ফুলঝুরি', 'চরকাবুড়ী', 'তেপান্তরের মাঠ', 'তে-রাত্তিরের তাইরে নাইরে না', 'এবেলা ওবেলার গল্প', 'য়্যাং-ব্যাং', 'ঝলমল' প্রভৃতি। মিলটনের Lycidas কবিতার অনুবাদ করেন। দেশপ্রেমাত্মক কাব্যগ্রন্থ 'আমার দেশ' ও 'পূজা'। এছাড়া 'মালঞ্চের ফুল', 'বিষের হাওয়া', 'হিমালয়ের হিমতীর্থে' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। 'ইতিহাসের পড়া' ও 'ভূ-পরিচয়' তাঁর দু'খানি স্কুল-পাঠ্য বই। [৮২]

কার্তিকচন্দ্র বসু (৩০·৭·১২৮০ - ৮·৫·১৩৬২ ব·) চাংড়িপোতা—চব্বিশ পরগনা। প্রসন্নকুমার।

নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম। অর্থাভাবে বিনা চিকিৎসায় মাতার মৃত্যু হলে নিজে ডাক্তার হয়ে দরিদ্রের চিকিৎসার সঙ্কল্প নেন। প্রবেশিকা ও এফ-এ- পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য ফল না করলেও মেডিক্যাল কলেজের প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে ১৮৯৭ খ্রী· এম-বি· হন এবং তিনটি বৃত্তি ও একাধিক স্বর্ণপদক লাভ করেন। অচিরেই বিখ্যাত চিকিৎসকরূপে তাঁর প্রভূত উপার্জন হতে থাকে। এ সময় বিলাত-যাত্রার বৃত্তি পেয়েও পরিবারের কথা চিন্তা করে যান নি। অল্প ফী'র 'বাজার ডক্টর'-রূপে আমৃত্যু দরিদ্রের সেবা করে গেছেন। চক্ষুচিকিৎসকরূপে কাজ শুরু করলেও সাধারণ রোগের চিকিৎসকরূপেই সুপ্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর অন্য পরিচয় ব্যবসায়িরূপে। ছাত্রাবস্থায় রসায়নের পরীক্ষাব্যাপারে ঔষধ-ব্যবসায়ী বটকৃষ্ণ পালের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রেরণায় বেঙ্গল কেমিক্যালে এসে প্রতিষ্ঠানটিকে কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসে পরিণত করেন এবং দেশীয় ভেষজ ও ঔষধের ব্যবসায়ের গোড়াপত্তনেও সাহায্য করেন। আচার্যের স্বহস্তে প্রস্তুত জোয়ানের জল নিজের রোগীদের উপর ব্যবহার করে দেশীয় ভেষজের কার্যকারিতা প্রমাণ করেন। দেশীয় গাছগাছড়ার আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগ জানার জন্য তিনি ভবতারণ শাস্ত্রীর সাহায্যে মূল সংস্কৃতে চরক ও সুশ্রুত অধ্যয়ন করেন এবং ভেষজ থেকে ঔষধ প্রস্তুতকালে কবিরাজ গণনাথ সেন ও অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের বিজয়লালের পরামর্শ নিতেন। সুবিখ্যাত 'ডাঃ বোসেজ ল্যাবরেটরী'র তিনি প্রতিষ্ঠাতা। তা ছাড়া ক্রমে স্থাপন করেন স্ট্যান্ডার্ড ড্রাগ ষ্টোর্স, স্ট্যান্ডার্ড ড্রাগ প্রেস, স্ট্যান্ডার্ড এক্স-রে ল্যাবরেটরী, স্ট্যান্ডার্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরী, ক্যালকাটা অপ্টিক্যাল কোম্পানী, বেলেঘাটা ইঞ্জিনিয়ারীং ওয়ার্কস্, বেলেঘাটা অ্যাসিড অ্যাণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ এবং রাজলক্ষ্মী সুগার মিল। বেদনা উপশমের অ্যাসপিরিনজাতীয় ঔষধের দেশী বিকল্প 'নানালা' প্রস্তুত এদেশে তিনিই প্রথম করেন। রাউলফিয়া বা সর্পগন্ধা থেকে রক্তচাপ-সংক্রান্ত রোগের ঔষধ প্রস্তুত করে এ ব্যাপারে দিক্‌নির্দেশ করেন। বাংলা, ইংরেজী, হিন্দী ও উর্দুতে স্বাস্থ্য-বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এর মধ্যে বাংলা পত্রিকাটি নিজ-সম্পাদনায় ৪৫ বছর প্রকাশিত হয়েছিল। 'দেহতত্ত্ব', 'ভারতীয় ভৈষজ্য তত্ত্ব', 'ফার্মাকোপিয়া ইন্ডিকা' তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি দেওঘরে প্রথম যক্ষ্মারোগীর স্যানাটোরিয়াম স্থাপন করেন। প্রাকৃতিক চিকিৎসালয় স্থাপন তাঁর আর এক কীর্তি। তা ছাড়া 'কৃষি, গোপালন এবং জনসেবা লিমিটেড' নামে চাষবাসের যৌথ ব্যবসায় স্থাপনে এবং উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে নিজস্ব পরিকল্পনায় কাজ করেছেন। [৫৯]

কার্তিক বসু (১৯০৬- ৩·৭·১৯৮৪) আমহার্স্ট স্ট্রীট—কলিকাতা। বিখ্যাত পারফিউমার এইচ· বোস (হেমেন্দ্রমোহন)। বাংলা ক্রিকেটের বহু ব্যাটসম্যানের শিক্ষক, দক্ষ ব্যাটসম্যান। ১৯২৩ খ্রী· স্কুলে পড়ার সময় স্পোর্টিং ইউনিয়নের পক্ষে ক্যালকাটা ক্লাবের বিরুদ্ধে প্রথম খেলতে নামেন এবং ১৯৫৯ খ্রী· পর্যন্ত নানান পর্যায়ের ক্রিকেট খেলেছেন। ভারত সফরকারী বিদেশী দলগুলির বিরুদ্ধেও তিনি খেলেছেন। বাংলা এখন পর্যন্ত একবারই রঞ্জি ট্রফি জিতেছে। কার্তিক বসু সেই জয়ী (১৯৩৮ - ৩৯) দলের সদস্য ছিলেন। ক্রিকেটার অপেক্ষাও তাঁর বেশি পরিচিতি প্রশিক্ষক হিসাবে। আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়ীতে প্রথম কোচিং দেওয়া শুরু হয়েছিল ১৯৩০ খ্রী·। ফুটবলে গোষ্ঠ পালের মত বাংলার ক্রিকেটে তিনি জীবৎকালেই প্রবাদে পরিণত হয়েছিলেন। [১৬]

কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, দেওয়ান (১৮২০ - ২·১০·১৮৮৫) কৃষ্ণনগর—নদীয়া। উমাকান্ত। শিক্ষানবীস হিসাবে কৃষ্ণনগর জজ-কোর্টে যোগদান করেন। কিছুদিন মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী শেখেন। কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে প্রথমে শ্রীশচন্দ্রের প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং পরে কুমার সতীশচন্দ্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। রাজা শ্রীশচন্দ্রের 'মহারাজা' উপাধিপ্রাপ্তির পর দেওয়ানের পদ লাভ করেন। দক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ এবং বাঙলার প্রথম যুগের খেয়াল-গায়কদের অন্যতম ছিলেন। কৃষ্ণনগর রাজদরবার থেকে তিনি রীতিমত সঙ্গীতশিক্ষার সুযোগ পান। 'গীতমঞ্জরী' (১৮৭৫) তাঁর স্বরচিত গানের সঙ্কলন। রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রামাণ্য ইতিহাস 'ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত' এবং 'আত্মজীবন-চরিত' তৎকালীন সমাজ-জীবনের স্পষ্ট ও নির্ভীক ইতিহাস। বিখ্যাত নাট্যকার ও কবি দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর পুত্র। [১, ৩, ৫]

কালাচাঁদ বসু। ঘোষনগর—খুলনা। ১৯১০ খ্রী· রাজনৈতিক ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু জেল থেকে নিখোঁজ হয়ে যান। পরে ধরা পড়েন। পুলিস হেফাজতে থাকা-কালে রহস্যজনকভাবে তাঁর মৃতদেহ সাতক্ষীরা অঞ্চলের এক নির্জন জায়গায় পাওয়া যায়। [৪২, ৪৩]

কালিকাদাস দত্ত, রায়বাহাদুর, সি·আই·ই· (১৮৪১ - ১৯১৫) মেড়াল—বর্ধমান। ১৮৬০ খ্রী· কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে বি·এ· পাশ করেন। সংস্কৃত কলেজে শিক্ষকতা শুরু। পরে আইন পাশ করে প্রথমে মুন্সেফ ও শেষে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। বহু বছর ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে নেপাল, ভুটান ও তিব্বতের পলিটিক্যাল এজেন্ট ছিলেন। ১৮৬৯ খ্রী· সরকার কর্তৃক কুচবিহারের নাবালক রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের দেওয়ান নিযুক্ত হন। শাসনকার্যে তাঁর অসাধারণ দক্ষতার ফলে কুচবিহারের যথেষ্ট উন্নতি হয়। একাদিক্রমে ৪২ বছর দেওয়ানীর পর ১৯১১ খ্রী· অবসর নেন। কুচবিহার ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ব্রাহ্ম মন্দির প্রতিষ্ঠা ও মেড়ালে স্ত্রীর স্মৃতিরক্ষায় বিদ্যামন্দির স্থাপন করেন। তিনি বাগ্মী হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। 'পুরানো কথা'র

লেখক আই·সি·এস· চারুচন্দ্র তাঁর পুত্র। [১, ৬, ১৪৯]

কালিদাস নাগ, ড· (১৮৯১ - ৮·১১·১৯৬৬) শিবপুর—হাওড়া। মতিলাল। ১৯১৫ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম·এ· পাশ করে স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯২১ - ২২ খ্রী· সিংহল মহেন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯২৩ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার হন এবং এই বছরই প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টরেট' উপাধি পান। ১৯২১ খ্রী· জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯২৪ খ্রী· রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রাচ্য ও চীন সফরে যান। বৃহত্তর ভারতের সাংস্কৃতিক রূপ ও বার্তা তিনি লেখায় ও বক্তৃতায় দেশে দেশে বহন করেছেন। এশিয়ার সৌভ্রাত্র গঠনে তাঁর বাস্তব প্রয়াসও উল্লেখযোগ্য। সম্ভবত এই কারণেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিনাবিচারে কারারুদ্ধ হন। পরবর্তী কালে স্বাধীন ভারতে রাজনীতিক্ষেত্রেও সক্রিয় ছিলেন। রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতির মনোনীত সদস্য এবং 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়্যু' পত্রিকার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও রোমাঁ রলাঁর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। রচিত গ্রন্থ : 'Art and Archeology Abroad', 'Union and the Pacific World', 'With Tagore in China and Ceylon', 'Tagore and Gandhi', 'স্বদেশ ও সভ্যতা' প্রভৃতি। সুলেখিকা শান্তাদেবী তাঁর পত্নী। [১৭]

কালিদাস নাথ (? - ১৩১০ ব·)। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে, বিশেষত বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, বড়বাজার হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, গৌরাঙ্গ সমাজ প্রভৃতির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা অফিস থেকে তাঁরই সম্পাদনায় কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' ও 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' প্রকাশিত হয়। 'নরোত্তম বিলাস', 'জগদানন্দ পদাবলী', জয়ানন্দের 'চৈতন্য সঙ্গম' প্রভৃতি কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থের সম্পাদনা করেন। [১]

কালিদাস বিদ্যাবিনোদ (১৩·৩·১৮৬৫ - ১৭·২·১৯৪০) উনশিয়া—কোটালিপাড়া, ফরিদপুর। ঈশ্বরচন্দ্র বেদাচার্য। ঢাকা সারস্বত সমাজে কাব্যশাস্ত্রের 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধি লাভ করে স্বগ্রামের সংস্কৃত কলেজ 'আর্য বিদ্যালয়'-এ অধ্যাপনা শুরু করেন। এই কলেজে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃত অর্থসাহায্য করেছিলেন। ঐ কলেজ বন্ধ হয়ে গেলে লক্ষ্মীপাশা হাইস্কুলে কিছুদিন প্রধান সংস্কৃত-শিক্ষকের পদে নিযুক্ত থাকেন। পরে ঐ কাজ ছেড়ে দীর্ঘদিন তীর্থভ্রমণ করেন। ফিরে এসে পিতার নামানুসারে স্বগৃহে 'ঈশ্বর পাঠশালা' স্থাপন করে, আহার বাসস্থান দিয়ে বহু ছাত্রকে পড়ান। স্বদেশী আন্দোলনের সময় অনেক বিপ্লবী ছাত্রকে আশ্রয় দিয়েছেন। পূর্ববঙ্গের তদানীন্তন টোল-পরিদর্শক তাঁকে 'পলিটিক্যাল পণ্ডিত' বলে আখ্যাত করেছিলেন। কোটালিপাড়ার 'আর্যশিক্ষা সমিতি' নামক সংস্কৃত পরীক্ষাকেন্দ্রের অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। বাগ্মী হিসাবেও খ্যাতি ছিল। রচিত গ্রন্থ : 'শিবাজী চরিতম্' (মহাকাব্য), ও 'আশু ব্যুৎপত্তিসাধনম্' (ব্যাকরণ)। [১৭২]

কালিদাস ভট্টাচার্য (১৯১১ - ১৫·৩·৮৪) বরিশাল। দার্শনিক কৃষ্ণচন্দ্র। প্রখ্যাত দার্শনিক। অধ্যাপনা শুরু করেন বিদ্যাসাগর কলেজে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃত কলেজে যুক্ত থাকার পর দর্শন বিভাগের প্রধান রূপে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে ১৯৬৪ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত হয় সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড্ স্টাডিজ ইন ফিলজফি এবং তিনি তার ডিরেক্টর হন। ১৯৬৬ - ১৯৭০ খ্রী· তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর দর্শনের জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। বিখ্যাত দার্শনিক গোপাল-চন্দ্র তাঁর অগ্রজ। [১৬]

কালিদাস মিত্র। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পূর্বপুরুষ। তিনি বাঙলা দেশের প্রাচীন যুগের প্রবল প্রতাপান্বিত কীর্তিমান হিন্দুরাজা আদিশূরের রাজসভায় আসনলাভ করেছিলেন। [৩২]

কালিদাস মুখোপাধ্যায় (১৮৩৫ - ১৮৮৮) নারায়ণপুর—চব্বিশ পরগনা। বৈকুণ্ঠনাথ। হুগলী কলেজ থেকে জুনিয়র ও সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়ে হুগলী কলেজিয়েট, রংপুর, ফরিদপুর প্রভৃতি সরকারী স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৮৭৭ - ৮৮ খ্রী· হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এই সময়ে তিনি হুগলী কলেজেও ইতিহাস ও ইংরাজী বিভাগে অধ্যাপনা করতেন। বিদ্বান্, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও কর্তব্যনিষ্ঠ শিক্ষাবিদ্ হিসাবে শিক্ষিত মহলে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। পাঠ্যাবস্থায় প্রসিদ্ধ বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র তাঁর দু'বছরের সিনিয়র এবং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এক বছরের জুনিয়র ছিলেন। তাঁর কয়েকজন কৃতী ছাত্র জাস্টিস শহীদ সুরাবর্দি, জাস্টিস সামসুল হুদা, স্যার সৈয়দ আমীর আলি, আচার্য হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ও আচার্য বিজয়চন্দ্র মজুমদার। এঁরা সাহিত্য ও ইতিহাসচর্চায় তাঁদের শিক্ষকের কাছ থেকে প্রেরণা পান বলে স্বীকার করতেন। রচিত গ্রন্থ : 'অভিমন্যু বধ কাব্য' ও ইংরাজীতে লেখা 'ভূগোল বৃত্তান্ত'। [১৪৯]

কালিদাস রায়, কবিশেখর (৯·৭·১৮৮৯ - ২৫·১০·১৯৭৫) কড়ুই—বর্ধমান। পিতা যোগেন্দ্রনারায়ণ কাশিমবাজার রাজ এস্টেটের পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। বহরমপুর কলেজ থেকে ১৯১০ খ্রী· সম্মানের সঙ্গে বি·এ· পাশ করে কিছুদিন কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শনে এম·এ· পড়েন। কর্মজীবনের শুরু রংপুর জেলার উলিপুর মহারাণী স্বর্ণময়ী স্কুলের প্রধানশিক্ষক-রূপে। সেখান থেকে রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন তাঁকে কলিকাতায় নিয়ে এসে ভবানীপুর মিত্র ইন্‌স্টিটিউশনের সহকারী প্রধানশিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। অবসর-গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত (১৯৫২) তিনি ঐ পদেই

কর্মরত ছিলেন। ১৮ বছর বয়সে প্রকাশিত 'কুন্দ' তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ।'পর্ণপুট', 'খুদকুঁড়া', 'লাজাঞ্জলি', 'হৈমন্তী', 'বৈকালী', 'ব্রজবেণু', 'সন্ধ্যামণি', 'ঋতুমঙ্গল', 'চিত্তচিতা', 'রসকদম্ব', 'বল্লরী', 'পূর্ণাহুতি' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। চৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা লোচন দাসের বংশধর কালিদাস রায়ের মাতৃকুলও বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত। ফলে বৈষ্ণবোচিত ভাবধারা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে। তাঁর কাব্যের মধ্যে সহজ, সরল ও আন্তরিকতার সুর পাওয়া যায়। তাঁর রচিত প্রবন্ধ পুস্তক 'প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়', 'প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য', 'পদাবলী-সাহিত্য', 'শরৎ-সাহিত্য ও সাহিত্য প্রসঙ্গ' প্রভৃতি। সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি বহু প্রবন্ধ নানা পত্র-পত্রিকায় লিখে গেছেন। 'বেতালভট্ট' ছদ্মনামে প্রকাশিত তাঁর রস-রচনাগুলিও বহুজনসমাদৃত। ১৯৬৩ খ্রী· 'আনন্দ-পুরস্কার' এবং ১৯৬৮ খ্রী· 'পূর্ণাহুতি' কাব্যগ্রন্থের জন্য 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' পান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' ও 'সরোজিনী স্বর্ণপদক' প্রদান করে। বিশ্বভারতী কর্তৃক 'দেশিকোত্তম' উপাধি ও ১৯৭২ খ্রী· রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডি-লিট' উপাধি দ্বারা তিনি সম্মানিত হন। আদর্শ শিক্ষক হিসাবে ছিলেন কঠোর নিয়মনিষ্ঠ, একান্ত সহৃদয় এবং শিক্ষাদানের সঙ্গে ছাত্রদের চিত্তগঠনে তৎপর। [১৬]

কালিন্দী রাণী (১৮০০ ? - ১৮৭৩) পার্বত্য চট্টগ্রাম। গুজাং। চাকমা রাজা ধরম্ বক্স মৃগয়া করতে গিয়ে তাঁকে বিবাহ করেন। ১৮৩২ খ্রী· স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রিটিশ সরকারের সাথে দরবার করে ১৮৩৭ খ্রী· দু'বছরের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের ইজারা নেন। নতুন রাজ্যে ব্রিটিশ অধিকার স্থায়ী করতে ও প্রাধান্য বিস্তার করার উদ্দেশ্যে ১৮৪৪ খ্রী তাঁকে তাঁর মৃত স্বামীর যাবতীয় সম্পত্তির সরবরাহকারিণী সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু প্রজাবৎসল রাণী স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসনে উদ্যোগী ছিলেন। ফলে উভয়ের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সময়েই সক্রিয়ভাবে এই জেলায় ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাত। অবশ্য লুসাই অভিযানে এবং সিপাহীবিদ্রোহ দমনে রাণী ব্রিটিশকে বিশেষভাবে সাহায্য করে কিছু সুবিধা আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর আমলেই সর্বপ্রথম চাকমা অধ্যুষিত অঞ্চলে বাংলা ভাষা প্রসার-লাভ করে এবং বহুদিন পরে সরকারী কার্যালয়ে ফারসীর স্থলে ইংরেজী চালু হয়। ১৮৫৭ খ্রী· তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রাণী কালিন্দী মহাথের-এর কাছে থেরবাদে দীক্ষা নেন। তাঁর সাহায্যে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা থেরবাদের প্রচার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি 'যাদুত্তোয়াং'-এর বঙ্গানুবাদ 'বৌদ্ধ রঞ্জিকা' ছাপানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৮৬৭ খ্রী· রাজানগরে আরাকানের অনুকরণে তিনি বিখ্যাত 'মহামুনি' মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দুদের জন্য মন্দির এবং মুসলমানদের জন্য মসজিদও করে দিয়েছেন। [২১২]

কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার (১৯০৫ - ২৮·৯·১৯৭২)। এই শিল্পী নিজের খেয়ালে অনেক ছবি এঁকেছেন, কিন্তু দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও কোন ছবি বিক্রি করবার চেষ্টা কখনও করেন নি। পুরস্কার সম্পর্কেও তাঁর উদাসীনতা ছিল। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর ছাত্র ছিলেন। রঙে, রেখায়, ওয়াশ-এ সুকুমার শিল্পসৃষ্টিতে দক্ষ এই শিল্পীকে জনসাধারণ কিন্তু জানতেন সাময়িক পত্র-পত্রিকার ইলাসট্রেটর হিসাবে। তাঁর ছোট-ছোট চিনামাটির মূর্তিগুলি ভাস্কর্যের সুন্দর নিদর্শন। [১৭]

কালীকিঙ্কর মুৎসুদ্দি (২১·৭·১৮৫০ - ৬·৬·১৯২৯)। চট্টগ্রামের পাহাড়তলী। চট্টগ্রামের বিদ্যালয়ের ইন্স্পেকটিং পণ্ডিত ছিলেন। কবিতা লিখে 'কাব্যনিধি' এবং 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধি লাভ করেছিলেন। কবি নবীনচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'প্রভাত' পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'চট্টল উল্লাস' (কাব্য) এবং 'কুমুদিনী' (উপন্যাস)। [২১২]

কালীকিশোর তর্করত্ন, মহামহোপাধ্যায় (১৮৩৩ - ১৯২২) বানিয়াচঙ্গ—শ্রীহট্ট। কালীপ্রসাদ বিদ্যানন্দ। বিশিষ্ট নৈয়ায়িক পণ্ডিত। নৈহাটিতে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত নীলমণি তর্কালঙ্কারের অধ্যাপনায় 'তর্করত্ন' উপাধি লাভ করেন। নিজ গৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনায় সুনাম অর্জন করেন। পরে শ্রীহট্টের জমিদার লোকনাথ চক্রবর্তীর কাছারিবাড়িতে অবস্থিত চতুষ্পাঠীতে বৃত্তিভোগী অধ্যাপকরূপে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাটান। ১৯০৬ খ্রী· 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯১১ খ্রী· থেকে তিনি বার্ষিক ১০০ টাকা সরকারী বৃত্তি ভোগ করেন। [১৩০]

কালীকিশোর স্মৃতিরত্ন, মহামহোপাধ্যায় (১১·৪·১২৬৫ - ২১·৬·১৩৬১ ব·) হোগলা-কার্তিকপুর—ফরিদপুর। গোলোকচন্দ্র সার্বভৌম। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রচারে তাঁর দান উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা সংস্কৃত অ্যাসোসিয়েশনের নব্য ও প্রাচীন স্মৃতির উপাধি পরীক্ষার এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি বিষয়ে এম·এ· পরীক্ষার পরীক্ষক ও বহু বৎসর ঢাকা সারস্বত সমাজের সভাপতি ছিলেন। ১৯৩১ খ্রী· 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। [৫, ১৩০]

কালীকুমার দত্ত, মুন্সী (আনু· ১৮২০ - ১৮৬৭) কুকুটিয়া-বিক্রমপুর—ঢাকা। রামলোচন। পূর্ববঙ্গে 'দাতা-কালীকুমার' নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। নিজের চেষ্টায় বাংলা ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করে মুন্সী উপাধি পান। পরে ওকালতি পাশ করে উকিল হন। তাঁর কর্মজীবনের প্রধান অংশ অতিবাহিত হয় ময়মনসিংহে। সেখানে ওকালতি করে তিনি প্রচুর অর্থ ও যশ লাভ করেন। কিন্তু তাঁর সর্বপ্রধান খ্যাতি অতিথিসেবা ও দানশীলতার জন্য। [১৬১]

কালীকৃষ্ণ গাঙ্গুলী (১৯০৯ - ২৮·২·১৯৭৩)। ছাত্রজীবনে নাম-করা অ্যাথলীট কালীকৃষ্ণ ছিলেন ভারতীয় ওয়েট-লিফটিং এবং বডি-বিল্ডিং ফেডারেশনের সম্পাদক ও পরে সভাপতি, ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য এবং ভারোত্তোলনের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিচারক। ১৯৭৩ খ্রী· ভারতীয়

ক্রীড়া-প্রতিনিধি দলের নেতা (শেফ দি মিশন)-রূপে কমনওয়েলথ ক্রীড়া-কেন্দ্র ক্রাইস্টচার্চে গিয়েছিলেন। অলিম্পিক গেমস্, কমনওয়েলথ গেমস্ বা এশিয়ান গেমস্-এ তিনি ছাড়া আর কোনও বাঙালী এখন পর্যন্ত শেফ দি মিশন হবার সম্মান পান নি। ভারোত্তোলক দলের ম্যানেজার হিসাবে ১৯৪৮ - ৬৮ খ্রী· মধ্যে অনুষ্ঠিত লন্ডন, হেলসিঙ্কি, রোম, টোকিও এবং মেক্সিকোর প্রতিটি অলিম্পিকে এবং ১৯৭০ খ্রী· নবম কমনওয়েলথ গেমস্-এ এডিনবরা গিয়েছেন। সম্পন্ন ব্যবসায়ীও ছিলেন। [১৬]

কালীকৃষ্ণ দেব, রাজাবাহাদুর (১৮০৮ - ১৮৭৪) শোভাবাজার—কলিকাতা। রাজা রাজকৃষ্ণ। বাংলা, সংস্কৃত, ফারসী, উর্দু ও ইংরেজীতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি রাধাকান্ত দেব ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সতীদাহপ্রথা রোধের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। রাধাকান্ত দেবের মৃত্যুর (১৮৬৭) পর তিনিই রক্ষণশীল হিন্দুসামজের নেতা হন। রক্ষণশীল হলেও স্ত্রী-শিক্ষার প্রচারে উৎসাহী ছিলেন। ল্যাণ্ড-হোল্ডারর্স সোসাইটির সভ্য এবং সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা, হিন্দু বেনিভোলেন্ট ইনস্টিটিউশন, বেথুন স্কুল, ওরিয়েন্টাল সেমিনারী, বেথুন সোসাইটি প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রী· কলিকাতায় যে 'মেসমেরিক' হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয় তিনি তার একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৮৫১ খ্রী· ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি হন। সাহিত্যক্ষেত্রেও অনুবাদক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। 'র‍্যাসেলাস' ও 'গে'জ্ ফেব্‌ল্‌স্ বা গে সাহেবের ইতিহাস' নামক গ্রন্থ দু'খানি বাংলায় এবং শেষোক্ত গ্রন্থখানি উর্দুতে অনুবাদ করেন। 'সদ্বিদ্যাবলী' নামে শিল্পবিজ্ঞানের নানা প্রসঙ্গের অনুবাদ-সংগ্রহ এবং 'নীতি-সঙ্কলন', 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী' ও 'বেতাল পঁচিশী'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক তাঁকে'রাজাবাহাদুর' উপাধি দেন এবং জার্মানীর সম্রাট, দিল্লীর বাদশাহ, নেপালের মহারাজা, ইংল্যাণ্ডের রাজা ও বহু মনীষী তাঁকে প্রশংসাপত্র ও পুরস্কার প্রদান করেন। ১৮৩৫ খ্রী· তিনি জাস্টিস অফ দি পীস্ হন। [১, ২, ৩, ৪, ৭, ৮, ২৬]

কালীকৃষ্ণ মিত্র (১৮২২ - ১৮৯১)। দরিদ্র পরিবারে জন্ম। অধ্যবসায়-বলে বৃত্তি লাভ করে শিক্ষা শেষ করেন। কৃষিবিদ্যানুরাগী ছিলেন এবং পাশ্চাত্যের উন্নততর যন্ত্রের মাধ্যমে এদেশের কৃষকদের কৃষিবিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য বারাসাতে একটি আদর্শ কৃষি উদ্যান ও কৃষি ভাণ্ডার স্থাপন করেন। উদ্ভিদবিদ্যা, যোগশাস্ত্র ও থিওসফী-চর্চায়ও উৎসাহী এবং বিধবা-বিবাহ-প্রচলনে ও মাদকসেবন-নিবারণে তৎপর ছিলেন। [১]

কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী (১৯শ শতাব্দী) কুণ্ডী—রংপুর। জমিদার-বংশে জন্ম। তাঁরই উদ্যোগে মফঃস্বলে প্রথম মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও 'রংপুর বার্তাবহ' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর পত্রিকাটি 'রংপুর দিক্‌প্রকাশ' নামে প্রকাশিত হতে থাকে। রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত বাঙলার আদি নাটক 'কুলীন কুলসর্বস্ব'কে পুরস্কৃত করে তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। 'স্বভাব দর্পণ' ও 'প্রেমরসাষ্টক' গ্রন্থের রচয়িতা। [১]

কালীচরণ ঘোষ১ (১৮শ শতাব্দী)। কলিকাতার সুকিয়া স্ট্রীটের বাসিন্দা এবং ইংরেজ সরকারের সমর-বিভাগের কেরানী ছিলেন। তৃতীয় মহারাষ্ট্র যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যের ভরতপুর অবরোধের সময় হঠাৎ জেনারেলের মৃত্যু হলে তিনি মৃত জেনারেলের পোশাক পরে যুদ্ধ পরিচালনা করে জয়লাভ করেন। কিন্তু বিনানুমতিতে ঐভাবে পোশাক ব্যবহারের জন্য সামরিক আইনে প্রথমে তাঁর জরিমানা হয় কিন্তু পরে যুদ্ধজয়ের জন্য তিনি হাজার টাকা পুরস্কার পান। সেই থেকে তিনি জেনারেল বা জাঁদরেল কালু ঘোষ নামে আখ্যাত হন। [১, ২, ২৫, ২৬]

কালীচরণ ঘোষ২ (? - ৩০·১·১৯৭৩) পালপাড়া, চন্দননগর। উদয়চাঁদ। দুর্গাদাস শেঠের সঙ্গে পরিচয় সূত্রে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হন। 'স্বদেশী বাজার' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখতেন। তাঁর একটি প্রবন্ধ রাজদ্রোহমূলক বিবেচিত হওয়ায় সম্পাদক দুর্গাদাস শেঠ ও প্রকাশক রামেশ্বর দে ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। তাঁরই চেষ্টায় চন্দননগরে যুব সমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতির অভ্যুদয়ে চন্দননগরে বৈষম্যমূলক নির্বাচন-নীতি নাকচ হয় ও পৌর নির্বাচনে যুব সমিতির সভ্যগণ জয়ী হন। ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গেও সমিতির যোগ ছিল। ১৯৩০ খ্রী· লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে মেদিনীপুরে গ্রেপ্তার হন ও এক বছর কারারুদ্ধ থাকেন। পরে চন্দননগরে এসে 'স্ফুলিঙ্গ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের পর সরকার তা বন্ধ করে দেয়। তখন তিনি বিপ্লবী দল গঠনের উদ্দেশ্যে মেদিনীপুরে যান। কিছুদিন পরে গ্রেপ্তার হন এবং বিনা বিচারে রাজবন্দী হিসাবে দীর্ঘদিন দেউলী, হিজলী ও বক্সা ক্যাম্পে আটক থাকেন। এ-সময়ে পুস্তকাদি পাঠ করে তিনি সাম্যবাদের দিকে আকৃষ্ট হন। ১৯৩৭ খ্রী· মুক্তি পাবার পর হুগলী জেলা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৩৯ খ্রী· ঐ পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হলে কয়েক মাস জেলে আটক থাকেন। পরে তাঁর উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হলে হুগলী জেলার গ্রামে গ্রামে পার্টি-সংগঠনে উদ্যোগী হন। ১৯৪৪ খ্রী· ফরাসী ভারতের মুক্তি আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য পণ্ডিচেরীতে একটি কেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৯৪৮ খ্রী· পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে গোপন আবাস থেকে গ্রেপ্তার হন। এ সময়ে জেলে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। তাঁর একটি ফুসফুস বাদ দিতে হয়। চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের প্রথম বোর্ডে তিনি কাউন্সিলার নির্বাচিত হন এবং ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৭ খ্রী· পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সভ্য ছিলেন। [১৯২]

কালীচরণ ঘোষ৩ (২৩·৬·১৮৯৫ - ২৫·১২·১৯৮৪) হরিনাভি, কোদালিয়া—চব্বিশ পরগনা। শ্যামাচরণ। অতিশৈশবে পিতৃহারা হয়ে আদর্শবান, দেশপ্রেমিক

জ্যেষ্ঠতাত উমাচরণের কাছে প্রতিপালিত হন। হরিণাভি ইঙ্গ-সংস্কৃত উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯১৩ খ্রী· ম্যাট্রিক ও পরে বি·এ·, বি·এল· পাশ করে ইংরেজীতে এম·এ· পড়ার সময় রাজনীতি ও সমাজসেবার কাজে বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়ে পরীক্ষা পাশ করা হয়ে ওঠেনি। প্রখ্যাত চিকিৎসক ও শিল্পপতি ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত বহুমুখী সমবায় প্রতিষ্ঠান 'স্বাস্থ্য-ধর্ম-সঙ্ঘ'-এর সর্বক্ষণের সম্পাদক হিসাবে দক্ষিণ-চব্বিশ পরগনার অনুশীলন সমিতির সভ্যদের নিয়ে দীর্ঘদিন নিজ হাতে চাষ-আবাদ, তাঁত ও বিভিন্ন কুটীর শিল্প পরিচালনা করা ছাড়াও উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী বাজারে বসে বিক্রি করতেন। 'স্বাস্থ্য সমাচার' ও 'Health and Happiness' পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের পদে কাজ করেছেন। আইন ব্যবসাতে থাকাকালে 'ফরোয়ার্ড' এবং 'বাংলার কথা' পত্রিকা-দুটিতে রাজনৈতিক মামলার রিপোর্ট লিখতেন। দমনমূলক আইন নিয়ে তাঁর রচনা 'দি ল্যলেস ল্যজ' ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও আলোড়ন তুলেছিল। এরপর তিনি আইন ব্যবসা ছেড়ে সাংবাদিকতা শুরু করেন। 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫০-৫৫ খ্রী· আনন্দবাজার পত্রিকার বাণিজ্য বিভাগের সম্পাদনা করেছেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়মের কিউরেটর ছিলেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চিফ ইনফরমেশন অফিসর নিয়োগ করেন। 'মডার্ন রিভিউ' ও 'প্রবাসী'র নিয়মিত লেখক ছিলেন। 'ভারতবর্ষ' ও 'বসুধারা'য় গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখতেন। চারখণ্ডে লেখা তাঁর 'ভারতের পণ্য' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'ফেমিনস্ অব বেঙ্গল' (১৭৭০ - ১৯৪৩) প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে সমাদৃত। জাতীয় আন্দোলনের শহীদদের প্রামাণ্য জীবনকথা ও কর্মোদ্যম-সমন্বিত গ্রন্থ 'দ্য রোল অব অনার' নানা ভাষায় অনূদিত হয়ে তাঁকে বিপুল খ্যাতি দিয়েছে। 'ফুট প্রিন্টস অব দ্য ফ্রিডম ফাইটার' এবং বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস 'জাগরণ ও বিস্ফোরণ' (২ খণ্ড) তাঁর অপর দুখানি মূল্যবান গ্রন্থ। নেতাজীর আত্মজীবনী 'ইন্ডিয়ান পিলগ্রিম' রচনাকালে তাঁকে তিনি অনেক ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করে দিয়েছেন। তিনি পল্লীসংস্কার, সমবায় আন্দোলন, নারীর অধিকার রক্ষণ, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রভৃতি কাজেও বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। [১৬, ১৪৯]

কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় (১৮২০ - ১৮৯৩) এলাহাবাদ। হরবল্লভ। লক্ষ্ণৌয়ের মানমন্দিরের কাজে কর্মজীবনের সূচনা। উর্দু, ফারসী ও ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। পরে তিনি লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সীর ট্রেজারার হন। সিপাহী বিদ্রোহীদের বিরোধিতা করে সাহসিকতার সঙ্গে ট্রেজারী রক্ষা করেছিলেন। ফলে উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী মহলে তাঁর প্রভাব বৃদ্ধি হয় কিন্তু নিম্নপদস্থ ইংরেজদের ঈর্ষার ফলে কর্মচ্যুতি ঘটে। পরে কাশীর রাজার অস্ত্রাগার ও ধনাগারের প্রধানরূপে কর্মগ্রহণ করেন। এই কার্যে নিযুক্ত থাকাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। [১]

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (৯·২·১৮৪৭ - ৬·২·১৯০৭) জব্বলপুর। হরচন্দ্র। দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে এম·এ· ও পরে বি·এল· পাশ করেন। ১৮৬৩ খ্রী· মাত্র ষোল বছর বয়সে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং উত্তরকালে রেভারেণ্ড কালীচরণ নামে পরিচিত হন। প্রথমে আইনজীবী ও পরে জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনের অধ্যাপক এবং শেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালী রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন। পণ্ডিত এবং সুবক্তা হিসাবে খ্যাতি ছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং ১৮৭৫ খ্রী· অন্যান্যদের সঙ্গে 'ইন্ডিয়ান লীগ' স্থাপন করেন। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রী· ভারতের জাতীয় কংগ্রেস স্থাপনের সূচনা থেকেই এতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৮৯৫ খ্রী· পুনা কংগ্রেসের প্রস্তাবক, ১৮৯৬ খ্রী· কলিকাতা কংগ্রেসে বিশ্ববিদ্যালয়-বিষয়ক প্রস্তাবক এবং ১৮৯৮ খ্রী· ঢাকায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। [১, ২, ৩, ৭, ৮, ২৫, ২৬]

কালীনাথ চূড়ামণি (১৮২০ - ?)। সংস্কৃতশিক্ষার কেন্দ্র নবদ্বীপে নব্যন্যায়ের বিশিষ্ট অধ্যাপনার প্রবর্তক। রঘুনাথ শিরোমণির সময় থেকে ১৮৫৪ খ্রী· পর্যন্ত যে ১১ জন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক পণ্ডিত এই অধ্যাপনা-কার্য পরিচালনা করেন, কালীনাথ তাঁদের অন্যতম। [১]

কালীনাথ দাস শীল (১৯শ শতাব্দী) ঢাকা। 'সীতার বনবাস' যাত্রা-পালা-রচয়িতা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর রচিত কোন কোন সঙ্গীত পূর্ববঙ্গে বহুদিন প্রচলিত ছিল। [১]

কালীনাথ রায় (১৮৭৮ - ৯·১২·১৯৪৫) যশোহর। প্রখ্যাত সাংবাদিক। কলিকাতায় স্কটিশ চার্চ কলেজে এফ·এ· পড়ার সময় স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে পড়া ছেড়ে সুরেন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক হন। ১৯১১ খ্রী· লাহোরের 'দি পাঞ্জাবী' পত্রিকার সম্পাদক এবং ১৯১৫ খ্রী· লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক হয়ে একাদিক্রমে ত্রিশ বছর কাজ করেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের (১৩ এপ্রিল ১৯১৯) প্রতিবাদে প্রবন্ধ রচনার জন্য সামরিক আইনে তাঁর দেড় বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। সে সময় তাঁর হয়ে মামলা লড়ার জন্য লাহোর কোর্টের উকিল সুধীর মুখোপাধ্যায়ই একমাত্র সাহস করে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁর সশ্রম কারাদণ্ডের ঘটনা তৎকালীন বাংলার মানুষকে বিচলিত করে তোলে। তাঁর মামলা পরিচালনার জন্য ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্যকে কোষাধ্যক্ষ করে অর্থ সংগৃহীত হয় এবং রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের চেষ্টায় আট মাস পরে মুক্তি পান। [৩, ১৪৯]

কালীনাথ রায়চৌধুরী (১৮০১ - ১২·১২·১৮৪০) টাকী—চব্বিশ পরগনা। শ্রীনাথ। ইংরেজী, সংস্কৃত, ফারসী ও বাংলা ভাষায় দক্ষতা ছিল। ফারসী ও বাংলায় কবিতা রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। রামমোহন রায়ের মতাবলম্বী ছিলেন ও সতীদাহ আন্দোলন

প্রভৃতিতে সক্রিয় সহযোগিতা করেন। ফলে কলিকাতার রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ কর্তৃক বর্জিত হন। সহোদরের সাহায্যে ১৮৩২ খ্রী· ১৪ জুন স্বগ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পাঠ্য বিষয় ছিল বাংলা, আরবী, ফারসী, সংস্কৃত ও ইংরেজী। এই স্কুলে বার্ষিক ২০ হাজার টাকা সাহায্য দান করেন ও রেভারেন্ড আলেকজান্ডার ডাফকে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করেন। এ ছাড়া হিন্দু বেনিভোলেন্ট ইন্‌স্টিটিউশন, হিন্দু ফ্রী স্কুল ও বরাহনগর ইংরেজী স্কুলে সাহায্য দান করেন। রাজনীতিতে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা আন্দোলন, ল্যান্ড-হোল্ডার্স সোসাইটি এবং বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা প্রভৃতিতে সক্রিয় অংশ নেন। টাকী-সৈয়দপুর রাস্তা-নির্মাণে লক্ষ টাকা এবং পুষ্করিণী, অতিথিশালা প্রভৃতিতে বহু অর্থ ব্যয় করেন। ভারতচন্দ্রের বাংলা কাব্য ফারসী ভাষায় অনুবাদ করেন। বক্তা হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। [১, ৮, ৬৪]

কালীনারায়ণ গুপ্ত (১৮৩০ - ১৯০৩) আকানগর—ঢাকা। সুধারাম সেন। মহীন্দ্রনারায়ণ গুপ্তের পোষ্যপুত্র। মাতামহের কাছে বাংলা ও পরে সাধারণভাবে কিছু ফারসী ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন। তরুণ বয়সে শক্তিমন্ত্রের উপাসক ছিলেন। পরে ব্রাহ্মমতে বিশ্বাসী হন। জালালউদ্দীন নামে এক মুসলমান যুবককে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা দেন এবং এক বিবাহের প্রীতিভোজে সপুত্র উক্ত যুবকের সঙ্গে এক পঙক্তিতে ভোজন করেন। এইজন্য তাঁকে সপরিবারে সামাজিক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। ১৮৬৯ খ্রী· তিনি পুত্র ও ভৃত্যসহ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন এবং নিজ জমিদারীতে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। স্বরচিত ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীতসমূহ 'ভাবসঙ্গীত' গ্রন্থে ও তাঁর সাধনালব্ধ তত্ত্ব-বিষয় 'ভাবকথা'য় প্রকাশ করেন। দৌহিত্র সঙ্গীতশিল্পী ও সুরকার অতুলপ্রসাদ সেন এই ধারার অনুগামী ছিলেন। [১, ২, ৩]

কালীপদ আইচ (১৯২০ - ২৭·৯·১৯৪৩)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সামরিক বিভাগের কর্মী ছিলেন। চতুর্থ মাদ্রাজ উপকূল বাহিনীর সৈনিকদের দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধবাদী করার চেষ্টা করলে সরকার তাঁকে নাশকতামূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ১৮ এপ্রিল ১৯৪৩ খ্রী· গ্রেপ্তার করে। সামরিক আদালতের বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। উক্ত ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করার অপরাধে আরও আটজনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ হয়েছিল। [৪২, ৪৩]

কালীপদ গুহ রায় (১৯০২ - ১৯·১০·১৯৬৬) কেন্দুয়া—ফরিদপুর। ভারতচন্দ্র। মাদারীপুর হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করে কলিকাতার আশুতোষ কলেজ, রংপুর কলেজ ও দৌলতপুর কলেজে অধ্যয়ন করেন। অল্প বয়স থেকেই বিপ্লবী যুগান্তর দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩০ খ্রী· থেকে আট বছর কারারুদ্ধ থাকেন। মুক্তিলাভের পর সাহিত্যচর্চা ও সাংবাদিকতায় মন দেন। যৌবনে নিজ সম্পাদনায় 'চক্রবাক' নামে একটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। কিছুদিন বন্ধু কাজী নজরুল-সম্পাদিত 'নবযুগ'-এর সম্পাদকমণ্ডলীর প্রধান হিসাবে কাজ করেন। ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতে কবিতা লিখতে এবং বক্তৃতা দিতে পারতেন। শেষজীবন যোগ-সাধনায় কাটান। সাধকমহলে 'যোগীশ্বর' আখ্যায় ভূষিত হন। অধ্যাত্ম-বিষয়ক পত্রিকা 'হিমাদ্রি'র তিনি প্রতিষ্ঠাতা। [১৪৯]

কালীপদ তর্কাচার্য, মহামহোপাধ্যায় (১৮৮৮ ? - ২৭·৭·১৯৭২) উনশিয়া—ফরিদপুর। হরিদাস তর্কতীর্থ। সুললিত সংস্কৃতে অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারতেন। ১৯১৮ খ্রী· সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৩১ খ্রী· কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক হন ও টোল-বিভাগীয় সর্বোচ্চ পদ লাভ করেন। অবসর-গ্রহণের পর পুনরায় ঐ কলেজেরই 'মহাচার্য' শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে আমৃত্যু কাজ করেন। তাঁর রচিত কাব্য, নাটক ও ন্যায়শাস্ত্র-বিষয়ক মোট ১৬খানি এবং সম্পাদিত ৭খানি গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির সংস্কৃত অনুবাদ তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত আর্যশাস্ত্র গ্রন্থাবলীর প্রধান সম্পাদক ছিলেন। তিনিই পশ্চিমবঙ্গে শেষ 'মহামহোপাধ্যায়' পণ্ডিত। ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মশ্রী' এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডি·লিট' উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। এছাড়া ভারত সরকারের 'রাষ্ট্রপতি মেধা'-প্রাপ্ত ছিলেন। [১৬, ১৩০]

কালীপদ পাঠক (১৮৯০ - ১৫·১১·১৯৭০) রাজহাটি—হুগলী। প্রধানত টপ্পাগায়ক হিসাবে পরিচিত হলেও ধ্রুপদও ভাল জানতেন। গোবিন্দচন্দ্র নাগ, রামপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, রমজান খাঁ, নিকুঞ্জবিহারী দত্ত, ফণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ গুণীদের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা। যাত্রাগায়ক হিসাবে সঙ্গীত-জীবন শুরু। ক্রমে তাঁর খ্যাতি বিস্তৃত হয়। কৃষ্ণকামিনী দাসী নামের এক গায়িকাও তাঁকে পুত্রস্নেহে অনেক গান শেখান। সোরী মিঞা ও নিধুবাবুর টপ্পা ছাড়া আরও বহু অপ্রচলিত টপ্পা তিনি সংগ্রহ করেন। 'কে তোমারে শিখায়েছে প্রেম ছলনা' ও 'তোমারই তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে' মাত্র এ দু'খানি গানের রেকর্ড আছে। রবীন্দ্র ভারতী, বিশ্বভারতী এবং বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন কর্তৃক পুরস্কৃত ও সম্মানিত হন। [১৬]

কালীপদ বসু (? - নভেম্বর ১৯১৪) ঝিনাইদহ—যশোহর। মহিমাপ্রসাদ। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। স্কুল থেকে এম·এ· পর্যন্ত প্রতিটি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। চাকরি-জীবনে রিপন, র‍্যাভেন্‌শ, প্রেসিডেন্সী ও ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা করেন। কর্মরত অবস্থায় প্রবাসে থেকেও তিনি স্বগ্রামের উন্নতি ও সংস্কার-সাধনে উদ্যোগী ছিলেন। ছাত্রদের উপযোগী কয়েকটি বহুল-প্রচারিত গণিতগ্রন্থের প্রণেতা। সর্বাপেক্ষা প্রচলিত গ্রন্থ : 'Algebra Made Easy' [১]

কালীপদ ভট্টাচার্য (? - ১৯৭৮) চট্টগ্রাম। প্রথম যৌবনে বিপ্লবী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত থাকায় নির্যাতিত হন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যোগ ছিল। সাহিত্যসেবায় তাঁকে মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের উত্তরসাধক বলা যায়। পাঁচখানি বিশালায়তন মহাকাব্য গ্রন্থের রচয়িতা : চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও তৎপরবর্তী ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে রচিত 'জালালাবাদের যুদ্ধ', নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও আজাদ হিন্দ ফৌজের শৌর্য-বীর্যের কাহিনী অবলম্বনে 'আজাদ হিন্দ নেতাজী কাব্য', মহাত্মাজীর জীবন ও বাণীর কাব্যরূপ 'গান্ধী-জীবন', রুশ বিপ্লবের কাব্যেতিহাস 'সোভিয়েট ঐতিহাসিক মহাকাব্য' ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্ অবস্থার পটভূমিকায় রচিত 'রাজসূয় মহাকাব্য'। বাংলায় ও ইংরেজীতে খণ্ডকবিতাও লিখেছিলেন। শেষের দিকের রচনায় বৈষ্ণব ভাব-ভক্তির প্রাধান্য দেখা যায়। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে তিনি নবদ্বীপের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের পণ্ডিতদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকেন এবং সেখানকার গোবিন্দ মন্দিরের পক্ষ থেকে 'নবদ্বীপ হিতৈষী' পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। কলিকাতার শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। কয়েক বছর 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। কর্মজীবনে সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং সেই সূত্রে একসময়ে সমবায় আন্দোলনের মুখপত্র 'ভাণ্ডার' পত্রিকা পরিচালনায় সহযোগিতা করেন। [১৮৪]

কালীপদ মুখোপাধ্যায়১। প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ। ১৮৭৪ খ্রী· 'বাহুলীন তত্ত্ব' (Treatise on Violin) গ্রন্থ রচনা করেন। [৪]

কালীপদ মুখোপাধ্যায়২ (? - ১৬·২·১৯৩৩) বিক্রমপুর—ঢাকা। ঢাকার অত্যাচারী স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কমলাক্ষ সেন গুলিতে নিহত হওয়ার ঘটনায় (২৭·৬·১৯৩২) এক তারবার্তার সূত্র ধরে তিনি ধৃত হন ও ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন। [৪২, ৪৩]

কালীপদ মুখোপাধ্যায়৩ (৯·৩·১৯০১ - ২৩·৭· ১৯৬২) তেলিবেড়িয়া—বাঁকুড়া। কলেজের শিক্ষা অসম্পূর্ণ রেখে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার জন্য বহুদিন কারাবাস করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পর আমৃত্যু একটানা বিভিন্ন দপ্তরে মন্ত্রিত্ব করে গেছেন। [৪, ১০]

কালীপ্রসন্ন। কলিকাতা। প্রকৃত নাম মুনশী বেলায়েৎ হোসেন। সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞ মুনশী সাহেব অলঙ্কারশাস্ত্র-সম্মত পরমার্থ-ভাবপূর্ণ বহু শাক্ত ও বৈষ্ণব পদ রচনা করে পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক 'কালীপ্রসন্ন' উপাধিতে ভূষিত হন। বেহাগ রাগে রচিত বাউল সঙ্গীতে তাঁর প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যায়। [৭৭]

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (৯·৬·১৮৬১ - ৪·৭· ১৯০৭) কলিকাতা। রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৭৬ খ্রী· লণ্ডন মিশনারী স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। এফ·এ· পড়বার সময় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের কাছে বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন এবং 'কাব্যবিশারদ' উপাধি পান। তাঁর কাছে তিনি সাংবাদিকতাও শিক্ষা করেন। 'দি কস্‌মোপলিটান', 'অ্যান্টি-খ্রীষ্টিয়ান', 'প্রকৃতি', 'হিতবাদী' প্রভৃতি নানা পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'সোমপ্রকাশ', 'পঞ্চানন্দ', 'সাহিত্য সংহিতা' প্রভৃতি পত্রিকাগুলিতেও তাঁর কবিতা, প্রবন্ধ ও ব্যঙ্গরচনা প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত ব্যঙ্গাত্মক রচনাগুলি 'প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়', 'যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়' ও 'শ্রীফকিরচাঁদ বাবাজী' নামে প্রকাশ করতেন। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র প্রমুখরাও তাঁর ব্যঙ্গের আক্রমণ থেকে রেহাই পান নি। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের বিরুদ্ধে ১৮৭৮ খ্রী· প্রথম পুস্তক 'সভ্যতা-সোপান' রচনা করেন। 'হিতবাদী' পত্রিকায় 'রুচিবিকার' নামে একটি কবিতা প্রকাশ করলে আদালত লেখকের নাম প্রকাশ করতে বলেন। কিন্তু তিনি সম্পাদকের কর্তব্য অনুযায়ী নাম প্রকাশে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে আদালত অবমাননার দায়ে তাঁর কারাদণ্ড হয়। তাঁর সম্পাদিত 'প্রসাদ-পদাবলী', 'বিদ্যাপতি : বঙ্গীয় পদাবলী', 'স্বদেশী সঙ্গীত' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'শব্দকল্পদ্রুম' প্রকাশনায় (রাধাকান্ত দেব সম্পাদিত) তাঁর দান আছে। রচিত 'পেনেল প্রসঙ্গ' (১৯০১) ও 'লাঞ্ছিতের সম্মান' (১৯০৬) গ্রন্থ দু'টি তাঁর স্বদেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৮৮৭ খ্রী· অমরাবতীর, ১৮৯৪ খ্রী· মাদ্রাজের এবং আদালত অবমাননার জন্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা থাকা সত্ত্বেও অসুস্থ অবস্থায় ১৮৯৯ খ্রী· লক্ষ্ণৌ-এর কংগ্রেস সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯০৫ খ্রী· বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় তাঁর রচিত স্বদেশী গান গাওয়া হত। ১৯০৬ খ্রী· কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে তাঁর রচিত হিন্দী গান উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। [১, ৩, ৫, ৭, ৮, ১০, ২৫, ২৬]

কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৫৯ - ৭·১০·১৯২৬) ইদিলপুর—ফরিদপুর। হরচন্দ্র। বরিশাল জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, ঢাকা কলেজ থেকে এফ·এ· এবং কলিকাতা মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে বি·এ· (১৮৮৪) পাশ করে কয়েক মাস হুগলী জেলার এক স্কুলে শিক্ষকতা করার পর বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলের শিক্ষক হয়ে আসেন। ১৮৮৬ খ্রী· থেকে ১৯০১ খ্রী· পর্যন্ত ঐ স্কুলের প্রধান-শিক্ষক, ১৮৮৯ খ্রী· কলেজ খুললে অধ্যাপক, ১৯০১ খ্রী· থেকে আমৃত্যু ব্রজমোহন কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ এবং বহুকাল কলেজের সেক্রেটারী ছিলেন। শিক্ষকতাকে তিনি ব্রত হিসাবে নিয়েছিলেন ব'লে অর্থোপার্জনের অন্যান্য পথ খোলা থাকলেও তা তিনি গ্রহণ করেন নি। লোকে বলত, "Kaliprasanna is Brojomohan College, Brojomohan College is Kaliprasanna." তিনি স্কুল-কলেজে পরীক্ষায় গার্ড রাখতেন না। স্কুলে ছড়া ছিল,—'হেডমাস্টার কালীপ্রসন্ন, রূপ নাই তাঁর গুণে

ধন্য/পূর্বজন্মে করেছেন পুণ্য, তাই তো এত গণ্যমান্য।' 'ন্যাশনাল এজেন্সী' নামে এক দোকান খুলে স্বদেশজাত দ্রব্য নিজের হাতে বিক্রি করতেন। লাভের দিকে দৃষ্টি ছিল না। সুলভ মূল্যের দোকান ব'লে সেখানে বেশ ভিড় হত। কর্তব্যপরায়ণ, আদর্শনিষ্ঠ এই শিক্ষাব্রতী সম্পর্কে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত একদিন বলেছিলেন, 'কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য বরিশালের দুই ব্যক্তিকে আমি শ্রদ্ধা করি—একজন গোপাল মেথর, অন্যজন কালীপ্রসন্ন'। [১৪৯]

কালীপ্রসন্ন ঘোষ, রায়বাহাদুর, সি·আই·ই· (২৩·৭·১৮৪৩ - ২৯·১০·১৯১০) ভরাকর—ঢাকা। শিবনাথ। শৈশবে ফারসী, সংস্কৃত ও বাংলা শিক্ষা শেষ করে দশ বছর বয়সে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ইংরেজী শেখেন। এন্ট্রান্স ক্লাসে মুগ্ধবোধ, রঘুবংশ, মেঘদূত, ভট্টি প্রভৃতি পড়েন। এর পর কলিকাতায় ইংরেজী-সাহিত্য, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, থিওলজি প্রভৃতি এবং শেষে পাণিনি পড়তে শুরু করেন। কুড়ি বছর বয়সে ভবানীপুরে খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রেভারেণ্ড ডাল প্রমুখদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাইশ বছর বয়সে ঢাকা ছোট আদালতের পেশকার-পদে বৃত হন। এখানে এগারো বছর কাজ করার পর ২৮ মার্চ ১৮৭৭ খ্রী· ভাওয়াল রাজ্যের প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত হন। ১৮৭০ খ্রী· পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্ম যুবকদের মুখপত্র 'শুভসাধিনী' পত্রিকা এবং ১৮৭৪ খ্রী· 'বান্ধব' পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। ভাওয়ালে অবস্থানকালে 'সাহিত্য সমালোচনা সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। বাগ্মিতার জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁকে ইংরেজী ও বাংলায় বক্তৃতা দিতে হত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর বিশিষ্ট সদস্য (১৩০১ ব·), সহসভাপতি (১৩০৪ - ০৭ ব·), সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি, অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সভ্য ও সদর লোকাল বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। রচিত গ্রন্থ ১৯টি। উল্লেখযোগ্য: 'নারীজাতিবিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৬৯), 'প্রভাত-চিন্তা' (১৮৭৭), 'নিভৃতচিন্তা' (১৮৮৩), 'নিশীথ-চিন্তা' (১৮৯৬) প্রভৃতি। বঙ্গের পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছ থেকে তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পান। [১, ৩, ৬, ৭, ২০, ২৫, ২৬, ২৮]

কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (১·৩·১৮৬৩ - ১২·১১·১৯১৯)। পিতার কর্মস্থল জলপাইগুড়িতে জন্ম। চন্দননগরের রাজা রামজীবনের বংশধর। পরবর্তী কালে পিতা লাহোরে চাকরি নিয়ে সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হন। শিক্ষারম্ভ লাহোর স্কুলে। মেডিকাল কলেজে ডাক্তারী পড়া ছেড়ে কিছুকাল সন্ন্যাস-জীবন যাপনের পর গৃহে ফিরে আসেন ও 'সিভিল মিলিটারী গেজেট' (লাহোর) পত্রিকায় অনুবাদকের পদে যোগ দেন। বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং ধর্মীয় ও সামাজিক নেতারূপে অল্পদিনেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৮৮৫ খ্রী· রেভারেণ্ড গোলোক চট্টোপাধ্যায়ের 'ট্রিবিউন' পত্রিকায় যোগ দেন। ১৯০৩ খ্রী· এই পত্রিকার প্রতিনিধিরূপে দিল্লীর দরবারে উপস্থিত ছিলেন। ১৯০৫ খ্রী· ট্রিবিউন ছেড়ে 'লাইট' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯০৭ খ্রী· শিশির কুমার ঘোষের আমন্ত্রণে কলিকাতায় অমৃতবাজার পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন। ১৯১০ খ্রী· লাহোরে ফিরে যান ও 'পাঞ্জাবী' পত্রিকায় যোগ দেন। ১৯১১ খ্রী· বারাণসীতে 'ভারতধর্ম মহামণ্ডলে'র মুখপত্র সম্পাদনা করেন। কিছুদিন 'কস্‌মোপলিটান' পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ১৯১৮ খ্রী· শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করেন এবং সেখানে তাঁর প্রদত্ত দু'টি বক্তৃতা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করে। শিবনাথ শাস্ত্রী ও সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রভাবাধীন ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই পাঞ্জাব কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা। বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে উৎসাহী ছিলেন। লাহোর D.A.V. কলেজ স্থাপনে হংসরাজকে সাহায্য করেন। নিজেও ১৮৯৬ খ্রী· এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ছিলেন। জন্মসূত্রে বাঙালী হলেও বেশভূষায়, চালচলনে ও কথাবার্তায় পাঞ্জাবী ছিলেন। সঙ্গীত, অঙ্কন-শিল্প, সাহিত্য, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়েও তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। 'শিখ সামরাত' ও 'সতীর অভিশাপ' নামক ঐতিহাসিক উপন্যাসের লেখক। [১২৪]

কালীপ্রসন্ন তর্কচূড়ামণি (১২৪০ - ১৩০৪ ব·) গৈলা—বরিশাল। জগমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তর্কসিদ্ধান্ত। 'স্মৃতিভূষণ' উপাধি লাভ করে পিতার চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করতে থাকেন ও পিতার মৃত্যুর পর তার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। নবদ্বীপে গিয়ে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করে 'ন্যায়পঞ্চানন' ও বারাণসীতে গিয়ে ভৃগু চতুষ্পাঠী থেকে 'জ্যোতিষাচার্য' উপাধি লাভ করেন। বরিশাল জেলার কলসকাঠী গ্রামের জমিদার বরদাকান্ত রায় তাঁকে সভাপণ্ডিত ও ধর্মোপদেষ্টা নিযুক্ত করেন। আনু· ১২৯০ ব· জমিদার-ভবনে অনুষ্ঠিত ধর্ম সম্মেলনে পণ্ডিতবর্গ কর্তৃক 'তর্কচূড়ামণি' উপাধি পান। তাঁর কৃতী ছাত্রদের মধ্যে বরিশালের মধুসূদন স্মৃতিরত্ন-পঞ্চতীর্থ ও গৈলা কবীন্দ্র (আয়ুর্বেদ) কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ললিতমোহন সেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কামাখ্যা মন্দিরের অন্যতম বিশ্বস্ত সেবক ও ট্রাস্টি ছিলেন। [১৭২]

কালীপ্রসন্ন দত্ত (১২৬৬ - ১৩০৮ ব·) চাঁওচা—ফরিদপুর। ঈশ্বরচন্দ্র। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে বি·এ· পড়া অসমাপ্ত রেখে সাত-আট বছর ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকেন। ১২৯৩ ব· বিজনী এস্টেটের কর্মাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। 'ভারত সুহৃদ' পত্রিকা সম্পাদনা এবং 'ভারত বণিক' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। 'বুয়র যুদ্ধের ইতিহাস' রচনা করে তিনি খ্যাতিমান হন। তাঁর অপর গ্রন্থ 'দলিত কুসুম'। [১]

কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত (১২৭৮ - ১৩৪৯ ব·)। এম· এ· পাশ করে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯০৫ খ্রী· বঙ্গ-ভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে শিক্ষকতা ছেড়ে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উন্নতিবিধানে আত্মনিয়োগ করেন। আমৃত্যু যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কার্যকরী সভার

সদস্য ও বসুমল্লিক অধ্যাপক ছিলেন। 'পুরাণ', 'রাজপুতকাহিনী', 'রামায়ণের কথা', 'ভারতনারী', 'সমাজবিজ্ঞান' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। 'মালঞ্চ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। [৪, ৫]

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪২ - ১৯০০) কলিকাতা। ১৮৫৮ খ্রী· বেলগাছিয়া থিয়েটারে 'রত্নাবলী' নাটকের নাম-ভূমিকায় অভিনয় করে খ্যাত হন। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সঙ্গীতশিষ্য এবং সেতার, সুরবাহার ও ন্যাস-তরঙ্গ-বাদনে অসাধারণ দক্ষ ছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান হন। বার্লিন, ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং ফ্রান্স ও ইতালী থেকে প্রশংসাপত্র ও পদক লাভ করেন। হাঙ্গেরীর প্রসিদ্ধ বেহালা-শিল্পী এডওয়ার্ড রেমিনী ১৮৮৬ খ্রী· কলিকাতায় তাঁর সেতার-বাজনা শুনে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। ওয়াজিদ আলী শাহ্ তাঁর বাজনায় মুগ্ধ ছিলেন। বহু সঙ্গীত বিদ্যালয়ের এবং বেঙ্গল একাডেমির শিক্ষক ও প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তাঁর শিষ্যগণের মধ্যে বৈকুণ্ঠনাথ বসু, জন অলডিস, খগেন্দ্রনাথ দে প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। 'ইংরাজী স্বরলিপি-পদ্ধতি' পুস্তকে তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের স্বরলিপি ইংরেজী পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করার বিপক্ষে যুক্তি দেখান। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের গ্রন্থ-প্রকাশে সহায়তা করেন। [১, ৩, ৫২]

কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, মহামহোপাধ্যায় (আনু· ১২৫৫ - ১·৯·১৩৩০ ব·) উজিরপুর—বরিশাল। বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য। ফরিদপুর জেলার ধানুকা গ্রামের এক চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। পরে বরিশাল থেকে এন্ট্রান্স, কলিকাতা জেনারেল অ্যাসেম্ব্লি কলেজ (স্কটিশ চার্চ কলেজ) থেকে বি·এ· এবং এম·এ· পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৮১ খ্রী· ঢাকা জগন্নাথ কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপকরূপে তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ করেন। ১৯০১ খ্রী· কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯১০ - ১৮ খ্রী· পর্যন্ত কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯১৮ খ্রী· থেকে বহুদিন তিনি টোলসমূহের পরিদর্শকরূপে কাজ করেন। কয়েক বৎসর সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন। ১৯১১ খ্রী· 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হন। [১৩০]

কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০ - ২৪·৭·১৮৭০) জোড়াসাঁকো—কলিকাতা। নন্দলাল। দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের প্রপৌত্র, বহুগুণসমন্বিত এই জমিদার-সন্তান মাত্র ৩০ বছরের জীবনে ভাষা-সাহিত্যে ও সমাজ-জীবনে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেন। হিন্দু কলেজের অসম্পূর্ণ শিক্ষা ইংরেজ গৃহশিক্ষকের সাহায্যে পূরণ হয়। মাত্র ১৩ বছর বয়সে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করে খ্যাতনামা বন্ধুদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ে আলোচনা চালাতেন। ক্রমে 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' (১৮৫৫) এবং 'বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার'-এর (১৮৫৬) মাধ্যমে সাংস্কৃতিক জীবনে প্রবেশ করেন। ১৮৫৬ খ্রী· রামনারায়ণ অনূদিত 'বেণীসংহার' নাটকে অভিনয় করেন। 'সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' (প্রাণিতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, শিল্প ও সাহিত্য-বিষয়ক), 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'পরিদর্শক' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ২৪ জুলাই ১৮৬১ খ্রী· 'নীলদর্পণ' নাটকের জন্য পাদরী লঙ সাহেবের জরিমানার হাজার টাকা তিনি আদালতে জমা দিয়েছিলেন। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশ মুখার্জী ও তাঁর পরিবারবর্গকে এবং 'মুখার্জীস ম্যাগাজিনে'র শম্ভুচন্দ্র, শিক্ষক রিচার্ডসন ও লঙ সাহেব প্রমুখদের নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। বিধবা-বিবাহকে জনপ্রিয় করার জন্য পুরস্কার ঘোষণা এবং বহুবিবাহরোধ ও বারবনিতা-স্থানান্তরীকরণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রচিত নাটক : 'বাবু' (১৮৫৪), 'বিক্রমোর্বশী' (১৮৫৭), 'সাবিত্রীসত্যবান' (১৮৫৮) ও 'মালতীমাধব' (১৮৫৯)। ছদ্মনামে লিখিত তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' (১৮৬২ - ৬৪) সমাজজীবনের কিঞ্চিৎ স্থূল ব্যঙ্গরূপ। সংস্কৃত শব্দবহুল পণ্ডিতী ভাষার বিরুদ্ধে সাহিত্যে কথ্য ভাষার প্রচলন করার জন্যও গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয়। বিদ্যাসাগরের উৎসাহে ও তত্ত্বাবধানে হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতের সাহায্যে মূল সংস্কৃত মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। সরকার কর্তৃক অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ও 'জাস্টিস অফ দি পীস' নিযুক্ত হয়েছিলেন। [১, ২, ৩, ৭, ৮, ২০, ২৫, ২৬, ২৮]

কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪ - ১৫·৪·১৯৭২) খালিয়া—মাদারীপুর (পূর্ববঙ্গ)। অগ্নিযুগের বিপ্লবী। বালেশ্বরের বুড়ি বালামের তীরে বাঘা যতীনের সঙ্গী যে তিন বীর বিপ্লবী আত্মদান করেন তাঁদের মন্ত্রগুরু ছিলেন। ব্রহ্ম ও ভারতের বিভিন্ন কারাগারে ২২ বছর বন্দী-জীবন কাটান। [১৬]

কালীবর বেদান্তবাগীশ (১৮৪২ - ১৯১১)। বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থের বিশেষ করে সাংখ্য, যোগ ও বেদান্ত দর্শন বিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা ও অনুবাদক হিসাবে খ্যাত ছিলেন। সারদাপ্রসাদ ঘোষের সহযোগিতায় 'সঙ্গীত পারিজাত' ও 'সঙ্গীত রত্নাকর' সম্পাদনা করেন। তৎকৃত যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ও হিন্দী আত্মরামায়ণ অনুবাদ উল্লেখযোগ্য। তিনি মহাভারতের অনুবাদও করেছিলেন। শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত বেদাদি বিবিধ শাস্ত্রীয় সম্বাদ ঘটিত মাসিক পুস্তক 'সর্বার্থ সংগ্রহে'র অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। তাঁর 'শঙ্কর ও শাক্যমুনি' গ্রন্থটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত। ১৩১৩ - ১৪ ব· 'অঙ্কুর' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 'গুরুশাস্ত্র', 'পাতঞ্জলদর্শন', 'বেদান্তদর্শন' (৪ খণ্ড), 'সাংখ্যদর্শন', 'সাংখ্যসূত্রম্', 'পরলোক রহস্য', 'ন্যায়দর্শন', 'বেদান্তসার' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। [৩, ৪, ১৭]

কালীময় ঘটক (১২৪৭ - ৩·৩·১৩০৭ ব·) রানাঘাট—নদীয়া। চন্দ্রশেখর তর্কসিদ্ধান্ত। দারিদ্র্যের জন্য শিক্ষারম্ভে বিলম্ব ঘটে। ১২৬৫ ব· কৃতিত্বের সঙ্গে এন্ট্রান্স পাশ করেন। ছুতারমিস্ত্রী, রাজমিস্ত্রী, দরজী

প্রভৃতির কাজে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। বিভিন্ন গ্রামে বাংলা স্কুলে শিক্ষকতার পর জমিদারদের সাহায্যে স্বগ্রামে স্কুল স্থাপন করে শিক্ষকতা শুরু করেন। ক্রমে বালিকা বিদ্যালয় ও শ্রমিক ব্যবসায়ীদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। রচিত গ্রন্থাবলী: 'চরিতাষ্টক' (২ খণ্ড), 'ছিন্নমস্তা', 'কৃষিশিক্ষা', 'কৃষিপ্রবেশ', 'সুরেন্দ্র জীবনী', 'মিত্রবিলাপ', 'মেলা' প্রভৃতি। [১, ৭,২৬]

কালী মির্জা (আনু. ১৭৫০ - ১৮২০) গুপ্তিপাড়া — হুগলী। বিজয়রাম চট্টোপাধ্যায়। প্রকৃত নাম কালিদাস। টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করে যৌবনে বারাণসীতে সঙ্গীত ও বেদান্ত শিক্ষা করেন। লক্ষ্ণৌ ও দিল্লীতে ফারসী ও উর্দু এবং বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করে স্বগ্রামে ফেরেন। বাঙলা দেশে টপ্পা গানের গায়ক ও রচয়িতা হিসাবে তিনি নিধুবাবুর পূর্ববর্তী। রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতগুরু এবং বর্ধমান মহারাজের সভাগায়ক ছিলেন। পরে গোপীমোহন ঠাকুরের আশ্রয় ও আনুকূল্যে কাশীবাসী হন। বেশভূষা, চালচলন ও ফারসী ভাষায় দক্ষতার জন্য 'মীর্জা' নামে আখ্যাত হন। 'গীতলহরী' (১৯০৪) গ্রন্থে তাঁর রচিত দুই শত গান আছে। এ ছাড়া 'বাঙ্গালীর গান' (১৩১২ ব.) এবং 'সঙ্গীত রাগকল্পদ্রুম' (১৯১৬) গ্রন্থে তাঁর কিছু কিছু গান সঙ্কলিত হয়েছে। [১, ২, ৩, ২৫, ২৬]

কালীমোহন ঘোষ (১৮৮২ - ১৩.৬.১৯৪০) বাজাপ্তি—চাঁদপুর, ত্রিপুরা। দীননাথ। বিশিষ্ট কর্মব্রতী ও সাহিত্যানুরাগী। রবীন্দ্রনাথপরিকল্পিত শ্রীনিকেতনের মুখ্য সংগঠক। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন-কালে কলেজ ছেড়ে স্বদেশীতে মাতেন। ১৯০৬ খ্রী. পাবনায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস কনফারেন্সে উগ্রপন্থীদের পক্ষে ছিলেন। ১৯০৮ খ্রী. বরিশাল কংগ্রেস সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের পল্লীচর্চা-বিষয়ক বক্তৃতা শুনে অনুপ্রাণিত হন ও শান্তিনিকেতনে শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। ১৯১২ খ্রী. প্রাথমিক শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষাসম্পর্কে জ্ঞানার্জনের জন্য শান্তিনিকেতন থেকে তাঁকে লণ্ডনে পাঠান হয়। অর্থাভাবে অল্পদিনের মধ্যে সেখান থেকে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথপরিকল্পিত পল্লীসংগঠনের কাজে শ্রীনিকেতনে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর রচিত অজস্র প্রবন্ধ ও নিবন্ধে নূতন চিন্তাধারা ও পরিকল্পনা পরিস্ফুট। সঙ্গীতজ্ঞ শান্তিদেব তাঁর কৃতী পুত্রদের অন্যতম। [১৪৯, ১৭৮]

কালীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ (১৮শ শতাব্দী)। ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক আহূত একাদশ পণ্ডিতরচিত হিন্দু আইনের মূলসংগ্রহ 'বিবাদার্ণব সেতু' নামক বিপুল গ্রন্থ-রচয়িতাগণের অন্যতম। অন্যান্য দশ জনের নাম: বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, কৃষ্ণরাম তর্কসিদ্ধান্ত, রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার, বীরেশ্বর পঞ্চানন, কৃষ্ণজীবন ন্যায়ালঙ্কার, গৌরীকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণচন্দ্র সার্বভৌম, শ্যামসুন্দর ন্যায়সিদ্ধান্ত, কৃষ্ণকিশোর তর্কালঙ্কার ও সীতারাম ভাট। এই গ্রন্থ প্রথমে ফারসী ভাষায় ও পরে হ্যালহেড সাহেব কর্তৃক 'A Code of Gentoo Laws' নামে ইংরেজীতে অনূদিত হয়। [১]

কালীশঙ্কর রায় (১৭৪৪? - ১৮৩৪) নড়াইল—যশোহর। রূপরাম। নাটোর রাজসরকারে দেওয়ানের কাজ করতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ভূষণার জমিদারী প্রাপ্ত হন। ১৭৯৫ খ্রী. বাকী খাজনার দায়ে নাটোররাজের পরগনাগুলি নীলামে উঠলে তিনি পাঁচটি পরগনা ও পরে আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র পরগনা ক্রয় করে নড়াইল জমিদারবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ইতঃপূর্বে জমিদারী-সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি কৃষক-বাহিনী নিয়ে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। ১৭৯৬ খ্রী. ইংরেজগণ কৌশলে তাঁকে বন্দী করলে যশোহর-খুলনার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কৃষক-বিদ্রোহ দেখা দেয়। ফলে শাসকবর্গ তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন এবং তাঁর দেয় খাজনার পরিমাণও হ্রাস করা হয়। ১৮০৬ খ্রী. মুর্শিদাবাদের নবাব তাঁকে 'রায়' উপাধি দেন। মৃত্যুর কিছুকাল আগে কাশীতে জমিদারী ক্রয় করে বসবাস আরম্ভ করেন। [১, ৫৬]

কালীশঙ্কর সিদ্ধান্তবাগীশ (১৭৮১ - ১৮৩০)। বিক্রমপুর—ঢাকা। ফরিদপুরের ধানুকা গ্রামের পণ্ডিত চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চাননের ছাত্র। বিচারপটু না হলেও উৎকৃষ্ট পত্রিকা রচনা দ্বারা স্মরণীয় হয়েছেন। 'কালীশঙ্করী' পত্রিকা নবদ্বীপ, কাশী, মাদ্রাজ প্রভৃতি নব্যন্যায়ের চতুষ্পাঠীতে অধীত হত। তিনি ময়মনসিংহ-সুসঙ্গের রাজা রাজসিংহের দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। বছরের মধ্যে ৬ মাস বিক্রমপুর সমাজের প্রাধান্য রক্ষার জন্য দেশে থেকে অধ্যাপনা করতেন এবং বাকি ৬ মাস সুসঙ্গ রাজবাড়িতে গিয়ে পড়াতেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে চাকদার কমলাকান্ত তর্কশিরোমণি ও বিক্রমপুর-কাঁটাদিয়ার কমলাকান্ত সার্বভৌমের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর বহু অ-বাঙালী ছাত্রও ছিলেন। [৯০]

কালীশ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯ - ১৯৮৪) ফরিদপুর। ১৯৪০ খ্রী. প্রকাশিত 'রূপমঞ্চ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা ছাড়া তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব 'বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস' সঙ্কলন। একক চেষ্টায় তিনি ব্যারাকপুরে চলচ্চিত্রের একটি 'আর্কাইভ' প্রতিষ্ঠা করেন। কয়েক বছর বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। [১৬]

কালীশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ (? - ৩১.৪.১৩২১ ব.) রামচন্দ্রপুর—বরিশাল। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। কুড়ি বছর বয়সে কাশীধামে গিয়ে বহুকষ্টে অন্যের আশ্রয়ে থেকে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। দেশে ফিরে বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সংস্কৃত পণ্ডিতের পদে বৃত হন। 'সংস্কৃত প্রবেশ' নামে একখানি সুখপাঠ্য ব্যাকরণ-গ্রন্থ রচনা করেন। আচণ্ডাল আর্ত-আতুরের সেবায় তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত ছিল। ১৮৯৪ খ্রী. 'দরিদ্র বান্ধব সমিতি'র (Little Brothers of the Poor) সর্বাধিনায়ক হয়েছিলেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের অসীম মমতায় সেবাব্রতী করে তুলেছিলেন। এই স্বেচ্ছাসেবক ছেলেরা শুধু আতুরাশ্রমেই রুগীর সেবা করত না—শহরের যে কোন বাড়ী থেকে ডাক পড়লেই তারা

সেখানে উপস্থিত হত। পণ্ডিতমশাই তাদের কাজ ভাগ করে দিতেন। তাঁর সমাধি-মন্দিরের নাম 'কালীশচন্দ্র আতুরাশ্রম'। সেখানে একসঙ্গে চারজন অনাথ-আতুরের সেবার ব্যবস্থা ছিল। [১৪৯]

কালী সরকার (১৯০৫ ? - ৪.৪.১৯৬৮)। বি.এ. পাশ করে মঞ্চশিল্পী হিসাবে প্রথমে 'আলফ্রেড থিয়েটারে' যোগ দেন। এরপর শিশির ভাদুড়ী, তুলসী লাহিড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, অহীন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ অভিনেতাদের সঙ্গেও অভিনয় করেন। 'বহুরূপী', 'রূপকার', 'আই-পি-টি-এ' প্রভৃতি নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন এবং বহুরূপী ও রূপকারের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ছিলেন। চলচ্চিত্রেও বিভিন্ন ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন। শ্রীরঙ্গমে 'বিন্দুর ছেলে' নাটকে মাধব-চরিত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অভিনয় করেন। ভারত সরকারের কর্মচারী ছিলেন। [১৬]

কাশীম আলী খাঁ, নবাব, মীর (? - ৭.৬.১৭৭৭)। মীরকাশিম নামে খ্যাত। বাঙলার নবাব মীরজাফরের জামাতা। মীরজাফর ইংরেজদের প্রতিশ্রুত উৎকোচ প্রদানে অসমর্থ হলে ইংরেজগণ ১৭৬০ খ্রী· কাশিম আলীকে নবাবী প্রদান করেন। নবাবী পেয়েই তিনি রাজস্বের সুবন্দোবস্ত করে কর্মচারীদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করেন। ইংরেজদের কর্তৃত্ব থেকে দূরে থাকার উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদ থেকে রাজধানী মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করেন। দিল্লীর বাদশাহকে বার্ষিক ২৪ লক্ষ টাকা কর দিতে স্বীকার করে 'আলীজাহ নশীর-উল-মুলক এমতাজদ্দৌলা কাশিম আলী খাঁ নশরৎ জঙ্গ' উপাধি লাভ করেন। এরপর তিনি ইংরেজদের কাছে শুল্ক দাবি করেন। ইংরেজরা তাতে অস্বীকৃত হয়। এই সুযোগে তিনি সমস্ত ব্যবসায়ীদের শুল্ক-রহিতের আদেশ প্রদান করেন। এই-সমস্ত কারণে ২ আগস্ট ১৭৬৩ খ্রী· উদয়নালায় ইংরেজরা নবাব সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধে নবাব পরাজিত হয়ে পাটনায় পালিয়ে যান। পরে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মোগল সম্রাট শাহ-আলমের সঙ্গে মিলিত হয়ে ১৭৬৪ খ্রী· ইংরেজদের আক্রমণ করেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হন। শোনা যায়, দিল্লীর কাছে পালোয়াল গ্রামে উদরী রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। [১, ২৫, ২৬]

কাশীচন্দ্র বাচস্পতি (১২.১২.১৮২১ - ১৮৯৮) উনশিয়া—কোটালিপাড়া, ফরিদপুর। রাধানাথ তর্কসিদ্ধান্ত। প্রখ্যাত পণ্ডিত, পাঠক ও কথক। অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় মাতুলালয় বরিশালের রামচন্দ্রপুরে থেকে পড়াশুনা করেন। উজিরপুর গ্রামনিবাসী বৈয়াকরণ ও পুরাণবিৎ হরিশচন্দ্র তর্কভূষণের কাছে বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে 'বাচস্পতি' উপাধি লাভ করেন। ২৫ বছর বয়সে নিজ গ্রামে এসে অধ্যাপনা শুরু করে খ্যাতিমান হন। পরে কথকতা শিক্ষা করে ক্রমে কথকতায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তাঁর কথায় জানা যায়—কোন এক গৃহস্থবাড়িতে গিয়ে একমাস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কথকতা করে তিনি দক্ষিণাস্বরূপ ১ টাকা নগদ, তামার কোষাকুষি, ১ জোড়া ধুতি এবং ১ খানা কাঁঠালকাঠের পিঁড়ি উপহার পেয়েছিলেন। ঐ ১ টাকায় ৮ মণ ধান কেনা হয়েছিল। নিজ গৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে ছাত্রদের আহার ও বাসস্থান দিয়ে পড়াতেন। তাঁর কৃতী ছাত্রদের মধ্যে কৃষ্ণকুমার বিদ্যারত্ন, তারকচন্দ্র শিরোমণি, বনমালী বিদ্যাভূষণের নাম বিখ্যাত। সমগ্র বাল্মীকি রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত এবং কয়েকখানি মহাপুরাণ তিনি তুলট কাগজে নিজ হাতে লিখে শেষ করেন। মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁর পৌত্র। [১৭২]

কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১৮৫৫ - ১৯১৮) বিক্রমপুর—ঢাকা। বাগ্মী ও পণ্ডিত কাশীচন্দ্র সামাজিক সমস্যার শাস্ত্রানুগ সমাধানকল্পে গ্রন্থ রচনা করেন। রচিত গ্রন্থ : 'সন্ন্যাসাধিকার-নির্ণয়' ও 'উদ্ধারচন্দ্রিকা'। শেষোক্ত গ্রন্থে বিলাত-ফেরতদের সামাজিক পুনর্বাসনের পন্থা নির্ণয় করেছেন। তা ছাড়া তিনি মনু প্রভৃতি বিংশ সংহিতার টীকাও রচনা করেন। [৩]

কাশীনাথ (১৯শ শতাব্দী)। তিনি মন্টেগুসাহেবের তত্ত্বাবধানে বাংলা অক্ষরে একটি পৃথিবীর মানচিত্র প্রস্তুত করেন (১৮২১)। এটি বাঙালী অঙ্কিত বাংলায় প্রথম মানচিত্র। [২]

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন (আনু· ১৭৮৮ - ৮.১১ ১৮৫১)। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কেরীর অধীনে সহকারী পণ্ডিত ছিলেন। ১৮২৫ খ্রী· সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮২৭ খ্রী· চব্বিশ পরগনা জেলার জজ-পণ্ডিতের পদ পান। ১৮৩১ খ্রী· এই পদ থেকে বরখাস্ত হয়ে সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের অধ্যাপক হন। কিন্তু এখানেও তাঁর পদাবনতি হয়। শেষে গ্রন্থাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। রচিত গ্রন্থ : 'পদার্থ কৌমুদী', 'আত্মতত্ত্ব কৌমুদী', 'পাষণ্ড পীড়ন' (১৮২৩), 'সাধু সন্তোষিণী', 'শ্যামা সন্তোষ' প্রভৃতি। [১, ৪, ২৮, ৬৪]

কাশীনাথ দাশগুপ্ত, মুন্শী (১৮০৮ - ১৮৮৬) বিদগ্রাম—ঢাকা। কর্মজীবনে নোয়াখালির মহাফেজ ছিলেন। ৫৫ বছর বয়সে অবসর-গ্রহণ করে সাহিত্যকর্মে মনোনিবেশ করেন। রচিত গ্রন্থ : 'শব্দদীপিকা', 'পঞ্চবটীতত্ত্ব', 'অবলাজ্ঞানদীপিকা', 'কন্যাপণবিনাশিকা' প্রভৃতি। শেষোক্ত গ্রন্থটি পণপ্রথার বিরুদ্ধে রচিত। [১]

কাশীনাথ বিদ্যানিবাস (১৬শ শতাব্দী) নবদ্বীপ। আদিনিবাস শ্রীহট্ট। বিদ্যাধর বাচস্পতি। বাসুদেব সার্বভৌমের ভ্রাতুষ্পুত্র কাশীনাথ জীবদ্দশায় 'সর্ব্ব-জগতীপ্রতিষ্ঠিত-ভট্টাচার্যৌঘমৌলিরত্ন'-রূপে তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ সারস্বতপীঠ কাশীধামে অধিষ্ঠিত থেকে সমগ্র ভারতব্যাপী এক অনন্যসাধারণ মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে সম্রাট আকবরের আমলে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের যে তালিকা আছে, তাতে ৩২ জন হিন্দুর মধ্যে বিদ্যানিবাস অন্যতম। কাশীর মুক্তিমণ্ডপে ১৫৮৩ খ্রী· অনুষ্ঠিত সামাজিক সভার নির্ণয়পত্রে নানাদেশীয় পণ্ডিতদের মধ্যে 'বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য' প্রমুখ গৌড়ীয়ের স্বাক্ষর আছে। ১৫শ-১৬শ

শতাব্দীর অন্যান্য পূর্বভারতীয় প্রতিভাবান পণ্ডিতের মত তিনিও নব্যন্যায়ের আকরগ্রন্থ 'তত্ত্বচিন্তামণি'র ওপর টীকা রচনা করেন। তাঁর 'সচ্চরিতমীমাংসা' গ্রন্থ ১৫৫৮-৫৯ খ্রী· রচিত। দীর্ঘায়ু এই পণ্ডিত ১২৫ বছরেরও বেশি জীবিত ছিলেন। কাশীনিবাসী হলেও তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচিতি ১৭শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বাঙলা দেশ থেকে বিলুপ্ত হয় নি। আইন-ই-আকবরীর তালিকায় পৃথক এক নৈয়ায়িক কাশীনাথ ভট্টাচার্যের নাম আছে। [১, ৯০, ১৮৭]

কাশীনাথ মিস্ত্রী (১৯শ শতাব্দী)। ধাতুশিল্পী। তাঁর সম্বন্ধে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির বিবরণে (১৮১৮ - ১৯) লিখিত আছে " ..... The highly creditable execution of the plates by a native artist, Casheenath Mistree, deserves particular mention, as evincing the progress already made by the natives in the elegant and useful art of engraving on copper .....". এই শিল্পে সে যুগের অন্যান্য বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন রামচাঁদ রায়, বিশ্বম্ভর আচার্য, রামধন স্বর্ণকার, মাধবচন্দ্র দাস, রূপচাঁদ আচার্য, রামসাগর চক্রবর্তী, বীরচন্দ্র দত্ত, হরিহর ব্যানার্জী প্রভৃতি। কাঠখোদাই শিল্পেও তাঁরা দক্ষ ছিলেন। [৬৪]

কাশীপ্রসাদ ঘোষ (৫·৮·১৮০৯ - ১১·১১·১৮৭৩) পৈতাল—হাবড়া। শিবপ্রসাদ। ১৮২১-২৭ খ্রী· হিন্দু কলেজের ছাত্র থাকাকালে ইংরেজীতে গদ্য ও পদ্য রচনায় সুনাম অর্জন করেন। সংস্কৃত, বাংলা, ফারসী ও হিন্দীতেও দখল ছিল। 'গভর্নমেন্ট গেজেট', 'লিটারারি গেজেট', 'সংবাদ প্রভাকর' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর রচনাবলী প্রকাশিত হত। কিছু বাংলা টপ্পা গানও রচনা করেছেন। 'বিজ্ঞান সেবধি' পত্রিকায় বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ করে সুনাম অর্জন করেন। ১৮৪৬ খ্রী· 'হিন্দু ইনটেলিজেন্সার' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৫ জুন ১৮৫৭ খ্রী· পত্রিকাটি মুদ্রাযন্ত্র আইনের প্রতিবাদে বন্ধ রাখেন। রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'শায়ির অ্যাণ্ড আদার পোয়েম্স্' (১৮৩০) এবং 'মেময়ার অফ নেটিভ ইণ্ডিয়ান ডিন্যাস্টিজ' (১৮৩৪) উল্লেখযোগ্য। বেথুন স্কুলের প্রথম অধ্যক্ষ সভার (১৮৫৬) সদস্য এবং কলিকাতার জাস্টিস্ অফ দি পীস্, অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ও কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টের প্রথম জুরীদের (১৮৩৪) অন্যতম ছিলেন। [১, ৩, ৭]

কাশীরাম দাস। মহাভারতের বঙ্গানুবাদক এই কবি অনুমান ১৭শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন। তিনি জাতিতে কায়স্থ—দেব-পদবীভুক্ত। সম্ভবত বর্ধমানের কাটোয়া অঞ্চলের সিঙ্গিগ্রাম অথবা দাইহাটের নিকট সিঙ্গিগ্রাম অঞ্চলে তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল। মেদিনীপুর জেলার আবাসগড়ের রাজার আশ্রয়ে থেকে পাঠশালায় শিক্ষকতা করতেন। তিনিই সম্পূর্ণ মহাভারত অনুবাদ করেছেন অথবা দু'টি বা তিনটি পর্ব অনুবাদ করেছেন, সঠিক জানা যায় না। 'জগন্নাথ মঙ্গল' রচয়িতা গদাধর তাঁর অনুজ। অগ্রজ কৃষ্ণদাস 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' রচনা করেন। কাশীরামের মহাভারতের প্রথম চার পর্ব (১৮০১ - ০৩) শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে ছাপা হয়। এই প্রেস থেকেই সম্পূর্ণ অংশ জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের সম্পাদনায় ১৮৩৬ খ্রী· মুদ্রিত হয়। 'ভারত পাঁচালী' কাব্যের কবি হিসাবেও তিনি খ্যাত ছিলেন। কাশীরাম দাসের নামে রচিত 'সত্যনারায়ণের পুঁথি', 'স্বপ্নপর্ব', 'জলপর্ব' ও 'নলোপাখ্যান' গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। [১, ৩, ২০, ২৫, ২৬, ১২৯]

কিরণকুমার ভট্টাচার্য (১৮৯৮ - ২৫·১০·১৯৭৫) এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ডীন ছিলেন। অকৃতদার এই অধ্যাপক সাংবাদিকতাও করতেন। লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। জওহরলাল নেহেরুর আমলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবিতে কংগ্রেস ত্যাগ করে নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে রাষ্ট্রপতি-পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। [১৬]

কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধারণ রঙ্গালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নগেন্দ্রনাথের অনুজ কিরণচন্দ্র ন্যাশনাল, বেঙ্গল, গ্রেট ন্যাশনাল প্রভৃতি থিয়েটারে বহু ভূমিকায় অভিনয় করেন। রচিত নাটক 'ভারতমাতা' (২৮·৮·১৮৭৩) ও 'ভারতে যবন' (২০·১০·১৮৭৪) সমকালীন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। [৬৯]

কিরণচন্দ্র মিত্র (১৫·৪·১২৯০ - ১·১২·১৩৬১ ব·) শ্রমিকনেতা হিসাবে রাজনীতিক্ষেত্রে পরিচিত। মালিকপক্ষের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে তিনি শ্রমিক সংগঠনের জন্য চাকরি ত্যাগ করেন। ১৯২৮ খ্রী· ঐতিহাসিক ধর্মঘট পরিচালনার জন্য তাঁকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। শ্রমিক আন্দোলন-সংক্রান্ত হিন্দী, ইংরেজী ও বাংলায় সাময়িক পত্রিকাদি সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। [১০]

কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৯৩ - ১২·১২·১৯৫৪) ভুগিলহাট—যশোহর। অমৃতলাল। ভারতের মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তি। ১৯০৫ খ্রী· কলিকাতায় দেবব্রত বসুর (স্বামী প্রজ্ঞানন্দ) সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যমে বিপ্লবী জীবন শুরু হয়। রাজনৈতিক জীবনের সূচনা 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর', 'নবশক্তি', 'বন্দেমাতরম্' প্রভৃতি পত্রিকার কর্মী ও লেখকরূপে। 'হিতবাদী' পত্রিকায় কাজ করার সময় 'মুক্তি কোন্ পথে' এবং 'কঃ পন্থা' নামক বিপ্লবাত্মক পুস্তিকা রচনার জন্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হলে তিনি বগুড়ায় আত্মগোপন করেন। ক্রমে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, প্রফুল্ল চাকী প্রমুখদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। উত্তর কলিকাতার নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রীটে 'উত্তর কলিকাতা যুবক সঙ্ঘ' এবং 'মহেশালয়' নামে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় অগ্রণী ছিলেন। মহেশালয়ে বোমা তৈরী হত। পরে ধরা পড়েন ও বিচারে দেড় বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করার জন্য ১৯১৬ খ্রী· আবার তিনি গ্রেপ্তার হন। ১৯১৯ খ্রী· মুক্তি পেয়ে

অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে 'সারভেন্ট' পত্রিকা প্রকাশনায় শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, পূর্ণচন্দ্র দাস প্রভৃতিকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। এই সময়ে 'সরস্বতী লাইব্রেরী' স্থাপনে ও 'শান্তিসেনা' গঠনে সক্রিয় ভূমিকা নেন এবং অর্থসংগ্রহ করতে থাকেন। খুলনার বাগেরহাটে ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের সঙ্গে 'সত্যাশ্রম' নামে একটি সমাজকল্যাণমূলক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৪ খ্রী· টেগার্ট ভ্রমে আর্নেস্ট ডে-কে হত্যা করা হলে গোপীনাথ সাহা ও অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও গ্রেপ্তার হয়ে পাঁচ বছরের জন্য কারারুদ্ধ হন। ১৯২৮ খ্রী· মুক্তি পান ও পুনরায় সরস্বতী লাইব্রেরীর সংগঠনে মন দেন। ১৯৩০ খ্রী· চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের ঘটনার পর ভূপেন দত্ত গ্রেপ্তার হলে চন্দননগরে বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল এবং ডালহৌসী স্কোয়ারে বোমা-প্রস্তুত-কেন্দ্রের ভার তাঁর ওপর পড়ে। কিছুদিন পরেই পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে প্রথমে ১৯৩০ - ৩৭ খ্রী· এবং দ্বিতীয়বার ১৯৪২ - ৪৫ খ্রী· বন্দী থাকেন। মুক্তিলাভের পর কলিকাতায় প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর নামে 'প্রজ্ঞানানন্দ পাঠাগার' প্রতিষ্ঠা করে ছাত্র ও যুবকদের সঙ্গে রাজনীতি বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। রচিত গ্রন্থ: 'চন্দ্রগুপ্ত-গুরু চাণক্য' ও 'শিবাজী-গুরু রামদাসস্বামী'। [৩, ১০]

কিরণচাঁদ দরবেশ, চট্টোপাধ্যায় (২৭·৪·১২৮৫ - ১৭·৩·১৩৫৩ ব·)। খালিয়া—ফরিদপুর। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য। ১৩১৯ ব· সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে কাশীতে বসবাস শুরু করেন। স্বদেশী যুগে অশ্বিনীকুমার দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি নেতাদের সঙ্গে কাজ করেছেন। ফটোর ব্যবসার সঙ্গে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডেও যুক্ত ছিলেন। কবিতাও লিখতেন। নারায়ণ পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত হত। তার কাব্যগ্রন্থ 'মন্দির' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম·এ· ক্লাশের পাঠ্য ছিল। কাশীর শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠের মোহান্ত, বারাণসীর বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজের সভাপতি এবং কাশী বাঙ্গালীটোলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। রচিত ২০খানি গ্রন্থের মধ্যে 'রেবা', 'গানের খাতা' (২ খণ্ড), 'নামব্রহ্মপূজাপদ্ধতি', 'সঙ্গীতসুধা', 'কুলসঙ্গীত' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'জপসী', 'সুখমণি', 'শ্রীবৃন্দাবন শতক', 'সাম সন্ধ্যাগাথা' প্রভৃতি তাঁর অনুবাদ গ্রন্থ। [১, ৪, ৫, ২৫, ২৬]

কিরণধন চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৭ - ১৯৩১) উত্তরপাড়া—হুগলী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী ও দর্শনের এম·এ· এবং বি·এল· ছিলেন। কিছুদিন ওকালতি করার পর বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন। 'ভারতী' কবিগোষ্ঠীর অন্যতম ছিলেন। ১৯২৩ খ্রী· 'নতুন খাতা' কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত কিশোরপাঠ্য ও ব্যঙ্গ কবিতাও আছে। [৩]

কিরণ মুখোপাধ্যায় (১৮৮৮ ? - ১৯৪০)। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের সংস্কৃতের শিক্ষক সারদাকান্ত। গ্রীক সাহিত্য ও দর্শনের প্রখ্যাত পণ্ডিত। ১৯০৪ খ্রী· ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স ও ১৯০৬ খ্রী· ঢাকা কলেজ থেকে এফ·এ· পাশ করেন। উভয় পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি পান। ১৯০৮ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরেজী, সংস্কৃত ও দর্শনে অনার্স সহ বি·এ· এবং ১৯১০ খ্রী· ইংরেজীতে এম·এ· পাশ করেন। জনৈকা মাতৃসমা রমণীর অর্থানুকূল্যে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে লণ্ডন বিশ্ববিদালয় থেকে এম·এ· ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯১৩-১৪ খ্রী· দেশে ফিরে রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের ভাগিনেয়ী প্রীতিময়ীকে বিবাহ করে অক্সফোর্ডে যান এবং সেখানে ১৯১৭ খ্রী· গ্রীক সাহিত্য ও দর্শনে এম·এ· পাশ করেন। পরে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদাপূর্ণ 'জনলক' বৃত্তি লাভ করে কিছুকাল অক্সফোর্ডে অধ্যাপনা করেন। তাঁর বিষয় ছিল Neo-platonism দর্শন। ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি এবং ইংরেজী ও দর্শন বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদালয়ে অধ্যাপনা করেন। বলা যেতে পারে, আধুনিককালে অতুলচন্দ্র গুপ্ত বিরচিত 'কাব্য জিজ্ঞাসা' ও কিরণচন্দ্রের অধ্যাপনা বঙ্গদেশে সাহিত্যতত্ত্ব-চর্চার প্রবর্তন করেছে। [১৪৯]

কিরণশঙ্কর রায় (১৮৯১ - ২০·২·১৯৪৯) তেঁওতা—ঢাকা। হরিশঙ্কর। শিক্ষা কলিকাতা হিন্দু স্কুল, সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ এবং অক্সফোর্ডের নিউ কলেজে। দেশে ফিরে প্রেসিডেন্সী ও সংস্কৃত কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপনা করেন (১৯১৪ - ১৯)। ১৯১৯ খ্রী· আবার ইংল্যাণ্ডে যান এবং ব্যারিস্টার হয়ে দু'বছর পর দেশে ফেরেন। ১৯২১ খ্রী· ন্যাশনাল কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ ও পরে ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার হয়েছিলেন। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯২২ খ্রী· স্বরাজ্য পার্টি গঠিত হলে তাতে যোগ দেন এবং দলে প্রধান পাঁচজন নেতার অন্যতম হন। ১৯২৯ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনে কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩৩ খ্রী· পুনরায় কংগ্রেসে যোগ দেন ও কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান সদস্য হিসাবে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লিতে নির্বাচিত হন। সুভাষচন্দ্রের এক সময়ের সহকর্মী; পরে এড হক কংগ্রেসের সম্পাদক। ১৯৪১ খ্রী· শরৎচন্দ্র বসু পরিচালিত প্রভিন্সিয়াল কোয়ালিশন পার্টির সমর্থক ছিলেন এবং তাঁর 'সার্বভৌম বাঙলাদেশ' গঠনের প্রচেষ্টায় সহায়তা করেন। দেশ-বিভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তান বিধানসভার কংগ্রেস দলের নেতা হন। ১৯৪৮ খ্রী· ভারতে ফিরে আসেন এবং বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিসভার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে কর্মরত থাকাকালে তাঁর মৃত্যু ঘটে। রচিত একমাত্র গ্রন্থ 'সপ্তপর্ণ'। [১২৪, ১৪৯]

কিরণ সেন (১২৯৮ ? - ৯·১২·১৩৭০ ব·)। বিদেশ থেকে এফ·আর·সি·এস ডিগ্রী অর্জন করে চক্ষুচিকিৎসক হিসাবে কলিকাতার বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকেন। ১৯৫৭ খ্রী· পর মেডিক্যাল কলেজের ইমারিটাস্ প্রফেসর নিযুক্ত হন। তাঁরই চেষ্টায় চক্ষুসম্পর্কিত গবেষণাকেন্দ্র 'ইনস্টিটিউট অফ অফথ্যালমোলজি' গঠিত হয় এবং তিনি এই বিভাগের প্রথম পরিচালক ছিলেন। ইণ্ডিয়ান একাডেমি অফ

মেডিক্যাল সায়েন্সের ফেলো এবং চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের সম্পাদক ছিলেন। [৪]

কিশোরীচাঁদ মিত্র (২২·৫·১৮২২ - ৬·৮·১৮৭৩) কলিকাতা। রামনারায়ণ। হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র কিশোরীচাঁদ ইংরেজী সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ও 'ইয়ংবেঙ্গল' দলের অন্যতম ছিলেন। ১৮৪২ খ্রী· কলেজ ত্যাগ করেন। ডাফ স্কুলের অবৈতনিক শিক্ষক, এশিয়াটিক সোসাইটির সহ-সম্পাদক এবং সরকারী কেরানীপদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৪৬ খ্রী· ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-পদ পান। হাকিম হিসাবে উত্তরবঙ্গে আট বছর বাসকালে নানা জনহিতকর কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮৫৪ খ্রী· কলিকাতার পুলিস ম্যাজিস্ট্রেট হন। 'বার্নেস পীকক' কর্তৃক আনীত বিচার-ব্যবস্থার সংশোধনীকে ইংরেজগণ কালাকানুন আখ্যা দেয় এবং এর বিরোধিতা করে। এই আইনে এ দেশীয় বিচারপতিদের শ্বেতাঙ্গদের বিচার করার অধিকার ছিল। কিশোরীচাঁদ বার্নেসের সংশোধনীর সমর্থনে আন্দোলন করেন। ফলে ২৮ অক্টোবর ১৮৫৮ খ্রী· কর্মচ্যুত হন। ১৮৫৯ খ্রী· 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকা ১৮৬৫ খ্রী· 'হিন্দু প্যাট্রিয়টে'র সঙ্গে যুক্ত হয়। 'হিন্দু থিওফিল্যানথ্রপিক সোসাইটি' (১৮৪৩) ও 'সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সভা'র (১৮৫৪) প্রতিষ্ঠাতা। প্রথমটি স্বল্পকাল স্থায়ী হলেও, দ্বিতীয়টির সহায়তায় স্ত্রীশিক্ষা, কৃষি ও শিল্পের প্রসার, বাল্যবিবাহ নিবারণ, বিধবাবিবাহ প্রচলন ইত্যাদি বহু সামাজিক সংস্কার সাধিত হয়েছে। 'ক্যালকাটা রিভিউ', 'বেঙ্গল স্পেকটেটর', 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ রচনা করতেন। তাঁর রচনা-নৈপুণ্যের প্রথম পরিচয় 'রাজা রামমোহন রায়' শীর্ষক প্রবন্ধ। তিনি বঙ্গের ভূম্যধিকারী পরিবারবর্গের ইতিবৃত্ত বিষয়ে বহু তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধও লেখেন। রচিত গ্রন্থ: 'হিন্দু কলেজ', 'দি মিউটিনী', 'দি গভর্নমেন্ট অ্যাণ্ড দি পীপল্', 'মেময়ার অফ দ্বারকানাথ টেগোর', 'ওড়িশা পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেন্ট' প্রভৃতি। নীল বিদ্রোহের সময় এবং ভারতসভা প্রতিষ্ঠার সময় স্বাজাত্যবোধের পরিচয় প্রদান করেছেন। 'সরকারী চাকরিতে····গাত্রবর্ণ বা আভিজাত্য নয়····যোগ্যতাই মাপকাঠি হওয়া উচিত',—তাঁর প্রসিদ্ধ উক্তি। তাঁর স্ত্রী কৈলাসবাসিনী দেবী-লিখিত তাঁর একটি আত্মকথা আছে। [১, ৩, ৮, ২০৯]

কিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়(১৮৪৮-১৫·১·১৯০৮) জনাই—হুগলী। পিতা চন্দ্রনাথ 'শব্দকল্পদ্রুম' অভিধান-সঙ্কলনে সহযোগী ছিলেন। খ্যাতনামা অনুবাদক ও সাংবাদিক। ১৮৬৮ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে সহপাঠী রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল সহ বি·এ· এবং পরে ১৮৭৭ খ্রী· বি·এল· পাশ করে প্রথম দশ বছর শিক্ষকতা, সরকারী চাকরি ও পরে ওকালতি করেন। ১৮৮২ - ৮৩ খ্রী· ওকালতি ছেড়ে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত 'রেইস্ অ্যান্ড রইয়ৎ' পত্রিকাতে সহযোগী সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন। 'হালিশহর', 'স্টেটস্‌ম্যান', 'ইংলিশম্যান', 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট', 'ইণ্ডিয়ান লিস্‌নার' প্রভৃতি পত্রিকায় লিখতেন। 'ন্যাশনাল ম্যাগাজিন' পত্রিকার সম্পাদনাও করেছিলেন। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি মহাভারতের মূল সংস্কৃত থেকে ইংরেজীতে আক্ষরিক গদ্যানুবাদ। তৎকালীন গ্রন্থ-ব্যবসায়ী ও প্রকাশক প্রতাপচন্দ্র রায় ও প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী সুন্দরীবালা ১৩ বছরে (১৮৮৩ - ৯৬) এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলেন। মূল চরকসংহিতার ইংরেজী অনুবাদ তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। প্রকাশক ছিলেন অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন। লর্ড কার্জন ১৮৯৯ খ্রী· থেকে আমৃত্যু বাৎসরিক ৬ শত টাকা পেন্সনের ব্যবস্থা করেছিলেন। [১, ৩]

কিশোরীমোহন চৌধুরী (১২৬২ - ১৩৫২ ব·) রাজশাহী। 'Grand Old Man of North Bengal' নামে আখ্যাত ছিলেন। উকিল হিসাবে প্রচুর সুনামের অধিকারী হন। জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করেন এবং দু'বার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। বদান্যতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং বহু দরিদ্র ছাত্রের শিক্ষার ব্যয়ভার নিজে বহন করেছেন। [৫]

কিশোরীমোহন বাগচী (১২৭৩ - ১৩৩০ ব·)। প্যারীমোহন। দরিদ্র পরিবারে জন্ম। নিজ প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে বিলাতী কালির পরিবর্তে দেশী কালি আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। সাফল্যলাভ করে রবার স্ট্যাম্প, শীলমোহর, পুষ্পসার প্রস্তুত এবং পঞ্জিকা-প্রকাশনা প্রভৃতির ব্যবসায় আরম্ভ করে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। পিতার নামানুসারে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান 'পি· এম· বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী' বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। [১]

কিশোরীমোহন সাঁপুই। বারীন্দ্র ঘোষ ও অবিনাশ ভট্টাচার্যের বন্ধু ফরাসী চন্দননগর-নিবাসী কিশোরীমোহন এক উকিলের মুহুরী ছিলেন। ফরাসী এলাকা থেকে রিভলবার প্রভৃতি অস্ত্র আমদানি করে বন্ধুদের হাতে দিতেন। এই অস্ত্র-সরবরাহের কাজ ১৯০৭ খ্রী· মধ্যভাগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। [৫৬]

কিশোরীলাল ঘোষ (১৮৯৬ - ১৬·২·১৯৩৩)। অমৃতবাজার পত্রিকার সহ-সম্পাদক এবং বাঙলার অন্যতম শ্রমিকনেতা ছিলেন। ১৯২৯ খ্রী· মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী হলেও বেকসুর খালাস পান। ভারতীয় সাংবাদিক সঙ্ঘ ও বঙ্গীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সম্পাদক এবং বাউড়িয়া জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন। [১, ৫]

কিশোরীলাল রায় (? - ১৩১৬ ব·) বালিয়াটি—ঢাকা। জগন্নাথ। নিজে উচ্চশিক্ষিত না হলেও, শিক্ষাবিস্তারে আগ্রহী ছিলেন। ঢাকায় পিতার নামে 'জগন্নাথ কলেজ' ও নিজের নামে 'কিশোরীলাল জুবিলী স্কুল' স্থাপন তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীদের জন্য তিনি পরীক্ষাগার নির্মাণ করিয়েছিলেন। [১]

কীর্তি। ত্রিপুরার টিপরা-বিদ্রোহের (১৮৫০) অন্যতম নায়ক: যুবরাজ উপেন্দ্রচন্দ্রের চক্রান্তে গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন। [৫৬]

কুঞ্জবিহারী কাব্যতীর্থ, ধন্বন্তরি। দাঁড়পুর—হুগলী। শ্রীনাথ দাস। সংস্কৃত কলেজ থেকে 'কাব্যতীর্থ' উপাধি পান। পরে দর্শন ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করেন। আয়ুর্বেদ গ্রন্থের অনুবাদ ও সংস্কৃতে আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ সম্পাদনায় উৎসাহী পণ্ডিতদের সাহায্যদান করতেন। 'কৃষ্টিসংগ্রহ' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। চিকিৎসা-বিষয়ক বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর রচিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। চিকিৎসা-সংক্রান্ত মাসিক পত্রিকা 'ধন্বন্তরি'র সম্পাদক ছিলেন। [২০]

কুঞ্জবিহারী তর্কসিদ্ধান্ত, মহামহোপাধ্যায় (৩.২.১৮৭৪ - ২৮.৫.১৯৩৬) মেদিনীমণ্ডল—ঢাকা। রূপচন্দ্র শিরোমণি। ১২৯৭ ব. কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ন্যায়শাস্ত্রের মধ্যপরীক্ষা পাশ করে কাশীধামে কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি ও বামাচরণ ন্যায়াচার্যের নিকট নব্যন্যায় ও প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং 'তর্কতীর্থ' উপাধি পান। ঢাকা সারস্বত সমাজের ন্যায়ের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে সুবর্ণ-পদক ও পুরস্কারসহ 'তর্কসিদ্ধান্ত' উপাধিতে ভূষিত হন। কাশীর ভারতধর্ম মহামণ্ডলও তাঁকে 'তর্ক-শিরোমণি' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করে। ১৯১০ - ১৬ খ্রী. চট্টগ্রাম জেলার 'জগৎপুর আশ্রম চতুষ্পাঠী'তে ও ১৯১৭ - ২০ খ্রী. মানভূম জেলার বেড়োস্থিত 'রামকেশব চতুষ্পাঠী'তে অধ্যাপনা করেন। তিনি কলিকাতা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা সংস্কৃত এসোসিয়েশনের বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রশ্নকর্তা, মডারেটর ও পরীক্ষক ছিলেন। ঢাকা 'সারস্বত সমাজ' ও 'বঙ্গবিবুধজননী সভা'র উপাধি পরীক্ষারও পরীক্ষক ছিলেন। 'প্রতিভা' তাঁর রচিত একখানি গদ্যকাব্য। সম্পাদিত গ্রন্থ: 'ভাষা-পরিচ্ছেদ' ও 'সাংখ্যদর্শনম্'। সংস্কৃত ভাষায় 'আর্যপ্রভা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ১২ বছর স্বব্যয়ে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর রচিত 'তত্ত্ববোধিনী টীকা' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিষয়ে এম.এ. পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট ছিল। ১৯৩৩ খ্রী. 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। [১৩০]

কুঞ্জবিহারী দেব (১৮৪০ - ১৯০৪) কলিকাতা। এক আরমানী জমিদারের কর্মচারী ছিলেন। বহু ব্রহ্মসঙ্গীত ও কীর্তন রচনা এবং ব্রহ্মস্তোত্র বাংলায় অনুবাদ করেন। ১৮৭৯ খ্রী. কলিকাতা থেকে মজঃফরপুরে পদব্রজে প্রচার-যাত্রায় তিনি কেশবচন্দ্রের সঙ্গী ছিলেন। গায়ক হিসাবেও খ্যাতি ছিল। কেশবচন্দ্র তাঁকে 'কীর্তনীয়া' উপাধি দেন। তাঁর রচিত দুই সহস্রাধিক ব্রহ্মসঙ্গীত ও কিছু সংকীর্তন গান 'সাধকরঞ্জন' নামে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। [১৯৯]

কুঞ্জবিহারী বসু। নাট্যকার। ১৮৭৪ খ্রী. থেকে ১৮৯৩ খ্রী. মধ্যে ১৪টি নাটক রচনা করেন। উল্লেখযোগ্য নাটক: 'ভারত-স্বাধীন', 'বসন্ত-লীলা', 'শকুন্তলা', 'হ-য-ব-র-ল' প্রভৃতি। [২৫]

কুঞ্জলাল নাগ (১৮৫৮ - ২৬.৬.১৯২৪) বারদী—ঢাকা। পিতা কালীকৃষ্ণ উর্দু ও ফারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কুঞ্জলাল ১৮৭৪ খ্রী. ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, ১৮৭৬ খ্রী. ২৫ টাকা বৃত্তি নিয়ে এফ.এ., কলিকাতা জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ ইন্‌স্টিটিউশন থেকে ১৮৭৮ খ্রী. সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করে বি.এ. এবং ১৮৭৯ খ্রী. সংস্কৃতে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে পুরস্কৃত হন। কর্মজীবন শুরু বর্ধমান রাজ কলেজের অধ্যক্ষরূপে। পরে ঢাকা জগন্নাথ কলেজ, কলিকাতা মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশন, বঙ্গবাসী কলেজ, আগরতলা কলেজ প্রভৃতিতে অধ্যক্ষতা ও অধ্যাপনা করেন। তিনি ইংরেজী ও তর্কশাস্ত্রও সমান দক্ষতায় পড়াতেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সক্রিয় সদস্যরূপে কলিকাতা, ঢাকা ও মুন্সীগঞ্জে জাতীয় কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯১০ খ্রী. থেকে আমৃত্যু তিনি বিদ্যাসাগর কলেজের ইংরেজী ও সংস্কৃতের অধ্যাপক হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। বিলাতি বর্জন ও স্বদেশী পণ্যের প্রচার আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ছিলেন। বাগ্মী হিসাবেও খ্যাতি ছিল। ঢাকার একমাত্র রঙ্গমঞ্চ ইলিসিয়াম থিয়েটারে তাঁর রচিত 'বিল্বমঙ্গল', 'শকুন্তলা' প্রভৃতি নাটক মহাসমারোহে অভিনীত হয়েছিল। সঙ্গীতে ও গীতিকাব্যে, বিশেষ করে কীর্তন-সঙ্গীতেও তাঁর পারদর্শিতা ছিল। [১৬৬]

কুন্তল চক্রবর্তী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতব্যাপী বিপ্লবী অভ্যুত্থানের চেষ্টায় যে-সব তরুণ বিনাবিচারে বন্দী হন তিনি তাঁদের একজন। সাহিত্যপ্রতিভা ছিল। রাজশাহী জেলের স্টেট প্রিজনারদের হাতে-লেখা পত্রিকা 'ভাঙ্গা কুলো'য় ছোট গল্প লিখতেন। মুক্তির পর যক্ষ্মাক্রান্ত সহকর্মীর সেবা করতে গিয়ে নিজে ঐ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। [১০৪]

কুন্দনলাল সায়গল। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ দশকে সিনেমার 'প্লে-ব্যাক' প্রচলনের পূর্বে কুন্দনলাল বাংলা গান গেয়ে এবং বাংলা ছবিতে অভিনয় করে জনপ্রিয়তা লাভ করেন। পাঞ্জাবে জন্ম। প্রমথেশ বড়ুয়ার বিখ্যাত ছবি 'দেবদাস'-এ শুধু গায়করূপে দেখা গেলেও ক্রমে গীতকুশলী নায়করূপে বাংলা চিত্রজগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন। 'সাথী', 'জীবনমরণ', 'পরিচয়', 'দিদি', 'দেশের মাটি' প্রভৃতি চিত্রে প্রধান ভূমিকায় ছিলেন। হিন্দী 'তানসেন' কথাচিত্রে নাম-ভূমিকায় খ্যাতির তুঙ্গে ওঠেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত, আধুনিক বাংলা গান ও রাগপ্রধান গানে সমান দক্ষতা ছিল। 'সাথী' চিত্রে তাঁর গীত 'বাবুল মেরা নাইহার ছুট না যায়' ঠুংরী গান উল্লেখযোগ্য। ভারত-বিভাগের পর পাঞ্জাবের জলন্ধরে বেতারকেন্দ্র স্থাপিত হলে মাঝে মাঝে সেখান থেকে তাঁর গান শোনা যেত। তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় গান 'আমারে ভুলিয়া যেও, মনে রেখো মোর গান'। [১৬]

কুমারকান্তি ঘোষ, ডাঃ (১৯০৭ - ১৯৭৬) বিষ্ণুপুর—বাঁকুড়া। বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক ও

শিক্ষাবিদ্। শিক্ষা বিষ্ণুপুর, কলিকাতা ও লন্ডনে। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ডিরেক্টর ও প্রফেসর অব সার্জারি ছিলেন (১৯৫৬)। চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও কলিকাতা নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। [২০২]

কুমার ঘোষ। বাঙলার পাল-রাজাদের আমলে বৌদ্ধভিক্ষু কুমার ঘোষ সুমাত্রা দ্বীপ অঞ্চলের শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা শ্রীসংগ্রাম-ধনঞ্জয়ের কুলগুরু ছিলেন। তাঁর নির্দেশক্রমে শৈলেন্দ্র সম্রাট তারামন্দির নামে সুদৃশ্য মন্দিরটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। এই 'গৌড়দ্বীপ গুরু' ৭৭৮ খ্রী· একটি মঞ্জুশ্রী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। [৬৩]

কুমুদনাথ চৌধুরী (১২৬৯ - ১৩৪০ ব·) হরিপুরা—পাবনা। দুর্গাদাস। বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর (বীরবল) ভ্রাতা কুমুদনাথ পেশায় ব্যারিস্টার ছিলেন, কিন্তু সুনাম অর্জন করেন শিকারী হিসাবে। মধ্যপ্রদেশের এক করদ রাজ্যের জঙ্গলে ব্যাঘ্রের আক্রমণে তাঁর মৃত্যু হয়। রচিত গ্রন্থ: 'ঝিলে জঙ্গলে শিকার'। [১]

কুমুদবিহারী গুহঠাকুরতা (১৯০৬ - ২৮·৪·১৯৭৪) বানারীপাড়া — বরিশাল। ছাত্রাবস্থায় অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। পরে অনুশীলন পার্টিতে যোগ দেন। ইংরেজ সরকারের আমলে তিনি ২০ বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৪৭ খ্রী· দেশ-বিভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানে বাসকালে পাক সরকারের আমলে ১০ বছর কারান্তরালে কাটান। বরিশাল জেলা 'ন্যাপ' ও কৃষক সমিতির একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন। [১৬]

কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১·৩·১৮৮৩ - ১৪·১২· ১৯৭০) কোগ্রাম—বর্ধমান। ১৯০৫ খ্রী· বি·এ· পাশ করে 'বঙ্কিমচন্দ্র সুবর্ণপদক' প্রাপ্ত হন। মাথরুণ বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষকরূপে কর্মজীবন শুরু। ১৯৩৮ খ্রী· অবসর-গ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর কবিত্বশক্তির বিকাশ ঘটে। অজয় ও কুনুর নদীর সঙ্গমে স্বগ্রামে বসে যে কবিতা রচনা করেন তাতে বৈষ্ণব ভাবাদর্শ ও নির্জন গ্রাম্যজীবনের সহজ সারল্য পরিস্ফুট। 'উজানী', 'একতারা', 'বনতুলসী', 'রজনীগন্ধা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচনা করে তিনি সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠিত হন। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ১৪টি। বাঙলাদেশের কবি-সাহিত্যিকদের প্রতিষ্ঠান 'সাহিত্যতীর্থের' 'তীর্থপতি ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' দেন। তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'কুমুদরঞ্জনের কবিতা পড়লে বাঙলার গ্রামের তুলসীমঞ্চ, সন্ধ্যাপ্রদীপ, মঙ্গলশঙ্খের কথা মনে পড়ে।' [১৬, ২৬]

কুমুদরঞ্জন রায় (২২·৯·১৯১৭ - ১৫·৩·১৯৭৭) বোয়ালিয়া—কুষ্টিয়া। চিত্তরঞ্জন।। ছাত্র সংগঠনে ও বিভিন্ন সেবামূলক প্রকল্পে উৎসাহী ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে যুব ও কিশোরদের নিয়ে 'সবুজ সঙ্ঘ' গঠিত হয়। ছাত্রজীবনে তাঁরই সম্পাদিত বিদ্যালয়ের পত্রিকায় তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের দুর্নীতি ও অত্যাচারের উপর স্ব-রচিত সমালোচনা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে বহিষ্কারের আদেশ দেন। ফলে ছাত্র ধর্মঘট শুরু হয়েছিল। পরবর্তী ছাত্রজীবন শুরু হয় বগুড়ায়। সেখানে মায়ের এক মাতুল 'গণমঙ্গল'-এর প্রতিষ্ঠাতা যতীন্দ্রমোহন রায়ের প্রেরণায় তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে ও স্বদেশী আন্দোলনে গান্ধীজীর আদর্শ ও অহিংস নীতিতে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হন। ১৯৩০ খ্রী· সত্যাগ্রহ ও লবণ আইন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। পরে এই পথ পরিত্যাগ করে বিপ্লবী যুগান্তর দলে যোগ দেন। রাজনৈতিক জীবনে বিভিন্ন আন্দোলনে কারাবরণ করেন। ১৯৩০ - ১৯৩৮ খ্রী· বন্দী ও অন্তরীণ ছিলেন। ১৯৩৮ খ্রী· মুক্তিলাভের পর কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে আমৃত্যু জড়িত থাকেন। কলিকাতায় ভারত-সোভিয়েট সংস্কৃতি সমিতির পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর অনেক মনোজ্ঞ রচনা 'রুশ ভারতী', 'মানবমন', 'পরিচয়', 'আন্তর্জাতিক' প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬৯ খ্রী· সোভিয়েট সরকারের আমন্ত্রণে রাশিয়া-ভ্রমণে যান। ১৯৭২ খ্রী· স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে ভারত সরকারের 'তাম্রপত্র' লাভ করেন। [১৭৪]

কুমুদশঙ্কর রায় (১৮৯২ - ২৪·১০·১৯৫০) তেঁওতা—ঢাকা। পার্বতীশঙ্কর। কলিকাতা ও এডিনবরায় শিক্ষাপ্রাপ্ত—বি·এস্·-সি·, এম·বি·, এম·ডি·, সি·এইচ·বি· ডিগ্রীপ্রাপ্ত কুমুদশঙ্কর স্কটল্যান্ডের ওকিল হিল স্যানাটোরিয়ামের সহকারী সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। ১৯১৮ খ্রী· কলিকাতায় ফিরে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের প্রাণিতত্ত্বের অধ্যাপক হন। দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ১৯১৮ খ্রী· চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্র প্রভাস ঘোষ যক্ষ্মারোগে মৃত্যুর সময় নিজের দুই লক্ষ টাকা যক্ষ্মা হাসপাতাল নির্মাণের জন্য ট্রাস্টীকে দিয়ে যান। ১৯২৩ খ্রী· হাসপাতাল স্থাপিত হয়। তিনি ১৯২২ খ্রী· এই ট্রাস্টী কর্তৃক নিয়োজিত হয়ে সম্পাদক ও সংগঠক হিসাবে যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে আমৃত্যু কাজ করে গেছেন। হাসপাতালের ক্রমোন্নতির প্রতি পর্যায়ে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করে তাঁর মৃত্যুর পর ঐ হাসপাতালটি তাঁর নামাঙ্কিত হয়। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান ছিলেন। [৩, ৪, ৫]

কুমুদিনী বসু বি·এ·। কৃষ্ণকুমার মিত্র। স্বামী শচীন্দ্রনাথ। 'শিখের বলিদান', 'পকপুঞ্জ', 'অমরেন্দ্র', 'জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী', 'মেরী কার্পেন্টার' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। 'সুপ্রভাত' (১৩১৪ - ২১ ব·) এবং 'বঙ্গলক্ষ্মী' (১৩৩২ - ৩৪ব·) পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। [৪]

কুলদাপ্রসাদ মল্লিক (১২৯১ - ২৮·২·১৩৪৪ ব·) রাধিকাপ্রসাদ। ১৯০১ খ্রী· এন্ট্রান্স এবং ১৯০৯ খ্রী· বি·এ·

পাশ করেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে এবং সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। সাংবাদিকতা করতেন। কিছুদিন ভাগবত প্রচারকার্যে ব্রতী হন। 'থিওসফিক্যাল সোসাইটি'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে কিছুকাল ধর্মপ্রচার করেন। 'বীরভূম' ও 'ব্রহ্মবিদ্যা'র সম্পাদক ছিলেন। 'নব্যযুগের সাধনা', 'শ্রীগুরুচরণে' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। কাশীতে বাস করতেন। [৪, ৫]

কুলদারঞ্জন রায় (১৮৭৮ - ১৯৫০) মসুয়া—ময়মনসিংহ। কালীনাথ। শিশুসাহিত্যিক, আলোকচিত্রশিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ ও ক্রীড়াবিদ্। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আর্ট স্কুলে প্রবেশ করেন। জীবিকার জন্য ফটো রং করার কাজ গ্রহণ করেন। ১৯১৩ খ্রী· 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। ক্রমশ পুরাণ ও বিভিন্ন বিদেশী সাহিত্য থেকে শিশুপাঠোপযোগী তর্জমা প্রকাশ করতে থাকেন। 'রবীনহুড' (১৯১৪), 'ওডিসিয়ুস' (১৯১৫), 'ছেলেদের বেতালপঞ্চবিংশতি' (১৯১৭), 'কথাসরিৎসাগর', 'পুরাণের গল্প', 'ছেলেদের পঞ্চতন্ত্র' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। 'আশ্চর্য দ্বীপ' তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য অনুবাদ-গ্রন্থ। ক্রিকেট ও হকি খেলোয়াড়রূপেও খ্যাতি ছিল। শিশু-সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর তাঁর অগ্রজ। [৩]

কুলুইচন্দ্র সেন। কলিকাতা শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণের সভাসদ কুলুইচন্দ্র খেউড় গানের সংস্কার করেন। রাগরাগিণী সন্নিবেশিত করে যন্ত্রাদির প্রয়োগে এই গানকে আখড়ার অর্থাৎ আড্ডা-ঘরের উপযোগী করে তোলেন। [১৪৯]

কুলেন্দ্র রাহা রায় (৭·৯·১৮৯৭ - ২·১২·১৯৭৮) আবুয়া, টাঙ্গাইল—ময়মনসিংহ। ভবানীচরণ। স্কুলে পড়ার সময় ১৯০৭ খ্রী· ফুলার সাহেবের ময়মনসিংহে আগমন উপলক্ষ্যে ছাত্র-বিক্ষোভ শুরু হয় এবং সেই বিক্ষোভ-মিছিলে ইস্তাহার ও প্ল্যাকার্ড সহ তিনি ধরা পড়েন। থানাতে আটক থাকার সময় পালিয়ে যান। ১৯০৯ খ্রী· ময়মনসিংহের 'সুহৃদ সমিতি' নামে বিপ্লবী সংগঠনের সদস্য হন ও বিপ্লবী নেতা হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরীর সংস্পর্শে এসে ১৯১০ খ্রী· 'সাধনা সমিতি'তে যোগদান করেন। ১৯১৫ খ্রী· বালেশ্বর সংগ্রামের পর ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জীর আদেশে নগেন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ প্রভৃতিদের সঙ্গে চীন থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও সহায়তা পাবার আশায় আসাম, ভুটান ও তিব্বত-সীমান্তে এবং নেপালের বিভিন্ন দুর্গম অরণ্যময় অঞ্চলে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কয়েক বছর কাটান। পরে একা দেশে ফিরে এলে গ্রেপ্তার হন ও রেগুলেশন থ্রি-তে ১৯১৭ - ২০ খ্রী· আটক থাকেন। ছাড়া পেয়ে কিছুদিন রেলে চাকরি করেন। সে-সময়েও বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। অস্ত্র আইন ভঙ্গ ও অন্যান্য বিপ্লবী কার্যাবলীর জন্য কয়েকবার গ্রেপ্তার হন। ১৯৩০ খ্রী· রাঁচিতে ডাঃ যাদুগোপালের সঙ্গে দেখা করতে গেলে ১০৯ ধারায় ধরা পড়েন। ১৯৩৮ খ্রী· মুক্তিলাভ করে ময়মনসিংহে ফিরে কংগ্রেসকর্মী হিসাবে কাজ করতে থাকেন। দেশ-বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে এসে কংগ্রেসকর্মী হিসাবে সুরেন ঘোষের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে সংগঠনের কাজ করেন। ১৯৭১ খ্রী· পূর্ব-পাকিস্তান মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশেষ সক্রিয় ছিলেন ও মুক্তিফৌজ সংগঠনের কাজে কয়েকবার বাংলাদেশে যান। অকৃতদার ছিলেন। [১৪৯]

কুসুমকুমারী (? - ১৯·১১·১৯৪৮) বঙ্গরঙ্গমঞ্চে প্রথম মহিলা নৃত্য-পরিচালিকা ও নৃত্যগীতপটীয়সী অভিনেত্রী। মিনার্ভা থিয়েটারে তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। আলীবাবা গীতিনাট্যে 'মর্জিনা'র ভূমিকায় নৃত্য-গীত ও অভিনয়ে অসামান্য কৃতিত্ব দেখান। গিরিশচন্দ্র-রচিত 'অভিশাপ' নাটকাভিনয়ে (১৯০১) নৃত্য পরিচালনা করেন। তিনি থিয়েটারের প্রথম নারী নৃত্য-শিক্ষক। তাঁর অভিনীত অন্যান্য বিখ্যাত ভূমিকা : ভ্রমর নাটকে 'ভ্রমর', সরলায় 'সরলা', ভ্রান্তিতে 'গঙ্গাবাই', প্রতাপাদিত্যে 'ফুলজানি'। গ্র্যান্ড, ষ্টার, কোহিনূর প্রভৃতি থিয়েটারের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। [৪০, ৬৫]

কুসুমকুমারী দাশ (১৮৭৫ - ১৯৪৮)। গৈলা—বরিশাল। পিতা চন্দ্রনাথ দাশ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় স্বগ্রামচ্যুত হয়ে বরিশাল শহরে বাস করতেন। স্বামী—সত্যানন্দ। কবি কুসুমকুমারী কলিকাতা বেথুন স্কুলে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন। ১৯ বছর বয়সে পতিগৃহে এসে তিনি জ্ঞানচর্চার একটি প্রশস্ত ক্ষেত্র পেয়েছিলেন। এখানে শিশুদের জন্য 'কবিতা-মুকুল' পুস্তক রচনা করেন। 'পৌরাণিক আখ্যায়িকা' তাঁর গদ্যগ্রন্থ। 'প্রবাসী', 'ব্রহ্মবাদী', 'মুকুল' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রায়ই প্রকাশিত হত। তাঁর বিখ্যাত কবিতা : 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে!' এ ছাড়া তাঁর স্বদেশী যুগের কবিতা, দেশ-বিভাগের ফলে আর্ত জনগণের দুর্দশার কাহিনী সংবলিত কবিতা, সাময়িক ঘটনা অবলম্বনে ও মনীষিগণের উদ্দেশে লিখিত কবিতাও উল্লেখযোগ্য। 'নারীত্বের আদর্শ' প্রবন্ধ লিখে স্বর্ণপদক পান। বহু বছর তিনি বরিশাল ব্রাহ্মিকা সমাজের আচার্যের কাজ করেছেন। বরিশালের বহুবিধ সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কবি জীবনানন্দ তাঁর পুত্র। [১৭, ৪৪]

কুসুমকুমারী রায়চৌধুরী। উত্তরপ্রদেশের মৈনপুরীতে জন্ম। স্বামী লাখুটিয়া—বরিশালের জমিদার রাখালচন্দ্র রায়চৌধুরী। খ্যাতনামা লেখিকা। তাঁর রচিত 'স্নেহলতা' গ্রন্থটি বঙ্গের সর্বপ্রথম মহিলা-বিরচিত উপন্যাস। অন্যান্য উপন্যাস : 'প্রেমলতা', 'শান্তিলতা' ও 'লুৎফউন্নিসা'। এছাড়া 'প্রসূনাঞ্জলি' নামে ধর্মসন্দর্ভমূলক একখানি গ্রন্থও তিনি রচনা করেছিলেন। কবি ও সাহিত্যিক দেবকুমার তাঁর পুত্র। [১৬০]

কুসুমরঞ্জন পাল। সিলেটের মুরারিচাঁদ কলেজের ছাত্রাবস্থায় অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কিছুদিন কারাবাস করেন। মুক্তির পর বিলাত যান। সেখানে ক্রমে খনিজ দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ে লিপ্ত হন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যোগ দিয়ে বার্লিন থেকে আজাদ হিন্দ বেতারে প্রচারকার্য চালান। জার্মানীর পরাজয়ের পর যুদ্ধবন্দীরূপে রাশিয়ায় স্থানান্তরিত হন। এরপর তাঁর সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। [৪৩]

কৃত্তিবাস ওঝা (১৩৯৯/১৪৩৩ - ?) ফুলিয়া—নদীয়া। বনমালী। তাঁর সঠিক জন্মতারিখ বা মূল রচনা পাওয়া যায় নি। তবে কৃত্তিবাসী রামায়ণ নামে যে জনপ্রিয় গ্রন্থ প্রচলিত, সেটি শ্রীরামপুরে খ্রীষ্টীয় যাজকগণ প্রথম মুদ্রিত করেন। (১৮০২ - ০৩)। পরে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার দ্বিতীয় সংস্করণ দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন (১৮৩০ - ৩৪)। তিনি সম্ভবতঃ রাজা দনুজমর্দন কংস গণেশের (গৌড়) সভা অথবা তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণের সভা অলঙ্কৃত করতেন। কৃত্তিবাস মূল রামায়ণে অনেক স্বকল্পিত অংশ প্রক্ষিপ্ত করেন ও তাকে আধুনিকতার আবরণ দান করেন। কিন্তু তাঁর অনূদিত রামায়ণই বাঙলার ঘরে ঘরে রামের কাহিনী প্রচার করছে। এই হিসাবে তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। [১, ৩, ২৫, ২৬]

কৃপানাথ। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক। তিনি এক বিরাট বাহিনী নিয়ে ১৭৮৯ খ্রী· রংপুরের 'বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল' অধিকার করেন। তাঁর ২২ জন সহকারী সেনাপতি ছিলেন। রংপুরের কালেক্টর ম্যাকডোয়াল পরিচালিত বিরাট সৈন্যবাহিনী দ্বারা জঙ্গল ঘেরাও হলে ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহীদের খণ্ডযুদ্ধ হয়। বিদ্রোহীগণ বিপদ বুঝে নেপাল ও ভুটানের দিকে পালিয়ে যান। [৫৬]

কৃপাশরণ মহাস্থবির (২২·৬·১৮৬৫ - ৩০·৪·১৯২৬) উনাইনপুরা — চট্টগ্রাম। আনন্দকুমার বড়ুয়া। সম্ভ্রান্ত বৌদ্ধ-পরিবারে জন্ম। কুড়ি বছর বয়সে চট্টগ্রামের ভিক্ষুসঙ্ঘের নায়ক আচার্য পুণ্নাচার মহাস্থবিরের কাছে বৌদ্ধভিক্ষু হিসাবে দীক্ষালাভ করেন। ১৮৮৫ খ্রী· বৌদ্ধধর্মের পুনরুজ্জীবনের ব্রত নিয়ে বাঙলার প্রাণকেন্দ্র কলিকাতায় আসেন ও ১৮৯২ খ্রী· সেখানে 'বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা' (Bengal Buddhist Association) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৮ খ্রী· বৌদ্ধধর্মের মুখপত্ররূপে 'জগজ্জ্যোতি' মাসিক পত্রিকা তাঁরই উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। ১৯১০ খ্রী· 'ধর্মাঙ্কুর বিহার গুণালঙ্কার লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠা করেন। বুদ্ধের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন ও ধর্মাঙ্কুর সভার শাখা-সমিতি স্থাপন করেন। বহু বিদ্যালয় তাঁর সাহায্যলাভে উপকৃত হয়েছে। ১৯১৩ খ্রী· ধর্মাঙ্কুর বিহারে অবৈতনিক ও নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে বালক ও বয়স্কদের শিক্ষার সুযোগ করে দেন। [২০০]

কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১৮১০ - ১৮৮৮) ভাজনঘাট—নদীয়া। মুরলীধর। বৈদ্যবংশীয় বিখ্যাত যাত্রা-পালাকার ও পদকর্তা। বৃন্দাবন ও নদীয়ায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে জীবিকার্জনের জন্য ঢাকা যান। তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ পালাসমূহ: 'নন্দহরণ', 'স্বপ্নবিলাস', 'রাই উন্মাদিনী বা দিব্যোন্মাদ', 'বিচিত্রবিলাস', 'ভরতমিলন', 'গন্ধর্বমিলন', 'কালীয়দমন', 'নিমাই সন্ন্যাস' প্রভৃতি। ঢাকায় 'বড় গোঁসাই' নামে পরিচিত ছিলেন। চুঁচুড়ায় মৃত্যু। [১, ৩, ২৫, ২৬]

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (১৮৪৩ - ১৩·৮·১৯৩২) কলিকাতা। রামজয় তর্কালঙ্কার। প্রখ্যাত পণ্ডিত ও শিক্ষাব্রতী। ১৮৫৭ খ্রী· সংস্কৃত কলেজ থেকে এন্ট্রান্স এবং ১৮৬০ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করেন। প্রথমে স্কুলে শিক্ষকতা করেন, পরে বিদ্যালয়সমূহের উপ-পরিদর্শক এবং ১৮৬২ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৭২ খ্রী· বি·এল· পাশ করে অধ্যাপনা ছেড়ে ওকালতি করেন। ১৮৮৪ খ্রী· বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' নিযুক্ত হন এবং ১৮৯১ খ্রী· রিপন কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে ১৯০৩ খ্রী অবসর-গ্রহণ করেন। কঁৎ-এর পজিটিভিজম্ দর্শনে বিশ্বাসী কৃষ্ণকমল সে-যুগের তীক্ষ্ণধী নাস্তিকদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা-ভ্রমণ' ও 'বিচিত্রবীর্য' অপরিণত বয়সের রচনা হলেও প্রতিভার পরিচয় দেয়। তাঁর 'পৌল ও ভর্জিনী' মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ। সাপ্তাহিক পত্রিকা 'হিতবাদী'র প্রথম সম্পাদক ছিলেন। 'ভারতী', 'অবোধবন্ধু' ও 'পূর্ণিমা'য় প্রকাশিত তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধাবলী উল্লেখযোগ্য। 'হিন্দুশাস্ত্র' চতুর্থ ভাগ সঙ্কলন করেন এবং 'বাচস্পত্যাভিধান' সঙ্কলনে তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে সাহায্য করেন। তারানাথ কর্তৃক 'বিদ্যাম্বুধি' উপাধিপ্রাপ্ত হন। সংস্কৃত কাব্যসমূহের ছাত্রপাঠ্য সংস্করণ প্রকাশ করে ছাত্রদের সংস্কৃত-শিক্ষার পথ সুগম করেন। বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। প্রখ্যাত পণ্ডিত রামকমল তাঁর অগ্রজ। [১, ৩, ৫, ৭, ২৫, ২৬, ৪৫]

কৃষ্ণকান্ত চামার (১৯শ শতাব্দী)। 'কেষ্টা মুচী' নামে খ্যাত। জাত-ব্যবসায়ের অবসরে কবিগান এবং বৈষ্ণব সঙ্গীত রচনা করে খ্যাতিলাভ ও অর্থোপার্জন করেন। [১]

কৃষ্ণকান্ত নন্দী। দ্র· **কান্তবাবু**।

কৃষ্ণকান্ত পাঠক (আনু· ১২২৮ - ১২৯৮ ব·) কাসাভোগ—ফরিদপুর। চিন্তামণি ঠাকুর। কথকতাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রচিত সঙ্গীত ও সুর রসিক-সমাজে একসময়ে যথেষ্ট সমাদৃত ছিল। [১]

কৃষ্ণকান্ত পালচৌধুরী (১৭৪৯ - ১৮০৯)। সহস্ররাম পাল। রানাঘাট পালচৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। লেখাপড়া শিখবার সুযোগ পান নি। পান বিক্রি করে জীবিকার্জন শুরু করেন বলে 'কৃষ্ণপান্তী' নামে আখ্যাত হন। পরে নানান ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে প্রচুর অর্থের অধিকারী হন এবং কয়েকটি জমিদারি ক্রয় করেন। ১৭৯৯ খ্রী· রানাঘাট ক্রয় করে সেখানে বাসভবন নির্মাণ করে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন। কৃষ্ণনগরের রাজার কাছ থেকে তিনি 'চৌধুরী' উপাধি পান এবং ১৮১৪ খ্রী· মার্কুইস অফ হেস্টিংসের রানাঘাট পরিদর্শনকালে তাঁর

কাছ থেকে 'পালচৌধুরী' পদবী ও আসাসোঁটা ব্যবহারের অনুমতিলাভ করেন। [১, ২৫, ২৬]

কৃষ্ণকান্ত বসু। রংপুরের জজ ডেভিড স্কটের সেরেস্তাদার ছিলেন। ১৮১৫ খ্রী· ইংরেজ অধিকৃত ভুটানের কোনও অংশের সীমানা নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে ইংরেজ সরকার কৃষ্ণকান্তকে ভুটানে দূত হিসাবে প্রেরণ করে। তাঁর রচিত ভুটান রাজ্যের বিবরণসমূহ স্কট সাহেব ইংরেজীতে অনুবাদ করে 'ভুটান রাজ্যের ইতিহাস' নামে প্রকাশ করেন। [২]

কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী (১১৯৮ - ১২৫১ ব·) বাড়েবাকা—নদীয়া। নদীয়ার মহারাজ গিরিশচন্দ্রের সভার প্রসিদ্ধ হাস্যরসিক স্বভাব-কবি। সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী ও ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। মুখে মুখে পয়ার, ত্রিপদী ও চতুষ্পদী ছন্দে কবিতা রচনা করতে এবং কেহ কোন সমস্যা দিলে তৎক্ষণাৎ তা কবিতায় পূরণ করতে পারতেন। মহারাজ তাঁকে 'রসসাগর' উপাধিতে ভূষিত করেন। [১, ২, ৫, ২৬, ৩৭]

কৃষ্ণকামিনী দাসী। তাঁর রচিত 'চিত্তবিলাসিনী' কাব্যই বঙ্গমহিলা-রচিত সর্বপ্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ (১৮৫৬)। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় ২৮·১১·১৮৫৬ খ্রী· কাব্যখানির বিশেষ বিশেষ অংশ উদ্ধৃত করে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। [২৮, ৪৪, ৪৬]

কৃষ্ণকুমার মিত্র (ডিসে· ১৮৫২ - ৫·১২·১৯৩৬) বাঘিল—ময়মনসিংহ। পিতা গুরুচরণ নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিজ গ্রামে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। খ্যাতনামা অধ্যাপক, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতা কৃষ্ণকুমার জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন থেকে ১৮৭৬ খ্রী· বি·এ· পাশ করেন। ছাত্রাবস্থায় ব্রাহ্মসমাজের সমর্থক, পরে কেশব সেন বিরোধী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতা হন। বিখ্যাত রাজনারায়ণ বসুর কন্যা লীলাবতীকে বিবাহ করেন। ১৮৭৯ খ্রী· সিটি স্কুলে শিক্ষকরূপে যোগদান করেন এবং সিটি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ও তত্ত্বাবধায়ক হন। ১৯০৮ খ্রী· অবসর-গ্রহণ করেন। ১৮৭৬ খ্রী· দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর সঙ্গে ভারতসভার যুগ্ম-সম্পাদক হন। কালীশঙ্কর শুকুল, হেরম্ব মৈত্র ও দ্বারকানাথের সাহায্যে ১৮৮৩ খ্রী· 'সঞ্জীবনী' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার শীর্ষদেশে 'সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রী' এই আদর্শবাণী ঘোষণা করা হত। সিভিল সার্ভিস রুলের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির জন্য তিনি সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে উত্তর ভারত সফর করেন। শ্রমিক আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা ছিল। আসামের চা বাগানে ব্রিটিশ মালিক ও কর্মচারীদের বীভৎস শ্রমিক-শোষণ এবং বর্বর অত্যাচারের কাহিনী সঞ্জীবনীর পৃষ্ঠায় তিনি নিয়মিত প্রকাশ করতেন। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর সঙ্গে আসাম অঞ্চলে ভ্রমণ করেন (১৮৮৬)। স্তন্যপানরত শিশুকে লাথি মেরে হত্যা, প্রকাশ্য দিবালোকে ক্ষান্ত ডোমিনীকে ধর্ষণ, শুকুরমণি নামে কুলী রমণীর মৃত্যু ইত্যাদি ব্রিটিশ সরকার ও মালিকের বর্বরতার কাহিনী ঐ সময়ে প্রকাশ করায় চলিত ইমিগ্রেশন আইনের কিছুটা সংশোধন হয় (১৮৯৩)। এরই মধ্যে ১৮৯০ খ্রী· নীলচাষীদের শেষ পর্যায়ের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। বিচার-ব্যবস্থায় নিরপেক্ষতার অভাবে খুনী ইংরেজ আসামীদের বারে বারে আদালতে এসেও মুক্তি পাওয়ার ঘটনায় তাঁর ক্রোধ এবং ঘৃণা সম্ভবত অধিক বয়সেও তাঁকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয় হতে সাহায্য করেছিল। ফলে ৩নং রেগুলেশন আইনে তিনি আগ্রা দুর্গে বন্দী হন (১৯০৮ - ১০)। কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন না। বিপন্না নারীদের উদ্ধার ও রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি 'নারীরক্ষাসমিতি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'মহম্মদ-চরিত', 'বুদ্ধদেব-চরিত ও বৌদ্ধধর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ' প্রভৃতি। [১, ৩, ৫, ৭, ৮, ১০, ২৫, ২৬]

কৃষ্ণগোপাল বসু (১৯২১ - ১১·১২·১৯৭৪) বেলেঘাটা—কলিকাতা। পিতা 'কবিরত্ন' জয়গোপাল মানিকতলা এথেনিয়ান স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন। রাজনৈতিক জীবনে তিনি কে·জি· বসু নামে সুপরিচিত হয়েছিলেন। ১৯৩৯ খ্রী· ম্যাট্রিক পাশ করে বেলেঘাটার একটি ফ্যানের কারখানায় মজদুরের চাকরি নেন। পরে বি·কম· পাশ করেন। ১৯৪১ খ্রী· ডাক ও তার বিভাগে চাকরি নিয়ে ১৯৪৬ খ্রী· ঐতিহাসিক ডাক-তার কর্মীদের ধর্মঘটের নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৯ ও ১৯৫০ খ্রী· যথাক্রমে ৪ মাস ও ১ বছর জেলে আটক থাকেন এবং চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ১৯৬০ ও ১৯৬৮ খ্রী· ধর্মঘটেরও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের শ্রমিক কর্মচারী এবং আধা-সরকারী ও বেসরকারী শ্রমিক-কর্মচারী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও নেতা, ১২ই জুলাই কমিটির প্রতিষ্ঠাতা-নেতা এবং কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি ছিলেন। ১৯৬৯ খ্রী· বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। [১৬]

কৃষ্ণচন্দ্র দে (১৮৯৩ - ১৯৬২) কলিকাতা। শিবচন্দ্র। চৌদ্দ বছর বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারান। ষোল বছর বয়সে শশিমোহন দে'র শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সঙ্গীতচর্চা শুরু করেন। ক্রমে টপ্পাচার্য মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সরোদি কেরামৎউল্লা, ওস্তাদ বাদল খাঁ, শিবসেবক মিশ্র, দবীর খাঁ, দর্শন সিং, জমিরুদ্দিন খাঁ, কীর্তনীয়া রাধারমণ দাস প্রমুখ গুণীদের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। গ্রামোফোন রেকর্ড, সিনেমা, বেতার, রঙ্গমঞ্চ, সঙ্গীত-সম্মেলন ইত্যাদিতে বিভিন্ন রীতির সঙ্গীত পরিবেশন করে বিপুল জনপ্রিয়তার অধিকারী হন। ১৯৩১ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত রঙমহল থিয়েটারের পরিচালকদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর দেওয়া সুর রঙমহল, মিনার্ভা ও অন্যান্য থিয়েটারে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। বাংলা, হিন্দী, উর্দু ও গুজরাটি ভাষায় সহস্রাধিক গানের রেকর্ড আছে। এক সময়ে তাঁর গাওয়া গান বাঙলা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বিভিন্ন ছায়াছবিতে এবং শিশির ভাদুড়ীর রঙ্গমঞ্চ ও রঙমহলে নানা ভূমিকায় অভিনয় করেন। তিনি একাধারে সুরস্রষ্টা, গায়ক, ট্রেনার, অপেরা মাস্টার ও অভিনেতা ছিলেন। [৩, ২৬, ১৪০]

কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৭৫ - ১৯৪৯) শ্রীরামপুর — হুগলী। কেদারনাথ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনন্যসাধারণ কৃতী ছাত্র হিসাবে শিক্ষা শেষ করে সরকারী শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করেন। অবসর গ্রহণের পর অমলনের-এর ইন্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অফ ফিলসফির অধ্যক্ষ (১৯৩৩ -৩৫) এবং পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপকরূপে (১৯৩৫ - ৩৭) বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯২৮ খ্রী· তিনমাস বেথুন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ছিলেন। আধুনিককালে ভারতীয় দর্শনকে যাঁরা নূতন চিন্তার আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন, তিনি তাঁদের অগ্রণী। রসতত্ত্বসম্পর্কেও তাঁর স্বল্পপরিসর আলোচনা মৌলিকতায় ভাস্বর। [৩]

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (১৮৩৪ - ১৩·১·১৯০৭) সেনহাটি—খুলনা। মাণিক্যচন্দ্র। পিতৃহীন হয়ে ঢাকায় অপরের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন এবং ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। ঢাকা বাংলা স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। পরে 'মনোরঞ্জিকা', 'কবিতাকুসুমাবলী', 'ঢাকা প্রকাশ', 'বিজ্ঞাপনী' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনা করেন। সবশেষে যশোহর জেলা স্কুলে প্রধান পণ্ডিতের কাজ করে অবসর নেন (১৮৭৪ - ১৮৯৩)। যশোহরে অবস্থানকালে 'দ্বৈভাষিকী' (১২৯৩ ব·) সংস্কৃত-বাংলা মাসিক পত্রিকার পরিচালক ছিলেন। ঈশ্বরগুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের মাধ্যমে সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত হন (১৮৫৮)। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'সম্ভাবশতক' ফারসী কবি হাফেজ অবলম্বনে রচিত এবং সরল ও ধর্মভাবপূর্ণ। এছাড়া প্রকাশিত গ্রন্থ: 'মোহনভোগ', 'কৈবল্য-তত্ত্ব' এবং 'রাসের ইতিবৃত্ত' (১৮৬৮)। শেষোক্ত গ্রন্থটি রামচন্দ্র দাস ছদ্মনামের আড়ালে তাঁরই জীবন-বৃত্তান্ত। [১, ৩, ৭, ২৫, ২৬]

কৃষ্ণচন্দ্র মিস্ত্রী (১৮০৭ - ১৮৫০)। কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁর পিতা মনোহর দু'জনেই অক্ষর ও প্রতিবিম্ব-খোদাই-বিদ্যায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন। সীসার ওপর অক্ষর ও কাঠের ওপর প্রতিবিম্ব খোদাইয়ের কাজে তিনি যেমন পারদর্শী ছিলেন, তেমনই সোনা-রূপার ওপর সূক্ষ্ম কাজের অলঙ্কার-নির্মাণেও নিপুণ ছিলেন। শ্রীরামপুরে পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত যন্ত্রালয় থেকে যে পঞ্জিকা প্রকাশিত হত তার সমস্ত প্রতিবিম্বই তিনি নিজে তৈরী করতেন। স্বয়ং উদ্ভাবিত লৌহময় যন্ত্রের সাহায্যে তিনি পুস্তকাদি প্রকাশ করতেন। প্রথম বাংলা অক্ষর প্রস্তুতকারী পঞ্চানন কর্মকার তাঁরই মাতামহ ছিলেন। [৬৪]

কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০ - ১৭৮২) কৃষ্ণনগর—নদীয়া। রঘুনাথ। কূটকৌশলী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজ্যলাভের সূচনায় পিতৃব্যকে বঞ্চিত করে সম্পত্তি অধিকার করেন। তাঁর রাজত্বকালে বাঙলায় মুসলমান শাসন থেকে ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হয়। এই রাজনৈতিক পরিবর্তনে তিনি ইংরেজদের সঙ্গে মিত্রতা করেন এবং সিরাজ-বিতাড়ন পর্ব সমাধা করে 'রাজা' থেকে 'মহারাজা'র পদবীতে উন্নীত হন। পরে খাজনা আদায়ের গাফিলতির অভিযোগে নবাব মীরকাশিমের আদেশে মুঙ্গের দুর্গে অন্যান্য ষড়যন্ত্রীর সঙ্গে বন্দী হলে ইংরেজদের সহায়তায় তাঁর প্রাণরক্ষা হয়। গুণগ্রাহী কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় গোপাল ভাঁড়, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি গুণিজনের সমাবেশ ছিল। এছাড়া হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, রাধামোহন গোস্বামী, কবি রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতি গুণিজনকে বৃত্তি অথবা নিষ্কর জমি দান করেন। তাঁর ইচ্ছায় ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। তিনি নাটোর থেকে কয়েকজন মৃৎ-শিল্পীকে আনেন। তাদের দ্বারাই পরবর্তী কালে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তিনি বাঙলা দেশে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলক। বর্গীর ভয়ে 'শিবনিবাস' নামে নূতন রাজধানী নির্মাণ করেন। রক্ষণশীল এই হিন্দু রাজা সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় শিক্ষিত এবং সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। [১, ২, ৩, ৭, ২৬, ৪৮]

কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ, লালাবাবু (১৭৭৬ - ১৪·৫·১৮২২)। পাইকপাড়া রাজবংশের অন্যতম পূর্বপুরুষ ও দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের পৌত্র। প্রাণকৃষ্ণ। কিছুকাল কটক ও বর্ধমানে দেওয়ানীর কাজ করেন। পরে দেওয়ানী ছেড়ে দিয়ে পৈতৃক জমিদারী দেখাশুনা করতে থাকেন। কোন একসময় সায়াহ্নে গৃহে ফেরার পথে অকস্মাৎ নিদ্রামগ্ন পিতার উদ্দেশে এক রজক-কন্যার 'উঠ বাবা, বেলা যায়' এই আহ্বান শুনে তাঁর মনে বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং সংসারধর্ম ত্যাগ করে বরাবর ব্রজধামে চলে যান। বৃন্দাবনে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক মন্দির নির্মাণ করে সেখানে 'কৃষ্ণচন্দ্রমা' নামে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'লালাবাবুর কুঞ্জ' নামে একটি অন্নসত্র খোলেন। তা ছাড়া দু'লক্ষ টাকা ব্যয়ে মথুরায় রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড সংস্কার করেন। সদনুষ্ঠানের জন্য উত্তর ভারতে 'লালাবাবু' নামে খ্যাত হন। ৪০ বৎসর বয়সে তিনি মাধুকরী বৃত্তি গ্রহণ করেন। পরে কৃষ্ণদাস বাবাজী তাঁকে দীক্ষা দেন। বাঙলা ও উত্তর প্রদেশে তাঁর বিশাল জমিদারী তাঁর পত্নী কাত্যায়নী দেবী দেখাশুনা করতেন। বৃন্দাবনে মৃত্যু। [১, ৭, ২৫, ২৬, ৬৪]

কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ (১২৯২ - ২৫·১·১৩৪৩ ব·) ফরিদপুর। কলিকাতায় স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি পি· এম· বাগচী পঞ্জিকার অন্যতম ব্যবস্থাপক, 'দেবযানী' সাপ্তাহিক সংস্কৃত পত্রিকার সম্পাদক, সংস্কৃত মহামণ্ডলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং 'সারস্বত লাইব্রেরী' ও 'হরিহর লাইব্রেরী' নামক গ্রন্থ-বিপণীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। [৫]

কৃষ্ণদয়াল চন্দ্র (১২০১ - ১২৮৮ ব·) পাঁচথুপি—মুর্শিদাবাদ। দীনবন্ধু। সুবর্ণবণিক জাতিভুক্ত ছিলেন। চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার ও শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। পাঁচথুপির কৃষ্ণহরি হাজরার নিকট কীর্তন শেখেন। ভাগবত পাঠ এবং কীর্তন

গানে সমান দক্ষ ছিলেন। মনোহরশাহী সুরের এই বিখ্যাত কীর্তনীয়া 'চান্দজী' নামে সুপরিচিত ছিলেন। [২৭]

কৃষ্ণদয়াল বসু (২৭.১.১৮৯৭ - ?) চক-মীরপুর—ঢাকা। হরিদয়াল। প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক। ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ বি.এ. পাশ করে (১৯১৬) কর্মজীবন শুরু স্কুলের শিক্ষক হিসাবে। ১৯২৮ খ্রী. ময়মনসিংহের চন্দ্রকোনা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ ছেড়ে তিনি কলিকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক হয়ে আসেন এবং অবসর-গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এখানেই সুখ্যাতির সঙ্গে ইংরেজী ও বাংলার শিক্ষকতা করেন। 'খোকাখুকু', 'শিশুসাথী', 'পাঠশালা', 'কৈশোরিকা' প্রভৃতি শিশু ও কিশোর মাসিক পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন। পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাগুলি পরে 'রুনুঝুনু' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তাঁর অপর কবিতার বই 'ছড়া ও ছন্দ' (১৯৫৭)। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'মোহানা'; অনুবাদ—'ডেভিড লিভিংস্টোন', 'অ্যানডারসনের গল্প', 'অন্তরের অন্তরালে' 'ভার্জিন সয়েল', 'মেঘদূত'; অন্যান্য—'পড়ার পরেও ভাবতে হয়', 'কথা নিয়ে খেলা' প্রভৃতি। তাঁর রচিত স্কুলপাঠ্য কয়েকটি পুস্তকও এক সময়ে সমাদৃত ছিল। [১৪৯]

কৃষ্ণদাস, (দুঃখী বা দুঃখিনী) (? -১৬৩০) হণ্ডেশ্বর—মেদিনীপুর। শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল। খ্যাতনামা পদাবলী-রচয়িতা। পদাবলী ছাড়াও 'অদ্বৈততত্ত্ব', 'উপাসনা-সার-সংগ্রহ', 'বৃন্দাবন-পরিক্রম' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে উড়িষ্যায় যান। শ্যামাদাস বা শ্যামানন্দ পুরী নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর শিষ্য রসিকানন্দ শ্যামানন্দী সম্প্রদায়ের নেতা হন। [১]

কৃষ্ণদাস (দেবেন্দ্রকুমার সিংহরায়) (১৮৮৯ - ১০.১১.১৯৭৯) খাজুরিয়া—চাঁদপুর। পিতা রাধামাধব জাতীয় সংগঠনের কাজে হরদয়াল নাগের অন্যতম বিশ্বস্ত সহকর্মী ছিলেন। পিতার প্রেরণাতেই কৃষ্ণদাস জাতীয় আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯০৬ খ্রী. স্থাপিত চাঁদপুর জাতীয় বিদ্যালয়ের তিনি প্রথম যুগের ছাত্র। পরে কলিকাতায় এসে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ পরিচালিত বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজে ভর্তি হন। ডন সোসাইটি-খ্যাত আচার্য সতীশচন্দ্রের পরামর্শে তিনি মহাত্মা গান্ধীর কাছে থেকে তাঁর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১০ই মার্চ ১৯২২ খ্রী. গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের আগে সাত মাস তিনি মহাত্মার প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। ইংরেজী ও বাংলায় রচিত তাঁর গ্রন্থ 'মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাত মাস' উল্লেখযোগ্য। এক সময়ে তিনি গোরক্ষপুরে একটি ধর্মগ্রন্থ প্রকাশন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১৭]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ (আনু. ১৫৩০ - ১৬১৫) ঝামটপুর—বর্ধমান। ভগীরথ। প্রথমে কিছুদিন সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। ২৬ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করে বৃন্দাবনে যান এবং রঘুনাথ দাসের নিকট বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। 'কৃষ্ণামৃত' গ্রন্থের টীকা এবং 'গোবিন্দ লীলামৃত' ও 'ভাগবতশাস্ত্র - গূঢ়-রহস্য' গ্রন্থের রচয়িতা। জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি—বৃদ্ধ বয়সে দীর্ঘকালের পরিশ্রমে বিরচিত আড়াই হাজার শ্লোক-সমন্বিত 'চৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থটি। এই গ্রন্থে তিনি কবিকর্ণপুর, মুরারিগুপ্ত, স্বরূপ দামোদর ও বৃন্দাবন দাসের রচিত চৈতন্য-জীবনীকে অনুসরণ করলেও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বৃন্দাবনে গোস্বামীদের রচিত বৈষ্ণবদর্শনের রসভাষ্য রচনা করা ও সেই ভাষ্যের আলোকে চৈতন্যজীবনী ব্যাখ্যা করা। তিনি শ্রীচৈতন্যের আদিলীলা সংক্ষেপে বর্ণনা করলেও মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। অন্ত্যলীলায় মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থার যে বিবরণ তিনি দিয়েছেন তা অন্য কোন চরিতগ্রন্থে পাওয়া যায় না। অসাধারণ পাণ্ডিত্য, দার্শনিক প্রজ্ঞা, চৈতন্যভক্তি, আন্তরিকতা ও বৈষ্ণবোচিত বিনয় তাঁর কাব্যকে দুর্লভ মর্যাদা দান করেছে। তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্য মুকুন্দ দত্তের সঙ্গে গ্রন্থের এক প্রতিলিপি বাঙলা দেশে পাঠান। পথে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের রাজা হাম্বীর অমূল্য সম্পদ জ্ঞানে গ্রন্থ-পেটিকা লুঠ করেন। এই সংবাদে শোকার্ত কৃষ্ণদাস রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। [১, ২, ৩, ২৫, ২৬]

কৃষ্ণদাস পাল, রায়বাহাদুর, সি. আই.ই. (১৮৩৮ - ২৪.৭.১৮৮৪)। কাঁসারিপাড়া—কলিকাতা। ঈশ্বরচন্দ্র। প্রখ্যাত সাংবাদিক, বাগ্মী ও রাজনীতিজ্ঞ। দরিদ্র পরিবারে জন্ম। ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে পাঁচ বছর এবং হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে তিন বছর (১৮৫৪ - ৫৭) অধ্যয়ন করেন। কলেজে ছাত্রাবস্থায় 'ক্যালকাটা লিটারারি ফ্রি ডিবেটিং ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রচিত 'দি ইয়ং বেঙ্গল ভিন্ডিকেটেড' প্রবন্ধ (১৮৫৬) সে-যুগে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। হরিশ মুখার্জী সম্পাদিত 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার আদর্শে 'দি ক্যালকাটা মান্থলী' ম্যাগাজিন' প্রকাশ করেন। সহযোগী ছিলেন শম্ভুচন্দ্র মুখার্জী। কিছুদিন জজ কোর্টে অনুবাদকের কাজ করেন এবং কর্মচ্যুতির পর সাংবাদিকতা শুরু করেন। ১৮৬১ খ্রী. 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হন। একাদিক্রমে ২৩ বছর সম্পাদনায় তৎকালীন রাজনীতিতে তাঁর প্রভাব বিস্তারলাভ করে। 'ইলবার্ট বিল', 'ইমিগ্রেশন বিল', 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' ইত্যাদি আইন প্রণয়নের সময় নিজ সংবাদপত্রে চা-শ্রমিকদের পক্ষে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিষয়ে ও দেশীয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের সপক্ষে প্রবন্ধ রচনা করে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। 'ইমিগ্রেশন বিল' দ্বারা চা-শ্রমিকদের নির্যাতন-ব্যবস্থার প্রতিবাদে কৃষ্ণদাস এই বিলকে 'The Slave Law of India' বলে অভিহিত করেন। ক্রমে তিনি সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে পরিচিত হয়ে 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে'র সহ-সম্পাদক থেকে স্থায়ী সম্পাদক হন। মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, জাস্টিস অফ দি পীস,

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও ১৮৮৩ খ্রী· 'বেঙ্গল টেন্যান্সি বিল' নিয়ে বিতর্কের সময় তিনি জমিদার-শ্রেণীর প্রতিভূরূপে 'ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা'র সদস্য মনোনীত হন। [১, ২, ৩, ৭, ৮, ২৫ ২৬]

কৃষ্ণদাস বাবাজী। লালদাস নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি নাভাজী বিরচিত হিন্দী গ্রন্থ 'ভক্তমাল'-এর বঙ্গানুবাদ করেন। বহু ভক্ত বৈষ্ণবের জীবনী ও বৈষ্ণবদের বহু গ্রন্থের তত্ত্বসমূহ তাঁর অনুবাদ-গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। বৃন্দাবনে এই নামে একাধিক সিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থকর্তার সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একজন 'প্রার্থনামৃত-তরঙ্গিণী' নামক বাংলা এবং 'ভাবনা-সার-সংগ্রহ' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের সঙ্কলক। তাঁরই নির্ধারিত ভজন-পদ্ধতি ব্রজে অনুসৃত হয়। [১, ৩]

কৃষ্ণদাস রায়। কুলকুড়ি—বীরভূম। ১২৬২ ব· ঐ গ্রামের সাঁওতাল বিদ্রোহের ঘটনাবলী অবলম্বনে 'বীরভূমের সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। [২]

কৃষ্ণদাস লাউড়িয়া (১৫শ শতাব্দী)। লাউড়-নবগ্রাম—শ্রীহট্ট। গৃহস্থাশ্রমের নাম দিব্যসিংহ। শ্রীহট্ট জেলার লাউড় পরগনার রাজা ছিলেন। অদ্বৈত মহাপ্রভুর পিতা কুবের তর্কপঞ্চানন তাঁর মন্ত্রী ছিলেন। কুবের পণ্ডিত রাজকার্য থেকে অবসর নিয়ে শান্তিপুরে বাস করেন। দিব্যসিংহ সেখানে এসে অদ্বৈত মহাপ্রভুর কাছে ভক্তিধর্মে দীক্ষা নিয়ে বাকী জীবন শান্তিপুরেই কাটান। তিনি প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনামূলক অদ্বৈতাচার্যের জীবনী 'বাল্যলীলাসূত্রম্' গ্রন্থের রচয়িতা। তা ছাড়া 'বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী' গ্রন্থ তিনি পাঁচালী ছন্দে বঙ্গানুবাদ করেন। [১, ৩, ২৫, ২৬]

কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় (মার্চ ১৮৪৬ - ২০.২.১৯০৪) কলিকাতা। হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজের ছাত্র। ১৮৬২ খ্রী· বৃত্তিসমেত এন্ট্রান্স পাশ করেন। ১৩ বছর বয়সে মধুসূদন-রচিত 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে নামভূমিকায় অভিনয় করে (৩.৯.১৮৫৯) সুনাম অর্জন করেন। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কাছে ধ্রুপদ, খেয়াল ও বিদেশী শিক্ষকের কাছে পিয়ানো এবং গোয়ালিয়রে সেতার শেখেন। কর্মজীবনে প্রথমে গোয়ালিয়র রাজস্কুলে শিক্ষকতা (১৮৬৫) করার তিন বছর পর কুচবিহারের স্ট্যাম্প অফিসার এবং ১৮৭২ খ্রী· ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ লাভ করেন। কিন্তু সঙ্গীতচর্চায় ব্যাঘাত ঘটায় কর্মত্যাগ করেন। কলিকাতায় সঙ্গীত-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় এবং গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার (মিনার্ভা) ইজারা নিয়ে ব্যবসায়ের চেষ্টা করে তিনি অকৃতকার্য হন। পুনরায় চাকরি নিয়ে কুচবিহার যান। পরে গৌরীপুররাজ প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়ার সঙ্গীতশিক্ষক নিযুক্ত হন। এখানেই মৃত্যু। তাঁর রচিত 'বঙ্গৈকতান' (১৮৬৭) ঐকতান-বাদন বিষয়ে বাংলা ভাষার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। ভারতীয় সঙ্গীতে পাশ্চাত্য স্বরসংগতির (হারমনি) প্রয়োগ-বিষয়ে তাঁর 'হিন্দুস্থানী এয়ার অ্যারেন্‌জড ফর দি পিয়ানোফর্টে' গ্রন্থে তিনিই প্রথম আলোচনা করেন (১৮৬৮)। সঙ্গীত-বিষয়ে তাঁর গবেষণার শ্রেষ্ঠ অবদান 'গীতসূত্রসার' (২ খণ্ড)। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'চীনের ইতিহাস', 'সঙ্গীত শিক্ষা', 'হারমোনিয়ম শিক্ষা', 'সেতার শিক্ষা' প্রভৃতি। তাঁর গ্রন্থাবলী এবং তাঁর অনুসৃত রেখামাত্রিক স্বরলিপি (স্টাফ নোটেশন) পাশ্চাত্য সঙ্গীতে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তির পরিচায়ক। [৩, ১৪৯]

কৃষ্ণধন মিত্র। ডিসে· ১৮৩১ খ্রী· বালক-বালিকাদের শিক্ষাদানের জন্য মাসিক 'জ্ঞানোদয়' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এটিই বাঙালী তথা দেশীয় পরিচালিত প্রথম শিশুপাঠ্য পত্রিকা [১৭]

কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায় (১২৪০ - ২৬.৮.১৩১৮ ব·) পূর্বস্থলী—নবদ্বীপ। পাণ্ডিত্য ও নিরপেক্ষতাগুণে তিনি শ্রীভারত ধর্মমহামণ্ডলের ব্যবস্থাপক পদে প্রতিষ্ঠিত হন। নবদ্বীপরাজ কর্তৃক নবদ্বীপের প্রধান স্মার্তের পদে বহুদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন। নিজের বাড়িতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে বিভিন্ন শাস্ত্রের অধ্যাপনা এবং চর্চা করতেন। 'কর্পূরাদি স্তোত্র', অভিজ্ঞানশকুন্তলম্', 'মলমাসতত্ত্ব', 'বেদান্ত-পরিভাষা', 'মীমাংসান্যায়প্রকাশ', 'অর্থসংগ্রহ' প্রভৃতির সটীক সংস্করণ প্রকাশ করেন। 'বাতদূত', 'স্মৃতিসিদ্ধান্ত', 'বৃহন্মুগ্ধবোধ', 'শ্যামাসন্তোষ' প্রভৃতি তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ১৮৯১ খ্রী· 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। [১, ৩, ১৩০]

কৃষ্ণপাদ (কহ্নু-পা বা কাহ্ন-পা)। দেবপালের সমসাময়িক জালন্ধরীপাদের শিষ্য এবং নাথপন্থী ও সহজিয়াপন্থীদের অন্যতম ও সোমপুর বিহারের আচার্য ছিলেন। তাঁর বাড়ি ছিল পাদুনগর বা বিদ্যানগর। তিনি ৫০ খানিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেন। অধিকাংশই বজ্রযান সাধন-সম্পর্কিত। তা ছাড়া চর্যাগীতি (প্রাচীন বাংলা ভাষায় লিখিত আদিগ্রন্থ) গ্রন্থে তাঁর ১০টি গীতি আছে। কৃষ্ণাচার্য রচিত 'দোঁহাকোষ' পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এই মহাপণ্ডিতের রচিত 'হে বজ্র পঞ্জিকা' নামে একখানি পুঁথি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। [১, ৬৭]

কৃষ্ণপাল। শ্রীরামপুর—হুগলী। তন্তুবায় বংশজাত কৃষ্ণপাল বাঙালীদের মধ্যে সর্বপ্রথম খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। ১৮.৪.১৮০০ খ্রী· উইলিয়ম কেরী এই দীক্ষাকার্য বাংলা ভাষায় সম্পন্ন করেন। কৃষ্ণপালের কন্যার সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ব্রাহ্মণবংশীয় এক যুবকের বিবাহ হয়। [১]

কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক (১২৭৩ - ১৩৪৪ ব·) ঢাকা। প্রখ্যাত শিক্ষাব্রতী। ব্রাহ্মনেতা নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে এসে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। সিটি কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করে নব-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে দীর্ঘকাল লক্ষ্ণৌতে 'অ্যাডভোকেট' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। গিরিডিতে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। লেডি অবলা বসুর সহকর্মিরূপে নারী শিক্ষা সমিতির মাধ্যমে অনাথা বিধবাদের অর্থকরী শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেন এবং তাঁরই

উদ্যোগে সমিতির তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন জেলায় প্রায় দুইশত প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। [১]

কৃষ্ণপ্রিয়া, রাণী। তমলুকের রাণী। ১৭৮২ খ্রী· ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে পরাভূত ও রাজ্যচ্যুত হন। [৯২]

কৃষ্ণবিহারী সেন (৩·১২·১৮৪৭ - ২৯·৫·১৮৯৫) কলিকাতা। প্যারীমোহন। ব্রাহ্মনেতা কেশব সেনের অনুজ। প্রবেশিকায় বৃত্তি পান এবং এম·এ· পরীক্ষায় (১৮৬৯) সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু। ১৮৭৫ খ্রী· জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষ এবং শেষে জয়পুরের শিক্ষাকর্তা নিযুক্ত হন। ১৮৮৩ খ্রী· আবগারী বিভাগের উচ্চপদ লাভ করেন। 'ইন্ডিয়ান মিরর', 'সানডে মিরর' এবং 'দি লিবারেল অ্যান্ড দি নিউ ডিস্পেনসেশন' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'বিধবা বিবাহ' নাটকে অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেন। নাট্যসমিতির সদস্য ও নাট্যশিক্ষক ছিলেন। ১৮৮২ খ্রী· রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'সারস্বত সমাজে'র যুগ্ম-সম্পাদক নিযুক্ত হন। 'সাধনা' পত্রিকার অন্যতম বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। তাঁর লিখিত 'বুদ্ধচরিত' ধারাবাহিকভাবে সাধনায় প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'অশোকচরিত', 'কবিতামালা', 'নব বিধান কি?' প্রভৃতি। বহুভাষাবিদ্ ছিলেন। [১, ৩]

কৃষ্ণভাবিনী দাস (১৮৬৪ - ১৭·২·১৯১৯) চুয়াডাঙ্গা—নদীয়া। জয়নারায়ণ সর্বাধিকারী। ন'বছর বয়সে আইন ব্যবসায়ী শ্রীনাথ দাসের পুত্র সেঞ্চুরী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। স্বামীর আগ্রহে লেখাপড়া করতে থাকেন। ছোট ছোট কবিতাও লিখতেন। স্বামী বিলাত গিয়ে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা পাশ করে ফিরে আসেন। কিন্তু বিলাত-যাত্রার জন্য জাতিচ্যুত এবং ত্যাজ্যপুত্র হন। কিছুদিন পর দেবেন্দ্রনাথ আবার বিলাত যাত্রা করেন। এবার আত্মীয়দের নিষেধ অগ্রাহ্য করে তিনি স্বামীর সঙ্গ নেন। তাঁর ছ বছরের একমাত্র কন্যা শ্বশুরের কাছে থেকে যায়। বিলাতে নারীমুক্তির স্বরূপ দেখে তিনি উদ্বুদ্ধ হন। সেখানে বহুভাষাবিদ্ অধ্যাপক স্বামীর সাহচর্যে অনেক বেশি পড়াশোনা করেন। ১৮৮৫ খ্রী· ইংলন্ডে 'বঙ্গ মহিলা' ছদ্মনামে গ্রন্থ রচনা করেন। প্রকাশের অল্প পরেই গ্রন্থটি নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত হয়—স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে লেখিকার মতবাদই তার কারণ। তাঁর লিখিত 'বিলাতের গল্প' ও 'ইংরাজদের পর্ব' ১৮৯২ খ্রী· 'সখা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৪ বছর পর দেশে ফিরে যখন দেখলেন কন্যা অপাত্রে পড়েছে, তখন তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, অমন স্বামীকে ত্যাগ করে কল্যাণকর কাজে আত্মনিয়োগ করতে। কন্যার সংস্কারাচ্ছন্ন মন তা মেনে নিতে পারেনি। এই ঘটনায় তিনি মেয়েদের শিক্ষা ও মনের মুক্তির প্রয়োজনীয়তা আরও গভীরভাবে অনুভব করেন। ১৯০৯ খ্রী· ২২ দিনের ব্যবধানে স্বামী ও একমাত্র সন্তান হারিয়ে তিনি ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের সেবাকাজে আত্মনিয়োগ করেন। অভ্যস্ত বিলাসবাহুল্য ত্যাগ করে মোটা খদ্দরের শাড়ী পরে, খালি পায়ে কলিকাতার পথে পথে ঘুরে পর্দানশীন মেয়েদের শিক্ষা-ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। তাঁরই উদ্যোগে মণ্ডলের তিনটি কেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব হয়। এইসব কেন্দ্রে বাংলা, ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, সেলাই, হাতের কাজ, সঙ্গীত ও যন্ত্রবাদন শিক্ষা দেওয়া হত। মণ্ডলের নিয়মিত অধিবেশনে বিবিধ আলোচনা চলত ও সরলাদেবীর পরিচালনায় 'ভাই চম্পা' ও 'নিবেদিতা' নাটক দু'টির অভিনয় হত। ১৯১৬ খ্রী· তিনি একটি বিধবা আশ্রমও স্থাপন করেন। স্কুল-কলেজের শিক্ষালাভ না করেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর লিখিত বহু সুচিন্তিত সন্দর্ভ 'ভারতী', 'সাহিত্য', 'সখা', 'প্রদীপ', 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। [১, ৪৬, ২২৪]

কৃষ্ণমোহন দাস (১৯শ শতাব্দী)। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগের সংবাদপত্র-পরিচালক কৃষ্ণমোহন ১২৩০ ব· কার্তিক মাসে 'সম্বাদ তিমির নাশক' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাটি ১২৩৭ ব· পর্যন্ত চলেছিল। উদারমতাবলম্বীদের সমালোচনা করাই এই পত্রিকার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। [১]

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেন্ড (২৪·৫·১৮১৩ - ১১·৫·১৮৮৫) শ্যামপুকুর—কলিকাতা মাতুলালয়ে জন্ম। জীবনকৃষ্ণ। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্, খ্রীষ্টধর্মপ্রচারক ও বহুভাষাবিদ্। পটলডাঙ্গা (হেয়ার) স্কুলের বৃত্তিভোগী ছাত্র হিসাবে ১৮২৪ খ্রী· হিন্দু কলেজে প্রবেশ করে কৃতিত্বের সঙ্গে ১৮২৯ খ্রী· পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। ঐ বছরই পটলডাঙ্গা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হন। ডিরোজিও-অনুপ্রাণিত 'ইয়ংবেঙ্গল' গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা ছিলেন। ১৭·১০·১৮৩২ খ্রী· ডাফ্ সাহেবের কাছ থেকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। ফলে পটলডাঙ্গা স্কুলের চাকরি চলে যায়। পরে মিশনারী সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হলে প্রথম বাঙালী আচার্য নিযুক্ত হন। তিনি ১৮৩৩ খ্রী· একটি বালককে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার অপরাধে অভিযুক্ত হন। কয়েক বছর পরে তিনি স্ত্রী, ভ্রাতা এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। মাইকেল মধুসূদনের ধর্মান্তর গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর সহায়তা ছিল। ১৮৩৯ খ্রী· ক্রাইস্ট চার্চ প্রতিষ্ঠিত মির্জাপুর স্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিযুক্ত হন। বাংলায় উপাসনা করতেন। তের বছর কাজ করবার পর ১৮৫২ খ্রী· বিশপস্ কলেজের অধ্যাপক হন এবং উক্ত কলেজে বাংলায় খ্রীষ্টধর্ম-চর্চা ও দরিদ্র ছাত্রদের বৃত্তির জন্য আট হাজার টাকা দান করেন। নব্যদলের মুখপত্র 'দি এনক্যোয়ারার' (১৮৩১), 'হিন্দু ইউথ' (১৮৩১), 'গভর্নমেন্ট গেজেট' (১৮৪০), 'সংবাদ সুধাংশু' (১৮৫০) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'জ্ঞানোপার্জিকা সভা', 'এশিয়াটিক সোসাইটি', 'বেথুন সোসাইটি', 'ফ্যামিলী লিটারারি ক্লাব', 'বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা', 'ভারত সংস্কার সভা' প্রভৃতি সংগঠনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। রচিত গ্রন্থ: 'দি পারসিকিউটেড'

(নাটক), 'উপদেশকথা', 'ডায়ালগস্ অন দি হিন্দু ফিলসফি', 'ষড়্দর্শন সংবাদ', 'দি এরিয়ান উইটনেস', 'টু এসেজ অ্যাজ সাপ্লিমেন্টস্ টু দি এরিয়ান উইটনেস' প্রভৃতি। এ ছাড়াও কয়েকটি সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকের রচয়িতা। ১৮৭৬ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডক্টর অফ ল' ও সরকার কর্তৃক 'সি·আই·ই·' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৬৪ খ্রী· বিদ্যাসাগরের সঙ্গে রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হন এবং দু'বার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনার হয়েছিলেন। ১৮৭৬ খ্রী· ইন্ডিয়া লীগের আন্দোলনের ফলে নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হলে পৌরসভার সদস্য হন। বাংলায় বিশ্বকোষ রচনায় অন্যতম পথিকৃৎ। ইংরেজী বাংলায় সঙ্কলিত কোষগ্রন্থ 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' (১৩ খণ্ড) প্রকাশ করেন। বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু প্রভৃতি ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন। 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টে'র বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত সভায় (১৭ এপ্রিল ১৮৭৮)তেজোদ্দীপ্ত বক্তৃতা প্রদান করেন। [১, ২, ৩, ৭, ৮, ২৫, ২৬, ৪৫, ৫৭]

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য (১৯শ শতাব্দী)। প্রখ্যাত কবিয়াল ভোলা ময়রা, নীলু ঠাকুর প্রভৃতির জন্য সঙ্গীত রচনা করে অর্থোপার্জন করতেন। বহু বৈষ্ণব সঙ্গীতেরও রচয়িতা [১]

কৃষ্ণমোহন মল্লিক (১৮০১ - ১৮৮৩) চন্দননগর। ভারত সরকারের জুডিসিয়াল সেক্রেটারীর অধীনে কাজ করতেন। 'মুখার্জী ম্যাগাজিন' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁর রচিত ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতি-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি চিন্তা ও গবেষণার পরিচায়ক। রচিত গ্রন্থ : 'Brief History of Bengal Commerce' (দুই খণ্ড)। [১]

কৃষ্ণরাম দাস (আনু· ১৬৬৬ - ?) নিমতা—চব্বিশ পরগনা। ভগবতী দাস। তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'কালিকামঙ্গল'। 'বিদ্যাসুন্দর' রচনার প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে এই গ্রন্থ রচিত হয়। এই হিসাবে তিনিই বাংলা কাব্যে বিদ্যাসুন্দর কাহিনী রচনার পথিকৃৎ। রচিত অন্যান্য গ্রন্থাবলী : 'দক্ষিণ রায়ের উপাখ্যান বা রায়মঙ্গল', 'অশ্বমেধ পর্ব', 'ভজন মালিকা' প্রভৃতি। [১, ২, ২০, ২৬]

কৃষ্ণরাম বসু (১৭৩৩ - ১৮১১) তড়াগ্রাম—হুগলী। দয়ারাম। কলিকাতায় এসে পিতার সামান্য মূলধন দিয়ে লবণের ব্যবসায় শুরু করেন। কিছুকাল পরে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে হুগলীর দেওয়ানী পান ও প্রচুর অর্থের অধিকারী হন। বাঙলাদেশ ছাড়া কাশী, কটক, পুরী, ভাগলপুর প্রভৃতি বহু স্থানে তিনি দান ও জনহিতকর কাজের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। শ্রীরামপুরের মাহেশের রথ তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। তড়াগ্রাম থেকে মথুরাবাটী পর্যন্ত তাঁর নির্মিত পথ 'কৃষ্ণজাঙ্গাল' নামে পরিচিত। পুরীতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার রথ-নির্মাণ তাঁর অপর কীর্তি। এ ছাড়া যশোহরে শ্রীশ্রীমদনগোপাল, বীরভূমে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মূর্তি, কাশীতে ও ভাগলপুরে শিবমন্দির এবং গয়ায় রামশিলা সোপানশ্রেণী প্রভৃতির স্থাপয়িতা। বৃদ্ধবয়সে কাশীবাসী হন। [১, ২, ৪, ২৬, ৩১]

কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য (১৭শ - ১৮শ শতাব্দী) মালীপোতা—নদীয়া। আসামের আহমবংশীয় নরপতি রুদ্রসিংহ হিন্দু ধর্মানুযায়ী ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানাদি সম্পাদন করার জন্য ১৬৯৬ - ১৭১৪ খ্রী· মধ্যে কৃষ্ণরামকে প্রচুর বৃত্তি ও ভূমি দান করে কামরূপে আনয়ন করেন এবং তাঁর নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করেন। কামাখ্যা মন্দির রক্ষার ভারও তাঁর উপর অর্পিত হয়। আসামের প্রায় সমস্ত শাক্ত তাঁর শিষ্য। বংশধরগণ 'পার্বতীয়া গোঁসাই' নামে পরিচিত। 'ন্যায়বাগীশ' উপাধিপ্রাপ্ত ছিলেন। [১]

কৃষ্ণলাল দত্ত (১৮৫৯ - ?) নড়াইল—যশোহর। দ্বারিকানাথ। ১৮৭৯ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অঙ্কশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করে বি·এ· এবং ১৮৮১ খ্রী· এম·এ· পাশ করেন। এই বছরই সামান্য বেতনে ভারত সরকারের কন্ট্রোলার-জেনারেল অফিসের কেরানীর পদ পান। ১৮৯৪ খ্রী· অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলার-জেনারেল পদে উন্নীত হন। ১৯০০ - ১৯০২ খ্রী· মাদ্রাজ সরকারের হিসাব-পরীক্ষক নিযুক্ত হয়ে মিউনিসিপ্যালিটি-সমূহের জন্য সম্পূর্ণ নূতন ধরনের হিসাবপ্রণালী প্রবর্তন করেন। অন্যান্য প্রদেশে পূর্বেই তিনি 'মিউনিসিপ্যাল একাউন্টস্ কোড' প্রবর্তন করেছিলেন। ভারত সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব-পরীক্ষক ছিলেন (১৯০৩ - ১৯০৭)। ১৯০৭ খ্রী· ডাকঘরসমূহের সর্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯০৯ খ্রী· ঐ বিভাগের সহজ হিসাবপ্রণালী প্রবর্তনের জন্য ভারপ্রাপ্ত হন এবং ১৯১০ খ্রী· অ্যাকাউন্ট্যান্ট-জেনারেল নির্বাচিত হন। একই সঙ্গে বিশেষভাবে মূল্যবৃদ্ধি-তদন্তের কাজে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়। ১৯১৩ খ্রী· মাদ্রাজের প্রধান হিসাবরক্ষক হন এবং ১৯১৫ খ্রী· ভারত সরকারের সুপারিশক্রমে মহীশূর সরকার তাঁকে রাজস্ব সম্বন্ধীয় বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত করেন। ১৯১৮ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন। [১, ৫]

কৃষ্ণলাল বসাক (২১·৪·১৮৬৬ - ১৯·১০·১৯৩৫) আহিরিটোলা—কলিকাতা। কলিকাতা পত্তনের যুগের ধনী ব্যবসায়ী। শোভারাম বসাকের বংশধর। জিমন্যাস্টিকস্-এ দক্ষ ছিলেন। ১৭ বছর বয়সে শোভাবাজার রাজবাড়িতে সার্কাস দেখিয়ে (১৮৮২) প্রশংসা লাভ করেন। সার্কাস দলের সঙ্গে পৃথিবীর বহুদেশ পরিভ্রমণ করেন। ১৯০০ খ্রী· প্যারিসের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে জাগলিং, প্যারালাল বার, ট্র্যাপিজ, ফ্লাইং ট্র্যাপিজ এবং জাপানী টপ স্পিনিং-এ অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়ে বিশেষ সম্মানের অধিকারী হন। পরে নিজেই 'দি গ্রেট ঈস্টার্ন সার্কাস' (হিপোড্রাম সার্কাস) গঠন করেন। তাঁর সার্কাস-দলে বিভিন্ন দেশের প্রায় ২০০ ব্যায়াম-কুশলী চাকরি করতেন। [১, ৩, ৫]

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ (১৭শ শতাব্দী) নবদ্বীপ। মহেশ্বর গৌড়াচার্য। জনশ্রুতি অনুসারে তিনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক এবং বর্তমান কালে পূজিত

কালীমূর্তির প্রবর্তক ছিলেন। নবদ্বীপের আগমবাগীশ-তলায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব'লে কথিত প্রসিদ্ধ কালীর ঘট এখনও পূজিত হয়। তান্ত্রিক ব্যভিচার থেকে দেশকে রক্ষার জন্য তিনি প্রামাণিক তান্ত্রিক নিবন্ধ-সংবলিত 'তন্ত্রসার' গ্রন্থ রচনা করেন। 'তন্ত্রদীপিকা'-রচয়িতা গোপাল পঞ্চানন তাঁর পৌত্র। [১, ৩, ২৬]

কৃষ্ণানন্দ ব্যাস, রাগসাগর (আনু· ১৭৯৪ - ?) জোহেনি — উদয়পুর। জাতিতে রাজপুত। বৃন্দাবনে সঙ্গীতশিক্ষাপ্রাপ্ত হন। শোভাবাজার রাজবাড়িতে রাধাকান্ত দেবের আশ্রয়ে তাঁর সঙ্গীতসাধনার বিকাশ ঘটে। রাজা কর্তৃক 'রাগসাগর' উপাধিতে ভূষিত হন। রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুমের অনুকরণে তাঁর সংকলিত বিখ্যাত সঙ্গীতকোষ 'রাগকল্পদ্রুম' ১৮৪২ - ৪৯ খ্রী· মধ্যে তিনখণ্ডে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন ভাষায় এবং ইংরেজী, বর্মী, চীনা, পেগুয়ান ইত্যাদিতে মোট ৪৫টি ভাষার গান স্থান পেয়েছে এবং সর্বসমেত গান আছে ১৩৮৯২টি। [১, ২, ৩, ২০, ২৫, ২৬]

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী (১৭৯০ - ১৮৮২) হাওড়া। অকৃতদার এই তান্ত্রিক সন্ন্যাসী ভারতের তীর্থস্থানগুলিতে বাঙালীদের আশ্রয়স্থলের অভাব মোচনকল্পে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ৩২টি কালীবাড়ি স্থাপন করে তীর্থযাত্রীদের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেন। তাঁরই বিশেষ চেষ্টায় পাঞ্জাবে তান্ত্রিক মত প্রচারিত হয়। [১,২৬]

কৃষ্ণানন্দ সার্বভৌম (আনু· ১৭৭৫ - ১৮৪০) বাকলা — বরিশাল। রামকান্ত তর্কালঙ্কার। বরিশাল কলসকাঠির বিখ্যাত ব্রাহ্মণ জমিদার-বংশের আশ্রয়ে যে-সমস্ত পণ্ডিত বাক্‌লা সমাজকে উজ্জ্বল করেছেন তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণানন্দ বিশেষভাবে স্মরণীয়। নবদ্বীপে শঙ্কর তর্কবাগীশের কাছে অধ্যয়নকালেই তিনি যশস্বী হয়েছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য-খ্যাতির জন্য মিথিলা প্রভৃতি ভারতের নানা অঞ্চল থেকে বহু ছাত্র তাঁর টোলে অধ্যয়নের জন্য আসত। বাক্‌লার সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি একবার নবমীর দিনই দুর্গা-প্রতিমা বিসর্জন দেন। 'কৃষ্ণানন্দী দশহরা'র কথা লোকমুখে প্রচারিত আছে। [৯০]

কৃষ্ণানন্দ স্বামী (১২৫৮ - ১৩০৯ ব·) গুপ্তিপাড়া — হুগলী। পূর্বনাম — কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন। পাঠ্যাবস্থায় কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। ঈস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়েতে চাকরি নিয়ে কার্যোপলক্ষে যখনই প্রবাসে থাকতেন, তখনই তথাকার বাঙালীদের ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট হতেন। জামালপুর, মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানে বসবাসকালে ১২৭৯ ব· 'আর্য-ধর্ম প্রচারিণী সভা' প্রতিষ্ঠা ও ১২৮২ ব· 'ধর্ম প্রচারক' পত্র প্রকাশ করেন। নানাস্থানে ধর্মপ্রচার করে বেড়ানর জন্য 'পরিব্রাজক' নামে খ্যাত ছিলেন। সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণপূর্বক কাশীতে বসবাস শুরু করেন। রচিত গ্রন্থ: 'গীতার্থসন্দীপনী' ও 'ভক্তি ও ভক্ত'। কাশীতে স্ব-প্রতিষ্ঠিত যোগাশ্রমে মৃত্যু। [১, ৩, ১০]

কেতকাদাস (১৭শ শতাব্দী) বর্ধমান/হুগলী। শঙ্কর মণ্ডল। 'ক্ষেমানন্দ কেতকাদাস' ভণিতায় একটি মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। [১, ২, ৩, ৫, ২৫, ২৬]

কেদারনাথ গোস্বামী (১৯০১ - ১৯৬৫)। পিতা ব্রহ্মানন্দের কর্মস্থল আসামের জখলাবান্ধা নওগাঁয় জন্ম। কলেজের শিক্ষা বেশিদূর না হলেও হিন্দী, ইংরেজী, আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ, কোরান ও বাইবেল পাঠের সঙ্গে মার্ক্স, এঙ্গেলস প্রভৃতির লেখাও মনোযোগ সহকারে পড়তেন। ১৯২১ - ৩৮ খ্রী· জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন। ডিব্রুগড় তখন তাঁর কর্মকেন্দ্র ছিল। অস্পৃশ্যতা, বর্ণভেদ ও পর্দা-প্রথার বিরোধী ছিলেন। ১৯৩০ - ৩৯ খ্রী· 'আসাম টাইমস্' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তাঁর লেখার জন্য পত্রিকাটি আসামের চা-বাগানের মালিকদের আর্থিক সাহায্য হারায়। ১৯৩৯ খ্রী· 'কৃষক বড়ুয়া পঞ্চায়েৎ' স্থাপন করেন ও তার সভাপতি হন। কৃষক ও শ্রমিকদের ওপর যে শোষণ-অত্যাচার চলে তার প্রতিবাদ করে বহু রচনা প্রকাশ করেন। তাঁর নেতৃত্বে আসামে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। ১৯৩৮ খ্রী· আর·সি·পি·আই· দলের সভ্য হন। সারা জীবন দরিদ্র মানুষের সমপর্যায়ে থেকে তাদের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। গোয়ালপাড়ায় অন্তরীণ থাকাকালে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে দারুণ দুর্দশায় তাঁর মৃত্যু ঘটে। [১২৪]

কেদারনাথ ঘোষ (১৯১২ - ২১·২·১৯৭৮) বাবুরহাট — কুমিল্লা। প্রখ্যাত সাংবাদিক। দরিদ্র পরিবারে জন্ম। ১৯২১ খ্রী· নয় বছর বয়সে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩০ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন। ১৯৩৬ খ্রী· 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার রিপোর্টার হিসাবে সাংবাদিক জীবনের শুরু। পরে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'যুগান্তর' পত্রিকায় কাজ করার পর ১৯৩৮ খ্রী· 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড'-এ যোগ দেন। ১৯৪০ খ্রী· অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ায় (পরবর্তী নাম প্রেস ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়া) কাজ করেন। ১৯৪৪ খ্রী· 'স্টেটস্‌ম্যান'-এর চীফ রিপোর্টার হন ও পূর্ব ভারতের বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে সাংবাদিকতা করেন। ক্রমে ঐ পত্রিকার মুখ্য প্রশাসক পদে উন্নীত হন। পরে সরকার 'বসুমতী' পত্রিকা অধিগ্রহণ করলে তার সম্পাদক হিসাবে কিছুদিন কাজ করেন। প্রেস ক্লাবের প্রথম সম্পাদক ও পরে সভাপতি, ভারতীয় বার্তাজীবী সঙ্ঘের সভাপতি ও বার্তাজীবীদের জন্য দ্বিতীয় বেতন বোর্ডের সদস্য ছিলেন। জাকার্তায় অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশিয়া জার্নালিস্ট কন্‌ফারেন্সে যোগ দেন। রচিত গ্রন্থ: 'অথ রসিকরঞ্জন কথা', 'No Apology', 'Freedom or Fraud of the Press'। [১৬]

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় (১২·১২·১৮৯১ - ১৬·৫·১৯৬৫) পাঠকপাড়া—বাঁকুড়া। প্রখ্যাত সাংবাদিক

রামানন্দ। এলাহাবাদ অ্যাংলো-বেঙ্গলী স্কুল, কলিকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ও সিটি কলেজের ছাত্র। লণ্ডন ইম্পিরিয়াল কলেজ থেকে ভূতত্ত্বে বি·এস-সি· এবং এ·আর·সি·এস· পাশ করেন। কেন্টের অস্ত্রোৎপাদন কারখানায় কর্মরত (১৯১৪ - ১৮) অবস্থায় দুর্ঘটনায় আহত হন। ১৯১৯ খ্রী· দেশে ফিরে গ্লাস ও সিরামিক কারখানায় চাকরি নেন এবং পিতার মৃত্যুর পর 'মডার্ন রিভিউ' ও 'প্রবাসী' পত্রিকা পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। 'মৌচাক' পত্রিকায় 'জগন্নাথ পণ্ডিত' ছদ্মনামে লিখতেন। উল্লেখযোগ্য রচনা: 'জগন্নাথের খেয়াল খাতা'। 'নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর' নামে রাহুল সাংকৃত্যায়নের বই বাংলায় অনুবাদ করেন। পারস্য-ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হিসাবে ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও যুদ্ধ সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ ও রচনা প্রবাসীতে প্রকাশ করেন। যৌবনে এলাহাবাদে হকির নাম-করা সেন্টার ফরোয়ার্ড এবং ক্রিকেটে ভাল বোলার ছিলেন। [৪,৭,১৭]

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, সর্দার (১৮৪৭ - ১৯০৬) তালতলা-নিয়োগীপুকুর—কলিকাতা। হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে ১৮৭১ খ্রী· বি·এ· ও পরের বছর বি·এল· পাশ করেন। নেপালের রাজবাড়ির গৃহশিক্ষক হয়ে সেখানে যান। নেপালে ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারের প্রথম উদ্যোক্তাদের মধ্যে তিনি অগ্রণী ছিলেন। তাঁর চেষ্টায় সেখানে দরবার স্কুল ও সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি দরবার স্কুলের অধ্যক্ষ এবং ১৮৭৭ খ্রী· দিল্লীর দরবারে নেপাল সরকারপ্রেরিত দূতের সেক্রেটারী ছিলেন। নেপালরাজ তাঁকে 'সর্দার' উপাধিতে ভূষিত করেন। [১]

কেদারনাথ দত্ত। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগের একজন জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। 'চমৎকার মোহন' নামক পত্রিকার পরিচালক এবং সম্পাদক ছিলেন। তাঁর রচিত 'প্রিয়ম্বদ', 'নলিনীকান্ত' ও 'বঙ্কচরিত' ১৮৫৫ - ৬২ খ্রী· মধ্যে প্রকাশিত হয়। ১৮৭১ খ্রী· প্রকাশিত 'ভাঁড়' ছদ্মনামে তাঁর 'সচিত্র গুলজার নগর' গ্রন্থে সমকালীন কলিকাতার অবক্ষয়ী সমাজের চিত্র পাওয়া যায়। [১, ১৬]

কেদারনাথ দত্ত, ভক্তিবিনোদ (১৮৩৮? - ১৯১৪) বীরনগর বা উলা—নদীয়া। আনন্দচন্দ্র। ১৮৫২ খ্রী· পর্যন্ত স্বগ্রামে লেখাপড়া শিখে কলিকাতায় আসেন। ১৮৬৬ খ্রী· ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পান এবং ১৮৯৪ খ্রী· অবসর-গ্রহণ করে ধর্মচর্চায় মনোনিবেশ করেন। ইংরেজী, ল্যাটিন, সংস্কৃত, হিন্দী, ওড়িয়া, উর্দু, ফারসী প্রভৃতি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বৈষ্ণব-সমাজের উন্নতির জন্য শতাধিক গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। গ্রন্থগুলির মধ্যে বাংলা ভাষায় 'শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত', 'জীবধর্ম', 'প্রেমপ্রদীপ', 'বিজনগ্রাম', 'সন্ন্যাসী' প্রভৃতি; সংস্কৃতে 'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা', 'শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণ মঙ্গল স্তোত্র', 'দত্তকৌস্তুভ' প্রভৃতি এবং ইংরেজীতে 'The Bhagabata Speech', 'Gautam Speech' এবং উর্দুতে 'বালিদে রেজিস্ট্রি' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের জন্য একটি মাসিক পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। [১]

কেদারনাথ দাশগুপ্ত (১৪·১০·১৮৭৮ - ৬·১২·১৯৪২) ভাটিখাইন (ভট্টখণ্ড)—চট্টগ্রাম। পিতা হরচন্দ্র একজন মুন্সেফ এবং প্রচুর জমিজমার মালিক ছিলেন। চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুলে পড়ার সময় স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্য শুনে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে স্বদেশী সামগ্রী বিক্রির জন্য 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' নামে এক দোকান খোলেন। সেই সঙ্গে 'ভাণ্ডার' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন। তাঁর বিশেষ অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন। পত্রিকার সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন দাশও যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বাউল ও স্বদেশী গানগুলি 'ভাণ্ডার' পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় পুলিসের দৃষ্টি তাঁর উপরে পড়লে বাড়ি থেকে তাঁকে বিলেতে সরিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে গিয়ে তিনি ব্যারিস্টারী পাশ করেন এবং সেখানেই থেকে যান। বিদেশে ভারতের সাহিত্য ও সংস্কৃতি-প্রচারে উদ্যোগী ছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে ১৯১০ খ্রী· বিলেতে 'Union of East and West' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। মাঝে মাঝে সেখানে নাটক, অভিনয় ইত্যাদিরও ব্যবস্থা করতেন। লণ্ডনে আগত বাঙালীদের নানাভাবে তিনি সাহায্যও করতেন। ১৯১২ খ্রী· রবীন্দ্রনাথ বিলেতে গেলে তাঁরই ব্যবস্থাপনায় 'ইমারসন ক্লাবে' কবির প্রথম সংবর্ধনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'The Maharaja of Arakan' নাম দিয়ে তিনি কবির 'দালিয়া' গল্পের নাট্যরূপ দেন এবং বন্ধু জর্জ কলডেরনের সহায়তায় ইংরেজ অভিনেতাদের দিয়ে ৩০·৭·১৯১২ খ্রী· রয়েল অ্যালবার্ট হলে তা মঞ্চস্থ করেন। এই নাটকের জন্য রবীন্দ্রনাথ একটি ইংরেজী গান লিখে তাতে সুর সংযোগ করে দিয়েছিলেন। 'The Union of East and West'-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'শকুন্তলা' নাটকের (ইংরেজীতে) মঞ্চরূপ তাঁরই দেওয়া (১৯১৯)। এই নাটকে শকুন্তলার ভূমিকায় ছিলেন খ্যাতনামা অভিনেত্রী সিবিল থর্নডাইক। ১৯১৮ খ্রী· কিছুদিনের জন্য আমেরিকা যান এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সেখানে 'League of Neighbours' এবং ১৯২৪ খ্রী· 'Fellowship of Faiths' নামে সংস্থা স্থাপন করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত তিনটি সংস্থাকে মিলিত করে তিনি নাম দেন 'Threefold Movement'। রচিত গ্রন্থ: 'Caliph for a Day', 'Consolation from the East to the West', 'Bharat', 'Essence of Religions', 'An United World or a Glimpse of Paradise', 'Consolation', 'শিক্ষার আন্দোলন' প্রভৃতি [১৪৯]

কেদারনাথ দাস, ডাঃ স্যার, সি·আই·ই·, এফ·সি·ও·জি· (২৪·২·১৮৬৭ - ১৩·৩·১৯৩৬) কলিকাতা। হিন্দু স্কুলের শিক্ষক যাদবকৃষ্ণ। খ্যাতনামা স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ। জেনারেল অ্যাসেমব্লীজ ইনস্টিটিউট থেকে এফ·এ· পাশ করে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে প্রথম থেকে শেষ

পর্যন্ত প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং শেষ পরীক্ষায় ধাত্রীবিদ্যায় পূর্ণ নম্বর পান। ১৮৯২ খ্রী· এম·বি· এবং ১৮৯৫ খ্রী· মাদ্রাজ থেকে এম·ডি· পাশ করেন। সাত বছর মেডিক্যাল কলেজের ও ইডেন হাসপাতালের রেজিস্ট্রার ছিলেন। ১৮৯৯ খ্রী· ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে ধাত্রীবিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯১৪ খ্রী· প্রসব করাবার একটি যন্ত্র (Das Forceps) আবিষ্কার করেন। ১৯১৯ খ্রী· কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে যোগদান করেন। ১৯২২ খ্রী· থেকে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে আমৃত্যু সেখানে কাজ করেন। মেডিক্যাল কলেজসমূহের পরিদর্শক, ভারতীয় মেডিক্যাল কংগ্রেসের প্রথম সেক্রেটারী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাত্রীবিদ্যার পরীক্ষক ও বিভিন্ন বিভাগের সদস্য, চিকিৎসাবিদ্যা কমিটির অধ্যক্ষ, রেডক্রস, সেন্ট জন্স্ অ্যাম্বুলেন্স, এশিয়াটিক সোসাইটি ও অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। প্রসূতি-বিজ্ঞান ও স্ত্রীরোগ সম্বন্ধে নিখিল বিশ্ব সম্মেলনে (আমেরিকা, ১৯২২) যোগদান করেন। লণ্ডনে অনুষ্ঠিত সপ্তদশ আন্তর্জাতিক মেডিসিন কংগ্রেসের সদস্য (১৯১৩), আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব অবস্‌টেট্রিশিয়ান গাইনেকোলজিস্ট এণ্ড অ্যাবডোমিনাল সার্জারির অনারারী ফেলো (১৯১৪) এবং আমেরিকান গাইনেকোলজি সোসাইটির অনারারি ফেলো (১৯২৩) ছিলেন। এর প্রত্যেকটিতে তিনিই তখন একমাত্র ভারতীয়। ভারত ধর্মমহামণ্ডল তাঁকে 'ধাত্রীবিদ্যার্ণব' উপাধি প্রদান করেন। কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে 'স্যার কেদারনাথ দাস প্রসূতি হাসপাতাল' নামে পরিচিত বিভাগটি তাঁরই প্রচেষ্টায় নির্মিত হয়। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম এফ·সি·ও·জি· উপাধিধারী। নীলরতন সরকার, সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারীর মত তিনিও চেষ্টা করেছেন দেশীয় চিকিৎসকদের ইউরোপীয় ডাক্তারদের সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে। রচিত গ্রন্থ : 'Hand Book of Obstetrics', 'A Text Book of Midwifery', 'Obstetric Forceps'। আর·জি·কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাঁর সংগৃহীত পুস্তক এবং ডাক্তারী যন্ত্রপাতির মিউজিয়ম দর্শনীয় বস্তু। বাড়ীতে সঙ্গীত চর্চার রেওয়াজ ছিল। [১,৭,২৫,১৭৪,২১১]

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৫·২·১৮৬৩ - ২৯·১১·১৯৪৯) দক্ষিণেশ্বর—চব্বিশ পরগনা। গঙ্গানারায়ণ। কবি পিতার মাধ্যমে সাহিত্যে প্রেরণা পান। ১৮৮৫ খ্রী· মে মাসে 'বালক' মাসিক পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বেনামী রচনার উপর 'শ্রীকেদার, দক্ষিণেশ্বর' স্বাক্ষরে 'রত্নোদ্ধার' নামে সরস পত্র লিখে সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ। উত্তর কলিকাতায় থাকাকালে 'সংসার দর্পণ' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন (১৮৮৮)। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য-নাটকের নাম 'রত্নাকর' (১৮৯৩)। ১৮৯৪ খ্রী· তিনি ৩০০ প্রাচীন কবির সঙ্গীত সংগ্রহ করে একখানি সঙ্কলন-গ্রন্থ 'গুপ্ত রত্নোদ্ধার' নামে প্রকাশ করেন। সরকারী কাজে নানাদেশ ঘুরে, এমন কি চীনদেশে তিন বছর (১৯০২ - ০৫) কাটিয়ে, অবশেষে কাশীতে বসবাস শুরু করেন। পরে পূর্ণিয়ায় স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। তাঁর রচিত সরস গ্রন্থ 'কাশীর কিঞ্চিৎ' (১৯১৫) সাহিত্যক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করে। নিয়মিত সাহিত্যসাধনা শুরু হয় ১৯২৫ খ্রী· অপূর্ব ভ্রমণকাহিনী 'চীন যাত্রী'র মাধ্যমে। ঐ বছরই তাঁর প্রথম উপন্যাস 'শেষ খেয়া' প্রকাশিত হয়। অন্যান্য উপন্যাস : 'কোষ্ঠীর ফলাফল', 'ভাদুড়ী মশাই', 'আই হ্যাজ'; নক্শা ও ছোট গল্প 'আমরা কি ও কে', 'দুঃখের দেওয়ালী' প্রভৃতি। 'উড়ো খৈ' তাঁর রঙ্গ-কাব্য। ৮২ বছর বয়সে লেখেন 'স্মৃতিকথা'। সাহিত্যিক মহলের শ্রদ্ধেয় 'দাদামশাই' জীবন, সমাজ ও সংসারের বেদনাগুলি হাস্যরসের আবরণে প্রকাশ করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান করে (১৯৩৩)। তিনি প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং দিল্লী (১৯২৬), মীরাট (১৯২৭) ও নাগপুর (১৯৩৪) সম্মেলনে সাহিত্য শাখার সভাপতি ছিলেন। [৩, ৫, ৭, ২৫, ২৬]

কেদারনাথ মজুমদার (২৭·২·১২৭৭ - ৫·২·১৩৩৬ ব·) গচিহাটা-কটিয়াদি — ময়মনসিংহ। ক্ষীরোদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা-লাভ সম্ভব না হলেও গ্রন্থকার ও সাংবাদিকরূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ২৭ বছর বয়সে তাঁর পরিচালনায় 'কুমার' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৩০৬ ব· 'বাসনা' ও ১৩০৭ ব· 'আরতি' নামে আরও দু'খানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। রুগ্ন অবস্থায়ও সাহিত্যসেবা করে গেছেন। ১৩১৯ ব· থেকে 'সৌরভ' পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। রচিত বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ : 'ময়মনসিংহের ইতিহাস', 'ময়মনসিংহের বিবরণ', 'ঢাকার বিবরণ' প্রভৃতি। অন্যান্য গ্রন্থ : 'বাঙ্গালার সাময়িক সাহিত্য', 'রামায়ণের সমাজ', 'শুভদৃষ্টি', 'স্রোতের ফুল', 'সমস্যা', 'চিত্র' প্রভৃতি। এ ছাড়া পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতা হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। [১, ১৪৯]

কেদারনাথ রায় (১২৫৭ - ১৩০৮ ব·) অণ্ডাল—বর্ধমান। রামচন্দ্র। উচ্চশিক্ষালাভে অসমর্থ হলেও স্বাভাবিক প্রতিভাবলে উচ্চভাবপূর্ণ সঙ্গীতরচনায় খ্যাতি অর্জন করেন। কবির দলের এবং দরবেশ ও বাউল সম্প্রদায়ের জন্যও বহু সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। [১]

কেদার রায় (? - ১৬০৩) বিক্রমপুর—ঢাকা। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বারো-ভুঁইয়ার অন্যতম। শ্রীপুরে (দক্ষিণ ঢাকা) রাজধানী স্থাপন করে ১৬০২ খ্রী· গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসাস্থল ও নৌকেন্দ্র সন্দীপ অধিকার করেন। ক্রমে এই অঞ্চল মোগল, পর্তুগীজ ও আরাকানীদের দ্বন্দ্বস্থলে পরিণত হয়। তাঁর সুশিক্ষিত নৌবাহিনী ছিল। নৌবাহিনীর প্রধান পর্তুগীজ কার্ভালো কর্তৃক মানসিংহের নৌসেনাপতি মুক্তা রায় ১৬০২ খ্রী· নিহত হন। কেদার রায় মানসিংহের কাছে পরাজিত হয়ে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করলেও প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনই ছিলেন। পরে আরাকানী মগদের সঙ্গে ঢাকা আক্রমণকালে (১৬০৩) বিক্রমপুরের কাছে মানসিংহের হাতে তাঁর পরাজয় ও

মৃত্যু হয়। পরিখা-বেষ্টিত তাঁর বাড়ি (ফরিদপুরের কেদারবাড়ি গ্রামে) ও পদ্মা নদীর তীরে রাজবাড়ির মঠ তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি। তিনি পর্তুগীজ মিশনারীদের খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে ও গির্জা নির্মাণে অনুমতি দেন। ভুঁইয়া চাঁদ রায় তাঁর অগ্রজ। [১, ২, ৩, ২৫, ২৬]

কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত (? - ৭.১২.১৯৬১)। ঢাকায় পুলিন দাসের প্রভাবে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে উত্তর ভারতে বৈপ্লবিক কাজের জন্য পুলিসের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এড়িয়ে দীর্ঘকাল আত্মগোপন করে থাকার পর বহরমপুরে গ্রেপ্তার হন। মুক্তিলাভের পর বাঙলা ও বোম্বাইয়ের মধ্যে বৈপ্লবিক যোগাযোগ রক্ষার কারণে পুনরায় গ্রেপ্তার হন। আগস্ট আন্দোলনে কারারুদ্ধ হন। শেষ জীবনের কীর্তি 'অনুশীলন ভবন' নির্মাণ। [১০]

কে· মল্লিক (১৮৮৮ - ১৯৫৯/৬০) কুসুম —বর্ধমান। মুনশী মহম্মদ ইসমাইল। প্রখ্যাত গায়ক। প্রকৃত নাম মুনশী মহম্মদ কাসেম। দরিদ্র পরিবারের সন্তান কাসেম অর্থোপার্জনের চেষ্টায় ১৯০২ খ্রী· কলিকাতায় আসেন এবং এক মারোয়াড়ীর দোকানে কাজ নেন। পরে র‍্যালি ব্রাদার্সের কাজ নিয়ে কানপুর যান। সেখানে আবদুল হাই হাকিমের কাছে গান শেখার সুযোগ হয়। কানপুরে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে কলিকাতায় ফেরেন । এখানে জার্মান রেকর্ড কোম্পানী 'বেকা' প্রথম তাঁর ১২খানি গান রেকর্ড করে। ব্যবসায়িক কারণে বাংলাগানে তাঁর নাম থাকত কে· মল্লিক, হিন্দী রেকর্ডে পণ্ডিত শঙ্কর মিশ্র ও ইসলামী গানে মুনশী মহম্মদ কাসেম। ১৯০৯/১০ খ্রী· থেকে ১৯৪০ খ্রী· পর্যন্ত অসংখ্য রেকর্ড করে গায়করূপে খ্যাতির শীর্ষে ওঠেন। বেশিরভাগ রেকর্ডের কপি ৩০/৪০ হাজার বিক্রি হয়। রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের গানও গেয়েছেন। তাঁর গাওয়া নজরুলের 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিস্‌নে আজি দোল' গানটিই রেকর্ডে প্রথম বাংলা গজল। বিদেশী দু'টি কোম্পানী 'বেকা' ও 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' তাঁর গানের দৌলতে কয়েক লক্ষ টাকা লাভ করলেও গান গেয়ে তাঁর আর্থিক সচ্ছলতা আসেনি। ১৯৪০ খ্রী· থেকে অর্থোপার্জন করেছেন আফিমের দোকান দিয়ে। কাজী নজরুল, আঙ্গুরবালা প্রভৃতি তাঁর সমসাময়িক এবং তিনি নজরুলের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। বহু বছর ঝরিয়ার রাজবাড়িতে সভাগায়কের কাজ করেন। তাঁরই উৎসাহে বালিকা কমলা (পরবর্তী কালে কমলা ঝরিয়া) কলিকাতায় গান শিখতে আসেন। শেষজীবনে নিজ গ্রামের ফিরে যান। সেখানে তিনি সঙ্গীত-শিক্ষার্থী চাষীদের গান শেখাতেন। [৯৩]

কেয়া চক্রবর্তী (১৯৪২ - ১২.৩.১৯৭৭) কলিকাতা। অজিত। প্রতিভাময়ী অপেশাদার মঞ্চশিল্পী। উত্তর কলিকাতার এক বনেদী পরিবারে জন্ম। শিশুকাল থেকেই মায়ের কাছে মানুষ। স্কটিশচার্চ কলেজের ভাল ছাত্রী ছিলেন। ইংরেজীতে এম·এ· পাশ করে ঐ কলেজেই শিক্ষকতার কাজ নেন। ১৯৫৮, ১৯৫৯, ১৯৬০ খ্রী· আন্তঃকলেজ নাট্য প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের জন্য পুরস্কার পান। আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় যুব উৎসবে দিল্লী এবং মহীশূরে নিমন্ত্রিত হন। নান্দীকার নাট্যগোষ্ঠীতে তাঁর প্রথম অভিনয় ১৯৬১ খ্রী· 'চার অধ্যায়' নাটকে। কিছুদিন বাদ দিয়ে ১৯৬৬ খ্রী· আবার নান্দীকার নাট্যগোষ্ঠীতে ফিরে আসেন। 'তিন পয়সার পালা' অভিনয়ের পর তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ব্রেখটের নাটকের বাংলা সংস্করণ 'ভালো মানুষ' নাটকে তাঁর দ্বৈত-চরিত্রের অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'এন্টিগোণে' নাটকে নামভূমিকায় অভিনয় করে পশ্চিমবাংলা সাংবাদিক অ্যাসোসিয়েশনে 'শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী' পুরস্কার পান। ১৯৭৪ খ্রী· থেকে কলেজের চাকরি ছেড়ে বিনাবেতনে নান্দীকারের সর্বক্ষণের কর্মী হন। তাঁর শেষ অভিনীত নাটক 'ফুটবল'। অভিনয় করার উদ্দেশ্যে বার্নার্ড শ-র 'সেন্ট জোয়ান' নাটকটির অনুবাদ করেছিলেন। অর্থের জন্য কখনও কখনও সিনেমা করলেও তাঁর আসল ক্ষেত্র ছিল নাটকে। নাট্যভাবনা নিয়ে বেশ কিছু লেখা তিনি লিখেছেন। 'জীবন যেরকম' সিনেমা-চিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে সুটিংয়ের সময় জলে ডুবে মৃত্যু ঘটে। [১৬]

কেরামতুল্লা খাঁ। মেটিয়াবুরুজ — কলিকাতা। সরোদী নিয়ামৎউল্লা। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্যারিসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সম্মেলনে ভারতবর্ষ থেকে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে যে কারু ও শিল্পিদল যোগদান করে তাতে সরোদবাদক কেরামতুল্লা ও তাঁর অনুজ কৌকব খাঁ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ১৯১৫ খ্রী· কৌকবের মৃত্যু হলে তাঁর স্থলে কেরামতুল্লা কলিকাতা 'সংগীত সংঘে'র প্রধান যন্ত্রসংগীত-শিক্ষক নিযুক্ত হন। [৩]

কেরী, উইলিয়ম (১৭.৮.১৭৬১ - ৯.৬.১৮৩৪) পলার্সপেরি-নর্দামটনশায়ার — ইংল্যাণ্ড। অ্যাডমণ্ড। তন্তুবায়পুত্র। ১২ বছর বয়সে জীবিকার্জনের জন্য নানা স্থানে ঘুরতে হয়। এর মধ্যে জুতো সেলাই-এর কাজও করতে হয়েছে। কোন এক সময়ে টমাস জোনসের কাছে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা করেন। সুযোগমত ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণকাহিনী, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ বিষয়েও পড়াশুনা করেন। ২০ বছর বয়সে বিবাহ হয়। কয়েক বছর পর ধর্মযাজকের বৃত্তি গ্রহণ করেন। তার আগে হিব্রু ভাষাও শেখেন। ধর্মপ্রচারের জন্য ১১.১১.১৭৯৩ খ্রী· কলিকাতায় পৌছান। প্রথম সাত মাস তিনি ব্যাণ্ডেল, নদীয়া, মানিকতলা ও সুন্দরবন অঞ্চল ঘুরে বেড়ান। তাঁর মুনশী রামরাম বসুর নিকট বাংলা শিক্ষা করেন ও তাঁর সহায়তায় বাংলায় বাইবেল অনুবাদের কাজ চালিয়ে যান। ১৭৯৪ খ্রী· মালদহের মদনবাটী নীলকুঠিতে তত্ত্বাবধায়কের চাকরি পান। এ সময়ে নিজের সুবিধার জন্য বাংলা ভাষায় একখানি সংক্ষিপ্ত শব্দকোষ ও ব্যাকরণ রচনা করেন। মদনবাটীতে কৃষক প্রজাদের জন্য

একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে তিনি একটি কাঠের মুদ্রাযন্ত্র পেয়েছিলেন। মদনবাটীর কুঠি বন্ধ হয়ে গেলে কেরী খিদিরপুর গ্রাম ক্রয় করে সহকারী জন ফাউন্টেন সহ সেখানে বাস করতে থাকেন। ১৭৯৯ খ্রী· শেষার্ধে মার্শম্যান, ওয়ার্ড, গ্র্যান্ট প্রভৃতি কয়েকজন মিশনারী এদেশে দিনেমার অধিকৃত শ্রীরামপুরে আসেন। কেরী তখন তাঁর কষ্টার্জিত খিদিরপুরের সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে শ্রীরামপুরে এসে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হন ও জানুয়ারী ১৮০০ খ্রী· শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। মার্চ মাসে হরফনির্মাণশিল্পী পঞ্চানন কর্মকার মিশন প্রেসে যোগ দিলে মিলিত চেষ্টায় ১৮·৩·১৮০০ খ্রী· ম্যাথু লিখিত সমাচারের প্রথম পাতা বাংলা ভাষায় মুদ্রিত হয়। আগস্ট ১৮০০ খ্রী· 'মথী-রচিত মিশন সমাচার' শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রিত প্রথম গদ্য পুস্তক। এর আগে খ্রীষ্টমণ্ডলীর কতকগুলি গান ও রামরাম বসুর 'হরকরা' কবিতা মুদ্রিত হয়েছিল। টমাস ও রামরাম বসুর অনুবাদ ভিত্তি করে পণ্ডিত কেরী কর্তৃক সংশোধিত হয়ে ঐ পুস্তক মুদ্রিত হয়। এই তিনজনই প্রথম বাংলায় ছাপা পুস্তকের সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে আছেন। বাংলা ভাষায় প্রথম অনুবাদ-পুস্তক প্রকাশের খ্যাতির জন্য কেরী ৪·৫·১৮০১ খ্রী· সদ্য-প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কলেজে তাঁর পদোন্নতি ঘটে। ১৮৩১ খ্রী· পর্যন্ত অধ্যাপক-জীবনে তিনি বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ, অভিধান, পাঠ্যপুস্তক ছাড়া ভারতীয় আরও অনেক ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ এবং ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলন করে প্রকাশ করেন। এ ছাড়া ভারতীয় কৃষি, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা, বাংলা হরফের সংস্কার ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার হরফ নির্মাণ এবং ১৮২৩ খ্রী· ভারতে অ্যাগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি স্থাপন তাঁর অন্যতম কীর্তি। ১৮২৪ খ্রী· তিনি এই সোসাইটির সভাপতি হন এবং সরকারী অনুবাদকের পদলাভ করেন। ১৮২২ খ্রী· বাজেয়াপ্তি আইন এবং ১৮২৯ খ্রী· সতীদাহ নিবারক আইনের তিনিই অনুবাদক। ১৮০৬ খ্রী· এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য হন। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর বাংলায় রচিত উল্লেখযোগ্য পুস্তক : 'নিউ টেস্টামেন্ট', 'বাংলা ব্যাকরণ', 'কথোপকথন', 'ওল্ড টেস্টামেন্ট', 'ইতিহাসমালা' ও বাংলা-ইংরেজী অভিধান। এ ছাড়া অন্যান্য রচনার সংখ্যা ৪৭। বাংলা রচনায় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামনাথ বাচস্পতি তাঁকে সাহায্য করেন। তাঁর পুত্র ফেলিক্স কেরী বাংলা ভাষায় প্রথম জ্ঞানকোষ গ্রন্থ 'বিদ্যাহারাবলী' (দুই খণ্ড) রচনা করেন (১৮১৯)। [৩,২৮,৭২]

কেরী, ফেলিক্স (২০·১০·১৭৮৬ - ১০·১১·১৮২২) ইংলণ্ড। উইলিয়ম কেরী। এদেশে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনার পথপ্রদর্শক। তাঁর প্রধান কীর্তি 'বিদ্যাহারাবলী' বাংলা ভাষায় এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার পঞ্চম সংস্করণের অনুবাদ। তিনি নিজে চিকিৎসাবিদ্যায় দক্ষ ছিলেন — অস্ত্রোপচারে তাঁর যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। স্বভাবতই ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা দিয়ে 'বিদ্যাহারাবলী' আরম্ভ করলেন। ১৮১৯ খ্রী· থেকে চৌদ্দ মাস ধরে নভেম্বর ১৮২০ খ্রী· পর্যন্ত প্রত্যেক মাসের ১লা তারিখে ৪৮ পৃষ্ঠা হিসাবে 'বিদ্যাহারাবলী' বার হয়ে মোট ৬৩৮ পৃষ্ঠায় প্রথম গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। দ্বিতীয় গ্রন্থ স্মৃতিশাস্ত্র বিষয়েও তিনি প্রথম সংখ্যা ফেব্রুয়ারী ১৮২১ খ্রী· প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় সংখ্যা মার্চে বার হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। বিদেশী হয়েও দুরুহ স্মৃতিশাস্ত্রের তত্ত্ব তিনি যেভাবে বাংলাভাষায় ব্যক্ত করেছেন তা বিস্ময়কর। লেখক হিসাবে প্রকৃতপক্ষে মাত্র চার বছর বঙ্গভাষার সেবা করেছিলেন। তাঁর অধিকাংশ রচনাই অকালমৃত্যুর জন্য অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। ৭ বছর বয়সে পিতার সঙ্গে বাংলায় আসেন। ১৪ বছর বয়সে পিতার নিকট খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন শ্রীরামপুরে। পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানায় পিতার সহকারিরূপে কাজ করতেন। ১৮০৬ খ্রী· ডক্টর টেলর নামে এক চিকিৎসক শ্রীরামপুরে এলে তিনি তাঁর কাছে চিকিৎসাবিদ্যা আয়ত্ত করতে থাকেন। ধর্মপ্রচার অপেক্ষা রোগীর রোগনিরাময়ে তাঁর উৎসাহ বেশি ছিল। ২১ বছর বয়সে খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারক হিসাবে ব্রহ্মদেশে যাত্রা করেন। জীবনের বাকী ১৫ বছর খৃষ্টধর্মনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারেননি। রাজনীতিচর্চা, ঐশ্বর্য আড়ম্বরের প্রতি আসক্তি, পর পর দুই স্ত্রীর মৃত্যুতে অস্থিরতা—তাঁর জীবনে এ সময়ে ঘটেছে। তিন বছরের অধিক পূর্বভারতের অরণ্য-পর্বতে অজ্ঞাত-বাস করেছেন। পরে পিতার কাছে শ্রীরামপুরে ফিরে এসে সংস্কৃত, পালি ও বাংলা ভাষার চর্চা করেছিলেন। ১৮১৪ খ্রী· যে পাদরিত্ব পরিত্যাগ করে ব্রহ্মদেশের রাজার পররাষ্ট্র সচিব হয়েছিলেন, সে পাদরিত্ব তিনি আর গ্রহণ করেননি। ব্রহ্মভাষার অভিধান ও সংস্কৃত অনুবাদ সহ পালি ব্যাকরণও রচনা করেছিলেন। এতে বাংলা অনুবাদও ছিল। মৃত্যুকালে তিনি রামকমল সেনের সঙ্গে ইংরেজী ও বাংলা অভিধানের কাজ করছিলেন। 'ব্রিটীন' নামে একটি পুস্তক সমাপ্ত করেছিলেন। [২৮]

কেশবচন্দ্র আচার্য চৌধুরী (? - ১২৯৮ ব·) মুক্তাগাছা — ময়মনসিংহ। জমিদার বংশে জন্ম। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওকালতি পাশ করে ময়মনসিংহ সদরে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে অগ্রণীর ভূমিকা ছিল। প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে ময়মনসিংহে 'ভূম্যধিকারী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ময়মনসিংহ সারস্বত সমিতির সভাপতি, ময়মনসিংহ সিটি স্কুল স্থাপয়িতাদের অন্যতম এবং ময়মনসিংহ রেলওয়ে আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'আফগান বিবরণ' ও 'Law of Adoption'। শিকারীও ছিলেন। [১]

কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৮২৬ ? - ১৯০৮)। ১৯শ শতাব্দীর বাংলা নাট্যজগতের অন্যতম অভিনেতা এবং বেলগাছিয়া ও পাথুরিয়াঘাটা নাট্যমঞ্চের নাট্যশিক্ষক। উচ্চ রাজকর্মচারী ছিলেন। ১৮৫৫ খ্রী. ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের একাধিক ইংরেজী নাটকে তিনি অংশগ্রহণ

করেন। ৩১ জুলাই ১৮৫৮ খ্রী· বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অনুষ্ঠিত 'রত্নাবলী' এবং ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯ খ্রী· 'শর্মিষ্ঠা' নাটক দু'টির প্রথম অভিনয়-রজনীতে হাস্যরসাত্মক ভূমিকাভিনয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। মাইকেল মধুসূদন তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' (১৮৬১) কেশবচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন। মাইকেল তাঁকে 'বঙ্গের গ্যারিক' আখ্যা দিয়েছিলেন। [৩]

কেশবচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮১ - ২১·১১·১৯৭১) কলিকাতা। উমেশচন্দ্র। আদিনিবাস বড়িশা—চব্বিশ পরগনা। এম·এ·, বি·এল· পাশ করে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। প্রথমে মানসী ও মর্মবাণী এবং পরে বসুমতী ও ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। তাঁর ও কৃষ্ণদাস চন্দ্রের সম্পাদনায় ফাল্গুন ১৩১২ ব· 'অর্চনা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রচিত গ্রন্থ: 'মাদাম হালিদা নাদিরের জীবনস্মৃতি', 'অতি বোগাস', 'সখের শ্রমিক', 'বিদ্রোহী তরুণ', 'আসমানের ফুল' প্রভৃতি। [৪, ৮২, ১৭৪]

কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর। (১৮৯২ - ২৩·২·১৯৮৪) মুরাপাড়া—ঢাকা। খ্যাতনামা তবলিয়া। প্রথম তবলা-শিক্ষা প্রসন্ন বণিকের কাছে। পরে নাড়া বাঁধেন মৌলভী রামের কাছে। বিখ্যাত তবলিয়া নাথু খানের কাছেও তালিম পান। তবলা ছাড়া সেতার শিখেছিলেন ঢাকার গুণী সেতারী ভগবান দাশের কাছে। সুরেশ সঙ্গীত সংসদের 'বাংলার সঙ্গীতজ্ঞ' স্বর্ণপদক (১৯৭২) এবং ভূয়ালকা পুরস্কার (১৯৭৯) লাভ করেন। অখণ্ড বঙ্গে বিধান পরিষদে বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোলডারস অ্যাসোসিয়েশনের তরফে সদস্য, ঢাকা জেলাবোর্ড ও ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবং ঢাকার বহু শিক্ষা ও সমাজসেবা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। সাংবাদিক হিসাবেও কাজ করেছেন। কয়েক বছর ধরে ঢাকার তৎকালীন অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া এবং রয়টারের সংবাদদাতা ছিলেন। [১৬]

কেশবচন্দ্র মিত্র (১৮২২ ? - ১৯০১) কলিকাতা। আদি নিবাস রাজারহাট-বিষ্ণুপুর—চব্বিশ পরগনা। রামচন্দ্র। মৃদঙ্গাচার্য রাম চক্রবর্তীর ঘরের শিষ্য ও তৎকালীন বঙ্গের প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গবাদক। 'ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মিলনী'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। প্রখ্যাত বিচারপতি রমেশচন্দ্র তাঁর অনুজ। [৩]

কেশবচন্দ্র রায় (১৮৭৪ - ১৯৩১ ?) ফরিদপুর। স্কুলের সামান্য ইংরেজী শিক্ষা সম্বল করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। প্রথমে সাধারণ ইংরেজীতে প্রবন্ধ রচনা করে 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' পত্রিকায় প্রকাশ করেন এবং ক্রমে সাংবাদিক জগতে পরিচিত হন। প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়া' নামে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম এক সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। পরে তিনি 'প্রেস নিউজ ব্যুরো' নামে নিজস্ব এক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৯১৯ খ্রী· 'রয়টার'-কর্তৃপক্ষ ঐ দু'টি প্রতিষ্ঠান ও 'ইণ্ডিয়ান নিউজ এজেন্সী'র স্বত্ব কিনে নেন এবং 'রয়টারে'র শাখা হিসাবে ভারতবর্ষে তা 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়া' নামে এক বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি তার ডিরেক্টর ছিলেন। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ্ ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন এবং ভারতীয় সংবাদপত্রসেবীদের প্রতিনিধি হিসাবে কমনওয়েল্থ্ সংবাদপত্রসেবী সম্মেলনে যোগদান করেন (১৯৩১)। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার জন্য বরাবর সংগ্রাম করেছেন। [১,৩,৫]

কেশবচন্দ্র সেন (১৯·১১·১৮৩৮ - ৮·১·১৮৮৪) কলিকাতা। প্যারীমোহন। পিতামহ দেওয়ান রামকমল সেনের বিশিষ্ট পারিবারিক পরিবেশে বর্ধিত হন। হিন্দুকলেজে (১৮৪৮ - ১৮৫৮) ও কিছুদিনের জন্য হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে (১৮৫৩) শিক্ষালাভ করেন। ১৮৫৬ খ্রী· বিবাহ। ১৮৫৭ খ্রী· ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। হিন্দু কলেজে ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, ন্যায়, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। দর্শনে, বিশেষ করে ধর্মবিষয়ে আকর্ষণ ছিল। অচিরেই দেবেন্দ্রনাথের প্রিয়পাত্র এবং ব্রাহ্মসমাজের নেতা হন। ব্রাহ্মগণ হিন্দুধর্মের বর্ণপ্রথা বিলোপের চেষ্টায় অসবর্ণ বিবাহে উৎসাহী হন এবং অব্রাহ্মণ কেশবচন্দ্রকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিসহ সমাজের আচার্যপদে নিয়োজিত করেন (১৮৬২)। অসাধারণ বাগ্মিতা ও স্বদেশপ্রীতির জন্য দেশজোড়া খ্যাতি ছিল। 'গুডউইল ফ্রেটারনিটি' সভার (১৮৫৭) ও ভারতসভার উদ্যোক্তা হিসাবে 'ইংরেজদের সদিচ্ছায় ভারতীয়দের উন্নতিসাধন' এইজাতীয় রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। 'ব্রহ্ম বিদ্যালয়' (১৮৫৯) ও 'সঙ্গত সভা' (১৮৬০) গঠন করে ছাত্র সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করেন। ১৮৬১ খ্রী· 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পাক্ষিক পত্রিকা এবং পরে 'সানডে মিরর' পত্রিকা প্রকাশ করেন। বিধবা-বিবাহে উৎসাহী ছিলেন এবং ১৮৫৯ খ্রী· অনুষ্ঠিত 'বিধবা বিবাহ নাটক' অভিনয়ে মঞ্চাধ্যক্ষ ছিলেন। প্রচলিত শিক্ষানীতি সংস্কারের জন্য 'কলিকাতা কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৬২)। ১৮৬৪ খ্রী· ভারত পরিক্রমা করে ব্রাহ্ম সমাজকে সর্বভারতীয় রূপ-দানে উদ্যোগী হন। মেয়েদের জন্য 'বামাবোধিনী' পত্রিকা (১৮৬৩) প্রকাশ ও 'ব্রাহ্মিকা সমাজ' (১৮৬৫) স্থাপিত হয়। মদ্যপান, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। হিন্দুধর্ম থেকে স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য 'ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান' পুস্তিকা প্রচার করেন। ফলে দেবেন্দ্রনাথকে উপবীত ত্যাগ করতে হয় এবং ঐ সময় থেকেই ব্রাহ্মমতে বিবাহকার্য শুরু হয়। হিন্দুধর্মবিরোধী প্রচার ইত্যাদির ফলে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের অনুগামীদের মধ্যে বিরোধ শুরু হয় এবং ১৮৬৬ খ্রী· কেশবচন্দ্র 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' এবং ১৮৬৯ খ্রী· ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। শ্লোকসংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশ, মাতৃভাষায় ব্রহ্মোপাসনা ও নগরসংকীর্তন প্রবর্তিত হয়। ১৮৭০ খ্রী· ধর্মপ্রচারার্থ বিলাত যান। সেখানে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ও অন্যান্যরা তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা জানান। ব্রাহ্মবিবাহের সুবিধার্থ ১৮৭২ খ্রী· যে

সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট আইন প্রণীত হয়, তার মূলে ছিলেন কেশবচন্দ্র। ১৮৭১ খ্রী· জাতীয় সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে 'ইণ্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা ও এক পয়সা মূল্যের 'সুলভ সমাচার' পত্রিকা প্রকাশ করেন। বয়স্কা মহিলাদের শিক্ষা, শিক্ষায়িত্রী গঠন, বালিকাদের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য ১৮৭১ খ্রী· 'নেটিভ লেডিজ নর্মাল এণ্ড এডাল্ট স্কুল' স্থাপন করেন। ক্রমে উচ্চশিক্ষা সংযুক্ত হয়ে এটিই ১৮৮৩ খ্রী· ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন নামে পরিচিত হয়। নূতন রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের জন্য 'এলবার্ট ইনস্টিটিউট' গঠন করেন (১৮৭৬)। 'এলবার্ট হল'-এরও তিনি প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর সম্পাদনায় 'বালক বন্ধু' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় (১৮৭৮)। কন্যা সুনীতির বিবাহ উপলক্ষে নিজ সৃষ্ট 'উপবীতত্যাগ' প্রথা এবং মেয়েদের বিবাহের নিম্নতম বয়সসীমা লঙ্ঘন করেন (১৮৭৮)। এই বিবাহ অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মপদ্ধতি ক্ষুণ্ণ হয়েছে মনে করে শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ একদল নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্ম আন্দোলন করেন এবং 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নামে একটি পৃথক্ সমাজ স্থাপিত হয়। বাকী জীবন তিনি ধ্যান, যোগ ইত্যাদিতে কাটান। 'নববিধান' বা 'সমন্বয় ধর্ম' নামে নূতন নূতন সাধন প্রবর্তন করেন। বহু সুখ্যাত বক্তৃতা ছাড়া, কোরান শরীফ ও মেস্‌কাত শরীফের প্রথম বঙ্গানুবাদ করান। গীতা, ভাগবত ও বেদান্তের ভাষ্যকার, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, গুরু নানক, খ্রীষ্ট ও মুসলমান সাধকদের জীবন-চরিতকার এবং 'যোগ', 'নবসংহিতা' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। তাঁর মাতা সারদাসুন্দরী দেবীর বিবৃত আত্মকথা ১৯১৪ খ্রী· গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। [১, ২, ৩, ৭, ৮, ২৫, ২৬, ২৮, ১৯৯]

কেশব ভারতী। কুলিয়া—বর্ধমান। পূর্বনাম কালীনাথ আচার্য। তিনি মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন (২৬·১·১৫১০)। [১, ৩, ২৬]

কেশবলাল চক্রবর্তী। রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের কৃতী শিষ্য ও বিষ্ণুপুর ঘরানার ধ্রুপদী কেশবলাল কলিকাতায় তারকনাথ প্রামাণিকের সভাগায়ক ছিলেন। তিনি সঙ্গীত-রচয়িতাও ছিলেন। [৫২]

কেশবানন্দ মহাভারতী, স্বামী (১২০৩ - ১৩২২ ব·) বাঘাসন — বর্ধমান। পূর্বনাম রাধিকাপ্রসাদ রায়চৌধুরী। রামগোপাল ব্রহ্মচারীর কাছে হঠযোগ শিখে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা নেন। নিজ গ্রামে বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, আশ্রমের কাছে আদর্শ কৃষি-উদ্যান ও গোচারণক্ষেত্র স্থাপন করেন। অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্যও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 'আনন্দগীতা' নামক গ্রন্থের রচয়িতা। [১]

কৈলাসচন্দ্র তর্কনিধি, বেদাচার্য (১৮৭২ - ১৯৫৯) ডলাগ্রাম—শ্রীহট্ট। ব্রজসুন্দর ভট্টাচার্য। পালগ্রামের ভৈরবচন্দ্র তর্কতীর্থের কাছে অধ্যয়ন করে 'তর্কনিধি' উপাধি পান। পরে স্বগ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা শুরু করেন। নিজ বাড়িতে বহু দুষ্প্রাপ্য তন্ত্র ও বৈদিক পুঁথি এবং পুস্তক সংগ্রহ করে 'বেদ পুস্তকাগার' স্থাপন করেছিলেন। সেখানে প্রায় দশ হাজার হস্তলিখিত ও মুদ্রিত পুস্তক ছিল। চিত্রবিদ্যায় এবং সঙ্গীতেও পারদর্শী ছিলেন। শাস্ত্রীয় গবেষণায় তাঁর আগ্রহের জন্য কুমিল্লার মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁকে মাসিক বৃত্তি প্রদান করে 'ঈশ্বর পাঠশালা'র পুস্তকালয়ে গবেষণার সুযোগ করে দেন। ৭/৮ বছর সেখানে কাজ করে স্বগ্রামে ফেরেন। দেশ-বিভাগের পর তাঁর সমস্ত সংগ্রহ নিয়ে আসামের শিলচরে চলে আসেন। গবেষণার জন্য আমৃত্যু আসাম সরকারের মাসিক বৃত্তি পেয়েছেন। তাঁর প্রণীত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩১। [১৭২]

কৈলাসচন্দ্র নন্দী (১২৫৫ - ৭·৮·১২৯১ ব·) কালীকচ্ছ — ত্রিপুরা। নন্দদুলাল। কুমিল্লা জেলা স্কুল ও ঢাকা কলেজে শিক্ষা। গণিতশাস্ত্রে বিশেষ দখল ছিল। ডিসে· ১৮৬৯ খ্রী· ঢাকায় 'পূর্ব বাঙলা ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠার সময় কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। ১৮৭০ খ্রী· দুর্গোৎসবের সময় বিজয়কৃষ্ণ, বঙ্গচন্দ্র, সাধু অঘোরনাথ প্রমুখদের নিয়ে স্বগ্রামে পৈতৃক দুর্গামন্দিরে ব্রহ্মোৎসব করে দুর্গামন্দিরকে ব্রহ্মমন্দিরে পরিণত করেন। প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় গ্রামে ধর্মসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭০ খ্রী· ব্রাহ্মধর্ম প্রচারার্থ 'বঙ্গবন্ধু' ও ১৮৭৫ খ্রী· ইংরেজী 'ঈস্ট' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৩ নভেম্বর ১৮৭৬ খ্রী· এক কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যার সঙ্গে তাঁর ব্রাহ্মমতে বিবাহ হয়। ১৮৭৭ খ্রী· ঢাকায় 'ঈস্টবেঙ্গল প্রেস' ও ১৮৭৮ খ্রী· 'নিউ প্রেস' স্থাপন করেন এবং ১৮৮০ খ্রী· 'পিলগ্রিম্‌স্ জার্নাল' পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর স্বদেশপ্রীতি প্রবল ছিল। ঢাকায় বড়লাটের দরবারে তিনি ধুতি-চাদর পরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলেন। [১]

কৈলাসচন্দ্র বসু[১] (১৮২৭ - ১৮·৮·১৮৭৮) কলিকাতা। হরলাল। ওরিয়েন্টাল সেমিনারী ও হিন্দু কলেজে শিক্ষা। পিতার মৃত্যু হওয়ায় শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে। কর্মজীবনে সরকারী বিভিন্ন কর্মে উন্নতিলাভ করেন ও উচ্চপদ প্রাপ্ত হন। বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এবং স্ত্রীশিক্ষায় আগ্রহী ছিলেন। বাগ্মী হিসাবে সুনাম ছিল। বেথুন সোসাইটির সদস্য, পরে সম্পাদক হন। ১৮৪৯ খ্রী· 'লিটারারি ক্রনিক্‌ল্' পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'দি বেঙ্গল রেকর্ডার', 'মর্নিং ক্রনিক্‌ল্', 'সিটিজেন', 'ফিনিক্স', 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড', 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট', 'বেঙ্গলী' প্রভৃতি তৎকালীন সমস্ত বিখ্যাত পত্রিকার লেখক ছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ : 'The Women of Bengal' (১৮৫৪) এবং 'On the Education of Females' (১৮৫৬)। কয়েকটি রাজনৈতিক বক্তৃতাও প্রসিদ্ধিলাভ করে। ডাফ্ সাহেব ও মেরী কার্পেন্টার তাঁদের আন্দোলনে কৈলাসচন্দ্রের সাহায্য ও উপদেশে উপকৃত হন। [১,৮,২৫,২৬]

কৈলাসচন্দ্র বসু[২] স্যার, সি·আই·ই·, ও·বি·ই· (১২৫৭? - ৬·১০·১৩৩৩ ব·) কলিকাতা। ১৮৭৪ খ্রী· মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাশ করে ক্যাম্বেল

হাসপাতালের রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার হন। প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় বাঙলায় পশু-চিকিৎসা কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত এবং ট্রপিক্যাল মেডিসিন স্কুলের জন্য বহু অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল। এ ছাড়া কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল, সোদপুর পিঞ্জরাপোল, কুষ্ঠ-নিবাস প্রভৃতির তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। কলিকাতা মেডিক্যাল সোসাইটির সভাপতি, ভারতীয় মেডিক্যাল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। 'কাইজার-ই-হিন্দ' স্বর্ণপদক লাভ করেন। ভারতীয় ডাক্তারদের মধ্যে তিনিই প্রথম 'স্যার' উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন (১৯০৬)। [১, ৫]

কৈলাসচন্দ্র বসু° (১·১১·১৮৬৪ - ২৭·১·১৯৪০) গাঘেরগ্রাম, পালং—ফরিদপুর। খ্যাতনামা পালোয়ান। পূর্ববর্তী তিনপুরুষ ধরে পালোয়ানী চর্চা ছিল, তবে বংশের কেউ কখনো ডন-কুস্তিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন নি। প্রথম শিক্ষা পিতার কাছে। পরে ঢাকায় অঘোর ঘোষের আখড়ায়। ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রী· ময়মনসিংহ শহরে পুলিস বিভাগে কাজ নেন এবং এই কাজে দুঃসাহসিক কীর্তির জন্য বহুবার পুরস্কৃত হন। ১৮৯০ খ্রী· বৈঠার আঘাতে একটি বাঘ মারায় 'কৈলাস বাঘা' আখ্যা পান। শ্বেতাঙ্গ পুলিস অফিসারের রূঢ় ব্যবহারের প্রতিবাদে তাকে প্রহার করে ১৯০১ খ্রী· ঐ চাকরি ছাড়েন। তিনিই প্রথম ভদ্রবংশজাত বাঙালী যুবক যিনি প্রকাশ্যে কুস্তি প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন। ১৮৮৬ খ্রী· পুলিসদের কুস্তি প্রতিযোগিতায় একমাত্র বাঙালী হিসাবে নেমে সকলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হন। ইরানের বিজয়ী মল্ল শাহ নওয়াজ ছাড়াও তিনি কানাই বৃন্দা, ঢাকার 'হাতী'-রমজান, লক্ষ্ণৌয়ের রামাদিন দীক্ষিত ও রাম অবতার সিংকেও পরাজিত করেছিলেন। বেঙ্গল হাইড্রলিক জুট প্রেসে কাজ করার সময় এক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে দীর্ঘ রোগভোগের পর নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। 'বোস ঠাকুর' নামে পরিচিত তাঁর অনুজও (১৫·১২·১৮৭৬ - ২০·১২·১৯৩৩) একজন খ্যাতনামা মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন। [১৭]

কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (২৫·৮·১২৬৬ - ২৭·১১·১৩০৯ ব·) সাঁতরাগাছি—হাওড়া। নন্দলাল বিদ্যারত্ন। মাতামহ কাশীনাথ তর্কবাগীশের গৃহে থেকে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন। কৃতিত্বের সঙ্গে এম·এ· পাশ করে ডাফ কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বিখ্যাত 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদকের মৃত্যুর পর তিনি উক্ত পত্রিকার স্বত্ব ক্রয় করে নিজে সম্পাদক ও পরিচালক হন। সঙ্গীতশাস্ত্রে ও মৃদঙ্গবাদনে নৈপুণ্যের অধিকারী ছিলেন। বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত হলধর ন্যায়রত্ন তাঁর পিতামহ। [১]

কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি, মহামহোপাধ্যায় (১৮৩০ - ১৯০৯) ধাত্রীগ্রাম — বর্ধমান। ঘনশ্যাম সার্বভৌম। বিভিন্ন পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণাদি পড়েন এবং ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করে 'শিরোমণি' উপাধিপ্রাপ্ত হন। জীবিকার জন্য প্রথমে পাটনা ও পরে কাশীতে গিয়ে কাশীর রাজকীয় সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনাকার্যে ব্রতী হন। স্থায়ী হবার পর অন্যান্য বিষয়েও অধ্যাপনা করেন। ১৯০৭ খ্রী· কলেজের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাপকরূপে তাঁর বেতন ছিল ২৫০ টাকা। পাণ্ডিত্যের জন্য বাঙলার বাইরেও তিনি খ্যাতিমান্ ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁর রচিত 'ভাষ্যচ্ছায়া' নামে ন্যায়সূত্রের টীকা একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ১৮৯৬ খ্রী· 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিভূষিত হয়েছিলেন। [১, ১৩০]

কৈলাসচন্দ্র সরকার (১৮৭৩? - ১৯৩৩) বনগ্রাম—পাবনা। প্রথমে শিক্ষকতা করেন। পরে নিজ চেষ্টায় শর্টহ্যাণ্ড শিখে প্রথমে কয়েকটি পত্রিকার সংবাদদাতা ও শেষে কলিকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্রে সাংবাদিক হিসাবে কাজ করেন। ১৯০৬ খ্রী· একটি কমার্শিয়াল কলেজ (পরে এটি 'কাশিমবাজার পলিটেকনিক্ ইন্‌স্টিটিউটে'র সঙ্গে যুক্ত হয়) প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোর্টার ও পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসের শর্টহ্যাণ্ডের শিক্ষক ছিলেন। বঙ্গবাসী কলেজে শর্টহ্যাণ্ডের সঙ্গে ফরাসী ও জার্মান ভাষাও শেখাতেন। সুগায়ক ছিলেন। তবলা ও পাখোয়াজ-বাজনায়ও দক্ষতা ছিল। [১, ৫]

কৈলাসচন্দ্র সিংহ, বিদ্যাভূষণ (১২৫৮ - ১৩২১ ব·) কালিকচ্ছ — ত্রিপুরা। ত্রিপুরার রাজকর্মচারী গোলোকচন্দ্র। কুমিল্লা জেলা স্কুলের ছাত্র। বীরচন্দ্র মাণিক্যের রাজত্বকালে ১৮৬৬ খ্রী· তিনি ত্রিপুরার রাজকার্যে নিযুক্ত হন। 'হিন্দু হিতৈষী' পত্রিকার লেখক ছিলেন এবং 'ত্রিপুর ইতিবৃত্ত' নামক পুস্তিকা (১৮৭৬) ও জোয়ান অব আর্কের জীবনী প্রকাশ করেন। ক্রমে তাঁর রচিত 'মণিপুর বিবরণ' (বঙ্গদর্শনে), 'হিউয়েন সাং-এর বাঙ্গালা ভ্রমণ' (ভারতীতে) ও 'দিনাজপুর স্তম্ভলিপি' (বান্ধবে) প্রকাশিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে উড়িষ্যার জমিদারীর ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। এই সময়ে ভারতী পত্রিকায় 'উড়িষ্যা যাত্রা' ও 'উড়িষ্যার ইতিহাস' লেখেন। দেড় বছর পরে কলিকাতায় আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা', 'শঙ্কর', 'আনন্দগিরি' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর রচিত শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক গ্রন্থ: 'রাজমালা' (ত্রিপুরার ইতিহাস); সঙ্গীত গ্রন্থ: 'কাঙ্গালের গীত' ও 'কাঙ্গালের গীতা'। ধর্মমতে তিনি প্রথমে ব্রাহ্ম, পরে বৌদ্ধ এবং শেষে কালীর উপাসক হন। [১]

কৈলাস বারুই (১৯শ শতাব্দী)। কবিগানে গোপাল উড়ের শিষ্য হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কবিতায় সহজ ও হালকা রসের রাগিণী মিশিয়ে সুন্দরভাবে স্বভাব বর্ণনা করতে পারতেন। [১, ২]

কৈলাসবাসিনী দেবী (১৮৩৭ - ?) স্বামী দুর্গাচরণ গুপ্তর কাছে লেখাপড়া শিখে তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন—'হিন্দু ফিমেলস বা হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা' (১৮৬৩ খ্রী·), 'হিন্দু মহিলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার

সমুন্নতি' (১৮৬৫ খ্রী·) ও গদ্যে-পদ্যে রচিত 'বিশ্বশোভা' (১৮৬৫ খ্রী·)। প্রথম গ্রন্থটিতে তাঁর নিজের কথা আছে এবং এটি তৎকালীন হিন্দু স্ত্রী-জাতির সামাজিক অবস্থার বর্ণনাত্মক সরস ও সরল নিবন্ধাবলী। [১৬, ২২৪]

কৈলাসানন্দ, স্বামী (১৮৯২ - ১৬·১২·১৯৭৮) বজ্রযোগিনী — বিক্রমপুর, ঢাকা। পূর্বাশ্রমের নাম শৈলেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম·এ· পাশ করে ঢাকায় ইতিহাসের অধ্যাপক হন। ঢাকায় স্বামী প্রেমানন্দের সান্নিধ্যে জীবনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়। ১৯২০ খ্রী· বেলুড় মঠের সংস্পর্শে আসেন ও স্বামী শিবানন্দের কাছে দীক্ষা নেন। গুরুর আদেশে তিনি ঢাকার মঠ দেখাশোনা করতেন। কিন্তু অধ্যাপনা ছাড়েন নি। ১৯৩৬ খ্রী· দিল্লীর রামকৃষ্ণ মঠের সম্পাদক হন। আট বৎসর পর মাদ্রাজে যান ও সেখানকার মঠের প্রেসিডেন্ট হিসাবে ১৯৪৪ - ৭১ খ্রী· পর্যন্ত থাকেন। সেখানে বহু পুস্তকের প্রকাশনার দায়িত্বে ছিলেন। সে সময় 'বেদান্ত কেশরী' পত্রিকার সম্পাদনাও করতেন। ১৯৭১ খ্রী· বেলুড় মঠে আসেন ও তার সহ-সভাপতি হন। [১৬]

কৌকব খাঁ (১৮৬৫ - ১৯১৫) মেটিয়া-বুরুজ — কলিকাতা। সরোদি নিয়ামৎউল্লা। পুরা নাম — আসাদউল্লা খাঁ কৌকব। ১৯০৭ খ্রী· যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আনুকূল্যে কলিকাতায় আসেন এবং বাকী জীবন এখানেই কাটান। প্যারিসের বিশ্বসম্মেলনে তিনি এবং তাঁর অগ্রজ কেরামতুল্লা যোগ দিয়েছিলেন। সঙ্গীতের আসরে সরোদ ও ব্যাঞ্জো বাজাতেন। সেতারেও দখল ছিল। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ধীরেন্দ্রনাথ বসু, হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল, ননী মতিলাল, গোবর গুহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আশুতোষ চৌধুরী ও প্রতিভা দেবী স্থাপিত 'সঙ্গীত সঙ্ঘে'র প্রধান যন্ত্রশিক্ষক ছিলেন। তাঁর গানের বহু রেকর্ড আছে। জীবনের মধ্যভাগ ভারতের নানা অঞ্চলের সঙ্গীত-কেন্দ্রে অতিবাহিত হয়। [৩]

ক্রমদীশ্বর (১০ম/১২শ শতাব্দী)। চক্রপাণি। বঙ্গের প্রসিদ্ধ সংস্কৃত বৈয়াকরণদিগের মধ্যে দ্বিজ ও কবি ক্রমদীশ্বর অন্যতম। তিনি বিভিন্ন ব্যাকরণের সার সংগ্রহ করে 'সংক্ষিপ্তসার' ব্যাকরণ রচনা করেন। [১,৩]

ক্ষিতিমোহন সেন (২·১২·১৮৮০ - ১২·৩·১৯৬০)। ভুবনমোহন। পৈতৃক নিবাস সোনারং — ঢাকা। জন্ম কাশীতে। কাশী কুইন্স্ কলেজ থেকে সংস্কৃতে এম·এ· পাশ করে চম্বারাজ্যের শিক্ষাবিভাগে যোগ দন। ১৯০৮ খ্রী· রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে বিশ্বভারতীর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যোগদান করেন ও বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষরূপে কর্মজীবন শেষ করেন। কিছুদিন বিশ্বভারতীর অস্থায়ী উপাচার্য-পদেও আসীন ছিলেন। সন্তদের বাণী, বাউল সঙ্গীত এবং সাধনতত্ত্ব সংগ্রহে তাঁর কৃতিত্ব বিশেষভাবে স্মরণীয়। প্রায় পঞ্চাশ বছরের সাধনার ফলে সংগৃহীত বিষয়সমূহ কয়েকটি গ্রন্থে তিনি অন্তর্ভুক্ত করে প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'One Hundred Poems of Kabir' গ্রন্থটিও তাঁর সংগ্রহ অবলম্বনে রচিত (১৯১৪)। ১৯২৪ খ্রী· রবীন্দ্রনাথের চীন ভ্রমণের সহযাত্রী ছিলেন। তাঁর রচিত 'Hinduism' গ্রন্থটি ফরাসী, জার্মান ও ডাচ্ ভাষায় এবং অপর কয়েকটি গ্রন্থ হিন্দী, গুজরাটী ও অসমীয়া ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এখনও বহু সংগ্রহ ও প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। 'কবীর' (৪ খণ্ড), 'ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার ধারা', 'দাদূ', 'ভারতের সংস্কৃতি', 'বাংলার সাধনা', 'জাতিভেদ', 'হিন্দু মুসলমানের যুক্তসাধনা', 'প্রাচীন ভারতে নারী', 'যুগগুরু রামমোহন', 'বলাকা কাব্য পরিক্রমা', 'বাংলার বাউল', 'চিন্ময় বঙ্গ', 'Medieval Mysticism of India' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ। ১৯৫২ খ্রী· বিশ্বভারতীর প্রথম 'দেশিকোত্তম' উপাধি এবং হিন্দীচর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ সর্বভারতীয় সম্মান লাভ করেন। সুরসিক, সুবক্তা এবং সু-অভিনেতা হিসাবেও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। [৩,৭,২৬]

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২৪·৯·১৮৬৯ - ১৭·১০·১৯৩৭) কলিকাতা। হেমেন্দ্রনাথ। সংস্কৃত ও প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তির জন্য 'তত্ত্বনিধি' উপাধি পান। আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্মী এবং ব্রাহ্মসমাজের চিৎপুরস্থ মন্দিরের অছি ছিলেন। বহুদিন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদনাও করেন। 'আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ', 'আর্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা', 'অধ্যাত্মধর্ম ও অজ্ঞেয়বাদ', 'ব্রাহ্মধর্মের বিবৃতি', 'হবিঃ' ইত্যাদি বহু গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। 'হবিঃ' গ্রন্থে তাঁর সঙ্গীত-চর্চার নিদর্শনও পাওয়া যায়। সেকালের কলিকাতার চিত্তাকর্ষক বিবরণ সংবলিত 'কলিকাতায় চলাফেরা' গ্রন্থটিও তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য রচনা। [১, ৩, ৫]

ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৯১ - ৯·২·১৯৭৫) জগতাই—মুর্শিদাবাদ। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্যদের অন্যতম। ইণ্ডিয়ান স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল আর্টের শিক্ষক ছিলেন। ১৯৪২ খ্রী· এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। ১৯৬৪ খ্রী· অবসর গ্রহণ করেন। বৈষ্ণবীয় বিষয়বস্তু তাঁর অঙ্কন-প্রেরণার প্রধানতম উৎস ছিল। তাঁর এক শিষ্য বলেছেন, 'বৈষ্ণব কাব্যে যেমন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস, বৈষ্ণবীয় চিত্রমালায় তেমনি ক্ষিতীন্দ্রনাথ।.....তাঁর ছবিতে সম্মিলিত হয়েছে বিশ্বাস ও প্রয়োগের বিরল গুণ.....।' তাঁর অঙ্কিত রাধাকৃষ্ণের দেহ শীর্ণ এবং আভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ ও বহুভঙ্গ ঢঙের। কাশীতে কলিকাতায় তাঁর চিত্র প্রদর্শনী রসিক-সমাজে সমাদৃত হয়েছে। দেশ-বিদেশের বহু জায়গায় তাঁর অঙ্কিত চিত্র সংরক্ষিত আছে। 'নৃত্যরত চৈতন্য', 'দানলীলা', 'রাধিকা', 'দি মুন', 'কচ ও দেবযানী' তাঁর উল্লেখযোগ্য ছবির কয়েকটি। [১৬,১৪৯]

ক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত (১৮৮৯ - ২৮·১·১৯৭৯) কুড়িগ্রাম—রংপুর। খ্যাতনামা চিকিৎসক পূর্ণচন্দ্র। পিতামহ ঈশানচন্দ্র সে আমলে প্রখ্যাত কবিরাজ ছিলেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামী ক্ষিতীশচন্দ্র এফ·এ· পাশ করে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কাছে রসায়নশাস্ত্রে বিশেষ শিক্ষালাভ

করেন। ১৯১৩ খ্রী· 'দাশগুপ্ত এণ্ড সন্স' নামে পূর্ব-কলিকাতায় ছাপাখানার কালি তৈরির একটি কারখানা খোলেন। এই প্রচেষ্টায় ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম। বিলাতী কোম্পানীগুলির তুলনায় তাঁর কালি সস্তা এবং ধারে কিনতে পাওয়া যেত বলে 'দাশগুপ্তর কালি'র চাহিদা ছিল প্রচুর। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দালনে সক্রিয় হন। ১৯২৪ খ্রী· অগ্রজ সতীশচন্দ্রের সঙ্গে 'খাদি প্রতিষ্ঠান' স্থাপন করেন। ১৯২৭ খ্রী· মাত্র ৩৮ বছর বয়সে তিনি সাংসারিক জীবন থেকে সরে যান ও নিজের সবকিছু খাদি প্রতিষ্ঠানকে দান করে অপরিগ্রাহীর জীবন গ্রহণ করেন। খাদি প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হন। বঙ্গীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক এবং গঠনমূলক উভয়ক্ষেত্রেই তাঁর বিশেষ স্থান ছিল। বিশের দশকে ম্যাজিকলণ্ঠন সহযোগে জনসভায় বক্তৃতা দিতেন। তাঁর 'লণ্ঠনবক্তৃতা' জনমানসে এমন আলোড়ন সৃষ্টি করে যে পুলিস ১·৪·১৯২৭ তারিখে এক আদেশবলে 'লণ্ঠনছবি' তৈরি ও প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করে দেয়। ১৯৩০ খ্রী, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র-গঠিত 'সংকটত্রাণ সমিতি'তে যুক্ত থেকে বন্যাত্রাণে ও বন্যাদুর্গতদের পুনর্বাসনে যথাশক্তি নিয়োগ করেন। তিরিশের দশকে তিনবার কারারুদ্ধ হন। তিনি ও তাঁর অগ্রজ সতীশচন্দ্র নির্বাচনী রাজনীতিতে যোগ না দিয়ে গান্ধীজী-প্রদর্শিত গঠনমূলক কাজেই অবিচলিত থাকেন। ১৯৩৯ খ্রী· বৈজ্ঞানিক প্রথায় মৌমাছিপালন এদেশে তিনিই প্রথম প্রবর্তন ও কুটিরশিল্প হিসাবে তা প্রতিষ্ঠা করেন। সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানে 'মক্ষিশালা' স্থাপন তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি। 'The Romance of Scientific Bee Keeping' গ্রন্থের রচয়িতা। ১৯৬১ খ্রী· ৭২ বছর বয়সে ব্যারাকপুরে স্থাপিত 'গান্ধী সংগ্রহশালা'র প্রথমে কিউরেটর ও পরে কিউরেটর তথা রেসিডেন্ট সেক্রেটারী হন। ১৯৬৯ খ্রী· স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে গৌহাটি যান। সেখানে অসমীয়া ভাষা শিক্ষা করে আসামের ইতিহাস অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। তাঁর স্ত্রী সুনীতিবালাও স্বাধীনতা-সংগ্রামী ছিলেন। তিনবার কারাবাস করেন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের এক পর্যায়ে কিছুকাল বি·পি·সি·সি·-র ডিরেক্টর ছিলেন। [১৫৮,১৭৪]

ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী (১৮৮৮ - ২·৬·১৯৭৭) বিক্রমপুর—ঢাকা। সতীশচন্দ্র। ঢাকা কলেজের স্নাতক এবং কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এম·এ· পাশ করেন। পরে আইনে স্নাতক হয়ে কলিকাতা হাইকোর্টে ও দিল্লীর ফেডারেল কোর্টে প্র্যাকটিস করেন। ১৯২১ - ২৪ খ্রী· ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের সদস্য এবং ১৯২১ - ৩৪ খ্রী· আইনসভার সর্বকনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন। ১৯৩১ খ্রী, লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠকে পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৩৫ - ৪০ খ্রী, রাজন্যবর্গের মন্ত্রীদের স্ট্যাণ্ডিং কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৪২ খ্রী· পুনরায় আইনসভার সদস্য হন। ১৯৪৭ খ্রী· দেশ স্বাধীন হবার পর নেহেরু মন্ত্রিসভার ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী ও পরে বাণিজ্যমন্ত্রী হন। ১৯৫০ খ্রী· নেহেরু-লিয়াকত চুক্তির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় তিনি ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৫১ খ্রী· ফিনান্স কমিশনের চেয়ারম্যান ও ১৯৫৩ খ্রী· প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য হন। ১৯৫৩ - ৬৪ খ্রী· কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবহণ নীতি ও সমগ্র দেশের পরিবহণ-ব্যবস্থা সম্পর্কেপরামর্শদাতা ছিলেন এবং ট্যারিফ কমিশনের সভাপতিত্ব করেন। ইউনেস্কোর মানব অধিকার কমিটির সদস্য ছিলেন। [১৬]

ক্ষিতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী (১৮৯৩ - ২০·১১·১৯৭৭) ফকিরতলা — নোয়াখালি। আদি নিবাস ইদিলপুর — ফরিদপুর। ভগবানচন্দ্র। স্বদেশী যুগে স্থাপিত জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যুগান্তর বিপ্লবী দলের কর্মীরা একত্রিত হয়ে যে কর্মসূচী নির্ধারণ করেন তাতে নোয়াখালি জেলার উপর ভার পড়ে হাতিয়া দ্বীপে জার্মান যুদ্ধজাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করার। এইসব কাজে অংশগ্রহণ করার ফলে তাঁর স্কুলের পড়া অগ্রসর হয়নি। এই বিপ্লবী অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলে নরেন ঘোষচৌধুরীর নেতৃত্বে কলিকাতায় ও আশেপাশে দুঃসাহসিক বিপ্লবী কর্মোদ্যোগে তিনি যোগ দেন। নদীয়ার শিবপুর ডাকাতির মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে যশোহরের এক গ্রামে তিন বছর অন্তরীণ থাকেন। মুক্তি পাবার পর কংগ্রেসের নেতা হিসাবে আন্দোলনে সক্রিয় হন — সেই সঙ্গে গোপন দলের ছাত্রযুবকদের সংগঠনেও সংযুক্ত থাকেন। এ সময়ে কংগ্রেসের গণ-আন্দোলনের প্রধানকর্মী হিসাবে ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। ফিরে এসে স্বরাজ্য পার্টির স্থানীয় সংগঠক হন। ১৯২৪ - ২৭ খ্রী· তিনি কংগ্রেসের সম্পাদক, কর্মী ও নেতা এবং সাম্প্রদায়িক বিরোধের বিরুদ্ধে প্রধান প্রবক্তা, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের সাধক, সাপ্তাহিক 'দেশের বাণী' পত্রিকার নির্ভীক সম্পাদক, কৃষক আন্দোলনের সহায়ক ও মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৩০ - ৩১ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনে জেলানায়ক হিসাবে তিনমাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। চট্টগ্রাম বিদ্রোহের পর ১৯৩২ খ্রী· ধৃত হয়ে ১৯৩৮ খ্রী· পর্যন্ত বক্সা ও দেউলী বন্দীনিবাসে কারারুদ্ধ থাকেন। মুক্তিলাভের পরে কৃষক আন্দোলন ও কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন যুবকদলের সমর্থক হন ও পরে ঐ পার্টিতে যোগদান করেন। ১৯৪৬ খ্রী· কলিকাতা ও নোয়াখালির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় শান্তিস্থাপনে সক্রিয় ছিলেন। দেশবিভাগের পর নোয়াখালিতেই থেকে যান এবং হিন্দু-মুসলমান জনগণের সেবায় রত থাকেন। ১৯৭০ - ৭১ খ্রী· পাঞ্জাবী ফৌজ ও রাজাকাররা ৭৫ বৎসর বয়স্ক এই বৃদ্ধকে মেরে ফেলার চেষ্টা করলে স্থানীয় মুসলমান জনগণের চেষ্টায় রক্ষা পান ও স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত আত্মগোপন করে থাকেন। ১৯৭৭ খ্রী· চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আনা হয়। সেখানে মৃত্যু। [১৬]

ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৫.১২.১৮৯৭ - ৩১.৫.১৯৬৩) কলিকাতা। যামিনীমোহন। বাঙলার দুই খ্যাতনামা মনীষী রাজা রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের বংশধারার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশন থেকে ১৯১৩ খ্রী· সপ্তম স্থান অধিকার করে ম্যাট্রিক (ঐ বছর সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয় হয়েছিলেন), ১৯১৫ খ্রী· প্রথম স্থান লাভ করে আই·এস-সি·, ১৯১৭ খ্রী· পদার্থবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ বি·এস-সি এবং ১৯২২ খ্রী· কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নৃতত্ত্ব বিষয়ে এম·এস-সি· পাশ করে 'অ্যান্থনি উইলকীন ফেলোশিপ' পান। ১৯২৩ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২৪ খ্রী· স্বরাজ্য দল চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে কর্পোরেশন দখল করলে তিনি এডুকেশন অফিসার নিযুক্ত হন। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় কর্পোরেশনের ৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্থলে আরও ২২৯টি স্কুল স্থাপিত হয়। ১৯৩৫ খ্রী· পর্যন্ত ঐ পদে আসীন ছিলেন। ঐ বছরেই শ্যামাপ্রসাদের আমন্ত্রণে পুনরায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করে ১৯৬৩ খ্রী· অবসর নেন। ১৯৩৪ খ্রী· ইংল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্বনৃতত্ত্ববিদ সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন ও ১৯৫২ খ্রী· ভিয়েনায় ঐ সম্মেলনের সহ-সভাপতি হন। সোভিয়েট-শিক্ষাবিদ্‌গণের আমন্ত্রণে মস্কো যান। ১৯৬০ খ্রী· প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর বিশ্ব juvenile Delinquency সম্মেলনে যোগদান করে প্রবন্ধ পাঠ করেন। ছ'টি বিখ্যাত অনুসন্ধান-কার্যের পরিচালক ছিলেন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ ও পুনর্বসতির সমস্যা, বাঙলার পাট-শিল্প শ্রমিকদের অবস্থা, কলেজের ছাত্রদের পড়াশুনা ও বাস করার অবস্থা, Juvenile Delinquency প্রভৃতি বিষয় নিয়ে প্রকাশিত গবেষণা-গ্রন্থ আছে। দীর্ঘ কুড়ি বছর সাঁওতালদের নিয়ে নৃতাত্ত্বিক গবেষণা করেছিলেন। ১৯৪২ খ্রী· নদীয়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫২ খ্রী· কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থনে বিধান পরিষদে নির্বাচিত হয়ে ১৯৬০ খ্রী· পর্যন্ত ঐ পদে আসীন ছিলেন। [৪]

ক্ষীরোদগোপাল মুখোপাধ্যায়[১]। কলিকাতা। কিশোরীলাল। অনুজ যাদুগোপাল ও ধনগোপালের সঙ্গে অনুশীলন সমিতির কাজে যুক্ত হন। ইংরেজ বিতাড়নের পন্থা হিসাবে বিদেশে গুপ্ত কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে ১৯০৮ খ্রী· বর্মায় যান। অনুজ ধনগোপাল যান জাপানে, দলের ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় যান শ্যাম দেশে। তিনি রেঙ্গুনে ও পরে মিচিনায় অবস্থান করতেন। বাংলার যে বিপ্লবী কর্মীরা বর্মায় যান, তিনি তাঁদের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। বর্মাপ্রবাসী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। বর্মায় অন্তরীণ-জীবন শেষ হলে তিনি কলিকাতায় ফিরে এসেছিলেন। ১৯১৯ খ্রী· স্বগৃহে নজরবন্দী থাকা-কালে সন্ন্যাসী হয়ে নিরুদ্দিষ্ট হন। [২১৫]

ক্ষীরোদগোপাল মুখোপাধ্যায়[২] (১৮৯৫ - ১৭.৩.১৯৭৪)। ফৈয়াজ খাঁর ছাত্র। কাশিমবাজারের রাজার সভাগায়ক ছিলেন। তিনি কেশ গণেশ ঢেকনের কাছে ধামার এবং বারাণসীর নূরজাহানের কাছে ঠুংরী শেখেন। বাংলা সিনেমা এবং মঞ্চ-জগতের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বাঙলার প্রথম সবাক্ চিত্র 'জামাইষষ্ঠী'তে তিনি ছিলেন নায়ক। পরে আরও ২১টি ছবিতে অভিনয় করেন। সঙ্গীত-পরিচালক হিসাবেও সুনাম ছিল। নৃত্যপরিচালনায়ও দক্ষতা দেখিয়েছেন। মঞ্চে তিনি শিশির ভাদুড়ীর শ্রীরঙ্গমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পাইওনিয়ার রেকর্ড কোম্পানীর সঙ্গীত-শিক্ষক ছিলেন। নিজেও কিছুসংখ্যক শ্যামাসঙ্গীত, ভাটিয়ালি, আধুনিক, ভজন প্রভৃতি রেকর্ড করেন। ম্যাডান কোম্পানী ও কলিকাতা রেডিওর সঙ্গে শুরু থেকে যুক্ত ছিলেন। রেডিওর পরিচালনা তখন কোম্পানীর হাতে ছিল। 'পটলবাবু' নামে খ্যাত ছিলেন। [১৬]

ক্ষিরোদচন্দ্র চৌধুরী, ডাঃ (১৯০০ - ১৯.১০.১৯৭৩) কিশোরগঞ্জ—ময়মনসিংহ। খ্যাতনামা শিশুরোগ-বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসক। ১৯২৬ খ্রী· এম·বি· পাশ করে ইংল্যাণ্ড ও পরে ভিয়েনায় গিয়ে শিশুরোগ-সম্পর্কে বিশেষ পড়াশুনা করেন। ১৯৩১ খ্রী· দেশে ফিরে কয়েক বছর কলিকাতার চিত্তরঞ্জন শিশুসদনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৩ খ্রী· 'ইন্‌স্টিটিউট অব চাইল্ড হেল্‌থ' নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। শিশুস্বাস্থ্য ও শিশুরোগ-সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি যোগ দিয়েছেন। তাঁর স্ত্রীও একজন শিশুরোগচিকিৎসক। সুলেখক নীরদচন্দ্র তাঁর ভ্রাতা। [১৬]

ক্ষীরোদচন্দ্র দেব (১৮৯৩ - ২.৬.১৯৩৭) লাউতা—শ্রীহট্ট। সতীশচন্দ্র। পিতামহ ও পিতা ব্রিটিশ সরকারের প্রদত্ত উপাধিধারী ছিলেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি·এ· ও বি·এল· পাশ করে শ্রীহট্টে ওকালতি শুরু করে (১৯২০) অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে আইন ব্যবসায় ত্যাগ করেন। এ সময় থেকেই সুরমা উপত্যকা অঞ্চলে নেতারূপে পরিচিত হন। ষোল বছর এ অঞ্চলে সকল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯২৩ খ্রী· স্বরাজ্য দলে যোগ দিয়ে আসাম ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। একজন পার্লামেন্টারী বক্তারূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে এখানে পুনর্নির্বাচিত হন। ১৯৩০ খ্রী· আন্দোলনের সময়ে ভানুবিলে প্রায় এক সহস্র মণিপুরী কৃষকের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। দেড় বছর কারাদণ্ড ভোগ করে ১৯৩২ খ্রী· মুক্তি পান। এরপর কংগ্রেসে যোগ দেন এবং ১৯৩৭ খ্রী· আসাম ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস দলের সহকারী নেতা নির্বাচিত হন। শ্রীহট্ট এম· সি· কলেজ স্থাপনে সহায়তা করেন। এ জেলায় কালাজ্বর-প্রপীড়িতদের জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। 'জনশক্তি', 'শ্রীভূমি', 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায় রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখতেন। [১২৪, ২০৬]

ক্ষীরোদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (৮.২.১৮৯৮ - ২১.১.১৯৭১) নলিয়াগ্রাম — ফরিদপুর। যাদবচন্দ্র। ১৯২০

খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনে প্রথম শ্রেণীতে এম·এ, পাশ করেন ; পরে পি·আর·এস· হন ও মোয়াট স্বর্ণপদক লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক (১৯২০ - ৪৭) এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক (১৯৪৭ - ৬১) ছিলেন। ১৯৬১ খ্রী· থেকে ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও কারিগরী গবেষণা পরিষদের অবসরপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিকরূপে আমৃত্যু কাজ করেন। 'Is Gregariousness an Instinct', 'Sex in Tantras' প্রভৃতি বহু গবেষণামূলক নিবন্ধ রচনা করেন এবং মনোবিশ্লেষণের জন্য একটি যন্ত্রের পরিকল্পনা করেন (১৯৩৫)। যন্ত্রটি আমেরিকার Stoelting & Co. কর্তৃক নির্মিত হয় এবং উদ্ভাবকের নামানুসারে তার নামকরণ করা হয় 'Mukherjee Aesthesiometer'। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর গবেষণামূলক নিবন্ধের সংখ্যা ২৫টি। ঢাকা অনাথাশ্রম, ইডেন কলেজ, মূক-বধির বিদ্যালয় প্রভৃতির কর্মপরিষদের সদস্যরূপে ঢাকার সামাজিক গঠনমূলক কাজে অংশ নেন। 'ওয়েস্ট এণ্ড হাইস্কুলের' প্রতিষ্ঠাতা, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস (১৯৩৭) ও ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসে (১৯৪৭) মনোবিজ্ঞান শাখার সভাপতি, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের যুক্ত অধিবেশনের সভাপতি, ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্সের ফেলো (১৯৫৫), Council of N.I.S.I.-এর সদস্য (১৯৬৬ - ৬৭) এবং এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো ছিলেন। [১৬, ১৪৯]

ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী (? - ১৩২৩ ব·)। সরকারী শিক্ষাবিভাগ থেকে অবসর-গ্রহণের পর উড়িষ্যায় বসবাসকালে কটক শহর থেকে স্টার অফ উৎকল' নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। কোন কারণে সরকার এই শক্তিশালী সংবাদপত্রটির ওপর জামিন চাইলে তিনি কাগজটির প্রকাশ বন্ধ করে দেন। এরপর একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। কটক থেকে একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর রচিত 'মানব প্রকৃতি' এই বিষয়ে বাংলা ভাষায় প্রথম গ্রন্থ। তিনি জাতিবিজ্ঞান (ethnology) এবং বৌদ্ধধর্ম-বিষয়েও অনেক প্রবন্ধের রচয়িতা। [৮১]

ক্ষীরোদ নট্ট (১৮৬৮ - ১২·৩·১৯৭৫) মাছরঙ, গাভা—বরিশাল। রূপচাঁদ। পাঁচ বছর বয়সে পিতার মৃত্যু হলে অনটনে পিতার ঢোলটিও বিক্রি হয়ে যায়। যজ্ঞেশ্বর নট্ট তাঁকে ঢোল শেখান। গুরুর সঙ্গে তিনি ৪০ বছর আসরে বাজিয়েছেন। মৃত্যুর আগে গুরু যজ্ঞেশ্বর শিষ্যের হাতে তাঁর ঢোল তুলে দেন। ত্রিপুরা, দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি রাজবাড়িতে ঢোল বাজিয়ে তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পান। বরিশালে এক কংগ্রেস অধিবেশনে অশ্বিনীকুমার দত্ত তিনটি জিনিস উপহার দেন—মুকুন্দ দাসের গান, ক্ষীরোদ নট্টের ঢোল আর বালাম চাল। তাঁর বাজনা শুনে গান্ধীজী তাঁকে খদ্দরের চাদর এবং সুভাষচন্দ্র খদ্দরের রুমাল উপহার দিয়েছিলেন। নবদ্বীপের বঙ্গবাণী সঙ্গীত কলেজে তিনি ১২ বছর শিক্ষকতা করেন। বহু বিশিষ্ট চিত্র-পরিচালক ছায়াছবিতে তাঁর ঢোল-বাজনা ব্যবহার করেছেন। দেশ-বিভাগের পর ১৯৫০ খ্রী· পশ্চিমবঙ্গে এসে প্রথমে ধুবুলিয়া ক্যাম্পে ওঠেন। পরে হাবড়ার কাছাকাছি কয়াডাঙ্গা গ্রামে আসেন। সেখানকার জমিদারের আনুকূল্যে ঐ গ্রামে নট্ট কলোনী গড়ে ওঠে। এক বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন তাঁকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা জানায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে তিনি বৃত্তি পেতেন। [১৬, ১৭]

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১২·৪·১৮৬৩ - ৪·৭·১৯২৭) খড়দহ—চব্বিশ পরগনা। গুরুচরণ ভট্টাচার্য। প্রখ্যাত নাট্যকার। মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিশন থেকে রসায়নে বি·এ· এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে রসায়নে এম·এ· (১৮৮৯) পাশ করার পর ১৮৯২ - ১৯০৩ খ্রী· জেনারেল অ্যাসেম্ব্রিজ ইন্‌স্টিটিউশনে অধ্যাপনা করেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই সাহিত্যচর্চা করতেন। ১৮৮৫ খ্রী· তাঁর 'রাজনৈতিক সন্ন্যাসী' (দুই খণ্ড) প্রকাশিত হয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'ফুলশয্যা' (১৮৯৪) নামে প্রথম কাব্য-নাটকটি 'উচ্চকবিত্বপূর্ণ বাংলা নাটক' বলে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। তাঁর রচিত 'আলিবাবা' (১৮৯৭) প্রথম রঙ্গমঞ্চ-সফল নাটক। ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে 'রঘুবীর', 'বঙ্গের প্রতাপাদিত্য', 'আলমগীর' ও 'নন্দকুমার' দেশাত্মবোধ উদ্বোধনে সহায়তা করেছিল। তাঁর ৬খানি পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 'ভীষ্ম' ও 'নরনারায়ণ' রঙ্গমঞ্চে দীর্ঘদিন অভিনীত হয়েছিল। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৫৮। কয়েকটি উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থও আছে। ১৯০০ খ্রী· 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা' অনুবাদ করেন এবং ১৩১৬ - ১৩২২ ব· পর্যন্ত 'অলৌকিক রহস্য' নামক একখানি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। [১, ২, ৩, ৭, ২৬, ২৭, ৬৫]

ক্ষীরোদবিহারী চক্রবর্তী (? - ১৯৪৪) বন্দর—ঢাকা। জলপাইগুড়ি থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় জেলার মধ্যে প্রথম হওয়ায় বিশেষ পুরস্কার জেলাশাসকের হাত থেকে নিতে হবে জেনে তা না নিয়ে ফিরে আসেন। কলিকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করার পর পুলিস গোয়েন্দার হাত এড়াতে জাহাজে পে-মাস্টার বা পার্সার-এর কাজ নিয়ে দেশত্যাগ করেন। পরে দেশে ফিরে এসে কলিকাতায় হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্‌সিওরেন্সে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৯১৮ খ্রী· তাঁর কর্মোদ্যমে এবং ময়মনসিংহ - গৌরীপুরের মহারাজা ব্রজেন্দ্রকিশোর, পাইকপাড়ার কুমার অরুণ সিংহ প্রভৃতির মোটা মূলধনে 'ক্লাইভ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান থেকেই ভারতে প্রস্তুত প্রথম বৈদ্যুতিক পাখা 'ক্লাইড ফ্যান' বের হয়। ৩০ দশকের মন্দায় ক্লাইড ইঞ্জিনিয়ারিং লিকুইডেশনে গেলে তিনি একক চেষ্টায় 'ক্যালকাটা ফ্যান' নামে এক নতুন কারখানা এবং 'চক্রবর্তী ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল' স্থাপন করেন (১৯৩২)। [১৭, ১৪৪]

ক্ষীরোদরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১২ - ১৯৪৮) কাশীপুর—বরিশাল। চিন্তাহরণ। পিতার কর্মস্থল চট্টগ্রামে জন্ম। চট্টগ্রাম কলেজে পড়ার সময় সূর্য সেনের কাছে দীক্ষিত হয়ে বিপ্লবী সংগঠনে যোগ দেন। ১৮·৪·১৯৩০ খ্রী· চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের অন্যতম সৈনিক। ২২·৪·১৯৩০ খ্রী· জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধে জয়লাভ করেন। এই যুদ্ধে ১২জন বীর শহীদ হন। সাত বছর পলাতকের জীবনে কখনও মজুর, কখনও স্কুলের শিক্ষক, কখনও-বা মাঝি-মাল্লার কাজ করতে হয়েছে। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে না পেয়ে বৃদ্ধ পিতাকে রেলের চাকরি থেকে অবসর নিতে বাধ্য করে এবং পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে চাকরি থেকে বিতাড়িত করে। পরে ধরা পড়েন। সাড়ে তিন বছর কারাদণ্ড ভোগ করে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে মুক্তি পান। যক্ষ্মারোগে মৃত্যু। [৯৬]

ক্ষীরোদাসুন্দরী চৌধুরী (১৮৮৩ - ?) সুন্দাইল—ময়মনসিংহ। শিবসুন্দর রায়। স্বামী ব্রজকিশোর চৌধুরী। ৩২/৩৩ বৎসর বয়সে এক কন্যা নিয়ে বিধবা হন। দেবরপুত্র ক্ষিতীশ চৌধুরী ও বিপ্লবী নেতা সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ তাঁকে বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান 'যুগান্তর'-এর দলভুক্ত করেন। ১৯১৬/১৭ খ্রী· পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয়দাত্রীরূপে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে নিজের গ্রাম ছেড়ে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেরিয়েছেন। [২৯]

ক্ষুদিরাম বসু১ (৩·১২·১৮৮৯ - ১১·৮·১৯০৮) মৌবনী, মতান্তরে হবিবপুর—মেদিনীপুর। ত্রৈলোক্যনাথ। অল্পবয়সে মাতাপিতৃহীন হয়ে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর কাছে প্রতিপালিত হন। প্রথমে তমলুকের হ্যামিল্টন স্কুলে ও পরে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। ছাত্রাবস্থায় সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সংস্পর্শে যুগান্তর দলে যোগ দেন (১৯০২) এবং দিদির বাড়ি ছেড়ে বিপ্লবী কাজে মনোনিবেশ করেন। নিজ হাতে কাপড় বোনা, ব্যায়াম চর্চা, গীতা অধ্যয়ন ও দেশবিদেশের প্রখ্যাত বিপ্লবীদের জীবনী পাঠদ্বারা যে জীবনের শুরু, ক্রমে বিলাতী বয়কট, বিলাতী লবণের নৌকা ডোবানো প্রভৃতি সক্রিয় স্বদেশী আন্দোলনে তার পরিণতি। মেদিনীপুর মারাঠা কেল্লায় এক প্রদর্শনীতে বিপ্লবী পত্রিকা 'সোনার বাংলা' বিলির সময়ে পুলিস গ্রেপ্তার করতে গেলে পুলিসকে প্রহার করে পলায়ন করেন (১৯০৬)। পরে গ্রেপ্তার হলেও বয়স অল্প বলে মামলা প্রত্যাহৃত হয়। এই বছর কাঁসাই নদীর বন্যার সময়ে রণপা'র সাহায্যে উপস্থিত হয়ে ত্রাণকার্য চালান। ১৯০৭ খ্রী· গুপ্ত সমিতির অর্থের প্রয়োজনে মেলব্যাগ লুণ্ঠন করেন। সে সময় কলিকাতার অত্যাচারী চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্য বিপ্লবী দলের সিদ্ধান্ত হয়। সরকার উক্ত সাহেবের নিরাপত্তার জন্য মজঃফরপুরে তাঁকে বদলী করেন। দলের আদেশে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী মজঃফরপুর যাত্রা করেন এবং ৩০ এপ্রিল ১৯০৮ খ্রী· রাত্রি ৮টায় ইউরোপীয় ক্লাব-প্রত্যাগত একটি ফিটন গাড়ীকে কিংসফোর্ডের গাড়ী মনে করে তার ওপর বোমা নিক্ষেপ করেন। গাড়ীতে দুইজন ইউরোপীয় মহিলা ছিলেন, তাঁরা নিহত হন। এই ভুলের জন্য ক্ষুদিরাম অত্যন্ত দুঃখবোধ করেন। পরদিন তিনি গ্রেপ্তার হন ও বিচারে তাঁর ফাঁসির আদেশ হয়। দণ্ডাদেশ শোনার সময়ে হাসিমুখে তিনি জানান যে মৃত্যুভয় তাঁর নেই। [১, ৩, ৭, ১০, ২৫, ২৬, ৪২, ৪৩]

ক্ষুদিরাম বসু২ (৩১·১·১২৬০ - ১৩৩৬* ব·) সাদিপুর—বর্ধমান। গোরাচাঁদ। কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে পড়াশুনা করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ· পাশ করেন। কলেজে পাঠরত অবস্থায় রেভারেন্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহলাভ করেন। পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহচর্য লাভ করে মেট্রোপলিটান কলেজে তর্কশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ক্রমশ ঐ কলেজে দর্শন-শাস্ত্রের অনার্স পড়াতে শুরু করেন। প্রথমে খ্রীষ্টধর্মানুরাগী ও পরে কেশবচন্দ্রের অনুরাগী হন। ১৮৯৩ খ্রী· কলিকাতায় সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠান কলেজে পরিণত হলে অধ্যক্ষরূপে কর্মরত থাকেন। রাখীবন্ধনের দিন (১৯০৬) কলিকাতার জনসাধারণের পার্কসমূহে সভা নিষিদ্ধ করা হলে সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউশন-প্রাঙ্গণে সভার আহ্বান জানিয়ে নির্ভীক স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দেন। কলেজটি বর্তমানে তাঁর নামাঙ্কিত। [১, ৫]

ক্ষুদিরাম বিশারদ। ডিসেম্বর ১৮২৬ খ্রী· কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে বৈদ্যক শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি এই শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে তিন বছর ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৩১ খ্রী· কলিকাতায় বৈদ্যসমাজ স্থাপন করেন। [৬৪]

ক্ষেত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায় (১৫·১২·১৯১৫ - ১০·৮·১৯৭৯) লেগো—বাঁকুড়া। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত পিতা সতীশচন্দ্র ব্রিটিশ পুলিসের চোখে 'হলুদবাড়ীর ডাকাত', বাঁকুড়া সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক এবং কোতুলপুর হাইস্কুল ও বাঁকুড়া হিন্দুস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। মেধাবী ছাত্র। ১৯৩২ খ্রী· বাঁকুড়া হিন্দু স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। কলিকাতার রিপন কলেজে (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) আই·এস-সি· পড়ার সময় রাজনীতি-সচেতন হয়ে ওঠেন। বাঁকুড়ার সাম্যবাদী আন্দোলনে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে সাহায্যপ্রার্থী ইংরেজ লাটসাহেবের মিটিং-এ ছাত্র মিছিল নিয়ে শ্লোগান দেন—'না এক ভাই, না এক পাই'। এই কারণে দণ্ডিত হয়েছিলেন। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কারারুদ্ধ হন। অসুস্থতার কারণে ১৯৪৩ খ্রী· মুক্তি পান। এরপর সক্রিয় রাজনীতিতে না থেকে শিক্ষকতা-কাজে ব্রতী হন। বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৬৫ খ্রী· বিভাগীয় প্রধান পদ লাভ করেন। ভাল গান গাইতে ও লিখতে পারতেন। তাঁর রচিত 'শোন মজুর কিষাণ দল', 'ও ভোলামন বাংলার চাষীরে', 'জাগৃহি গণদেবতা' প্রভৃতি গান এককালে মাঠে মিছিলে গাওয়া হত। [৮২]

ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য (১৮৩৬ - ১৮৮০) দণ্ডীরহাট—চব্বিশ পরগনা। ছাত্র হিসাবে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে কিছুদিন হিজলী ও কাঁথির সহকারী ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি করার পর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের গণিতের অধ্যাপক হন এবং পরে ১৮৬৯ খ্রী· বরিশালে সহকারী ইঞ্জিনিয়ারের পদ লাভ করেন। এখানে পদস্থ সাহেব কর্মচারীর সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় চাকরি ছেড়ে দেন। এ অবস্থায় ১৮৭০ খ্রী· ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁকে 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকার সহ-সম্পাদকরূপে নিয়োগ করেন। এখানে ৩/৪ বছর কাজ করার কালে ঐ পত্রিকায় সাহিত্য সমালোচনা করে সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত হন। তাঁর রচিত 'নব্য শিশুবোধ', 'কবিতা-সংগ্রহ', 'জরিপ ও পরিমিতি', 'শুভঙ্করী', 'লঘুপরিচিতি' ও অন্যান্য গ্রন্থ জনপ্রিয়তা লাভ করে। [১]

ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী, যোগশাস্ত্রী (? - ১৯০৩) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আদি প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৭৩ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র অবস্থায় কয়েকটি উপন্যাস প্রকাশ করে লেখক-খ্যাতি অর্জন করেন। 'বান্ধব', 'সহচরী', 'বঙ্গমহিলা' প্রভৃতি খ্যাতনামা পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হত। ১৮৮৬ খ্রী· এক পারিবারিক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি পরলোকতত্ত্ব-আলোচনায় আকৃষ্ট হন এবং হিন্দুধর্ম, দর্শন, যোগশাস্ত্র ও মনোবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। তিনি The Calcutta Psycho Religious Society (পরবর্তী কালে Sri Chaitanya Yogasadhan Samaj) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭২ খ্রী· বালেশ্বরের কালেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট জন বীমস্ একটি সাহিত্য-সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। তিনি এই প্রস্তাব অনুসরণ করে সাময়িকপত্রে আন্দোলন শুরু করেন। ২৩ জুলাই ১৮৯৩ খ্রী· শোভাবাজারের কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেবের ভবনে ও আশ্রয়ে 'বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার' প্রতিষ্ঠা করেন। বিনয়কৃষ্ণ সভাপতি ও তিনি সম্পাদক হন। সভার বিবরণী লেখা ও মুখপত্র প্রকাশ ইংরেজীতেই চলত। ইংরেজীর বাহুল্যের জন্য কতিপয় সদস্য আপত্তি করেন ও উমেশচন্দ্র বটব্যালের প্রস্তাবে একাডেমির নাম হয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ (২৯·৪·১৮৯৪)। এরপর পরিষদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়। এক বছর পরিষদ্ পত্রিকা-সম্পাদনে কৃতিত্ব দেখান ও বহু মূল্যবান্ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। রচিত গ্রন্থ: 'চন্দ্রনাথ' (১৮৭৩), 'হীরক অঙ্গুরীয়ক' (প্রহসন ১৮৭৫), 'হেমচন্দ্র' (নাটক ১৮৭৬), 'মুরলা' (উপন্যাস ১৮৮০), 'মধুযামিনী ও কৃষ্ণা বা কলিকাতা শতাব্দী পূর্বে' (উপন্যাস ১৮৮৬), Lectures on Hindu Religion', 'Philosophy and Yoga', 'Sarala and Hingana' এবং 'Life of Sri Chaitanya'। [৪, ২৮]

ক্ষেত্রপাল দাসঘোষ (২৭·৮·১৯০০ - ২·৪·১৯৫৬) ঢাকা। শরৎচন্দ্র। ১৯২০ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি·এ· পাশ করে ১৯২৪ খ্রী· অক্সফোর্ডে যান ও ইতিহাসে এম·এ· পাশ করেন। খেলাধুলাতেও ভাল ছিলেন বলে 'অক্সফোর্ড ব্লু' হন। অক্সফোর্ড মজলিসের সভাপতিও ছিলেন। ইংল্যান্ডে থাকা-কালে শিক্ষাবিষয়ক ডিপ্লোমা নেন ও পরে ব্যারিস্টারী পাশ করেন। ১৯৩০ খ্রী· কলিকাতায় ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে আসেন। তারপর কিছুদিন শিক্ষাবিভাগের ডিভিশনাল ইন্স্পেক্টারের কাজ করেন। ঢাকা ট্রেনিং কলেজে ১৯৪০ - ৪৫ খ্রী· অবধি থাকেন। ১৯৪৬ - ৫৩ খ্রী· ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৫৩ - ৫৫ খ্রী· দার্জিলিং সরকারী কলেজে কাজ করে অবসর গ্রহণ করেন। একাডেমী অব ফাইন আর্টসের সম্পাদক হিসাবে তাঁর কলানুরাগের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ক্রীড়ামোদী হিসাবে বেঙ্গল হকি-আম্পায়ার অ্যাসোসিয়শনের সভাপতি ও ভবানীপুর ক্লাবের সহ-সভাপতি ছিলেন। 'শরৎ-সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। রেডিওতে শরৎচন্দ্রের গ্রন্থের বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তাঁর রচিত নাটকও অভিনীত হয়েছে। [১৭৪]

ক্ষেত্রমণি দেবী। (১৯শ শতাব্দী)। ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪ খ্রী· গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত 'সতী কি কলঙ্কিনী' নাটকের অন্যতম অভিনেত্রী। ১৮৭৪ খ্রী· থেকে ১৯০৩ খ্রী· পর্যন্ত বিভিন্ন চরিত্রে নিয়মিত অভিনয় করেছেন। অভিনীত চরিত্রাবলীর মধ্যে নীলদর্পণে 'সাবিত্রী', বিবাহবিভ্রাটে 'ঝি', বিল্বমঙ্গলে 'থাকমণি' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত নটী বিনোদিনীর মতে 'ক্ষেতুদি'কে কিছু শেখাতে হোত না। একবার বললেই চরিত্রটি সুন্দর উপস্থাপিত করতে পারত"। [৩, ৪০, ৬৫]

ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (১২৬৩ ব· - ?) এই নাট্যাভিনেতা সম্বন্ধে অমৃতলাল বসু বলেছেন—"অভিনেত্রী-যুগ প্রবর্তনের পূর্বে বঙ্গের প্রকাশ্য নাট্যশালার আদি-নায়িকা (heroine) এই ক্ষেতু (ক্ষেত্রমোহন) একদিন সহস্র সহস্র দর্শককে মোহিত করেছিল।...কৃষ্ণকুমারী, নবীন-তপস্বিনী, কপালকুণ্ডলা এবং আরও দু'একটা স্ত্রী-চরিত্রে আজ পর্যন্ত কোন রঙ্গমঞ্চ-চঞ্চরীই অভিনয়ের কথা কি বলছি সেই অষ্টাদশবর্ষীয় ব্রাহ্মণ বালককে রঙ্গরূপের ছটাতেও পরাজিত করতে পারে নি।....." তিনি শৌখিন অভিনয়ে এবং ন্যাশনাল ও গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে (১ম পর্ব) বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। [১৪১]

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী (১৮১৩/২৩ - ১৮৯৩) চন্দ্রকোনা—মেদিনীপুর। রাধাকান্ত। বিষ্ণুপুরের রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের গৃহে থেকে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। সঙ্গীতকে বৃত্তিরূপে গ্রহণ করে কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটায় রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীত-সভার গায়ক নিযুক্ত হন ও আজীবন সেখানে কাটান। এখানে তিনি বারাণসীর বীণকার লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্রকে দ্বিতীয় গুরুরূপে লাভ করেন। ঐকতান বাদন (১৮৫৮), অক্ষরমাত্রিক স্বরলিপি রচনা, সঙ্গীতবিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদি বিষয়ের তিনি পথিকৃৎ। বেলগাছিয়া নাট্যশালায়

'রত্নাবলী' অভিনয়ের জন্য তাঁর পরিচালনায় 'অর্কেস্ট্রা' বা ঐকতান-বাদন প্রবর্তিত হয়। 'বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়' ও 'বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অফ মিউজিক' নামে রাজা শৌরীন্দ্রমোহন প্রতিষ্ঠিত দুইটি সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। শেষোক্ত বিদ্যালয় তাঁকে 'সঙ্গীত-নায়ক' উপাধি ও স্বর্ণকেয়ূর পুরস্কার প্রদান করে। সঙ্গীততত্ত্ব-বিষয়ক তাঁর বিপুল গ্রন্থ 'সঙ্গীত-সার' (১৮৬৯)। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'ঐকতানিক স্বরলিপি', 'কণ্ঠকৌমুদী', 'আশুরঞ্জনীতত্ত্ব' প্রভৃতি। শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য (বেহালা-দর্পণ প্রণেতা), নবীনকৃষ্ণ হালদার প্রভৃতি তাঁর শিষ্য ছিলেন। [১, ৩, ৭, ১৪৯]

ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত, বিদ্যারত্ন (১৮৪৬ - ১৯১৮ ?) বৈকুণ্ঠপুর—হুগলী। পীতাম্বর। এফ·এ· পাশ করার পর প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। ১৮৬৯ খ্রী· কলেজ ত্যাগ করে মেদিনীপুরের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর হন। ১৮৭৩ খ্রী· সরকারী চাকরি ত্যাগ করে 'আর্য-দর্শন' মাসিক পত্রিকার সহ-সম্পাদক এবং কিছুদিন পরে 'প্রভাত-সমীর' সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক হন। অর্থাভাবে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেলে 'নব-বিভাকর' ও 'সহচর' পত্রিকার এবং সর্বশেষে 'দৈনিক বঙ্গবাসী'র সম্পাদনা-কার্যে ব্রতী হন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আলোচনায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁর রচিত বিবিধ প্রবন্ধ 'শিক্ষা ও উপদেশ' নামে প্রকাশিত হয়েছে। 'মদনমোহন' তাঁর রচিত উপন্যাস। [১]

খগেন রায়চৌধুরী (? - ৫·৬·১৯৭৯)। কলিকাতার জগবন্ধু স্কুল থেকে ১৯৩৩ খ্রী· ম্যাট্রিক পাশ করে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়েতে চাকরি নেন। এই সময় তিনি জর্জ টেলিগ্রাফ দলে কলিকাতার মাঠে নিয়মিত ফুটবল খেলতেন। বলশেভিক পার্টির সংস্পর্শে এসে চাকরি ছেড়ে সর্বক্ষণের কর্মী হন। ১৯৪৩ খ্রী· এই পার্টির যে অংশ ভেঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয় তিনি তার মধ্যে ছিলেন। এই পার্টির সদস্য হিসাবে চব্বিশ পরগনা জেলায় কৃষক আন্দোলন সংগঠনে নেতৃত্ব দেন। বহুবার কারাবরণ করেন। অনেক সময় আত্মগোপন করেও থাকতে হয়েছে। ১৯৪৯ - ৫০ খ্রী· দমদম জেলে অন্যান্য কমিউনিস্ট বন্দীদের সঙ্গে তিনিও ৫৫ দিন অনশন ধর্মঘট পালন করেন। ১৯৫৬ খ্রী· চব্বিশ পরগনা জেলার সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং পার্টি বিভক্ত হবার পূর্বে ১৯৬৪ খ্রী· পর্যন্ত এই পদে থাকেন। ১৯৫৭ খ্রী· ও ১৯৬২ খ্রী· দুইবার সাধারণ নির্বাচনে সোনারপুর কেন্দ্র থেকে বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ খ্রী· 'ফেডারেশন অব হোলসেল কনজুমার্স কো - অপারেটিভ'-এর চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। ১৯৭১ খ্রী· 'মনীষা' গ্রন্থালয়ের ডিরেক্টর হিসাবে কাজ শুরু করেন। ঐ সময় থেকে 'কালান্তর' পত্রিকারও ব্যবস্থাপক সমিতির সদস্য এবং ১৯৭৮ খ্রী· থেকে কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য ছিলেন। [১০৭]

খগেন্দ্রনাথ দাশ (১৮৮৩ ? - ১·৯·১৯৬৫)। পিতা তারকচন্দ্র উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ছিলেন; মাতা বিখ্যাত অহিংস সংগ্রামী মোহিনী দেবী। বঙ্গবাসী কলেজ থেকে এফ·এ· ও প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করার পর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সখারাম গণেশ দেউস্কর, বালগঙ্গাধর তিলক প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সংস্পর্শে এসে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। 'Society for the Advancement of Scientific and Industrial Education for Indians' নামে বাঙালী দেশপ্রেমিকদের প্রতিষ্ঠিত সংস্থা থেকে বৈজ্ঞানিক শিল্প-শিক্ষার জন্য বিদেশে প্রেরিত প্রথম দলের সঙ্গে তিনি জাপান ভ্রমণ করেন (১৯০৬)। পরে আমেরিকায় যান এবং ১৯১০ খ্রী· স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বি·এস-·সি·(কেমিস্ট্রি) হয়ে দেশে ফিরে শিবপুর বি·ই· কলেজে কেমিস্ট্রির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 'কামাগাটামারু' জাহাজের বিপ্লবী সংগ্রামীদের ব্যাপারে জড়িত থাকায় ১৯১৪ খ্রী· গ্রেপ্তার হন। ফলে কর্মচ্যুতি ঘটে। এই সময়ে বন্ধু বীরেন্দ্রচন্দ্র মৈত্রের সঙ্গে একযোগে গ্যাস কোম্পানীর পাঁশ কিনে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ঐ পাঁশ 'ইয়েলো প্রুশিয়েন্ট'-এ পরিণত করে ইউরোপে রপ্তানি করতে আরম্ভ করেন। আজকের বিখ্যাত 'ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী'র শুরু এইভাবে। রাজেন্দ্রনাথ সেন ১৯১৬ খ্রী· এই প্রচেষ্টায় যোগ দেন। [১৭, ২১৭]

খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (১৮৯৮ - ১৫·৬·১৯৮৫)। স্বাধীনতা আন্দোলনে জলপাইগুড়ি জেলা তথা উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট নেতা। রাজশাহী কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে বহুবার কারাবরণ করেন। ১৯২৪ খ্রী· থেকে চারবার জলপাইগুড়ি পুরসভার কমিশনার হন। ১৯৩৭ খ্রী· থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, ১৯৫২ - ১৯৬৭ খ্রী· কংগ্রেস সরকারের পূর্তমন্ত্রী এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ছিলেন। ১৯৭৭ খ্রী· জনতা দলের সংসদ সদস্য হন। ১৯৮০ খ্রী· রাজনীতি থেকে অবসন নেন। [১৬]

খগেন্দ্রনাথ দাস (১৮৯২ - ১৯২৭) চারগাছ, কসবা—ত্রিপুরা। রমেশচন্দ্র। ঢাকার বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ স্থাপিত গুপ্ত সমিতি 'মুক্তিসঙ্ঘ'-এর বিশ্বস্ত সদস্য ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের কলিকাতা শাখার ভার বিপ্লবী শ্রীশ পালের উপর পড়লে তাঁকে সাহায্য করার জন্য খগেন দাস প্রমুখ ২/৩ জন কর্মী কলিকাতায় আসেন। সেখানে 'আত্মোন্নতি সমিতি' ও ঢাকা মুক্তিসঙ্ঘের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করতে থাকেন। এই দুই দলের প্রথম সংযুক্ত কাজ : ১৯০৮ খ্রী· প্রফুল্ল চাকীর গ্রেপ্তারকারী পুলিস ইন্‌স্পেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জীর নিধন; দ্বিতীয় কাজ : ১৯২২ খ্রী· জগদ্দল অঞ্চলের আলেকজান্দার জুট মিলের ইঞ্জিনিয়ার রবার্ট ও'ব্রায়েনের মজুর-হত্যার প্রতিশোধস্বরূপ তার প্রাণ নেওয়া। এই কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে খগেন্দ্রনাথ তিনমাস মজুর হিসাবে চটকলে কাজ করেন। কিন্তু ঐ কর্মপ্রচেষ্টা

ফাঁস হয়ে যাওয়াতে তিনি ও হরিদাস দত্ত গা-ঢাকা দেন। পুলিস পরে তাঁকে খুঁজে পায় ও দেড় বছর কারারুদ্ধ করে রাখে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রডা অস্ত্র কোম্পানীর অস্ত্র-লুণ্ঠনের কাজে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। দিনের বেলা তিনি ও শ্রীশ পাল রক্ষী হিসাবে অস্ত্র-বোঝাই গাড়ির পাশে পাশে থেকে বিপ্লবীদের আস্তানায় সেটিকে পৌঁছে দেন। এই দুঃসাহসিক কাজের কথা পুলিসের কানে এলেও প্রমাণাভাবে তাঁকে মামলায় জড়াতে পারে নি। তবে বিনাবিচারে কসবা থানার নানা স্থানে আটক ও অন্তরীণ রাখা হয়। বিপ্লবী 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' (বি.ভি.) পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন। [১৪৯]

খগেন্দ্রনাথ মজুমদার (? - ১৯২২/২৩) দিনাজপুরের জমিদার বাড়ীর সন্তান। স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যে ১৬ জন তরুণ ১৯০৬ খ্রী· শিল্পশিক্ষা করতে জাপান যাত্রা করেন তিনি তাঁদের অন্যতম ছিলেন। দেশে ফিরে মোমবাতির কারখানা খোলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'মনোরমা মোমবাতি' তখনকার দিনে বিদেশী মোমবাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করেছিল। [১৪৯]

খগেন্দ্রনাথ মিত্র, রায়বাহাদুর (১৮৮০ - ১৯৬১) ধূলগ্রাম—যশোহর। দীননাথ। ১৮৯৯ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে এম.এ· পাশ করে রাজশাহী, কৃষ্ণনগর এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করেন (১৯০১ - ২৮)। এরপর ১৯৩২ খ্রী· পর্যন্ত বিভিন্ন বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক এবং ১৯৩২ - ৪৬ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক, পরিষৎ পত্রিকার সম্পাদক, রবি-বাসরের সভাপতি, রাধানগর সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি, বোম্বাইয়ে ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের সভাপতি এবং আন্তর্জাতিক ভাষা কংগ্রেসে (নরওয়ে ১৯৩৬) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি ছিলেন। রচিত গ্রন্থসমূহ: 'নীলাম্বরী', 'কানের দুল', 'কীর্তন', 'পদামৃতমাধুরী', 'কীর্তনগীতি-প্রবেশিকা', 'ডায়নামিকস্ অফ ফেইথ' ইত্যাদি। সঙ্গীতে বিশেষ অধিকার ছিল। আধুনিক কালে শহরাঞ্চলে যাঁরা কীর্তনগানকে প্রচলিত করেছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম প্রধান। অকিঞ্চন দাস নাম ব্যবহার করতেন। [৩, ১৬৫]

খগেন্দ্রনাথ মিত্র (২.১.১৮৯৬ - ১২.২.১৯৭৮)। কলিকাতার নীলমণি মিত্র স্ট্রীটের বিখ্যাত মিত্র বংশে জন্ম। পিতা শৈলেন্দ্রনাথ শিলাইদহতে ঠাকুর এস্টেটের মোক্তার ছিলেন। প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক। শৈশব ও যৌবন কেটেছে কুষ্টিয়ায়। ছেলেবেলা থেকেই খেলাধুলা ও অভিনয়ে পারদর্শী ছিলেন। যৌবনে বাঘা যতীনের অনুগামী হয়ে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যোগ দেন। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে কলেজ ছেড়ে চলে আসেন এবং ১৯২০ খ্রী· দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। দেশবিভাগের আগে পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে অংশগ্রহণ ও কারাবরণ করেন। পরবর্তী কালে বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রথম জীবনে কিছুদিন রেলে চাকরি করে তা ছেড়ে দিয়ে সাহিত্য-সাপ্তাহিক 'বাঁশরী' পত্রিকায় যোগ দেন। এর পর থেকে 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী', 'মহিলা', 'পঞ্চপুষ্প' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখতে থাকেন। তাঁর প্রথম বড় রচনা 'আফ্রিকার জঙ্গলে' প্রকাশিত হয় (১৯২২ - ২৩ খ্রী·)। 'ভোম্বল সর্দার', 'বাগদি ডাকাত', 'পাতালপুরীর কাহিনী', 'অতীতের পৃথিবী', 'আবিষ্কারের কাহিনী', 'ঝিলে জঙ্গলে' প্রভৃতি শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। 'ভোম্বল সর্দার' হিন্দী ও রুশ ভাষায় অনূদিত হয়। সাহিত্য-কীর্তির জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভুবনেশ্বরী পদক' ও 'মৌচাক সাহিত্য পুরস্কার' পান। এছাড়া 'গিরীশ রৌপ্যপদক'-ও লাভ করেন। ১৯৪৮ খ্রী· তাঁর সম্পাদনায় ছোটদের দৈনিক পত্রিকা 'কিশোর' প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও তিনি সম্পাদনা করেন—'নতুন মানুষ', 'ছোটদের মহল', 'বাঁশরী', 'সপ্তডিঙ্গা', 'মানিকমালা', 'বার্ষিক শিশুসাথী' প্রভৃতি। বড়দের জন্যও তিনি বেশ-কিছু বই লিখেছেন। তাঁর রচিত 'শতাব্দীর শিশুসাহিত্য ১৮১৮ - ১৯৬০' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট সংযোজন। তাঁর 'রবীন্দ্র শিশুসাহিত্য পরিক্রমা' গ্রন্থটিও উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৫ খ্রী· শিশুসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের জন্য জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত হন। কিন্তু ঐ পুরস্কারের টাকা শিশুসাহিত্যের জন্য পাঁচ হাজারের থেকে কমিয়ে এক হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল ব'লে তিনি প্রতিবাদস্বরূপ তা গ্রহণ করেন নি। [১৬]

খগেন্দ্রনাথ সেন (৪.৯.১৯০৩ - ৩০.১০.১৯৮২) গুপ্তিপাড়া—হুগলী। প্রবোধচন্দ্র। উত্তর প্রদেশের গাজীপুরে জন্ম। শিক্ষাবিদ্ ও সাংবাদিক। ১৯২৫ খ্রী· রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ· পাশ করেন। ১৯২৬ খ্রী· ঢাকার জগন্নাথ কলেজে শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু। ১৯৩২ খ্রী· কলিকাতার আশুতোষ কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। ১৯৪৮ - ৫৬ খ্রী· সান্ধ্যবিভাগের এবং ১৯৫৬ থেকে অবসরগ্রহণ-কাল পর্যন্ত (১৯৬৬) ঐ কলেজের দিবা-বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিকাল সায়েন্স বিভাগেও তিনি পড়াতেন। সাংবাদিক কাজের শুরু ১৯৩০ খ্রী· থেকে—'অ্যাডভান্স' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক রূপে। ১৯৩৭ খ্রী· 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক এবং ১৯৪৪ খ্রী· 'দি ন্যাশনালিস্ট' পত্রিকার এডিটর-ইন-চীফ পদে নিযুক্ত হন। ১৯৩০ -৩১ খ্রী, লণ্ডনে অনুষ্ঠিত রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশনের প্রতিনিধি নরেন্দ্রনাথ লাহার সেক্রেটারী হিসাবে লণ্ডন ও ইওরোপ ভ্রমণ করেন। ১৯৫৯ খ্রী· ভারত-মার্কিন শিক্ষামূলক বিনিময় কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত 'রঙমশাল' চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকে কিশোর মাসিক পত্রিকা হিসাবে সুখ্যাত ছিল। কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের 'গল্পদাদুর আসর'টি ১৯৪৪ - ৪৬ খ্রী· পরিচালনা

করেছেন। রচিত গ্রন্থ : 'ইকনমিক রিকনস্ট্রাকশন অব ইণ্ডিয়া', 'এডুকেশন অ্যান্ড দি নেশন', 'ভারতের অর্থনীতি', 'সমাজ বিজ্ঞানের ভূমিকা', 'সমাজবিজ্ঞান পরিচয়', 'সোভিয়েট ইউনিয়নের নব সংবিধান, ১৯৭৭' প্রভৃতি। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী ধরণীধর তাঁর অনুজ। [১৬, ১৭৪]

খতিসা। প্রকৃত নাম আবদুল মজিদ। বলরামপুর—শ্রীহট্ট। সঙ্গীত-রচয়িতা। রচিত সঙ্গীত-গ্রন্থ 'আসিফনামা'য় সর্বত্র 'খতিসা'-ভণিতা দৃষ্ট হয়। উল্লেখযোগ্য গৌরাঙ্গ-বিষয়ক সঙ্গীত : 'গৌরচান্দের নাম শুনিতে নাই তার বাসনা/ও তারে বুঝাইলে বুঝে না গো সই জপাইলে জপে না'। [৭৭]

খাদেম হোশেন খাঁ (? - ২৯.৪.১৩৪২ ব.)। ওস্তাদ ছোটে খাঁ। পিতার কাছ থেকে মৃদঙ্গ-বাজনায় দক্ষতা লাভ করেন। মৃদঙ্গের বিশিষ্ট রীতি 'কুদেওসিংজী বাজ'-এর বাঙলা দেশের একমাত্র প্রতিনিধি। উজীর খাঁর কাছে 'হোরীধামারে' বাদ্য শিখেছিলেন। [১]

খুসি বিশ্বাস। ভাগা—নদীয়া। 'খুসি বিশ্বাসী' সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। তাঁরা ভোজন-কালে স্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ণভেদ বিচার করেন না। জন্মসূত্রে মুসলমান ধর্মীয় ছিলেন। [১]

খেলাতচন্দ্র ঘোষ (? - ১৯৩০) পাথুরিয়া-ঘাটা—কলিকাতা। দেবনারায়ণ। বিশিষ্ট দানশীল ভূম্যধিকারী। দীর্ঘদিন কলিকাতার অবৈতনিক বিচারক, জাস্টিস্ অফ দি পিস এবং সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। ধর্মতলা অঞ্চলে তাঁর নামে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে। [১, ২৫]

গগনচন্দ্র বিশ্বাস (১২৫৬ - ১৩৪২ ব.) মাধবপুর—নদীয়া। শ্রীমন্ত। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে সরকারী চাকরি গ্রহণ করেন। স্যার রাজেন্দ্রনাথ তাঁর সহপাঠী ছিলেন। সরকারের সঙ্গে মনোমালিন্য দেখা দিলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে 'স্ট্যান্ডার্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই বাঙলায় ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের পথিকৃৎ। বাঙালীর মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চা-বাগানের প্রতিষ্ঠা করেন। বাঙলায় রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম যুগে সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, অম্বিকাচরণ এবং যাত্রামোহনের সহকর্মী ছিলেন। একাদিক্রমে ৩০ বছর ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য ছিলেন। [১]

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮.৯.১৮৬৭ - ১৪.২.১৯৩৮) জোড়াসাঁকো—কলিকাতা। গুণেন্দ্রনাথ। সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের ছাত্র। হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অঙ্কন শিক্ষা করেন। কনিষ্ঠ অবনীন্দ্রনাথ ও ভগিনী সুনয়নী স্ব স্ব ক্ষেত্রে চিত্রশিল্পে বিখ্যাত ছিলেন। গগনেন্দ্রনাথের শিল্পী জীবন নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কেটেছে। প্রথম জীবনে জাপানী শিল্পী ইওকোহামা টাইকানের প্রভাব পড়ে। চিত্রে কালিতুলির কাজে তিনি এদেশের পথিকৃৎ। ইউরোপীয় পদ্ধতির জলরং-এও হাত ছিল। প্রথম দিকে বাস্তবধর্মী চিত্ররীতির শিল্পী ছিলেন। এদেশে ফরাসী শিল্পভাষাগত উপাদান প্রবর্তনের প্রচেষ্টায়ও তিনি প্রথম শিল্পী। আধুনিক শিল্পের নানাদিক নিয়ে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। ব্যঙ্গচিত্রী হিসাবেও সুনাম ছিল। 'প্রবাসী'ও মডার্ন রিভিয়ু'-তে তাঁর কার্টুনগুলি ছাপা হত। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার, রবীন্দ্রনাথের প্রথম এরোপ্লেন চড়া, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ আর অসহযোগের পটভূমিকায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং স্যার আশুতোষকে নিয়ে তাঁর কার্টুনগুলি এখন ইতিহাসের উপাদান। 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর ওরিয়েন্টাল আর্ট' সংগঠন করেন এবং সম্পাদক হন (১৯০৭)। বাঙলার কারুশিল্প প্রচারের জন্য 'বেঙ্গল হোম ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপন করেন (১৯১৬) এবং তার অন্যতম সম্পাদক হন। অভিনেতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেন। মঞ্চসজ্জা, দৃশ্যপট-রচনা প্রভৃতিতেও তিনি অভিনবত্বের পরিচয় দেন। তাঁর অঙ্কিত ব্যঙ্গ-চিত্রাবলীর অনেকগুলিই 'বিরূপ বজ্র', 'অদ্ভুতলোক : Realm of the Absurd' ও 'নবহুল্লোড় : Reform Screams' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রচিত শিশুপাঠ্য 'ভোঁদড় বাহাদুর' গ্রন্থে সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯০৫ খ্রী. স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গেও নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। আধুনিক শিল্পের পথিকৃৎরূপে তাঁর ঐতিহাসিক মূল্য অসাধারণ হলেও শিক্ষকতার দায়িত্ব তিনি কখনও গ্রহণ করেন নি ব'লে তাঁর কোনও অনুগামী নেই। [৩, ৫, ৭, ৮, ১৬, ২৫]

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য (? - ১৮৩১?) বহড়া — বর্ধমান। প্রথম বাঙালী সাংবাদিক। প্রথম জীবনে শ্রীরামপুর মিশনারী প্রেসে কম্পোজিটারের কাজ শিখে কলিকাতায় পুস্তক প্রকাশনা শুরু করেন। ১৮১৬ খ্রী. তাঁর সম্পাদিত সচিত্র প্রথম বাংলা পুস্তক 'অন্নদামঙ্গল' প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকেই সর্বপ্রথম ব্লক ব্যবহার করা হয়। এরপর ১৮১৮ খ্রী. 'বাঙ্গালা গেজেট প্রেস' নামে একটি মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন এবং হরচন্দ্র রায়ের সহযোগিতায় 'বাঙ্গালা গেজেট' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি বছরখানেক চলার পর বন্ধ হয়ে যায়। 'বাঙ্গালা গেজেট'-কে প্রথম প্রকাশিত সংবাদপত্র বলা হয়। কারও কারও মতে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের দ্বারা প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণ' সাপ্তাহিক পত্রিকাটি 'বাঙ্গালা গেজেট'র ১০/১৫ দিন আগে প্রকাশিত হয়েছিল (২৩.৫.১৮১৮)। সংবাদপত্রটি উঠে যাওয়ার পর তিনি মুদ্রাযন্ত্রটি স্বগ্রামে স্থানান্তরিত করেন। তাঁর রচিত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ : 'এ গ্রামার ইন ইংলিশ অ্যাণ্ড বেঙ্গলী' (১৮১৬), 'দায়ভাগ' (১৮১৬ - ১৭), 'দ্রব্যগুণ' (১৮২৪), 'চিকিৎসার্ণব' ইত্যাদি। [১, ২, ৩, ৪, ২৫, ২৬, ২৮, ৬৪]

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, দেওয়ান (১৭৪৯ - ১৭৯৩) কান্দী—মুর্শিদাবাদ। গৌরগোবিন্দ। বিত্তশালী পরিবারে জন্ম। ১৭৬৯ খ্রী. সুবেদার রেজা খাঁর অধীনে কানুনগো

নিযুক্ত হন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাশিমবাজার রেশমকুঠীর কর্মকর্তা ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মে। রেজা খাঁর কর্মচ্যুতির পর তিনি কলিকাতায় হেস্টিংসের গুপ্ত-চক্রান্তের সহায়ক হন। ফলে পদোন্নতি হয়ে রাজা রাজবল্লভের অধীনে সহকারী দেওয়ান ও পরে রাজস্ব-বিভাগের প্রধান হন। ১৭৭৪ খ্রী· ওহেস্টিংস্ তাঁকে কলিকাতা রাজস্ব কাউন্সিলের দেওয়ানের পদ প্রদান করেন। পরের বছর হেস্টিংস-বিরোধী দলের চাপে উৎকোচ গ্রহণের অপরাধে তাঁর কর্মচ্যুতি ঘটে। ১৭৭৬ খ্রী· হেস্টিংস্ তাঁকে পুনর্নিয়োগ করেন। পাঁচশালা বন্দোবস্তের সুযোগে নাটোর রাজবংশের জমিদারীর কিয়দংশ ক্রয় এবং দিনাজপুরের জমিদারীর কতকাংশ দখল করেন। তিনি কলিকাতা পাইকপাড়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। কান্দী ও কলিকাতায় মন্দির নির্মাণ এবং মাতৃশ্রাদ্ধে বিপুল আড়ম্বর ও অজস্র অর্থব্যয়ের জন্য খ্যাতি ছিল। অন্যদিকে অত্যাচারী ও প্রজাপীড়করূপে অখ্যাতিও ছিল। পরম বৈষ্ণব কৃষ্ণচন্দ্র বা লালাবাবু তার পৌত্র। [১, ২, ৩, ৭, ৮, ২৫, ২৬]

গঙ্গাচরণ পাল। ১৮৭২ - ৭৩ খ্রী· পাবনায় সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক। বিদ্রোহিগণ তাঁকে দেওয়ান আখ্যায় ভূষিত করে। [৫৬]

গঙ্গাচরণ সরকার, রায়বাহাদুর (১৮২৩ - ১৮৮৮) ক্যাঁকশিয়ালী—হুগলী। রামবল্লভ। পাঁচ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ ঘটে ও মাতা সহমৃতা হন। পিতামহ মদনমোহন তাঁকে পালন করেন। চুঁচুড়ার মহসীন কলেজ থেকে বৃত্তিসহ জুনিয়র স্কলারশিপ (১৮৪৫) ও সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা (১৮৪৬) পাশ করেন। আইন পড়া-কালে নদীয়া কালেক্টরীর সেরেস্তাদারের কাজ পান। ১৮৪৬ খ্রী· থেকে ১৮৮২ খ্রী· সরকারী চাকরি করে ক্রমে সাব-জজ হয়েছিলেন। সাহিত্য-চর্চাও করতেন। ঠাকুরদাস ও আরও বহু পাঁচালীকারকে 'গদাধর'-ভণিতায় পাঁচালী লিখে দিতেন। তিনি উলাগ্রামে তিনটি পাঠশালা ও একটি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 'বঙ্গ সাহিত্য ও বঙ্গভাষা' বিষয়ে রচিত প্রবন্ধ ও 'ঋতুবর্ণন' কাব্যগ্রন্থ তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার পরিচায়ক। এ ছাড়াও বহু গ্রন্থ ও কবিতার রচয়িতা। খ্যাতনামা সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র তাঁর পুত্র। [১, ২৬]

গদাধর আচার্য (১·১০·১৮৩০ - ১৮৮৫) লোহাসা—নদীয়া। কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা পাশ করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করার পর মেদিনীপুর কলেজের অধ্যক্ষ হন। ইংরেজী সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতি ছিল। তাঁর সঞ্চিত অর্থের প্রায় অর্ধাংশ ১৫ হাজার টাকার অর্জিত সুদ গরীব দুঃস্থ ছাত্র এবং বিধবাদের মাসিক সাহায্যে ব্যয় করা হত। [১]

গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৪২? - ১৩৩৪ ব·)। শম্ভুচন্দ্র ন্যায়রত্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে কলিকাতার লন্ডন মিশন কলেজে অধ্যাপনা করেন। পরে 'নিউ ইন্ডিয়ান স্কুল' প্রতিষ্ঠা করে দীর্ঘকাল তার পরিচালনা করেন। ইংরেজী অনুবাদ ও রচনা শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক-রচয়িতা হিসাবে ছাত্র ও শিক্ষক সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। 'নব-বিভাকর' পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। [১]

গঙ্গাধর সেন রায়, কবিরাজ (১৭৯৮ - ১৮৮৫) মাগুরা—যশোহর। ভবানীপ্রসাদ। রাজশাহীর প্রসিদ্ধ কবিরাজ রামকান্ত সেনের কাছে আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করেন। মুর্শিদাবাদে চিকিৎসা-ব্যবসায়ে অল্পদিনের মধ্যেই যশস্বী হয়ে ওঠেন। ধনী জমিদার ও নবাব পরিবারে চিকিৎসা করে সুনাম ও অর্থ অর্জন করেন। কায় ও শল্য-চিকিৎসা এই উভয় বিভাগেই পারদর্শী ছিলেন। আয়ুর্বেদ, তন্ত্র, জ্যোতিষ, স্মৃতি, ষড়্‌দর্শন, ব্যাকরণ, নাটক, কাব্য ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ৮০টি পুস্তক রচনা করেন। তার মধ্যে চরকসংহিতার টীকা 'জল্পকল্পতরু' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রচিত কাব্যগ্রন্থ : 'লোকালোকপুরুষীয়' ও 'দুর্গবধকাব্য'। [১]

গঙ্গানারায়ণ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রবর্তিত উত্তমর্ণ-অধমর্ণ আইনের প্রয়োগ এবং জমিদারী সংক্রান্ত আইনেও পক্ষপাতমূলক আচরণ মানভূমের আদিবাসী জমিদারদের অসহিষ্ণু করে তোলে। বরাভূম জমিদারীর দাবিদার গঙ্গানারায়ণ ভূমিজ-বিদ্বেষের সুযোগ নিয়ে ঘাটওয়াল ও বিরূপ কৃষকশ্রেণীর সহায়তায় সৈন্যদল গঠন করে বরাবাজার শহরের লবণ-দারোগার কাছারি, পুলিশ-থানা প্রভৃতি পুড়িয়ে দেন, সমগ্র অঞ্চল লুঠ করেন এবং সরকারী ফৌজকে বাঁকুড়া পর্যন্ত পিছু হঠতে বাধ্য করেন। বরাভূম অধিকার করে 'রাজা' উপাধি নিয়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে কর আদায় করতে থাকেন। এরপর সৈন্যদলে কোলদের অন্তর্ভুক্ত করে বরাভূমের পূর্বাঞ্চলেও আক্রমণ চালান। ১৮৩২ খ্রী· এই ভূমিজ বিদ্রোহের সূচনা হয়। এই বিদ্রোহকেই 'গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা' নামে অভিহিত করা হয়। ১৮৩২ খ্রী· শেষভাগে ব্রিটিশ সরকারের চেষ্টায় বিদ্রোহ দমিত হলে তিনি সিংভূমে পালিয়ে যান। খরসোয়ান রাজাদের সঙ্গে এক যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হয়। [৩, ৫৫]

গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (১৮০৬ - ১৮৭৪) বিল্বপুষ্করিণী—নদীয়া। নকুড়চন্দ্র। বাঙলায় হিন্দুস্থানী ধ্রুপদের পরিচালক। শৈশবে তাঁর স্বাভাবিক ওজস্বী কণ্ঠের গান শুনে হরিপ্রসাদ ও মনোহর মিশ্র ভ্রাতৃদ্বয় তাঁকে ধ্রুপদ শিখতে উৎসাহিত করেন। ১৭/১৮ বছর বয়সে উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে পশ্চিমে যাত্রা করেন। প্রায় ১২ বছর বিভিন্ন ওস্তাদের কাছে বিদ্যা আয়ত্ত করে বাঙলার তৎকালীন সঙ্গীত-ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় হয়ে ওঠেন এবং কলিকাতার বিভিন্ন ধনী ও জমিদার, মুর্শিদাবাদের নবাব এবং বাঙলার বহু সঙ্গীত-রসিকের কাছে সমাদর লাভ করেন। মুর্শিদাবাদের নবাব তাঁকে 'ধ্রুপদ বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। দুই পুত্র অমরনাথ ও পঞ্চানন তাঁর কাছে শিক্ষা পেয়ে খ্যাতিমান হন। যদু ভট্ট ও হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত শিষ্য। [৩, ১৪৯]

গঙ্গাপদ বসু (১৯১০ - ২৩·৫·১৯৭১) খাশিয়াল—যশোহর। নকুলচন্দ্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে এম·এ· পাঠরত অবস্থায় 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। তারপর বিভিন্ন সময়ে 'আনন্দবাজার', 'কৃষক' প্রভৃতি পত্রিকায় কাজ করেন। 'স্বরাজ' ও 'সত্যযুগ' পত্রিকার তিনি বার্তা-সম্পাদক ছিলেন। কলেজ-জীবন থেকেই নাটক ও অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯৪৪ খ্রী· গণনাট্য সঙ্ঘের 'নবান্ন' নাটকে অভিনেতা হিসাবে প্রথম রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেন। এরপর তাঁর ও আরও কয়েকজনের চেষ্টায় 'বহুরূপী' নাট্যসংস্থা গঠিত হলে সংস্থার নাটকগুলিতে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। সংস্থার সভাপতি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পর সভাপতি নির্বাচিত হয়ে আমৃত্যু ঐ পদে আসীন ছিলেন। এ ছাড়াও 'বহুরূপী' ষাণ্মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ও 'বাংলা নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি'র সভাপতি ছিলেন। অভিনীত উল্লেখযোগ্য চরিত্র: রক্তকরবীর 'অধ্যাপক', ছেঁড়া তারের 'মহাজন' এবং 'পথিক' নাটকে একটি কুটিল ধনবান্ ব্যক্তির ভূমিকা। রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক: 'অংশীদার', 'সত্য মারা গেছে' প্রভৃতি। মঞ্চ ছাড়াও আনুমানিক ৫০টি ছবিতে অভিনয় করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'জলসাঘর' ও 'পথিক'। বেতারেও নিয়মিত অভিনয় করতেন। [১৬]

গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৭·১২·১৮৩৬ - ১৩·১২·১৮৮৯) জিরাট-বলাগড়—হুগলী। বিশ্বনাথ। বাল্যে পিতৃবিয়োগ ঘটায় দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে পড়াশুনা করেন। ১৮৫৭ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে, তিনি ঐ বছরই এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬১ খ্রী· বি·এ· এবং ১৮৬৬ খ্রী· এম·বি· পাশ করে কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করেন। দয়ালু ও সুচিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি ছিল। রচিত গ্রন্থ : 'মাতৃশিক্ষা' ও 'চিকিৎসা প্রকরণ'। তিনি বাল্মীকি রামায়ণের ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ করেছিলেন। স্যার আশুতোষ তাঁর পুত্র। [১, ৫, ৭, ১৭, ২৬]

গঙ্গাপ্রসাদ সেন, কবিরাজ। (১২৩১ - ১৩০২ ব·) উত্তরপাড়-কমরপুর—ঢাকা। নীলাম্বর। পিতার কাছে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে ১২৪৯ ব· কুমারটুলিতে চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করেন। তৎকালীন ভারতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে রামকৃষ্ণদেবও তাঁর চিকিৎসাধীন ছিলেন। পঞ্চাশ বছরের উপর সগৌরবে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা চালিয়ে বাঙলা দেশে কবিরাজী চিকিৎসার ধারা প্রচলন করেন। বিদ্যাসাগর, দীনবন্ধু মিত্র, মহেশ ন্যায়রত্ন প্রমুখ মনীষীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। [১, ৩]

গঙ্গামণি। সুগায়িকা ও অভিনেত্রী গঙ্গামণি বা গঙ্গা বাইজী ১৮৮৩ খ্রী· বিডন স্ট্রীটে ষ্টার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ষ্টার থিয়েটার হাতিবাগানে উঠে গেলে সেখানেও তিনি যোগ দেন। বহু ভূমিকায় অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেন। 'কালাপাহাড়' নাটকে 'মুরলার' ভূমিকায় তাঁর ধ্রুপদ সঙ্গীত বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। [৪০, ১৪১]

গঙ্গামণি দেবী। লালা রামপ্রসাদ রায়। স্বামী প্রাণকৃষ্ণ সেন। একজন বিদুষী কবি। তিনি ছোট ছোট কবিতা এবং অনেক সঙ্গীত রচনা করে গেছেন। সে সঙ্গীতগুলি বহুদিন পর্যন্ত বিবাহবাসরে গীত হয়েছে। কবি রামগতি ও কবি আনন্দময়ী তাঁর ভ্রাতা ও ভগিনী। [১, ১৪৯]

গঙ্গারাম দেব চৌধুরী (১৮শ শতাব্দী) ময়মনসিংহ। কার্যোপলক্ষে ১১৬৭ ব· মুর্শিদাবাদ যান। কাজে উন্নতি লাভ করে ক্রমে নায়েবের পদ ও চৌধুরী উপাধি পান। মুর্শিদাবাদে থাকাকালে বর্গীর হাঙ্গামার বিবরণ শুনে 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' গ্রন্থ রচনা করেন। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : পরমার্থ-বিষয়ক 'শুক সংবাদ' এবং 'লবকুশ চরিত্র'। [১]

গঙ্গারাম মৈত্র। এই কুলীন ব্রাহ্মণ আবদুল নামক একজন মুসলমান ও তার ভগিনীকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করে নিজগৃহে আশ্রয় দেন। ধর্মান্তরের পর আবদুলের নাম হয় রূপদয়াল এবং ভগিনীর নাম হয় ভূষণা। ধর্মত্যাগের অপরাধে কাজীর বিচারে আবদুলের প্রাণদণ্ড হয়। এই ঘটনায় ব্যথিত হয়ে গঙ্গারাম বৃন্দাবনে চলে যান। আট বছর পর নিজ গ্রামে এসে বিবাহ করে সংসারী হতে চাইলে মুসলমানীর হাতে জল খাওয়ার অপরাধে ব্রাহ্মণেরা তাঁকে সমাজে গ্রহণ করতে অসম্মত হন। তখন তিনি সিন্দুরীর জমিদার রাজীব রায়ের মধ্যস্থতায় প্রায়শ্চিত্তান্তে ছাতিয়ান গ্রামের কবিভূষণ চৌধুরীর কন্যাকে বিবাহ করেন। বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে তাঁর সঙ্গে সংস্রবযুক্ত কুলীনেরা তখন থেকে 'ভূষণা পঠী'র কুলীন নামে খ্যাত হন। [১]

গজনফর আলি খান (১৮৭২ - ২৬·৩·১৯৫৯) বিরাইমপুর—শ্রীহট্ট। অবিভক্ত ভারতের প্রথম মুসলিম আই·সি·এস·। ১৮৯০ খ্রী· এন্ট্রান্স ও ১৮৯২ খ্রী· এফ·এ· পাশ করে বিলাত যান। ১৮৯৫ খ্রী· কেমব্রিজ থেকে বি·এ· পাশ করেন ও র‍্যাংলার হন। ১৮৯৭ খ্রী· সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেশে ফেরেন। মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারী উচ্চপদে কাজ করে ১৯৩২ খ্রী· অবসর গ্রহণ করেন। অকৃতদার ছিলেন। তাঁর পালিতা কন্যা জিল খান প্রথম শ্রীহট্ট তথা আসামবাসী মুসলিম রমণী বিলাত-যাত্রী ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। পাটনার সিভিল সার্জন আছাদর আলি খান তাঁর অগ্রজ। [১৬৭, ১৯১]

গণনাথ সেন, মহামহোপাধ্যায় (১৮৭৭ - ২৫·১০·১৯৪৪)। বারাণসীতে জন্ম। পৈতৃক নিবাস শ্রীখণ্ড—বর্ধমান। কবিরাজ বিশ্বনাথ বিদ্যাকল্পদ্রুম। স্কুলের ছাত্রাবস্থায় পিতার নিকট সুশ্রুতসংহিতা পাঠ করে আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়নে মনোযোগী হন। সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল থেকে বৃত্তিসহ এন্ট্রান্স, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৯০৩ খ্রী· এল·এম·এস· এবং ১৯০৮ খ্রী· একই বছরে বি·এ· ও এম·এ· পাশ করেন। পরে আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় সুনাম অর্জন করেন। আয়ুর্বেদ ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিদ্যার যথাসম্ভব সমন্বয় সাধনের চেষ্টা তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তাঁরই অদম্য চেষ্টার ফলে বাঙলায় গভর্নমেন্ট কর্তৃক

'স্টেট ফ্যাকাল্টি অফ আয়ুর্বেদ' স্থাপিত হয়। কলিকাতার গ্রে স্ট্রীটে নিজ ভবনে ১৯৩২ খ্রী· পিতার নামে 'বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৯ খ্রী· তিনি নিখিল ভারতীয় আয়ুর্বেদ মহাসম্মিলনের ইন্দোর অধিবেশনে এবং ১৯৪০ খ্রী· মহীশূর অধিবেশনে সভাপতি হন। আয়ুর্বেদের ছাত্রদের পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা পাঠনের উদ্দেশ্যে তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য সংস্কৃত গ্রন্থ: 'প্রত্যক্ষ-শারীরম্' (১৯১৯), 'সিদ্ধান্তনিদানম্' (১৯২২), 'রসজলনিধি'। তাঁর বাংলা পুস্তিকা 'আয়ুর্বেদ পরিচয়'-এ আয়ুর্বেদের সারকথা বিবৃত হয়েছে। ১৯১৬ খ্রী· ভারত সরকার কর্তৃক 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হন। কাশীস্থ ভারত ধর্মমণ্ডল তাঁকে 'সরস্বতী' ও বঙ্গদেশের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি দান করেন। [৩, ১৩০]

গণপতি চক্রবর্তী (? - ২০.১১.১৯৩৯) চাত্রা—শ্রীরামপুর। জমিদার বংশে জন্ম। লেখাপড়ায় ঝোঁক ছিল না, পাড়ায় গান-বাজনা নিয়ে মেতে থাকতেন। গুপ্ত মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, নানা রোগের অলৌকিক চিকিৎসা ইত্যাদি শিক্ষার লোভে ১৭/১৮ বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে সাধুসন্ন্যাসীদের সঙ্গ নেন। দু'-একজন জাদুকরের সঙ্গেও মেশেন। পরে ভারতবিখ্যাত প্রফেসর বোসের সার্কাসে যোগ দিয়ে ক্রমে কৌতুক-অভিনয়ে ও মজাদার খেলা দেখিয়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। 'ইলিউশন বক্স' ও 'ইলিউশন ট্রী' তাঁর প্রযোজিত বিখ্যাত ও চমকপ্রদ খেলা। বোসেস সার্কাসের সেরা শিল্পীর মর্যাদা পান। ক্রমে তাঁর খেলার তালিকায় যুক্ত হয় 'কংস-কারাগার'। তিনি 'ভৌতিকক্ষমতা-সিদ্ধ' এই ধারণায় দর্শক-সাধারণের নিকট কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর খেলার ও জীবনের সঙ্গী ছিলেন হিঙ্গলবালা। অত্যন্ত কড়া মেজাজ ও রুক্ষ বচনের জন্য সার্কাসের সহকর্মিবৃন্দ তাঁকে 'দুর্বাসা মুনি' আখ্যা দিয়েছিল। তিনি পরে ঐ সার্কাসের কয়েকজন শিল্পী নিয়ে পৃথক্ দল গড়ে সারা ভারতে বিভিন্ন জায়গায় খেলা দেখিয়ে সুনাম ও প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। শেষ-জীবনে কলিকাতার উপকণ্ঠে বরাহনগরে বাড়ি ও মন্দির নির্মাণ করে সাধনভজনে দিন কাটান। রচিত গ্রন্থ: 'যাদুবিদ্যা'। তাঁকে বাঙলা দেশের আধুনিক যাদুচর্চার জনক বলা হয়। [৩, ১০২, ১৪৯]

গণপতি পাঁজা (১৩০০ - ২১.৫.১৩৬৬ ব·) খ্যাতনামা চিকিৎসক। চর্মরোগ বিষয়ে গবেষণা ও অনুশীলনের ফলে সারা ভারতে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন হাসপাতালে চর্মরোগ-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৭ খ্রী· অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মেডিক্যাল ও ভেটারেনারী শাখার সভাপতি হয়েছিলেন। [৪]

গণপতি সরকার (১৯শ শতাব্দী) কলিকাতা। শাস্ত্রবিষয়ক ১১টি গ্রন্থের রচয়িতা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'কামন্দকীয়', 'নীতিসার', 'রসনির্ঝর' ইত্যাদি। তিনি কিছুদিন 'কায়স্থপত্রিকা' সম্পাদনা করেন। [৪]

গণি, এ·এম·ও·, ডাঃ (১৯০৫ - ২৪.৯.১৯৭৩)। লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ও সি·পি·আই· নেতা। স্বাধীনতালাভের পূর্বে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের অনুগামিরূপে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে সোশ্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৫৭ খ্রী· থেকে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। মাঝে ১৯৭১ খ্রী· নির্বাচনে জয়ী হতে পারেন নি। সমাজসেবা ও জনকল্যাণমূলক বহু কাজে ব্রতী ছিলেন। তাঁর চিকিৎসালয়ে তিনি বরাবর বিনা ফিতে রোগী দেখতেন। মৃত্যুর পূর্বদিনও তার ব্যতিক্রম হয় নি। অধ্যাপক আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর অনুজ। [১৬]

গণেন মহারাজ (১২৯১ ? - ৭.৪.১৩৪৮ ব·)। কৈশোরেই তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সংস্রবে আসেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকা ও রামকৃষ্ণ মিশন পুস্তক প্রকাশন বিভাগের কর্মকর্তা এবং নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালক হিসাবে অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দেন। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে মতান্তর হওয়ায় রামকৃষ্ণ মিশনের সংস্রব ত্যাগ করেন। চিত্রশালাধ্যক্ষ হিসাবে তিনি বহুদিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [৫]

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪১ - ১৬.৫.১৮৬৯) কলিকাতা। গিরীন্দ্রনাথ। হিন্দু স্কুলের ছাত্র। ১৮৫৭ খ্রী· এন্ট্রান্স পরীক্ষা প্রবর্তিত হলে তিনি এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সঙ্গীত, কলা ও নাট্যে অনুরাগী ছিলেন। প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় ৫ জানুয়ারী ১৮৬৭ খ্রী· জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত 'নব-নাটক'-এর প্রথম অভিনয় হয়। এখানেই গণেন্দ্রনাথ নাট্যকারকে প্রকাশ্য সভায় দু'শ টাকা পুরস্কার দেন এবং এক হাজার নাটক মুদ্রণের ব্যয়ভার বহনে স্বীকৃত হন। মুখ্যত তাঁর ও নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগেই ৩১ চৈত্র ১২৭৩ ব· 'হিন্দুমেলা' নামে জাতীয় মেলার সূচনা হয়। তিনি এই মেলার সম্পাদক ছিলেন। জনচিত্তে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলাই এই মেলার উদ্দেশ্য ছিল। রচিত গ্রন্থ : কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' (অনুবাদ, ১৮৬৯) এবং 'জ্ঞান ও ধর্মের সামঞ্জস্য'। এ ছাড়াও কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীত, প্রবন্ধ ও জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেছেন। 'লজ্জায় ভারতযশ গাইব কি ক'রে' গানটি তাঁরই রচিত। [২৮]

গণেশ (১৫শ শতাব্দী) ভাতুরিয়া। দত্ত পদবীধারী উত্তরবঙ্গের একজন প্রভাবশালী ভুঁইয়া। ইলিয়াস-শাহী বংশের সুলতানদের ক্ষমতাশালী অমাত্য ছিলেন। সুলতানদের অযোগ্যতার সুযোগে ক্ষমতা দখল করে ১৪১৫ খ্রী· তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বিরুদ্ধাচারী মুসলমান দরবেশদের দমন করলে তাঁরা জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীকে সসৈন্যে বঙ্গে আহ্বান করে আনেন। গণেশের পুত্র যদু ইব্রাহিমের সঙ্গে যোগদান করেন। তখন চতুর গণেশ বঙ্গে মুসলমানদের প্রতিনিধিস্থানীয় কোন ব্যক্তির সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করে পুত্রকে মুসলমান হতে পরামর্শ দেন। যদু ধর্মান্তরিত হয়ে

জালালুদ্দিন নাম গ্রহণ করলে গণেশ তাঁকেই সিংহাসনে বসিয়ে গৌড়ের সুলতান বলে প্রচার করেন। ফলে ইব্রাহিম যুদ্ধ অনাবশ্যক মনে করে স্বরাজ্যে ফিরে যান। অতঃপর গণেশ পুত্রের হাত থেকে শাসন-ক্ষমতা নিজ হাতে নেন ও দনুজমর্দন নামে পুনরায় রাজত্ব করতে থাকেন। ১৪১৮ খ্রী· রাজা গণেশের (পারস্যদেশীয় ঐতিহাসিক-উল্লিখিত কান্স-এর) অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনায় পুত্র যদুর ষড়যন্ত্র ছিল বলে কেউ কেউ অনুমান করেন। ১৪১৭ - ১৮ খ্রী· দনুজমর্দনের মুদ্রা বাঙলার কয়েকটি জেলায় প্রচলিত ছিল। [১, ৩, ২৬]

গণেশচন্দ্র চন্দ্র (মে ১৮৪৪ - ৩·৭·১৯১৪) কলিকাতা। কাশীনাথ। ডাফ্‌টন কলেজে পাঠরত অবস্থায় ব্যবসায়ে প্রবেশ করেন। কিছুদিন পরে হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করে প্রভূত অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জন করেন। অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম বাঙালী ডেপুটি শেরিফ, ১৮৭৬ - ৯২ খ্রী· কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনীত ও পরে সম্মানিত সদস্য এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা, জাতীয় মহা-সমিতি, পশুক্লেশ নিবারণী সভা, ভারতীয় বিজ্ঞানোৎকর্ষ-বিধায়িনী সভা ইত্যাদির সদস্য ছিলেন। বাঙালীদের মধ্যে তিনিই প্রথম অ্যাটর্নিশিপ পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হন। সাহিত্যানুরাগী এবং সুবক্তা হিসাবেও খ্যাতি ছিল। কলিকাতায় গণেশ এভিন্যু তাঁরই নামাঙ্কিত। [১, ৭, ৮]

গণেশ দাস (৬·৮·১২৬৭ - ৩১·৬·১৩৪৪ ব·) বারুইপাড়া—নদীয়া। মহেশ। বাল্যে গ্রামের যাত্রার দলে গান শিখতেন। পরে কীর্তন-গায়ক পিতার কাছে এবং শেষে ধর্মপিতা রসিক দাসের কাছে মনোহরশাহী কীর্তন শেখেন। কিছুদিন বিভিন্ন দলে দোহারকি করার পর নিজেই দল গঠন করেন এবং নবদ্বীপের বড় আখড়ায় গান গেয়ে জনপ্রিয় হন। এরপর ক্রমে বৃন্দাবন, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, পুরী, মণিপুর প্রভৃতি স্থানে গান গেয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। কীর্তনকে কলিকাতার শিক্ষিত সমাজে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার মূলে তাঁর অবদান যথেষ্ট। [৫, ২৬, ২৭]

গদাধর (১২শ শতাব্দী)। লক্ষ্মীধর। গৌড়দেশীয় এই বিদ্বান্ কবি আগ্রা জেলার চান্দেল্লরাজ পরমর্দিদেবের 'সান্ধিবিগ্রহিক' বা সন্ধি ও যুদ্ধবিষয়ক ব্যাপারের সম্মানিত ও ক্ষমতাযুক্ত অধ্যক্ষ মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর পুত্র দেবধর একজন উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন। [৮১]

গদাধর চক্রবর্তী। বিষ্ণুপুরের রাজা রঘুনাথ সিংহ কর্তৃক দিল্লী থেকে আনীত সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদ বাহাদুর খাঁর প্রধান শিষ্য। বাহাদুর খাঁর পর তিনিই রাজসভায় সঙ্গীত-অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন গোস্বামীর নাম উল্লেখযোগ্য। চক্রবর্তী পরিবারের সঙ্গীত-চর্চা তাঁদের জীবিকার অবলম্বন-স্বরূপ ছিল। [১৪৯]

গদাধর পণ্ডিত। মাধব মিশ্র। শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ সহচর। শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে তিনিও পুরীতে এসে ক্ষেত্র-সন্ন্যাস অর্থাৎ পুরীতে আমরণ-বাস স্বীকার করেন। গদাধরকে শ্রীচৈতন্যের শক্তি বলা হয় এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে সর্বাগ্রে গৌর-গদাধর মূর্তির পূজা আরম্ভ হয়। বৈষ্ণব সমাজে তাঁকে 'স্বরূপ দামোদর' বলা হয়ে থাকে। তাঁর রচিত করচায় চৈতন্য দেবের অন্তরঙ্গ লীলা বর্ণিত আছে। এই করচা শুনেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র নানা উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। [৩, ১৫৭]

গদাধর ভট্টাচার্য (ডিসেম্বর ১৬০৪ - ফেব্রুয়ারী ১৭০৯) নবদ্বীপ। জীবাচার্য। 'ভট্টাচার্য-চক্রবর্তী' উপাধিধারী পণ্ডিতদের মধ্যে নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার গদাধরই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হন। তাঁর সময়ে 'চক্রবর্তী' উপাধির বিপর্যয় সাধিত হওয়ায় তাঁর 'ভট্টাচার্য' উপাধিমাত্র প্রচারলাভ করে। 'দীধিতি'র সর্বাপেক্ষা বিস্তীর্ণ টীকার রচয়িতা গদাধরকে দীধিতি-সম্প্রদায়ের সর্বশেষ এবং চরম গ্রন্থকার বলা যায়। নব্যন্যায়ের ইতিহাসে গদাধরই সুনির্দিষ্ট তৃতীয় যুগের অবসানকারী। তাঁর গ্রন্থের প্রভায় জগদীশ তর্কালঙ্কারের ও কোন কোন স্থলে ভবানন্দের গ্রন্থ ভিন্ন অপর প্রাচীনতর দীধিতির টীকাগ্রন্থসমূহ ম্লান ও বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাঁর জীবদ্দশায় রাজা রুদ্র রায়ের রাজত্বকালে নবদ্বীপের ছাত্রসংখ্যা ছিল কমপক্ষে ৪০০০ এবং অধ্যাপক-সংখ্যা প্রায় ৫৫০। সেখানকার বিদ্যাচর্চায় গদাধরের গ্রন্থ প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছিল। হরিরাম তর্কবাগীশ তাঁর গুরু ছিলেন। বামাচারী তান্ত্রিক পিতার পুত্র গদাধর স্বয়ং মন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। [১, ২, ৩, ২৫, ৯০]

গদাধর মুখোপাধ্যায় (১১৫৩ - ১২০০ ব· ?) চব্বিশ পরগনা। ভোলা ময়রা, নীলু পাটুনী, বলরাম বৈরাগী প্রমুখ কবিয়ালগণের বাঁধনদার ছিলেন। সঙ্গীত-রচয়িতা হিসাবেও খ্যাতি ছিল। তাঁর রচিত সখীসংবাদ এবং সপ্তমী-বিষয়ক গানগুলি অতিশয় জনপ্রিয় ছিল। [২৫, ২৬]

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য (১৬·৯·১৮৯৩ - ১৩·১২·১৯৮১) নৈহাটি। আশুতোষ।মাতামহ দুর্গাচরণ চক্রবর্তীর কাছে হুগলীর সোমড়াবাজারে প্রতিপালিত। বিশিষ্ট বিজ্ঞান গবেষক ও সাহিত্যিক। বর্ধমান রাজ-কলেজিয়েট স্কুল, হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। ১৯১৭ খ্রী· (এপ্লায়েড) ব্যবহারিক গণিতে এম·এস-সি· পাশ করে কিছুদিন প্রশান্ত মহলানবিশের তত্ত্বাবধানে গবেষণার কাজ করেন। ১৯১৯ খ্রী· ব্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অব সায়েন্স-এ যোগ দেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ডাকে ১৯২০ খ্রী· ক্যালকাটা সোপ ওয়ার্কস-এ যোগ দিয়ে 'নির্মলিন', 'ডালি', 'বাংলা গোলা' নামে কয়েকটি জনপ্রিয় সাবান তৈরী করেন। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য তিনি যে তরল সাবান তৈরী করেন, কবি তার নাম দিয়েছিলেন 'তরলিকা'। ইতিমধ্যে মহীশূর ও কালিকটের সরকারী সাবান কারখানা থেকে সোপ টেকনোলজি বিষয়ে আরও শিক্ষালাভ করেন। ১৯২৪ খ্রী· রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে তাঁর

সহযাত্রী হয়ে আধুনিক সাবান, গ্লিসারিন ও সুগন্ধি প্রস্তুতির শিক্ষাকল্পে ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও জার্মানিতে যান। ১৯২৭ - ৩৮ খ্রী· তিনি যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি কলেজে সোপ টেকনোলজি বিভাগের লেকচারার ছিলেন। Adair Dutt & Co.-এ যোগ দিয়ে পরে কোম্পানীটি ১৯৪৯ খ্রী· ভারতীয়করণ হলে তার ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। ১৯৫৬ খ্রী· গঠিত Indian Manufacturers' and Dealers' Association (IMDA)-এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও পরে ঈস্টান রিজিওনাল সেন্টারের চেয়ারম্যান ছিলেন। ভারত সরকারের সেন্ট্রাল সায়েন্টেফিক ইনস্ট্রুমেন্ট অরগানাইজেশন-এর 'উপদেষ্টা-মণ্ডলীতে ও পরে কার্যকরী মণ্ডলীর সদস্য মনোনীত হন। কর্মজীবনে তাঁর তত্ত্বাবধানে গবেষণাকার্যের উপযোগী বহুবিধ যন্ত্রপাতি এদেশে নির্মিত হয়। বিজ্ঞানীরূপে তাঁর নিরলস কর্মজীবনের সঙ্গে সমভাবে তিনি সাহিত্যচর্চা করে গেছেন। আবাল্যের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্বন্ধে তাঁর নানা রচনা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 'পরিচয়' পত্রিকা প্রকাশের দুঃসাহসিক কাজে অন্তরঙ্গ বন্ধু সুধীন দত্তকে তিনি বিশেষ সাহায্য করেন। 'পরিচয়' পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর লেখা বহু প্রবন্ধ, ছোট গল্প, শিকার-কাহিনী, বিদগ্ধ ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে রচনা ও নানা বিখ্যাত লেখকের প্রকাশিত পুস্তকের মূল্যবান সমালোচনা নানা পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। শিকার, ফটোগ্রাফি ও চিত্রাঙ্কনে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। সঙ্গীত ও পুষ্পচর্চা-বিষয়েও তিনি বিশেষ উৎসাহী ও সমঝদার ছিলেন। [১৬, ১৭৪]

গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী (১৮৬২ - ১৮৯৯) সিদ্ধকাটী—বরিশাল। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি-এ· ও বি-এল· পাশ করে কিছুদিন বরিশাল জজকোর্টে ও পরে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করেন। সাহিত্যিক হিসাবে, বিশেষত 'বঙ্কিমচন্দ্র' (তিন খণ্ড) নামক গ্রন্থ রচনা করে বঙ্কিম চরিত্রাবলীর সমালোচক হিসাবে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'গৃহলক্ষ্মী' (দুই খণ্ড), 'হিতকথা' প্রভৃতি। [১, ২৬]

গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী (ডিসে· ১৮৮৫ - ২৫·৪·১৯৪৮) বহরমপুর—মুর্শিদাবাদ। ভবানীকিশোর। সুদক্ষ সঙ্গীতশিল্পী ও নিপুণ সঙ্গীতস্রষ্টা। কৈশোরেই চিত্রকলা ও অভিনয়ে তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে আট বছর শিক্ষাগ্রহণ করেন। তাঁর অঙ্কিত বহু তৈলচিত্র ও জল-রঙের ছবি আছে। কিন্তু সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবেই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। বহরমপুর সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে দশ বছরেরও অধিককাল রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কাছে, তারপর কিছুকাল দিল্লী গিয়ে তানসেন-বংশীয় মহম্মদ আলি খাঁর কাছে তালিম নেন। রামপুরে ভারতশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত–শিল্পীদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। লক্ষ্ণৌয়ের ওস্তাদ বড়ে মুন্নে খাঁর শিষ্যত্ব পেয়েছিলেন। কলিকাতার শ্যামলাল ক্ষেত্রীর সাহায্য তাঁর সঙ্গীত-জীবনের এক বিশেষ প্রাপ্তি। ক্ষেত্রীর ১০১, হ্যারিসন রোডের বাড়িতেই তিনি ঠুংরী শেখেন গণপত রাও ও মৈজুদ্দীন খাঁর কাছে। বদল খাঁর কাছে জীবনের শেষ কয়েক বছর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম নেন। ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী — এই তিন রীতিতেই পারদর্শী হলেও ঠুংরীতেই তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। বাংলায় খেয়াল গানকে তিনিই প্রথম আভিজাত্য দান করেছিলেন। হিন্দুস্তানী উচ্চাঙ্গ রীতির সঙ্গীত প্রসারেও তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সঙ্গীতবেত্তা, সঙ্গীত সমালোচক, শিল্পী, সংগঠক ও শিক্ষক গিরিজাশঙ্কর নিজেই যেন একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিলেন। কলিকাতায় বাকী জীবন শ্যামলাল ক্ষেত্রীর গৃহে কাটান। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে তারাপদ চক্রবর্তী ও সুখেন্দু গোস্বামীর নাম উল্লেখযোগ্য। [৩, ২৬, ১৪৯]

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী (১৮৮৫ - ১০·৩·১৯৬৫) দুয়াজানী—ময়মনসিংহ। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে বি-এ· এবং ১৯১১ খ্রী· সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে এম·এ· পাশ করেন। 'নারায়ণ' পত্রিকা সম্পাদনায় তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহযোগী ছিলেন। রচিত প্রবন্ধ-গ্রন্থের মধ্যে 'স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙলার উনবিংশ শতাব্দী', 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙলার স্বদেশী যুগ', 'ভগিনী নিবেদিতা ও বাঙলায় বিপ্লববাদ', 'শ্রীচৈতন্য' (চরিতগ্রন্থ) প্রভৃতি উল্লেখযাগ্য। [৫, ১৭]

গিরিধর (১৮শ শতাব্দী)। প্রখ্যাত পদকর্তা। তিনি ১৭৩৬ খ্রী· জয়দেব-রচিত 'গীতগোবিন্দ' সর্বপ্রথম বাংলায় পদ্যে অনুবাদ করেন। [১, ২৫, ২৬]

গিরিবালা দেবী, রত্নপ্রভা, সরস্বতী (১৮৯১ - ২·৩·১৯৮৩) পাবনা। পিতা দীননাথ শাস্ত্রী সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। ঔপন্যাসিক গিরিবালার তেরো বছর বয়সে বিয়ে হয় পাশের গ্রামের জমিদারপুত্র পূর্ণচন্দ্র রায়ের সঙ্গে। লেখাপড়ায় হাতে খড়ি ঠাকুরমার কাছে, বিয়ের পরে স্বামীর কাছে। রক্ষণশীল একান্নবর্তী পরিবারে মেয়েদের শিক্ষাগ্রহণের আবহাওয়া তখন অনুকূল ছিল না, তবু তার মধ্যেই যতটা পেরেছেন শিখেছেন। ২০ বছর বয়সে তাঁর প্রথম গল্প 'ছলনা' প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মানসী ও মর্মবাণী'তে প্রকাশ পেয়েছিল। একই সময় তাঁর 'ভাগ্যহীনা' গল্পটি প্রকাশিত হয় চিত্তরঞ্জন দাস সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকায়। তিনি ২০খানা উপন্যাস এবং প্রায় দু'হাজার ছোট গল্প, প্রবন্ধ লিখে গেছেন। তাঁর 'রায়বাড়ী' উপন্যাসের জন্য তিনি ১৯৮০ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লীলা পুরস্কার পান। শতাধিক ছোটগল্পের মাত্র কয়েকটি 'তৃণগুচ্ছ' সংকলনে বেরিয়েছিল। বহু উপন্যাসের মধ্যে 'রূপহীনা', 'দানপ্রতিদান', 'খণ্ডমেঘ', 'মুকুটমণি', 'কুড়নো মানিক', 'হিন্দুর মেয়ে' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কবি-সাহিত্যিক বাণী রায় তাঁর কন্যা [১৬, ১৭, ১৪৯, ১৬৫]

গিরিশচন্দ্র কবিরত্ন (৩·১·১২৮০ - কার্তিক ১৩৬৮ ব·) মৈতনা—মেদিনীপুর। দ্বারকানাথ স্মৃতিরত্ন। কাশীধামে গিয়ে মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্নের

কাছে সাংখ্যদর্শন এবং কবিরাজ উমাচরণ কবিরত্নের কাছে আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য কাশীর পণ্ডিত মহাসভা তাঁকে 'কবিরত্ন' উপাধি দেন। কাশীতে এবং দেশে তিনি সংস্কৃত নাটক অভিনয় করে সুখ্যাতি লাভ করেন। মেদিনীপুরের অজয়া গ্রামে ১৯০৪ খ্রী· 'আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়' স্থাপন করে ২৪ বছর সেখানে নানা শাস্ত্র পড়ান। পিতার আদেশে ১৯২৮ খ্রী· ঐ স্থান ত্যাগ করে স্বগ্রামে ফিরে পিতার চতুষ্পাঠীতে ১৯৫৫ খ্রী· পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও লবণ আইন আন্দোলনে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। [১৭২]

গিরিশচন্দ্র ঘোষ১ (২৭·৬·১৮২৯ - ২০·৯·১৮৬৯) কলিকাতা। বাঙলাদেশের ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগের খ্যাতনামা সাংবাদিক। গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে শিক্ষাগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে সরকারী কার্যে প্রবেশ করে ক্রমে মিলিটারী পে-পরীক্ষক অফিসের রেজিস্ট্রার হন। সাংবাদিকতাই জীবনের প্রধান আকর্ষণ ছিল। 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার', 'লিটারারি ক্রনিক্‌ল্', ভ্রাতা শ্রীনাথ ঘোষের প্রকাশিত 'বেঙ্গল রেকর্ডার' এবং হরিশ মুখার্জীর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮৬২ খ্রী· 'বেঙ্গলী' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। 'ক্যালকাটা মান্থলী' ও 'মুখার্জীস ম্যাগাজিন' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। সে-যুগের যে-কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রবক্তা গিরিশচন্দ্র সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজদের বিরুদ্ধে উত্তেজনাপূর্ণ রচনা প্রকাশ করেছিলেন। নীল বিদ্রোহের সমর্থক ছিলেন। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন', 'ডালহৌসী ইন্‌স্টিটিউট', 'বেথুন সোসাইটি' প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বেলুড়ে স্থানীয় বিদ্যালয়ের পরিচালক, হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার এবং হাওড়া-ক্যানিং ইনস্টিটিউশন, উত্তরপাড়া হিতকারিণী সভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। বাগ্মী হিসাবেও তিনি খ্যাত ছিলেন। [১, ৩, ৭, ৮, ২৫, ২৬]

গিরিশচন্দ্র ঘোষ২ (২৮·২·১৮৪৪ - ৮·২·১৯১২) বাগবাজার—কলিকাতা। নীলকমল। প্রখ্যাত নাট্যকার, কবি, অভিনেতা। বাল্যাবস্থায় মাতাপিতৃহীন হওয়ায় একটু উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির হয়ে পড়েন। ১৮৬২ খ্রী· পাইকপাড়া স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। উত্তর-জীবনে বন্ধু ব্রজবিহারী সোমের প্রভাবে প্রচুর পড়াশুনা করেন। ২০ বছর বয়সে অ্যাটকিন্‌সন্ টিলকন্ কোম্পানীতে 'বুক-কিপার'-এর শিক্ষানবীসরূপে প্রবেশ করে পরবর্তী কালে একজন দক্ষ 'বুক-কিপার' হন। প্রথম জীবনে তিনি 'হাফ-আখড়াই' দলের বাঁধনদার ছিলেন। ১৮৬৭ খ্রী· বাগবাজার সখের যাত্রাদল-প্রযোজিত মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের গীতিকার হিসাবে নাট্যজগতে প্রবেশ করেন। এর পর দীনবন্ধু-রচিত 'সধবার একাদশী' নাটকে 'নিমচাঁদ' চরিত্রে অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেন। ১৮৭১ খ্রী· বাগবাজার দল 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করে অভিনয় আরম্ভ করে। কিন্তু দর্শনী নেওয়ার ব্যাপারে দলের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় কয়েকজন অনুগামিসহ তিনি দলত্যাগ করেন। এরপর ১৮৮০ খ্রী· পার্কার কোম্পানীর ১৫০ টাকা বেতনের চাকরি ছেড়ে দিয়ে মাত্র ১০০ টাকা বেতনে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের ম্যানেজার হন। তাঁর রচিত প্রথম মৌলিক নাটক 'আগমনী' (১৮৭৭) এই মঞ্চেই অভিনীত হয়। বাকী জীবনে ষ্টার, এমারেল্ড, মিনার্ভা, ক্লাসিক, কোহিনূর প্রভৃতি রঙ্গালয় পরিচালনার পর পুনরায় ১৯০৮ খ্রী· মিনার্ভার নাট্যাধ্যক্ষ হিসাবে আমৃত্যু কাজ করে গেছেন। ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ খ্রী· রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ষ্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র-রচিত ও পরিচালিত 'চৈতন্যলীলা' নাটক দেখতে এসে তাঁকে এবং চৈতন্য-চরিত্রের অভিনেত্রী বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করে যান। এই সময় থেকেই তাঁর মনে ধর্মের প্রতি অনুরাগ জন্মে এবং তিনি রামকৃষ্ণদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সারাজীবনে প্রায় ৮০টি নাটক রচনা করেছেন। এর মধ্যে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক নাটক ছাড়াও 'ম্যাকবেথ' নাটকের সার্থক বাংলা অনুবাদ করেন। তিনি পৌরাণিক নাটকগুলিতে 'অমিত্রাক্ষর' ধরনের এক অভিনব ছন্দ ব্যবহার করতেন। এই ছন্দ 'গৈরিশ ছন্দ' নামে স্বীকৃত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী', 'বিষবৃক্ষ' ও 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস এবং মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' ও নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের নাট্যরূপ দান করেছিলেন। নাট্যমঞ্চের প্রয়োজনে এবং নটনটীগণের যোগ্যতানুযায়ী নাটকাবলী রচনা করতেন। রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নাটক : 'দক্ষযজ্ঞ', 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'জনা', 'পাণ্ডবগৌরব', 'বিল্বমঙ্গল', 'প্রফুল্ল', 'হারানিধি', 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাশিম', 'কালাপাহাড়', 'আবুহোসেন বা হঠাৎ বাদশাহ' প্রভৃতি। বাংলা মঞ্চাভিনয়ের প্রথম যুগের অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন গিরিশচন্দ্রের অভিনয়শক্তি তৎকালে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল। ২ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৭ খ্রী· 'মেঘনাদবধ কাব্যে' রাম ও মেঘনাদ উভয় ভূমিকায় তাঁর অভিনয় দেখে 'সাধারণী' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার গিরিশচন্দ্রকে 'বঙ্গের গ্যারিক' আখ্যায় ভূষিত করেন। [১, ২, ৩, ৭, ২০, ২৫, ২৬, ৪০, ৬৫, ৬৮]

গিরিশচন্দ্র বসু১ (১৮২৪ - ১৮৯৮) মালখা-নগর—ঢাকা। শম্ভুচন্দ্র। মাতুল রামলোচন ঘোষ কর্তৃক প্রতিপালিত হন। হিন্দু স্কুল থেকে বৃত্তিসহ স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও সাংসারিক বিপর্যয়ে এক বছরের বেশী কলেজে পড়তে পারেন নি। ছাত্রাবস্থায়ই ইংরেজী ও বাংলায় প্রবন্ধ রচনা করতেন। কাশীপ্রসাদ ঘোষের সাহায্যে বাঙলার প্রথম ইংরেজী সাপ্তাহিক 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' পত্রিকা প্রকাশ করেন। রাজনীতিই এই পত্রিকার প্রধান উপজীব্য ছিল। নীলের হাঙ্গামার সময় তিনি দারোগার চাকরি করতেন। এ সময় নীলচাষীদের অধিকারের কথা বুঝিয়েছেন, 'দি হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় ছদ্মনামে চিঠি লিখেছেন, নীল কমিশনে নীলকুঠির

সাহেবদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন। নদীয়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে দারোগাগিরির অভিজ্ঞতা 'সেকালের দারোগা কাহিনী' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। 'সিরাজদ্দৌলা' তাঁর অপর একটি গ্রন্থ। ১৮৬০ খ্রী· অসুস্থতার কারণে ঐ চাকরি ত্যাগ করেন। তারপর মুর্শিদাবাদের নবাবের প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং শেষে কালীকৃষ্ণ ঠাকুর এস্টেটের ম্যানেজার হন। তিনি মিশনারীদের সঙ্গে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে মতবিরোধের ঘটনা বিভিন্ন রচনায় প্রকাশ করেছেন। স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারে উৎসাহী ছিলেন। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন এবং মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে ঢাকা থেকে 'শক্তি' নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'জন্মভূমি', 'প্রভাকর', 'রসরাজ' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হত। স্বগ্রামে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয় এবং পোস্ট অফিস স্থাপন করেন। শিশুসাহিত্যিক সুনির্মল বসু তাঁর পৌত্র। [১, ১৭]

গিরিশচন্দ্র বসু২ (২৯·১০·১৮৫৩ - ১·৭·১৯৩৯) বেরুগ্রাম—বর্ধমান। জানকীপ্রসাদ। ১৮৭০ খ্রী· হুগলী কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স এবং ১৮৭৬ খ্রী· হুগলী কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বি·এ· পাশ করেন। কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজে উদ্ভিদবিদ্যা অধ্যাপনাকালে ১৮৭৮ খ্রী· এম·এ· পাশ করেন এবং ১৮৮১ খ্রী· সরকারী বৃত্তি নিয়ে বিলাত যান। ১৮৮২ খ্রী· রয়্যাল অ্যাগ্রিকালচারাল সোসাইটির ডিপ্লোমা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সোসাইটির আজীবন সভ্য হন। ১৮৮৪ খ্রী· সর্বশেষ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। দেশে ফিরে এসে তিনি সরকারী উচ্চপদ ও সম্মান উপেক্ষা করে দেশীয় কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সচেষ্ট হন। ১৮৮৫ খ্রী· ইংরেজী ও বাংলায় 'কৃষি গেজেট' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে কৃষি ও ফলনের উন্নতিবিধায়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করতে থাকেন। ১৮৮৬ খ্রী· 'বঙ্গবাসী স্কুল' ও ১৮৮৭ খ্রী· 'বঙ্গবাসী কলেজ' প্রতিষ্ঠা করে ঐ সময় থেকে ১৯৩৩ খ্রী· পর্যন্ত উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। সূচনা থেকেই বঙ্গবাসী স্কুল ও কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। স্কুলে হাতে-কলমে প্রাথমিক কৃষিবিদ্যা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়। কৃষি ও উদ্ভিদবিদ্যা শিক্ষার জন্য বহু গ্রন্থ প্রকাশ করেন ও বঙ্গবাসী কলেজে জীববিদ্যা-বিভাগ খোলেন। ১৯০৪ খ্রী· বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন প্রণয়নে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেটের সদস্য এবং বট্যানিক্যাল সোসাইটি অফ বেঙ্গলের প্রথম সভাপতি (১৯৩৫) ছিলেন। রাজনীতির সঙ্গে জড়িত না থাকলেও স্বদেশ-প্রীতির জন্য খ্যাত ছিলেন। এক সময় নির্যাতিত দেশকর্মীদের শিক্ষাদানের জন্য বঙ্গবাসী কলেজের দরজা খোলা রেখেছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'ম্যানুয়েল অফ বট্যানী', 'কৃষি সোপান', 'কৃষি পরিচয়', 'গাছের কথা' ইত্যাদি। এছাড়া বাংলা ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ ভূবিদ্যা-বিষয়ক 'ভূ-তত্ত্ব' গ্রন্থ রচনা তাঁর অপর কীর্তি। বাংলা ভাষায় উদ্ভিদবিদ্যা ও কৃষিবিদ্যা-বিষয়ে গ্রন্থ রচনায়ও তিনি অন্যতম পথিকৃৎ। বি·এ· ক্লাশ পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের চেষ্টায় তিনি সফল হন। 'ইউরোপ ভ্রমণ' ও 'বিলাতের পত্র' তাঁর অপর দুই গ্রন্থ। [৩, ৭, ৮, ২৫,২৮]

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন (২৬·৯·১৮২২ - ৩·১২·১৯০৩) রাজপুর—চব্বিশ পরগনা। রামধন বিদ্যাবাচস্পতি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহপাঠী এবং ১৮৪৫ - ৫১ খ্রী· সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮৫১-৮২ খ্রী· সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেন। বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে উৎসাহী ছিলেন। প্রথম জীবনে ব্রাহ্মধর্মে অনুরাগী হলেও শেষ জীবনে বৈদান্তিক মতাবলম্বী হন। জাতিভেদ-বিরোধী ছিলেন। 'সংস্কৃত যন্ত্র' প্রেস স্থাপনে বিদ্যাসাগরের প্রধান সহযোগী ছিলেন। নিজেও 'বিদ্যারত্ন যন্ত্র' পরে 'গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্র' নামে প্রেস স্থাপন করেন। স্বগ্রামে ১০ হাজার টাকার দরিদ্র ভাণ্ডার স্থাপন করেছিলেন। রচিত ও সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী : 'রঘুবংশ' (মল্লিনাথটীকা সমেত), 'দশকুমারচরিতে'র বঙ্গানুবাদ, 'বিধবা বিষম বিপদ' (নাটক), 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ' ও 'শব্দসার' (সংস্কৃত-বাংলা অভিধান)। [১, ৩, ২৬]

গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ। আশুজিয়া—ময়মনসিংহ। রামদাস তর্কপঞ্চানন। শাস্ত্রীয় গ্রন্থের প্রচারক এবং ভারতীয় সংস্কৃতির গবেষণামূলক বিবিধ গ্রন্থ ও প্রবন্ধের রচয়িতা। রাজশাহী রাণী হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত গ্রন্থ : 'পুরুষোত্তম ভাষাবৃত্তি' (এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯১২), 'তারাতন্ত্র' (বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, ১৯১৩), 'কুলচূড়ামণিতন্ত্র' (Tantrik Texts, Vol. IV, ১৯১৫), ভবদেব ভট্টের 'প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ' (বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, ১৯২৭) প্রভৃতি। রচিত গ্রন্থ : 'কৌলিন্যমার্গ রহস্য', 'সরস্বতীতন্ত্র' (সানুবাদ সংস্করণ), 'প্রাচীন শিল্প পরিচয়', 'বঙ্গে দুর্গোৎসব' প্রভৃতি। এ ছাড়া নানা বিষয়ে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রবন্ধাবলী লিখেছেন। [৩, ১৪৯]

গিরিশচন্দ্র মজুমদার (৮·৯·১৮৩৭ - ২২·১১·১৯১৩) বীরতারা—ঢাকা। হৃদয়কৃষ্ণ। ১৮৬০ খ্রী· বৃত্তি ও পদকসহ ঢাকা পোগোজ স্কুল থেকে এন্ট্রাস পাশ করেন। ঢাকা কলেজে পাঠ্যাবস্থায় 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার মারফত ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কলেজ ত্যাগ করেন ও ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারে প্রবৃত্ত হন। ১৮৬৫ খ্রী· তিনি স্থায়িভাবে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের আচার্য নিযুক্ত হন। বিক্রমপুর বিদ্যোৎসাহিনী সভার মাধ্যমে সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহ 'স্বভাবদর্শন'-নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। তা ছাড়া থিওডোর পার্কারের প্রার্থনা পুস্তক থেকে তিনি 'প্রার্থনামালা' নামে একটি অনুবাদ-সঙ্কলনও প্রকাশ করেছিলেন। কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধুর সহায়তায় ১৮৬৭ খ্রী· বিবাহিত মেয়েদের শিক্ষার জন্য বরিশালে স্কুল স্থাপন করেন। ১৮৭১ খ্রী· 'স্ত্রী-জাতির উন্নতিবিধায়িনী সভা' এবং ১৮৭৭ খ্রী·

ধর্মপ্রচারোদ্দেশ্যে 'ব্রাহ্মিকা সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। স্ত্রী-শিক্ষাদানের জন্য অর্থগ্রহণ করতেন না। বিদুষী তটিনী দাস তাঁর দৌহিত্রী। [১, ৮]

গিরিশচন্দ্র সেন, মৌলবী, ভাই (১৮৩৫/৩৬ - ১৫.৮.১৯১০) পাঁচদোনা—ঢাকা। মাধবরাম। ছাত্রজীবনে ফারসী ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ময়মনসিংহে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারিতে নকলনবীসের কাজ করতেন। কেশবচন্দ্র সেন ও বিজয়কৃষ্ণের প্রভাবে ১৮৭১ খ্রী· তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়ে প্রচারক-ব্রত গ্রহণ করেন। সর্বধর্মসমন্বয়ে উৎসাহী গিরিশচন্দ্র কেশবচন্দ্রের আদেশে ইসলামধর্ম অনুশীলন করেন। আরবী ভাষা ও ঐসলামিক ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য ১৮৭৬ খ্রী· লক্ষ্ণৌ যান। ছয় বছরের পরিশ্রমে (১৮৮১ - ৮৬) 'কোর-আন্‌-শরীফ'-এর সটীক বঙ্গানুবাদ করেন। এটিই কোরানের প্রথম বঙ্গানুবাদ এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দান। এ ছাড়া তিনি মূল ফারসী গ্রন্থ থেকে গোলেস্তাঁ ও বুস্তাঁর হিতোপাখ্যানমালা, হাদিস প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ, মহাপুরুষ মোহাম্মদ, খলিফাবর্গ, ৯৬ জন তাপস ও তাপসীর জীবনী, সবশুদ্ধ ৪২ খানি পুস্তক বাংলায় রচনা ও প্রকাশ করেন। বইগুলি মুসলমান-সমাজে বিশেষভাবে আদৃত হয়। মুসলমানেরা তাঁকে মৌলবী আখ্যা দিয়েছিল এবং মেয়েরাও তাঁকে পিতৃ-সম্বোধন করত। গোলেস্তাঁ ও বুস্তাঁর হিতোপাখ্যানমালা (১ম ও ২য় ভাগ) পূর্ববঙ্গ ও আসামের বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দিষ্ট ছিল। ১৮৬৭ - ১৯১০ খ্রী· পর্যন্ত বইটির ১৩টি সংস্করণ হয়। তিনি রামমোহন রচিত ইসলাম-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ 'তুহ্‌ফাৎ-উল-মুয়াহ্‌হিদীন'-এর বঙ্গানুবাদ করে 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। স্কুলে অধ্যয়নকালে স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা প্রচারকল্পে 'বনিতা বিনোদন' পুস্তক প্রকাশ করেন। 'সুলভ সমাচার' ও 'বঙ্গবন্ধু' পত্রিকার সহযোগী এবং 'মহিলা' নামে মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন। 'রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি ও জীবনী' তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তাঁর 'আত্মজীবন' গ্রন্থটি ১৯০৬ খ্রী· প্রকাশিত হয়। [১, ৩, ১৬, ১৭]

গিরীন চক্রবর্তী (১৩১৯? - ৬.৯.১৩৭২ ব·)। পল্লীগীতি এবং নজরুল সঙ্গীতের খ্যাতিমান গায়ক। দেশবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কয়েকটি ছায়াচিত্রের সঙ্গীত পরিচালক হিসাবেও নাম করেন। [৪]

গিরীন্দ্রচন্দ্র বসু (১৮৬৫ - ২২.১২.১৯৩৩) কলিকাতা। গোপালচন্দ্র। বাঙলাদেশের প্রথম ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিনের গবেষণাগারের একজন সহকারী ছিলেন। ১৮৯৬ খ্রী· গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ.আই.ই.ই· উপাধি লাভ করেন। সাহিত্যানুরাগী ছিলেন এবং কয়েকটি শিশু-সাহিত্যও রচনা করেন। [১]

গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৫? - ৩০.৭.১৯৪৩) কলিকাতা। ১৯১২ খ্রী· বি.এ পাশ করেন। ছাত্রাবস্থায় গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেন এবং ১৯১৩ খ্রী· দামোদর বন্যায় ত্রাণকার্য করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছু পূর্ব থেকে বাঙলার বিভিন্ন দলের বিপ্লবীরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এমনি এক প্রচেষ্টায় কয়েকজন বিপ্লবী ২৬.৮.১৯১৪ খ্রী· অস্ত্রসংগ্রহের জন্য বিদেশী অস্ত্র-ব্যবসায়ী 'রডা কোম্পানী'র আমদানি করা 'মশার' পিস্তলের একটি বাক্স ও কার্তুজ হস্তগত করেন। এই কাজে তিনিও যুক্ত ছিলেন। ঐ সূত্রে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং কারাবাস ও অন্তরীণ-বাস করে ১৯১৯ খ্রী· মুক্তিলাভ করেন। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রতিষ্ঠিত 'সার্ভেন্ট' পত্রিকায় কিছুদিন কাজ করেন। কিছুকাল শিক্ষকতাও করেন। এরপর পুনরায় গ্রেপ্তার ও আটক হন। ১৯২৮ খ্রী· মুক্তি পান। তারপর বৌবাজার হাই স্কুল পরিচালনা শুরু করেন। প্রধান-শিক্ষক হিসাবে উক্ত স্কুলে তিনি বালিকা বিভাগ স্থাপন করেন। প্রেসিডেন্সী গার্লস্ কলেজ স্থাপনেও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। বৌবাজার হাই স্কুলের বালিকা-বিভাগ বর্তমানে গিরীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গীকৃত [৫, ২০]

গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ (? - ৯.৮.১৯৩৫) মজিলপুর—চব্বিশ পরগনা। যোগেন্দ্রনাথ। ১৮৯৩ খ্রী· সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি.এ., ১৯০০ খ্রী· কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এম.বি· পাশ করেন এবং অস্ত্রচিকিৎসায় প্রথম স্থানাধিকারের জন্য 'ম্যাকলিয়ড' স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। বাঙলার সরকার কর্তৃক দ্বারভাঙ্গার রেসিডেন্ট সার্জন নিযুক্ত হন। যকৃতের চিকিৎসা-প্রণালী বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯০৮ খ্রী· এম.ডি· উপাধি পান। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞানের জন্য ভাটপাড়া পণ্ডিতসভা কর্তৃক 'ভিষগাচার্য' উপাধিতে ভূষিত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (১৯০৯ - ১৯১৪) এবং ফ্যাকাল্টির সভ্য, অবৈতনিক বিচারপতি, জুভেনাইল জেলের বেসরকারী পরিদর্শক, দক্ষিণ কলিকাতা হিন্দু মহাসভার সহ-সভাপতি এবং আশুতোষ কলেজের সেক্রেটারী ছিলেন। [১]

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ১৮.৮.১৮৫৮ - ১৬.৮.১৯২৪) কলিকাতা। হারাণচন্দ্র মিত্র। দশ বছর বয়সে অক্রূর দত্তের বংশধর নরেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। পিতা ও স্বামীর কাছেই তিনি শিক্ষালাভ করেন। শ্বশুরবাড়ীতে সেকালের বিখ্যাত 'সাবিত্রী লাইব্রেরী' ছিল। 'জনৈক হিন্দু মহিলার পত্রাবলী' তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা (১৮৭২)। প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'কবিতাহার' (১৮৭৩)। ১৮৮৪ খ্রী· স্বামীর মৃত্যুর পর বিখ্যাত শোককাব্য 'অশ্রুকণা' রচনা করেন। অক্ষয়কুমার বড়াল কর্তৃক এই গ্রন্থের কবিতাবলী নির্বাচিত হয়। স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে সখ্যতা ছিল। তিনি তিন বছর 'জাহ্নবী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব'-এর বাংলায় পদ্যানুবাদ তাঁর অন্যতম কীর্তি। অন্তঃপুরবাসিনী

এই কবির কবিতা গার্হস্থ্য-চিত্রসম্বলিত আত্মগত রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ১০। অন্যান্য গ্রন্থ : 'ভারতকুসুম', 'আভাষ', 'স্বদেশিনী', 'সিন্ধুগাথা' প্রভৃতি। ভাল ছবি আঁকতে পারতেন। [৩, ২৫, ২৬]

গিরীন্দ্রশেখর বসু, ডাঃ (৩০.১.১৮৮৭ - ৩.৬.১৯৫৩)। বীরনগর, উলা—নদীয়া। পিতা চন্দ্রশেখর দ্বারভাঙ্গা মহারাজের দেওয়ান ছিলেন। সেখানে তাঁর জন্ম। স্কুলের ছাত্রাবস্থায় কিছুদিন জাদুবিদ্যা অনুশীলন করেন। ১৯০৫ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি·এস-সি· এবং ১৯১০ খ্রী· মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম·বি· পাশ করেন। এ সময় ভারতে মানসিক রোগ চিকিৎসার কোনো শিক্ষাকেন্দ্র না থাকায় অধ্যয়ন ও অনুশীলনের দ্বারা ঐ রোগের চিকিৎসায় ব্রতী হন। ফ্রয়েড উদ্ভাবিত মনঃসমীক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে এদেশের বিশেষ পরিচয় ছিল না এবং ফ্রয়েড-রচিত জার্মান গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদও তখন এদেশে আসে নি। গিরীন্দ্রশেখর-উদ্ভাবিত চিকিৎসা-পদ্ধতির সঙ্গে ফ্রয়েডী-পদ্ধতির সমতা ছিল, অনেক ক্ষেত্রে ফ্রয়েডী-পদ্ধতি তিনি মেনেও নিয়েছিলেন। ফ্রয়েডের মতের সঙ্গে তাঁর মূল পার্থক্য দেখা দেয় মনের অবদমন-ক্রিয়া সম্পর্কে। এ সম্পর্কে তাঁর মতবাদ 'থিওরী অফ অপোজিট উইশ' নামে খ্যাত। ফ্রয়েড এ-মতবাদ স্বীকার না করলেও এর বিস্তৃতরূপে পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে তাঁকে চিঠি দেন। ১৯১৭ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিদ্যায় এম·এস-সি· পাশ এবং ১৯২১ খ্রী· ডি·এস-সি· উপাধি লাভ করেন। এই বছর থেকেই সম্পূর্ণরূপে মানসিক রোগ চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ করেন এবং এই বিষয়ে ফ্রয়েডের সঙ্গে পত্রালাপ শুরু করেন। কলিকাতার ১৪ পার্শীবাগান লেনে নিজের বাড়িতে 'ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি' স্থাপন (১৯২২) করে আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের অনুমোদন লাভ করেন। ১৯৪০ খ্রী· নিজ ভ্রাতা রাজশেখর বসুর (পরশুরাম) দান-করা বাড়িতে তিন-শয্যাযুক্ত মানসিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এটি একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান (লুম্বিনী পার্ক)। ১৯১১ - ১৫ খ্রী· মেডিক্যাল কলেজের শারীরবিদ্যার অধ্যাপক এবং ১৯১৭ - ৪৯ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অ্যাবনর্ম্যাল সাইকোলজী' বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি অধ্যক্ষ, প্রধান অধ্যাপক ইত্যাদি বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত থেকে অসুস্থতার জন্য পদত্যাগ করেন। বাংলায় 'স্বপ্ন' এবং ইংরেজীতে 'এভ্‌রিডে-সাইকো-অ্যানালাইসিস', 'কনসেপ্‌ট অফ রিপ্রেশন' ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানের গ্রন্থ ছাড়াও 'লালকালো' (শিশুসাহিত্য), 'পুরাণ প্রবেশ', 'ভগবদ্‌গীতা' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ভারতীয় দর্শন তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে যে কি পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল তা তাঁর বিভিন্ন পুস্তক এবং 'নিউ থিয়োরি অফ মেন্টাল লাইফ' ও অন্যান্য প্রবন্ধে সুস্পষ্ট। বিজ্ঞান-সাহিত্যে তাঁর অবদান দুটি ধারায় : প্রথমত তিনি মনোবিদ্যা ও মনঃসমীক্ষণের লোকরঞ্জক অথচ সারবান বর্ণনা-প্রদানে প্রয়াসী হয়েছিলেন ; দ্বিতীয়ত মনোবিদ্যার পরিভাষা রচনা ও চয়নে বিলক্ষণ শ্রম ও সময় ব্যয় করেছিলেন। তাঁর সঙ্কলিত 'মনোবিদ্যার পরিভাষা' (১৯৫৩) বইটিতে শেষোক্ত প্রচেষ্টার পরিচয় রয়েছে। [৩, ১৮, ২৬]

গিরীন্দ্র সিংহ (১৯২৩? - ২.২.১৯৭১) কলিকাতা। 'উল্টোরথ', 'সিনেমা জগৎ', 'প্রসাদ' ইত্যাদি পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে ক্রমে প্রযোজকরূপে চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করেন। 'শ্রীঅরূপ' ছদ্মনামে চিত্র-সমালোচক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। [১৬]

গীতা দত্ত (১৯৩১ - ২০.৭.১৯৭২)। হিন্দী চিত্রে প্লে-ব্যাক শিল্পী হিসাবে তিনি সারা ভারতে খ্যাতি অর্জন করেন। ফিল্‌মে ও রেকর্ডে তাঁর বহু গান অত্যধিক জনপ্রিয় হয়েছে। বিয়ের আগে গীতা রায় নামে সুপরিচিত ছিলেন। স্বামী বিশিষ্ট প্রযোজক, পরিচালক ও অভিনেতা গুরু দত্ত। তাঁর গাওয়া 'শচীমাতা গো আমি চার যুগে হই জনমদুখিনী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। [১৭]

গীষ্পতি কাব্যতীর্থ (? - ১৩৩৩ ব·)। ১৯০৫ খ্রী· থেকে ১৯১১ খ্রী· স্বদেশী আন্দোলনের সময় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের সহকর্মী ছিলেন এবং রাজনৈতিক বক্তৃতাদি দ্বারা জনপ্রিয় হন। কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। [১, ৫]

গুণধর হাজরা (? - ১৯২২) মেদিনীপুরের কংগ্রেস-কর্মী। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হন। জেলে মৃত্যু। [১০]

গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০১? - ২৫.৩.১৯৬৮)। খ্যাতনামা চিত্র-পরিচালক। নিজস্ব পরিচালনায় প্রায় ১৫/২০টি ছবি তৈরি করেছেন। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : 'মাতৃহারা', 'জীবনসঙ্গিনী', 'নিরক্ষর', 'বিশ বছর আগে', 'মা ও ছেলে', 'নীলাঙ্গুরীয়', 'রাজপথ', 'গৃহলক্ষ্মী' প্রভৃতি। একজন উঁচুদরের শিল্পীও ছিলেন। বাংলা চিত্রজগতে তিনিই সর্বপ্রথম কার্টুন (ব্যঙ্গচিত্র) চালু করেন। অবসর-সময়ে প্রচুর ছবি আঁকতেন। শেষ-বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। [১৭]

গুণরাজ খাঁ (১৫শ-১৬শ শতাব্দী)। ভগীরথ। বর্ধমানের কুলীনগ্রামে বাস করতেন। প্রকৃত নাম মালাধর বসু। গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের মন্ত্রী এবং রাজসভায় রূপ ও সনাতনের নিয়োগকারী। ১৫৭৩ খ্রী· 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে ভাগবতের প্রথম ও একাদশ স্কন্দের অনুবাদ করেন। তাঁর কবিত্বগুণে মুগ্ধ হয়ে গৌড়েশ্বর তাঁকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধিতে ভূষিত করেন। গ্রন্থটিতে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য-ভাব অপেক্ষা ঐশ্বর্য-ভাবের ওপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। 'শ্রীধর্ম-ইতিহাস', 'লক্ষ্মী চরিত্র', 'যোগসার' এবং রামায়ণ ও মহাভারতের বিবিধ উপাখ্যানের রচয়িতা হিসাবে একজন গুণরাজের নাম পাওয়া যায়। উভয়ে একই ব্যক্তি কিনা বলা যায় না। [১, ২, ৩, ২৫, ২৬]

গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ। সম্ভবত নদীয়া জেলার গাঙ্গুরিয়া নিবাসী। গদাধরের অভ্যুদয়ের পূর্বে খ্রীষ্টীয়

১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙলার নৈয়ায়িক-সমাজে যে চারজন মহানৈয়ায়িকের গ্রন্থ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল গুণানন্দ তাঁদের অগ্রণী। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা গুণকিরণাবলী-প্রকাশদীধিতির উপর রচিত 'বিবেক' নামক টীকা। [৯০]

গুণালঙ্কার মহাস্থবির (১৮৭৪ - ১৯১৬) শীলক—চট্টগ্রাম। অল্প বয়সে ভিক্ষুপদ গ্রহণ করে ব্রহ্মদেশ ও শ্রীলঙ্কায় গিয়ে পালিভাষা শিক্ষা করে 'রসবাহিনী' নামক পালি গ্রন্থের 'ধর্মপ্রসঙ্গ' নামকরণ করে পদ্যে বঙ্গানুবাদ করেন। মহাত্মা কৃপাশরণের আহ্বানে তিনি কলিকাতায় বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহারে যোগ দেন। বেশ কয়েক বছর বৌদ্ধ ধর্মের মুখপত্র 'জগজ্জ্যোতি'-র সম্পাদক ছিলেন। ভারত সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে তিনি ১২.১২.১৯১১ খ্রী· দিল্লীর দরবারে যোগদান করেছিলেন। [২১২]

গুমাকু সরকার (গুমানু সরকার) (১৯শ শতাব্দী)। ১৮৩২ - ৩৩ খ্রী· ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুরের দ্বিতীয় গারো হাঙ্গামার অন্যতম নেতা। [১,৫৬]

গুমানী দেওয়ান, শেখ (১৮৯৫ - ৯.৫.১৯৭৬) জিনদীঘি—জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ। কবিয়াল। খানদানী দেওয়ান বংশে জন্ম। তাঁদের বাড়ি 'পণ্ডিত বাড়ি' নামে পরিচিত ছিল। কবিগানকে তিনি উচ্চমানে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর গানে সমকালীন বাস্তবতার উল্লেখ পাওয়া যায়। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, শোষণ-কুশাসন, মুক্তি-আন্দোলন প্রভৃতি নিয়ে গান বাঁধতেন। হিন্দু পুরাণশাস্ত্রেও তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। কিন্তু সেসব বিষয়বস্তুর মধ্যেও আধুনিক তাৎপর্য-সঞ্চারে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। গান গেয়ে জনসাধারণের মনে নূতন চেতনা জাগানর চেষ্টা ছাড়াও পঞ্চাশের মন্বন্তরে ত্রাণকার্যে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ-ধন্য এই লোককবি দীর্ঘদিন স্থানীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। 'পদ্মশ্রী' খেতাব এবং তাম্রপত্র ও অ্যাকাডেমি পুরস্কার লাভ করেছিলেন। [৩২]

গুরুচরণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী) চন্দননগর। উক্ত অঞ্চলের একজন খ্যাতনামা কথক। [১]

গুরুচরণ তর্ক-দর্শনতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় (১৮৬৫ - ১৭.৭.১৯৩৮) দেবগ্রাম—ত্রিপুরা। দেবীচরণ তর্কালঙ্কার। বিভিন্ন স্থানে বিখ্যাত পণ্ডিতদের চতুষ্পাঠীতে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করে স্বর্ণপদক ও স্বর্ণকেয়ূর লাভ করেন। পরে দর্শনশাস্ত্রেও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পুরী সংস্কৃত কলেজে, রাজশাহী হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজে ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯২৩ খ্রী· অবসর-গ্রহণ করার পর কিছুদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৩৬ খ্রী· ত্রিপুরা মহারাজদরবারে দ্বারপণ্ডিত নিযুক্ত হন। ১৯০৮ খ্রী· 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। [১৩০]

গুরুদাস চক্রবর্তী (? - ১৩৩৪ ব·)। শিক্ষাব্রতী ও ধর্মপ্রচারক। শিবনাথ শাস্ত্রীর সংস্পর্শে এসে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হন। সমাজের কাজে দীর্ঘদিন পাটনা ও বাঁকীপুরে কাটান। ছাত্রদের মধ্যে ধর্ম ও নীতি প্রচারার্থ 'বিহার-যুব-সঙ্ঘ' স্থাপন করেন। বাঁকীপুরের 'রামমোহন সেমিনারী' নামে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ঢাকার 'ঈস্ট বেঙ্গল ইন্স্টিটিউট' বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালেও বিশেষ পরিশ্রম করেন। বাঁকীপুরে প্লেগের প্রাদুর্ভাবে সেবাদল গঠন করে সেবাকার্য চালিয়েছিলেন। [১]

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় (১২৪৪ - ১২.১.১৩২৫ ব·) দাদুপুর—নদীয়া। জগমোহন। হিন্দু হোস্টেলের সামান্য বাজার সরকার থেকে বিরাট পুস্তক বিপণি স্থাপন করেন। এ কাজে সততা ও ব্যবসায়বুদ্ধিই তাঁর প্রধান সম্বল ছিল। উক্ত হোস্টেলের সিঁড়ির কোণে ছাত্রদের কাছে দুর্গাদাস করের প্রসিদ্ধ পুস্তক 'মেটেরিয়া মেডিকা' বিক্রি করে ব্যবসায়ের সূত্রপাত হয়। ক্রমে কলেজ স্ট্রীটে 'বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠা করেন। রজনীকান্ত গুপ্তের 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' গ্রন্থ বিক্রি করে বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সাহিত্যিকদের যথাযথ প্রাপ্য অর্থ নির্দিষ্ট দিনে মেটানো তাঁর মূলনীতি ছিল। বহু সাহিত্যিক তাঁর সহায়তা পেয়ে বিখ্যাত হয়েছেন। ১৮৮৫ খ্রী· ২০১নং কর্নওয়ালিস্ স্ট্রীটের নিজস্ব বাড়িতে 'গুরুদাস লাইব্রেরী' স্থানান্তরিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সঙ্কলিত 'ভারতবর্ষ' মাসিকপত্রের প্রকাশ তাঁর অপর কীর্তি। এর আগে বাংলা ভাষায় বার্ষিক ৩ টাকার অধিক মূল্যের কোন মাসিকপত্র ছিল না। তাঁর পত্রিকার মূল্য ছিল ৬ টাকা। [১, ৫]

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার (২৬.১.১৮৪৪ - ২.১২.১৯১৮) কলিকাতা। রামচন্দ্র। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের তিনিই প্রথম ভারতীয় ভাইসচ্যান্সেলর (১৮৯০ - ৯২)। তিন বছর বয়সে পিতৃহীন হন। মাতার প্রেরণায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল থেকে ১৮৫৯ খ্রী· এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং প্রেসিডেন্সীর ছাত্র হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে এম·এ· (১৮৬৫), বি·এল· (১৮৬৬), ল অনার্স (১৮৭৬) পাশ করেন। শিক্ষান্তে প্রেসিডেন্সী কলেজ, জেনারেল অ্যাসেমব্লীজ ইন্স্টিটিউশন ও বহরমপুর কলেজে অধ্যাপনা করেন এবং মুর্শিদাবাদের নবাবের আইন-উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। জননীর আগ্রহে ১৮৭২ খ্রী· কলিকাতায় এসে হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। ১৮৭৭ খ্রী· ডি·এল· উপাধি পান এবং ১৮৮৮ খ্রী· বিচারপতির পদ লাভ করেন। ষোল বছর বিচারকের কাজ করার পর স্বেচ্ছায় অবসর-গ্রহণ করেন। অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ও কমিশনার হিসাবে বাঙলার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১৮৭৮ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর আইন অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৭৯ খ্রী· বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ও আইন-পরীক্ষক এবং তিন বছর সিণ্ডিকেটের সদস্য ছিলেন। পরীক্ষা পরিচালনা ও পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনেও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ১৮৯০ খ্রী·

ভাইস-চ্যান্সেলর হন। ১৯০২ খ্রী· বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সদস্য ও ১৯১২ খ্রী· ল ফ্যাকাল্টির ডীন হন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উৎসাহী কর্মী হিসাবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে সাহায্য করেন ও আমৃত্যু এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এবং ভারতীয় বিজ্ঞান উৎকর্ষিণী সভার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সরকার কর্তৃক 'স্যার' (১৯০৪) এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টরেট (সাম্মানিক) উপাধিতে ভূষিত হন। দেশীয় ভাষার চর্চায় উৎসাহী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার চর্চা আবশ্যিক করার এবং বাংলার মাধ্যমে সকল শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টায় তাঁর বিপুল অবদান ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সঙ্গে কায়িক শ্রমের কাজেও উৎসাহী ছিলেন এবং জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনায় অগ্রণী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় সরকারী হস্তক্ষেপের তিনি নিন্দা করেন ও সক্রিয়ভাবে বাধা দেন। স্ত্রী-শিক্ষায় আগ্রহী ছিলেন। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় ফেডারেশন হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন-সভার (১৬·১০·১৯০৫) তিনি প্রধান বক্তা ছিলেন। এই সভার সভাপতি ছিলেন আনন্দমোহন বসু। এই সভার বক্তৃতা রাজনীতিকদের সাহায্য করেছিল। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'জ্ঞান ও কর্ম', 'শিক্ষা', 'এ ফিউ থট্‌স অন এডুকেশন' এবং 'দি এডুকেশন প্রবলেম ইন্‌ ইন্ডিয়া'। ঠাকুর আইন অধ্যাপকরূপে তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতা 'হিন্দু ল অফ ম্যারেজ অ্যাণ্ড স্ত্রীধন' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে এটিই প্রামাণিক গ্রন্থ। [১, ৩, ৫, ৭, ৮, ২৫, ২৬]

গুরুপ্রসন্ন ঘোষ (? - ১৯০০) পাথুরিয়াঘাটা—কলিকাতা। শিবনারায়ণ। কলিকাতার এই বিত্তশালী ব্যক্তি মেধাবী ছাত্রদের বিদেশে গিয়ে শিল্পশিক্ষার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বৃত্তি-প্রচলনার্থ ৪ লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। [১, ২৬]

গুরুপ্রসাদ সেন (২০·৩·১৮৪২ - ২৯·৯·১৯০০) ডোমসার—ঢাকা। কাশীচন্দ্র। বাল্যে পিতৃবিয়োগের ফলে মাতুল রাধানাথ কর্তৃক প্রতিপালিত হন। ঢাকা পোগোজ স্কুল থেকে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৮৬৪ খ্রী· এম·এ· পাশ করেন। তিনিই পূর্ববঙ্গের [illegible] এম·এ·। ১৮৬৫ খ্রী· বি·এল· পরীক্ষা পাশ [illegible] ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরূপে প্রথমে কৃষ্ণনগর ও পরে বাঁকিপুরে কাজ করেন। সেখানে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় সরকারী পদ ত্যাগ করে স্বাধীনভাবে ওকালতি শুরু করেন। বিহারের প্রধান প্রধান জমিদারগণের তিনি আইন-উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁর জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা নীলকর চাষীদের পক্ষাবলম্বনে সংগ্রাম। প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় বিহারে নীলকর চাষীরা অত্যাচার-মুক্ত হয়। বিহারের প্রথম ইংরেজী পত্রিকা 'বিহার-হেরল্ড' (১৮৭৪) প্রকাশের কৃতিত্বও তাঁরই। এই সাপ্তাহিক পত্রের সাহায্যেই তিনি জনসাধারণের সপক্ষে সংগ্রাম করে তাদের বন্ধু হয়ে ওঠেন। দরিদ্র ছাত্রদের জন্য হোস্টেল এবং ঢাকায় ও বাঁকিপুরে দুটি স্কুল স্থাপন করেন। বিহারে ল্যান্ড-হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা (১৮৭৮) তাঁর চেষ্টাতেই সম্ভব হয়। ১৮৯৫ খ্রী· বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও পরের বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হন। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতেন। জুরীর বিচার-ব্যবস্থা ওঠানোর চেষ্টা হলে তাঁর রচিত ইংরেজী পুস্তিকা বিলাতেও প্রশংসা অর্জন করেছিল। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ-সঙ্কলন 'An Introduction to the Study of Hinduism' ১৮৯১ খ্রী· প্রকাশিত হয়। অপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'Notes on Some Questions of Administration in India' (১৮৯৩)। ধর্মবিশ্বাসে উদারপন্থী ও বিধবাবিবাহের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। বিপথগামী মেয়েদের বিবাহ ও পুনর্বাসনের পক্ষে নিবন্ধাদি লিখেছেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সূচনা থেকেই তার সমর্থক ও বিভিন্ন কংগ্রেসে গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন। [১, ৩, ৮, ৪১]

গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য। সংস্কৃত-সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা অনুবাদক। তাঁর রচিত ২১টি গ্রন্থের সংবাদ পাওয়া যায়। এর মধ্যে 'রত্নাবলী', 'চণ্ডকৌশিক', 'শকুন্তলা', 'মৃচ্ছকটিক', 'কর্ণবধ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। [৪]

গুরুসদয় দত্ত। (১০·৫·১৮৮২ - ২৫·৬·১৯৪১) বীরশ্রী—শ্রীহট্ট। রামকৃষ্ণ। ১৯০০ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ·এ· পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯০৩ খ্রী· বিলাত যান ও ১৯০৫ খ্রী· আই·সি·এস· পাশ করে আরা জেলার এস·ডি·ও· হিসাবে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। পরে বাঙলা সরকারের বহু উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। বিদেশে (রোম ও কেমব্রিজে) আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন। ব্রতচারী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯২৯ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত লোকনৃত্য সমিতি, ১৯৩১ খ্রী· স্থাপিত 'পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতি' ও 'গ্রামমণ্ডলী'র পরিণত রূপ ব্রতচারী পরিচেষ্টা। ৭·২·১৯৩২ খ্রী· ব্রতচারীর প্রতিষ্ঠা হয়। কাউন্সিল অফ স্টেটের সরকার নির্বাচিত সদস্য থাকাকালে নিখিল ভারত লোকগীতি ও লোকনৃত্য সমিতি গঠন করেন (১৯৩২)। লোকরঞ্জক ছড়া ও সঙ্গীতের মাধ্যমে তিনি এই আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তোলেন। পল্লী-সংস্কৃতি ও শিল্পবস্তুর নিদর্শন রক্ষারও চেষ্টা করেছেন। তাঁর সংগৃহীত সাংস্কৃতিক সম্পদসমূহ ব্রতচারী আন্দোলনের কেন্দ্র কলিকাতার উপকণ্ঠে ঠাকুরপুকুরে মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। স্ত্রীর নামে 'সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি' এবং 'বঙ্গলক্ষ্মী' মাসিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। রচিত গ্রন্থ : 'পাগলামীর পুঁথি', 'ভজার বাঁশি', 'চাঁদের বুড়ি', 'পটুয়া সঙ্গীত', 'সরোজনলিনী', 'Indian Folk-dance and Folk-lore Movement', 'The Folk-dances of Bengal' প্রভৃতি। হায়দরাবাদ, মহীশূর, মাদ্রাজ, বাঙলাদেশ, এমন কি লণ্ডনেও ব্রতচারী সমিতি স্থাপন করেছিলেন। [৩, ৫, ২৫, ২৬, ১৪৯]

গোকুলচন্দ্র নাগ (২৮.৬.১৮৯৪ - ১৯২৫) কলিকাতা। মতিলাল। প্রখ্যাত 'কল্লোল' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সহকারী সম্পাদক। শৈশবে মাতাপিতৃহীন হয়ে মানুষ হয়েছিলেন মামার কাছে গোঁড়া ব্রাহ্ম পরিবারের আবহাওয়ায়। অতি অল্প বয়সেই চিত্রাঙ্কন ও সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। 'রূপরেখা' তাঁর কথিকা-সঙ্কলন (১৯২২); অনুবাদ রচনা—'রাজকন্যা' ও 'পরীস্থান' (১৯২৪); ছোটগল্প সঙ্কলন 'মায়ামুকুল' (১৯২৭)। তাঁর একমাত্র উপন্যাস 'পথিক'-কে (১৯২৫) আধুনিক উপন্যাসের পথিকৃৎ বলা যায়। 'সোল অফ এ শ্লেভ' ছবির প্রয়োজনায় সাহায্য ও তাতে অভিনয় করেছিলেন। যক্ষ্মারোগে দার্জিলিংয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। ঐতিহাসিক কালিদাস নাগ তাঁর অগ্রজ। [২৬, ১৪৯]

গোকুল নাগ (১৯০৬ - ২৫.৩.১৯৮৩)। প্রখ্যাত সেতারী। শুধু সেতার, সরোদ, এসরাজ ও সুরবাহার বাদনেই দক্ষ ছিলেন না, ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি কণ্ঠসঙ্গীতেও তাঁর পারদর্শিতা ছিল। চণ্ডীগড়ের প্রাচীন কলাকেন্দ্র থেকে 'সঙ্গীত মহামহোপাধ্যায়' উপাধি পান। সেতার-বাদক হিসাবে ১৯৮৩ খ্রী· ভুয়ালকা পুরস্কারে তাঁকে সম্মানিত করা হয়। [১৬]

গোকুলানন্দ সেন (১৮শ শতাব্দী) কান্দী—মুর্শিদাবাদ। ব্রজকিশোর। গুরু-দত্ত 'বৈষ্ণবদাস' নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি 'গুরুকুল পঞ্জিকা' এবং 'পদকল্পতরু' নামক পদাবলী সংগ্রহ-গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা। পদকল্পতরু গ্রন্থে তাঁর ২৭টি পদ আছে। সুগায়কও ছিলেন। [১]

গোঁজলা গুঁই (আনু· ১৭০৪ - ?)। খ্যাতনামা কবিয়াল। তাঁর রচিত একটিমাত্র গান ঈশ্বর গুপ্ত সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। খুব সম্ভব তিনি পেশাদার কবির দল গঠন করেছিলেন। টপ্পা রীতিতে ও টিকারা-সঙ্গতে কবি-গান করতেন। তাঁর শিষ্য লালু, নন্দলাল, কেষ্টা মুচি, রঘুনাথ দাস ও রামজী থেকেই পরবর্তী বিখ্যাত কবিয়ালদের উদ্ভব হয়। শোনা যায়, রঘুনাথ দাস দাঁড়া-কবির প্রবর্তক। [৩, ২৬]

গোপাল উড়ে (১৯শ শতাব্দী) জাজপুর—কটক। চাষী পরিবারে জন্ম। মুকুন্দ করণ। তরুণ বয়সে জীবিকার সন্ধানে কলিকাতায় আসেন। একদিন ফল ফেরি করার সময় তাঁর মিষ্টসুরে আকৃষ্ট হয়ে বিদ্যাসুন্দর যাত্রাদলের কর্তৃপক্ষ তাঁকে দলভুক্ত করে নেন। এরপর তিনি সঙ্গীতশিক্ষা ও বাংলা ভাষা আয়ত্ত করেন। রাজা নবকৃষ্ণের বাড়িতে বিদ্যাসুন্দর পালার প্রথম অভিনয়ে 'মালিনী'র ভূমিকায় নৃত্যগীতে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। যাত্রাদলের অধিকারীর মৃত্যুর পর নিজেই দল গঠন করে বিদ্যাসুন্দরের অভিনয়ে নূতন রূপ দান করেন। উড়িষ্যার অধিবাসী বলে তাঁর দল 'গোপাল উড়ের যাত্রাদল' নামে খ্যাত ছিল। [৩, ২৫, ২৬]

গোপালকৃষ্ণ ঘোষ (আনু· ১৮৫০ - ?) মালদহ। হরচন্দ্র। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি·এ· এবং পরে বি·এল· পাশ করেন। কিছুদিন ওকালতি করার পর ১৮৮২ খ্রী· মুন্সেফ হন। রচিত গ্রন্থ : 'অপর্ণা' (উপন্যাস), 'কুসুমমালা' (কবিতা পুস্তক) ও 'ব্রহ্মচারী' (কাব্য-উপন্যাস)। এ ছাড়া তিনি 'ন্যাশনাল ম্যাগাজিন'-এ বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। [১, ২০]

গোপালকৃষ্ণ বসু (? - ২০.১১.১৯০৩) জয়নগর-মজিলপুর—চব্বিশ পরগনা। সামরিক পূর্ত বিভাগে কাজ নিয়ে এলাহাবাদ এবং শেষে লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী হন। ১৮৭৮ খ্রী· অবসর-গ্রহণ করলে বলরামপুরের রাজা দিগ্বিজয় সিংহ তাঁকে প্রাসাদ নির্মাণের জন্য তাঁর রাজ্যে আহ্বান করেন। পরবর্তী কালে তিনি ঐ রাজ্যের পূর্ত বিভাগের প্রধান নির্বাচিত হন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে রাজ্য-মধ্যে হাসপাতাল, অনাথাশ্রম, লায়াল কলেজিয়েট স্কুল প্রভৃতি ভবন ও আনন্দবাগ, সুন্দরবাগ, নূতন প্রাসাদ এবং সুরম্য সেতু, পথ-ঘাট প্রভৃতি নির্মিত হয়। এই-সমস্ত জনহিতকর কাজের জন্য দিল্লীর দরবার থেকে তিনটি সনন্দ লাভ করেন। মহারাজার কোনও কোনও বিষয়ের পরামর্শদাতা এবং অবৈতনিক বিচারক ছিলেন। তৎকালীন শাসন-বিবরণীতেও তাঁর নামোল্লেখ আছে। [১]

গোপাল ঘোষ১ (১৯১২ - ২১.১.১৯৪১) কলিকাতা। ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট, টেবল্ টেনিস ও বিলিয়ার্ডস্ খেলায় সুদক্ষ ছিলেন। খেলা সম্বন্ধে বিভিন্ন পুস্তক ও পত্রিকার প্রকাশক এবং টেবল্ টেনিস প্রতিযোগিতার সংগঠক ছিলেন। গোপাল ঘোষ বা এস· ঘোষ নামে চিত্রজগতেও পরিচিত ছিলেন। 'সোনার সংসার' ও 'বিদ্যাপতি' চিত্রে দেবকী বসুর সহকারী পরিচালক এবং একজন অভিনেতা ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'ফুটবল হোম অ্যাণ্ড অ্যাব্রড'। [৫]

গোপাল ঘোষ২ (৫.১২.১৯১৩ - ৩০.৭.১৯৮০) পৈতৃক নিবাস মধ্যমগ্রাম—চব্বিশ পরগনা। কলিকাতায় জন্ম। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী। পিতা সৈন্যবাহিনীর ক্যাপ্টেন ছিলেন। বাল্যকাল সিমলায় কেটেছে—পরে থেকেছেন কাশীতে। এলাহাবাদ অ্যাংলো-বেঙ্গলী কলেজে আই·এ· পর্যন্ত পড়েছেন। অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেন। অঙ্কনশিক্ষা জয়পুরের চারুকলা বিদ্যালয়ে (১৯৩১ - ৩৫ খ্রী·) ও দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কাছে মাদ্রাজ চারুকলা বিদ্যালয়ে (১৯৩৮ খ্রী· পর্যন্ত)। উভয় বিদ্যালয়েই কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ছবি আঁকার বিষয়বস্তু সংগ্রহে সাইকেলে সারা ভারত ঘুরেছেন। ১৯৩৮ খ্রী· কলিকাতায় এসে ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট স্কুলে কাজ নেন। এ সময় 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় তিনি সচিত্র ভ্রমণকাহিনী ধারাবাহিকভাবে লিখেছেন। শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আর্কিটেক্চারাল ডিজাইন বিষয়ে পড়িয়েছেন; স্কটিশ চার্চ বি·টি· কলেজে আঁকার ক্লাশ নিয়েছেন। ১৯৫১ - ১৯৭১ খ্রী· সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। 'ক্যালকাটা গ্রুপ'-এর অন্যতম প্রধান ছিলেন। ১৯৪২ - ১৯৫০ খ্রী· এই ক্যালকাটা গ্রুপ সমকালীন ভারতীয় শিল্পকলায় নূতন এক

দৃষ্টিভঙ্গি এনেছিল। তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী ১৯৪৭ খ্রী· দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী কালে দেশে ও বিদেশে বহুবার বিভিন্ন জায়গায় তাঁর ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট কেনেডির আমন্ত্রণে আমেরিকায় গিয়েছিলেন। প্যাস্টেল এবং জলরঙেই বেশি ছবি আঁকতেন। তবে নিসর্গ-চিত্রে জলরঙে তাঁর প্রতিভার সমধিক বিকাশ দেখা গেছে। [১৬]

গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী (১৮৩২? - ১৯০৩)। উনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেয়াল-গায়ক। সঙ্গীত-সমাজে 'নুলো গোপাল' নামে পরিচিত ছিলেন। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আনুকূল্যে উত্তর ভারতের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের কাছ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। তিনি ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা-সঙ্গীতের তিন অঙ্গেই পারদর্শী ছিলেন। লালচাঁদ বড়াল, আলাউদ্দীন খাঁ, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, বিনোদকৃষ্ণ মিত্র, ব্রজেন্দ্র দেব প্রমুখ খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞগণ তাঁর শিষ্য ছিলেন। [৩, ৫২]

গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৯ - ১৯৫৩) সুখচর—চব্বিশ পরগনা। খ্যাতনামা চিকিৎসক, চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষক ও সমাজসেবী। তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্যাথলজি ও ব্যাকটিরিওলজির সহকারী অধ্যাপক ও পরে সরকারের সহকারী ব্যাকটিরিওলজিস্ট হন। এ ছাড়া 'ভারতীয় বিজ্ঞানোৎকর্ষিণী সমিতি' ও কারমাইকেল কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রোটোজুওলজির অবৈতনিক অধ্যাপকও ছিলেন। ১৯২২ খ্রী· মেডিক্যাল কলেজ থেকে অবসর নেন। ১৯১৭ খ্রী· 'কালাজ্বরে'র মৌলিক গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হন। ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মা সম্পর্কেও গবেষণামূলক আলোচনা করেন। তাঁরই উদ্যোগে চব্বিশ পরগনার কলেরা প্রকোপিত এলাকায় নবাবিষ্কৃত কলেরা-টীকা ব্যাপকভাবে প্রথম দেওয়া হয়। সমাজ-সেবায় বিজ্ঞানী হিসাবে 'সেন্ট্রাল কো-অপরেটিভ অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া সোসাইটি' গঠন ও সারা বাঙলায় এর শাখা বিস্তার করেন এবং সোসাইটির মুখপত্র 'সোনার বাংলা' সম্পাদনা করেন। মৎস্য-চাষ ও নদী-সংস্কার সম্বন্ধে মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা এবং স্বগ্রামে কুটির-শিল্প সমিতি স্থাপন করেন। বিজ্ঞানচর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ লণ্ডনের রস ইন্‌স্টিটিউটের ফেলো নির্বাচিত হন। দীর্ঘ বাইশ বছর তিনি পানিহাটি মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ছিলেন। উল্লেখযোগ্য রচনাবলী : 'রোমান্স অফ দি গেঞ্জেটিকা ডেলটা', 'মডার্ন সায়েন্টিফিক অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড কো-অপারেটিভ ওয়াটার সাপ্লাই' এবং 'কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ডেয়ারিং হোম ক্র্যাফটিং অ্যান্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ'। [৩, ২১১]

গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭ - ১৯৪১) কাশী। সঙ্গীতে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হলেও বিশিষ্ট ধ্রুপদীরূপেই খ্যাতি অর্জন করেন। উত্তর জীবনে কলিকাতাতেই বেশি বাস করতেন। কাশীতে মৃত্যু। তাঁর সমকক্ষ রাগ-সিদ্ধ এবং তাল-লয়ে পারদর্শী ধ্রুপদ-গায়ক অতি অল্পই ছিল। [৩]

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য (১·৮·১৮৯৫ - ৮·৪·১৯৮১) লোনসিং—ফরিদপুর। অম্বিকাচরণ। প্রকৃতিপ্রেমিক, স্বভাববিজ্ঞানী গোপালচন্দ্রের জন্ম দরিদ্র পরিবারে। অল্পবয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। ১৯১৩ খ্রী· লোনসিং উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঐ স্কুলে সর্বোচ্চ স্থান অধিকারের জন্য স্বর্ণপদক লাভ করেন। এর আগেই তাঁকে সংসারের হাল ধরতে হয়েছে—কখনো পিতার পেশা যজমানি করে, কখনো জমিদারী কাছারিতে নায়েবের কাজ করে। আই·এ· পড়া অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পরে গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। অল্পবয়স থেকেই তাঁর প্রকৃতির প্রতি কৌতূহল ও ভালবাসা প্রগাঢ় ছিল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি সাহিত্যচর্চা করেছেন, সঙ্গে সমাজসেবা, সারি গান ও পালা গানের দল তৈরী এবং কবিতা ও ছড়া গান লিখেছেন। গ্রামের এই ভূগোল শিক্ষকের হঠাৎ জীবনের মোড় ফিরে গেল এক ঘনান্ধকার রাতে যখন তিনি আবিষ্কার করলেন 'পচা গাছপালার আশ্চর্য আলো বিকিরণ করার ক্ষমতা'-কে। এই নামেই একটি প্রবন্ধ লিখে প্রবাসী পত্রিকায় তিনি পাঠিয়ে দেন। প্রবন্ধটি ১৯১৮ খ্রী· প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। তিনি তখন শিক্ষকতা ছেড়ে কলিকাতার এক অফিসে টেলিফোন অপারেটর। অপ্রত্যাশিতভাবে বিপ্লবী পুলিন দাসের মারফত আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁকে ডেকে পাঠান। ১৯২১ খ্রী· তিনি বসু বিজ্ঞান মন্দিরে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টের পদে কাজে যোগ দেন। ১৯৬৫ খ্রী· পর্যন্ত এখানে তিনি কর্মরত ছিলেন। জগদীশচন্দ্রের নির্দেশে বটানি-জুলজি সম্পর্কে গবেষণা ছাড়াও ছবি আঁকা, ফটোগ্রাফি, ইলেকট্রিকের কাজকর্ম, মোটর মেকানিক্স্, ব্লক মেকিং, ব্ল্যাকস্মিথের কাজ, কার্পেন্ট্রি সমস্ত শিখতে হয়েছে। তাঁর গবেষণার বিরাট ক্ষেত্রে তিনি উদ্ভিদের শারীরবৃত্তীয় ঘটনা, জৈবদ্যুতি, মাছ ও অন্যান্য প্রাণী এবং কীটপতঙ্গের আচার-আচরণ ও মেটামরফোসিস নিয়ে কাজ করেছেন। তাঁর মৌলিক গবেষণা প্রধানতঃ মাকড়সা, পিঁপড়ে, প্রজাপতি, শুঁয়োপোকা, মাছ ও ব্যাঙাচি নিয়ে। বাঙলা দেশের নানা ধরনের মাকড়সা, পিঁপড়ে, ব্যাঙাচি নিয়ে তাঁর গবেষণা লন্ডন ও আমেরিকার বিজ্ঞানী মহলে প্রশংসিত হয়েছে। গবেষণালব্ধ বিষয় নিয়ে ইংরেজী ও বাংলায় অজস্র লেখা লিখেছেন। দেশী বিদেশী বহু নামকরা জার্নালে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া দেশে বিজ্ঞান-প্রচারে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। ১৯৪৮ খ্রী· বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠায় তিনি আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সহকারী হিসাবে কাজ করেছেন। প্রথমাবধিই তিনি পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার সঙ্গে লেখা ও সম্পাদনার কাজে যুক্ত ছিলেন। তরুণ লেখকগোষ্ঠী তৈরী করা, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বইপত্র রচনা করা, বিজ্ঞান ক্লাব গঠন করা প্রভৃতি কাজে তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। তাঁর প্রায় হাজার-খানেক বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধের বেশির ভাগই প্রকাশিত হয়েছে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'

পত্রিকায়। স্কুলপাঠ্য বই বাদে তাঁর গবেষণাধর্মী বই-এর সংখ্যা আট। ১৯৫১ খ্রী· প্যারিসে সামাজিক পতঙ্গ-বিষয়ক আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে ভারতীয় শাখা পরিচালনার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন—কিন্তু যেতে পারেন নি। বঙ্গ ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার জন্য ১৯৬৮ খ্রী· 'আনন্দ পুরস্কার', বিজ্ঞান প্রচারের জন্য ১৯৭৪ খ্রী· আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু ফলক ও তাঁর 'বাংলার কীটপতঙ্গ' গ্রন্থের জন্য ১৯৭৫ খ্রী· 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮০ খ্রী· তাঁকে অনারারী ডি·এস-সি· ডিগ্রী প্রদান করে। 'ভারতকোষ' সম্পাদকমণ্ডলী ও সরকারী পরিভাষা সংসদের. তিনি সক্রিয় সদস্য ছিলেন। [১৬, ১৭]

গোপালচন্দ্র মল্লিক (১৮৩৬ - ১৯২০)। খ্যাতনামা মৃদঙ্গবাদক। প্রথমে অনন্তরাম মুখোপাধ্যায় ও পরে মুরারিমোহন গুপ্তের কাছে মৃদঙ্গ শিক্ষা করেন। তা ছাড়া ছন্দে অধিকতর অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বারাণসীতে ধ্রুপদ শিক্ষা করেছিলেন। প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গী বিপিনচন্দ্র এবং ধ্রুপদী বিনোদবিহারী তাঁর পুত্র। [৩]

গোপালচন্দ্র মিত্র (১২৭৯ - ১৩৪৯ ব·)। বোসো—হুগলী। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এল·এম·এস· পাশ করে সরকারী চাকরিতে যোগ দেন। গয়াতে প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দিলে অক্লান্ত চেষ্টায় তা দমন করেন। কলিকাতা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এ কার্যরত থাকাকালে রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করে 'রায়বাহাদুর' উপাধি পান। তিনিই ইম্পিরিয়াল সেরোলজিস্ট পদপ্রাপ্ত প্রথম ভারতীয়। [৫]

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। উনবিংশ শতাব্দীর একজন গীতি-নাট্যকার। তাঁর রচিত 'কামিনীকুঞ্জ' বাঙলাদেশের সাধারণ রঙ্গালয়ে ইটালিয়ান অপেরার অনুকরণে অভিনীত প্রথম গীতিনাট্য (১৮৭৯)। এই নাট্যের সংলাপ সমস্তই সংগীতের মাধ্যমে রচিত। [৬৯]

গোপালচন্দ্র শীল (১৯শ শতাব্দী)। এ দেশে ইউরোপীয় চিকিৎসা-বিদ্যা প্রচলনের প্রথম যুগে যে চারজন বাঙালী যুবা চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার জন্য ইংল্যাণ্ড যান গোপালচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। দ্বারকানাথ ঠাকুরের আর্থিক সাহায্যে ১৮ মার্চ ১৮৪৫ খ্রী· ইংল্যাণ্ডে যাত্রা করেন। ২৭ জুলাই ১৮৪৬ খ্রী· মাত্র একবছরের মধ্যে তিনি প্রথম লণ্ডনের এম·আর·সি·এস· ডিগ্রীপ্রাপ্ত হয়ে সকলকে অবাক করে দেন। ১৮৪৮ খ্রী· জানুয়ারীতে দেশে ফিরে আসেন এবং কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে স্ত্রীরোগ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হন। কিন্তু বেশিদিন তিনি কাজ করতে পারেন নি। জন্মমগ্ন হয়ে অকালে তাঁর মৃত্যু হয়। [১, ১৭, ৫৭]

গোপালচন্দ্র সেন (১৯১১ - ৩০·১২·১৯৭০)। পিতা নগেন্দ্রনাথ রংপুরের কৈলাসরঞ্জন হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৯২৭ খ্রী· গোপালচন্দ্র ঐ স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করেন। ছোটবেলা থেকেই যন্ত্রকৌশলের উদ্ভাবনে তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। স্কুলের ছাত্রাবস্থায় তিনি বাড়িতে সূর্য-ঘড়ি এবং বাইসাইকেলের চেন ব্যবহার করে দেয়াল ঘড়ি তৈরী করেছিলেন। ১৯২৫ খ্রী· চৌদ্দ বছর বয়সে রংপুর কংগ্রেস অধিবেশনে স্ব-উদ্ভাবিত সহজসাধ্য মণিপুরী তাঁতে গালিচা প্রস্তুত করে দেখান। ১৯২৯ খ্রী· রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে আই·এস-সি· এবং ১৯৩৩ খ্রী· যাদবপুর জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন। কিছুদিন হাওড়ার এক কারখানায় কাজ করার পর ১৯৩৫ খ্রী· থেকে আমৃত্যু যাদবপুর কলেজেই তাঁর কর্মজীবন অতিবাহিত হয়। মাঝে ১৯৪৬ খ্রী· সরকারী বৃত্তি নিয়ে মিচিগান ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যান এবং ১৯৪৭ খ্রী· এম·এস· ডিগ্রী লাভ করে দেশে ফেরেন। ক্রমে তিনি কলেজের মেক্যানিকাল বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষ, ডীন অফ ফ্যাকাল্টি এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য-পদে বৃত হন (১৯৭০)। ভারতে যন্ত্রশিল্পে উৎপাদন-শৈলীর (Production Engineering) তিনিই পথপ্রদর্শক। এই বিষয় নিয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। যন্ত্রের নির্মাণপদ্ধতি-বিষয়ে এবং ধাতুচ্ছেদক-বিষয়ে তাঁর কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তক আছে। কিছু নক্শা ও ছোট গল্পও তিনি লিখেছেন। তাঁর কারখানার· এক মেকানিকের জীবন নিয়ে লেখা 'কালীনাথ দি গ্রেট' উল্লেখযোগ্য। গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। গান্ধীজী পরিচালিত লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করে কারারুদ্ধ হন। ১৯৩৪ খ্রী· পুরীতে গান্ধীজীর সঙ্গে থেকে সভার ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭০ খ্রী· রাজনৈতিক হানাহানির তাণ্ডবের মধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে আততায়ীর হাতে এই শিক্ষাব্রতীর জীবনাবসান ঘটে। [১৬, ৮২]।

গোপালদাস চৌধুরী (১৮৮০ - ১৯৭০) সেরপুর—ময়মনসিংহ। ধনী জমিদারের গৃহে জন্ম। শিক্ষা ও গবেষণায় দীর্ঘদিন ব্যয় করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এবং দীনেশচন্দ্র সেনকে অর্থ দিয়ে ও অন্যভাবে সাহায্য করেন। পালি ও বাংলায় নিজেও বহু গবেষণাগ্রন্থ রচনা করেছেন। শিশুসাহিত্য, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প ও সঙ্গীত-বিষয়ের ওপর তাঁর বহু সমালোচনা-গ্রন্থও আছে। ময়মনসিংহ ও সেরপুরে হাসপাতাল ও শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠায়, যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল ও গোবিন্দকুমার হোম স্থাপনে এবং পানিহাটিতে জনসেবামূলক কাজে অর্থসাহায্য করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সদস্য ছিলেন। [১৬]

গোপালদাস মজুমদার (জানুয়ারী, ১৮৯০ - ১৮·৬·১৯৮০) বাগডাঙ্গা—যশোহর। প্রভাসচন্দ্র। খ্যাতনামা প্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতা। ছোটবেলা থেকেই বিপ্লবী পরিবেশে মানুষ। মানিকতলা বোমা-মামলাখ্যাত জ্যোতিষ মজুমদার তাঁর মধ্যম অগ্রজ। রাজশাহী বিভাগ থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে খুলনার দৌলতপুর কলেজে পড়ার সময় তিনি বিপ্লবী সংস্থার সঙ্গে জড়িত হন এবং শ্রীঅরবিন্দ,

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, বাঘা যতীন প্রভৃতির সান্নিধ্যে আসেন। পরে দল ভেঙ্গে গেলে তিনি বারীন ঘোষের 'বিজলী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। তারপর নানা কারণে ঐ পত্রিকার সহকর্মী বন্ধু বিধুভূষণ দে'র সঙ্গে মিলিতভাবে একটি রাজনৈতিক পুস্তকের দোকান খোলেন—'দে-মজুমদার' নাম দিয়ে। পরিচালনার ভার ছিল বিধুবাবুর উপর এবং তিনি ছিলেন স্বত্বাধিকারী। এই সংস্থাই বর্তমানের ডি-এম· লাইব্রেরী। ১৯২১ খ্রী· থেকে একা তিনিই এই প্রকাশনার স্বত্বাধিকারী হন এবং নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' প্রকাশ করেন (১৯২২)। নজরুল-রচিত 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী' ও 'ভাঙার গান' প্রকাশের জন্য তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। 'নতুন প্রতিভা' আবিষ্কারে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, অজিত দত্ত, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখ কবি ও লেখকদের প্রথম গ্রন্থ তিনিই প্রকাশ করেন। বহু মূল্যবান প্রবন্ধের পুস্তকেরও তিনি প্রকাশক ছিলেন। [১৬, ১৭, ৮২]

গোপাল দেব।[১] শ্রীঘর—ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা। কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্স হত্যার ব্যাপারে দুইটি রিভলবার সহ ধৃত হয়ে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হন। পরে ভারত ভূখণ্ডের জেলে স্থানান্তরিত হয়ে বন্দী অবস্থাতেই মারা যান। [১৭৮]

গোপাল দেব[২]। রাজত্বকাল আনু· ৭৫০-৭৭০ খ্রী. তিনি বঙ্গের পালবংশের প্রথম নরপতি। পিতার নাম বপ্যট। পিতামহ — দয়িতবিষ্ণু। সন্ধ্যাকর নন্দীর মতে পালরাজগণের জন্মভূমি বরেন্দ্রীদেশ। 'মাৎস্যন্যায়'-জর্জরিত অবস্থার প্রতিকারকল্পে দেশের 'প্রকৃতিপুঞ্জ' গোপাল দেবকে রাজা নির্বাচিত করেন। রাজা হয়ে তিনি স্বেচ্ছাচারী সামন্ত নায়কদের দমন এবং মগধ, গৌড় ও বঙ্গে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করে পাল রাজবংশের গোড়াপত্তন করেন। প্রসিদ্ধ রাজা ধর্মপাল তাঁর পুত্র। [১, ২৬, ৬৭]

গোপাল বসু মল্লিক (১৮৪০ - ১৯০০) কলিকাতা। রাধানাথ। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দর্শনে জ্ঞানী এবং বেদান্তানুরাগী ছিলেন। বেদান্তচর্চার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থদান করেন। সেই অর্থের দ্বারা 'শ্রীগোপাল ফেলোশিপ লেক্‌চারার' চেয়ার স্থাপিত হয়। তাঁর ব্যক্তিগত বিরাট গ্রন্থাগার ছিল। দুঃস্থা বিধবাদের সাহায্যের জন্য মাতার নামে 'বিন্দুবাসিনী তহবিল' স্থাপন করেন। এ ছাড়া প্লেগ হাসপাতাল ও কুষ্ঠ হাসপাতালে প্রচুর অর্থ সাহায্য করেন। [৫]

গোপাল ভাঁড় (১৮শ শতাব্দী)। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ ও হাস্যরসিক গোপাল ভাঁড়ের নামে প্রচলিত গল্পগুলির স্রষ্টা সম্ভবত একজন নয়। বটতলা থেকে প্রচারিত রহস্য-গল্পের ও চুটকি-ঠাট্টার বইগুলি গোপাল ভাঁড়ের নামে প্রচলিত হয়েছে। যে সময় এই বইগুলি প্রকাশিত হয় তখন কলিকাতায় গোপাল উড়ের যাত্রার খুব পসার। মনে হয়, সে-সূত্রেই কোন এক বাক্যবাগীশ রসিক ব্যক্তি গোপাল ভাঁড়ের খ্যাতি পেয়েছিলেন। জাতিতে তিনি নাপিত বলে কল্পিত হয়েছেন। সুকুমার সেনের মতে কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গোপাল ভাঁড় ছিলেন না, শঙ্করতরঙ্গ নামে রাজার যে পার্শ্বচর দেহরক্ষী ছিলেন তিনি বাগ্‌বিদগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, ভাঁড় ছিলেন না। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় কথিত ও প্রচলিত গোপাল ভাঁড়ের কোনও কোনও চুটকি গল্প আসলে শঙ্করতরঙ্গের হওয়া সম্ভব। গোপাল ভাঁড়ের বেশির ভাগ গল্পই গ্রাম্য, মাঝে মাঝে অশ্লীলও। [২, ৩, ২৫, ২৬]

গোপাল লাহিড়ী (১৯০৩ - জানু ১৯৪০) নলডাঙ্গা—রংপুর। নলডাঙ্গা রাজ এস্টেটের দেওয়ান সুরেন্দ্রনাথ। নিপুণ ক্ল্যারিওনেট শিল্পী। শৈশবে বাঁশের বাঁশি বাজাতেন। গ্রামীণ লোকনাট্যের মিউজিক-মাস্টার পুটু সান্যালের কাছে তাঁর প্রথম বিদেশী বাঁশি ক্ল্যারিওনেট-বাদন শিক্ষা। তখনকার দিনে মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারে গুরুজনদের সামনে বসে গান-বাজনা করার রেওয়াজ না থাকায় পাশের ঘরে বসে পিতার কর্নেট যন্ত্রের সুর-বিস্তার শুনে শুনে তা তিনি নিখুঁতভাবে ক্ল্যারিওনেটে রেওয়াজ করতেন। ১৯২৬ খ্রী· অর্থোপার্জনের আশায় কলিকাতায় এসে এম-এল-সাহার দোকানে চাকরি নেন। দোকানটি ছিল রাইচাঁদ বড়ালের বাড়ীতে। ১৯২৯ খ্রী· তাঁর খেয়াল-অঙ্গের ক্ল্যারিওনেট বাজনা রেকর্ডটি বেরোয়। এতে তাঁর তবলা-সহযোগী ছিলেন রাসবিহারী শীল। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে ১৯৩০ খ্রী· তিনি এলাহাবাদে প্রয়াগ সঙ্গীত সম্মেলনে উপস্থিত থেকে ভীষ্মদেবের ব্যবস্থাপনায় অনুকূল বাতাবরণের মধ্যেই ক্ল্যারিওনেটে ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের বিধিসম্মত রূপটি তুলে সমবেত গুণিজনের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন। পরে লক্ষ্ণৌ ও আগ্রার সঙ্গীত বোদ্ধাদের আমন্ত্রণেও তিনি বাজিয়েছেন। বিদেশী যন্ত্রে দেশীয় রাগ-রাগিণীর শুদ্ধ সুর বাজানর দক্ষতায় তিনি খ্যাতিমান হন। ভারতীয় যন্ত্রসঙ্গীত রেকর্ডের ইতিহাসে প্রথম যুগলবন্দী রেকর্ডটি হল বাণীকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের সরোদ ও তাঁর ক্ল্যারিয়নেট বাজনার (১৯৩২)। ১৯৩৫ খ্রী· 'ঢাকা অর্কেস্ট্রা' টাইটেলে HMV যে যুগলবন্দী রেকর্ডটি করে, তাতে তিনি বাজিয়েছেন ক্ল্যারিওনেট এবং গীটারে ছিলেন বিখ্যাত বেহালাবাদক পরিতোষ শীল। তাঁর রেকর্ডের সংখ্যা প্রায় ৩০। আর্ট থিয়েটার ও মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানীতে তিনি শিল্পী হিসাবে যুক্ত ছিলেন। দুর্ঘটনায় মৃত্যু। বিখ্যাত নট-নাট্যকার সঙ্গীতবিদ্ তুলসী লাহিড়ী তাঁর অগ্রজ। [১৪৯]

গোপাল সেন (? - ২১·৯·১৯৪৪)। ব্রাহ্মণ-বাড়িয়া—কুমিল্লা। ১৯৩৭ খ্রী· বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দলে যোগ দেন। নেতাজীর নির্দেশমত আই·এন·এ-র সহযোগিতার জন্য বাঙলায় যে গোপন সংগঠন তৈরী হয় তিনি তার সদস্য ছিলেন। পুলিস সংগঠনের কেন্দ্রীয় অফিসে হানা দিলে তিনি গোপনীয় কাগজপত্রে আগুন ধরিয়ে দেন। রুদ্ধ আক্রোশে পুলিস তাঁকে চারতলার বারান্দা থেকে নিচে ফেলে দেয়। হাসপাতালের পথে তাঁর মৃত্যু হয়। [৭০, ১৭৮]

গোপাল সেনগুপ্ত, দেবেন্দ্র (? - ৩.৬.১৯০৮)। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বাঙলায় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম যুগের শহীদ। রাহা ডাকাতির (২.৬.১৯০৮) পরদিন নৌকাযোগে পলায়নের সময় পুলিসের গুলিতে তাঁর মৃত্যু ঘটে। নৌকার জল সেচনের সময় পুলিসের নজরে পড়তে পারেন জেনেও তিনি নিজের কর্তব্য করে গেছেন। [৩৫, ৪৩]

গোপিকাবিলাস সেন (১৯০০ - ২৪.৮.১৯৬৯) কোটাসুর—বীরভূম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। ১৯২২ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। বীরভূমে কংগ্রেস সংগঠন তৈরী করে তার সম্পাদক হন। খাজনা বন্ধ আন্দোলনে ৮০টি গ্রাম সংগঠিত করেছিলেন। এই কারণে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। তিনি 'স্বরাজ আশ্রম'-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের একান্ত সচিব ছিলেন। ১৯৩৪ খ্রী· অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ঐ সম্মেলন সরকার কর্তৃক বে-আইনী ঘোষিত ছিল। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন নেলী সেনগুপ্তা। ১৯৫২ খ্রী· বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিসভায় রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। [১৫৮]

গোপীচাঁদ। নীলফামারী—রংপুর। মানিকচাঁদ। গোপীচাঁদের অপর নাম গোবিন্দচন্দ্র। উত্তরবঙ্গের এই ক্ষত্রিয় রাজা গোরক্ষনাথ-প্রবর্তিত যোগী-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। 'রাজা গোপীচাঁদের জাগের গান' উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত। এই-সমস্ত গান বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যেও পাওয়া যায়। চোলরাজ রাজেন্দ্র চোলের লিপিতে (১০২১) বঙ্গালরাজ গোবিন্দচন্দ্রের নাম পাওয়া যায়। অনুমান দশম শতকের কোন সময়ে এই রাজা বর্তমান ছিলেন এবং তাঁকে কোন একজন চোল রাজার আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। গোবিন্দচন্দ্রের মাতা ময়নামতীর যোগসাধনার কথা এবং দুই পত্নী অদুনা-পদুনার সম্বন্ধে লোকগীতি বহুল-প্রচারিত [১, ২৬, ৬৭]

গোপীনাথ কবিরাজ, মহামহোপাধ্যায় (সেপ্টে· ১৮৮৭ - ১২.৬.১৯৭৬) টাঙ্গাইল—ময়মনসিংহ। পিতা বৈকুণ্ঠনাথ দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সহপাঠী ছিলেন। জন্মের কয়েক মাস আগেই পিতার মৃত্যু হয়। তাঁদের কৌলিক পদবী ছিল—বাগচী। 'কবিরাজ' খেতাব নবাবী আমলের। ঢাকার জুবিলী স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করে কলিকাতায় পড়তে আসেন। স্কুলজীবনেই 'ধূমকেতু' ও অন্যান্য কাগজে লিখতেন। কলিকাতায় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলে জয়পুর স্টেটের দেওয়ান সংসারচন্দ্র সেনের আনুকূল্যে জয়পুর গিয়ে সেখান থেকে বি-এ· পাশ করেন। কাশীর কুইন্স কলেজ থেকে সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে ঐ কলেজেরই সংস্কৃতের অধ্যাপক ও গ্রন্থাগারিক হন। ঐ কাজ ভাল না লাগায় অবসর নিয়ে দর্শন ও ধর্মালোচনায় এবং ধর্মসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। যৌবনেই ১৯১৮ খ্রী· বিখ্যাত তান্ত্রিক ও দার্শনিক যোগী বিশুদ্ধানন্দের কাছে দীক্ষা নেন। পালি ভাষায়ও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। কাশীতে গ্রন্থাগারিক থাকার সময়ে বিখ্যাত অধ্যাপক ড· ভেনিসের কাছে 'এপিগ্র্যাফি' ও প্রাচীন সভ্যতার 'চিহ্ন'গুলি উদ্ধার করতে শেখেন ও প্রাচীন ইতিহাসের রহস্যমোচনে কয়েক বৎসর ড· ভেনিসের অধীনে গবেষণাও করেন। সরস্বতী ভবন গ্রন্থাগারে কাজ করার সময় সেখানকার ধর্ম ও দর্শনের গ্রন্থগুলির সম্পাদনা ও গ্রন্থনা করে উচ্চমানের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা লিখে সেগুলি প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের ও দর্শনের সমস্ত শাখায় ও বৌদ্ধদর্শনে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। জীবনের শেষভাগে নবাবিকৃত কাশ্মীরী শৈবতন্ত্রের গ্রন্থে ভারতীয় জীবন-দর্শনের সার খুঁজে পান—যাতে সমস্ত ভারতীয় দর্শনের শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি ঐসব•দর্শন ও তত্ত্বকে তন্ত্রের ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বিত করার চেষ্টা করে সর্বমানবের মুক্তির সাধনা করেছেন। বারাণসীর সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের আচার্য নরেন্দ্র দেব ও অখণ্ড মহাযোগ সঙ্ঘের পণ্ডিত সীতারাম তাঁর ছাত্র ছিলেন ও বিখ্যাত যক্ষ্মারোগ-বিশেষজ্ঞ ডাঃ রাম অধিকারী তাঁর শিষ্য ছিলেন। ১৯৩৪ খ্রী· ভারত সরকার তাঁকে 'মহামহোপাধ্যায়', ১৯৪৭ খ্রী· এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় 'ডি·লিট·', ১৯৬৪ খ্রী· ভারত সরকার 'পদ্মভূষণ', ১৯৬৫ খ্রী· উত্তরপ্রদেশ সরকার 'সাহিত্য বাচস্পতি' এবং ১৯৭৬ খ্রী· বিশ্বভারতী তাঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধি দেন। দেশে ও বিদেশে তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল। বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দী ভাষায় তাঁর রচিত প্রধান প্রধান গ্রন্থাবলী: 'শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ' (৫ খণ্ড), 'ভারতীয় সাধনার ধারা', 'শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ', 'তান্ত্রিক সাধনা', 'মৃত্যুবিজ্ঞান ও কর্মরহস্য', 'Saraswati Bhawan Studies' (5 Vols.), 'Aspects of Indian Thought' এবং সংস্কৃতে 'ত্রিপুরা রহস্য', 'গোরখ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ' প্রভৃতি। [১৬]

গোপীনাথ দত্ত। শ্রীহট্ট। কাশীরাম দাসের পূর্ববর্তী এই কবি মহাভারতের দ্রোণপর্ব বাংলায় পদ্যানুবাদ করেন। [১]

গোপীনাথ সাহা (১৯০৬/৮ - ১.৩.১৯২৪) শ্রীরামপুর—হুগলী। বিজয়কৃষ্ণ। অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিদ্যালয় ত্যাগ করে ক্রমে হুগলী বিদ্যামন্দির, কলিকাতা সরস্বতী লাইব্রেরী ও শ্রীসরস্বতী প্রেস, দৌলতপুর সত্যাশ্রম, বরিশাল শঙ্কর মঠ, উত্তরপাড়া বিদ্যাপীঠ প্রভৃতি বিপ্লবী সংগঠনে বিভিন্ন নেতার সঙ্গে কাজ করেন। কলিকাতায় অত্যাচারী পুলিস কমিশনার চার্লস্ টেগার্টকে নিশ্চিহ্ন করার নির্দেশে ১২.১.১৯২৪ খ্রী· চৌরঙ্গী অঞ্চলে টেগার্ট-ভ্রমে তিনি ডে সাহেবকে গুলি করে হত্যা করেন। গ্রেপ্তারের পর আত্মপক্ষ সমর্থনে অস্বীকৃত হন এবং 'টেগার্ট-হত্যাই উদ্দেশ্য ছিল' এ কথা স্বীকার করে ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন। [৩, ১০, ৪২, ৪৩]

গোপীমোহন ঘোষ (১৯শ শতাব্দী)। খুব সম্ভব তিনিই প্রথম বাঙালী সাহিত্যিক, যিনি ইংরেজী

নভেল-জাতীয় গ্রন্থের অনুসরণে বাংলা ভাষায় 'বিজয়বল্লভ'-গ্রন্থটি ১৮৬৩ খ্রী· প্রকাশ করেন। এর দুই বছর পর বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়। [১]

গোপীমোহন ঠাকুর (১৭৬০ - ১৮১৯) কলিকাতা। দর্পনারায়ণ। পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর বংশের দ্বিতীয় পুরুষ। ইংরেজী, ফরাসী, পতুর্গীজ, সংস্কৃত, ফারসী ও উর্দু ভাষা জানতেন। ব্রিটিশ সরকারের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইংরেজী শিক্ষার প্রসারকল্পে হিন্দু কলেজ স্থাপনে এককালীন ১০ হাজার টাকা দান করেন এবং হিন্দু কলেজের বংশানুক্রমিক গবর্নর পদ লাভ করেন। সংস্কৃত-চর্চায় উৎসাহী ছিলেন এবং সঙ্গীতজ্ঞ, ব্যায়ামবীর প্রভৃতির সমাদর ও প্রতিপালন করতেন। মূলাজোড়ে দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ও কালীমূর্তি স্থাপনের জন্য এবং অতিথিভবন ও মন্দিরের ব্যয়নির্বাহার্থ বহু সম্পত্তি দান করেন। চন্দ্রকুমার ও প্রসন্নকুমার তাঁর পুত্রদ্বয়। [১, ৩, ৫, ২৫, ২৬]

গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ (১৮৮৯? - ১৭·৭·১৯৭২) বুড়োশিবতলা—নবদ্বীপ (?)। তিনি একাধারে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, সমাজসেবী, রাজনীতিক, সাংবাদিক ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। ১৯০৭ খ্রী· রিপন কলেজে পড়াশুনা করেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের আহ্বানে দেশসেবায় ব্রতী হন। দীর্ঘদিন নবদ্বীপ কংগ্রেসের সভাপতি ও 'বঙ্গবিবুধ জননী সভা'র সম্পাদক ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নিখিল ভারত ধর্ম সম্মেলনে যোগ দিয়ে বৈষ্ণবদর্শন সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর রচিত চৈতন্যচরিতামৃতের সংস্কৃত গদ্যানুবাদ এবং রামচরিতমানসের সংস্কৃত পদ্যানুবাদ সারা ভারতে সমাদৃত হয়। তাঁর সর্বশেষ সাহিত্যকর্ম চার বেদের বঙ্গানুবাদ। পাণ্ডিত্যের জন্য ১৯৭০ খ্রী· রাষ্ট্রপতি তাঁকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেন। [১৬]

গোপেশ্বর পাল (১৮৯২/৯৪ - ৯·১·১৯৪৪)। কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণির প্রসিদ্ধ মৃৎশিল্পী পরিবারে জন্ম। বিনোদবিহারী। জি· পাল নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। মাতুল লব্ধপ্রতিষ্ঠ মৃৎশিল্পী সতীশচন্দ্র পালের কাছেই মৃৎশিল্পের অনুশীলনের সূত্রপাত। মৃন্ময়মূর্তি রচনা থেকে ক্রমে প্রস্তরমূর্তি প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেন। পরিণত জীবনে দেবমূর্তি-গড়ায় পারদর্শী হন। প্রায় কুড়ি বছর বয়সে জীবিকার সন্ধানে রাণীগঞ্জে বার্ণ কোম্পানীর পটারী ওয়ার্কসে পঁচিশ টাকা মাইনেয় চাকরি নেন। অল্প কয়েকদিনেই প্রতিমা গড়ে সকলকে চমৎকৃত করেন। রাণীগঞ্জেই শিল্পীজীবনের সাফল্যের সূত্রপাত হয়। চাকুরি ছেড়ে শিল্পশালা গড়ে তুলে প্রতিমা ও মূর্তি গড়া শুরু করেন। পরে এক মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীর পৃষ্ঠপোষকতায় কলিকাতায় শিল্পশালা স্থাপন করেন। কলিকাতায় আসার অল্প পরে সরকারের আমন্ত্রণে ব্রিটিশ এম্পায়ার একজিবিশনে যোগ দিতে ইংলণ্ডে যান (১৯২৪)। সেখানে ওয়েম্বলিতে অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীতে তিনি কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিয়ে মৃৎশিল্পের মূর্তিগড়ার কলাকৌশল প্রদর্শন করেন। এখানেই উপস্থিত ডিউক অব কনটের মুখাকৃতি তাঁর সামনে অতি অল্পসময়ে গড়ে দিয়ে সবিশেষ প্রশংসিত হন। রবীন্দ্রনাথের ৭০ বর্ষপূর্তি উৎসবে কলিকাতায় টাউনহলে কবির সামনে বসে কবির অবিকল মুখাকৃতি রচনা করেন। বেলুড়মঠে রামকৃষ্ণদেবের মূর্তির রচয়িতা। তাঁর গড়া বিভিন্ন বিখ্যাত দেবদেবীর মূর্তিগুলির মধ্যে দিল্লীর কালীবাড়ীর কালীমূর্তিটি উল্লেখযোগ্য। স্যার রমেশচন্দ্র, স্যার রাজেন্দ্রনাথ (১৯৩৮ খ্রী· ডালহৌসি স্কোয়ারে স্থাপিত, বর্তমানে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দক্ষিণ উদ্যানে স্থানান্তরিত) প্রভৃতির প্রতিকৃতি রচনায়ও তাঁর শিল্পদক্ষতা প্রশংসনীয়। ভাস্কর্যকলায় পারদর্শী হয়েও সারাজীবন পারিবারিক পেশা মৃৎশিল্পের অনুশীলন অব্যাহত রেখেছেন। কুমারটুলির সর্বজনীন দুর্গাপ্রতিমা গড়ার দায়িত্ব দীর্ঘদিন তাঁর হাতে ছিল। পুতুলের অনুরূপ-প্রতিমা গড়ার প্রচলন ভেঙে তিনি মানুষের স্বাভাবিক মুখাকৃতিকে বেছে নিয়েছিলেন। এ ছাড়া একই চালচিত্রের নিচে দুর্গা ও তাঁর পুত্রকন্যাদের মূর্তি গড়ার প্রথাকে অস্বীকার করে তিনিই প্রথম মূর্তিগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ করে গড়া ও স্থাপন করা শুরু করেন। তাঁর মন্ত্রশিষ্য ও তাঁর কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত ভাস্কর মণিপাল তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। [১৭]

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮০ - ১৯৬২)। সঙ্গীতাচার্য অনন্তলাল। বাল্যকালে পিতার নিকট, পরে জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামপ্রসন্নের নিকট এবং কলিকাতায় গুরুপ্রসাদ মিশ্রের নিকট সঙ্গীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। পিতার সঙ্গে বিষ্ণুপুর রাজ-দরবারে গিয়ে তিনি গান গাইতেন। ২৯ বছর বয়সে বর্ধমান রাজসভার সভাগায়ক নিযুক্ত হন। অভিনয়ের প্রতিও ঝোঁক ছিল এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও অভিনয় করেছেন। এ ছাড়া কলিকাতায় সঙ্গীত-সঙ্ঘের অন্যতম শিক্ষক এবং 'সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা' মাসিক পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ও 'আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও যতীন্দ্রমোহন কর্তৃক 'সঙ্গীত সরস্বতী' ও 'সঙ্গীত নায়ক' এবং বিশ্বভারতী কর্তৃক 'দেশিকোত্তম' ও ক্যালকাটা অ্যাকাডেমি অফ মিউজিক কর্তৃক 'ডক্টরেট ইন মিউজিক' উপাধিতে ভূষিত হন। বাংলা ও ব্রজভাষায় বহু গান রচনা করেন। তাঁর কয়েকটি গানের গ্রামোফোন রেকর্ড আছে। বিভিন্ন পত্রিকায় গানের স্বরলিপি ও প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। 'সঙ্গীত চন্দ্রিকা' (২ খণ্ড), 'গীতমালা', 'তানসেন', 'গোপেশ্বর গীতিকা', 'ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। [৩, ৪, ২৬, ৫২]

গোবর গুহ (১৩·৩·১৮৯২ - ৩·১·১৯৭২) কলিকাতা। রামচরণ। প্রকৃত নাম যতীন্দ্রচরণ। গুহ পরিবার বংশ-পরম্পরায় বাঙালীদের ব্যায়ামচর্চায় লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন। প্রপিতামহ থেকে কুস্তির আখড়া চলছে। পূর্বসূরীদের মধ্যে অম্বুবাবু ও ক্ষেত্রবাবুর (বিবেকানন্দ তাঁর কাছে কুস্তি শেখেন) নাম ব্যায়াম-শিক্ষকগণ শ্রদ্ধার সঙ্গেস্মরণ করেন। তিনি সতের বছর বয়সে বিদ্যাসাগর স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন।

ব্যায়াম-চর্চা শুরু হয় পিতৃব্য অম্বিকাচরণের কাছে। পিতার কাছেও কিছুদিন শিক্ষা করেন। তারপর গুহ-বাড়ির মাহিনা-করা ভারত-বিখ্যাত পালোয়ান খোলসা চোবে, রহমনী পালোয়ান প্রভৃতির শিক্ষায় তাঁর নাম শৌখিন পালোয়ান-মহলে ছড়িয়ে পড়ে। ৬' ১" লম্বা, ৪৮" ছাতি ও ২৯০ পাউন্ড ওজনের এই বঙ্গবীরের পেশাদারী কুস্তিতে অভিজ্ঞতা শুরু হয় ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথমে ত্রিপুরার মহারাজার পোষ্য পালোয়ান নওরঙ সিং-এর সঙ্গে লড়লেও অর্থগ্রহণ করেন নি। এই বছরই ভিনিস ও সুইজারল্যান্ড হয়ে তিনি ইংল্যান্ড সফর করে দেশে ফেরেন। ১৯১২ খ্রী· পুনরায় ইউরোপ সফরে যান এবং ১৯১৫ খ্রী· দেশে ফেরেন। তারপর ১৯২০ খ্রী· তৃতীয়বার ইউরোপ যান এবং সাড়ে ছ' বছর ইউরোপ ও আমেরিকার দেশে দেশে ঐ দেশীয় কুস্তি-চ্যাম্পিয়ানদের পরাজিত করে বিপুল যশ ও অর্থলাভ করেন। ২৪আগস্ট ১৯২১ খ্রী· তিনি পৃথিবীর তৎকালীন লাইট হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়ন অল্ স্যান্টালকে সানফ্রানসিসকো শহরে পরাজিত করে পৃথিবীর লাইট হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়ন আখ্যা লাভ করেন। ১৯২৯ খ্রী· পার্কসার্কাস কংগ্রেস মণ্ডপে ছোট গামার সঙ্গে তাঁর যে লড়াই হয় তাতে তিনি পরাজিত হন। তিনি তাঁর নিজস্ব ঘরানার প্যাঁচ-লুকানোর ধোঁকা, টিব্বি, গাধানেট, ঢাক, টাং, কুল্লা প্রভৃতিতে সিদ্ধ ছিলেন। ৫২ বছর বয়সে তিনি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র থেকে অবসর-গ্রহণ করেন। পুত্র মানিক ও ছাত্র বনমালী ঘোষ তাঁর উপযুক্ত শিষ্য। [১৬, ১০৩]

গোবর্ধন আচার্য (১২শ শতাব্দী)। বঙ্গাধিপতি লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভা-কবি। আর্যা ছন্দে রচিত তাঁর গ্রন্থ 'আর্যাসপ্তশতী'তে সাত শতাধিক শৃঙ্গাররস-প্রধান পরস্পর-নিরপেক্ষ শ্লোক বর্ণানুক্রমে বিভিন্ন বিভাগ বা ব্রজ্যায় গ্রথিত আছে। তাঁর রচনা-চাতুর্য সম্বন্ধে কবি জয়দেব গীত গোবিন্দ-গ্রন্থে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। [১, ৩]

গোবর্ধন দিক্‌পতি (১৮শ শতাব্দী)। দ্বিতীয় চোয়াড়-বিদ্রোহের (১৭৯৮ - ৯৯) অন্যতম নায়ক। জুলাই ১৭৯৮ খ্রী· তাঁর নেতৃত্বে প্রায় চার শ' বিদ্রোহীর এক বাহিনী হুগলী জেলার চন্দ্রকোণা পরগনা এবং মেদিনীপুর জেলার বৃহত্তম গ্রাম আনন্দপুর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে [৫৬]

গোবিন্দ অধিকারী (১৮০০? - ১৮৭২)। হুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী জাঙ্গীপাড়া গ্রামে বৈরাগীকুলে জন্ম। স্বগ্রামে বাল্য-শিক্ষা শেষ করে তিনি হাওড়া জেলার ধুরখালি গ্রামের গোলোকদাস অধিকারীর নিকট কীর্তন শিক্ষা করেন। জাতিতে বৈষ্ণবশ্রেণীভুক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাত্রাদলে 'ছোকরা' হিসাবে প্রথম খ্যাতি অর্জন করেন। প্রথমে নিজেই কীর্তনিয়া দল ও পরে 'কালীয় দমন' যাত্রাদল গঠন করে অভিনয় আরম্ভ করেন। 'রাধাকৃষ্ণের লীলা' অভিনয়ে তিনি স্বয়ং দূতীর ভূমিকায় খ্যাতিমান হন ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। তারপর তিনি জাঙ্গীপাড়া-কৃষ্ণনগর ছেড়ে কলিকাতার নিকটস্থ সালিখায় আসেন। যাত্রাদলের জন্য তাঁর রচিত বহু পদাবলী ও সঙ্গীত বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে সহায়ক হয়েছে। একই সঙ্গে যাত্রা, কীর্তন ও কথকতায় তিনি বহু অর্থ উপার্জন করেন ও জমিদারী ক্রয়ে সক্ষম হন। রচিত উল্লেখযোগ্য যাত্রাপালা: 'শুকসারীর পালা' ও 'চূড়া-নূপুরের দ্বন্দ্ব'। [১, ২, ৩, ২৫, ২৬]

গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্তী। কামারকুলি—নদীয়া। মুঘল রাজত্বের মধ্যভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। শৈশবে পিতৃহীন হয়ে অর্থোপার্জনের আশায় মাত্র ৮ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গী হয়ে দিল্লী যান। সেখানে অবস্থানকালে আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। ক্রমে দিল্লীশ্বরের দেওয়ানের অনুগ্রহে রাজসরকারে চাকরি পান। প্রখর বুদ্ধি ও অধ্যবসায়-বলে ক্রমশ উন্নতিলাভ করেন এবং বাঙলা, বিহার ও ওড়িশার 'ক্রোড়িয়ান' (প্রধান রাজস্ব-সংগ্রাহক) পদে নিযুক্ত হয়ে প্রচুর অর্থ, সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। পৈতৃক নিবাস গঙ্গার ভাঙনে বিনষ্ট হওয়ায় তিনি পূর্বস্থলী গ্রামে দেবায়তন, কাছারি-বাড়ি, নহবৎখানা সহ প্রাসাদবাড়ি নির্মাণ করেন। [১]

গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৬·১·১৮৫৫ - ১·১০·১৯১৮) জয়দেবপুর—ঢাকা। রামনাথ। প্রখ্যাত স্বভাব-কবি। গ্রামের বিদ্যালয় থেকে ছাত্রবৃত্তি পেয়ে নর্ম্যাল স্কুলে এক বছর ও পরে ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে পড়েন। ভাওয়ালরাজ কালীনারায়ণ তাঁর শিক্ষার ব্যয়নির্বাহ করতেন। অব্যবস্থিত চিত্তের জন্য তিনি সারা জীবন দুঃখভোগ করেছেন। বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন ব্যক্তির স্নেহচ্ছায়ায় কাজ করেছেন, আবার ছেড়েও দিয়েছেন। শেষ জীবনে মুক্তাগাছার জমিদার জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরীর বৃত্তিমাত্র সম্বল ছিল। তাঁর রচিত কবিতাবলী কিঞ্চিৎ অমার্জিত হলেও তীব্র আবেগ ও আন্তরিকতাপূর্ণ ছিল। পূর্ববঙ্গের প্রকৃতির বর্ণনা, গভীর বাস্তববোধ ও প্রগাঢ় পত্নীপ্রেম তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য। কবিতার মাধ্যমে তিনি প্রথমা পত্নীকে অমর করেছেন। অ্যালেন হিউম রচিত 'অ্যায়োএক' কবিতা অনুবাদের জন্য বিখ্যাত হন। 'স্বদেশ' কবিতায় শিক্ষিত বিলাত-ফেরত সমাজকে তীব্র কশাঘাত করেন। কলিকাতায় 'বিভা' পত্রিকার প্রকাশক এবং সেরপুরে 'চারুবার্তা' কাগজের অধ্যক্ষ ছিলেন। শেষের দিকে অসুস্থতার জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর চিকিৎসার ব্যয়ভার গ্রহণ করেন। রচিত কিছু কবিতা আজও অপ্রকাশিত। 'প্রেম ও ফুল', 'শোকোচ্ছ্বাস', 'মগের মুলুক' প্রভৃতি ১০খানি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। এ ছাড়া তিনি গীতার কাব্যানুবাদ করেছিলেন। [১, ৩, ৫, ৭, ৮, ২৫, ২৬, ২৮]

গোবিন্দচন্দ্র রায় (১৮৩৮ - ১৯১৭)। মীরপুর—বরিশাল। ঢাকার দেওয়ান গৌরসুন্দর। সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন, ফলে পিতৃগৃহ থেকে বিতাড়িত হন। কিছুদিন শিক্ষকতার পর

সেটেলমেন্ট অফিসে কেরানীর চাকরি পান। এই সময়ে 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় সরকারী বিভাগের কর্মচারীদের দুর্নীতি প্রকাশের জন্য প্রাণরক্ষার তাগিদে কাশীতে চলে যান (১৮৬৮)। সেখানে প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ ত্রৈলোক্যনাথ মৈত্রের আশ্রয়ে হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করে আগ্রায় চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত হন ও প্রভূত ধনোপার্জন করেন। দেশাত্মবোধক সঙ্গীত-রচনায় যশস্বী হয়েছিলেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত 'ভারত বিলাপে'র প্রথম পঙক্তি 'কত কাল পরে বল ভারত রে' লোকের মুখে মুখে ছিল। এই সময়কার জাতীয় চেতনা ও উদ্দীপনার ভাবকে তিনি ভাষা ও সুরে বেঁধে ছিলেন। 'যমুনালহরী', 'গীতি-কবিতা' (৪ খণ্ড), 'রোমিও জুলিয়েট' ইত্যাদি গ্রন্থ ছাড়া কয়েকটি পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেন। [১, ৩, ৫, ৮, ২৫, ২৬, ২৮]

গোবিন্দচরণ কর। ঢাকা। ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী দলে যোগ দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আত্মগোপন করেন। পুলিস তাঁর উত্তরবঙ্গের গোপনাবাস ঘিরে ফেলে। সেখানে গুলি-বিনিময়ে তিনি আহত ও অজ্ঞান অবস্থায় ধরা পড়েন। মামলায় ৮ বছর দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। তাঁর বুকের ও হাতের মধ্যে প্রবিষ্ট গুলি বার না করেই তাঁকে আন্দামানে পাঠান হয়। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ১৯২০ খ্রী· মুক্তি পান। পুনরায় বিপ্লব-কর্মে লিপ্ত হন। যোগেশ চ্যাটার্জি গ্রেপ্তার হবার পর ১৯২৫ খ্রী· বাঙলা ও উত্তর প্রদেশের যোগাযোগ রাখার জন্য দলের নির্দেশে উত্তরপ্রদেশে আসেন। কাকোরী ষড়যন্ত্রের মামলায় তিনি ধরা পড়েন ও বিচারে দ্বীপান্তরিত হন। মুক্তিলাভের পর কলিকাতায় বাস করছিলেন। এ সময় ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হলে বিমানযোগে ঢাকা যাত্রা করেন। বিমানটি সেখানে অবতরণমাত্র তিনি আক্রান্ত হন। মোট ২২টি ছুরিকাঘাত পেলেও কোনরকমে তখনকারমত প্রাণে বেঁচে যান। কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ হন নি। কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। [১০৪]

গোবিন্দচরণ চৌধুরী (১৯শ শতাব্দী)। সন্দীপের বর্ধিষ্ণু কৃষক গোবিন্দচরণ ১৮১৯ খ্রী· সন্দীপের জমিদারের সঙ্গে কৃষক বিদ্রোহীদের লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিয়ে জমিদারের বাহিনীকে পরাজিত করেন ও সন্দীপবাসীর কাছে 'বীর' আখ্যা পান। [৫৬]

গোবিন্দচরণ দাস (১৮৩৬ - ১৯০৬) শ্রীহট্ট। গৌরাঙ্গচন্দ্র। প্রথমে টোলে সংস্কৃতশিক্ষা ও পরে ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে জুনিয়র ও সিনিয়র স্কলারশিপ এবং ১৮৬০ খ্রী· এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। কর্মজীবনে প্রথমে ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। পরে আরও কয়েকটি স্কুলের প্রধান-শিক্ষকের কাজ করেছিলেন। শিক্ষক হিসাবে যথেষ্ট সুনাম ছিল। এ ছাড়া সঙ্গীতবিদ্যানুরাগী ও কুস্তিগির বলেও পরিচিত ছিলেন। [১]

গোবিন্দদাস (১৫৩৪/৩৭ - ১৬১৩) তেলিয়াবুধুরি—মুর্শিদাবাদ। শ্রীচৈতন্যের পরিকর চিরঞ্জীব সেন। শ্রীখণ্ড-নিবাসী মহাকবি দামোদর কবিরাজের দৌহিত্র। শ্রীখণ্ডেই বসবাস করতেন। প্রথমে শাক্ত, পরে শ্রীনিবাস আচার্যের দীক্ষায় বৈষ্ণব হন। রাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গলীলা-বিষয়ে পদ-রচনায় তাঁর কবি-খ্যাতি বাঙলাদেশে ও বৃন্দাবনে বিস্তৃত ছিল। তিনি সংস্কৃতে 'সঙ্গীত-মাধব' ও 'কর্ণামৃত' রচনা করেন। বিদ্যাপতির ধারা অনুসরণে অলঙ্কারসমৃদ্ধ পদ ও উদ্ভট কবিতা-রচনায়, বিশেষ করে শ্রীরূপ গোস্বামীর পদ্যভাব নিয়ে পদ-রচনায় খ্যাতিমান হন। 'গীতামৃত' রচনায় মুগ্ধ হয়ে শ্রীজীব গোস্বামী তাঁকে 'কবীন্দ্র' উপাধিতে ভূষিত করেন। [১, ২, ৩, ২০, ২৫, ২৬]

গোবিন্দদাস কর্মকার। কাঞ্চননগর—বর্ধমান। শ্যামদাস। জাতিতে কামার এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবক ও দ্বারপাল ছিলেন। তিনি মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থেকে তাঁর প্রতিদিনের কার্যকলাপ লিখে রেখে গেছেন। তাঁর রচিত কড়চায় বিশেষত শ্রীচৈতন্যের তীর্থ-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত অতি সুন্দরভাবে রক্ষিত আছে। [১, ৩]

গোবিন্দ দেব (? - ১৯৭১) লাউড়া—শ্রীহট্ট। পঞ্চখণ্ডের 'দেবপুরকায়স্থ' বংশে জন্ম। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী। দর্শনশাস্ত্রে এম·এ· পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। কর্মজীবন আরম্ভ কলিকাতা রিপন কলেজের (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) অধ্যাপকরূপে। কয়েক বছর পর পি-এইচ·ডি· উপাধি লাভ করেন। দিনাজপুরে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের শাখা খোলা হলে সেখানে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। দেশবিভাগের পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। প্রাচীন ভারতের আচার্যগণের আদর্শানুযায়ী অধ্যাপনা করতেন। মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানী জঙ্গী শাসকরা ঢাকা শহরে বুদ্ধিজীবীদের উপর যে হত্যাকাণ্ড চালায় তাতে তিনিও নিহত হন। [১৭, ১৪৩]

গোবিন্দপদ দত্ত। ধর্মদা—নদীয়া। সুরেশচন্দ্র। কৃষ্ণনগরে একদা সাধনা লাইব্রেরী, দরিদ্র ভাণ্ডার ও অ্যাথলেটিক ক্লাবকে কেন্দ্র করে যে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠেছিল তিনি তার অন্যতম প্রধান ছিলেন। এ·ভি· স্কুল থেকে প্রবেশিকা ও কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্য ও নদীয়া জেলা কংগ্রেসের সহ-সম্পাদক ছিলেন। ছাত্র-সমিতি ও তার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীরও তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৩০ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনে সম্পূর্ণ অংশ গ্রহণ করার আগেই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের ঘটনার ফলে সারা বাঙলার বিপ্লবীদের সঙ্গে রাজদ্রোহের অভিযোগে বিনা বিচারে বন্দী হন। ১৬·৯·১৯৩১ খ্রী· হিজলী বন্দীশালায় পুলিসের গুলিচালনাকালে তিনি আহত হন, ফলে তাঁর একটি হাত কেটে বাদ দিতে হয়। কারামুক্তির কিছুদিন পর তিনি কংগ্রেস ছেড়ে বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হন। [১৮০]

গোবিন্দপ্রসাদ রায় (১২৪৫ - ১৩০৪ ব·) পাবনা। রাধানাথ। কাশীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। দীর্ঘদিন রংপুর জেলার কাকিনার জমিদারদের প্রধান অমাত্য ছিলেন। গণিত ও স্মৃতিশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ছিল। 'মৃন্ময়ী',

'হরিবাসর-তত্ত্বসার', 'অষ্টাদশ বিদ্যা' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। মৃন্ময়ী-গ্রন্থে জ্যোতিষ শাস্ত্রে হিন্দুদের অভিজ্ঞতার বিষয় বিবৃত হয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শিতার জন্য নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ তাঁকে 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধিতে ভূষিত করেন। [১]

গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ (৯·২·১২৯৬ - ১·৯·১৩৬১ ব·) কনেমারা (বর্তমান গোবিন্দরাম)—বাঁকুড়া। দিবাকর। বিষ্ণুপুর রাজশক্তির অধীন রাজপুত ক্ষত্রিয় ভূম্যধিকারী অর্জুন সিংহ তাঁর পিতামহ। স্বাধীনতা সংগ্রামী ও গান্ধীশিষ্য। ১৯১১ খ্রী· হিন্দু স্কুল থেকে বৃত্তি নিয়ে প্রবেশিকা ও ১৯১৩ খ্রী· বাঁকুড়া ক্রিশ্চান কলেজ থেকে আই·এ· পাশ করেন। বি·এ· পাশ করার সময় শ্রীশ্রীমা সারদামণির কাছে দীক্ষা নিয়ে দুর্ভিক্ষত্রাণের কাজে আত্মনিয়োগ করে পড়াশোনা ছাড়েন। ১৯১৭ খ্রী· বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি স্কুলের প্রধান-শিক্ষক নিযুক্ত হন। গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বিদ্যালয়টিকে জাতীয় বিদ্যালয়ের রূপ দেন—(মার্চ, ১৯২১ খ্রী)। ১৯২১ খ্রী· জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হন। এরপর প্রধান-শিক্ষকের পদ ছেড়ে কংগ্রেসের সংগঠনমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। সেবাকর্মী অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে মাছরাঙার জঙ্গল কেটে ১৯২৪ খ্রী· গড়ে তোলেন 'অমরকানন' শিক্ষা ও কর্মপ্রতিষ্ঠান। গঙ্গাজলঘাটি জাতীয় বিদ্যালয় এখানে স্থানান্তরিত হয়। চিত্তরঞ্জন দাশ ঐ বিদ্যালয়টিকে জাতীয় বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি দেন। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে গান্ধীজী বাঁকুড়ায় এসে অমরকাননের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের দ্বারোদ্ঘাটন করেন (১৯২৫)। পরবর্তী কালে অমরকানন বাঁকুড়া ও পার্শ্ববর্তী বর্ধমানের স্বাধীনতা আন্দোলনের পীঠস্থানে পরিণত হয়। একসময় ইংরেজ সরকারের বিষদৃষ্টি পড়েছিল এর উপর এবং ১৯৩০ - ৩১ খ্রী· ইংরেজসরকার ঐ আশ্রম ও আশ্রমিকদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করে। দেশ স্বাধীন হবার পর তাঁর অনুরোধে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় এই অমরকানন ব্লক থেকেই ম্যালেরিয়া দূরীকরণ কর্মসূচী প্রথম রূপায়িত করেন। ১৯৩০ ও ১৯৩২ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনে ও ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হন। 'আদিবাসী কল্যাণ কেন্দ্র' এবং 'অমর কানন দেশবন্ধু বিদ্যালয়'-এর প্রতিষ্ঠাতা অকৃতদার গোবিন্দপ্রসাদ সকলের কাছে 'মাস্টার মশায়' আখ্যায় সম্মানিত ছিলেন। [২২৫]

গোবিন্দ মাহাতো (১৮৯১ - ১৯৪২) নাথুরদি—পুরুলিয়া। বিষ্ণু। ১৯৩০ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে (১৯৪২) অংশগ্রহণ করে মানবাজার পুলিস থানা আক্রমণের সময় পুলিসের গুলিতে নিহত হন। [৪২]

গোবিন্দরাম মিত্র (? - ১৭৬৬) চানক—চব্বিশ পরগনা। ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছে তিনটি গ্রাম (কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর) কিনে (১৬৯৮) কলিকাতা জমিদারি বা প্রেসিডেন্সীর পত্তন করেন। এর রাজস্ব আদায়ের জন্য একজন নির্ধারিত ইংরেজ কর্মচারীর সহকারী হিসাবে একজন ভারতীয় নিযুক্ত হয়। প্রথম ভারতীয় সহকারী নন্দরাম সেন। নন্দরামের পদচ্যুতির পর নিযুক্ত হন গোবিন্দরাম মিত্র। ইংরেজ কালেক্টরের সহকারী হিসাবে ডেপুটি কালেক্টর বা ব্ল্যাক ডেপুটি বলে তিনি পরিচিত হন। ব্যারাকপুরের কাছে চানক গ্রাম থেকে কুমারটুলি অঞ্চলে এসে এই ডেপুটি কালেক্টর বৈধ-অবৈধ নানা উপায়ে প্রভূত সম্পদ অর্জন করেন। অত্যন্ত প্রভাবশালী এই ব্যক্তির উপরওয়ালা হলওয়েল সাহেব চেষ্টা করেও তাঁকে পদচ্যুত করতে পারেন নি। এরূপ প্রবল প্রতাপের জন্য 'গোবিন্দরামের ছড়ি' বলে একটি প্রবাদ-বাক্যের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি গঙ্গার তীরে কুমারটুলিতে নয়টি চূড়াবিশিষ্ট কালীমন্দির স্থাপন করেন (১৭২৫)। এই নবরত্নমন্দির (বিদেশীদের কাছে 'দি প্যাগোদা') উচ্চতায় শহীদ মিনারের থেকে অধিক উচু ছিল। বাগবাজার সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরের পাশে এই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। [৩]

গোরক্ষনাথ (১০/১১শ শতাব্দী)। নাথ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মীননাথের শিষ্য। বাঙলাদেশে প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী তিনি রাজা গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রের সমসাময়িক। গোপীচন্দ্রের মাতা ময়নামতী তাঁর শিষ্যা ছিলেন। পাঞ্জাবের যোগীরা, বাঙলার নাথ-যোগীরা ও নাথপন্থীরা গোরক্ষনাথকে গুরু ব'লে স্বীকার করে। পরবর্তী কালে 'গোরক্ষসংহিতা', 'গোরক্ষসিদ্ধান্ত' প্রভৃতি গ্রন্থে গোরক্ষনাথের ধর্মীয় সিদ্ধান্ত বিধৃত হয়েছে। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে 'জ্ঞানকারিকা' সম্ভবত গোরক্ষনাথের রচিত। 'গোরক্ষবিজয়' গ্রন্থ অনুসারে গোরক্ষনাথই কালীঘাটের কালী প্রতিষ্ঠা করেন। [১, ৬৭]

গোরাচাঁদ অধিকারী (১৯০০ - ১৯৮৩) বিষ্ণুপুর—বাঁকুড়া। পালাগানের বিবেকরূপে পরিচিত ছিলেন। অভিনেতা লম্বোদর ভট্টাচার্য তাঁর নিজের দেশের বালক ১১ বছরের গোরাচাঁদকে রাধাবিনোদিনীর দলে নিয়ে আসেন। পরে সত্যম্বর অপেরাতে যোগ দেন। ওস্তাদ শিবশঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে যাত্রা ছেড়ে রাগসঙ্গীতের আসরে চলে আসেন। 'রক্তমুকুট', 'দক্ষযজ্ঞ' প্রভৃতি পালায় সুরারোপ করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। হিন্দুস্থান গ্রামোফোন, জুপিটার থিয়েটার, মিনার্ভা থিয়েটার ও অল ইন্ডিয়া রেডিয়োর শিল্পী ছিলেন। বিষ্ণুপুরে শেষ জীবন অর্থকষ্টে কাটে। [১৮, ২০২]

গোরাচাঁদ পীর (১৩শ শতাব্দী) মক্কা। প্রকৃত নাম সৈয়দ আব্বাস আলী। আরবের ধর্মনেতা শাহজালালের ৩৬১ জন শিষ্যের মধ্যে ভারতে আগত ২২ জন প্রচারক বা আউলিয়া দলের নেতা হয়ে গোরাচাঁদ পীর চব্বিশ পরগনার রায়কোলায় কেন্দ্র স্থাপন করেন। কেন্দ্রটি 'বাইশ আউলিয়ার দরগাহ্' বলে পরিচিত। তিনি

বালাণ্ডার রাজা চন্দ্রকেতুকে ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করেন। পরে হাতীয়াগড়ে প্রবেশ করলে ঐ স্থানের রাজার সঙ্গে এক সংঘর্ষে আহত হয়ে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। হিন্দু ভক্তগণ ঐ স্থানেই তাঁকে কবরস্থ করে। প্রবাদ যে, পীরের হাড় থাকায় ঐ স্থানের নাম 'হাড়োয়া' হয়েছে। প্রকৃত সমাধি এখানে থাকলেও বাঙলাদেশের বিভিন্ন অংশে তাঁর প্রতীক সমাধি আছে। হাড়োয়াতে ফাল্গুন মাসে বিরাট মেলা হয়। [৩]

গোলাপচন্দ্র সরকার, শাস্ত্রী (২৪.৭.১৮৪৬ - ২৪.৮.১৯১৫) ইন্দাস—বাঁকুড়া। শম্ভুনাথ। সংস্কৃত কলেজের প্রথম ব্রাহ্মণেতর ছাত্র গোলাপচন্দ্র সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে 'শাস্ত্রী' উপাধিপ্রাপ্ত হন (১৮৭১)। ১৮৭৩ খ্রী. আইন পরীক্ষা পাশ করে ওকালতী পেশা গ্রহণ করেন। হিন্দু আইনের মূল স্মৃতি ও ধর্মশাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞানের জন্য হিন্দু আইন বিশেষজ্ঞ হিসাবে বঙ্গের বাইরেও তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। প্রিভি কাউন্সিলে হিন্দু আইন ও মুসলমানী আইন-বিশেষজ্ঞ নির্বাচনে পরামর্শ দান করেন। ১৮৮৮ খ্রী. তিনি দত্তক-বিষয়ক হিন্দু আইন সম্বন্ধে ঠাকুর ল লেকচার দেন। রচিত গ্রন্থ : 'হিন্দু আইন', 'বীর মিত্রোদয়', 'দায়তত্ত্ব', 'বিবাদ রত্নাকর' ; প্রথমটি মৌলিক, অন্যগুলি মূলগ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ। তা ছাড়া 'দায়ভাগ' ও 'মিতাক্ষরা'র একটি প্রামাণ্য সংস্করণও প্রকাশ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর মেট্রোপলিটান কলেজের সঙ্কটময় অবস্থায় তিনি বিনা বেতনে অধ্যাপকের কাজ করে ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে তার স্থায়িত্ববিধান করেন। ১৯০৮ খ্রী. তিনি ল বোর্ডের ফ্যাকাল্টি অফ ল-র সভাপতি হয়েছিলেন। [১, ৩, ২৫, ২৬]

গোলাপবালা ওরফে সুকুমারী দত্ত। (১৯শ শতাব্দী)। বেঙ্গল থিয়েটারে মাইকেলের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে (১৬.৮.১৮৭৩) বাঙলা রঙ্গমঞ্চে প্রথম যে ৪ জন অভিনেত্রীর আগমন ঘটে, তিনি তাঁদের অন্যতমা। উক্ত থিয়েটারে প্রথম অভিনয় করলেও তাঁকে সেরা অভিনেত্রী হতে সাহায্য করেছিলেন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের উপেন দাস। গ্রেট ন্যাশানালে 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকে 'সুকুমারী' চরিত্রে অভিনয় করে তিনি 'সুকুমারী' নামে পরিচিতা হন। ১৮৭৫ খ্রী. ফেব্রুয়ারীতে ঐ নাটকের অভিনেতা গোষ্ঠবিহারী দত্তের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। একটি কন্যার জন্মের পর গোষ্ঠবিহারী বিলাত চলে যান। ফলে তিনি গৃহস্থ-জীবন ছেড়ে পুনরায় রঙ্গমঞ্চে আসেন। এর আগেই ২৩.৮.১৮৭৫ খ্রী. ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার সুকুমারী-সাহায্য-রজনীতে 'অপূর্ব সতী' অভিনয় করে। ১৮৭৯ খ্রী. পুনরায় বেঙ্গল থিয়েটারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অশ্রুমতী'তে অভিনয় করেন। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর চেষ্টায় অভিনয়নৈপুণ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুকণ্ঠের অধিকারিণী ছিলেন। আনু. ১৮৯০ খ্রী. অভিনয়-জীবন থেকে অবসর-গ্রহণ করেন। বিভিন্ন নাটকে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা : সুরেন্দ্রবিনোদিনীতে 'নায়িকা', পুরুবিক্রমে 'ঐলাবিলা', রজনীতে 'রজনী', কৃষ্ণকান্তের উইলে 'রোহিণী', আনন্দমঠে 'শান্তি', মৃণালিনীতে 'গিরিজায়া' প্রভৃতি। শেষ বয়সে তিনি বাড়ি বাড়ি গান গেয়ে বেড়াতেন। [১৭, ৪০, ৬৫]

গোলাপসুন্দরী দেবী (১৮৬৪ - ১৯২৪)। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যা ও সারদামণির প্রধান সেবিকা এবং 'গোলাপ মা' নামে পরিচিতা ছিলেন। অসচ্ছল পরিবারের বধূ, একটি ছেলে ও একটি মেয়ে নিয়ে বিধবা হন। ছেলেটি অল্প বয়সে মারা গেলে আর্থিক অনটন-হেতু তখনকার দিনের কৌলীন্য-প্রথা অগ্রাহ্য করে একমাত্র কন্যাকে পাথুরিয়াঘাটার সঙ্গীতানুরাগী সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে বিবাহ দেন। মেয়েটি পরে মারা গেলে তিনি প্রতিবেশিনী বন্ধু রামকৃষ্ণদেবের শিষ্যা যোগেন্দ্রমোহিনীর সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে এসে সাধিকা হন। [৯]

গোলাম মাসুম বা মাসুম খাঁ (? - ১৮৩১) তিতুমীরের ভাগিনেয় ও সেনাপতি ছিলেন। তাঁর পরিচালনায় ওয়াহাবী বিদ্রোহীগণ অনেকবার ইংরেজ বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেছিল। বারাসতের নারকেলবেড়িয়ার 'বাঁশের কেল্লা'র পতনের সময় তিনি ইংরেজের হাতে বন্দী হন এবং বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। ৬.২.১৮৩১ খ্রী. ওয়াহাবী বিদ্রোহ সশস্ত্র রূপ নেয়। কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধের পর ১৪.১১.১৮৩১ খ্রী. অশ্বারোহী বাহিনীর সাহায্যে এ বিদ্রোহ দমন করা হয়। [৫৫]

গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭ - ১৯৬৪) মনোহরপুর—যশোহর। রিপন কলেজ থেকে বি.এ. ও পরে বি.টি. পাশ করে শিক্ষকতা শুরু করেন ও ১৯৪৯ খ্রী. ফরিদপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে অবসর-গ্রহণ করেন। গদ্য ও পদ্য রচনায় পারদর্শী ছিলেন। 'রক্তরাগ', 'খোশ্‌রোজ', 'হাস্নাহেনা', 'কাব্যকাহিনী', 'সাহারা', 'বুলবুলিস্তান' (সঙ্কলন), 'বনি আদম' এবং 'কাব্যে কোরআন' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। হজরত মুহম্মদের জীবনী অবলম্বনে রচিত উল্লেখযোগ্য গদ্যগ্রন্থ 'বিশ্বনবী'। এ ছাড়া পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমিকায় বহু ইসলামী সঙ্গীত ও দেশাত্মবোধক গীতিও রচনা করেন। ভাল গান গাইতে পারতেন। আব্বাসউদ্দীনের সঙ্গে তাঁর গানের রেকর্ড আছে। [৩]

গোলোকনাথ চট্টোপাধ্যায়, রেভারেন্ড (১৮১৭ - ২.৮.১৮৯১)। ডাফ সাহেবের স্কুলে পাঠরত অবস্থায় খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অনুরাগী হন। এইজন্য তাঁর পিতা স্কুলের পড়ার খরচ বন্ধ করে দেওয়ায় তিনি ১৮৩৪ খ্রী. সন্ন্যাসীর বেশে গৃহত্যাগী হন এবং ১৮৩৬ খ্রী. খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় একটি চাকরি নিয়ে সেখানে ধর্মপ্রচারে উদ্যোগী হন। প্রবলপ্রতাপান্বিত রণজিৎ সিংহের রাজত্বে খ্রীষ্টধর্মপ্রচার দুঃসাহসের ব্যাপার ছিল। ফলে কিছুকালের জন্য বন্দী হন। ১৮৪৭ খ্রী. রেভারেন্ড হয়ে জলন্ধরে ধর্মপ্রচারে যান এবং নানাস্থানে চিকিৎসালয়, বালিকা বিদ্যালয়, অনাথাশ্রম, গ্রন্থাগার,

প্রচারাশ্রম ও ভজনালয় নির্মাণ করেন। কর্পূরতলার রাজকুমার হরনাথ সিংহ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন। পাঞ্জাবের নানাস্থানে তিনি বিষয়-সম্পত্তিও করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ভক্তবৃন্দের চেষ্টায় 'গোলোকনাথ মেমোরিয়াল চার্চ' নামে জলন্ধরে একটি গীর্জা প্রতিষ্ঠিত হয়। [১]

গোলোকনাথ দাস। তিনি বাঙলাদেশে প্রথম নাট্যশালার (১৭৯৫) প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম বাঙলা ভাষায় নাটক অনুবাদ করে মঞ্চস্থ করায় উদ্যোগী রুশবাসী হেরাসিম লেবেডেফের বাংলা ভাষার শিক্ষক ছিলেন। নাটকের অভিনয়ের জন্য এদেশীয় অভিনেতা-অভিনেত্রী সংগ্রহে গোলোকনাথ লেবেডেফকে সাহায্য করেছিলেন। [৪০, ১৪১]

গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন (১৮০৭ - ১৮৫৫) নবদ্বীপ। হরচন্দ্র ভট্টাচার্য। তিনি ন্যায়শাস্ত্রকে সহজবোধ্য করার জন্য নূতন পথ প্রদর্শন করেন। ন্যায়চর্চার ৪৫০ বছরের মধ্যে একমাত্র শঙ্কর তর্কবাগীশ ছাড়া আর কোন নৈয়ায়িক তাঁর ছাত্র-সম্পদ অতিক্রম করতে পারেন নি। বিক্রমপুর সমাজে নিমন্ত্রিত হয়ে তিনি সেখানকার মহারথীদের পরাজিত করেন। কলিকাতায় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মহাসভায় পাঞ্জাবী সন্ন্যাসী পরমহংস জ্যোতিঃস্বরূপের সঙ্গে শাস্ত্রবিচারে সাফল্য লাভ করেন ও দেবভাষায় বক্তৃতাশক্তির জন্য বিশেষ খ্যাতিমান হন। প্রতিভাশালী পার্বতীচরণ বিদ্যাবাচস্পতি তাঁর প্রিয়তম শিষ্য এবং হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত তাঁর পুত্র। [৪, ৯০]

গোলোকনাথ রায়। ময়মনসিংহ জেলার কাগমারী অঞ্চলে সঙ্ঘটিত নীলচাষীর সংগ্রামে (১৮৪৩) নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। [৫৬]

গোষ্ঠ পাল (২০.৮.১৮৯৬ - ৮.৪.১৯৭৬) ভোজেশ্বর—ফরিদপুর। খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড়। ছোটবেলা থেকেই ফুটবল খেলা শুরু করেন। ১৯১১ খ্রী· মোহনবাগানের ঐতিহাসিক খেলায় সেন্টার হাফ-এর খেলোয়াড় রাজেন সেনের আনুকূল্যে তিনি ১৯১২ খ্রী· ঐ দলে যোগ দেন। ১৯১৩ খ্রী· মোহনবাগানের হয়ে তাঁর প্রথম খেলা। তারপর দীর্ঘ ২৩ বছর দলের হয়ে রাইট ব্যাকে খেলে ১৯৩৫ খ্রী· অবসর নেন। তাঁর পূর্বসূরীরা ১৯১১ খ্রী· ব্রিটিশ সামরিক শক্তির দুর্ধর্ষ ফুটবল দলকে হারিয়ে প্রথম আই·এফ·এ· শিল্ড জয়ের মাধ্যমে ফুটবলে উন্মাদনা আনলেও গোষ্ঠ পালই প্রথম ও প্রধান পুরুষ যিনি ফুটবল খেলে শৌর্যবীর্যের পরাকাষ্ঠায় পরাধীন ভারতের জাতীয় চেতনায় নাড়া দিয়েছিলেন। ডিফেন্সে দুর্ভেদ্য ছিলেন। তৎকালীন দৈনিক 'ইংলিশম্যান' তাঁকে নাম দিয়েছিল 'চাইনীজ ওয়াল'। খেলার সময় বুটপরা ইউরোপীয়ান খেলোয়াড়দের আক্রমণের পর আক্রমণ তিনি খালি পায়ে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রতিরোধ করতেন। ভারতীয় দল নিয়ে তিনি ১৯৩৩ খ্রী· সিংহলে (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) যান। পরের বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হয়েও স্বাস্থ্যের কারণে যেতে পারেন নি। ১৯৬২ খ্রী· 'পদ্মশ্রী'-সম্মানে ভূষিত তিনিই প্রথম ফুটবল খেলোয়াড়। হকি খেলাতেও দক্ষ ছিলেন। ক্রিকেট এবং টেনিসও খেলতেন। [১৬, ১৭]

গোষ্ঠবিহারী দে (? - ১১.৪.১৩৫৩ ব·)। ইস্টার্ন টাইপ ফাউন্ড্রী এবং ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কসের পরিচালক ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় মুদ্রণকার্য শিক্ষাদানকল্পে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত ইস্টার্ন স্কুল অফ প্রিন্টিং-এর প্রধান ব্যবস্থাপক ছিলেন। রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'প্রিন্টার্স গাইড' উল্লেখযোগ্য। [৫]

গৌরগোবিন্দ রায়, উপাধ্যায় (১৮৪১ - ১৯১২) ঘোড়াচরা—পাবনা। গৌরমোহন। খুল্লতাতের পোষ্যপুত্র ছিলেন। রংপুর হাই স্কুলে এন্ট্রান্স পর্যন্ত পড়েন। পরে সংস্কৃত ও কিছু ফারসী এবং এক মুসলমান সাধুর কাছে 'দরশ' শিক্ষা করেন। কর্মজীবনে ১৮৬৩ - ১৮৬৬ খ্রী· পুলিস বিভাগের সাব-ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন। ১৮৬৬ খ্রী· চাকরি ছেড়ে কেশবচন্দ্রের অনুগামী হন ও প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করেন। ১৮৭৯ খ্রী· কেশবচন্দ্র তাঁকে ধর্মশাস্ত্রের আলোচনা ও ব্যাখ্যার জন্য নিযুক্ত করেন এবং ১৮৭৬ খ্রী· 'উপাধ্যায়' উপাধি ও 'জ্ঞানশিক্ষার্থী'-ব্রত দেন। তিনি আমরণ এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মধর্মের আদর্শবাণী (মটো) 'সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রাহ্মমন্দিরম্' ইত্যাদি শ্লোকটি তাঁরই রচনা। রচিত উল্লেখযোগ্য সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থ : 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাসমন্বয়ভাষ্য', 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা প্রপূর্ত্তি', 'বেদান্তসমন্বয়ভাষ্যং','শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম', 'আচার্য কেশবচন্দ্র' প্রভৃতি। 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকার সম্পাদনা এবং 'ভিক্টোরিয়া বালিকা বিদ্যালয়' পরিচালনায় সহযোগিতা করা তাঁর জীবনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ। 'শ্রুত প্রকাশ' নামে সংস্কৃত পত্রিকা এবং কেশবচন্দ্রের 'নবসংহিতা', 'যোগ', 'জীবনবেদ' ও 'ব্রহ্মগীতোপনিষদ' - এর সংস্কৃত অনুবাদ প্রকাশ করেন। জীবনের শেষ দুই বৎসর সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। [১, ৩, ১৯৯]

গৌরদাস বসাক (১৮২৬ - ১৮৯৯) কলিকাতা। রাজকৃষ্ণ। বড়বাজারের বসাক পরিবারের এই কৃতী পুরুষ মৌলিক রচনায় কোন কৃতিত্ব না দেখালেও সে-যুগের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। হিন্দু কলেজের বিশিষ্ট ছাত্র, কর্মজীবনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। সরকারী কাজে বঙ্গের যে জেলাতেই গেছেন সেখানকার ঐতিহ্যাশ্রয়ী প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে মূল্যবান্ তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি রচনা করেছেন। সহপাঠী কবি মধুসূদনের সুদিন ও দুর্দিনের বন্ধু এবং সমাজসংস্কারে বিদ্যাসাগরের সঙ্গী ছিলেন। বেলগাছিয়া ভিলায় 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয়ে তিনি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, ইংল্যান্ডীয় ফিলসফিক্যাল সোসাইটি, বুটিস্ট টেক্সট সোসাইটি ও ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য এবং পারভিয়ারেন্স সোসাইটির সভাপতি, বঙ্গীয় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ও জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। বরানগরে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

অবসর-গ্রহণের পর অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ও জে·পি· নিযুক্ত হন। [৩]

গৌরমোহন আঢ্য (১৮০২ - ৩·৩·১৮৪৬) কলিকাতা। নিজে উচ্চশিক্ষিত না হলেও সরকারী সাহায্য ছাড়াই ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের জন্য ১·৩·১৮২৯ খ্রী· 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারী' প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরেজী শিক্ষার জন্য ছাত্রদের তখন খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে যেতে হত। সেখানে হিন্দু ছাত্রদের উপর শিক্ষার সঙ্গে মিশনারীদের প্রচারিত ধর্মের প্রভাবও যথেষ্ট পড়ত। এই অসুবিধা দূরীকরণের নিমিত্ত ধর্মপ্রভাব-মুক্ত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন বাঙলা দেশের শিক্ষা-জগতে গৌরমোহনের এক বিশিষ্ট অবদান। কৃষ্ণদাস পাল, কৈলাসচন্দ্র বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ (সাংবাদিক), উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মনীষিগণও এই বিদ্যালয়ে পড়েছেন। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন গৌরমোহন শিক্ষক-নির্বাচনে সতর্ক ছিলেন। নিচের ক্লাসে ফিরিঙ্গী, মাঝের ক্লাসে বাঙ্গালী, উচু ক্লাসে উচ্চশিক্ষিত ইংরেজ ও বাঙ্গালীদের নিয়োগ করতেন। একজন শিক্ষকের সন্ধানে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের কাছ থেকে ফেরার পথে গঙ্গাবক্ষে নৌকাডুবিতে তাঁর মৃত্যু। [১, ৩, ২৫, ২৬, ৪৫]

গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার (১৯শ শতাব্দী) বজরাপুর—নদীয়া। রঘূত্তম বাণীকণ্ঠ। খ্যাতনামা পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের ভ্রাতুষ্পুত্র। কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি (৪·৭·১৮১৭) ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটি (১·৯·১৮১৮) প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই সংস্থা দু'টির পুস্তক প্রকাশনায় সাহায্য করেন ও বিদ্যালয়ের হেডপণ্ডিতরূপে তাদের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। সংস্থা দু'টির আর্থিক দুঃসময় উপস্থিত হওয়ায় প্রায় ১৬ বছর পর রাধাকান্ত দেবের চেষ্টায় তিনি সুখসাগরের মুন্সেফ নিযুক্ত হন। বাঙলায় স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের প্রথম উৎসাহী ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর রচিত বালিকা বিদ্যালয়ের পাঠ্য 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' গ্রন্থে তিনি এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সঙ্কলিত 'কবিতামৃতকূপ' আরেকখানি উল্লেখযোগ্য পাঠ্যপুস্তক। [১, ৩, ২৮]

গৌরহরি মুখোপাধ্যায় (১৯শ শতক)। কলিকাতা। রামবল্লভ। সঙ্গীতজ্ঞ, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ব্যায়ামাচার্য। পেশায় এটর্নি। মিশরী জিমন্যাস্ট দলের দৃষ্টান্তে নিজে তরুণ বয়সে ব্যায়ামচর্চায় ব্রতী হন। পরে বাঙালী তরুণদের স্বাস্থ্য ও নৈতিক বলে বলীয়ান করার উদ্দেশ্যে কলিকাতা ও শহরতলীর বিভিন্ন স্থানে ব্যায়ামাগার স্থাপন করেন। হাওড়া ও হুগলীতেও তাঁর উদ্যোগে আখড়ার পত্তন হয়েছিল। 'Bose's Circus' -এর প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল বসু তাঁর অন্যতম শিষ্য। তিনি এই সার্কাসও তত্ত্বাবধান করতেন। বিপ্লবী যাদুগোপাল, ক্ষীরোদগোপাল ও ধনগোপাল তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। [২১৫]

গৌরীকান্ত সার্বভৌম (১৬শ শতাব্দী)। তর্কভাষা-গ্রন্থের উৎকৃষ্ট টীকা 'ভাবার্থদীপিকা'র রচয়িতা। গ্রন্থখানি বাঙলাদেশে না হলেও ভারতের অন্যত্র সুপ্রচারিত ছিল। এক তাঞ্জোরেই এই টীকার ১৮টি অনুলিপি আছে। এ ভিন্ন তিনি আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বালকৃষ্ণানন্দ সরস্বতী তাঁর দীক্ষাগুরু এবং নবদ্বীপের রামভদ্র সার্বভৌম বিদ্যাগুরু ছিলেন। [৯০]

গৌরীকেদার ভট্টাচার্য (১৯১৬ - ৪·২·১৯৮৩)। প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী। ১৯৩৬ খ্রী· তাঁর প্রথম রেকর্ড বেরোয়। ১৯৩৮ খ্রী· থেকে তিনি এইচ·এম·ভি·, কলম্বিয়া রেকর্ড কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৫৪ খ্রী· পর্যন্ত আড়াইশোর মত গান রেকর্ড করেন। আকাশবাণী কলিকাতার নিয়মিত শিল্পী ছিলেন। ১৯৭৫ খ্রী· সন্ন্যাস নিয়ে ভারত সেবাশ্রম সংঘের অন্তর্ভুক্ত হন। সন্ন্যাসজীবনের নাম ছিল মোহন্ত চন্দ্রশেখর গিরি। [১৬]

গৌরীদাস পণ্ডিত। অম্বিকা-কালনা—বর্ধমান। কংসারি মিশ্র। নিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ ভক্ত। তাঁর স্থাপিত গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ মূর্তিদ্বয় অম্বিকা-কালনায় এখনও পূজিত হয়। কবিকর্ণপুর তাঁকে ব্রজলীলার সুবল সখা বলেছেন। 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে তাঁর রচিত দুইটি পদ আছে। তিনি নিত্যানন্দের খুড়-শ্বশুর ছিলেন। [১, ২, ৩, ২৬]

গৌরীমা (১২৬৪ - ১৩৪৪ ব·) শিবপুর—হাওড়া। পার্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যা ও সাধিকা। পূর্বাশ্রমের নাম মৃড়ানী বা রুদ্রাণী। ভবানীপুর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাসকালে খ্রীষ্টান মিশনারী শিক্ষকদের হিন্দুধর্মের নিন্দাবাদ ও হিন্দুদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টার প্রতিবাদে কিছু ছাত্রীসমেত বিদ্যালয় ত্যাগ করে একটি পাঠশালা খোলেন। ১৮ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করে হিমালয়ের দুর্গম তীর্থে ও ভারতের বিভিন্ন তীর্থে কঠোর তপস্যার পর ২৫ বছর বয়সে দক্ষিণেশ্বরে গুরুসকাশে ফিরে আসেন এবং গুরুর নির্দেশে স্ত্রী-জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৩০১ ব· তিনি সারদেশ্বরী আশ্রম ও বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া উত্তর কলিকাতা এবং বিভিন্ন স্থানে নানা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মাতৃজাতির উন্নতির জন্য সেবা করে গেছেন। [৩, ৯, ১৬]

গৌরীশঙ্কর দে (১১·২·১৮৪৫ - ৪·৪·১৯১৪) দর্জিপাড়া—কলিকাতা। মধুসূদন। ১৮৬৬ খ্রী· বি·এ· পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান ও পরের বছর এম·এ·-তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। বি·এল· পাশ করে উকিল হিসাবে হাইকোর্টে নাম লেখালেও বিদ্যাচর্চাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল। ১৮৭০ খ্রী· প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। সরকারী শিক্ষাবিভাগের চাকরি প্রত্যাখ্যান করে সামান্য টাকায় জেনারেল অ্যাসেমব্লীজ ইন্স্টিটিউশনে (স্কটিশ চার্চ কলেজ) অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করে সুদীর্ঘ ৪৬ বছর শিক্ষাদান করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় গণিতের প্রধান পরীক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষার গণিত-পরীক্ষক এবং ১৮৮৪ খ্রী· বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হন। তাঁর রচিত পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি

(ইংরেজী এবং বাংলায়) স্কুল ও কলেজ-পাঠ্য পুস্তকরূপে বিদ্বৎসমাজে সমাদৃত ছিল। ব্যক্তিগত জীবনে অনাড়ম্বর ও কর্তাভজা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম কর্ণধার ছিলেন। [১, ৫, ৬, ২৫, ২৬]

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, তর্কবাগীশ (১৭৯৯ - ৫-২-১৮৫৯)। শ্রীহট্ট। জগন্নাথ। খর্বাকৃতির জন্য 'গুড়গুড়ে ভট্চাজ' নামে পরিচিত ছিলেন। বাল্যে মাতাপিতৃহীন হয়ে নৈহাটিতে নীলমণি ন্যায়পঞ্চাননের চতুষ্পাঠীতে শিক্ষাগ্রহণ করেন। সংস্কৃতে পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতি ছিল। ভাগ্যান্বেষণে কলিকাতা এসে অচিরেই সাংবাদিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইয়ং বেঙ্গলের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার কার্যত সম্পাদক, 'সম্বাদ ভাস্কর' ও 'সম্বাদ রসরাজ' পত্রিকার পরিচালক এবং 'হিন্দুরত্ন কমলাকর' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি 'সম্বাদ রসরাজ' পত্রিকা মারফত ঈশ্বর গুপ্তের 'পাষণ্ড পীড়ন' পত্রিকার সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন। এই-সকল পত্রিকা সম্পাদনায় অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেন। আবার অশ্লীল রচনা ও ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক নিবন্ধ প্রকাশের জন্য তাঁর অর্থদণ্ড ও একাধিকবার কারাবাসও ঘটেছে। ১৮৩৬ খ্রী· ভারতের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং কিছুদিন তার সভাপতি ছিলেন। রামমোহনের 'ব্রাহ্মসভা' ত্যাগ করে রাধাকান্তের ধর্মসভায় যোগ দিলেও রক্ষণশীল ছিলেন না। তীব্র শ্লেষাত্মক (সময়বিশেষে অশ্লীল) রসরচনার সাহায্যে স্বজাতীয় ইংরেজ নকলনবীস ও বিদেশী দুর্নীতিপরায়ণ শাসকদের আক্রমণ করতেন। সতীদাহ-প্রথার বিপক্ষে এবং বিধবা-বিবাহের পক্ষে লেখনী ধারণ করেন। সে যুগের আলোড়ন-সৃষ্টিকারী ঘটনা—দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও বর্ধমানের বিধবা রাণী বসন্তকুমারীর রেজিস্ট্রি বিবাহে সাক্ষী ছিলেন। রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ : 'ভগবদ্গীতা', 'জ্ঞানপ্রদীপ', 'ভূগোলসার', 'নীতিরত্ন', 'কাশীরাম দাসের মহাভারত' প্রভৃতি। [১, ৩, ৭, ৮, ২৫, ২৬]

গৌরী সেন (১৭শ/১৮শ শতাব্দী) বালি—হুগলী, অন্যমতে বহরমপুর। নন্দরাম। সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ভুক্ত বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও দাতা এবং 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন' প্রবাদের নায়ক। সামান্য অবস্থা থেকে বংশগত আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন ও কলিকাতার ধনী সমাজে সুপরিচিত হন। দেনাগ্রস্ত বা রাজদ্বারে বিপদ্গ্রস্তের সাহায্যে মুক্তহস্ত ছিলেন। অনেকের ধারণা, তিনি হুগলীর 'গৌরীশঙ্কর' শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। [১, ৩, ২৫, ২৬]

গ্রিয়র্সন, জর্জ আব্রাহাম (৭-১-১৮৫১ - ৭-৩-১৯৪১) আয়ার্ল্যাণ্ড। তিনি ডাবলিন, কেমব্রিজ ও জার্মানীর হালে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। আই· সি· এস· হয়ে ১৮৭৩ খ্রী· ভারতে আসেন। বাঙলা প্রদেশের (বর্তমান বাঙলা, বিহার, ওড়িশা) বিভিন্ন জেলায় ম্যাজিস্ট্রেট, স্কুল ইনস্পেক্টর ও অহিফেন এজেন্টরূপে সরকারী কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কর্মজীবনের প্রথম অধ্যায়ে সংস্কৃত, বিভিন্ন প্রাকৃত, পুরাতন হিন্দী, মৈথিলী, মাগধী, ভোজপুরী, ছত্তিশগড়ী এবং বাংলা প্রভৃতি কথ্যভাষার অনুশীলন করেন। রংপুরে অবস্থানকালে রংপুরের উপভাষা বিষয়ে আলোচনা করেন। এই আলোচনা এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় (১৮৭৭) প্রকাশিত হয়। তিনি উত্তরবঙ্গের জনপ্রিয় লোককাব্য 'মানিকচন্দ্রের গান' সংগ্রহ করে তার ইংরেজী অনুবাদসহ নাগরী লিপিতে (১৮৭৮) ও পরে 'গোপীচাঁদের গীত' অনুবাদসহ ঐ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ভাষা বিষয়ে তাঁর আলোচনা ও সাহিত্য-সংগ্রহের নিদর্শন বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'Seven Grammars of the Dialects and Subdialects of Bihari Language' (আট খণ্ডে), 'An Introduction of the Maithili Language of North India', 'Bihar Peasant Life' প্রভৃতি। গ্রিয়র্সনকে কর্ণধার করে Linguistic Survey of India নামে যে সংস্থা গঠিত হয়, তাতে তিনি ভারতে ভাষা-সমীক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ সংগ্রহের কাজে লিপ্ত থাকেন (১৮৯৮ - ১৯০২)। ১৯০৩ খ্রী· সরকারী চাকরি থেকে অবসর নিয়ে বিলাতে ফেরেন এবং লন্ডনের সন্নিকটস্থ ক্যাম্বার্লে পল্লীতে জীবনের শেষ ৩৮ বছর ভারততত্ত্বের সাধনায় ব্যাপৃত থাকেন। এই সময়ে 'Linguistic Survey of India' ২০ খণ্ডে প্রকাশ করেন। [৩]

ঘনরাম চক্রবর্তী (১৬৬৯ - ?) কৃষ্ণপুর—বর্ধমান। গৌরীকান্ত। রামবাটী গ্রামস্থ ভট্টাচার্য মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ছাত্রাবস্থায় কবিতা রচনার জন্য গুরু তাঁকে 'কবিরত্ন' উপাধি দেন। বর্ধমানের তৎকালীন রাজা কীর্তিচন্দ্র তাঁকে রাজকবি পদে অধিষ্ঠিত করেন। রাজার আদেশে তিনি সুবৃহৎ 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যগ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন। ১৭১১ খ্রী· রচনা সম্পূর্ণ হয়। বর্ধমানে অবস্থান-কালে ফারসী ভাষাও শিক্ষা করেছিলেন। সুগায়ক ও কবি ঘনরাম রচিত একটি সত্যনারায়ণের পাঁচালীও আছে। বংশপরম্পরায় 'চক্রবর্তী' উপাধি লাভ করেন। [১, ২, ৩, ২০, ২৫, ২৬]

ঘনশ্যাম চক্রবর্তী। নদীয়া। জগন্নাথ। নরহরি চক্রবর্তী নামেও খ্যাত ছিলেন। পিতৃগুরু ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য। পরে শ্রীনিবাস আচার্যের নিকটও দীক্ষা নেন। কিছুদিন বৃন্দাবনে বাস করে বিশেষভাবে বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে তিনি শ্রীরূপ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দজীর পাচক ছিলেন। 'ভক্তি-রত্নাকর' তাঁর রচিত সুবৃহৎ গ্রন্থ। অপর গ্রন্থাবলী : 'গৌরচরিত চিন্তামণি', 'নরোত্তম বিলাস', 'ব্রজ পরিক্রমা', 'শ্রীনিবাস চরিত', 'গীত চন্দ্রোদয়', 'ছন্দসমুদ্র', 'প্রক্রিয়া পদ্ধতি', 'নবদ্বীপ পরিক্রমা', 'লীলা সমুদ্র' প্রভৃতি [১, ২, ২০]

ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য (১৮শ শতাব্দী) ত্রিবেণী—হুগলী। তিনি নিজামত আদালতের কোর্ট পণ্ডিত ছিলেন। তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ওয়েলেস্লী (১৭৯৮ - ১৮০৫)

সতীদাহ-প্রথার বিরুদ্ধে নিজামত আদালতে পত্র পাঠিয়েছিলেন। উত্তরে কোর্ট পণ্ডিত ঘনশ্যাম জানিয়ে দিয়েছিলেন যে সতীদাহ-প্রথা শাস্ত্র ও সদাচারবিরুদ্ধ। সতীদাহ নিবারণের এটিই প্রথম উদ্যম। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন তাঁর পিতামহ। [১]

চক্রপাণি দত্ত। সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদশাস্ত্র-বিশারদ ও গবেষক। একাদশ শতকের শেষার্ধে বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত ময়ূরেশ্বর গ্রামে লোধ্রবলী বংশে জন্ম। ষোড়শ শতকের টীকাকার শিবদাস সেনের মতে চক্রপাণির পিতা নারায়ণ গৌড়াধিপতি নয়পাল দেবের (১০৪০ - ৭০) কর্মচারী ছিলেন। চক্রপাণি সে-যুগের শ্রেষ্ঠ সর্বভারতীয় রোগনিদানবিদ্‌দের অন্যতম এবং তাঁর ভ্রাতা ভানুও রোগনিদানশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সুচিকিৎসক ছিলেন। চক্রপাণির গুরুর নাম নরদত্ত। তাঁর শ্রেষ্ঠ মৌলিক গ্রন্থ 'চিকিৎসা-সংগ্রহ'। সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যক গ্রন্থ 'চক্রদত্ত' এ-গ্রন্থেরই নামান্তর। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর অপর দু'খানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ: 'দ্রব্যগুণ' ও 'সর্বসারসংগ্রহ'। তিনি চরকসংহিতার উপর 'চরকতত্ত্বপ্রদীপিকা' নামে টীকা ও সুশ্রুতের উপর 'ভানুমতী' টীকা রচনা করেন। মাধব-নিদানের উপরও তাঁর টীকা পাওয়া যায়। এ ছাড়াও 'ব্যকরণতত্ত্বচন্দ্রিকা' এবং কোষগ্রন্থ 'শব্দচন্দ্রিকা' তাঁরই রচনা বলে জানা যায়। তিনি 'চরকচতুরানন' ও 'সুশ্রুতসহস্রনয়ন' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। [১, ৩, ২৫, ২৬, ৬৩, ৬৭]

চঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রখ্যাত কার্টুনিস্ট ও ইলাস্ট্রেটর। এক সময়ে ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটিতে শিক্ষকতা করতেন। তাঁর বেশিরভাগ ছবি প্রকাশিত হয়েছিল বসুমতী মাসিক সংখ্যায় ও বসুমতী সম্পাদিত গ্রন্থাবলীতে। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের ব্যঙ্গরস ও অদ্ভুত আজগুবীত্ব মেজাজ তাঁর হাস্যরসাত্মক ছবির মধ্যে তিনি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর কার্টুন ভারতবর্ষ, আগমনী, বিচিত্রা প্রভৃতি পত্রপত্রিকাতেও ছাপা হয়েছে। ১৯৩৮/৪০ খ্রী· ৪৫ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু। [১৬, ২১৭]

চণ্ডীচরণ দাস (১৮৭৮ ? - ১৯৪৩) কলিকাতা। প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম। দারিদ্র্যের জন্য অল্প বয়সেই তাঁকে জীবিকার সন্ধানে বের হতে হয়। প্রথমে একজন অংশীদার নিয়ে রবার স্ট্যাম্পের কারবার আরম্ভ করেন। ১৯০৫ খ্রী· স্বাধীনভাবে কাঠের ব্লকের কারখানা খোলেন এবং বড় বড় বিদেশী কোম্পানীর ক্যাটালগ ছাপার কাজ করতে থাকেন। তখন তাঁর কারখানার নাম হয় 'ফাইন আর্ট কটেজ'। ক্রমে মেসিন ক্রয় করে বিভিন্ন পদ্ধতির ছাপার কাজ চালাতে থাকেন। ১৯২৮ খ্রী· তিনিই ভারতে অফসেট মেসিন প্রথম আমদানি করেছিলেন। নানান কারণে 'ফাইন আর্ট কটেজ' লিকুইডেশনে গেলে পুত্র হৃষীকেশকে সঙ্গে নিয়ে ১৯৩৩ খ্রী· 'ঈগল লিথোগ্রাফী কোম্পানী' প্রতিষ্ঠা করেন ও ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। [১৪৪]

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৮ - ১৯১৬) নলকুড়া—চব্বিশ পরগনা। রামকমল সার্বভৌম। বাল্যে পারিবারিক গোলযোগে শিক্ষা অসমাপ্ত রাখতে বাধ্য হন। পরে নড়াইল জমিদারীর তত্ত্বাবধায়ক রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্রয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ পান। এই সময়ে তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং কয়েক বৎসর পর ব্রাহ্মমতে অসবর্ণ বিবাহ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনীকাররূপে সমধিক খ্যাত হন। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'মা ও ছেলে', 'কমলকুমার', 'পাপীর নবজীবনলাভ', 'মনোরমার গৃহ' ইত্যাদি। ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। [১, ৩, ৫, ৭, ২৫, ২৬]

চণ্ডীচরণ বর্ধন (ডিসে· ১৮৬০ - ২২·৫·১৯০৮) কলিকাতা। উমাচরণ। শিক্ষাব্রতী। অর্থাভাবে স্কুলের পড়া সমাপ্ত করতে না পারলেও নিজের চেষ্টায় অনেক পড়াশুনা করেছেন। আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হওয়ায় ব্রিটিশ ক্যাম্পের কেরানীর চাকরি ছেড়ে দেন। দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহায়তায় ১৮৮৩ খ্রী· হিন্দু বয়েজ স্কুল প্রতিষ্ঠা করে আমৃত্যু তার সঙ্গে নানাভাবে জড়িত থাকেন। ভাষাতত্ত্ববিদ্ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ের ছাত্র। তাঁরই ইচ্ছায় ১৯৪৯ খ্রী· প্রতিষ্ঠাতার নামে এই স্কুলের নামকরণ করা হয় 'চণ্ডীচরণ হাই স্কুল'। সাহিত্যচর্চা, বৈজ্ঞানিক বিষয়ে সমালোচনা, সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রশিক্ষা, জ্যোতিষশাস্ত্রচর্চা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল। ধর্মমূলক 'ধ্রুবচরিত্র' নাটকও দু খণ্ডে 'Geography in Rhymes' রচনা করেন। তাঁর এক ভ্রাতা মণি নৃত্যশিল্পী, অপর এক ভ্রাতা পান্নালাল বাঙলার সার্কাস নিয়ে ফ্রান্সে গিয়েছিলেন। [১৭৪]

চণ্ডীচরণ মুনশী (১৭৬০? - ২৬·১১·১৮০৮)। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের অন্যতম অধ্যাপক। ১৮০৫ খ্রী· কাদির বখশ রচিত ফারসী গ্রন্থ 'তুতীনামা'র বঙ্গানুবাদ করেন। গ্রন্থটি 'তোতা ইতিহাস' নামে প্রথমে শ্রীরামপুর মিশনারী প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। পরে ১৮২৫ খ্রী· লন্ডনে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। তিনি ভগবদগীতারও অনুবাদ করেছিলেন। [১, ২, ৩, ২০, ৭২]

চণ্ডীচরণ লাহা (১৮৫৭ - মার্চ ১৯৩৬) চুঁচুড়া—হুগলী। শ্যামাচরণ। কলিকাতার বিশিষ্ট ধনী নাগরিক ও ব্যবসায়ী। হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে পৈতৃক ব্যবসায়ে প্রবেশ করেন ও নিজের চেষ্টায় কতকগুলি পৃথক্ প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলেন। পৈতৃক ভবনে কবিরাজী ও পাশ্চাত্য প্রণালীর দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। সেখানে বহু দরিদ্র ছাত্রের আহারাদির ব্যয়-নির্বাহের ব্যবস্থাও ছিল। কুমিল্লায় কলেজ স্থাপনে তাঁর আর্থিক সাহায্যদান উল্লেখযোগ্য। কন্যার স্মৃতিরক্ষার্থ কলিকাতায় 'ললিতকুমারী দাতব্য চিকিৎসালয়' প্রতিষ্ঠা তাঁর অপর কীর্তি। [১]

চণ্ডীচরণ সেন (২৭·১·১৮৪৫ - ১০·৬·১৯০৬) বাসণ্ডা—বাখরগঞ্জ। নিমচাঁদ। ১৮৬৩ খ্রী· বরিশাল

সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে কলিকাতায় ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশনে (ডাফ কলেজ) কিছুদিন অধ্যয়ন করে অসুস্থতার জন্য বরিশাল ফিরে যান। পরে ১৮৬৯ খ্রী· কলিকাতায় এসে গৃহশিক্ষকতা করে আইন পরীক্ষা পাশ করেন। পাঠ্যাবস্থায় রামতনু লাহিড়ী, দুর্গামোহন দাস প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতাদের সংস্পর্শে আসেন। ১৮৭০ খ্রী· বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। কিছুদিন বরিশালে আইন ব্যবসায় করেন। ১৮৭৩ খ্রী· সরকারি কর্মচারী হিসাবে প্রথমে মুন্সেফ ও শেষে সাবজজ পদ প্রাপ্ত হন এবং বিচারপতিরূপে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রেও কৃতিমান ছিলেন। 'টম কাকার কুটীর' তাঁর বিখ্যাত অনুবাদ-গ্রন্থ। তা ছাড়া 'অযোধ্যার বেগম', 'ঝাঁসীর রাণী', 'দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ' ইত্যাদি গ্রন্থে তিনি ইংরেজ অধিকারের প্রথম অবস্থার ঘটনাবলীর নির্ভীক তথ্যনির্ভর বিবরণ দিয়ে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করেন। 'মহারাজা নন্দকুমার'-গ্রন্থ রচনার জন্য সরকার কর্তৃক দণ্ডিত হন। একসময়ে এইসব ঐতিহাসিক উপন্যাস দেশবাসীর মনে জাতীয় ভাব-সঞ্চারে প্রভূত সাহায্য করেছিল। তাঁর দর্শনের পুস্তক 'জীবনগতি নির্ণয়'। 'লঙ্কাকাণ্ডং' নামে একটি বিদ্রূপাত্মক কাব্যও তিনি রচনা করেছিলেন। 'মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদাতা', 'এই কি রামের অযোধ্যা' তাঁর অপর দুটি গ্রন্থ। ১৯০৩ খ্রী· তাঁর শেষ উপন্যাস টলস্টয় অবলম্বনে 'চল্লিশ বৎসর' প্রকাশিত হয়। খ্যাতনাম্নী মহিলা কবি কামিনী রায় তাঁর জ্যেষ্ঠাকন্যা। [১, ৩, ৫, ৭, ৮, ১৭, ২৫, ২৬, ২৮]

চণ্ডীদাস। নান্নুর—বীরভূম। দুর্গাদাস বাগচি। বাংলা সাহিত্যে এই প্রসিদ্ধ কবির জন্মকাল সম্বন্ধে অনেক মতদ্বৈধ আছে। এই নামে বহু পদকর্তার মধ্যে দ্বিজ চণ্ডীদাস ও বড়ু চণ্ডীদাস দু'জনকে মোটামুটি চিহ্নিত করা যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মসাধনায় পরকীয়া বা রসসাধনা-পদ্ধতি আধ্যাত্মিক দ্যোতনায় মণ্ডিত হয়ে এই কবির কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে। রামী নামে এক রজকিনীর সঙ্গে তাঁর প্রেমের কথা এবং বাশুলী দেবী নামটি এই কবির সঙ্গে জড়িত। বসন্তরঞ্জন রায় আবিষ্কৃত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। এই কাব্যের ভাষা ও ভাব দেখে তাঁকে চৈতন্য-পূর্ববর্তী, সম্ভবত চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকের লোক বলে মনে হয়। কোন কোন পণ্ডিত চণ্ডীদাসকে ছাতনা-বাঁকুড়ার লোক মনে করেন। দ্বিজ, বড়ু, দীন ও নিছক চণ্ডীদাস ইত্যাদি নানা ভণিতায় কতজন পদকর্তা যে পদ রচনা করেছেন তা এখনও নির্ণয় করা যায় নি। [১, ২, ৩, ২৫, ২৬]

চণ্ডীদাস ন্যায়-তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় (২·৮·১৮৬৫ - ১৬·৫·১৯৫৪) হালালিয়া—ময়মনসিংহ। গুরুদাস বিদ্যারত্ন। প্রখ্যাত নৈয়ায়িক। ফরিদপুর জেলায়, নবদ্বীপে, ভট্টপল্লীতে ও কাশীতে বিখ্যাত পণ্ডিতদের কাছে প্রাচীন ও নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেন। কাশীতে তিনি প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রের ও নব্যন্যায়শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় বৃত্তিসহ স্বর্ণকেয়ূর ও স্বর্ণপদক পুরস্কার পান এবং 'ন্যায়তীর্থ' ও 'তর্কতীর্থ' উপাধি-ভূষিত হন। কর্মজীবনে তিনি টাঙাইলের অন্তর্গত সন্তোষের রাণী দিনমণি চৌধুরাণী প্রতিষ্ঠিত বিন্যাফৈর গ্রামের সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে ৭ বছর, কাশিমবাজারের রাণী আর্ন্নাকালী দেবী প্রতিষ্ঠিত বহরমপুর জুবিলী টোলে ২১ বছর ও নবদ্বীপ গভর্নমেন্ট পাকা টোলে ২৪ বছর অধ্যাপনার পর অবসর-গ্রহণ করেন। অনেক বছর তিনি 'বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা'র সভাপতি ছিলেন। তাঁর সম্পাদিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'কুসুমাঞ্জলিকারিকা'। ১৯৩০ খ্রী· 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। [১৩০]

চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, মহামহোপাধ্যায় (নভেম্বর ১৮৩৬ - ২·২·১৯১০) সেরপুর—ময়মনসিংহ। রাধাকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশ। প্রথমে পিতার নিকট, পরে বিক্রমপুরে ও নবদ্বীপে স্মৃতি, ন্যায় ও বেদান্ত পাঠ শেষ করে 'তর্কালঙ্কার' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৩৩ খ্রী· থেকে ১৮৯৭ খ্রী· সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি বেদান্তদর্শনের প্রবন্ধ রচনার জন্য কলিকাতায় গোপাল বসু-মল্লিক প্রদত্ত বার্ষিক (৫ হাজার টাকা) বৃত্তি পাঁচ বছর ভোগ করেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানিত সদস্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ সদস্য ও পরে সহ-সভাপতি হন। রাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের জুবিলী উৎসবে (১৮৮৭) প্রাচ্যবিদ্যায় কৃতিত্বের জন্য প্রথম যাঁরা 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন তিনি তাঁদের অন্যতম। কাব্য, নাটক, বৈদিক ব্যাকরণ, স্মৃতি, দর্শন, ন্যায়, অলঙ্কার প্রভৃতি বহু বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা : 'গোভিল গৃহ্যসূত্রের টীকা'। এই গ্রন্থ রচনার জন্য তিনি বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিত কর্তৃক সংবর্ধিত হন। [১, ৩, ৬, ২৫, ২৬, ১৩০]

চন্দ্রকান্ত বসুঠাকুর (১৮৬০ ? - ৪·২·১৯৪৭)। পুলিন দাসের অনুগামিরূপে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। পরে গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেন। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে নেতৃত্বদান করে কারাবরণ করেন। ঢাকা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। [১০]

চন্দ্রকিশোর ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় (১২৪১ - ১৩৩৮ ব·) সাহাপুর—ত্রিপুরা। রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার। লব্ধপ্রতিষ্ঠ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। ত্রিপুরা জেলার সুহীনপুর, ঢাকার বিক্রমপুর, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন পণ্ডিতের নিকট নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে 'ন্যায়রত্ন' উপাধি লাভ করেন। ত্রিপুরারাজের দ্বারপণ্ডিতের পদ না নিয়ে স্বগৃহে পিতৃপ্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীতে একাদিক্রমে ৬৮ বৎসর শিক্ষাদান-ব্রত উদ্‌যাপন করেছেন। ১৯৩১ খ্রী· 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হন। [১৩০]

চন্দ্রকুমার দে, ডাঃ (১৮৩০ - ১৮৮৬)। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের কৃতী ছাত্র, সুচিকিৎসক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম·ডি· (১৮৬২)। [৫৭, ২১১]

চন্দ্র চক্রবর্তী (১৮৮৭ - ১৫·৫·১৯৭১) গৈলা—বরিশাল। ১৯০৫ খ্রী· গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ

দেন। ১৯০৮ খ্রী· পুলিস তাঁকে ধরবার চেষ্টা করলে প্যারিস হয়ে আমেরিকায় চলে যান। ১৯১৫-১৭ খ্রী· ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের যে মামলা আমেরিকায় চলে, তিনি তার আসামী ছিলেন। বিচারে তাঁর ৩০ দিনের জেল ও ৫ হাজার ডলার জরিমানা হয়েছিল। অপর দুই অভিযুক্ত বাঙালী ছিলেন তারকনাথ দাস ও ধীরেন সরকার। ১৯১৬ খ্রী· জার্মান সরকারের অর্থসাহায্যে সারা এশিয়ায় আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এই সময় আমেরিকায় ভারতীয় বিপ্লবী দলগুলি অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে যায়। ১৯১৭ খ্রী· নিরপেক্ষতা আইন লঙ্ঘনের জন্য গ্রেপ্তার হয়ে তিনি সহযোগীদের নাম প্রকাশ করেন। তাঁর এই স্বীকারোক্তির ফলে বিখ্যাত স্যানফ্রানসিস্কোর বিচারে ১০৫ জন ভারতীয় অভিযুক্ত হন এবং দুই থেকে বাইশ মাস তাঁদের কারাবাস ঘটে। তিনি মাত্র ৩০ দিন কারাবাস করে মুক্তি পান। কলিকাতায় মৃত্যু। [১৬, ৩৫, ৭০, ১৩৯]

চন্দ্রচূড় তর্কচূড়ামণি। ব্রহ্মশাসন—নদীয়া। নদীয়াধিপতি গিরীশচন্দ্রের সময়ে (১৮০২ - ১৮৪২) এই তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ জগদ্ধাত্রী দেবীর মূর্তি প্রচার ও তন্ত্র থেকে ঐ দেবীর পূজাপদ্ধতি বিধিবদ্ধ করেন। এরপর থেকেই নদীয়া রাজবংশের চেষ্টায় এই পূজা জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়। [১]

চন্দ্রনাথ বসু[১] (৩১·৮·১৮৪৪ - ১৯/২০· ৬·১৯১০) কৈকালা—হুগলী। সীতানাথ। কলিকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারী ও প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন। ১৮৬০ খ্রী· এন্ট্রান্স পাশ করেন। আর্থিক অনটন ছিল, কিন্তু একটি সরকারী বৃত্তি পাওয়ায় পড়াশুনা চলে। ১৮৬৩ খ্রী· পঞ্চম স্থান অধিকার করে এফ·এ·, ১৮৬৫ খ্রী· ইতিহাসে অনার্স সহ বি·এ·, ১৮৬৬ খ্রী· ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম·এ· এবং পরের বছর তিনি ও রাসবিহারী ঘোষ একসঙ্গে বি·এল· পাশ করেন। কর্মজীবনে বহুবার পেশা পরিবর্তন করেছেন : কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল, ছ' মাসের জন্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষ, বেঙ্গল লাইব্রেরীর সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং সবশেষে ১৮৮৭ - ১৯০৪ খ্রী· বাঙলা সরকারের অনুবাদক। শিক্ষাসংক্রান্ত তৎকালীন সকল আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় চেতনাসঞ্চারকদের অন্যতম ছিলেন। তবে প্রবন্ধকার হিসাবেই তিনি সমধিক পরিচিত। 'শকুন্তলাতত্ত্ব', 'সাবিত্রীতত্ত্ব', 'ত্রিধারা', 'হিন্দুত্ব' প্রভৃতি তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। প্রথম দিকের রচনাবলী ইংরেজীতে ও পরে প্রায় সবগুলিই বাংলায় লিখেছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনে তাঁর প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। হিন্দু ধর্ম-কর্ম, সভ্যতা-সংস্কৃতি, বিশেষ করে সাহিত্য সমালোচনা সম্পর্কে 'বঙ্গদর্শন', 'প্রচার' প্রভৃতি পত্রে সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি প্রকাশ করতেন। [১, ৩, ৫, ৭, ৮, ২০, ২৫, ২৬]

চন্দ্রনাথ বসু[২] (১৮৯৩ - ২·৬·১৯৭৯) রামদীয়া—গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর। বিশিষ্ট গান্ধীবাদী সংগঠক ও সমাজকর্মী। ১৪ বছর বয়সে আধ্যাত্মিক অন্বেষণায় দেশভ্রমণে বা'র হন। উত্তর-ভারত পরিক্রমাকালে বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে আসেন। তাঁদেরই একজনের নির্দেশে তিনি সেবাব্রত নিয়ে দেশে ফেরেন এবং নিজ গ্রামের এক শ্মশানে ১৯২০ খ্রী· সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বৃন্দাবনে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। রামদীয়ায় স্কুল, শ্রীকৃষ্ণ কলেজ ও ১৯৪৬ খ্রী· একটি বালিকা বিদ্যালয়ের তিনি স্থাপয়িতা। দেশবিভাগের পর ১৯৪৮ খ্রী· থেকে ৫ বছর পাক-সরকারের কারাগারে আটক থাকেন। মুমূর্ষু অবস্থায় জেল থেকে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হলে তিনি চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসেন। এ সময় ডা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নেতারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করে তাঁকে সারিয়ে তোলেন। পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অনুরোধে তিনি দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তুদের কল্যাণমূলক সংগঠনের কাজে সেখানে যান, কিন্তু বিশেষ সহযোগিতা না পেয়ে চলে আসেন। মেদিনীপুরের পশম গ্রামে, গ্রামবাসীদের উৎসাহে তিনি দ্বিতীয় কর্মক্ষেত্র স্থাপন করেন। তৃতীয় কর্মক্ষেত্র করলেন হাঁসখালি ও রাণাঘাটে। নদীয়ার গোড়নগরে আশ্রম, বগুলায় 'শ্রীকৃষ্ণ কলেজ' ও ক্যানিং-এ 'বঙ্কিম সরদার কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব-পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে বাংলাদেশ গঠিত হলে মুজিবুর রহমানের আহ্বানে গোপালগঞ্জে গিয়ে সমাজসেবার কাজ আরম্ভ করেন। মুজিবুরের হত্যার মাত্র এক সপ্তাহ আগে তিনি পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। কলিকাতায় মৃত্যু। 'ফরিদপুরের গান্ধী' নামে পরিচিত ছিলেন। [১৬, ১৫৮]

চন্দ্রনাথ মিত্র, রায়বাহাদুর (? - ১৮৯৯) চাঁদড়া—হুগলী। ১৮৫৫ খ্রী· পূর্তবিভাগে কাজ নিয়ে লাহোর-প্রবাসী হন। পাঞ্জাবে শিক্ষাবিস্তারে উদ্যোগী বাঙালীদের অন্যতম। পাঞ্জাব সরকারের শিক্ষাবিভাগে যোগদানের পর, সেন্ট্রাল মডেল স্কুলের প্রধান-শিক্ষক এবং গভর্নমেন্ট বুক ডিপোর কিউরেটর হন। অবসর-গ্রহণের পর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রারের পদ পান। স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টায় পর্দানশীন বালিকা ও মহিলাদের জন্য ভিক্টোরিয়া বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। লাহোর কালীবাড়ির তত্ত্বাবধায়ক ও ওরিয়েন্টাল কলেজ কমিটির সম্পাদক ছিলেন। শিকারপুর ও গুজরানওয়ালায় জমিদারী ছিল। [১]

চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন (? - ১৮৩৩) ধানুকা-ইদিলপুর—ফরিদপুর। কৃষ্ণজীবন ন্যায়ালঙ্কার। প্রখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত। পিতা তাঁর শিক্ষাগুরু। নব্যন্যায়ে তাঁর রচিত 'চান্দ্রনারায়ণী' পত্রিকা নবদ্বীপাদি সমাজে প্রচারিত হয়েছিল। শেষ-বয়সে তিনি কাশীতে কাটান। তাঁর প্রতিষ্ঠিত তারামূর্তি কাশীতে পূজিত হয়। ১৮১৩ খ্রী· তিনি কাশী সংস্কৃত কলেজে ন্যায়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে আমৃত্যু সেখানে অধ্যাপনা করেন। পত্রিকা ব্যতীত তিনি পৃথক্ টীকা-টিপ্পনী, কুসুমাঞ্জলির টীকা ও ন্যায়সূত্রের বৃত্তি রচনা করেছিলেন। [২৬, ৯০]

চন্দ্রবর্মা। ৪র্থ শতকে বাঙলার রাঢ় অঞ্চলের প্রতাপান্বিত রাজা। পিতা সিংহবর্মা। রাজধানী ছিল পুষ্করণা (পোখরণা)। প্রাচীন বাঙলার ইতিহাসস্বীকৃত প্রথম বিখ্যাত নরপতি চন্দ্রবর্মাই বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে বিষ্ণুচক্র-সমন্বিত বিখ্যাত শিলালিপি উৎকীর্ণ করে দেন। বাংলা ভাষার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে শুশুনিয়া শিলালিপির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। [২০২]

চন্দ্রমণি ন্যায়ভূষণ (১৯শ শতাব্দী)। ইদিলপুর—ফরিদপুর। পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি কাশীতে ইদিলপুরের পণ্ডিত চন্দ্রনারায়ণের কাছে অধ্যয়ন করেছিলেন। ১৮৩৯ খ্রী· রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর তিনি পশ্চিমদেশীয় বহু ছাত্রসহ দেশে এসে অধ্যাপনা করেন। কয়েকখানি পত্রিকা রচনা করেছিলেন। [৯০]

চন্দ্রমাধব ঘোষ, স্যার (২৮·২·১৮৩৮ - ২০·১·১৯২৮) বিক্রমপুর—ঢাকা। রায়বাহাদুর দুর্গাপ্রসাদ। কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিচারপতি। কলিকাতা হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর প্রথম দলের প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণদের মধ্যে তিনিও একজন। ১৮৫৯ খ্রী· আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বর্ধমানে সরকারী উকিল নিযুক্ত হন। কিছুদিনের জন্য ডেপুটি কালেক্টরের পদে বৃত ছিলেন। পরে দ্বারকানাথ মিত্রের সহকারী হয়ে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। এই সময়ে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের আইনের অধ্যাপকও ছিলেন। ১৮৮৪ খ্রী· বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন এবং ১৮৮৫ খ্রী· হাইকোর্টের বিচারপতির পদ লাভ করেন। কিছুকালের জন্য হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতিও হয়েছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, আইন-বিভাগীয় পরামর্শসভার অধ্যক্ষ এবং বঙ্গীয় কায়স্থ সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। [১, ৫, ২৫, ২৬]

চন্দ্রমুখী বসু (১৮৬০ - ১৯৪৪)। ভুবনমোহন। দেরাদুন প্রবাসী বাঙালী খ্রীষ্টান পরিবারের কন্যা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা এম·এ· (১৮৮৪)। দেরাদুন নেটিভ খ্রীষ্টান স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষার অনুমতি পান (১৮৭৬)। জুনিয়র পরীক্ষা বোর্ড প্রবেশিকা-মানসম্পন্ন ছাত্রী বলে তাঁকে স্বীকার করলেও বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় স্বীকার করে নি। ভাইস্-চ্যান্সেলর কর্তৃক টেস্ট পরীক্ষার পর দু'জন মহিলা-কাদম্বিনী বসু ও সরলা দাস প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার অনুমতি পান (১৮৭৮)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণা নারী বেথুন স্কুলের কাদম্বিনী বসু (গাঙ্গুলী)। ১৮৮০ খ্রী· ফ্রি চার্চ নর্ম্যাল স্কুল থেকে চন্দ্রমুখী ২য় বিভাগে এবং বেথুন স্কুল থেকে কাদম্বিনী ৩য় বিভাগে এফ·এ· পাশ করেন। ঐ বছর থেকে অহিন্দু ছাত্রীদেরও বেথুন স্কুলে পড়ার অধিকার স্বীকৃত হওয়ায় তিনি ঐ স্কুলের বি·এ· ক্লাশে ভর্তি হন। ১৮৮৩ খ্রী· তিনি ও কাদম্বিনী বি·এ· এবং ১৮৮৪ খ্রী· তিনি একা মহিলা ইংরেজী অনার্সসহ এম·এ· পাশ করেন। বেথুন কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে কর্মজীবন শুরু (১৮৮৬)। ১৮৮৮ খ্রী· কলেজ বিভাগ স্কুল থেকে পৃথক হলে তিনি তার প্রথম অধ্যক্ষা হন। অসুস্থতার জন্য ১৯০১ খ্রী· অবসর-গ্রহণ করেন। স্বামী পণ্ডিত কেশ্বরানন্দ মমগায়েন। অবসর-জীবন দেরাদুনে কাটান। রসরাজ অমৃতলালের তিনি জ্ঞাতি (খুল্লতাত) ভগিনী। [৩, ৫, ৪৬, ৫৭]

চন্দ্রমোহন বিশ্বাস (১৮৪৮ - ১৯২৩) হোসেনপুর—কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ। ময়মনসিংহ জেলায় ব্রাহ্ম আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তি। নিষ্ঠাবান ব্রহ্মজ্ঞানী সাধকরূপে পরিচিত ছিলেন। 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ' এই নীতি অনুসারে তিনিও তাঁর পাঁচ কন্যাকে উচ্চশিক্ষা দিয়েছিলেন। একটি বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন। পরে মুক্তাগাছার জমিদার আচার্য-চৌধুরী বংশের বিদ্যাময়ী দেবীর নামে এই বিদ্যালয়ের নামকরণ হয়। সেবাব্রতী এবং আদর্শ কর্মিরূপে তাঁর খ্যাতি ও প্রভাব জেলার সর্বত্র প্রায় কিংবদন্তীর মতন ছিল। ময়মনসিংহে স্বদেশী আন্দোলনেও তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। [১৯৪]

চন্দ্রশেখর কর (১৮৬১ - ?) মির্জাপুর—যশোহর। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। পাঠ্যাবস্থায় যুক্তাক্ষরবিহীন 'শারদাবকাশ' কাব্যগ্রন্থ এবং পরে অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'অনাথ বালক', 'সুরবালা', 'সৎকথা', 'ছ আনাজ', 'পাপের পরিণাম' প্রভৃতি। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধিতে ভূষিত হন। কৃষ্ণনগরের স্থায়ী অধিবাসী ছিলেন। [১]

চন্দ্রশেখর কালী (? - ১৩৩২ ব·) পাবনা। পাবনায় ও পরে কলিকাতায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় প্রতিষ্ঠালাভ করেন। 'ওলাউঠা সংহিতা' ও অন্যান্য চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা। [৫]

চন্দ্রশেখর দাস। অদ্বৈতাচার্যের শিষ্য এই যাত্রাওয়ালাকে বাঙলাদেশে যাত্রার স্রষ্টা বলা হয়। তাঁর রচিত যাত্রা-পালার নাম 'হরিবিলাস'। পরে ঐ যাত্রা 'শেখরী যাত্রা' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। 'হরিবিলাস' পালায় তাঁর শিষ্য জগদানন্দ 'রাই' সাজতেন। [১]

চন্দ্রশেখর দেব (১৮১০ - ১৮৭৯) কোন্নগর—হুগলী। হিন্দু কলেজের ছাত্র, সরকারী ডেপুটি কালেক্টর, রামমোহন রায়ের আদি শিষ্যমণ্ডলীর অন্যতম। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনায় (২০·৮·১৮২৮) প্রধান উৎসাহী, পৌত্তলিকতাবিরোধী এবং স্ত্রীজাতির মুক্তিকামী ও শিক্ষাবিস্তারে আগ্রহী ছিলেন। হিন্দু বিনেভোলেন্ট ইন্‌স্টিটিউশনে বহু অর্থ দান করেন। খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রভাব এড়ানোর প্রচেষ্টায় রাধাকান্ত দেবের সহযোগী ছিলেন। হিন্দু চ্যারিটেব্‌ল্ ইন্‌স্টিটিউশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৮২৩ খ্রী· ৩নং রেগুলেশনের বিরোধিতায় সংবাদপত্র দলনের প্রতিবাদে অন্যান্য বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে টাউন হলের সভায় (৫·১·১৮৩৫) সরকারকে

অবহিত করার চেষ্টা করেন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি স্থাপনে (২০·৪·১৮৪৩) উদ্যোগী ছিলেন। সে আমলের ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞ জর্জ টমসনের সঙ্গেও তাঁর হৃদ্যতা ছিল। ১৮৫১ খ্রী· 'জ্ঞানোদয়' সংবাদপত্র সম্পাদনা করেন। [৪, ৮]

চন্দ্রশেখর বসু (১৮৩৩ - ১৯০২) উলা—নদীয়া। কালিদাস। প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত। বাল্যে ফারসী, উর্দু ও পরে ইংরেজী শিক্ষা করেন। বরিশাল সরকারী জুনিয়র স্কুল থেকে ১৮৫৫ খ্রী· জুনিয়র বৃত্তি ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারী পদ লাভ করেন। ক্রমে নীলবিভাগের সেরেস্তাদার ও রেজিস্ট্রার পদে উন্নীত হন। পরে সরকারী কাজে ইস্তফা দিয়ে একজন ইংরেজ নীলকরের ম্যানেজার-পদ গ্রহণ করেন। নীল-ব্যবসায় বন্ধ হয়ে গেলে স্ট্যান্ড ব্যাঙ্কের সুপারিন্টেন্ডেন্ট হন এবং সবশেষে দ্বারভাঙ্গা রাজ এস্টেটের ম্যানেজার হয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। রেভারেন্ড জেম্‌স্ সেল সাহেব চন্দ্রশেখরের বিবরণের ভিত্তিতেই নীলচাষীদের উপর অত্যাচারের বিবরণ বিলাতে পাঠান। বর্ধমানে অবস্থানকালে ব্রাহ্মসমাজ (১৮৫৮), ব্রাহ্মবিদ্যালয় (১৮৫৯), 'ধর্মসংসৎ' সভা ও 'ব্রাহ্ম ইউনিয়ন' মাইনর স্কুল স্থাপন করেন। 'পরলোকতত্ত্ব', 'সৃষ্টিতত্ত্ব', 'প্রলয়তত্ত্ব', 'বেদান্ত দর্শন' ইত্যাদি কয়েকটি গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। তাঁর পুত্রদের মধ্যে শশিশেখর, রাজশেখর ও গিরীন্দ্রশেখর স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিখ্যাত। [১, ৬, ২০, ২৬]

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (২৭·১০·১৮৪৯ - ১৯·১০·১৯২২) নদীয়া। বিশ্বেশ্বর। যশস্বী লেখক। বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করে বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলে এবং পুঁটিয়া ইংরেজী স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৮৮০ খ্রী· বি·এল· পাশ করে ওকালতি শুরু করে ব্যবসায় অকৃতকার্য হন। তখন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁকে আমৃত্যু মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি দিয়ে 'উপাসনা' পত্রিকা সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত করেন। রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনা-কালে তিনি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সাহিত্য-সমালোচক ছিলেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গদ্যকাব্যগ্রন্থ 'উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম' প্রথমা পত্নীর অকাল মৃত্যুর পর রচিত। অন্যান্য গ্রন্থাবলী : 'মশলা-বাঁধা কাগজ', 'সারস্বতকুঞ্জ', 'স্ত্রী-চরিত্র', 'কুঞ্জলতার মনের কথা', 'রসগ্রন্থাবলী' ইত্যাদি। [১, ৩, ৫, ৭, ২৫, ২৬]

চন্দ্রশেখর সেন (১৪·৮·১৮৫১ - ১৯২০ ?) মালদহ। হরিমোহন। কর্মজীবনে কিছুকাল তিনি শিক্ষকতা ও ডাক্তারী করেন এবং পরে ব্যারিস্টার হয়ে আইন-ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। ১৮৮৯ খ্রী· পৃথিবী-পর্যটনে বের হন এবং বহুদেশ ঘুরে 'ভূ-প্রদক্ষিণ' নামে এক বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। খুব সম্ভব আধুনিক কালের বাঙালী ভূপর্যটকগণের তিনিই অগ্রণী। [১, ৫, ২৫, ২৬]

চন্দ্রাবতী (১৫৫০ - ?) পাটবাড়ী—ময়মনসিংহ। কবি বংশীদাস ভট্টাচার্য। চিরকুমারী এই কবি 'রামায়ণ গীত', 'মনসা দেবীর গান', 'মলুয়া', 'দস্যু কেনারাম' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। এ ছাড়া পিতার 'মনসার ভাসানে'র কোন কোন অংশও তাঁর রচিত। 'ময়মনসিংহগীতিকা' গ্রন্থে আছে—চন্দ্রাবতী পাঠশালার এক সহপাঠী জয়চন্দ্রকে ভালবাসেন। কিন্তু জয়চন্দ্র যবনীর প্রেমে পড়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করায় চন্দ্রাবতী চিরকুমারী থাকেন। [১, ২৬]

চাঁদ মাঝি (? - ১৮৫৬) ভাগনাদিহি—সাঁওতাল পরগনা। নারায়ণ। সাঁওতাল বিদ্রোহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক চাঁদ মাঝি বিদ্রোহের প্রধান নায়ক সিদু ও কানু মাঝির ভাই। ভাগলপুরের কাছে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে তিনি বীরের মৃত্যু বরণ করেন। [৫৬]

চাঁদ মিঞা১। সন্দীপের ন্যায়মস্তি-নিবাসী মুন্সী চাঁদ মিঞা ১৮৭০ খ্রী· সন্দীপের চতুর্থ বিদ্রোহের নায়ক। তিনি অত্যাচারী ইংরেজ জমিদারের বিরুদ্ধে সন্দীপের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল কৃষককে সংগঠিত করে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পথ এড়িয়ে অসহযোগের পথ গ্রহণ করেন। তাঁর নির্দেশে কোর্জনের জমিদারির সর্বত্র সকল প্রজা সভা-সমিতি করে প্রতিজ্ঞা নেয় যে তারা কারও বাড়িতে জমিদারের আমলা বা আমীনদের স্থান দেবে না, খাদ্যদ্রব্য দেবে না বা তাদের কাছে খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করবে না এবং জমি-জরিপে তাদের কোনও রকম সাহায্য করবে না। প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী ব্যক্তির বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হবে বলেও ঘোষণা করা হয়। তাদের এই সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের ফলে জমিদার শেষ পর্যন্ত এক কর্পদকও খাজনা আদায় বা অন্য কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে না পেরে সদলবলে সন্দীপ ছেড়ে চলে যায়। এই সময় প্রজাদের কর্তব্য এবং সংগ্রামকৌশল নির্দেশ করে স্থানীয় ভাষায় রচিত একটি ছড়া কৃষকদের মুখে মুখে সুর সহযোগে গাওয়া হত। [৫৬]

চাঁদ মিঞা২ (? - ১৪·২·১৯৩২)। ত্রিপুরা সীমান্তের ওপারে হাসানাবাদ গ্রামে ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৩২ খ্রী· জেলাব্যাপী 'কৃষক দিবস' পালন উপলক্ষে হাটখোলার পাশের মাঠে ১৫ হাজার কৃষকের জমায়েতের উপর সশস্ত্র পুলিসের গুলি চলে। তাতে স্বয়ং জনাব চাঁদ মিঞা (৫০, বাদুয়াপাড়া) সহ জনাব আলী (৪৫, কাদরা), মকরম আলী (৫৫, নাউতলা), সামিরুদ্দীন (৬৫, নরপাহিয়া) ও সলিমুদ্দীন (৫০, হাসানাবাদ) নিহত হন। [১২৮]

চাঁদ রায় (? - ১৬০১) শ্রীপুর—ঢাকা। বিখ্যাত বারো ভুঁইয়ার অন্যতম। তিনি বাদশাহ আকবরের অধীনতা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে আমৃত্যু স্বাধীনতা রক্ষা করে গেছেন। নৌযুদ্ধে পারদর্শী ছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল শ্রীপুর। অন্যতম ভুঁইয়া কেদার রায় তাঁর ভ্রাতা। [১, ২, ৩, ২৫, ২৬]

চাম্পা গাজী। ছতরপটুয়া—চট্টগ্রাম। আবদুল কাদের। 'রাগনামা' ও 'তালনামা' গ্রন্থে তাঁর রচিত বহু সঙ্গীত মুদ্রিত আছে। 'যদি আসে প্রাণ পিয়া/হিয়ার উপরে থুইয়া/এই রূপ যৌবন দিমু ঢালি'—তাঁর এই গীতটি সমধিক প্রসিদ্ধ। [৭৭]

চারুচন্দ্র ঘোষ (৪-২-১৮৭৪ - ১০-৯-১৯৩৪)। বিচারপতির পদ লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্থাপিত 'মডারেট' দলের সম্পাদক ছিলেন। 'পার্টিশন অফ বেঙ্গল' নামক পুস্তিকায় তিনি বঙ্গভঙ্গের তীব্র প্রতিবাদ করেন। পরবর্তী কালে তিনি 'বেঙ্গলী', 'অমৃতবাজার' প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় দেশপ্রেমমূলক বহু প্রবন্ধ লেখেন। বর্তমানে শাসন-বিভাগ থেকে বিচার-বিভাগ পৃথক হয়েছে, কিন্তু এ চিন্তা তখনকার দিনে চারুচন্দ্রের মধ্যেও ছিল। তিনি ২০ ডিসেম্বর ১৯১৩ খ্রী· লন্ডনের 'নিউ স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় 'সেপারেশন অফ একজিকিউটিভ অ্যান্ড জুডিসিয়ারি' নামক প্রবন্ধ লিখে এই ব্যবস্থার দাবি করেছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। [১৬]

চারুচন্দ্র চক্রবর্তী, জরাসন্ধ (১৯০২ - ২৫-৫-১৯৮১) ব্রাহ্মণডাঙ্গা—ফরিদপুর। অম্বিকাচরণ। ১৯২০ খ্রী· হেয়ার স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সপ্তম স্থান অধিকার করে ম্যাট্রিক ও ১৯২৬ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অর্থনীতিতে এম-এ· পাশ করেন। দার্জিলিং-এ ডেপুটি জেলার হিসাবে কর্মজীবন শুরু। তারপর দীর্ঘ তিরিশ বছর নানা জেলে বিভিন্ন পদে সুনাম ও কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করে ১৯৬০ খ্রী· আলীপুর সেন্ট্রাল জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। 'জরাসন্ধ' ছদ্মনামে সাহিত্য রচনা করে খ্যাতিমান হন। জেলের লৌহকপাটের মধ্যে যে মানুষগুলিকে তিনি দেখেছেন তাদের কাহিনী তাঁর উপন্যাসে মূর্ত হয়ে উঠেছে। ১৯৫৪ খ্রী· 'লৌহকপাট' ১ম পর্ব গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়। তাঁর কুড়ি-একুশখানি উপন্যাসের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য : 'লৌহকপাট' (৪পর্ব), 'তামসী', 'পাড়ি', 'মসীরেখা', 'ন্যায়দণ্ড', 'পরশমণি', 'উত্তরাধিকার', 'তৃতীয় নয়ন' প্রভৃতি। 'নিঃসঙ্গ পথিক' (২ খণ্ড) তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা। ছোটগল্প সংকলন আছে ছয়খানা। 'রঙচঙ', 'রবিবার', 'যমরাজের বিপদ' প্রভৃতি ছোটদের জন্য লেখা। সাহিত্যকৃতির জন্য শরৎচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার ও মতিলাল পুরস্কার লাভ করেন। [১৬, ২২২]

চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (৩১-১২-১৮৭৭ - ৫-১১-১৯৫৪) কলিকাতা। অভয়চরণ। বাল্য-শিক্ষা ভবানীপুর লন্ডন মিশনারী স্কুলে। মাতুলালয়ে নানা অসুবিধার জন্য পড়াশুনা হয় নি। ভাল ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। ১৯ বছর বয়সে বিবাহের পর মার্টিন কোম্পানীতে পারচেসিং বিভাগে চাকরি করে বাজার-সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ১৯০১ খ্রী· মেট্রোপলিটান ট্রেডিং কোং নামে ছোট একটি মনিহারী দোকান খোলেন। ক্রমেই শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং ১৯০৪ খ্রী· বৃহত্তর আবাসে ব্যবসায় স্থানান্তরিত হয়। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে দেশী জিনিস যথা, মোষের শিঙের চিরুনী, আলুর (সেলুলয়েড) চুড়ী প্রভৃতির পাইকারী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ১৯১০ খ্রী· ঈস্টার্ন-জাপান ট্রেডিং কোম্পানী নামে আর একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১২ খ্রী· বিলাতের জেমস্‌ হিঙ্কস্‌ অ্যান্ড সন্স কোম্পানীর ভারতবর্ষের সোল এজেন্ট হন। 'বেঙ্গল গ্লাস ওয়ার্কস' স্থাপনে হেমেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। প্রথম মহাযুদ্ধে বিলাতী দ্রব্যের আমদানি কম হওয়ার সুযোগে কলম, মাথার কাঁটা, চামড়ার ব্যাগ প্রভৃতি নানাবিধ জিনিসের কারখানা স্থাপন করেন। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯১৫ খ্রী· থেকে দক্ষিণ কলিকাতায় ও কলিকাতার উপকণ্ঠে জলা ও জঙ্গল-পরিপূর্ণ স্থান বাসোপযোগী করে তুলতে সচেষ্ট হন। ১৯৩২ খ্রী· জে·সি· গলস্টোন ও মঙ্গিরাম বাঙ্গুরের সঙ্গে জমির উন্নয়ন ও বাসগৃহ নির্মাণের একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। টালিগঞ্জের জলা ও জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল বসতির উপযোগী করে সুবিধাজনক শর্তে মধ্যবিত্তদের মধ্যে তিনি বন্দোবস্ত করে দেন। এই উপলক্ষ্যে গঠিত 'চারুচন্দ্র এস্টেট্‌স প্রা· লি·', শাপুরে 'অভয় পার্ক', বেলুড়ে 'বিবেকানন্দনগর', রিষড়ায় 'চারুচন্দ্রনগর', বোলপুরে 'চারুচন্দ্র পল্লী' ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ করে নগর পরিকল্পনায় অগ্রণী হন। অন্যান্য বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। [৮২]

চারুচন্দ্র দত্ত (১৬-৬-১৮৭৬ - ২২-১-১৯৫২) মেড়াল—বর্ধমান। দেওয়ান কালিকাদাস পিতার কর্মস্থল কুচবিহারে জন্ম। সেখানে তিনি শিকারও শিখেছিলেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করে ১৮৯৫ খ্রী· বিলাত যান। ছাত্রাবস্থায় সুবোধচন্দ্র মল্লিকের ভগিনীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৮৯৯ খ্রী· আই·সি·এস· হয়ে বোম্বাই-সিন্ধু প্রদেশের উচ্চশ্রেণীর কর্মচারী হিসাবে যোগ দেন। আমেদাবাদ, বিজাপুর এবং পশ্চিম ভারতের নানা রাজ্যে তাঁর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল। বোম্বেতে প্রথমে ম্যাজিস্ট্রেট ও পরে জজ হন। এখানেই দেশসেবার কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে জনসেবা সঙ্ঘ এবং শিল্প ও ব্যায়ামের কেন্দ্র স্থাপন করেন। আই·সি·এস· তকমা সত্ত্বেও তিনি অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের গোপনচক্রে 'ত্রয়ী' নেতার অন্যতম ছিলেন; অপর দুজন অরবিন্দ ঘোষ ও সুবোধ মল্লিক। ১৯০২-০৩ খ্রী· বোম্বাইতে অরবিন্দ, বালগঙ্গাধর তিলক, গণেশ দেউস্কর প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব ও 'ভবানী মন্দিরের' পরিকল্পনা রূপায়ণের চেষ্টা করেন। ১৯০৮ খ্রী. আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলায় অরবিন্দ গ্রেপ্তার হলে অরবিন্দের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কারণে স্বগ্রামে দু'বছর অন্তরীণ থাকেন। ১৯১০ খ্রী· তিনি বোম্বাই অঞ্চলে. পূর্বকাজে যোগ দেন এবং ১৯২৫ খ্রী· অবসর-গ্রহণ করেন। বিপ্লবী গুপ্ত সংস্থা কর্তৃক অভিযুক্ত অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের বিচারসভায় চারুচন্দ্র একজন বিচারক ছিলেন। দার্জিলিং-এ এনড্রু সাহেবকে হত্যার পরিকল্পনার মধ্যেও তিনি ছিলেন এবং সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে সে ব্যর্থতার দায়িত্বও একা বহন করেছেন। সিভিলিয়ান চারুচন্দ্র চাকরি বজায় রেখেও স্বাদেশিক কাজকর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকেছেন। ১৯২৮ খ্রী, জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে ভারতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস-রচনার ভার তাঁর ওপর পড়েছিল।

এই ইতিহাসের তিনিই প্রথম রচয়িতা। ১৯৩১ খ্রী· 'পরিচয়' পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হলে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। এই পত্রিকায় কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা সংবলিত আত্মজীবনী 'পুরানো কথা' লিখতে থাকেন। পরে এই আত্মজীবনী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৩১ - ৩৮ খ্রী· তিনি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে ছিলেন। তার মধ্যে পাঁচ বছর বিশ্বভারতীর উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। সাহিত্যিক, গল্পরসিক চারুচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—তাঁর গল্পে থাকে 'নিরাসক্ত ঔৎসুক্য' তথা 'কৌতূহলের উৎস থেকে' জাত কৌতুক-ফেনিল মনের পরিচয়। তাঁর 'দুনিয়াদারী' গল্পগ্রন্থের কোন গল্পেই একটুও বিলিতি গন্ধ নেই। তাঁর রচিত 'কৃষ্ণরাও', 'দেবারু', 'মায়ের আলাপ' বইগুলিও গল্পরসে সমৃদ্ধ। তাঁর 'পুরানো কথা' নামক এমন নিরাসক্ত আত্মস্মৃতি বাংলা ভাষায় খুব কমই লেখা হয়েছে। অপর গ্রন্থ: 'মায়া' (উপন্যাস); 'নানাকথা' (ছোটদের বিজ্ঞান): 'পুরানো কথা—উপসংহার' প্রভৃতি। ১৯৪০ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণক্রমে 'রামদাস ও শিবাজী' নামে যে বক্তৃতা দেন, তা তৎকালীন চিন্তাবিদগণকর্তৃক সংবর্ধিত হয়েছিল। স্বদেশ ও সাহিত্যে উৎসর্গীকৃত চারুচন্দ্রের প্রাণ একটি পারমার্থিক কেন্দ্রে এসে স্থির হয়ে গিয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন সেই কেন্দ্রের অধিষ্ঠিত পুরুষ। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ব্রাহ্ম সমাজের প্রগতিশীল চিন্তাধারা। ১৯৪৬ খ্রী· তিনি পুরোপুরি শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রমে যোগ দিয়ে সেখানের শিক্ষাবিস্তারের বিবিধ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় এবং বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় শ্রীঅরবিন্দের দর্শন-সম্পর্কে নানা রচনায় আমৃত্যু জীবন অতিবাহিত করেছেন। [৩, ৫, ৭০, ১৭৪, ২২৩]

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১১·১০·১৮৭৭ - ১৭·১২·১৯৩৮) চাঁচল—মালদহ। গোপালচন্দ্র। আদি নিবাস যশোহর জেলা। ১৮৯৯ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করেন। সাহিত্যিক জীবনের শুরু 'মেঘদূত', 'মাঘ' প্রভৃতি পত্রিকায় সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচক হিসাবে। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস-এ যোগ দিয়ে পুস্তক-প্রকাশনব্যাপারে কৃতী সম্পাদক ও অনুবাদক হিসাবে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। কিছুকাল 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'প্রবাসী'র সহ-সম্পাদক হিসাবে সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। প্রবাসীতে প্রকাশিত 'মরমের কথা' তাঁর প্রথম মৌলিক ছোট গল্প। বাংলা ভাষা ও শব্দতত্ত্বে দক্ষতা ছিল। ১৯১৯ খ্রী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। ১৯২৪ খ্রী· ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ২৫ খানি উপন্যাসের মধ্যে 'স্রোতের ফুল', 'পরগাছা', 'হেরফের' উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত ছোট গল্পগ্রন্থ: 'পুষ্পপাত্র', 'সওগাত', 'চাঁদমালা' ইত্যাদি; নাটিকা: 'জয়শ্রী'। মহাকবি ভাসের 'অবিমারক' নাটকের এবং কয়েকটি উপন্যাস ও কিশোরপাঠ্য গ্রন্থের সার্থক অনুবাদ করেন। 'ভাতের জন্মকথা' তাঁর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য শিশুপাঠ্য গ্রন্থ। রবীন্দ্রচর্চা ও গবেষণামূলক 'রবি-রশ্মি' গ্রন্থের জন্য বিশেষ খ্যাত। 'মহাভারত', 'বিষ্ণুপুরাণ', 'শূন্যপুরাণ', 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' প্রভৃতি গ্রন্থের সঙ্কলন ও সম্পাদনা করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক এম·এ· (১৯২৮)। [৩, ৫, ৭, ২৫, ২৬]

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডা· (১৮৮৬ - ২৬·৩·১৯৮৩)। এদেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে বছর দশ জেল খাটেন। এক সময় সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন। চিকিৎসক হিসাবেও খ্যাতি ছিল। [১৬]

চারুচন্দ্র বসু (১৮৯০ - ১৯·৩·১৯০৯) শোভনা—খুলনা। কেশবচন্দ্র। শীর্ণ, দুর্বলদেহ, তরুণবয়স্ক চারুচন্দ্রের ডান হাত জন্মাবধি অসাড় ছিল। পুলিসের উকিল আশুতোষ বিশ্বাস বিপ্লবীদের সম্পর্কে মামলায় সরকার পক্ষে নিযুক্ত হতেন। বিপ্লবীরা তাঁকে হত্যা করার সঙ্কল্প করলে চারুচন্দ্র এ কাজের ভার নেন। তিনি অসাড় হাতে রিভলবার বেঁধে বাঁ হাতে গুলি করে কোর্ট-প্রাঙ্গণে আশু বিশ্বাসকে হত্যা করেন (১০·২·১৯১৯)। তাঁর ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার চালিয়েও পুলিস কোন কথা আদায় করতে পারে নি। মাত্র বলেছিলেন: 'ভবিতব্য ছিল আশু আমার হাতে নিহত হবে—আমি ফাঁসিতে মরবো, আশু দেশের শত্রু তাই হত্যা করেছি'। ফাঁসিতে মৃত্যু। [৩৫, ৪২, ৪৩, ৭০]

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য (২৯·৬·১৮৮৩ - ২৬·৮·১৯৬১) হরিনাভি—চব্বিশ পরগনা। বসন্তকুমার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় এম·এ· পাশ করে (১৯০৫) প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করেন (১৯০৫ - ৪০)। তিনি বলতেন 'বাংলার পাঁচজন এফ·আর·এস·-এর মধ্যে একজন আমার শিক্ষক, বাকি চারজন ছাত্র'। —শিক্ষক হচ্ছেন আচার্য জগদীশচন্দ্র এবং ছাত্ররা হচ্ছেন সত্যেন বসু, মেঘনাদ সাহা, প্রশান্ত মহলানবীশ ও শিশির মিত্র। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর অমর অবদান রবীন্দ্রনাথের বাংলা রচনাসমূহের সংগ্রহ-গ্রন্থ 'রবীন্দ্র রচনাবলী'র প্রকাশনা (প্রথম প্রকাশ ১৯৩৯)। বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগ তাঁর দক্ষতায় সুলভে 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা' প্রকাশের ব্যবস্থা করে। সহজ, সরল ও হৃদয়গ্রাহী বাংলা ভাষায় লেখা 'বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কাহিনী', 'নব্যবিজ্ঞান', 'বাঙ্গালীর খাদ্য', 'বিশ্বের উপাদান', 'তড়িতের অভ্যুত্থান', 'ব্যাধির পরাজয়', 'পদার্থবিদ্যার নবযুগ' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'বিজ্ঞান প্রবেশ' ও 'পদার্থবিদ্যা' গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকে বাংলায় বিজ্ঞান প্রচার-চেষ্টার সূচনা করেন। এ ছাড়া নানা প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে সাধারণ্যে পরিচিত করেন। তাঁর রচিত 'কবিস্মরণে' একখানি রসমধুর স্মৃতিচারণগ্রন্থ। বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের বিবরণ-সংবলিত 'অথনটঘটিত' গ্রন্থ তিনি ছদ্মনামে রচনা

করেন। কয়েক বছর 'ভাণ্ডার' পত্রিকা এবং আমৃত্যু 'বসুধারা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বিজ্ঞান পরিষদে তাঁর রাজশেখর স্মৃতি বক্তৃতা 'পরমাণু নিউক্লিয়স' বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনার অন্যতম মূল্যবান্ সংযোজন। [৩]

চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী (১৮৯৬ - ২৪.৬.১৯৮৫)। কংগ্রেসের নিষ্ঠাবান কর্মী, প্রবীণ গান্ধীবাদী ও সর্বোদয় নেতা। গান্ধী আন্দোলনের সাংগঠনিক ও সেবামূলক কাজগুলির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। পশ্চিমবঙ্গে বিনোবাজীর সর্বোদয় আন্দোলনের অন্যতম প্রধান প্রচারক ছিলেন। গয়ায় সর্বোদয় সম্মেলনে অন্য অনেকের সঙ্গে তিনিও 'জীবনদানী ব্রত' নেন। অভয় আশ্রমের সঙ্গেও তাঁর বিশেষ যোগ ছিল। স্বাধীনতার পর প্রফুল্ল ঘোষের মন্ত্রিসভায় তিনি দ্বিতীয় দফায় মন্ত্রী হন। [১৬]

চারুচন্দ্র মিত্র (১২৮৬ - ৭.১.১৩৫০ ব.) কলিকাতা। আদি নিবাস আঁটপুর—হুগলী। চন্দ্রনাথ। এম.এ., বি.এল.। 'যমুনা' (ফণীন্দ্রনাথ পালসহ, ১৩৩০ ব.), 'সঙ্কল্প' (অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণসহ, ১৩২১ ব.) প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক এবং 'মানসী ও মর্মবাণী' ও 'পঞ্চপুষ্প' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। 'বঙ্গীয় মহাকোষ' সম্পাদনা করেন। রচিত গ্রন্থ: 'গৌড় ও পাণ্ডুয়া'। [৪, ৫]

চারুচন্দ্র রায়১ (১৮৭০ - ১৯৪৫) চন্দননগর। দয়ালচাঁদ। চন্দননগর গড়বাটি বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স, হুগলী কলেজ থেকে এফ.এ. ও লক্ষ্ণৌ থেকে বি.এ. এবং এম.এ. পাশ করেন। ১৮৯৩ খ্রী. চন্দননগরে 'সেন্ট মেরিজ ইন্‌স্টিটিউশন' (পরবর্তী ডুপ্লে কলেজ)-এর ইংরেজীর অধ্যাপকরূপে কর্মজীবন শুরু। পরে প্রতিষ্ঠানের সাব-ডিরেক্টর হন। এই আদর্শ শিক্ষাবিদ্ চন্দননগরে বিপ্লবচিন্তারও অধিনায়ক ছিলেন। তাঁর বাসভবনেই অগ্নিযুগের কর্মক্ষেত্র সূচিত হয়। সখারাম গণেশ দেউস্কর, অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীদের গোপন-বৈঠক, স্বাস্থ্যচর্চা, লাঠি ও ছোরা খেলা, মুষ্টিযুদ্ধ, বন্দুক ছোঁড়া, সমাজসেবা এবং ইতিহাস, দর্শন ও বিপ্লবমূলক পুস্তকাদি পাঠ ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি ছাত্র ও যুবসম্প্রদায়কে উদ্দীপিত করেন। কানাইলাল দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী বসু শ্রীশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীরা তাঁর শিষ্য। তাঁর প্রভাব, সংগঠনশক্তি এবং সক্রিয়তার কারণে ইংরাজ সরকার আলিপুর বোমা মামলায় তাঁকে সংশ্লিষ্ট করে ১৯.৬.১৯০৮ খ্রী. গ্রেপ্তার করে। ছয় মাস কারাগারে থাকার পর প্রমাণাভাবে তিনি মুক্তি পান এবং ডুপ্লে কলেজে অধ্যাপনা করতে থাকেন। ইতিমধ্যে ফরাসী কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের কলেজ-বিভাগ বন্ধ করে শুধু বিদ্যালয়-বিভাগ চালাচ্ছিলেন। ১৯২০ খ্রী. তিনি ঐ বিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করে স্থানীয় রাজনীতিতে সক্রিয় হন। 'প্রজা সমিতি' নামে দল গঠন করে তিনি নির্বাচনে চন্দননগরের সকল সভার সমস্ত আসন অধিকার করেন এবং শহরের নানা জনহিতকর কাজে ব্রতী হন। ১৯২৮ খ্রী. চন্দননগরের মেয়র ও পণ্ডিচেরীর 'কঁসেই জেনারেল' নির্বাচিত হন। ১৯৩১ খ্রী. তাঁরই প্রচেষ্টায় ডুপ্লে কলেজের কলেজ বিভাগটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ইংরাজী, ফরাসী ও বাংলাভাষায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ বহু প্রবন্ধ এবং 'কালনিদ্রা', 'কমলাকান্তের পত্র', 'শরৎ সমালোচনা—শেষ প্রশ্ন' প্রভৃতি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। [১৪৯]

চারুচন্দ্র রায়২ (১৯১০ - জুলাই ১৯৬৪) কুঁয়ারপুর—ফরিদপুর। সুরেন্দ্রনাথ। সরকারী কর্মচারী পিতার কর্মক্ষেত্র ঢাকায় থাকতেন। অনুশীলন সমিতির ধনেশ ভট্টাচার্যের সংস্পর্শে এসে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হন। ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে বি.কম. পাশ করে পূর্ণ সময় বৈপ্লবিক কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। বোমা তৈরি, অস্ত্র চালানো এবং অস্ত্র মেরামতি শিক্ষা করেন। ১৯৩০ খ্রী. চট্টগ্রামের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পর সারা বাঙলায় ধরপাকড় শুরু হলে তিনি আত্মগোপন করে জেলায় জেলায় বৈপ্লবিক সংগঠন ও বিপ্লবী সামরিক ইউনিট গড়ে তোলেন। ১৯৩১ খ্রী. পুলিস তাঁর বাড়ি ঘেরাও করে আহত অবস্থায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে। জেলের ভিতর তাঁর উপর নির্মম অত্যাচার করা হয়। ১৯৩৮ খ্রী. ছাড়া পান। রামগড়ের ঐতিহাসিক সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে সেখানে মার্ক্সীয় আদর্শে যে আর.এস.পি. দল গড়ে ওঠে তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯৩৯ খ্রী. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে বহু বিপ্লবী নেতার সঙ্গে তিনিও কারারুদ্ধ হন। মুক্তিলাভ করেন খণ্ড-বিখণ্ডিত ভারতবর্ষে। আবাসভূমি পূর্ববাংলা তখন পূর্ব-পাকিস্তানে পরিণত হয়েছে। ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হিসাবে কলিকাতায় আসেন এবং নানা কারণে রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হন। [৮২]

চারুচন্দ্র সান্যাল, ডাঃ (২৩.৭.১৮৯৭ - ১২.৭.১৯৮০) বক্তারপুর—পাবনা। জয়চন্দ্র। পিতার কর্মস্থল জলপাইগুড়িতে জন্ম। খ্যাতনামা চিকিৎসক, রাজনীতিজ্ঞ, সমাজবিজ্ঞানী ও লোকসংস্কৃতিবিদ্। এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে তাঁর 'দি টোটোজ' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পর বিশ্বের এই ক্ষুদ্রতম জনগোষ্ঠীর কথা সভ্যজগৎ জানতে পারে। উত্তর বঙ্গে লোকসংস্কৃতিচর্চার তিনি জনক। জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল থেকে ১৯১৪ খ্রী. ম্যাট্রিক, কলিকাতার রিপন কলেজ থেকে আই.এস-সি ও ১৯১৮ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে শারীরবিজ্ঞানে প্রথম স্থান অধিকার করে বি.এস-সি পাশ করেন। গান্ধীবাদী শ্বশুর শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর প্রভাবে ডাক্তারী পরীক্ষা অসমাপ্ত রেখে আইন অমান্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন ও এক মাসের কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩০ খ্রী. ছাত্র সম্মেলনীতে রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা দেওয়ার জন্য গ্রেপ্তার হয়ে এক বছর জেলে থাকেন। এ সময়ে কমিউনিজমে আকৃষ্ট হন এবং 'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো'র বাংলা অনুবাদ 'সাম্যবাদীর আদর্শ' বইটি লেখেন। ১৯৩২ খ্রী. লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলনে ও ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়'

আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাদণ্ডিত হয়েছেন। ডাক্তারি পড়া-কালে চিকিৎসা-বিষয়ে তাঁর লিখিত 'কালাজ্বর চিকিৎসায় কুইনাইনের প্রয়োগ' (Further Possibilities of Quinine Study) পুস্তকটি সেকালে বেশ নাম করেছিল। এ ছাড়া 'Intervenus Iodine in Septic Fevers', 'Bengal Dietary', 'Kalazar' প্রভৃতি প্রবন্ধ Calcutta Medical Review পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ডাক্তারী পড়তে পড়তেই তিনি জাতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান বিদ্যালয়ের শারীর-বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং সে সময়ে তাঁর লেখা 'Laboratory Essentials of Physiological Chemistry' বইটি পাঠ্যরূপে নির্বাচিত হয়। জলপাইগুড়ির আদিবাসীদের সম্পর্কে তাঁর অপর কয়েকখানি বই : 'Rajbansis of North Bengal' (১৯৬৮ খ্রী· রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত), 'The Meches and the Totos of North Bengal', 'The Limbus' প্রভৃতি। ১৯৩৮ - ১৯৬২ খ্রী· জলপাইগুড়ি জেলায় খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে 'জনমত' পত্রিকায় তালিকাভিত্তিক সুচিন্তিত আলোচনা করেছেন। জিওগ্রাফিক্যাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে তিস্তা নদী সম্পর্কে তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গঠনে তাঁর প্রচেষ্টা এবং শিক্ষা, ক্রীড়া প্রভৃতির উন্নতি বিষয়ে তাঁর উদ্যম উল্লেখযোগ্য। ১৯৭১ খ্রী· উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি·লিট· সম্মানে ভূষিত করে। উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি কয়েকটি চা কোম্পানীর ডিরেক্টর হন, কিন্তু সাবেকি শ্রমিক শোষণনীতির বিরোধী ছিলেন। ১৯৪২ খ্রী. টি প্ল্যানটার্স অ্যাসোসিয়েশন-এ চা-শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিগুলি সম্পর্কে তাঁর প্রদত্ত পরিকল্পনা পরবর্তী কালে অনেকাংশে গৃহীত হয়েছিল। তিনি কংগ্রেস নেতা ও বিধান পরিষদের সদস্য ছিলেন। দীর্ঘদিন 'জনমত' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। কোচবিহার রাজ্যকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট অবদান আছে। [১৪৯]

চারুব্রত রায় (১৮৮৬ - ২৬·১১·১৯৫১) পাটনা। মহিমানাথ। মেডিক্যাল কলেজের কৃতী ছাত্র। এম·বি· পাশ করে উক্ত কলেজে শারীরবিদ্যা বিভাগের ডেমনস্ট্রেটাররূপে কাজে যোগ দেন এবং প্রাণ-রসায়ন বিষয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণা করেন। কর্নেল ম্যাকের সঙ্গে ডায়াবিটিজ ও খাদ্য বিষয়ে গবেষণা করে প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৯৩৫- ৪১ খ্রী· ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে শারীরবিদ্যার শিক্ষক ছিলেন। বেঙ্গল ইমিউনিটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ডিপথেরিয়া অ্যান্টিটক্সিন প্রস্তুত করেন। বেঙ্গল বায়োকেমিক্যাল ল্যাবরেটরির তিনি প্রতিষ্ঠাতা [৩]।

চারু মজুমদার (১৯১৫ - ২৮·৭·১৯৭২) হাণ্ডরিয়া—রাজশাহী। বীরেশ্বর। মধ্যস্বত্বভোগী ভূম্যধিকারী পরিবারে জন্ম। শিলিগুড়ি বয়েজ হাই স্কুল থেকে ১৯৩৩ খ্রী· ম্যাট্রিক পাশ করে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে ভর্তি হন। ক্রমে সাম্যবাদী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে কৃষক সংগঠনে মনোনিবেশ করেন। ১৯৩৬ খ্রী· তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল জলপাইগুড়ি জেলা। ৬ বছর আত্মগোপন করে থাকেন। এই সময় কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যপদ পান। ১৯৪২ খ্রী· জলপাইগুড়িতে গ্রেপ্তার হয়ে দুই বছর নিরাপত্তা বন্দীরূপে থেকে ১৯৪৪ খ্রী· মুক্ত হন। উত্তরবঙ্গে ফিরে গিয়ে চা-বাগানের শ্রমিক-সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৯ খ্রী· ভারতের কম্যুনিস্টপার্টি বে-আইনী ঘোষিত হলে নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার হন ১৯৫২ খ্রী· মুক্তি পেয়ে পার্টির সহকর্মিণী লীলা সেনগুপ্তকে বিবাহ করেন। অতঃপর তরাই অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে কাজ করতে থাকেন। ১৯৫৭ খ্রী· নকশালবাড়ি অঞ্চলের কেষ্টপুরে চা-বাগিচার মালিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গ্রেপ্তার হন। ৪ মাসের জন্য কারারুদ্ধ হলেও পরে কৃষক পক্ষের জয় হয়। এই সময় থেকে তাঁকে কৃষক পক্ষের হয়ে বহু মামলা পরিচালনায় সওয়াল-জবাব করতে দেখা যায়। এ সব মামলা অনেক সময় নিজ অর্থব্যয়ে চালাতেন। ১৯৬২ খ্রী· নির্বাচনে শিলিগুড়ি কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন। এই বছর ভারত-চীন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে কম্যুনিস্ট পার্টিতে মতদ্বৈধ দেখা দেয়। তিনি ভারতরক্ষা বিধানে গ্রেপ্তার হন। মুক্তি পাওয়ার পর ১৯৬৩ খ্রী· থেকে চীনের রাষ্ট্রগুরু মাও-সে-তুং-এর আদর্শে প্রভাবিত হয়ে ওঠেন। ১৯৬৫ খ্রী· পাক-ভারত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেপ্তার হন। এই বছরই একটি সার্কুলার প্রচার করেন, যা পরে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির [CPI(M)] নেতৃবৃন্দ কর্তৃক আপত্তিকর বলা হয়। ১৯৬৬ খ্রী· পুলিস হেফাজতে তিনি হাসপাতালে স্থানান্তরিত হন এবং এই বছরই মুক্তি পান। ১৯৬৭ খ্রী· পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় ও যুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট কর্তৃক সরকার গঠন বিষয়ে CPI(M) দলের নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর বিরোধ শুরু হয়। এই বিরোধ থেকে ক্রমে কম্যুনিস্ট কনসোলিডেশন্ (১৯৬৮) ও শেষে ১৯৬৯ খ্রী ১ মে কম্যুনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী-লেলিনবাদী [CPI(ML)] দল গঠন করে একজন সাধারণ কৃষককর্মী থেকে সারা ভারতে সর্বাধিক উচ্চারিত নামের বিপ্লবী নেতারূপে পরিচিত হন। সাধারণভাবে এই দলটি নক্‌শালপন্থী নামে পরিচিত। নক্‌শালবাড়িতে প্রকৃত কৃষকদের জমির মালিকানা-লাভের আন্দোলন থেকেই এই নামের উৎপত্তি। ১৯৬৯ - ৭১ খ্রী· প্রায় দুই বছর এই নবগঠিত দল পশ্চিমবাঙলার সব চেয়ে পরাক্রান্ত, সুগঠিত এবং মারমুখী বিপ্লবী দলরূপে বর্তমান ছিল। এই দলের প্রভাব বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি অন্যান্য রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। চলতি সমাজ-ব্যবস্থার আশু আমূল পরিবর্তনের আশায় বেশ কিছু প্রতিভাবান যুবক-যুবতী এই দলের শক্তিবৃদ্ধি করেন। কিন্তু তাঁর নির্দেশে কৃষিবিপ্লব এবং রাজনৈতিক আন্দোলন ক্রমশ শহরাঞ্চলে ব্যক্তিগত হত্যা, বরেণ্য দেশনেতা, শিক্ষাবিদ্ ও মনীষীদের মূর্তিভাঙা, স্কুল-কলেজ পোড়ানো প্রভৃতি বিকৃত আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। প্রথম দিকে চীন প্রকাশ্যে CPI(ML)-এর কৃষিবিপ্লবের নীতি সমর্থন করলেও পরে তাদের কর্মপদ্ধতির সমালোচনা করে। এই সমালোচনা এবং

নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে CPI(ML) ক্রমশ কয়েকটি উপদলে ভাগ হতে শুরু করে। সরকার এই দলটির বিরুদ্ধে অতি কঠোর দমন-নীতি প্রয়োগ করেন। এই ব্যাপারে দলের বহু কর্মী নিহত এবং অনেকে কারারুদ্ধ হন; পুলিস এবং অনেক সাধারণ লোকও মারা পড়ে। ১৯৭২ খ্রী· নির্বাচনে কংগ্রেস দল ক্ষমতায় আসে। ১৬·৭·১৯৭২ খ্রী· তিনি গোপন আবাস থেকে গ্রেপ্তার হন। ২৮ জুলাই ১৯৭২ খ্রী· ভোরে হৃদ্‌রোগে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল বলে সরকারপক্ষ ঘোষণা করেন। [১৬]

চারু মাস্টার (চাক্‌মা) (১৮৯৩? - ১৯৭২) তৈসাংমাগ্রাম—ত্রিপুরা। কিনাধন চাক্‌মা। তিন বছর বয়সে পিতার সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের মাইনী গ্রামে গিয়ে বাস করতে থাকেন এবং সেখানকার দিঘিনালা বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। ১৬ বছর বয়স থেকেই তিনি জনসেবামূলক কাজ আরম্ভ করেন এবং বিভিন্ন পার্বতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা জাগ্রত করতে চেষ্টা করেন। ১৯ বছর বয়সে ত্রিপুরা রাজ্যের ময়নামায় চলে আসেন এবং এখানেও পার্বতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে ও কুটিরশিল্পে আত্মনির্ভরশীলতায় প্রেরণা দিতে থাকেন। নিজেও বেতের কাজ, বাঁশের কাজ ভাল জানতেন। পার্বতীয়দের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে তুলবার জন্য তিনি কয়েকটি যাত্রাদল গঠন করেছিলেন। নিজে ভাল অভিনয় করতে এবং বেহালা ও তবলা বাজাতে পারতেন। তাঁর যাত্রাদল বিভিন্ন পার্বতীয় সম্প্রদায়কে একই গোষ্ঠীর মত মিলিত করতে পেরেছিল। [১৫৮]

চারু রায় (৬·৯·১৮৯০ - ২৮·৯·১৯৭১) বহরমপুর। আদি নিবাস—পাবনা। শ্যামাচরণ। ১৯১১ খ্রী· বহরমপুর থেকে ম্যাট্রিক ও ১৯১৮ খ্রী· কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি·এস-সি· পরীক্ষা পাশ করেন। ছোটবেলা থেকেই চিত্রকলানুরাগী ছিলেন। বহরমপুরে ভাস্কর ব্রজ পালের কাছে চিত্রকলা বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ করেন। স্নাতক হয়ে চিত্রকলায় মনোনিবেশ করেন ও ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্টের সঙ্গে যুক্ত হন এবং অঙ্কিত ছবি প্রকাশ করতে থাকেন। কিন্তু চিত্রকলায় অর্থাগম না হওয়ায় বার্ড কোম্পানীতে চাকরি নেন। এই সময়ে তিনি 'ভারতী' পত্রিকা অফিসের সাহিত্যিক ও গুণিজনের আসরের অন্যতম সভ্য ছিলেন। ১৯২২ খ্রী· আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগদান করেন। কিছুদিন সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করার পর দৈনিক বাংলা পত্রিকায় ব্যঙ্গচিত্রাঙ্কন শুরু করেন। ১৯২২ - ২৭ খ্রী· পর্যন্ত 'সি-আর' নামে অঙ্কিত ছবিগুলির মাধ্যমে বাঙলাদেশে বিখ্যাত ব্যঙ্গচিত্রশিল্পিরূপে পরিচিত ও সমাদৃত হন। তিনিই প্রথম বাংলা হরফগুলির 'ডেকরেটিভ'-রূপ দান করেন। রঙ্গমঞ্চের সঙ্গেও তাঁর সংযোগ ছিল। 'মুক্তার মুক্তি' নাটকে শিল্প-নির্দেশকরূপে খ্যাতি অর্জন করেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর 'সীতা' নাটকের তিনি শিল্প-নির্দেশক ছিলেন। এ ছাড়া 'ঋষির মেয়ে' ও 'শ্রীকৃষ্ণ' নাটকের শিল্প-নির্দেশনা দেন। ১৯২৫ খ্রী, আত্মীয় ও সহপাঠী হিমাংশু রায়ের আহ্বানে 'লাইট অফ এশিয়া'র শিল্প-নির্দেশকরূপে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেন। পরবর্তী 'সিরাজ' ছবির শিল্প-নির্দেশক ও অভিনেতা, ১৯২৮ খ্রী· 'এ থ্রো অফ এ ডাইস' ছবির নায়ক এবং ১৯২৯ খ্রী· 'লাভস অফ এ মোগল প্রিন্স' ছবির পরিচালক হন। তাঁর পরিচালিত অন্যান্য ছবি: 'বিগ্রহ', 'চোরকাঁটা', 'স্বামী', 'কিংবদন্তী', 'পথিক', 'ডাকু কা লেড়কী' প্রভৃতি। তাঁর অভিনীত ছবিগুলিতে তাঁর স্ত্রী মায়াদেবীও অভিনয় করতেন। তিনি প্রথম বাংলা চলচ্চিত্র-বিষয়ক পত্রিকা 'বায়স্কোপ'-এর সম্পাদক ছিলেন। [১৬, ১৭৪]

চারুশীলা দেবী[১] (১৮৮২ - ৭·১·১৯৭৯) ঢাকা। প্রখ্যাত সমাজসেবী। বেথুন কলেজের শিক্ষা-শেষে ঢাকায় ইডেন হাইস্কুলে কাজ নেন। ১৯২৮ খ্রী· তাঁর মাতুল স্বামী পরমানন্দ মহারাজের নির্দেশে আমেরিকায় যান ও সেখানে 'আনন্দ আশ্রম'-এ কাজ করতে থাকেন। তিন বছর পর দেশে ফিরে এলে স্বামী শিবানন্দ মহারাজ তাঁকে দেশে থেকেই আমেরিকার আনন্দ আশ্রমের কাজ চালানর আদেশ দেন। সেই অনুসারে ঢাকায় তিনি আনন্দ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় কপর্দকশূন্য অবস্থায় বহু বাধাবিঘ্নের মধ্যে আশ্রমের কাজ শুরু করে তিনি তাকে সফল প্রতিষ্ঠান-রূপে গড়ে তোলেন। দেশবিভাগের পর ঢাকায় দাঙ্গার সময় কয়েকজন ত্যাগী আশ্রমকন্যা ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি ফটো নিয়ে প্রায় একবস্ত্রে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রেরিত চার্টার্ড প্লেনে কলিকাতায় চলে আসেন। এখানে ডাঃ রায়ের অনুরোধে নাকতলায় উদ্বাস্তু মেয়েদের জন্য 'আনন্দ আশ্রম হোম'-এর পত্তন করেন (১৯৫১)। তার আগে ১৯৫০ খ্রী· ঢাকা আশ্রমের মেয়েদের নিয়ে দমদমে একটি বাড়ি ভাড়া করে কাজ আরম্ভ করেছিলেন। ক্রমে সেখানে 'সারদা বিদ্যাপীঠ', 'সারদা শিল্পপীঠ' ও ছাত্রীদের জন্য বোর্ডিং প্রতিষ্ঠা করেন। পুনর্বাসন দপ্তরের অর্থ-সাহায্যে ১৯৬২ খ্রী· বনহুগলীতে বাড়ি ও জমি কিনে সেখানেই স্থায়িভাবে ঐ আশ্রম, বিদ্যাপীঠ ও শিল্পপীঠ তুলে নিয়ে যান। সংসার এবং সমাজ—উভয় ক্ষেত্রেই মেয়েরা যাতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে সেটাই ছিল তাঁর সমস্ত শিক্ষাদানের লক্ষ্য। [১৬]

চারুশীলা দেবী[২] (১৮৮৩ - ?) মেদিনীপুর। রাখালচন্দ্র অধিকারী। স্বামী বীরেন্দ্রকুমার গোস্বামী। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রথম ছাত্রী। ১২ বছর বয়সে বিবাহ। বিপ্লবী ক্ষুদিরাম তাঁকে রক্ততিলক পরিয়ে স্বদেশ-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯০৮ খ্রী· কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে যাবার আগে তাঁরই বাড়িতে ক্ষুদিরাম আত্মগোপন করেছিলেন। বিধবা হবার পর ১৯২১ খ্রী· মেদিনীপুরে মহিলা সমিতি গঠন করেন। ১৯২২ খ্রী· কলিকাতায় ট্রেনিং স্কুলে পড়াশুনা করে স্বগ্রামে গঠনমূলক কাজে ব্রতী হন। ১৯৩০ খ্রী· লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলনে যুক্ত হন এবং জনসাধারণকে আন্দোলনে যোগদানের আহ্বান জানিয়ে সভা-সমিতি করতে

থাকেন। চন্দ্রাকরে সভা করবার সময় গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরোলে খড়্গপুরে চলে আসেন এবং সত্যাগ্রহীদের সাহায্যার্থ অর্থসংগ্রহের জন্য শ্রমিক-সভার আয়োজন করেন। নানা বাধা-বিপত্তিসত্ত্বেও সংগৃহীত অর্থ ও গহনাদি নেতা অন্নদা চৌধুরীর হাতে পৌঁছিয়ে দেন। বে-আইনী শোভাযাত্রা পরিচালনার জন্য তাঁর ৬ মাসের কারাদণ্ড হয়। জেলে বিধবাদের স্বহস্তে রান্নার অধিকার অর্জনের জন্য অনশন করে সরকারকে তা মানতে বাধ্য করেন। এরপর আরও কয়েকবার বিভিন্ন কারণে কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। ১৯৩৩ খ্রী· মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ নিহত হলে তিনি আট বছরের জন্য মেদিনীপুর থেকে বহিষ্কৃত হন। তিনি পুরী চলে যান। পরে ১৯৩৮ খ্রী· কলিকাতায় এসে কর্পোরেশন স্কুলে শিক্ষিকার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। [২৯]

চার্নক, জব (? - ১০·১·১৬৯৩) ইংল্যাণ্ড। কলিকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। ১৬৫৫ - ৫৬ খ্রী· ভারতবর্ষে এসে তিনি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী হিসাবে কাশিমবাজার ও পাটনা কুঠিতে কাজ করেন। বাঙলায় নিযুক্ত কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে তাঁর পদাধিকার ছিল দ্বিতীয়। কাশিমবাজারে অবস্থানকালে তাঁর সঙ্গে মোঘল সরকারের সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। দেশীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগক্রমে চার্নক ও অন্য কয়েকজন কোম্পানীর কর্মচারীর অর্থদণ্ড হয়, কিন্তু নবাবের আদেশ অমান্য করে তিনি গোপনে হুগলী কুঠিতে (এপ্রিল ১৬৮৬) পলায়ন করে কিছুদিন নানাস্থানে ঘুরে বেড়ান। ২৪·৮·১৬৯০ খ্রী· তিনি সদলে সুতানুটিতে প্রবেশ করে ইংল্যাণ্ডের জাতীয় পতাকা প্রোথিত করেন। ঐ দিনটিকে কলিকাতা মহানগরীর প্রতিষ্ঠা-দিবস বলা হয়। এর আগেই শেঠ, বসাক প্রভৃতি বাঙালী ব্যবসায়ী এবং আর্মেনীয় ও পর্তুগীজ বণিকরা এখানে বাস করত। ১০·২·১৬৯১ খ্রী· সম্রাট আওরঙ্গজেবের ফরমান অনুসারে বার্ষিক ৩ হাজার টাকার বিনিময়ে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যের সুবিধা পায়। চার্নক কোনদিন কোম্পানীতে উচ্চপদ পান নি। বহুদিন বাঙলায় বসবাস করার ফলে তিনি কিছু কিছু বাঙালী আচার-ব্যবহার গ্রহণ করেন। জনশ্রুতি আছে, পাটনা কুঠিতে বসবাসকালে এদেশীয় এক বিধবা রমণীকে সতীদাহ থেকে উদ্ধার করে বিবাহ করেন (আনু· ১৬৭৮) ও উক্ত স্ত্রীর গর্ভে তাঁর তিন কন্যার জন্ম হয়। চার্নকের পূর্বেই তাঁর স্ত্রী মারা যান। কলিকাতার সেন্ট জনস্ চার্চের সমাধিক্ষেত্রে তাঁদের সমাধি বিদ্যমান। [৩]

চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য (২১·৬·১৯১৫ - ১৩·১১·১৯৭৮) চট্টগ্রাম। চারুচন্দ্র। স্কুল ও কলেজ জীবন চট্টগ্রামে কাটে। বি·এ· পড়বার সময়ে চট্টগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে এসে গণ-আন্দোলনে যুক্ত হন। চিত্রাঙ্কনে স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল। ১৯৪২-৪৩ খ্রী· আগস্ট আন্দোলনের ও দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় আঁকা ছবিগুলির জন্য শিল্পজগতে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে মেদিনীপুরের ১৯৪৩ খ্রী· দুর্ভিক্ষের যে চিত্র তিনি আঁকেন তা সর্বকালীন দুর্ভিক্ষের প্রতিচ্ছবি হয়ে আছে। এর পর কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে ১৯৪৫ খ্রী· বোম্বাই গিয়ে পার্টির মুখপত্র 'পিপলস ওয়ার'-এর সঙ্গে বহুদিন যুক্ত থাকেন। ১৯৪৬ খ্রী· নৌ-বিদ্রোহের ও ১৯৪৭ খ্রী· তেলেঙ্গানার কৃষক-বিদ্রোহের চিত্রাবলী তাঁর অমর কীর্তি। বোম্বাই, দিল্লী, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে এই চিত্রাবলীর প্রদর্শনী হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথের বা পাশ্চাত্য প্রভাব থাকলেও গ্রামের সাধারণ দুঃখী ও সংগ্রামী মানুষই তাঁর শিল্পকলার প্রধান উপজীব্য ছিল। স্কেচ ও উডকাটের মাধ্যমে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ দৃশ্যাবলী এঁকেছেন বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে। ৩৩ বছর বোম্বাই-এর আন্ধেরীতে বাসকালে এলবাম, কার্ড, ছবি প্রভৃতি বিক্রি করে অনিয়মিত উপার্জনহেতু বহু অসুবিধার মধ্যেই থাকতেন। অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় এসে এখানেই মারা যায়। [১৬, ৩২]

চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী (১৮৯৪ - ৯·৯·১৯১৫) খালিয়া, মাদারিপুর—ফরিদপুর। পঞ্চানন। গুপ্ত বিপ্লবী দলের সভ্য এবং ফরিদপুরের বিপ্লবী নেতা পূর্ণ দাসের সহকর্মী ছিলেন। ডিসে· ১৯১৩ খ্রী· প্রথম 'ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসাবে গ্রেপ্তার হয়ে পাঁচ মাস জেল খাটেন। ১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯১৫ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন দিবসে রাস্তায় কর্তব্যরত পুলিস ইন্‌স্পেক্টর সুরেশ মুখার্জীকে কয়েকজন সহকর্মীর সাহায্যে হত্যা করেন। বিপ্লবী যতীন মুখার্জীর সহকর্মী হিসাবে জার্মানী, জাপান, আমেরিকা ও ডাচ ঈস্ট ইণ্ডিজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করেন। বাঘা যতীন পরিচালিত বুড়ী বালামের যুদ্ধে পুলিসের গুলিতে ঘটনাস্থলে নিহত হন। [১০, ৪২, ৪৩, ১৩৯]

চিত্তরঞ্জন গোস্বামী (১২৮৮ - ১·২·১৩৪৩ ব·) শান্তিপুর—নদীয়া। লালমোহন। প্রখ্যাত হাস্যরসিক অভিনেতা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি·এ· পাশ করে প্রথমে কিছুদিন পাকুড় এস্টেটে ও ই· আই, রেলওয়েতে চাকরি করেন। পঁচিশ বছর বয়সে চাকরি ছেড়ে হাস্য-কৌতুকাভিনয়কে উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেন। মেক্-আপ ছাড়া ৫২ রকমের হাসি দেখাতে পারতেন। এর মধ্যে 'বিগ কজকোর্ট', 'হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা', 'নকড়ির নাট্যবিকার', 'বলবান্ জামাতা' প্রভৃতি বিখ্যাত। চলচ্চিত্রে এবং মঞ্চেও অভিনয় করতেন। [১, ৫]

চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশবন্ধু (৫·১১·১৮৭০ - ১৬·৬·১৯২৫) কলিকাতা। অ্যাটর্নী ভুবনমোহন। পৈতৃক নিবাস তেলিরবাগ—ঢাকা। বাঙলার প্রখ্যাত দেশনেতা ও দাতা। ভবানীপুর লণ্ডন মিশনারী স্কুলে বিদ্যারম্ভ। ১৮৯০ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করেন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য বিলাত যান। ১৮৯৩ খ্রী· ব্যারিস্টার হয়ে স্বদেশে ফিরে এসে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। ছাত্রজীবনেই প্রেসিডেন্সী কলেজে সুরেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত স্টুডেন্টস্ ইউনিয়নের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। বিলাতে বাসকালেও রাজনৈতিক ব্যাপারে

তৎপর ছিলেন। 'অনুশীলন' বিপ্লবী দলের সঙ্গে এবং অরবিন্দ ঘোষ ও 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল। বরাবর রাজনৈতিক মামলায় অংশগ্রহণ করতেন। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী (বারীন ঘোষ, অরবিন্দ প্রমুখ) পক্ষ সমর্থনে ব্যারিস্টার ও দেশপ্রেমিকরূপে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। এই সময় থেকেই আইন ব্যবসায়ে বিপুল অর্থোপার্জন হতে থাকে। পিতৃবন্ধুর ঋণের দায়িত্ব গ্রহণের ফলে ১৯০৬ খ্রী. পিতাপুত্র উভয়কেই দেউলিয়া হতে হয়েছিল; ১৯১৩ খ্রী· তিনি পিতৃঋণ পরিশোধ করে দেউলিয়া নাম খণ্ডন করেন। ১৯০৬ খ্রী· কলিকাতা কংগ্রেসের প্রতিনিধি ও ১৯১৭ খ্রী· বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনের সভাপতি হন। মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার, পাঞ্জাবে সরকারী দমননীতি ও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলেন। পাঞ্জাবে সরকারী নীতি-বিষয়ে কংগ্রেসগঠিত তদন্ত কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯২০ খ্রী· মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় আইনসভা-বর্জন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। পরে স্বয়ং অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব কংগ্রেস অধিবেশনে উত্থাপন করেন এবং গান্ধীজীর ডাকে বহু সহস্র টাকা মাসিক আয়ের ব্যারিস্টারী পেশা ত্যাগ করে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় তিনি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ব্যারিস্টাররূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। স্বয়ং ভারত সরকার প্রখ্যাত মিউনিশনস বোর্ডঘটিত মামলায় প্রচলিত নজির উপেক্ষা করে সাহেব অ্যাডভোকেট-জেনারেলের অপেক্ষা অধিক পারিশ্রমিক দিতে স্বীকৃত হয়ে তাঁকে সরকারী কৌঁসুলী নিযুক্ত করেন। অসহযোগ আন্দোলনে আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করার জন্য তিনি এ কাজও পরিত্যাগ করেন। তাঁর অসামান্য ত্যাগের ফলে সারা দেশ অনুপ্রাণিত হয় ও বাঙলার মানুষ তাঁকে 'দেশবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে। নিজের ও পরিবারবর্গের বিলাসবহুল জীবন ত্যাগ করে সন্ন্যাসিসুলভ অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতে থাকেন। ছাত্রদের গোলামখানা (বিশ্ববিদ্যালয়) ত্যাগের আহ্বান জানান। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় বাঙলার পরিচালকরূপে প্রথমেই নিজ পত্নী বাসন্তী দেবী ও ভগ্নী ঊর্মিলা দেবীকে কারাবরণ করতে আদেশ দেন। এই প্রথম মহিলাগণ প্রকাশ্য সত্যাগ্রহে অংশ নিলেন। সারা দেশে বাসন্তী দেবীর গ্রেপ্তার-সংবাদে উত্তেজনা চরমে ওঠে। ১৯২১ খ্রী· নিজে আইন অমান্য করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ফলে আমেদাবাদ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েও অনুপস্থিত ছিলেন। পরের বছর কারামুক্ত হয়ে গয়া কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন এবং সরকারী নীতির বিরোধিতা করার জন্য আইনসভায় প্রবেশের পক্ষে অভিমত দেন। গান্ধীজী কারাগারে ছিলেন, কিন্তু তাঁর অনুগামীদের বিরোধিতায় এ নীতি কংগ্রেস কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। দেশবন্ধু কংগ্রেস সভাপতিত্ব ত্যাগ করে 'স্বরাজ্য দল' গঠন করে জনমত সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালান। মতিলাল নেহেরু এবং দেশবন্ধুর নেতৃত্বে এই দল ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। ফলে পরের বছর ১৯২৩ খ্রী· কংগ্রেস আইনসভায় প্রবেশের নীতি গ্রহণ করে। এই বছর হিন্দু-মুসলমান ঐক্য রক্ষার জন্য স্বরাজ্য দল ও মুসলমান নেতাদের যে চুক্তি হয় তা 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে খ্যাত। ১৯২৩ খ্রী· নির্বাচনে স্বরাজ্য দল বিশেষ সাফল্য লাভ করে। ১৯২৪ খ্রী· তারকেশ্বরের মোহন্তের অনাচারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করেন। তিনিই কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র এবং সুভাষচন্দ্র প্রথম প্রধান অফিসার। ১৯২৪ খ্রী· সরকার বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স জারী করে সুভাষচন্দ্র, সুরেন্দ্রমোহন প্রমুখ নেতাদের গ্রেপ্তার করলে তিনি নিজ বাড়িতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকের আহ্বান জানান। এবার গান্ধীজীও উপলব্ধি করেন যে, স্বরাজ্য দলকে দমনের জন্যই এই অর্ডিন্যান্স। এরপর থেকে দেশবন্ধুকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। অত্যধিক পরিশ্রম ও কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে দেশবন্ধু দুর্বল হয়ে পড়েন। মৃত্যুর পূর্বে পৈতৃক বসতবাটি জনসাধারণকে দান করেন। এখন সেখানে তাঁর নামাঙ্কিত 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন' প্রতিষ্ঠিত। রাজনীতির মধ্যে থেকেও তিনি রীতিমত সাহিত্যচর্চা করতেন। সে সময়ের বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'নারায়ণ' তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (১৩২১ ব·)। কবি ও লেখক হিসাবে তাঁর পরিচিতি 'মালঞ্চ', 'সাগরসঙ্গীত' ও 'অন্তর্যামী' গ্রন্থের জন্য। তাঁর রচিত 'ডালিম' গল্পের নাট্যরূপ মিনার্ভায় (আলফ্রেড) পরিবেশিত হয় (১৫·৭·১৯২৪)। শিশির ভাদুড়ীকে জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দার্জিলিংয়ে মৃত্যু। কলিকাতায় তাঁর শেষযাত্রায় অভূতপূর্ব লোকসমাগম হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ/মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান'। [১, ৩, ৭, ১০, ২৫, ২৬]

চিত্তরঞ্জন মুখার্জি (অক্টো· ১৯১৯ - ২৭·৯·১৯৪৩)। সেনাবিভাগের কর্মী চিত্তরঞ্জন জাতীয়তাবাদী ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ফোর্থ মাদ্রাজ কোস্টাল ডিফেন্স ব্যাটারীকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে ১৮·৪·১৯৪৩ খ্রী· সামরিক পুলিস যে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করে মাদ্রাজ পেনিটেনশিয়ারিতে ফাঁসি দেয়, তিনি তাঁদের একজন। মৃত্যুর সময়ে তাঁরা 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিসহ পরস্পরকে আলিঙ্গন করে হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করেন। [১০, ৪২, ৪৩]

চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত (১৮৯৮? - ২০·১২·১৯৭৪) কলিকাতা। সৌরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বামী নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত এক সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। জনপ্রিয়তা অর্জনের আগে অল্প যে কয়জন রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন চিত্রলেখা (ঝুনু) তাঁদের একজন। স্বয়ং কবিগুরুর কাছে তাঁর সঙ্গীতশিক্ষা। উদাত্ত কণ্ঠের অধিকারিণী ছিলেন। ১৯১১ খ্রী· কলিকাতা কংগ্রেসে তিনি বিনা মাইকে 'বন্দেমাতরম্' গেয়েছিলেন—রবীন্দ্রনাথের সুরে প্রকাশ্য সভায় সেই

প্রথম এই গান গাওয়া হয়। ১৯১৮ খ্রী· বি·এ· পাশ করেন। ১৯৩৫ খ্রী· রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে লক্ষ্ণৌতে 'শাপমোচন' অভিনয়কালে তিনি সেখানেও রবীন্দ্রসঙ্গীতে তালিম দিয়েছিলেন। লক্ষ্ণৌতে অতুলপ্রসাদ সেনের সান্নিধ্যে এসে অতুলপ্রসাদের গানেও দক্ষতা অর্জন করেন। পাশ্চাত্য সঙ্গীতেও তাঁর গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। কিন্তু 'তুমি কি কেবল ছবি' গানটি ছাড়া আর কোন রেকর্ড তিনি করেন নি। [১৬]

চিন্তামণি ঘোষ (১৮৪৪ - ১১·৮·১৯২৮) বালি—হাওড়া। পিতার কর্মস্থল বারাণসীতে শিক্ষারম্ভ। ১৩ বছর বয়সে পিতৃহীন হন এবং এলাহাবাদের ইংরেজী সাপ্তাহিক 'পাইওনিয়ারে' চাকরি নিয়ে মুদ্রণযন্ত্র সম্পর্কে শিক্ষা ও অনুসন্ধান শুরু করেন। কিছুদিন বিভিন্ন সরকারী চাকরি করার পর ১৮৮৪ খ্রী· এলাহাবাদে একটি হস্তচালিত মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করে 'ইণ্ডিয়ান প্রেস' নামে ছাপাখানা স্থাপন করেন। ১৯১০ খ্রী· ঐ ছাপাখানা বিদ্যুৎশক্তি দ্বারা চালাবার ব্যবস্থা হয়। তা ছাড়া এ দেশে মুদ্রণে লিথোগ্রাফি-পদ্ধতির তিনিই প্রবর্তক। এর ফলেই অবনীন্দ্রনাথের বহুবর্ণ চিত্রাদির মুদ্রণ সম্ভব হয়েছিল। দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', রবীন্দ্রনাথের বহু গ্রন্থ এবং কিছুকাল 'প্রবাসী' পত্রিকাও ইণ্ডিয়ান প্রেসে ছাপা হয়েছিল। 'সরস্বতী' নামে একটি হিন্দী পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। [১, ৩, ৫]

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী (মে ১৯০২ - ১৭·৬·১৯৭২) কলিকাতা। আদি নিবাস কোটালিপাড়া—ফরিদপুর। জ্ঞানদাকণ্ঠ। সেণ্ট পল্স্ স্কুল থেকে প্রবেশিকা, কলেজ থেকে বৃত্তিসহ আই·এ· এবং সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃত অনার্সে প্রথম স্থান অধিকার করে বি·এ· পাশ করেন। ১৯২৫ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রুপ-১ সংস্কৃত বিষয়ে ও ১৯৩০ খ্রী· বাংলায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম·এ· পাশ করে অনেকগুলি স্বর্ণপদক পান। 'কাব্যতীর্থ' উপাধি· পরীক্ষায়ও কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ১৯২৯ - ৪১ খ্রী· বেথুন কলেজে, ১৯৪১ - ৫৫ খ্রী· কৃষ্ণনগর কলেজে এবং ১৯৫৫ - ৫৮ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করে অবসর-গ্রহণ করেন। কিছুদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থপ্রকাশন বিভাগের সম্পাদক ছিলেন। পূর্বভারতের সাহিত্য-ধর্ম-সংস্কৃতি, বিশেষ করে সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে তাঁর মৌলিক অবদান পণ্ডিত-সমাজে সুবিদিত। বহু বছর 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গদেশ ও বহির্বঙ্গের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি-চর্চার প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তবে পুঁথিচর্চাই তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় কীর্তি। বহু গ্রন্থ তিনি রচনা ও সম্পাদনা করেন। রচিত গ্রন্থ : 'জৈন পদ্মপুরাণ', 'বাংলা পুঁথির বিবরণ', 'সতরঞ্চ কৌতূহল', 'বাংলার পালা পার্বণ', 'তন্ত্রকথা', 'ভাষাসাহিত্য ও সংস্কৃতি', 'হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান', 'Tantras : Studies on Their Religion and Literature', 'Glimpses of Indian Culture, Religion etc.' প্রভৃতি। [১৪৮]

চিন্তাহরণ স্মৃতিতীর্থ (শ্রাবণ ১২৯০ - ১৬·১২·১৩৫৬ ব·) তারপাশা—বরিশাল। শশিকুমার চক্রবর্তী। খুলনার স্মার্তপণ্ডিত আশুতোষ স্মৃতিতীর্থের গৃহে ১৮ বছর শাস্ত্র অধ্যয়ন করে ২৮ বছর বয়সে কাশীধামনিবাসী মাতুল হরিচরণ পাঠকের সহায়তায় কাশীতে যান। সেখানে অনুষ্ঠিত রামায়ণ ও মহাভারতের বিষয়ে অখিল ভারতীয় প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে তিনি যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে 'সরস্বতী' ও 'ভারতী' উপাধি এবং ৫০০ টাকা হিসাবে পুরস্কার পান। কাশীধামে কিছুদিন ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। স্বগ্রামে 'শশিকুমার চতুষ্পাঠী' স্থাপন করে একাদিক্রমে ৩৭ বছর অধ্যাপনা করেন। তাঁর চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের জন্য স্থানীয় জমিদারের স্থাপিত ছাত্রাবাসে ৪০ জন ছাত্র থাকত। বরিশাল শহরের 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা'র প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ছিলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রেও তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। [১৭২]

চিন্ময় ঘোষ, ডা· (১৯১১ - ১৯৭৪) বাঁকুড়া। প্রসিদ্ধ ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ্। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের ধাত্রীবিদ্যার প্রধান ছিলেন। নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজেও অধ্যাপনা করতেন। দিল্লীর ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চে বিশেষ এক মাইক্রোস্কোপের উদ্ভাবন করে মেয়েদের ক্যানসার রোগ-নির্ণয়ে সমর্থ হন এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন। গবেষণামূলক বহু প্রবন্ধও প্রকাশ করেন। [২০২]

চিন্ময় লাহিড়ী (১৯১৬ - ১৭·৮·১৯৮৪)। বিশিষ্ট শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পী। পিতা ছিলেন লক্ষ্ণৌয়ের ইঞ্জিনিয়ার। বংশানুক্রমিক পরম্পরা নয়, রেয়াজের শ্রমে এবং তালিমের গুণেই তিনি বাংলা তথা ভারতের সঙ্গীত জগতে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। লক্ষ্ণৌয়ের ম্যারিস কলেজের অধ্যক্ষ রতন ঝঙ্কারের কাছে তাঁর সঙ্গীতের হাতেখড়ি। ঐ কলেজের 'সঙ্গীতবিশারদ' উপাধিপ্রাপ্ত ছিলেন। বিখ্যাত ওস্তাদদের কাছে সঙ্গীতে তালিম নিলেও সঙ্গীতশাস্ত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি নিজস্ব ঘরানার সৃষ্টি করেন। তাঁর গানে শাস্ত্রীয় আঙ্গিকের সঙ্গে মধুর রস ও আত্মনিবেদনের সংমিশ্রণ ঘটেছিল। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী-সৃষ্ট নন্দকোষ রাগ পরিবেশন করে সারা ভারতের সঙ্গীতবিদগ্ধ সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর গানের প্রথম রেকর্ড এইচ· এম·ভি·—তে (১৯৪৪)। চলচ্চিত্রে প্রথম প্লেব্যাকের কাজ করেন 'মানদণ্ড' ছবিতে। কয়েকটি ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা ও কণ্ঠদান করেছেন। 'শাপমোচন' চলচ্চিত্রে প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পটদীপ রাগে গাওয়া 'ত্রিবেণী তীর্থপথে কে গাহিল গান' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘদিন আকাশবাণীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। সঙ্গীত-শিক্ষক হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। সঙ্গীতের উপর লেখা তাঁর দুখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর পুত্র শ্যামলও গায়ক। [১৬]

চিরঞ্জীব শর্মা (১৮৬৮ - ১৯১৫) চকপঞ্চানন—নবদ্বীপ। রামনিধি সান্যাল। প্রকৃত নাম

ত্রৈলোক্যনাথ। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র 'চিরঞ্জীব শর্মা' নাম দেন। শান্তিপুরে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়ে ১৮৬৭ খ্রী· কলিকাতায় কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হন। ১৮৬৮ খ্রী· 'ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে'র ভিত্তিস্থাপনের দিন নূতন সঙ্গীত রচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এবং ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতাচার্যের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৭০ খ্রী, প্রচারক নিযুক্ত হন। সুরকার হিসাবে ধ্রুপদ প্রভৃতি উচ্চাঙ্গ রীতির সঙ্গে ভাটিয়ালী, রামপ্রসাদী প্রভৃতি সাধারণের উপযোগী সুরে সঙ্গীত রচনা করতেন। তাঁর বহু গান আজও বাউল-ভিখারীর কণ্ঠে শোনা যায়। ১৮৭৬ খ্রী· কেশবচন্দ্র তাঁকে 'ভক্তির অনুবর্তী' ব্রতে দীক্ষিত করেন। রচিত গ্রন্থাবলী: 'ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত', 'গীত রত্নাবলী' (৪ খণ্ড), 'পথের সম্বল', "শ্রীচৈতন্যের জীবন ও ধর্ম', 'বিধান ভারত' (মহাকাব্য), 'নবশিক্ষা' '(শিশুপাঠ্য), 'নববৃন্দাবন' (নাটক), 'সাধু অঘোরনাথের জীবনচরিত', 'কেশবচরিত', 'গরলে অমৃত', 'বিংশশতাব্দী বা আশাকাব্য', 'ব্রহ্মগীতা' প্রভৃতি। [৩, ২৫, ২৬, ১৯৯]

চুনীলাল বসু, ডাঃ, রায়বাহাদুর, সি·আই·ই· (১৩·৩·১৮৬১ - ৩·৮·১৯৩০) কলিকাতা। কৌলিক নিবাস চাংড়িপোতা—চব্বিশ পরগনা। দীননাথ। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও অধ্যাপক। ছাত্রজীবনে একাধিক পরীক্ষায় বৃত্তি, পুরস্কার ও পদক লাভ করেন। ১৮৮৬ খ্রী· কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে অনার্স সহ এম·বি· পাশ করে প্রথমে মেডিক্যাল কলেজে সহকারী সার্জেন পদে যোগ দিয়ে কিছুদিন ব্রহ্মদেশে বাস করেন। পরে বাঙলা সরকারের প্রধান রসায়ন-পরীক্ষক নিযুক্ত হন (১৮৮৯ - ১৯২০)। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম রসায়নের অধ্যাপকপদ পান (১৮৯৮)। রসায়ন বিভাগে কাজ করার সময় তিনি বাঙলায় প্রচলিত খাদ্যদ্রব্যের যে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করেন তার ফলে ভারতের পূর্বাঞ্চলের ব্যাপক অপুষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করা সহজ হয়েছে। করবী ফুলের রাসায়নিক ক্রিয়া ও বিষক্রিয়ার বিশ্লেষণ তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৪ খ্রী· অনুষ্ঠিত সারা ভারত চিকিৎসক সম্মেলনের সহসভাপতি, ১৮৯৮ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, ১৯০১ খ্রী· স্থাপিত ক্যালকাটা মেডিকাল ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স'-এর সহ-সভাপতি, কলিকাতার শেরিফ (১৯২১), ইংল্যাণ্ডের রসায়ন সঙ্ঘের সদস্য ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি ছিলেন। কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয় ও অনাথ আশ্রম তাঁর পরিচালনায় উন্নতিলাভ করেছিল। বাংলায় রচিত তাঁর বিজ্ঞানগ্রন্থ 'ফলিত রসায়ন', 'রসায়নসূত্র' (২ খণ্ড), 'জল', 'বায়ু', 'খাদ্য', 'আলোক', 'শরীর-স্বাস্থ্য-বিধান', 'পল্লী-স্বাস্থ্য', 'স্বাস্থ্য-পঞ্চক' প্রভৃতি প্রত্যেকটিই সুখপাঠ্য। ইংরেজী ভাষায়ও প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধকার। ইংরেজী গ্রন্থের সংখ্যা ১২টি। 'পুরী যাইবার পথে' তাঁর একটি রম্য রচনা। কলিকাতা মেডিক্যাল জার্নালের সম্পাদক ছিলেন। কাশীর ধর্ম-মহামণ্ডল তাঁকে 'রসায়নাচার্য' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর পুত্র জ্যোতিঃপ্রকাশ কলিকাতা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে বহুমূত্ররোগ নিয়ে গবেষণা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পৌত্র অজিতকুমার ডাক্তার হিসাবে সারা ভারতে পরিচিত। [১, ৩, ৫, ২৫, ২৬, ২১১]

চেরাগালি শাহ। 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহে'র প্রধানতম নায়ক মজনু শাহের দুই প্রধান শিষ্য চেরাগালি শাহ ও ফেরাগুল শাহ বন্দুক-তরোয়ালে সজ্জিত ৩০০ বিদ্রোহী সৈন্য নিয়ে দিনাজপুর জেলার ইংরেজ শাসক ও জমিদারদের অস্থির করে তুলেছিলেন। ইংরেজ কর্মচারীরা তাদের পত্রাবলীতে চেরাগালিকে মজনুর পালিত পুত্র বলে উল্লেখ করেছে। নেতা মুশা শাহকে হত্যা করে মার্চ ১৭৯২ খ্রী· তিনি শোভান আলি ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। পরে তিনিও মতিগীর নামে এক সন্ন্যাসী আততায়ীর হাতে নিহত হন। [৫৬]

চৈতন্যদেব (১৮/১৯·২·১৪৮৬ - ১৫৩৩) নবদ্বীপ—নদীয়া। জগন্নাথ মিশ্র। পিতৃদত্ত নাম বিশ্বম্ভর। পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্রের আদিনিবাস ছিল শ্রীহট্ট। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক এই মহাপুরুষ নিমাই, গৌরাঙ্গ, মহাপ্রভু, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, সংক্ষেপে চৈতন্যদেব প্রভৃতি নামে উল্লিখিত। তাঁর ৬/৭ বছর বয়সের সময় অগ্রজ বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করেন ও সন্ন্যাস নিয়ে নিরুদ্দিষ্ট হন। উপনয়নের পর বিশ্বম্ভর গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কার অধ্যয়ন করে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ১৬ বছর বয়সে অধ্যাপনা শুরু করে লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিবাহ করেন। কিছুকাল নবদ্বীপে অধ্যাপনার পর পিতৃভূমি শ্রীহট্টে যান ও সেখানে কয়েক মাস বিদ্যা বিতরণ করে নবদ্বীপে ফিরে এসে জানলেন, লক্ষ্মীপ্রিয়ার সর্পদংশনে মৃত্যু হয়েছে। পুত্রের বৈরাগ্য লক্ষ্য করে মাতা শচীদেবী সুন্দরী বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। কিছুদিন পর তিনি পিতৃকৃত্যের জন্য গয়ায় যান এবং ঈশ্বর পুরীর নিকট দশাক্ষর গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষিত হন। এর অনেক কাল পূর্বে নবদ্বীপে অদ্বৈত আচার্য, যবন হরিদাস, শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতির চেষ্টায় এক বৈষ্ণব গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। তাঁদের ভক্তি-বিহ্বলতায় আকৃষ্ট হয়ে তিনি অধ্যাপনা ছেড়ে ক্রমে সংকীর্তনে মনোনিবেশ করেন। ক্রমশ এই বৈষ্ণব গোষ্ঠী বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ২৪ বছর বয়সে তিনি কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা নিয়ে (১৫১০) নীলাচল (পুরী) ভ্রমণে যান। সেখান থেকে দক্ষিণ ভারতের তীর্থসমূহ ও পশ্চিম ভারত ঘুরে কিছুসংখ্যক পণ্ডিতকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করে পুরীতে ফেরেন। দুই বছর পুরীতে বাস করে তিনি গৌড়ে আসেন। পথে রাজমন্ত্রী রূপ ও সনাতন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তারপর মাতার অনুমতি নিয়ে তিনি

বারাণসী, প্রয়াগ, মথুরা ও বৃন্দাবন দর্শন করে পুরীধামে ফেরেন এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল সেখানেই কাটান। 'চৈতন্যমঙ্গলে'র রচয়িতা জয়ানন্দ ভিন্ন তাঁর সমসাময়িক অপর কোন চরিতকার চৈতন্যদেবের তিরোধানের কথা উল্লেখ করেন নি। উক্ত জীবনীকাব্যে আছে যে রথের সম্মুখভাগে নর্তনকালে পায়ে ইটের কুচি বিদ্ধ হওয়ায় ব্যাধিকবলিত হয়ে তাঁর দেহাবসান ঘটে। চৈতন্যদেবকে নূতন ধর্মমতের স্রষ্টা বলা অপেক্ষা ধর্মের নূতন ব্যাখ্যাতা বলা ভাল। প্রেম-বিহ্বল ভক্তিরসের প্রবাহে ঈশ্বর-সাধনার যে স্বরূপ তিনি তাঁর জীবন দিয়ে উদ্ঘাটিত করেছেন, তাতে দেবতা মানুষের আপনজন হয়ে ধরা দিয়েছে এবং মানুষের মধ্যে দেবতা প্রকট হয়ে উঠেছে। এই প্রেমধর্মের কাছে জাতি-বর্ণ-ধর্ম-শ্রেণী-নির্বিশেষে সব মানুষই ঈশ্বরের জীব। জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি প্রভৃতি সনাতন আদর্শে সবারই সমান অধিকার—এই মতবাদে উদার ধর্মের যে বন্যা তিনি প্রবাহিত করেছিলেন, তাতে শুধু দর্শনশাস্ত্রেই নয়, সাহিত্য, কাব্য ও সঙ্গীতেও নূতন চিন্তা শুরু হয়। [১, ২, ৩, ২৫, ২৬]

ছবি বিশ্বাস (১৩.৭.১৯০০ - ১১.৬.১৯৬২) কলিকাতা। ভূপতিনাথ। শৌখিন অভিনেতা হিসাবেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। প্রকৃত নাম শচীন্দ্রনাথ। ১৯৩৬ খ্রী. 'অন্নপূর্ণার মন্দির'-এ প্রথম চিত্রাভিনয়। অভিনীত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছবি: 'চোখের বালি', 'কাবুলিওয়ালা', 'প্রতিশ্রুতি', 'শুভদা', 'জলসাঘর', 'দেবী', 'কাঞ্চন-জঙ্ঘা' ও 'হেডমাষ্টার'। মঞ্চাভিনয়েও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 'সমাজ', 'ধাত্রীপান্না', 'মীরকাশিম', 'দুইপুরুষ', 'বিজয়া' প্রভৃতি নাটকাবলীতে তাঁর অভিনয় উল্লেখযোগ্য। 'প্রতিকার' (১৯৪৪) এবং 'যার যেথা ঘর' (১৯৪৯) ছবির পরিচালক ছিলেন। চিত্রে অথবা মঞ্চে সাহেবী মেজাজের ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ চরিত্রের রূপায়ণে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। ১৯৫৯ খ্রী. সঙ্গীত - নাটক - আকাদেমি তাঁকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান জানান। [৩]

ছোনে মজুমদার (১৮৯৯ - ২৬.১১.১৯৭৬)। বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়। ক্রিকেট খেলাতেও প্রসিদ্ধি ছিল। এরিয়ান ক্লাবে ব্যাকে খেললেও গোল থেকে লেফট আউট পর্যন্ত প্রায় সমদক্ষতায় নিজেকে মানিয়ে নিতে পারতেন। ঐ সময়কার সব প্রতিনিধিমূলক খেলায় তাঁর স্থান বাঁধা ছিল। ১৯৩৩ খ্রী. আই.এফ.এ. দলের সঙ্গে সিংহলে (বর্তমান শ্রীলঙ্কা), ১৯৩৪ খ্রী. দক্ষিণ আফ্রিকায় ও ১৯৩৬ খ্রী. অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছিলেন। ১৯৩৮ খ্রী. ভবানীপুর ক্লাবে খেলেন। পিতৃব্য দুঃখীরাম মজুমদারের কাছেই ফুটবলখেলা শিক্ষা। ইংরেজ আমলে যে দু'চারজন ভারতীয় খেলোয়াড় বুট পরে খেলতেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। হকি খেলাতেও হাত ছিল। অকৃতদার ছিলেন। [১৬]

জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরী, রাজা (১৮৬৩ - ১৯৩৬) মুক্তাগাছা—ময়মনসিংহ। জমিদার পরিবারে জন্ম। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাবিস্তারের জন্য বহু অর্থ দান করে 'দানবীর' হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। ময়মনসিংহে 'বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠাকল্পে ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করেন। কাশীতে বার্ষিক ১০ হাজার টাকা ব্যয়ে সত্র চালাতেন। সঙ্গীত ও সাহিত্যে অনুরাগী এবং দক্ষ শিকারী ছিলেন। [৫]

জগৎকুমার শীল (১৯০৬ - ১৯৬৯) কলিকাতা। বঙ্কুবিহারী। 'জে. কে. শীল' নামে সুপরিচিত এই মুষ্টিযোদ্ধা ও ব্যায়ামবীর মাদ্রাজে ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজে শিক্ষালাভ করেন। বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা উইল কার্টার ও রস কার্লোকে পরাজিত করেছিলেন (১৯২৮)। দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত পার্সি ভ্যানজারের সঙ্গেও লড়াই করেন। উত্তর-জীবনে কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে 'স্কুল অফ ফিজিক্যাল কালচার' নামে ব্যায়ামাগার স্থাপন করে সেখানে যুবকদের শারীরিক শক্তির অনুশীলন ও মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষা দিতে থাকেন। কর্মজীবনে বাটা কোম্পানীর পদস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং বাঙলার ক্রীড়ামোদী মহলে নানা পদে বিশেষজ্ঞরূপে কাজ করেছেন। [৪, ২৬]

জগৎমল্ল। চর্তুদশ শতকে বিষ্ণুপুরের রাজা। বাঙলাদেশে প্রথম মাটির প্রতিমাপূজার প্রবর্তন করেন। জনশ্রুতি যে তিনিই বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ দেবী 'মৃন্ময়ী' মূর্তির প্রতিষ্ঠাতা। বাঙলার আদি দুর্গাপ্রতিমার এই রীতিতে কার্তিক ও গণেশ দুর্গার দু'পাশে উপরে থা[illegible] পরে এই প্রতিমা কংসনারায়ণী রীতিতে আধুনি[illegible] নিয়েছে। শোনা যায়, বিষ্ণুপুর শহরের পত্তনও [illegible] করেছিলেন। [২০২]

জগৎশেঠ। 'জগৎশেঠ' কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়—মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত বণিকবংশের উপাধিমাত্র। ঐ বংশের বিখ্যাত ব্যক্তিগণ পর পর জগৎশেঠ নামেই পরিচিত ছিলেন। বাঙলাদেশে তথা ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের সূচনায় ঐ জগৎশেঠদের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। মুর্শিদাবাদের শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ের ফতেচাঁদ নামক জনৈক শ্রেষ্ঠী ১৮শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দিল্লীর বাদশাহ্ কর্তৃক এই উপাধিতে ভূষিত হন। এই উপাধি বংশ পরম্পরাগত ছিল। ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁদের আদিপুরুষ হীরানন্দ রাজস্থান থেকে এসে পাটনায় বসবাস শুরু করেন। ব্যবসায়-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুঠির সংখ্যাও বাড়ে। উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মানিকচাঁদ ঢাকা কুঠির মালিক হন এবং মুর্শিদাবাদে কুঠি স্থাপন করেন। তিনি সরকারী কোষাগার সুপরিচালনার এবং রোকার মারফৎ রাজস্ব জমা দেবার সহজ পন্থা আবিষ্কার করেন। নিঃসন্তান মানিকচাঁদের মৃত্যুর পর দত্তকপুত্র ফতেচাঁদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে মুর্শিদকুলি খাঁর আস্থাভাজন হন ও মন্ত্রণাদাতা হয়ে ওঠেন; পরবর্তী নবাব সুজাউদ্দীনেরও আস্থাভাজন হন। ১৭৩৯ খ্রী. সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর পুত্র সরফরাজ খাঁ নবাব হলে, যাঁদের ষড়যন্ত্রে সরফরাজের পরিবর্তে আলীবর্দী সিংহাসন পান, ফতেচাঁদ তাঁদের অন্যতম। আলীবর্দীকে প্রথমে উড়িষ্যা ও বিহারে আফগানদের দৌরাত্ম্য ও পরে বর্গীর হাঙ্গামায় বিব্রত থাকতে হয়। এই সময় ফতেচাঁদ তাঁকে

অর্থসাহায্য ও পরামর্শ দিতেন। একবার বর্গীরা মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠনকালে শেঠের গদি থেকে দু'কোটি আর্কট মুদ্রা লুঠ করলেও ব্যবসায়ে ভাঁটা পড়ে নি। তিনি প্রতি বছর নবাব-সরকারকে এক কোটি টাকা উপহার দিতেন। ১৭৪৪ - ৪৫ খ্রী· ফতেচাঁদের মৃত্যুর পর পৌত্র মহাতাবচাঁদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। আলীবর্দীর আস্থাভাজন হলেও তিনি ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে হৃদ্যতা করেন এবং ইংরেজদের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হন। আলীবর্দীর মৃত্যুর পর ইংরেজরা মূলত তাঁর সাহায্যে মীরজাফরকে সিরাজের স্থলাভিষিক্ত করেন। মীরজাফরের পর মীরকাশিম মহাতাবচাঁদের সহযোগিতা পান নি। এজন্য নবাব সন্দেহক্রমে মহাতাবকে প্রথমে মুঙ্গের দুর্গে আটক করেন; পরে গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তাঁকে আরও কয়েকজনের সঙ্গে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে হত্যা করেন। বঙ্গে জগৎশেঠ পরিবারের ঐশ্বর্য বিলুপ্ত হলেও পরেশনাথ তীর্থে তাঁদের নির্মিত কয়েকটি মন্দির আজও দেখতে পাওয়া যায়। [১, ২, ৩, ২৫, ২৬]

জগদানন্দ১ (১৮শ শতাব্দী) জোফলাই—বীরভূম। আদি নিবাস শ্রীখণ্ড। নিত্যানন্দ। হরেকৃষ্ণ নাম সহযোগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পদ-রচনায় দক্ষ ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ এখনও স্বগ্রামে বিরাজিত এবং এখনও সেখানে তাঁর স্মরণে প্রতি বছর মেলা বসে। রচিত গ্রন্থ: 'ভাষা শব্দার্ণব' ও 'জগদানন্দের খসড়া'। [৩, ২০, ২৬]

জগদানন্দ২। কাটোয়া—বর্ধমান। প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম। বাল্যকালেই বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁর রচিত বহু সঙ্গীত শিশিরকুমার ঘোষ সম্পাদিত 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। [১]

জগদানন্দ বাজপেয়ী (১৮৮৮ - ১৯.১২.১৯৭৪) জিয়াগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ। সাংবাদিক, কবি ও সাহিত্যসেবী। দীর্ঘদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সহকারী সম্পাদক ছিলেন। কিছুদিন সহকারী সম্পাদক হিসাবে 'দৈনিক জনসেবক' পত্রিকাতেও কাজ করেন। অনুশীলন দলের সঙ্গে নানা আন্দোলনে জড়িত থেকে কয়েকবার কারাবরণ করেছেন। দেশ স্বাধীন হবার পর সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে আসেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'প্রতিধ্বনি' (কাব্য), 'বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব' (প্রবন্ধ গ্রন্থ), 'জন ও জনতা', 'চলার পথে' (স্মৃতিচারণ) প্রভৃতি। [১৬]

জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৮২১ - ১৮৯২)। হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ এই উকিলের বাড়ীতে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড প্রিন্স অব ওয়েলস্-রূপে ১৮৭৬ খ্রী· গোড়ার দিকে পদার্পণ করলে বাড়ির মহিলাগণ তাঁকে ভারতীয় প্রথায় শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি করে বরণ করেন। এই ঘটনায় কলিকাতার বাঙালী সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। এই নিয়ে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাজীমাৎ' কবিতা লেখেন এবং গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে 'সরোজিনী' নাটকের সঙ্গে 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' নামে একটি প্রহসন অভিনীত হয় (১৯.২.১৮৭৬)। দ্বিতীয় অভিনয়ের পরই পুলিস এই প্রহসনের অভিনয় বন্ধ করে দেয় এবং থিয়েটারের পরিচালক উপেন্দ্রনাথ দাস ও ম্যানেজার অমৃতলাল বসুর বিনাশ্রম কারাদণ্ডাদেশ হয়। হাইকোর্টে আপীল করে বিচারে তাঁরা মুক্তি পান। কিন্তু ১৮৭৬ খ্রী· Dramatic Performances Control Bill' পাশ করে সরকার থিয়েটারের উপর নিয়ন্ত্রণ-বিধি আরোপ করে। [৪০]

জগদানন্দ রায় (১৮.৯.১৮৬৯ - ২৫.৬.১৯৩৩) কৃষ্ণনগর—নদীয়া। অভয়ানন্দ। স্থানীয় স্কুল ও কলেজে শিক্ষাগ্রহণ করে কিছুদিন গড়াই-এর মিশনারী স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ছাত্রাবস্থায়ই সহজাত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁকে বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধকার হিসাবে পরিচিত করে। 'সাধনা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধের সূত্রে সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং প্রথমে শিলাইদহ জমিদারীর কর্মচারী, পরে কবির পুত্রকন্যাদের বিজ্ঞান ও গণিতের গৃহশিক্ষক এবং শেষে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রমে'র শিক্ষক নিযুক্ত হন। ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগে বিপুল উৎসাহে কাজ করে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর আদর্শে সরল বাংলায় বিজ্ঞানের সত্যপ্রচার তাঁর জীবনের অন্যতম কাজ ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে (নৈহাটী ১৩৩০ ব·) বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি ছিলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী: 'গ্রহ-নক্ষত্র', 'প্রাকৃতিকী', 'বৈজ্ঞানিকী', 'পোকামাকড়', 'জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার', 'বাংলার পাখী', 'শব্দ' ইত্যাদি। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের তিনিই প্রথম সর্বাধ্যক্ষ। এখানেই দেহাবসান। [১, ৩, ৫, ৭, ২৫, ২৬]

জগদিন্দ্রনাথ রায়, মহারাজা (২০.১০.১৮৬৮ - ৫.১.১৯২৬)। শ্রীনাথ। পূর্বনাম ব্রজনাথ। নাটোরের মহারাজা গোবিন্দনাথের পত্নী ব্রজসুন্দরী শৈশবেই তাঁকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ১৮৭৫ খ্রী· প্রবেশিকা পাশ করেন। ধনী জমিদার হয়েও রাজনীতিতে নির্ভয়ে আত্মপ্রকাশ করে ভূম্যধিকারী সমাজের আদর্শস্থানীয় হন। সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যে দক্ষ ও ক্রীড়ামোদী ছিলেন। নাটোর ক্রিকেট দল তিনি পুরোপুরি দেশীয় খেলোয়াড় দিয়ে গঠন করেছিলেন। সাহিত্য-বিষয়ক পত্রিকা সম্পাদনায় বিদ্বৎসমাজে এবং বিশিষ্ট পাখোয়াজী হিসাবে সঙ্গীত-মহলে খ্যাতি ছিল। তিনি 'মানসী' পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষ থেকে সম্পাদনা করেন এবং দু'বছর পরে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের 'মর্মবাণী' এর সঙ্গে যুক্ত হলে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় আমৃত্যু 'মানসী ও মর্মবাণী' সম্পাদনা করেন। ঐ সময়ে 'মানসী ও মর্মবাণী' অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্রিকা ছিল। রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু তিনি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে রবীন্দ্র-সংবর্ধনার অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'নূরজাহান', 'সন্ধ্যাতারা' (কাব্যগ্রন্থ) ও 'দারার দুরদৃষ্টি'। [১, ৩, ২৬]

জগদীশ গঙ্গোপাধ্যায়। 'বেগের গাঙ্গুলী' নামে পূর্ববঙ্গের খ্যাতনামা যাত্রাওয়ালা। পরবর্তী কালের

বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা গোবিন্দ অধিকারীকে তিনিই আবিষ্কার করে নিজ দলে ছোক্‌রা হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন। [১]

জগদীশচন্দ্র গুপ্ত (জুলাই ১৮৮৬ - ১৯৫৭) খোর্দমেঘচামী—ফরিদপুর। কৈলাসচন্দ্র। জন্ম কুষ্টিয়ায়। সিটি স্কুল ও রিপন কলেজে শিক্ষা। সিউড়ী ও বোলপুর আদালতে কর্মজীবন কাটে। কবি হিসাবে তিনি প্রথমে আত্মপ্রকাশ করলেও ছোট গল্পকার-রূপে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেন। 'বিজলী', 'কালিকলম', 'কল্লোল' প্রভৃতি সেকালের নূতন ধরনের সকল পত্রিকাতেই গল্প প্রকাশ করেছেন। গল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রকাশভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যের জন্য সাহিত্যিক মহলে বিশিষ্ট স্থান পেয়েছিলেন। তাঁর প্রকাশিত কবিতা-সঙ্কলন: 'অক্ষরা'। 'বিনোদিনী', 'উদয়লেখা', 'মেঘাবৃত অশনি' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ এবং 'দুলালের দোলা', 'নিষেধের পটভূমিকায়', 'লঘুগুরু' উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। [৩]

জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১২৭৮ - ১৯.৪.১৩৬৭ ব.)। বারাণসীতে শিক্ষাগ্রহণের পর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করেন। রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শনের অধ্যাপকরূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। 'হিন্দু রিয়্যালিজম্', 'কাশ্মীরী শৈবইজম্', 'বৈদিক ভিউ অফ দি ম্যান অ্যাণ্ড দি ইউনিভার্স' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। [৪]

জগদীশচন্দ্র দাশগুপ্ত (১৬.৪.১৯০৬ - ১.১.১৯৭১) তারকচন্দ্র। মাতা প্রখ্যাত কংগ্রেসনেত্রী মোহিনী দেবী। ১৯২৬ খ্রী. সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি.এস-সি. পাশ করে এম.এস-সি. পড়ার সময় ১৯২৭ খ্রী. অগ্রজ খগেন্দ্রনাথ ও বি. মৈত্রের মিলিত চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা কেমিক্যালে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬৫ খ্রী. তার অন্যতম ডিরেক্টর নির্বাচিত হন। তিনি দেশী ও বিদেশী বহু ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট সদস্য এবং ভারতীয় সাবান প্রসাধনদ্রব্য উৎপাদক সংস্থার সভাপতি এবং সদারঙ্গ সঙ্গীত সংসদের কার্যকরী সভাপতি ছিলেন। [১৬]

জগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৩ - ১০.৪.১৯৩৭)। জে. সি. ব্যানার্জী নামে সমধিক পরিচিত। ইঞ্জিনিয়ারিং কন্ট্রাক্টর। প্রেসিডেন্সী কলেজের 'বেকার ল্যাবরেটরী'-গৃহ নির্মাণে খ্যাতি অর্জন করেন। ক্রমে বিজ্ঞান কলেজ-ভবন, ইউনিভারসিটি ইন্‌স্টিটিউট, নূতন রয়াল এক্সচেঞ্জ ভবন ও কলিকাতায় বড় বড় হোটেল নির্মাণ করেন। কাপড়, লোহা, ইস্পাত প্রভৃতির আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায়ও ছিল। 'স্ট্যাণ্ডার্ড রিবেট বোল্ট অ্যাণ্ড নাট ওয়ার্কস' নামক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের সহ-সভাপতি ও তার প্রতিনিধি হিসাবে ১২ বছর কলিকাতা পোর্টের কমিশনার ছিলেন। [১, ৫চ

জগদীশচন্দ্র বসু (৩০.১১.১৮৫৯ - ২৩.১১.১৯৩৭) ময়মনসিংহ। আদি নিবাস রাড়িখাল—ঢাকা। ভগবানচন্দ্র। বিশ্ববিশ্রুত পদার্থবিদ্ ও জীববিজ্ঞানী ডেপুটি কালেক্টর পিতার কর্মক্ষেত্র ফরিদপুরে বাল্য-শিক্ষা শুরু। পরে কলিকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ও কলেজে শিক্ষা লাভ করে ১৮৮০ খ্রী. গ্র্যাজুয়েট হন। কেমব্রিজ থেকে বিজ্ঞানে অনার্স সহ বি.এ. এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এস-সি. পাশ করেন। দেশে ফিরে ১৮৮৫ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হন। তিন বছর পর্যন্ত বেতন গ্রহণে অস্বীকার করেন, কেননা এ-সময়ে ভারতীয় ও ইংরেজদের বেতনের মধ্যে বৈষম্য ছিল। ১৮৮৭ খ্রী. সমাজসংস্কারক দুর্গামোহন দাসের কন্যা অবলাকে বিবাহ করেন। অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য প্রথমে চন্দননগরে, পরে কলিকাতায় ভগিনীপতি মোহিনীমোহন বসুর সঙ্গে বাস করতেন। এ সময়ে তাঁর বৈজ্ঞানিক নেশা ছিল ফোটোগ্রাফী ও শব্দগ্রহণ। কলেজের এডিসনের ফোনোগ্রাফী যন্ত্রে তিনি নানারকম শব্দগ্রহণ ও পরিস্ফুটনের পরীক্ষা করতেন। ফোটোগ্রাফ বিষয়ে গভীর গবেষণায় মনোনিবেশ করে বাড়ির বাগানে একটি স্টুডিও তৈরী করেন। ৩৫ বছর বয়সে 'বৈদ্যুতিক চুম্বক তরঙ্গ' সম্বন্ধে গবেষণায় মনোনিবেশ করেন ও পরের বছর থেকেই এই বিষয়ে নিবন্ধ প্রকাশ শুরু করেন। তাঁর গবেষণা তিনটি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের বস্তুনিচয় সম্পর্কে স্ব-উদ্ভাবিত ক্ষুদ্র যন্ত্রের সাহায্যে অতি ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক তরঙ্গেও দৃশ্য-আলোকের সকল ধর্ম বর্তমান—এই তত্ত্ব প্রমাণ করেন। এই সময়ে তিনি বিনা তারে বার্তা প্রেরণের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তাঁর এই গবেষণা ইউরোপের বেতার-গবেষণার দ্বারা প্রভাবিত হয় নি। সেই হিসাবে একে যুগান্তকারী আবিষ্কার বলে অভিনন্দিত করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় এই সময়েই (১৮৯৬) তাঁকে ডি.এস-সি. উপাধি প্রদান করে। প্যারীর আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা কংগ্রেসে (১৯০০) পঠিত তাঁর প্রবন্ধের নাম 'জড় ও জীবের মধ্যে উত্তেজনাপ্রসূত বৈদ্যুতিক সাড়ার সমতা'। দ্বিতীয় পর্যায়ের গবেষণার বিষয়বস্তু তাঁর রচিত Responses in the Living amd Non-Living' গ্রন্থে (১৯০২) পাওয়া যায়। পরে এই গবেষণায় তিনি ধাতু ও উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর পেশীর উপর নানা পরীক্ষা করেন ও দেখান যে, বৈদ্যুতিক, রাসায়নিক ও যান্ত্রিক উত্তেজনায় ঐ তিন বিভিন্নজাতীয় পদার্থ একই ভাবে সাড়া দেয়। তাঁর রচিত 'Comparative Electrophysiology' গ্রন্থে এইসব গবেষণার কথা লিপিবদ্ধ হয়। মানুষের স্মৃতিশক্তির যান্ত্রিক নমুনা (Model) তিনিই সম্ভবত প্রথম প্রস্তুত করেন। আধুনিক রেইড্যার যন্ত্র, ইলেকট্রনিক কম্‌পিউটার প্রভৃতির সৃষ্টি অংশত এই মৌলিক চিন্তার অনুসরণ করেই সম্ভব হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ের শারীরবিদ্যা-বিষয়ক গবেষণায় জড় ও প্রাণীর মধ্যগত বস্তু হিসাবে উদ্ভিদের উপর প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উত্তেজনার ফলাফল সম্বন্ধে বিশদ পরীক্ষা করেন। প্রাকৃতিক উত্তেজনার মধ্যে তাপ,আলোক

ও মাধ্যাকর্ষণের ফলাফল, কৃত্রিম উত্তেজনার মধ্যে বৈদ্যুতিক ও তাপীয় আঘাত—তাঁর পর্যালোচনার বিষয় ছিল। তিনি ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে সূক্ষ্ম সঞ্চালনকে বহুগুণ বর্ধিত করে দেখান যে তথাকথিত অনুত্তেজনীয় উদ্ভিদ্‌ও বিদ্যুতিক আঘাতে সঙ্কুচিত হয়ে সাড়া দেয়। এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ক্রেস্কোগ্রাফ ছাড়া স্ফিগ্‌মোগ্রাফ, পোটোমিটার ও ফোটোসিন্থেটিক-বাব্‌লার প্রভৃতি স্বয়ংলেখ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। উদ্ভিদের জলশোষণ ও সালোকসংশ্লেষ সম্বন্ধে তাঁর বিশদ গবেষণাও উল্লেখযোগ্য। ১৯১৫ খ্রী· অধ্যাপনার কাজ থেকে অবসর-গ্রহণের পর 'বসুবিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা করে (৩০·১১·১৯১৭) আমৃত্যু সেখানে গবেষণা চালান। গিরিডিতে মৃত্যু। তিনি রয়্যাল সোসাইটির সদস্য (১৯২০), লীগ অফ নেশনসের ইন্টেলেকচুয়্যাল কো-অপারেশন কমিটির সদস্য (১৯২৬ - ৩০), ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি (১৯২৭), ভিয়েনার অ্যাকাডেমী অফ সায়েন্সেরে বৈদেশিক সদস্য (১৯২৮) এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি (১৩২৩ - ২৫ ব·) ছিলেন। যৌবনে ভারতের বিভিন্ন স্থানে মন্দির, গুহা-মন্দির এবং প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ধ্বংসাবশেষ ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করেন ও স্থিরচিত্র গ্রহণ করেন। তাঁর বাংলা রচনা 'অব্যক্ত'র মধ্যে তাঁর সৌন্দর্য-পূজারী শিল্পী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বসুবিজ্ঞান মন্দিরের বিভিন্ন অংশ প্রাচীন স্থাপত্যের অনুকরণে সজ্জিত করেন। রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের পরস্পরকে লিখিত পত্রাবলীতে গবেষক ও সাধক জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-জগতে নিঃসঙ্গ পদক্ষেপের অপরূপ কাহিনী পরিস্ফুট হয়েছে। তাঁর অন্যান্য রচনাবলী: Plant Responses as a Means of Physiological Investigations, Physiology of the Ascent of Sap, Physiology of Photosynthesis, Nervous Mechansim of plants, Collected Physical papers, Motor Mechanism of plants Growth and Tropic Movement in plants প্রভৃতি। ১৯০২ খ্রী· সি·আই·, ১৯১১ খ্রী· সি·এস·আই·, ১৯১৪ খ্রী· বিজ্ঞানাচার্য ও ১৯১৬ খ্রী· স্যার উপাধিতে ভূষিত হন। [১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭, ১০, ২৫, ২৬]

জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী (১২·১১·১৮৫৮ - ৭·১২·১৮৯৪) মাজদিয়া—নদীয়া। উমাচরণ। ১৮৭৬ খ্রী· হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা এবং ডাফ্ কলেজ থেকে এফ·এ· পাশ করেন। ১৮৮৪ খ্রী· হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শুরু করে কলিকাতা ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়, একটি হোমিওপ্যাথিক স্কুল এবং স্বগ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। বাংলায় 'হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক' (১২৯২ ব·) এবং ইংরেজীতে 'ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল রেকর্ড' নামে দু'খানি পত্রিকা পরিচালনা করতেন। রচিত গ্রন্থাবলী: 'হোমিওপ্যাথিক মতে গৃহচিকিৎসা', 'হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধে আপত্তি খণ্ডন', 'ওলাউঠা-চিকিৎসা', 'নরশরীর-তত্ত্ব', 'জ্বর-চিকিৎসা', 'চিকিৎসা-তত্ত্ব', 'ভৈষজ্য-তত্ত্ব', 'সদৃশ-চিকিৎসা বা প্র্যাকটিস্ অফ মেডিসিন'। [১, ৪, ২০, ২৫, ২৬]

জগদীশ তর্কালঙ্কার (১৬-/১৭শ শতাব্দী) নবদ্বীপ। আদি নিবাস—শ্রীহট্ট। যাদবচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। নিজ চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপক হিসাবে সুদূরপ্রসারী খ্যাতি ছিল। রঘুনাথ শিরোমণির তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতির 'ময়ূখ' নামে টীকা রচনা করে সারা ভারতে খ্যাতিলাভ করেন। চৈতন্যদেবের আন্দোলনের ফলে শূদ্রও শাস্ত্রালোচনার অধিকার পাওয়ায় তিনি শাস্ত্রজিজ্ঞাসু শূদ্রকে শিষ্যত্ব দিয়ে আর্থিক দুর্দশা থেকে অব্যাহতি পান। তাঁর মৌলিক গ্রন্থ 'শব্দশক্তি-প্রকাশিকা' এক সময় বাঙলার প্রত্যেক চতুষ্পাঠীতে সাদরে অধীত হত। রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'তর্কামৃত ও রহস্যপ্রকাশ' নামে কাব্যপ্রকাশের একখানি টীকা পাওয়া যায়। ১৬১০ খ্রী· নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। অধ্যাপক জীবনের সর্বোচ্চ মর্যাদা 'জগদ্‌গুরু' পদ তিনি লাভ করেছিলেন। তাঁর দুই পুত্র রঘুনাথ ও রুদ্রেশ্বর উভয়েই পণ্ডিত ছিলেন। [১, ২, ৩, ২৫, ২৬, ৯০]

জগদীশ পণ্ডিত (১৫/১৬ শতাব্দী) নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত জগদীশ (মতান্তরে জগদানন্দ) নিজের টোলে ছাত্রদের কাছে ভক্তিতত্ত্ব ও চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই নাম-সংকীর্তন প্রচার করতেন। নবদ্বীপে বাস কালে শিশু নিমাইকে তিনি সস্ত্রীক অবতাররূপে পূজা করেছেন। চৈতন্যদেবের মূর্তি স্বগৃহে স্থাপন করে নাম রাখেন 'গৌর-গোপাল'। [২]

জগদীশ মুখোপাধ্যায় (১৮৬১ - ১০·১১·১৯৩২) বারুইখালি—খুলনা। কালীকুমার। যশোহর জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা এবং ১৮৮৫ খ্রী· কলিকাতা মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে সংস্কৃত অনার্স নিয়ে বি·এ· পাশ করে ঐ বছরই অশ্বিনীকুমার দত্তের সহায়তায় বরিশালে নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন স্কুলে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৮৯ খ্রী· ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে কলেজ বিভাগ খোলা হলে একই সঙ্গে স্কুলে ও কলেজে পড়াতেন। ১৯০১ খ্রী· থেকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৯২১ খ্রী· বিদ্যালয় থেকে অবসর নেন। রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি কখনও প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন নি। কিন্তু মনে প্রাণে তিনি ছিলেন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক, সমাজ-সেবক ও আদর্শবান শিক্ষক। একসময় অশ্বিনীকুমার এবং তিনি বরিশালের সমস্ত সৎকার্যের প্রাণ ছিলেন। সমস্ত ছাত্র তাঁদের নৈতিক চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। বরিশাল শহরে 'Sir' নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রাচীন আদর্শে 'অমৃত সমাজ' নামে একটি সমাজ স্থাপন করেছিলেন। প্রথম জীবনে ব্রাহ্মধর্মের সংস্রবে এলেও পরবর্তী জীবনে মতাদর্শ পরিবর্তিত হয়। কলেজে প্রতি রবিবার গীতাপাঠ করতেন। বাড়ীতে তাঁর শাস্ত্রপাঠের আসরে বরিশালের সর্বধর্মের সাধারণ ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকতেন। এই কারণে তাঁর বাসস্থান 'জগদীশ আশ্রম'

আখ্যা পেয়েছিল। উদ্ভিদ্‌বিদ্যায়, সঙ্গীতশাস্ত্রে ও জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ দক্ষতা ছিল। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার শীর্ষস্থানীয় উপদেষ্টাদের অন্যতম ছিলেন। অকৃতদার এই কর্মযোগীর সংকল্প ছিল—বাবা হবেন না, দীক্ষাগুরু হবেন না, গ্রন্থকার হবেন না। নশ্বর জগতে তাঁর কোনো চিহ্ন না থাকে এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। [১, ২১৪]

জগদীশ্বর গুপ্ত (১৮৪৬ - ৮.৭.১৮৯২)। শ্রীখণ্ডের বিখ্যাত বৈদ্যবংশে জন্ম। গোপীকৃষ্ণ। পিতামহ প্রাণকৃষ্ণ খ্যাতনামা কবিরাজ ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় ব্রাহ্মধর্মগ্রহণের ফলে এই সময়ে তিনি পিতার আর্থিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত ছিলেন। বি.এ., বি.এল. পাশ করে দিনাজপুর ও মেদিনীপুরে কিছুদিন ওকালতি করার পর মুন্সেফ নিযুক্ত হয়ে কার্যোপলক্ষে যেখানে যেতেন সেখানেই ব্রাহ্মধর্মের প্রচার করতেন। কুষ্টিয়ায় অবস্থানকালে একটি ব্রাহ্মসমাজ ও স্কুলগৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। 'চৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থ সম্পাদনা করেছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'শ্রীচৈতন্যলীলামৃত', 'মেঘদূত' (অনুবাদ-গ্রন্থ), 'লীলাস্তবক', 'রামমোহন রায় চরিত' প্রভৃতি। [১, ৪, ২০, ২৫, ২৬]

জগবন্ধু (১৮৭১ - ১৯২১) গোবিন্দপুর—ফরিদপুর। দীননাথ ন্যায়রত্ন। কিশোর বয়সেই নাম-সংকীর্তন, ভাগবত-পাঠ, ভগবদালোচনা শুনলেই তিনি ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়তেন। অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্যদের প্রতি তাঁর অসাধারণ করুণা ছিল। সামাজিক নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে ফরিদপুরের বুনো বাগ্‌দীরা খ্রীষ্টধর্মগ্রহণে উদ্যোগী হলে তিনি তাদের উপদেশ-দানে নিবৃত্ত করে হরিভক্ত-সম্প্রদায়ে পরিণত করেন। কলিকাতার রামবাগান অঞ্চলে বাসকালে ডোমদের নাম-কীর্তন ও বৈষ্ণবীয় আচার-আচরণে উদ্বুদ্ধ করেন। ফরিদপুর আশ্রমে সমাধিস্থ অবস্থায় মৃত্যু। [১, ৩]

জগদ্বন্ধু দত্ত (১২৭৯ - অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ ব.) বানরীপাড়া—বরিশাল। গ্রাম্য পাঠশালায় সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে অর্থোপার্জনের চেষ্টায় দোকান খোলেন। পরে কলিকাতায় এসে একরকমের লিখবার কালি আবিষ্কার করেন। তাঁর J.B.D. মার্কা চাকতি ও গুঁড়া কালির খুব সুনাম হয় এবং এই কালির ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। বাগবাজারের গৌড়ীয় মঠ তারই অর্থানুকূল্যে নির্মিত হয়। [১]

জগদ্বন্ধু বসু, ডা: (১৮৩১ - ২৬.২.১৮৯৮) দণ্ডিরহাট—চব্বিশ পরগনা। রাধামাধব। খ্যাতনামা চিকিৎসক। ১৮৪৯ খ্রী. ঢাকা কলেজ থেকে বৃত্তিসমেত জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা পাশ করেন। পরে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে তিন বছরের মধ্যে ধাত্রীবিদ্যায় প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক ও প্রশংসাপত্র পান। এরপর জি.এম.সি.বি. পরীক্ষায় প্রথম হয়ে প্রথমে সিম্যান হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত হন ও পরে মেডিক্যাল কলেজের অ্যানাটমির ডিমনস্ট্রেটর পদ লাভ করেন। শেষে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের মেটেরিয়া মেডিকার অধ্যাপক হন, কিন্তু কিছুকাল চাকরি করার পর অসুস্থতার জন্য অবসর-গ্রহণ করেন। তিনি ও মহেন্দ্রলাল সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২য় এম. ডি. (১৮৬৩)। ১৮৭৮ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিন-এর ডীন এবং ১৮৮৯ খ্রী. এম. বি. ও ১৮৯০ খ্রী. এম. ডি পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৮৭ খ্রী. কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনে প্রধান উদ্যোগীদের অন্যতম ছিলেন। নিজগ্রামে তাঁরই অর্থে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। ডা. মহেন্দ্রলালের 'সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠাকালে তিনি ১০০০ টাকা দান করেছিলেন। মেডিক্যাল কংগ্রেসের ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং দশ বছর মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ছিলেন। সঙ্গীত ও নৃত্যে তাঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল। তা ছাড়া চিত্রাঙ্কনকার্য ও সূচীবিদ্যায় অনুরাগী ছিলেন। রত্ন-পরীক্ষায়ও বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। কলিকাতার কনসেন্ট বিলের আন্দোলনে বিরোধী ছিলেন। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য-বিষয়ে সাময়িকপত্রে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। ১৮৬৬ খ্রী. প্রথম প্রকাশিত 'ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট'-এর নিয়মিত লেখক ছিলেন। [১, ৫, ২৬, ২১১]

জগদ্বন্ধু ভদ্র (১৮৪২ - ১৯০৬) পানকুণ্ড—ঢাকা। রামকৃষ্ণ। অল্প বয়সেই ফারসী ভাষা শেখেন। ১৮৬২ খ্রী. বৃত্তিসমেত প্রবেশিকা এবং ১৮৬৪ খ্রী. এফ.এ. পাশ করে যশোহর জেলা স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক ও পরে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৯২ খ্রী. পাবনা জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়ে ১৮৯৬ খ্রী. অবসর-গ্রহণ করেন। মাত্র ১২ বছর বয়সে ব্রজলীলা বিষয়ে একটি সুবৃহৎ পাঁচালী লেখেন। ১২৮০ ব. 'মহাজন-পদাবলীসংগ্রহ' নাম দিয়ে বিদ্যাপতির পদাবলী সঙ্কলন করেন। বৈষ্ণব কবিদের জীবনী অনুসন্ধানে তিনিই প্রথম অগ্রসর হন এবং ১৩১০ ব. ৮০ জন প্রাচীন বৈষ্ণব মহাজন-রচিত ১৫১৭টি পদ সংগ্রহ করে 'গৌরপদতরঙ্গিণী' নামে তা প্রকাশ করেন। অন্যান্য গ্রন্থাবলী : 'ছুছুন্দরী-বধ কাব্য' (মধুসূদনের মেঘনাদ-বধ কাব্যের অনুকরণে লিখিত ব্যঙ্গকাব্য), 'তপতী-উদ্বাহ' (কাব্য), 'ভারতের হীনাবস্থা' (কাব্য), 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী'। বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রচনা : 'বিলাপতরঙ্গিণী কাব্য', 'বিজয়সিংহ' (নাটক), 'দেবলা-দেবী' (নাটক), 'দুর্ভাগিনী', 'বামা' ও 'বঙ্গেশ-রহস্য'। [১, ৩, ৪, ২০, ২৫, ২৬, ২৮]

জগন্নাথ কোলে (১৯১২ - ১৫.১১.১৯৭৭) কোতুলপুর—বাঁকুড়া। বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্‌, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী। কলিকাতার হিন্দু স্কুল ও স্কটিশ চার্চ কলেজে শিক্ষা। ১৯৪০ খ্রী. কলিকাতা পৌরসভার কাউন্সিলার নির্বাচিত হন। সুভাষচন্দ্র 'ফরোয়ার্ড ব্লক' গঠন করলে তিনি তাঁর সহযোগী হিসাবে ঐ দলে যোগ দেন। স্বাধীনতার পর তিনি কংগ্রেসে আসেন। ১৯৫২ খ্রী. প্রথম নির্বাচনে লোকসভার সদস্য ও পরে ১৯৫৭ খ্রী পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নির্বাচিত হন। কংগ্রেস দলের চীফ হুইপ ও সংসদীয় মন্ত্রী হিসাবে ১৯৫৭ থেকে

১৯৬৭ খ্রী· বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন। সংসদীয় প্রতিনিধি-দলের সঙ্গে ১৯৬৫ খ্রী· সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণ করেন। ১৯৬৯ খ্রী· আবার ফরওয়ার্ড ব্লকে ফিরে আসেন। ১৯৭০ খ্রী· রাজনীতি থেকে অবসর নেন। এরিয়ান্স ক্লাব ও প্রেস ফটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, পাট ও বিস্কুট শিল্পের পরিচালক এবং ব্যবস্থাপক ছিলেন। [১৬]

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন (১৩·৯·১৬৯৪ - ১৯·১০·১৮০৭) ত্রিবেণী—হুগলী। রুদ্রদেব তর্কবাগীশ। পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের নিকট ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্র এবং রঘুদেব বাচস্পতির নিকট ন্যায়শাস্ত্রের পাঠগ্রহণ করেন। ত্রিবেণীতেই চতুষ্পাঠী স্থাপন করে দীর্ঘজীবী এই পণ্ডিত মৃত্যুর একমাস পূর্ব পর্যন্তও অধ্যাপনায় রত ছিলেন। তাঁর একক প্রচেষ্টায় সংস্কৃতচর্চায় নবদ্বীপের খ্যাতি প্রায় নিষ্প্রভ করে তোলেন। ইংরেজরা ১৭৬৫ খ্রী· বাঙলার দেওয়ানি লাভ করে দেশীয় বিচারপদ্ধতি ও আইন প্রস্তুতের জন্য এই পণ্ডিতের দ্বারস্থ হয়। স্মৃতি-সমুদ্র মন্থন করে 'বিবাদ ভঙ্গার্ণব' গ্রন্থ (১৭৮৮ - ৯২) সঙ্কলন তাঁর এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। এক সময়ে হিন্দু দেওয়ানি বিচার-ব্যবস্থা এই গ্রন্থটিরই ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে চলত। এ ছাড়া নব্যন্যায়ের বিভিন্ন প্রসঙ্গের উপর তিনি বিভিন্ন পত্রিকা রচনা করেছিলেন। মুর্শিদাবাদে নবাবের দেওয়ান নন্দকুমার এবং শোভাবাজার-রাজ নবকৃষ্ণ তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলেন। ক্লাইভ, হেস্টিংস্‌, হার্ডিঞ্জ, কোলব্রুক, জোনস্‌ প্রভৃতি ইংরেজ রাজপুরুষগণ দুরূহ বিষয় মীমাংসার জন্য তাঁর সাহায্য নিতেন। ইংরেজ সরকারে বৃত্তিভোগী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যে তিনিই সম্ভবত প্রথম। বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্র এবং কৃষ্ণনগররাজ কৃষ্ণচন্দ্রও তাঁর পরামর্শ নিতেন। প্রথম সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হলে তাঁকে প্রধান-পণ্ডিতের পদগ্রহণে আহ্বান করা হয়। অস্বীকৃত হলে পৌত্র ঘনশ্যাম এই পদে নিযুক্ত হন। মৃত্যুকালে বিপুল ভূসম্পত্তি ও অর্থ রেখে যান। [১, ২, ৩, ৭, ২৫, ২৬, ৪৮]

জগন্নাথ দাস (১৯শ শতাব্দী) ঘাটাল—মেদিনীপুর। সঙ্গীত-রচয়িতা। যজ্ঞেশ্বর ধোপা নামে অধিক পরিচিত ছিলেন। রচিত বিবিধ গানের মধ্যে 'জোড়া গোলোক বৃন্দাবন' প্রসিদ্ধ। [৪]

জগন্নাথ পঞ্চানন (১৮শ শতাব্দী) নলচিড়া — বাক্‌লা-বাখরগঞ্জ। রমাকান্ত বাচস্পতি। বাকলা সমাজের শীর্ষস্থানীয় নৈয়ায়িক বংশে তাঁর জন্ম। তাঁর সময় নলচিড়া 'নিম নবদ্বীপ' অর্থাৎ অর্ধ-নবদ্বীপ নামে বিখ্যাত হয়েছিল। এই বংশের প্রাধান্যকালে বহু কাশীবাসী ও দ্রাবিড়ী ছাত্র নলচিড়ায় এসে অধ্যয়ন করেছেন। রাজা রাজবল্লভের সভায় বাক্‌লার ১১ জন নিমন্ত্রিত পণ্ডিতের মধ্যে জগন্নাথ অন্যতম ছিলেন। [৯০]

জগন্নাথ বসু মল্লিক। আন্দুল—হাওড়া। সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ। অনেক সঙ্গীতও রচনা করেছেন। ১৮৩২ খ্রী· 'রত্নাবলী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। রচিত গ্রন্থ : সংস্কৃত অমরকোষ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ 'শব্দকল্পলতিকা' (১৮৩১) এবং 'শব্দকল্পতরঙ্গিণী' (১৮৩৮)।

জগন্মোহন গোসাঞি। বাঘাসুরা—শ্রীহট্ট। তিনি 'জগন্মোহিনী' বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্তন-কর্তা ছিলেন। [১]

জগন্মোহন তর্কালঙ্কার (১৮২৯ - ১৯০০) বড়িশা—চব্বিশ পরগনা। রাঘবেন্দ্র ন্যায়বাচস্পতি। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্ম। কলিকাতায় খুব কষ্টের মধ্যে সংস্কৃত কলেজে পড়াশুনা করে বৃত্তি ও উপাধি লাভ করেন। উক্ত কলেজেই গ্রন্থাগারিকের পদে নিযুক্ত হন। প্রয়োজনে অধ্যাপনাও করতেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'চণ্ডকৌশিকী' গ্রন্থের টীকা রচনা। এই গ্রন্থ দীর্ঘকাল এম·এ· (সংস্কৃত) পরীক্ষার্থীদের পাঠ্য ছিল। বর্ধমানরাজের উদ্যোগে প্রকাশিত মহাভারতের বাংলা অনুবাদগ্রন্থের অন্যতম অনুবাদক ছিলেন। 'ভাবপ্রকাশ যন্ত্রালয়' ও 'পুরাণপ্রকাশ যন্ত্রালয়' স্থাপন করে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ ও প্রণয়ন করে প্রকাশ করেন। 'বিজ্ঞান কৌমুদী' (মাসিক ১৮৬০), 'পরিদর্শক' (দৈনিক ১৮৬১), 'সত্যান্বেষণ' (মাসিক ১৮৬৫) প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পরবর্তী জীবন যোগ এবং তন্ত্র-শাস্ত্রের আলোচনা ও সাধনায় কাটান। এই সময় 'শিবসংহিতা'র উৎকৃষ্ট অনুবাদ করেন। তাঁর 'বেণীসংহার' (সংস্কৃত টীকা) ও 'কল্কিপুরাণের অনুবাদ'ও উল্লেখযোগ্য। [১, ৪, ৫]

জগন্মোহিনী কিন্নরী। ১৮৭৩ খ্রী· মধুসূদন কিন্নরের মৃত্যুর পর ঢপযাত্রার ক্ষেত্রে সুকণ্ঠের অধিকারিণী ও নৃত্যগীতে পারদর্শিনী জগন্মোহিনী যথেষ্ট খ্যাতি ও অর্থলাভ করেছিলেন। [১৮]

জগন্মোহিনী দেবী। বালী—হাওড়া। চন্দ্রমোহন মজুমদার। স্বামী—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। তাঁর রচিত 'জগৎহার' সঙ্গীত-গ্রন্থে নববিধান-সমাজ সম্পর্কিত সঙ্গীতের সংখ্যাই বেশি। [৪৪]

জগমোহন বসু[১] (? - ১৮৫৩) ভবানীপুর — কলিকাতা। রাজা রামমোহন রায়ের সমসাময়িক বিদ্যোৎসাহী জগমোহন মার্চ ১৮২৯ খ্রী· ভবানীপুরে ইউনিয়ন স্কুল নামে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করে সাঁইত্রিশ বছরেরও অধিককাল তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'হিন্দু ইন্টেলিজেনসার' পত্রিকা শিক্ষা-জগতে তাঁকে ডেভিড হেয়ারের সমমর্যাদা দিয়েছিল। ভবানীপুরের তদানীন্তন গণ্যমান্য ও সরকারী উচ্চপদস্থ ব্যক্তি প্রায় সকলেই তাঁর তত্ত্বাবধানে স্কুলের শিক্ষা পেয়েছেন। [১, ৬]

জগমোহন বসু[২] (১৮৯৮ - ৮·৪·১৯৬৩)। ছাত্রাবস্থায় রাজনীতিতে যোগ দিয়ে 'পুয়োর ব্রাদার্স' সমিতি স্থাপন করেন। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে এবং পরে আগস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। উত্তর কলিকাতার জনপ্রিয় নেতা, আইনজীবী, কর্পোরেশনের কাউন্সিলর এবং উত্তর কলিকাতা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। [১০]

জগমোহন বিশ্বাস। নোয়াখালি। রামহরি। লর্ড কর্নওয়ালিসের দশশালা বন্দোবস্তের কালে এলাহাবাদের রাজা ও জমিদারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করবার জন্য দেওয়ানীর ভার পেয়ে এলাহাবাদে আসেন। ঈস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে তিনি এককালীন ২ লক্ষ টাকা দিয়ে তীর্থযাত্রীদের ওপর থেকে পূর্ব-প্রচলিত তীর্থ-কর চিরতরে রহিত করিয়ে দিয়েছিলেন। [১]

জনমেজয় মিত্র, আর্মান (১৭৯৬ - ২৫·৮·১৮৬৯) কলিকাতা। বৃন্দাবন। বাঙালী উর্দু কবি জনমেজয় 'আর্মান' (অর্থাৎ কামনা) এই ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। বাংলা, উর্দু, ফারসী ও ব্রজভাষায় সুপণ্ডিত এবং বিশেষভাবে উর্দু কাব্যরসের রসিক ছিলেন। উল্লিখিত সব ক'টি ভাষাতেই কাব্য রচনা করেছেন। 'নূসখা-এ-দিলকুশা' তাঁর রচিত বিখ্যাত উর্দু কাব্য। [৩২]

জনার্দন কর্মকার। পাঁচগাও—শ্রীহট্ট। শাহজাহানের আমলে জাহাঙ্গীর নগরে (ঢাকা) ইসলাম খাঁর শাসনকালে তিনি লৌহশিল্পী হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন। ১৬৩৭ খ্রী· তিনি মুর্শিদাবাদের ২১২ মণ ওজনের এবং ১২ হাত দৈর্ঘ্যের বিখ্যাত 'জাহানকোষা' কামানটি নির্মাণ করেন। তাঁরই নামানুসারে তাঁর বংশধরগণ 'জনাইয়ের গোষ্ঠী' নামে পরিচিত হয়। [১, ৩, ২২, ২৬]

জনার্দন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২৮ - মার্চ ১৯৭৯) কেওড়া—বরিশাল। অল্পবয়সে বিপ্লবী সতীন সেনের সংস্পর্শে আসেন। পরে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে কয়েবার কারাবরণ করেন। দেশ-বিভাগের পর তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে থেকে যান। সতীন সেনের পরামর্শে ১৯৫০ খ্রী· ভারতে এসে বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা করেন। নারায়ণ দাস বাঙ্গুর মেমোরিয়াল মাল্টিপারপাস স্কুলের তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধানশিক্ষক ছিলেন। [১৬]

জমিরুদ্দিন শেখ। মেদিনীপুর। সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহ-প্রচারের অভিযোগে দীর্ঘ কারাদণ্ড ভোগ করেন। [৫৬]

জয়কৃষ্ণ তর্কাচার্য। নবদ্বীপ। প্রসিদ্ধ তার্কিক ছিলেন। তিনি ভবানন্দের 'শব্দার্থসার-সংগ্রহ', জগদীশের 'শব্দশক্তি-প্রকাশিকা' প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থের সারসঙ্কলন করেন। তাঁর এই সঙ্কলন-গ্রন্থ সর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র হওয়ায় নব্যন্যায়-চর্চার অবসানপর্বে প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করে। 'বাদার্থসারমঞ্জরী' তাঁর অপর গ্রন্থ। [৯০]

জয়কৃষ্ণ দাস। আরামবাগ—হুগলী। রামমোহন। প্রকৃত নাম কেনারাম। 'শ্রীচৈতন্য পরিষদ্ জন্মস্থান নিরূপণ', রসকল্পলতা' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' বাংলা পদ্যে অনুবাদ করেন। [১, ২৬]

জয়কৃষ্ণ মজুমদার (১৩১৮? - ১৩৪৯ ব·)। পি· কে· মজুমদার। ডবলিউ· সি· ব্যানার্জির দৌহিত্র। ১৯৩০ খ্রী· বিমান-বিভাগের 'এ' ক্লাস লাইসেন্স পান। ভারতের সর্বকনিষ্ঠ পাইলট বিবেচিত হওয়ায় ১৯৩১ খ্রী· স্যান্ডহার্স্টে জেন্টলম্যান ক্যাডেটরূপে ভর্তি হন ও ১৯৩৩ খ্রী· কিংস্ কমিশন প্রাপ্ত হন। ১৯৩৪ খ্রী· কোয়েটায় ১৬শ লাইট ক্যাভ্‌ল্‌রিতে যোগদান করেন। ১৯৩৫ খ্রী· কোয়েটার প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সময় তিনি বিপন্নদের সাহায্যকার্যে অংশগ্রহণ করে খ্যাতিমান হন। যুদ্ধের সময় প্রথমে ভারতীয় বিমান-বিভাগে যোগদান করে ১৯৪০ খ্রী· ক্যাপ্টেন এবং ১৯৪২ খ্রী· মেজর হন। পরে সর্বপ্রথম ভারতীয়রূপে সামরিক ইন্টেলিজেন্স স্কুলে শিক্ষকপদ লাভ করেন। বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু। [৫]

জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮০৮ - ১৮৮৮) উত্তরপাড়া—হুগলী। জগমোহন। বাল্যে অল্পদিন হিন্দু স্কুলে পড়াশুনা করে পিতার কর্মস্থল মীরাটে ব্রিগেড মেজরের অফিসে কেরানীরূপে প্রবেশ করেন। ১৮২৬ খ্রী· ব্রিটিশ সেনাদলের ভরতপুর আক্রমণের সময় ঐ সেনাদলের সঙ্গে ছিলেন। সেখান থেকে ফিরে ১৮৩৫ খ্রী· চাকরি ছেড়ে উত্তরপাড়া জমিদারীর পত্তন করেন। এর আগেই এক জাল দলিলের মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু প্রিভি কাউন্সিলের বিচারে সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণিত হন। ১৮৫৯ খ্রী· তাঁর স্থাপিত উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী বাঙালীর গৌরব এবং একটি ঐতিহাসিক স্থান। তাঁরই উদ্যোগে এবং সাহায্যে উত্তরপাড়া হাই স্কুল ও উত্তরপাড়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্বসমেত ৩১টি স্কুলে অর্থসাহায্য করতেন। ১৮৬৯/৭০ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে লাইব্রেরী গঠন করার জন্য ৫০০০ টাকা দান করেন। দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল স্থাপন তাঁর অন্যতম কীর্তি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। বঙ্গীয় কৃষকদের জীবনযাত্রা-প্রণালী উপলক্ষ্য করে হুগলী কলেজের অধ্যাপক লালবিহারী দে রচিত 'Govinda Samanta or History of a Bengali Rayat' পুস্তকের জন্য লেখককে পুরস্কৃত করেন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন। ১৮৭৮ খ্রী· ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের ব্রিটিশ জাতির পক্ষে অবাধ বাণিজ্যনীতির তিনি প্রতিবাদ করেন। ১৮৮৬ খ্রী· কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। [১, ৩, ৮, ২৬]

জয়গোপাল গোস্বামী (১৮২৯ - ১৯১৬) শান্তিপুর। পণ্ডিত রমানাথ। অদ্বৈত বংশে জন্ম। শান্তিপুর স্কুলের প্রধান পণ্ডিত, বৈষ্ণব শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ও লেখক ছিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক 'শিরোমণি' উপাধিতে ভূষিত হন।'গোবিন্দদাসের কড়চা' পুস্তিকাটির (প্রথম প্রকাশ ১৮৯৫) সম্পাদকরূপে পণ্ডিতসমাজে প্রথম খ্যাতি অর্জন করেন। রচিত গ্রন্থাবলী : 'চারুগাথা' 'শৈবলিনী', 'রত্নযুগল', 'সাহিত্যমুক্তাবলী', 'সীতাহরণ', 'বাসবদত্তা'; ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ : 'অনুক্রমণিকা', 'লঘুপাটিগণিত', 'গণিত-বিজ্ঞান' প্রভৃতি। শ্রীযুক্ত কটিরাম ঠাকুর ছদ্মনামে সমাজসংস্কারমূলক গ্রন্থ লিখলেন 'আটকাটি'। এতে উনিশ শতকের শেষভাগের সমসাময়িক বার্তা পাওয়া যায়। এ ছাড়াও তিনি 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় 'Swan' ছদ্মনামে গ্রন্থ

সমালোচনা লিখতেন। তাঁর পুত্র বনোয়ারীলালও নানান পত্র-পত্রিকায় কবিতা, বিশেষ করে ব্যঙ্গ-কবিতা লিখতেন। [১, ৩, ৪, ২৬, ১৭৪, ২২৩]

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার। (৭.১০.১৭৭৫ - ১৩.৪.১৮৪৬) বজ্রাপুর—নদীয়া। কেবলরাম তর্কপঞ্চানন। পিতার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। সাহিত্যিক এবং শাব্দিক হিসাবে খ্যাতি ছিল। প্রথমে তিন বছর প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ কোলব্রুকের পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮০৫ - ২৩ খ্রী· শ্রীরামপুর মিশনে কেরীর অধীনে কাজ করেন। এই সময়েই ১৮১৮ - ২৩ খ্রী· শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত মার্শম্যানের বাংলা সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের প্রধান কর্মীদের অন্যতম ছিলেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি সংস্কৃতবহুল কঠিন বাংলাকে ব্যবহারের উপযোগী ও সহজ করে তুলেছিলেন। সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮২৪) পর কাব্যের অধ্যাপকরূপে সেখানে যোগ দিয়ে আমৃত্যু কাজ করেন। সেখানে তারাশঙ্কর তর্করত্ন, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর ছাত্র ছিলেন। রামায়ণ ও মহাভারতের সংশোধিত সংস্করণ- প্রকাশ তাঁর অন্যতম কীর্তি। সুকবি হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। বিল্বমঙ্গল-কৃত হরিভক্তিমূলক সংস্কৃত কবিতার বঙ্গানুবাদ ও ষড়্ঋতু বর্ণনা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করে গেছেন। এ ছাড়াও ফারসী ভাষায় একখানি অভিধানও সঙ্কলন করেন। রাধাকান্তদেব প্রতিষ্ঠিত ধর্মসভার একজন বিশিষ্ট সদস্য হিসাবে উক্ত সভা কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষাদি নির্বাহ করতেন। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে 'শিক্ষাসার', 'কৃষ্ণবিষয়কশ্লোকাঃ' 'চণ্ডী', 'পত্রের ধারা', 'বঙ্গাভিধান' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। [১, ২, ৩, ৪, ২৫, ২৬, ৬৪]

জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭২ - ২৫.১২.১৯৫৬) হালিশহর—চব্বিশ পরগনা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের প্রথম ভারতীয় প্রধান অধ্যাপক। তিনি দীর্ঘদিন 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। [৫]

জয়গোবিন্দ গোস্বামী। বাজুরভাগ-নাটোর — রাজশাহী। হাস্যরসের কবি। তাঁর রচিত বহু রসমধুর কবিতা এক সময় বরেন্দ্র অঞ্চলের লোকদের কণ্ঠস্থ ছিল। [১]

জয়গোবিন্দ সোম (১৮৩৯/৪০ - ৩.১০.১৯০০) আখালিয়া—শ্রীহট্ট। দোলগোবিন্দ। ১৮৬৫ খ্রী· দর্শনশাস্ত্রে এম·এ· ও পরে বি·এল পাশ করে হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। তিনিই শ্রীহট্টের প্রথম এম· এ·, বি·এল·। পাঠ্যাবস্থায় খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। দেশীয় খ্রীষ্টানদের মধ্যে তিনিই প্রথম বাংলা ভাষায় 'আর্যদর্শন' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইন্ডিয়ান ক্রিশ্চিয়ান সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও 'ইন্ডিয়ান ক্রিশ্চিয়ান হেরল্ড' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। খ্রীশিক্ষার প্রচার-উদ্দেশ্যে স্থাপিত 'শ্রীহট্ট সম্মিলনী'র আজীবন সভাপতি ছিলেন। [১, ১৬৭]

জয়চন্দ্র সান্যাল। জলপাইগুড়ির 'ঋষি সান্যাল-মশাই'। ইংরেজী ও ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বাঙলাদেশের সামাজিক ইতিহাস রচনা করে তিনি সেকালের সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। স্বদেশী যুগে ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে ৬০ বছর বয়সেও সংগ্রাম করে কারাবরণ করেছিলেন। [২২]

জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ (১৮৪৯ - ১৯২৩) ঘোষকামতা—নোয়াখালি। জয়গোপাল বিদ্যাভূষণ। পিতামহ বিখ্যাত পণ্ডিত রামলোচন সিদ্ধান্তপঞ্চানন। ১৮৭৯ খ্রী· ঢাকায় 'পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ' স্থাপিত হলে তিনি তার প্রথম বর্ষে উপাধি পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেন। মিথিলায় গিয়ে বুবুজান ঝা ও পরে কাশীতে গিয়ে মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণির কাছে প্রাচীন স্মৃতি, মীমাংসা ও দর্শনাদি অধ্যয়ন করে 'সিদ্ধান্তভূষণ' উপাধি পান। স্বগ্রামে তাঁর চতুষ্পাঠীতে শতাধিক ছাত্র পড়াশুনা করত। তার মধ্যে ৪০ জন ছাত্রকে আহার বাসস্থান দিয়ে নিজ গৃহে রাখতেন। 'সংস্কৃতচন্দ্রিকা' নামে এক সভা স্থাপন ও ঐ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। সভাটি পরে উঠে যায়। কলিকাতায় এসে কিছুদিন থাকার পর তিনি কাশীধামে গিয়ে অধ্যাপনা করেন। সেখানেই মৃত্যু। সংস্কৃত ও বাংলায় অনেক গ্রন্থ লিখেছেন। [১৭২]

জয়চাঁদ পালচৌধুরী। রানাঘাট—নদীয়া। তিনি নিজে ৩২টি নীলকুঠির মালিক হয়েও বিচারকের সামনে নীলচাষীদের ওপর নীলকরদের কি কি জঘন্য ধরনের অত্যাচার হয় তার করুণ-কাহিনী বিবৃত করেন। নীলকরদের অত্যাচার দমনে তাঁর এই সাক্ষ্য বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। [১]

জয়দেব (১২শ শতাব্দী) কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলি—বীরভূম। ভোজদেব। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় গোবর্ধন, শরণ, ধোয়ী, উমাপতি ও জয়দেব এই 'পঞ্চরত্ন' বর্তমান ছিলেন। কিন্তু জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দ' কাব্যগ্রন্থে উক্ত কবিদের নাম থাকলেও লক্ষ্মণসেনের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তিনি কিছুদিন উৎকলরাজেরও সভাপণ্ডিত ছিলেন বলে কেউ কেউ অনুমান করেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত 'গীতগোবিন্দ'-গ্রন্থ দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত এবং বাসন্ত রাসের বর্ণনা সংবলিত। গ্রন্থখানি বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও সাহিত্যরসিক সমাজের অত্যন্ত প্রিয়। জগন্নাথ-মন্দিরে এই কাব্যগ্রন্থ সুর-তান-সহযোগে প্রত্যহ গীত হয়। সহজিয়াগণ জয়দেবকে আদিগুরু এবং নবরসিকের অন্যতম বলে থাকেন। [১, ২, ৩, ২৫, ২৬]

জয়দেব তর্কালঙ্কার (১৭শ শতাব্দী) নবদ্বীপ। দেবীদাস ভট্টাচার্য। গদাধরের ছাত্র নৈয়ায়িক জয়দেব নবদ্বীপ সমাজের আদি পত্রিকাকার। [৯০]

জয়নারায়ণ ঘোষাল, মহারাজা (সেপ্টেম্বর ১৭৫২ - অক্টোবর ১৮২০) গড়-গোবিন্দপুর—কলিকাতা। কৃষ্ণচন্দ্র। পিতামহ কন্দর্পনারায়ণের সময় থেকে তাঁরা খিদিরপুরবাসী। সংস্কৃত, ফারসী ও ইংরেজী ভাষায়

ব্যুৎপত্তি অর্জন করে ১৭৬৭ খ্রী· মুর্শিদাবাদের নবাবের অধীনে কর্মে নিযুক্ত হন। পরে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীতে চাকরি করে প্রচুর অর্থ ও যশ লাভ করেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের বিশেষ অনুরোধে ১৮১৮ খ্রী· দিল্লীশ্বর তাঁকে 'মহারাজা বাহাদুর' উপাধি ও তিনহাজারী মনসবদারীর সনদ প্রদান করেন। এরপর তিনি দক্ষিণ কলিকাতায় 'ভূকৈলাস' প্রসাদ নির্মাণ করেন। ১৭৯১ খ্রী· অসুস্থতার জন্য কাশীবাসী হন ও সেখানে বহু মন্দিরে দেবমূর্তি বা প্রতীক ও 'গুরুধাম' এবং ১৮১৪ খ্রী· নিজ বাসভবনে ভারতের প্রাচীনতম ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরে বিদ্যালয়টির ভার কাশীর 'চার্চ' মিশনারী সোসাইটির উপর ন্যস্ত হয় (১৮১৮)। এই অবৈতনিক বিদ্যালয়ে ইংরেজী, ফারসী, হিন্দুস্থানী ও বাংলা পড়ানো হত। তাঁকে এদেশে ইংরেজী শিক্ষাপ্রসারের অন্যতম প্রধান পথপ্রদর্শক বলা যায়। রচিত গ্রন্থ : সংস্কৃতে 'শঙ্করী-সঙ্গীত', 'ব্রাহ্মণার্চনচন্দ্রিকা', 'জয়নারায়ণ কল্পদ্রুম' প্রভৃতি এবং বাংলায় 'করুণানিধানবিলাস', 'কাশীখণ্ড' প্রভৃতি। এ ছাড়াও মহাভারতের হিন্দী অনুবাদে কাশীর রাজাকে সাহায্য করেন। পুত্র কালীশঙ্করও দানশীল এবং শিক্ষানুরাগী ছিলেন। [১, ৩, ৫, ২৫, ২৬, ৬৪]

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন (এপ্রিল ১৮০৬ - ১২·১১·১৮৭২) মুরাদপুর—চব্বিশ পরগনা। হরিশচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কাব্য, অলঙ্কার ও ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষাশেষে শালিখায় (হাওড়া) চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৮৩৯ খ্রী· ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে হিন্দু ল কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রশংসাপত্র পান। ১১·৮·১৮৪০ খ্রী· থেকে সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক হন। কলেজে অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে নিজ চতুষ্পাঠীও চালাতেন। ১৮৬৯ খ্রী· অবসর-গ্রহণ করে কাশীতে বসবাস আরম্ভ করেন। তাঁর রচিত সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থের সংখ্যা ১১টি। তার মধ্যে 'কণাদসূত্র-বিবৃতি' ও 'পদার্থতত্ত্বসার' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলায় রচিত ও মুদ্রিত 'সর্বদর্শনসংগ্রহ'-গ্রন্থ ১৮৬১ খ্রী· প্রকাশিত হয়। [১, ২, ৩, ৭, ২৫, ২৬]

জয়নারায়ণ তর্করত্ন (১৮৫৫ - ১৯০৯) কোটালিপাড়া—ফরিদপুর। উক্ত জেলার কোড়কদির কৈলাসচন্দ্র তর্করত্ন ও নবদ্বীপের ভুবনমোহন বিদ্যারত্নের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করে কাশী ও নবদ্বীপে অধ্যাপনা করেন। কাশীরাজের সভাপণ্ডিত এবং নবদ্বীপ পাকা টোলের অধ্যাপক ছিলেন। তৎকালীন পণ্ডিতসমাজে পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রবিচার-নৈপুণ্যের জন্য তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। রচিত গ্রন্থ 'তর্করত্নাবলী' ১৮৮৮ খ্রী· কাশী থেকে প্রকাশিত হয়। [৩]

জয়নারায়ণ রায় (১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ) জপনা-বিক্রমপুর—ঢাকা। রামপ্রসাদ। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'চণ্ডীকাব্য'। ভ্রাতুষ্পুত্রী আনন্দময়ীর সহযোগে 'হরিলীলা' নামে আর একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। [১]

জয়নাল আবেদিন (১৯১৭ - ২৮·৫·১৯৭৬) কিশোরগঞ্জ—ময়মনসিংহ। '১৯৪৩ বাংলা দুর্ভিক্ষ' নামে বিখ্যাত চিত্রাবলীর শিল্পী। কলিকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল (বর্তমানে কলেজ) থেকে ১৯৩৩ খ্রী· পাশ করেন। প্রথমে তাঁর আঁকার বিষয়বস্তু ছিল প্রধানতঃ রোমান্টিক ল্যান্ডস্কেপ ও বর্ণাঢ্য উপজাতি মহিলা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪৩ খ্রী· সারা বাঙলাদেশ জুড়ে দুর্ভিক্ষের যে বিভীষিকা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা তাঁর শিল্পকর্মকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। দুর্ভিক্ষের শিকার কঙ্কালসার মৃত্যুপথযাত্রী সন্তানের সদ্যমৃত মায়ের বুক থেকে সুধা টেনে নেবার ঐকান্তিক চেষ্টার নির্মম দৃশ্যকে তিনি সকলের সামনে তুলে ধরেন তার 'ম্যাডোনা ১৯৪৩' ছবিতে। দুর্ভিক্ষ পর্যায়ের এই প্রথম ছবিতেই তিনি বিখ্যাত হয়ে যান। দেশবিভাগের পর করাচীতে পাকিস্তান সরকারের আর্ট বিভাগে যোগ দেন। এখানে থাকার সময়ে ঢাকায় আর্ট ইনস্টিটিউশনের পরিকল্পনা করেন। ১৯৪৭ খ্রী· ঢাকায় আর্ট ও ক্র্যাফ্‌ট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৪৯ খ্রী· তিনি তাঁর অধ্যক্ষপদে বৃত হন। ১৯৬৩ খ্রী· ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্ট-এর ডীন-পদ লাভ করেন। ১৯৭১ খ্রী· বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর কলিকাতা ও ঢাকার মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সময় তাঁর আঁকা ছবির এক প্রদর্শনী কলিকাতায় হয়। তিনি বাংলাদেশের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত মানুষের অবস্থা এই-সব ছবিতে দেখিয়েছেন। [১৬]

জয়ন্তনাথ চৌধুরী, জেনারেল (১৯০৮ - ৬·৪·১৯৮৩) কলিকাতা। পিতা অমিয়নাথ প্রমথ চৌধুরী (বীরবল)-র অনুজ। ভারতীয় সেনাবাহিনীর খ্যাতনামা ব্যক্তি। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের শিক্ষা-শেষে ইংলণ্ডে স্যাণ্ডহার্স্টের রয়াল মিলিটারী কলেজে সামরিক শিক্ষা লাভ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিভিন্ন রণাঙ্গনের যুদ্ধে সামরিক নেতৃত্বের জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৪৬ খ্রী· ব্রিগেডিয়ার-ইন-চার্জ রূপে মালয় কমাণ্ডে প্রশাসন দপ্তরের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর দেশে ফিরে ১৯৪৮ খ্রী· মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন। হায়দরাবাদের নিজামের রাজত্বের আবাসনকল্পে ভারতীয় অভিযানের নেতৃত্ব দেন এবং হাদরাবাদ অধিকারের পর সেখানকার সামরিক গভর্নর নিযুক্ত হন। স্থলবাহিনীর অধিনায়ক হিসাবে ১৯৬৫ খ্রী· পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধে সফল নেতৃত্ব দেন। বিনা রক্তপাতে পর্তুগীজদের কাছ থেকে গোয়া দমন দিউকে ভারতে অন্তর্ভুক্ত করার কাজে তাঁর যথেষ্ট অবদান আছে। সেনাবাহিনী থেকে অবসরগ্রহণ করে ১৯৬৬-৬৭ খ্রী কানাডায় ভারতীয় হাই কমিশনার পদে নিযুক্ত ছিলেন। উন্নয়নশীল দেশে সশস্ত্রবাহিনী ও সরকারের সম্পর্ক নিয়ে দুই খণ্ডে বই লিখেছেন। 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। প্রথম কংগ্রেস সভাপতি ডবলু· সি· ব্যানার্জী তাঁর মাতামহ। [১৬]

জয়ন্তী দেবী। ধানুকা—ফরিদপুর। পিতা 'কুলার্চনদীপিকা'-প্রণেতা জগদানন্দ তর্কবাগীশ। স্বামী কোটালিপাড়ার কৃষ্ণনাথ সার্বভৌম। মধ্যযুগের বিখ্যাত বিদুষী মহিলা। তিনি স্বামীকে 'আনন্দলতিকা' কাব্যগ্রন্থ

রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করেন (১৬৫২)। তাঁর রচিত কিছু সংস্কৃত কবিতাও আছে। [৩]

জয়রাম। একজন দেশীয় সুবাদার। ১৭৭৩ খ্রী· 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহে' বিদ্রোহীদের সাহায্য করেছিলেন। সেই যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনী পরাজিত হয়েছিল। পরে ইংরেজদের হাতে ধরা পড়লে তাঁকে কামানের মুখে হত্যা করা হয়। [৫৬]

জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন (১৮শ শতাব্দী)। রামভদ্র সার্বভৌমের শিষ্য। খ্যাতনামা নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ন্যায়সিদ্ধান্তমালা' সম্ভবত ১৭৯৩ খ্রী· রচিত হয়। রচিত ৯খানি গ্রন্থের মধ্যে 'তত্ত্বচিন্তামণি-দীধিতিগূঢ়ার্থবিদ্যোতন' সর্বশ্রেষ্ঠ। কাশীতে, লন্ডনে এবং অন্যত্র তাঁর পুঁথি আছে। কাশীতে অধ্যাপনাকালে 'জগদ্গুরু' আখ্যা লাভ করেন। [১, ৯০]

জয়ানন্দ (১৫১২/১৩ - ?) আমাইপুরা—বর্ধমান। সুবুদ্ধি মিশ্র। তাঁর জয়ানন্দ নাম চৈতন্যদেবের দেওয়া। তিনি অভিরাম গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। বীরভদ্র গোস্বামী ও গদাধর পণ্ডিতের আদেশে তিনি ১৫৫৮ - ১৫৭০ খ্রী· মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করেন। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'ধ্রুবচরিত্র' ও 'প্রহ্লাদ চরিত্র'। [১, ৩, ২৬]

জলধর চট্টোপাধ্যায় (১২৯৭? - ১৯·৮·১৩৭১ ব·)। প্রথম জীবনে আইনজীবী ছিলেন। পরে নাট্যকাররূপে প্রসিদ্ধ হন। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে 'রীতিমত নাটক' ও 'পি·ডবলিউ·ডি' বিখ্যাত। রচিত অপরাপর গ্রন্থ : 'অহিংসা', 'সত্যের সন্ধান', 'প্রাণের দাবী', 'ত্রিমূর্তি', 'রাঙ্গারাখি', 'অসবর্ণা', 'আঁধারে আলো', 'পরের বৌ' প্রভৃতি। [৪]

জলধর সেন (১৩·৩·১৮৬১ - ১৫·৩·১৯৩৯) কুমারখালি—নদীয়া। হলধর। ১৮৭৮ খ্রী· কুমারখালি থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে কলিকাতার জেনারেল অ্যাসেম্ব্রীজ ইন্‌স্টিটিউশনে এল·এ· পর্যন্ত পড়েন। গোয়ালন্দ স্কুলে, দেরাদুনে এবং মহিষাদলে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। 'গ্রামবার্তা', 'সাপ্তাহিক বসুমতী', 'হিতবাদী', 'সুলভ সমাচার' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকার সম্পাদনায় বা সহ-সম্পাদনায় যুক্ত ছিলেন। পরে দীর্ঘ ২৬ বছর (১৩২০ - ৪৫ ব·) 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১২৯৭ ব· তিনি হিমালয় ভ্রমণে যান। তাঁর রচিত বহু গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য : ভ্রমণবৃত্তান্ত-বিষয়ক 'প্রবাসচিত্র' ও 'হিমালয়'; 'নৈবেদ্য', 'কাঙ্গালের ঠাকুর', 'বড় মানুষ' প্রভৃতি গল্প এবং 'দুঃখিনী,' 'অভাগী', 'উৎস' প্রভৃতি উপন্যাস। সম্পাদিত গ্রন্থ : 'হরিনাথ গ্রন্থাবলী' ও 'প্রমথনাথের কাব্য গ্রন্থাবলী'। [৩, ৪, ৫, ২৫, ২৬]

জলেশ্বর বাহিনীপতি মহাপাত্র ভট্টাচার্য। নবদ্বীপ। বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য। এই মহানৈয়ায়িকের রচিত 'শব্দালোকোদ্দ্যোতঃ' গ্রন্থমধ্যে বিভিন্ন পুস্তকের উল্লেখ ব্যতীত স্বরচিত মীমাংসাশাস্ত্রীয় একটি গ্রন্থের এবং 'দ্রব্যপ্রকাশটিপ্পনী'র নাম আছে। 'আলোকে'র বাঙ্গালী টীকাকারদের মধ্যে তিনি অন্যতম প্রাচীন। তাঁর পক্ষে পক্ষধর মিশ্রের গ্রন্থের টিপ্পনী রচনা করার প্রয়াস ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। [৯০]

জসীমুদ্দিন (১৯০৪ - ১৪·৩·১৯৭৬)। অম্বিকাপুর—ফরিদপুর। পল্লীপ্রকৃতি এবং গ্রামবাংলাকে বিষয়ীভূত করে কাব্যচর্চার ধারাটি কুমুদরঞ্জনের পর জসীমুদ্দিনই প্রবাহিত রেখেছিলেন। তাঁর কবিতা অনাড়ম্বর কিন্তু রূপময়। গ্রামবাংলার যাবতীয় বিষয়বস্তু একান্ত সহজভাবে সহজ ভাষায় তাঁর কবিতায় রূপ পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী : 'রাখালী', 'নক্সী কাঁথার মাঠ', 'ঠাকুরবাড়ির আঙ্গিনায়', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', 'বালুচর', 'মাটির কান্না', 'ধান ও ক্ষেত' ইত্যাদি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম·এ· পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেন। দশম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'কবর' লেখা হয়। তাঁর 'নক্সী কাঁথার মাঠ' কাব্যগ্রন্থটি ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হওয়ায় বিদেশে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। পল্লী গ্রামের গল্প ও কাহিনী সংগ্রহ করে 'বাঙালীর হাসির গল্প' নামে কয়েক খণ্ডে প্রকাশ করেন। মজলিসী গল্পেও দক্ষ ছিলেন। অনেক দেশ সফর করেছেন এবং তা নিয়ে বই লিখেছেন। বাংলাদেশ প্রেসিডেন্টের 'একুশের পদক' সম্মানে ভূষিত হন। ১৯৭২ খ্রী· রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে ডি·লিট· উপাধি দেওয়া হয়। তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ 'মাগো জ্বালিয়ে রাখিস আলো'। [১৬]

জহর গঙ্গোপাধ্যায় (১৯০৩ - ৭·৬·১৯৬৯) সেতুপুর—চব্বিশ পরগনা। প্রখ্যাত মঞ্চ ও চলচ্চিত্রাভিনেতা। সুকণ্ঠের অধিকারী এই গায়ক-অভিনেতা বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে প্রায় শতাধিক নাটকে অভিনয় করেছেন। অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটকাবলী : 'দুই পুরুষ', 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল', 'পথের দাবি', 'এন্টনি কবিয়াল' প্রভৃতি। প্রায় ৩০০টি ছায়াছবিতে অংশগ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল', 'কণ্ঠহার', 'নন্দিনী', 'শহর থেকে দূরে', 'অভয়া ও শ্রীকান্ত', 'সাহেব বিবি গোলাম', 'চিড়িয়াখানা' প্রভৃতি। কলিকাতার মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে তাঁর সক্রিয় সম্পর্ক ছিল। [১৬, ১৪০]

জহর রায় (১৯·৯·১৯১৯ - ১·৮·১৯৭৭) বরিশাল। বাঙলার চিত্র ও নাট্য জগতের খ্যাতনামা কৌতুকাভিনেতা। পিতা সতু রায়ও (১৮৯৫ - ৪·১১·১৯৭৭) অভিনেতা হিসাবে রঙ্গমঞ্চ ও চিত্রজগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৮ খ্রী· নারকেলডাঙ্গা জর্জ হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। পাটনা থেকে আই·এ· পাশ করে সেখানের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রুফ-রিডিং-এর কাজ করেন। পরে সেখানে একটি দর্জির দোকানও করেছিলেন। এ-সব কাজের ফাঁকে ফাঁকে অভিনয়চর্চা চালিয়ে যান। ১৯৪৬ খ্রী· কলিকাতায় এসে অর্ধেন্দু মুখার্জীর পরিচালিত 'পূর্বরাগ' চিত্রে অবতীর্ণ হন।

চিত্রে তাঁর প্রথম বড় ভূমিকা বিমল রায়ের 'অঞ্জনগড়' ছবিতে। ১৯৫৩ খ্রী· রঙমহল নাট্যমঞ্চে নিয়মিত শিল্পী হিসাবে যোগ দেন। পরে সাবিত্রী দেবী ও তাঁর পরিচালিত শিল্পীগোষ্ঠীর পক্ষে ঐ মঞ্চ ভাড়া নিয়ে তিনি নাটক-নির্দেশনা শুরু করেন। এককভাবে এবং অজিত চ্যাটার্জীর সঙ্গে মিলে অনেক কৌতুক রেকর্ড করেছেন। [১৬]°

জহির রায়হান (৫·৮·১৯৩৩ - জানুয়ারী ১৯৭২?) মজুপুর—নোয়াখালি। মোহম্মদ হাবিবুল্লাহ্। সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্র-প্রযোজক। রক্ষণশীল পরিবারে জন্ম। প্রকৃত নাম মোহম্মদ জহিরুল্লাহ্। জহির রায়হান তাঁর সাহিত্যিক নাম। ১৯৪৭ খ্রী· দেশ-বিভাগের পর কলিকাতা থেকে গ্রামের বাড়িতে চলে যান। ১৯৫০ খ্রী· ম্যাট্রিক, ১৯৫৩ খ্রী· আই·এস-সি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় অনার্স নিয়ে বি·এ· পাশ করেন।১৯৫১-১৯৫৭ খ্রী· বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫২ খ্রী· রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় কিছুদিনের জন্য কারারুদ্ধ হন। ১৯৫৬ খ্রী· চলচ্চিত্রের সংস্পর্শে আসেন এবং পরিচালকের সহকারিরূপে যথাক্রমে 'যে-নদী মরুপথে' ও 'এ দেশ তোমার আমার' ছবিতে কাজ করেন। ১৯৫৬ খ্রী· 'ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন' প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি নিজে ছবি করার সুযোগ লাভ করেন। তাঁর নিজের পরিচালিত প্রথম ছবি 'কখনো আসেনি' ১৯৬১ খ্রী· মুক্তিলাভ করে। বাংলা, উর্দু ও ইংরেজী ছবি পরিচালনা করেছেন। কয়েকটি ছবির প্রযোজকও ছিলেন। ১৯৭১ খ্রী· তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধ-কালে একটানা নয় মাস ধরে পাক-ফৌজের তাণ্ডবে শেষ পর্যন্ত গণহত্যা ও বুদ্ধিজীবী নিধন চলতে থাকে। তিনি তখন বাংলা দেশের নবগঠিত অস্থায়ী সরকারের কেন্দ্র মুজিবনগরে চলে আসেন এবং 'Stop Genocide' নামে একটি প্রামাণ্য চিত্র তৈরী করেন। তারপর বাবুল চৌধুরীর 'Innocent Million' ও আলমগীর কবীরের 'Liberation Fighters' চিত্রমুক্তি তাঁরই তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের প্রথম ইংরেজী ছবির নির্মাতা তিনি। তৎকালীন সমগ্র পাকিস্তানে তিনি 'সঙ্গম' নামে প্রথম রঙ্গীন ছবি তৈরী করেছিলেন। প্রথম সিনেমাস্কোপ ছবি-সৃষ্টিতেও তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত ছবি : 'জীবন থেকে নেওয়া', 'বেহুলা', 'সোনার কাজল', 'কাঁচের দেয়াল', 'আনোয়ারা', 'বাহানা', 'জ্বলতে সুরজ কে নীচে', 'লেট দেয়ার বি লাইট' (অসমাপ্ত) ইত্যাদি। প্রায় ছবিরই তিনি নিজে কাহিনীকার ও ফটোগ্রাফার ছিলেন। তাঁর 'কাঁচের দেয়াল' ছবিটি একাধিক পুরস্কার লাভ করে। সাহিত্যিক হিসাবেও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রচিত ও প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ : 'সূর্যগ্রহণ' ; উপন্যাস : 'শেষ বিকালের মেয়ে', 'হাজার বছর ধরে', 'আরেক ফাল্গুন', 'বরফ-গলা নদী', 'আর কতদিন' প্রভৃতি। তাঁকে ১৯৬৪ খ্রী· আদমজী সাহিত্য পুরস্কার ও ১৯৭২ খ্রী বাংলা একাডেমীর 'একুশে ফেব্রুয়ারি সাহিত্য পুরস্কার' (মরণোত্তর) দেওয়া হয়। পূর্ববঙ্গ স্বাধীন হবার পর তিনি মুজিবনগর থেকে ঢাকা ফিরে এসে জানলেন—তাঁর অগ্রজ শহীদুল্লাহ্ কায়সার ও আরও অনেক বুদ্ধিজীবী পাক-ফৌজের অনুচর আল-বদর বাহিনীর হাতে শহীদ বা নিখোঁজ হয়েছেন। নিখোঁজ বুদ্ধিজীবীদের সন্ধানে 'বুদ্ধিজীবী হত্যা তদন্ত কমিটি' গঠন করে তিনি নিজেই তদন্তের কাজে ৩০ জানুয়ারী ১৯৭২ খ্রী· ঢাকায় মীরপুরে গিয়ে আর ফিরে আসেন নি।[১৫২]

জহিরুদ্দিন আহমেদ। সুশিক্ষক ও সুচিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি ছিল। ১৮৭৯-৯৯ খ্রী· ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে অস্ত্র-চিকিৎসার শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রদের সুবিধার জন্য বাংলায় 'সার্জারি বা অস্ত্র চিকিৎসা' নামে একটি বই লেখেন (২য় সংস্করণ ১৮৯৩)। 'ভিষক দর্পণ' মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। [২১১]

জহিরুল ইসলাম (? - ২·৪·১৯৭১)। পাক আমলের পূর্ববঙ্গের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা এবং 'উন্মেষ সাহিত্য-সংস্কৃতি সংসদ'-এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি শাসক-শক্তির নির্যাতন এবং অনেক বাধা-বিপত্তির মধ্যেও গণ-অভ্যুত্থানের পটভূমিকায় রচিত নাটকের অভিনয়, সঙ্গীত ও সাহিত্যের অনুষ্ঠান করেছেন। 'অগ্নিসাক্ষী' এই আন্দোলনের পটভূমিকায় তাঁর রচিত একখানি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। মুক্তিযুদ্ধকালে পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও সমরসচিব টিক্কা খানের পৈশাচিক চরিত্র নিয়ে তাঁর রচিত একটি নাটিকা ২৩·৩·১৯৭১ খ্রী· উন্মেষ-গোষ্ঠীর অন্য দুইটি নাটকের সঙ্গে পল্টন ময়দানে অভিনীত হয়। সরকারী কোপদৃষ্টিতে পড়েন এবং পাক ফৌজের অতর্কিত আক্রমণে হাজার হাজার নিরীহ নরনারীর সঙ্গে তিনিও নিহত হন। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'অজগাঁয়ের বেগম', 'খ্রীজের তলায় থাকি', 'মেয়েরা পর্দানশীন', 'অন্য নায়ক', 'ক্ষেতমজুর' প্রভৃতি। [১৫২]

জহুরী শাহ। সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে ইংরেজদের হাতে ধরা পড়ে বিদ্রোহের অপরাধে ১৮ বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। [৫৬]

জানকীনাথ দত্ত (১৮৫৬ - ?) ঘি-কমলাগ্রাম — ফরিদপুর। এফ·এ পর্যন্ত পড়ে নানা দুর্বিপাকে পড়া ছাড়েন। গোয়ালিয়রের রাজকর্মচারী শ্বশুরের সহায়তায় আগ্রা ও লক্ষ্ণৌ শহরে পড়াশুনা করে ১৮৯৪ খ্রী· বি·এ· পাশ করেন এবং গোয়ালিয়র স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ৩০ বছর শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত থেকে ঐ বিভাগের যথেষ্ট উন্নতি করেন। তাঁরই চেষ্টায় গোয়ালিয়র রাজকলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। গোয়ালিয়র পৌরসভার সদস্য ও পরে সভাপতি ছিলেন। ১৯১১ খ্রী· লোকগণনাকার্যে নিপুণতা দেখিয়ে গোয়ালিয়র ও ভারত সরকার কর্তৃক প্রশংসিত হন। ঐ বছর গোয়ালিয়রে দুরন্ত মহামারী প্লেগের প্রাদুর্ভাব-রোধে তাঁর তৎপরতা উল্লেখযোগ্য। [১]

জানকীনাথ বসু (২৮·৫·১৮৬০ - নভে· ১৯৩৪) হরিনাভি — চব্বিশ পরগনা। ১৮৭৭ খ্রী· ক্যালকাটা স্কুল

থেকে প্রবেশিকা, কটকের র‍্যাভেনশ কলেজ থেকে এফ.এ, ও ১৮৮২ খ্রী· বি.এ· পাশ করে কিছুদিন অ্যালবার্ট কলেজে অধ্যাপনা করেন। পরে আইন পরীক্ষা পাশ করে ১৮৮৫ খ্রী· কটক ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে ওকালতি শুরু করেন। ১৯০৫ খ্রী· সরকারী উকীল, পরে পাবলিক প্রসিকিউটর নিযুক্ত হন। কটক মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হয়েছিলেন বাঙলার শাসনপরিষদেরও সদস্য ছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর পুত্র [১, ২৫, ২৬]

জানকীনাথ ভট্টাচার্য (২৩.৫.১৮৬৫ - ২৮.১২.১৯২১)। আদি নিবাস নারিকেলবেড়ে—চব্বিশ পরগনা। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক চন্দ্রমোহন। ১৮৮১ খ্রী· এন্ট্রান্স পরীক্ষায় হিন্দু স্কুল থেকে তিনি ও মুর্শিদাবাদে জেলার কান্দী হাই স্কুল থেকে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যুগ্মভাবে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। ১৮৮৩ খ্রী· এফ.এ. পরীক্ষায় প্রথম হন। ঐ বছরেই প্রতিষ্ঠিত সিটি কলেজে তিনি ইংরেজী, সংস্কৃত ও দর্শন-বিষয়ে অনার্স নিয়ে ভর্তি হন। এই সময় তিনি শিক্ষকরূপে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের সংস্পর্শে আসেন। ১৮৮৫ খ্রী· বি.এ· পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করায় রাধাকান্ত স্বর্ণপদক ও মাসিক ৫০ টাকা ভিজিয়ানাগ্রাম বৃত্তি পান। সংস্কৃত-সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ· পাশ করেন ও পরে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রথম হয়ে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৯৮ খ্রী· আইনের চূড়ান্ত পরীক্ষায়ও তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করেন। বিভিন্ন কলেজে কিছুকাল ইংরেজীর অধ্যাপনা করলেও রিপন কলেজের (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) অধ্যাপক হিসাবেই তাঁর সমধিক খ্যাতি। সেকালের কলিকাতার শ্রেষ্ঠ ছাত্ররা তাঁর ইংরেজীসাহিত্যের ক্লাশ ও হিন্দু আইন সম্পর্কিত ক্লাশে লেকচার শুনতে যেত। তিনি ক্লাশে সংস্কৃত-সাহিত্য ও ইংরেজী-সাহিত্য থেকে অনুরূপ উক্তির উদ্ধৃতি প্রায়শই দিতেন। অনেক চলতি প্রবচন ও ঘরোয়া গল্প বলেও সেক্সপীয়রের সাহিত্যরস পরিবেশন করতেন। ১৮০৯ খ্রী· রিপন ল কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মৃত্যুর পর ১৯১৯ খ্রী তিনি রিপন আর্টস কলেজেরও অধ্যক্ষ-পদে বৃত হন। সেকালের চলতি কথায় রিপন কলেজকে 'রাম-জানকী' কলেজ বলা হত। তাঁর মৌলিক রচনা কিছু নেই বললেই চলে। [১৪৫]

জানকীনাথ ভট্টাচার্য, চূড়ামনি (১৫শ শতাব্দী) নবদ্বীপ। রঘুনাথ শিরোমণির সমকালীন মণিটীকাকার। তাঁর 'ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী'-গ্রন্থ ভারতের সর্বত্র প্রচারলাভ করলেও বাঙলা দেশে তার প্রচার বিরল ছিল। কাশী প্রভৃতি সমাজে নব্যন্যায়ের অধ্যাপনা, বিশেষ করে প্রত্যক্ষখণ্ডে, এই গ্রন্থ দিয়েই আরম্ভ হত এবং তার উপর বহু টীকা রচিত হয়ে পৃথক এক সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। তাঁর দ্বিতীয় আবিষ্কৃত গ্রন্থ 'আন্বীক্ষিকীতত্ত্ববিবরণ'। তাঁর রচিত 'মণিমরীচি ও 'আত্মতত্ত্বদীপিকা' নামক গ্রন্থ এবং 'তাৎপর্যদীপিকা' নামক টীকার উল্লেখ পাওয়া যায়। উদ্ধৃতি থেকে অনুমান হয়, তিনি উদয়নাচার্যের অনুকরণে প্রকরণ লিখে বৌদ্ধমত খণ্ডন করেছিলেন। তাঁর পুত্র রাঘব পঞ্চাননের রচিত একটি মাত্র গ্রন্থ—'আত্মতত্ত্বপ্রবোধ' আবিষ্কৃত হয়েছে। [১, ৯০]

জানকীনাথ শাস্ত্রী (১৮৭৪ - ১৫.৫.১৯৭১)। 'সংস্কৃত পরিষদে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও বহু সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক এবং ব্যাকরণ রচয়িতা। 'Helps tp the Study of Sanskrit' তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্কুল-পাঠ্য পুস্তক। সংস্কৃত সাহিত্যে অসাধারণ জ্ঞানের জন্য ১৯৬৮ খ্রী· জাতীয় সম্মান লাভ করেন। [১৬]

জানকীরাম রায় (? - ১৭৫২)। আদি নিবাস বাগাটি—হুগলী। কৃষ্ণবল্লভ সোম। দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ। আলীবর্দী পাটনার নাজিম হলে তিনি প্রথমে দেওয়ান-ই-তন্ ও পরে প্রধান যুদ্ধসচিব হন এবং ১৭৪০ খ্রী· আলীবর্দী খাঁ সরফরাজকে পরাস্ত করে বঙ্গের নবাব হলে প্রধান সেনাপতিপদ লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই আলীবর্দীর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৭৪১ খ্রী· তিনি 'রাজা' উপাধি লাভ করে বিহারের নায়েব সুবেদার নিযুক্ত হন। পরবর্তী কালে দিল্লীর সম্রাটের কাছ থেকে 'মহারাজা' উপাধি পান। তাঁর পুত্র দুর্লভরাম পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলার সেনাপতি থেকে ক্লাইভকে সাহায্য করেন। সেই কারণে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭৬৮ খ্রী· তাঁকে বাৎসরিক ২ লক্ষ টাকা বেতন দেন এবং ক্লাইভের সহায়তায় মহারাজা উপাধি পান। তাঁর পুত্র রাজা রাজবল্লভ মীরজাফরের 'হুজুর নবীশ' বা মুখ্য সচিব ছিলেন। মীরজাফর সন্দেহক্রমে দুর্লভরামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করলে ক্লাইভের সহায়তায় ১৭৫৮ খ্রী· তিনি ও রাজবল্লভ মুর্শিদাবাদ থেকে কলিকাতায় পালিয়ে এসে বাগবাজার অঞ্চলে প্রাসাদ নির্মাণ করে বসবাস শুরু করেন। [১, ২৫, ২৬, ২২৩]

জানকুপাথর। ১৯শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ময়মনসিংহের 'পাগলাপন্থী' প্রজাবিদ্রোহের অন্যতম নায়ক। সেরপুরের পশ্চিমদিকে কড়িবাড়ি পাহাড়ের পাদদেশে তাঁর এক প্রধান আস্তানা ছিল। [১, ৫৬]

জানবক্স্ খাঁ। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা দলপতি সের দৌলত খাঁর পুত্র জানবক্স্ খাঁ পিতার মৃত্যুর পর (১৭৮২) 'রাজা' (দলপতি) নির্বাচিত হয়ে দ্বিতীয় চাকমা বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন। তাঁর সময়ে ১৭৮৩ - ৮৫ খ্রী· পর্যন্ত কোনো ইজারাদারই চাকমা অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারে নি। জমিদার ব'লে নিজের পরিচয় দিলেও তিনি বহুদিন পর্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষা করে চলেছিলেন। [৫৬]

জামর (১৭৬২? - ?) ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসে একজন বাঙালী যুবকের (জামর) নাম পাওয়া যায়। ৬ ডিসেম্বর ১৭৯৩ খ্রী· বিপ্লবিগণ পঞ্চদশ লুইয়ের উপপত্নী মাদাম দুবারীর বিচার শুরু করলে জামর অন্যতম প্রধান সাক্ষী হন। তাঁর সাক্ষ্য থেকেই জানা যায় তিনি বাঙালী ছিলেন। ১৭৭০ খ্রী· ফরাসী বণিকরা তাঁকে ক্রীতদাস হিসাবে ফ্রান্সে চালান দেয় এবং সেখানেই ১০ বছর বয়স থেকে দুবারীর গোলামি শুরু করেন। পরে ঐ দেশে বিপ্লব শুরু হলে বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে বিপ্লবী গ্রীভের

সঙ্গে পরিচিত হন। এই অপরাধে তাঁর কর্মচ্যুতি ঘটে। সাক্ষ্যদানকালে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে মাদাম দুবারীর ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করলে দুবারীর মৃত্যুদণ্ড হয়। অভিজাত গৃহে লালিত বলে জামরকেও কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ছ' সপ্তাহ পরে বন্ধুদের সহায়তায় মুক্তি পান। এরপর দীর্ঘদিন তাঁকে আর দেখা যায় নি। অষ্টাদশ লুইয়ের সময়ে জানা যায় প্যারীর এক দরিদ্র পল্লীতে তিনি শিক্ষকতা করতেন। মৃত্যুর পর তাঁর ঘরে বিপ্লবী মারাট, রবসপিয়ার প্রভৃতির ছবি পাওয়া যায়। এই খর্বাকৃতি ব্যক্তিটির বাঙালী নাম পাওয়া যায় না। বিপ্লবের ইতিহাসে তিনি 'লুই বেনেডিট জামর' নামেই পরিচিত। [৪]

জালালউদ্দিন মোহাম্মদ শাহ (? - ১৪৩৩)। গৌড়েশ্বর গণেশ। পূর্বনাম যদু। ইসলামধর্ম গ্রহণ করে পিতার বিরোধী পক্ষ জৌনপুররাজ ইব্রাহিম শর্কীর সহায়তায় গৌড়ের সিংহাসনে বসে (১৪১৫) বাঙলায় ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সভায় আগত চৈনিক দূতেরা সংবর্ধিত হয়েছেন। গণেশ ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে পুত্র জালালুদ্দীনের 'শুদ্ধি' করান। পিতার মৃত্যুর পর ভ্রাতা মহেন্দ্রদেবকে অপসারিত করে জালালুদ্দিন দ্বিতীয়বার সুলতান হন (১৪১৮)। হিন্দুদের উপর কিছু অত্যাচার করলেও তিনি রায় রাজ্যধর নামে জনৈক হিন্দুকে সেনাধিপত্য দিয়েছিলেন এবং সংস্কৃত পণ্ডিত বৃহস্পতি মিশ্রকে সমাদর দেখিয়েছিলেন। রাজা গণেশ কর্তৃক বিধ্বস্ত মসজিদগুলির পুনরুদ্ধার, মক্কায় কয়েকটি ভবন ও একটি মাদ্রাসা নির্মাণ, মিশরের রাজা ও খলিফার কাছে উপহার পাঠিয়ে খলিফার 'অনুমোদন' সংগ্রহ তাঁর কয়েকটি বিশেষ কীর্তি। তিনি 'খলীফৎ আল্লাহ্' উপাধি গ্রহণ করেন এবং মুদ্রায় কলমা খোদাই করান। [১, ৩]

জিতু ছোটকা সাঁওতাল (? - ১৪.১২.১৯৩২)। দিনাজপুরের সাঁওতাল বিদ্রোহীদের নেতা। তাঁর ও সামুর নেতৃত্বে সাঁওতাল দল আদিনা মসজিদে ব্যূহ রচনা করে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে তীরধনুক নিয়ে লড়াই করে বিপক্ষের গুলিতে নিহত হন। [৪৩, ৭০]

জিতেন ঘোষ (১৯০১ - ৩.২.১৯৭৬) কুমারভোগ—ঢাকা। বঙ্গচন্দ্র। ১৪ বছর বয়সে বিপ্লবী সন্দেহে পুলিস তাঁকে আটক ও মারধোর করে। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে প্রথম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। জেলে ঘানি ঘুরাতে অস্বীকার করায় তাঁর উপর অত্যাচার চলে। ছয়মাস পরে ছাড়া পেলেও আবার আইনভঙ্গ করে দু'বছরের জন্য সাজা পান। মাদারীপুর জেলে থাকার সময় বিপ্লবী পূর্ণ দাসের সংস্পর্শে এসে সশস্ত্র বিপ্লবের কার্যসূচীতে অনুপ্রাণিত হন। ১৯২৩ খ্রী· ছাড়া পেয়ে পিকেটিং করার অপরাধে গ্রেপ্তার হয়ে হুগলী জেলে আসেন। এখানে যতীন দাস তাঁর কারাসঙ্গী ছিলেন। জেলের অমানুষিক অত্যাচার ও কঠোর আইনের প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রহৃত হয়ে অনশন করতে বাধ্য হন। ১৯২৪ খ্রী· মুক্তি পেয়ে গোয়েন্দাদের হাত এড়াতে ব্রহ্মদেশে এক আত্মীয়ের বাড়িতে চলে যান ও রেলওয়ে অ্যাকাউন্টস বিভাগে কাজ নেন। এই সময়ে সুভাষচন্দ্র সহ বহু বাঙালী রাজবন্দী বর্মার জেলে ছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে গোপন বিপ্লবী সংগঠন গড়ে ওঠা সহজ হয়। আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারে তিনি খুবই তৎপর ছিলেন। ক্রমে বর্মী, মাদ্রাজী ও আরাকানীরাও এই সংগঠনে যোগ দেয়। ব্রিটিশ সরকার ব্রহ্মদেশে অর্ডিন্যান্স জারী করলে তিনি ও অন্যান্যরা ধরা পড়েন। সেখানে তিনি সুভাষচন্দ্রের চিঠিপত্র বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা করতেন। জেলে থাকাকালে রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হন। অসুখের চিকিৎসা না হওয়ায় ১৯৩১ খ্রী· অনশন করেন। শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ তাঁকে ছেড়ে দেন। চার মাস পরে পুরী থেকে ফেরার পথে বেঙ্গল অর্ডিনান্সে বিনাবিচারে বন্দী হয়ে প্রেসিডেন্সী জেলে ভবানী সেন প্রমুখ কমিউনিস্টদের সংস্পর্শে আসেন। ১৯৩৩ খ্রী· তাঁকে দেউলী জেলে পাঠান হয়। ১৯৩৭ খ্রী· আন্দামান বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সমস্ত বন্দীশিবিরে যে অনশন ধর্মঘট হয়, তাতে যোগদান করেন। এখান থেকে তাঁকে বহরমপুর জেলে পাঠান হয় ও পরে দেশের বাড়িতে অন্তরীণ করা হয়। ছাড়া পাবার পর ব্রহ্মদেশে ফিরে গিয়ে ডাঃ অমর নাগ, হরিনারায়ণ ঘোষাল প্রভৃতিদের সঙ্গে মিলে ১৯৩৮ খ্রী· গোপন কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠিত করেন। ঐ বছরই ব্রহ্মদেশ ছেড়ে ঢাকায় ফিরে এসে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। দরিদ্র শ্রমিক ও কারিগরদের মধ্যে কাজ করার জন্য তাদের পল্লীতেই তিনি থাকতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়ে গ্রেপ্তার হন। ১৯৪১ খ্রী· কুকুটিয়া গ্রামে কৃষক সম্মেলন সংগঠিত করেন। ব্রহ্মদেশে বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগ ছিল বলে ধরা পড়েন ও ১৯৪৩ খ্রী· মুক্তিলাভ করে দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠন গড়ে তোলায় সচেষ্ট হন এবং তিনি ও তাঁর সহকর্মীদের চেষ্টায় তেভাগা আন্দোলন গড়ে ওঠে। দেশ-বিভাগের পর ১৯৪৮ খ্রী· ঢাকায় 'লালঝাণ্ডা' সমাবেশের ব্যবস্থা করেন। সভা চলা-কালে ধরা পড়েন। ১৯৪৯ ও ১৯৫০ খ্রী· কয়েক মাসব্যাপী ঢাকা ও পূর্বপাকিস্তানের বিভিন্ন জেলে রাজবন্দীদের মর্যাদার দাবিতে চার পর্যায়ে ১৩০ দিনের যে অনশন ধর্মঘট হয়, তিনি ছিলেন তার অন্যতম শরিক ও নেতা। জেল হাসপাতালে থাকার সময়ে নার্স ও ওয়ার্ডবয়দের সংগ্রামী ইউনিয়ন গড়ে তুলতে উৎসাহিত করেন। নিদারুণ অসুস্থতার জন্য ১৯৫৩ খ্রী· ছাড়া পেয়ে বিধ্বস্ত কৃষক আন্দোলনকে পুনর্গঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সামরিক শাসনের সময় কিছুদিন কলিকাতায় ছিলেন—পরে পূর্ববঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলে ফিরে গিয়ে বর্গাদার উচ্ছেদের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৫৮ খ্রী· আবার সামরিক শাসন জারী হবার পর গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৬২ খ্রী· মুক্তি পান। ১৯৬৫ খ্রী· দাঙ্গা ও পাক-ভারত যুদ্ধের পর বন্দী হন। ১৯৬৭ খ্রী· ছাড়া পেয়ে খাদ্য আন্দোলনের সময়

আবার বন্দী হন। ১৯৬৯ খ্রী· ফেব্রুয়ারীর গণ-অভ্যুত্থানের ফলে আয়ুব খাঁর পতনের পর মুজিবুর রহমান, মণি সিংহ, মতিয়া চৌধুরী প্রভৃতির সঙ্গে তিনিও মুক্ত হন। ১৯৭১ খ্রী· মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা থেকে দুর্ভেদ্য কৃষকপ্রধান গ্রামাঞ্চলে চলে যান। এই এলাকাতে তাঁর তত্ত্বাবধানে ঢাকা শহরে কেন্দ্রীয় কমিউনিস্ট পার্টি, কৃষক সমিতি ও ন্যাপের নেতা ও কর্মীরা মিলিত হয়ে তাঁদের কার্যক্রম স্থির করতেন। ৭০ বছর বয়সেও অক্লান্তভাবে মুক্তিযুদ্ধের কার্যক্রম চালিয়ে গেছেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর হাতেম আলীকে নিয়ে কৃষক সংগঠনে তৎপর হন। ১৯৭৫ খ্রী· মুজিবুর রহমান কর্তৃক সংগঠিত কৃষক লীগের অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯৭৫ খ্রী· মুজিবুর রহমানের হত্যার পর গোপনে কলিকাতায় চলে আসেন। এখানে মোটর দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। রচিত গ্রন্থ : 'অগ্নিদিনের বর্মা', 'জেল থেকে জেলে', 'গরাদের আড়াল থেকে', 'রক্তাক্ত ঊষা', 'এই লেনিনের দেশে' প্রভৃতি। [১৪৯]

জিতেন মৌলিক। (? - ১৫/১৬·১২·১৯৪১) মধ্যপাড়া-বিক্রমপুর—ঢাকা। গুপ্ত বিপ্লবী দলের সভ্য হিসাবে উত্তর প্রদেশে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য প্রেরিত হয়ে লক্ষ্ণৌ যান। সেখানে অসুস্থ অবস্থায় ধরা পড়ে লক্ষ্ণৌ জেলে তাঁর মৃত্যু হয়। [১০৪]

জিতেন্দ্রনাথ কুশারী (? - ২৪·২·১৯৬৬) বাহেরক—ঢাকা। ময়মনসিংহের বিদ্যাবাসিনী স্কুল থেকে ১৯০৯ খ্রী· এন্ট্রান্স পাশ করে কিছুদিন গোয়ালন্দ স্টীমার কোম্পানীতে কাজ করেন। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে এফ·এ· ও বি·এ· (১৯১৬) পাশ করে কিছুদিন বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকতা করেন। ছাত্রজীবন থেকে বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নোয়াখালিতে ভারত রক্ষা বিধানে গ্রেপ্তার হয়ে খুলনা জেলায় অন্তরীণ থাকেন। ১৯১৯ খ্রী· মুক্তি পেয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা গোপন করে কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে কম্পোজিটারের কাজ শেখেন এবং শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর 'সারভেন্ট' পত্রিকায় সহকারী প্রেস ম্যানেজার হন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে ১৯২১ খ্রী· স্বগ্রামে ফিরে যান ও 'সিদ্ধেশ্বরী জাতীয় বিদ্যালয়' স্থাপন করে প্রধান-শিক্ষকের কাজ করতে থাকেন। এই সময়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯২৩ খ্রী· 'বাহেরক সত্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করে ১৯২৯ খ্রী· পর্যন্ত প্রতি বছর বিক্রমপুর জাতীয় প্রদর্শনী করে গেছেন। ১৯২৮ খ্রী· বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স এন্ড রীয়্যাল প্রপার্টি লিঃ-এর অর্গানাইজার নিযুক্ত হয়ে রংপুরে যান। ১৯৩০ ও ১৯৩২ খ্রী· আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হন। ১৯৩৫ খ্রী· মুক্তিলাভের পর একটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। ১৯৩৭ খ্রী· ঢাকা রাষ্ট্রীয় (জেলা) সমিতির সভাপতি হন। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলন-কালে নিরাপত্তা আইনে বন্দী হন। ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ খ্রী· শান্তিনিকেতন এবং সেবাগ্রামে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনে প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত থাকেন। ১৯৫০ খ্রী· বরাবরের জন্য পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। কলিকাতায় 'স্বরাজ' পত্রিকার সম্পাদনা ও কোন্নগর নবগ্রামে শিক্ষকতা করেন। কিছুদিন ধুবুলিয়া ক্যাম্পের কমান্ড্যান্ট ছিলেন। 'পথের সন্ধানে' ও 'গান্ধীজী স্মরণে' দুটি গ্রন্থ ও বহু প্রবন্ধ এবং পুস্তিকা রচনা করেন। সুবক্তা ও সুগায়ক ছিলেন। [১১৪]

জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৮৮৬ - ১৬·৫·১৯৭৩) রংপুর—পূর্ববঙ্গ। পিতা সতীশচন্দ্র মজঃফরপুর বোমার মামলায় ক্ষুদিরামের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন। রংপুরের কংগ্রেস নেতা ও প্রবীণ ব্যবহারজীবী জিতেন্দ্রনাথও রাজনৈতিক কর্মীদের সমর্থনে বিনা পারিশ্রমিককে মামলা লড়তেন। . ১৯৫৮ ,খ্রী· অবসর-গ্রহণের সময় পর্যন্ত তিনি পূর্ব-পাকিস্তান জেলে আটক রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবি নিয়ে সংগ্রাম করেছেন। বহুদিন রংপুর জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক ও পরে সভাপতি ছিলেন। [১৬]

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়[১] (১৮৬০ - ~১৯৩৫) কলিকাতা। দুর্গাচরণ। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের ভ্রাতা। বাল্যকাল থেকে শরীরচর্চা, জিমনস্টিক ও কুস্তিতে উৎসাহী ছিলেন। বিখ্যাত কুস্তিগীর অম্বিকাচরণ গুহের কাছে কুস্তি শিক্ষা করেন। আইন পড়ার জন্য ইংল্যান্ড যান ও ব্যারিস্টার হয়ে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবসায় শুরু করেন। কিছুদিন রিপন কলেজে আইনের অধ্যাপক ছিলেন। ইংল্যান্ডে থাকাকালে বিশেষ শক্তিমান ব্যক্তি বলে খ্যাতিলাভ করেন এবং ঐ সময়েই তিনি পশ্চিমী পদ্ধতিতে মুষ্টিযুদ্ধ-বিদ্যা আয়ত্ত করেন। ১৯০৬ খ্রী· প্রেসিডেন্সী ব্যাটেলিয়নে সর্বনিম্ন স্তরে ভর্তি হয়ে ১৯১৫ খ্রী· ক্যাপ্টেন হন। ১৯১২ খ্রী· দরবার মেডেল এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সাহায্য করার জন্য ভলান্টিয়ার লং সার্ভিস মেডেল ও 'ওয়ার ব্যাজ' পান। ১৯২৭ খ্রী· ব্যায়ামচর্চার প্রসারকল্পে তিনি 'অল বেঙ্গল ফিজিক্যাল কালচার অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৪ খ্রী· এই সংস্থার একটি ন্যাস সম্পাদনা করে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা দান করেন। রিপন কলেজের পরিচালক সমিতির আজীবন সদস্য এবং অগ্রজ সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর এর সভাপতিপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। [৩, ২৬]

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়[২] (১৬·৮·১৮৯৫ - ১২·৫·১৯৬৬) শিখিরা—হুগলী। উত্তরপ্রদেশের মীরাটে জন্ম। মুদ্রাতত্ত্ব, মূর্তিতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব ও প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। ১৯১৬ খ্রী· কলিকাতায় স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে বি·এ· এবং ১৯১৮ খ্রী· ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে এম·এ· পাশ করে ঐ বছরই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। ১৯৪২ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ·ডি· ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫২ খ্রী· 'কারমাইকেল প্রফেসর' মনোনীত হন। ১৯৫৮ খ্রী· 'Dean of the Faculty of Arts' এবং 'University

College of Arts'-এর সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৯ খ্রী· অবসর গ্রহণ করেন। রচিত গ্রন্থ : 'Development of Hindu Iconography', 'Pauranic and Tantric Religion', 'History of Bengal', 'History and Culture of the Indian People', 'Comprehensive History of India' প্রভৃতি। বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর 'পঞ্চোপাসনা' গ্রন্থটি রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করে। তিনি বিভিন্ন ঐতিহাসিক সংস্থার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন এবং বহু সংস্থা কর্তৃক সম্মানিত হন। ১৯৫৪-৫৫ খ্রী· এশিয়াটিক সোসাইটির ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব বিভাগের সম্পাদক এবং ১৯৫৬-৫৯ খ্রী· তার সাধারণ সম্পাদকরূপে কার্যভার পরিচালনা করেন। [১৯৮]

জিতেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৫ - ৪·২·১৯৭৮) নবগ্রাম—বর্ধমান। খ্যাতনামা কস্ট্ অ্যাকাউনটেন্ট ও ভারতে কস্ট্ অ্যাকাউনটেন্সির পথিকৃৎ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম·এ· পাশ করে লন্ডনের ইন্‌স্টিটিউট অব কস্ট্ অ্যান্ড ওয়ার্কস্ অ্যাকাউন্টেন্সির শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ভারতবর্ষে এই সংস্থার সভাপতি ও তার কাউন্সিলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক এবং ব্রিটিশ ইন্‌স্টিটিউট অব কস্ট্ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্সির সিনিয়র ফেলো ছিলেন। ১৯৫০ খ্রী· কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পরও দামোদর ভ্যালি করপোরেশনের কস্টিং প্রথা স্থিরীকরণের ব্যাপারে সাহায্য করেন। [১৬]

জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৮৭৭ - ১৯৩৮) রানাঘাট। বামাচরণ। পিতার কাছে সেতার শিক্ষা করেন। সুরবাহার বাদনেও সুদক্ষ হন। প্রতিভা দেবী স্থাপিত 'সঙ্গীত সঙ্ঘে'র যন্ত্রসঙ্গীতের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র লক্ষ্মণও সেতারে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। [৩]

জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী (১৮৮৭ - ৭·৩·১৯৭৫)। ভারতবর্ষে বেল্টিং শিল্পের প্রবর্তক। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম·এস-সি· পাশ করেন। ১৯১১ খ্রী· গদর পার্টির সদস্য হিসাবে প্রথমে আমেরিকা ও পরে জার্মানী যান। বার্লিনে ভারতের অস্ত্রসংগ্রহের লিয়াজোঁ অফিসার হিসাবে কাজ করেন এবং ম্যাভেরি জাহাজে ভারতের বিপ্লবীদের জন্য অস্ত্র পাঠান। কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। শ্রীরামপুর পৌরসভার সদস্য ও সহ-পৌরপ্রধান হিসাবে কাজ করেন। ১৯৫২ খ্রী· কংগ্রেসপ্রার্থিরূপে বিধানসভার এবং ১৯৫৭ খ্রী· লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। [১৬]

জিতেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী (১৮৯৩ - ডিসে· ১৯৬৮) ময়মনসিংহ। রজনীপ্রসাদ। লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক ও অর্থনীতিবিদ্। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীতে অনার্স সহ বি·এ· (১৯১১) ও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম·এ· পাশ করে (১৯১৩) স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯১৫ খ্রী· বি·এল· পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। কর্মজীবন শুরু ১৯১৭ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের লেকচারার হিসাবে। ১৯২৮ খ্রী· লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি পান। ১৯৩৫ খ্রী· মিন্টোপ্রফেসর নিযুক্ত হন। ১৯৫৮ খ্রী· অবসর গ্রহণের পর এমিরিটাস প্রফেসর পদে বৃত হন। অধ্যাপনা-কালে আর্টস বিভাগের পোস্টগ্রাজুয়েট সভার সভাপতি, আর্টস ফ্যাকাল্টির ডীন এবং ১৯৪০ খ্রী· থেকে ইন্ডিয়ান ইকনমিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'The Evolution of Indian Income Tax', 'The Co-operative Movement in Bengal' প্রভৃতি। তা ছাড়া অনেক প্রবন্ধও লিখেছেন। তিনি তাঁর বাড়ীঘর সম্পত্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে যান। [১৪৯]

জিতেন্দ্রমোহন সেন (২৫·৪·১৮৯২ - ৩০·৮·১৯৫৬) মানিকগঞ্জ—ঢাকা। জ্ঞানেন্দ্রমোহন। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী। কলিকাতা সিটি কলেজিয়েট স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা। বি·এস-সি পাশ করে কিছুদিন কেশব একাডেমীতে প্রধানশিক্ষকের কাজ করেন। ১৯১৯ খ্রী· উচ্চশিক্ষার্থ বিলাতে যান এবং এডুকেশনে ডিপ্লোমা ও ডিগ্রী নিয়ে ১৯২২ খ্রী· দেশে ফেরেন। কলিকাতায় ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে প্রথমে অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৯৩১ খ্রী· বৃত্তি নিয়ে আমেরিকার প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতি পরিদর্শন করে আসেন। কিছুদিন শিক্ষাবিভাগের দায়িত্বশীল পদে ছিলেন। ১৯৩৮ খ্রী· কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। ১৯৪৯-৫৫ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শিক্ষণ শিক্ষা বিভাগে ও ১৯৫৬ খ্রী· ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটের মনস্তত্ত্ব বিভাগে কাজ করেন। এক সময় এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক-পদে ছিলেন। তাঁর ১নং গিরিশ বিদ্যারত্ন লেনস্থ পৈতৃক বাড়ি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিজ্ঞানমন্দির নির্মাণের জন্য দান করে যান। [১৯৯]

জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (? - ১৯৭২)। সেতারবাদক। তিনি পেশাদারী বাদক না হলেও সঙ্গীতজগতে আচার্যস্থানীয় ছিলেন। 'সপ্ত রজনী সেতার সাধনা' নামে সাতখণ্ডে সমাপ্ত একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। ওস্তাদ এনায়েৎ হোসেন খাঁ তাঁর গুরু ছিলেন। [১৭]

জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮১ - ১৯৪০) বীরভূম। খ্যাতনামা ইংরেজীর অধ্যাপক। জে·এল· ব্যানার্জী নামে ছাত্রমহলে ও রাজনীতিক্ষেত্রে সমধিক পরিচিত। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৯০২ খ্রী· ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম·এ· পাশ করেন। ইংরেজীর অধ্যাপক হিসাবে তৎকালীন যুগে তাঁর খ্যাতি প্রায় প্রবাদতুল্য ছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্যার সুরেন্দ্রনাথের অনুগামী ছিলেন। একসময় তৎকালীন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। ১৯২৪ খ্রী· কুঞ্জলাল নাগের স্থলাভিষিক্ত হয়ে বিদ্যাসাগর কলেজে যোগ দিতে জেল থেকে ছাড়া পেয়েই সোজা কলেজে আসেন। ইংরেজী পাঠ্যপুস্তকের অর্থ বই লিখে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। [২০৭]

জিতেশচন্দ্র লাহিড়ী (১৮৯৯ - ২৭.৩.১৯৬৭) আড়ানী—রাজশাহী। জ্যোতিষচন্দ্র। তরুণ বয়সে অগ্রজ প্রভাসচন্দ্রের প্রেরণায় অনুশীলন দলে যোগ দেন। ১৯১৭ খ্রী· ভাগলপুরে ইংরেজ পুলিসের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রাম করে প্রথম কারাবরণ করেন। পরবর্তী কালে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকর্মের জন্য বিভিন্ন সময়ে আসাম, বিহার ও মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন জেলে ১৮ বছরের বেশি কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯৩০ খ্রী· তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'বিপ্লবী বীর নলিনী বাগচী' সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। স্বাধীনতার পরে তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা : 'নমামি', 'বিপ্লবের তপস্যা', 'সমিধ', 'মেঘ ডাকে', 'পথের পরিচয়', 'উচুনীচু' প্রভৃতি। [১৪৯]

জীব গোস্বামী (আনু· ১৫১০ - ১৬০০)। পিতা—বল্লভ, নামান্তরে অনুপম মল্লিক। রূপ ও সনাতন গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র। জ্যেষ্ঠতাতদের সংসার ত্যাগের সময় জীব গোস্বামী শিশু ছিলেন। গৌড়ে শিক্ষালাভ করেন। নিত্যানন্দের আদেশে বৃন্দাবনে যান। চৈতন্য-দত্ত নাম অনুপ বা অনুপম। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ছয় গোস্বামীর তিনি একজন। কাশীতে মধুসূদন বাচস্পতির নিকট বেদান্ত শিক্ষা করেন। বৃন্দাবনে রূপ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা নেন। রূপ সনাতনের গ্রন্থ-রচনায় সাহায্য করতেন এবং জ্যেষ্ঠতাতদের তিরোধানের পর বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অধিনায়ক হন। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের শেষ শাস্ত্রকর্তা। অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের রচয়িতা। ভাগবত, ব্রহ্মসংহিতা ও রূপ গোস্বামী রচিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণির টীকাকার। তাঁর রচিত ৬টি দার্শনিক গ্রন্থ 'ষটসন্দর্ভ' নামে খ্যাত। কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক তাঁর বিপুলায়তন গ্রন্থ 'গোপালচম্পূ'। তাঁর রচিত সংস্কৃত ব্যাকরণ : 'হরিনামামৃত'। এর সূত্র ও বৃত্তি হরিনাম ব্যবহার করে লেখা। এ ছাড়াও রচিত বহু স্তোত্র আছে। তাঁর সমস্ত রচনাই সংস্কৃতে লেখা। [১, ২, ৩, ২৫, ২৬]

জীবন আলি (১৯শ শতাব্দী) খালমোহনা—চট্টগ্রাম। উক্ত অঞ্চলে গুরুগিরি করতেন ব'লে সবাই তাঁকে 'জীবন পণ্ডিত' ব'লে ডাকতেন। সঙ্গীত-শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। বিভিন্ন জাতির লোকদের বিশেষত স্থানীয় হাড়ী-জাতির লোকদের, বাদ্য শিক্ষা দিতেন। জীবন আলী ও রামতনু ভণিতায় 'রাগতালের পুঁথি' নামে একটি গ্রন্থ পাওয়া যায়। [২]

জীবনকৃষ্ণ দে (১৯০৫ - ৩.৪.১৯৭৩) স্বাধীনতা সংগ্রামী। ১৯৩৫ খ্রী· অনুশীলন সমিতির সভ্য হিসাবে তিনি টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় ধরা পড়ে বিভিন্ন কারাগারে দীর্ঘকাল বন্দী ছিলেন। পরে ফরিদপুরে সুসংগঠিত কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলেন। [১৬]

জীবন গাঙ্গুলী (১৯০০ ? - ২৮.১২.১৯৫৪)। নাট্যমঞ্চ ও ছায়াচিত্রের যশস্বী সুদর্শন অভিনেতা। ১৯২৩ খ্রী· শিশিরকুমার ভাদুড়ী পরিচালিত সীতা নাটকে 'লব'-এর ভূমিকায় প্রথম অভিনয়। ১৯২৯ খ্রী· ষ্টার রঙ্গমঞ্চে গৌরাঙ্গ এবং পোষ্যপুত্র নাটকেও তাঁর অভিনয় খ্যাতি অর্জন করে। তাঁর অভিনীত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নাটক : 'পাষাণী', 'জনা', 'পুণ্ডরীক', 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'নরনারায়ণ', 'ষোড়শী', 'দিগ্বিজয়ী' প্রভৃতি। ১৯২৭ খ্রী· প্রথম চিত্রাভিনয় 'শঙ্করাচার্য' ছবিতে। এরপর 'বিগ্রহ', 'অভিষেক', প্রভৃতি কয়েকটি নির্বাক ছবিতে অভিনয় করেন। সবাক যুগে তাঁর অভিনীত ছবি : 'সাবিত্রী', 'পাতালপুরী', 'প্রফুল্ল', 'সোনার সংসার', 'ঠিকাদার', 'অভিজ্ঞান', 'পাপের পথে' প্রভৃতি। [৪, ১৪০]

জীবন ঘোষাল১। ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত দিনাজপুরের জনপ্রিয় 'মনসামঙ্গল' পুঁথির লেখক। [২২]

জীবন ঘোষাল২ (২৬.৬.১৯১২ - ১.৯.১৯৩০) সদরঘাট—চট্টগ্রাম। যশোদা। প্রকৃত নাম মাখনলাল। ছাত্রাবস্থায় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন। পরে নোয়াখালির ফেনি রেল স্টেশনে ধরা পড়ে পুলিস হাজত থেকে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করেন। কলিকাতার পুলিস কমিশনার টেগার্ট সাহেব-পরিচালিত পুলিস বাহিনীর সঙ্গে চন্দননগরে এক সশস্ত্র সংঘর্ষে আহত হয়ে মারা যান। [১০, ৪২, ৪৩]

জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৬ - ১.১২.১৯৭০) ঢাকা। জানকীনাথ। কলিকাতা শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা (বর্তমান কমলা হাইস্কুল) থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে বঙ্গবাসী কলেজে আই·এস-সি· পড়তে এসে রাজনীতিতে যোগ দিয়ে ছাত্রজীবন শেষ করেন। ১৯০৭ খ্রী· ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে প্রমাণাভাবে মুক্তি পান। আলীপুর বোমা মামলার পর বাঘা যতীনের সংস্পর্শে আসেন। ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্রে অংশ নিয়ে ১৯১৬ খ্রী· পর্যন্ত আত্মগোপন করেন। পরে ধরা পড়েন। ১৯২০ খ্রী· মুক্ত হন। এরপর মুন্সীগঞ্জ (ঢাকা) ন্যাশনাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করে সেখানে শিক্ষকতা করেন এবং দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলে যোগ দেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর কাছে বর্মী ভাষায় প্রথম পাঠ নেন। ১৯২৩ খ্রী· পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং ব্রহ্মদেশের জেলে সরিয়ে দেয়। বেসিন জেল থেকে তিনি ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের সাহায্যে 'State Prisoner's Memorial to White Hall' প্রেরণ করেন। স্বাস্থ্যের কারণে ১৯২৮ খ্রী· মুক্তি পান। ১৯৩০ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনে নেতা ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক হন। ১৯৩০-৩৩ খ্রী· পুনরায় বন্দী হন। ১৯৩৮ খ্রী· কলিকাতায় এম·এন· রায়ের সংস্পর্শে এসে কম্যুনিস্ট আন্দোলনে আকৃষ্ট হন। ১৯৪০ খ্রী· রামগড় কংগ্রেসে বিপ্লব প্রস্তুতির কথা বলার জন্য কংগ্রেস ত্যাগ করে 'লীগ অফ র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেসে' যোগ দেন। কিন্তু মতানৈক্যের ফলে ১৯৪১ খ্রী· লীগ ত্যাগ করেন এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের 'ডেমোক্র্যাটিক ভ্যানগার্ড পার্টি'তে যোগ দিয়ে সক্রিয় হন। পরে এই দল থেকে বেরিয়ে 'র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি' গঠন করেন। এই দলই ১৯৬০ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত 'অল ইন্ডিয়া

ওয়ার্কার্স পার্টি'র ভিত্তিস্থাপনে সহায়তা করে। তিনি তার সভাপতি ছিলেন। 'নবীন বাংলা' ও 'গণবিপ্লব' পত্রিকার সম্পাদক হন। 'উদরের চিন্তা' ও 'সাম্প্রদায়িকতার গ্লানি' তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য পুস্তিকা। তাঁর অনুজ বাদল (প্রফুল্ল ১৯০৫ - ১৯৮১) একজন বিশিষ্ট বিপ্লবী কর্মী ছিলেন। [৮২, ১২৪]

জীবনানন্দ দাশ (১৭·২·১৮৯৯ - ২২·১০·১৯৫৪) বরিশাল। সত্যানন্দ। কবি কুসুমকুমারী তাঁর মাতা। চিত্র-রূপময় বাঙলার এই কবি বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বে ভাস্বর। বরিশাল ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজ এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। ইংরেজী সাহিত্যে এম·এ· পাশ করে বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন। কিছুদিন অধুনালুপ্ত 'স্বরাজ' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ইতিহাস-সচেতনতা, নিঃসঙ্গ বিষণ্ণতা ছাড়াও বিপন্ন মানবতার ব্যথা তাঁর কবিতায় প্রকাশিত। অথচ জীবনের প্রতি, যুগের প্রতি বিশ্বাস তাঁর কাব্যকে অনুপ্রাণিত করেছে, কিন্তু চেতনার ক্ষেত্রে তা শূন্যতাবোধে বিষাদময়। তাঁর রচিত 'বনলতা সেন' আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। 'ঝরা পালক', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'সাতটি তারার তিমির', 'রূপসী বাংলা' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থ 'কবিতার কথা', 'জীবনানন্দ দাশের গল্প' এবং দুটি উপন্যাস 'মাল্যবান' ও 'সতীর্থ' তাঁর সাহিত্য- ধারার উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের আচার্য সর্বানন্দ দাস তাঁর পিতামহ। [৩, ৫, ১৭]

জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, ভট্টাচার্য (১৮৪৪ - ?) অম্বিকা-কালনা—বর্ধমান। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক তারানাথ তর্কবাচস্পতি। ১৮৭০ খ্রী· সংস্কৃত কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিপ্রাপ্ত হন। পাঠ্যাবস্থা থেকেই পিতার অনুবর্তন করে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকেন এবং নিজকৃত টীকা সহ ১০৭টি ও বিনা টীকায় সম্পাদন করে ১০৮টি গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী : পৈশাচী প্রাকৃতে রচিত সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' (সরল সংস্কৃত গদ্যানুবাদ), 'বেতালপঞ্চবিংশতি', 'কাদম্বরীকথাসার', 'সংক্ষিপ্ত হর্ষচরিত', 'শব্দরূপাদর্শ', 'তর্কসংগ্রহ' (ইংরেজী অনুবাদ), 'সংক্ষিপ্ত দশকুমারচরিত' প্রভৃতি। [৩, ৩০]

জোন্‌স্‌, উইলিয়ম, স্যার (২৮·৯·১৭৪৬ - ২৭·৪·১৭৯৪) ইংল্যাণ্ড। অক্সফোর্ডে ছাত্রাবস্থায় প্রাচ্যভাষা শিখতে আরম্ভ করেন। ১৭৭০ খ্রী· ফারসী ভাষায় লিখিত নাদির শাহের জীবনী ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন। পরের বছর ফারসী ভাষার ব্যাকরণ লেখেন। অল্পকাল পরে একখানি আরবী গ্রন্থেরও অনুবাদ করেন। ক্রমে জোন্‌স্‌ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু ভাষায় পারদর্শী হন। ১৭৮৩ খ্রী· সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে নিযুক্ত হয়ে কলিকাতায় আসেন। পরের বছর কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন এবং আজীবন তার সভাপতির পদে ছিলেন। 'সমগ্র এশিয়ার যা কিছু মানুষের কীর্তি ও প্রকৃতির সৃষ্টি সে-সব বিষয়ে গবেষণা করাই এই সোসাইটির কাজ'—এইভাবে তিনি সোসাইটির উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে জীবনের ১০ বছর কঠোর পরিশ্রম করেন এবং বহু মনীষীকে এই কাজে প্রেরণা যোগান। সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে (১৭৮৬) সভাপতি জোন্‌স্‌ হিন্দু জাতির ইতিহাস ও সভ্যতা সম্পর্কে যে ভাষণ দেন তাতে তিনি সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে গ্রীক, ল্যাটিন, গথিক, কেলটিক প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষার প্রকৃতিগত সাদৃশ্যের উল্লেখ করে বলেন যে এই সমুদয় ভাষা এবং প্রাচীন ফারসী ভাষা এক মূল ভাষা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করেন। তার মধ্যে 'শকুন্তলা', 'হিতোপদেশ', ও জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম চার বছরে এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্র 'এশিয়াটিক রিসার্চেস'-এ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর ২৯টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যথা : 'রোমান অক্ষরে সংস্কৃত লিখন পদ্ধতি', 'গ্রীস, ইটালী ও ভারতের দেবদেবী', 'হিন্দুরাজগণের কালক্রম', 'হিন্দু সঙ্গীত', 'জ্যোতিষ ও সাহিত্য' এবং 'প্রাণিবিদ্যা', 'উদ্ভিদবিদ্যা', 'আয়ুর্বেদ' প্রভৃতি। কলিকাতায় সেন্ট পল্‌স্‌ ক্যাথিড্রাল গির্জায় তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ আছে। [৩]

জোসেফ নস্কর (১৯১০ - ১৪·৯·১৯৭৫)। বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী এবং পাশ্চাত্য ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের শিক্ষক ছিলেন। ডা· সান্দ্রের তত্ত্বাবধানে তাঁর শিক্ষা পরিপূর্ণতা লাভ করে। ১৯৩৩ খ্রী· লন্ডনের রয়্যাল কলেজ অফ মিউজিক থেকে লাইসেন্‌সিয়েট মিউজিক পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। এরপর ক্যালকাটা সিমফ্যানি অর্কেষ্ট্রায় তিনি প্রথমে দ্বিতীয় বেহালাবাদক ও পরে প্রথম বেহালাবাদক হিসাবে নিয়মিত বাজাতেন। নিউ থিয়েটার স্টুডিওতে কাজ করেছেন। ১৯৪২ খ্রী· ও ১৯৪৯ খ্রী· তিনি সাদার্ন স্কুল অফ মিউজিক প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা সিমফ্যানি অর্কেষ্ট্রা পরিচালনা করেন। বেহালা ছাড়া অন্য অনেক রকম বাদ্যযন্ত্রও ভাল বাজাতেন এবং ছাত্রদেরও শিক্ষা দিতেন। কম্পোজার হিসাবেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। [১৬]

জ্ঞান চক্রবর্তী (১৯০৬ - ১৮·৮·১৯৭৭) সিংপাড়া — বিক্রমপুর, ঢাকা। লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল যামিনী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি·এ· পড়ার সময়েই প্রথমে অনুশীলন দলে, পরে যুগান্তর দলে যোগ দেন। তাঁর অভিন্নহৃদয় বান্ধব ছিলেন দুঃসাহসিক জগদীশ চক্রবর্তী। বৈপ্লবিক কার্যকলাপের জন্য ছাত্রাবস্থাতেই আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। পরে গ্রেপ্তার হয়ে প্রথমে বক্সা ও পরে দেউলী জেলে আটক থাকেন। জেলে মার্ক্সীয় দর্শনে আকৃষ্ট হন ও কমিউনিস্ট কন্‌সলিডেশনে যোগ দেন। ১৯৩৮ খ্রী· মুক্তিলাভের পর ঢাকার জোড়পুল লেনে সাথী ও কর্মীদের নিয়ে কমিউন স্থাপন করেন এবং সকলকে যৌথভাবে থাকতে অনুপ্রাণিত করেন। আজীবন এইভাবে সকলের সঙ্গে কষ্ট স্বীকার করে দিনযাপন

করেছেন। ঐ জোড়পুল লেন থেকেই নানারকম গণসংগঠন, মহল্লা সম্মেলন, বিড়ি ও বিভিন্ন মজদুর ইউনিয়ন সংগঠিত হয়েছিল। গ্রামের কৃষককর্মীরাও এখানে এসে পরামর্শ নিত। তাত্ত্বিক ও বাস্তব সমস্যাগত বিষয়গুলি আলোচনায় তিনি তৎপর ছিলেন। সে সময়ে ঢাকায় রেবতী বর্মণের উদ্যোগে মার্ক্সবাদী প্রকাশনার কেন্দ্র স্থাপিত হলে নেপাল নাগ, রণেন বসু প্রভৃতির সঙ্গে মার্ক্সবাদী পুস্তকাদি প্রচারের দায়িত্ব নেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে তাঁদের গোপনকেন্দ্র থেকে প্রচারপত্র, পুস্তিকা তিনি ছদ্মবেশে বিলি করতেন। ১৯৪০ খ্রী· কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হলেও কংগ্রেসকর্মীদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐক্যের দাবিতে কংগ্রেসকর্মী সম্মেলন করেন। এই উপলক্ষে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করাতে গ্রেপ্তার হন। মুক্তি পাবার পর আত্মগোপন করে পার্টির রাজনৈতিক কাজকর্ম শুরু করেন। ১৯৪৩ - ৪৭ খ্রী· ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক থাকাকালে প্রগতিশীল তরুণ মুসলিম কর্মী, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র ও উকিলদের মধ্যে কমিউনিজমের আদর্শ প্রচার করার কাজে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। তাঁর সময়েই জেলার কৃষক সভার প্রসার ঘটে। ১৯৪৮ খ্রী· কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হলে দু'বার কারারুদ্ধ হন। ১৯৫৬ খ্রী· মুক্তি পেয়ে পুরানো সদরঘাটের বাসাকেই কর্মকেন্দ্র করে তোলেন। ১৯৫৭ খ্রী· তাঁর উপর পুলিসী হামলা হয়। ১৯৫৮ খ্রী· আয়ুব খানের সামরিক শাসনে তাঁকে নিয়ে ২০ জন কমিউনিস্ট নেতার উপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হয়। ১৯৭১ খ্রী· বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ঢাকায় আত্মগোপন কেন্দ্র থেকে বার হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি শিবির পরিচালনার ভার নেন। ১৯৭৫ খ্রী· মুজিবুর রহমানের হত্যার পর সামরিক শাসন জারী হলে পুনরায় আত্মগোপন করেন। গ্রামাঞ্চলে কাজ করার সময়ে টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়ে কলিকাতার হাসপাতালে আসেন ও এখানে মারা যান। তাঁর রচিত গ্রন্থ: 'অমর লেনিন', 'ঢাকা জিলার কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস' প্রভৃতি। [১৪৯]

জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (৪·৯·১৮৯৪ - ২১·১·১৯৫৯) পুরুলিয়া। রামচন্দ্র। প্রখ্যাত রসায়নবিদ্। গিরিডি থেকে ১৯০৯ খ্রী· প্রবেশিকা, ১৯১১ খ্রী· ৪র্থ স্থান অধিকার করে আই-এস-সি· ও কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৯১৩ খ্রী· রসায়ন শাস্ত্রে ১ম শ্রেণীতে ১ম হয়ে বি-এস-সি· এবং ১৯১৫ খ্রী রসায়নে ১ম শ্রেণীতে ১ম হয়ে এম-এস-সি· পাশ করেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্র এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও মেঘনাদ সাহার সতীর্থ ছিলেন। গাঢ় দ্রবণের ভিতরে লবণের অণুগুলি কিভাবে আয়নিত হয়ে বিদ্যুৎ পরিবহন করে—এই বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করে ১৯১৮ খ্রী· ডি-এস-সি· উপাধি লাভ করেন ও পরে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ ·বৃত্তি পান। তাঁর গবেষণালব্ধ তত্ত্ব 'ঘোষের আয়নবাদ' নামে বিখ্যাত। ১৯২১ - ৩৯ খ্রী· ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে আরও নানা ধরনের গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। তার মধ্যে আলোক রসায়ন বা ফোটো কেমিস্ট্রি সংক্রান্ত গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাধারণ গ্যাস থেকে ফিসারট্রপ্স্ পদ্ধতিতে অনুঘটকের (ক্যাটালিস্ট) সাহায্যে তরল জ্বালানির উৎপাদন বিষয়ে তাঁর গবেষণা দেশবিদেশে সমাদৃত হয়েছে। এই গবেষণা বিষয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থ 'সাম ক্যাটালিটিক রিয়্যাক্শন্স্ অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইম্প্যরট্যান্স'। ১৯৩৯ খ্রী· ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি হন। তিনি ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা - এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। ১৯৩৯ খ্রী· থেকে দেশে নানা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার বহন করেছেন। ১৯৪৯ খ্রী· ইউনেস্কোয় তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। স্বাধীন ভারতের প্রথম আই· আই· টি· খড়্গপুরের তিনি প্রথম ডিরেক্টর ছিলেন (১৯৫০/৫১ - ৫৪)। ১৯৪৩ খ্রী· 'নাইট' উপাধি পান ও ১৯৫৪ খ্রী· 'পদ্মভূষণ' উপাধিদ্বারা সম্মানিত হন। [৩, ৭, ২৬]

জ্ঞানচন্দ্র মজুমদার (১৮৯৯ - ৩·১০·১৯৭০) ময়মনসিংহ। মহেন্দ্রচন্দ্র। 'অনুশীলন সমিতি'র অন্যতম শীর্ষনায়ক। ১৯০৬ খ্রী· এন্ট্রান্স পাশ করে ঢাকা কলেজে পড়ার সময় অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা পি· মিত্রের সংস্রবে আসেন এবং তিনিই সমিতির সর্বপ্রথম শিষ্যরূপে বিধিবদ্ধ শপথ গ্রহণ করেন। ১৯০৬ - ১৯১০ খ্রী· সমিতির সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাজ ঢাকার বাহ্রা রাজনৈতিক ডাকাতির ঘটনা। এই বিপ্লবী কাজের মধ্যেও তিনি ১৯১০ খ্রী· বি-এস-সি· পাশ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে এম-এস-সি· পড়ার সময় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পুলিসী তৎপরতার জন্য তাঁর পড়া শেষ হবার আগেই ১৯১৬ খ্রী· তিন আইনে আটক থাকেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ১৯১৯ খ্রী· ছাড়া পেয়ে কংগ্রেস আন্দোলনে যোগ দেন এবং ময়মনসিংহ জেলায় কংগ্রেস সংগঠন গড়ে তুলে বহু বছর তার সম্পাদক ও পরে সভাপতি হিসাবে কাজ করেন। ১৯২৫ - ৩০ খ্রী· তিনি বাঙলার প্রধান কংগ্রেস নেতাদের অন্যতম ছিলেন। ১৯৩৮ খ্রী· তিনি তদানীন্তন কংগ্রেস হাই-কম্যাণ্ডের বিপক্ষে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর মনোনীত ব্যক্তি হিসাবে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। বহুবার তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। দেশবিভাগের পর ১৯৬৭ খ্রী· পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানে বাস করেন। পাক- গণপরিষদের সদস্য ছিলেন। কলিকাতায় মৃত্যু। [১৬,১২৪]

জ্ঞানদাকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী (১০·১২·১৩০৩ - ৭·৫·১৩৪৬ ব·) কালীপুর — ময়মনসিংহ। জমিদার প্রমদাকান্ত। সঙ্গীতরসজ্ঞ ও সঙ্গীতের উপপত্তিবিশারদ। একবার মাত্র শুনেই যে-কোনও সঙ্গীতের অবিকল স্বরলিপি করতে পারতেন এবং এইভাবে অনেক ঘরানার বহু তত্ত্ব সংগ্রহ করেছিলেন। স্বরলিপি এবং ঔপপত্তিক বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের জন্য 'বঙ্গীয় ভাতখণ্ডে' নামে

পরিচিত ছিলেন। খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ তাঁর যাবতীয় সঙ্গীতসংগ্রহ তাঁকে দান করে যান। অনেক বড় বড় আসরে বিচারকের আসনে অধিষ্ঠিত্য হয়েছেন। ময়মনসিংহে গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর আনুকূল্যে যে সঙ্গীতকেন্দ্র গড়ে ওঠে, তাতে তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল। [১৪৯,১৭৪]

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (১২৫৮ - ১৫.৬.১৩৪৮ ব.) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী। জীবনের অধিকাংশ সময় স্বামীর কর্মস্থল বোম্বাই প্রদেশে কাটানোর ফলে মারাঠী ও গুজরাটী ভাষায় পারদর্শিনী হন। বাঙলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার অনুকূলে ও পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করেন। ১৮৮৫ খ্রী. তাঁর সম্পাদনায় ঠাকুরবাড়ী থেকে 'বালক' নামে মহিলা সম্পাদিত প্রথম শিশু মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। [৪,৫]

জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪ - ১৯১৮) গোবরডাঙ্গা — চব্বিশ পরগনা। ভূমধ্যাকারী জ্ঞানদাপ্রসন্ন বাঙলার মুষ্টিমেয় সুরবাহার-বাদকদের অন্যতম এবং সুরবাহার-যন্ত্রের প্রথম বাদক গোলাম মহম্মদ ও তাঁর পুত্র সাজ্জাদ মহম্মদের ঘরানা শিষ্য ছিলেন। ওস্তাদ মহম্মদ খাঁর কাছেও দীর্ঘকাল রাগালাপ শেখেন। দক্ষ ও সাহসী শিকারী হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। [৩]

জ্ঞানদাস। ১৬শ শতাব্দী। কাঁদড়া — বর্ধমান। মঙ্গল-ব্রাহ্মণবংশীয় ছিলেন বলে মঙ্গল ঠাকুর, শ্রীমঙ্গল, মদন-মঙ্গল প্রভৃতি নামেও অভিহিত হতেন। তিনিই সর্বপ্রথম 'ষোড়শ গোপাল'-এর রূপ বর্ণনা করে উৎকৃষ্ট পদ রচনা করেন। বৃন্দাবনে তিনি শ্রীজীব, রঘুনাথদাস, গোপাল ভট্ট, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ বৈষ্ণব সাধক এবং পণ্ডিতদের সাক্ষাৎ-সম্পর্কে আসেন। নিত্যানন্দের ভক্ত ছিলেন। ব্রজবুলিতেও প্রচুর পদ রচনা করেছেন এবং রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়লীলার বিভিন্ন পর্যায়ের পদে বিচিত্র রসসঞ্চারে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'মাথুর' ও 'মুরলীশিক্ষা' বৈষ্ণবগীতিকাব্যের মহামূল্য রত্ন। সাধক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে কাটোয়ার উৎসব-বর্ণনায় তাঁকে 'মোহন্ত'দের একজন বলে ধরা হয়েছে। সঙ্গীতজ্ঞ এবং কীর্তনের নূতন পদ্ধতির উদ্ভাবক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। [১,২,৩,২৫,২৬]

জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৯ - ১৯৩৮) সোনারটিবরি — হুগলী। রেভারেণ্ড প্রসন্নকুমার। সাধারণ্যে জে. আর. ব্যানার্জী নামে পরিচিত। ১৮৮২ খ্রী. শ্রীরামপুর কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা, ডাফ কলেজ থেকে এফ.এ., দর্শনশাস্ত্র ও ইংরেজীতে অনার্সসহ বি.এ. এবং ১৮৮৮ খ্রী. দর্শনশাস্ত্রে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে মাত্র ২০ বছর বয়সে ডাফ কলেজে ইংরেজী ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। দু'বছর পর মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশনে (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) যোগদান করেন এবং ১৯৩৬ খ্রী. অধ্যক্ষ হিসাবে অবসর-গ্রহণ করে রিপন কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করতে থাকেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট এম.এ. বিভাগে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক এবং ফ্যাকাল্টি অফ আর্টস-এর ডীন হয়েছিলেন। বাঙালী খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা ও সুবক্তা ছিলেন। [১]

জ্ঞানরঞ্জন সেন (১৮৯০ - ১৯৪৯) জব্বলপুর — মধ্যপ্রদেশ। প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব। ১৯০৬ খ্রী. এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯১০ খ্রী. প্রথম বিভাগে বি.এস-সি. পাশ করেন। সতীর্থ ছিলেন আচার্য নরেন্দ্র দেব ও স্যার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী। ১৯১২ খ্রী. আইন পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে ১৯১৩ খ্রী. থেকে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ১৯১৯ খ্রী. নাগপুর হাইকোর্টে যোগ দেন। কিছুকাল আইন কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৪৩ খ্রী. হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। ইংরেজী সাহিত্য ও হিন্দু ধর্মশাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। মধ্যপ্রদেশে নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১৪৯]

জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী, কাব্যানন্দ (১১.৬.১৮৭৫ - ১৯২৪) চন্দননগর — হুগলী। বীরেশ্বর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র; এম.এ., পি.আর.এস., এম.আর.এ.এস. প্রভৃতি উপাধিপ্রাপ্ত ছিলেন। প্রথমে অধ্যাপক, পরে মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান ও শেষে কন্ট্রোলার-জেনারেল পদে কাজ করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : 'আহ্নিকম্', 'উচ্ছ্বাস', 'লোকালোক', 'লক্ষ্মীরাণী', 'পিপাজী'। অন্যান্য রচনা : 'Solutions of Differential Equations', 'Agricultural Insurance', 'Theory of Thunderstorm', 'The Language Problem of India' প্রভৃতি। [১, ৪, ৮১]

জ্ঞানশ্রীমিত্র (১১শ শতাব্দী) গৌড়। বৌদ্ধন্যায়প্রস্থানে সর্বশেষ মৌলিক গ্রন্থকার। গোড়ায় তিনি হীনযানী বৌদ্ধ ছিলেন, পরে মহাযানে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বিক্রমশীলা মহাবিহারে অন্যতর মহাস্তম্ভের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি একদিকে শঙ্কর, ত্রিলোচন, বাচস্পতি, বিত্তোক প্রভৃতি হিন্দু নৈয়ায়িকদের এবং অন্যদিকে বৌদ্ধাচার্য ধর্মোত্তরের মত বিচার ও খণ্ডন করে নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর বৌদ্ধন্যায়-সম্বন্ধীয় সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'কার্যকারণ-ভাবসিদ্ধি'। তিনি ধর্মকীর্তির 'প্রমাণবার্তিকে'র অন্যতম ব্যাখ্যাতা ও প্রজ্ঞাকর গুপ্তের প্রস্থানানুসারী ছিলেন। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'ক্ষণভঙ্গাধ্যায়', 'অপোহপ্রকরণ', 'ঈশ্বরবাদ' এবং 'সাকারসিদ্ধিশাস্ত্র' প্রধান। 'সুভাষিতরত্নকোষ' গ্রন্থে তাঁর রচিত কবিতা উদ্ধৃত আছে। সম্প্রতি জ্ঞানশ্রীমিত্রের

উল্লেখযোগ্য অবদানের নিদর্শন তিব্বতে আবিষ্কৃত এবং পাটনা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। [১, ৩, ৬৭]

জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী (৭.১.১৮৯১ - ১৩.২.১৯৫৬) বেড়বুচিনা — ময়মনসিংহ। ব্রজগোপাল। গয়া শহরে জন্ম। পাটনার রামমোহন রায় সেমিনারী ও বি.এন. কলেজে এবং কলিকাতা সিটি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ছাত্রাবস্থায় ১৯০৫ খ্রী. বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। ক্রমে তাঁর কর্মোদ্যম সমাজসেবায় নিবদ্ধ হয়। শিক্ষিত যুবকদের নিয়ে তিনি 'ব্যান্ড অফ হোপ' (আশাবাহিনী) গঠন করেন। ১৯১৬ খ্রী. টেম্পারেন্স ফেডারেশনের সভাপতি নিযুক্ত হন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আদর্শে তিনি বন্ধুদের নিয়ে কলিকাতায় (১/৫ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট) 'শ্রমজীবী বিদ্যালয়' নামে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে আমৃত্যু তার পরিচালনা করেন। সেখানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে পুস্তক-বাঁধাই, দর্জির কাজ, ছাতা ও চামড়ার দ্রব্যাদি তৈরীর কাজ, সাইনবোর্ড আঁকা প্রভৃতি কারিগরি শিক্ষা দেওয়া হত। ঐ বিদ্যালয়ের ১৮টি শাখাকেন্দ্রে শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়াও বস্তিবাসী ও অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়নমূলক কাজ এবং বিনামূল্যে চিকিৎসাদি সাহায্যের ব্যবস্থাও ছিল। তিনি ডা. দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল সোশ্যাল সার্ভিস লীগের অন্যতম সংগঠক ও কর্মসচিব ছিলেন। ১৯১৪ খ্রী. দামোদরের বন্যা ও ১৯১৯ খ্রী. আত্রাই নদীর বন্যায় ত্রাণকার্যে যোগ দেন। তখন থেকে ক্রমে তাঁর কর্মকেন্দ্র গ্রামাঞ্চলে প্রসারিত হয়। তিনি গ্রামোন্নয়ন আন্দোলন সংগঠন করে 'পল্লীশ্রী সঙ্ঘ' স্থাপন করেন। এরপর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রেরণায় ও আনুকূল্যে 'দেশবন্ধু পল্লীসংস্কার সমিতি' সংগঠনে ব্রতী হন। উভয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি সরল ও নিরক্ষর লোকদের মধ্যে চেতনা-সঞ্চার ও শিক্ষা প্রসারের জন্য ম্যাজিক ল্যান্টার্ন সহযোগে বক্তৃতা দ্বারা প্রচারের ব্যবস্থা করেন। এ দেশে এরূপ অভিনব রীতির তিনিই প্রবর্তক। জনশিক্ষা এবং সেই সঙ্গে গ্রামে গ্রামে কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রচারও তিনি ম্যাজিক ল্যান্টার্নের সাহায্যে চালু করেন। তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতাদি তখন 'দেশের ডাক', 'বিপ্লবী বাংলা', 'ভারতে তুলার চাষ', 'ভারতে কাপড়ের ইতিহাস', 'বিলাতী বস্ত্র বর্জন করিব কেন' ইত্যাদি নামে পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করেছিলেন। 'দেশের ডাক' ও বিপ্লবী বাংলা' ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। রাজদ্রোহের অপরাধে কয়েকবার তিনি কারাদণ্ডও ভোগ করেন। প্রতি বছর শারদীয়া পূজার পূর্বে তিনি স্বদেশী মেলার আয়োজন করতেন। বড়বাজারে একটি স্থায়ী প্রদর্শনী এবং কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে 'স্বদেশী ভাণ্ডার' নামে একটি পণ্যবিপণি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তৎকালীন মেয়র সুভাষচন্দ্র বসুর অনুরোধে কলিকাতার কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের দোতলায় 'কমার্শিয়াল মিউজিয়াম' নামে একটি স্থায়ী প্রদর্শনী জনসাধারণের সম্মুখে উন্মুক্ত করেন এবং উক্ত মিউজিয়ামের অধিকর্তারূপে 'বাই স্বদেশী' (Buy Swadeshi) আন্দোলন পরিচালনা করেন। দেশজ পণ্যের প্রচার ও প্রসারের এবং কুটীর শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প রক্ষণের জন্য 'ইন্ডিজেনাস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপন করে অপূর্ব সংগঠনী শক্তির পরিচয় দেন। এজন্য একটি 'সেলসম্যান ট্রেনিং ইনস্টিটিউট' খুলেছিলেন। স্বাধীন ভারতে তিনি দেশীয় পণ্য-সামগ্রী ও আঞ্চলিক শিল্পের নমুনাদি সহ রেলগাড়ীতে ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনীও খুলেছিলেন। ১৯৪৮ খ্রী. কলিকাতা ইডেন উদ্যানের প্রথম সর্বভারতীয় প্রদর্শনীর সার্থক ব্যবস্থাপনা তাঁর একটি বিশিষ্ট কীর্তি। এসময়ে তিনি 'ন্যাশনাল চেম্বার্স অফ কমার্স' স্থাপন ও 'অল ইন্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন' সংগঠন করেন। 'ম্যানুফ্যাকচারার্স' নামে একটি পত্রিকাও তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। দুর্গাপুর শিল্পনগরী পত্তনের প্রাথমিক অনুসন্ধান ও পরিচালনার কাজ তিনিই করেছিলেন। ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের সময় তিনি আত্মগোপনকারী নেতাদের মধ্যে সংবাদ সরবরাহ ও সাজ-সরঞ্জামাদি আদান-প্রদানে সাহায্য করেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রহ্মদেশ থেকে আগত ভারতীয় শরণার্থীদের এবং দেশবিভাগের পর পূর্ববঙ্গের অসংখ্য উদ্বাস্তু নরনারীর বিপদে আর্থিক ও মানসিক সাহায্য এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থায়ও তিনি অগ্রণী ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গকে বিহার রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা হলে তিনি তার প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে তুলতে 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুনর্গঠন সংযুক্ত পরিষৎ' স্থাপন করেন। বঙ্গ-বিহার সংযুক্তিরোধ আন্দোলন পরিচালনা-কালে 'শ্রমজীবী বিদ্যালয় ভবনে' তাঁর মৃত্যু হয়। [১৪৯]

জ্ঞানাঞ্জন পাল (১৮৯৬ - ১১.৫.১৯৭৯)। পিতা প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতা বিপিনচন্দ্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম.এ. পাশ করেন। প্রথম জীবনে পিতার সাহিত্য ও সাংবাদিকতার কাজে প্রধান সহযোগী ও শেষ-জীবনে ছিলেন পিতার গ্রন্থাবলীর প্রচারক ও প্রকাশক। 'বেঙ্গলী' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'পল্লীস্বরাজ', 'ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন' ইত্যাদি পত্রিকার সম্পাদনাও করেছেন। ভারত-সভা হল্ ও ফেডারেশন হল্-এর সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের সঙ্গে তিনি 'সংহতি' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 'দি ইংলিশম্যান' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে কিছুদিন ছিলেন। রচিত উল্লেখ্য গ্রন্থ : 'Studies in Bengali Renaissance'। [১৬]

জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস (১২৬০ - ৭.৯.১৩৩৯ ব.) কলিকাতা। পূর্বনিবাস — যশোহর। হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীনাথ। তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে বি.এ., এম.এ. ও বি.এল. পাশ করে কিছুকাল হাইকোর্টে যাতায়াত করেন। উদারমতাবলম্বী ছিলেন। ১২৯০ ব. তাঁর প্রকাশিত 'সময়' পত্রিকায় তিনি স্যার আশুতোষের কন্যার দ্বিতীয়বার বিবাহকে পূর্ণ সমর্থন করেন। পিতার অতুল ঐশ্বর্য এবং প্রচুর সম্মানিত পদ পেয়েও সব প্রত্যাখ্যান

করে একজন সাধারণ কর্মীর মতই কাজ করে গেছেন। কাশীধামে মৃত্যু। [২৫]

জ্ঞানেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৯০৭ - ২৯·১১·১৯৭৮) কলিকাতা। ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ। এম·এস-সি·, এম·বি· পাশ করে উচ্চশিক্ষার জন্য লন্ডন যান। সেখানে এল·আর·সি·পি· ডিগ্রী লাভ করেন এবং এডিনবরা থেকে এফ·আঁর·সি·এস· হন। সার্জন হিসাবে কলিকাতায় কর্মজীবন শুরু করেন। পরে পিতার ইচ্ছায় সার্জারি ছেড়ে হোমিওপ্যাথি নিয়ে পড়াশুনা করে ঐ পদ্ধতিতে চিকিৎসায় খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর পিতামহ ডাঃ প্রতাপচন্দ্র ও পিতা উভয়েই বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথ ছিলেন। ১৯৩৫ খ্রী· থেকে ১০ বছর তিনি পি·সি·এম· হোমিওপ্যাথি কলেজে শিক্ষকতা করেছেন। ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল কলেজের সার্জারি বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ছিলেন (১৯৩৭ - ১৯৪৫)। ১৯৪৬ - ৪৯ খ্রী· চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের ডেপুটি সার্জনের দায়িত্ব পালন করেন। বিভিন্ন মেডিক্যাল সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রাজ্য-রাজনীতিতেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন। পাঁচের দশকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৫৭ খ্রী· থেকে পাঁচ বছর পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য ছিলেন। [১৬]

জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ড· (২৩·৪·১৮৯৩ - ১০·৫·১৯৮৩) মহাদেবপুর — রাজশাহী। দুর্গাদাস। রসায়ন বিজ্ঞানের কলয়েড বিভাগের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মৃত্তিকা-বিজ্ঞানী। বর্ধমানের স্কুলে পড়ার সময় বিপ্লবী অনুশীলন দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ১৯১৫ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম·এস-সি· পাশ করেন। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পেয়েছিলেন। ছাত্রাবস্থায় লিখিত তাঁর প্রথম কোলাইড সংক্রান্ত গবেষণা পত্রটি ১৯১৫ খ্রী· আমেরিকান সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক হিসাবে পেয়েছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়, নীলরতন ধর, সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ প্রভৃতিকে। সহপাঠী ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাথ সাহা, প্রশান্ত মহলানবিশ, প্রাণকৃষ্ণ পারিজা প্রভৃতি — উত্তরকালের দিকপাল বিজ্ঞানীরা। ১৯১৯ খ্রী· তিনি ও জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ভৌত রসায়ন বিভাগে গবেষণার কাজে যোগ দেন। লণ্ডনের ফ্যারাডে সোসাইটি ও ফিজিক্যাল সোসাইটির যুক্ত উদ্যোগে এক আলোচনাচক্রে 'ওরিজিন অ্যান্ড নিউট্রালাইজেশন অব দি চার্জ অব কোলাইডস' সম্পর্কে এক গবেষণাপত্র পড়ে বিখ্যাত হয়ে পড়েন। ১৯২৪ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির সভাপতি ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আর তিনি ছিলেন তার সম্পাদক। দশের দশকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর শ্রেণী খোলা হলে সেখানে পঠন-পাঠনের দায়িত্ব যে মেধাবী তরুণদের উপর পড়ে তিনি তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ক্যালকাটা স্কুল অব সয়েল সায়েন্স তাঁর হাতে গড়ে ওঠে। ১৯৩৪ খ্রী· তাঁর সভাপতিত্বে দি ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব সয়েল সায়েন্স প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ছিলেন ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির স্রষ্টা এবং ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর। ইউরোপ, আমেরিকা ও কানাডা সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞানী হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান বিষয়ক বহু কমিটির তিনি মধ্যমণি ছিলেন। ১৯৫৪ খ্রী· পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পরিচালক নিযুক্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি·লিট উপাধি দেয়। মৃত্তিকা বিজ্ঞানে তাঁর অবদানের জন্য তাঁকে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। [১৬, ১৭]

জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় (১৭·২·১৮৯৭ - .৯·৪·১৯৭০) তিল্লীগ্রাম — ফরিদপুর। পূর্ণচন্দ্র। ১৯১৯ খ্রী· তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নশাস্ত্রে এম·এস-সি·-তে প্রথম হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে রসায়ন বিভাগের লেকচারারের পদে যোগদান করে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে জৈব রসায়ন গবেষণা শুরু করেন। ১৯২৩ খ্রী· ভ্রমণবৃত্তি নিয়ে ইংল্যাণ্ডে যান ও নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী জৈব রসায়ন-বিজ্ঞানী স্যার রবার্ট রবিনসনের অধীনে গবেষণায় রত হন। ১৯২৬ খ্রী· স্যার রবিনসনের সঙ্গে যৌথভাবে তিনি যে গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেন তা যোজ্যতার আধুনিক ইলেকট্রনিক তত্ত্বের ভিত্তিস্বরূপ। ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যাপনা ও গবেষণা এবং অস্ট্রিয়ার গ্রাজ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক প্রেগলের সঙ্গে মাইক্রো-রসায়ন বিষয়েও গবেষণা করেন। ১৯২৮ খ্রী· ভারতে ফিরে লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হন। এখানে দীর্ঘকাল অধ্যাপনার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারত সরকারের আমন্ত্রণে ড্রাগ্স্ ও ড্রেসিং দপ্তরের অধিকর্তা হন। এই সময় রণাঙ্গনে প্রয়োজনীয় প্রধান প্রধান ভেষজ ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের কেন্দ্র সারা দেশে গড়ে তোলবার ব্যাপারে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। এরপর ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের সহ-অধিকর্তা নিযুক্ত হন এবং ১৯৫১ খ্রী· পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। বোম্বাইয়ের টি·সি·এফ·, জনউইথ এবং জেফরি ম্যানার্স ভেষজ প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা ছিলেন। ১৯৫৮ খ্রী· ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এ প্রধান শিল্পও গবেষণা-উপদেষ্টারূপে যোগদান করে ১৯৬৮ খ্রী· অবসর-গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত ১৮০টির বেশী মৌলিক গবেষণানিবন্ধ ভারত, ব্রিটেন, আমেরিকা ও জার্মানীর নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি ভারতে উপক্ষার সংশ্লেষণ গবেষণায় অন্যতম পথিকৃৎ। এ সম্পর্কে তাঁর একটি কৃতিত্বপূর্ণ অবদান বারবেরিন উপক্ষারের সংশ্লেষণ। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রিয় শিষ্য 'জ্ঞানত্রয়ে'র তিনি অন্যতম। [১৬]

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী (১৯০২ - ১৯৪৭) বিষ্ণুপুর — বাঁকুড়া। বিপিনচন্দ্র। দুই খুল্লতাত লোকনাথ গোস্বামী এবং রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর নিকট, পরে পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর পালুসকর এবং গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর কাছে

সঙ্গীত অভ্যাস করেন। মধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী এই শিল্পী ধ্রুপদ ও খেয়াল দুই অঙ্গেই কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ...র ঢং-এ গাওয়া তাঁর বাংলা গানের রেকর্ডগুলি ...প্রিয়তা লাভ করেছিল। [৩, ২৬]

জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর (২৪·১·১৮২৬ - ৫·১·১৮৯০) পাথুরিয়াঘাটা — কলিকাতা। প্রসন্নকুমার। হিন্দু কলেজে তাঁর সহপাঠী ছিলেন রাজনারায়ণ বসু ও তরু দত্তের পিতা গোবিন্দচন্দ্র দত্ত। ১৮৪১ খ্রী· ৪০ টাকার এক সিনিয়র স্কলারশিপ পান। ১৮৪২ খ্রী· কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। শিক্ষাগুরু রেভা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবে খ্রীষ্টধর্মে আকৃষ্ট হন এবং ১৮৫১ খ্রী· ঐ ধর্ম গ্রহণ করে গুরুকন্যা কমলমণিকে বিবাহ করেন। ধর্মত্যাগ করায় পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন। পরে আইনের বলে সম্পত্তি পেয়েছিলেন। ১৮৫৯ খ্রী· অসুখের চিকিৎসা করাতে সস্ত্রীক ইংল্যান্ড যান। আরোগ্যলাভের পর লণ্ডনের ইউনিভারসিটি কলেজে হিন্দু আইন ও বাংলা ভাষার অধ্যক্ষ হন। ১৮৬২ খ্রী· লিঙ্কনস্ ইন্ থেকে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৪ খ্রী· দেশে ফিরে ১৮৬৫ খ্রী· হাইকোর্টে যোগ দেন। জুডিশিয়ারির ইতিহাসে তিনিই প্রথম এশিয়ান ব্যারিস্টার। স্ত্রীর মৃত্যুর (১৮৬৯) পর দুইকন্যা ভবেন্দ্রবালা ও সত্যেন্দ্রবালাকে নিয়ে ইংল্যাণ্ডে চলে যান। সেখানেই মৃত্যু। [১, ১৬, ২৬]

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস (১৮৭২? - ১৯৩৯) শিকদারবাগান — কলিকাতা। বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আভিধানিক ও সাহিত্যসেবক। চাকরি জীবনে বহু বছর উত্তর প্রদেশের আই· জি'র (পুলিস) খাসমুনশী ছিলেন। 'প্রবাসী' পত্রিকায় লেখার মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যিক জীবন শুরু হয়। তিনি ২০ বছরের একক প্রচেষ্টায় পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা সংবলিত ৫০ হাজারেরও বেশি শব্দ-সমন্বিত 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' গ্রন্থ রচনা করেন। মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের সটীক সংস্করণ এবং ইহুদি ধর্মের ইতিহাস, মতবাদ এবং অনুষ্ঠানের আলোচনা-সংবলিত গবেষণাগ্রন্থ 'ইহুদীধর্ম' তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। তাঁর রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী', 'প্রাণীদের অন্তরের কথা' প্রভৃতি। এ ছাড়াও বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। [৩, ২৫, ২৬]

জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী (১৮৯৯ - ২০·৯·১৯৮২)। বিশিষ্ট প্রাণিবিজ্ঞানী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও প্রধান ছিলেন। ব্যাঙ এবং ব্যাঙাচি নিয়ে তাঁর মৌলিক গবেষণা আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিল। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের কাজে সক্রিয় ছিলেন। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও তাঁর মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। ১৯৭০ - ৭৩ খ্রী· তিনি 'ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'প্রাণিবিজ্ঞানের পরিভাষা'। [১৭]

জ্ঞানেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৪ - ৮·১·১৯৭১) মজিথা — পাঞ্জাব। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে এম·এ· পাশ করেন। ১৯১৮ খ্রী· কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেন্টাল অ্যান্ড মরাল সায়েন্সে প্রথম বিভাগে প্রথম হন। ১৯১৯ থেকে ১৯৪৬ খ্রী· পাঞ্জাবের বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা ও অধ্যক্ষতা করেন। ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৯ খ্রী· মধ্যে পাঞ্জাব সরকারের শিক্ষাবিভাগে ডি·পি·আই· ও সেক্রেটারী এবং ঈস্ট পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন। ১৯৬২ খ্রী· 'পদ্মভূষণ' উপাধিপ্রাপ্ত হন। রচিত গ্রন্থ: 'Commonsense Empiricism' ও 'British Empiricism'। এ ছাড়াও রচিত প্রবন্ধাবলী ভারতীয় এবং ব্রিটিশ জার্নালে প্রকাশ করেছেন। [১৬]

জ্যোতিভূষণ চ্যাটার্জী (১৬·২·১৯১৯ - ২·৩·১৯৭২) যশোহর। নরেন্দ্রনাথ। ডা· জে·বি· চ্যাটার্জী নামে সুপরিচিত। পিতামহ ও পিতা উভয়েই চিকিৎসক ছিলেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম· বি· (১৯৪২) পাশ করে স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে শোণিত-বিজ্ঞানে গবেষণা করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম· ডি· উপাধি লাভ করেন (১৯৪৯)। ডায়ামরফিক অ্যানিমিয়া সম্পর্কে গবেষণায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন। গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য — ভারতবর্ষের মত দেশে রক্তাল্পতা-ব্যাধির অন্যতম কারণ দারিদ্র্য। ফলে খাদ্যে নিয়মিত পুষ্টির অভাবে এই ব্যাধি হয়। তিনি অত্যন্ত সুলভে এর চিকিৎসার নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে এই রক্তাল্পতা-ব্যাধির সামাজিক কারণও আছে। তীব্র আঁচে রান্না করা এবং বাসনপত্রে লৌহের ব্যবহার কমে যাওয়াও একটি কারণ। তীব্র আঁচে খাদ্যে ভিটামিন বি-১২ ও ফলিক অ্যাসিড নষ্ট হয়ে যায়। এইরূপ অপুষ্টিজনিত রক্তাল্পতার চিকিৎসা হচ্ছে খাদ্যের মধ্যে ঐ গুণ দুটির পরিপূরণ এবং ঔষধের আকারে এগুলির মূল্যও সুলভ করা। তার পক্ষে এই আবিষ্কার বিশ্বের সর্বত্র, বিশেষ করে দরিদ্র দেশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তাঁর অপর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আবিষ্কার থ্যালাসেমিয়া নামক রক্ত-সংক্রান্ত ভয়ঙ্কর ব্যাধি সম্পর্কে। কর্মজীবনে তিনি ট্রপিক্যাল স্কুলের ডাইরেক্টর পদে ছিলেন। ১৯৫০ খ্রী· রক্‌ফেলার ফাইন্ডেশন ফেলোরূপে আমেরিকায় যান এবং বোস্টনের নিউ ইংল্যান্ড শোণিত-গবেষণা কেন্দ্রে উইলিয়াম ড্যামশেকের সঙ্গে একযোগে ১৫ মাস কাজ করেছেন। সাড়ে তিন শ'র বেশি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। কোন-কোন নিবন্ধের তিনি যুগ্ম-রচয়িতা ছিলেন। রক্তাল্পতা ছাড়াও আরও বহু বিষয়ে গবেষণা করে উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন। স্বদেশে ও বিদেশে বহু সম্মানের অধিকারী হন। বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। [১৬]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (৪·৫·১৮৪৯ - ৪·৩·১৯২৫) জোড়াসাঁকো — কলিকাতা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। গৃহেই

শিক্ষারম্ভ। তারপর সেন্ট পল্‌স্‌, মন্টেগু অ্যাকাডেমি ও হিন্দু স্কুলে পড়াশুনা করেন; সবশেষে ব্রহ্মানন্দ প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা (অ্যালবার্ট) কলেজ থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১৮৬৪)। প্রেসিডেন্সী কলেজে এফ.এ. পড়ার সময় পারিবারিক জোড়াসাঁকো থিয়েটার সংগঠনের চেষ্টায় কলেজ ত্যাগ করেন। ১৮৬৭ খ্রী. অগ্রজ সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থল আমেদাবাদে গিয়ে সেতারবাদন, অঙ্কনবিদ্যা এবং ফরাসী ও মারাঠী ভাষা শিক্ষা করেন। কলিকাতায় ফিরে এসে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকরূপে ১৮৬৯ - ৮৮ খ্রী. কাজ করেন। ১৯২৪ খ্রী. বালগঙ্গাধর তিলক রচিত 'গীতা রহস্যে'র বঙ্গানুবাদ করেন। চৈত্র বা হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে 'উদ্বোধন' নামে একটি স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক কাব্য পাঠ করেন (১৮৬৮)। ১৮৭৪ - ৭৫ খ্রী. মেলার যুগ্মসম্পাদক নিযুক্ত হন। এর আগেই তাঁর রচিত জাতীয় ভাবোদ্দীপক ঐতিহাসিক নাটক 'পুরুবিক্রম'-এর সাফল্যমণ্ডিত অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাট্যকার জীবনের সূত্রপাত হয়। রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে ও তাঁর উদ্যোগে 'সঞ্জীবনী' সভার সূচনা সম্ভবত ১৮৭৬ খ্রী. হয়। এই গুপ্ত স্বদেশী সভার প্রকাশ্য কর্মতৎপরতার ফলে দেশলাই প্রস্তুত ও দেশী কাপড় বোনার চেষ্টা হয়। দেশী স্টীমার সার্ভিস চালু করার চেষ্টায় (১৮৮৪) এবং কিছু আগে নীলচাষ ও পাটের ব্যবসায়ে তিনি অনেক আর্থিক ক্ষতি সহ্য করেন। প্রধানত অনভিজ্ঞতা মূল কারণ হলেও ইংরেজ ব্যবসায়ীদের অপচেষ্টার ফলেই এইসব দেশী ব্যবসায় ধ্বংস হয়। স্ত্রী-শিক্ষা ও নারী-মুক্তি আন্দোলনের পুরোধা তিনি এক সময়ে 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রহসন রচনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। নিজ স্ত্রী কাদম্বরীকে শুধু শিক্ষার সুযোগই দেন নি, পরন্তু সকল সামাজিক বাধা উপেক্ষা করে কলিকাতার প্রকাশ্য ময়দানে অশ্বচালনায় পারদর্শিনী করে তোলেন। কুলীন বহুবিবাহ-প্রথাকে ব্যঙ্গ করে রামনারায়ণ রচিত 'নবনাটক' তাঁরই চেষ্টায় জোড়াসাঁকো থিয়েটারে অভিনীত হয়। তাঁর সাহিত্যকর্ম বহুবিস্তৃত। 'পুরুবিক্রম' ছাড়া 'স্বপ্নময়ী', 'সরোজিনী', 'অশ্রুমতী' ইত্যাদি নাটকগুলি বিখ্যাত হয় ও কোন-কোনটি হিন্দী, গুজরাটী ও মারাঠী ভাষায় অনূদিত হয়। 'অলীক বাবু', 'এমন কর্ম আর করব না' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রহসন। বেশ কয়েকটি নাটক পেশাদার রঙ্গমঞ্চ 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে' সাফল্যলাভ করে। তরুণ বয়সে স্বয়ং মঞ্চাভিনয়ে খ্যাতি পান। 'বিদ্বজ্জনসমাগম' (১৮৭৪) এবং 'সারস্বত সমাজ' (১৮৮২) নামে দুইটি সংগঠনের মাধ্যমে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির চেষ্টা করেন। 'ভারতী' পত্রিকা প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান উদ্যোগী (১৮৭৭)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি ছিলেন (১৯০২ - ০৩)। ইতিহাস, দর্শন, ভ্রমণ-কাহিনী এবং বহু গল্প ও উপন্যাস ফরাসী সাহিত্যসম্পদ থেকে আহরণ করে বাংলায় অনুবাদ করেন। অনেকগুলি সংস্কৃত নাটকও বাংলায় অনুবাদ করেন। চিত্রাঙ্কনে পারদর্শী তাঁর ছবির খাতায় বহু খ্যাত-অখ্যাত ব্যক্তির প্রতিকৃতি সংগৃহীত আছে। বিখ্যাত ইংরেজ শিল্পী রদেনস্টাইনের আগ্রহে তাঁর চিত্রাবলীর একটি স্বনির্বাচিত সংগ্রহ ১৯১৪ খ্রী. বিলাতে প্রকাশিত হয়। প্রায় দু' হাজার চিত্রের অধিকাংশই রবীন্দ্র ভারতী সমিতির সংগ্রহভুক্ত। তাঁর সাঙ্গীতিক অবদানও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম শিক্ষা ঠাকুরবাড়ির সঙ্গীত-শিক্ষক বিষ্ণুপদ চক্রবর্তীর নিকট। বোম্বাইয়ে সেতারশিক্ষার পর কলিকাতায় ফিরে পিয়ানো, বেহালা ও হারমোনিয়ান অনুশীলন করেন। 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এ সময়ে নূতন নূতন সুর সৃষ্টি করিতেন ও রবীন্দ্রনাথ....সেগুলিকে কথায় বাঁধিবার চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিতেন।' রবীন্দ্রনাথ রচিত 'মায়ার খেলা'র ও সমসাময়িক কালে রচিত অন্তত ২০টি গান জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুরে গঠিত। হিন্দী ধ্রুপদাঙ্গের অনুসরণে অনেকগুলি ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেন। বাঙলাদেশে আকারমাত্রিক স্বরলিপির উদ্ভাবন ও প্রচলনে তাঁর দান স্মরণীয়। তাঁর রচিত 'স্বরলিপি গীতিমালা' ও কাঙ্গালীচরণ সেন সঙ্কলিত 'ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি' পুস্তকে তাঁর অনেক গান প্রকাশিত। 'বীণাবাদিনী' ও 'সঙ্গীত প্রকাশিকা' তাঁর সম্পাদিত মাসিকপত্র। 'ভারতীয় সঙ্গীত সমাজ' স্থাপন (১৮৯৭) তাঁর অন্যতম কীর্তি। [১, ৩, ৫, ৭, ৮, ২৫, ২৬, ৫৮]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নন্দী। কুমিল্লা। সাহিত্যিক। সাহিত্য ছাড়া অন্যদিকে মন ছিল না, সুষ্ঠুভাবে একটানা কোনও চাকরিও করতে পারেন নি। প্রথম উপন্যাস 'সূর্যমুখী'। ছোট গল্পের জন্য বেশী প্রসিদ্ধ। 'শালিক কি চড়াই' উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ। 'বারো ঘর এক উঠান' তাঁর সমধিক প্রসিদ্ধ উপন্যাস। অন্যান্য গ্রন্থ 'মীরার দুপুর', 'প্রেমের চেয়ে বড়', 'এই তার পুরস্কার' প্রভৃতি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র (নভে. ১৯১১ - ২৬.১০.১৯৭৭) শীতলাই — পাবনা। জমিদার পিতা যোগেন্দ্রনাথ পাবনার তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনের নেতা ছিলেন। প্রখ্যাত গায়ক-কবি। কলিকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি.এস-সি. ও পরে বি.এ. পাশ করেন। ইংরেজীতে এম.এ. পড়ার সময় কবি বিষ্ণু দে তাঁর সতীর্থ ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় তাঁর রচিত কবিতা 'পরিচয়' ও বিভিন্ন বিশিষ্ট পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতে শিক্ষা হরিচরণ চক্রবর্তী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, কালীনাথ চট্টোপাধ্যায় ও আশফাক হোসেনের কাছে। সরলাদেবী চৌধুরানী, ইন্দিরা দেবী ও অনাদি দস্তিদারের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের তালিম নেন। অল্পবয়স থেকেই সেতার, এস্রাজ, তবলা ও ঢাক বাজাতে শিখেছিলেন। পাশ্চাত্য সঙ্গীতেও অনুসন্ধিৎসা ছিল। তাঁর রচিত 'নবজীবনের গান'-এ ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের সঙ্গে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সমন্বয় লক্ষণীয়। তা ছাড়া লোকসঙ্গীতকেও তিনি বিভিন্নভাবে ব্যবহার করেছেন। ১৯৩৯ - ৪০ খ্রী. কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়ে আজীবন ঐ পার্টির সঙ্গে জড়িত থাকেন।

ফ্যাসী-বিরোধী লেখক ও শিল্পী অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বহু চলচ্চিত্রের তিনি সুরকার। তবে 'জগতে আনন্দ যজ্ঞে' এই একটি গানই তিনি রেকর্ড করেছেন। পাঁচের দশকের মাঝামাঝি দিল্লীতে যান। সেখানে সঙ্গীত-নাটক-একাডেমী ও ভারতীয় কলাকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দিল্লীতে তাঁরই প্রযোজনায় 'রামচরিত মানস' ছায়ানাট্য নূতনভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ খ্রী· বিষ্ণু দে-র 'স্মৃতি সত্তা ভবিষৎ' গ্রন্থের কবিতায় তিনি সুর দেন। শ্রীবেদব্যাসের সঙ্গে হিন্দী ভাষায় তাঁর গীতিনাট্যানুষ্ঠান করিয়েছিলেন। দিল্লী থেকে আসার পর বাংলাদেশের শিল্পীদের আহ্বানে ঢাকাতে গিয়ে 'নবজীবনের গান' ও অন্যান্য সঙ্গীত শেখান। ভারতের নানা স্থানে, মস্কোতে ও ১৯৭৩ খ্রী· পূর্ব-জার্মানীতে ভ্রমণকালের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি তাঁর রচিত বিভিন্ন কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। শেষজীবনে মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামে জমি কিনে 'কর্ষণী' নামে আদর্শগ্রাম গড়ার কাজ শুরু করেছিলেন। [১৬]

জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, ড· (জুলাই ১৯২০ - ৩০·৩·১৯৭১) বরিশাল। কুমুদরঞ্জন। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্। ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আই·এস-সি· এবং ১৯৪২ খ্রী· ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে বি·এ· পাশ করেন। এই পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে রেকর্ড নম্বর পাওয়ার জন্য 'পোপস মেমোরিয়েল গোল্ড মেডাল' প্রাপ্ত হন। ১৯৪৩ খ্রী· এম·এ· পরীক্ষায়ও প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৪৮ খ্রী· ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর লেকচারার পদে বৃত হন। ১৯৬৬ খ্রী· কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংস কলেজ থেকে পি-এইচ·ডি· লাভ করে দেশে ফিরে এসে কিছুকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পর সেখানকার রীডার হন। নিবন্ধকার হিসাবেও খ্যাতিমান হয়েছিলেন। সমন্বয়বাদে বিশ্বাসী ছিলেন। দেশবিভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানে থেকে যান। তিনি বলতেন, পাকিস্তান রাষ্ট্রে শুধু হিন্দুরাই দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক নয়, পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলমানেরাও তাই। ১৯৭১ খ্রী· পূর্ববঙ্গের মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা শহরে পাকিস্তানী শাসকদের হাতে অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তিনিও নিহত হন। [১৭]

জ্যোতির্ময় ঘোষ (১৩০২? - ৪·৩·১৩৭২ ব·)। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ·ডি· উপাধি লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা কমিটির সদস্য এবং ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স অব ইন্ডিয়ার সদস্য ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যক্ষতা করেছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে 'ভাস্কর' ছদ্মনামে প্রসিদ্ধ হন। রচিত গ্রন্থ : 'শুভশ্রী', 'মজলিস', 'কথিকা' প্রভৃতি। [৪]

জ্যোতির্ময় বসু (ডিসে· ১৯২০ - ১২·১·১৯৮২) কলিকাতা। সংসদ সদস্য, বিশিষ্ট বিধায়ক। বঙ্গবাসী কলেজে শিক্ষালাভ। বাঙ্গালোরে অফিসার্স কোর্স গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সামরিক বাহিনীতে যোগ দেন। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের পর গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক হ্যারি পলিটের সান্নিধ্যে এসে পদত্যাগ করেন। ১৯৫৫ খ্রী· ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। ১৯৬৭ খ্রী· থেকে সি·পি·এম·-এর পক্ষ থেকে নির্বাচিত লোকসভাসদস্য, ১৯৭১ খ্রী· থেকে ঐ দলের মুখ্যসচেতক, ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ খ্রী· পর্যন্ত পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান এবং টি বোর্ডের সদস্য ছিলেন। [১৬]

জ্যোতির্ময় সেন (১২৮২? - ২৩·৯·১৩৫৩ ব·)। প্রসিদ্ধ টীকাকার ভরত মল্লিকের বংশধর এবং মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেনের ছাত্র। সংস্কৃত সাহিত্যে ও দর্শনে পণ্ডিত তিনি কলিকাতার মারোয়াড়ী ও বাঙালীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাচ্য চিকিৎসক হিসাবে গণ্য ছিলেন। চন্দননগর প্রবর্তক সঙ্ঘ কর্তৃক অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয় আয়ুর্বেদ সম্মেলনে'র মূল সভাপতিরূপে বর্তমান আয়ুর্বেদ বিষয়ে বহু মূল্যবান তথ্য প্রকাশ করেছিলেন। [৫]

জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৯/৯০ - ২২·১১·১৯৪৫) কলিকাতা। পিতা ব্রাহ্মসমাজের খ্যাতনামা নেতা দ্বারকানাথ। বাঙলার প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট ডাক্তার কাদম্বিনী দেবী তাঁর মাতা। ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয় ও বেথুন কলেজে শিক্ষা। এম·এ· পাশ করে প্রথমে বেথুন স্কুলে শিক্ষকতা করেন ও পরে কটক র‍্যাভেনশ কলেজে মহিলা বিভাগ খোলা হলে অধ্যক্ষা নিযুক্ত হন। কিছুদিন পর লালা লাজপতের আমন্ত্রণে জলন্ধর কন্যা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষার পদে যোগ দেন। সেখান থেকে কলম্বো বুডিস্ট গার্লস্ কলেজে প্রথমে অধ্যাপিকা ও পরে অধ্যক্ষা হন। কিছুদিন ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়েও অধ্যক্ষার কাজ করেন। লেডী অবলা বসু প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাসাগর বাণীভবন সংগঠনেও সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতেন। ১৯২০ খ্রী· কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসে নারী স্বেচ্ছাসেবিকাবাহিনী গঠন করেন। অসহযোগ আন্দোলনের পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্যা হন। দেশবন্ধুর স্বরাজ্য পার্টি কর্পোরেশনের পরিচালনভার গ্রহণ করলে প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির সদস্যা এবং ১৯৩৩ খ্রী· কর্পোরেশনের প্রথম মহিলা অল্ডারম্যান নিযুক্ত হন। গান্ধীজীর লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে (১৯৩০) কলিকাতায় ঊর্মিলা দেবীর নেতৃত্বে গঠিত 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি'র তিনি সহ-সভাপতি ছিলেন। সমিতির পরিচালনায় বড়বাজারে বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং চলে। এই সময়ে মেদিনীপুরে ম্যাজিস্ট্রেট পেডীর নির্মম অত্যাচারের ঘটনার প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিস্তৃত বিবরণ তিনি 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় 'Another Crucifixion' নামে এক প্রবন্ধে প্রকাশ করেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুতে কলিকাতা শহরে ১৪৪ ধারা থাকা সত্ত্বেও জুন ১৯২৫ খ্রী· মহিলাদের যে বিরাট শোক-মিছিল কলেজ স্কোয়ার থেকে দেশবন্ধু পার্কে

পৌঁছায়, তিনি ও উর্মিলা দেবী তার নেতৃত্ব দেন। সমস্ত পথে ঘোড়সওয়ার পুলিস আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল। মহিলারা দু'পাশে থেকে পুরুষ শোকযাত্রীদের রক্ষা করেন। কলিকাতায় তখনও মহিলাদের ওপর আক্রমণের নির্দেশ ছিল না। সমস্ত পথ ঘোড়সওয়ারদের সঙ্গে ঠোকাঠুকিতে কয়েকজন মহিলা আহত হন, তা সত্ত্বেও কোন সময় মিছিল ছত্রভঙ্গ হয় নি। পরদিন উর্মিলাদেবী সহ তাঁর ছ'মাসের কারাদণ্ডের আদেশ হয়। ২৬ জানুয়ারী ১৯৩১ খ্রী· কলিকাতার পুলিস কমিশনার টেগার্টের আক্রমণের মুখে তিনি নিজে আহত হয়েও সুভাষচন্দ্রকে বাঁচান। ১৯৩২ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনে পুনরায় কারারুদ্ধ হন। ডাক্তারের নিষেধক্রমে বিয়াল্লিশের আন্দোলনে যোগ দিতে পারেন নি। কিন্তু আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর নায়কদের বিচারের সময় দেশব্যাপী চাঞ্চল্যকর ডালহৌসী স্কোয়ার যাত্রার দাবির সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে ফেরার সময়ে একটি মিলিটারী গাড়ী তাঁর গাড়ীতে যে ধাক্কা দেয় তার ফলে আহত হয়ে তিনি মারা যান। [১৬, ২৯]

জ্যোতির্মালা দেবী (১৯০৩ - ১৪·১১·১৯৮১) সাতবাড়িয়া — চট্টগ্রাম। নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী। 'বিলাত দেশটা মাটির' গ্রন্থের রচয়িত্রী, সুলেখিকা। প্রকৃত নাম জ্যোতির্ময়ী। ১৯২৪ খ্রী· বি·এ· পাশ করে কমার্স এবং জার্নালিজম পড়তে বিলাত যান। সেখানে বিবাহ করেছিলেন কিন্তু অল্পদিনেই বিবাহবিচ্ছেদ হয়। ইংলন্ডে বাসকালে প্রখ্যাত দিলীপকুমার রায়ের সান্নিধ্যে এসে শ্রীঅরবিন্দ দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯২৯ খ্রী· দেশে ফিরে ঢাকায় নারী শিক্ষা মন্দিরে শিক্ষকতা করেন। কিছুদিন কলিকাতার প্রথম দেশী ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে কাজ করেছেন। ১৯৩১ খ্রী· পন্ডিচেরী চলে যান এবং স্থায়ীভাবে আশ্রমবাসিনী হন। শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদধন্য হয়ে জ্যোতির্মালা ছদ্মনামে লিখতে শুরু করেন। শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত গৌরীপুরের জমিদার প্রসিদ্ধ বীণাবাদক বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সঙ্গে এখানে তাঁর পরিচয় ও প্রণয় ঘটে। ১৯৪১ খ্রী· বীরেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে কলিকাতায় চলে আসেন। বৌদ্ধমতে তাঁদের বিবাহ হয় কিন্তু এ বিবাহও স্থায়ী হয় নি — বিবাহিত জীবনের স্বীকৃতি পান নি। শেষ জীবনে মানসিক ভারসাম্য হারান। অসহায় অসুস্থ অবস্থায় কলিকাতা লেকের কাছে বৌদ্ধমন্দিরের বারান্দা থেকে তাঁকে প্রতিবন্ধীদের জন্য স্থাপিত চেশায়ার হোমের টালিগঞ্জ শাখায় তুলে আনা হয়। সেখানেই মৃত্যু। রচিত গ্রন্থ : উপন্যাস — 'সন্ধানে', 'ইরাবতী', 'রক্তগোলাপ' ; গল্প — 'শ্রীলা' ; ছোটগল্প — 'জোনাকি', 'তান্ত্রিক', 'মৃত্যুদ্বীপ', 'তারার প্রপাত', 'রাজভিখারী' প্রভৃতি। [১৭]

জ্যোতিষ ঘোষ (১১·১২·১৮৮৩ - ১৩·৩·১৯৭১) দত্তপাড়া — বর্ধমান। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এম·এ· পাশ করে প্রথমে বাঁকিপুর কলেজে, পরে হুগলী মহসীন কলেজে, সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ও বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজে অধ্যাপনা করেন। তিনি ইংরেজ সরকারের রিসলে সার্কুলারের বিরোধিতা করেন ও ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার অধিকার অর্জনের জন্য সচেষ্ট হন। ফলে সরকারের রোষদৃষ্টিতে পড়েন। অরবিন্দের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। ১৯০৫ খ্রী· থেকে রাজনৈতিক জীবন শুরু করে বিভিন্ন দফায় ২০ বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯২৪ খ্রী· তিনি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মান্দালয় জেলে বন্দী ছিলেন। অত্যাচারের ফলে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিলেন। ১৯২৮ খ্রী· জেল থেকে ছাড়া পেয়ে চুঁচুড়া দেশবন্ধু স্কুলের প্রধান শিক্ষকপদে নিযুক্ত হন। ঐ বছর চট্টগ্রাম যুক্ত সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩০ খ্রী· শেষের দিকে ব্রহ্মদেশে যে বিদ্রোহ আরম্ভ হয় সেই বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে যুগপৎ বাংলাদেশেও বৈপ্লবিক উত্থানের চেষ্টা করে অসফল হন। ১৯৪০ খ্রী· ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। প্রাদেশিক ফরোয়ার্ড ব্লকের সভাপতি এবং ১৯৪৬ ও ১৯৫২ খ্রী· দু'বার রাজ্য বিধানসভার সদস্য হয়েছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'Lifework of Shree Aurobindo'। তিনি 'মাস্টারমশাই' নামে পরিচিত ছিলেন। [১৬, ৮২]

জ্যোতিষচন্দ্র গুহ (১৯১১ - ১১·৬·১৯৮৩)। বাংলা তথা ভারতের প্রখ্যাত ক্রীড়া প্রশাসক ও ফুটবল খেলোয়াড়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচের ব্লু হন — ফুটবলে (১৯২৯) ও হকিতে (১৯৩১)। ১৯৩৩ খ্রী· সিংহলে ভারতীয় ফুটবল দলের সদস্য ছিলেন। তিরিশ দশকে স্পোর্টিং ইউনিয়ন এরিয়ান ও মোহন বাগান ক্লাবে খেলেছেন। বাংলার হয়ে হকিও খেলেছেন। ১৯৩৬ খ্রী· অবসর নেন। ফুটবলে পাশ-করা রেফারী ও ইংলণ্ডের আর্সেনালে কোচিং-এ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, ১৯৪৮ খ্রী· অলিম্পিকে ফুটবল নির্বাচক, লণ্ডনে ভারতীয় বক্সিং দলের ম্যানেজার ও কলকাতার রেফারী ক্লাবের সভাপতি ছিলেন। ২০ বছর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সহসচিব ও সচিব থাকাকালে এই ক্লাব লীগ ও শিল্ড প্রথম জয় করে। [১৬]

জ্যোতিষচন্দ্র জোয়ারদার (১৯০৫ - ২২·৯·১৯৮৩)। অগ্নিযুগের বিপ্লবী। কৃতী ছাত্র। রাজনীতিক্ষেত্রে ছাত্রাবস্থা থেকে সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ অনুগামী, ফরওয়ার্ড ব্লকের অন্যতম কর্ণধার ছিলেন। দীর্ঘদিন কারাবাস করেন। ১৯৫২ খ্রী· পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিধানসভায় সদস্য নির্বাচিত হন। [১৬]

জ্যোতিষচন্দ্র পাল (? - ৪·১২·১৯২৪) কমলাপুর — নদীয়া। মাধবচন্দ্র। বিপ্লবী বাঘা যতীনের দলের সভ্য হিসাবে সেপ্টেম্বর ১৯১৫ খ্রী· উড়িষ্যার বালেশ্বরের সমুদ্র উপকূলে জার্মান জাহাজ 'ম্যাভেরিক' থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদ সংগ্রহের কাজে তিনি যুক্ত ছিলেন। কপ্তিপোদায় পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষে অংশগ্রহণ করেন। ধরা পড়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। পুলিসের নির্মম অত্যাচারে আন্দামান সেলুলার জেলে কুঠরীবদ্ধ অবস্থায় উন্মাদ হয়ে যান। বহরমপুর উন্মাদ আশ্রমে তাঁর মৃত্যু ঘটে। [৪২]

জ্যোতিষচন্দ্র রায়, কালুদা (১৮৯৪/৯৫ - ৬.৩.১৯৭২)। ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী কার্যে লিপ্ত হন্। বিভিন্ন সময়ে দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করেন। পশ্চিমবঙ্গে গান্ধীবাদী কর্মিরূপে বর্ধমানের কলানবগ্রামে গান্ধীজী প্রবর্তিত 'নই তালিম' প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করেন। মহাত্মা গান্ধীর বহু গ্রন্থের বঙ্গানুবাদক। অকৃতদার ছিলেন। [১৬]

জ্যোতিষচন্দ্র রায় (এপ্রিল ১৮৯৯ - ২৪.১১.১৯৭৫) নরোত্তমপুর — বরিশাল। বরদাকান্ত। খ্যাতনামা প্রাণরসায়নবিদ্। শান্তিনিকেতন, কলিকাতা, হেইডেলবার্গ, বার্লিন এবং লণ্ডনে শিক্ষাগ্রহণ করেন। ১৯২৪ - ২৬ খ্রী· তিনি প্রফেসর মার্টিন হ্যানের তত্ত্বাবধানে গবেষণা-কার্য চালান। তাঁর গবেষণার বিষয় 'কলেরার মৌখিক টীকা'র ওপর কাজ শেষ করে ১৯২৬ খ্রী· তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীর অনার্স ডক্টরেট উপাধি পান। 'Leishmaniasis'-এর ওপর তাঁর গবেষণা প্রোটোলজিতে এক মৌলিক অবদান। ভারতবর্ষের সেন্ট্রাল রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট-এর প্রোটোলজিক্যাল সার্ভের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক নিযুক্ত হন। ১৯৩৪ খ্রী· এই কাজ ছেড়ে আপন প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত ভারতের প্রথম মেডিক্যাল রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫৪ খ্রী· এই সংস্থার নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় 'ইন্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট ফর বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্টাল মেডিসিন' এবং ১৯৬৪ খ্রী· পর্যন্ত তিনি তার ডিরেক্টর ছিলেন। 'অ্যানেল্‌স্ অফ বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্টাল মেডিসিন' নামে একটি পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৬৯ খ্রী· ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে সম্মানিত করেন। [১৬]

জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ (১৮৯৩ - ১৯৩৬) চন্দননগর। গোবিন্দলাল। প্রতিবেশী বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সঙ্গে দুঃসাহসিক কাজে যুক্ত ছিলেন। ১৯১২ খ্রী· দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর যে বোমাটি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল তা তিনিই রাসবিহারীর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। রাসবিহারীর পলাতক অবস্থায় তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের পক্ষে স্বেচ্ছাসেবকরূপে যোগ দেন এবং ভার্দুন-বিজয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯২৮ খ্রী· জাপানে গিয়ে রাসবিহারীর সঙ্গে চন্দননগরের বৈপ্লবিক সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করেন। মতবাদের দিক থেকে গান্ধীজীর অনুগামী না হয়েও ১৯৩০ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনে মেদিনীপুর অঞ্চলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগে তিনি ঐ পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পথ-দুর্ঘটনায় মৃত্যু। [১৯২]

ঝড়ুদাস অধিকারী (১৯শ শতাব্দী)। কলিকাতার বাগবাজার-নিবাসী। ঠাকুরদাস দত্তের কাছ থেকে 'অক্রূর আগমন' ও 'রাবণ বধ' নামে দুটি পালা নিয়ে তিনি যে-দল চালিয়েছিলেন তা 'ঝড়োর দল' নামে খ্যাত হয়েছিল। লোকা ধোপার মত সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন, তবে নাচেই বেশি সুনাম ছিল। যাত্রা-জগতের তিনজন সম্বন্ধে প্রবাদ প্রচলিত ছিল — 'গাইয়ে লোকা, নাচিয়ে ঝড়ু, বক্তৃতায় গোবিন্দ।' [১৮৮]

টিপু গারো (? - মে ১৮৫২) লেটিয়াবান্দা — ময়মনসিংহ। পিতা পাঠান দরবেশ করমশাহ পাগলাপন্থী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ছিলেন। ১৮১৩ খ্রী· পিতার মৃত্যুর পর তিনি গারো হাজংদের সর্দার হয়ে নিপীড়ক জমিদারদের হাত থেকে তাদের বাঁচাবার জন্য বিরাট এক সশস্ত্র দল তৈরী করেন এবং ঘোষণা করেন যে বিঘা-পিছু চার আনার বেশি কর দেওয়া হবে না। ১৮২৫ খ্রী· সেরপুরের জমিদার তাঁদের আক্রমণের মুখে পালিয়ে গিয়ে ইংরেজ কালেক্টর ড্যাম্পিয়েরের কাছে আশ্রয় নেন। টিপু 'জরিপাগড়' নামে এক পুরনো কেল্লায় গিয়ে রাজা হয়ে বসেন। ড্যাম্পিয়ের তাঁকে গ্রেপ্তার করলে সৎ জীবন যাপনের প্রতিশ্রুতিতে তিনি ছাড়া পান। ১৮২৭ খ্রী· পুনরায় হাঙ্গামার জন্য তিনি গ্রেপ্তার হন। ময়মনসিংহের সেসন জজের বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। কারাবাস-কালে তাঁর মৃত্যু ঘটে। টিপুর মৃত্যুর পর তাঁর গৃহ শিষ্যদের পীঠস্থান হয়ে ওঠে। তিনি গারো উপজাতীয়দের ধর্মীয় গুরু ছিলেন। [৫৫, ৫৬]

ঠাকুরদাস চক্রবর্তী (আনু· ১২০৯ - ১২৬৯ ব·)। নদীয়ায় মাতুলালয়ে জন্ম। গ্রাম্য পাঠশালার পড়া শেষ করে জমিদারী সেরেস্তায় কেরানীর কাজে নিযুক্ত হন। বাল্যকাল থেকেই সঙ্গীত-রচনায় দক্ষ ছিলেন। ২৭/২৮ বছর বয়সে চাকরি ছেড়ে কবি-গায়কদের জন্য গান ও পালা রচনা শুরু করে ভোলা ময়রা, এন্টনী ফিরিঙ্গি প্রভৃতি কবিয়ালগণের সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি নিজে কখনও আসরে নামতেন না এবং কবিগানের দলও চালাতেন না। সখীসংবাদ-বিষয়ক সঙ্গীত-রচনায় পারদর্শী ছিলেন। কবি ঠাকুরদাস এবং ঠাকুরদাস আচার্য নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন। [১, ২, ৩]

ঠাকুরদাস দত্ত (১২০৭/৮ - ১২৮৩ ব·) বাঁটরা — হাওড়া। রামমোহন। গৃহশিক্ষকের কাছে বাংলা ও ইংরেজী শিক্ষালাভের পর পিতার কর্মস্থল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরিতে নিযুক্ত হন। তিনি যাত্রাদলের অভিনেতা এবং পৌরাণিক পালাগান ও সঙ্গীত-রচয়িতা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ৩০ বছর বয়সে একটি যাত্রাদল গঠন করেন। তিনি বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমন্ত্রিত হতেন। এরপর পাঁচালী রচনা শুরু করেন। নিজ দলে 'বিদ্যাসুন্দর', 'লক্ষ্মণ বর্জন' প্রভৃতি পালা অভিনীত হত। নিজস্ব পেশাদার পাঁচালী দলের জন্য 'শ্রীচণ্ডী', 'শিব-বিবাহ', 'ধ্রুব চরিত্র' প্রভৃতি কয়েকটি সার্ট তৈরী করেছিলেন। কিছুকাল পর এই দল ভেঙ্গে যায়। তিনি তখন অন্যান্য শখের দলের জন্য পালা রচনা শুরু করেন। সাংবাদিক কালীপ্রসাদ ঘোষ তাঁকে 'ইন্ডিয়ান বার্ড' নামে অভিহিত করেছিলেন। তাঁর রচিত অন্যান্য পালাগানের মধ্যে 'কলঙ্কভঞ্জন', 'শ্রীমন্তের মশান', 'রাবণবধ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। [১, ৩, ২৬]

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় (১৮৫১ - ১৯০৩) সারসা — খুলনা। নবকুমার। নবীন ভাবা-ছাঁচের এই বিশিষ্ট

লেখক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যঙ্গ ও রসিকতা-মিশ্রিত সাহিত্য রচনায় এবং প্রবন্ধ লেখক ও সমালোচক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ইংরেজী স্কুলে পড়লেও এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে পারেন নি। সারসা মাইনর স্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিলেন। পরে দ্বারভাঙ্গার কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে কাজ করার সময় 'পাক্ষিক সমালোচক' নামে ১২৯০ ব· একটি পত্রিকা এবং এটি বন্ধ হয়ে গেলে ১২৯৫ ব· 'মালঞ্চ' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ : 'দুর্গোৎসব' (কাব্য), 'সাহিত্যমঙ্গল' (প্রবন্ধ), 'সাতনরী' (খণ্ডকাব্য), 'শারদীয় সাহিত্য' (গদ্যপদ্যময় সমাজচিত্র), 'সহরচিত্র', সোহাগচিত্র' (কৌতুকচিত্র) প্রভৃতি। নবজীবন, সাধারণী, নব্যভারত, সাহিত্য, সাধনা প্রভৃতি সাময়িকপত্রের তিনি সমাদৃত সন্দর্ভলেখক ছিলেন। [১, ৩, ৭, ২০ , ২২৩])]

ঠাকুরাণী দাসী। এই ছদ্মনামে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বিধবা ১৮৫৮ - ৫৯ খ্রী· 'সংবাদ-প্রভাকরে' কবিতা লিখে সুনাম অর্জন করেছিলেন। [২৮]

ডাফ, আলেকজাণ্ডার (এপ্রিল ১৮০৫ - ফেব্রু· ১৮৭৮)। ভারত-প্রবাসী স্কটল্যাণ্ডের খ্রীষ্টান ধর্মযাজক ও বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী। ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য স্কটল্যাণ্ডের ধর্মপরিষদের প্রথম যাজকরূপে তিনি কলিকাতায় আসেন (মে ১৮৩০)। কিন্তু ইংরেজ কর্তৃপক্ষ কলিকাতায় তাঁকে ধর্মপ্রচারের অনুমতি না দেওয়ায় তিনি নিকটবর্তী দিনেমার অধিকৃত শ্রীরামপুরে যান এবং কেরী, মার্শম্যান প্রমুখ মিশনারীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সেখানে ধর্মপ্রচারের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তা ছাড়া রামমোহন রায়ের আনুকূল্যে কলিকাতা লোয়ার চিৎপুর রোডে একটি অবৈতনিক শিক্ষালয়ও স্থাপন করেন। সেখানে আবশ্যিক বিষয়রূপে বাইবেল পাঠের ব্যবস্থা রাখা হয়। তিনি নিজে বাংলা ভাষা শিক্ষা করে বাংলা ভাষার সাহায্যে নিজস্ব প্রণালীতে ঐ বিদ্যালয়ে ইংরেজী শেখাতেন। রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে খ্রীষ্টান হন। তিনি কলিকাতার বাইরে হুগলী, বাঁশবেড়িয়া, কালনা, ঘোষপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁর প্রচারকেন্দ্র প্রসারিত করে শিক্ষাদান ও ঐ সঙ্গে ধর্মপ্রচার করেন। ১৮৪৩ খ্রী· কলিকাতায় ফ্রি চার্চ ইন্‌স্টিটিউশন (পরে ডাফ কলেজ) নামে আরও একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। টাকী, বাঁশবেড়িয়া অঞ্চলেও বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারেও সচেষ্ট ছিলেন। ধর্মপ্রচার ও জনহিতকর কাজের জন্য তিনি ১৮৪৪ খ্রী· 'ক্যালকাটা কোয়ার্টার্লি' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। দীর্ঘকাল 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। দেশী ও বিদেশী পত্রিকায়ও তাঁর বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৫০ - ৫৪ খ্রী· তিনি ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় ছিলেন। এই সময় নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এল·এল·ডি· এবং এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয় ডি·ডি· উপাধি দ্বারা সম্মানিত করে। ১৮৫৯ খ্রী· তিনি বেথুন সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল (১৮৫৭) থেকে তার অন্যতম সদস্যরূপে নিযুক্ত ছিলেন। [১, ৩]

ডিরোজিও, হেনরী লুই ভিভিয়ান (১০·৪·১৮০৯ - ২৩·১২·১৮৩১) কলিকাতা — এন্টালি, পদ্মপুকুর। ফ্রান্সিস। এই বিশিষ্ট অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শিক্ষাব্রতী, কবি ও সাংবাদিক নিজেকে ভারতীয় বলে দাবি করতেন এবং বাঙলার মনীষিগণও তাঁকে বাঙালী বলে গর্ববোধ করেন। স্কচ প্রেসবিটারিয়ান যুক্তিবাদী খ্রীষ্টান ডেভিড ড্রামন্ডের ধর্মতলা অ্যাকাডেমিতে শিক্ষাকালে (১৮১৫ - ১৮২২) তিনি ইতিহাস, দর্শন ও ইংরেজী সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন ও সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী হয়ে ওঠেন। ১৮২৩ খ্রী· মাত্র ১৪ বছর বয়সে সওদাগরী অফিসে চাকরি নিয়ে ভাগলপুরে যান। সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশে সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করেন। 'জুভেনিস' ছদ্মনামে কলিকাতার 'ইন্ডিয়া গেজেটে' তাঁর কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৮২৬ খ্রী· কলিকাতার হিন্দু কলেজে শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। ইতিহাস ও ইংরেজী সাহিত্য পড়াতেন। অল্পদিনেই ছাত্রদের অত্যন্ত প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কলেজে পড়াবার সময় এবং কলেজের বাইরে তিনি অ্যাডাম স্মিথ, বেন্থাম, বার্কলে, লক্‌, মিল, হিউম, রীড, স্টুয়ার্ট, পেইন্ট, ব্রাউন প্রমুখ বিখ্যাত মনীষীদের রাজনৈতিক দর্শনের ব্যাখ্যা ও প্রচার দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞানের ও যুক্তির ভিত্তি পাকা করে দেন। তাঁর শিষ্যদলের আটজন — কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় পরবর্তী কালে বাঙলা তথা ভারতের প্রগতিমূলক আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন। তাঁরাই 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে খ্যাত। তাঁদের ও অন্যান্য ছাত্রদের নিয়ে ডিরোজিও 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' নামে বিতর্ক-সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এ সভা থেকে ক্রমে সাতটি পৃথক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকটিতেই ডিরোজিও যোগ দিতেন। এখানে পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, আস্তিকতা, নাস্তিকতা, অদৃষ্টবাদ, সাহিত্য, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা ও মত-বিনিময় হত। ডেভিড হেয়ারের আগ্রহে ডিরোজিও পটলডাঙ্গা স্কুলেও বক্তৃতা করতেন। এখানেও হিন্দু কলেজ ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্ররা বক্তৃতা শুনতে আসত। তাঁর বহু বিতর্কসভায় হেয়ার, বিশপস্‌ কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর মিল প্রমুখ তৎকালীন বিখ্যাত ব্যক্তিরা উপস্থিত থেকে আলোচনায় যোগ দিতেন। ১৮৩০ খ্রী· তাঁর প্রেরণায় হিন্দু কলেজের ছাত্ররা 'পার্থেনন' নামে একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। কিন্তু কলেজ-কর্তৃপক্ষের আদেশে পত্রিকাটির দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ হবার আগেই তা বন্ধ হয়ে যায়। যুগ পরিপ্রেক্ষিতে'পার্থেননে'রএকটি মাত্র সংখ্যার রচনাগুলির বিষয়বস্তু দেখলেই এই নিষেধাজ্ঞার কারণ বোঝা যাবে।

স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, ভারতকে ইউরোপীয়দের উপনিবেশে পরিণত করার চেষ্টার বিরোধিতা, আদালতের বিচারকার্যে ব্যয়বাহুল্য কমান এবং হিন্দুধর্মে প্রচলিত বিবিধ কুসংস্কারের প্রতি তীব্র আক্রমণ প্রভৃতি প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু ছিল। ছাত্রগণ কেবল হিন্দুধর্মেরই নয়, প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মেরও বিরোধিতা করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে ডিরোজিও প্রচারিত যুক্তিনিষ্ঠ বিচার ও সর্বপ্রকার অন্ধ বিশ্বাস পরিহার করার শিক্ষায় ছাত্রগণ ধর্মীয় আচার-ব্যবহারের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে। ক্রমে ছাত্রদের মধ্যে মদ্যপান, নিষিদ্ধদ্রব্য ভক্ষণ ও আচারভ্রষ্টতায় হিন্দুসমাজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্র ও শিক্ষকদের ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ক সভা-সমিতিতে যোগ দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। ফলে ছাত্ররা আরও উগ্র হয়ে ওঠে। এই সময় কলেজ ভবনে মিশনারী আলেকজান্ডার ডাফের খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারমূলক বক্তৃতার প্রতিবাদ করে 'ইন্ডিয়া গেজেটে' এক লেখা বেরুলে সবাই ধরে নেন—এটি ডিরোজিওর লেখা। ২৩·৪·১৮৩১ খ্রী· কলেজের পরিচালন সমিতির পক্ষ থেকে হেনরী হেম্যান উইলসন ডিরোজিওকে দোষী সাব্যস্ত করে পদত্যাগ করতে চিঠি দেন। ২৫ এপ্রিল ১৮৩১ খ্রী· তীব্র প্রতিবাদসহ অভিযোগ খণ্ডন করে ডিরোজিও পদত্যাগ করেন। এরপর তিনি 'হেসপারাস' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনা আরম্ভ করেন এবং ১ জুন ১৮৩১ খ্রী· 'ঈস্ট ইন্ডিয়ান' নামে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের একমাত্র মুখপত্র প্রকাশ করেন। এ সময়ে অন্যান্য পত্রিকাদিতেও তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। মাত্র তেইশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর সুযোগ্য শিষ্যদল তাঁর প্রবর্তিত আন্দোলন ও 'এনকোয়ারার', 'জ্ঞানান্বেষণ' প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে সত্যানুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যান। তাঁরা আজ বাঙলার নবযুগের ভগীরথ বলে স্বীকৃত। তৎকালীন হিন্দু কলেজ সম্বন্ধে বলা হত—"Hindu College at the time of Derozio—Master Spirit of the Era"; ডিরোজিওর ২টি কাব্যগ্রন্থ ও ২টি কবিতা-সঙ্কলন প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে 'ফকির অফ জাঙ্গিরা' বিখ্যাত। ডিরোজিওর সমস্ত কবিতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন বিষাদের ছায়া পাওয়া যায়। তাঁর রচিত 'To My Native Land' কবিতায় আছে—My Country ! In The days of Glory Past/A beauteous halo cicled round thy brow/And worshipped as deity thou wast,/Where is the Glory, Where that reverence now ? ছাত্রদের উদ্দেশ করে তিনি লিখেছেলেন, 'Expanding like the petals of young flowers /I watch the gentle opening of Your minds......' [১, ৩, ৮]

ডিসুজা, লরেন্স। কলিকাতাবাসী এই গোয়ানীজ ভদ্রলোক অস্ট্রেলিয়ার ঘোড়ার ব্যবসায়ে অর্জিত অর্থের ৫০ লক্ষ পাউন্ড লোকহিতৈষণার কাজে ব্যয় করেন। তাঁরই অর্থে কলিকাতার লেনিন সরণীতে (ধর্মতলা) বৃদ্ধ এবং পঙ্গুদের সেবার জন্য 'লরেন্স ডিসুজা হোম' প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত হচ্ছে। [১৬]

ডোম আন্তোনিয়ো বা দোম আন্তোনিয়ো-দো-রোজারিও (১৭শ শতাব্দী)। ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত প্রথম বাঙালী এবং মুদ্রিত গ্রন্থের বাঙালী লেখক। তাঁর সম্বন্ধে এটুকু জানা যায়—১৬৬৩ খ্রী· মগেরা ভূষণার এক রাজকুমারকে বন্দী করে আরাকানে নিয়ে যায়, সেখান থেকে Manoel de Rozario নামে এক পর্তুগীজ পাদ্রী তাঁকে টাকা দিয়ে খালাস করে আনেন ও খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। তাঁর রচিত 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ' বাঙালীর লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। অনুমান, সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় কিংবা চতুর্থ পাদে গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল। ১৭৪৩ খ্রী· পর্তুগীজ পাদরী মানোএল-দা আস্‌সুম্পসাঁও এই গ্রন্থটি পর্তুগীজ ভাষায় অনুবাদ ও সম্পাদন করে ছাপান। এই গ্রন্থের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি পর্তুগালের এভোরা শহরের সাধারণ পাঠাগারে রক্ষিত আছে। [১২২]

তটিনী দাস (২৮·৮·১৮৯৫ - ১৬·১০·১৯৫৩) ঢাকায় জন্ম। পিতা শ্যামাচরণ গুপ্ত বেথুন স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। কৃতী ছাত্রী ও শিক্ষাবিদ্। ১৯২২ খ্রী· বিহারের আরা জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ২য়, ১৯১৪ খ্রী· রেকর্ড মার্কস পেয়ে আই·এ· পরীক্ষায় প্রথম এবং ১৯১৬ খ্রী· সংস্কৃতে ১ম শ্রেণীর অনার্স নিয়ে স্নাতক হন। ১৯১৮/১৯ খ্রী· দর্শন শাস্ত্রে পণ্ডিত সরোজকুমার দাসের সঙ্গে বৈদিক মতে তাঁর বিবাহ হয়। প্রথম পুত্রের জন্মের পর (১৯২৪) দর্শনশাস্ত্রে ২য় স্থান অধিকার করে এম·এ· পাশ করেন। ১৯২৬ - ২৯ খ্রী· ইংলন্ডে থাকেন। দেশে ফিরে ১৯৩২ খ্রী· অধ্যাপক হিসাবে বেথুন কলেজে যোগ দেন এবং ১৯৩৪ খ্রী· কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে ১৯৫০ খ্রী· অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর নেতৃত্বে বেথুন স্কুল শতবার্ষিক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। তিরিশের দশকে 'নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে বহু গরীব ছাত্রছাত্রীকে সাহায্য করেছেন। ব্রাহ্ম আচার্য গিরিশচন্দ্র মজুমদার তাঁর মাতামহ এবং বিপ্লবী অশ্বিনী গুপ্ত তাঁর ভ্রাতা। [১৭৪]

তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ (১·৪·১৮৯৫ - ৮·৪·১৯৫৮) কোড়ামারা — খুলনা। স্ফটিকচন্দ্র। ইংরেজীতে এম·এ· পাশ করে কিছুদিন স্বগ্রামের নিকটবর্তী রাংদিয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক ছিলেন। ১৯২৬ খ্রী· শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী পাঠভবনে শিক্ষকরূপে যোগ দিয়ে আমৃত্যু কর্মরত থাকেন। শিক্ষকতাকে তিনি ব্রত-হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে শিশু ও কিশোরদের শিক্ষাদানের মর্যাদা ছিল গবেষণা কিংবা শিল্পসাধনার সমান। 'বিশ্বভারতী নিউজ', 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি', 'জয়শ্রী' ও 'দেশ' পত্রিকায় শিক্ষা-বিষয়ে তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। [১৯৬]

তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় (৩·২·১৮৯৬ - ৬·২·১৯৬৮)। প্রসিদ্ধ দার্শনিক, সমাজ সংস্কারক ও কলিকাতা হাইকোর্টের সলিসিটর মোহিনীমোহন।

প্রখ্যাত আইনজীবী ও গবেষক। বাল্যশিক্ষা শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে। এখান থেকে প্রবেশিকা, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ., কেমব্রিজ থেকে এম.এ. ও বিলাত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে কিছুদিন শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৪০ খ্রী পর্যন্ত কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি করেন। পরে পিতার সলিসিটর ফার্মে যোগ দেন। দেশ স্বাধীন হবার পর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ জেনারেল এবং অফিসিয়াল ট্রাস্টি অব্ বেঙ্গল-এর কর্মভার (১৯৪৮ - ৫০) গ্রহণ করেন। ১৯৫৮ খ্রী. বিশ্বভারতীর উপাচার্য হন। এ ছাড়াও বিশ্বভারতীর সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। ভারতের ইতিহাসের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁর বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'পলাশীর যুদ্ধ' ও 'পলাশীর পর বক্সার'। অন্যান্য রচনা 'স্মৃতিরঙ্গ', 'বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা', 'হিন্দু আইনে বিবাহ' প্রভৃতি। অবনীন্দ্রনাথের 'বাংলার ব্রত' বই-এর 'আলপনা' নাম দিয়ে ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর মাতামহ। [১৭]

তফাজ্জল হোসেন (১৯১১ - ৩০.৫.১৯৬৯) ভাণ্ডারিয়া — বরিশাল। আদি নিবাস ফরিদপুর। মোসলেমউদ্দিন মিয়া। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে ডিস্টিংশন সহ বি.এ. পাশ করেন। বাঙলা সরকারের জেলাসংযোগ অফিসার ছিলেন। প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অফিস সেক্রেটারীও ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর কলিকাতা থেকে মুসলীম লীগ অফিস ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। তিনি তখন মুসলিম লীগ পরিত্যাগ করে দৈনিক 'ইত্তেহাদ' পত্রিকার পরিচালনা বিভাগে যোগদান করেন (১৯৪৮)। পরে ১৯৫১ খ্রী. পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের মুখপত্র সাপ্তাহিক 'ইত্তেফাক'-এর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন এবং 'মুসাফির' ছদ্মনামে 'রাজনৈতিক ধোঁয়াসা' শিরোনামায় নিবন্ধ রচনা শুরু করেন। পরবর্তী পর্যায়ে ২৪ ডিসেম্বর ১৯৫৩ খ্রী. 'ইত্তেফাক' দৈনিক পত্রিকারূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং তিনি তার সম্পাদক হন। ১৯৫২ খ্রী. তিনি এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় শান্তি সম্মেলনে যোগদানের জন্য চীন সফর করেন। ১৯৫৭ - ৫৮ খ্রী. দুই বছরের জন্য পি.আই.এ.-র ডিরেক্টর মনোনীত হন। ১৯৫৮ খ্রী. দেশে সামরিক শাসন জারী হলে তিনি ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ খ্রী. গ্রেপ্তার হন কিন্তু সামরিক আদালতের বিচারে মুক্তিলাভ করেন। ১৯৬১ খ্রী. পাকিস্তানস্থ আই.পি.আই.-এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৬২ খ্রী. তিনি দ্বিতীয়বার জননিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার হন এবং ঐ বছরের ১৪ আগস্ট মুক্তি পান। ১৯৬৪ খ্রী. দাঙ্গাবিরোধ কমিটির প্রথম সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৫ জুন ১৯৬৬ খ্রী. তিনি আবার গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৬৭ খ্রী. মুক্তি পান। নির্ভীক সাংবাদিক এবং মানিক মিয়া নামে পরিচিত ও মুসাফির নামে বিখ্যাত ছিলেন। রাওয়ালপিন্ডিতে তাঁর মৃত্যু হয়। [১৪৯]

তমিজখান, ডাঃ, খান বাহাদুর (? - ১৮৮২)। অতি সাধারণ অবস্থা থেকে নিজের অধ্যবসায়ে খ্যাতনামা চিকিৎসক হয়েছিলেন। দরিদ্র মুসলমান পরিবারের ছেলেদের জন্য নির্দিষ্ট কলিঙ্গা শাখা স্কুলে তাঁর প্রথম শিক্ষা। এখানের শিক্ষা-শেষে প্রথমে এক ওষুধের দোকানে এবং পরে মেডিক্যাল স্টোরে কম্পাউন্ডার হিসাবে কাজে যোগ দেন। তাঁর ডাক্তারী পড়ার আগ্রহের কথা জেনে মেডিক্যাল স্টোরের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ডাঃ গ্রান্ট মেডিক্যাল কলেজে তাঁর পড়ার ব্যবস্থা করে দেন। তিনি প্রায় প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ধাত্রীবিদ্যা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে তিনিই প্রথম 'গুডিব বৃত্তি' লাভ করেন (১৮৪৬)। পরীক্ষা পাশের পর সাব-অ্যাসিস্টেন্টের চাকরি নিয়ে প্রথমে কুমায়ুন ও পরে লাহোরে যান। তাঁর চেষ্টায় লাহোরে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। ১৮৫২ খ্রী. কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাতপাতালের হাউস ফিজিশিয়ান হয়ে আসেন। ১৮৫৬ খ্রী. মধুসূদন গুপ্তের মৃত্যু হলে তিনি তাঁর স্থলে শারীরস্থানের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৬৬ খ্রী. ভেষজবিদ্যার শিক্ষকপদ লাভ করেন। ডিসেম্বর ১৮৭৩ খ্রী. ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত হলে তিনি সেখানে ভেষজবিজ্ঞানের শিক্ষক হন। তাঁর ৩৪ বছরের কর্মজীবনের দীর্ঘ ২৫ বছরই যুক্ত ছিলেন এই স্কুলের সঙ্গে। প্যাথলজি মিউজিয়মের গোড়াপত্তন তাঁরই হাতে। ক্যালকাটা মেডিক্যাল সোসাইটির আজীবন সদস্য ও তিন বছর তার সহ-সভাপতি ছিলেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে নীলরতন সরকার অন্যতম। [২১১]

তরু দত্ত (৪.৩.১৮৫৬ - ৩০.৮.১৮৭৭) কলিকাতা। গোবিন্দচন্দ্র। রামবাগানের দত্ত পরিবারের এই গোষ্ঠী ১৮৬২ খ্রী. খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। এই তরুণী কবি ফ্রান্সের নীসের এক পাঁসিয়ঁনাতে এবং পরে কেমব্রিজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৬৯ থেকে ১৮৭৩ খ্রী. ইউরোপে বাস করে পরিবারের সঙ্গে দেশে ফেরেন। কলিকাতায় এসে তিনি সংস্কৃত শিক্ষায় মন দেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা 'Lelonte de lisle' ফরাসী কবির কাব্য আলোচনা (বেঙ্গল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত)। ক্রমে ফরাসী কবির সনেটের ইংরেজী অনুবাদ ও স্বরচিত ইংরেজী গল্পের অংশ প্রকাশিত হয়। ৭০/৮০ জন ফরাসী কবির কবিতা ইংরেজীতে অনুবাদ করে তিনি 'A Sheaf Gleaned in French Field' নামে গ্রন্থটি ১৮৭৬ খ্রী. প্রকাশ করেন। এর আটটি কবিতা অনুবাদ করেছিলেন তাঁর অনুজা অরু। এই সময় থেকেই তাঁর কবিখ্যাতির সূত্রপাত। তিনি বিখ্যাত ইংরেজ ও ফরাসী সমালোচকদের প্রশংসালাভ করেন ও ফরাসী প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ Clarisse Bader-এর সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ হয়। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Ancient Ballads and Legends of Hindusthan' ১৮৮২ খ্রী. প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থ ভারতে ইংরেজী ভাষায় লেখা কবিতার ইতিহাসে নূতন যুগের সূচনা করে। রিচার্ড গার্নেট সম্পাদিত 'The World Classics' গ্রন্থে তরু

দত্তের কয়েকটি কবিতা সঙ্কলিত হয়েছিল। ১৮৭৮ খ্রী· 'Binaca' নামে তাঁর একটি উপন্যাস 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অপর বিখ্যাত উপন্যাস 'Le Journal de Mademoiselle d' Arvers' তাঁর মৃত্যুর পর প্যারি শহর থেকে ১৮৭৯ খ্রী· প্রকাশিত হয়েছিল। জার্মান ভাষাও জানতেন। মাত্র ২১ বছর বয়সে যক্ষ্মারোগে মারা যান। [১, ৩, ৪, ৫, ৭, ২৬]

তম্মা (১২৭৭? - ১৩৩৮ ব·) রাঢ়ই আইল — শ্রীহট্ট। প্রকৃত নাম ইব্রাহিম। তৃষ্ণা শব্দজাত 'তম্মা' ছদ্মনামে এই কবির ৩০৮টি গান আছে। তাঁর সঙ্গীত গ্রন্থ 'নূরের ঝঙ্কার' পুত্র কর্তৃক প্রকাশিত হয়। অধিকাংশ সঙ্গীতেই ঈশ্বরলাভের তৃষ্ণা পরিলক্ষিত হয়। রচিত কৃষ্ণলীলাবিষয়ক সঙ্গীতের পঙ্‌ক্তি — 'শ্যাম কানাইয়া আমাকে বধিলা রে জলের ঘাটে নিয়া'। [৭৭]

তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (২·৪·১৮৯৮ - ২৬·২·১৯৫৭) পাটশিমলা — চব্বিশ পরগনা। নদীয়ার প্রখ্যাত জননেতা। বাল্যেই কাকার সঙ্গে কৃষ্ণনগরে আসেন এবং এখানেই তাঁর ছাত্রজীবন ও রাজনৈতিক জীবন কাটে। কলেজে পড়ার সময় বিপ্লবীরা নদীয়ার শিবপুর গ্রামে যে রাজনৈতিক ডাকাতি করেন তার মামলায় জড়িয়ে পড়ে তিনি গ্রেপ্তার হন। কলেজের অধ্যক্ষের হস্তক্ষেপে অব্যাহতি পেলেও বাঙলা থেকে বহিষ্কৃত হতে হয়। এ সময় ভারতের নানা তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করেন এবং বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে আসেন। সাধু তারাক্ষ্যাপা — যিনি পূর্বজীবনে যুবকদের বিপ্লবী-মন্ত্রে দীক্ষা দিতেন, তাঁর সঙ্গে এ সময়েই তাঁর সাক্ষাৎ হয়। দেশে ফিরে এসে তিনি কৃষ্ণনগরে 'দরিদ্রভাণ্ডার' ও 'সৎকার সমিতি' প্রতিষ্ঠা করে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের নিয়ে মুষ্টিভিক্ষা করে সেবাকাজ চালান। পরে 'সাধনা লাইব্রেরী' ও 'অ্যাথলেটিক ক্লাব' প্রতিষ্ঠিত হলে তার সঙ্গেও যুক্ত হন। জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক থেকে পরে তিনি সভাপতি হয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের যে মতভেদ হয় তাতে নেতাজীকে সমর্থন করার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটিও বাতিল হয়ে যায়। তখন তিনি সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হিসাবে তাঁর সহযোগীদের নিয়ে বাতিল বি·পি·সি·সি· ও বাতিল জেলা কংগ্রেসেই থেকে যান। কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীল ব্লক বা ফ্রন্ট হিসাবে নেতাজী যখন 'ফরোয়ার্ড ব্লক' গঠন করেন, তিনি ছিলেন তার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং জেলা ফরোয়ার্ড ব্লকের সভাপতি। ১৯২৬ খ্রী· থেকে বিভিন্ন সময়ে ১৬ বছরের বেশি বিনাবিচারে আটক থাকেন। পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৪৬ খ্রী· নোয়াখালি থেকে দাঙ্গাপীড়িত মানুষ ও দেশবিভাগের পর শরণার্থীরা এ দেশে আসতে আরম্ভ করলে তিনি সহকর্মীদের নিয়ে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সংখ্যালঘুদেরও তিনি অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। নদীয়া জেলা শিক্ষাপর্ষদের সভাপতিরূপে তাঁরই চেষ্টায় জেলায় ১৫০টি থেকে ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। [১৮০]

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ডা· (৩১·১০·১৮৪৩ - ২২·৯·১৮৯১) বাগআঁচড়া — নদীয়া। মহানন্দ। লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির কলিকাতা ভবানীপুরস্থ স্কুল থেকে ১৮৬৩ খ্রী· এন্ট্রান্স এবং ১৮৬৯ খ্রী· মেডিক্যাল কলেজ থেকে এল·এম·এস· পাশ করে অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনরূপে সরকারী কাজে যোগ দিয়ে ২২ বছর ঐ কাজে নিযুক্ত থাকেন। ভ্যাক্‌সিনেশন-সুপারিন্টেন্ডেন্ট-রূপে তিনি উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ করার সময় লোকচরিত্র সম্বন্ধে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ১৮৭৩ খ্রী· তাঁর রচিত 'স্বর্ণলতা' উপন্যাস প্রধানত এই অভিজ্ঞতারই ফল। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সের প্রভাবমুক্ত হয়ে তিনি এই গ্রন্থে বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার অন্তরঙ্গ চিত্র এঁকেছেন। স্বদেশ ও সমাজ থেকে উপকরণ নিয়ে প্রথম সার্থক উপন্যাস রচনার কৃতিত্ব তারকনাথের। তাঁর পূর্বে প্যারীচাঁদ 'আলালের ঘরে দুলাল' উপন্যাসে সামাজিক চিত্রমাত্র অঙ্কিত করেছিলেন। 'স্বর্ণলতা'র প্রথম খণ্ড রাজশাহীর শ্রীকৃষ্ণ দাস সম্পাদিত 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রের প্রথম বর্ষে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। তাঁর বহু গল্প-প্রবন্ধাদিও এতে প্রকাশিত হয়েছিল। সরকারী কাজে যশোহরে অবস্থানকালে তিনি নিজে 'কল্পলতা' মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। রচিত অন্যান্য উপন্যাস 'হরিষে বিষাদ', 'অদৃষ্ট', 'বিধিলিপি' (অসমাপ্ত) ও 'ললিত সৌদামিনী'-তেও লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'স্বর্ণলতা' অবলম্বনে অমৃতলাল বসুর নাটক 'সরলা' ১৮৮৮ খ্রী· ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। [১, ৩, ৭, ২৫, ২৬, ২৮]

তারকনাথ দাস (১৫·৬·১৮৮৪ - ২২·১২·১৯৫৮) মাঝিপাড়া — চব্বিশ পরগনা। কালীমোহন। স্কুলের ছাত্রাবস্থায় রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯০১ খ্রী· কলিকাতার আর্য মিশন ইন্‌স্টিটিউশন থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে কিছুদিন কলেজে পড়েন। ছাত্রাবস্থায় উত্তর ভারতে বৈপ্লবিক রাজনীতি প্রচারকালে পুলিসের নজরে আসেন। কিন্তু গ্রেপ্তার হবার আগেই ১৯০৫ খ্রী· জাপানে ও ১৯০৬ খ্রী· আমেরিকা যান এবং ভারমন্ট সামরিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ছাত্রজীবনে নানা বিপ্লবী দলের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যাপারে জড়িত থাকাকালে রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। আমেরিকায় তিনি 'ফ্রি হিন্দুস্তান' পত্রিকার মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করেন এবং সেখানে থেকে 'গদর পার্টি'র সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন। ১৯১১ খ্রী· এ·এম· পাশ করে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল সায়েন্‌স্ বিভাগের ফেলো হন এবং ১৯১৪ খ্রী· মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। ১৯১৬ খ্রী· বার্লিন কমিটির প্রতিনিধিরূপে চীন যাত্রা করে সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। ১৯১৭ খ্রী· শৈলেন ঘোষ

আমেরিকায় আসার পর তাঁর সহযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের অস্থায়ী শাসন পরিষদ গঠন করে বিভিন্ন দেশের সরকারের কাছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্যের আবেদন জানান। মার্কিন সরকার এই অপরাধের অভিযোগে তাঁকে ২২ মাস কারাদণ্ড দেয়। ১৯২৪ খ্রী· ওয়াশিংটন জর্জ টাউন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক আইন' বিষয়ের উপর পি-এইচ· ডি· ডিগ্রী পান। ঐ বছরই এক মার্কিন মহিলাকে বিবাহ করেন। ১৯২৫ - ৩৪ খ্রী· ইউরোপে বাস কালে ভারতীয় ছাত্রদের বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার সুযোগ-সুবিধার জন্য প্রায় একক চেষ্টায় মিউনিকে 'ইন্ডিয়া ইন্‌স্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করেন। এই উদ্দেশ্যেই 'তারকনাথ দাস ফাউন্ডেশনে'র উদ্ভব। ১৯৩৫ খ্রী· ঐ ফাউন্ডেশন আমেরিকায় রেজিস্ট্রীকৃত হয় ১৯৫০ খ্রী· কলিকাতায়ও তার একটি শাখা রেজিষ্ট্রি করা হয়। তিনি নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। ১৯৫২ খ্রী· ওয়াটমুল ফাউন্ডেশনের ভ্রাম্যমাণ সদস্য ও অধ্যাপক হিসাবে বিশ্বপরিক্রমাকালে দেশত্যাগের ৪৭ বৎসর পর ভারতবর্ষে এসেছিলেন। 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় রচিত প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করতেন। ১৯৩৫ খ্রী· ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটিতে প্রদত্ত 'ফরেন পলিসি ইন ফার ঈস্ট' শীর্ষক বক্তৃতাবলী বিশেষ সাড়া জাগায় এবং পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'ইন্ডিয়া ইন ওয়ার্ল্ড পলিটিক্‌স্' ও বাংলায় 'বিশ্বরাজনীতির কথা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিউ ইয়র্কে মৃত্যু। [৩, ৫৬]

তারকনাথ পালিত, স্যার (১৮৩১ - ৩·১০·১৯১৪) কলিকাতা। ক্রোড়পতি কালীশঙ্কর। হিন্দু কলেজে প্রথম বাঙালী সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহপাঠী ছিলেন। ১৮৭১ খ্রী· ইংল্যাণ্ড থেকে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে আইন ব্যবসায়ে প্রভূত যশ ও অর্থ উপার্জন করেন। ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনের অক্লান্ত কর্মী এবং অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। পরে মতভেদের জন্য সেখান থেকে পদত্যাগ করেন। দেশে উচ্চতর বিজ্ঞানচর্চার প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য সারা জীবনের উপার্জিত ১৫ লক্ষ টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে রসায়ন ও পদার্থ-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য দান করেন। দানপত্রে সর্ত ছিল — অধ্যাপককে ভারতীয় হতে হবে। না পাওয়া গেলে দেশীয় মেধাবী ও কৃতী অধ্যাপককে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য বিদেশে পাঠিয়ে অধ্যাপনা করাতে হবে। তাঁর দানকৃত অর্থ ও স্যার রাসবিহারী ঘোষের অর্থে কলিকাতা সায়েন্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর কন্যা লিলিয়ান বাসন্তী ললনা (১৮৭৯ - ?) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা ঈশান স্কলার। [১, ৫, ৬, ৭, ২৫, ২৬, ১৪৯]

তারকনাথ প্রামাণিক (৫·৬·১২২৩ - ৭·১২·১২৯১ ব·) কলিকাতা। গুরুচরণ। গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষালাভ করে বার বছর বয়সে পিতার সহকারিরূপে ব্যবসায়ে প্রবেশ করেন। এদেশবাসীদের মধ্যে তাঁর পিতাই প্রথম জাহাজ মেরামতির কারখানা (Dock) স্থাপন করেছিলেন। তারকনাথ ঐ কারখানার যথেষ্ট উন্নতি ও বিস্তৃতি সাধন করেন। কলিকাতার বড়বাজার ও চাঁদনীতে তাঁদের বিস্তৃত আড়ত ছিল। জাহাজের তলায় লাগাবার জন্য পিতল ও তামার চাদর তিনি বিদেশেও রপ্তানি করতেন। দাতা হিসাবেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকেই মুক্তহস্তে দান করতেন। বিবিধ ধর্মানুষ্ঠানে এবং পূজাপার্বণাদিতেও প্রচুর অর্থব্যয় করতেন। [১, ২৫, ২৬]

তারকনাথ বাগচী (১৮৮৪? - ২০·২·১৯৬৯)। দেবকণ্ঠ বাগচী সরস্বতী। বাংলা চলচ্চিত্রের প্রথম যুগ থেকে জে·এফ· ম্যাডান, ঈস্ট ইন্ডিয়া স্টুডিও, করিন্থিয়ান থিয়েটার, অ্যালফ্রেড থিয়েটার ও বাঙলা ও বোম্বাই-এর বহু চলচ্চিত্র ও নাট্যসংস্থা, যাত্রাপার্টি প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনিই প্রথম এদেশে সম্পূর্ণ নূতন ধরনের নির্বাক অঙ্গাভিনয় (মূকাভিনয়) দেখিয়ে অগণিত দর্শককে আনন্দ দান করেছেন। [১৬]

তারকনাথ বিশ্বাস (১২৬৪ - ১৩৪৪ ব·) বালোড় — হুগলী। দিগম্বর। 'উপন্যাস লহরী' (মাসিক, ১২৯৩ ব·), 'আদরিণী' (মাসিক, ১২৮৭ ব·) ও 'Registration Journal' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'বিরজা', 'গিরিজা', 'মহামায়া', 'রাণা প্রতাপসিংহ', 'Reference Book of Registering Officers', 'The Registration Act' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক এই লেখকের গ্রন্থাবলী এককালে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। রচিত গ্রন্থের সংখ্যা তেষট্টি। [১, ৪, ৫, ২৫, ২৬]

তারকনাথ সেন (১৯০৯ - ১১·১·১৯৭১)। এম·এ· পর্যন্ত সমস্ত পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৩৩ - ৩৪ খ্রী· তিনি বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিসে যোগ দেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে এমেরিটাস প্রফেসররূপে দীর্ঘ ৩৫ বছর অধ্যাপনা করে ১৯৬৯ খ্রী· অবসর-গ্রহণ করেন। চিররুগ্ন থাকাসত্ত্বেও পাণ্ডিত্য এবং অধ্যাপনার গুণে ছাত্র ও সহকর্মীদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। ফরাসী, ইতালীয়, জার্মান প্রভৃতি ভাষাগুলিতে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। 'A Literary Miscellany' মৃত্যুর পরে প্রকাশিত তাঁর একটি প্রবন্ধ-সঙ্কলন। [১৬]

তারকেশ্বর দস্তিদার (? - ১২·১·১৯৩৪) সারোয়াতলী — চট্টগ্রাম। চন্দ্রমোহন। গুপ্ত বিপ্লবী দলের সভ্য তারকেশ্বর ১৮ এপ্রিল ১৯৩০ খ্রী· চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণকারীদের অন্যতম ছিলেন। প্রধান নেতা সূর্য সেন ধরা পড়লে তিনি ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির নেতৃত্ব নিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকে বিপ্লব পরিচালনা করেন। ১৯ মে ১৯৩৩ খ্রী· গহিড়ায় পূর্ণ তালুকদারের বাড়িতে পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় গ্রেপ্তার হন। চট্টগ্রাম জেলে ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন। [১০, ৪২, ৪৩]

তারকেশ্বর সেন (১৮·৪·১৯০৫ - ১৬·৯·১৯৩১) গৈলা — বরিশাল। হরিচরণ। অসহযোগ আন্দোলন ও লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন। গ্রেপ্তার হয়ে বিনা

করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন। (১৯৭০)। [৪, ১৬, ২৬]

তারাসুন্দরী (১৮৭৮? - ১৯.৪.১৯৪৮)। তিনি অভিনেত্রী বিনোদিনীর সাহায্যে ১৮৮৪ খ্রী· থিয়েটারে যোগদান করে প্রথমে ষ্টার থিয়েটারে বালকবেশে 'চৈতন্যলীলা' নাটকে ও 'সরলা'য় গোপাল চরিত্রে অভিনয় করেন। তাঁর প্রথম বালিকা চরিত্র 'হারানিধি' নাটকে। অমৃতলাল মিত্র তাঁর নাট্যশিক্ষক ছিলেন। রামতারণ সান্যালের কাছে সঙ্গীত এবং কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে নৃত্য শিক্ষা করেন। ১৮৯৪ খ্রী· চন্দ্রশেখর নাটকে 'শৈবলিনী'র ভূমিকায় অভিনয় করে বিখ্যাত হন। সেখানে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে পরিচয় হয়। কিছুদিন থিয়েটার থেকে অজ্ঞাতবাস করেন। পরে গিরিশচন্দ্রের প্রস্তাবে দু'রাত্রি 'করমেতি বাঈ' চরিত্রে অভিনয় করে ক্রমে বহু থিয়েটারের সংস্পর্শে আসেন। দুর্গেশনন্দিনীতে 'আয়েষা', হরিশ্চন্দ্রে 'শৈব্যা', রামানুজে 'রামানুজ', বলিদানে 'সরস্বতী' ও রিজিয়া নাটকে নামভূমিকায় তাঁর অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯২৫ খ্রী· শিল্পী-জীবনের শেষ পর্যায়ে বাংলা থিয়েটারে নবযুগের সূচনায় শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে জনা নাটকে 'জনা' ও আলমগীর নাটকে 'উদিপুরী' চরিত্রাভিনয়ে তিনি স্মরণীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। [৩, ৬৫, ১৪১]

তারিণীকুমার গুপ্ত (১৮৫০ - ১.১.১৯২৪) সরমহল — বরিশাল। রামকৃষ্ণ। স্বাধীনতা সংগ্রামী, সমাজসেবী ডাক্তার। দরিদ্র পরিবারে জন্ম। বরিশাল জেলা স্কুল থেকে স্বর্ণপদকসহ প্রবেশিকা পাশ করেন (১৮৭৪)। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এল-এম-এস পাশ করে ১৮৮০ খ্রী· বরিশালে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং জেলার সর্বত্র সুচিকিৎসকরূপে বিশেষ খ্যাতিমান হন। বিনা পারিশ্রমিকে তিনি বহু দরিদ্রের সেবা করেছেন। মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ও চেয়ারম্যানরূপে সংক্রামক রোগীর বাড়িতে নিজে গিয়ে বিনা ফিতে চিকিৎসা করতেন। শহরের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তি হলেও তিনি রাজপুরুষদের সঙ্গে দেখা করতে সম্মত হন নি। নির্ভীক, তেজস্বী ও অনাড়ম্বর জীবনের এই নেতা বরিশালের সকল কাজেই অশ্বিনীকুমার দত্তের সহকর্মী এবং বরিশাল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি ছিলেন। চিকিৎসার জন্য অশ্বিনীকুমার কলিকাতায় গেলে ৭২ বছর বয়সে তিনি কংগ্রেসের সভাপতির কাজ যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদন করেন। [১৪৯]

তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় (১২৩৯ - ১৩০৩ ব·) নবদ্বীপ। শশিশেখর। কৃষ্ণনগর কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে প্রথমে সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত হন। পরে কিছুদিন শিক্ষকতা করে অবশেষে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হন। সমাজ-সংস্কারক। নবদ্বীপ হিন্দু স্কুল ও তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। 'ভূগোল বিবরণ' (১৮৫৩), 'ভূগোল প্রকাশ', 'ভারতের ইতিহাস' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। [৪]

তারিণীচরণ মিত্র (আনু· ১৭৭২ - ১৮৩৭) কলিকাতা। দুর্গাচরণ। ইংরেজী, উর্দু, হিন্দী, আরবী ও ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সভ্য ও পরে সম্পাদক হন। ১৮০১ খ্রী· তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হিন্দুস্থানী বিভাগে দ্বিতীয় মুনশীর পদে নিযুক্ত হয়ে ১৮০৯ খ্রী· হেড মুনশীর পদ লাভ করেন এবং ১৮৩০ খ্রী· পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ঐ পদে থাকা কালেই ১৮২৮ খ্রী· জুরী নির্বাচিত হয়েছিলেন। সরকারী কর্মে অবসর-গ্রহণের পর কাশীরাজের কর্মচারী নিযুক্ত হন। রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেনের সহযোগিতায় ঈশপের গল্পের অনুবাদ, 'নীতিকথা' এবং সম্ভবত ১৮০৩ খ্রী· Oriental Fabulist -এর অনুবাদ বাংলা, ফারসী ও হিন্দুস্থানীতে প্রকাশ করেন। সংস্কৃত কলেজে বাঙালী ও হিন্দুস্থানী প্রধান ব্যক্তিদের সমবায়ে প্রতিষ্ঠিত 'ধর্মসভা'র (১৮৩০) সভ্য ছিলেন। এই সভা সতীদাহ নিবারণ আইনের বিরোধী ছিল। সতীদাহের পক্ষে তিনি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বারাণসীতে মৃত্যু। [৩, ৪, ৮]

তারিণীচরণ শিরোমণি, মহামহোপাধ্যায় (আনু· ১২২৮ - ১২৯৭ ব·) গোড়াইল — ফরিদপুর। বৈদ্যনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য। অমরকোষের বিখ্যাত টীকাকার রঘুনাথ শিরোমণি চক্রবর্তীর বংশধর। তিনি বিক্রমপুর পুরাপাড়া-নিবাসী বিখ্যাত স্মার্ত দীননাথ ন্যায়পঞ্চাননের নিকট সমগ্র নব্যস্মৃতি অধ্যয়ন করে 'শিরোমণি' উপাধি লাভ করেন। নিজ বাড়িতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা শুরু করে অধ্যাপক হিসাবে খ্যাতিমান হন। একবার নবদ্বীপে সমস্ত পণ্ডিত-সমাজের মিলিত বিচার-সভার অনুষ্ঠানে বিচারে জয়লাভ করে তিনি পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের 'দ্বিতীয় রঘুনন্দন' নামে অভিহিত হন। ১৮৮৭ খ্রী· সর্বপ্রথম প্রদত্ত 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি-প্রাপকদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনি কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি; কিন্তু তাঁর রচিত নব্যস্মৃতিশাস্ত্র - সম্বন্ধীয় পত্রিকা পূর্ববঙ্গে ছাত্র - পরম্পরায় বিশেষ প্রচলিত। [১, ১৩০]

তারিণী দেবী (১৯শ শতাব্দী) বরদা পরগনা — মেদিনীপুর। শিবদুর্গা - বিষয়ক বহু সঙ্গীতের তিনি রচয়িত্রী। [৪]

তারিণীপ্রসন্ন মজুমদার (১৯.৫.১৮৯২ - ১৫.৬.১৯১৮) কালীনগর — ত্রিপুরা। নবীনচন্দ্র। গুপ্ত বিপ্লবী দলের প্রথম শ্রেণীর সভ্য। গ্রেপ্তার এড়াতে বহুদিন আত্মগোপন করেছিলেন। পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য কুমিল্লার এক বাড়ি ঘেরাও করলে পুলিসকে ফাঁকি দিয়ে একটি রিভলবার ও একটি পিস্তলসহ সরে পড়েন। পুনর্বার কলিকাতায় ভবানীপুরের বাড়িতে পুলিস ধরতে এলে দোতলা থেকে লাফিয়ে পড়ে পা ভাঙ্গেন, কিন্তু খোঁড়া ভিক্ষুকের অভিনয় করে পুলিস-বেষ্টনী থেকে চলে যেতে সক্ষম হন। এরপর ঢাকায় আত্মগোপন করেন। সেখানে ফলতা বাজারের এক বাড়িতে অনুসন্ধানী পুলিসের সঙ্গে সম্মুখ সংঘর্ষে

তিনি আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২, ৭০, ১২৭]

তারিণী ব্রাহ্মণী। পাঁচালী রচয়িত্রী। রচিত পাঁচালীগ্রন্থ 'সুবচনীর ব্রতকথা'। [১]

তারিণী সেন। ৮ম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য বঙ্গদেশ থেকে তিব্বতে যান। তাঁর রচিত বৌদ্ধধর্ম-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ আছে। [১]

তাঁহির মহম্মদ। সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীত-রচয়িতা। প্রাচীন সঙ্গীতের ইতিহাসমূলক গ্রন্থ 'রাগনামা'য় তাঁর রচনা আছে। গ্রন্থটিতে প্রাচীন রাগ ও তালের জন্ম, গৎ, রাগের ধ্যান এবং প্রত্যেক রাগ অনুযায়ী এক-একটি গান লিপিবদ্ধ আছে। ধ্যানগুলি সংস্কৃত ভাষা থেকে গৃহীত হলেও নীচে তার বঙ্গানুবাদ দেওয়া আছে। এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট গানগুলির ভণিতায় তাহির মহম্মদ ছাড়া 'আলী মিঞা' ও 'আলাওলে'র নাম পাওয়া যায়। [২]

তিতুমীর (১৭৮২ - ১৮৩১) হায়দরপুর (বাদুরিয়া থানা) — চব্বিশ পরগনা। অন্য নাম মীর নিশার আলী। জমির দখল ও শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তৎকালীন স্বাভাবিক প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতা এই কৃষক - সন্তান প্রথম যৌবনে লাঠিখেলা, অসিচালনা শিখে পালোয়ানরূপে জমিদার বাড়িতে চাকরি করা-কালে দাঙ্গার অপরাধে কারাবাস করেন। কারামুক্তির পর মক্কায় যান। সেখানে ওয়াহাবী নেতা সৈয়দ আহম্মদের কাছে ওয়াহাবী আদর্শে দীক্ষিত হয়ে দেশে ফেরেন এবং বারাসত অঞ্চলকে কেন্দ্র করে চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, যশোহর ও ফরিদপুরের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ওয়াহাবী ধর্মমত অনুসারে ইসলামের সংস্কার সাধনের জন্য প্রচার শুরু করেন। ক্রমে দরিদ্র চাষী ও তাঁতি-সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁর অনুগামী হয়ে ওঠে। এইভাবে নিজের শক্তিবৃদ্ধি করে তিনি নিজ অঞ্চল থেকে জমির কর আদায় ও নীলকরদের উৎসাদন করেন। মিস্কিন শাহ নামে একজন ফকির তিতুমীরের সঙ্গে যোগ দেওয়ার ফলে তিনি আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। ক্রমে স্থানীয় জমিদারদের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয়। পুঁড়ার জমিদারবাড়ি আক্রমণ করে তিনি বিফল হন। পরে টাকী ও গোবরডাঙ্গার জমিদারদের নিকট তিনি কর দাবি করেন। গোবরডাঙ্গার জমিদারের প্ররোচনায় মোল্লাহাটির কুঠিয়াল ডেভিস সাহেব তাঁকে দমন করতে গিয়ে পরাজিত হন। গোবরা-গোবিন্দপুরের জমিদারও এক সংঘর্ষে নিহত হন। বারাসতের সাহেব কালেক্টর তিতুকে দমন করতে এসে পরাজিত হন ও একজন দারোগা নিহত হয়। এই জয়ের ফলে তাঁর সাহস বৃদ্ধি পায়। তিনি নারিকেলবেড়িয়া নামক স্থানে এক বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে পাঁচশত অনুগামী সহ বাস করতে থাকেন এবং নিজেকে স্বাধীন বাদশাহ্ ঘোষণা করে শাসন চালাতে থাকেন। এই সময় কয়েকটি ইংরেজ আক্রমণ প্রতিহত করেন। ১৪ নভেম্বর ১৮৩১ খ্রী· কলিকাতা থেকে যে সৈন্যদল আসে তারাও তিতুমীরের কাছে পরাজিত হয়। অবশেষে ইংরেজরা অশ্বারোহী সৈন্য ও কামানের সাহায্যে তিতুর দুর্গ ধ্বংস করায় এই বিদ্রোহ দমিত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে তিতুমীর নিহত হন এবং তাঁর ভাগিনেয় ও সেনাপতি মাসুমের ফাঁসি হয়। ইতিহাসে এই বিদ্রোহ ব্রিটিশ ভারতে গণবিক্ষোভ বলে বর্ণিত হয়েছে। কলভিন নামক ইংরেজ তাঁর রিপোর্টে বলেছেন — বিক্ষোভের মূল কারণ হচ্ছে 'জমিদারদের ক্ষমতালিপ্সা ও যে-কোনও অজুহাতে শোষণ'। করের বোঝা থেকে মুক্তি পাবার জন্য সাধারণ চাষীরা বিদ্রোহের জন্য উন্মুখ ছিল। তিতুমীর তাদের নেতৃত্ব দিয়ে গণশক্তিকে সংহত করতে চেয়েছিলেন। [১, ৩, ৭, ২৫, ২৬, ৫৪, ৫৫, ৫৬]

তিনকড়ি (আনু· ১৮৭০ - ১৯১৭) কলিকাতা। বারবনিতার ঘরে জন্ম। থিয়েটারের প্রতি বাল্যাবধি আকর্ষণ ছিল। 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে (১৮৮৬) নির্বাক সখীর ভূমিকায় প্রথমে ষ্টারে যোগ দেন। এরপর বীণা থিয়েটারে 'মীরাবাঈ' নাটকে নামভূমিকায় অভিনয় করেন। নিজের সম্বন্ধে রচনায় বলেন, 'এই সময় মাহিনা ছিল কুড়ি টাকা। কোন ধনী ব্যক্তির আশ্রয়ে মাসিক দু'শো টাকায় থাকিবার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করার জন্য নিজ মাতা কর্তৃক প্রহৃত হই'। ক্রমে এমারেল্ড থিয়েটার ও সিটি থিয়েটারে অভিনয় করেন। গিরিশচন্দ্রের আহ্বানে মিনার্ভা থিয়েটারে এসে লেডি ম্যাকবেথের ভূমিকায় অভিনয় করে (২৮·১·১৮৯৩) বিখ্যাত হন। এরপর মুকুলমুঞ্জরা নাটকে 'তারা'র ভূমিকায় অভিনয় করে গিরিশচন্দ্রের অভিনন্দন পান — 'বঙ্গরঙ্গমঞ্চে শ্রীমতী তিনকড়িই এখন সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী'। ক্রমে 'জনা', 'করমেতি বাঈ' প্রভৃতি ভূমিকায় অভিনয় করে কলিকাতার ধনী রসিক মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। দীর্ঘদিন রঙ্গালয়ে সম্মানিত প্রধানা অভিনেত্রী ছিলেন। জীবনে বহু অর্থ উপার্জন করেছেন, আবার দানও করেছেন। তাঁর দু'খানি বাড়ি তিনি বড়বাজার হাসপাতালকে উইল করে দিয়ে যান। [৬৫, ১৪২]

তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়। বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে কালোপযোগী সংগঠনে রূপদান করার চেষ্টায় তিনি শরীরচর্চার জন্য চন্দননগরে ও হুগলীর আশেপাশে আখড়া স্থাপনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই আখড়া স্থাপন ও ফরাসী কাগজে ভারতীয় সংবাদ প্রকাশ করার জন্য ইংরেজ সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়ে সাত বছর পণ্ডিচেরীতে পালিয়ে থাকতে বাধ্য হন। পরবর্তী কালে স্থায়িভাবে গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি অতি বৃদ্ধ বয়সে তাঁর পুত্রসহ সেই সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের তিনি ভাগিনেয়। [৫৬]

তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২৮৯ বঙ্গাব্দে ফরাসী চন্দননগর থেকে প্রকাশিত 'প্রজাবন্ধু' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ইংরেজ সরকারের কাজের সমালোচনা করার ফলে কর্মচ্যুত হন। ১৮৮৬ খ্রী· ফরাসী আইনের অনুবাদ প্রকাশ এবং কয়েকটি শিশুপাঠ্য পুস্তক রচনা করেন। [১]

তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় (১৮৫৪ - ১৯৩৪)। খ্যাতনামা কবি। রচিত 'শশিপ্রভা' নাটকটি এককালে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল। 'প্রভাতী' সংবাদপত্রটি তাঁর

সম্পাদনায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিছুদিন 'বসুমতী' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন এবং কয়েক বছর 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সঙ্গে সাহিত্যিক যোগাযোগ ছিল। কম্যুনিস্ট নেতা হীরেন মুখার্জী তাঁর পৌত্র। [১, ৫]

তুলসী চক্রবর্তী (১৮৯৯ - ১১.১২.১৯৬১) কলিকাতা। বাল্যকাল থেকেই নাট্যোৎসাহী ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে পাড়ার শৌখিন নাট্যসংস্থাগুলিতে অভিনয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীরচর্চাও করতেন। প্রসিদ্ধ 'বোসেজ সার্কাসে' যোগ দিয়ে কিছুদিন দৈহিক খেলা দেখান। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের অভিনয়-জীবনে তাঁর অভিনীত ছবি ও নাটকের সংখ্যা তিনশতাধিক। কৌতুকাভিনেতা হিসাবে তাঁর সমকক্ষ তখন প্রায় ছিলই না। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'পরশ পাথর' চলচ্চিত্রে প্রধান ভূমিকায় তাঁর অভিনয় স্মরণীয়। [১৭]

তুলসীচরণ গোস্বামী (১৮.৬.১৮৯৮ - ১৯৫৭) শ্রীরামপুর—হুগলী। বেঙ্গল গভর্নরের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের প্রথম ভারতীয় সভ্য রাজা কিশোরীলাল। ১৯১৭ খ্রী. তিনি কলিকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে সিনিয়র কেমব্রিজ পরীক্ষা পাশ করে ইংল্যান্ড যান এবং ১৯১৯ খ্রী. অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতক ও ১৯২১ খ্রী. ব্যারিস্টার হন। গ্রীক, ল্যাটিন ও জার্মান ভাষায়ও দক্ষ ছিলেন। দেশে ফিরে কিছুদিন কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় করেন। পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে আইন ব্যবসায় ত্যাগ করে জাতীয় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯২৩ খ্রী. স্বরাজ্য পার্টিতে যোগ দিয়ে তার মুখপত্র ফরওয়ার্ড পত্রিকার সম্পাদক হন এবং দল পরিচালনায় চিত্তরঞ্জনকে সব রকম সাহায্য করেন। ১৯২৩ খ্রী. কেন্দ্রীয় লেজিস্লেটিভ অ্যাসেম্ব্রীতে নির্বাচিত হন এবং সেখানে স্বরাজ্য পার্টির প্রধান হুইপ ও বিরোধী পক্ষের ডেপুটি লীডার ছিলেন। বক্তা হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর সম্বন্ধে সরকার পক্ষের একজন বলেছিলেন, "that gentleman with an Oxonian tongue who on occasions in the past proved to be a terror to the treasury benches." চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর তিনি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কাজ করেন। ১৯৩২ খ্রী. কম্যুনাল এওয়ার্ডের বিরোধিতা করে কলিকাতায় যে বিশাল সভা ডাকেন তার সভাপতিত্ব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩৭ খ্রী. বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত ও কংগ্রেস দলের ডেপুটি লীডার হন। ১৯৪৩ খ্রী. নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভায় অর্থমন্ত্রী হিসাবে যোগ দেন। দেশবিভাগের বিরোধী ছিলেন। ১৯৪৭ খ্রী. দেশ বিভক্ত হয়ে স্বাধীন হলে তিনি মর্মাহত হন এবং কংগ্রেস ছেড়ে সত্যরঞ্জন বক্সী গঠিত 'সিনথেসিস' দলে যোগ দেন। ১৯৫২ খ্রী. সাধারণ নির্বাচনে লোকসভার আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন। এর পরই তিনি রাজনীতি থেকে অবসর নেন। শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী ও স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির জন্য গৃহ নির্মাণ করে ১৯২৯ খ্রী. তা দান করে যান। বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। [১৭, ১২৪]

তুলসী দত্ত (১৪.৫.১৮৯৪ - ২৫.৫.১৯৭৯) কলিকাতা। 'আয়রন ওয়াল' নামে পরিচিত কুমারটুলি ক্লাবের প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়। ব্যাকে খেলতেন। ১৯১০ থেকে ১৯৩৫ খ্রী. এই ২৫ বছরের খেলোয়াড়-জীবনে তিনি কুমারটুলি দলেই ছিলেন। ১৯১০ খ্রী. কোচবিহার কাপের এক গুরুত্বপূর্ণ খেলায় আকস্মিকভাবে কুমারটুলি দলে অংশ নেবার সুযোগ হয় এবং মোহনবাগানের বিরুদ্ধে সেই খেলা থেকেই ঐ দলে তাঁর স্থান হয়ে যায়। ওরিয়েন্টাল সেমিনারী থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে বিদ্যাসাগর কলেজে পড়ার সময় তিনি কলেজের ফুটবল দলের সহ-অধিনায়ক ছিলেন; আর অধিনায়ক ছিলেন ১৯১১ খ্রী. মোহনবাগানের শীল্ড-বিজয়ী খেলোয়াড় রাজেন সেন। প্রধানতঃ তাঁর ক্রীড়ানৈপুণ্যের জন্যই ১৯২০ খ্রী. কুমারটুলি দল আই.এফ.এ. শীল্ড ফাইনালে উঠেছিল। ক্রিকেটও ভাল খেলতেন। ক্রিকেটে বেঙ্গল স্কুল দল এবং বেঙ্গল জিমখানার মিলিত দলে স্থান পেয়েছিলেন। ১৯২৪ খ্রী. মোহনবাগান ক্রিকেট দলের সঙ্গে মাদ্রাজ সফর করেন। ১৯২৫ খ্রী. ইস্টবেঙ্গল দলের সঙ্গে সিমলাতে ডুরাণ্ড কাপে খেলেছেন। এছাড়া হকি, টেনিস, ব্যাডমিন্টনও খেলতেন। অকৃতদার ছিলেন। নামী ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় তপন দত্ত তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। [১৬, ১৭]

তুলসীদাস চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা। খ্যাতনামা বেহালাবাদক ও গায়ক। তাঁর পিতামহ গঙ্গানারায়ণ ছিলেন কলিকাতার আদি ধ্রুপদী এবং যদুভট্টের সঙ্গীতগুরু। তুলসীদাসের গান শিক্ষা করেন প্রসিদ্ধ খেয়াল ও টপ্পাগায়ক রামকুমার মিশ্রের পুত্র কেশলালের কাছে। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'সরল স্বরলিপি শিক্ষা' (চার খণ্ড)। [১৬৯]

তুলসী লাহিড়ী (১৮৯৭ - ১৯৫৯) নলডাঙ্গা—রংপুর। সুরেন্দ্রনাথ। জমিদার পরিবারে জন্ম। গ্রামোফোন কোম্পানীর সার্থক সুরকার, বাংলা ছায়াছবির জনপ্রিয় অভিনেতা এবং নাটক রচনা ও অভিনয় দিয়ে নাট্য আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তি। বি.এ., বি.এল. পাশ করে রংপুরে ওকালতি শুরু করেন। ১৯২৮ খ্রী. কলিকাতার আলিপুর কোর্টে ওকালতি করতে এলে, তাঁর রচিত দু'টি গানের রেকর্ড করেন জমিরুদ্দিন খাঁ। ক্রমে তিনি এইচ.এম.ভি. ও মেগাফোনে সঙ্গীত-পরিচালকের পদ লাভ করেন এবং আইনের পেশা ছেড়ে শিল্পজগতের সঙ্গে জড়িত হন। চিত্রজগতে প্রথম প্রবেশ নির্বাক যুগে। মঞ্চচিত্রাভিনেতা, নাট্যকার ও চিত্র-পরিচালক হিসাবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। পঞ্চাশটিরও বেশি ছবিতে অভিনয় করেন। 'দুঃখীর ইমান' ও 'ছেঁড়া তার'—এই দু'টি নাটক লিখে নাট্যকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। নাটক দু'খানি বাস্তব জীবনের ভিত্তিতে নাট্যসাহিত্য-রচনায় নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার গোড়াপত্তনে সহায়তা করে। তাঁর অন্যান্য রচনা : 'মণিকাঞ্চন', 'একটি কথা', 'বাংলার

মাটি', 'মায়া-কাজল', 'সাবিত্রী', 'বেজায় রগড়', 'রিক্তা', 'ঠিকাদার', 'মহাসম্পদ', 'চোরাবালি', 'সর্বহারা', 'পথিক' প্রভৃতি। তাঁর অনুজ গোপাল রেকর্ড জগতে প্রথম ক্ল্যারিওনেটে ক্লাসিকাল গানের সুর বাজান। তিনি এক অর্কেস্ট্রা গড়ে তুলেছিলেন। হরিমতীর নাচের গানে এই অর্কেস্ট্রা বাদ্য বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিল। [১৭, ১৪৯]

তেজেশচন্দ্র সেন (জুলাই, ১৮৯৩ - জুলাই, ১৯৬০) শানখলা—ঢাকা। পূর্ণচন্দ্র। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় ১৯০৯ খ্রী· শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের সেবা করার সঙ্কল্প নিয়ে সেখানে চলে যান। পরে দেশে গিয়ে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে পাশ করে কিছুদিনের মধ্যেই শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত করে দেন। সেই সময় থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। এই বিদ্যালয়ে তিনি শিশুদের বাংলা, ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত পড়িয়েছেন; গান ও প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ এবং বাগানের কাজও শিখিয়েছেন। শিশুদের প্রকৃতি – পর্যবেক্ষণ – শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শান্তিনিকেতনে তথা সমগ্র বাঙলাদেশে তাঁকে একজন পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। 'শান্তিনিকেতন' পত্রে এবং ছোটদের মাসিক পত্রিকা 'মুকুল'-এ লিখতেন। রচিত গ্রন্থ: 'হারানো ছেলে' (অনুবাদ), 'কুড়ানো ফুল', 'সূর্যচন্দ্রের কথা'। [১৯৬]

তোফাজ্জল হোসেন (১৯১১ - ৩১·৫·১৯৬৯) ভাণ্ডারিয়া—বরিশাল। প্রখ্যাত সাংবাদিক। মানিক মিয়া নামেও পরিচিত ছিলেন। প্রথম জীবনে বরিশালের পিরোজপুর সিভিল কোর্টের কর্মচারী ছিলেন। মুসলিম লীগের কর্মী হিসাবে কাজ করার কালে তাঁর সাংবাদিক জীবনের সূত্রপাত। কলিকাতার 'দৈনিক ইত্তেহাদ' পত্রিকায় বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেন। দেশ-বিভাগের এক বছর পর পত্রিকাটি উঠে গেলে তিনি কলিকাতা ছেড়ে ঢাকায় চলে যান এবং সেখানে ১৯৪৯ খ্রী· প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক ইত্তেফাক' পত্রিকা পরিচালনায় মৌলানা ভাসানীকে সাহায্য করেন। ১৪·৮·১৯৫১ খ্রী· থেকে ঐ পত্রিকার দায়িত্বভার তাঁর হাতে আসে। ২৪·১২·১৯৫৩ খ্রী· থেকে আমৃত্যু তিনি ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।. রাজনৈতিক মঞ্চ শিরোনামায় 'মুসাফির' ছদ্মনামে রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনা ও বিশ্লেষণ করতেন। রাজনৈতিক কারণে বহুবার কারাবরণ করেন। আয়ুব সরকার একবার তাঁর নিউ নেশন প্রেসটিও বাজেয়াপ্ত করেছিল। [১৫৮]

ত্রিদিবেশ বসু (১৯০৭ - ১৫·২·১৯৮৩) ঝিনাইদহ—যশোহর। গণিতজ্ঞ কে·পি· বসু। বাংলা মুদ্রণ জগতের অন্যতম প্রধান। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী, কে· পি· বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কে· পি· বসু পাবলিশিং কোম্পানী এবং 'বসুধারা' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। বহু বছর পাবলিশার্স এণ্ড বুক সেলার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল-এর সম্পাদক ছিলেন। [১৬]

ত্রিপথনাথ কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ (১৩·৩·১৩০০ ব· - ?) নবদ্বীপ। জানকীনাথ বিদ্যাভূষণ। শিক্ষা নবদ্বীপে, বহরমপুরের রামশরণ বিদ্যাবাগীশের চতুষ্পাঠীতে ও বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয়ে। কলিকাতার জগবন্ধু রায়ের চতুষ্পাঠীতে কর্মজীবন শুরু। পরে তাঁর শিক্ষাগুরু নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্নের চতুষ্পাঠীতে ১৩৩৩ ব· পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। নবদ্বীপের রাজকীয় সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হলে তিনি তাঁর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। নবদ্বীপস্থিত 'বুনো রামনাথে'র বাস্তুভিটার উপর অট্টালিকা নির্মাণ করে সেখানে 'বঙ্গবিবুধজননী সভা' স্থাপন তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি। এ কাজে বিচারপতি ড· বিজনবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁকে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। [১৭২]

ত্রিপুরা সেনগুপ্ত (১২·৫·১৯১৩ - ২২·৪·১৯৩০) কুমিল্লা। নিবারণচন্দ্র। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলে অংশগ্রহণ করেন। মাত্র সতের বছর বয়স হলেও অস্ত্রাগার আক্রমণে একজন সেনাপতির ভূমিকা ছিল। জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে সংগ্রামে মৃত্যুবরণ করেন। [১০, ৪২]

ত্রিপুরারি চক্রবর্তী (১৮৯৬ - ২৩·১·১৯৭৯) দেগাছি—পাবনা। তারিণীকিশোর। খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্ ও অধ্যাপক। রাজশাহী কলেজ থেকে বি·এ· এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ঢাকা কলেজ থেকে এম·এ· পাশ করে ১৯২০ খ্রী· ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৯৬১ খ্রী· অবসর গ্রহণ করেন। ইতিহাস, সংস্কৃত ও দর্শনের অন্যতম ব্যাখ্যাতা, মহাভারতের ভাষ্যকার ও বহু গ্রন্থের প্রণেতা। ভারতীয় সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধি হয়ে ১৯৫১ খ্রী· চীন ও ১৯৫৫ খ্রী· জাপান যান। ১৯৫৬ খ্রী· আন্তর্জাতিক ধর্ম সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সভ্য ছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ও অন্যান্য বহু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্র দর্শনের ব্যাখ্যাতা হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। রচিত গ্রন্থ: 'India's Demand for a Constituent Assembly', 'New Light on Minto-Morley Reform', 'Evolution of the Franchise in British India', 'The Concept of Dharma in the Mahabharata', 'Two Famous Characters in Maharastra' প্রভৃতি। [১৬]

ত্রিভঙ্গ রায় (১৯০৬ - ৯·৬·১৯৭৯) বনপাস—বর্ধমান। শিল্পী ও সাহিত্যিক। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি তুলির সঙ্গে লেখনী ধরেছিলেন। তুলির টানে পৌরাণিক ঘটনাবলী অঙ্কনে নৈপুণ্য ছিল। বাংলা, সংস্কৃত, ইংরাজী এবং গণিতে লেটার সহ বোলপুর শিক্ষানিকেতন থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। অবনীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে তাঁর শিল্পিজীবন দ্রুত এগিয়ে চলে। তার আগে তিনি শ্রীমদ্ নিরালম্ব স্বামীর (যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) সঙ্গে দীর্ঘদিন সংযুক্ত ছিলেন। কিশোর বয়সে চান্নার আশ্রমে স্বামীজীর কাছে প্রায়ই যেতেন। তাঁর মুখে বৈপ্লবিক দিনের ইতিহাস

শুনতেন, তাঁকে সেবা করতেন। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ছাড়া ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছেও তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। সেইসঙ্গে ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্টসেও যাতায়াত করতেন। তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকার্য—কানপুরের জে· কে· অরগানাইজেশনের 'কমলা টেম্পল'-এর অভ্যন্তর দেয়ালে অঙ্কিত পৌরাণিক শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক ঘটনাবলীর চিত্ররূপ। ১৯৩২ খ্রী· দিল্লীর প্রদর্শনীতে সিল্কের উপর চিত্রিত তাঁর 'হোলি'-বিষয়ক চিত্রটি স্বর্ণপদক লাভ করে। ১৯৪১ খ্রী· কলিকাতা একাডেমী অব ফাইন আর্টস থেকে স্বর্ণপদক পান। মাটির প্রতিমা নির্মাণেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সাহিত্যিক হিসাবেও খ্যাতি ছিল। তাঁর রচিত প্রথম গ্রন্থ 'গৌতম বুদ্ধ'। 'কিশোর বাংলা' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে তিনি তার সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'মানিক অঙ্গুরী', 'ছুটির চিঠি', 'বাঙলা মায়ের রূপকথা', 'রাঙাদির রূপকথা' প্রভৃতি। [১৭৪]

ত্রিভুবন সাঁওতাল। সাঁওতাল বিদ্রোহের (১৮৫৫ - ৫৬) অন্যতম নায়ক। [৫৬]

ত্রিলোচন দাস (১৫২৩ - ১৫৮৯) কোগ্রাম—বর্ধমান। কমলাকর ঠাকুর। পদকর্তা হিসাবে তিনি লোচন নামে বিখ্যাত এবং 'চরিতামৃত' ও 'ভক্তিরত্নাকর' ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থে সুলোচন নামে পরিচিত। 'ত্রিলোচন' নামটি স্বহস্তলিখিত প্রাচীন 'চৈতন্যমঙ্গল'এ দৃষ্ট হয়। অপর গ্রন্থ: 'দুর্লভসার' এবং 'রাগলহরী' (ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর স্থানবিশেষের পদ্যানুবাদ)। এ ছাড়াও রচিত বহু পদ আছে। তিনি পাঠাভ্যাসের জন্য শ্রীখণ্ডের নরহরি ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলেন। গুরুর আদেশে তিনি 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থ ও পদাবলী রচনা করেন। [২, ৪]

ত্রৈলোক্যতারিণী (১৯শ শতাব্দী)। কলিকাতা সোনাগাছির বাসিন্দা ত্রৈলোক্যতারিণীর যাত্রার দল ছিল। এই দলে বেশ কিছুসংখ্যক মহিলা অভিনেত্রী ছিলেন এবং তাঁরা নারী ভূমিকায় অভিনয় করতেন। 'বভ্রুবাহন' পালা গেয়ে এই দল খ্যাতি অর্জন করেছিল। মেদিনীপুরে গান করতে গিয়ে নৌকাডুবিতে তিনি প্রাণ হারান। এই সময়েই রাধারাণী নামে একজন যাত্রাওয়ালীর নাম পাওয়া যায়। নীলমণি কুণ্ডুর পত্নী মুক্তামণি ১২৮৫ ব· যে যাত্রাদল খোলেন তা বেশিদিন স্থায়ী না হলেও 'বৌ-কুণ্ডুর দল' নামে এক সময় বিখ্যাত হয়েছিল। [১৮৮]

ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ (? - ১৯১১) চুঁচুড়া—হুগলী। বহু পুরস্কার ও বৃত্তি নিয়ে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৭ খ্রী· সরকারী চাকরি নিয়ে যুক্তপ্রদেশে যান এবং পরের বছর মীরাট হাসপাতালের ভার গ্রহণ করেন। অস্ত্র-চিকিৎসায় ও চক্ষু-চিকিৎসায় পারদর্শী ছিলেন। ১৮৯১ খ্রী· অবসর-গ্রহণ করে মীরাটেই চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করেন। মীরাটের বহু জনহিতকর কাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। [১]

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, মহারাজ (১৮৮৯ - ৯·৮·১৯৭০) কাপাসাটিয়া—ময়মনসিংহ। দুর্গাচরণ। প্রবেশিকা পরীক্ষার ঠিক আগেই ১৯০৮ খ্রী· বিপ্লবাত্মক কাজের জন্য গ্রেপ্তার হলে এখানেই প্রথাগত শিক্ষার ইতি হয়। ১৯০৬ খ্রী· অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্যায়াম-প্রতিষ্ঠান গঠন করে নিজ জেলায় বিপ্লবী ঘাঁটি তৈরী করতে থাকেন। ১৯০৯ খ্রী· ঢাকায় আসেন এবং ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় পুলিস তাঁর সন্ধান শুরু করলে আত্মগোপন করেন। এসময়ে আগরতলার উদয়পুর পাহাড় অঞ্চলে গিয়ে ঘাঁটি তৈরি করেন। ১৯১২ খ্রী· গ্রেপ্তার হন। পুলিস একটি হত্যা মামলায় জড়ালেও প্রমাণাভাবে মুক্তি পান। ১৯১৩ - ১৪ খ্রী· মালদহ, রাজশাহী ও কুমিল্লায় ঘুরে গুপ্ত ঘাঁটি গড়তে থাকেন। ১৯১৪ খ্রী· পুলিস তাঁকে কলিকাতায় গ্রেপ্তার করে বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরূপে আন্দামানে পাঠায়। ১৯২৪ খ্রী· মুক্তি পেয়ে দেশবন্ধুর পরামর্শে দক্ষিণ কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করেন। ১৯২৭ খ্রী· গ্রেপ্তার হয়ে ব্রহ্মদেশের মান্দালয় জেলে প্রেরিত হন। ১৯২৮ খ্রী· তাঁকে ভারতে এনে নোয়াখালির হাতিয়া দ্বীপে অন্তরীণ করে রাখা হয়। এই বছরই মুক্তি পেয়ে উত্তর ভারতে যান এবং চন্দ্রশেখর আজাদ প্রমুখের সঙ্গে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মিতে যোগ দেন। বিপ্লবী দলের আদেশে ব্রহ্ম দেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ব্রহ্মদেশে যান। ১৯২৯ খ্রী· লাহোর কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯৩০ খ্রী· গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৩৮ খ্রী· মুক্তি পান। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে রামগড় কংগ্রেসে যোগ দেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটানোর চেষ্টায় ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও সুবিধা করতে পারেন নি। এ সময়ে চট্টগ্রামে গ্রেপ্তার হন। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৪৬ খ্রী· মুক্তি পেয়ে নোয়াখালিতে সংগঠন গড়ার চেষ্টা করেন। স্বাধীনতালাভের পর পূর্ব-পাকিস্তানে নাগরিক হিসাবে রাজনীতিতে সক্রিয় থাকেন। ১৯৫৪ খ্রী· সংযুক্ত প্রগতিশীল দলের প্রার্থী হিসাবে পূর্ব-পাকিস্তান অ্যাসেম্ব্লীতে নির্বাচিত হন। কিন্তু ১৯৫৮ খ্রী· তাঁর নির্বাচন অগ্রাহ্য হয় এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এমনকি সামাজিক কাজকর্মেও তাঁর উপর বাধা আরোপ করা হয়। ১৯৭০ খ্রী· পর্যন্ত স্বগ্রামে প্রকৃতপক্ষে নির্জনবাস করেন। চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসেন। এই সময় সংবর্ধনার জন্য তাঁকে দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই মারা যান। [১৬, ৭০, ১২৪]

ত্রৈলোক্যনাথ দেব (১৮৪৭ - ১৯২৮) কর্ণপুর—চব্বিশ পরগনা। কাঠখোদাই ব্লকের একজন প্রাচীনতম শিল্পী। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী কর্তৃক ভারতবর্ষে আধুনিক ব্লক প্রবর্তিত হবার আগে গ্রন্থ-চিত্রণের একমাত্র উপায় ছিল কাঠখোদাই। সেই যুগে বাঙলাদেশের উল্লেখযোগ্য পাঠ্যপুস্তক ও পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত প্রায় সব ছবিই ছিল ত্রৈলোক্যনাথের শিল্পকর্ম।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পৌরোহিত্যে হিন্দুমতে বিবাহ করেন। পরে উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির অনুপ্রেরণায় তিনি ও তাঁর স্ত্রী বিরাজমোহিনী দেবী ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। 'সেকালের ব্রাহ্মসমাজ' গ্রন্থের রচয়িতা। ভারতীয় পর্সিলিন শিল্পের পথিকৃৎ সত্যসুন্দর তাঁর পুত্র। [১, ১৭]

ত্রৈলোক্যনাথ পাল। ধিতপুর—মেদিনীপুর। কর্মজীবনে আইনজীবী ছিলেন। তিনি চার খণ্ডে 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' গ্রন্থটি ১৮৮৮ খ্রী· থেকে ১৮৯৭ খ্রী· মধ্যে প্রকাশ করেন। [৪]

ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য (১৮৬০ - ১৯০০) পাঁচদোনা—ঢাকা। ব্রজনাথ। ১৮৮৫ খ্রী· এম· এ· পাশ করে বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলে হেডমাস্টার নিযুক্ত হন। পরে বি· এল· পাশ করে ১৮৮৯ খ্রী· নয়াদা খাসমহলে সাব-ডেপুটি ও পরে ১৮৯৯ খ্রী· ডেপুটি পদ প্রাপ্ত হন। রচিত গ্রন্থ: 'নেপালের পুরাতত্ত্ব', 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম), 'ঐতিহাসিক গ্রন্থমালা', 'রাজতরঙ্গিণী', 'বঙ্গে সংস্কৃতচর্চা'। বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের জীবনী-গ্রন্থেরও রচয়িতা। [১, ৪]

ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র (২·৫·১৮৪৪ - ৮·৪·১৮৯৫) কোন্নগর—হুগলী। জয়গোপাল। উত্তরপাড়া বিদ্যালয় থেকে ১৮৫৯ খ্রী· কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পাশ করেন। এফ·এ· পরীক্ষায় দ্বিতীয় এবং বি·এ-তে ও অঙ্কশাস্ত্রে এম·এ· পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৬৫ খ্রী· বি·এল· এবং ১৮৭৭ খ্রী· ডক্টর অব ল হন। তিনি এবং গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ল পরীক্ষায় প্রথম ডক্টরেট। কর্মজীবনের সূচনায় প্রেসিডেন্সী কলেজে গণিতের ও পরে হুগলী কলেজের আইন ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। ১৮৬৭ খ্রী· থেকে হুগলীতে ওকালতি কার্যে ব্রতী হন। ১৮৭৫ খ্রী· কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন। ১৮৭৯ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ও 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' নিযুক্ত হন। পরে আইন বিভাগের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ছিলেন। কিছুকাল শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটিরও চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৮৮৭ খ্রী· মাদ্রাজ কংগ্রেসে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। আর্মস্ অ্যাক্ট-এর (লর্ড লিটন কৃত) সংশোধনী হিসাবে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অস্ত্র ব্যবহারের অধিকার চেয়েছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'হিন্দু বিধবা-সংক্রান্ত আইন'। [১, ৮, ২৫, ২৬]

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (২২·৭·১৮৪৭ - ৩·১১·১৯১৯) রাহুতা—চব্বিশ পরগনা। বিশ্বম্ভর। চুঁচুড়ার ডাফ সাহেবের স্কুলে ও তেলিনীপাড়া স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। সংসারের অসচ্ছল অবস্থা দেখে ১৮৬৫ খ্রী· নিরুদ্দেশ হয়ে নানা দেশ ভ্রমণ করেন। সেই সময়ে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকতার পর কটক জেলায় পুলিসের সাব-ইনস্পেক্টর হন (১৮৬৮) এবং ওড়িয়া ভাষা শিখে 'উৎকল শুভকরী' নামে মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এই সময় স্যার উইলিয়াম হান্টার তাঁকে ১৮৭০ খ্রী· 'বেঙ্গল গেজেটিয়ার' সঙ্কলন অফিসে কেরানীর পদ দেন। এরপর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগের প্রধান কেরানী এবং পরে বিভাগীয় ডাইরেক্টরের একান্ত সহকারী হন। ১৮৮১ খ্রী· ভারত সরকারের রাজস্ব বিভাগে বদলী হন। ১৮৮৬ খ্রী· ঐ বিভাগ ত্যাগ করে কলিকাতা মিউজিয়ামের সহকারী কিউরেটর হন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে যেসব শিল্পদ্রব্য নির্মিত হয় তার কয়েকটি বিবৃতিমূলক তালিকাপুস্তক ইংরেজীতে প্রকাশ করেন। বর্ধমানে অবস্থানকালে ফারসী ভাষা শেখেন। দেশে দুর্ভিক্ষের সময় প্রাণ বাঁচানোর পন্থা হিসাবে গাজর চাষের উপকারিতা বুঝে সরকারকে এ বিষয়ে অবহিত করেন (১৮৭৮)। দু'বছর পরে রায়বেরিলী ও সুলতানপুর জেলার দুর্ভিক্ষের সময় তাঁর প্রস্তাবিত গাজর চাষের জন্য অনেকের প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়। ১৮৮৩ খ্রী· কলিকাতা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে কয়েকটি বিষয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮৮৬ খ্রী· তাঁকে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ঔপনিবেশিক প্রদর্শনীতে পাঠানো হয়। ইউরোপের নানা স্থানে ভ্রমণ করে 'A Visit to Europe' গ্রন্থ এবং মিউজিয়ামে চাকরি করা কালে সরকারের অনুরোধে 'Art Manufactures of India' গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু বাঙলাদেশে সাহিত্যিকরূপেই তাঁর প্রধান পরিচয়। তিনি বাংলা সাহিত্যে অজ্ঞাতপূর্ব এক উদ্ভট হাস্যরসের প্রবর্তক। রচিত বাংলা গ্রন্থ: 'কঙ্কাবতী', 'ভূত ও মানুষ', 'ফোকলা দিগম্বর', 'মুক্তামালা', 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা', 'ময়না কোথায়', 'মজার গল্প', 'পাপের পরিণাম' ও 'ডমরু চরিত'। তা ছাড়া 'A Descriptive Catalogue of Products', 'A Hand Book of Indian Products', 'A List of Indian Economic Products' প্রভৃতি এবং 'বিজ্ঞান বোধ' ও আরও কয়েকটি বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থেরও তিনি প্রণেতা। তাঁর রচিত 'ডমরু চরিত' অপূর্ব সৃষ্টি। সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী', 'জন্মভূমি' প্রভৃতি পত্রিকারও লেখক ছিলেন। 'বিশ্বকোষ' অভিধান রচনায় ভ্রাতা রঙ্গলালকে সাহায্য করেন। 'Wealth of India' মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা-কার্যেও তাঁর সাহায্য ছিল। [১, ৩, ৪, ৭, ২৫, ২৬]

থাকমণি। মহিলা মাসিকপত্র 'অনাথিনী'র (জুলাই ১৮৭৫) সম্পাদিকা ছিলেন। [৪৬]

দক্ষিণাচরণ সেন (১৮৬০ - ১৯২৫) মহেশপুর—চব্বিশ পরগনা। নীলমাধব। ভারতে ইউরোপীয় সঙ্গীত পদ্ধতি অনুযায়ী অর্কেস্ট্রাবাদনের অন্যতম প্রবর্তক। বিভিন্ন পাশ্চাত্য যন্ত্রাদি সহযোগে গঠিত তাঁর 'ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রা' স্টার থিয়েটারে একসময় অন্যতম আকর্ষণ ছিল। এই অর্কেস্ট্রা-দলে যেমন বিদেশী সুর বাজত, তেমনি আবার ভারতীয় রাগভিত্তিক সুরও বাজানো হত। রচিত গ্রন্থ: 'গীতশিক্ষা', 'সরল হারমোনিয়মসূত্র', 'ঐকতানিক স্বরসংগ্রহ', 'হারমোনিয়মে গানশিক্ষা' ও 'রাগের গঠনশিক্ষা'। [৩, ১৮]

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার (১৮৭৭ - ১৯৫৭) উলাইল—ঢাকা। রমদারঞ্জন। রূপকথার লেখক। বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন-শেষে পিতার সঙ্গে ২১ বছর বয়সে

মুর্শিদাবাদে গিয়ে সেখানে ৫ বছর বাস করেন। এই সময় থেকেই 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা', 'প্রদীপ' প্রভৃতি পত্রিকাতে প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করতে থাকেন এবং নিজেও 'সুধা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এরপর পিতৃষ্বসার জমিদারী তত্ত্বাবধানের ভারপ্রাপ্ত হয়ে ময়মনসিংহে আসেন। সেই সময় থেকে দশ বছর ধরে বাঙলার লুপ্তপ্রায় 'কথাসাহিত্যে'র সংগ্রহ ও গবেষণা করেন। পরে এই সংগৃহীত উপাদানসমূহ ড· দীনেশচন্দ্র সেনের উপদেশানুযায়ী রূপকথা, গীতিকথা, রসকথা ও ব্রতকথা—এই চারভাগে বিভক্ত করে পূর্ববঙ্গের পল্লী-অঞ্চলের লুপ্তপ্রায় বিপুল কথাসাহিত্যকে 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠাকুরদাদার ঝুলি', 'দাদামশায়ের থলে', 'ঠানদিদির থলে' প্রভৃতি গল্পগ্রন্থে স্থায়ী রূপদান করেছেন। রচিত অন্যান্য শিশুসাহিত্য: 'খোকাবাবুর খেলা', 'আমাল বই', 'চারু ও হারু', 'ফার্স্ট বয়', 'লাস্ট বয়', 'উৎপল ও রবি', 'কিশোরদের মন', 'বাংলার সোনার ছেলে', 'পৃথিবীর রূপকথা' (অনুবাদ-গ্রন্থ), 'চিরদিনের রূপকথা', 'সবুজলেখা', 'আমার দেশ', 'আশীর্বাদ ও আশীর্বাণী' প্রভৃতি। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সহ-সভাপতি ও উক্ত পরিষদের মুখপত্র 'পথ'-এর সম্পাদক ছিলেন এবং পরিষদের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-সমিতির সভাপতিরূপে বাংলায় বিজ্ঞানের বহু পরিভাষা রচনা করেন। [৩,২৬]

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (২৭·২·১২৫৩ - ১৭·১·১৩০২ ব·) সিউড়ী। কুলদানন্দ। আদি নিবাস ময়নাপুর—বাঁকুড়া। ভাগলপুর স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করে আইন পড়েন। কর্মজীবনে পোস্টমাস্টার ছিলেন। কিছুকালের জন্য অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। সাহিত্যেও অনুরাগ ছিল। তাঁর রচিত গ্রন্থ: 'অপূর্ব স্বপ্নকাব্য', 'শব্দজ্ঞান রত্নাকর' (অভিধান), 'পদসার' (তিন খণ্ড), 'সুভদ্রার বিয়ে' (কাব্যগ্রন্থ) প্রভৃতি। ১২৮৫ ব· সিউড়ী থেকে প্রচারিত 'দিবাকর' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। [৪]

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাজা (১৮১৪ - ১৫·৭·১৮৭৮) কলিকাতা। জগন্মোহন (পূর্বনাম পরমানন্দ)। পৈতৃক নিবাস – ভাটপাড়া। পিতা পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ির ঘরজামাই ছিলেন। হিন্দু কলেজে পড়ার সময় সেই আমলের অন্যান্য ছাত্রদের মত তিনিও অধ্যাপক ডিরোজিও'র দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। ডিরোজিওর প্রিয় ছাত্র দক্ষিণারঞ্জন ইয়ং বেঙ্গল দলের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় ১৮৩১ খ্রী· 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরের বছর এই পত্রিকা দ্বিভাষিক সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মিরূপে সংবাদপত্র দলন-আইনের বিরোধিতা করেন। 'জ্ঞানান্বেষণ' সমিতির অধিবেশনে সরকার এবং পুলিসী ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেন (৮·২·১৮৪৩)। 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি' স্থাপনেও (১৮৪৩) অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা এবং 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। সমাজ ও প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে চিরদিনের বিদ্রোহী কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে আত্মীয়স্বজন কর্তৃক বিতাড়িত হলে তিনি তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। উকীল হিসাবে তিনি উন্নতি না করলেও সরকার কর্তৃক কলিকাতার প্রথম ভারতীয় কালেক্টর নিযুক্ত হন। পরে মুর্শিদাবাদ নবাব-সরকারেও চাকরি করেন। সম্ভবত উকীল হিসাবে বর্ধমানরাজ তেজচন্দ্রের বিধবা রাণী বসন্তকুমারীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়; পরে তিনি তাঁকে রেজিস্ট্রী করে বিবাহ করেন। এই বিবাহে গৌরীশঙ্কর (গুড়গুড়ে) ভট্টাচার্য অন্যতম সাক্ষী ছিলেন। এই ঘটনায় কলিকাতা তোলপাড় হয় ও তিনি যৌবনের সুহৃদগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। এক সময় শিক্ষাব্রতী হেয়ার সাহেবকে ৬০ হাজার টাকা ঋণ দিয়েছিলেন। হেয়ার সাহেব ঋণশোধে অসমর্থ হয়ে তাঁকে জমি লিখে দেন। ১৮৪৯ খ্রী· বেথুন সাহেবকে স্ত্রী-শিক্ষার জন্য তিনি সেই জমি দান করেন। সমাজ-পরিত্যক্ত দক্ষিণারঞ্জন কলিকাতা ত্যাগ করে ১৮৫১ খ্রী· সপরিবারে লক্ষ্ণৌ যান। ক্রমে সেখানে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ সরকারকে নানাভাবে সাহায্য করে পুরস্কারস্বরূপ শঙ্করপুরের বিদ্রোহী তালুকদারের বাজেয়াপ্ত তালুক লাভ করেন (১৮৫৯)। লক্ষ্ণৌ তথা অযোধ্যার সহকারী অবৈতনিক কমিশনার নিযুক্ত হন। সেখানে 'লক্ষ্ণৌ টাইম্‌স', 'সমাচার হিন্দুস্থানী' ও 'ভারত পত্রিকা' নামে সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। জমিদারদের শিক্ষায়তন ওয়ার্ড ইন্‌স্টিটিউটের বেসরকারী পরিদর্শক ছিলেন। অযোধ্যা ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সমিতি (১৮৬১) ও লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজ স্থাপন তাঁর অন্যতম কীর্তি। এখানে রাজনৈতিক আন্দোলনেরও নেতা ছিলেন। সরকার-মনোনীত এবং জননির্বাচিত সমানসংখ্যক সভ্য নিয়ে প্রাদেশিক সরকার গঠনের জন্য আন্দোলন করেন। এইসব কারণেই সম্ভবত তখনকার রাজপুরুষদের মধ্যে তাঁর প্রতিপত্তি বিনষ্ট হয়। ১৮৭১ খ্রী· লর্ড মেয়ো কর্তৃক 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত হন। লক্ষ্ণৌতে মৃত্যু। [১, ৩, ৮, ২৫, ২৬]

দয়ানন্দ ঠাকুর (১৮৮১ - ২৮·৭·১৯৩৭) বামৈ — শ্রীহট্ট। গুরুচরণ চৌধুরী। গৃহস্থাশ্রমের নাম গুরুদাস। চাকরির সূত্রে শিলচরে থাকাকালে ১৩১৫ ব· শহরের কাছে 'অরুণাচল' নামে একটি আশ্রম স্থাপন করেন ও 'দয়ানন্দ' নামে পরিচিত হন। এই গৃহী সন্ন্যাসীর বহু শিষ্য ছিল। একবার অরুণাচল আশ্রম পুলিসের সন্দেহ-দৃষ্টিতে পতিত হলে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং তাঁর নিজের এবং শিষ্যগণের কার্যকলাপ গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করা হয়। কিছুদিন পর সরকারী নিয়ন্ত্রণাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়। ১৯১৩ খ্রী· তিনি বিশ্বশান্তি-প্রচারে উদ্যোগী হন। দেওঘরে লীলামন্দির আশ্রম স্থাপন করেন। পূর্ববঙ্গ ও আসামের বহু স্থানে তাঁর প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তৃত হয়েছিল। জগৎসী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা মহেন্দ্রনাথ দে, যিনি পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে শ্রীহট্ট জেলে মারা যান (১৬·৭·১৯১২) তাঁর শিষ্য ছিলেন। [১, ১৬৭, ২০৬]

দয়ালচন্দ্র সোম, রায়বাহাদুর (১৮৪২-২৬.১০.১৮৯৯) চুঁচুড়া — হুগলী। মানিকচন্দ্র। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৮৬৫ খ্রী· যোগ্যতার সঙ্গে এম.বি. পরীক্ষা পাশ করে ১৮৬৭ খ্রী· চিকিৎসক হিসাবে লক্ষ্ণৌ কিংস্ হাসপাতালে যোগ দেন ও ১৮৬৮ খ্রী· আগ্রা মেডিক্যাল স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে বাঁকিপুর মেডিক্যাল স্কুলে বদলী হয়ে আসেন। সেখান থেকে অবসর-গ্রহণ করে ১৮৭৭ খ্রী· কলিকাতার ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময় তাঁকে ধাত্রীবিদ্যায় অদ্বিতীয় মনে করা হত। একবার নেপালের মহারাণীর চিকিৎসা করে প্রচুর অর্থ ও খ্যাতি লাভ করেন। লর্ড ডাফরিনের শাসনকাল থেকে লর্ড এলগিনের শাসনকাল পর্যন্ত বড়লাটের অবৈতনিক সহকারী সার্জন ছিলেন। ১৮৯০ খ্রী· তাঁর রচিত গ্রন্থ 'Manual of Medicine for Midwives' ভারতের নানা প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত হয়ে পাঠ্যপুস্তকরূপে আদৃত হয়েছিল'। আগ্রা মেডিক্যাল স্কুলে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী উর্দুভাষায় 'Dars-i-Jarahi' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। [১, ৪, ৭, ২৫, ২৬]

দর্পদেব। উত্তরবঙ্গের 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহে'র অন্যতম নায়ক। ১৭৭৩ খ্রী· ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত সন্ন্যাসী, ফকির ও স্থানীয় কৃষকদের এক মিলিত বাহিনীর খণ্ডযুদ্ধ হয়। [৫৬]

দাদ আলী (১৮৫৬ - ১৯২৭)। এই কবির রচিত 'আশেকে রসুল' কাব্যগ্রন্থটি বাংলা 'নাতিয়া' শ্রেণীর কবিতা ও গানের সমষ্টি। কাব্যটি এক সময় বাঙলার মুসলমানদের মধ্যে বহুল-প্রচলিত ছিল। [১৩৩]

দানশীল। অনুমান ১০ম - ১১শ শতাব্দীর লোক। উত্তরবঙ্গের বারেন্দ্রীতে রামপাল প্রতিষ্ঠিত জগদ্দল বিহারের অন্যতম আচার্য ও স্বনামধন্য পণ্ডিত। ভগল বা বঙ্গল দেশের অধিবাসী ছিলেন। বিহারের বিভূতিচন্দ্র, শুভাকর গুপ্ত, মোক্ষাকর গুপ্ত, ধর্মাকর প্রভৃতি অন্যান্য আচার্যের মত তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ, অভয়াকর গুপ্ত ও শুভাকর গুপ্তের কয়েকখানি গ্রন্থসহ প্রায় ৬০খানি তন্ত্রগ্রন্থ এবং স্বরচিত 'পুস্তকপাঠোপায়' নামক গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তিনি জিনমিত্র ও শীলেন্দ্রবোধি নামে দুই বৌদ্ধ আচার্যের সঙ্গে একযোগে তিব্বতরাজের অনুরোধে একটি সংস্কৃত-তিব্বতী অভিধান রচনা করেছিলেন। এই তিনজন নাগার্জুনের 'প্রতীত্যসমুৎপাদহৃদয়কারিকা' গ্রন্থটিও তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন। [১, ৬৭]

দামোদর মুখোপাধ্যায় (২.১১.১২৫৯-৩১.৪.১৩১৪ ব·) শান্তিপুর — নদীয়া। মাতুলালয় কৃষ্ণনগরে জন্ম এবং সেখানেই খ্যাতনামা বৈয়াকরণ মাতুল লোহারাম শিরোরত্নের নিকট প্রতিপালিত হন। কৃষ্ণনগর ও বহরমপুর কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। 'জ্ঞানাঙ্কুর', 'প্রবাহ' ও ইংরেজী দৈনিক 'নিউজ অফ দি ডে'র সম্পাদক ছিলেন। 'অনুসন্ধান' নামে অনুসন্ধান সমিতির পাক্ষিক মুখপত্রের ৭ম খণ্ডটি (১৩০০ব·) তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। বৈবাহিক বঙ্কিমচন্দ্রের কতকগুলি উপন্যাসের উপসংহার রচনা করেন। তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস 'মৃন্ময়ী' বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র উপসংহার। রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'নবাবনন্দিনী' (দুর্গেশনন্দিনীর উপসংহার), 'মা ও মেয়ে', 'দুই ভগিনী', 'বিমলা', 'কর্মক্ষেত্র', 'শান্তি', 'সোনার কমল', 'যোগেশ্বরী', 'অন্নপূর্ণা', 'সপত্নী', 'ললিতমোহন', 'অমরাবতী', 'শম্ভুরাম' প্রভৃতি। অনুবাদগ্রন্থ : 'কমলকুমারী' ও 'শুক্লবসনা সুন্দরী' প্রভৃতি। এছাড়াও ৯টি টীকাভাষ্য ও সুবিস্তৃত ব্যাখ্যাসহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সংস্করণ প্রকাশ করেন। [১, ৩, ৪, ৭, ২৫, ২৬]

দাশরথি রায় বা দাশু রায় (১৮০৬ - ১৮৫৭) বাঁধমুড়া — বর্ধমান। দেবীপ্রসাদ। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম। পীলা গ্রামে মাতুলের যত্নে বাংলা ও ইংরেজী শিখে অল্পবয়সে সাকাই গ্রামের নীলকুঠিতে কেরানীর কাজে নিযুক্ত হন। পদ্যরচনার স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল। এইসূত্রে আত্মীয়বর্গের প্রবল বাধা সত্ত্বেও তিনি আকা বাঈর (অক্ষয় কাটানী) কবির দলে যোগদান করেন। কবির লড়াইয়ে একদিন প্রতিপক্ষ রামপ্রসাদ স্বর্ণকার কর্তৃক তিরস্কৃত হলে দলত্যাগ করে ১৮৩৬ খ্রী· পাঁচালীর আখড়া স্থাপন করেন। কবি-গানের ঝাঁঝালো ছড়া ও চাপান-উতোর ভঙ্গী সহযোগে তিনি পাঁচালীর নববিন্যাস করেছিলেন। শ্রেষ্ঠ পাঁচালীকাররূপে নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ কর্তৃক প্রশংসিত হন। বর্ধমানের মহারাজা, কলিকাতা শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে পুরস্কৃত করেন। কালক্রমে তিনি প্রভূত বিত্তশালী হন। গানের সংগ্রহ ছাড়াও তিনি ৬৮টি পালা রচনা করেন এবং সেগুলি দশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তাঁর পাঁচালী সাধারণের মধ্যে লোকশিক্ষা, সাহিত্যবোধ, ধর্মবোধ ও সমাজচেতনা জাগাতে সমর্থ হয়েছিল। তাঁর আগে অন্য কোন পাঁচালীর নিদর্শন বিশেষ পাওয়া যায় না। কিংবদন্তী এই যে গঙ্গানারায়ণ (বা গঙ্গারাম) নস্কর এই নূতন ধরনের পাঁচালীর প্রবর্তক। দাশরথির পরবর্তী খ্যাতিমান পাঁচালীকার ঠাকুরদাস দত্ত (১৮০১ - ৭৬), রসিক রায় (১৮২০ - ৯২) এবং ব্রজমোহন রায় (১৮৩১ - ৭৬)। [১, ২, ৩, ২৫, ২৬]

দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়। মালিয়াড়া — বাঁকুড়া। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। বিখ্যাত আইনশাস্ত্রবিদ্। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম ভারতীয় বিচারপতিগণের অন্যতম। নিজ গ্রামের উন্নতির জন্য অনেক দান করে গেছেন। [২০২]

দিগম্বর বিশ্বাস। চৌগাছা — যশোহর। নীলবিদ্রোহের (১৮৫৯ - ৬০) নেতা। তিনি ও বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস প্রথমে নীলকুঠির দেওয়ান ছিলেন। পরে কৃষকদের উপর কুঠিয়ালদের অমানুষিক অত্যাচারের ঘটনা প্রত্যক্ষ করে দেওয়ানী পদ ত্যাগ করে বিদ্রোহ-সংগঠনে আত্মনিয়োগ করে এই কাজে নিজেদের

সমস্ত অর্থ ব্যয় করেন। তাঁরা বরিশাল থেকে লাঠিয়াল আনিয়ে নীলচাষীদের লাঠিখেলা শিখিয়ে এক প্রতিরোধ-বাহিনী গঠন করেছিলেন। কৃষকদের সাহায্যার্থে ১৭ হাজার টাকা ব্যয় করে তাঁরা সর্বস্বান্ত হন। [৫৬]

দিগম্বর ভট্টাচার্য। কবি ও সঙ্গীত-রচয়িতা। ধর্মমতে তন্ত্রোক্ত আদ্যাশক্তির উপাসক ছিলেন। তাঁর বিভিন্ন সঙ্গীত ঐ সময়ে প্রচলিত বন্ধু রাজা রামমোহনের প্রসিদ্ধ গীতগুলির প্রত্যুত্তর-ছলে রচিত। 'মনে কর শেষের দিন কি ভয়ঙ্কর' — রামমোহনের রচিত এই বিখ্যাত সঙ্গীতের প্রত্যুত্তরে তিনি লেখেন : 'মনে কর শেষের দিন কি সুখকর/ আধনীরে গঙ্গাতীরে পাতকী হীন নর/ কাটায়ে সংসার মায়া,/ আশীর্বাদী পুত্র জায়া,/ নিরমাল্য বিল্বপত্র মাথার উপর/ .../ ব্রহ্মরন্ধ্র করি ভেদ উঠে দিগম্বর'। [১]

দিগম্বর মিত্র, রাজা, সি·এস·আই· (১৮১৭ - ২০·৪·১৮৭৯) কোন্নগর — হুগলী। শিবচন্দ্র। হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজের ছাত্র এবং ডিরোজিওর শিষ্যদের অন্যতম। কর্মজীবনে শিক্ষক, কেরানী, তহশীলদার, জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজার প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের কাজ করেন। শেয়ার-ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করে একজন ধনী জমিদার হন। ১৮৩৭ খ্রী· তিনি কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ রায়ের ম্যানেজার নিযুক্ত হন। জমিদারীর উন্নতিসাধন করে এখান থেকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার পান এবং ঐ টাকায় রেশম ও নীলের কারবার করে ধনশালী হয়ে ওঠেন। ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সঙ্গে কাজ-কারবার থাকায় দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি ভারতসভার সহ-সম্পাদক এবং পরে সভাপতি হন। উডের রাজ্যশাসন পরিকল্পনার বিরোধিতা করে খ্যাতি অর্জন করেন। টাউন হলের সভায় (৬·৪·১৮৫৭) ভারতীয় বিচারকদের ইংরেজদের বিচারাধিকার - সংক্রান্ত আইনবিষয়েও বক্তৃতা দেন। ১৮৬২ খ্রী· আয়কর সম্মেলনে ভারত-সভার প্রতিনিধি, অবৈতনিক বিচারক, জাস্টিস্ অফ দি পীস, ১৮৬৪ খ্রী· এপিডেমিক ফিভার কমিশনের একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি, তিনবার ব্যবস্থাপক সভার মনোনীত সদস্য এবং ১৮৭৪ খ্রী· কলিকাতার প্রথম বাঙালী শেরিফ ছিলেন। তিনি বহুবিবাহ-রদ আইন প্রবর্তনের এবং বিধবা বিবাহ প্রচলনের বিরোধিতা করেন। [১, ৩, ৭, ৮, ২৫, ২৬]

দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য (১৪·৭·১২৯১ ব· - ?) কাওয়াকোলা — পাবনা। যাদবচন্দ্র শিরোরত্ন। সমাজ - সংস্কারক ও সাহিত্যিক। ছাত্রাবস্থায় প্রবন্ধাদি লিখে পুরস্কার লাভ করেন। রচিত গ্রন্থাবলী : 'জাতিভেদ', 'শূদ্রের পূজা', 'বেদাধিকার', 'জলচল', 'খাদ্যাখাদ্য বিচার' প্রভৃতি। [২৫]

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৬·১২·১৮৮২ - ২১·৭·১৯৩৫) জোড়াসাঁকো — কলিকাতা। দ্বিপেন্দ্রনাথ। প্রপিতামহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। সঙ্গীতশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। রবীন্দ্রনাথের বহু সঙ্গীতের সুর যোজনা করেন। ২৫ বছর বিশ্বভারতীর সঙ্গীত-শিক্ষক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'ফাল্গুনী' নাটকের উৎসর্গপত্রে তাঁকে 'আমার সকল গানের কাণ্ডারী' আখ্যায় সম্মানিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের বহু নাটকে তিনি অসামান্য অভিনয়-দক্ষতারও পরিচয় দিয়েছেন। বেশির ভাগ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্বরলিপি তিনিই রচনা করেন। রচিত কিছু কবিতা 'বীণ' গ্রন্থে প্রকাশিত। নানা ভাষায় পণ্ডিত এবং ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কয়েকটি বিদেশী গল্পেরও বঙ্গানুবাদ করেন। [১, ৩, ৪, ৫, ৮৭]

দিনেশ দাস (১৬·৯·১৯১৩ - ১৩·৩·১৯৮৫) কলিকাতা। স্কটিশ চার্চ কলেজে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় ১৯৩৪ খ্রী· তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৯৩৮ খ্রী· 'কাস্তে' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পর থেকে তিনি 'কাস্তে কবি' নামেই সমধিক খ্যাত হন। এখানেই রয়েছে সেই প্রসিদ্ধ পঙ্ক্তি — 'এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে'। চল্লিশ এবং পঞ্চাশের দশক জুড়ে তিনি ছিলেন সমকালীন, একই সঙ্গে পরীক্ষমাণ এবং বহু আবৃত্ত এক প্রিয় কবি। এককালের সক্রিয় বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী, একসময়ে 'দৈনিক কৃষক', মাসিক 'মাতৃভূমি' পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন। পরে শিক্ষকতা। ১৯৭৮ খ্রী· চেতলা বয়েজ স্কুল থেকে অবসর নেন। ১৯৮১ খ্রী· 'অসঙ্গতি' কাব্যগ্রন্থের জন্য নজরুল পুরস্কার এবং 'রাম গেছে বনবাসে'র জন্য ১৯৮৩ খ্রী· রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর অপর গ্রন্থ : 'কবিতা', 'অহল্যা', 'কাঁচের মানুষ', 'ভুখামিছিল' প্রভৃতি। [১৬, ১৭]

দিবাকর বেদান্তপঞ্চানন (১২৬৪ - ১৩৫৭ ব·) মৈথুনা — মেদিনীপুর। ত্রিলোচন মিশ্র। এই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ১৮৯৭ - ১৯৫০ খ্রী· কাঁথির 'ভবসুন্দরী চতুষ্পাঠী'র অধ্যাপক ছিলেন। কাঁথি সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠাতা এবং 'ত্রিকাল-সন্ধ্যাপদ্ধতি' গ্রন্থের রচয়িতা। [৪]

দিব্য বা দিব্যোক (১১শ শতাব্দী) পাল-রাষ্ট্রের কৈবর্তজাতীয় একজন প্রধান সামন্ত। দ্বিতীয় মহীপালের (১০৭০ - ৭৫ খ্রী·) সময়ে পাল-রাষ্ট্রতন্ত্রের দুর্বলতার সুযোগে সামন্ত নায়কগণ তাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মহীপাল পরাজিত ও নিহত হন এবং দিব্য বরেন্দ্রীর অধিকার লাভ করে নৃপ আখ্যায় রাজত্ব করতে থাকেন। ইতিহাসে এই ঘটনা 'কৈবর্ত-বিদ্রোহ' নামে খ্যাত। বরেন্দ্রী কিছুদিনের জন্য দিব্য, রুদোক ও ভীম এই তিন কৈবর্ত রাজার অধীনে শাসিত হয়েছিল। রুদোকের ভ্রাতা ভীম জনপ্রিয় নরপতি ছিলেন এবং তাঁর আমলে উত্তরবঙ্গের এই কৈবর্তরাজ্য এক সুপ্রতিষ্ঠিত এবং পরাক্রমশালী শক্তিরূপে পরিগণিত হয়। [১, ২২, ৬৩, ৬৭]

দিলীপকুমার গুপ্ত, ডি· কে· (এপ্রিল ১৯১৮ - ৭·৬·১৯৭৭) ঢাকা। বিজ্ঞাপনে বুদ্ধিদীপ্ত সৃজনশীলতা ও শিল্পসম্মত অলংকরণের এবং বাংলা প্রকাশন শিল্পে আধুনিকতার প্রবর্তক। তাঁর প্রবর্তিত প্রকাশন সংস্থা সিগনেট প্রেসের মাধ্যমে তিনি একটি গ্রন্থ আন্দোলনের

সূচনা করেন এবং সেই সঙ্গে বাংলা প্রকাশন শিল্পে মান ও উৎকর্ষ-উন্নয়নে পথপ্রদর্শক হন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের স্নাতক। বিজ্ঞাপন কোম্পানী ডি·জে· কিমারে কর্মজীবন শুরু। ১৯৫৩ খ্রী· বিজ্ঞাপন ও গ্রাফিক আর্ট সম্পর্কে শিক্ষার জন্য ইউরোপ যান। ১৯৫৭ খ্রী· বাটা সু কোম্পানিতে বিজ্ঞাপন ম্যানেজার হিসাবে যোগ দেন। ১৯৬৩ খ্রী· তার পাবলিসিটি ম্যানেজার হন। তাঁর বড় কীর্তি সিগনেট প্রেস। ১৯৪৩ খ্রী· নীলিমা দেবীর সহযোগিতায় সিগনেট প্রেস অ্যান্ড পাবলিশার্স-এর পত্তন করেন। সিগনেট 'থেকে সাহিত্যের খবর সংবলিত 'টুকরো কথা' বিনামূল্যে পাঠকদের বিলি করা হত। ১৯৫০ খ্রী প্রথম কবিসম্মেলনের উদ্যোক্তা। 'কবিপক্ষ' কথাটির উদ্ভাবনা ও সেই উপলক্ষে কবিতার বই প্রকাশ সিগনেট-এর উদ্ভাবন। 'সারস্বত' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। বহু বছর 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি সিগনেট প্রেস থেকে সরে আসেন। বাংলা লেখায় দক্ষতা ছিল। পথের পাঁচালীর শিশু সংস্করণ 'আম আঁটির ভেঁপু' তাঁর লেখা। কৃষ্ণা হাতি সিং-এর 'কোন খেদ নাই' তাঁর অনুবাদগ্রন্থ। বিজ্ঞাপনের রাজ্যে অজস্র প্রবাদতুল্য বাক্য ব্যবহার করেছেন [১৬]

দিলীপকুমার রায় (১৮৯৭ - ৬·১·১৯৮০) কৃষ্ণনগর — নদীয়া। সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রলাল। প্রখ্যাত কবি, গায়ক, সুরকার ও লেখক। বাল্যে মাতৃবিয়োগ হলে পিতার যত্নে পালিত হন। তাঁর কাছেই বেদ ও পুরাণ পাঠ করেন। ১৬ বছর বয়সে পিতার মৃত্যু হলে ধনী মাতামহের তত্ত্বাবধানে থাকেন। ১৯১৮ খ্রী· অঙ্কশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ বি·এ· পাশ করে ইংল্যাণ্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান। সেখানে অঙ্কশাস্ত্রে ট্রাইপসের প্রথম ভাগ ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রথম ভাগ পাশ করেন। কিছুদিন আইনশাস্ত্রও পড়েছিলেন। পরে জার্মান ও ইতালীয় সঙ্গীত শিখতে বার্লিন যান। ১৯২২ খ্রী· দেশে ফিরে আব্দুল করিম, ফয়েজ খাঁ, পণ্ডিত ভাতখণ্ডে প্রমুখের কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে শিক্ষালাভ করেন। ১৯২৭ খ্রী· সঙ্গীত সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে ইউরোপে যান। ১৯২৮ খ্রী পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে যোগ দিয়ে ১৯৫০ খ্রী· পর্যন্ত সেখানে থাকেন। ১৯৩৮ খ্রী· সরকারের অনুরোধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীতের পাঠ্যসূচীর জন্য তিনি 'গীতসাগর' ও 'সাঙ্গীতিকী' গ্রন্থ দু'খানি রচনা করেন। ১৯৫৩ খ্রী· ভারত সরকার প্রেরিত সঙ্গীত মিশনে গিয়ে তিনি ইউরোপের বহু দেশে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে, জাপানে ও মিশরে সঙ্গীতের উপর ভাষণ দেন। দেশে ফিরে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় বা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত না হয়ে বন্ধু জি· ভি· মেহতার আমন্ত্রণে পুনায় তাঁর গৃহে গিয়ে বাস করতে থাকেন। ক্রমে সে বাসস্থানটি তাঁর চেষ্টায় 'শ্রীহরিকৃষ্ণ মন্দির'-এ পরিণত হয় এবং নিজে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতে থাকেন। সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহেরুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, রমাঁ রলাঁ, বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রমুখ দেশবিদেশের বহু মনীষীর সংস্পর্শে আসেন। তাঁর রেকর্ড-করা গানের সংখ্যা প্রায় এক শ'। 'সঙ্গীত রত্নাকর' উপাধি-ভূষিত ছিলেন। ১৯৬৫ খ্রী· সঙ্গীত নাটক একাডেমীর সদস্য হন। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'দুধারা', 'দোলা', 'বহুবল্লভ', 'তরঙ্গ রোধিবে কে', 'দ্বিচারিণী', 'ভূস্বর্গ চঞ্চল', 'তীর্থঙ্কর', 'সুরবিহার', 'মধুমুরলী', 'ভিখারিণী রাজকন্যা', 'উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল', 'অঘটনের শোভাযাত্রা' প্রভৃতি। [১৬, ১৪৯]

দিলীপকুমার রায়চৌধুরী (১৯২১ - ২৫·৮·১৯৮২) উলপুর — ফরিদপুর। ১৯৩৯ খ্রী· স্কটিশ চার্চ কলেজ-ছাত্রদের আন্দোলনের নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে রাজনীতির জগতে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৪৯ খ্রী· বুদাপেস্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রক্তের জৈব রসায়নে গবেষণা করে পি-এইচ·ডি· ডিগ্রী লাভ করেন। বিভিন্ন দেশজ গুল্মের জৈব রাসায়নিক ধর্ম সম্বন্ধে কিছু লেখা প্রকাশ করেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের রসায়ন ও জৈব রসায়ন বিভাগের প্রধান ছিলেন। [১৬]

দিলীপ বসু (১৫·৫·১৯২০ - ৬·৯·১৯৮৪) কলেজে পড়ার সময়ই ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-কালে কম্যুনিস্ট পার্টির উপর আগ্রাসন শুরু হলে পার্টির নেতৃত্ব আত্মগোপন করে। এ সময় তাঁদের 'টেক' সংগঠনে তিনি ছিলেন তাঁদের গাড়ীর বিশ্বস্ত চালক। ১৯৪২ খ্রী· পার্টি আইনী হবার পর তিনি কাজ করতেন সোভিয়েত সুহৃদ সমিতিতে। ১৯৪৮ খ্রী· ইংলণ্ডে যান। সেখানে বৃটিশ কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য রজনী পাম দত্তের সহকারী হিসাবে পার্টির কাজ করেন। ভারতে ফিরে পার্টির পুস্তক প্রকাশনার কাজে সক্রিয় হন। ১৯৬৩ খ্রী· 'মনীষা' গ্রন্থালয় গড়ে ওঠা থেকে মৃত্যুদিন পর্যন্ত তার প্রধান পরিচালক হিসাবে কাজ করে গেছেন। পার্টির কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগের অন্যতম প্রধান ছিলেন। বাংলা ও ইংরেজীতে বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। [১০৭]

দিলীপকুমার সেন (১৯২১ - ২৮·৩·১৯৭২) টাঙ্গাইল — ময়মনসিংহ। হেমচন্দ্র। খ্যাতনামা নৃ-বিজ্ঞানী। ১৯৪৮ খ্রী· অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভেতে 'ট্রেনী' হিসাবে যোগ দেন। পরে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ করেন। ১৯৬১ খ্রী· লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ব্লাড গ্রুপ স্টাডিজ অন ইণ্ডিয়ান পপুলেশন' থিসিসের উপর পি-এইচ·ডি· ডিগ্রী পান। অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার অধিকর্তা ছিলেন। তিনি ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে মস্কো ও টোকিওতে আন্তর্জাতিক নৃ-বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। [১৬]

দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় (? - ১৯০২) হালিশহর — চব্বিশ পরগনা। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা এবং 'অরুণোদয়' পত্রে প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন। পরবর্তী জীবনে কার্যোপলক্ষে ভারতের যে যে অঞ্চলে গিয়েছেন সেখানেই সাহিত্যসভা স্থাপন করেছেন। সে সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতা ও রচনাবলী নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত কৌলীন্য-প্রথা সংশোধন বিষয়ে এক প্রবন্ধ ও কবীরের

জীবনচরিত লণ্ডন থেকে প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়ান ম্যাগাজিন অ্যান্ড রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'বিবিধ দর্শন', 'একতাব্রত কাব্য' ও 'জ্ঞানপ্রভা' (উপন্যাস) তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি ভ্রমণবৃত্তান্তও লিখেছেন। পার্বতীপুরে 'নেটিভ ইমপ্রুভমেন্ট সোসাইটি' স্থাপন ও 'ধারবার রেলওয়ে ইনস্টিটিউট' নির্মাণ তাঁর জীবনের অন্যতম কীর্তি। কলিকাতার ভারতীয় শিল্প সমিতির সহযোগী সম্পাদক ও কলিকাতা জাতীয় সমাজ সংস্কার সমিতির কার্যনির্বাহক সভার সম্পাদক ছিলেন। [১]

দীননাথ ধর (১৮৪০ - ?)। মাতুলালয় চুঁচুড়া — হুগলীতে জন্ম। হুগলী কলেজ থেকে বি.এল. পাশ করে আইন ব্যবসায় করতেন। কবি মধুসূদনের অনুপ্রেরণায় কবিতা-রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। ১৮৬১ খ্রী. 'মেঘনাদ বধে'র অনুকরণে তিনি 'কংস বিনাশ' কাব্য রচনা ও ১৯০২ খ্রী. আনন্দ ভট্ট রচিত সংস্কৃত 'বল্লাল চরিতে'র বঙ্গানুবাদ করেন। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'প্রসূতি বিয়োগে তস্য সূত', 'ত্রিশূল', 'উষাচরিত', 'সুবর্ণবণিক কুলোদ্ধারক ঠাকুর উদ্ধারণ দত্ত' প্রভৃতি। এ ছাড়া হাস্যরসাত্মক সঙ্গীত ও সাধন-সঙ্গীত রচনায়ও দক্ষ ছিলেন। [১, ৪]

দীননাথ সান্যাল, ডা. রায়বাহাদুর (১৮৫৭ - ১৯৩৫)। কৃষ্ণনগর — নদীয়া। বি.এ. ও এম.বি. পাশ করে সরকারী চাকরি গ্রহণ করেন। ক্রমে সিভিল সার্জন হন। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় স্বনামে ও বেনামে প্রবন্ধাবলী রচনা করতেন। সাহিত্যিক ইন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী সম্পাদনাকার্যেও বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ দান — মাইকেল মধুসূদনের কাব্যের সমালোচনা ও ব্যাখ্যা। অপর কীর্তি 'মেঘনাদ বধে'র পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ। শেষ জীবনে বাংলা গদ্যে 'বাল্মীকি রামায়ণে'র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। অন্যান্য গ্রন্থাবলী : 'সীতা ও সরমা', 'ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা', 'তিলোত্তমা', 'নীলু খুড়ো', 'কুমারসম্ভব', 'স্বাস্থ্যবিদ্যা প্রবেশিকা' ইত্যাদি। [১, ৪]

দীননাথ সেন (১৮৩৯ - ১৮৯৮) দাসরা — ঢাকা। গোকুলচন্দ্র। বহুদিন ঢাকা নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ক্রমে ইন্‌স্পেক্টর হন। মধ্যে অল্পকালের জন্য ত্রিপুরার মহারাজের মন্ত্রিত্বও করেন। এক সময়ে পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হিসাবে তাঁর এবং অভয়কুমার দাসের মিলিত প্রচেষ্টায় ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে তিনি ধর্মমত পরিবর্তন করেন। শিল্পকর্মে অনুরাগী ছিলেন। তিনি একবার কাপড়ের কল স্থাপন করেন। নূতন ধরনের প্রদীপদানও প্রস্তুত করেছিলেন। 'শিক্ষাদান প্রণালী', 'মানসিক গণনা', 'বঙ্গদেশ ও আসামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ' প্রভৃতি গ্রন্থ ও কয়েকটি বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকও রচনা করেছিলেন। [১, ৪, ২৬]

দীনবন্ধু গোস্বামী। রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের শিষ্য এবং বিষ্ণুপুর ঘরানার অন্যতম ধারক ও বাহক। তাঁর সঙ্গীতশিক্ষার কেন্দ্র এবং কর্মক্ষেত্র ছিল বিষ্ণুপুর। তিনি কয়েকটি গানও রচনা করেছিলেন। তাঁর পাঁচ পুত্রের মধ্যে গঙ্গানারায়ণ পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। [৫২]

দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় (১২২৬ - ১৩০২ ব.) কোন্নগর — হুগলী। হরচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার। খ্যাতনামা নৈয়ায়িক। বিভিন্নদেশীয় বহু ছাত্র তাঁর নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করত। 'কলিকাতা পণ্ডিত সভা'র ও কোন্নগরস্থিত 'ধর্মমত প্রকাশিকা সভা'র প্রথম সম্পাদক। ১৮৮৭ খ্রী. রাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের স্বর্ণ-জুবিলী উৎসবে সর্বপ্রথম প্রদত্ত 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিপ্রাপ্ত পণ্ডিতদের তিনি অন্যতম। [১, ১৩০]

দীনবন্ধু মিত্র, রায়বাহাদুর (১৮৩০ - ১.১১.১৮৭৩) চৌবেড়িয়া — নদীয়া। কালাচাঁদ। পিতৃদত্ত নাম গন্ধর্বনারায়ণ। দরিদ্র পরিবারে জন্ম। গ্রাম্য পাঠশালায় কিছুদিন পড়ার পর পিতা তাঁকে বালক বয়সেই জমিদারী সেরেস্তার কাজে নিযুক্ত করেন। কিন্তু উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি কলিকাতায় পালিয়ে আসেন এবং পিতৃব্যের গৃহে থেকে বাসন মাজার কাজ করে লেখাপড়া চালাতে থাকেন। লঙ্‌ সাহেবের অবৈতনিক স্কুলে শিক্ষা শুরু করে দীনবন্ধু নাম গ্রহণ করেন। পরে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল (হেয়ার) থেকে ১৮৫০ খ্রী. স্কুলের শেষ পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তিনি সর্বোচ্চ নম্বর পেতেন। কলেজের সব পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন। শেষ পরীক্ষা না দিয়ে ১৮৫৫ খ্রী. ১৫০ টাকা বেতনে পাটনার পোস্টমাস্টারের পদ গ্রহণ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই পোস্টাল ইন্‌স্পেক্টর পদে উন্নীত হন। লুসাই যুদ্ধের সময় ডাক-ব্যবস্থার তদারকির কাজে দক্ষতার জন্য ১৮৭১ খ্রী. সরকার তাঁকে 'রায়বাহাদুর' উপাধি দিলেও তাঁর যথোচিত পদোন্নতি হয় নি। কলেজজীবনে ঈশ্বর গুপ্তের সংস্পর্শে এসে তাঁরই অনুপ্রেরণায় 'সংবাদ প্রভাকর', 'সাধুরঞ্জন' প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা লিখতে শুরু করেন। এই সময়ের তাঁর কোন কোন রচনা অত্যন্ত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। কর্মজীবনে সরকারী কাজে দেশ-বিদেশ ঘুরে বহুলোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। সেই সময়ের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যজীবনে চরিত্রসৃষ্টির কাজে লেগেছিল। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "দীনবন্ধু রচিত অনেক নাটক প্রকৃত ঘটনাভিত্তিক এবং অনেক চরিত্র তৎকালীন জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে রচিত।" বীভৎস অত্যাচারে লাঞ্ছিত দেশীয় নীলকর চাষীদের দুরবস্থা অবলম্বনে ১৮৬০ খ্রী. তিনি 'নীলদর্পণ' নাটক লেখেন। এ নাটক ইতিহাস সৃষ্টি করেছে বহুভাবে। মধুসূদন তার ইংরেজী অনুবাদ করেন ; সেই অনুবাদ পাদরী লং সাহেব প্রকাশ করে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। রচনাকাল থেকে আজ অবধি এই নাটক জাতীয় চেতনার পুরোধা হয়ে আছে। এটিই প্রথম বিদেশী ভাষায় অনূদিত বাংলা নাটক। নাটকটি ঢাকা থেকে ১৮৬০ খ্রী. প্রথমে 'কস্যচিৎ পথিকস্য' ছদ্মনামে প্রকাশিত হয় ও ৭.১২.১৮৭২ খ্রী. এই নাটক দিয়েই সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয় আরম্ভ হয়। নাটকটিকে বঙ্কিমচন্দ্র 'আংকল টমস্ কেবিন'-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর রচিত 'সধবার একাদশী' ও

'জামাই বারিক' উচ্চাঙ্গের সামাজিক নাটক। অন্যান্য নাটক : 'নবীন তপস্বিনী', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'লীলাবতী', 'কমলে কামিনী' প্রভৃতি। [১, ২, ৩, ৪, ৭, ৮, ২৫, ২৬, ৬৫, ৮৫]

দীনেন্দ্রকুমার রায় (২৬·৮·১৮৬৯ - ২৭·৬·১৯৪৩) মেহেরপুর — নদীয়া। ব্রজনাথ। ১৮৮৮ খ্রী· মহিষাদল হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করে কৃষ্ণনগর কলেজে ভর্তি হন। ১৮৯৩ খ্রী· রাজশাহী জেলা-জজের কর্মচারী নিযুক্ত হন। ১২৯৫ ব· তাঁর প্রথম রচনা 'একটি কুসুমের মর্মকথা : প্রবাদ প্রশ্নে' 'ভারতী' ও 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৮৯৮ খ্রী· অরবিন্দ ঘোষের বাংলা শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে বরোদায় দু'বছর কাটান। ১৯০০ খ্রী· 'সাপ্তাহিক বসুমতী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ও পরে সম্পাদক হন। এই সময়ে 'নন্দন কানন' মাসিক পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন। 'নন্দনকানন সিরিজ' বা 'রহস্য লহরী সিরিজ'-এ ডিটেকটিভ রবার্ট ব্লেককে ইংরেজী থেকে অনুবাদের মাধ্যমে বাঙলার কিশোরদের কাছে পরিচিত করে তিনি প্রসিদ্ধ হন। এই সিরিজের প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা ২১৭টি। প্রকাশিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'বাসন্তী', 'হামিদা', 'পট', 'অজয়-সিংহের কুঠি', 'পল্লীচিত্র', 'পল্লীবৈচিত্র্য', 'পল্লীকথা', 'পল্লীচরিত্র', 'ঢেঁকির কীর্তি' প্রভৃতি। [৩, ৪, ৭]

দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় (? - ১৯৮৪) তিরিশের দশকে বঙ্গশ্রী পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কবিতাবলী, পরবর্তী কালের রচনা 'পাকিস্তানের পাঁচালী' এবং 'রামরাজ্য' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর বহু উল্লিখিত 'মেয়েদের কামরায় একখানি মুখ' কবিতাটির কয়েকটি পঙ্‌ক্তি — 'বুকের রক্তে ধুইয়া গেলাম পাপ/ নতুন কইরা সূয্যি উঠবো।/ কইয়া গেলাম সত্য হইবো/ বুকে শুইষা লইয়া গেলাম সকল অভিশাপ/' — বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সর্বত্র শোনা গেছে। রচিত গ্রন্থ : 'কাগজের নৌকা', 'স্মৃতির সোনার পদ্ম', '২৩শে জানুয়ারী', 'জাদুঘর' প্রভৃতি [১৬]

দীনেশচন্দ্র গুপ্ত, ওরফে নসু (৬·১২·১৯১১ - ৭·৭·১৯৩১) যশোলং — ঢাকা। সতীশচন্দ্র। ঢাকায় ও পরে মেদিনীপুরে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সংগঠন মেদিনীপুরে পরপর তিনজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করতে সমর্থ হয়। ৮·১২·১৯৩০ খ্রী· বিনয় বসুর নেতৃত্বে তিনি ও বাদল (সুধীর গুপ্ত) কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ আক্রমণ চালিয়ে কারা - বিভাগের অত্যাচারী ইন্‌স্পেক্টর-জেনারেল সিম্প্‌সনকে নিহত এবং অন্য কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইউরোপীয় কর্মচারীকে গুরুতরভাবে আহত করেন। শেষে উগ্র বিষ খেয়ে ও নিজেদের মাথায় গুলি চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলে বিনয় ও বাদল মারা যান। মৃতকল্প দীনেশকে বহু চেষ্টায় বাঁচিয়ে তোলা হয়। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও সরকার তাঁর কাছ থেকে কোন স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারে নি। বিচারে তাঁর ফাঁসির আদেশ হয়। ফাঁসির অপেক্ষায় কারান্তরালে থেকে তিনি কয়েকটি পত্র লেখেন। পত্রগুলিতে বিপ্লবী সাধনায় ত্যাগব্রতীদের উদার হৃদয়ের পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে। সাহিত্যিক বিচারেও পত্রগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। কলিকাতা শহরে বহুখ্যাত লালদীঘি বিনয়-বাদল-দীনেশ এই বীরত্রয়ের নামে উৎসর্গীকৃত। [৩, ১০, ৪২, ৪৩]

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৯০ - ১৯৫৭)। রাজশাহী, চট্টগ্রাম, হুগলী প্রভৃতি কলেজের অধ্যাপক এবং প্রাচীন সাহিত্যের গবেষক। হাতের লেখা পুরনো পুঁথি, কুলজি ও সরকারী দপ্তরের কাগজপত্র ঘেঁটে প্রাচীন গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারদের সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। এইসব তথ্যাদি 'ইন্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টার্লি', 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', 'প্রবাসী', 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রভৃতিতে প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 'বাঙালীর সারস্বত অবদান : বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা' গ্রন্থটি রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করে। অপর গ্রন্থ : 'কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন', 'শিবায়ন', 'হিস্ট্রি অফ নব্যন্যায় ইন মিথিলা' প্রভৃতি। বহুদিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালাধ্যক্ষ, পত্রিকাধ্যক্ষ এবং সহ-সভাপতি ছিলেন। [৩]

দীনেশচন্দ্র মজুমদার (১৯০৭ - ৯·৬·১৯৩৪) বসিরহাট — চব্বিশ পরগনা। পূর্ণচন্দ্র। ১৯২৮ খ্রী· বি·এ· পাশ করে আইন-শিক্ষা শুরু করেন। আই·এ· পড়ার সময় যোগাভ্যাস করতেন; পরে সিমলা ব্যায়াম সমিতিতে লাঠি ও ছোরা খেলা শিক্ষা করেন। প্রতিবেশী বিপ্লবী অনুজাচরণ সেনের মাধ্যমে যুগান্তর বিপ্লবী দলে যোগ দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বাঘা যতীনের নেতৃত্বে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সময় বালেশ্বরের গুপ্ত ঘাঁটির পরিচালক শৈলেশ্বর বোস টি·বি· রোগাক্রান্ত হলে অনুজার সঙ্গে রাত জেগে সেবা করেন। এরপর দলনেতার নির্দেশে তিনি বগুড়া ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বিপ্লবী সংগঠনের কাজে ব্রতী হন। লাঠি খেলার শিক্ষক হিসাবে 'ছাত্রী সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। দলের নির্দেশে ২৫·৮·১৯৩০ খ্রী· টেগার্ট নিধন-চেষ্টায় আক্রমণকারী তিনজনের তিনি অন্যতম ছিলেন। আক্রমণকালে তিনি গ্রেপ্তার হন। বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ হয়। ১৯৩২ খ্রী· মেদিনীপুর জেল থেকে অপর দুই বিপ্লবী সহ পালাবার সময় পা ভাঙ্গা সত্ত্বেও আত্মগোপনে সমর্থ হন। আত্মগোপনকালে কুলির কাজও করেছেন। অবশেষে চন্দননগরে শ্রীশ ঘোষের সাহায্যে আশ্রয় পান। ১৯৩২ খ্রী· তাঁর নেতৃত্বাধীনে দু'বার ওয়াট্‌সন হত্যার চেষ্টা হয়। চন্দননগরের পুলিস-কমিশনার কুইনের নেতৃত্বে একদল পুলিস বিপ্লবীদের তাড়া করলে দীনেশের গুলিতে কুইন নিহত হন এবং তিনি বিপ্লবীদের নিয়ে আত্মগোপন করেন। এই সময় পুলিসী অত্যাচার ও ব্যাপক গ্রেপ্তারের ফলে দলের অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন তিনি দলের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করেন। গ্রীন্ডলে ব্যাঙ্কের জনৈক কর্মচারীর সাহায্যে টাকা সরিয়ে সেই টাকায় অস্ত্র কেনার

চেষ্টা হয়। এ সময়ে তিনি কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে থাকতেন। ২২·৫·১৯৩৩ খ্রী· পুলিস সন্ধান পেয়ে বাড়িটি আক্রমণ করলে উভয় পক্ষে গুলি-বিনিময় চলে। দীনেশ, জগদানন্দ ও নলিনী শেষ বুলেট পর্যন্ত লড়াই করে আহত অবস্থায় ধরা পড়েন। বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ডাদেশ ও অপর দু'জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। [৩, ১০, ৪২, ৪৩]

দীনেশচন্দ্র সরকার (৮·৬·১৯০৭ - ৮·১·১৯৮৫) শালকাঠি কৃষ্ণনগর — ফরিদপুর। প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ্। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের কারমাইকেল অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসাবে ১৯৭২ খ্রী· পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। মাঝে কিছুদিন ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ববিভাগের লেখবিদ্যা শাখায় কাজ করেছেন। তাঁর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের গবেষকজীবনে বিষয় ছিল লেখবিদ্যা, লিপিতত্ত্ব, প্রাচীন ভারতের সমাজ, অর্থনীতি, সাহিত্য, রাজনীতি, শাসনতন্ত্র, শিল্পকলা, মুদ্রা ও মূর্তিতত্ত্ব। অতিথি-অধ্যাপক হিসাবে দেশে বিদেশে বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দিয়েছেন, একাধিক ইতিহাস সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছেন। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা বহু। [১৬,]

দীনেশচন্দ্র সেন, রায়বাহাদুর (৩·১১·১৮৬৬ - ২০·১১·১৯৩৯) সুয়াপুর—ঢাকা। ঈশ্বরচন্দ্র। খ্যাতনামা ইতিহাসকার, গবেষক ও পণ্ডিত। ১৮৮২ খ্রী· ঢাকা জগন্নাথ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স ও ১৮৮৫ খ্রী· ঢাকা কলেজ থেকে এফ·এ· পাশ করে হবিগঞ্জে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৮৮৯ খ্রী· ইংরেজীতে অনার্সসহ বি·এ· পাশ করেন। ১৮৯১ খ্রী· কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া স্কুলের প্রধান-শিক্ষকের পদ পান। এই সময়ে গ্রাম-বাঙলার লুপ্তপ্রায় অপ্রকাশিত প্রাচীন বাংলা পুঁথি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পদব্রজে গ্রামে গ্রামে ঘোরেন। এইভাবে সংগৃহীত পুঁথিগুলির মধ্যে ১৯০৫ খ্রী· শ্রীকর নন্দীর 'ছুটিখানের মহাভারত' বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থের সহযোগিতায় এবং মানিক গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শ্রীধর্মমঙ্গল' হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সহযোগিতায় প্রকাশ করেন। তিনিই প্রথম বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বাংলা সাহিত্যের গবেষণা করেন। এই গবেষণার ফলস্বরূপ রচিত গ্রন্থ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' তাঁর অমর কীর্তি। পূর্ববঙ্গে মুখে মুখে প্রচলিত লোকগীতি অবলম্বনে তিনি ১৯২০ খ্রী· 'দি ফোক লিটারেচার অফ বেঙ্গল' এবং ১৯২৩-৩২ খ্রী· মোট আট খণ্ডে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' এবং তার ইংরেজী আলোচনা ও অনুবাদ 'ঈস্টার্ন বেঙ্গল ব্যালাড্স্: মৈমনসিংহ' এবং 'ঈস্টার্ন বেঙ্গল ব্যালাড্স্' নামে প্রকাশ করেন। ১৯০৯-১৩ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবপ্রবর্তিত 'রীডার' এবং শেষে 'রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোশিপ' পদ গ্রহণ করে ১৯৩২ খ্রী· পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর সাহায্যেই স্যার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষা তথা বাংলায় এম·এ· পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করেন। ১৯২১ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ডি·লিট· উপাধি এবং ১৯৩১ খ্রী· বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট অবদানের জন্য 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান করে। ১৯২৯ খ্রী· তিনি হাওড়ায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের মূল-সভাপতি এবং ১৯৩৬ খ্রী· রাঁচিতে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের মূল ও সাহিত্য শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর রচিত অন্যান্য গবেষণা গ্রন্থ: 'হিস্টরি অফ বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাণ্ড লিটারেচার', 'বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়' (২ খণ্ড), 'দি বেঙ্গলী রামায়ণস্', 'রামায়ণী কথা', 'বেহুলা', 'সতী', 'ফুল্লরা', 'দি বৈষ্ণব লিটারেচার অফ মিডিয়েভ্যাল বেঙ্গল', 'চৈতন্য অ্যাণ্ড হিজ কম্প্যানিয়নস্', 'চৈতন্য অ্যাণ্ড হিজ এজ', 'বৃহৎ বঙ্গ' প্রভৃতি। [৩, ৭, ২৫, ২৬]

দীনেশচরণ বসু (১৮৫১ - ১৮৯৮) শ্রীবাড়ি—ঢাকা। অভয়াচরণ। পিতার কর্মক্ষেত্র ভাগলপুর থেকে প্রবেশিকা পাশ করে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য পড়া ছেড়ে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। 'বঙ্গদর্শন', 'বান্ধব' ও 'স্টেটস্ম্যান' পত্রিকায় রচনাবলী প্রকাশ করতেন। 'চারুবার্তা', 'ভারতমিহির', 'ঢাকা প্রকাশ', 'চারুমিহির' প্রভৃতি পত্রিকর সঙ্গে সম্পাদনাসূত্রে তাঁর যোগাযোগ ছিল। নাসিরাবাদ মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৮৭৭ খ্রী· ভারত-সভার অনুকরণে ময়মনসিংহ-সভা স্থাপনের তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা। সঙ্গীত-রচনা ও অঙ্কনশিল্পেও দক্ষতা ছিল। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত পরবর্তী জীবনের কাব্যে হেমচন্দ্রের প্রভাব বিদ্যমান। রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ 'মানস-বিকাশ', 'কবিকাহিনী', 'কুলকলঙ্কিনী' (উপন্যাস), 'মহাপ্রস্থানকাব্য' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পূর্ববঙ্গের সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল। [১, ৩, ৪, ২৮]

দীনেশরঞ্জন দাশ (২৯·৭·১৮৮৮ - ১২·৫·১৯৪১) কুঁয়রপুর—ফরিদপুর। কৈলাসচন্দ্র। প্রখ্যাত 'কল্লোল' পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। চট্টগ্রাম স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে ঢাকা কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে কলেজ ত্যাগ করেন। ছবি আঁকা ছিল তাঁর সহজাত গুণ। কিছুকাল আর্ট স্কুলে শিল্প শিক্ষা করেন। কার্টুন ছবি ভাল আঁকতেন। কর্মজীবনের প্রথম দিকে কিছুকাল কখনও ক্রীড়া-সরঞ্জামের দোকানে, কখনও ঔষধের দোকানে চাকরি করেন। কিন্তু চাকরি-জীবন ভাল না লাগায় বিভিন্ন প্রকাশকের পুস্তকাদির প্রচ্ছদপট, ছবি ও কার্টুন অঙ্কন এবং অল্পস্বল্প লেখা নিয়ে জীবিকা চালাতে থাকেন। ১৩৩০ বঙ্গাব্দে গোকুলচন্দ্র নাগের সহযোগিতায় নব্য লেখকদের নিয়ে তিনি 'কল্লোল' মাসিক সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা প্রকাশের পর সে-সময়ের লেখক ও পাঠক মহলে পক্ষে-বিপক্ষে দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে সেই যুগ বাংলা সাহিত্যের 'কল্লোল যুগ' আখ্যা লাভ করে। ক্রমে পুস্তকাদি প্রকাশনেও উদ্যোগী হন। ভাল অভিনয়ও করতে পারতেন। ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের ভবন 'কমল কুটিরে' কেশবচন্দ্র-রচিত

'নববৃন্দাবন' নাটকের অভিনয়ে তিনি প্রথম জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। 'কল্লোল' পত্রিকার আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় তিনি চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত হন ও ক্রমে সিনারিও-লেখক, পরিচালক এবং বিভিন্ন ছবিতে অভিনেতার ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯৩৪ খ্রী· তিনি নিউ থিয়েটার্স-এর অন্যতম ডিরেক্টররূপে তার কর্মমণ্ডলীতে যোগদান করেন। আমৃত্যু তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'আলো-ছায়া' তাঁর পরিচালিত একটি চলচ্চিত্র। তাঁর রচিত গ্রন্থ: 'উতঙ্ক' (রূপক নাট্য), 'মাটির নেশা' এবং 'ভুঁইচাঁপা' (গল্পসংগ্রহ), 'কাজের মানুষ' (ব্যঙ্গ রচনা) ইত্যাদি। [১৮]

দীপেন বসু (১৯২১ - ডিসে· ১৯৬৪) আহিরীটোলা—কলিকাতা। নীরেন্দ্রকুমার। বি·এ· পাশ করে প্রথমে কিছুদিন আবগারী বিভাগে কাজ করেন। পরে শিল্পচর্চায় ব্রতী হয়ে পৌরাণিক দেবদেবীর আলেখ্য এবং ধর্মীয় জীবন অবলম্বনে ছবি আঁকেন। তাঁর আঁকা কয়েকটি ছবি দিল্লীর ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারীতে রক্ষিত আছে। [৪, ১৭]

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১০·১১·১৯৩৩ - ১৪·১·১৯৭৯) ইছাপুর—বিক্রমপুর, ঢাকা। ধীরেন্দ্রনাথ। কলিকাতায় জন্ম। সাহিত্যিক। দেওঘর বিদ্যাপীঠ, প্রেসিডেন্সী কলেজ, স্কটিশ চার্চ কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৪ খ্রী· কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন এবং ১৯৫৮ খ্রী· থেকে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হন। ১৯৫৬ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ফেডারশনের নেতা থাকা-কালে ছাত্র-সংসদের পত্রিকা 'একতা'-র সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৭ খ্রী· 'ছাত্র অভিযান' পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। ১৯৫৩ খ্রী· থেকে 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। আগস্ট ১৯৬৮ খ্রী· থেকে এই পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক এবং মে ১৯৭৬ খ্রী থেকে তার একক সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। 'কালান্তর' দৈনিক পত্রিকার প্রকাশকাল থেকে তাঁর যোগাযোগ ছিল। কালান্তরের 'জনমত' বিভাগে শ্রীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন উপাধ্যায়, নচিকেতা দাস, সিরাজ ইসলাম প্রভৃতি ছদ্মনামে লিখতেন। 'পরিচয়'-এ ব্যবহৃত ছদ্মনাম—কজ্জল সেন, দীপান্বিতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। সারা ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। ভারতের লেখক প্রতিনিধি হয়ে লেবানন ও মস্কো গিয়েছিলেন। অনেক গল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন। তন্মধ্যে 'তৃতীয় ভুবন', 'বিবাহবার্ষিকী', 'ঘাম', 'শোকমিছিল', 'চর্যাপদের হরিণী', 'অশ্বমেধের ঘোড়া' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। [১৬, ৩২]

দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল (১৯২৪ - ৭·৫·১৯৬৬)। সুধীরেন্দ্র। ১৯৪৬ খ্রী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম·এ· পাশ করার পর ১৯৪৮ খ্রী· 'অচলপত্র' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি সে সময়ে সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করে। রসরচনায় নিজেও বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। মাসিক বসুমতী পত্রিকায় প্রথম দিকে 'নীলকণ্ঠ' ছদ্মনামে লিখতেন। তাঁর রচিত উপন্যাস ও সাহিত্যবিষয়ক প্রায় ৩০টি গ্রন্থের মধ্যে 'বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্র', 'সুভাষচন্দ্র', 'আসামী কারা?', 'বসন্ত কেবিন', 'পাগল ভাল কর মা', 'অপাঠ্য', 'এলেবেলে', 'হ-রে-ক-র-ক-ম-বা', 'শৌলমারী আশ্রমের রহস্য', 'বার্ধক্যে বারাণসী' ও 'জীবনরঙ্গ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। [১৬, ১৭, ১৭৪]

দুঃখহরণ চক্রবর্তী (১৮·১·১৯০৩ - ২৪·৯·১৯৭২)। ১৯২০ খ্রী· ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম ও ১৯২৬ খ্রী· অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রিতে প্রথম শ্রেণীতে এম·এস-সি· পাশ করেন এবং ১৯৩৪ খ্রী· ডি·এস-সি হন। ১৯৩৪-৫০ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রি বিভাগে অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৪ খ্রী· রেজিস্ট্রার ও ১৯৬০ খ্রী· ঘোষ প্রফেসর হন। ১৯৬৯ খ্রী· অবসর-গ্রহণের সময় তিনি পিওর কেমিস্ট্রি বিভাগের প্রধান ও বিজ্ঞান বিভাগের ডীন ছিলেন। বসু বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ১৯৬২ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত 'সায়েন্স ফর চিলড্রেন'-এর অন্যতম উদ্যোক্তা ও বহু গবেষণাপত্রের লেখক ছিলেন। রঞ্জনের উপাদান সম্পর্কে বাংলা ভাষায় তাঁর একখানা বই আছে। [৮২]

দুঃখীরাম (১৮৭৫ - ১৬·৬·১৯২৯)। প্রকৃতনাম উমেশ মজুমদার। কলিকাতায় ফুটবল ও ক্রিকেটের প্রথম যুগের একজন প্রধান উদ্যোক্তা এবং এরিয়ান ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। অকৃতদার ছিলেন। তিনি ব্যবসায়ে অর্জিত অধিকাংশ অর্থ খেলার জন্য ব্যয় করে গেছেন। বহু নামকরা খেলোয়াড় তাঁর শিষ্য ছিলেন। ক্রীড়ামোদী মহলে তিনি 'দুঃখীরাম বাবু' এবং খেলোয়াড় মহলে 'স্যার' নামে পরিচিত। তাঁরই শিক্ষার গুণে বাঙলাকে একসময় ভারতের ফুটবলের পীঠস্থান ভাবা হত। [৩]

দুকড়িবালা দেবী (১৮৮৭ - ১৯৭০) ঝাউপাড়া—বীরভূম। নীলমণি চট্টোপাধ্যায়। স্বামী ফণিভূষণ চক্রবর্তী। প্রথম মহিলা বিপ্লবীদের অন্যতম। বিপ্লবী দলের সদস্য তাঁর বোনপো নিবারণ ঘটকের প্রভাবে তিনি দেশের কাজে এগিয়ে আসেন। নিবারণের দেওয়া সাতটি মসার পিস্তল নিজের হেফাজতে লুকিয়ে রেখেছিলেন। পুলিস কোন সূত্রে সন্ধান পেয়ে ৮·১·১৯১৭ খ্রী· তাঁদের বাড়ি তল্লাসী করে এগুলি উদ্ধার করে এবং গ্রামের বধূ দুকড়িবালা গ্রেপ্তার হন। কোলের শিশুকে বাড়িতে রেখে তিনি জেলে যান। দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করে ১৯১৮ খ্রী· মুক্তি পান। বিপ্লবী দলে 'মাসীমা' নামে পরিচিতা ছিলেন। [১৬, ২৯]

দুদুমিঞা (১৮১৯ - ২৪·৯·১৮৬০) ফরিদপুর (?)। পিতা—ফরাজী ধর্মমতের প্রবর্তক শরিয়তুল্লা। মহম্মদ মহসীন নামে তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। তরুণ বয়সে মক্কা যান এবং দেশে ফিরে পিতার 'ফরাজী' মতবাদের প্রচার ও সংগঠন স্থাপনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ফরিদপুরের 'ফরাজীবিদ্রোহে'র' (১৮৩৭-৪৮) প্রধান নায়ক ও ওয়াহাবী আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে

ফরিদপুরে ১৮৪৭ খ্রী· ফরাজী-আন্দোলন তীব্রতম রূপ ধারণ করে। জনসাধারণের স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই বিদ্রোহ পরিচালনা করে তিনি সফলকাম হয়েছিলেন। জনসাধারণের উপর থেকে কর বিলোপ করে তিনি শোষকশ্রেণীর কাছ থেকে কর আদায় করতেন এবং গ্রামে গ্রামে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের নিয়ে আদালত প্রতিষ্ঠা করে বিচারকার্য চালাতেন। ১৮৩৮, ১৮৪৪ ও ১৮৪৭ খ্রী· লুণ্ঠনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করেও প্রমাণাভাবে প্রত্যেকবারেই সরকার তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। ১৮৫৭ খ্রী· মহাবিদ্রোহের সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থার জন্য 'রাজবন্দী' হিসাবে তাঁকে আটক রাখা হয়। এভাবে সমগ্র জীবনব্যাপী সংগ্রাম ও দীর্ঘ কারাবাসের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। অবশেষে নানা ব্যাধির আক্রমণে তিনি মারা যান। [৫৬]

দুনিরাম পাল (১৮শ শতাব্দীর শেষার্ধ) তিতাবাদী—ঢাকা। তন্তুবায় বিদ্রোহের প্রধান সংগঠক ও অন্যতম নেতা। তাঁর নেতৃত্বে এই আন্দোলনের ফলে ঐ অঞ্চলে তন্তুবায়দের ওপর ইংরেজ বণিকদের উৎপীড়ন কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। [৫৬]

দুর্গাকুমার বসু, রায়সাহেব (১৭·৮·১৮৪৮ - জানু ১৯২৪) তেঘরিয়া—ঢাকা। সদানন্দ। বি·এ· পাশ করে শ্রীহট্ট মিশন হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করেন। ১৮৬৯ খ্রী· শ্রীহট্ট জিলা স্কুল স্থাপিত হলে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে ৩৪ বছর সেখানে ছিলেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পাল, সন্তদাস বাবাজী, গুরুসদয় দত্ত, রমাকান্ত রায়, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, সুন্দরীমোহন দাস প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। আসামের শিক্ষাবিস্তারে তাঁর প্রয়াস প্রশংসনীয়। ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। শ্রীহট্টের ব্রাহ্মসমাজগৃহ-নির্মাণে তাঁর অবদান অনেকখানি। স্বগ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং শ্রীহট্ট শহরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত পাঠশালা পরে 'দুর্গাকুমার পাঠশালা' নামে অভিহিত হয়। [১]

দুর্গাচরণ ঘড়িয়াল। ১৯শ শতাব্দী। কলিকাতার হাড়কাটা গলিতে বাস ছিল। তাঁর যাত্রার দল সেকালে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিল। প্রথম জীবনে ঘড়ি-মেরামতি ও ঘড়ি বিক্রির ব্যবসা করতেন বলে উপাধি 'ঘড়িয়াল' বলা হত। দত্ত-বংশীয় কায়স্থ ছিলেন। তিনি ঠাকুরদাস দত্ত-বিরচিত 'নল-দময়ন্তী', 'কলঙ্কভঞ্জন' ও 'শ্রীমন্তের মশান'—এই তিনটি পালাই শুধু তাঁর দলে গান করতেন। কলিকাতার লোকনাথ দাস (লোকা ধোপা) ও নদীয়া জেলার দেউল গ্রামের কালীনাথ হালদার প্রথম জীবনে তাঁর দলে সুকণ্ঠ গায়ক-ছোকরা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁরা দু'জনে পৃথক দল করে গুরুর ন্যায় ঐ তিনটি পালাই গেয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন। [১৮৮]

দুর্গাচরণ চক্রবর্তী১। 'স্থপতিবিজ্ঞান', 'সার্ভেয়িং বা জরিপ শিক্ষা', 'অলৌকিক রহস্য', 'ষষ্ঠেন্দ্রিয় ও অলৌকিক রহস্যের যৌগিক ব্যাখ্যা' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। [৪]

দুর্গাচরণ চক্রবর্তী২। নামান্তরে ধূলা বা বুলা চক্রবর্তী। তিনি ফরমাশমত যে-কোন নির্দিষ্ট ভাবের বা যে-কোন ছন্দের কবিতা-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'তরণীসেন বধ' ও 'রাসলীলা' তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য পালাগ্রন্থ। [১, ৪]

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডা· (১৮১৯ - ২২·২·১৮৭০) মণিরামপুর—চব্বিশ পরগনা। দশ বছর বয়সে হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়ে ইতিহাসে ও গণিতে কৃতিত্ব প্রদর্শন করলেও অর্থাভাবে পড়া বন্ধ রেখে চাকরি গ্রহণ করেন। পরে চিকিৎসাবিদ্যায় আত্মনিয়োগ করে কৃতবিদ্য হন ও অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেন। তৎকালীন খ্যাতনামা ইংরেজ চিকিৎসক জ্যাক্সন্ তাঁকে 'নেটিভ্ জ্যাকসন্' নামে অভিহিত করেছিলেন। সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। বিদ্যাসাগরকে তিনি ইংরেজী শেখাতেন এবং বিধবা বিবাহ ও অন্যান্য জনহিতকর কাজে সাহায্য করতেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও একজন প্রধান সঙ্গী ছিলেন। বিখ্যাত দেশনেতা সুরেন্দ্রনাথ তাঁর পুত্র। [১, ২১১]

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৩ - ২৬·৬·১৯৩৫) কলিকাতা। রামনারায়ণ। ওরিয়েন্টাল সেমিনারী থেকে প্রবেশিকা এবং ডাফ কলেজ থেকে ইতিহাস ও অর্থশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করে বি·এ· এবং ক্রমে এম·এ·, ল ও অ্যাটর্নি পরীক্ষায় (১৯০৭) কৃতকার্য হয়ে আইন ব্যবসায়ে খ্যাতি অর্জন করেন। কর্মজীবনের সূচনায় তিনি পৌরতন্ত্র ব্যাপারে বিশেষভাবে জড়িত হন। অরডিগনাম অ্যাণ্ড কোম্পানীর প্রধান অংশীদার ছিলেন। উত্তর কলিকাতার একজন বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মীরূপে বিভিন্ন কর্মে সহায়তা করেছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে মুক্তহস্তে দান করতেন। দেশীয় শিল্পের উন্নতিমূলক প্রত্যেকটি প্রচেষ্টার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁকে 'মুকুটহীন রাজা' বলে অভিহিত করতেন। রচিত গ্রন্থ: 'ইণ্ডিয়ান কন্‌ভিয়েনসিং' ও 'ইণ্ডিয়ান রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট'। [১, ৫]

দুর্গাচরণ রক্ষিত (সেপ্টেম্বর ১৮৪১ - আগস্ট ১৮৯৮) চন্দননগর—হুগলী। গোবিন্দচন্দ্র। পিতৃহীন হলে ১৪ বছর বয়সে পিতার কর্মস্থান 'ক্যামা অ্যাণ্ড ল্যামারু' নামক ফরাসী বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের সহকারী কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। সেখানে তহবিল তছরূপের অপবাদে বিপন্ন হয়ে চাকরি ছেড়ে স্বাধীনভাবে ব্যবসায় শুরু করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। চন্দননগরের সব-রকম জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। উক্ত অঞ্চলে প্রথম দাতব্য আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসালয় তিনিই স্থাপন করেন। দারিদ্র্যের জন্য উচ্চশিক্ষালাভে বঞ্চিত হলেও পরবর্তী কালে তিনি ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা উত্তমরূপে শিখেছিলেন। ১৮৭২ খ্রী· চন্দননগর 'লোকাল কৌন্সিলে'র সভ্য হন এবং ১৮৭৯-৯৫ খ্রী· পর্যন্ত তার সভাপতি হিসাবে শাসকগোষ্ঠীকে পরামর্শ দান করেন। ১৮৮৩ খ্রী· অবৈতনিক জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট হন এবং বিদ্যানুরাগের জন্য প্যারীনগরের ফরাসী সাহিত্য পরিষদ্ তাঁকে

সম্মানিত সভাপদ (Officer de Academie) অর্পণ করে পদক পাঠান। তিনিই প্রথম চন্দননগরবাসী ভারতীয় যিনি ফরাসীগণ কর্তৃক বহু-সম্মানাস্পদ Chevalier-la-legion d'houneur এবং ১৮৮৯ খ্রী· কম্বোজ ফরাসী সমাজকর্তৃক Chavalier de ordre Royal du Cambodge উপাধিতে ভূষিত হন। [১, ২]

দুর্গাচরণ লাহা, মহারাজা, সি·আই·ই· (২৩·১১·১৮২২ - মার্চ ১৯০৪) চুঁচুড়া—হুগলী। প্রাণকৃষ্ণ। কলিকাতার গৌরমোহন আঢ্যের ও গোবিন্দচরণ বসাকের স্কুলে পড়াশুনা করে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। ১৭ বছর বয়সে সহকারী হিসাবে পৈতৃক ব্যবসায়ে প্রবেশ করেন। ১৮৫৩ খ্রী· পিতার মৃত্যুর পর স্বয়ং ব্যবসায়ের পরিচালক হন। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় 'প্রাণকৃষ্ণ লাহা অ্যান্ড কোম্পানী' অল্পকালের মধ্যেই প্রতিপত্তি লাভ করে। ১৮৬৩ খ্রী· কয়েকজন ব্যবসায়ী বন্ধুর সহযোগিতায় 'ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন' নামে একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। এটি পরে 'ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া' নামে পরিচিত হয়। এ ছাড়া মহাজনী ব্যবসায়ও করতেন। দাতা হিসাবে সুখ্যাতি ছিল। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মেয়ো হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে, বিভিন্ন শিক্ষায়তনে ও চুঁচুড়ায় জলের কল স্থাপনে এবং ১৮৬৪ খ্রী· দুর্ভিক্ষে বহু টাকা দান করেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম কলিকাতা বন্দরের পরিচালক সমিতির অন্যতম মনোনীত সদস্য ছিলেন। ১৮৮২ খ্রী· কলিকাতার শেরিফ এবং ১৮৮৮ খ্রী· মেয়ো হাসপাতালের অন্যতম পরিচালক নিযুক্ত হন। তাছাড়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হয়েছিলেন। তৎকালীন রাজনীতিতেও অংশগ্রহণ করতেন। পুত্র কৃষ্ণদাসও বিভিন্ন কাজে বহু অর্থ দান করেছেন। [১, ৩, ৫, ৭, ৮, ২৫, ২৬]

দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, মহামহোপাধ্যায় (১৮৬৬ - ১৭·১·১৯৪৮) শুভাঢ্যা—ঢাকা। কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তী। প্রথমে অগ্রজ জগৎচন্দ্র শিরোমণির নিকট কলাপ ব্যাকরণ পড়েন। পরে বিভিন্ন পণ্ডিতের কাছে অধ্যয়ন করে 'সাংখ্যতীর্থ' ও 'বেদান্ততীর্থ' উপাধিলাভ করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের 'ভাগবত চতুষ্পাঠী'তে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'বার 'শ্রীগোপাল বসু মল্লিক বেদান্ত ফেলোশিপ বক্তৃতা' প্রদান করেন। তাঁর ঐ বক্তৃতাসমূহ চার খণ্ডে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। তিনিই প্রথম শ্রীভাষ্য বা রামানুজ ভাষ্য সহ ব্রহ্মসূত্র-বা বেদান্ত দর্শনের সানুবাদ সংস্করণ এবং মধুসূদন সরস্বতীর 'ভক্তি রসায়ন' গ্রন্থ টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করেন। উপনিষদ্ ও দর্শনবিষয়েও তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থ আছে। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ ও বঙ্গীয় বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সঙ্ঘের সভাপতি এবং জাতীয় বিদ্যালয়ের সূচনা থেকেই তার সদস্য ছিলেন। পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯২২ খ্রী· ভারত সরকার কর্তৃক 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হন। [৩, ৫]

দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় (মে ১৮৯৯ - মে ১৯৩১)। প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট রাখালদাস। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম·এ· পড়ার সময় মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। এই সূত্রে প্রফুল্ল সেন প্রমুখ কয়েকজন সহকর্মীসহ তিনি হুগলীতে আসেন। এখানে বিপ্লবী ভূপতি মজুমদারের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং তাঁর পরিচালনায় হুগলী বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষকরূপে অন্তরালে থেকে বিপ্লবী কার্য চালাতে থাকেন। এজন্য তাঁর ওপর পুলিসী অত্যাচার-উৎপীড়ন চলে এবং কয়েকবার তিনি কারাদণ্ডও ভোগ করেন। ছাত্রদের কাছে তিনি ঋষিতুল্য ব্যক্তি ছিলেন। দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত জামা-জুতা পরবেন না—এই ছিল তাঁর সঙ্কল্প। হুগলী জেলে মৃত্যু। প্রখ্যাত আইনজীবী ও দেশপ্রেমিক মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় তাঁর অগ্রজ। [১৪৯]

দুর্গাদাস দে (১৮৬৫ - ১৯১১) কলিকাতা। স্কুলের শিক্ষাশেষে একটি 'মডেল স্কুল' স্থাপন করে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে একটি পুস্তকালয় স্থাপন করে গ্রন্থ-প্রকাশে ব্রতী হন। তিনি পরপর 'মজলিস', 'গল্পগুজব', 'দুর্গাদাসের দপ্তর' প্রভৃতি কয়েকটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। কিছুদিন তিনি সিটি, মিনার্ভা, ক্লাসিক, গ্র্যাণ্ড প্রভৃতি নাট্যশালার কার্যাধ্যক্ষের কাজ করেন। তাঁর রচিত প্রথম গ্রন্থ 'আদর্শ ব্যাকরণ'। 'শ্রী', 'জুবিলী', 'যজ্ঞ', 'ল'বাবু', 'ছবি', 'শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা', 'মহিলা মজলিস' প্রভৃতি কয়েকটি নাটকও তিনি রচনা করেছিলেন। [১]

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়১ (১৮৩৫ - ৮·৬·১৯১৪) তরা আঁটপুর—হুগলী। শিবচন্দ্র। পিতার কর্মস্থল পাঞ্জাবে জন্ম। পিতার মৃত্যুতে ১৫ বছর বয়সে ব্রিটিশ সেনাবিভাগে কেরানীর পদ গ্রহণ করেন। কর্মদক্ষতার জন্য অল্পদিনের মধ্যেই পদোন্নতি হয় ও একটি অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান অসামরিক কর্মচারী হন। এই সেনাদলের সঙ্গে ব্রহ্মদেশ-সমেত ভারতের নানাস্থান পরিভ্রমণ করেন। অবশেষে বেরিলী শহরে একজন গণ্যমান্য নাগরিকরূপে বাসকালে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়। নানা প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও ইংরেজ পক্ষে সিপাহীদের বিরুদ্ধে একটি অশ্বারোহী বাহিনী গঠন করেন। এই বাহিনী প্রথমে 'রোহিলাখণ্ড হর্স' ও পরে 'বেঙ্গল ক্যাভালরী' নামে পরিচিত হয়। একজন ইংরেজের নামমাত্র আজ্ঞাধীন—প্রকৃতপক্ষে দুর্গাদাস-পরিচালিত এই বাহিনীই বেরিলী শহর ইংরেজ কর্তৃত্বাধীনে আনে। কিন্তু তিনি এই কাজের জন্য যথোচিত পুরস্কৃত হন নি। পরবর্তী জীবনে তাঁকে কপর্দকহীন অবস্থায় দেখা গেছে। পঞ্চানন তর্করত্নের মাসিক 'জন্মভূমি' (১২৯৮ - ১৩০৩ ব·) পত্রিকায় তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা 'আমার জীবনচরিত' নামে প্রকাশ করেন। পরে এটি 'সিপাহী বিদ্রোহে বাঙ্গালী' নামে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। ইংরেজী, বাংলা, উর্দু, ফারসী ও হিন্দী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। [৮৩]

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়² (১৮৯৩ - ১৯৪৩) কালিকাপুর—চব্বিশ পরগনা। তারকনাথ। প্রখ্যাত অভিনেতা। জমিদারবংশে জন্ম। প্রথম জীবনে অঙ্কনশিল্পী ছিলেন এবং সেই সূত্রে তাজমহল ফিল্ম কোম্পানী এবং আর্ট থিয়েটারে যোগ দেন। পরে ঐ দুই প্রতিষ্ঠানেই বিভিন্ন চরিত্রে এবং নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯২৩ খ্রী· স্টারে কর্ণার্জুন নাটকে বিকর্ণের ভূমিকায় তাঁর প্রথম মঞ্চে অবতরণ। ১৯৪২ খ্রী· অবসর-গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এই সুদর্শন ও সুকণ্ঠ অভিনেতা চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। [৩, ২৬]

দুর্গাদাস রায়চৌধুরী (১৯১৮ - ২৭·৯·১৯৪৩)। সেনাবিভাগের কর্মী দুর্গাদাস জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। 'ফোর্থ মাদ্রাজ কোস্ট্যাল ডিফেন্স ব্যাটারী' ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার অভিযোগে তিনি অপর ১১ জনের সঙ্গে ১৮·৪·১৯৪৩ খ্রী· গ্রেপ্তার হন। কোর্ট মার্শালে দুর্গাদাস ও অপর ৮ জনের মৃত্যুদণ্ড হয়। মৃত্যুর আগে তাঁরা একে অপরকে আলিঙ্গন করে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। [৪২]

দুর্গাদাস লাহিড়ী (১৮৫৮? - ১৯৩২) চকব্রাহ্মণগড়িয়া—নদীয়া। কলিকাতা মেট্রোপলিটান কলেজে অধ্যয়নকালেই সাহিত্যচর্চা শুরু। ১৮৮৭ - ১৯০৫ 'অনুসন্ধান' পত্রিকা পরিচালনা করেন। পত্রিকাটি মাসিক, পাক্ষিক, দৈনিক আকারে এবং পরে ইংরাজী বাংলা উভয় ভাষাতেই প্রকাশিত হত। পরে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সম্পাদক হয়ে ১৯০৯ খ্রী· পর্যন্ত এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ে 'অন্নরক্ষিণী সভা' স্থাপন করে দেশের ধান বিদেশে রপ্তানির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রতিনিধি হিসাবে 'রয়্যাল সোসাইটি অফ আর্টস্' কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়েও তিনি ইংল্যান্ড যাননি। বহু গ্রন্থ রচনা করলেও তাঁর সর্বপ্রধান কীর্তি 'পৃথিবীর ইতিহাস' রচনার প্রয়াস। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস সাতখণ্ডে সমাপ্ত করেই তিনি মারা যান। মূল এবং ব্যাখ্যা ও অনুবাদ সহ চতুর্বেদ বাংলা অক্ষরে প্রকাশ তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান। ইংরেজ কবি টেনিসনের 'এনক আর্ডেন' কাব্য বাংলা পদ্যে অনুবাদ করেছিলেন। রচিত ও সম্পাদিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'দ্বাদশ নারী', 'নির্বাণ জীবন', 'ভারতে দুর্গোৎসব', 'চুরি জুয়াচুরি', 'জাল ও খুন', 'বাঙালীর গান', 'বৈষ্ণব পদলহরী', 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'স্বাধীনতার ইতিহাস', 'রাণী ভবানী', 'শিখ যুদ্ধের ইতিহাস' প্রভৃতি। [১, ৩]

দুর্গাদাস শেঠ (২০·৯·১৮৯৫ - ১৯৫৮) পালপাড়া—চন্দননগর। নৃত্যগোপাল। তাঁর চেষ্টায় চন্দননগরে একটি স্বদেশ-অনুরাগী চক্র গড়ে ওঠে। তার সদস্যদের দিয়ে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'শিল্প সমবায়' প্রতিষ্ঠা করেন। 'স্বদেশী বাজার' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন। সঙ্গী ছিলেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, কানাই সামন্ত, রামেশ্বর দে ও কালীচরণ ঘোষ। রাজরোষে পড়ে পত্রিকাটি এক বছর পরে বন্ধ হয়ে যায় (১৯২৯)। প্রবর্তক সঙ্ঘে বহু অর্থ দান করেন। শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী যাওয়ার পর থেকে তাঁর ব্যয়নির্বাহের জন্য 'প্রবর্তক' মারফত নিয়মিত টাকা পাঠাতেন। বিপ্লবী রাসবিহারী বসুকেও প্রয়োজনে অর্থ সাহায্য করতেন। শেষের দিকে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত এক লক্ষ টাকা পণ্ডিচেরী আশ্রমে দান করে তিনি শ্রীঅরবিন্দের কাছে আত্মসমর্পণ-যোগ গ্রহণ করেছিলেন। গুরুদক্ষিণা দিয়ে প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় কলিকাতায় বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের আশ্রয়ে থাকেন। এ সময় তিনি শিল্প সমবায় তহবিল থেকে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র ঘোষের নামে 'শ্রীশ ফান্ড' প্রতিষ্ঠা করে তা ট্রাস্টির হাতে দেন। চন্দননগর সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ হরিহর শেঠ তাঁর অগ্রজ। [১৯২]

দুর্গানাথ রায় (১২৫৭ - ১৩৪৪ ব·)। টাঙ্গাইলে জন্ম। যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে বঙ্গচন্দ্র রায়ের সহযোগী ও সহকর্মী হিসাবে পূর্ববঙ্গ ও আসামে ধর্মপ্রচার শুরু করেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রিয় অনুচররূপে ধর্ম-প্রচারার্থ তাঁর দলের সঙ্গে দেশ-বিদেশে যান। সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন এবং উপাসনা চলাকালীন ভাব অবলম্বনে তৎক্ষণাৎ সঙ্গীত রচনা করে গান করতেন। তাঁর রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত 'বিধান সঙ্গীত' নামে প্রকাশিত হয়। বহু বছর ঢাকা থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা 'বঙ্গবন্ধু'র সম্পাদনা ও ধর্মসম্বন্ধীয় পত্রিকা 'মিলন' প্রকাশ করেন। ভূমিকম্প ও দুর্ভিক্ষের সময় সেবাকার্যে সহায়তা করতেন। দীর্ঘকাল নবাব আবদুল গণি রিলিফ ফান্ডের কার্যও করেছিলেন। [১]

দুর্গাপুরী দেবী (১৩০২ - ২৭·৭·১৩৭০ ব·) কলিকাতা। বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়। তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করে পিতা-মাতা তাঁকে ভগবানের কাছে উৎসর্গ করেন এবং পুরীর জগন্নাথদেবের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বিবাহ দেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং সংস্কৃতে 'সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ' উপাধি-প্রাপ্ত ছিলেন। মাত্র ৮/৯ বছর বয়সে শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর কাছে দীক্ষা নিয়ে ১৩১৬ ব· সন্ন্যাস-গ্রহণ করেন। পরে তিনি গৌরীমা প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী সারদেশ্বরী আশ্রমের কাজে লিপ্ত থেকে স্ত্রীশিক্ষায় সাহায্য করে গেছেন। [৯, ১৬]

দুর্গামোহন দাশ (নভে· ১৮৪১ — ডিসে· ১৮৯৭) তেলিরবাগ—ঢাকা। কাশীশ্বর। পিতার কর্মক্ষেত্র বরিশালে অবস্থানকালে চৌদ্দ বছর বয়সে প্রদর্শনী বৃত্তি পেয়ে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়া শুরু করেন। ১৮৬১ খ্রী· আইনের প্রথম পরীক্ষা (Licentiate of Law) পাশ করে কলিকাতা সদর আদালতে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ১৮৬৩ খ্রী· বরিশালে গিয়ে সরকারী উকিল হন। ১৮৭০ খ্রী· কলিকাতায় এসে ওকালতি শুরু করে ক্রমে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন। সংস্কারপন্থী ছিলেন। ১২৭১ ব· প্রধানত তাঁর চেষ্টায় বরিশালে দু'টি কায়স্থ বালবিধবার পুনর্বিবাহ হয়। পূর্ববঙ্গে এই প্রচেষ্টা প্রথম। এই কাজের জন্য তাঁকে বহু সামাজিক ও আর্থিক পীড়ন সহ্য করতে হয়। পরে তাঁর চেষ্টায় বরিশালে

আরও কয়েকটি বিধবার বিবাহ হয়। পিতার মৃত্যুর পর তিনি অল্পবয়স্কা বিধবা বিমাতারও পুনরায় বিবাহ দিয়েছিলেন। নিজেও বিপত্নীক হওয়ার পর অতুলপ্রসাদ সেনের বিধবা মাতাকে বিবাহ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র ভিন্ন আর কেউ বাঙলাদেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য এত অর্থব্যয় করেননি। প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় ও অর্থসাহায্যে বরিশাল ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতার নব্য ব্রাহ্মদের একটি ক্ষুদ্র দলের তিনি নেতৃস্থানীয় ছিলেন। ১৮৭২ খ্রী· তিন আইন বিধিবদ্ধ হলে ঐরূপ বিবাহসম্পাদন-কার্যের অন্যতম ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী (Registrar) নিযুক্ত হন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন। কলিকাতায় আনন্দমোহন বসু, দ্বারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখদের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্ত্রীশিক্ষা ও নারীজাতির উন্নতিবিধানে যত্নবান হন। উদ্ধারপ্রাপ্ত বালবিধবা ও কুলীন কন্যাদের নিজগৃহে আশ্রয় দিতেন। এইসব বালিকার শিক্ষার জন্য ১৩·৯·১৮৭৩ খ্রী· 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' এবং এটি বন্ধ হয়ে গেলে ১·৬·১৮৭৬ খ্রী· 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়' তাঁদের মিলিত চেষ্টায় স্থাপিত হয়। আশ্রিতাদের শিক্ষার জন্য মুক্তহস্তে সাহায্য করতেন। ১৮৭৬ খ্রী· কলিকাতা পৌরসভার সদস্য হন। ভারত-সভার তিনি অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর পুত্রদের মধ্যে এস· আর· দাশ ও বিচারপতি জ্যোতিষরঞ্জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র ও দার্শনিক পণ্ডিত প্রসন্নকুমার রায় তাঁর জামাতাদ্বয় এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। [১, ৭, ৮, ২৬, ৪৮]

দুর্গামোহন ভট্টাচার্য এম·এ·, কাব্যসাংখ্যপুরাণতীর্থ (১৮৯৯ - ১৯৬৫)। তিনি দীর্ঘকাল স্কটিশ চার্চ কলেজে ও পরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেন। বৈদিক সাহিত্য, বিশেষ করে বৈদিক সাহিত্যে বাঙালীর দান সম্পর্কে তাঁর গবেষণা উল্লেখযোগ্য। ওড়িশার গ্রামাঞ্চল থেকে অথর্ব বেদের পৈপ্পলাদ শাখার পুথি আবিষ্কার তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিভাষা-সমিতির সভ্য, 'ভারতকোষ' সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথিশালাধ্যক্ষ ও সহ-সভাপতি ছিলেন। সম্পাদিত গ্রন্থ : গুণবিষ্ণুকৃত 'ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য', গুণবিষ্ণু ও সায়ণের ভাষ্যসহ 'ছান্দোগ্যব্রাহ্মণ', হলায়ুধকৃত 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' প্রভৃতি। [৩]

দুর্গামোহন সেন (১৭·১১·১৮৭৭ - ১১·৯·১৯৭২) চন্দ্রহার—বরিশাল। সনাতন। ১৯০৩ খ্রী· বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত এবং অশ্বিনীকুমার গঠিত সেবাদল 'দি লিট্‌ল্ ব্রাদার্স অফ দি পুওর' ও 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি'র একজন একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। ১৯০৯ খ্রী· এক বিধবা-বিবাহ-সভায় উপস্থিত থাকার জন্য তাঁকে 'একঘরে' করা হয়েছিল। ১৯০৬ খ্রী· বরিশালে যে বিখ্যাত বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্স হয় তাতে অশ্বিনীকুমার তাঁকে প্রচার বিভাগের গুরুদায়িত্ব দিয়েছিলেন। বাংলা সাপ্তাহিক 'বরিশাল হিতৈষী'র সম্পাদকরূপে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। নির্ভীক সাংবাদিকতার জন্য তাঁকে ইংরেজ সরকারের হাতে বহু নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনে তিনি বরিশালের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। দেশবিভাগের পর তিনি বরিশালেই থেকে যান। পাকিস্তান সরকারের আমলেও এই সাংবাদিককে দু'বছর কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছে। নেহেরু-লিয়াকৎ আলি চুক্তির বেশ কিছুদিন পর ১৯৫০ খ্রী· তিনি পশ্চিমবঙ্গে এসে স্থায়ীভবে বসবাস করতে থাকেন। [১৬, ১২৪, ১৪৯]

দুর্গাসুন্দর কৃতিরত্ন (১২৫৩ - ২০·৩·১৩২৭ ব·) শেরপুর—ময়মনসিংহ। ঈশানচন্দ্র ন্যায়রত্ন। প্রথম শিক্ষা পিতা এবং খুল্লতাত রামচন্দ্র তর্কভূষণ ও অগ্রজ হরসুন্দর তর্করত্নের কাছে। পরে নবদ্বীপে গিয়ে 'কৃতিরত্ন' উপাধি লাভ করেন। ১২৭৯ ব· থেকে ১২৯৬ ব· পর্যন্ত স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত টোলে অধ্যাপনাকার্যে নিযুক্ত থাকেন। পরে কলিকাতায় এসে টোল স্থাপন করে অধ্যাপনা করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূপেন্দ্রনাথ বসু সহ অনেক ব্যারিস্টার তাঁর কাছে 'দায়ভাগ' প্রভৃতি হিন্দু আইনের গ্রন্থ অধ্যয়ন করতেন। অনেক শিক্ষায়তনে ও কলিকাতাস্থ 'বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা'য় অধ্যাপকের কাজ করেছেন। 'শত সাহস্রিক প্রজ্ঞাপারমিতা' নামক বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ করেন। [১৭২]

দুর্জন সিং। বাঁকুড়ার চোয়াড় বিদ্রোহের নায়ক এক প্রাক্তন জমিদার। স্থানীয় আদিবাসীদের একাংশ প্রভাবশালী জমিদারদের লাঠিয়াল ও পাইক-বরকন্দাজ হিসাবে কাজ করত এবং তার বিনিময়ে তারা নিষ্কর জমি ভোগ করত। ঐসব আদিবাসী চোয়াড় নামে পরিচিত ছিল। ইংরেজ শাসনে ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তন হওয়ায় চোয়াড়রা বৃত্তিচ্যুত হয় এবং সহজভাবে বাঁচার কোন সুযোগ না থাকায় বেপরোয়া হয়ে লুঠতরাজ শুরু করে। ১৭৯৮ - ৯৯ খ্রী· বাঁকুড়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে রায়পুর, অম্বিকানগর, সুপুর প্রভৃতি স্থানে দুর্জন সিং-এর নেতৃত্বে যে চোয়াড় বিদ্রোহ হয়েছিল তাতে বাঁকুড়া জেলার সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর অঞ্চলের চোয়াড় বিদ্রোহ সম্পূর্ণ দমন করা যায় নি। [১৮]

দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৭২ - ১৯৩৮)। নন্দলাল বিদ্যারত্ন। কলিকাতায় মাতামহ কাশীরাম তর্কবাগীশের গৃহে থাকতেন। তাঁর পিতৃব্য এবং ভ্রাতাদের মধ্যে কয়েকজন সঙ্গীতবিদ্ ছিলেন। তিনিও অল্প বয়স থেকে দীর্ঘ ২০ বছর মৃদঙ্গাচার্য মুরারিমোহন গুপ্তের কাছে পাখোয়াজ-বাদন শিক্ষা করে গুণী পাখোয়াজী-রূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তবলাতেও তাঁর দক্ষতা ছিল। সঙ্গীতকে তিনি পেশা হিসাবে গ্রহণ না করেও কৃতী শিষ্যমণ্ডলী গঠনে সমর্থ হন। গুরুর স্মৃতিরক্ষার্থে ১৯০৫ খ্রী· 'মুরারি সম্মেলন' নামে বার্ষিক সঙ্গীতানুষ্ঠানের প্রবর্তন করে দীর্ঘ ৩০ বছর তার পরিচালনা করেন। বাঙলাদেশে

রাগসঙ্গীত-চর্চার প্রসারে এই সম্মেলনের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। [৩]

দুলালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (অবধূত) (১৯১০ - ১৩.৪.১৯৭৮) ভবানীপুর—কলিকাতা। 'মরুতীর্থ হিংলাজ' গ্রন্থ লিখে খ্যাত হন। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর সন্ন্যাস নেন। পরে উজ্জয়িনীতে মহাকাল মন্দিরে অবধূত হন—নাম হয় 'কালিকানন্দ অবধূত'। তাঁর ভৈরবী স্ত্রী ছিল। চুঁচুড়ায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'রুদ্রচণ্ডী' মঠে মারা যান। তাঁর লিখিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'বশীকরণ', 'উদ্ধারণপুরের ঘাট', 'কলিতীর্থ কালীঘাট', 'কঙ্করতন্ত্র' প্রভৃতি। [১৬]

দুলালচাঁদ বা রামদুলাল পাল (আনু. ১৭৭৬ - ১৮৩৩) ঘোষপাড়া—নদীয়া। 'ভাবের গীত'-এর স্রষ্টা দুলালচাঁদ কর্তাভজা সম্প্রদায়ের দার্শনিক ও তত্ত্বগত ভিত্তি দৃঢ় ও প্রসারিত করেন। 'ভাবের গীত' গুরুবাদী সাঙ্কেতিকতার দিক দিয়ে 'চর্যাপদে'র ঐতিহ্য অনুসরণ করেছে—'মনের মানুষ', 'সহজ মানুষ' খুঁজেছে। তিনি সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজী, ফারসী প্রভৃতি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। 'ভাবের পদ' রচনায় তান্ত্রিক সন্ন্যাসী রামচরণ তাঁকে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। তিনি 'শ্রীযুত' নামেও খ্যাত ছিলেন। [১৭]

দুলাল তর্কবাগীশ (১৭৩১ - ১৮১৫) সাঁতগাছিয়া—বর্ধমান। বিজয়রাম রায়। তাঁর রচিত নব্যন্যায়ের বহুতর পত্রিকা এক সময় নবদ্বীপাদি সমাজে এবং বাঙলার বাইরেও প্রচারিত হয়েছিল। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র গুরুচরণ সংস্কৃত 'শ্রীকৃষ্ণলীলাম্বুধি' নাটকের (১৮৩১) রচয়িতা। [৯০]

দুলে দে (১৮৯৪ - ?) জানবাজার—কলিকাতা। প্রখ্যাত হকি খেলোয়াড়। প্রকৃত নাম ধীরেন্দ্রনাথ। ক্রীড়ামোদী হকি খেলোয়াড় মাতুল কেরো বসুর (আসল নাম প্রবোধ বসু) সহায়তায় গড়পাড় গ্রীয়ার ক্লাবে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার সুযোগ পান। হকি খেলায় বিশেষ ঝোঁক ছিল। এই খেলায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন নিজের চেষ্টা ও অধ্যাবসায়ের গুণে। প্রধানত তাঁর ক্রীড়া-নৈপুণ্যেই ১৯১৯ ও ১৯২৩ খ্রী. গ্রীয়ার ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে। ১৯১৪ - ২৫ খ্রী. পর্যন্ত বরাবর তিনি হকি খেলেছেন। [১৭]

দেউস্কর, সখারাম গণেশ (১৭.১২.১৮৬৯ - ২৩.১১.১৯১২) করোঁ—(তৎকালীন) বীরভূম। সদাশিব গণেশ। দেউস্কর পরিবারের আদি নিবাস মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলার মালবর্ন দুর্গের কাছে দেউস গ্রামে। বর্তমান বিহারের দেওঘরের কাছে করোঁ গ্রামে তিন পুরুষের বাস। পাঁচ বছর বয়সে তাঁর মাতৃবিয়োগ হলে বিদুষী পিসী কর্তৃক লালিত হন। রীতি অনুসারে উপনয়নের পর কিছুদিন বেদ পাঠ করেন। ১৮৮৯ খ্রী. বৈদ্যনাথ ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হন। সাহিত্যসেবী যোগীন্দ্রনাথ বসু সে সময়ে ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৮৯১ খ্রী. ঐ স্কুলেই শিক্ষকতা করেন। সাহিত্যানুরাগের জন্য রাজনারায়ণ বসুর কাছে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ করেন। এই সময় থেকেই রচনা প্রকাশ আরম্ভ। 'হিতবাদী' পত্রিকার লেখক ছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট হার্ভের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশের জন্য যোগীন্দ্রনাথ ও তিনি কর্মচ্যুত এবং পরে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ কর্তৃক পুনর্বহাল হন। 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রুফরীডার হয়ে ঢুকলেও ক্রমে অধ্যবসায়বলে সম্পাদকের প্রধান সহকারী হয়ে ওঠেন। ৪.৭.১৯০৭ খ্রী. কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর পর 'হিতবাদী'র সম্পাদক হন। এই বছর সুরাট কংগ্রেসে চরম ও নরমপন্থীদের সংঘর্ষ হয়। 'হিতবাদী'র মালিকগোষ্ঠী চরমপন্থীদের তথা তিলকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লিখবার আদেশ দিলে, বিপ্লবপন্থায় বিশ্বাসী সখারাম পদত্যাগ করেন। অতঃপর জাতীয় শিক্ষা পরিষদ পরিচালিত বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও ভারতীয় ইতিহাসের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ইংরেজের শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর রচিত 'দেশের কথা' 'বাজেয়াপ্ত হলে স্কুল-কর্তৃপক্ষীয়দের শঙ্কিত দেখে ১৯১০ খ্রী. পদত্যাগ করেন। আবার কিছুদিন 'হিতবাদী' সম্পাদনা করেন। এই সময় একমাত্র পুত্র ও পত্নীর মৃত্যুর পর স্বাস্থ্যভঙ্গ হলে স্বগ্রামে ফিরে যান। প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় বাঙলাদেশে শিবাজী উৎসব এবং ভবানী পূজা প্রবর্তিত হয়। মহামান্য তিলক রাজদ্বারে অভিযুক্ত হলে তাঁরই চেষ্টায় বঙ্গবাসিগণ তিলকের সাহায্যে অগ্রসর হন। 'দেশের কথা' গ্রন্থটি বহুদিন ভারতীয় বিপ্লবীদের অবশ্য-পাঠ্য ছিল। এটি বাজেয়াপ্ত হবার আগেই ৫টি সংস্করণে ১৩ হাজার কপি বিক্রীত হয়। বাজেয়াপ্ত হবার পরও গোপনে গ্রন্থটি পড়া হত। 'দেশের কথা' বহু ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়। এছাড়া শিবাজীর জীবন সম্পর্কেও বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেন। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ 'তিলকের মকদ্দমা', 'বাজীরাও', 'এটা কোন যুগ', 'ঝান্সির রাজকুমার', 'মহামতি রাণাডে', 'আনন্দীবাঈ' প্রভৃতি। [৩, ৮, ১২৩, ১২৪]

দেবকীকুমার বসু (২৫.১১.১৮৯৮ - ১৭.১১.১৯৭১) বর্ধমান। মধুসূদন। প্রখ্যাত চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক। বিদ্যাসাগর কলেজে ছাত্রাবস্থায় নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের সাহচর্য লাভ করেন। অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে কলেজ ত্যাগ করে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন। 'শক্তি' নামে একটি দেশাত্মবোধক সাপ্তাহিক সম্পাদনা করেন। এই ব্যাপারে ডি.জি. বা ধীরেন গাঙ্গুলীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে চিত্রজগতে প্রবেশ করেন। গল্পকার ও চিত্রনাট্যকার-রূপে তাঁর প্রথম ছবি ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন কোম্পানির 'Flame and Flesh' (১৯২৭)। পরবর্তী ছবি 'পঞ্চশর' (১৯২৯) মারফত খ্যাতির সোপানে ওঠেন। তিনিই প্রথম মঞ্চানুগ চিত্রকর্মকে চলচ্চিত্রোপযোগী রূপ দান করেন। প্রমথেশ বড়ুয়ার প্রতিষ্ঠানের প্রথম নির্বাক ছবি 'অপরাধী'র কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার এবং পরিচালক ছিলেন। এই ছবিতেই প্রথম অন্তর্দৃশ্যে কৃত্রিম আলোর সাহায্যে চিত্রগ্রহণ করা হয়। সদ্যপ্রতিষ্ঠিত 'নিউ থিয়েটার্স'-এ 'চণ্ডীদাস' ছবি (১৯৩২) রূপায়িত করার সঙ্গে সঙ্গেই ভারত-জোড়া খ্যাতি লাভ করেন। এই ছবিতে অন্যান্য

বহু কলাকৌশলের সঙ্গে আবহ সঙ্গীতের সাহায্য গ্রহণ
করা হয়। এখানে অপর নির্মিত চিত্র 'পুরাণ ভকত'
(হিন্দী), 'মীরাবাঈ' (দ্বৈভাষিক) প্রভৃতি। ১৯৩৫ খ্রী·
'ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানী'তে যোগ দেন। এখানে
'সীতা' (হিন্দী) ও 'সোনার সংসার' (দ্বৈভাষিক) ছবি
তোলেন। 'সীতা'ই প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্র যা ১৯৩৫
খ্রী· ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে কৃতিত্বের
স্বীকৃতিস্বরূপ সার্টিফিকেট অর্জন করে। এরপর বোম্বাই
শহরে স্বনামে প্রতিষ্ঠান গঠন করে ছবি তোলেন। ১৯৩৭
খ্রী· পুনরায় নিউ থিয়েটার্সে যোগ দেন। 'বিদ্যাপতি'
(দ্বৈভাষিক), 'সাপুড়ে', 'নর্তকী' প্রভৃতি চিত্রগুলি এ
সময়কার স্মরণীয় সৃষ্টি। ক্রমে স্বাধীনভাবে 'আপনা ঘর'
(হিন্দী), 'মেঘদূত', 'কৃষ্ণলীলা', 'কবি', 'রত্নদীপ',
'চন্দ্রশেখর', 'পথিক', 'চিরকুমার সভা' প্রভৃতি ছবি
করেন। শেষ ছবি রবীন্দ্রনাথের চারটি কবিতা অবলম্বনে
রচিত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রযোজিত 'অর্ঘ্য'। ১৯৫৬
খ্রী· সাহিত্য আকাদেমী কর্তৃক সম্মানিত ও ১৯৬৫ খ্রী·
'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত হন। [১৬]

দেবকুমার রায়চৌধুরী (২৩·১·১৮৮৬ -
১০·১২·১৯২৯) লাখুটিয়া—বরিশাল। জমিদার
রাখালচন্দ্র। কবি-সাহিত্যিক। অশ্বিনীকুমার দত্তের কাছে
শিক্ষায় হাতেখড়ি। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।
প্রধানতঃ তাঁরই উদ্যোগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের
বরিশাল শাখা প্রতিষ্ঠিত ও ১৯০৬ খ্রী· বঙ্গীয় সাহিত্য
সম্মেলন বরিশালে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি কবি
দ্বিজেন্দ্রলালের 'পূর্ণিমা সম্মেলনে' স্বরচিত কবিতা পাঠ
করতেন। তাঁর রচিত দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনী একটি
উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। রচিত কাব্যগ্রন্থ : 'অরুণ', 'প্রভাতী', 'মাধুরী'
ও 'ধারা' এবং কাব্যনাট্য : 'দেবদূত'। রচিত 'ব্যাধি ও
প্রতিকার' পুস্তিকায় তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন সমস্যা
বিশ্লেষণ করে মীমাংসার পথ দেখিয়েছেন। মহিলা
ঔপন্যাসিক কুসুমকুমারী দেবী তাঁর মাতা। [১, ৩, ২৬,
১৬০]

দেবজ্যোতি বর্মণ (১৭·৫·১৯০৫ - ৮·১২·১৯৬৬)
কলিকাতা। অশ্বিনী। পৈতৃক নিবাস ময়মনসিংহ। শৈশব
ও বাল্যকাল প্রধান-শিক্ষিকা মাতা তরুলতার কর্মস্থল
শ্রীহট্টে কাটে। স্কুল-জীবনেই বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে
আসেন। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনের সময় স্কুল
ছাড়েন। সেখানকার শ্রীহট্টের রাজা গিরিশচন্দ্র হাই স্কুল
থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পাশ করেন (১৯২৩)।
১৯২৫ খ্রী· আই·এস-সি পাশ করে কলিকাতার বঙ্গবাসী
কলেজে ভর্তি হন ও 'যুগবাণী সাহিত্যচক্র' প্রতিষ্ঠা
করেন। সেখান থেকে পুস্তক প্রকাশনা ছাড়াও অন্তরালে
বিপ্লবী কার্যকলাপ চালাতেন। কিছুদিন পরে 'যুগবাণী'
পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৩১ খ্রী· আটক-বন্দী হন।
পুলিসের ধারণা ছিল গঙ্গাবক্ষে নূতন সেতুর উদ্বোধন
উপলক্ষে লর্ড উইলিংডনের নিধন-চেষ্টার ব্যাপারে
দেবজ্যোতিও সংশ্লিষ্ট। ১৯৩৩ খ্রী· জেল থেকে
ইকনমিক্সে বি·এ· (অনার্স সহ) ও ১৯৩৬ খ্রী· এম·এ·
পাশ করেন। বক্সার জেলে বন্দী অবস্থায় 'ইকনমিক হিস্ট্রি
অফ বেঙ্গল' নামে এক নিবন্ধ রচনা করেন। ১৯৩৮ খ্রী·
মুক্তিলাভের পর প্রথমে আনন্দবাজার পত্রিকায়
স্থায়িভাবে যোগ দিলেও পরে ঐ কাজ ছেড়ে দিয়ে
'আনন্দবাজার', 'ভারতবর্ষ', ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায়
লিখতেন এবং এশিয়াটিক সোসাইটির পার্ট-টাইম কর্মী
হন। ১৯৪৯ খ্রী· নবপর্যায়ে 'যুগবাণী' সাপ্তাহিক পত্রিকা
প্রকাশ করে আমৃত্যু তার সম্পাদনা করেন। কলিকাতা
বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১ টি বিভিন্ন বিষয়ে এম·এ· পাশ
করেন। সংস্কৃত, আরবী, জার্মান ও ফরাসী ভাষায় দখল
ছিল। বঙ্গবাসী কলেজ ও সিটি কলেজে অধ্যাপনা
করেন। ১৯৫৩ খ্রী· কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার
নির্বাচিত হন। ১৯৬১ খ্রী· 'ফ্রেন্ডস্ অফ ইণ্ডিয়া'র
আমন্ত্রণে আমেরিকা সফর করেন। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি
United Citizens' Council ও B.N.V.P. দলের অন্যতম
প্রতিষ্ঠাতা। 'মিস্ট্রিজ অব বিড়লা হাউস' তাঁর বিশেষ
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। অপর গ্রন্থ : 'কার্ল মার্ক্স্', 'রবীন্দ্রনাথ',
'আধুনিক ইউরোপ', 'বাঙ্গালার রাষ্ট্রীয় সাধনা', 'বিজিনেস
অর্গেনাইজেশন' প্রভৃতি। [৪, ৮২]

দেবনারায়ণ চৌধুরী (জানু· ১৯১১ - ১৫·৭·১৯৮৫)
নতুন ভারেঙ্গা—পাবনা। ঢাকার বিখ্যাত আইনজীবী
নরেন্দ্রনারায়ণ। ইলেকট্রনিক শিল্পের ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট
ব্যক্তিত্ব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৩ খ্রী·
পদার্থ-বিদ্যায় এম·এস-সি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম
হন। এরপর আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং অধ্যাপক
খাসনবীশের কাছে দু'বছর বেতার বিষয়ে গবেষণা
করেন। রাজনৈতিক কারণে জার্মানি গিয়ে ডক্টরেট করার
সুযোগ পাননি। বহু সংস্থায় সুনামের সঙ্গে কাজ
করেছেন। ১৯৫৫ খ্রী· চাকরি ছেড়ে বিখ্যাত ইলেকট্রনিক
সংস্থা 'দেবসন্স' প্রতিষ্ঠা করেন। 'রেডিও
ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া'র
প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও নিখিল ভারত ইলেকট্রনিক্স
অ্যাসোসিয়েশন-এর কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান ছিলেন।
খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ্ ও ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল
উইকলির সম্পাদক শচীন চৌধুরী তাঁর অগ্রজ এবং
বোম্বাইয়ের চিত্র-প্রযোজক হিতেন চৌধুরী তার অনুজ।
[১৬]

দেবনারায়ণ বাচস্পতি। কাশীতে সংস্কৃত অধ্যাপনার
জন্য প্রথম যে-কয়জন বাঙালী পণ্ডিত টোল স্থাপন
করেছিলেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। সিপাহী বিদ্রোহের
বহু পূর্বে তিনি টোল স্থাপন করেন। বাঙালী ছাড়াও
বিভিন্ন প্রদেশের বহু ছাত্র তাঁর টোলে অধ্যায়ন করত।
[১]

দেবনারায়ণ সরকার (১৮৯১ - ১৯৭১) নোয়াখালির
জয়াগ গান্ধী আশ্রমের বর্ষীয়ান নেতা। 'পূর্ব পাকিস্তানে'
বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম-কালে তিনি ও ঐ আশ্রমের
সত্তর বছর বয়স্ক মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়
পাক-সেনাকর্তৃক নিহত হন। [১৪৯]

দেবপাল (রাজত্বকাল আনু· ৮১০ - ৮৫০ খ্রী·) গৌড়। 'বঙ্গপতি' ধর্মপাল। পাল-বংশের দিগ্বিজয়ী ও পরাক্রান্ত সম্রাট। তিনি নিজে বৌদ্ধ হলেও রাষ্ট্রক্ষেত্রে তাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন দুই ব্রাহ্মণ অমাত্য—গর্গের পুত্র দর্ভপাণি ও প্রপৌত্র কেদার মিশ্র। তাঁদের সহায়তায় দেবপাল হিমালয় থেকে বিন্ধ্য পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারত থেকে কর ও প্রণতি আদায় করেছিলেন। তাঁর খ্যাতি সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও মালয় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর উদার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। [৩, ৬৭]

দেবপ্রসাদ গুপ্ত (ডিসে· ১৯১১ - ৬·৫·১৯৩০) ঢাকা। যোগেন্দ্রনাথ (মনা)। কলেজে অধ্যয়নকালে বিপ্লবী সূর্য সেনের দলে যোগ দেন। ১৮·৪·১৯৩০ খ্রী· চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন। চারদিন পর জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ সৈন্যদলের সঙ্গে সংঘর্ষে জয়ী হন। ৬ মে ১৯৩০ খ্রী· চট্টগ্রামের কালারপোল এলাকায় সাহেবপাড়া আক্রমণকালে আহত হয়ে আত্মহত্যা করেন। [১০, ৩৫, ৪২, ৪৩, ৯৬]

দেবপ্রসাদ ঘোষ (১৫·৩·১৮৯৪ - ১৪·৭·১৯৮৫) গাভা—বরিশাল। ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক ক্ষেত্রনাথ। মাতা অন্নদাসুন্দরী কবি ছিলেন। খ্যাতনামা গণিতজ্ঞ, সুপণ্ডিত শিক্ষাব্রতী ও রাজনীতিবিদ্। কৃতী ছাত্র দেবপ্রসাদ 'জীবনে কখনো দ্বিতীয় হননি কোনো পরীক্ষায়'। ১৯০৮ খ্রী· এন্ট্রান্স ও ১৯১০ খ্রী· আই· এ· পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেও স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বরিশালের ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজের ছাত্র হওয়ায় সরকারি বৃত্তি থেকে তিনি বঞ্চিত হন। ১৯১২ খ্রী· সিটি কলেজ থেকে গণিতে বি· এ· পরীক্ষায় সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করে ঈশান স্কলারশিপ লাভ করেন। ১৯১৪ খ্রী· মিশ্র গণিতে এম· এ· পাশ করে রিপণ কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এক সময় ভাইস-চ্যান্সেলর আশুতোষ মুখার্জি ঘোষণা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ল কলেজ ছাড়া অন্যত্র ল-এর ক্লাশ নেওয়া চলবে না। তবে যদি কোন কলেজের ছাত্র ল পরীক্ষা দিয়ে প্রথম হয় তবেই সেখানে ল ক্লাশ চলতে দেওয়া হবে। অধ্যাপক দেবপ্রসাদ রিপণ কলেজের ল ক্লাশের ছাত্র হিসাবে ১৯১৮ খ্রী· ল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে কলেজের ল বিভাগকে চালু রাখেন। ১৯৪১ খ্রী· তিনি রংপুরের কারমাইকেল কলেজে অধ্যক্ষপদে যোগ দেন এবং ১৯৫০ খ্রী· অবসর গ্রহণ করেন। ১৯২০ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর 'সারভেন্ট' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে অসহযোগ আন্দোলনকালে সাংবাদিকতা করেছেন। কিছুদিন হাইকোর্টে ব্যবহারজীবীর কাজও করেছেন। অনেকগুলি ভারতীয় ও ইউরোপীয় ভাষায় তাঁর বিশেষ দখল ছিল। বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ্ হিসাবে সমাদৃত ছিলেন। বাংলা ভাষা ও বানান নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পত্র-বিতর্ক এক সময় বিদগ্ধ মহলে যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। এ বিষয়ে তাঁর রচিত 'বাঙ্গলা ভাষা ও বানান' গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সদস্য ছিলেন। সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন ১৯১৫ খ্রী· কংগ্রেসের সদস্য হিসাবে। ১৯২৩ - ৩২· খ্রী· বাংলার ন্যাশনালিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। ১৯৩৩ খ্রী· হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন। পরে ১৯৫১ খ্রী· নব-প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জনসঙ্ঘের সদস্য হন। ১৯৫২ খ্রী· নির্বাচনে রাজ্যসভার সদস্যপদ লাভ করেন। ভারতীয় জনসঙ্ঘের সভাপতি ছিলেন পাঁচ বছর এবং রাজ্য শাখার সভাপতি ছিলেন দীর্ঘদিন। ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই সুবক্তা হিসাবে খ্যাতি ছিল। রচিত গ্রন্থ : 'হিন্দু কোন্ পথে', 'সতের বৎসর পরে', 'অরুণিমা' (সাহিত্যিক ও সামাজিক আলোচনা), 'ত্রৈরাশিক' (ব্যঙ্গ কবিতা), 'Shifting Scenes' প্রভৃতি। তাছাড়া তাঁর গণিতের পাঠ্য পুস্তক এককালে স্কুল-কলেজে বহুল-প্রচলিত ছিল। ঈশান স্কলার শান্তিসুধা ঘোষ তাঁর ভগিনী। [১৬, ১৭৪]

দেবপ্রসাদ মিত্র (২৯·১২·১৯০২ - ৮·২·১৯৭৮) কোন্নগর—হুগলী। জন্ম কটক শহরে। পিতা জ্যোতিরিন্দ্রপ্রসাদ পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যের সহকারী ম্যানেজার ছিলেন। পিতামহ ব্রজসুন্দর ঢাকায় ব্রাহ্ম আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা। বিশিষ্ট জীবাণুবিদ্। ১৯১৯ খ্রী· হেয়ার স্কুল থেকে ম্যাট্রিক ও ১৯২১ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আই·এস-সি· পরীক্ষায় অষ্টম স্থান অধিকার করে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। ভাল ছাত্র হিসাবে নানা পুরস্কার ও 'আবদুল গণি বৃত্তি' পান। তাঁর সময়ে মেডিক্যাল কলেজে স্টুডেন্টস ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় ও তিনি তার সভাপতি হন। স্বদেশসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ডাক্তারি পড়ার সময়ে কয়েকজন বন্ধু মিলে গ্রামের লোকদের চিকিৎসা করতেন। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন, চরকা কাটেন। তখন থেকেই খদ্দর ব্যবহার করতেন। ১৯২৭ খ্রী· এম·বি· পাশ করে বন্ধু ডাঃ নারায়ণ রায়, ডাঃ সুধীর সান্যাল ও ডাঃ নলিন গুপ্তের সঙ্গে ১৯২৮ খ্রী· 'Calcutta Bacteriological Institute' প্রতিষ্ঠা করে আমৃত্যু তার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। কর্মজীবনের প্রথম থেকে ক্যালকাটা মেডিক্যাল ক্লাবের সম্পাদক ছিলেন। সশস্ত্র বিপ্লবীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল। গোপনভাবে চন্দননগরে গিয়ে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ মামলার আত্ম-গোপনকারী বিপ্লবীদের চিকিৎসা করেছেন। ১৯৫৫ খ্রী· থেকে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বিভিন্ন সময়ে ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও সভাপতি ছিলেন। ১৯৪২ ও ১৯৪৩ খ্রী· মহাদুর্ভিক্ষের সময় 'ব্রাহ্ম রিলিফ মিশন' গঠন করে কলিকাতা ও কাকদ্বীপে ত্রাণকার্য করেন। দেশ ভাগ হয়ে যাবার পর উদ্বাস্তু অসহায় মেয়েদের জন্য ও নোয়াখালির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত দুঃস্থ মেয়েদের স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য 'মহিলাভবন' গড়ে তোলেন। এ ছাড়া স্বগ্রাম কোন্নগরে মেয়েদের 'শিল্প বিদ্যালয়' ও নিমতার 'বিধবাশ্রম' এবং 'ব্রাহ্ম ট্রেনিং

কলেজ'ও তাঁর সৃষ্টি। যশোহর ও খুলনায় অনুন্নত শ্রেণীদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে কাজ করেছেন। ব্রাহ্ম মিশনের সাহায্যে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা শিশুদের নিয়ে 'বালভবন' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রধানতঃ তাঁরই উদ্যোগে। [১৬, ১৪৯]

দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, স্যার, সি·আই·ই· (ডিসেম্বর ১৮৬২ - ১১·৮·১৯৩৫) খানাকুল কৃষ্ণনগর—হুগলী। খ্যাতনামা চিকিৎসক সূর্যকুমার। তিনি হেয়ার স্কুল থেকে একাধিক বৃত্তি ও পুরস্কার সহ ১৮৭৬ খ্রী· প্রবেশিকা, ১৮৮২ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এম·এ· এবং ১৮৮৮ খ্রী· অ্যাটর্নিশিপ পরীক্ষা পাশ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। রাজনীতিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়ে 'ভারত-সভা'র কাজে সুরেন্দ্রনাথের প্রধান সহকর্মী হন। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটকে সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার বিপদ থেকে রক্ষা করেন। দু'বার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে লন্ডনে অনুষ্ঠিত ইউনিভার্সিটিজ অফ দি এম্পায়ার কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯১৩ খ্রী· এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক এল·এল·ডি· উপাধি পান। ১৯১৪ - ১৯১৮ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বেসরকারী উপাচার্য হন। ১৯২৫ খ্রী· দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীরদের অবস্থা পর্যালোচনা ও ভারত সরকারের পক্ষ থেকে তথ্যানুসন্ধানে সেখানে যান। ১৯৩০ খ্রী· জাতিসঙ্ঘে ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। একাধিক পত্রিকায় তিনি স্বরচিত প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী প্রভৃতি প্রকাশ করেছেন। রচিত গ্রন্থ: 'ইউরোপে তিন মাস' ও 'স্মৃতিরেখা'। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী (ন্যাশনাল) পরিচালকদের অন্যতম ও সংস্কৃত ভাষা প্রসারে উদ্যোগী ছিলেন। [১, ৩, ৫, ৭, ২৫, ২৬]

দেবব্রত বিশ্বাস (২২·৮·১৯১১ - ১৮·৮·১৯৮০) কিশোরগঞ্জ—ময়মনসিংহ। দেবেন্দ্রমোহন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার ও ভারতীয় গণনাট্য আন্দোলনের একজন পুরোধা। পিতামহ কালীকিশোর বিশ্বাস ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় স্বগ্রাম ইটনা—ময়মনসিংহ থেকে বিতাড়িত হন। কিশোরগঞ্জ স্কুলে পড়ার সময় দেবব্রত হিন্দু প্রতিবেশীদের কাছে 'ম্লেচ্ছ' বলে চিহ্নিত হয়েছেন। শৈশবে মায়ের মুখে ব্রহ্মসঙ্গীত শুনেছেন। মায়ের মাধ্যমেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। দেশাত্মবোধক গান শিখেছিলেন মহেন্দ্র রায়ের কাছে। কিশোরগঞ্জে স্বদেশী সভায় গান গাইতেন। ১৯২৭ খ্রী· ম্যাট্রিক পাশ করে কলিকাতার কলেজে পড়তে এসেই ব্রাহ্মসমাজে ও পরে শান্তিনিকেতনে গান গাইবার আমন্ত্রণ পান। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১৯৩৩ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম·এ· পাশ করেন। ১৯৭১ খ্রী· পর্যন্ত জীবনবীমা কর্পোরেশনে চাকরি করেছেন। ১৯৩৮ খ্রী· তাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথম রেকর্ড কনক দাসের সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের পাশাপাশি তিনি অন্যান্যদের গানও গাইতেন। প্রায় তিন শ' রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড করেছেন। পরে বিশ্বভারতীর সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুররীতি নিয়ে মতবিভেদ হওয়ায় তিনি প্রকাশ্যে রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া প্রায় বন্ধ করেছিলেন এবং ১৯৭১ খ্রী· থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ডও করেন নি। তাঁর শেষ রেকর্ড 'এরা কারা আমারে গাইতে দিল না/আমি গাইতে পারলাম না'-এর রচয়িতা ও সুরকার। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের অন্যতম সঙ্গীত-শিল্পী হিসাবে তিনি গ্রামে গঞ্জে তাঁর দরাজ গলার গান দিয়ে সাড়া জাগিয়েছেন। কয়েকটি বাংলা ছবির নেপথ্য গায়ক ছিলেন। ১৯৫৩ খ্রী· ভারতীয় শান্তি কমিটির উদ্যোগে চীনে প্রেরিত প্রতিনিধি দলের মধ্যে তিনিও ছিলেন। ১৯৫৫ খ্রী· ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে পুনরায় চীন যান। ১৯৫৮ খ্রী· ব্রহ্মদেশীয় বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের আহ্বানে সেখানে গিয়ে গান শোনান। ১৯৭২ খ্রী· সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশে গিয়েছেন। অকৃতদার শিল্পীর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ: 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত'। অপর গ্রন্থ—'অন্তরঙ্গ চীন'। 'জর্জ বিশ্বাস' নামেও পরিচিত ছিলেন। [১৬]

দেবী ঘোষ (? - ২৮·৭·১৯৭৩) ঘরগোয়াল—হুগলী। প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়। ক্রিকেটেও যথেষ্ট সুনামের অধিকারী ছিলেন। কলিকাতা জোড়াবাগান পার্কে মল্লিক ক্লাবের গোলরক্ষকরূপে তাঁর প্রথম খেলা (১৯২১)। ১৯২২ খ্রী· থেকে হাওড়া ইউনিয়নে ও পরে মোহনবাগানে খেলেছেন। ভারতীয় ও ইউরোপীয় দলের ম্যাচ খেলায় অন্তত ১০ বার ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ১৯২৬ খ্রী· আই·এফ·এ· দলের সঙ্গে জাভা এবং ১৯৩৪ খ্রী· সিংহল সফর করেন। প্রথমে রেলি ব্রাদার্সে চাকরি করতেন, পরে ফুড ডিপার্টমেন্টে। [১৬]

দেবী চৌধুরাণী (১৮শ শতাব্দী)। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের বিখ্যাত নায়ক ভবানী পাঠকের সহযোগী ছিলেন। তাঁর সহযোগিতায় ভবানী পাঠক একদল বিদ্রোহী সৈন্য নিয়ে ইংরেজ ও দেশীয় বণিকদের বহু পণ্যবাহী নৌকা লুঠ করেন। তাঁদের মিলিত আক্রমণে ময়মনসিংহ ও বগুড়া জেলার অনেক অংশে শাসন-ব্যবস্থা অচল হবার উপক্রম হয়েছিল। ভবানী পাঠকের মৃত্যুর পরও তাঁর আক্রমণে শাসকগণ অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। [৫৬]

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী (জানু· ১৮৫৪ - অক্টো· ১৯২০) উলপুর—ফরিদপুর। রামচন্দ্র। ১৮৭৪ খ্রী· প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে চার বছর পড়েন। ছাত্রজীবনেই ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কেশবচন্দ্র সেনের অনুরাগী হন। পরে 'কুচবিহার বিবাহ' আন্দোলনের সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। 'ভারত সুহৃদ' নামে এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১২৯০ ব· থেকে 'নব্যভারত' মাসিক পত্রিকা প্রকাশে ব্রতী হন। একটি মুদ্রাযন্ত্রও স্থাপন করেছিলেন। স্বদেশী

আন্দোলনের সময় মুদ্রাযন্ত্র-সম্বন্ধীয় আইনের জন্য তাঁকে জামিন দিতে বলা হলে পত্রিকাটি তখনকার মত বন্ধ করে দেন। নিজ বিধবা ভগিনী বিরজার ব্রাহ্মমতে বিবাহ দিয়েছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'শরচ্চন্দ্র', 'বিরাজমোহন', 'পুণ্যপ্রভা', 'মুরলা', 'সোপান', 'বিবেক-বাণী', 'দ্যুতি', 'দীপ্তি', 'প্রসূন', 'যোগজীবন' প্রভৃতি। ব্যারিষ্টার পুত্র প্রভাতকুসুম বহুদিন 'নব্যভারত' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। [১, ৩, ৪, ২৫, ২৬]

দেবীপ্রসাদ মুনশী। আখালিয়া—শ্রীহট্ট। বহু ভাষায় সুপণ্ডিত এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মুনশী ছিলেন। ইংরেজী, সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, বাংলা, হিন্দী ও উর্দু ভাষার সমাবেশে 'পলিগ্লট গ্রামার' (Polyglot Grammar) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। [১, ২৬]

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী (১৮৯৮ ? - ১৪.১০.১৯৭৫) ভবানীপুর কলিকাতা উমাপ্রসাদ। খ্যাতনামা ভাস্কর্য-শিল্পী। তাঁর কর্মনৈপুণ্যে পরাধীন দেশে ইউরোপীয় ভাস্করদের একচেটিয়া আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। ব্রোঞ্জমূর্তি নির্মাণের ক্ষেত্রে তাঁর যথেষ্ট অবদান আছে। সম্পদশালী পরিবারে জন্ম। হিরণ্ময় রায়চৌধুরী ও একজন ইটালিয়ান সাহেবই ছিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু। তাঁর ছবি আঁকার হাতেখড়ি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে হলেও তিনি শিল্পগুরুর প্রবর্তিত বেঙ্গল স্কুলের প্রভাব ছিন্ন করে পাশ্চাত্যের বাস্তবধর্মী শিল্পকর্মকে গ্রহণ করেন। তাঁর ভাস্কর্যেও 'রিয়ালিজম'-এর শিল্পরূপ প্রাধান্য পেয়েছে। মাদ্রাজ আর্ট কলেজে দীর্ঘ ২৮ বছর অধ্যক্ষ-পদে এবং ললিতকলা আকাদামির চেয়ারম্যান-পদে ৭ বছর অতিবাহিত করার পর তিনি কলিকাতায় ফিরে আসেন। ১৯৫৫ খ্রী. টোকিওতে শিল্পসংক্রান্ত আলোচনাচক্রে তিনি ছিলেন সভাপতি ও ডাইরেক্টর। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জাতীয় আধুনিক ভাস্কর্যশিল্প প্রদর্শনীতে তিনি প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৫৮ খ্রী. ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' উপাধি-ভূষিত হন। উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্য-শিল্প : পাটনায় 'শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ', মাদ্রাজে 'ট্রাইঅ্যাম্‌ফ অব লেবার' বা 'শ্রমের জয়যাত্রা', ত্রিবান্দ্রমে 'টেম্পল এনট্রি প্রোক্লামেশন', কলিকাতায় 'মাহাত্মা গান্ধীর মূর্তি', 'স্যার আশুতোষ মুখার্জির মূর্তি' প্রভৃতি। শিল্পীর অসংখ্য কাজের মধ্যে তাঁর শেষ কাজ ভারতের বিভিন্ন জাতি এবং বিভিন্ন ধর্মের প্রতীক বিরাট বিরাট একাদশ মূর্তি। তাঁর আঁকা 'সুমাত্রা দ্বীপের পাখী' ছবিখানি সম্রাট পঞ্চম জর্জের পত্নী রানী মেরী বহু টাকার বিনিময়ে কিনেছিলেন। তিনি কার্টুনও আঁকতেন। লেখক হিসাবেও পরিচিতি ছিল। তাঁর লেখাগুলির মধ্যে 'জিনিয়াস', 'বল্লভপুরের মাঠ', 'পিশাচ', 'রিক্সাওয়ালা' এবং 'পোড়োবাড়ি' উল্লেখযোগ্য। ভাল বাঁশি বাজাতে পারতেন। কুস্তিতেও চৌকস ছিলেন। নৃত্যশিল্পী ভাস্কর তাঁর পুত্র। [১৬]

দেবীবর ঘটক, বন্দ্যোপাধ্যায় (১৬শ শতাব্দী)। সর্বানন্দ। দক্ষিণরাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের মেলবন্ধনকর্তা। কুলীনদের মধ্যে ব্যভিচার ও অনাচারের প্রশ্রয় দেখে তিনি সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হন। মোট ছত্রিশটি 'মেল' গঠন করেছিলেন। উদয়নাচার্য ভাদুড়ীর পর দেবীবরের সময় থেকে রাঢ়ী শ্রেণীর কুলগ্রন্থ বাংলায় লেখা শুরু হয়। রচিত গ্রন্থ : 'মেলবন্ধ', 'প্রকৃতিপালটি-নির্ণয়' ও 'ভাগভাবাদি নির্ণয়'। [১, ২, ৩, ২৬]

দেবী সিংহ (? - ১৮.৪.১৮০৫) পাণিপথ—পাঞ্জাব। ১৭৫৬ খ্রী. থেকে বাঙলাদেশে বসবাস শুরু করেন। তিনি ইংরেজের সহায়তায় বাঙলার সমূহ ক্ষতি করেছিলেন। ১৭৬৫ খ্রী. ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পেয়ে নায়েব সুবাদার মহম্মদ রেজা খাঁর ওপর এই অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের ভার দেন। তাঁর অধীনে পূর্ণিয়ার ইজারাদার নিযুক্ত হয়ে (১৭৬৮) প্রভূত অর্থের অধিকারী হন। অর্থসংগ্রহের জন্য তাঁর কৃত অত্যাচারের ফলে ১৭৬৯ - ৭০ খ্রী. (১১৭৬ - ৭৭ ব.) বাঙলাদেশে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তা-ই ইতিহাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। ১৭৮১ খ্রী. বেনামীতে রংপুর, দিনাজপুর ও এদ্রাকপুর ইজারা নেন। তাঁর শোষণের ফলে ১৭৮৩ খ্রী. রংপুরের জনগণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিচার শুরু হলেও প্রমাণাভাবে মুক্তি পান। তবে কোম্পানীর কাজ থেকে তাঁকে বিদায় দেওয়া হয়। জীবনের অবশিষ্ট কাল মুর্শিদাবাদের নসীপুরে কাটান। নসীপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। [১, ৩, ২৬, ৫৫]

দেবেন দাস (? - ২৭.৬.১৯৮৫) মেদিনীপুর। নিজ জেলায় কৃষক আন্দোলন সংগঠনে ও কম্যুনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠায় অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। সচ্ছল কৃষক পরিবারে জন্ম। ১৯২৯ - ৩০ খ্রী. গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে ঘর ছাড়েন। দীর্ঘদিন সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। এক সময়ে মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেসের বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। পরে সোস্যালিস্ট নেতার সংস্পর্শে এসে সমাজতন্ত্রে উৎসাহী হন। প্রথাগত শিক্ষা তেমন না থাকলেও নিজের চেষ্টায় শিক্ষিত হয়ে ওঠেন। ১৯৩৭ খ্রী. থেকে ভূপাল পাণ্ডা, মোহিনী মণ্ডল, সরোজ রায় ও ডাঃ জ্যোতিষ ঘোষের সহযোগিতায় মেদিনীপুরে কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করেন। কম্যুনিস্ট পার্টির জেলা নেতৃত্বে ছিলেন। জেলায় কম্যুনিস্ট আন্দোলনের প্রসারের জন্য অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। বহু বছর জেল খেটেছেন। জীবনের শেষ অধ্যায়ে সেই পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে সারাভারত কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। [৬৬, ১৪৯]

দেবেন সেন (১৮৯৭/৯৯ ? - ২৯.৪.১৯৭১) ফরিদপুর। দ্বারিকানাথ। অনার্স সহ বি.এ. পাশ করে এম.এ. পড়ার সময় অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং ১৯৩০ খ্রী. ঢাকার নবাবগঞ্জে গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৫ খ্রী. কলিকাতায় রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন প্রভৃতির শ্রমিক আন্দোলন ও ১৯৩৭ খ্রী. ঐতিহাসিক চটকল ধর্মঘটের নেতৃত্ব দেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ময়নামতী পাহাড়ে অবরুদ্ধ থাকাকালীন

সেখানে ব্রিটিশ সৈনিকদের বিপ্লবী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করতেন। ১৯৪৬ খ্রী· কংগ্রেস-প্রার্থিরূপে বিধানসভায় নির্বাচিত হন। ১৯৫১ খ্রী· কংগ্রেস ছেড়ে কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টিতে যোগ দেন। আই·এন·টি·ইউ·সি·-র সংগঠক-সম্পাদক, হিন্দ মজদুর সভার পশ্চিমবঙ্গ শাখার চেয়ারম্যান এবং পি·এস·পি· ও এস·এস·পি· দলের নেতা ছিলেন। অভয় আশ্রমের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। ১৯৫৬ খ্রী· আসানসোলে ৫৭ হাজার শ্রমিকের ২৭ দিন ধর্মঘটের নেতৃত্ব দেন। ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হিসাবে ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ সফর করেন। ১৯৪৮ খ্রী· লন্ডনে ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিদের নেতা ছিলেন। ১৯৬৭ খ্রী· লোকসভায় নির্বাচিত হন। 'এশিয়ান ওয়ার্কার্স' পত্রিকার সম্পাদক এবং ইন্দোনেশিয়ার মুক্তির সমর্থনে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এশীয় সম্মেলনের আহ্বায়ক ছিলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'ফান্ডামেন্টালস্ অফ মেটিরিয়ালিজম্' ও 'গল্পে ভারতের ইতিহাস'। [১৬]

দেবেন্দ্রচন্দ্র দে (২৯·১·১৯০৫ - ১·১১·১৯৫৪) কলিকাতা। অতুলচন্দ্র। স্কুলের পাঠ্যাবস্থায় পনের বছর বয়সে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য কারাদণ্ড হয়। সন্তোষ মিত্রের প্রেরণায় গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেন ও আই·এস-সি· পড়ার সময় সর্বক্ষণের বিপ্লবী কর্মী হন। ১৯২৪ খ্রী· চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের সঙ্গে রাজনৈতিক ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করেন। শাঁখারিটোলা পোস্ট অফিস লুঠের ঘটনায় তাঁর নামে হুলিয়া বের হলে বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করে বিপ্লবী সংগঠন গড়ার চেষ্টা করেন। 'বীরেন ব্যানার্জী' ছদ্মনামে কিছুদিন সিঙ্গাপুরে কাটান। পরে পুলিসের অত্যাচার ও পীড়নের হাত থেকে বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে বাঁচানোর জন্য আত্মসমর্পণ করেন। পাঁচ বছর বকসা ক্যাম্পে বন্দী থাকেন। মুক্তির পর কংগ্রেসে যোগ দিয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য ও প্রাদেশিক কমিটির সংগঠক হন। ১৯৩৯ খ্রী· নেতাজীর ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দেন। ১৯৪২ খ্রী· গ্রেপ্তার হয়ে ভারত রক্ষা আইনে তিন বছর বন্দী থাকেন। কলিকাতা বেনিয়াপুকুর এলাকায় দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে পুনর্বাসনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় গড়ে তোলেন। এই বিদ্যালয়ের বালিকা বিভাগ তাঁর নামাঙ্কিত। কিছুদিন কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান ছিলেন। ১৯৫২ খ্রী· নির্বাচনে বিধানসভার সদস্য ও পরে রাষ্ট্রমন্ত্রী হন। [৫, ৭০, ১৪৯]

দেবেন্দ্রনাথ ঘটক (১৮৯১ - ১১·৮·১৯৮০) নাড়িয়া—ফরিদপুর। রজনীকান্ত। স্বাধীনতা সংগ্রামী। দীর্ঘকাল কারাবাস করেন। রিষড়া সেবাসদনে মৃত্যু [৮২]

দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (নভে· ১৮৯৬ - ২·৫·১৯৮৫) উত্তরপ্রদেশের রায়বেরিলীতে জন্ম। সামরিক ও অসামরিক বিভাগের সুদক্ষ প্রশাসনিক তথা বিশিষ্ট গবেষক। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৪ খ্রী· ডাক্তারী পাশ করে ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসে অফিসর-পদে নিযুক্ত হন। রয়েল এয়ার ফোর্সেও কাজ করেছেন। ১৯২৯ খ্রী· পর্যন্ত পশ্চিম এশিয়ায় ছিলেন। ১৯৩২ খ্রী· সামরিক বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৪ খ্রী· ভারতবর্ষে ফিরে এলাহাবাদে কর্মরত থাকেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে তাঁকে ঈজিপ্টে পাঠান হয়। স্বাধীন ভারতে তিনি প্রথমে আর্মি ফোর্স ও এয়ার ফোর্স উভয় মেডিক্যাল সার্ভিসের ডিরেক্টর এবং পরে আর্মি ফোর্সের ডিরেক্টর জেনারেল ছিলেন। ১৯৫৫ খ্রী· লেফটেন্যান্ট জেনারেল হিসাবে তিনি সামরিক বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ঐ বছরই স্বাস্থ্য বিভাগের সেক্রেটারী এবং পশ্চিমবঙ্গ হেলথ সার্ভিসের ডিরেক্টর এবং ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন অরগানাইজেশনের শুরু থেকে (১৯৬০-৬১) পাঁচ বছর তার কর্ণধার ছিলেন। ১৯৬৭ খ্রী· পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে দে'জ মেডিক্যাল স্টোরস-এর কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। সামরিক বিভাগ থেকে তিনিই একমাত্র ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স একাডেমির ফেলোশিপ লাভ করেন (১৯৫৫)। 'লাইট হাউস ফর দি ব্লাইন্ড'-এর সেক্রেটারী এবং 'আই ডোনেশন সোসাইটি'র চেয়ারম্যান ছিলেন। [১৬]

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহর্ষি (১৫·৫·১৮১৭ - ১৯·১·১৯০৫) জোড়াসাঁকো—কলিকাতা। প্রিন্স দ্বারকানাথ। শিক্ষা প্রথমে রামমোহন প্রতিষ্ঠিত অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলে ও ১৮৩১ খ্রী· থেকে কয়েক বছর হিন্দু কলেজে পিতার বিষয়কর্মে ও ব্যবসায়ে কর্তৃত্ব পেয়ে প্রথমে বিলাসী হয়ে ওঠেন। ১৮৩৫ খ্রী· পিতামহীর মৃত্যুকালে তাঁর জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়ে মনে ধর্মজিজ্ঞাসা প্রবল হয়ে ওঠে। ক্রমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্ম এবং দার্শনিক গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করে ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। ধর্মতত্ত্ব আলোচনার উদ্দেশ্যে ৬·১০·১৮৩৯ খ্রী· তত্ত্বরঞ্জিনী সভা স্থাপন করেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে নাম পরিবর্তিত হয়ে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' হয়। অক্ষয়কুমার দত্তের সহায়তায় 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' (১৮৪০) স্থাপন করেন। বিনা-বেতনে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও ধর্মশাস্ত্র-বিষয়ক উপদেশ দেওয়া এই পাঠশালার উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৪২ খ্রী· থেকে তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের ভার গ্রহণ করে। ১৮৪৩ খ্রী· তাঁর অর্থে ও অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রকাশ আরম্ভ হয়। ২১·১২·১৮৪৩ খ্রী· ২০ জন বন্ধুসহ তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করে ব্রাহ্মধর্মপ্রচারে উদ্যোগী হন। ১৮৪৬ খ্রী· বিলাতে পিতার মৃত্যুর পর অপৌত্তলিক মতে তিনি পিতৃশ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন করেন। পিতার দু'টি প্রতিষ্ঠান—কার টেগোর কোম্পানী ও ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক উঠে গেলে ব্যবসায়-সংক্রান্ত পিতৃঋণ পরিশোধের ব্যাপারে তিনি সততা রক্ষা করেন। ১৮৫৩ খ্রী· তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক হন। ১৮৫৯ খ্রী· ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৬০ খ্রী· ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসেন। এর পূর্বেই পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ও শিষ্য কেশবচন্দ্র সহ সিংহল ভ্রমণ করেন। ২৬·৭·১৮৬০ খ্রী· দ্বিতীয়া কন্যাকে ব্রাহ্মমতে

বিবাহ দেন। এই বিবাহে শালগ্রাম শিলা ইত্যাদি বর্জনের ফলে সমাজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। হিন্দুপূজা পার্বণাদি বন্ধ করে তিনি মাঘোৎসব (১১ মাঘ), নববর্ষ, দীক্ষাদিন (৭ পৌষ) ইত্যাদি নূতন কতকগুলি উৎসবের প্রবর্তন করেন। ১ আগস্ট ১৮৬১ খ্রী· তাঁর অর্থানুকূল্যে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কেশবচন্দ্রের কয়েকটি সমাজসংস্কারমূলক কাজে তিনি সায় দিতে না পারায় কেশবচন্দ্র তাঁকে ত্যাগ করে নভেম্বর ১৮৬৬ খ্রী· নূতন সমাজ গঠন করেন। এ সময় থেকে তাঁর প্রবর্তিত সমাজ 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিচিত হয়। খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব থেকে যুবকদের রক্ষা করার জন্য রাধাকান্ত দেব কর্তৃক তিনি 'জাতীয় ধর্মের পরিরক্ষক' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৬৭ খ্রী· ব্রাহ্মগণ তাঁকে 'মহর্ষি' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৭৬ খ্রী· বীরভূমের ভুবনডাঙ্গার একটি বিস্তৃত ভূমিখণ্ড কিনে সেখানে যে আশ্রম নির্মাণ করেন তা-ই আজকের 'শান্তিনিকেতন'। তিনি 'জ্ঞানান্বেষণ সভা'র সভ্য এবং হিন্দু চ্যারিট্যাবল্ ইনস্টিটিউশনের অন্যতম স্থাপয়িতা। বিধবা-বিবাহে উৎসাহী এবং শিশু ও বহু-বিবাহের বিরোধী ছিলেন। কিছুদিন রাজনীতিতে অংশ নেন। রাজনৈতিক বক্তব্য রাখার জন্য কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে ১৪·৯·১৮৫১ খ্রী· ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করেন এবং সম্পাদকপদে বৃত হন। ক্রমে এই-সংস্থাটি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটির সঙ্গে মিশে যায়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে স্বায়ত্তশাসনের দাবি-সংবলিত একটি দরখাস্ত পাঠান। তিনি বেথুন সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বাংলায় সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশ করেছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভায় বাংলায় বক্তৃতা দিতেন। রচিত গ্রন্থ : 'জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি', 'পরলোক ও মুক্তি', 'ব্রাহ্ম ধর্মের ব্যাখ্যা', 'আত্মজীবনী' প্রভৃতি। অনেক ব্রহ্মসঙ্গীতও রচনা করেছেন। তাঁর কৃতী সন্তানদের মধ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ অন্যতম। [৩, ৮, ৮৭, ৮৮]

দেবেন্দ্রনাথ দাস (২১·৪·১২৬৩ - ১৩১৫ ব·)। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রখ্যাত উকিল শ্রীনাথ। ১৮৭২ খ্রী· হিন্দু স্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় হন। ১৮৭৪ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ·এ· পরীক্ষায় প্রথম হয়ে গোয়ালিয়র মেডেল ও মাসিক বৃত্তি লাভ করেন। বি·এ· পাশ করে বিলাতে গিয়ে সিভিল সার্ভিস পাশ করলেও নিয়ম অনুসারে বয়স বেশি বলে কাজে যোগ দিতে পারেন নি। ১৮৮২ খ্রী· দেশে ফিরে আসেন। বিলাতযাত্রার জন্য ত্যাজ্যপুত্র হন। পাঁচ মাস পর সস্ত্রীক বিলাত চলে যান। বহুভাষাবিদ ছিলেন। কিছুদিন অধ্যাপনা করার পর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের হিন্দী, সংস্কৃত, উর্দু ও ফারসী শেখানর জন্য একটি স্কুল খোলেন। এই সময়ে ভারতের প্রাচীন সাহিত্য, সভ্যতা, দর্শনশাস্ত্র, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে সুনাম অর্জন করেন। ১৮৯১ খ্রী· অসুস্থতার জন্য দেশে ফিরে সিটি ও রিপন কলেজে অধ্যাপনায় ব্রতী হন। পরে নিজে একটি উচ্চ ইংরেজী স্কুল ও 'সেঞ্চুরী' কলেজ খুলেছিলেন। আর্থিক অসুবিধার জন্য দু'টিই পরে বন্ধ হয়ে যায়। ইতালীয় ভাষা থেকে 'মিরোগী' নামে একটি নাটক বাংলায় অনুবাদ করেন। রচিত 'পাগলের কথা' গ্রন্থটি তাঁর আত্মজীবনী। তিনি এফ·এ· ও বি·এ· পরীক্ষার অনেকগুলি নোট লিখেছিলেন। লেখিকা ও সমাজসেবী কৃষ্ণভাবিনী তাঁর স্ত্রী। 'সময়' সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের পরিচালক উপেন্দ্রনাথ তাঁর দুই ভ্রাতা। [১, ২৫, ২৬, ১৪৯]

দেবেন্দ্রনাথ বসু (৮·১·১২৬৭ - ২৩·৭·১৩৪৫ ব·) কলিকাতা। গোপীনাথ। ১৮৭৮ খ্রী· নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করে কিছু দিন জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে পড়েন। সরকারী চাকরি দিয়ে কর্মজীবন শুরু। পরে কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর বন্ধু ও প্রাইভেট সেক্রেটারী হন। সাহিত্যিক হিসাবে 'ব্যাঙবাবু' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর রচিত বহু গল্প, উপন্যাস, জীবনীগ্রন্থ ও নাটকের মধ্যে 'বাসিফুল', 'বরমাল্য', 'শ্রীকৃষ্ণ', 'পরমহংসদেব' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'ওথেলো' এবং 'অ্যান্টনী ও ক্লিওপেট্রা' গ্রন্থ দু'টি অনুবাদ করেন। ১২৮৭ ব· 'নলিনী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'গিরিশ অধ্যাপক' নিযুক্ত করে। [৪]

দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক (১৮৬৬ ১৯৪১) উলুবেড়িয়া—হাওড়া। পিতা গঙ্গানারায়ণ জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করতেন। বাগনান ইংরেজী স্কুল ও কলিকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র ছিলেন। গিলক্রাইস্ট বৃত্তি নিয়ে বিলাত যান। কেমব্রিজ থেকে র‍্যাংলার হয়ে ও বিজ্ঞান বিষয়ে ডক্টরেট পেয়ে স্বদেশে ফেরেন এবং হুগলী কলেজে, পাটনা কলেজে ও প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করেন। সরকারী চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর আলিগড় ও কাশ্মীর কলেজের অধ্যক্ষপদ পান। রংপুর কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে অবসর-গ্রহণ করেন। ১৯১৩ খ্রী· পাটনায় অল ইণ্ডিয়া থীইস্টিক (theistic) কনফারেন্স এবং বিজ্ঞান কংগ্রেসে (বোম্বাই) পদার্থবিদ্যা ও গণিতবিদ্যা শাখার সভাপতি ছিলেন। অঙ্ক ও পদার্থবিদ্যায় কলেজীয় পাঠ্যপুস্তক আছে। [১৪৯]

দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, রায়বাহাদুর, রাজা (১৮৫২ - ২৬·২·১৯২৬) কলুটোলা—কলিকাতা। অদ্বৈতচরণ। মাতামহ—মতিলাল শীল। দানশীল ধনী ব্যবসায়ী। ১৯০৪ খ্রী· দমদমের বাগানবাড়িতে একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় ও অতিথিশালা স্থাপন করেন। সুবর্ণবণিক চ্যারিট্যাবল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক হন এবং সুবর্ণবণিক-জাতির বিধবা, অনাথ বালক-বালিকা প্রভৃতির জন্য সমিতির ধনভাণ্ডারে ৫০ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। ১৯১৭ খ্রী· বেলগাছিয়ার কারমাইকেল কলেজে দাতব্য ঔষধালয়ের গৃহনির্মাণে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয় করেন এবং বার্ষিক ১২ শত টাকা দানের স্থায়ী ব্যবস্থা ও হাসপাতালের ১৮ টি বেডের জন্য অর্থদান করেন। এই হাসপাতালটি কলেজে

রূপান্তরিত হবার সময় ৩ লক্ষ টাকা দেন। এছাড়া ভারতীয় কুষ্ঠ মিশনের জন্য, মাদ্রাজে কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ৪৮টি শয্যা এবং সেগুলির পরিচালনার জন্য প্রভূত অর্থদান করেন। [৫]

দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮ - ২১.১১.১৯২০) গাজীপুর—উত্তরপ্রদেশ। লক্ষ্মীনারায়ণ। আদি নিবাস বলাগড়—হুগলী। ১৮৮৬ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. এবং ১৮৯৩ খ্রী. এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে এম.এ. পাশ করে এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতিতে ব্রতী হন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ মিশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে তার মুখপত্র হিসাবে 'শ্রীকৃষ্ণ রিভিউ' প্রকাশ করেন। ১৯০০ খ্রী. কলিকাতায় 'শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যালয়টি 'কমলা হাইস্কুল' ও পরে 'কালিদাস পাল বিদ্যামন্দির' নামে এখনও বর্তমান। 'ফুলবালা', 'উর্মিলা' ও 'নির্ঝরিণী' নামে তিনখানি কাব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কবি পরিচিতি লাভ করেন। পুষ্প-বিষয়ক কবিতা এবং সনেট রচনায় কৃতিত্ব ছিল। শেষ জীবনের কবিতায় ভক্তিরসের প্রাচুর্য দেখা যায়। তাঁর রচিত 'অশোকগুচ্ছ' 'শেফালিগুচ্ছ' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ২১। [১, ৩, ২৫, ২৬]

দেবেন্দ্রমোহন বসু (২৬.১১.১৮৮৫ - ২.৬.১৯৭৫) কলিকাতা। পৈতৃক নিবাস জোসিডি—ময়মনসিংহ। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-প্রশাসক। পিতা মোহিনীমোহন প্রথম ভারতীয় যিনি যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগ হলে মাতুল আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সান্নিধ্যে এসে বাস করতে থাকেন। সিটি কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। পদার্থবিজ্ঞানে এম.এস-সি পাশ করে কিছুদিন আচার্য জগদীশচন্দ্রের অধীনে গবেষণা করেন। ১৯০৭ খ্রী. উচ্চশিক্ষার জন্য লন্ডন যান। ১৯১২ খ্রী. লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়াল কলেজ অফ সায়েন্স থেকে পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স বি.এস.ডি. ডিগ্রী ও ১৯০৯ খ্রী. বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। আচার্য জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিত অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করে (১৯৩৮) বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধ্যক্ষ হন। তিনিই প্রথম বিজ্ঞানী যিনি এদেশে উইল্‌সন ক্লাউড চেম্বার নিয়ে পরমাণু বিজ্ঞান-সম্পর্কে গবেষণায় ব্রতী হন। বিজ্ঞানের সমস্ত ক্ষেত্রই যে পারস্পরিক যুক্ত এবং সম্পূরক, এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি এদেশে গবেষণার সূচনা করেন। আনন্দমোহন বসু তাঁর খুল্লতাত এবং স্যার নীলরতন সরকার তাঁর শ্বশুর। [১৬, ১৭]

দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (১৮৯০ - ১৯৫১)। প্রায় একুশ বছর ঝাড়গ্রামের রাজার ম্যানেজার ছিলেন। প্রধানত তাঁর চেষ্টায় ও রাজার অর্থানুকূল্যে মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর হল, বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর স্মৃতি-মন্দির এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে 'ঝাড়গ্রাম-রাজগ্রন্থমালা তহবিল' প্রতিষ্ঠিত এবং বহু গ্রন্থ প্রকাশেরও ব্যবস্থা হয়। এছাড়াও রাজকীয় সাহায্যে মেদিনীপুর স্টেডিয়াম, মেটার্নিটি হোম, হোমিওপ্যাথিক কলেজ, দাতব্য চিকিৎসালয়, কৃষি কলেজ, বালক-বালিকাদের উচ্চ বিদ্যালয় ও নানা শিক্ষামূলক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে ঝাড়গ্রামের প্রভূত উন্নতিসাধন করেছিলেন। মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের ও মেদিনীপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। [৫]

দেলওয়ার হোসেন আহ্‌মেদ, খান বাহাদুর (১৮৪০ - ১৯১৩) বাগনান—হুগলী। কলিকাতা মাদ্রাসার দ্বিতীয় মুন্সী হাজী মৌলানা গোলাম কাদের। আদি নিবাস বিহারের বক্তিয়ারপুরে। কলিকাতা মাদ্রাসা থেকে ১৮৫৮ খ্রী. বৃত্তিসহ প্রবেশিকা ও ১৮৬১ খ্রী. বি.এ. পাশ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম স্নাতক। ১৮৬১ খ্রী. ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে চাকরি জীবনের শুরু এবং ইনস্‌পেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশন হিসাবে ১৮৯৮ খ্রী. অবসর গ্রহণ। সুপণ্ডিত, মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের সংশোধক, স্কুলে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষার ব্যবহার, বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ আইনের সংশোধন ইত্যাদির পক্ষপাতী ছিলেন। 'মুসলিম ক্রনিকল' ও 'মুসলমান' পত্রিকার নিয়মিত লেখক। প্রথম দিকে কিছু লেখা 'ইসমাহ আহমেদ', 'মুতাজিলা' ও 'সঈদ' ছদ্মনামে প্রকাশিত। রচিত পুস্তক: এসেস অন মহামেডান সোশ্যাল রিফর্ম ২ খণ্ড (১৮৮৯)। [১৬, ১৪৯]

দৈখোরা। বাহাদুরপুর—শ্রীহট্ট। প্রকৃত নাম মুনিকউদ্দিন। সাধক ও কবিরূপে শ্রীহট্ট অঞ্চলের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। পদ্মনাভ ভট্টাচার্য কর্তৃক ১৩১৮ ব. প্রকাশিত গ্রন্থে তাঁর উল্লেখ আছে। তাঁর রচিত কৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীতের নমুনা—'আমি কলঙ্কিনী সংসারে সখি রে/প্রাণ বন্ধে ছাড়িয়া গেলা আমারে'। [৭৭]

দোবরাজ পাথর। গারো-হাজংদের সর্দার টিপুর অনুগামী দোবরাজ ১৮২৭ খ্রী. ময়মনসিংহ জেলার সেরপুর অঞ্চলের প্রজাবিদ্রোহের অন্যতম নেতা ছিলেন। দ্র. **জানকু পাথর**। [১, ৫৫, ৫৬]

দৌলত কাজী। চট্টগ্রাম। ১৫৮০ খ্রী. তিনি বিদ্যমান ছিলেন। 'সতী ময়না' ও 'লোর চন্দ্রাণী' উপাখ্যান-কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। তিনি রোসঙ্গের রাজা রুস্তধর্ম সুবর্মার রাজসভায় থেকে 'লোর চন্দ্রাণী' গ্রন্থ রচনা করেন। কাব্যের দ্বিতীয় অংশের সমাপ্তির পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়। বহু বছর পরে কবি আলাওল গ্রন্থটি সমাপ্ত করেন। [১, ২]

দ্রবময়ী[১] (১৮৩৭ ? - ?) বেড়াবেড়ি—খানাকুল কৃষ্ণনগর। অল্প বয়সে বিধবা হয়ে পিতা চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কারের কাছে সংস্কৃত শিক্ষা শুরু করে অল্প সময়ের মধ্যেই বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। পিতার টোলে মাঝে মাঝে অধ্যাপনা করতেন। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সেই অধ্যাপক পণ্ডিতদের তিনি বিচারে পরাজিত করেছিলেন। [৩]

দ্রবময়ী² (১৯শ শতাব্দীর ৭ম দশক) দুর্গাপুর—বর্ধমান। চণ্ডাল মহিলা দ্রবময়ী অসাধারণ শারীরিক শক্তির অধিকারিণী ছিলেন। তাঁর স্বামী বৈকুণ্ঠ সর্দার গ্রামে চৌকিদারী করতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর দ্রবময়ী পুলিস ম্যাজিস্ট্রেটকে তাঁর অসামান্য দৈহিক শক্তি ও লাঠিখেলায় অপূর্ব নৈপুণ্য দেখিয়ে চৌকিদার-পদ লাভ করেন। [৩]

দ্বারকানাথ অধিকারী (১৯শ শতাব্দী) গোস্বামী দুর্গাপুর—নদীয়া। কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়নকালে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় কবিতা প্রকাশ করতেন। একবার 'বুনো কবি' ছদ্মনামে বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুকে উপলক্ষ করে 'সরস্বতীর মোহিনী বেশ ধারণ' নামে কবিতা প্রকাশ করলে তাঁদের মধ্যে কবিতা-যুদ্ধ শুরু হয়। এই কবিতাবলী 'কালেজীয় কবিতা-যুদ্ধ' নামে সংবাদ প্রভাকরে এক বছর প্রকাশিত হয়েছিল। [১]

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (২০.৪.১৮৪৪ - ২৭.৬.১৮৯৮) মাগুরখণ্ড-বিক্রমপুর—ঢাকা। কৃষ্ণপাণ। ছাত্রাবস্থা থেকেই সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলনে যোগ দেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে গ্রাম ত্যাগ করে লোনসিং (ফরিদপুর) গ্রামে শিক্ষকতা-কার্যে ব্রতী হন। সেখান থেকে ১৮৬৯ খ্রী· 'অবলাবান্ধব' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন ও সমাজসংস্কারের চেষ্টা করেন। ১৮৭০ খ্রী· ব্রাহ্ম-সংস্কারকদের আমন্ত্রণে তিনি কলিকাতায় আসেন এবং স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার ও অসহায় নারীদের রক্ষাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮.৯.১৮৭৩ খ্রী· 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' স্থাপনে এবং ছাত্রীনিবাস প্রতিষ্ঠায় প্রধান উদ্যোগী ও এ বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। বিদ্যালয়টি আড়াই বছর পরে উঠে গেলে ১.৬.১৮৭৬ খ্রী· 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্কুলের সূত্রেই মহিলা ছাত্রীদের প্রবেশিকা পরীক্ষা দান ও মহিলাদের মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশাধিকার বিষয়ের আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১.৮.১৮৭৮ খ্রী· উক্ত স্কুলটি বেথুন স্কুলের সঙ্গে মিশে যায়। তাঁর এইসব কাজে সহযোগী ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী, দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু, অন্নদাচরণ খাস্তগীর প্রমুখ নেতৃবর্গ। 'ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়'কে বহু অর্থ সাহায্য করেন। কলিকাতায় ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্রের দলে থাকলেও 'কুচবিহার বিবাহ' উপলক্ষে 'সমালোচক' পত্রিকার সম্পাদকরূপে তাতে তীব্র সমালোচনা করেন। ১৮৭৮ খ্রী· সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায়ও তিনি অগ্রণী ছিলেন। স্ত্রী-জাতির সপক্ষে আন্দোলনের নেতারূপে সমাজে তাঁর 'অবলাবান্ধব' উপাধি চালু ছিল। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর ১৮৮৩ খ্রী· কাদম্বিনী বসুকে (প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট) বিবাহ করেন। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি ছাত্রসমাজ, ভারত-সভা এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কংগ্রেসে তিনি মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের দাবি করেন। ফলে কাদম্বিনীর নেতৃত্বে ১৮৮৯ খ্রী· প্রথম মহিলাদল কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে যোগ দেন। তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় শ্রমিক আন্দোলনের পরিচালকরূপে। আসামের চা-বাগানের শ্রমিকদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখেন ও ইউরোপীয় মালিকদের অবর্ণনীয় অত্যাচারের খবর তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সঞ্জীবনী'তে প্রকাশ করেন। ফলে আন্দোলন শুরু হয়। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'বীর নারী' (নাটক), 'কবিগাথা', 'নববার্ষিকী', 'জীবনালেখ্য', 'সুরুচির কুটির' (উপন্যাস) প্রভৃতি; সঙ্কলন গ্রন্থ: 'জাতীয় সঙ্গীত'। 'না জাগিলে সব ভারত ললনা/এ ভারত আর জাগে না জাগে না'—এই বিখ্যাত গানটি তাঁরই রচিত। 'সরল পাটিগণিত', 'ভূগোল' 'স্বাস্থ্যতত্ত্ব' প্রভৃতি কয়েকটি পাঠ্যপুস্তকও তিনি রচনা করেছিলেন। [১,৩, ৮, ২৬]

দ্বারকানাথ গুপ্ত (২২.৪.১৮২৩ - ?)। ইতিনা—যশোহর। নীলমণি। হার্ডিঞ্জ স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর রচিত 'হেমপ্রভা' (১২৬৪ ব·) গ্রন্থটি তৎকালীন বঙ্গভাষার উন্নতি বিধায়িনী সভা কর্তৃক পুরস্কৃত হয়। অন্যান্য গ্রন্থ: 'বিক্রমোর্বশী', 'ত্রিসন্ধ্যা স্তোত্র' (অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত) ও 'ষড়ধাতুস্তোত্র'। 'সোমপ্রকাশ', 'প্রভাকর', 'পরিদর্শক', 'মালঞ্চ' প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। [১, ২৬]

দ্বারকানাথ গুপ্ত, ডাঃ (১৮৩৮ - ১৯.৬.১৮৮২)। ডি· গুপ্ত নামে খ্যাত ছিলেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে চিকিৎসা-বিদ্যায় তৎকালীন স্নাতক উপাধি (জি·এম·সি·বি·) লাভ করে তিনি কিছুকাল সরকারী চাকরি করার পর চিকিৎসা-বিদ্যার গবেষণায় রত হন। তাঁর আবিষ্কৃত বহু পেটেন্ট ঔষধের মধ্যে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রতিষেধক ডি· গুপ্তের 'অ্যান্টি-পিরিয়ডিক মিক্সচার' সবচেয়ে বিখ্যাত। ভারতে এবং বিদেশে এই মিক্সচারের বহুল প্রচারের ফলে তিনি খ্যাতি ও প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। [১, ৩]

দ্বারকানাথ ঘোষ (১৮৪৭ - ৪.৩.১৯২৮) শুকদেবপুর—চব্বিশ পরগনা। রামচন্দ্র। অল্পবয়সে পিতৃহীন হলে কলিকাতায় চলে আসেন। সুযোগের অভাবে বেশীদূর লেখাপড়া করতে পারেন নি। আনু· ১৮৬৫ খ্রী· হ্যারল্ড কোম্পানীতে মাসিক ১০ টাকা বেতনে যোগ দিয়ে সততা ও কর্মকুশলতায় বড়সাহেবের প্রিয়পাত্র হন এবং তাঁরই পরামর্শে বিলাত থেকে ধারে বাদ্যযন্ত্র আনিয়ে তাই দিয়ে তিনি এখানে বাদ্যযন্ত্র ও হারমোনিয়াম তৈরির কারখানা খোলেন। ক্রমে 'মিউজিক অ্যাডভাইসরি প্রেস' নামে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। ১৮৭৫ খ্রী· বৌবাজার স্ট্রীটের দোকানের নাম দেন 'ডোয়ারকিন এন্ড সন'। তাঁর দোকানে তৈরী বাদ্যযন্ত্রের খুব সুনাম ছিল। বিলিতি দোকানের থেকে দামেও সস্তা ছিল। তাঁর ডালহৌসী স্কোয়ারের দোকানে ইংরেজী স্বরলিপি, পিয়ানো, আমেরিকান অরগ্যান, ইউরোপীয় ক্ল্যারিওনেট প্রভৃতি মূল্যবান বাদ্যযন্ত্র পাওয়া যেত। ঠাকুরবাড়ির প্রতিভা দেবী সঙ্গীতশিক্ষার স্কুল খুললে তাঁর অনুরোধে এস্রাজ, সেতার, তানপুরা প্রভৃতি

দেশী বাদ্যযন্ত্রও তৈরি করতে শুরু করেন। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে ব্রাহ্মসমাজে যেতেন কিন্তু নিজে ব্রাহ্ম হন নি। গায়িকা কুমুদিনী বিশ্বাস তাঁর কন্যা এবং সঙ্গীতজগতে বিখ্যাত জ্ঞানেন্দ্রমোহন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। [১৭৪]

দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রিন্স (১৭৯৪ - ১·৮·১৮৪৬) কলিকাতা। রামমণি। জ্যেষ্ঠতাত রামলোচনের দত্তক পুত্র। শিক্ষক শেরবোর্ন সাহেবের স্কুলে ও উইলিয়ম অ্যাডাম্‌সের নিকট ইংরেজী শিক্ষা করেন। ফরাসী ভাষাও জানতেন। পৈতৃক সম্পত্তি ছাড়া নিজেও নূতন নূতন জমিদারী ক্রয় করেছিলেন। ব্যবহারশাস্ত্র আয়ত্ত করে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। সরকার কর্তৃক ১৮২৩ খ্রী· চব্বিশ পরগনার নিমক মহলের কালেক্টরের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হন। ছয় বৎসর পরে তিনি শুল্ক, লবণ ও অহিফেন বোর্ডের দেওয়ানের পদ লাভ করেন। দেওয়ানের পদে নিযুক্ত থাকাকালেই তিনি স্বাধীন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। ম্যাকিনটস্‌ অ্যান্ড কোং-র অংশীদার ও কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের পরিচালক ছিলেন। ৭·৮·১৮২৯ খ্রী· নিজে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৪·৭·১৮৩১ খ্রী· ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের অন্যতম ডিরেক্টর হন। কয়েকটি বীমা কোম্পানীরও পরিচালক ছিলেন। ১৮৩৪ খ্রী· সরকারী কাজ ছেড়ে দেন এবং কার ও ঠাকুর কোম্পানীর যুগ্ম মালিকানায় ইংরেজী রীতি-পদ্ধতিতে ব্যবসায়ের চেষ্টা করেন। রেশম ও নীল রপ্তানি করে, কয়লাখনি কিনে, জাহাজী ব্যবসায়ের পত্তন করে, চিনির কল স্থাপন করে একজন বিখ্যাত ধনী শিল্পপতি ও সমাজের প্রধান ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। এদেশে শর্করা-উৎপাদনে বাষ্পীয় যন্ত্র ব্যবহারের তিনিই প্রবর্তক। জাহাজ-ব্যবসায় শুরু করে বহু মালবাহী জাহাজ ও 'দ্বারকানাথ' নামে যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করেন। তাঁর মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যায়। রাজা রামমোহনের বন্ধু ও সঙ্গী এবং ব্রাহ্মসমাজের সমর্থক হিসাবে সতীদাহ-রদ আইনের জন্য লর্ড বেন্টিঙ্ককে অভিনন্দন জানান। রামমোহনের আত্মীয়-সভার একজন সভ্য ও তৎপ্রতিষ্ঠিত অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮৩৩ খ্রী· থেকে আমৃত্যু হিন্দু কলেজের পরিচালক এবং বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে হিন্দু স্কুলের অধীনে 'বাংলা পাঠশালা' (১৮·১·১৮৪০) প্রতিষ্ঠায় অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিট্যাবল্‌ সোসাইটিতে লক্ষ টাকা দান করেন। মেডিক্যাল কলেজে সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রদের পারিতোষিকের ব্যবস্থা করেন। ১৮৩৫ খ্রী· ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠারও তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও জমিদার-সভা স্থাপনে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। ১৮৩৮ খ্রী· টাউন হলে ব্ল্যাক অ্যাক্ট সংক্রান্ত জনসভার অন্যতম আহ্বায়ক ছিলেন। ১৮৪২ খ্রী· ব্যবসায়-সংক্রান্ত ব্যাপারে বিলাত যান। পথে রোমের পোপ ও প্রুশিয়ার যুবরাজ কর্তৃক সংবর্ধিত হন। ১৬ই জুন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দরবারে উপস্থিত হয়ে এক সপ্তাহ পরে রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রিত হন। এখানে তাঁর রাজকীয় আড়ম্বর ও ঐশ্বর্যপূর্ণ জীবনযাত্রা দেখে সম্ভ্রান্ত ইংরেজগণ তাঁকে 'প্রিন্স' বলতেন। ঐ বছরের শেষে দেশে ফেরার পথে ফরাসী রাজদরবারে সংবর্ধিত হন। দেশে ফিরলে হিন্দু সমাজ সমুদ্রযাত্রার অপরাধে প্রায়শ্চিত্তের দাবি তুললে তিনি অস্বীকার করেন। এরপর মিঃ ক্যাম্বেল নামে ইংরেজের সহযোগিতায় বেঙ্গল কোল কোং স্থাপন করেন। এর আগেই ইউরোপীয়ানদের প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা চেম্বার্স অফ কমার্সের পরিচালক-সদস্য নির্বাচিত হন। 'বেঙ্গল হরকরা', 'বেঙ্গল হেরাল্ড', 'বঙ্গদূত' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর মালিকানা ছিল। 'ইংলিশম্যান' পত্রিকাতেও অর্থসাহায্য করেন। প্রথম গ্র্যান্ড জুরীদের অন্যতম এবং একজন 'জাস্টিস অফ দি পীস' ছিলেন। দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রার সময় (৮·৩·১৮৪৫) চারজন মেডিক্যাল ছাত্রকে উচ্চশিক্ষাদানের জন্য সঙ্গে নিয়ে যান। তাঁদের মধ্যে দু'জন—ভোলানাথ বসু ও গোপাললাল শীল তাঁরই আর্থিক সাহায্যে পড়াশুনা করেন। লন্ডন শহরে মৃত্যু। কেনসাস গ্রীন গীর্জায় তাঁর শবদেহ সমাহিত করা হয়। [৩, ৭, ৮, ২৫, ২৬, ৩৬]

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮১৯ - ২৩·৮·১৮৮৬) চাংড়িপোতা—চব্বিশ পরগনা। হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য। ১৮৪৫ খ্রী· সংস্কৃত কলেজের শেষ পরীক্ষায় 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি প্রাপ্ত হন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কিছুকাল শিক্ষকতার পর সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক ও পরে অধ্যাপক এবং কিছুদিন অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগরের সহকারী হিসাবে কাজ করেন। ১৮৫৬ খ্রী· পিতার সহায়তায় একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করে স্বরচিত রোমের ইতিহাস ও গ্রীসের ইতিহাস প্রকাশ করেন। তাঁর জীবনের প্রধান কীর্তি সাপ্তাহিক 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা সম্পাদনা। ১৮৫৮ খ্রী· পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। মার্জিত রুচি, প্রাঞ্জল ভাষা ও নির্ভীক সমালোচনার জন্য পত্রিকাটি বিশুদ্ধ রাজনীতি ও সুস্থ সাহিত্যের প্রসারে দীর্ঘদিন বাংলা-সংবাদপত্র-জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। ১৮৭৮ খ্রী· তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিটন বঙ্গীয় মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ করলে তিনি মুচলেকা দিতে অস্বীকার করে 'সোমপ্রকাশের' প্রচার বন্ধ করে দেন। পরে ঐ আইন রদ হলে পত্রিকাটি পুনঃপ্রকাশিত হয়। ১২৮৫ - ৯১ ব· 'কল্পদ্রুম' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তাঁর রচিত ছাত্রপাঠ্য পুস্তক: 'নীতিসার', 'পাঠামৃত', 'ছাত্রবোধ', 'ভূষণসার ব্যাকরণ'; কাব্যগ্রন্থ: 'প্রকৃত প্রেম', 'প্রকৃত সুখ', 'বিশ্বেশ্বর বিলাপ পদ্য' প্রভৃতি। নিজব্যয়ে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর ভাগিনেয়। [৩, ৮, ২৬]

দ্বারকানাথ মিত্র (১৮৩৬ - ২·৩·১৮৭৪) আগুন্সি—হুগলী। হুগলী আদালতের মোক্তার হরচন্দ্র। খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী ও বিচারপতি। হুগলী স্কুল ও কলেজের কৃতী ছাত্র। ১৮৫৪ খ্রী· তৎকালীন সর্বোচ্চ পারিতোষিক 'লাইব্রেরি মেডেল' প্রাপ্ত হন। এই পরীক্ষায়

তাঁর উত্তরপত্র ১৮৫৫ খ্রী· এডুকেশন রিপোর্টে ছাপা হয়েছিল। ঐ বছর কলিকাতায় অন্যতম ম্যাজিস্ট্রেট কিশোরীচাঁদ মিত্রের অধীনে তিনি দ্বিভাষীর পদ গ্রহণ করেন। ১৮৫৬ খ্রী· টাউন হলে অনুষ্ঠিত আইনের পরীক্ষায় দক্ষতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে দেওয়ালী আদালতে ওকালতি শুরু করেন। ১৮৬২ খ্রী· হাইকোর্ট স্থাপিত হলে সেখানেই ওকালতি করতে থাকেন। পিণ্ডদানের অধিকারই দায়ভাগ-শাসিত উত্তরাধিকারক্রমের ভিত্তি, এই তত্ত্ব তিনিই বাঙলাদেশের আইনে প্রথম প্রচলিত করেন। ১৮৬৫ খ্রী· নীলকর সাহেব হিলের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলায় ঠাকুরাণীর দাসীর পক্ষে ওকালতি করে (বিনা ফিতে) জয়ী হয়ে বিখ্যাত হন। ১৮৬৭ খ্রী· হাইকোর্টের প্রথম দেশীয় বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মৃত্যুর পর ঐ পদে নিযুক্ত হন। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখার্জীর সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকায় ক্রমে প্রজাদের (রায়তদের) রক্ষাকর্তা হয়ে ওঠেন। কঁৎ-এর তিনি বিশ্বমানবধর্মবাদের পক্ষপাতী এবং উচ্চ গণিত ও বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। [১, ২, ৩, ২৫, ২৬]

দ্বারকানাথ সেন, মহামহোপাধ্যায় (১৮৪৫ - ১১·২·১৯০৯) খান্দারপাড়া—ফরিদপুর। কবিরাজ রাজীবলোচন। মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাধরের নিকট দর্শনশাস্ত্র ও আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন। ৩০ বছর বয়সে কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে চিকিৎসা-ব্যবসায় শুরু করে যশস্বী হন। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে তিনিই প্রথম 'মহামহোপাধ্যায়' (১·১·১৯০৬)। উপাধির সনদ আনতে বাঙালীর বেশভূষা ধুতি ও উত্তরীয় পরে গিয়েছিলেন। উপার্জিত প্রভূত অর্থ তিনি জনহিতকর কাজে ব্যয় করেছেন। [১, ২৫, ২৬, ১৩০]

দ্বারিকানাথ ধর (? - ২৩·১১·১৯৭০)। মুদ্রণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ও আধুনিক মুদ্রণ-পদ্ধতির উদ্ভাবনে অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে স্মরণীয়। যাদবপুর স্কুল অফ প্রিন্টিং টেক্নোলজি কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, বেঙ্গল প্রিন্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি, অ্যাসোসিয়েশন অফ মাস্টার প্রিন্টার্সের সভাপতি, লন্ডনের রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি ও রয়্যাল প্রিন্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের ফেলো এবং বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১৬]

দ্বারিকানাথ ন্যায়শাস্ত্রী (১২৭৭ - ২৯·১·১৩৫২ ব·) ধানুকা—ফরিদপুর। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্ন। কলিকাতায় কুমারটুলীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে ছেচল্লিশ বছর অধ্যাপনা করেন। সেই সঙ্গে 'সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্ চতুষ্পাঠী'তেও অধ্যাপনা করতেন। কলিকাতা শোভাবাজারের রাজা বিজয়কৃষ্ণ দেবের সভাপণ্ডিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১৬ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত 'সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। লাহোরের ডি·এ·ভি· কলেজের অধ্যক্ষ চন্দ্রকিশোর তর্কতীর্থ তাঁর অগ্রজ। [১৭২]

দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য (৯·১·১৯০৩ - ২৭·৪·১৯৮৩) কাটিগড়া—কাছাড়। সাহিত্যজীবনের শুরু ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনা দিয়ে। সাহিত্যের সঙ্গে জ্যোতিষচর্চা করেন। বিখ্যাত বই 'ভৃগুজাতক'। যুগান্তর সাময়িকী বিভাগে যোগ দেন। অন্যান্য গ্রন্থ: 'নিজের ভাগ্য নিজে দেখুন', 'ভাগ্য কখন খুলবে', 'হাত দেখতে শিখুন', 'ভৃগুজাতক পঞ্জিকা' প্রভৃতি। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় 'কালপুরুষ' ছদ্মনামে তিনি ভাগ্যগণনা করেছেন। [১৬]

দ্বিজদাস দত্ত[১] (১৮৪৯ - ১৯৩৪) কালীকচ্ছ—ত্রিপুরা। রামচরণ। যৌবনে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবাধীন হয়ে পিতার অমতে ব্রাহ্ম কন্যা বিবাহ করেন। বি·এ· পাশ করে সরকারী বৃত্তি নিয়ে কৃষিবিদ্যা শিখতে ইংল্যান্ড যান। দেশে ফিরে উন্নত প্রণালীতে কৃষিকাজ করতে চেষ্টা করে অসফল হন। কলিকাতার বেথুন স্কুলে ও কুমিল্লা জেলা স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। এই সময় তাঁর অনুকরণে কুমিল্লার ছাত্ররা বাঁশের ছাতা ও লাঠি ব্যবহার করত। কিছুদিন পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-পদ লাভ করেন। হাকিমরূপে বিহারে নীলকর সাহেবদের দমনের চেষ্টা করলে বাঙলার রাজস্ব বিভাগে বদলী হন। পরে শিবপুর পূর্ত বিদ্যালয়ে অধ্যাপক-পদ পান। এইখানে কার্যরত অবস্থায় তাঁর পুত্র উল্লাসকরের বিপ্লবী কর্মের জন্য সরকার তাঁকে অবসর নিতে বাধ্য করে। আজীবন স্বাধীনচেতা ও স্বদেশবৎসল ছিলেন। সংস্কৃত, আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় ব্যুৎপত্তি ছিল। ১৩১৮ ব· পাট চাষ বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ 'পাট বা নালিতা' রচনা করেন। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য ও শঙ্করদর্শন' (২ খণ্ড), 'বৈদিকধর্ম ও জাতিতত্ত্ব', 'সর্বধর্মসমন্বয়', 'ইসলাম', 'বৈদিক সরস্বতী ও লক্ষ্মী' প্রভৃতি। এছাড়া গীতা, বাইবেল ও কোরাণের অনুবাদ করেছিলেন। [১, ৪, ১৮৫]

দ্বিজদাস দত্ত[২] (১৮৮৩ - ৫·৪·১৯৪৬) ঢাকী—ময়মনসিংহ। কৃষিতত্ত্ববিদ্ ও শিক্ষাব্রতী। ১৯০৩ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি-এস-সি পাশ করে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তদানীন্তন 'কৃষি বিভাগে' শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯০৬ খ্রী· সরকারী বৃত্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে এম·এস-সি ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরে চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিজ চেষ্টায় 'আদর্শ গো-পালন ও কৃষি গবেষণাগার' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১২ খ্রী· ঢাকার জগন্নাথ কলেজে রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯১৩ খ্রী· বঙ্গীয় কৃষি বিভাগ পুনর্গঠিত হলে তিনি তাতে যোগ দেন। পরে সরকারের 'ইকনমিক বোটানিস্ট' পদে কাজ করেন। বাঙলার শস্য, ডাল, জলীয় ধান, গোখাদ্য ও তুলা সম্পর্কে বহু মূল্যবান গবেষণা করে গেছেন। নেপিয়ার ঘাসের ফলন ও প্রচলন এদেশে তিনিই প্রথম করেন। দেশের শিক্ষা-সংস্কারে আগ্রহী তাঁরই উদ্যোগে তেজগাঁওস্থিত 'পলিটেকনিক হাইস্কুল' প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর তিনি ন্যায় ও দর্শনশাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। [৫, ৬]

দ্বিজরাম বা রামেশ্বর: লক্ষ্মণ। মেদিনীপুরের অন্তর্গত কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহের সভাসদ্ ছিলেন। পীরের পূজা প্রচারের জন্য যে-সব হিন্দু ব্রাহ্মণ সত্যনারায়ণের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক গ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি তাঁদের অন্যতম। কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে 'রামেশ্বর সত্যনারায়ণ কথা'র অধিক চলন দেখা যায়৷ [২]

দ্বিজ রামানন্দ। দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ কুলজী-রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। তাঁর 'বঙ্গজ ঢাকুরী' উল্লেখযোগ্য। দ্বিজ রামানন্দ নামে একজন লেখকের আর্যা পাওয়া যায়। জটিল ভূপরিমাণ-বিদ্যাকে সাধারণের বোধগম্য করার জন্য এই আর্যা লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উপলক্ষে রচিত হয়। [২]

দ্বিজেন চৌধুরী (ফেব্রু· ১৯১২ - ১৮·৭·১৯৮৪) সিরাজগঞ্জ—পাবনা। পিতা সুরেশচন্দ্র ও মাতা জ্যোর্তিময়ী দেবীর কাছে সঙ্গীতের প্রাথমিক শিক্ষা। কলিকাতার সাউথ সুবারবন স্কুল ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র। নানা ধরনের গানের তালিম নিলেও রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী এবং সঙ্গীত-শিক্ষক হিসাবেই তিনি সমধিক পরিচিত। ১৯৩১ খ্রী· 'পথিক' চলচ্চিত্রে নেপথ্য গায়ক হিসাবে প্রথম গান করেন। পরে কয়েকটি ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনাও করেছেন। ১৯৩৩ খ্রী· থেকে দীর্ঘদিন তিনি রেডিওতে নানা ধরনের গান পরিবেশন করেছেন। তাঁর রেকর্ডের সংখ্যা এক'শ। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে তিনি কবির সামনে বসে গান শোনাতেন। ১৯৪১ খ্রী· 'গীতবিতান' সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শুরুতে তিনি অন্যতম শিক্ষক হিসাবে তাতে যোগ দেন। ১৯৪৬ খ্রী· 'রবিতীর্থ' নামে সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯৪৯ খ্রী· সুচিত্রা মিত্র এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হলে তাঁদের দু'জনের চেষ্টায় 'রবিতীর্থ' গড়ে ওঠে। [১৬, ২২৩]

দ্বিজেন্দ্রকুমার সান্যাল (জানু· ১৯০৭ - ৯·১০·১৯৭০)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বৃত্তি ও স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৩২ খ্রী· থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচ্যরার হন। ১৯৩৭ - ৫৩ খ্রী· উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাপয়েন্টমেন্টস্ বোর্ড-এর সেক্রেটারী ছিলেন। এখানে সাংবাদিকতা পাঠের সূচনা তিনিই করেন। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি ডিরেক্টর নির্বাচিত হন। বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১৬]

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১১·৩·১৮৪০ - ১৯·১·১৯২৬) কলিকাতা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। বাল্যশিক্ষা প্রধানত স্বগৃহে; পরে সেন্ট পল্‌স্ স্কুল ও হিন্দু কলেজেও ভর্তি হন, কিন্তু পাঠ শেষ করেন নি। এই আত্মভোলা মানুষটির সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন কাব্যচর্চা, জ্ঞানসাধনা এবং বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। তিনি একাধারে কবি, গণিতজ্ঞ, দার্শনিক এবং বাংলায় শর্টহ্যান্ড (কবিতাকারে) ও স্বরলিপির উদ্ভাবক। সমকালীন মাসিকপত্র 'তত্ত্ববোধিনী', 'ভারতী', 'সাধনা', নবপর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন', 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' প্রভৃতিতে তাঁর বহু রচনা বিক্ষিপ্ত আকারে ছড়িয়ে আছে। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলায় 'মেঘদূত' কাব্যগ্রন্থ অনুবাদ করেন (১৮৬০)। তাঁর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যগ্রন্থ (১৮৭৫) বাংলা সাহিত্যে এক অনন্যসাধারণ সংযোজন। দার্শনিক গ্রন্থ রচনায়ও তিনি ছিলেন সবার অগ্রণী। 'তত্ত্ববিদ্যা' (৩ খণ্ড) তাঁর উল্লেখযোগ্য দর্শনগ্রন্থ। বেদান্তের ওপর লেখা তাঁর 'অদ্বৈত মতের সমালোচনা' ১৮৯৬ খ্রী· প্রকাশিত হয়। 'আর্যধর্ম' ও 'সংঘাত' তাঁর অপর দুখানি গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই জ্যেষ্ঠাগ্রজ সম্বন্ধে লিখেছেন '....স্বপ্নপ্রয়াণের কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত তাহার ঠিকানা নাই। বড়দাদার কবিকল্পনার এত প্রচুর প্রাণশক্তি ছিল যে তাহার যতটা আবশ্যক তার চেয়ে তিনি ফলাইতেন অনেক বেশী। এইজন্য তিনি বিস্তর লেখা ফেলিয়া দিতেন। সেইগুলি কুড়াইয়া রাখিলে বঙ্গ সাহিত্যের একটি সাজি ভরিয়া তোলা যাইত।' 'ভারতী' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' সম্পাদক ছিলেন। বাক্স-নির্মাণ সম্পর্কে ১৯১৩ খ্রী· 'বক্সোমেট্রি' নামে একটি বই লেখেন। নবগোপাল মিত্রের চৈত্র (পরে হিন্দু) মেলায় সোৎসাহে যোগ দেন (১২·৪·১৮৬৭)। কিছুদিন হিন্দু মেলার সম্পাদকও ছিলেন। এই উপলক্ষে স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনবার সভাপতি ও সাহিত্য সম্মেলনের ৭ ম অধিবেশনে (১৯১৩ খ্রী·) মূল সভাপতি হন। ন্যাশনাল সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, 'বিদ্বজ্জনসমাগম' নামক সাহিত্যসভার উদ্যোক্তা এবং বাংলায় বিজ্ঞান-প্রচারে উৎসাহী ছিলেন। গান্ধীজী ও দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর জোড়াসাঁকোর বাড়ি ছেড়ে শান্তিনিকেতনে গিয়ে আমৃত্যু সেখানে কাটান। [১, ৩, ৫, ৭, ৮, ২৫, ১২১]

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু (১৮·১২·১৮৬৫ - নভে· ১৯২১)। ব্রজকিশোর। পিতার কর্মস্থল ভাগলপুরে জন্ম। প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ভগিনী। যশোহর সম্মিলনী স্কুলের শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে উড়িষ্যার ঢেঙ্কানল রাজার গৃহশিক্ষক ও অভিভাবকরূপে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সহ-কর্মাধ্যক্ষরূপেও দীর্ঘদিন জাতীয় মহাসমিতির কাজ করেছেন। তিনি প্রধানত বালক-বালিকাদের উপযোগী প্রাণিতত্ত্ব-বিষয়ক প্রবন্ধাদি রচনা করে খ্যাতিমান হন। 'জীব-জন্তু' ও 'কীট-পতঙ্গ' তাঁর দুটি গ্রন্থ। এ বিষয়ে তিনিই পথিকৃৎ। তাঁর রচিত অপর গ্রন্থ 'চিড়িয়াখানা' (১৯২১)। কলিকাতার ভাড়াটিয়া মোটরযান-চালক সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। ভারত-সভার পক্ষ থেকে চা-বাগানের শ্রমিকদের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য বিপদের ঝুঁকি নিয়েও ছদ্মনামে আসাম গিয়েছিলেন। [১, ৮, ১৬]

দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র (৯.৯.১৮৭৮ - ২৬.১১.১৯৫০) কলিকাতা। আদি নিবাস রাজশাহী। পিতা লোকনাথ মৈত্র কায়স্থ বিধবা জগত্তারিণী দেবীকে কাশীতে নিয়ে গিয়ে বিবাহ করেছিলেন। ১৯০২ খ্রী. মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম.বি. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং সেই বছরই প্রথম ভারতীয় আবাসিক সার্জন হিসাবে মেয়ো হাসপাতালে নিযুক্ত হন। চিকিৎসা ও শল্যবিদ্যার আধুনিকতম বিকাশের সঙ্গে পরিচিত হতে ১৯১২ খ্রী. ইয়োরোপ ও পরে আমেরিকায় যান। সেই সময় রবীন্দ্রনাথও বিলেতে ছিলেন এবং আমেরিকায় তাঁরা একই সঙ্গে যাত্রা করেন। সেখানেই তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নানা আলোচনা করেন। গীতাঞ্জলির ভূমিকায় ইয়েটসও এ কথা উল্লেখ করেছেন। ১৯১৫ খ্রী. তিনি বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ-এর প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে এর নাম ছিল বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী। ধর্মনিরপেক্ষ সমাজসেবামূলক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসাবে এটিকে প্রাচীনতম বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বহুদিন এর সভাপতি ছিলেন। দৃশ্য-গ্রাহ্য উপকরণের সাহায্যে বয়স্ক-শিক্ষা দানের তিনি একজন পথিকৃৎ। সমাজসেবা-কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য ১৯২৪ খ্রী. 'স্কুল অব পপুলার এডুকেশন' চালু করেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উন্নতির জন্য 'ফেলোশিপ ক্লাব' স্থাপন করেন। সমাজ কল্যাণ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ১৯৩০ খ্রী. সোভিয়েত রাশিয়াতে যান। ১৯৩৪ খ্রী. জাপান ও চীন পরিভ্রমণ করেন। তাঁর চেষ্টায় ১৯৪৪ খ্রী. বয়স্ক-মহিলা-শিক্ষাকেন্দ্র 'শ্রীনন্দা' স্থাপিত হয়। 'কালচারাল ফেলোশিপ উইথ ফরেন কান্ট্রিজ' তাঁর স্থাপিত অপর এক প্রতিষ্ঠান। তাঁর বহু ভাষণ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। সমাজসেবী, শিক্ষাব্রতী সত্যেন মৈত্র তাঁর পুত্র। [১৭৪]

দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল (১৯০২ - ৩১.৩.১৯৮৪) লক্ষ্ণৌপ্রবাসী সঙ্গীতজ্ঞ ও সাহিত্যরসিক। গ্লাসগো থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন। অতুলপ্রসাদের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা। চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন। নিউ থিয়েটার্সের 'সৌগন্ধ' ছবিতে তাঁর অভিনয় উল্লেখযোগ্য। বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। অতিথিবৎসল বলে খ্যাতি ছিল। [১৬]

দ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ড. (১৯০৩ ? - ১৩.১০.১৯৭০)। কলিকাতা ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ও গবেষক। তিনি শিল্প-মনোবিজ্ঞান, অপরাধ-বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, ও শিশু-মনোবিজ্ঞান-সম্পর্কিত গবেষণার জন্য খ্যাতিলাভ করেন। বোধিপীঠ, শীলায়ন, সরকার পুল মানসিক আরোগ্যশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৯৬০ খ্রী. ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মনোবিজ্ঞান শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। মনোবিদ্ ড. গিরীন্দ্রশেখর বসুর সহযোগিরূপে বাংলা ভাষায় মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-সম্পর্কিত গবেষণায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ ছিল। অপরাধপ্রবণ কিশোরদের চিকিৎসা ও সংশোধন এবং ছাত্র-বিশৃঙ্খলার কারণ-নির্ণায়ক গবেষণায়ও রত ছিলেন। [১৬]

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৯.৭.১৮৬৩ - ১৭.৫.১৯১৩) কৃষ্ণনগর—নদীয়া। কৃষ্ণনগর রাজবংশের দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র। প্রখ্যাত কবি ও নাট্যকার। অগ্রজদ্বয় রাজেন্দ্রলাল ও হরেন্দ্রলাল সাহিত্যিকরূপে পরিচিত ছিলেন। তাঁর এক বৌদি মোহিনী দেবীও বিদুষী লেখিকা ছিলেন। সুকণ্ঠ গায়ক ও গীতিকার পিতার প্রভাবে তিনি অল্পবয়সেই গায়করূপে পরিচিত হন। হুগলী কলেজ থেকে বি.এ. এবং ১৮৮৪ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরেজীতে এম.এ. পাশ করেন। পাঠ্যাবস্থায় রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আর্য্যগাথা' ১৮৮২ খ্রী. প্রকাশিত হয়। কিছুদিন শিক্ষকতার পর সরকারি বৃত্তিসহ কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য বিলাত যান। এই প্রবাসের কাহিনী অগ্রজদ্বয় সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'পতাকা' পত্রিকায় প্রকাশিত হত। এখানে পাশ্চাত্য সঙ্গীত শেখেন ও 'Lyrics of Ind' নামে ইংরেজী কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। বিলাতের প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের অভিনয় ও রঙ্গালয়ের কলাকৌশল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা তাঁর পরবর্তী জীবনে কাজে লেগেছিল। তিন বছর পর দেশে ফিরে প্রায়শ্চিত্ত করতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁকে সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়। এই সময়ের ক্ষোভ তাঁর রচিত 'একঘরে' পুস্তিকায় প্রতিফলিত হয়। ১৮৮৬ খ্রী., সরকারি কাজে যোগ দেন। ১৮৮৭ খ্রী. বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কন্যা সুরবালা দেবীকে বিবাহ করেন। চাকরি-জীবনে কখনও সেটেলমেন্ট অফিসার, কখনও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, কখনও আবগারী বিভাগের প্রথম পরিদর্শক, কখনও-বা ল্যান্ড রেকর্ডস অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচার বিভাগে সহকারী ডিরেক্টররূপে কাজ করেন। স্বাধীনচেতা হওয়ায় কর্মজীবন সুখের হয়নি। চাকরির শেষ দিকে অসুস্থ হয়ে অবসর নেন। ১৯০৫ খ্রী. 'পূর্ণিমা সম্মেলন' প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংস্থাটি তৎকালীন শিক্ষিত ও সংস্কৃতসেবী বাঙালীর তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। 'ইভনিং ক্লাব' নামে অপর একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও এই সময়ে যুক্ত হন। এই ক্লাবের প্রকাশ্য অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। জীবনের শেষ অধ্যায়ে দীর্ঘদিনের বন্ধু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মতানৈক্য হয়। অল্প বয়সে কাব্যরচনা শুরু করে ১৯০৩ খ্রী. পর্যন্ত প্রধানত কাব্যই রচনা করেন। এই সময়ের প্রকাশিত গ্রন্থ প্রায় ১২টি। এর মধ্যে প্রহসন, কাব্যনাট্য, ব্যঙ্গ ও হাস্যরসাত্মক কবিতাও আছে। শেষ দশ বছর প্রধানত নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক ইত্যাদি সবরকম নাটক-রচনাতেই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। স্বদেশী আন্দোলনে চিত্তের যে অভিনব জাগরণ ঘটেছিল তিনি তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে তারই রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এই সময়ের মোট রচনা ১৬টি। প্রবন্ধকার হিসাবে তাঁর

বিখ্যাত রচনা 'কালিদাস ও ভবভূতি'। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা প্রকাশ আক্ষরিক অর্থে তাঁর কীর্তি, তবে প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পূর্বেই তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর হাসির গান এক সময় বাঙালীদের নির্মল আনন্দ দিয়েছে। সঙ্গীত-রচনায় দেশীয় ও পাশ্চাত্য সুর ব্যবহার করেছেন। তাঁর রচনার মধ্যে 'হাসির গান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'সাজাহান', 'মেবার পতন', প্রতাপসিংহ' সমধিক প্রসিদ্ধ। [১, ৩, ৮, ২৬, ৮৬]

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় (জুলাই ১৮৯০ - ১৫.৭.১৯৩৬) কলিকাতা। উকিল পিতা কিশোরীলাল সঙ্গীতসাধক ছিলেন। অগ্রজদের প্রভাবে কিশোর বয়সেই সশস্ত্র বিপ্লব-পন্থায় উদ্বুদ্ধ হন। বিদেশে গুপ্ত সমিতি গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে ১৯০৮ খ্রী. এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়েই যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষার অছিলায় প্রথমে জাপান ও কয়েক মাস পরে আমেরিকা যান। কিছুদিন আগেই তাঁর এক ভ্রাতা ক্ষীরোদগোপাল এই একই উদ্দেশ্যে বর্মায় গিয়েছেন। মার্কিন দেশে কঠোর জীবন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনাত্মক সাহিত্য বিষয়ে বি.এ. পাশ করেন। অগ্রজ বিপ্লবী যাদুগোপালের নির্দেশে সাহিত্য রচনার মাধ্যমে তিনি আমেরিকাবাসীর মন ভারতের দিকে আকৃষ্ট করায় সচেষ্ট হন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই 'Rajani'। দ্বিতীয় বইটি নাটক—'Layla Maznu' (১৯১৬)। ক্রমে কবি-সাহিত্যিকরূপে তাঁর খ্যাতি শুধু মার্কিন দেশে নয়, ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়ে। স্বদেশের গৌরবময় সংস্কৃতিকে বিদেশীদের কাছে শুধু পরিচিত নয়, মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। তাঁর সম্বন্ধে মিস্ ম্যাকলাউড বলেছিলেন, 'After Vivekananda, Dhan has successfully interpreted India in America. His words are very popular'। মিস্ ক্যাথারিন মেয়োর ভারতের কুৎসা-প্রচারক গ্রন্থ 'Mother India' গ্রন্থের প্রত্যুত্তরে তাঁর লেখা 'A Son of Mother India Answers' গ্রন্থটি পাশ্চাত্য জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাঁর 'The Face of Silence' প্রতীচ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাহাত্ম্য প্রচার করেছে। 'My Brother's Face' গ্রন্থে অগ্রজ যাদুগোপালের বিপ্লবী জীবনের সঙ্গে নিজের বাল্য জীবন ও পারিবারিক প্রসঙ্গ অঙ্কিত হয়েছে। 'Caste and Outcaste' গ্রন্থে বিদেশে তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠার কঠোর সংগ্রামের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর 'Visit India with Me' গ্রন্থটি ভারতবর্ষের নানা তীর্থ ও নগরীর শুধু ভ্রমণকাহিনী মাত্র নয়, ভারত আত্মারও সন্ধানী। শিশু সাহিত্য রচয়িতা হিসাবেও যশস্বী ছিলেন। তাঁর 'Gay Neck' (চিত্রগ্রীব) ১৯২৭ খ্রী. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত পুরস্কার 'জন নিউবেরী' পদক লাভ করে। অন্যান্য শিশুগ্রন্থ : 'Kari the Elephant', 'Jungle Beasts and Men', 'Ghond, the Hunter', 'Hari, the Jungle lad', 'The Chief of the Herd' (যূথপতি) প্রভৃতি। একাধিক নাটকও লিখেছেন। তাঁর 'Divotional Passages of the Hindu Bible' গ্রন্থটি গীতা ও উপনিষদের সংকলন। চিত্রশিল্পী এথেল রে ডুগানকে বিবাহ করে তিনি মার্কিন দেশের স্থায়ী বাসিন্দা হন। ১৯২২ ও ১৯৩০ খ্রী. দু'বার স্বদেশে এসেছিলেন। দু'বারই বেলুড় মঠে থাকেন। শিবানন্দ স্বামীর শিষ্য ছিলেন। মানসিক রোগে নিউ ইয়র্কে আত্মহত্যা করেন। [২১৫]

ধনঞ্জয় দাস, কাঠিয়াবাবা (৩০.৭.১৩০৮ - ২৭.১.১৩৯০—ব.) ভড়া—বাঁকুড়া। পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী। বিশিষ্ট সাধক। পূর্বাশ্রমের নাম ধীরেন্দ্রমোহন। নবদ্বীপে ও ভাটপাড়ায় শিক্ষাগ্রহণ করেন। দীক্ষাগুরু সন্তদাস বাবাজীর দেহত্যাগের পর তিনি নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত আশ্রম ও মঠসমূহের প্রধান মোহন্ত পদে বৃত হন। উক্ত ধর্মসম্প্রদায়ের তিনি দ্বিতীয় বাঙালী মোহন্ত। ভারতের পূর্ব, উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং বৃন্দাবনে বহু আশ্রম, সংস্কৃত বিদ্যালয় ও ভড়ার উপকণ্ঠে একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও একটি কলেজ স্থাপন করেন। সংস্কৃত ও বাঙলায় রচিত তাঁর কয়েকটি ধর্মগ্রন্থ আছে। [২০২]

ধনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৯০৭ - ডিসে. ১৯৩৭) ঢাকা। চন্দ্রকুমার। বিপ্লবী কাজে যুক্ত থাকায় পুলিস তাঁকে বন্দী করে। জেল হাসপাতাল থেকে ফেরারী হয়ে যান। কিছুদিন পরে ঢাকায় দু'টি পিস্তলসহ ধরা পড়লে দীর্ঘমেয়াদী সশ্রম কারাদণ্ড হয়। মেদিনীপুর জেলে মৃত্যু। [৪২, ৭০]

ধন্যমাণিক্য (? - ১৫২৬) ত্রিপুর রাজবংশের সর্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী রাজা। ১৪৯০ খ্রী. সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি সৈন্য বিভাগের আমূল পরিবর্তন করে বড়ুয়া, সরদার, হাজারি প্রভৃতি পদ সৃষ্টি করেন। তাঁর সময় রাজ্যের সীমা বিস্তৃত হয়। ১৫১৩ খ্রী. পাঠান সৈন্য বিতাড়িত করে চট্টগ্রাম অধিকার করেন। দেশের নানা স্থানে দেবমন্দির নির্মাণ, ১৫০১ খ্রী. একমণ সোনা দিয়ে ভুবনেশ্বরী মূর্তি প্রস্তুত এবং উদয়পুরে 'ধন্যসাগর' নামে দীঘি খনন করিয়েছিলেন। [১]

ধরণীধর ভট্টাচার্য, বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩ - ১৮৭৫) খাঁটুরা—চব্বিশ পরগনা। আয়ুর্বেদাচার্য কেদারনাথ বিদ্যাবাচস্পতি। খাঁটুরার বিখ্যাত পণ্ডিত ভগবানচন্দ্র তর্কালঙ্কারের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত সাহিত্য শিক্ষা করে 'শিরোমণি' উপাধি পান। পরে বিখ্যাত কথক পিতৃব্য রামধন তর্কবাগীশের কাছে কথকতা শিক্ষা করেন। তাঁর সময়ে তিনি বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কথক ব'লে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। কথকতা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তিনি কোনও গ্রন্থ রচনা করেন নি, তবে তাঁর স্বহস্তলিখিত অনেক পুথি (চূর্ণিকা) ছিল। তাতে সংস্কৃতে তাঁর কথকতার বিষয় সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত থাকত। তাঁর পিতৃব্যপুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রথম বিধবা-বিবাহ করেন। সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মুরলীধর তাঁর পুত্র। [১, ১৪৯]

ধরণীধর সেন (১৯০৯ - ১৯৮০) গুপ্তিপাড়া—হুগলী। প্রবোধচন্দ্র। উত্তর প্রদেশের গাজীপুরে জন্ম। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী। হেয়ার স্কুল থেকে

ম্যাট্রিক, প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ভূতত্ত্ব-বিষয়ে অনার্স সহ বি-এস-সি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নৃতত্ত্বে এম-এস-সি পাশ করে স্যার আশুতোষ পুরস্কার ও গবেষণাবৃত্তি লাভ করেন। ১৯৩৫ খ্রী· হেলমাট ডি· টেরা ও টি· টি· প্যাটারসনের নেতৃত্বে পরিচালিত উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রাগৈতিহাসিক অনুসন্ধান অভিযানে যোগ দেন। ১৯৩৯ - ৪০ খ্রী· উড়িষ্যার পুরাকীর্তিসমৃদ্ধ ময়ূরভঞ্জে উৎখনন-কাজে অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর সহযোগী ছিলেন। ১৯৪০ খ্রী· বিদ্যাসাগর কলেজের ভূগোল বিভাগে যোগ দেন। ১৯৪৮ খ্রী· থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে ঐ বিভাগের রীডার হয়েছিলেন। ১৯৫৪ খ্রী· অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে নৃতত্ত্ব শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। দেশী ও বিদেশী বহু পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়েছে। রচিত গ্রন্থ: 'Excavation in Mayurbhanj' (নির্মলকুমার বসুর সহযোগে), 'Studies in Pre-history' (অশোককুমার ঘোষের সহযোগে) প্রভৃতি। 'Indian Anthropology' গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। বাংলা রচনার মধ্যে 'আদি মানব ও তুষার যুগ', 'অস্তি নর্মদা তীরে', 'বাঙালীর জাতি পরিচয়', 'কোলহাই হিমবাহের পথে' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মাসিক কিশোর পত্রিকা 'রংমশাল'-এর পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১৭৪]

ধরানাথ ভট্টাচার্য (১৮৮২ -১২·১২·১৯৬৮) খুলনা। উমাচরণ। গুরু পরিবারের ছেলে ধরানাথ মাইনর পাশ করে পরিবারের সংস্কার ভেঙে বরিশালে গিয়ে ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে অবস্থানকালে অশ্বিনী দত্তের সান্নিধ্য লাভ করেন। পরে পিতার সঙ্গে কলিকাতায় আসেন। বিপিন গাঙ্গুলীর সহায়তায় বিপ্লবী দলের সভ্য হন। মুরারিপুকুর মামলায় তিনিও যুক্ত ছিলেন। কিছুদিন আত্মগোপনের জন্য একটি মাত্র পিস্তল সম্বল করে দুঃসাহসিকতার সঙ্গে পায়ে হেঁটে বর্মায় চলে যান। সেখানে দু-তিন বছরের মধ্যে কয়েকটি বিপ্লবী ঘাঁটি তৈরী করেন। দেশে ফিরে দেওঘর ষড়যন্ত্রে যোগ দেন। কারাজীবনে বহুবার বিভিন্ন দাবিতে অনশন ধর্মঘট করেছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর তিনি গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। হুগলী জেলার হরিপাল তাঁর সর্বশেষ কর্মস্থল ছিল। তাঁর চেষ্টায় ও পরিশ্রমে হরিপালে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, অনেকগুলি স্কুল ও একটি ডিগ্রী কলেজ স্থাপিত হয়। [১৫৮]

ধর্মদাস বসু (নভে· ১৮৫১ - নভে· ১৯২৬) চন্দননগর—হুগলী। পার্বতীচরণ। ১৮৭৩ খ্রী· মেডিক্যাল কলেজের এল-এম-এস পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৭৫ খ্রী· চন্দননগরের প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরীর অর্থসাহায্যে ইংল্যান্ড যান। ১৮৭৭ খ্রী· আই·এম·এস· পরীক্ষা পাশ করে স্বদেশে ফিরে দীর্ঘ ২৫ বছর বাঙলা ও বিহারের বিভিন্ন জেলায় সিভিল সার্জন-রূপে কাজ করেন। ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন এবং রয়্যাল ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক হেলথ্-এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯০২ খ্রী· অবসর-গ্রহণের পূর্বে লেফটেন্যান্ট কর্নেলের মর্যাদা পান। শেষ-জীবনে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হন। রচিত গ্রন্থ: 'ধর্মজীবন', 'স্বাস্থ্যরক্ষা ও সাধারণ স্বাস্থ্যতত্ত্ব' প্রভৃতি। [১]

ধর্মদাস সুর (১৮৫২ - ২৮·৭·১৯১০) কলিকাতা। রাধানাথ। বাঙলা থিয়েটারের প্রাথমিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী এবং প্রথম স্টেজ ম্যানেজার। ডাফ স্কুলে পাঠ্যাবস্থায় চৌদ্দ বছর বয়সে অর্ধেন্দুশেখরের আহ্বানে 'কিছু কিছু বুঝি' নাটকে (২·১১·১৮৬৭) কয়লাঘাটায় প্রথম মঞ্চে অবতরণ করেন ও সেখানে স্টেজ ম্যানেজার হন। কারুকর্মে হাত ছিল। দৃশ্যপট সৃজনে দক্ষ ছিলেন। সেকালের সমস্ত রঙ্গালয়ের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ের মঞ্চ (১৮৭২) তিনিই তৈরি করেন। এ সময় কম্বুলিটোলা স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। অমৃতলাল বসু বদলী-শিক্ষক হয়ে কাজ করে ধর্মদাসকে স্টেজ তৈরির জন্য ছুটি দেন। ক্রমে থিয়েটারের ম্যানেজারী ও সময়ে অধ্যক্ষের কাজ করেন। থিয়েটারের দল নিয়ে ঢাকা, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ ইত্যাদি স্থানে অভিনয় করে আসেন। তাঁর 'আত্মজীবনী' গ্রন্থে তৎকালীন নাটকের অনেক কথা জানা যায়। মঞ্চনির্মাণ-বিষয়ে তাঁর স্থাপিত আদর্শ বহুদিন বাঙলাদেশের রঙ্গালয়ে অনুসৃত হয়েছে। [১, ৩, ২৫, ২৬, ৪০, ৬৫]

ধর্মনারায়ণ বাচস্পতি। ধীপুর—ঢাকা। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি বিক্রমপুর পণ্ডিত-সমাজের অন্যতম প্রধান স্মার্ত পণ্ডিত ছিলেন। [১]

ধর্মপাদ। অন্য নাম গুণ্ডরীপাদ। সহজ মতের প্রচারক একজন সিদ্ধাচার্য। প্রাচীন বাংলা ও সংস্কৃত-মিশ্রিত অনেকগুলি গানের রচয়িতা। [১]

ধর্মপাল। পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের পুত্র ধর্মপাল এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। রাজত্বকাল আনু· ৭৭০ - ৮১০ খ্রী·। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথের রচনায় উল্লেখ আছে যে, উত্তরে জলন্ধর, দিল্লী প্রভৃতি এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব বিস্তৃত ছিল। তিনি বাঙলাদেশকে একটি সাম্রাজ্যের মর্যাদা দিয়ে নিজে 'পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ' উপাধি ধারণ করেন। বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর আদেশে মগধের উত্তরে গঙ্গার তীরে বিক্রমশীলা মহাবিহার নির্মিত হয়েছিল। ধর্মপালের আর এক নাম ছিল শ্রীবিক্রমশীলদেব। অনেকের মতে তিনি ওদন্তপুরী মহাবিহারটির স্থাপয়িতা। কয়েকটি সীলমোহর থেকে জানা যায়, রাজশাহীর পাহাড়পুরে সোমপুরী মহাবিহারও তিনি স্থাপন করেছিলেন। বৌদ্ধ সাহিত্যিক হরিভদ্রের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। [১, ৩, ৬৩, ৬৭]

ধর্মরাজ বড়ুয়া (১৮৬০ - ১৮৯৫) আবুরখিল—চট্টগ্রাম। কালীচরণ। পালিভাষা ও সাহিত্যের প্রখ্যাত পণ্ডিত। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে পালিভাষা ও ত্রিপিটক অধ্যয়নের জন্য সিংহলে যান। ছয় বছর সেখানে পড়াশুনা করে

দেশে ফেরেন। পরে আরও শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে শ্যাম দেশে গিয়ে তিন বছর কাটান। তাঁর প্রথম বৌদ্ধগ্রন্থ 'সূত্রনিপাত' (১৮৮৭)—পালি 'সুত্তনিপাত' গ্রন্থের সরল ও বিশুদ্ধ বাংলা পদ্যানুবাদ কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'ধর্মপুরাবৃত্ত', 'সিঙ্গালকসূত্র', 'হস্তসার' ১ম ভাগ (১৮৯৩)। বৌদ্ধশাস্ত্রবিৎ ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়ার মতে "যতদিন 'হস্তসার' নামটি থাকিবে, ততদিন ধর্মরাজের পুণ্যস্মৃতি বাংলার বৌদ্ধসমাজে দেদীপ্যমান থাকিবে।" রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা' ও 'চণ্ডালিকা' নাটিকার অধিকাংশ মন্ত্র এই গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। তাঁর অমুদ্রিত গ্রন্থ: 'শ্যামাবতী', 'জ্ঞানসোপান', 'সত্যসার', 'হস্তসার' ২য় ও ৩য় ভাগ এবং 'মাতৃদেবী'। [২০০]

ধীমান (৯ম শতাব্দী)। গৌড়ের রাজা ধর্মপাল ও দেবপালের সমসাময়িক। তিনি এবং তাঁর পুত্র বীতপাল তক্ষণশিল্পে, প্রস্তর ও ধাতু-মূর্তি নির্মাণে এবং চিত্রাঙ্কনে দক্ষ ছিলেন। ধীমান পূর্বদেশের চিত্রকরগণের প্রধানরূপে গণ্য হতেন। [১, ২৬, ৬৭]

ধীরাজ (১৯শ শতাব্দী)। কলিকাতার স্বভাবকবি ও গায়ক। তাঁর বিদ্রূপাত্মক সঙ্গীত ও মজার গান অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। বিধবা-বিবাহ উপলক্ষে বিদ্যাসাগরকে বিদ্রূপ করে তিনি যে গান রচনা করেছিলেন সেই গান শুনে স্বয়ং বিদ্যাসাগর তাঁকে পুরস্কৃত করেন। যোগেশচন্দ্র বাগলের মতে ধীরাজ দীনবন্ধু মিত্রের ছদ্মনাম। তাঁর রচিত 'নীল বাঁদরে সোণার বাংলা করলে এবার ছারেখার/অসময়ে হরিশ মলো লঙের হলো কারাগার/প্রজার এবার প্রাণ বাঁচানো ভার' এই গানটিতে নীলচাষীদের দুঃখের চিত্র পরিস্ফুট। [৩৬, ৪৫]

ধীরেন দে (? - ২৩·৮·১৯৩৩)। জামালপুর—ময়মনসিংহ। কিশোর বয়সেই বিপ্লবী দলে যোগ দেন। এক আই·বি· দারোগা এই কিশোরের কাছ থেকে দলের গুপ্তকথা আদায়ের চেষ্টায় ৩ দিন ৩ রাত্রি ধরে যে প্রহার চালায় তার ফলে তাঁর মৃত্যু হলে মৃতদেহটি জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হয় এবং প্রচার করা হয় যে বিপ্লবী সঙ্গীদের মধ্যে দলাদলির ফলেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। [৪২, ৪৩, ৯৭]

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ডি·জি· (২৬·৩·১৮৯৩ -১৮·১১·১৯৭৮)। বার্থী—বরিশাল। পিতা বামনচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে পিতৃভূমি বরিশালের আলতা গ্রাম থেকে কলিকাতায় চলে আসেন। মেজদা নগেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের জামাতা। কৈশোর কাটে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের স্নেহচ্ছায়ায়। ছবি আঁকায় এবং অভিনয়ে সমান দক্ষ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেক নাটকে অভিনয়ও করেছেন। ১৯১০ খ্রী· শান্তিনিকেতনের পাঠ শেষ করে রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে কলিকাতা আর্ট কলেজে ভর্তি হন। বাড়ির গুরুজনদের তা পছন্দ না হওয়ায় বাড়ি ছেড়ে আলাদা থেকে পেইন্টিং ও মেক-আপ করে অর্থ উপার্জন করেন। ১৯১৫ খ্রী· আর্ট কলেজ থেকে ভালভাবে পাশ করে হায়দ্রাবাদে নিজাম আর্ট কলেজে শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে চলে যান। ছোটবেলা থেকেই মেক-আপ বিষয়ে দক্ষ ছিলেন। বহুরূপী সেজে সকলকে অবাক করে দিতেন। তাঁর এই ক্ষমতার জন্য লালবাজারে পুলিস-কর্তাদের কাছ থেকে ডাক পড়েছিল। তিনি ডিটেক্‌টিভদের নানা সাজে সজ্জিত করে দিতেন। পরে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে পুলিসী অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি ঐ কাজ ছেড়ে দেন। তখন ছবি এঁকে তা বিক্রি করতেন। তাঁর চিত্রপুস্তক 'ভাবের অভিব্যক্তি', 'বিয়ে', 'ভালবাসা', 'ফুলসজ্জা', 'রং-বেরং' প্রভৃতি। বইগুলির রচনাও তাঁর নিজস্ব। 'রংবেরং' বইটির অনেকগুলি চুটকি তাঁর হাস্যকৌতুক-সৃজনক্ষমতার সাক্ষ্য বহন করে। চার্লি চ্যাপলিন কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে সিনেমা শিল্পে আসেন। তখন ম্যাডান কোম্পানী পৌরাণিক কাহিনীর উপর বিরাট চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। তিনি কলিকাতায় এসে নীতীশ লাহিড়ীর সঙ্গে ১৯১৯ খ্রী· ইন্দো-ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানী গড়ে তোলেন। চলচ্চিত্রের নির্বাক্ যুগ তখন। বাঙালীর সাধারণ জীবনযাত্রা নিয়ে তিনি ছবি তুলতে শুরু করেন। ২৬·২·১৯২১ খ্রী· তাঁর প্রথম ব্যঙ্গ-চিত্র 'বিলাত ফেরৎ' মুক্তিলাভ করে—নায়ক সুদর্শন ধীরেন্দ্রনাথ এবং পরিচালনায় নীতীশ লাহিড়ী। এরপর 'যশোদানন্দন' ও 'সাধু কি শয়তান' ছবি দু'খানি তিনি পরিচালনা করেন। এতে অভিনয়ও করেন। ১৯২২ খ্রী· এই প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেলে হায়দ্রাবাদে ফিরে লোটাস ফিল্ম কোম্পানী নামে প্রতিষ্ঠান গড়ে ১৯২৩ - ২৭ খ্রী· মধ্যে ৯টি ছবি করেন। বোম্বাইতে কিছুদিন চিত্র-পরিবেশক অফিস চালিয়েছিলেন এবং মঞ্চের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ১৯২৮ খ্রী· কলিকাতায় ফিরে ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্ম কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানে মোট ৮টি চিত্র নির্মাণ করেন। প্রথম চিত্র 'ফ্লেমস্ অব ফ্লেস'। ১৯৩০ খ্রী-র পর সবাক ছবি শুরু হলে তিনি বি·এন· সরকারের আহ্বানে নিউ থিয়েটার্সের হয়ে 'মাসতুতো ভাই', 'একস্‌কিউজ মি স্যার', 'ভক্ত কবীর', 'অচিন প্রিয়া' প্রভৃতি ছবি করেন। এরপর ইস্ট ইন্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীতে যোগ দিয়ে ১৯৩২ - ৪০ খ্রী· মধ্যে বাংলা, হিন্দী ও উর্দু মিলিয়ে কয়েকটি ছবি করেন। তাঁর 'দাবী' ছবিটি সেকালে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। তিনিই প্রথম সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের চলচ্চিত্রে নামান। তাঁর স্ত্রী প্রেমিকা ওরফে রমলা দেবীকে এবং মেয়ে পারুল ও মণিকাকে ছবিতে অভিনয় করিয়েছেন। এক সময় মণিকাকে বলা হত বাংলা ছবির 'শার্লি টেম্পল'। ৪০ বছর সিনেমাশিল্পে যুক্ত থাকার পরে 'তারকা পদ্ধতি' (Star System) চালু হলে এই শিল্প ছেড়ে দেন। মোট ২৪টি নির্বাক ও ২৫টি সবাক্ ছবি করেন। শেষ ছবি 'কারটুন' (১৯৫৮)। ১৯৭২ খ্রী· আশি বছর বয়সে কলিকাতার মঞ্চে 'অলীকবাবু' নাটকে তরুণ নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করে সকলকে চমকে দিয়েছিলেন। ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'পদ্মভূষণ' (১৯৭৪) এবং 'দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার' (১৯৭৬) লাভ করেন। সারা

ভারতে 'ডিজি' নামে সুপরিচিত ছিলেন। চিত্রশিল্পী, মূকাভিনেতা, বহুরূপী সজ্জায় বিশেষজ্ঞ, কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা, কৌতুকশিল্পী এবং সংস্থা-সংগঠক ধীরেন্দ্রনাথ জীবৎকালেই কিংবদন্তীর নায়কে প্রতিষ্ঠিত হন। [১৬, ১৭]

ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বেদান্তবাগীশ (ভাদ্র ১২৭৭ - ১৭.১.১৩৪৫ ব.) নাগরপুর—ময়মনসিংহ। মাধবলাল। স্কুলে পড়বার সময় থেকেই 'ব্রহ্মতত্ত্ব' পত্রিকায় দার্শনিক প্রবন্ধাবলী রচনা করতেন। কলেজে পড়বার সময় Theological Society' র সভ্য হন। এম.এ. পাশ করে ব্রাহ্মমতে বিবাহ করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় কটকে তাঁর বাড়িতে বহু দেশসেবক মিলিত হতেন। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনা করেন। পরে দিল্লী হিন্দু কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক এবং ক্রমে অধ্যক্ষ পদ লাভ করেন। এরপর পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে ১২ বছর দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা করে শেষে কলিকাতায় ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। আজীবন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ও সেবক এবং হাজারীবাগ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। প্রচারকরূপে দিল্লী, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বক্তৃতা দিয়েছেন। রচিত গ্রন্থ: 'সংস্কার ও সংরক্ষণ', 'মহাপুরুষ প্রসঙ্গ', 'ধর্মের তত্ত্ব ও সাধন', 'মৈত্র্যুপনিষদ', 'In Search of Jesus Christ' প্রভৃতি। [১]

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮৬ - ২৭.৩.১৯৭১) রামরাইল—ত্রিপুরা। ১৯০৮ খ্রী. রিপন কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। ছাত্রাবস্থায় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর কাছে রাজনীতিতে হাতেখড়ি। আইন পাশ করে কুমিল্লায় আইন ব্যবসায় শুরু করেন। ১৯২১ খ্রী. আইন ব্যবসায় ছেড়ে কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩০ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৭ খ্রী. কংগ্রেসপ্রার্থী হিসাবে বঙ্গীয় আইন সভায় নির্বাচিত হন। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের সময় কারাবরণ করেন। মুক্তির পর ভারতীয় গণ-পরিষদের সদস্য হয়েছিলেন। দেশবিভাগের পর পাকিস্তান গণ-পরিষদে ও ১৯৫৪ খ্রী. পাকিস্তান আইন সভায় নির্বাচিত হন। আবু হোসেন ও পরে আতাউর রহমানের মন্ত্রিসভার তিনি সদস্য ছিলেন। পরে কয়েক বছর সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িত না থাকলেও আওয়ামী লীগ নেতৃবর্গের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় কুমিল্লা শহরে পাকিস্তানী হানাদারদের গুলিতে তিনি নিহত হন। [১৬]

ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (জুলাই ১৮৮৮ - ৮.১.১৯৬৮) বিদগাঁ—ঢাকা। হরিশ্চন্দ্র। কলিকাতা সিটি কলেজ থেকে ১৯১২ খ্রী. সংস্কৃতে অনার্সসহ বি.এ. পাশ করেন। অল্প কিছুদিন অন্য চাকরি করার পর ১৯১৮ খ্রী. বিদগাঁয়ের সংলগ্ন বানারী গ্রামের উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হয়ে আসেন এবং সেবাকার্যেও আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'দরিদ্র ভাণ্ডারে'র অর্থ সংগ্রহের জন্য তাঁর প্রেরণায় ছাত্ররা শ্রম দান করত। ধনীদের প্রদত্ত অর্থ ও সম্পদ তিনি দরিদ্রদের দানস্বরূপ না দিয়ে তার দ্বারা তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিতেন। তাঁরই অনুরোধে স্বগ্রামের ডা. সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত বিদগাঁতে হর-গৌরী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে দেন। তিনি নিজে বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন। ১৯২১ খ্রী. গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ ত্যাগ করেন এবং অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানকারী ছাত্রদের নিয়ে একটি জাতীয় বিদ্যালয় গঠন করে তার প্রধান শিক্ষক হন। ছাত্রদের দেশকর্মিরূপে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি 'বিদ্যাশ্রম' নামে একটি আবাসিক আশ্রম স্থাপন করেন। বিদ্যালয়টিকে আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত করে নামকরণ করা হয় 'বিদ্যাশ্রম জাতীয় বিদ্যালয়'। এই প্রতিষ্ঠান সেই সময় গান্ধীজীর আদর্শ অনুযায়ী নানা গঠনমূলক কাজ করে। ১৯২৫ খ্রী. পদ্মার ভাঙনে বিপর্যয় এড়াতে বিদ্যাশ্রমটিকে শ্রীহট্টের রঙ্গিরকুলে স্থানান্তরিত করা হয়। কয়েক বছরের মধ্যেই শ্রীহট্টের নানাস্থানে এবং চট্টগ্রামের জোড়ারগঞ্জে বিদ্যাশ্রমের কর্মকেন্দ্র গড়ে ওঠে। কলিকাতায় বিদ্যাশ্রমের বিক্রয়কেন্দ্রে বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও বিশিষ্ট কর্মীদের সমাবেশ হত। তিনি ঢাকায় ১৯২৪ খ্রী. 'গেণ্ডারিয়া মহিলা সমিতি' ও ১৯২৭ খ্রী. বিধবাদের জন্য ঢাকায় নিজ বাসভবনে 'কল্যাণ কুটির' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩০ খ্রী. লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে পুলিসের দ্বারা নির্মমভাবে প্রহৃত হন। ১৯৩২ খ্রী. গ্রেপ্তার হয়ে ২ বছর কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯৩৫ খ্রী. নোয়াখালী জেলার সন্দীপ দ্বীপের মাইটভাঙ্গা গ্রামে একটি কর্মক্ষেত্র স্থাপন করে চরকার কাজ ও অন্যান্য শিল্পকর্ম শুরু করেন। ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলন-কালে সরকারের দমন নীতির ফলে বিদ্যাশ্রমটি বন্ধ হয়ে যায় এবং রঙ্গিরকুল আশ্রমটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়। এরপর ঢাকা বিক্রমপুরের সাওগাঁ গ্রামের রাজনৈতিক কর্মী ডা. ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্তের আহ্বানে ১৯৪৩ খ্রী. তিনি সাওগাঁতে বিদ্যাশ্রমের কাজ নতুন করে আরম্ভ করেন। ১৯৫০ খ্রী. ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর তিনি তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তান ত্যাগ করে জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে বিদ্যাশ্রমটিকে স্থানান্তরিত করেন এবং কৃষি ও কুটির-শিল্পের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। এখানে থাকাকালে তিনি বিনোবাজীর সর্বোদয় আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। অকৃতদার, এই সেবাব্রতী ৭০ বছর বয়সেও জমিতে হালচালনার মত কায়িক শ্রম নিয়মিত করতেন। জলপাইগুড়িতে মৃত্যু। [৮২]

ধীরেন্দ্রনাথ দাস (১৯০২ - ২৫.১১.১৯৬১)। সঙ্গীতশিল্পী। একসময়ে তাঁর স্বদেশ সঙ্গীত ও ভক্তিগীতি জনমানসে সাড়া জাগিয়েছিল। রঙ্গমঞ্চে এবং ছায়াচিত্রে অভিনয় করেছেন। তাঁর বহু গানের রেকর্ড আছে। নজরুলের সদ্যরচিত গানগুলিকে গ্রামোফোন কোম্পানীতে তিনিই পরম যত্নে বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে

প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর গাওয়া 'শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও' গানটি এককালে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। [১৭]

ধীরেন্দ্রনাথ রায় (১৮৯৬? - ১১.১২.১৯৭০) আয়ুর্বেদশাস্ত্রে খ্যাতনামা পণ্ডিত। আয়ুর্বেদশাস্ত্রের ওপর কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে স্যার জে. সি. বোস পুরস্কার এবং ডালমিয়া পুরস্কার পান। [১৬]

ধীরেন্দ্রনাথ সেন (১৯০২ - ২.৫.১৯৬১) কোটালিপাড়া—ফরিদপুর। কালীকুমার। বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, সংবিধানবিশেষজ্ঞ ও অধ্যাপক। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ার সময়ই রাজনীতিতে ও বিপ্লবী চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হন। সেকালের প্রথম ছাত্র ধর্মঘটে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। 'প্রোব্লেম অব মাইনরিটিজ' নামে থিসিস রচনা করে ১৯৩৬ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্রজীবনেই ১৯২৬ খ্রী. সাংবাদিক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর প্রেরণায় সংবাদপত্র-জগতে প্রবেশ করেন। অধুনালুপ্ত 'সার্ভেন্ট', দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত 'ফরোয়ার্ড', 'এডভান্স' এবং পরবর্তী কালে 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রভৃতির প্রধানতম সম্পাদকীয় লেখকরূপে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অগ্নিবর্ষী রচনার জন্য রাজদ্রোহের দায়ে অভিযুক্ত হয়ে তাঁকে কয়েকবার কারাবরণ করতে হয়। শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত সমাজের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকার বিখ্যাত শ্রমিক ধর্মঘটে তখনকার দিনে ১৮০০ টাকা বেতনের চাকরির মায়া ছেড়ে তিনি শ্রমিকদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন (১৯৪৮)। এককালে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির নির্বাচিত সদস্য, ইন্দো-সোভিয়েট সংস্কৃতি সমিতির পশ্চিমবঙ্গ শাখার ও পশ্চিমবঙ্গ শান্তিসংসদের সাধারণ সম্পাদক এবং দীর্ঘকাল ইন্দো-সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৬ খ্রী. সোভিয়েট সরকারের আমন্ত্রণে সেদেশ পরিভ্রমণ করেন। অধ্যাপকরূপেও তিনি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। ১৯২৯ খ্রী. থেকে আমৃত্যু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সাংবাদিকতার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'হুইদার ইণ্ডিয়া', 'প্যারাডক্স অব ফ্রীডম', 'রিভোলিউশন বাই কনসেন্ট', 'ফ্রম রাজ টু স্বরাজ' প্রভৃতি। শেষোক্ত গ্রন্থখানি সোভিয়েট ইউনিয়নে রাশিয়ান ভাষায় অনূদিত হয়েছে। [৮২]

ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (২৪.৬-১৮৯৯ - ১৯.২.১৯৬৩) হুগলী। হুগলী ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। নিজ অঞ্চলের সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে এবং হুগলীতে করবন্ধ আন্দোলনে নেতৃত্ব করেন। কয়েকবার কারাবরণ করেছিলেন। বিধানসভায় কংগ্রেস দলের চীফ্ হুইপ ছিলেন। [১০]

ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত (জুন ১৮৯৬ - ২৪.১১.১৯৭৪) সিংরৈল—ময়মনসিংহ। রামসুন্দর। খ্যাতনামা দার্শনিক। ময়মনসিংহ, গৌহাটি ও কলিকাতায় পড়াশুনা করেন। ১৯২১ খ্রী. সংস্কৃত ভাষা ও দর্শন বিষয়ে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে এম.এ. পাশ করেন। ১৯২৭ খ্রী. প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান এবং ১৯৩০ খ্রী. পি-এইচ.ডি. হন। কিছুদিন যাদবপুরের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশনে অধ্যাপনা করার পর ১৯২৮ খ্রী. পাটনা কলেজে দর্শন বিভাগে যোগ দেন এবং ক্রমে ঐ বিভাগের প্রধান হন। ১৯৫৩ খ্রী. সরকারী চাকরি থেকে অবসর নিয়ে শান্তিনিকেতনে বসবাস শুরু করেন। ইতিমধ্যে ১৯৪৮ খ্রী. হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দর্শন মহাসভায় যোগ দেন। ১৯৫২ খ্রী. ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬০ খ্রী. বিশ্বভারতী তাঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করেন। দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস রচনার জন্য তিনি ১৯৫২ - ৫৩ খ্রী. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইসকন্‌সিন ও মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'সিক্স ওয়েজ অফ নোয়িং', 'অ্যান ইনট্রোডাকশন টু ইণ্ডিয়ান ফিলসফি', 'দি চিফ কারেন্টস্ অব কনটেম্পোরারি ফিলসফি', 'গান্ধী ফিলসফি', 'ফিলসফিক্যাল পারস্পেক্টিভ', 'ধর্ম সমীক্ষা' প্রভৃতি। লেখিকা গৌরী আইয়ুব তাঁর কন্যা। [১৬, ১৪৯]

ধীরেন্দ্রলাল বড়ুয়া (? - জানু. ১৯৩৪) জ্যৈষ্ঠপুরা—চট্টগ্রাম। সূর্য সেনের (মাস্টারদা) অনুগামী বিপ্লবী দলের সদস্য। চট্টগ্রাম জেলে বন্দী অবস্থায় মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসির দিন শ্লোগান দেওয়ার অপরাধে কারারক্ষিগণ তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করে। এই প্রহারের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়। [৯৬]

ধীরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (১৮৯৬ - ১৯৪৪)। ছাত্রাবস্থায় ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় কারাবরণ করেন। ১৯১৫ খ্রী. সুরেশ মুখার্জির হত্যার ব্যাপারে অভিযুক্ত হন। পরে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হন এবং নবাবগঞ্জে সহকর্মী দেবেন সেনের সঙ্গে আশ্রম তৈরি করে কংগ্রেসের কাজ করেন। ১৯৩৪ খ্রী. গঠিত 'ন্যাশনালিস্ট পার্টি'তে যোগ দেন। রচিত গ্রন্থ: 'কংগ্রেস ইন এভোলিউশন্'। [৫, ১০]

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (৫.১০.১৮৯৪ - ৫.১২.১৯৬১) ভাটপাড়া—চব্বিশ পরগনা। ভূপতিনাথ। শৈশব কাটে পিতার কর্মস্থল বারাসতে। বিচিত্র ছাত্রজীবন। ইংরেজী ও সংস্কৃতে প্রথম হয়েও দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পাশ করেন (১৯০৯)। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে দুই বছর আই.এস-সি. পড়েন। পরের বছর ১৯১২ খ্রী. রিপন কলেজ থেকে পাশ করে ইংরেজীতে অনার্স এবং রসায়ন ও গণিত নিয়ে বি.এ. পড়া শুরু করেন। কিন্তু ইংরেজী ও গণিতে ভাল নম্বর পেলেও রসায়নে ফেল করেন। বঙ্গবাসী কলেজ থেকে ১৯১৬ খ্রী. বি.এ. ও ১৯১৮ খ্রী. এম.এ. পাশ করে আইন পড়তে থাকেন। ১৯২০ খ্রী. পুনরায় অর্থনীতিতে এম.এ.

পাশ করেন। পিতামহ ও পিতামাতার কাছ থেকে সঙ্গীতে প্রেরণা পান। মাতা টপ্পা এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত জানতেন। কর্মজীবনে প্রথমে বঙ্গবাসী কলেজে অল্পদিন অধ্যাপনার পর ১৯২২ খ্রী· লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব বিভাগে লেকচারার পদে যোগ দেন। এখানেই ৩২ বছর কাটে। ১৯৩৮ - ৪০ খ্রী· বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি নিয়ে উত্তরপ্রদেশ সরকারের ডিরেক্টর অফ ইন্‌ফরমেশন পদে কাজ করেন। ১৯৪৭ খ্রী· এক বছরের জন্য যুক্তপ্রদেশ সরকারের লেবার এনক্যোয়ারী কমিটির সদস্য হন। এর মধ্যে ১৯৪৫ খ্রী· নিজ বিভাগে রীডার এবং ১৯৪৯ খ্রী· বিভাগীয় প্রধানের পদে উন্নীত হন। ১·১০·১৯৫৪ থেকে ৩০·৯·১৯৫৯ খ্রী· আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৫২ খ্রী· ইকনমিক ডেলিগেট হয়ে সোভিয়েট রাশিয়ায় যান। এই বছরেই হল্যান্ডের 'হেগ' শহরে ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল স্টাডিজ প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি সমাজতত্ত্ব বিভাগে ভিজিটিং প্রফেসর পদে কাজ করার জন্য আমন্ত্রিত হন। ১৯·১০·১৯৫৩ - ১৪·৫·১৯৫৪ খ্রী· সেখানে 'Sociology of Culture' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ১৯৫৫ খ্রী· বান্দুং সম্মেলনে যোগ দেন এবং তিনদিন এশিয়ার দেশগুলির ইকনমিক কো-অপারেশন সেমিনারে বক্তৃতা করেন। এই বছরই ক্যান্সার রোগের সূচনা হয়। ১৯৫৬ খ্রী· চিকিৎসার জন্য ইউরোপ যান। অবসরজীবন তিনি দেরাদুনে কাটান। কলিকাতায় মৃত্যু। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'Basic Concepts of Sociology', 'On Indian History', 'Views and Counterviews', 'Diversities', 'Indian Music', 'আমরা ও তাঁহারা', 'রিয়ালিষ্ট', 'চিন্তসি', 'মনে এলো', 'ঝিলিমিলি' প্রভৃতি। তাঁর 'সুর ও সঙ্গতি' গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই বিষয়ে পত্রালাপের সঙ্কলন। তাঁর রচিত উপন্যাস 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত', ও 'মোহানা' বাংলা সাহিত্যে উল্লেখ্য সংযোজন। দেশ-বিদেশের সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কে তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধাদি বিভিন্ন পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। 'সবুজপত্র' ও 'পরিচয়' পত্রিকাগোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। [৪, ১২৫]

ধোয়িক বা ধোয়ী (১২শ শতাব্দী) নবদ্বীপ। সেনযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। 'কবিক্ষ্মাপতি' উপাধিপ্রাপ্ত এই কবি বঙ্গাধিপতি লক্ষ্মণসেন এবং মলয়াচলবাসী কুবলয়াবতীকে নায়ক ও নায়িকা নির্বাচিত করে কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের অনুকরণে মন্দাক্রান্তা ছন্দে 'পবনদূত' কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। [১]

নকুলেশ্বর দাশগুপ্ত (১৮৯৬ - ১৯৬৭) ভাটিখাইন—চট্টগ্রাম। বিশ্বেশ্বর। শিক্ষাব্রতী। সমাজ-সেবার জন্য ১৯৩০ খ্রী· 'ভাইসরয়স্‌ মেডেল' লাভ করেন। দেশ-বিভাগের পর স্বগ্রামে থেকে মুসলমান ও অবহেলিত সমাজের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে তাঁর প্রয়াস পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রশংসিত হয়। 'সাধু তারাচরণ' ও 'গীতরত্নাবলী' তাঁর রচিত দুটি পুস্তিকা। অকৃতদার ছিলেন। [১৭৪]

নগেন্দ্রকুমার গুহ রায় (১৮৮৯ - ১৯৭৩) পুকুরদিয়া—নোয়াখালী। তারিণীকুমার। পূর্ববঙ্গ ও আসামের লেফ্‌টেন্যান্ট বামফিল্ড ফুলারের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করে নোয়াখালীতে এক শোভাযাত্রা পরিচালনা করায় নবম শ্রেণীর ছাত্র নগেন্দ্রনাথ স্কুল থেকে বিতাড়িত হন। কলিকাতায় এসে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রের আশ্রয়ে থেকে তিনি জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং 'অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি'র একজন সক্রিয় সভ্য হয়ে ওঠেন। নোয়াখালীতে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি সেখানে ফিরে যান এবং প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে শিক্ষকতা শুরু করেন। কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লবের প্রেরণা দানের অপরাধে তাঁর সে চাকরি যায়। পরে মোক্তারি পরীক্ষা পাশ করে নোয়াখালিতে মোক্তারি করতে থাকেন। তিনি প্রথমে অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে বরিশাল যুগান্তর দলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে ও নোয়াখালীতে যুগান্তর দলের দায়িত্বভার নিয়ে কাজ করেন। ১৯১০ খ্রী· ফেরারী বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষকে নিরাপদে পণ্ডিচেরীতে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিপ্লবীদের মধ্যে তিনিও ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিন বছর জলপাইগুড়ির এক গ্রামে অন্তরীণ থাকেন। মুক্তিলাভের পর জাতীয় কংগ্রেস দলে যোগ দেন এবং অসহযোগ আন্দোলন, খিলাফৎ আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় থাকায় বহুবার কারাবরণ করেন। ১৯৩৯ খ্রী· ফরোয়ার্ড ব্লক দলে যোগ দেন। জেলার ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন। শেষ জীবনে রাজনীতি থেকে অবসর-গ্রহণ করে কলিকাতায় বাস করেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'ফরাসী বীরাঙ্গনা', 'স্বরাজ সাধনায় বাঙালী', 'মহাযোগী অরবিন্দ', Life of Dr. Bidhan Chandra Roy' প্রভৃতি। স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী বর্ষে (১৯৭২) ভারত সরকার তাঁকে তাম্রপত্র দিয়ে সম্মানিত করেন। [১৬, ১২৪]

নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম (১৮৯০ ? - ২৬·৬·১৯৬৪) বাসুদেবপুর—শ্রীহট্ট। নবীনচন্দ্র। শিলচরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী, খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। ১৯১০ খ্রী· এন্ট্রান্স, শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজ থেকে আই·এ· এবং কলিকাতা সিটি কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করেন। বি·এল· পাশ করে প্রথমে মৌলবীবাজারে এবং ১৯২২ খ্রী· থেকে শিলচরে প্রায় ৪২ বছর আইন-ব্যবসায় করে প্রভূত খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিছুদিন সরকারী উকিলও ছিলেন। 'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। শিলচরে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'ভবিষ্যৎ' পত্রিকার মাধ্যমে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। এ ছাড়া 'প্রাচ্যবার্তা', 'সুরমা' ও 'বর্তমান' পত্রিকার সঙ্গেও দীর্ঘদিন সম্পাদক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন পত্রিকায় নানা বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত 'রূপ ও রস' নামক রবীন্দ্রসাহিত্যের সমালোচনামূলক গ্রন্থটি বিশেষ

উল্লেখযোগ্য। তাঁর অপর গ্রন্থ 'রবীন্দ্রনাথ, ধর্ম ও সমাজ'। বড় গল্প, কবিতা ও রসরচনায়ও পারদর্শী ছিলেন। সুরমা উপত্যকা অঞ্চলের সমস্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাঁর আসন ছিল সর্বাগ্রে। তিরিশের দশকে বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও নিজস্ব পরিকল্পনায় তিনি স্ত্রী মালতী দেবী, নিজের ভগ্নী, কন্যা এবং বন্ধুকন্যা ও ছেলেদের নিয়ে A.I.W.C.-র শাখা নারী কল্যাণ সমিতির পক্ষে নৃত্য-অভিনয়ের অনুষ্ঠান করেছেন। শিলচরে 'বাণী পরিষদ'-এর প্রতিষ্ঠাতা, আসাম রাজ্য পাবলিকেশন বোর্ডের সদস্য, স্থানীয় গুরুচরণ কলেজের গভর্নিং বডি ও গান্ধী স্মারকনিধির সভাপতি এবং শিলচর ল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ ছিলেন। এ ছাড়া সঙ্গীত বিদ্যালয়, সুরলোক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ এবং বিভিন্ন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। [১৬, ১৭৪]

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত[২] (১৮৬১ - ২৮-১২-১৯৪০) মোতিহারী—বিহার। আদি নিবাস হালিশহর—চব্বিশ পরগনা। মথুরানাথ। খ্যাতনামা সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। ১৮৭৮ খ্রী· জেনারেল অ্যাসেমব্লীজ ইন্‌স্টিটিউট থেকে প্রবেশিকা পাশ করে লাহোরে কিছুকাল শিক্ষকতা করেছিলেন। ১৮৮৪ খ্রী· করাচীর 'ফিনিক্স' পত্রিকার সম্পাদক হন। ১৮৯১ খ্রী· লাহোরের 'ট্রিবিউন' ও ১৯০৫ খ্রী· এলাহাবাদের 'ইন্ডিয়ান পিপ্‌ল' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনা-কার্য পরিচালনা করেন। ১৯০১ খ্রী· তিনি ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় 'দি টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরী' নামে একটি ইংরেজী মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। 'ইন্ডিয়ান পিপ্‌ল' পত্রিকা দৈনিক 'লীডার'-এর সঙ্গে মিলিত হলে তিনি তার যুগ্ম-সম্পাদক হন এবং পুনর্বার ১৯১০ খ্রী· থেকে দু'বছর 'ট্রিবিউন' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। কিছুদিন 'প্রদীপ' ও 'প্রভাত' পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন। প্রথম জীবনে 'স্বপন সঙ্গীত' গীতিকাব্য (১৮৮২) এবং পরে 'সাহিত্য' ও 'ভারতী' পত্রিকার জন্য বহু ছোট গল্প ও কয়েকটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। বৃদ্ধবয়সে বন্ধু রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতার ইংরেজী তর্জমা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। তাঁর অমর কীর্তি দ্বারভাঙ্গা মহারাজের অর্থসাহায্যে 'বিদ্যাপতি' ও 'গোবিন্দদাস ঝা'র পদাবলীর সম্পাদনা ও সঙ্কলন প্রকাশ। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'পর্বতবাসিনী', 'অমরসিংহ', 'লীলা' এবং 'জীবন ও মৃত্যু'। মৃত্যুর পূর্বে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন। [৩, ২৬, ৮৭]

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত[৩] (২০-৬-১৯০৯ - ২০-৭-১৯৮৫) বরিশাল। ব্রজমোহন স্কুলের শিক্ষক মনোরঞ্জন। পিতামহ তারিণীকুমার বরিশালের খ্যাতনামা জনদরদী ডাক্তার ছিলেন। ব্রজমোহন স্কুল ও বাণীপীঠ স্কুলের ছাত্র। অল্পবয়সেই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হন। ১৯২০ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে, ১৯২৬ খ্রী· বিপ্লবী দলে এবং ১৯২৮ খ্রী· কলিকাতায় ছাত্র আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৩০ খ্রী· বরিশালের শঙ্কর মঠের গ্রন্থাগারিক ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সংঘের জেলাশাখার সভাপতি ছিলেন। ১৯৩২ খ্রী· গ্রেপ্তার হয়ে ৬ বছর নানা জেলে এবং বিভিন্ন স্থানে অন্তরীণে কাটে। এরপর সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ না নিলেও বিপ্লবী নিকেতন, বরিশাল সেবা সমিতি প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [৮২]

নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (আগস্ট ১৮৫৪ - ৩-৪-১৯০৯) বগুড়া—পূর্ববঙ্গ। ভগবতীচরণ। প্রখ্যাত সাংবাদিক এবং শিক্ষাব্রতী। এন· এন· ঘোষ নামে সুপরিচিত ছিলেন। কলিকাতা ব্রাঞ্চ স্কুল (বর্তমান হেয়ার স্কুল), প্রেসিডেন্সী কলেজ ও বিলাতের মিড্‌ল টেম্প্‌ল স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ১৮৭৬ খ্রী· ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরেন। আইন ব্যবসায়ে অকৃতকার্য হয়ে অধ্যাপনা ও সংবাদপত্র সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৮২ খ্রী· মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশনের (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ হন। 'ল রিভিউ' পত্রিকা এবং 'ইন্ডিয়ান নেশন' নামে ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকার আমরণ সম্পাদনা করেন। ২০ বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ছিলেন। বাঙালীর মধ্যে তিনিই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের প্রধান পরীক্ষক হন এবং নতুন নিয়মানুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মনীতি রচনার দায়িত্ব সুসম্পন্ন করেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কমিশনার এবং কলিকাতা পুলিস আদালতের অবৈতনিক বিচারপতি ছিলেন। লর্ড কার্জনের সময় অগণতান্ত্রিক মিউনিসিপ্যাল আইনের প্রতিবাদে অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও সদস্যপদ ত্যাগ করেন। রাজনীতিতে মডারেট ও স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন। দর্শন ও জ্যোতিষশাস্ত্রে জ্ঞান ছিল। শেষ জীবনে 'রাধা স্বামী সৎসঙ্গ' সম্প্রদায়ে যোগ দেন। রচিত গ্রন্থ: 'কৃষ্ণদাস পালের জীবনী আলোচনা', 'রাজা নবকৃষ্ণের জীবনী' এবং 'England's Work in India'। ছাত্র-পাঠ্য পুস্তকও কিছু রচনা করেছিলেন। [১, ৮, ২৫, ২৬]

নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডাঃ (১৮৮৭ - ১৯৬২) হাটখোলা—চন্দননগর। পীতাম্বর। ডুপ্লে কলেজ থেকে এফ·এ· পাশ করে কলিকাতায় হোমিওপ্যাথিক স্কুল, ক্যাম্বেল ও ট্রপিক্যাল মেডিক্যাল স্কুলে ডাক্তারী পড়েন। চন্দননগরে তিনিই প্রথম ব্যাক্টিরিয়লজিস্ট। ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে পড়ার সময় বিপ্লব আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯০৮ খ্রী· চন্দননগরের মেয়র তার্দিভাল সাহেবের প্রতি যে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়, তাতে তিনি সহযোগিতা করেন। মানিকতলা বোমা মামলায় হেমচন্দ্র ও উল্লাসকর দত্ত দ্বীপান্তরে গেলে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র সুরেশচন্দ্র দত্তের (পরবর্তীকালে রিপন কলেজের কেমিস্ট্রির অধ্যাপক) উপর বোমা তৈরির ভার পড়ে। তিনি সুরেশচন্দ্রের কাছে শিক্ষা নিয়ে চন্দননগরে বোমা তৈরির ব্যবস্থা করেন। এ কাজে ভাগিনেয় আশুতোষ নিয়োগী বিশেষভাবে সাহায্য করতেন। মণীন্দ্রনাথ নায়েক তাঁর কাছেই প্রথম বোমা-প্রস্তুতপ্রণালী শেখেন।

১৯৩৬ খ্রী· কাশীশ্বরী পাঠশালার পরিচালনভার গ্রহণ করেন। [১৪৯, ১৯২]

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (অক্টোবর ১৮৪৩ - জুন ১৯১৩) বাঁশবেড়িয়া—হুগলী। দ্বারকানাথ তর্কচূড়ামণি। বাল্যে মাতাপিতৃহীন হয়ে খুল্লতাতের কাছে প্রতিপালিত হন। কৃষ্ণনগরের বিদ্যালয়ে পড়ার সময় শিক্ষক রামতনু লাহিড়ীর সংস্পর্শে এসে ব্রাহ্মধর্মে আকৃষ্ট হয়ে উপবীত ত্যাগ করেন। ফলে তাঁর মাসোহারা বন্ধ হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত পিতৃসম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত হন। তাঁর বালিকা বধূ তাঁর সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছিলেন। ১৮৬২ খ্রী· প্রবেশিকা পাশ করে অর্থাভাবে পড়াশুনা ছেড়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। কৃষ্ণনগরে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের আচার্য-পদ লাভ করেছিলেন মাত্র আঠার বছর বয়সে। ১৮৭১ খ্রী· কৃষ্ণনগর থেকে কলিকাতায় চলে আসেন। ১৮৭৮ খ্রী· সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায় অন্যতম অগ্রণী ছিলেন। ১৮৮৪ খ্রী· প্রচারক পদে বৃত হন। এককালে ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক হিসাবে কেশবচন্দ্রের পরই তাঁর নাম করা হত। দেশে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারকল্পে হিন্দুমেলায় 'স্বদেশপ্রীতি' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বিধবা-বিবাহ প্রথার সমর্থক ছিলেন এবং নিজে উদ্যোগী হয়ে কৃষ্ণনগরে এক বিধবার বিবাহ দিয়েছিলেন। 'ভারত-সভা' প্রতিষ্ঠার সময় থেকে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। যুবকদের আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টায় স্বগ্রামে 'ছাত্র-সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। রচিত গ্রন্থ: 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত', 'ধর্ম-জিজ্ঞাসা', 'থিয়োডর পার্কারের জীবনী', 'সাকার ও নিরাকার উপাসনা', 'অনন্তের উপাসনা' প্রভৃতি। 'প্রভাকর', 'বঙ্গদর্শন', 'সাধারণী' প্রভৃতি পত্রিকাতেও তিনি রচনা প্রকাশ করেতন। [১, ৩]

নগেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮৫ - ১৯১৭) ভোজপুর—শ্রীহট্ট। পিতা সুনামগঞ্জ শহরের নামকরা উকিল গোবিন্দ্রচন্দ্র। গিরিজাবাবু নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। বাল্যকালে সঙ্গীদের সঙ্গে রিভলভার অভ্যাসকালে উরুতে গুলিবিদ্ধ হন। সুনামগঞ্জে আইন পড়বার সময় বঙ্গ-ভঙ্গ রোধ আন্দোলনে যোগ দেন। কিছুদিনের মধ্যেই 'অনুশীলন সমিতি'তে যোগ দিয়ে নিজ এলাকায় দলের শাখা স্থাপন করেন। ১৯০৮ খ্রী· পুলিন দাস গ্রেপ্তার ও দ্বীপান্তরিত হলে তিনি অনুশীলন সমিতির অধিনায়ক নিযুক্ত হন। তাঁর নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় স্বদেশী ডাকাতি ও গুপ্তচর-হত্যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সংস্পর্শে এসে উত্তর ভারতে বিপ্লবী দল সংগঠনে প্রধান অংশ নেন। রাসবিহারী বসুর ভারত ত্যাগের পর সমস্ত বিপ্লবী দলকে সংহত করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। তাঁর আশা ছিল বিদেশ থেকে প্রেরিত অস্ত্রে দেশে একদিন বিপ্লবী অভ্যুথান সম্ভব হবে। ১৯১৫ খ্রী· তিনি ধরা পড়েন। বেনারস ষড়যন্ত্রের মামলার বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। আগ্রা জেলে আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় বিনা চিকিৎসায় তাঁর জীবনাবসান ঘটে। [১০, ৪২, ৪৩, ৫৪]

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়[১] (১২৫৭ - ১২৮৯ ব·) কলিকাতা। 'বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার' (১৮৬৮) প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়েরও তিনি অন্যতম স্রষ্টা এবং ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রধান সংগঠক ছিলেন। 'বাগবাজার অ্যামেচার কনসার্ট' নামে একটি কনসার্ট দলও তিনি গঠন করেছিলেন। নাট্যাভিনয়েও খ্যাতি অর্জন করেন। বঙ্গরঙ্গমঞ্চে গীতিনাট্যের প্রবর্তন তাঁর প্রধান কৃতিত্ব। তাঁর লেখা(?) প্রথম অপেরা নাটক 'সতী কি কলঙ্কিনী?' (১৮৭৪), তৎকালে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তাঁর অপরাপর নাটকের মধ্যে 'মালতী মাধব' (১৮৭০), 'পারিজাত হরণ' (১৮৭৫), 'গুইকোয়ার নাটক', 'কিন্নরকামিনী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। [১৮, ১৪১]

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়[২] (১২৮৬ - ১৩৪১ ব·) বীরনগর—নদীয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র। ১৯০৪ খ্রী· আলীপুরে ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। মানিকতলা বোমা মামলা পরিচালনায় (১৯০৮) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহকারী ছিলেন। ১৯২২ খ্রী· সরকারী উকিল নিযুক্ত হন ও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ মামলা সহ নানা রাজনৈতিক মামলায় সরকার পক্ষের হয়ে ওকালতি করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনে দেশবন্ধুর সাহায্যে কাউন্সিলার নির্বাচিত হন। পশুক্লেশ নিবারণী সভার কাজে উৎসাহী ছিলেন। বীরনগরে সমবায় পদ্ধতিতে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের প্রচেষ্টা তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ। [৬]

নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব (৬·৭·১৮৬৬ - অক্টো· ১৯৩৮) কলিকাতা। আদি নিবাস মাহেশ—হুগলী।নীলরতন।বাংলা সাহিত্যে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান 'বিশ্বকোষ' (২২ খণ্ডে) ও 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' সঙ্কলন। দীর্ঘ ২৭ বছর পরিশ্রমের পর ১৩১৮ ব· বিশ্বকোষের শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয়। 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থটি আরম্ভ করেন সাহিত্যসেবী রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় এবং প্রথম খণ্ড সম্পাদনা করেন তাঁর ভ্রাতা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রথম জীবনে বেনামীতে কবিতা লিখতেন। ঐ সময়ে 'তপস্বিনী' ও 'ভারত' মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন। বিহারীলাল সরকারের আগ্রহে 'দর্জিপাড়া থিয়েট্রিক্যাল ক্লাবে'র জন্য 'শঙ্করাচার্য', 'পার্শ্বনাথ', 'হরিরাজ', 'লাউসেন' প্রভৃতি কয়েকটি পদ্যগদ্যময় নাটক রচনা এবং শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' ও 'ম্যাকবেথ' অনুবাদ করেন। ম্যাকবেথের অনুবাদ 'কর্ণবীর' নামে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৪ খ্রী· ইংরেজী ও বাংলায় 'শব্দেন্দু মহাকোষ' নামে অভিধান প্রকাশ শুরু হলে তিনিই সর্বপ্রথম তার সঙ্কলনভার গ্রহণ করেন। এই কাজের মাধ্যমে আনন্দকৃষ্ণ বসু ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত এবং তাঁদের প্রভাবে এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য হন। ১৮৯৪ খ্রী· এশিয়াটিক সোসাইটির সভায় বাঙলার বহু ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে প্রবন্ধাবলী পাঠ করেন। পরে এইগুলি প্রকাশিত হয়।

প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ সংগ্রহের জন্য তিনি নানা স্থানে, বিশেষত ওড়িশার অনেক তীর্থ ও দুর্গম অঞ্চলে গিয়ে বহু শিলালিপি, তাম্রশাসন ও প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করেন এবং ঐ সকল স্থানের প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে এবং 'নাগরাক্ষর উৎপত্তি' নামে বিস্তৃত ও তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। শুশুনিয়া প্রত্নলিপি, মদনপালের অনুশাসন ইত্যাদি পাঠোদ্ধার ও প্রকাশ করেন। বহুদিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন এবং উক্ত পরিষদের পক্ষ থেকে পীতাম্বর দাসের 'রসমঞ্জরী', জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল', চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী, জয়নারায়ণের 'কাশী-পরিক্রমা', ভাগবতাচার্যের 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থাদির সম্পাদনা করেন। তাঁর ব্যক্তিগত পুথি সংগ্রহ সম্বল করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ শুরু হয়। রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'কায়স্থের বর্ণনির্ণয়', 'শূন্যপুরাণ', 'Archaeological Survey of Mayurbhanj', 'Modern Buddhism and its Followers in Orissa', 'Social History of Kamrup' প্রভৃতি। এশিয়াটিক সোসাইটির ফিলোলজিক্যাল কমিটির সভ্য, কায়স্থসভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং 'কায়স্থ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ভারতীয় পুরাতত্ত্বে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি 'প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব' উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন। [১, ৩, ৭, ২০, ২৫, ২৬]

নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৮৫৬ - ১৯৩৩) মালিপোতা—নদীয়া। উমানাথ। খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ। তাঁর সঙ্গীত-গুরুদের মধ্যে তাঁর পিতা অন্যতম ছিলেন। সঙ্গীতের বিভিন্ন দিকে পারদর্শী হলেও খেয়াল ও টপ্পা অঙ্গের গায়করূপেই সমধিক প্রসিদ্ধ। রানাঘাটেই তাঁর সঙ্গীতজীবন কাটে। উত্তরজীবনে তিনি বারাণসীতে, নেপাল দরবারে এবং কলিকাতা ও বাঙলার বিভিন্ন সঙ্গীত-আসরে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে নির্মল চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। [৩]

নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, মহর্ষি (৬.১২.১৮৪৬ - ২.১১.১৯২৬) পায়রাটুঙ্গী—হাওড়া। পার্বতীচরণ। কলিকাতার ডাফ কলেজে পড়ে সিনিয়র স্কলারশিপ পান। স্বগ্রামে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করে পড়াতে থাকেন। ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী, ফারসী, আরবী, ল্যাতিন, গ্রীক প্রভৃতি আটটি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। পরবর্তী কালে প্রথমে জনাই ইংরেজী বিদ্যালয়ে ও পরে বালি হাইস্কুলে প্রধান-শিক্ষকের পদে কর্মরত ছিলেন। ১৮৮১ খ্রী· দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে তাঁর জীবনে বিরাট পরিবর্তন আসে। ১৮৮১/৮২ খ্রী· এলাহাবাদে কুম্ভমেলায় গিয়ে সন্ন্যাস নেন। তার আগে বলুহাটি ব্রাহ্মসমাজে কিছুদিন আচার্যের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৯১ খ্রী· 'সনাতন ধর্ম প্রচারিণী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। 'প্রতিজ্ঞা শতক', 'সামুদ্রিক বিদ্যা (১ম ভাগ)', 'পরমার্থ সঙ্গীতাবলী' প্রভৃতি তাঁর রচিত গ্রন্থ। ধর্মপ্রচারের জন্য 'সত্যপ্রদীপ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৯৪ খ্রী· কলিকাতায় 'পেট্রিয়টিক ইন্স্টিটিউশন' নামে ইংরেজী স্কুল ও 'পেট্রিয়টিক লাইব্রেরী' স্থাপন তাঁর অপর কীর্তি। দার্শনিক অধ্যাপক ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার, ভারতী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ভবতারণ সরকার, টাউন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা কালীচরণ চক্রবর্তী, প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী প্রমুখ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর শিষ্য ছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারী (২১.৭.১৮৭৭ - ৩০.৫.১৯৫৭) শ্রীশ্রীনগেন্দ্র মঠে লাইব্রেরী, ফ্রি রিডিং রুম ও দরিদ্র ছাত্রাবাস স্থাপন করেন। [১৪৯]

নগেন্দ্রনাথ সেন (? - আশ্বিন ১৩২৬ ব·) কালনা—বর্ধমান। কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল থেকে ডাক্তারী পাশ করেও কবিরাজী মতে চিকিৎসা শুরু করেন। 'কেশরঞ্জন' তৈলে'র আবিষ্কর্তা হিসাবে সমধিক পরিচিত হন। বহু কবিরাজী গ্রন্থ সঙ্কলন ও বাংলায় অনুবাদ করেছেন। রচিত গ্রন্থ: 'রোগিচর্চা', 'পাচন ও মুষ্টিযোগ', 'সচিত্র কবিরাজি শিক্ষা', 'সচিত্র ডাক্তারি শিক্ষা', 'সচিত্র পরিচর্যা শিক্ষা', 'সচিত্র সুশ্রুতসংহিতা', 'দ্রব্যগুণ শিক্ষা' প্রভৃতি। কবিরাজ বিনোদলাল সেন ও 'জবাকুসুম তেলে'র আবিষ্কারক চন্দ্রকিশোর সেন তাঁর নিকট-আত্মীয়। [১, ৩]

নগেন্দ্রনাথ সোম (১৮৭০ - ·১৯৪০) চুঁচুড়া—হুগলী। মহেন্দ্রনাথ। প্রথম জীবন আগ্রা ও পাটনাতে কাটে। পাটনা থেকে ওভারসিয়ারী পাশ করে চাকরিসূত্রে বহু স্থান ঘোরেন। সবশেষে কলিকাতা কর্পোরেশনের কাজে যোগ দেন। 'কবিশেখর' ও 'কাব্যালঙ্কার' উপাধি-প্রাপ্ত ছিলেন। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে তাঁর রচনা নিয়মিত প্রকাশিত হত। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী অবলম্বনে তাঁর রচিত 'মধুস্মৃতি' উল্লেখযোগ্য জীবনী-গ্রন্থ। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'বারাণসী' (ভ্রমণ কাহিনী), 'প্রত্যাবর্তন' (উপন্যাস), 'পঞ্চপুষ্প' (রচনা সংকলন); কাব্যগ্রন্থ: 'প্রেম ও প্রকৃতি', 'শ্মশানশয্যা' প্রভৃতি। [২৫, ২৬, ২২৩]

নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী (২৭.৮.১৮৬৯ - ১৭.১.১৯৪০) রাধানগর—হুগলী। কলিকাতায় জন্ম। পিতা সূর্যকুমার ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিনে প্রথম ভারতীয় ডীন। ভারতে ফুটবল খেলার জনক ও খ্যাতনামা ক্রিকেটার। মাত্র ১০ বছর বয়সে ময়দানে গোরা সৈন্যদের ফুটবল খেলা দেখে আকৃষ্ট হন ও হেয়ার স্কুলে তাঁর সহপাঠীদের নিয়ে একটি দল তৈরি করে ফুটবল খেলা শুরু করেন। এর মাত্র দু'বছর আগে ১৮৭৭ খ্রী· ইংরেজ সৈন্যরা সর্বপ্রথম গড়ের মাঠে ফুটবল খেলার প্রচলন করে। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক মিঃ স্ট্যাক তাঁর উৎসাহ দেখে খেলার শিক্ষা দেন। বয়েজ ক্লাব, ফ্রেন্ডস ক্লাব, ওয়েলিংটন ক্লাব, হাওড়া স্পোর্টিং ক্লাব, প্রেসিডেন্সী ক্লাব প্রভৃতির তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। এসব ক্লাবে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই সভ্য হতে পারত। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ার সময় তিনি ময়দানে সবরকম খেলাধুলার নেতৃত্ব দিতেন। অল্পকালের মধ্যেই বাঙলার

অদ্বিতীয় সেন্টার ফরওয়ার্ড-রূপে খ্যাতিলাভ করেন। এ সময় তিনি জেলায় জেলায় ক্লাব সংগঠন করতে থাকেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ওয়েলিংটন ক্লাবই গড়ের মাঠে দেশীয় ব্যক্তিদের প্রথম খেলার তাঁবু। এই ক্লাবে ফুটবল, ক্রিকেট, রাগবী, হকি ও টেনিস খেলার ব্যবস্থা করেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় বোলার যিনি ইংরেজদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলায় ওভার-হেড্ বোলিং করতে পারতেন। প্রখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় মোনা বোস ও সুধন্বা বোস তাঁর শিষ্য। বাঙালী যুবকদের নিয়ে রাগবী টীম তিনিই প্রথম গঠন করেন; তবে এক দুর্ঘটনার কারণে ক্লাব থেকে এ খেলা উঠিয়ে দেন। বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাবে হকি ও টেনিস খেলার প্রবর্তন করেন। এ ক্ষেত্রেও তিনি পথিকৃৎ। তখন বাঙালী খেলোয়াড়রা খালি পায়ে খেললেও তিনিই শুধু বুট পরে খেলতেন। বিদেশী খেলার প্রবর্তক হলেও দেশী খেলাতেও উৎসাহী ছিলেন। শোভাবাজারের রাজা আনন্দকৃষ্ণ দেবের কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৮৮৭ খ্রী· স্থাপিত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শোভাবাজার ক্লাবের তিনি প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। তাঁর চেষ্টায় কামার, ছুতোর ও অন্যান্য শ্রমজীবী শ্রেণীর যুবকেরা বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে মিলেমিশে শারীরবিদ্যা-চর্চায় যোগ দেবার সুবিধা পায়। ওয়েলিংটন ক্লাবে এই বিষয়ে আপত্তি ওঠায় তিনি ক্লাব ভেঙ্গে দেন। তাঁরই চেষ্টায় ক্রিকেটে 'হ্যারিসন শীল্ড প্রতিযোগিতা' প্রবর্তিত হয় এবং সাহেবদের জন্য প্রতিষ্ঠিত ক্লাবে দেশীয়দের প্রতিযোগিতা করার পথ উন্মুক্ত হয়। ১৮৮৩ খ্রী· ভারতীয়দের নিয়ে কলিকাতায় বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। আই·এফ·এ· শীল্ড গঠনে উদ্যোক্তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন একমাত্র এ দেশীয়। ১৮৯২ খ্রী· শোভাবাজার ক্লাব সমস্ত ইউরোপীয় ক্লাবকে পরাজিত করে ফ্রেন্ডস্ কাপ জয় করে। সেই বছরই আই·এফ·এ·-র শীল্ড খেলা হয়। ১৮৭৭ - ১৯০২ খ্রী· অবধি তিনি ৭০০-র বেশী ম্যাচ খেলেছেন। দর্শক ও খেলোয়াড়দের কাছে তিনি 'হুজুর' নামে পরিচিত ছিলেন। বাঙালী যুবকদের সামরিক ও আধা-সামরিক শিক্ষা দেবার জন্য ছাত্রাবস্থা থেকেই চেষ্টা শুরু করেন এবং তাঁর ও তাঁর বন্ধুদের চেষ্টায় প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বাঙালী পল্টন গঠিত হয়। ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাল জানতেন। কবি, সাহিত্যরসিক, নাট্যকার ও নাট্যসমালোচক ছিলেন। শেকস্‌পীয়রের Tempest ও Merchant of Venice সাবলীল ভাষায় অনুবাদ করেন। হিন্দুধর্মশাস্ত্রে ও তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। কীর্তন গানেও পারদর্শী ছিলেন। তাঁর অনুজ বিনয়েন্দ্র প্রথম ভারতীয় টেনিস চ্যাম্পিয়ন। ইংল্যান্ড, আয়ার্ল্যান্ড এবং ওয়েলসের 'মেসনিক লজ'-এর সর্বোচ্চ সম্মানপ্রাপ্ত প্রথম ভারতীয় ডাঃ সত্যপ্রসাদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নন-অফিসিয়াল ভাইস-চ্যান্সেলর দেবপ্রসাদ এবং কর্নেল সুরেশপ্রসাদ তাঁর অগ্রজ। [১৬৮]

নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী (১২৮৪ -১৩১৩ ব·)। মাতুলালয় পালপাড়া—হুগলীতে জন্ম। পিতা নৃত্যগোপাল সরকার। স্বামী খগেন্দ্রনাথ মিত্র মুস্তোফী। ছোটবেলায় কিছুদিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও পরে নিজের চেষ্টায় বাংলা, ইংরেজী, ওড়িশী ও সংস্কৃত শেখেন। বারো বছর বয়স থেকে কবিতা লেখা শুরু করেন। 'নব্যভারত', 'সাহিত্য', 'বামাবোধিনী', 'বীরভূম', 'পূর্ণিমা', 'জন্মভূমি', 'আনন্দবাজার' প্রভৃতি পত্রিকাতে প্রবন্ধ লিখতেন। রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'মর্মগাথা', 'প্রেমগাথা', 'ব্রজগাথা', 'নারীধর্ম' ও 'ধবলেশ্বর' মুদ্রিত। অমুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা ৮। 'প্রেমগাথা' গ্রন্থের জন্য 'হেয়ার প্রাইজ এসে ফন্ডে'র অধ্যক্ষগণ কর্তৃক পুরস্কৃত এবং 'অমিয়গাথা' গ্রন্থের জন্য 'সরস্বতী' উপাধিপ্রাপ্ত হন। [১, ৪৪]

নগেন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, সর্দার (১৫·৭·১৮৯৩ - ৮·৩·১৯৮০)। দাসেরজঙ্গল—ফরিদপুর। প্রসন্নকুমার। পিতামহ ঈশ্বরচন্দ্রের স্বদেশী গ্রহণ ও বিলাতি বর্জন নীতি কৈশোরেই তাঁকে আকৃষ্ট করে। ১৩ বছর বয়সে বিলাতি লবণের দোকানে পিকেটিং করে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত হন। ময়মনসিংহ সিটি স্কুলের ছাত্র থাকা-কালে অনুশীলন সমিতি ও হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরীর 'সাধনা সমিতি'র কার্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত হন। এক সময়ে যাদুগোপাল মুখার্জি ও অন্যান্য কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে চীনের কাছ থেকে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় পর্বতসংকুল সীমান্ত অঞ্চলে অশেষ ক্লেশে ২/৩ বছর কাটান। ১৯১৮ খ্রী· দেশে ফেরার পর কিছুদিন জেলে ও অন্তরীণে থাকতে হয়। ১৯২১ খ্রী· গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে তারকেশ্বর ও নাগপুর সত্যাগ্রহে সক্রিয় ছিলেন। ১৯২৪ - ২৮ খ্রী· কারারুদ্ধ থাকেন। মুক্তিলাভের পর আবার বিপ্লবী আন্দোলন সংগঠনে মন দেন। এ সময় জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে ম্যাজিক লণ্ঠনে স্লাইড সহযোগে গ্রামবাসীদের স্বদেশীয়ানায় উদ্বুদ্ধ করতেন। ১৯৩০ খ্রী· চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের ঘটনার পর ময়মনসিংহে ধরা পড়ে ১৯৩৮ খ্রী· ছাড়া পান। ১৯৪২-এর আন্দোলনে পুনরায় ধৃত হয়ে স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত আটক থাকেন। কর্মিগঠনে ও কর্মিসংগ্রহে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। ময়মনসিংহের বিপ্লবী মেয়েদের তিনিই সংগঠিত করেন। 'বিপ্লবী নিকেতন' প্রতিষ্ঠায় অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। [১৭৪]

নচিকেতা ঘোষ (১৯২৪ - ১২·১০·১৯৭৬)। ডাঃ সনৎকুমার। আর·জি·কর মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র নচিকেতা ডাক্তারি ছেড়ে সঙ্গীতের জগতে চলে আসেন। তবলাবাদকরূপে তাঁর সঙ্গীতজীবন শুরু হয়। তাঁর বাবাও ভাল তবলা বাজাতেন। অল্প দিনেই কৃতী তবলাবাদক হয়ে বাড়ির জলসায় জর্দনবাঈ (চিত্রাভিনেত্রী নার্গিসের মা), কানা সাতকড়ি, কৃষ্ণচন্দ্র দে, কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্ত ও তাঁদের বোন সুধীরা দাশগুপ্তের সঙ্গে সঙ্গতে সুনাম অর্জন করেন। পরে তবলা ছেড়ে গানের দিকেই চলে আসেন। অনাথনাথ বসু, অনিল ভট্টাচার্য ও

লতাফৎ হুসেনের কাছে গান শেখেন। ছাত্র অবস্থাতেই বেতারশিল্পী হয়েছিলেন। প্রথম গানের রেকর্ড করেন নিজের সুরে। তাঁর দেওয়া অনেক গানের সুর খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। ২৪-২৫ বছর বয়সে 'জয়দেব' চিত্রে সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নেন। দশ বছরে বহু চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। এল·পি· ডিস্কে তাঁর 'ঠাকুরমার ঝুলি'র সঙ্গীত পরিচালনা, আলপনা ব্যানার্জীর কণ্ঠে 'হাট্টিমা টিম টিম' ও অন্যান্য ছড়া গান, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'মেঘ কালো আঁধার কালো' দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'যৌবন তরঙ্গে' ও 'এ মহাপৃথিবী' গানগুলিতে তাঁর সুর স্মরণীয়। [১৬]

নজমুল হক সরকার (১৯৩২ - ১৯৭১) হরিরামপুর—রাজশাহী। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল·এল·বি· পাশ করে ১৯৬১ খ্রী· রাজশাহী উকিল বার-এ যোগ দেন। ১৯৫৮ খ্রী· আওয়ামী লীগের সভ্য হন। ১৯৬৯ খ্রী· রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসাবে কর্মভার গ্রহণ করেন। ১৯৭০ খ্রী· জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। মার্চ ১৯৭১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনের সময় রাজশাহী সংগ্রামী পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন। পূর্ব-পাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধকালে পাকবাহিনীর কবলিত হয়ে মারা যান। এই সময়ে বগুড়ার অ্যাডভোকেট আবদুল জব্বার, ঢাকার বিশিষ্ট আইনবিদ্ এ·কে·এম· সিদ্দিক ও আরও অনেক বুদ্ধিজীবীও নিহত হয়েছেন। [১৫২]

নজমুল হক, সৈয়দ (৫·৭·১৯৪১ - ডিসেম্বর ১৯৭১)। খুলনা জেলার কান্দাপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও লেখক সৈয়দ এমদাদুল হক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হন। মোনায়েম খানের 'কনভোকেশন কেস'-এ তিনি আসামী ছিলেন। ১৯৬৪ খ্রী· রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম·এ· পাশ করেন। পাকিস্তানে প্রেস ইন্টারন্যাশনাল-এর চীফ রিপোর্টার এবং কলম্বিয়া ব্রডকাস্টিং সার্ভিসের ও হংকং-এর এশিয়ান নিউজ এজেন্সীর ঢাকাস্থ সংবাদদাতা ছিলেন। 'আগরতলা মামলা'র পুরো প্রসিডিং তিনি রিপোর্ট করেছেন। 'আগরতলা মামলা' থেকে মুক্ত হবার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান যখন অক্টোবর ১৯৬৯ খ্রী· ইউরোপ ও লন্ডন সফরে যান তখন তিনি তাঁর একান্ত-সচিব ও একমাত্র সাংবাদিক হিসাবে সঙ্গী হয়েছিলেন। ১৯৭১ খ্রী· তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পাকবাহিনী তাঁকে শেখ মুজিবরের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানের জন্য বহু উৎপীড়ন করা সত্ত্বেও তাঁর কাছ থেকে কথা আদায় করতে না পেরে তাঁকে হত্যা করে। [১৫২]

নজরুল ইসলাম, কাজী (২৫·৫·১৮৯৮ - ২৯·৮·১৯৭৬) চুরুলিয়া—বর্ধমান। কাজী ফকির আহমদ। 'বিদ্রোহী কবি' নজরুলের সংগ্রামের হাতিয়ার ছিল তাঁর কবিতা ও গান। তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতা এক সময় বাঙালীকে উদ্দীপিত করেছিল। তাঁর বিদ্রোহ কেবল সেদিনের বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধেই ছিল না, যেখানে যত অবিচার সেখানেই তিনি গানে কবিতায় আঘাত হেনেছেন—সাম্যের গান গেয়েছেন, নারীমুক্তির বন্দনা রচনা করেছেন, ধর্মান্ধতাকে কশাঘাত করেছেন। এই কবিই 'ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান' শুনিয়েছেন। 'অগ্নিবীণা', 'দোলন চাঁপা' প্রভৃতি বই-এ এবং গজল গানগুলিতে তাঁর রচনার বিভিন্ন দিক—পাশাপাশি রুদ্র, বীর, করুণ ও মধুর রসের অভিব্যক্তি ঘটেছে। শুধু ভাবের অভিব্যক্তি নয়, ভাষার ওজস্বিতার জন্যও তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। আর ছিল তাঁর প্রাণমাতান উচ্ছল দরাজ কণ্ঠের গান। যে আসরে তিনি উপস্থিত থাকতেন, গানে কবিতায় হাসি গল্পে সে আসর জমজমাট হয়ে উঠতো। শৈশবে পিতৃহীন হয়ে প্রথম থেকেই তাঁকে কঠোর জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়। ১০ বছর বয়সে মক্তবে নিম্ন-প্রাথমিক পরীক্ষা পাশ করে ঐ মক্তবেই এক বছর পড়ান। বাল্যকালে সাধু সন্ন্যাসী বাউল দরবেশ প্রভৃতির সঙ্গলাভ করতে ভালবাসতেন। মাত্র ১১ বছর বয়সে 'লেটো' নাচের উপযুক্ত কাহিনী ও গান রচনা করে অর্থ উপার্জন করেছেন। স্বরচিত গানে সুর-সংযোজনাও করতে হত। এক সময় গ্রাম ছেড়ে আসানসোলের এক রুটির দোকানে ৫ টাকা বেতনে কাজ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর কৃতী ছাত্র নজরুল দেশপ্রেমের আহ্বানে সৈনিকবৃত্তি নিয়ে বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দিয়ে ১৯১৭ - ১৯ খ্রী· সেনাবাহিনীতে ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে হাবিলদার নজরুল বাঙলাদেশের পত্রিকার জন্য বহু গল্প, কবিতা, গান প্রভৃতি লিখে পাঠাতেন। ১৯১৯ খ্রী· 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় তাঁর 'মুক্তি' কবিতা প্রথম ছাপা হয়। এই পত্রিকায়ই 'ব্যথার দান' ও 'হেনা' গল্প-দুটি ১৯১৯ খ্রী· ছাপা হয়। এই প্রেমের গল্প-দুটিতে লেখকের দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। মার্চ ১৯২০ খ্রী· ৪৯নং বেঙ্গলী রেজিমেন্ট থেকে কলিকাতায় চলে আসেন ও পত্র-পত্রিকায় লেখা দিতে থাকেন। 'মোসলেম ভারত'-এর প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা হওয়ার পেছনে তাঁর অবদান ছিল। ১২·৭·১৯২০ খ্রী· তাঁর ও মুজফ্ফর আহমদের সম্পাদনায় দৈনিক 'নবযুগ' প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদকীয় স্তম্ভে তিনি অনেক উদ্দীপনাময় আবেগপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর অনেকগুলি 'যুগবাণী' নাম দিয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকায় তাঁর লেখা 'মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে' প্রবন্ধটির জন্য সরকার পত্রিকাটি বন্ধ করে দেয়। পরে দু'হাজার টাকা জমা দিয়ে 'নবযুগ' আবার বার হয়েছিল। ১২·৮·১৯২২ খ্রী· রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী মাথায় বহন করে তাঁর সম্পাদনায় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ধূমকেতু' আত্মপ্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে সাড়া জাগায়। ১৩·১০·১৯২২ তারিখের 'ধূমকেতু'-তে তিনি লিখলেন, "সর্বপ্রথম 'ধূমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়।…ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না।…..প্রার্থনা বা

আবেদন-নিবেদন করলে তাঁরা (বিদেশীরা) শুনবেন না।....আমাদের এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকুকে দূর করতে হবে"। দ্ব্যর্থহীন পরিষ্কার ভাষায় কাগজে ঘোষণা করে পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবিকে বাঙলা দেশে তিনিই তুলে ধরেছিলেন। স্বাদেশিকতা প্রকাশ ও প্রচারের ফলে সরকার পত্রিকাটি বন্ধ করে দেয় এবং রাজদ্রোহের অভিযোগে ২৩.১১.১৯২২ খ্রী· তিনি গ্রেপ্তার হয়ে ১৬.১.১৯২৩ খ্রী· এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। হুগলী জেলে তাঁকে সাধারণ কয়েদীর পর্যায়ে নামিয়ে দেওয়া হলে তিনি তাঁর রাজনৈতিক সহবন্দীদের সঙ্গে নিয়ে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। দীর্ঘদিন অনশন চলছে দেখে রবীন্দ্রনাথ শিলং থেকে টেলিগ্রাম করেন; 'অনশন ত্যাগ কর। আমাদের সাহিত্য তোমাকে দাবি করে (Give up hunger-strike, our literature claims you)। ৩৯ দিন পরে অনশন প্রত্যাহৃত হয়। বিশেষ শ্রেণীর কয়েদী হয়ে তিনি বহরমপুর ডিস্ট্রিক্ট জেলে বদলী হন। নজরুল আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে থাকার সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটকটি নজরুলকে উৎসর্গ করেছিলেন। জেলে বসেই 'শিকল পরা ছল' ও অন্যান্য কয়েকটি গান রচনা করেন। ডিসে· ১৯২৩ খ্রী· জেল থেকে মুক্তি পান। ১৯২৪ খ্রী· কুমিল্লার গিরিবালা দেবীর কন্যা প্রমীলা সেনগুপ্তকে বিবাহ করেন। এই সময় তিনি হুগলীতে থাকতেন। বহু বিখ্যাত গান ও কবিতার রচনাস্থল হুগলী। 'লাঙল' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (২৫.১২.১৯২৫) তাঁর 'সাম্যবাদী' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার প্রধান পরিচালক হিসাবে তাঁর নাম লেখা হত। পত্রিকাটির সম্পাদক হিসাবে নাম থাকত তাঁর বাঙ্গালী পল্টনের বন্ধু মণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ১৯২৬ খ্রী· কৃষ্ণনগরে এসে বাসা করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্য হিসাবে কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন ও তাদের কুচকাওয়াজ শেখানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রাদেশিক সম্মেলনের জন্য 'কাণ্ডারী হুঁসিয়ার' গানও ঐ সময়ে রচিত হয়। ছাত্র সম্মেলনের জন্য রচনা করেন 'আমরা শক্তি, আমরা বল, আমরা ছাত্রদল...'। কৃষ্ণনগরে তাঁর বাড়ির সাহিত্য বৈঠকে অনেকে আসতেন। হেমন্তকুমার সরকারের সহযোগে তিনি একটি শ্রমজীবী নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ১৯২৮ খ্রী· কৃষ্ণনগর ছেড়ে কলিকাতায় এসে গ্রামোফোন কোম্পানীতে কাজ পান। এই সময়ের মধ্যে গায়ক, গান-রচয়িতা ও সুরকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। রাজনীতির সঙ্গে সংযোগ থাকার কারণে এতদিন যে ব্রিটিশ গ্রামোফোন কোম্পানী তাঁকে দূরে রেখেছিল, এখন তারাই তাঁকে আহ্বান জানায়। প্রথমে গানের ট্রেনার ও পরে কম্পোজারও হয়েছিলেন। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা তিন হাজারের মত। সবাক ছবির সূচনা থেকে তিনি বাংলা চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গীত রচনা ছাড়া তিনি 'বিদ্যাপতি', 'সাপুড়ে', 'ধ্রুব' প্রভৃতি ছবির কাহিনীকারও ছিলেন। সুরের রাজ্যে বিচরণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আধ্যাত্মিকতার স্রোতেও ভেসে চললেন। লালগোলা হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক বরদাচরণ মজুমদারের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। ১৯৩৯ খ্রী· তাঁর স্ত্রী প্রমীলা দেবী পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে যান। ঐ বছরই তিনি তাঁর অন্যান্য পুস্তকসহ গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডে গাওয়া তাঁর সমস্ত গানের রয়ালটি কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নি অসীমকৃষ্ণ দত্তের কাছে চার হাজার টাকার জন্য বন্ধক রাখেন। ১৯৪২ খ্রী· তিনি নিজেই পক্ষাঘাতে বোধশক্তিহীন নীরব নির্বাক্ হয়ে যান। নজরুল সাহায্য কমিটির চেষ্টায় বঙ্গীয় সরকার তাঁকে মাসিক দু'শ টাকা সাহিত্যিক বৃত্তি মঞ্জুর করেছিল। ১৯৫৩ খ্রী· চিকিৎসার জন্য সস্ত্রীক তাঁকে ইউরোপে পাঠান হয়। ১৯৭২ খ্রী· বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান তাঁকে বাংলাদেশে নিয়ে গিয়ে তাঁর চিকিৎসার ও অন্যান্য সুযোগ দিয়েছিলেন। কিছুদিন পরে তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দেওয়া হয় এবং ১৯৭৫ খ্রী· শহীদ দিবসে তাঁকে 'একুশে পদক' দিয়ে সম্মানিত করা হয়। ঢাকায় মৃত্যু। রাষ্ট্রীয় সম্মানে তাঁর দেহ কবরস্থ করা হয়। [১৬, ১৪৯, ১৮০, ১৮৯]

নটবর ঘোষ। বর্ধমান। অক্ষয়কুমার। চব্বিশ পরগনা অঞ্চলের একজন বিখ্যাত কবিয়াল। তিনি কবিগানও রচনা করতেন। তাঁর পিতা ব্যঙ্গ-কবিতা রচনায় দক্ষ ছিলেন। জাতিতে গোপ। [১]

ননীগোপাল দেব (১৯১৩ - ৩.৬.১৯৭৯) কুমিল্লা। চন্দ্রকুমার। পিতার কর্মস্থল চট্টগ্রাম শহরে জন্ম। এখানে, স্কুলে পড়ার সময় মাস্টারদা সূর্য সেনের বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৮.৪.১৯৩০ খ্রী· চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলে 'অক্সিলিয়ারী ফোর্স' থেকে অংশগ্রহণ করেন। ২২শে এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে সংগ্রামে সক্রিয় ছিলেন। জালালাবাদ যুদ্ধের দেড় মাস পর কুমিল্লায় গ্রেপ্তার হন। অস্ত্রগার আক্রমণের মামলার অন্যতম আসামীরূপে দু'বছর বিচার চলার পর মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিনা বিচারে তাঁকে আটক রাখা হয়। ১৯৩৮ খ্রী· মুক্তি পান। [১৪৯]

ননীগোপাল মজুমদার (১৮৯৭ - ১১.১১.১৯৩৮) দেবরাজপুর—যশোহর। বরদাপ্রসন্ন। ১৯২০ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে প্রথম হয়ে এম.এ. পাশ করেন। ১৯২৩ খ্রী· প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি ও গ্রিফিথ পুরস্কার লাভ করেন। গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল প্রাচীন খরোষ্ঠী লিপিমালা। ভারতের ইতিহাসের বহু উপকরণ-সংগ্রহ এই লিপির পাঠোদ্ধার দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছর অধ্যাপনার পর ১৯২৫ খ্রী· রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির অধ্যক্ষ এবং ১৯২৭ খ্রী· ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহকারী কর্মাধ্যক্ষ হন। ১৯২৬ খ্রী· স্যার জন মার্শালের অধীনে গবেষণা করেন। ১৯৩০ - ৩১ খ্রী· সিন্ধু প্রদেশে জরীপ করে কুড়িটি ভগ্নাবশেষ-বহুল স্থান আবিষ্কার করেন। ১৯৩১ খ্রী· তিনি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পূর্বাঞ্চলীয় শাখায়

স্থানান্তরিত হন। ১৯৩১ - ৩৫ খ্রী· মধ্যে তিনি হুগলী জেলার মহানাদ নামক স্থানে, বর্ধমান জেলার দেউলিয়া গ্রামে, বগুড়া জেলার অন্তর্গত প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী মহাস্থানগড়ের নিকট গোকুল গ্রামের 'মেঢ়' বা 'লখিন্দরের মেঢ়' ঢিবিতে ও দিনাজপুরের বাইগ্রামের 'শিবমণ্ডপ' ঢিবিতে পুরাতত্ত্বের সন্ধানে খনন-কার্য চালিয়ে গুপ্তযুগের তৈজসপত্রাদি এবং বহু প্রাচীন স্থাপত্য ও বিবিধ প্রত্নতত্ত্বসামগ্রী উদ্ধার করেন। ১৯৩৭ - ৩৮ খ্রী· বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর অঞ্চল থেকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রস্তরায়ুধের সন্ধান পান। এছাড়া বিহারের চম্পারণ জেলার লৌরিয়া-নন্দনগড়ে উৎখনন-কাজ চালিয়ে বহু প্রত্নবস্তু আবিষ্কার করেন। সুপ্রাচীন লিপিমালার পাঠোদ্ধারে ও নির্ভুল ব্যাখ্যায় তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ থেকে প্রকাশিত 'এপিগ্রাফিক ইণ্ডিকা' পত্রিকায় এবং 'ইণ্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল কোয়ার্টারলি' ও এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় তিনি উদ্ধারপ্রাপ্ত প্রাচীন লিপিতত্ত্বের নিজস্ব ব্যাখ্যা, মন্তব্য ও অনুবাদসহ গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করে দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিত-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। স্যার জন কামিঙ্স কর্তৃক সম্পাদিত 'Revealing india's past' গ্রন্থের 'Pre-Historic and Proto-Historic civilization' শীর্ষক অধ্যায়টি তাঁরই রচনা। তাঁর রচিত 'Exploration of Sind' গ্রন্থটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একটি বিবরণী (memoirs) রূপে ১৯৩৪ খ্রী· প্রকাশিত হয়। অপর একটি গ্রন্থে তিনি সম্রাট অশোক থেকে শকক্ষত্রপ নহপালের সময় পর্যন্ত ব্রাহ্মীলিপির গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করেন। বাংলা সাময়িক পত্রিকাদিতে তাঁর রচিত বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯২০ খ্রী· এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য ও কিছুদিন কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন। ১৯৩৬ খ্রী· তার ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৩৫ খ্রী· কলিকাতাস্থ ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্মাধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। ১৯৩৭ খ্রী· প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের পাটনায় অনুষ্ঠিত অধিবেশনের ইতিহাস শাখার সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩৮ খ্রী· দ্বিতীয়বার সিন্ধুপ্রদেশের দাদু জেলায় অনুসন্ধানের সময় উপজাতীয় হুর দস্যু কর্তৃক নিহত হন। [১, ৩, ১৪৯]

ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় (১৮৯৫ - ?)। বিপ্লবী নেতা জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের শিষ্য। ফেব্রুয়ারী ১৯১১ খ্রী· গোয়েন্দা অফিসার ডেনহামকে হত্যার জন্য নির্বাচিত হয়ে ভুলক্রমে অন্য এক সাহেবের গাড়ীতে বোমা ছুঁড়ে পালাবার সময় ধরা পড়েন। বিচারে ১৪ বছর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আন্দামানে প্রেরিত হন। কিশোর ননীগোপাল সেলুলার জেলে কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অমানুষিক দৈহিক সহ্যশক্তি ও অদম্য মনোবল দেখিয়েছিলেন। আন্দামানে কাজবন্ধ ধর্মঘট ও অনশন ধর্মঘটে যোগ দেওয়ায় বহুদিন তাঁকে দাঁড়া-হাতকড়িতে ঝুলিয়ে রাখা হয়। ১৯২০ খ্রী· মুক্ত হয়ে প্রথমে কংগ্রেস ও পরে শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেন এবং জামশেদপুর কারখানায় চাকরি নিয়ে সেখানে ক্রেন-ড্রাইভারদের সংগঠিত করে টাটা-কোম্পানীতে প্রথম ধর্মঘট করেন। সেখান থেকে বহিষ্কার আদেশের ফলে তিনি কলিকাতায় চলে আসেন। এবং কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক সভার আন্দোলনে এবং কমিউনিস্ট সাংবাদিকতায় তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। ভারত স্বাধীন হবার আগেই মারা যান। [৩, ১৩৯, ২২৯]

ননীবালা দেবী (১৮৮৮ - ১৯৬৭ ?) বালী—হাওড়া। সূর্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। এগারো বছর বয়সে বিবাহ হয় এবং ষোল বছর বয়সে বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে আসেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে ভারতে যুগান্তর দলের বিপ্লবী কর্মোদ্যোগের সময় তিনি সম্পর্কে ভ্রাতুষ্পুত্র অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা নেন। ১৯১৫ খ্রী· একবার আলীপুর জেলে আবদ্ধ এক রাজবন্দীর নিকট থেকে গুপ্ত-সংবাদ আনার জন্য তিনি ঐ বন্দীর স্ত্রী সেজে পুলিসের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সেখানে গিয়ে দেখা করেছিলেন। কখনও বা তিনি পলাতক আসামীদের নিরাপদ আশ্রয়দানের জন্য গৃহকর্ত্রীর বেশে দিন কাটিয়েছেন। পুলিসের সন্দেহ-দৃষ্টি তাঁর ওপর পড়লে তিনি পেশোয়ারে চলে যান। সেখানে কলেরা রোগে শয্যাশায়ী অবস্থায় পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করে কাশী জেলে নিয়ে আসে। সেখানে তাঁর ওপর অত্যাচার চালিয়ে কথা আদায়ের চেষ্টা চলে, কিন্তু বিফল হয়ে পুলিস তাঁকে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেলে পাঠিয়ে দেয়। এবার তিনি অনশন শুরু করেন। কি শর্তে অনশন ত্যাগ করবেন জিজ্ঞেস করলে এক দরখাস্তে তিনি লেখেন যে বাগবাজারে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পত্নীর কাছে তাঁকে রাখা হলে খাবেন। কিন্তু সাহেব অফিসার সেই দরখাস্ত পড়ে ছিঁড়ে ফেলেন। এইভাবে দরখাস্তের অপমান করায় ননীবালা সাহেবকে চড় মেরে প্রতিশোধ নেন। এরপর তাঁকে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩নং রেগুলেশনে প্রেসিডেন্সী জেলে স্টেট প্রিজনার হিসাবে আটক রাখা হয়। বাঙলার তিনিই একমাত্র মহিলা স্টেট প্রিজনার। ২১ দিনের দিন অনশন ভঙ্গ করেন। ১৯১৯ খ্রী· মুক্তিলাভ করেন। [২৯]

ননীমাধব চৌধুরী (২৮·১·১৮৯৮ - ৩·৪·১৯৭৪) হরিপুর—পাবনা। বিশিষ্ট গবেষক ও গ্রন্থকার। ইংরেজীতে এম·এ·। ১৯৫৪ খ্রী· পর্যন্ত সরকারী চাকরি করার পর প্রায় ১৪ বছর রিপন কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। 'সবুজপত্রে'র লেখক হিসাবে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শুরু। পরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ইংরেজী ও বাংলায় বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন। বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাসের পটভূমিকায় আট খণ্ডে একখানি উপন্যাস রচনা করেন। মূল ফরাসী থেকে তিনি মোপাশাঁর ছোটগল্প ও রুশোর 'সোশ্যাল কনট্র্যাক্ট' বাংলায় অনুবাদ করেন। 'ভারতবর্ষের আদিবাসীর পরিচয়' নামক গ্রন্থের জন্য তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন (১৯৭০)। তাঁর লেখা অনেকগুলি ছোটগল্পও আছে। [১৬]

ননীলাল দে। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। ১৯১৪ খ্রী· চন্দননগরে প্রতিষ্ঠিত 'প্রবর্তক সঙ্ঘে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। [৮২]

ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৬ - ?) বড়িশা—বেহালা—চব্বিশ পরগনা। বড়িশা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পাশ করে কিছুকাল ভবানীপুর লন্ডন মিশনারী কলেজে পড়েন। ১৮৭৭ খ্রী· আইন পড়ার জন্য এলাহাবাদ যান এবং সেখান থেকে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মির্জাপুরে ওকালতি আরম্ভ করেন। পরে ১৮৮৭ খ্রী· মৈনপুরীর স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে সেখানে আইন ব্যবসায়ে খ্যাতিমান হন। 'পরিব্রাজক' ছদ্মনামে তিনি 'আর্যদর্শন', 'সুরভি ও পতাকা' প্রভৃতি সংবাদপত্রে রচনা ও কবিতা প্রকাশ করতেন। রচিত গ্রন্থ: 'অমৃতপুলিন', 'যুগল প্রদীপ' প্রভৃতি। বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর রচিত ইংরেজী প্রবন্ধ বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। মৈনপুরীতে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন।[১]

ননীলাল বসু (১৮৮৭ - ?) বেনীপুর—চব্বিশ পরগনা। নামী বাঙালী অসি-খেলোয়াড়দের অন্যতম। আব্বাস নামে এক ওস্তাদের কাছে লাঠিখেলা এবং শিবনারায়ণ পরমহংস নামে এক রাজপুতের কাছে অসিচালনা শেখেন। বীরাষ্টমী উৎসবে সরলাদেবীর বাড়িতে অসিখেলার কৌশল দেখিয়ে পদকলাভ করেন। কলিকাতা মল্লিক লেনে 'আর্যকুমার সমিতি' গঠন করে সেখানে অসি ও লাঠিখেলা শেখাতেন। [২৬]

নন্দকুমার দে (১৯১৮ - ২৭·৯·১৯৪৩)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চতুর্থ মাদ্রাজ উপকূল প্রতিরক্ষা বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের সূচনা দেখা দিলে সামরিক পুলিস ১৮·৪·১৯৪৩ খ্রী· নন্দকুমার সহ ১২ জন সৈনিককে গ্রেপ্তার করে। ৫·৮·১৯৪৩ খ্রী· সামরিক আদালতের বিচারে তাঁদের মধ্যে নন্দকুমার ও আর ৮ জনের প্রাণদণ্ড, ২ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং একজনের ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ হয়। নন্দকুমার ও ঐ ৮ জন 'বন্দেমাতরম্' এবং 'জয়হিন্দ' ধ্বনি সহ মাদ্রাজ দুর্গে ফাঁসিতে প্রাণ উৎসর্গ করেন। [৪২,৪৩,১৩৯]

নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চু (১৮৩৫ - ১৮৬২) নৈহাটি—চব্বিশ পরগনা। রামকমল ন্যায়রত্ন। বাল্যকালে মাতামহ রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারের কাছে ন্যায়শাস্ত্র পড়েন। পাণ্ডিত্যের জন্য 'ন্যায়চঞ্চু' উপাধি লাভ করেন। বিভিন্ন তর্কসভায় নবদ্বীপে শিক্ষাপ্রাপ্ত বড় বড় পণ্ডিতদের পরাস্ত করে 'তর্করত্ন' উপাধি পান। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের চেষ্টায় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হন (১৮৫৬ - ৬০)। ১৮৬১ খ্রী· কান্দীস্কুলে হেডপণ্ডিতের কাজ নিয়ে যাবার পর যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। [২৬, ২৮]

নন্দকুমার রায়। তাঁর রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—" লেবেডফের অনূদিত নাট্যগ্রন্থ এবং 'বিদ্যাসুন্দরের কথা' ছাড়িয়া দিলে, যতদূর জানা গিয়াছে, গৌরীভা গ্রামের বৈদ্য নন্দকুমার রায়ের নাটকটিই প্রথম অভিনীত বাংলা নাটক।" প্রকাশকাল—আগস্ট ১৮৫৫, অভিনয়—আশুতোষ দেবের বাড়িতে ৩০ জানুয়ারি ১৮৫৫ খ্রী·। এই নাটক অভিনয়ে পরবর্তী জীবনের বিখ্যাত ব্যক্তি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র 'স্টেজ ম্যানেজার' ছিলেন। 'পুরাতন প্রসঙ্গ'-এর রচয়িতা বিপিনবিহারী গুপ্ত তাঁর দৌহিত্র। [৪০, ৪৫]

নন্দকুমার রায়, মহারাজ (১৭০৫ ? - ৫·৮·১৭৭৫) ভদ্রপুর—বীরভূম। পদ্মনাভ। বহরমপুর—মুর্শিদাবাদে মুর্শিদকুলী খাঁর আমিন ছিলেন। ফারসী, সংস্কৃত, বাংলা এবং পিতার রাজস্ব-সংক্রান্ত কাজ শিখে আলীবর্দীর আমলে হিজলি ও মহিষাদল পরগনার রাজস্ব আদায়ের আমীন ও পরে হুগলীর ফৌজদারের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। সিরাজের রাজত্বকালে তাঁর আচরণ সন্দেহের ঊর্ধ্বে ছিল না। পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পতনের পর তিনি নানা উচ্চপদে নিযুক্ত হন। বর্ধমানের খাজনা আদায়ের কর্তৃত্ব নিয়ে কোম্পানীর তদানিন্তন রেসিডেন্ট হেস্টিংসের সঙ্গে বিরোধের সূত্রপাত হয়। এই সময় মীরজাফর ইংরেজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করলে নন্দকুমার সহায়তা করেন। কিন্তু মীরজাফর পদচ্যুত ও মীরকাশিম নবাব হন। এই সময় নন্দকুমার সম্ভবত কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। মীরজাফর দ্বিতীয়বার নবাব হলে মুক্তি পেয়ে দেওয়ান নিযুক্ত হন এবং মীরজাফরের সুপারিশে দিল্লীর বাদশাহ্ তাঁকে 'মহারাজ' উপাধিতে ভূষিত করেন। মীরজাফরের মৃত্যুর পর তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। এই সময় কোম্পানী কর্তৃক নিযুক্ত রেজা খাঁর বিরুদ্ধে বহু অত্যাচারের প্রমাণ সংগ্রহ করে নন্দকুমার এবং অন্যান্যরা বিলাতে দরখাস্ত করেন। ফলে রেজা খাঁ পদচ্যুত হন কিন্তু নন্দকুমার পূর্বক্ষমতা না পেয়ে হেস্টিংসের উৎকোচ- গ্রহণ ইত্যাদি দুর্নীতি কোম্পানীর গোচরে আনেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে হেস্টিংস প্রতিশোধ নেবার জন্য জঘন্য রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করে তাঁর বিরুদ্ধে বুলাকিপ্রসাদ নামে এক ব্যক্তির দলিল জাল করার অভিযোগ করেন। প্রধান বিচারপতি ইলাইজা ইম্পে (হেস্টিংসের বন্ধু) আইনের রীতিনীতি পরিত্যাগ করে নন্দকুমারের ফাঁসির আদেশ দেন (১৬·৬·১৭৭৫)। বর্তমান কলিকাতা রেসকোর্সের কাছে কুলীবাজারের মোড়ে এই দণ্ডাজ্ঞা কার্যকরী হয়। ভারতে ইংরেজ শাসনের ইতিহাসে ইংরেজের বেআইনী বিচারের এটি একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। [১, ৩, ২৫, ২৬]

নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮ - ১৯০৬) কলিকাতার আহিরীটোলা। প্রতিবেশী ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী অমৃতলাল বসুর সঙ্গলাভে 'ভারতাশ্রমে' সপরিবারে গিয়ে বাস করেন। ১৮৮৭ খ্রী· প্রচারক-ব্রত নিয়ে উড়িষ্যার সর্বত্র ভ্রমণ করেন। বালেশ্বর তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল। তাঁর রচিত বাংলা ও ওড়িয়া ভাষায় ব্রহ্মসঙ্গীত 'জাতীয় সঙ্গীত' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। [১৯৯]

নন্দলাল বসু[১]। অনুমান ১৮৬৪ খ্রী· কলিকাতা থেকে চন্দননগর গিয়ে বসবাস শুরু করেন। ফরাসী ভাষায়

বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। চন্দননগর সেন্ট মেরিস ইনস্টিটিউশন (বর্তমান দুপ্লে কলেজ) ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সাহায্য করেন। তাঁর রচিত স্কুলপাঠ্য পুস্তক : 'ফরাসী বর্ণ পরিচয়' ও 'ফরাসী ব্যাকরণ'। [১]

নন্দলাল বসু২ (৩.২.১৮৮৩ - ১৬.৪.১৯৬৬)। জেজুর-তারকেশ্বর—হুগলী। পূর্ণচন্দ্র। পিতার কর্মস্থল মুঙ্গের-খড়্গপুরে জন্ম। দ্বারভাঙ্গায় ছাত্রজীবন শুরু। পরে কলিকাতায় সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলে পড়াশুনা করেন। ছোটবেলায় কুমোরদের দেখাদেখি মূর্তি গড়তেন। ২০ বছর বয়সে এন্ট্রাস পাশ করেন। কলেজের বই কেনার টাকা দিয়ে তিনি সাময়িক পত্র, র‍্যাফায়েল ও রবিবর্মার ছবি কিনতেন। পিসতুতো ভাই অতুল মিত্র আর্ট স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তাঁর পরামর্শে তিনি নিজের আঁকা মৌলিক ও নকল-করা ছবি নিয়ে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন এবং প্রিন্সিপ্যাল হ্যাভেল সাহেবের সামনে 'সিদ্ধিদাতা গণেশ' এঁকে আর্ট স্কুলে প্রবেশাধিকার পান। ছাত্রাবস্থায় আঁকা, উত্তরকালে বিখ্যাত ছবির নাম 'শোকার্ত সিদ্ধার্থ', 'সতী', 'শিবসতী', 'জগাই-মাধাই', 'কর্ণ', 'গরুড়স্তম্ভতলে শ্রীচৈতন্য', 'নটরাজের তাণ্ডব', 'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা' ইত্যাদি। স্কুলে পাঁচ বছর শিখে বৃত্তি লাভ করে আর্ট স্কুলের শিক্ষকতা না নিয়ে, জোড়াসাঁকোয় অবনীন্দ্রনাথের বাড়িতে তিন বছর শিল্পচর্চা করেন। ভগিনী নিবেদিতার বইয়ের চিত্রসজ্জাকর ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের বহু গ্রন্থের চিত্রালঙ্কার করেন। ১৯০৮ খ্রী· ভারতীয় প্রাচ্য মণ্ডলীর প্রদর্শনীতে 'শিবসতী' ছবি এঁকে ৫০০ টাকা পুরস্কার পেয়ে ভারত ভ্রমণে বের হন। লেডি হেরিংহ্যামের সহকারিরূপে অজন্তা গুহাচিত্রের নকল করার কাজ করেন (১৯০৯)। ১৯১৪ খ্রী· শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মাশ্রমে বেড়াতে আসেন। কিছুদিন পরে অবনীন্দ্রনাথের ভারতীয় প্রাচ্য কলামণ্ডলীতে ফিরে যান। অবশেষে ১৯২০ খ্রী· থেকে স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে বাস করতে আসেন। ১৯২১ খ্রী· গোয়ালিয়রে বাঘগুহার ভিত্তি চিত্রের প্রতিলিপি গ্রহণ করেন। ১৯২২ খ্রী· কলাভবনের অধ্যক্ষ হন। ইতোমধ্যে আচার্য জগদীশচন্দ্রের আহ্বানে 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' অলঙ্করণ করেন। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিচিত্রা ক্লাবে তিনি অন্যতম শিল্পশিক্ষক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চীন, জাপান ও দ্বীপময় ভারত (সিংহল সমেত) পরিভ্রমণ করেন (১৯২৪)। মহাত্মাজীর আহ্বানে লক্ষ্ণৌ, ফৈজপুর, ও হরিপুরায় (১৯৩৫ - ৩৭) কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে ভারতশিল্প প্রদর্শনী সংগঠন করেন। 'হরিপুরা পট' নামে বিখ্যাত তাঁর পটগুলি এই সময়ে অঙ্কিত হয়েছিল। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টরেট' (১৯৫২), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডি·লিট' উপাধি ও দাদাভাই নৌরজী স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত হন। রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'শিল্পচর্চা' ও 'রূপাবলী' বিখ্যাত। এককালে অর্থোপার্জনের জন্য কালীঘাটের পটের মত রঙীন পটের সাহায্যে শিল্পসৃষ্টি করে রামায়ণ-কথার রূপ দেন। পরিণত বয়সে (১৯৪৩) বরোদারাজের কীর্তিমন্দির চিত্রশোভিত করেন। শ্রীনিকেতনে ও শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারে এবং চীনা ভবনেও শিল্পীর ভিত্তিচিত্র আছে। স্বাধীন ভারতের সংবিধান গ্রন্থও নন্দলালের চিত্রে ও নির্দেশে অলঙ্কৃত। ১৯৫৪ খ্রী· ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি-ভূষিত হন। 'উমার ব্যথা', 'উমার তপস্যা', 'পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থান', 'প্রত্যাবর্তন' প্রভৃতি তাঁর বিশিষ্ট শিল্পসৃষ্টি। [৩, ২৬, ৩৩]

নন্দলাল শীল (ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯ - ?) বড়িশা—বেহালা। নিজাম এস্টেটের অ্যাকাউন্ট্যান্ট-জেনারেল এবং বিকানীর এস্টেটের স্পেশ্যাল ফাইন্যান্স অফিসার ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র উর্দু অনুবাদ 'বরোগ' গ্রন্থের রচয়িতা। [৪]

নফরচন্দ্র কুণ্ডু (? - ১৯০৭) ভবানীপুর—কলিকাতা। শ্রমিকের প্রাণরক্ষা করতে প্রাণ দিয়ে অমর হয়েছেন। ড্রেনের মধ্যে দু'জন শ্রমিক বিষাক্ত গ্যাসে আটকে পড়ে। অফিস যাওয়ার সময়ে এ দৃশ্য দেখে তিনি তৎক্ষণাৎ তাদের উদ্ধার করার চেষ্টায় ড্রেনে নামেন এবং সেখানে বিষাক্ত গ্যাসে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে প্রাণ হারান। তাঁর স্মরণে ঐ স্থানে 'নফর কুণ্ডু লেন' নামে একটি রাস্তা ও একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়। [২৬]

নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী (১২৪৫/৪৬ - ১৩৪০ ব·) নাটুদহ—নদীয়া। রানাঘাট থেকে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ প্রধানত তাঁরই কীর্তি। নদীয়ার নীলকরদের সঙ্গে বহুদিন সংগ্রাম করে জমিদারীর কিছু অংশ উদ্ধার করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ-ভবনশীর্ষে ঘড়ি তাঁরই অর্থে নির্মিত। [৫]

নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় (অক্টো· ১৮৪৫ - সেপ্টে· ১৯০৪) পশ্চিমপাড়া—ঢাকা। কাশীকান্ত। ১৮৬১ খ্রী· প্রবেশিকা পাশ করেন। বিভিন্ন স্কুলে কাজ করার পর ১৮৭৮ খ্রী· ঢাকা জগন্নাথ স্কুলে আসেন। পরে ১৮৮৭ খ্রী· এই স্কুলটি জুবিলী স্কুল নামে অভিহিত হয়। ১৮৬৯ খ্রী· ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন। তিনি 'ঢাকা শুভসাধিনী সভা', 'বাল্যবিবাহ নিবারণী সভা', 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা', 'ঢাকা যুবতী বিদ্যালয়', 'পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশন' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এবং 'শুভসাধিনী', 'বান্ধব' ও 'The East' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঢাকার ইডেন ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠায় প্রধান উদ্যোগী ও প্রথম সেক্রেটারী। বহুবিবাহ নিবারণ-প্রচেষ্টায় তাঁর ভ্রাতা শীতলাকান্ত তাঁকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করতেন। কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক, বিভিন্ন লোকের জীবনী ও সরল গৃহচিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। 'সঙ্গীত মুক্তাবলী' নামে বাংলা পারমার্থিক সঙ্গীতের একটি সংগ্রহ-পুস্তক তিন খণ্ডে প্রকাশ করেন। [১, ৮]

নবকুমার চক্রবর্তী ১৮৮৩ খ্রী· পাক্ষিক দ্বিভাষিক পত্রিকা 'বিজ্ঞান সারসংগ্রহ'-এর অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। [৪]

নবকুমার পাল। ১৯শ শতক। সুদক্ষ মৃৎশিল্পী। মানুষের মূর্তি রচনায় পারদর্শী ছিলেন। কলিকাতার এক বাজার থেকে তাঁকে আবিষ্কার করেছিলেন মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক-অধ্যাপক ও'শানেশি। তিনিই এই প্রতিভাধর শিল্পীর শিল্পকলাকে কলারসিকদের কাছে পরিচিত করিয়ে দেন। তাঁর গড়া মাটির মডেল দেখে স্বদেশে বসে প্রখ্যাতনামা ইংরেজ ভাস্কররা সেগুলিকে পাথর বা ব্রোঞ্জে রূপান্তরিত করতেন। উইলিয়ম কেরীর যে শ্বেতপাথরের মূর্তিটি ইংল্যান্ড থেকে তৈরি করে এনে কলিকাতার অ্যাগ্রি-হরটিকালচার সোসাইটিতে স্থাপন করা হয়, তার মাটির প্রতিকৃতিটি নবকুমারের রচিত ছিল। এই কাজের জন্য লন্ডনের সোসাইটি অব আর্টস তাঁকে রূপার 'আইরিশ মেডেল' দিয়ে সম্মানিত করে। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে তাঁর অনেক শিল্পকর্ম সংরক্ষিত আছে। ১৮৪২ - ৪৪ খ্রী· কলিকাতার গভর্নমেন্ট হাউসেও তাঁর মৃৎশিল্পের নির্দশন সংগৃহীত হয়েছিল। অনুমান করা হয় ১৮৫৪ খ্রী· রাজভবনের অঙ্গসজ্জার কাজে তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন। [১৪৯]

নবকৃষ্ণ ঘোষ (২৯·৮·১৮৩৭ - ?) পাথুরিয়াঘাটা—কলিকাতা। কৈলাসচন্দ্র। ওরিয়েন্টাল সেমিনারী ও স্বগৃহে ক্যাপ্টেন পামারের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। কেরানীর চাকরি দিয়ে কর্মজীবন শুরু। ক্রমে তদানীন্তন অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের খাস পার্ষদ পদে উন্নীত হয়েছিলেন। ১৮৭৮ খ্রী· মাত্র ৪০ বছর বয়সে স্বেচ্ছায় চাকরি থেকে অবসর নিয়ে বাকি জীবন সাহিত্য ও জ্যোতিষ চর্চ্চায় কাটান। 'উইলো ড্রপ', 'হিম টু দুর্গা' এবং ১৮৭৫ খ্রী· ইংল্যান্ডের যুবরাজের ভারত আগমন উপলক্ষে লেখা 'দি ওড ইন ওয়েলকাম টু প্রিন্স অ্যালবার্ট' কবিতাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'রাম শর্মা' ছদ্মনামে লিখতেন। 'ইংলিশম্যান', 'রেইস এন্ড রায়ত', 'মুখার্জিস ম্যাগাজিন', 'ইন্ডিয়ান মিরর' প্রভৃতি পত্রিকাগুলিতে সরকারের সমালোচনা করতেন। তাঁরই রচনার জন্য ১৮৬৬ খ্রী· ওড়িশার দুর্ভিক্ষের সময় সরকারের টনক নড়ে। সে যুগের রাজনৈতিক আন্দোলনে 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট', 'মিউনিসিপ্যাল বিল' ইত্যাদির প্রতিবাদে ও 'ইলবার্ট বিলে'র সপক্ষে কলম ধরেছিলেন। ব্রিটিশ পণ্য ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'জ্যোতিষপ্রকাশ' (বাংলা ভাষায় প্রথম জ্যোতিষ গ্রন্থ), 'A Reply to Mancrieff's Fidelity of Conscience', 'Works of Ram Sarma' প্রভৃতি। [১, ৪, ৮]

নবকৃষ্ণ দেব (১৭৩৩ - ২২·১১·১৭৯৭) শোভাবাজার—কলিকাতা। রামচরণ। শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। পিতার মৃত্যুর পর মাতার যত্নে উর্দু ও ফারসী এবং পরে আরবী ও ইংরেজী শেখেন। ১৭৫০ খ্রী· ওয়ারেন হেস্টিংসের ফারসী ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হন। নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পদচ্যুত করার ষড়যন্ত্রের অধিকাংশ খবরই তিনি জানতেন এবং এই ষড়যন্ত্রের সমস্ত লেখাপড়া তাঁর দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছিল। এরপর তিনি গভর্নর ড্রেকের মুনশী ও ক্রমে পররাষ্ট্র সচিব হন এবং বাঙলাদেশে ইংরেজ প্রতিপত্তির অন্যতম প্রধান সহায়ক হয়ে ওঠেন। সিরাজের মৃত্যুর পর গুপ্ত-ধনাগার থেকে নবকৃষ্ণ, মীরজাফর, আমীর বেগ ও রামচাঁদ রায় আট কোটি টাকার ধনরত্ন প্রাপ্ত হন। ১৭৬৬ খ্রী· লর্ড ক্লাইভের চেষ্টায় তিনি 'মহারাজা বাহাদুর' উপাধি ও ছ'হাজারী মনসবদারের পদ পান। তাঁর অধীনে আরজবেগী দপ্তর, মালখানা, চব্বিশ পরগনার মাল আদালত, তহশীল দপ্তর প্রভৃতি ছিল। পরে কোম্পানীর কমিটির রাজনৈতিক বেনিয়ান হন। তিনি মাতৃশ্রাদ্ধে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। এই উপলক্ষে যে সভা হয় এবং যেখানে সমবেত অভ্যাগত ও পণ্ডিতগণের আবাসস্থল এবং কাঙালীদের জন্য পণ্যবীথিকা সংস্থাপিত হয়, তা থেকে উক্ত অঞ্চলের নামকরণ হয় 'সভাবাজার' বা শোভাবাজার (পূর্বনাম—রাসপল্লী)। ১৭৭২ খ্রী· ওয়ারেস হেস্টিংস গভর্নর হলে তাঁর ক্ষমতা আরও বেড়ে যায় এবং ১৭৭৬ খ্রী· সুতানুটির তালুকদারীর সনন্দ ও জাতিমালা কাছারীর ভারপ্রাপ্ত হয়ে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। ১৭৭৬ খ্রী· স্বগৃহে গোবিন্দ ও গোপীনাথ বিগ্রহ স্থাপন করেন। 'রাজার জাঙ্গাল' নামে খ্যাত বেহালা থেকে কুল্‌পি পর্যন্ত ১৬ ক্রোশ রাস্তা এবং বর্তমান রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট তাঁরই নির্মিত। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মত তাঁরও পণ্ডিতসভা ছিল। এই সভার পণ্ডিতদের মধ্যে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রধান ছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞ এবং বাদকদেরও তিনি সমাদর করতেন। হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী, নিতাই বৈষ্ণব প্রভৃতি কবিয়ালগণ তাঁর সভায় প্রতিপালিত হতেন। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে দান করতেন। কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজ প্রতিষ্ঠার টাকা এবং সেন্ট জন্‌স্ চার্চ বা পাথুরে গীর্জার জমি তাঁরই দান। [১, ২, ৩, ২৫, ২৬]

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (২৯·৪·১৮৫৯ - ৪·৯·১৯৩৯) নারিট—হাওড়া। রাজনারায়ণ তর্কবাচস্পতি। সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে এন্ট্রান্স পর্যন্ত পড়েন। তাঁর রচিত প্রথম কবিতা 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৮৯৩ - ৯৪ খ্রী· 'সখা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। শিশুসাহিত্যিক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। রচিত গ্রন্থ: 'ছেলেখেলা', 'টুকটুকে রামায়ণ', 'ছবির ছড়া', 'পুষ্পাঞ্জলি' প্রভৃতি। 'গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল'—তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতা। [৪, ৫, ৭, ২৬]

নবগোপাল মিত্র (১৮৪০? - ৯·২·১৮৯৪)। ১৯শ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদের মহান কর্মী নবগোপালের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'হিন্দু মেলা'র পত্তন। এটি আগে 'চৈত্র মেলা' নামে পরিচিত ছিল। শরীরচর্চায়, কৃষি ও স্বদেশী পণ্যের উন্নতিবিধানে, সাহিত্য ও শিল্পের উদ্বোধনে ও সকল ক্ষেত্রে জাতিকে উন্নত করার চেষ্টায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন। তত্ত্ববোধিনী সভার সদস্য এবং 'ন্যাশনাল পেপার' পত্রিকার পরিচালক ছিলেন।

'ন্যাশনাল সোসাইটি' গঠন তাঁর অপর স্মরণীয় কীর্তি। এছাড়া বাঙালীর জন্য সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা, শাসনকার্যে ভারতীয়দের ন্যায্য অধিকার, নির্বাচন প্রথার মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন পরিচালনা, দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি আন্দোলন করেছেন। বাহুবলে ইংরেজ বিতাড়নের কথা ভাবতেন। ১·৪·১৮৭২ খ্রী· ন্যাশনাল স্কুল স্থাপন এবং ব্যায়ামচর্চার জন্য আখড়া প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে ব্যায়ামের সঙ্গে বন্দুক ছোঁড়া ও সকল প্রকার কারিগরী বিদ্যা শেখানো হত। এই আখড়ায় যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পাল, জিতেন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডা· সুন্দরীমোহন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। জীবনের শেষদিকে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে হৃতসর্বস্ব হয়ে শেষ সম্পত্তি বসতবাটি বাঁধা দিয়ে দেশী সার্কাস দল খুলেছিলেন। সারাজীবন সব সংগঠনে 'ন্যাশনাল' কথাটি ব্যবহারের জন্য দেশবাসী তাঁকে 'ন্যাশনাল নবগোপাল' নামে ডাকতেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। [১, ৩, ৮, ২৬]

নবজীবন ঘোষ (শালিখ) (আনু· ১৯১৬ - ২২/২৩·৯·১৯৩৬) মেদিনীপুর। যামিনীজীবন। বার্জ হত্যার পর এই জেলার বহু পরিবার সরকারী অত্যাচারে জর্জরিত হয়। নবজীবনও এই সময় মেদিনীপুর থেকে বহিষ্কৃত হন এবং পরে গ্রেপ্তার হয়ে বন্দী অবস্থায় অমানুষিক প্রহারের ফলে মারা যান। তাঁর মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে ঘোষণা করা হয়। শহীদ নির্মলজীবন তাঁর ভ্রাতা। [১০, ৪২, ৪৩, ২২৯]

নবদ্বীপচন্দ্র দাস (নভেম্বর ১৮৪৭ - ২৪·১·১৯২৪) টাঙ্গাইল—ময়মনসিংহ। নিমাইচন্দ্র। ঢাকার নর্মাল স্কুল থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। ১৮৮২ খ্রী· চাকরি ত্যাগ করে ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক-ব্রত গ্রহণ করেন। কর্মজীবনের সঞ্চিত অর্থ ব্রাহ্মসমাজে গচ্ছিত রেখে সেই টাকার উপস্বত্ব থেকে ব্যয় নির্বাহ করতেন। অকৃতদার ছিলেন। রচিত গ্রন্থাবলী: 'সাধন সঙ্কেত', 'সাধকসঙ্গী', 'ব্রাহ্মধর্মতত্ত্ব', 'দাস', 'করুণাধারা' প্রভৃতি। [১]

নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মা, বাহাদুর প্রিন্স (১৮৫০ - সেপ্টেম্বর ১৯৩১)। আগরতলা—ত্রিপুরা। মহারাজ ঈশানচন্দ্র। তিন বছর বয়সে পিতার মৃত্যু হলে রাজত্ব খুল্লতাতের হাতে চলে যায় এবং তিনি ত্রিপুরার মন্ত্রিরূপে ও অন্যান্য দায়িত্বশীল পদে কাজ করেন। তাঁরই চেষ্টায় কুমিল্লা শহরে 'থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি' স্থাপিত হয় এবং তিনি তার সভাপতি নির্বাচিত হন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ত্রিপুরা শাখার সভাপতি ছিলেন। 'রবি' পত্রিকায় 'বাংলা সাহিত্যের চারি যুগ' এবং 'ত্রিবেণী' পত্রিকায় 'আবর্জনার ঝুরি' নামে প্রবন্ধ রচনা করেন। বিখ্যাত সুরকার ও গায়ক শচীন দেববর্মন তাঁর পুত্র। [১]

নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী (১৮৬৮ - ১৯৫২) বৃন্দাবনধাম। প্রসিদ্ধ কীর্তন-গায়ক কৃষ্ণদাস। ৭ বছর বয়সে পিতার নিকট খোল বাজনা শিখতে আরম্ভ করেন। পরে পণ্ডিত বাবাজীর কাছে গরাণহাটী ও মনোহরশাহী কীর্তন শেখেন। প্রেমানন্দ গোস্বামী তাঁর দীক্ষাগুরু। ১৯১৩ খ্রী· তিনি কলিকাতায় এলে অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও দেশবন্ধু-কন্যা অপর্ণা দেবী তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কলিকাতার শিক্ষিত মহলে খগেন্দ্রনাথের উদ্যোগে কীর্তনের প্রচলন সহজ হয়। আশুতোষ কলেজ-গৃহে কীর্তন-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। [২৬, ২৭]

নবনী দাস (৮·৬·১২৯৯ - ৭·৫·১৩৭১ ব·) সিউড়ী—বীরভূম। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য বাউল-সঙ্গীতশিল্পী। সুলতানপুরের শ্রীরাম উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ছিলেন। উদাসী বাউল সম্প্রদায়ের সদস্য হিসাবে ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করেছেন। শেষ জীবনে সিউড়ীতে আখড়া স্থাপন করেন। তাঁর রচিত অনেক গান আছে। লক্ষ্মণ দাস বাউল ও পূর্ণ দাস বাউল তাঁর পুত্রদ্বয়। [১৪৯]

নবনীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, আলাজী (বৈশাখ ১৩০৯ -১২·১·১৩৮৫ ব·) কুশমোড়—বীরভূম। বাংলার ব্রতচারী সমিতির প্রথম ও প্রধান সঞ্চালক। রামপুরহাট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা ও ১৯২৫ খ্রী· বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করার পর শিক্ষকরূপে তাঁর কর্মজীবন শুরু। ১৯২৭ খ্রী· বীরভূমের সুলতানপুরে শ্রীরাম উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার কালে তিনি 'স্কাউটমাস্টার'-এর শিক্ষা নেন এবং শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা করেন। ১৯৩২ খ্রী· বি·টি· পাশ করেন। ব্রতচারী আন্দোলনের স্রষ্টা গুরুসদয় দত্তের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ১৯৩০ খ্রী· থেকে। ১৯৩২ খ্রী· ও ১৯৩৩ খ্রী· অনুষ্ঠিত প্রথম ও দ্বিতীয় নিখিল বঙ্গ লোকনৃত্য শিক্ষাশিবির ও সংক্ষিপ্ত শিবিরের প্রধান ওস্তাদরূপে তিনি শিক্ষা দেন। এপ্রিল ১৯৩৩ খ্রী· তাঁর নেতৃত্বে দিল্লীতে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। ঐ বছরের শেষে কলিকাতার উপকণ্ঠে অনুষ্ঠিত তৃতীয় নিখিল বঙ্গ শিক্ষা শিবিরে লোকনৃত্য শিক্ষার সঙ্গে ব্রতচারী নাম সংযোজিত হয়। তিনি ঐ শিবিরের ওস্তাদ আলা হয়েছিলেন। এখানেই গুরুসদয় দত্ত প্রবর্তিত সংস্থার নাম 'পল্লী সম্পদ রক্ষা সমিতি'র পরিবর্তে হয় 'বাংলার ব্রতচারী সমিতি।' ১৯৩৬ খ্রী· থেকে তিনি স্থায়ীভাবে সমিতিতে নিযুক্ত হন। ১৯৩৮ খ্রী· ঐ পদ থেকে তাঁকে অবসর দেওয়া হলেও আমৃত্যু ব্রতচারী পরিচেষ্টার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। ব্রতচারী গ্রামের পত্তনে তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা। [১৪৯]

নবরাজ বড়ুয়া (১৮৬৬ - ১৬·১·১৮৯৬) বৈদ্যপাড়া—বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম। নাগরচাঁদ। শিক্ষাব্রতী। স্বগ্রামে 'বৌদ্ধ-রঞ্জিনী' সভা স্থাপন করে তরুণদের চরিত্রগঠনে অনুপ্রাণিত করেন। রচিত গ্রন্থ: 'নীতিরত্ন', 'বৌদ্ধালঙ্কার', 'শিক্ষাসার', 'প্রকৃত সুখী কে?' 'প্রাথমিক বৌদ্ধশিক্ষা', 'বুদ্ধপরিচয়', 'মহাবোধি সন্দর্শন', 'পালি ধাতুমঞ্জুষা', 'পালি ব্যাকরণ', 'প্রসন্নজিতোপাখ্যান'

প্রভৃতি। তিনি রায়বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাসের তত্ত্বাবধানে বুদ্ধিস্ট টেক্সট সোসাইটিতে কিছুকাল পালি অভিধান সংকলনের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। [২০০]

নবীনকালী দেবী। ১৮৭০ খ্রী. 'কামিনী কলঙ্ক' গ্রন্থ রচনা করেন। [৪৬]

নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৪ - ডিসে. ১৮৯৬) ঘোষপাড়া—নদীয়া। জমিদারবংশে জন্ম। দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, ঈশ্বরচন্দ্র ও রাজনারায়ণের বিশ্বস্ত অনুগামিরূপে দেশের সংস্কার আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। ১৮৫৫ - ৫৯ খ্রী. 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' ও 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকা দু'টির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। 'Precedents on Rent Law' গ্রন্থ রচনার পর সরকার কর্তৃক ডেপুটির চাকরির আহ্বান এলে তা প্রত্যাখ্যান করে দেশের কাজে মনোযোগী হন। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করেন। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা'র সদস্য ছিলেন। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'প্রাকৃত তত্ত্ববিবেক', 'জ্ঞানাঙ্কুর' (২ খণ্ড) প্রভৃতি। [১, ৮, ২৬]

নবীনকৃষ্ণ হালদার। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর বেহালাবাদক শিষ্য। 'বেহালা দর্পণ' গ্রন্থের রচয়িতা। [৫২]

নবীনচন্দ্র আঢ্য। বড়বাজার—কলিকাতা। ১৮৫৫ খ্রী. মাসিক 'বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। [৪]

নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী, রায়বাহাদুর (১৮৪৩ - ১৯১২) পাবনা। ১৮৬৭ খ্রী. কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করে প্রথমে নৈনিতাল ও পরে বুলন্দসহর হাসপাতালের পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হন। ১৮৭০ খ্রী. বদলি হয়ে তিনি মথুরায় যান। ১৮৭৪ খ্রী. আগ্রা মেডিক্যাল স্কুলের অস্ত্র-চিকিৎসার অধ্যাপক নিযুক্ত হন ও পরে চিকিৎসাবিদ্যার অধ্যাপক পদ লাভ করেন। ১৯০৩ খ্রী. অবসর নেন। হিন্দী, উর্দু ও ফারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি ছিল। বহু বছর 'আগ্রা বঙ্গ সাহিত্য সমিতি'র সভাপতি ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'The Principle and Practice of Medicine' নানা ভাষায় প্রকাশিত হয়। [১]

নবীনচন্দ্র দত্ত (আশ্বিন ১২৪৩ - ৮.১০.১৩০৫ ব.) জোড়াবাগান—কলিকাতা। দীননাথ। জাতিতে তন্তুবায় ছিলেন। গোপালচন্দ্র বিদ্যাভূষণের কাছে কিছুকাল সংস্কৃত পড়াশুনা করে 'ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশনে' শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। কর্মজীবনে প্রথম সিভিল অডিটর অফিসে ও পরে অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল অফিসের তত্ত্বাবধায়ক হয়ে ১৮১৯ খ্রী. অবসর-গ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় 'প্রভাকর', 'ভাস্কর সংবাদ', 'জ্ঞান রত্নাকর' প্রভৃতি পত্রিকায় বিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখতেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'খগোল বিবরণ' (১২৭৩ ব.), 'ব্যবহারিক জ্যামিতি, ক্ষেত্রব্যবহার, জরীপ ও সমস্থান প্রক্রিয়া', 'সঙ্গীত রত্নাকর', 'সঙ্গীত সোপান', 'সাহিত্যমঞ্জরী', 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা' প্রভৃতি। স্কুল বুক সোসাইটির নির্দেশে তিনি 'Notes on Practical Geometry', 'Notes on Surveying' ও 'Hints to Ameen on Khusrah Survey in Bengal' গ্রন্থগুলি বাংলায় অনুবাদ করেন। এছাড়া 'নিধুবাবুর গীতাবলীর সংশোধিত ভূমিকা', 'নিত্যকর্মপদ্ধতি', 'হারমোনিয়ম সূত্র' প্রভৃতি গ্রন্থও প্রকাশ করেন। স্বজাতির সামাজিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট ছিলেন। [১]

নবীনচন্দ্র দাশ (২৭.২.১৮৫৩ - ২১.১২.১৯১৪) আলমপুর—চট্টগ্রাম। দীনদয়াল ওরফে মাগন। কৃতিত্বের সঙ্গে এম.এ. ও বি.এল. পাশ করে প্রথমে চট্টগ্রাম কলেজের আইন অধ্যাপক এবং পরে রংপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হন। সংস্কৃত সাহিত্যের রত্নরাজি পদ্যে বঙ্গানুবাদ করে নবদ্বীপ ও পূর্বস্থলীর পণ্ডিতবর্গ দ্বারা 'কবি গুণাকর' এবং চট্টল ধর্মমণ্ডলী কর্তৃক 'বিদ্যাপতি' উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি 'কাব্যরত্নাকর' উপাধি লাভ করেছিলেন। ইংরেজী কাব্য এবং সাহিত্য থেকেও বঙ্গানুবাদ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে পাঠকালে 'বিভাকর' ও 'প্রভাত' নামে দু'টি মাসিকপত্র সম্পাদনা করেন। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত তাঁর ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'প্রভাত' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মুখপত্রস্বরূপ ছিল। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'রঘুবংশ', 'শিশুপালবধ', 'কিরাতার্জুন', 'চারুচর্যাশতক', 'আকাশ কুসুম কাব্য', 'শোকগীতি' প্রভৃতি। প্রখ্যাত তিব্বতী ভাষাবিদ্ ও পরিব্রাজক শরচ্চন্দ্র তাঁর ভ্রাতা। [১, ৩, ২৬, ২৭, ২৮]

নবীনচন্দ্র বসু। কলিকাতা। মদনগোপাল। দেওয়ান কৃষ্ণরামের পৌত্র। এই বংশের আদি নিবাস ছিল তাড়া—হুগলী। তিনি বাংলা নাটক অভিনয়ের জন্য কলিকাতা শ্যামবাজারে সর্বপ্রথম নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। এই নাট্যশালায় ৬.১০.১৮৩৫ খ্রী. 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনীত হয়। এই বিষয়ে ২২.১০.১৮৩৫ খ্রী. 'হিন্দু পাইয়োনিয়ার' পত্রিকা লেখেন—'...এই অভিনয় দেশীয়, ইংরেজী ধরনে সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের দ্বারা দেশের ভাষায় হইয়া থাকে।....ইহাতে আর একটি ব্যাপারও দেখা যায়....স্ত্রীলোকের অংশের অভিনয় ইহাতে হিন্দু রমণীরাই করিয়া থাকেন।' একটি অভিনয়ে এক লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল। তাঁরই উদ্যোগে অভিনয়কালে একবার বিভিন্ন দৃশ্যের জন্য বিভিন্ন মঞ্চ ব্যবহার করা হয়েছিল। বর্তমান শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর জমিতে তাঁর বাসগৃহ ছিল। এই গৃহপ্রাঙ্গণেই অভিনয় হত। [৪, ৪০]

নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১৮৩২ - ১৯০৪) ঝিকরা—চব্বিশ পরগনা। শ্রীনাথ ন্যায়ালঙ্কার। ১৮৫২ খ্রী. তৎকালীন বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার সংস্কৃত বোর্ডের পরীক্ষায় প্রথম হন। কিছুদিন পাটনার বি.এন. কলেজে অধ্যাপনা করেন। পরে বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন কলেজে অধ্যাপকরূপে যোগ দিয়ে আমৃত্যু সেখানে কাজ করেন। রচিত নাটক: 'বাঙালী বিলাস', 'ভারতের সুখশশী যবন কবলে', 'বারুণী বিলাস' প্রভৃতি। [২৩২]

নবীনচন্দ্র ভাস্কর। মধ্যযুগের একজন খ্যাতনামা প্রস্তরশিল্পী। রাঢ় অঞ্চলে তাঁর নির্মিত বহু পাথরের দেবমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। [১]

নবীনচন্দ্র মিত্র (২৭.৮.১৮৩৮ - ?) নৈহাটি—চব্বিশ পরগনা। রামনাথ। চুঁচুড়ার ফ্রী চার্চ ইনস্টিটিউটে শিক্ষালাভ করেন। পরে জুনিয়র বৃত্তি ও টীচার্স সার্টিফিকেট পরীক্ষা পাশ করে ১৮৫৬ খ্রী· মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। ১৮৫৮ খ্রী· রসায়নশাস্ত্রে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক ও বৃত্তি পান। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁর সহপাঠী ছিলেন। ১৮৬১ খ্রী· কালনা রাজচিকিৎসালয়ের পরিচালনভার গ্রহণ করেন। ১৮৬৮ খ্রী· লক্ষ্ণৌ কিংস হাসপাতালে যোগদান করেন এবং ১৮৯০ খ্রী· অবসর নেন। চিকিৎসাগুণে, কর্মদক্ষতায় এবং সৌজন্যে তিনি লক্ষ্ণৌ-এ কিংবদন্তীর মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। কয়েকটি উর্দু উপন্যাসের নায়করূপে তিনি চিত্রিত হয়েছেন। একেশ্বরবাদী ও সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। [১]

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (৪.৭.১৮৫৩ - ১৯২২) বুড়ার গ্রাম—বর্ধমান। ঠাকুরদাস। তাঁর রচিত কবিতা একসময় বাঙলাদেশে চাঞ্চল্য এনেছিল। 'শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী' ছদ্মনামে তিনি তৎকালীন সাময়িকপত্রে কবিতা প্রকাশ করতেন। 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' তৎকালীন বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল। স্বদেশপ্রেম ও ভারতের পরাধীনতার প্রতি ধিক্কার ছিল তাঁর কাব্যের মূল সুর। নসিপুর—মুর্শিদাবাদের থেকে প্রকাশিত 'বিনোদিনী' নামে মাসিকপত্রের সম্পাদিকার নাম ভুবনমোহিনী দেবী। তিনি রাধিকানন্দের স্ত্রী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সম্পাদনার সকল কাজ নবীনচন্দ্রই করতেন। ডাক্তারী তাঁর পেশা ছিল। এ ব্যাপারে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার বই এবং মহম্মদ তকী নামে এক ডাক্তার ছিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু। কীর্নাহার—বীরভূম অঞ্চলে ডাক্তারী করতেন। 'লৌহসার' নামে ম্যালেরিয়া-নাশক পেটেন্ট ঔষধ তৈরী করে সুনাম ও অর্থলাভ করেন। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'দ্রৌপদীনিগ্রহ' (১৮৭৯), 'আর্য্যসঙ্গীত' (২ খণ্ড, ১৮৮০), 'সিন্ধুদূত' (১৮৮৩) এবং 'জাতীয় নিগ্রহ' (১৯০২)। 'শিবাজী-বিজয়' নামক কাব্য-গ্রন্থটি অপ্রকাশিত। [৩, ২৪, ২৮]

নবীনচন্দ্র রায়, পণ্ডিত (? - ১৮৯০)। পাঞ্জাবপ্রবাসী খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী। নিজ প্রতিভা ও অধ্যবসায় বলে তিনি পাঞ্জাবের অবৈতনিক বিচারপতি, জাস্টিস্ অফ দি পীস, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, পরীক্ষক ও ডেপুটি রেজিস্ট্রার হয়েছিলেন। ১৮৮২ খ্রী· লাহোরে 'হিন্দু সভা' প্রতিষ্ঠিত হলে তার সম্পাদক হন। তিনি পাঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, কালীবাড়ির পৃষ্ঠপোষক এবং ১৮৬৫ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত 'আঞ্জুমান-ই-পাঞ্জাব' সাহিত্য সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। তিনি লাহোর ওরিয়েন্ট্যাল কলেজের অধ্যক্ষ পদেও নিযুক্ত হয়েছিলেন। রচিত গ্রন্থ: বাংলায় 'নারীধর্ম' এবং হিন্দীতে 'নবীন চন্দ্রোদয়' (ব্যকরণ), 'স্থিতিতত্ত্ব আউর গতিতত্ত্ব' ও 'জলস্থিতি জলগতি আউর বায়ু কা তত্ত্ব' (বিজ্ঞান)। তিনি মধ্যভারতের খাণ্ডোয়া জেলায় বিস্তীর্ণ জমি নিয়ে ঐ অঞ্চলে বাঙালী উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। অবসর-গ্রহণের পর মধ্যভারতের রতলামের মহারাজার মন্ত্রী হন। তাঁর কন্যা হেমন্তকুমারী চৌধুরী 'সুগৃহিণী' (১৮৮৮) নামে একখানি হিন্দী পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। [১, ৪]

নবীনচন্দ্র সেন (১০.২.১৮৪৭ - ২৩.১.১৯০৯) নোয়াপাড়া—চট্টগ্রাম। গোপীমোহন। চট্টগ্রাম স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৮৬৩), কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ·এ· (১৮৬৫) এবং জেনারেল অ্যাসেম্ব্রীজ ইনস্টিটিউশন থেকে বি·এ· (১৮৬৮) পাশ করেন। কলিকাতায় পড়াশুনা করার সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অকুণ্ঠ সাহায্য পান। কয়েক মাস হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ লাভ করেন (৩.৭.১৮৬৮)। কর্মজীবনে দক্ষতার পরিচয় রাখেন। ১৮৭৫ খ্রী· তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রকাশ হবার পর থেকে ঊর্ধ্বতন ইংরেজ কর্মচারীদের বিরাগভাজন হন। অবশেষে ১.৭.১৯০৪ খ্রী· তিনি অবসর গ্রহণ করেন। দেশপ্রেমিক কবি হিসাবেই তিনি বাঙলাদেশে খ্যাত। ছাত্রাবস্থায় 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় কবিতা লিখতেন। দেশপ্রেম ও আত্মচিন্তামূলক কবিতা-সঙ্কলন 'অবকাশরঞ্জিনী' (১ম ভাগ ১৮৭১) তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। 'রৈবতক' (১৮৮৭), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩), 'প্রভাস' (১৮৯৬) কাব্যত্রয়ীতে তিনি মহাভারত-বর্ণিত ঘটনার মৌলিক ব্যাখ্যা করেন। মোট ১৪টি গ্রন্থের মধ্যে 'ক্লিওপেট্রা', 'ভানুমতী', 'প্রবাসের পত্র', 'খৃষ্ট' ও 'অমিতাভ' উল্লেখযোগ্য। গীতা ও চণ্ডীর কাব্যানুবাদ করেন। 'আমার জীবন' তাঁর রচিত আত্মজীবনী। চট্টগ্রামের চা-শ্রমিকদের উপর গুলি চালনার (১৮৭৭) প্রতিবিধানে সচেষ্ট ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌কে বর্তমান রূপ দানে তাঁর উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য। [১, ৩, ৪, ৭, ৮, ২৮]

নবীন পণ্ডিত। তাঁর রচিত 'সারাবলী' গ্রন্থ ১৮৪৮ খ্রী· রেজারিও অ্যান্ড কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু মহাভারত, কেট্‌লী প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস, মার্সম্যানের ইতিহাস, স্টুয়ার্টের বাঙলার ইতিহাস প্রভৃতি থেকে সংগৃহীত হয়েছে। [১, ২]

নয়ন নন্দী। হরিপাল—হুগলী। ১৮শ শতাব্দীর শেষের দিকে সঙ্ঘটিত তন্তুবায় আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। [৫৬]

নয়নানন্দ দাস। ভরতপুর—মুর্শিদাবাদ। বাণীনাথ মিশ্র। এই প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র ও মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। পূর্বনাম ধ্রুবানন্দ মিশ্র। গৌরাঙ্গলীলা দর্শনমাত্র—কবিতায় তা বর্ণনা করার আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর ছিল। ১৫৮২ খ্রী· তিনি খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি 'প্রায়োভক্তি রসান্তর' গ্রন্থের রচয়িতা।

তাঁর রচিত বহুসংখ্যক পদের মধ্যে মাত্র ৯৬টি পদ পাওয়া যায়। [১]

নরনারায়ণ (? - ১৫৮৪) কুচবিহার। বিশ্বসিংহ। কুচবিহার রাজবংশের এই পরাক্রমশালী রাজা ১৫২৮ খ্রী· সিংহাসনে আরোহণ করেন। চিলা রায় বা শুক্রধ্বজ নামে সেনাপতি ভ্রাতার সাহায্যে তিনি কামরূপ, ডিমাপুর, শ্রীহট্ট, জয়ন্তিয়া প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন। তাঁর বিরাট সৈন্যবাহিনী ও বহু শত রণপোত ছিল। 'কালাপাহাড়ে'র আক্রমণে যেসব হিন্দু মন্দির বিনষ্ট হয়েছিল তিনি সেগুলির পুনর্নির্মাণ করেন। তার মধ্যে প্রসিদ্ধ কামরূপের মন্দিরটিও আছে। কামাখ্যা দেবীর বর্তমান মন্দির তিনিই নির্মাণ করিয়েছিলেন। মন্দির-অভ্যন্তরে নরনারায়ণ ও শুক্রধ্বজের প্রতিমূর্তি রক্ষিত আছে। এই বিদ্যোৎসাহী রাজার উৎসাহে পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ 'প্রয়োগরত্নমালা' নামে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও কবি রাম সরস্বতী শ্রীমদ্‌ভাগবতের পদ্যানুবাদ করেন। [১, ২৫]

নরসিংহ দত্ত, রায়বাহাদুর (১৮৫০ - জানুয়ারী ১৯১০) হাওড়া। হাওড়া জিলা স্কুল থেকে ১৮৬৪ খ্রী· প্রবেশিকা ও প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করেন। পরে বি·এল· পাশ করে অল্পকালের মধ্যেই হাওড়ার প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবীরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৯০ খ্রী· হাওড়ার সরকারী উকিল এবং ক্রমে নোটারী প্লাবিক (Notary Public) নিযুক্ত হন। ২২ বছর হাওড়া পৌরসভার সদস্য হিসাবে কাজ করেন। তাঁরই উদ্যোগে রামকৃষ্ণপুর ও শালকিয়ার ধনী ব্যবসায়ীদের অর্থে স্নানের ঘাট ও ইহুদি বণিক বেলিলিয়াসের সম্পত্তির আয় থেকে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। হাওড়ার টাউন হল নির্মাণেও তিনি প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। হাওড়ার একটি রাস্তা ও একটি কলেজ তাঁর নামাঙ্কিত। [১]

নরসিংহ নাড়িয়াল। নাড়লী গ্রামে বসতি ছিল ব'লে নাড়িয়াল পদবীর উৎপত্তি। আদি নিবাস—লাউড়—শ্রীহট্ট। পূর্বপুরুষ বৈদান্তিক ভাস্কর বল্লাল সেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত নরসিংহ দিনাজপুর-রাজ গণেশের সভাপণ্ডিত ও অমাত্য পদ লাভ করেন (১৩৬৮)। তাঁর পরামর্শে রাজা গণেশ তদানীন্তন নবাব সামসুদ্দিনকে পরাস্ত ও নিহত করে বঙ্গের স্বাধীন রাজা হন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজে তিনি একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। তা থেকেই ঐ সমাজে কাপের সৃষ্টি হয়। তাঁকে দ্বিতীয় চাণক্য বলা হত। তাঁর পুত্র কুবের পঞ্চানন বা কুবেরাচার্য শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহের মন্ত্রী ছিলেন। [১, ১৯১]

নরহর চৌধুরী (১৮শ শতাব্দী) বলরামপুর—মেদিনীপুর। শত্রুঘ্ন। জমিদার বংশে জন্ম। পিতার নির্দেশে তিনি কেদারকুণ্ড পরগনার ঘড়ুই উপজাতির বিদ্রোহ দমন করার ভার নেন এবং রাত্রিতে নিরস্ত্র ঘড়ুইদের এক সমাবেশের ওপর আক্রমণ চালিয়ে ৭ শত ঘড়ুইকে হত্যা করেন। বলা হয়, দুই স্থানে নিহতদের মুণ্ড ও দেহগুলি প্রোথিত হয়েছিল। সেই স্থান দু'টি 'মুণ্ডমারী' ও 'গর্দানমারী' নামে কুখ্যাত। নরহরের জমিদারী গ্রহণের পর ঘড়ুইগণ দ্বিতীয়বার বিদ্রোহী হয়। ১৭৭৩ খ্রী· তিনি ঠিক আগের মতই রাত্রিকালে আক্রমণ চালিয়ে বহু ঘড়ুইকে হত্যা করেন। [৫৬]

নরহরি চক্রবর্তী দ্র· ঘনশ্যাম চক্রবর্তী।

নরহরি দাস, সরকার ঠাকুর (১৪৭৮ - ১৫৪০) শ্রীখণ্ড—বর্ধমান। নারায়ণ। জাতিতে বৈদ্য। ভ্রাতা মুকুন্দ গৌড়াধিপতির চিকিৎসক ছিলেন। চৈতন্যদেবের মন্ত্রশিষ্য ও সহচর নরহরি দাস বৈষ্ণব সাহিত্য বলতে আজ যা বোঝায় সেই ধারার প্রবর্তক। গৌরলীলাত্মক কবিতা তিনিই প্রথম রচনা করেন। শ্রীখণ্ডে নিজ ভবনে তিনিই প্রথম গৌরনিতাই-মূর্তি স্থাপন করেন। 'ভক্তিচন্দ্রিকা পটোল', 'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত', 'ভক্তামৃতাষ্টক', 'নামামৃতসমুদ্র' 'গীতচন্দ্রোদয়' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। বিখ্যাত পদকর্তা লোচনদাস তাঁর শিষ্য। তাঁর মৃত্যুতিথি অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশী বৈষ্ণবদের একটি পালনীয় ধর্মীয় উৎসব-দিবস। [১, ২, ৪]

নরহরি বিশারদ (১৫শ শতাব্দী) নবদ্বীপ। বৈষ্ণব গ্রন্থানুসারে চৈতন্যদেবের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তীর সহাধ্যায়ী এবং শূলপাণির সমসাময়িক নরহরি বিশারদ তাঁর সময়ে গৌড়দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষী ছিলেন। ঐ সময়ে তাঁর সমকক্ষ মিথিলার প্রধান পণ্ডিত ছিলেন বাচস্পতি মিশ্র ও শঙ্কর মিশ্র। তিনি বরবাক শাহের রাজত্বকালে এবং সম্ভবত তাঁর উৎসাহে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত 'তত্ত্বচিন্তামণিটীকা' গ্রন্থ নবদ্বীপে ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই রচিত হয়ে থাকবে। বঙ্গদেশে নব্যন্যায়ের প্রথম প্রবর্তক বিখ্যাত পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম তাঁর পুত্র। সার্বভৌম পিতার কাছেই নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেছিলেন—অধ্যয়নের জন্য মিথিলায় যাননি। [৯০]

নরীসুন্দরী। কলিকাতার বিভিন্ন রঙ্গালয়ে প্রধানত সঙ্গীতপ্রধান স্ত্রী-চরিত্রে ১৮৯৪ খ্রী· থেকে ১৯২৬ খ্রী· পর্যন্ত অভিনয় করেছেন। কোমলা এবং সরলা নারী চরিত্রে অভিনয়ে বিশেষ দক্ষতা ছিল। ১৯২৬ খ্রী· শ্রীদুর্গা নাটকে 'ধরিত্রী'র ভূমিকায় শেষ অভিনয় করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকাবলী: 'দলনী' (১৮৯৬), 'সূর্যমুখী' (১৯০১), 'বিজয়া' (১৯০৩), 'মেহের' (১৯০৫), 'ছায়া' (১৯১১) প্রভৃতি। [৩]

নরেন ঘোষ (১৯০৫ - ১৬·৫·১৯৮৫) টাঙ্গাইল—ময়মনসিংহ। অনুশীলন সমিতির সদস্য হিসাবে বিশের দশকে দু বছর বর্মায় কাটান। আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় দশ বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। এছাড়াও তাঁকে বন্দীজীবন কাটাতে হয়েছে। আন্দামানে থাকার সময় কম্যুনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণ করেন। ১৯৪৬ খ্রী· মুক্ত হয়ে কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য পদ লাভ করে ময়মনসিংহ জেলায় পার্টি সংগঠনে তৎপর হন। ১৯৪৯ খ্রী· পার্টি বেআইনী ঘোষিত হলে তিনি চার বছর আত্মগোপন করে থাকাকালে কলিকাতায় এসে পার্টির

কাজ করেন। ১৯৬৪ খ্রী· পার্টি বিভক্ত হলে তিনি মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে আমৃত্যু পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে বাস্তুহারা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। [১৪৯]

নরেন দত্ত, ক্যাপ্টেন (২১·৯·১৮৮৪ - ৬·৪·১৯৪৯) শ্রীকাইল—ত্রিপুরা। কৃষ্ণকুমার। প্রখ্যাত ভেষজশিল্প প্রতিষ্ঠান 'বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানী'র সংগঠক ও পরিচালক। পিতা চট্টগ্রামে দরিদ্র স্কুল-শিক্ষক ছিলেন। ক্ষেতমজুরী ও মুদির দোকানে কাজ করে অতিকষ্টে নিম্ন-প্রাথমিক ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাশ করেন। তারপর কুমিল্লা শহরে এসে ছাত্র পড়িয়ে ও শাকসবজি বিক্রি করে শিক্ষার খরচ যুগিয়ে পড়াশুনা করেন। এফ·এ· পাশ করে ডাক্তারী পড়ার জন্য কলিকাতায় এসে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। খরচ চালাবার জন্য এসময়ে সাধারণত তিনি খিদিরপুর ডকে রাত্রিতে ডক-কুলির কাজ করতেন। তাঁর এই উদাম ও কষ্টসহিষ্ণুতার কথা ঐ কলেজের অধ্যক্ষ কালভার্ট সাহেব জানতে পেরে তাঁকে সাহায্য করেন এবং ডাক্তারী পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরই সুপারিশে তিনি প্রথম মহাযুদ্ধে ইমার্জেন্সী কমিশন পেয়ে আই·এম·এস·-এর চাকরি পান। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন শিবিরে ৯ বছর কাজ করে প্রচুর অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি দেশে ফেরেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বাঙালীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ঔষধের কারখানা বেঙ্গল ইমিউনিটি ১৯২৩ - ২৪ খ্রী· নাগাদ সঙ্কটে পড়ে। এই সময় ঋণগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার ভার তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করে তাকে সুসংগঠিত রূপ দান করেন। বেঙ্গল ইমিউনিটি ছাড়া র‍্যাডিক্যাল লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং লি·, ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কোং লি·, ইন্ডিয়ান রিসার্চ ইনস্টিটিউট লি· এবং ভারতী প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং কোং লি· প্রভৃতির গঠন ও গঠনকার্যে সহায়তা করেছেন। প্রধান অংশী হয়ে 'যুগান্তর' পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ফজলুল হকের 'নবযুগ' কাগজ ও ছাপাখানা ক্রয় করে নিয়ে তা পরিচালনা করেন। রাজনীতিক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জন দাশের ভক্ত ও সুভাষচন্দ্রের সহচর ছিলেন। সহাধ্যায়ী ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রে কুমিল্লা অভয় আশ্রমে বহু অর্থ সাহায্য করেছেন। ১৯৪১ খ্রী· গ্রামে কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। 'নবশক্তি' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ছিলেন। তাঁর অপর কীর্তি 'বেঙ্গল ইমিউনিটি রিসার্চ ইনস্টিটিউট'। আইনবিদ্ কামিনী দত্ত তাঁর অগ্রজ। বিপ্লবী কাজে তাঁর সমর্থন ছিল। চট্টগ্রাম বিপ্লবীদেরও তিনি সাহায্য করেছেন। [১, ৭, ১৪৪, ১৭৮]

নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, মহারাজ বাহাদুর (১০·১০·১৮২২ - ২০·৩·১৯০৩) কলিকাতা। রাজকৃষ্ণ। শোভাবাজার রাজপরিবারে জন্ম। ১৮৩৯ খ্রী· পর্যন্ত হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। ইংরেজী, আরবী, ফারসী, হিন্দুস্থানী ও বাংলা ভাষায় তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। সরকার কর্তৃক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের পদে নিয়োজিত হন। কলিকাতা পৌর শাসনের কমিশনার পদেও নিযুক্ত ছিলেন। পরে সরকারী পদ ত্যাগ করে তৎকালীন রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা-কালে (১৮৬১) সভাপতি ও পরে সহসভাপতিরূপে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সিভিল সার্ভিসে বয়স সম্বন্ধীয় আন্দোলনেও যোগ দেন। এ ব্যাপারে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভায় (২৪·৩·১৮৭৭) তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৮৭৮ খ্রী· লর্ড লিটনের কাছে তিনি যে প্রতিনিধি-দলের নেতৃত্ব করেন, তার দাবি ছিল ম্যাঞ্চেস্টারে প্রস্তুত কাপড়ের আমদানী শুল্ক রহিত না করা। কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় (২য়) সম্মেলনের শেষ দিনে তিনি সভাপতি হন। 'ভারতীয় সঙ্গীত সমাজে'র সভাপতি ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মেয়ো হাসপাতাল, জাতীয় গ্রন্থাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নানাভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ডায়মন্ডহারবার হাতীগঞ্জ হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। [১, ৮, ১১৬]

নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, ড· (১১·১১·১৯০৩ - ২০·১১·১৯৭৪)। খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ্ ও শিক্ষাবিদ্। রাজশাহী কলেজের ও কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। এম·এ· পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৩৪ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন এবং পরে আশুতোষ অধ্যাপক-পদে উন্নীত হন। বিভাগীয় প্রধান হিসাবে ১৯৬৮ খ্রী· অবসর নেন। প্রাচীন বঙ্গের ইতিহাস ক্ষেত্রে নূতন নূতন তথ্য সংগ্রহ ও সংযোজনে একজন কৃতবিদ্য ইতিহাসবেত্তারূপে তিনি পাশ্চাত্য দেশেও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার নিয়মিত লেখকরূপে সম্মানিত ছিলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'ইকনমিক হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল' (৩ খণ্ড), 'রণজিৎ সিংহ', 'হাইদার আলি' এবং 'রাইজ অফ দি শিখ পাওয়ার'। তা ছাড়া বহু ঐতিহাসিক দলিলের সম্পাদনায় তাঁর কৃতিত্ব অপরিসীম। দীর্ঘকাল 'বেঙ্গল পাস্ট অ্যান্ড প্রেসেন্ট' এবং 'ইতিহাস' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় মৌলিক অবদানের জন্য ১৯৬৪ খ্রী· এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে 'যদুনাথ সরকার সুবর্ণ পদক' দ্বারা সম্মানিত করে। [১৬]

নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত (২৫·১১·১৮৭৮ - ১৫·৪·১৯৬২) কালীকচ্ছ—ত্রিপুরা। মহেশচন্দ্র। মাত্র ন'মাস বয়সে পিতৃহীন হন। মাতার অধ্যবসায়ে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে শিক্ষালাভ করেন। কলিকাতা রিপন (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ) কলেজ থেকে ১৯০৫ খ্রী· আইনের স্নাতক হন। কুমিল্লায় আইন ব্যবসায় শুরু করে দেওয়ানী আদালতে অল্পদিনেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। জননেতা অখিলচন্দ্র দত্তের পরামর্শে ও ঔষধ-ব্যবসায়ী মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রেরণায় ১৯১৪ খ্রী· কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের পত্তন করেন। ঘোষিত মূলধন ৪ হাজার টাকা এবং আদায়ীকৃত মূলধন আড়াই হাজার টাকা। তার মধ্যে নিজের বাড়ি বিক্রি করে জোগাড় করেন দেড়

হাজার টাকা। প্রথম দিকে ব্যাঙ্ক থেকে তিনি মাইনে নিতেন মাসিক ৮ টাকা। পূর্ব ভারতের আর্থিক মূল্যায়ন (ইকনমিক সার্ভে) তিনি নিজের মত করেই করেছিলেন এবং সেখানকার প্রধান শিল্প হিসাবে অন্যতম চা-শিল্পে লগ্নী করা শুরু করেন। চা-বাগান ও আনুষঙ্গিক সম্পত্তি কেনার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ দানের ব্যবস্থা করে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের আর্থিক বনিয়াদ গড়ে তোলেন। পরে ভারতের বড় বড় ব্যাঙ্কের সঙ্গে যখন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হল, তখন তিনি অন্য ব্যাঙ্কের সঙ্গে মিশে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বাঙ্গালী ব্যাঙ্কগুলি একত্র করে সুদৃঢ় ভিত্তিতে আজকের ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া নামে চালু করার ব্যাপারে তদানীন্তন বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রধান কর্ণধার জ্যোতিষচন্দ্র দাসের অবদানও উল্লেখযোগ্য। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বাঙলার অর্থনৈতিক বনিয়াদ দৃঢ় করা ও কলকারখানার সংখ্যা বাড়ানোই তাঁর ব্যবসায়ের মূলনীতি হয়। জনসেবামূলক কাজে অর্থ সাহায্য করেছেন। [১৭, ৮২]

নরেন্দ্র দেব (৭.৭.১৮৮৮ - ১৯.৪.১৯৭১) ঠনঠনিয়া—কলিকাতা। নগেন্দ্রচন্দ্র। কলিকাতার তৎকালীন বনেদী ও প্রগতিশীল পরিবারে জন্ম। জ্যেঠামহাশয় উপেন্দ্রচন্দ্র ছিলেন ডিরোজিওর শিষ্য। যৌবনে জ্ঞাতি-দাদা রাজেন দেবের প্রভাবে গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দিলেও সাহিত্য-ক্ষেত্রেই জীবন কাটিয়েছেন। মেট্রোপলিটন স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পাশ করেন, কিন্তু স্বাস্থ্যের কারণে কলেজী শিক্ষালাভ হয় নি। তবে সারা জীবন পড়াশুনার মধ্যেই নিয়োজিত থাকেন। ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা' পত্রিকাতে তাঁর প্রথম কবিতা ছাপা হয়। তাঁর রচিত প্রথম গল্পগ্রন্থ 'চতুর্বেদাশ্রম', প্রথম উপন্যাস 'গরমিল' ও প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বসুধারা'। 'ওমর খৈয়াম'-এর কাব্যানুবাদ প্রকাশের (১৯২৬) সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর খ্যাতি বিস্তৃত হয়। গল্প, উপন্যাস, কবিতা এবং শিশুসাহিত্য—সর্বক্ষেত্রেই তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'ভারতী', 'কল্লোল' ও 'কৃত্তিবাস'—বাংলা সাহিত্যের তিন যুগের এই পত্রিকাগুলির লেখক-গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর সমান হৃদ্যতা ছিল। তিনি বিখ্যাত নাট্য-সাপ্তাহিক 'নাচঘরের' এবং প্রথম চলচ্চিত্র সাপ্তাহিক 'বায়োস্কোপে'র পরিচালক ছিলেন। ছোটদের জন্য প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'পাঠশালা' তিনি দীর্ঘ পনের বৎসর সম্পাদনা করেন। সাহিত্যজীবনে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অক্ষয় বড়াল, কান্তকবি, নজরুল, মোহিতলাল এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অন্তরঙ্গ ছিলেন। আবার সিনেমা-থিয়েটারের তৎকালীন শিল্পীরাও তাঁর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। বালবিধবা সাহিত্যিক রাধারাণীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ সেকালের এক আলোচ্য বিষয় ছিল। এ বিবাহে রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাণী প্রেরণ করেন ও শরৎচন্দ্র উপস্থিত থাকেন। তাঁর রচিত প্রথম ছোটদের নাটক 'ফুলের আয়না' নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ষ্টার মঞ্চে প্রযোজনা করেন। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: ভ্রমণ-কাহিনী—'রাজপুতের দেশে', 'সাহেব-বিবির দেশে'; উপন্যাস—'আকাশ কুসুম', 'মানুষের মন'; কিশোর সাহিত্য—'অনেক দিনের কথা', 'আনন্দ মেলা' প্রভৃতি। ১৯৫০ খ্রী· ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স-সহ পশ্চিম ইউরোপ এবং ১৯৫৪ খ্রী· রাশিয়া, ফিনল্যান্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়া ভ্রমণ করেন। তিনি 'মৌচাক পুরস্কার' (১৯৬৪), 'ভুবনেশ্বরী স্বর্ণপদক' এবং 'শিশিরকুমার পুরস্কার' (১৯৭১) লাভ করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দু'বার সহ-সভাপতি, বেঙ্গল পি·ই·এন·, শিশুসাহিত্য পরিষদ্, শরৎ সাহিত্য পরিষদ্ প্রভৃতির সভাপতি ছিলেন। ক্যালকাটা কেমিক্যাল ও রবীন্দ্র ভারতীর সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। [৪, ১৬]

নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮০ - ২৭.১.১৯৬৬)। আদি নিবাস ঢাকা। কলিকাতায় জন্ম। শ্যামাচরণ। ক্যালকাটা হাইস্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে বঙ্গবাসী কলেজে পড়ার সময় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের স্বদেশী আন্দোলন, সুরেন্দ্রনাথের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন, সরলাদেবী চৌধুরানীর বৈপ্লবিক সংগঠন প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রাখতেন। তালতলা হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার কাজে ও তালতলা লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উৎসাহী কর্মী ছিলেন। পরবর্তী জীবনে ঐতিহাসিক গবেষণায় লিপ্ত হয়ে স্যার ইভান কটনের অনুরোধে 'ক্যালকাটা থিওসফিক্যাল সোসাইটি' ও তার মুখপত্র 'বেঙ্গল পাস্ট এন্ড প্রেজেন্ট'-এর পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন (১৯২৪)। ১৯২৭ খ্রী· উক্ত সোসাইটির অবৈতনিক ম্যানেজার ও পত্রিকার সহসম্পাদক নির্বাচিত হয়ে সেই কাজে দীর্ঘদিন যুক্ত থাকেন। ১৯৩২ খ্রী· 'অল্ ইন্ডিয়া লাইব্রেরী কন্‌ফারেন্স'-এর সভ্য ও অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। শেষের দিকে কলিকাতা হিস্টোরিক্যাল সোসাইটির সহ-সভাপতি ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা: 'The Kohinoor', 'Peeps into the Social Life of Bengal in the 18th Century', 'History of the Eden Garden', 'History of the Calcutta Cricket Club', 'Library and Library Administration' প্রভৃতি। [১৭৪]

নরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০৪ - ১৯৬৭) বানারীপাড়া—বরিশাল। ব্রজেন্দ্রনাথ। বরিশাল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে ১৯২২ খ্রী· কলিকাতা গর্ভনমেন্ট আর্ট স্কুলে ব্যবহারিক কলা বিভাগে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি শিশুসাহিত্য-প্রকাশক ভট্টাচার্য অ্যান্ড সন্স-এর সঙ্গে এবং পরবর্তী কালে শিশু সাহিত্য সংসদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। 'ছবি আঁকা' (৪ খণ্ড) তাঁর নিজের পরিকল্পিত ও অঙ্কিত পুস্তিকা। 'ছড়াছবিতে পাখি', 'ছড়াছবিতে অ আ ক খ', 'নিজে কর', 'খেলার পড়া', 'পড়া শেখা', 'আমরা বাঙালী' প্রভৃতি ছোটদের বিভিন্ন বই-এর শোভাবর্ধক ছবি ও প্রচ্ছদপট তাঁর ব্যবহারিক শিল্পের উৎকর্ষের পরিচয় দেয়। দৃশ্যচিত্র ও প্রতিকৃতি অঙ্কনেও পারদর্শী ছিলেন। বাঙলার কিশোর-কিশোরীদের মাসিকপত্র অধুনালুপ্ত 'কৈশোরিকা'র সঙ্গে চিত্রশিল্পী হিসাবে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ ছিল। [১৪৯]

নরেন্দ্রনাথ বসু (৪·১২·১২৯৭ - ২৯·৭·১৩৭১ ব·) সোনারপুর—চব্বিশ পরগনা। উপেন্দ্রনারায়ণ। তিনি প্রবেশিকা পড়বার সময় ১৩১৪ ব· মাসিক 'ছাত্রসখা' এবং ১৩১৫ ব· বিজ্ঞান সভার রসায়ন বিভাগে 'বিজ্ঞান দর্পণ' পত্রিকা পরিচালনা করেছিলেন। ১৩৩০ ব· সাপ্তাহিক ও পরে ১৩৩১ - ১৩৩৩ ব· মাসিক 'বাঁশরী', ১৩৪১ ব· 'রবিবাসর', ১৩৪৩ - ১৩৪৪ ব· 'সঞ্জীবনী' এবং ১৩৫৩ ব· শারদীয়া সংখ্যা 'উষা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'পূজা', 'তাম্রকূট না কূট' প্রভৃতি, 'মানসকমল' (গল্প), 'খাদ্যকথা' (বিজ্ঞান) এবং 'আসামের সুদূর প্রান্তে' (ভ্রমণ কাহিনী)। সম্পাদিত গ্রন্থ: 'ব্রহ্ম-প্রবাসে শরৎচন্দ্র' (১৩৪৭ ব·)। ১৩৪৬ ব· তিনি বোম্বাই বঙ্গ সাহিত্য-সভা প্রতিষ্ঠা করেন। [৪]

নরেন্দ্রনাথ মিত্র (বাদলবাবু) (১৮৯৩ - ১৪·৯·১৯৬৯) আঝাপুর—বর্ধমান। আঝাপুর গ্রামের প্রথম বি·এ· সুরেন্দ্রনাথ। জনদরদী চিকিৎসক। ১৯১০ খ্রী· সাঁওতাল পরগনার জামতারা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ও ১৯১৬ খ্রী· ফিজিওলজিতে এম·এস-সি· পাশ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রাবস্থায় ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে শিশির ভাদুড়ী ও নরেশ মিত্রের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৯২২ খ্রী· প্রথম স্থান অধিকার করে এম·বি পাশ করেন। ১৯২৩ খ্রী· সরকারী চাকরি ছেড়ে গ্রামে গিয়ে দুঃস্থ ও দরিদ্র জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনিই প্রথম চিকিৎসক যিনি বর্ধমান জেলার গ্রামাঞ্চল থেকে সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে কালাজ্বর রোগ নির্মূল করার সংকল্প গ্রহণ করেন এবং বহুলাংশে সফল হন। [১৪৯]

নরেন্দ্রনাথ মিত্র (৩০·১·১৯১৭ - ১৪·৯·১৯৭৫) সদরদি—ফরিদপুর। মহেন্দ্রনাথ। প্রখ্যাত কথাশিল্পী। ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আই·এ· এবং কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করেন। গৃহ-শিক্ষকতাই তখন তাঁর রোজগারের প্রধান অবলম্বন ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-কালে তিনি অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীতে চেকারের কাজে কিছুদিন নিযুক্ত থেকে পরে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসাবে বেছে নেন। 'দৈনিক কৃষক', 'সত্যযুগ' প্রভৃতি কাগজে কাজ করে ১৯৫০ খ্রী· থেকে আমৃত্যু আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা: শতাধিক। তাঁর প্রথম লেখা 'মুখ' কবিতা প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ খ্রী· দেশ পত্রিকায়। ২-৩ বছরের মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের সঙ্গে একত্রে 'জোনাকি' কবিতাগ্রন্থ প্রকাশ করেন। 'নিরিবিলি' তাঁর একমাত্র কবিতা গ্রন্থ। প্রথম বয়সের ছোট গল্প রয়েছে 'অসমতল' ও 'হলদে বাড়ী' পুস্তকদ্বয়ে। উল্লেখযোগ্য ছোট ও বড় গল্প: 'সন্ধান', 'চোর', 'এক পোয়া দুধ', 'একটি প্রেমের গল্প', 'রস', 'দ্বিবচন', 'বিবাহবাসর', 'পালঙ্ক', 'রত্নাবাই', 'চাঁদমিয়া', 'শ্বেতময়ূর', 'সংসার', 'দ্বৈরথ' প্রভৃতি। প্রথম উপন্যাস 'দ্বীপপুঞ্জ' ১৯৪৭ খ্রী· দেশ পত্রিকায় 'হরিবংশ' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাস: 'চেনামহল', 'সহৃদয়', 'তিন দিন তিন রাত্রি', 'সূর্যসাক্ষী', 'গোধূলি', 'শুক্লপক্ষ', 'ছাত্রী', 'দেবযান', 'দূরভাষিণী', 'বিলম্বিত লয়' প্রভৃতি। 'শিল্পীর স্বাধীনতা', 'সাহিত্য প্রসঙ্গ', 'আত্মকথা', 'ফিরে দেখা', 'গল্প লেখার গল্প' ইত্যাদি তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থ। তাঁর রচিত গল্প 'হেডমাস্টার' ও 'মহানগর' চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। গল্প দুইটির প্রথমটি ফরাসী ভাষায় এবং দ্বিতীয়টি কানাড়ি ও মারাঠি ভাষায়ও অনূদিত হয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যেমন তিনি প্রচুর লিখেছেন, তেমনই সিনেমা ও থিয়েটারে তাঁর লেখা অনেক বই নাট্যাকারে অভিনীত হয়েছে। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে পরম মমতায় চরিত্র ফুটিয়ে তোলায় তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। [১৬, ১৪৯]

নরেন্দ্রনাথ লাহা (১২৯৩ - ২৯·৭·১৩৭২ ব·) কলিকাতা। প্রখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী হৃষীকেশ। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এম·এ· পাশ করেন। ১৯১৬ খ্রী· প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান ও ১৯২২ খ্রী· পি-এইচ·ডি· হন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায়, বিশেষত ভারততত্ত্বে, তাঁর যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল। ইংরেজী ও বাংলায় মোট ১৮ টি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। বহুদিন 'Indian Historical Quarterly', 'সুবর্ণ বণিক সমাচার', 'সাহিত্য-পরিষদ্-পত্রিকা' সম্পাদনা করেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'ভারতে শিক্ষা বিস্তার', 'প্রাচীন হিন্দু দণ্ডনীতি', 'দেশবিদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো' ইত্যাদি। ব্যবসার ক্ষেত্রেও সাফল্য অর্জন করেছিলেন। বঙ্গীয় জাতীয় বণিকসভার সভাপতি, কলিকাতার শেরিফ এবং প্রথম ও দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন। [৪, ২৬]

নরেন্দ্রনাথ সেন, রায়বাহাদুর (২০·২·১৮৪৩ - ১·৭·১৯১১) কলুটোলা—কলিকাতা। হরিমোহন। বিখ্যাত রামকমল সেনের পৌত্র। হিন্দু কলেজে ও ক্যাপ্টেন পামারের নিকট শিক্ষালাভ। ছাত্রজীবনেই 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ শুরু করেন। ১৮৬১ খ্রী· 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হলে তাতে প্রবন্ধাদি লিখতেন। পেশাতে অ্যাটর্নি ছিলেন। 'ইন্ডিয়ান মিরর' দৈনিকে পরিণত হলে প্রতাপ মজুমদারের পরিবর্তে তিনি তার সম্পাদক হন এবং আমৃত্যু সে দায়িত্ব পালন করেন। শেষের দিকে তার স্বত্বাধিকারী হয়েছিলেন। তৎকালীন রাজনীতিতেও অংশ নিয়েছিলেন। লাট সাহেবদের নিকট সেকালের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রতিনিধি হয়ে তিনি আবেদন জানাতে যেতেন। ১৮৮৫ খ্রী· বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশনে অত্যল্প কয়েকজন বাঙালীর মধ্যে তিনিও উপস্থিত ছিলেন। ১৮৮৭ খ্রী· মাদ্রাজ অধিবেশনে প্রতিনিধি ছিলেন। ১৮৯৭ - ৯৯ খ্রী· কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানের কমিশনাররূপে কাজ করেন। পরে সরকারের সঙ্গে দ্বিমত হওয়ায় অন্যান্যদের সঙ্গে ঐ পদ ত্যাগ করেন। ৮·৫·১৯০৫ খ্রী· টাউন হলের বয়কট প্রস্তাব-সভার সভাপতি ছিলেন। ৭·৮·১৯০৬ খ্রী· গ্রীয়ার

পার্কে প্রথম যে সভায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় তারও তিনি সভাপতি ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সমর্থক, বিধবা-বিবাহের উৎসাহী সমর্থক, বাল্যবিবাহ ও বিলাত-ফেরতদের প্রায়শ্চিত্তের বিরোধী এবং সারাজীবন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রবক্তা ছিলেন। কলিকাতার বহু সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের মতে দেশে যখন সরকার-বিরোধী মনোভাব প্রবল সেই সময়ে 'সুলভ সমাচার' নামে সরকারী প্রচার-পত্রের সম্পাদনা (১৯১১) নরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনের একমাত্র বিচ্যুতি। 'A Lecture on the Marriage Law in India' এবং 'A Needed Disclaimer' তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। [১, ৮, ৫০, ১২৪]

নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী (? - ১৯১১) বাগমারা—পাবনা। বাঙলার বিপ্লব-আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী। জঙ্গলের পথে চলা-কালে বাঘের আক্রমণ থেকে বৈপ্লবিক কাজে শিক্ষানবিশ এক সঙ্গী যুবককে বাঁচাতে তিনি ও অবিনাশচন্দ্র রায় বাঘের সঙ্গে লড়াই করেন। এই সংগ্রামে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হয়ে মারা যান। [১৩৯]

নরেন্দ্রমোহন ঘোষ চৌধুরী। লক্ষ্মীপুর—নোয়াখালি। গ্রামের স্কুলের ছাত্র অবস্থায় পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার এড়াতে বরিশাল চলে এসে ব্রজমোহন স্কুলে ভর্তি হন। এখানে শিক্ষক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে এসে বিপ্লবী কর্মে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯০৮ খ্রী· তাঁর নেতৃত্বে একটি স্বদেশী ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়। ১৯০৯ থেকে ১৯১২ খ্রী· মধ্যে বরিশালের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত স্বদেশী ডাকাতিতে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। ১৯১১ খ্রী· গ্রেপ্তার হয়ে এক বছর জামিনে মুক্ত থাকা-কালে নোয়াখালিতে এক মাইনর স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯১৩ খ্রী· প্রধান কর্মকেন্দ্র বরিশাল থেকে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হলে সতীন সেন, যোগেন বসু, সুরেশ চ্যাটার্জী প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট সহকর্মীর সঙ্গে তিনি কলিকাতায় চলে যান। ২৬·৮·১৯১৪ খ্রী· রডা কোম্পানীর মশার পিস্তল অপহরণ কাজে তিনিও যুক্ত ছিলেন। ১৯১৫ খ্রী· তাঁর নেতৃত্বে হেদুয়া দীঘির ধারে সকালবেলা পুলিস কর্মচারী সুরেশ মুখার্জী নিহত হন। ৩০·৯·১৯১৫ খ্রী· নদীয়া জেলার শিবপুর গ্রামে ডাকাতি করতে গিয়ে দলের অন্যান্য অনেকের সঙ্গে ধৃত হন। এই মামলায় হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ব্যাকরণতীর্থের দশ বছর দ্বীপান্তর বাসের ও অপর আট জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের সাজা হয়। ১৯২৭ খ্রী· অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে তাঁকেও আন্দামান থেকে কলিকাতার জেলে আনা হয়। এখান থেকে মুক্তি পাবার পর তাঁর রাজনৈতিক জীবন স্তিমিত হয়ে যায়। শেষ জীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে কেটেছে। [১১৪]

নরেন্দ্রমোহন সাহা (২৬·১০·১৮৭৫ - ১৩·১০·১৯৩৫) বিনানই—ময়মনসিংহ। সামান্য লেখাপড়া শিখে বিলাতী হাওয়ার্থ কোম্পানীতে চাকরি নেন। ক্রমে ঐ কোম্পানীর অংশীদার হন এবং পরে নিজেই একজন প্রধান পাট-ব্যবসায়ী হয়ে ওঠেন। স্বনামে ও অন্য নামে সাতটি পাট-ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। পাট-শিল্পে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিরূপে মিল-মালিকদের আস্থাভাজন ছিলেন। নানা সৎকাজে অর্থসাহায্য করতেন। [১]

নরেন্দ্রমোহন সেন (আগস্ট ১৮৮৭ ?? - ২৩·১·১৯৬১) আমিনপুর—ঢাকা। শিক্ষাবিভাগের পদস্থ কর্মচারী প্রভাতকুমার। ১৭ বছর বয়সে ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে পড়ার সময় বাল্যকালের গৃহশিক্ষক পুলিন দাসের প্রভাবে গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৯১০ খ্রী· পুলিন দাস গ্রেপ্তার হলে দলের কাজকর্ম পরিচালনা করতেন। ১৯১৪ খ্রী· গ্রেপ্তার হন ও ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩ আইনে বিভিন্ন জেলে বন্দী থাকেন। ধৃত হবার আগেই সহকর্মী কেদারেশ্বর গুহকে জাপান ও সুদূর প্রাচ্যে প্রেরণ করেন। ১৯২১ খ্রী· মুক্তিলাভ করেই অপর সহকর্মী গোপেন চক্রবর্তীকে রাশিয়ায় পাঠান। এই বছর অসহযোগ আন্দোলনের সময় কংগ্রেসে যোগ দেন ও ঢাকা জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক নির্বাচিত হন। দিল্লী কংগ্রেসের (১৯২৩) সময় অনেক বিপ্লবী সরকার কর্তৃক ধৃত হওয়ায় তিনি আত্মগোপন করে দু'বছর সাংগঠনিক কাজে সারা ভারত ও বাঙলাদেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন। ১৯২৫ খ্রী· ঢাকা শহরে গ্রেপ্তার হন। আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী থাকার সময় পদস্থ গোয়েন্দা ভূপেন চট্টোপাধ্যায় নিহত (২৮·৫·১৯২৬) হলে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীর সঙ্গে তাঁকেও ব্রহ্মদেশের জেলে পাঠান হয়। এখানেই তাঁর চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটে। ১৯২৯ খ্রী· মুক্তিলাভের পর রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন ও নরেন মহারাজ নামে পরিচিত হন। মিশনের রাঁচী যক্ষ্মা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। [৩, ১০]

নরেন্দ্রলাল খাঁ, রাজা (১৭·৯·১৮৬৭ - ১৫·২·১৯২০) নাড়াজোল—মেদিনীপুর। রাজা মহেন্দ্রলাল। ব্রিটিশ সরকারের হাতে নিগৃহীত দেশহিতৈষী জমিদার। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। 'পরিবাদিনী শিক্ষা' গ্রন্থের রচয়িতা। [৪]

নরেশচন্দ্র চৌধুরী১ (১৮৯২ - ১৯২৮)। নান্দিনা—ময়মনসিংহ। প্রসন্নচন্দ্র। তিনি ছাত্রাবস্থায় অরবিন্দ ঘোষ ও যতীন মুখার্জীর সাহচর্যে বিপ্লবী দল সংগঠনে অংশ নেন। কিশোরগঞ্জ ষড়যন্ত্র মামলায় দীর্ঘকাল কারাবাস করেন। অসহযোগ আন্দোলন ও তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ময়মনসিংহে স্বরাজ্যদল সংগঠনের সময় তিনি পুনর্বার গ্রেপ্তার হন। জেলের মধ্যে একাধিক পুস্তক রচনা করেন। রচিত গ্রন্থ : 'কোরিয়ার ছাত্র', 'নির্বাসিতের দেশ', 'শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর জীবনী' প্রভৃতি। মানসী ও মর্মবাণী পত্রিকায় তাঁর অনেক দেশাত্মবোধক কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। জেলে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। মুক্তির পর মৃত্যু ঘটে। তাঁর অগ্রজ রমেশচন্দ্র ঢাকা অনুশীলন দলের নেতা ছিলেন [১০, ১৪৯]

নরেশচন্দ্র চৌধুরী২ (১৯০২ - ২০.৪.১৯৩৬)। নোয়াখালী জেলার এই বিশিষ্ট কংগ্রেস-কর্মী এম.এ. পাশ করে নোয়াখালীর 'কুমার অরুণচন্দ্র হাই স্কুলে' শিক্ষকতা করেন। নোয়াখালী ছাত্র সংসদ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন। ২৬ জানুয়ারী ১৯৩২ খ্রী. জাতীয় পতাকা উত্তোলনের অপরাধে দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। জেল থেকে বেরিয়ে যক্ষ্মা-রোগাক্রান্ত হয়ে চিতোর স্বাস্থ্য-নিবাসে মারা যান। [১৪৯]

নরেশচন্দ্র মিত্র (১৮৮৮ - ২৫.৯.১৯৬৮) আগরতলা—ত্রিপুরা। বঙ্কুবিহারী। ১৯০৮ খ্রী. ছাত্রাবস্থায় ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে নবীনচন্দ্র সেন রচিত 'কুরুক্ষেত্র' নাটকে তিনি 'দুর্বাসা'র ভূমিকায় অভিনয় করেন—শিশিরকুমার ছিলেন 'অভিমন্যু'। ১৯১৪ খ্রী. আইনের স্নাতক হন। কিন্তু অভিনেতার জীবনকেই শেষ পর্যন্ত বেছে নিয়েছিলেন। শিশিরকুমারের সঙ্গে বাঙলার নাট্যান্দোলনে নবযুগ প্রবর্তনে অগ্রণী ছিলেন। মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে পেশাদাররূপে যোগ দিয়ে প্রথম অভিনয় করেন 'প্যালারামের স্বাদেশিকতা' নাটকে (১৯২২)। পরের বছর ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জুন' নাটকে 'শকুনি'র ভূমিকায় অভিনয় করে বিখ্যাত হন। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে প্রথমে 'চাণক্য' পরে কাত্যায়নে'র ভূমিকায় তাঁর অভিনয় বিশেষভাবে স্মরণীয়। অমধুর কণ্ঠস্বর সম্বল করে সুদীর্ঘকাল রঙ্গমঞ্চে ও চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। যাত্রাশিল্পেও যোগ দিয়ে প্রতিভার ছাপ রেখে যান। ৮০ বছর বয়সে মৃত্যুর তিন দিন আগে 'সোনাই দীঘি' ও 'বাঙালী' নামে দু'টি যাত্রা-নাটকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেন। মূলত খল এবং টাইপ চরিত্রে তাঁর স্বকীয়তা ছিল। তাঁর অভিনীত ও পরিচালিত নির্বাক চিত্র: 'চন্দ্রনাথ', 'নৌকাডুবি', 'দেবদাস', 'মানভঞ্জন' প্রভৃতি। প্রথম নির্বাক্ অভিনয় 'আঁধারে আলো' (১৯২২) চিত্রে। অনেক বিখ্যাত সবাক্ চিত্রের তিনি পরিচালক ও অভিনেতা। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: 'স্বয়ংসিদ্ধা', 'বাংলার মেয়ে', 'গোরা', 'অন্নপূর্ণার মন্দির', 'বৌঠাকুরাণীর হাট', 'উল্কা', 'কালিন্দী' প্রভৃতি। পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের (১৯৬৭) নাট্য শাখার তিনি সভাপতি ছিলেন। [৩, ১৬]

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত১ (৩.৫.১৮৮২ - ১৭.৯.১৯৬৪) বাঁশী—টাঙ্গাইল। মহেশচন্দ্র। লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী, অধ্যাপক ও প্রগতিশীল সাহিত্যিক। ১৯০৬ খ্রী. ওকালতি পাশ করে হাইকোর্টে যোগ দেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজে অধ্যাপনা করেন। প্রাচীন ভারতের ব্যবহার ও সমাজনীতি বিষয়ে গবেষণা করে ১৯১৪ খ্রী. ডি.এল. উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯১৭ খ্রী. ঢাকা আইন কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হন। ১৯২০ - ২৪ খ্রী. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক ছিলেন। আইন-উপদেষ্টা হিসাবে তাঁর খ্যাতি বিস্তৃতি লাভ করে। পুনরায় কলিকাতায় আইন ব্যবসায় শুরু করেন। ১৯৫০ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' হন। ইউনেস্কোর আমন্ত্রণে ১৯৫১ খ্রী. আমেরিকায় অনুষ্ঠিত অধিবেশনে যোগ দেন। ১৯৫৬ খ্রী. ভারতীয় আইন কমিশনের সদস্য হন। আইন-সংক্রান্ত তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ যেমন তিনি রচনা করেছেন তেমনই বহু প্রবন্ধ, গল্প, নাটক ও উপন্যাস রচনা করে সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন। বাংলা সাহিত্যে জীবনধর্মী উপন্যাস রচনার অন্যতম পথিকৃৎ তাঁকে নিয়ে সাহিত্যের আসরে এক সময়ে শ্লীলতা-অশ্লীলতা, নীতি-দুর্নীতির বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে তথাকথিত বিশুদ্ধ সতীত্বের চেয়ে মর্যাদা দিয়েছেন বেশি। তাঁর দীর্ঘ ওকালতি জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা মানবমনের কুটিল গতিপ্রকৃতি উদ্ঘাটনে বিশেষ সাহায্য করেছিল। ১৯১০ খ্রী. তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ 'Abbey of Bliss' নামে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৬০ টি। 'শুভা', 'পাপের ছাপ' প্রভৃতি বই-এ তিনি সামাজিক সমস্যার উত্থাপন করেছেন। তাঁর একাধিক উপন্যাস চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। ইংরেজীতে তিনি 'Evolution of Law' নামে একটি প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করেন। কর্মজীবনে বিভিন্ন সময়ে রিপন কলেজ এবং সিটি কলেজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। প্রথম জীবনে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন এবং কংগ্রেস-কর্মী হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। ১৯২৫ - ২৬ খ্রী. নবগঠিত 'ওয়ার্কার্স এন্ড 'পেজ্যান্টস্ পার্টি'র প্রেসিডেন্ট হন। পরে ১৯৩৪ খ্রী. 'লেবার পার্টি অব ইন্ডিয়া'রও প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর সময়ে এই দুই প্রতিষ্ঠানেরই ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত। ২১.৬.১৯৩৬ খ্রী. গোর্কির মৃত্যুতে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত শোকসভায় নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের যে সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়েছিল তিনি তারও সভাপতি ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রগতিশীল চিন্তা বিস্তারের ক্ষেত্রে এই সঙ্ঘের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। [৩, ৪, ১৬, ১৪৯]

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত২ (১৯১৬ - ২৩.১১.১৯৮৪) শিশু-কল্যাণ ও প্রতিবন্ধীদের স্বনির্ভর করার কাজে উল্লেখযোগ্য দানের জন্য ১৯৮২ খ্রী. তাঁকে জাতীয় পুরস্কার দেওয়া হয়। কৃতী মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ১৯৬৩ খ্রী. ঝাড়গ্রামের অনুন্নত ও আদিবাসী এলাকা গড়শালবনীতে প্রতিষ্ঠিত বিকাশভারতী ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা-ডিরেক্টর ছিলেন। [১৬]

নরেশনন্দিনী দত্ত (ডিসে. ১৯০২ - ৪.৪.১৯৮৩) হরিনগর—শ্রীহট্ট। ঈশানচন্দ্র গুপ্ত। অল্পবয়সে বিধবা হয়ে আট বছরের একমাত্র পুত্রকে মাতুলালয়ে রেখে ১৯৩১ খ্রী. তিনি 'শ্রীহট্ট মহিলা সংঘে' যোগ দেন। ১৯৪৫ খ্রী. পর্যন্ত ঐ সংঘের একনিষ্ঠ কর্মীরূপে গান্ধীজী প্রবর্তিত প্রতিটি আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৩২ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনে, ১৯৪১ খ্রী. ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে, ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে

অংশগ্রহণ করায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। নোয়াখালির দাঙ্গার পর সে অঞ্চলে প্রায় চার বছর পর্যন্ত দুঃস্থের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। পরবর্তীকালে ভূদানযজ্ঞের কাজে ও অভয় আশ্রমের গঠনমূলক কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। [২৯, ২০৬]

নরেশ রায় (? - ২২.৪.১৯৩০) নোয়াপাড়া—ময়মনসিংহ। গিরিশচন্দ্র। বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে (১৮.৪.১৯৩০) অংশগ্রহণ করেন। চারদিন পর জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে ইংরেজ সেনাবাহিনীর সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে প্রাণ দেন। এই দিন ১০ জন বিপ্লবী শহীদ হয়েছিলেন। [১০, ৩৫, ৪২, ৪৩]

নরোত্তমদাস ঠাকুর (১৫৩১ - ১৫৮৭) খেতুরী-গড়েরহাট পরগনা—রাজশাহী। রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত। ১৮ বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করে বৃন্দাবনে জীব গোস্বামীর আশ্রয়ে যান। সেখানে লোকনাথ গোস্বামীর কাছে দীক্ষা নিয়ে আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করেন। জীব গোস্বামীর কাছে তিনি বৈষ্ণব শাস্ত্র অধ্যয়ন করে 'ঠাকুর মহাশয়' উপাধি লাভ করেন। বাঙলাদেশে বৈষ্ণব গ্রন্থগুলির প্রচারের জন্য জীব গোস্বামী শ্রীনিবাস আচার্য, কৃষ্ণানন্দ ও নরোত্তমকে গ্রন্থসহ বাঙলাদেশে পাঠান। পথে গ্রন্থগুলি অপহৃত হয়। নরোত্তম দেশে ফেরেন। কিন্তু সংসারী হন না। খেতুরীতে তাঁর অনুষ্ঠিত বৈষ্ণব-সম্মেলনে তিনি কীর্তনগানে রস-কীর্তনের যে পদ্ধতি প্রবর্তন করেন তা সমগ্র বৈষ্ণবমণ্ডলী অনুমোদন করেন। এই সম্মেলনেই প্রথম প্রণালীবদ্ধভাবে গৌরচন্দ্রিকা গানের পর লীলাকীর্তন গানের প্রথা প্রবর্তিত হয়। তাঁর সৃষ্ট সুরের রস-কীর্তনকে গড়েরহাটী বা গড়ানহাটী কীর্তন বলা হয়। তিনি বাংলা ভাষায় সর্বসাধারণের উপযোগী করে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। রাজশাহী, পাবনা, মালদহ, রঙ্গপুর, বহরমপুর প্রভৃতি স্থানে তাঁর বহু শিষ্য ছিল। মণিপুরের রাজারা তাঁরই শিষ্য হয়েছিলেন। [১, ৩, ২৭]

নলিনচন্দ্র দত্ত (জানু. ১৮৯৩ - ১১.১০.১৯৬৪) পৈতৃক নিবাস মেড়াল—বর্ধমান। অঘোরনাথ। চন্দননগর বোড়াই চণ্ডীতলায় মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। ছাত্রজীবন প্রচণ্ড অর্থকষ্টে কাটে। ডুপ্লে কলেজ থেকে প্রবেশিকা, হুগলী কলেজ থেকে আই.এ., শ্রীরামপুর কলেজ থেকে বি.এ. এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৮ খ্রী. এম.এ. পাশ করেন। কলিকাতার কার্তিক বসু লেন থেকে প্রবর্তক সঙ্ঘের ইংরেজী মুখপত্র 'Standard-Bearer'-এর প্রকাশ ও প্রচারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। প্রবর্তক সঙ্ঘ গড়ে তোলার কাজেও তাঁর যথেষ্ট অবদান আছে। প্রবর্তক বিদ্যার্থী ভবনের প্রথম অধ্যক্ষ ও মতিলাল রায়ের মৃত্যুর পর প্রবর্তক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সভাপতি (১৯৫৯) নির্বাচিত হন। প্রথম জীবনে বৈপ্লবিক কার্যে অংশ নিয়েছেন। মণীন্দ্রনাথ নায়েকের হাতে চন্দননগরে যে বোমা তৈরি হত তার মালমসলা সংগ্রহে ও সংরক্ষণে এবং অন্যান্য কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় তিনি বিশেষ সহায়তা করেছেন। [১৯২]

নলিনাক্ষ দত্ত (৪.১২.১৮৯৩ - ২৭.১১.১৯৭৩) পূর্বস্থলি—বর্ধমান। সুরেন্দ্রনাথ। পিতার কর্মস্থল ওয়ালটেয়ারে জন্ম। চট্টগ্রাম কলেজে আই.এ. এবং কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে পালি ভাষায় অনার্সসহ বি.এ. পাশ করেন ও এম.এ.-তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। রেঙ্গুনে জাডসন কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনা করার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি ভাষায় অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন। ক্রমে তিনি পি.আর.এস., পি-এইচ.ডি. ও বি.এল. ডিগ্রী লাভ করে সরকারী বৃত্তি নিয়ে লন্ডনস্থ প্রাচ্য বিদ্যাবিভাগে অধ্যয়ন করেন। এখানে তাঁর গবেষণা গ্রন্থ 'Aspects of Mahayana Buddhism in its Relation to Hinayana' রচনার জন্য লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী ডি.লিট. লাভ করেন। দেশে ফিরে পুনরায় অধ্যাপনাকার্যে ব্রতী হন। পালি বিভাগে প্রধান অধ্যাপকের পদ থেকে ১৯৫৯ খ্রী. অবসর-গ্রহণ করেন। কাশ্মীর সরকারের আহ্বানে তিনি 'গিলগিট ম্যানাস্ক্রিপ্ট' সম্পাদনা করেন। পুথিটি প্রধানত বৌদ্ধ 'বিনয়' গ্রন্থ। নরেন্দ্রনাথ লাহার সহযোগী হিসাবে 'স্ফুটার্থাভিধর্মকোশব্যাখ্যা' গ্রন্থের তিনটি বড় কোশস্থান দেবনাগরী অক্ষরে সম্পাদনা করেন। পরবর্তী কালে স্বয়ং ৪র্থ ও ৫ম কোশস্থানও প্রকাশ করেন। ইন্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টার্লি, মহাবোধি সোসাইটি এবং গ্রেটার ইন্ডিয়া সোসাইটি ও তৎসংক্রান্ত প্রকাশনার সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি দু'বার এশিয়াটিক সোসাইটির অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। ইরান সোসাইটির অধ্যক্ষতা করেন। ধর্মাঙ্কুর বৌদ্ধবিহারের অধ্যক্ষ ও বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স কর্তৃক নির্বাচিত রাজ্যসভার সভ্য ছিলেন। ১৯৫৭ খ্রী. জাপান সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত অতিথিরূপে ২৫শততম বৌদ্ধ জয়ন্তী উৎসবে যোগদান করেন। ১৯৫৮ খ্রী. ভারততত্ত্ববিদ্ হিসাবে আচার্য রাঘবন প্রভৃতির সঙ্গে সোভিয়েত দেশ ভ্রমণ করেন। ১৯৬০ খ্রী. রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত বৌদ্ধ ধর্মমহাসভায় ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে যান। অন্যদিকে ব্যবসায়ী হিসাবেও তিনি সফলতা লাভ করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত দু'টি কাপড়ের মিল ছিল। [৩২]

নলিনীকান্ত কর (১৮৮৭ - ১৬.৯.১৯৮০) এতমান, কুমারখালি—নদীয়া। শশিভূষণ। বিপ্লবী যুগান্তর দলের বিশিষ্ট কর্মী। কিশোর বয়সেই বাঘা যতীনের সংস্পর্শে এসে বৈপ্লবিক কাজের প্রেরণায় বাড়ী ছেড়ে কলিকাতায় চলে আসেন ও স্কুলের পড়া চালান। থাকা খাওয়ার ব্যবস্থার জন্য নানান অসুবিধার সম্মুখীন হন। ১৯০৯ খ্রী. থেকে যতীন মুখার্জীর সমস্ত কাজকর্মের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। হাওড়া ডাকাতি কেসে যতীন মুখার্জির সাহায্যকারী থাকলেও ধরা পড়েননি। কলিকাতা থাকা-কালে আত্মোন্নতি সমিতির সংস্পর্শে আসেন। যতীন মুখার্জির সঙ্গে ময়ূরভঞ্জের মহুলডিহাতে আদিবাসীদের ব্রিটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার

চেষ্টা করেন ও অস্ত্রশস্ত্র বিলি করেন। এরপর যতীন মুখার্জী যখন জার্মান সাহায্যে প্রেরিত অস্ত্রশস্ত্রপূর্ণ ম্যাভেরিক জাহাজের প্রতীক্ষায় ৪ জন সঙ্গীসহ বালেশ্বর যান, তিনি তাঁর সহকারী হন ও গোপাল রায় নামে কাপ্তিপদায় মণীন্দ্র চক্রবর্তীর কাছ থেকে কয়েক বিঘা জমি লীজ নিয়ে কাঠের ব্যবসা করার অজুহাতে সেখানে যাতায়াত করতে থাকেন। তিনিই সে সময় যতীন মুখার্জী ও কলিকাতার নেতাদের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করেন। বালেশ্বরের যুদ্ধের দিন (৯.৯.১৯১৫) ঘটনাচক্রে সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন। ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট-এর আসামী—১৬.২.১৯১৬ তারিখ থেকে পলাতক থাকেন। ১৯১৭ খ্রী· যাদুগোপাল মুখার্জি, মন্মথ বিশ্বাস ও সতীশ চক্রবর্তীর সঙ্গে আসাম, বাংলা, বিহারে রাজনৈতিক প্রচার আন্দোলনে যান। বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর অজ্ঞাতবাস চলে। পরে চন্দননগরের মতিলাল রায়ের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার বিপ্লবীদের সম্বন্ধে বোঝাপড়ায় এলে অন্যান্য পলাতক বিপ্লবীদের সঙ্গে তিনিও আত্মসমর্পণ করেন ও কলিকাতা থেকে বহিষ্কৃত হন। আত্মীয় অতুলচন্দ্র ঘোষের সাহায্যে ঠিকাদারীর কাজ নিয়ে উত্তর প্রদেশের ডেহরী অন শোনে যান ও সেখানেই আমৃত্যু বসবাস করেন। [৯২, ১৪৯]

নলিনীকান্ত গুপ্ত (১৩.১.১৮৮৯ - ৭.২.১৯৮৪) ফরিদপুর। রজনীকান্ত। উকিল পিতার কর্মক্ষেত্র রংপুরের নীলফমারীতে স্কুলের শিক্ষা। ১৯০৪ খ্রী· কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে এসে ভর্তি হন। বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির সংস্পর্শে এসে ১৯০৭ খ্রী· কলেজের পড়া ছেড়ে তিনি বারীন্দ্রকুমার ঘোষের মানিকতলা বোমা তৈরি কেন্দ্রে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। আলীপুর বোমা মামলায় ২.৫.১৯০৮ খ্রী· গ্রেপ্তার হয়ে প্রমাণাভাবে এক বছর পর ছাড়া পান। এই সময় জেলে শ্রীঅরবিন্দের সান্নিধ্য লাভ করে তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। আলীপুর জেল থেকে মুক্ত হয়ে শ্রীঅরবিন্দ পরিচালিত 'ধর্ম' ও 'কর্মযোগিন' (ইং) পত্রিকার কার্যালয়ে কাজ করার সময়ই শ্রীঅরবিন্দের কাছে তাঁর শিক্ষাদীক্ষার সূত্রপাত। নভে· ১৯০৯ খ্রী· 'ধর্ম' পত্রিকায় তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'স্বদেশী দীক্ষা' প্রকাশিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী চলে যাবার ছয় মাস পরে মণীন্দ্রনাথ রায় ছদ্মনামে তিনিও পণ্ডিচেরী চলে যান। এখানেই শুরু হয় তাঁর সাহিত্যরচনা ও যোগসাধনা। গ্রীক, লাতিন ও ফরাসী ভাষাও শিক্ষা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের ৫২টি বাংলায়, ৩৮টি ইংরেজীতে এবং ফরাসীতে ৫টি। তাঁর সাত দশকের লেখার বিষয় হচ্ছে সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন, যোগ, সমাজনীতি। 'স্মৃতির পাতা' গ্রন্থে তাঁর প্রথম জীবনের কথা, বাংলার বিপ্লব আন্দোলন এবং আশ্রমের প্রথম পর্বের বিষয় বিবৃত করেছেন। প্রাবন্ধিক হিসাবে বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' কাব্যটি তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছেন। ১৯২৬ খ্রী· থেকে আজীবন পণ্ডিচেরী আশ্রমের সম্পাদক ছিলেন। [১৬]

নলিনীকান্ত ঘোষ (অক্টো· ১৮৯২ - ২২.৪.১৯৭৫) আড়াই হাজারী জাওগড়া—ঢাকা। জয়চাঁদ। গ্রামের বিদ্যালয়ে পড়ার সময় হেডপণ্ডিত সতীশচন্দ্র কাব্যতীর্থের প্রেরণায় অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। ১৯১০ খ্রী· ম্যাট্রিক পাশ করে ঢাকা মিডফোর্ড মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হন। ১৯১৩ খ্রী· বৈপ্লবিক কাজের জন্য দলের নির্দেশে তিনি পড়া ছেড়ে চট্টগ্রাম যান। কিছুদিন পর সিরাজগঞ্জে এসে উত্তরবঙ্গে বৈপ্লবিক কর্মে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। 'রাজেনবাবু' ছদ্মনামে তিনি বাঙলার সংগঠনের সঙ্গে সর্বভারতীয় সংগঠনের সংযোগ রক্ষা করতেন। আত্মগোপন-কালে একবার তিনি গ্রেপ্তার হয়ে কলিকাতা দালান্দা হাউসে আটক থাকেন। ২৩.১২.১৯১৬ খ্রী· সেখান থেকে পালিয়ে গৌহাটির গোপন কেন্দ্রে আসেন। সেখানে ৯.১.১৯১৭ খ্রী· পুলিস তাঁদের আস্তানা বেষ্টন করলে তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা পুলিসের সঙ্গে গুলি-বিনিময় করে বেষ্টনী পার হয়ে পালিয়ে যান। দুইদিন পরে তিনি গ্রেপ্তার হন। ১৯২৪ খ্রী· মুক্তিলাভের পর জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। কিছুদিন ঢাকা জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। [১৪৯]

নলিনীকান্ত বাগচী (১৮৯৬ - ১৫/১৬.৬.১৯৮১) শিকারপুর—নদীয়া। ভুবনমোহন। জন্ম ও জীবন কাটে মুর্শিদাবাদের কাঞ্চনতলায়। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে পড়ার সময় বিপ্লবী দলে যোগ দেন। পুলিসের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য পাটনার বাঁকিপুর কলেজে ও ভাগলপুর কলেজে পড়েন। আই.এ. পাশ করার পর আত্মগোপন করতে হয়। দানাপুরের সৈন্যদের মধ্যে অভ্যুত্থান ঘটানর চেষ্টা করেন। দলের নির্দেশে গৌহাটীর গোপন আড্ডায় আশ্রয় নেন। এখানে ১২.১.১৯১৮ খ্রী· পুলিসের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামের পর তিনি ও সতীশ পাকড়াশী বেষ্টনী ভেদ করে পাহাড় অঞ্চলে চলে যান। নবগ্রহ পাহাড়েও আর এক আক্রমণ দুঃসাহসের সঙ্গে প্রতিহত করেন। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে কলিকাতায় পৌছান। তখন তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত ছিলেন। জনৈক বিপ্লবী বন্ধু তাঁকে কলিকাতা ময়দানে পড়ে থাকতে দেখে সেবাযত্ন করে সুস্থ করেন। পরে তিনি ঢাকায় যান এবং সেখানে ফলতা বাজারের ঘাঁটি পুলিস ঘিরে ফেললে গুলি-বিনিময়ের ফলে সাংঘাতিক আহত হয়ে গ্রেপ্তার হন। সঙ্গী তারিণী মজুমদার ঘটনাস্থলেই নিহত হন এবং তিনি সেই দিনই ঢাকা জেলে মারা যান। এ লড়াই-এ একজন পুলিস নিহত ও বহু আহত হয়েছিল। তাঁর আশ্রয়দাতা চৈতন্য দে'-র ১০ বছর কারাদণ্ড হয়। [১০, ৩৫, ৪২, ৫৪, ৭০]

নলিনীকান্ত ভট্টশালী (২৪.১.১৮৮৮ - ৬.২.১৯৪৭) পাইকপাড়া—বিক্রমপুর, ঢাকা। রোহিণীকান্ত। খ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও ইতিহাসবিদ্। বাল্যে পিতৃহীন হলে খুল্লতাত অক্ষয়চন্দ্র কর্তৃক প্রতিপালিত হন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় (১৯০৫) পদক ও বৃত্তিলাভ করেন। ছাত্রাবস্থায় পিতৃব্যের ব্যয়ভার লাঘরের জন্য কবিতা ও গল্প লিখে

উপার্জনের চেষ্টা করতেন। কলেজে কয়েকজন ইংরেজ অধ্যাপকের কাছেও আর্থিক সাহায্য পান। ১৯১২ খ্রী· এম·এ· পাশ করেন। কিছুদিন স্কুল-কলেজে শিক্ষকতার পর ১৯১৪ খ্রী· ঢাকা মিউজিয়ামের কিউরেটর পদে নিযুক্ত হন ও আজীবন ঐ পদে থেকে মিউজিয়ামের প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। রাজা দনুজমর্দন ও মহেন্দ্রদেবের পরিচয়-নির্ধারণ তাঁর যুগান্তরকারী আবিষ্কার। মুদ্রাতত্ত্ব ও প্রত্নলিপিবিদ্যায় এবং মৌর্য ও গুপ্তবংশীয় ইতিহাসের গবেষণায় তাঁর ভারতজোড়া খ্যাতি হয়েছিল। 'ক্রোনোলজি অফ আর্লি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সুলতানস্ অফ বেঙ্গল' গ্রন্থ রচনা করে তিনি ১৯২২ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গ্রিফিথ পুরস্কার' পান। এই গ্রন্থে তিনি রাজা গণেশের সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য প্রকাশ করেন। ১৯৩৪ খ্রী· মুদ্রাতত্ত্ব ও মূর্তিতত্ত্বে গবেষণার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ·ডি উপাধি পান। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'Iconography of Brahmanical and Buddhist Sculpture in the Dacca Museum'। গল্প-সংকলন 'হাসি ও অশ্রু' (১৯২৫) তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। রচিত 'নিঃসঙ্গ' ও 'পূর্বরাগ' গল্প দু'টি অনূদিত হয়ে জার্মান-সঙ্কলনে স্থানলাভ করেছে। বিদ্যালয়ের প্রায় ৪০ টি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। 'বীর বিক্রম' নামে একখানি নাটকও লিখেছেন। সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা ৪ টি। [৩, ৪, ৫]

নলিনীকান্ত সরকার (২৮·৯·১৮৮৯ - ১৮·৫·১৯৮৪) কালিয়াচক—মালদহ। নিকুঞ্জবিহারী। মাতুলালয় মুর্শিদাবাদের জগতাই গ্রামে শৈশব ও কৈশোর কাটে। মাতামহ নবদ্বীপচন্দ্র নন্দী রচিত 'তিলোত্তমা' নাটক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা সিরিজের গ্রন্থরূপে সংরক্ষিত আছে। নলিনীকান্ত একাধারে সাহিত্যিক, সাংবাদিক, কবি, গায়ক, সাহিত্যবোদ্ধা ও ছন্দকুশলী ছিলেন। তবে হাসির গানের রচয়িতা ও গায়ক হিসাবেই তাঁর বিশেষ খ্যাতি। হাসির গল্প লিখতেন কিন্তু তাঁর কৈশোরের প্রথম রচনা একটি আধ্যাত্মিক কবিতা 'শ্রীশ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত (আষাঢ় ১৩২৬ ব·) 'নিবিড়ানন্দ নকলনবীশ' ছদ্মনামে তাঁর 'সাহিত্য সংস্কার' রচনাটি যথেষ্ট সমাদার লাভ করে। তিনি ১৯২০ - ২৫ খ্রী· বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের 'বিজলী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩০/৩১ - ৪৪ খ্রী· 'বেতার জগৎ' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 'বিচিত্রা', 'ভারতী' ও 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকা-গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। যুগান্তর পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। যুগান্তরের 'রোজ নামতা' চালু হলে পণ্ডিচেরি থেকে ছড়া লিখে পাঠান। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে এক সাহিত্য বাসরে তাঁকে প্রথম 'হুমায়ুন কবীর স্মৃতি পুরস্কার' দেওয়া হয়। তাঁর প্রথম বই মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক ভাষায় রচিত 'কাঞ্চনতলার কাপ' ১৯১৬ খ্রী প্রকশিত হয়—এটি একটি ফুটবল কাপ প্রতিযোগিতার বিবরণ। তিনি যে একজন সত্যিকারের শক্তিশালী সাহিত্যিক ছিলেন সেই পরিচয় চাপা পড়েছিল তাঁর সাঙ্গীতিক আর সাংবাদিক পরিচয়ের তলায়। সুদীর্ঘকাল তিনি তৎকালীন বাংলাদেশের সকল বয়সের সাহিত্যিকদের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এবং ভারতবর্ষ-সম্পাদক জলধর সেনের তিনি ছিলেন বিশেষ স্নেহভাজন। নজরুল ছিলেন তাঁর ছোট ভাই-এর মত। বিপদে আপদে নজরুল ইসলাম তাঁর উপর একান্ত নির্ভর করতেন। তাঁর সাংবাদিকতার হাতেখড়ি শরৎচন্দ্র পণ্ডিত বা দাদাঠাকুরের 'জঙ্গীপুর সংবাদ' পত্রিকায়। শরৎপণ্ডিতের জীবিত থাকা অবস্থাতেই নলিনীকান্তর লেখা 'দাদাঠাকুর' বইখানির চিত্ররূপ প্রকাশিত হয়ে চলচ্চিত্র জগতেও সাড়া জাগিয়েছিল। তাঁর অন্য দুখানি বই 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' এবং 'হাসির অন্তরালে'। সারা জীবন বহু বিখ্যাত সাহিত্যিক ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির যে স্নেহ পেয়েছিলেন, তার অতি অন্তরঙ্গ চিত্র 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' গ্রন্থে বর্ণিত আছে। আর 'হাসির অন্তরালে' যে অশ্রুর সমাবেশ, তাঁর লেখনীর যাদুস্পর্শে তা প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর অসমাপ্ত রচনা 'আসা যাওয়ার মাঝখানে' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। দ্বিতীয় খণ্ড ধারাবাহিকভাবে 'কথা সাহিত্য' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল। এটিকে তাঁর দীর্ঘজীবনের প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা বলা চলে। তাঁর 'সুরমুকুর' ও 'কান্তপদলিপি' যথাক্রমে নজরুল ও রজনীকান্তের গানের স্বরলিপি। বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। তাঁর গাওয়া 'মরি হায় রে কলকাতা কেবল ভুলে ভরা' গানটি এককালে খুব জনপ্রিয় ছিল। হাসির গান গেয়ে 'রসরাজ' আখ্যায় ভূষিত হলেও অর্থের অভাবে অনেক সময়ই যথেষ্ট কষ্ট পেয়েছেন। এক সময়ে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, কীর্তন, বাউল ছাড়া রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, নীলকণ্ঠ, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত প্রমুখের গানও গাইতেন। গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে ১৯১৩ খ্রী· যখন তিনি বন্যার্তদের জন্য কাপড় মেলে দলবল নিয়ে স্বরচিত গান গেয়ে চাঁদা তুলে বেড়াচ্ছিলেন। সে সময়ে ৬খানা রেকর্ড হয়েছিল। ১৯২৭ খ্রী· কলিকাতা বেতারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সুরু থেকেই তিনি সেখানে প্রথমে গায়ক হিসাবে যোগ দেন। ভক্ত ও বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান তিনি শৈশব থেকেই আধ্যাত্মিকতার দিকে আকৃষ্ট ছিলেন। পরবর্তী কালে বহু সাধু মহাপুরুষের সান্নিধ্যে আসেন। গৃহীযোগী বরদাচরণ মজুমদার, যোগীবর কালিপদ গুহ রায় প্রভৃতির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। ১৯২১ খ্রী· পণ্ডিচেরীতে তিনি প্রথম শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করে যোগসাধনা গ্রহণের সুযোগ পান। পরে ১৯৪৮ খ্রী· সপরিবারে পণ্ডিচেরী আশ্রমবাসী হন। সেখানেই মৃত্যু। [১৬, ১৪৯, ১৭৪]

নলিনীকান্ত সেন (১৮৭৮ ? - ২০·১·১৯০১) চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামের খ্যাতনামা উকিল কমলাকান্ত। জননেতা যাত্রামোহন সেন ও নলিনীকান্ত পিতার কাছ থেকেই দেশপ্রেমের দীক্ষা গ্রহণ করেন। স্বদেশী আন্দোলনের (১৯০৫) অনেক আগে (১৮৯৫ - ৯৬) নলিনীকান্ত চট্টগ্রামে স্বদেশী দ্রব্য ও বস্ত্র ব্যবহারের

আন্দোলন শুরু করেছিলেন। চট্টগ্রামে সাধারণ পুস্তকালয়ের অভাব দূর করতে তিনি ন্যাশনাল স্কুলের গৃহে 'অধ্যয়ন সম্মিলনী' প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে বি.এ. পড়ার সময়ে (১৮৯৭ - ৯৯) ইডেন হিন্দু হোস্টেল থেকে 'আলো' নামে একটি শিক্ষামূলক পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন। বি.এ. পাশ করে স্বদেশসেবার জন্য চট্টগ্রামে ফিরে যান ও বিনা বেতনে একটি স্কুলে শিক্ষকের কাজ নেন। তাঁর উদ্দেশ্যে ছিল হিন্দু-মুসলিম সংহতি ও দেশপ্রেম প্রচার। এই কাজে অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে। [১, ৮]

নলিনীকিশোর গুহ (১৮৯২ - ২৯.৯.১৯৭৭) বজ্রযোগিনী—ঢাকা। রাধাকিশোর। গ্রামের স্কুলে ছাত্রাবস্থায় পুলিন দাসের কাছে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে অনুশীলন পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। দেশসেবার কাজে মায়ের কাছ থেকে প্রেরণা পান। জাতীয় বিদ্যালয় থেকে ১৯০৭ খ্রী. পাশ করার পর সমিতির নির্দেশে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন ও এল.এম.এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর প্রধান কাজ ছিল ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে দেশাত্মবোধ সঞ্চার করা। 'শঙ্খ', 'স্বাধীন ভারত' প্রভৃতি প্রচারপত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থেকে কাজ করেন। ১৯১০ খ্রী. বিখ্যাত ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকে ১৫ মাস বিচারাধীন বন্দী করে রাখা হয়। ১৯১৪ খ্রী. অপর একটি মামলায় এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। মুক্তিলাভের পর তাঁকে রেগুলেশন থ্রি-তে আটক করা হয়। ১৯২০ খ্রী. মুক্তি পান। এর পর তিনি দলের সাংগঠনিক কাজ ছেড়ে লেখায় আত্মনিয়োগ করেন। ঢাকার 'সোনার বাংলা' ও 'বাংলার বাণী'র সম্পাদকরূপে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর লেখা 'বাংলায় বিপ্লববাদ' এক সময়ে সাড়া জাগিয়েছিল। দীর্ঘকাল 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সহকারী-সম্পাদক ছিলেন। 'দৈনিক স্বরাজ', 'দৈনিক হিন্দুস্থান' ও 'জনসেবক' পত্রিকার সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'তরুণ বাংলা', 'পথ ও পাথেয়', 'বিপ্লবের পথে', 'কাশ্মীর পরিক্রমা', 'কত অজানা মানুষ', 'ভারতের দাবী' প্রভৃতি। কলিকাতায় 'অনুশীলন ভবন' প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। [১৬, ১৬৫]

নলিনীকুমার ভদ্র (২৯.৮.১৯০৬? - ৪.৮.১৯৭৫)। নসিরনগর—ত্রিপুরা। উত্তর-পূর্ব ভারতের আদিবাসীদের ওপর লিখিত তাঁর গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য। রচিত গ্রন্থ: 'বিচিত্র মণিপুর', 'নেফার মানুষ মনফা', 'আমাদের অপরিচিত প্রতিবেশী', 'বনমল্লিকা', 'পাহাড়িয়া কাহিনী', 'কবিপ্রণাম' প্রভৃতি। কর্মজীবনে বহুদিন 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩০ খ্রী. অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। [১৬]

নলিনী দাস (১.১.১৯১০ - ১৯.৬.১৯৮২) উত্তর সাহবাজপুর—বরিশাল। দুর্গামোহন। স্বাধীনতা-সংগ্রামী। শিক্ষা-জীবন ভোলাতে শুরু। ৫ম শ্রেণীতে পড়ার সময় হরতাল ও ধর্মঘটে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। ১৯২৮ খ্রী. ভোলা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে বরিশাল বি.এম. কলেজে আই.এস-সি. ক্লাশে ভর্তি হন। বরিশালে সে সময়ে তিনি একজন ভাল ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। পরীক্ষার আগেই কলিকাতা মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হলে তিনি আত্মগোপন করেন। পলাতক অবস্থায় ১৯৩০ খ্রী. কলিকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেবকে হত্যা-প্রচেষ্টা মামলায় তিনি গ্রেপ্তার হন। ১৯৩১ খ্রী. হিজলী ক্যাম্পে রাজবন্দীদের উপর পুলিসের গুলিবর্ষণকালে তিনি সেখানে ছিলেন। ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে তিনি ও ফণী দাশগুপ্ত হিজলী জেল থেকে পলায়ন করেন। পলাতক অবস্থায় ১৯৩২ খ্রী. ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরের যে বাড়ীতে তিনি ও বিপ্লবী দীনেশ মজুমদার ও বীরেন রায় থাকতেন তা পুলিস ঘেরাও করলে তাঁরা ৪ ঘণ্টাব্যাপী লড়াই করেন। এই খণ্ডযুদ্ধে চন্দননগর পুলিস কমিশনার কিউ সাহেব নিহত, বীরেন রায় ধৃত এবং তিনি ও দীনেশ মজুমদার আহত অবস্থায় পালাতে সক্ষম হন। ১৯৩৩ খ্রী. কলিকাতার এক বাড়ীতে পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে আহত অবস্থায় অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে তিনি ধরা পড়ে জগদানন্দ মুখার্জি সহ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে ১৯৩৪ খ্রী. আন্দামানে প্রেরিত হন। এই মামলায় দীনেশ মজুমদারের ফাঁসি হয়। আন্দোলনের চাপে সরকার ১৯৩৮ খ্রী. আন্দামান থেকে তাঁদের কলিকাতায় ফিরিয়ে আনলেও ৩০ জন রাজবন্দী সহ তাঁকে 'ভয়ানক বিপ্লবী ব্যক্তি'-রূপে চিহ্নিত করে সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ খ্রী. পর্যন্ত কারাগারে আটক রাখে। মুক্তি পেয়েই ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির নিষ্ঠাবান কর্মী হিসাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-বিধ্বস্ত কলিকাতায় প্রতিরোধ কমিটির কাজে তৎপর হয়ে ওঠেন। দেশ বিভাগের পর বরিশালে চলে যান। তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে ভোলায় কৃষক আন্দোলনের কাজে সংশ্লিষ্ট থাকায় ১৯৫০ খ্রী. পাক সরকার কর্তৃক গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৫৬ খ্রী. যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার আমলে ছাড়া পান। শুধু কৃষক আন্দোলনে নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্য থেকে মুক্তি পাবার জন্য সেখানে যে গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী শক্তি সংগঠিত হচ্ছিল তারও তিনি সক্রিয় অগ্রণী কর্মী ছিলেন। ১৯৫৯ খ্রী. আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল ও সামরিক আইন জারীর পর তিনি আত্মগোপন করেন। তিনি জুলাই থেকে ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রী. পলাতক অবস্থায় মুক্তি ফৌজের রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠন করেছেন। এই সময় পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য New Wave পত্রিকায় 'Defient Barisal' নামে প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত 'স্বাধীনতা সংগ্রামে দ্বীপান্তরের বন্দী' গ্রন্থে তাঁর দীর্ঘ ২৩ বছরের কারাবাস ও ২০/২১ বছরের পলাতক জীবনের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। [৮২]

নলিনীনাথ দাশগুপ্ত (জুন ১৯০২ - ৭.১.১৯৬৬) বহরমপুর। জানকীনাথ। বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি

বিভাগের অধ্যাপক। শিক্ষা—বহরমপুর, কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ্ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতী ছাত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগে গবেষণা করেন। কৃতিত্বপূর্ণ গবেষণার জন্য 'গ্রীফিথ বৃত্তি' ও 'স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্বর্ণপদক' লাভ করেন। বাংলা ভাষায় তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও পুস্তক উল্লেখযোগ্য। ইংরেজী প্রবন্ধগুলিও তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। ডাঃ এন· এন· লাহা সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়াটারলি'র সঙ্গে দীর্ঘদিন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। দীর্ঘকাল 'ইণ্ডিয়ান কালচার' পত্রিকাটি 'দি এডিটর' ছদ্মনামে সম্পাদনা করেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'বাংলায় বৌদ্ধধর্ম', 'ভারতের নারী পরিচয়', 'প্রাচীন ইতিহাস', 'প্রাচীন ভারতের ইতিহাস', 'পুরাতনী', 'পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল' (সম্পাদিত), 'The Successors of Kumargupta', 'On the Reign of Vijaysena প্রভৃতি। [৮২]

নলিনীবালা (ঘোষ) বসু (১২৮৮ - ১৩০৪ ব·)। পিতা সাহিত্যসেবী দেবেন্দ্রবিজয় বসু ও মাতামহ বিখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। ১৩ বছর বয়সে সতীশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে বিবাহ হয়। মাত্র ১৬ বছর বয়সে মারা যান। মৃত্যুর পর তাঁর রচিত বহু কবিতার মধ্যে মাত্র ৭২ টি সঙ্কলন করে মাতুল ললিতচন্দ্র মিত্র 'নলিনী গাথা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। [১, ৪৪]

নলিনী মিত্র (১৮৯২ - ২০.১০.১৯৭৮) বরিশাল। কলেজের শিক্ষা-শেষে বিভিন্ন স্থানে প্রধানশিক্ষকের কাজ করেছেন ও স্বদেশী আন্দোলনে ছাত্রদের উৎসাহ জুগিয়েছেন। বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে পরে ছাড়া পান। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলন থেকে ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের প্রত্যেকটিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকে নোয়াখালি জেলার স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন। ১৯২১ খ্রী· গঠিত নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির প্রথম সময়কার সম্পাদক ছিলেন। সরকারী নির্দেশে নোয়াখালির উকিলপাড়া থেকে বহিষ্কৃত হয়ে কলিকাতায় আসেন এবং অধুনালুপ্ত 'লিবার্টি' পত্রিকায় যোগ দেন। পরে বিভিন্ন স্থানে প্রধানশিক্ষক-রূপে কাজ করেছেন। দেশ-বিভাগের পর ভারতে এসে বাটানগরে ছিলেন। [১৬]

নলিনী মৈত্র (১৫.৩.১৮৭৮ - ২.৫.১৯৫৯) ময়মনসিংহ। আইন ব্যবসায় ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে তারকেশ্বর সত্যাগ্রহেও অংশগ্রহণ করেন। স্বদেশসেবার জন্য বহুবার কারাবরণ করেন ও নিজ জেলা থেকে বহিষ্কৃত হন। মহাত্মা গান্ধীর সহকর্মীরূপে কিছুদিন ওয়ার্ধা আশ্রমে ছিলেন। [১০]

নলিনীমোহন গুপ্ত (১৮৮৭ - এপ্রিল ১৯৩৬)। আসাম-প্রবাসী বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদী নলিনীমোহন মেসোপটামিয়ার যুদ্ধে ইন্ডিয়ান ডিফেন্স ফোর্সের সদস্য ছিলেন। আসামের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া-প্রতিষ্ঠান 'ইন্ডিয়া ক্লাব' ও শিলচরেব প্রসিদ্ধ খেলার মাঠ 'আর্ল গ্রাউন্ড' তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে গঠিত হয়েছিল। লোকসেবক হিসাবে শিলচর মিউনিসিপ্যালিটির যথেষ্ট উন্নতি করেন। ১৯২৯ খ্রী· আসামের বন্যায় তিনি দুর্গতদের সাহায্য করেছেন। মৃত্যুকালে ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসে রেকর্ড ক্লার্কের পদে নিযুক্ত ছিলেন। [১]

নলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় (১২৯৩ - ১৩৪৮ ব·)। বহুভাষাবিদ্। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক। ইংরেজী, ল্যাটিন, গ্রীক ও আরবী ভাষায় এম·এ· পাশ করেন। ফরাসী, জার্মান ও হিব্রু ভাষাও জানতেন। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় কবিতা লিখতেন। [৫]

নলিনীমোহন বসু (১৮৯৩ - ১৭.৪.১৯৭২)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ফলিত গণিতে' এম·এস-সি পাশ করে সি· ভি· রমণের অধীনে কলিকাতা সায়েন্স কলেজে কাজ করে ডক্টরেট হন। ১৯২৮ - ২৯ খ্রী· জার্মানীর গোটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজ করেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের ডীন হয়ে কাজ শুরু করেন। অল্পদিনেই ঐ বিভাগের প্রধান হয়ে ১৯৪৮ খ্রী· পর্যন্ত ঐ পদে থাকেন। মাঝে অল্প সময়ের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। ১৯৪৮ খ্রী· আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের প্রধানের পদে নিযুক্ত হন। ১৯৫০ খ্রী· ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের গণিত শাখার সভাপতি ছিলেন। [১৬]

নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত (১২৮৯ - ১৩৪৭ ব·)। সাহিত্যসেবী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ গঠনের এক সময়ের অক্লান্ত কর্মী ছিলেন। রচিত জীবনীগ্রন্থ 'কান্ত কবি রজনীকান্ত' ও 'আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর' তাঁর তথ্যসংগ্রহ ও লিপিকুশলতার পরিচায়ক। অপর গ্রন্থ: 'বাঙ্গলার বাউল সম্প্রদায়' ও 'স্রোতের ফুল'। ১৩১১ - ১৩ ব· 'জাহ্নবী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'সাহিত্যবন্ধু' উপাধি ছিল। [৪, ৫]

নলিনীরঞ্জন সরকার (২৫.১.১৮৮২ - ২৫.১.১৯৫৩) সাজিউরা—ময়মনসিংহ। চন্দ্রনাথ। ১৯০২ খ্রী· ময়মনসিংহ সিটি স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করে ঢাকা জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হলেও পিতার অসুস্থতার জন্য শিক্ষায় বাধা পড়ে। কলিকাতায় এসে স্বদেশী আন্দোলনে স্বেচ্ছাসেবকরূপে যোগ দেন ও তৎকালীন নেতাদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হন। অভাব-অনটনে কাটিয়ে ১৯১১ খ্রী· হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্সে অল্প বেতনের কর্মচারিরূপে প্রবিষ্ট হন। কোম্পানির সঙ্কটে বুদ্ধি ও দৃঢ়তার দ্বারা নানাভাবে সাহায্য করে পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করেন। এই কোম্পানীর মাধ্যমেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে ও ১৯২৩ খ্রী· স্বরাজ্য দলের সাহায্যে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। ১৯২৮ খ্রী· পর্যন্ত সদস্য ছিলেন। নির্বাচনের পর তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বরাজ্য পার্টির সভ্য হন। ক্রমে চীফ

হুইপ ও কর্মসচিব হয়েছিলেন। ১৯৩২ খ্রী· কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ও ১৯৩৫ খ্রী· মেয়র নির্বাচিত হন। ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর সভাপতি (১৯৩৫) ও অন্যতম প্রধান ছিলেন। ঐ বছরই তিনি ফজলুল হক মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী হন। মন্ত্রিরূপে আটক রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য গান্ধীজী ও বাঙলা সরকারের মধ্যে প্রত্যক্ষ আলোচনার ব্যবস্থা করেন। এছাড়া সরকারী চাকরিক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারায় হিন্দুদের পক্ষে প্রভাব বিস্তার করেন। যুদ্ধসংক্রান্ত প্রস্তাবের প্রতিবাদে ১৯৩৯ খ্রী· মন্ত্রিপদ ত্যাগ করেন। ১৯৪১ খ্রী· বড়লাটের শাসন পরিষদে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি দপ্তরের মন্ত্রী ও ১৯৪৩ খ্রী· বাণিজ্য ও খাদ্যমন্ত্রী হন। মহাত্মা গান্ধীর অনশনে সরকারী নীতির প্রতিবাদে ঐ বছরই মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। দিল্লীতে মন্ত্রিরূপে থাকার সময় দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-চ্যান্সেলর ছিলেন। ১৯৪৪ খ্রী· ভারতীয় শিল্প মিশনের সদস্যরূপে ইংল্যান্ড ও আমেরিকা পরিদর্শন করেন। ১৯৪৮ খ্রী· পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী এবং ১৯৪৯ খ্রী· অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫১ - ৫২ খ্রী· পক্ষঘাতে শয্যাশায়ী হয়ে রাজনীতি থেকে অবসর-গ্রহণ করেন। বঙ্গবিভাগের সময় পার্টিশন কমিটির সদস্য এবং ভারতীয় সংবিধান রচনাকালে শাসনতন্ত্রের আর্থিক ধারাগুলি রচনার জন্য গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির সভাপতি ছিলেন। এক সময় বাঙলার রাজনীতিতে দেশবন্ধুর অনুরক্ত যে পাঁচজনকে 'বিগ ফাইভ' বলা হত, তিনি তাঁদের অন্যতম। অর্থনৈতিক বিষয়ে তিনি কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। [৩, ৫, ১২৪]

নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, (১৮৮৯ - ১৯৭৩) হালিশহর—চব্বিশ পরগনা। কৃতী ছাত্র ও প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ্। ১৯১১ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম·বি· পাশ করেন এবং ১৯১৪ খ্রী· এম·ডি· হন। কয়েক বছর তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে নিযুক্ত ছিলেন। পরে স্বাধীন চিকিৎসা শুরু করে অল্পদিনের মধ্যেই বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। চিকিৎসা বিভাগের বিভিন্ন ধারা নিয়ে, বিশেষ করে করোনারি থ্রম্বসিস এবং পালমোনারি এম্‌বলিজম্ সম্পর্কে তাঁর বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ আছে। তিনি হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব প্রচারের উদ্দেশ্যে 'শাস্ত্রধর্মপ্রচার সভা'র প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতে ও তার বাইরে এই সভার প্রায় ৪ শত শাখা রয়েছে। [১৬]

নসরৎ শাহ্ (? - ১৫৩৮) গৌড়। আলাউদ্দীন হুসেন শাহ্। পিতার মৃত্যুর পর ১৫২৪ খ্রী· গৌড়ের সুলতান হন। ১৫২৭ খ্রী· ত্রিহুত জয় করেন। ১৫২৬ খ্রী সম্রাট বাবর পানিপথের যুদ্ধে জয়ী হওয়ায় বহু আফগান-নায়ক নসরত শাহের আশ্রয় গ্রহণ করলে বাবর প্রথমে তাঁর নিকট সন্ধির প্রস্তাব করেন। কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং ১৫২৯ খ্রী· তাঁকে সন্ধি করতে বাধ্য করান। তাঁর রাজত্বকালে পর্তুগীজরা বাঙলায় ঘাঁটি স্থাপনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তিনি গৌড়ে বারদুয়ারী বা বড় সোনা মসজিদ নির্মাণ করান এবং সেখানে মহম্মদের পদচিহ্ন-সম্বলিত একটি কাল মর্মরবেদী স্থাপন করেন। মুসলমান সাধু হজরত মুকদুমের সাদউল্লাপুরের সমাধি-মন্দিরও তিনিই নির্মাণ করিয়েছিলেন। আততায়ীর হাতে নিহত হন। বাবরের আত্মজীবনীতে উল্লিখিত পাঁচজন শ্রেষ্ঠ মুসলমান নরপতির মধ্যে নসরৎ শাহ্ অন্যতম। [১, ২, ৩]

নাজিমুদ্দিন, খাজা (১৯·৭·১৮৯৪ - ২২·১০·১৯৬৪) ঢাকা। খাজা নিজামুদ্দিন। জমিদার পরিবারে জন্ম। ঢাকায় স্কুলের শিক্ষা শেষ করে আলিগড় এম·এ·ও· কলেজে কয়েক বছর পড়ে তিনি ইংল্যান্ডে পড়তে যান। সেখান থেকে এম·এ· ডিগ্রী লাভ করেন ও ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর কিছুটা পরিচিতি থাকলেও ত্রিশ দশকে মহম্মদ আলী জিন্নার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার পূর্ব পর্যন্ত রাজনীতিতে তাঁর প্রায় কোন যোগই ছিল না; বরং সরকারের নেকনজরেই তিনি ছিলেন। ১৯৩৭ খ্রী· থেকে তিনি জিন্নার বিশ্বস্ত অনুচর হয়ে ওঠেন। দ্বৈতশাসন কালে ১৯২৯ খ্রী· তিনি শিক্ষামন্ত্রী নির্বাচিত হন এবং ১৯৩০ খ্রী· প্রাথমিক শিক্ষা বিল পাশ করে খ্যাতি অর্জন করেন। মুসলিম লীগ দলের বাঙলাদেশ শাখার নেতা এবং ১৯৩৭ - ১৯৪৭ খ্রী· পর্যন্ত সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের কার্যকরী কমিটির সদস্য ছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় বাঙলাদেশে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছিল। ১৯৩৭ খ্রী· থেকে ফজলুল হকের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় তিনি চার বছর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন। পরে তাঁর তীব্র সাম্প্রদায়িকতাবাদের জন্য ফজলুল হকের 'কৃষক প্রজা পার্টি'র সঙ্গে কোয়ালিশন করে তিনি যে মন্ত্রিসভায় আসেন তা ভেঙ্গে ফেলেন এবং বিরোধী দল ও মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী দলের নেতা হিসাবে কাজ করেন। ১৯৪৩ খ্রী· মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হলে তিনি তার মুখ্যমন্ত্রী হন। ১৯৪৬ খ্রী· জেনেভায় 'লীগ অব নেশনস্'-এর যে শেষ অধিবেশন হয় তাতে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। ভারত-বিভাগের পর পূর্বপাকিস্তানের প্রথম গভর্নর ও জিন্নার মৃত্যুর পর তিনি সমগ্র পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হন (সেপ্টেম্বর ১৯৪৮)। অক্টোবর ১৯৫১ খ্রী· তিনি পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী হন। গোলাম মহম্মদ গভর্নর জেনারেল হলে তিনি পদচ্যুত হন (১৭·৪·১৯৫৩)। শেষ-জীবন নিজের দেশের বাড়িতে কাটান। [১২৪]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮ - ৬·১১·১৯৭০) বালিয়াডাঙ্গি—দিনাজপুর। আদি নিবাস বাসুদেবপাড়া—বরিশাল। আসল নাম তারকনাথ। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও খ্যাতিসম্পন্ন অধ্যাপক। ১৯৪১ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম·এ· পাশ করেন। বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প-বিষয়ে গবেষণামূলক কাজের জন্য ডি·ফিল· উপাধি পান এবং প্রথমে সিটি কলেজে ও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা-কর্মে ব্রতী হন।

ছাত্রাবস্থায় কাব্য-রচনার মাধ্যমে সাহিত্য-সাধনা শুরু করেন। পরে গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি রচনা করে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। সমালোচক ও সাংবাদিক হিসাবেও খ্যাতিমান ছিলেন। চল্লিশের দশকের প্রথমার্ধে তাঁর তিনখণ্ডের উপন্যাস 'উপনিবেশ' সাহিত্য জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'শনিবারের চিঠি'র নিয়মিত লেখক ছিলেন। বসুমতী পত্রিকা তাঁকে সংবাদ-সাহিত্যের প্রথম পুরস্কার প্রদান করে। শেষ-জীবনে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় 'সুনন্দ' ছদ্মনামে রচনা লিখতেন। কয়েকটি চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যও তিনি রচনা করেছিলেন। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'বীতংস', 'সূর্যসারথি', 'তিমিরতীর্থ', 'আলোর সরণি', 'শিলালিপি', 'বৈতালিক', 'ইতিহাস', 'একতলা', 'রামমোহন' (নাটক), 'ছোটগল্প বিচিত্রা', 'পদসঞ্চার', 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী', 'অঙ্কুশ', 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক', 'বাংলা গল্পবিচিত্রা', 'ছোটগল্পের সীমারেখা', 'রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি। সাহিত্যিকদের অভিনীত তাঁর নাটক 'ভাড়াটে চাই' ও 'আগন্তুক' আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বিভিন্ন উপলক্ষে রচিত তাঁর বহু গান চলচ্চিত্রে ও রেকর্ডে গৃহীত হয়েছে। কিশোরদের জন্য রচিত 'টেনিদা'র কীর্তিকাহিনী-সমন্বিত গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য। [১৬]

নারায়ণচন্দ্র দে। ঢাকা অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট সদস্য। পুলিসী গ্রেপ্তার এড়াতে দলের নির্দেশে কাশী পালিয়ে গিয়ে সেখানে শিক্ষকতা করতে থাকেন এবং কাশীর বৈপ্লবিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯১৫ খ্রী· 'বেনারস ষড়যন্ত্র মামলা'র বিচারে কাশীর বিখ্যাত বিপ্লবীরা কারাগারে আবদ্ধ হলে সুরনাথ ভাদুড়ীর নেতৃত্বে বৈপ্লবিক কর্মীরা আবার সক্রিয় হয়ে ওঠার চেষ্টা করেন। নভেম্বর ১৯১৬ খ্রী· বাঙলাদেশ থেকে প্রাপ্ত বৈপ্লবিক ইস্তাহার বিলি করার অভিযোগে তিনি গ্রেপ্তার হয়ে দীর্ঘ কারাদণ্ড ভোগ করেন। [৫৪]

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিদ্যাভূষণ (? - ১৯২৭) পোলগ্রাম—হুগলী। পীতাম্বর। কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি ও বেদান্তের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকার থেকে তিনবার বৃত্তি পান। 'স্বদেশী' মাসিক পত্রিকার পরিচালক ছিলেন। বহু প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকাদিতে ছোট গল্প লিখতেন। রচিত উপন্যাস: 'নববোধন', 'কথাকুঞ্জ', 'কুলপুরোহিত', 'অভিমান' প্রভৃতি। তিনি জৈন পণ্ডিত হেমচন্দ্রের 'অভিধান চিন্তামণি' বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করেন। [১, ২৫, ২৬]

নারায়ণ দাস, কবিরাজ। 'চিকিৎসা-পরিভাষা' ও 'দ্রব্যগুণ রাজবল্লভ' গ্রন্থের-রচয়িতা_ একজন চিকিৎসা-শাস্ত্রবিদ্। তিনি জয়দেবের গীতগোবিন্দের উপর 'সর্বাঙ্গসুন্দরী' নামে একটি উৎকৃষ্ট টীকাও রচনা করেছিলেন। [১]

নারায়ণ দেব। আনু· ১৬শ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। তাঁর আত্মবিবরণী থেকে জানা যায়, রাঢ়দেশ ছেড়ে ময়মনসিংহের বোরগ্রামে তিনি বসতি স্থাপন করেন। পিতার নাম নরসিংহ। নিজে সংস্কৃত জানতেন না। লোক-পরম্পরায় সংস্কৃত পদ্মপুরাণের কাহিনী শুনে চাঁদ সদাগরের উপাখ্যানাবলী অবলম্বনে তিনি বাংলায় 'পদ্মপুরাণ' রচনা করেছিলেন। চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগের এই কবির রচিত 'মনসা মঙ্গল' আসামের ব্রহ্মপুত্র এবং সুরমা উপত্যকায় বহুল-প্রচারিত হয়েছিল। ফলে অসমীয়া ভাষায় তাঁর গ্রন্থখানি আনুপূর্বিক পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। এমনকি, তাঁকে অসমীয়া ভাষার আদি কবির মর্যাদাও দেওয়া হয়। [১, ২, ৩]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩০১ - ১১·৯·১৩৭৬ ব·) পাইকপাড়া—কলিকাতা। ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী দলে যোগ দেন। 'রডা' কোম্পানীর পিস্তল অপহরণের ষড়যন্ত্রে তাঁরও কিছু অংশ ছিল। বাঘাযতীনের শিষ্যদের অন্যতম ছিলেন। নরেন ভট্টাচার্য (এম·এন· রায়) ও জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করেছেন। ১৯১৬ - ২০, ১৯২৪ - ২৮ এবং ১৯৩০ - ৩৭ খ্রী· তিনি আটক-বন্দী ছিলেন। বিভিন্ন কারাবাসের ফাঁকে কিছু কিছু ব্যবসায় করে জীবিকার চেষ্টা করেছেন। ক্রমে বিপ্লবী কার্যে পৈতৃক বসতবাড়ি বিক্রয় করে সর্বস্বান্ত হন। ত্রিশ দশকে কারাভ্যন্তরে ধীরে ধীরে পঠন-পাঠনের মাধ্যমে মার্ক্সীয় দর্শনে ও সাম্যবাদী আন্দোলনে আকৃষ্ট হন। কারা-জীবনের ফাঁকে 'আনন্দবাজার', 'বসুমতী' প্রভৃতি দৈনিকেও লিখতেন। মনীষী বার্ট্রান্ড রাসেলের 'রোড টু ফ্রীডম্'-এর একটি অনবদ্য অনুবাদ করেন। ১৯২৮ খ্রী· পর তাঁর 'ধাপ্পা' নামে একটি রাজনৈতিক রচনা বিখ্যাত হয়েছিল। ফলে বিপ্লবী ও গুপ্ত সংগঠনের নেতৃবর্গের রোষদৃষ্টিতে পড়েন। স্বাধীন ভারতে মুক্ত ও অবিবাহিত জীবনে তাঁর উপজীব্য ছিল নিজের রচিত গ্রন্থগুলি। তাঁর আত্মজীবনীমূলক 'বিপ্লবের সন্ধানে' গ্রন্থটি ভারতের রাজনীতির ইতিহাসের গবেষকদের একটি মূল্যবান উপাদান। [৪]

নারায়ণ রায়, ডাঃ (১৯০০ - ১·১১·১৯৭৩) কলিকাতা। ডাক্তার ক্ষেত্রনাথ। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের মেধাবী ছাত্র, সমাজসেবী, চিকিৎসক ও প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা। ত্রিশের দশকে আন্দামান জেলে 'কমিউনিস্ট সংহতি' গড়ে তোলার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। বিপ্লবী দলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং ডালহৌসী স্কোয়ার ও ক্যালকাটা বোমা কেসে তিনি ১৯৩০ খ্রী· যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। সেই সময় তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের সর্বকনিষ্ঠ কাউন্সিলার ছিলেন। আলীপুর জেলে দুই বছর থাকাকালে তিনি কালী সেনের সংস্পর্শে এসে মার্ক্সবাদে দীক্ষিত হন এবং এ বিষয়ে গভীর পড়াশুনা করেন। ১৯৩৩ খ্রী· আন্দামানের সেলুলার জেলে গিয়ে তিনি সেখানে 'পাঠচক্র' চালাতে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট নেতাদের অনেকেই এই পাঠচক্র থেকে প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন। সেখানে থাকাকালে তিনি আলীপুর জেলে বন্দী আবদুল হালিম এবং সরোজ মুখার্জির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে 'কমিউনিস্ট সংহতি' গড়ে তোলেন। এ কাজে নিরঞ্জন সেন, সতীশ

পাকড়াশী ও অন্যান্যরা সহযোগী ছিলেন। ১৯৩৮ খ্রী· বন্দীমুক্তি আন্দোলনের চাপে সরকার তাঁদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ১৯৩৯ খ্রী· আন্দামান থেকে ফিরে প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট আন্দোলনে নামেন। পার্টি সে সময়ে বেআইনী ঘোষিত ছিল। চিকিৎসক হিসাবেও তিনি খ্যাতিমান হয়েছিলেন এবং বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করে দরিদ্রজনের গভীর ভালবাসা ও সম্মান-সমাদর লাভ করেন। ১৯৫২ থেকে ১৯৬৮ খ্রী· পর্যন্ত তিনি উত্তর কলিকাতার বিদ্যাসাগর কেন্দ্র থেকে বিধানসভার নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। ১৯৬৯ খ্রী· নির্বাচনে তিনি আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নি। তখন থেকে কেবল চিকিৎসা ও জনসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ভারতীয় রেডক্রশ সোসাইটির আজীবন সদস্য ও জনহিতকর বহু সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৬২ খ্রী· ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হলে তিনি মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত থাকেন। [১৬]

নারায়ণ সেন (১৯১২ - ৮·৯·১৯৫৬) বগুড়া। সুরেশচরণ। ম্যাট্রিক পাশ করে চট্টগ্রামে মাতুলালয়ে থাকাকালে বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসেন। চট্টগ্রাম কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়বার সময় ১৮·৪·১৯৩০ খ্রী· যুববিদ্রোহে পুলিস লাইন আক্রমণে যোগ দেন। তারপর মাস্টারদা (সূর্য সেন) এবং অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে চার দিন অনাহারে-অনিদ্রায় পাহাড় অঞ্চলে কাটান। ২২·৪·১৯৩০ খ্রী· ঐতিহাসিক জালালাবাদ যুদ্ধে জয়লাভ করেন। যুদ্ধশেষে মাস্টারদার নির্দেশে চট্টগ্রাম ত্যাগ করে ঢাকা, মজঃফরপুর, বেনারস প্রভৃতি অঞ্চলে দীর্ঘদিন আত্মগোপন করে কলিকাতায় ফেরেন। এই সময় তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য ৫০০ টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয়েছিল। দীর্ঘ ১৮ বছর বিভিন্ন সাজে আত্মগোপন করে কাটান। কলিকাতায় 'অনাথ রায়' ছদ্মনামে প্রকাশ্যে বাস করেছেন। ১২·১·১৯৪৮ খ্রী· মাস্টারদার মৃত্যুবার্ষিকীতে তিনি স্বনামে আত্মপ্রকাশ করেন। [৯৬]

নারায়ণী। স্বামী—রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার। এই বিদুষী মহিলা সংস্কৃত ব্যাকরণে ও জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শিনী ছিলেন। [১]

নিকী। ১৯শ শতাব্দীর এক নাম-করা বাইজী। ঐ শতাব্দীর প্রথম থেকেই পশ্চিমের বাইজীরা কলিকাতায় আসতে থাকেন এবং পোষকতা পেয়ে অনেকেই পেশাদার জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ক্রমে কলিকাতায় পশ্চিমা বাইজীদের রীতিমত একটি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। তৎকালীন সংবাদপত্র থেকে জানা যায়, ১৮২৩ খ্রী· নর্তকী নিকী রাজা রামমোহন রায়ের মানিকতলার বাগানবাড়িতে নাচেন। ঐ সময়ে বেগমজান, হিঙ্গুল, নান্নিজান, সুপনজান প্রভৃতি আরও কয়েকজন নর্তকী-গায়িকার নাম পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হত। ১৯শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নিকী, মধ্যভাগে হীরা বুলবুল এবং শেষভাগে শ্রীজান বিশেষে প্রসিদ্ধ ছিলেন। [১৮, ৬৪]

নিকুঞ্জবিহারী গুপ্ত (১৯শ শতাব্দী) জনার্দাড়ী—মেদিনীপুর। দ্বারকানাথ। রয়্যাল অ্যাগ্রিকালচারাল সোসাইটির সদস্য। ১৩১৪ - ১৩২৯ ব· পর্যন্ত 'সচিত্র কৃষক' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'কার্পাস-প্রসঙ্গ' ও 'কৃষিসহায়'। [৪]

নিখিলনাথ রায় (ডিসে· ১৮৬৫ - ৪·১১·১৯৩২) পুঁড়া—চব্বিশ পরগনা। জানকীনাথ। কৌলিক উপাধি 'গুহ'। বহরমপুর কলেজ থেকে ১৮৯২ খ্রী· বি-এ· এবং ১৮৯৭ খ্রী· বি·এল· পাশ করে প্রথমে বহরমপুর জজ আদালতে ও পরে ১৯০২ খ্রী· থেকে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করেন। ১৯০৭ - ২২ খ্রী· কাশিমবাজার মহারাজার নায়েব ছিলেন। কলেজে পড়ার সময় 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাস' গ্রন্থ রচনা শুরু করেন এবং তখন থেকেই তাঁর রচিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলী 'মুর্শিদাবাদ-হিতৈষী' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১২৯১ ব· তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ 'রাজপুত কুসুম' প্রকাশিত হয়। শশধর তর্কচূড়ামণি প্রতিষ্ঠিত বহরমপুরের 'সুনীতি সঞ্চারিণী' সভার এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির একজন সভ্য ছিলেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামক মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। বিহারীলাল সরকার ও অক্ষয় মৈত্রেয়ের প্রমাণকে অগ্রাহ্য করে লর্ড কার্জন হলওয়েল মনুমেন্ট পুনঃস্থাপন করলে 'রঙ্গালয়' পত্রিকায় তিনি এই পুনঃস্থাপনকে ঐতিহাসিক মিথ্যাচার বলে ঘোষণা করেন। 'শাশ্বতী' মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক এবং দু'বছর বসিরহাটের 'পল্লীবাণী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী', 'সোনার বাংলা', 'জগৎশেঠ', 'প্রতাপাদিত্য', 'অশ্রুহার', 'সমাধান' প্রভৃতি। [১, ৩, ৮, ২৬]

নিখিল বিশ্বাস (১৯৩০ - ১৯৬৬) কলিকাতা। চিত্রশিল্পী। প্রচুর ছবি এঁকেছেন এবং ঘন ঘন প্রদর্শনী করেছেন। তাঁর ছবি ১৯৬৬ খ্রী· জার্মানীর বিভিন্ন শহরে এবং ১৯৬৬ - ৬৭ খ্রী· বার্লিন ও মিউনিখে প্রদর্শিত হয়েছে। 'ক্লাউনের সঙ্গে খ্রীষ্ট' তাঁর একটি বিখ্যাত ছবি। তাঁর বহু ছবি নানা সংগ্রহশালায় আছে। 'চিত্রাংশু', 'সোসাইটি অব কনটেম্পোরারী আর্টিস্ট' ও 'ক্যালকাটা পেইন্টার্স' এই তিনটি শিল্পিগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠায় তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। [১৭]

নিখিলরঞ্জন গুহ রায় (১৮৮৮ - ২·৪·১৯৭৪) ফরিদপুর। জীবনের ২০ বছর জেলে কেটেছে। তার মধ্যে আন্দামানে কাটে দুই বারে ১৩ বছর। সেখানে তাঁর বন্দীজীবনের সঙ্গী ছিলেন বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলিন দাস প্রমুখ বিপ্লবীরা। স্বাধীনতার পর এই অকৃতদার বিপ্লবী কলিকাতার বাগমারী এলাকায় জনগণের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন। [১৬]

নিখিলরঞ্জন সেন (১৩·৫·১৮৯৪ - ১৩·১·১৯৬৩) ঢাকা। কালীমোহন। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে মেঘনাদ

সাহার সহপাঠী ছিলেন। সেখান থেকে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা (১৯০৯) পাশ করে রাজশাহী কলেজ থেকে আই-এস-সি (১৯১১) পরীক্ষায় দশম স্থান অধিকার করেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অঙ্কশাস্ত্রে অনার্স পড়ার সময় সত্যেন বোস ও মেঘনাথ সাহা তাঁর সহপাঠী ছিলেন। ১৯১৩ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কে অনার্স পরীক্ষায় প্রথম তিনজন যথাক্রমে বোস, সাহা ও সেন। প্রেসিডেন্সীতেই স্নাতকোত্তর অঙ্কের ছাত্র হন এই তিনজন। ফলিত অঙ্কশাস্ত্রে (তৎকালীন Mixed Mathematics) সত্যেন বোস ও মেঘনাথ সাহা ১৯১৫ খ্রী· প্রথম ও দ্বিতীয় হয়ে উত্তীর্ণ হন। তিনি পরের বছর পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৯১৭ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত অঙ্কশাস্ত্রে অধ্যাপনা শুরু করেন এবং গবেষণায় মন দেন। ১৯২১ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-এস-সি· ডিগ্রী পান। এর পর বার্লিন, মিউনিখ্ ও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করেন। অধ্যাপক ভন লাউ-এর অধীনে আপেক্ষিক সাধারণ তত্ত্বে ও মহাকাশবিষয়ক (Cosmogony) গবেষণার জন্য বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ-ডি· ডিগ্রী লাভ করেন। এই সময়ে Quantum Theory ক্রমশই প্রতিষ্ঠালাভ করছিল। বিজ্ঞানের এই বিভাগে তিনি ম্যাক্সপ্ল্যাঙ্ক, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, আর্নল্ড সোমারফিল্ড, লুই ডি ব্রগলী প্রভৃতি দিক্‌পালগণের সঙ্গে পরিচিত হন ও গভীরভাবে পড়াশুনা করেন। ১৯২৪ খ্রী· দেশে ফিরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিত বিভাগে, 'রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক' নিযুক্ত হন এবং বিভাগ পুনর্গঠন, নূতন শিক্ষণীয় বিষয় স্থির করা ইত্যাদি কাজে যোগ্য নেতৃত্বের পরিচয় দেন। এখানে নানা বিষয়ে মৌলিক গবেষণা তাঁরই নেতৃত্বে শুরু হয়। বৈদেশিক শক্তির প্রভাবমুক্ত নবভারতে দেশরক্ষা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান 'ব্যালিস্টিক্স' বিষয়টি তিনিই পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেন ও নিজেই শিক্ষার ভার নেন এবং 'The Physico Mathematical Colloquium' নামে পত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। ১৯৩৬ খ্রী· ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের গণিত শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। গণিতশাস্ত্রসম্পর্কিত নানা সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং এই বিষয়ে বহু প্রবন্ধ রচনা করেন ও বক্তৃতা দেন। [৮২]

নিখিলানন্দ, স্বামী (১৮৯৫ - ২১·৭·১৯৭৩) পাতড্ডা—ত্রিপুরা। উকিল পিতা কামিনীকুমার, দাশগুপ্তের কর্মস্থল নোয়াখালিতে জন্ম। এই বিপ্লবী ও সাংবাদিক ১৯২২ খ্রী· রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দেন। তিনি শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা ও স্বামী সারদানন্দের কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ১৯৩১ খ্রী· সঙ্ঘের নির্দেশে আমেরিকাতে বেদান্ত প্রচারে যান। ইউরোপ ও আমেরিকায় তিনি বক্তা ও লেখক হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। নিউইয়র্কে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টার প্রতিষ্ঠা তাঁর অন্যতম কীর্তি। তাঁর রচিত, অনূদিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলীর (সবই ইংরেজীতে) মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য : দি গসপেল অফ শ্রীরামকৃষ্ণ, অদ্বৈতবেদান্তের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ গৌড়পাদের মাণ্ডুক্যকারিকার অনুবাদ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী, গীতা ও উপনিষদের আধুনিক অনুবাদ, স্বামী বিবেকানন্দের 'দি যোগস অ্যান্ড আদার ওয়ার্কস্' ইত্যাদি। নিউইয়র্কে মৃত্যু। [১৬, ১৭৮]

নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংস (১২৮৭ - ১৩·৮·১৩৪২ ব·) কুতুবপুর—নদীয়া। ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়। পূর্বাশ্রমের নাম নলিনীকান্ত। দারিয়াপুর মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয় থেকে পাশ করে ঢাকা সার্ভে স্কুলে কয়েক বছর পড়েন। কিন্তু শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হতেই ওভারসিয়ারের চাকরি পান। পত্নীবিয়োগের পর পরলোকে ও আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে প্রথমে মাদ্রাজের অ্যাডায়ারে থিওসফিক্যাল সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত হন। পরে তারাপীঠের সাধক বামাক্ষ্যাপার শরণ নেন এবং শেষে আজমীরের বৈদান্তিক সন্ন্যাসী সচ্চিদানন্দ সরস্বতীর কাছে সন্ন্যাস নিয়ে নিগমানন্দ নাম গ্রহণ করেন। অবিভক্ত বঙ্গের পাঁচটি বিভাগে পাঁচটি আশ্রম ও 'ঋষি রিদ্যালয়', কুতুবপুরে হাই স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় ও আসামের কোকিলামুখে আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ স্থাপন করেন। 'শঙ্করের মত আর গৌরাঙ্গের পথ' এবং অসাম্প্রদায়িক ধর্মের বিস্তার তাঁর প্রধান আদর্শ ছিল। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'ব্রহ্মচর্যসাধন', 'জ্ঞানীগুরু', 'তান্ত্রিকগুরু', 'প্রেমিকগুরু' প্রভৃতি। 'আর্যদর্পণ' মাসিক পত্রিকা প্রবর্তন করেন। শেষ-জীবনে অধিকাংশ সময়ে পুরীতে থাকতেন। [১, ৩, ৪]

নিজামুদ্দীন আহ্‌মেদ (১৯২৯ - ১২·১২·১৯৭১) মাওয়া—ঢাকা। পূর্ব-পাকিস্তানের প্রখ্যাত সাংবাদিক। ১৯৫২ খ্রী· ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে বি·এ· পাশ করেন। ছাত্রজীবনেই সাংবাদিকতার বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৫৯ খ্রী· তিনি একমাত্র সংবাদদাতা হিসাবে তদানীন্তন 'পাকিস্তান প্রেস ইন্টারন্যাশনাল' সংবাদ সরবরাহ সংস্থায় যোগ দেন এবং তাঁর প্রচেষ্টায় পূর্ববঙ্গে তার শাখা-দপ্তর স্থাপিত হয়। ক্রমে তিনি পি·পি·আই·-এর সম্পাদক ও ১৯৬৯ খ্রী· থেকে আমৃত্যু ঐ সংস্থার জেনারেল ম্যানেজার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বি·বি·সি·, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকা এবং ইউ·পি·আই·-এর ঢাকাস্থ সংবাদদাতা ছিলেন। বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করেন। ১৯৬৫ খ্রী· তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদের আসনে নির্বাচিত হন। মুক্তিযুদ্ধের সময় যে-সমস্ত বিদেশী সাংবাদিক তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে আসতেন তিনি তাঁদের কাছে পাকবাহিনীর কার্যকলাপ বিস্তারিত বিবরণ সহ সুকৌশলে সরবরাহ করতেন। মুক্তিবাহিনীর হাতে মুন্সীগঞ্জের পতন ঘটলে তিনি বি·বি·সি·-তে তার এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ পরিবেশন করেন। তাঁর এই কার্যকলাপের জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত পাক-বাহিনী তাঁকে ধরে নিয়ে যায় ও হত্যা করে। [১৫২]

নিতাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। চুঁচুড়া—হুগলী। তিনি সাপ্তাহিক 'চুঁচুড়া বার্তাবহ', 'বঙ্গদর্পণ' ও ১৩৩৭ ব· মাসিক 'শিল্প ও সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'বালগঙ্গাধর তিলক', 'ঝরণা' ও 'গায়ত্রী' (নাটক)। [৪]

নিতাই ভট্টাচার্য (১৯০০ ? - ২৭·১০·১৯৭০) নবদ্বীপ—নদীয়া। শিক্ষকরূপে জীবন শুরু করেন। পরে স্বাধীনতা-সংগ্রামী হিসাবে কারাবরণ করেন। সুভাষচন্দ্রের অনুগামী ছিলেন। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের প্রেরণায় অভিনেতা ও নাট্যকার হন। পরে চলচ্চিত্র-জগতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা শুরু করেন। উল্লেখযোগ্য কাহিনী ও চিত্রনাট্যাবলী: 'সংগ্রাম', 'স্বপ্ন ও সাধনা', 'সমাপিকা', 'সঞ্চারী', 'আবর্ত', 'শঙ্করনারায়ণ ব্যাঙ্ক', 'দেবী মালিনী', 'যদুভট্ট', 'শিল্পী', 'সাগরিকা', 'সবার উপরে' প্রভৃতি। [১৬]

নিত্যকৃষ্ণ বসু (১৮৬৫ - ১৯০০)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম·এ·। কোন্নগর ইংরেজী স্কুলে হেডমাস্টার-পদে নিয়োজিত ছিলেন। 'সাহিত্য' পত্রিকায় 'সাহিত্য-সেবকের ডায়েরী' লিখে সুপরিচিত হন। তাঁর রচিত গ্রন্থ: 'মায়াবিনী' (কাব্য), 'প্রেমের পরীক্ষা' (নাটক), 'ভবানী' (গল্প) প্রভৃতি। [১৩৩]

নিত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২৩ - ১০·১১·১৯৭৩)। পিতা যশোহরের বন্দবিলা সত্যাগ্রহ-খ্যাত ডাক্তার হরিচরণ। ছাত্রাবস্থায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে কৃষ্ণনগরের ধর্মঘট তাঁরই নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। পরবর্তী কালে তাঁর রাজনীতিক মতের পরিবর্তন ঘটে ও তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। ১৯৪৫ খ্রী· 'বাস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নে'র সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ খ্রী· রশিদ আলী দিবসের মিছিলে পুলিসের গুলীবর্ষণের ফলে আহত হন ও তাঁর একটি পা কেটে বাদ দিতে হয়। তারপরেও অনেক বৎসর তিনি রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। [১৬]

নিত্যগোপাল ভট্টাচার্য (? - ৭·১·১৯৩৪) চট্টগ্রাম। বিপ্লবী সূর্য সেনের মৃত্যুদণ্ডের প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামের ছাউনিতে ঢুকে ব্রিটিশ সামরিক অফিসারকে হত্যা করার সময় সিকিউরিটি গার্ডের গুলিতে মারা যান। [৪২]

নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়। ১৯০৪ খ্রী· 'সরল কৃষি বিজ্ঞান' ও ১৯০৮ খ্রী· 'রেশম বিজ্ঞান' গ্রন্থ রচনা করেন। [৪]

নিত্যরঞ্জন সেন (? - ৭·১·১৯৩৪) চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুলের ছাত্র। ১৯৩০ খ্রী· বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা নেন। ১৯৩৩ খ্রী· মাস্টারদা (সূর্য সেন) এবং তারকেশ্বর দস্তিদারের মৃত্যুদণ্ডের প্রতিবাদে তিনি এবং আরও ৩ জন যুবক ৭·১·১৯৩৪ খ্রী· পল্টনের ক্রিকেট খেলার মাঠে বোমা ও পিস্তলের সাহায্যে পুলিস সুপার পিটার ক্লিয়ারীকে নিহত এবং কয়েকজন শ্বেতাঙ্গকে আহত করেন। মিলিটারির পাল্টা আক্রমণে তিনি এবং হিমাংশু চক্রবর্তী ঘটনাস্থলেই মারা যান। [৪৩, ৯৬]

নিত্যানন্দ ঘোষ (আনু· ১৬শ শতাব্দী)। কাশীরাম দাসের পূর্ববর্তী এই কবি 'মহাভারত' গ্রন্থ পদ্যে অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর মহাভারতের সঙ্গে অনেক স্থলে কাশীরাম দাসের মহাভারতের অবিকল মিল দেখা যায়। [১, ২, ৪]

নিত্যানন্দ চৌধুরী (? - ১৯৫৪) রাজশাহী। ইংরেজীতে এম·এ· পাশ করে কুষ্টিয়ার খোকসা হাই স্কুলের প্রধানশিক্ষক রূপে কর্মজীবন শুরু করেন। বাঙলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। ১৯৩৮ খ্রী· রানীগঞ্জ কোলিয়ারীতে এবং 'বেঙ্গল পেপার মিলস্' প্রভৃতি স্থানে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সংগঠন করেন। কৃষক আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। সভায় লোক জমায়েত করার উদ্দেশ্যে তিনি পায়ে ঘুঙুর বেঁধে গান গাইতেন। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য এবং চারের দশকে পার্টির চব্বিশ পরগনার জেলা-সম্পাদক ছিলেন। [১২৮, ১৪৯]

নিত্যানন্দ দাস (১৫৩৭ - ?) শ্রীখণ্ড—বর্ধমান। আত্মারাম। প্রকৃত নাম বলরাম দাস। গুরুপ্রদত্ত নাম নিত্যানন্দ। 'প্রেমবিলাস', 'গৌরাঙ্গাষ্টক', 'বীরচন্দ্র চরিত', 'রসকলাসার', 'কৃষ্ণলীলামৃত', 'হাটবন্দনা', 'কুঞ্জভঙ্গের একুশ পদ' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থগুলির মধ্যে 'প্রেমবিলাস' সমধিক প্রসিদ্ধ। [১, ২, ২৬]

নিত্যানন্দ প্রভু (আনু· ১৪৭৭/৭৮ - ১৫৩২ ?) একচক্রা—বীরভূম। হাড়াই পণ্ডিত—প্রকৃত নাম মুকুন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। চৈতন্যদেবের প্রধান পার্ষদ নিত্যানন্দ ১২ বছর বয়সে গৃহত্যাগী হয়ে ২০ বছর বিভিন্ন তীর্থ পরিভ্রমণ করে নবদ্বীপে আসেন। সম্ভবত মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ছিলেন। তিনি এবং অদ্বৈতাচার্য গৌরাঙ্গকে অবতার ব'লে ঘোষণা করেন। মদ্যপ কোতোয়াল জগাই ও মাধাইকে উদ্ধার করার কৃতিত্ব প্রধানত তাঁরই। পুরীতে গৌরাঙ্গদেবের সঙ্গী ছিলেন এবং পর পর কয়েক বছর সেখানে যেতেন। বরাহনগর থেকে নবদ্বীপ অবধি গঙ্গার দুই তীরস্থ গ্রামসমূহ তাঁর প্রেমধর্ম-প্রচারের এলাকা ছিল। এই প্রেমধর্মের প্রভাবে সপ্তগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বণিক উদ্ধারণ দত্ত বৈষ্ণবধর্মে অনুরাগী হয়ে নিত্যানন্দের শরণ নেন। নিত্যানন্দ নৃত্যের মাধ্যমে এবং সংকীর্তন সহযোগে হরিনাম বিতরণ করতেন। মহাপ্রভুর আদেশে তিনি বসুধা ও জাহ্নবী দেবীকে বিবাহ করেন। বসুধা দেবীর গর্ভে বীরভদ্র ও গঙ্গাদেবীর জন্ম হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে নিত্যানন্দের বিগ্রহপূজা দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত আছে। [১, ২, ৩, ২৫]

নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী (১৮৯২ - ২৩·৩·১৯৭২) শান্তিপুর। প্রভুপাদ রাধিকানাথ। বিশ্বভারতীর প্রথম যুগের অধ্যাপক নিত্যানন্দ শান্তিনিকেতনে গোঁসাইজী নামে সুপরিচিত ছিলেন। বৃন্দাবন, বারাণসী ও কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন। সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে পালি ভাষার চর্চা করে বৌদ্ধশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হন। ১৯২০ খ্রী· বিধুশেখর শাস্ত্রীর অধীনে

সংস্কৃত ও পালি বিভাগের গবেষক হয়ে শান্তিনিকেতনে আসেন। ধর্মধর মহাস্থবিরের কাছে বৌদ্ধশাস্ত্রের গবেষণা করেন। বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠের জন্য তাঁকে সিংহল ও ব্রহ্মদেশে পাঠান হয়। সেখান থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে তিনি পাঠভবনে সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপক হন এবং আজীবন সেখানে কাটান। বৈষ্ণবশাস্ত্রে ও বৌদ্ধদর্শনে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী গোঁসাইজী গান-বাজনায়, চিত্রাঙ্কনে, অভিনয়ে ও সাহিত্য সমালোচনায় পারদর্শী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে তিনি 'ছেলে ভুলানো ছড়া' নামে বইটি সঙ্কলন করেন এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেন। বিশ্বভারতী তাঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধি ও কলিকাতা রবীন্দ্র গবেষণা পরিষদ্ তাঁকে 'রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য' উপাধি দেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রণালয় তাঁকে কৃতী শিক্ষকরূপে সম্মানিত করেন। [১৬]

নিত্যানন্দ বৈরাগী (১৭৫১ - ১৮২১) চন্দননগর—হুগলী। তিনি প্রথম জীবনে গান গেয়ে ভিক্ষান্নে জীবিকানির্বাহ করতেন। পরে কবির দল গঠন করে অর্থ ও যশ লাভ করেন। তাঁর দল 'নিতে বৈরাগীর দল' নামে খ্যাত ছিল। ভবানী বেনে তাঁর অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁর সমকালীন উল্লেখযোগ্য কবিয়াল ছিলেন রঘুনাথ দাস (আনু· ১৭২৫ - ১৭৯০), নন্দলাল বসু (১৭৩৫ - ১৮০৭), নৃসিংহ (১৭৩৮ - ১৮০৭), রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১ - ১৮৩৮), হরুঠাকুর (১৭৪৯ - ১৮২৪), রাম বসু (১৭৮৬ - ১৮২৮) প্রমুখ। [১, ২, ২০, ১৫১]

নিত্যানন্দ (মিশ্র) চক্রবর্তী (১৮শ শতাব্দী) কানাইচক—মেদিনীপুর। রাধাকান্ত। পাঁচালীকার। মেদিনীপুরের কাশীজোড়াধিপতি রাজনারায়ণের সভাসদ্ ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'শীতলা মঙ্গল', 'ইন্দ্রপূজা', 'সীতাপূজা', 'পাণ্ডবপূজা', 'বিরাটপূজা', 'লক্ষ্মীমঙ্গল', 'কালুরায়ের গীত' প্রভৃতি। তাঁর লেখা কোন কোন পুথি উৎকল অক্ষরে তালপাতায় লিখিত হয়েছে। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে বহু ফারসী, হিন্দী ও উর্দু কথা পাওয়া যায়। [১]

নিত্যানন্দ সাহা (১৯২৬ - ৩·৮·১৯৫৫) পোড়াবাড়ি—ময়মনসিংহ। অশ্বিনীকুমার। ১৯৪৭ খ্রী· দেশ-বিভাগের পর প্রতিপালিকা ষোড়শীবালার সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তান ছেড়ে নদীয়া জেলার পায়রাডাঙ্গা অঞ্চলে 'প্রীতিনগর কলোনী'তে এসে বসবাসকালে কিছুদিন সামরিক বাহিনীতে কাজ করেন। পরে তা ছেড়ে পায়রাডাঙ্গা বাজারে এক ছোটখাটো বিড়ির কারখানা খোলেন। এ সময় স্থানীয় যুব সংগঠন 'তরুণ সঙ্ঘে'র তিনি সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ভারতে পর্তুগীজ অধিকৃত গোয়ার অধিবাসীরা মুক্তিসংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে দীর্ঘদিন আন্দোলন চালায়। ৩১শে জুলাই ১৯৫৫ খ্রী· গোয়ায় গিয়ে তিনি এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। সেখানে গোয়া সশস্ত্রবাহিনীর গুলিতে তাঁর মৃত্যু হয়। [১৮০]

নিধিরাম কবিচন্দ্র। বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। 'বন্দ মাতা সুরধুনী' শীর্ষক গঙ্গাবন্দনাটি নিধিরামের ভণিতাযুক্ত দেখা যায়। তিনি বাংলা ভাষায় সংক্ষিপ্ত রামায়ণ ও মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে 'গোবিন্দমঙ্গল', 'দাতাকর্ণ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতে 'অঙ্গদের রায়বার' কবিতায় কবিচন্দ্রের ভণিতা দেখা যায়। [২, ২৬]

নিধিরাম কবিরত্ন (১৮শ শতাব্দী) চক্রশালা—চট্টগ্রাম। দুর্লভ আচার্য। রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক কবি। ১৭৫৬ খ্রী· তিনি বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান অবলম্বনে 'কালিকা মঙ্গল' গ্রন্থ রচনা করেন। [১]

নিধিরাম মিশ্র (১৬শ শতাব্দী) দামুন্যা—বর্ধমান। হৃদয় মিশ্র। 'গঙ্গার বন্দনা', 'গুরুদক্ষিণা', 'সত্যনারায়ণ কথা' প্রভৃতি কবিতাগ্রন্থের রচয়িতা। তিনি কবিচন্দ্র মিশ্র নামেও খ্যাত ছিলেন। চণ্ডীকাব্য-রচয়িতা মুকুন্দরাম তাঁর অগ্রজ। 'দাতাকর্ণ' ও 'কলঙ্কভঞ্জন' গ্রন্থ-রচয়িতা আর এক কবিচন্দ্রের নাম পাওয়া যায়। এই দু'জন একই লোক কিনা জানা যায় না। [১, ৪]

নিধিরাম সাহা। জামড়া—বর্ধমান। কবিসঙ্গীত-রচয়িতা নিধিরাম এক সময়ে কবিয়াল দাশরথি রায়ের প্রতিযোগী গায়ক ছিলেন। [১]

নিধুবাবু, রামনিধি গুপ্ত· (১৭৪১ - ১৮৩৯)। হরিনারায়ণ কবিরাজ। বর্গীর হাঙ্গামার সময় মাতুলালয় চাঁপ্তা—হুগলীতে জন্ম। হাঙ্গামা মিটলে ১৭৪৭ খ্রী· কলিকাতার কুমারটুলিতে পৈতৃক নিবাসে ফেরেন। এখানে জনৈক পাদ্রির কাছে ইংরেজী শেখেন। ১৭৭৬ খ্রী· কোম্পানীর অধীনে কাজ নিয়ে চিরণছাপরায় যান এবং সেখানে এক মুসলমান গায়কের কাছে হিন্দুস্থানী টপ্পা শেখেন। ১৭৯৪ খ্রী· কলিকাতায় ফিরে বাংলা টপ্পা গান রচনা করেন ও সঙ্গীত শিক্ষাদানে মনোযোগী হয়ে ১৮০৪ খ্রী· একটি সঙ্গীতসমাজ স্থাপন করেন। এখানে কুলুইচন্দ্র সেন প্রবর্তিত আখড়াই গান সংশোধন করে নূতন রীতিতে শিক্ষা দিতেন। এদেশে তিনিই প্রথম ইংরেজী অভিজ্ঞ কবিয়াল এবং প্রথম স্বাদেশিক সঙ্গীতের রচয়িতা। একটি নমুনা—'নানান দেশের নানান ভাষা/বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা।' বাঙলাদেশে টপ্পা গানের প্রবর্তক হিসাবেই তিনি বিখ্যাত। তাঁর রচিত টপ্পাতেই আধুনিক বাংলা কাব্যের আত্মকেন্দ্রিক লৌকিক সুর প্রথম ধ্বনিত হয়। 'গীতরত্ন' সঙ্কলন গ্রন্থটি তাঁর জীবদ্দশায় ১৮৩২ খ্রী· প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তাঁর ৯৬টি গান আছে। এ ছাড়া 'সঙ্গীত রাগকল্পদ্রুম' গ্রন্থে তাঁর ১৫০টি গান এবং দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত 'বাঙালীর গান' গ্রন্থে ৪৫০টি গান সঙ্কলিত আছে। হাফ-আখড়াই গানে নিধুবাবুর বিপরীতে পাথুরিয়াঘাটা দলে থাকতেন কুলুইচন্দ্রের পুত্র শ্রীদাম দাস। [২, ৩]

নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত (১৮৬৭ - ১৭·৭·১৯৩৫) গাউপাড়া—ঢাকা। তারকনাথ। প্রথমে সংস্কৃত

অধ্যয়নের পর বরিশাল ব্রজমোহন ইন্‌স্টিটিউশন থেকে প্রবেশিকা (১৮৯৩) এবং এফ·এ· (১৮৯৫) পাশ করেন। এখানে অধ্যয়নকালে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার ও আচার্য জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে এসে সেবাকার্যে ব্রতী হন। বি·এ· পাঠরত অবস্থায় সংসার ত্যাগ করে পরিব্রাজক হন। আত্মীয়গণ গৃহে ফিরিয়ে এনে বিবাহ দেন, (১৮৯৮)। ১৯০০ খ্রী· বি·এ· পাশ করেন এবং স্কুলের সহকারী পরিদর্শক নিযুক্ত হয়ে মেদিনীপুরে আসেন। সরকারী কাজে যেখানেই গিয়েছেন সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্র পাঠ ও আলোচনার সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই সময়েই তাঁর পুস্তিকা 'প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি', 'আর্যক্রিয়া' এবং 'রামপ্রসাদী সঙ্গীত' প্রকাশিত হয়। কাঁথিতে অবস্থানকালে রাজনৈতিক কারণে পুলিস তাঁর আবাস খানাতল্লাসী করে। ১৯১১ খ্রী· তিনি মানভূমে বদলী হন। এখানেই বি·টি· পাশ করেন। এই সময় স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ১৯১৪ খ্রী· পুরুলিয়া জেলা স্কুলের শিক্ষক ও ১৯১৬ খ্রী· প্রধান শিক্ষক হন। আদর্শ শিক্ষক ও সমাজের একনিষ্ঠ সেবকরূপে এখানে তিনি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। রাঁচী শিক্ষা সম্মেলনে 'প্রাচ্য শিক্ষার আদর্শ' নামে মৌলিক গবেষণামূলক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং দীর্ঘদিনের সরকারী কাজ, এমন কি পেন্সনও ত্যাগ করেন। কয়েকজন আত্মত্যাগী কর্মীর সাহায্যে তিনি শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন করে দেশলাই প্রস্তুত করান, তিলক জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেন, খাদি ও চরকার প্রচার করেন এবং সর্বোপরি 'লোকসেবক সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৫ খ্রী· দেশবন্ধু প্রেস স্থাপন করে সেখান থেকে সাপ্তাহিক 'মুক্তি' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯২৭ খ্রী· বাঁকুড়া জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতি হয়েছিলেন। হরিপদ দাঁ নামে একজন অনুরাগীর দানে তিনি পুরুলিয়া শিল্পাশ্রমের গৃহ প্রস্তুত (১৯২৮) করেন। 'মুক্তি' পত্রিকায় 'বিপ্লব'-শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধের জন্য রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁর এক বছরের কারাদণ্ড (১৯২৯) হয়। পরের বছর মুক্তি পান ও মানভূম জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। মে ১৯৩০ খ্রী· প্রেস অর্ডিন্যান্সের ফলে দেশবন্ধু প্রেস ও 'মুক্তি' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। ঐ বছরেই সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়ে ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩১ খ্রী· মুক্তি পেয়ে তিনি কাঁথি, শ্রীহট্ট প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাবিষয়ক বক্তৃতা দান করেন এবং নিজ আশ্রমের কর্মীদের শিক্ষাদানের জন্য রঘুনাথপুর-চরগালীতে অস্থায়ী শিক্ষা-শিবির স্থাপন করেন। দ্বিতীয় সত্যাগ্রহ আন্দোলনে তাঁর দেড় বছর কারাদণ্ড হয়। তাঁর শিল্পাশ্রমও বেআইনী ব'লে ঘোষিত হয়। কারামুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। রাঁচীতে বিপ্লবী ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রধানত তাঁর চিকিৎসা করতেন। ৩০·৪·১৯৩৪ খ্রী· গান্ধীজী তাঁর শয্যাপার্শ্বে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন। শেষ কয়দিন তিনি গীতা পাঠ করে কাটান। পুরুলিয়ায় নিজ আশ্রমে দেহত্যাগ করেন। তিনি রাঁচীর উপজাতি ঘেড়িয়া ও হরিজনদের প্রকৃত বন্ধু ছিলেন এবং তাদের জীবনালেখ্য তিনি গল্পাকারে 'দেশ', 'যুগশঙ্খ' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশ করতেন। সাধারণ্যে তিনি 'ঋষি' আখ্যা পান এবং 'মানভূমের গান্ধী' নামে পরিচিত ছিলেন। গান্ধীবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামী বিভূতিভূষণ তাঁর পুত্র। [১, ৮, ১২৪]

নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত, রায়বাহাদুর (? - ২৪·৩·১৯৩৮) বরিশাল। একসময়ে তিনি মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের সহকর্মী ছিলেন। ১৯০৬ খ্রী· বরিশাল কন্‌ফারেন্সের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক হন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তাঁর বক্তৃতা বরিশালে এই আন্দোলনের সাফল্যের অন্যতম কারণ। দার্শনিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। দীর্ঘকাল 'ভারত সুহৃদ' মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করেন। বরিশালের শাখা সাহিত্য পরিষদের তিনি সভাপতি ছিলেন। প্রাক্তন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান ও চেয়ারম্যান-রূপে জনসেবায় যুক্ত ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে বরিশালের শিক্ষাগুরু আচার্য জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনচরিত এবং ১৯২৩ খ্রী· 'ভারত রাষ্ট্রনীতি' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। [১, ৪]

নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য (১২৯০ - ১·১·১৩৫৯ ব·) বাহিরগাছি—নদীয়া। তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ৩০ বছরের অধিক কাল অধ্যাপনার পর ১৯৩৯ খ্রী· অবসর-গ্রহণ করেন। ১৯৩৫ খ্রী· কলিকাতা সাহিত্য সম্মেলনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতি হয়েছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'বাঙ্গালীর খাদ্য ও পুষ্টি' জনসমাজে সমাদৃত হয়েছিল। [৫]

নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (? - ১৩৩৫ ব·) বৈদ্যবাটী—হুগলী। জমিদার পরিবারে জন্ম। ১৭/১৮ বছর বয়সে পৈতৃক ব্যবসায়ে (জাহাজে মাল বোঝাই ও মাল খালাস) নিযুক্ত হন। তিনি বৈদ্যবাটী কো-অপারেটিভ সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন, বৈদ্যবাটী স্কুল নির্মাণের জন্য ২৫ হাজার টাকা দান করেন এবং নিজব্যয়ে গ্রামে রাস্তা নির্মাণ করান। স্বগৃহে কয়েকজন দুঃস্থ ছাত্রকে স্থান দিয়ে তাদের ভরণপোষণ করতেন। প্রতি বছর পূজার সময় ১০ হাজার গরীবকে বস্ত্র-দান তাঁর নির্দিষ্ট ছিল। উত্তরবঙ্গের বন্যাপীড়িত অঞ্চলেও বস্ত্র দান করেছেন। [১]

নিবেদিতা দাস (১৯২৬ - ৩০·১·১৯৮০)। পাটনায় জন্ম। গণনাট্য আন্দোলনের কর্মী, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ও ১৯৬০ খ্রী· দক্ষিণ কলিকাতায় স্থাপিত 'মুক্তাঙ্গন' মঞ্চ প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। ১৯৪৮ - ৪৯ খ্রী· কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫১ - ৫২ খ্রী· গণনাট্য সঙ্ঘের সাড়া-জাগান যাত্রা 'রাহুমুক্ত' পালায় অভিনয়-প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। ১৯৫৪ - ৫৫ খ্রী· ঐ সংস্থার কলিকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। 'ভুলি নাই' চলচ্চিত্রে এবং শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে 'মধুসূদন' নাটকে অভিনয় করেন।

পঞ্চাশের দশকে গঠিত 'শৌভনিক' নাট্যগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতাদের একজন ছিলেন। দলের হয়ে অভিনয়, নির্দেশনা, নাটক-রচনার ফাঁকে ফাঁকে 'মুক্ত অঙ্গনে'র কাজেও বিশেষ সক্রিয় থাকেন। এ সময় পড়াশুনা করে বি.এ. পাশ করেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগের প্রথম দলের স্নাতক তিনি। ষাটের দশকে 'শৌভনিক' ছেড়ে 'ইন্ডিয়ান থিয়েটার একাডেমী' নামে একটি নাট্য-সংস্থা গঠন করেন। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটক: 'গোর্কীর মা', রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', বীরু মুখার্জীর '২০শে জুন', গণনাট্যের বিশেষ প্রযোজনা 'স্তালিন' প্রভৃতি। [১৬, ১৪৯]

নিবেদিতা, ভগিনী (২৮.১০.১৮৬৭ - ১৩.১০.১৯১১) ডানগ্যানন—আয়ার্ল্যান্ড। স্যামুয়েল। পূর্বনাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল। ১৮৮৪ খ্রী. হ্যালিফ্যাক্স স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করে বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নেন। স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী এবং রাশিয়ার বিপ্লব কাহিনী অধ্যয়ন করেন ও ক্রপট্‌কিন প্রমুখ নির্বাসিত বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন। বালক-বালিকাদের মধ্যে এই চেতনা সঞ্চারের জন্য ১৮৯২ খ্রী. 'রাস্কিন স্কুল' স্থাপন করেন। মার্গারেট যখন প্রচলিত ধর্ম ও গতানুগতিক অধ্যাপনা-সম্পর্কে সংশয়ে দোদুল্যমান, এমন সময় স্বামী বিবেকানন্দ ইংল্যান্ডে আসেন। নভেম্বর ১৮৯৫ খ্রী. এক আলোচনা-চক্রে তিনি প্রথম বিবেকানন্দকে দেখেন এবং তাঁর বাণী শুনে মুগ্ধ হন। স্বামীজীর প্রভাবে তাঁর জীবনের পরিবর্তন হয়। ১৮৯৮ খ্রী. তিনি স্বামীজীর আহ্বানে ভারতে আসেন। ২৫ মার্চ স্বামীজী তাঁকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করে 'ভগিনী নিবেদিতা' নামে অভিহিত করেন। এই সময় কলিকাতায় পরপর দু'বছর প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হলে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে নিবেদিতাও সেবাকার্যে ব্রতী হন। পরে তিনি বিবেকানন্দের সঙ্গে আলমোড়ায় যান। ১৩.১১.১৮৯৮ খ্রী. বিবেকানন্দের পরিকল্পনামত বাগবাজার বোসপাড়া লেনে তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়টি বর্তমানে নিবেদিতার নামাঙ্কিত। ৪.৭.১৯০২ খ্রী. স্বামীজীর দেহত্যাগের পর তিনি ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ভারতীয় কলাবিদ্যার মূলে আধ্যাত্মিকতার সন্ধান পান ও ভারতীয় কলার বিশুদ্ধ সৌন্দর্যে অনুপ্রাণিত হন। এই উপলক্ষে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমুখ শিল্পগুরু ও সতীশ মুখোপাধ্যায়ের 'ডন সোসাইটি'র সংস্পর্শে আসেন। বরোদায় অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগে প্রমথ মিত্র (ব্যারিস্টার পি. মিত্র) ও নিবেদিতা বিপ্লব আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯০৩ খ্রী. জানুয়ারী মাসে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগদানের জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিন্ন করতে হয়। যোগাযোগ ছিন্ন করলেও আত্মপরিচয়-দানের সময় 'সিস্টার নিবেদিতা অফ রামকৃষ্ণ অ্যান্ড বিবেকানন্দ' এই কথাগুলি লিখতেন। তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিলেন। বারাণসী জাতীয় কংগ্রেসে বিলাতী দ্রব্য বর্জনের জন্য প্রদত্ত তাঁর উদ্দীপনাময়ী ভাষণে শ্রোতারা মুগ্ধ হন। জাতীয় কংগ্রেসের চরম ও নরম উভয়পন্থীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। নিবেদিতার স্বপ্ন ছিল—অখণ্ড ভারতবর্ষ। ভারতের গ্রাম ও নগরকে পুনরুজ্জীবিত করে সমৃদ্ধ ভারতের গঠনে যুবকদের অনুপ্রাণিত করতেন। ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তিলাভই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তি তাঁর মতে আত্মিক মুক্তির উপায়মাত্র, তা উপেয় নয়। বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত অদ্বৈতবাদের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ অনুরাগ ছিল। জগদীশচন্দ্র বসু ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। ভারতের মঙ্গলে নিবেদিতপ্রাণ এই বিদেশিনী রোগমুক্তির আশায় দার্জিলিং-এ আচার্য জগদীশচন্দ্র ও লেডী অবলা বসুর আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং সেখানেই মারা যান। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী: 'দি ওয়েব অফ ইণ্ডিয়ান লাইফ', 'কালী দি মাদার', 'ক্র্যাড্‌ল্ টেল্‌স্ অফ হিন্দুইজম', 'রিলিজিয়ন অ্যান্ড ধর্ম', 'দি মাস্টার অ্যাজ আই স হিম', 'নোটস্ অফ সাম ওয়ান্ডারিংগ্‌স্ উইথ স্বামী বিবেকানন্দ', 'সিভিক অ্যান্ড ন্যাশনাল আইডিয়্যাল্‌স্', 'শিব অ্যান্ড বুদ্ধ', 'হিন্টস্ অন ন্যাশনাল এডুকেশন ইন ইণ্ডিয়া', 'অ্যাগ্রেসিভ হিন্দুইজম্' প্রভৃতি। [৩, ১০, ২৫, ২৬]

নিভাননী দেবী (১৮৯৫ - ২২.১২.১৯৭৮)। অভিনেত্রী ব্রজরাণীর কন্যা নিভাননী অল্পবয়সে মাতৃহারা হয়ে অভিনেত্রী চুনীবালার কাছে লালিতপালিত হন এবং তাঁরই হাত ধরে ছয় বছর বয়সে বাঙলার রঙ্গমঞ্চের জগতে প্রবেশ করেন। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী পরিচালিত 'সমাজ' নাটকে তাঁর প্রথম অভিনয়। তের-চৌদ্দ বছর বয়সেই ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগ দিয়ে অভিনয়কে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। অভিনয়ের প্রথম শিক্ষা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, অভিনেত্রী তারাসুন্দরী এবং পরে নরেশ মিত্রর কাছে। নাচ ও গানেও পারদর্শিনী ছিলেন। প্রায় ৫০ বছরের অভিনেত্রী জীবনে 'কর্ণার্জুন', 'অযোধ্যার বেগম', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'গোলকুণ্ডা', 'নবাবী আমল', 'রূপকুমারী', 'অপ্সরা', 'সুদামা', 'ইরানের রাণী', 'শ্রীকৃষ্ণ', 'শ্রীদুর্গা', 'অভিমান' প্রভৃতি বহু নাটকে অভিনয় করেন। চলচ্চিত্রেও প্রায় ৩৫০টি ছবিতে অভিনয় করেছেন। ১৯৩০ খ্রী. থেকে কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যশোরের এক জমিদারের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। [১৬]

নিমাইচন্দ্র শিরোমণি (? - ১২. ২. ১৮৪০) কাঁচড়াপাড়া—চব্বিশ পরগনা। অসাধারণ শ্রুতিধর এই নৈয়ায়িক পণ্ডিত জানুয়ারী ১৮২৪ খ্রী. কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পাঠারম্ভকাল থেকে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময় তাঁর সমকক্ষ নৈয়ায়িক বিরল ছিল। সম্পাদিত গ্রন্থ: বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যকৃত 'ন্যায়সূত্রবৃত্তি' ও 'মহাভারত'। [১, ৬৪, ৯০]

নিমাইচাঁদ শীল (১৭৩৬ - ১৮০৭) সুবর্ণবণিক জাতির ইতিহাস প্রণেতা। তাঁর পিতা নদীয়ার একজন

জমিদার ছিলেন। উত্তরাধিকারসূত্রেপ্রাপ্ত সম্পত্তির অর্থ আমানতিতে খাটিয়ে তিনি বিত্তবান হন। তাঁর হুণ্ডি ব্রিটিশ-বাঙালী-নির্বিশেষে কোম্পানীর টাকার সমতুল মনে করত। বাংলা প্রবাদ 'নিমাই মল্লিকের তোড়া' ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে তাঁর পথিকৃতের স্বাক্ষর। মাহেশের জগন্নাথদেবের মন্দির এবং রথযাত্রার প্রচলন তাঁরই দাক্ষিণ্যে। [১৭]

নিরঞ্জনপ্রসাদ চক্রবর্তী। লিপিতত্ত্ব-বিশারদ। আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টর জেনারেল হয়েছিলেন। বহু অপ্রকাশিত দলিলের, মূল্যবান প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থের ও প্রত্নলিপির পাঠোদ্ধার ও সম্পাদনা করে প্রকাশ করে গেছেন। খরোষ্ঠী লিপির পাঠে 'অভিজ্ঞ' স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। [১৬]

নিরঞ্জন পাল। পৈল—শ্রীহট্ট। প্রসিদ্ধ দেশনেতা ও বিশিষ্ট বক্তা বিপিনচন্দ্র। প্রথম আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্রকার। ইংরেজবিদ্বেষী নিরঞ্জনকে ঘটনাচক্রে দেশ থেকে বিলেত চলে যেতে হয়। সেখানে তিনি ডাক্তারী পড়তেন। তাঁর খরচ দিতেন চিত্তরঞ্জন দাশ। বিলেতে থাকাকালে ইংরেজদের তোলা চলচ্চিত্রে ভারতীয় চরিত্র যেভাবে বিকৃত করে দেখান হত তার প্রতিবাদে সত্যকার ভারতীয় চরিত্র নিয়ে গল্প লিখে ছবি করার উদ্দেশ্যে ১৯১৯ খ্রী· তিনি বৃটিশ এন্ড ওরিয়েন্টাল কোম্পানী নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ভারতীয় চরিত্র নিয়ে ইংরেজী ছবির অনেকগুলি গল্প লেখেন। তার মধ্যে ম্যাথু আর্নল্ডের ক্লাসিক রচনা অনুসরণ করে 'The Light of Asia' (বুদ্ধের জীবনী) চিত্রনাট্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ছবিটি তুলেছিলেন ভারতের গ্রেট ইস্টার্ন কর্পোরেশন এবং জার্মানীর এমেলকা কোম্পানী। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রযোজনায় ছবিটি ১৯২৬ খ্রী· লন্ডনে মুক্তি পায়। এই ছবিতেই তিনি জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। কলিকাতায় ফিরে তিনি অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনে যোগ দেন এবং অরোরার প্রতিষ্ঠাতা অনাদি বসুকে তথ্যচিত্র নির্মাণের যে পরিকল্পনা দেন তা নিয়ে অরোরা ফিল্ম সেযুগে বহু ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্যচিত্র নির্মাণ করে। ১৯৩৯ খ্রী· কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনের তথ্যচিত্র তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। [১৬]

নিরঞ্জন বড়ুয়া (১৯২০ - ২৭·৯·১৯৪৩)। সিলোন্যা—চট্টগ্রাম। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মাদ্রাজে সৈন্যবিভাগে কর্মরত ছিলেন। চতুর্থ মাদ্রাজ কোস্ট্যাল ডিফেন্স ব্যাটারিতে অন্তর্ঘাতমূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে ১৮·৪·১৯৪৩ খ্রী· তাঁদের ১২ জন সৈনিককে গ্রেপ্তার করে নিরঞ্জনসহ ৯ জনকে মাদ্রাজ দুর্গে কোর্ট মার্শালে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তাঁরা মৃত্যুর সময় 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি ও পরস্পরকে আলিঙ্গন করে হাসিমুখে প্রাণ উৎসর্গ করেন। [৪২, ৪৩, ১৩৯]

নিরঞ্জন সেনগুপ্ত (১৯০৪ - ৩·৯·১৯৬৯) ভারুকাঠি-নারায়ণপুর—বরিশাল। সর্বানন্দ। ছাত্রাবস্থায় অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। কলিকাতা রিপন কলেজে পড়ার সময় ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯২৩ খ্রী· আই-এস-সি· পাশ করে গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়ার জন্য বহরমপুর কলেজে ভর্তি হন। পরীক্ষার পূর্বে গ্রেপ্তার হয়ে ৪ বছর বিনা বিচারে আটক থাকেন। ১৯২৯ খ্রী· কলিকাতা কংগ্রেসের সময়ে বিভিন্ন বিপ্লবী দলের তরুণ কর্মীদের নিয়ে এক বিদ্রোহী দল গড়ে তোলেন এবং অস্ত্রসংগ্রহ ও বোমা তৈরির কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। 'মেছুয়াবাজার বোমা মামলা'য় তাঁর ৭ বছর দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। আন্দামানে থাকাকালে কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী হন। ১৯৩৮ খ্রী· মুক্তি পেয়ে পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন ও ই·বি· রেলের শ্রমিক সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিছুদিন 'যুগান্তর' দৈনিক পত্রিকার সাব-এডিটর ছিলেন। ১৯৪২ খ্রী· 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার সম্পাদকীয় বোর্ডে সদস্য মনোনীত হন। ১৯৫৭ খ্রী· বিধান সভার সভ্য নির্বাচিত হয়ে (বীজপুর—চব্বিশ পরগনা) সভার কমিউনিস্ট ব্লকের সম্পাদকীয় কাজ করেন। ১৯৬২ খ্রী· টালিগঞ্জ কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন। এরপর কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধা-বিভক্ত হলে তিনি মার্ক্সবাদী দলে যোগ দেন। ১৯৬৭ খ্রী· এই দলের প্রার্থিরূপে বিধান সভার সদস্য হয়ে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় উদ্বাস্তু ও ত্রাণমন্ত্রী হন। ১৯৬৯ খ্রী· উপনির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ঐ একই দপ্তরের মন্ত্রী থাকাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। [১৬, ১১৪]

নিরালম্ব স্বামী। দ্র· **যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়**।

নিরুপমা দেবী১ (৭·৫·১৮৮৩ - ৭·১·১৯৫১) বহরমপুর—মুর্শিদাবাদ। নফরচন্দ্র ভট্ট। বাল্যজীবন ভাগলপুরে কাটে। অকাল-বৈধব্যের পর জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিভূতিভূষণ ভট্ট ও সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় সাহিত্যসাধনায় ব্রতী হন। বিভূতিভূষণ ও শরৎচন্দ্র পরিচালিত হাতে-লেখা পত্রিকায় তাঁর সাহিত্য-রচনার হাতেখড়ি। শরৎচন্দ্র তাঁকে গদ্য রচনায় ও অনুরূপা দেবী গল্প রচনায় অনুপ্রাণিত করেন। রচিত প্রথম উপন্যাস 'উচ্ছৃঙ্খল'। স্বদেশী যুগে তাঁর রচিত বহু গান এবং কবিতা খ্যাতিলাভ করেছিল। প্রেম ও দাম্পত্য জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁর উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। ১৩১৯ - ২০ ব· 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'দিদি' তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে স্বীকৃত। ১৯৩৮ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক' এবং ১৯৪৩ খ্রী· 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান করেন। ১৩৪৩ ব· বর্ধমান সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক সম্মানিত হন। শেষ-জীবনে তিনি বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'অন্নপূর্ণার মন্দির', 'আলেয়া', 'বিধিলিপি', 'শ্যামলী', 'বন্ধু', 'পরের ছেলে', 'আমার ডায়েরী', 'দেবত্র', 'যুগান্তরের কথা', 'অনুকর্ষ' প্রভৃতি। একাধিক উপন্যাস চলচ্চিত্রায়িত ও মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। [৩, ৪, ৭, ২৬]

নিরুপমা দেবী২ (১৮৯৫ - ১৯৮৪)। উত্তরপ্রদেশের হোসেঙ্গাবাদে এক সমৃদ্ধ পরিবারে জন্ম। পিতা মতিলাল গুপ্তের কাছ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন এবং মাতার

অনুপ্রেরণায় বাংলা কাব্য-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হয়ে ওঠেন। কুচবিহারের রাজপরিবারে তাঁর প্রথম বিবাহ হয়। রাণী নিরুপমা সচিত্র আকারে 'পরিচারিকা' পত্রিকা নবপর্যায়ে প্রকাশ করেন। ১৯২৩ - ১৯৩১ খ্রী· তিনি তার সম্পাদক ছিলেন। রচিত কবিতার সমষ্টি 'ধূপ'। তাঁর 'গোধূলি' গ্রন্থ ১৩৩৫ ব· প্রকাশিত হয়। বিশের দশকে শান্তিনিকেতনে কাটিয়েছেন, শিক্ষকতা করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু ছোট গল্পের নাট্যরূপ দিয়েছেন। চল্লিশের দশকে কিছুদিন গান্ধীজীর সান্নিধ্যে ছিলেন। ১৯৪৩ খ্রী· গঠিত 'কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘে' যোগ দেন এবং ১৯৪৫ খ্রী· সঙ্ঘ পরিচালিত 'অভ্যুদয়' গীতিনাট্যের কাহিনীসূত্র গানের মালায় ছন্দিত করার দায়িত্ব পালন করেন। প্রথম স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামী ও নদীয়ার সাহেবনগরের সর্বোদয় সেবক শিশিরকুমার সেনকে বিবাহ করে তাঁর সব কাজে সহায়তা করতেন। ১৯৪২-এর আন্দোলনে ডায়মণ্ডহারবার খাদি মন্দিরের অধিকাংশ কর্মী যখন কারারুদ্ধ তখন স্বামীর সঙ্গে তিনি সেখানের মধুসূদনপুর আশ্রমে এসে বসবাস শুরু করেন এবং ১৯৪৩ খ্রী· দুর্ভিক্ষের সময় ঐ অঞ্চলের দুর্গতদের সর্বতোভাবে সেবা করেন। পরবর্তী কালে সাহেবনগরে কেন্দ্র স্থাপন করে তার মাধ্যমে গঠনমূলক কাজ করতেন। তাঁর পরিচালনায় সেখানে কস্তুরবা ট্রেনিং কলেজ চলত। পল্লী অনাথ আশ্রম গঠন করেছিলেন। [১৬, ১৭, ৪৪]

নির্মলকুমার বসু (২২·১·১৯০১ - ১৫·১০·১৯৭২) কলিকাতা। নৃতত্ত্ববিদ্ ও গান্ধীবাদী। শিক্ষা—পাটনার অ্যাংলো-স্যাংস্ক্রিট স্কুল, কামারহাটি সাগর দত্ত ফ্রি স্কুল, রাঁচি ও পুরী জেলা স্কুল, স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯২১ খ্রী· বি·এস-সি-তে ভূতত্ত্বে প্রথম শ্রেণীতে অনার্স ও ১৯২৫ খ্রী· নৃতত্ত্বে প্রথম শ্রেণীতে এম·এস-সি· পাশ করেন। ১৯১৬ খ্রী· সুভাষচন্দ্র বসুর সংস্পর্শে এসে নানারকম সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হন। ১৯৩০ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব শাখার রিসার্চ ফেলো হিসাবে কাজ করার সময় গান্ধীজীর আহ্বানে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে দ্বিতীয় বার কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৪৬ - ৪৭ খ্রী· বাঙলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় তিনি গান্ধীজীর একান্ত-সচিবের গুরু দায়িত্ব পালন করেন। গান্ধীজীর রাজনৈতিক দর্শন এবং রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি তিনি বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করে তাঁর মতবাদ প্রচার করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যা তিনি যুক্তিতর্ক দিয়ে গ্রহণ করতে পারেন নি তা বর্জন করেছেন। গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভায় তাঁকে দেখা যেত না। গান্ধীজী সম্পর্কে তিনি তাঁর চিন্তা রেখে গেছেন 'মাই ডেজ উইথ গান্ধীজী' গ্রন্থে। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল সারা বিশ্বে। এদেশে নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, সমাজ-বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, লোকসংস্কৃতি প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু ক্ষেত্রে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৮ - ১৯৪২ খ্রী· পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৯ - ১৯৬৪ খ্রী· পর্যন্ত অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টর ছিলেন। তাঁর প্রধান ব্রত ছিল ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনের ধারাকে নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করা। এজন্য তিনি নৃতত্ত্বের পদ্ধতির সঙ্গে হিউম্যান জিওগ্রাফি, মানবপ্রকৃতি বিজ্ঞানের সামাজিক ইতিহাস এবং প্রত্নতত্ত্বের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। ভারতীয় মন্দির-স্থাপত্য, লোকসংস্কৃতি, গ্রামজীবন এবং প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে তিনি প্রায় সারাজীবন গবেষণা করেছেন। সারা ভারতবর্ষের গ্রামজীবনের সাংস্কৃতিক উপকরণ সংগ্রহ করে ও তার বিশ্লেষণ করে তিনি ভারতের 'পেজেন্ট লাইফ—এ স্টাডি অন ইউনিটি ইন দি ডাইভার্সিটি' গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। মানুষকে জানা ও বোঝার জন্য পদব্রজে প্রায় গোটা ভারতবর্ষ পরিক্রমা করেছেন। তাঁর বিজ্ঞানী চেতনার অন্তরালে যে কবিপ্রাণতা ও দার্শনিক উপলব্ধির স্রোত প্রবাহিত ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচিত 'পরিব্রাজকের ডায়েরী', 'বিদেশের চিঠি', 'নবীন ও প্রাচীন' প্রভৃতি গ্রন্থে। শরৎচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত 'ম্যান ইন ইণ্ডিয়া' পত্রিকাখানির সম্পাদকরূপে তিনি প্রায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদকের ভার নিয়ে তার প্রভূত উন্নতি করেন। 'ভারতকোষ'-এর তিনি অন্যতম স্রষ্টা ছিলেন। ইংরেজী ও অনেকগুলি ভারতীয় ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন। [১৬, ১৭]

নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত (১৩০০ - ৩·৯·১৩৬৮ ব·)। আগ্রা—উত্তরপ্রদেশ। আদি নিবাস সোনামুখী—বাঁকুড়া। শিক্ষা—আগ্রা, বাঁকুড়া জেলা স্কুল, স্কটিশচার্চ কলেজে। ১৯১৫ খ্রী· কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্ররূপে প্রবেশ করে ১৯১৮ খ্রী· বি·এ· পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে রেকর্ড স্থাপন করেন। ১৯২০ খ্রী· এম·এ· পরীক্ষাতেও প্রথম হন। ১৯২২ খ্রী· লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার হিসাবে কর্মজীবন শুরু। ১৯২৩ খ্রী· রীডার হিসাবে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করে ১৯৫১ খ্রী· পর্যন্ত ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকেন এবং শেষ ১৮ বছর ফ্যাকাল্টি অফ আর্টসের ডীন ছিলেন। ১৯৫৫ - ৬০ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। তাঁর সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হল ভাঙ্গার জন্য 'বিশ্ববিদ্যালয়ের কালাপাহাড়' এই দুর্নাম পেয়েছিলেন। ১৯৬০ খ্রী· দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। ভারতে ডিরেক্ট মেথড-এ ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের তিনি অন্যতম পথিকৃৎ। ইউরোপ, আমেরিকা, দূরপ্রাচ্যের দেশসমূহে শিক্ষক প্রতিনিধিরূপে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ভারতের বিভিন্ন শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত 'হিরোইক এজ' প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির উপর মূল্যবান গ্রন্থ। রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রখ্যাত শিল্পী চিত্রলেখা তাঁর স্ত্রী। [৪, ২০২]

নির্মলকুমার সেন (১৮৯৮ - ১৩.৬.১৯৩২) কোয়েপাড়া—চট্টগ্রাম। রসিকচন্দ্র। ম্যাট্রিক পাশ করে চট্টগ্রাম এন. এম. স্কুলে ডাক্তারী পড়তে পড়তে গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে পড়া ছেড়ে দেন। অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৯২০ খ্রী ব্রহ্মদেশে যান। অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ১৯২৪ খ্রী. গ্রেপ্তার হয়ে ৩ বছর বিনা বিচারে আটক থাকেন। বিপ্লবী কাজে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে দলের জন্য অর্থসংগ্রহ করেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে ও জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে গ্রেপ্তার এড়াতে লুকিয়ে থাকেন। দু'বছর পর ধলঘাট গ্রামে সাবিত্রী চক্রবর্তীর বাড়িতে সামরিক বাহিনী তাঁর সন্ধান পেয়ে বাড়ি ঘিরে ফেলে। এই আশ্রয়স্থলে তখন নেতা সূর্য সেন ও প্রীতিলতা ছিলেন। নির্মল সেনের সঙ্গে সামরিক বাহিনীর যুদ্ধের সুযোগে তাঁরা সামরিক বাহিনীর বেষ্টনী ভেদ করে প্রস্থান করতে সক্ষম হন। নির্মলের সঙ্গী অপূর্ব সেনের গুলিতে ব্রিটিশ অফিসার ক্যাপ্টেন ক্যামেরুন নিহত হন। এই সংঘর্ষের কিছুক্ষণ পরে নির্মল মারা যান। [৪২, ১২৪, ১৩৯]

নির্মল গঙ্গোপাধ্যায়, ডাঃ (১৯১২ - ২০.৯.১৯৭৯).। ম্যালেরিয়া দূরীকরণে তাঁর প্রচেষ্টা স্মরণীয়। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাশ করে কিছুদিন বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়েতে সহকারী সার্জনরূপে কাজ করেন। ১৯৫১ খ্রী. স্টেট মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগ দেন। পরে সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর হয়েছিলেন। ১৯৬০ খ্রী. বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থায় ম্যালেরিয়া-বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিযুক্ত হন। তার আগে ঐ সংস্থার ফেলোশিপ প্রোগ্রামে ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকা পরিদর্শন করেন। ১৯৬৭ খ্রী. জেনেভায় এবং ১৯৭২ খ্রী. ম্যানিলায় পরামর্শদাতা হিসাবে যান। অবসর-গ্রহণের পর জনস্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১৬]

নির্মল চট্টোপাধ্যায় (১৯১৮ - ১০.১২.১৯৭৭)। খ্যাতনামা ক্রিকেটার ও ফুটবল খেলোয়াড়। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিপল ব্লু ছিলেন। স্পোর্টিং ইউনিয়নে ক্রিকেট খেলতেন। ঐ দলে ফুটবলও খেলতেন। পরে মোহনবাগান দলে যোগ দেন। [১৬]

নির্মলচন্দ্র চন্দ্র (৬.১০.১৮৮৮ - ১.৩.১৯৫৩) কলিকাতা। রাজচন্দ্র। প্রখ্যাত দেশসেবক। এম.এ., বি.এল. পাশ করে প্রথমে হাইকোর্টের উকিল হন। পরে পিতার ফার্ম জি. সি. চন্দ্র অ্যান্ড কোং-তে যোগ দেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহকারী পঞ্চপ্রধান বা বিগ-ফাইভের অন্যতম হিসাবে স্বরাজ্য দলের নেতৃত্ব লাভ করেন। দেশসেবায় প্রভূত অর্থ দান করে রাজনীতিতে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। ডাককর্মী, ট্রাম শ্রমিক ও চা-বাগান শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। 'ফরওয়ার্ড', 'বৈতালিক', 'রূপ ও রঙ্গ' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। ১৯১৫ খ্রী. কলিকাতার পৌর প্রতিনিধি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, ১৯২৬ - ৩০ খ্রী. কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য, ১৯৩৫ খ্রী. কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আইনসভার সদস্য ও ১৯৫৩ খ্রী. কলিকাতার মেয়র ছিলেন। এছাড়া ১৯২৩ - ২৬ খ্রী. অ্যাটর্নি সোসাইটির সভাপতি হয়েছিলেন। তাঁর পিতামহ গণেশচন্দ্র এবং পিতা উভয়েই কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ছিলেন। [৫, ১০, ২৬, ১২৪]

নির্মলচন্দ্র বড়াল, 'বাণীকণ্ঠ' (১৮৯৫ - ১৬.১০.১৯৮৫)। খ্যাতনামা গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী। একদা 'মন না রাঙায়ে কী ভুল করিয়ে কাপড় রাঙালে যোগী', 'কলকল ছলছল চলেছে ঝরণা জল,' 'তুই, পূজার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখিস' প্রভৃতি গান নিজসুরে ও স্বকণ্ঠে রেকর্ড করে খুবই জনপ্রিয় হন। তাঁর কিছু গান ও স্বরলিপির বই আছে। [১৬]

নির্মলচন্দ্র লাহিড়ী (৪.১০.১৯০৬ - ৩.১.১৯৮০) রংপুর। হরিশ্চন্দ্র। খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ, গণিতাচার্য, পঞ্জিকা-সংস্কারক এবং ইন্ডিয়ান অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। ১৯২৮ খ্রী. রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে বি.এ. এবং ১৯৩০ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিশ্রগণিতে এম.এ. পাশ করেন। ১৯৩৪ - ৫৩ খ্রী. কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্যিক সংবাদ ও সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগে কর্মরত ছিলেন। এরপর ড. মেঘনাদ সাহার সভাপতিত্বে গঠিত ভারত সরকারের ক্যালেন্ডার রিফর্ম কমিটির তিনি সম্পাদক হন। ১৯৫৫ খ্রী. এই কাজ সম্পূর্ণ হলে ভারত সরকারের অন্য একটি পরিকল্পনা—'ভারতীয় পঞ্জিকা ও নৌ-সারণী' প্রস্তুতির মত মৌলিক গবেষণামূলক কাজের ও ভারতের বিভিন্ন ভাষায় জ্যোতিষভিত্তিক পঞ্জিকা প্রকাশনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। ১৯৫৬ খ্রী. আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিদ্যা ইউনিয়নের পঞ্চাঙ্গ বা পঞ্জিকা কমিটির সদস্য-পদ লাভ করেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম এই গৌরবের অধিকারী। ১৯৭০ খ্রী. সরকারী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর জ্যোতির্বিদ্যার চর্চাতেই ব্যাপৃত থাকেন ও বিভিন্ন ধরনের পঞ্জিকা প্রকাশ করেন। রচিত গ্রন্থ: 'পঞ্চাঙ্গ দর্পণ', Tables of Ascendants', 'Tables of the Sun', 'Advance Ephermeris for 100 Years' (1951 to 2050 A.D.), 'Tables of Sunrise, Sunset and Moonrise, Moonset' প্রভৃতি। তাঁর সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থাশ্রিত করণ-গ্রন্থাদির সাহায্যে পঞ্জিকা-সংস্কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর অবদানের জন্য কাঞ্চীপুরমের শঙ্করাচার্য তাঁকে 'গণিতকলানিধি' উপাধি দান করেন। [১৬, ১৪৯]

নির্মলজীবন ঘোষ (৫.১.১৯১৬ - ২৬.১০.১৯৩৪) ধামসিন—হুগলী। যামিনীজীবন। মেদিনীপুর কলেজের আই.এ. ক্লাশের ছাত্র তিনি গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে মেদিনীপুরের অত্যাচারী জেলাশাসক বার্জকে গুলি করার ব্যাপারে অংশগ্রহণ করেন। এই ষড়যন্ত্র ও হত্যার অভিযোগে বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। মেদিনীপুর

সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন। [১০, ৪২, ৪৩]

নির্মল দাস (১৯০২ - ১৪.৫.১৯৭৯) স্বাধীনতা-সংগ্রামী ও যশোহর-খুলনা যুব-সঙ্ঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। ১৯২১ খ্রী· প্রমথ ভৌমিকের সহকর্মী হিসাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রথম যোগ দেন। মেছুয়াবাজার বোমা মামলায় যুক্ত ছিলেন। জেলে থাকা-কালে কমিউনিস্ট আদর্শে অনুপ্রাণিত হন এবং পরে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। বিভিন্ন সময়ে কুড়ি বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। [১০৭]

নির্মলনলিনী ঘোষ (১৮৮০ ? - ১৯৭৬)। নদীয়া জেলার প্রথম মহিলা সত্যাগ্রহী। স্বামী রামেন্দ্রনাথ কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৩০ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে সরকারী কর্মচারী স্বামীর বাড়ি ছেড়ে অন্য বাড়ি ভাড়া করে কংগ্রেসের মহিলা সংগঠন করতেন। ক্রমে ঐ বাড়িটি কংগ্রেসের ঘাঁটিতে পরিণত হয়। তাঁর স্বামী প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করলেও উপার্জিত অর্থ ব্যয় করতেন রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য ও সমাজসেবার কাজে। ১৯৩১ খ্রী· আইন অমান্য করে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। বিভিন্ন সময়ে কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, আলিপুর সেন্ট্রাল জেল ও হিজলী স্পেশাল জেলে আটক থাকতে হয়। তাঁর এক দেবর শশীন্দ্রনাথ কারারুদ্ধ থাকাকালে জেলরক্ষীর গুলিতে গুরুতরভাবে আহত হন। অপর দেবর শৈলেন্দ্রনাথ আমেরিকায় থেকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করায় দীর্ঘদিন আমেরিকাতেই কারাদণ্ড ভোগ করেন। [১৬, ১৮০]

নির্মল ভট্টাচার্য (? - ২৫.৭.১৯৮০) সঙ্গীতশিল্পী, সুরকার। অগ্রজ স্বনামধন্য গীতিকার অনিল ভট্টাচার্যের (? - ১৯৪৪) বহু গানে তিনি সুর দিয়েছিলেন এবং গ্রামোফোন রেকর্ডে অনেক প্রথিতযশা শিল্পীর দ্বারা গীত হয়ে তা জনসমাদর পেয়েছে। আকাশবাণী কলিকাতা থেকে প্রচারিত বিভিন্ন সঙ্গীতালেখ্যের পরিচালক ছিলেন। সঙ্গীত প্রযোজক হিসাবে কয়েকটি ছায়াছবিতে সুর দিয়েছেন। [১৭]

নির্মল লালা (? - ২২.৪.১৯৩০) হাওলা—চট্টগ্রাম। যাত্রামোহন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন। জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে লড়াইয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর (২২.৬.১২৯১ - ১৭.৫.১৩৫১ ব·) রানীগঞ্জ—বর্ধমান। যাদবলাল। জমিদার পরিবারে জন্ম। বিভিন্ন পত্রিকায় তিনি লিখতেন। ১৩১২ ব· লাভপুরে নাট্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৩৩ ব· 'পূর্ণিমা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'নবাবী আমল', 'বীর রাজা', 'ভুলের খেলা' 'রূপকুমারী' (গীতিনাট্য), 'প্রভাত স্বপ্ন', 'অন্তরায়' (উপন্যাস) প্রভৃতি। [৪]

নির্মলানন্দ স্বামী (? - ১৯৩৯) বাগবাজার—কলিকাতা। দেবনাথ দত্ত। পূর্বনাম—তুলসীচরণ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ শিষ্য ও লীলাসহচর। গুরুর মৃত্যুর পর কয়েকজন গুরুভাইয়ের সঙ্গে কাশীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। বেলুড়ে স্থাপিত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রথম সহকারী কার্যাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। ১৯০৩ - ১৯০৬ খ্রী· পর্যন্ত আমেরিকায় ধর্মপ্রচারে অভেদানন্দজীকে সাহায্য করেন। ১৯০৯ খ্রী· মহীশূর রাজ্যে নবস্থাপিত শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের কার্যভার গ্রহণ করে দীর্ঘদিন দক্ষিণ ভারতে কাটান। ১৯২৯ খ্রী· কলিকাতায় বিবেকানন্দ মিশন ও সারদামঠ স্থাপিত হলে তিনি তার প্রথম সভাপতি হন। দক্ষিণ ভারতের ওটাপলম্ আশ্রমে দেহত্যাগ করেন। [১]

নির্মলাবালা সোম (মুখোপাধ্যায়)। প্রথম মহিলা ডবল এম·এ·। ১৮৮১ খ্রী· যে ৬ জন বাঙালী মেয়ে এন্ট্রান্স পাশ করেন, ফ্রি চার্চ নর্মাল স্কুলের ছাত্রী নির্মলবালা তাঁদের অন্যতম (২য় বিভাগে)। ১৮৮৭ খ্রী· বেথুন কলেজ থেকে অনার্স নিয়ে বি-এ· এবং ১৮৯১ খ্রী· ইংরেজীতে ও ১৮৯৪ খ্রী· দর্শনশাস্ত্রে এম·এ· পাশ করেন। পরে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হন। [১৬]

নির্মলা মা (? - ২০.৭.১৯৭১) সিংহপাড়া—ঢাকা। স্বামী—হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ২০ বছর বয়সে স্বামীর সঙ্গে (সাধু হেমভাই) আদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রী অন্নদাঠাকুরের কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁর স্ত্রী মণিকুন্তলা দেবীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কিছুদিন আড়িয়াদহ বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার কাজ করেছেন। তিনি পূর্ববঙ্গ ও আসামের বিভিন্ন স্থানে এবং বিহারের জামশেদপুরে অন্নদাঠাকুরের আদেশবাণী প্রচার করেন। [১৬]

নির্মলেন্দু চৌধুরী (২৭.৭.১৯২২ - ১৮.৪.১৯৮১) বেহেলিগ্রাম—শ্রীহট্ট। খ্যাতনামা লোকসঙ্গীতশিল্পী। যৌবনে গণনাট্য আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৫৫ খ্রী· বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে শ্রীহট্টের লোকগীতি গেয়ে খ্যাতিলাভ করেন। ১৯৫৫ খ্রী· ওয়ারশ-তে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক লোকসংস্কৃতির উৎসবে স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৫৬ খ্রী· অনিলকুমার চন্দের নেতৃত্বে ভারতীয় সাংস্কৃতিক দলের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়া সফর করেন। পরবর্তীকালে তিনি পৃথিবীর বহু দেশে অনুষ্ঠান করেছেন। বিদেশ সফরকালে সেখানের বহুবিধ লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করে এনেছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বহুবিধ লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যও আহরণ করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'লোকভারতী' সংস্থা বিদেশ থেকে বিশিষ্ট অতিথি ভারতে এলে তাঁদের কাছে লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্য পরিবেশনের জন্য আমন্ত্রিত হত। শতাধিক গানের রেকর্ড আছে তাঁর। সিনেমায় নেপথ্য সঙ্গীত-গায়ক ছিলেন। 'গঙ্গা' ছবির গানে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। কয়েকটি ছবিতে অভিনয়ও করেছেন। সুরকার হিসাবেও নাম ছিল। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগের রীডার ছিলেন। [১৬, ১৫৮]

নির্মলেন্দু লাহিড়ী (২১·২·১৮৯১ - ২৮·২·১৯৫০) দিনাজপুর। নিকুঞ্জমোহন। রামতনু লাহিড়ীর বংশধর ও কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভাগিনেয়। অপেশাদার অভিনেতারূপে ওল্ড ক্লাবে বহু বিখ্যাত শিল্পীর সঙ্গে অভিনয় করেন। পেশাদার অভিনেতারূপে ম্যাডান থিয়েটারে যোগ দেন ও ১৯২২ খ্রী· ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' নাটকের নামভূমিকায় প্রথম অভিনয় করেন। ১৯২৪ খ্রী· 'পাপের পরিণাম' নামক নির্বাক চলচ্চিত্রে নায়কের ভূমিকায় অংশ নেন। এরপর 'নিউ মনোমোহন থিয়েটার' নামে নিজস্ব ভ্রাম্যমাণ দল নিয়ে মফঃস্বলে ও রেঙ্গুনে অভিনয় করেন। ১৩৩৮ ব· সারস্বত-মহামণ্ডল কর্তৃক 'বাণীবিনোদ' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৫ জানুয়ারী ১৯৫০ খ্রী· 'এই স্বাধীনতা' নাটকে শেষ অভিনয় করেন। 'বঙ্গে বর্গী' নাটকে ভাস্কর পণ্ডিত, 'গৈরিক পতাকা'য় শিবাজী ও 'সিরাজদ্দৌলা'য় সিরাজ এবং 'কণ্ঠহার' ছবিতে মধু চাকরের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সঙ্গীতেও তাঁর অধিকার ছিল। [৩, ৫]

নিশিকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৫ - ২১·১২·১৯৭৮) মানপাশা—বরিশাল। দীনবন্ধু। গৈলায় বোনের বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বরিশাল শঙ্কর মঠের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর নিকট রাজনৈতিক দীক্ষা গ্রহণ করেন। স্বামীজীর মৃত্যুর পর ১৯২১ খ্রী· তিনি উক্ত মঠের অধ্যক্ষ হন এবং অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩০ খ্রী· বরিশাল জেলা কংগ্রেসের সভাপতি রজনী চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে বরিশালের সত্যাগ্রহ পরিচালনার সর্বাধিনায়ক মনোনীত হন। বৈপ্লবিক আন্দোলনে যুক্ত থাকার জন্য দীর্ঘ ৭ বছর বক্সা, দেউলী প্রভৃতি বন্দীনিবাসে অবরুদ্ধ থাকেন। ঐ সময়ে তিনি হোমিওপ্যাথি পুস্তক পড়ে ডাক্তারি শেখেন এবং মুক্ত হবার পর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে জনপ্রিয় হন। অকৃতদার ছিলেন। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে পুনরায় ধৃত হয়ে ৩ বছর কারারুদ্ধ ছিলেন। [১৭৪]

নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় (জুলাই ১৮৫২ - ২৫·২·১৯১০) পশ্চিমপাড়া—ঢাকা। কাশীকান্ত। তিনি ১৮৭৩ খ্রী· থেকে ১৮৮৩ খ্রী· পর্যন্ত ইউরোপে থাকাকালে লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মান, সংস্কৃত, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, ন্যায় ও দর্শনশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন এবং পরে জুরিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'The Jatras or the Popular Dramas of Bengal' থিসিসের জন্য পি-এইচ·ডি উপাধি পান। ইউরোপে তিনিই ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম পি-এইচ·ডি·। রুশদেশে সেন্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'বছর ভারতীয় ভাষাসমূহের অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপনা-কর্মেও তিনি ইউরোপে প্রথম ভারতীয়। ১৮৮৩ খ্রী· স্বদেশে ফেরেন। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় হায়দ্রাবাদে কাটে। হায়দ্রাবাদ, মজঃফরপুর ও মহীশূর কলেজসমূহে অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকের কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। জার্মান ও ইংরেজী ভাষায় রচিত তাঁর পুস্তকাবলী বিশেষ আদৃত হয়েছে। বিদেশ-যাত্রার পূর্বে ঢাকায় 'বাল্য-বিবাহ-নিবারণী সভা' স্থাপন ও 'অবলা বান্ধব' পত্রিকায় প্রবন্ধাবলী রচনার মাধ্যমে সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত নারীজাতির হীনাবস্থা-বিষয়ক একটি ও বাল্যবিবাহ-বিষয়ক একটি গান পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত সমাজে এককালে খুব গীত হত। তিনি নিজেও সুগায়ক ছিলেন। শেষ-জীবনে ইসলামধর্ম গ্রহণ করে অশেষ দুঃখের মধ্যে দিন কাটান। [১, ৮৭]

নিশিকান্ত বসু (১৮৭৩ - ২৭·৭·১৯৩৯) হবিবপুর—বরিশাল। চিকিৎসক ছিলেন। পরে অশ্বিনীকুমারের সহকর্মিরূপে বরিশালে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে বিখ্যাত হন। 'স্বদেশী বান্ধব সমিতি'র প্রথম সম্পাদক, 'উন্নতি বিধায়িনী সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা ও 'বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী'র প্রধান কর্মী এবং সহ-সম্পাদক ছিলেন। পল্লীগ্রামে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর মহিলা বিদ্যাভবন তাঁরই চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি ঢাকায় বিধবা আশ্রম প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম এবং প্রথম সংগঠনকারী [১]

নিশিকান্ত রায়চৌধুরী (? - ২০·৫·১৯৭৩)। এই কবির ছোটবেলা কাটে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে শান্তিনিকেতনে। ১৯৩৪ খ্রী· থেকে পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে বাস করতে থাকেন। অকৃতদার তিনি অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে সমানভাবে কাব্যসাধনাও করে গেছেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অলকানন্দা' (১৯৩৯)। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : 'পঁচিশ প্রদীপ', 'ভোরের পাখি', 'দিনের সূর্য্য', 'বৈজয়ন্তী', 'বন্দেমাতরম্', 'নবদীপন', 'দিগন্ত' প্রভৃতি। তাঁর কবিতা ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে 'ড্রিম ক্যাডেন্স্' নামে প্রকাশিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ নিজেও তাঁর কয়েকটি কবিতা ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। [১৬]

নিস্তারিণী দেবী। পূর্বনিবাস পুঁটিয়া—রাজশাহী। পিতা—কেশবদেব সান্যাল পশ্চিমাঞ্চলে একজন শিক্ষিত ব্যক্তি ব'লে পরিচিত ছিলেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বাংলা ভাষা শেখার অসুবিধা থাকলেও তিনি পিতার কাছে উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করেন। উমেশচন্দ্র দত্তের যত্নে ও উৎসাহে তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ 'মনোজবা' (১৯০৪) এক সময়ে সাহিত্য-সমাজে সমাদৃত হয়েছিল এবং অনেকে তার সমালোচনাও করেছিলেন। [৪]

নীতীশচন্দ্র লাহিড়ী (১২৯৮ - ৫·৪·১৩৭১ ব·)। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে এম·এ· এবং আইন পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। ১৯২৬ খ্রী· রোটারী আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৪৪ - ৪৫ খ্রী· এবং ১৯৬২ - ৬৩ খ্রী· যথাক্রমে কলিকাতার এবং আন্তর্জাতিক রোটারী ক্লাবের সভাপতি নির্বাচিত হন। বেদান্ত ও উপনিষদ্ বিষয়ে পাণ্ডিত্য ছিল। ফ্রান্স, চিলি ও আরব রাষ্ট্র তাঁকে 'অর্ডার অফ মেরিট', ক্যালিফোর্নিয়া কলেজ ও টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয় 'ডক্টরেট' এবং ভারত সরকার 'পদ্মভূষণ' উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। [৪]

নীতীশ মুখোপাধ্যায় (১৯১৫ ? - জুন, ১৯৬৫) কলিকাতা। ভূজেন্দ্র। ১৯৩৯ খ্রী· 'পরশমণি' ছবির মাধ্যমে চলচ্চিত্রে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। প্রায় ৭০ টি ছবিতে অভিনয় করেছেন। তার মধ্যে 'কবি', 'রত্নদীপ', 'সাহেব বিবি গোলাম', 'সাগরিকা', 'সোনার কাঠি', 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' প্রভৃতি ছবিগুলি উল্লেখযোগ্য। মঞ্চ ও যাত্রাভিনয়ও করেছেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর দলের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। পরবর্তী কালে 'দুঃখীর ইমান', 'উল্কা', 'আরোগ্য নিকেতন', 'অনর্থ' প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেন। [১৭]

নীরদকুমার গুপ্ত (৩১·৪·১৩০৬ - ১৪·১০·১৩৮১ ব·) সনকাপন—শ্রীহট্ট। নবীনচন্দ্র। দরিদ্র পরিবারে জন্ম। শিক্ষা—মুন্সীবাজার কালীপ্রসাদ মধ্য ইংরাজী স্কুল, শ্রীহট্ট রাজকীয় কলেজ ও শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজে। বরাবর বৃত্তি পেয়ে পড়েছেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় কলেজের বৃত্তি কাটা যায়। গোলামখানায় আর যাবেন না বলে ১৯২১ খ্রী· কলেজের পড়া ছেড়ে দেন। গৃহশিক্ষকতা করে চালাতেন। যতীন্দ্রনাথ ভদ্র, অশ্বিনী পাল, ইন্দুভূষণ দাস প্রমুখের সাহায্যে শ্রীহট্ট জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে দু বছর চালান। ১৯৩০ খ্রী· আইন অন্যান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। ১৯৩৪ খ্রী· জেল থেকে বেরিয়ে আর্য ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে কাজ নেন। প্রতিষ্ঠানটিতে কংগ্রেসকর্মী অনেকে ছিলেন। আগস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হন। ১৯৪৩ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত 'সুরমা-উপত্যকা-দুর্গত সেবাসমিতি'র সম্পাদক ছিলেন। দেশ-বিভাগের পর ১৯৪৮ খ্রী· ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর অফিস শিলচরে চলে এলে তিনিও সেই থেকে সেখানে থেকে যান। ১৯২১ খ্রী· থেকে দেশ-বিভাগ পর্যন্ত কংগ্রেসের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতি'। [২০৬]

নীরদ চক্রবর্তী (২৬·১০·১৯০০ - ২০·১১·১৯৮৩) বাজিতপুর—ময়মনসিংহ। প্রখ্যাত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। অল্প বয়সেই স্বাধীনতা সংগ্রামে ও বিপ্লববাদী আন্দোলনে অংশ নেন। ১৯২১ এবং ১৯২৯ খ্রী· সাধারণ ধর্মঘটের সময় তৎকালীন বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সহকারী সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। কলিকাতায় বুক কোম্পানীতে কাজ করার সময় ১৯২৮ খ্রী· 'ইয়ং কমরেডস্ লীগ' গঠনে উদ্যোগ নেন। ১৯৩৮ খ্রী· কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। ১৪ বছর কারাগারে কাটে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রথমে বি·পি·টি·ইউ·সি· ও পরে সি·আই·টি·ইউ· পশ্চিমবঙ্গ কমিটির কোষাধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করেন। বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের বিশেষ উপদেষ্টা ছিলেন। [১৪৯]

নীরদবন্ধু ভট্টাচার্য (১৮৮৯ - ২৮·২·১৯২৮) বিটঘর—ত্রিপুরা। ঔষধ-ব্যবসায়ী মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের ভ্রাতুষ্পুত্র। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম·বি· পাশ করে 'ব্যাকট্রোক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরী' নামে একটি ঔষধ প্রস্তুতের কারাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। 'বেঙ্গল হেল্থ অ্যাসোসিয়েশন'-এর কার্যাধ্যক্ষ হিসাবে অক্লান্তভাবে ম্যালেরিয়া, কলেরা ও কালাজ্বরের প্রতিরোধকল্পে চেষ্টা করেন। ১৯২৩ খ্রী· তাঁর স্থাপিত দু'টি চিকিৎসাকেন্দ্রে বিনামূল্যে দরিদ্র কালাজ্বরের রোগীদের চিকিৎসা করতেন। লন্ডনের রস ইন্‌স্টিটিউটে গবেষণা করেন। [১]

নীরদ মজুমদার (মে ১৯১৬ - ২৬·৯·১৯৮২) টাকী—চব্বিশ পরগনা। প্রফুল্লকুমার। বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী। তন্ত্র আর্টের পুনর্জাগরণ ঘটেছে তাঁর চিত্রকলায়। ইউরোপীয় ছবির আঙ্গিকে ভারতীয় শৈলীর অপূর্ব সংমিশ্রণ করে তিনি নিজস্ব এক আঙ্গিক সৃষ্টি করেছেন। এক সময়ে অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য, ক্যালকাটা গ্রুপের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এই শিল্পী ১৯৪৬ খ্রী· ফরাসী বৃত্তি নিয়ে প্যারিসে যান। ১৯৪৯ খ্রী· গালরী বারবিজ-এ তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫১ খ্রী· সামান্য চাকরি নিয়ে লন্ডনে যান। এখানেই গবেষণার পর স্বকীয় পথটি খুঁজে নেন। কিউবিজম-এর পথ ছেড়ে ভারতীয় উচ্চতর দর্শন, বেদ এবং উপনিষদের পবিত্র বাক্যের চিত্ররূপায়ণে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫৫ খ্রী· আবার প্যারিস ফিরে যান। ১৯৫৭ খ্রী· ভারতীয় মন্ত্র তন্ত্র শাস্ত্রোক্ত ব্যাপারগুলি, কালী, দুর্গা, মঙ্গল কাব্যের চরিত্র, মহাকাব্যের গরুড় প্রভৃতি তাঁর চিত্রকলার বিষয়বস্তু হয়ে উঠল। তাঁর চিত্রকল্প কেবল একটি রচনায় সম্পূর্ণ নয়, সব সময় গুটি কয়েক ক্যানভাস মিলে এককেটি বিষয়ের উপস্থাপনা হয়েছে। ঐরকম সিরিজ 'ইমাজএক্লোজ', 'উইং অব নো এন্ড', 'ষোড়শী কলা', 'নিত্যকলা ষড়চক্র', 'বৈতরণী' প্রভৃতি। কলিকাতায় ফিরে অর্থোপার্জনের জন্য 'চিত্রভাষ' নামে ছবি আঁকা শেখানর স্কুল চালিয়েছেন কিছুদিন। সাহিত্যচর্চাও করতেন। রচিত গ্রন্থ: 'পুনশ্চ প্যারী'। সাহিত্যিক-শিল্পী কমল মজুমদার ও শিল্পী শানু লাহিড়ী তাঁর সহোদর ও সহোদরা। [১৭]

নীরদমোহিনী দেবী (২৪·২·১৮৬৪ - ২·১১·১৯৫৪) বর্ধমান। প্যারীচাঁদ মিত্র। স্বামী বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু। বিবাহের পর অধ্যাপক স্বামীর কর্মস্থল কটকে এসে ইংরেজী শিখতে থাকেন। অল্পবয়সেই তাঁর কবিতা 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে কিছু কবিতা সঙ্কলিত হয়ে 'পারিজাত' ও 'ছায়া' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'প্রবাহ' তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ। নারীর মুক্তি, দেশের স্বাধীনতা এবং প্রকৃতি তাঁর কবিতার প্রধান উপজীব্য ছিল। টেনিসনের অনেকগুলি আখ্যায়িকা-কাব্যও তিনি বাংলা পদ্যে অনুবাদ করেন। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের পুস্তকাগারে বহু দুর্লভ গ্রন্থ রক্ষিত আছে। [৮২]

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত (১৩০১ ? - ৭·৯·১৩৭৫ ব·) আইনবিদ্ হিসাবে ফৌজদারী মামলায় বিশেষ খ্যাতিমান হন ও আইনজ্ঞ দলের নেতা হিসাবে চীন পরিদর্শন করেন। তাঁর রচিত উপন্যাসাবলীর মধ্যে 'সুশান্ত-সা'

সাহিত্যজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বসুমতী প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছিল। [৪]

নীরদাকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী (১৭·৭·১৯০০ - ১৪·৯·১৯৪০) কালীপুর—ময়মনসিংহ। জমিদার প্রমদাকান্ত। খ্যাতনামা সেতার-বাদক। অগ্রজ জ্ঞানদাকান্তের কাছে সঙ্গীত-শিক্ষা শুরু। পরে ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ-র শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সেতার বাজনা শেখেন। ইমদাদখানী ভঙ্গির বিশিষ্ট ধারক ও বাহক হিসাবে ভারতীয় সঙ্গীত-সমাজে পরিচিত ছিলেন। ১৯৩৯ খ্রী· এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে তাঁর সেতারবাদন উচ্চপ্রশংসিত হয়। কলিকাতা বেতারে নিয়মিত শিল্পী ছিলেন। [১৭৪]

নীরদাসুন্দরী (১৮৮৩ ? - ৩১·১২·১৯৭৪)। গিরিশ-যুগের খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী। ক্লাসিক, মনোমোহন, মিনার্ভা, আলফ্রেড, ষ্টার, নাট্যনিকেতন প্রভৃতি তদানীন্তন প্রায় প্রতিটি রঙ্গালয়ে অভিনয় করেছেন। গিরিশচন্দ্রের কাছ থেকে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। মিনার্ভায় 'ঝকমারি' নাটকে দীপি এবং গিরিশচন্দ্রের 'গৃহলক্ষ্মী'র ফুলি-রূপে তিনি প্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯১৮ খ্রী· 'কিন্নরী' নাটকে নামভূমিকায় প্রশংসনীয় অভিনয়-ক্ষমতার পরিচয় দেন। জীবনের শেষ ৩০ বছর মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়ে আত্মীয়-স্বজনবিহীন অবস্থায় অভিনেত্রী শান্তি গুপ্তার গৃহে আশ্রয় পেয়েছিলেন। [১৮]

নীরেন লাহিড়ী (১৭·৭·১৯০৮ - ২·১২·১৯৭২) কলিকাতা। বিখ্যাত আইনজীবী যতীন্দ্রনাথ। খ্যাতনামা চিত্র-পরিচালক। চিত্রজগতে অভিনেতা হিসাবে তাঁর প্রথম যোগাযোগ বড়ুয়া পিকচার্সের 'একদা' ছবিতে। পরে সুশীল মজুমদার ও প্রমথেশ বড়ুয়ার অধীনে চিত্র-পরিচালনায় যুক্ত হন। নিজ পরিচালনায় তাঁর প্রথম ছবি 'ব্যবধান' (১৯৪০)। সঙ্গীতেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং সঙ্গীতে বিশেষ শিক্ষালাভের জন্য ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। কয়েকটি ছবির সঙ্গীত-পরিচালনাও তিনি করেন। অথচ গানবিহীন প্রথম বাংলা ছবি 'ভাবীকাল' তাঁরই পরিচালনায় একটি সার্থক ছবি হিসাবে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করে। বাংলা ও হিন্দী মিলিয়ে অন্তত ৪০খানি ছবি তিনি পরিচালনা করেন। উল্লেখযোগ্য ছবি: 'দম্পতি', 'সহধর্মিণী', 'গরমিল', 'তানসেন', 'যদুভট্ট', 'সাধারণ মেয়ে', 'সিংহদ্বার', 'রাজদ্রোহী' প্রভৃতি। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় তাঁর মাতামহ। [১৮]

নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (১৮৯২ - ৩·১২·১৯১৫) খেয়ারডাঙ্গা—ফরিদপুর। ললিতমোহন। ১৯১৩ খ্রী· ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে কারারুদ্ধ হন। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯১৫ খ্রী· গোয়েন্দা অফিসার নীরদ হালদারকে গুলি করে হত্যা করেন। উড়িষ্যার উপকূলে জার্মান জাহাজ ম্যাভেরিক থেকে বিপ্লবীদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র-সংগ্রহের কাজে এবং বাঘা যতীনের নেতৃত্বে বুড়িবালামের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে আহত হয়ে ৯·৯·১৯১৫ খ্রী· বন্দী হন এবং বালেশ্বর জেলে ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন। [১০, ৪২, ৪৩, ৫৬]

নীরেন্দ্রনাথ রায় (১৮৯৬ - ২৯·১০·১৯৬৬)। পৈতৃক নিবাস—যশোহর। রাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত-বংশীয়। মাতা নিস্তারিণী দেবী ছিলেন প্রথম যুগের দেশকর্মী। এম·এ· পাশ করে স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যাপনার কাজ পেলেও ধুতি ছেড়ে কোট প্যান্ট পরে যাবার শর্ত শুনে চাকরি ত্যাগ করেন। পরিবর্তে বঙ্গবাসী কলেজে চাকরি নেন। বিজ্ঞানী সত্যেন বসুর সঙ্গে পরিচিত হয়ে মানিকতলা অবৈতনিক শ্রমজীবী নৈশ বিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়ান। ১৯৬৪ খ্রী· বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপনা থেকে অবসর নেন। অধ্যাপকরূপে তাঁর খ্যাতি ছিল শেক্সপীয়র পড়ানোর জন্য। ফরাসী, জার্মান ও রুশ ভাষাও জানতেন। চরকা কাটা ও গান্ধীবাদে বিশ্বাসী হন। পরে সুহৃদ ও সহপাঠী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। জীবনের তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত হন। (১৯২৮ - ৩০)। শেষজীবনে মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৪৮ - ৪৯ খ্রী· পার্টির সঙ্গে মতদ্বৈধ হলেও মার্ক্সবাদে বিশ্বাস হারান নি। রুশ দেশে গিয়ে মস্কোয় ২ বছর রুশভাষা থেকে বঙ্গানুবাদের কাজ করেন। পরে বাংলা ভাষার অধ্যাপক হয়েছিলেন। জুন ১৯৬৬ খ্রী· তিনি দিল্লীর 'ইনস্টিটিউট অফ রাশিয়ান কালচার' নামক প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক হয়ে আসেন, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই মারা যান। 'পরিচয়' পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। 'সাহিত্যবীক্ষা' তাঁর প্রবন্ধ সংকলন। 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' ও 'ম্যাক্‌বেথ' গ্রন্থদ্বয়ের নাট্যানুবাদ করেন। কলিকাতায় 'শেক্সপীয়র পরিষদ্' স্থাপন করে বাংলা ভাষায় শেক্সপীয়রের নাটক মঞ্চস্থকরণে উদ্যোগী হন। 'শেক্সপীয়র: হিজ অডিয়েন্স অ্যান্ড হিজ রীডার্স' (১৯৬৫) তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। সত্যেন বসু প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান পরিষদের গৃহনির্মাণে ৪৫ হাজার টাকা দান করেন। [৩২]

নীরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৯২২ — ২৭·৯·১৯৪৩)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফোর্থ মাদ্রাজ কোস্টাল ডিফেন্স ব্যাটারির মধ্যে বিদ্রোহের বীজ দেখা গেছে—সামরিক দপ্তরের এই খবরের ভিত্তিতে যে ৯ জন সৈনিককে মাদ্রাজ দুর্গে ফাঁসি দেওয়া হয় নীরেন্দ্রমোহন তাঁদের অন্যতম। [৪২, ৪৩]

নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় (? - ১৯৪২) পুরুলিয়া। দোল-গোবিন্দ। প্রতিষ্ঠিত ব্যবহারজীবী। বিহার কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সদস্য, মানভূম জেলা কংগ্রেসের সভাপতি, মানভূম ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশনের প্রতিষ্ঠাতা ও হরিপদ সাহিত্যমন্দিরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। পুরুলিয়া শহরের ক্রমবিকাশে তাঁর অবদান স্মরণীয়। [২০২]

নীলকণ্ঠ দত্ত (? - ১৩০০ ব·) নবদ্বীপ। সূর্যকান্ত। মতি রায়ের পূর্বেই তিনি যাত্রাদল গঠন করেছিলেন। পিতার ব্যবসায়ে যোগদান না করে সঙ্গীত-রচনা ও যাত্রাগান করতেন। 'দাতাকর্ণ', 'ধ্রুবচরিত', 'হরিশ্চন্দ্রের

দানকীর্তি', 'ব্রজলীলাবর্ণন' প্রভৃতি পালাগ্রন্থের রচয়িতা। [৪]

নীলকণ্ঠ মজুমদার (১৮৫৫ — ২০.৮.১৯০১) মেদিনীপুর। ঈশানচন্দ্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. এবং পি.আর.এস. ছিলেন। ঢাকা, রাজশাহী ও প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক এবং কৃষ্ণনগর কলেজ ও কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজের (১৮৮১ - ১৯০১) অধ্যক্ষ ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'গীতা রহস্য', 'বিবাহ ও নারীধর্ম', 'Are We Aryans ?', 'The Village Schoolmaster', 'Model Essays' প্রভৃতি। [১, ৪]

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (১৮৪১ - ১৯১২) ধওবানী বা ধবনী — বর্ধমান। গ্রামের পাঠশালায় কিছুদিন অধ্যয়নের পর সঙ্গীতপ্রীতির জন্য বাল্যেই গোবিন্দ অধিকারীর দলে যোগ দেন। পরে নিজ প্রচেষ্টায় সংস্কৃতে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। গোবিন্দ অধিকারীর মৃত্যুর (১২৭২ ব.) পর দলের অধিকারী হন এবং এখানেই তাঁর কবিত্বশক্তির স্ফুরণ হয়। বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও বাঁকুড়ায় তাঁর কৃষ্ণযাত্রার বিশেষ খ্যাতি ছিল। কৃষ্ণযাত্রায় দূতীর ভূমিকায় অভিনয় ও গানে যশস্বী হন। দাশরথি রায়ের ভাবশিষ্য ছিলেন। ভক্তি-উচ্ছ্বসিত পাঁচালী-গান তাঁর রচিত কৃষ্ণযাত্রায় শোনা যেত। তাঁর রচিত 'তপন তনয় ভব হর বব বম্ বম্' পদটি অকার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ, যুক্তাক্ষর বা চন্দ্রবিন্দু-বর্জিত। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁকে 'গীতরত্ন' উপাধি প্রদান করেছিলেন। শেষ-বয়সে হেতমপুরের রাজা রামচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে থাকতেন। [১, ৩, ২৫]

নীলকমল দাস। চট্টগ্রাম পার্বত্য প্রদেশের রাজা ধরমবক্‌স্ খাঁর পত্নী কালিন্দী রানীর সাহায্যে তিনি 'বৌদ্ধরঞ্জিকা' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি পালি ভাষায় রচিত 'যাদুত্তাং' নামক বৃহৎ গ্রন্থের পয়ারাদি ছন্দে বঙ্গানুবাদ। এই গ্রন্থে বুদ্ধদেবের জীবনীর বিস্তৃত বর্ণনা আছে। [১]

নীলকমল মিত্র। এলাহাবাদ-প্রবাসী বিখ্যাত ব্যবসায়ী। উত্তরপ্রদেশের প্রায় সমস্ত শহরেই তাঁর ব্যবসায় বিস্তৃত ছিল। তিনি ঐ প্রদেশের স্কুল-কলেজ-প্রবর্তকদের অন্যতম এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা প্রদেশের মিওর সেন্ট্রাল কলেজ প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। তাঁর এবং প্যারীমোহন বন্দোপাধ্যায়ের মিলিত চেষ্টায় উক্ত প্রদেশে প্রথম ইংরেজী পত্রিকা 'দি রিফ্লেক্টর' প্রকাশিত হয়। [১]

নীলকমল মুস্তোফী। নদীয়া জেলার জজের সেরেস্তাদার ছিলেন। ১৮৩৮ খ্রী. তিনি রাজকার্যে ব্যবহৃত ফারসী শব্দের একখানি বৃহৎ বাংলা অভিধান প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে ২৮০০ ফারসী শব্দের বাংলা অর্থ সন্নিবেশিত হয়েছে। [১, ৬৪]

নীলমণি চক্রবর্তী। খাসিয়াদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য ১৮৮৯ খ্রী. পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সহকারী নীলমণি শিলং-এ যান। খাসিয়া ভাষা শিখে তাতেই প্রচারকার্য চালাতেন। ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে খাসিয়াদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে এবং তাদের উন্নতিবিধানে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর চেষ্টায় ৫টি স্কুল, ৫০ মাইলের মধ্যে ১৪টি ব্রাহ্মসমাজ, ৪টি ঔষধ-বিতরণকেন্দ্র, হাসপাতাল, নারীসভা, সঙ্গীতসভা প্রভৃতি অনেক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। তিনিই পার্বত্য জাতির মধ্যে চিকিৎসাব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। [৮১]

নীলমণি ঠাকুর (? - ১৭৯১) গোবিন্দপুর—কলিকাতা। জয়রাম। বংশগত উপাধি — কুশারী। আদিনিবাস যশোহরের বারোপাড়া। কোম্পানীর কাজ করে তাঁর পিতামহ ও পিতা যথেষ্ট ধনশালী হয়েছিলেন। ১৭৬৫ খ্রী. নীলমণি কোম্পানীর দেওয়ানী কাজে নিযুক্ত হয়ে রাজস্ব আদায়ের নূতন বন্দোবস্ত করায় উড়িষ্যায় কালেক্টরের সেরেস্তাদারের পদ পান। এ কাজে তাঁর প্রচুর ধনাগম হয়। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পত্তন তিনিই করেন (জুন ১৭৮৪)। রবীন্দ্রনাথ এই বংশের সন্তান। [৩, ৪৭]

নীলমণি ঠাকুর, চক্রবর্তী (১১৫১? - ১২২১? ব.) কলিকাতা। কবিয়াল এবং কবিদলের পরিচালক। তিনি ছাড়া কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য, হরু ঠাকুর প্রভৃতিও তাঁর দলের জন্য গান রচনা করতেন। ভোলা ময়রা, রাম বসু প্রমুখ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর কণিষ্ঠ ভ্রাতা রামপ্রসাদ কবিদল পরিচালনা করে সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখেন। [১]

নীলমণি দাস, দেওয়ান (১৮৩৭ - ১৮৭৯) জিনোদপুর — ত্রিপুরা। সিনিয়র পরীক্ষা পাশ করে প্রথমে ত্রিপুরা কলেক্টরীতে নাজীর হয়ে ঢুকে ক্রমে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ১৮৭৩ খ্রী. ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্রের মন্ত্রিপদ লাভ করেন। তাঁর চেষ্টায় ত্রিপুরা রাজ্যের প্রশাসনে নানা সংস্কার সাধিত হয়, যথা আবগারী বিভাগ স্থাপন, স্ট্যাম্প ব্যবহার, দলিল রেজেস্ট্রির নিয়ম প্রবর্তন, আইনের সংশোধন ও তামাদি আইন প্রবর্তন তিনিই প্রথম ত্রিপুরা রাজ্যে উকিলদের পরীক্ষা প্রচলিত করেন। ১৮৭৬ খ্রী. সর্বপ্রথম ঐ রাজ্যে এক নরহত্যাকারীকে তিনি ফাঁসির দণ্ডাজ্ঞা দিয়েছিলেন। ঐ সময়েই এক চক্রান্তে তাঁর মন্ত্রিপদ নাকচ হয়ে যায়। [১]

নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার, মহামহোপাধ্যায়, সি.আই.ই. (৮.১২.১৮৪০ - ২৬.৫.১৯০৮) আদি নিবাস মাহিনগর — চব্বিশ পরগনা। গুরুদাস মুখোপাধ্যায়। পিতামহ কাশীনাথ সার্বভৌম মাহিনগর ছেড়ে কলিকাতার নিকটবর্তী ঢাকুরিয়ায় বাসস্থান নির্মাণ করেন। সংস্কৃত কলেজ থেকে ১৮৬২ খ্রী. প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৭ খ্রী. এম.এ. পরীক্ষায় সুবর্ণপদক লাভ করেন এবং সংস্কৃত ও ইংরেজী উভয় ভাষায় পারদর্শিতার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 'ন্যায়ালঙ্কার' উপাধিতে ভূষিত হন। তারপর আইন পাশ করেন। কর্মজীবন শুরু চব্বিশ পরগনার স্কুলসমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর হিসাবে। পরে বিভিন্ন সরকারী পদে নিযুক্ত হয়ে যোগ্যতার পরিচয় দেন। ১৮৭৩ - ১৮৯৫ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক এবং ১৮৯৫ - ১৯০০ খ্রী. সংস্কৃত কলেজের

অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে সংস্কৃত কলেজের নূতন ও পুরাতন ছাত্রদের নিয়ে সম্মেলন-সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রাজনীতিক্ষেত্রে Age of Consent Bill-এর সময় হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবস্থাদির ইংরেজী অনুবাদ করে তার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করেন। ১৮৮০ খ্রী· তিনি একটি স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপন করেন। প্লেগ মহামারীর সময় (১৮৯৮) Vigilance Committee-র সহকারী সভাপতি নিযুক্ত হন। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক ছিলেন। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় অনেক পুস্তক রচনা করেছেন। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে তিনি 'কূর্মপুরাণে'র একটি সংস্করণ সম্পাদনা করেন। ১৮৯৮ খ্রী· 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হন। [১৩০]

নীলমণি পাটনী। চন্দননগর—হুগলী। কবি-সঙ্গীত এবং বৈষ্ণব-সঙ্গীত-রচয়িতা কবিয়াল। গদাধর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সঙ্গীত-রচয়িতাগণও তাঁর দলের জন্য কবি-গান রচনা করতেন। [১]

নীলমণি বসাক (আনু· ১৮০৮ - ৬·৮·১৮৬৪) কলিকাতা। রাজচন্দ্র। তন্তুবায়-বংশীয়, হেয়ার সাহেবের প্রিয়পাত্র নীলমণি প্রথমে হুগলী কোর্টে একটি কেরানীর চাকরি দিয়ে শুরু করে ক্রমে বর্ধমানের কমিশনারের পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়েছিলেন। সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'পারস্য ইতিহাস' (পদ্যে), 'আরব্য উপন্যাস' (১-৩ খণ্ড), 'নরনারী' (১৮৫২), 'বত্রিশ সিংহাসন', 'রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম', 'পারস্য উপন্যাস', 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'ইতিহাস-সার' প্রভৃতি। [১, ২৬, ৬৪]

নীলমণি মিত্র (১৮২৮ - ২·৮·১৮৯৪) কলিকাতা। সুখময়। কাশীশ্বর মিত্রের বংশধর। তিনি লণ্ডন মিশনারী স্কুলে ও ডাফ সাহেবের কলেজে এবং রুড়কি ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজে প্রথম বাঙ্গালী ছাত্র হিসাবে অধ্যয়ন করেন। প্রথমে গাঙ্গেয় ক্যানেল বিভাগে কাজ শুরু। পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী বিভাগের সহকারী আর্কিটেক্ট ও ১৮৫৮ খ্রী· সহকারী ইঞ্জিনীয়ার হন। কিন্তু এখানে মতানৈক্য হওয়ায় চাকরি ছেড়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে আরম্ভ করেন। বিনা পারিশ্রমিকে তিনি কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের এবং বিদ্যাসাগর কলেজের বাড়ি প্রভৃতি তৈরি করেন। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান কলেজের বাড়ি শুধু বিনা পারিশ্রমিকেই করেন নি, কলেজের জন্য এক হাজার টাকা চাঁদাও দিয়েছিলেন। পাইকপাড়ার রাজাদের বাড়ি ও বাগান, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাসাদ ও এমারেল্ড বাওয়ার উদ্যান এবং আরও অনেক বড় বড় বাড়ি তাঁরই পরিকল্পনায় ও তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়েছিল। বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিজ্ঞান সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। একটি 'করদাতা সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। [১]

নীলমণি শাস্ত্রসাগর (? - ৫·১·১৯৭২)। বিভিন্ন ছন্দে 'বিপুলা চরিতম্ কাব্যম্' নামক গ্রন্থ লিখে কবিরূপে পরিচিত হন। এ ছাড়া সংস্কৃত ভাষায় গদ্যে ও পদ্যে আরও অনেক পুস্তক, বহু স্তব ও পদাবলী রচনা করেন। তিনি ২৩টি ভাষা জানতেন। [১৬]

নীলমাধব চক্রবর্তী। বিষ্ণুপুরের নীলমাধব মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সভাবাদক ছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞ রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কাছে সেতার ও সুরবাহার বাজনা শেখেন। [৫২]

নীলমাধব রায়। চূর্ণী রঘুনাথপুর — নদীয়া। কবিরাজ তারিণীচরণ। আয়ুর্বেদবিশারদ খ্যাতনামা চিকিৎসক। কবিরাজ গঙ্গাধর সেনের কাছে তিনি আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে বাস করতেন। সে যুগে কলিকাতার নাগরিকদের মধ্যে ছড়া প্রচলিত ছিল — 'যতীন্দ্রমোহনের জুড়ী আর নীলু কবিরাজের বড়ী'। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, বৃটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের ও জমিদার সভার অন্যতম কর্মকর্তা ছিলেন। সেকালে তাঁর দানশীলতারও যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। বহরমপুরে তাঁর প্রভারঞ্জন মুদ্রালয়ে তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামী, রাজনৈতিক কবিরাজরূপে পরিচিত অনাথনাথ (১৮৮৮ - ১৯৭০) তাঁর পুত্র। [৮২]

নীলরতন মুখোপাধ্যায় (? - ১৩২৯ ব·) বীরভূম। শিক্ষকতা করতেন। ১৩০৬ - ১৩১২ ব· পর্যন্ত 'বীরভূম' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সম্পাদিত গ্রন্থ: 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' (১৩২১ ব·)। [৪]

নীলরতন সরকার, স্যার (১·১০·১৮৬১ - ১৮·৫·১৯৪৩) নেত্রা — চব্বিশ পরগনা। আদি নিবাস যশোহর। নন্দলাল। প্রখ্যাত চিকিৎসক। ১৮৭৬ খ্রী· জয়নগর থেকে এন্ট্রান্স এবং ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল থেকে ডাক্তারী পাশ করে সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনের চাকরি পান। মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে এফ·এ· ও বি·এ· পাশ করে কিছুদিন চাতরা হাই স্কুলে প্রধান-শিক্ষকের কাজ করেন। ১৮৮৫ খ্রী· মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে ১৮৮৮ খ্রী· এম· বি· হন। ক্রমে এম·এ· এবং এম· ডি· (১৮৯০) উপাধিও লাভ করেন। অল্পকাল মধ্যেই সুচিকিৎসকরূপে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ১৮৯৩ খ্রী· বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং ক্রমে ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্স ও ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিনের ডীন ও স্নাতকোত্তর কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগের সভাপতি হন। ১৯১৬ খ্রী· রাধাগোবিন্দ কর ও সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারীর সঙ্গে একযোগে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজ (বর্তমান আর·জি·কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল) স্থাপন করেন। ১৯১৯ - ২১ খ্রী· তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন। ১৯২০ খ্রী· লন্ডনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলনে যোগদান করেন। অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে যথাক্রমে ডি·সি·এল· ও এল·এল·ডি· সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করে। যাদবপুর যক্ষ্মা-হাসপাতাল (বর্তমান কুমুদশঙ্কর রায় যক্ষ্মা হাসপাতাল) প্রতিষ্ঠায় তিনি সক্রিয় সহযোগিতা

করেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সম্পাদকরূপে এদেশে বৃত্তিগত প্রশিক্ষণের চেষ্টা করেন। বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল স্কুল, যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গঠনেও তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। নানাপ্রকার দেশী শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টায় বহু আর্থিক ক্ষতিও স্বীকার করেন। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য — ন্যাশনাল ট্যানারী। অধুনালুপ্ত ন্যাশনাল সোপ ফ্যাক্টরীরও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। রাঙ্গামাটি চা কোম্পানী (পরবর্তী ঈস্টার্ণ টি কোং) গঠনে বহু অর্থ নিয়োগ করেন। ১৯০৮ খ্রী· 'বুট অ্যান্ড ইক্যুইপমেন্ট'-এর ডিরেক্টর হয়েছিলেন। বসু বিজ্ঞান মন্দির, বিশ্বভারতী ও ভারতীয় যাদুঘরের ট্রাস্টী ছিলেন। ১৮৯০ খ্রী· জাতীয় কংগ্রেসে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ১৯১৯ খ্রী· মডারেটদের সঙ্গে কংগ্রেস ত্যাগ করেন। ১৯১২ - ২৭ খ্রী· বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল কলেজে রূপান্তরিত হয়ে তাঁরই নামাঙ্কিত হয়। প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ তাঁর অনুজ। [৩, ২৬, ১২৪]

নীলরত্ন হালদার (? - আনু· ১৮৫৫) চুঁচুড়া — হুগলী। নীলমণি। বহুভাষাবিদ্, সাহিত্যিক, সংবাদপত্রসেবী ও সুকবি হিসাবে সে যুগে তাঁর খ্যাতি ছিল। ১৮২৯ খ্রী· ইংরেজী, বাংলা, নাগরী, ও ফারসী ভাষায় প্রকাশিত 'বঙ্গদূত' সাপ্তাহিকের তিনিই প্রথম সম্পাদক। রচিত গ্রন্থাবলী: 'কবিতা-রত্নাকর', 'জ্যোতিষ', 'পরমায়ুঃপ্রকাশ', 'অদৃষ্ট প্রকাশ', 'বহুদর্শন', 'দম্পতি-শিক্ষা', 'সর্বমোদতরঙ্গিণী', 'শ্রীশ্রীমহাদেবস্তোত্রম্', 'শ্রুতিগীতরত্ন', 'পার্ব্বতীগীতরত্ন' প্রভৃতি। তাঁর 'কবিতা-রত্নাকর' গ্রন্থখানি পাদরী মার্শম্যান ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন। এছাড়াও তাঁর রচিত বহুসংখ্যক সঙ্গীত আছে। টরেন্স সাহেবের আমলে সল্ট্ বোর্ডের দেওয়ান ছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরে তিনি তৎকালে বাঙালীদের প্রাপ্য সর্বোচ্চ সম্মানজনক রেভিনিউ বোর্ডের দেওয়ান পদ লাভ করেছিলেন। [১]

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় (আনু· ১২১২ - ১২৭৮ ব·) মবারকপুর (মতান্তরে আলিপুর) — বর্ধমান। তান্ত্রিক ও সিদ্ধপুরুষ। পণ্ডিত হরচন্দ্র ন্যায়বাগীশের কাছে ন্যায় ও সাংখ্য অধ্যয়ন করেন। শক্তি-বিষয়ক ও অন্যান্য বিবিধ-বিষয়ক প্রায় ৫ শত সঙ্গীতের রচয়িতা। [১]

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, সি·আই·ই· (৩·১২·১৮৪২ - ১৯২০) কুলিয়ারান ঘাট — যশোহর। দেবনাথ। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভ। ১৮৬৫ খ্রী· সংস্কৃত ভাষায় শীর্ষস্থান অধিকার করে এম·এ· এবং ১৮৬৬ খ্রী· বি·এল· পাশ করে প্রথমে কলিকাতা, হাইকোর্টে ও পরে পাঞ্জাব চীফ কোর্টে ওকালতি করেন। ১৮৬৯ খ্রী· কাশ্মীরের মহারাজা কর্তৃক প্রধান বিচারপতি ও অর্থসচিবের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি কাশ্মীরে রেশমের কারখানা স্থাপন করেন। ১৮৮৬ খ্রী· চাকরি ছেড়ে কলিকাতায় আসেন। ১৮৯৬ খ্রী· কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান হয়ে বহুদিন এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। [১, ৩১]

নীহারবালা (১৮৯৮ - ৭·৩·১৯৫৪)। ১৯১৮ খ্রী· রঙ্গালয়ে যোগ দেন। নৃত্যগীতে সুদক্ষ খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী। ১৯২১ খ্রী· থেকে দীর্ঘদিন স্টার থিয়েটারে অভিনয় করেন। স্ত্রী-চরিত্র অভিনয়ে একদিকে নাট্যসম্রাজ্ঞী তারাসুন্দরী ও অন্যদিকে লাস্যময়ী নীহারবালা একসময়ে স্টারের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন। কর্ণার্জুন নাটকে 'নিয়তি'র ভূমিকায় ও চিরকুমার সভায় 'নীরবালা'র ভূমিকায় অভিনয় করে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। অভিনীত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা: 'নাহের' (বন্দিনী), 'সুদত্তা' (ঋষির মেয়ে), 'রামী', 'চন্দনা' (কারাগার), 'আলেয়া' ইত্যাদি। মিনার্ভা থিয়েটারে তিনি কয়েকটি বইতে সখীদের নৃত্য শেখান। ১৯৩১ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত নাট্য নিকেতনের (বর্তমান বিশ্বরূপা) সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিলেন। অভিনয়-জগৎ থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রমে থাকতেন। পণ্ডিচেরীতে মৃত্যু। [৩, ৫]

নীহাররঞ্জন রায় ড· (১৪·১·১৯০৩ - ৩০·৮·১৯৮১) ময়মনসিংহ। মহেন্দ্রচন্দ্র। শিক্ষা, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, ঐতিহাসিক ও শিল্পবিষয়ক গবেষণা, রাজনীতি ও নানা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। ১৯২৪ খ্রী· সিলেট মুরারিচাঁদ কলেজ থেকে ইতিহাসে অনার্স সহ বি·এ· পাশ করেন। ১৯২৬ খ্রী· প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে ফাইন আর্টস শাখায় এম·এ·-তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। গবেষণাকাজে লিপ্ত হয়ে একাধিক পুরস্কার ও বৃত্তি লাভ করেন। ১৯২৮ খ্রী· প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি ও মোয়াট পদক পান। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনায় দিয়ে কর্মজীবন শুরু। ১৯৩৫ খ্রী· ঘোষ ট্রাভেলিং বৃত্তি নিয়ে ইউরোপ যান। সেখানে লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ও লন্ডন থেকে গ্রন্থাগার পরিচালনার ডিপ্লোমা লাভ করেন। ১৯৩৭ খ্রী· দেশে ফিরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রধান নিযুক্ত হন। ১৯৪৬ খ্রী· ভারতীয় সূক্ষ্মশিল্পকলার 'রাণী বাগীশ্বরী' অধ্যাপক-পদ লাভ করেন। ১৯৬৫ খ্রী· অবসর গ্রহণের পর তাঁকে এমিরিটাস প্রফেসর করা হয়। আর্টস ফ্যাকালটির ডীন নিযুক্ত হয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সিমলায় প্রতিষ্ঠিত অগ্রসর গবেষণা সংস্থার তিনিই প্রথম ডিরেক্টর এবং ১৯৭৩ খ্রী· পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯৭৩ - ৭৬ খ্রী· ইউনেস্কোর প্রতিনিধি হিসাবে তিনি ব্রহ্মসরকারের সংস্কৃতি ও ইতিহাস-বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন। দেশে ও বিদেশে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা দেন। কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সদস্য, জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মসমিতির সভাপতি, সরকার মনোনীত রাজ্যসভার সদস্য (১৯৫৭ - ৬৫) ছিলেন। ভারতের ইতিহাস কংগ্রেস (১৯৬৫) এবং প্রাচ্যবিদ্যা মহাসম্মেলনের (১৯৮০) সভাপতিত্ব করেন। রাজনীতিক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার সূত্রে সাংবাদিকতার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় অনুশীলন

সমিতির প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯২০ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেন এবং সুভাষচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 'লিবার্টি' পত্রিকার সাহিত্য বিভাগের ভার পান। পরে আর·এস·পি· দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই দলের মুখপাত্র 'ক্রান্তি' পত্রিকার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে কারাবরণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপত্র 'ক্যালকাটা রিভিয়্যু' পত্রিকার পরিচালনার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। এক সময় বেনেট কেমিক্যাল কোম্পানীর ডিরেক্টর হয়েছিলেন। বিবিধ কর্মকুশলতার জন্য তিনি 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন। রবীন্দ্রকাব্যের অন্যতম ব্যাখ্যাতা হিসাবে পরিচিতিলাভ করেন। এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা', 'An Artist in Life : A Commentary on the Life and Works of Rabindranath Tagore'। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'Brahminical Gods in Burma', 'Sanskrit Buddhism in Burma', 'An Introduction to Theravada Buddhism in Burma', 'Mayurya and Surya Art', 'Idea and Image in Indian Art', 'Mughal Painting : A Social and Formal Analysis', 'An Approach to Indian Art' প্রভৃতি। কিন্তু তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি বোধহয় 'বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদিপর্ব' গ্রন্থটি। এই গ্রন্থকে পুরস্কার দিয়েই সরকার 'রবীন্দ্রপুরস্কার'-এর সূচনা করেন। উত্তরকালে 'জ্ঞানপীঠ সাহিত্য পুরস্কার' কমিটির সদস্য ও সভাপতি হয়েছিলেন। [১৬, ১৪৯]

নুরুদ্দিন, সৈয়দ। মির্জাপুর — চট্টগ্রাম। ফারসী ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি থেকে 'রাহাতুল কুলুপ' নামে একটি মুসলমান ধর্মগ্রন্থ বাংলায় প্রণয়ন এবং 'দাকায়েৎ' নামে মুসলমান সংহিতার বঙ্গানুবাদ করেন। [১]

নূতনচন্দ্র সিংহ (? - ১৩·৪·১৯৭১) গহিরা (রাউজান থানা) — চট্টগ্রাম। যৌবনে জীবিকার সন্ধানে আকিয়াবে গিয়ে সাবান ও আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতের ব্যবসায় শুরু করেন। পরে বিহারের কুণ্ডুধাম তীর্থে গিয়ে কবচ ধারণ করে দেশে ফিরে কুণ্ডেশ্বরী বিগ্রহ ও 'কুণ্ডেশ্বরী ঔষধালয়' স্থাপন করেন। ক্রমে সেটি বিরাট এক শিল্প-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। 'কুণ্ডেশ্বরী বালিকা বিদ্যামন্দির', 'কুণ্ডেশ্বরী মহিলা বিদ্যালয়', 'কুণ্ডেশ্বরী ভবন ডাকঘর' প্রভৃতি স্থাপন করেন। ১৯৭১ খ্রী· মুক্তিসংগ্রামের কালে হানাদারদের আক্রমণে প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়লে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর সহ ৪৪ জন অধ্যাপককে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে নিরাপদ স্থানে যাবার সুযোগ করে দেন। কিন্তু তিনি নিজে তাঁর আবাস ছাড়েন নি। ১৩ এপ্রিল তাঁর নিজের বাড়িতে পাক হানাদারদের গুলিতে প্রাণ হারান। [৩২]

নুরুলউদ্দিন (? - ১৭৮৩)। রংপুর বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক নুরুলউদ্দিন বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকগণ কর্তৃক 'নবাব' বলে ঘোষিত হন। দয়া শীল নামে এক প্রবীণ কৃষককে তাঁর দেওয়ান নিযুক্ত করেন। তিনি এক ঘোষণার দ্বারা ইংরেজদের অনুচর দিনাজপুরের কুখ্যাত ইজারাদার দেবী সিংহকে কর না দেবার আদেশ জারি করেন এবং বিদ্রোহের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য ডিং খরচা নামে বিদ্রোহের চাঁদা ধার্য করেন। তাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা দেবী সিংহ ও ইংরেজ শাসনের প্রধান ঘাঁটি মোগলহাট বন্দরের ওপর আক্রমণ করলে ঐ স্থানে ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে তিনি গুরুতর আহত হয়ে শত্রুহস্তে বন্দী হন। অল্প কয়েকদিন পরেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। [৫৬]

নৃত্যগোপাল কবিরত্ন। কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, বিশিষ্ট অধ্যাপক ও যশস্বী নাট্যকার। তাঁর রচিত বাংলা নাটকগুলি সুনামের সঙ্গে বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। সংস্কৃত নাটকগুলি নিজ টোলের ছাত্রদের নিয়ে 'বাণীবিলাস নাট্য সম্প্রদায়' নামে দল গঠন করে অভিনয় করতেন। তাঁর রচিত 'রামাবদানম্' একখানি কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থটি জার্মানীতে স্কুলপাঠ্য হয়েছিল। [১]

নৃত্যগোপাল রায় (১৯০৬ - ৯·৮·১৯৫৭) খেরপুর — ফরিদপুর। অবিনাশচন্দ্র। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ গ্রামে ১৯২২ খ্রী· 'বিবেকানন্দ কর্মমন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। নিজ অঞ্চলে বিখ্যাত কংগ্রেসকর্মী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যে কলিকাতায় এম·এ· পড়বার সময় ১৯৩০ খ্রী· মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় জড়িত থাকায় বিনা বিচারে আটকবন্দী থাকেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিবেকানন্দ কর্মমন্দিরকেও পুলিসের আদেশে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ছাড়া পাবার পর তিনি সেটিকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং বিপ্লবী দলকে সংগঠিত করার কাজে লিপ্ত থাকেন। পরে বেঙ্গল ইনস্যুরেন্স কোং-এর পাটনা শাখার সেক্রেটারী হন। [১৪৯]

নৃত্যগোপাল শেঠ (পৌষ ১২৬৩ - ১০·১২·১৩২০ ব·) চন্দননগর-পালপাড়া — হুগলী। শম্ভুচন্দ্র। লৌহ ও ইস্পাত ব্যবসায়ী। স্বদেশী শিল্পকলা ও স্বদেশজাত শিল্পদ্রব্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগী এবং অঙ্কন ও মাটির মূর্তি তৈরীতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। লৌহ ও লৌহজাত দ্রব্যের ব্যবসায়ে তাঁর কোম্পানী শম্ভুচন্দ্র অ্যান্ড সন্স এককালে শীর্ষস্থানীয় ছিল। চন্দননগরে শিক্ষার উন্নতিকল্পে তাঁর আর্থিক সাহায্য উল্লেখযোগ্য। [১]

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (১৫·১·১৯০৫ - ১৯৬৪)। তিনি গল্প, উপন্যাস, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্ম—প্রায় সব বিষয়েই লিখেছেন। বিশেষ করে শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর দান স্মরণীয়। চলচ্চিত্রজগতে চিত্রনাট্যকার, কাহিনীকার, গীতিকার, চিত্রপরিচালক এবং অভিনেতারূপেও তিনি কাজ করেন। বেতার প্রতিষ্ঠানের বিদ্যার্থী মণ্ডল ও পল্লীমঙ্গল আসরের প্রতিষ্ঠাতা, দীর্ঘদিন গল্পদাদুর আসরের পরিচালক এবং 'গল্পভারতী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাকালীন সম্পাদক ছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী : 'মহীয়সী মহিলা', 'সান ইয়াৎ সেন', 'শতাব্দীর সূর্য', 'মা' (অনুবাদ), 'সেক্স্‌পীয়ারের কমেডী', 'সেক্স্‌পীয়ারের ট্রাজেডী', 'নূতন যুগের নূতন মানুষ', 'কুলী' (অনুবাদ), 'দু'টি পাতা একটি কুঁড়ি' (অনুবাদ),

'এইচ·জি· ওয়েলসের গল্প' প্রভৃতি। তাঁর কৃত জয়দেব-রচিত 'গীতগোবিন্দ'-এর গদ্যানুবাদও অত্যন্ত জনপ্রিয় ও উল্লেখযোগ্য। [৪]

নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৫·৬·১৮৮৫ - ১৮·৮·১৯৪৯)। প্রথমে অধ্যাপকরূপে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে দেশবন্ধুর অনুপ্রেরণায় সরকারী চাকরি ত্যাগ করে স্বরাজ্য দলে যোগ দেন। অসহযোগ আন্দোলনে কারারুদ্ধ হন। গয়া কংগ্রেসের পর বর্মায় 'রেঙ্গুন মেল' পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন। রাজনৈতিক কারণে বহুবার কারাবরণ করেন। বাঙলার বহু অঞ্চলে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। হুগলী কংগ্রেসের বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। [১০]

নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু বা নেপা বোস (১৪·৬·১২৭৪ - শ্রাবণ ১৩৩৪ ব·) কলিকাতা। হরিশচন্দ্র। ক্লাসিক থিয়েটারে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলিবাবা' নাটকের নৃত্য পরিচালনায় তিনি বাংলা থিয়েটারে নবযুগের সূচনা করেন (১৮৯৭)। নিজে আবদাল্লার ভূমিকায় অভিনয় করে নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। অভিনেতা হিসাবে তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা 'ফকড়ে', 'দেলদার' ও 'নিমচাঁদ'। [৬৫, ১৪১]

নৃপেন্দ্রনাথ বসু, এন·এন· ভোস (২৩·১২·১৮৮৬ - ১৭·৪·১৯৭৩)। ভারতের স্কাউট সংগঠনের অন্যতম পুরোধা। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে ১৯১২ খ্রী· আইনজীবী হিসাবে কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন। সব রকম খেলাধূলা, ভারোত্তোলন, গান-বাজনা ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ ছিল। শিশু রঙমহল (সি·এল·টি)-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ছিলেন। [১৬]

• **নৃপেন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ** (১·৪·১৮৯৪ - ৯·১১·১৯৮২) গোদা-গোবিন্দবাটী—বর্ধমান। প্রসন্নকুমার। পিতার কর্মস্থল বিহারের পাটনায় জন্ম। কুমিল্লা অভয় আশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, মহাত্মা গান্ধীর অনুগামী, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সহকর্মী ও খ্যাতনামা চিকিৎসক। তাঁর শিক্ষা—কটকে ও পরে কলিকাতায়। বি·এস·সি·, এম·বি· পাশ করে প্রথমে ঢাকা ও ১৯২৩ খ্রী· কুমিল্লায় যান। ১৯২৩ - ৪৭ খ্রী· কর্মোপলক্ষে ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্টে কাটান। দেশবিভাগের পর ভারতে ফিরে ১৯৫৩ - ৫৭ খ্রী· বাঁকুড়া জেলায় চিকিৎসক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জীর সঙ্গে কুমিল্লায় প্রথম বেসরকারী মেডিক্যাল স্কুল, মেডিক্যাল কলেজ ও ২০টি শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। চাঁদপুর কুলিবিভ্রাটকালে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের আহ্বানে ৭০ জন ডাক্তারকে নিয়ে সেবাকার্য পরিচালনা করেন। ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জী প্রতিষ্ঠিত ব্রাদার হুড, সবিতা আশ্রম এবং অভয় আশ্রম সংগঠনের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। ১৯২৫ খ্রী· তিনি সম্পাদক থাকাকালে অভয় আশ্রম সর্বপ্রথম আইনগত স্বীকৃতি পায়। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবাংলা অভয় আশ্রম পুনর্গঠন করেন। ১৯২১-২২ খ্রী· ঢাকা জেলা কংগ্রেস কমিটির এবং ১৯৩৫ - ৪৭ খ্রী· ত্রিপুরাজেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। গান্ধীজীর অনুগামী হলেও ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করেছেন। ১৯৪৬ খ্রী· সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় স্বেচ্ছাসেবীবাহিনী নিয়ে মেহার কালীবাড়িকে রক্ষা করেন। পরে ত্রিপুরা জেলায় গান্ধীজীর পদযাত্রার ব্যবস্থাপক ছিলেন। দেশভাগের পরও কুমিল্লায় থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নেন কিন্তু কাশ্মীর যুদ্ধে চিকিৎসকরূপে যোগদানের জন্য পাকিস্তান সরকার তাঁর উপর নোটিশ জারী করায় ১২ ঘণ্টার মধ্যে তিনি কুমিল্লা ছেড়ে কলিকাতায় চলে আসেন। এখানে বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির যুগ্মসম্পাদক ছিলেন। ১৯৫০ খ্রী· কংগ্রেস ত্যাগ করে বাংলা কৃষক মজদুর পার্টি গঠন করেন। পরে এটি আচার্য কৃপালনীর কৃষক মজদুর প্রজা পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়। প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের প্রাদেশিক নেতা ছিলেন। পরে দলগত রাজনীতি ছেড়ে আচার্য বিনোবাজীর ভূদান আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁরই উদ্যোগে সমগ্র বাঁকুড়া জেলায় সর্বোদয় আন্দোলন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৫ খ্রী· বিনোবাজীর পদযাত্রার ব্যবস্থাদি করেন। ১৯৬১ খ্রী· পশ্চিমবাংলায় গঠন কর্মী সম্মেলন সৃষ্টি করে গান্ধীবাদীদের পুনরায় রাজনীতিতে যোগদানের আহ্বান জানান। ১৯৭৫ খ্রী· দেশে জরুরী অবস্থা জারীর বিরোধিতা করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে বিভিন্ন সময়ে দীর্ঘ সাড়ে আট বছর কারাগারে বন্দী থাকেন। পশ্চিমবঙ্গে অম্বর চরকা প্রচলনে এবং তার বিভিন্ন প্রকরণ আবিষ্কারে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। ১৯৫৬ খ্রী· থেকে দশ বছরের মধ্যে পশ্চিমবাংলার ১৩ টি জেলায় মোট ৬৮টি চরকাকেন্দ্র স্থাপন করেন। ২৪ পরগনার বিরাটী অভয় আশ্রমে ১৯৭০ - ৭২ খ্রী· লম্বা আঁশের তুলাবীজ চাষের প্রচলন করেছিলেন। দেশবিভাগের পর ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে গঠিত ইস্টবেঙ্গল সেন্ট্রাল রিলিফ কমিটির বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। কলিকাতা মহানগরীর চতুর্দিকে ২১টি উদ্বাস্তু শিবির পরিচালনা করেন। রচিত গ্রন্থ : 'শিশুদের স্বাস্থ্যবিজ্ঞান', 'চরকা ও কুটীর শিল্প', 'দানবীর মহেশ ভট্টাচার্য স্মৃতি', 'অভ্যুদয়', 'অভয় আশ্রম নিবেদন'। মৃত্যুর একমাস আগে 'কর্মযোগিন্' পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। ১৯৮১ খ্রী· অভয় আশ্রম পরিত্যাগ করে 'সবিতা মিশন' নামে নতুন এক সেবা ও সাধনার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। 'ব্রাদারহুড থেকে সবিতামিশন' তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। [৮২]

নৃপেন্দ্রনাথ মিত্র (১৮৯২ - ২২·৯·১৯৬২) পৈতৃক নিবাস খাদিনান—হাওড়া। চিকিৎসক পিতার কর্মস্থল দিল্লীতে জন্ম। বঙ্গবাসী কলেজে ছাত্রাবস্থায় জ্যেষ্ঠ হরেন্দ্রনাথের 'Indian Annual Register' নামক বিখ্যাত ষাণ্মাষিক পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগে 'বাণী প্রেস' স্থাপন করে ১৯১৯ - ২৫ খ্রী· পর্যন্ত পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশকের কাজ করেন। জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর পর ১৯২৫ - ৪৭ খ্রী· এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। [১৪৯]

নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (১৯.২.১৯০৬ - ৩০.৪.১৯৭৭) রায়েরকাঠী—বরিশাল। মেদিনীপুরে জন্ম। সংস্কৃতবিদ্ আদর্শ শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ শাস্ত্রী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পালিতে এম.এ. (১৯৩০) ও বি.এ. (১৯৩৬) পাশ করে সাংবাদিকরূপে জীবন আরম্ভ করেন। পরে বাংলায় উদয়ন, পঞ্চপুষ্প, উত্তরায়ণ প্রভৃতি, হিন্দীতে নটী এবং ইংরেজীতে দ্য ওরিয়েন্ট, দ্য উইকলী ষ্টার অফ ইন্ডিয়া, দ্য কমার্স প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। বিভিন্ন পত্রিকায় ছোটগল্প, কবিতা, অনুবাদ এবং প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, অর্থনীতি, সমাজবিদ্যা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। কিছুকাল ভূপাল রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অধিকর্তা এবং সাঁচীস্তূপ ও বরোদা যাদুঘরের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত ছিলেন। ভরতবর্ষীয় বৌদ্ধমঠ মন্দিরের উপর রচিত নানা গ্রন্থের পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা রচনা করেন। চল্লিশ থেকে ষাটের দশকের মধ্যে ভরত সরকারের নানা উচ্চপদে কাজ করেছেন। ১৯৫০ খ্রী. ভারত সফররত আন্তর্জাতিক রেডক্রস সংস্থায় তিনি ভারত সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন। [১৭৪, ২০৯]

নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, স্যার, কে.সি.এস.আই. (১৮৭৬ - ১৯৪৫) কলিকাতা। নগেন্দ্রনাথ। কলিকাতা ও লণ্ডনে শিক্ষালাভ। প্রথম জীবনে আইনের অধ্যাপনা, আইন ব্যবসায় ও সরকারী চাকরির পর ১৯০৭ খ্রী. ব্যারিস্টার-রূপে হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করে অল্পকালের মধ্যে প্রভূত খ্যাতি ও অর্থ উপার্জন করেন। ১৯২৮ থেকে ১৯৩৪ খ্রী. বঙ্গীয় সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেল পদে এবং ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৯ খ্রী. গভর্নর-জেনারেলের ব্যবস্থা পরিষদের আইন-সদস্যরূপে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে 'ভারতীয় কোম্পানী আইন' ও 'ভারতীয় বীমা আইন'-এর প্রবর্তন তাঁরই কীর্তি। তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে বাঙলার হিন্দুসমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন (১৯৩২)। ১৯৪১ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক'-রূপে হিন্দু আইন সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান ভাষণ দেন। শিক্ষা ও সমাজ-উন্নয়নকামী বহু সংস্থার সংগঠন ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁর দানশীলতাও সুবিদিত ছিল। [১৪৯]

নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ (৪.১০.১৮৬২ - ১৮.৯.১৯১১) কুচবিহার। নরেন্দ্রনারায়ণ। বারাণসীর ওয়ার্ডস ইন্‌স্টিটিউট ও বাঁকিপুর কলেজে এবং বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ১৮৭৮ খ্রী. কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতি দেবীকে বিবাহ করেন। ১৮৮৩ খ্রী. সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহারানী ভিক্টোরিয়ার কাছ থেকে 'মহারাজা' উপাধি, পদক ও তরবারি উপহার পান। ১৮৮৫ খ্রী. ভারত সরকার কুচবিহার রাজপরিবারকে 'মহারাজ ভূপতবাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৮৭. খ্রী. মহারানী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উৎসব উপলক্ষে তিনি পুনরায় ইংল্যান্ড যান। সেই সময়েই তিনি জি.সি.আই.ই. উপাধি পান; তার পত্নীও সি.আই. (Crown of India) উপাধি লাভ করেন। তিনি সপ্তম এডওয়ার্ডের অনারারি এডিকং এবং ব্রিটিশ সেনাদলের লেফ্‌টেন্যান্ট কর্নেল হয়েছিলেন। বিলিয়ার্ড, টেনিস, পোলো, শিকার প্রভৃতিতে সুনিপুণ ছিলেন। ১৯০৯ খ্রী. ইংরেজী ভাষায় শিকার সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কলিকাতার 'ইন্ডিয়া ক্লাব' তাঁরই প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। [১৭]

নৃসিংহ ওঝা (১৪শ শতাব্দী)। বাংলা রামায়ণের গ্রন্থকার কৃত্তিবাস ওঝার পূর্বপুরুষ। রাজা দনুজমর্দনের সভাসদ্ ছিলেন। ১৩৪৮ খ্রী. বাঙলার নবাব রুকরউদ্দিন পূর্ববাঙলা অধিকার করলে তিনি পূর্ববাঙলা ছেড়ে গঙ্গাতীরে ফুলিয়া গ্রামে বসবাস শুরু করেন। [১]

নৃসিংহদেব রায় (১৭৪০ - ১৮০২) বংশবাটী — হুগলী। জমিদার গোবিন্দদেব। সাহিত্যানুরাগী, সঙ্গীতরচয়িতা ও চিত্রকলা-বিশারদ। তিনি দেবদেবী-বিষয়ে বহু সঙ্গীত রচনা ও উড্ডীশতন্ত্রের বঙ্গানুবাদ করেন। জয়নারায়ণ ঘোষালের কাশীখন্ডের অনুবাদে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। ১৭৯১ খ্রী. কাশীতে গিয়ে তান্ত্রিক সাধনায় পারদর্শিতা লাভ করেন। দেশে ফিরে পঞ্চতোলা ও ত্রয়োদশ মিনারবিশিষ্ট একটি সুউচ্চ মন্দির মধ্যে কুণ্ডলিনী শক্তিরূপে দেবী হংসেশ্বরীর মন্দির প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন। মন্দিরের দ্বিতলের কাজ অসমাপ্ত রেখে তিনি মারা যান। তাঁর স্ত্রী শঙ্করী দেবী স্বামীর আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করেন। [১, ১৮, ১৩১]

নৃসিংহ রায় (১৭৩৮ - ১৮০৯) গোন্দলপাড়া — হুগলী। আনন্দীনাথ। 'দাঁড়াকবি'র প্রবর্তক কবিয়াল রঘুনাথের দলে ভর্তি হন। কিছুদিন পর তিনি এবং তাঁর অগ্রজ রাসু একটি কবির দল গঠন করে ১১৫৭ ব. কলিকাতায় আসেন। তাঁদের গান প্রধানত বিরহ, সখীসংবাদ এবং ভক্তিভাবপূর্ণ শ্লেষ ও ব্যাঙ্গোক্তি-প্রধান ছিল। এই সময়ের চন্দননগরবাসী অপর বিখ্যাত কবিয়াল ছিলেন নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী। [১]

নেপালচন্দ্র নাগ (১৯০৮ - ৪.৯.১৯৭৮) তেজগাঁও — ঢাকা। সুরেশচন্দ্র। ভাল নাম শৈলেশচন্দ্র হলেও নেপাল নামেই সুপরিচিত ছিলেন। অল্প বয়স থেকেই স্বদেশী ভাবাপন্ন ছিলেন। ১৯২৩ - ২৪ খ্রী. লীলা নাগ পরিচালিত 'শ্রীসঙ্ঘ'-এ যোগ দেন। আই.এ. পাশ করার পরে বিপ্লবী কাজকর্মে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ঢাকা শহরের বুকে যারা গোয়েন্দা পুলিসের সহায়তা করত, তাদের শায়েস্তা করতে তখনকার অন্যান্য কর্মী সুপতি রায়, জিতেন দে প্রভৃতির সঙ্গে তিনিও ছিলেন। কুমিল্লা, ঢাকা, কলিকাতা, মেদিনীপুর, সুদূর মুঙ্গের পর্যন্ত অনেক কর্মকাণ্ডের উদ্যোগী কর্মী ও যোগাযোগের নির্ভরযোগ্য কেন্দ্র ছিলেন তিনি। তাঁর প্রৌঢ়া মাকেও এ কাজে তিনি সহায়ক করে নেন। বহু আত্মগোপনকারী বিপ্লবী তাঁদের গৃহে আশ্রয় পেয়েছেন। ১৯৩১ খ্রী. শেষের দিকে বাঙলাদেশে সংঘটিত কয়েকটি বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের অংশগ্রহণকারী ছিলেন। ২১.৪.১৯৩২ খ্রী. গোপন আস্তানায় ধরা পড়ে বিনা বিচারে বিভিন্ন জেলে আটক

থাকেন। কারাবাস-কালে বিপ্লবী নেতা রেবতী বর্মণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে কমিউনিষ্ট মতবাদে আকৃষ্ট হন ও কমিউনিস্ট কন্সলিডেশনে যোগদান করেন। ১৯৩৮ খ্রী· মুক্তির পর কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। ঢাকার নারায়ণগঞ্জের সূতাকল শ্রমিক ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে কৃতিত্ব দেখান। কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হলে কলিকাতায় প্রাদেশিক সংগঠনের সদস্য হিসাবে কয়েক বছর থাকার পর দেশ-বিভাগের সময় তখনকার পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক হিসাবে সেখানে কর্মক্ষেত্র বেছে নেন। পঞ্চাশ দশক অবধি 'রহমান ভাই' নামে পরিচিত হয়ে গোপন পার্টির নেতৃত্বে ছিলেন। পরে যক্ষ্মারোগ ধরা পড়ায় পূর্ব-পাকিস্তান থেকে তাঁকে গোপনে ভারতে আনা হয় ও ১৯৫৯ খ্রী· জওহরলাল নেহেরুর অনুমতিক্রমে মস্কোতে চিকিৎসার জন্য যান। ঐখানে বিশ্ব কমিউনিস্ট মহাসম্মেলনে পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৬২ খ্রী· কমিউনিস্ট পার্টির ২২তম কংগ্রেসেও মস্কোতে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। অসুস্থতার দরুন কলিকাতায় তাঁর স্ত্রী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য নিবেদিতার মাধ্যমে পূর্ব-পাকিস্তানের আন্দোলন ও জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। [১৪৯]

নেপালচন্দ্র বসু রায়চৌধুরী (মার্চ ১৮৬৫-১৯·১২·১৯৩৮) খুলনা। দানশীল, স্বদেশপ্রিয় জমিদার। খুলনা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ছিলেন এবং মিউনিসিপ্যালেটির কাজের জন্য প্রচুর জমি দান করেন। তিনি ও তাঁর ভাই ১৮৯৫ খ্রী· খুলনায় প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। স্থানীয় কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সভাপতি ছিলেন। [১]

নেপালচন্দ্র রায় (১৮৬৭ - জানু· ১৯৪৪) মূলঘর—খুলনা। কাশীনাথ। খুলনা জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, কলিকাতায় ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন থেকে এফ·এ· ও জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন থেকে বি·এ· পাশ করেন। প্রৌঢ়বয়সে ওকালতি পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন। দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে উচ্চপদের সরকারী চাকরি প্রত্যাখ্যান করে শিক্ষাকতা-বৃত্তি গ্রহণ করেন। মূলঘর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা-প্রধানশিক্ষকরূপে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা। পরে কলিকাতায় সিটি কলেজিয়েট স্কুল, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতিতে কাজ করেন। ১৯০১ খ্রী· এলাহাবাদের অ্যাংলো-বেঙ্গলী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। তাঁর পরিচালনায় এই বিদ্যালয়ের খ্যাতি সমগ্র উত্তরভারতে বিস্তারলাভ করে। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে এলাহাবাদে এই আন্দোলনের প্রধান সংগঠকের ভূমিকা গ্রহণ করায় উত্তর প্রদেশের গভর্নর তাঁকে বিদ্যালয় থেকে অপসারিত করবার নির্দেশ দেন। বিদ্যালয়ের পরিচালকমন্ডলী প্রাদেশিক সরকারের এই নির্দেশ অগ্রাহ্য করতে প্রস্তুত থাকলেও বিদ্যালয়ের অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা বিবেচনা করে তিনি ১৯০৯ খ্রী· স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে কলিকাতায় এসে ওকালতি ব্যবসায়ে যোগদান করতে তৎপর হন। এই সময় শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার জন্য রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে ১৯১০ খ্রী· শান্তিনিকেতনে আসেন। ক্রমে শান্তিনিকেতনের শিক্ষা-প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রধান সহযোগী হয়ে ওঠেন। অধ্যাপনা ছাড়া বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনার দায়িত্বও তিনি নানা সময়ে গ্রহণ করেছেন। দেশের সামাজিক নানা সমস্যা এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলীও তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করত। এই কারণে শান্তিনিকেতনের কাজ থেকেও দু-একবার বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। কলিকাতায় শিক্ষকতাকালে স্ত্রীশিক্ষা প্রচার ও অন্যান্য সমাজকল্যাণ কর্মে নিযুক্ত নানা প্রতিষ্ঠানের তিনি উৎসাহী ও সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এলাহাবাদে প্রবাসী বাঙালী সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ-প্রচেষ্টায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগী ও প্রধান সহায় ছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের দুরভিসন্ধিমূলক সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। কংগ্রেস ন্যাশনাল পার্টি স্থাপনে ডঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে সহায়তা করেন। পরে হিন্দু মহাসভার সক্রিয় সদস্য হন। তাঁর রচিত 'ভারতকথা', 'শিশুরঞ্জন ভারতকথা', 'ইংলন্ডের ইতিহাস', 'ভূপরিচয়', 'শিশুরঞ্জন ভূপরিচয়' প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তকগুলি যথেষ্ট প্রশংসা পেয়েছিল। [১৯৬]

নেপাল নাহা (১৯১৫ - ৩·১২·১৯৬৭)। ত্রিপুরার বিশিষ্ট নাহা পরিবারে জন্ম। ছাত্রাবস্থাতেই অনুশীলন সমিতির সংস্পর্শে আসেন। ১৯৩২ - ৩৮ খ্রী· এবং ১৯৪০ - ৪৫ খ্রী· রাজবন্দী হিসাবে কারাগারে আটক থাকেন। দেশ বিভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানে থেকে যান এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য বিভিন্ন অভিযোগে প্রায় আট বছর কারারুদ্ধ থাকেন। এই অকৃতদার নেতা সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। [১৫৮]

নেলী সেনগুপ্তা (১২·১·১৮৮৬ - ২৩·১০·১৯৭৩) কেমব্রিজ—ইংল্যান্ড। ফেড্রারিক গ্রে। ইংল্যান্ড থেকে ১৯০৪ খ্রী· সিনিয়র কেমব্রিজ পাশ করেন। এখানেই দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সঙ্গে ১·৮·১৯০৯ খ্রী· তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের পর স্বামীর সঙ্গে চট্টগ্রামে আসেন। ১৯১০ খ্রী· স্বামী-স্ত্রী উভয়ে কলিকাতায় এসে কংগ্রেসের কাজে যুক্ত হন। ১৯২১ খ্রী· গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে চট্টগ্রামে খদ্দর বিক্রয় করবার সময় গ্রেপ্তার হন। ১৯৩০ খ্রী· দ্বিতীয় অসহযোগ আন্দোলনের সময় স্বামীর সঙ্গে দিল্লী, অমৃতসর প্রভৃতি অঞ্চল ভ্রমণ করেন এবং দিল্লীর এক নিষিদ্ধ সভায় বক্তৃতা দিয়ে গ্রেপ্তার বরণ করেন। ১৯৩৩ খ্রী· কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি সভানেত্রীর পদ গ্রহণ করেন। এই সময় কলিকাতায় এক নিষিদ্ধ সভায় বক্তৃতাকালে গ্রেপ্তার হন। এই বছরই কলিকাতা কর্পোরেশন তাঁকে অল্ডারম্যান নিযুক্ত করে।

১৯৪০ এবং ১৯৪৬ খ্রী· বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য ছিলেন। ১৯৪৭ খ্রী· দেশবিভাগের প্রতিবাদ করেন। স্বাধীনতার পর গান্ধীজীর পরামর্শে তিনি পূর্ব-পাকিস্তানের চট্টগ্রামে যান। ১৯৫৪ খ্রী· পূর্ব-পাকিস্তান পরিষদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সদস্য নির্বাচিত হন। এখানে কয়েকবার গৃহে অন্তরীণ থাকেন। অসুস্থতার জন্য ১৯৭০ খ্রী· কলিকাতায় আসেন এবং এখানেই মারা যান। ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। [১৬, ১২৪]

পঙ্কজ আচার্য (? - ১১·৬·১৯৮২) নারী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেত্রী। পশ্চিমবঙ্গ সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদের সভানেত্রী, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবং মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য ছিলেন। চল্লিশের দশক থেকেই তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু। ১৯৬২ - ৬৩ খ্রী· ভারতরক্ষা আইনে কারারুদ্ধ থাকেন। মৃত্যুকালে হালতু বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষিকা ছিলেন। বিপ্লবী গোপাল আচার্য তাঁর স্বামী। [১৬, ১৪৯]

পঙ্কজকুমার মল্লিক (১৯০৫ - ১৯·২·১৯৭৮)। মণিমোহন। বৈষ্ণব পরিবারে জন্ম। শিশুকাল থেকে গানের প্রতি অনুরাগ ছিল। তাঁর গান শুনে গৃহে আমন্ত্রিত বিখ্যাত গায়ক দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে মার্গসঙ্গীতে তালিম দেন। পরে ঠাকুর পরিবারের দিনেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে তাঁর কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা করেন। জনসাধারণের মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে জনপ্রিয় করায় তাঁর বিশেষ অবদান আছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' ও আর কয়েকটি গানের তিনিই একমাত্র গায়ক যিনি নিজের সুর আরোপ করার সৌভাগ্য পেয়েছিলেন। ১৯২৬ খ্রী· ভিয়েলোফোন কোম্পানীতে তাঁর প্রথম রেকর্ড হয় 'নেমেছে আজ প্রথম বাদল'। ১৯২৭ খ্রী· ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানীর শুরু থেকে তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁরই পরিচালনায় 'সঙ্গীত শিক্ষার আসর'টি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। আকাশবাণী থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় 'মহিষমর্দিনী'র তিনি ছিলেন সঙ্গীত-পরিচালক। ১৯৭৫ খ্রী· সঙ্গীত শিক্ষার আসর থেকে তাঁকে অবসর দেওয়া হয়। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে গায়ক, শিক্ষক, পরিচালক ও অভিনেতা — বিভিন্ন রূপে তাঁর প্রতিভা প্রকাশ পেয়েছে। প্রথমে নির্বাক ছবি 'চাষার মেয়ে' ও 'চোরকাঁটা'-য় তিনি অর্কেস্ট্রায় সুর রচনা করেন। সঙ্গীত-পরিচালক হিসাবে তাঁর প্রথম চিত্র 'দেনাপাওনা'। 'ভাগ্যচক্র', 'ডাক্তার', 'কাশীনাথ', 'বড়দিদি', 'রাইকমল', 'কপালকুণ্ডলা', 'মহাপ্রস্থানের পথে' প্রভৃতি বহু ছবিতে সুরারোপ করেন। 'নিউ থিয়েটার্স কোম্পানী'র সঙ্গে খুব জড়িত ছিলেন। প্রমথেশ বড়ুয়ার 'মুক্তি' ছবিতে গায়ক শিল্পী হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। অন্যান্য অনেক ছবিতেও তিনি অভিনয় করেছেন। চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রয়োগে তাঁর নাম স্মরণীয়। ডাঃ বিধানচন্দ্রের অনুরোধে সরকারের 'লোকরঞ্জন শাখা' গড়ে তোলেন। দীর্ঘ শিল্পিজীবনে অনেক সম্মান পেয়েছেন। ১৯৩২ খ্রী· সারস্বত মহামণ্ডল তাঁকে 'সুরসাগর' উপাধি দেন। ১৯৭০ খ্রী· 'পদ্মশ্রী' উপাধি ও ১৯৭৩ খ্রী· 'দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার' পান। রচিত গ্রন্থ : 'আমার যুগ আমার গান'। [১৬]

পঙ্কজ গুপ্ত (১৮৯৯ - ৫·৩·১৯৭১) মগর — ঢাকা। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে আই·এ· এবং বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করার পর স্পোর্টিং ইউনিয়নের প্রতিনিধি হিসাবে আই·এফ·এ· প্রশাসনে প্রবেশ করেন। ১৯২৪ খ্রী· জাভা সফরকারী আই·এফ·এ· দলের ম্যানেজার হন। ১৯৩২ খ্রী· লস এঞ্জেলস্ অলিম্পিক থেকে শুরু করে ইউরোপ এবং আমেরিকার বহু দেশে ম্যানেজার, সহ-ম্যানেজার বা ডেলিগেট হিসাবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। বিশ্ব ফুটবল কংগ্রেসে দুবার ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে ফুটবল দল নিয়ে রাশিয়ায় যান। ক্রিকেট দলের ম্যানেজার হয়ে ১৯৪৬ ও ১৯৫২ খ্রী· ইংল্যান্ড, ১৯৪৭-৪৮ খ্রী· অস্ট্রেলিয়া এবং হকি দল নিয়ে ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের বহু স্থান সফর করেন। ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাব স্থাপনে এবং ইডেন উদ্যানে স্টেডিয়াম স্থাপনে উদ্যোগী ছিলেন। খেলাধূলায় সংগঠনী শক্তির জন্য ব্রিটিশ সরকার থেকে এম·বি·ই· উপাধি পান। খেলার জগতে প্রথম পরিচয় একজন বিখ্যাত হকি আম্পায়ার হিসাবে। ক্রীড়া-সাংবাদিকতাকে তিনি বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। [১৬, ২৬]

পঙ্কজিনী বসু (১৮৮৪ - ১৯০০) বিক্রমপুর — ঢাকা। নিবারণচন্দ্র গুহ মুস্তোফী। স্বামী আশুতোষ বসু। ১৩ বছর বয়সে বিবাহ এবং ১৭ বছর পূর্ণ হবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর দুবছর পরে তাঁর রচিত কবিতাগুলি কবি আনন্দচন্দ্র মিত্র ভূমিকাসহ প্রকাশ করেন। তাঁর 'সূর্যমুখী' শীর্ষক কবিতাটির ইংরেজী তর্জমা করেন খ্যাতনামা অধ্যাপক হরিনাথ দে। বেশির ভাগ কবিতাই জীবন-মৃত্যু-সমস্যা-বিষয়ে রচিত। 'জীবন্ত-পুতুল' ও 'বাসন্তী পঞ্চমী' কবিতা দুটি Miss Whitehouse ইংরেজী গদ্যে অনুবাদ করেন এবং উক্ত অনুবাদ The Heritage of India সিরিজের Poems by Indian Women গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। [৪৪]

পঞ্চানন কর্মকার (? - ১৮০৩/৪)। বড়া—হুগলী। বাংলা মুদ্রাযন্ত্রের ইতিহাসের সূত্রপাত হয় হ্যালহেড কর্তৃক রচিত ও ১৭৭৮ খ্রী· প্রকাশিত 'A Grammar of the Bengali Language'-গ্রন্থ থেকে। স্যার চার্লস্ উইলকিন্স ছাপার জন্য বাংলা অক্ষর তৈরি করেন এবং এই কাজে পঞ্চানন তাঁর সহকর্মী ছিলেন। তিনি উইলকিন্সের কাছ থেকে নাগরী ও ফারসী অক্ষর খোদাই শিখে তার উন্নতিবিধান করেন। ১৮০০ খ্রী· প্রথম থেকে তিনি শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের ছাপাখানায় কাজ করতে আরম্ভ করেন। ১৮০৩ খ্রী· উইলিয়ম কেরী তাঁকে নাগরী অক্ষরের একটি সাঁট রচনায় নিযুক্ত করেন। ভারতবর্ষে নাগরী হরফ-নির্মাণ এই প্রথম। এই কাজে

নিযুক্ত থাকা-কালে তিনি বাংলা অক্ষরের আরও একটি সাঁট তৈরি করেন। শ্রীরামপুর মিশন তাঁকে নিয়ে শ্রীরামপুরে একটি টাইপ-ঢালাইয়ের কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে কলিকাতায় 'বটতলা' পুস্তক প্রকাশনার জন্য ছবি কাটতে এসেছিলেন। পঞ্চানন তাঁর জামাতা মনোহর মিস্ত্রীকেও এই কাজ শেখান এবং উভয়ে মিলে ১৮ বছরে ১৪ টি বিভিন্ন বর্ণমালার টাইপ তৈরী করেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাঁর প্রস্তুত হরফের ব্যবহার ছিল। খোদাইয়ের কাজে বেণীমাধব দে, কার্তিকচন্দ্র বসাকের নামও উল্লেখযোগ্য। [৩, ১৬, ৬৪, ১৪৯]

পঞ্চানন তর্করত্ন (১৮৬৬ - ১৯৪০) ভাটপাড়া—চব্বিশ পরগনা। নন্দলাল বিদ্যারত্ন। ১০/১১ বছর বয়সে সংস্কৃতে কবিতা রচনার ক্ষমতা জন্মে। ১৩ বছর বয়সে তিনি কাব্যের উপাধি পাশ করেন। পরে ভাটপাড়ার বিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্বভৌমের কাছে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করে 'তর্করত্ন' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১২৯৩ ব. বঙ্গবাসী কার্যালয়ের স্বত্বাধিকারী যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর অর্থানুকূল্যে উনবিংশতি সংহিতার অনুবাদ আরম্ভ করেন। বঙ্গবাসী কলেজে এফ.এ. ক্লাশ খোলা হলে অবৈতনিক সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করে কিছুকাল কাজ করেন। পরে শারীরিক অসুস্থতার জন্য নিজ বাড়িতে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হন। ১৯২৯ খ্রী. ভারত সরকার তাঁকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি দেন কিন্তু হিন্দুর সমাজরীতিবিরোধী সরদা আইনের প্রতিবাদে তিনি ঐ উপাধি ত্যাগ করেন। শাক্তদর্শন বা শাক্তবাদে বিশ্বাসী এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতিশীল ছিলেন। হিন্দুশাস্ত্র ও দর্শন সম্পর্কে নানা গ্রন্থ রচনা করেন ও অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। এ ছাড়া নানা পত্র-পত্রিকায় তাঁর গল্প ও কবিতা প্রকাশিত হয়। চার বছর 'জন্মভূমি' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। বর্ণাশ্রম ধর্মের অন্যতম প্রধান সমর্থক ও বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সঙ্ঘের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৩০৪ ব. ভট্টপল্লীতে সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতা', 'সপ্তশতী', 'বেদান্তসূত্রের শক্তিভাষ্য', 'অধ্যাত্ম রামায়ণ', 'সর্বমঙ্গলদয়ঃ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। [৩, ২০, ১৩০]

পঞ্চানন নিয়োগী (১২৯০ - ২২.২.১৩৫৭ ব.) হোরা—হুগলী। এম.এ., গ্রীফিথ পুরস্কার (১৯০৬) ও ডক্টরেট উপাধিপ্রাপ্ত। ১৯০৪ - ০৬ খ্রী. বঙ্গীয় সরকারের গবেষক ছিলেন। রাজশাহী গভর্নমেন্ট কলেজে ও প্রেসিডেন্সী কলেজে ১৭ বছর অধ্যাপনার পর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ হন। রচিত গ্রন্থ: 'আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন', 'তুফান', 'বৈজ্ঞানিক জীবনী', 'Iron and Ancient India'। ১৯৪৩ খ্রী. তিনি পাটনায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে রসায়ন বিভাগের সভাপতি ছিলেন। [৪, ৫]

পঞ্চানন পালিত[১] (১৯২০ - ১৯৪২) পাত্রশায়ের—বাঁকুড়া। শরৎচন্দ্র। মাতা স্বাধীনতা-সংগ্রামী শান্তশীলা। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। এম.এ. পড়ার সময় 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। মজঃফরপুর কারাগারে ইংরেজ জেলাশাসক ভারতবাসীর প্রতি অভদ্র উক্তি করলে প্রতিবাদ করেন। এই কারণে তাঁর বুকে এমন পদাঘাত করা হয় যে রক্তক্ষরণে জেলেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। [২০২]

পঞ্চানন পালিত[২] (? - ১৯৩০) আইন অমান্য আন্দোলনে গ্রেপ্তার হয়ে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী ছিলেন। সেখানে অত্যাচারের ফলে জেলেই তাঁর মৃত্যু হয়। [২২৯]

পঞ্চানন মিত্র, ডাঃ (২৪.৫.১৮৯২ - ২৫.৭.১৯৩৬) কলিকাতা। উদয়েন্দ্রলাল। উর্দু ও বৈষ্ণব কবি জন্মেজয় মিত্র তাঁর প্রপিতামহ। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বংশধর। প্রখ্যাত অধ্যাপক ও নৃতত্ত্ববিদ্। নারিকেলডাঙ্গা হাই স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আই.এ., রিপন কলেজ থেকে ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বি.এ. পাশ করে 'অবিনাশচন্দ্র স্বর্ণপদক' লাভ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৯১৪ খ্রী. এম.এ. পাশ করে ১৯১৫ খ্রী. বঙ্গবাসী কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক হন। ভারতের প্রাগৈতিহাসিক শিল্প ও কারিগরি বিষয়ে গবেষণাপত্রের জন্য 'প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি' লাভ করেন। মহেঞ্জোদাড়োও অন্যান্য প্রাচীন স্থান ভ্রমণ করেন। ১৯১৯ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২০ খ্রী. ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব বিভাগ খোলা হলে তিনি তাতে যোগ দিয়ে ক্রমে তার প্রধান হন। এই সময়ে ভারতীয় যাদুঘরের নৃতত্ত্ব অংশের অবৈতনিক সহকারী কিউরেটরের কাজ করেন। ১৯১৯ - ১৯২৪ খ্রী. কলিকাতার অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানে সেই পদ ত্যাগ করেন। স্বরাজ্য দলের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে ১৯২৪ খ্রী. কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হন। ১৯২২ খ্রী. উত্তর বঙ্গের বন্যায় একদল তরুণ নিয়ে তিনমাস সেখানে ত্রাণকার্য পরিচালনা করেছিলেন। ১৯২৯ খ্রী. হনলুলু যাদুঘরের ডিরেক্টরের আহ্বানে পলিনেশিয়ার বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। সেখান থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে নিউ হাভেন যান এবং ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ.ডি ডিগ্রি লাভের জন্য ভর্তি হন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'Historical Investigation into the Method and Research Conception in American Anthropology'। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনিই প্রথম এই কাজ করেন। ১৯৩০ খ্রী. দেশে ফেরেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য এবং গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ার্ল্যান্ডের রয়াল অ্যানথ্রোপলজিক্যাল ইন্সটিটিউটের ফেলো ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'Prehistoric India', 'History of American Anthropology', 'Indopolynesian Memoirs' প্রভৃতি।

এছাড়া বহু পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ধর্ম ও দর্শনের উপরও তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন। [৮২]

পঞ্চু সেন (১৯১৪ - ১২.২.১৯৭২)। জনপ্রিয় যাত্রা নট। প্রথম অভিনয় 'প্রবীরার্জুন' পালায়। ৩৮ বছরের অভিনয়-জীবনে অভিনীত স্মরণীয় চরিত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : নট্ট কোম্পানীর চাঁদের মেয়েতে 'ঈসা খাঁ', জয়দেব পালায় 'জয়দেব', নবরঞ্জন অপেরার চণ্ডীমঙ্গলে 'কালকেতু', আর্য অপেরার বাঙালীতে 'দায়ুদ খাঁ', নাট্য-ভারতীর বিনয়-বাদল-দীনেশ পালায় 'হরিদাস' এবং গ্র্যান্ড ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত সংগ্রামী মুজিব পালায় 'ভাসানি'। [১৬]

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৮ - ১৯৩৮) কসবা-বানিয়াচঙ্গ—শ্রীহট্ট। পঞ্চানন ভট্টাচার্য। ১৮৯০ খ্রী· ইংরেজী, সংস্কৃত ও দর্শনশাস্ত্র—এই তিন বিষয়ে অনার্সসহ বি·এ· এবং ১৮৯২ খ্রী· ইংরেজীতে এম·এ· পাশ করেন। পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ কর্তৃক অনুষ্ঠিত কাব্যশাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৯৩ খ্রী· শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজে অধ্যাপনাকালে হিন্দুসভার কাজে অংশ নেন। ঐ বছরই আসাম সেক্রেটারিয়েটে কাজ পেয়ে শিলং যান। সেখানে 'সাহিত্যসেবক' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও একটি ধর্মসভা স্থাপন করেন (১৮৯৪)। ১৮৯৭ খ্রী· সুর্মাভেলীর ডেপুটি ইনস্পেক্টর অফ স্কুলস্ ও ১৯০৫ খ্রী· গৌহাটি কটন কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯১১ খ্রী· গৌহাটিতে 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি' স্থাপন করেন। ১৯১২ খ্রী· তিনি দরবার মেডেল পান। ১৯২৩ খ্রী· তিনি অধ্যাপকের কার্য থেকে অবসর-গ্রহণ করেন এবং ১৯৩৫ খ্রী· স্বগ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা করতে থাকেন। রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলী : 'বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তিনিরাস', 'হিন্দু-বিবাহ সংস্কার', 'কামরূপ-শাসনাবলী', 'পরশুরামকুণ্ড ও বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ', 'Translation of the Penal Code of the Last King of Cachar' প্রভৃতি। তাঁর অনুবাদ গ্রন্থ 'হেড়ম্বরাজের দণ্ডবিধি'। ১৯২২ খ্রী· 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হন ; কিন্তু সরদা আইনের প্রতিবাদে ঐ উপাধি ত্যাগ করেন। [৪, ৫, ১৩০]

পদ্মনাভ মিশ্র (১৬শ শতাব্দী) শ্রীহট্ট। জগদ্‌গুরু বলভদ্র। গৌড়দেশীয় গড়মণ্ডলের অধিরাজ্ঞী দুর্গাবতীর সভাপণ্ডিত ছিলেন (১৫৪৮ - ১৫৫৬)। তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য ও বিজয় দ্বারা মিথিলার প্রাধান্য ঐ রাজ্যে লুপ্ত হয়েছিল। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের উভয় অংশ—প্রাচীন ন্যায় ও নবন্যায়ে তাঁর পারদর্শিতা ছিল। তিনি বহু টীকা ও নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'দুর্গাবতী প্রকাশ' (৭ খণ্ড), 'বীরভদ্রচম্পু, 'স্মৃতিদুর্গাবতীপ্রকাশ' ও 'প্রায়শ্চিত্তপ্রকাশ'। এছাড়া বেদান্তের উপর তাঁর পুথি আছে। আকবরের সভার অন্যতম নৈয়ায়িক ছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ছাত্র গোবর্ধন মিশ্র 'তর্কভাষাপ্রকাশ' রচনা করে বিখ্যাত হয়েছেন। [৯০, ১৮৭]

পদ্মলোচন মুখোপাধ্যায় (১১৮৫ - ১২৪৭ ব·) বালী—হাওড়া। গোকুলচন্দ্র। কলিকাতা জানবাজার ফ্রি স্কুলে ইংরেজী শিখে তিনি রেভিনিউ অ্যাকাউন্ট্যান্ট অফিসে কর্মগ্রহণ করেন এবং ক্রমে রেজিস্ট্রার হন। বালী গ্রামের শিক্ষা প্রসারের কাজের জন্য তিনি 'স্কুল মাস্টার' উপাধি পান। তাঁর উদারতা ও নিঃস্বার্থ পরোপকারিতার জন্য সাহেবরা তাঁকে 'লর্ড পদ্ম' আখ্যা দিয়েছিলেন। [১৪৯]

পদ্মা দেবী (১৯১৭ - ৩১.১.১৯৮৩) কলিকাতা। মহামহোপাধ্যায় পতাকা ভট্টাচার্য। প্রকৃত নাম নীলিমা। বিশিষ্ট চিত্রাভিনেত্রী। অভিনয় জীবনের শুরু ১৯৩৪ খ্রী· চাঁদ সদাগর ছবিতে। ১৯৪০ খ্রী· প্রমথেশ বড়ুয়ার শাপমুক্তি ছবিতে অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেন। হিন্দী, উর্দু, তামিল, তেলেগু ছবিতেও অভিনয় করেছেন। উল্লেখযোগ্য বাংলা ছবি : 'বাংলার মেয়ে', 'জীবনসঙ্গিনী', 'ছদ্মবেশী', 'সাহেব বিবি গোলাম', 'জলসাঘর', 'জন অরণ্য' প্রভৃতি। [১৬]

পদ্মাবতী (১৭শ শতাব্দী) গোপালপুর—বাঁকুড়া। বিষ্ণুপুরের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত রঘুনাথ (রাঘব) চক্রবর্তী। মল্লভূমের রাজা বীর হাম্বিরের গুরু শ্রীনিবাস আচার্যকে ১৯ বছর বয়সে তিনি স্বেচ্ছায় পতিত্বে বরণ করেন। বিবাহের পর নাম হয় গৌরাঙ্গপ্রিয়া। শাস্ত্রজ্ঞানী এবং সঙ্গীতে পারদর্শিনী ছিলেন। বিষ্ণুপুর, নবদ্বীপ এবং বৃন্দাবনের গৌড়ীয় সমাজে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের বিশিষ্ট উদ্যোক্তা। প্রতিভাধর কন্যা আচার্যা হেমলতার অনুবর্তিনী হলেও তিনি স্বকীয়তায় উজ্জ্বল ছিলেন। বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ গোস্বামী বংশের তিনি আদিমাতা। [২০২]

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৯৩ - ৭.৪.১৯৭৪) বিক্রমপুর—ঢাকা। বাংলা ভাষায় অনুবাদ-সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে এই সাহিত্যিকের যথেষ্ট অবদান আছে। নুট হ্যামসন, ম্যাক্সিম গোর্কী প্রভৃতি বিদেশীয় সাহিত্যিকদের তিনিই বাঙালী পাঠকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। অল্প বয়সে জীবিকার সন্ধানে তাঁকে বের হতে হয়। আসামের জোড়হাটে মুহুরির কাজ করার সময় তিনি সেখানে সাহিত্য সংসদ গড়ে তোলেন। সেখান থেকে কলিকাতার পত্র-পত্রিকায় লিখতে আরম্ভ করেন। এই সূত্রে প্রমথ চৌধুরী ও যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। ১৯১৮ খ্রী· প্রথম কলিকাতায় এসে প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' অফিসে চাকরি নেন ও চৌধুরী মহাশয়ের বাসভবন 'কমলালয়ে' আশ্রয় পান। দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে তিনি কলিকাতার সকল সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁকে 'কল্লোল'-যুগের অন্যতম অগ্রদূত হিসাবে গণ্য করা হয়। সারা জীবনে তিনি নিজে লিখেছেন প্রচুর এবং নবীন লেখকদের উৎসাহ জুগিয়েছেন তার চেয়েও বেশী। তাঁর রচিত মৌলিক গ্রন্থ : 'চলমান জীবন'। বহু সাহিত্য প্রতিষ্ঠান, পত্রিকা দপ্তর ও সাহিত্য মজলিশের সঙ্গে তাঁর প্রাণের যোগ ছিল। জামশেদপুর চলন্তিকা

সাহিত্য পরিষদের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। [১৬, ১৮]

পয়জকান্তি চৌধুরী (? - ১৯৩৩) চক্রশালা—চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অস্ত্রাগার আক্রমণের বেশ কিছুদিন পরে এক রাত্রে জনৈক গুপ্তচর পুলিস স্কুলের ছাত্র পয়জকে থানায় ডেকে নিয়ে যায়। পরদিন সকালে তাঁর মা দরজা খুলে মৃতপ্রায় পুত্রকে দেখতে পান। এর কিছুক্ষণ পরেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। বিপ্লবীদের সম্বন্ধে গুপ্ত খবর বের করার জন্য পুলিসকর্তৃক অমানুষিক প্রহারই তাঁর মৃত্যুর কারণ। [৪২, ৪৩]

পরমহংস মাধবদাসজী, যোগীশ্বর (১৭৯৮ - ১০.২.১৯২১) শান্তিপুর—নদীয়া। বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজীতে বিশেষ জ্ঞান ছিল। দীর্ঘজীবী এই সন্ন্যাসী পদব্রজে ভারতবর্ষের বহু তীর্থ পরিভ্রমণ করেন এবং হিমালয়ের এক অজ্ঞাত স্থানে কঠোর সাধনায় রত ছিলেন। বহু শিক্ষার্থীকে তিনি যোগসাধনা শেখান এবং তাঁরই অনুপ্রেরণায় ফলিত যোগের আধুনিক পুনরুদ্বোধন ঘটে। [৫]

পরমানন্দ অধিকারী (১১৪০ - ১২৩০ ব.) তাবা—হুগলী। তিনি কৃষ্ণযাত্রার পদকর্তা, গায়ক ও অধিকারীদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও প্রাচীনতম এবং গোবিন্দ অধিকারীর বৃত্তিগুরু ছিলেন বলে শোনা যায়। তাঁর যাত্রারীতির বৈশিষ্ট্য ছিল দূতীয়ালিতে। তিনিই কালিয়দমন যাত্রায় ব্যাসদেব বা বাসদেবের প্রথা প্রবর্তন করেন। তাঁর কোনও পালাগান পাওয়া যায়নি—চারটি 'তুক্কো' বা 'তুক' গান পাওয়া গেছে। কৃষ্ণ যাত্রার গানে তুক্কো প্রচলন করে বৈচিত্র্য এনেছিলেন। খোল-করতালই তাঁর দলের একমাত্র বাদ্যযন্ত্র ছিল। আদি যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে পরমানন্দ ভিন্ন শিশুরাম ও সুদাম অধিকারীও বিখ্যাত ছিলেন। [৩, ১৮, ১৮৮]

পরমানন্দ মহারাজ (১৮৮০ - ১৯৪০)। ১৯০৬ খ্রী. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে রামকৃষ্ণদেব ও বিবেকানন্দের বাণী প্রচার এবং 'বেদান্ত সোসাইটি' স্থাপন করেন। বহু গ্রন্থের রচয়িতা এবং 'বেদান্ত মান্থলী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। [৫, ২৬]

পরমানন্দ সরস্বতী[১] (৩.৬.১২৮৩ব. - ?) কুমিরা—সাতক্ষীরা। মথুরানাথ মুখোপাধ্যায়। পূর্বনাম পুলিনবিহারী। ১২ বছর বয়সেই কবিত্বশক্তির উন্মেষ হয়। পরে সংসার ত্যাগ করেন। তিনি হাওড়া রামরাজাতলায় শঙ্করমঠ প্রতিষ্ঠা করে তার মঠাধীশ হন। রচিত গ্রন্থ: 'কবিতাহার' (৩ খণ্ড, কাব্য), 'ব্রহ্মদত্তের রাজসূয়যজ্ঞ' (নাটক), গোবর্ধনলীলা' (নাটক), 'হরে পাগলা' (প্রহসন), 'আনন্দ-প্রদীপ', 'আনন্দসাগর' প্রভৃতি। [৪]

পরমানন্দ সরস্বতী[২] (৬০.৩.১৩২২ - ৭.৩.১৩৮৭ ব.)। কবি সন্ন্যাসী। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় মৃণালকান্তি দাশ নামে কবিতা লিখতেন। শ্রীহট্টের লেখক শিল্পী সঙ্ঘের সম্পাদক ছিলেন। পরবর্তী কালে সাধক-জীবনে প্রবেশ করেন এবং পরমানন্দ সরস্বতী নামে পরিচিত হন। এই নামেই দীর্ঘকাল কবিতা লিখেছেন। 'কবিতা' ও 'নিরুক্ত' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। প্রায় কুড়িটি গ্রন্থ রচনা করেন। রচিত কাব্যগ্রন্থ: 'আকাশ', 'দিগন্ত', 'উত্তর বসন্ত', 'নির্জন', 'স্বাক্ষর' প্রভৃতি। সঙ্গীত, ভাস্কর্য ও চিত্রকলাতেও পারদর্শী ছিলেন। প্রতিষ্ঠিত আশ্রম সংখ্যা ৫টি। [১৭, ১৪৯]

পরাগ ধোবী। ১৮৫৭ খ্রী. সিপাহী বিদ্রোহের সময় যশোহরের পরাগ ধোবী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। [৬৪]

পরিমল গোস্বামী (১.৯.১৮৯৭ - ২৭.৬.১৯৭৬) রতনদিয়া—ফরিদপুর। সাহিত্যিক বিহারীলাল। বাল্যশিক্ষা পাবনা জেলার এক গ্রামে। পরে শান্তিনিকেতনে ও কলিকাতায় শিক্ষালাভ করেন। রবীন্দ্রোত্তর যুগে যে-সব সাহিত্যিক বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। প্রবন্ধ, ব্যঙ্গাত্মক ও কৌতুকময় গল্প এবং রস-রচনায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। এম.এ. পাশ করার পর 'প্রবাসী', 'শনিবারের চিঠি' প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। 'শনিবারের চিঠি'র কিছুদিন সম্পাদনাও করেন। বিভিন্ন সংস্থার প্রচার অধ্যক্ষ ও বেতার ভাষ্যকাররূপে তাঁর সুনাম ছিল। ১৯৪৫ - ১৯৬৪ খ্রী. 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে ও রবিবারের আসরে কাজ করেন। সাহিত্যকীর্তি ছাড়াও তিনি বৈঠকী গল্পে ও আলোচনায় আসর জমিয়ে রাখতেন। ফটোগ্রাফীর ক্ষেত্রেও তাঁর যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। 'এক-কলমী' ছদ্মনামে বহুদিন যুগান্তরের পাতায় সরস ও ব্যঙ্গাত্মক রচনা লিখেছেন। রচিত গ্রন্থ: 'পুরুষের ভাগ্য', 'স্মৃতি চিত্রণ', 'দ্বিতীয় স্মৃতি', 'পত্রস্মৃতি', 'আমি যাঁদের দেখেছি', 'যখন সম্পাদক ছিলাম', 'পথে পথে', 'ঘুঘু', 'মারকে লেঙ্গে', 'ম্যাজিক লণ্ঠন', 'সপ্তপঞ্চ' প্রভৃতি। [১৬, ১৬৫]

পরিমল ঘোষ (১৯১৭ - ১৪.১০.১৯৮৫)। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। মন্ত্রিসভা থেকে সরে যাবার পর ১৯৮১ - ৮৪ খ্রী. তিনি তুরস্কে ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসাবে কাজ করেন। [১৬]

পরিমলচন্দ্র কর (২৩.৩.১৯৩৩ - ২৭.৪.১৯৮২) ময়মনসিংহ। পূর্ণচন্দ্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.কম. (১৯৫৬) ও কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিতে এম.এ. (১৯৬৩)। গারো উপজাতির উপর গবেষণা করে ১৯৭৯ খ্রী. গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৮ খ্রী. থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত মেঘালয়ের টুরা সরকারী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'The Garos in Transition', 'Glimpses of The Garo', 'British Annexation of Garohills', 'Outline of Public Finance', 'Studies in Practical Banking', 'বাণিজ্য সংগঠন প্রবেশিকা' প্রভৃতি। গারো ভাষায় লিখেছেন

'Achik Aro Achic Asong'। এ ছাড়া বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। [১৭৪]

পরিমল মিত্র (১৭·৪·১৯১৯ - ১·৩·১৯৮৫)। ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জলপাইগুড়ি ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ১৯৩৯ খ্রী· তৎকালীন 'বে-আইনী' কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৪১ খ্রী· জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল স্কুলে পড়ার সময় আত্মগোপন করেন। ঐ সময় থেকেই পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। চল্লিশের দশকে জলপাইগুড়িতে তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। পরে তিনি আসামে রেল শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করেন। ১৯৫২ খ্রী· জলপাইগুড়ি উত্তরবঙ্গের চা-শ্রমিকদের সংগঠনে সক্রিয় অংশ নেন। রাজ্যের চা-বাগান মজদুর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭৭ খ্রী· জলপাইগুড়ির ক্রান্তি কেন্দ্র থেকে বিধানসভা নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে বন ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী হন। ১৯৮২ খ্রী· পুনরায় নির্বাচিত হয়ে ঐ একই দপ্তরের দায়িত্ব পান। [১৬]

পরীক্ষিৎ[১]। তিপ্রা-বিদ্রোহের (১৮৫০) অন্যতম নায়ক। ত্রিপুরারাজ চন্দ্রমাণিক্যের দেওয়ানের অত্যাচার ও শোষণে জর্জরিত হয়ে প্রজাবর্গ রাজদরবারে প্রতিকার প্রার্থনা করে বিফল হয়। তখন তারা ক্ষিপ্ত হয়ে পরীক্ষিতের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ফলে সাময়িকভাবে প্রজাপীড়ন ও শোষণের অবসান ঘটেছিল। [৫৬]

পরীক্ষিৎ[২]। ১৮৬৩ খ্রী· অনুষ্ঠিত ত্রিপুরার জমাতিয়া-বিদ্রোহের নায়ক। সম্মুখ-যুদ্ধে আহত হয়ে ত্রিপুরারাজের কুকিবাহিনীর হস্তে বন্দী হন। ত্রিপুরারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বহুদিন পরে পরীক্ষিৎ সর্দারকে ক্ষমা করে মুক্তি দেন। [৫৬]

পরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (১৯০১ - জুন ১৯৩৬) পালং—ফরিদপুর। জগৎবন্ধু। ১৯৩০ খ্রী· লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন। পরে বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে ১৯৩১ খ্রী· রাজনৈতিক ডাকাতিতে সক্রিয় ভূমিকা নেন। পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করে তাঁর ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালায়। অন্তরীণ থাকা-কালে তিনি মারা যান। [৪২]

পরেশনাথ ঘোষ (১৮৫৬ - ১৯২৩) শুভাঢ্যা—ঢাকা। সীতানাথ। কলিকাতা সিটি কলেজ থেকে আই·এ· পাশ করেন। পূর্ববাঙলার একজন খ্যাতনামা মল্লবীর। তাঁর দেহের ওজন ছিল ৪ মণেরও কিছু বেশী। [২৬]

পরেশনাথ দাশগুপ্ত (১·৪·১৯২৩ - ৭·৭·১৯৮২) কলিকাতা। আদি নিবাস ঢাকার শুয়াপুর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু অধ্যাপক তমোনাশ। পুরাতত্ত্ববিদ্। ১৯৪৬ খ্রী· এম·এ· পাশ করে দু বছর থাইল্যান্ড রয়াল চুলাঙ্গকরণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্ডো-থাই কালচারাল সোসাইটির প্রধান হিসাবে ভারততত্ত্ব, বিশেষ করে বৌদ্ধধর্মের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৪৮ খ্রী· দেশে ফিরে তমলুক কলেজে ও ১৯৫৫ - ৫৯ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। পশ্চিমবঙ্গ পুরাতত্ত্ব বিভাগের তিনি প্রথম ডিরেক্টর (১৯৬০ - ৮১)। তাঁর পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে মেদিনীপুর ও নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চলের অনেক স্থানের প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। রচিত গ্রন্থ: 'প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা', 'প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়া', 'অরণ্যছায়ার দুর্গে', 'Excavation at Pandu Rajar Dhibi', 'Archerlogical Treasures from Tamralipta', 'Exploring Bengal's Past', 'The Terracotas of Atpur' প্রভৃতি। রায়বাহাদুর ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর মাতামহ। [১৭৪]

পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ। বীরসিংহ—মেদিনীপুর। ঈশানচন্দ্র। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি ১৯২৮ খ্রী· মিহিজামে হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তর ভারতে হোমিওপ্যাথির বহুল প্রচারে তাঁর যথেষ্ট অবদান আছে। চিকিৎসা করে তিনি পারিশ্রমিক নিতেন না এবং ঔষধপত্রও বিনা পয়সায় দিতেন। [১৮]

পরেশনাথ ভট্টাচার্য (? - ১৯৪২)। কৃষ্ণধন। ভারতীয় মিউজিয়মের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কিউরেটর। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'The Monetary System of India at the Time of the Mohammedan Conquest' এবং 'A Hoard of Silver Punch marked Coins from Purnea'। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থখানির জন্য ভারতের নিউমিস্‌ম্যাটিক সোসাইটি তাঁকে পুরস্কৃত করেন। [১৪৯]

পরেশ বসু (পটল বাবু)। কুশলী মঞ্চাধ্যক্ষ। বিভিন্ন নাটকের অভিনয়ে উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকের সৃষ্টি ও স্বাভাবিক দৃশ্য যোজনায় তাঁর কৃতিত্ব নাট্যজগতে স্মরণীয়। শ্রীগোরাঙ্গ নাটকে নিমাই-এর গৃহত্যাগের দৃশ্য, গঙ্গাবক্ষে প্রভাতসূর্যের আভা, স্রোতোবেগে কুলকুলু ধ্বনি; রামানুজ নাটকে সায়াহ্নে স্নানের ঘাট, স্টেজের ওপর সিঁড়ি-সমন্বিত শ্রেষ্ঠীর প্রাসাদ, দোতলায় গমনরত শ্রেষ্ঠীর গতিভঙ্গি; কিন্নরী নাটকে কিন্নরী-সখীদের আকাশ-বিচরণ; পরশুরাম নাটকে পরশুরামের কুঠারাঘাতে বিচ্ছিন্ন মাতৃমস্তক; অযোধ্যার বেগমে নদী পারাপারের সেতু, সেতুর ওপর থেকে অন্যতম চরিত্র ফয়জুল্লার নদীবক্ষে ঝম্পপ্রদান ও পলায়ন; উর্বশীতে শূন্যপথে ধনুর্বাণ-হস্তে বিক্রমদেব ও কেশীদৈত্যের প্রচণ্ড সংগ্রাম; শকুন্তলা নাটকে অনুপম শোভাময় স্বর্গধাম, এক প্রান্তে অবিশ্রান্ত গর্জনশীল জলপ্রপাত, অন্য প্রান্তে সোনার পাহাড়ের পাদদেশে শকুন্তলার ক্রীড়ামত্ত শিশুপুত্র ভরত—প্রতিটি দৃশ্যের পরিবেশ নিখুঁত ও স্বাভাবিক এবং বিমুগ্ধকর। তিনি মিনার্ভা ও ষ্টার রঙ্গালয়ের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। [১৪২]

পরেশলাল রায় (২০·১২·১৮৯৮ - ৩০·১২·১৯৭৯) লাখোটিয়া—বরিশাল। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিস্টার জমিদার পিয়ারীলাল। ডাঃ সূর্যকুমার গুডিব চক্রবর্তী তাঁর মাতামহ। ভারতে সংগঠিত মুষ্টিযুদ্ধের প্রবর্তক ও খ্যাতনামা মুষ্টিযোদ্ধা। শৈশব থেকে শিক্ষাদীক্ষা সবই

ইংল্যাণ্ডে। বক্সিংয়ের প্রথম তালিম ১০ বছর বয়সে—কেমব্রিজের বিখ্যাত কোচ বিলি চাইল্ডসের কাছে। পরে ফেদারওয়েটের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান জিম ড্রিসকল স্বেচ্ছায় তাঁর শিক্ষাভার গ্রহণ করেন। সেন্ট পলস্ স্কুলে পড়ার সময় ১৯১২ খ্রী· বা... ফেদারওয়েট বিভাগে পাবলিক স্কুল চ্যাম্পিয়ান হন। বক্সিংয়ে তিনিই এশিয়ার প্রথম কেমব্রিজ ব্লু। পরে রাগবী খেলাতেও ব্লু পান। ১৯১৪ খ্রী· ইংল্যান্ডের ব্যান্টমওয়েট চ্যাম্পিয়ান হন। বন্দুক ছোড়ায় ও অশ্বারোহণে দক্ষ ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনিই ভারতের প্রথম অপেশাদারী জকি যিনি রেসের মাঠে ঘোড়া ছুটিয়েছেন। কেমব্রিজে পড়ার সময় জওহরলাল নেহরু তাঁর সতীর্থ ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং তিনি ও তাঁর অনুজ ইন্দ্রলাল রয়েল ...াইং কোর-এ কিংস কমিশন পেয়েছিলেন। ...রতীয়দের মধ্যে এর আগে এই সম্মান আর কেউ ...াননি। অর্থনীতিতে এম·এ· পাশ করে ১৯১৯ খ্রী· দেশে ফিরে ইস্ট বেঙ্গল স্টেট রেলওয়েতে চাকরি নিয়ে কাজ শুরু করেন। ক্রমে রেলওয়ে বোর্ডের ডাইরেক্টর এবং ও· টি· রেলওয়ের ম্যানেজার পদে উন্নীত হন। বিশ দশকে বক্সিং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের মধ্যেই জনপ্রিয় ছিল। তিনিই ভারতীয়দের বক্সিংয়ের রিং-এ টেনে আনেন। মুষ্টিযুদ্ধ সংগঠনের চেষ্টায় কলিকাতার বালিগঞ্জে এক শিক্ষাকেন্দ্র খোলেন। ১৯২৮ খ্রী· বেঙ্গল বক্সিং ফেডারেশন গঠন করে প্রথমে তার সম্পাদক ও পরে সভাপতির দায়িত্বভার পালন করেন। ১৯৩৩ খ্রী· সিভিল মিলিটারী লড়াইয়ে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ান সন্তোষ দে তাঁর শিষ্য। অন্যান্যদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী, ফণি মিত্র, নগেন চ্যাটার্জী, জোয়াকিম সি·এ· মাইনাস, আবুলাল, জনি নাটাল, আর· অস্টিন, ডি· গ্যাসপার, কার্তিক দত্ত প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। অ্যামেচার বক্সার হয়েও ওল্ড এম্পায়ার থিয়েটারে এক প্রদর্শনী খেলায় ব্যান্টমওয়েটে সে-সময়ের ভারত চ্যাম্পিয়ান এডগার ব্রাইটের বিরুদ্ধে খেলে তিনি বিজয়ী হন। পরে একবার ফিলিপাইনের খ্যাতনামা বক্সার ইয়ং টারলেকে পরাজিত করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়ে মেজর পদে উন্নীত হয়েছিলেন। [১৬, ১৭]

পরেশ লাহিড়ী। ময়মনসিংহ। ১৯০৬ খ্রী· 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই তাঁর উদ্যোগে ময়মনসিংহে 'সুহৃদ সমিতি' নামে একটি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতি কলিকাতার প্রধান দপ্তরের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে পি·মিত্রের নেতৃত্বে কাজ করতে থাকে। পরে এই সমিতির এক অংশ 'সাধনা সমিতি' নামে প্রতিষ্ঠান গঠন করে অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ প্রভৃতির কর্মপন্থার সঙ্গে যুক্ত হয়। পরবর্তীকালে তিনি মহাদেবানন্দ গিরি নামে খ্যাত হন। [৫৪]

পশুপতিনাথ বসু রায় (১৮৫৫ - ১৯০৭)। পাটনা, গয়া ও লোহারডাঙ্গার জমিদার। কলিকাতার বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। ১৬·১০·১৯০৫ তারিখে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের দিনে জাতীয় ধনভাণ্ডার স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়ীতে যে বিরাট সভা হয় তাতে ২৫ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। তিনি বাগবাজার পল্লী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, ভারতীয় সঙ্গীত-সমাজের আজীবন সভ্য, কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ও কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাগবাজারে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। তাঁর বাড়িতে দরিদ্র ছাত্রদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। [৩১, ১৪৯]

পশুপতি ভট্টাচার্য (১৫·১১·১৮৯১ - ২৭·১·১৯৭৮) নৈহাটি—হুগলী। আশুতোষ। ইঞ্জিনিয়ার পিতার কর্মস্থল বিহারের আরা জেলায় জন্ম। কলিকাতা বাগবাজারের খ্যাতনামা চিকিৎসক ও সাহিত্যিক। কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ থেকে এল·এম·এফ· ও স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন থেকে ডি·টি·এম· ডিগ্রী লাভ করেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহকারী হিসাবে কিছুদিন কাজ করেন। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। বহু উপন্যাস ও ছোটগল্পের রচয়িতা। স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাঁর রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে 'আহার ও আহার্য' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অপরাপর গ্রন্থ: 'ভারতীয় ব্যাধি ও চিকিৎসা', 'দেহ রক্ষণা', 'ডাকের চিঠি', 'দুই নৌকা', 'পদব্রজ', 'অস্তগামী চাঁদ', 'মহাযোগী' প্রভৃতি। শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা সম্পর্কেও বহু পুস্তক রচনা করেছেন। 'পরিচয়' পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সাহিত্যিক গিরিজাপতি তাঁর অনুজ। [১৬, ১৭৪]

পশুপতি মিত্র, ডাঃ (১৮৭২ - ২·৪·১৯৫২) চন্দননগর—হুগলী। ডাক্তার হরিশচন্দ্র। খ্যাতনামা ডাক্তার, অস্ত্রোপচার-বিশারদ্, শারীরসংস্থানবিদ্ ও পশু-চিকিৎসক। ১৮৮৮ খ্রী· চন্দননগর সেন্ট মেরিস ইন্‌স্টিটিউশন থেকে এন্ট্রান্স, ১৮৯১ খ্রী· সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে এফ·এ· এবং ১৮৯৩ খ্রী· কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এল·এম·এস· পাশ করে বেঙ্গল ভেটারনারী ইন্‌স্টিটিউটে ভর্তি হন। ১৮৯৭ খ্রী· প্রথম স্থান অধিকার করে ভি·এ· ডিপ্লোমা লাভ করে কিছুদিন ঐ শিক্ষায়তনে অধ্যাপনা করেন। ঐ প্রতিষ্ঠানে তিনিই প্রথম ভারতীয় শিক্ষক। ১৯০৩ খ্রী· এম·বি· পাশ করেন। অ্যানাটমিতে প্রথম স্থান অধিকার করায় স্বর্ণপদক পান। অস্ত্রোপচার-বিদ্যাতেও 'ম্যাকলিওড স্বর্ণপদক' লাভ করেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে, আলিপুর চিড়িয়াখানায়, ই· বি· রেলওয়েতে ও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে কাজ করে ১৯৩০ খ্রী· অবসর গ্রহণ করেন। পরে আরও ১০ বছর কলিকাতা মেডিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটে অ্যানাটমির শিক্ষকরূপে কর্মরত ছিলেন। চিত্রশিল্পী আশুতোষ মিত্র তাঁর অগ্রজ। [৮২, ১৭৪]

পশুপতিসেবক মিশ্র (১৮৮১ - ১৯৩১)। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ রামসেবক মিশ্র। পিতার কর্মক্ষেত্র নেপালে জন্ম। খ্যাতনামা গায়ক ও বাদক। পিতার কাছে ধ্রুপদ,

হোরি, খেয়াল, টপ্পা এবং সেই সঙ্গে সেতার ও সুরবাহার যন্ত্রসঙ্গীত ও পিতার মৃত্যুর পর বীণকার মহম্মদ হোসেনের কাছে বীণাবাদন শেখেন। নেপাল বীর হাই স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। তিনি নেপাল দরবারে দীর্ঘদিন নিযুক্ত না থেকে উত্তর ভারতের নানা দরবারে গায়ক ও বাদক হিসাবে যোগ দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। পরে আনুমানিক ১৯১৮ - ১৯ খ্রী· অনুজ শিবসেবক (১৮৮৪ - ১৯৩৩)-এর সঙ্গে কলিকাতার সঙ্গীত-সমাজে যোগ দিয়ে বিশিষ্ট ধ্রুপদীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। প্রসদ্দু মনোহর ঘরানার এই ভ্রাতৃদ্বয় কলিকাতা শোভাবাজার রাজবাড়ির আনুকূল্য পেয়েছিলেন। এই সময় এই ঘরানারই ধ্রুপদাচার্য লছমী ওস্তাদও কলিকাতায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এঁদের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে অধিকাংশই বাঙালী ছিলেন। দুই সহোদর কলিকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে একত্রেই তাঁদের সঙ্গীত-জীবন কাটিয়েছেন। শিবসেবকের সুযোগ্য পুত্র রামকিষণ, ভবানীসেবক ও বিষ্ণুসেবকও বাঙলার নিবাসী হয়ে যান। [১৮]

পাগলা কানাই। (বেরবাড়ি—যশোহর) একজন সাধক কবি। আনুমানিক ১৮১০ - ১৮২০ খ্রী· মধ্যে দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্ম। তাঁর রচিত গানগুলি আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ। একটি গানের কলি : 'এক বাপের দুই বেটা তাজা মরা কেহ নয়।/সকলেরই এক রক্ত একঘরে আশ্রয়॥" পূর্ববঙ্গের জারিগানের স্রষ্টা হিসাবে এক পাগলা কানাইয়ের নাম পাওয়া যায়। [১, ১৩৩]

পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়। গীতিনাট্যকার ও সাহিত্যিক। রচিত গ্রন্থ : 'পরদেশী', 'মানিনী সত্যভামা', 'সম্বরাসুর', 'জয়মাল্য', 'নজরে নাকাল', 'রাখীবন্ধন', 'আরবী হুর', 'লয়লা মজনু', 'ধর্মপথ', 'মীনা', 'মা', 'ভাস্কর পণ্ডিত', 'সৎমা', 'সতী', 'দেবাসুর', 'দধীচি বা বজ্রসৃষ্টি', 'চাঁদ সদাগর' প্রভৃতি। [৪]

পাঁচকড়ি দে (১৮৭৩ - ১৯৪৫ ?)। প্রখ্যাত ডিটেকটিভ-গ্রন্থ-রচয়িতা। ভবানীপুরের এক স্কুলে পড়াশুনা করেন। ডিটেকটিভ উপন্যাস লিখে তিনি বিত্তশালী হন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'নীলবসনা সুন্দরী', 'মায়াবী', 'মনোরমা', 'হরতনের নওলা', 'হত্যাকারী কে' প্রভৃতি। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় তাঁর কোন কোন গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে। গ্রন্থগুলি এক সময়ে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। [৭]

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (২০·১২·১৮৬৬ - ১৫·১১·১৯২৩) হালিশহর—চব্বিশ পরগনা। বেণীমাধব। পিতার কর্মস্থল ভাগলপুরে জন্ম। পাটনা কলেজ থেকে ১৮৮৭ খ্রী· সংস্কৃতে অনার্সসহ বি·এ· পাশ করেন। পরে কাশীতে সংস্কৃত সাহিত্য ও সাংখ্য-বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন। হিন্দী, উর্দু, ফারসী, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কর্মজীবনে প্রথমে সরকারী চাকরি ও কিছুকাল অধ্যাপনা করার পর সংবাদপত্র সম্পাদনা শুরু করেন।ব্যঙ্গরচনায়ও গাম্ভীর্যপূর্ণ রচনায় তাঁর সমান দক্ষতা ছিল। শশধর চূড়ামণিকে হিন্দুধর্ম প্রচারে সহায়তা করে তিনি বক্তারূপে প্রতিষ্ঠিত হন। বাঙলার সামাজিক ইতিহাস গবেষণায় তাঁর মূল্যবান অবদান আছে। 'বঙ্গবাসী', 'হিতবাদী', 'বসুমতী', 'রঙ্গালয়', 'স্বরাজ', 'প্রবাহিনী', 'জন্মভূমি', 'নারায়ণ', 'সন্ধ্যা' প্রভৃতি বাংলা পত্রিকা এবং 'কলিকাতা সমাচার' (হিন্দী) ও হিন্দী দৈনিক 'ভারতমিত্র'-এর সঙ্গে সম্পাদনায় বা অন্যভাবে যুক্ত ছিলেন। সাংবাদিক হিসাবে তাঁর সর্বাধিক প্রসিদ্ধি 'নায়ক' পত্রিকার সম্পাদনায়। কার্টুন প্রকাশের জন্য প্রভূত জনপ্রিয়তা পেয়েছিল 'নায়ক'। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মতিলাল ঘোষকে উপলক্ষ করে প্রায়ই তাতে কার্টুন থাকতো। তাঁর রচিত, অনূদিত ও সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী : 'আইন-ই-আকবরী ও আকবরের জীবনী', 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', 'রূপলহরী বা রূপের কথা', 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস', বিংশ শতাব্দীর মহাপ্রলয়', 'দরিয়া' এবং 'সম্রাট ঔরঙ্গজেব' প্রভৃতি। [১, ৩, ১৬,]

পাঁচুগোপাল মল্লিক (১২৮৮ - ১৩৫৩ ব·)। 'হাওড়া হিতৈষী' পত্রিকায় কাজ করবার সময় প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর 'হিতবাদী' সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত বহু গল্প ও উপন্যাস বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে। [৫]

পান্নাময়ী দাসী। ঢপ-কীর্তনের খ্যাতনাম্নী গায়িকা। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত ধনী গৃহেই তিনি গান করতে গিয়েছেন। যাত্রাপালাকার নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের সমসাময়িক পান্নাময়ী বৈষ্ণব মহাজনদের পদাবলী নিয়েই বেশির ভাগ সময় কীর্তন পরিবেশন করতেন। তাঁর সময়ে বর্ধমানের বামী কীর্তনী এবং জগন্মোহিনী কান নামে আরও দু'জন ঢপ-কীর্তন গায়িকা নাম করেছিলেন। [১৮৮]

পান্নালাল বসু (১২৮৯ - ১৩৬৩ ব·)। এম·এ· ও বি·এল· পাশ করে অধ্যাপনায় ব্রতী হন ও পরে ১৯১০ - ১৯৩৬ খ্রী· পর্যন্ত বিচার বিভাগে কাজ করেন। ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার বিচার করে খ্যাতিমান হন। ১৯৩৯ খ্রী· থেকে পাঁচ বছর পঞ্চকোট-রাজের ম্যানেজার ছিলেন। ১৯৫২ খ্রী· বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে প্রথমে শিক্ষা ও পরে ভূমিরাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী হন। [৫]

পান্নালাল ভট্টাচার্য (১৩৩৭ - ১৩·১২·১৩৭২ ব·)। ভক্তিমূলক সঙ্গীতের গায়ক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। অন্যান্য গানেও সুনিপুণ ছিলেন। তাঁর বহু গানের রেকর্ড আছে। [৪]

পারুলবালা মুখোপাধ্যায় (? - ১৪·১০·১৯৩৫)। স্বামী—প্রভাসচন্দ্র। ১৯৩০ খ্রী· সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় কংগ্রেসের কাজে যোগদান করেন। হাওড়ায় নারী সত্যাগ্রহী সমিতি স্থাপিত হলে যুগ্ম-সম্পাদিকা হিসাবে বাড়ি বাড়ি ঘুরে স্বদেশী-প্রচার করতেন। ১৯৩২ খ্রী· সত্যাগ্রহী দল পরিচালনাকালে গ্রেপ্তার হন ও তিনমাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। স্বদেশী প্রচারের জন্য তাঁকে পরেও কারাবরণ করতে হয়। [১]

পার্বতীচরণ তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় (১৮৬২ - ২·২·১৯৩২) কানুরগাঁও—ফরিদপুর। হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন। খ্যাতনামা নৈয়ায়িক পণ্ডিত। মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্ত-পঞ্চানন ও পরে মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজে মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্বভৌমের নিকট অধ্যয়ন করেন এবং সদ্য-প্রবর্তিত 'তীর্থ'-পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে 'তর্কতীর্থ' উপাধি ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হন। কিছুকাল একটি ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। পরে কলিকাতায় এসে বাগবাজারে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা শুরু করেন। ছাত্রদের ব্যয়ভার তিনি নিজেই বহন করতেন। এই সঙ্গে তিনি বরাহনগর ভিক্টোরিয়া স্কুলে সংস্কৃত পড়াতেন এবং অবসর-সময় কোন্নগর-নিবাসী মহামহোপাধ্যায় দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের নিকট প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। তাঁর অধ্যাপনার খ্যাতিতে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁকে নিজ সভাপণ্ডিতের পদে বরণ করেন। তিনি গভর্নমেন্ট থেকেও প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি এবং ১৯২৩ খ্রী· 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি পান। [১, ১৩০]

পাহাড়ী সান্যাল (২২·২·১৯০৬ - ১০·২·১৯৭৪)। দার্জিলিং-এ জন্ম। প্রকৃত নাম নগেন্দ্রনাথ। শিল্পী জীবনে পাহাড়ী সান্যাল নামে সুপরিচিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত। লক্ষ্ণৌ ম্যরিস কলেজ থেকে সঙ্গীত-উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৩৩ খ্রী· কলিকাতায় নিউ থিয়েটার্স প্রতিষ্ঠানে অভিনেতা হিসাবে যোগ দেন। বাংলা ও হিন্দী মিলিয়ে চার দশক ধরে প্রায় ১৫০ টি ছবিতে নানা চরিত্রে রূপদান করেছেন। তাঁর অভিনীত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছবি: 'ভাগ্যচক্র', 'বড়দিদি', 'জিন্দগী', 'রজতজয়ন্তী', 'স্বামী', 'বিদ্যাসাগর', 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য', 'মহাকবি গিরিশচন্দ্র', 'একদিন রাত্রে', 'জাগতে রহো' প্রভৃতি। ১৯৭৩ খ্রী· তিনি প্রথম রঙ্গমঞ্চে (বিশ্বরূপায়) অভিনয় করেন। সাহিত্যে ও শিল্পের বিভিন্ন প্রকরণে তাঁর আগ্রহ ছিল। অতুলপ্রসাদের গানের জনপ্রিয়তার মূলে তাঁর দান অসামান্য। বাংলা, ইংরেজী, হিন্দী এবং উর্দু ছাড়াও ফরাসী ভাষায় তাঁর অধিকার ছিল। তাঁর স্ত্রী মীরাদেবীও এককালে চলচ্চিত্রের খ্যাতনামা শিল্পী ছিলেন। [১৬]

পিনাকীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ড· (২৮·৩·১৯৪৬ - ২৪·৯·১৯৮৩)। প্রখ্যাত সন্তরণবিদ্ ও দুঃসাহসী নৌ-অভিযাত্রী। কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের ফিজিয়লজির অধ্যাপক ছিলেন। ১·২·১৯৬৯ খ্রী· অ্যালবার্ট জর্জ ডিউকের সঙ্গে 'কনোজি আংরে' নামক ডিঙ্গি নৌকোয় কলিকাতা থেকে আন্দামান যাত্রা করে ৫ মার্চ সেখানে পৌছান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্পোর্টস্ মেডিসিন কোর্স চালু করায় সচেষ্ট ছিলেন। এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের সক্রিয় সদস্য, নিপুণ ক্রীড়াবিদ্। পর পর দু বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লু। দুর্ঘটনায় মৃত্যু। [১৬]

পিয়ারীমোহন দাস (১৮৮৮- ১২·৭·১৯৮০) বরিশাল। প্রথম যৌবনে স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পাঁচ বছর কারারুদ্ধ থাকেন। পরে ১৯৩০ খ্রী· আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে আট বছর আটক রাখা হয়। মুক্তি পেয়ে তিনি সাংবাদিকতার বৃত্তি গ্রহণ করেন। ১৯৪৪ খ্রী· থেকে ৩০ বছর তিনি 'দেশ' পত্রিকায় ছিলেন। [১৬]

পিয়ারীলাল রায়। (১৯শ শতাব্দী) লাখুটিয়া বরিশাল। রাজচন্দ্র। জমিদারবংশে জন্ম। ব্যারিস্টার পি·এল·রায় নামে পরিচিত ছিলেন। আইন-ব্যবসায়ে সফলতার জন্য সরকার তাঁকে বাঙলাদেশের 'Legal Remembrancer' পদে নির্বাচিত করেন। এই পদে তিনিই প্রথম ভারতবাসী। মধ্যম ভ্রাতা বিহারীলালের মত তিনিও দেশে শিক্ষাবিস্তারে উৎসাহী ছিলেন। অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারকল্পে প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে 'বাখরগঞ্জ হিতৈষিণী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বহু বছর পশ্চিমবঙ্গ বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। ডাঃ সূর্যকুমার গুডিব চক্রবর্তীর জামাতা। খ্যাতনামা বক্সার পি·এল·রায় এবং প্রথম বাঙালী ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ইন্দ্রলাল তাঁর দুই পুত্র। [২০৯, ২১১]

পিয়ার্স, উইলিয়ম হপকিন্স (১৪·১·১৭৯৪ - ১৮৪০) বার্মিংহাম—ইংল্যান্ড। ১৮১৭ খ্রী· রেভারেন্ড ওয়ার্ডের আমন্ত্রণে সস্ত্রীক শ্রীরামপুরে চলে আসেন। ১৮১৮ খ্রী· কলিকাতায় এসে লন্ডন ব্যাপটিস্ট মিশনের কলিকাতা শাখা স্থাপন করেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে স্থাপিত মিশনারী প্রেস অল্পদিনেই কলিকাতার বিখ্যাত ছাপাখানায় পরিণত হয়। তিনি স্কুল বুক সোসাইটির সম্পাদক হন এবং বাঙলার বিভিন্ন গ্রামে মিশনারীর কাজ পরিচালনা করেন। নারীশিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তিনি মূল হিব্রু থেকে বাংলায় ও ফারসী ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন। 'কৃষ্ণপ্রসাদের জীবনী' (১৮১৯), 'সত্য আশ্রয়' (১৮২৮) এবং 'ভূগোল বৃত্তান্ত' (১৮২৯) তাঁর তিনটি মুদ্রিত বাংলা রচনা। [১২২]

পিয়ার্সন, উইলিয়ম উইনস্ট্যানলি (৭·৫·১৮৮১ - ২৪·৯·১৯২৪)। ইংল্যান্ডের বনেদী হুগোনট পরিবারে জন্ম। পিতা প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মযাজক। কেমব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাক্রমে বিজ্ঞান ও দর্শন অধ্যয়ন করেন। লন্ডন মিশনারী সোসাইটির সদস্যরূপে কলিকাতার লন্ডন মিশনারী কলেজে উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের অধ্যাপকরূপে এদেশে আসেন এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। কলিকাতার মিশনারী সমাজের কর্তৃপক্ষের খ্রীষ্টান ও অখ্রীষ্টান ভেদাভেদে অসন্তুষ্ট হয়ে কলেজের কাজে ইস্তফা দেন এবং গৃহশিক্ষকের কাজ নিয়ে দিল্লী যান। সি· এফ· অ্যান্ড্রুজ তাঁর বন্ধু ছিলেন। এইসূত্রে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও শিক্ষাদর্শের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। ১৯১২ খ্রী· শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেন। এখানে বেশভূষায়, আচার-আচরণে বাঙালী হয়ে যান। আশ্রমের চারিপাশে সাঁওতাল পল্লীতে তিনি কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করেন। ৩০·১১·১৯১৩ খ্রী· মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য তিনি ও অ্যান্ড্রুজ দক্ষিণ আফ্রিকা যান। ১৯১৪ খ্রী· শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। ১৯১৬ খ্রী· রবীন্দ্রনাথ তাঁকে জাপান ভ্রমণের সঙ্গী করেন। কবির সঙ্গে প্রত্যাবর্তন না করে তিনি চীন ভ্রমণে যান এবং সেখানে

ভারতের সমর্থনে বক্তৃতা করেন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের সমর্থনে রচিত তাঁর পুস্তক তদানীন্তন ইংরেজ সরকার ভারতে নিষিদ্ধ করে এবং তাঁকে বন্দী করে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে গিয়ে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্বগৃহে অন্তরীণ রাখে। ১৯২০ খ্রী· তিনি রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণের সঙ্গী হন এবং ১৯২১ খ্রী· পুনরায় শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেন। ১৯২৪ খ্রী· স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ইউরোপ ভ্রমণের সময়ে এক দুর্ঘটনায় ইতালীতে তাঁর মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতা ও 'গোরা' উপন্যাস ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। জাপানে থাকা কালে তাঁর লিখিত পুস্তক 'শান্তিনিকেতনের স্মৃতি' পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। [৩]

পিয়ার্সন, জন (১৭৯০ - ১৮৩১)। কুড়ি বছর বয়সে যাজকবৃত্তি অবলম্বন করেন। ১৮১৭ খ্রী· ভারতে এসে চুঁচুড়ায় মে সাহেবকে স্কুল পরিচালনায় সাহায্য করেন। ১৮১৮ খ্রী· মে সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁর পরিচালিত ২৫টি স্কুলের ভার গ্রহণ করেন। এই সময় অনেকেই স্কুলপাঠ্য বাংলা পুস্তক রচনা করতেন। তাঁদের মধ্যে পিয়ার্সনই সব থেকে বেশিসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন। রচিত গ্রন্থ: নীতিকথা বা Moral Tales, পত্র-কৌমুদী বা Letter-Writing, পাঠশালার বিবরণ বা School Master's Manual, বাক্যাবলী, মারী সাহেবের ইংরেজী ব্যাকরণের বাংলা অনুবাদ (দ্বিভাষিক), ভূগোল ও জ্যোতিষ, স্কুল ডিক্সনারী ও প্রাচীন ইতিহাস। এ ছাড়া অনেকগুলি ধর্মীয় প্রচারমূলক পুস্তিকাও তিনি রচনা করেন। তাঁর বেশির ভাগ গ্রন্থই স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রচারিত। কলিকাতায় মৃত্যু। [১২২]

পিলু রায়চৌধুরী (১৯১৪ - ১৯৮০) ময়মনসিংহ। সন্তোষের মহারাজা স্যার মন্মথনাথ। প্রকৃত নাম প্রীতীন্দ্রনাথ। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে ১৯৩৫ খ্রী· বি·এ· পাশ করেন। দক্ষ বিলিয়ার্ড ও টেবিল টেনিস খেলোয়াড়। ১৯৩৮ খ্রী· থেকে আমৃত্যু ভাইস কন্সাল হিসাবে পূর্বভারতে স্পেনের একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ স্পেন-সরকার কর্তৃক তিনি 'নাইটহুড অব দি অর্ডার অব ইসাবেলা দ্য ক্যাথলিক' উপাধিতে ভূষিত হন। বয় স্কাউট আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। [১৬]

পীতাম্বর দাস, চৌধুরী (১৭শ শতাব্দী)। 'রসকল্পবল্লী'র লেখক রামগোপাল। তিনি গোপালদাস ভণিতায় অনেকগুলি পদ রচনা করেন। সুকবি পীতাম্বর পিতৃরচিত রসকল্পবল্লীর অষ্টম কলি অবলম্বনে 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থ রচনা করেন। 'শ্রীমন্নরহরিশাখা-নির্ণয়' নামে সংস্কৃত পুস্তিকাটিও তাঁর রচিত। [১, ২, ৩]

পীতাম্বর দে (১৮৩৮ - ১৯০৪) জনুবাজার—বীরভূম। বীরভূম, পূর্ণিয়া প্রভৃতি স্থানে শিক্ষকতা করে ১৮৯৭ খ্রী· প্রধান-শিক্ষক থাকাকালীন অবসর গ্রহণ করেন। স্বরচিত রামলীলা, গৌরাঙ্গলীলা প্রভৃতি বিবিধ-বিষয়ক ২০০ সঙ্গীত সংগৃহীত করে 'গীতাবলী' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। [১, ৪]

পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ। নবদ্বীপ। উমাকান্ত বিদ্যানিধি। কমলাকর জ্যোতিষীর বংশধর, জ্যোতিষশাস্ত্রে খ্যাতনামা পণ্ডিত। তিনি বহু অর্থ উপার্জন করেন। বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব, অধ্যাপক শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী ও মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ তাঁর পুত্র। [১]

পীতাম্বর মিত্র (১৭৪৭ - ১৮০৬) বড়িশা—চব্বিশ পরগনা। অযোধ্যারাম। প্রথমে সম্রাট শাহ্-আলমের সেনাপতিরূপে 'রাজা' উপাধি ও দশ হাজার মুসলমান অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়কত্ব লাভ করেন। মহারাষ্ট্র যুদ্ধের পুরস্কারস্বরূপ বর্তমান এলাহাবাদের 'কড়া'র দুর্গ ও নগর জায়গীর পান। কড়া নগরের বার্ষিক আয় ছিল ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। অযোধ্যার নবাব আসফ-উদ্দৌলার সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত সদ্ভাব ছিল। ১৭৮৬ খ্রী· গোলাম কাদের বিদ্রোহ ঘোষণা করে শাহ্-আলমকে অন্ধ করে দেন এবং এইসময় থেকেই দিল্লীর সাম্রাজ্য বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে। এরপরই পীতাম্বর অবসর-গ্রহণ করে কলিকাতায় ফেরেন। পরে তিনি বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে পৈতৃক বাড়ি ত্যাগ করেন এবং সুঁড়ার বাগান অঞ্চলে প্রাসাদ নির্মাণ করে বসবাস শুরু করেন। তথায় তিনি 'সুঁড়ার রাজা' নামে অভিহিত হন। প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজা রাজেন্দ্রলাল তাঁর প্রপৌত্র। [১, ৩২]

পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়। উত্তরপাড়া—হুগলী। ১২২৪ ব· 'শব্দসিন্ধু' অভিধান সঙ্কলন এবং ১২৩১ ব· 'ক্রিয়াযোগসার' গ্রন্থ রচনা করেন। অমরকোষে সংগৃহীত সমস্ত শব্দের বাংলা অর্থ তিনি 'শব্দসিন্ধু' অভিধানে দিয়েছেন। [১, ২, ৪]

পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ (১৬শ শতাব্দী)। বিখ্যাত পাঁচালী কবিদের অন্যতম। প্রথমে তিনি গৌড়ের রাজসভায় ছিলেন। পরে কুচবিহার রাজদরবারে আসেন এবং মহারাজা নরনারায়ণের (১৫৩৫ - ৮৭) আদেশে ভাগবতের দশম স্কন্ধ অনুবাদ করে মর্যাদা লাভ করেন। 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ'-নামে একখানি কাব্যও লিখেছিলেন। তাঁর অপর গ্রন্থ: 'নল-দয়মন্তী কাহিনী'। [১৩৩]

পুঁটু চৌধুরী (১৯২৩ - ১৪·১২·১৯৭৯)। বাংলা ক্রিকেটের খ্যাতনামা খেলোয়াড়। চল্লিশ দশকের প্রথম দিকে তিনি বিহার এবং বাঙলা দু'টি রাজ্যের হয়ে রণজি ট্রফি ক্রিকেট খেলেছেন। ১৯৪৮ - ৪৯ খ্রী· ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে এবং ১৯৫১ - ৫২ খ্রী· ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দু'টি সরকারী টেস্টে এবং কয়েকটি বে-সরকারী টেস্টে খেলেছিলেন। ১৯৫২ খ্রী· ইংল্যান্ড সফরকারী ভারতীয় দলের সঙ্গে ছিলেন। কলিকাতায় মোহনবাগান ক্লাবের হয়ে দীর্ঘদিন খেলেছেন। হাইজাম্পেও তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। [১৬]

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। চক্রশালা—চট্টগ্রাম। বাণেশ্বর ব্রহ্মচারী। শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম ভক্ত-সহচর। মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ও গদাধর পণ্ডিতের দীক্ষাদাতা গুরু ছিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁকে 'প্রেমনিধি' বলতেন।

বৈষ্ণবধর্মের অপূর্ব ভক্তিকথা তিনি বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচার করেন। [১, ২, ৩, ১৩৩]

পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য। নবদ্বীপ। শ্রীকান্ত পণ্ডিত। কলাপের প্রসিদ্ধ টীকাকার ও দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণির পূর্বগামী একজন নৈয়ায়িক। তাঁর রচিত ১৬খানি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি সার্বভৌম ভট্টাচার্যের পিতৃব্যপুত্র ছিলেন। [৯০]

পুণ্যানন্দ স্বামী (১৫.১.১৯০৪ - ২৪.১১.১৯৭১) সিমুলিয়া—ঢাকা। পূর্বাশ্রমের নাম আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়। ১৯২০ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কলেজ ত্যাগ করেন। ১৯২২ খ্রী· রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে যোগ দেন। ১৯৩২ - ৪২ খ্রী· রেঙ্গুন মিশনের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে রেঙ্গুন থেকে কয়েক হাজার আশ্রয়প্রার্থী নিয়ে হাঁটা পথে আরাকানের মধ্য দিয়ে ভারতে আসেন। ১৯৪৩ খ্রী· বাঙলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে তাঁর সেবাকার্য স্মরণীয়। এই সময়ে যে ৩৭টি পিতৃমাতৃহীন শিশুকে তিনি কলিকাতার পথ থেকে কুড়িয়ে পান, তাদের আশ্রয়ের জন্য অপরিসীম চেষ্টায় গড়ে তোলেন রহড়া রামকৃষ্ণ আশ্রম (১৯৪৪)। আমৃত্যু এই সংগঠনে কাজ করেন। [১৬]

পুরাণ গিরি (১৭৪৩ - ১৭৯৫)। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, ক্লান্তিহীন ভূপর্যটক, দূরদর্শী কূটনীতিক ও বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী। দীর্ঘকাল তিব্বতে থাকাকালে সেখানের ভাষা ও ধর্মশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। নাবালক দলাই লামার অভিভাবক তাশী লামার সঙ্গে অন্তরঙ্গতার সূত্রে কূটনৈতিক কাজে লিপ্ত হন। তাশী লামার পত্রবাহক হয়ে তিনি কলিকাতায় ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছে আসেন। ১৭৭৪ খ্রী· ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধিরূপে লাসায় ফেরেন। তিব্বতী কূটনীতিক প্রতিনিধি, বণিক ও তীর্থযাত্রীদের আশ্রয়ের জন্য হাওড়ার ঘুষুড়িতে হেস্টিংস প্রদত্ত জমিতে পুরাণ গিরির তত্ত্বাবধানে ও তাশী লামার অর্থানুকূল্যে ১৭৮০ খ্রী· ভোটবাগান মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। কূটনীতিক কাজে তিনি পিকিং গিয়েছিলেন। তাঁর লেখা পিকিং যাত্রার কাহিনী ১৮০৮ খ্রী· ইংরেজীতে অনূদিত হয়। ১৭৮৫ খ্রী· পর থেকে তিনি ভোটবাগান মঠে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। সরকারী মহলে তাঁর প্রবল প্রভাব ছিল। তিব্বতী মহলেও তিনি আস্থাভাজন ছিলেন। তাঁরই ব্যক্তিত্বে ভোটবাগান মঠ তিব্বতী বণিক ও তীর্থযাত্রীদের বড় কেন্দ্র হয়ে ওঠে। সম্পদশালী এই মঠে ডাকাতের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে তিনি সড়কির আঘাতে প্রাণ হারান। [১৭, ১৮]

পুলিনচন্দ্র ঘোষ (? - ২২.৪.১৯৩০) গোসাইডাঙ্গা—চট্টগ্রাম। জগৎচন্দ্র। ১৮ এপ্রিল ১৯৩০ খ্রী· চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন। ২২ এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে সংগ্রামে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২, ৯৬]

পুলিনবিহারী দাস (২৪.১.১৮৭৭ - ১৭.৮.১৯৪৯) লোনসিং—ফরিদপুর। নবকুমার। ১৮৯৪ খ্রী· ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। বি.এ. পড়বার সময় ঢাকা কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ল্যাবরেটরীতে অ্যাসিস্ট্যান্ট ও পরে ডেমনস্ট্রেটর হন। কলিকাতার সরলাদেবীর আখড়ার অনুকরণে ১৯০৩ খ্রী· নাগাদ তিনি টিকাটুলীতে একটি আখড়া স্থাপন করেন। ১৯০৫ খ্রী· ঢাকায় শ্রীরামপুরের বিখ্যাত লাঠিয়াল ওস্তাদ মুর্তাজা সাহেবের কাছে ছোট লাঠি ও তরবারি খেলা শেখেন। ১৯০৬ খ্রী· পি· মিত্রের কাছে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং ঢাকায় অনুশীলন সমিতি সংগঠিত করে লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, কুচকাওয়াজ ও কৃত্রিম যুদ্ধের মাধ্যমে তরুণদের উৎসাহিত করে তোলেন। ১৯০৭ খ্রী· থেকে ১৯১০ খ্রী· পর্যন্ত অনুশীলন দলের সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব বহন করেন। তাঁর নেতৃত্বে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের এবং বাংলার বাইরেও সমিতির শাখা বিস্তার লাভ করেছিল। ১৯০৮ খ্রী· যখন অনুশীলন সমিতি সহ বিভিন্ন সমিতি বেআইনি ঘোষিত হয় তখন তাঁর নেতৃত্বে সমিতির প্রায় ৬০০ শাখা বিদ্যমান ছিল। বৃটিশ সরকার ১৮১৮ খ্রী· ৩ নম্বর রেগুলেশনে তাঁকে আটক করে মন্টগোমারী জেলে রাখেন। ১৯১০ খ্রী· মুক্ত হন। ১৯১২ খ্রী· রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত হয়ে ৭ বৎসরের জন্য আন্দামানে প্রেরিত হন। ১৯২০ খ্রী· মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতির বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতসেবক সঙ্ঘ গঠন করেন। ১৯২২ খ্রী· ভারতসেবক সঙ্ঘ ভেঙ্গে দিয়ে ব্যবহারিক রাজনীতি থেকে অবসর নেন। ১৯২৫ খ্রী· কলিকাতা বিদ্যাসাগর স্ট্রীটে বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতি ও আখড়া স্থাপন করে লাঠি, ছোরা প্রভৃতির খেলা শেখাতে থাকেন। এইসব খেলার বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি-সম্বন্ধীয় পুস্তকও রচনা করেন। অন্যান্য কয়েকটি আখড়াতেও ঐসব খেলা শেখাতেন। ব্যায়াম সমিতির মাঠেই অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তিনি একটি আত্মজীবনী লিখেছিলেন। [৩, ৫, ১০, ২৬, ৯১, ৯২, ২২০]

পুলিনবিহারী সরকার (২৮.১১.১৮৯৪ - ১৪.৭.১৯৭১) কলিকাতা। পিতার স্থায়ী বাসস্থান মেদিনীপুরের তমলুক। বসন্তকুমার। বৈশ্লেষিক ও খনিজ রসায়নে অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এস-সি এবং এম.এস-সি· পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯১৬ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনা এবং গবেষণার কাজ শুরু করেন। ১৯২৫ খ্রী· 'ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ' নিয়ে ইউরোপে যান। প্যারিসের সোরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করে 'স্টেট ডক্টরেট অফ ফ্রান্স' লাভ করেন। ১৯২৮ খ্রী· দেশে ফিরে পূর্ব-পদে যোগ দেন। ১৯৪৬ খ্রী· ঘোষ অধ্যাপক এবং ১৯৫২ খ্রী· রসায়ন বিভাগের প্রধান পদে উন্নীত হন। ১৯৬০ খ্রী· অবসর-গ্রহণ করলেও গবেষণার কাজ চালিয়ে গেছেন। তিনি ৪০টিরও বেশী ভারতীয় খনিজ পদার্থের রাসায়নিক উপাদান বার করে তাদের রাসায়নিক সংকেতও নির্ধারণ করেছেন। তেজস্ক্রিয়তা এবং ভূতাত্ত্বিক বয়স বার করার কাজে তাঁকে অন্যতম পথিকৃৎ বলা যায়। তিনি আতপ

চাল, মুসুর ডাল প্রভৃতি সাধারণ খাদ্যবস্তু বিশ্লেষণ করে তাদের মৌলিক উপাদান দেখিয়েছেন। ১৯৩৮ খ্রী· ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রসায়ন শাখার সভাপতি এবং ন্যাশনাল ইন্‌স্টিটিউট অফ সায়েন্সের ফেলো ছিলেন। [১৮]

পুলিনবিহারী সেন (১১·৮·১৯০৮ - ১৪·১০·১৯৮৪) ময়মনসিংহ। ব্রাহ্ম পরিবারে জন্ম। দেশকর্মী ও দরিদ্র-বান্ধব চিকিৎসক বিপিনবিহারী। খ্যাতনামা রবীন্দ্র-বিশারদ্। ময়মনসিংহ জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষা শুরু। ১৯২৫ খ্রী· শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। শান্তিনিকেতন থেকে আই·এ·, স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি·এ· এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম·এ· পাশ করেন। ১৯৩৫ খ্রী· 'প্রবাসী' পত্রিকায় কর্মজীবন শুরু। ১৯৩৯ খ্রী· তিনি বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগে যোগ দেন। শান্তিনিকেতনে ছাত্রজীবনেই তিনি রবীন্দ্রনাথের ভাষণ অনুলিখনে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে বিশ্বভারতীর গ্রন্থনবিভাগে রবীন্দ্র-রচনা সম্পাদনার কাজে অনেকাংশে সহায়তা করে। বিস্মৃতপ্রায় রবীন্দ্র-রচনার সন্ধানে তিনি বিস্তারিত আকারে বাংলা ও ইংরেজী রবীন্দ্র-রচনা-পঞ্জী সংকলনে ব্রতী হন। শুধু তা-ই নয়, রবীন্দ্র রচনাবলীতে গ্রন্থ-পরিচয়, রবীন্দ্র সাহিত্য সম্বন্ধে যে তথ্য বিন্যাসের সূচনা, রবীন্দ্র-রচনা-পঞ্জীতে তা তিনি বিস্তারিত আকারে বিবৃত করেন। ১৯৫৭ খ্রী· বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের অধ্যক্ষ হন। এখানে তাঁর রবীন্দ্র গ্রন্থের পাঠান্তর সংবলিত গ্রন্থ-প্রকাশ প্রকাশন জগতে একটি নূতন পদপ্রদর্শক হিসাবে চিহ্নিত। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র (ষষ্ঠ-নবম খণ্ড) সঙ্কলন ও সম্পাদনাও করেছেন। ১৯৬০ খ্রী· বিশ্বভারতী থেকে পদত্যাগ করলেও ১৯৬৭ খ্রী· পুনরায় 'রবীন্দ্র-চর্চা-প্রকল্পে'র অধ্যক্ষ হিসাবে যোগ দেন। বহু রবীন্দ্রগ্রন্থের গ্রন্থ পরিচয়, পাঠ-ভেদ নির্ণয় ছাড়াও সম্পাদনা করেছেন 'রবীন্দ্রায়ণ' ১ম ও ২য় খণ্ড, রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি উৎসবের সময় রবীন্দ্র প্রসঙ্গে কয়েকটি গ্রন্থ ও পত্রিকা, 'অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ' সংখ্যার মত বই, জগদীশচন্দ্র বসুর 'অব্যক্ত', প্রমথ চৌধুরীর 'সনেট পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা' প্রভৃতি। কয়েক বছর বিশ্বভারতী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী' (১৯৭৪) তাঁর জীবনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কর্ম। অনুপুঙ্খবহুল তথ্যনিবিড় সুপরিকল্পিত এক গবেষণা গ্রন্থ হয়ে উঠেছে এটি। ১৯৬১ খ্রী· রবীন্দ্র শতবর্ষে তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন। দিল্লী সাহিত্য একাডেমি তাঁকে বিশেষ রবীন্দ্র পুরস্কার দেয়। এ ছাড়াও নানা পুরস্কার ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক পেয়েছেন। [১৬, ৮২]

পুলিন রায় (১৯০০ - ২১·৪·১৯৮২)। রামগলি (পাঞ্জাব) বোমা মামলায় সংশ্লিষ্ট ছিলেন। হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মির কর্মী ও স্বাধীনতা-সংগ্রামী। পাঞ্জাবের বিভিন্ন জেলে ৮ বছর কারাবাস করেন। হাওড়া জেলায় স্বাধীনতা-সংগ্রামী স্মৃতিরক্ষা কমিটি তাঁর প্রচেষ্টায় তৈরী হয়। [১৬]

পুষ্প দেবী (? - ১৯৭৩) ঘটকপাড়া—বাঁকুড়া। পিতা খ্যাতনামা প্রশাসনিক এবং শ্রীনিকেতনের প্রথম দিকের অন্যতম বিশিষ্ট কর্মী সুকুমার চট্টোপাধ্যায়। স্বামী উত্তরপাড়ার জমিদার বংশের সন্তান অধ্যাপক শান্তনু মুখোপাধ্যায়। কবি-সাহিত্যিক পুষ্প দেবী 'শ্রদ্ধাঞ্জলি-পুষ্পাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'লীলা পুরস্কার' লাভ করেন। তাঁর অপর গ্রন্থ 'পুণ্যকাহিনী'। [২০২]

পুষ্পেন সরকার (১৯২৩ - ৭·১·১৯৮০) যশোহর। খ্যাতনামা ক্রীড়া-সাংবাদিক ও ভাষ্যকার। খুলনার দৌলতপুর কলেজে ও কলিকাতার আশুতোষ কলেজে পড়াশুনা করে সরকারী চাকরি নেন। পরে তা ছেড়ে ক্রীড়া-সাংবাদিকতা শুরু করেন। ক্রীড়া-সমালোচক হিসাবেও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ক্রীড়া-বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা। [১৬]

পূরণচাঁদ নাহার (১৫·৫·১৮৭৫ - ৩১·৫·১৯৩৬) আজিমগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ। সেতাবচাঁদ। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি·এ· ও বি·এল· এবং ১৮৯৮ খ্রী· এম·এ· পাশ করেন। বাঙলার জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনিই প্রথম এম·এ·। বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে শিল্প, ভাস্কর্য, মুদ্রা, পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে এক পুরাতত্ত্ব মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠা করেন। ভাণ্ডারকার প্রাচ্যবিদ্যা সংসদের আজীবন সদস্য ও বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালক সভায় ভারতীয় জৈন শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁর রচিত বহু গ্রন্থের মধ্যে 'জৈন অনুশাসন লিপি' (৩ খণ্ড) উল্লেখযোগ্য। [১, ৪, ১৪৯]

পূর্ণচন্দ্র দাস (১·৬·১৮৮৯ - ৪·৫·১৯৫৬) সমাজ-ইশিবপুর—ফরিদপুর। কাশীনাথ। ১৯১০ খ্রী· মাদারীপুর হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজে পড়ার সময় বিপ্লবী কাজের প্রেরণায় কলেজ ছেড়ে দিয়ে মাদারীপুরে নিজস্ব একটি বিপ্লবী দল গঠন করেন। ১৯১৪ - ১৫ খ্রী· তিনি বাঘা যতীনের সঙ্গে কাজ করেন। বালেশ্বরের ট্রেঞ্চযুদ্ধে বাঘা যতীনের ৪ জন পার্শ্বচর তাঁরই দলের কর্মী ছিলেন। ১৯১৩ খ্রী· ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হন এবং কিছুদিন পর মুক্তি পান। কিন্তু ১৯১৪ খ্রী· ভারত-রক্ষা আইনে ধৃত হয়ে ১৯২০ খ্রী· পর্যন্ত জেলে আটক থাকেন। পরে তিনি সুভাষচন্দ্রের নবগঠিত ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে যুক্ত হন এবং ১৯৪০ খ্রী· পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৪৬ খ্রী· মুক্তি পান। দেশবিভাগের পর দলীয় রাজনীতি ত্যাগ করেন এবং কলিকাতায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বোর্ডের সদস্য হয়ে বাস্তুহারাদের কল্যাণে তৎপর হন। বালিগঞ্জে সুবোধ নামে এক প্রাক্তন বিপ্লবীর ছুরিকাঘাতে তাঁর মৃত্যু ঘটে। [৩, ১০, ১২৪]

পূর্ণচন্দ্র দে (১০·৮·১৮৫৭ - ১০·১০·১৯৪৬) ভদ্রকালী—হুগলী। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পর আশুতোষ কলেজে অধ্যাপনা করেন। বহু সংস্কৃত উদ্ভট কবিতা

সংগ্রহ ও বঙ্গানুবাদ করে 'উদ্ভটসাগর' উপাধি পান। তাঁর রচিত গ্রন্থ: 'উদ্ভট-শ্লোকমালা', 'উদ্ভটসমুদ্র', 'স্তবসমুদ্র', 'প্রশ্নোত্তর-মণিরত্নমালা', 'মোহমুদ্গর' 'মোহঠাকুর' প্রভৃতি। [৪, ৫]

পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (? - ১৮.৪.১৩২০ ব.)। খ্যাতনামা প্রত্নতাত্ত্বিক। ১৮৬৮ খ্রী. সোদপুর বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পাশ করার পর আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন পড়া বন্ধ রেখে কিছুকাল সাহিত্যচর্চায় রত থাকেন। এরপর লক্ষ্ণৌতে গিয়ে ক্যানিং কলেজে ভর্তি হন। এ সময় ভারতবর্ষের দুর্দশা দেখে এক ওজস্বী মহাকাব্য রচনা শুরু করেন। রচনা শেষ না করেই দেশের লুপ্তপ্রায় শিল্প পুনরুদ্ধারকল্পে 'Pictorial Lucknow History, People and Architecture' গ্রন্থ সঙ্কলন করেন এবং এই গ্রন্থ সঙ্কলনের জন্য নিজেই চিত্রাঙ্কন শেখেন। ইতিমধ্যে এফ.এ. পাশ করেন কিন্তু ১৮৭৩ খ্রী. বি.এ. পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। সামান্য কাজ দিয়ে চাকরি জীবন শুরু। ১৮৮২/৮৩ খ্রী. সরকারের আর্কিওলজিস্ট নিযুক্ত হন। নানা কারণে আর্কিওলজিস্টের পদ ত্যাগ করে পি.ডাবলিউ.ডি–তে যোগ দিয়ে ঝান্সী যান। সেখানে ললিতপুরে পুরাতত্ত্বের মূল্যবান নিদর্শনসমূহ আবিষ্কার করেন। এখানেও চক্রান্তের ফলে তাঁর পদচ্যুতি ঘটে। তখন বঙ্গের ছোটলাট স্যার চার্লস ইলিয়ট কর্তৃক তিনি কলিকাতায় বঙ্গীয় পুরাতত্ত্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং মগধ, মিথিলা ও ওড়িশার প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে অনুসন্ধান করে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন। তাঁরই প্রচেষ্টার ফলে ইম্পিরিয়াল মিউজিয়মের আর্কিওলজিক্যাল গ্যালারী সমৃদ্ধ হয়। এরপর পি.ডাবলিউ.ডি. সেক্রেটারিয়েটে চাকরি নিয়ে বুন্দেলখণ্ড রাজবাড়ির অনুকরণে স্থানীয় বিদ্যালয়ের ও ঝান্সীর হাসপাতালের নকশা তৈরি করেন। ১৮৮৭ - ৮৮ খ্রী. বুন্দেলখণ্ডে চান্দেলীয় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি আবিষ্কার করে ছবিসহ বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। পরে তিনি কলিকাতা যাদুঘরের পুরাতত্ত্বাধ্যক্ষ হয়েছিলেন। ১৮৯১ - ৯৪ খ্রী. বিহার ও ওড়িশার পুরাতত্ত্ব বিভাগে কাজ করেন। ১৮৯৭ - ৯৮ খ্রী. পাটনায় প্রাচীন পাটলিপুত্রের অনুসন্ধানে খনন-কার্যাদি চালান। পাটলিপুত্র বিষয়ে তাঁর রিপোর্টে সম্রাট অশোক সম্বন্ধে বহু ঐতিহাসিক তথ্য জানা যায়। ১৮৯৯ খ্রী. পুনর্বার লক্ষ্ণৌয়ে সরকারী আর্কিওলজিস্ট নির্বাচিত হয়ে ইতিহাসবর্ণিত প্রাচীন কপিলবস্তু নগর আবিষ্কারের জন্য নেপালে যান। গোরক্ষপুরের কাছে তলিবার উত্তরে তিলারাকোটে কপিলবস্তুর স্থান নির্ণয় করেন এবং রুমিনদেই নামক স্থানে বুদ্ধদেবের জন্মস্থানের অনুসন্ধান পান। পরের বছর সরকার তাঁর নেপাল রিপোর্ট চিত্রসহ মুদ্রিত করেন। তাঁর রচিত লক্ষ্ণৌ-বিষয়ক একটি গ্রন্থ মুদ্রিত হলেও প্রকাশিত হয় নি। 'ভারতীয়ম্' তাঁর রচিত মহাকাব্য (১৮৭৫)। [১]

পূর্ণশশী দেবী (১৮৮৫ - ?)। পিতা একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কর্মস্থল পাঞ্জাবে জন্ম। সুলেখিকা। তাঁর অনেক গল্প 'কুন্তলীন' ও 'কেশরঞ্জন' পুরস্কার পেয়েছে। রাজপুতানার আলোয়ারে স্বামী পিয়ারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে থাকাকালীন সেখানের মেয়েদের কাজরী, মল্লার প্রভৃতি শ্রাবণী গীতিগুলি বাংলায় অনুবাদ করে 'বিচিত্রা', 'দীপালী', 'উত্তরা' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর আর্থিক কৃচ্ছ্রতার দিনে লেখাকে তিনি জীবিকা করেন। গল্প, উপন্যাস লিখে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য না হওয়ায় অনুবাদের কাজে ব্রতী হন। হিন্দী প্রেমসঙ্গীত ও সাধক কবিদের দোঁহাবলী বঙ্গানুবাদ করে 'শিশির' পত্রিকায় ছাপান। শিশির প্রকাশনীর তাগিদে তিনি একটি চলতি সিরিজের ষাটখানি বইয়ের অনুবাদ করেন। আজন্ম প্রবাসী তিনি কাশীতে থাকাকালে একটি বাঙালী বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষিকা ছিলেন। 'স্নেহময়ী', 'মেয়ের রূপ', 'মহিলা মজলিস', 'আঁধারে আলো', 'সাদা কালো' প্রভৃতি চৌদ্দখানি উপন্যাস রচনা করেছেন। 'ঝড়ের পথিক' ও 'অভাগীর স্বপ্ন' তাঁর গল্পগ্রন্থ। তাঁর রচিত স্মৃতিকথা 'মনে পড়ে', দুই ভাগে 'প্রভাতী' ও 'শিশির' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। [২২৩]

পূর্ণানন্দ স্বামী, মহারাজ (? - ২৭.৭.১৩৪৩ ব.) গুঠিয়া—বরিশাল। সেনবংশে জন্ম। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে বি.এ., বি.এল. পাশ করে শিক্ষকতা ও ওকালতি করেছেন। 'গিরি' সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা নেন। শিষ্যদের কাছে তাঁর লিখিত পত্রাবলী 'বেদবাণী' নামে তিনখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। অন্যান্য গ্রন্থ: 'যোগ এন্ড পারফেক্সন' এবং 'পূর্ণজ্যোতি' (সংস্কৃত)। হৃষীকেশের 'শিবালয়' আশ্রম তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। [১]

পূর্ণেন্দুকিশোর সেনগুপ্ত (১৮৯৫ - ১৭.১১.১৯৭৮) বানারি—ঢাকা। পিতা শ্যামকিশোর শ্রীহট্টে ওকালতি করতেন। শ্রীহট্টের কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা। বারাণসী ষড়যন্ত্র মামলার নেতা নগেন দত্ত শ্রীহট্ট শহরে অনুশীলন দলের শাখা গড়ে তুললে তিনি কিশোর বয়সেই তাতে যোগ দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এস-সি. পড়ার সময় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সংস্পর্শে আসেন। এম-এস-সি. পরীক্ষা বর্জন করে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯২২ খ্রী. ঢাকায় অভয় আশ্রমে যোগ দেন। বিক্রমপুরে বানারী গ্রামে ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যাশ্রম'-এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। পদ্মার ভাঙ্গনে ক্ষতির সম্ভাবনা দেখে ১৯২৫ খ্রী. তিনি বিদ্যাশ্রমটিকে শ্রীহট্টের রঙ্গীরকুল গ্রামে তুলে আনেন। ১৯২৯ খ্রী. শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের বন্যায় বন্যাত্রাণের নেতৃত্ব দেন। ১৯৩০ খ্রী. লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে কারারুদ্ধ হন। ১৯৩১ খ্রী. সুরমা উপত্যকা কর্মী সম্মেলন আহ্বান করেন। ১৯৩২ খ্রী. আবার কারাদণ্ড হয়। মুক্তিলাভের পর মহিলাদের নিয়ে শ্রীহট্ট মহিলা সঙ্ঘ গঠন করেন। ভানুবিল পরগনার মণিপুরী কৃষকদের উপর অত্যাচার শুরু হলে তিনি কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ করে মহাত্মা গান্ধীর আশীর্বাদ নিয়ে এক বিরাট গণসত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন। এই সত্যাগ্রহে

তাঁর আড়াই বছর জেল হলেও আসাম সরকার শ্রীহট্ট প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নে বাধ্য হয়। তাঁর উদ্যোগে রঙ্গীরকুল বিদ্যাশ্রম বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৩৫ খ্রী· কংগ্রেসের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে শ্রীহট্টে যে বিরাট শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়, তিনি তার পুরোধা ছিলেন। ১৯৩৮ খ্রী· তাঁরই আহ্বানে কুলাউড়ায় সুরমা উপত্যকা কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বর্মা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের তিনি সেবা করেন। এই সময় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য হন। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিন বছর কারাগারে আটক থাকেন। ১৯৪৬ খ্রী· ব্রিটিশ ভারতের শেষ নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসাম ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। আসাম সরকারের বুনিয়াদী শিক্ষা কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। দেশ-বিভাগের পর পাকিস্তানেই থেকে যান এবং চা-শ্রমিকদের কল্যাণসাধনে ব্রতী হন। ১৯৫৪ খ্রী· মৌলবীবাজার মহকুমা থেকে আইন পরিষদে নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ খ্রী· সাপ্তাহিক 'জনশক্তি' পুনরায় প্রকাশ করেন। ১৯৫৯ খ্রী· আয়ুব খান সরকারের আমলে তাঁর সংগঠিত চা-শ্রমিক ইউনিয়ন বেআইনী ঘোষিত হয়। ১৯৬৯ খ্রী· পাক-ভারত যুদ্ধকালে শ্রীহট্ট জেলে আটক থাকেন। রঙ্গীরকুল আশ্রমে মৃত্যু। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বিমলাংশু মুক্তি-যুদ্ধকালে পাক্‌সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হন। [১৪৯]

পূর্ণেন্দু দস্তিদার (? - ৯·৫·১৯৭১) ধলঘাট—চট্টগ্রাম। চন্দ্রকুমার। ছাত্রাবস্থায় রাজনীতিতে প্রবেশ করে বি·পি·এস·-এর নেতৃস্থানীয় কর্মী হন। মাস্টারদার (সূর্য সেন) নেতৃত্বে ১৮ এপ্রিল ১৯৩০ খ্রী· চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে যোগ দেন এবং ধরা পড়ে দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করেন। দেশ স্বাধীন হবার পর পূর্ববঙ্গ বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭০ খ্রী· নির্বাচনে ন্যাপের (ওয়ালি) প্রতিনিধি ছিলেন। দেশবিভাগের পরেও তাঁর অধিকাংশ সময় জেলেই কাটে। সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতি ছিল। রচিত গ্রন্থ: 'স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম', 'কবিয়াল রমেশ শীল' ও 'বীরকন্যা প্রীতিলতা'। তাঁর এক ভাই অস্ত্রাগার আক্রমণকালে শহীদ হন এবং অপর একজন দ্বীপান্তরিত হয়েছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী সৈন্যদের কাছ থেকে রেহাই পাবার জন্য ভারত অভিমুখে আসার সময় মারা যান। [১৬, ৪২]

পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ, রায়বাহাদুর (১৮৬১ - ১৯২৩) কান্দি—মুর্শিদাবাদ। হরিদয়াল। এম·এ· ও ল পাশ করে ১৯১৮ খ্রী· পাটনা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। হোম রুল আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। ১৮৮৬ খ্রী· কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে বিহার থেকে অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন। পরে অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করেন এবং কংগ্রেস থেকে দূরে থাকেন। পাটনায় প্রথম বার্ষিক কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী সংগঠিত করেন। ব্যাঙ্ক অফ বিহারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-ডিরেক্টর ছিলেন। ১৮৯৫ খ্রী· তাঁর প্রতিষ্ঠিত পাটনার অ্যাংলো-স্যাংস্কৃট হাই স্কুল বর্তমানে তাঁর নামাঙ্কিত। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের সক্রিয় সদস্য ও বাঁকিপুর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। বেদান্ত, দর্শন ও থিয়োজফিতে পাণ্ডিত্য ছিল। ইংরেজী ও বাংলায় তাঁর রচিত গ্রন্থ আছে। কাইজার-ই-হিন্দ স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন। [১২৪]

পৃথ্বীশচন্দ্র রায় (১৮৭০ - ১৯২৮) উলপুর—ফরিদপুর। পূর্ণচন্দ্র। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বিশিষ্ট কর্মী। রাজনীতি-বিষয়ক প্রবন্ধ ও সমালোচনা প্রকাশের জন্য ১৯০৫ খ্রী· 'দি ইন্ডিয়ান ওয়ার্লড' নামে একটি মাসিক পত্রিকা (পরে সাপ্তাহিক) প্রকাশ করেন। দীর্ঘদিন 'ভারত-সভা'র সম্পাদক ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করলে তিনি কিছুদিন 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। বিখ্যাত মধ্যপন্থী নেতা দীন্‌শা ওয়াচা ও মহামতি গোখ্‌লের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। 'গোখ্‌লে স্মারক গ্রন্থাগার' স্থাপনের জন্য নিজের মূল্যবান গ্রন্থাগারটি 'ভারত-সভা'কে দান করেছিলেন। দীর্ঘকাল ফরিদপুর সেবা সমিতির সভাপতি এবং উলপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'দি পভার্টি প্রব্লেম ইন্ ইন্ডিয়া' (১৮৯৫), 'এ নোট অন দি ইন্ডিয়ান সুগার ডিউটিজ' (১৮৯৯), 'ইন্ডিয়ান ফেমিন্‌স্: দেয়ার কজেস্ অ্যান্ড রেমিডিজ্' (১৯০১), 'দি ম্যাপ অফ ইন্ডিয়া' (১৯০৪), 'লাইফ এন্ড টাইম্‌স্ অফ সি·আর· দাশ' (১৯২৭) প্রভৃতি। [১, ৩]

প্যারীচরণ সরকার (২৩·১·১৮২৩ - ৩০·৯·১৮৭৫) চোরবাগান—কলিকাতা। ভৈরবচন্দ্র। আদি নিবাস তড়াগ্রাম—হুগলী। হেয়ার সাহেবের পটলডাঙ্গা স্কুলের এবং পরে হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। ১৮৪৩ খ্রী· হুগলী স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৪৬ - ৫৪ খ্রী· বারাসত স্কুলের প্রধান- শিক্ষক-রূপে খ্যাতিলাভ করেন। এখানে তাঁর এবং নবীনকৃষ্ণ ও কালীকৃষ্ণ মিত্রের উদ্যোগে ১৮৪৭ খ্রী· ভারতীয় পরিচালিত প্রথম বেসরকারী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এ ছাড়া কৃষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও কারিগরি শিক্ষার বন্দোবস্ত করে প্রকৃষ্ট শিক্ষাবিদ্‌রূপে পরিচিত হন। এরপর কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে প্রধান-শিক্ষক হয়ে ৮ বছর ছিলেন। প্রধানত তাঁরই প্রচেষ্টায় এই স্কুলের নাম পরিবর্তিত হয়ে 'হেয়ার স্কুল' হয়। ১৯৬৩ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজের অস্থায়ী অধ্যাপক এবং ১৮৬৭ খ্রী· ঐ পদে স্থায়ী হয়ে আমৃত্যু কাজ করেন। বাংলার নবজাগরণে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারে একাধিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিধবা-বিবাহ-প্রচারেও বিদ্যাসাগরকে সাহায্য করেছিলেন। কৃষি বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষার সুষ্ঠু বন্দোবস্ত করেন। নারী শ্রমিকগণের সন্তানদের শিক্ষার জন্য তিনি কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং বেথুন স্কুলে মেয়েদের পাঠানোর জন্য অভিভাবকদের প্রভাবিত করেন। ১৮৬৬ খ্রী· সরকারী সংবাদপত্র 'এডুকেশন

গেজেট'-এর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ১৮৬৮ খ্রী· পূর্ববঙ্গ রেলপথে সঙ্ঘটিত এক দুর্ঘটনার সত্য বিবরণ স্বীয় মন্তব্য সহ প্রকাশ করায় এই ব্যাপার নিয়ে সরকারের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য ঘটলে উক্ত পদ ত্যাগ করেন। মদ্যপান নিবারণের চেষ্টায় ১৮৭৫ খ্রী· 'বঙ্গীয় মাদক নিবারণী সমাজ' প্রতিষ্ঠা এবং 'ওয়েল উইশার' ও 'হিতসাধক' নামে দু'খানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইডেন হিন্দু হোস্টেল স্থাপন তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব। শিশুদের ইংরেজী শিক্ষার সুবিধার জন্য তাঁর রচিত 'First Book of Readings' এবং 'Second Book of Readings' একসময়ে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। তাঁর অসমাপ্ত শেষ গ্রন্থ: 'The Tree of Intemperance'। এই শিক্ষাব্রতী মনীষীকে 'The Arnold of the East' বলা হত। [৩, ৮, ২৬, ৪৫, ১২৪]

প্যারীচাঁদ মিত্র (২২.৭.১৮১৪ - ২৩.১১.১৮৮৩) কলিকাতা। রামনারায়ণ। ডিরোজিও শিষ্যমণ্ডলীর একজন হিন্দু কলেজের ছাত্র এবং বাঙলার নবজাগরণের অন্যতম নেতা। ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিকরূপে কৃতিত্ব দেখান। পরে ব্যবসায়-বাণিজ্যেও সাফল্য লাভ করেন। বাংলা, ফারসী ও ইংরেজী ভাষায় তাঁর সমান দক্ষতা এবং ইংরেজী ও বাংলা রচনায় বিপুল খ্যাতি ছিল। কলিকাতা-সমাজের প্রধানরূপে সকল জনহিতকর কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের সদস্য, পশু-ক্লেশ নিবারণী সভার সভ্য, বেথুন সোসাইটি ও ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটির (পরে অ্যাসোসিয়েশন) অন্যতম উদ্যোক্তা ও সম্পাদক এবং জাস্টিস্ অফ দি পীস্ ছিলেন। ১৮৩৮ খ্রী· জ্ঞানান্বেষণ সভার সম্পাদক হন। 'ইংলিশম্যান', 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড', 'ক্যালকাটা রিভিউ', 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট', 'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া' প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনায় তাঁর রচিত 'The Zemindar and Ryots' প্রবন্ধটি আলোড়ন সৃষ্টি করে। গরীব চাষীর রক্ষাকবচ হিসাবে তিনি পঞ্চায়েত ব্যবস্থার দাবি করেন। কৃষি-বিষয়ক আধুনিক জ্ঞান কৃষকদের মধ্যে প্রচারের জন্য অ্যাগ্রিকালচারাল সোসাইটির সদস্য পদে থাকা-কালে একটি অনুবাদ কমিটি স্থাপন করেন। এই কমিটি ভারতবর্ষীয় 'কৃষি-বিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ' নামে পুস্তিকা প্রচার করে। পুলিসী অত্যাচারের বিরুদ্ধেও তিনি প্রতিবাদ করেন ও অংশত সফলকাম হন। অন্য কৃতিত্ব রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় মহিলাদের হিতকরী 'মাসিক পত্রিকা'র সম্পাদনা। পত্রিকাটি ১৮৫৪ খ্রী· থেকে তিন বছর চলেছিল। এই পত্রিকায় 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে প্রকাশিত তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এটি একাধারে গল্প ও সমাজচিত্র এবং আধুনিক বাংলা উপন্যাসের অগ্রদূত। এই গ্রন্থে চলতি কথ্যভাষা প্রয়োগ করে বাংলা ভাষার নূতন সম্ভাব্যতা আবিষ্কার করেন। এই কথ্যভাষার নাম হয়েছিল 'আলালী ভাষা'। গ্রন্থটি ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছিল। অপর রচিত গ্রন্থ 'মদ খাওয়া বড় দায়', 'যৎকিঞ্চিৎ', 'কৃষিপাঠ' প্রভৃতি। পাদ্রী লঙ্ তাঁকে 'ডিকেন্স অফ বেঙ্গল' বলতেন। [৩, ৭, ৮, ২৬, ৪৫]

প্যারীমোহন দাস। ডাফ স্কুলের আদর্শবাদী শিক্ষক প্যারীমোহন পাঠ্যপুস্তকের বাইরে ইতিহাস শিক্ষা দেবার চেষ্টা করতেন। ইংরেজ-প্রভাবিত প্রচলিত পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে বলতেন, 'Unlearn mostly what you learn here'; আর বলতেন, 'পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অভিশাপ—Cultural Conquest—নিজেদের সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলা'। ছাত্রদের নিয়ে দল গড়ে সমাজসেবা করতেন। তাঁর ছাত্র বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় সশ্রদ্ধচিত্রে তাঁর কথা লিখেছেন। [৯২]

প্যারীমোহন দেববর্মা (১৮৮৫ ? - ১৯২৫) ত্রিপুরা। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি·এস-সি· পাশ করে বোটানিক্যাল সার্ভে বিভাগের সহকারী নিযুক্ত হন। তাঁর রচিত বহু প্রবন্ধ দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। নিজ ব্যয়ে পাহাড়ে জঙ্গলে ভ্রমণ করে নানাপ্রকার উদ্ভিদের বহু নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন। লন্ডনের লিনিয়ান সোসাইটি ও রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি এবং আমেরিকার জেনেটিক অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতির সভ্য ছিলেন। ত্রিপুরার উনকোটী-তীর্থ সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। [১]

প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৫ - ?) উত্তরপাড়া—হুগলী। সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) তিন/চার বছর পূর্বে কাশী যান এবং সেখান থেকে মুন্সেফী পরীক্ষা পাশ করে এলাহাবাদের মঞ্জনপুরের মুন্সেফ হন। সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হলে তিনি অধীনস্থ লোকজন নিয়ে এবং কতিপয় ক্ষতিগ্রস্ত জমিদারকে স্বপক্ষে এনে একটি সৈন্যদল গঠন করে বিদ্রোহী দলপতি ধাখল সিং এবং আরও কয়েকজন বিদ্রোহী সর্দারকে নিহত করেন। এই কাজের জন্য তিনি 'যোদ্ধা মুনসেফ' (Fighting Munsiff) নামে খ্যাত হন এবং তৎকালীন বড়লাট লর্ড ক্যানিং-কানপুর দরবারে বহুমূল্য খিলাত ও জায়গীর প্রদান করে তাঁকে সম্মানিত করেন। এ ছাড়াও ডেপুটি কালেক্টরের পদ পান। ১৮৬৬ খ্রী· এলাহাবাদে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি ওকালতি শুরু করেন। কাশীরাজ সরকারের অনুমোদনক্রমে স্বীয় জমিদারীর ভার তাঁর ওপর অর্পণ করেন। তিনি মিউর সেন্ট্রাল কলেজ স্থাপনের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। [১, ২]

প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় (১৭.৯.১৮৪০ - ১৭.১.১৯২৪) উত্তরপাড়া—হুগলী। জমিদার জয়কৃষ্ণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৬৪ খ্রী· এম·এ· এবং ১৮৬৫ খ্রী· বি·এল· পাশ করে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করেন। ১৮৭৯ খ্রী· বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং ১৮৮৪ ও ১৮৮৬ খ্রী· ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের মনোনীত সদস্য হন। ১৮৮৫ খ্রী· 'Bengal Tenancy Bill' বিধিবদ্ধ হবার সময় তিনি জমিদারী ও রাজস্ব-বিষয়ক জ্ঞানের পরিচয় দেন। ১৮৮৭ খ্রী· একই দিনে 'রাজা' ও 'সি·এস·আই·' উপাধি

পান। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনে (১৮৮৫) তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ১৯০৫ খ্রী· স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। [১, ৩, ৮, ২৬]

প্রকাশচন্দ্র দত্ত (৩০·১০·১৮৭১ - ?) বহুবাজার—কলিকাতা। নরেশচন্দ্র। মাতা—সুপ্রসিদ্ধ কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ্ ইন্‌স্টিটিউশনে তিনি বি·এ· পড়েন। ভারত গভর্নমেন্টের ইকনমিক রিপোর্টারের অফিসের গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন। পরে মানবজাতিতত্ত্ববিদ্ বি· এ· গুপ্তের অধীনে কিছুদিন কাজ করেন। বন্দেমাতরম্ প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স কোং-এর সেক্রেটারী ও 'Indian Nation' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'Reis and Rayyet' পত্রের পরিচালক ও একটি প্রেসের অধ্যক্ষ হিসাবেও তিনি কাজ করেন। বহু বাংলা সাময়িক পত্রিকার সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কুড়ি বছর বয়সে 'ভারতী'র সম্পাদনার ভার পান। তিনি তাঁর মাতাকে 'জাহ্নবী' পত্রিকা পরিচালনায় বিশেষভাবে সাহায্য করেন। পত্র-সাহিত্যরচনা (Epistolary Writing) প্রণালীতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। Art Critic ব'লেও তাঁর খ্যাতি ছিল। রচিত গ্রন্থ: 'অপরিচিতের পত্র', 'পঞ্চমুখী' প্রভৃতি। [১৪৯]

প্রকাশানন্দ স্বামী (১৮৭৪ - ?)। পিতা আশুতোষ চক্রবর্তী। পূর্বনাম সুশীলচন্দ্র। স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হন। ১৯০৬ খ্রী· বেদান্ত প্রচারের জন্য আমেরিকা যান। সানফ্রানসিসকোর হিন্দু মন্দিরের ও শান্তি মন্দিরের অধ্যক্ষ এবং 'Voice of Freedom' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। [২৫, ২৬]

প্রগল্‌ভাচার্য (আনু· ১৪১৫ - ?)। অপর নাম শুভঙ্কর। পিতা নরপতি মহামিশ্র প্রগল্‌ভের ন্যায়গুরু, অনুভবানন্দ তাঁর বেদান্তের অধ্যাপক এবং জ্ঞানানন্দ তাঁর পরমগুরু ছিলেন। কাশীতে অধ্যয়ন সমাপ্তির পর তিনি অধ্যাপনা ও বহু গ্রন্থ রচনা করে যথেষ্ট খ্যাতিমান হয়েছিলেন। তাঁর গ্রন্থ-রচনাকাল আনু· ১৪৫০ - ৭০ খ্রী। পদ্মনাভ মিশ্র বহুস্থলে তাঁকে পক্ষধরের প্রবল প্রতিপক্ষরূপে বর্ণনা করেছেন। রঘুনাথ শিরোমণির সর্বাতিশায়ী সম্প্রদায়ের অসামান্য প্রতিষ্ঠা কাশীতে পরিব্যাপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রগল্‌ভাচার্যের প্রাধান্যই সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁর রচিত 'তত্ত্বচিন্তামণি'র টীকার প্রতিলিপি এখনও ভারতের বিভিন্ন পুথিশালায় পাওয়া যায় এবং তাঁর 'উপমানসংগ্রহ'-এর পুথি এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আছে। [৯০]

প্রজ্ঞানন্দ স্বামী। কলিকাতা। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় যে-সমস্ত ধর্মীয় নেতা বিপ্লবকর্মে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। প্রকৃত নাম দেবব্রত বসু। বিপ্লবী যুগান্তর দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আলীপুর বোমা মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাই-এর স্বীকারোক্তির ফলে তিনি ধৃত হন। পরে ছাড়া পান। বিপ্লবী নেতা কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় তাঁর কাছেই প্রথম বাস করেন। কিছুদিন পর রাজনীতি ত্যাগ করেন এবং রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। [৩৫, ৯২, ৯৮, ১২৪]

প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী, স্বামী (১২·৮·১৮৮৪ - ৫·২·১৯২১) উজিরপুর—বরিশাল। ষষ্ঠীচরণ মুখোপাধ্যায়। পূর্বনাম সতীশচন্দ্র। দারোগা পিতার কর্মস্থল গলাচিপায় জন্ম। ১৯০১ খ্রী· প্রবেশিকা পাশ করে ঢাকায় এফ·এ· পড়েন। উজিরপুর স্কুলে দু'বছর শিক্ষকতার পর বঙ্গভঙ্গ-রোধ আন্দোলনে যোগ দেন। এরপর বরিশাল শহরে এসে মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের ব্রজমোহন ইন্‌স্টিটিউশনে শিক্ষকতা করেন। ক্রমে স্বদেশবান্ধব সমিতির সহ-সম্পাদক হন। রসায়ন অধ্যাপক সতীশ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সম্পাদক। বরিশালে স্বদেশবান্ধব সমিতি সে-সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী সংগঠন ছিল। তাঁরই চেষ্টায় ১৯০৬ খ্রী· থেকে বরিশালে 'যুগান্তর' বিপ্লবী দলের ঘাঁটি তৈরি হয়। এই কারণে তিনি শিক্ষকতা ত্যাগ করেন। তখন থেকে একাহারে কায়ক্লেশে ভরণপোষণ চালাতে থাকেন। ১৮১৮ খ্রী· ৩নং রেগুলেশনে বাঙলার ৯ জন নেতার সঙ্গে ১৯০৮ খ্রী· অশ্বিনীকুমার ও সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বন্দী হলে স্বদেশবান্ধব সমিতির দেড়শতাধিক শাখার পরিচালন-ভার তাঁরই ওপর পড়ে। জানুয়ারী ১৯০৯ খ্রী· সরকার এই প্রতিষ্ঠানটিকে বেআইনী ঘোষণা করে। বরিশালে 'যুগান্তর' দলের কেন্দ্ররূপে 'শঙ্কর মঠ' গঠন করেন। প্রকাশ্যে তাঁর আদর্শ ছিল বেদান্ত প্রচার। ১৯০৯ খ্রী· থেকে কাশীতে যাতায়াত শুরু করেন। বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ও শচীন সান্যালের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। সেখানেও একটি বিপ্লবী ঘাঁটি গড়ে ওঠে। বিপ্লবী দল গঠন ছাড়াও কাশীতে বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা ও পাঠও চালাতেন। ১৯১৩ খ্রী· কাশীর শঙ্করাচার্য সরস্বতীর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ১৯১৫ খ্রী· কলিকাতায় অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে বাসকালে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। বিপ্লবী নেতারা তাঁর পরামর্শ নিতেন। কাশীতে তাঁর জনপ্রিয়তা ও বিপ্লবী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার মার্চ ১৯১৬ খ্রী· তাঁকে ভারতরক্ষা বিধানে গ্রেপ্তার করে স্বগ্রামে অন্তরীণ রাখে। পরে বরিশাল শঙ্কর মঠে বাস করবার অনুমতি পান। এই সময় আত্মগোপনকারী বিপ্লবী নেতা যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ও নলিনী কর বরিশালে স্বামিজীর সঙ্গে আলোচনা করতে আসতেন। পরে সরকার তাঁকে মেদিনীপুরের মহিষাদলে অন্তরীণ করে। এখানে শুধু গ্রামের সাধারণ মানুষই নয়, সরকারী কর্মচারী ও মহিষাদলের রাজাও তাঁর ভক্ত ছিলেন। পরপর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। ১৯২০ খ্রী· মুক্ত হয়ে কলিকাতায় আসেন। কিন্তু মহিষাদলের শান্ত পরিবেশ ভাল লাগায় আবার ওখানেই ফিরে যান। পুনরায় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মহিষাদল ত্যাগ করেন। কলিকাতায় তাঁর শিষ্য

যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে মৃত্যু। তাঁর অনুগামীরা কলিকাতায় তাঁর নামে ১৯২০ খ্রী· 'সরস্বতী লাইব্রেরী' ও ১৯২৩ খ্রী· 'শ্রীসরস্বতী প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। রচিত গ্রন্থ: 'রাজনীতি', 'বেদান্তদর্শনের ইতিহাস', 'কর্মতত্ত্ব', 'সবলতা ও দুর্বলতা' প্রভৃতি। [১, ১০, ৮২, ১২৪]

প্রজ্ঞাবর্মা। এই বাঙালী বৌদ্ধ পণ্ডিত কাপট্য-বিহারের অন্যতম আচার্য ছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রের উপর ২টি টীকা এবং ধর্মকীর্তির হেতুবিন্দু-প্রকরণ নামক ন্যায়গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। [৬৭]

প্রণব রায় (১৯০৮ - ৮·৮·১৯৭৫)। কলিকাতার সাবর্ণ চৌধুরীদের বংশধর। প্রখ্যাত গীতিকার। কলেজ জীবনে স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কারারুদ্ধ হন। জেল থেকে বেরিয়ে গান লিখতে আরম্ভ করেন। তাঁর রচিত চারটি গান কাজী নজরুলের অনুমোদনে ১৯৩৪ খ্রী· শারদীয়া পূজা উপলক্ষে হিজ মাষ্টারর্স ভয়েস রেকর্ডে প্রথম প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে কমলা ঝরিয়ার কণ্ঠে তুলসীদাস লাহিড়ীর সুরে দুটি ভাটিয়ালী গান—'ও বিদেশী বন্ধু' এবং 'যেথায় গেলে গাঙের চরে'—অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। তারপরে দীর্ঘ চল্লিশ বছরে তিনি দুই হাজারেরও বেশী গান লিখেছেন। সহজ কথায় হালকা ছন্দে যে-কোনও ভাব বা অনুভূতিকে প্রকাশ করার তাঁর বিশেষ ক্ষমতা ছিল। তাঁর রচিত 'চিঠি', 'সাতটি বছর আগে', 'আমার সোনা, চাঁদের কণা' প্রভৃতি কাহিনী-সঙ্গীতে নবতর সংযোজন। চলচ্চিত্রের জন্য তিনি প্রথম সঙ্গীত রচনা করেন 'পণ্ডিত মশাই' কথাচিত্রে (১৯৩৬)। এ ছবির তিনি অন্যতম গীতিকার ছিলেন। পরে এককভাবে বা অন্য গীতিকারের সঙ্গে তিনি বহু কথাচিত্রের জন্য গান লিখেছেন। পরিবেশ অনুযায়ী কাব্যগুণ-সমন্বিত তাঁর গানগুলি একদা খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। কয়েকটি কথাচিত্রের কাহিনী, সংলাপ ও চিত্রনাট্যও তিনি রচনা করেছিলেন। পরিচালক হিসাবে তাঁর প্রথম ছবি—'রাঙামাটি' (১৯৪৯)। তাঁর রচিত কিছু গোয়েন্দা-কাহিনীও আছে। [১৭]

প্রণবানন্দ, স্বামী (১৮৯৬ - ৮·২·১৯৪১) বাজিতপুর—ফরিদপুর। বিষ্ণুচরণ ভুঁইয়া। পূর্বাশ্রমের নাম বিনোদ। প্রণবসাধনায় সিদ্ধিলাভ করে স্বামী প্রণবানন্দ নামে পরিচিত হন। ১৯১৩ খ্রী· গোরক্ষপুরে যোগিরাজ গম্ভীরনাথজীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বাঙলার স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত বিপ্লবী যুবকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকায় একবার গ্রেপ্তার হন ও পরে মুক্তি পান। ১৯১৭ খ্রী· লোকসেবা ও গঠনমূলক কার্যসূচী নিয়ে বাজিতপুরে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২১ খ্রী· আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অনুরোধে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত সুন্দরবন অঞ্চলে একটি অস্থায়ী সেবাশ্রম খুলে সেবাকার্যে ব্রতী হন। ১৯২৩ খ্রী· থেকে এই সেবাশ্রম 'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ' নামে পরিচিত হয় এবং ধীরে ধীরে এই সঙ্ঘের কর্মকেন্দ্র সম্প্রসারিত হতে থাকে। বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে বহু মিশন-মন্দির স্থাপন করেন এবং পরবর্তী কালে তাঁর শিষ্য ও প্রশিষ্যেরা ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর অন্যান্য বহু স্থানে সেবা ও প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সেবাশ্রমের কর্মীদের জন্যই বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে পাণ্ডাদের উপদ্রব অনেকটা কমে। [৩, ২৬]

প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় (২১·২·১৮৮৭ - ১৯৮২)· মাদারিপুর—ফরিদপুর। যুগান্তর পার্টির সদস্য ছিলেন। পরে গান্ধীজীর জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁর স্ত্রী শৈবলিনী দেবীও তাঁকে রাজনৈতিক কাজে সাহায্য করতেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সংস্পর্শে এসে স্বরাজ্য পার্টির একজন সংগঠক হয়ে ওঠেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় মোট ১৫ বছর কারাগারে বন্দী থাকেন। ১৯৫২ - ৬৫ খ্রী· বিধান পরিষদের ডেপুটী চেয়ারম্যান এবং ১৯৬৯ খ্রী· বিধান পরিষদ উঠে যাওয়া পর্যন্ত তার চেয়ারম্যান ছিলেন। 'নায়ক', 'মর্মবাণী' ও মাতৃভূমি' দৈনিকের সম্পাদনা করেন। রচিত গ্রন্থ: প্রজাশক্তি', 'সুরুচির ভাগ্য', 'প্রগতি', 'দশানব' প্রভৃতি। [১৬]

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ (২৫·১২·১৮৪৫ - ১৯২১)। গুরশুনা—চব্বিশ পরগনা। ডিরোজিয়ান হরচন্দ্র। বি·এ· পাশ করে এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী গ্রন্থাগারিক হিসাবে কয়েকবছর কাজ করেন। পরে কলিকাতার ডিড ও জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন। ১৮৬৫ - ৮০ খ্রী· কলিকাতায় জাস্টিস অব দি পীস এবং ১৮৮৫ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নিবাচিত হন। চাকরি জীবনেই বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন, অনুশীলন ও গবেষণায় মনোনিবেশ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মকরন্দ ঘোষের অধস্তন চতুর্দশ বংশধর রাম-ই মঞ্জুরাম মঞ্জুশ্রী। তিনি ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, পালি ও তিব্বতী ভাষা জানতেন। তাঁর রচিত বিশেষ উল্লেখযোগ্য উপন্যাস: 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' (২খণ্ড)। অনেকের মতে এটি প্রথম তথ্যনির্ভর ঐতিহাসিক উপন্যাস। এ ছাড়াও নানা বিষয়ে তাঁর বহু অমুদ্রিত রচনা আছে। নিজ বাড়িতে তাঁর সংগৃহীত পাথরের কাজ ও পাথরের খোদিত নানা পৌরাণিক মূর্তি দ্রষ্টব্য বস্তু হিসাবে উল্লেখযোগ্য। [১, ১৬, ২৬]

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার১ (২·১০·১৮৪০ - ২০·৫·১৯০৫) বাঁশবেড়িয়া—হুগলী। গিরিশচন্দ্র। হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়েন। ১৮৫৯ খ্রী· মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের প্রভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়ে প্রচারকার্যে ব্রতী হন। ধর্মপ্রচারের জন্য কয়েকবার ইউরোপ ও আমেরিকা এবং একবার জাপান যান। ১৮৯৩ খ্রী· শিকাগো বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে যোগদান করেন এবং সেখানেই স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে পরিচিত হন। কুচবিহার বিবাহ উপলক্ষে ব্রাহ্মদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে তিনি কেশবচন্দ্রের নববিধান সমাজেই থেকে যান। ১৮৭০ খ্রী· 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা এবং ১৮৮৫ খ্রী· থেকে কিছুদিন 'ইন্টারপ্রিটার' নামক ইংরেজী মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৮৮৯ - ১৮৯৫ খ্রী·

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন। ১৮৯১ খ্রী· 'Society for the Higher Training of Young Men' সমিতি গঠন করে তার সম্পাদক হন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেন্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে এই সমিতির নাম 'কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট' হয়। রচিত গ্রন্থ: 'Oriental Christ', 'Heartbeats', 'Spirit of God', 'The Life and Teachings of Keshab Chandra Sen' প্রভৃতি। [৩, ২৬, ৮২]

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার২ (১৮৫১ - ১৯২২) চাপড়া—নদীয়া। খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করে প্রথমে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। পরে অ্যালোপ্যাথিক ছেড়ে হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসায় ব্রতী হন ও অল্পকাল মধ্যেই প্রভূত সাফল্য অর্জন করেন। ১৮৯৩ খ্রী· আমেরিকায় 'World Columbian Exposition' নামক বিরাট সভায় চিকিৎসক হিসাবে আমন্ত্রিত হয়ে তার সহ-সভাপতি পদে বৃত হন। কলিকাতায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল ও স্কুল আছে। ডাঃ বিহারীলাল ভাদুড়ীর অল্পবয়স্কা বিধবা কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। [১, ২৫, ২৬]

প্রতাপচন্দ্র রায় (১৫·৩·১৮৪১ - ১৩·১·১৮৯৫) সাঁকো—বর্ধমান। রামজয়। সংসারে অভাব-অনটন থাকার জন্য তাঁর পিতা তাঁকে জনৈক ব্রাহ্মণের বাড়িতে পাঁচ বছর বয়সে রাখালি করতে পাঠান। ঐ ব্রাহ্মণ প্রতাপের শিক্ষালাভের আগ্রহ দেখে তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ১৬ বছর বয়সে কলিকাতায় এসে কালীপ্রসন্ন সিংহের কাছে চাকরি নেন এবং ক্রমে একটি বইয়ের দোকান খোলেন। এরপর ৭ বছরের পরিশ্রমে মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করেন। অনূদিত গ্রন্থের ২ হাজার খণ্ড বিক্রয়ের পর ১ হাজার খণ্ড বিনামূল্যে বিতরণ করেন। এই সময় তিনি একটি ছাপাখানাও করেছিলেন। 'রামায়ণ', 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' প্রভৃতি বহু পুরাণ গ্রন্থেরও তিনি বঙ্গানুবাদক। মহাভারতের মূলানুযায়ী ইংরেজী অনুবাদই তাঁর প্রধানতম কীর্তি। এইজন্য ১৮৮৯ খ্রী· ভারত সরকার কর্তৃক সি·আই·ই· উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন। [১, ৭, ২৫, ২৬]

প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজাবাহাদুর, সি·এস·আই· (১৮২৭ - ২৯·৭·১৮৬৬)। কান্দি—মুর্শিদাবাদ। কৃষ্ণসুন্দর ঘোষ। দত্তক পুত্র হিসাবে কলিকাতা পাইকপাড়ার সিংহ রাজপরিবারে গৃহীত হন। বাঙলার নাট্য আন্দোলনে তিনি ও তাঁর অনুজ ঈশ্বরচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় সংগঠিত 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা'র প্রতিষ্ঠা এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ৩১·৭·১৮৫৮ খ্রী· রামনারায়ণ তর্করত্ন লিখিত 'রত্নাবলী' নাটক দিয়ে এই নাট্যশালার উদ্বোধন হয়। ১৮৬১ খ্রী· নাট্যশালাটি বন্ধ হয়ে যায়। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি এবং বিদ্যাসাগরের বন্ধু ছিলেন। সৎকাজে অনেক দান করেছেন। তাঁর প্রদত্ত ৫০ হাজার টাকা থেকে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রথম কাজ শুরু হয় (১৮৪৮)। [১, ৫, ২২৬]

প্রতাপাদিত্য (আনু· ১৫৬০/৬১ - ১৬১০/১১) যশোহর। পিতা শ্রীহরি গৌড়-অধিপতি দায়ুদ খাঁর বিশ্বস্ত মন্ত্রী ছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে বিক্রমাদিত্য উপাধি ও যশোহর (চণ্ডীখান)-এর জমিদারী লাভ করেন। বঙ্গদেশের বার ভুঁইঞার অন্যতম প্রধান প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে ইংরেজ লেখকের লেখায় দেখা যায় প্রথম দিকে তিনি যশোহরের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধন এবং প্রজাহিতকর কার্য করেন। পরে অতিরিক্ত সাফল্যে অত্যন্ত গর্বিত ও নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিলেন। বাহুবলে পার্শ্ববর্তী রাজাদের রাজ্য করায়ত্ব করেন। যশোহর, খুলনা এবং ২৪ পরগনার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাঁর শাসনাধীনে ছিল। দিল্লীর বাদশাহ আকবরকেও অগ্রাহ্য করে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। অস্ত্র-চালনায় সুদক্ষ ছিলেন। তাছাড়া পর্তুগীজ রণকুশলী রডার সহায়তায় এক শক্তিশালী নৌবহর গড়ে তুলেছিলেন। সম্রাট আকবর-প্রেরিত মোগল সেনাপতিরা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। পরে জাহাঙ্গীরের আমলে ভবানন্দ মজুমদারের বিশ্বাসঘাতকতায় মোগল সেনাপতি মানসিংহের সঙ্গে সালকা ও মগরাঘাট উভয় স্থানের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করেন। বন্দী অবস্থায় দিল্লীর পথে বারাণসীতে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রতাপাদিত্যের আরাধ্যা দেবী যশোরেশ্বরীকে মানসিংহ নিয়ে তাঁর রাজ্য রাজস্থানের অম্বরে প্রতিষ্ঠা করেন। দেবীর সঙ্গে এ দেশীয় ব্রাহ্মণ পূজকও তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন। পর্তুগীজ মিশনারী ফন্‌সেকার প্রার্থনামতে প্রতাপাদিত্য তাঁর রাজধানী যশোহরে যে খ্রীষ্টান গির্জা নির্মাণের অনুমতি দেন সেটিই বঙ্গদেশের প্রথম গির্জা। [২২৬]

প্রতিভা গঙ্গোপাধ্যায় (এপ্রিল ১৯১৭ - ২৭·৪·১৯৪৯) ফরিদপুর। বিহারের চাঁইবাসায় জন্ম। অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রামে দারিদ্র্য ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কিছুটা লেখাপড়া শেখেন। কৈশোরে চুঁচুড়াতে বিপ্লবী দুই কাকা প্রাণতোষ ও পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে এসে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। ১৭ বছর বয়সে পাবনা জেলার এক অজ গ্রামে ব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর সঙ্গে বিবাহ হয়। ভাসুর সমাজসেবী হরেন্দ্রনাথের উৎসাহে গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় গড়ে তোলেন। ১৯৩৯ খ্রী· প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পাশ করে চুঁচুড়া বুড়াশিবতলায় ভারতী বিদ্যাভবনে প্রধান-শিক্ষিকার পদ পেয়ে শিশুপুত্রকে নিয়ে সেখানে আসেন। এখানে শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিচর্চা ও মহিলা সংগঠনের কাজ চালাতে থাকেন। ১৯৪০ খ্রী· কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ পান। হুগলী জেলার কৃষক আন্দোলনে কৃষক মেয়েদের সংগঠিত করেন। এ সময় ভারত রক্ষা আইনে কিছুদিন আটক থাকেন। ১৯৪৪ খ্রী· পার্টি বৈধ ঘোষিত হলে প্রকাশ্যভাবে পার্টির ও মহিলা সমিতির কাজ করেন। পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে

হুগলী জেলায় 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র শক্তিশালী কেন্দ্র গড়ে তোলেন। চব্বিশ পরগনা জেলার মহিলাদেরও সংগঠনের দায়িত্ব পালন করেন। জীবিকার জন্য গৃহশিক্ষকতা, পত্রিকার কাজ ও পত্রিকায় লেখা প্রকাশ করতেন। এই সময় সিটি কলেজে বাংলায় অনার্স নিয়ে বি.এ. ক্লাশে ভর্তি হন ও তালতলা স্কুলে শিক্ষিকার কাজ পান। রেডিয়োতে বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। ১৯৪৮ খ্রী. কৃষক আন্দোলনে জোতদারকে ধান না দেবার সংগ্রামে ডোঙ্গাজোড়ায় মেয়েদের সংগঠনের দায়িত্বে ছিলেন। ফেব্রু. ১৯৪৯ খ্রী. ডুবিরভেড়ী গ্রামের আন্দোলনে অনেক কৃষক রমণী শহীদ হন। এই সময়ে ব্যাপক ধরপাকড়ে বহু কমিউনিস্ট কারারুদ্ধ হন। জেলে অত্যাচারের বিরুদ্ধে, রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদার দাবিতে তাঁরা জেলের ভিতর সংগ্রাম শুরু করলে তাঁদের সমর্থনে বিভিন্ন সংগঠন থেকে এক-একদিন প্রতিবাদ মিছিল বার করা হয়। ২৭শে এপ্রিল মহিলাদের প্রতিবাদ মিছিলের উপর পুলিসের গুলি চললে লতিকা সেন, অমিয়া দত্ত ও গীতা সরকারের সঙ্গে তিনিও নিহত হন। [১৪৯]

প্রতিভা চৌধুরী (? ১৩২৮ ব.) জোড়াসাঁকো—কলিকাতা। হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বামী স্যার আশুতোষ চৌধুরী। তিনি দীর্ঘদিন হিন্দুস্থানী ও পাশ্চাত্য রীতিতে সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তাঁর দীক্ষাগুরু ছিলেন যদুভট্ট। ৮ বছর বয়সে পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতিনাট্যে 'সরস্বতী'র ভূমিকায় অভিনয় করেন। কয়েকটি দেশী বাদ্যযন্ত্র ও পিয়ানো বাজাতে জানতেন। সঙ্গীত শিক্ষা দেবার জন্য 'সঙ্গীত সঙ্ঘ' স্থাপন করেন। সঙ্গীততত্ত্বেও তাঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল। সঙ্গীত-বিষয়ক 'আনন্দ সঙ্গীত' পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। কয়েকটি বিদেশী ভাষা জানতেন। [১, ৮৭]

প্রতিভা দেবী (? - ১৯৪২) ফরিদপুর। রাজনীতি ও সমাজসেবার কাজে সক্রিয় ভূমিকা ছিল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মহিলা দল সংগঠন ও পরিচালনা করেন। ১৯৪২ খ্রী. কলিকাতায় মহিলা শোভাযাত্রীদের উপর পুলিসের গুলিবর্ষণের সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। [৪২]

প্রতিমা ঠাকুর (৫.১১.১৮৯৩ - ৯.১.১৯৬৯) কলিকাতা। শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়। অবনীন্দ্রনাথের ভগিনী বিনয়িনী দেবী তাঁর মাতা। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিধবা প্রতিমার বিবাহ হয়। তিনি রবীন্দ্রনাথ ও স্বামীর অনুবর্তিনী হয়ে বিশ্বভারতীর বিভিন্ন কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। বিচিত্র কারুশিল্পের প্রবর্তনে ও রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য পরিকল্পনায় তাঁর সহযোগিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত 'নির্বাণ' গ্রন্থে রবীন্দ্রজীবনের শেষ বর্ষের কাহিনী, 'স্মৃতিচিত্র' গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের কথা এবং 'নৃত্য' গ্রন্থে শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারা প্রভৃতি বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ আছে। 'চিত্রলেখা' তাঁর রচিত কবিতা ও কথিকার সঙ্কলন। চিত্রশিল্পিরূপেও তিনি নৈপুণ্য অর্জন করেছিলেন। [৩, ৪, ৮৭]

প্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৬.৪.১৮৯৪ - ৫.৭.১৯৫৭)। চাঁদপুরের নিকটবর্তী চালতাবাড়ি গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম। মহিমচন্দ্র। অনুশীলন সমিতির নারায়ণগঞ্জ শাখায় ছাত্রকর্মী হিসাবে বিপ্লবী জীবন শুরু। পরে নেতারূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। ১৯১৪ খ্রী. ধরা পড়ে বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। মুক্তিলাভের পর ১৯২৪ খ্রী. পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে ১৯২৮ খ্রী. পর্যন্ত রাজবন্দীরূপে থাকেন এবং ১৯২৭ খ্রী. ব্রহ্মের ইন্‌সিন্ জেলে প্রেরিত হন। ১৯২৯ খ্রী. ঢাকা শহর থেকে এম.এল.সি. নির্বাচিত হন। ১৯৩০ খ্রী. রাজশাহীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এবং পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে বিনাবিচারে ১৯৩৮ খ্রী. পর্যন্ত আটক থাকেন। ১৯৩৯ খ্রী. পূর্ববঙ্গ মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন কেন্দ্র থেকে এম.এল.এ. নির্বাচিত হন। ১৯৪০ খ্রী. পুনর্বার গ্রেপ্তার হয়ে নিরাপত্তা আইনে বন্দী হন। এই সময়ে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে জেলে অনশন করে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় সুভাষচন্দ্রের সঙ্গেই মুক্তি পান। এরপর সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৪৬ খ্রী. পর্যন্ত বিভিন্ন জেলে আটক থাকেন। ঢাকা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ও নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৪৭ খ্রী. দেশবিভাগের পর তিনি কলিকাতায় বসবাস করেন। [৩, ১০, ৫৬]

প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্যার (১৮৪৮ - ১৯১৭) কলিকাতা। জেনারেল অ্যাসেম্ব্লী স্কুলে শিক্ষারম্ভ। ১৮৬৯ খ্রী. এম.এ. এবং ১৮৭০ খ্রী. বি.এল. পাশ করে লাহোরে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। ১৮৯৪ খ্রী. প্রধান আদালতের বিচারপতি নিযুক্ত হন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম প্রণয়নে সাহায্য করে 'রায়বাহাদুর' উপাধি পান। ১৯০৪ থেকে ১৯০৯ খ্রী. পর্যন্ত পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়েই উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এল.এল.ডি. উপাধি প্রদান করে। [১]

প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১১.১১.১৯০২ - ২৫.২.১৯৭৪) হৃদয়পুর—নদীয়া। নগেন্দ্রনাথ। বিশিষ্ট চিত্রাঙ্কন-শিল্পী। ১৯২৩ খ্রী. দিনাজপুর জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক ও ১৯২৭ খ্রী. গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল থেকে পাশ করে অঙ্কন-বিদ্যাকে স্বাধীন পেশারূপে গ্রহণ করেন। অঙ্কনশিল্পিরূপে পরেশচন্দ্র মজুমদারের কাছে শিক্ষানবিশী করেছিলেন। তিনি বহু প্রকাশক-সংস্থার বিভিন্ন পুস্তকের অসংখ্য ছবি এঁকেছেন। কবিতা এবং ছোটদের উপযোগী বিভিন্ন-বিষয়ক রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। জ্যোতির্গণনা ও রেডিয়ো বিষয়ে তাঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল। শিশুপত্রিকা 'মাসপয়লা' এবং 'শুকতারা'র সঙ্গে শিল্পী হিসাবে যুক্ত ছিলেন। মধ্যপ্রদেশ সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে তাঁদের একটি বই-এর চিত্রালঙ্করণ করে প্রশংসা পান। রচিত ও অঙ্কিত গ্রন্থ: 'মিষ্টিছড়া', 'নলদয়মন্তী', 'ছোটদের

রামায়ণ, 'এক যে ছিল শেয়াল', 'রূপলেখা' এবং সুনির্মল বসুর সহযোগে 'অপরূপ কথা'। ১৯৫৭ খ্রী· নবদ্বীপ মণ্ডল কংগ্রেস কর্তৃক তিনি সংবর্ধিত হন। [১৪৯]

প্রতুলচন্দ্র সরকার, যাদুকর পি·সি· সরকার (২৩·২·১৯১৩ - ৬·১·১৯৭১) টাঙ্গাইল—ময়মনসিংহ। ভগবানচন্দ্র। আই·এ· পড়ার সময় যাদুবিদ্যা শেখেন এবং সুনাম অর্জন করেন। পরিবারে যাদুবিদ্যার চর্চা ছিল। তাঁর যাদুবিদ্যার গুরু গণপতি চক্রবর্তী। ১৯৩৩ খ্রী· থেকে যাদুবিদ্যাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে ১৯৩৪ খ্রী· প্রথম বিদেশ-ভ্রমণে যান এবং বর্মা, শ্যাম, সিঙ্গাপুর ও চীন সফর করেন। ক্রমে পৃথিবীর ৬০/৭০টি দেশে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যাদুকররূপে পরিগণিত হন। তিনিই প্রথম পাগড়ী মাথায় মহারাজার পোশাকে খেলা দেখাতেন। বহু প্রাচীন খেলার মূলসূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। সর্বশ্রেষ্ঠ স্টেজ ম্যাজিকের জন্য দু'বার নিউ ইয়র্ক থেকে যাদুবিদ্যার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'দি ফিনিক্স অ্যাওয়ার্ড' পান। এশিয়ায় একমাত্র তিনিই এ সম্মানের অধিকারী। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম 'গোল্ড বার' পুরস্কার, জার্মানী থেকে 'সুবর্ণ লরেল মালা' ও সর্বশ্রেষ্ঠ যাদুকরের সম্মান, ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মশ্রী' উপাধি প্রভৃতি লাভ করেন। অস্ট্রেলিয়ায় টেলিভিশনে, বি·বি·সি·তে, শিকাগোর ডাবলিউ· জি·এন·টি·ভি·তে ও নিউ ইয়র্কের এন·বি·সি·তে ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করেন। ১৯৬২ খ্রী· রুশ সরকারের আমন্ত্রণে সদলবলে মস্কো ও লেনিনগ্রাদে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করলে রুশ দেশও তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যাদুকর হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। তাঁর এক্স-রে আই, করাত দিয়ে মানুষ কাটা, ওয়াটার অফ ইন্ডিয়া প্রভৃতি খেলা অবিস্মরণীয়। রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির এবং আন্তর্জাতিক রোটারী ক্লাবের সদস্য ছিলেন। ভারত সরকার তাঁর নব-আবিষ্কৃত খেলাগুলিকে পেটেন্ট করে দিতেন। ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭০ খ্রী· শেষবারের মত জাপান যান এবং সেখানে আশাহিকাওয়ার নিকটবর্তী জিগেৎসু শহরে মারা যান। রচিত ১৬টি গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'ছেলেদের ম্যাজিক', 'ম্যাজিকের কৌশল', 'দেশে দেশে হিপ্‌নোটিজম্‌ মেসমেরিজম্‌', 'সম্মোহন বিদ্যা' প্রভৃতি। [১৬,২৬]

প্রতুল ভট্টাচার্য (১৬·১·১৯০০ - ২৯·৮·১৯৭৮) কেন্দুয়া—ময়মনসিংহ। গোবিন্দচন্দ্র। পাঠ্যাবস্থাতেই বিপ্লবী নেতা হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরীর প্রভাবে যুগান্তর দলের সঙ্গে যুক্ত হন। ময়মনসিংহে শিক্ষা শেষ করে কলিকাতায় আইন কলেজে পড়ার সময় বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টে আটক-বন্দী হিসাবে জেলে থাকেন। ১৯২৮ খ্রী· মুক্ত হন। ঐ বছরই কলিকাতা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর সহ-দলনেতার ভূমিকা গ্রহণ করেন। ঐ আধা সামরিক বাহিনী গঠন করার উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের প্রস্তুতি। ১৯৩০ খ্রী· তিন আইনে ধরা পড়ে ভারতের বিভিন্ন কারাগারে থাকেন। ১৯৩৮ খ্রী· মুক্তি পাবার পর থেকে আমৃত্যু কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসাবে ছিলেন। পূর্ব-বাঙলার মুক্তি আন্দোলনের সময় বহু রকমে এই আন্দোলনকে সাহায্য করেছেন। [১৪৯]

প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী, স্বামী (২৭·৮·১৮৮০ - ২২·১০·১৯৭৩) চন্দুলি—বর্ধমান। পূর্বাশ্রমের নাম প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়। দর্শনশাস্ত্র নিয়ে এম·এ· পাশ করলেও অঙ্ক এবং পদার্থবিদ্যায় তাঁর যথেষ্ট পড়াশুনা ছিল। শ্রীঅরবিন্দের অধ্যক্ষতার কালে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন-এ শিক্ষকতা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু। পরে রিপন কলেজে (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) দর্শনশাস্ত্র ছাড়াও অঙ্ক ও পদার্থবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। কিছুদিন 'সারভেন্ট' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ধর্মীয় জগতে তাঁর কর্মসাধনা প্রায় ৬০ বছর। তিনি ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ের চেষ্টা করেন। তাঁর গ্রন্থ 'Approaches to Truth'-এ তিনি অঙ্কের ধারণা দিয়ে দর্শনকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পান। তন্ত্রসাধনায় তিনি স্যার জন উডরফের সহকর্মী ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী : 'Metaphysics of Physics', 'Science and Sadhana' (6 vols), 'বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান', 'বেদ ও বিজ্ঞান' প্রভৃতি। [১৬]

প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর (১৭·৯·১৮৭৩ - ২৭·৮·১৯৪২) কলিকাতা। পাথুরিয়াঘাটার জমিদার শৌরীন্দ্রমোহন। জ্যেষ্ঠতাত যতীন্দ্রমোহন তাঁকে দত্তক নেন। বঙ্গীয় জমিদারদের নেতৃস্থানীয়, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শিল্প-সংগ্রাহক এবং ফটোগ্রাফিক সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া ও অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টসের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৮৯৮ খ্রী· তিনি ইংল্যান্ডের রয়াল ফটোগ্রাফিক সোসাইটির প্রথম ভারতীয় সদস্য হন। ১৯০২ খ্রী· সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে ইংল্যান্ডে যান এবং সমগ্র ইউরোপ ভ্রমণ করেন। ১৯০৬ খ্রী· 'নাইট' ও ১৯০৮ খ্রী· 'মহারাজা' উপাধি পান। ১৯৩৯ খ্রী· ইটালীর রাজা তাঁকে সম্মানসূচক 'অর্ডার' প্রদান করেন। রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'ডিভাইন মিউজিক' ও 'অ্যান্টিক্‌স্‌ বাই অ্যান অ্যান্টিকুয়েরিয়ান' উল্লেখযোগ্য। কাশীতে মৃত্যু। [৩, ৫]

প্রদ্যোতকুমার ভট্টাচার্য (১৩·১১·১৯১৩ - ১২·১·১৯৩৩) মেদিনীপুর। ভবতারণ। ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী দলের সভ্য হন। মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট রবার্ট ডগলাসকে হত্যার জন্য যে দু'জন যুবক আক্রমণ চালান প্রদ্যোত তাঁদের একজন। এই আক্রমণের ফলে ডগলাসের মৃত্যু ঘটে। ঘটনাস্থলের কাছে প্রদ্যোত রিভলবারসহ ধরা পড়েন। অনুসন্ধানে দেখা যায়, প্রদ্যোতের গুলিতে ম্যাজিস্ট্রেট নিহত হন নি। বহু অত্যাচার সত্ত্বেও প্রদ্যোত সঙ্গীর নাম প্রকাশ করেন নি। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। প্রকৃত হত্যাকারী ছিলেন প্রভাংশুশেখর পাল। [১০, ৪২, ৪৩]

প্রফুল্লকুমার ঘোষাল (১৮৯৯ - ১৯৭১)। বসিরহাটের খ্যাতনামা ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ। কলিকাতায় জন্ম। ছাত্রাবস্থায় অভিনয়ের দিকে ঝোঁক ছিল। বি-এস-সি পড়ার সময় উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যান্ড হয়ে আমেরিকায় যান। সেখানে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকে অর্জুনের ভূমিকায় এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' ইংরাজীতে অনুবাদ করে তাতে অভিনয় করেন। পরে হলিউডে যোগ দিয়ে ফিল্ম বিষয়ে শিক্ষা-লাভ করেন। 'Young Raja' বইটিতে টেকনিক্যাল ডিরেক্টর ছিলেন। টকির যুগে সিনেমাজগৎ ছেড়ে থিয়েটার গ্রুপে যোগ দেন। স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ায় এক স্যানাটরিয়মে থাকার সময় সাম্যবাদী পুস্তকাবলী পাঠ করে ঐ মতবাদের দিকে আকৃষ্ট হন। এর পর ভ্রাম্যমাণ বক্তা হিসাবে আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে সভা-সমিতিতে নানা বিষয়ে বক্তৃতা করে জীবিকা উপার্জন করতে থাকেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতের মুক্তিসংগ্রামের সহায়তাকল্পে আমেরিকায় প্রচারের জন্য 'The People of India' বইটি লেখেন। লেখকের নাম ছিল 'কুমার ঘোষাল'। তাঁর দ্বিতীয় বই 'The People in Colonies' ব্রিটেনে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু রাশিয়ান ও চীন ভাষায় তা অনূদিত হয়েছে। এরপর 'National Guardian' নামক কমিউনিস্টদের পত্রিকার সঙ্গে লেখক ও পরিচালক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। ভারত-চীন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে তাঁর মতভেদ হওয়ায় দলত্যাগ করেন। ভিয়েতনামের উপর একটি ছোট বই লিখেছেন যুক্তভাবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। [১৭৪]

প্রফুল্লকুমার বাগ (১৯২৫ - আগস্ট ১৯৪২) সরবেরিয়া—মেদিনীপুর। উমেশচন্দ্র। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের সময় মহিষাদল পুলিস স্টেশন আক্রমণে অংশগ্রহণকালে পুলিসের গুলিতে তিনি নিহত হন। [৪২]

প্রফুল্লকুমার সরকার (১৮৮৪ - ১৩·৪·১৯৪৪) কুমারখালি—কুষ্টিয়া। প্রসন্নকুমার। খ্যাতনামা সাংবাদিক। পাবনা জেলা স্কুল ও কলিকাতা জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ ইনস্টিটিউশনে শিক্ষালাভ করেন। ১৯০৫ খ্রী· বাংলায় প্রথম স্থান অধিকার করে বি·এ· পাশ করেন এবং বঙ্কিম পদক পান। ১৯০৮ খ্রী· বি·এল· পাশ করে ফরিদপুর ও ডাল্টনগঞ্জে কিছুকাল ওকালতি করেন। পরে ওড়িশার ঢেনকানল রাজপরিবারের গৃহশিক্ষক হন ও ক্রমে দেওয়ান-পদ লাভ করেন। এরপর বন্ধু সুরেশচন্দ্র মজুমদারের আহ্বানে এবং সহযোগিতায় তিনি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠা করেন (প্রথম প্রকাশ ১৩ মার্চ ১৯২২)। ৯ সেপ্টেম্বর ১৯২২ খ্রী· বাঘা যতীনের জীবনী ও তাঁর বিষয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করে কারারুদ্ধ হন। ১৯৪১ খ্রী· থেকে আমৃত্যু আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কথা ও প্রবন্ধ সাহিত্যে তাঁর রচনা উল্লেখযোগ্য। রচিত গ্রন্থ: 'ভ্রষ্টলগ্ন', 'অনাগত', 'বালির বাঁধ', 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু', 'জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ', 'শ্রীগৌরাঙ্গ' প্রভৃতি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর স্ত্রী নির্ঝরিণীদেবী (১৮৯৪ - ১৭·১·১৯৬৩) কংগ্রেসী-কর্মী ও লেখিকা ছিলেন। ১৯৩০ খ্রী· ও ১৯৩২ খ্রী· স্বদেশী আন্দোলনে অংশ নিয়ে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। [৩, ১৬, ১৪৯]

প্রফুল্ল ঘোষ (১৯০০ - ৫·৪·১৯৮০)। প্রখ্যাত সাঁতারু। বিখ্যাত জিমন্যাস্ট প্রিয় বসুর কাছ থেকে জিমন্যাস্টিকস্ শেখেন এবং বোসেজ সার্কাসের সদস্য হিসাবে নানারকম খেলা দেখাতেন। ১৯২৩ খ্রী· বাঙলার সাঁতার প্রতিযোগিতায় ফ্রি স্টাইলের পাঁচটি বিষয়েই তিনি প্রথম হন। ১৯২৭ খ্রী· কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারে নিখিল ভারত সাঁতার প্রতিযোগিতায় ৫০ মিটারে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ঐ বছরই বোম্বাইয়ের ভিক্টোরিয়া সুইমিং ক্লাবের কোচ নিযুক্ত হওয়ায় অপেশাদার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ হারান। ১৯৩০ খ্রী· বোম্বাইয়ের চৌপাটিতে ভিক্টোরিয়া সার্কাসে যোগ দিয়ে নানা খেলা দেখাতেন। সেখানে তাঁর আকর্ষণীয় খেলা ছিল ফায়ার ডাইভিং। ১৯৩২ খ্রী· রেঙ্গুনের রয়্যাল লেকে ৭৯ ঘণ্টা ২৪ মিনিট সাঁতার কাটেন। ১৯৩৪ খ্রী· কলিকাতার হেদোয় (বর্তমান আজাদ হিন্দ বাগ) এক প্রতিযোগিতায় তিনি তখনকার ভারত চ্যাম্পিয়ান রাজারাম সাহুকে পরাজিত করেছিলেন। [১৮]

প্রফুল্ল চক্রবর্তী (? - ১·৫·১৯০৮) রংপুর। ঈশানচন্দ্র। উল্লাসকর দত্তের ফরমূলায় প্রস্তুত বোমা পরীক্ষাকালে দেওঘরে দীঘারিয়া পাহাড়ের কাছে বিস্ফোরণে নিহত হন। উল্লাসকরও এই বিস্ফোরণে আহত হয়েছিলেন। [৪৩]

প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ১ (৩·৩·১৮৮৩ - ২৭·৩·১৯৪৮) খারসুটি—যশোহর। প্রখ্যাত পালি পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ ঈশানচন্দ্র। হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা। ১৯০৩ খ্রী· ইংরেজীতে এম·এ· পাশ করেন এবং ১৯০৭ খ্রী· প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান। ১৯০৫ খ্রী· 'India as Known to Ancient and Mediaeval Europe' নিবন্ধ লিখে 'গ্রিফিথ স্মারক পুরস্কার' লাভ করেন। ১৯০৪ খ্রী· অস্থায়ীভাবে এবং ১৯০৮ খ্রী· থেকে একাদিক্রমে ৩১ বছর প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার পর ১৯৩৯ খ্রী· অবসর-গ্রহণ করেন। এই সময়ে সরকার তাঁকে উচ্চ খেতাব দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলে তাঁকে এমিরিটাস্ প্রফেসর করা হয়। আচার্য জগদীশচন্দ্রের পরে তিনিই প্রথম এই সম্মান পান। তাঁর পাণ্ডিত্য, ব্যাখ্যা-নৈপুণ্য ও পঠনভঙ্গির জন্য তিনি ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে, বিশেষত শেক্সপীয়রের ভাষ্যকার হিসাবে অপরাজেয় খ্যাতি অর্জন করেন। দানশীলতার জন্যেও পরিচিত ছিলেন। পিতার নামে ঈশান-অনুবাদমালা গ্রন্থরচনার জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৩০ হাজার টাকা দান করেন। পরে তাঁর লক্ষাধিক টাকা মূল্যের বিরাট গ্রন্থ-সংগ্রহও বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে যান। [১৪৯]

প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ২ (২৪.১২.১৮৯১ - ১৮.১২.১৯৮৩) মালিকান্দা—ঢাকা। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক পূর্ণচন্দ্র। স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী। তার আগে ১.৭.১৯৪৭ তারিখে তাঁর নেতৃত্বে দশজন মন্ত্রী নিয়ে ছায়া মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল্। ২রা জুলাই এই মন্ত্রিসভার সদস্যগণ শপথ গ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন বিভাগে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। ১৯১৯ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-এস-সি.। অল্পদিন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। পরে টাকশালে ডেপুটি অ্যাসেস মাস্টার নিযুক্ত হন। এই পদে তিনিই প্রথম ভারতীয়। ১৯২১ খ্রী. চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় মোট আট বছর কারারুদ্ধ থাকেন। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ প্রচারের জন্য ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'অভয় আশ্রম' গঠন করেন। ঢাকায় ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী দেশকর্মীদের সংস্পর্শে আসেন যাদের মধ্যে পুলিনবিহারী দাস অন্যতম। ১৯২৪ খ্রী. বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক, ১৯৩০ খ্রী. লবণ সত্যাগ্রহে অংশীদার ও ১৯৩৯ খ্রী. কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৪০ খ্রী. যুদ্ধের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে যোগ দেন। ১৯৪৭ খ্রী. স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হয়ে প্রশাসন-কার্যের উৎকর্ষের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ, দুর্নীতি দমনের চেষ্টা এবং দুর্নীতি রোধ অর্ডিনান্স জারী করেছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপক পরিকল্পনা এবং দু বছরের মধ্যে বাংলা ভাষাকে সরকারী ভাষারূপে পশ্চিমবঙ্গে প্রবর্তিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁর উদ্যোগে ১৫.১০.১৯৪৭ খ্রী. রাজশেখর বসু, সুনীতি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ শিক্ষাব্রতীদের নিয়ে বাংলা পরিভাষা কমিটি গঠিত হয়। সুরেশচন্দ্র মজুমদারের উদ্যোগে এবং তাঁর প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়ীটি রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির হাতে অর্পণ করা হয়। কংগ্রেসের উর্ধ্বতন মহলের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে মন্ত্রিপদ থেকে তাঁকে সরে আসতে হয়। ১৫.১.১৯৪৮ খ্রী. ডা. বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেসী দলের নেতা নির্বাচিত হন এবং পরিষদে কংগ্রেসী দলের সভায় তাঁর পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়। কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করে ১৯৫০ খ্রী. নবগঠিত 'কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি'র সম্পাদক হন। এই দল পরে সমাজতন্ত্রী দলের সঙ্গে মিলিত হয়ে 'প্রজাসমাজতন্ত্রী দল' নাম হয়। ১৯৫৭ খ্রী. মহিষাদল থেকে বিধানসভায় নির্বাচিত হন। ১৯৬৭ খ্রী. সাধারণ নির্বাচনে তিনি ঝাড়গ্রাম কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে আবার বিধান সভায় আসেন এবং অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রথম অ-কংগ্রেসী যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় যোগ দিলেও অল্পদিন পরেই ২.১১.১৯৬৭ তারিখে পদত্যাগ করে প্রোগ্রেসিভ ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (পি.ডি.এফ.) নামে নতুন এক ফ্রন্ট গঠন করেন। ২১.১১.১৯৬৭ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজ্যপাল তাঁর নেতৃত্বে পি.ডি.এফ. মন্ত্রিসভাকে শপথ গ্রহণ করান। যদিও তিন মাস পরেই তাঁর মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। আজীবন গান্ধীবাদী, অকৃতদার প্রফুল্লচন্দ্রের শেষজীবন কাটত শ্রীঅরবিন্দচর্চায় এবং নিঃসঙ্গ স্মৃতিচারণায়। তাঁর লেখা বাংলায় 'প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি' এবং ইংরেজীতে 'অবিভক্ত বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস' বই দুটি উল্লেখযোগ্য। জার্মান, সংস্কৃত, হিন্দী ও গুজরাতি ভাষাও খুব ভাল জানতেন। সারাভারত গ্রামীণ শিল্প পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, কিছুদিন হরিজন সেবক সমিতির সভাপতি এবং গান্ধী সেবাসংঘের কর্মপরিষদের সদস্য ছিলেন। আইনস্টাইন প্রমুখ বহু যুগন্ধর পুরুষের তিনি সান্নিধ্যলাভ করেছিলেন। [১৬]

প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯ - ৫.৮.১৯০০) নারায়ণপুর—নদীয়া। শিবচন্দ্র। মামজোয়ানী গ্রামে 'ব্যবস্থা-দর্পণ' গ্রন্থ-রচয়িতা শ্যামাচরণ সরকারের অবৈতনিক ইংরেজী বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়বার সময় পিতৃবিয়োগ ঘটায় মাত্র ১৫ বছর বয়সে আড়ংঘাটায় রেলওয়ে অফিসে কাজ নেন। এরপর বিভিন্ন জায়গায় কাজ করবার পর ১৮৬৬ খ্রী. দার্জিলিং লাইনে কাবাগোলা ডাকঘরে কেরানী নিযুক্ত হন। পরে এই ডাক বিভাগের কাজে নিপুণতার পরিচয় দিয়ে মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে ১৯০০ খ্রী. পূর্ববঙ্গের পোস্টমাস্টার-জেনারেল পদ লাভ করেছিলেন। নিজের চেষ্টায় বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত, ওড়িয়া, তেলেগু, ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা শেখেন। প্রাচীন হিন্দু রাজত্বের ইতিহাস রচনার জন্য বহু উপকরণ সংগ্রহ করেন। রচিত গ্রন্থ : 'বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত', 'মণিহারী', 'গ্রীক ও হিন্দু', 'অনুভূতি' প্রভৃতি। এছাড়াও দু'টি কবিতা গ্রন্থ ও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের একটি ইতিহাস রচনা করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'কৃত্তিবাস পণ্ডিত', 'বাঙলার প্রত্নতত্ত্ব' প্রভৃতি গবেষণামূলক প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সম্পাদক ছিলেন। পিতার নামে 'শিবনারায়ণপুর ডাকঘর' প্রতিষ্ঠা করেন। [১, ২]

প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৮৫ - ১৯৮২)। ধুবড়ির এক বিশিষ্ট ব্রাহ্ম পরিবারের সন্তান। কলিকাতা সিটি কলেজে পড়ার সময় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করায় কলেজ ছাড়তে হয়। ১৯০৬ খ্রী. আমেরিকা যান এবং ১৯১২ খ্রী. পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেটালর্জিতে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। আমেরিকার একজন প্রতিষ্ঠিত ধাতুবিদ্যাবিশারদ ছিলেন। অনেক বড় বড় পদ অলংকৃত করেছেন। রাশিয়ার একটি শিল্প কারখানার পত্তনের জন্য ১৯৩১ খ্রী. বিশেষজ্ঞ হিসাবে সেখানে যান। দীর্ঘদিন সোভিয়েত দেশে কাটিয়েছেন। তাঁর স্ত্রী রোজ অধ্যাপনা করতেন। দেশান্তরী হয়েও দেশের জন্য অনেক-কিছু করেছেন। 'টেগোর সোসাইটি', 'ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' প্রভৃতি সংস্থার মাধ্যমে আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয়দের সংগঠিত করার কাজে উদ্যোগী ছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন

সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে কাজ করতেন। আমেরিকায় ছাত্রাবস্থায় তিনি ১৯০৮ খ্রী· বিপ্লবী তারকনাথ দাসের সঙ্গে 'ফ্রী হিন্দুস্থান' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। ১৯১৪ খ্রী· 'হিন্দুস্থানীস টুডে' বুলেটিনের প্রকাশনায় এবং ১৯১৫ খ্রী· 'ফ্রেন্ডস অব ফ্রীডম ফর ইন্ডিয়ান সোসাইটি' স্থাপনে অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। [১৬]

প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আচার্য, স্যার (২·৮·১৮৬১ - ১৬·৬·১৯৪৪) রাড়ুলি—যশোহর (পরবর্তী কালে খুলনা)। হরিশ্চন্দ্র। প্রখ্যাত রসায়নবিদ, অধ্যাপক ও ভারতবর্ষে রাসায়নিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রথম ভারতীয় স্থাপয়িতা। কলিকাতা অ্যালবার্ট স্কুল থেকে ১৮৭৯ খ্রী· এন্ট্রান্স পাশ করে মেট্রোপলিটান ও প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়েন। বি·এ· পরীক্ষার আগে গিলক্রাইস্ট বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৮২ খ্রী· বিলাত যান। সেখানে প্রথমে বি·এস-সি· পাশ করেন এবং ১৮৮৭ খ্রী· রসায়নশাস্ত্রে মৌলিক গবেষণার জন্য এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি·এস-সি· ডিগ্রি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের হোপ পুরস্কার পান। ১৮৮৮ খ্রী· দেশে ফেরেন। ১৮৮৯ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়ন বিজ্ঞানে সহকারী অধ্যাপক এবং ১৯১১ খ্রী· প্রধান অধ্যাপক হন। ১৯১৬ খ্রী· ঐ পদ থেকে অবসর-গ্রহণ করার পর সদ্য-প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কলেজের রসায়ন বিভাগে 'পালিত অধ্যাপক' হন এবং ১৯৩৬ খ্রী· পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। অধ্যাপনার গুণে তিনি ছাত্রদের আকৃষ্ট করে একটি ভারতীয় রাসায়নিক বিজ্ঞানী গোষ্ঠীর সৃষ্টি করেন ও ভারতে রসায়নচর্চা এবং গবেষণার পথ উন্মুক্ত করেন। ১৯০১ খ্রী· স্থাপিত ভারতবর্ষের প্রথম রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধ প্রস্তুতের কারাখানা 'বেঙ্গল· কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড'-এর তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। বাঙলাদেশে বিবিধ শিল্পোন্নতিবিধানের এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য-প্রসারের প্রচেষ্টায় তাঁর উৎসাহ ছিল অদম্য। ১৯২৪ - ৪৪ খ্রী· তিনি যাদবপুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ছিলেন। ১৯২৪ খ্রী· তাঁর প্রেরণায় ও অর্থসাহায্যে 'ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। জীবনে দেশ-বিদেশ থেকে তিনি বহু সম্মান লাভ করেছেন। চিরকুমার প্রফুল্লচন্দ্র অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে গেছেন। ছাত্র-শিষ্যদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় প্রীতির বন্ধন ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী বীরদের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি ছিল। সর্ববিধ জাতীয় শিক্ষা ও শিল্পোদ্যোগের প্রতি অকৃপণ সহায়তা এবং মানব-কল্যাণে অর্জিত অর্থের অকাতর বিতরণ তাঁকে দেশবাসীর সামনে বিশিষ্ট করে তুলেছে। ইতিহাস, ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা প্রবর্তনের তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা। তাঁর রচিত আত্মচরিত 'Life and Experiences of a Bengali Chemist' এবং ইংরেজী ও বাংলায় লেখা বহুবিধ প্রবন্ধাবলী তাঁর সাহিত্য-সাধনার পরিচায়ক। বাংলায় রচিত 'বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' এবং 'অন্নসমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতিকার' তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনাকালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'History of Hindu Chemistry' (১৯০২ ও ১৯০৯) দুই খণ্ডে রচিত হয়। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীজীর খদ্দর-প্রচারে তিনি অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের সি·আই·ই· ও নাইট উপাধি ছাড়া দেশী-বিদেশী চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডিগ্রী পান এবং লন্ডন ও মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানিত সদস্যরূপে গ্রহণ করে। ১৯১০ খ্রী· রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের এবং ১৯২০ খ্রী· অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান সভার তিনি মূল সভাপতি ছিলেন। ১৯৩১ খ্রী· মিউনিক শহরের 'ডয়টসে' আকাদেমি ও ১৯৪৩ খ্রী· লন্ডন কেমিক্যাল সোসাইটি তাঁকে সম্মানিত সভ্যরূপে নির্বাচিত করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শিক্ষার উন্নতিকল্পে তিনি প্রায় ২ লক্ষ টাকা দান করেন। এছাড়াও দরিদ্র ছাত্রদের অর্থসাহায্য করতেন। জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা প্রভৃতি হিন্দুসমাজের বিবিধ কুসংস্কারের বিরোধী ছিলেন। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তাঁর ত্রাণকার্য উল্লেখযোগ্য। [৩, ৭, ২৫, ২৬]

প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৯০ - ১৯৭০)। কলিকাতার নিকটবর্তী বেহালার জমিদার সাবর্ণ চৌধুরী পরিবারের সন্তান। ১৯২০ খ্রী· গৌহাটির কটন কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। ১৯৪৪ খ্রী· অধ্যাপনা থেকে অবসর নেন। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংরেজী অধ্যাপক-রূপে স্বীকৃতি পান। পাণ্ডিত্য ছাড়াও সঙ্গীত, নাটক, সমাজসেবা ও খেলাধুলায় তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। আসামের লন টেনিস খেলার তিনিই প্রকৃত জনক। [১৪৯, ২০২]

প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী দ্রষ্টব্য **কাফি খাঁ**

প্রফুল্ল চাকী (ডিসে· ১৮৮৮ - ১·৫·১৯০৮) বিহারগ্রাম—বগুড়া। রাজনারায়ণ। রংপুরে অধ্যয়নকালে বাড়িতে কুস্তির আখড়া স্থাপন করেন। ১৯০৩ খ্রী· 'বান্ধব সমিতি'তে যোগদান করে ক্রমে বিপ্লবী দলের কর্মী হন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় রংপুরে প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি ছাত্রদের লাঠিখেলা ও মুষ্টিযুদ্ধ শিখিয়ে সৈন্যদের মত সংগঠিত করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে বারীন ঘোষ তাঁকে কলিকাতায় নিয়ে যান ও পূর্ববঙ্গের ছোটলাট ব্যামফিল্ড ফুলারের হত্যার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করেন। এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে তিনি মানিকতলার বোমার আড্ডায় এসে বাস করতে থাকেন। ১৯০৮ খ্রী· কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিংসফোর্ড জজরূপে মজঃফরপুরে বদলি হন। তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তিনি ও ক্ষুদিরাম বসু মজঃফরপুরে যান এবং ৩০ এপ্রিল ১৯০৮ খ্রী· সন্ধ্যায় একটি ফিটন গাড়িকে কিংসফোর্ডের গাড়ি মনে

করে তার উপর বোমা ছোঁড়েন। ঐ গাড়িতে মিসেস ও মিস কেনেডি ছিলেন, তাঁরা নিহত হন। এই ঘটনার পর তিনি সারারাত্রি হেঁটে সমস্তিপুর পৌঁছে ট্রেনে মোকামা-ঘাট রওনা হন। সেই গাড়িতেই দারোগা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। ভোরবেলা নন্দলাল সন্দেহক্রমে কয়েকজন কনস্টেবলের সাহায্যে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে গেলে নিজ রিভলবারের সাহায্যে আত্মহত্যা করেন। তাঁর ছদ্মনাম ছিল দীনেশ রায়। কিছুদিন পর বিপ্লবী সহকর্মীরা দারোগা নন্দলালকে হত্যা করে প্রফুল্ল চাকীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়। [৩, ১০, ৪২, ৪৩]

প্রফুল্ল দত্ত (১৯০২ - ১৫·১·১৯৮০)। অগ্নিযুগের বিপ্লবী নেতা ও বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স পার্টির অ্যাকশন স্কোয়াডের অন্যতম বিশিষ্ট সংগঠক। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক হন। ১৯২৮ খ্রী· কলিকাতার নিকটবর্তী বরানগরে 'শিল্পপীঠ' স্থাপন করে সেখানেই তিনি ভারতবর্ষে প্রথম স্পিরিট স্টোভ, স্পিরিট ল্যাম্প ও হ্যাজাক লাইট উৎপাদন করেন। ১৯৩৩ খ্রী· সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে ১৯৩৮ খ্রী· পর্যন্ত দেউল বন্দীশিবিরে আটক রাখে। [১৬]

প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম (২২·২·১৯১৪ - ২২·২·১৯৩৭) কাকসার—ত্রিপুরা। পিতা মোক্তার রজনীকান্ত আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কোর্ট বর্জন করেন। প্রফুল্লনলিনী যখন কুমিল্লা ফৈজন্নেসা গার্লস হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী তখন সহপাঠী শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরীকে তিনিই প্রথম বিপ্লবের পথ দেখান। ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে গুলি করায় শান্তি-সুনীতি বন্দী হন এবং পুলিস ১৫ ডিসেম্বর ১৯৩১ খ্রী· তাঁকেও গ্রেপ্তার করে। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণ না থাকায় তাঁকে ২২ মার্চ ১৯৩২ খ্রী· ডেটিনিউ হিসাবে জেলে ও বন্দীনিবাসে রেখে দেয়। এই সময় আই·এ· ও বি·এ· পাশ করেন। কুমিল্লা শহরে অন্তরীণ থাকা-কালে রোগাক্রান্ত হয়ে প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা যান। [২৯, ১৩৯]

প্রফুল্লময়ী দেবী (১৮৯১ - ?) বাণীবহ—ফরিদপুর। স্ত্রীশিক্ষানুরাগী বিপিনবিহারী। প্রফুল্লময়ী ১৮৯৯ খ্রী· জেলাবোর্ডের উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষা দিয়ে ফরিদপুর জেলায় সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেন। পরের বছর ফরিদপুর 'সুহৃদ-সম্মিলনী'র একটি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে পারিতোষিক পান। ১২ বছর বয়সে বিবাহ হয়। ১৯০৮ খ্রী· তাঁর কবিতা পুস্তক 'বীর বালক' প্রকাশিত হয়। অন্যান্য গ্রন্থ: 'পুষ্পপরাগ', 'ধাত্রীপান্না' (নাটক) প্রভৃতি [৪৪]

প্রফুল্লমুখী বসু (৩·১১·১৮৯৮ - ৮·৪·১৯৮৩) বানারীপাড়া—বরিশাল। কংগ্রেসকর্মী যোগেন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা। ১৩ বছর বয়সে বিবাহ হয়ে ১ মাসের মধ্যে বিধবা হন। পিতা পুনর্বিবাহ দিতে চাইলে অসম্মতি জানান। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে চরকা ও খদ্দরের প্রচারকার্য করতে থাকেন। ১৯৩৩ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনকালে বক্তৃতা ও প্রচারকার্য চালান। দু বার কারাবরণ করেন। কুমিল্লার ভগিনী নিবেদিতা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, ছাত্রী আবাসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং কুমিল্লার সারদাদেবী মহিলা সমিতির সম্পাদিকা ছিলেন। [১৬, ২৯]

প্রফুল্লরঞ্জন দাশ (১২৮৭ - ১৭·৫·১৩৭০ ব·)। আদি নিবাস তেলিরবাগ—ঢাকা। ভুবনমোহন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর অগ্রজ। খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী। বিলাত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ১৯০৬ খ্রী· কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। পাটনায় হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার পর ১৯১৭ খ্রী· পাটনার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে আইন ব্যবসায়ে ব্রতী হন। পরে বিচারপতির পদ লাভ করেন। ১৯২৯ খ্রী· মতবিরোধের জন্য পদত্যাগ করে পুনরায় আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। রচিত কাব্যগ্রন্থ: 'মথ অ্যান্ড দি স্টার'। এ ছাড়া দেশবন্ধুর 'নারায়ণ' পত্রিকাতেও কবিতা লিখতেন। সারা ভারত ব্যক্তি-স্বাধীনতা ইউনিয়ন, পাটনা বাঙালী সমিতি এবং সারা ভারত লন-টেনিস সমিতির সভাপতি ছিলেন। [৪]

প্রফুল্ল রায় (১৮৯১ ? - ২৮·১২·১৯৭১)। বি·এ· পাশ করার পর নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে যোগাযোগ করে 'সীতা' নাটকে 'শম্বুক' চরিত্রে অভিনয় করেন (১৯২৪)। ১৯২৫ খ্রী· জার্মান পরিচালক ফ্রানজ অসটেন্ পরিচালিত গৌতমবুদ্ধের জীবনী অবলম্বনে রচিত 'লাইট অফ এশিয়া' নির্বাক ছবিতে দেবদত্তের ভূমিকায় অভিনয় করেন। ঐ পরিচালকের পরবর্তী ছবি 'সিরাজ'-এর একটি টাইপ চরিত্রে তাঁকে দেখা যায়। 'থ্রো অফ এ ডাইস' ছবিতে অভিনয় করা ছাড়াও উক্ত পরিচালকের ভারতীয় সহকারী হিসাবে কাজ করেন। পরে তিনি নিজেই চিত্রপরিচালনায় অবতীর্ণ হন। তাঁর পরিচালিত নির্বাক ছবি: 'চাষার মেয়ে' (১৯৩১) ও 'অভিষেক' (১৯৩১)। তাঁর প্রথম সবাক ছবি 'চাঁদ সদাগর' ১৯৩৪ খ্রী· মুক্তি পায়। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ছবি: 'অভিজ্ঞান', 'ঠিকাদার', 'পরশমণি', 'মালঞ্চ' এবং 'ভাদুড়ী মশাই'। এ ছাড়াও কিছু হিন্দী ও উর্দু ছবি পরিচালনা করেন। [১৬, ১৭]

প্রবাসজীবন চৌধুরী (১৩·৩·১৯১৬ - ৪·৫·১৯৬১) সাঁতরাগাছি—হাওড়া। ডা· এম· এল· চৌধুরী। কৃতবিদ্য প্রবাসজীবন বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৩৯ খ্রী· তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় এম·এস-সি· ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৩ খ্রী· ইংরেজী সাহিত্যে এবং ১৯৪৪ খ্রী· দর্শনশাস্ত্রে কৃতিত্বের সঙ্গে এম·এ· পাশ করেন। ১৯৪৬ খ্রী· থেকে ১৯৫২ খ্রী· মধ্যে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি, স্যার আশুতোষ সুবর্ণপদক, গ্রিফিথ পুরস্কার, মোয়াট পদক ও ডি·ফিল· উপাধি লাভ করেন। ১৯৪৪ খ্রী· শিলং-এর সেন্ট অ্যান্টনী কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে কর্মজীবন শুরু। পাঞ্জাবের একটি কলেজে কিছুদিন পড়ান। পরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে পদার্থবিদ্যা, দর্শন ও ইংরেজী সাহিত্য পড়াতেন। ১৯৫৩ খ্রী· কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে দর্শন বিভাগের

প্রধানরূপে নিযুক্ত হন। ১৯৫৯ - ৬০ খ্রী· তিনি কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ভিজিটিং ফেলো' এবং দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিদর্শক অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। ১৯৬০ খ্রী· এথেন্সে অনুষ্ঠিত ৪র্থ আন্তর্জাতিক সৌন্দর্যতত্ত্ব (এস্‌থেটিক্স) কংগ্রেসের ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তাঁর দর্শন, বিজ্ঞান এবং সৌন্দর্যতত্ত্ব-বিষয়ক প্রবন্ধাবলী দেশ-বিদেশের বহু বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা: 'Elements of Scientific Philosophy', 'The World As I See It', 'Vedanta As a Scientific Philosophy', 'Science And Humanity', 'The Aesthetic Attitude in Indian Aesthetics', 'Studies in Comparative Aesthetics', 'Phylosophy of Science', 'Tagore on Literature and Aesthetics,' 'সৌন্দর্য দর্শন', 'ঈশ্বর সন্ধানে' প্রভৃতি। [১৪৯, ১৫৫]

প্রবীর সেন, পি·সেন (১৯২৫ - ২৭·১·১৯৭০) কলিকাতা (?)। অমিয়। কলিকাতার লা মার্টিনার স্কুলের ছাত্র পি· সেন 'খোকন' নামেই সবার প্রিয় ছিলেন। ক্রিকেটে উইকেট-কিপার হিসাবে খ্যাতি অর্জন করলেও ব্যাট এবং বলেও ভাল হাত ছিল। ১৯৪৭ - ৪৮ খ্রী· ভারতীয় দলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া সফর করেন এবং টেস্ট ক্রিকেট খেলার সুযোগ পান। তিনিই প্রথম বাঙালী যিনি সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়া দলের ডন ব্র্যাডম্যানকে স্ট্যাম্প-আউট করে তিনি উইকেট-কীপাররূপে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হন। 'ইন্ডিয়ান ক্রিকেট'র ১৯৫১ খ্রী· সংস্করণে তাঁকে ভারতের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯৫২ খ্রী· ইংল্যান্ড সফর করেন। ফুটবলেও তাঁর দখল ছিল। টেস্ট খেলা থেকে অবসর-গ্রহণের বেশ কিছু পরে খবরের কাগজে খেলা সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। [১৭]

প্রবোধকুমার বিশ্বাস (১৮৯৭ - ১৯৬৯) ভাতুড়িয়া—যশোহর। রামলাল। দিনাজপুর জেলা স্কুল থেকে পাশ করে ১৯১৪ খ্রী· কলিকাতা রিপন কলেজে ভর্তি হন। স্কুলের ছাত্ররূপেই অমৃত (শশাঙ্ক) হাজরার নিকট বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা নেন। পুলিসের অত্যাচারী ডি·এস·পি· বসন্ত চ্যাটার্জীকে হত্যার নির্দেশ পেয়ে অন্যান্যদের সঙ্গে ৩০·৬·১৯১৬ খ্রী· কার্য সমাধা করেন। বেশ কিছুদিন পুলিস তাঁর সন্ধান পায় নি। আমহার্স্ট রো'র মেস ছেড়ে মির্জাপুর স্ট্রীটে অবস্থান করে পড়াশুনায় মন দেন। হঠাৎ একদিন পুলিস সন্দেহক্রমে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পনেরো দিন কিড্‌ স্ট্রীটে রেখে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য অকথ্য অত্যাচার করে। অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে তাঁকে প্রেসিডেন্সী জেলের নির্জন কক্ষে বন্দী করে রাখে। পরে সেখান থেকে দালান্দা হাউসে বদলী হলে অভূতপূর্ব উপায়ে নলিনী ঘোষের সঙ্গে মুক্ত হয়ে চন্দননগরে পৌঁছান। পরে আসামে গৌহাটি আশ্রয়-কেন্দ্রে যান। সেখানে পুলিস-বেষ্টনী ভেদ করে আত্মগোপন করেন। কিছুদিন পরে গ্রেপ্তার হয়ে রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে স্টেট প্রিজনার ছিলেন। পরবর্তীকালে বিপ্লবী কার্যকলাপ থেকে অবসর নিয়ে কলিকাতা কর্পোরেশনে চাকরি করতেন। [১০৪, ১৪৩]

প্রবোধকুমার সান্যাল (৭·৭·১৯০৫ - ১৭·৪·১৯৮৩) কলিকাতা। রাজেন্দ্রলাল। প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং পরিব্রাজক। প্রথম গল্প 'মার্জনা' কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত (১৩৩০ ব·) হবার পর থেকেই তিনি ওই পত্রিকার নিয়মিত লেখকগোষ্ঠীর একজন হয়ে যান। ১৯২৮ খ্রী· তাঁর প্রথম উপন্যাস 'যাযাবর' প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখা 'মহাপ্রস্থানের পথে' ভ্রমণের সঙ্গে কাহিনী যোগ করে ভ্রমণকাহিনী সেই প্রথম। তাঁর বহুচলিত এবং আলোচিত উপন্যাস 'প্রিয়বান্ধবী' (১৯৩১) ও 'আঁকাবাঁকা' (১৯৩৯) এবং ছোটগল্প 'অঙ্গার'। বাল্যে পিতৃহীন হয়ে মাতুলালয়ে থাকাকালীন সংসার-জীবনের অভিজ্ঞতার কিছু কিছু বিবরণ আছে 'তুচ্ছ' গ্রন্থে। শিক্ষা স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুল ও সিটি কলেজে। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেছিলেন। জীবিকার জন্য ডাকঘরে, ছাপাখানায়, মাছের ভেড়িতে কাজ করেছেন। ১৯২৭ খ্রী· সেনাবাহিনীতে কেরানীর কাজ নিয়ে উত্তর-পশ্চিমের দুর্গম এলাকায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। ইংরেজী 'ফরওয়ার্ড' এবং 'বাংলার কথা'র নিয়মিত লেখক ছিলেন। ১৯৩৭ খ্রী· যুগান্তর পত্রিকার সাহিত্য বিভাগের সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। পরিব্রাজক লেখক হিসাবে বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান অনন্য। তাঁর জীবনের একটা বড় অংশ অতিবাহিত হয়েছে হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে। জীবিকায় অন্ত্যজ বহু মানুষের খুব কাছাকাছি হতে পেরেছিলেন। দুটি বিশ্বযুদ্ধ, জাতীয় আন্দোলন, দাঙ্গা, দেশভাগ এবং স্বাধীনতার স্বপ্নভঙ্গ মধ্যবিত্ত জীবনের কাঠামোকে কিভাবে নাড়া দিয়ে গেছে সে অভিজ্ঞতা তিনি তাঁর গল্পে নথিবদ্ধ করেছেন। এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও রাশিয়ার বহু অঞ্চল ঘুরে বেড়িয়েছেন। ১৯৭৮ খ্রী· ৭২/৭৩ বছর বয়সে উত্তরমেরু অভিযানে বেরিয়ে নরওয়ের পথে সেখানে পৌঁছান। কলিকাতা হিমালয়ান অ্যাসোসিয়েশন ও হিমালয়ান ফেডারেশন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৬ ও ১৯৫৭ খ্রী· নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৫৭ খ্রী· ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি-দলে পাকিস্তান সফরে যান। ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে আফ্রো-এশীয় সাহিত্য সম্মেলনে তাসখন্দে গিয়েছিলেন। প্রায় দেড়শতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা। অন্যান্য বিখ্যাত গ্রন্থ: 'নদ ও নদী', 'শ্যামলীর স্বপ্ন', 'উত্তর কাল', 'হাসুবানু', 'জলকল্লোল', 'দেবতাত্মা হিমালয়', 'উত্তর হিমালয় চরিত', 'রাশিয়ার ডায়েরী', 'পরিব্রাজকের ডায়েরী', 'পর্যটকের পত্র', 'বনস্পতির বৈঠক' প্রভৃতি। [১৬, ১৭]

প্রবোধচন্দ্র গুপ্ত (১২·৮·১৯০২ - ২·৪·১৯৮০) গাইবাঁধা—রংপুর। ভুবনমোহন। ১৯২১ খ্রী· গান্ধীজীর

সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে ঢাকার টাঙ্গীবাড়ীতে কংগ্রেস অফিস ও পরে একটি জাতীয় উচ্চবিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঐ অঞ্চলে সংগঠনমূলক কাজের জন্য 'যমুনালাল বাজাজ তহবিল' থেকে মাসিক ২৫ টাকা সাহায্য পেতেন। বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯২৭ খ্রী· সেখানের কাজ গুটিয়ে কলিকাতায় আসেন এবং জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়ের প্রেরণায় যুগান্তর দলে যোগ দেন। ১৯২৮ খ্রী· স্কটিশ চার্চ কলেজের বি·এ· ক্লাশের ছাত্র থাকা-কালে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন ও তার যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ঐ বছর কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে যুব-কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকদের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। ১৯২৯ খ্রী· জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে ঢাকার অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন।১৯৩০ খ্রী· চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের ঘটনার পর আত্মগোপন-কালে ধরা পড়ে হিজলী ও দেউলী ক্যাম্পে আটক থাকেন। এ সময় রাজনৈতিক পুস্তক পাঠ ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মার্ক্সবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯৩৮ খ্রী· মুক্তি পাবার পর ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে ঢাকা জেলায় তাঁর কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট করেন। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেও কংগ্রেসের আন্দোলন বর্জন করেন নি। কংগ্রেসকর্মীদের সঙ্গে সম্মেলন করার জন্য ১৯৩৮ খ্রী· তাঁর ৬ মাসের জেল হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে অন্তরীণ থাকা-কালে আত্মগোপন করে যুদ্ধবিরোধী পোস্টার ও পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ১৯৪৩ খ্রী· গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহৃত হলে প্রকাশ্যে জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রচারকার্যে অংশ নেন। ১৯৪৬ খ্রী· পারিবারিক কারণে পার্টির সারাক্ষণের কাজ ত্যাগ করে শিক্ষকতার চাকরি নিতে হয়। ১৯৫০ খ্রী· ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে কলিকাতায় চলে এসে নেতাজীনগর কলোনীতে বসবাস শুরু করেন। ১৯৫৪ খ্রী· কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে ফরওয়ার্ড ব্লক দলের সভ্য হন। এই দলের নির্বাচনী-নীতি সমর্থন না করতে পারায় ১৯৭২ খ্রী· দলের সদস্যপদ ত্যাগ করেন। নেতাজীনগর বিদ্যামন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। ১৯৫৭ খ্রী· স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন। [১৭৪]

প্রবোধচন্দ্র গুহ (১৮৮৫ ? - ২·৭·১৯৬৯) বানারিপাড়া—বরিশাল। 'আর্ট থিয়েটার' নামক প্রতিষ্ঠান ষ্টার থিয়েটারের পরিচালনা-ভার গ্রহণ করলে সরকারী চাকরি ছেড়ে উক্ত রঙ্গমঞ্চের সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করেন এবং আর্ট থিয়েটারের প্রথম উপহার অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জুন' নাটকের তত্ত্বাবধানে (১৯২৩) কৃতিত্ব দেখান। পরে মনোমোহন থিয়েটারে আসেন। ১৯৩১ খ্রী· 'নাট্য-নিকেতন' নামে নিজস্ব রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করেন। নাট্যনিকেতনের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা : 'মুক্তির উপায়', 'মা', 'পথের দাবী', 'চরিত্রহীন', 'সিরাজদ্দৌলা', 'কারাগার' ও 'কালিন্দী'। তাঁর প্রযোজিত বিভিন্ন নাটকে তিনকড়ি চক্রবর্তী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশ মিত্র, অহীন্দ্র চৌধুরী, নীহারবালা প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। রাণীবালা ও সরযূদেবী এই রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিত হন এবং নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত ও মন্মথ রায় তাঁর সংস্পর্শে এসে প্রতিভা-বিকাশের সুযোগ পান। দেশবিভাগের পর কিছুকাল পাকিস্তানে বাস করার সময় সেখানকার সিনেমা-শিল্পে আত্মনিয়োগ করেন। পাকিস্তান রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অন্যতম পরিচালক ছিলেন। [৪, ১৭]

প্রবোধচন্দ্র দে, এফ·আর·এইচ·এস· (১৮৬২ - ১৯৩৪)। খ্যাতনামা কৃষিবিদ্যা-বিশারদ। দেশী ও বিদেশী কৃষিবিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন এবং হাতে-কলমে কৃষিকার্য করে দক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি দ্বারভাঙ্গা মহারাজার বিখ্যাত বাগান, মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারের আম্রকানন, মহীশূরের রাজধানী বাঙ্গালোর শহরের বিখ্যাত উদ্যান এবং আসাম-তেজপুর রেলওয়ের বাগান রচনা করে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। 'কৃষিক্ষেত্র', 'মৃত্তিকাতত্ত্ব', 'কার্পাস চাষ', 'ভূমিকর্ষণ', 'সব্জীবাগ', 'গোলাপ বাড়ী' প্রভৃতি ১৮ টি গ্রন্থের রচয়িতা। [১, ৮১]

প্রবোধচন্দ্র পাল (? - ১৯৬৯)। চল্লিশ দশকের শেষদিকে কুচবিহার জেলার ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতৃস্থানীয় সংগঠক ছিলেন। সাহিত্যচর্চাও করেছেন। 'একক', 'নতুন সাহিত্য', 'পরিচয়' প্রভৃতি পত্রিকাতে রচনাবলী প্রকাশ করতেন। 'দেয়ালা' তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। তাঁর উপন্যাস 'শঙ্খ-হৃদয়' উত্তরবঙ্গের কৃষক জীবনের পটভূমিকায় রচিত। বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ এই সাহিত্যিক অভাবের তাড়নায় আত্মঘাতী হন। [৩২]

প্রবোধচন্দ্র বাগচী (১৮·১১·১৮৯৮ - ১৯·১·১৯৫৬) শ্রীকোল—যশোহর। পৈতৃক বাসস্থান খুলনা। ১৯১৪ খ্রী· মাগুরা হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা, ১৯১৮ খ্রী· কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে সংস্কৃত সাহিত্যে অনার্সসহ বি·এ· এবং ১৯২০ খ্রী· প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে এম·এ·, পাশ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃত বিভাগের লেকচারার হন। ১৯২১ খ্রী· স্যার আশুতোষ তাঁকে বিশ্বভারতী বিদ্যালয়ে পাঠালে তিনি সেখানে সিলভাঁ লেভির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অধ্যাপক লেভির আগ্রহে তিনি ১৯২২ খ্রী· নেপাল গিয়ে নেপাল দরবারের গ্রন্থাগারে রক্ষিত বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি-বিষয়ক পাণ্ডুলিপি নিয়ে কাজ করেন। এই সময় স্যার রাসবিহারী ঘোষ ট্র্যাভেলিং ফেলো হিসাবে জাপান ও ইন্দোচীন থেকে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে উপাদান সংগ্রহ করেন। ১৯২৩ খ্রী· প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে যান। ১৯২৩ - ২৬ খ্রী· ভোট ও চীনা ভাষা এবং বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা করেন। এই গবেষণার ফল—ফরাসী ভাষায় তিন খণ্ডে রচিত 'চীনদেশে বৌদ্ধশাস্ত্র (Le Canon Bouddhique En Chine)'এবং দু'খণ্ডে 'দুইখানি সংস্কৃত-চীনা অভিধান' (Deux Lexiques

Sanskrit-Chinois) গ্রন্থ। এই গ্রন্থ দু'টির জন্য প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Docteur-e´-Letters ডিগ্রী পান। ১৯২৬ খ্রী· দেশে ফিরে দোঁহাকোষ, চর্যাপদ ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য দ্বিতীয়বার নেপালে যান। এরপর ১৯৩০ - ৪৪ খ্রী· পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজে রত থাকেন। এই সময়ে তাঁর রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলীর মধ্যে 'দোঁহাকোষের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ', 'চর্যাপদের মূল পাঠ ও ব্যাখ্যা', 'Studies in the Tantras', ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৪ খ্রী· থেকে নিজ চেষ্টায় 'Sino-Indian Studies' নামে চীন-ভারত সংস্কৃতি-বিষয়ক ত্রৈমাসিক গবেষণা-পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করতে থাকেন। ১৯৪৫ খ্রী· বিশ্বভারতীর চীনাভবনে গবেষণা বিভাগের অধ্যক্ষ হিসাবে যোগ দেন। ১৯৪৭ খ্রী· পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে অধ্যাপকরূপে চীনদেশে যান। ১৯৪৮-৫১ খ্রী· মধ্যে বিশ্বভারতীর প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যক্ষ এবং পরে বিদ্যাভবন গবেষণা বিভাগের অধ্যক্ষ হন। বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়রূপে পরিগণিত হলে তিনি ইতিহাসের অধ্যাপক এবং স্নাতকোত্তর বিভাগের অধ্যক্ষ হন। ১৯৫২ খ্রী· বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের নেতৃত্বে ভারতীয় সংস্কৃতি সঙ্ঘের সদস্যরূপে পুনরায় চীনদেশে যান। ১৯৫৪ খ্রী· বিশ্বভারতীর উপাচার্য হন। কর্মরত অবস্থায় হৃদ্‌রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। [৩]

প্রবোধ দাশগুপ্ত (১৯০০ - ২৬·৪·১৯৭৪)। আদি নিবাস বিক্রমপুর—ঢাকা। কুমিল্লা অভয় আশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। ১৫ বছর বয়সে প্রফুল্ল দাশগুপ্তের প্রেরণায় অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। ডাঃ নৃপেন বসু এবং ডাঃসুরেশ ব্যানার্জি তাঁর সহকর্মী ছিলেন। রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করায় ইংরেজ আমলে কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। দেশ স্বাধীন হবার পর তিনি তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে থাকেন। সেখানে আয়ুব শাহীর শাসনকালে এক বছর কারাবাস করেন ও সাড়ে চার বছর নজরবন্দী থাকেন। অকৃতদার ছিলেন। [১৬]

প্রবোধ ভট্টাচার্য (? - ১৯১৬) রাজশাহী। রাজশাহী কলেজের ছাত্র ছিলেন। ১৯১৬ খ্রী· তিনি ললিতেশ্বর রাজনৈতিক ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করেন। পুলিসের গুলিতে তাঁর মৃত্যু হয়। [৪২, ১০১]

প্রভা (১৯০৩ - ১৯৫২)। খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী। ১৯১৫ খ্রী· বেঙ্গল থিয়েটার মঞ্চে অভিনয় শুরু। ১৯২১ - ২২ খ্রী· বেঙ্গল থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানীর অধীনে এবং আরও পরে শিশিরকুমার ভাদুড়ী পরিচালিত রঙ্গালয়গুলিতে অভিনয় করেন। ১৯৩০ - ৩১ খ্রী· শিশিরকুমারের সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমেরিকা গিয়ে সীতার ভূমিকায় অভিনয় করে সুখ্যাতি পান। অন্যান্য সম্প্রদায়েও অভিনয় করেছেন। উল্লেখযোগ্য চরিত্রাবলী: 'সীতা', 'অহল্যা','ইন্দুমতী', 'বিষ্ণুপ্রিয়া', 'সুমিত্রা' প্রভৃতি। চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন। স্নেহময়ী অথচ তেজস্বিনী পার্শ্বচরিত্রে তিনি বিশেষ অভিনয়-নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। [৩, ১৪০]

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়১ (৩·২·১৮৭৩ - ৫·৪·১৯৩২)। আদি নিবাস গুরুপ—হুগলী। জয়গোপাল। ১৮৮৮ খ্রী· জামালপুর হাই স্কুল থেকে এন্ট্রান্স এবং ১৮৯৫ খ্রী· পাটনা কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করে ১৯০১ খ্রী· বিলাত যান। ১৯০৩ খ্রী· ব্যারিস্টার হয়ে দেশেফেরেন। ৮ বছর গয়ায় আইন ব্যবসায় করেন। ১৯১৬ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের অধ্যাপক হন। ছাত্রাবস্থায় 'ভারতী' পত্রিকার মাধ্যমে কবিতা রচনা দিয়ে সাহিত্যজীবন শুরু। পরে গদ্যরচনায় হাত দেন। শ্রীমতী রাধামণি দেবী ছদ্মনামে লিখে কুন্তলীনের প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। 'প্রদীপ', 'প্রবাসী' ও 'ভারতী' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। রচিত ১৪ টি উপন্যাস ও শতাধিক গল্পের মধ্যে 'রত্নদীপ' শ্রেষ্ঠ উপন্যাসরূপে স্বীকৃত এবং এটির নাট্য ও চিত্ররূপও জনপ্রিয় হয়। শ্রীজানোয়ারচন্দ্র শর্মা ছদ্মনামে রচিত 'সুক্ষ্মলোম পরিণয়' পঞ্চাঙ্ক নাটকটি 'মর্মবাণী'তে প্রকাশিত। ইংল্যান্ড সম্বন্ধেও নানা প্রবন্ধ লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য অন্যান্য গ্রন্থ: 'অভিশাপ' (ব্যঙ্গকাব্য), 'গল্পবীথি', 'হতাশ প্রেমিক ও অন্যান্য গল্প', 'সিন্দুর কৌটা', 'দেশী ও বিলাতী', 'সতীর পতি', 'রমাসুন্দরী' প্রভৃতি। সরল, অনাবিল হাস্যরসের গল্পলেখকরূপেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। [১, ৩, ৭, ২৫, ২৬, ২৮]

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়২ (২৫·৭·১৮৯২ - ৮·১১·১৯৮৫) নদীয়ার রাণাঘাটে জন্ম। নগেন্দ্রনাথ। প্রখ্যাত রবীন্দ্র জীবনীকার। উকিল পিতার কর্মক্ষেত্র বিহারের গিরিডিতে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু। ১৯০৭ খ্রী· বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে তিনি বিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হন। ১৯০৮ খ্রী· জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রবর্তিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করে দশ টাকা বৃত্তি পান। পিতার মৃত্যু ও নিজের রুগ্নতার জন্য কলেজে পড়া তাঁর হল না। ১৯০৯ খ্রী· শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যোগ দেন। সেই থেকেই তাঁর শান্তিনিকেতনে বাস। দুবছর (১৯১৬ - ১৮) কলিকাতার সিটি কলেজের গ্রন্থাগারিক হয়েছিলেন। ১৯১৮ খ্রী· পাঠভবনের শিক্ষকতার ও গ্রন্থাগারিকের কার্যভার নিয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। ১৯২৬ খ্রী· থেকে কলেজ শাখায় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইতিহাসেই তাঁর উৎসাহ ছিল বেশি। তবে সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়েও ক্লাশ নিতেন। গ্রন্থাগারিকরূপে তিনি ছিলেন বিশ্বজ্ঞানের ভাণ্ডারী। সারাজীবন জ্ঞানের সাধনায় কাটিয়েছেন। জাতীয় জাগরণের দিনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে লিখেছেন 'প্রাচীন ইতিহাসের গল্প' (১৯১২), 'ভারত পরিচয়' (১৯২১), 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন' (১৯২৫), 'বঙ্গ পরিচয়' দুই খণ্ড (১৯৩৬ ও ১৯৪২)। তাঁর রচিত বালকপাঠ্য বইয়ের মধ্যে 'জ্ঞানভারতী' নামে সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ উল্লেখযোগ্য। ১৯২১ খ্রী· সিলভা লেভি শান্তিনিকেতনে এলে তাঁর কাছে চীনা ও তিব্বতী

ভাষা শিখে গবেষণা শুরু করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল বৌদ্ধ ও হিন্দু দর্শনের সমগ্র চীনা ভাষা। ১৯২৫ খ্রী· ইতালীয় পণ্ডিত তুচ্চির কাছে কংফুৎসুর গ্রন্থ পাঠ করে তা অনুবাদ করেন। ১৯২৮ খ্রী· কাশী বিদ্যাপীঠে বৃহত্তর ভারত সম্পর্কে যে বক্তৃতা দেন তা পরে 'Indian Literature in China and Far East' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বিশ্বভারতীর ঐক্যের তত্ত্বে বিশ্বাসী তিনি লিখলেন 'পৃথিবীর ইতিহাস' (১৯৬৬)। যুক্তিবাদের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণে লিখেছেন, 'রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য' (১৯৭২)। গ্রন্থাগার আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ। বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগার গঠনে তাঁর অবদান স্মরণীয়। ১৯৫৪ খ্রী· তিনি সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে তাঁর 'বাংলা দশমিক বর্গীকরণ' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অনন্য সৃষ্টি চার খণ্ডে রচিত 'রবীন্দ্রজীবনী'। ১৯১০ খ্রী· থেকে তিনি এই গ্রন্থ রচনায় নিবিষ্ট ছিলেন। জীবনীটি লিখতে সময় লেগেছে পঁচিশ বছর (১৯২৯ - ৫৪)। ১৯৩৩ খ্রী· প্রকাশিত ১ম খণ্ডটিই মাত্র রবীন্দ্রনাথ দেখে যেতে পেরেছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর অপর গ্রন্থ: 'রবীন্দ্রগ্রন্থ পঞ্জী' (১৯৩২), 'রবীন্দ্র জীবন কথা', 'রবিকথা', 'রবীন্দ্রনাথের চেনাশোনা মানুষ' 'শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী' 'রবীন্দ্রনাথের গান—কালানুক্রমিক সূচী', 'রবীন্দ্র গ্রন্থ পরিচিতি' প্রভৃতি। সত্তর বছর বয়সে সোভিয়েত সায়ন্স আকাদেমির আমন্ত্রণে রাশিয়া ভ্রমণে যান। বই লেখেন 'সোভিয়েত সফর'। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'ফিরে ফিরে চাই'.(১৯৭৮)। তাঁর 'বাংলা ধর্মসাহিত্য' প্রকাশিত হয় ১৯৮১ খ্রী·। অবসর গ্রহণের পর শান্তিনিকেতনের উপকণ্ঠে ভুবনডাঙ্গায় নিজস্ব বাসভবনে কাটিয়েছেন। জীবনে বহু সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছেন। নানা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি· লিট উপাধিতে ভূষিত করেছে। ১৯৬৫ খ্রী· বিশ্বভারতীর 'দেশিকোত্তম' ও ১৯৮১ খ্রী· ভারত সরকারের 'পদ্মভূষণ' উপাধি লাভ করেন। তাঁর স্ত্রী পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণের কন্যা সুধাময়ী শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের ছাত্রী এবং বোলপুর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী। বহু বছর ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষিকা ছিলেন। [১৬, ১৭]

প্রভাতকুমার রায়চৌধুরী (১৯০৪ - ১·৭·১৯৮৩) বারুইপুর—চব্বিশ পরগনা। তারাদাস। শিক্ষা—সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও লন্ডনে। গৌহাটির বিশিষ্ট চক্ষু-চিকিৎসক। গৌহাটির আর্য নাট্য সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। অসমীয়া গান্ধীবাদী নেতা ডা· হরিকৃষ্ণ দাসের কন্যা ডা· তিলোত্তমাকে বিবাহ করেন। পত্নী ও শ্বশুরের সহযোগে গরীব দুঃখীদের বিনাব্যয়ে চিকিৎসা করতেন। খেলাধুলায়ও উৎসাহী ছিলেন। [২০২]

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, জংলী গাঙ্গুলী (১৮৮৯ - ৭·৩·১৯৭৩) কলিকাতা। ব্রাহ্মসমাজের প্রখ্যাত নেতা এবং জাতীয় কংগ্রেসের সেকালের নেতৃস্থানীয় কর্মী দ্বারকানাথ ও সমাজসেবী ডা· কাদম্বিনী দেবীর পুত্র। বাল্যকালেই তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। বি·এল· পাশ করে সক্রিয়ভাবে জাতীয় আন্দোলনে যুক্ত থাকায় বিভিন্ন সময়ে বহুবার কারাবরণ করেন। দীর্ঘদিনের সাংবাদিক জীবনে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকা, দেশ, ভারত, জনসেবক, তত্ত্বকৌমুদী প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনকালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত 'ভারত' পত্রিকা তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধকার এবং বাগ্মী হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি এবং নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের রসভঙ্গ', 'বাংলার নারী জাগরণ', 'আত্মীয় সভার কথা', 'বিপ্লবী যুগের কথা' প্রভৃতি। [১৬, ১৪৯]

প্রভাতচন্দ্র বসু, সি·আই·ই· (৩·৭·১৮৭৭ - ৮·৭·১৯৬১)। জব্বলপুরে জন্ম। পিতামহ ভৈরবচন্দ্র ১৮৫৭ খ্রী· সিপাহী বিদ্রোহের আগেই পশ্চিমবঙ্গ থেকে জব্বলপুরে এসে বসবাস শুরু করেন। পিতা প্রসন্নকুমারের ঔষধের ব্যবসায় ছিল। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পাশ করে জব্বলপুরে ওকালতি শুরু করে খ্যাতি অর্জন করেন। বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। কয়েকবার জব্বলপুর পৌরসভারও সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯২৫ খ্রী· জব্বলপুর শহরে প্লেগ মহামারীতে তাঁর সেবাকার্য স্মরণীয়। ১৯২৯ খ্রী· সেন্ট্রাল প্রভিন্স ও বেরারের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী নির্বাচিত হন। জব্বলপুরের বিভিন্ন গণ-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। খেলাধুলার ব্যাপারেও বিশেষ আগ্রহ ছিল। শহরের কিশোর ও যুবকদের ক্রীড়া এবং স্বাস্থ্যচর্চার জন্য তিনি জমি দান করেছিলেন। বহু-ভাষাবিদ্ ছিলেন। পত্নীর নামে 'সিদ্ধিবালা বসু বাংলা গ্রন্থাগার' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় এই শহরে প্রথম বয়স্কাউট অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়। ভাল শিকারী ছিলেন। হিন্দী ভাষায় তাঁর রচিত গ্রন্থ 'মধ্যপ্রদেশ মে শিকার'। [১৭৪]

প্রভাবতী দেবী, সরস্বতী (৫·৩·১৯০৫ - ১৪·৫·১৯৭২) খাঁটুরা—চব্বিশ পরগনা। গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথাগত শিক্ষা না পেলেও পিতার সাহায্যে কৈশোরেই কীট্‌স্, শেলী, বায়রন প্রভৃতি কবির কাব্যের রসাস্বাদন করেন। ৯ বছর বয়সে বিবাহ হয়। যৌবনে 'টীচার্স ট্রেনিং' সার্টিফিকেট লাভ করে প্রথমে উত্তর কলিকাতার একটি বিদ্যালয়ে, পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অনুরোধে কলিকাতা কর্পোরেশনের স্কুলে দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেন। তিনশতাধিক গ্রন্থের রচয়িত্রী। প্রথম উপন্যাস 'বিজিতা' 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় ১৩৩০ ব· প্রকাশিত হয়। এটিই বাংলা, হিন্দী ও মালয়লাম ভাষায় যথাক্রমে 'ভাঙাগড়া', 'ভাবী' ও 'কুলদেবম্' নামে চিত্রায়িত হয়েছে। এ ছাড়া 'পথের

শেষে' উপন্যাসটি 'বাঙলার মেয়ে' নামে নাট্যরূপায়িত হয়ে দীর্ঘকাল সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। 'ব্রতচারিণী', 'মহীয়সী নারী', 'ব্যথিতা ধরিত্রী', 'ধূলার ধরণী', 'রাঙ্গা বৌ' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। ছোটদের জন্য লিখিত 'কৃষ্ণা রোমাঞ্চ সিরিজ', 'ইন্টারন্যাশনাল সার্কাস' ইত্যাদি জনপ্রিয় হয়। প্রধানত ঔপন্যাসিক হলেও তাঁর রচিত কয়েকটি গানও প্রসিদ্ধি লাভ করে। নবদ্বীপ বিদ্বজ্জনসভা তাঁকে 'সরস্বতী' উপাধি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'লীলা পুরস্কার' প্রদান করে। [১৬]

প্রভাসচন্দ্র দে (১৯.৫.১৮৮৫ - ১৯.৭.১৯৫৪) কলিকাতা।যোগেন্দ্রনাথ। ১৯০৪ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বৃত্তিসহ বি.এ. পাশ করেন। বিপ্লবী জ্যোতিষ ঘোষ তাঁর সহপাঠী ছিলেন। ১৯০৫ খ্রী· বঙ্গভঙ্গ-রোধ আন্দোলনে যুক্ত হন। ১৯০৭ খ্রী· এম.এ. ও বি.এল. একসঙ্গে পাশ করে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। 'আত্মোন্নতি'• বিপ্লবী গুপ্ত দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকার কারণে পুলিসী উৎপীড়নে ওকালতি ত্যাগ করতে হয়। এরপর বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ ও কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপনা করেন। সর্বত্রই পুলিসের ইঙ্গিতে চাকরি যায়। কলিকাতায় ম্যান্টন কোম্পানীর অস্ত্র লুটের (১০.৭.১৯১৬) একজন ষড়যন্ত্রকারী সন্দেহে কুচবিহার থেকে তাঁকে নভেম্বর মাসে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯২০ খ্রী· জেনারেল অ্যামনেস্টিতে মুক্তি পেয়ে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর অধীনে 'সারভ্যান্ট' পত্রিকায় কয়েক বছর সম্পাদকের কাজ করেন। ১৯৩১ - ৪৮ খ্রী· পর্যন্ত রিপন কলেজে ও পরে মণীন্দ্র কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। [১৪৩]

প্রভাসচন্দ্র বল (? - ২২.৪.১৯৩০) ধোরলা—চট্টগ্রাম। মনোমোহন। চট্টগ্রাম জে· এম· সেন স্কুলের ছাত্র ও বিপ্লবী দলের কর্মী। ১৮ এপ্রিল ১৯৩০ খ্রী· চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন। জালালাবাদে ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে লড়াইয়ে গুলির আঘাতে আহত হয়ে মারা যান। [১০, ৪২, ৪৩, ৯৬]

প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী (১৮৯৩ - ২.১.১৯৭৪) আরানী—রাজশাহী। জ্যোতিষচন্দ্র। গ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুলে পড়ার সময় স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। নাটোর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। রাজশাহী কলেজে পড়ার সময় স্বর্ণপদক লাভ করেন। মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথের সান্নিধ্যে এসে অনুশীলন সমিতির সভ্য হিসাবে উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট সংগঠকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। বিখ্যাত ধরাইল ডাকাতিতে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে বিপ্লবী সংগঠনগুলির ওপর সরকারী দমননীতি চরমে উঠলে তিনি দলের নেতার নির্দেশে কলিকাতায় এসে কলেজে ভর্তি হন এবং সংগঠনের কাজ চালাতে থাকেন। এখানেও প্রকাশ্যে কাজ চালান অসম্ভব হয়ে পড়ায় আত্মগোপন করে আসামের গৌহাটিতে স্থানান্তরিত সমিতির প্রধান কেন্দ্রে চলে যান। সেখানে পুলিসবাহিনী কর্তৃক সমিতির বাড়ি 'আট গাঁ হাউস' আক্রান্ত হলে তিনি অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে সেই 'গৌহাটি সংগ্রামে' অংশগ্রহণ করেন এবং আহত হওয়া সত্ত্বেও পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। পরে ১০.১.১৯১৮ খ্রী· গ্রেপ্তার হয়ে ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩০ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হন। জীবনের ২২ বছর জেলে ও পলাতক অবস্থায় কাটিয়েছেন। ১৯৪৬ খ্রী· মুক্তিলাভের পর বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। দেশবিভাগের পর পূর্ববঙ্গে থাকেন এবং ১৯৫২ খ্রী· সেখানে আইন সভার সদস্যপদ লাভ করেন। পূর্ববঙ্গ মন্ত্রিসভায় তিনি দু'বার জেল ও অর্থবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬৫ খ্রী· বিপ্লবী ভ্রাতা জিতেশচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কলিকাতায় আসেন এবং ভারতেই থেকে যান। রচিত গ্রন্থ: 'বিপ্লবী জীবন', 'India Partitioned and Minorities in Pakistan', 'পাক-ভারতের রূপরেখা', 'মুক্তি-সৈনিকের ডায়েরী' প্রভৃতি। [৮২]

প্রমথ চৌধুরী (৭.৮.১৮৬৮ - ২.৯.১৯৪৬) যশোহর। দুর্গাদাস। পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামের জমিদার বংশের সন্তান। কলিকাতা হেয়ার স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, ১৮৮৯ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে দর্শনে প্রথম শ্রেণীতে বি.এ. এবং ১৮৯০ খ্রী· ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীতে এম.এ. পাশ করে ১৮৯৩ খ্রী· বিলাত যান এবং ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এসে কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। কিন্তু বেশি দিন ব্যারিস্টারি করেন নি। ১৮৯৯ খ্রী· সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ইন্দিরা দেবীকে বিবাহ করেন। আইন কলেজে অধ্যাপনা করতেন। কিছুকাল ঠাকুর এস্টেট ও দক্ষিণেশ্বরের দেবোত্তর এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং বহু পঠনশীল সাহিত্যিক ছিলেন। সঙ্গীতের প্রতিও তাঁর অনুরাগ ছিল। বাংলা সাহিত্যে তাঁর বিশেষ অবদান—সাহিত্যে চলিত ভাষাকে মর্যাদা দান এবং ১৯১৪ খ্রী· 'সবুজপত্র' প্রকাশ। এই পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে চলিত ভাষার একটি শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। অনেক বিদগ্ধ অথচ হালকা প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর ছদ্মনাম বীরবল থেকে বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট বীরবলী ধারা প্রবর্তিত হয়। তিনিই প্রথম স্যাটায়ারিস্ট বা বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ-রচয়িতা। প্রবন্ধকার হিসাবে খ্যাত হলেও কবিতা এবং গল্পও রচনা করেছেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সনেট পঞ্চাশৎ' (১৯১৩) এবং দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'পদচারণ' (১৯১৯)। ফরাসী সনেটরীতি 'ট্রিয়লেট', 'তের্জারিমা' প্রভৃতি বিদেশী কাব্যবন্ধ প্রবর্তিত করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ 'চার-ইয়ারি কথা', 'আহুতি', 'নীললোহিত' প্রভৃতি। ১৯৪৪ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গিরিশ ঘোষ' বক্তারূপে তাঁর ভাষণে বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন। ১৯৪১ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'জগত্তারিণী পদক' লাভ করেন। 'বিশ্বভারতী' পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। [৩]

প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় (১৮৬৫ - ১৯৪৪) ভাটপাড়া—চব্বিশ পরগনা। কাশীর সুপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক তারাচরণ তর্করত্ন। মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন তাঁর জ্যেষ্ঠতাত। প্রমথনাথ কাশীর দ্বারভাঙ্গা পাঠশালায় সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৮৯৮ খ্রী· কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের স্মৃতির অধ্যাপক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণী প্রবর্তিত হলে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন। ১৯২২ খ্রী· সংস্কৃত কলেজ থেকে অবসর নিয়ে ১৯২৩ খ্রী· বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। ১৯৪০ খ্রী· তিরুপতিতে অনুষ্ঠিত নিখিলভারত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের বৈদিক শাখার তিনি সভাপতি ছিলেন। ময়মনসিংহের সম্মেলনের ভাষণে তিনি হিন্দু সমাজবিধির কালোচিত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কার্যত হিন্দু অনুন্নত জাতির উন্নতির জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সহযোগিতা করে রক্ষণশীল হিন্দুদের বিরাগভাজন হন। ১৯১১ খ্রী· ভারত সরকার তাঁকে 'মহামহোপাধ্যায়'. এবং ১৯৪২ খ্রী· বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ডি· লিট· উপাধি প্রদান করেন। বহু সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা এবং বহু সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। তাঁর রচিত মৌলিক বাংলা গ্রন্থ 'কর্মযোগ' (১৯০২)। অন্যান্য গ্রন্থ: 'মায়াবাদ', 'সনাতন হিন্দু', 'বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম', 'শাক্যসিংহ', বৌদ্ধ যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'মণিভদ্র' প্রভৃতি। [৩, ২৬, ১৩০]

প্রমথনাথ দত্ত। বিপ্লবী দলের নির্দেশে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে তিনি বিদেশে যাত্রা করেন। তুরস্ক দেশে 'দাউদ আলি' নাম নিয়ে যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রচারকার্য চালান এবং ঐ দেশে সংগঠন গড়ে তোলবার চেষ্টা করেন। আমেরিকায় তুরস্ক সরকারের সহায়তায় গদর পার্টির সভ্যদের নিয়ে ভারত আক্রমণের পরিকল্পনায় পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে, আগাসে ও তিনি কনস্টান্টিনোপল থেকে বাগদাদ শহরে আসেন। কিন্তু বালুচিস্থানের সীমান্ত খুঁজে বার করতে গিয়ে তাঁরা ইংরেজ সেনার গুলিতে আহত ও বন্দী হন। পরে অপর দুই সঙ্গীর সঙ্গে তিনি বন্দী শিবির থেকে পালিয়ে যান। ১৯২১ খ্রী· তাঁর দলের লোক তাঁকে সোভিয়েত বৈদেশিক বিভাগের সাহায্যে পারস্য থেকে উদ্ধার করে মস্কো নিয়ে আসেন। এরপর লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েন্টাল সেমিনারী বিভাগে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত থাকেন। [৫৪]

প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়[১] (১৮৬৪ - ১৯৫৬) ভবানীপুর—কলিকাতা। হরিমোহন। সুরশৃঙ্গার-বাদকরূপে খ্যাত হলেও তিনি ধ্রুপদ ও খেয়াল রীতির গানে এবং বীণা ও এসরাজ-বাদনে অভিজ্ঞ ছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমাঞ্চলের সর্বভারতীয় সঙ্গীত আসরে বাঙলা থেকে প্রথম আমন্ত্রিত সঙ্গীতজ্ঞদের তিনি অগ্রণী ছিলেন। উত্তর ভারতের প্রায় সব বিখ্যাত আসরে আমন্ত্রিত হয়ে সঙ্গীত পরিবেষণে সুখ্যাতি অর্জন করেন। জীবনের শেষ ৫ বছর দিল্লীর সঙ্গীত নাটক আকাদেমীর কার্যনির্বাহক পর্ষদের সদস্য ছিলেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে জিতেন্দ্রনাথ মিত্র, কুমুদেশ্বর মুখোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন মিশ্র, বিমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, নৃসিংহ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। [৩]

প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়[২] (১৮৭৮ - ৫·১১·১৯৬০) মীর্জাপুর—উত্তরপ্রদেশে জন্ম। পিতা উত্তরপ্রদেশের মৈনপুরীর বিখ্যাত উকিল ননীলাল। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি·এস·সি·। খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্। ১৯২০ - ৩৫ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির 'মিন্টো প্রফেসার' ছিলেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের প্রভাবে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগদান করেন। ১৯২৩ - ৩০ খ্রী· বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এবং ১৯৩৫ - ৪৬ খ্রী· কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য ছিলেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা গ্রহণের প্রতিবাদে জাতীয় কংগ্রেস পরিত্যাগ করে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সঙ্গে একযোগে জাতীয় দল (ন্যাশনালিস্ট পার্টি) গঠন করেন। ১৯৪২ - ৪৫ খ্রী· কেন্দ্রীয় আইন সভায় ন্যাশনালিস্ট পার্টির নেতা ছিলেন। কলিকাতা রামমোহন হলের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। ১৯৪৪ - ৪৯ খ্রী· ভারত-সভার অধ্যক্ষ এবং বহুদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেটের সভ্য ছিলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য·গ্রন্থ: 'A Study of Indian Economics', 'Public Administration in Ancient India', 'Public Finance of India', 'Indian Finance in the days of the Company', 'History of Indian Taxation' প্রভৃতি। [৩, ১১৬, ১৬০]

প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়[৩] (১৮৯৩ - ২২·৪·১৯৭৬) চুরপুণি—বর্ধমান। ক্ষেত্রনাথ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে অনার্স ও এম·এ· পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হন। আইন পরীক্ষাতেও প্রথম স্থান অধিকার করেন। দেশ-বিভাগের আগে ফজলুল হক মন্ত্রিসভার রাজস্ব, খাদ্য ও বিচার বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৩৯ খ্রী· আইন কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯৪৫ - ৪৯ খ্রী· পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। বেইরুটে ইউনেস্কো ডেলিগেশনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। টোকিওতে আন্তর্জাতিক আইনবিদ্ সম্মেলনেও যোগদান করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কানাডার ম্যাকডিন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি·লিট· উপাধিতে ভূষিত করে। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রাচীন ভারতে আইন সম্পর্কিত ইংরেজি গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জামাতা। [১৬]

প্রমথনাথ বসু (১২·৫·১৮৫৫ - ২৭·৪·১৯৩৫) গৈপুর—চব্বিশ পরগনা। তারাপ্রসন্ন। প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ্। কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে এন্ট্রান্স ও ১৮৭৩ খ্রী· এফ·এ· পাশ করে কলিকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়বার সময় গিলক্রাইস্ট বৃত্তি পেয়ে ১৮৭৪ খ্রী· লন্ডন যান। ১৮৭৮ খ্রী· লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক এবং ১৮৭৯ খ্রী· রয়্যাল স্কুল অফ

মাইনস্‌-এর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দেশে ফিরে ১৮৮০ খ্রী· জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতে চাকরি পেলেও বিলাতে রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য ডেপুটি সুপারের বেশী পদোন্নতি হয় নি। ১৯০৩ খ্রী· তাঁর নিম্নস্থ জনৈক ইংরেজকে সুপার পদ দিলে তিন পদত্যাগ করেন। চাকরি জীবনে তিনি মধ্যপ্রদেশের ধূল্লী ও রাজাহারা লৌহখনি আবিষ্কার করেন ; তারই ফলে ভিলাই কারখানা স্থাপন সম্ভব হয়েছে। ১৯০১ খ্রী· তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর কর্মজীবনের বিশিষ্ট কীর্তি—ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের গুরুমহিষানি অঞ্চলে লৌহখনির আবিষ্কার (১৯০৩ - ০৪) এবং সেই ভিত্তিতে জামশেদজী টাটাকে লৌহ-ইস্পাত কারখানা স্থাপনে রাজী করান। এ ছাড়া রাণীগঞ্জ, দার্জিলিং ও আসামে কয়লা, সিকিমে তামা এবং ব্রহ্মদেশেও খনিজ বস্তুর অনুসন্ধান করেছিলেন। রাজনৈতিক জীবনে বিলাতে ও ভারতে প্রথম শ্রেণীর নেতাদের বুদ্ধি ও সাহস যুগিয়েছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান করেন। রাজনীতিক্ষেত্রে গঠনমূলক কাজে অগ্রণী ছিলেন। বিলাতে ইন্ডিয়া সোসাইটির কর্মসচিব এবং জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্‌ স্থাপিত হলে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের (আজকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) প্রথম অধ্যক্ষ ও পরে পরিদর্শক হন। এসব প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হওয়ার অনেক পূর্বেই ১৮৮৭/৮৮ খ্রী· এ ব্যাপারে বক্তৃতা দেন, প্রবন্ধাদি লেখেন এবং ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্য বিস্তারের জন্য বহু চেষ্টা করেন। বাঙলায় বিজ্ঞান-প্রচারে অগ্রণী ছিলেন ; 'প্রাকৃতিক ইতিহাস' তাঁর বিশিষ্ট রচনা। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়-নির্বাচনে সহযোগিতার জন্য তিনি 'বেঙ্গল অ্যাকাডেমী অফ লিটারেচার' স্থাপন করেন। এটি পরে সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'A History of Hindu Civilization Under British Rule' (3 Vols.), 'Epochs of Civilization', 'Swaraj—Cultural and Political'। কলিকাতায় তাঁর পত্নী কমলাদেবীর নামাঙ্কিত একটি স্কুল আছে। [১, ৩,৮]

প্রমথনাথ বিশী (১১·৬·১৯০১ - ১০·৫·১৯৮৫) জোয়াড়ী—রাজশাহী। পিতা নলিনীনাথ বনেদী জমিদার হয়েও ১৯৩০ ও ১৯৪২ খ্রী· স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে বছর তিনেক কারারুদ্ধ থাকেন। খ্যাতনামা সাহিত্যিক। বালক বয়সে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে ভর্তি হন। সেখানে অভিভাবক, শিক্ষক ও প্রেরণাদাতা-রূপে পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথকে। ১৯১৯ খ্রী· শান্তিনিকেতন থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে সেখানেই শিক্ষকতা শুরু করেন এবং প্রাইভেটে আই·এ· পরীক্ষা দেন। পরে রাজশাহী কলেজে ভর্তি হয়ে ১৯২৯ খ্রী· বি·এ· এবং প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে ১৯৩২ খ্রী· প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বাংলায় এম·এ· পাশ করেন। ১৯৩৬ খ্রী· থেকে দশ বছর রিপন কলেজে পড়িয়েছেন। ১৯৪৬ খ্রী· সাংবাদিকতায় চলে আসেন। ১৯৫০ খ্রী· লেকচারার হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে পরে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হন। কবিতা, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সমালোচনা প্রভৃতি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর পারদর্শিতা ছিল। তাঁর প্রথম কবিতার বই 'দেওয়ালী' (১৯২৩)। নাটকের ব্যাপারে তিনি জর্জ বার্নার্ড শ-র অনুগামী। জি·বি·এস· নামের অনুকরণে প্র·না·বি· নাম দিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপভরা নাটক লিখতেন। 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসের জন্য তিনি ১৯৬০ খ্রী· রবীন্দ্র পুরস্কার পান। রবীন্দ্র সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি তাঁর সমালোচনা-গ্রন্থে বহু অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। দৈনিক পত্রিকায় 'কমলাকান্তের দপ্তর'-প্রকাশিত তাঁর রসরচনা ও লঘু প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের পরাধীনতার চেতনা ও গ্লানিবোধকে স্মরণ করিয়ে দেয়। স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেসের নানা কাজের সঙ্গে নানা সময়ে তিনি জড়িত ছিলেন। এককালে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য এবং ১৯৭২ খ্রী· রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর অভিনয়ের শিক্ষা রবীন্দ্রনাথের কাছে। তাঁর লেখা কয়েকটি যাত্রাপালা শান্তিনিকেতনে অভিনীত হয়েছে। 'বুধবার' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা সেখানে সম্পাদনা করতেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : কাব্য—'উত্তরমেঘ', 'অকুন্তলা', 'প্রাচীন পারসিক হইতে', 'প্রাচীন আসামী হইতে', 'বিদ্যাসুন্দর', 'মুক্তবেণী', 'আত্মঘাতিনী', 'হংসমিথুন', 'কিংশুকবহ্নি' প্রভৃতি ; নাটক—'ঋণং কৃত্বা', 'ভূতপূর্ব স্বামী', 'ঘৃতং পিবেৎ', 'মৌচাকে ঢিল', 'পারমিট', 'ডিনামাইট', 'গভর্ণমেন্ট ইন্সপেক্টর' প্রভৃতি ; উপন্যাস—'কেশবতী', 'লালকেল্লা', 'জোড়া দীঘির চৌধুরী পরিবার' প্রভৃতি ; সমালোচনা গ্রন্থ—'রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ', 'রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ', 'রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প', 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন', 'বাংলার কবি', 'বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য', 'নানারকম', 'চিত্র চরিত্র' প্রভৃতি। বিভিন্ন সাহিত্যিকের রচনাবলী সম্পাদনা তাঁর একটি প্রশংসনীয় উদ্যম। 'নেহেরু ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব' নামে তিনি একটি রাজনৈতিক গ্রন্থও লিখেছেন। [১৬, ২১৭]

প্রমথনাথ ভৌমিক (৫·১২·১৯০১ - ২·১·১৯৭৭) দেবীপুর—খুলনা। পার্বতীচরণ। ম্যাট্রিক পরীক্ষা না দিলেও সাহিত্যের সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র ও দর্শন পাঠ করেন। ১৯১৫ খ্রী· অনুশীলন দলে যোগ দেন। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে প্রথম কর্মিদলের সঙ্গে তিন মাসের জন্য কারাবরণ করেন। এই সময়ে খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে সেবাকার্যে অংশ নেন। ১৯২২ খ্রী· উত্তরবঙ্গে দারুণ বন্যার সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবকরূপে কাজ করেন। ১৯২৪ খ্রী· খুলনা জেলার কপিল মুনি মন্দিরে অচ্ছুতদের প্রবেশাধিকারের দাবিতে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেন। পরে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় আকৃষ্ট হয়ে গোপনে সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন একটি গোষ্ঠী গঠন করেন। খ্যাতনামা কমিউনিস্ট কর্মী ভবানী সেন এই গোষ্ঠীর সভ্য

ছিলেন। ১৯২৩ খ্রী· গঠিত যশোহর-খুলনা যুবসঙ্ঘের অন্যতম সংগঠক-রূপে ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে কাজ করেন। ইতিমধ্যে তিনি গ্রেপ্তার হন। ছাড়া পেয়ে ১৯২৭ খ্রী· লিলুয়াতে রেলওয়ে কারখানার ধর্মঘট সংগঠিত করার কাজে যোগ দেন। ১৯২৭ ও ১৯২৯ খ্রী· রাজনৈতিক ডাকাতির অভিযোগে দীর্ঘকাল হাজতবাস করেন। ১৯৩০ খ্রী· কংগ্রেসের ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন ও পরে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার হন। প্রায় আট বছর জেলে থাকা-কালে কমিউনিস্ট সাহিত্য ও মার্ক্সীয় দর্শন পাঠ করে মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। বক্সা ক্যাম্পে মার্ক্সবাদ বনাম বেদান্তদর্শনের বিতর্কে মার্ক্সবাদের পক্ষে তাঁর মূল্যবান প্রবন্ধ পাঠ একটি স্মরণীয় ঘটনা। জেল থেকে বেরিয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৪৪ খ্রী· পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হন। খুলনার দক্ষিণাঞ্চলের নেতা বিষ্ণুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে স্থানীয় কৃষক আন্দোলন ও সংগ্রাম দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তিনি ছিলেন তার উদ্যোক্তা। ১৯৬৬ খ্রী· কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'কালান্তর' পত্রিকার প্রকাশকাল থেকে আমৃত্যু অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। ঐ সময়ে প্রগতিশীল সাহিত্য-পত্র-পত্রিকার পক্ষ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের আমন্ত্রণে সেখানে যান। শেষ-জীবনে যশোহর ও খুলনার প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের রাজনৈতিক কর্মীদের নিয়ে একটি স্থায়ী সংগঠন গড়ে তোলার কাজে উদ্যোগী হন। [১৪৯]

প্রমথনাথ মিত্র, পি· মিত্র (৩০·১০·১৮৫৩ - ২৩·৯·১৯১০) নৈহাটি—চব্বিশ পরগনা। ইঞ্জিনিয়ার বিপ্রদাস। ভারতে বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান সংগঠনের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। ১৮৭৫ খ্রী· বিলাত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরলে গ্রামের লোকজন তাঁর পিতাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বলেন ; কিন্তু পিতা তাতে রাজী না হয়ে কলিকাতায় এসে খ্রীষ্টান হন। কিন্তু পুত্র পি· মিত্র ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। ইংল্যান্ডে পড়বার সময়ই তিনি আয়ার্ল্যান্ড ও রুশিয়ার বিপ্লবীদের কথা শুনে দেশে ফিরে বিপ্লবী দল গঠনের সংকল্প করেছিলেন। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে-সমস্ত গুপ্ত সমিতি দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তিনি তাদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করতেন। ২৪·৩·১৯০২ খ্রী· সতীশচন্দ্র বসু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অনুশীলন সমিতির ডিরেক্টর হন। সমিতির ঢাকা শাখারও ডিরেক্টর পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি করেন এবং বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর অনুরোধে রিপন কলেজে অধ্যাপনার কাজ নেন। ভাল বক্তা এবং ইংরেজী লেখায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি কংগ্রেসে কোনও দিন যোগ দেন নি। ১৮৮৩ খ্রী· সুরেন্দ্রনাথকে তৎকালীন সরকার আদালত অবমাননার দায়ে কারাদণ্ড দিলে তিনি সাতশো লোকের একটি দল যোগাড় করে কারাগার ভেঙ্গে সুরেন্দ্রনাথকে উদ্ধারের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। ১৯০৬ খ্রী· তিনি 'নিখিল বঙ্গ বৈপ্লবিক সমিতি'র ও কলিকাতায় সুবোধ মল্লিকের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ বিপ্লবী সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি'র নায়ক পুলিন দাস তাঁর দ্বারাই বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তিনি বাঙালীদের শারীরিক ব্যায়ামের ওপর জোর দিতেন। 'অনুশীলন সমিতি'র আর্থিক দিক্‌টাও তাঁকেই দেখতে হত। 'যোগী' নামে একখানি উপন্যাস লিখেছিলেন। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'তর্কতত্ত্ব', 'জাতি ও ধর্ম', 'History of the Intelectual Progress of India' প্রভৃতি। [৩, ১০, ৫৪, ২২৩]

প্রমথনাথ ₂ মিত্র (১২৫৬ - ২৫·৮·১৩২৩ ব·) শ্রীকৃষ্ণপুর—বর্ধমান। কানাইলাল। বাল্যে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় চন্দননগরে মাতুলালয়েপ্রতিপালিত হন। কলেজে পড়ার সুযোগ না পেলেও নিজের চেষ্টায় ইংরেজী, বাংলা, ফরাসী, সংস্কৃত ও হিন্দী ভাল শিখেছিলেন। 'বঙ্গবাসী', 'হিতবাদী', 'প্রভাতী' ও 'ইন্ডিয়ান 'মিরর' পত্রিকায় লিখতেন। হুগলী কলেজের স্থাপয়িতা মহম্মদ মহসীনের জীবনী তিনিই প্রথম লেখেন। ১৮৭২ খ্রী· চন্দননগর পুস্তকালয় স্থাপন করে আমৃত্যু তার সম্পাদকীয় দায়িত্ব পালন করেন। 'বিশ্বকোষ' প্রণয়নে নগেন্দ্রনাথ বসুকে সহায়তা করেছিলেন। শোভাবাজার 'বেনেভোলেন্ট সোসাইটি' ও 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-এর ঐতিহাসিক শাখার বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। [১৯২]

প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, শান্তি (? - ২৩·৮·১৯৩৭) ঢাকা। অনুশীলন দলের সভ্য হিসাবে ২·৬·১৯০৮ খ্রী· ঢাকা জেলার বাহ্রা ডাকাতিতে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। অনুসরণকারী পুলিসের সঙ্গে গুলি-বিনিময়ে তিনি বিশেষ দক্ষতা দেখান। যে-কোন হাতে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ করতে পারতেন। ১৯১০ খ্রী· ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় অন্য অনেকের সঙ্গে ধরা পড়ে সাত বছর কারারুদ্ধ থাকেন। মুক্তি পেয়ে আবার বিপ্লবের কাজে যুক্ত হন। এই সময় নানা ছদ্মবেশে ভারত ও ভারতের বাইরে অনেক স্থান ভ্রমণ করেন। বহুবার ব্রহ্মদেশ, চীন প্রভৃতি দেশে গিয়েছেন। আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশও ঘুরেছেন। বিপ্লবোত্তর জীবনে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং নাম হয় স্বামী দীনানন্দ সরস্বতী। এ সময় ভারতের উত্তর দিকে বিশেষ করে রাজস্থানের পাহাড়ী অঞ্চলেই বেশিরভাগ সময় থাকতেন। ঢাকায় মৃত্যু। [১৬]

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী (১৮৭২ - ১৯৪৯) টাঙ্গাইল—ময়মনসিংহ। কবি ও নাট্যকার। সন্তোষের জমিদার ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : কাব্য—'গৈরিক', 'গৌরগীতিকা', 'পদ্মা', 'যমুনা', 'লীলা', 'স্মরণ' প্রভৃতি এবং নাটক—'জয়পরাজয়', 'ভাগ্যচক্র', 'চিতোরোদ্ধার' ও 'দিল্লি অধিকার'। [১৩৩]

প্রমথলাল সেন (১৭·১২·১৮৬৬ - ৩০·৬·১৯৩০) কলিকাতা। নবীনচন্দ্র। অ্যালবার্ট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করেন এবং কলেজের পড়া ছেড়ে ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারের ব্রত গ্রহণ করেন। ১৮৮৪ খ্রী· পিতৃব্য কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পরে তিনি কিছুকাল সাধু হীরানন্দ আদভানির সঙ্গে সিন্ধুদেশে কাটান। পরে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের

সহকারিরূপে কাজ করেন। ১৮৯৭ - ৯৯ খ্রী· ম্যাঞ্চেস্টার (অক্সফোর্ড) কলেজে ধর্মবিজ্ঞান পড়েন। দেশে ফিরে বিভিন্ন সংবাদপত্রাদিতে কাজ করতে থাকেন। ১৯০৬ খ্রী· নববিধান সমাজের প্রচারক হন। ছোটবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথ ও ব্রাহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। ১৯১০ খ্রী· বিলাতে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী কবিতা প্রথম প্রকাশ করেন। ১৯১১ খ্রী· বার্লিন ধর্মমহাসভায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি এবং ১৯১৪ - ৩০ খ্রী· 'ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্টিটিউশনের' কর্মসচিব ছিলেন। বহু বছর 'Interpreter and the Youngman', 'World and the New Dispensation ও 'Navavidhan' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 'নালুদা' নামে বিশেষভাবে পরিচিত চিরকুমার প্রমথলালের কিছু চিঠি 'নালুদার চিঠি' নামে চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। [৩, ৮২]

প্রমথ সমাদ্দার (? - ২৬·১১·১৯৮০) কার্টুন শিল্পী। ঢাকা থেকে ১৯২১ খ্রী· ম্যাট্রিক পাশ করে কলিকাতার সিটি কলেজে ভর্তি হন। গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ থেকে পাশ করে ১৯২৯ খ্রী· একটি নামকরা আর্ট প্রেসে কাজ নেন। হাসির পত্রিকা 'সচিত্র ভারত' প্রকাশিত হবার শুরুতেই তিনি সেখানে কার্টুন আঁকতে থাকেন। এ ছাড়াও বহু বিখ্যাত পত্রিকায় তিনি কার্টুন এঁকেছেন। বিজ্ঞাপন চিত্রের সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় পর পর তিনটি পুরস্কার পেয়েছিলেন। [১৭, ১৪৯]

প্রমথেশ বড়ুয়া (২৪·১০·১৯০৩ - ২৯·১১·১৯৫১) গৌরীপুর—আসাম। প্রভাতচন্দ্র। রাজপরিবারে জন্ম। ছোটবেলা থেকেই শিকার, খেলাধূলা ও গান-বাজনায় তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। ১৯২০ খ্রী· কলিকাতা হেয়ার স্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং ১৯২৪ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি-এস-সি· পাশ করেন। পিতার মৃত্যুর পর ১৯২৮ খ্রী· আসাম ব্যবস্থাপক সভায় মনোনীত সদস্যরূপে যোগ দেন এবং ১৯৩০ খ্রী· সদস্য নির্বাচিত হন। ব্যবস্থাপক সভায় দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলের চীফ হুইপ ছিলেন। ১৯২৯ খ্রী· ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্মস্ লিমিটেডের বোর্ড অফ ডিরেক্টার্সের অন্যতম সভ্য হিসাবে চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে যুক্ত হন। ঐ প্রতিষ্ঠানের 'পঞ্চশর' ছবিতে একটি ছোট ভূমিকায় প্রথম অভিনয় করেন। ১৯৩০ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন এবং ঐ বছর ইউরোপে গিয়ে প্যারিসে চলচ্চিত্র বিষয়ে হাতে-কলমে কাজ শেখেন। ১৯৩১ খ্রী· 'বড়ুয়া ফিল্ম' নামে নিজস্ব চিত্রসংস্থা প্রতিষ্ঠা করে 'অপরাধী' চিত্রে নায়করূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। এই ছবিতেই এ দেশে প্রথম ঘরের মধ্যে কৃত্রিম আলোর সাহায্যে চিত্রগ্রহণের সূচনা হয়। পরিচালক হিসাবে তাঁর প্রথম সবাক্ ছবি 'বাংলা ১৯৮৩'। এরপর ১৯৩৩ খ্রী· নিউ থিয়েটার্সে যোগ দিয়ে 'দেবদাস', 'গৃহদাহ', 'মুক্তি', 'জিন্দেগী' প্রভৃতি ছবি সৃষ্টি করে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সংযোজন করেন। ১৯৩৭ খ্রী· 'মুক্তি' ছবিতে তিনিই প্রথম রবীন্দ্র সঙ্গীতের সার্থক প্রয়োগ করেন। শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে 'দেবদাস' ও 'গৃহদাহ' ছবি দু'টি তাঁকে পরিচালক ও অভিনেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করার পর বিভিন্ন স্টুডিওতে কয়েকটি ছবি করেন। তাঁর পরিচালিত ছবির সংখ্যা ২১ ; এর মধ্যে বাংলা ১৪, হিন্দী ৭। কয়েকটি ছবির সুরকার হিসাবেও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ভাল বিলিয়ার্ড ও টেনিস খেলোয়াড় ছিলেন। [৩, ৪, ৭, ২৬]

প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার (১০·৪·১৮৪৮ - ২৬·৩·১৯৩০)। উত্তরপাড়া—হুগলী। বি·এ· ও বি·এল· পাশ করে প্রথমে বিহারে ও শেষে এলাহাবাদে ওকালতি করতে যান। ১৮৭২ খ্রী· বিচার বিভাগে চাকরি নেন এবং ক্রমে আগ্রার ছোট আদালতের বিচারপতির পদ লাভ করেন। ১৮৯৩ খ্রী· এলাহাবাদ হাইকোর্টের স্থায়ী বিচারপতি হন এবং প্রধান বিচারপতি হিসাবে ১৯২৩ খ্রী· অবসর-গ্রহণ করেন। ১৯১৯ খ্রী· এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টর অফ ল' উপাধি পান। [১, ৫, ৭]

প্রমদাচরণ সেন (১৮·৫·১৮৫৯ - ২১·৬·১৮৯০ ?) কলিকাতা। পৈতৃক নিবাস সেনহাটী—খুলনা। হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা বৃত্তিসহ পাশ করে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়বার সময় ব্রাহ্মধর্মানুরাগী হওয়ায় পিতৃগৃহ থেকে বিতাড়িত হন। তিনি তখন নকিপুর স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। পরে স্কুলটি উঠে গেলে কলিকাতা সিটি স্কুলে চাকরি গ্রহণ করেন। ১৮৮৩ খ্রী· 'সখা' নামে প্রথম শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রিকা প্রকাশ তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি। রচিত গ্রন্থ : 'মহাজীবনের আখ্যায়িকাবলী', 'চিন্তাশতক', 'সাথী', কিশোর উপন্যাস 'ভীমের কপাল' প্রভৃতি। তিন বছর সাথী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। [১]

প্রমদাদাস মিত্র, রায়বাহাদুর। কলিকাতা। বরদাদাস। রাজা রাজেন্দ্রলালের পৌত্র। বারাণসী কলেজে ইংরেজী ও সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপনা করতেন। পণ্ডিতগণকে সংস্কৃতের সাহায্যে ইংরেজী শিক্ষা দিতেন। কাশী থেকে প্রকাশিত সংস্কৃত মাসিক 'পণ্ডিত' পত্রিকায় তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থও রচনা করেছেন। [১]

প্রমীলা নাগ (১২৭৭/৭৮ - ১৩০৩· ব·) টাকি—চব্বিশ পরগনা। বিজয়চন্দ্র বসু। স্বামী—ডা· গঙ্গাকান্ত নাগ। মাতুল—ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ ও লালমোহন ঘোষ। কবিতা লিখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁর লিখিত অধিকাংশ কবিতা 'সাহিত্য', 'বামাবোধিনী', 'ভারতী', 'নব্যভারত' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর সমস্ত কবিতায় একটা বেদনার সুর বর্তমান। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : 'প্রমীলা' (১৮৯০) এবং 'তটিনী' (১৮৯২)। [৪৪]

প্রমোদকুমার ঘোষাল (২৫·৯·১৯০৫ - ১৪·১০·১৯৬১) কলিকাতা। প্রসন্নকুমার। ১৯২২ খ্রী· হিন্দু স্কুল থেকে বৃত্তিসমেত ম্যাট্রিক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে

আই-এস-সি- এবং ১৯২৬ খ্রী- প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ বি-এস-সি পাশ করেন। এম-এ- পড়বার সময় প্রেসিডেন্সী কলেজ ছাত্র সমিতির সম্পাদক হন। ১৯২৮ খ্রী- বাঙলাদেশে অনুষ্ঠিত ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। এই আন্দোলনের অপর বিশিষ্ট ছাত্রনেতা ছিলেন শচীন্দ্রনাথ মিত্র, রেবতীমোহন বর্মন, অক্ষয়কুমার সরকার, অমরেন্দ্রনাথ রায়, বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রমুখ। এই বছরই জওহরলালের সভাপতিত্বে কলিকাতায় যে ছাত্র সম্মেলনী অনুষ্ঠিত হয়, তিনি তার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং সম্মিলনীতে গঠিত নিখিলবঙ্গ ছাত্র সমিতির (এ-বি-এস-এ-) প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই এ-বি-এস-এ- ১৯৩০ খ্রী- এবং ১৯৩২ - ৩৩ খ্রী- ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। গঠনমূলক কার্যও এই সমিতি করত। তিনি সমিতির মুখপত্র 'India Tomorrow' পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। ১৯৩০ খ্রী- 'বঙ্গীয় আইন অমান্য পরিষদে'র কার্যকরী সমিতির সভ্য থাকার জন্য এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। উত্তরকালে নানাবিধ রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। 'নাগরিক কল্যাণ সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা। সাইমন কমিশন বর্জনকালে ছাত্র আন্দোলনের সূত্রে নেতাজীর সংস্পর্শ লাভ করেন। [৩, ১০]

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৫ - ২২-৯-১৯৭৯) কলিকাতা। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ও তন্ত্রাভিলাষী। কলিকাতা সরকারী আর্ট কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে কিছুকাল বরোদা আর্ট কলেজে অধ্যক্ষতা করেন। মসলিপত্তমে 'অন্ধ্র জাতীয় কলাশালা'র প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর অঙ্কিত বহু চিত্রের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'ঊষা ও বরুণ' (বর্তমানে ইতালীতে), 'হরপার্বতী', 'শিবনৃত্য', 'চন্দ্রশেখর' (বর্তমানে রাশিয়ায়), 'মনসা', 'আম্রপালী' প্রভৃতি। প্রতিকৃতি অঙ্কনেও দক্ষ ছিলেন। তাঁর আঁকা 'শ্রীরামকৃষ্ণ', 'শ্রীঅরবিন্দ', 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রভৃতি উল্লেখ্যযোগ্য। এ ছাড়া তন্ত্রের গূঢ়রহস্য এবং তান্ত্রিকের সন্ধানে ভারত ও তিব্বতের বহু দুর্গম অঞ্চলে ঘুরেছেন। রচিত বিশিষ্ট গ্রন্থ: 'তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ', 'হিমালয়ের পারে কৈলাস ও মানস সরোবর', 'হরি যাকে রাখেন' 'অবধূত ও সাধুসঙ্গ', 'যমুনোত্তরী হতে গঙ্গোত্রী ও গোমুখ', 'প্রাণকুমার' (আত্মজীবনীমূলক), 'দীপঙ্করের উপনয়নে' (কাব্যগ্রন্থ) প্রভৃতি। ১৯৫৩ থেকে ১৯৭৫ খ্রী- পণ্ডিচেরী আশ্রমে কাটিয়েছেন। বহু সম্মান ও পুরস্কার লাভ করেছেন। চিত্রশিল্পে তাঁর অবদানের জন্য তাঁকে রাজ্যের একাডেমি পুরস্কার দেওয়া হয়। [১৬]

প্রমোদ দাশগুপ্ত (১৩-৭-১৯১০ - ২৯-১১-১৯৮২) কুয়োরপুর—ফরিদপুর। মতিলাল। কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র পলিটব্যুরোর সদস্য, দলের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্পাদক ও পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান। ১৯২৪ খ্রী- সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অনুশীলন দলে যোগ দেন। প্রথম জীবনে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ায় প্রবৃত্ত হন। কলিকাতা কর্পোরেশন ওয়ার্কশপে মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ অ্যাপ্রেন্টিশ ছিলেন। কারাবাসকালে মার্কসবাদের শিক্ষাগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ খ্রী- কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও ১৯৪৫ খ্রী- দলীয় মুখপত্র 'স্বাধীনতা'র কর্মাধ্যক্ষ হন। ১৯৪৭ খ্রী- প্রাদেশিক কমিটির সদস্য, ১৯৬০ খ্রী- অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য সম্পাদক, পরের বছর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন। ১৯৬৪ খ্রী- পার্টি বিভক্ত হলে সি-পি-এম- দলে যোগ দেন। ভারত-চীন সম্পর্ক উন্নয়নের জোরালো প্রবক্তা। ১৯৬১ থেকে ৭৭ খ্রী- পার্টিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় তাঁর সংগঠন-ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। চিকিৎসার জন্য চীনদেশে গিয়ে সেখানে মৃত্যু। [১৬]

প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী (১৯০৪ - ২৮-৯-১৯২৬) কেলিসহর—চট্টগ্রাম। ঈশানচন্দ্র। ছাত্রাবস্থায় ১৯২০ খ্রী- চট্টগ্রামের অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। ১৯২১ খ্রী- অসহযোগ আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিলেন। পরে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় তাঁর পাঁচ বছর কারাদণ্ড হয়। পুলিসের ডেপুটি সুপার ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিপ্লবীদের মনোবল ভাঙার জন্য জেলের মধ্যে যাতায়াত করতেন। কয়েকজন বিপ্লবী নেতা এই কুচক্রীকে হত্যা করতে সিদ্ধান্ত নেন। ২৮-৫-১৯২৬ খ্রী- জেলের ভিতর ভূপেন নিহত হন। নেতাদের নির্দেশে ঘটনাস্থলে ৫ জন উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কে প্রকৃত হত্যাকারী বার করতে না পেরে পুলিস খুশীমত দু'জনকে হত্যার অপরাধে এবং বাকী তিনজনকে ঐ কার্যে সাহায্যকারী হিসাবে অভিযুক্ত করে। বিচারে প্রমোদরঞ্জন ও অনন্তহরি মিত্রের ফাঁসি ও বাকী তিনজনের দ্বীপান্তর হয়। [১০, ৪২, ৪৩, ৯৬]

প্রমোদরঞ্জন ভড় (১৯০৮ - ২৫-১১-১৯৭২) চন্দননগর—হুগলী। ডুপ্লে কলেজ (বর্তমান কানাইলাল বিদ্যামন্দির) থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করে হুগলী মহসীন কলেজে ভর্তি হন। দর্শনশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি-এ- এবং এম-এ- পাশ করেন। কিছুদিন সরকারী চাকরি করার পর চন্দননগর কলেজে যোগ দিয়ে ৩০ বছর অধ্যাপনা করেন। এরপর খলিসানী মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট থাকেন। ত্রিশ ও চল্লিশ দশকে তিনি শহরের রাজনৈতিক কার্যকলাপে যুক্ত ছিলেন এবং তদানীন্তন মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের সদস্য হন। স্বাধীনতালাভের প্রাক্কালে দেবেন্দ্রনাথ দাসের নেতৃত্বে মুক্তনগরী চন্দননগরের শাসকমণ্ডলী গঠনে তিনি বিশেষ অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৪৯ খ্রী- চন্দননগরের ভবিষ্যৎ গণভোটের মাধ্যমে নির্ধারিত হওয়ার সময় ভারতভুক্তির জন্য যে সর্বদলীয় কমিটি গঠিত হয় তিনি তার সম্পাদক ছিলেন। এই কমিটির উদ্যোগে ভারতভুক্তির পক্ষে বিপুল ভোট পড়ে। [১৯২]

প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত (১৯০৭ - ১৯৭৪)। দুমকার নাম-করা ডাক্তার হর্ষনাথ। ১৯২৫ খ্রী- কৃষ্ণনগর কলেজে পড়ার সময় অনন্তহরি মিত্র, মহাদেব সরকার,

হেমন্ত সরকার প্রমুখ বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। দক্ষিণেশ্বর বোমা মামলায় ধরা পড়ে ফরিদপুরের শিবচর গ্রামে অন্তরীণ থাকা-কালে বি·এ· পাশ করেন। মুক্তি পাবার পর ১৯২৭ খ্রী· বিলাত যান। সেখানে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে কিছুদিন লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স-এ পড়াশুনা করেন। ঐ সময় থেকেই লন্ডনে ডক শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে ও ইন্ডিয়া লীগের কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। ১৯২৮ খ্রী· সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমন্ত্রণে জার্মানিতে গিয়ে বার্লিন কমিটির সদস্যদের সঙ্গে পরিচিত হন। সেখান থেকে ইংল্যান্ড ফেরার পথে ফরাসী পুলিসের হাতে রিভলভার সহ ধরা পড়ে কিছুদিন আটক থাকেন। ইংল্যান্ডে বিখ্যাত সাম্যবাদী নেতা সপুরজী সাকলাৎওয়া, হ্যারি পলিট, রজনীপাম দত্ত প্রমুখের সঙ্গে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ১৯৩৩ খ্রী· বিলাতে 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকার সংবাদদাতা হিসাবে কাজ করেন। প্যারিসের সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বছর পড়াশুনা করেন। ১৯৩৮ খ্রী· 'ভারতে কৃষি সংশ্লিষ্ট অবস্থার বিকাশ' বিষয়ে ডক্টরেটের নিবন্ধ পেশ করেন। এই সময়ে স্পেনে ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্কোর অভিযানের বিরুদ্ধে প্রজাতন্ত্রী সরকারকে সমর্থন জানাতে স্পেনে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে সুভাষচন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় বার্লিনে যে 'আই·এন·এ·' দল গড়ে ওঠে তিনি তার প্রচার-অধিকর্তা হিসাবে কাজ করেন এবং কিছুদিন 'আজাদ হিন্দ' পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। যুদ্ধশেষে জুন ১৯৪৫ খ্রী· ব্রিটিশ মিলিটারী মিশনের হাতে ধরা পড়ে ১০ মাস বন্দীদশায় কাটান। ১৯৪৬ খ্রী· দেশে ফেরেন এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকেন। ১৯৫০ খ্রী· কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেলে কারারুদ্ধ ছিলেন। জেল থেকে বেরিয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। বিশ্বশান্তি সম্মেলন ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা, এদেশে রমাঁ রলাঁ সোসাইটির সম্পাদক এবং নক্সালবাড়ি কৃষক সংগ্রাম সহায়ক কমিটির সভাপতি ছিলেন। তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। রচিত গ্রন্থ: 'ভারতীয় মহাবিদ্রোহ', 'নীলবিদ্রোহ ও তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজ', 'কালান্তরের পথিক রমাঁ রলাঁ' প্রভৃতি। [৩২]

প্রশান্তকুমার সেন (১১·১১·১৮৭৪ - ১৭·১১·১৯৫০) কলিকাতা। প্রসন্নকুমার। অ্যালবার্ট স্কুল থেকে প্রবেশিকা, জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ থেকে বি·এ· এবং ১৮৯৯ - ১৯০৩ খ্রী· কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মরাল সায়েন্সে 'ট্রাইপস' পাশ করে ও ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরেন। ১৯৩০ খ্রী· ডি·এল· উপাধি পান। স্যার আশুতোষ তাঁকে সিটি কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশাস্ত্রের অধ্যাপক এবং দু'বার 'টেগোর ল লেকচারার' নিযুক্ত করেন। কিছুদিন কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় করার পর পাটনা হাইকোর্টের জজ (১৩২৪ - ২৯ ব·) হন। পরে কিছুদিন ময়ূরভঞ্জ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের দেওয়ান ছিলেন। কয়েকবার বিলাতে যান এবং বিভিন্ন ধর্মসভায় অংশগ্রহণ করেন। ১৯২৭ খ্রী· তাঁকে মাদ্রাজে 'অল-ইন্ডিয়া থিয়িস্টিক কনফারেন্সে'র সভাপতি করা হয়। ১৯৪৬ - ৪৯ খ্রী· ভারতীয় গণ-পরিষদের সভ্য ছিলেন এবং পরে ভারতীয় পার্লামেন্টের সদস্য হন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'Penology', 'Crime and Punishment', 'Keshub Chander Sen and Coochbehar Betrothal, 1878', 'Biography of a New Faith, Vol. I & II' (1950-1954) প্রভৃতি। [৩, ৫]

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ (২৯·৬·১৮৯৩ - ২৮·৬·১৯৭২) কলিকাতা। প্রবোধচন্দ্র। প্রসিদ্ধ পরিসংখ্যানবিদ্। প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। কেমব্রিজ থেকে গণিত ও পদার্থবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ ট্রাইপস পেয়ে ইন্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসে যোগদান করেন ও কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই কলেজের সঙ্গে তিনি দীর্ঘকাল অধ্যাপকরূপে, কিছুকাল অধ্যক্ষরূপে এবং (অবসর-গ্রহণের পরে) এমিরিটাস প্রফেসররূপে যুক্ত ছিলেন। পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকরূপে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। পদার্থবিদ্যা ছাড়াও নানা বিষয়ে তাঁর অনুসন্ধিৎসা প্রসারিত ছিল। নৃতত্ত্ব-সম্পর্কিত গবেষণায় তিনি বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দেন। এই বিষয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ 'The Statistical Analysis of Anglo-Indian Stature' (১৯২২), 'Analysis of Race Mixture in Bengal'। তাঁর গবেষণালব্ধ আবিষ্কার 'মহলানবীশ ডিসট্যান্স' নামে পরিচিত। আবহাওয়া-তত্ত্বেও তাঁর দান স্মরণীয় এবং এ বিষয়ে তিনি একাধিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৯২২ খ্রী· বঙ্গীয় সরকারের আমন্ত্রণে এদেশের বন্যার উৎপত্তি সম্পর্কে তাঁর গবেষণা ফলপ্রসূ হয়। ওড়িশার হীরাকুঁদ বাঁধ নির্মাণে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এসব কৃতিত্ব সত্ত্বেও পরিসংখ্যান-বিজ্ঞান গবেষণার জন্যই তিনি বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। এ বিষয়ের অলোচনায় তিনি এ দেশে পথিকৃৎ। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকল ইনস্টিটিউট'-এর প্রতিষ্ঠা। তিনি রয়্যাল সোসাইটির ফেলো (F.R.S.) নির্বাচিত হন। বহুবার বহুস্থানে আমন্ত্রিত হয়ে বিদ্বজ্জনসভায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং ভারত সরকারের উপদেষ্টার কাজ করেছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাঠামো তিনিই রচনা করেন। প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক হলেও সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সহচরদের অন্যতম এবং ১৯২১ - ৩১ খ্রী· শান্তিনিকেতনের কর্মসচিব ছিলেন। [১৬, ১৪৯]

প্রসন্নকুমার আচার্য, মহামহোপাধ্যায় (২১·৪·১৮৯০ - ১·১২·১৯৬০) চট্টগ্রাম-যজ্ঞশালা—ত্রিপুরা। রাজচন্দ্র। কুমিল্লা জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স এবং চট্টগ্রাম কলেজ থেকে এফ·এ· ও বি·এ· পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিলালিপি ও প্রাচীন

ভারতীয় ইতিহাস সহ এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ইউরোপে সংস্কৃত সাহিত্যে শিক্ষালাভের জন্য একমাত্র তিনিই ভারত সরকারের বৃত্তিলাভ করেন (১৯১৪)। অল্পকালের মধ্যেই তিনি অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত হন। ইউরোপে পাঁচ বছর থাকাকালে পৃথিবীর বিভিন্ন মিউজিয়ামে রক্ষিত তথ্যাদি থেকে ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের এক বিরাট সাহিত্যের অনুবাদ, সম্পাদন, সংযোজন ও প্রকাশ করেন। 'প্রাচীন ভারতীয় স্থপতিবিদ্যার অভিধান' গ্রন্থ রচনার জন্য লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট উপাধি পান। তাঁর অমরকীর্তি প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু স্থাপত্য 'মনসর' শিল্প শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার ও ৬০০০ পৃষ্ঠায় ৭ খণ্ডে তা প্রকাশ করা। এ ছাড়া তিনি 'Summary of Mansara', 'Elements of Hindu Culture and Sanskrit Civilisation', 'Glories of India', 'চৈতন্যযুগের পরিস্থিতি ও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়' প্রভৃতি গ্রন্থ ও বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৯১৭ খ্রী. হল্যান্ডের লীডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পি-এইচ.ডি. উপাধি দান করে। কর্মজীবন শুরু—হরিদ্বারের ঋষিকুল কলেজের অধ্যক্ষরূপে। পরে মাদ্রাজের শিক্ষাবিভাগীয় অধিকর্তার সেক্রেটারী, তারপর রাজ্যপালের সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হন। ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগেও উচ্চপদে কিছুদিন ছিলেন। পরে ক্রমে পাটনায় সরকারী সংস্কৃত কলেজের ও এলাহাবাদের মূর সেন্ট্রাল কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক, ১৯২৩ - মে ১৯৫০ খ্রী. পর্যন্ত এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক এবং প্রাচ্য-সম্বন্ধীয় বিভাগীয় প্রধানরূপে কাজ করেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ও বহু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অধ্যাপনাকালে তিনি মাসিক অর্জিত বেতন দুই হাজার টাকার দশ শতাংশ দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার্থে দান করতেন। [১৩০, ১৭৮]

প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায় (১২৫৫ - জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ ব.) বাহেরক—ঢাকা। কবি ও সাধক। ১৪/১৫ বছর বয়সে যাত্রা, কবি ও হোরি গান রচনা করে দল বেঁধে গান করতেন। তাঁর রচিত গানের মধ্যে শ্যামাসঙ্গীতই বেশি। [১]

প্রসন্নকুমার ঠাকুর (২১.১২.১৮০১ - ৩০.৮.১৮৬৮) কলিকাতা। হিন্দু কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক গোপীমোহন। স্বগৃহে, শেরবোর্ন স্কুলে ও ১৮১৭ খ্রী. হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করেন। দেশীয় স্মৃতি ও পাশ্চাত্য ব্যবহারশাস্ত্রে জ্ঞান থাকায় সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি পেশা গ্রহণ করে অল্পদিনেই সরকারী উকিল নিযুক্ত হন। পারিবারিক ব্যবসায় ও ভূসম্পত্তির তত্ত্বাবধানের জন্য ১৮৫০ খ্রী. ঐ পদ ত্যাগ করেন। ১৮৫৪ খ্রী. বড়লাটের শাসন পরিষদ গঠিত হলে তিনি ক্লার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট হন। এই সময়ের বিখ্যাত বাঙালী ধনী বলে তিনি খ্যাত ছিলেন। শিক্ষাবিস্তারে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। পারিবারিক সূত্রে হিন্দু কলেজ পরিচালনা (১৮৩২ - ১৮৫৪) ছাড়া স্কুল সোসাইটি, বেনিভোলেন্ট সোসাইটি ও হিন্দু ফ্রী স্কুলে অর্থ ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতেন। রক্ষণশীল হিন্দু (১৮২৩ খ্রী. গৌড়ীয় সমাজের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক) হলেও রামমোহনের সতীদাহ প্রথা-বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেন, কিন্তু গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ ও বহু বিবাহরোধে উৎসাহ প্রকাশ করেন নি। সাধারণভাবে স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহ ছিল। দ্বারকানাথের সঙ্গে জমিদার সভা ও ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সভা প্রতিষ্ঠা করে তিনি তার সভাপতি হন (১৮৬৭)। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা পৌর সংস্থার সভ্য ছিলেন। 'রিফর্মার' (১৮৩১) নামে ইংরেজী সাপ্তাহিক ও 'অনুবাদক' নামে বাংলা পত্রিকা প্রকাশ তাঁর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। 'রিফর্মার' সমকালীন শিক্ষিত মহলের মুখপত্র ছিল। ১৮৩১ খ্রী. তাঁর শুঁড়ার বাগানে শিক্ষিত যুবকগণ ইংরেজী নাটক অভিনয় করেন। এদেশে দেশীয় লোকের পাশ্চাত্য রীতির অভিনয়ে এটিই প্রথম পদক্ষেপ। বাঙালীর নিজস্ব প্রথম নাট্যশালা 'হিন্দু থিয়েটার'-এরও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন (১৮৩১)। এদেশে খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রভাবরোধে সারাজীবন চেষ্টা করলেও একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন (প্রথম ভারতীয় ব্যারিস্টার) রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহনের কন্যাকে বিবাহ করে পিতা কর্তৃক ত্যাজ্যপুত্র হন। তাঁর বহু দানের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে তিন লক্ষ টাকা দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ টাকার সুদে প্রখ্যাত 'টেগোর ল' অধ্যাপক-পদের প্রবর্তন হয়। জমিদারদের মুখপাত্ররূপে সিপাহী বিদ্রোহের নৈতিক বিরোধিতা করেন এবং সরকার কর্তৃক সি.এস.আই. উপাধিতে ভূষিত হন (১৮৬৬)। তাঁর বিখ্যাত রচনা : 'An Appeal to Countrymen', 'Table of Succession according to the Hindu Law of Bengal'। [১, ৩, ৮, ২৬, ১২৪]

প্রসন্নকুমার বণিক। ঢাকা। তবলাশিল্পী। ঢাকার গৌরমোহন বসাকের কাছে বিশেষ করে পাখোয়াজ শিখেছিলেন এবং তবলাও। তবলায় তাঁর দ্বিতীয় গুরু মুর্শিদাবাদ নবাব দরবারের বাদক আতা হোসেন। তবলাবাদক হিসাবে কলিকাতা সঙ্গীত সমাজে অনেক সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর রচিত 'তবলা তরঙ্গিণী' ও 'মৃদঙ্গ প্রবেশিকা' উল্লেখযোগ্য। [১৭৬]

প্রসন্নকুমার রায় (১৮৪৯ - ১৯৩২) শুভাঢ্যা—ঢাকা। ডক্টর পি. কে. রায় নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। ঢাকা পগোজ স্কুলের ছাত্র। পরে গিলক্রাইস্ট বৃত্তি পেয়ে বিলাত যান। ১৮৭৩ খ্রী. লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এস-সি. এবং ১৮৭৬ খ্রী. এডিনবরা ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞানে ডি.এস-সি. উপাধি পান। তাঁর এবং আনন্দমোহন বসুর চেষ্টায় বিলাতে ব্রাহ্মসমাজ, 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি' ও একটি পুস্তকালয় স্থাপিত হয়। দেশে ফিরে পাটনা কলেজে এবং ঢাকা কলেজে ও পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে থাকা-কালে প্রথমে অস্থায়ী ও পরে

স্থায়ী (১৯০২ - ১৯০৫) অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। তিনিই ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম এই পদের অধিকারী হন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ও অবসর-গ্রহণের পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলির ইনস্পেক্টর হন। কর্মজীবনের মধ্যে দুই বছরের জন্য ভারত সচিবের শিক্ষা বিষয়ের পরামর্শদাতা হয়ে ইংল্যান্ড যান। যৌবনে ব্রাহ্মধর্মে অনুরাগী হওয়ার জন্য পিতৃগৃহ থেকে বিতাড়িত হন এবং কেশবচন্দ্রের কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দেশহিতব্রতী দুর্গামোহন দাসের কন্যা সমাজসেবী সরলা দেবীকে বিবাহ করেন। কিছুদিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংস্রবে ধর্মতত্ত্ব আলোচনার জন্য 'থিওলজিক্যাল ইনস্টিটিউশন' প্রতিষ্ঠা করেন। [১, ৩]

প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী (১৮২৫ - ১৮৮৬) রাধানগর—হুগলী। 'সঙ্গীত লহরী' ও 'তীর্থভ্রমণ' গ্রন্থের রচয়িতা যদুনাথ। গ্রামের পাঠশালায় সংস্কৃত, বাংলা ও ফারসী শিখে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। এখানে কৃতিত্বের সঙ্গে জুনিয়র ও সিনিয়র বৃত্তি পাশ করে স্বর্ণপদক ও পুরস্কার পান। শিক্ষান্তে কিছুদিন ঢাকা কলেজে অধ্যাপনার পর তিনি মুর্শিদাবাদ রাজসরকারে উচ্চপদ লাভ করেন। তারপর বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় প্রথমে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। এই সম্মান তিনি ভিন্ন অন্য কোনও কায়স্থের ভাগ্যে ঘটে নি। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধ ঘটায় তাঁকে অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করতে হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সকল ছাত্র, অধ্যাপক ও কর্মচারীরা কলেজ ত্যাগ করলে তিনি পুনর্নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে প্রেসিডেন্সী বিভাগের পরিদর্শক করে সংস্কৃত কলেজ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর বহরমপুর কলেজে অধ্যক্ষ ও প্রেসিডেন্সী কলেজে ইতিহাস ও ইংরেজীর অধ্যাপক হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁকে সংস্কৃত এবং তিনি বিদ্যাসাগরকে ইংরেজী শেখাতেন। গণিত ও জ্যোতিষে বিশেষ আগ্রহ ছিল। সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে তৎকালে প্রচলিত দেশী ও বিদেশী ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণ করে পণ্ডিতসমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। উত্তরকালে বাংলা ভাষায় অঙ্কশাস্ত্র ও অঙ্কের পরিভাষা সৃষ্টি করে বীজগণিত ও পাটিগণিত রচনা তাঁর অক্ষয় কীর্তি। মধুসূদন ও বিদ্যাসাগরের বিপদের দিনে সাহায্য করে মানবতার পরিচয় দেন। মহাভারত অনুবাদে কালীপ্রসন্ন সিংহকে, অভিধান প্রণয়নে তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে ও শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশে সত্যব্রত সমাধ্যায়ীকে সাহায্য করেন। বিখ্যাত ডাক্তার সূর্যকুমার তাঁর অনুজ। [১, ৫, ২৫, ২৬]

প্রসন্নকুমার সেন (১৮৩৮ - ৯.১১.১৯১৫) গরিফা—হুগলী। অল্প শিক্ষা লাভ করে ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের অডিট অফিসে কাজ নেন। 'সঙ্গত সভা'য় যোগ দিয়ে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হন। কর্মসূত্রে মুঙ্গের থাকার সময় সেখানের ভক্তি আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৮৭০ খ্রী. চাকরি ছেড়ে প্রচারক-ব্রত গ্রহণ করেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের বিলাত ভ্রমণকালে তিনি তাঁর সঙ্গে যান। কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত 'ভারতাশ্রম', 'ভিক্টোরিয়া কলেজ', 'অ্যালবার্ট ইনস্টিটিউট ও হল', 'ব্রাহ্ম ট্রাস্ট সোসাইটি', 'মিশন অফিস', 'লিবারেল' পত্রিকা প্রভৃতির পরিচালনায় সহায়তা করতেন। ১৮৮৫ খ্রী. 'কেশব একাডেমী' প্রতিষ্ঠা করেন। 'কেশব আশ্রম' এবং পতিতাদের জন্য 'রিফিউজ' নামক প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা। 'বিবিধ ধর্মসঙ্গীত' নামে একটি সঙ্গীত-সংগ্রহ প্রকাশ করেন। [১৯]

প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন, মহামহোপাধ্যায় (১৮৪২ - ৮.১১.১৯১৪) আটপাড়া—ঢাকা। স্বরূপচন্দ্র চক্রবর্তী। ঢাকা কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। 'ঢাকা সারস্বত সমাজ' প্রতিষ্ঠা তাঁর প্রধান কীর্তি। আমৃত্যু এই সমাজের সম্পাদক ছিলেন। এই সমাজের দ্বারা পূর্ববঙ্গে সংস্কৃতচর্চার বহুল প্রচার হয়। বাংলা ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য সমাজ কর্তৃক 'সারস্বত' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। বঙ্গীয় সংস্কৃত পরীক্ষা সমিতির সভ্য ছিলেন। ১৯০৯ খ্রী. 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হন। [১, ২৫, ১৩০]

প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন (১২২৩ - ১১.১.১২৯৭ ব.) বিল্বপুষ্করিণী—নদীয়া। রামতনু বিদ্যাবাচস্পতি বন্দ্যোপাধ্যায়। নবদ্বীপের বিখ্যাত নৈয়ায়িক শ্রীরাম শিরোমণির নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁর স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়নের জন্য বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ছাত্র আসত। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের নৈয়ায়িক-অধ্যাপকের পদ পেয়েও তিনি তা গ্রহণ করেন নি। ১৮৮৭ খ্রী. প্রথম 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি-প্রাপ্ত পণ্ডিতগণের মধ্যে তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। [১৩০]

প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী, রায়বাহাদুর (১৮৫৪ - জুলাই ১৯৩৩) ভারেঙ্গা—পাবনা। ১৮৭৭ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে 'রাজা রাধাকান্ত দেব স্বর্ণপদক' পান। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহকারী হয়ে প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণা করেন। ১৮৭৯ খ্রী. আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পাবনায় ওকালতি শুরু করেন। ১৮৯৫ খ্রী. থেকে ১৯২৮ খ্রী. পাবনার সরকারী উকীল ছিলেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ হিসাবেও খ্যাতি ছিল। মাধাইনগরের তাম্রশাসন সম্বন্ধে তাঁর পাঠোদ্ধারই শুদ্ধ ব'লে বিবেচিত হয়েছিল। স্বরচিত টীকাসহ গায়ত্রীর 'শঙ্করভাষ্য' ও 'সায়ণভাষ্য' এবং আরও দুই রকম ভাষ্য প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থদ্বয়: 'Confessions and Evidence of Accomplices' এবং 'Prosecutions in False Cases'। নিজগ্রামে 'ভারেঙ্গা অ্যাকাডেমী' ও মায়ের নামে 'হরসুন্দরী চতুষ্পাঠী' এবং পাবনা সহরে দর্শনশাস্ত্রের আলোচনার জন্য টোল স্থাপন করেন। পাবনা পুরতত্ত্বের সভাপতি ছিলেন। 'প্রমোদ' নামে একটি হাস্যরসাত্মক গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখতেন। [১, ৫]

প্রসন্নময়ী দেবী (১৮৫৭ - ২৫.১১.১৯৩৯) পাবনা।

চৌধুরী ও প্রমথ চৌধুরী তাঁর অনুজ এবং প্রখ্যাত কবি প্রিয়ম্বদা দেবী তাঁর কন্যা। ১২ বছর বয়সে রচিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আধ-আধ-ভাষিণী' প্রকাশিত হয়। তিনি 'মাতৃমন্দির', 'ভারতবর্ষ' এবং 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকার নিয়মিত লেখিকা ছিলেন। ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী প্রসন্নময়ী কিশোর বয়সে লিখেছিলেন—'হবে নাকি এই দেশে ব্রাহ্মধর্মাচার'। গদ্য রচনাতেও পারদর্শিনী ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় লেখা তাঁর উপন্যাস 'অশোক', কাব্যগ্রন্থ 'বনলতা' ও 'নীহারিকা', স্মৃতিচারণ মূলক গ্রন্থ 'পূর্বকথা', 'আর্যাবর্ত' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তাঁর অধিকাংশ কবিতার মধ্যেই স্বদেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। [৭, ৪৪]

প্রসাদ সিংহ (১৩২৮ - ১৪.৮.১৩৭২ ব.) কলিকাতা। খ্যাতনামা চিত্র-সাংবাদিক। 'উল্টোরথ' ও 'সিনেমা জগৎ' পত্রিকার অন্যতম কর্ণধার এবং প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কয়েকটি চিত্র-প্রযোজনা করেছিলেন। [৪]

প্রাণকিশোর গোস্বামী। (১৮৯৯ - ১৬.২.১৯৮০) ঢাকা। বৈষ্ণব সমাজের জনপ্রিয় নেতা, কথক, লেখক ও কীর্তন-গায়ক। এম.এ. পরীক্ষায় সংস্কৃত নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে পাশ করেন। হিন্দী, ইংরেজী, মারাঠী ও বাংলা ভাষায় দক্ষতা ছিল। মারাঠী থেকে অনূদিত তাঁর 'জ্ঞানেশ্বরী গীতা' একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। দেশী ও বিদেশী বহুজনের তিনি দীক্ষাগুরু ছিলেন। [১৬]

প্রাণকুমার সেন (৬.৪.১৯০১ - ২৫.৩.১৯৬২) ফুল্লশ্রী—বরিশাল। পদস্থ সরকারী কর্মচারী অনন্তকুমার। বাংলা সাহিত্যে এম.এ. পাশ করে কলিকাতায় 'ভোটরঙ্গ' পত্রিকার সম্পাদকের কাজ নেন। আর্থিক কারণে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেলে বরিশালে ফিরে গিয়ে 'বরিশালবাণী' ও 'কল্যাণ' নামে দু'টি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরে দীর্ঘ এগারো বছর 'বরিশাল-হিতৈষী'র সম্পাদকরূপে পত্রিকা পরিচালনা করেন। শেষজীবনে 'যুগবাণী' পত্রিকার সভাপতি- ও প্রধান পৃষ্ঠপোষকের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শিক্ষকতাকেও তিনি জীবনের অন্যতম ব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন। বরিশালের নানা জায়গায় প্রধান-শিক্ষকের দায়িত্ব নিয়ে অনেক স্কুলে কাজ করেছেন। দশ বছর বরিশাল শিক্ষক সমিতির সম্পাদক এবং পরে তার সভাপতি ছিলেন। বরিশাল প্রেস ক্লাবেরও সভাপতি ছিলেন। নাট্যাভিনয়ে তাঁর স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল এবং শৌখিন নাটকের দলে নিপুণ অভিনয় ও প্রযোজনা করেছেন। ১৯২১ খ্রী. অসহযোগ আন্দোলনের সূচনায় বিলাতী বর্জন করে রাজনৈতিক আন্দোলনে সাড়া দেন। নিজ জীবনে জাতিভেদপ্রথা অগ্রাহ্য করার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। ১৯৪১ খ্রী. বন্যায় বিধ্বস্ত ভোলাতে ত্রাণকার্যে গিয়ে বীর সংগ্রামী সতীন্দ্রনাথ সেনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং তদবধি উভয়ে একযোগে দেশসেবার কাজ করে গেছেন। ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হন। ১৯৪৪ খ্রী. এক বছরের জন্য বাড়িতে অন্তরীণ ছিলেন এবং ১৯৪৫ খ্রী. ছাত্র আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হয়ে দণ্ডিত হন। ১৯৪৭ খ্রী. দেশবিভাগের ভিতর দিয়ে স্বাধীনতালাভ হলে সতীন্দ্রনাথ ও তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে পূর্ব-পাকিস্তান তাঁদের স্বদেশ—স্বদেশ ও মাতৃভূমিকে তাঁরা জীবনে পরিত্যাগ করবেন না। এই প্রতিজ্ঞায় উভয়ে অবিচল ছিলেন। ১৯৫০ খ্রী. পূর্ব-পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় কারারুদ্ধ হন। ১৯৫২ খ্রী. ভাষা-আন্দোলনের সময় এবং পরে ১৯৫৪ খ্রী. ও ১৯৫৮ খ্রী. কারাদণ্ড ভোগ করেন। বরিশালের জনকল্যাণমূলক সবরকম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। বহুকাল বরিশাল জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক ও কিছুকাল প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক হয়েছিলেন। ১৯৫৪ খ্রী. পূর্ব-পাকিস্তান ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এ ছাড়া পূর্ব-পাকিস্তান জেল রিফর্ম কমিটি ও সতীন সেন মৃত্যু তদন্ত কমিটির সদস্য এবং পূর্ব-পাকিস্তান মাইনরিটি বোর্ডের সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁর রচিত বহু কবিতা, গান, গল্প, নাটক ও প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর দৌরাত্ম্যে তার অধিকাংশই ধ্বংস হয়েছে। 'স্মরণী' তাঁর একখানি কাব্যগ্রন্থ। [২০৩]

প্রাণকৃষ্ণ আচার্য (আগস্ট ১৮৬১ - জুন ১৯৩৬) পাবনা। হরেকৃষ্ণ। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে গুডিভ বৃত্তি পেয়ে ডাক্তারি পাশ করে ইডেন হাসপাতালের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। কিন্তু কিছুদিন পর ইংরেজ অধ্যক্ষের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে পদত্যাগ করেন। এরপর স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করে খ্যাতিমান হন। শেষ-জীবনে বিভিন্ন দেশীয় রাজপরিবারের গৃহ-চিকিৎসক হয়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। ছাত্রাবস্থায় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সান্নিধ্য লাভ করে সংসারে প্রবেশের পর ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ১৯০৫ খ্রী. বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। স্বদেশী শিল্পের উন্নতির জন্য বহু অর্থ ব্যয় করেছেন। শিক্ষা-বিস্তারের কাজেও তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। হাওড়ার বাণীবন পল্লীতে বালিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য বহু পরিশ্রম ও অর্থসাহায্য করেন। 'সোসাইটি ফর দি ইমপ্রুভমেন্ট অফ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস' নামক সমিতির কর্মকর্তা ছিলেন। [১]

প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী। চন্দননগর—হুগলী। মধুসূদন। তিনি চন্দননগরের প্রথম মেয়র এবং ফ্রান্সের প্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালী সদস্য ছিলেন। বিদেশে উচ্চশিক্ষালাভার্থীদের জন্য 'প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী ফন্ড' নামে একটি ভাণ্ডার সৃষ্টি করেন। এর একটি শর্ত থাকে যে বিলাত থেকে ফিরে অন্য একটি ছাত্রকে অনুরূপ শর্তে উচ্চশিক্ষার্থে বিলাতে প্রেরণ করতে হবে। কলিকাতার জর্জ হেন্ডারসন কোম্পানীর মুৎসুদ্দি ছিলেন। [১]

প্রাণকৃষ্ণ দত্ত (১৮৫১ - ১৯০৯)। কলিকাতা বাগবাজার অঞ্চলের এক ধনী পরিবারে জন্ম। 'সঙ্গত সভা'য় যোগ দিয়ে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত হন। সরকারী

রাজস্ব বিভাগের কাজ ছেড়ে 'সুলভ সমাচার' পত্রিকার ভার নেন এবং 'ভেরী' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৮৭ খ্রী· প্রচারক ব্রত নেন ও সস্ত্রীক 'কলিকাতা অনাথাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। [১৯]

প্রাণগোপাল গোস্বামী (১২৮৩ - ২৮·২·১৩৪৮ ব·)। খ্যাতনামা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। বাংলায় বিশদ বিবৃতি-সমেত তাঁর সঙ্কলিত শ্রীমদ্‌জীবগোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভের 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ', 'ভক্তি-সন্দর্ভ' ও 'প্রীতিসন্দর্ভ' এবং শ্রীমদ্ভাগবতের 'উদ্ধব সংবাদ' গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য। [৫]

প্রাণতোষ ঘটক (২৪·৫·১৯২৩ - ২২·৭·১৯৭০)। কলিকাতার টাউন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করেন। এম·এ· ও আইন পড়তে পড়তে 'বসুমতী' পত্রিকায় যোগ দেন। এই সময় গল্প ও উপন্যাস লিখতে শুরু করেন। রচিত 'পঙ্কপাল' গ্রন্থটি তাঁকে লেখকসমাজে প্রতিষ্ঠা দেয়। 'মাসিক বসুমতী'র ভার নিয়ে তিনি পত্রিকাটির সম্পূর্ণ নূতন রূপ দেন এবং ঐ পত্রিকায় বাঙলাদেশের আধুনিক ও প্রতিষ্ঠিত অনেক লেখক ও শিল্পীদের আমন্ত্রণ করে আনেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'আকাশ পাতাল', 'রাজায় রাজায়', 'মুক্তাভস্ম', 'খেলাঘর', 'তিনপুরুষ' প্রভৃতি। 'রত্নমালা' নামে একটি নূতন ধরনের অভিধানও তিনি প্রণয়ন করেছিলেন। [১৭]

প্রাণনাথ দত্ত (১৮৪০ - ১৫·৯·১৮৮৮) কলিকাতা। লোকনাথ। হাটখোলা দত্ত পরিবারে জন্ম। ওরিয়েন্টাল সেমিনারী ও হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। বিভিন্ন পত্রিকায় লিখতেন। পরে এপ্রিল ১৮৭২ খ্রী· 'রহস্য সন্দর্ভ' পত্রিকার সম্পাদক হন। এ বিষয়ে রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেন। পত্রিকা-সম্পাদক হিসাবে তাঁর দ্বিতীয় প্রচেষ্টা 'বসন্তক' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা (১৮৭৪) ও পরিচালনা। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও কার্টুন-প্রধান 'বসন্তক' পত্রিকার স্থান সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে ঐতিহ্যময়। পত্রিকাটিতে তাঁর নিজের অঙ্কিত ব্যঙ্গচিত্র ও নানা রচনা প্রকাশিত হত। 'সুচারুযন্ত্র' নামে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৭৫)। তাঁর অপর কীর্তি কালিদাস ও অন্যান্য ভারতীয় কবিদের রচিত সংস্কৃত কাব্যাদির ইংরেজী ভূমিকা-সংবলিত গ্রন্থ প্রকাশ। টমাস মুরের 'লালা রুখ'-এর 'পদ্মমুখী' নামে পদ্যানুবাদ তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য রচনা। ১৮৭২ খ্রী· তিনি সংশোধিত মানচিত্রাবলী' অঙ্কন করে প্রকাশ করেন। নির্বাচন প্রথার দাবিতে ১৮৭৪ - ৭৭ খ্রী· মিউনিসিপ্যাল আন্দোলনের তিনি অন্যতম নেতা ছিলেন। এই আন্দোলনের ফলে ১৮৭৬ খ্রী· বিধিবদ্ধ নূতন মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে কলিকাতা কর্পোরেশনে প্রথম নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হয়। তিনি প্রথম নির্বাচিত সদস্যদের অন্যতম। আমৃত্যু ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এবং শিশিরকুমার ঘোষ প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়ান লীগে'রও তিনি সক্রিয় সদস্য ছিলেন। নাট্যকার ও সমাজহিতৈষী হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। রচিত নাটক: 'প্রাণেশ্বর নাটক' (১৮৬৩) ও 'সংযুক্তা স্বয়ম্বর' (১৮৬৭)। [৩]

প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় (? - ১৩৪১ ব·) আনুলিয়া—নদীয়া। কেদারনাথ। বিহার ও উড়িষ্যা সরকারের অডিটর ছিলেন। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'অহোম রাজ্যের অতীত স্মৃতি' ও আরও কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। মানভূম ও পুরুলিয়া থেকে 'প্রতিষ্ঠা' নামে একটি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর রচিত 'অহোমসতী', 'মীবার নলিনী', 'গিরিকাহিনী', 'নীলাম্বর' প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। [৫]

প্রিয় গুপ্ত (১৯২১ - ১৯৭৯)। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আই·এস-সি· পাশ করে ক্যালকাটা টেকনিক্যাল স্কুল থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা লাভ করেন। কিছুদিন বিভিন্ন জায়গায় কাজ করার পর ১৯৪৩ খ্রী· আসাম-বেঙ্গল রেলওয়েতে সহকারী ইলেকট্রিক্যাল ফোরম্যান হিসাবে কাজে নিযুক্ত হয়ে রেলকর্মী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। আন্দোলনের প্রয়োজনে অফিসার পদে উন্নীত হবার সুযোগপেয়েওতা নেননি। ১৯৬০, ১৯৬৮ ও ১৯৭০ খ্রী· সংঘটিত সর্বভারতীয় তিনটি ধর্মঘটেরই তিনি প্রথম সারির নেতা ছিলেন। কয়েকবার কারাদণ্ডও ভোগ করেন। ১৯৬৮ খ্রী· অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে মেনস ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ও ১৯৭৬ খ্রী· তার সভাপতি হন। ১৯৬২ - ৬৭ খ্রী· লোকসভার সদস্য ছিলেন। লন্ডনস্থিত ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সভা হিসাবে ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া ও ইটালীতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যোগ দেন। অকৃতদার ছিলেন। [১৬]

প্রিয়দারঞ্জন রায় (১৬·১·১৮৮৮ - ১১·১২·১৯৮২) নোয়াপাড়া—চট্টগ্রাম। পিতা কালীচরণ জমিদার ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৯০৮ খ্রী· রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় অনার্স সহ বি·এ· এবং ১৯১১ খ্রী· রসায়নশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম·এ· পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর প্রেসিডেন্সী কলেজে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের গবেষণাগারে অজৈব রসায়নে কাজ করতে আরম্ভ করেন। ১৯১২ খ্রী· গবেষণাগারে এক দুর্ঘটনায় তাঁর একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেলে দুবছর গবেষণার কাজ করতে পারেন নি। ১৯১৪ - ১৮ খ্রী· সিটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। সেখান থেকে তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কলেজে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সহকারী হিসাবে ১৯১৮ খ্রী· নিযুক্ত হন। ১৯২৬ খ্রী· রুবিয়ানিক অ্যাসিড সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার জন্য খ্যাতি লাভ করেন। ১৯২৯ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষ ট্র্যাভেলিং ফেলোশিপ নিয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হয়ে বিদেশে যান। সুইজারল্যান্ডের বার্ণে এবং অস্ট্রিয়ার গ্রাজে বিখ্যাত অধ্যাপকদের গবেষণাগারে কাজ করে ১৯৩০ খ্রী· দেশে ফিরে আসেন। ১৯৩২ খ্রী· ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রসায়ন শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর বহু মূল্যবান গবেষণা রসায়নশাস্ত্রের প্রামাণিক গ্রন্থসমূহে স্থানলাভ

করেছে। ১৯৩২ খ্রী· 'Chemische Analyse' নামে একটি প্রামাণিক গ্রন্থের সহযোগী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৩৭ খ্রী· বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের খয়রা অধ্যাপক এবং রসায়ন বিভাগে পালিত অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়ে ১৯৫২ খ্রী· অবসর গ্রহণ করেন। অজৈব রসায়নে তাঁর গবেষণা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। জটিল যৌগ নিয়ে, বিশেষ করে জটিল যৌগের গঠন নির্ণয়ে চৌম্বিক ধর্মের প্রয়োগ সংক্রান্ত তাঁর গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবসর গ্রহণের পর তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্সের অবৈতনিক অধ্যাপক ও পরে ডঃ মেঘনাদ সাহার মৃত্যুর পর প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর হয়ে ১৯৫৮ খ্রী· পর্যন্ত ঐ পদে থাকেন। ১৯৩৫ খ্রী· ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের (বর্তমান ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং ১৯৪৭ খ্রী· ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির সভাপতি ও ১৯৫৮ - ৫৯ খ্রী· ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। পদার্থবিদ্যা, শারীরবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়ও তাঁর যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি প্রাচীন ভারতে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ক গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন। ইংরেজী বাংলা উভয় ভাষাতেই লিখতেন। তাঁর একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ 'অতিকায় অণুর বিচিত্র কাহিনী'। সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনেও তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। সমাজ কল্যাণমূলক ও পল্লী উন্নয়নের কাজেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন। [১৬, ১৭]

প্রিয়নাথ কর (১২৫৩ ব· - ?) রাজপুর—চব্বিশ পরগনা। বৃন্দাবনচন্দ্র। জননীর মাতুল বাগ্মী ও স্বদেশহিতৈষী রামগোপাল ঘোষের বাড়িতে বাল্যে প্রতিপালিত হন। সংস্কৃত কলেজে ও পরে হেয়ার স্কুলে পড়াশুনা করেন। বেঙ্গল অফিসে চাকরির সূত্রে তিনি বাঙলাদেশের শাসন সম্বন্ধে অনেক তথ্যের সংস্রবে এসে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বাঙলার প্রথম দৈনিক পত্র 'সুলভ সমাচার' যাতে স্থায়ী হয় তার জন্য তিনি নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। প্লেগ হাঙ্গামার সময় তিনি ডা· হেমচন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে মিলিতভাবে পাড়ায় হাসপাতাল স্থাপন ও অন্যান্য ব্যবস্থার জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করেন। জুরি-বিচার-প্রথা বন্ধ করে দেওয়ায় 'রেইস অ্যান্ড রায়ত'-এর সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিলাতে পার্লামেন্টের সভাদের মধ্যে এর প্রতিকূলে যে আন্দোলন চালান তার মূলে প্রিয়নাথ ছিলেন এবং তার অধিকাংশ ব্যয়ভার তিনিই বহন করেন। বিদ্যাসাগর প্রথম যে বিধবা-বিবাহ দেন, নিমন্ত্রিত প্রিয়নাথ তাতে উপস্থিত ছিলেন। তারকেশ্বরের মোহান্তের এলোকেশী সংক্রান্ত মোকদ্দমায় ডাবলিউ সি· ব্যানার্জিকে নিযুক্ত করিয়ে, যাঁরা মোহান্তকে দণ্ডিত করান ও নবীনের উদ্ধারসাধন করেন, প্রিয়নাথ তাঁদের অন্যতম। [১৪৯]

প্রিয়নাথ কুণ্ডু (১৯০০ - ২·১·১৯৮৫) রিপন কলেজ, রাজশাহী কলেজ ও সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যাপনা করেছেন। যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন। [১৬]

প্রিয়নাথ বসু—'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের' প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৮৭ থেকে ১৯২০ খ্রী· পর্যন্ত এই সার্কাস খেলা দেখিয়েছে। প্রফেসর বোস নামে খ্যাত তিনিই সর্বপ্রথম বাঙালী যিনি পিরামিড অ্যাক্ট, জাগলিং অ্যাক্ট, প্যারালাল বার, হোরাইজন্টাল বার ও ঘোড়ায় চড়া খেলায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর সার্কাসে বাঙালী পরিচালক, ক্রীড়ক, অশ্বারোহী, পশু-শিক্ষক, এমন কি বাঙালী মেয়েরাও ঘোড়ায় চড়া, বাঘের খেলা, ট্রাপিজিং খেলা দেখিয়েছে। ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা খেলাড়ি সুশীলা সুন্দরী এবং তাঁর বোন কুমুদিনী এই সার্কাসে ছিলেন। বাঙালী মেয়ে মৃণ্ময়ী এখানে হাতির পিঠে বসে বাঘের সঙ্গে খেলা দেখাতেন। [১৬]

প্রিয়নাথ মল্লিক (১২৫৪ - ১৩·২·১৩৩৫ ব·) সিঙ্গুর—হুগলী। ১৮৬৯ খ্রী· আলীপুর আদালতে ওকালতি শুরু করেন। ৪৫ বছর কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য ছিলেন। দরিদ্র নারায়ণ সেবা উপলক্ষে ৫০ হাজার টাকা দান করেন। [৫]

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। চুয়াডাঙ্গা—নদীয়া। বাংলায় গোয়েন্দা গল্প-রচনার পথিকৃৎ। পুলিস কর্মচারী ছিলেন। তিনি 'দারোগার দপ্তর' নামে একটি মাসিক পত্রিকা ১২৯৭ ব· থেকে ১২ বছর চালিয়েছিলেন। ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর গল্পগুলি পরে 'ডিটেকটিভের গল্প' নামে পুস্তকাকারে ছাপা হয়। রচিত গ্রন্থ: 'তান্তিয়া ভিল', 'ডিটেকটিভ পুলিশ' (৬ খণ্ড), 'ঠগি কাহিনী', 'বুয়ার যুদ্ধের ইতিহাস' প্রভৃতি। [১]

প্রিয়নাথ সেন (১০·১১·১৮৫৪ - ২৫·১০·১৯১৬)। সাহিত্যরসিক মহেন্দ্রনাথ। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রিয়নাথ ছিলেন 'সাত সমুদ্রের নাবিক'। বাংলা, ইংরেজী, ফরাসী এবং ইতালীয় ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল। তাঁর অধিকাংশ গদ্যরচনার বিষয়বস্তু—রবীন্দ্রনাথের কাব্য ব্যাখ্যান বা সাহিত্যদ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথকে সমর্থন। মোপাসাঁ ও রাস্কিন সম্বন্ধেও তাঁর রচনা উল্লেখযোগ্য। 'প্রিয় পুষ্পাঞ্জলি' তাঁর সমস্ত গদ্যরচনার সঙ্কলন। তিনি কবিতাও লিখতেন। তাঁর ইংরেজী কবিতা এড্‌মন্ড গস-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহোদরসুলভ প্রীতি ছিল। [৩, ৮৭]

প্রিয়নাথ সেন, ড· (১৮৭৪ - ১৭·১০·১৯০৯) যপসা—ফরিদপুর। দিননাথ। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৮৮৯ খ্রী· প্রবেশিকা পাশ করে প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৮৯১ খ্রী· এফ·এ· পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে 'ডফ বৃত্তি' ও পরে বি·এ· পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে রাধাকান্ত সুবর্ণ পদক এবং 'ঈশান বৃত্তি' লাভ করেন। বিলাতে অধ্যয়নের জন্য প্রস্তাবিত রাজকীয় বৃত্তি প্রত্যাখ্যান করে তিনি ১৮৯৪ খ্রী· এম·এ· পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ১৮৯৬ খ্রী· বি·এল· পাশ করে ১৮৯৭ খ্রী· কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন।

১৮৯৯ খ্রী· প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। আইন বিষয়ে গবেষণার জন্য ১৯০৫ খ্রী· 'ডি-এল·' উপাধি পান এবং অল্পকালের মধ্যেই হাইকোর্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবীরূপে পরিগণিত হন। ১৯০৯ খ্রী· 'ঠাকুর-ল'-এর অধ্যাপক, কয়েক বছর বি-এল· পরীক্ষার পরীক্ষক এবং 'Faculty of Law and Board of Studies in Law' সমিতির অতিরিক্ত সভ্য ও 'Law Journal' পত্রিকার সহসম্পাদক ছিলেন। তিনি বেদান্ত-দর্শন বিষয়ে একটি গ্রন্থও রচনা করেন। [২৫]

প্রিয়ম্বদা দেবী১। কোটালিপাড়া—ফরিদপুর। শিবরাম সার্বভৌম। সম্ভবত ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে জন্ম। স্বামী পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিত রঘুনাথ মিশ্র। ধনী পিতা কন্যাকে ভূসম্পত্তি দিয়ে 'মাঝবাড়ী' গ্রামে স্থিত করেন। পিতার যত্ন ও শিক্ষাগুণে প্রতিভাশালী প্রিয়ম্বদা কাব্যে, সাহিত্যে ও ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বালিকা বয়স থেকেই সংস্কৃত ভাষায় যেমন অনর্গল কথা বলতে পারতেন তেমনি কবিতা রচনায় পারদর্শিনী ছিলেন। কুলদেবতা শ্রীগোবিন্দদেবের উদ্দেশ্যে তাঁর রচিত সংস্কৃত কবিতাটি ইংরেজীতেও অনূদিত হয়েছে। তিনি 'শ্যামারহস্য' নামে তন্ত্রগ্রন্থ, 'মদালসা' উপাখ্যানের দার্শনিক টীকা এবং মহাভারতের মোক্ষধর্মের একটি সুবিস্তৃত টীকা প্রণয়ন করেছিলেন। [৪৪]

প্রিয়ম্বদা দেবী২ (১৮৭১ - ১৯৩৫) জন্ম—মাতামহের কর্মক্ষেত্র গুনাইগাছা—পাবনা। কৃষ্ণকুমার বাগচী। মায়ের সঙ্গে মাতুলালয়েই তাঁর জীবন কেটেছে। মাতা প্রসন্নময়ী সুলেখিকা ছিলেন। আশুতোষ চৌধুরী ও প্রমথ চৌধুরী তাঁর মাতুল। ১৮৮৮ খ্রী· বেথুন স্কুল থেকে এন্ট্রান্স এবং বেথুন কলেজ থেকে এফ·এ· ও ১৮৯২ খ্রী· বি·এ· পাশ করেন। ঐ বছরই মধ্যপ্রদেশের রায়পুরের আইনজীবী তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৮৯৫ খ্রী· বিধবা হন এবং ১৯০৬ খ্রী· একমাত্র পুত্র মারা গেলে সমাজসেবা এবং কাব্যচর্চাকে জীবনের অঙ্গ করেন। তিনি দুঃখবাদী কবি। কাব্য-রচনায় রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। নারীশিক্ষা প্রচলনের জন্য তিনি একাধিক মহিলা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত এবং দীর্ঘকাল ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের কর্মাধ্যক্ষা ছিলেন। ১৯১৫ খ্রী· ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। নানা পত্রপত্রিকায় বহু কবিতা, অনুবাদ ও নানা ধরনের লেখা লিখেছেন। তাঁর ভাস রচিত 'স্বপ্নবাসবদত্তা'র অনুবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'ভক্তবাণী' নাম দিয়ে বাইবেলের বেশ কিছু অংশ অনুবাদ করেছিলেন। জাপানের গেইশা রমণীদের জীবন নিয়ে তাঁর লেখা বড় গল্প 'রেণুকা'। রচিত কাব্যগ্রন্থ: 'রেণু', 'তারা', 'পত্রলেখা', 'অংশু', 'চম্পা ও পাটল'। অন্যান্য গ্রন্থ: 'অনাথ', 'পঙ্কুলাল', 'কথা ও উপকথা' প্রভৃতি। [১, ৩, ৪৪]

প্রিয়রঞ্জন সেন (২৫·১·১৮৯৩ - ১১·১২·১৯৬৭) কলিকাতা। প্রসন্নকুমার। ১৯১৯ খ্রী· ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীতে এবং ১৯২০ খ্রী· বাংলায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম·এ· পাশ করেন। ১৯২৫ খ্রী· প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান। ১৯২০ - ২৩ খ্রী· পর্যন্ত রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপনার পর ১৯২৩ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপকরূপে অবসর নেন। ১৯৫৪ খ্রী· শান্তিনিকেতনে লিটারারি ওয়ার্কশপের পরিচালক ও পরে শ্রীনিকেতনে বিশ্বভারতী ইনস্টিটিউট অফ রুর‍্যাল হায়ার এডুকেশনের সঞ্চালকরূপে কাজ করেন (১৯৫৭ - ৬০)। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীজীর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হন। ১৯৪২ - ৪৩ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে দমদম জেলে বন্দী ছিলেন। ১৯৪৪ - ৬৪ খ্রী· 'হরিজন সেবক সঙ্ঘে'র বঙ্গীয় শাখার অবৈতনিক কর্মসচিব, ১৯৪৬ খ্রী· ভারতীয় গণ-পরিষদের এবং ১৯৫২ - ৫৭ খ্রী· পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য ছিলেন। ১৯৬৭ খ্রী· 'পদ্মশ্রী' উপাধি পান। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী: 'সাহিত্য-প্রসঙ্গ', 'ওড়িয়া সাহিত্য', 'Western Influence in Bengali Literature', 'Western Influence in Bengali Novels', 'Modern Oria Literature' প্রভৃতি। এছাড়াও প্রেমচন্দ্রের 'গোদান', র‍্যালফ ওয়ালডোর 'In Tune with the Infinite' (অনন্তের সুরে) এবং হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর 'বাণভট্টের আত্মকথা' প্রভৃতির বঙ্গানুবাদ করেন। [৩]

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (৫·৫·১৯১১ - ২৪·৯·১৯৩২) চট্টগ্রাম। জগবন্ধু। ভারতের প্রথম বিপ্লবী মহিলা শহীদ। ছাত্রীজীবনে ঢাকার বৈপ্লবিক সংগঠন দীপালী সঙ্ঘ ও কলিকাতার ছাত্রী সঙ্ঘের উৎসাহী কর্মী ছিলেন। ঢাকা বোর্ডের আই·এ· পরীক্ষায় মহিলাদের মধ্যে প্রথম হন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি·এ· পরীক্ষায় ডিস্টিংশনসহ পাশ করে নন্দনকানন স্কুলের (চট্টগ্রাম) প্রধান শিক্ষিকা পদে কাজ করেন। চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ও দলের প্রয়োজনে সংসারের অল্প আয় থেকেও অর্থসাহায্য করতেন। ১৮·৪·১৯৩০ খ্রী· চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে অংশগ্রহণের পর তিনি প্রত্যক্ষ বৈপ্লবিক কাজের ভার পান। প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে জেলে যোগাযোগ রাখতেন। ক্রমে দলনেতা মাস্টারদার (সূর্য সেন) আত্মগোপন কেন্দ্রে (ধলঘাট) যোগাযোগ রক্ষার ভার পান। ১৯৩২ খ্রী· জুন মাসে মিলিটারীর সঙ্গে সংঘর্ষে সরকার পক্ষের ক্যাপ্টেন ক্যামেরুন এবং বিপ্লবী দলের নির্মল সেন ও অপূর্ব সেনের মৃত্যু হয়। সূর্য সেন ও প্রীতিলতা জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করে গ্রেপ্তার এড়াতে সক্ষম হন। এরপর থেকে তাঁর গ্রেপ্তারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। বিপ্লবী দলের অসমাপ্ত কাজ পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে নেত্রী নির্বাচিত হয়ে তিনি একদল যুবক নিয়ে ২৪·৯·১৯৩২ খ্রী· ক্লাব আক্রমণ করে একজনকে নিহত ও কয়েকজনকে আহত করে অক্ষত দেহে প্রত্যাবর্তনে সক্ষম হন। এরপর তিনি

দেশের লোকের কাছে আত্মদানের আহ্বান রেখে পটাশিয়াম সায়নাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। [৩, ১০, ২৯]

প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ (১৮০৬ - ২৫·৪·১৮৬৭) শাকনাড়া—বর্ধমান। রামনারায়ণ ভট্টাচার্য। কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। ১৮৩২ খ্রী· সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে ১৮৬৪ খ্রী· অবসর নিয়ে কাশীবাসী হন। ছোটবেলায় তাঁর কবির দলে গান রচনার অভ্যাস ছিল এবং কলিকাতায় এই সূত্রেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। তিনি 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সংবাদ ভাস্কর' পত্রিকার সংস্কৃত শিরোলেখ রচনা করে দেন। 'প্রভাকর' পত্রিকার লেখকও ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় কাব্যরসপূর্ণ শ্লোকরচনাতেই তাঁর সমধিক খ্যাতি ছিল। 'সমস্যাকল্পলতা' গ্রন্থে সংস্কৃত সমস্যাপূরণে তাঁর কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ভারততত্ত্ববিদ্ জেমস্ প্রিন্সেপকে ক্ষোদিত তাম্রশাসন ও প্রস্তরফলকের পাঠোদ্ধারে সাহায্য করেছিলেন। ১১টি সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। [১, ২, ৩, ২৫, ১৭২]

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ (১৮৩১ - জুলাই ১৯১৮) সুরাট—গুজরাট। রায়চাঁদ দীপচাঁদ। ১৬ বছর বয়সে পিতার ব্যবসায়ে সহকারিরূপে শিক্ষালাভ করেন। তুলার ব্যবসায়ে প্রভূত ধনের অধিকারী হন। সারা জীবনে তিনি মোট ৬০ লক্ষ টাকা দান করেন। তাঁর প্রদত্ত ২ লক্ষ টাকার সুদ থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা কৃতী ছাত্রদের 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ' নামে গবেষণা-বৃত্তি দেওয়া হয়। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এই বৃত্তি প্রথম প্রদত্ত হয়। [৩, ৫৭]

প্রেমতোষ বসু (? - ১৫·৪·১৯১২)। রাইচরণ। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র। বাংলা ও ইংরেজীতে বিশেষ দখল ছিল। 'সন্ধ্যা' পত্রিকা তাঁর পারিবারিক 'Acme' প্রেস থেকেই প্রকাশিত হত। কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী পিতা কলিকাতায় বহু সম্পত্তি করেছিলেন। স্বদেশী যুগে অস্ত্রসংগ্রহ ও বোমা প্রস্তুতের জন্য পৈতৃক সম্পত্তির বেশির ভাগ বিক্রয় করেন। স্বদেশী কর্মীদের জন্যও বহু অর্থ ব্যয় করেছেন। ভাল কবিতা লিখতে পারতেন। আলীপুর বোমা মামলার পর ব্যারিস্টারি পড়বার অছিলায় ভারত ত্যাগ করেন। ইংল্যান্ডে অর্থকৃচ্ছ্রতায় পড়েন। শেষ অবধি আনুমানিক ৫২ বছর বয়সে ইংল্যান্ডের শীতে উপযুক্ত বস্ত্রের অভাবে নিউমোনিয়া রোগে মারা যান। বিপ্লবী শহীদ কানাইলালের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় তিনি অর্থসাহায্য করেছিলেন। সরকারী প্রেস ধর্মঘট, বার্ন ও ই·আই·আর· ধর্মঘটের (১৯০৭) সংগঠক ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় এবং আমৃত্যু এই সম্পর্ক বজায় ছিল। [৯৮, ১৪৯]

প্রেমলতা দেবী (? - ২৩·৯·১৩৪১ ব·) বসিরহাট—চব্বিশ পরগনা। স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। স্বামী সুধীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীতজ্ঞ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ১৫ বছর খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা প্রভৃতি শিখে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর রচিত 'সঙ্গীতসুধা' খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী ও বাংলা গানের একটি উৎকৃষ্ট স্বরলিপি-গ্রন্থ। এলাহাবাদে এই গ্রন্থটির হিন্দী সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। [৫]

প্রেমসুন্দর বসু (১২৮৫ - ১৩৫২ ব·)। হরিসুন্দর। ১৯১২ খ্রী· দর্শনশাস্ত্রে এম·এ· পাশ করেন এবং ১৯৩০ খ্রী· মন্টপেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি·লিট· ও প্রাগ্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ·ডি· উপাধি পান। বহু বছর ভাগলপুর কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯২১ - ২৪ খ্রী· কংগ্রেসের সেবা করেন। ১৯২৫ খ্রী· শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। ভাগলপুর সদাকৎ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, মহিলা কলেজের অধ্যাপক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভাগলপুর শাখার সভাপতি এবং নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ছিলেন। [৫]

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (১·১·১৮৯০ - ১৩·১০·১৯৬৪)। ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক, 'আদর্শ পুরুষ' গ্রন্থের রচয়িতা, অসমসাহসিক পিতা মহেশচন্দ্র দুর্বৃত্তদের হাত থেকে মহিলাদের রক্ষা করতে গিয়ে আহত হয়েছিলেন। খ্যাতনামা সাহিত্যিক। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা না পেলেও নিজপ্রচেষ্টায় দেশবিদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। ছোটবেলায় বাড়ি থেকে পালিয়ে বোম্বাই যান এবং নানা ঘটনাচক্রের মধ্যে কলিকাতা চৌরঙ্গীর একটি ক্রীড়াসামগ্রীর দোকানে কাজ করতে থাকেন। এরপর দৈনিক 'হিন্দুস্থান' পত্রিকায় সাংবাদিকতা শুরু করেন। হিন্দুস্থান ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে 'বৈকালী' (সান্ধ্যপত্রিকা), 'যাদুঘর' (কিশোরদের মাসিক পত্রিকা), 'জাহ্নবী' মাসিক পত্রিকা প্রভৃতির সম্পাদনা ও প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'বেতারজগৎ' পত্রিকার তিনিই প্রথম সম্পাদক। চিত্রনির্মাতা হিসাবেও তাঁর দক্ষতা ছিল। প্রথমে লাহোরের একটি চলচ্চিত্র-প্রতিষ্ঠানে এবং পরে কলিকাতার নিউ থিয়েটার্স লিমিটেডে চিত্রপরিচালনা-কার্যে অংশগ্রহণ করে শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রথম সবাক চিত্র 'দেনা পাওনা'র পরিচালক হন। উল্লেখযোগ্য চিত্রাবলী: 'কপালকুণ্ডলা', 'দিকশূল', 'ভারত-কী-বেটী', 'সরলা', 'সুধার প্রেম', 'ইহুদী-কী-লড়কী' প্রভৃতি। সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। রম্যরস, ঘটনাবৈচিত্র্য ও রোমাঞ্চের দ্বারা তাঁর রচনা ঐশ্বর্যমণ্ডিত। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'আনারকলি', 'বাজীকর', 'চাষার মেয়ে', 'কল্পনা দেবী', 'মহাস্থবির জাতক' (৩ খণ্ড) প্রভৃতি। [৩, ৭]

প্রেমানন্দ (১০·১২·১৮৬১ - ?)। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যদের অন্যতম। গার্হস্থ্যাশ্রমের নাম বাবুরাম ঘোষ। আটপুরে তাঁর মাতুলালয়ের যে গৃহে তাঁর জন্ম হয়, সেখানে ডিসেম্বর ১৮৮৬ খ্রী· তাঁর মা মাতঙ্গিনী দেবীর আহ্বানে নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ) সহ শ্রীরামকৃষ্ণের ৯ জন শিষ্য (পরবর্তী কালের নিরঞ্জনানন্দ, প্রেমানন্দ, শিবানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, সারদানন্দ, অভেদানন্দ, অখণ্ডানন্দ ও ত্রিগুণাতীতানন্দ) উপস্থিত

হয়েছিলেন এবং ২৪.১২.১৮৮৬ খ্রী. ঐ গৃহের প্রাঙ্গণে প্রজ্বলিত ধুনির সামনে বসে শ্রীশ্রীঠাকুরের কার্যে আত্মনিয়োগ করার সিদ্ধান্তে গৃহত্যাগের চরম সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। তাঁদের অগ্নি-সাক্ষী-করা শপথ থেকেই রামকৃষ্ণ মিশনের মত সেবা-প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত। সে হিসাবে এই বাড়ির উঠানেই রামকৃষ্ণ মিশনের জন্ম হয়েছিল বলা হয়। সে স্থানে মিশন এক দেউলরীতির আধুনিক মন্দির তৈরি করিয়েছেন। শ্রীমা সারদা দেবী ও বিবেকানন্দ বিভিন্ন সময়ে ঘোষবাড়িতে এসে থেকে গেছেন। এ পরিবারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্যবহৃত একজোড়া চটি, মোজা ও দাঁতনকাঠি রক্ষিত আছে। [১৮]

প্রেমানন্দ দত্ত। চট্টগ্রাম। হরিশ্চন্দ্র। চট্টগ্রাম বন্দরের প্রিভেন্টিভ অফিসার প্রেমানন্দ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে চাকরি ত্যাগ করেন এবং অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। এরপর চা-বাগান শ্রমিকদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কর্মচারীদের ঘোষিত ধর্মঘটে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হন। বন্ধু অনন্ত সিংহের অনুপ্রেরণায় বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ করে অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুতের ও নিরাপদ স্থানে রাখবার ব্যবস্থা তিনি করতেন। অনন্ত সিংহকে গ্রেপ্তার এবং বিপ্লবীদের উপর সতর্ক নজর রাখার জন্য গোয়েন্দা ইন্‌সপেক্টর প্রফুল্ল রায়কে তিনি গুলি করে হত্যা করায় গ্রেপ্তার হন। জেলে থাকার সময় মানসিক অবস্থা অস্বাভাবিক হয়ে উঠলে তাঁকে রাঁচির মানসিক হাসপাতালের পাঠান হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। [৯৬]

প্রেমানন্দ ভারতী(১৮৫৭-১৯১৪) কলিকাতা। পূর্ব নাম সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। পাশ্চাত্য বিদ্যায় কৃতবিদ্য হয়ে তিনি শেষে বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর বেশে ১৯০২ খ্রী. ইউরোপ ও আমেরিকায় যান এবং তথায় প্রেমধর্ম প্রচার করেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে তিনি স্বদেশ ও আমেরিকায় অনেকগুলি পত্রিকা, যথা 'লাইট অফ ইণ্ডিয়া', 'দি সান', 'দি টাইমস্ অ্যান্ড দি এক্সচেঞ্জ গেজেট', 'দি ডেজ নিউজ', 'লাইট অফ এশিয়া' প্রভৃতির সম্পাদনা করেছিলেন। ইংরেজীতে তাঁর রচিত গ্রন্থ: 'প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণ'। প্যারিস শহরে ও আমেরিকায় কিছু লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কাউন্ট টলস্টয় ও মি. স্টেড প্রমুখ ব্যক্তিদের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়। [৭, ২৬, ১৪৯]

প্রেমানন্দ সরকার। মেদিনীপুরের মালঙ্গী (লবণশিল্প কারিগর) আন্দোলনের অন্যতম নায়ক। ১৮০৪ খ্রী. তিনি লবণের কারখানায় ঘুরে ঘুরে ধর্মঘট করে দাবি আদায়ের জন্য মালঙ্গীদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে থাকেন। তাঁর নেতৃত্বে কয়েকশত নিম্নস্তরের মালঙ্গী কোম্পানীর লবণ-কারখানার সমগ্র পরিচালন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মালঙ্গীদের উৎপাদিত লবণের মূল্যবৃদ্ধির দাবি নিয়ে তারা কাঁথির লবণ অফিসের ইংরেজ এজেন্টের কাছারি ঘেরাও করায় এজেন্ট অনন্যোপায় হয়ে মালঙ্গীদের সকল দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হন। [৫৬]

ফএজর রহমান। জঙ্গলখাইন—চট্টগ্রাম। আমান আলী। তাঁর রচিত 'গোলশনে বাহার' তাঁর পুত্র কর্তৃক ১৩৩৮ ব. প্রকাশিত হয়। তাঁর একাধিক রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীতের একটি নমুনা—'নমঃ নমঃ নমঃ প্রভু নমঃ নারায়ণ/রক্ষা কর ভজিলুম ৺রাঙ্গা শ্রীচরণ'। [৭৭]

ফএজুল্লা মির। এই অজ্ঞাত-পরিচয় মুসলমান কবির রচিত বিভিন্ন পদ 'ভারতবর্ষ', 'সম্মিলন' প্রভৃতি পত্রিকায় ও 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। তাঁর একটি পদের নমুনা—'....মির ফএজোল্লা কহে অপরূপ লীলা/সাঁম (শ্যাম) রূপ দরসনে দূর বহে শিলা'। [৭৭]

ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১২৮১ - ৯.৫.১৩৩৯ ব.)। বিশিষ্ট ছোটগল্প-লেখক ও ঔপন্যাসিক। 'মানসী' মাসিক পত্রিকার (১৩১৫ - ৩০ ব.) তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। কিছুকাল (১৩৩৪ ব.) 'পুষ্পপত্র' নামে একটি মাসিক পত্রেরও সম্পাদনা করেছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'সুধা', 'ঘরের কথা', 'পথের কথা', 'নবান্ন', 'পরিকথা', 'তপস্যার ফল', 'স্মৃতিরেখা', 'দামোদরের মেয়ে' প্রভৃতি। [১, ১৪৯]

ফকিরচাঁদ। ১৭৯২ খ্রী. শান্তিপুরের কুমারখালি কেন্দ্রের তন্তুবায়-বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বলাই, ভিখারী ও দুনি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গদেশব্যাপী যে তন্তুবায়-সংগ্রাম দেখা দেয় শান্তিপুরে তার প্রথম নেতৃত্ব দেন বিজয়রাম। পরবর্তী কালে এই অঞ্চলের সংগ্রাম পরিচালনা করেন লোচন দালাল, রামহরি দালাল, রামদাস দাস প্রভৃতি। তাঁদের নেতৃত্বে তন্তুবায়-প্রতিনিধিদের একটি দল পদব্রজে কলিকাতায় এসে কোম্পানীর কর্মচারীদের বর্বর উৎপীড়নের প্রতিবাদ করে কর্তৃপক্ষের কাছে 'আর্জি' পেশ করেছিলেন। [৫৬]

ফজলুর রহমান খান, (এফ.আর খান) (১৯২৯ - ১৯৮২) ফরিদপুর। খ্যাতনামা স্থপতি। শিক্ষা—শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও আমেরিকাতে। দীর্ঘদিন আমেরিকাতেই বসবাস করেছেন। পৃথিবীর উচ্চতম ভবন শিকাগোর সিয়ার্স টাওয়ার্সের স্থাপত্য নকশা তাঁর করা। এছাড়াও আমেরিকা সহ বিশ্বের আরো কয়েকটি দেশে তাঁর কীর্তি ছড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে প্রবাসে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশ গঠিত হবার পর প্রায়ই তিনি দেশে আসতেন। সৌদি আরবে পৃথিবীর বৃহত্তম বিমান বন্দর 'জেদ্দা'-র স্থাপত্য নকশা তিনি করেছেন। জেদ্দায় মৃত্যু। [১৭]

ফজলুল করিম (১৮৮২ - ১৯৩৬) কাকিনা—রংপুর। 'লায়লা মজনু' এবং 'আফগানিস্থানের ইতিহাস'-এর রচয়িতা। এ ছাড়াও হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য 'বাসনা' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা তিনি পরিচালনা করতেন। [২৬]

ফজলুল হক, আবুল কাসেম, শের-এ বঙ্গাল (২৬.১০.১৮৭৩ - ২৭.৪.১৯৬২) চাখার—বরিশাল। আইনজীবী কাজী ওয়াজেদ আলী। অবিভক্ত বাঙলার ও পূর্ব-পাকিস্তানের অন্যতম অবিসংবাদিত জননেতা। ১৮৮৯ খ্রী· বরিশাল জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ·এ·, রসায়ন, পদার্থ ও গণিতে অনার্সসহ বি·এ·, ১৮৯৫ খ্রী· গণিতে এম·এ· ও ১৮৯৭ খ্রী· ল পাশ করেন। ওকালতিতে কিছুদিন শিক্ষানবীশী করার পর ১৯০০ খ্রী· থেকে বরিশালে স্বাধীনভাবে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। ১৯০১ খ্রী· মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটার ফলে বরিশাল শহর মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে এবং বাখরগঞ্জ জেলা বোর্ডের নির্বাচনে জয়লাভ করেন। ১৯০৫ খ্রী· ঢাকায় মুসলমান রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগদান করেন ও ঢাকার নবাবের নির্দেশে বোম্বাইতে মহম্মদ আলী জিন্নার সঙ্গে পরিচিত হন।এই বছরই ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ জন্মলাভ করে। ১৯০৬ খ্রী· পূর্ববঙ্গের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ গ্রহণ করেন। সমবায় বিভাগে অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রারের পদে ছিলেন। ১৯১১ খ্রী· রেজিস্ট্রারের পদ না পেয়ে সরকারী চাকরি ত্যাগ করে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করতে থাকেন এবং এক বছরেই খ্যাতিমান হন। ১৯১৩ খ্রী· বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারী ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারীপদ লাভ করেন। সুবক্তা হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। ১৯১৬ খ্রী· কলিকাতায় টেইলর ও কারমাইকেল ছাত্রাবাস স্থাপন করেন। লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের যুক্ত অধিবেশনে যোগ দেন। ১৯১৭ খ্রী· ভারতীয় প্রেস অ্যাক্টের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন। ১৯১৮ খ্রী· নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি ও নিখিল ভারত কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী হন। ১৯১৯ খ্রী· রাউলাট অ্যাক্টের বিরুদ্ধে কলেজ স্কোয়ারের সভায় সভাপতিত্ব করেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের কংগ্রেস-নিয়োজিত তদন্ত কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯২০ খ্রী· দেশবন্ধুর শিক্ষা-বয়কট নীতির বিরোধিতা করেন। ১৯২১ খ্রী· নজরুল ইসলাম ও মুজফ্ফর আহমেদের সঙ্গে 'নবযুগ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯২৪ খ্রী· কয়েকমাসের জন্য শিক্ষামন্ত্রীর পদে বৃত হন। ১৯২৬ খ্রী· কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং ঢাকায় প্রজা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯২৭ খ্রী· বঙ্গীয় কৃষক-প্রজা পার্টি স্থাপন করেন ও তার সভাপতি হন। ১৯২৮ - ২৯ খ্রী· মুসলিম লীগ পুনর্গঠনের চেষ্টা করেন। ১৯৩০ - ৩১ খ্রী· গোলটেবিল বৈঠকের অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন। ১৯৩৫ খ্রী· জিন্না সাহেব বিলাত থেকে ফিরে হক সাহেবকে বাদ দিয়ে লীগের কাজ চালাবার চেষ্টা করেন। এই বছর কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হলেও বিপক্ষে দলের চেষ্টায় গদিচ্যুত হন। ১৯৩৭ খ্রী· বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত এবং পুনরায় মেয়র হন। এই নির্বাচনে কৃষক-প্রজাদল এবং মুসলিম লীগ প্রায় সমান সমান আসন পেলেও হক সাহেবের প্রধানমন্ত্রিত্বে বাঙলায় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। তিনি ঋণ সালিশী বোর্ড গঠন করেছিলেন। ১৯৩৮ খ্রী· বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি হন ও সংগঠনের কাজে সারা ভারত ভ্রমণ করেন। মার্চ ১৯৪০ খ্রী· ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভায় উত্থাপন করেন ও পাশ করান। ১৯৪১ খ্রী· জিন্নার সঙ্গে বিরোধ শুরু হলে লীগ থেকে বহিষ্কৃত হন। ফলে বাঙলায় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার পতন ঘটে ও হক সাহেব ড· শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সঙ্গে প্রগেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ক্রমে যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্রিটিশ আমলা কর্তৃক 'পোড়ামাটি নীতি' গ্রহণের ফলে গভর্নর হাবার্টের সঙ্গে তাঁর পত্র-যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ৯.১.১৯৪৩ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে পুলিসী অত্যাচারের তদন্তের প্রতিশ্রুতি দেন। ২৮.৩.১৯৪৩ খ্রী· হার্বার্ট কর্তৃক পদচ্যুত হন। ১৯৪৭ খ্রী· দেশবিভাগের পর তিনি ঢাকায় ওকালতি করতেন। ৪.১২.১৯৫৩ খ্রী· পূর্ব-পাকিস্তান যুক্তফ্রন্ট সরকারের একজন দলনেতা হন। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়ী হলে তিনি পূর্ব-পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু সাতান্ন দিন পরে সেই মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং সেখানে গভর্নরের শাসন প্রবর্তিত হয়। আরও কয়েকটি ভাঙ্গা-গড়ার পর তিনি পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হন এবং একটি শাসনতন্ত্র তৈরী করেন। ২৩.৩.১৯৫৬ খ্রী· পাকিস্তান প্রজাতন্ত্ররূপে ঘোষিত হবার পূর্বেই তিনি পূর্ববঙ্গের গভর্নর নিযুক্ত হয়ে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই পদে তিনি ১.৪.১৯৫৮ খ্রী· পর্যন্ত ছিলেন। স্বগ্রামে তিনি একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। [৩, ৯৪, ৯৫, ১২৪, ১৪৯]

ফটিক চৌধুরী (১২৭৭ - ১৩৪৪ ব·) হাসানপুর—মুর্শিদাবাদ। বিহারীলাল। পিতৃদত্ত নাম কৃষ্ণবন্ধু। খ্যাতনামা কীর্তন-গায়ক। রাজশাহীতে ছাত্র-বৃত্তি পর্যন্ত পড়ে সেখানেই ওস্তাদের কাছে গান শিখতে শুরু করেন। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে হয়েও গান শেখার জন্য গুরুগৃহে রাখালের কাজও করেছেন। মুর্শিদাবাদের উচ্চাঙ্গের কথক জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের শিষ্য ছিলেন। পরে ময়নাডালের চতুষ্পাঠীতে কীর্তন শেখেন। জীবিকার জন্য তিনি কীর্তনের দল করেন এবং তাতে তাঁর প্রচুর সুনাম ও অর্থলাভ ঘটে। [২৭]

ফণিভূষণ গুপ্ত (১৯০০ - ৩১.১.১৯৫৬) গালা—ময়মনসিংহ। বরদাকান্ত। প্রখ্যাত চিত্রাঙ্কন-শিল্পী। দিনাজপুর থেকে ১৯১৮ খ্রী· ম্যাট্রিক ও কুচবিহার থেকে ১৯২০ খ্রী· ইন্টারমিডিয়েট ও কলিকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল থেকে ১৯২৮ খ্রী· কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে কিছুদিন সেখানে শিক্ষকতা করেন। কালি-কলমে একবর্ণ চিত্রাঙ্কনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। শিশুদের জন্য লিখিত ও প্রকাশিত বহুরকম গল্পগ্রন্থের এবং 'শিশুসাথী', 'মৌচাক', 'রামধনু' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকার একক শিল্পী হিসাবে দীর্ঘ ২০ বছর কাজ

করেছেন। 'শিল্পীচক্র', 'একাডেমী অফ ফাইন আর্টস্' ও 'রবিবাসরে'র সদস্য ছিলেন। [১৪৯]

ফণিভূষণ চক্রবর্তী[১] (১৯২০ - ২৭.৯.১৯৪৩)। ১৯৪২ খ্রী· জাতীয়তাবাদী ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করেন। চতুর্থ মাদ্রাজ কোস্ট্যাল ডিফেন্স ব্যাটারীকে ধ্বংস করার (১৮.৪.১৯৪৩) ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ফাঁসি দেওয়া হয়। এই একই অভিযোগে আরও ৮ জনের ফাঁসি হয়েছিল। [৪২, ৪৩]

ফণিভূষণ চক্রবর্তী[২] (১৮৯৮ - ৮.৫.১৯৮১) জয়মন্ডপ—ঢাকা। ১৯২৭ খ্রী· কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ দেবার আগে ১৯২০ - ২৬ খ্রী· কলিকাতার রিপন কলেজে ও ঢাকার জগন্নাথ কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৪৫ খ্রী· হাইকোর্টের বিচারপতি এবং ১৯৫২ খ্রী· কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে মনোনীত হন। এই পদে তিনিই প্রথম ভারতীয় ও অ-ব্যারিস্টার। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর (১৯৫৬) তিনি কিছুদিন অস্থায়ী রাজ্যপাল রূপে কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৯৫৮ খ্রী· অবসর নেন। সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সুপরিচিত ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'মর্ণিং ব্লসমস্'। অকৃতদার ছিলেন। [১৪৯]

ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় (২৪.১.১৮৭৬ - ২৮.১.১৯৪২) তালখড়ী—যশোহর। সৃষ্টিধর ভট্টাচার্য। তিনি ফরিদপুরের কোঁড়কদির টোল, পাবনা দর্শন টোল, কাশী টীকামণি সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতিতে অধ্যাপনা করেন। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর সংস্কৃত বিভাগে যোগ দেন। বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হত। 'ন্যায়দর্শন' (৫ খণ্ডে প্রকাশিত) এবং বাৎস্যায়ন ভাষ্যসহ ন্যায়সূত্রের সম্পাদন ও বাংলা ব্যাখ্যা তাঁর জীবনের প্রধান কীর্তি। অন্য গ্রন্থ: 'ন্যায়-পরিচয়'। ১৯২৬ খ্রী· 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি-ভূষিত হন। কাশীধামে মৃত্যু। [৩, ২৬, ১৩০]

ফণিভূষণ দাশগুপ্ত (২৭.১২.১৯০৭ - ১২.২.১৯৪২) খলিসাকোটা—বরিশাল। অক্ষয়কুমার। ছাত্রাবস্থায় বরিশালে বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। উজিরপুর বারপাইকা ইউনিয়ন ইন্‌স্টিটিউশন থেকে ১৯২৪ খ্রী· বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক ও বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে ১৯২৬ খ্রী· আই.এ. পাশ করেন। ১৯২৮ খ্রী· সরস্বতী লাইব্রেরীতে যোগ দেন এবং ঐ বৎসর থেকে প্রকাশিত যুগান্তর দলের সাপ্তাহিক বিপ্লবী পত্রিকা 'স্বাধীনতা' সম্পাদনার জন্য তিনি কারারুদ্ধ হন (১৯২৯)। মুক্তির পর তিনি মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে বিনা বিচারে হিজলী জেলে আটক থাকেন। ঐ জেল থেকে পালিয়ে ১৯৩৪ খ্রী· সিঙ্গা রাজনৈতিক ডাকাতি মামলায় পুনরায় ধৃত ও বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডিত হয়ে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হন। দীর্ঘ কারাবাসে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়লে তিনি মুক্তির জন্য অনশন করেন। মুক্তিলাভ করলেও দুরারোগ্য যক্ষ্মা রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। [১০, ৮২]

ফণিভূষণ নন্দী (? - ১৯৩৭) ডেঙ্গাপাড়া—চট্টগ্রাম। কালারপোল যুদ্ধ ও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে অংশগ্রহণ ও জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে লড়াই করেন। আত্মগোপন কালে ৫.৫.১৯৩০ খ্রী· চট্টগ্রামের ইউরোপীয় বসতি এলাকায় আক্রমণে অংশ নেন ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ধরা পড়েন। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে ১৯৩২ খ্রী· আন্দামানে নির্বাসিত হন। যক্ষ্মারোগাক্রান্ত অবস্থায় সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ খ্রী· তাঁকে প্রথম দলের সঙ্গে ভারত ভূখণ্ডে ফিরিয়ে আনা হয়। কলিকাতার আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে মৃত্যু। [৪২, ৪৩]

ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ (১৮৯৩? - ১৪.১২.১৯৬৮)। যাত্রা-জগতে বড় ফণী নামে প্রসিদ্ধ। প্রবেশিকা পাশ করে কোন এক সময় যাত্রা-জগতে চলে আসেন। সুনিপুণ নট, পরিচালক ও যাত্রাপালাকাররূপে দীর্ঘকাল বাঙলার যাত্রাশিল্পে শীর্ষস্থান অধিকার করে ছিলেন। 'বাঙ্গালী', 'রাজা দেবীদাস' প্রভৃতি পালায় এবং 'সোনাই দীঘি'তে একটি ছোট চরিত্রে বৃদ্ধ বয়সেও অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। একসময় গণনাট্য সঙ্ঘেও যোগ দিয়েছিলেন। কয়েকটি চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন। বহু যাত্রাপালা এবং যাত্রা-বিষয়ক কয়েকটি তথ্যপূর্ণ গ্রন্থের রচয়িতা। যাত্রাজগতে তিনিই প্রথম তথ্যপূর্ণ গ্রন্থের রচয়িতা। যাত্রা-জগতে তিনিই প্রথম সঙ্গীত-নাটক-আকাদেমির পুরস্কার পান (১৯৬৮)। 'বাঁশের কেল্লা' পালা নাটকে অভিনয় করবার সময় অসুস্থ হয়ে কিছুক্ষণ পরেই মারা যান। [১৭, ৩২]

ফণিভূষণ মজুমদার (১৯০২ - ৩১.১০.১৯৮১) সেনদিয়া—ফরিদপুর। সতীশচন্দ্র। মাদারীপুর স্কুলে পড়ার সময়ই হেমচন্দ্র ঘোষ, পঞ্চানন চক্রবর্তী প্রমুখ নয় বন্ধু মিলে বিপ্লবমুখী দল গড়ে তোলেন। বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। ১৯২৮ খ্রী· দক্ষিণ কলিকাতা অঞ্চলে মাদারীপুর দলের চিত্ত বসু, অমলেন্দু দাশগুপ্ত, জনার্দন চক্রবর্তী ও তিনি একটি শক্তিশালী বিপ্লবী ঘাঁটি গড়ে তোলেন। ঐ বছর কংগ্রেস অধিবেশনের শেষে অনুশীলন ও যুগান্তর দলের পুরান নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যে অংশ বিদ্রোহ করে—সেই 'রিভোল্ট' দলে তিনিও ছিলেন। ১৯৩০ খ্রী· চট্টগ্রাম সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি গ্রেপ্তার হয়ে আট বছর কারারুদ্ধ থাকেন। ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত সুভাষচন্দ্র রামগড়ে যে আপোষবিরোধী সম্মেলন করেন তার সংগঠনে ও সাফল্য অর্জনে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। 'ফরওয়ার্ড ব্লক' প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তার অন্যতম সম্পাদক হন। ১৯৪০ খ্রী· হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কারাবরণ করেন। ১৯৪৬ খ্রী· মুক্তি পেয়ে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা উদ্ভবে সম্প্রতি রক্ষার কাজে মাদারীপুরে যান। দেশ বিভাগের পর পূব-পাকিস্তানে

থেকে গণতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকেন। ১৯৫৩ খ্রী· আওয়ামী লীগে যোগ দেন এবং আমরণ দলের সভাপতি-মণ্ডলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯৭১ খ্রী· পূর্ববঙ্গের মুক্তি-সংগ্রামে ফরিদপুর-যশোহর-বরিশাল সেক্টরের মুক্তিফৌজের তিনি ছিলেন প্রধান। স্বাধীন বাংলাদেশে মুজিব মন্ত্রিসভায় ১৯৭১-৭৪ খ্রী· খাদ্যমন্ত্রী ও ১৯৭৫ খ্রী· পুনর্গঠিত মন্ত্রিসভায় ভূমি প্রশাসন, স্বায়ত্তশাসন, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। ১৪·৮·১৯৭৫ খ্রী· সপরিবারে মুজিব নিহত হওয়ার পরদিনই অসুস্থ অবস্থার মধ্যেই তাঁকে হাতকড়া লাগিয়ে বন্দী করা হলেও অজ্ঞাতকারণে তাঁর প্রাণ রক্ষা হয়। ১৯৭৯ খ্রী· আওয়ামী লীগ প্রার্থী হিসাবে সংসদ নির্বাচনে জয়ী হন। জীবনের ৩২ বছর তাঁর কারাগারে কেটেছে। [৩২]

ফণিভূষণ মতিলাল, ছোট ফণী (১৯১০ - ১·৩·১৯৭২)। স্বভাবশিল্পী 'চিরতরুণ' ফণিভূষণ প্রায় নিরক্ষর ছিলেন। আট বছর বয়সে শশী হাজরার যাত্রার দলে সখী হিসাবে যোগ দেন। তারপর যান নট্ট কোম্পানীতে স্ত্রী-চরিত্রের শিল্পী হিসাবে। এ দলের 'খনা' (হরিপদ চট্টোপাধ্যায় রচিত) পালার নাম-ভূমিকায় ফণীরাণীই পরবর্তী কালের ছোট ফণী। পরে নবদ্বীপ সাহার দল, নট্ট কোম্পানী, আর্য অপেরা, গণেশরঞ্জন নাট্যভারতী প্রভৃতি বহু যাত্রাদলের বিভিন্ন পালায় অভিনয় করে খ্যাতিমান হন। তাঁর অভিনীত 'শাম্ব' (লীলাবসান), 'প্রবীর' (প্রবীরার্জুন), 'কৃষ্ণ' (জরাসন্ধ), 'ভরত' (কৈকেয়ী) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'ভীষ্ম' (উপেক্ষিতা) ও 'সিরাজ' ভূমিকা দু'টি তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। ১৯৬৭ খ্রী· শেষ অভিনয় করেন। [১৬, ১৭, ১৮]

ফণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত (১৮৮২ - ?) কলিকাতা। গোঁসাইদাস। মেজর পি· কে· গুপ্ত নামে সমধিক পরিচিত। কবি ঈশ্বর গুপ্তের দৌহিত্র। ১৪ বছর বয়সে অম্বুবাবুর ব্যায়ামাগারে যোগ দিয়ে ৭ বছর কুস্তি-শিক্ষা করেন। মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাশ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই জাহাজের ডাক্তাররূপে চীন, জাপান ও অস্ট্রেলিয়া ঘুরে আসেন। ১৯১৪ খ্রী· যুদ্ধে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগদান করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও স্পেশাল আই·এম·এস· রূপে কাজ করেন। ঔষধ প্রয়োগদ্বারা চিকিৎসা অপেক্ষা ব্যায়ামের দ্বারা সুস্থ করবার চেষ্টা করতেন। বহু কুস্তি-প্রতিযোগিতায় নিরপেক্ষ বিচারক হিসাবে তিনি শ্রদ্ধাভাজন হন। ব্যায়ামচর্চা-বিষয়ক তাঁর বহু গ্রন্থের মধ্যে 'My System of Physical Culture Treatment' উল্লেখযোগ্য। [১০৩]

ফণীন্দ্রনাথ গুপ্ত (? - চৈত্র ১৩৪১ ব·)। প্রেসিডেন্সী কলেজে বি·এ· পর্যন্ত পড়ে প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ডি· গুপ্তের কোম্পানীতে কিছুদিন ব্যবসায়ে শিক্ষানবীশী করেন। ১৯০৫ - ০৬ খ্রী· স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশী কলম, নিব ও পেন্সিলের কারখানা স্থাপন করে এই ব্যবসায়ে উন্নতি করেন। ভারতবর্ষে ফাউন্টেন পেন তৈরীর কাজে তাঁকে পথপ্রদর্শক বলা যায়। এফ· এন· গুপ্ত নামে সমধিক পসিদ্ধ ছিলেন। [১]

ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৮৮৮ - ১৩·২·১৯৮৪) খ্যাতনামা পুরাতত্ত্ববিদ ও আইনজীবি। তাঁর সংগ্রহশালায় বহু দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান প্রাচীন পুঁথি, শিলালিপি, মুদ্রা প্রভৃতি রক্ষিত আছে। [১৬]

ফণীন্দ্রনাথ পাল (১২৮৮ - ১১·৭·১৩৪৬ ব·)। দীর্ঘকাল 'যমুনা' ও 'গল্পলহরী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের প্রথম আবির্ভাব তাঁর সম্পাদিত 'যমুনা' পত্রিকায়। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাস: 'স্বামীর ভিটা', 'সুকুমার', 'বন্ধুর বৌ', 'ইন্দুমতী' প্রভৃতি। [৫]

ফণীন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৮ - ১৯৩২)। ইতিহাসে এম·এ·। শান্তিনিকেতনে জগদ্বিখ্যাত বহু ভারততত্ত্ববিদদের সংস্পর্শে আসেন এবং ফরাসী ও তিব্বতী ভাষা অধ্যয়ন করেন। ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস বিষয়ে তাঁর একটি মৌলিক গবেষণা-নিবন্ধের জন্য ব্রাসেল্স শহরের Unversite Philotechnique-এর পি-এইচ·ডি· ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯২২ খ্রী· থেকে প্রায় ছয় বছর বিশ্বভারতীতে ও পরে পাটনা জেলার নালন্দা কলেজে অধ্যাপনা করেন। রচিত গ্রন্থ: 'Indian Teachers of Buddhist Universities', 'Indian Teachers in China', 'The Indian Colony of Champa', 'The Indian Colony of Siam', 'The Hindu Colony of Combodia', 'The Principles of Indian Silpa Sastra', 'A Hundred years of Bengali Press' প্রভৃতি। বাংলা ভাষায় তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জীবনী এবং নালন্দা ও বিক্রমশীলা সম্বন্ধে কিশোরদের উপযোগী দু'খানি ছোট গ্রন্থ লিখেছেন। মেজর বামনদাস বসুর নির্দেশে তাঁর সংগৃহীত উপকরণের সাহায্যে অপর একজনের সহযোগিতায় সিপাহী বিদ্রোহ থেকে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত সময়ের ভারতবর্ষের বিস্তারিত ইতিহাসও রচনা করেছেন। প্রাচীন শিল্পশাস্ত্র সম্বন্ধে সংস্কৃত গ্রন্থ 'প্রতিমা-মান-লক্ষণে'র একটি সংস্করণ তিনি তিব্বতী অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে প্রস্তুত করেন। [১৯৬]

ফণীন্দ্রনাথ বসু রায়চৌধুরী (২·৩·১৮৮৮ - ১·৮·১৯২৬) বহর—ঢাকা। তারানাথ। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভাস্কর্যশিল্পী। চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি কলিকাতায় আর্ট কলেজে ভর্তি হন ও ই· বি· হ্যাভেলের নিকট ভারতীয় চিত্রকলার পাঠ গ্রহণ করেন। পরে এডিনবরার রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউটে চিত্রকলা ও ভাস্কর্যশিল্প শিক্ষা করেন। ১৯১১ খ্রী· তিনি ঐ বিষয়ে ডিপ্লোমা ও ১০০ পাউন্ড পুরস্কার পান। প্যারী শহরে বিখ্যাত ফরাসী ভাস্কর রোদাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর কাছে শিল্প-বিষয়ে নানা রকমের নির্দেশ ও পরামর্শ লাভ করেন। ১৯১৩ খ্রী· স্কটল্যান্ডে এসে স্টুডিয়ো স্থাপন করেন। ঐ বছরই তাঁর প্রথম চিত্রপ্রদর্শনী হয়। পরের বছর ব্রিটেনের রয়্যাল অ্যাকাডেমির প্রদর্শনীতে তাঁর 'ব্যথিত বালক'

উচ্চ-প্রশংসিত হয়। গায়কোয়াড়ের মহারাজার অনুরোধে পরে তিনি বরোদার রাজপ্রাসাদের জন্য কিছু ধাতু-নির্মিত মূর্তির কাজ করতে বরোদায় আসেন। নানা অসুবিধার জন্য সে কাজ পূর্ণ না হলেও তিনি বেশ কিছুদিন বরোদায় থেকে নানারকমের এবং বিশিষ্ট-ধরনের মানুষের আকার-আকৃতি অনুশীলন করেন এবং স্কেচ, মডেল ইত্যাদি তৈরী করে নিয়ে এডিনবরায় তাঁর নিজস্ব স্টুডিয়োতে ফিরে যান। তাঁর নির্মিত 'বালক ও কাঁকড়া', 'শিকারী', 'সাপুড়ে', 'সাধু', 'দিনের শেষে' প্রভৃতি ভাস্কর্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্কটল্যান্ডের পার্থ শহরের গির্জায়, স্যার উইলিয়ম গেকম জন, জি· ওয়াশিংটন ব্রাউন প্রভৃতির ব্যক্তিগত সংগ্রহে এবং ভারতে বরোদার লক্ষ্মীবিলাস প্যালেসে ও আর্ট গ্যালারীতে তাঁর সৃষ্ট শিল্প রক্ষিত আছে। স্কটল্যান্ডের পিব্‌লস্ শহরে মৃত্যু। [৩, ১৪৯]

ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১·১০·১৮৯৭ - ১২·৪·১৯৮১)। আগরপাড়া—২৪ পরগনা। খ্যাতনামা সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও সমাজকল্যাণব্রতী। নিজে কোন সাহিত্য সৃষ্টি করেন নি—কিন্তু বাংলাদেশের বহু খ্যাতিমান সাহিত্যিকের সাহিত্য সৃষ্টির পথ তিনি প্রশস্ত করেছেন। অধুনা লুপ্ত মাসিক 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবেই তাঁর বিশেষ পরিচিতি। দারিদ্র্য ও সাংসারিক বিপর্যয়ের বাধা অতিক্রম করে পড়াশুনা করেছেন। ১৯১৮ খ্রী· সংস্কৃতে অনার্স সহ বি·এ· পাশ করে অর্থোপার্জনের প্রয়োজনে তাঁর সাংবাদিক জীবন আরম্ভ হয়। ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর অনুগামী ছিলেন। ১৯২০ - ২৭ খ্রী· 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকায় কাজ করেন। ইতিমধ্যে ১৯২১ খ্রী· বাংলা সাহিত্যে এম·এ· পাশ করেন এবং অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হন। ১৯২৫ খ্রী· গান্ধীজীর তৎকালীন পূর্ববঙ্গ সফরকালে দোভাষী হিসাবে তিনি তাঁর সঙ্গী হন। ১৯২৭ খ্রী· সুভাষচন্দ্রের 'বাংলার কথা' দৈনিক পত্রের বার্তা-সম্পাদকরূপে যোগ দেন। ১৯৩০ খ্রী· পত্রিকাটি 'বঙ্গবাণী'তে রূপান্তরিত হয়। এখানে তিনি ১৯৩১ খ্রী· পর্যন্ত থাকেন। ১৯৩২ খ্রী· 'সাহিত্যবাসর' পত্রিকার সম্পাদক হবার আগে কিছুদিন 'দৈনিক হিতবাদী'-তে কাজ করেছেন। ১৯৩৪ খ্রী· সম্পাদক জলধর সেনের সহকারীরূপে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় যোগ দেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৩৯ খ্রী· তিনি ঐ পত্রিকার সম্পাদক হয়ে প্রায় ৩৫ বছর এই দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৪৬ খ্রী· ব্যারাকপুর কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। ১৯৫২ খ্রী· পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় নির্বাচিত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পি·এইচ·ডি· গবেষণা পত্রের পরীক্ষক নিযুক্ত করে। নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ কর্তৃক 'ভারতীরঞ্জন' উপাধি লাভ করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন ও অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আদর্শ চরিত্র সেবাকর্মী হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। উত্তরবঙ্গে প্রলয়ঙ্কর বন্যায় তাঁর সেবাকার্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। [৮২, ২১৩]

ফণীন্দ্রনাথ শেঠ (১৮৯৩ - ২৫·১১·১৯৭১) কলিকাতা বিডন স্ট্রীটের বিখ্যাত শেঠ পরিবারে জন্ম। হাইকোর্টের ব্যবহারজীবি রাজেন্দ্রনাথ। ভারতে দশমীকরণ আন্দোলনের প্রধানতম উদ্যোক্তা। কলেজে পড়ার সময়ই তিনি এদেশে দশমিক পদ্ধতি চালু করার কল্পনা করেন। দীর্ঘদিনের চেষ্টায় ১৯৪৪ খ্রী· 'ভারতীয় দশমিক সমিতি' নামে সংস্থা গঠন ও পরিচালনা করে তার মাধ্যমে ভারত সরকারের সঙ্গে পত্রাদি বিনিময় করে তা প্রবর্তনে সমর্থ হন। সরকারের নথীপত্রে তাঁর অবদান স্বীকৃত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মেট্রিক প্রথা প্রচার উপদেষ্টা কমিটির একমাত্র বেসরকারী সদস্য ছিলেন। 'মেট্রিক পদ্ধতি' নামে রাজ্য সরকারের পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম হিসাবে কাজ করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর বহু মূল্যবান প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 'প্রথম পাঠ্য দশমিক ধারাপাত' তাঁর লিখিত বহু প্রশংসিত পুস্তক। কলিকাতার নতুন বাজারে 'মেট্রিক শিক্ষালয়' নামে একটি স্কুল চালাতেন। আরও একটি সর্বভারতীয় আন্দোলনে তাঁর উদ্যম স্মরণীয়। ১৯৪৫ খ্রী· সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে সভাপতি করে এবং নিজে সম্পাদকের দায়িত্ব ভার নিয়ে 'রোমক লিপি সমিতি' গড়ে তোলেন। উদ্দেশ্য—বহু ভাষার দেশ ভারতবর্ষে একমাত্র রোমান হরফ চালু করা—তবে সংশোধিত আকারে। অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। স্কটিশচার্চ কলেজে বি·এ· পড়ার সময় ১৯১৬ খ্রী· গ্রেপ্তার হয়ে দু বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। কারামুক্তির পর পারিবারিক দায়িত্বের চাপে পড়া ছেড়ে ব্যবসায় মন দেন। এক সময় কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। পরে বিশেষ এক প্রশ্নকে কেন্দ্র করে মতান্তর হওয়ায় পদত্যাগ করেন। জাতিভেদ ও ধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তাঁকে বহুবার দাঁড়াতে দেখা গেছে। অসবর্ণ বিবাহের একজন সমর্থক ও প্রবক্তা ছিলেন। কিছুদিন আর্যসমাজভুক্ত থেকে পরে সেখান থেকে সরে আসেন। বৈদিক ধর্মে বিশ্বাসী নিরীশ্বরবাদী তিনি নিজের জীবনে সে আদর্শ পালন করতেন। [১৬, ১৪৯, ১৭৪]

ফণীশ্বরনাথ রেণু (১৯২১ - ১১·৪·১৯৭৭) ওরাহী—হিংনা, বিহারের পূর্ণিয়া জেলা। হিন্দী সাহিত্যিক ফণীশ্বরের প্রকৃত নাম ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। গ্রামের শীলানাথ মণ্ডলের স্নেহ-যত্নে লালিতপালিত হন। কাশী বিদ্যাপীঠে শিক্ষা। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'ময়লা আঁচল' (হিন্দী) ১৯৫৪ খ্রী· প্রকাশিত হয়। 'পরতী পরিকথা' পূর্বোক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্যায়। 'ঠুমরী' তাঁর গল্প-সংকলন। চাকরিজীবী মহিলাদের নিয়ে লেখা তাঁর 'দীর্ঘতপা' উপন্যাসটি এক সময় পাটনায় বিতর্কের ঝড় তুলেছিল। প্রথম জীবনে কবিতা লিখতেন। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৯ টি। 'সতীনাথ স্মরণে' গ্রন্থে তিনি বাংলায় 'ভাদুড়ীজী' নামে একটি দীর্ঘ স্মৃতিকথা লেখেন। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে

জেলে যান। নেপালের কৈরালা পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। বিহারের প্রগতিশীল লেখক সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিছুদিন তিনি জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। [৩২]

ফয়যুন্নেসা চৌধুরী, নওয়াব (১৮৪৭/৪৮ - ১৯০৫)। নোয়াখালি জেলার পশ্চিম গাঁ-এর জমিদার। জনহিতকর বিভিন্ন কাজে তিনি প্রভূত অর্থ দান করেন। ইংল্যান্ডের রানী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক 'নওয়াব' উপাধিতে ভূষিত হন। ভারতবর্ষের আর কোন মহিলা এরূপ সম্মানিত উপাধি পান নি। আরবী ও ফারসী ভাষায় এবং সংস্কৃতেও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। সুললিত গদ্য ও পদ্য ছন্দে রচিত প্রায় পাঁচশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'রূপ-জালাল'১৮৭৬ খ্রী· ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। বিড়ম্বিত দাম্পত্য-জীবনের করুণ রূপক কাহিনী এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। [১৩৩]

ফরস্টার, হেনরি পিট্স (? - ১০·৯·১৮১৫) তিনি ১৮৭৩ খ্রী· ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারিরূপে কলিকাতায় আসেন। ১৭৯৩ খ্রী· ত্রিপুরার কালেক্টর এবং ১৭৯৪ খ্রী· চব্বিশ পরগনার আদালতে রেজিস্ট্রার হন। দীর্ঘদিন বাঙলার বিভিন্ন জেলায় কার্যসূত্রে ভ্রমণ করে উপলব্ধি করেন—ফারসীর বদলে বাংলাই আদালতে কাজকর্মের মাধ্যম হওয়া উচিত। তিনি বাংলাকে সরকারী ভাষা করার পক্ষে যোগ দেন। বাংলা, ফারসী, সংস্কৃত, হিন্দী, ওড়িয়া ও অসমীয়া ভাষা জানতেন। প্রাচ্যভাষাবিদ্ বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর রচিত আইনের একটি অনুবাদ গ্রন্থ (১৭৯৩) এবং বাংলা-ইংরেজী ও ইংরেজী-বাংলা অভিধান (১৭৯৯) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'Grammar of the Sanskrit Language' গ্রন্থটিও বিখ্যাত। বাকল্যাণ্ড সাহেব তাঁর সম্বন্ধে বলেন, 'Largely through his efforts, Bengali became the official as well as literary language of Bengal'। চাকরি-জীবনের শেষের দিকে তহবিল তছরূপ ও কর্তব্যে অবহেলার জন্য আদালতে অভিযুক্ত হয়ে দণ্ডিত হন (১৮১১)। অবশ্য তারপরেও কোম্পানীর চাকরিতে তাঁর পদোন্নতি হয়। [১২২]

ফুলকুমারী গুপ্ত (১৮৬৯ - ২·৩·১৯৩১) গুপ্তিপাড়া—হুগলী। শ্যামাচরণ সেন। স্বামী শ্রীশচন্দ্র গুপ্ত। 'সৃষ্টিরহস্য' ও 'অবসর' কাব্যগ্রন্থের রচয়িত্রী। প্রথমোক্ত গ্রন্থটিকে বাঙালী মহিলার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ রচনা ব'লে অভিহিত করা যায়। [৪, ৫, ৪৫]

ফুলচাঁদ মণ্ডল (? - ১৯৪২) মরাডাঙ্গা—দিনাজপুর। সত্যাগ্রহ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন এবং 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৪২]

ফেরাগুল শাহ। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক। মজনু শাহের শিষ্যদ্বয় ফেরাগুল ও চেরাগলি শাহ দিনাজপুর জেলার ইংরেজ শাসক ও জমিদারদের অস্থির করে তুলেছিলেন। পরবর্তী কালে রাজশাহী জেলায় নেতৃত্ব দানের ব্যাপারে মজনু শাহের ভ্রাতা ও শিষ্য মুশার সঙ্গে তাঁর বিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধের ফলে মার্চ ১৭৯২ খ্রী· ফেরাগুলের হাতে মুশা নিহত হন। [৫৬]

বংশেশ্বর সেন (১৮৮৪ ? - ২৬·১২·১৯৭০ ?)। খ্যাতনামা কবিরাজ। স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে কয়েকবার কারাবরণ করেছেন। সঙ্গীতেও তাঁর খ্যাতি ছিল। পশ্চিমবঙ্গ বোর্ড অফ আয়ুর্বেদীয় ফ্যাকাল্টির সভাপতি ছিলেন। [১৬]

বংশীদাস চক্রবর্তী (১৬শ শতাব্দী) পাটবাড়ী—ময়মনসিংহ। যাদবানন্দ। অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। মনসার 'ভাসান' গাওয়া পেশা ছিল। রচিত গ্রন্থ: 'মনসামঙ্গল'। [২৬]

বংশীধর কর (১৯২৫ - ২৭·৯·১৯৪২) লালপুর—মেদিনীপুর। রাধাকৃষ্ণ। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে বেলবনী ক্যাম্পে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

বংশীধর বার (? - ৪·১·১৯৪৪) কাদুয়া—মেদিনীপুর। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বেলবনীতে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে মারা যান। [৪২]

বগলাপ্রসন্ন গুহ (১৯০৫ - ১৯·৮·১৯৮৪) ফরিদপুর। প্রথম জীবনে কংগ্রেসের বিভিন্ন আন্দোলনে কাজ করেছেন। ত্রিশের দশকে দীর্ঘকাল বন্দী অবস্থায় জেলে থাকা কালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৪৩ খ্রী· পার্টির নির্দেশে তিনি কলিকাতায় চলে আসেন এবং তখন থেকে কৃষক সভার কাজের সঙ্গে তিনি মৎস্যজীবী আন্দোলনেও সক্রিয় ছিলেন। ১৯৬৪ খ্রী· কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হলে তিনি সি·পি·এম· দলে যোগ দেন। [১৬]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২৬·৬·১৮৩৮ - ৮·৪·১৮৯৪) কাঁঠালপাড়া—চব্বিশ পরগনা। যাদবচন্দ্র। সাহিত্যস্রষ্টা ঔপন্যাসিক, 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের উদ্গাতা এবং বাঙলার 'নবজাগরণ যুগের' অন্যতম প্রধান পুরুষ। ছ'বছর বয়সে পিতার কর্মস্থল মেদিনীপুরে গিয়ে ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৪৯ খ্রী· কাঁঠালপাড়ায় ফেরেন। হুগলী কলেজের বিভিন্ন বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৫৬ খ্রী· আইন পড়ার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। পরের বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেন। ১৮৫৮ খ্রী· বি·এ· পরীক্ষা প্রবর্তিত হলে ১৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র যদুনাথ বসু ও বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেন। আইন অধ্যয়ন শেষ হওয়ার পূর্বেই সরকার তাঁকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত করেন। ১৮৬৯ খ্রী· আইন পরীক্ষা পাশ করেন। একাদিক্রমে ৩৩ বছর সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থেকে ১৪·৯·১৮৯১ খ্রী· অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৫৩ খ্রী· হুগলী কলেজে ছাত্র-জীবনে 'সংবাদ প্রভাকরে' কবিতা প্রতিযোগিতায় তাঁর 'কামিনীর উক্তি' কবিতাটি পুরস্কৃত হয়। হাকিমরূপে দেশের মানুষ ও তাদের দুঃখ-বেদনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন।

প্রবল দেশপ্রেম ও ভারতীয়দের ইংরেজদের সঙ্গে সমদর্শিতার জন্য কার্যক্ষেত্রে উন্নতি হয় নি। চাকরি জীবনেই দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে পরিচয় ও গভীর বন্ধুত্ব হয়। ইংরেজীতে রচিত কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'Rajmohan's wife' (১৮৬৪) তাঁর প্রথম উপন্যাস। 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ খ্রী·। তাঁর তিনটি উপন্যাস—'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুন্ডলা' ও 'মৃণালিনী' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজী-শিক্ষিত মহলে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় তাঁর কর্মস্থল ছিল বহরমপুর। 'On Origin of Hindu Festival', 'Bengali Literature' ইত্যাদি প্রবন্ধ লিখে স্বদেশ, সমাজ ও সংস্কৃতিতে গভীর জ্ঞান ও উৎসাহের পরিচয় দেন। ১৮৭২ খ্রী· প্রথম প্রকাশিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একটি শক্তিশালী সাহিত্যগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। তিনি চার বছর এই পত্রিকার সম্পাদনা করেন। পত্রিকাটি প্রথমে কলিকাতায় ও পরে কাঁঠালপাড়ার পৈতৃকভবনে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করে চালাতেন। বাঙলার সমাজ ও সাহিত্যজীবনে এই পত্রিকার প্রভাব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙ্গালীর হৃদয় একেবারে লুঠ করিয়া লইল'। বঙ্গদর্শনে বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, কাব্য, সমাজতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, অর্থনীতি, সঙ্গীত, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে আলোচনা প্রকাশিত হত। এই সময়ে দেশপ্রেমে উদ্দীপিত তাঁর উপন্যাস 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম' প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। পাদরী হেস্টী ও কৃষ্ণমোহনের হিন্দুধর্মের সমালোচনার জবাবে 'রামচন্দ্র' ছদ্মনামে Letters on Hinduism' লেখেন। কিছু পরে 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রকাশিত হয়। ১৮৭৩ খ্রী· পাবনা সিরাজগঞ্জের প্রজাবিদ্রোহের পূর্বে 'বঙ্গদেশের কৃষক' নামে ধারাবাহিক প্রবন্ধের মাধ্যমে ভূমি-সমস্যা ও কৃষক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। 'সাম্য' প্রবন্ধেও তিনি এই বিষয়ে আলোচনা করেন। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর বহু নিবন্ধে তাঁর স্বদেশচিন্তা প্রকাশ পেতে থাকে। 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হবার পূর্বেই ১৮৫৭ খ্রী· 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত রচনা করেন। ভারত-সভা ও তৎসৃষ্ট রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে তাঁর সহানুভূতি ছিল। প্রায় ৩০ বছর বয়সের সময় যদুভট্টের কাছে গান শেখেন। ১৮৯১ খ্রী· অবসর নিয়ে কলিকাতায় বাস করতে থাকেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে পরীক্ষার্থীদের জন্য Bengali Selection প্রকাশ করেন। এর অনেক আগে ১৮৮৫ খ্রী· সেনেটের সভ্য হন। উপন্যাস ভিন্ন তাঁর অন্যান্য রচনাবলী: 'ললিতা', 'লোকরহস্য', 'বিজ্ঞানরহস্য', 'বিবিধ সমালোচনা', 'দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী', 'কবিতা পুস্তক', 'প্রবন্ধ পুস্তক', 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত', 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'ধর্মতত্ত্ব', 'সহজ রচনা শিক্ষা', 'সহজ ইংরেজী শিক্ষা' 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' প্রভৃতি। রচিত উপন্যাসের সংখ্যা ১৪ টি। 'আনন্দমঠে'র আদর্শ অনেক পরে বাঙালী তথা ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রেরণা যুগিয়েছে। 'ঋষি বঙ্কিম' বাঙালীদের দেওয়া তাঁর সার্থক উপাধি। [১, ৮, ২৫]

বঙ্কিমচন্দ্র সেন (১৮৯২ - ৯·৬·১৯৬৮) ঘারিন্দা—ময়মনসিংহ। জগৎচন্দ্র। কলিকাতায় এসে ১৯১৭ খ্রী· 'বেঙ্গলী পত্রিকার প্রুফ-রীডার হন ও পরে ঐ পত্রিকাতেই তাঁর সাংবাদিক জীবনের হাতে খড়ি। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক বাল্যসঙ্গী সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের অনুরোধে ১৯২৬ খ্রী· 'আনন্দবাজারে' যোগ দেন। ১৯৩০ খ্রী· এই পত্রিকার সম্পাদক গ্রেপ্তার হলে তিনি কিছুদিন অস্থায়ী সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩৩ খ্রী· 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশ শুরু হলে তার সম্পাদক হন। এই সময় তিনি একসঙ্গে আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় বিভাগের কাজ এবং 'দেশ' পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। ১৯৪২ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনের সমর্থনে প্রবন্ধ লেখার জন্য গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৪ খ্রী· থেকে ভগবৎ-সাধনায় অনুরাগী হয়ে বিভিন্ন স্থানে বৈষ্ণবশাস্ত্র ও ধর্মবিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। বৈষ্ণব ধর্মের উপর কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেন। ১৯৫৬ খ্রী· 'দেশ' পত্রিকা থেকে অবসর নেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'গীতামাধুরী', 'লোকমাতা রাণী রাসমণি', 'জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে' প্রভৃতি। [১৬]

বঙ্কিমবিহারী দাস (১৯০০ - ১৯৮০) মুগুপাড়া—মেদিনীপুর। রাজেন্দ্রনারায়ণ। স্বাধীনতা-সংগ্রামী ও দেশসেবক। কাঁথির নারী জাগরণে তথা পল্লী জাগরণে তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযো। স্ত্রী কোকিলবালাও তাঁর সবরকম কাজে সহযোগী থেকে কারাবরণ করেছেন। বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করে কৃষিবিদ্যা শেখেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হিসাবে দীন-দরিদ্রের সেবা করতেন। ক্রমে গান্ধীজীর আহ্বানে স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় হন। দেশ স্বাধীন হবার পর আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার গবেষণায় নিযুক্ত থেকে আর্তসেবা করেন। রচিত গ্রন্থ: 'পল্লী স্বাধীনতা', 'বীর চুটকি', 'ফুটলো কুঁড়ি'। [১৭৪]

বঙ্কিমবিহারী পাল (১৯০৪ - ৩১·১২·১৯৭৯) মেদিনীপুর। ব্রিটিশ রাজত্বকালে অকৃতদার এই বিপ্লবী স্বরচিত দেশাত্মবোধক গান গেয়ে যুবকদের উদ্বুদ্ধ করতেন। দেশ স্বাধীন হবার পর 'শহীদ প্রশস্তি সমিতি' গঠন করে শহরে শহীদদের মূর্তি স্থাপনে উদ্যোগী হন। ১৯৭৭ খ্রী· জনতা পার্টির টিকিটে বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। মেদিনীপুর পুরসভার কমিশনার ছিলেন। [১৬]

বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় (মে ১৮৯৭ - ১৫·১১·১৯৬১) বেলুড়—হাওড়া। যোগেন্দ্রনাথ। হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন। এম·এস-সি· পড়ার সময় (১৯১৯?) তিনি উত্তর প্রদেশের এটোয়ায় শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। এখানে তাঁর আবাল্য বন্ধু ও সহকর্মী শিক্ষক রাধারমণ মিত্রও ছিলেন। ১৯২১ খ্রী· উভয়ে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করায়

উত্তর প্রদেশের জেলে আবদ্ধ থাকেন। মতিলাল নেহরুর নির্দেশে তিনি বাঙলায় ফিরে আসেন এবং নবগঠিত কংগ্রেস স্বরাজ্য পার্টির বক্তা হিসাবে কাজ করতে থাকেন। বিপ্লবী ড· ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সংস্পর্শে এসে তিনি ক্রমে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। ১৯২৭ খ্রী· তিনি চেঙ্গাইল জুট ওয়ার্কার্স ধর্মঘট পরিচালনা করেন। কলিকাতা বড়বাজারের গাড়োয়ান ধর্মঘটে (১৯২৮ - ২৯) এবং ১৯৩০ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। ১৯৩৬ খ্রী· 'কমিউনিজম' মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে কমিউনিস্ট দলে যোগ দেন। সর্বভারতীয় কিষাণ সভার (১৯৩৬) তিনি প্রতিষ্ঠাতা এবং ১৯২৭ খ্রী· থেকে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। ১৯৩৬ খ্রী· আসানসোল লেবার কনস্টিটিউয়েন্সি থেকে তিনি বঙ্গীয় বিধান পরিষদের সভ্য নির্বাচিত হন। তিনিই ভারতের প্রথম নির্বাচিত কমিউনিস্ট সদস্য। স্বাধীনতালাভের পর তিনি কমিউনিস্ট হিসাবে কংগ্রেসের বিরোধিতা করেন। ১৯৪৮ - ৪৯ খ্রী· তাঁকে আত্মগোপন করে থাকতে হয়। ১৯৫২ খ্রী· কংগ্রেস-প্রার্থীকে পরাজিত করে তিনি বজবজ থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় নির্বাচিত হন। ১৯৫৭ খ্রী· নির্বাচনেও তিনি জয়ী হয়েছিলেন। ১৯৫৯ খ্রী· খাদ্য আন্দোলনে তিনি শেষবারের মত কারাবরণ করেন। বহুখ্যাত পরিষদীয় বক্তারূপে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ছিলেন। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহকারী সম্পাদিকা মহারাষ্ট্রের শান্তা ভেলেরাও তাঁর স্ত্রী। [৪, ১২৪]

বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, ডাঃ (২৪·৬·১৮৯৮ - ১৯·২·১৯৫৮)। বিখ্যাত দন্তচিকিৎসক ও দেশসেবক। কলিকাতায় দন্তচিকিৎসার উন্নতিসাধন করে খ্যাতিলাভ করেন। আজীবন বহু জনহিতকর কাজে ও সমাজসেবায় নিযুক্ত ছিলেন। [১০]

বঙ্গচন্দ্র রায় (৮·৮·১৮৩৯ - ২·১০·১৯২২) পাঁচগাঁ—ঢাকা। রামগতি। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ প্রচারকগণের অন্যতম। ১৮৬৫ খ্রী· ঢাকা ব্রাহ্মবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ধর্মপ্রাণ অঘোরনাথ গুপ্তের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ঢাকা পগোজ স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন ও ছাত্রদের নিয়ে ধর্মচর্চায় মন দেন। পরে তিনি চাকরি ত্যাগ করে ব্রহ্মোপাসনা, প্রচার ও সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৬৯ খ্রী· কেশবচন্দ্র 'পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মমন্দির' প্রতিষ্ঠা করে তার কর্মপরিচালনা ও উপাসনার ভার সম্পূর্ণই তাঁর উপর অর্পণ করেছিলেন। তাঁদের প্রচারক দল 'দাস মণ্ডলী' নামে পরিচিত ছিল। 'শুভ সাধিনী' নামে এক পয়সা দামের সংবাদপত্র ও ধর্মবিষয়ক পত্রিকা 'বঙ্গবন্ধু' এবং 'The East' নামে একটি ইংরেজী পত্র প্রকাশ করেন। [৩]

বটকৃষ্ণ ঘোষ (১৯০৫ - ১৯৫০) অকালপৌষ—বর্ধমান। জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ প্রতিষ্ঠায় শ্রীঅরবিন্দের সহযোগী ও সহকর্মী ছিলেন। ম্যুনিখ ও প্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা দ্বারা এই উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টরেট' উপাধি প্রাপ্ত হন। দেশে ফিরে কিছুকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও পরে বিদ্যাসাগর কলেজে এবং জাতীয় শিক্ষা পরিষদে অধ্যাপনা করেন। বিভিন্ন ভাষায়, বিশেষত বৈদিক সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বে গভীর জ্ঞানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির 'ফেলো' নির্বাচিত হন। রচিত গ্রন্থ: 'Linguistic Introduction to Sanskrit', 'Collection of Fragments of Lost Brahmanas', 'Pali Literature and Language', 'Hindu Law and Customs', 'Hindu Ideal of Life-1947' প্রভৃতি। [১৪৯]

বটকৃষ্ণ পাল (১৮৩৫ - ১২·৬·১৯১৪) শিবপুর—হাওড়া। বিখ্যাত ঔষধ-ব্যবসায়ী। ১২ বছর বয়সে কলিকাতায় মাতুলের মসলার দোকানে কাজ শিখতে ঢোকেন। পরে কিছুদিন পাটের ব্যবসায় করে ১৮৫৬ খ্রী· খেংরাপট্টিতে একটি মসলার দোকান খুলে স্বাধীনভাবে ব্যবসায় শুরু করেন। অর্থাভাব ঘটায় মাধবচন্দ্র দাঁকে তিনি অংশীদার করে নেন। ক্রমে এই দোকানেই কিছু বিলাতী ঔষধ রেখে বিক্রয় শুরু করেন এবং পরবর্তী কালে সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ-ব্যবসায়িরূপে পরগণিত হন। তাঁর স্থাপিত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান 'বি· কে· পাল অ্যান্ড কোং'একসময়ে দেশী ফর্মুলায় ঔষধ তৈয়ারী ও বিক্রয় আরম্ভ করে। এ প্রচেষ্টা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের 'বেঙ্গল কেমিক্যাল কোং' স্থাপনেরও পূর্বে। দয়ালু ও দাতা হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। নিজ জন্মস্থান শিবপুরে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় এবং বেনিয়াটোলায় বালক ও বালিকাদের জন্য দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কাশীতে মৃত্যু। [১, ২৫, ২৬]

বটকৃষ্ণ রায় (? - ২০·৯·১৩৬০ ব·) কলিকাতা। কলিকাতা বেলিয়াঘাটা বেঙ্গল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউশন ও উপেন্দ্র স্মৃতি হাসপাতালের অধ্যক্ষ এবং যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর রচিত বহু নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। [৫]

বটুকেশ্বর দত্ত (১৯০৮ - ১৯·৭·১৯৬৫)। পৈতৃক নিবাস ওয়াড়ী—বর্ধমান। গোষ্ঠবিহারী। ১৯২৫ খ্রী· কানপুর থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে ১৯২৬ খ্রী· কলিকাতায় দরজীর কাজ শেখেন। এই সময়েই ভগৎ সিং ও চন্দ্রশেখর আজাদের সঙ্গে বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে দল সংগঠনে প্রথমে আগ্রায়, পরে পাঞ্জাব ও অন্যান্য অঞ্চলে যান। তাঁদের সংগঠনের নাম ছিল 'হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি'। এই দল রাশিয়ার বিপ্লবে এবং কলিকাতা, কানপুর ও বোম্বাইয়ের শ্রমিক ধর্মঘটে অনুপ্রাণিত হয়। দলের প্রথম কাজ ভগৎ সিং কর্তৃক প্রকাশ্য দিবালোকে সন্ডার্স নিধন (১৭·১২·১৯২৮)। বটুকেশ্বর ও ভগৎ সিং রাজ্য-শাসন-ব্যবস্থার প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য দিল্লীর পার্লামেন্ট ভবনের গ্যালারী থেকে দুইটি বোমা ছোড়েন ও কিছু প্রচারপত্র ছড়িয়ে দেন

(৮·৪·১৯২৯) এবং ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' ও 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক' ধ্বনি তুলে শান্তভাবে আত্মসমর্পণ করেন। পাঞ্জাবে তাঁদের বিচারের নামে এক প্রহসন চলে এবং বিস্ফোরক আইন ভঙ্গ ও হত্যাপ্রচেষ্টার দায়ে উভয়ে দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৩৮ খ্রী· তিনি মুক্তি পান, কিন্তু বাঙলা, পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে তাঁর প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। ১৯৪২ খ্রী· পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৪৫ খ্রী· পর্যন্ত দাদার গৃহে অন্তরীণ থাকেন। স্বাধীনতালাভের পর পাটনায় বসবাস করেন এবং ১৯৪৭ খ্রী· বিবাহ করে সংসারী হন। জীবিকার জন্য শেষ-জীবনে ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায় শুরু করেন। [১২৪, ১৩৯]

বটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯শ শতাব্দীর একজন নাট্যকার। জোড়াসাঁকো নাট্যশালার কর্তৃপক্ষগণ হিন্দু মহিলাদের দুরবস্থা-বিষয়ে রচিত নাটকের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারকে ২ শত টাকা পুরস্কার দেবেন এই কথা ঘোষণা করলে 'হিন্দু মহিলা নাটক'—এই একই নাম দিয়ে তিনি এবং বিপিনমোহন সেন দু'খানি নাটক রচনা করেন। বিচারে বিপিনমোহনের রচনাই শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হয়। দু'টি নাটকই ১৮৬৯ খ্রী· প্রকাশিত হয়। [১]

বদন অধিকারী। ১৮শ শতকের শেষার্ধ থেকে ১৯শ শতকের ষষ্ঠ দশক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। যাত্রা পালাকার। হাওড়ার শালিখায় বাস করতেন। প্রেমচাঁদ যাত্রাওয়ালার দলে 'ছোকরা' হিসাবে জীবন শুরু। পরে নিজেই দল গঠন করে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। সুকণ্ঠ গায়ক হিসাবে খ্যাতি ছিল। স্বয়ং 'বৃন্দে দূতী'র ভূমিকা গ্রহণ করতেন। শিষ্য গোবিন্দ অধিকারীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে বহুদিন বঙ্গদেশের বহু আসরে সঙ্গীতবহুল 'কৃষ্ণযাত্রা' পরিবেশন করেছেন। তিনি তাঁর গুরু শ্রীদাম সুবল প্রবর্তিত জুড়ি-প্রথা তাঁর দলে প্রচলিত রেখেছিলেন এবং 'তুক্কো' গানকে কিছুটা মার্জিত ও উন্নত রস দিয়ে আসরে গাইতেন। তাঁর লেখা কোনও পালা পাওয়া যায়নি, তবে তাঁর রচিত ১১টি সঙ্গীত 'বাঙ্গালীর গান' গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। [১৮৮]

বদ্রীদাস, রায়বাহাদুর (১৮৩২ - ?) লক্ষ্ণৌ। ১৮৫৩ খ্রী· কলিকাতায় এসে ব্যবসায় শুরু করে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মণিকার ব'লে পরিগণিত হন। তিনিই কলিকাতার পিজরাপোলের উদ্ভাবক এবং স্থাপনকর্তা। ভারতের জৈন সম্প্রদায়ের এই বিশিষ্ট ব্যক্তি বহু অর্থ ব্যয়ে কলিকাতার মানিকতলায় পরেশনাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। [১]

বনচারী। হরিগুরু, সেবকমলিনা, অখিলচাঁদ ও বনচারী, এই চারজন নদীয়া জেলার বাউল সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। [১]

বনবিহারিণী (ভূণি)। এই অভিনেত্রী সঙ্গীত-বহুল চরিত্রাভিনয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৭৯ খ্রী· ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত 'কামিনীকুঞ্জ' অপেরায় নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে বিখ্যাত হন। বেঙ্গল, ষ্টার ও এমারেল্ড থিয়েটারে কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসা পেয়েছিলেন। [৬৯]

বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, ডাঃ (১৮৮৫ - ৫·৭·১৯৬৫)। বিপিনবিহারী। দরদী চিকিৎসক, ব্যঙ্গ-সাহিত্যস্রষ্টা ও ব্যঙ্গচিত্রাঙ্কনশিল্পী। মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপনাকালে সাহিত্যিক 'বনফুল' তাঁর ছাত্র ছিলেন। সাহিত্য-সাধনায় অন্যতম প্রেরণাদাতা এই মাস্টারমশায়ের জীবন ভিত্তি করে পরবর্তীকালে বনফুল 'অগ্নীশ্বর' উপন্যাস রচনা করেছিলেন। 'বঙ্গবাণী' 'শনিবারের চিঠি' প্রভৃতিতে তিনি লিখতেন। 'বেপরোয়া' নামে তাঁদের একটি দল ছিল। দলের অন্যতম সভ্য বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় ১৯২৩ খ্রী· 'বেপরোয়া' নামে যে পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তার বেশির ভাগ লেখাই তিনি লিখতেন। তাঁর গল্প, উপন্যাস, নাটকের যে ভাবসঙ্ঘাত, তা বেশির ভাগই শ্লেষ ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্যে ফুটে উঠলেও তাতে ব্যক্তিগত জ্বালা ছিল না। তাঁর ব্যঙ্গের আক্রমণ ছিল সমাজধর্মের মধ্যে যে অন্ধতা আছে, শুধু তার বিরুদ্ধে। সে যুগে বাঙলা দেশে শক্তিশালী কার্টুনিস্ট হিসাবে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিজের রচনা তিনি হাসির ছবি দিয়ে নিজেই সাজাতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরানী' অবলম্বনে 'ঢেলে সাজা' নাম দিয়ে কার্টুনের সহযোগিতায় তাঁর প্যারডি তৎকালে বিশেষ উপভোগ্য হয়েছিল। তাঁর ব্যঙ্গ কবিতা ও কার্টুন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হত। রচিত উপন্যাস: 'দশচক্র', 'যোগভ্রষ্ট' প্রভৃতি। 'সিরাজের পেয়ালা' ও 'নরকের কীট' তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প। তিনি তাঁর বিধবা ভগিনীর পুনর্বিবাহ দিয়েছিলেন এবং ঐ বিবাহে বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। শিল্পী বিনোদবিহারী তাঁর অনুজ। [১৬]

বনলতা দাশগুপ্ত, নীনা (১৯১৫ - ১·৭·১৯৩৬) বিদগাঁও—ঢাকা। হেমচন্দ্র। ডায়োসেসান স্কুল ও কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত। স্কুলে পড়বার সময়ই ছাত্রীদের বিলাতী বস্ত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন। সাইকেল ও মোটর চালাতে পারতেন। ১৯৩৩ খ্রী· বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবে এরোপ্লেন চালনা শিখতে যান। কলেজের হস্টেলে থাকা কালে ১৯৩৩ খ্রী· ঘটনাচক্রে কয়েকটি পিস্তল রাখার অভিযোগে তিন বছর ডেটিনিউরূপে হিজলী ও প্রেসিডেন্সী জেলে বন্দী থাকেন। সেখানে রোগে আক্রান্ত হয়ে মেডিক্যাল কলেজে মারা যান। [২৯]

বনলতা দেবী (২০·১২·১৮৮০ - ৩·১১·১৯০০) বরাহনগর—কলিকাতা। সমাজ-সংস্কারক শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বামী—'জীবনীকোষ' সম্পাদক শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার। বাড়িতে ইংরেজী, সংস্কৃত ও বাংলা শেখেন। তিনি 'সুমতি সমিতি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন এবং পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত 'বিধবা আশ্রম' এবং বালিকা বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করতেন। বিবাহের পর স্বামীর সঙ্গে সমাজ-সংস্কার, স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার প্রভৃতি কাজে অংশগ্রহণ করেন। ১৮৯৭ খ্রী· 'অন্তঃপুর' নামে

একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। পত্রিকাটিতে শুধু মহিলাদের লেখাই ছাপা হত। ঐ পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় তাঁর লেখা চার লাইন কবিতা থাকত। রচিত কবিতা-গ্রন্থের নাম 'বনজ'। [১, ১৯]

বনু রাণা (১৮৮৮ - ২৭.৯.১৯৪২) বামুনাড়া—মেদিনীপুর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। নন্দীগ্রামে পুলিস স্টেশন আক্রমণকালে ঈশ্বরপুরে শোভাযাত্রীদের উপর পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

বনোয়ারীলাল গোস্বামী[১] (১২৬৭ ? - বৈশাখ ১৩৪৫ ব.) হাপাসিয়া—পাবনা। মোক্তারী পাশ করে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। কর্মক্ষেত্র বহরমপুর শহরে একটি সাহিত্য সমিতি ও সাংবাদিক সঙ্ঘ স্থাপন করেন। বৈষ্ণব সাহিত্য বিষয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় বহু প্রবন্ধও রচনা করেছেন। 'মুর্শিদাবাদ হিতৈষী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ৪৫ বছর তিনি তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছেন এবং কয়েকটি কবিতাগ্রন্থও রচনা করেছেন। রচিত উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণব গ্রন্থ: 'সাধক চিন্তামৃত' ও 'নরোত্তম আশ্রয় নির্ণয়'। দীর্ঘদিন বহরমপুর পুরতন্ত্রের সদস্য ছিলেন। [১]

বনোয়ারীলাল গোস্বামী[২] (১৮৫৬ - ১৯৪৮) শান্তিপুর—নদীয়া। পণ্ডিত জয়গোপাল। শিক্ষকতা বৃত্তি নিয়ে ব্রহ্মদেশে, বিহারের ধানবাদে ও পরে রংপুরের গাইবান্ধায় জীবন অতিবাহিত করেন। কবি-সাহিত্যিক। বঙ্গদর্শন, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মানসী ও মর্মবাণী, বিচিত্রা, আত্মশক্তি, নব্যভারত প্রভৃতি পত্রিকার লেখক ছিলেন। 'ব্যঙ্গ কবি' হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। রচিত গ্রন্থ: 'বেনুবন', 'পোলাও', 'খিচুরি' প্রভৃতি। কবি তরলিকা সান্যাল তাঁর কন্যা। ভ্রাতা মোহনলাল (১৮৫৮ - ১৯৩০ ?) বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে কীর্তন গান, ভাগবত পাঠ ও কথকতায় প্রসিদ্ধ লাভ করেছিলেন। [১৭৪]

বন্দে আলি মিঞা (১৯০৬ - ২৭.৬.১৯৭৯) রাজশাহী। কবি ও সাহিত্যিক। রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ২০০। সহজ সরল ভাষায় লিখতেন। শিশুদের জন্য তাঁর রচনার খুব সমাদর ছিল। বহু বছর তিনি বেতারকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১৬]

বরদা উকীল (১৩০২ ? - ১৫.৬.১৩৭৪ ব.)। সুবিখ্যাত অঙ্কনশিল্পী। ললিতকলা অ্যাকাডেমির প্রথম সচিব এবং নিখিল ভারত চারু ও কারু শিল্প সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন। শিল্পী সারদা উকীল ও রণদা উকীল তাঁর ভ্রাতৃদ্বয়। [৪]

বরদাকান্ত মুখোপাধ্যায়, রেভারেন্ড (১৮৭৩ - ?) গুন্তিয়া—চব্বিশ পরগনা। হেমচন্দ্র। কলিকাতার মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন থেকে বি.এ. পাশ করেন। শিক্ষকতা করেছেন দিল্লীর সেন্ট স্টিফেন্স কলেজে, ইন্দোরের সি.এম. কলেজে ও কানপুরের ক্রাইস্ট চার্চ কলেজে। এ ছাড়া বোম্বাই, করাচী এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বিভিন্ন এন্ট্রান্স স্কুলে প্রধানশিক্ষক হিসাবে কাজ করেন। ১৯০৬ খ্রী. খ্রীষ্টধর্মের পৌরোহিত্য-কার্যে দীক্ষা নিয়ে বোম্বাইয়ের হিন্দুস্থানী মিশনের ভারপ্রাপ্ত হন। কানপুরের এস.পি.জি. স্কুলের ম্যানেজার ছিলেন। 'ভারতী'তে 'জৈন ধর্মের ইতিহাস' প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 'হিতবাদী'র নিয়মিত লেখক ছিলেন। বাংলা, ইংরেজী ছাড়া সংস্কৃত, ল্যাটিন, গ্রীক, উর্দু, অসমীয়া ভাল জানতেন। আজমগড় জেলায় প্লেগের মহামারীর সময় ১৯০৯ খ্রী. থেকে ১৯১৩ খ্রী. তিনি ঐ অঞ্চলে প্লেগ রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ এবং প্রয়োজনমত পথ্যের ব্যবস্থা করে পরিচর্যা করেছেন। [৮১, ১৭৪]

বরদাকান্ত লাহিড়ী। বাঁকুড়া। পাঞ্জাব-প্রবাসী বাঙালী। লাহোর প্রধান আদালত ও লুধিয়ানা জেলা আদালতে ওকালতি করে যশস্বী হন। পরে পাঞ্জাবের ফরিদকোট শিখরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। অবসর-গ্রহণের পর বারাণসী যান। পাঞ্জাবে থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রাদেশিক সম্পাদক ও ভারতধর্ম মহামণ্ডলের বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। সাহিত্য-সেবায় এবং সনাতন ধর্ম-সংরক্ষণে তাঁর উৎসাহ ও উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য। [১]

বরদাচরণ মজুমদার, যোগীরাজ (শ্রাবণ ১২৯৩ - ১.৮.১৩৪৭ ব.) কাঞ্চনতলা—মুর্শিদাবাদ। আদি নিবাস কুষ্টিয়া। দক্ষিণাচরণ। কাঞ্চনতলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স ও বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে এফ.এ. ও বি.এ. পাশ করে নিমতিতা এইচ.ই. স্কুলে শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। লালগোলা এস.এন. একাডেমীতে ২৫ বছর প্রধানশিক্ষক ছিলেন। পরে বরালা এইচ. ই. স্কুলের প্রধানশিক্ষক হন। সাধক হিসাবেই তাঁর খ্যাতি সমধিক। সাধনকালে তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন দক্ষিণখণ্ডের সাধুবাবা ও তৎকালীন বারাণসীর লালবাবা। সঙ্গীতসাধক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর সাক্ষাৎশিষ্য। কবি নজরুল ইসলামের উপর যোগী বরদাচরণের প্রভাব যথেষ্ট ছিল। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ চলত। তাঁর সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, 'The Greatest Yogi of Modern Bengal'। এই গৃহী-যোগী কলিকাতায় তাঁর অনুগত এক সাধকমণ্ডলী গড়ে তোলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র এখানে এসে তাঁর কাছে যোগশিক্ষা নিতেন। বিপ্লবী, সঙ্গীতজ্ঞ ও সাহিত্যিক নলিনীকান্ত সরকারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। রচিত যোগসাধনা বিষয়ক গ্রন্থ: 'পথহারার পথ', 'দ্বাদশবাণী' ও 'Revealed Twelve'। [১৬৬]

বরদাচরণ মিত্র (১৮৬২ - ১৯১৫) কুমারটুলি—কলিকাতা। বেণীমাধব। আদি নিবাস চাকদহ—নদীয়া। ১৮৮২ খ্রী. ইংরেজী সাহিত্যে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম হন এবং ১৮৮৬ খ্রী. প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা পাশ করে স্ট্যাটিউটরী সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করেন। ১৮৯৪ খ্রী. দায়রা জজ হন। 'নব্যভারত', 'ভারতী', 'প্রবাসী', 'সাধনা', 'বীরভূম' প্রভৃতি পত্রিকায় বহু কবিতা প্রকাশ করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ইংরেজী কবিতা-রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর বহু ইংরেজী নিবন্ধ 'ক্যালকাটা রিভিউ', 'ইন্ডিয়ান ন্যাশন'

'থিয়োসফিস্ট', 'রেইস অ্যান্ড রায়ত' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৮৫ খ্রী· 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় 'The English Influence on Bengali Literature,' শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক হিসাবে খ্যাত হন। ছাত্রাবস্থায় প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) ও কিশোরীচাঁদ মিত্রের জীবনী রচনা করেছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যেও তাঁর অনুরাগ ও ব্যুৎপত্তি ছিল। ১৮৯৫ খ্রী· 'মেঘদূতে'র বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। তাঁর অপর রচনা 'অবসর' নামক গীতিকাব্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা কাল থেকে তার সদস্য এবং ১৩১২ ব· থেকে আমৃত্যু বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সহ-সভাপতি ছিলেন। কলিকাতায় 'বরপণ নিবারণী সমিতি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান সংগঠন করেছিলেন। [২৫, ২৬, ১৪৯]

বরদাদাস মিত্র (১৯শ শতাব্দী) চৌখাম্বা—কাশী। রাজেন্দ্রনাথ। আদি নিবাস কুমারটুলি—কলিকাতা। তিনি এবং তাঁর ভ্রাতা সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজ সরকারকে প্রভূত সাহায্য করে খেলাত পেয়েছিলেন। কাশীর অন্ধ ও কুষ্ঠাশ্রমের লোকদের পানীয় জলের কূপ খননের জন্য, বারাণসী চক্ষু-চিকিৎসালয়ের সংরক্ষণার্থে এবং স্থানীয় ইউরোপীয়দের হাসপাতাল স্থাপনার্থে অর্থসাহায্য করেন। এছাড়াও উভয় ভ্রাতাই এলাহাবাদ কলেজের জন্য, প্রিন্স অফ ওয়েলস্‌-এর ভারতাগমনের স্মারক অনুষ্ঠানের জন্য এবং অন্যান্য বহু অনুষ্ঠানে অর্থদান করেছিলেন। রাজশাহী ও বারাণসী জেলায় তাঁদের বিস্তৃত জমিদারী ছিল। [১]

বরদা পাইন (১৮৮১ - ৭·৯·১৯৭৫) হাওড়া। বিখ্যাত আইনজীবী। জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৩ খ্রী· ফজলুল হক মন্ত্রিসভার অপসারণের পর এপ্রিল মাসে স্যার নাজিমুদ্দিনের গঠিত মন্ত্রিসভায় তিনি যোগ দেন। পূর্ত ও যোগাযোগ দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৪৫ খ্রী· ঐ মন্ত্রিসভার পতন ঘটলে তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে কার্যত অবসর নেন এবং আইন-ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী হিসাবে মৃত্যুর এক বছর আগেও তিনি বিভিন্ন জটিল মামলায় পরামর্শ দিয়েছেন। প্রায় ১২ বছর হাওড়া পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৬৭ খ্রী· বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থী হিসাবে সদস্য নির্বাচিত হন। সুদক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান ছিলেন। [১৬]

বরদাপ্রসাদ মজুমদার (১৮৩২ - ১৯১২) পাঁতিহাল—হাওড়া। উমাচরণ। শৈশবে পিতৃহীন হয়ে মায়ের সঙ্গে কাশীতে বাস করতে থাকেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে কলিকাতায় এসে তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রভৃতি পণ্ডিতগণের সহায়তায় 'কাব্য প্রকাশিকা' নাম দিয়ে সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। তিনি 'বি· পি· এম· প্রেসে'র প্রতিষ্ঠাতা। বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃত ব্যাখ্যা পুস্তকের প্রবর্তকরূপে তিনি সুপরিচিত। [২৬]

বরদাভূষণ চক্রবর্তী (১৯০১ - ৪·১১·১৯৭৪)। বালুবাড়ী—দিনাজপুর। হরগোপাল। বাঙলাদেশ ও সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানের বিশিষ্ট বিপ্লবী। বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ভাসানী) প্রাক্তন সহ-সভাপতি এবং দিনাজপুরের প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী বরদাভূষণ 'ভোলাদা' নামে পরিচিত ছিলেন। ত্রৈলোক্য মহারাজের সহকর্মী এই বিপ্লবী ব্রিটিশ ও পাক আমলে ৩০ বছর জেল খেটেছেন। হিলি স্টেশন লুঠ মামলায় প্রথম গ্রেপ্তার হয়ে ৭ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ২৫·৩·১৯৭১ খ্রী· তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের ইয়াহিয়া সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে ৩১ মার্চ ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করাবার নির্দেশ দেয়। কিন্তু মুক্তি-ফৌজ কয়েক ঘণ্টা আগে জেল ভেঙে তাঁকে মুক্ত করে আনে। এরপর তিনি মুক্তিফৌজের কন্ট্রোল রুমের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করে পাক-বাহিনীকে দূরে সরিয়ে রাখার কাজে ব্রতী ছিলেন। দিনাজপুর জেলা এ সময়ে ১৩ দিন মুক্ত ছিল। ধর্ম, রাজনীতি, ইতিহাস ও নাথ-সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট পড়াশুনা ছিল। তাঁর ৬৯ থেকে ৭১ বছর বয়সে লেখা কবিতার সংকলন গ্রন্থ 'শপথ প্রত্যয় বেদনা'। [১৬, ১৪৯]

বরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৭১ - ১৯০৭) বালী—হাওড়া। পিতার সঙ্গে মুঙ্গের ও আগ্রায় কাটে। আগ্রা কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে এম·এ· পাশ করেন। শিক্ষাব্রত অবলম্বন করে কর্মোপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বাস করলেও আগ্রাতেই তিনি পাণ্ডিত্যের জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির সভ্য ও সোসাইটি অফ লিটারেচার-এর সদস্য ছিলেন। বাঙালীদের মধ্যে একমাত্র রমেশচন্দ্র দত্ত ছাড়া আর কেউই পূর্বে এই সম্মান লাভ করতে পারেন নি। [১]

বরেন বসু (১৯১৭ - ২৩·১·১৯৮০)। সুসাহিত্যিক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা তাঁর 'রংরুট' গ্রন্থটি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় এবং ইউরোপীয়, রুশ ও চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ঐতিহাসিক মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার সময় তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে আসেন এবং ষাটের দশকে পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত পার্টিতে ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। পরে কলিকাতা কর্পোরেশনে চাকরি নেন। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'জঙ্গী ভিয়েতনাম', 'বাবুরামের চিঠি', 'মহানায়ক', 'নতুন ফৌজ', 'প্রাক্তন', 'উপান্ত' প্রভৃতি। [১০৭]

বলদেব পালিত (১৮৩৫ - ৭·১·১৯০০)। পিতা বিশ্বনাথ ১৮৪১ খ্রী· আফগান যুদ্ধে নিহত হলে সরকার নাবালক বলদেবের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃত শিক্ষা করে দানাপুরেই সরকারী অফিসে চাকরি পান। সিপাহী বিদ্রোহের সময় যে সমস্ত সন্দেহভাজন লোকের বৃত্তি বন্ধ করা হয়েছিল, তিনি বহু চেষ্টায় তাঁদের অনেকের বৃত্তি পাবার ব্যবস্থা করেন। রচিত গ্রন্থ: 'ভর্তৃহরি কাব্য', 'কর্ণার্জ্জুন কাব্য', 'কাব্যমালা', 'ললিত কবিতাবলী' ও 'কাব্যমঞ্জরী'। বাংলা

কবিতায় সংস্কৃত ছন্দ প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। 'কর্ণার্জুন -কাব্য' কিছুদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. পরীক্ষায় মহিলাদের অন্যতম পাঠ্য ছিল। শেষ-জীবনে বাঁকীপুরে থাকতেন। বিহারের নানা জায়গায় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে অর্থসাহায্য করেছিলেন। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র এবং সুপণ্ডিত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর বন্ধু ছিলেন। [১, ৩]

বলভদ্র মিশ্র (১৬শ শতাব্দী) রাজমহলনগর—শ্রীহট্ট। বিষ্ণুদাস। সম্রাট আকবরের অভিষেককালে যে ৩২ জন হিন্দু পণ্ডিত পরিচিতি লাভ করেছিলেন কাশীনিবাসী বলভদ্র তাঁদের অন্যতম। 'ত্রিপাঠি', 'মিশ্র' ও 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি ভূষিত ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'দ্রব্য-প্রকাশবিমল' গ্রন্থটি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং 'বলভদ্রী' নামে পরিচিত। বিখ্যাত পণ্ডিত পদ্মনাভ তাঁর পুত্র। পুত্রকর্তৃক তিনি 'জগদ্‌গুরু' নামে ভূষিত হন। [১, ৯০]

বলরাম কবিকঙ্কন (১৭শ শতাব্দী?)। তিনি মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের শিক্ষাগুরু ছিলেন ব'লে মেদিনীপুর অঞ্চলের লোকের ধারণা। তাঁর রচিত 'চণ্ডীর উপাখ্যান' ঐ অঞ্চলে প্রচলিত। [১, ২]

বলরাম দাস। এই নামে বৈষ্ণব সাহিত্য-রচয়িতা একাধিক কবির উল্লেখ পাওয়া যায়। তার মধ্যে বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ডের অধিবাসী আত্মারামের পুত্র বলরাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। ১৫৩৭ খ্রী· তাঁর জন্ম। তিনি জাহ্নবী দেবীর কাছে দীক্ষা-গ্রহণ করেন এবং বিবাহ করে সংসারী হন। তাঁর গুরুপ্রদত্ত নাম নিত্যানন্দ। এই নামে তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'প্রেমবিলাস' রচনা করেন। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'গৌরাঙ্গাষ্টক', 'বীরচন্দ্রচরিত', 'রস-কল্পসার', 'কৃষ্ণলীলামৃত' প্রভৃতি। তিনি নরোত্তম ঠাকুরের খেতুরী উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। [১, ২, ২৬]

বলরাম বসু (ডিসে· ১৮৪২ - ১৩·৪·১৮৯০) বাগবাজার—কলিকাতা। রাধামোহন। কলিকাতার প্রাচীন জমিদার বংশে জন্ম। এঁদের রাধাশ্যাম বিগ্রহের নাম অনুসারে শ্যামবাজারের নাম হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের প্রধান ভক্তদের অন্যতম। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূতাস্থি তাঁর গৃহ থেকেই পরে বেলুড় মঠে রাখা হয়। তাঁর গৃহেই স্বামী বিবেকানন্দ ১লা মে ১৮৯৭ খ্রী· রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন। এই গৃহ তাঁর পুত্র রামকৃষ্ণ ধর্মালোচনার জন্য দান করে গেছেন। বর্তমানে এই গৃহ 'বলরাম মন্দির' নামে খ্যাত। [২১৩]

বলরাম ভজা (১৭৮৫ - ১৮৫০) মেহেরপুর—নদীয়া। হাড়ীবংশে জন্ম। স্থানীয় জমিদার বাড়িতে চৌকিদারী করতেন। পরে তাঁকে চুরির অপবাদ দেওয়া হলে তিনি যোগসাধনা শুরু করে বহু শিষ্য সংগ্রহ করেন এবং 'বলরাম ভজা' নামে সাধারণত হিন্দুসমাজের নিপীড়িত লোকদের নিয়ে একটি ধর্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। শিষ্যেরা তাঁকে রামচন্দ্রের অবতার বলতেন। এই সম্প্রদায়টি গৃহী ও ভিক্ষোপজীবী—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। [১, ২৫, ২৬]

বলাই কুণ্ডু। মেদিনীপুরের বীরকুল পরগনার মালঙ্গী (লবণ-শিল্প কারিগর) আন্দোলনের নেতা। ২৯ এপ্রিল ১৮০০ খ্রী· বীরকুল, বলাশয় ও মিরগোধা পরগনার মালঙ্গীদের সমাবেশ করে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করার জন্য রচিত এক আবেদনপত্র পাঠ করেন। এই পত্রে মালঙ্গীদের লবণের মূল্য যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধির জন্য এবং বেগার ও ভেট-প্রথা রহিত করার জন্য আবেদন করা হয়। [৫৬]

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, বনফুল (১৯·৭·১৮৯৯ - ৯·২·১৯৭৯) মণিহারী—পূর্ণিয়া, বিহার। প্রখ্যাত সাহিত্যিক। সাহেবগঞ্জ হাই স্কুলে পড়ার সময় ১৯১৫ খ্রী· তাঁর প্রথম কবিতা 'মালঞ্চ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এর পর 'প্রবাসী' ও 'ভারতী'তে তাঁর কবিতা ছাপা হয় 'বনফুল' ছদ্মনামে। ১৯১৮ খ্রী ম্যাট্রিক ও হাজারীবাগ সেন্ট কলম্বাস কলেজ থেকে আই·এস·সি· পাশ করে ডাক্তারী পড়তে আসেন কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে। পরে পাটনা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৯২৭ খ্রী· ডাক্তারী পাশ করে ভাগলপুরে প্যাথলজিস্ট হিসাবে ৪০ বছর কাজ করেন। ১৯৬৮ খ্রী· থেকে কলিকাতার বাসিন্দা হন। ছাত্রজীবনে তাঁর কবিতা ও ছোটগল্প তখনকার বিভিন্ন নামকরা কাগজে প্রকাশিত হয়। প্রথম উপন্যাস 'তৃণখণ্ড' ডাক্তারী জীবনের গোড়ার দিকে লেখা। কলেজ-জীবনে সহপাঠী পেয়েছিলেন কবি অমিয় চক্রবর্তী এবং ঔপন্যাসিক সরোজকুমার রায়চৌধুরীকে। সেই সময়কার সাহিত্য-সাধনায় প্রধান প্রেরণাদাতা ছিলেন সাহেবগঞ্জের বটুকদা (সুধাংশুশেখর মজুমদার)। পরে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে এসে পেয়েছিলেন মাস্টারমশাই হিসাবে ব্যঙ্গরচনার গুরু ডাঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায়কে। তাঁরই জীবনকে ভিত্তি করে তাঁর উত্তরকালের উপন্যাস 'অগ্নীশ্বর' রচিত হয়েছিল। পরিমল গোস্বামীর কাছ থেকেও প্রেরণা পেয়েছেন। সাহিত্যে তাঁর জীবিকা এবং প্রবাস-জীবন যুক্তভাবে অনেকখানি কাজ করেছে। মজলিসী আড্ডায় ও ভোজন-রসিকতায় তাঁর নাম ছিল। পক্ষিজগৎ নিয়ে তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ 'ডানা' উপন্যাসে তাঁর অগাধ অধ্যয়ন এবং পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যে ক্ষুদ্রতম ছোটগল্পেরও জনক তিনি। ছোটগল্প, নাটক, উপন্যাস, কাব্য—সকল রচনাতেই সমান দক্ষ ছিলেন। প্রায় শতাধিক গ্রন্থের লেখক। উল্লেখযোগ্য অন্যান্য রচনা: 'স্থাবর' 'জঙ্গম', 'মন্ত্রমুগ্ধ', 'হাটেবাজারে', 'কিছুক্ষণ', 'বিন্দুবিসর্গ', 'দ্বৈরথ', 'ভীমপলশ্রী', 'শ্রীমধুসূদন', 'বিদ্যাসাগর', প্রভৃতি। 'পশ্চাৎপট' তাঁর আত্মজীবনী-মূলক গ্রন্থ। রবীন্দ্র পুরস্কার, জগত্তারিণী পদক, ভাগলপুর ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি·লিট· উপাধি লাভ করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন। [১৬, ১৭]

বলাই দাশগুপ্ত। ভোলা—বরিশাল। ১৯৩০ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কারারুদ্ধ হন। মুক্তি পেয়ে বিপ্লবী কার্যকলাপে আত্মনিয়োগ করেন।

ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য তৈরি বোমার বিস্ফোরণে তাঁর মৃত্যু ঘটে। [৪২]

বলাইদাস চ্যাটার্জী (১৯০০ - ৯.৩.১৯৭৪) ডুমুরদহ—হুগলী। রামলাল। ১৯১১ খ্রী· কলিকাতায় এসে স্কটিশ চার্চ স্কুলের ফুটবল-দলে খেলার সুযোগ পান এবং ১৯১৬ খ্রী· থেকে তিন বছর স্কুল-দলের অধিনায়ক থাকেন। ১৯১৮ খ্রী· এরিয়ান ক্লাবে তাঁর ফুটবল ক্রীড়া-জীবন শুরু হয়। ১৯২১ খ্রী· মোহনবাগান ক্লাবে যোগ দেন এবং সারা খেলোয়াড়-জীবন ঐ দলের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন দলের সঙ্গে জাভা সফর ছাড়া তিনি বহু আন্তর্জাতিক স্থানীয় ফুটবল ম্যাচে ভারতীয় দলের সেন্টার হাফব্যাকে খেলেছেন। ১৯৪৮ খ্রী· লন্ডন অলিম্পিকে এবং ১৯৫২ খ্রী· হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে তিনি ভারতীয় ফুটবল দলের কোচ হিসাবে গিয়েছিলেন। মোহনবাগান ক্লাবের ফুটবল প্রশিক্ষণের ভারও তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। বক্সিং, অ্যাথলেটিক স্পোর্টস, বাস্কেট-বল, ভলিবল, ক্রিকেট, হকি প্রভৃতি খেলাতেও তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন। [১৬, ১৮]

বলাই বৈষ্ণব। (? - ১২০১ ব·) পিয়াসপাড়া—হুগলী। রামকমল। খ্যাতনামা কবিয়াল। তিনি ভোলা ময়রা প্রভৃতি কবিয়ালদের সঙ্গে কবিগানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। [১, ২৬]

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (৬.১১.১৮৭০ - ২০.৮.১৮৯৯) জোড়াসাঁকো—কলিকাতা। বীরেন্দ্রনাথ। পিতামহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ১৮৮৬ খ্রী· হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করেন। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে তিনি এক নূতন আদর্শের স্থাপয়িতা। কবিত্বময় গদ্যে তিনি সাহিত্য ও ললিতকলা-বিষয়ক সমালোচনা গ্রন্থ 'চিত্র ও কাব্য' রচনা করেন। 'মাধবিকা' ও 'শ্রাবণী' তাঁর দু'খানি কাব্যগ্রন্থ। 'ভারতী', 'বালক', 'সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হত। ব্রহ্মসঙ্গীত রচনাতেও দক্ষ ছিলেন। খুল্লতাত রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন সাহিত্য-কর্মের তিনি ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। স্বদেশী বস্ত্রের কারবারেও তিনি অগ্রণী ছিলেন। জীবনের শেষভাগে আর্য-সমাজের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের মিলন সাধনে তিনি একাগ্র ছিলেন। [১, ৩, ২৬, ২৮, ১৩৩]

বল্লাল সেন। গৌড়দেশ। রাজত্বকাল আনুমানিক ১১৫৮ - ১১৭৯ খ্রী·। পিতা বিজয় সেনের আমল থেকেই বাঙলাদেশে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা। তিনি রাজ্যবৃদ্ধির চেষ্টা অপেক্ষা অভ্যন্তরীণ শক্তি-সঞ্চয়েই বেশী মনোযোগী ছিলেন। বঙ্গ, বরেন্দ্র, রাঢ়, বাগ্‌দি ও মিথিলা অর্থাৎ বাঙলা ও উত্তর বিহার নিয়ে তাঁর রাজ্য গঠিত ছিল। হিন্দুসমাজকে নূতনভাবে গড়ে তোলার জন্য তিনি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ—এই তিন শ্রেণীর মধ্যে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর সময়েই গৌড়দেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্যলাভ ঘটে ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব হ্রাস পায়। বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী এবং শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং নিজেও 'প্রতিষ্ঠানসাগর', 'ব্রতসাগর', 'আচারসাগর', 'দানসাগর', ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে পাঁচখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের চালুক্যরাজের কন্যা রামদেবীকে বিবাহ করেন। লক্ষ্মণ সেন তাঁর পুত্র। [১, ২, ৩, ৬৩, ৬৭]

বশীশ্বর সেন (১৮৮৭ - ১৯৭১)। বিষ্ণুপুর—বাঁকুড়া। শিক্ষাবিদ সুরেশ্বর। ১৯১১ খ্রী· বি·এ· পাশ করে আচার্য জগদীশচন্দ্রের বিশেষ সহকারিরূপে বিশ্বভ্রমণে যান। ভারতের কৃষি-বিষয়ক গবেষণায় অগ্রণী তিনি আলমোড়ায় স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণে একটি উদ্ভিজ্জ গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করেন। বর্তমানে এটি এই বিষয়ে ভারতের প্রধান গবেষণা-কেন্দ্ররূপে পরিগণিত। এটি প্রথমে তাঁর কলিকাতা ভবনের সংলগ্ন ছিল; পরে ১৯৩৬ খ্রী· আলমোড়ায় স্থানান্তরিত হয়। তিনি কৃষি-বিষয়ে জোয়ার, বাজরা, সঙ্কর-জাতীয় ভুট্টা ইত্যাদির ওপর ১৯৪৮ খ্রী· থেকে গবেষণা পরিচালনা করেন। তাঁর গবেষণাকেন্দ্রেই কৃত্রিম সার থেকে ছত্রাক-চাষ প্রচেষ্টা সফল হয়। ব্রিটেনের ফিজিওলজিক্যাল সোসাইটি ও আমেরিকার বোটানিক্যাল সোসাইটির সভ্য এবং ভারতের দেশরক্ষাবিভাগে কৃষি-বিষয়ক পরামর্শদাতা ছিলেন। ভারত সরকার তাঁকে ১৯৫৭ খ্রী· 'পদ্মভূষণ' উপাধি দেন এবং ১৯৬২ খ্রী· তিনি 'ওয়াতুমল ফাউন্ডেশন' পুরস্কার পান। [১৬]

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়১ (১৪.১০.১৮৯০ - ১৯৫৯)। কাটোয়া—বর্ধমান। ব্রাহ্মসমাজের সুপ্রসিদ্ধ গায়ক বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্র। কবি এবং 'দীপালি' ও 'মহিলা' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি ছিলেন। কবিতা, উপন্যাস, গল্প, কিশোর-সাহিত্য, প্রবন্ধ, জীবনী প্রভৃতি বিবিধ-বিষয়ক ৪০টি গ্রন্থের রচয়িতা। [৪, ১৬৫]

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়২ (১৮৯০ - ১৯৭৪) ঘটকপাড়া—বাঁকুড়া। অঙ্কশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করে এম·এ· পাশ করেন। ইন্ডিয়ান অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেন্সি সার্ভিসের পরীক্ষাতেও প্রথম হন। স্বাধীন ভারতের তিনি প্রথম ভারতীয় অডিটর জেনারেল। সুদীর্ঘকাল আসামের অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল হিসাবে সেখানে কাটান। আসামে সংস্কৃত ভাষা প্রচারে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। তাঁর এবং হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় শিলং-এর প্রথম বাংলা পত্রিকা 'শিলং-বার্ষিকী' ১৯৩৬ খ্রী· প্রকাশ লাভ করে। ঐ বছরই প্রধানত তাঁর উদ্যোগে সর্বভারতীয় বেদ-সম্মেলন শিলং-এ অনুষ্ঠিত হয়। বেদান্ত দর্শনের উপর তাঁর বহু রচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেন। কবি কামাক্ষীপ্রসাদ তাঁর পুত্র। [১৪৯, ২০২]

বসন্তকুমার দাস (২.১১.১৮৮৩ - ১৮.১.১৯৬৫) কান্দিয়াচর—শ্রীহট্ট। শরৎচন্দ্র। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে পড়াশুনা করেন। ১৯০৬ খ্রী· কংগ্রেসের

ঐতিহাসিক অধিবেশনের সময় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। আইনজ্ঞ হিসাবেও সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেন। কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য, বাঙলা প্রাদেশিক কংগ্রেসের সহ-সভাপতি এবং আসাম বিধান সভার অধ্যক্ষ ও ১৯৪৬ খ্রী· স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। পরবর্তী কালে পূর্ব-পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী ও শ্রমমন্ত্রী হন। মন্ত্রী থাকাকালে ১৯৫৮ খ্রী· জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থায় সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩২ - ৩৪ খ্রী· জেলে থাকা কালে তিনি গীতার বঙ্গানুবাদ করেন। শ্রীহট্ট মহিলা সঙ্ঘের অন্যতম সংগঠক সমাজসেবিকা কুসুমকুমারী তাঁর স্ত্রী। [৪, ১২৪]

বসন্তকুমার মল্লিক (১৮৭৯ - ১৯৫৮) মেহেরপুর—নদীয়া। শান্তিকামী দার্শনিক। দর্শনশাস্ত্রে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এম·এ· পাশ করে কয়েক বছর বিভিন্ন কাজ করেন। ১৯০৯ খ্রী· নেপালের রাজপুত্রের গৃহশিক্ষক হিসাবে কাঠমাণ্ডুতে গিয়ে ক্রমে রাজ্যের প্রশাসনিক কাজের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে পড়েন। মহারাজার আনুকুল্যে ১৯২১ খ্রী· অক্সফোর্ডে আইন ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ে পড়াশুনা করতে যান। সেখানে ছাত্রমহলে তাঁর যথেষ্ট পরিচিতি ছিল। প্রথম যুদ্ধকাল তাঁর বিলাতে কাটে। প্রথমে স্ট্যাটুটারী ল ডিগ্রি, ১৯১৯ খ্রী· পুরাতত্ত্বে ডিপ্লোমা এবং ১৯২৩ খ্রী· দর্শনশাস্ত্রে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। দেশে ফিরে এলেও নেপালের রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে তাঁর সেখানে যাওয়া সম্ভব হয়নি। পরে ১৯২৯ খ্রী· পুনরায় তিনি নেপালে কর্মনিযুক্ত হন। একসময় 'পরিচয়' পত্রিকা-গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। নেপাল দরবারে রাজনীতির সংঘর্ষে ১৯৩৩ খ্রী· একদিন তিনি পায়ে হেঁটে নেপাল ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। ১৯৩৬ খ্রী· অক্সফোর্ডে পরিচিত এক সুইডিশ ভদ্রমহিলার সহায়তায় ইউরোপে যান এবং ১৯৩৮ খ্রী· থেকে আমৃত্যু অক্সফোর্ডে প্রধানতঃ লেখক জীবন কাটান। তাঁর প্রকাশিত সাতটি গ্রন্থের মধ্যে চারটি দর্শনবিষয়ক। 'The Real and the Negative', 'Related Multiplicity', 'No Absolutes', 'Mythology and Possibility' প্রভৃতি। তাঁর একমাত্র ভাই কংগ্রেস কর্মী গোপাল কারারুদ্ধ অবস্থায় ১৯২৩ খ্রী· মারা যান। [১৪৯]

বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩০৯- ১৩৫৩ ব·) কলিকাতা। খ্যাতনামা চিকিৎসক ও ব্যায়ামবিদ্। বাঙালী যুবকদের ব্যায়ামশিক্ষা দেবার জন্য তিনি নানা রকম কষ্ট সহ্য করে সারা বাঙলায় ঘুরে বেড়াতেন। 'বেনিয়াটোলা আদর্শ ব্যায়াম সমিতি'তে তিনি ব্যায়াম শিক্ষা করে বাঙলাদেশে বহু ব্যায়াম সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। [৫]

বসন্ত বিশ্বাস (১৮৯৫ - ১১·৫·১৯১৫) পোড়াগাছা—নদীয়া। মতিলাল। পূর্বপুরুষ দিগম্বর ও বিষ্ণুচরণ ১৮৬০ খ্রী· নীলচাষীদের বিদ্রোহে নেতৃত্ব করেন। মুড়াগাছা হাই স্কুলে ছাত্রাবস্থায় শিক্ষক বিপ্লবী ক্ষীরোদচন্দ্র গাঙ্গুলীর প্রভাবে বিপ্লবী দলে যোগ দেন। অনুজ মন্মথসহ অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে শ্রমজীবী সমবায়ে কাজ আরম্ভ করেন। রাসবিহারী বসুর অনুরোধে অমরেন্দ্রনাথ তাঁকে দেরাদুনে পাঠান। এখানে পুলিসের দৃষ্টিতে পড়ায় আর্যসমাজের বালমুকুন্দ তাঁকে বিপিন দাস ছদ্মনামে লাহোরে পপুলার ফার্মেসীতে কম্পাউন্ডারের কাজ দেন। স্ত্রীলোকের পেশাকে 'লীলাবতী' নাম নিয়ে তিনি ২৩·১২·১৯১২ খ্রী· লর্ড হার্ডিঞ্জকে শোভাযাত্রার মধ্যে বোমা মেরে আহত করেন। সরকার একমাস পরে আততায়ীকে গ্রেপ্তারের জন্য একলক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। তিনি পরিহাস করে দিল্লীর জুম্মা মসজিদ থেকে এর উত্তর লেখেন। এরপর লাহোরে এসে লরেন্স গার্ডেনে পুলিস অফিসারদের নৈশ ক্লাবে বোমা ফেলার ষড়যন্ত্রে যোগ দেন। এ ব্যাপারে আমীরচাঁদ প্রমুখ কয়েকজন গ্রেপ্তার হলে ১৯১৪ খ্রী· তিনি নিজগ্রামে ফিরে আসেন। পিতৃশ্রাদ্ধের সময় নবদ্বীপ থেকে কৃষ্ণনগরে বাজার করতে এলে জ্ঞাতি-ভাই শত্রুতা করে পুলিসে খবর দেওয়ায় তিনি গ্রেপ্তার হন। ২১·৫·১৯১৪ খ্রী· দিল্লীর দায়রা আদালতে বিচার শুরু হয়। প্রথম বিচারে মুক্তি পেলেও সরকার পক্ষের আপীলে অন্যান্য তিন জনের সঙ্গে তাঁর মৃত্যুদণ্ডাদেশ হয়। আম্বালা জেলে ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন। [৪৩, ৫৪, ৭০, ১৩৯]

বসন্তরঞ্জন রায় (১৮৬৫ - ৯·১১·১৯৫২) বেলিয়াতোড়—বাঁকুড়া। রামনারায়ণ। প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভাষাতত্ত্ববিদ্ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথিশালার প্রথম পণ্ডিত। পুরুলিয়া জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্সে অকৃতকার্য হলেও সারাজীবন বঙ্গভাষার সেবা করে গেছেন। তিনি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পুথির সন্ধান চালিয়ে সারা জীবনে ৮০০ পুথি সংগ্রহ করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে দান করেন। চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুথি আবিষ্কার তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বিষ্ণুপুরের নিকট কাঁকিল্যা গ্রামে তিনি ১৩১৬ ব· গ্রন্থটির সন্ধান পান। ১৮৯৪ খ্রী· থেকে 'বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অফ লিটারেচারে'র সদস্য ছিলেন। কিছুদিন পরে এই সংস্থাটির নাম পরিবর্তিত হয়ে সাহিত্য পরিষদ হলে প্রথম থেকেই তিনি তার সদস্য হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ খোলা হলে, স্যার আশুতোষ কর্তৃক তিনি অধ্যাপক মনোনীত হন। ১৯১৯ - ৩২ খ্রী· পর্যন্ত এই কাজ করে পুনরায় পরিষদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। নবদ্বীপের চতুষ্পাঠী থেকে 'বিদ্বদ্বল্লভ' উপাধি পান। [৫, ৩৩]

বসন্তলাল মিত্র। চন্দননগর—হুগলী। ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। সঙ্গীত-শাস্ত্রের লুপ্তপ্রায় গ্রন্থের অনুসন্ধান ও উদ্ধারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। মাদ্রাজ থেকে 'সঙ্গীত পারিজাত' ও কাশ্মীর থেকে 'রত্নাকর' নামে দুটি সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ করে কালীচরণ বেদান্তবাগীশ ও সারদাপ্রসাদ ঘোষের সাহায্যে ঐগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এছাড়াও 'গন্ধর্ব-সংহিতা' নামে সঙ্গীত-বিষয়ক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করে তার প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। তাঁর চেষ্টায়

চন্দননগরে একটি সঙ্গীত-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিভাবান চিত্রশিল্পীও ছিলেন। বহু খ্যাতিমান ব্যক্তির তৈলচিত্র অঙ্কন করে পুরস্কৃত হয়েছেন। ১৮৮৮ খ্রী· বিলাতের গ্লাসগো শিল্প প্রদর্শনীতে তাঁর অঙ্কিত একখানি চিত্র পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হয়। ধ্রুপদ গায়ক মণীন্দ্রগোপাল (২৭·১২·১৮৭৮ - ১০·৩·১৯৫৯) তাঁর পুত্র। [১, ১৩১, ১৭৪]

বাণী বসু (১৯২৪ - ২·১·১৯৭৪) যশোহর। বরিশাল গর্ভনমেন্ট স্কুলে পড়ার সময় 'স্বাস্থ্যই সম্পদ' এবং 'ছাত্রী ও রাজনীতি' প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পাশ করে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ পরীক্ষায় ১৯৪৪ খ্রী· উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৮ খ্রী· জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী হিসাবে যোগ দিয়ে বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করেন। ১৯৫০ খ্রী· বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য হন। গ্রন্থাগার আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ১৯৬৫ খ্রী· 'বাংলা শিশু সাহিত্য গ্রন্থপঞ্জী' প্রকাশ করেন। 'গ্রন্থাগার', 'মডার্ন রিভিউ' ও 'বসুমতী'তে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে। টলস্টয়, গান্ধী, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কয়েকজন মনীষীর পুস্তক-বিবরণী রচনা করেছিলেন। [১৪৯]

বাণেশ্বর (১৫শ শতাব্দী) ঠাকুরবাড়ি—শ্রীহট্ট। ত্রিপুরার নরপতি ধর্মমাণিক্যের (১৪৩১ - ১৪৬২) সভাপণ্ডিত ছিলেন। ত্রিপুরার ইতিহাস অবলম্বনে 'রাজমালা' গ্রন্থ পদ্যে রচনা করেন। এই গ্রন্থের রচনাকার্যে তাঁর অনুজ শুক্রেশ্বর এবং ত্রিপুরার চতুর্দশ দেবতার পুরোহিত দুর্লভেন্দ্র চন্তাই তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। [১, ২]

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার (১৮শ শতাব্দী)। গুপ্তিপাড়া—হুগলী। রামদেব তর্কবাগীশ। গুপ্তিপাড়ার প্রসিদ্ধ শুভাকরের বংশধর। নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত ছিলেন। কোনও কারণে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর ওপর ক্রুদ্ধ হলে তিনি বর্ধমানরাজ চিত্রসেনের আশ্রয়ে যান এবং তাঁর আদেশে গদ্যেপদ্যে 'চিত্রচম্পূ' গ্রন্থ রচনা করেন (১৭৪৪)। এই গ্রন্থে বর্গীর হাঙ্গামার বহু বিবরণ পাওয়া যায়। চিত্রসেনের মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় যান এবং কিছুকাল পরে নদীয়া ত্যাগ করে কলিকাতায় রাজা নবকৃষ্ণের আশ্রয়ে থাকেন। ওয়ারেন হেস্টিংস যে ১১ জন পণ্ডিতের সাহায্যে 'বিবাদার্ণবসেতু' নামে বৃহৎ ধর্মশাস্ত্রসংগ্রহ রচনা করান, তিনি তাঁদের অন্যতম। এই গ্রন্থটি ব্রিটিশ আমলে হিন্দু আইনের আদিগ্রন্থ এবং দীর্ঘকাল সুপ্রীম কোর্টের একমাত্র আইনগ্রন্থ ছিল। 'চন্দ্রাভিষেক' (১৭৪৫) নামে তিনি একখানি নাটকও রচনা করেন। তাঁর রচনা ব'লে প্রসিদ্ধ কিছু উদ্ভট সংস্কৃত কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। [১, ৩, ২৫, ২৬, ৪৮, ৯০]

বাদল গুপ্ত (১৯১২ - ৮·১২·১৯৩০) পূর্ব-শিমুলিয়া—ঢাকা। অবনীনাথ। তাঁর অপর নাম সুধীর। গুপ্ত বিপ্লবী দল 'বি·ভি·'-র সভ্য হিসাবে ৮ ডিসে· ১৯৩০ তিনি, বিনয় বসু ও দীনেশ গুপ্ত বঙ্গের কারাসমূহের অধিকর্তা কর্নেল সিম্পসনকে হত্যার উদ্দেশ্যে রাইটার্স বিল্ডিংস্ অভিযান করেন। তাঁদের গুলিচালনার ফলে আই·জি· কর্নেল সিম্পসন নিহত এবং অন্যান্য কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী আহত হন। ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিস বাহিনী উপস্থিত হলে উভয়পক্ষে গুলি বিনিময় হয়। বিপ্লবীত্রয়ের গুলি ফুরিয়ে গেলে তাঁরা গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিয়ে পটাসিয়াম সায়নাইড খান। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু হয় এবং বিনয় হাসপাতালে মারা যান (১৩ ডিসেম্বর)। মৃতপ্রায় দীনেশকে অতি চেষ্টায় বাঁচিয়ে তোলার পর বিচারে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয়। [১০, ৪২, ৪৩, ৮২, ১৩৯]

বাবুরাম। ১৮১১ খ্রী· কলিকাতায় একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই প্রথম বাঙালী যাঁর ছাপাখানা থেকে দেশবাসীর ব্যবহারের জন্য বাংলা বই ছাপা শুরু হয়। এরপর শ্রীরামপুরের কর্মী গঙ্গাকিশোর অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে বাংলা বই মুদ্রণ শুরু করেন। বাবুরাম বইগুলি বিক্রির জন্য বিভিন্ন গ্রামে ও শহরে এজেন্ট নিযুক্ত করেছিলেন। [৪]

বাবুলাল জানা (? - ১৯৩০) পূর্বখিরাই—মেদিনীপুর। নন্দ। আইন অমান্য আন্দোলনে কারারুদ্ধ হন এবং পুলিসের নির্মম প্রহারে খিরাইতে মারা যান। [৪২]

বামনদাস বসু, মেজর (২৪·৮·১৮৬৭ - ২৩·৯·১৯৩০) টেংরা ভবানীপুর—খুলনা। শ্যামাচরণ। এলাহাবাদ-প্রবাসী ছিলেন। ১৮৮২ খ্রী· প্রবেশিকা পাশ করে তিনি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। ১৮৮৮ খ্রী· ইংল্যান্ডে গিয়ে দু'বছরের মধ্যে এল·এম·এস· ও এম·আর·সি·এস· পাশ করেন এবং এক বছর শিক্ষানবীশ অবস্থায় থাকবার পর ১৮৯১ খ্রী· স্বদেশে ফিরে বোম্বাই প্রদেশে কর্মগ্রহণ করেন। তিনি অধিকাংশ সময় সৈন্যদের সঙ্গে থাকতেন। কর্মোপলক্ষে চীন, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ ঘোরেন। ১৯০৭ খ্রী· পেন্সন নেন। বহুভাষাবিদ্ ছিলেন। তাঁর রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ 'Rise of Christian Power in India', 'Story of Satara', 'History of Education in India under the Rule of the East India Company', 'Ruin of Indian Trade and Industry', 'My Sojourn in England', 'The Colonization of India by Europeans', 'Indian Medical Plants','Diabetes Mellitus and its Diabetic Treatment' প্রভৃতি। পুরাতত্ত্ব ও প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা গঠনে উদ্যোগী ছিলেন। শ্রীশচন্দ্র বিদ্যার্ণব তাঁর অগ্রজ। [১]

বামনদাস মুখোপাধ্যায়, ডাঃ (১১·৩·১৮৭৯ - ২৯·৬·১৯৫৫) শিমুলিয়া—মুর্শিদাবাদ। তারিণীপ্রসাদ। প্রখ্যাত স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ। ১৮৯৯ খ্রী· এন্ট্রান্স ও ১৯০১ খ্রী· বহরমপুর কলেজ থেকে বৃত্তি নিয়ে এফ·এ· পাশ করে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। ডাক্তারী

পড়ার সময় 'মিডওয়াইফারী'তে তাঁর কৃতিত্বের জন্য সিনিয়র স্কলারশিপ, গুডিভ স্কলারশিপ ও স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯০৬ খ্রী· এল-এম-এস· পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ বছরই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ও পাশ করেন। সহকারী সার্জন হিসাবে উভয়ে সরকারী কাজে যোগ দেন। ১৯১২ খ্রী· চাকরি ছেড়ে বৌবাজার এলাকায় স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিজের চেম্বার খোলেন এবং ডাক্তার হিসাবে প্রতিপত্তি লাভ করেন। ১৯৩৬ খ্রী· স্যার কেদারনাথ দাসের মৃত্যুর পর তিনিই প্রধান স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ বলে গণ্য হন। তাঁর খ্যাতি দেশে ও বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৩৭ খ্রী· 'রয়াল কলেজ অব অবস্টেট্রিশিয়ানস্ অ্যান্ড গাইনোকলজিস্ট, লন্ডন'-এর সভ্য নির্বাচিত হন। 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে'র প্রতিষ্ঠাকাল (১৯২৬) থেকে তিনি তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষকতা করেন। বহু ডাক্তারী প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, শিক্ষক, পরীক্ষক ও সদস্য ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে মেডিক্যাল কংগ্রেসে তাঁর প্রদত্ত ভাষণ বিশেষ সমাদৃত হয়েছে। গ্রামের উন্নতিসাধনে সচেষ্ট ছিলেন। হিন্দুদর্শন ও পূজা-অর্চনায় তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। [৮২]

বামাক্ষ্যাপা (১২·১১·১২৪৪ - ২·৪·১৩১৮ ব·) আটলা—বীরভূম। সর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায়। পূর্বনাম বামাচরণ। কিশোর বয়সেই গৃহত্যাগ করে তন্ত্রসাধনার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র বীরভূমের তারাপীঠের মহাশ্মশানে থাকতেন। কৌলচূড়ামণি তারাপীঠের তন্ত্রসাধক কৈলাসপতির কাছে দীক্ষা নিয়ে যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। তারাপীঠের মন্দিরের কৌলিক মোক্ষদানন্দের মৃত্যুর পর তিনি ঐ পদে বৃত হন। তারাপীঠের সেবাইত নাটোরের রাণীর নির্দেশে তারামায়ের ভোগের আগে মায়ের ছেলে ক্ষ্যাপাকে ভোজন করান হত। তাঁর আহারের সঙ্গী ছিল কেলোভুলো কুকুরের দল। বামাক্ষ্যাপাকে অনেকে 'কৃপাসিন্ধু বশিষ্ঠদেব', 'তারাপীঠের ভৈরব' ও 'শ্রীবামদেব' নামে ডাকতেন। [১, ৩, ২৬]

বামাচরণ ন্যায়াচার্য, মহামহোপাধ্যায় (১০·৬·১২৮৬ - ৭·১২·১৩৩৭ ব·) ধানুকা—ফরিদপুর। শশিভূষণ ভট্টাচার্য। স্বগ্রামে, ব্যাকরণ পাঠ শেষ করে ইদিলপুরের পণ্ডিত নবীনচন্দ্র তর্করত্নের কাছে এবং কাশীতে অধ্যয়ন করেন। কাশীর বিশুদ্ধানন্দ মহাবিদ্যালয়ে, টিকমানি সংস্কৃত কলেজে, রাজস্থান সংস্কৃত কলেজে এবং কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯২২ খ্রী· মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন। ন্যায়শাস্ত্রের বহু গ্রন্থের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করে বিদ্যার্থীদের বিশেষ উপকার করেছেন। [৪, ৯০, ১৩০]

বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী) বেহালা—কলিকাতা। বিশিষ্ট খেয়াল-গুণী। ছেলেবেলা পশ্চিমে কেটেছে। তখন থেকেই গানের চর্চা করতেন। ১৯/২০ বছর বয়স থেকে কলিকাতায় মেটিয়াবুরুজের নবাব ওয়াজেদ আলির দরবারে বিখ্যাত গায়ক আলীবক্সের কাছে তালিম নিতে থাকেন। ১৮৮৪ খ্রী· প্রথম একদিন নবাবের দরবারে তিনি গান করেন। তখন তাঁর বয়স ২২/২৩ বছর। এর পরে তিনি দরবারের বিশিষ্ট গুণী তাঁজ খাঁর কাছেও খেয়াল শিক্ষা করেন। [১৮]

বামাচরণ ভট্টাচার্য। বারাসত—চব্বিশ পরগনা। রামকমল শিরোমণি। জন্মসূত্রে সঙ্গীতের কোন উত্তরাধিকার লাভ না করলেও স্বপ্রতিভায় যন্ত্রসঙ্গীতের এক ঐতিহ্য সৃষ্টি করেন। প্রথম জীবনে বংশের ধারা অনুযায়ী শাস্ত্রীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হন। ব্যাকরণ ও দর্শনশাস্ত্র পড়ে বেদ অধ্যয়নের জন্য কাশীতে যান। পরে ন্যায়শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। অল্পবয়স থেকে সঙ্গীতের প্রতি গভীর অনুরাগ থাকলেও শেখার তেমন সুযোগ পাননি। পরে যাজনিক বৃত্তির সূত্রে সেকালের কয়েকটি সঙ্গীতপ্রেমী ও সঙ্গীতজ্ঞ জমিদার পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে এবং তাঁদের কয়েকজনের সহায়তায় তিনি সুরবাহারবাদক মহম্মদ খাঁ, বীণকার ওয়ারিস খাঁ, সেতার ও সুরবাহারের ওস্তাদ সাজ্জাদ মহম্মদ, রবাবী বাসৎ খাঁ, ধ্রুপদী যদুভট্ট, খেয়াল-গায়ক আহম্মদ খাঁ, ঠুংরী-গায়ক ছন্নি খাঁ, হিঙ্গনজান বাঈ ও দিলজান বাঈ-এর কাছে শিক্ষার সুযোগ লাভ করেন। তাঁর শিক্ষা-গুরুদের মধ্যে মহম্মদ খাঁই প্রধান। তিনি নিজে সেতারযন্ত্র তৈরি করতে পারতেন। আসরে নিজের তৈরি সেতারই তিনি বাজাতেন। সঙ্গীত-জীবনকে তিনি কখনও অর্থকরী বৃত্তি করে তোলেন নি। তাঁর পুত্র ও শিষ্য জিতেন্দ্রনাথও সর্বভারতীয় সঙ্গীতক্ষেত্রে একজন প্রথম শ্রেণীর সুরবাহার ও সেতার-বাদক ছিলেন। জিতেন্দ্রনাথের পুত্র লক্ষ্মণ অকালে মৃত্যুকবলিত হলেও প্রতিভাবান সেতারী-রূপে সুপরিচিত হয়েছিলেন এবং কৃতী শিষ্যমণ্ডলী গঠন করেছিলেন। [১৬৯]

বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (৬·৩·১৮৫১ - ৩·৪·১৯৩২)। সাতগাছিয়া—বর্ধমানে মাতুলালয়ে জন্ম। বাল্যকাল থেকেই ছবি আঁকায় অনুরাগ ছিল। সরকারী আর্ট স্কুলে শিক্ষা। খ্যাতনামা চিত্রকর প্রমথনাথ মিত্রের কাছে তৈল-চিত্রাঙ্কন এবং জার্মান চিত্রকর বেকারের কাছে পুরাতন চিত্রের পুনরুদ্ধার পদ্ধতি শেখেন। ১৮৭৯ খ্রী· স্বাধীনভাবে ব্যবসায় শুরু করেন। ১৮৮১ - ৮৬ খ্রী· উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করেন এবং এলাহাবাদ, লাহোর, অমৃতসর, গোয়ালিয়র, জয়পুর, যোধপুর প্রভৃতি বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের রাজা-মহারাজাগণের চিত্র অঙ্কন করে যথেষ্ট খ্যাতি ও অর্থ লাভ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখদের তৈলচিত্র অঙ্কন করেও যশস্বী হন। তাঁর অঙ্কিত 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-হস্তে বঙ্কিমচন্দ্রের মূল প্রতিকৃতি কলিকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে রক্ষিত আছে। তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত চিত্র: 'জাগলার অ্যান্ড মংকি', 'দুর্বাসা ও শকুন্তলা', 'শান্তনু ও গঙ্গা', 'উত্তরা ও অভিমন্যু' প্রভৃতি। তিনি

নিজের আঁকা পৌরাণিক চিত্রগুলির ওলিওগ্র্যাফ বা নকল তৈলচিত্রও প্রচার করেছিলেন। বঙ্গীয় কলা-সংসদের কার্যকরী সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন। [১, ৩]

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (৫.১.১৮৮০ - ১৮.৪.১৯৫৯)। জন্ম লন্ডনের উপকণ্ঠে ক্রয়ডনে। ডাঃ কৃষ্ণধন। মাতামহ রাজনারায়ণ বসু। ১ বছর বয়সে মা ও দিদির সঙ্গে ভারতে আসেন। দেওঘর বিদ্যালয় থেকে ১৯০১ খ্রী· প্রবেশিকা পাশ করেন। পাটনা কলেজে ছয় মাস এফ-এ· পড়ার পর ঢাকা কলেজে ভর্তি হন। এর কিছুকাল পরে পাটনা কলেজের কাছে একটি চায়ের দোকান খোলেন। ব্যবসায়ে মূলধনের আশায় বরোদায় অগ্রজ অরবিন্দের কাছে যান ও বিপ্লবী আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট হন। এখানে বিষ্ণুভাস্কর লেলের কাছে যোগসাধনার নির্দেশ নেন এবং নর্মদা অঞ্চলের শাখারিয়া স্বামীর কাছে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করেন। ১৯০২ খ্রী· অরবিন্দের প্রভাবে গুপ্ত বিপ্লবীদল সংগঠনের জন্য কলিকাতায় আসেন। কিন্তু প্রথম থেকেই নেতৃত্বের জন্য প্রধান সংগঠক যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (নিরালম্ব স্বামী) সঙ্গে বিরোধিতা হয়। অরবিন্দের প্রভাবে সাময়িক সমঝোতা হলেও ১৯০৬ খ্রী· যতীন্দ্রমোহনকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করতে সক্ষম হন। ১৯০২/৩ খ্রী· নাগাদ ফরাসী চন্দননগরের মধ্য দিয়ে অস্ত্র আমদানির চেষ্টা করেন। ওড়িশা ও আসামে ভ্রমণ করে সংগঠন গড়ার জন্য ঘাঁটি তৈরি করার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হন। পূর্ববঙ্গের ছোটলাট ব্যামফীল্ড ফুলারকে হত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। কিংসফোর্ড হত্যার জন্য ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীকে মজঃফরপুরে পাঠান। ড· ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও অবিনাশ ভট্টাচার্যের সহযোগিতায় ১৯০৬ খ্রী· বিপ্লবীদের পত্রিকা 'যুগান্তর' প্রতিষ্ঠা করে এক বছর নিজ তত্ত্বাবধানে চালান। বিখ্যাত মুরারিপুকুর বাগানবাড়ি তাঁর পরিকল্পনায় বোমা তৈরির কারখানারূপে ব্যবহৃত হত। কিন্তু পুলিস সচেতন হয়ে তাঁর দলকে ২.৬.১৯০৮ খ্রী· গ্রেপ্তার করতেই তিনি নিজে স্বীকারোক্তি করেন এবং অন্যান্য সহকর্মীদেরও স্বীকারোক্তি দিতে প্ররোচিত করেন। যুক্তি ছিল দেশবাসীকে বিপ্লব-প্রচেষ্টার কথা জানানো এবং এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'My mission is over'। দলের একমাত্র হেমচন্দ্র কানুনগো স্বীকারোক্তি দেন নি। বিচারে প্রথমে প্রাণদণ্ডাদেশ এবং পরে আপীলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ১৯০৯ খ্রী· থেকে ডিসেম্বর ১৯২০ খ্রী· অবধি কারারুদ্ধ ছিলেন। মুক্তির পর মাঝে কিছুদিন পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দ আশ্রমে থাকেন এবং বিখ্যাত 'বিজলী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৩৩ খ্রী· 'দি ডন অফ ইন্ডিয়া' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৯০৫ খ্রী· ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির উপায় স্বরূপ যিনি দেশে বোমা ও সন্ত্রাসবাদের প্রবর্তন করেছিলেন সেই 'বোমারু বারীন্দ্রকুমার', ১৯৩৬ খ্রী· তাঁর 'ভারত কোন পথে' পুস্তিকাতে এই কাজের নিন্দা করে লিখেছেন—"ভারত ও বৃটেন দুই দেশের মিলন যখন বিধির বিধানে হয়েছে তখন বৃটেনকেই করতে হবে আমাদের মন্ত্রগুরু"। প্রৌঢ় বয়সে বিবাহ করেন। শেষ-বয়সে ১৯৫০ খ্রী· থেকে 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক রামানন্দ লেকচারার নিযুক্ত হয়ে 'মানবাধিকার ও তাহার ক্রমবিকাশ' শীর্ষক প্রবন্ধমালায় তিনি তাঁর অভিনব চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছেন। 'দ্বীপান্তরের বাঁশি', 'পথের ইঙ্গিত', 'আমার আত্মকথা', 'অগ্নিযুগ', 'ঋষি রাজনারায়ণ', 'The Tale of My Exile', 'Sri Aurobindo' প্রভৃতি তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। [৩, ১০, ১৮, ২৬, ৫৪, ৯২, ৯৮]

বাসন্তী দেবী১ (১২৮৪ - ১৩৪৯ ব·) চট্টগ্রাম অঞ্চলের জগৎপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বিদূষী তপস্বিনী বাসন্তী দেবী মেয়েদের মধ্যে প্রথম সরকারের সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 'ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ' উপাধিপ্রাপ্ত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করতে পারতেন। জগৎপুর আশ্রমে টোল প্রতিষ্ঠা করে তিনি তাঁর পরিচালনভার গ্রহণ করেন। [৫]

বাসন্তী দেবী২ (২৩.৩.১৮৮০ - ৭.৫.১৯৭৪) কলিকাতা। পিতা বরদানাথ হালদার আসামের বিজনী ও অভয়াপুরী এস্টেটের দেওয়ান ছিলেন। দশ বছর বয়সে শিক্ষার জন্য কলিকাতায় এসে লরেটো হাউসে ভর্তি হন। ১৮৯৭ খ্রী· ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯১৭ খ্রী· চিত্তরঞ্জন সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলে এবং তাঁর অর্জিত সম্পদ দেশবাসীর সেবায় উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিলে তিনি তার পূর্ণ সমর্থন জানান এবং নিজেও অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ৭.১২.১৯২১ খ্রী· ননদ উর্মিলা দেবী ও নারী কর্ম-মন্দিরের কর্মী সুনীতি দেবী সহ খাদি ঘাড়ে করে বড়বাজারে আইন অমান্য ও হরতাল ঘোষণা করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন। তাঁদের গ্রেপ্তারের খবরে সারা বাঙলাদেশে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ায় পুলিস তাঁদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তিন দিন পরে দেশবন্ধু গ্রেপ্তার হলে 'বাঙলার কথা' পত্রিকা তাঁকেই সম্পাদনা করতে হয়। ১৯২২ খ্রী· চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভানেত্রীত্ব করেন এবং দেশবন্ধুর নূতন কর্মপন্থার ইঙ্গিত দেন। ১৯২৫ খ্রী· স্বামীর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি স্বামীর প্রতিটি রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯২৬ খ্রী· একমাত্র পুত্র চিররঞ্জনের মৃত্যুর পর তিনি রাজনৈতিক জীবনে ছেদ টানলেও স্বামীর প্রতিষ্ঠিত কল্যাণমূলক কর্মকেন্দ্রের কাজ দেখাশুনা করতেন। হিন্দু আইন অনুসারে তাঁর কন্যা অপর্ণা দেবীর অসবর্ণ বিবাহ দিয়েছিলেন। বাঙলাদেশে রেজিস্ট্রি ছাড়া এই ধরনের বিবাহ এই প্রথম। [১৬, ২৯, ১২৪]

বাসন্তী দেবী৩ (১৮৮৪ - ১৩.৩.১৯৬৫) কলিকাতা। 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র। মাতা লীলাবতী (রাজনারায়ণ বসুর কন্যা) সুলেখিকা ছিলেন। বাসন্তী দেবী বেথুন কলেজ থেকে বি·এ· পরীক্ষায় 'পদ্মাবতী মেডেল' পান। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে দেশাত্মবোধক গান

গেয়ে রবীন্দ্রনাথ ও সে যুগের অন্যান্য মনীষীদের সঙ্গে পরিচিত হন। রসায়নবিদ যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে ১৯২২ খ্রী· বিবাহ হয়। ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে বহুদিন শিক্ষকতা করেছেন। রবিবাসরীয় অনুষ্ঠানের পরিচালিকা ছিলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা ছড়িয়ে আছে। আকাশবাণী কলিকাতার মহিলা মহলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'শ্রীগুরু ও দাক্ষিণাত্য তীর্থদর্শন', 'কুমুদিনী বসু' প্রভৃতি। [২২৮]

বাসুকুমার বাগচী, ড· (৭·১·১৮৯৫ - ২৮·৮·১৯৭৭) শান্তিপুর—নদীয়া। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও Electroencephalography বিশেষজ্ঞ। ১৯১৬ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম·এ· পাশ করেন। উচ্চশিক্ষার জন্য ১৯৩৩ খ্রী· কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যান ও ১৯৩৫ খ্রী· Gowa রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টরেট' ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৩৯ খ্রী· দেশে ফিরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'স্যার জে·সি· বোস রিসার্চ ফেলো' হিসাবে কর্মরত হন এবং প্রথমে Electroencephalographic গবেষণাগার স্থাপনে সাহায্য করেন। হাওয়াই-এর প্রথম Electroencephalographic গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বও তাঁর (১৯৪৯)। ১৯৪১ খ্রী· আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যোগ দেন। পরের বছর মিচিগানের Ann Arbor-এর Electroencephalographic Laboratory-র প্রধানের পদে নিযুক্ত হয়ে অবশিষ্ট কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। তাঁর গবেষণা চিকিৎসাশাস্ত্রেও অবদান রেখেছে। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হয়েছিলেন। [১৪৯]

বাসুদেব ঘোষ (১৫শ - ১৬শ শতাব্দী) কুলাই—বর্ধমান। প্রসিদ্ধ পদকর্তা। শ্রীচৈতন্যদেবের অনুরক্ত অনুচর ছিলেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পর তমলুকবাসী হন এবং গৌরাঙ্গ বিগ্রহ স্থাপন করেন। সেখান থেকে প্রায়ই পুরীতে চৈতন্যদেবকে দর্শন করতে যেতেন। তাঁর রচিত 'গৌরাঙ্গচরিত' ও 'নিমাইসন্ন্যাস' খুবই জনপ্রিয় গ্রন্থ। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' ভিন্ন একমাত্র তাঁর রচনাতেই মহাপ্রভুর তিরোভাবের বিবরণ পাওয়া যায়। [১, ৩]

বাসুদেব সার্বভৌম (আনু· ১৪২০/৩০- ১৫৪০?) নদীয়া। নরহরি বিশারদ। বঙ্গদেশে নব্যন্যায়ের প্রথম প্রবর্তকরূপেই তাঁর নাম প্রসিদ্ধি লাভ করায় তাঁর রচিত বেদান্তাদি শাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থসমূহ বিলুপ্ত হয়েছে। পিতার নিকটই তিনি নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেছিলেন, অধ্যয়নের জন্য মিথিলায় যান নি। তাঁর সময় পর্যন্ত বঙ্গদেশে নিরবচ্ছিন্ন নৈয়ায়িকের উদ্ভব হয় নি। তিনি স্বয়ং ষড়দর্শনে কৃতবিদ্য ছিলেন। নব্যন্যায়ের টীকা রচনা করলেও বেদান্তেই তাঁর স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। পুরীর শঙ্করমঠে বেদান্ত-প্রকরণ অদ্বৈতমকরন্দের ওপর সার্বভৌম-রচিত অতি দুর্লভ টীকা-গ্রন্থটি রাজেন্দ্রলাল মিত্র আবিষ্কার করে তার বিবরণ মুদ্রিত করেছিলেন। নবদ্বীপে অবস্থানকালে ১৪৬০ - ৮০ খ্রী· মধ্যে তিনি তত্ত্বচিন্তামণির টীকা রচনা করেন। মহাপ্রভুর জন্মকালে (১৪৮৬) নবদ্বীপে 'রাজভয়' উপস্থিত হলে তিনি নবদ্বীপ ছেড়ে পুরীধামে যান। রাজভয় ছাড়াও শিষ্য রঘুনাথ শিরোমণির অতুলনীয় প্রতিভার স্ফূর্তি তাঁর নবদ্বীপ ত্যাগের অপর কারণ হতে পারে। উৎকলাধিপতি পুরুষোত্তমদেব ও প্রতাপরুদ্রদেবের তিনি সভাপণ্ডিত ছিলেন (১৪৬৫ - ১৫৩২)। ১৫৩২ খ্রী· পুরী ত্যাগ করে বারাণসীতে যান এবং শেষ-জীবন সেখানেই যাপন করেন। তাঁর টীকা-গ্রন্থের নাম সম্ভবতঃ 'অনুমানমণিপরীক্ষা'। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে মণিটীকাকারদের মধ্যে তাঁর এই টীকাই সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়। পুরীতে প্রেমবিহ্বল চৈতন্যদেবের সান্নিধ্যে এসে তিনি চৈতন্যভক্ত হয়ে পড়েন। নব্যন্যায়ের গ্রন্থকার হিসাবে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জলেশ্বর বাহিনীপতি মহাপাত্র ভট্টাচার্য ও পৌত্র স্বপ্নেশ্বরাচার্যের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে রঘুনাথ শিরোমণি ছাড়াও ছিলেন 'অনুমানমণিব্যাখ্যা' প্রণেতা কণাদ, রঘুনন্দ ভট্টাচার্য, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি। [১, ২, ২৫, ২৬, ৯০]

বিজন ভট্টাচার্য (৭·৭·১৯১৭ - ১৯·১·১৯৭৮) খানখানাপুর—ফরিদপুর। ক্ষীরোদবিহারী। বাংলা নাট্যমঞ্চের খ্যাতনামা ব্যক্তি, সুঅভিনেতা। শিক্ষক পিতার আদর্শ জীবনযাত্রা, সাহিত্য ও সঙ্গীতপ্রীতি এবং শেকস্‌পীয়র-চর্চার প্রভাব তাঁর জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। পিতার সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে থাকার সময় গ্রামের মানুষদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নানা দিকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। সমস্ত অঞ্চলের যাত্রা, কথকতা ও মেলায় গিয়ে অংশ গ্রহণ করতেন। ফলে আঞ্চলিক কথ্য ভাষার সঙ্গেও কিশোরকাল থেকেই তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটেছিল। পরবর্তী জীবনে তাঁর নাটকগুলিতে এসব অভিজ্ঞতার ছাপ স্পষ্ট। ১৯৩০ খ্রী· থেকে কলিকাতায় প্রথমে আশুতোষ কলেজে ও পরে রিপন কলেজে পড়েন। ১৯৩১ - ৩২ খ্রী· শরীরচর্চার সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন ও মহিষবাথানে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। বি·এ· পড়ায় ছেদ পড়লেও ১৯৩৪ - ৩৫ খ্রী· ছাত্র আন্দোলনের উৎসাহী কর্মী ছিলেন। তিনি ১৯৩৮ - ৩৯ খ্রী· আলোচনা, ফিচার ও স্কেচ লিখতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে মাতুল সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রতিষ্ঠিত 'অরণি' পত্রিকায় যোগ দিয়ে গল্প ও অন্যান্য বিষয়ে লিখতে থাকেন। 'আগামী চক্র' সাহিত্যবাসরেও বহু সাহিত্যিক ও লেখকের সঙ্গে পরিচিত হন। রেবতী বর্মণের সাম্যবাদ-সম্পর্কিত বইগুলির প্রভাবে কমিউনিস্ট মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯৪২ খ্রী· কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে সর্বক্ষণের কর্মী হন। অনিয়মিত জীবনযাত্রা ও অযত্নে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে বেশ কিছুদিন হাসপাতালে ছিলেন। ১৯৪২ খ্রী· একদিকে চলে 'ভারত-ছাড়' আন্দোলন ও 'জনযুদ্ধ' নীতির প্রচার, অন্যদিকে হয় ফ্যাসীবিরোধী লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘ স্থাপন এবং সেখান থেকে প্রগতি লেখক সঙ্ঘ ও ভারতীয়

গণনাট্য সঙ্ঘ (আই·পি·টি·এ·) গঠন। এর সবগুলির সঙ্গেই তিনি জড়িত ছিলেন। তাঁর প্রথম নাটক 'আগুন' ১৯৪৩ খ্রী· নাট্যভারতীতে অভিনীত হয়। বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরেটরি' গ্রন্থের নাট্যরূপ দিয়ে তিনি অভিনয় করেন। এরপর 'অরণি'তে প্রকাশিত হয় তাঁর 'জবানবন্দী' নাটক। বিয়াল্লিশের দুর্ভিক্ষের ও মন্বন্তরের পরিপ্রেক্ষিতে লেখেন 'নবান্ন' নাটক। ১৯৪৪ খ্রী· আই·পি·টি·এ· অভিনীত ঐ নাটকে প্রধানের ভূমিকায় অভিনয় করেন। বাঙলাদেশে ও অন্যান্য প্রদেশেও নাটকটির অভিনয় হয়। নিজে গান জানতেন এবং সুরও দিতে পারতেন সহজে। মানুষের বেদনা ও সামগ্রিক জীবনকে তিনি প্রকাশ করতে পেরেছেন বিভিন্ন পটভূমিকায় লেখা নাটকে। ১৯৪৩ খ্রী· লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়, তবে তা স্থায়ী হয়নি। ১৯৪৬ খ্রী· দাঙ্গার পটভূমিকায় 'জীয়নকন্যা' লেখেন। স্বরচিত 'মরাচাঁদ' নাটকে পবন বাউলের ভূমিকায় গান গেয়ে জনসাধারণের সংগ্রামকে উদ্দীপিত করেছেন। ১৯৪৮ খ্রী· মতান্তর হওয়াতে 'গণনাট্য সঙ্ঘ' ছেড়ে জীবিকার তাগিদে বোম্বাই গিয়ে কয়েকটি ফিল্মে অভিনয় করেন ও স্ক্রিপট্ লেখেন। ১৯৫০ খ্রী· কলিকাতায় ফিরে 'ক্যালকাটা থিয়েটার গ্রুপ' সংগঠিত করে ২০ বছর ধরে বিভিন্ন নাটক লিখে, অভিনয় করে ও শিক্ষা দিয়ে তা পরিচালনা করেছেন। জোতদারের বিরুদ্ধে কৃষকদের সম্মিলিত প্রতিরোধ ও অসুরদলনী দেবীর মর্ত্যে আগমন—এই গ্রাম্য বিশ্বাসের পটভূমিকায় লেখা তাঁর 'দেবীগর্জন' নাটক গ্রামে খুবই উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা 'কলঙ্ক' নাটক। দেশবিভাগের দরুণ বাস্তুচ্যুত শিক্ষকের জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছেন 'গোত্রান্তর'। অন্যান্য নাটক: 'ছায়াপথ', 'মাস্টারমশাই', 'ধর্মগোলা', 'জননেতা', 'হাঁসখালির হাঁস' প্রভৃতি। ১৯৭০ খ্রী· 'ক্যালকাটা থিয়েটার গ্রুপ' ছেড়ে 'কবচকুণ্ডল' নামে নাট্যপ্রতিষ্ঠান তৈরি করে শেষ দিন অবধি সেখানেই ছিলেন। এ সময় তাঁর লেখা 'কৃষ্ণপক্ষ', 'আজ বসন্ত', 'স্বর্ণকুম্ভ', 'সোনার বাংলা', 'চলো সাগরে'—প্রায় সবগুলিই স্টেজে অভিনীত হয়েছে। শেষের দিকের নাটকগুলিতে মার্ক্সীয় দর্শনের সঙ্গে লোকায়ত ধর্ম, হিন্দুধর্ম ও দর্শন জড়িয়ে গেছে—এজন্য সমালোচনাও কম হয়নি। 'বাড়ি থেকে পালিয়ে', 'তথাপি', 'মেঘে ঢাকা তারা', 'সুবর্ণরেখা', 'পদাতিক', 'স্বপ্ন নিয়ে', 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' প্রভৃতি চলচ্চিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন। 'রাজদ্রোহ' ও 'তিতাস একটি নদীর নাম' নাটকে মঞ্চাভিনয় করেছেন। স্ক্রিপট্ লিখেছেন 'নাগিন', 'সাড়ে চুয়াত্তর', 'বসু পরিবার', 'তৃষ্ণা', 'ডাক্তারবাবু' ইত্যাদির। তেভাগা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে 'জনপদ' ও দেশবিভাগের পটভূমিকায় 'রাণী পালঙ্ক' তাঁর লেখা গল্প-দুটি উল্লেখ্য। দেরিতে হলেও কেন্দ্রীয় সঙ্গীত নাটক একাডেমি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য একাডেমি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুরস্কার ও মানপত্র পেয়েছেন। তাঁর স্বপ্ন ও কল্পনা ছিল নাটকে গ্রামের সমস্যাবহুল জীবনের কথা গ্রামের লোকদের দিয়ে অভিনয় করাবেন। চালচলনে নিজে কিছুটা অগোছালো ও এলোমেলো ছিলেন। তবে সর্বদাই সংগ্রামী জনসাধারণের সঙ্গে থেকেছেন। আর্থিক কষ্টকে গ্রাহ্য করেন নি। [১৬, ৩২, ১৪৯]

বিজন সেন। নাটোর–রাজশাহী। পুঁটিয়ামেল ডাকাতি মামলায় ধৃত হয়ে আন্দামান সেলুলার জেলে নির্বাসিত হন। দেশ বিভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানে থেকে যান। পাকিস্তানী পুলিসের গুলিতে রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে মৃত্যু। [১৪৯]

বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৫ - ১২·৪·১৯৮১) কলিকাতা। খ্যাতনামা আইনজীবী ও রাজনীতিজ্ঞ। ১৯২৮ খ্রী· আলিপুর কোর্টে যোগ দেন। ১৯৩১ খ্রী· থেকে কলিকাতা পুরসভার সঙ্গে বিভিন্ন ভাবে জড়িত থাকেন। ১৯৫৯ খ্রী· কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে পুরসভার মেয়র হন। ১৯৬১ খ্রী· কংগ্রেস ত্যাগ করেন। ১৯৬২ খ্রী· নির্দল প্রার্থী হিসাবে বিধানসভায় নির্বাচিত হন। ১৯৬৭ খ্রী· কংগ্রেস বিরোধী দলগুলির সমর্থনে বিধানসভার সদস্যপদ লাভ করেন এবং তাঁকে অধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত করা হয়। এই বছর ২১ শে নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে ড· প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের পি·ডি·এফ· মন্ত্রিসভাকে রাজ্যপাল রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় আনেন। ড· ঘোষ আস্থা ভোটের জন্য বিধানসভা ডাকেন। সেখানে তিনি ঘোষ মন্ত্রিসভা অবৈধ ঘোষণা করে যে রুলিং দেন তা ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। শেষ পর্যন্ত ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ খ্রী· ঘোষ মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করে রাজ্যের সাংবিধানিক অচলাবস্থার মীমাংসা করতে হয়। ১৯৬৯ খ্রী· বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হন এবং দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার তাঁকে পুনরায় বিধানসভার অধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত করে। ১৯৬২ খ্রী· বিশ্বশান্তি সম্মেলনে রাশিয়ায়, ১৯৬৭ খ্রী· কাম্পালাতে এবং ১৯৬৯ খ্রী· ত্রিনিদাদ ও টরেন্টোতে কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি সম্মেলনে যোগ দেন। [১৬]

বিজয়কৃষ্ণ অধিকারী (১৯০১ - ৪·১২·১৯৮৫) ডুমাদি—যশোহর। জনপ্রিয় কবিগায়ক। তিনি প্রায় দুই হাজার ভাটিয়ালি, বাউল, ভক্তিগীতি, ভজন প্রভৃতি গান রচনা করেছেন। [১৬]

বিজয়কৃষ্ণ আচার্য (মে· ১৯১২ - ১৭·৪·১৯৮২) কলিকাতা। খ্যাতনামা চিকিৎসক, ব্রাহ্মসমাজ নেতা প্রাণকৃষ্ণ। ১৯৩৬ খ্রী· ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। বাংলার বিভিন্ন জেলার দায়িত্বে এবং ত্রিপুরার দেওয়ান ও হিমাচল প্রদেশের ডেপুটি চিফ কমিশনার ছিলেন। ১৯৫০ - ৫৯ খ্রী· মধ্যে ঢাকা ও কম্বোডিয়াতে কাজ করেন। ১৯৫৯ - ১৯৬৪ খ্রী· মধ্যে চেকোশ্লোভাকিয়া রুমানিয়া, মরক্কো ও টিউনিসিয়ার রাষ্ট্রদূত এবং ১৯৬৯ - ৭১ খ্রী· পাকিস্তানে হাই কমিশনার ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর ১৯৭২ - ৭৭ খ্রী· সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশনার হিসাবে কাজ করেন। [১৬]

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (২·৮·১৮৪১ - ১৮৯৯)। শান্তিপুর—নদীয়া। আনন্দকিশোর প্রসিদ্ধ অদ্বৈতাচার্যের বংশধর। শান্তিপুরে গোবিন্দ অধিকারীর টোলে অধ্যয়ন শেষ করে ১৮ বছর বয়সে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত পাঠে ব্রতী হয়ে প্রচলিত হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁর অনাস্থা জন্মে। তখন তিনি কৌলিক ব্যবসায় ত্যাগ করে জীবিকা-সংস্থানের আশায় মেডিক্যাল কলেজের বাংলা বিভাগে ভর্তি হন। ফাইনাল পরীক্ষার আগের বছর কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাংলা বিভাগের কিছু ছাত্রের বিবাদ শুরু হলে তিনি এবং আরও কিছু ছাত্র কলেজ ছেড়ে দেন। কলেজে পড়বার সময় থেকেই ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই সময়ে জাতিভেদের বিরোধিতা করে উপবীত ত্যাগ করেন এবং দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হন। সংস্কৃত কলেজে পড়ার সময় যোগমায়া দেবীকে বিবাহ করেন। ১২৭০ ব· প্রথম ব্রাহ্মসমাজের আচার্য পদ পেয়ে পূর্ববঙ্গে যান। ঢাকাতে কিছুদিন প্রচারক, আচার্য ও পরে কেশবচন্দ্রের সহযোগী হিসাবে কাজ করেন। শান্তিপুর, ময়মনসিংহ, গয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠায় তিনি প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম দু'টি গানের তিনিই রচয়িতা। গয়াতে থাকাকালে যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হন এবং যোগগুরুর কথা অনুসারে যোগসাধনে দীক্ষাদান শুরু করেন। ফলে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর বিবাদ হয় এবং তিনি ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে ১২৯৩ ব· পুনরায় হিন্দুধর্ম ও উপবীত গ্রহণ করেন। এরপর ঢাকার গেন্ডেরিয়া অঞ্চলে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে ধর্মসাধনায় রত থাকেন। শেষ-জীবনে হরিভক্ত বৈষ্ণব হন। কলিকাতা, পুরী প্রভৃতি অঞ্চলে বহু লোককে দীক্ষাদান করেছিলেন। যোগসাধন-বিষয়ক তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'প্রশ্নোত্তর'। নীলাচলে মৃত্যু। [১, ৩, ৭, ২৫, ২৬, ৮১]

বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য (২০·৫·১৮৯৫ - ১৭·৯·১৯৭৫) হাওড়া। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও দেশকর্মী। কিশোর বয়সেই শিবপুর অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। ১৯১৭ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অর্থনীতিতে কৃতিত্বের সঙ্গে এম·এ· পাশ করেন। ১৯১৯ খ্রী· সেন্ট পলস্ কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময় শিক্ষাব্রতী বিনোদবিহারী হালদারের সহযোগিতায় শিবপুরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় করেন। স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী ছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় হাওড়ার প্রথম গার্লস কলেজ স্থাপিত হয়। ১৯৪৮ খ্রী· ছাত্রদের জন্য শিবপুর দীনবন্ধু ইনস্টিটিউশন স্থাপন করেন। শ্রীমৎ প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতেও তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৯৩০ খ্রী· লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে হাওড়া জেলায় নেতৃত্ব দিয়ে গ্রেপ্তার হন। ১৯৩২ খ্রী· বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের পঞ্চম নায়ক নির্বাচিত হন; তাঁর উপর ছাত্র-সমাজকে আইন অমান্য আন্দোলনে নামাবার ভার পড়ে। এই কাজের ফলে তাঁর দু বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ১৯২৪ খ্রী· হাওড়া পৌরসভার নির্বাচনে বিপুল ভোটে তিনি জয়ী হন। দেশসেবার কাজ ও কারাবরণের কারণে তাঁর কলেজের কাজটি চলে যায়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি ও পরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য হয়েছিলেন। ১৯৩৮ খ্রী· হাওড়া জেলা সংগঠন কর্মী সঙ্ঘ গঠন করেন। এ সময়ে তাঁর চেষ্টায় হাওড়ার বিভিন্ন গ্রামে দশটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯৪৩ খ্রী· মন্বন্তরে হাওড়ায় বহু ত্রাণ সমিতি গঠন করেছিলেন। [৪]

বিজয়কৃষ্ণ রায় (২৯·৯·১৯০৩ - ১৩·১০·১৯৭৮) বন্দিপুর—হুগলী। অক্ষয়কুমার। হুগলী, হাওড়া কলিকাতার বিভিন্ন স্কুলে কাজ করে ১৯৪৬ খ্রী· সিঙ্গুর মহামায়া উচ্চবিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। ১৯৬৮ খ্রী· সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করেন। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির প্রতিষ্ঠা কাল থেকে হুগলী জেলার প্রতিনিধি এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল হেড মাস্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহক মণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। [৮২]

বিজয়গুপ্ত (১৫শ - ১৬শ শতাব্দী) গৈলা—ফুল্লশ্রী—বরিশাল। সনাতন। গৌড়ের নবাব হুসেন শাহের সমসাময়িক। মনসাদেবীর মাহাত্ম্য-প্রচারার্থ ১৪৮৪ খ্রী· 'পদ্মপুরাণ' গ্রন্থ রচনা শুরু করেন এবং হুসেন শাহের রাজত্বকালে (১৪৯৪ - ১৫২৫) রচনা শেষ হয়। গ্রন্থের অধিকাংশই পয়ার এবং ত্রিপদী ছন্দে রচিত। ঢাকা, ফরিদপুর ও বরিশাল জেলায় তাঁর মনসামঙ্গল গান অত্যন্ত জনপ্রিয়। গ্রন্থটি ১৮৯৬ খ্রী· বরিশালে প্রথম ছাপা হয়। তাঁর গ্রামে মনসাদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে এবং পর্বোপলক্ষে সেখানে বহু লোকের সমাবেশ হয়। [১; ২]

বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১২৮৬ - ৫·৩·১৩৫০ ব·)। ১৯০৫ খ্রী· ব্যারিস্টার হন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দেন এবং কিছুদিন অরবিন্দ ঘোষের 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় যুগ্ম-সম্পাদকরূপে কাজ করেন। বিপিনচন্দ্র পাল সম্পাদিত 'নিউ ইন্ডিয়া' পত্রিকা পরিচালনার কাজে যুক্ত ছিলেন। সুরাট কংগ্রেসে তিনি নরম ও চরমপন্থীদের মধ্যে আপোসের চেষ্টা করে ব্যর্থকাম হয়ে রাজনীতি থেকে অবসর নেন। অল্পদিনের মধ্যে আইন ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে বহু রাজনৈতিক মামলা পরিচালনা করেন। হিজলী বন্দীনিবাসে গুলি চালনা বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠিত হলে তিনি জনসাধারণের পক্ষ থেকে প্রধান কৌসুলীরূপে উপস্থিত ছিলেন। বিখ্যাত ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলায় কুমার রমেন্দ্রনারায়ণের পক্ষে দেওয়ানী মামলা পরিচালনা করেন। হিন্দু মহাসভার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের জামাতা। [৫]

বিজয়চন্দ্র মজুমদার (২৭·১০·১৮৬১ - ৩০·১২·১৯৪২) খানাকুল—ফরিদপুর। একজন সুকবি, ভাষাতত্ত্ববিদ, নৃতত্ত্ববিদ ও গবেষক। তামিল, তেলেগু, ওড়িয়া প্রভৃতি অনেক ভাষা জানতেন। সম্বলপুরে আইন ব্যবসায় করতেন এবং প্রায় ৪০ বছর দেশীয় রাজ্য সোনপুরের রাজার আইন-উপদেষ্টা ছিলেন। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক হন। চক্ষুরোগে আক্রান্ত হয়ে অন্ধ হয়ে যান। সাধারণ

ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ : 'কবিতা', 'যুগপূজা', 'ফুলশর', 'যজ্ঞভস্ম', 'পঙ্ককমালা' ও 'হেয়ালি'। 'থেরীগাথা' এবং 'গীতগোবিন্দ' যথাক্রমে পালি ও সংস্কৃত থেকে বাংলায় তাঁর অনূদিত গ্রন্থ। 'তপস্যার ফল' তাঁর কথাসাহিত্য-রচনার উদাহরণ। 'কথানিবন্ধ' তাঁর গদ্য ও পদ্যে রচিত গ্রন্থ। ইংরেজীতে রচিত গ্রন্থ : 'Elements of Social Anthropology', 'Aborigines of Central India', 'Orissa in the Making', 'History of the Bengali Language' ইত্যাদি। সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনের ওড়িয়া রচনা বাংলায় অনুবাদ করে ১৯২৬ খ্রী· 'সচ্চিদানন্দ গ্রন্থাবলী' প্রকাশ করেন। [৩, ২৬]

বিজয়চন্দ্র সিংহ (? - ১৯৩৩)। স্বনামধন্য কালীপ্রসন্ন সিংহের পালিত পুত্র. হোমিওপ্যাথি চিকিৎসানুরাগী বিজয়চন্দ্র বহুমূত্র রোগের অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ ইনসুলিনের হোমিওপ্যাথি সংস্করণ আবিষ্কার করেছিলেন। তাছাড়া আয়ুর্বেদোক্ত বহুবিধ ভেষজকে তিনি হোমিওপ্যাথি ঔষধে পরিণত করেন। ভারতে তিনিই প্রথম উচ্চ 'ডাইলিউশনের' ঔষধ ব্যবহার করে সাফল্যলাভ করেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে এবং তাঁর নিজ বাড়িতে একই সময়ে এক্স-রে মেসিন আনীত হয়। কলিকাতায় তিনিই প্রথম নিজের বাড়িতে বেতার-যন্ত্র রাখেন। মৎস্যতত্ত্ব আলোচনায় ও জ্যোতিষশাস্ত্রেও অনুরাগী ছিলেন। রসায়নচর্চা করে কয়েক রকম ঔষধ, শিশুখাদ্য এবং তরল সাবান তৈরি করেছিলেন। 'অ্যান্টি ম্যালেরিয়া সোসাইটি', 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকা প্রভৃতিতে আর্থিক সাহায্য করতেন। বহু অর্থব্যয়ে একটি পাউরুটির কারখানা এবং নিজ আবাসে রসায়নচর্চার জন্য বিজ্ঞানাগার স্থাপন করেন। তিনিও পিতার মত মহাভারতের একটি রাজসংস্করণ প্রকাশ করে বিতরণ করেছিলেন। [১, ৫]

বিজয়চাঁদ মহাতাব (১৯·১০·১৮৮১ - ১৯৪১) বর্ধমান। বনবিহারী কাপুর। বর্ধমানের মহারাজা আফতাপচাঁদের বিধবা মহারানীর পোষ্যপুত্র। ১৮৯৯ খ্রী· প্রবেশিকা পাশ করেন। ১৮৯৭ খ্রী· ভারত সরকার তাঁকে ছ'শো বন্দুকধারী সৈন্য ও একচল্লিশটি কামান রাখার অধিকার দেন। ১৯০৩ খ্রী· দিল্লী দরবারে তিনি বংশানুক্রমে 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি ব্যবহার করার অধিকার পান। ১৯০৬ খ্রী· ইংল্যান্ড ও ইউরোপ ভ্রমণে যান। তিনি সঙ্গীতপ্রিয়, সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ এবং বাংলা ভাষায় একজন সুলেখক ছিলেন। 'বিজয়গীতিকা' তাঁর রচিত সঙ্গীতগ্রন্থ। স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। [১, ২৫, ২৬, ১৩৩]

বিজয় পণ্ডিত। ১৫ শ শতাব্দী। রাঢ়দেশের এই কবির অনূদিত মহাভারত 'বিজয়পাণ্ডব কথা' নামে পরিচিত। গ্রন্থটি মূল সংস্কৃত মহাভারতের অনুসরণে সংক্ষিপ্তভাবে পদ্যে রচিত ও দ্বাদশ পর্বে বিভক্ত। [১, ২]

বিজয় বসু (১৯২১ - ২৮·১২·১৯৮৫) চলচ্চিত্র পরিচালক। ১৯৬১ খ্রী· তাঁর পরিচালিত 'ভগিনী নিবেদিতা' সর্বভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করে। তাঁর পরিচালিত 'রাজা রামমোহন', 'আরোগ্য নিকেতন', 'বাঘিনী', 'সাহেব' 'সমাপ্তি' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রথম জীবনে গ্রুপ থিয়েটারে অভিনয় করতেন। শিল্পী সংসদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। [১৬]

বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত (১৩০৮ ? - ১৬·৮·১৩৭৬ ব·)। কর্মজীবনের সূচনায় সাংবাদিকতাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করে 'বাংলার বাণী', 'নবশক্তি', 'কেশরী' প্রভৃতি পত্রিকাগুলি সম্পাদনা করেন। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকা দু'টির সঙ্গে কিছুকাল সহযোগী সম্পাদক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হলে ঐ পত্রিকার সহকারী সম্পাদকরূপে যোগ দিয়ে পরে যুগ্ম-সম্পাদক হন। 'ভারতীয় বার্তাজীবী সঙ্ঘে'র সাধারণ সচিব ছিলেন। [৪]

বিজয়রত্ন মজুমদার (১৩০১ - ১৩৬২ ব·)। দীর্ঘদিন 'বাংলা' সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক ও 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। বাংলায় ও ইংরেজীতে প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি রচনা করে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। [৫]

বিজয়রত্ন সেন, কবিরঞ্জন, মহামহোপাধ্যায় (২০·১১·১৮৫৮ - ২১·৯·১৯১১) কাঁচদিয়া—ঢাকা। জগচ্চন্দ্র। প্রথমে গ্রামের বাংলা বিদ্যালয়ে ও পরে কলিকাতায় সংস্কৃত এবং মাতুল গঙ্গাপ্রসাদ সেনের কাছে আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে কিছুদিন ইংরেজীও শিখেছিলেন। এরপর চিকিৎসা-ব্যবসায় শুরু করে কলিকাতার কুমারটুলি অঞ্চলে ঔষধালয় খোলেন। অল্পকালের মধ্যেই দেশে, এমন কি বিদেশেও তাঁর চিকিৎসা-নৈপুণ্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তিনি ভারতবর্ষের বহু রাজপরিবারের চিকিৎসক ছিলেন। পাণ্ডিত্য ও চিকিৎসা-নৈপুণ্যের জন্য সরকার কর্তৃক ১৯০৮ খ্রী· 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি ভূষিত হন। ছাত্রাবস্থায় তিনি প্রসিদ্ধ 'অষ্টাঙ্গ-হৃদয়' আয়ুর্বেদ-গ্রন্থ মূল ও টীকা সহ অনুবাদ করেন। এই গ্রন্থটির প্রচারের জন্য সরকার সাহায্য করেছিলেন। এছাড়া তিনি কয়েকখানি আয়ুর্বেদগ্রন্থও রচনা করেছিলেন। তাঁর ছাত্র যামিনীভূষণ রায় পরবর্তী কালে 'অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় ও হাসপাতাল' স্থাপন করে তাঁর পরিকল্পনাকে রূপদান করেছেন। তিনি নিজে একটি আয়ুর্বেদ সভা স্থাপন করেছিলেন। [১, ২৫, ২৬, ১৩০]

বিজয়রাম (১৮শ শতাব্দী) শান্তিপুরের তন্তুবায় আন্দোলনের প্রথম নায়ক। বিজয়রামের পর আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন লোচন দালাল, কৃষ্ণচন্দ্র বড়াল, রামরাম দাস প্রভৃতি। [৫৬]

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় (সেপ্টে· ১৮৯৮ - ১৮·২·১৯৭৪) কৃষ্ণনগর—নদীয়া। কিশোরীলাল। মুক্তি-সংগ্রামী চারণ কবি ও সাংবাদিক। কৃষ্ণনগর সি·এম·এস· স্কুল থেকে ম্যাট্রিক ও কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে আই·এ· পাশ করে (১৯১৯) বি·এ· পড়ার সময়

অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিপ্লবী জীবন ও সাহিত্যমন্ত্রের দীক্ষাগুরু। জীবনের প্রথম দিকে সুভাষচন্দ্র, হেমন্ত সরকার ও কবি নজরুলের অনুসারী হলেও রাজনৈতিক আদর্শে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ গান্ধীবাদী। দেশের স্বাধীনতাকামী সৈনিক হিসাবে তিনি পরিচিত ছিলেন। নদীয়া জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক থাকাকালে ১৯২২ খ্রী· ৬ মাস কারারুদ্ধ থাকেন। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে ১৯২৭ খ্রী· কিছুদিন শান্তিনিকেতনে কাজ করেছেন। সাংবাদিকতা ছিল তাঁর কর্মজীবনের পেশা। বহু পত্রিকা সম্পাদনার কাজ করেছেন। 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক থাকাকালে তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'সর্বহারার গান' প্রকাশিত হয়। ১৯৩০ খ্রী· লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে কলিকাতার সাংবাদিকতার কাজ ছেড়ে নদীয়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৩২ খ্রী· ৯ মাসের কারাবাস ঘটে। ১৯৩৩ খ্রী· সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার আবির্ভাবের মূলে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ১৯৪২ খ্রী· আন্দোলনে যোগ দিয়ে এক বছর জেলে কাটান। পরে সম্পাদক হিসাবে 'দৈনিক লোকসেবক', 'কৃষক', 'উষা' প্রভৃতি পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন। উত্তরকালে চারণ-কবি হিসাবে তিনি খ্যাত হন। এক সময় বাঙলার গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে জনসাধারণের ঘুম ভাঙাবার, তাদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার ভার নিয়েছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে তিনি বহু কবিতা লিখে পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। অপর কবিতা-পুস্তক : 'চারণগীতি' ও 'চারণ-কবি হুইটম্যান'। তাঁর গদ্য রচনাও তারুণ্য ও উদাত্ত যৌবনধর্মে বাণীময়। বহু বিষয় নিয়ে তিনি সুন্দর ও সহজ ভাষায় আলোচনা করে দেশের যুবসমাজকে এককালে নূতন নূতন চিন্তার খোরাক জুগিয়েছেন। 'The Champion of the Proletariate' তাঁর ইংরেজী গ্রন্থ। রবীন্দ্রকাব্য ও জীবনের একজন গুণগ্রাহী সমালোচক হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত তাঁর চারখানি বই—'বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ', 'রিয়ালিস্ট রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রসাহিত্যে পল্লীচিত্র' ও 'রবিতীর্থে'। প্রথমোক্তটি ১৯৩২ খ্রী· ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে বাঙলার রাজ্য বিধান সভায় তিনি দু'বার জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হন। বিধানসভায় বাগ্মীতার জন্য খ্যাতি ছিল। নদীয়া জেলার আন্দুলিয়ার পল্লী পরিবেশে আমৃত্যু গঠনমূলক কাজে যুক্ত ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী ও দীর্ঘদিন বীরভূমে গঠনমূলক কাজে সক্রিয় মিহিরলাল (১৮৯৯ - ২৮·১২·১৯৮৬) তাঁর অনুজ। [১৮, ১৪৯, ১৫৫]

বিজয়সিংহ। সিংহলের কাহিনী পাঠ করে জানা যায় যে, বঙ্গদেশে সিংহবাহু রাজার পুত্র বিজয়সিংহ ৭ শত অনুচরসহ সমুদ্রপথে লঙ্কাদ্বীপে উপস্থিত হয়ে সেখানকার রাজাকে পরাজিত করে রাজ্য অধিকার করেন। তাঁর নামানুসারেই লঙ্কাদ্বীপের নাম 'সিংহল' হয়। এই ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ আছে, যদিও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় আছে—'আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ হেলায় লঙ্কা করিল জয়।' [১]

বিজয় সেন। রাঢ়দেশ। বঙ্গের পাল বংশের সামন্তরাজ হেমন্ত। বিজয় সেনও প্রথম জীবনে সামন্তরাজ ছিলেন। আনুমানিক ১০৯৭ খ্রী· তিনি গৌড়ের অধিপতিকে পরাজিত করে গৌড়ের অধিশ্বর হন। দেওপাড়া লিপি থেকে জানা যায় যে, তিনি গৌড়, কামরূপ, কলিঙ্গ প্রভৃতির রাজগণ ও অপরাপর দলপতিকে যুদ্ধে পরাজিত করে এক বিরাট রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। তাছাড়া পূর্ববঙ্গের যাদববংশকে পরাজিত করে বিক্রমপুর রাজ্য দখল করেন এবং পূর্ববঙ্গে বিজয়পুর নামে একটি নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি নিজ ক্ষমতাবলে বাঙলার নিরাপত্তা-বিধান করে শাসনকার্যে যে শৃঙ্খলা এনেছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় সমসাময়িক কবি উমাপতি ধরের রচনায়। 'বিজয়-প্রশস্তি'-রচয়িতা শ্রীহর্ষের রচনায়ও বিজয় সেনের কার্যকলাপের প্রশংসা রয়েছে। তিনি শৈব ছিলেন এবং তাঁর সময়ে বৈদিক ধর্মের পুনরভ্যুদয় হয়। নরপতি বল্লাল সেন তাঁর পুত্র (১, ২, ২৫, ৬৩, ৬৭]

বিজলীবিহারী সরকার (১৭·১১·১৮৯৩ - ২৮·২·১৯৭২) কলিকাতা। বিপিনবিহারী। শৈশবে নেপালের রাজচিকিৎসক পিতার কর্মস্থলে শিক্ষা শুরু। মাতা হেমলতা ছিলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা এবং দার্জিলিং মহারানী গার্লস হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী ও বহু গ্রন্থের রচয়িত্রী। ১৯১২ খ্রী· দার্জিলিং স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯১৫ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ফিজিওলজিতে অনার্সসহ বি-এস-সি এবং ১৯১৮ খ্রী· ফিজিওলজিতে এম-এস-সি· পাশ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে কিছুদিন ডেমনস্ট্রেটর ছিলেন। ১৯১৯ খ্রী· উচ্চশিক্ষার্থে বিলাত যান। ১৯২১ খ্রী· এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-এস-সি· উপাধি পান। তাঁর গবেষণার ফল 'সরকারর্স গ্যাংলিয়ন' নামে পরিচিত হয়। ১৯২২ খ্রী· তিনি F.R.S.E. ডিগ্রি লাভ করেন। এই বছরই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে তিনি প্রথমে অনারারি লেকচারার পদে যোগ দেন এবং ক্রমে ১৯৩৯ খ্রী· এই বিভাগের প্রধান হয়ে ১৯৫৯ খ্রী· অবসর নেন। ১৯৪৯ খ্রী· ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে শরীরতত্ত্ব বিভাগের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ব্রাহ্ম এড়ুকেশন সোসাইটি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতের ফিজিওলজিক্যাল সোসাইটির সভাপতি প্রভৃতি বহু সংস্থার সদস্য ছিলেন। নিপুণ অশ্বারোহী ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধে লাইট হর্স রেজিমেন্টে যোগ দেন। হকি খেলায় উৎকর্ষ লাভ করে মোহনবাগান দলের হয়ে প্রথম বিভাগে বাইটন কাপ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। কবি সাহিত্যিক সুনীতি দেবী তাঁর স্ত্রী। [৮২, ১৪৯]

বিজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ (? - ৫·৭·১৯৮২) আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন টাউন-প্ল্যানার ও আর্কিটেক্ট। দিল্লী স্কুল অব প্ল্যানিং অ্যান্ড আর্কিটেকচার-এর ডাইরেক্টর ছিলেন।

কর্মজীবনে তাঁর অন্যতম কীর্তি মরুভূমি শহর জয়সলমীরে অনবদ্য স্থাপত্যকলার নিদর্শন আবিষ্কার। দিল্লীর সীমান্তে নির্মীয়মান এশিয়ার বৃহত্তম উপনগরী রোহিনী কমপ্লেকস্-এর রূপকার। জরুরী অবস্থার সময়ে ভারতের ছোট ও মাঝারি শহরগুলির জনসংখ্যা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে ব্যাপক পরীক্ষা চালাবার জন্য যে একটি টাস্‌ক ফোর্স গঠিত হয় তার অন্যতম সদস্য ছিলেন। [১৬]

বিজ্ঞানানন্দ স্বামী (১২৭৪ - ১২.১.১৩৪৫ ব.)। পূর্বনাম হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। পুনা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করে আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের পূর্ত বিভাগে কাজ করতেন। পরমহংসদেবের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং এলাহাবাদের মুটিগঞ্জে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ থাকা কালে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি 'সূর্যসিদ্ধান্ত' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। [১, ৫]

বিদ্যাধর ভট্টাচার্য (১৭শ/১৮শ শতাব্দী)। সন্তোষরাম। তিনি গণিত, জ্যোতিষ, পূর্তবিদ্যা, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। অম্বরপতি সওয়াই জয়সিংহ তাঁর নানা গুণের পরিচয় পেয়ে তাঁকে মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। তাঁর প্রস্তুত নকশা থেকেই বর্তমান জয়পুর শহর নির্মিত হয়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক টডের 'রাজস্থানে'ও তার উল্লেখ আছে। [১, ২৫, ২৬]

বিদ্যাপতি। পিতা—গণপতি ঠাকুর। অনুমান করা হয়, এই মৈথিলী কবির জন্মকাল ১৩৭৪ খ্রীষ্টাব্দ ও জন্মস্থান সীতামারী মহকুমার বিস্ফী গ্রাম। বল্লাল সেন বাঙলাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে শাসন করতেন—তার মধ্যে মিথিলা একটি ভাগ। এছাড়া বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেনের নামে লক্ষ্মণাব্দ মিথিলায় প্রচলিত ছিল। এইসব যুক্তি বলে বিদ্যাপতিকে বাঙালী বলে দাবি করা হয়। মিথিলার রাজদরবারে তিনি ছিলেন পণ্ডিত। তাঁর কবিখ্যাতি মৈথিলী ভাষায় রচিত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়মূলক গীতিরচনার জন্য। তিনি প্রায় ১০টি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেছেন ব'লে অনুমান করা হয়। তার মধ্যে ২টি স্মৃতিগ্রন্থও আছে। কীর্তন-গায়কদের মুখে এবং পদাবলী-লিপিকারদের কলমে অধিকাংশ ব্রজবুলিপদের ভণিতায় বিদ্যাপতির নাম গৃহীত হয়েছে। [১, ২, ৩, ২৫]

বিদ্যুৎপ্রভা বসু, ডাঃ (১৮৯০ - ১৮.১.১৯৮৩) চোরবাগান—কলিকাতা। সমাজসেবী। ১৯১৬ খ্রী· রবীন্দ্রনাথ যে পাঁচ দফা পল্লী পুনর্গঠন কাজ শুরু করেন তাতে প্রথম মহিলা স্বেচ্ছাকর্মী। মিশনারি স্কুলে শিক্ষালাভ করে উত্তরবঙ্গে পতিসরে এক বছর তিনি পল্লীর পুনর্গঠনের কাজ করেন। পরে শান্তিনিকেতনে ফিরে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ শিক্ষা ও ক্রমে শিক্ষিকার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কয়েক বছর পরে শান্তিনিকেতন ছেড়ে ডাক্তারী পড়া শেষ করে গয়ায় বসবাস করতে থাকেন। [১৬]

বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ (১.৭.১৮৮২ - ১.৭.১৯৬২) পাটনা—বিহার। আদি নিবাস টাকী শ্রীপুর—চব্বিশ পরগনা। প্রকাশচন্দ্র। প্রখ্যাত চিকিৎসক ও রাজনীতিজ্ঞ। ১৯০১ খ্রী· বি.এ. পাশ করে কলিকাতায় বসবাস শুরু করেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে ১৯০৬ খ্রী· এল.এম.এস· এবং ১৯০৮ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ডি· উপাধি পান। এরপর প্রাদেশিক মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগ দিয়ে বিভিন্ন প্রদেশে ঘোরেন। ১৯০৯ খ্রী· বিলাত যান এবং ২ বছরের মধ্যে এম.আর.সি.পি· এবং এম.আর.সি.এস· ও পরে এফ.আর.সি.এস· উপাধি পান। দেশে ফিরে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে (বর্তমান নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ) শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা ব্যবসায়ও আরম্ভ করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯১৬ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯১৮ খ্রী· সরকারী চাকরি ছেড়ে তিনি কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের (অধুনা আর.জি.কর মেডিক্যাল কলেজ) মেডিসিনের অধ্যাপক-পদ গ্রহণ করেন। ১৯৩৫ খ্রী· রয়্যাল সোসাইটি অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড হাইজিন এবং ১৯৪০ খ্রী· আমেরিকান সোসাইটি চেস্ট ফিজিসিয়ানের ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯২৩ খ্রী· দেশবন্ধুর প্রভাবে রাজনীতিতে যোগ দেন এবং স্বরাজ্য দলের পক্ষ হয়ে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে নির্বাচনে পরাজিত করে বাঙলার ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২৮ খ্রী· কলিকাতা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৩১ - ৩২ খ্রী· কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ছিলেন। ১৯৩১ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনের সময় বোম্বাই থেকে কলিকাতায় ফেরবার পথে ওয়াধা স্টেশনে গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৭ খ্রী· বাঙলার পার্লামেন্টারী কমিটির সভাপতি হয়ে কংগ্রেসের নির্বাচন পরিচালনা করেন। ১৯৪২ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। জুন ১৯৪৪ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.এস-সি· উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৪৭ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীরূপে আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ খ্রী· পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আমৃত্যু ঐ পদে ছিলেন। ব্যবসায়ী হিসাবেও প্রতিভার ছাপ রেখে গেছেন। শিলং হাইড্রো ইলেকট্রিক কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন। জাহাজ, বিমান ও ইন্সিওরেন্স ব্যবসায়ের সঙ্গে যোগ ছিল। স্বাধীনতালাভের পর পশ্চিমবঙ্গের রূপায়ণে তাঁর ব্যক্তিত্ব সর্বতোভাবে প্রভাব বিস্তার করে। জীবদ্দশায় তিনিই ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকরূপে স্বীকৃত ছিলেন। স্বীয় মাতা অঘোরকামিনীর নামে পাটনায় একটি নারী শিক্ষামন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্গাপুর অঞ্চলকে একটি বৃহৎশিল্প-এলাকায় পরিণত করে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নতির ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯৬১ খ্রী· প্রজাতন্ত্র দিবসে তিনি 'ভারতরত্ন' উপাধি-ভূষিত হন। মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁর বাসভবনে রোগ-নির্ণয় গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। [৩, ৭, ১০, ১৭]

বিধুভূষণ বসু (২৭·৫·১৮৭৪ - ৩১·১·১৯৭২) খুলনা। স্বদেশী যুগে তাঁর অগ্নিবর্ষী লেখনী স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের প্রেরণা দিয়েছে। সাহিত্য এবং দেশসেবার জন্য তাঁকে বহু নির্যাতন সহ্য করতে হয়। ১৯০৯ খ্রী· 'শিকার' নামে দেশাত্মবোধক উপন্যাস রচনার জন্য ৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩০ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনেও কারারুদ্ধ থাকেন। তাঁর অসংখ্য কবিতা, গল্প ও গান একসময় খুবই জনপ্রিয় ছিল। প্রধানত স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়েই গল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধবাদী এক এম·এল·এ· পদপ্রার্থী জমিদারকে ব্যঙ্গ করে 'ভোটরঙ্গ' লিখে মানহানির দায়ে পড়েন। ১৯২৮ খ্রী· পুত্রশোক ভুলতে একমাসে ৭ টি উপন্যাস লিখেছিলেন। হিন্দী ও গুজরাটীতেও তাঁর রচনা অনূদিত হয়েছে। তাঁর 'অমৃতে গরল' উপন্যাসটি বিশেষ প্রশংসা পেয়েছিল। ৮৬ বছর বয়স পর্যন্ত অবিরাম লিখে গেছেন। তাঁর রচিত 'রক্তক্ষয়' ও 'মীরকাশিম' নাটক দু'টি ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করে। তাঁর 'দাদা' নাটক মুকুন্দ দাস অভিনয় করেন। [১৬, ১৭]

বিধুভূষণ ভট্টাচার্য (? - ২২·৪·১৯৩০) লেসিয়ারা—ব্রাহ্মণবেরিয়া। ১৮·৪·১৯৩০ খ্রী· সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন। ৪ দিন পর জালালবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে বিজয়ী বাহিনীর অন্যতম ছিলেন। মস্তকে ও উরুতে গুলিবিদ্ধ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রেই মারা যান। [৪২, ৪৩, ৮২, ১৭৮]

বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, সপ্ততীর্থ (১৯০৭ - ১০·৬·১৯৮৪) সামন্তসার—ফরিদপুর। নৈয়ায়িক, বৌদ্ধদর্শনের ব্যাখ্যাকার ও বহু দার্শনিক পুস্তকের রচয়িতা। ভুবনেশ্বরে, মুন্সীগঞ্জে, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। [১৬]

বিধুভূষণ সেনগুপ্ত (১৮৮৯ - ৭·৬·১৯৬৭)। ত্রিপুরা। কলিকাতা সিটি কলেজের ছাত্র। ১৯১৫ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম·এ· পাশ করেন। ১৯১৮ খ্রী· 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় সাংবাদিক-জীবনের হাতেখড়ি। পরে 'ডেইলী নিউজ' পত্রিকায় যোগ দেন। ঐ পত্রিকার প্রেসটি পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কিনে স্বরাজ্য পার্টির 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এখানে চাকরি না পেয়ে পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর 'সার্ভেন্ট' পত্রিকায় যোগ দেন। এই সময়ে রয়টার ও অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস 'সার্ভেন্ট' পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশন বন্ধ করলে রাতারাতি একটি ভারতীয় সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'ফ্রি প্রেস অফ ইণ্ডিয়া' গঠিত হয়। প্রথমে 'সার্ভেন্ট' এবং ক্রমে অন্যান্য সংবাদপত্র তাদের সঙ্গে সংবাদ-গ্রহণের চুক্তি করে। বিধুভূষণ এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। ১·৯·১৯৩৩ খ্রী· এই সংস্থার নাম হয় 'ইউনাইটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়া'। ১৯৫৮ খ্রী· তিনি এই সংস্থার ডিরেক্টর হন। তিনি যুক্তপ্রদেশে নিউজ প্রিন্টের কারখানা স্থাপন করেছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'ত্রিপুরার কথা', 'সাংবাদিকের স্মৃতিকথা'। [৪, ১৭, ১৭৮]

বিধুশেখর ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় (১২৮৫ - ১৩৬৪ ব·) হরিশ্চন্দ্রপুর—মালদহ। ত্রৈলোক্যনাথ। টোলের ছাত্র হিসাবে শিক্ষা শুরু করে ১৭ বছর বয়সে 'কাব্যতীর্থ' হন। এই সময়ে ২ টি কাব্য-গ্রন্থ রচনা করেন। কাশীতে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নের সময়ও তাঁর কাব্যরচনা অব্যাহত ছিল। সেখানে মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণির নিকট ন্যায়শাস্ত্র এবং মহামহোপাধ্যায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর নিকট বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করে 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন। ১৩১১ ব· মাঘ মাসে শান্তিনিকেতনে যোগ দেন এবং একাদিক্রমে ৩০ বৎসরকাল বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা করেন। এরপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ তথা 'আশুতোষ অধ্যাপক' পদে নিযুক্ত হন। এ সময়ে তাঁর প্রচেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত পুথিবিভাগ, তিব্বতী ও চীনা শাস্ত্র বিভাগ এবং আশুতোষ সংস্কৃত গ্রন্থমালা সমৃদ্ধি লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় তিনি বৌদ্ধশাস্ত্র ও পালি ভাষার চর্চায় ব্রতী হন। বৌদ্ধশাস্ত্র পর্যালোচনার জন্য ফরাসী, জার্মান, তিব্বতী, চীনা ও ইংরেজী ভাষা অধ্যয়ন করেন। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৭ টি। তার মধ্যে ৩ টি ইংরেজী ভাষায়। গ্রন্থগুলিতে ন্যায়, দর্শন, ব্যাকরণ, শব্দকোষ, পালি, বৌদ্ধধর্ম-পরিচয় প্রভৃতি নানা বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশ আছে। তিব্বতী অনুবাদ থেকে লুপ্ত সংস্কৃত মূলগ্রন্থের পুনরুদ্ধারের তিনি পথ-প্রদর্শক। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'মধ্যান্তবিভাগসূত্রভাষ্যটীকা', 'ন্যায়প্রবেশ', 'মিলিন্দ পণ্হ', 'উপনিষৎ' (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহমালা), 'Historical Introduction to the Indian Schools of Buddhism', 'পালি প্রবেশ', 'ভোটপ্রকাশ', তিব্বতী পাঠ সহ বোধিচর্যাবতার তথা নাগানন্দ নাটক ইত্যাদি। ১৯৩৬ খ্রী· তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি পান। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি·লিট· এবং ১৯৫৭ খ্রী· বিশ্বভারতী 'দেশিকোত্তম' উপাধি দেয়। [৩, ৩৩, ১৩০]

বিনয়কুমার দাস (৮·১১·১৮৯১ - ২৮·৪·১৯৩৫) ধ্যাটরা—হাওড়া। বসন্তকুমার। খ্যাতনামা বৈমানিক ও ব্যবসায়ী। ১৫ বছর বয়সে অ্যাপকার অ্যান্ড কোম্পানীতে শিক্ষানবীশ হিসাবে যোগ দিয়ে জাপানে প্রেরিত হন। পি·এন· দত্ত কোম্পানীতে কাজ করার সময় ইংলন্ড ও ইউরোপে গিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। পরে নিজ প্রতিষ্ঠিত বি· কে· দাস অ্যান্ড কোম্পানীর পক্ষ থেকে বি· এন· রেলওয়ের কনট্র্যাক্টর হন। ১৯২৯ খ্রী· তিনি বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবের সহায়তায় বিমানচালনা শিখে ১৯৩০ খ্রী· পাইলট লাইসেন্স পান এবং নিজেই একখানি বিমান কিনে নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। ভারতে বিমান অবতরণের উপযুক্ত ক্ষেত্র তিনি অনুসন্ধান করেন এবং প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় বদরিকাশ্রম প্রভৃতি স্থানে বিমান

অবতরণ-ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। বিমান-চালনা-কৌশল প্রদর্শন প্রতিযোগিতায় অপর বৈমানিক ডি· কে· রায়ের বিমানের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে উভয়ে নিহত হন। [১, ২৫, ২৬]

বিনয়কুমার বসু। বিজ্ঞাপনী চিত্রকলার খ্যাতনামা ব্যক্তি। হাসির চরিত্র চিত্রণেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। শিশির, বসুমতী, ভারতবর্ষ, বাসন্তী প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কার্টুন ছাপা হত। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গণশা, ঘোৎনার রূপকার তিনিই। তাঁর প্রকাশিত ব্যঙ্গচিত্রের অ্যালবামগুলির মধ্যে 'মেয়েমহল' (১৩৩৪ ব·) খুব জনপ্রিয় হয়েছিল সে সময়ে। [২১৭]

বিনয়কুমার সরকার (২৬·১২·১৮৮৭ - ২৬·১১·১৯৪৯) মালদহ। পৈতৃক নিবাস সেনাপতি-বিক্রমপুর—ঢাকা। সুধন্যকুমার। ১৯০১ খ্রী· মালদহ জেলা স্কুল থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে এন্ট্রান্স, ১৯০৫ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ঈশান স্কলারশিপ সহ বি·এ· ও ১৯০৬ খ্রী· এম·এ· পাশ করেন। তিনি ইংরেজী ও বাংলা ছাড়া আরও ৬টি ভাষা জানতেন। ছাত্রাবস্থায় (১৯০২) তিনি 'ডন সোসাইটি'তে যোগদান করেন। বিদেশে শিক্ষার জন্য সরকারী বৃত্তি ও ডেপুটির চাকরি পেয়েও তা প্রত্যাখ্যান করে তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯০৭ - ১১ খ্রী· মধ্যে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে অধ্যাপনাকালে মালদহে অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং জাতীয় শিক্ষা-বিষয়ক বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ইউরোপীয় প্রখ্যাত লেখকদের কয়েকটি গ্রন্থেরও অনুবাদ করেছিলেন। ১৯০৯ খ্রী· এলাহাবাদ পাণিনি কার্যালয়ের গবেষক ছিলেন। ১৯১৪ খ্রী· থেকে ১৯২৫ খ্রী· তিনি বিশ্ব-পর্যটন করেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯২৬ - ১৯৪৯ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ধনবিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও 'আর্থিক উন্নতি' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ-সংখ্যা শতাধিক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'নিগ্রোজাতির কর্মবীর', 'বর্তমান জগৎ' (১৩ খণ্ড), 'ধনদৌলতের রূপান্তর', 'চীনা সভ্যতার অ আ ক খ', 'Creative India', 'The Science of History and the Hope of Mankind', 'Love in Hindu Literature', 'Hindu Achievements in Exact Science', 'Political Theories and Institutions of the Hindus', 'The Futurism of Young Asia', 'Sociology of Young Asia', 'Sociology of population', 'The Positive Background of Hindu Sociology', 'Economic Development', 'Sociology of Races, Cultures and Human Progress', 'Villages and Towns as Social Patterns' ইত্যাদি। বিদেশে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামী বিপ্লবীদের নানাভাবে সাহায্য করতেন। তাঁর অনুজ ধীরেন সরকার প্রবাসী বিপ্লবীদের অন্যতম ছিলেন। তাছাড়া তাঁর উদ্যোগে বহু ছাত্র বিদেশে উচ্চশিক্ষা লাভের অনেক সুযোগ পেয়েছে। স্বাধীন ভারতের বাণী প্রচারের জন্য আমেরিকা সফরকালে তাঁর মৃত্যু হয়। [৩, ৫, ১০, ২৫, ২৬, ১০৮, ১২৪]

বিনয়কুমারী ধর (নভে· ১৮৭২ - ?)। কাশীচন্দ্র বসু। ডাঃ ভারতচন্দ্র ধরের সঙ্গে বিবাহ হয় (১৩০০ ব·)। বেথুন কলেজের ছাত্রী। তাঁর কবিতা একসময়ে 'সাহিত্য', 'দাসী', 'ভারতী', 'প্রদীপ' প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হত। রচিত কাব্যগ্রন্থ: 'নবমুকুল' ও 'নির্ঝর'। ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ খ্রী· ভারতবর্ষের স্বাধীনতা উপলক্ষে 'ভারত বন্দনা' কবিতা রচনা করেছিলেন। [৪৪]

বিনয়কৃষ্ণ দত্ত (? - ২৪·১·১৯৭৫)। নানা বিষয়ে অসামান্য পাণ্ডিত্যের জন্য অনেকে তাঁকে 'লিভিং এন্‌সাইক্লোপিডিয়া' আখ্যা দিয়েছিলেন। সাংবাদিকতায় এবং বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশনায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। দুই সহযোগী বন্ধুর সঙ্গে তাঁর প্রকাশিত 'শতাব্দী গ্রন্থমালা' একসময়ে বিদগ্ধ-মহলে প্রশংসিত হয়েছিল। 'বিষাণ', 'রূপ ও রীতি', 'দর্শক' প্রভৃতি নানা পত্র-পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। নানা বিষয়েই তিনি লিখতে পারতেন, কিন্তু লিখতেন বেশীর ভাগ অখ্যাতনামা কাগজে। তাঁর একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ 'ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বরূপ'। প্রবন্ধ রচনা অপেক্ষা বিদ্যা-বিতরণেই তাঁর বেশী উৎসাহ ছিল। বহু বিদ্বান প্রবন্ধকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট-প্রার্থীকেও তিনি সাহায্য করেছেন। [১৪৯]

বিনয়কৃষ্ণ দেব (আগস্ট ১৮৬৬ - ১·১২·১৯১২) কলিকাতার শোভাবাজার রাজপরিবারে জন্ম। কমলকৃষ্ণ। বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক বিনয়কৃষ্ণ ১৮৮৩ খ্রী· শোভাবাজারে 'বেনেভোলেন্ট সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। ২৩·৭·১৮৯৩ খ্রী· তাঁর বাড়িতে রমেশচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে 'The Bengal Academy of Literature' সংস্থা (বর্তমান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ) প্রতিষ্ঠিত হয়। এদিনের সভায় তিনি একাডেমির সভাপতি ও ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী যোগশাস্ত্রী সম্পাদক নির্বাচিত হন। স্যার সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক শিষ্য ছিলেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল ১৮৯৭-এর প্রতিবাদে আগস্ট ১৮৯৮ খ্রী· থেকে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় সভাপতিত্ব করেন। লর্ড কার্জনের দৃঢ়তায় এই বিল অ্যাক্ট-এ পরিণত হলে স্যার সুরেন্দ্রনাথ, বিনয়কৃষ্ণ প্রমুখ ২৮ জন কাউন্সিলর পদত্যাগ করেন। বিবাহে সম্মতিদানের বয়স-সংক্রান্ত ব্যাপারে রক্ষণশীল ধর্মমতের পরিচয় দেন। ১৮৯২ খ্রী· তিনি 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে' যোগ দেন এবং তার সভাপতি হন। বঙ্গভঙ্গ-রোধ আন্দোলনের সময় রাজনীতি থেকে অবসর নেন। সম্রাট সংবর্ধনা ও মূর্তি নির্মাণ তহবিলে অর্থসাহায্য করে ১৯১০ খ্রী· 'রাজা বাহাদুর' উপাধি পান। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯০৫ খ্রী· প্রকাশিত তাঁর 'Early History and Growth of Calcutta', ভারতীয়ের লেখা কলিকাতা সম্পর্কে প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। অপর গ্রন্থ 'পঞ্চপুষ্প' প্রভৃতি। তাঁর স্ত্রী জ্যোতির্ময়ী (প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর কন্যা) ভাল বাংলা

ও ইংরেজী জানতেন এবং বাংলায় কবিতা রচনা করতেন। [১, ৭, ৮, ২৫, ২৬, ১১৬]

বিনয়কৃষ্ণ বসু (১১·৯·১৯০৮ - ১৩·১২·১৯৩০) রাইতভোর—ঢাকা। রেবতীমোহন। কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিংস-এর 'অলিন্দ যুদ্ধে'র বীরত্রয়ীর নেতা। তিনি ঢাকার বিপ্লবী নেতা হেমচন্দ্র ঘোষের প্রভাবে তাঁর গুপ্ত দল 'মুক্তি সঙ্ঘে'র সঙ্গে যুক্ত হন। সঙ্ঘের মুখপত্র 'বেণু' গ্রুপের সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল এবং ১৯২৮ খ্রী· গঠিত 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স-এ বেণু গ্রুপের অন্যদের সঙ্গে তিনিও যোগ দিয়ে ঢাকায় বি·ভি· দলের এক দৃঢ় সংগঠন গড়ে তোলেন। ঢাকা মিডফোর্ড মেডিক্যাল স্কুলে ডাক্তারী পড়ার সময় ২৯·৮·১৯৩০ খ্রী· তিনি ঢাকার কুখ্যাত পুলিস অফিসার লোম্যানকে হত্যার পর আত্মগোপন করেন। পরে তাঁর ওপর কারাধ্যক্ষ সিম্পসন ও স্বরাষ্ট্র সচিব মারকে হত্যা করার দায়িত্ব পড়ে। দলনেতার নির্দেশে দীনেশ গুপ্ত ও বাদল গুপ্তকে নিয়ে তিনি ৮·১২·১৯৩০ খ্রী· রাইটার্স বিল্ডিংস-এ গিয়ে সিম্পসনকে হত্যা করেন। পুলিস তাঁদের বেষ্টন করলে তাঁরা ধরা না দিয়ে রিভলভার হাতে লড়াই চালিয়ে যান। গুলি ফুরিয়ে এলে তিনজনেই উগ্র বিষ খেয়ে ও নিজেদের মাথায় গুলি করে প্রাণ বিসর্জনের চেষ্টা করেন। বাদল ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং বিনয় ও দীনেশকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিনয় মাথার ব্যান্ডেজ আলগা করে ক্ষতস্থানে আঙুল চালিয়ে ক্ষত বিষাক্ত করে তোলেন। এভাবে ৫ দিন পরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অস্ত্রোপচার ও চিকিৎসার ফলে দীনেশ সুস্থ হয়ে উঠলে বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। বর্তমানে রাইটার্স বিল্ডিংস-এর সম্মুখস্থ দীঘি ও বাগান স্বাধীনতা যুদ্ধের এই বীরত্রয়ীর নামাঙ্কিত। [৩, ১০, ৪২, ৪৩, ৮২, ৯৭, ১২৪]

বিনয় ঘোষ (১৪·৬·১৯১৭ - ২৪/২৫·৭·১৯৮০) গোড়াপাড়া—যশোহর। বিশ্বেশ্বর। কলিকাতায় জন্ম। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী, সাহিত্য-সমালোচক এবং বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি—বিশেষত লোক সংস্কৃতির গবেষক। ইতিহাস ও রাজনীতি সম্পর্কীয় পর্যালোচনায়ও বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। তাঁর রচনায় ১৯শ শতকের বাংলা ও বাংলার নবজাগরণের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি 'সোভিয়েট সভ্যতা'ও বাংলার সাহিত্য সম্ভারকে পরিপুষ্ট করেছে। কলিকাতাকে ইতিহাসের আলোকে নূতন রূপ দিয়ে, নূতন ব্যাখ্যা দিয়ে তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে বাংলার লোকশিল্পের সমাজতত্ত্ব' ও তাঁর রচনায় সন্নিবিষ্ট হয়েছে। আশুতোষ কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করেন। সাংবাদিকতায় তাঁর কর্মজীবনের সূচনা। ফরওয়ার্ড, সাপ্তাহিক অরণি, দৈনিক বসুমতী, যুগান্তর প্রভৃতি বহু পত্র-পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেছেন। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘে তাঁর লেখা 'ল্যাবরেটরি' নাটক অভিনীত হয়েছে এবং তিনি এই সঙ্ঘের গানের দলের নিয়মিত শিল্পী ছিলেন। সে সময় কয়েকটি রাজনৈতিক বইও তিনি লেখেন—'আন্তর্জাতিক রাজনীতি', 'সোভিয়েট সভ্যতা' ১ম ও ২য়, 'ফ্যাসিজম ও জনযুদ্ধ', 'সোভিয়েট সমাজ ও সংস্কৃতি' প্রভৃতি। পরে রাজনীতি থেকে সরে এসে সম্পূর্ণ সাহিত্য-চর্চায় মনোযোগী হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বিদ্যাসাগর বক্তৃতামালা'র তিনিই প্রথম বক্তা। ১৯৫৮ - ৬০ খ্রী· ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের রকফেলার রিসার্চ স্কলার ছিলেন। ১৯৫৯ খ্রী· 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থের জন্য তিনি 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করেন। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' ৪ খণ্ড, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র', 'বাংলার বিদ্বৎসমাজ', 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা ১৮০০ - ১৯০০', 'কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত', 'মেট্রোপলিস মন, মধ্যবিত্ত ও বিদ্রোহ', 'জনসভার সাহিত্য', 'কালপেঁচার নকসা', 'নববাবুচরিত' প্রভৃতি। 'ডাস্টবিন' তাঁর ছোটগল্পের সংকলন। '৩০৪' নামে একটি উপন্যাসও লেখেন। [১৬, ১৫৮]

বিনয়তোষ ভট্টাচার্য (৬·১·১৮৯৭ - ২২·৬·১৯৬৪) নৈহাটি—চব্বিশ পরগনা। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম·এ· পাশ করেন এবং বৌদ্ধ মূর্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণামূলক নিবন্ধ রচনা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ·ডি· উপাধি পান। ১৯২৪ খ্রী· তিনি বরোদা রাজ্যের সংস্কৃত গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও 'গাইকোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজ' গ্রন্থমালার সাধারণ সম্পাদকরূপে কাজে যোগ দেন। তাঁর চেষ্টায় এবং বরোদা-রাজের বদান্যতায় এই গ্রন্থাগারটি একটি প্রাচ্যবিদ্যা গবেষণাকেন্দ্রে পরিণত হয় (১৯২৬)। ১৯৫২ খ্রী· অবসর-গ্রহণ করেন। এই সময়ের মধ্যে গ্রন্থমালার সম্পাদকরূপে ৮০টি দুর্লভ সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। বরোদা-রাজ তাঁকে 'রাজারত্ন' ও 'জ্ঞানজ্যোতি' উপাধিতে ভূষিত করেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'Elements of Indian Buddhist iconography', 'An Introduction to Buddhist Esoterism', 'Saddhan Mala' (2 Vols), 'Guhya Samaj Tantra', 'Two Vajrayana Works', 'Nispanna-Yogavali', 'Saktisangama Tantra' (3 Vols), 'বৌদ্ধ দেবদেবী' প্রভৃতি। [১৪৯]

বিনয়ভূষণ দত্ত। ত্রিপুরা। বিপিনবিহারী। বিপ্লবী কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করেন। ত্রিপুরার জেলাশাসক স্টিভেন্সের হত্যার ব্যাপারে বন্দী হন এবং পুলিসের অমানুষিক শারীরিক অত্যাচারের ফলে উন্মাদ অবস্থায় মুক্তি পান। এপ্রিল ১৯৪৪ খ্রী· নিরুদ্দিষ্ট হন। [৪২, ১৭৮]

বিনয়েন্দ্রনাথ সেন (২৫·৯·১৮৬৮ - ১২·৪·১৯৩৭)। মধুসূদন। ১৮৮৯ খ্রী· ইতিহাসে ও ১৮৯০ খ্রী· দর্শনশাস্ত্রে এম·এ· পাশ করে তিনি প্রথমে বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। ১৮৯১ খ্রী· ভাগলপুরের তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজে ও ১৮৯৩ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। অল্প বয়স থেকেই কেশবচন্দ্রের অনুগামী ছিলেন এবং তাঁর আদর্শে

প্রার্থনাসভা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর দুই সহযোগী ছিলেন প্রমথলাল সেন ও মোহিতচন্দ্র সেন। ভাই প্রতাপচন্দ্র ও কৃষ্ণবিহারী সেনের নেতৃত্বে এই তিন বন্ধু নববিধান ব্রাহ্মসমাজের যাবতীয় আন্দোলন চালাতেন। ১৮৯৭ খ্রী· তিনি হ্যারিসন রোডে 'ফ্রেটারনাল হোম' নামে ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা ও নিজ তত্ত্বাবধানে তার পরিচালনা করতে থাকেন। ১৮৯৮ খ্রী· কলিকাতায় প্লেগ দেখা দিলে তিনি ফ্রেটারনাল হোমের পক্ষ থেকে সেবাকার্য চালান। তৎকালীন বহু সুধী ব্যক্তি তাঁর প্রার্থনা-সভায় যোগ দিতেন; তাঁদের মধ্যে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের নাম উল্লেখযোগ্য। ভাই প্রতাপচন্দ্রের সহকর্মিরূপে 'Youngmen & Interpretation' সংস্থার ও 'Theistic Endeavour Society'-র সভাপতি হন। ১৯০৫ খ্রী· ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি হয়ে আন্তর্জাতিক উদারধর্মাবলম্বীদের সম্মেলনে জেনেভায় ও পরে আমেরিকায় যান। ১৯০৬ খ্রী· দেশে ফেরেন। বহুকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, কলেজসমূহের পরিদর্শক ও ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সম্পাদক ছিলেন। ১৯০৬ খ্রী· ব্রাহ্ম বালকবালিকাদের নীতি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন ও পত্নী শকুন্তলা দেবীর সাহায্যে বিদ্যালয়টি পরিচালনা করেন। তা ছাড়া তিনি নিজে ব্রহ্মবিদ্যালয়, নীতি বিদ্যালয়, শ্রমজীবী বিদ্যালয়, ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন প্রভৃতির কাজ দক্ষতার সঙ্গে চালাতেন। ১৯০৯ খ্রী· লাহোরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় একেশ্বরবাদী সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলী: 'The Pilgrim', 'Lectures and Essays', 'The Intellectual Ideal', 'আরতি', 'গীতা অধ্যয়ন' প্রভৃতি। [১, ৩, ৬, ৮২]

বিনোদ গোস্বামী। বোঁয়াই—বর্ধমান। খ্যাতনামা ধ্রুপদী ও কথক। কলিকাতায় প্রথম গান শেখেন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কাছে। পরে মুরাদ খাঁর শিষ্য হন। শিক্ষার্থী অবস্থায় আসরে গান গেয়ে গুরু মুরাদ খাঁর কাছ থেকে তাঁর 'মুরেঠা' উপহার পান। গুণী গায়ক হয়েও সঙ্গীত ব্যবসায়ী হননি। তাঁর বৃত্তি ছিল কথকতা। [১৬৯]

বিনোদচন্দ্র চক্রবর্তী (১৯০৯ - ২৫·৪·১৯৭৩) ময়মনসিংহ। অল্প বয়সেই তিনি যুগান্তর দলে যোগ দেন। পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগে দেশের কাজে অনেকবার কারাবরণ করেন। অবিভক্ত বাঙলার আইন সভার সদস্য ও বহুদিন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন। দেশবিভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানে তাঁকে কয়েক বছর বন্দী জীবন কাটাতে হয়েছিল। মুক্তিলাভের পর পাকিস্তান গণ-পরিষদের সদস্য হন। কলিকাতা সংগ্রামী বিপ্লবী সমিতির সভাপতি ছিলেন। [১৬]

বিনোদ ধাড়া। বগুড়া—মেদিনীপুর। পূর্ণচন্দ্র। বর্তমান শতাব্দীর যাত্রা-জগতের প্রখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পী। বাল্যকাল থেকেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা শুরু করেন। জমুরুদ্দীন খাঁ, দৌলতরাম ও সতীশচন্দ্র ঘোষ তাঁর সঙ্গীতগুরু ছিলেন। পরে তিনি যাত্রার জগতে চলে আসেন। মথুর সাহার দলে প্রথমে গাইয়ে হিসাবে যোগ দিয়ে ক্রমে অভিনয়-শিল্পী হিসাবে খ্যাত হন। পরবর্তী কালে গ্রান্ড বীণাপাণি অপেরা, ভাণ্ডারী অপেরা ও আরও বহু অপেরার সঙ্গীত-শিল্পী হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। [১৪৯]

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় (১৯০৪ - ১৯·১১·১৯৮০) বেহালা—কলিকাতা। বিপিনবিহারী। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী। ১৯১৭ খ্রী· শান্তিনিকেতনে পড়তে যান। ১৯১৯ খ্রী· কলাভবনে ভর্তি হন। অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলালের প্রিয়শিষ্য ছিলেন। ১৯২৫ খ্রী· কলাভবনের শিক্ষক এবং সেই সঙ্গে এখানের ছোট মিউজিয়ামের কিউরেটর ও লাইব্রেরিয়ান হন। টেমপেরা তাঁর প্রিয় মাধ্যম হলেও তেল রং ও ম্যুরালেও দক্ষতা ছিল। ১৯৩৭ - ৩৮ খ্রী· জাপান ভ্রমণ করেন। ভারতীয় শিল্পকলায় জাপানী ভাবধারা আনয়নে তিনি পথিকৃৎ। তাঁর শিল্পপ্রতিভার কিছু নিদর্শন আছে শান্তিনিকেতনের কলাভবন ও হিন্দীভবনের ফ্রেস্কোগুলিতে। ১৯৪৯ খ্রী· কলাভবন ছেড়ে নেপাল সরকারের অনুরোধে ঐ দেশের শিক্ষাবিভাগের উপদেষ্টার দায়িত্ব নিয়ে কাঠমাণ্ডু যান। নেপালের সরকারী মিউজিয়মের কিউরেটরও ছিলেন। ১৯৫১ - ৫২ খ্রী· মুসৌরিতে একটি শিল্পশিক্ষাকেন্দ্র ও শিশুশিক্ষা নিকেতন গড়ে ওখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসায় ১৯৫৬ খ্রী· চিকিৎসার জন্য অপারেশন করিয়ে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন হয়ে যান। ১৯৫৮ খ্রী· আবার কলাভবনে ফিরে আসেন। এখানে কিছুদিন অধ্যাপনা করার পর অধ্যক্ষ পদে বৃত হন। ১৯৭৩ খ্রী· এমেরিটাস অধ্যাপক হিসাবে কিছু দিন কলাভবনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অন্ধ হওয়ার পরও ছবি এঁকেছেন, ভাস্কর্য, কাগজ কেটে ছবি বসানো এবং টালি দিয়ে ম্যুরালের কাজ করেছেন অনেক। শেষ জীবনে সম্পূর্ণ নির্জনবাস করেছেন। চিত্র-সমালোচক এবং লেখক হিসাবেও খ্যাতি ছিল। তাঁর 'চিত্রকর' গ্রন্থের জন্য দশ হাজার টাকা পুরস্কার পান। 'কর্তাবাবা' তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা। 'পদ্মভূষণ' (১৯৭৪) ও বিশ্বভারতীর 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। কার্টুনিস্ট, ডাক্তার বনবিহারী তাঁর অগ্রজ। [১৬, ১৭]

বিনোদিনী দাসী (১৮৬৩ - ফেব্রু· ১৯৪২) কলিকাতা। খ্যাতনাম্নী নাট্যাভিনেত্রী। শৈশবে বিবাহ হলেও শ্বশুরবাড়ী যান নি। দারিদ্র্যের জন্য অল্প বয়সেই সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগ দেন। ডিসে· ১৮৭৪ খ্রী· গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে 'শত্রুসংহার' নাটকে একটি পরিচারিকার ভূমিকায় অভিনয় করেন। পরবর্তী নাটকে নায়িকার ভূমিকা পান। ১৮৭৫ খ্রী· গ্রেট ন্যাশনাল দলের সঙ্গে ভারতভ্রমণে গিয়ে অভিনয় করেন ও বহু রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ১৮৭৭ খ্রী· কয়েক মাসের জন্য বেঙ্গল থিয়েটারে যোগ দেন। ঐ বছরই গিরিশচন্দ্রের অনুরোধে ন্যাশনাল থিয়েটারে এসে তাঁর শিক্ষায়, যত্নে এবং স্বীয় প্রতিভার সংযোগে বাঙলা তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ মঞ্চাভিনেত্রীরূপে খ্যাত হন। মঞ্চের প্রতি

অনুরাগের জন্য বহুবার অন্য স্থান থেকে প্রস্তাবিত বিপুল অঙ্কের অর্থের প্রলোভন সংবরণ করেন। তাঁর এই নিঃস্বার্থ ত্যাগের ফলেই ষ্টার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। কিন্তু ১২ বছর সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করে খ্যাতির শিখরে থেকেই সহকর্মীদের অবিচারে এবং অন্যান্য নানা কারণে ১৮৮৬ খ্রী· অভিনয়-জীবন থেকে তিনি অবসর নেন। জীবনে অনেক দুঃখ ও শোক পেয়েছেন। সেসব কথা তাঁর রচিত 'আমার কথা' গ্রন্থে বর্ণিত আছে। ৫০টি নাটকে ৬০টির অধিক চরিত্রে অভিনয় করেছেন। পত্র-পত্রিকায় 'ফ্লাওয়ার অফ দি নেটিভ স্টেজ', 'প্রাইমা ডোনা অফ দি বেঙ্গলী স্টেজ' উপাধি পেয়েছেন। গিরিশচন্দ্রের মতে 'বিনোদিনীর মতো প্রতিভাশালী অভিনেত্রী সর্বদেশেই বিরল'। অভিনীত সকল চরিত্রে সুনাম হলেও গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' নাটকে চৈতন্যের ভূমিকায় তিনি যুগান্তকারী অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাদ-ধন্য হন। শেষ জীবনে ধর্মচর্চা করে কাটিয়েছেন। সে সময়ে তাঁর দেখাশুনা করতেন নটী তারাসুন্দরীর কন্যা প্রতিভা। তাঁর সাহিত্য-চর্চা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবিতা ও গদ্য লেখায় পারদর্শী ছিলেন। নটী কুলে একমাত্র নাটক লেখিকা সুকুমারী আর বিনোদিনীকে বলা যায় কবি। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ 'বাসনা' এবং কাব্যোপন্যাস 'কনক ও নলিনী'। 'আমার কথা' গ্রন্থ ছাড়া তাঁর নাট্য জীবনের স্মৃতিমূলক গদ্য রচনা ধারাবাহিকভাবে 'রূপ ও রঙ্গ' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। [৩, ৬৯, ১৪৯]

বিনোদিনী বসু রায়চৌধুরী (১৮৭৭ - ডিসে· ১৯৪১) রাজপুর—২৪ পরগনা। উপেন্দ্রনাথ বসু। দক্ষিণবঙ্গের অন্তঃপুরীকাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে তাঁর প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। রাজপুর বঙ্গ বিদ্যালয় থেকে বৃত্তি নিয়ে এম·ই· পাশ করেন। অল্পবয়সে এক পুত্র নিয়ে বিধবা হয়ে মাসিক ত্রিশটাকা বেতনে স্ত্রীশিক্ষার জন্য সরকার কর্তৃক কাজে নিযুক্ত হন (১৮৯৮)। এই কাজে তাঁকে সহায়তা করতে বিরাজমোহিনী বিশ্বাস নামে এক দেশীয় খ্রীস্টান মহিলাও নিযুক্ত হয়েছিলেন। পল্লীতে পল্লীতে গিয়ে তিনি বয়স্কা নারীদের শিক্ষা দিতেন। এইসব বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসতেন হৃদয়বালা বসু, নীরজা সোম, কামিনী বসু, লাবণ্যলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃপ্তি রায়, মনীষা রায় প্রভৃতি। ১৯৩২ খ্রী· তিনি অবসর গ্রহণ করেন। [২১৩]

বিন্দুবাসিনী। কৃষ্ণযাত্রার দল করে নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের পালা গাইতেন। শোনা যায়, যৌবনে মুসলমান ধর্ম অবলম্বনকারী, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে খ্যাতিমান জনাব আলির তিনি কন্যা ছিলেন। পিতার কাছে গান শিখে তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পারদর্শিনী হয়েছিলেন। পালা গানে যশোদার ভূমিকায় অভিনয় করতেন। তাঁর দলে প্রধান জুড়ি ছিলেন সর্বেশ্বর মুচি। ১৩২৫ বঙ্গাব্দেও তাঁর গান শোনা গেছে। [১৮৮]

বিপদবারণ সরকার (১৮৮৫ - ১৯৮০) হবিবপুর—বরিশাল। কৈলাসচন্দ্র। ১৯০৯ খ্রী· বরিশালের বানারীপাড়া স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, ১৯১১ খ্রী· বরিশালের বি·এম কলেজ থেকে এফ·এ· ও ১৯১৩ খ্রী· ঢাকা কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করে শিক্ষকতা কাজের সঙ্গে ১৯১৭ খ্রী· বাঁশের টিউবওয়েল প্রস্তুত করার কাজ শুরু করেন। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে ঢাকা বিক্রমপুর স্কুলের সহ-প্রধান শিক্ষকের পদ ত্যাগ করেন। বিক্রমপুরের দীঘিরপার জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার কালে ঢেঁকি-পদ্ধতিতে (স্লোজার সিস্টেম) টিউবওয়েল পোঁতার পদ্ধতির উন্নয়ন বিষয়ে সচেষ্ট হন এবং আরও গবেষণার সুবিধার্থ ১৯২৩ খ্রী· কলিকাতায় আসেন। তাঁর গ্রামবাসী ডাঃ নিশিকান্ত বসুর মাধ্যমে তিনি কার্তিক বসু, মদনমোহন বর্মণ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বাঁশের টিউবওয়েল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে থাকেন। গবেষণার ফলস্বরূপ ১৯২৬ খ্রী· 'দশভুজা জলদূত' নামে একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে কর্মীদের বিনাবেতনে বাঁশের টিউবওয়েল পোঁতার কৌশল শিক্ষা দেওয়া হত। ১৯৩৬ খ্রী· মেদিনীপুরের বালিচকে প্রথম ফিল্টার-বর্জিত টিউবওয়েল পোঁতা হয়। এর সাফল্যে বিভিন্ন জেলা থেকে টিউবওয়েলের অর্ডার আসতে থাকে। এ ছাড়া তিনি 'Force Stick Pump', 'Valveless Pump', 'Suction Stick Pump', 'Sand Accumulator', 'পিস্টন-বর্জিত পাম্প, বন্যা নিয়ন্ত্রণে 'সোক-ওয়েল' (Soak well)-এর ব্যবহার এবং জলশক্তির জন্য সাইফনের ব্যবহার প্রভৃতি উদ্ভাবন করেন। তাঁর গবেষণালব্ধ পদ্ধতির প্রয়োগ করে 'পাইওনীয়র টিউবওয়েল কোম্পানী' সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু চরম দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর দিন কেটেছে। তিনি বলতেন, 'I am purely a research worker, not a businessman'। ১৯৫২ খ্রী· একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পর ১৯৫৯ খ্রী· থেকে উদ্বাস্তু কলোনীতে সরকারের সামান্য পেনসনের টাকায় তাঁর জীবন নির্বাহ হত। [১৪৯, ১৭৪]

বিপিনকৃষ্ণ বসু, স্যার (১৮৫১ - আগস্ট ১৯৩৩) কলিকাতা। মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন থেকে প্রবেশিকা এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৮৭২ খ্রী· এম·এ· এবং বি·এল· পাশ করে কলিকাতা হাইকোর্টে কিছুদিন ওকালতি করার পর প্রধান শিক্ষকের পদ নিয়ে জব্বলপুর যান। ১৮৭৪ খ্রী· জব্বলপুর থেকে নাগপুর আসেন এবং পুনরায় ওকালতি শুরু করেন। ১৮৮৫ খ্রী· স্মলকজ্ কোর্টের অস্থায়ী বিচারপতি, ১৮৮৮ খ্রী· নাগপুর গভর্নমেন্টের অ্যাডভোকেট এবং ১৮৯৯ খ্রী· ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের বেসরকারী সদস্য হন। তিনি নাগপুর মিউনিসিপ্যালিটির সেক্রেটারী, ভারতীয় দুর্ভিক্ষ কমিশনের একমাত্র ভারতীয় সদস্য এবং আরও বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। ১৯২৩ খ্রী· নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁরই প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৯ খ্রী· পর্যন্ত তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি বহু অর্থ দান করেছেন। অমৃতবাজার পত্রিকায় দাক্ষিণাত্যের জনসাধারণের দারিদ্র্য ও ভূমি-রাজস্ব বিষয়ে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রেও তাঁর অনুরাগ ছিল। ১৯২৭ খ্রী· ঐ পত্রিকায় নক্ষত্রমণ্ডল সম্বন্ধে তাঁর শেষ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কলিকাতায় মৃত্যু। [১, ৫]

বিপিনচন্দ্র দাস (১৯০৬ ? - ১৩·৮·১৯৬৯) গৌরীপুর—ময়মনসিংহ। গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সঙ্গে ওস্তাদ এনায়েত খাঁয়ের কাছে কিশোর বয়স থেকে সেতারে তালিম নেন। পরে ওস্তাদ কেষ্টগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও ওস্তাদ দবীর খাঁ সাহেবের কাছে খেয়াল শেখেন। ২০/২৫ বছর বয়স থেকে সারা ভারতের নানা স্থানে রাজা-জমিদারের বাড়িতে বিভিন্ন সঙ্গীত অনুষ্ঠানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও সেতার বাজনা পরিবেশন করে সুনাম অর্জন করেন। কলিকাতা ও ঢাকা থেকে আকাশবাণীর শিল্পী হিসাবে অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। দেশবিভাগের পর পাকিস্তানে থাকতেন। আজীবন প্রাচুর্যের মধ্যে থেকে জীবনের শেষদিনে নিঃস্ব অবস্থায় বিনা চিকিৎসায় ক্যান্সার রোগে মারা যান। [১৭]

বিপিনচন্দ্র পাল (৭·১১·১৮৫৮ - ২০·৫·১৯৩২) পৈল—শ্রীহট্ট। রামচন্দ্র। প্রসিদ্ধ দেশনেতা ও বিশিষ্ট বক্তা। প্রথমে শ্রীহট্ট শহরে একজন মৌলবীর কাছে ও পরে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়েন। ১৮৭৪ খ্রী· প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েও একটি স্কলারশিপ লাভ করেছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে দুবছর এবং কলিকাতার চার্চ মিশনারী সোসাইটিতে এক বছর পড়ে গণিতের জন্য আই·এ· পাশ করতে না পারলেও পরিচিত মহলে সাহিত্যে ও ইংরেজী ভাষায় তাঁর জ্ঞানের খ্যাতি ছিল। কলিকাতায় ছাত্রাবস্থায় ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করতেন এবং ১৮৭৭ খ্রী· শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রেরণায় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে ত্যাজ্যপুত্র হন। ১৮৭৯ খ্রী· কটকের একটি স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে এখানে মতদ্বৈধ হওয়ায় চাকরি ছেড়ে দেন। পরে শ্রীহট্ট, কলিকাতা, বাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানে শিক্ষকতা করেন। ডিসেম্বর ১৮৮১ খ্রী· বোম্বাইয়ে এক ব্রাহ্মণ বাল-বিধবাকে ব্রাহ্মমতে বিবাহ করেন। এই স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করেছিলেন। বাঙ্গালোর থেকে কলিকাতা ফেরার সময় দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৮৮৭ খ্রী· মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত জাতীয় মহাসমিতির তৃতীয় অধিবেশনে প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত থেকে অস্ত্র আইন প্রত্যাহারের দাবি সমর্থন করে বক্তৃতা করেন। ১৮৯৮ খ্রী· বৃত্তি পেয়ে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব পড়ার জন্য বিলাত গিয়ে এক বছর অক্সফোর্ডে কাটান। ভারতে ফিরে ১২·৮·১৯০১ খ্রী· 'নিউ ইন্ডিয়া' নামে সাপ্তাহিক ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯০৫ খ্রী· বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে স্বদেশী আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথের অনুগামী হয়ে বিভিন্ন সভায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন। ৬·৮·১৯০৬ খ্রী· ইংরেজী দৈনিক 'বন্দেমাতরম' পত্রিকাটি প্রকাশ হলে প্রথম সম্পাদক হন বিপিনচন্দ্র পাল। এরপর সম্পাদক হন শ্রীঅরবিন্দ। সুবোধচন্দ্র মল্লিক, হরিদাস হালদার, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন দাশ, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিরা পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কাগজের শিরোনামায় লেখা হলো 'India for Indians'। অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে মতানৈক্য হওয়ায় কাগজ ছেড়ে দিলেও রাজদ্রোহিতার মামলায় অরবিন্দ গ্রেপ্তার হলে তিনি পুনর্বার সম্পাদক হন এবং অরবিন্দের মামলায় সাক্ষ্যদান করতে অস্বীকার করে কারাদণ্ড ভোগ করেন। স্বদেশী ও স্বরাজের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে ১৯০৭ খ্রী· মাদ্রাজে তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতাবলীর প্রভাব সারা দক্ষিণ ভারতে অনুভূত হয়েছিল। ১৯০৮ খ্রী· তিনি দ্বিতীয়বার বিলাত যান। সে সময়ে তিনি সেখানে 'Swaraj' এবং 'Indian Student' নামে দুটি পত্রিকা বার করেন। 'Swaraj' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'The Aetiology of the Bomb in Bengal' শীর্ষক প্রবন্ধের জন্য তিন বছর পর বোম্বাইতে পৌছান মাত্র তিনি গ্রেপ্তার হন। ১৯১২ খ্রী· থেকে ১৯১৫ খ্রী· পর্যন্ত লেখাই ছিল তাঁর মুখ্য কাজ। ১৯১৬ খ্রী· থেকে আর একবার তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ঐ বছর বালগঙ্গাধর তিলক হোমরুল গঠন করলে তিনি তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। ১৯১৮ খ্রী· ভারতের শাসন-সংস্কার সম্পর্কে মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। পরের বছর ১৯১৯ খ্রী· একটি কংগ্রেস প্রতিনিধি দলের নেতা হয়ে তিনি তৃতীয়বার বিলাত যান। রাজনৈতিক জীবনে তিনি লালা লাজপৎ রায় ও লোকমান্য তিলকের অনুগামী এবং চরমপন্থী 'লাল-বাল-পালে'র অন্যতম। ১৯২১ খ্রী· গান্ধীজীর প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করে নিন্দিত হন এবং সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নেন। স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকারে বিশ্বাসী এবং স্ত্রীশিক্ষা ও জাতীয় শিক্ষায় উৎসাহী ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় চরমপন্থী সংগ্রামের পথ পরিত্যাগ করে অ্যানি বেশান্তের 'হোমরুল-আন্দোলন'-এ সহযোগিতা করেন। চিদম্বরণ পিল্লাই তাঁকে 'স্বাধীনতার সিংহ' বলে অভিহিত করেছিলেন। উপরোক্ত পত্রিকাগুলি ছাড়া 'পরিদর্শক', 'দি হিন্দু রিভিউ', 'দি ডেমোক্র্যাট', 'দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট' প্রভৃতির সম্পাদক ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'শোভনা', 'ভারত সীমান্তে রুশ', 'মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবনী', 'জেলের খাতা', 'নবযুগের বাংলা', 'সত্তর বৎসর' (আত্মস্মৃতি), 'চরিত্র চিত্র', 'সাহিত্য ও সাধনা', 'রাষ্ট্রনীতি', 'মার্কিণে-চারিমাস', 'Indian Nationalism', 'Nationality and Empire', 'Swaraj and the Present Situation', 'The Basis of Social Reform', 'The Soul of India', 'The New Spirit','Studies of Hinduism','Memoirs of My life and Time' প্রভৃতি। 'ব্রাহ্মত্ব' কোনোদিন তিনি ত্যাগ করেন নি কিন্তু ক্রমে ক্রমে ধর্মমত পরিবর্তিত হয়ে ১৮৯৫ খ্রী· বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে

বৈষ্ণব সাধনায় অনুরাগী হন। শেষজীবনে আর্থিক অনটনে কষ্ট পেয়েছেন। [১, ৮, ১০, ২৬, ৫৪, ৯২]

বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় (৫.১১.১৮৮৭ - ১৪.১.১৯৫৪) হালিশহর—চব্বিশ পরগনা। অক্ষয়নাথ। বারীন ঘোষ ও রাসবিহারী বসুর সহকর্মিরূপে বৈপ্লবিক ব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মুরারিপুকুর, আড়িয়াদহ প্রভৃতি বিপ্লবী কেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। বিপ্লবের আদিযুগে যে কয়েকটি সমিতি ছিল তার মধ্যে ১৮৯৭ খ্রী· তাঁর 'আত্মোন্নতি সমিতি' অন্যতম প্রধান। তাঁর উদ্যোগে নিজ দলের (যুগান্তর সমিতির একটি শাখা) সাহায্যে ১৯১৪ খ্রী· রডা কোম্পানীর মশার পিস্তল অপহরণ করা হয়। ১৯১৫ খ্রী· যুগান্তর সমিতি কর্তৃক বার্ড কোম্পানীর গাড়ী লুণ্ঠনের ব্যাপারে ও বেলিয়াঘাটার এক চাউল ব্যবসায়ীর অফিসে ডাকাতিতে তিনি যতীন্দ্রনাথের সাহায্যকারী ছিলেন। তাঁর পরিচালনায় আড়িয়াদহে ও আগরপাড়ায় দু'টি ডাকাতি হয়। দ্বিতীয়টিতে তিনি স্বয়ং একটি রিভলভারসহ গ্রেপ্তার হন। ১৯২১ খ্রী· তিনি কংগ্রেস আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩০ খ্রী· বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনেও যোগ দেন। জীবনের প্রায় ২৪ বছর মান্দালয়, রেঙ্গুন, আলীপুর প্রভৃতি কারাগারে বন্দী ছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার আগে থেকেই শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সংগঠনের সভাপতি হয়েছিলেন। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে (১৯৫২) বীজপুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য হন। [৩, ১০, ৫৪]

বিপিনবিহারী গুপ্ত (১৮৭৫ - ১৯৩৬) কলিকাতা। কেদারনাথ। ১৮৯৫ খ্রী· রিপন কলেজ থেকে ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাসে ডাবল্ অনার্স নিয়ে বি·এ· পাশ করেন এবং মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশনে অধ্যাপনায় ব্রতী হন। অধ্যাপনার সময়েই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটশিপ পরীক্ষা পাশ করেন। কিন্তু সরকারী চাকরি গ্রহণ করেন নি। ১৮৯৯ খ্রী· ইংরেজী সাহিত্যে ও ইতিহাসে এম·এ· পাশ করে শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজের অধ্যক্ষ হন। পরে ১৯০৬ খ্রী· থেকে রিপন কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপকের কাজ করেন। সাহিত্যিক ও সমালোচক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। 'ভারতবর্ষ', 'মানসী ও মর্মবাণী', 'সবুজপত্র' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন। 'বিবিধ প্রসঙ্গ' ও 'পুরাতন প্রসঙ্গ' তাঁর রচিত দু'টি মূল্যবান গ্রন্থ। [১, ৪৫]

বিপিনবিহারী চক্রবর্তী (১৮৫২ - ১৮৯৯) খাঁটুরা—চব্বিশ পরগনা। ভগবান বিদ্যালঙ্কার। তাঁর রচিত গ্রন্থ: 'অদ্ভুত দিগ্বিজয়', 'সৈনিক সীমন্তিনী', 'কুশদ্বীপ কাহিনী' প্রভৃতি। এছাড়া তাঁর কৃত 'লন্ডন রহস্য' (মিস্ট্রিস্ অফ লন্ডনের বঙ্গানুবাদ) এক সময়ে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল। অপর অনুবাদ গ্রন্থ: 'মিস্ট্রিস অফ কোর্ট'। [১]

বিপিনবিহারী নন্দী (২৫.১.১৮৭০ - ২১.৭.১৯৩৭) জঙ্গলখাইন—চট্টগ্রাম। বিশিষ্ট কবি। তাঁর রচিত 'সপ্তকাণ্ড রাজস্থান' কাব্যের জন্যে উদয়পুরের মহারানী তাঁকে 'রাজস্থান-কা-কৃত্তিবাস' আখ্যা দেন। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'শিখ', 'অর্ঘ্য', 'নারী', 'চন্দ ও চন্দ্রধর' প্রভৃতি। [২১২]

বিপিনবিহারী মণ্ডল (১৯১০ - ৬.১০.১৯৪২) কিসমত-পুরপুটিয়া—মেদিনীপুর। সারাজীবন বহু রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের সময় (১৯৪২) পুলিস তাঁর বাড়ি তল্লাশীর নামে লুণ্ঠন করে। নিজ গ্রামে আন্দোলন সংক্রান্ত সভায় বক্তৃতা করবার সময় পুলিসের গুলিতে নিহত হন। [৪২]

বিপিনবিহারী সেন (? - পৌষ ১৩৪৪ ব·) বরিশাল। বিশিষ্ট চিকিৎসক ও প্রবীণ কংগ্রেস-নেতা। ১৯০১ খ্রী· ময়মনসিংহ যান এবং অল্পকালের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ১৯০৫ খ্রী· থেকে অসহযোগ আন্দোলন, স্বরাজ্য দলের আন্দোলনের পুরোভাগে এবং আইন অমান্য আন্দোলনে কিছুদিন বাঙলার ডিক্টেটর ছিলেন। সেই সময় তাঁকে কিছুদিন কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। তিনি তিন বার ময়মনসিংহ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হন এবং ২৫ বছর কমিশনার ছিলেন। বহু দরিদ্র ছাত্রকে নিজের বাড়িতে রেখে পড়াতেন এবং দরিদ্র লোকদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করতেন। রবীন্দ্র-বিশারদ পুলিনবিহারী তাঁর পুত্র। [১৪৯]

বিপুলচন্দ্র বসাক (? - ১৫.৮.১৯৪২) ঢাকা। হরিদাস। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ঢাকায় মিছিল নিয়ে যাবার সময় পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

বিপ্রদাস পালচৌধুরী (১৮৫৭ - ২৫.১০.১৯১৪) মহেশগঞ্জ—নদীয়া। জমিদার মধুসূদন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৮৭৩ খ্রী· এফ·এ· পাশ করে সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার জন্য ইংল্যান্ড যান। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে তিনি প্রথমে একটি পিতলের কারখানা ও পরে বহু টাকা ব্যয়ে একটি চর্ম পরিষ্কারের কারখানা স্থাপন করেন। স্বদেশী দ্রব্য নির্মাণের জন্য সবসময়ই চেষ্টা করে গেছেন। ইংরেজদের একচেটিয়া চা-ব্যবসায়েও মনোযোগ দেন এবং উদ্যোগী হয়ে তাঁর দার্জিলিং গয়াবাড়ি টি এস্টেটে একটি ফ্যাক্টরী স্থাপন করেন। সমাজ-সংস্কারের চেষ্টায় নিজ কন্যাদের সুশিক্ষিত করে অসবর্ণ যুবকদের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে সৎ-সাহসের পরিচয় দেন। লন্ডনে মৃত্যু। [১, ৮]

বিপ্রদাস পিপিলাই (১৫শ শতাব্দী) বাদুড়্যা-বটগ্রাম—চব্বিশ পরগনা (?)। মুকুন্দ। মনসামঙ্গল কাব্যের প্রাচীন কবিদের অন্যতম। এ পর্যন্ত তাঁর রচিত যে দুইখানি পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে মনে হয় ১৪৯৫ খ্রী· তিনি তাঁর কাব্য রচনা করেন। বরিশালে বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্য রচনাকালও ঐ সময়ে (১৪৯৪)। তাঁর গ্রন্থে চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্যযাত্রায় সুপ্রাচীন সপ্তগ্রামের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। [৩]

বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় (১৮৪২ - ৩০.১১.১৯১৪)। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভ। 'বঙ্গবাসী' এবং বিভিন্ন সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখতেন। রচিত গ্রন্থ: 'পাকপ্রণালী', 'জননী জীবন', 'শুভবিবাহতত্ত্ব', 'দেদার মজা' প্রভৃতি। নাট্যকার ও বিশিষ্ট অভিনেতা অপরেশচন্দ্র তাঁর পুত্র। [১]

বিপ্রপ্রসাদ বেরা (? - ৬.৬.১৯৩০) নারানদিয়া—মেদিনীপুর। বঙ্কিম। ১৯৩০ খ্রী· লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন। নিজের গ্রামে পুলিসের গুলিতে গুরুতরভাবে আহত হয়ে কাঁথিতে মারা যান। [৪২]

বিবেকনারায়ণ সিংহ। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে তিনি বরাহভূমের ৬৪২ বর্গমাইলের অধিপতি ছিলেন। তিনি ইংরেজকে কর-প্রদানে অস্বীকৃত হয়ে বিদ্রোহী হন। বহুদিন বিবাদের পর পরাজিত হয়ে রাজ্যচ্যুত হলে তাঁর পুত্র রঘুনাথ ১৭৭৫ খ্রী· ইংরেজের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে রাজ্যগ্রহণ করেন। এই কারণে বিবেকনারায়ণ বিরক্ত হয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছিলেন। [১]

বিবেকরঞ্জন সেন (? - ৩.৮.১৩৭৬ ব·)। নাগপুর ও মধ্যপ্রদেশের হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি ও মধপ্রদেশের ভিজিল্যান্স কমিশনার ছিলেন। জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরূপে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। [৪]

বিবেকানন্দ, স্বামী (১২.১.১৮৬৩ - ৪.৭.১৯০২) সিমুলিয়া—কলিকাতা। বিশ্বনাথ দত্ত। শৈশবের নাম বীরেশ্বর বা বিলে। অ্যাটর্নি পিতার মেধাবী সন্তান। মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন ও প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং ১৮৮৪ খ্রী· জেনারেল অ্যাসেমব্লীজ ইনস্টিটিউশন থেকে বি·এ· পাশ করেন। আইন পড়বার সময় পিতার মৃত্যুতে সাংসারিক অনটন দেখা দিলে পড়া বন্ধ করতে বাধ্য হন। ইতিমধ্যেই দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বিবিধ গ্রন্থের মাধ্যমে সত্যানুসন্ধান চলছিল। সাংসারিক প্রয়োজনে মেট্রোপলিটান স্কুলে শিক্ষকতা করেন। কলেজে পড়বার সময় রাজা রামমোহন রায়ের বেদান্তদর্শন বিষয়ে গ্রন্থ পড়ে ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হন। এফ·এ· পড়বার সময় রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ পেয়ে গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। ক্রমে রামকৃষ্ণের কাছ থেকে মানব-সেবার দীক্ষা নেন। ১৬ আগস্ট ১৮৮৬ খ্রী· রামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পর গুরুভ্রাতাদের নিয়ে বরাহনগরে মঠ স্থাপন করে সন্ন্যাস-নাম গ্রহণ করেন 'বিবেকানন্দ'। পরের তিন বছর পরিব্রাজক-রূপে সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন। এই সময় জয়পুরের সভাপণ্ডিতদের কাছ থেকে অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি, ক্ষেত্রীর সভাপণ্ডিত নারায়ণ দাসের কাছে পতঞ্জলির মহাভাষ্য এবং পোরবন্দরের পাণ্ডুরংয়ের কাছে বেদান্ত শেখেন। মাদ্রাজে থাকা কালে শিষ্যদের অনুরোধে এবং সারদা দেবীর অনুমতি নিয়ে তিনি শিকাগো ধর্ম মহাসভায় যোগদানের জন্য ৩১ মে ১৮৯৩ খ্রী· আমেরিকা যাত্রা করেন। সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত ঐ মহাসভায় হিন্দুধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে অসামান্য প্রসিদ্ধি অর্জন করেন এবং ধর্মপ্রচারক মহলে আলোড়ন তোলেন। এরপর বোস্টন, ডিট্রয়েট, নিউইয়র্ক, বাল্টিমোর, ওয়াশিংটন, ব্রুকলীন প্রভৃতি নগরে বক্তৃতা দেন। তাঁর বেদান্ত-সম্বন্ধীয় বক্তৃতায় ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বহু নরনারী তাঁর বক্তব্যে ও ধর্মমতে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে মিস্ মার্গারেট নোবল্ (নিবেদিতা) অন্যতম। ১৮৯৭ খ্রী· ভারতে ফিরে এলে স্বামীজীকে বীরোচিত সংবর্ধনা জানানো হয়। সংবর্ধনা-সভায় যুবকদের প্রতি তাঁর উদাত্ত আহ্বান ছিল: 'ওঠো, জাগো—লক্ষ্যে পৌঁছবার আগে থেমো না।' ১ মে ১৮৯৭ খ্রী· 'রামকৃষ্ণ মিশন' এবং ১৮৯৯ খ্রী· রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র হিসাবে 'বেলুড় মঠ' প্রতিষ্ঠা করেন। এই মিশনের মূল আদর্শ ছিল—মানব-সেবা। বেদান্ত ও রামকৃষ্ণের শিক্ষা প্রচারের জন্য বাংলায় 'উদ্বোধন' ও ইংরেজীতে 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামে দু'টি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। জুন ১৮৯৯ খ্রী· আমেরিকায় বেদান্ত-শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার সেখানে যান। ফেরবার পথে প্যারিসে 'ধর্ম ইতিহাস সম্মেলনে' যোগ দেন। ভারতে ফিরে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বেনারসে ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও রামকৃষ্ণ হোম, রামকৃষ্ণ পাঠশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। রাজনীতিক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে অবতীর্ণ না হলেও তাঁর বক্তৃতা ও রচনা দেশের যুবকদের প্রাণে অভূতপূর্ব প্রেরণা জুগিয়েছিল। তিনি আধুনিক ভারতের অন্যতম স্রষ্টা ব'লে পূজিত হন। তিনি সংস্কার ও আচারের বহিরাবরণ সরিয়ে ভারতাত্মাকে জাগ্রত করেছেন, দেশকে নূতন জাতীয়তা ও মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং বিশ্বের কাছে ভারতের ভাবমূর্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাংলা সাহিত্যে সফল কথ্যভাষার তিনি অন্যতম প্রধান প্রচারক। তিনি ইংরেজী ও বাংলায় বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'পরিব্রাজক', 'ভাববার কথা', 'বর্তমান ভারত', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'Karmayoga', 'Rajayoga', 'Jnanayoga', 'Bhaktiyoga' প্রভৃতি। [১, ৩, ৭, ১০, ২৫, ২৬]

বিভূতিচন্দ্র (১১/১২শ শতাব্দী)। উত্তরবঙ্গে গঙ্গা ও করতোয়ার সঙ্গমে রামপাল-প্রতিষ্ঠিত জগদ্দল-বিহারের অন্যতম প্রধান ভিক্ষু বিভূতিচন্দ্রের জন্ম রাজবংশে। ত্যাঙ্গুর ঐতিহ্যমতে তিনি ছিলেন মহাপণ্ডিত, আচার্য, উপাধ্যায় এবং একাধারে গ্রন্থকার, টীকাকার, অনুবাদক ও সংশোধক। তিনি কিছুকাল নেপালে ও তিব্বতে বাস করেছিলেন। তাঁর রচিত কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। তিনি তিব্বতীতে অনেক গ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন। লুই-পা'র দু'টি গ্রন্থের এবং অভয়াকরের দুই বা ততোধিক গ্রন্থের অনুবাদ তাঁরই রচনা। তিনি শান্তিদেব-রচিত বোধিচর্যাবতারের একখানি টীকা লিখেছিলেন। তাঁর রচিত 'অমৃত কর্ণিকা' নামে 'নামসংগীতি'র টীকা কালচক্রযানের মতে লিখিত হয়েছিল। স্বল্পকালস্থায়ী এই প্রসিদ্ধ মহাবিহারের অন্যান্য স্বনামধন্য আচার্য ছিলেন

দানশীল, মোক্ষাকর গুপ্ত, শুভাকর গুপ্ত, ধর্মাকর প্রমুখ। [১, ৬৭]

বিভূতিভূষণ দত্ত (১৫-৮-১৮৮৮ - ৬-১০-১৯৫৮) কানুনগোপাড়া—চট্টগ্রাম। পি-আর-এস- ও ডি-এস-সি- উপাধি প্রাপ্ত ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা গণিতের অধ্যাপক। ১৯৩৮ খ্রী- সন্ন্যাস গ্রহণ করে 'স্বামী বিদ্যারণ্য' নামে আখ্যাত হন। তাঁর রচিত 'History of Hindu Mathematics' এবং 'প্রাচীন ভারতের ভাগবত কাহিনী' দুটি মূল্যবান গ্রন্থ। এছাড়া গণিতশাস্ত্রের বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধও লিখেছেন। [২১২]

বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত (১৫-১-১৯০৪ - ১৫-৪-১৯৭৫) গাউপাড়া—ঢাকা। পুরুলিয়ার বিখ্যাত নেতা ও 'লোকসেবক সঙ্ঘে'র প্রতিষ্ঠাতা ঋষি নিবারণচন্দ্র। পুরুলিয়া জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলিকাতার কলেজে পড়তে আসেন। এই সময় (১৯২১) গান্ধীজীর আহ্বানে তিনি কলেজ ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯২৪ খ্রী- তারকেশ্বরের মহান্তের দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আহ্বানে যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয় তাতে মানভূম জেলার সত্যাগ্রহীদের নেতৃত্ব করে তিনি সদলে কারাবরণ করেন। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে অল্পবয়স থেকেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সব রকমের আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। রাজনৈতিক আদর্শের দিক দিয়ে গান্ধীবাদী হলেও বিগত দিনের সহিংস বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট আত্মিক যোগ ছিল। তাঁর রচিত 'সেই মহাবরষার রাঙা জল' গ্রন্থটিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজনৈতিক বন্দীরূপে বহুবার তিনি আটক ও অন্তরীণ থাকেন। ১৯৪৮ খ্রী- কংগ্রেস ত্যাগ করে 'লোকসেবক সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন এবং সঙ্ঘের প্রধান সচিব হন (১৪-৬-১৯৪৮)। বিহার-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বাঙালী-প্রধান পুরুলিয়ার পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির আন্দোলনে অন্যতম পুরোধা ছিলেন। এই আন্দোলনের ফলেই পুরুলিয়ার প্রতিনিধিরূপে লোকসেবক সঙ্ঘের প্রার্থী হিসাবে তিনি ১৯৫৭ খ্রী- ভারতের লোকসভায় সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৬১ খ্রী- পুরুলিয়া নির্বাচনকেন্দ্র থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য হন। ১৯৬৭ খ্রী- ও ১৯৬৯ খ্রী- যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে তিনি যথাক্রমে পঞ্চায়েত তথা সমাজ কল্যাণ দপ্তরের ও পঞ্চায়েত দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। পুরুলিয়া থেকে প্রকাশিত পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক 'মুক্তি' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পশ্চিম বাঙলার, বিশেষত পুরুলিয়ার বহু গঠনমূলক কাজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। অকৃতদার বিভূতিভূষণ পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও হানাহানি অবসানের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করে গেছেন। [১৬, ১৪৯, ১৫৮]

বিভূতিভূষণ দাস (১৯২৩ - ১৯৪২) বর্তন—মেদিনীপুর। বরেন। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে ভগবানপুর পুলিস স্টেশন আক্রমণকালে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে মারা যান। [৪২]

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়১ (১২-৯-১৮৯৪ - ১-৯-১৯৫০) ব্যারাকপুর-বনগ্রাম—চব্বিশ পরগনা। মহানন্দ। পিতার পেশা ছিল কথকতা ও পৌরোহিত্য। খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক। বাল্য ও কৈশোর কাটে দারিদ্র্য, অভাব ও অনটনের মধ্যে। ১৯১৪ খ্রী- ম্যাট্রিক, ১৯১৬ খ্রী- আই-এ- এবং ১৯১৮ খ্রী- ডিস্টিংশনে বি-এ- পাশ করে এম-এ- ও ল ক্লাসে ভর্তি হন, কিন্তু পড়া অসমাপ্ত রেখে প্রথমে জাঙ্গীপাড়ার স্কুলে ও পরে সোনারপুর হরিনাভি গ্রামে শিক্ষকতা করেন (১৯২০ - ২২)। মাঝে কিছুদিন প্রথমে গোরক্ষিণী সভার প্রচারক, পরে খেলাৎ ঘোষের বাড়িতে সেক্রেটারী, গৃহশিক্ষক এবং এস্টেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজাররূপে ভাগলপুর সার্কেলে কাজ করলেও মৃত্যুকাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত গোপালনগর স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। শৈশব থেকেই পল্লী-প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করত। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা 'উপেক্ষিতা' নামে গল্প জানুয়ারী ১৯২২ খ্রী- 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর বিখ্যাত রচনা 'পথের পাঁচালী' গ্রন্থ ভাগলপুরে রচিত। শেষ-জীবনের অধিকাংশ সময় ঘাটশিলায় থাকতেন। মাত্র ২১ বছরের সাহিত্য-জীবনে তিনি বহু উপন্যাস, দিনলিপি, ছোটগল্প, ভ্রমণকাহিনী এবং শিশু-সাহিত্য রচনা করেন। তাঁর রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'অপরাজিত', 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'আরণ্যক', 'ইছামতী', 'কিন্নরদল', 'দেবযান', 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'বিপিনের সংসার,' যাত্রাবদল' প্রভৃতি। 'বনে পাহাড়ে', 'মরণের ডঙ্কা বাজে', 'হীরা মানিক জ্বলে', 'চাঁদের পাহাড়'—কিশোরদের জন্য রচিত। 'উৎকর্ণ' 'স্মৃতির রেখা' তাঁর ডায়েরী গ্রন্থ। গ্রাম-বাঙলার দুঃখ, দারিদ্র্য, স্বপ্ন, আশা তাঁর রচনায় পরিস্ফুট হয়েছে। শুধু পল্লী-প্রকৃতি নয়, আরণ্য প্রকৃতিও তাঁর উপন্যাসে অপরূপ সজীবতা লাভ করেছে। 'আরণ্যক' গ্রন্থে প্রকৃতির এক অপরিচিত রূপ লীলায়িত হয়েছে। তাঁর 'পথের পাঁচালী' গ্রন্থ ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। মৃত্যুর পর ১৯৫১ খ্রী- 'ইছামতী' উপন্যাসের জন্য তাঁকে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' প্রদান করা হয়। [৩, ৫, ৭]

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়২ (১৮৯৬ - ১৯৬৮) চুঁচুড়া—হুগলী। খগেন্দ্রনাথ। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ার সময় বৈপ্লবিক আন্দোলনের সংস্পর্শে এসে কলেজ ছেড়ে কৃষ্ণনগর চলে আসেন। সেখানে 'মাস্টারমশাই' নামে পরিচিত হন। মহাত্মা গান্ধী ও আবদুল গফুর খাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। ১৯৩০ খ্রী- আইন অমান্য আন্দোলনে কারাদণ্ড ভোগ করেন। কৃষ্ণনগর অ্যাথলেটিক ক্লাবের বিশিষ্ট কর্মী ও ব্যায়ামবীর ছিলেন। ১৯৪২ খ্রী- আন্দোলনে যোগ দিয়ে আট মাস আটক থাকেন। পরবর্তী কালে গোপবন্ধু চৌধুরীর সহযোগিতায় উড়িষ্যার গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। [১৮০]

বিভূতিভূষণ সরকার (১৮৯০ - ১৯৪২) পালবাজার—বাঁকুড়া। স্বাধীনতা সংগ্রামী। বাঁকুড়ার ছেঁদা পাথর গ্রামের অরণ্যাঞ্চলে বাণী ঘোষ ও নরেন গোঁসাই-এর সহযোগে তিনি বিপ্লবীদের এক গুপ্তঘাটি গড়ে তুলেছিলেন। ক্ষুদিরামের বিপ্লবের শিক্ষা এখানেই হয়েছিল। কিংসফোর্ড হত্যার ব্যাপারে ক্ষুদিরাম ধরা পড়লে পুলিস কমিশনার টেগার্টের বাঁকুড়া অভিযান কালে তিনি গ্রেপ্তার হয়ে আন্দামানে নির্বাসিত হন। আন্দামানে প্রেরিত বিপ্লবীদের মধ্যে তিনি প্রথম দিকের বন্দী। [২০২]

বিভূতিভূষণ সেন (১.৩.১৮৯৭ - ১৩.১২.১৯৭৬) নয়াপাড়া—চট্টগ্রাম। গণিতের খ্যাতনামা অধ্যাপক। হুগলী মহসীন কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যক্ষতাও করেছেন। সরকারী কাজে অবসর গ্রহণের পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিত বিভাগের প্রধান রূপে যোগ দেন। বিশ্বভারতীতেও কিছুদিন পড়িয়েছেন। থিয়োরি অব ইলেকট্রিসিটি সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করে। ১৯৫২ খ্রী· ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের গণিত শাখার সভাপতি এবং 'ক্যালকাটা ম্যাথেমেটিকাল সোসাইটি'র আমৃত্যু সভাপতি ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'A Treatise on special Functions', 'A Treatise on Laplace Transforms', 'A Treatise on Numrical Analysis' প্রভৃতি। [২১২]

বিমল ঘোষ, মৌমাছি (১৮.৩.১৯১০ - ৭.৩.১৯৮২) বেলিয়াতোড়—বাঁকুড়া। অনাদিপ্রসন্ন। খ্যাতনামা শিশু সাহিত্যিক। ব্যারাকপুর গভর্নমেন্ট হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে ভর্তি হন। এখানে তিনি মুদ্রণ ও বিজ্ঞাপন বিষয়ক ক্ষেত্রে শিক্ষালাভ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তদানীন্তন ছোটদের বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর লেখা ছাপা হয়েছে। কর্মজীবন শুরু 'এডভান্স' পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিভাগে। পরে যোগ দেন আনন্দবাজার পত্রিকায়। তাঁরই উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় এই পত্রিকার ছোটদের আসর 'আনন্দমেলা'র প্রতিষ্ঠা (১৯৪০) ও প্রসার ঘটে। বাংলা দৈনিকের ক্ষেত্রে এটিই প্রথম প্রয়াস। 'মৌমাছি' ছদ্মনামে তিনি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। 'আনন্দমেলা'র মাধ্যমে 'মণিমেলা'র নামে শিশু ও কিশোরদের যে সংগঠন তিনি গড়ে তোলেন তা এক সময় বাঙলায় ও বাঙলার বাইরে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিভিন্ন স্থানে 'মণিমেলা'র বহু শাখা গড়ে উঠেছিল। ছোটদের জন্য অজস্র ছড়া, কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাস এবং প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত শিশু সাহিত্যের সংখ্যা একশত চল্লিশ। 'মায়া ময়ূর' তাঁর জনপ্রিয় নাটক।' 'চেঙাবঙা' বইটির জন্য তিনি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৫৩ খ্রী· বুখারেস্টে অনুষ্ঠিত বিশ্বযুব উৎসবে তিনি ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন। আকাশবাণীর সঙ্গেও দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। [১৭৪, ২০২]

বিমলচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ (২৮.৭.১৮৭৪ - ১১.১.১৯৪৮) চন্দননগর—হুগলী। গোপালচন্দ্র। পিতার কর্মকেন্দ্র এলাহাবাদে জন্ম। খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী ও বিশিষ্ট চিকিৎসক বিমলচন্দ্রের মাতা সারদা দেবী (ময়মনসিংহের শ্রীনাথ চন্দের ভগিনী) বালবিধবা ছিলেন এবং ১৮৭৩ খ্রী· ব্রাহ্মমতে তাঁর পুনরায় বিবাহ হয়। লক্ষ্ণৌ থেকে ১৮৮৮ খ্রী· এন্ট্রান্স ও ১৮৯২ খ্রী· বি-এ· এবং ১৮৯৪ খ্রী· এলাহাবাদের মুইর (Muir) সেন্ট্রাল কলেজ থেকে অঙ্কে এম-এ· পাশ করে বেরিলি কলেজে দুই বছর অঙ্ক ও বিজ্ঞানের লেক্চারার ছিলেন। ১৮৯৬ খ্রী· বিলাতে গিয়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট জোন্‌স্ কলেজে ভর্তি হন। ১৮৯৮ খ্রী· অনার্স ইন ম্যাথেমেটিক্যাল ট্রাইপোজ এবং ১৮৯৯ খ্রী· অনার্স ইন ন্যাচারাল সায়েন্স ট্রাইপোজ লাভ করেন। এ ছাড়া সিরীয়, হিব্রু, আর্মানী, ফারসী ও আরবী ভাষা অনুশীলন করে প্রতিভার পরিচয় দেন। বাংলা ও সংস্কৃতের জন্য বৃত্তি ও পুরস্কার লাভ. করেন। ১৮টি ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। ১৯০০ খ্রী· দেশে ফিরে কিছুদিন কলিকাতা সিটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ ছিল। এই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বার বিলাত যান এবং ১৯০৪ খ্রী· এল-এস-এ· ডিপ্লোমা লাভ করে লন্ডনের বিভিন্ন হাসতাপালে কাজ করেন। তাঁর স্ত্রী সরলাবালাও তাঁর সঙ্গে বিলাতে দু'বছর থেকে নার্সিং ও ধাত্রীবিদ্যায় ডিপ্লোমা নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য অল্পদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। বিমলচন্দ্র ১৯০৮ খ্রী· কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের M.B.B.C. ডিগ্রী লাভ করেন এবং পরে D.P.H. কোর্সও সম্পূর্ণ করেন। ডাক্তারি পড়া ও গবেষণার মধ্যে ১৯০২ খ্রী· এম-এ· (ক্যান্টাব) পাশ করেন। ধর্মশাস্ত্রালোচনায়ও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। ১৯০৩ খ্রী· Norrisian Divinity পুরস্কারের জন্য লেখা তাঁর প্রবন্ধ 'The Doctrine of Holy Trinity in Relation to Modern Thought' উল্লেখযোগ্য। Doctor of Divinity হবার জন্য থিসিস লিখে প্রশংসা পেলেও নিজেকে খ্রীষ্টান বলে স্বীকার না করায় উপাধি থেকে বঞ্চিত হন। ১৯০৯ খ্রী· বিদেশিনী স্ত্রী ডাঃ এডিথ ও পুত্র হ্যারি কেশবকে নিয়ে দেশে ফিরে বিদ্যাসাগর কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯৩২ খ্রী· কলেজের সহ-অধ্যক্ষ ও পরে অধ্যক্ষ হয়ে ১৯৪১ খ্রী· অবসর গ্রহণ করেন। তাঁরই উৎসাহে বিদ্যাসাগর কলেজের নারী-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২২ খ্রী· থেকে ৭ বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের (ধর্মতত্ত্ব) অধ্যাপনা করেন ও পরে এক্সপেরিমেন্টাল সাইকোলজির অধ্যাপনার কাজ করেন। বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজে প্রাণিবিদ্যা পড়াতেন। পরীক্ষক হিসাবে পাঞ্জাব ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগ ছিল। এলবার্ট ভিক্টোর হসপিটাল, কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ, ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপনা ও চিকিৎসার কাজ সমান দক্ষতায় করতেন। ১৯১০ খ্রী·

থেকে এদেশে তিনি চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করেন। ব্রাহ্ম ধর্মপালক ও প্রচারের ব্রতও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। বিভিন্ন-পত্র-পত্রিকায় শিক্ষাবিষয়ক ও চিকিৎসাশাস্ত্র-সম্পর্কীয় প্রবন্ধাদি লিখতেন। All Bengal Calcutta University Teacher's Association-এর সভাপতি ছিলেন। ১৯২৪ থেকে ১৯৩৩ খ্রী· তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের সঙ্গে কাউন্সিলার ও অল্ডারম্যান হিসাবে যুক্ত ছিলেন। হেল্‌থ্‌ কমিটির চেয়ারম্যান হয়ে কলিকাতায় 'ম্যাটারনিটি হোম', 'নার্সিং অ্যাসোসিয়েশন' ও 'লেডিস পার্ক' প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যাপকভাবে টীকা দেওয়ার প্রথা তাঁরই প্রচেষ্টায় প্রবর্তিত হয়। পতিতা নারীদের কল্যাণকর কাজে উদ্যোগী হয়ে ১৯২৭ খ্রী· পতিতাদের বালিকা কন্যাদের জন্য ১০নং সিমলা লেনে 'সরযূ-সদন' প্রতিষ্ঠা করেন। 'নারী-মঙ্গল সমিতি' পরিচালনায় 'সরযূ-সদন' সমাজ-সংস্কারের ইতিহাসে এক নূতন নির্দশন। তাঁর জীবনে অন্যান্যদের মধ্যে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রভাব যথেষ্ট বেশি। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে নির্যাতন ভোগ করেন। প্রচীন বৈদিক ধর্ম, ইসলাম ও ইহুদীদের ধর্মশাস্ত্র, বৌদ্ধতত্ত্ব এবং অন্যান্য ধর্ম-সম্পর্কেও গভীর পড়াশুনা করেছেন। কেশবচন্দ্র প্রবর্তিত নববিধান তত্ত্বের সার্থক ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরের এবং নববিধান মণ্ডলীর মুখপত্র Navavidhan-এর সম্পাদক ছিলেন। ধর্মপ্রচারে ভারতবর্ষের বহু স্থান ভ্রমণ করেছেন। সুনীতি শিক্ষালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক (১৯৩৩ - ৪২) ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ডাঃ এডিথ ঘোষ কলিকাতায় ধাত্রীবিদ্যা-পারদর্শিনী হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। জানুয়ারী ১৯৪৭ খ্রী· শ্রীমতী ঘোষ আততায়ীর হস্তে নিহত হন। [১৮২]

বিমলচন্দ্র দাস (১৩০০ - ১১·৮·১৩৭৬ ব·)। বেণীমাধব। ভারতের সর্বপ্রথম সিরাম উৎপাদক এবং ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও বেঙ্গল ইমিউনিটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের একজন প্রবীণ সদস্য ও সয়াবিন চাষের পথিকৃৎ। [৪]

বিমলচন্দ্র সিংহ (১·১২·১৯১৭ - ১৭·৪·১৯৬১) পাইকপাড়া—কলিকাতা। রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র। কান্দি ও পাইকপাড়া রাজবংশে জন্ম। সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে এবং ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ও একজন চিন্তাশীল লেখক। বি·এ· ও এম·এ· পরীক্ষায় অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য (১৯৪৬) ও দেশ স্বাধীন হবার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। মতানৈক্যের জন্য পদত্যাগ করলেও পরে ১৯৫৬ - ৬১ খ্রী· মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় স্বনামে ও ভীষ্মদেব খোসনবীস জুনিয়ার নামে বহু মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। 'বিশ্বপথিক বাঙ্গালী', 'বাংলার চাষী', 'বঙ্কিমপ্রতিভা', 'সমাজ ও সাহিত্য', 'কাশ্মীর ভ্রমণ' প্রভৃতি তাঁর রচিত ও প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সুরেশ মজুমদারের উৎসাহে তিনি রবীন্দ্রভারতী গঠনে নেতৃত্ব দেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ছিলেন। [৩, ১৭]

বিমলদাস। মধ্যযুগে বাঙলাদেশে পাথরের ফলকে ও তাম্রপটে লিপি উৎকীর্ণকারী তক্ষণ-শিল্পীদের অন্যতম। অপর যাঁদের নাম পাওয়া যায় তাঁরা হচ্ছেন—ভোগটের পৌত্র শুভটের পুত্র তাতট, সৎ-সমতট-নিবাসী শুভদাসের পুত্র মংকদাস, সূত্রধার বিষ্ণুভদ্র, বিক্রমাদিত্যের পুত্র শিল্পী মহীধর, শিল্পী শশীদেব, শিল্পী কর্ণভদ্র, শিল্পী তথাগতসার এবং বৃহস্পতিপুত্র 'বরেন্দ্রকশিল্পী গোষ্ঠীচূড়ামণি' রাণক শূলপাণি। [৬৭]

বিমলপ্রতিভা দেবী (ডিসে· ১৯০১ - আগস্ট ১৯৭৮) কাঁচড়াপাড়া—নদীয়া। কটকে জন্ম। পিতা সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রবর্তক সঙ্ঘের কর্মী ছিলেন। পিতার কাছ থেকেই স্বদেশী কাজে অনুপ্রাণিত হন। কলিকাতার এক রক্ষণশীল ও ধনী বনেদী পরিবারের ডাঃ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহ হয়। ১৯২১ খ্রী· উর্মিলা দেবীর 'নারী কর্মমন্দিরে' যোগদান করে শ্বশুরগৃহের অমতে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় হন। ১৯২৭ খ্রী· নিখিল ভারত নওজোয়ান সভা, যার সভাপতি ছিলেন ভগৎ সিং, তার বাঙলা শাখার সভানেত্রী হন। বাড়ির অমতের জন্য বহুদিন তাঁর এ-সমস্ত কাজ গোপনে করতে হয়েছে। ১৯২৮ খ্রী· কলিকাতা কংগ্রেসের সময় খোলাখুলিভাবে কংগ্রেসের কাজ শুরু করেন। ১৯৩০ খ্রী· লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে শান্তি দাস (কবীর) প্রভৃতিদের সঙ্গে 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি' করে ঐ আন্দোলনকে সংগঠিত করেন। জুন ১৯৩০ খ্রী· দেশবন্ধুর মৃত্যুদিবস পালন উপলক্ষে 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি' ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে কলেজ স্ট্রীট থেকে দেশবন্ধু পার্কে মিছিল নিয়ে যাবার সময় তিনি গ্রেপ্তার হয়ে ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। বিপ্লবী দলের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ মামলা পরিচালনার জন্য মৃত বিপ্লবীদের চিত্র-সম্বলিত অ্যালবাম বিক্রি করে বহু অর্থ সংগ্রহ করেন। মে ১৯৩১ খ্রী· ত্রিপুরা জেলার যুব সম্মেলনে যোগদান করার সময় সেখানকার বিপ্লবী কর্মীদের সঙ্গে পরিচিত হন। ১৯৩১ খ্রী· মানিকতলা ডাকাতির সঙ্গে জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তার হন কিন্তু মামলা থেকে মুক্তি পেয়ে বিনাবিচারে সিউড়ী, হিজলী প্রভৃতি জেলে ছয় বছর আটক থাকেন। ১৯৩৮ খ্রী· মুক্তির পর কংগ্রেসের নিখিল ভারত বন্দীমুক্তি আন্দোলন কমিটির সম্পাদিকা হন। ১৯৪০ খ্রী· ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর কংগ্রেস সদস্য পদ ত্যাগ করেন। ১৯৪২ খ্রী· রাজদ্রোহমূলক ইস্তাহার

বিলি করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন এবং দু'বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। পরে নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে ১৯৪৫ খ্রী· পর্যন্ত প্রেসিডেন্সী জেলে আটক থাকেন। মুক্তি পাবার পর শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত হন। বামপন্থী ও শ্রমিক আন্দোলনের অন্যান্য মহিলা নেত্রী ছিলেন সন্তোষকুমারী দেবী, ডঃ প্রভাবতী দাশগুপ্ত, ভারতী রঙ্গ, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, সুহাসিনী জাম্বেকর প্রভৃতি। স্বামী ও সন্তানহারা হয়ে শেষ-জীবন দুরবস্থায় কাটে। [২৯, ১৪৯, ২২৯]

বিমল মুখোপাধ্যায় (১৯১২ ? - ২৬·৫·১৯৭১) উত্তরপাড়া—হুগলী। ১৯১১ খ্রী· মোহনবাগানের প্রথম শিল্ড-বিজয়ী দলের খেলোয়াড় মনোমোহন। তিনি ১৯৩১ খ্রী· মোহনবাগান ক্লাবে যোগ দেন এবং সেন্টার ফরোয়ার্ড হিসাবে খেলা শুরু করে পরে রাইট-হাফ হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৩৮ খ্রী· ভারতীয় দলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া সফরে যান। ১৯৩৯ খ্রী· প্রথম লীগ-বিজয়ী মোহনবাগান দলের অধিনায়ক ছিলেন। [১৬]

বিমল রায় (১৯০৯ - ৮·১·১৯৬৬) আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্র-প্রযোজক ও পরিচালক। 'উদয়ের পথে', 'অঞ্জনগড়', 'মা', 'দো বিঘা জমীন' প্রভৃতি একাধিক সাড়া-জাগানো ছায়াচিত্রের পরিচালকরূপে খ্যাতিমান হন। তাঁর নিজস্ব সংস্থায় তোলা প্রথম ছবি 'দো বিঘা জমিন' (১৯৫৩) কান, কার্লোভিভেরি এবং ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব থেকে পুরস্কার লাভ করে। তাঁর প্রযোজনায় এবং হেমেন গুপ্তের পরিচালনায় 'কাবুলিওয়ালা' ছবিটি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। মস্কোয় ১৯৫৯ খ্রী· প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের তিনি অন্যতম জুরি ছিলেন। কিছুকাল 'ফিল্ম গিল্ড অফ ইন্ডিয়া'র সহকারী সভাপতি এবং ভারতীয় চলচ্চিত্র-প্রযোজক সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন। প্রথম জীবনে 'নিউ থিয়েটার্স' চিত্র-প্রতিষ্ঠানে ক্যামেরাম্যানের কাজ করেন। এখানে প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনায় 'দেবদাস' (বাংলা) চিত্রগ্রহণ করেছিলেন। উত্তর-জীবনে হিন্দীতে এই ছবি পরিচালনা করেন। [৪, ১৪৯]

বিমল রায়চৌধুরী (৬·১২·১৯৩০ - ৭·৬·১৯৭৭) কলিকাতা। মণীন্দ্রচন্দ্র। পঞ্চাশ দশকের নামকরা তরুণ লেখকদের অন্যতম। 'কবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়' নামে তাঁর লেখা প্রকাশিত হত। 'ইদানীং' পত্রিকার প্রকাশনা ও সম্পাদনার সঙ্গে কিছুকাল যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর সময় দৈনিক কবিতা প্রকাশ করে কবিতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব আনেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় 'অশ্বঘোষ' ছদ্মনামে এবং নানারকম পত্র-পত্রিকায় লিখতেন। সম্পাদিত অন্যান্য পত্র-পত্রিকা: 'নয়া বাংলা', 'বঙ্গদর্পণ', 'সাত রং', 'জলসা' প্রভৃতি। ১৯৬৬ খ্রী· সর্বভারতীয় দ্বাদশ মুদ্রণ পারিপাট্য প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। [১৬, ১৪৯]

বিমল সেন (১৯০৬ - ১০·৯·১৯৩৪) ফয়েরা—বরিশাল। যোগেশচন্দ্র। অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে স্বেচ্ছাসেবকরূপে চরকা কাঁধে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। এভাবে প্রায় দুই বছর কাটে। তা সত্ত্বেও ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ৫ বিষয়ে লেটার ও স্টার পেয়ে উত্তীর্ণ হন। ঐ সময়ে স্কুল-কলেজ ইংরেজের গোলামখানা ব'লে কুখ্যাত ছিল।তাই কলেজে ভর্তি না হয়ে যাদবপুর বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু অর্থাভাবে পড়াশুনায় ছেদ পড়ে। বেলগাছিয়া পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দিরে শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ এবং সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। 'লিবার্টি', 'বঙ্গবাণী', 'বেণু', 'বিচিত্রা', 'মডার্ন রিভিউ' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। বিপ্লবী যুগান্তর পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা'য় প্রকাশিত তাঁর দেশপ্রেমোদ্দীপক বিভিন্ন ছোট গল্প রচনার অভিনবত্বে ও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। এই সময়ে কলিকাতার সরস্বতী লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত তাঁর বই-দুখানি 'ফুলঝুরি' ও 'স্বাধীনতার জয়যাত্রা' রাজদ্রোহের অভিযোগে সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। গোর্কি রচিত 'মাদার'-এর বাংলা ভাষায় তাঁর প্রথম বঙ্গানুবাদ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য গ্রন্থ: 'পারিজাত', 'শক্তির জয়', 'মরুযাত্রী', 'গল্পের ছলে', ও 'ছোটদের শিশিরকুমার'। অনুবাদ গ্রন্থ: 'শোধবোধ' ও 'খনির গোলাম'। রাজনৈতিক কারণে পলাতক জীবন যাপন করতে বাধ্য হন। শেষ পর্যন্ত রংপুর স্টেশনে ধরা পড়েন। পুলিস তাঁর ওপর নির্মম অত্যাচার চালায়। মুক্তিলাভের পর তিনি বেড়াচাঁপা গ্রামে শিক্ষকতা নিয়ে থাকেন। মাত্র ২৮ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। [১৪৯]

বিমলাচরণ লাহা (১২৯৮ ? - ২০·১·১৩৭৬ ব·)। কলিকাতার বিখ্যাত লাহা পরিবারে জন্ম। ১৯১৬ খ্রী· পালি ভাষায় এম·এ· পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ১৯২৪ খ্রী· ডক্টরেট উপাধি পান। পরে আইন পাশ করেন। বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণামূলক গ্রন্থের রচয়িতা। বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, আইন, প্রাচীন শ্লোকসমূহ, ইতিহাস, ভূগোল, সভ্যতা, সংস্কৃতি, জাতিতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। 'বেঙ্গল পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট' পত্রিকার সম্পাদক, এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি, কলিকাতার শেরিফ, রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। [৪]

বিমলা দাস (? - চৈত্র ১৩২৮ ব·)। স্বামী—সত্যরঞ্জন দাস। নরওয়ে এবং পৃথিবীর আরও বহু দেশ ভ্রমণ করেন। মাসিক 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত 'নরওয়ে ভ্রমণ কাহিনী' নামে প্রকাশিত হয়। [১, ৫]

বিমলানন্দ নাগ, রেভারেন্ড (১৮৬৯ - ১৬.৩.১৯৩৭) রাজনগর—ঢাকা। বি. এ. নাগ নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। ১৮৯১ খ্রী. খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং ১৯০০ খ্রী. ব্যাপটিস্ট মিশনের কাজে যোগদান করে সম্মানিত পদ পান। রাজনীতি-ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের শিষ্য ছিলেন। পরে কংগ্রেস ত্যাগ করে বাঙলার ন্যাশনাল লিবারেল লীগের প্রথম সম্পাদক হন। কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর, বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস কমিশন, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতির সদস্য ছিলেন। ১৯৩৪ খ্রী. বার্লিনে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ব্যাপটিস্ট কংগ্রেসের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়ে সেখানে যান। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই সম্মানিত পদ পান। [১, ৫]

বিমানবিহারী মজুমদার, ভারতরত্ন (৭.১.১৯০০ - ১৮.১১.১৯৬৯) কুমারখালি—নদীয়া। সাহিত্যিক শ্রীশচন্দ্র। নবদ্বীপ হিন্দু স্কুল থেকে ১৯১৭ খ্রী. ম্যাট্রিক, বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে ইতিহাসে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বি. এ. এবং ১৯২৩ খ্রী. ইতিহাসে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন ও পরে অর্থনীতিতেও এম.এ. পাশ করেন। এরপর পাটনা বি. এন. কলেজে ইতিহাস ও অর্থনীতির অধ্যাপক হন এবং এখানে অধ্যাপনাকালে 'History of Political Thought : From Rammohun to Dayananda : 1821 - 84' এবং এইসঙ্গে এর সহায়ক গ্রন্থ 'History of Religious Reformatnion in India in the Nineteenth Century' গ্রন্থ রচনা করে ১৯৩২ খ্রী. প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। 'চৈতন্যচরিতের উপাদান' গবেষণা-গ্রন্থ বাংলায় রচনা করে ১৯৩৭ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ.ডি. হন। বাংলায় রচিত গবেষণা-গ্রন্থ এই প্রথম সম্মান লাভ করে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইতিহাস ও অর্থনীতিতে পাণ্ডিত্য এবং প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেও বৈষ্ণব সাহিত্য-বিষয়ক বহু মূল্যবান গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। বৈষ্ণব-সমাজে একজন শীর্ষস্থানীয় শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। বৈষ্ণবধর্ম ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও গ্রন্থ রচনা করেছেন। জীবনের অধিকাংশ সময় পাটনাতেই কাটান। ১৯৪৫ খ্রী. আরায় হরপ্রসাদ জৈন কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে কলেজের যথেষ্ট উন্নতি করেন। ১৯৫২ খ্রী. বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ-পরিদর্শক নিযুক্ত হন। ১৯৫৯ খ্রী. অবসর নেন। ১৯৬৫ খ্রী. থেকে আমৃত্যু পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউ.জি.সি. গবেষক অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর অন্যান্য সম্পাদিত ও সঙ্কলিত গ্রন্থ : 'চণ্ডীদাসের পদাবলী', 'ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য', 'পাঁচশত বৎসরের পদাবলী', 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাগীতচিন্তামণি' ইত্যাদি। [৩, ১৭]

বিরাজমোহন দাশগুপ্ত, রায়বাহাদুর (১৮৮৭ - ২৫.৫.১৯৪৬) ঢাকা। ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম লেপ্টোস্পাইরোসিস (Leptospirosis) রোগের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন এবং জীবাণুর বিভিন্ন টাইপ বা জাতি নির্ণয় করেন। ঢাকা মেডিক্যাল স্কুল থেকে পাশ করে সরকারী কাজে যোগ দেন। ১৯১৮ খ্রী. শিলং-এর পাস্তুর ইনস্টিটিউট-এ যান। সেখানে বৈজ্ঞানিক নোলস-এর সহকারীর কাজে নৈপুণ্য দেখান। নোল্‌স্ কলিকাতা ট্রপিক্যাল স্কুলে প্রোটোজুলজির (এককোষ প্রাণিবিদ্যার) অধ্যাপক হয়ে এলে তিনি বিরাজমোহনকে সহায়ক অধ্যাপকরূপে এখানে নিয়ে আসেন (১৯২১)। ১৯৩৪ খ্রী. রকফেলার ফাউন্ডেশন বৃত্তি নিয়ে আমেরিকা ও ইংলন্ডে যান। ১৯৩৬ খ্রী. নোলসের মৃত্যু হলে তিনি প্রোটোজুলজির অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৯৪৩ - ৪৫ খ্রী. তিনি ট্রপিক্যাল স্কুলের ডিরেক্টর ছিলেন। মৌলিক গবেষণার জন্য 'মিন্টো পদক' লাভ করেন। [২১১]

বিরাজমোহন দাস, রায়বাহাদুর। তিনি ভারতের প্রথম বিদেশী ডিগ্রীপ্রাপ্ত লেদার টেক্‌নোলজিস্ট। ১৯১৪ - ১৯১৯ খ্রী. ন্যাশনাল ট্যানারীতে কাজ করেন। কলিকাতায় সরকারী 'বেঙ্গল ট্যানিং ইন্‌স্টিটিউট' প্রতিষ্ঠিত হলে এই শিক্ষায়তনটিকে সুন্দরভাবে গড়বার দায়িত্ব নেন। ১৯৫৩ খ্রী. মাদ্রাজে অবস্থিত 'সেন্ট্রাল লেদার ইন্‌স্টিটিউটের প্রথম ডিরেক্টর হন। [১৭]

বিরাজমোহিনী দাসী। 'কবিতাহার' গ্রন্থের রচয়িত্রী। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১২৮৩ ব.। এতে 'বঙ্গীয় বিধবাগণের ক্লেশ বর্ণনা', 'ভারতের প্রতি', 'তিমিরাচ্ছন্ন রজনী', 'বঙ্গ মহিলার দুঃখ-বর্ণন' ইত্যাদি কবিতা আছে। [১, ৪৪]

বিলাসবজ্রা। গৌড়ের এই বৌদ্ধ ভিক্ষুণী পালরাজাদের সময়ে বৌদ্ধশাস্ত্র রচনা করে যশস্বিনী হয়েছিলেন। তাঁর গ্রন্থ তিব্বতে নীত ও তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়। বিলাসবজ্রা ছাড়াও জ্ঞানডাকিনী নিগু, লক্ষ্মীঙ্করা প্রভৃতি বৌদ্ধশাস্ত্র-রচয়িত্রী বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর নাম পাওয়া যায়। [১]

বিশু মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ (১৯০৮ - ১৯৮১) চন্দ্রভাগা—হাওড়া। নিত্যগোপাল। শিশু সাহিত্যিক। ছাত্রজীবন বিহারে। ১৯২৪ খ্রী. জুনিয়র কেমব্রিজ ও পরে বি.এ. পাশ করেন। লেখক জীবনের হাতে খড়ি 'কল্লোল' পত্রিকায়। ১৯৪৫ খ্রী. থেকে দৈনিক ও মাসিক বসুমতী পত্রিকায় যোগ দেন। বসুমতীর 'ছোটদের পাতায়' বিষ্ণুশর্মা নামে সম্পাদনা করেছেন। 'পরিচয়', 'চতুরঙ্গ', 'জলছবি', 'সাহানা', 'রূপরেখা', 'মৌচাক' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। অনুবাদক হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। প্রথম যৌবনে বিপ্লবী আন্দোলনে অংশ নেন। 'নিউ থিয়েটার্সে' নীতীন বসুর সহকারী রূপে 'বিচারক' ছবিতে ক্যামেরাম্যানের কাজ করেছেন। রচিত গ্রন্থ : 'রবীন্দ্রনাথের সাগর সঙ্গমে', 'কবি প্রণাম', 'শরৎ সাহিত্যের মূলতত্ত্ব', 'পুরাতন প্রসঙ্গ', 'শরতের ফুল', 'মিষ্টি হাসির গল্প' প্রভৃতি। এ ছাড়া আছে অনুবাদ গ্রন্থ, শিকার কাহিনী, গোয়েন্দা কাহিনী, বিদেশের বিখ্যাত কাহিনী। [২১৩]

বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব। বণ্ডুল—বর্ধমান। পূর্বাশ্রমের নাম ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়। অল্পবয়সেই এক সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে এসে বিন্ধ্যপর্বতের এক

গোপন-গুহায় সাধন-ভজন করেন। শ্রীভৃগুরাম পরমহংসদেব তাঁকে যোগতন্ত্রাদি ধর্মসাধনার প্রক্রিয়াতে দীক্ষা দেন। শিক্ষান্তে গুরুর আদেশে নিজ গৃহে ফিরে আসেন। তাঁর বহু শিষ্যের মধ্যে পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজের লেখা কয়েক খণ্ড গ্রন্থে এই মহাপুরুষের জীবন ও সাধনার পরিচয় আছে। তাঁর আদর্শ প্রচারের জন্য তাঁর শিষ্যরা বারাণসীতে 'অখণ্ড মহাযোগ সঙ্ঘ' আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। [১৪৯]

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (১৬৬৪ - ?) দেবগ্রাম—নদীয়া। রামনারায়ণ। নিম্বার্ক মতাবলম্বী ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ছিলেন। ১৭০৪ খ্রী· 'সারার্থ-দর্শিনী' নামে ভাগবতের একটি টীকার রচনাকার্য সমাপ্ত করেন। এই টীকাই নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রামাণিক ব্যাখ্যা। শ্রীজীব গোস্বামীর মত খণ্ডন করে 'সারার্থবর্ধিনী' নামে ভগবদ্গীতারও একটি টীকা রচনা করেছিলেন। বহু সংস্কৃত গ্রন্থ এবং 'ব্রহ্ম-সংহিতা', 'চৈতন্যচরিতামৃত', 'বিদগ্ধ মাধবী' প্রভৃতি গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থে ইনি হরিবল্লভ দাস নামেই পরিচিত। ১৬৭৯ খ্রী· থেকে অন্তত ২৫ বছর তিনি ব্রজধামে বাস করেছেন। বৃন্দাবনে গোলোকানন্দজী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বৃন্দাবনে মৃত্যু। [১, ৩, ২০, ২৬]

বিশ্বনাথ ন্যায়ালঙ্কার (১৮শ শতাব্দী) নবদ্বীপ। বিখ্যাত নৈয়ায়িক ও পত্রিকাকার। জাগদীশী, গাদাধরী প্রভৃতি ছাড়াও হরিরামের বাদগ্রন্থের ওপরও তাঁর পত্রিকা পাওয়া যায়। তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দানভাজন ছিলেন। বৈদ্যবংশীয় মহারাজা রাজবল্লভ দ্বিজাচারে উপনয়ন-অনুষ্ঠান পুনঃপ্রবর্তনের সময় যে-সমস্ত পণ্ডিতের ব্যবস্থাপত্র নিয়েছিলেন, বিশ্বনাথ তাঁদের অন্যতম। এই ব্যবস্থাপত্রের রচনাকাল আনুমানিক ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁর পুত্র কালীপ্রসাদ তর্কালঙ্কারও (জন্ম ১৭৩৯) একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন। [৯০]

বিশ্বনাথ পাণি (১৭৮৫ - ১৮৫৪/৫৫) সেনহাটি—হুগলী। বাংলা ভাষায় ও গণিতে শিক্ষালাভ করে ১৮১২ খ্রী· পুরীতে এসে সংস্কৃত শেখেন এবং উৎকলখণ্ড অধ্যয়ন করে ১৮১৫/১৬ খ্রী· 'জগন্নাথ মঙ্গল' নামে উৎকলখণ্ডের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। কলাবতী পদ্ধতিতে খেয়াল, ধ্রুপদ প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের গানও লেখেন। পরে বহুসংখ্যক পদাবলী সঙ্কলন করে কিছু লোককে মাহিনা দিয়ে শিক্ষা দিতেন। এই কাজে তিনি ৪০ হাজার টাকা ব্যয় করেন। পদ্মপুরাণান্তর্গত পাতালখণ্ডের এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর গ্রন্থের অনুবাদ ও ভক্তগণের চরিত্র সঙ্কলন করেন। আদিরসাত্মক কাব্যও লিখেছেন। 'বৃন্দাবনপ্রত্যাপায়', 'প্রেমসম্পুট', 'ভক্তরত্নমালা' ও 'কন্দর্পকৌমুদী' তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। মৃত্যুর পর তাঁর রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ 'সঙ্গীত মাধব' ও 'কৃষ্ণলীলাবর্ণন' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। মধ্যে জমিদারী পরিদর্শন ও গ্রন্থাদির মুদ্রণ-ব্যবস্থার জন্য দেশে এলেও বেশীর ভাগ সময় পুরীতেই বাস করতেন। [৮১]

বিশ্বনাথ মুখার্জী (১৮৯৯ - ১০·১২·১৯৭৪)। অনুশীলন ও হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান দলের বিশিষ্ট সভ্য। বৈপ্লবিক কাজে যতীন দাস ও শচীন্দ্রনাথ সান্যালের সহকর্মী ছিলেন। ছদ্মনাম ছিল 'গোরা'। দক্ষিণেশ্বর বোমার ষড়যন্ত্র, অর্থসংগ্রহের প্রচেষ্টায় রাজনৈতিক ডাকাতি প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন ও তার জন্য কয়েকবার কারারুদ্ধ থাকেন। [১৬]

বিশ্বনাথ রায়, কুমার (১৯১০ - ২৮·১২·১৯৭০) কলিকাতা। রাজবংশে জন্ম। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র থাকা কালে দেশব্রতে আত্মনিয়োগ করেন। বিপ্লবী কর্মী হিসাবে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। যুবনেতা এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। ১৯৩৩ খ্রী· কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর, ১৯৩৬ খ্রী· সি·আই·টি·র অছি, ১৯৪৫ খ্রী· কংগ্রেস সদস্য হিসাবে এম·এল·সি·, ১৯৫২ খ্রী· বিধান সভার সদস্য এবং ভারত সেবক সমাজ ও প্রেস ফটোগ্রাফার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হন। অন্যান্য দেশীবিদেশী সংস্থার সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। ফুটবল, টেনিস ও বিলিয়ার্ড খেলায় খ্যাতিলাভ করেন। দান ও পরোপকারের জন্য বাঙালী সমাজে খ্যাত ছিলেন। শিক্ষাবিস্তারের জন্য বহু অর্থ দান করেছিলেন। তিনি ৫টি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। লেখক ও সাংবাদিক-সম্পাদক হিসাবে খেলার বিষয়ে লিখতেন। [১৬]

বিশ্বনাথ সর্দার। গাঁটরা-ভাতছালা—নদীয়া। বাঙলাদেশে নীল আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ও প্রথম পথিকৃৎ বিশ্বনাথ সর্দার সাম্রাজ্যবাদী লেখকের রচনায় 'বিশে ডাকাত' নামে পরিচিত। জাতিতে বাগ্‌দি ছিলেন, কিন্তু তাঁর উদার চরিত্র, বীরোচিত সুন্দর গঠন এবং ভদ্রোচিত দানশীলতার জন্য তাঁকে 'বাবু' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। সেই যুগে অসহায় দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখমোচনের একমাত্র উপায় হিসাবে তিনি ডাকাতির পথ অবলম্বন করেছিলেন। ধনীর অর্থ দরিদ্রের মধ্যে অকাতরে বিলিয়ে দিতেন। নদীয়ার নীলকর সাহেবদের জব্দ করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। ১৮০৮ খ্রী· নদীয়ার নীলকর ফেডির কুঠি লুণ্ঠনের জের টেনে ইংরেজরা তাঁকে কৌশলে হস্তগত করে প্রকাশ্যভাবে ফাঁসি দেয়। অনেকের কাছে তিনি নীল আন্দোলনের প্রথম শহীদরূপে গণ্য। [৫৬]

বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব (৯·১১·১৮৫৭ - ১·৯·১৯১২) খালকুলা—ফরিদপুর। আদি নিবাস—নবদ্বীপ। জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ। নবদ্বীপের পণ্ডিত দুর্গাদাস বিদ্যারত্নের মৃত্যুর পর তিনি নবদ্বীপের প্রধান জ্যোতির্বিদ্ হন। পরে গভর্নমেন্টের প্রধান পঞ্জিকাকার, গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার প্রধান পঞ্জিকাকার, কলিকাতা গর্ভনমেন্ট সংস্কৃত অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের পরীক্ষক ও প্রশ্নকর্তা হয়েছিলেন। ১৯০৪ খ্রী· বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত পঞ্জিকা-সংস্কার সম্মেলনে বঙ্গদেশের জ্যোতির্বিদ্ প্রতিনিধিরূপে সংস্কৃত প্রবন্ধ পাঠ

করেন এবং হিন্দু জ্যোতিষের সূক্ষ্ম গণনা যে পৃথিবীর অন্যান্য গণনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তা প্রমাণ করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির অনুরোধে 'রবিসিদ্ধান্তমঞ্জরী', 'দিনকৌমুদী', 'বিদগ্ধতোষণী'—এই তিনটি জ্যোতিষ গ্রন্থ লেখেন। সরকার থেকে তিনি মাসিক ২৫ টাকা 'সাহিত্যিক বৃত্তি' পেতেন। ভারতবর্ষের প্রাচ্য-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতদের মধ্যে তিনিই এই বৃত্তি প্রথম লাভ করেন। অধ্যাপক শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী ও ড· মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ তাঁর ভ্রাতা। [১, ২৫, ২৬]

বিশ্বম্ভর দীন্দা (১৮৭১ - ৪·৫·১৯৩৭) ভবানীচক—মেদিনীপুর। রাধাকৃষ্ণ। জমিদার বংশে জন্ম। শিক্ষাবিস্তারের জন্য প্রচুর অর্থ দান করেছেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। বাল-বিধবাদের দুর্দশা দূর করার প্রয়াসী ছিলেন। বিশেষভাবে চেষ্টা করে বিধবা একমাত্র পুত্রবধূ ও নিজেরই বংশের দু'জন বাল-বিধবার বিবাহ দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে আর্থিক সাহায্য দিতেন এবং ব্রাহ্মধর্মের প্রচারের জন্য কাঁথিতে একটি বাড়ি দান করেন। নিজ পুত্রের স্মৃতিরক্ষায় ১৯২৬ খ্রী· 'কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়া ভবানীচকে 'অঘোরচাঁদ মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়' এবং বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। শিক্ষাপ্রচারকল্পে তাঁর মৃত্যুর পরের দানও কয়েক লক্ষ টাকা। [১]

বিশ্বেশ্বর তর্করত্ন, মহামহোপাধ্যায় (৬·১০·১২৭৮ - ২০·১০·১৩২১ ব·) গারুড়িয়া—বরিশাল। নৈয়ায়িক পণ্ডিত দুর্গাচরণ ন্যায়রত্ন। শিক্ষা পিতার চতুষ্পাঠীতে, ভট্টপল্লীর রাখালদাস ন্যায়রত্ন এবং কাশীর মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণের নিকট। শিক্ষাশেষে স্বগৃহে পিতার চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করতে থাকেন। এরপর বিভিন্ন সময়ে নবদ্বীপ চৈতন্য চতুষ্পাঠীতে ও বর্ধমান বিজয় চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করেন। কলসকাঠি গ্রামের জমিদার দুর্গাপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর 'তুলাপুরুষ দান' উপলক্ষে অনুষ্ঠিত পাণ্ডিত্য বিচার-সভায় তিনি কাশীধাম থেকে আগত বিখ্যাত পণ্ডিত বিশ্বনাথ ঝাঁ-কে বিচারে পরাজিত করেন। ক্রমে তিনি বর্ধমানরাজ বিজয়চাঁদ মহতাব প্রতিষ্ঠিত 'বিদ্বৎসমাজ' সভার সম্পাদক হন ও মহারাজের প্রকাশিত মহাভারত-সেরেস্তার কার্যভার গ্রহণ করেন। 'চন্দ্রদূতম্' এবং 'ভারতীয়-দর্শন সমাজ ও বেদান্তের আবশ্যকতা' নামক গ্রন্থ দু'খানি তাঁরই রচনা। ১৯১১ খ্রী· 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। [১৩০]

বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৩ - ১৯·৯·১৯১১) বলাগড়—হুগলী। পঞ্চানন। এলাহাবাদ-প্রবাসী প্রসিদ্ধ ধ্রুপদী। ক্যাথিড্রাল চার্চে জুনিয়র কেম্‌ব্রিজ পর্যন্ত পড়ে চাকরির সন্ধানে ১৮৫১ খ্রী· পশ্চিমে চলে যান এবং ফৈজাবাদে মিলিটারী একাউন্টস্ অফিসে কাজ পান। চাকরির সূত্রে এলাহাবাদে বদলী হয়ে এলে সেখানকার কোটিপতি বাঙালী রামেশ্বর চৌধুরীর আনুকূল্যে তাঁর রীতিমত সঙ্গীত-শিক্ষার সূত্রপাত হয়। অযোধ্যাপ্রসাদের শিষ্যত্ব লাভ করে একাদিক্রমে ৩০ বছর একই গুরুর কাছে শিক্ষালাভ করেন এবং ক্রমে ধ্রুপদীরূপে প্রতিষ্ঠা পান। এলাহাবাদ থেকে কাশী—এসব অঞ্চলেই তাঁর নাম বেশী। সেখানে তাঁর ছাত্ররা 'এলাহাবাদ সঙ্গীত সমাজ' গড়ে তুলেছেন। ধ্রুপদ-গায়ক নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রধান শিষ্য। ১৮৯৮ খ্রী· তিনি এলাহাবাদের বাস তুলে কলিকাতার বড়িশায় চলে আসেন। এখানেও তাঁর কিছু শিষ্য হয়েছিল। বেহালার খেয়াল-গায়ক বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শিষ্যস্থানীয় ছিলেন। [১৮]

বিশ্বেশ্বর শিবাচার্য (১৩শ শতাব্দী)। গৌড়দেশের রাঢ় প্রদেশের অধিবাসী বিশ্বেশ্বর ধর্মশম্ভু-নামক শৈবগুরুর কাছে দীক্ষা লাভ করে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কাকতীয়-রাজ, মালব-রাজ, কলচুরি-রাজ, চোল-রাজ ও অন্যান্য রাজগণ তাঁর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ওড়িশার দক্ষিণে কাকতীয়-রাজ গণপতির আমলে সেখানে তাঁর বিশেষ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল। বঙ্গের বহু শৈবাচার্য ও কবি ঐ রাজা কর্তৃক বিশেষভাবে পুরস্কৃত হন। গণপতির কন্যা রুদ্রদেবী রাজত্ব পেয়ে বিশ্বেশ্বর-শম্ভুকে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণতীরে মন্দর গ্রাম ও অন্যান্য কয়েকটি গ্রাম ও ভূমি দান করেন (১২৬১)। মন্দর গ্রামে তিনি শিবমন্দির, মঠ ও অন্নসত্র স্থাপন করেন। এই অন্নসত্রে ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-নির্বিশেষে সকলকে আহারাদি দানের ব্যবস্থা ছিল। প্রদত্ত জমিতে বহু ব্রাহ্মণ পরিবারকে বসিয়ে জনপদের নাম দেন 'বিশ্বেশ্বর গোলকী'। অন্যান্য সম্পত্তির আয় থেকে তিনি শৈবদের মঠ, ছাত্রদের ভরণপোষণ, মাতৃমন্দির ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের ব্যয় নির্বাহ করতেন। এছাড়া নিজের নামানুসারে 'বিশ্বেশ্বর নগর' ও 'বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ' প্রতিষ্ঠা করেন। [৮১]

বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায় বা বিষ্টু ঠাকুর (এপ্রিল ১৯১০ - ১১·৪·১৯৭১) খান্‌কা—খুলনা। রাধাচরণ। বিখ্যাত জমিদার পরিবারে জন্ম হলেও জমিদার-বিরোধী কৃষক-দরদীরূপে খুলনা তথা বাঙলার কৃষক আন্দোলনের ঐতিহাসিক নেতা। নিজ গ্রামের নিকট নৈহাটি স্কুলে পড়ার সময় সাধুসঙ্গের ইচ্ছায় নিরুদ্দেশ হয়ে যান এবং সন্ন্যাস-জীবনে মুক্তির আশা না দেখে ফিরে আসেন। ভাইবোনদের অনেকেই তখন যশোর খুলনা সমিতির আবরণে গুপ্ত বিপ্লবী কর্মে রত। তাঁর ভাইবোনদের মধ্যে বলাই, নারায়ণ ও ভানুদেবী ব্রিটিশ কারাগারে নিপীড়িত হয়েছেন। খালিশপুর স্বরাজ আশ্রমে কাজ করার সময়ে ১৯২৯ খ্রী· রাজনৈতিক ডাকাতির অভিযোগে প্রথম গ্রেপ্তার হন। পরে প্রমাণাভাবে ছাড়া পান। আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মিরূপে ২·৫·১৯৩০ খ্রী· বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনে আটক-বন্দী হন। বন্দী-জীবনের প্রথমে খেলাধুলায় ও এসরাজ শিখে কাটালেও, ক্রমে প্রমথ ভৌমিক ও আবদুর রজ্জাক খাঁর প্রভাবে মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসী হন। ১৯৩৮ খ্রী· স্বগৃহে অন্তরীণাবস্থায় মুক্তি পান। অল্প দিনেই কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদ অর্জন করে দক্ষিণ খুলনায় কৃষক সংগঠনের

কাজ শুরু করেন। শোভনার শাখাবাহী নদীর বাঁধ ও 'নবেকী'র বাঁধ তাঁর সংগঠনমূলক কৃষক আন্দোলনের চিরস্মরণীয় কাজ। প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার ও সরকারী আমলাদের যোগাযোগে চাষের জমি নোনাজলে ভাসিয়ে চাষী উৎখাতের যে বর্বর প্রথা সুদীর্ঘকাল বাঙলাদেশে চালু আছে তা তিনি কৃষকদের একতার বলেই নিজ অঞ্চলে প্রতিরোধ করেন। দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল ও বন্দুকধারী পুলিসকে স্তব্ধ করে কয়েক হাজার কৃষকের সাহায্যে এই বাঁধ দু'টি বাঁধেন। ১৯৪০ খ্রী· জমি উদ্ধার করে ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করেন। এই বাঁধ দু'টির আওতায় যথাক্রমে ১৬ হাজার ও ৭ হাজার বিঘা জমি উদ্ধার ও বিলি হয়। ১৯৩৯ খ্রী· ও ১৯৪৪ খ্রী· দু'টি জেলা কৃষক সম্মেলনে তিনি সাংগঠনিক ক্ষমতার পরিচয় দেন। তাঁরই উদ্যোগে তাঁর এলাকা মৌভাগে ১৯৪৬ খ্রী· প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন সংগঠিত হয়। দেশবিভাগের পর বহু দিন পাকিস্তানের কারাগারে আবদ্ধ থাকেন। জীবনের ২৪ বছর জেলে থাকার ফলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হলে মুক্তি পান। খুলনার চাষীদের মধ্যে বিশ্বাস ছিল বিষ্টু ঠাকুর বাঁধের উপর হাঁটলে সে বাঁধ ভাঙ্গার ক্ষমতা কারুর নেই। একজন অভিজ্ঞ চাষীর মতই কোন্ জমিতে কি ধরনের সার দিতে হয় তা জানতেন। কুমড়া, মানকচু, কলা ও অন্যান্য কৃষিপণ্য উন্নত আকারে উৎপন্ন করার সফল গবেষণা করেন। আম, জাম, কুলগাছ প্রভৃতি গাছের কলম বাঁধার বহু পদ্ধতি জানতেন। পশুপালন-পদ্ধতি এবং পশুচিকিৎসাও জানতেন। মাছের চাষ ও মাছ ধরার নানা কলাকৌশল তাঁর আয়ত্ত ছিল। শত শত বুনো গুল্মাদির নাম জানতেন। এসরাজ বাজানো ছাড়াও ছবি আঁকায় হাত ছিল। 'মেহনতী মানুষ' তাঁর প্রবন্ধ-সংগ্রহ। কৃষক-জীবনের পটভূমিকায় রচিত তাঁর কয়েকটি গল্প আছে। নিজ এলাকায় কৃষকদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। স্কুলটি আজ উচ্চ ইংরেজী স্কুলে পরিণত হয়েছে। তাঁর চেষ্টায় বয়স্কদের শিক্ষার জন্য একটি নৈশ স্কুল গড়ে ওঠে এবং বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা সংসদের পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। বাঙলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামের সময় লীগ দালালদের হাতে এই আজীবন সংগ্রামী নৃশংসভাবে নিহত হন। [১০৭, ১১০]

বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী (১৮০৪ - ১৯০০) কায়েতপাড়া—নদীয়া। দুই অগ্রজের সঙ্গে তিনি হস্নু খাঁ ও দেলওয়ার খাঁয়ের কাছে ধ্রুপদ এবং মিঞা মীরনের কাছে খেয়াল শেখেন। পিতার অকালমৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠভ্রাতা কালীপ্রসাদের সঙ্গে তিনি কলিকাতায় এসে সঙ্গীতকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন এবং রাজা রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের পর ১৯২৮ খ্রী· সমাজ-মন্দিরে নিয়মিত গানের জন্য নিযুক্ত হন। অগ্রজের মৃত্যুর পর তিনি একাই সুদীর্ঘকাল ব্রাহ্মসমাজের গায়ক, সুরকার ও সঙ্গীতাচার্যরূপে অবস্থান করেন। এই ভ্রাতৃদ্বয়ের পূর্বে কলিকাতায় কোন বাঙালী ধ্রুপদ সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন ব'লে জানা যায় না। রামমোহনের বিলাত যাত্রা ও দেবেন্দ্রনাথের সমাজের ভারগ্রহণের মধ্যেকার আট-ন' বছর ব্রাহ্মসমাজের অস্তিত্ব বর্তমান ছিল মূলত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (১৭৮৬ - ১৮৪৫) মহাশয়ের পাণ্ডিত্য ও সাগ্রজ বিষ্ণুচন্দ্রের সঙ্গীতনিষ্ঠার জন্য। তাঁর প্রচেষ্টায় ভারতীয় সঙ্গীতধারার সঙ্গে বাঙলার যোগসূত্র স্থাপিত হয়। ব্রাহ্মসমাজ খণ্ডিত হবার পরও তাঁর ধ্রুপদী ধারা আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত-ঐতিহ্যে বর্তমান ছিল। সমাজের সুরকার ও গায়করূপে বহু সঙ্গীত-রচয়িতার গানে সুর দিয়েছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশিত দ্বাদশ খণ্ড 'ব্রহ্মসঙ্গীতে'র প্রথম ছয় খণ্ডের সব গানেরই তিনি সুরকার ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে সঙ্গীতাচার্য নিযুক্ত হয়ে ঠাকুরগোষ্ঠীর অনেককেই সঙ্গীত শিক্ষা দেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম সঙ্গীতশিক্ষাও তাঁর কাছে। সত্যেন্দ্রনাথ-রচিত 'মিলে সবে ভারত-সন্তান....' হিন্দুমেলার জনপ্রিয় গানটির তিনি সুরকার ছিলেন। জোড়াসাঁকো নাট্যশালার 'নবনাটক' অভিনয়ে (৫·১·১৮৬৭) যে ঐকতান বাজানো হয় তিনি তার গানগুলির রচয়িতা। বাঙলার প্রথম সাধারণ নাট্যশালার 'নীলদর্পণ' অভিনয়ে (৭·১২·১৮৭২) তিনি নেপথ্য থেকে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সমাজ থেকে অবসর নেবার পর তিনি হালিশহরে বাস করতেন। [৩, ১৪৯]

বিষ্ণুচরণ ঘোষ (১৯০৩ - ৭·৭·১৯৭০) কলিকাতা। ভগবতীচরণ। খ্যাতনামা ব্যায়ামবীর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি·এস-·সি পাশ করে কিছুদিন শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়েন। পরে ওকালতি পাশ করে পুলিস কোর্টে ওকালতি শুরু করেন। বাঙলাদেশে তাঁর খ্যাতি ব্যায়ামাচার্য-রূপে। 'ঘোষেস্ ফিজিক্যাল কালচার' নামে ব্যায়ামের আখড়া প্রতিষ্ঠা করে অসংখ্য বাঙালী যুবকের স্বাস্থ্যচর্চায় উৎসাহ যোগান। ব্যায়াম প্রদর্শনী উপলক্ষে বহুবার বিদেশ ভ্রমণ করেন। ১৯৩৯ খ্রী· আমেরিকা ভ্রমণের সময় নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যায়াম-শিক্ষক নিযুক্ত হন। যোগ-ব্যায়ামের দ্বারা তিনি বহু শিষ্যের দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করেন। তাঁর বহু শিষ্য 'ভারতশ্রী' হয়েছিলেন। মেয়েদের মধ্যে কয়েকজন দুঃসাহসিক ক্রীড়া প্রদর্শন করে খ্যাতি লাভ করেন। বেতার মাধ্যমে দীর্ঘকাল যোগ-ব্যায়ামের কৌশল প্রচার করেছেন। বিধানচন্দ্র রায়ের শাসনকালে তিনি অরাজনৈতিক কারণে আটক-বন্দী হওয়ায় এই প্রচারকাজ বন্ধ হয়। আমেরিকায় 'যোগদা' আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী যোগানন্দ এবং সুদেহী ও শিল্পী সনন্দ তাঁর দুই ভ্রাতা। [১০৩, ১৪৯]

বিষ্ণু দে (১৮·৭·১৯০৯ - ৩·১২·১৯৮২) আদি নিবাস হাওড়া। কলিকাতার পটলডাঙ্গার বিখ্যাত শ্যামাচরণ দে বিশ্বাসের পরিবারে জন্ম। অ্যাটর্নি অবিনাশচন্দ্র। প্রখ্যাত কবি ও শিল্পানুরাগী। ১৯৩৪ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে এম·এ· পাশ করার আগের বছরই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উর্বশী ও

আর্টেমিস' প্রকাশিত হয়। প্রকাশক বুদ্ধদেব বসু। ১৯৩৬ খ্রী· 'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পরই তাঁর কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। গদ্যে, পদ্যে, বাংলায়, ইংরেজীতে তিনি অনেক লেখা লিখেছেন। শুধু সাহিত্য বিষয়েই নয় শিল্প, সঙ্গীত ও সংস্কৃতির বিবিধ বিষয় নিয়ে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত রচনা অভিনন্দিত হয়েছে। সাধারণ কাব্যপাঠকের কাছে তাঁর কবিতা কখনো কখনো দুর্বোধ্যতার নজীর হয়ে উঠেছে। 'কবিতা' তাঁর সম্পাদিত সাহিত্যপত্র। তিনি ছিলেন সঙ্গীতশিল্পী ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের অনুরাগী সতীর্থ, চিত্রশিল্পী যামিনী রায়ের আবিষ্কর্তা বন্ধু। 'ক্যালকাটা গ্রুপ সেন্টারে'র সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। ১৯৩৩ খ্রী· থেকে ৭৭ খ্রী· পর্যন্ত তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ প্রায় ১৭ টি। অনুবাদ কবিতা 'বিদেশী ফুল', প্রবন্ধ নিবন্ধের বই : 'রুচি ও প্রগতি', 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ', 'এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য', 'সাহিত্যের দেশ বিদেশ', 'মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা', 'জনসাধারণের রুচি ও যামিনী রায়' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'দ্য পেন্টিংস অব রবীন্দ্রনাথ টেগোর', 'ইন্ডিয়া অ্যান্ড মডার্ন আর্ট' প্রভৃতি কয়েকটি পুস্তিকা লিখেছেন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ 'একালের কবিতা'। সাহিত্য কৃতীর জন্য জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। 'রুশতী পঞ্চশতী'র জন্য 'সোভিয়েত ল্যান্ড পুরস্কার' পেয়েছেন। 'ছড়ানো এই জীবন' তাঁর স্মৃতিচিত্রণ। 'ইন দ্য সান অ্যান্ড ইন দা রেইন' নামে রচনা সংকলনের প্রাপ্য রয়্যালটি কমিউনিস্ট পার্টিতে দান করেছিলেন। সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি, প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘ, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ প্রভৃতি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১৬]

বিষ্ণুপদ অধিকারী (১৯১৯ - ১৯৩০) মির্জাপুর—মেদিনীপুর। লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রণ করে পুলিসের অত্যাচারের ফলে মারা যান। [৪২]

বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী (১৯১৭-২৯·৯·১৯৪২) নিকাশি—মেদিনীপুর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে শঙ্করারা ব্রীজ পুলিস স্টেশন আক্রমণে অংশগ্রহণকালে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ (১৯০৩ - ৩০·৭·১৯৭৯) ব্যারাকপুর—চব্বিশ পরগনা। ভারতে ভেষজ সংস্কারের অন্যতম উদ্যোক্তা। ১৯২৭ খ্রী· কৃতিত্বের সঙ্গে ডাক্তারী পরীক্ষা পাশ করে কিছুদিন কলিকাতার ইডেন হাসপাতালে ছিলেন। পরে 'স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন'-এ শিক্ষক ও গবেষক হিসাবে কাজ করেন। ১৯৩০ খ্রী· ভেষজ অনুসন্ধান কমিটির সহ-সচিব পদে নিযুক্ত হয়ে তথ্যসংগ্রহে সারা ভারত ভ্রমণ করেন। ভারতীয় বনৌষধি বিষয়ে গবেষণার জন্য 'রকফেলার ফাউন্ডেশন ফেলোশিপ' পেয়ে চীন, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, বেলজিয়াম ও জার্মানীতে এই বিষয়ে ব্যাপক চর্চা করেন। মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ফার্মাকোলজিতে ডি·এস-সি· উপাধি দেয়। ভারতে ফিরে কলিকাতার কেন্দ্রীয় ভেষজ গবেষণাগারের প্রথম পরিচালক নিযুক্ত হন। ১৯৪৮ খ্রী· ফার্মাকোগনোসি (Pharmacognosy) গবেষণাগারের অতিরিক্ত দায়িত্বও তাঁকে দেওয়া হয়। করাচি ও ঢাকার ভেষজ নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার সংগঠনের জন্য পাকিস্তান সরকার তাঁকে আমন্ত্রণ জানায়। ১৯৫১ খ্রী· লক্ষ্ণৌয়ের কেন্দ্রীয় ভেষজ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে প্রথম স্থায়ী পরিচালক হিসাবে যোগ দেন। অবসর গ্রহণের পর কলিকাতার চিত্তরঞ্জন ক্যানসার গবেষণা কেন্দ্রে পাঁচ বছর পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন এবং চন্দননগরে ক্যানসার কেমোথেরাপি ফিল্ড রিসার্চ কেন্দ্র স্থাপন করেন। [১৬]

বিষ্ণুপ্রসাদ বেরা (? - ৬·৬·১৯৩০) নারায়ণদিয়া—মেদিনীপুর। বঙ্কিম। লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে কাঁথি হাসপাতালে মারা যান। [৪২]

বিহারীলাল গুপ্ত, সি·আই·ই· (১৮৪৯ - ১৯১৬) কলিকাতা। চন্দ্রশেখর। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করে ১৮৬৮ খ্রী· উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত যান। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্র দত্ত সেখানে তাঁর সহপাঠী ছিলেন। তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পাশ করেন এবং ব্যারিস্টার হন। দেশে ফিরে মানভূমের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও হুগলীর ডেপুটি কালেক্টরের পদে কাজ করেন। পরে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ও কলিকাতার করোনার হয়েছিলেন। ভারতীয় বিচারকদের ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচার করার ক্ষমতা না থাকার নীতির বিরুদ্ধে তাঁর মনে প্রতিবাদ জেগেছিল। হাওড়ার জেলা জজ থাকা কালে ১৮৮২ খ্রী· তিনি রমেশচন্দ্র দত্তের পরামর্শে গভর্নরের কাছে এ বিষয়ে এক নোট পাঠান। এই নোট সরকারী অনুমোদন লাভ করে এবং ১৮৮৩ খ্রী· ইলবার্ট বিল পাশ হলে ভারতীয় বিচারপতিরা ইউরোপীয়দের বিচারের ক্ষমতা লাভ করেন। তিনি কিছুদিন কলিকাতা হাইকোর্টেরও বিচারপতি ছিলেন। সরকারী কাজ থেকে অবসর-গ্রহণের পর বরোদারাজের সেক্রেটারী হিসাবে কয়েক বছর কাজ করেন। হরিমোহন সেন তাঁর মাতামহ। [১২৪]

বিহারীলাল চক্রবর্তী (২১·৫·১৮৩৫ - ২৪·৫·১৮৯৪)। দীননাথ। আধুনিক গীতিকাব্যের অন্যতম পুরোধা ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুরু। স্কুল কলেজে বেশী লেখাপড়া না করলেও সংস্কৃত, ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্য শিক্ষা করেন। অল্প বয়স থেকেই কবিতা লিখতেন। পরে সেইগুলি প্রকাশের সুবিধার জন্য তিনি 'পূর্ণিমা', 'সাহিত্য-সংক্রান্তি', 'অবোধবন্ধু' প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশ করেন। রচিত গ্রন্থাবলী : 'স্বপ্নদর্শন', 'সঙ্গীত-শতক', 'বঙ্গসুন্দরী', 'নিসর্গসন্দর্শন', 'বন্ধুবিয়োগ', 'প্রেমপ্রবাহিণী', 'সারদামঙ্গল', 'মায়াদেবী', 'ধূমকেতু', 'দেববাণী', 'বাউলবিংশতি', 'সাধের আসন' প্রভৃতি। ১৯শ শতাব্দীতে বিহারীলালই বাংলায় বিশুদ্ধ গীতিকবিতার ধারাটি নূতন খাতে বইয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথের কথায় 'আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম বোধ হয় কবির নিজের কথা।' [৩, ২৬, ২৮, ৪৫, ১২৪]

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৪০ - ১৯০১)। ঝাঁপ্পালাল। বাঙলাদেশে পাবলিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠার আগে তিনি শৌখিন নাট্যচর্চায় উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেন। বেলগাছিয়া নাট্যশালা (১৮৫৮), মেট্রোপলিটান থিয়েটার (১৮৫৯) ও শোভাবাজার নাট্যশালায় (১৮৬৭) যথাক্রমে 'রত্নাবলী', 'বিধবাবিবাহ' ও 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে অভিনয়ে বিশেষ প্রশংসালাভ করেন। বাঙলার প্রথম স্থায়ী নাট্যশালা 'বেঙ্গল থিয়েটার' (১৮৭৩) প্রতিষ্ঠার তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা। বহুদিন এই মঞ্চের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর লেখা বহু নাটক এই থিয়েটারে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। রচিত নাটক: 'পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ', 'রাবণ বধ', 'সতী-স্বয়ম্বর', 'সুভদ্রাহরণ', 'পাণ্ডব নির্বাসন', 'প্রভাস মিলন', 'জন্মাষ্টমী', 'বাণযুদ্ধ', 'খণ্ডপ্রলয়', 'মুই হ্যাঁদু', 'যমের ভুল', 'মোহশেল', 'রক্তগঙ্গা', 'ধ্রুব', 'নরোত্তম ঠাকুর' প্রভৃতি। তাঁর রচিত প্রথম নাটক দু'টি 'নাদাপেটা হাঁদারাম' ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। [২৬, ২৮, ৬৫, ৬৯, ১৪১]

বিহারীলাল সরকার, রায়সাহেব (১৮৫৫ - ১৯২১) আন্দুল—হাওড়া। উমাচরণ। জেনারেল অ্যাসেমব্লীজ ইন্‌স্টিটিউশনে এফ.এ. পর্যন্ত পড়েন। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে চাকরি নিয়ে ৩০ বছর ঐ কাজ করেন। অন্ধকূপ হত্যার ঘটনা মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য 'ইংরাজের জয়' গ্রন্থটি লেখেন। সঙ্গীতবিদ্যারও অনুশীলন করেছিলেন। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'বিদ্যাসাগর চরিত', 'তিতুমীর', 'শকুন্তলা-তত্ত্ব' প্রভৃতি। [৭, ২৫, ২৬]

বীণাপাণি দত্ত (৩০.৮.১৮৮৮ - ২৫.৪.১৯৬৩) কলিকাতার ঝামাপুকুর। রামচরণ মিত্র। দেওয়ান কালিকাদাস দত্তের পুত্র অতুলচন্দ্রের সঙ্গে চৌদ্দ বছর বয়সে বিবাহ হয়। বৌবাজারে একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারের কর্ত্রী, দশটি সন্তানের জননী, ভোলানন্দ গিরির শিষ্যা বীণাপাণি সাধারণের কাছে 'গোপালের মা' বলে সমধিক প্রসিদ্ধা ছিলেন। ১৯২৫ খ্রী. স্বামীর মৃত্যুর পর নাবালকের বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনা করেছেন। গৃহাশ্রম ত্যাগ করেন নি, কিন্তু বস্ত্রত্যাগী জটাধারী সাধিকা ছিলেন। ভোলাগিরি সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনিই একমাত্র শিষ্যা যাঁকে গিরি মহারাজ মন্ত্রদীক্ষা দেবার অধিকার দিয়েছিলেন। স্বরচিত ভজন গান গাইতেন। তাঁর কিছু গান 'আকুল', 'বকুল', ও 'বেণু-বীণা'—এই তিনটি গ্রন্থে সঙ্কলিত আছে। [১৭৪]

বীরচন্দ্র প্রভু। পিতা—নিত্যানন্দ প্রভু। দীক্ষাগুরু—সৎমাতা জাহ্নবী দেবী। শ্রীমন্ মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের পরবর্তী বৈষ্ণব-সমাজের তিনি সর্বজনমান্য নেতা ছিলেন। পিতার মত তিনিও বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে জীবন অতিবাহিত করে গিয়েছেন। [২৭]

বীরচন্দ্র মাণিক্য। (১৮৩৯ - ১৮৯৬) ত্রিপুরা। রাজবংশে জন্ম। ৫ আগস্ট ১৮৬২ খ্রী. তিনি 'মাণিক্য' উপাধি-গ্রহণ করে রাজদণ্ড ধারণ করেন। রাজত্বকালে ত্রিপুরায় দাসবিক্রয়, সতীদাহ প্রভৃতি কুপ্রথা ও দুর্নীতি দমন করেছিলেন। সুগায়ক ও বহুবিধ যন্ত্রে সিদ্ধহস্ত বীরচন্দ্রের দরবারে যদুভট্ট, নিসার হোসেন, কাশেম আলী প্রমুখ ভারতবিখ্যাত বহু সঙ্গীতজ্ঞ ও যন্ত্রশিল্পী সাদরে স্থান পেয়েছিলেন। নিজে খেয়াল টপ্পাও রচনা করেন। চিত্রকলায়ও তাঁর কৃতিত্ব ছিল। কয়েকজন দেশী ও ইউরোপীয় চিত্রকর তাঁর দরবারে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর প্রযত্নে প্রতি বছর রাজপ্রাসাদে চিত্রপ্রদর্শনীও হত। বাংলা ভাষার উন্নতিবিধানে ও পুষ্টিসাধনে ত্রিপুরারাজগণের কীর্তি অতুলনীয়। বীরচন্দ্রও রাজকার্যে ইংরেজী ভাষার ব্যবহার আরম্ভ হতে দেখে আইন করে বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন রাজকার্যে বাংলা ভাষার ব্যবহার বজায় রাখেন। সুকবি ছিলেন। তাঁর রচিত বহু কবিতা ও গান আছে। তাছাড়া বিবিধ প্রাচীন গ্রন্থ প্রচারের ও বহু সদ্‌গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য তিনি প্রচুর অর্থব্যয় করেছেন। পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্নকে দিয়ে তিনি বিবিধ টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ সম্পাদন করান এবং বিনামূল্যে বিতরণ করেন। নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন এবং বহু বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেছেন। তাঁর রচিত ৬টি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'হোরি' ও 'ঝুলন' গ্রন্থের গীতাবলী বৈষ্ণব পর্ব উপলক্ষে গীত হয়ে থাকে। তাঁর প্রযত্নে নিরক্ষর পার্বত্য কুকিজাতিও কিছু পরিমাণে বাংলা লেখাপড়া শিখেছে। [১৯]

বীরনারায়ণ বাগুরী (? - ১৯৩০) হরপুর—মেদিনীপুর। ১৯৩০ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনে লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন। খেরসাইয়ে চৌকিদারী ট্যাক্সের বিরুদ্ধে শোভাযাত্রাকালে তিনি পুলিসের গুলিতে নিহত হন। [৪২]

বীরু চট্টোপাধ্যায় (১৯১৭ -১.৩.১৯৮৪) শিশু ও কিশোর পাঠকদের উপযোগী রহস্য রোমাঞ্চ কাহিনীর লেখক হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। গত তিন দশকে প্রকাশিত প্রায় প্রতিটি পত্রিকায় তিনি লিখেছেন। [১৬]

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৫.৭.১৯০৫ - ৩.৭.১৯৭৫) গৌরীপুর—ময়মনসিংহ। গৌরীপুর রাজপরিবারের বিখ্যাত ব্রজেন্দ্রকিশোর। সঙ্গীতশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ও বিশিষ্ট যন্ত্রসঙ্গীত-শিল্পী। তানসেন-বংশীয় মহম্মদ আলি খাঁ সাহেবের কাছে ধ্রুপদ সঙ্গীত ও সুরশৃঙ্গার-বাদন শিক্ষা করেন। সুরশৃঙ্গার, রবাব ও বীণ-বাদনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সঙ্গীত-জগতের বহু রকমের সংস্থার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। কেন্দ্রীয় সঙ্গীত-নাটক-নৃত্য আকাডেমির সদস্য ও ধর্মজীবনে ঋষি অরবিন্দের শিষ্য ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান', 'রাগ সঙ্গীত', 'উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত কলা', 'তন্ত্রের তত্ত্ব ও সাধনা', 'তন্ত্র ও শ্রীঅরবিন্দ' প্রভৃতি। তিনি এবং প্রফুল্লকুমার রায় 'হিন্দুস্থানী সংগীতের ইতিহাস' গ্রন্থটি রচনা করেন। [১৬, ৬৫]

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২.৯.১৯২০ - ১১.৭.১৯৮৫) বিক্রমপুর—ঢাকা। কলিকাতা রিপন স্কুল ও কলেজের ছাত্র। সমাজ-মানসের এই কবির কবিতায় ভাষিত হয়েছে সমগ্র দুনিয়ার প্রতারিত বিপন্ন মানুষের বেদনা, মানবতা-বিরোধী ঘটনার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ তীব্র-প্রতিবাদ। অন্যদিকে রোমান্টিকের মত সমাজ জীবনের সুন্দর স্বপ্নকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রক্ষা করে গেছেন। প্রথম জীবনে অনুশীলন দলের সঙ্গে ও পরে বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'গ্রহচ্যুত' (১৯৪২)। তবে 'রানুর জন্য' (১৯৫২) বইটিই তাঁকে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর 'উলুখড়ের কবিতা', 'লখিন্দর', 'জাতক', 'সভা ভেঙে গেলে', 'রাস্তায় যে হেঁটে যায়', 'মানুষ খেকো বাঘেরা বড় লাফায়', 'এই জন্ম জন্মভূমি', 'পৃথিবী ঘুরছে', 'ভিয়েতনাম ভারতবর্ষ' 'শীত বসন্তের গল্প', 'বেঁচে থাকার কবিতা', 'আমার কবিতা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘদিন আধুনিক বাংলা কবিতার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বেশ কিছু কবিতার বুলেটিন প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। [১৬, ১৪৯]

বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯০২ - ৯.৯.১৯৭৮)। ১৯২৩ খ্রী· প্রথম শ্রেণীর অনার্স নিয়ে অর্থনীতিতে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি·এ· ও ১৯২৫ খ্রী· ঐ বিষয়েই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম·এ· পাশ করেন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে ১৯২৯ খ্রী· পর্যন্ত কর্মরত থাকেন। এই বৎসরই প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পান। ১৯৩০ খ্রী· দিল্লীর হিন্দু কলেজের অধ্যাপক হন। হিন্দু কলেজে কাজ করার সময় ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪২ খ্রী· দিল্লী স্কুল অব ইকনমিক্সে যোগদান করেন ও ১৯৬৪ খ্রী· সেখানকার ডিরেক্টর হন। ১৯৬৭ খ্রী· দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস-চ্যান্সেলার হন ও ১৯৭৩ খ্রী· অবসর গ্রহণ করেন। অর্থনৈতিক ইতিহাসের চিন্তাধারা বিষয়ে সুপণ্ডিত ও গান্ধীজীর অর্থনৈতিক মতবাদের একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন। কয়েকখানি গ্রন্থও লিখে গেছেন। [১৪৯]

বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৮০ - ৬.৪.১৯৪৩) ব্রাহ্মণগাঁ—ঢাকা। শিক্ষাবিদ্ অঘোরনাথ। পিতার কর্মস্থল হায়দ্রাবাদে জন্ম। মাদ্রাজ থেকে প্রবেশিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি·এ· পাশ করেন। ১৯০১ খ্রী· আই·সি·এস· পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বিলাত যান। সেখানে বীর সাভারকরের প্রভাবে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা নেন। সিভিল সার্ভিস পাশ করতে না পেরে ব্যারিস্টার হবার চেষ্টা করেন। ১৯০৬ খ্রী· নবীন তুর্কীর কামাল আতাতুর্কের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন এবং ভারতের জাতীয় আন্দোলনে সাহায্য চান। এই বছর শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা প্রতিষ্ঠিত লন্ডনের 'ইন্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট' পত্রিকা পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব তাঁর ওপর পড়ে। ইউরোপের ব্রিটিশ-বিরোধী সংবাদপত্র 'তলোয়ার'-এর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। ইন্ডিয়া হাউসের ছাত্রদের, অভিনব ভারত সঙ্ঘের ও ফ্রী ইন্ডিয়া সোসাইটির সদস্যদের রাজনৈতিক শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। ১৯০৯ খ্রী· মদনলাল ধিংড়ার হাতে উইলিয়ম কার্জন ওয়াইলী নিহত হলে তাঁর মিড্‌ল্ টেম্পলের ব্যারিস্টারী সনদ বাতিল হয় ও গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য তিনি পরের বছর প্যারিসে চলে আসেন। তখন থেকে 'তলোয়ার' ও 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা দু'টির পরিচালনায় সহযোগিতা করেন। ফরাসী সোশ্যালিস্ট পার্টির সদস্য হলেও মনেপ্রাণে একজন জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী ছিলেন। এই সময় তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনী খ্যাতনাম্নী দেশনেত্রী সরোজিনী নাইডু ব্রিটিশ সরকারের চিঠির জবাবে লেখেন—বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই—বহুদিন আগেই তাঁকে অর্থসাহায্য পাঠানো বন্ধ হয়েছে। প্যারিসে কাজ করার সময় বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে পরিচিত হন। বার্লিনে অবস্থানকালে তাঁর রচিত 'Japan, The Enemy of Asia' গ্রন্থে আকৃষ্ট হয়ে জার্মান সরকার ভারতীয় বিপ্লববাদীদের ব্রিটিশ-বিরোধী বৈপ্লবিক কার্যকলাপে সাহায্য করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি শত্রুর শত্রু কাইজারের সঙ্গে ১৫ দফা চুক্তি করলেন—ভারতে বিপ্লব প্রচেষ্টায় আর্থিক ও সামরিক সাহায্য লাভের আশায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে তাঁরই উদ্যোগে জার্মানীতে সমবেত ভারতীয়দের নিয়ে বিপ্লবী সংগঠন 'ইন্ডিয়ান ইনডিপেন্ডেন্স কমিটি' (বার্লিন কমিটি) গড়ে ওঠে এবং তিনিই তার প্রথম সম্পাদক হন। ১৯১৬ খ্রী· পর্যন্ত এই কমিটির সম্পাদক ছিলেন। এই কমিটি ইউরোপ, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য এমন কি সুদূর মেক্সিকো ও ব্রেজিল পর্যন্ত যোগাযোগ করে এবং বহু দুঃসাহসী ভারতীয় যুবক এই কর্মযজ্ঞে যোগ দিয়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্য অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল যাত্রা শুরু করেন। স্টক্‌হোমে ১৯১৭ খ্রী· যে শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে বীরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ভারতীয় বিপ্লবীরা যোগ দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধান্তে বার্লিন কমিটির কার্যকলাপ শেষ হয়। ৯.৭.১৯১৯ খ্রী· তিনি 'লন্ডন টাইম্‌স্' পত্রিকায় তাঁর সন্ত্রাসবাদ ত্যাগ করার কথা ঘোষণা করেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে তিনি মস্কোয় যান। মস্কো সফরে তাঁর সঙ্গিনী ছিলেন আমেরিকার শ্রমিক কন্যা ভারত দরদী অ্যাগনেস স্মেডলী। মস্কোয় বীরেন্দ্রনাথ ও স্মেডলী পরস্পর স্বামী-স্ত্রী ব'লে ঘোষণা করেন। ১৯২১ খ্রী· আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংস্থা 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক'-এর তৃতীয় সম্মেলনের প্রাক্কালে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পান্ডুরং খানখোজে প্রমুখ একদল ভারতীয় বিপ্লবীর নেতা হিসাবে তিনি পুনরায় মস্কো যান। ১৯২২ খ্রী· জাতীয় কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে তিনি একটি স্মারকলিপি পাঠান। এতে জাতীয় কংগ্রেসকে কিভাবে একটা গণ-পরিষদে পরিণত করা যায় তারই ব্যবস্থা প্রদত্ত হয়েছিল। ১৯২৬ খ্রী· তিনি রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে লর্ড সত্যেন্দ্র সিংহের দ্বারা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছে ভারতে ফেরার জন্য অনুমতি লাভের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ১৯২৭ খ্রী· ব্রাসেল্‌স শহরে যে

'সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সঙ্ঘ' স্থাপিত হয় তিনি তার অন্যতম সম্পাদক এবং ব্রাসেল্স সম্মেলনের একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৯৩২ খ্রী· হিটলারের অভ্যুত্থানের পূর্বাহ্নে তিনি সোভিয়েট দেশে যান এবং লেনিনগ্রাদের 'ইনস্টিটিউট অফ এথ্নোগ্রাফি'র ভারতীয় বিভাগের প্রধানরূপে যোগদান করেন। এই সঙ্গে ইনস্টিটিউটের এশীয় শাখার বিজ্ঞান সম্পাদক হন। লিডিয়া এডোয়ার্ডেভনারকে বিবাহ করেন। তাঁর বহু লেখা নানা দেশের পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে রাজনীতি, অর্থনীতি, ভাষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, দর্শন কিছুই বাদ যায় নি। তবে Ethnographic গবেষণায় খুবই সাফল্যলাভ করেছিলেন। ১৯৩৭ খ্রী· স্ট্যালিনের আদেশে গ্রেপ্তার হয়ে অজ্ঞাত স্থানে প্রেরিত হন। মৃত্যুর স্থান ও কারণ অজ্ঞাত। সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির ২০ তম কংগ্রেসের পুনর্বিচারে কমিউনিস্টরূপে তিনি পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হন। [৩, ৫, ১০, ৫৪, ১০৮, ১১৬, ১২৪]

বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত (১৮৯১ - ২১·২·১৯১০)। বিক্রমপুর—ঢাকা। বাঘা যতীনের গুপ্ত বিপ্লবী দলের সভ্য উনিশ বছরের যুবক বীরেন্দ্রনাথ আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী সামশুল আলমকে ২৪·১·১৯১০ খ্রী· কোর্ট প্রাঙ্গণে হত্যা করেন। পুলিসের হাতে ধরা পড়ে ফাঁসির আগের দিন পুলিসের মিথ্যা চক্রান্তে স্বীকারোক্তি দেন। পরে আসল ঘটনা জানতে পেরে মৃত্যুর আগে বাঘা যতীনের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে চিঠি লিখে যান। [৪২, ৪৩, ৫৪, ১৩৯]

বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (১৩·৫·১৮৮৮ - ৫·১·১৯৭৪) বিদগাঁও-বিক্রমপুর—ঢাকা। ঈশানচন্দ্র। পিতার কর্মস্থল জলপাইগুড়িতে জন্ম। ১৯০৬ খ্রী· কলিকাতায় এসে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে (বর্তমান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) ভর্তি হন। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করিয়ে আনার জন্য শিক্ষা-পরিষদ্ তাঁকে ১৯১১ খ্রী· স্কলারশিপ দিয়ে আমেরিকা পাঠান। ১৯১৪ খ্রী· তিনি পার্ডু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে শিকাগোতে চাকরি করছিলেন। এই সময় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে আমেরিকায় ভারতীয় বিপ্লবীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তৎপর হয় এবং তিনি সেই দলে যোগ দেন। তার আগেই ব্রিটিশ কাউন্সিলের অনুমতি ছাড়াই তিনি সামরিক শিক্ষা নিয়েছিলেন। প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের নিয়ে গঠিত বার্লিন কমিটির সদস্য হিসাবে তিনি মেসোপটেমিয়ার আর্মির সঙ্গে মিলে সিনাই মরুভূমি ও সুয়েজ খালে ইংরেজের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ করেন। এক সময় 'মির্জা আলি হায়দার' নামে ছদ্মবেশ ধারণ করেন। যুদ্ধে আহত হয়ে সুইজারল্যান্ডে সাত বছর কাটান। সেখানের পত্রিকাতে তিনি ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৯২১ খ্রী· সেখানে এক জার্মান ব্যবসায়ীর সঙ্গে ইন্ডো-সুইস ট্রেডিং কোম্পানী স্থাপন করে দেশে ভাইদের সঙ্গে ব্যবসায় শুরু করেন। ১৯২৪ খ্রী· দেশে এলেও পুলিসের তাড়ায় তাঁকে ফিরে যেতে হয়। ১৯২৭ খ্রী· বিবাহ করেন। ১৯৩৭ খ্রী· হিটলারের কোপে পড়ে তাঁকে একমাস হামবুর্গের আন্ডারগ্রাউন্ড সেল-এ কাটাতে হয়। ১৯৫০ খ্রী· নদীয়া জেলায় একটি সর্বোদয় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সমাজ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বিনয় সরকার ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্সের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক ছিলেন। কলিকাতায় মৃত্যু। [১৬, ১১৬, ১২৪, ১৪৯]

বীরেন্দ্রনাথ দে (১২৯৮ ? - ১৫·৮·১৩৭০ ব·) গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-এস-সি· (ইঞ্জি·) উপাধি পান। দেশবন্ধুর আহ্বানে কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। মৃত্যুর পূর্বে পৌর প্রতিষ্ঠানের কনসাল্টিং ইঞ্জিনীয়ার এবং রাজ্য সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ক্যালকাটা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ও বঙ্গীয় ফলিত বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি এবং ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। [৪]

বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,স্যার (১৪·২·১৮৯৯ - ৪·১১·১৯৮২)। কলিকাতা। দেশে শিল্পের পথপ্রদর্শক স্যার রাজেন্দ্রনাথ। খ্যাতনামা শিল্পপতি। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ার পর কেমব্রিজের ট্রিনিটি থেকে বি·এ· ও এম·এ· পাশ করেন। দেশে ফিরে ১৯২৪ খ্রী· মার্টিন কোম্পানীতে যোগ দেন। সাত বছরের মধ্যে বার্ণ কোম্পানীর এবং ১৯৩৪ খ্রী· মার্টিন কোম্পানীর অংশীদার হন। ১৯৪৬ খ্রী· ঐ দুই কোম্পানী যুক্ত হয়ে মার্টিন-বার্ন কোম্পানীতে পরিণত হলে তিনি তার ম্যানেজিং ডিরেক্টর হন। ইন্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর কর্মোদ্যমে দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। ১৯৪২ খ্রী· স্যার উপাধি পান। পশ্চিমবঙ্গের তিনিই শেষ 'স্যার' উপাধিপ্রাপ্ত । শিল্পানুরাগী লেডি রাণু মুখার্জী তাঁর স্ত্রী। [১৬]

বীরেন্দ্রনাথ মৈত্র (১৭·৯·১৮৮৪ - ৩১·১২·১৯৭১) রাজশাহী। কাশীকান্ত। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবপ্রবর্তিত এম·এস-সি· পরীক্ষার প্রথম ছাত্রদলের অন্যতমরূপে ১৯১০ খ্রী· কেমিস্ট্রিতে এম·এস-সি· ডিগ্রী পান ও বি·ই· কলেজের কেমিস্ট্রির লেকচারার নিযুক্ত হন। পরে বন্ধু খগেন্দ্রনাথ দাশ ও রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিতভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ক্যালকাটা কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি তার সক্রিয় অংশীদার হন। একজন রোটারিয়ান ছিলেন। বহু প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা-পরিষদের সদস্য ছিলেন। [১৬]

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল (১৮৮১ - ২৪·১১·১৯৩৪) চণ্ডীভেটী-কাঁথি—মেদিনীপুর। বিশ্বম্ভর। বিশিষ্ট ব্যারিস্টার ও রাজনৈতিক নেতা। ১৯০০ খ্রী· এন্ট্রান্স পাশ করে কলিকাতা রিপন কলেজে ভর্তি হন। আইন পড়ার জন্য তিনি ইংল্যান্ড যান। ১৯০৪ খ্রী· ব্যারিস্টাররূপে কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন। কয়েক বছর পরে

মেদিনীপুর জেলাকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। ১৯১৩ খ্রী· পুনরায় কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন ও আইনজীবী হিসাবে বিশেষ খ্যাতিমান হন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ মামলায় তিনি বিনা ফি-তে আসামী পক্ষ সমর্থন করেন। ১৯৩২ খ্রী· ডগলাস হত্যা মামলায়ও আসামী পক্ষের উকিল ছিলেন। ১৯২১ খ্রী· আইন ব্যবসায় ত্যাগ করে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন এবং কিছুদিন পর গ্রেপ্তার হন। মুক্তিলাভের পর দেশবন্ধুর স্বরাজ্যদলের সঙ্গে যুক্ত হন। মেদিনীপুর ইউনিয়ন্ বোর্ড করবন্ধ আন্দোলনেও তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯২৩ ও ১৯২৬ খ্রী· মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ১৯২৩ ও ১৯২৫ খ্রী· বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এবং ১৯২৫ ও ১৯২৬ খ্রী· প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। ১৯২৭ খ্রী· তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উঠলে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন। কংগ্রেস-বিরোধী প্রার্থিরূপে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর (১৯৩৩) এবং ভারতীয় আইন সভার সভ্য নির্বাচিত হন (১৯৩৪)। দেশবাসী তাঁকে 'দেশপ্রাণ' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করে। [৩, ১০, ১২৪]

বীরেন্দ্রনাথ সরকার১ (? - ১৯৭১) রাজশাহী। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করার অপরাধে ১৯৩৯ খ্রী· দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ পুলিস তাঁকে বন্দী করে। ১৯৪৫ খ্রী· মুক্তি পেয়ে 'আজাদ হিন্দ ফৌজে'র আন্দোলনে ছাত্র যুবকদের নেতৃত্ব দেন। স্বাধীনতার পরেই বিখ্যাত নাচোল বিদ্রোহে স্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। জেলে থাকা কালে বি·এ· ও আইন পরীক্ষা পাশ করে অ্যাডভোকেট হন। পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পরেও তাঁকে একাধিকবার কারাদণ্ড ও অন্তরীণ জীবন যাপন করতে হয়। জীবনের বেশী সময় কাটে বিভিন্ন জেলে। বাঙলাদেশ স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানী সৈন্যেরা তাঁকে নিদ্রিত অবস্থায় গুলিবিদ্ধ করে নিহত করে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল পঞ্চাশের কিছু বেশী। [১৬]

বীরেন্দ্রনাথ সরকার২ (৫·৭·১৯০১ - ২৮·১১·১৯৮০) কলিকাতা। স্যার নৃপেন্দ্রনাথ। পিতার কর্মক্ষেত্র ভাগলপুরে জন্ম। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি·এস-সি· এবং লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন। কলিকাতায় ফিরে বছর দুই সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে মার্টিন কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কোম্পানীর হয়ে সিনেমা হাউস করতে করতে নিজের একটি 'হাউস' করার ইচ্ছা জাগে। ১৯৩০ খ্রী· নিজে 'চিত্রা হাউস' ও কিছু পরে 'নিউ সিনেমা' তৈরি করেন। ঐ বছরই চিত্র প্রযোজনার জন্য 'ইন্টারন্যাশনাল ফিল্‌ম ক্র্যাফট' ও ১৯৩১ খ্রী· 'নিউ থিয়েটার্স' স্টুডিয়ো স্থাপন করেন। এই স্টুডিয়ো থেকে প্রায় ১৫০টি ছবি তিনি প্রযোজনা করেছেন। তার মধ্যে বাংলা ছাড়া কিছু হিন্দী ও তামিল ছবিও আছে। তাঁর প্রযোজিত উল্লেখযোগ্য বাংলা ও হিন্দী ছবি: 'দেবদাস', 'চণ্ডীদাস', 'মুক্তি', 'বিদ্যাপতি', 'ডাক্তার', 'জীবন মরণ', 'উদয়ের পথে', 'মহাপ্রস্থানের পথে' প্রভৃতি। 'দেবদাসে'র তামিলও প্রযোজনা করেছিলেন। বহু অভিনেতা, অভিনেত্রী, পরিচালক, কলাকুশলী, সঙ্গীত পরিচালক তাঁদের কর্মজীবন নিউ থিয়েটার্স স্টুডিয়ো থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য আমেরিকায় (১৯৫২) ও চীনে (১৯৫৫) ভারত সরকার প্রেরিত প্রতিনিধিদের তিনি অন্যতম ছিলেন। ১৯৫৫ খ্রী· থেকে সক্রিয়ভাবে চিত্র প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও সরকার প্রতিষ্ঠিত চিত্রজগতের নানা সংস্থায় তিনি নির্বাচিত সদস্য হিসাবে কাজ করেছেন। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান 'ফিল্ম ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া' এবং 'বেঙ্গল মোশন পিকচার্স' (পরবর্তী ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশন পিকচার্স) অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। ভারতের চলচ্চিত্র শিল্পে তাঁর অবদানের জন্য ১৯৭২ খ্রী· তাঁকে 'দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার' দেওয়া হয়। ঐ বছরই তিনি 'পদ্মভূষণ' উপাধি লাভ করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৭৭ খ্রী· তাঁকে 'প্রমথেশ বড়ুয়া স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করেন। [১৭৪]

বীরেন্দ্রনাথ হাজরা, লেঃ কর্নেল (১৮৯৫ - ১·১২·১৯৮০)। পাত্রসায়ের—বাঁকুড়া। শিক্ষা প্রেসিডেন্সী কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ কলিকাতা ও লন্ডনে। সৈন্য বিভাগে যোগ দেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পশ্চিম এশিয়া এবং ব্রহ্ম রণাঙ্গনে বিশেষ দক্ষতা দেখান। বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্যে বৃটিশ মিলিটারী ডেসপ্যাচে তাঁর নাম বেশ কয়েকবার উল্লেখিত হয়। ওয়ার অফিস তাঁকে পুরস্কৃত করেন। যুদ্ধশেষে ওড়িষ্যার জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর হন। বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ। তাঁর সুপরিচালনায় মফঃসলের এই কলেজটি নানা বিঘ্ন অতিক্রম করে স্থায়িত্ব লাভ করে। ভারতের মেডিক্যাল কাউন্সিল নিযুক্ত শিক্ষা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কমিটির চেয়ারম্যানরূপে ভারতের মেডিক্যাল শিক্ষার আধুনিকীকরণে সহায়তা করেন। কুষ্ঠরোগ বিষয়ে তিনি গান্ধীজীর একজন উপদেষ্টা ছিলেন। বাঁকুড়া কুষ্ঠ হাসপাতাল রূপায়ণে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। সরল অনাড়ম্বর জীবনে অভ্যস্ত গান্ধীবাদী ডাঃ হাজরা চিকিৎসাকে সেবাব্রত রূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর আত্মীয়া স্বাধীনতাসংগ্রামী রাজরাজেশ্বরী হাজরা সত্যাগ্রহ আন্দোলনে পাত্রসায়ের থানায় জাতীয় পতাকা তুলতে গিয়ে নিগৃহীতা ও কারারুদ্ধ হন। [১৬, ১৪৯]

বীরেশচন্দ্র গুহ (৮·৬·১৯০৪ - ২০·৩·১৯৬২) বানারিপাড়া—বরিশাল। রাসবিহারী। পিতার কর্মস্থল-ময়মনসিংহে জন্ম। মাতুল মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত। তিনি কলিকাতা শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা থেকে প্রবেশিকা (১৯১৯) ও সিটি কলেজ থেকে আই·এস-সি· পাশ করে প্রেসিডেন্সী কলেজে বি·এস-সি· পড়ার সময়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে (১৯২১) কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে রসায়নে অনার্সসহ প্রথম স্থান অধিকার করে বি·এস-সি·

(১৯২৩) পাশ করেন। এম-এস-সি-তেও প্রথম হন (১৯২৫)। এক বছর বেঙ্গল কেমিক্যালে কাজ করার পর 'টাটা স্কলারশিপ' পেয়ে বিলাত যান (১৯২৬)। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ-ডি· এবং ডি-এস-সি· ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'ষণ্ডের যকৃতের মধ্যে ভিটামিন বি$_2$-র অস্তিত্ব অনুসন্ধান'। এরপর তিনি কেমব্রিজের বিখ্যাত প্রাণ-রসায়নবিদ্ এফ· সি· হপকিন্সের অধীনেও গবেষণা করেন। রাশিয়ার দূতের সঙ্গে প্রবাসী ভারতের ছাত্রদের যে যোগাযোগ ঘটত এবং বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ প্রবাসী ভারতীয়দের যে স্বাধীনতা আন্দোলন চলছিল তাতে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছিলেন। দেশে ফেরার পর কিছুদিন আবার বেঙ্গল কেমিক্যালে কাজ করেন। ১৯৩৬ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ পান। ১৯৪৪ খ্রী· ভারত সরকার তাঁকে খাদ্যদপ্তরে প্রধান টেকনিক্যাল উপদেষ্টা-পদে নিযুক্ত করেন। ১৯৪৮ খ্রী· দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের সভ্য হিসাবে কাজ করেন। ১৯৫৩ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেন এবং আমরণ অধ্যাপনা ও গবেষণায় যুক্ত থাকেন। ছাত্রাবস্থায় ঘোষ ট্রাভেলিং বৃত্তি লাভ করে ইউরোপের নানা দেশে ভ্রমণ করে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা-পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি বিভিন্ন সময়ে গমবীজ থেকে ভিটামিন নিষ্কাশন, অ্যাস্করবিক অ্যাসিড অথবা ভিটামিন 'সি' বিষয়ে গবেষণা করেন। উদ্ভিদকোষ থেকে 'অ্যাস্করবীজেন' বিশ্লেষণে তিনি ও তাঁর সহযোগীরা মৌলিক কৃতিত্ব দেখান। বাঙলায় ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময়ে ঘাস-পাতা থেকে প্রোটিন বিশ্লেষণের গবেষণা শুরু করেন এবং মানুষের খাদ্যে এই উদ্ভিজ্জ প্রোটীন মিশ্রণের নানা পদ্ধতি দেখান। সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে উৎসাহী ছিলেন। সংস্কৃত, ইংরেজী ও বাংলায় কবিতা আবৃত্তি করে বন্ধুদের প্রায়ই মুগ্ধ করতেন। বিখ্যাত সমাজসেবিকা ড· ফুলরেণু গুহ তাঁর সহধর্মিণী। তিনি স্বামীর ইচ্ছানুসারে স্বোপার্জিত সমস্ত অর্থ ও বালীগঞ্জস্থ বৃহৎ অট্টালিকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাণ-রসায়ন গবেষণার জন্য দান করেন (১৯৭২)। [১০, ৮২, ১৪৯]

বীরেশ্বর পাঁড়ে (১৮৪২ - ১৯১১) কামরা—যশোহর। মৃত্যুঞ্জয়। তাঁর পূর্বপুরুষ সম্রাট আকবরের সময় কান্যকুব্জ থেকে বঙ্গদেশে আসেন। প্রথমে কিছুদিন কৃষ্ণনগর কলেজে পড়ার পর তিনি মোহনচন্দ্র চূড়ামণির কাছে ব্যাকরণাদি শেখেন। ১৬ বছর বয়সে 'লীলাবতী বা গণিতবিজ্ঞান' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক' কাব্যের প্রতিবাদে রচনা করেন 'ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত'। অনেকগুলি বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকও রচনা করেছিলেন। শেষ-বয়সে 'ধর্মশাস্ত্রতত্ত্ব ও কর্তব্য-বিচার' প্রণয়ন করেন। বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদনার কাজেও তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কাশীতে শিবমন্দির-স্থাপন তাঁর অন্যতম কীর্তি। [২৫, ২৬]

বীরেশ্বর বসু (৩১·১·১২৯৬ - ১২·৫·১৩৫২ ব·)। নদীয়া। ছাত্রাবস্থায় সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। গান্ধীজীর আহ্বানে কৃষ্ণনগর কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। আইন অমান্য আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে বহুবার কারারুদ্ধ হন। একবার ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করেন। তাঁর সেবা, ত্যাগ ও আদর্শনিষ্ঠা যুবকদের কাছে দেশাত্মবোধের উৎস ছিল। [১০]

বীরেশ্বর সেন (১৫·১১·১৮৯৭ - ১০·৯·১৯৭৪) কলিকাতা। অধ্যক্ষ শৈলেশ্বর সেন। হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন। ইংরেজীতে এম·এ· পাশ করেন। চিত্রবিদ্যায় শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য। কর্মজীবন শুরু হয় লক্ষ্ণৌ সরকারী চারু-কারু বিদ্যালয়ে। কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্ণৌ শাখার ডিজাইন কেন্দ্রের পরিচালক এবং উত্তরপ্রদেশের ড্রইং ও চিত্রশিক্ষা সমিতির আহ্বায়ক ও নূতন দিল্লীর ললিতকলা একাডেমির সদস্য ছিলেন। নিখুঁত চিত্র আঁকার প্রতি সর্বদা যত্নবান ছিলেন। শেষ-বয়সে ছোট আকারে হিমালয় পর্বতের অনেকগুলি দৃশ্যচিত্র এঁকেছিলেন। বিদেশে বহু চিত্রপ্রদর্শনীতে তাঁর চিত্রগুলি প্রদর্শিত হয়েছিল। 'সুন্দরম্', 'শিল্পী', 'রূপম' প্রভৃতি পত্রিকায় শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখতেন। পরিণত বয়সেও ছবি এঁকেছেন। লক্ষ্ণৌতে মৃত্যু। [১৯৫]

বুদ্ধদেব বসু (৩০·১১·১৯০৮ - ১৮·৩·১৯৭৪) কুমিল্লা। আদি নিবাস বহর-বিক্রমপুর—ঢাকা। ভূদেবচন্দ্র। খ্যাতনামা সাহিত্যিক। একাধারে কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সম্পাদক ও সমালোচক ছিলেন। ইংরেজী ভাষায় কবিতা, গল্প, প্রবন্ধাদি রচনা করে তিনি ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। অল্প বয়স থেকেই কবিতা রচনা করেছেন, ছেলে জুটিয়ে নাটকের দল তৈরি করেছেন। ১৩ বছর বয়সে নোয়াখালী ছেড়ে ঢাকায় আসেন। 'প্রগতি' ও 'কল্লোল' নামে দুটি পত্রিকায় লেখার অভিজ্ঞতা সম্বল করে যে কয়জন তরুণ বাঙালী লেখক রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের বাইরে সরে দাঁড়াবার দুঃসাহস করেছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম। ছাত্রজীবনে ঢাকায় তিনি যে এক্সপেরিমেন্ট শুরু করেন প্রৌঢ় বয়সেও সেই এক্সপেরিমেন্টের শক্তি তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। তাঁর প্রথম যৌবনের 'সাড়া' এবং প্রাক্‌প্রৌঢ় বয়সের 'তিথিডোর' উপন্যাস দু'টি দুই ধরনের এক্সপেরিমেন্ট। কর্মজীবনের শুরুতে স্থানীয় কলেজের লেকচারারের পদের জন্য আবেদন করে দু'বার প্রত্যাখ্যাত হলেও ইংরেজী সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য পরিণত বয়সে তিনি আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আমাদের দেশে তুলনামূলক সাহিত্য-আলোচনার তিনি পুরোধা ছিলেন। তাঁর চল্লিশোর্ধ বয়সের রচনাগুলির মধ্যে গ্রীক, ল্যাটিন,

সংস্কৃত—নানা চিরায়ত সাহিত্যের উপমার প্রাচুর্য দেখা যায়। তাঁর অজস্র রচনার মধ্যে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ: 'বন্দীর বন্দনা', 'পৃথিবীর পথে', 'দ্রৌপদীর শাড়ী', 'শীতের প্রার্থনা', 'বসন্তের উত্তর', 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি', 'গোলাপ কেন কালো', 'বিদেশিনী', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', তপস্বী ও তরঙ্গিণী', 'কলকাতার ইলেকট্রা', 'রাতভোর বৃষ্টি', 'কঙ্কাবতী', 'যে আঁধার আলোর অধিক' ইত্যাদি। 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকের জন্য তিনি ১৯৬৭ খ্রী· আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭০ খ্রী· ভারত সরকার কর্তৃক তিনি 'পদ্মভূষণ' উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন। লেখিকা প্রতিভা বসু তাঁর স্ত্রী। [১৬, ১৮]

বুদ্ধু শাহ। ফকির নায়ক বুদ্ধু শাহ ১৭৯৯ - ১৮০০ খ্রী· বগুড়ার জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহে'র পতাকা উড্ডীন রেখেছিলেন। [৫৬]

বৃন্দাবন তেওয়ারী। ১৮৫৭ খ্রী· মহাবিদ্রোহের সময় মেদিনীপুরের জনসাধারণকে উত্তেজিত করার অপরাধে তাঁর ফাঁসি হয়। [৫৬]

বৃন্দাবন দাস, ঠাকুর (১৫০৭ ? - ১৫৮৯) নবদ্বীপ। বৈকুণ্ঠনাথ বিপ্র। মাতা শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী দেবী। নিত্যানন্দ প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ও কনিষ্ঠতম এই শিষ্য একজন পরম বৈষ্ণব এবং মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ও 'চৈতন্যভাগবতে'র রচয়িতা। মহাপ্রভুর সমসাময়িক হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর দর্শন পান নি। মহাপ্রভুর তিরোধানের পর চৈতন্যভাগবত ও নিত্যানন্দবংশমালা প্রচার করেন। বর্ধমান জেলার দেনুড় গ্রামে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মন্দির ও বিগ্রহ আছে। বৈষ্ণবসমাজে তা 'দেনুড় শ্রীপাট' নামে পরিচিত। তিনি খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁকে 'চৈতন্যলীলার ব্যাস' বলে সম্মান করেছেন। তাঁর রচিত 'গোপিকামোহন' কাব্যও বৈষ্ণবসমাজের আদরের বস্তু। তিনি 'কৃষ্ণকর্ণামৃতটীকা', 'নিত্যানন্দযুগলাষ্টক', 'রসকল্পসারস্তব', 'রামানুজগুরুপরম্পরা' প্রভৃতি কয়েকটি সংস্কৃত কাব্য রচনা করে যশোলাভ করেন। [২, ৩, ২৫, ২৬]

বেণীমাধব দাস (২২·১১·১৮৬৬ - ২·৯·১৯৫২) সারোয়াতলী—চট্টগ্রাম। কৃষ্ণচন্দ্র। শিক্ষাব্রতী। ১৮৯৪ খ্রী· দর্শনশাস্ত্রে এম·এ· পাশ করে চট্টগ্রাম কলেজে যোগ দেন। দর্শন ও অর্থনীতি ছাড়াও ন্যায়শাস্ত্র এবং ইতিহাসও পড়াতেন। এ সময় কলেজিয়েট স্কুলটিকে সুষ্ঠুভাবে পুনর্গঠিত করে আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত করেন। ছাত্রদের চরিত্র-গঠনে ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ-করণে তাঁর অবদান অপরিসীম। আদর্শ শিক্ষক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। চট্টগ্রাম, ঢাকা, কটক, কৃষ্ণনগর ও কলিকাতায় গভর্নমেন্ট কলেজের অধ্যাপকরূপে ও পরে গভর্নমেন্ট স্কুলের প্রধানশিক্ষক-রূপে নিযুক্ত ছিলেন। উড়িষ্যা ও বাঙলার বহু খ্যাতনামা জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি তাঁর ছাত্র। তাঁদের মধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, বিখ্যাত যক্ষ্মারোগ-বিশেষজ্ঞ রাম অধিকারী, ডাকবিভাগের অধ্যক্ষ তপোগোপাল মুখার্জির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কটকে র‍্যাভেন'শ কলেজিয়েট স্কুলে পড়ার সময় সুভাষচন্দ্র তাঁর একান্ত প্রিয় ছাত্র ছিলেন। নেতাজী তাঁর 'ভারত-পথিক' গ্রন্থে লিখেছেন—'শিক্ষকদের মধ্যে একজনই মাত্র আমার মনে স্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন—তিনি হলেন আমাদের প্রধানশিক্ষক শ্রদ্ধেয় বেণীমাধব দাস'। প্রথম যৌবনেই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জীবনে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রভাব ছিল অপরিসীম। ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'Indian Messenger' ও 'Nababidhan' দীর্ঘদিন তাঁর পরিচালনায় ছিল। ১৯২৩ খ্রী· মাদ্রাজের কোকোনদ শহরে 'All India Theistic Conference'-এ সভাপতিত্ব করেন। তাঁর ঐ সভায় প্রদত্ত ভাষণটি 'Modern Theistic Movement in India' নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রবন্ধ-সংকলন 'Pilgrimage through Prayers' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তাঁর স্ত্রী (ব্রাহ্মসমাজের মধুসূদন সেনের কন্যা) সরলা দেবীর প্রতিটি সমাজসেবামূলক কাজে এবং দুঃস্থ অসহায়া নারীদের কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত 'সরলা পুণ্যাশ্রম' পরিচালনায় তিনি পরিপূর্ণ সহযোগিতা করতেন। বিপ্লবী বীণা দাস (ভৌমিক) ও কল্যাণী দাস (ভট্টাচার্য) তাঁর কন্যাদ্বয়। [১৭৪]

বেণীমাধব বড়ুয়া (৩১·১২·১৮৮৮ - ২৩·৩·১৯৪৮) মহামুনি পাহাড়তলী—চট্টগ্রাম। রাজচন্দ্র তালুকদার। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল ও চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র ছিলেন। ১৯১৩ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পালিভাষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম·এ· পাশ করেন। ১৯১৭ খ্রী· লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি·লিট· উপাধি পান। ১৯১৮ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৯২৪ - ৪৮ খ্রী· পর্যন্ত ঐ বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদে বৃত ছিলেন। পালি, প্রাকৃত ও সংস্কৃতে এবং বৌদ্ধদর্শনসহ ভারতীয় দর্শন, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। প্রাচীন শিলালিপির পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যায় তিনি নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। ১৯৪৪ খ্রী· সিংহলদেশীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতদের আমন্ত্রণে তিনি সিংহল যান। সেখানকার পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁকে 'ত্রিপিটকাচার্য' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিরুপতিতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের (১৯৪০) তিনি 'প্রাকৃত' শাখার ও ১৯৪৫ খ্রী· অল ইন্ডিয়া হিস্ট্রি কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রাচীন ভারতীয় শাখার সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৮ খ্রী· এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানিত ফেলো হন এবং সোসাইটি তাঁকে বিমলাচরণ লাহা স্বর্ণপদক প্রদান করে। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'A History of Pre-Buddhist Indian Philosophy', 'A Prolegomenon to the History of Buddhist Philosophy', 'The Ajivakas', 'Barhut Inscriptions', 'Inscriptions of Ashoka' (3 Vols.), 'Prakrit Dhammapada', 'Philosophy of Progress' 'বৌদ্ধকোষ', 'মধ্যমনিকায়', 'বৌদ্ধপরিণয়' প্রভৃতি। তিনি

দীর্ঘদিন 'ইন্ডিয়ান কালচার' গ্রামে গবেষণামূলক ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদক-মন্ডলীর অন্যতম ছিলেন। [১৪৯]

বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়। রুড়কি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের উপাধ্যক্ষ, জার্মানীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত বেণীমাধবই সম্ভবত প্রথম কাঁচ তৈরির জন্য আবশ্যিক কয়লা ও পেট্রলজাত গ্যাস ভারতবর্ষে তৈরির বিষয়ে নানা গবেষণা করেছিলেন। তাঁর প্রেরণায় এলাহাবাদের ইন্ডিয়ান প্রেসের বাঙালী স্বত্বাধিকারী ঘোষেরা ১৯১১ খ্রী· 'সায়েন্টিফিক ইনস্ট্রুমেন্ট কোম্পানী' স্থাপন করলে তিনি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের নিজের হাতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তৈরির কাজ শেখান। [১৬]

বেথুন, জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার (১৮০১ - ১২·৮·১৮৫১) স্কটল্যান্ড। এদেশে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ব্যক্তি। কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের মেধাবী ছাত্র। তিনি কেমব্রিজের চতুর্থ র‍্যাংলার এবং গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মান, ফরাসী ও ইটালীয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁর কবি-খ্যাতিও ছিল। ব্যারিস্টারি পাশ করে ১৮৩৭ খ্রী· ইংল্যান্ডের স্বরাষ্ট্র বিভাগে আইন-বিষয়ক পরামর্শদাতারূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ১৮৪৮ খ্রী· বড়লাটের শাসন পরিষদের আইনমন্ত্রিরূপে (ল মেম্বার) ভারতবর্ষে আসেন। কাউন্সিল অফ এডুকেশনেরও সভাপতি ছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে এবং দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রমুখের সহায়তায় ৭ মে ১৮৪৯ খ্রী· নেটিভ ফিমেল স্কুল নামে একটি বিদ্যালয় (বর্তমান বেথুন স্কুল) প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি নিজে পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার-রচিত স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক পুস্তকের একটি সংস্করণ প্রকাশ করে প্রচার করেন। তিনি তাঁর যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি তাঁর স্কুলের জন্য দান করে যান। তিনি কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী ও বঙ্গাভাষানুবাদক সমাজের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। [৩, ২৫, ২৬, ৪৫, ৪৬]

বেরী সর্বাধিকারী, বিজয়চন্দ্র, (১৯০৬ - ১৯·১২·১৯৭৬) কলিকাতা। ব্যারিস্টার সুশীলপ্রসাদ। তাঁর গায়ের রঙ কালো ছিল বলে সহপাঠীদের দেওয়া 'বেরী' নাম প্রচলিত হয়ে যায়। স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক ও প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করেন। ক্রীড়াসম্রাট নগেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর জ্যেষ্ঠতাত। তাঁর পিতাও প্রসিদ্ধ ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন এবং সেই যুগের ক্রীড়া-সাংবাদিকরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাঁর মাতামহ ছিলেন খ্যাতনামা চিকিৎসক স্যার কেদারনাথ দাস। তিনি বাল্যকাল থেকেই ক্রিকেট খেলায় আকৃষ্ট হন এবং বি·এ· পাশ করার পর বিদ্যাসাগর কলেজের ক্রিকেট টীমে খেলতে থাকেন। পরে স্পোর্টিং ইউনিয়ন এবং কালীঘাট ক্লাবে ক্রিকেট খেলে নাম করেন। এই সময়ে 'University Occasional' নামে ক্রিকেট সংস্থা গঠন তাঁর জীবনের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভারতবর্ষের প্রথিতযশা অধিকাংশ ক্রিকেটার এই ক্লাবে খেলে গিয়েছেন। এই ক্লাবের মাধ্যমেই সুঁটে ব্যানার্জী, কার্তিক বসু প্রমুখ প্রসিদ্ধিলাভ করেন। সাংবাদিক হিসাবে তিনি অলিম্পিকস, উইম্বলেডন টেস্ট ক্রিকেট ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্রীড়া-ঘটনার ভাষ্যকার হয়েছেন। রচিত গ্রন্থ: 'Indian Cricket Uncovered', 'My World of Cricket'। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে সম্মানপত্র প্রদান করেন। বোম্বাই শহরের এক হোটেল থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন। [১৬, ১৭৪]

বেলাবাসিনী গুহ (৪·৩·১৯০৫ - জুলাই ১৯৬৭) ঢেউখালি—ফরিদপুর। যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। পিতৃগৃহে বা শ্বশুরালয়ে তাঁর শিক্ষার কোনও সুযোগ হয়নি। শিশুকাল থেকেই চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যের দিকে প্রবল অনুরাগ ও দক্ষতা ছিল। গ্রামাঞ্চলে তখন তুলি পাওয়া যেত না বলে বেড়ালের লোম দিয়ে তুলি করে ছবি আঁকার স্পৃহা মেটাতেন। তের বছর বয়সে ঢাকার ব্রজযোগিনী গ্রামের সুবোধচন্দ্র গুহর সঙ্গে বিবাহ হয়। স্বামীর সঙ্গে কলিকাতায় আসার পর আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য নানাভাবে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করেছেন। কোনও স্কুলে বা বিখ্যাত শিল্পীর কাছে শিক্ষার সুযোগ না পেলেও তাঁর সহজাত প্রতিভাসৃষ্ট জল রং ও তেল রং-এর ছবি, জয়পুরী মিনারের কাজ, মাটির তৈরি প্রতিকৃতি বহু শিল্পী ও শিল্পরসিকের প্রশংসা অর্জন করে। ১৯৪০ - ৪১ খ্রী· কলিকাতার একটি পাবলিসিটি কোম্পানীতে কমার্সিয়াল আর্টিস্ট হিসাবে বছরখানেক নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর সময়ে সরকারী কলা বিদ্যালয়ে মেয়েদের প্রবেশাধিকার ছিল না। মেয়েদের শিল্প-শিক্ষার এই অভাব দূর করার জন্য তিনি 'ভারতবর্ষ' ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন। পরবর্তী কালে কলা মহাবিদ্যালয়ের দ্বার মেয়েদের জন্য উন্মুক্ত হলেও তিনি সে সুযোগ পাননি। সেজন্য তিনি নিজেই 'মহিলা চিত্র বিদ্যালয়' নামে একটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি যোগাযোগ রেখেছিলেন। বিপ্লবী ভূপেশ নাগ তাঁর মাতুল। শান্তি দাস প্রতিষ্ঠিত 'দীপালী শিক্ষামন্দিরে' বিনা পারিশ্রমিকে অঙ্কন শেখাবার ভার নেন। সেই সময়েই তিনি বিপ্লবী পুলিন দাসের কাছে লাঠিখেলা, ছোরাখেলা ও যুযুৎসু শেখেন। ১৯৪২ - ৪৭ খ্রী· অবধি বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন ও ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ফেরারী বিপ্লবীদের বাড়িতে রাখার জন্য এবং বেআইনী পুস্তিকা ও জিনিসপত্র রাখার জন্য তাঁকে বহু সময়ে পুলিসী নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাঁর কন্যা অহনা ছাত্রীজীবনে কলেজে রাজনৈতিক ভাষণদানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ১৯৪৫ - ৪৬ খ্রী· দেশব্যাপী সাম্রাজ্যবিরোধী গণ-আন্দোলনের সময়ে মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ভাষণ দিয়েছেন। ১৯৪৬ - ৪৭ খ্রী· দাঙ্গার পর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুনঃস্থাপিত করার জন্য কলিকাতা পোর্টের মুসলিম শ্রমিক বস্তিতে গিয়ে কাজ করেছেন। এইভাবে ১৯৫৬ খ্রী· অবধি বিবিধ রাজনৈতিক কার্যকলাপে যুক্ত ছিলেন। ১২·৮·১৯৫৭ খ্রী· কন্যা অহনার মৃত্যুর পর বাইরের জগত থেকে সরে এসে

পুরাণ, বেদ, হিন্দু জ্যোতিষ নিয়ে পড়াশুনা শুরু করেন। নক্ষত্রমণ্ডলীকে তিনি বেশ ভালভাবেই চিনতেন ও নর্টনের 'স্টার এটলাসে'র সাহায্যে সেগুলি অধ্যয়ন করেন। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির সঙ্গে তিনি হোরাশাস্ত্র ও অষ্টাদশ পুরাণ সম্পর্কে বহু আলোচনা করেছেন। ফলিত জ্যোতিষেও অভিজ্ঞ ছিলেন। সংস্কৃত পূর্বেই ভাল জানতেন এবং এইসব অধ্যয়নের সময় ইংরেজীও শিখে নেন। জীবনের শেষ তিন বছরে বহু বিনিদ্র রজনীর পরিশ্রমজাত লেখাগুলি একত্রিত করে 'ঋগ্বেদ ও নক্ষত্র' নামক পাণ্ডুলিপি রেখে যান। তাঁর পুত্রেরা পরে ঐ বইটি প্রকাশিত করেছেন। [১৭৪]

বেলা মিত্র (১৯২০ - ৩১·৭·১৯৫২) কোদালিয়া—চব্বিশ পরগনা। সুরেশচন্দ্র বসু। খুল্লতাত—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯৩৬ খ্রী· যশোহরের হরিদাস মিত্রের সঙ্গে বিবাহ হয়। ১৯৪০ খ্রী· রামগড়ে অনুষ্ঠিত মূল কংগ্রেস অধিবেশন পরিত্যাগ করে নেতাজী পাশাপাশি যে আপোস-বিরোধী সম্মেলন আহ্বান করেন, বেলা তার নারী-বাহিনীর কমান্ডার নির্বাচিত হন। নেতাজী পূর্ব-এশিয়ায় থেকে আজাদ হিন্দ বাহিনীর কয়েকটি দলকে বিভিন্ন পথে ভারতে প্রেরণ করেন। ১৯৪৪ খ্রী· জানুয়ারী থেকে অক্টোবর পর্যন্ত কলিকাতা থেকে সিঙ্গাপুরে ট্রান্সমিটারে নেতাজীর কাছে সংবাদ আদান-প্রদানের এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আগত আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকদের নিরাপদে ভারতভূমিতে অবতরণের ব্যাপারে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করেন। ১৯৪৫ খ্রী· ২১ জুন আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকের সঙ্গে স্বামী হরিদাস মিত্রের ফাঁসির হুকুম মকুফ করার জন্য পুনায় গান্ধীজীর কাছে যান এবং গান্ধীজীর চেষ্টায় প্রাণদণ্ড রদ হয়। ১৯৪৭ খ্রী· 'ঝাঁসীর রাণী' সেবাদল গঠন করেন। ১৯৫০ খ্রী· উদ্বাস্তুদের মধ্যে সেবাকার্য করায় তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। বালি ও ডানকুনির মাঝে অভয়নগরে তিনি কিছু উদ্বাস্তু পরিবারকে পুনর্বসতির জন্য সাহায্য করেন। ১৯৫৮ খ্রী· এখানে একটি নূতন রেলস্টেশন হয়। তাঁর জন্মদিনে স্টেশনটির 'বেলানগর' নামকরণ হয়। ভারতে ভারতীয় মহিলার নামে রেলস্টেশনের নামকরণ এই প্রথম। [২৯]

বেহারিলাল করণ (১৯২০ - ৩০·৯·১৯৪২) আমড়াতলা—মেদিনীপুর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে নন্দীগ্রামে পুলিসের গুলিতে আহত হন এবং সেইদিনই তাঁর মৃত্যু ঘটে। [৪২]

বেহারিলাল হাজরা (১৯১৮ - ৩০·৯·১৯৪২) হরিপুর—মেদিনীপুর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে নন্দীগ্রামে পুলিস স্টেশন আক্রমণের সময় পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐদিনই মারা যান। [৪২]

বৈকুণ্ঠনাথ জানা (? - ১৯৩০) কনকপুর—মেদিনীপুর। আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে চোরপালিয়াতে পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৪২]

বৈকুণ্ঠনাথ তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় (আনু· ১৮৪৭ - মে ১৯২৮) বাঙ্গরা—ত্রিপুরা (পূর্ববঙ্গ)। বৈদ্যনাথ রায়। নবদ্বীপে দীর্ঘকাল ন্যায়চর্চায় পাণ্ডিত্য অর্জন করে 'তর্কভূষণ' উপাধি পান। শিক্ষাশেষে স্বগ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে সংস্কৃত শিক্ষাদানে ব্রতী হন। কয়েকবছর পর ত্রিপুরা মহারাজের বিশেষ আমন্ত্রণে তিনি রাজধানী আগরতলায় যান এবং ১৯২৮ খ্রী· পর্যন্ত রাজদরবারে দ্বারপণ্ডিত ও সভাপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত থাকেন। ১৯১৯ খ্রী· ভারত সরকার তাঁকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি প্রদান করেন। আগরতলায় মৃত্যু। [১৩০]

বৈকুণ্ঠনাথ দিন্দা (? - ১৯৩২) গোপালপুর—মেদিনীপুর। ১৯৩০ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩২ খ্রী· কর-বন্ধ আন্দোলনের সময় পুলিসের লাঠির আঘাতে মৃত্যুবরণ করেন। [৪২]

বৈকুণ্ঠনাথ বসু, রায়বাহাদুর (১৮৫৩ ? - ১৯১২) কলিকাতা। জমিদার শ্রীনাথ। এন্ট্রান্স পাশ করে টাকশালের কাজে যোগ দেন। পরে টাকশালের দেওয়ান হয়েছিলেন। কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। সাহিত্যসেবী ছিলেন। তাঁর কয়েকটি নাটক ও মেলোড্রামা কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। ইংরেজী ভাষায় সাহিত্য সমালোচক হিসাবে খ্যাতি ছিল। [২৫, ২২৬]

বৈকুণ্ঠনাথ সেন, রায়বাহাদুর (১৪·৬·১৮৪৩ - এপ্রিল ১৯২১) আলমপুর—বর্ধমান। হরিমোহন। ১৮৫৯ খ্রী· বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল থেকে বৃত্তিসহ এন্ট্রান্স ও প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৮৬৩ খ্রী· বি·এ· এবং ১৮৬৪ খ্রী· বি·এল· পাশ করে প্রথম কলিকাতা হাইকোর্টে ও পরে বহরমপুর কোর্টে ওকালতি করেন। অল্পদিনেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হন। ২৮ বছর অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট, ১০ বছর বহরমপুর পৌরসংস্থার সভাপতি, ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং কাশিমবাজার মহারাজার উপদেষ্টা ছিলেন। কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক হিসাবে ১৯০০ খ্রী· কংগ্রেস এডুকেশন কমিটির সভ্য এবং ১৯১৭ খ্রী· জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের একজন বিশিষ্ট সভ্য ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি ছিলেন। 'মুর্শিদাবাদ হিতৈষী' সাপ্তাহিক পত্রিকার তিনি প্রথম সম্পাদক (১৮৯৩)। কাশিমবাজারের মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র এবং বৈকুণ্ঠনাথের অর্থেই বেঙ্গল পটারী ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠিত হয়। [৮, ২৫, ১২৪]

বৈজয়ন্তী দেবী (১৭শ শতাব্দী) খানুকা—ফরিদপুর। কোটালিপাড়া-নিবাসী পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ সার্বভৌমের পত্নী। কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতিতে সুপণ্ডিত ছিলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলিতভাবে 'আনন্দ-লতিকা' নামে কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। বাঙালী পণ্ডিতদের রচিত সংস্কৃত কাব্যের মধ্যে এটি একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। শোনা যায়, তিনি সুন্দরী ছিলেন না এবং বংশগৌরবে শ্বশুর কুল অপেক্ষা হীন ছিলেন—এ কারণে বহুদিন শ্বশুরালয়ে

যেতে পারেন নি। পরে তাঁর সংস্কৃত শ্লোকে রচিত পত্রে কবিত্বশক্তির পরিচয় পেয়ে স্বামী তাঁকে গ্রহণ করেন। [১৬]

বৈদ্যনাথ বসু (১৩২৩ - ১৩৫৪ ব.)। স্কুলের ছাত্রাবস্থায় তিনি ১৯৩৬ খ্রী· লাহোরে নিখিল ভারত অলিম্পিকে বাঙলার প্রতিনিধিত্ব করে খ্যাতিলাভ করেন। এরপর বোম্বাই, পাতিয়ালা, বাঙ্গালোর, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানেও অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় বাঙলা দলের নায়কত্ব করে এবং জয়লাভ করে বাঙলার মুখোজ্জ্বল করেছিলেন। [৫]

বৈদ্যনাথ ব্রহ্ম। ১৮৩৫ খ্রী· মেডিক্যাল কলেজ অফ বেঙ্গল থেকে ডাক্তারী সার্টিফিকেট লাভ করেন। তিনি কলিকাতায় টিকার প্রচলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। [৫৭]

বৈদ্যনাথ ভাদুড়ী, ডাঃ (১২৯৮ ? - ১৮·৯·১৩৭০ ব·) ডাঃ বি· এন· ভাদুড়ী নামে সমধিক পরিচিত। চক্ষুরোগ-বিশেষজ্ঞ এবং চক্ষুরোগের অস্ত্রোপচারে দক্ষতার জন্য খ্যাতিমান ছিলেন। চক্ষুরোগ বিষয়ে তাঁর রচিত নিবন্ধগুলি দেশে ও বিদেশে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে। তিনি ডা· এম· এন· চ্যাটার্জী চক্ষু হাসপাতালের পরিচালক-মণ্ডলীর চেয়ারম্যান ছিলেন। [৪]

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, দেওয়ান। গোপীনাথপুর—হুগলী। হিন্দু কলেজের (১৮১৭) প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ও প্রথম সম্পাদক। তৎকালীন ব্রিটিশ পদস্থ কর্মচারী মহলে তিনি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এক হিসাবে তিনি এদেশে জনসাধারণের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার পথিকৃৎ। [৩১, ৬৪]

বৈদ্যনাথ রায় (? - ৩·১২·১৮৫৯) কলিকাতা। মহারাজা সুখময়। তিনি এবং তাঁর ভ্রাতারা দানশীলতা ও নানা সদনুষ্ঠানের জন্য কীর্তিমান ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারের সাহায্যকল্পে তিনি 'লেডিস সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন'কে ২০ হাজার টাকা দান করেন। ঐ টাকা সেন্ট্রাল স্কুল (কর্নওয়ালিস স্কোয়ারের পূর্বদিকে অবস্থিত) প্রতিষ্ঠায় ব্যয়িত হয়েছিল। স্কুলটি ১৮·৫·১৮২৬ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত হয়। বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার ২৩ বছর আগে স্ত্রীশিক্ষার এই বেসরকারী প্রচেষ্টা তৎকালীন শিক্ষিত মহলে অভিনন্দিত হয়। ধর্মতলার নেটিভ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সরকারকে ৩০ হাজার টাকা এবং তাঁর দুই ভাই শিবচন্দ্র ও নরসিংহচন্দ্র ২০ হাজার টাকা দান করেছিলেন। [৬৪]

বৈদ্যনাথ সেন (১৯১৯ - ১৩·৮·১৯৪২) কলিকাতা। প্রখ্যাত কবিরাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ। ছাত্রাবস্থায় ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে কলিকাতার রাজপথে মিছিল পরিচালনাকালে পুলিসের গুলিতে নিহত হন। [৪২, ৭০]

বৈষ্ণব দাস। টেঁয়া বৈদ্যপুর—বর্ধমান। প্রকৃত নাম গোকুলানন্দ সেন। রাধামোহন ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য। তিনি বিখ্যাত 'পদকল্পতরু'র সঙ্কলয়িতা। সংগৃহীত ও নিজ রচিত পদদ্বারা এই গ্রন্থ ১৮শ শতাব্দীতে রচনা করেন। অত্যন্ত ভাল কীর্তনিয়াও ছিলেন। তাঁর রচিত গান 'টেঞার ঢপ' নামে বিখ্যাত। কোন কোন পদের ভণিতায় 'দীনহীন বৈষ্ণবের দাস' এই রকম পরিচয় পাওয়া যায়। [২, ৩]

বোধানন্দ, স্বামী (১৮৭১ - ১৮·৫·১৯৫০) বাগাণ্ডা—হুগলী। শিবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। পূর্বাশ্রমের নাম হরিপদ। জগৎবল্লভপুর হাই স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, রিপন কলেজ থেকে এফ·এ· ও বি·এ· পাশ করেন। তিনি নিজে যখন মেট্রোপলিটন স্কুলের ছাত্র, তখন স্বামী বিবেকানন্দ ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৮৯৫ - ১৮৯৮ খ্রী· উক্ত স্কুলে শিক্ষকতা করেন। সারদা মার কাছে মন্ত্রদীক্ষা নেন এবং ১৮৯৮ খ্রী· স্বামীজীর কাছে সন্ন্যাস নিয়ে স্বামী বোধানন্দ নামে পরিচিত হন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের আদেশে বেদান্তপ্রচারার্থে আমেরিকায় যান। ১৯০৬ খ্রী· থেকে ১৯৫০ খ্রী· পর্যন্ত ৪৪ বছর বেদান্ত প্রচার করেন। রচিত গ্রন্থ: 'Lectures on Vedanta Philosophy'। নিউ ইয়র্কে মৃত্যু। [৪]

বোলাকি শাহ। ১৭৯২ খ্রী· বাখরগঞ্জের দক্ষিণ অঞ্চলের কৃষক-বিদ্রোহের নেতা। গৃহস্থ ফকির ও চাষী বোলাকি সুবান্দিয়ার গ্রামাঞ্চলের চাষীদের সাহায্যে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ তৈরি করে চাষীদের নিয়ে রীতিমত সৈন্যদল গড়ে তোলেন। নলচিঠির কাছে মোগলবাহিনীর পরিত্যক্ত সাতটি কামান ঐ দুর্গে এনে কারিগরদের সাহায্যে ঐগুলিকে কাজের উপযোগী করে নেন। ঐ দুর্গে একটি কামারশালা ও গোলাবারুদ তৈরীর কারখানা ছিল। আয়োজন সমাপ্ত করে তিনি অত্যাচারী ইংরেজ সরকার ও জমিদার গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহের আয়োজন করেন। কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়ে সম্ভবত তিনি আত্মগোপন করেন। [৫৬]

বোষ্টম দাস। ১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঙলাদেশব্যাপী তন্তুবায়-সংগ্রামের অন্যতম নেতা। ঢাকার তিতাবাদী কেন্দ্রের তন্তু-কারিগর বোষ্টম দাস ইংরেজ বণিকদের শর্ত মেনে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর না করায় ইংরেজ কুঠিতে আটক থেকে অত্যাচারের ফলে মারা যান। [৫৬]

ব্যোমকেশ চক্রবর্তী (১৮৫৫ - ২১·৬·১৯২৯) চন্দনপ্রতাপ—যশোহর। গোবিন্দচন্দ্র। বিশিষ্ট ব্যারিস্টার ও শিল্পপতি। ১৮৭৪ খ্রী· বি·এ· ও ১৮৭৮ খ্রী· অঙ্কে এম·এ· পাশ করেন। ছাত্রাবস্থায় ১৮৭৪ - ৭৫ খ্রী· স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের নেতা ছিলেন। কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজে ও শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে অধ্যাপনার পর ১৮৮২ খ্রী· বৃত্তিলাভ করে বিলাত যান। ১৮৮৫ খ্রী· ব্যারিস্টার হয়ে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে ব্রতী হন। ১৯০৫ খ্রী· রাজনীতি শুরু করেন। ১৯০৬ খ্রী· বিদেশী পণ্যবর্জনের চেষ্টায় বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা (১৯০৮) এবং হিন্দুস্থান ইন্‌সিওরেন্সের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতি এবং ১৯১৪-১৬ খ্রী· ইণ্ডিয়ান

অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯১৬ খ্রী· হোম-রুল আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯১৮ খ্রী· তিনি রাজনৈতিক বন্দীদের দ্বীপান্তর প্রেরণের নিন্দা করেন। 'হিতবাদী' ও 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা মামলায় আসামী পক্ষ সমর্থন করেন। ১৯২০-২২ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেও গান্ধীজীর অনুগত ছিলেন না। এরপরেই স্বরাজ্যদলে যোগ দেন, কিন্তু পার্লামেন্টারী নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯২৪ খ্রী· বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং ন্যাশনাল পার্টির নেতা ও ১৯২৬ - ২৭ খ্রী· স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। আগস্ট ১৯২৭ খ্রী· তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা ভোটের জন্য পদত্যাগ করেন। ১৯১৩ খ্রী· দামোদর বন্যায় এবং ১৯১৫ খ্রী· পূর্ববঙ্গের ঝড়ে স্মরণীয় সেবাকার্য করেন। তিনি জমিদারী প্রথা বিলোপের বিরোধী এবং ল্যান্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ও ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনের অন্যতম প্রবর্তক ছিলেন। [৫, ২৫,,১২৪]

ব্যোমকেশ মুস্তফী (১৮৬৮ - ১·৪·১৯১৬) কলিকাতা। খ্যাতনামা অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর। বাগবাজারের ব্রাউন ইনস্টিটিউশন এবং ওরিয়েন্টাল সেমিনারী বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টে চাকরি করতেন। ১৫ বছর বয়স থেকেই বাঙলা সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৮৪ খ্রী· 'তপস্বিনী' এবং ১৮৮৫ খ্রী· 'ভারত' নামে পত্রিকা প্রকাশে সাহায্য করেছিলেন। 'বিশ্বকোষ' সঙ্কলনে নগেন্দ্রনাথ বসুর সাহায্যকারী ছিলেন। তিনিই প্রথম বাংলা প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ করেন এবং এই রকম কাজে সকলকে উৎসাহিত করেন। বিশ্বকোষ প্রথম সংস্করণে বাংলা ব্যাকরণ, প্রাচীন ও লৌকিক সাহিত্য, নাট্যশালা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর রচিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৯৯ খ্রী· বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সম্পাদক হয়ে আমৃত্যু কাজ করেন। বহু সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছেন। 'বঙ্গনিবাসী', 'ভারত-সংবাদ', 'সাপ্তাহিক বসুমতী' এবং 'মালা' সাময়িক পত্রিকার সম্পাদনার কাজও করেছেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'ব্যাটরানিবাসী কবি ঠাকুরদাস দত্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী', 'নববর্ষে অলঙ্কার', 'রোগশয্যার প্রলাপ', (শ্রীরোগাতুর ছদ্মনামে), 'ললাট লিখন' (উপন্যাস সংগ্রহ) প্রভৃতি। [৩, ২৫, ২৬]

ব্রজকিশোর চক্রবর্তী (১৯১৩ - ২৫·১০·১৯৩৪) বল্লভপুর—মেদিনীপুর। উপেন্দ্রনাথ। ছাত্রাবস্থায় ১৯৩০ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। পরে বিপ্লবী কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করে মেদিনীপুরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ হত্যা ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত হন। মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসিতে মৃত্যু। [১০, ৪২]

ব্রজগোপাল দাস (১৯২৫ - ১·১০·১৯৪২) পানা—মেদিনীপুর। কৃষ্ণপ্রসাদ। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বাসুদেবপুর আশ্রমে মিলিটারী আক্রমণ করে গুলি চালালে গুলির আঘাতে মারা যান। [৪২]

ব্রজবিহারী বর্মণ (১৯০১ - ১০·১২·১৯৬০) নোয়াপাড়া—ময়মনসিংহ। কুঞ্জকিশোর। ১৯২৪ খ্রী· 'বর্মণ পাবলিশিং হাউস' প্রতিষ্ঠা করে ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম সাম্যবাদী সাহিত্য প্রচারের দিকে এগিয়ে আসেন। বি·এ· পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। ১৯২১ খ্রী· বিপ্লবী বারীন্দ্রনাথ ঘোষের 'আর্য পাবলিশিং হাউসে' দায়িত্বশীল কর্মী হিসাবে যোগ দেন। এখান থেকে প্রকাশিত কাজী নজরুলের 'যুগবাণী' বাজেয়াপ্ত হওয়ায় শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে আর্য পাবলিশিং হাউস থেকে শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর শিষ্যদের গ্রন্থাদি ব্যতীত অন্য রাজনৈতিক পুস্তক প্রকাশ নিষিদ্ধ হলে তিনি এই প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দেন এবং নিজের সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে দেশীয় ভাষায় রাজনৈতিক সাহিত্য গড়ে তোলার কাজে প্রতিষ্ঠা করেন 'বর্মণ পাবলিশিং হাউস'। মহামায়া প্রেস নামে কাজ চলার মত একটা প্রেসও বসান ঐ একই বাড়ীতে—১৯৩নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে। তাঁর লেখা 'ক্ষুধিরাম' পুস্তকটি ১৯২৪ খ্রী· প্রকাশের অল্পদিনের মধ্যে সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। সংস্থার দ্বিতীয় গ্রন্থ নরেন রায়ের 'সান-ইয়েৎ-সেন'ও নিষিদ্ধ হয়। বিশের দশকে এখান থেকে প্রকাশিত হয় ড· ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস' (২ খণ্ড) সহ চারখানা বই এবং কাজী নজরুল ইসলামের 'ফণিমনসা' ও 'সর্বহারা' (১৯২৮), রেবতী বর্মণের 'তরুণ রুশ', সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিপ্লবী রুশিয়া', মণিময় প্রামাণিকের 'ঋষি কার্ল মার্ক্স', সরোজ আচার্যের 'নব্য রুশিয়া', তাঁর নিজের লেখা 'বীর বাঙ্গালী যতীন দাস', 'তরুণ বাঙ্গালী' (১৯২৯), ফাঁসীর সত্যেন' (১৯৩০) প্রভৃতি। তাঁর শেষোক্ত গ্রন্থ দু'খানিকেও নিষিদ্ধ করা হয় এবং প্রেস তল্লাশি করে সরকার বইগুলি বাজেয়াপ্ত করেন। ১৯৩০ খ্রী· গ্রেপ্তার হয়ে দু'বছর জেলে থাকা-কালে তিনি কমিউনিস্ট নেতা বঙ্কিম মুখার্জীর রাজনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। জেল থেকে বেরিয়ে এবার তিনি প্রধানতঃ মার্ক্সীয় গ্রন্থাদির অনুবাদ প্রকাশে উদ্যোগ নেন। প্রকাশিত হয় এঙ্গেলসের 'সমাজতন্ত্রবাদ—কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক', 'কমিউনিজম', 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার'; লেনিনের 'গণতন্ত্র ও বিপ্লবী শিক্ষা'; মার্ক্সের 'ভারতে ইংরেজ শাসন' প্রভৃতি। ১৯৩৩ খ্রী· ক্রিমিনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট-এ আবার তিনি গ্রেপ্তার হন। প্রেসও বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯৩৮ খ্রী· একটি রুগ্ণ পা নিয়ে ছাড়া পেয়ে বন্ধ সংস্থার কাজ আবার শুরু করেন। পাবলিশিং হাউস উঠে এল ৭২নং হ্যারিসন রোডে, নূতন প্রেস হল—ঘোষ প্রেস। মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিনের লেখা বই অনুবাদের কাজে অন্যান্যদের সঙ্গে তিনি নিজেও হাত লাগান। ভারতের কৃষক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উপর লেখা বইও তিনি প্রকাশ করেছেন। কাজী নজরুলের মোট সাতখানি বই তিনি ছাপিয়েছেন। কোনও রাজনৈতিক দলের সভ্য তিনি ছিলেন না। কিন্তু আমৃত্যু বহু বাধা সত্ত্বেও বাঙালীর রাজনৈতিক চেতনা সমৃদ্ধ করার উপযোগী বই প্রকাশ করেগেছেন। [১৪৯, ১৭৪]

ব্রজভূষণ গুপ্ত (?।৮৬৯ - ১৯৪০) পঞ্চাননপুর—মুর্শিদাবাদ। বিনোদলাল। ১৯০৫ খ্রী· বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কাল থেকে দেশসেবার কাজে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁরই উদ্যোগে বহরমপুরে 'জাতীয় আদর্শ বিদ্যালয়' স্থাপিত হয়েছিল। ১৯২১ খ্রী· আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে সভাপতি এবং শ্রীকান্ত মুখার্জীকে সম্পাদক নির্বাচন করে জেলা কংগ্রেস কমিটি করা হয়। তাঁর গৃহে অনেক নেতাই পদার্পণ করেছেন। যে-সময়ে দেশবন্ধুকে স্টেশন থেকে নিয়ে যাবার জন্য পুলিসের ভয়ে গাড়ি পাওয়া যেত না, সেই সময়ে তিনি তাঁর গৃহে দেশবন্ধুর থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৯২৭ খ্রী· বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ স্কুলে জেলা ছাত্র সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। [১৭৩]

ব্রজমোহন জানা (? - ১·১০·১৯৪২) মেদিনীপুর। মধুসূদন। আইন অমান্য আন্দোলনে এবং 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। লাঠির আঘাতে পুলিস তাঁকে হত্যা করে। [৪২]

ব্রজমোহন দাস (১৩০৪ - ১৩৫০ ব·) সালিখা—হাওড়া। গোবর্ধন। সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজের সম্পাদক, রবিবাসরের সদস্য, কবি ও সাহিত্যিক। বহু গ্রন্থ রচনা এবং সম্পাদনা করেছেন। 'শিশু বার্ষিকী', 'আহরিকা', 'মাধুকরী' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য সঙ্কলন গ্রন্থ। [৫]

ব্রজমোহন রায়। জিরাট—বলাগড়—হুগলী। জাতিতে ব্রাহ্মণ। কিছু বাংলা ও ইংরেজী লেখাপড়া শিখে অল্পদিন কোন অফিসে কাজ করেন। পরে চাকরি ছেড়ে জীবিকা-নির্বাহের জন্য যাত্রা সম্প্রদায় গঠন করেন। তাঁর যাত্রা-দল প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। নিজেই পালা রচনা করতেন। ৪০/৪৫ বছর বয়সে মারা যান। [২০]

ব্রজসুন্দর মিত্র (২৪·৩·১২২৭ - ৩·৯·১২৮২ ব·)। ঢাকা। ভবানীপ্রসাদ। কলেজের পাঠ সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই ১৮৪০ খ্রী· ঢাকা কমিশনার অফিসে কেরানীর চাকরিতে যোগ দেন। ১৮৪৫ খ্রী· ডেপুটি কালেক্টর হন ও ১৮৫১ খ্রী· আবগারী কালেক্টরের পদ লাভ করেন। ১৮৪৭ খ্রী· তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন এবং পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা, বিধবা-বিবাহ প্রচলন, স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার, বহুবিবাহ ও মদ্যপানাদি দুর্নীতি নিবারণ প্রভৃতি বিবিধ জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। জনসাধারণের মধ্যে উচ্চশিক্ষা-বিস্তারকল্পে ঢাকা জগন্নাথ কলেজের পরিকল্পনা হয় তাঁর গৃহেই। তিনি রামকুমার বসু, ভগবানচন্দ্র বসু প্রমুখ ব্যক্তিদের সাহায্যে ঢাকায় একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। 'ঢাকা প্রকাশ' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকাটি সেখান থেকেই প্রকাশিত হয়। [৩]

ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, আচার্য (৬·১·১২৮১ - ২০·৭·১৩৬৪ ব·) বালিহার—রাজশাহী। হরিপ্রসাদ ভাদুড়ী (ভট্টাচার্য)। গৌরীপুর—ময়মনসিংহের জমিদার-পত্নী বিশ্বেশ্বর দেবী তাঁকে দত্তক নেন। তিনি দানবীর, দেশভক্ত, শিল্পী, সাহিত্যিক ও সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। বাঙলার অগ্নিযুগে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্ সংগঠনে ৫ লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েও লক্ষাধিক টাকা দান কর্‌েন। এছাড়া বিপ্লবী যুগান্তর দল, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা এবং বহু চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় ও সংস্কৃত পণ্ডিতদের সাহায্যার্থে প্রচুর দান করেছিলেন। তাঁর মোট দানের পরিমাণ ৩৫ লক্ষ টাকা। সমবায়-সংগঠন, পোত-নির্মাণ ও বহুবিধ ব্যবসায়ের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। বাঙলার নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। গৌরীপুরে তাঁর বাড়িতে বিপ্লবী নেতাদের সমাবেশ হত। নিজের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবার ঝুঁকি নিয়েও তিনি একবার সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দাখিল করে হাইকোর্ট পর্যন্ত জিতেছিলেন। তিনি ক্রীড়াজগতে টাউন ক্লাবের অন্যতম স্থাপনকর্তা ও বেঙ্গল জিমখানার অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ, হিন্দুস্তান ইন্‌সিওরেন্সের একজন প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম কোষাধ্যক্ষ এবং ভারত-সঙ্গীত সমাজের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য ও নাট্যশিল্পী ছিলেন। মৃদঙ্গাচার্য মুরারি গুপ্তের শিষ্যরূপে পাখোয়াজ-বাদনে দক্ষতা অর্জন করেন। ইংরেজ সরকারের 'রাজা' উপাধি দানের প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বিশিষ্ট যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী বীরেন্দ্রকিশোর তাঁর পুত্র। [৩, ১০, ১৮]

ব্রজেন্দ্রকুমার সরকার (? - ১৭·২·১৯৩২) দিনাজপুর। নিবারণচন্দ্র। আইন অমান্য আন্দোলনকালে তিনি কারারুদ্ধ হন। দিনাজপুর জেলে মারা যান। [৪২]

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (২১·৯·১৮৯১ - ৩·১০·১৯৫২) বালি—হুগলী। উমেশচন্দ্র। সেকেন্ড ক্লাশ পর্যন্ত পড়ে অর্থাভাবে পড়াশুনা বন্ধ করে কলিকাতায় আসেন। ১৯০৮ - ২৮ খ্রী· পর্যন্ত তিনি কলিকাতার বিভিন্ন অফিসে টাইপিস্ট ও পরে স্টেনোগ্রাফারের কাজ করেন। ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে ১৩১৯ ব· 'জাহ্নবী'তে প্রথম রচনা প্রকাশ করেন—নাম 'স্বপ্নভঙ্গ'। এরপর অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের তত্ত্বাবধানে তিনি নবাবী আমলের ইতিহাস অবলম্বনে ১৩১৯ ব· 'বেগম্‌স্ অফ বেঙ্গল' গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯২৯ খ্রী· 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সহ-সম্পাদক হন এবং বাংলা সংবাদপত্র ঘেঁটে সেকালের সাহিত্য ও সমাজজীবনের বিবরণ সংগ্রহ করেন। 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা', 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গবেষণা-গ্রন্থ। যদুনাথ সরকারের কাছে তিনি বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ইতিহাস রচনার পদ্ধতি শিক্ষা করেন। রোগশয্যায় 'বাংলা সাময়িক-পত্র' সংশোধন-সংযোজন শেষ করার দিনই মারা যান। বস্তুত ১৯শ শতাব্দীর সাময়িকপত্র থেকে আহৃত তথ্য সমাবেশে বঙ্গ-সংস্কৃতি, সমাজ ও সাহিত্যে নবজাগরণের ধারাবাহিক ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস রচনার বনিয়াদ গড়ে তুলেছেন তিনি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্মকর্তৃপদে অধিষ্ঠিত থাকা কালে তিনি তার নবরূপায়ণে ও সুষ্ঠ

পরিচালনায় বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটির অনারারি মেম্বার এবং শশিশেখর, রাজশেখর ও গিরীন্দ্রশেখর বসুর উদ্যোগে সংগঠিত 'উৎকেন্দ্র সমিতি'র তিনি একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন। ১৩৪৩ ব· বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ তাঁকে 'রামপ্রাণ গুপ্ত স্বর্ণপদক' ও ১৯৫২ খ্রী· পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করেন। রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ-সংখ্যা ৩৩ (৪ টি ইংরেজী গ্রন্থসহ)। তার মধ্যে ২৫ টি তাঁর ও সজনীকান্ত দাসের যুগ্ম-সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। [৩, ৭, ১৭, ২৬, ৩৩]

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (৩·৯·১৮৬৪ - ৩·১২·১৯৩৮) হরিপাল—হুগলী। কলিকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী মহেন্দ্রনাথ। অল্পবয়সে মাতৃ-পিতৃহারা হয়ে মাতুল রাধারমণ নানের আশ্রয়ে পালিত হন। খ্যাতনামা দার্শনিক ও আচার্য। জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইন্‌স্টিটিউশন থেকে বি·এ· পাশ করে (১৮৮১) ঐ কলেজেই অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৮৮৩ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম·এ· পাশ করেন। কলেজে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সহপাঠী ছিলেন। বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করার পর ১৯১২ খ্রী· থেকে ১৯২১ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯২১ থেকে ১৯৩০ খ্রী· মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরূপে কাজ করেন। প্রাচীন ও আধুনিক ১০ টি ইউরোপীয় ও ভারতীয় ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। আধুনিককালের সবচেয়ে নাম-করা পণ্ডিত বলে তিনি গণ্য। তুলনামূলক সাহিত্য ও ধর্মদর্শন-বিচারে এবং দর্শন আলোচনায় গণিতের সূত্র প্রয়োগে ভারতে তিনিই পথিকৃৎ। তিনি পি-এইচ·ডি·, ডি·এস·সি, ও নাইট (Knight) এবং মহীশূরের 'রাজরত্নপ্রবীণ' উপাধি-ভূষিত ছিলেন। ইউরোপের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে তিনি ইউরোপ ভ্রমণ করেন এবং বক্তৃতা দেন। ১৯১১ খ্রী· লন্ডনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব জাতি কংগ্রেসে তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯২১ খ্রী· রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে তিনি বিশ্বভারতীর উদ্বোধন-অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। আদর্শ চরিত্রের জন্য দেশবাসী তাঁকে 'আচার্য' ব'লে সম্বোধন করত। জ্ঞানের জন্য 'চলমান বিশ্ববিদ্যালয়' নামে তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী: 'A Memoir of the Co-efficient of Numbers—A Chapter on the Theory of Numbers' (1891), 'Neo-Romantic Movement in Bengali Literature 1890-91', 'A Comparative Study of Christianity and Vaisnavism' (1899), 'New Essays in Criticism' (1903), 'Introduction to Hindu Chemistry', 'Positive Sciences of the Ancient Hindus' (1915) 'Race-Origin', 'Syllabus of Indian Philosophy' (1924)', 'Rammohan, the Universal Man' (1933), 'The Quest Eternal' (1936) ইত্যাদি। [৩, ৭, ২৬]

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (৩০·১০·১৮৮০ - ৩১·৮·১৯৭২) পাইলগাঁও—শ্রীহট্ট। রসময়। জমিদার পরিবারে জন্ম। স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রীহট্টের একজন প্রথম সারির নেতা। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। ১৯০৫ খ্রী· এম·এ· ও পরের বছর আইন পাশ করে প্রথমে কলিকাতার এক কলেজে অধ্যাপনা করেন। পরে স্বদেশী প্রচার ও আন্দোলন সংগঠনে স্বগ্রামে ফিরে যান। ১৯২০ খ্রী· বন্ধুদ্বয় রায়বাহাদুর গিরিশচন্দ্র নাগ ও রায়বাহাদুর রমণীমোহন দাসের সঙ্গে সিলেট-বেঙ্গল রি-ইউনিয়ন লীগ গঠন করে আসাম থেকে শ্রীহট্টকে মুক্ত করে বাঙলাদেশের সঙ্গে যুক্ত করার আন্দোলন চালান। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে কারাদণ্ড ভোগ করেন। স্বরাজ্য পার্টি প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তাতে যোগ দেন এবং আসাম আইন পরিষদে নির্বাচিত হন। পরে কংগ্রেস দল থেকে কেন্দ্রীয় আইন সভায় নির্বাচিত হন। পরবর্তী কালে পরিষদীয় রাজনীতির কার্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্যপদ ছেড়ে দেন (১৯৪০)। ১৯২৯ খ্রী· শ্রীহট্ট কাছাড়ের বিধ্বংসী বন্যায় সংগঠনী শক্তি ও কর্মদক্ষতার পরিচয় দেন। ১৯৩২ খ্রী· শ্রীহট্ট জেলায় আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনায় তাঁর অসাধারণ নেতৃত্বের ফলে তাঁর নাম কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল। তিনি স্বগ্রামে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার পর শ্রীহট্ট শহরে মহিলা কলেজ স্থাপন করেন এবং অবৈতনিক অধ্যাপক ও অধ্যক্ষরূপে কলেজটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। [৮২, ১২৪]

ব্রজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১·১·১৮৮৪ - ৭·৭·১৯৪০)। গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থা অনুশীলন সমিতির কর্মী হিসাবে শরীর চর্চার মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রচারকার্য চালাতেন। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় তিনি ময়মনসিংহ জেলায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করলে সরকার তাঁকে পূর্ববঙ্গ থেকে বহিষ্কৃত করে। এরপর তিনি গান্ধীজীর সংগঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। স্বদেশী-সঙ্গীতশিল্পী হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। [১০]

ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, স্যার (১৮৭৫ - ২৬·১·১৯৪৯)। ১৯০৪ খ্রী· ব্যারিস্টার ছিলেন। ১৯১২ খ্রী· বাঙলার স্ট্যান্ডিং কাউন্সিলের সদস্য, ১৯২৫ খ্রী· অ্যাডভোকেট জেনারেল ও ১৯২৮ খ্রী· কেন্দ্রীয় সরকারের আইন সচিব হন। ১৯৩৪ - ১৯৩৭ খ্রী· বাঙলার শাসন পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৩৭ খ্রী· বরোদা রাজ্যের দেওয়ান হন। তিনিই সর্বপ্রথম দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেন এবং বরোদা রাজ্যের ভারতভুক্তির ব্যাপারে সর্দার প্যাটেলকে সাহায্য করেন। ১৯৪৭ খ্রী· নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী রাজ্যপাল এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনাচার তদন্ত কমিটির সভাপতি ছিলেন। [৫]

ব্রহ্মকুমারী রায় (১৮৮৫ - ১৯·১১·১৯৬৮) কিশোরগঞ্জ—ময়মনসিংহ। পিতা বিহারীলাল সেন

ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক ছিলেন। এক বছর বয়সে মাতৃহারা হলে প্রথমে মাসীমা পরে ১৮৯২ খ্রী· থেকে বাঁকিপুরে প্রকাশচন্দ্র রায় ও অঘোরকামিনী দেবীর উদ্যোগে ব্রাহ্ম বালিকাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে প্রতিপালিত হন। পরে ঐ পরিবারের মধ্যম পুত্র সাধনচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁর দেবর। 'নারী শিক্ষা সমিতি', 'নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন', 'অল বেঙ্গল উইমেন্স্ ইউনিয়ন' প্রভৃতি নানা সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আজীবন নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪২ - ৪৩ খ্রী· বাঙলাদেশে দুর্ভিক্ষের সময় নিরাশ্রয় ও ছিন্নমূল মেয়েদের জন্য অন্যান্য কয়েকজনের সঙ্গে মিলে 'নারী সেবা সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন। কয়েক হাজার অসহায় নারী এখান থেকে শিক্ষা পেয়ে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। [৮২]

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১১·২·১৮৬১ - ২৭·১০·১৯০৭) খন্যান—হুগলী। দেবীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্রহ্মবান্ধবের পূর্বনাম ভবানীচরণ। ১৬ বছর বয়সেই ক্ষাত্রশক্তির সাহায্যে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল-মোচনের স্বপ্ন দেখতেন। হুগলী কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে কলিকাতা জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হয়েও সমাজ-সেবার জন্য কলেজ ত্যাগ করেন। কেশবচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে এসে ১৮৮৭ খ্রী· ব্রাহ্মধর্ম নিয়ে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য সিন্ধুদেশে যান। এখানে কয়েকজন রোমান ক্যাথলিক পাদরী এবং খুল্লতাত রেভা· কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবে প্রথমে প্রটেস্ট্যান্ট ও পরে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত হন। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের আকাঙ্ক্ষায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। হিন্দু সন্ন্যাসীর মতই তিনি গৈরিক বসন পরতেন। ক্যাথলিক ধর্মপ্রচারে তিনি একে বিদেশী আবরণ মুক্ত করে সম্পূর্ণ ভারতীয় রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। হিন্দু ক্যাথলিক বা ঈশাপন্থী হিন্দু সন্ন্যাসী গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে জব্বলপুরে নর্মদার তীরে 'কাম্থলিক মঠ' স্থাপন করেন। 'কঙ্কর্ড ক্লাব' নামে একটি সমিতি ও 'কঙ্কর্ড' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি ইউনিয়ন অ্যাকাডেমিতে শিক্ষকতা করতেন। এরপর কিছুদিন করাচীতে 'ফিনিক্স' ও 'হার্মান' পত্রিকার সম্পাদনা ও নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সহায়তায় কলিকাতায় 'টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী' নামে একটি মাসিক-পত্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। ১৮৯৪ খ্রী· থেকে ১৮৯৯ খ্রী· পর্যন্ত তিনি করাচীতে 'সোফিয়া' নামে একটি মাসিক পত্রিকার প্রকাশ-কার্যও চালান। ১৯০১ খ্রী· স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবে হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তন করে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নাম নিয়ে ১৯০২ - ০৩ খ্রী· বেদান্ত-প্রচারার্থ বিলাত যান এবং অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজে হিন্দুধর্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতা করে প্রসিদ্ধ হন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তিনি ছিলেন 'রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী, অপরপক্ষে বৈদান্তিক—তেজস্বী, নির্ভীক, ত্যাগী, বহুশ্রুত ও অসামান্য প্রতিভাশালী'। তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবক্তা ছিলেন। ১৯০১ খ্রী· কলিকাতার সিমলায় বৈদিক আদর্শে তিনি আবাসিক বিদ্যালয় 'সারস্বত আয়তন' স্থাপন করেন। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়' স্থাপনকালে (১৯০১) তাঁর সক্রিয় সাহায্য পান। ব্রহ্মবান্ধবের মতে সরকারী নিয়ন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে 'গোলদীঘির গোলামখানা'। স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর ফিরিঙ্গিজয়ের দুর্জয় সঙ্কল্প নিয়ে তিনি রাজনৈতিক নেতারূপে অবতীর্ণ হন। অগ্নিযুগের অন্যতম পুরোধা ব্রহ্মবান্ধব ১৯০৪ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত 'সন্ধ্যা' দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে আপসহীন বলিষ্ঠ সংগ্রাম ঘোষণা করেন। ১৯০৭ খ্রী· সরকারের আদেশে 'সন্ধ্যা' পত্রিকা বন্ধ করা হয় এবং রাজদ্রোহের অভিযোগে তিনি মুদ্রাকরসহ ধৃত হন। তিনি আদালতে ঘোষণা করেন যে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব তিনি মানেন না। মামলা চলা কালে ক্যাম্বেল হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের তিন দিন পর ধনুষ্টঙ্কার রোগে মারা যান। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'বিলাতযাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি', 'ব্রহ্মামৃত', 'সমাজতত্ত্ব', 'আমার ভারত উদ্ধার', 'পালপার্বণ' প্রভৃতি। [৩, ৭, ৮, ১০, ২৫, ২৬, ৩৪]

ব্রহ্মময়ী দেবী। সমাজসেবী দুর্গামোহন দাশের পত্নী। স্বামীর কর্মকেন্দ্র বরিশালে থাকতেন এবং স্বামীর সর্বপ্রকার কার্যে সাহায্য করতেন। স্বামীর সঙ্গে তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। দুর্গামোহনের বিধবা বিমাতার বিবাহে তাঁরও সক্রিয় সহযোগিতা ছিল। দ্বিপ্রহরে বয়স্কা মহিলাদের শিক্ষার জন্য ব্রাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠিত স্কুলের (১৮৬৭) দেখাশুনা করতেন। ১৮৬৮ খ্রী· বরিশালে আনুষ্ঠানিকভাবে নারীশিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হলে তিনি এবং সৌদামিনী দেবী, মনোরমা মজুমদার প্রমুখ মহিলারা এখানে শিক্ষালাভ করেন। [১১৪]

ব্রহ্মমোহন মল্লিক (৬·৬·১৮৩২ - ?) হিন্দু কলেজের সিনিয়র বৃত্তি পাশ করে এবং আর একটি পরীক্ষা দিয়ে তিনি সরকারী উচ্চ কাজে মনোনীত হন। ১৮৫৬ খ্রী· বাঁকুড়া জেলার স্কুলসমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টরের পদ পান। ১৮৯২ খ্রী· অবসর নেন। ১৮৫৮ খ্রী· কানাইলাল পাইনের সাহায্যে বড়বাজার অঞ্চলে মডেল স্কুল স্থাপন করেন। মধ্যে কিছুদিন এডুকেশন গেজেট পরিচালনা করেছিলেন। গণিতশাস্ত্র ও সাহিত্যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ১৮৬৩ খ্রী· রণজিৎ সিংহের জীবনী লেখেন। ১৮৭১ - ১৮৯৪ খ্রী· মধ্যে গণিতের ৫ টি গ্রন্থ রচনা ও প্রচার করে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের তথ্যগুলি সহজ ও সুন্দর ভাষায় দেশীয় লোকদের কাছে তিনি উপস্থাপিত করেছিলেন। [২৫, ৪৫]

ব্রহ্মানন্দ স্বামী (২১·১·১৮৬৩ - ১২·৪·১৯২২) শিকরা-কুলীনগ্রাম—চব্বিশ পরগনা। আনন্দমোহন ঘোষ। পূর্বনাম রাখালচন্দ্র। ১৮৭৫ খ্রী· কলিকাতায় ট্রেনিং একাডেমিতে পাঠকালে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। বিবাহের পর সংসারের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে সন্ন্যাস-জীবন শুরু করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহাবসানের পর স্বামী

বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত 'রামকৃষ্ণ মিশনে'র প্রথম সভাপতি হন। জীবনের বেশির ভাগ সময় পুরী ও ভুবনেশ্বরে কাটান এবং পুরীতে মঠ স্থাপন করেন। [৭, ২৬]

ভক্তকুমার ঘোষ (২৬·৩·১৯১৪ - ১৪·১২·১৯৮৪) জলপাইগুড়ি। চা-শিল্পপতি যোগেশচন্দ্র। পিতামহ গোপালচন্দ্র ছিলেন উত্তর-পূর্ব ভারতের চা-বাগান শিল্পের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি। কলিকাতা মিত্র ইন্সটিটিউশনের ছাত্রাবস্থায় বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের সংস্পর্শে এসে গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৩৩ খ্রী· মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ নিহত হলে সন্দেহক্রমে পুলিশ তাঁকে ও তাঁর বোন সুশীলাকে গ্রেপ্তার করে পরে ছেড়ে দেয়। তাঁর এক ভাই তেজেশচন্দ্র বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকায় কারারুদ্ধ থেকেছেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ফিজিওলজিতে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে এম·এস-সি· ও পরে আইন পরীক্ষা পাশ করেন। পারিবারিক ব্যবসায় যোগ দিয়ে তিনিই প্রথম প্লাইউড টি ইন্ডাষ্ট্রির প্রবর্তন করে চা শিল্পের প্রভূত উপকার সাধন করেন। তাঁর বহুমুখী কর্মধারার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য নিঃসঙ্গ প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য আশ্রয়স্থল 'বিপ্লবী নিকেতন' স্থাপন (১৯৬৮)। প্রধানতঃ তাঁরই উদ্যোগে তাঁদের জন্য পেনশন-এর দাবী গৃহীত হয় (১৯৭২)। ২৪ পরগনার বাগুর 'পল্লী নিকেতনে'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১৬, ৮২]

ভক্তি পটুয়া। পানুরিয়া—বীরভূম। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে বা বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এই পটশিল্পীর আঁকা 'সিন্ধুবধ' পটটি অঙ্কন-রীতি ও রঙের টোনের বৈশিষ্ট্যে বীরভূমের যম-পটের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পটশিল্পে এই জেলার চিত্রকর সম্প্রদায়ের মধ্যে জানকীনগরের বসন্ত, সরধাগ্রামের রাখাল ও বাঁকু, ইটাগুড়িয়া গ্রামের সুদর্শন, জুনিদপুরের হৃষীকেশ প্রভৃতি ভাল পট আঁকতেন। [১৬৪]

ভক্তিবেদান্ত প্রভুপাদ, স্বামী (১৮৯৬ - ১৪·১১·১৯৭৭) কলিকাতা। গৌরমোহন দে। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ-চৈতন্য সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। পূর্বাশ্রমের নাম অভয়চরণ। স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি·এ· পাশ করেন। আমহার্স্ট স্ট্রীটের ডাক্তার কার্তিক বসুর ল্যাবরেটরিতে কাজ করতেন। ১৯২২ খ্রী· বিবাহ হয়। ১৯৩৩ খ্রী· গৌড়ীয় মঠের ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর কাছে দীক্ষা নেন। ১৯৪৪ খ্রী· 'ব্যাক টু গডহেড' পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৫৯ খ্রী· সংসার ত্যাগ করে ব্রজবাসী হন। গীতার ইংরেজী অনুবাদ করেন। ১৯৬৫ খ্রী· ৭০ বছর বয়সে কৃষ্ণনাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আমেরিকা যান। এক বছর পরে ম্যানহাটানে 'ইসকন'-এর সূচনা করেন। ১২ বছরে সারা বিশ্বে হাজার হাজার বিদেশী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। প্রায় ৭০ টি ধর্মগ্রন্থের রচয়িতা। [১৬]

ভগৎবীর তামাঙ (১·৬·১৮৫৯ - ১৯২৪) গয়াবাড়ি চা-বাগান-কার্সিয়াং—দার্জিলিং। আশিকদেও। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। চা-বাগান-কর্মীদের সংগঠনও তিনি গড়ে তুলেছিলেন। সরকার-বিরোধী কার্যকলাপের জন্য কয়েকবার গ্রেপ্তার হয়ে অল্পকালের জন্য আটক থাকেন। আগস্ট ১৯২৩ খ্রী· কারাদণ্ড হয়। দার্জিলিং জেলে মৃত্যু। [৪২]

ভগবতী দেবী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মাতা ভগবতীদেবীর জীবন অতিবাহিত হয়েছিল গৃহবধূরূপে। তবে ছোটবেলা থেকেই তিনি দরিদ্রের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি মনে করতেন দশজনকে ষোড়শোপচারে ভোজন করান অপেক্ষা সেই ব্যয়ে কুড়ি জনকে অন্নদান করলে অন্নদানের সদ্ব্যবহার হবে। এই তেজস্বিনী ব্যক্তিত্বময়ী নারীর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছিল তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের জীবন গঠনে। মাতৃভক্ত পুত্রের যাবতীয় সৎকর্মের প্রেরণা তিনিই যোগাতেন। সংস্কারমুক্ত দয়াবতী জননী পুত্রের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে বলেছিলেন, 'আহা, যদি জন্ম দুঃখিনীদের কোন গতি করিতে পার, তাহা বাবা এখনই কর। কিন্তু বাবা একবার কাজে হাত দিলে তখন সমাজের ভয়ে, এমন কি কর্তা বারণ করিলেও তুমি কোনমতে নিবৃত্ত হইবে না।' [১৪৯]

ভগবানচন্দ্র বসু (আনু· ১৮২৯. - ২·৮·১৮৯২) রাড়িখাল-বিক্রমপুর—ঢাকা। ১৮৪৮ - ৫২ খ্রী· ঢাকা কলেজের একজন নাম-করা ছাত্র ছিলেন। ১৮৫০ - ৫১ খ্রী· তিনি ঢাকা কলেজ থেকে 'লাইব্রেরী পদক' লাভ করেন। ১৮৫২ খ্রী· কলেজ ছেড়ে শিক্ষকতা করতে থাকেন। ময়মনসিংহ স্কুলের হেডমাস্টার পদে থেকে ১৮৫৮ খ্রী· কৃতিত্বের সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। এই বছরই ২৩ সেপ্টেম্বর তিনি ময়মনসিংহ জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হন। ১৮৮৪ খ্রী· সরকারী কাজ থেকে অবসর নেন। ফরিদপুরে চাকরিরত অবস্থায় জাতীয় মেলা সংগঠন করেন। এই মেলা নবগোপাল মিত্রের হিন্দু মেলার সঙ্গে সংযুক্ত না থাকলেও, জেলায় যথেষ্ট উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। জাতীয় অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য নেপালের তরাই অঞ্চলে ও আসামে অনেক জমি কিনে বিদেশী একচেটিয়া চা-শিল্পে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেন। বর্ধমানে থাকার সময় শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে গ্রাম্যজীবনে শিল্প-চেতনা আনতে চেয়েছিলেন। এছাড়া বঙ্গদেশে চা-শিল্প ও বোম্বাইয়ে বস্ত্রশিল্পেও তিনি বহু অর্থ বিনিয়োগ করেন। নেপাল-তরাইয়ে চাষ-আবাদের জন্যও বিস্তর জমি কিনেছিলেন। নানা কারণে এইসব ব্যবসায়-প্রচেষ্টা বন্ধ হলে তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এ ব্যাপারে তাঁর পুত্র জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বলেছিলেন, 'এইসব ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই ভবিষ্যৎ ভারত গড়ে উঠবে।' নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম ও স্ত্রীশিক্ষানুরাগী ছিলেন। নিজ চার কন্যাকে উচ্চ শিক্ষা দিয়েছিলেন। ১৮৭৬ খ্রী· তিনি বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ে সক্রিয় সাহায্য দান করেছিলেন। ১·৮·১৮৭৯ খ্রী·

প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গ মহিলা সমাজ'-এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আনন্দমোহন বসু তাঁর জামাতা। [৮, ৩৬]

ভবতোষ ভট্টাচার্য (? - ১৯৪৮) চট্টগ্রাম। বিপিন। স্কুলে পড়ার সময় বিপ্লবী দলে যোগ দেন। যুযুৎসু ও ছোরা খেলায় পারদর্শী ছিলেন। ১৮ এপ্রিল ১৯৩০ খ্রী· চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে ও ২২ এপ্রিল তারিখের জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে বিজয়ী বিপ্লবী বাহিনীর অন্যতম ছিলেন। ৮/৯ মাস আত্মগোপনের পর নেতার নির্দেশে সহযোদ্ধা হরিপদ মহাজনের সঙ্গে ব্রহ্মদেশে যান। এখানে প্রতিকূল অবস্থায় নানা বেশে দিন কাটান। হরিপদ ১৯৪২ খ্রী· মারা যান। ১৯৪৫ খ্রী· চট্টগ্রামে ফিরলে তিনি ধরা পড়েন এবং কয়েকমাস জেলে কাটান। দেশবিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। কিছুদিন পরে মারা যান। [৯৬]

ভবদেব ভট্ট (১০ম/১১শ শতাব্দী) সিদ্ধল—রাঢ়দেশ। পিতা গোবর্ধন যোদ্ধা ও পণ্ডিত এবং পিতামহ আদিদেব বঙ্গদেশের রাজার মন্ত্রী ছিলেন। ভবদেবের মন্ত্রণা-প্রভাবে পূর্ববঙ্গের তৎকালীন বর্মনবংশীয় রাজা হরিবর্মদেব ও তাঁর পুত্র বহুদিন রাজ্যভোগ করতে সমর্থ হন। সম্ভবত সন্ধিবিগ্রাহিক ভবদেব ভট্ট উত্তর রাঢ় অঞ্চলের স্থানীয় শাসক (রাজপ্রতিনিধি) বা রাজারূপে এই অঞ্চলের সর্বময় শাসনকর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। উত্তর রাঢ় অঞ্চলের লোকস্মৃতিতে তিনি 'ভাট রাজা'-রূপে বিধৃত হয়ে আছেন। সিদ্ধান্ত, তন্ত্র, গণিতশাস্ত্র ও আয়ুর্বেদাদি শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। পূর্বোক্ত ধর্মশাস্ত্রের নিবন্ধসমূহের উদ্ধার ছাড়া তিনি নবীন হোরাশাস্ত্র, ভট্টোক্ত মীমাংসানীতি ও ন্যায়শাস্ত্র রচনা করেছিলেন। সমাজ-সংস্কারে মনোযোগী হয়ে তিনি হিন্দুর আচার, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত—এই বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ' ও 'দশকর্ম-পদ্ধতি'—মাত্র এই দু'খানি প্রকাশিত হয়েছে। ভারতবর্ষের বহু পণ্ডিত তাঁর মীমাংসা-দর্শনের টীকার উল্লেখ করেছেন. তিনি ব্যবহারিক জীবনে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের তর্কযুদ্ধে বা অন্যভাবে পরাস্ত করে তাদের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করেন। বিভিন্ন জীবিকার বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে হিন্দু বর্ণাশ্রমভুক্ত করার প্রথম কৃতিত্বও তাঁর প্রাপ্য। তাঁর পদ্ধতি অনুসারে আজও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের সংস্কারাদি সম্পন্ন হয়। তিনি 'ছন্দোগপদ্ধতি'ও রচনা করেন। তাঁর অপর নাম 'বালবলভীভুজঙ্গ'। রাঢ়দেশের নানাস্থানে জলাভাব দূর করার জন্য তিনি জলাশয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ওড়িশার অনন্তবাসুদেবের মন্দির ও মন্দির-পার্শ্বস্থ সরোবর তাঁরই যত্নে নির্মিত। বিক্রমপুরে তিনি নারায়ণের মূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। [২, ৩, ২৬, ১৫৫]

ভবভূষণ মিত্র, জগদ্‌গুরু সত্যানন্দ (? - ২৭·১·১৯৭০) বলরামপুর—যশোহর। স্বাধীনতা-সংগ্রামী। বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত হয়েও মামলা চলাকালীন বেশ কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকতে সমর্থ হন। পরে বোম্বাই বন্দরে গ্রেপ্তার হন এবং একটি অতিরিক্ত মামলার রায়ে তাঁর দ্বীপান্তর হয়। পরবর্তী কালে মূলত সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করলেও স্বাধীনতা আন্দোলনের বহু কর্মীকে তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রেরণা যুগিয়েছেন। [১৬]

ভবশঙ্করী। গ্রাম্য জমিদারের কন্যা। ছোটবেলা থেকেই অসিখেলা, ঘোড়ায় চড়া তীর ছোঁড়া প্রভৃতিতে পারদর্শিনী ছিলেন। ভুরশুটের রাজা রুদ্রনারায়ণ তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ করেন। কয়েকবছর পর রাজা মারা গেলে তিনিই রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। এই সময় ভুরশুটের অধিবাসী পাঠান সর্দার ওসমান খাঁ ভুরশুট আক্রমণ করেন কিন্তু ভবশঙ্করীর বীরত্বে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। কিছুদিন পর মোগল সম্রাট আকবর বীররাণী ভবশঙ্করীকে 'রায়বাঘিনী' উপাধিতে ভূষিত করেন। [২৩]

ভবানন্দ শাহ (দীন)। নর্তন—শ্রীহট্ট। নর্তন গ্রাম একসময় 'শ্রীহট্টের নবদ্বীপ' ব'লে খ্যাত ছিল। সাধক কবি ভবানন্দ জাতিতে বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরবর্তী কালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে 'ভবানন্দ শাহ' নামে পরিচিত হন। তিনি বহু সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'হরিবংশ'। [১৮]

ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ (১৬শ শতাব্দী) নবদ্বীপ। খ্যাতনামা নৈয়ায়িক ও বৈয়াকরণ এবং রঘুনাথ শিরোমণির চারজন টীকাকারের অন্যতম। 'সর্বার্থসার-মঞ্জরী' তাঁর মৌলিক রচনা এবং ঐ গ্রন্থের বিভিন্ন প্রকরণসমূহের মধ্যে 'কারকচক্র' বিশেষ প্রসিদ্ধ। একসময়ে ভারতবর্ষের সর্বত্র তাঁর গ্রন্থ গৌরবের সঙ্গে অধীত হয়েছে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে গুপ্তিপাড়ার রাঘবেন্দ্র ভট্টাচার্য ও পাটলির দেবীদাস বিদ্যাভূষণ উল্লেখযোগ্য। নৈয়ায়িক মধুসূদন বাচস্পতি ও রুদ্র তর্কবাগীশ তাঁর পৌত্র। [২, ৯০]

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭ - ২০·২·১৮৪৮) নারায়ণপুর গ্রাম—উখড়া পরগনা। রামজয়। শিক্ষাগত যোগ্যতার বলে বিভিন্ন ইউরোপীয় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে এবং বিশপ রেজিন্যাল্ড প্রমুখ ইউরোপীয়দের অধীনে চাকরি করেন। সমাজের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি হিসাবে ১৮২৮ খ্রী· তিনি জুরী নিযুক্ত হন, কিন্তু তাঁর জীবনের প্রধান কৃতিত্ব সাংবাদিকতায়। ১৮২১ খ্রী· থেকে সাপ্তাহিক 'সংবাদ কৌমুদী' পত্রিকায় কাজ করেন। রাজা রামমোহন ও তদ্দলীয় লোকজনের সঙ্গে ধর্মমত নিয়ে বিরোধ হওয়ায় একাজ ছাড়তে বাধ্য হন। কলুটোলায় নিজে একটি মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে ৫ মার্চ ১৮২২ খ্রী· 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশ করেন। রক্ষণশীল হিন্দুদের শক্তিশালী মুখপত্ররূপে পত্রিকাটি ১৮২৯ খ্রী· থেকে সপ্তাহে দু'বার প্রকাশিত হত। ১৮৩০ খ্রী· রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে ধর্মসভা প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তার সম্পাদক হন। সতীদাহের বিরুদ্ধে রামমোহনের আন্দোলনের বিরোধিতা করলেও তিনিই প্রথম লোক যিনি এদেশের শিল্প-বাণিজ্যে বিদেশী অর্থ বিনিয়োগের

এবং বিদেশী প্রথার বিরোধিতা করেন। এ ব্যাপারে তিনি জমিদারদের তাঁদের সম্পদ দেশের কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্য বিস্তারে ব্যবহার করার জন্য আহ্বান জানান, কারণ অন্যথায় দেশ বিদেশী উপনিবেশে পরিণত হবে। গৌড়ীয় সমাজের সদস্যরূপে বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য কয়েকটি পাঠ্যপুস্তকের বঙ্গানুবাদ করেন। 'কলিকাতা কমলালয়', 'নববাবুবিলাস', 'দূতীবিলাস', 'নববিবিবিলাস' প্রভৃতি তাঁর রচিত গ্রন্থে তদানীন্তন কলিকাতা সমাজের দুর্নীতির আবরণ খুলে দিয়েছিলেন। প্রথমোক্ত দু'টি গ্রন্থে হিন্দু সমাজের 'বাবু' ও 'ইয়ং বেঙ্গল'দের তীব্র বিদ্রূপে জর্জরিত করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থগুলি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মৌলিক উপাখ্যানরূপে পরিচিত। প্রমথনাথ শর্মা ছদ্মনামে ১৮২৫ খ্রী· রচিত 'নববাবুবিলাস' গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় প্রথম কাহিনী। [৩, ৮]

ভবানীচরণ লাহা (১৮৮০ - ১৯৪৬)। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী চণ্ডীচরণ। আমিরাবাদ জমিদারবংশে জন্ম। খ্যাতনামা চিত্রশিল্পানুরাগী ও শিল্পী। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তাঁর অঙ্কিত 'সীতার অগ্নিপরীক্ষা' ও পরে আরও বহু ছবি প্রকাশিত হয়েছে। তিনি লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো, রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলের সভ্য, কলিকাতা মহাবোধি সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং 'ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব আর্ট ইন ইন্ডাস্ট্রি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তা ছাড়া আরও অন্যান্য বহু শিল্পকলা ও সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। 'রূপমণি' নামক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 'ললিতা' নামে কলাশিল্প বিষয়ক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয় চারুকলা প্রতিষ্ঠানের সদস্যরূপে মনোনীত হয়েছিলেন। দেশ বিদেশের বহু দুষ্প্রাপ্য শিল্প সম্ভার সংগ্রহে বিশেষ আগ্রহ ছিল। [৫, ১৭৪]

ভবানী পাঠক। 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহে'র অন্যতম নায়ক। জুন ১৮৮৭ খ্রী· থেকে তাঁর ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর জন্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও বরকন্দাজ প্রেরিত হলেও তাঁকে বন্দী করা সম্ভব হয় নি। তিনি ইংরেজদের দেশের শাসক বলে মানতে অস্বীকার করে দেবী চৌধুরানীর (মহিলা বিদ্রোহী দলনেত্রী) সহযোগিতায় একদল বিদ্রোহী সৈন্য নিয়ে ইংরেজ ও দেশীয় বণিকদের বহু পণ্যবাহী নৌকা লুঠ করেন। তাঁর নিরবচ্ছিন্ন আক্রমণে ময়মনসিংহ ও বগুড়া জেলার একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা অচল হবার উপক্রম হয়। অবশেষে ইংরেজ বাহিনীর বেষ্টনীর মধ্যে অল্পসংখ্যক অনুচরসহ তিনি পড়ে যান। এক ভীষণ জলযুদ্ধে তাঁর দল পরাজিত হয় এবং তিনি নিহত হন। গ্লেজিয়ার সাহেবের 'রংপুর জেলার বিবরণ' গ্রন্থে তাঁকে রংপুর জেলার রাজপুর গ্রামের অধিবাসী ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। ফকির বিদ্রোহের বিখ্যাত নেতা মজনু শাহের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। [২, ৫৬]

ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য (১৯১৪ - ৩·২·১৯৩৫) জয়দেবপুর—ঢাকা। বসন্তকুমার। ছাত্রাবস্থায় গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেন। বাঙলার কুখ্যাত গভর্নর অ্যান্ডারসনকে হত্যার প্রতিজ্ঞা নিয়ে তিনি কলিকাতা ও ঢাকা থেকে আগত অপর দুই জন সঙ্গী সহ মে ১৯৩৪ খ্রী· দার্জিলিং পৌঁছান। রেস গ্রাউন্ডে তাঁরা (৫·৮·১৯৩৪) অ্যান্ডারসনকে গুলি করেন। দুর্ভাগ্যবশত গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং তাঁরা তিনজনেই ধরা পড়েন। বিচারে সঙ্গী একজনের কারাদণ্ড ও দুঃখপ্রকাশ করায় অপরজনের অল্প শাস্তি এবং ভবানীপ্রসাদের মৃত্যুদণ্ড হয়। রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন। [১০, ৪২, ৪৩]

ভবানী বণিক (১৮শ শতাব্দী) সাতগেছে—বর্ধমান। খ্যাতনামা কবিয়াল। জাতিতে গন্ধবণিক। ভবানী বেনে নামে সমধিক খ্যাত ছিলেন। ব্যবসায়ের জন্য কলিকাতায় বসবাস করতেন। স্বভাব-কবি ছিলেন এবং গান রচনায় ও গান গাওয়ায় তাঁর সমান দক্ষতা ছিল। নিতাই দাসের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই প্রতিযোগিতা হত। তাঁদের প্রতিযোগিতাকে লোকে 'বাঘে মহিষের লড়াই' বলত। তাঁর দলে একসময় রাম বসু কৃষ্ণ-বিষয়ক ও শ্যামা-বিষয়ক গান বাঁধতেন। তিনি নিজেও বহু সখীসংবাদ ও ভক্তিতত্ত্ব-বিষয়ক গান রচনা করেছেন। [২, ২৫, ২৬]

ভবানী, রাণী (১১২১ - ১২০০ ব·?) ছাতিমগ্রাম—রাজশাহী। আত্মারাম চৌধুরী। স্বামী নাটোরের জমিদার রাজা রামকান্ত রায়। বাঙলাদেশে হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মণ প্রতিপালন এবং দীনদুঃখীর দুর্দশা-মোচনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার জন্য রাণী ভবানী স্বনামধন্যা। ১১৫৩ ব· স্বামীর মৃত্যুর পর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন। এই সময় নাটোর জমিদারীর বাৎসরিক আয় ছিল দেড় কোটি টাকা। নবাব-সরকারে রাজস্ব-স্বরূপ ৭০ লক্ষ টাকা দিয়ে বাকি টাকা তিনি ধর্মীয় কাজে এবং সাধারণ লোকের হিতার্থে ব্যয় করতেন। রাজকার্য পরিচালনায় তিনি দেওয়ান দয়ারামের পরামর্শ ও সহায়তা পেয়েছিলেন। ১৭৫৩ খ্রী· তিনি কাশীধামে ভবানীশ্বর শিব স্থাপন করেন। কাশীর বিখ্যাত দুর্গাবাড়ী, দুর্গাকুন্ড এবং 'কুরুক্ষেত্রতলা' নামে জলাশয় তাঁরই কীর্তি। তিনি হাওড়া শহর থেকে কাশীধাম পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করেন। সেই প্রাচীন রাস্তাটি বর্তমানে বম্বে রোডের অংশবিশেষ। হাওড়া অঞ্চলে প্রাচীনেরা এটিকে রাণী ভবানী রোড বা বেনারস রোড বলে উল্লেখ করেন। বড়নগরে তাঁর নির্মিত ১০০টি শিবমন্দিরের ৪/৫ টি এখনও বর্তমান। মন্দিরগাত্রে এক ধরনের সুষমামণ্ডিত টেরাকোটা শিল্প উৎকীর্ণ যা বর্তমানে বিরল। তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব সিরাজদ্দৌলাকে গদীচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে ইংরেজ পক্ষে ষড়যন্ত্রকারীদের ভর্ৎসনা করেছিলেন। পরবর্তী কালে ঘটনাচক্রে ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁর রংপুরস্থিত বাহেরবন্দ জমিদারী বলপূর্বক দখল করে কান্তবাবুকে দান করেন। রাণীর একমাত্র কন্যা অল্প বয়সে বিধবা হন। পুত্রসন্তান না থাকায় তিনি রামকৃষ্ণ নামে যাঁকে দত্তকপুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, তিনি পরে

'সাধক রাজযোগী' ব'লে খ্যাতিলাভ করেন। রামকৃষ্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হলে রাণী তাঁর হাতে রাজ্যভার দিয়ে গঙ্গাতীরবর্তী বড়নগরে কন্যাসহ বাস করতে থাকেন। [২, ৩, ৭, ২৩, ২৫, ২৬]

ভবানী সেন (১৯০৯ - ১০·৭·১৯৭২) পয়োগ্রাম—খুলনা। ভারতের সাম্যবাদী আন্দোলনের একজন বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী। ১৯২৬ খ্রী· মূলঘর হাই স্কুল থেকে ডিভিসন্যাল বৃত্তি পেয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৩০ খ্রী· গ্রেপ্তার হন। দেউলীতে অন্তরীণ থাকা কালে অর্থনীতিতে এম·এ· পাশ করেন। ১৯৩৮ খ্রী· মুক্তি পেয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। রেলকর্মীদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উদ্যোক্তা। ১৯৪০ খ্রী· থেকে ১৯৪২ খ্রী· আত্মগোপন করে কৃষক আন্দোলন জোরদার করেন। এই সময় থেকেই পশ্চিমবঙ্গ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃপদ পান। ১৯৪৩ খ্রী· রাজ্য কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক ও দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন। ১৯৪৬ - ৪৭ খ্রী· কৃষকদের তে-ভাগা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নেন। ১৯৪৮ খ্রী· কলিকাতায় দলের দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে পলিটব্যুরোর সদস্য হন। ১৯৪৮ - ৫১ খ্রী· পর্যন্ত আত্মগোপন করেন। ১৯৫৫ খ্রী· পুনরায় কেন্দ্রীয় কমিটিতে ও ১৯৬১ খ্রী· কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটিতে নির্বাচিত হন। ১৯৬২ খ্রী· কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হলে সি· পি· আই·-এর রাজ্য কমিটির সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েটে নির্বাচিত হন। ১৯৭১ খ্রী· কোচিন কংগ্রেসেও ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। সাহিত্য ও সংস্কৃতি, দলীয় মতবাদ, সমসাময়িক সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্লেষণমূলক রচনায় তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ছদ্মনামে রচিত রচনাবলীও সাহিত্যজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। মস্কোতে হঠাৎ মৃত্যু। [১৬, ১৭]

ভবেন্দ্রমোহন সাহা (১২৯৭ - ১৬·৭·১৩২৯ ব·)। কলিকাতা। উপেন্দ্রমোহন। 'ভীম ভবানী' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। ১৪/১৫ বছর বয়সে দর্জিপাড়ার ক্ষেতু গুহের আখড়ায় কুস্তি শিক্ষা শুরু করেন। ১৯ বছর বয়সে প্রফেসর রামমূর্তির শিষ্যত্ব গ্রহণ করে রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে যান। তাঁর প্রতিভা গুরুকে ছাড়িয়ে গেলে তাঁকে রামমূর্তির দল ছাড়তে হয়। প্রফেসর কে· বসাকের হিপোড্রাম সার্কাসের সঙ্গে এশিয়া সফরে বেরিয়ে আত্মবলের পরিচয় দেন। দু'হাতে দু'টি চলন্ত মোটর গাড়ি অচল করে রেখে, সিমেন্টের পিপের উপর ৫/৭ জন লোককে বসিয়ে পিপের ধার দাঁতে চেপে শূন্যে ঘুরিয়ে, বুকের উপর ৪০ মণ পাথর চাপিয়ে তার উপর ২০/২৫ জনকে খাম্বাজ খেয়াল গাইবার অবসর দান করে সকলকে অবাক করে দিতেন। জাপানের সম্রাট মিকাডো তাঁর শক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁকে স্বর্ণপদক ও নগদ ৭৫০ টাকা দেন। ভরতপুরের মহারাজের কথায় তিনি তিনটি চলন্ত মোটরগাড়ী টেনে রাখেন। মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের সন্তোষবিধানে হাতীশালার বুনো হাতী বুকের উপর চালান। স্বদেশী মেলার সময় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অমৃতলাল বসু প্রভৃতির কাছে বীরত্ব প্রদর্শন করে অমৃতলালের কাছ থেকে 'ভীমভবানী' আখ্যা পান। পশ্চিমাঞ্চলের লোক তাঁকে 'ভীমমূর্তি' বলত। [৭, ১৯, ২৬, ১০৩]

ভবেশচন্দ্র নন্দী (৯·১১·১৯০২ - ৩০·৮·১৯৮২) আদিনিবাস—ঢাকা। পিতার কর্মস্থল হুগলী সদরে জন্ম। বিপ্লবী নেতা যতীন রায়ের সংস্পর্শে এসে স্বাস্থ্যচর্চা, জনসভা প্রভৃতি আদর্শে শিক্ষা লাভ করেন। পরে ঢাকায় এসে সরাসরি বিপ্লবী দলে যুক্ত হন। ঢাকায় তাঁদের বাড়ী বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল ছিল। সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। ব্রিটিশ শাসনকালে দীর্ঘদিন কারারুদ্ধ থাকেন। দেশ বিভাগের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পর তিনি পূর্ব পাকিস্তানে থেকে মানবাধিকার রক্ষার মৌলিক সংগ্রামে তৎপর হন। পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। পাকিস্তানেও তাঁকে পাঁচ বছর কারাগারে কাটাতে হয়েছে। পাকিস্তানে কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্ব্লির সদস্য ছিলেন। পাকিস্তান মাইনরিটি কমিশন ও ল কমিশনের প্রতিনিধিরূপে পৃথিবীর বহু দেশ পরিভ্রমণ করেন। সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষায় আত্মনিয়োগ করে 'আমার দেশ' নামে পত্রিকা প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা করেন। বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে এই অকৃতদার বিপ্লবীর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। মৃত্যুর বছর দুই আগে পশ্চিমবঙ্গে এসে বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন। 'বিপ্লবী বাংলা' সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য ও নিখিলভারত স্বাধীনতা সংগ্রামী সমিতির পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি হয়েছিলেন। [১৬, ৮২]

ভবেশচন্দ্র ভাদুড়ী (১৯১১ - ১০·৭·১৯৮২) নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সহযোগী। ১৯৩৫ খ্রী· যাদবপুর থেকে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন। ১৯৩৮ খ্রী· বৃত্তি পেয়ে জার্মানী যাত্রা। নাৎসীরা তাঁর ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে এবং দেশ থেকে টাকা পয়সা পেতে বাধা দেয়। প্রায় উপবাসের অবস্থায় কোনরকমে Siemens কোম্পানীতে একটি কাজ পান। নেতাজী ১৯৪১ খ্রী· বার্লিনে এলে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়। নেতাজীর ঐ দেশ পরিত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত দু জনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল। ১৯৪৩ - ৪৪ খ্রী· হল্যান্ডের গোপন কেন্দ্র থেকে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি'র যে বাংলা খবর প্রচারিত হত তিনি তার দায়িত্বে ছিলেন। নাৎসীরা এবং মিত্রপক্ষ উভয়েই তাঁকে যুদ্ধের সময়ে বন্দী করে রাখে। ভারতে ফিরে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন ও রাঁচী হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনে কাজ করেন। [১৬]

ভরতচন্দ্র সিংহ (? - ২৯·৯·১৯৪২) নুলুয়া-গোপালচক—মেদিনীপুর। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগদান করেন এবং ভগবানপুর পুলিস স্টেশন আক্রমণকালে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে মারা যান। [৪২]

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়[১] (১৮৮৮? - ১০·৮·১৯৬৬) কলিকাতা। খ্যাতনামা চিত্রাভিনেতা। ১৯২৫ 'লাইট অফ এশিয়া' নির্বাক চিত্রে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন।

সবাক চিত্রে প্রথম অভিনয় 'দেনা পাওনা' ছবিতে। পরে 'রজত জয়ন্তী', 'জীবন মরণ', 'নর্তকী', 'অভিজ্ঞান', 'পরাজয়', 'শোধবোধ', 'মৌচাকে ঢিল', 'নার্স সিসি', 'অঞ্জনগড়', 'যোগাযোগ', 'পুষ্পধনু' প্রভৃতি ছবিতে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। [১৭]

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়২ (২৬·৮·১৯২০ - ৪·৩·১৯৮৩) ঢাকা। ঢাকার নবাব স্টেটের সদর মোক্তার জিতেন্দ্রনাথ। মাতা সুনীতি দেবী সরকারী শিক্ষাবিভাগে চাকরি করতেন। খ্যাতনামা কৌতুক অভিনেতা ও জনপ্রিয় চলচ্চিত্র শিল্পী। প্রকৃত নাম সাম্যময়। ১২ বছর বয়সে বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত হন। বিপ্লবী দিনেশ গুপ্তর সহচর, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ১৯৪০ খ্রী· ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে আই·এ· পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনে জড়িত থাকায় রাজরোষে পড়ে ঢাকা ছাড়তে বাধ্য হয়ে ১৯৪১ খ্রী· কলিকাতায় আসেন ও 'আয়রন স্টিল কন্ট্রোলে' চাকরি পান। চলচ্চিত্রে প্রথম অভিনয় ১৯৪৬ খ্রী· 'জাগরণ' ছবিতে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত চরিত্রে। কিন্তু সলিল সেনের 'নতুন ইহুদি' ছবি থেকেই তাঁর খ্যাতির শুরু। তার আগে ১৯৪৭ খ্রী· নাট্যমঞ্চের শিল্পী হিসাবে তিনি নাট্যজগতে পরিচিত হয়েছেন 'নতুন ইহুদি' নাটকে। ১৯৫১ খ্রী· পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে আসেন। ১৯৫৬ খ্রী· চাকরি ছেড়ে পুরোপুরি অভিনয়ের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। প্রায় তিন শো ছবিতে অভিনয় করেছেন। একসময় সিনেমার টিকিট ঘরে উত্তম ও ভানু এই দুই নামের কদর প্রায় সমান ছিল। তাঁর মত আর কোনও অভিনেতার নামে ছবির নাম দেখা যায় নি। বেশির ভাগ ছবিতে এবং ব্যক্তিগত কথাবার্তায় পূর্ববঙ্গের কথ্যভাষাই ব্যবহার করতেন। তাঁর কৌতুকাভিনয়ের প্রাথমিক প্রেরণা ঢাকার গাড়োয়ানদের কাছে। শুধু কমেডিয়ান নয়, সফল চরিত্রাভিনেতা হিসাবেও তাঁর উঁচু দরের শিল্পী-পরিচয় পাওয়া যায় 'নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে', 'টাকা আনা পাই', 'দর্পচূর্ণ' প্রভৃতি ছবিতে। তাঁকে কেন্দ্র চরিত্র করে তাঁর নামে ছবি হয়েছে 'ভানু পেল লটারী', 'ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিসটেন্ট'। জীবনের শেষ দিকে নাটক ও চলচ্চিত্র ছাড়া যাত্রা জগতের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ঘটেছিল। তিনি একটি দলও পরিচালনা করতেন। অভিনেতৃসঙ্ঘের সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৫ খ্রী· 'চাটনী' নামে তাঁর একটি রসরচনার বই বেরিয়েছিল। [১৬, ১৭, ১৪৯]

ভারতচন্দ্র রায় (১৭১২ - ১৭৬০) পেঁড়ো—ভুরশুট—বর্তমান হাওড়া। নরেন্দ্রনারায়ণ। ব্রাহ্মণবংশে জন্ম। অষ্টাদশ শতাব্দীর খ্যাতনামা মঙ্গলকাব্য রচয়িতা কবি। সম্পত্তির কারণে এবং স্বেচ্ছা বিবাহের ফলে তাঁকে স্বগৃহ ত্যাগ করে বিভিন্ন স্থানে থাকতে হয়। হুগলী জেলার দেবানন্দপুর নিবাসী রামচন্দ্র মুন্সীর আশ্রয়ে থাকার সময়ে ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। পুরুষোত্তমধামে বাস করার সময় কিছুদিন সন্ন্যাস জীবন যাপন করেন। পরে সংসারী হন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে সভাকবি নিযুক্ত করে কৃষ্ণনগর রাজসভায় নিয়ে আসেন। রাজার আদেশে তিনি 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করে 'রায়গুণাকর' উপাধি পান। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'বিদ্যাসুন্দর', 'রসমঞ্জরী', 'সত্যপীরের কথা', 'নাগাষ্টক' প্রভৃতি। তিনিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি এবং ভাষার লালিত্যে, ছন্দের নৈপুণ্যে ও চরিত্রচিত্রণের দক্ষতায় বাংলা-কাব্যে নূতন সুষমার প্রবর্তক। [২, ৩, ৭, ২৫, ২৬]

ভারতীপ্রাণা, প্রব্রাজিকা (জুলাই ১৮৯৪ - ৩০·১·১৯৭৩) গুপ্তিপাড়া—হুগলী। কলিকাতার বাগবাজারের বোসপাড়ায় মাতামহের গৃহে তাঁর বাল্য ও কৈশোর কাটে। পিতৃদত্ত নাম পারুল। মিশনারী স্কুলে বিদ্যাচর্চার আরম্ভ। ভগিনী নিবেদিতা ১৯০২ খ্রী· বোসপাড়া লেনে বিদ্যালয় খুললে তিনি সেখানে ভর্তি হন। ব্রাহ্মণ-কন্যা—বাল্যেই বিবাহ হয়। কিন্তু ১৭ বছর বয়সে শ্রীমা সারদামণির কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে সংসার ত্যাগ করেন। নিবেদিতার সহকর্মিণী ভগিনী সুধীরা দেবী তাঁর নূতন নাম দিলেন সরলা। ১৯১৪ - ১৭ খ্রী· পর্যন্ত তিনি লেডী ডাফরিন হাসপাতালে ধাত্রীবিদ্যা ও শুশ্রূষাকাজে শিক্ষা নেন এবং ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের পর প্রায় ৩০ বছর কাশীতে সাধনভজনে কাটান। ১৯৫৯ খ্রী· স্বামী শঙ্করানন্দ বেলুড় মঠে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস-দীক্ষা দিয়ে নাম রাখেন—প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা পুরী। ঐ বছর আগস্ট মাসে রামকৃষ্ণ-সারদা মিশন গঠিত হলে তিনি সারদা মঠ ও·মিশনের প্রথম অধ্যক্ষা হন। কলিকাতা, দক্ষিণ ভারত ও দিল্লী মিশনের শাখাকেন্দ্রগুলি তিনি পরিদর্শন করতেন। শঙ্করানন্দের নির্দেশে দীক্ষাদানে ব্রতী হন। [১৬]

ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র, ডাঃ (৩০·১০·১৮৬৫ - ১০·৪·১৯৪৫)। আদি নিবাস কলিকাতা। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী মতিলাল মিত্র। পিতার কর্মস্থল উত্তরপ্রদেশে জন্ম। প্রথম মহিলা এম·বি·-দের অন্যতম। ১৮৮১ খ্রী· কানপুর বালিকা বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স, ১৮৮৩ খ্রী· লক্ষ্ণৌ-এর ইসাবেলা থোবার্ন কলেজ থেকে এফ·এ· পাশ করে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন এবং ১৮৮৯ খ্রী· অনুষ্ঠিত প্রথম এম·বি· পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম এবং বিধুমুখী বসু প্রথম এল·এম·এস· পাশ করেন। কাদম্বিনী গাঙ্গুলী এই পরীক্ষায় পাশ না করলেও তাঁকে মহিলাদের স্পেশাল সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। ১৮৯০ খ্রী· তিনি দ্বিতীয় এম·বি· এবং বিধুমুখী বসু দ্বিতীয় এম·বি· ও দ্বিতীয় এল·এম·এস· পাশ করেন। ১৯০৪ খ্রী· ডাঃ পূর্ণচন্দ্র নন্দীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি স্বামীর মহিলা-রোগীদের দেখতেন কিন্তু নিজের নামে প্র্যাকটিস করতেন না। [৪৬, ১৪৯]

ভাস্কর মিত্র (২০·১০·১৯৩৩ - ১৪·৩·১৯৮২) কলিকাতা। 'বিচিত্রা'-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ডঃ সুশীলচন্দ্র। সঙ্গীত-পরিচালক। ১৯৫৬ খ্রী· বাংলায় এম·এ· পাশ করে শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ার সময়েই রবীন্দ্র

পরিষদ পরিচালিত অনেক নাটক ও গীতিআলেখ্যর জন্য সংগীত রচনা করেন। পাশ্চাত্য সংগীতে সনাতন মুখোপাধ্যায় ও মার্গ সংগীতে রাধিকামোহন মৈত্রের কাছে তালিম নেন। পরিতোষ শীলের কাছেও সংগীতে পাঠগ্রহণ করেন। পাশ্চাত্য সংগীত শাস্ত্রে ও একাধিক যন্ত্র সংগীতে বিশেষ করে পিয়ানো-বাদনে কৃতবিদ্য ছিলেন। পেশাদার ও অপেশাদার বহু নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। পেশাদারী মঞ্চে সংগীত পরিচালনায় কৃতিত্ব অর্জন করেন। 'ভ্রান্তিবিলাসে'র জন্য ১৯৮০ খ্রী· দিশারী পুরস্কার পান। 'আনন্দ বর্ধন' নামে দেশ পত্রিকায় সংগীত সমালোচনা করেছেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীতের অধ্যাপক ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'রবীন্দ্রনাথ — গীতিকবি ও সুরকার'। গবেষণাপত্র—'ভারতীয় সংগীতে পাশ্চাত্য সংগীতের প্রভাব।' স্যার রমেশচন্দ্রের তিনি প্রপৌত্র। [১৬, ১৭]

ভীমচরণ দাস মহাপাত্র (? - ২৭·৯·১৯৪২) লালপুর—মেদিনীপুর। কালীপদ। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণকালে বেলবাণীতে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে মারা যান। [৪২]

ভীম জানা (? - ১৯৩০) মলিগ্রাম—মেদিনীপুর। আইন অমান্য আন্দোলনে চৌকিদারী ট্যাক্সের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে পুলিসের গুলিতে নিহত হন। [৪২]

ভীম ভবানী। দ্র· **ভবেন্দ্রমোহন সাহা**।

ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় (৮·৮·১৯০৯ - ৮·৮·১৯৭৭) সরাই—পাণ্ডুয়া, হুগলী। আশুতোষ। প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ। জোড়াসাঁকো হাই স্কুলে পড়ার সময় নগেন ভট্টাচার্যের শিষ্য হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গান শিখতে থাকেন। পরে বিখ্যাত গাইয়ে নগেন দত্তের কাছে গান শেখার ব্যবস্থা হয়। অল্পবয়সেই সঙ্গীতের বিভিন্ন দিকে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেন। ১১ বছর বয়সে উপনয়নের সময়ে যে গেরুয়া বসন পরে ব্রহ্মচর্য নিয়েছিলেন তার প্রভাব বহুদিন স্থায়ী হয়েছিল। সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রাবস্থায় ১৩ বছর বয়সের বালক ভীষ্মদেবকে দিয়ে গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানী নিধুবাবুর দু'টি টপ্পা 'এত কি চাতুরী সহে প্রাণ' ও 'সখি কি করে লোকের কথায়' রেকর্ড করায়। নগেন দত্তের বাড়িতে উত্তর-ভারতের বিখ্যাত ওস্তাদ, দিল্লী বাদশাহের সভাগায়ক বদল খাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরে ফৈয়াজ খাঁর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য বিদ্যাসাগর কলেজের আই·এ· পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেও আন্তঃ কলেজ প্রতিযোগিতায় খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী—তিন বিভাগেই অনেক পুরস্কার পান। বেতার জগতে ও ঘরোয়া আসরে গানের জন্য বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। কাজী নজরুল নিজের গানে তাঁর সুর আরোপ করেন ('এ ঘোর শ্রাবণ নিশি কাটে কেমনে')। নজরুলের আগ্রহে ১৯৩৩ খ্রী· মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানীতে তিনি সঙ্গীত পরিচালনা ও শিক্ষার ভার নেন। এখানে অনেক নামকরা গাইয়ে, থিয়েটারের অভিনেত্রী, কানন দেবী, এমন কি বেগম আখতারও তাঁর কাছে তালিম নিতেন। সে সময়ে নিজের দু'টি গান (মালকোষে) রেকর্ড হয়। ১৯৩৪ খ্রী· বেনারসে অনুষ্ঠিত প্রথম অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সে বাঙলাদেশ থেকে আমন্ত্রিত হন। ঐ বছরই বিবাহ করে শৌখিন ও সংসারী হয়ে ওঠেন। সঙ্গীত-জগতেও নাম ছড়িয়ে পড়ে। বারাণসী, ফৈজাবাদ, এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, সিন্ধুদেশের বিভিন্ন আসরে তাঁর সঙ্গীত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পেলব শান্ত ও মধুর কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। সঙ্গীতে নিজেকে প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে শচীন দেববর্মণ, কালী ঘোষাল প্রভৃতি অনেক গায়ককে অনুপ্রাণিত ও সাহায্য করেছেন। তাঁরই পরিচালনায় বড়ে গোলাম আলী খাঁ মেগাফোনে রেকর্ড করেন। হিন্দী ও বাংলা বহু সিনেমায় সঙ্গীত-পরিচালক ছিলেন। প্রচুর যশ ও অর্থের অধিকারী হয়েও ১৯৪০ খ্রী· সব ছেড়ে পণ্ডিচেরী আশ্রমে চলে যান। ১৯৪৮ খ্রী· ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে সেখান থেকে ফিরে এসে গান গাওয়া থেকে শুনতেন অনেক বেশি। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে সিদ্ধ হলেও বাংলা রাগসঙ্গীতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। [১৬, ১৭]

ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী (১৮৭২ - ১৫·৯·১৯৪০) শিবহাটী—চব্বিশ পরগনা। রবীন্দ্রোত্তরকালের বাঙলাদেশের কবিগণের মধ্যে বায়োজ্যেষ্ঠ। ওকালতি করতেন। তাঁর কবিতা বিভিন্ন পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হত। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'গোধূলি', 'রাকা' 'সিন্ধু', 'মঞ্জরী', 'ছায়াপথ' প্রভৃতি। এছাড়া গীতা ও উপনিষদের পদ্যানুবাদ করেও বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। [৫]

ভুজঙ্গভূষণ ধর। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। বিপ্লবী যুগান্তর দলের কর্মিরূপে বিভিন্ন রাজনৈতিক ডাকাতি ও বৈপ্লবিক কার্যকলাপে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ২৬·৮·১৯১৪ খ্রী· বিপ্লবের প্রয়োজনে রডা কোম্পানীর অস্ত্রলুণ্ঠন করার কাজে তিনি ছিলেন অন্যতম নেতা। আত্মোন্নতি সমিতিরও একজন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি ছিলেন। [১০]

ভুজেন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৫ - ২০·৩·১৯৭৯) আন্দুল—হাওড়া। অবস্থাপন্ন পরিবারে জন্ম। ছাত্রাবস্থাতেই স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন ও কারাগারে যান। শালিমার ওয়ার্কস কারখানায় ফাউন্ড্রীর সহকারী ফোরম্যান হিসাবে কাজ করার সময় তদানীন্তন কমিউনিস্ট নেতা বঙ্কিম মুখার্জী, ফিলিপ স্প্রাট, সুরথ পাচাল, রাধিকা মুখার্জী প্রমুখের সংস্পর্শে এসে মার্ক্সবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯৩৮ খ্রী· কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। ঐ সময় তাঁদের চেষ্টায় শালিমার ওয়ার্কসের জাহাজ মেরামত ও ফাউন্ড্রী কারখানায় এক শক্তিশালী ইউনিয়ন সংগঠিত হয়। উঁচু পদের কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও ১৯৪৮ খ্রী· শ্রমিক আন্দোলনের জের হিসাবে তিনশ জন ছাঁটাই কর্মীর মধ্যে তিনিও ছিলেন। ১৯৫২ খ্রী· পর্যন্ত আত্মগোপন করে থাকেন। বাইরে আসার পর ঐ উচ্চ বেতনের চাকরি ফিরে পেলেও তা গ্রহণ না করে কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হন।

পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করে সাধারণ কর্মীর মত থাকতেন। ভারতীয় খেতমজুর ইউনিয়নের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। দিল্লীতে খেতমজুরদের অভিযান লোকসভায় নিয়ে যাবার সময় আলিগড় স্টেশনে তাঁর মৃত্যু হয়। [১৪৯]

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৪২ - ১৯১৬) শাসনগ্রাম—চব্বিশ পরগনা। বাল্যে মিশনারী স্কুলে পড়েন। বারুইপুর সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হন। 'পরিদর্শক', 'সোমপ্রকাশ', 'সংবাদ প্রভাকর' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনা ও পরিচালনা করেন। 'বসুমতী' সাপ্তাহিক হিসাবে প্রকাশিত হলে তিনি তার প্রথম সম্পাদক হন। রচিত গ্রন্থ: 'সমাজ-কুচিত্র', 'ঠাকুরপো', 'বিলাতী গুপ্তকথা', 'স্বদেশ বিলাস', 'রামকৃষ্ণচরিতামৃত', 'বাবুচোর', 'লন্ডন রহস্য' (অনুবাদ) প্রভৃতি। কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার লিপিকার ছিলেন। অনেকের মতে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সার' অনেক রচনা তাঁর লেখা। [১৭, ২৬]

ভুবনমোহন দাশ (১৮৪৪ - ১৩.৭.১৯১৪) বিক্রমপুর—ঢাকা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পিতা। স্বদেশপ্রেমিক ও সুলেখক ছিলেন। 'ব্রাহ্ম পাব্লিক ওপিনিয়ন' ও 'বেঙ্গল পাব্লিক ওপিনিয়ন'-এর সম্পাদক ছিলেন। শেষ-জীবনে পুরুলিয়ায় ধর্মচর্চার মধ্যে কাটান। [২৫, ২৬]

ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, মহামহোপাধ্যায় (২৫.৮.১২৩৫ - ১৯.৪.১৩০০ ব.) নবদ্বীপ। শ্রীরাম শিরোমণি। প্রথমে পিতা ও পরে পিতৃব্য রঘুমণি বিদ্যাভূষণের কাছে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করে 'বিদ্যারত্ন' উপাধি লাভ করেন। ১২৮৮ ব. জ্যেষ্ঠ সহোদর হরমোহন তর্কচূড়ামণির মৃত্যুর পর তিনি নবদ্বীপে আমৃত্যু ন্যায়ের প্রধান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি 'রাধাপ্রেম-তরঙ্গিণী' নামে একখানি কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর অনেক 'পত্রিকা' বহু স্থানে সংগৃহীত আছে। এগুলি 'ভৌবনী পত্রিকা' নামে বিখ্যাত। তিনি গদাধর ভট্টাচার্যের উত্তরপুরুষ। নৈয়ায়িক সমাজে তাঁর অসামান্য প্রতিভা ছিল। তাঁর সম্বন্ধে প্রবাদ আছে 'ভুবনান্তো গদাধরঃ'। ১৮৮৭ খ্রী. 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। মহামহোপাধ্যায় মধুসূদন স্মৃতিরত্ন তাঁর অনুজ। [৯০, ১৩০]

ভুবনমোহন বিদ্যার্ণব (? - ১৯৪১) বেজুড়া-হবিগঞ্জ—শ্রীহট্ট। ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য। হিন্দু শাস্ত্র ও হিন্দু দর্শন অধ্যয়ন করে তিনি বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করলেও সাংবাদিক হিসাবেই তিনি খ্যাতিমান ছিলেন। হিতবাদী পত্রিকার কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের প্রেরণায় তিনি সাংবাদিকতার কাজে প্রবেশ করেন এবং কিছুদিন ঐ পত্রিকার সহ-সম্পাদকও ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ১৯০৬ খ্রী. শ্রীহট্ট শহরের জাতীয় বিদ্যালয়ে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। রায়বাহাদুর দুলালচন্দ্র দেব, কালীকমল দাস প্রমুখ ব্যক্তিদের অর্থানুকূল্যে তিনি ১৯০৯ খ্রী. বাংলা সাপ্তাহিক 'দেশব্রত' প্রকাশ করেন। দু'বছর পরে শিলচরে এসে এরিয়ান ট্রেডিং কোম্পানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সুরমা' সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। তাঁর পরিচালনায় ১৯১৪ খ্রী. পত্রিকাটি দৈনিকে পরিণত হয়। বিপিনচন্দ্র পালের উদ্যোগে শ্রীহট্ট থেকে ১৯২০ খ্রী. প্রকাশিত জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক পত্রিকা 'জনশক্তি'র তিনি প্রথম সম্পাদক ছিলেন। তাঁর বিশেষ কোন রাজনৈতিক মতবাদ না থাকলেও তিনি যুক্তিবাদী সাংবাদিক ছিলেন। চা-বাগানের ইউরোপীয় মালিকের গুলিতে চা-শ্রমিক খারিল-এর মৃত্যু-সংক্রান্ত আলোড়নকারী ঘটনা নিয়েও তিনি পত্রিকায় লিখেছিলেন। সুবক্তা হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতার জন্য বিদ্বৎসমাজ তাঁকে 'বিদ্যার্ণব' উপাধি প্রদান করেন। কলেজীয় শিক্ষার প্রসারের কাজে তিনি কামিনীকুমার চন্দের বিশেষ সহযোগী ছিলেন। শেষ-জীবন তিনি শিলচরে কাটিয়েছেন। [১২৪]

ভুবনমোহন রায় (১৮৪১ - ১৯৪১) কাঠশেংড়া—আমতা, হাওড়া। জমিদার বংশে জন্ম। উকিল নবনারায়ণ। বিখ্যাত উদ্যানতত্ত্ববিদ ও পুষ্পসজ্জার নামকরা শিল্পী। কলিকাতার চেতলায় ১৮৭৬ খ্রী. তিনি নার্সারী স্থাপন করেছিলেন। ভাইসরয় ও অন্যান্য রাজা-মহারাজার অনুরোধে তাঁদের বাসস্থানে পুষ্পসজ্জার ব্যবস্থা করতেন। এ কাজের জন্য বহু পুরস্কার ও মানপত্র পেয়েছেন। কিছুদিন কাশ্মীর মহারাজের গার্ডেন সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন। সাপ্তাহিক 'গার্ডেনার্স ম্যাগাজিন' পরিচালনা করতেন। রচিত গ্রন্থ 'হিন্টস্ অন গার্ডেনিং'। [১৭৪]

ভুবনমোহন রায়চৌধুরী (২২.৩.১২৩০ - আশ্বিন ১৩০১ ব.) শ্রীপুর—খুলনা। তারকচন্দ্র। ভবানীপুরের লন্ডন মিশনারী সোসাইটির স্কুলে কিছুদিন পড়েন এবং বাড়িতে উর্দু ও ফারসী শেখেন। ১২৪৭ ব. সদর দেওয়ানী আদালতের উকিল হন। পরে হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। সংস্কৃত ছন্দে তিনি 'ছন্দঃকুসুম' ও 'পাণ্ডবচরিত' কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। 'ছন্দকুসুম' গ্রন্থে তিনি ১৮৩ রকম ছন্দ ব্যবহার করেছেন। 'পাণ্ডবচরিত' গ্রন্থটি সংস্কৃত কাব্যের মত কয়েকটি সর্গে বিভক্ত এবং প্রতি সর্গে নূতন নূতন ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। [২৫, ২৬]

ভূতনাথ সাহু (১৯০৭ - ২৭.৯.১৯৪২)। বামুনাড়া—মেদিনীপুর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ঈশ্বরপুরে জনতার উপর পুলিসের গুলিবর্ষণকালে আহত হন এবং ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

ভূদেবপ্রসাদ সেন, ননী (১৯০৫ - ১৯৪৬)। ছাত্রাবস্থায় ময়মনসিংহে যুগান্তর দলে যোগ দেন। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের সময় বিনা বিচারে দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ ছিলেন। ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের সময় আত্মগোপন করে রাজনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে গেছেন। ১৯৪৬ খ্রী.

প্রাক্কালে তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে হিন্দুসমাজের ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। বৈপ্লবিক ধারায় ইংরেজকে ভারত থেকে বিতাড়নের জন্য তিনি ১৯০২ খ্রী· ব্যারিস্টার পি· মিত্রের নিখিল বঙ্গ বৈপ্লবিক সমিতিতে যোগ দেন। এখানে তিনি যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভগিনী নিবেদিতা, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতির সাহচর্য পান। বিপ্লবী চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়ামচর্চা ও ফ্রেন্ডস্ ইউনাইটেড ক্লাবের তিনকড়ি গোস্বামী ও তারাপদ দাসের নিকট অস্ত্রচালনা শিখতে থাকেন। মাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডীর আদর্শ তাঁর প্রাথমিক বৈপ্লবিক জীবনে গভীর রেখাপাত করে। অগ্রজ বিবেকানন্দের রচনাও তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। অরবিন্দ ঘোষের সহায়তায় ১৯০৬ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবীদের পত্রিকা 'সাপ্তাহিক যুগান্তরের' সম্পাদক হন। দেশের বৈপ্লবিক চেতনা জাগানোর জন্য এই পত্রিকাটি ছাড়াও 'সোনার বাঙলা' নামে বে-আইনী ইস্তাহার প্রকাশের জন্য ১৯০৭ খ্রী· তাঁর ১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। মুক্তির পর সহকর্মীদের পরামর্শে ছদ্মবেশে আমেরিকা যাত্রা করেন। এখানে ইণ্ডিয়া হাউসে আশ্রয় পান এবং ১৯১২ খ্রী· নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হন ও ২ বছর পর ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম·এ· ডিগ্রী লাভ করেন। ক্যালিফোর্নিয়ায় 'গদর পার্টি' ও সোশ্যালিস্ট ক্লাবের সংস্পর্শে এসে সমাজতন্ত্রবাদে বিশেষ জ্ঞানলাভ করেন। আমেরিকায় থাকা-কালে শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে তাঁকে অর্থকষ্টে দিন কাটাতে হয়েছিল। ১৯১৪ খ্রী· প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর বিপ্লবী আন্দোলনকে জোরদার করতে তিনিও অন্যান্য ভারতীয় বিপ্লবীদের মত বার্লিনে আসেন। ১৯১৬ - ১৮ খ্রী· তিনি ঐতিহাসিক বার্লিন কমিটির সম্পাদক ছিলেন। ১৯১৫ খ্রী· তিনি ছদ্মবেশে দক্ষিণ ইউরোপে পৌছান। বার্লিন কমিটির অনুরোধে জার্মান সরকার তাঁকে গ্রীস থেকে বার্লিনে আনেন। তাঁর নেতৃত্বে বার্লিন কমিটি তাঁদের কর্মক্ষেত্র পশ্চিম এশিয়ায় বিস্তৃত করেন। এইসব অঞ্চলে অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল কাজে যেসব বীর ভারতবাসী প্রাণ দিয়েছেন বা লিপ্ত ছিলেন তাঁদের তথ্যাদির প্রামাণিক চিত্র তিনি নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের গবেষণা চালিয়ে ১৯২৩ খ্রী· হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টরেট' উপাধি পান। ১৯২০ খ্রী· জার্মান অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সোসাইটি ও ১৯২৪ খ্রী· জার্মান এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ছিলেন। ১৯২১ খ্রী· তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের আহ্বানে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি মস্কোতে আসেন। এই অধিবেশনে মানবেন্দ্রনাথ রায় ও বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। তিনি সোভিয়েট নেতা লেনিনের নিকট ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে একটি গবেষণাপত্র প্রদান করেন। ১৯২২ খ্রী· জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে ভারতের শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের একটি কর্মসূচী পাঠান। ১৯২৭ - ২৮ খ্রী· তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির এবং ১৯২৯ খ্রী· নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য হন। ১৯৩০ খ্রী· কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে শ্রমিক ও কৃষকদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব নেহেরুকে দিয়ে গ্রহণ করান। এছাড়া বহু শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব করেন। ১৯৩৬ খ্রী· থেকে ভারতের কৃষক আন্দোলনে যুক্ত থেকে বঙ্গীয় কৃষক সভার অন্যতম সভাপতি এবং দু'বার অখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি হন। আইন অমান্য আন্দোলনে কারাবরণ করেন। সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, সাহিত্য, বৈষ্ণবশাস্ত্র, হিন্দু আর্যশাস্ত্র, মার্ক্সীয় দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল। বাংলা, ইংরেজী, জার্মান, হিন্দী, ইরানী প্রভৃতি ভাষায় তাঁর বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। গণ-সংস্কৃতি সম্মেলন, সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস', 'যুগসমস্যা', 'তরুণের অভিযান', 'জাতিসংগঠন', 'যৌবনের সাধনা', 'সাহিত্যে প্রগতি', 'ভারতীয় সমাজপদ্ধতি' (৩ খণ্ড), 'আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা' (৩ খণ্ড), 'বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব', 'বাংলার ইতিহাস', 'Dialectics of Hindu Ritualism', 'Dialectics of Land Economics of India', 'Vivekanda the Socialist' প্রভৃতি। [৩, ১০, ১০৫, ১০৮, ১২৪]

ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৮৬ ? - ২১·৪·১৩৪৫ ব·)। মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। ছাত্রাবস্থায় প্রধানত তাঁরই উৎসাহে ঐ কলেজে বাংলা ও ইংরেজী নাটক অভিনীত হত। কলিকাতায় শৌখীন নাট্যসম্প্রদায়ের অন্যতম প্রবর্তক এবং ফ্রেন্ডস্ ড্রামাটিক ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বাঙলার বহু শৌখীন পেশাদার অভিনেতা তাঁর শিষ্যস্থানীয় ছিলেন। তাঁর রচিত বহু নাটক কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে দীর্ঘকাল অভিনীত হয়েছে। তাঁর নাটকে জাতীয়তার ভাব পরিলক্ষিত হয়। কৌতুকপূর্ণ নাট্যরচনাতেও খ্যাতি ছিল। উল্লেখযোগ্য নাটক: 'শাঁখের করাত', 'ভূতের বিয়ে', 'পেলারামের স্বাদেশিকতা', 'কেলোর কীর্তি', 'বেজায় রগড়', 'কলের পুতুল' প্রভৃতি। এছাড়াও শৌখীন সম্প্রদায়ের জন্য 'অভিনয় শিক্ষা' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। [৫]

ভূপেন্দ্রনাথ বসু (১৮৫৯ - ১৬·৯·১৯২৪) কলিকাতা। রামরতন। পৈতৃক নিবাস—খানাকুল-কৃষ্ণনগর। ১৮৭৫ খ্রী· কৃষ্ণনগর স্কুল থেকে প্রবেশিকা, ১৮৮০ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি·এ· এবং ১৮৮১ খ্রী· ইংরেজী সাহিত্যে অনার্সসহ এম·এ· পাশ করেন। ১৮৮৩ খ্রী· অ্যাটর্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আইন ব্যবসায়ে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেন। রাজনৈতিক জীবনে স্যার সুরেন্দ্রনাথের অনুগামী ছিলেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার ও সভাপতি হয়েছিলেন। ১৮৯৮ খ্রী· সরকারের কাজে বিরক্ত হয়ে

অপর ২৬ জনের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কর্পোরেশন ত্যাগ করেন। এই সময়ে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯০৫ খ্রী· ময়মনসিংহ প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি হন। ১৯০৬ খ্রী· বরিশালে বাঙলা প্রাদেশিক সম্মেলনে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ-নীতির প্রবল বিরোধিতা করেন। ১৯১১ খ্রী· কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং ১৯১৪ খ্রী· কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনের সভাপতি এবং তিনবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। ১৯১৫ খ্রী· ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে যোগদান করেন। ১৯১৭ খ্রী· ভারত-সচিবের বেসরকারী পরামর্শদাতারূপে বিলাত যান এবং কিছুকাল সহকারী ভারত-সচিবের কাজ করেন। এই সময়ে মন্টেগু সাহেবের শাসন-সংস্কার আইন প্রণয়নে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন। ১৯২২ খ্রী· ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে জেনেভা কনফারেন্সে যোগ দেন এবং পরের বছর রয়্যাল কমিশনের সদস্য হন। এই কাজের শেষে বাঙলা সরকারের শাসন-পরিষদের সদস্য এবং জীবনের শেষ বছর স্যার আশুতোষের মৃত্যুর পর (১৯২৪) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হয়েছিলেন। তিনি বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল্‌স্‌, বেঙ্গল হোসিয়ারী কোম্পানী, বেঙ্গল পটারী ওয়ার্কস প্রভৃতি দেশীয় সংস্থা ও সমাজহিতকর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে নাইট উপাধি প্রদান করে। [৩, ২৫, ২৬, ১২৪]

ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, কর্নেল (১৯০৫ - ৬·১·১৯৮০) বিক্রমপুর—ঢাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি·এস-সি·। নানা খেলাধুলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। কর্মজীবন শুরু দেরাদুনের ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটে। কলিকাতায় ইন্ডিয়ান রিসার্চ ফান্ড অ্যাসোসিয়েশনে কর্মরত থাকাকালে কলেরা জীবাণুর শ্রেণিবিভাগ বিষয়ে ও প্রোটিন রসায়ন-ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ করেন। ১৯৩৭ খ্রী· রকফেলার স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকার মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান। সেখানে 'সিগমা একাদশ' নামে বিখ্যাত বিজ্ঞান সংস্থার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। দেশে ফেরার পথে ব্রিটেনের রথামস্টেড এক্সপেরিমেন্টাল স্টেশন সংস্থায় কিছুদিন কাজ করার সময়ে মাটির নমুনা দ্রুত বিশ্লেষণের সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। ১৯৪০ খ্রী· দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ভারতীয় সৈন্যবিভাগে নিযুক্ত হন। ডিরেক্টর অব আর্মামেন্টের অধীনে তিনিই প্রথম ভারতীয়, এবং বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যুদ্ধাস্ত্র প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রেও অনেক নূতন জিনিস উদ্ভাবনের কৃতিত্ব অর্জন করেন। বালেশ্বরে প্রুফ অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্টাল বিভাগের প্রধান ও উড়িষ্যার সামরিক বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত অফিসার হিসাবে উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্য নীলগিরির ভারতভুক্তিতে বল্লভভাই প্যাটেলকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। ১৯৪৭ খ্রী· সেনাবিভাগ থেকে মুক্ত হয়ে দিল্লীতে কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ-এর সহকারী ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হন। জোড়হাট রিজিওন্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরির প্রতিষ্ঠাতা ডিরেক্টর ছিলেন। পরবর্তী কালে লক্ষ্ণৌতে সেন্ট্রাল ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল প্ল্যান্ট অরগানাইজেশন-এর ডিরেক্টর হন। সি·এস·আই·আর· থেকে অবসর গ্রহণের পর ১৯৬৫ খ্রী· থেকে ১৯৭০ খ্রী· কলিকাতায় অবস্থিত ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব এক্সপেরিমেন্টাল মেডিসিন সংস্থায় ক্যানসার বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেন। বিভিন্ন বিষয়ে বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি লিখেছেন এবং কয়েকটি আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেছেন। [১৬]

ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, স্যার (১৮৭৫ - ২৫·২·১৯৪৩) রাজপুর-চব্বিশ পরগনা। আশুতোষ। এম·এ· পাশ করে প্রথমে সামান্য বেতনে চাকরিতে ঢুকে ১৯১৫ খ্রী· যুদ্ধসংক্রান্ত হিসাবের কন্ট্রোলার ও ১৯১৯ খ্রী· মিলিটারী অ্যাকাউন্ট্যান্ট হন। ১৯২৪ খ্রী· থেকে ১৯৩০ খ্রী· বড়লাটের শাসন-পরিষদের অন্যতম সদস্য এবং ১৯৩১ খ্রী· থেকে ১৯৩৬ খ্রী· বিলাতে হাই কমিশনার ছিলেন। [৫]

ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল (১৮৭৭ - ১৯৬২)। সাহেবগঞ্জ ও ভাগলপুরে যৌবনকাল অতিবাহিত হয়। রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আনুমানিক ১৯০৩ খ্রী· শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে যোগ দিয়ে ১৯০৮ খ্রী· মাঝামাঝি পর্যন্ত এই কাজে নিযুক্ত থাকেন। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষরূপে তিনি যোগ্যতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সহায়তা করেছেন। পরবর্তী জীবন তাঁর ধর্মসাধনায় কাটে। বিহারের মন্দারে 'গুরুধাম' নামে একটি ব্রহ্ম বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত ধর্মগ্রন্থ: 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', 'অবিনাশী কবীর গীতা', 'বিল্বদল', 'অভ্যাসযোগ', 'আত্মানুসন্ধান' প্রভৃতি। 'শতদল' তাঁর ভক্তিরসাশ্রিত একটি কাব্যগ্রন্থ। [১৯০]

ভূপেশ গুপ্ত (অক্টো ১৯১৪ - ৬·৮·১৯৮১) ইটনা—ময়মনসিংহ। কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম নেতা, বিশিষ্ট পার্লামেন্টারিয়ান। ১৯৫২ খ্রী· রাজ্যসভার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে একমাত্র তিনিই বরাবর এই সভার সদস্য ছিলেন। রাজনৈতিক জীবনের শুরু বিপ্লবী আন্দোলনের মাধ্যমে। ১৯৩০ - ৩১ খ্রী· বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্য ধৃত হয়ে ১৯৩৭ খ্রী· পর্যন্ত বন্দীজীবন কাটান। অন্তরীণ অবস্থায় আই·এ· ও বি·এ· পাশ করেন। মুক্তি পেয়ে লন্ডন যান। সেখানে এল·এল·বি· ডিগ্রী পান ও মিডল টেম্পল থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ১৯৪১ খ্রী· ভারতে ফিরে কমিউনিস্ট পার্টির সারাক্ষণের কর্মী হন। পশ্চিমবঙ্গে পার্টি বে-আইনী হলে ১৯৪৮ খ্রী· আত্মগোপন করে পার্টির কাজ করতে থাকেন। ১৯৫১ খ্রী· গ্রেপ্তার হয়ে দমদম জেলে বন্দী অবস্থায় রাজ্যসভায় নির্বাচিত হন। কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। ১৯৫৭, ১৯৬০ এবং ১৯৬৯ খ্রী· মস্কোতে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট অ্যান্ড ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক অধিবেশনের তিনটিতেই তিনি যোগ দেন। ১৯৬৬ খ্রী· থেকে

সাপ্তাহিক 'নিউ এজ' পত্রিকার সম্পাদক এবং অধুনালুপ্ত 'দৈনিক স্বাধীনতা'র সম্পাদকীয় বোর্ডের সদস্য ছিলেন। বাংলা ও ইংরেজীতে কয়েকটি পুস্তক রচনা করেছেন। চিকিৎসার জন্য মস্কোতে গিয়ে সেখানে মৃত্যু। [১৫৮]

ভূপেশচন্দ্র নাগ (১৮৮২ - ১৯৩৮) বারদী—ঢাকা। পিতা শম্ভুচন্দ্র প্রথম জীবনে অধ্যাপক ও পরে সবজজ ছিলেন। অনুশীলন দলে পুলিন দাসের সহকর্মী, আজীবন ব্রহ্মচারী এবং অসাধারণ দৈহিক ও মানসিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। বি.এ. পাশ করে বার্মিংহাম থেকে ডিগ্রী নিয়ে আসেন। কিছুকাল ঢাকার জাতীয় মহাবিদ্যালয়ে বিনা বেতনে অধ্যাপনা করেন। পরবর্তী কালে বহরমপুর কমার্স কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সংস্কৃত, ইংরেজী, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, উর্দু প্রভৃতি ভাষায় বিশেষ দখল ছিল। বাঙলাদেশ থেকে সর্বপ্রথম ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের তিন আইনে যে নয়জন দেশপ্রেমিক গ্রেপ্তার হন তিনি তাঁদের অন্যতম। অপর আটজন হলেন অশ্বিনী দত্ত, পুলিন দাস, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, শচীন্দ্রকুমার বসু, এন্টি সার্কুলার সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশ চ্যাটার্জী, সুবোধ মল্লিক, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও কৃষ্ণকুমার মিত্র। আমৃত্যু প্রায় ৫০ বছর তিনি মুর্শিদাবাদ জেলায় কাটান। শেষ জীবনে রাজনীতির সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। [১৭৩]

ভূষণচন্দ্র জানা (১৯১০ - অক্টোবর ১৯৪২) পাইকপাড়া—মেদিনীপুর। নীলমণি। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে তমলুকের শঙ্করাড়া ব্রীজ পুলিস স্টেশন অভিযানের সময় পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

ভূষণ দাস (? - আনু. ১৯১৬) আনুখাল—কালনা, বর্ধমান। সুকণ্ঠগায়ক ভূষণ দাস তাঁর যাত্রার দলে অভিনয় ও জুড়ির ভূমিকা উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োজনমত অংশ নিতেন। নবীনচন্দ্র সেনের 'কুরুক্ষেত্র' অবলম্বনে রচিত 'অভিমন্যু বধ' পালা কলিকাতায় পরিবেশন করে (১৮৯৮) বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর দলে অভিনীত 'মাতৃপূজা' পালাটি স্বদেশপ্রেমের কারণে ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ করে দেয়। সঙ্গীত-রচনাতেও দক্ষ ছিলেন। [১৮৮]

ভেরা নভিকভা, 'রবি-প্রভা' (১৯১৮ - ১০.৪.১৯৭২) রাশিয়া। ভারত-সোভিয়েট সংস্কৃতিগত মৈত্রী-বর্ধনে ও সোভিয়েট দেশে রবীন্দ্রচর্চার ব্যাপকতা প্রসারে তাঁর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৫ খ্রী. তিনি লেনিনগ্রাদ রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ে ভারতীয় বিভাগে ভর্তি হয়ে বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন। বঙ্কিম-সাহিত্য গবেষণা করে তিনি ডক্টরেট উপাধি পান। তাঁর সর্বপ্রধান কীর্তি রবীন্দ্রনাথের বহু গ্রন্থ মূল বাংলা থেকে রুশ ভাষায় অনুবাদ করা। 'নৌকাডুবি', 'গোরা', 'ঘরে বাইরে' প্রভৃতি উপন্যাস, গল্পগুচ্ছের বহু গল্প, 'রাশিয়ার চিঠি' ইত্যাদি তাঁর অনুবাদ-কর্মের স্মরণীয় স্বাক্ষর। সাম্প্রতিক কালের বহু বাঙালী কবির কবিতাও তিনি অনুবাদ করেছেন। তিনি কয়েকবার কলিকাতা এসেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' প্রদান করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। [১৪৮]

ভৈরব মাঝি (? - ১৮৫৬) ভাগনাদিহি—সাঁওতাল পরগনা। নারায়ণ। সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রধান নায়ক সিদু ও কানুর ভাই ভৈরব মাঝি বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়ে ভাগলপুরের কাছে ইংরেজ সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ-যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন। [৫৬]

ভৈরবীচরণ (১৮শ শতাব্দী) আন্দুল—হাওড়া। রূপরাম ন্যায়বাগীশ। আন্দুলের নপাড়ি বন্দ্যাবংশীয় পণ্ডিতদের মধ্যে সর্বপেক্ষা কীর্তিশালী ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আন্দুল 'দক্ষিণ নবদ্বীপ' নামে খ্যাতিলাভ করেছিল। স্থানীয় জমিদার বসুমল্লিক ও রাজা রামলোচন রায়-গোষ্ঠীর পোষকতায় এই বিদ্যাস্থানে বহু পণ্ডিতের অভ্যুদয় হয়। ভৈরবীচরণের পৌত্র রামনারায়ণ তর্করত্ন আন্দুল বিদ্যালয় স্থাপনে অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। 'সাংখ্যতত্ত্ববিলাস' ও 'আগমতত্ত্ববিলাসে'র রচয়িতা রঘুনাথ তর্কবাগীশ তাঁর প্রপিতামহ ছিলেন। [৯০]

ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৪ ? - ২৮.১.১৯১৬) টেগরা-তারকেশ্বর—হুগলী। অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। চৌদ্দ বছর বয়সে দলনেতার নির্দেশে পেনাং যান। সেখানে গিয়ে চাষী-মজুরদের মধ্যে কাজ করার জন্য তাদের সঙ্গে মিশে কারখানায় মিস্ত্রীর কাজে যোগ দেন। অল্প কিছু টাকা নিজে রেখে বাকি টাকা পার্টিতে জমা দিতেন। পেনাং ও শ্যামের বিভিন্ন অঞ্চলে অক্লান্ত চেষ্টায় কর্মকেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে তিনি নভেম্বর ১৯১৪ খ্রী. কলিকাতায় আসেন এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব-আন্দোলনের প্রস্তুতির জন্য জার্মানীর সঙ্গে যোগাযোগ-রক্ষার ও ভারতে মালপত্র প্রেরণের কাজে যুক্ত হন। ১৯১৫ খ্রী. বাঘা যতীনের আদেশে মার্টিনের (মানবেন্দ্রনাথ) খবর নিতে পর্তুগীজ অধিকৃত গোয়ায় যান (১৭.১২.১৯১৫) এবং সেখানে গিয়ে মার্টিনকে টেলিগ্রাম করেন। গোয়ায় তাঁর সঙ্গে বিপ্লবী বিনয়ভূষণ দত্তও গিয়েছিলেন। এই সময় ব্রিটিশ গোয়েন্দার নির্দেশে পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩ আইন অনুসারে তাঁকে পুনা জেলে আটক রাখা হয়। বিপ্লবী পরিকল্পনার খবর আদায়ের জন্য পুলিস তাঁর উপর অমানুষিক অত্যাচার চালায়। ফলে তিনি জেলেই মারা যান। [৩৬, ৪২, ৪৩, ৫৪, ৭০, ১৩৯]

ভোলানাথ চন্দ্র (১৮২২ - ১৭.৬.১৯১০) কলিকাতা। রামমোহন। সুবর্ণ বণিক পরিবারে জন্ম। মাতামহ এন. সি. সেন ঢাকায় ইংরেজ রেসিডেন্টের দেওয়ান ছিলেন। ১৮৩০ খ্রী. ওরিয়েন্টাল সেমিনারী ও পরে ১৮৩২ খ্রী. হিন্দু কলেজে ভর্তি হন এবং ১৮৪২ খ্রী. পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। সতীর্থদের মধ্যে ছিলেন কিশোরীচাঁদ মিত্র, মাইকেল মধুসূদন, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। ১৮৪৩ খ্রী. হাওড়ার হাউম্যান অ্যান্ড কোম্পানীতে শিক্ষানবীশ হয়ে ঢুকে ১৮৪৫ খ্রী. ঐ

কোম্পানীর চিনির কলের এজেন্ট হিসাবে ৩০ বছর ছিলেন। ব্যবসায় শুরু করেও সাহিত্য-সাধনাকেই জীবনের পথ হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁর সমস্ত রচনাই ইংরেজীতে রচিত। ১৮৬৬ - ৬৭ খ্রী· রচিত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ধারাবাহিকভাবে 'Saturday Journal' পত্রিকায় প্রকাশ করতে থাকেন। তাঁর রচনাবলী মারফত বাঙলার তৎকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত ভ্রমণবৃত্তান্তই ট্যাল্‌বয়েস হুইলার সাহেবের ভূমিকাসহ 'Travels of a Hindoo' নামে ১৮৬৯ খ্রী·, ইংল্যান্ডে প্রকাশিত হয়। ইতিহাস ও গবেষণামূলক রচনা তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গণিত-বিজ্ঞানের সাহায্যে 'অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ' নিছক রটনা—একথা তিনিই প্রথম বলেন। দেশী শিল্পের সর্বনাশের ফলে দারিদ্র্য-বৃদ্ধির প্রতিকারকল্পে তিনিই প্রথম ইংল্যান্ডের পণ্য বর্জন করার প্রস্তাব করেন (১৮৭৪)। আয়ার্ল্যান্ডে 'বয়কট' শব্দ তখনও জনপ্রিয় হয় নি। তিনি দুই খণ্ডে রাজা দিগম্বর মিত্রের জীবনচরিত এবং পাঁচ খণ্ডে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জ্ঞান ও গবেষণার পরিচায়ক 'A Voice for the Commerce and Manufactures of India' গ্রন্থ রচনা করেন। কেউ কেউ মনে করেন, এই গ্রন্থ থেকেই স্বদেশী আন্দোলন ও বিদেশী বর্জনের বীজ সঞ্চারিত হয়। ব্রিটিশরাজ কর্তৃক অর্থনৈতিক শোষণ এবং জাতীয় অর্থনীতি সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার কথা তিনিই প্রথম বলেন। [৪, ৭, ৮, ২৫, ১৩৯]

ভোলানাথ দত্ত (১৮৪৭ - ১৯০৮)। কলিকাতার শোভাবাজার অঞ্চলে ন-পাড়ার দত্ত বংশে জন্ম। আর্থিক দুরবস্থার জন্য ১৩ বছর বয়সে তিনি চীনা বাজারের এক কাগজ-বিক্রেতা ঠাকুরদাস নাগের দোকানে চাকরি গ্রহণ করেন। পরে তিনি চীনা বাজারে নিজস্ব কাগজের দোকান খোলেন (১৮৬৬)। ১৯০৬ খ্রী· 'জে·এন· পাল' নামে দোকান ও ১৯০৭ খ্রী· হ্যারিসন রোডে 'ভোলানাথ দত্ত' নামে দোকানের উদ্বোধন করেন। তাঁরই উদ্যোগে ১৮৭১ খ্রী· চীনা বাজারের কাগজ-ব্যবসায়ীদের নিয়ে 'পেপার মার্চেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন' গঠিত হয়। [১৭]

ভোলানাথ বসু (১৮২৫ - ২২·৯·১৮৮২) চানক—চব্বিশ পরগনা। রামসুন্দর। ১৮৩৫ খ্রী· লর্ড অকল্যান্ড-প্রতিষ্ঠিত ব্যারাকপুর বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। অকল্যান্ডের স্নেহভাজন ছিলেন। ১৮৪০ খ্রী· অকল্যান্ড নিজেই তাঁকে কলিকাতায় নব-প্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করান। ১৮৪৫ খ্রী· প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংল্যান্ড যাবার সময় মেডিক্যাল কলেজের ২ জন উপযুক্ত ছাত্রকে বৃত্তি দিয়ে সঙ্গে নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে ভোলানাথ ও গোপাললাল শীল এই বৃত্তি পান। এইসঙ্গে আরও ২ জন—গুডিভ চক্রবর্তী সরকারী অর্থে এবং দ্বারকনাথ বসু জনসাধারণের অর্থে বিলাত গিয়েছিলেন। বিলাতে থাকাকালীন উদ্ভিদ্‌বিদ্যার পরীক্ষায় তিনি ৭০ জনের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করে উচ্চ প্রশংসাপত্র ও পুস্তক উপহার পান এবং বহু পদক ও উচ্চ প্রশংসাপত্রসহ ১৮৪৬ খ্রী· এম·ডি· উপাধি পেয়ে ১৮৪৮ খ্রী· ভারতে ফেরেন। ভারতবাসীদের মধ্যে, কি এদেশে কি বিদেশে, তিনিই লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম·ডি·। দেশে ফিরে প্রথমে কলিকাতা সুকিয়া লেনের ডাক্তারখানা ও হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক হন এবং দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের সময় (১৮৪৯) সেনাদলের চিকিৎসক হয়ে পাঞ্জাবে যান। কিছুকাল পরে সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় তিনি ফীল্ড ফোর্সের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ক্রমে জেলের তত্ত্বাবধায়ক এবং অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় ১৮৭৬ খ্রী· ইংল্যান্ডে যান। এই সময় তিনি 'Principles of Rational Therapeutics : An Enquiry into the Respective Value of Quinine and Arsenic Ague', এবং 'A New System of Medicine Entitled Recognizant Medicine on the State of the Sick' নামে দু'খানি গ্রন্থ রচনা করেন। মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁর সমস্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে দান করা হয় এবং জন্মস্থানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। [৫, ২৫, ৩৬]

ভোলানাথ ব্রহ্মচারী (১৯০১ - ২৭·৬·১৯৭৩) চব্বিশ পরগনা। সুন্দরবন প্রজা মঙ্গল সমিতির সম্পাদক ও বিধান সভার প্রাক্তন নির্দলীয় সদস্য ছিলেন। [১৬]

ভোলানাথ মাইতি (২৭·৯·১৯০১ - ২৯·৯·১৯৪২) বক্সীচক—মেদিনীপুর। গোবিন্দচরণ। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের মহিষাদল পুলিস স্টেশন আক্রমণকালে পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৪২]

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁর সরস ব্যঙ্গ নিবন্ধ গ্রন্থ 'আপনার মুখ আপুনি দেখ' ১৮৬৩ খ্রী· প্রকাশিত হয়। সেকালের অধিকাংশ নকশা রচয়িতার মতই তিনি ভাঁড়ামিতে দক্ষ ছিলেন। তাঁর 'কিছু কিছু বুঝি' (১৮৬৭) প্রহসন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কুৎসা রটনাতে একসময় খ্যাতি লাভ করেছিল। [১৭]

ভোলানাথ রায়, কাব্যশাস্ত্রী (১২৯৮ - ২৩·১২·১৩৩৯ ব·) রায়ান—বর্ধমান। নুটবিহারী। খ্যাতনামা যাত্রানাট্যকার। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুলে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে যাত্রাপালা রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর প্রথম নাটক 'কুবলাশ্ব'। গণেশ অপেরাতেই তাঁর সবচেয়ে বেশী নাটক অভিনীত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁকে 'কাব্যশাস্ত্রী' উপাধিতে ভূষিত করেন। রচিত নাটক: 'কালচক্র', 'পৃথিবী', 'আদিশূর', 'জাহ্নবী', 'বিল্বাবলী', 'পঞ্চনদ', 'ধনুর্যজ্ঞ', 'জগদ্ধাত্রী', 'দাক্ষিণাত্য', 'ব্রজদৃষ্টি', 'প্রাণেপ্রাণে', 'অজাতশত্রু', 'জরাসন্ধ', 'ভগ্নপূজা', প্রভৃতি। [১৪৯]

ভোলা ময়রা (১৮শ/১৯শ শতাব্দী) কলিকাতা। কৃপারাম। প্রখ্যাত সুরসিক কবিয়াল। পুরা নাম ভোলানাথ মোদক। বাগবাজার অঞ্চলে তাঁর মিষ্টির দোকান ছিল। বাল্যে পাঠশালায় সামান্য লেখাপড়া শিখলেও সংস্কৃত, ফারসী ও হিন্দী ভাষায় তাঁর চলনসই

মণীন্দ্রচন্দ্র রায় (১৭·১২·১৮৯৯ - ২৮·১০·১৯৭১) ময়মনসিংহ। গৌহাটি গুলিচালনা মামলার আসামী হিসাবে কারাদণ্ড ভোগ করেন। তিনি পুলিন দাসের সাহচর্যে অনুশীলন সমিতির সংস্পর্শে আসেন এবং ত্রৈলোক্য মহারাজ, প্রভাস লাহিড়ী, রবি সেন প্রমুখ বিখ্যাত বিপ্লবীদের সঙ্গে একযোগে কাজ করেন। ১৯২২ খ্রী· থেকে তিনি বিশ্বভারতীর শিল্পোন্নয়ন বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১৬, ১৪৯]

মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার (১৯১৩ - ২৩·৫·১৯৫১?) পাটনা। যোগীন্দ্রনাথ। এম·এ· পাশ করে ১৩ বছর সাংবাদিকতা করেন। ১৮৭৪ খ্রী· গুরুপ্রসাদ সেন প্রতিষ্ঠিত 'বিহার হেরাল্ড' পত্রিকার তিনি সম্পাদক হন (১৯৩৮)। ১৯৪০ খ্রী· পাটনার বাঙ্গালী সমাজের মুখপত্র 'প্রভাতী' পত্রিকা তিনিই প্রকাশ করেন। [৫]

মণীন্দ্র দত্ত (? - ১৯৪৪) সাহজালনগর—ঢাকা। বহুদিন ধরে বহু দুঃসাহসিক বিপ্লবী কর্মের জন্য প্রায় ৩৫টি মামলা তাঁর নামে ছিল। পুলিস অনেক চেষ্টা করেও তাঁর কোন সন্ধান পায় নি। অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লে ডাক্তার তাঁকে সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি আত্মসমর্পণ অপেক্ষা মৃত্যুকেই বেছে নেন। মৃত্যুর পর তাঁর দেহ বেওয়ারিশ লাশরূপে চিহ্নিত হয়। বন্ধুরা বহু চেষ্টায় তাঁর মৃতদেহ সৎকার করেন। [৯৭]

মণীন্দ্রনাথ দে, ডাঃ (১৮৯৩ - ৩০·৮·১৯৭৪) শিবানন্দবাটি—হাওড়া। মহাদেবচন্দ্র। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের এম· বি (১৯১৮) এবং লন্ডনের এম· আর· সি· পি·। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্যাথলজি বিভাগের প্রথম ভারতীয় অধ্যাপক। প্লীহার উপর তাঁর গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডাঃ কালীধন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি জীবাণুবিদ্যা বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। [২১১]

মণীন্দ্রনাথ নায়েক (৩০·৬·১২৯৭ - ২৪·১২·১৩৮২ ব·)। ভূষণচন্দ্র। চন্দননগরে মাতুল রাজেন্দ্রনাথ নন্দীর গৃহে জন্ম। চন্দননগরের প্রথম সায়েন্স গ্রাজুয়েট। ১৯১৩ খ্রী· স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি·এস-সি· পাশ করেন। পুলিসী রিপোর্টে প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁর এম·এস-সি· পড়ার আবেদন নামঞ্জুর হয়। মানিকতলা বোমা-মামলার কিছুকাল আগে থেকেই তিনি নারকেলের খোলে বারুদ ভরে বোমা তৈরির হাতেখড়ি নিয়েছিলেন। ফরমুলা দিয়েছিলেন চন্দননগরের ডাক্তার নগেন ঘোষ। পরে কলিকাতায় রিপন কলেজের কেমিস্ট্রির অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র দত্তর কাছে উন্নত ধরনের বোমা তৈরির শিক্ষা নেন। রাসবিহারী বসু ১৯১২ খ্রী· মণীন্দ্রনাথের তৈরি বোমা লাহোর, মীরাট ও দিল্লীতে পাঠান। এই বোমারই একটি দ্বারা ২৩·১২·১৯১২ তারিখে দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জ আহত এবং তাঁর হাতি এবং মাহুত নিহত হয়। পুলিস তাঁকে কোনো দিনই ধরতে পারেনি। কলিকাতার রাজাবাজারে অমৃতলাল হাজরাকে তিনি উন্নত ধরনের বোমা তৈরি করতে সাহায্য করতেন। অমৃতলাল বোমার মালমশলা-সমেত ধরা পড়ার দিন তিনি ঘটনাচক্রে সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। ফরাসী চন্দননগরের বাসিন্দা হওয়ায় সেখান থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করার অধিকার ইংরেজ পুলিসের ছিল না। পুলিসের দৃষ্টি এড়িয়ে ১৯১৫ খ্রী· থেকে বছর পাঁচেক তিনি চন্দননগরের বাইরে যেতে পারেন নি। রডা কোম্পানীর লুট-করা মশার পিস্তল ও গুলির বৃহৎ অংশ চন্দনগরে সরিয়ে ফেলা হলে তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তিনি পালন করেন। ১৯১৯ খ্রী· ফ্রেঞ্চ ইন্ডিয়া লেজিস্লেটিভ অ্যাসেম্ব্লির সদস্য নির্বাচিত হন এবং পরের বছর পণ্ডিচেরীতে অধিবেশনে যোগদানের অনুমতি পান। ১৯২৭ খ্রী· থেকে বছরে একবার করে পণ্ডিচেরীতে গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে আসতেন। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। শ্রীঅরবিন্দ ১৯১০ - '৫০ খ্রী· পর্যন্ত মতিলাল রায়কে ফরাসী ভাষায় যে-সব চিঠি লিখতেন, সেগুলির পাঠোদ্ধার তিনিই করতেন। দীর্ঘকাল তিনি মতিলাল রায় প্রকাশিত 'প্রবর্তক' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। প্রবর্তক সঙ্ঘে বিবিধ কর্মকাণ্ডে অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন। ১৯৭২ খ্রী· পর্যন্ত কলিকাতায় গিয়ে তিনি ঐ-সব প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম দেখতেন। [১৫৮]

মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (? - ২০·৬·১৯৩৪) বারাণসী—উত্তরপ্রদেশ। তারাচরণ। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন ও বিপ্লবী দলের সভ্য হন। মাতুল জে· এন· ব্যানার্জী—ডেপুটি সুপারিন্টেডেন্ট অফ পুলিশ—কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার তদন্ত করার কাজে নিযুক্ত হলে মণীন্দ্রনাথ তাঁকে ২১·১·১৯৩২ খ্রী· গুলিবিদ্ধ করে আহত করেন। ফলে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ফতেগড় সেন্ট্রাল জেলে পুলিসের নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে ৬৬ দিন অনশন ধর্মঘট করে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। [৪২, ৪৩, ১০৪]

মণীন্দ্রনাথ শেঠ (? - ১৬·১·১৯১৮) রংপুর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম·এ· পরীক্ষায় স্বর্ণপদক প্রাপ্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কপরীক্ষক এবং দৌলতপুর অ্যাকাডেমির উপাধ্যক্ষ ছিলেন। রংপুর কলেজ খোলা হলে সীনিয়র অধ্যাপকের পদ পান। কিন্তু পুলিসের গোপন রিপোর্টের ভিত্তিতে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক তিনি জুন ১৯১৭ খ্রী· কর্মচ্যুত হন। ছোট ভাই অন্তরীণাবদ্ধ ছিলেন। বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগাযোগ থাকায় ২৮ আগস্ট ১৯১৭ খ্রী· তিনিও গ্রেপ্তার হন। প্রেসিডেন্সী জেলে তিনি মারা যান। [৪২, ৪৩, ১৩৯]

মণীন্দ্রনাথ সেন (১৯·১১·১৮৯১ - ১১·১·১৯৮১) পিতার চাকরির সূত্রে বিভিন্ন স্থানে ঘুরেছেন। শিক্ষা শুরু কানপুরের পাঠশালায়। ১৯০৮ খ্রী· বিহারের আরা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে কলিকাতার বৌবাজারে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজে ভর্তি হন। সেখানে কাজ করতে গিয়ে এক দুর্ঘটনার ফলে পড়া বন্ধ হয়ে যায়। অল্প বয়স থেকেই ছবি আঁকায় পারদর্শী ছিলেন। ১৯১১ খ্রী· আমহার্স্ট স্ট্রীটের জুবিলী আর্ট অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হন।

সেখানে তাঁর সতীর্থ ছিলেন হেমেন মজুমদার, অতুল বসু, রণদা গুপ্ত, বসন্ত গাঙ্গুলী, ধীরেন গাঙ্গুলী প্রভৃতি। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর আঁকা ছবি বিক্রি হয়েছে। ফটোগ্রাফিতেও তালিম নেন। কর্মজীবন শুরু দার্জিলিং-এ অস্ট্রিয় ফটোগ্রাফার থমাস পারের প্রতিষ্ঠানে। পরে সেখানে নিজস্ব স্টুডিও খোলেন। তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিটন তাঁর কাজে উৎসাহ দিয়েছেন। সে সময় বড়লাটের সঙ্গে তাঁর প্রথম হিমালয় ভ্রমণ। ছবি আঁকা, ফটো তোলার সঙ্গে সঙ্গে হিমালয়ের গাছপালা, পশুপাখী, নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ের অনুসন্ধানের কাজও সমান তালে করে চলেন। তাঁর আঁকা ছবিতে হিমালয়ের বিভিন্ন রূপ ফুটে উঠেছে। যুদ্ধোত্তর যুগে ভাল তেল রঙের অভাব মেটাতে তিনি তাঁর ছবিতে ব্যবহার করেছেন নুড়ি পাথর, বালি, শুকনো ডালপাতা ইত্যাদি। তাঁর Sain Art Gallery দার্জিলিং-এর একটি দ্রষ্টব্য স্থান। বিভিন্ন দেশের বহু শিল্প রসিকদের কাছে, আর্ট গ্যালারিতে তাঁর শিল্পকর্ম সংগৃহীত আছে। দার্জিলিং মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের তিনিই প্রথম কিউরেটর। তাছাড়া ওখানের মিউজিয়ম, চিড়িয়াখানা, হারবেরিয়া ইত্যাদির সঙ্গেও নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'Rhododendron of Darjeeling and Sikkim Himalayas'। বেঙ্গল ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটির জার্নালেও রডোডেনড্রন বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। [১৪৯]

মণীন্দ্রনারায়ণ রায় (১৩১১ ? - ৯.৮.১৩৭৬ ব.)। রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে বহুবার কারাবরণ করেন এবং ১৯৩৬ খ্রী. সর্বপ্রথম নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অফিস-সম্পাদক নিযুক্ত হন। 'লিবার্টি' ও 'সার্চলাইট' পত্রিকার সম্পাদক এবং ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের সভাপতি ছিলেন। [৪]

মণীন্দ্র বসু (? - ১৯১৫) ময়মনসিংহ(?)। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। ময়মনসিংহে পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৪২]

মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত (১৮৯৮ - ১০.২.১৯৬৮) আউটশাহী—ঢাকা। রাজেন্দ্রভূষণ। প্রথমে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে পড়েন ও কলাভবনে চিত্রকলাবিদ্যা শেখেন। মাঝে ঢাকায় বি.এ. পড়ার সময় অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কলেজের পড়াশুনা ত্যাগ করেন। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর প্রথম ছাত্রদলের অন্যতম। ১৯১৬ খ্রী. ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট-এ তাঁর প্রথম প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। অন্ধ্র জাতীয় কলাশালায় ও পরে সিংহলে আনন্দ কলেজে কলাবিভাগের প্রধান হিসাবে দুই বছর ছিলেন এবং সিংহলের চিত্রকলা-বিষয়ে গবেষণা করেন। এই সময় সিগিরিয়া গুহার শিল্পনিদর্শন দেখে বহু ছবি আঁকেন। ১৯৩১ খ্রী. থেকে ১৯৫৩ খ্রী. কলিকাতা সরকারী আর্ট স্কুলে শিক্ষকতা করেন। নিসর্গচিত্রে তাঁর একটি নিজস্ব ধারা ছিল। তাঁর অঙ্কিত ছবির মধ্যে 'মালবিকা', 'দেবযানী' ও 'বিজয়সিংহের সিংহল যাত্রা' উল্লেখযোগ্য। তাঁর ছবিগুলিকে চারভাগে ভাগ করা যায়, যেমন পুরাণ ও মহাকাব্যে বর্ণিত ছবি, নিসর্গ দৃশ্যাবলী, বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারী তথা প্রতিকৃতি-জাতীয় রচনা এবং ড্রয়িং ও স্কেচ। বাঙলাদেশের গ্রামের বিভিন্ন রূপ তাঁর ছবিতে বিশেষ স্থান পেত। শিল্প, শিল্পী ও শিল্পতত্ত্ববিষয়ক বহু প্রবন্ধ বাংলায় ও ইংরেজীতে লিখেছেন। কাগজ প্রস্তুত ও গালাশিল্প সম্বন্ধে তাঁর প্রবন্ধাবলী প্রামাণিক ব'লে গণ্য হয়। উল্লেখযোগ্য রচনা: 'সিংহলের শিল্প ও সভ্যতা' এবং 'Impressions of a Pilgrimage of Kedarnath and Badrinath in Twelve Linocuts'। [৩, ১৭]

মণীন্দ্রভূষণ সিংহ (১৮৮৭ - ১৯৫১) ভাদুল—বাঁকুড়া। পিতার কর্মস্থল বিহারে জন্ম। পাটনার কৃতী ছাত্র। ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর এম.এ.। বিহার সরকারের পদস্থ কর্মচারী। অসহযোগ আন্দোলনে চাকরি ছেড়ে বিহারের স্বাধীনতাসংগ্রামীদের সঙ্গে কারাবরণ করেন। মুক্তির পর বাঁকুড়ায় ফিরে অনিলবরণ রায় এবং গোবিন্দপ্রসাদ সিংহের সঙ্গে কংগ্রেসের কাজে নিযুক্ত হন। স্বরাজ্য পার্টির প্রতিনিধিরূপে বাঙলার ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি, জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক, 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় ছিলেন। [২০২]

মণীন্দ্রমোহন ঘটক (? - ১৯৩০) মির্জাপুর—ময়মনসিংহ। মাধবচন্দ্র। ছাত্রাবস্থায় অসহযোগ আন্দোলনে ও পরে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ময়মনসিংহ জেলে মারা যান। [৪২]

মণীশ ঘটক (৯.২.১৯০২ - ২৭.১২.১৯৭৯) বহরমপুর—মুর্শিদাবাদ। পৈতৃক নিবাস—নতুন ভারেঙ্গা—পাবনা। সুরেশচন্দ্র। ডেপুটি ও পরে ম্যাজিস্ট্রেট পিতার কর্মসূত্রে পূর্ববঙ্গের নানা জায়গায় তাঁর জীবন কেটেছে। কল্লোল যুগের খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। ইনকাম ট্যাক্স কন্সাল্ট্যান্ট হিসাবে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেন। ১৯২৪ খ্রী. সাহিত্য জীবনে প্রবেশ করেন গল্পকার হিসাবে। প্রায় সমকালেই কবি হিসাবেও আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শিলালিপি'। 'যুবনাশ্ব' ছদ্মনামে তিনি গল্প ও গদ্য রচনা করতেন। তাঁর গল্পগ্রন্থ 'পটলডাঙ্গার পাঁচালী', উপন্যাস 'কনখল' এবং আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'মান্ধাতার বাবার আমল'। পাবলো নেরুদার কবিতা অনুবাদ করেছিলেন। 'যদিও সন্ধ্যা' ও 'বিদুষী বাক্' তাঁর অপর দু'টি কাব্যগ্রন্থ। 'একচক্রা' তাঁর শেষ কাব্যসংকলন। বহরমপুর থেকে 'বর্তিকা' নামে একটি লিট্‌ল ম্যাগাজিন তিনি আমৃত্যু সম্পাদনা করে গেছেন। চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটক তাঁর অনুজ এবং সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী তাঁর কন্যা। [১৬]

মন্টু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১২ - ৬.৫.১৯৮০)। প্রখ্যাত হারমোনিয়াম বাদক। মার্গ সঙ্গীতেও পারদর্শী ছিলেন। গয়ায় মুন্নেশ্বর দয়ালের কাছে হারমোনিয়ামে নাড়া বেঁধেছিলেন। তবলার তালিম পান আবিদ হোসেন খাঁ ও

মসিদ খাঁর কাছে। ফৈয়াজ খাঁর কাছে গান শেখেন। ভারতের বহু বিখ্যাত সম্মেলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন। [১৬]

মতিলাল কানুনগো (১৯১৩ - ২২.৪.১৯৩০) কানুনগোপাড়া—চট্টগ্রাম। দুর্গামোহন। ১৮ এপ্রিল ১৯৩০ খ্রী· চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেন। ৪ দিন পরে চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। [৪২]

মতিলাল ঘোষ (২৮.১০.১৮৪৭ - ৫.৯.১৯২২) পালুয়ামাগুরা (বর্তমান অমৃতবাজার)—যশোহর। হরিনারায়ণ। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করেন। ১৮৬৩ খ্রী· খুলনার পিলগঞ্জ গ্রামের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হন। ১৮৬৮ খ্রী· অগ্রজ শিশিরকুমারের সঙ্গে নিজগ্রামে বাংলা সাপ্তাহিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ পত্রিকায় অত্যাচারী বড়লোক ও সরকারী চাকুরিয়াদের সমালোচনাও করা হত। ১৮৭১ খ্রী· কলিকাতা থেকে বাংলা ও ইংরেজী দুই ভাষায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৭৬ খ্রী· ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের জন্য বাংলা সংস্করণটি বন্ধ করতে বাধ্য হলেও ইংরেজী সংস্করণ চলতে থাকে। ১৯১১ খ্রী· অগ্রজের মৃত্যুর পর পত্রিকাটির একমাত্র সম্পাদক হন। সম্পাদক ও সাংবাদিক হিসাবে নির্ভীক ও নিরপেক্ষ ছিলেন। কাশ্মীররাজ প্রতাপ সিং-এর সিংহাসনচ্যুতির বিষয়ে সমালোচনা করে তিনি রাজাকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেন। 'বিবাহে সম্মতিদান' বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'কে দৈনিকে পরিণত করেন (১৯.২.১৮৯১)। ১৮৮৬ খ্রী· থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সব ক'টি প্রধান অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন এবং ১৯০৭ খ্রী· মডারেট দলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে চরমপন্থীদের মতাবলম্বী হন। বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের নাটোর (১৮৯৭), মেদিনীপুর (১৯০১) এবং বরিশাল (১৯০৬) অধিবেশনে একজন প্রধান নেতারূপে কাজ করেন। [৩, ৮, ১০, ২৫, ২৬, ১৩৯]

মতিলাল দাস, ড· (১৮৯৯ - ২১.১.১৯৭১) দৈবজ্ঞহাটি—খুলনা। ১৯২৬ খ্রী· বাগেরহাট কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক হন। ১৯২৯ খ্রী· বরিশালে জুডিসিয়াল সার্ভিসে যোগদান করেন এবং ১৯৩৮ খ্রী· হুগলী যান। ১৯৪৫ খ্রী· ঢাকার সাবজজ হন ও ঐ বছর পি-এইচ·ডি· উপাধি পান। ১৯৫৫ খ্রী· অবসর নেন। ভারত সংস্কৃতি পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ভারত সংস্কৃতি প্রচারের জন্য ১৯৩৬ খ্রী· ইউরোপ ও ১৯৫৬ খ্রী· আমেরিকা যান। এছাড়াও পেন অ্যান্ড থিওসফিক্যাল সোসাইটির সদস্য এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, রবিবাসর ও রামকৃষ্ণ ইন্‌স্টিটিউটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'বৈষ্ণব পদাবলী' ও 'ঋগ্‌বেদে'র অনুবাদ। [১৬]

মতিলাল বসু। হরিনাভি—চব্বিশ পরগনা। তাঁর সার্কাস দল ১৯০৪ - ০৫ খ্রী· কলিকাতা ও ভারতের অন্যান্য শহরে ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখিয়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। তাঁরই উৎসাহে হরিকুমার চক্রবর্তী, সাতকড়ি ব্যানার্জী, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এম·এন·রায়·) প্রমুখ যুবকরা চিংড়িপোতা (স্বাস্থ্য) কেন্দ্র গড়ে তোলেন। সেখানে তিনি কুস্তি ও প্রতিরোধাত্মক ব্যায়াম শিক্ষা পরিচালনা করেন। এই আখড়ার অনেকেই বিপ্লবাত্মক কার্যে লিপ্ত হয়ে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হয়েছেন। [১৪৯]

মতিলাল মল্লিক (১৯১২ - ১৫.১২.১৯৩৪) দেওভোগ—ঢাকা। গুপ্ত বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন। ১০ এপ্রিল ১৯৩৪ খ্রী· অস্ত্র সংগ্রহ করে ফেরার সময় গ্রামবাসীদের কাছে ধরা পড়েন। পুলিস স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য ও সঙ্গীদের নাম জানার চেষ্টায় তাঁর ওপর অমানুষিক অত্যাচার করে ব্যর্থ হয়। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে তিনি ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন। [১০, ৪৩, ১৩৯]

মতিলাল রায়১ (১৮৪২ - ১৯০৮) ভাতশালা—বর্ধমান। মনোহর। যাত্রার প্রখ্যাত পালাকার ও অভিনয়শিল্পী। ধর্মীয় কাহিনী ছাড়াও ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কাহিনী অবলম্বনে যাঁরা পালা রচনা শুরু করেছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম। নবদ্বীপে মিশনারী স্কুলে ও পরে বারাসতে হাইস্কুলে অধ্যয়ন করেন। কিছুদিন কেরানীর কাজ ও শিক্ষকতা করার পর জেনারেল পোস্ট অফিসে চাকরি নেন। ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার লেখক ছিলেন। নবদ্বীপে যাত্রার দল গঠন করে এবং গীতাভিনয়-যাত্রা রচনা করে প্রভূত যশ ও অর্থের অধিকারী হন। রচিত উল্লেখযোগ্য পালা: 'সীতাহরণ', 'ভরতাগমন', 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ', 'পাণ্ডব নির্বাসন', 'নিমাই সন্ন্যাস', 'ভীষ্মের শরশয্যা', 'রামরাজা', 'কর্ণবধ', 'ব্রজলীলা' প্রভৃতি। [২, ১৪৯]

মতিলাল রায়২ (৫.১.১৮৮৩ - ১০.৪.১৯৫৯) বোড়াইচণ্ডীতলা—ফরাসী চন্দননগর। পিতা উত্তর প্রদেশের চৌহানবংশীয় ছেত্রী রাজপুত বিহারীলাল সিংহ রায়। মতিলাল ফ্রী চার্চ ইন্‌স্টিটিউশনে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। একমাত্র শিশুকন্যার মৃত্যুতে সস্ত্রীক বৈষ্ণবী শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নেন ও ১৯০২ খ্রী· সৎপন্থাবলম্বী সম্প্রদায় গঠন করে দরিদ্র নারায়ণ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০৫ খ্রী· বঙ্গভঙ্গ-রোধ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৭.৬.১৯০৬ খ্রী· জনৈক অবধূতের নির্দেশে সস্ত্রীক ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত হন। ফেব্রুয়ারী ১৯১০ খ্রী· শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগরে মতিলালের আবাসে আত্মগোপনকালে তাঁকে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও সবশেষে আত্মসম্পন্ন মহাযোগে দীক্ষিত করেন। ১৯০৮ খ্রী· নরেন গোসাইকে হত্যা করার জন্য তিনিই কানাইলাল দত্তকে রিভলভার দিয়েছিলেন। বারীন ঘোষের দল ভেঙ্গে গেলে শ্রীশ ঘোষ, অমর চট্টোপাধ্যায় ও বাবুরাম পরাকরের নেতৃত্বে তিনি চন্দননগরে বিপ্লবী সংগঠনের কাজ করে যান। ১৯১৪ খ্রী· 'প্রবর্তক সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠিত এবং ১৯১৫ খ্রী· সঙ্ঘের মুখপত্র হিসাবে

'প্রবর্তক' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এইসময় থেকে চন্দনগরে প্রবর্তক সঙ্ঘ সারা বাঙলার বিপ্লবীদের আশ্রয়দান ও যোগাযোগ রক্ষার কাজে ব্যাপৃত ছিল। বাঙলা তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীরা কোন না কোন সময় এই আশ্রয়ে গোপনে বাস করেছেন। শতাধিক স্মরণীয় বিপ্লবীর নাম আজও ঐ সঙ্ঘে পাথরের ফলকে উৎকীর্ণ আছে। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় অনেকে প্রবর্তক বিদ্যাপীঠে যোগ দেন। ১৯২৫ খ্রী· তিনি সঙ্ঘ-গুরু পদে বৃত হন। ১৯২৯ খ্রী· সঙ্ঘ-মাতা মতিলালের সহধর্মিণী রাধারাণী দেবীর মৃত্যু হয়। সঙ্ঘ ও জাতিকে স্বাবলম্বনের কর্মদীক্ষায় দীক্ষিত করার উদ্দেশ্যে তিনি 'প্রবর্তক ট্রাস্ট' গঠন করেন এবং এই ট্রাস্টের পরিচালনায় গ্রন্থাগার, পাঠশালা, জুনিয়র বেসিক স্কুল, ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসসহ বিদ্যার্থিভবন, আশ্রম, শ্রীমন্দির, মহিলাসদন, ব্যাঙ্ক, প্রকাশন-সংস্থা, আসবাবপত্র ও ছাপাখানা-সংক্রান্ত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান, জুট মিল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রবর্তক সঙ্ঘের এই বহুব্যাপ্ত কর্মধারা তাঁর সংগঠন-শক্তি ও নেতৃত্বের পরিচায়ক। [৩, ১০, ২৫, ২৬, ৮২]

মতিলাল শীল (১৭৯২ - ২৯·৫·১৮৫৪) কলুটোলা—কলিকাতা। চৈতন্যচরণ। ফোর্ট উইলিয়ামে সামরিক কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ দিয়ে অর্থোপার্জন শুরু হয়। পরে শিশি-বোতল ও ছিপির ব্যবসায় শুরু করেন। কিছুদিন তিনি বালিখালের কাস্টমস্ দারোগা ছিলেন। ১৮২০ - ৩৪ খ্রী· বিভিন্ন ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানের মুৎসদ্দীর কাজ করেন। এই সময়ে আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যে লিপ্ত হয়ে ক্রমে তিনি রুস্তমজী কাওয়াসজী ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের মত প্রতিপত্তিশালী ও বিখ্যাত ব্যবসায়ী হন। জাহাজী শিল্পে আত্মনিয়োগ করে বিদেশীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেন। আন্তর্দেশীয় জাহাজী ব্যবসায়ে তিনিই প্রথম বাষ্পীয়পোত ব্যবহার করেন। ১৮৪৩ খ্রী· শীলস্ ফ্রী কলেজ প্রতিষ্ঠা করে ইহুদী শিক্ষকদের দ্বারা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। বিভিন্ন জনহিতকর কাজে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন। হিন্দু চ্যারিট্যাব্ল্ ইনস্টিটিউশন (১·৩·১৮৪৬) ও হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ (মে ১৮৫৩) স্থাপনে সহযোগিতা ও অর্থসাহায্য করেন। বেলঘরিয়া অতিথিশালা (১৮৪৬) এবং স্নানার্থীদের জন্য গঙ্গাতীরে মতিলাল ঘাট স্থাপন করেন। এছাড়াও কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের জন্য তিনি বিস্তীর্ণ জমি দান করেছিলেন। 'ধর্মসভার' একজন নেতৃস্থানীয় হলেও বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। [৩, ৮, ২৬, ৬৪]

মথুরানাথ তর্কবাগীশ। নবদ্বীপ। নৈয়ায়িক, 'জগদগুরু' শ্রীরাম তর্কালঙ্কার। নব্যন্যায়ের সমস্ত আকর-গ্রন্থের ওপর তাঁর রচিত গ্রন্থরাজি তাঁর সময়ে বাঙলাদেশে ন্যায়শাস্ত্র-চর্চার পরিসর দূরবিস্তৃত করেছিল এবং বিস্ময়কর বুদ্ধিকৌশল ও লেখনী-শক্তির বলে তিনি এক বরেণ্য আসন লাভ করেছিলেন। মূল চিন্তামণির ওপর রচিত তাঁর টীকাগ্রন্থ 'মাথুরী' ভারতের সর্বত্র আদৃত হয়। 'সিদ্ধান্তরহস্য' তাঁর মৌলিক গ্রন্থ। রামভদ্র সার্বভৌম তাঁর গুরু, জগদীশ তর্কালঙ্কার সতীর্থ এবং ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পিতামহ হরিহর তর্কালঙ্কার তাঁর ছাত্র ছিলেন। [৯০]

মথুরামোহন চক্রবর্তী (১২৭৫ - ১৪·৮·১৩৪৯ ব·) ঢাকা। বি·এ· পাশ করে কিছুকাল শিক্ষকতার পর ১৩০৮ ব· ঢাকা শক্তি ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করে আয়ুর্বেদীয় ওষুধ প্রস্তুতের ব্যবস্থা করেন। তিনি নিয়মিতভাবে আয়ের কতকাংশ দান করতেন। [৫]

মদন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২৩ - ২৩·১১·১৯৬৪)। ছাত্রাবস্থাতেই রাজনীতিতে অংশ নেন। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে দীর্ঘকাল কারাবরণ করেন। 'গাঙ্গেয়' ও সাপ্তাহিক 'স্বতন্ত্র' পত্রিকার সম্পাদক ও পরিচালক ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'নিপাতনে সিদ্ধ', 'পরপূর্বা', 'অন্তরীপ', 'এন্টনী ফিরিঙ্গী', 'বাসকসজ্জা' প্রভৃতি। [৪, ১৭]

মদন মাস্টার। উনবিংশ শতাব্দীতে যেসব ব্যক্তি যাত্রাসাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য এবং স্ব স্ব পালার শ্রীবৃদ্ধিকালে গ্রন্থ রচনা করেন মদন মাস্টার তাঁদের অন্যতম। তাঁর সময়ে যাত্রাগানের বহু সংস্কার সাধিত হয়। ফরাসডাঙ্গায় তাঁর দল ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর 'বউ মাস্টার' নামে তাঁর দল চালিত হয়েছিল। [২, ২৫]

মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭ - ৯·৩·১৮৫৮) বিল্বগ্রাম—নদীয়া। রামধন চট্টোপাধ্যায়। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সতীর্থ ছিলেন। অসাধারণ কবিত্বশক্তির জন্য সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলী তাঁকে 'কাব্যরত্নাকর' উপাধি দেন ও পরে বন্ধুবর্গ তাঁকে 'তর্কালঙ্কার' উপাধি-ভূষিত করেন। ছাত্রাবস্থায়ই 'রসতরঙ্গিণী' ও 'বাসবদত্তা' নামে কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। হিন্দু কলেজের পাঠ শেষ করে প্রথমে হিন্দু কলেজ সংশ্লিষ্ট পাঠশালায়, পরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ও কৃষ্ণনগর কলেজে শিক্ষকতা করেন। ১৮৪৬ খ্রী· সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যশ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৫০ খ্রী· কলেজ ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিতের পদলাভ করেন এবং ১৮৫৫ খ্রী· ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে উন্নীত হন। কলিকাতায় 'সংস্কৃতযন্ত্র' নামে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করে অনেকগুলি প্রাচীন বাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদনা করে মুদ্রিত করেন। বাঙলাদেশে স্ত্রীশিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যে ৭·৫·১৮৪৯ খ্রী· বেথুন কর্তৃক হিন্দু ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দনমালাকে তিনি ঐ স্কুলে ভর্তি করেছিলেন। এর আগে মেয়েদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের যথেষ্ট বাধা ছিল। তিনি নিজে বিনা বেতনে প্রতিদিন এই বিদ্যালয়ে বালিকাদের শিক্ষা দিতেন। 'শিশু শিক্ষা' (তিন ভাগ) রচনা করে তাদের পাঠ্যপুস্তকের অভাবও কিছুটা মোচন করেছিলেন। 'সর্বশুভকরী' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় (১৮৫০) তিনি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে একটি যুগান্তকারী দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। [৩, ৭,২৬]

মদনমোহন ভৌমিক (আনু· ১৮৮৪ - ২৭·১১·১৯৫৫) ডুমনি—ঢাকা। কৈলাসচন্দ্র। ১৯০৫ খ্রী· 'অনুশীলন সমিতি'তে যোগ দেন। ১৯১৩ খ্রী· যখন পুলিস তাঁকে প্রথম গ্রেপ্তার করে তখন তিনি ঢাকা মেডিক্যাল বিদ্যালয়ের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। প্রামাণাভাবে পুলিস মামলা তুলে নিলে তিনি আত্মগোপন করেন। ১৯১৪ খ্রী· অসুস্থ অবস্থায় গ্রেপ্তার হন ও দ্বিতীয় বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় ১০ বছরের দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। আন্দামানে থাকা-কালে তাঁর ওপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়েছিল। মুক্তির পরেও বরাবর বিপ্লবীদের সান্নিধ্যে কাটান। দেশবিভাগের পর রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে স্বগ্রামে ফিরে যান। [৯৭]

মদনমোহন রায় (? - জুন ১৯৩২) শ্রীহট্ট। আইন-অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কারারুদ্ধ হন। গৌহাটি জেলে তাঁর মৃত্যু হয়। [৪২]

মধু কান। দ্র· **মধুসূদন কিন্নর**।

মধু বসু (১২·২·১৯০০ - ২৫·৯·১৯৬৯) কলিকাতা। বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র-শিল্পী ও নাট্যপ্রযোজক। আসল নাম সুকুমার। শান্তিনিকেতনে ও কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজে পড়াশুনা করেছেন। বি-এস-সি· পাশ করে ১৯২৪ খ্রী· চলচ্চিত্র-জগতে প্রবেশ করেন। তিনিই প্রথম সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের নিয়ে 'ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স' নামে নাট্যসংস্থা (১৯২৮) গঠন করে 'দালিয়া', 'আলিবাবা', 'বিদ্যুৎপর্ণা', 'ঘরে বাইরে' প্রভৃতি নাটক অভিনয় করেন। ১৯২৬ খ্রী· বিলাতে গিয়ে ক্যামেরার কাজ শেখেন এবং আলফ্রেড হিচককের সঙ্গে কিছুকাল কাজ করার পর দেশে ফিরে রবীন্দ্রনাথের 'গিরিবালা' ছবি (নির্বাক্) করেন। পরিচালক হিসাবে জনপ্রিয়তা ও প্রতিষ্ঠা পান 'আলিবাবা' ছবি করার পর। এই ছবির প্রধান দু'টি ভূমিকায় তিনি এবং তাঁর স্ত্রী নৃত্যশিল্পী সাধনা বসু অভিনয় করেন। বিভিন্ন ভাষায় প্রায় ৩০টি ছবি পরিচালনা করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'সেলিমা' (উর্দু), 'মাইকেল মধুসূদন', 'শেষের কবিতা', 'আলিবাবা' ও 'মহাকবি গিরিশচন্দ্র'। তাঁর পরিচালিত শেষ ছবি 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' (১৯৬৪)। শেষ-জীবনে সিনেমা-কর্মী ও কলা-কুশলীদের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। 'আমার জীবনী' নামে তাঁর আত্মজীবনী ১৯৬৭ খ্রী· পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর মাতামহ। [৩, ১৭]

মধু শীল (১৯০১? - ৩·৪·১৯৬৯)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার কৃতী ছাত্র। ১৯৩১ খ্রী· প্রথম ভারতীয় হিসাবে সবাক চিত্রযন্ত্র স্থাপন করেন। ১৯৩৪ খ্রী· ইন্ডিয়ান ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিজ সংস্থায় যোগ দেন। ১৯৩৬ খ্রী· নিজস্ব পদ্ধতিতে 'মুক্তিস্নান' চিত্রে রি-রেকর্ডিং এবং প্লে-ব্যাক পদ্ধতির উন্নতি করেন। তিনি ডাবিং-এ ব্যবহারের উপযোগী 'স্ক্রীপটোগ্রাফ' যন্ত্রের আবিষ্কারক। ১৯৫২ খ্রী· 'ব্রিটিশ ইন্‌স্টিটিউট অফ রেডিও ইঞ্জিনীয়ার্স' সংস্থার ফেলো হন। [১৬]

মধুসূদন কিন্নর (১২২০ - ১২৭৫ ব·) উলুসিয়া—যশোহর। তিলকচন্দ্র। মধু কান নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। ঢপ গানের কবি ও গায়ক। লেখাপড়া বিশেষ করতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর রচিত গানে শুধু সংস্কৃতমূলক শব্দবিন্যাসই নয়, উৎকৃষ্ট উপমা এবং অনুপ্রাস-যমকের প্রাচুর্য রয়েছে। তিনি মুখে মুখে গীত রচনা করতেন, অন্যে লিখতেন। প্রথমদিকে রচিত তাঁর কালোয়াতি গান বিশেষ খ্যাতি পায় নি। ঢাকায় ছোট খাঁ এবং বড় খাঁর কাছে রাগ-রাগিণী ও খেয়াল এবং যশোহর রায় খাদিয়ার রাধামোহন বাউলের কাছে ঢপ গান শেখেন। তাঁর রচিত গানগুলি নিয়ে ১২৯৮ ব· প্রসন্নকুমার দত্ত 'অক্রূর সংবাদ', 'কলঙ্কভঞ্জন', 'মাথুর' ও 'প্রভাস' নামে চারটি পালাগ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর নিজের পালাগানের দল ছিল। গানের শেষে তিনি ভণিতা দিতেন 'সূদন'। ঢপ ছাড়া তাঁর অন্য গানও প্রচলিত ছিল। [৩, ২০, ২৫, ২৬]

মধুসূদন গুপ্ত (১৮০০ - ১৫·১১·১৮৫৬) বৈদ্যবাটী—হুগলী। বলরাম। ১৮৩৪ - ৩৫ খ্রী· কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হবার পর সেখানে ডাক্তারী শিক্ষার্থীদের অ্যানাটমি শিক্ষার জন্য শব-ব্যবচ্ছেদ করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু তখনকার সমাজের কুসংস্কারহেতু সমাজে পতিত বা একঘরে হবার ভয়ে প্রথম প্রথম কোন ছাত্রই একাজে অগ্রসর হতে রাজী হতেন না। এই সঙ্কটে ২৮·১০·১৮৩৬ তারিখে তিনি শব-ব্যবচ্ছেদ করে অসম সাহসের পরিচয় দেন। এই কাজে ঐদিন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র রাজকৃষ্ণ দে, উমাচরণ শেঠ, দ্বারকানাথ গুপ্ত এবং নবীনচন্দ্র মিত্র সাহায্য করেছিলেন। প্রথম মড়া-কাটা—এই বিশেষ উপলক্ষে সেদিন কেল্লা থেকে তোপধ্বনি করে তাঁকে অভিনন্দিত করা হয়েছিল। সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যকশ্রেণীর ছাত্র থাকা সত্ত্বেও তিনি ১৮৩০ খ্রী· খুদিরাম বিশারদের স্থলে অধ্যাপক নিযুক্ত হলে ছাত্রদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে ১৮৩৫ খ্রী· সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক শ্রেণী লোপ পায় ও তিনি মেডিক্যাল কলেজের সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হন। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষক মধুসূদন পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন করেন এবং কলেজের শেষ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন (১৮৪০)। ১৮৪৫ খ্রী· মেডিক্যাল কলেজের হিন্দুস্থানী ক্লাশের সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং ১৮৪৮ খ্রী· প্রথম শ্রেণীর সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেন পদ লাভ করেন। ১৮৫২ খ্রী· কলেজে বাংলা ক্লাশ খোলা হলে তিনি তারও সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত হন। তাঁর বাংলায় অনূদিত গ্রন্থ : 'লন্ডন ফার্মাকোপিয়া' ও 'এনাটোমী অর্থাৎ শারীরবিদ্যা'। এছাড়া তিনি হুপারের 'Anatomist Vade-mecum' গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর এক পুত্র

গোপালচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজের প্রথম ছাত্রদলের অন্যতম। [৩, ৬৪, ২১১]

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় (১৫-৩-১৮২৪ - ১৯০৯) বড়ধামাস—বর্ধমান। শম্ভুনাথ। হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র। ১৮৫৫ খ্রী· রুড়কী ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে ভালভাবে পাশ করে কিছুদিন সেখানে অধ্যাপনা করার পর অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার পদে কানপুরে যান। ১৮৫৭ খ্রী· সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করেও ইংরেজদের স্বার্থ রক্ষা করেছেন। সরকারী কাজে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে কাটান। ১৮৬৮ খ্রী· সরকারী কাজ ছেড়ে নিজাম রাজ্যের সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে প্রথমে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রিন্সিপাল ও পরে প্রিন্সিপাল হন। হায়দ্রাবাদের এই কলেজ পরে উঠে গেলে তিনি সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনীয়ার পদ লাভ করেন। ১৮৯২ খ্রী· স্বামী বিবেকানন্দ হায়দ্রাবাদে এসে তাঁর বাড়িতে ছিলেন। ত্রিশ বছর নিজাম সরকারের কাজ করে ১৮৯৮ খ্রী· পেনসন নেন। হায়দ্রাবাদে তাঁর বহু কীর্তির মধ্যে ফালকনামা প্যালেস, নবাব ফকর-উল-মুলুকের শৈলাবাস, চারমিনারের নবশ্রী এবং মুসী নদীর উপর প্রশান্ত সেতু উল্লেখযোগ্য। [৮১]

মধুসূদন দত্ত, মাইকেল (২৫-১-১৮২৪ - ২৯-৬-১৮৭৩) সাগরদাঁড়ী—যশোহর। সদর দেওয়ানী আদালতের প্রতিষ্ঠাপন্ন উকিল রাজনারায়ণ। গ্রামে মাতা জাহ্নবী দেবীর তত্ত্বাবধানে শৈশবে শিক্ষারম্ভ হয়। সাত বছর বয়সে কলিকাতায় আসেন। এখানে প্রথমে দু'বছর খিদিরপুর স্কুলে পড়বার পর ১৮৩৩ খ্রী· হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। ১৮৩৪ খ্রী· কলেজের পুরস্কার বিতরণী সভায় ইংরেজী 'নাট্য-বিষয়ক প্রস্তাব' আবৃত্তি করেন। হিন্দু কলেজে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, গৌরদাস বসাক প্রমুখ তাঁর সহপাঠী থাকলেও মধুসূদন 'উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক' ব'লে গণ্য ছিলেন। কলেজের পরীক্ষায় বৃত্তি পেতেন। নারীশিক্ষা-বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। হিন্দু কলেজে পড়ার সময়ে তাঁর রচিত কবিতা 'জ্ঞানান্বেষণ', 'Bengal Spectator', 'Literary Gleamer', 'Calcutta Literary Gazette', 'Literary Blossom', 'Comet' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হত। তরুণ বয়স থেকেই বিলাত যাবার স্বপ্ন দেখতেন এবং বিশ্বাস ছিল, বিলাত গেলেই তিনি বড় কবি হতে পারবেন। এই সময়ে তাঁর পিতা তাঁর বিবাহের জন্য উদ্যোগী হন। বিবাহ এড়াতে এবং বিলাত যাবার সুযোগ পাওয়ার জন্য হিন্দু কলেজ ত্যাগ করে ৯-২-১৮৪৩ খ্রী· খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। এইদিন থেকে তাঁর নামের আগে 'মাইকেল' শব্দটি যুক্ত হয়। ধর্মান্তরের প্রায় দু'বছর পরে বিশপস্ কলেজে ভর্তি হন। তিন বছর গ্রীক, ল্যাটিন এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। ১৮৪৭ খ্রী· পিতা অর্থসাহায্য বন্ধ করলে বিশপস্ কলেজ ছাড়তে বাধ্য হন। ১৮৪৮ খ্রী· গোড়ার দিকে মাদ্রাজে গিয়ে ১৮৫৬ খ্রী· পর্যন্ত কাটান। সেখানে প্রথমে 'মাদ্রাজ মেল অরফ্যান অ্যাসাইলাম'-বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ১৮৫২ - ১৮৫৬ খ্রী· পর্যন্ত তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত বিদ্যালয় বিভাগের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। মাদ্রাজ প্রবাসকালেই তিনি সাংবাদিক ও কবি হিসাবে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এখানে 'Madras Circulator and General Chronicle', 'Athenaeum' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত এবং 'Spectator' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। একসময়ে তিনি 'Athenaeum' ও 'Hindu Chronicle' পত্রিকা দু'টির সম্পাদকও হয়েছিলেন। মাদ্রাজে থাকা কালে 'Timothy Penpoem' ছদ্মনামে 'The Captive Ladie' এবং 'Visions of the Past' গ্রন্থ দু'টি প্রকাশ করেন। এইসময় কলিকাতার গুণগ্রাহী বন্ধুরা তাঁকে মাতৃভাষায় লেখার জন্য তাগিদ দেন। তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় বিবাহ মাদ্রাজেই ঘটে যথাক্রমে রেবেকা ও হেনরিয়েটার সঙ্গে। পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ফেব্রুয়ারী ১৮৫৬ খ্রী· পত্নী হেনরিয়েটার সঙ্গে কলিকাতায় আসেন। এখানে প্রথমে পুলিস-কোর্টের কেরানী ও পরে দ্বিভাষিকের পদ পান। এই সময় তিনি প্রবন্ধ রচনা করেও অর্থোপার্জন করতেন। ১৮৬২ খ্রী· কিছুদিন তিনি 'Hindoo Patriot' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তাঁর জীবনের এই পর্ব সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল। ১৮৫৮ খ্রী· 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করতে গিয়ে বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। তারপর একে একে 'শর্মিষ্ঠা', 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' প্রভৃতি রচনা করেন। 'পদ্মাবতী' নাটকেই তিনি প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে বিতর্কের উত্তরে 'তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য' প্রণয়ন এবং ক্রমে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', 'মেঘনাদবধ কাব্য' ও 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনা করেন এবং দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। ১৮৬০ খ্রী· জ্ঞাতিদের বিরুদ্ধে মামলা করে পিতৃসম্পত্তি ফিরে পান। ৯-৬-১৮৬২ খ্রী· ব্যারিস্টারি পড়বার জন্য বিলাত যান। ১৮৬৫ খ্রী· তিনি ব্যারিস্টার হন। ইউরোপ প্রবাসকালে ইংরেজী সনেট-এর অনুসরণে বাংলায় 'চতুর্দশপদী কবিতা' রচনা করেন। ৫-১-১৮৬৭ খ্রী· ভারতে ফেরেন এবং বহু বাধা-বিপত্তির পর কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন। যথেষ্ট অর্থাগম শুরু হলেও ব্যয়বাহুল্যের জন্য ঋণগ্রস্ত হয়ে ব্যারিস্টারি ত্যাগ করে একাধিক চাকরি গ্রহণ করেন। পরিশেষে অসুস্থ হয়ে কিছুদিন উত্তরপাড়ার জমিদারদের লাইব্রেরী গৃহে বাস করেন। স্ত্রীর মৃত্যুর ঠিক তিনদিন পরে বঙ্গের এই মহত্তম কবি কপর্দকহীন অবস্থায় জেনারেল হাসপাতালে মারা যান। কবির গ্রন্থাকারে প্রকাশিত বাংলা রচনার সংখ্যা ১২ ও ইংরেজী গ্রন্থের সংখ্যা ৫। এই মহাকবির সাধনায় বাংলা কাব্য-সাহিত্যে নবযুগ প্রতিষ্ঠিত হয়। [৮, ২৫, ২৬, ১১৩]

মধুসূদন দত্ত (? - ২২-৪-১৯৩০) বিদগ্রাম—চট্টগ্রাম। মণীন্দ্রকুমার। সারোয়াতলী গ্রাম্য

স্কুলের ছাত্র রামকৃষ্ণ বিশ্বাস তাঁরই প্রেরণায় গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৯২৪ খ্রী· থেকে নেতারা জেলে গেলে তিনি স্কুলে স্কুলে বিপ্লবের মন্ত্র প্রচার করতেন। তখন বাড়ি থেকে জোর করে তাঁকে জামশেদপুর পাঠালে তিনি সেখানে চাকরি করে পার্টিকে অর্থসাহায্য করেন। বাড়ি থেকে অর্থ-অলঙ্কারাদি এনে দলের হাতে দিয়েছিলেন। ১৮ এপ্রিল ১৯৩০ খ্রী· চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে অংশ নেন। ২২ এপ্রিল তারিখে সংঘটিত জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে বিজয়ী বাহিনীর তিনি অন্যতম শহীদ। [৪২, ৯৬]

মধুসূদন দেব মজুমদার (২৪·১·১৯২১ - ২৯·৯·১৯৮১) কলিকাতা। পিতা দেব সাহিত্য কুটিরের প্রতিষ্ঠাতা প্রবোধচন্দ্র। শিশু সাহিত্যিক। 'শুকতারা' পত্রিকার সম্পাদক। সাত বছর বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করেন। একটানা ৩৪ বছর 'শুকতারা' পত্রিকায় ছোটদের জন্য লিখেছেন। 'নবকল্লোল' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকায় শ্রীদর্শক ছদ্মনামে 'রঙ্গমঞ্চ' বিভাগে নাট্য সমালোচনা লিখতেন। রচিত উপন্যাস: 'যুগের হাওয়া', 'যবনিকার অন্তরালে', 'যেও না চলে', 'মিষ্টি ছোঁওয়া', 'যৌবনের বালুচরে', 'নকল রাজা', 'শ্রীমতী', 'ঝুলন' প্রভৃতি। তাঁর নাট্যমঞ্চ-সম্পর্কে গ্রন্থ 'মঞ্চ'। 'দৃষ্টিহীন' ছদ্মনামে উপন্যাস লিখেছেন। পঙ্কজকুমার মল্লিকের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছেন। 'সোনার বাংলা', 'অমর বীর কাহিনী' প্রভৃতি রচনায় তাঁর ইতিহাস-চেতনার স্বাক্ষর মেলে। [২১৩]

মধুসূদন সরস্বতী (১৫২৫ - ১৬৩২) উনসিয়া—ফরিদপুর। চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্পনারায়ণের সভাসদ কবি প্রমোদন পুরন্দরাচার্য। শৈশবে পিতার কাছে শিক্ষালাভ করেন। মথুরানাথের কাছে ন্যায়শাস্ত্র, বারাণসীর বিখ্যাত পণ্ডিতদের কাছে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ ও আচার্য রামতীর্থের কাছে বেদান্ত শেখেন। এইখানেই মহাপ্রভু-প্রবর্তিত দ্বৈতবাদ থেকে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদে তাঁর বিশ্বাস ও উপলব্ধি হয়। দীর্ঘ পরিশ্রমে তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'অদ্বৈতসিদ্ধি' রচনা করেন। এরপর বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর কাছে সন্ন্যাসে দীক্ষা নিয়ে 'সরস্বতী' উপাধি পান ও গীতার টীকা প্রণয়ন করেন। বারাণসীতে বাসকালে বহু ছাত্রকে শিক্ষাদান করেন। দিল্লীর রাজসভায় যথেষ্ট প্রতিপত্তি থাকার ফলে আত্মরক্ষার্থে সন্ন্যাসীদের অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতিলাভে সমর্থ হন। শঙ্করাচার্যসৃষ্ট সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সংস্কার সাধন করেন। শেষ-জীবনে নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করলে অদ্বৈতবাদের অদ্বিতীয় পণ্ডিত হিসাবে নবদ্বীপের বিশিষ্ট বিদ্বজ্জন দ্বারা সংবর্ধিত হন। মায়াপুরীতে যোগ-সমাধিস্থ অবস্থায় মারা যান। তাঁর রচিত 'ভক্তি রসায়ন', 'সিদ্ধান্ত বিন্দু', 'মহিম্নঃস্তোত্র' টীকা উল্লেখযোগ্য। [২, ৩, ৩৯]

মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, মহামহোপাধ্যায় (১২৩৯ - ১৩০৭ ব·) নবদ্বীপ। শ্রীরাম শিরোমণি। শিক্ষাজীবন নবদ্বীপেই কাটে। কয়েক বছর নবদ্বীপে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনার পর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের স্মৃতির অধ্যাপক হন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ-প্রচলন-প্রচেষ্টার প্রতিবাদে 'বিধবা-বিবাহ-প্রতিবাদ' ও ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন-রচিত 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' পুস্তকের প্রতিবাদে 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়াঙ্কপ্রকাশ' নামে পুস্তক রচনা করেন। তাঁর প্রণীত স্মৃতিগ্রন্থের সানুবাদ টীকা ও ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যা-প্রয়োগের টীকা বিশেষ প্রসিদ্ধ। ১৮৯৫ খ্রী· 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি পান। মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন তাঁর অগ্রজ। [১৩০]

মনতোষিণী দেবী (১৮৯৮ - ১২·৩·১৯৮৪) যশোহর। অল্প বয়সে নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হন। প্রাইমারি স্কুলের সামান্য চাকুরি করে জনসেবা, শিশুকল্যাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর চেষ্টায় কলিকাতার সাহানগর বস্তি এলাকা অঞ্চলে শিশুদের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কর্মী হিসাবে রিলিফের কাজে নিযুক্ত হন। ক্রমে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। জনসেবার মধ্য দিয়ে সকলের 'মাসী' আখ্যা লাভ করেন। ১৯৪৮ খ্রী· পার্টি বে-আইনী হলে বহু পার্টি নেতা ও কর্মী আত্মগোপন অবস্থায় তাঁর তত্ত্বাবধানে থেকেছেন। পার্টি আইনী হলে আবার মহিলা সমিতি ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের কাজ পুরোপুরি শুরু করেন। [১০৭]

মনা সর্দার (১৮শ শতাব্দী) হাজং-নায়ক মনা সর্দার ময়মনসিংহের হাতীখেদা বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন। জমিদাররা কৌশলে তাঁকে আটক করে বন্য হাতীর পায়ের তলায় ফেলে হত্যা করে। [৫৬]

মনীষী দে (১৩১২ - ১৬·১০·১৩৭২ ব·)। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের দিক্‌পাল শিষ্যগণের অন্যতম। তাঁর শিল্পকর্ম রসিকসমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল। শিল্পী মুকুল দে ও লেখিকা রাণী চন্দের তিনি সহোদর। [৪]

মনোজ কাহালী (১৯০৫ - ২২·২·১৯৭১) ভোলা—বরিশাল। যোগেন্দ্রকুমার। বিপ্লবী যুগান্তর দলের বিশিষ্ট সভ্য। ১৯২১ খ্রী· তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। ১৯২৪ খ্রী· ঢাকা ন্যাশনাল কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করেন। ১৯৩০ খ্রী· মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় ধৃত হন। ১৯৩৮ খ্রী· মুক্তি পান। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে কারারুদ্ধ হন। ১৯৪৬ খ্রী· কারামুক্তির পর গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। [১৪৯]

মনোজমোহন দাস (? - ৮·১·১৯৩৯) মাদ্রা—ফরিদপুর। ১৯৩০ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় কারারুদ্ধ হন। বন্দী অবস্থায় কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেলে মারা যান। [৪২]

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (নভেম্বর ১৮৮২ - ১৩·১·১৯২৬) হালিশহর—চব্বিশ পরগনা। নগেন্দ্রনাথ। এম·এ· ও বি·ই· পাশ করে তিনি প্রথমে মার্টিন কোম্পানীতে ও পরে কলিকাতা পুরসভার নানা উচ্চপদে কর্ম করেন। পেশায় পূর্তবিদ্ হলেও প্রাচীন

ভারতীয় ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে ইংরেজী ও বাংলায় বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করে বিদ্বৎসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। কলিকাতার জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ, মহাবোধি সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। কলিকাতার কলেজ স্কোয়ার-এর মহাবোধি সোসাইটির ভবনটি তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত হয়। রচিত গ্রন্থ : 'Swami Vivekananda : a Study' (1907), 'Orissa and Her Remains: Ancient and Mediaeval' (1912), 'Hand Book to the Sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad' (1922), 'স্থাপত্য শিল্পের ভূমিকা', 'উড়িষ্যার দেবদেউল', 'বাংলার নবজাগরণের স্বাক্ষর', 'বিবেকানন্দ—জীবন ও জিজ্ঞাসা' প্রভৃতি। এছাড়াও বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভ্রমণ এবং মানব-বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর বহু মূল্যবান রচনা নানা পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। বেদান্ত, দর্শন এবং স্থাপত্য-বিজ্ঞানে জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি পণ্ডিত, বিদ্যারত্ন প্রভৃতি উপাধি লাভ করেছিলেন। [১৪৯]

মনোমোহন ঘোষ[১] (১৩-৩-১৮৪৪ - ১৬-১০-১৮৯৬) বৈরাগাদি—ঢাকা। রামলোচন। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৮৫৯ খ্রী· প্রবেশিকা পাশ করে কলিকাতায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আবাসে থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। দেবেন্দ্রনাথের সাহায্যে 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন (১৮৬১)। ১৮৬২ খ্রী· সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে সিভিল সার্ভিস পড়বার জন্য বিলাত যান, কিন্তু পরীক্ষায় ব্যর্থকাম হয়ে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রথম ভারতীয় ব্যারিস্টার হলেও তিনি কোনদিন ভারতে না ফেরায় মনোমোহনই প্রথম ভারতীয় ব্যারিস্টার হিসাবে ১৮৬৬ খ্রী· কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবসায় শুরু করেন এবং অল্পদিনেই খ্যাতিমান ও বিত্তবান হন। তিনি একাধিক মামলায় ব্রিটিশ শাসকবর্গের চরিত্র উদ্ঘাটন করে নির্দোষ প্রজাসাধারণকে রক্ষা করেছেন। বিলাতে পড়বার সময় কবি মধুসূদনকে তিনি অর্থসাহায্য করেছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে উদ্যোগী 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের' অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। প্রধানতঃ তাঁর ও বিচারপতি গার্থের চেষ্টায় বেথুন স্কুল ও বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় যুক্ত হয়। ১৮৭৩ খ্রী· বেথুন কলেজের সুপারিন্টেন্ডেন্টরূপে তাঁর কাজ উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৫ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৮৯০ খ্রী· ষষ্ঠ কলিকাতা কংগ্রেসে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথিকীকরণের জন্য আন্দোলন করেছিলেন। এই বিষয়ে তাঁর রচিত মূল্যবান পুস্তিকা : 'The Administration of Justice in Inida'। কৃষ্ণনগরে ছাত্রজীবনেই (১৮৬০) নীলচাষীদের পক্ষে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় লিখতেন। বিলাতে ভারতের অনুকূলে জনমত সৃষ্টির কাজে আরও দু'জনের সঙ্গে ১৮৮৫ খ্রী· ওদেশে যান, এবং বহু সভায় বক্তৃতা দেন। বাল্যবিবাহের বিরোধী হিসাবে 'বিবাহে সম্মতিদান' বিল (১৮৯১) সমর্থন করেন। [৩, ৮, ২৬, ১৪৯, ২০৫]

মনোমোহন ঘোষ[২] (১৯-১-১৮৬৯ - ১৯২৪)। বিহারের ভাগলপুরে জন্ম। সিভিল সার্জন কে· ডি· ঘোষ। শ্রীঅরবিন্দ ও বিপ্লবী বারীন ঘোষ তাঁর দুই অনুজ। শিক্ষার জন্য পিতা তাঁকে ১০ বছর বয়সে ইংল্যান্ডে রেখে আসেন। অক্সফোর্ড ক্রাইস্ট চার্চ কলেজে তিনি পড়া শেষ করেন। ছাত্রাবস্থায় সহপাঠী কবিবন্ধুদের সঙ্গে 'প্রিমাভেরা' নামে নিজেদের কবিতা-সঙ্কলন-গ্রন্থ প্রকাশ করে কবিরূপে স্বীকৃতি পান। ১৮৯৪ খ্রী· দেশে ফিরে সরকারী শিক্ষা-বিভাগে যোগদান করেন। তিনি দীর্ঘদিন কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যেও তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : 'অরফিক মিসট্রিজ', 'লভ্ সংস্ অ্যান্ড এলিজিস্', 'সংস্ অফ লভ অ্যান্ড ডেথ' প্রভৃতি। [৩, ৬]

মনোমোহন ঘোষ[৩] (১৮৯৫ - আগস্ট ১৯৭৯)। খ্যাতনামা ভারততত্ত্ববিদ্। স্কুলের ছাত্রাবস্থাতেই বিপ্লবী পুলিন দাসের সংস্পর্শে আসেন। আই·এ· পড়ার সময় অনুশীলন দলের সঙ্গে যুক্ত হন। বছরখানেক কারারুদ্ধ থাকেন। মুক্তি পাবার পরও তাঁকে মোক্তারী পরীক্ষায় বসতে বা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তি হতে দেওয়া হয় না। এ সময় তিনি সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুপ্রেরণায় শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত গ্রামীণ পুনর্গঠনের কাজে নিযুক্ত হন। ১৯২২ খ্রী· সুরুলের দোকান ও গুদাম-রক্ষক হিসাবে শান্তিনিকেতনে আসেন। এই কাজের সঙ্গে পড়াশুনাও চালিয়ে যান। ১৯২৬ খ্রী· শান্তিনিকেতনে স্কুলের শিক্ষক হন। ১৯২৯ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাবিদ্যায় অনার্স সহ বি·এ·, ১৯৩১ খ্রী· কৃতিত্বের সঙ্গে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে এবং ১৯৩৩ খ্রী· বাংলায় প্রথম শ্রেণীতে এম·এ· পাশ করেন। শান্তিনিকেতনে বিদ্যাভবনে রিসার্চ ফেলো হিসাবে কাজ করে ১৯৩৮ খ্রী· পি-এইচ·ডি· উপাধি পান। অধ্যাপক জীবনের শুরু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপনা দিয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও পরে প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান হিসাবে কাজ করে ১৯৫৪ খ্রী· অবসর নেন। ভারত সরকার ১৯৫৭ খ্রী· তাঁকে বর্তমান কাম্পুচিয়ার নম্-পেন বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়ানর জন্য প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি ৬ বছর ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'বাংলা গদ্যের চার যুগ', 'প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা', 'প্রাকৃত সাহিত্য' প্রভৃতি। অনূদিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে নান্দিকেশ্বরের 'অমিয় দর্পণ', ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র', রাজশেখরের 'কর্পূরমঞ্জরী' উল্লেখযোগ্য। [১৬, ১৮৩]

মনোমোহন চক্রবর্তী। কোটালিপাড়া—ফরিদপুর। নর্ম্যাল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বরিশালে আসেন। ঢাকায় অবস্থানকালে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুরাগী

হয়ে বরিশালে এসে সমাজের কাজে উদ্যোগী হন। ১৮৮৫ খ্রী· ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষালাভ করেন। বরিশালে মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের স্কুল স্থাপনকাল থেকেই শিক্ষকতায় ব্রতী হন এবং ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত, সংকীর্তন, উপাসনা ও বক্তৃতাদান প্রভৃতি কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০২ খ্রী· শিক্ষকতা ত্যাগ করে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক হয়ে বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে যান। তাঁর রচিত 'সঙ্গীত ও সংকীর্তন', 'অর্ঘ্য', 'কীর্তন ও বন্দনা' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি সমাদৃত হয়। 'ব্রহ্মবাদী' নামে ধর্ম ও নীতিশিক্ষামূলক মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। [১১৪]

মনোমোহন ডোম। জয়পুত—বাঁকুড়া। বিংশ শতকের প্রথম দিকের বিষ্ণুপুরের নামকরা বেহালাবাদক। যাত্রাদলের শিক্ষক ছিলেন। রাগরূপের উপর তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। সমকালীন বিখ্যাত সানাইবাদক হরি ডোম ছিলেন তাঁরই গ্রামবাসী। [২০২]

মনোমোহন দত্ত, স্বামী (১২·১০·১২৮৪ - ২০·৬·১৩১৬ ব·) সাতমোড়া—ত্রিপুরা (পূর্ববঙ্গ)। পদ্মনাথ। সাধক ও ভাব-সঙ্গীত-রচয়িতা। ১৩০৩ ব· সর্বধর্মসমন্বয়বাদী সাধক আনন্দস্বামীর নিকট 'দয়াময়' নাম-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে 'দয়াময়' নাম-প্রচারে মনোনিবেশ করেন। তাঁর শিষ্যবর্গের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ সুরকার আফ্‌তাবউদ্দীন, ওস্তাদ গুল মোহাম্মদ, নিশিকান্ত সেন ও লবচন্দ্র পালের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত সঙ্গীতের সংখ্যা প্রায় ৮৫০। 'মলয়া' (২ খণ্ড) পুস্তকে তাঁর ৪৬১টি গান প্রকাশিত হয়েছে। সুরকার আফ্‌তাবউদ্দীন তাঁর গানগুলিতে সুরারোপ করেছেন। অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থ: 'পাথেয়', 'ময়না', 'পথিক', 'যোগপ্রণালী' ও 'খনি'। [১৩৫]

মনোমোহন পাঁড়ে (১২৮২ - ১৩৪২ ব·)। পণ্ডিত বীরেশ্বর। মনোমোহন বাঙলার বাইরে থেকে এসে বাঙলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। ক্লাসিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্তকে তিনি টাকা ধার দিতেন। ধারের পরিমাণ ১২ হাজার টাকা হলে অমরেন্দ্রনাথ মিনার্ভার লিজ তাঁকে দিয়ে দেন। মিনার্ভা থিয়েটারে স্বত্ব লাভ করে (১৯০৪) তিনি পরের বছর থেকে মহেন্দ্র মিত্রের সহযোগিতায় ঐ থিয়েটার পরিচালনা করতে আরম্ভ করেন এবং ১৯১১ খ্রী· থেকে একাই তার পূর্ণ দায়িত্ব নেন। ১৯১২ খ্রী· কোহিনুর থিয়েটার কিনে ১৯১৫ খ্রী· তার নাম দেন মনোমোহন থিয়েটার। ১৯১৫ - ২৪ খ্রী· এখানে 'কণ্ঠহার', 'বঙ্গে বর্গী' প্রভৃতি জনপ্রিয় নাটক অভিনীত হয়েছে। বহু জনহিতকর কাজে তিনি অর্থসাহায্য করেছেন। কাশীতে 'বীরেশ্বর ধর্মশালা' প্রতিষ্ঠা করেন। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। [৩, ৫]

মনোমোহন বসু (১৪·৭·১৮৩১ - ৪·২·১৯১২) ছোট জাগুলিয়া—চব্বিশ পরগনা। দেবনারায়ণ। কলিকাতা হেয়ার স্কুল ও জেনারেল অ্যাসেমব্লীজ ইনস্টিটিউশনের ছাত্র। সাংবাদিকতায় দীক্ষা গ্রহণ করে ১৮৫২ খ্রী· 'সংবাদ বিভাকর' ও ১৮৭২ খ্রী· 'মধ্যস্থ' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। বাল্যকাল থেকেই 'প্রভাকর' ও 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় লিখতেন। পরে কবি ও নাট্যকাররূপে খ্যাতিমান হন। রণজিৎ সিংহের জীবনী অবলম্বনে রচিত তাঁর 'দুলীন' গ্রন্থ সেকালে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। হিন্দু মেলার অন্যতম সংগঠক হিসাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম মেলার প্রধান বক্তা ছিলেন। 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' উপন্যাসে বিদেশী শোষণের চিত্র উদ্‌ঘাটন ও 'দিনের দিন সবে দীন/ভারত হয়ে পরাধীন'—এই জাতীয় সঙ্গীতটি রচনা করেন। হিন্দু মেলার প্রভাবে ন্যাশনাল থিয়েটারের জন্মকাল থেকেই (১৮৭২) তার সমর্থক ছিলেন। এখানে তাঁর রচিত কয়েকটি নাটক অভিনীত হয়। তিনি গীতাভিনয় রচনার অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর নাটকগুলি মঞ্চাভিনয় ও গীতাভিনয় উভয়রূপেই সার্থক হয়েছিল। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় তাঁর রচিত 'রামাভিষেক' নাটকটি গোবিন্দ সরকারের বাড়িতে প্রথম অভিনীত হয়। 'পদ্যমালা' তাঁর রচিত পাঠ্যপুস্তক। তিনি বাউল, কীর্তন ও যাত্রার গান রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। [৩, ৭, ৮, ২৫, ২৬, ২৮, ৬৫]

মনোমোহন ভাদুড়ী, ডাঃ (১৮৭৭ ? - ৯·৩·১৯৭১) স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ফরিদপুর জেলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেছিলেন। বিচারে ফাঁসির হাত থেকে তিনি রেহাই পান, কিন্তু দশ বছরের কারাদণ্ড হয়। [১৬]

মনোমোহন সেন (১৪·৪·১২৭২ - ১৯·১২·১৩১৯ ব·) সোনারং—বিক্রমপুর, ঢাকা। কবিরাজ প্যারীমোহন। শিশু ও কিশোরদের জন্য সাহিত্য রচনায় তিনি একদা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর রচিত 'খোকার দপ্তর' (দুই ভাগ), 'মোহনভোগ', 'ফুলদানী', 'পরিতোষ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'বাসন্তী' তাঁর গীতিনাট্য। তাঁর রচিত কবিতার সংগ্রহ 'মণিকানন'। অভিনয়েও তাঁর বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। ১৮৯৮ খ্রী· রবীন্দ্রনাথের 'এবার চলিনু তবে' কবিতাটি প্রকাশিত হলে মনোমোহন তদুত্তরে লেখেন 'কেন এ বিদায় গান?' [১৯৭]

মনোমোহন সেন, ড· (২৪·৩·১৯০০ - ২·২·১৯৮০) কলিকাতা। ক্ষেত্রমোহন। প্রখ্যাত রসায়নবিদ্ ও ম্যালেরিয়ার আধুনিক চিকিৎসার অন্যতম পথিকৃৎ। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রিয় শিষ্য ও রবীন্দ্রনাথের প্রিয়জন ছিলেন। মেধাবী ছাত্র হিসাবে 'মহারাজা মণীন্দ্র বৃত্তি', 'নাগার্জুন স্বর্ণপদক', 'গ্রিফিথ মেমোরিয়াল প্রাইজ' এবং 'রাসবিহারী ঘোষ বৃত্তি' লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জৈব রসায়নে তিনিই প্রথম ডক্টরেট (১৯২৮)। ১৯৩৩ খ্রী· কুইনোলজিস্ট হিসাবে কাজে যোগ দেন। ১৯৪৯ খ্রী· সংস্থার ডিরেক্টর পদে উন্নীত হন। কর্মক্ষেত্র ছিল দার্জিলিং জেলার মংপুতে। সেখানে সিনকোনার চাষ ও ম্যালেরিয়া নিয়ে গবেষণা করতেন। তাঁর ও তাঁর স্ত্রী সুলেখিকা মৈত্রেয়ী দেবীর আতিথ্যে

রবীন্দ্রনাথ চারবার মংপুতে বাস করেছিলেন। কবির চিঠিপত্রে, গল্পে, কবিতায় এই দম্পতির নানা ছবি রয়েছে। অবসর গ্রহণের পর কলিকাতায় এসে বসবাসকালে নানা সমাজকল্যাণমূলক কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখেন। [১৬, ৮২]

মনোরঞ্জন গুপ্ত (৭.৩.১৮৯০ - ১৩.১০.১৯৭৬) আধুনা—বরিশাল। দীনবন্ধু। ১৯০৯ খ্রী· বাটাজোড় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে আই·এ· পড়ার সময় সহাধ্যায়ী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু হীরালাল দাশগুপ্তের আগ্রহে বরিশাল শঙ্কর মঠের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর (ব্রহ্মচারী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) নেতৃত্বে স্থাপিত বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির দলে যোগ দেন। এই 'বরিশাল দল' পরে যুগান্তর দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ব্রজমোহন কলেজ থেকে ১৯১৪ খ্রী· বি·এ· পাশ করে দলের কাজে কলিকাতা চলে আসেন। তার আগে পর্যন্ত বরিশাল জেলার বিভিন্ন স্থানে যে তিনটি ডাকাতি হয় তার প্রত্যেকটিতে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর পরিচালনায় ৬·১১·১৯১৫ তারিখে কলিকাতার মসজিদবাড়ি স্ট্রীটের এক বাড়িতে পুলিস ইন্সপেক্টর গিরীন মুখার্জী নিহত এবং ২·১২·১৯১৫ তারিখে করপোরেশন স্ট্রীটের এক সোনার দোকানে ডাকাতি হয়। প্রথম ঘটনায় তাঁর সঙ্গে ছিলেন ভূপতি মজুমদার ও আলিপুরদুয়ারের প্রখ্যাত ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ দত্ত। বিপ্লবী নরেন ঘোষ চৌধুরীর অতি ঘনিষ্ঠ সহকর্মিরূপে বহু রোমহর্ষক কাজের অংশীদার ছিলেন। ১৯১৬ খ্রী· তিন আইনে গ্রেপ্তার হয়ে রাজবন্দী হিসাবে সাড়ে চার বছর জেলে আটক থাকেন। ছাড়া পেয়ে ১৯২০ খ্রী· অরুণচন্দ্র গুহর সহযোগিতায় কলিকাতার হ্যারিসন রোডে প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর নাম অনুসারে 'সরস্বতী লাইব্রেরী' স্থাপন করেন। বই-বিক্রির ভার নিলেন বিপ্লবী কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনকালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর ও জিতেন্দ্রনাথ দত্তের উপর বরিশালের আন্দোলন সংগঠনের ভার অর্পণ করেন। শ্রীসরস্বতী প্রেসের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯২৩ খ্রী· প্রেসের কাজ আরম্ভ করে তার প্রথম ম্যানেজার হন। ঐ বছরই নেতৃস্থানীয় আরো অনেকের সঙ্গে তিনিও গ্রেপ্তার হয়ে ১৯২৮ খ্রী· ছাড়া পান। ঐ বছরে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি খাদি প্রদর্শনীর সম্পাদক ছিলেন। এই সময়ে সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, হরিকুমার চক্রবর্তী ও প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে মিলে তিনি 'বেঙ্গল ইনসিওরেন্স এন্ড রিয়াল প্রপার্টি কোম্পানী' নামে এক জীবনবীমা কোম্পানীর পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন এবং এই কোম্পানীর কাজে ১৯২৯ খ্রী· মাদ্রাজ শাখার সেক্রেটারী হিসাবে বৎসরাধিককাল মাদ্রাজে কাটান। ১৯২৯ খ্রী· লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ হয়। এর পরই তিনি ও অন্যান্য বিপ্লবীরা সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে মিলিত হয়ে দাবি করতে আরম্ভ করেন যে এই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে এখনই কংগ্রেসের আন্দোলন আরম্ভ করতে হবে। ১৮·৪·১৯৩০ খ্রী· চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে শ্রীসরস্বতী প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত 'স্বাধীনতা' সাপ্তাহিকে ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের 'ধন্য চট্টগ্রাম' প্রবন্ধের জন্য সরকার পত্রিকাটি বে-আইনী ঘোষণা করে ও প্রেসের কাছ থেকে দুই হাজার টাকা জামানত নেয়। এই সময়ে দলের ডাঃ নারায়ণ রায় প্রমুখের চেষ্টায় বোমা তৈরির কাজ সফলতার সঙ্গে এগিয়ে চলতে থাকে। প্রত্যেক জেলার ইউরোপীয়ান ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ি অথবা সেখানের ইউরোপীয়ানদের ক্লাবে বোমা ফেলে তাদের আতঙ্কিত করে ইংরেজদের দেশ-ছাড়া করার যে রাজনৈতিক চাপ-সৃষ্টির কার্যসূচী তখন নেওয়া হয়, তাতে তাঁর অবদান অনেকখানি। ডিসে· ১৯৩০ খ্রী· ফেরারী অবস্থায় ধরা পড়ে ১৯৩৮ খ্রী· ছাড়া পান। ঐ বছর যুগান্তর দলভুক্ত সকলের মিলিত সিদ্ধান্ত অনুসারে খবরের কাগজে প্রকাশ্য বিবৃতির মাধ্যমে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হলে অন্যান্যদের সঙ্গে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন। রামগড় কংগ্রেসে গৃহীত ব্যাপক সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রস্তুতির কাজে নিযুক্ত থাকার সময় তিনি ফরিদপুরে গ্রেপ্তার হন এবং জেলে থাকতেই ১৯৪৬ খ্রী· বরিশাল জেলা থেকে এম·এল·এ· নির্বাচিত হয়ে মুক্তিলাভ করেন। ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে স্বাধীন হবার পর তিনি তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে চলে যান। বরিশাল থেকে নির্বাচিত হয়ে পূর্ব-পাকিস্তানের আইনসভায় সাত বছর এম·এল·এ· ছিলেন। ১৯৫৪ খ্রী· সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে কলিকাতায় চলে আসেন। পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ আইনসভায় এম·এল·সি· হিসাবে ১৫ বছর ছিলেন। আইনসভার বাইরে তিনি প্রধানতঃ সমবায়ের কাজ নিয়ে ব্যাপৃত থাকতেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'সমবায়মূলক সাধারণতন্ত্র ও বিশ্ব রাজনীতি', 'Philosophy of Co-operation', 'বিপ্লবীর জীবনস্বপ্ন—সমবায় সমাজ', 'রবীন্দ্র চিত্রকলা', 'যারা হারিয়ে গেল', 'মেকিয়াভেলির রাজনীতি' ইত্যাদি। [১৮১]

মনোরঞ্জন গুহ (১৯০১ - ১৬·১২·১৯৮২) খ্যাতনামা সাংবাদিক ও 'গান্ধীবাদী স্বাধীনতাসংগ্রামী। হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার বাণিজ্য সম্পাদক ও পরে দিল্লী সংস্করণের সম্পাদক ছিলেন। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীজী তাঁকে তাঁর হরিজন পত্রিকার বাংলা সংস্করণের সম্পাদনার ভার দেন। 'কৃষক' দৈনিক পত্রিকারও সম্পাদনা করেন। প্রথম জীবনে 'দি মুসলমান' পত্রিকায় কাজ করেছেন। এছাড়া তিনি আচার্য কৃপালনী প্রতিষ্ঠিত 'ভিজিল' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে বছর চারেক কারারুদ্ধ থাকেন। শান্তিনিকেতনের ছাত্র। শ্রীনিকেতনের গ্রামীণ সংগঠন বিভাগের পরিচালক হিসাবে কাজ করেছেন। কয়েক বছর বিশ্বভারতীর কর্মসমিতির এবং সংসদের সদস্য ছিলেন। ব্রহ্মানন্দ উপাধ্যায়ের জীবনী তাঁর শেষ রচিত গ্রন্থ। [১৬]

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা (১৮৫৮ - ৩১.৫.১৯১৯) বানারিপাড়া—বরিশাল। বরিশালের খ্যাতনামা জননেতা। ১৯০৪ খ্রী· গিরিডিতে অভ্র ব্যবসায় শুরু করে ক্রমে ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। ঐ সময় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হলে কলিকাতায় আসেন এবং আন্দোলনে যোগ দেন। সুবক্তা ছিলেন। ১৯০৬ খ্রী· 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির উপর 'ফুলারী' নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে তিনি নিজপুত্র চিত্তরঞ্জনকে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিসহ শোভাযাত্রায় যোগ দিতে পাঠান (১৪·৪·১৯০৬) এবং পুলিসের লাঠির আঘাতে গুরুতররূপে আহত পুত্রকে সভার সম্মুখে রেখে এক মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দেন। মাতৃভূমির পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য বাঙলার যুবশক্তির কাছে তাঁর দাবি ছিল, 'We want a warrior class and not a race of shop-keepers in Bengal' (২৭·৭·১৯০৭)। তিনিই প্রথম নিখিল ভারত কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে বাংলায় বক্তৃতা দেন। গিরিডিতে নিজ অর্থে একটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। অগ্নিযুগের প্রাক্কালে এক পয়সা মূল্যে 'নবশক্তি' নামে একটি দৈনিক বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেন। বিপিন পালের সঙ্গে নিজে যুগ্ম-সম্পাদক হন। সরকারী আদেশে পত্রিকা ও প্রেস বাজেয়াপ্ত হয়। ফলে তিনি ৫০ হাজার টাকা লোকসান দেন। গিরিডি ও কোডারমায় অভ্রখনির জন্য ডিনামাইটের পারমিট থেকে বিপ্লব কর্মে তিনি বারীন ঘোষকে ডিনামাইট দিয়েছিলেন। এছাড়া বিপ্লবী দলকেও প্রচুর অর্থ দিতেন। স্বদেশী ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ১৯০৮ খ্রী· থেকে ২ বছরের বেশী রেঙ্গুনের কাছে ইনসেইন জেলে আটক ছিলেন। এই সময় সরকারী কারসাজিতে খনিগুলি তাঁর হস্তচ্যুত হয়। নিঃসম্বল হয়েও গৌরব বোধ করতেন। কাব্য ও সাহিত্য-রচনায় হাত ছিল। 'বিজয়া' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। রচিত গ্রন্থাবলী: 'আশা প্রদীপ', 'কুম্ভমেলা', 'নির্বাসন কাহিনী', 'স্ত্রী', 'মনোরমার জীবন চিত্র' প্রভৃতি। [১০, ১১৪, ১২৪]

মনোরঞ্জন চক্রবর্তী (১৯০৫ - ৩·১১·১৯৭৯) বরিশাল। অল্পবয়স থেকেই স্বদেশী আন্দোলনের সংস্পর্শে এসে কয়েকবার কারারুদ্ধ হন। ১৯৩৩ খ্রী· দেউলী ক্যাম্পে আটক থাকাকালে আই·এস-সি· পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ঐ সময় কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেন। ১৯৩৮ খ্রী· জেল থেকে বেরিয়ে কৃষক আন্দোলনে যোগ দেন। নিজ জন্মস্থানকে কেন্দ্র করে কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৫২ খ্রী· পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তানে থাকার সময় পাক সরকারের নির্যাতন তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে চলে আসার পর চরম দারিদ্র্যের মধ্যে শিক্ষকতাবৃত্তির সঙ্গে পার্টির কাজে সক্রিয় ছিলেন। [১০৭]

মনোরঞ্জন দাস (১৯১৪ - ১৮·৫·১৯৩৩) সরোয়াতলী—চট্টগ্রাম। সতীশচন্দ্র। বিপ্লবী দলের সভ্য। ১৯৩০ খ্রী· আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং গ্রেপ্তার এড়াতে আত্মগোপন করেন। পরে পুলিসের সঙ্গে সশস্ত্র সঙ্ঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। [৪২]

মনোরঞ্জন বেদান্ততীর্থ (১৮৯৫ - ১৯৫৮) চিংড়াখালি—খুলনা। অখিলচন্দ্র ভট্টাচার্য। আদি নিবাস ফরিদপুর জেলার উনশিয়া গ্রাম। প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর বরিশাল জেলাস্থ বনগাঁ-নিবাসী পণ্ডিত রাম শাস্ত্রীর নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়ন করে 'ব্যাকরণতীর্থ' উপাধি লাভ করেন। পরে কলিকাতায় এসে নানা পণ্ডিতের কাছে অধ্যয়ন করে কাব্যতীর্থ, বেদান্ততীর্থ ও দর্শনশাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্ত হন। তারপর রাজশাহীর প্রসিদ্ধ কবিরাজ হারাণ চক্রবর্তীর নিকট ও পরে কলিকাতায় শ্যামাদাস বাচস্পতির নিকট আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করে আয়ুর্বেদাচার্য ও বৈদ্যশাস্ত্রী উপাধি পান। শিক্ষা-শেষে তিনি প্রসন্নকুমার ইনস্টিটিউশনে অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং সংস্কৃত শিক্ষা-প্রসারের জন্য নিজে কলিকাতা গ্রে স্ট্রীটে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি 'সাধক রামপ্রসাদ ও ভক্ত সত্যনারায়ণ শ্রীমানী ইনস্টিটিউশন'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সহ-সম্পাদক, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের কার্যকরী সমিতির সদস্য, বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা-পরিষদের পরীক্ষক এবং শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ ও পাশ্চাত্য বৈদিক সঙ্ঘের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। আয়ুর্বেদ চিকিৎসাক্ষেত্রেও তাঁর প্রচুর খ্যাতি ছিল। তিনি 'ভিষকশিরোমণি' উপাধিপ্রাপ্ত ছিলেন। নাড়াজোল, বস্তার ও পাইকপাড়া রাজবাড়ির গৃহচিকিৎসকরূপে তাঁর প্রতিষ্ঠা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পিতার নামে 'অখিলচন্দ্র আয়ুর্বেদ ভবন' স্থাপন করে তিনি আয়ুর্বেদ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। [১৪৯]

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য১ (১৯১০ - ১২·৮·১৯৩২) এরিকাথি—ফরিদপুর। কালীপ্রসন্ন। ১৮·৪·১৯৩০ খ্রী· চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ এবং চরমুগারিয়া মেল-ব্যাগ ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করেন। মার্চ ১৯৩১ খ্রী· পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ফরিদপুর জেলে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। [৪২]

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য২ (১২·১১·১৯০৩ - ৪·২·১৯৩৯) ফরিদপুর। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সুসাহিত্যিক বিশ্বেশ্বর। হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজের কৃতী ছাত্র। অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম·এ· ও পরে বি·এল পাশ করেন। কলিকাতা রিপণ কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। ছাত্রজীবন থেকেই নানা সাময়িক পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়। পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত কিশোর মাসিক পত্রিকা 'রামধনু' প্রকাশের (১৯২৮) সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শিশু সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। আট বছর পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন। তাঁর রচিত ছোটদের গোয়েন্দা ও রহস্য কাহিনী (যার নায়ক ছিলেন বাঙালী বনে যাওয়া এক জাপানী—'হুকাকাশি') বাংলা শিশু সাহিত্যের এক সম্পদ। এ ছাড়াও অনেক হাসির গল্প ও স্কুল জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে সরস গল্প লিখেছেন। তাঁর রচিত 'পদ্মরাগ', 'ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি', 'সোনার হরিণ',

'হুকাকাশির গল্প', 'চায়ের ধোঁয়া', 'হাস্য রহস্য' এবং বিশেষ করে 'নূতন পুরাণ' নামে হাসির গল্প সংকলনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক সাহিত্যিক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ তাঁর অনুজ। [১৭৪]

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, মহর্ষি (২৬·১·১৮৮৯ - ২০·১·১৯৫৪) কামারখাড়া-বিক্রমপুর—ঢাকা। নবীনচন্দ্র। প্রখ্যাত অভিনেতা ও নাট্যকার। ১৯০৮ খ্রী· গ্রামের স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। ছাত্রাবস্থায় ঢাকায় গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেন এবং কলিকাতার ন্যাশনাল কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজে আসেন, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে ঐ কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে সিটি কলেজ থেকে আই·এস-সি· এবং ১৯১৬ খ্রী· রিপন কলেজ থেকে অঙ্কে অনার্সসহ বি·এস-সি· পাশ করেন। এই বছর এম·এস-সি· পড়বার সময় প্রথমে কুতুবদিয়া (চট্টগ্রাম) ও পরে বদনগঞ্জে (হুগলী) অন্তরীণ থাকেন। শেষে স্বগৃহে দেড় বছর অন্তরীণ থাকার পর ১৯১৯ খ্রী· মুক্ত হয়ে পুনরায় পড়াশুনার চেষ্টা করেন। কিন্তু সংসারের চাপে শিক্ষা বন্ধ রেখে তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালে যোগ দেন। অবসর-সময়ে দেশবন্ধুর ব্যক্তিগত সেক্রেটারীর কাজ করতেন। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে চার মাসের কারাদণ্ড ভোগ করেন। এ সময়ে বহু রাজনৈতিক কর্মীর সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের যোগাযোগ ছিল। মিশনের ডা· দুর্গাপদ ঘোষের মাধ্যমে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। শিশিরকুমারের আহ্বানে তিনি থিয়েটারের দলে যোগ দেন। 'সীতা' নাটক দিয়ে তাঁর অভিনেতা-জীবনের শুরু (১৯২৩)। মনোমোহন থিয়েটারে শিশিরকুমারের পরিচালনায় 'সীতা' নাটকে 'বাল্মীকি' চরিত্রে অভিনয় করে তিনি 'মহর্ষি' নামে পরিচিত হন। ১৯৪৪ খ্রী· পর্যন্ত পেশাদার রঙ্গমঞ্চে শতাধিক চরিত্রে অভিনয় করে নিজ সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখেন। চলচ্চিত্রে তাঁর প্রথম অভিনয় (১৯২৯) ম্যাডান কোম্পানীর রজনী চিত্রে (নির্বাক) 'শচীন্দ্রনাথ' চরিত্রে। ৫০ টির অধিক বাংলা ছবিতে অভিনয়-নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখেন। প্রধানত পেশাদারী নাট্যমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও মহর্ষিকে বাঙালী মনে রাখবে অপেশাদার প্রগতিমূলক নাট্য আন্দোলনের পুরোধারূপে। এ যুগের প্রথম প্রগতিশীল নাটক 'নবান্ন' অভিনয়ের সময়ে তাঁরই উপদেশে চটের দৃশ্যসজ্জা ব্যবহার করা হয়। পরবর্তী কালে 'বহুরূপী' নাট্যসংস্থার (১৯৪৮) জন্ম থেকে তিনি আমৃত্যু সভাপতিরূপে এই সংস্থাকে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত করে যান। ১৯৩০ খ্রী· শিশিরকুমারের দলের সভ্যরূপে আমেরিকায় গিয়ে অভিনয় করেন। ১৯৫২ খ্রী· সোভিয়েট সরকারের আমন্ত্রণে প্রতিনিধি দলের নেতারূপে ঐ দেশে যান। প্রথম জীবনে যেমন বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, শেষ-জীবনে তেমনি সাম্যবাদী আন্দোলনে আকৃষ্ট হন। বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তাঁর রচিত নাটক: 'চক্রব্যূহ', 'বন্দনার বিয়ে', 'দেশবন্ধু' (ছায়াবলম্বনে রচিত) এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য রচিত 'হোমিওপ্যাথী' (বহুরূপী পত্রিকায় প্রকাশিত)। শিশিরকুমারের আমেরিকা ভ্রমণ সংক্রান্ত শিবরাম চক্রবর্তীর লেখার জবাবে তাঁর রচনাগুলি তথ্যপূর্ণ। 'অরণি' পত্রিকায় কবিতা ও প্রবন্ধ লিখতেন। প্রবন্ধগুলির সঙ্কলনের নাম 'থিয়েটার প্রসঙ্গ'। [১৪৯]

মনোরঞ্জন রায় (৩·৪·১৮৯১ - ১১·১১·১৯৬৮) লৌন্দ—ময়মনসিংহ। বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক ও শিক্ষাবিদ্। তিনটি বিষয়ে এম·এ· ও বি·এল· পাশ করেন। কিছুদিন শিক্ষকতা ও ওকালতি করেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে নিযুক্ত হয়ে ১৯৩১ - ৪৬ খ্রী· গ্রন্থাগারিক পদে বৃত ছিলেন। দেশ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। ১৯৫৬ খ্রী· থেকে ৭ বছর রহড়া জেলা-গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। এখানে প্রধানতঃ তাঁর চেষ্টাতেই গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষণকেন্দ্র চালু হয়। তিনি কয়েকটি স্কুল ও কলেজ-পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন। [১৪৯]

মনোরঞ্জন সেন (? - ৫·৫·১৯৩০) বরমা—চট্টগ্রাম। রজনীকান্ত। দরিদ্র পরিবারের সন্তান। কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়বার সময় গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৮ এপ্রিল ১৯৩০ খ্রী· চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে ও ২২ এপ্রিলের সংগ্রামে অংশ নেন। পরে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের সময় বন্ধুরা সম্মুখযুদ্ধে নিহত হলে তিনি আত্মসমর্পণ না করে নিজের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন। [৪২, ৯৬]

মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত[১] (১৮৯৮ - ৩·১২·১৯১৫) খৈয়ারডাঙ্গা—ফরিদপুর। হলধর। যতীন্দ্রনাথ মুখার্জির নেতৃত্বে বালেশ্বরের বুড়িবালামের যুদ্ধে (৯·৯·১৯১৫) অংশগ্রহণ করেন। পরে দলনেতার নির্দেশে আত্মসমর্পণ করে ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ। [১০, ৪৫]

মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত[২] (১২৯২ ব· - ?)। নৈহাটি থেকে এন্ট্রান্স ও বাঁকুড়া কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করে শিক্ষকতা-বৃত্তি গ্রহণ করেন। কর্মরত অবস্থায় বি·টি· পড়েন। কিছুদিন সরকারী চাকরি করেছিলেন। পরে তা ছেড়ে কলিকাতার ভূতনাথ মহামায়া স্কুলে প্রধানশিক্ষকের পদে দীর্ঘদিন কাটিয়ে অবসর নেন। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ১৯২২ থেকে ১৯৫৩ খ্রী· পর্যন্ত তার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫৩ - ৫৪ খ্রী· সমিতির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। [১৭৪]

মনোরমা মজুমদার। স্বামী গিরিশচন্দ্র। ১৮৬৮ খ্রী· বরিশালে স্থাপিত নারীশিক্ষা বিদ্যালয়ের প্রথম দলের ছাত্রী। শিক্ষাশেষে ইডেন ফিমেল স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হন। ১৮৮১ খ্রী· তিনি ব্রাহ্ম-প্রচারিকার পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। [১১৪]

মনোহর দাস, আউলিয়া (? - ১৬৩৮) বিষ্ণুপুর—বাঁকুড়া। নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত জাহ্নবীদেবীর শিষ্য। তিনি প্রথমে বিষ্ণুপুরের রাজার গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন। 'পদসমুদ্র' ও 'নিযাসতত্ত্বের' সংগ্রহকর্তা এবং

এবং তিনিই এর পথিকৃৎ। ১৯৭৪ খ্রী· অবসর গ্রহণ করেন। [১৬]

মন্মথমোহন বসু (২৬·৭·১৮৭০ - ১৯৫৯)। তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজের বাংলা ভাষায় প্রথম অধ্যাপক এবং পরে এমিরিটাস প্রফেসর হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সরোজিনী স্বর্ণপদক দিয়ে ও গিরিশ লেকচারার পদে বরণ করে সম্মানিত করেন। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাকালে ঐ প্রতিষ্ঠানের সাহিত্য বিভাগের প্রথম সভাপতি ছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও তিনি প্রথম সম্পাদক হন। ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের একজন প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি এবং শিয়ালদহ কোর্টের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট থাকা-কালে বাংলা ভাষায় রায় লিখে তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। অভিনেতা ও সমালোচক হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। [৪]

মর্তুজা সৈয়দ। বালিয়াঘাটা—মুর্শিদাবাদ। পিতা হাসান কাদেরী। বেরিলী থেকে বাঙলায় এসে স্থায়িভাবে বসবাস করেন। এই কবি-রচিত একটি পদ 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে সঙ্কলিত আছে। তাঁর রচিত রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক প্রায় ২৮টি গীত পাওয়া যায়। নিখিলনাথ রায় এই ফকিরের জীবনী প্রকাশ করেন। মর্তুজা নামধারী এই কবির সমাধি মুর্শিদাবাদে বর্তমান। [৭৭]

মলিনা দেবী (১৯১৪ - ১৩·৮·১৯৭৭)। কলিকাতায় জন্ম। ৮ বছর বয়সে নৃত্যশিল্পী হিসাবে রঙ্গমঞ্চে যোগ দেন। ১০ বছর বয়সে 'চাষার মেয়ে' নির্বাক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। নির্বাক 'শ্রীকান্ত' চিত্রে 'রাজলক্ষ্মী'র ভূমিকায় অভিনয় করে খ্যাতি পান। তাঁর প্রথম সবাক ছবি 'চিরকুমার সভা'। 'শহর থেকে দূরে' ও 'মানে না মানা'র পর হিন্দী বাংলা মিলিয়ে প্রায় দুশো ছবিতে অভিনয় করেছেন। 'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ' ও 'রাণী রাসমণি' ছবিতে রাণী রাসমণির ভূমিকায় তাঁর অভিনয় উল্লেখযোগ্য। উভয় ছবিতেই শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকায় ছিলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর থেকে মলিনা-গুরুদাস জুটি খুবই জনপ্রিয় হয়। তাঁদের চেষ্টায় এম·জি· এন্টরপ্রাইজ গঠিত হয়। তাঁর অভিনীত অন্যান্য ছবি : 'অভিজ্ঞান', 'বড়দিদি', 'সাত নম্বর বাড়ি', 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে', 'নিষ্কৃতি' প্রভৃতি। অভিনয়ে আপাত-কঠোরতার আড়ালে অপরিসীম স্নেহের অভিব্যক্তি-প্রকাশে নিপুণ ছিলেন। কমেডি অভিনয়ে এবং নাচ ও গানেও তাঁর যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। ১৯৫২ খ্রী· গোর্কির 'মা' নাটকে 'মা'-এর ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেন। সঙ্গীত নাটক আকাদেমি তাঁকে সম্মানিত করে। গিরিশ সংসদ তাঁকে 'নাট্যসম্রাজ্ঞী' উপাধিতে ভূষিত করে। 'রামের সুমতি'র হিন্দী সংস্করণ 'ছোট ভাই'-এ অভিনয় করে বিদেশী পুরস্কার অর্জন করেন। মহিলাশিল্পী-মহলের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। অভিনেত্রী সঙ্ঘ ও শিল্পী সংসদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। [১৬]

মশাবাবু, সন্তোষকুমার বসু (২০·৩·১৮৯০ - ২০·৩·১৯৭০) কুমারটুলি—কলিকাতা। প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়। এককালে তিনি ক্রীড়াশৌর্যে ইউরোপীয় সাহেব ও পল্টন দলের কাছে শ্রদ্ধা আদায় করেছিলেন। কুমারটুলি পার্কে নিজেই 'ইউরেকা' নামে একটি ফুটবল ক্লাব গঠন করেন। ১৯০৭ খ্রী· থেকে ১৯২০ খ্রী· কুমারটুলিতে ধারাবাহিকভাবে খেলেছেন। তাঁর ক্রীড়ানৈপুণ্যের কথা তখন প্রবাদের মত প্রচারিত হত। তখনকার দিনে ন্যাশনাল, শোভাবাজার, কুমারটুলি, মোহনবাগান এবং এরিয়ান ছিল নাম-করা বাঙালী দল। এইসমস্ত দলের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও গড়ের মাঠে ইউরোপীয় গোরা পল্টন দল এবং স্থানীয় সাহেব দলগুলির সঙ্গে উক্ত দলগুলির খেলাই ফুটবলের প্রধান আকর্ষণ ছিল। এসব খেলায় তাঁর ক্রীড়াকৌশল দর্শকদের চমক লাগাত। ক্রিকেট, হকি এবং ব্রিজ খেলায়ও তাঁর নাম ছিল। ১৯৫৬ খ্রী· ফুটবল খেলায় তাঁর শেষ উপস্থিতি। [১৭]

মহম্মদ আনোয়ারুল আজীম (১৩·১২·১৯৩১ - ৫·৫·১৯৭১) রানীনগর—রাজশাহী। মহম্মদ আফজল। ১৯৫৩ খ্রী· রাজশাহী সরকারী কলেজ থেকে বি·এ· ও পরে কর্মরত অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল·এল·বি· এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে এম·এ· পাশ করেন। ১৯৫২ খ্রী· পূর্ব-পাকিস্তানের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে রাজশাহী ও ঢাকায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে সাহিত্যানুরাগী, তর্কবিদ, খেলোয়াড় ও নাট্যকার ছিলেন। ১৯৬৫ খ্রী· আমেরিকা থেকে তিনি 'শ্রমিক পরিচালনা' বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। এককালে যুদ্ধবিভাগে যোগ দিয়ে লেফটেন্যান্ট পদে উন্নীত হয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গের মুক্তিযুদ্ধকালে গোপালপুরের উত্তরবঙ্গ চিনির মিলের প্রশাসক তিনি কর্মরত ২০০ শ্রমিক ও কতিপয় অফিসার সহ পাক-বাহিনীর মেসিনগানের গুলিতে নিহত হন। বাঙলার স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় যেসব বুদ্ধিজীবী পাক-হানাদারবাহিনীর দ্বারা নৃশংসভাবে নিহত হন তাঁদের মধ্যে আছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কবিভাগের অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান, মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক আবদুল কাইয়ুম, রাজশাহী সরকারী কলেজের অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক এস·এম· ফজলুল হক প্রমুখ। [১৫২]

মহম্মদ আবদুল মুকতাদির (১৯·২·১৯৪০ - ২৬·৩·১৯৭১) সিলাম—শ্রীহট্ট (পূর্ববঙ্গ)। ১৯৬২ খ্রী· ভূতত্ত্ব-বিষয়ে এম·এ· ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৬৪ খ্রী· ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ঐ বছরই আয়ুব-মোনেম আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কালা কানুনের প্রতিবাদে স্বাক্ষর দান করেন। ১৯৭১ খ্রী· ইয়াহিয়া জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। ২৫ মার্চ ১৯৭১ খ্রী· ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকায় পাক-সৈন্যদের যে হত্যার তাণ্ডব চলে তাতে তিনি প্রাণ বিসর্জন দেন। ঐ একই দিনে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক আতাউর রহমান

খান খাদিম, মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর ফজলুর রহমান, গণিত বিভাগের অধ্যাপক শরাফত আলী এবং আরও অনেকে পাক-সৈন্যদের হাতে নিহত হন। [১৫২]

মহম্মদ কুদ্‌রত-ই-খুদা, ড· (১৯০০ - ৩·১১·১৯৭৭) বীরভূম। রসায়নশাস্ত্রে তাঁর বিশিষ্ট অবদান ও বাংলায় কোরান অনুবাদের জন্য বিখ্যাত। ১৯২৪ খ্রী· এম-এস-সি· পরীক্ষায় কেমিস্ট্রিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। ১৯২৬ খ্রী· সরকারী বৃত্তি নিয়ে লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স এন্ড টেক্‌নলজিতে ভর্তি হন। ১৯২৯ খ্রী· ডিপ্লোমা ও বিজ্ঞানে ডক্টরেট উপাধি পান। ফিরে এসে প্রেসিডেন্সী কলেজে বিজ্ঞানে গবেষণার জন্য প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি ও স্বর্ণপদক লাভ করেন (১৯৩১)। ভারতীয় মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে তিনিই প্রথম এ গৌরবের অধিকারী। প্রেসিডেন্সী কলেজে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ও পরে বিভাগীয় প্রধান হন। ১৯৪৫ - ৪৬ খ্রী· ঐ কলেজের অধ্যক্ষপদ লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও সিন্ডিকেটের সদস্য ছিলেন। ইসলামিয়া কলেজেও কিছুদিন অধ্যাপনা করেছেন। দেশ-বিভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরী সমিতির সদস্য হিসাবে ১৯৪৯ ও ১৯৫২ খ্রী· ইউনেস্কোতে পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন। ১৯৪৯ খ্রী· থেকে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা দপ্তরে বৈজ্ঞানিক পরামর্শদাতার কাজ করেন এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও গবেষণা-মূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। বিদেশের কয়েকটি বিখ্যাত বিজ্ঞান সংস্থারও সদস্য ছিলেন। বিজ্ঞান ও রসায়ন-সম্পর্কে তাঁর কয়েকখানি গ্রন্থ আছে। [১৬]

মহম্মদ বরকতউল্লাহ (১৮৯৮? - ১৯৭৪) পাবনা। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক এবং 'বাংলা একাডেমি'র সর্বপ্রথম মহাপরিচালক। তৎকালীন পাকিস্তানে তিনি মহাপরিচালক পদ না পেলেও পরিচালকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রচিত 'পারস্য প্রতিভা' গ্রন্থে তিনি পারস্যের বিভিন্ন মনীষীদের জীবন-চরিত ও তাঁদের সাহিত্যকর্ম-সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'মানুষের ধর্ম', 'কারবালার পথে' প্রভৃতি। [১৭]

মহম্মদ মহসীন, হাজী (১৭৩২ - ২৯·১১·১৮১২) হুগলী। পিতা পারস্যদেশীয় বণিক হাজী ফৈজুল্লা। মহসীনের মাতা নদীয়া ও যশোহরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জায়গীরের অধিকারী মোতাহেরের পত্নী ছিলেন। মোতাহেরের মৃত্যুর পর তিনি হাজী ফৈজুল্লাকে নিকা করেন। মোতাহেরের কন্যা মন্নুজান খাতুন পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী ছিলেন। মহসীন ১০ বছর বয়সে সিরাজী নামে এক আরবী ভাষাবিদের কাছে আরবী ও ফারসী ভাষা শেখেন। পরে আগা মীর্জার কাছে বিদ্যাশিক্ষা করেন। কোরানে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁর হস্তলিখিত কোরান হুগলী কলেজের লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। ১৭৬২ খ্রী· দেশভ্রমণে বেরিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে মক্কা ও মদিনায় যান এবং 'হাজী' উপাধি লাভ করেন। ১৭৮৯ খ্রী· ভারতবর্ষে ফেরেন। ১৮০৩ খ্রী· মন্নুজানের সম্পত্তির অধিকারী হন। মহসীন দানশীলতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। ৯ জুন ১৮০৬ খ্রী· একটি দানপত্র করে তিনি মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতিকল্পে ১ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি এবং মৃত্যুর পর সমুদয় সম্পত্তি ধর্মার্থে দান করেন। হুগলীর ইমামবাড়া, হুগলী কলেজ, মাদ্রাসা, মহসীন বৃত্তি প্রভৃতি তাঁরই অর্থসাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও হুগলীতে তাঁর অর্থে আরবী শিক্ষার জন্য বিদ্যামন্দির স্থাপিত হয়েছে। [২, ৭, ২৫, ২৬]

মহম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহামদ, মুন্শী (১৮৬২ - ১৯৩৩)। তিনি 'ইসলাম-প্রচারক' নামে একটি মাসিক-পত্রিকা কলিকাতায় তাঁর নিজস্ব ছাপাখানা 'রিয়াজুল-ইসলাম প্রেস' থেকে আনুমানিক ১৮৯৬ খ্রী· প্রকাশ করেন। 'সোলতান' পত্রিকার সম্পাদক ও 'সুধাকর' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'গ্রীসতুরস্ক যুদ্ধ' (২ খণ্ড), 'আমীরজানের ঘরকন্না', 'বিলাতি মুসলমান', 'উপদেশ রত্নাবলী' প্রভৃতি। [৪, ১৩৩]

মহম্মদ সগীর (১৪শ - ১৫শ শতাব্দী)। সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের (রাজত্বকাল ১৩৮৯ - ১৪১০) কর্মচারী ছিলেন। কাহিনী-কাব্যকে গদ্য-উপন্যাসের অগ্রদূত হিসাবে গণ্য করলে তাঁর রচিত 'ইউসুফ-জলিখা' কাব্য-গ্রন্থটিকে বাঙালী মুসলমান-রচিত এ ধরনের প্রাচীনতম গ্রন্থ বলা যায়। পরবর্তী কালে কাহিনী-কাব্যের রচয়িতা হিসাবে উল্লেখযোগ্য মুসলমান কবি ছিলেন সাবিরিদ খান ('হানিফা ও ফয়রা পরী', বিদ্যাসুন্দর), দোনা গাজী (সরফুলমুলক), বাহরাম খান (লাইলী-মজনু), মুহম্মদ কবীর (মনোহর-মধুমালতী) প্রমুখ। [১৩৩]

মহম্মদ হায়াৎ। সর্দার মহম্মদ হায়াতের অধীনে বহু কৃষক-ডাকাত একসময় সুন্দরবন-পথে ইংরেজ শাসক ও বণিকদের নৌকা চলাচল অসম্ভব করে তুলেছিল। পরে শাসকদের এক বিরাট নৌবহর দলটিকে গ্রেপ্তার করে। ১৭৯০ খ্রী· তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। গভর্নর-জেনারেলের আদেশে তাঁকে পরে প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্ দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়। [৫৬]

মহম্মদ হারিস (? - ২·৯·১৯৪২) কলিকাতা। বিড়ি মজদুর এই উদ্যমী পুরুষ কলিকাতায় বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে তোলেন। প্রধানত তাঁর আগ্রহে ও দাবিতে কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকার হিন্দী ও উর্দু সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কলিকাতা জেলা কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম শ্রমিক সদস্য। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এড়িয়ে ধানবাদ ও জামশেদপুরেও তিনি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন করেছিলেন। [৭৬]

মহসীন আলী দেওয়ান (১·১·১৯২৯ - ১৯৭১) ভুটিয়াপাড়া—বগুড়া (পূর্ববঙ্গ)। একাধারে অধ্যাপক

সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও ব্যবসায়ী। ১৯৫৬ খ্রী· ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম·এ· পাশ করে কিছুদিন নওগাঁ কলেজে ও বগুড়া আজিজুল হক কলেজে অধ্যাপনা করেন। পরে নিজেই শেরপুরে কলেজ প্রতিষ্ঠা করে তার অধ্যক্ষ হন। দু'খণ্ডে প্রকাশিত 'গল্পের চিড়িয়াখানা' ছোটদের জন্য লেখা তাঁর গল্প-সঙ্কলন। 'অতএব' নামে একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক এবং 'বগুড়া-বুলেটিন', 'উত্তরবঙ্গ বুলেটিন', উত্তরবঙ্গের প্রথম সান্ধ্য দৈনিক 'জনমত' প্রভৃতি পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক ছিলেন। 'দেওয়ান বুক সেন্টার' নামে পুস্তক-ব্যবসায়ের একটি প্রতিষ্ঠানও তিনি চালাতেন। স্কুল-কলেজের জন্যও তিনি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন। পূর্ব-পাকিস্তানের মুক্তি-যুদ্ধকালে তিনি পাক-বাহিনীর হাতে নিহত হন। [১৫২]

মহাতাবচাঁদ, মহারাজ (১৮২০ - ১৮৭৯)। বর্ধমানাধিপতি তেজশ্চন্দ্রের দত্তকপুত্র মহাতাবচাঁদের শাসনকালে বর্ধমান রাজ্যের নানা বিষয়ে উন্নতি হয়। বিশিষ্ট পণ্ডিত তারকনাথ তর্করত্নের তত্ত্বাবধানে সংস্কৃত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করিয়ে প্রকাশ করা তাঁর অক্ষয় কীর্তি। এছাড়াও, রামায়ণের পদ্যানুবাদ ও গদ্যানুবাদ এবং 'চাহার দরবেশ', 'হাতেম তাই' ইত্যাদি ফারসী গল্পের বঙ্গানুবাদ করান। তাঁর রচিত ও প্রকাশিত বহু গান আছে। বাঙলার জমিদারদের মধ্যে তিনিই একমাত্র সম্মানসূচক 'তোপ' পাবার অধিকারী ছিলেন। ভিক্টোরিয়ার 'ভারতেশ্বরী' উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে তিনি মহারানীর এক প্রস্তরমূর্তি জনসাধারণকে দান করেন। বর্ধমানের বর্তমান রাজবাড়ি, গোলাপবাগ এবং কৃষ্ণসায়র তাঁর আমলে তৈরী হয়েছিল। [২০, ২৫, ২৬, ৩১]

মহাদেব সরকার (৫·৮·১৯০৯ - ২৭·৭·১৯৭৮) মামজোয়ান—নদীয়া। জ্ঞানেন্দ্রনাথ। কৃষ্ণনগর সি·এম·এস· স্কুল থেকে ১৯২৪ খ্রী· ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে বৃত্তি নিয়ে উত্তীর্ণ হন এবং কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে অনার্স সহ বি·এ· এবং জেলে বন্দী অবস্থায় ল' পাশ করেন। এর বহুদিন পর ১৯৫৯ খ্রী· হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারি পরীক্ষায় অনার্স ডিগ্রি পান। ১২ বছর বয়সে গুপ্ত রাজনৈতিক দলে যোগ দেন। ১৯২৩ খ্রী· নদীয়া জেলা সমবায় সমিতি ও দরিদ্র ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করেন। এই বছর মাত্র ১৪ বছর বয়সে বোমা তৈরি করতে গিয়ে বিস্ফোরণে তিনি তাঁর ডান হাতটি হারান। ১৯২৪/২৫ খ্রী· দক্ষিণেশ্বর বোমা মামলা ও বিপ্লবী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ২ বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯২৭ খ্রী· রাজদ্রোহ ও ঐতিহাসিক ছাত্র অভ্যুত্থানের (কৃষ্ণনগর কলেজ) নেতা হিসাবে আবার প্রায় দেড় বছরের কারাদণ্ড হয়। ১৯২৯ খ্রী· সর্বভারতীয় বয়েজ স্কাউট আন্দোলনে নদীয়া জেলার নেতা ও ছাত্রপ্রতিভূ হিসাবে তিনি প্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি পেশ করেন। ১৯৩০ খ্রী· লবণ সত্যাগ্রহে নেতৃত্বদান ও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের সঙ্গে যুক্ত—এই অভিযোগে দীর্ঘ আট বছর কারাদণ্ড হয়। ১৯৪২ খ্রী· জাতীয় অভ্যুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৪৪ খ্রী· জেলায় জেলায় বিপ্লবী কর্মীদের ঐক্যসাধনের চেষ্টা করেন ও কংগ্রেসী জুলুমের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। ১৯৪৬ খ্রী· সাম্প্রদায়িক প্রতিরক্ষা কমিটি গঠন করেন ও ব্যাপক প্রচার-অভিযান চালান। এই বছরেই তিনি কংগ্রেস ছেড়ে দেন। ১৯৪৭ খ্রী· গ্রামের লোকদের নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুরূপ এক সংগঠন করেন। এ ব্যাপারে এম· এন· রায় ছিলেন তাঁর পথপ্রদর্শক। তিনি নানারকম রাজনৈতিক পুস্তকের প্রকাশক ও লেখক ছিলেন এবং তাঁর কলিকাতার বাড়িতে বুদ্ধিজীবীদের একটি আড্ডা বসত। শনিবাসর ও রবিবাসর প্রথম শুরু হয় তাঁর ছাপাখানার সভাকক্ষে। 'আকাশ মাটী' ও 'কান্না হলো গান' তাঁর রচিত দু'খানি বিপ্লবাত্মক কাব্যগ্রন্থ। হোমিও চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি ও সম্মান পেয়েছেন। অকৃতদার ছিলেন। [১৭৪]

মহিমচন্দ্র দাশগুপ্ত (৯·৪·১৮৮২ - ৬·৮·১৯৩৮) নবাবপুর—নোয়াখালি। ডাক্তারী পাশ করে চট্টগ্রামে তাঁর কর্মকেন্দ্র গড়ে তোলেন। গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯২১ খ্রী· আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। সে সময় চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন। শ্রমিক সংগঠন গঠনে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সহযোগী ছিলেন। ১৯২৮ খ্রী· তাঁরই চেষ্টা ও সহযোগিতায় চারিদিকের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও সূর্য সেন (মাস্টার দা) চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক নির্বাচিত হন। পরবর্তীকালে তাঁর ভূমিকা মাস্টারদার অন্তরঙ্গ সুহৃদরূপে এবং চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের পর আত্মগোপন পর্বে বিপ্লবীদের আস্তানা ও আশ্রয়দাতা রূপে। এজন্য তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে পুলিশী অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। তাঁর অগ্রজ জমিদার বিপিন দাশগুপ্ত অত্যাচারের ফলে রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান। চট্টগ্রামের মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড, রামকৃষ্ণ আশ্রম ও প্রবর্তক সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [৮২]

মহিমচন্দ্র দাস (ফেব্রু· ১৮৭১ - ৩·৪·১৯৪০) ভাটিখাইন—চট্টগ্রাম। যাত্রামোহন। অবিভক্ত বাঙলার জনপ্রিয় নেতা। চট্টগ্রামের পটিয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় থেকে 'রায় বাহাদুর বৃত্তি' সহ ১৮৯০ খ্রী· এন্ট্রান্স, চট্টগ্রাম কলেজ থেকে এফ·এ· ও কলিকাতার সিটি কলেজ থেকে ১৮৯৪ খ্রী· বি·এ· পাশ করে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৮৯৭ খ্রী· আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চট্টগ্রাম জেলা আদালতে আইনজীবী হিসাবে যোগ দেন। ১৯০৫ খ্রী· বঙ্গভঙ্গ-প্রতিবাদ আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯১১ খ্রী· সাপ্তাহিক পত্রিকা 'পাঞ্চজন্য' প্রকাশে ব্রতী হন। বিদেশী সরকারের বিরূপ মনোভাবের জন্য পত্রিকাটিকে বন্ধ করে দিতে হয়। ১৯২১ খ্রী· বন্ধু কালীশঙ্কর চক্রবর্তীর সাপ্তাহিক পত্রিকা 'জ্যোতিঃ' দৈনিকে রূপান্তরিত হলে তিনি তার সম্পাদনার ভার নেন। এই পত্রিকাটি কলিকাতার বাইরে মফস্বল থেকে প্রকাশিত প্রথম দৈনিক। সরকারী রোষে

১৯২৯ খ্রী· পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেলে অনুজ অম্বিকাচরণের সহায়তায় 'দৈনিক পাঞ্চজন্য' প্রকাশ করেন। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে আইন ব্যবসা ত্যাগ করেন। ঐ বছর এপ্রিল মাসে বার্মা অয়েল কোম্পানীর শ্রমিক ধর্মঘট ও তার সমর্থনে সর্বাত্মক হরতাল এবং আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের প্রায় ১৫ হাজার শ্রমিক-কর্মচারীর দীর্ঘ তিনমাসব্যাপী ধর্মঘট আন্দোলনে অন্যান্য অনেকের সঙ্গে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩০ খ্রী· চট্টগ্রাম লবণ সত্যাগ্রহ পরিচালনা করে কারারুদ্ধ হন। চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের প্রথমে সম্পাদক ও পরে সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৭ খ্রী· কংগ্রেস-প্রার্থীরূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। চট্টগ্রামের প্রায় সকল ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। [৮২]

মহিমচন্দ্র সরকার, রায়বাহাদুর (১৮৫২ - ১৯১৮) মালঞ্চী—পাবনা। মোহনলাল। আলীপুরের সাবজজ ছিলেন। ১৯১০ খ্রী· অবসর নিয়ে এম· সি· সরকার অ্যান্ড সন্স নামে পুস্তক-বিপণি প্রতিষ্ঠা করে আইন পুস্তক প্রকাশনে উদ্যোগী হন। তিনি নিজেও কয়েকটি আইন-বিষয়ক পুস্তক রচনা করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: 'Law of Evidence', 'Civil Procedure Code', 'Specific Relief Act', 'Land Acquisition Act', 'Civil Court Practice and Procedure' প্রভৃতি। 'Legal Miscellany' নামে আইনের একটি মাসিক পত্রিকা তিনি প্রকাশ করতেন। [৭, ১৪৯]

মহীউদ্দীন চৌধুরী (১৯০৬ - ১৯৭৫) খৈড়া খালপার—ঢাকা। মনীরউদ্দীন চৌধুরী। কবি মহীউদ্দীনের পুরো নাম রব্বে আলা মহীউদ্দীন, ডাক-নাম রঙ মিয়া। ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম যুগে যে অল্প কয়েকজন বুদ্ধিজীবী কমিউনিস্ট মতাদর্শে প্রভাবিত হয়েছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম। ১৯২৩ খ্রী· থেকে খিলাফত আন্দোলনে ও কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনে স্বেচ্ছাসেবকরূপে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। ১৯২৫ খ্রী· থেকে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হন। ১৯৩৭ - ৪৫ খ্রী· কলিকাতায় 'ইন্ডিয়ান কোয়ার্টারমাস্টারস্ ইউনিয়ন'-এর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। কিছুদিন 'ইন্ডিয়ান সেলার্স ইউনিয়ন' এবং 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস'-এর সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-কালে বহু ফেরারী রাজনৈতিক নেতা তাঁর কাছে আশ্রয় পেয়েছেন; অনেকের নিরাপত্তার ব্যবস্থাও তিনি করেছেন। নানা কারণে ১৯৪৯ খ্রী· তাঁকে কলিকাতা ছেড়ে ঢাকায় গিয়ে বাস করতে হয়। ফতুল্লায় তাঁর বাড়ির নাম রেখেছিলেন 'সাহিত্য শিবির'। ১৯৫৪ খ্রী· থেকে দুই বছর 'ঈস্ট পাকিস্তান ফেডারেশন অব লেবার' সংস্থার রিসার্চ অফিসার ছিলেন। 'আড়ীয়ান বিল কৃষক সভা' সংগঠনের পুরোধা হিসাবে যথেষ্ট কাজ করেছেন। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল অনাবাদী জমিকে আবাদযোগ্য করে তুলে দেশের খাদ্য-ঘাটতি পূরণ করা। ১৯৫৮ খ্রী· মিলিটারী শাসনের চাপে তাঁর রাজনৈতিক কর্মধারা বাধাপ্রাপ্ত হলে তিনি পুরোপুরি সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। গীতিকাব্য, কবিতা, নাট্যকাব্য, গদ্যরচনা, নাটক, উপন্যাস ও ছোটগল্পের সংগ্রহ এবং অনুবাদ-সাহিত্য নিয়ে তাঁর রচনার সংখ্যা ৮২। তার মধ্যে ৩৬ খানা প্রকাশিত হয়েছে। অনূদিত গ্রন্থ 'জরথুস্ত্র বললেন', 'অনুধ্যান', 'তিনজন মুসলিম মনীষী', 'ফাউস্ট' (২ খণ্ড) ও 'প্রাচীন বিজ্ঞানের ইতিহাস' বাংলা একাডেমী প্রকাশ করেছে। তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: কাব্য—'পথের গান', 'স্বপ্নসংঘাত যুদ্ধবিপ্লব', 'গরীবের পাঁচালী', 'অন্ন চাই, আলো চাই', 'জনসাধারণ', 'নবভারত', 'শিকারে চলেছে প্রভু বাস্যা কলন্দর', 'গান্ধীজী নিহত হয়েছেন', 'দিগন্তের পথে একা', 'অন্ধকারে ষড়যন্ত্র', 'এলো বিপ্লব'; উপন্যাস—'মহামানবের মহাজাগরণ', 'দুর্ভিক্ষ', 'আলোর পিপাসা', 'শাদি মোবারক', 'নতুন সূর্য', 'নির্যাতিত মানবের নামে', 'বশির', 'শিম্পির স্বপ্ন', 'কঙ্কাবতীর তীরে', 'কামিনী-কাঞ্চন'; নাটক—'রক্তাক্ত পৃথিবী'; ছোটগল্পের সংগ্রহ—'নিরুদ্দেশের যাত্রী'। ১৯৫৬ খ্রী· এক স্টাডি কনফারেন্সে যোগ দিতে তিনি ইংল্যান্ড যান। সেখানকার অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে রচিত হয় 'The Poem of Padma and the Prose of Thames' (১৯৫৭)। অন্যান্য ইংরেজী রচনা: 'Under the Shadow of an Anarchic World' (১৯৪৩), 'New Order of Society' (১৯৪৭) ও 'The Word' (১৯৭০)। [১৪৯, ১৫৮]

মহীতোষ রায়চৌধুরী (১৮৯০ - ২৭·৫·১৯৭২) যশোহর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম·এ· পাশ করে বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন এবং পরে ঐ কলেজের দর্শন বিভাগের প্রধান হন। অমৃতবাজার পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক ও হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসাবেও কয়েক বছর কাজ করেন। তিনি 'অল বেঙ্গল প্রাইমারী টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর এবং 'শিক্ষক' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক, ১৯৫২ খ্রী· থেকে ১৯৬৬ খ্রী· পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য এবং কিছুদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সভ্য ছিলেন। গান্ধীজীর মতাদর্শে বিশ্বাসী তিনি হরিজনদের উন্নতিসাধনে কাজ করেন। [১৬]

মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩ - ১৯১৮) কলিকাতা। প্রসিদ্ধ ধ্রুপদী। ১৮৮৬/৮৭ খ্রী· থেকে তিনি রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কাছে একাদিক্রমে সঙ্গীত শিক্ষা করে মধুরকণ্ঠ ধ্রুপদী ব'লে কলিকাতার সঙ্গীতসমাজে গণ্য হন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর পুত্র ললিতচন্দ্রও (১৮৯৮ - ১৯৪৪) সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। সেকালের অনেক নিষ্ঠাবান ধ্রুপদীর মত তিনিও ৩ মিনিটের গ্রামোফোন রেকর্ডে তাঁর সঙ্গীতসাধনাকে আবদ্ধ করে রাখতে চান নি। [১৮]

মহেন্দ্রনাথ সরকার, ড· (১৮৮২ - ৬·৪·১৯৫৪)। ১৯০৯ খ্রী· এম·এ· পাশ করে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৩৩ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজে ও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। এছাড়া ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা ও অধ্যয়নের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। ১৯৪৭ খ্রী· কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত দর্শন মহাসম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। রচিত গ্রন্থ: 'উপনিষদের আলো', 'তন্ত্রের আলো', 'যোগ পরিচয়', 'সিস্টেম অব বেদান্তিক থট এন্ড কালচার', 'হিন্দু মিস্টিসিজম', 'ঈস্টার্ন লাইট্স্' প্রভৃতি। [৪]

মহেন্দ্রলাল বড়ুয়া (? - ১৯৭৯) চট্টগ্রাম। বিপ্লবী কর্মধারা অব্যাহত রাখার জন্য অস্ত্র সংগ্রহের দায়িত্ব তিনি পালন করেন। ১·১১·১৯৩১ খ্রী· পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করে চট্টগ্রাম জেলে রাখে। পরে হিজলী বন্দী শিবিরে। ১৯৩৮ খ্রী· কারামুক্তির পর জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। 'বেঙ্গল বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশনে'র সম্পাদক ও 'চিটাগঙ ইউনিয়নে'র সক্রিয় সদস্য ছিলেন। [৮২]

মহেন্দ্রলাল বসু (১৮৫৩ - ১৯০১) কলিকাতা। ব্রজেন্দ্র। হিন্দু স্কুলে কিছুদিন পড়েন। অল্প বয়সেই অভিনয়ে অনুরাগী হয়ে ওঠেন। গিরিশচন্দ্র-পরিচালিত লীলাবতী নাটকে 'ভোলানাথ চৌধুরী'র ভূমিকায় ১১·৫·১৮৭২ খ্রী· প্রথম মঞ্চাবতরণ। নীলদর্পণ নাটকে 'পদী ময়রানী'র ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের প্রশংসা পান। উপেন দাসের শরৎ সরোজিনী নাটকে 'শরতে'র ভূমিকায় এবং পলাশীর যুদ্ধে 'সিরাজদ্দৌলা'র ভূমিকায় প্রতিভার ছাপ রাখেন। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে একাধিক নাটকে অংশগ্রহণ করেন। বিষাদ নাটকে 'অলর্কে'র ভূমিকায় তাঁর অভিনয়, গিরিশচন্দ্রের মতে—পূর্বের সব কৃতিত্বকে ম্লান করে দেয়। [৬৫, ৬৯, ১৪১]

মহেন্দ্রলাল বিশ্বাস। কোধুরখিল—চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম জেলায় যুববিদ্রোহ সংঘটনের পর থেকে তাঁর বাড়ি বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। তাঁর দুই পুত্র সুরেশ ও বিমল বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ব্রিটিশ বাহিনীর হাত থেকে বিপ্লবীদের বাঁচানোর জন্য দিনরাত পাহারা দিতেন। বহুবার বাড়ি তল্লাশী করেও পুলিস কাউকে ধরতে পারে নি। অবশেষে ১৯৩৬ খ্রী· তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। জেলে অনশন করে তিনি প্রাণ উৎসর্গ করেন। [৪২, ৯৬]

মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাঃ সি·আই·ই· (২·১১·১৮৩৩ - ২৩·২·১৯০৪) পাইকপাড়া—হাওড়া। তারকনাথ। প্রথমে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল ও পরে হিন্দু কলেজের পড়া শেষ করে ১৮৬১ খ্রী· কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে আই·এম·এস· এবং ১৮৬৩ খ্রী· এম·ডি· উপাধি পান। তিনি এবং জগদ্বন্ধু বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় এম·ডি·। প্রথম এম·ডি· চন্দ্রকুমার দে (১৮৬২)। উপাধিলাভের পর চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করে খ্যাতি লাভ করেন। 'Bengal Branch of the British Medical Association'-এর সেক্রেটারী ও সহ-সভাপতি থাকার সময় তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতির বিরুদ্ধে মত দেন। পরে হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাসী হয়ে ১৬·২·১৮৬৭ খ্রী· ঐ অ্যাসোসিয়েশনের ৪র্থ বার্ষিক সভায় অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালীর সর্বজননিন্দিত কতকগুলি দোষ কীর্তন করে হ্যানিম্যানের আবিষ্কৃত প্রণালীর যুক্তিযুক্ততা প্রদর্শন করেন। ফলে উপস্থিত বহু সাহেব ও ভারতীয় ডাক্তারের বিরাগভাজন হন। অ্যাসোসিয়েশন থেকে তাঁকে বহিষ্কৃত করা হয় এবং সেই সঙ্গে তাঁর ওপর একঘরে করার মত অত্যাচার চলে। নিজ মত প্রকাশের জন্য তিনি ১৮৬৭ খ্রী· 'Calcutta Journal of Medicine' পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর জীবিতকালে তিনিই ছিলেন সর্বপ্রধান হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। অক্রুর দত্তের পরিবারের রাজেন্দ্র দত্ত হোমিওপ্যাথি প্রচারে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। দেশবাসীকে বিজ্ঞানচর্চার সুযোগ দানের জন্য ২৯·৭·১৮৭৬ খ্রী· 'Indian Association for the Cultivation of Science'-সংস্থার প্রতিষ্ঠা তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তাঁর পরামর্শে সরকার বিবাহবিধি প্রণয়নে (Marriage Act III of 1872) মেয়েদের বিবাহের বয়স ন্যূনপক্ষে ১৬ বছর নির্ধারণ করেছিলেন। ১৮৮৮ খ্রী· বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। এই সম্মেলনে আসামের চা-শ্রমিকদের দুরবস্থা সম্বন্ধে প্রস্তাব নেওয়া হয়। মহেন্দ্রলাল শ্রমিকদের অপমানসূচক 'কুলী' শব্দ ব্যবহারে আপত্তি করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট, কলিকাতার শেরীফ (১৮৮৭) এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১৮৮৩ খ্রী· সি·আই·ই· এবং ১৮৯৮ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টর অফ ল' উপাধি পান। বৈদ্যনাথ রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞান ছাড়াও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও জ্যোতিষে বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। [৩, ৮, ২৫, ২৬, ১২৪]

মহেশচন্দ্র ঘোষ১ (১৮০৩? - ১৮৫৮) মহেশপুর—চব্বিশ পরগনা। 'মহেশ কাণা' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। জন্মান্ধতা এবং পিতার অসচ্ছল অবস্থার জন্য শিক্ষার সুযোগ পান নি। নিকটবর্তী টোলে ছাত্রদের পাঠ শুনে রামায়ণ, মহাভারত ও অমরকোষ মুখস্থ করেন। তাঁর এই প্রতিভা দেখে টোলের অধ্যাপক তাঁকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে শিক্ষা দেন। এই সময় থেকে তিনি সঙ্গীত-রচনা করেন। ক্রমে কবিয়ালগণের মধ্যে পরিচিত হয়ে কবিগানে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। শেষ-জীবনে কলিকাতার ছাতুবাবু ও লাটুবাবুর আশ্রয়ে ছিলেন। [২৫, ২৬]

মহেশচন্দ্র ঘোষ২ (২৯·৫·১৮৬৮ - ১২·৬·১৯৩০) পাবনা। রামজয়। কলিকাতার সিটি কলেজ থেকে এফ·এ· ও বি·এ· পাশ করেন। বর্ধমানের নিউ স্কুলে শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু। হাজারীবাগ সরকারী বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধানশিক্ষকরূপে কর্মজীবনের অবসান। অগ্রজ রাধাচরণ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলে তিনি

তাঁর অনুগামী হন। চিরকুমার মহেশচন্দ্র বহুভাষাবিদ্ ও দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, বৌদ্ধশাস্ত্র, খ্রীষ্টতত্ত্ব প্রভৃতিতে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁর বহু মৌলিক প্রবন্ধ নানা পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। 'বুদ্ধপ্রসঙ্গ' তাঁর প্রবন্ধ-সংকলন। হোমিওপ্যাথ ছিলেন এবং দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করতেন। প্রাচ্যধর্ম তথা দর্শনশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে 'বেদান্তরত্ন' উপাধি দেওয়া হয়। [১৯৪]

মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নীল-বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক। নড়াইলের জমিদার রামরতন রায়ের নায়েব ছিলেন। শোনা যায়, আগস্ট ১৮৬০ খ্রী· গ্রান্ট সাহেবের পাবনা সফরকালে হাজার হাজার কৃষকের যে বিক্ষোভ-প্রদর্শন ঘটেছিল তার তিনি সংগঠক ছিলেন। নীল আন্দোলন প্রসঙ্গে জয়রামপুরের তালুকদার রামরতন মল্লিক এবং তাঁর দুই ভাই রামমোহন ও গিরিশের নামও উল্লেখযোগ্য। রামরতনকে বলা হত 'বাঙলার নানা সাহেব'। জমিদাররা সাধারণভাবে কৃষকদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন; তবে তাঁদের অনেকেই জমির পত্তনি ইজারার জন্য নীলকরদের কাছ থেকে চড়া দাম ও মোটা সেলামী আদায়ের উদ্দেশ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধাতেন। [৩]

মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় (২২·২·১৮৩৬ - ১৯০৬) নারীট—হাওড়া। হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত। শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধর স্বামীর বংশধর। তিনি প্রথমে মেদিনীপুর জেলার রায়গঞ্জে প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ঠাকুরদাস চূড়ামণির নিকট ব্যাকরণপাঠ সমাপ্ত করেন। তারপর বিভিন্ন অধ্যাপকের নিকট কাব্য, স্মৃতি, বেদান্ত ও অলঙ্কারশাস্ত্র অধ্যয়ন করে কাশী যান। সেখানে, বেদ, উপনিষদ্ ও বেদান্তশাস্ত্র পাঠ করেন। কলিকাতায় জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন শেষ করে 'ন্যায়রত্ন' উপাধি পান। ১৮৬৩ খ্রী· শোভাবাজারের মহারাজা কমলকৃষ্ণদেবের আনুকূল্যে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা করতে থাকেন। ১৮৬৪ খ্রী· সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ও নিজে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেন। ১৮৭৬ খ্রী· উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ হন ও ১৮৯৫ খ্রী· অবসর-গ্রহণ করেন। তিনিই সংস্কৃত আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষার প্রবর্তক। স্বগ্রামে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় বর্তমানে 'ন্যায়রত্ন ইন্‌স্টিটিউশন' নামে পরিচিত। মার্টিন কোম্পানীর হাওড়া-আমতা রেলপথ তাঁরই প্রচেষ্টায় নির্মিত হয়েছিল। তিনি 'কাব্যপ্রকাশ' গ্রন্থের টীকা এবং 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলির তাৎপর্যবিবরণ' ও 'বাক্যপ্রকাশের তাৎপর্যবিবরণ' নামে টিপ্পনী গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া এশিয়াটিক সোসাইটির আনুকূল্যে সায়ণভাষ্যসহ 'তৈত্তিরীয় সংহিতা'র তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড এবং শবরভাষ্যসহ 'মীমাংসাদর্শন' সম্পাদনা করেন। পঞ্জিকা-সংস্কার কার্যেও ব্রতী হয়েছিলেন। ১৮৮১ খ্রী· সরকার কর্তৃক তিনি সি·আই·ই· এবং ১৮৮৭ খ্রী· 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন। [২৫, ২৬, ১৩০]

মহেশচন্দ্র বড়ুয়া (১৯০৮ - জানু· ১৯৩৮) সাতগড়িয়া—চট্টগ্রাম। গৌরকিশোর। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে ও ১৯৩০ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। গুপ্ত বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন। ১৯৩৩ খ্রী· বাথুয়া রাজনৈতিক ডাকাতি মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডিত হয়ে আন্দামান জেলে প্রেরিত হন। ১৯৩৬ খ্রী· তাঁকে রাজশাহী জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই মারা যান। [৪২]

মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। গুপ্তিপাড়া—হুগলী। বদনচন্দ্র। হুগলী কলেজ, স্মিথস জমিনদারী স্কুল, হুগলী কলেজ (অ্যাংলো পারশীয়ান বিভাগ), হিন্দু স্কুল প্রভৃতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রধানশিক্ষক এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের প্রথম ভারতীয় অধ্যাপক (১৮৬৯ - ৭৪) ছিলেন। ১৮৬৭ খ্রী· Higher Graded Service-এ মহেশচন্দ্র, তাঁর অগ্রজ ঈশানচন্দ্র এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়—মাত্র এই তিনজন ভারতীয় ছিলেন। লেখক হিসাবেও তিনি দেশে-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেন। 'বেথুন সোসাইটি'র সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। [১৬৬]

মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৭·৮·১২৬৫ - ২৭·১০·১৩৫০ ব·) বিটঘর—ত্রিপুরা। ঈশ্বরদাস তর্কসিদ্ধান্ত। প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবসায়ী। দারিদ্র্যের জন্য পড়াশুনা বেশী করতে পারেন নি। কৃচ্ছ্রসাধন করে জীবন কাটিয়ে অর্জিত অর্থ জনসেবায় দান করেন। কুমিল্লায় যে কোন বাঙালী-পরিচালিত ব্যবসায়ে সাহায্য করেছেন। নিজে রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থেকেও বিপ্লবীদের বন্ধু ছিলেন। পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে দরিদ্র ছাত্রদের জন্য কুমিল্লা শহরে 'ঈশ্বর-পাঠশালা', ও মাতার স্মৃতিরক্ষার্থে 'রামমালা ছাত্রাবাস', কাশীতে 'রামমালা ধর্মশালা', তাছাড়া 'নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়' স্থাপন করেন। তাঁর প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'পারিবারিক চিকিৎসা', 'স্ত্রীরোগ চিকিৎসা', 'হোমিওপ্যাথিক ওলাওঠা চিকিৎসা', 'পারিবারিক ভেষজতত্ত্ব' প্রভৃতি। [৩, ১০]

মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৮ - ১৯০৫) ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর মত পাঞ্জাবী (শোরী মিঞা) টপ্পার বাঙালী গায়ক অল্প ছিল। বারাণসীর পণ্ডিত রামকুমার মিশ্র এবং শিউসহারের কাছে পশ্চিমী রীতির টপ্পা শেখেন। তাঁর প্রথম জীবনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং পরবর্তী জীবনে মস্‌জিদ বাড়ী স্ট্রীটের সুবিখ্যাত গুহ পরিবার। তাঁর রচিত পাঁচটি গান পাওয়া যায়। পূর্ণাঙ্গ পশ্চিমী টপ্পার অনুশীলন করলেও বাংলা টপ্পা গাওয়া বন্ধ করেন নি। স্বরচিত বাংলা টপ্পা প্রায়ই গাইতেন। সিন্ধুড়ার টপ্পায় যশস্বী ছিলেন। ১৮৭৫ খ্রী· প্রিন্স্ অফ ওয়েল্‌স্ এডওয়ার্ড

কলিকাতায় এলে তাঁর সংবর্ধনায় বেলগাছিয়া ভিলার অনুষ্ঠানে তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করেন। [১৪৯]

মহেশচন্দ্র সরকার (১৮১৮ - ১৮৮৭)। বারাণসী-প্রবাসী খ্যাতনামা বীণকার। গণেশীলাল বাজপেয়ী ছিলেন তাঁর প্রধান সঙ্গীতগুরু। প্রথম জীবনে সেতার-বাজনায় দক্ষতা অর্জন করেন। তাঁর বীণাবাদন শুনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাবসমাধিস্থ হয়েছিলেন। [৩]

মহেশ সরকার (১৯০০ - ২০.৫.১৯৪৫) কলিগ্রাম—মালদহ। অসহযোগ আন্দোলনে রাজনৈতিক জীবন শুরু। ক্রমে কিষাণমজদুর সংগঠনে আত্মনিয়োগ করে ১৯২৮ খ্রী· কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কিষাণ-মজদুর সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯৩৮ খ্রী· চাঁচল রাজার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে জয়লাভ করেন। মালদহ জেলার কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। [৭৬]

মহেশ্বর মাইতি (? - ১৯৩০) রাজ্মা—মেদিনীপুর। আইন-অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। চৌকিদারী ট্যাক্সের বিরুদ্ধে খিরাইতে বিক্ষোভ-শোভাযাত্রাকালে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে মারা যান। [৪২]

মাখন চ্যাটার্জী (১৯২৫ - ৪.২.১৯৮০)। খ্যাতনামা বন্দর-শ্রমিকনেতা। আর্থিক কারণে ১৪ বছর বয়সে কলিকাতা বন্দরে সামান্য কাজে যোগ দিতে বাধ্য হন। নিজের চেষ্টায় ভালভাবে ইংরেজী ও হিন্দী শেখেন। ১৯৪২ খ্রী· পোর্ট ও ডক কর্মীদের ধর্মঘট তিনিই পরিচালনা করেছিলেন। ১৯৪৪ খ্রী· চাকরি ছেড়ে বন্দর-শ্রমিক সংস্থার কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। কলিকাতা পোর্ট ট্রাস্ট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন ও সোশ্যালিস্ট পার্টি পরিচালিত কলিকাতা পোর্ট মজদুর ইউনিয়নের একত্রীকরণে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৯৫১ খ্রী· কলিকাতা বন্দর-শ্রমিক সংস্থা ও ১৯৫৮ খ্রী· সারা ভারত পোর্ট ও ডককর্মী সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা (ILO) এবং আন্তর্জাতিক পরিবহন কর্মী ফেডারেশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৪ খ্রী· 'হিন্দ মজদুর সভা'র সভাপতি হন। [১৬]

মাখনলাল ঘোষ (১৯০১ - ২৯.১২.১৯১৯) আলমবাজার—চব্বিশ পরগনা। অক্ষয়কুমার। পনরো বছরের এই কিশোরকে মার্চ ১৯১৬ খ্রী· পুলিস কলিকাতার উপকণ্ঠ থেকে গ্রেপ্তার করে রাজনৈতিক ডাকাতি মামলার আসামী ব'লে আদালতে হাজির করে। বিচারে খালাস পেলেও ভারতরক্ষা বিধানে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করে বাঙলার বিভিন্ন জেল ও অস্বাস্থ্যকর গ্রামে তাঁকে অন্তরীণ রাখা হয়। পুলিসী অত্যাচার ও চরম অবহেলার ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটে। সরকারী পত্রে তাঁর মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলা হয়েছে। [৪২, ৪৩]

মাখনলাল রায়চৌধুরী (৫.১.১৯০০ - ২৮.৬.১৯৬২) করপাড়া—নোয়াখালী। প্রখ্যাত আইনবিদ্ মহিমচন্দ্র। ঐতিহাসিক মাখনলাল বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ক্রীড়াবিদ, সাহিত্যিক ও সমাজসেবী হিসাবেও খ্যাতিমান ছিলেন। নোয়াখালীর জুবিলী হাই স্কুল থেকে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। ঢাকা কলেজে বি.এ. ক্লাশে পড়ার সময় গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেওয়ায় কলেজ থেকে বিতাড়িত হন। পরে ১৯২২ খ্রী· বি.এ. এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে এম.এ. পাশ করেন। ইতিমধ্যে আইন পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হন। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের অধীনে কিছুদিন গবেষণা করেন। কর্মজীবনের শুরু পাটনা কলেজে। ভাগলপুর টি.এন.জে· কলেজে অধ্যাপনাকালে অধ্যাপক খোদাবক্সের অধীনে 'দীন ইলাহি'র ওপর গবেষণা কার্য করে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি এবং ১৯৩৪ খ্রী· 'মওয়াট' স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৩৭ খ্রী· বারাণসীর ওরিয়েন্টাল কলেজ তাঁকে 'শাস্ত্রী' উপাধি দান করে। 'State and Religion in Mughal India' নিবন্ধের জন্য ১৯৪১ খ্রী· ডি.লিট· উপাধি পান। ১৯৪২ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐস্লামিক ইতিহাস বিভাগ খোলা হলে তিনি তার অধ্যাপক হয়ে আসেন। ১৯৪৪ খ্রী· 'ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ' নিয়ে কায়রো আল-আজ-হর বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। ১৯৪৮ খ্রী· 'Music in Islam' গ্রন্থের জন্য গ্রিফিথ পুরস্কার লাভ করেন। ঐ সময় আরবী ভাষায় 'ভগবদ্গীতা'র অনুবাদ তিনিই প্রথম করেন। এরপর তিনি মিশরের রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য সংস্কৃতির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেলিগেশনের সভ্যরূপে তিনি মধ্যপ্রাচ্যের বহু দেশ ভ্রমণ করেন। ১৯৫০ খ্রী· দেশে ফিরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং ১৯৫৭ খ্রী· ঐস্লামিক বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। 'আরবী সাহিত্যের উপর সংস্কৃতের প্রভাব' (ইংরেজীতে) শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করে স্যার আশুতোষ স্বর্ণপদক লাভ করেন। সাহিত্যকর্মে এবং সাহিত্যের আলোচনায় তাঁর বিশেষ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'জাহানারার আত্মকাহিনী', 'শরৎ-সাহিত্যে পতিতা', 'বিশ্বের বিখ্যাত পত্রাবলী', 'আরব শিশুর কাহিনী', 'ভারতবর্ষ পরিচয়' 'Romance of Afganisthan', 'Egypt in 1945' প্রভৃতি। ক্রীড়ানুরাগী ছিলেন। আই.এফ.এ. ফুটবল প্রতিযোগিতায় তিনি কয়েকবার খেলেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। মুঙ্গেরের ভূমিকম্পের সময় ও পঞ্চাশের মন্বন্তরে তাঁর সেবাকার্য উল্লেখযোগ্য। [১৪৯]

মাখনলাল সেন (১১.১.১৮৮১ - ১১.৫.১৯৬৫) সোনারং—ঢাকা। গুরুনাথ। অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন পিতার কর্মস্থল চট্টগ্রামে জন্ম। এম.এ. ক্লাশে পড়ার সময় স্বদেশী আন্দোলনের কালে বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে ঢাকা যান এবং অনুশীলন সমিতির নেতা পুলিনবিহারী দাস গ্রেপ্তার হবার পর সমিতির নেতা হন। ১৯১০ খ্রী· তাঁর নামে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার হলে আত্মগোপন করে কলিকাতায় আসেন। এখানে গোপনে অনুশীলন সমিতির কাজকর্ম চালাতে থাকেন। ১৯১৪ খ্রী· বর্ধমানে ও কাঁথিতে প্রবল বন্যা হলে তিনি বাঘা যতীনের সহায়তায় বন্যার্তদের সাহায্যে এগিয়ে যান। এই

ব্যাপারে বাঙলা সরকারের সঙ্গে প্রচণ্ড বিবাদ শুরু হয়। ১৯১৫ খ্রী· 'ভারতরক্ষা আইন' রচিত হলে তিনি চট্টগ্রামের টেকনাফ অঞ্চলে গ্রেপ্তার হন। ১৯২০ খ্রী· মুক্তি পেয়ে কলিকাতায় এসে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যোগ দেন। এই অধিবেশনে গান্ধীজীর সমর্থনে এগিয়ে যান। নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগ নীতি গৃহীত হলে ১৯২১ খ্রী· তিনি কলিকাতায় চিত্তরঞ্জনের অনুরোধে গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনের ভার গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে বিপ্লবী জীবনের বন্ধু সুরেশচন্দ্র মজুমদারের অনুরোধে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় যোগদান করে ১ নভেম্বর ১৯৩০ খ্রী· অল্প কিছুদিনের জন্য সম্পাদক হন। ১২·১১·১৯৩০ খ্রী· রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের প্রতিবাদে কলিকাতা পুলিস কমিশনারের আদেশ অমান্য করে মিছিলের নেতৃত্ব দিয়ে গ্রেপ্তার হন ও ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩৯ খ্রী· আনন্দবাজার পত্রিকা ছেড়ে 'জার্নালিস্ট কর্নার' নামে সাংবাদিক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করে 'ভারত' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৪২-এর 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের সময় 'ভারত' পত্রিকা মারফত বিপ্লবী সাংবাদিকতার চূড়ান্ত আদর্শ স্থাপন করেন। 'ভারত' পত্রিকাটি রাজরোষে পড়লে তিনি আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। কিছুদিনের মধ্যেই গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৪৫ খ্রী· পর্যন্ত অন্তরীণ থাকেন। মুক্তি পেয়ে পুনর্বার 'ভারত' পত্রিকাটি প্রকাশ করলেও দীর্ঘদিন চালাতে পারেন নি। দেশ স্বাধীন হবার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ঢাকার সোনারং 'ন্যাশনাল স্কুলে'র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। 'সিডিসন কমিটি'র মতে, এই স্কুলটি 'ছাত্রদের উপর সাংঘাতিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং ইহা বহু ডাকাতির জন্য দায়ী....'। [৩, ৪, ৭, ১৬, ৫৪]

মাণিক্যচন্দ্র তর্কভূষণ (১৮শ শতাব্দী)। পিতা বন্দ্যবংশীয় রামবল্লভ নৈহাটির সুবিখ্যাত ভট্টাচার্য বংশের আদিপুরুষ এবং নদীয়া-রাজ রঘুরামের দানভাজন ছিলেন। মাণিক্যচন্দ্রও হালিশহরের সাবর্ণচৌধুরী সন্তোষ রায় এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে বহু ভূমি দান পেয়েছিলেন। নব্যন্যায়ের একজন প্রসিদ্ধ পত্রিকাকার ছিলেন। তাঁর উদ্ভাবিত নূতন পদ্ধতি আয়ত্ত করার জন্য বহু প্রতিভাশালী ছাত্র তাঁর কাছে পাঠ গ্রহণ করতে আসতেন। রাজা নবকৃষ্ণের সভায় সপ্তাহব্যাপী যে বিচার হয়েছিল, তাতে অগ্রণী হয়ে তিনি বহুসহস্র টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। পুত্র শ্রীনাথের হত্যাকাণ্ডে (১৮০৯) মর্মাহত হয়ে তিনি প্রায় ১০০ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। [৯০]

মাতঙ্গিনী হাজরা (১৮৭০ ? - ২৯·৯·১৯৪২) হোগ্‌লা—মেদিনীপুর। ঠাকুরদাস মাইতি। স্বামী—ত্রিলোচন হাজরা। ১৮ বছর বয়সে নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হন। ২৬ জানুয়ারী ১৯৩২ খ্রী· স্থানীয় কর্মীরা জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর শোভাযাত্রা বার করলে তিনি শোভাযাত্রায় যোগ দেন। এই বছরই আলিনান লবণ-কেন্দ্রে লবণ প্রস্তুত করে আইন অমান্য করেন। পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করে পায়ে হাঁটিয়ে বহুদূর পর্যন্ত নিয়ে ছেড়ে দেয়। এরপর চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনে যোগ দিয়ে শোভাযাত্রা বার করেন এবং 'গভর্নর ফিরে যাও' ধ্বনি দেওয়ায় ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে বহরমপুর জেলে বন্দী থাকেন। ১৯৩৩ খ্রী· মহকুমা কংগ্রেস কমিটি অবৈধ থাকাকালীন তমলুকে মহকুমা কংগ্রেস সম্মেলনে ও ১৯৩৯ খ্রী· মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস মহিলা-সম্মেলনে প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। আশপাশের গ্রামে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি হলে সেবা করতেন। এজন্য লোকে তাঁকে 'গান্ধীবুড়ী' বলত। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে তিনি এক বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নিয়ে থানা দখল করতে যান। ইংরেজ সৈন্যদল গুলি চালাতে শুরু করলে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। এই দৃশ্য দেখে জাতীয় পতাকা হাতে মিছিল নিয়ে তিনি অকম্পিতপদে অগ্রসর হলেন। এই সময় পুলিস প্রথমে তাঁর দুই বাহুতে এবং শেষে ললাটে গুলি করে। জাতীয় পতাকা উচ্চে রেখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। [৩, ১০, ২৩, ২৫, ২৬, ২৯]

মাতলা সাঁতাল (? - ১৯৩৬) কান্তাকোল—দিনাজপুর। আইন অমান্য আন্দোলনে (১৯৩০) অংশগ্রহণ করেন। বন্দী অবস্থায় দিনাজপুর জেলে মারা যান। [৪২]

মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১২৩৭ - ৯·২·১৩১২ ব·) নন্দীগ্রাম—হুগলী। ওভারসিয়ারের চাকরি নিয়ে ওড়িশায় যান। এখানে জ্যোতিষ শিখতে থাকেন। ওভারসিয়ার থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার হয়ে ১২৯৫ ব· অবসর নেন। অবসর-গ্রহণের পর কলিকাতায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের উৎসাহে এবং আশুতোষ মিত্রের সহায়তায় বিশুদ্ধ পঞ্জিকা প্রকাশে মনোযোগী হন এবং ১২৯৭ ব· 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা' প্রকাশ করেন। [৫]

মাধবচন্দ্র তর্কচূড়ামণি, মহামহোপাধ্যায়। কালীকচ্ছ—ত্রিপুরা। মহেশ্বর চক্রবর্তী। বিক্রমপুরে (ঢাকা) কলাপ-ব্যাকরণ ও কাব্য অধ্যয়নের পর নবদ্বীপে শিবনাথ শিরোমণির নিকট ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা সম্পূর্ণ করে 'তর্কচূড়ামণি' উপাধি লাভ করেন। তারপর স্বগ্রামে ও পরে ঢাকার সূত্রাপুর অঞ্চলে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা করেন। অনেক বছর পরে তিনি কলিকাতায় হাতিবাগান অঞ্চলে 'চতুষ্পাঠী' খুলে আমৃত্যু বহু ছাত্রকে সংস্কৃত শিক্ষাদানে ব্যাপৃত থাকেন। ১৯১১ খ্রী· 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। তাঁর প্রণীত 'একাদশী মাহাত্ম্যচন্দ্রিকা' এবং টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' পুস্তক ১৩০৩ ব· ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। [১৩০]

মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত (১৭৮৩ - ১৮৬৫) নবদ্বীপ। বিশ্বেশ্বর বিদ্যাবাচস্পতি। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার মাধবচন্দ্র বিচারমল্ল ছিলেন না, তবে অধ্যাপনাগুণে তিনি সুবিখ্যাত শ্রীরাম শিরোমণির প্রতিপক্ষরূপে নৈয়ায়িক-সমাজে প্রচুর প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তাঁর শক্তিবাদটীকা 'মাধবী'

নামে প্রসিদ্ধ। যুগোপযোগী পাণ্ডিত্যের চূড়ান্ত নিদর্শন তাঁর 'ন্যায়পত্রী'। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ: 'কারকচক্রবিবৃতি', 'কাব্যমালিকা', 'হাস্যার্ণবটীকা', 'মুগ্ধবোধটীকা' প্রভৃতি। তিনি শঙ্করপুত্র শিবনাথ বাচস্পতির ছাত্র ও প্রথম জীবনে নলডাঙ্গারাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ১২৪৬ ব. বর্ধমানরাজের বিখ্যাত 'ন্যায়শাস্ত্রের বিদ্যালয়ে' পণ্ডিত নিযুক্ত হন। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি নবদ্বীপেই অধ্যাপনা করেন। শ্রীরাম শিরোমণি রোগগ্রস্ত হওয়ায় তাঁর স্থলে নবদ্বীপরাজ শ্রীশচন্দ্র তাঁকে প্রাধান্যপদে নিয়োগ করেন (১২৬১ ব.)। ১০/১১ বছর তিনি নবদ্বীপ-সমাজের 'প্রধান' নৈয়ায়িক ছিলেন। প্রায় ৫০ বছর অধ্যাপনা করেন। [৯০]

মাধব দত্ত (১৯০৫ - ১৯.৫.১৯৮৫) বরিশাল। জলপাইগুড়ি জেলার কৃষক আন্দোলনের অগ্রণী সৈনিক। অল্পবয়সে বরিশাল অনুশীলন পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে স্বদেশী আন্দোলন ও পরে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৩৫ খ্রী. জলপাইগুড়িতে এসে কংগ্রেস নেতা বিশিষ্ট চিকিৎসক চারুচন্দ্র সান্যাল ও খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের সঙ্গে পরিচিত হন। ১৯৩৯ খ্রী. জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত সোস্যালিস্ট পার্টির সম্মেলনে তিনিই প্রথম বোদা থেকে কৃষক জাঠা নিয়ে উপস্থিত থাকেন। সদর থানার অন্তর্গত অঞ্চলে কৃষক সংগঠনের কাজে তাঁর সাথী ছিলেন পরেশ মিত্র, ডাঃ গোবিন্দ কুণ্ডু, মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত, শচীন রায়, মানিক সান্যাল, ধরণী বর্মণ, পঞ্চানন নাগ, সুধাময় দাশগুপ্ত, সজিজুদ্দিন আহম্মদ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ। [১৪৯]

মাধবদাস বাবাজী, মাধো বাবাজী (১৮২৪ - ২০.৬.১৯০০)। পিতা সাধুচরণ সস্ত্রীক তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে প্রয়াগে থেকে যান এবং সেখানেই মাধবদাসের জন্ম হয়। তাঁর মাতা চৈতন্যদেবের বংশজাতা ছিলেন। ১৮৩৩ খ্রী. এলাহাবাদে নবপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হয়ে তিনি জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি ও বীজগণিতে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করেন। ১৮৪৪ খ্রী. থেকে ১৮৪৯ খ্রী. পর্যন্ত তিনি লক্ষ্ণৌ মানমন্দিরের রাজজ্যোতির্বিদ্ কর্নেল উইলকক্সের অধীনে কাজ করেন। অযোধ্যা ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হলে তিনি ট্রেজারিতে কাজ করেন। এই সময় অযোধ্যায় সিপাহী বিদ্রোহ দেখা দেয়। তিনি তখন অধ্যাত্মবিদ্যা ও যোগবিদ্যা শিক্ষা করেন এবং পেন্সন নিয়ে কার্যত্যাগ করে মন্ত্রদীক্ষা দিতে থাকেন। সকল ধর্মের লোকই তাঁর শিষ্য ছিলেন। এলাহাবাদে তাঁর আবাসস্থল 'মাধো কুঞ্জ' নামে খ্যাত। তাঁর সঙ্গে এই কুটিরে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং বিবেকানন্দ সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। তিনি সকল ধর্মমতের আলোচনা করে 'The Unitarian' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। [২৫, ২৬]

মাধব, দ্বিজ (১৬শ শতাব্দী)। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা দ্বিজ মাধব মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী ছিলেন। তাঁর পুথি কেবলমাত্র পূর্ববঙ্গ, বিশেষত চট্টগ্রাম অঞ্চলেই আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু তাঁর আত্মপরিচয় থেকে জানা যায়, তিনি পশ্চিমবঙ্গের সপ্তগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি সম্ভবত পূর্ববঙ্গে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর রচনা অনুসরণ করে পূর্ববঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল রচনার একটি নিজস্ব ধারার সৃষ্টি হয়েছিল। [৩]

মাধবী দাসী। ড. দীনেশচন্দ্র সেন বলেন, 'নীলাচলবাসিনী, গৌরাঙ্গের সমকালবর্তিনী ও শিখি মাইতির ভগিনী ছিলেন—মাধবী দাস'। এই বিদুষী মহিলা সম্বন্ধে জানা যায় যে তিনি কিছুকাল শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের হিসাবরক্ষক ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, মহাপ্রভু ১৫০৯ খ্রী. পুরীধামে গেলে মাধবী তাঁর কাছে দীক্ষালাভ করেন। তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান, ভক্তি ও ধর্মপরায়ণতা দেখে চৈতন্যদেব তাঁর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর পদ পাওয়া যায়। তিনি কখনও কখনও নিজনাম 'মাধব দাস' ব'লে স্বাক্ষর করতেন ব'লে জানা যায়। [২০, ৪৪]

মাধবেন্দ্র পুরী। পূর্ণিপাট—শ্রীহট্ট। ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। ব্যাকরণ, কাব্য ও ধর্মশাস্ত্রে পারদর্শী মাধবেন্দ্র চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা শুরু করেন। তাঁর অধ্যাপনার খ্যাতি পূর্ববঙ্গের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। স্ত্রীর মৃত্যু হলে সংসারে বীতস্পৃহ হয়ে কিশোর পুত্রকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন এবং কুলিয়া ও কুমারহট্টের মধ্যবর্তী বিষ্ণুগ্রামে এসে নূতন চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। অল্পকালের মধ্যে কুমারহট্ট, কাঞ্চনপল্লী (কাঁচড়াপাড়া) থেকে শুরু করে কুলীনগ্রাম, শান্তিপুর, নবদ্বীপ অবধি তিনি সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাধনজীবনেরও উন্নতি হতে থাকে। ভাগবতকে তিনি অধ্যাত্ম সাধনার প্রধান অবলম্বন-রূপে গ্রহণ করেছিলেন। দক্ষিণদেশে ভাগবতের যে মাধুর্যময় বিকাশ ঘটে সেই নিগূঢ় সাধনার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। পুরী সম্প্রদায়ের এক সন্ন্যাসী নেতার কাছে সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করে দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন তীর্থে ভ্রমণ করেন। ক্রমে নৈষ্ঠিক ভক্তিসাধনার স্থলে কৃষ্ণপ্রেমের রসমধুর সাধনপথ তিনি বেছে নেন। সন্ন্যাসী, আচার্য, গৃহস্থ সকলেই তাঁর প্রবর্তিত এই প্রেমধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকেন। তাঁর গৌড়ীয় সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে প্রধান ঈশ্বরপুরী ও কেশব ভারতী। গোপালের সেবায় তিনি ব্রজমণ্ডলে দুই বছর কাটান। সেখান থেকে শান্তিপুর হয়ে নীলাচলে যান। তাঁর বিষয়ে কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—'পৃথিবীতে রোপণ করি গেলা প্রেমাঙ্কুর/সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ চৈতন্য ঠাকুর'। [১৫৭]

মানকুমার বসুঠাকুর (২৮.৬.১৯২০ - ২৭.৯.১৯৪৩) ঢাকা। ভূপতিমোহন। ভারতীয় উপকূল রক্ষা বাহিনীতে যোগদান করে সৈন্যবিভাগের ১৩ টি বিভাগীয় পরীক্ষায় প্রথম হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চতুর্থ মাদ্রাজ উপকূল বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের বীজ দেখা গিয়েছে—সামরিক দপ্তরের গোপন সূত্রে প্রাপ্ত এই সংবাদে সামরিক পুলিস ১৮.৪.১৯৪৩ খ্রী. মানকুমার সহ ১২ জন সৈনিককে গ্রেপ্তার করে। যুদ্ধে বাধাসৃষ্টি ও সরকারের বিরুদ্ধে

ষড়যন্ত্রের অপরাধে বিচারে মানকুমার এবং আরও ৮ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ হয় (৫·৮·১৯৪৩)। তাঁরা 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি ও পরস্পরকে আলিঙ্গন করে সহাস্যবদনে মাদ্রাজ দুর্গে ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন। [১০, ৪২, ৪৩]

মানকুমারী বসু (২৫·১·১৮৬৩ - ২৬·১২·১৯৪৩) সাগরদাঁড়ী—যশোহর। আনন্দমোহন দত্ত। ১৮৭৩ খ্রী· বিবুধশঙ্কর বসুর সঙ্গে বিবাহ হয় এবং ১৯ বছর বয়সে একটি কন্যা নিয়ে বিধবা হন। মাইকেল মধুসূদন সম্পর্কে তাঁর খুল্লতাত। বাঙলাদেশে সর্বজনবিদিত মহিলা কবিদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁর প্রসিদ্ধ কবিতাগুলি প্রধানত বিয়োগ-বেদনা-সঞ্জাত। তিনি অন্তঃপুর শিক্ষার জন্য শিক্ষয়িত্রী, পল্লীগ্রামে স্ত্রীচিকিৎসক ও ধাত্রীর আবশ্যকতা বিষয়ে এবং সমাজের দুর্নীতি ও কুসংস্কার নিবারণের জন্য যেসব প্রবন্ধ রচনা করেন তার কয়েকটি বিশেষ আদৃত ও পুরস্কৃত হয়েছে। 'বামাবোধিনী'র লেখিকা-শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তিনি সাহিত্য-প্রতিভার জন্য ১৯১৯ খ্রী· থেকে আমৃত্যু ভারত সরকারের বৃত্তি পান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ১৯৩৯ খ্রী· 'ভুবনমোহিনী সুবর্ণপদক' এবং ১৯৪১ খ্রী· 'জগত্তারিণী সুবর্ণপদক' দানে সম্মানিত করে। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'প্রিয় প্রসঙ্গ', 'শুভ সাধনা', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি', 'কনকাঞ্জলি', 'পুরাতন ছবি', 'বাঙ্গালী রমণীদের গৃহধর্ম', 'বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্তব্য', 'বীরকুমারবধ কাব্য' প্রভৃতি। ছোটগল্প রচনায়ও পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁর রচিত 'রাজলক্ষ্মী', 'অদৃষ্ট-চক্র', এবং 'শোভা' কুন্তলীন পুরস্কার পেয়েছে। ১৯৩৭ খ্রী· চন্দননগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের 'কাব্যসাহিত্য' শাখার সভানেত্রী ছিলেন। [৩, ৭, ২৫, ২৬, ২৮]

মানকৃষ্ণ নমদাস (? - ২৬·৫·১৯৩৩)। গুপ্ত বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন। ধরা পড়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। আন্দামানের সেলুলার জেলে থাকা কালে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর অমানুষিক ব্যবহারের প্রতিবাদে ১৬ মে ১৯৩৩ খ্রী· অনশন শুরু করে জেলেই মারা যান। [৪২]

মানবেন্দ্রনাথ রায় (২২·৩·১৮৮৭ - ২৫·১·১৯৫৪) খেপুত—মেদিনীপুর। পিতা দীনবন্ধু ভট্টাচার্য পূজারীর পৈতৃক বৃত্তি পরিত্যাগ করে ২৪ পরগনার কোদালিয়া গ্রামে শ্বশুরালয়ে বাস করেন এবং আড়বেলিয়া গ্রামের বিদ্যালয়ে হেড পণ্ডিতের চাকরি নেন। প্রকৃতনাম নরেন্দ্রনাথ। বিপ্লবী কাজে বিভিন্ন সময়ে সি· মার্টিন, হরি সিং, মি· হোয়াইট, মানবেন্দ্রনাথ রায়, ডি· গার্সিয়া, ডা· মাহ্‌মুদ, মি· ব্যানার্জী প্রভৃতি নাম গ্রহণ করতে হলেও মানবেন্দ্রনাথ নামটির পরিচিতি সর্বাধিক। পিতার স্কুলে তাঁর শিক্ষা শুরু। ১৮৯৭ খ্রী· হরিনাভি অ্যাংলো-সংস্কৃত বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখানে ১৯০৫ খ্রী· গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ঐ অঞ্চলে এলে তাঁর সংবর্ধনা জানাতে ছাত্রদের নিয়ে মিছিল পরিচালনা করার অপরাধে প্রধান শিক্ষক কর্তৃক বিতাড়িত সাতজন ছাত্রের মধ্যে তিনিও ছিলেন। জাতীয় বিদ্যাপীঠ থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯০৬) হয়ে, যাদবপুরের বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটে ভর্তি হন। চাংড়িপোতা রেল স্টেশনে (বর্তমান সুভাষনগর) রাজনৈতিক ডাকাতিতে (১৯০৭) অংশগ্রহণ করার জন্য পুলিস সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করলেও প্রমাণাভাবে তিনি মুক্তি পান। মজঃফরপুর বোমা ও মুরারিপুকুর বোমা মামলায় বেশীর ভাগ কর্মী ও নেতা ধরা পড়লে বাঘা যতীনের সহকর্মিরূপে আবার গুপ্ত সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯১০ খ্রী· ধরা পড়েন। প্রমাণাভাবে মুক্ত হবার পর তাঁকে সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গ করতে দেখা যায়। অল্পদিন পরেই আবার বাঘা যতীনের নেতৃত্বে বিপ্লবী কর্মে লিপ্ত হয়ে ভারতে ও ভারতের বাইরে সংগঠন গড়তে থাকেন। ১৯১৪ খ্রী· প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় বিপ্লবীগণ ইংরেজের শত্রু জার্মানদের কাছে অস্ত্রসাহায্য নিয়ে দেশ স্বাধীন করার একটি বিরাট পরিকল্পনা করেন। এই পরিকল্পনায় তিনি প্রধান ভূমিকা নেন। এর প্রস্তুতির জন্য দুইটি ডাকাতিতে নেতৃত্ব দেন (১২·১·১৯১৫ খ্রী· গার্ডেনরীচ ও ২২·২·১৯১৫ খ্রী· বেলিয়াঘাটায়) এবং মোট ৪০ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। এ ব্যাপারে মানবেন্দ্রনাথকে কারাবাস থেকে বাঁচানোর জন্য নেতা যতীন্দ্রনাথ ও পূর্ণ দাসের আদেশে রাধাচরণ প্রামাণিক স্বীকারোক্তি করেন এবং বিশ্বাসঘাতকের কলঙ্ক নিয়ে কারাগারেই মৃত্যুবরণ করেন। সি· মার্টিনের ছদ্মনামে তিনি বৈদেশিক যোগাযোগের প্রয়োজনে এপ্রিল ১৯১৫ খ্রী· বাটাভিয়া যাত্রা করেন। এ মাসেই উত্তর ভারতের বিপ্লবী দল অবনী মুখার্জীকে জাপানে পাঠায়। মার্টিন জুন মাসের মাঝামাঝি ভারতে ফেরেন। ইতিমধ্যে বিদেশী জাহাজে ভারতে অস্ত্র আমদানির কথা একাধিক সূত্রে সরকার জানতে পারে এবং তল্লাশী ও ধরপাকড় শুরু হয়। ১৫·৮·১৯১৫ খ্রী· পুনরায় আর একজন বিপ্লবী সহকর্মীর সঙ্গে তিনি দেশত্যাগ করেন। তাঁর সহকর্মী ধরা পড়েন কিন্তু তিনি হরি সিং নামে ফিলিপাইনে অবতরণ করেন। এখান থেকে আবার নাম বদলে মি· হোয়াইটরূপে জাপানের নাগাসাকি বন্দরে অবতরণ করে রাসবিহারী বসুর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। নূতন চীনের জনক সান-ইয়াৎ সেনের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটে। কিছু অস্ত্র স্থলপথে ভারতে পাঠাবার চেষ্টায় জাপানী পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে পিকিং যাত্রা করেন। দেড় বছর দূর প্রাচ্যের প্রায় সকল দেশ ভ্রমণ করে ১৯১৬ খ্রী· সানফ্রানসিস্‌কোয় অবতরণ করেন। সেখানে জার্মান গুপ্তচর অপবাদ এড়াতে পালো আল্টোতে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের আশ্রয়ে কিছুদিন থাকেন এবং তাঁরই পরামর্শে নাম গ্রহণ করেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। আমেরিকা ইতিমধ্যে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং জাতীয়তাবাদী ভারতীয় বিপ্লবীদের জার্মান স্পাই ব'লে গ্রেপ্তার শুরু হয়। এ সময় ভারতের পক্ষে প্রচারের জন্য আমেরিকায় ভ্রমণরত লালা লাজপত

রায় ও মানবেন্দ্রনাথ আমেরিকায় র‍্যাডিক্যালদের সংস্পর্শে আসেন। তাঁদের প্রভাবে তিনি মার্ক্সবাদ পড়তে আরম্ভ করেন। জীবনের শেষে 'ফিজিক্যাল রিয়্যালিজম্' নামে এক দর্শনের প্রবক্তা হন। সোশ্যালিস্ট ভ্রাতৃসঙ্ঘের তিনিই প্রথম ভারতীয় সদস্য। এই সময়ে আমেরিকায় থাকা নিরাপদ নয় বুঝে তিনি মেক্সিকো যান এবং সোশ্যালিস্ট পার্টি পরিচালিত মেক্সিকোর আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে একজন মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি মেক্সিকোয় সোশ্যালিস্ট পার্টিকে কমিউনিস্ট পার্টিতে রূপান্তরিত করে রাশিয়ার বাইরে বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টির প্রবর্তকরূপে পরিচিত হন। পরে বোরোদিনের মারফত লেনিন কর্তৃক মস্কোয় যাওয়ার নিমন্ত্রণ পান। মেক্সিকোকে তিনি তাঁর দ্বিতীয় জন্মভূমি বলেছেন। ১৯১৯ খ্রী· ডি· গার্সিয়া ছদ্মনামে মেক্সিকো ছাড়েন এবং স্ত্রী· এভলিন ট্রেন্টসহ বার্লিন প্রভৃতি ঘুরে ১৯২০ খ্রী· মস্কোয় পৌঁছে 'মে দিবসে'র সমাবেশে বক্তৃতা করেন। মেধা ও বুদ্ধিমত্তার জন্য তিনি লেনিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন এবং তৎকালীন রাশিয়ার প্রথম শ্রেণীর তাত্ত্বিকদের একজন ব'লে পরিগণিত হন। জুলাই মাসের কংগ্রেসে লেনিনের উপনিবেশ-বিষয়ক থিসিসের সঙ্গে একমত না হয়ে নিজস্ব থিসিস দেন এবং সেটি দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিন থিসিসের পরিশিষ্টরূপে গৃহীত হয়। এই কংগ্রেসে কার্যনির্বাহক সমিতির প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্ন 'স্মল ব্যুরো'র সদস্য নির্বাচিত হন। কমিন্টার্নের মধ্য এশিয়ার ব্যুরোর সদস্যও হন কিন্তু ১ থেকে ৮ জুলাই বাকু শহরে অনুষ্ঠিত মধ্য এশিয়ার সম্মেলনে উপস্থিত না হয়ে অস্ত্রশস্ত্রসহ তাশখন্দ রওনা হন। এখানে থিবা শহরে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির কয়েকজন পলাতক সৈন্য ও ইরানী বিপ্লবীদের সংগঠিত করে তিনি লাল ফৌজের এক আন্তর্জাতিক বাহিনী গড়ে তোলেন। এই সৈন্যদলের সাহায্যে তিনি মেশেদ- কোয়েটা সড়ক ও ট্রান্সকাস্পিয়ান রেলপথের কয়েকশত মাইল শত্রুমুক্ত করেন। এ অঞ্চল থেকে ব্রিটিশ প্রভাব লুপ্ত হয় এবং সোভিয়েট সীমান্ত নিরাপদ হয়। তিনি বোখারায় হস্তক্ষেপ করে এক সোভিয়েট সরকার স্থাপন করেন। ফরগনা দখলের দুঃসাহসিক অভিযানেও বিজয়ী হন। মস্কোয় অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় সম্মেলনে যোগ দেন। অবনী মুখার্জীর সঙ্গে যৌথভাবে রচিত 'India in Transition' গ্রন্থটি এ সময়ে প্রকাশিত হয়। তৃতীয় আন্তর্জাতিকে (১৯২২) তিনি অন্যতম সভাপতি নিযুক্ত হন। এর পরই মস্কোয় 'টয়লার্স অফ দি ঈস্ট' নামে বিদ্যালয় খোলা হয় এবং তিনি এখানে উচ্চপদ লাভ করেন। করাচীতে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সম্মেলনে তিনি তাঁর গোপন দূত নলিনী গুপ্ত (কুমার) মারফত কার্যসূচী পাঠান। ১৯২২ খ্রী· আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংস্থার কার্যকরী সমিতির বিকল্প সদস্য ও ১৯২৪ খ্রী· সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম এবং বিশিষ্ট সম্পাদক হন। ১৯২৩ খ্রী· শওকত ওসমানি, মুজফ্ফর আমেদ প্রভৃতির নামে যে ষড়যন্ত্রের মামলা ভারতে শুরু হয় তিনি তার প্রথম আসামী ছিলেন। তিনি ইউরোপ থেকে 'ভ্যানগার্ড', 'ম্যাসেস', 'অ্যাডভান্স গার্ড' প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার চালাতেন। ১৯২৪ খ্রী· লেনিনের মৃত্যুর পর চীনদেশে বিপ্লব পরিকল্পনায় আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠনের পক্ষ থেকে বোরোদিনকে সাহায্যের জন্য তিনি চীনে প্রেরিত হন। এখানে বোরোদিনের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য হওয়ায় চীন থেকে বহিষ্কৃত হন (১৯২৭)। চীনদেশের এই ঘটনার পর থেকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠনে তাঁর পতন সূচিত হয়। ১৯২৮ খ্রী· স্ত্রী এভলিনের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। কমিন্টার্ন-এর ষষ্ঠ কংগ্রেসে (১৯২৮) তাঁর অনুপস্থিতিতে 'ডিকলোনাইজেশন থিসিস' লেখার জন্য তিনি নিন্দিত ও কমিন্টার্ন থেকে বিতাড়িত হন। ১৯২৯ খ্রী· ব্রন্ডলার নামক জার্মান বন্ধুর পত্রিকায় 'কমিন্টার্নের সঙ্কট' নামে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করতে থাকেন ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে নিজের বিরোধিতা প্রকাশ করে কমিউনিস্ট সমাজচ্যুত হন। বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনায় এলেন গটসচেক তাঁকে সাহায্য করতেন। ১৯৩০ খ্রী· ডা· মাহ্‌মুদ ছদ্মনামে তিনি ভারতে প্রবেশ করেন। জুন ১৯৩১ খ্রী· বোম্বাই শহরে ধরা পড়েন। ৬ বছর কারাবাসকালে গড়ে ওঠে তাঁর বিখ্যাত দর্শন 'ফিজিক্যাল রিয়্যালিজম্'। কারামুক্তির পর কংগ্রেসের ফৈজপুর অধিবেশনে সম্মানিত নেতারূপে যোগ দেন। কিন্তু পরবর্তী জীবনে ভারতের রাজনীতিতে তাঁর প্রভাব অনুভূত হয় না। ৪·৪·১৯৩৭ খ্রী· বোম্বাই থেকে 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৩৯ খ্রী· পত্রিকার নাম বদলে 'র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট' নামে প্রকাশ করতে থাকেন। ২৬·১০·১৯৪০ খ্রী· র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পিপলস্ পার্টি গঠন করেন। প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের পর তিনি ইউরোপীয় কৃষক সমিতির সম্পাদিকা এলেন গটস্‌চেককে বিবাহ করে দেরাদুনে থাকতেন। ১৭টি ভাষায় দক্ষতা ছিল। তাঁর রচিত ৬৭টি গ্রন্থ ও ৩৯টি পুস্তিকার সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলি ইংরেজী, ফরাসী, স্প্যানিশ ও জার্মান ভাষায় রচিত। তাঁর অসমাপ্ত জীবনস্মৃতি মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য রচনা: 'Revolution and Counter-revolution in China', 'New Humanism', 'Reason, Romanticism and Revolution' (2 Vols), 'My Memoirs' প্রভৃতি। [৩, ৪, ১০, ৮৯, ১০৭]

মানসিং মাঝি। সাঁওতাল বিদ্রোহের (১৮৫৫) অন্যতম নায়ক। [৫৬]

মানা গুঁই (সত্যেন্দ্রনাথ) (১৯০৯ - ১৭·১১·১৯৭৭) কৃষ্ণনগর—নদীয়া। ত্রিশের দশকে মোহনবাগান ক্লাবের বিখ্যাত খেলোয়াড়। তাঁর ফুটবল খেলার শুরু কৃষ্ণনগর টাউন ক্লাবে। মোহনবাগানে যোগদানের আগে ভবানীপুর ক্লাবে খেলেছেন। ১৯৪০ খ্রী· সিংহল সফরকারী ভারতীয় দলের অন্যতম খেলোয়াড় হিসাবে

সেখানে যান। ১৯৪১ - ৪২ খ্রী· মোহনবাগান দলের অধিনায়ক ছিলেন। [১৬]

মানিকচন্দ্র। উত্তরবঙ্গের এই ধর্মশীল রাজাকে অবলম্বন করে রংপুর ও দিনাজপুর জেলায় প্রচলিত 'মানিকচাঁদের গান' রচিত হয়েছে। মানিকচন্দ্র ও তাঁর পত্নী ময়নামতী এবং পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনী তিব্বত ও চট্টগ্রামের বৌদ্ধ গ্রন্থেও বর্ণিত আছে। [২]

মানিক দত্ত (১৪শ শতাব্দী)। চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের আদি কবি। তিনি সম্ভবত মালদহ অঞ্চলের লোক ছিলেন। [৩]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (২৯·৫·১৯০৮ - ৩·১২·১৯৫৬)। বিক্রমপুর—ঢাকা। হরিহর। প্রখ্যাত সাহিত্যিক। পিতৃদত্ত নাম প্রবোধকুমার। মানিক তাঁর ডাক-নাম। পিতার সরকারী চাকরির জন্য বাঙলা ও বিহারের বহু অঞ্চলে তাঁর বাল্যকাল কেটেছে। বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ান মিশন কলেজ থেকে আই·এস-সি· পাশ করে অঙ্কে অনার্স নিয়ে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ার সময় 'বিচিত্রা' পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'অতসী মামী' প্রকাশিত হলে (১৯২৮) সাহিত্যজগতে সাড়া জাগে। তাঁর উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য' ২১ বছর বয়সের রচনা। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও সাহিত্য-কর্মকেই জীবন ও জীবিকার একমাত্র অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে ২/৩ বছর মাত্র চাকরি করেছিলেন। ১৯৩৫ খ্রী· তাঁর প্রথম উপন্যাস 'জননী' প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির মধ্যে 'পুতুল নাচের ইতিকথা' ও 'পদ্মানদীর মাঝি' 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। নানা কারণে প্রচণ্ড অর্থাভাব দেখা দিলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁর সাহিত্যিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। তাঁর শেষ উপন্যাস 'মাশুল'। তাঁর সম্বন্ধে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন: 'আধুনিক আত্মশক্তির সমস্ত দুর্বোধ্যতা ও চিত্তবিক্ষেপের সমগ্র ঘূর্ণাবেগ তাঁহার উপন্যাসে বিধৃত। মার্ক্স-এর শ্রেণীসংগ্রামতত্ত্ব ও ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণ বাংলার অতীত-আচ্ছন্ন জীবন-চর্চায় যতখানি শিল্পসম্মতভাবে রূপায়িত হইতে পারে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস তাহার চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে।' তাঁর পঞ্চাশটির অধিক উপন্যাস, বহু গল্প ও কবিতা-সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে। [৩, ৫, ১৪৯]

মানিকলাল দত্ত। শ্রীরামপুর। সুবর্ণবণিক সমাজের দানশীল ব্যক্তি। ১৩৩৫ ব· বিভিন্ন সৎকাজে ব্যয় করার জন্য ৫ লক্ষ ৩২ হাজার টাকার সম্পত্তি উইল করে গেছেন। এই অর্থে কলিকাতা, হুগলী ও চুঁচুড়ার দুঃস্থ সুবর্ণবণিক পরিবারের সাহায্যের জন্য স্ত্রী প্রেমবতীর নামে এন্ডাউমেন্ট ফান্ড গঠন, কারমাইকেল হাসপাতালে শিশুদের জন্য বিশ্বেশ্বর দত্ত ওয়ার্ড প্রতিষ্ঠা, শ্রীরামপুর হাসপাতালে স্বনামে চক্ষু বিভাগ স্থাপন, কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে সুবর্ণবণিক ছাত্রদের বিনাবেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা, হুগলীতে নলকূপ খনন, চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে বিনাব্যয়ে চিকিৎসার সুযোগলাভের উদ্দেশ্যে কয়েকটি শয্যার ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্ভব হয়েছে। [২৫]

মানিকলাল শীল। কলুটোলা—কলিকাতা। পান্নালাল। পিতামহ দানবীর মতিলাল। তিনি বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজ-সংলগ্ন রোগনিবাসের একটি অংশ পিতার নামে নির্মাণ করান। ছাত্রগণ যাতে বিনা বেতনে লেখাপড়া ও শিল্পকার্য শিক্ষা করতে পারে তার জন্য তিনি বেলগাছিয়ায় একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। [১]

মানিকলাল সেন (? - ১৯৩০) মুর্শিদাবাদ। বারাণসীর জেলে অনশনে মৃত্যু বরণ করেন। [১৭৩]

মানিক সেন (সেপ্টে· ১৯২০ - ১৯·৯·১৯৭৯) পিরোজপুর—বরিশাল। পিতা বিনোদবিহারী গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। কলিকাতায় এসে কৈশোরেই তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ম্যাট্রিক পাশ করার পর ১৯৩৮ - ৩৯ খ্রী· কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন এবং ১৯৪২ খ্রী· পার্টির সভ্য হন। সেই সময় তিনি মায়া ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যালেন বেরী, জয়া ইঞ্জিনিয়ারিং, এম· সি· মৌজী প্রভৃতি কারখানায় শ্রমিক সংগঠনের কাজে অগ্রণী ভূমিকা নেন। ১৯৬৪ খ্রী· থেকে পার্টির কলিকাতা জেলা পরিষদের সম্পাদক-মণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। [১৬]

মায়া রায় (১৯০১ - ১৬·১·১৯৬১)। পিতা জগদীশচন্দ্র সেনগুপ্ত ছিলেন বিখ্যাত কংগ্রেসকর্মী ও আসানসোলের প্রথম রেলওয়ে ধর্মঘটের (আনু· ১৯২১) উদ্যোক্তা। পিতার ব্যবসাস্থল মাদ্রাজের কনভেন্টে তাঁর শিক্ষা শুরু। কলিকাতার ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন থেকে প্রবেশিকা পাশ করে বেথুন কলেজের ছাত্রী অবস্থায় প্রসিদ্ধ শিল্পী চারু রায়ের সঙ্গে বিবাহ হয় (১৯১৮)। চারু রায় চিত্রজগতে প্রবেশ করলে তিনিও তৎকালীন সামাজিক সংস্কার ও বিরোধিতা উপেক্ষা করে 'সিরাজ ও আনারকলি' (ইংরেজী নাম 'দি লাভস্ অফ এ মোগল প্রিন্স') নির্বাক ছবিতে অভিনয় করে স্বামীর যোগ্য সহকর্মিণীর পরিচয় দেন। প্রথম সিনেমা পত্রিকা 'বায়োস্কোপ'-এর পরিচালনা ও সম্পাদকীয় কার্যে স্বামীকে যথেষ্ট সহায়তা করেন। ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই সমান দখল ছিল। 'খেয়ালী', 'বায়োস্কোপ', 'দীপালী' (ইংরেজী ও বাংলা), 'নাচঘর', 'চিত্রপঞ্জী', ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। ইংরেজী সাপ্তাহিক 'দীপাবলী'র সম্পাদক 'প্রথম অভিজাত বাঙালী মহিলা সিনেমা শিল্পী'—এই পরিচয়সহ তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। [৮২, ১৭৪]

মার্শম্যান, জন ক্লার্ক (১৮·৮·১৭৯৪ - ৮·৭·১৮৭৭) ব্রডমিড—ইংল্যান্ড। পিতা জোশুয়া মার্শম্যানের সঙ্গে ১৭৯৯ খ্রী· বাঙলাদেশে আসেন। শ্রীরামপুরে বাল্যকাল কাটে। ১৮১৯ খ্রী· আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশনের যাজক-সম্প্রদায়ভুক্ত হন। শ্রীরামপুর মিশনারী কলেজের পরিচালনা এবং 'সমাচার দর্পণ' ও 'ফ্রেন্ড অফ ইণ্ডিয়া' পত্রিকার সম্পাদনায় বিশেষ কৃতিত্ব

দেখান। ১৮১৮ খ্রী· থেকে শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৮২২ খ্রী· থেকে ১৮৫২ খ্রী· মিশনের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চার্টার পুনরায় অনুমোদিত হবার সময়ে তিনি একজন সাক্ষী হন। এ সময়ে ভারতীয় রেল, তার ও শিক্ষা-বিষয়ক অনুসন্ধান ও কার্যকরী প্রস্তাবের তিনি প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। বাংলা, হিন্দী, ফারসী ও সংস্কৃত ভাষা খুব ভাল জানতেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (দুই খণ্ড), 'পুরাবৃত্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ' (১৮৩৩), 'জ্যোতিষগোলাধ্যায়', 'সদ্‌গুণ ও বীর্যের ইতিহাস' (১৮২৯), 'ঈশপস্ ফেবল্স্', 'ক্ষেত্রবাগান বিবরণ', 'মারিচ গ্রামার' (Murrays Grammar) প্রভৃতি। এছাড়া আইন-সম্পর্কিত বাংলায় লেখা তাঁর ১২টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। মাতা হ্যানা মার্শম্যান বাঙলার নারীশিক্ষা প্রচলনে প্রথম উদ্যোগী মহিলা। ভারতবর্ষ থেকে স্বদেশে ফিরে (১৮৫২) তিনি 'History of India', 'Outline of the History of Bengal', 'Life and Times of Carey, 'Marshman and Ward' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। [৩, ১২২]

মার্শম্যান, জোশুয়া (২০·৪·১৭৬৮ - ৫·১২·১৮৩৭) ইংল্যান্ড। জন। তন্তুবায়পুত্র মার্শম্যান ১৪ বছর বয়সে লন্ডনের পুস্তক-বিক্রেতার দোকানে চাকরি গ্রহণ করেন। ১৭৯১ খ্রী· ব্যাপটিস্ট পরিবারের হ্যানা শেফার্ডকে বিবাহ করে ব্যাপটিস্ট মতবাদে দীক্ষিত হন। ১৭৯৪ খ্রী· শিক্ষকের বৃত্তি গ্রহণ করেন। বহুভাষাবিদ ছিলেন। মিশনারী কাজে উৎসাহিত হয়ে ১৭৯৯ খ্রী· প্রচারকার্যের জন্য ভারতে আসেন। শ্রীরামপুর মিশনকে কর্মকেন্দ্র নির্বাচন করে মিশনের ব্যয়নির্বাহের জন্য একটি স্কুল খোলেন। তাঁর স্ত্রীও একাজে সাহায্য করতেন। স্ত্রী হ্যানা বাঙলার নারীশিক্ষা প্রচলনে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেন। এই স্কুলটি ক্রমে শ্রীরামপুর কলেজ ও ধর্মীয় শিক্ষালয়ে পরিণত হয়। এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে প্রচারকার্যের জন্য দুরূহ চীনা ভাষা শিখে ঐ ভাষায় বাইবেল অনুবাদ এবং ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা করেন। 'সংস্কৃত রামায়ণ' তাঁর ও কেরীর যুগ্ম প্রচেষ্টায় অনূদিত হয়। ব্যাপটিস্ট মিশনারী সংস্থার কেরী ছিলেন নেতা, কিন্তু মার্শম্যান অনেক কাজ কেরীর বিরোধিতা সত্ত্বেও নিষ্পন্ন করেন—যেমন পত্রিকা প্রকাশনা। 'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া', 'সমাচার দর্পণ' ও 'দিগ্‌দর্শন' নামে তিনটি পত্রিকা তাঁর চেষ্টায় প্রকাশিত হয়। সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' মে ১৮১৮ খ্রী· প্রকাশিত হয়। গঙ্গাকিশোরের স্বল্পস্থায়ী 'বাঙ্গালা গেজেট' বাদ দিলে এটিই বাংলায় প্রথম সাপ্তাহিক। 'দিগ্‌দর্শন' মাসিক পত্রিকাটি তার আগের মাসে মার্শম্যান প্রকাশ করেন। ১৮২৬ খ্রী· তিনি একবার স্বদেশে যান ও ফেরার পথে ডেনমার্কের রাজার কাছে শ্রীরামপুর থিওলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন সংগ্রহ করেন। খ্রীষ্টীয় ধর্মজগতে এ এক অসাধারণ ঘটনা। ফলে শ্রীরামপুর কীয়েল ও কোপেনহেগেনের মত সমান ক্ষমতাসম্পন্ন এবং ভারতের ডিভিনিটি-বিষয়ক উপাধি-প্রদানের ক্ষমতাসম্পন্ন একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হয়। রামায়ণের ইংরেজী অনুবাদ, শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপন ও পত্রিকা প্রকাশ—এই তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য জোশুয়া মার্শম্যান বঙ্গবাসীর চিরস্মরণীয়। রামমোহন রায়ের সঙ্গে ধর্মীয় বিতর্ক তাঁর 'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ফলে রামমোহন বেদান্তের বাংলা অনুবাদে অনুপ্রাণিত হন। কেরীর মৃত্যুর পর (১৮৩৪) মার্শম্যান শ্রীরামপুর মিশনের নেতৃত্ব করেন। জন ক্লার্ক তাঁর পুত্র। [১২২]

মালকা জান, আগ্রাওয়ালী। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে কলিকাতায় মালকা জান নামে কয়েকজন বাইজী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উৎকৃষ্ট গায়িকা হিসাবে প্রসিদ্ধি ছিল আগ্রার মালকা জানের। খেয়াল, ঠুংরি, দাদরা, গজল সবই ভাল গাইতেন, তবে খেয়ালে নাম ছিল বেশি। তিনি ত্রিপুরার রাজা রাজেন্দ্র দেববর্মার (সিংহাসন লাভ ১৯০৭) রাজদরবারে ৩/৪ বছর দরবারী গায়িকারূপে ছিলেন। কলিকাতায়ই তিনি নিয়মিত থাকতেন। কলিকাতার তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ গায়িকা গহর জানের মত বাঙলার বাইরে নানা দরবারে যেতেন না। এখানকার পেশাদার গায়ক-গায়িকাদের সমাজে তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল এবং বাইজী-সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি নেতৃস্থানীয়া ছিলেন। প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন এবং মিতব্যয়ী স্বভাবের জন্য সঞ্চয়ও করেছেন যথেষ্ট। পরিণত বয়সের আগেই সঙ্গীতজীবন থেকে সরে এসে বিবাহ করে গার্হস্থ্য জীবন যাপন করেন। গ্রামোফোন রেকর্ডে তাঁর কয়েকটি গান আছে। কলিকাতা ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীটের নিজ বাড়িতে তাঁর মৃত্যু হয়। [১৮]

মালতী ঘোষাল (ডিসে· ১৯০২ - ১৯·৭·১৯৮৪) কলিকাতা। 'কুন্তলীন'-খ্যাত এইচ· বোস। সঙ্গীতকে পেশা না করেও যেসব মহিলা বঙ্গদেশে যশ ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম। পারিবারিক সাঙ্গীতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে শৈশব কেটেছে। ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে তাঁর প্রথম সঙ্গীতে পাঠ অমলা দাশের কাছে। পিতা হেমেন্দ্রমোহন এক সময়ে রেকর্ড তৈরী করতেন। তাঁর কাছে রেকর্ডে গান দেবার জন্য যাঁরা আসতেন তাঁদের কাছে বেশ কিছু গান শেখার সুযোগ হয়েছিল তাঁর বালিকা বয়সে। এঁদের মধ্যে মানদাসুন্দরী দাসীর কাছে টপ্পা ও পূর্ণকুমারী দাসীর কাছে কীর্তন শেখেন। ক্রমে তাঁর তালিমী শিক্ষা শুরু হয়। বিভিন্ন সময়ে গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যামসুন্দর মিত্রের কাছে তালিম নেন। যন্ত্রসঙ্গীতেও শিক্ষাগ্রহণ করেন। ভাল সেতার বাজাতেন। ১৯৩৫ খ্রী· সুশান্ত ঘোষালের সঙ্গে বিবাহের পর নতুন করে সঙ্গীত চর্চা শুরু হয়। ঘরোয়া অনুষ্ঠান ও ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার অঙ্গ হিসাবেই তাঁকে গান গাইতে দেখা যেত। স্বামীর সঙ্গে দ্বৈত কণ্ঠেও সমাজে গান গেয়েছেন। ১৯৪০ খ্রী· 'কে বসিলে আজি' ও 'হৃদয় বাসনা পূর্ণ হল' দিয়ে তাঁর প্রথম রেকর্ড এবং ১৯৫২ খ্রী· 'এ পরবাসে

রবে কে' ও 'যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার' দিয়ে দ্বিতীয় রেকর্ড প্রচারিত হয়। একক কণ্ঠের গাওয়া রবীন্দ্রনাথের এই চারখানি মাত্র গানই তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলে। ১৯৫২ খ্রী· স্বামীর মৃত্যুর পর সঙ্গীতের সঙ্গে প্রায় সমস্ত বাইরের সম্পর্ক তিনি ছিন্ন করেন। [১৬, ২২৩]

মালতী শ্যাম (১৯০৬ - ৩০·১০·১৯৪৬) শিলচর—আসাম। রায়সাহেব দীননাথ দাস। শিলচরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক নগেন্দ্রনাথ শ্যামের পত্নী। সুরমা উপত্যকার মহিলারা সর্বপ্রথম তাঁরই পরিচালনায় সমাজসেবার উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হন। ১৯৩২ খ্রী· থেকে পায়ে হেঁটে দুর্গম গ্রামাঞ্চলে গিয়ে মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর ব্যবস্থাপনায় আসামের মেয়েরা প্রথম প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেন। ১৯৩৮ খ্রী· 'শিলচর নারীকল্যাণ সমিতি' গঠন করেন। ১৯৪০ খ্রী· এই সমিতি নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। [১৭৪]

মালাধর বসু। দ্র· গুণরাজ খাঁ।

মাহেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, কাব্যতীর্থ, সাংখ্যার্ণব (১৮৭৭ - ৪·৭·১৯৭০) শিলচর—আসাম। মাধবচন্দ্র তর্কবাগীশ। শিলচর রাজকীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধানপণ্ডিত মাহেন্দ্রচন্দ্র ১৯৫৫ খ্রী· মহেঞ্জোদাড়ো এবং হরপ্পার শিলালিপির পাঠোদ্ধারে সক্ষম হয়েছেন বলে দাবি করেন। রচিত গ্রন্থ: 'তত্ত্বচন্দ্রিকা', 'সাহিত্যচর্চা', 'বৈদিক সমস্যা', 'শ্রীদুর্গার্চনচন্দ্রিকা', 'প্রবন্ধ কল্পলতা', 'Mohenjodaro Seals Deciphered' প্রভৃতি। [১৯১]

মিয়াধন। জাবেদা—শ্রীহট্ট। তাঁর 'নূতন প্রেম ভাণ্ডার' সঙ্গীত-গ্রন্থ ১৯৩২ খ্রী· প্রকাশিত হয়। তাঁর বাউল সুরে রচিত রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক সঙ্গীতের একটি পদ—'প্রাণ ললিতা ত্বরা যাও গো বন্ধুরে আনিয়া দাও'। [৭৭]

মির আসরফ আলি। ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৭ খ্রী· পর্যন্ত ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলের ধাত্রীবিদ্যা, স্ত্রী চিকিৎসা ও শিশু চিকিৎসার শিক্ষক ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'বাল চিকিৎসা'। [২১১]

মিরজা মুহম্মদ। দ্র· এহতেশাম উদ্দীন।

মিস্কিন শাহ। তিনি শিষ্যদলসহ বাঙলাদেশের ওয়াহাবী বিদ্রোহে যোগদান করে তিতুমীরকে সহায়তা করেন। [৫৬]

মিহির ভট্টাচার্য (১৯১৭ - ১৮·৮·১৯৭০)। বিশিষ্ট অভিনেতা। রঙ্গমঞ্চে ও চলচ্চিত্রে বহু ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনীত ছবির সংখ্যা শতাধিক। শিল্পী-জীবনের প্রথম দিকের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছবি: 'ছদ্মবেশী', 'বিজয়িনী', 'পথের দাবী', 'তটিনীর বিচার', 'তুমি আর আমি', 'পথের সাথী', 'শেষরক্ষা'। রঙ্গমঞ্চেও শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রযোজিত 'বিপ্রদাস' নাটকে দ্বিজদাসের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় স্মরণীয় হয়ে আছে। এছাড়াও রঙমহল ও স্টার রঙ্গমঞ্চের বহু নাটকের মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন। [১৭]

মীরকাশিম (? - ১৭৭৭)। মুর্শিদাবাদের নবাব মীরজাফরের কন্যা ফতেমাকে বিবাহ করে রাজদরবারে বিশিষ্ট পদলাভ করেন। পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফরের আদেশে সিরাজকে বন্দী করেন। পরে ইংরেজদের সহায়তায় মীরজাফরকে পদচ্যুত করে সিংহাসনে বসেন। রাজত্বকাল ১৭৬০ - ১৭৬৩ খ্রী·। তিনি প্রচুর অর্থদানের অঙ্গীকারে সিংহাসন পান, কিন্তু পরে না দিতে পেরে ইংরেজকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারী প্রদান করেন। ইংরেজদের বিতাড়নের ইচ্ছায় মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন। ইংরেজদের একচেটিয়া সুবিধা—বিনা শুল্কে বাণিজ্য-অধিকার—তিনি অন্যদেরও দান করেন। এতে ইংরেজ কোম্পানী ও কর্মচারিগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ বাধে। ১৭৬৩ খ্রী· উভয়পক্ষে যুদ্ধ হলে নবাবের সৈন্যগণ পরাজিত হয়। ১৭৬৪ খ্রী· তিনি দিল্লির সম্রাট শাহ্আলম ও অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে মিলিত হয়ে বিহার আক্রমণ করেন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়ে (২৩·১০·১৭৬৪) নিরুদ্দেশ হন। ঐ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। [২, ৩, ২৫, ২৬]

মীরজান্থু। মেদিনীপুর। সিপাহী বিদ্রোহের সময় (১৮৫৭) মেদিনীপুরে বিদ্রোহাত্মক প্রচারকার্যের জন্য তাঁর দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়। [৫৬]

মীরজাফর খাঁ (? - জানু· ১৭৬৫)। প্রথমজীবনে তিনি বাঙলার নবাব আলীবর্দীর সেনানায়ক ছিলেন। ১৭৪৭ খ্রী· আলীবর্দীকে হত্যার ষড়যন্ত্রে তাঁর সক্রিয় অংশ ছিল। সিরাজদ্দৌলার আমলে সেনাপতি হন। ঐতিহাসিক পলাশীর যুদ্ধে (২৩·৬·১৭৫৭) সিরাজের পতনে সাহায্য করে ইংরেজ কোম্পানীর অনুগ্রহে ১৭৫৭ খ্রী· নবাব হন। কোম্পানীকে ক্ষতিপূরণের টাকা জোগানোর জন্য প্রজাদের উপর অত্যাচার করেন। ক্লাইভ বিলাতে গেলে ইংরেজদের অর্থদাবি মেটাতে অপারগ হওয়ায় ১৭৬০ খ্রী· তিনি সিংহাসনচ্যুত হন। ১৭৬৩ খ্রী· তদানীন্তন নবাব মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ উপস্থিত হলে ইংরেজরা পুনরায় তাঁকে নবাব করেন। ব্রিটিশ রাজত্বের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর বংশ মুর্শিদাবাদের নবাব বলে পরিচিত ছিল। [২, ৩, ২৫, ২৬]

মীর্জা হুসেন আলী। প্রাচীন কবি ও কালীসাধক। ত্রিপুরা জেলার নারায়ণপুরের জমিদার। তাঁর রচিত মালসী গান একসময় পূর্ববঙ্গে বহুল প্রচারিত ছিল। নারায়ণপুরের কালীবাড়ি ও মসজিদ তাঁর স্মৃতি বহন করে। [১৭৮]

মীরমদন (? - ২৩·৬·১৭৫৭)। বঙ্গদেশের শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার সেনাপতি। প্রথমে তিনি হোসেন কুলি খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হাসান উদ্দীন খাঁর অধীনে ঢাকায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর কর্মতৎপরতার সংবাদ পেয়ে

নবাব সিরাজদ্দৌলা তাঁর সৈনাধ্যক্ষ মীরজাফরকে অপসারিত করে মীরমদনকে ঐ পদে নিযুক্ত করেন। ২৩-৬-১৭৫৭ খ্রী· পলাশীর যুদ্ধে তিনি ও তাঁর সহকারী মোহনলাল বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন। শত্রুর কামানের গোলায় যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর মৃত্যু হয়। [২, ৩]

মীর মশাররফ হোসেন (১৩·১১·১৮৪৭ - ১৯১২) লাহিনীপাড়া—কুষ্টিয়া। মীর মোয়াজ্জম হোসেন। বংশমর্যাদা ও পরিচয়ের উপাধি 'সৈয়দ'। যে সকল প্রগতিশীল লেখক সাহিত্যকে কৃষক-সংগ্রামের অস্ত্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম। তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'বিষাদ সিন্ধু'। তাঁর রচিত 'জমিদার-দর্পণ' নাটকটির বিষয়বস্তু ছিল ১৮৭২ - ৭৩ খ্রীষ্টাব্দের পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের কৃষক-বিদ্রোহ। এই নাটকের প্রচার বন্ধ করার চেষ্টায় বঙ্কিমচন্দ্রও ছিলেন, যদিও সাহিত্যিক হিসাবে তিনি অক্ষয়চন্দ্র মৈত্রেয়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হন। ফরিদপুর নবাব এস্টেটে এবং দেলদুয়ার এস্টেটে ম্যানেজারের চাকরি করেছেন। ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' রচনা প্রকাশ করতেন এবং কুষ্টিয়ার সংবাদদাতা ছিলেন। তাঁর সাহিত্যগুরু ছিলেন কাঙাল হরিনাথ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২৫। তাঁর রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'রত্নবতী' (উপন্যাস) 'গৌরী-সেতু' (কবিতা), 'বসন্তকুমারী' (নাটক), 'এর উপায় কি?' (প্রহসন), 'গো-জীবন' (প্রবন্ধ), 'বেহুলা গীতাভিনয়', 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (নীল-চাষীদের প্রতিক্রিয়া বিষয়ে রচিত), 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী' প্রভৃতি। এছাড়াও মুসলমান ধর্ম ও জীবনের উপর বহু কবিতা, 'আমার জীবনী' নামে আত্মজীবনী এবং 'আজীজন নেহার' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। [৩, ২৮, ২২৭]

মীরা দত্ত গুপ্ত (৫·১০·১৯০৬ - ১৭·১·১৯৮৩) জৈনসার—ঢাকা। শরৎ কুমার দত্তগুপ্ত। বেথুন কলেজের কৃতী ছাত্রী। ১৯৩১ খ্রী· গণিতে প্রথম শ্রেণীতে ২য় স্থান অধিকার করে এম·এ· পাশ করেন। বিদ্যাসাগর কলেজে শিক্ষকতার কাজ শুরু। বিদ্যাসাগর মহিলা কলেজ শুরু হয় তখনই। তিনি তার উপাধ্যক্ষা হন। ছাত্রজীবনেই বিপ্লবী দলে যোগ দেন। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স সংগঠনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের বিপ্লবী দলের কলিকাতা শাখার দায়িত্ব তাঁর উপরে ন্যস্ত হয়েছিল। ১৯৩৭ খ্রী· শরৎচন্দ্র বসুর নির্দেশে আইনসভায় প্রবেশ করেন। ফরওয়ার্ড ব্লক গঠিত হলে তিনি এই দলের সদস্য হন। ১৯৪২ খ্রী· আগস্ট আন্দোলনে প্রচ্ছন্নভাবে কর্মলিপ্ত থাকেন এবং বহু অর্থ সংগ্রহ করে বিপ্লবীদের হাতে দেন। দেশের সাম্যবাদী আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর মাত্র ১৭ জন ছাত্রী নিয়ে মাসিক ৫ টাকা বেতনে তিনি 'সুরেন্দ্রনাথ মহিলা কলেজ' শুরু করেন। ১৯৪৮ - ৭২ খ্রী· তিনি এই কলেজে ছিলেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। ১৯৭৫ খ্রী· ভারতীয় মহিলা প্রতিনিধি দলের সদস্যা হিসাবে বার্লিনে আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে যোগ দেন। দীর্ঘদিন ধরে শিশু অপরাধীদের দরদ দিয়ে বিচার করে সমাজে পুনর্বাসনের কাজও তিনি করেছেন। অধ্যাপনা, শিক্ষাবিস্তার, আর্তসেবা, বাস্তুহারাদের সাহায্য দান প্রভৃতি কাজে আজীবন লিপ্ত ছিলেন। দুবার তিনি বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। [১৬, ১৪৯]

মুকুন্দ ঘোষ। রাজা ভারামল্লের গো-পালক গোপজাতীয় মুকুন্দ ঘোষ শিবলিঙ্গ আবিষ্কার করেন এবং মোহান্তরা হুগলী জেলার তারকেশ্বরের মন্দিরে আসার আগে তিনিই ছিলেন সেখানে শিবের পূজক। মোহান্তদের আমলে ব্রাহ্মণ পূজারী এলেও তারকেশ্বরের গাজনের মূল সন্ন্যাসীদের মধ্যে চারজনই গোপ-জাতীয়। [১৬, ১৪৯]

মুকুন্দদাস, চারণকবি (১৮৭৮ - ১৮·৫·১৯৩৪) বানারী গ্রাম—ঢাকা। গুরুদয়াল দে। পিতৃদত্ত নাম যজ্ঞেশ্বর। তাঁর পিতামহ ছিলেন নৌকার মাঝি। পিতা বরিশালে এক ডেপুটির আদালতে কাজ করতেন। ফলে পরিবারটি বরিশালে চলে আসে। স্কুলের শিক্ষা বেশিদূর ছিল না। পিতার মুদী দোকানে বসা ও পল্লীর অশান্ত ছেলেদের নিয়ে গুণ্ডামি করা তাঁর প্রধান কাজ ছিল। বরিশালের তৎকালীন নায়েব-নাজীর বীরেশ্বর গুপ্তের কীর্তনের দলে ১৯ বছর বয়সে যোগ দেন। ক্রমে নিজেই একটি কীর্তনের দল গড়ে তোলেন। পূজা-পার্বণে বরিশালে যেসব বিখ্যাত কীর্তনীয়ার দল আসত তিনি তাদের গান শুনে টুকে রাখতেন। এইসব উপাদানে তাঁর কীর্তন-সঙ্গীত গ্রন্থটি সঙ্কলিত। ১৯০২ খ্রী· রাসানন্দ বা হরিবোলানন্দ নামে এক ত্যাগী সাধুর কাছে দীক্ষা নিয়ে মুকুন্দদাস নাম গ্রহণ করেন। মুদী দোকানের দুরন্ত যুবককে স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে চারণকবিতে পরিণত করেন বরিশালের অদ্বিতীয় নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত। বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হলেও তাঁর সাধন-সঙ্গীতে শ্যাম ও শ্যামার অপূর্ব সমন্বয় ছিল। তিনি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হন নি। কালী ও রাধাগোবিন্দ মন্দিরের সঙ্গে মুসলমান মালীর জন্য মসজিদের ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। কীর্তনীয়া যোগেশ পালের বৈঠকখানায় যে কীর্তনের আসর ছিল তিনি সেখানেও নিয়মিত যেতেন। তিনি নিজে গান ও যাত্রাপালা রচনা করতেন এবং 'বরিশাল হিতৈষী' পত্রিকায় লিখতে আরম্ভ করেন। মনোমোহন চক্রবর্তীর গানই বেশি গাইতেন। হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং অশ্বিনীকুমার দত্তের গানও করতেন। ক্রমে যাত্রাগানে সারা বরিশাল মাতিয়ে তোলেন। বিভিন্ন দেশপূজ্য নেতা এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর গান শুনে চমৎকৃত হন। তাঁর 'মাতৃপূজা' যাত্রাপালাটি যুবকদের মনে চাঞ্চল্য আনে। বিদেশী বর্জন আন্দোলনে তিনি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। গ্রামে গ্রামে দেশাত্মবোধক গান ও স্বদেশী যাত্রাভিনয়ের জন্য তিনি বরিশালে ইংরেজ সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়েন। ১৯০৮ খ্রী· ১০৮ ধারায় গ্রেপ্তার হয়ে জামিনে মুক্তি পান। ভবরঞ্জন

মজুমদার সম্পাদিত 'মাতৃপূজা' গীত-সঙ্কলনে মুকুন্দ দাস-রচিত 'ছিল ধান গোলা ভরা, শ্বেত ইঁদুরের করল সারা' এই সঙ্গীতের জন্য তাঁর তিন বছর কারাদণ্ড ও জরিমানা হয়। জরিমানার টাকা দিতে পৈতৃক দোকান বিক্রি হয়ে যায়। অসহযোগ আন্দোলন (১৯২২) এবং আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০) কালে তিনি তাঁর যাত্রা পালা দিয়ে জনসাধারণকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য অন্যান্য রচনা: 'সাধন সঙ্গীত', 'পল্লীসেবা', 'ব্রহ্মচারিণী', 'পথ', 'সাথী', 'সমাজ', 'কর্মক্ষেত্র' প্রভৃতি। এই কবি সারাজীবনে ৭ শত মেডেল ও বহু পুরস্কার পেয়েছিলেন। কিন্তু বাঙলার জনগণের দেওয়া 'চারণকবি' নামেই তিনি সবার মধ্যে বেঁচে আছেন। [৩, ১১৪, ১২৪]

মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় (? - ২৬·১·১৩২৯ ব·) কলিকাতা। খ্যাতনামা ভূদেব মুখোপাধ্যায়। তিনি কান্যকুব্জে সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং বিহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে হিন্দী ভাষার জন্য 'ভূদেব মেডেল' দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। পিতার প্রবর্তিত 'বিশ্বনাথ বৃত্তি' আজীবন রেখে গেছেন। পুত্রের স্মৃতিরক্ষার্থে 'সোমদেব সৎকর্মভাণ্ডার' স্থাপন করেন। গোকুণ্ড সমিতি স্থাপন তাঁর শেষ কীর্তি। স্ত্রীশিক্ষা-প্রবর্তনায় একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। স্বদেশের উন্নতিকল্পে স্থাপিত কলকারখানায় তাঁর অধিকাংশ শেয়ার ছিল। ম্যাজিস্ট্রেট পদ পেয়েছিলেন। সুসাহিত্যিক ছিলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'সদালাপ', 'অনাথবন্ধু', ও 'ভূদেব চরিত'। মহিলা ঔপন্যাসিক অনুরূপা দেবী ও ইন্দিরা দেবী তাঁর কন্যা। [১৯]

মুকুন্দ মাহাতো (? - ১৯৪২) ঘোলপুরা—পুরুলিয়া। মিলন। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে গ্রেপ্তার হন। সারাজি বন্দীশিবিরে মারা যান। [৪২]

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কবিকঙ্কণ (আনু· ১৫৪৭ - ?) দামুন্যা—বর্ধমান। হৃদয় মিশ্র। মিশ্র তাঁদের নবাব-দত্ত উপাধি। মুসলমান ডিহিদার মামুদ সরিপের অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়ে সম্ভবত ১৫৭৫ খ্রী· দামুন্যা ছেড়ে মেদিনীপুরের আরড়া গ্রামের বাঁকুড়া রায়ের কাছে গেলে তিনি তাঁর কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁকে নিজ পুত্রের শিক্ষাগুরু নিযুক্ত করেন। এখানেই বিদ্যালোচনায় মনোনিবেশ করে কিছুদিন পরে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যগ্রন্থ লিখে 'কবিকঙ্কণ' উপাধি পান। গ্রন্থের রচনাকাল সম্ভবত ১৫৯৪ - ১৬০৬ খ্রী· মধ্যে। করুণরসের এই গ্রন্থটি প্রাচীন সমাজের একটি সর্বাঙ্গসুন্দর আলেখ্য। অনাড়ম্বর কবিত্ব-শক্তির প্রসাদে তাঁর কাব্যে উপন্যাসের বর্ণনা-নৈপুণ্য, নাটকের ঘটনা-সঙ্ঘাত এবং বিচিত্র জীবনরস প্রকাশলাভ করেছে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে তিনি বিশেষ উচ্চাসন অধিকার করে আছেন। 'কলঙ্কভঞ্জন', 'দাতাকর্ণ' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা কবিচন্দ্র তাঁর অগ্রজ। [২, ৩, ২০, ২৫, ২৬]

মুকুন্দলাল ঘোষ (দ্র: যোগানন্দ স্বামী)

মুকুন্দলাল সরকার (৩১·১২·১৮৮৫ - ২৩·১০·১৯৫৫)। বাঙলার বিশিষ্ট জননেতা। বৈপ্লবিক কাজের জন্য বহুবার কারারুদ্ধ হন। শ্রমিক আন্দোলনে পুরোধা ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহকর্মিরূপে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠা ও সংগঠনে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেন [১০]

মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ। (? - ১·৪·১৮৬০) মলয়পুর—হুগলী। রামমোহন। সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহপাঠী ছিলেন। সংস্কৃত কলেজ, হিন্দু কলেজ ও কলিকাতা মাদ্রাসায় পণ্ডিতের পদে কাজ করেছেন। ১৮৪৩ খ্রী· ভুবনমোহন মিত্রের সহযোগিতায় বাংলা ভাষায় ছাত্রগণের উপযোগী ভূগোল রচনা করেন। 'সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ: 'শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ' (সটীক), 'আরবীয় উপাখ্যান' (৫ খণ্ড), 'শব্দাম্বুধি', 'অপূর্বোপাখ্যান' (সচিত্র), 'বেণীসংহার', 'শ্রীমদ্ভাগবত', 'নূতন অভিধান', 'অমরার্থদীধিতি', 'অন্নদামঙ্গল' (সচিত্র), 'হিতোপদেশ' প্রভৃতি। [২৬, ৬৪]

মুজতবা আলী, সৈয়দ (১৩·৯·১৯০৪ - ১১·২·১৯৭৪) করিমগঞ্জ—শ্রীহট্ট। সৈয়দ সিকান্দর আলী। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ্। ১৯২১ খ্রী· মহাত্মা গান্ধীর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে স্কুল ছেড়ে দেন। ১৯২১ - ২৬ খ্রী· শান্তিনিকেতনে অধ্যয়ন করেন। শিক্ষাশেষে তিনি কাবুলের শিক্ষাবিভাগে ফরাসী ও ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২৮ - ৩০ খ্রী· জার্মানী থেকে হোমবোল্ড বৃত্তি পেয়ে বার্লিন ও বন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা শেষ করে পি-এইচ·ডি· উপাধি লাভ করেন। তারপর সমস্ত ইউরোপ এবং জেরুসালেম, দামাস্কাস্ প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ান। মাঝে এক বছর কায়রোতে অধ্যয়ন করেন। ১৯৩৬ খ্রী· তিনি বরোদা রাজ্যে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক পদে বৃত হন। ভারত-বিভাগের পর বগুড়া কলেজে অধ্যক্ষতা করেন। ১৯৫০ খ্রী· আকাশবাণীর কেন্দ্র-পরিচালক-রূপে কাজ করেন। বিশ্বভারতীর ইসলামী সংস্কৃতির প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তিনি আরবী, ফারসী, হিন্দী, সংস্কৃত, উর্দু, মারাঠী, গুজরাটী, ইতালিয়ান, ফরাসী, জার্মান সহ ১৫টি ভাষা জানতেন। প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, উপন্যাস ও রম্য-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'দেশে বিদেশে', 'পঞ্চতন্ত্র', 'চাচাকাহিনী', 'ময়ূরকণ্ঠী', 'শবনম্', 'ধূপছায়া', 'অবিশ্বাস্য', 'টুনিমেম', 'হিটলার' প্রভৃতি। ১৯৪৯ খ্রী· তিনি নরসিংহদাস পুরস্কার পান। [১৬, ১৭, ১৮]

মুজফ্ফর আহমদ (৫·৮·১৮৮৯ - ১৮·১২·১৯৭৩) সন্দীপের মুসাপুর—নোয়াখালী। মনসুর আলী। ভারতে মার্ক্সবাদ প্রচার ও মার্ক্সবাদী সংগঠন প্রতিষ্ঠার অন্যতম পথিকৃৎ। এদেশে কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯১৩ খ্রী· ম্যাট্রিক পাশ করেন। ছাত্রাবস্থায়ই স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। সাহিত্য ও সাংবাদিকতার মধ্য

দিয়ে তিনি প্রথমে দেশসেবার কাজে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯২০ খ্রী· কাজী নজরুল ইসলামের সহযোগে 'নবযুগ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই সময়ই তিনি মার্ক্সবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এ বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। পরে নজরুল সম্পাদিত 'ধূমকেতু' পত্রিকায় (১৯২২) দ্বৈপায়ন ছদ্মনামে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা এবং কৃষক ও শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক রচনা লেখেন। ১৯২৩ খ্রী· প্রথম গ্রেপ্তার হন। ১৯২৪ খ্রী· কানপুর বলশেভিক (কমিউনিস্ট) ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। গুরুতর অসুস্থ হওয়ায় ১৯২৫ খ্রী· ছাড়া পান। এই সময় আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংস্থাগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। ১৯২৬ খ্রী· তাঁর সম্পাদনায় দলের প্রথম বাংলা পত্রিকা 'গণবাণী' প্রকাশ লাভ করে। ১৯২৯ - ৩৩ খ্রী· এই পত্রিকাতেই আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের ও কমিউনিস্ট ইস্তাহারের বঙ্গানুবাদ প্রথম ছাপা হয়। শ্রমিক-কৃষকের সমস্যা, মার্ক্সীয় দর্শন প্রভৃতি নিয়েও এতে নিয়মিত আলোচনা চলত। ১৯২৯ - ৩৩ খ্রী· ঐতিহাসিক মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী হিসাবে তিনি তিন বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। সারা ভারত কৃষক সভার (১৯৩৬) প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। ২৫·৩·১৯৪৮ খ্রী· কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী হলে নিবর্তনমূলক আটক আইনে তিনি ১৯৫১ খ্রী· পর্যন্ত আটক থাকেন। ১৯৬২ খ্রী· চীন-ভারত সীমান্ত সঙ্ঘর্ষের সময় তাঁকে ভারতরক্ষা আইনে দুই বছর আটক রাখা হয়। ৪০ বছর ধরে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর একজন প্রধান সংগঠক ছিলেন। গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রেস তিনিই গড়ে তোলেন। 'কাকাবাবু' নামে তিনি কর্মী ও নেতাদের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'নজরুল স্মৃতিকথা', 'ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস' প্রভৃতি। [১৬]

মুজিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধু (১৭·৩·১৯২০ - ১৫·৮·১৯৭৫) টুঙ্গীপাড়া—ফরিদপুর। শেখ লুৎফর রহমান। স্বাধীন বাঙলাদেশের জনক ও তার প্রথম প্রধানমন্ত্রী। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরে জন্ম। ছাত্রাবস্থাতেই রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করেন। ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ থেকে ১৯৪২ খ্রী· ম্যাট্রিক ও কলিকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে ১৯৪৭ খ্রী· বি·এ· পাশ করেন। এ সময়ে 'নিখিল ভারত মুসলিম স্টুডেন্টস্ লীগে'র অন্যতম সদস্য ছিলেন। কলিকাতায় তাঁর প্রধান সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরী, কাজী আহমেদ কামাল, মহিরুদ্দিন প্রভৃতি সেদিনের ছাত্রনেতারা। ১৯৪৩ খ্রী· অবিভক্ত বাঙলাদেশের মুসলিম লীগের কাউন্সিলার নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ খ্রী· সাধারণ নির্বাচনে ফরিদপুর জেলায় মুসলিম লীগের নির্বাচনী কাজে বিশেষ দক্ষতা দেখান। সেপ্টেম্বর ১৯৫২ খ্রী· পিকিং-এ অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনে তিনি পাকিস্তানের অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন। পূর্ব-বাঙলার ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করায় প্রায় আড়াই বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। অর্থোপার্জনের জন্য তিনি দীর্ঘদিন ঢাকায় আল্ফা ইন্সিওরেন্স ও গ্রেট ঈস্টার্ন ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে কাজ করেছেন। ১৯৫৪ খ্রী· পূর্ববঙ্গের ঐতিহাসিক সাধারণ নির্বাচনে তিনি তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতার পরিচয় দেন এবং ফজলুল হক যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় (১৫·৫·১৯৫৪) বাণিজ্য, শিল্প ও দুর্নীতি নিবারণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ৩১·৫·১৯৫৪খ্রী· পূর্ব-পাকিস্তানের এই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে গেলে বহু রাজনৈতিক কর্মীর সঙ্গে তিনিও গ্রেপ্তার হন। আওয়ামী নেতা আতাউর রহমান পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হলে (৬·৯·১৯৫৬) মুজিবুর ঐ মন্ত্রিসভার বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তরের ভার গ্রহণ করেন। ২৭·১০·১৯৫৮ খ্রী· এই মন্ত্রিসভা বাতিল করে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান পাকিস্তানের সর্বেসর্বা হয়ে বসেন। এই সময় থেকে বহুবার তাঁকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। আওয়ামী লীগের সূত্রপাত থেকেই তিনি তার সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং শহীদ সোহরাবর্দীর মৃত্যুর পর (৫·১২·১৯৬৩) তিনিই ঐ দলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা বলে বিবেচিত হন। ১৯৬৪ খ্রী· খুলনা ও ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। ১৯৬৬ খ্রী· পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। তার আগে দশ বছর তিনি দলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এই সময় তাঁর 'ছয় দফা' ঘোষণা পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালীকে নব-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। এই 'ছয় দফা'কে তিনি বাঙালীর মুক্তির 'জাতীয় সনদ' বলে অভিহিত করেন। ১৯৬৮ খ্রী· আগরতলা ষড়যন্ত্রের মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান তাঁকে কুর্মিটোলায় মিলিটারী জেলে বন্দী করে রাখে। ১৯৬৯ খ্রী· ছাড়া পেয়ে কিছুদিনের জন্য লন্ডন যান। ঐ বছরই গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে রাওয়ালপিন্ডি উপস্থিত থাকেন। ১৯৬৯ খ্রী· গণ-আন্দোলনের মুখে আয়ুব খানের পতন ঘটলে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসেন এবং ১৯৭০ খ্রী· পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে (৭·১২·১৯৭০) আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে জয়লাভ করে—মুজিবুর ছিলেন এই বিজয়ী দলের নেতা। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হলেও শাসনতন্ত্র রচনার অধিকার তাঁকে দেওয়া হয় নি। এই কারণে মুজিবুরের নেতৃত্বে ১ মার্চ থেকে ৬ মার্চ ১৯৭১ খ্রী· পূর্ব-পাকিস্তানে ব্যাপক গণ-বিক্ষোভ চলে। এক জনসভায় তিনি ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম—এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। ১৫·৩·১৯৭১ খ্রী· জঙ্গীশাহীর হুমকির জবাবে তিনি একটি ঘোষণার দ্বারা পূর্ব-পাকিস্তানের পূর্ণপ্রশাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করেন। উদ্দেশ্য 'বাঙলাদেশের জনগণের মুক্তি'। পরদিন থেকেই নির্মম জঙ্গী নিষ্পেষণ শুরু হয়। ২৫ মার্চ মুজিবুরকে বন্দী করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে আটক করে রাখা হয়। তবে ঐ

তারিখেই, বলা যায়, জন্ম নিয়েছিল নূতন এক জাতি। বহু অত্যাচার, অসংখ্য হত্যার পরও মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং 'বাংলাদেশ' সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় (১৬·১২·১৯৭১)। ১০ জানুয়ারী ১৯৭২ খ্রী· মুক্ত হয়ে মুজিবুর দেশে ফেরেন এবং প্রধানমন্ত্রিপদে আসীন হয়ে জাতিগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। ২৫·১·১৯৭৫ খ্রী· দেশে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার চালু হলে তিনি রাষ্ট্রপতি হন। সংশোধিত শাসনতন্ত্র-অনুসারে গঠিত একমাত্র রাজনৈতিক দল 'বাঙলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ' (সংক্ষেপে 'বাকশাল')-এর তিনি সভাপতি ছিলেন। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ খ্রী· এক আকস্মিক অভ্যুত্থানে ভোর পাঁচটায় সামরিক বাহিনীর লোকের হাতে তিনি ঢাকায় তাঁর ৩২নং ধানমণ্ডীর বাড়িতে সপরিবারে নিহত হন। [১৪৯, ১৬২]

মুনিরুজ্জামান মরহুম (ফেব্রু· ১৯২৪ - মার্চ ১৯৭১) কাঁচেরকল—যশোহর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যক্ষ মুনিরুজ্জামান পূর্ব-পাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধ-কালে পাক-বাহিনীর হাতে নিহত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান বিষয়ে এম·এস-সি· পাশ করে ভারতের সংখ্যাতথ্য-কেন্দ্রে এক বছর চাকরি করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত-শাস্ত্রের অধ্যাপক-পদে বৃত হন। জানুয়ারী ১৯৪৮ খ্রী· তিনি পরিসংখ্যান বিভাগে যোগ দেন এবং ১৯৬৭ খ্রী· ঐ বিভাগের দায়িত্বভার গ্রহণ করে আমৃত্যু ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। [১৫২]

মুনীন্দ্র দেব রায় (২৬·৮·১৮৭৪ - ২০·১১·১৯৪৫)। বাঁশবেড়িয়ার রাজপরিবারের গড়বাটীতে জন্ম। হুগলী কলেজ ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় সমাজসেবামূলক কাজের জন্য সুনাম অর্জন করেন। ১৮৯৯ খ্রী· তিনি বড়লাটের মজলিসে আমন্ত্রিত ও পরিচিত হন। সমাজসেবার জন্য তিনি ব্রিটিশ সম্রাটের কাছ থেকে 'সিলভার জুবিলি মেডেল' ও 'করোনেশন মেডেল' লাভ করেন। হুগলী ঐতিহাসিক গবেষণা সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক, পাবলিক লাইব্রেরী এনকোয়ারী কমিশনের চেয়ারম্যান এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বিচার ও কারাবিভাগের স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য ছিলেন। ইংরেজী দৈনিক 'দি ঈস্টার্ন ভয়েস' এবং সাপ্তাহিক পত্র 'দি ইউনাইটেড বেঙ্গল' পরিচালনা করেন। কিছুদিন 'পাঠাগার' ও 'পূর্ণিমা' মাসিকপত্রের পরিচালনায় অংশ নিয়েছিলেন। মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত 'দি ইন্ডিয়ান লাইব্রেরী জার্নাল' পত্রিকার এবং 'কায়স্থ' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। নবম নিখিল-ভারত-গ্রন্থাগার সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। স্পেনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বিশ্বগ্রন্থাগার সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে ২৬ জুন ১৯৩৫ খ্রী· তিনি দেশে ফেরেন। ১৯৩৮ খ্রী· দ্বিতীয়বার ইউরোপ যান এবং চেরিটন শাখা গ্রন্থাগারে ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তাঁর রচিত ২০টি গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: 'গ্রন্থাগার', 'দেশ বিদেশের গ্রন্থাগার', 'বাঁশবেড়িয়া পরিচয়', 'হুগলী কাহিনী' প্রভৃতি। [১৪৯]

মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৭·৫·১৮৯৬ - ২৬·১·১৯৭৭) খল্লীগ্রাম—ঢাকা। পিতা ভৈরবনাথ তর্কালঙ্কার ঐ অঞ্চলে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে খ্যাত ছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ 'কুসুমাঞ্জলি'-প্রণেতা উদয়নারায়ণ আচার্য ভাদুড়ীর বংশে জন্ম। এম·এস-সি· পড়বার সময় ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সংস্পর্শে এসে ১৯২১ খ্রী· থেকে অভয়াশ্রমে যোগদান করেন। বহুবার কারাভোগ করেছেন। ১৯৪৬ খ্রী· এম·এল·এ· হন। বাঙলাদেশ ভাগ হবার পর তিনি কুমিল্লায় থেকে পূর্ববঙ্গের অভয়াশ্রমের সভাপতি হিসাবে কাজ করে যান। সেখানে তাঁকে অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। ১৯৫৪ খ্রী· পূর্ববঙ্গের আইনসভার সদস্য হন। তাঁর কর্মক্ষেত্র প্রধানতঃ ছিল নবাবগঞ্জ, বিক্রমপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। শেষের দিকে স্বাস্থ্যের কারণে তিনি পশ্চিমবঙ্গের অভয়াশ্রমে চলে আসেন ও অভয়াশ্রমের ইতিহাস রচনার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। [১৪৯]

মুনীর চৌধুরী (১৯২৫ - ডিসেম্বর ১৯৭১) মানিকগঞ্জ—ঢাকা। বাঙলাদেশের অন্যতম বিশিষ্ট নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, সমালোচক ও বাগ্মী। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আই·এস-সি·, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী অনার্স নিয়ে বি·এ· ও ১৯৪৭ খ্রী· এম·এ· পাশ করেন। বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করার পর ১৯৫০ খ্রী· ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পূর্ব-পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে এক বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে কারাবরণ করেন। কারাবাসকালে ১৯৫৪ খ্রী· তিনি বাংলায় এম·এ· পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। মুক্তিলাভের পর ইংরেজী বিভাগ ছেড়ে তিনি বাংলা বিভাগে যোগ দেন এবং শিক্ষক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৬৮ খ্রী· হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাতত্ত্বে এম·এ· ডিগ্রী লাভ করেন। রচিত নাটক: 'কবর', 'চিঠি', 'দণ্ডকারণ্য', 'দণ্ড ও দণ্ডধর', 'রক্তাক্ত প্রান্তর', 'পলাশীর ব্যারাক ও অন্যান্য'। কয়েকটি অনুবাদমূলক নাটকও তিনি লিখেছেন। 'মীর মানস', 'তুলনামূলক সমালোচনা' ও 'বাঙলা গদ্যরীতি' তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ-সাহিত্য। তাছাড়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ও সঙ্কলনগ্রন্থে তাঁর বহুসংখ্যক ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্যকর্মের জন্য ১৯৬২ খ্রী· তিনি বাঙলা একাডেমী পুরস্কার ও ১৯৬৩ খ্রী· দাউদ পুরস্কার পান। এই সাহিত্যিক পূর্ব-পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধকালে পাকফৌজ নিয়োজিত আল-বদর বাহিনী কর্তৃক ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রী· ধৃত হয়ে নিখোঁজ হন। ঐ একই দিনে কথাশিল্পী আনোয়ার পাশা, রাশীদুল হাসান, সন্তোষ ভট্টাচার্য, গিয়াসুদ্দীন আহমেদ, ডক্টর আবুল খয়ের, ডক্টর ফয়জল মহী প্রভৃতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মনীষিবৃন্দ বদর-বাহিনীর হাতে মীরপুরের বধ্যভূমিতে নিহত হন। এই বছরই দার্শনিক পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্র দেব, জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, কবিয়াল আলতাফ মাহমুদ, বিপ্লবী সাহিত্য-সংগঠক হুমায়ুন কবির, গণিতবিদ্ আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি বহু বুদ্ধিজীবী পাক-বাহিনীর হাতে প্রাণ হারান। [১৪৯, ১৫২]

মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৩ ? - ২১·৯·১৯৭৩)। বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পের বিশিষ্ট ব্যক্তি। প্রমথেশ বড়ুয়ার সঙ্গে তিনি এম·পি· প্রডাক্শন গঠন করেন। 'উজ্জ্বলা' সিনেমা হল স্থাপন এবং 'শ্রী', 'উত্তরা' ও 'ওরিয়েন্ট' চিত্রগৃহ গঠনেও তাঁর ভূমিকা ছিল। বেঙ্গল মোশন পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং চিত্রজগতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। [১৬]

মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় (২৪·৪·১৮৬৫ - ৩০·১১·১৯৩৩) খাটুরা—চব্বিশ পরগনা। পিতা ধরণীধর শিরোমণি সেকালের শ্রেষ্ঠ কথক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। পিতৃব্য শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ৭·১২·১৮৫৬ খ্রী· প্রথম বিধবা-বিবাহ করে সমাজ-সংস্কারের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বিদ্যালয় বিভাগ থেকে ১৮৮৫ খ্রী· এন্ট্রান্স, ১৮৮৯ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্সসহ বি·এ· এবং পরের বছর এম·এ· পাশ করেন ও 'বিদ্যারত্ন' উপাধি পান। ১৮৯১ খ্রী· কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক হন। ১৯০৩ খ্রী· কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে আসেন এখানে তিনি ইংরেজীর অধ্যাপক পদে থাকলেও ইতিহাস, সংস্কৃত ও দর্শনের অধ্যাপনার কাজও করতেন। ১৯১০ খ্রী· ঐ কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ হন। ১৯১৭ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে প্রাকৃত ভাষার অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। অক্টোবর ১৯২০ খ্রী· সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ থেকে অবসর নিয়ে ১৯৩২ খ্রী· পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অল্প হলেও পরিকল্পনায় মৌলিকতা আছে। নূতন প্রণালীতে বর্ণমালা শিক্ষণের জন্য 'বাংলা অক্ষর পরিচয়' রচনা করেন। হেমচন্দ্রের প্রাকৃত অভিধানে 'দেশীনামমালা'র একটি নূতন সংস্করণ তাঁর সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের জন্য বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণখানির তিনি আমূল সংস্কার করেন। বিশ্বের দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা করে তিনি 'A Genetic History of the Problems of Philosophy' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সমাজ-সংস্কারমূলক কাজে বিদ্যাসাগরের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন। ১৯১৯ খ্রী· প্যাটেল প্রস্তাবিত অসবর্ণ বিবাহ বিলের সমর্থনে আন্দোলন করেন। কলিকাতা সমাজ-সংস্কার সমিতির এবং ১৯২০ খ্রী· মেদিনীপুরে আহূত সমাজ সম্মিলনীর সভাপতি ও আরও অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর স্থাপিত বালিগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয় বর্তমানে দুইটি পৃথক্ প্রতিষ্ঠানরূপে বিকাশলাভ করে 'মুরলীধর বালিকা মহাবিদ্যালয়' ও 'মুরলীধর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়' নামে পরিচিত। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পুত্র। [৫, ৮২, ১৪৯]

মুরারি গুপ্ত। শ্রীহট্ট। অচ্যুতানন্দ। বিদ্যাশিক্ষার্থে নবদ্বীপে গিয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের সহপাঠী ও সঙ্গী হন। গৌরভক্ত এই কবি ১৫১৩ খ্রী· (১৪৩৫ শকাব্দ) 'চৈতন্য-চরিত' বা 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' গ্রন্থ রচনা করেন। [২, ২৫, ২৬]

মুরারিমোহন গুপ্ত (১৮২৪ - ২৭·৩·১৯০৪) মণিপুর। মধুসূদন। বিখ্যাত পাখোয়াজী। শ্রীরামপুর কলেজের অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। রাম চক্রবর্তী ও নিমাই চক্রবর্তীর কাছে বাজনা শেখেন। তাঁর স্বনামধন্য শিষ্য দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য গুরুর স্মৃতিতে ১৯০৫ খ্রী· 'মুরারি সম্মেলন' নামে বাঙলায় প্রথম বার্ষিক সঙ্গীত সম্মেলন শুরু করেন। এই আসরে বাঙলার সব নামী গুণী এবং কলিকাতাবাসী পশ্চিমের কলাবতরা যোগ দিতেন। বাঙালী ওস্তাদরা দক্ষিণা নিতেন না এবং শ্রোতাদের দর্শনী দিতে হত না। এতে ধ্রুপদের মর্যাদা ছিল সব থেকে বেশী। ধ্রুপদীরাই বেশী গান শোনাতেন। [১৮, ২৬]

মুরারিমোহন বেরা (? - ১২·১০·১৯৪২) আমনগিরি—মেদিনীপুর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগদান করে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

মুরারিমোহন ভট্টাচার্য (আনু· ১৯০২ - ১৩·৮·১৯৪২)। এলাহাবাদ-প্রবাসী মুরারিমোহন একটি কেমিস্টের দোকানে সেল্‌স্‌ম্যান ছিলেন। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এলাহাবাদে ব্রিটিশ সরকার-বিরোধী এক শোভাযাত্রার উপর সামরিক বাহিনীর গুলিবর্ষণে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

মুশা শাহ (? - মার্চ ১৭৯২)। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের শ্রেষ্ঠতম নায়ক মজনুর যোগ্য শিষ্য ও ভ্রাতা। ১৭৮৬ খ্রী· মজনুর মৃত্যুর পর অন্যান্য ফকির-নায়কদের সহযোগিতায় বিদ্রোহ অব্যাহত রাখেন। ১৭৮৮ খ্রী· মার্চ মাসের শেষ দিকে তাঁর বাহিনী রাজশাহী জেলায় প্রবেশ করে। ২৪ মার্চ রাণী ভবানীর বরকন্দাজ-বাহিনীর সঙ্গে তাঁর দলের যুদ্ধে বরকন্দাজ-বাহিনী পরাজিত হয়। সরকারী বিবরণে জানা যায়, গ্রামবাসী কৃষকেরা বিদ্রোহীদের নানাভাবে সাহায্য করত। ২৮·৫·১৭৮৭ খ্রী· লে· ক্রিস্টির আকস্মিক আক্রমণে পলায়ন করেন। পরে রাজশাহী জেলায় তাঁর ও ফেরাগুল শাহের মধ্যে নেতৃত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব আরম্ভ হলে তিনি ফেরাগুলের হাতে নিহত হন। [৫৬]

মুর্শিদকুলি খাঁ (? - ১৭২৭)। প্রথমে দিল্লীর সম্রাট শাহ্‌জাহানের অধীনে দাক্ষিণাত্যের কর্মচারী ছিলেন এবং সেখানকার সুবাদার ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে রাজস্ববিভাগের সুবন্দোবস্ত করেন। ঔরঙ্গজেব বাদশাহ্

হয়ে তাঁকে সুবে বাঙলার দেওয়ান করে ঢাকায় পাঠান। তিনি বাঙলাদেশে রাজস্ব আদায়ের ও জমি বিলির সুব্যবস্থা করেন। পরে সুবাদার আজিম উসমানের সঙ্গে মনোমালিন্যের ফলে তিনি ১৭০১ খ্রী· তাঁর দপ্তর মুখসুদাবাদে স্থানান্তরিত করেন। ১৭১৩ খ্রী· তিনি বাঙলা, বিহার ও ওড়িশার সুবেদার নিযুক্ত হলে মুখসুদাবাদের নাম পরিবর্তিত হয়ে তাঁর নামানুসারে মুর্শিদাবাদ হয় এবং ঢাকা থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়ে এখানে আসে। তিনি মুর্শিদাবাদে বহু প্রাসাদ, কেল্লা ও দরবারগৃহ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ১০০ গম্বুজ বিশিষ্ট কাটরার মসজিদের সোপানতলে তাঁর মরদেহ সমাহিত রয়েছে। [৩, ২৬]

মুলেন্স, হানা ক্যাথেরীন (১৮২৬ - ১৮৬১) কলিকাতায় জন্ম ও মৃত্যু। পিতা সুইজারল্যান্ডের বাসিন্দা রেভারেণ্ড ফ্রাঁসোয়ালাক্রোয়া খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের সূত্রে লন্ডন মিশনারী সোসাইটির প্রচারক হিসাবে ১৮২১ খ্রী· চুঁচুড়ায় আসেন। হানা বাড়ির চাকরবাকরদের কাছে বাংলা শিখে মাত্র ১২ বছর বয়সেই ভবানীপুরের একটি নবপ্রতিষ্ঠিত মিশনের স্কুলে বালক বালিকাদের বাংলা শেখাতেন। ১৮৪৫ খ্রী· ধর্ম-প্রচারক জে· মুলেন্সের সঙ্গে বিবাহ হয়। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রথম বাংলা গ্রন্থ 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (Phulmani and Karuna : a Book for Native Christian Women) উপন্যাসটি ১৮৫২ খ্রী· প্রকাশিত হয়। 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হয় এর ছয় বছর পরে। অতএব বাংলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস রচনার কৃতিত্ব তাঁরই। তাঁর অপর মৌলিক গ্রন্থ : 'The Missionary on the Ganges or What is Christianity ?' ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই প্রকাশিত হয়। 'Daybreak in Britain' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম ও বাংলা প্রসারে ব্রতী ছিলেন। [১৪৯, ২২৩]

মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত (২৭·১০·১৯১৫ - ৩·৯·১৯৩৩) পাহাড়ীপাড়া—মেদিনীপুর। বেণীমাধব। ছাত্রাবস্থায় গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেন। পেডী ও ডগলাস নিহত হওয়ার পর বার্জ নামে এক ইংরেজ মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসেন। ২·৯·১৯৩৩ খ্রী· মৃগেন্দ্রনাথ ও সঙ্গী অনাথবন্ধু কর্তৃক বার্জ নিহত হন। কিন্তু পুলিসের গুলিতে অনাথবন্ধু ঘটনাস্থলেই এবং তিনি পরদিন মারা যান। [১০, ৪২, ৪৩]

মৃগেন্দ্রলাল মিত্র, ডাঃ (২৭·৫·১৮৬৭ - ৫·১০·১৯৩৪) কাইতি—বর্ধমান। পাঞ্জাবে অগ্রজের কাছে থাকতেন। ১৮৯১ খ্রী· লাহোর থেকে ডাক্তারী পাশ করে মধ্যপ্রদেশে চাকরি নেন। ১৮৯৫ খ্রী· সরকারী চাকরি নিয়ে বাঙলায় আসেন। ১৯০০ খ্রী· ক্যাম্বেল স্কুলে অস্ত্রচিকিৎসার শিক্ষক নিযুক্ত হন। অস্থিচিকিৎসায় অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। ১৯০৫ খ্রী· এডিনবরা, ব্রাসেল্‌স ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ থেকে উপাধি পান। ১৯২১ খ্রী· কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে শস্ত্র চিকিৎসার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন আবার বহু লোককে বিশেষ করে ছাত্রদের আর্থিক সাহায্যও করেছেন। বস্তির দরিদ্র লোকদের মধ্যে সস্ত্রীক সেবাকার্য করতেন। রচিত গ্রন্থ: 'Essentials of surgery', 'শল্য চিকিৎসা', 'মুক্তি পথ' (উপন্যাস) প্রভৃতি। [৫, ২১১]

মৃণালকান্তি বসু (১৮৮৬ - ১৯৫৭) ফতেপুর—যশোহর। নিবারণচন্দ্র। যশোহর সম্মিলনী স্কুল থেকে পাশ করে কলিকাতায় আসেন। ১৯০৯ খ্রী· বি·এল· এবং ১৯১২ খ্রী· এম·এ· পাশ করেন। ১৯০৫ খ্রী· বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সময়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। স্বদেশী দ্রব্য প্রচারের জন্য 'যশোহর সমিতি' স্থাপন করেন। ১৯০৬ - ০৭ খ্রী· বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সদস্য ও ১৯২৩ খ্রী· স্বরাজ্য দলের সদস্য হন। ১৯২৫ খ্রী· কংগ্রেস ত্যাগ করেন। ১৯০৬ খ্রী· থেকে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখতে শুরু করেন। ১৯১৮ খ্রী· ঐ পত্রিকার সহ-সম্পাদক এবং ১৯২২ খ্রী· সম্পাদক হন। ১৯২৩ - ২৪ খ্রী· অধুনালুপ্ত 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার সম্পাদক ও ১৯২৫ খ্রী· সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। ভারতীয় বার্তাজীবী-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ও ১৯২৬ খ্রী· তার সহ-সভাপতি হন। বাঙলায় কৃষক সমিতির তিনি অন্যতম স্থাপয়িতা। ১৯২৯ খ্রী· পর্যন্ত ঐ সমিতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। এরপর শ্রমিক আন্দোলনে মনোনিবেশ করেন। যশোহর-খুলনা যুব সংগঠনের (১৯২৭ - ২৯) সভাপতিরূপে পূর্ববঙ্গে সমাজসেবা করেন। প্রেস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের দীর্ঘকালের সভাপতি ছিলেন। (১৯২২ - ৪৮)। এছাড়া All India Trade Union Federation (১৯২০), Bengal Provincial Trade Union Congress (১৯৩২), National Trade Union Federation (১৯৩৩ - ৪০) এবং All India Trade Union Congress (১৯৪৬)-এর সভাপতি ছিলেন। ১৯৪০ খ্রী· কলিকাতা কর্পোরেশনের ঝাড়ুদার ধর্মঘট সম্পর্কে গ্রেপ্তার হন। সরকারী আদেশে ১৯৪১ খ্রী· তাঁর 'মে-দিবসে'র বক্তৃতা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৪২ - ৪৬ খ্রী· পর্যন্ত ভারতের সকল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে নেতৃত্ব করেন। [১২৪]

মৃণালকান্তি রায়চৌধুরী (? - ৬·৬·১৯৩২)। জাতীয়তাবাদী ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করে গ্রেপ্তার হন এবং রাজস্থানের দেউলী বন্দীশিবিরে আটক থাকেন। সেখানে তাঁর ওপর অকথ্য শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চলে। ফলে তিনি আত্মহত্যা করেন। [৪২]

মৃণালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১২৮২ - ১৮·৯·১৩৫৩ ব·) দক্ষিণেশ্বর—চব্বিশ পরগনা। কবিতা, সঙ্গীত ও নাটক রচনায় সুদক্ষ ছিলেন। তাঁর রচিত 'মানে মানে', 'শ্যামসুন্দর' 'ভোজবাজি', 'খোসখবর', 'চালবেচাল' প্রভৃতি নাটক কলিকাতায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। [৫]

মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায় (১২৯০ ? - ৩১·১·১৩৭৫ ব·) হায়দরাবাদ। অঘোরনাথ। সরোজিনী নাইডুর কনিষ্ঠা

ভগিনী মৃণালিনী কেম্ব্রিজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে দর্শনশাস্ত্রে 'ট্রাইপস্' লাভ করেন। ভারতের মুক্তি আন্দোলনে জার্মানীতে তিনি তাঁর অগ্রজ খ্যাতনামা বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে নানাভাবে সহযোগিতা করেন। [৪]

মৃণালিনী সেন (৩.৮.১৮৭৯ - ৭.৩.১৯৭২) ভাগলপুর—বিহার। লাড়লিমোহন ঘোষ। ১৩ বছর বয়সে পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। দুই বছরের মধ্যে বিধবা হন। এই সময় থেকে তিনি কবিতা লেখা আরম্ভ করেন। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ: 'প্রতিদ্বন্দ্বী' (১৮৯৫), 'নির্ঝরিণী' (১৮৯৬), 'কল্লোলিনী' ও 'মনোবীণা' (১৯০০)। ১৯০৫ খ্রী· ২৬ বছর বয়সে কেশবচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র নির্মলচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পুনর্বিবাহ হয়। ১৯০৯ খ্রী· স্বামীর সঙ্গে লন্ডনে গিয়ে অল্পকাল থাকেন। ১৯১৩ খ্রী· পুনর্বার লন্ডনে গিয়ে একাদিক্রমে ১৬ বছর থাকেন এবং ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে সাহিত্যচর্চা করেন। এখানে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং গান্ধীজী তাঁর নিকট বাংলা ভাষা শেখেন। তাঁর রচিত ইংরেজী প্রবন্ধাবলী এবং বক্তৃতাদি ভারতে ও ইংল্যান্ডে মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি মহিলাদের ভোটাধিকার নিয়ে ভারতে ও ইংল্যান্ডে আন্দোলন করেন। ক্যাথারিন মেয়ো রচিত 'মাদার ইন্ডিয়া' গ্রন্থের প্রতিবাদে তিনি বহু প্রবন্ধ লেখেন। ১৯৫০ খ্রী· তাঁর ইংরেজী রচনা-সংগ্রহ 'Knocking at the Door' প্রকাশিত হয়। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম মনোপ্লেন-এ ভ্রমণ করেন। ১৯৫৫ খ্রী· 'Indian Institute of Aeronautics and Electronics' সংস্থার অনারারি সদস্যা হয়েছিলেন। [১৬, ৪৪]

মৃন্ময়ী রায় (১৮৯৬? - ৬.৯.১৯৭৮) সমাজসেবী, জিতেন্দ্রনারায়ণ ইনফ্যান্ট স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও জিতেন্দ্রনারায়ণ সেবাভবন হাসপাতালের প্রাণস্বরূপা ছিলেন। একমাত্র পুত্র জিতেন্দ্রনারায়ণের অকালমৃত্যুর পর তিনি বিদেশ থেকে বিশেষ শিক্ষালাভ করে ফিরে এসে পুত্রের নামে কলিকাতায় ১৯৩৬ খ্রী· নার্সারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৭ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত হয় জিতেন্দ্রনারায়ণ শিশু সেবাভবন ও প্রসূতিসদন। [১৬]

মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় (২৪.৪.১৮৯২ - ১১.১১.১৯৩০)। প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট রাখালদাস। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. ও আইন পাশ করে তিনি হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে অল্পদিনেই সুপ্রতিষ্ঠিত হন। রাজনৈতিক মামলায় আসামী পক্ষের সমর্থনে মামলা পরিচালনার কৃতিত্ব তাঁর কর্মজীবনের প্রধান কীর্তি। ১৯২৪ খ্রী· দক্ষিণেশ্বর বোমা মামলার ও ১৯৩০ খ্রী· বিখ্যাত মেছুয়াবাজার বোমা মামলায় আসামীপক্ষের সওয়ালে অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় দেন। তাছাড়া 'দেশবন্ধু পল্লীসংস্কার সমিতি'র প্রচারকর্মী সুবক্তা জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতাদান ও রচনাদি প্রকাশের জন্য রাজরোষে পতিত হলে এবং শরৎচন্দ্র বসু ও সুভাষচন্দ্র বসু পরিচালিত দৈনিক 'ফরওয়ার্ড', 'নিউ ফরওয়ার্ড' ও 'লিবার্টি' পত্রিকা সরকার-বিরোধী রচনা প্রকাশের জন্য অভিযুক্ত হলে আসামী পক্ষ সমর্থনে প্রতিবারই তিনি সরকার-বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেন। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় বিখ্যাত সরকারী ব্যারিস্টার স্যার ল্যাংফোর্ড জেম্স তাঁকে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে সরকারপক্ষে সহযোগিতা করার প্রস্তাব করলে তিনি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মামলায় অভিযুক্ত আসামীর বিপন্ন পরিবারবর্গকে তিনি অর্থসাহায্যও করতেন। হুগলী বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক দুর্গাদাস তাঁর অনুজ। [১৪৯]

মৃত্যুঞ্জয় বরাট সেনগুপ্ত (১৫.৭.১৯০২ - ২১.১.১৯৭৫) হালিশহর—চব্বিশ পরগনা। কালীনাথ। পিতার কর্মস্থল উত্তরপ্রদেশের গোরখপুরে জন্ম। অল্পবয়সে মাতৃপিতৃহীন হন। বৈদ্যবাটীতে তাঁর বড়দির বাড়িতে থেকে ১৯২০ খ্রী· প্রবেশিকা পাশ করেন। নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টায় নানাধরনের ছোটখাটো কাজ করেছেন। পরে গোরখপুর রেল দপ্তরে চাকরি পেয়ে সেখানেই আমৃত্যু কাটান। গৃহশিক্ষকতায় সুনামের জন্য গোরখপুরে 'মাস্টারমশায়' নামে পরিচিত ছিলেন। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই ছোটদের জন্য লেখা শুরু করেন। সেকালের 'শিশু', 'সন্দেশ', 'মৌচাক', 'শিশুসাথী', 'খোকাখুকু', 'আমার দেশ', 'রামধনু', 'মুকুল', 'শুকতারা' প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর অনেক সরস লেখা প্রকাশিত হয়েছে। বয়স্কদের জন্য 'যমুনা', 'বাঁশরী', 'শিশির', 'কল্লোল' প্রভৃতিতে লিখেছেন। রচিত গ্রন্থ: 'কৃষ্ণসখা', 'মানিকমালা', 'দেশের ছেলে', 'আমার ছোট বোনটি', 'ক্যাবলরামের কাহিনী', 'পারস্যের পোখরাজ', 'ছায়াপথ', 'আকাশ পাতাল' ইত্যাদি। তাঁর লিখিত কবিতা 'শ্রীরামকৃষ্ণ স্তুতি' শ্বেতপাথরের ফলকে গোরখপুর রামকৃষ্ণ মিশনের মন্দিরগাত্রে লাগান আছে। সরকারী 'হককথা'র প্রত্যুত্তরে 'বাজে কথা' রাতারাতি প্রকাশ করে সকলকে চমৎকৃত করেন। [১৪৯, ১৭৪]

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (আনু· ১৭৬২ - ১৮১৯) মেদিনীপুর। তাঁর পদবী চট্টোপাধ্যায়। নাটোরে তাঁর শিক্ষারম্ভ হয়। যৌবনে কলিকাতাবাসী হন। ১৮০৫ খ্রী· কেরীর সুপারিশে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিতের পদ লাভ করেন। এখানে সংস্কৃত অধ্যাপনা করতে হত। এর আগেই কেরীর অধীনে বাংলা পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূর করার জন্য তিনি 'বত্রিশ সিংহাসন' রচনা করেন (১৮০২)। দীর্ঘ দিন এই কাজে বিশেষ উন্নতি না হওয়ায় ৯.৭.১৮১৬ খ্রী· পদত্যাগ করে সুপ্রীম কোর্টের জজ-পণ্ডিতের কাজ নেন। হিন্দু কলেজ স্থাপনের জন্য ২১.৫.১৮১৬ খ্রী· এক সভায় তিনি কলেজ-সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রণয়ন কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। স্কুল বুক সোসাইটির পরিচালক সমিতির সদস্য ছিলেন। ১৮১৮ খ্রী· তীর্থভ্রমণে গিয়ে ফেরার পথে মুর্শিদাবাদে মারা যান। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'হিতোপদেশ', 'রাজাবলি', 'বেদান্তচন্দ্রিকা' ও 'প্রবোধচন্দ্রিকা'। তিনি বাংলা ভাষায় ছাপা পুস্তকের প্রথম লেখকদের অন্যতম ছিলেন। [৩, ২৫, ২৬, ২৮]

মেঘনাদ সাহা, ড· (৬·১০·১৮৯৩ - ১৬·২·১৯৫৬) সেওড়াতলী—ঢাকা। জগন্নাথ। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ্ ও দেশসেবক। দরিদ্র পিতার সন্তান। কষ্টে পড়াশুনা করেন। ১৯০৫ খ্রী· ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রতিবাদ-সভায় যোগ দেওয়ার জন্য স্কুল থেকে বিতাড়িত হয়ে জুবিলী স্কুলে আসেন এবং এখানে বিনা ব্যয়ে পড়ার সুযোগ পান। একটি খ্রীষ্টান মিশনের পরীক্ষায় বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্রদের পরাজিত করে ১০০ টাকা পুরস্কার লাভ করেন। ১৯০৯ খ্রী· পূর্ববঙ্গের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম এবং অঙ্কসমেত চার বিষয়ে সকল পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে এন্ট্রান্স পাশ করেন। ঢাকা কলেজ থেকে আই·এস·সি·তে তৃতীয়, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৯১৩ খ্রী· গণিতে অনার্সসহ বি·এস·সি·তে দ্বিতীয় এবং ১৯১৫ খ্রী· এম·এস·সি· পরীক্ষায় ফলিত গণিতে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় হন। এ বছরের ছাত্রদলের মধ্যে সত্যেন বসু, জ্ঞান ঘোষ, জে· এন· মুখার্জী, নিখিল সেন প্রমুখ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকবৃন্দ ছিলেন। এই সময় বাঘা যতীন, পুলিন দাস প্রভৃতি বিপ্লবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার অপরাধে তিনি ফিনান্স পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতিলাভে বঞ্চিত হন। কয়েক বছর অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকার পর ১৯১৮ খ্রী· নবগঠিত বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনার কাজ পান। এখানে গবেষণা করে পর পর দুই বছরে ডি·এস·সি· ও পি·আর·এস· হন। গবেষণার বিষয় ছিল রিলেটিভিটি, প্রেসার অফ লাইট ও অ্যাস্ট্রোফিজিক্স। এরপর ১৯২০ খ্রী· 'থিওরি অফ থার্মল আয়নিজেশন' বিষয়ে গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও পরিচিতি পান। গবেষণা দ্বারা তিনি যে তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন সেটি বীক্ষণাগারে ব্যবহারিক প্রয়োগ প্রদর্শনের আমন্ত্রণ পেলেন লন্ডন ও বার্লিন থেকে। দুই বছর পর ভারতে ফিরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্স বিভাগে প্রথম 'খয়রা অধ্যাপক' নিযুক্ত হন। ১৯২৩ খ্রী· এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং সেখানে ১৫ বছর কাজ করে 'স্কুল অফ ফিজিক্স' নাম দিয়ে পদার্থবিদ্যার শিক্ষাকেন্দ্র ও গবেষণাগার গড়ে তোলেন। শিক্ষক হিসাবে তিনি পৃথিবীজোড়া খ্যাতি পেয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে আইনস্টাইন বলেন, 'Dr. M. N. Saha has won an honoured name...'। ১৯৩৮ খ্রী· কলিকাতায় এসে বিজ্ঞান কলেজের পালিত অধ্যাপক হন ও পরে গড়ে তোলেন 'ইন্সটিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স' (বর্তমানে তাঁর নামাঙ্কিত)। ১৯৩৪ খ্রী· বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে তিনি সর্বপ্রথম ভারতের সার্বিক উন্নতিতে বিজ্ঞান প্রয়োগের কথা বলেন। বক্তৃতায় সীমাবদ্ধ না রেখে 'ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স' প্রতিষ্ঠা করেন এবং পণ্ডিত জওহরলালকে 'শিল্প প্রসার ও জাতীয় পরিকল্পনা'র কথা জানান। 'সায়েন্স অ্যান্ড কালচার' পত্রিকা মারফত দামোদর উপত্যকা সংস্কার, ওড়িশার উন্নয়ন, খাদ্য ও দুর্ভিক্ষ, ভারতের জাতীয় গবেষণা সমিতি, নদী-উপত্যকা উন্নয়ন ইত্যাদি ভারতের বিভিন্ন সমস্যা বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের প্রথম সূত্র এমনি একটি প্রবন্ধ এবং এই রকম আর একটি প্রবন্ধের জন্যই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্র (১৯৩৮) নেহেরুকে সভাপতি করে একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করেন। তিনি ছাত্রজীবনে ১৯১৪ খ্রী· বন্যাত্রাণের স্বেচ্ছাসেবক এবং ১৯২৩ খ্রী· বেঙ্গল রিলিফ কমিটিতে আচার্য রায়ের সহযোগী ছিলেন। ১৯৫০ খ্রী· উদ্বাস্তুদের জন্য ঈস্ট বেঙ্গল রিলিফ কমিটি গঠন করেন। লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটি, ফ্রেঞ্চ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি, বোস্টন অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স প্রভৃতির ফেলো, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন, ভারতীয় বিজ্ঞানোৎকর্ষিণী সমিতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেট প্রভৃতির এবং ১৯৪৫ খ্রী· বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের সদস্য ছিলেন। তাঁর সভাপতিত্বে ভারত সরকারের ক্যালেন্ডার রিফর্ম কমিটি গঠিত হয়। তিনি নিউটন-ত্রিশততম বার্ষিকীতে ১৯৪৭ খ্রী· লন্ডন রয়্যাল সোসাইটির আমন্ত্রণে লন্ডনে যান। এর আগে ১৯৪৪ খ্রী· ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক শুভেচ্ছা কমিশনের সদস্যরূপে ইউরোপ, আমেরিকা এবং ১৯৪৫ খ্রী· সোভিয়েট সরকারের আমন্ত্রণে রাশিয়া সফর করেন। আলেকজান্দ্রা ভোল্টার শতবার্ষিকীতে ইতালী সরকারের অতিথি ছিলেন। তাঁর চেষ্টায় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স (ভারতীয় বিজ্ঞানোৎকর্ষিণী সভা) ও গ্লাস সেরামিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সারাজীবনে অসংখ্য নিবন্ধ লিখেছেন। রচিত গ্রন্থ: 'The Principle of Relativity', 'Treatise on Heat', 'Treatise on Modern Physics', 'Junior Textbook of Heat with Meteorology' প্রভৃতি। লোকসভার সদস্য ছিলেন। দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবনে পরিকল্পনা কমিশনের সভায় যাবার পথে মৃত্যু। [৩, ৭, ১০, ২৬, ৩৩]

মেরি কার্পেন্টার (৩·৪·১৮০৭ - ১৪·৬·১৮৭৭) এক্সিটার—ইংল্যান্ড। একেশ্বরবাদী ধর্মযাজক ল্যান্ট কার্পেন্টার। পিতার কাছ থেকে ধর্মবিশ্বাস ও মানবসেবার আদর্শে দীক্ষালাভ করে ইংলন্ডে নিরাশ্রয়, অনাথ বালক-বালিকাদের এবং অপরাধ-প্রবণ শিশুদের সংশোধনের জন্য তিনি অনেকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রিস্টল ওয়ার্কিং অ্যান্ড ভিজিটিং সোসাইটি স্থাপনে (১৮৩৫) তাঁর উৎসাহ ছিল ও ২০ বছরের বেশী সময় তিনি তার সম্পাদক ছিলেন। 'ইউথফুল অফেন্ডার্স অ্যাক্ট' (১৮৫৪) তাঁরই চেষ্টায় বিধিবদ্ধ হয়। তাঁর রচিত 'আওয়ার কন্‌ভিক্টস্' (১৮৬৪) নামক পুস্তক প্রকাশিত হলে কারাসংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয়। পিতৃবন্ধু রামমোহনের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে ভারত সম্পর্কে শ্রদ্ধান্বিত হন। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি, রিফর্মেটরী স্কুল স্থাপন ও কারা-সংস্কারের উদ্দেশ্যে মোট ৪ বার ভারতে আসেন। স্থানীয় ইংরেজ রাজপুরুষ ও বিশিষ্ট ভারতীয়দের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়

এবং বিদ্যালয় ও কারাগার পরিদর্শনে ভারতে তিনি ব্যাপক ভ্রমণ করেন। প্রধানত তাঁর চেষ্টায় ১৮৬৭ খ্রী· 'বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন' এবং কেশবচন্দ্রের দ্বিতীয়বার বিলাত-ভ্রমণের সময়ে ১৮৭০ খ্রী· ব্রিস্টলে ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা : 'লাস্ট ডেজ ইন্ ইংল্যান্ড অফ দি রাজা রামমোহন রায়', 'সিক্স মান্থস্ ইন্ ইন্ডিয়া' (২ খণ্ড)। [৩]

মৈনুল হক চৌধুরী (১৯২২ - ১৯৭৭) সোনাবাড়িঘাট—কাছাড়, আসাম। ব্যবহারজীবী এবং রাজনৈতিক নেতা। শিক্ষা শিলচর, গৌহাটি, কলিকাতা ও আলীগড়ে। আসামের মন্ত্রিসভার সদস্যরূপে প্রশাসনে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। ইন্দিরা গান্ধী মন্ত্রিসভায় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী ছিলেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। কাছাড়ে চিনির কল এবং কাগজের কল স্থাপনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। [২০২]

মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী (১২৭৪ - ৮·৮·১৩৩১ ব·)। পাইকপাড়া—বিক্রমপুর, ঢাকা। পিতা শ্যামাচরণ খাসনবীশ 'সন্ধ্যা' পত্রিকার ম্যানেজার ছিলেন ও অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মোক্ষদাচরণ কাশীধামে বেদ অধ্যয়ন করে 'সামাধ্যায়ী' উপাধি পান। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। সুবক্তা ছিলেন। পরে রাজনীতি থেকে সরে এসে ত্রিবেণীতে সমাজ-সংস্কারের কাজে ব্রতী হন। সাপ্তাহিক 'ভাস্কর' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। [৫]

মোক্ষদায়িনী দেবী (আনু· ১৮৪৮ - ১৯৩০) কলিকাতা। গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাব্‌লিউ· সি· ব্যানার্জীর সহোদরা। স্বামী শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। তিনি এপ্রিল ১৮৭০ খ্রী· প্রথম মহিলা পাক্ষিক পত্র 'বাংলা মহিলা' সম্পাদনা করেন। রচিত গ্রন্থ : 'বন-প্রসুন', 'সফল স্বপ্ন', 'কল্যাণ প্রদীপ' প্রভৃতি। প্রথমোক্ত গ্রন্থে 'বাঙ্গালীর বাবু' কবিতাটি কবি হেমচন্দ্রের 'বাঙ্গালীর মেয়ে' শীর্ষক-বিদ্রূপাত্মক কবিতার পাল্টা জবাব। [৪৪, ৪৬]

মোজাম্মেল হক (১৮৬০ - ১৯৩৬) শান্তিপুর—নদীয়া। খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ্। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'হজরত মোহাম্মদ', 'অপূর্ব দর্শন', 'ইসলাম সঙ্গীত', 'মহর্ষি মনসুর', 'তাপস কাহিনী', 'শাহনামা', 'টিপু সুলতান', 'হাতেমতাই', 'দরাফখান গাজী', 'ফেরদৌসী চরিত' প্রভৃতি। তিনি 'শান্তিপুর' নামে মাসিকপত্র এবং 'লহরী' ও 'মোসলেম ভারত' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। শেষোক্ত পত্রিকাতেই কবি নজরুলের প্রথম জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি প্রকাশিত হয়। [৩]

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (২২·৬·১৯২৬ - ডিসেম্বর ১৯৭১) খালিশপুর—নোয়াখালী। বাংলা ভাষায় শতকরা ৮৩ নম্বর পেয়ে ১৯৪২ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। বি·এ· (অনার্স) পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'আশুতোষ প্রাইজ' এবং 'সুরেন্দ্রনলিনী স্বর্ণপদক' দিয়েছিল। ১৯৫৩ খ্রী· প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বাংলায় এম·এ· ডিগ্রী লাভ করেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন ধ্বনি-তত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। ঢাকা জগন্নাথ কলেজে ও পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৭১ খ্রী· রীডার পদে উন্নীত হন। বাঙলাদেশে রবীন্দ্র-সাহিত্যের পণ্ডিতদের মধ্যে তাঁর এক বিশিষ্ট স্থান ছিল। শিক্ষাবিদ্ ও সাহিত্যিক হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'বাংলা বানান ও লিপি সংস্কার', 'রবি পরিক্রমা', 'সাহিত্যে নব রূপায়ণ', 'ভাষা ও সংস্কৃতি-সমীক্ষা', 'কলোকয়েল বেঙ্গলী', 'রঙ্গিন আখর' প্রভৃতি। পূর্ব-পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধকালে পাক ফৌজের নিয়োজিত আল-বদর বাহিনী কর্তৃক তিনি ধৃত হয়ে নিখোঁজ হন। [১৫২]

মোবারক গাজী, পীর। ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ১৮শ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত সমগ্র বঙ্গে ঐশীশক্তিধর। ফকির ও মানবপ্রেমিক ব'লে খ্যাত ছিলেন। তিনি অন্যতম বড় খাঁ (শ্রেষ্ঠ) গাজী ব'লেও পরিগণিত হতেন। হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁর কৃপায় চব্বিশ পরগনা অঞ্চলের মেদনমল্ল পরগনার ভূস্বামী মদন রায় তৎকালীন বঙ্গের শাসনকর্তা শায়েস্তা খাঁর (মতান্তরে মুর্শিদকুলি খাঁর) দণ্ড থেকে মুক্তি পেয়ে পীরের উদ্দেশে ক্যানিং থানার ঘুঁটিয়ারী পল্লীতে দরগাহ, মসজিদ প্রভৃতি নির্মাণ করে দেন। এই স্থানে পীর মোবারকের কবরও আছে। চব্বিশ পরগনার এই ঘুঁটিয়ারী-শরিফে এখনও প্রতি বছর ৭ই আষাঢ় তারিখে পীর মোবারকের মৃত্যুদিনে বিরাট ধর্মোৎসব (ফাতেহা) ও মেলা হয়। ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের এটি একটি তীর্থক্ষেত্র। [৬]

মোয়াজ্জেম হোসেন (১৯২২ - ২৮·১০·১৯৭১)। বাঙলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্র কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক মোয়াজ্জেম হোসেন গুপ্ত আততায়ীর হাতে নিহত হন। [১৪৯]

মোহনচাঁদ বসু (১৯শ শতাব্দী) বাগবাজার—কলিকাতা। রামনিধি গুপ্তের প্রিয়তম শিষ্য মোহনচাঁদই প্রথম 'হাফ আখড়াই' গানের প্রবর্তন করেন। [২, ২৫, ২৬]

মোহনদাস বৈরাগী (১৯শ শতাব্দী) গোপালনগর—যশোহর। ঢপ কীর্তনে 'ছুট' সঙ্গীতের প্রবর্তক। তিনি মোহন সরকার নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর ছুট সঙ্গীত অনুপ্রাস, রাগ, সুর ইত্যাদির জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁর পূর্বে রূপোদাস, অঘোরদাস, দ্বারিকাদাস, শ্যামা বাউল ইত্যাদির নাম পাওয়া যায়। ঢপের সুবিখ্যাত গায়ক ছিলেন মধুসূদন কিন্নর। [২, ৩, ২৫, ২৬]

মোহন মাহাতো (১৯১৪ - ১৯৩১) সরস্বা—পুরুলিয়া। বিনোদ। আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। সত্যমেলায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করায় পুলিসের গুলিতে নিহত হন। [৪২]

মোহনলাল। দ্বিতীয় চোয়াড় বিদ্রোহের (১৭৯৮ - ৯৯) অন্যতম নায়ক। তাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা মেদিনীপুরের বৃহত্তম গ্রাম আনন্দপুরের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। [৫৬]

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯০৯ - ১৪.১.১৯৬৯) কলিকাতা। মণিলাল। মাতামহ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অল্প বয়স থেকেই গল্প লিখতে শুরু করেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত 'সোনার ঝরণা' শিশুদের উপযোগী গ্রন্থ। হেয়ার স্কুল, প্রেসিডেন্সী কলেজ ও লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স্-এ পড়াশুনা করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউটের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পরিসংখ্যানবিদ্ হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর চেক স্ত্রী মিলাডা দেবী বাঙলাদেশের পাঁচালী ও মেয়েদের ব্রতকথা চেকভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর রচিত 'বোর্ডিং ইস্কুল', 'বাবুইয়ের অ্যাডভেঞ্চার', 'লাফা যাত্রী', 'চরণিক', 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট' (অনুবাদ) বাঙলার কিশোর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'অসমাপ্ত চট্টান্দ', 'দক্ষিণের বারান্দা', 'পুনর্দর্শনায় চ' প্রভৃতি। [১৭]

মোহাম্মদ বখৎ মজুমদার, হাজী খানবাহাদুর (১৮৬১ - ১০.২.১৯৩৬) বড়শালা—শ্রীহট্ট। পিতা হাজী সৈয়দ বখৎ মক্কানগরীতে শেরিফ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন এবং কাজের পুরস্কারস্বরূপ তুরস্কের সুলতান কর্তৃক ১৮৭৯ খ্রী· 'Order by the Star Rajon and a Firman' উপাধিতে ভূষিত হন। মন্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার প্রবর্তিত হলে মোহাম্মদ আসাম ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং ডেপুটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। [১৯১]

মোহাম্মদ মোর্তজা, ডাঃ (১.৪.১৯৩১ - ১৪.১২.১৯৭১) চণ্ডীপুর—চব্বিশ পরগনা। ১৯৪৬ খ্রী· ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৪৮ খ্রী· কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আই.এস-সি. পাশ করে ১৯৫০ খ্রী· ঢাকায় চলে যান এবং সেখানকার মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৯৫৪ খ্রী· এম.বি.বি.এস. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯ নভেম্বর ১৯৫৬ খ্রী· ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী মেডিক্যাল অফিসারের পদে যোগ দিয়ে আমৃত্যু ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। লেখক হিসাবেও তাঁর পরিচিতি ছিল। রচিত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ : 'জনসংখ্যা ও সম্পদ', 'প্রেম ও বিবাহের সম্পর্ক', 'পাক-ভারত সংঘর্ষের তৎপর্য' প্রভৃতি। 'চরিত্রহানির অধিকার' তাঁর রচিত উপন্যাস। তাছাড়া 'চিকিৎসাশাস্ত্রের কাহিনী' নাম দিয়ে একটি অনুবাদ-গ্রন্থও প্রকাশ করেন। 'চিকিৎসাবিদ্যা পরিভাষা' সম্পাদনা করেন। গল্প এবং কবিতা রচনায়ও তাঁর হাত ছিল। 'কপোত' পত্রিকায় তিনি 'রাজনীতির পরিচয়' নামে ধারাবাহিকভাবে এবং গণশক্তি পত্রিকায় বেনামে 'দেশে দেশে মুক্তিযুদ্ধ' কলমটি লিখতেন। ১৯৬৭ খ্রী· থেকে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় সদস্য ছিলেন। পাক-সামরিক অফিসারদের নির্দেশে আল-বদর-বাহিনীর লোকেরা ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রী· তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসভবন থেকে চোখ বেঁধে ধরে নিয়ে যায়। ৪ জানুয়ারী ১৯৭২ খ্রী· অন্যান্য শহীদ বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মীরপুর বাজারের কাছে তাঁর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়। [১৫২, ১৭৪]

মোহিতকুমার মৈত্র (১৮৯৮ - ১৮.১১.১৯৬৬) নাটোর—রাজশাহী। বসন্তকুমার। প্রখ্যাত সাংবাদিক ও বিপ্লবী। ছাত্রাবস্থায় শুধু পড়াশুনায় নয়, অভিনয় এবং আবৃত্তিতেও সুনাম অর্জন করেন। ১৯১৫ খ্রী· নাটোর স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ইতিহাসে স্বর্ণপদক লাভ করেন। এইসময় বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী আন্দোলনে সতীশ পাকড়াশী প্রমুখ বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। ১৯১৯ খ্রী· জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করার অপরাধে হস্টেল থেকে বিতাড়িত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে এম.এ. ও আইন পড়ার সময় অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। মুক্তির পর দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত 'ফরওয়ার্ড' কাগজে যোগ দেন। 'ফরওয়ার্ড' ও তৎপরবর্তী 'লিবার্টি' অফিস থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'বাংলার কথা'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯২৬ খ্রী· ভারতীয় সাংবাদিক সঙ্ঘের সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৩০ খ্রী· কুখ্যাত প্রেস অ্যাক্টের প্রতিবাদে তাঁর নেতৃত্বে সাংবাদিক সঙ্ঘ দীর্ঘদিন সংবাদপত্র বন্ধ রাখার আন্দোলন চালায়। ১৯৩৭ খ্রী· 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রতিনিধি হয়ে ওড়িশায় যান। সেই সময়ে ভারতে নৃপতিদের নৃশংস অত্যাচারের প্রতিবাদে দেশীয় রাজ্যগুলিতে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়েও ওড়িশার ঢেঙ্কানল, তালচের প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য ঘুরে রাজন্যবর্গের অস্বাভাবিক অত্যাচারের কাহিনী ও ফটো সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন এবং ঐসব অত্যাচারের তথ্যাদি দীনবন্ধু এন্ড্রুজ ও ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগোকে পাঠান। এ আন্দোলনে তিনি ওড়িশার হরেকৃষ্ণ মহতাব ও নবকৃষ্ণ চৌধুরীর পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করেন। ওড়িশার প্রতিটি গণ-আন্দোলন এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যুক্ত থেকে তিনি আপামর জনসাধারণের 'মোহিতদা' নামে পরিচিত হন। অমৃতবাজারের এলাহাবাদ সংস্করণ প্রকাশের সময় তাঁকে এলাহাবাদে যেতে হয়। এর কয়েক বছর পরে অমৃতবাজারের স্পেশাল অফিসার হিসাবে কলিকাতা অফিসে যোগ দেন। কিন্তু শ্রমনীতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে কর্তৃপক্ষের মতবিরোধ ঘটায় পদত্যাগ করেন। ১৯৪৯ খ্রী· শরৎচন্দ্র বসুর 'দি নেশন' পত্রিকার বার্তাসম্পাদক-পদে নিযুক্ত হন। কমিউনিস্ট বন্দীদের উপর তখন কারাগারে যে গুলিচালনা হয়, ঐ পত্রিকায় তিনি তা বর্ণনা করেন। এসময়ে শরৎচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত 'সোশ্যালিস্ট রিপাব্লিকান পার্টি'র সদস্য হয়ে দক্ষিণ কলিকাতার উপনির্বাচনে ও সোশ্যালিস্ট অরগানাইজেশনকে সংগঠিত করার কাজে দক্ষতা দেখান। আদর্শ নিয়ে মতান্তর ঘটায় পরে তিনি এই দল ত্যাগ করেন। ১৯৫৩ খ্রী· করপোরেশন নির্বাচনে

সংযুক্ত নাগরিক কমিটির প্রথম আহ্বায়ক এবং সেনেট ও সিন্ডিকেটের সদস্য নির্বাচিত হন। এই সময়ে ছাত্র ও অভিভাবক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের প্রতিটি আন্দোলনে যথেষ্ট সহায়তা করেন। ১৯৫৩ খ্রী· ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে নিবর্তনমূলক আটক আইনে কারারুদ্ধ হন। ১৯৫৫ খ্রী· বামপন্থী ও প্রগতিশীল ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত ভাষাভিত্তিক পুনর্গঠন কমিটির সম্পাদক হন ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে এই কমিটি তা রোধ করতে সমর্থ হয়। এই সময়ে বড়বাজার কেন্দ্রের পার্লামেন্ট সদস্য ডঃ মেঘনাদ সাহার মৃত্যু হলে ১৯৫৬ খ্রী· উক্ত কেন্দ্রের কংগ্রেসপ্রার্থী অশোক সেনকে হারিয়ে তিনি সেখানে নির্বাচিত হন। ১৯৫৭ খ্রী· কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী ইউনিয়নের নেতা ও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৭ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের লেকচারার নিযুক্ত হন। ঐ বছরই রাজ্য বিধান পরিষদেরও সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৯ খ্রী· খাদ্য আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন ও ৩১ আগস্ট মিছিলের নেতৃত্ব দেবার সময়ে গ্রেপ্তার হন। ১৯৬৩ খ্রী· 'দেশহিতৈষী' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন। তখনকার বন্দী মুক্তি আন্দোলনেও তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। ১৯৬৪ খ্রী· কলিকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিখণ্ডিত কমিউনিস্ট পার্টির সি·পি·এম·-এর পার্টি কংগ্রেসে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন। ১৯৬৪ খ্রী· ভারত-চীন যুদ্ধের সময় তিনি গ্রেপ্তার হন ও ১৯৬৫ খ্রী· স্বাস্থ্যের কারণে মুক্তি পেয়ে চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য প্রেরিত হন। ১৯৬৬ খ্রী· ফেব্রুয়ারী-মার্চের আন্দোলনে কিছুদিনের জন্য গ্রেপ্তার হন। মেডিক্যাল কলেজে মৃত্যু হয়। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'History of Indian Journalism'। [১৪৯]

মোহিতচন্দ্র সেন (১১·১২·১৮৭০ - ৯·৬·১৯০৬)। জয়কৃষ্ণ। হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা ও মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে এফ·এ· এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৮৮৮ খ্রী· ইংরেজী ও দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ বি·এ· পাশ করেন। ১৮৮৯ খ্রী· এম·এ· পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় হন। তারপর মাত্র ১৮/১৯ বছর বয়স থেকে বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। শেষ-জীবনে কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন। তিনি পৈতৃক সূত্রে কেশবচন্দ্র ও নববিধান সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সমাজের বক্তারূপে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। তাঁর ধর্মব্যাখ্যায় মুগ্ধ হয়ে ভগিনী নিবেদিতা জাতীয়তার মন্ত্র-প্রচারে তাঁর সহযোগিতা কামনা করেন। ইংরেজী সাহিত্যের ব্যাখ্যাতা হিসাবেও খ্যাতি ছিল। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শে আকৃষ্ট হয়ে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে যোগদানের পর কবির অর্থকৃচ্ছ্রতার সময় এক হাজার টাকা দান করেন এবং নিজেও কঠিন দারিদ্র্যবরণ করেন। ১৯০৫ খ্রী· স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন এবং কার্লাইল সার্কুলারের প্রতিবাদে বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা করেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা শ্রেণীবদ্ধ করে প্রথম কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান কীর্তি। রচিত গ্রন্থ: 'The Elements of Moral Philosophy', ইংরেজী ছন্দে অনূদিত 'The Mundak Opanisad' প্রভৃতি। [৩, ১৭]

মোহিতমোহন মৈত্র (? - ২৮·৫·১৯৩৩) পাবনা। হেমচন্দ্র। ব্রিটিশরাজ-বিরোধী ক্রিয়াকলাপের অভিযোগে ফেব্রুয়ারী ১৯৩২ খ্রী· পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর বাড়ি থেকে রিভলবার ও গোলাবারুদ পাওয়ায় তাঁকে ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে আন্দামানের সেলুলার জেলে পাঠান হয়। সেই বন্দীশিবিরে অনশন ধর্মঘট করে যে কয়জন বিপ্লবী প্রাণ উৎসর্গ করেন মোহিতমোহন তাঁদের অন্যতম। মোহনকিশোর এবং মহাবীর সিং নামে অপর দুজন বন্দীও এই অনশনে প্রাণ দেন। [৪২, ৭০, ১৪৯]

মোহিতলাল মজুমদার (২৬·১০·১৮৮৮ - ২৬·৭·১৯৫২) বলাগড়—হুগলী। নন্দলাল। ১৯০৪ খ্রী· এন্ট্রান্স এবং ১৯০৮ খ্রী· বি·এ· পাশ করেন। দীর্ঘদিন স্কুলে শিক্ষকতা করার পর ১৯২৮ - ৪৪ খ্রী· পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন। কবি, সাহিত্য-সমালোচক ও প্রবন্ধকাররূপে তিনি বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই এই বিতর্কিত সাহিত্য-প্রতিভার কাব্য আপন বৈশিষ্ট্যে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। বঙ্গসাহিত্য প্রসঙ্গে তিনি সৃজনধর্মী আলোচনা করে গিয়েছেন। অনেক মাসিক পত্রিকায়, বিশেষ করে ভারতীতে কবিতা লিখতেন। বঙ্কিমচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা তৃতীয় পর্যায়ে প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। শনিবারের চিঠির নিয়মিত লেখক ছিলেন। মাঝে মাঝে 'কৃত্তিবাস ওঝা' 'চামারখায়-আম', 'সব্যসাচী', 'সত্যসুন্দর দাস' ছদ্মনামে লিখতেন। রচিত কাব্যগ্রন্থ: 'বিস্মরণী', 'স্বপন পসারী', 'দেবেন্দ্র-মঙ্গল', 'হেমন্ত গোধূলি', 'কাব্য মঞ্জুষা', 'স্মরগরল'; সনেট সঙ্কলন: 'ছন্দ চতুর্দশী'; প্রবন্ধ গ্রন্থ: 'সাহিত্য বিতান', 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য', 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র', 'বঙ্কিম বরণ', 'সাহিত্য বিচার', 'রবি-প্রদক্ষিণ', 'বাংলার নবযুগ', 'কবি শ্রীমধুসূদন', 'বাংলা কবিতার ছন্দ' প্রভৃতি। [৩, ৭, ১৮, ২৬]

মোহিনী দেবী (১৮৬৩ - ২৫·৩·১৯৫৫) বেউথা—ঢাকা। রামশঙ্কর সেন। ১২ বছর বয়সে তারকচন্দ্র দাশগুপ্তের সঙ্গে বিবাহ হয়। ভিক্টোরিয়া স্কুলের প্রথম হিন্দু ছাত্রী। রামতনু লাহিড়ী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির কাছে শিক্ষালাভ করেন। পরে ইউনাইটেড মিশনের শিক্ষিকাদের কাছে ইংরেজী শেখেন। সমাজকল্যাণমূলক কাজ ও স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। ১৯২১ - ২২ খ্রী· গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে ও ১৯৩০ - ৩১ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনে সরকার-বিরোধী

কাজে নেতৃত্ব করে কারাবরণ করেন। 'নিখিল-ভারত মহিলা সম্মিলনী'র সভানেত্রী হিসাবে তাঁর ভাষণ উচ্চ প্রশংসিত হয়। গান্ধীজীর আদর্শে অবিচলিত নিষ্ঠা ছিল। ১৯৪৬ খ্রী· কলিকাতায় দাঙ্গার সময় দাঙ্গা-অধ্যুষিত মুসলমান-প্রধান অঞ্চল এন্টনিবাগানে নিজের বাড়িতে থেকে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের বাণী প্রচার করেন। 'দি স্কাভেঞ্জার্স ইউনিয়ন অব বেঙ্গল' এবং 'জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নে'র প্রেসিডেন্ট তাঁর কন্যা প্রভাবতী দাশগুপ্ত ১৯২৭-২৮ থেকে ১৯৩০ - ৩১ খ্রী· পর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। [৩, ১০, ২৯, ১৪৯]

মোহিনী মণ্ডল (? - ১৯৪২) মেদিনীপুর। মেদিনীপুর জেলা কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। রাজনৈতিক কারণে আত্মগোপন করে থাকার সময় মারা যান। [৭৬]

মোহিনীমোহন চক্রবর্তী (১৮৩৯ - ১৯২২) এলাঙ্গি—নদীয়া। সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম হন। ২২ বছর বয়সের সময় পিতার মৃত্যু হওয়ায় কুষ্টিয়ায় কেরানীর কাজ নেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটশিপ পাশ করে বিচারক হন। ১৯০৫/০৬ খ্রী· নিজের সামান্য মূলধন নিয়ে বাড়ির উঠানে মাত্র ৮ খানা তাঁত নিয়ে 'চক্রবর্তী ব্রাদার্স' নামে কাপড়ের মিল প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ মিলই ক্রমে বড় হয়ে ১৯০৮ খ্রী· 'মোহিনী মিল্‌স্ লিমিটেড' নামে খ্যাত হয়। তাঁর পুত্র গিরিজাপ্রসন্ন এই মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়েছিলেন এবং অন্নপূর্ণা কটন মিলস্ ও দ্বিতীয় মোহিনী মিল্‌স্ স্থাপন করেছিলেন। [১৬, ১৪৪]

মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৮৫৮ - ১৯৩৬)। প্রখ্যাত অ্যাটর্নি, জনসেবক ও সাহিত্যিক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম·এ·,বি·এল· ও পরে অ্যাটর্নিশিপ পাশ করেন। থিওসফি আন্দোলনের উৎসাহী কর্মিরূপে ঐ আন্দোলনের নেত্রী মাদাম ব্লাভাট্‌স্কির একান্ত-সচিব হয়ে তিনি ১৮৮৩ খ্রী· ইউরোপ যান। ১৮৮৯ খ্রী· দেশে ফিরে এসে অ্যাটর্নির ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কর্মজীবনে সামাজিক ও জনসেবামূলক বহুবিধ কাজেও তাঁর সক্রিয় উদ্যম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর শিষ্য ছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'ইন্ডিয়ান স্পিরিচুয়ালিটি', 'হিস্টরি অ্যাজ এ সায়েন্স', 'ভিক্ষার ঝুলি', 'জীবন-প্রবাহ' (কবিতা), 'পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত' প্রভৃতি। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা। বিশিষ্ট আইনজীবী ও গবেষক তপনমোহন তাঁর পুত্র। [৩]

মোহিনীমোহন মিশ্র। ভারতীয় সঙ্গীতে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী প্রখ্যাত শিল্পী। 'মুরারি সম্মেলন', 'নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন' প্রভৃতি আসরে তিনি ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি শুনিয়ে শ্রোতাদের প্রশংসা অর্জন করেছেন। যন্ত্রীসঙ্গীতেও তাঁর পারদর্শিতা ছিল। বহু অনুষ্ঠানে তিনি বীণা, সুররঞ্জন, সুরচয়ন ও সুরায়ন বাজিয়েছেন। ভাল সঙ্গতকারও ছিলেন। কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রে স্বরচিত বাংলা গানও গাইতেন। [১৮]

মোহিনীমোহন রায় (? - ১৯.২.১৯৩১) ধর্মনগর—ত্রিপুরা। অশ্বিনীকুমার। কুমিল্লা অভয় আশ্রমের সভ্য ছিলেন। আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বারাসত সাব-জেলে বন্দী থাকা কালে মারা যান। [৪২]

মোহিনী রায় (? - ১৯.২.১৯৩১) বাগুরাজারহাট—চব্বিশ পরগনা। ১৬/১৭ বছরের এই যুবক আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। নিজ গ্রামে অকথ্য পুলিসী অত্যাচার সত্ত্বেও জাতীয় পতাকা উড্ডীন রাখেন। পুলিস কর্তৃক প্রচণ্ড প্রহারের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়। [৯৭]

মোহিনীশঙ্কর রায় (২৩.২.১২৮৫ - ২৫.৩.১৩৪৯ ব·)। ময়মনসিংহের বিপ্লবী সংস্থা 'সাধনা সমাজে'র বিশিষ্ট কর্মী এবং হেমেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বৈপ্লবিক কাজের অন্যতম প্রধান সহকর্মী ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ-রোধ ও স্বদেশী আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে দীর্ঘদিন অন্তরীণ ছিলেন। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হন। ছাড়া পেয়ে কংগ্রেস ও যুগান্তর পার্টির কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। [১০]

মোহিনী সেন (খাস্তগীর) (১৯.৩.১৮৬০ - ৬.৫.১৮৯৪) চট্টগ্রাম। খ্যাতনামা ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীর। আরাকান খ্রীস্টান ফিমেল স্কুলে পড়ার পর কলিকাতায় ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের গৃহে থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। 'নেটিভ লেডিজ নর্মাল অ্যান্ড অ্যাডাল্ট স্কুলে'র প্রথম শিক্ষয়িত্রীদের তিনি অন্যতম। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পুত্রবধূ মোহিনী দেবী আচার্যের দৈনিক প্রার্থনার অনুলেখক ছিলেন। কিছুদিন 'পরিচারিকা' পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। চিত্রাঙ্কনে ও পিয়ানো বাজনায় দক্ষতা ছিল। [১৯৯]

ম্যাক, জন (১২.৩.১৭৯৭ - ৩০.৪.১৮৪৫) এডিনবরা—স্কটল্যান্ড। শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যাপনার কাজে ১৮২১ খ্রী· বাঙলায় আসেন। রসায়নবিদ্যার অনুশীলনের জন্য উক্ত কলেজে গবেষণাগার স্থাপন করেন। ম্যাকের তত্ত্বাবধানে শ্রীরামপুর মিশন প্রায় এক হাজার নদনদী ও শহর নির্দিষ্ট করে একখানি ভারতবর্ষের মানচিত্র রচনা করে। 'Friend of India' পত্রিকা সম্পাদনা তাঁর অন্যতম কাজ ছিল। তাঁর বাংলা রচনা 'কিমিয়া বিদ্যার সার বা রসায়নের মূলকথা' ১৮৩৪ খ্রী· প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি এই বিষয়ে বাংলা ভাষায় প্রথম রচনা। [৩, ২৮, ১২২]

যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৯ - ১৯১৫) বেলেশিখিরা—হুগলী। বি·এ· পর্যন্ত পড়েন। ১২ বছর বয়সে 'সমর শেখর' নামে সুবৃহৎ উপন্যাস রচনা করে 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ১৮৭৯ খ্রী· বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁকে ময়মনসিংহের সেরপুর থেকে প্রকাশিত 'চারুবার্তা' পত্রিকার সম্পাদক করে পাঠান।

১৮৮৪ খ্রী· কর্নেল টডের লেখা রাজস্থানের অনুবাদ প্রকাশ করেন। 'হিতবাদী' পত্রিকার সূচনা থেকে তিন বছর এবং কিছুদিন মুর্শিদাবাদ থেকে প্রকাশিত 'উপাসনা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'বীরমালা' তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ ছাড়াও নাটক, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনা এবং অনেকগুলি ডাক্তারী গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ: 'কাশীকান্ত','মহাভারত', 'নারদীয় পুরাণ', 'শ্রীমদ্ভাবগত' ও 'বরাহপুরাণের' বঙ্গানুবাদ, 'রক্তদন্তা বা আমাদনগর পতন', 'জয়াবতী' প্রভৃতি। [২৫, ২৬]

যজ্ঞেশ্বর বেদান্তভূষণ (স্বামী নির্মলানন্দ) (৫·৭·১২৭৩ - ৪·৮·১৩৫৯ ব·) হরিণাহাটী—কোটালি-পাড়া, ফরিদপুর। দীননাথ ঠাকুর চক্রবর্তী। তাঁর অন্যতম শিক্ষাগুরু ছিলেন ফরিদপুরের মাদারিপুরস্থ 'জগদ্বন্ধু · সংস্কৃত কলেজে'র প্রতিষ্ঠাতা শীতলচন্দ্র বেদান্তভূষণ। শিক্ষা-শেষে কিছুদিন উক্ত কলেজের পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। পরে কলিকাতায় এসে বাগবাজারে পশুপতি বসুর গৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা করতে থাকেন এবং নিজেও আনন্দচন্দ্র সার্বভৌমের কাছে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন শুরু করেন। হুগলীর কোন্নগরের জমিদার শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহে কোন্নগরে গিয়ে চতুষ্পাঠী খোলেন। সেখানে ব্রহ্মত্র জমিও লাভ করেছিলেন। স্ত্রী-বিয়োগের পর কাশীধামে গিয়ে ওঙ্কারমঠের অধ্যক্ষের কাছে সন্ন্যাস-দীক্ষা নেন (১৩৪১ ব·)। গুরুদেব নির্বাণলাভের পূর্বে (১৩৪২ ব·) তাঁকে উক্ত মঠের মঠাধীশ নিযুক্ত করে যান। এরপর কোন্নগরে 'ওঙ্কারমঠ' স্থাপন করে সেখানেই বাস করতে থাকেন। ১৩৫৪ ব· অবধূত অবস্থা প্রাপ্ত হন। রচিত গ্রন্থ: 'স্তোত্র গ্রন্থমালা', 'তত্ত্বসার সন্দর্ভ', 'আগমনতত্ত্বসার সন্দর্ভঃ'। [১৭২]

যতীন্দ্রকুমার সেন (১৮৮২ - ৩০·১১·১৯৬৬) বিহারের দ্বারভাঙ্গায় জন্ম। বাল্যকাল থেকে আঁকার ঝোঁক থাকায় স্কুল কলেজের শিক্ষা লাভ না ঘটলেও নিজের চেষ্টায় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন। ১৯০১ খ্রী· বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠার সময় থেকে তিনি তার সঙ্গে যুক্ত হন। এই প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় বিজ্ঞাপন ও ওষুধ-প্রসাধনীর ছবি আঁকা, নাম লেখা, লেবেল ডিজাইন ইত্যাদির সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর। সেই সঙ্গে সেকালের নানা বিখ্যাত পুস্তক ও পত্রিকায় ছবি, মলাট ও বিজ্ঞাপন এঁকেছেন। প্রথম রবীন্দ্র রচনাবলীর মলাটে রবীন্দ্র প্রতিকৃতি তাঁরই আঁকা। ভারতের শ্রেষ্ঠ কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। বাংলা লাইনোটাইপের স্রষ্টা তিনজনের তিনি অন্যতম। 'রাতারাতি মহীরুহ হয়ে যাওয়া সাহিত্যিক পরশুরাম' (রবীন্দ্রনাথের উক্তি) রচিত প্রথম অনেক কাহিনীর চিত্রাঙ্কণও 'নারদ' নামের আড়ালে যতীন্দ্রকুমারকে বিপুল খ্যাতি এনে দেয়। নিজে গান না গাইলেও এমন সুরজ্ঞান ছিল যে অনেককে গান শিখিয়েছেন। পিয়ানো ও অর্গান ভাল বাজাতেন, নাট্য প্রযোজনাও কিছু করেছেন। সেকালের চলচ্চিত্র জগতেও তাঁর 'আড্ডা' ছিল। চিত্রা সিনেমা হল-এর (বর্তমান মিত্রা) দেওয়াল চিত্র তাঁর আঁকা। অকৃতদার যতীন্দ্রকুমার ৬৫/৬৬ বছর প্রায় একটানা কলিকাতায় কাটিয়েছেন। রাজশেখর বসু এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। জীবনের শেষ তিরিশ বছর তাঁর ঠিকানা ছিল রাজশেখর বসুর ৭২ বকুল বাগান রোডের বাড়ী—যদিও কখনও তিনি সেখানে থাকেন নি। [১৭৪]

যতীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৯৫ - ৬·১০·১৯৬৭) আলগী—ফরিদপুর। পার্বতীচরণ। ১৯০৫ খ্রী· বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হন। ১৯১৫ - ১৯১৯ খ্রী· সমুদ্রতীরের হাতিয়া অঞ্চলে অন্তরীণ থাকেন। ১৯২৪ খ্রী· গ্রেপ্তার হয়ে ১৯২৮ খ্রী· মুক্তি পান। ফরোয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠিত হলে সুভাষচন্দ্রের সহযোগী হন। ১৯৪২ খ্রী· পুনর্বার গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৪৬ খ্রী· মুক্তি পান। [১৬]

যতীন্দ্রচরণ গুহ — দ্র: গোবর গুহ।

যতীন্দ্রনাথ ঘোষাল। (২·৯·১৮৭৮ - ২৫·৪·১৯৬৮) বরাহনগর—চব্বিশ পরগনা। রাধিকাপদ। বিপ্লবী ও প্রখ্যাত চিকিৎসক। তিনি বাঘা যতীন, ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, হরিকুমার চক্রবর্তী প্রমুখের সংস্পর্শে আসেন ও বসিরহাট অঞ্চলে বিপ্লবী কর্মধারা বিস্তার করেন। চিকিৎসক হিসাবে তাঁর কর্মক্ষেত্রও ছিল সেখানে। যুবকদের মধ্যে লাঠিখেলা ও শরীরচর্চামূলক বিভিন্ন খেলাধূলার প্রবর্তন করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিপ্লবীদের জন্য জাভা থেকে যে জাহাজে অস্ত্র আসছিল, সেই জাহাজের একটি গন্তব্যস্থল ছিল বালেশ্বর। বিকল্প গন্তব্যস্থল ছিল সুন্দরবন। সুন্দরবন অঞ্চলে তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা সাতদিন আলোক সঙ্কেত করে অপেক্ষা করেছিলেন। পরে পুলিশের চোখ এড়াতে নেপাল সরকারের চাকুরি নিয়ে চলে যান। বসিরহাটের কংগ্রেস সংগঠনের তিনি প্রথম সম্পাদক ও বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। আজীবন রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরিণত বয়সে বাংলা ভাষায় তাঁর রচিত 'প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন' (২ খণ্ড), 'অ্যানাটমি ও ফিজিওলজি', 'মেটিরিয়া মেডিকা', 'শিশু ও স্ত্রী চিকিৎসা', 'ইনজেকশন চিকিৎসা' এবং 'কম্পাউন্ডারী শিক্ষা' গ্রন্থগুলি বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল। [১৫৮, ১৭৪]

যতীন্দ্রনাথ দাস। (২৭·১০·১৯০৪ - ১৩·৯·১৯২৯) কলিকাতা। বঙ্কিমবিহারী। ১৯২০ খ্রী· ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিক · পাশ করে কংগ্রেসের সদস্য হয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২৮ - ২৯ খ্রী· বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র ছিলেন। ১৯২১ খ্রী· পশ্চিমবঙ্গের বন্যার্তদের যথাসাধ্য সাহায্য করেন। ১৯২৩ খ্রী· বিপ্লবী শচীন সান্যাল কলিকাতার ভবানীপুরে ঘাঁটী করলে তিনি এই দলে যোগ দেন। পরে দক্ষিণেশ্বরের বিপ্লবী দলের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ হয়। ১৯২৪ খ্রী· দক্ষিণ কলিকাতায় 'তরুণ সমিতি' প্রতিষ্ঠা

করেন এবং এই সময় গ্রেপ্তার হয়ে ঢাকা জেলে প্রেরিত হন। জেল কর্তৃপক্ষের আচরণের প্রতিবাদে ২৩ দিন অনশন করেন। ১৪ জুন ১৯২৯ খ্রী· লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী হিসাবে লাহোর জেলে প্রেরিত হন। এখানে রাজবন্দীদের ওপর জেলকর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের জন্য অনশন শুরু করেন। এই সময় তাঁকে বহুবার জোর করে খাওয়াবার চেষ্টা করা হয়। ৬৩ দিন অনশনের পর তিনি মারা যান। এইভাবে মৃত্যুবরণ করার ফলে রাজবন্দীদের ওপর অত্যাচার প্রশমিত হয়েছিল। এই বীর শহীদের মৃতদেহ কলিকাতায় আনা হলে এক বিরাট মিছিল শোকযাত্রায় অনুগমন করে। [৩, ১০, ৪২, ৪৩]

যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা নিরালম্ব স্বামী (১৯·১১·১৮৭৭ - ৫·৯·১৯৩০) চান্না—বর্ধমান। কালিদাস। সরকারী চাকুরে পিতার সন্তান। বাল্যকালে দুরন্ত প্রকৃতির ছিলেন এবং পড়াশুনায় মন ছিল না। তাঁকে সুশীল-সুবোধ করবার জন্য এক সাধুর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সাধুটি নিজেকে 'অ-বন্দুকবিদ্ধ' প্রচার করায় বালক যতীন্দ্রনাথ লুকিয়ে পিতার পিস্তল নিয়ে গুলি করে সাধুকে পরখ করতে চান। এইভাবেই সারাজীবন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সব জিনিস বুঝতে চেয়েছেন। এফ·এ· পর্যন্ত পড়েন। হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। স্ত্রীও পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করে চিন্ময়ী দেবী নামে পরিচিতা হন। অসীম বলশালী যতীন্দ্রনাথ সৈনিক হবার আশায় ঘরছাড়া হয়ে এলাহাবাদে কায়স্থ পাঠশালায় 'প্রবাসী'র সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে হিন্দী শেখেন এবং সৈন্যদলে ঢোকার জন্য দেশীয় রাজ্যের দরজায় দরজায় ঘুরতে থাকেন। বরোদারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী অরবিন্দ ঘোষের সাহায্যে ভোল বদল করে 'যতীন্দর উপাধ্যায়' নাম নিয়ে ১৮৯৭ খ্রী· বরোদার সৈন্যদলে যোগ দিয়ে ঘোড়সওয়ার সৈন্য থেকে মহারাজের দেহরক্ষী হন। পরে অরবিন্দ তাঁকে বৈপ্লবিক কাজে উদ্বুদ্ধ করে বাঙলায় পাঠান। ১৯০২ খ্রী· বরোদা থেকে কলিকাতায় এসে ১০৮ সার্কুলার রোডে এক বিপ্লবী কেন্দ্র গড়ে তোলেন। ভগিনী নিবেদিতা এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তী কালের বিখ্যাত বিপ্লবী-নায়কগণের প্রায় সকলেই এখানে পাঠ নিতেন। সখারাম গণেশ পড়াতেন অর্থনীতি, পি· মিত্র ইতিহাস এবং যতীন্দ্রনাথ রণনীতি। 'ভারতী' পত্রিকায় তিনি ইটালীর বিপ্লব বিষয়ে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখতেন। ১৯০৩ খ্রী· যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ হয়। বিদ্যাভূষণের বাড়িতেই তাঁরা ললিতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বাঘা যতীনের সঙ্গে পরিচিত হন। বারীন ঘোষ এই সময় সার্কুলার রোডের আড্ডায় যোগ দেন। বঙ্গের সর্বত্র এবং বিহার ও ওড়িশায় দলের শাখা বিস্তার লাভ করে। ১৯০৬ খ্রী· তিনি দেশ-পর্যটনে বেরিয়ে পাঞ্জাবে যান। এখানে একটি দেশপ্রেমিক অনুরক্ত দল পেয়েছিলেন। তাঁরা হলেন বিপ্লবী অজিত সিং, সর্দার কিষণ সিং (ভগৎ সিংয়ের পিতা), লালা হরদয়াল, লালা অমরদাস, ওবেদুল্লা সিন্ধি, পেশোয়ারের ডা· চারু ঘোষ, আম্বালার ডা· হরিচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। এই বছরই তিনি সোহহং স্বামীর গুরু তিব্বতী বাবার কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করে নাম নেন 'নিরালম্ব স্বামী'। ১৯০৭ খ্রী· 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব মারা গেলে তিনি কলিকাতায় কাগজের ভার নিয়ে 'মরি নাই—আমি আসিয়াছি' নামে এক জোরালো প্রবন্ধ লেখেন। 'সন্ধ্যা'র পরিচালকগণ এই গরম রাজনীতি পছন্দ করেন নি। মতান্তরের জন্য তিনি অন্নদা কবিরাজের বাড়িতে ওঠেন। সেখান থেকে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার নিখিল রায় মৌলিক, কার্তিক দত্ত, কিরণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে সাময়িক যোগাযোগ ঘটে। এরপর মায়ের ডাকে স্বগ্রামে ফিরে গ্রাম্য শ্মশানের ধারে আশ্রম করে বাস করতে থাকেন। ১৯০৮ খ্রী· মজঃফরপুর বোমার ঘটনায় তিনি ধৃত হন। কিন্তু প্রমাণাভাবে মুক্তি পান। বাঘা যতীন বিপ্লবী কাজে তাঁর পরামর্শ নিতেন। যতীন্দ্রনাথকে বাঙলার বিপ্লবীদের ব্রহ্মা বলা হয়। [৩, ৬, ৭০, ৮২, ৯২, ৯৮]

যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (২৮·১১·১৩০১ - ৮·১·১৩৭৪ ব·) শিবপুর—ময়মনসিংহ। জগন্নাথ। খ্যাতনামা সাংবাদিক। দরিদ্র পরিবারে জন্ম। ৬ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়। ময়মনসিংহ শহরে মাতুলের চেষ্টায় বিনা বেতনে ছাত্রবৃত্তি স্কুলে ভর্তি হন। ১২ বছর বয়সে ছাত্রবৃত্তি পাশ করে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ লাভ করেন। ১৯১৯ খ্রী· ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম·এ· ক্লাশে ভর্তি হন। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হলে পাঠ্যজীবনের অবসান ঘটে। ১৯৩১ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনেও কারাবরণ করেন। যৌবনে তিনি বিনোদ চক্রবর্তী, ত্রৈলোক্য মহারাজ প্রভৃতি বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। পরবর্তী জীবনে গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। 'বঙ্গবাসী' ও 'হিতবাদী' পত্রিকায় তাঁর সাংবাদিক জীবনের শুরু। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সঙ্গে ঐ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন ও ক্রমে বাণিজ্য-সম্পাদক পদে উন্নীত হন। আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৮ বছর কাজ করার পর যুগান্তর পত্রিকায় প্রথম সম্পাদক হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি আর্থনীতিক সাপ্তাহিক পত্র 'আর্থিক জগৎ' প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি ১৩/১৪ বছর চলেছিল। ১৯৫৩ খ্রী· পুনরায় আনন্দবাজার পত্রিকার বাণিজ্য-সম্পাদক হিসাবে কাজে যোগ দেন। ১৯২৯ খ্রী· ভূপতিমোহন সেন প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা 'জীবনবীমা'রও তিনি সম্পাদক ছিলেন। অর্থনীতি বিষয়ে বাংলা ভাষায় বিচারবুদ্ধি-সম্মত রচনার জন্য তিনি বিশেষ পরিচিত। কোম্পানী আইন, হিসাব-নিকাশ প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকায় তিনি বহু ব্যাঙ্ক ও জয়েন্ট কোম্পানীর প্রমোটার, ডাইরেক্টর এবং উপদেষ্টারূপে কাজ করেছেন। [১৪৯]

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বাঘা যতীন (৮·১২·১৮৭৯ - ১০·৯·১৯১৫) রিশখালি—যশোহর। উমেশচন্দ্র। ১৮৯৮ খ্রী· কৃষ্ণনগর এ· ভি· স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করেন। কলিকাতা সেন্ট্রাল কলেজে এফ·এ· পড়া ছেড়ে শর্টহ্যান্ড ও টাইপরাইটিং শেখেন। কর্মজীবনের সূচনায় Amhuty Co.-তে ও পরে মজঃফরপুরে কেনেডি সাহেবের স্টেনোগ্রাফার হন। তারপর বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে কাজ নিয়ে কলিকাতায় আসেন। বাঙলা সরকারের দুই সেক্রেটারী হুইলার এবং ওমালীর স্টেনো ছিলেন। এই কাজ করবার সময় ১৯০৭ খ্রী· কুষ্টিয়ায় একবার ছোরা হাতে একটি বাঘ মারেন বলে 'বাঘা যতীন' নামে পরিচিত হন। ১৯০৩ খ্রী· অরবিন্দ ঘোষ ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে এসে বৈপ্লবিক কাজে উদ্বুদ্ধ হন। ১৯০৬ খ্রী· কলিকাতা কংগ্রেসের সময় যখন নিখিলবঙ্গ বৈপ্লবিক সম্মেলন হয়েছিল, তখন তিনি তার প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। বিপ্লবী কানাইলাল দত্তের ফাঁসির পর বারীন্দ্রকুমার প্রমুখ বিপ্লবী আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াতে চাইলে অবশিষ্ট বিপ্লবীদের সংগঠিত করে তিনি নেতৃত্ব দিতে থাকেন। ১৯১০ খ্রী· হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় কারারুদ্ধ হয়ে বিচারে খালাস পান (১৯১১)। পরে ঠিকাদারীর কাজ নিয়ে যশোহর, ঝিনাইদহ প্রভৃতি অঞ্চলে ঘুরতে থাকেন। ১৯১৪ খ্রী· বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার সময় থেকে তাঁর ওপর যুগান্তর সমিতির প্রধান দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। এরপর থেকেই তিনি সর্বভারতীয় বৈপ্লবিক দলগুলির যোগাযোগে জাপান ও জার্মানি থেকে অস্ত্র আমদানী করে সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা করেন। স্থির হয় তিনি জার্মান জাহাজ 'মেভারিক' থেকে অস্ত্র নিয়ে বালেশ্বর রেললাইন অধিকার করে ইংরেজ সৈন্যদের কলিকাতা যাবার পথ বন্ধ করবেন। কিন্তু পুলিস সমস্ত পরিকল্পনা জানতে পেরে ৯·৯·১৯১৫ খ্রী· বিরাট বাহিনী নিয়ে যতীন্দ্রনাথ এবং তাঁর চারজন অনুচরকে ঘেরাও করে ফেলে। এইসময় তিনি অনুচরদের সঙ্গে পরামর্শ করে ট্রেঞ্চের মধ্যে থেকে বীর-বিক্রমে সম্মুখ-যুদ্ধ আরম্ভ করেন। ট্রেঞ্চ খুঁড়ে বাঙালীর এই প্রথম যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ঘটনাস্থলেই নিহত হন চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী। যতীন্দ্রনাথ নিজে গুরুতরভাবে আহত হয়ে পরদিন বালেশ্বর হাসপাতালে মারা যান। অপর অনুচর মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও নীরেন দাশগুপ্তর ফাঁসী ও জ্যোতিষ পালের ১৪ বছরের জেল হয়। শেষোক্ত জন পুলিসের অত্যাচারে উন্মাদ হয়ে গিয়ে ১৯২৪ খ্রী· কারাগারেই মারা যান। বুড়িবালামের তীরের এই যুদ্ধটি ইতিহাসে এখনও 'কোপতিপোদার যুদ্ধ' নামে বিখ্যাত। এই বিপ্লবীর মৃত্যুর সময় কলিকাতার দুর্ধর্ষ পুলিস কমিশনার চার্লস্ টেগার্ট অবনত মস্তকে তাঁকে সম্মান জানিয়েছিলেন। একটি সর্বভারতীয় বিপ্লব সংগঠনের নেতৃত্ব দেবার মত আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব তাঁর ছিল। এই বিপ্লব প্রচেষ্টায় তাঁর অন্যতম সহকর্মী ছিলেন উত্তর ভারতের ভারপ্রাপ্ত মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু। [৩, ১০, ৪২, ৪৩]

যতীন্দ্রনাথ মৈত্র (৭·১২·১৮৮০ - ১৯৩৫) সুখদেবপুর—ফরিদপুর। পঞ্চানন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম·বি· পাশ করে ৪ বছর কলিকাতার কয়েকটি হাসপাতালে কাজ করেন। চক্ষুরোগ-চিকিৎসকরূপে খ্যাতিমান হন। মন্টেগু - চেম্স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারে নূতন ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হলে ফরিদপুর থেকে সভার সদস্য নির্বাচিত হন। বাঙলার স্বাস্থ্যোন্নতি, ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারের অর্থসাহায্য প্রদান, পুলিস খাতে ব্যয়হ্রাস এবং স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার প্রভৃতি প্রস্তাবের জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। এইসময় ফরিদপুর জেলে অসহযোগ আন্দোলনে বন্দী বন্ধুদের সঙ্গে কারারক্ষীদের বিবাদ উপস্থিত হলে তিনি বিবৃতি প্রচার করে জেল-ব্যবস্থা বহুলাংশে পরিবর্তন করতে সক্ষম হন। ১৯২৭ খ্রী· থেকে আমৃত্যু কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কাউন্সিলর, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের পর 'সেনগুপ্ত দলে'র সভাপতি, ১৯২৮ খ্রী· ফরিদপুর জেলা সম্মেলনের সভাপতি এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্য ও ফরিদপুর সেবা-সমিতির প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সভাপতি হিসাবে কাজ করে গেছেন। [৫]

যতীন্দ্রনাথ রায়, কানু (১২৯৭ - ২৮·৫·১৩৬৯ ব·)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি·এ· পাশ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম·এ· ক্লাশে ভর্তি হন। বাল্যকাল থেকেই খেলাধুলায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ১৯০৫ খ্রী· কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের চেষ্টায় মোহনবাগান দলে যোগ দেন। ১৯১১ খ্রী· আই·এফ·এ· শীল্ড-বিজয়ী মোহনবাগান দলের তিনি অন্যতম খেলোয়াড়। ১৯১৭ খ্রী· পুলিস-বিভাগে যোগদান করেন এবং ১৯৪৭ খ্রী· এস·পি· হন। [৫]

যতীন্দ্রনাথ রায়, ফেণ্ড রায় (১৮৮৯ - ১৭·১১·১৯৭২) কুশঙ্গল—বরিশাল। পার্বতীচরণ। ছাত্রাবস্থায় ১৯০৬ খ্রী· বরিশালে অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার সভ্য হিসাবে বিপ্লবী কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল দেবেন্দ্রনাথ। গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলতে সেখানকার স্থানীয় সার্ভে স্কুলে ভর্তি হন। সমিতির কাজের প্রয়োজনে কিছুদিন কলিকাতার বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট-এর ছাত্র হিসাবে কাটিয়েছেন। ১৯১০ খ্রী· ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় বিপ্লবী নেতা পুলিন দাস গ্রেপ্তার হলে তিনি সমিতির প্রধান কেন্দ্র ঢাকায় প্রেরিত হন। বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায়, বীরাঙ্গল, লঙ্গলবাঁধ প্রভৃতি ডাকাতি মামলায় অভিযুক্ত হয়ে তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়। শেষবার ১৯৪০ - ৪৬ খ্রী· পর্যন্ত কারারুদ্ধ থাকেন। দেশ স্বাধীন হবার পর তিনি রাজনীতি থেকে অবসর-গ্রহণ করে শান্ত জীবন যাপন করেন। তাঁর রচিত 'আত্মজীবনী' অপ্রকাশিত। [১২৪]

যতীন্দ্রনাথ শেঠ (১৮৮৮ - ১৬·৮·১৯৭৪) কলিকাতা। ব্যবহারজীবী রাজেন্দ্রনাথ। অনুশীলন সমিতির পরিচালনায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন।

অগ্নিযুগে বিপ্লব প্রচেষ্টার সঙ্গে নানাভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ৭৮ নং বিডন স্ট্রীটস্থ তাঁর পৈতৃক বাসগৃহ বিপ্লবীদের গুপ্ত কেন্দ্র ছিল। এই সূত্রে সমগ্র পরিবারকেই অশেষ পুলিসী নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের (যাদবপুর) উদ্বোধনের দিন প্রথম ছাত্রদলের তিনি অন্যতম ছিলেন। আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই প্রথম ভারতীয় স্নাতক। ভারতে দশমীকরণ আন্দোলনের উদ্যোক্তা, 'ভারতীয় দশমিক সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ তাঁর অনুজ। তাঁর স্ত্রী শেফালিকা 'সঙ্গীত শাস্ত্রকণিকা' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। [২২০]

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭ - ১৯৫৪) হরিপুর—নদীয়া। বর্ধমান জেলার পাতিলপাড়া গ্রামে জন্ম। দ্বারকানাথ। খ্যাতনামা কবি। ১৯১১ খ্রী· শিবপুর কলেজ থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে নদীয়া জেলা বোর্ড ও পরে কাশিমবাজার রাজ এস্টেটে কাজ করেন। গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনাতেই দক্ষতা ছিল। তাঁর বিশিষ্ট কাব্যধারা বাংলা সাহিত্যে নিজস্ব স্থান করে নিয়েছিল। রচিত গ্রন্থ: 'অনুপূর্বা', 'মরুমায়া', 'সায়ম্', 'ত্রিযামা', 'কাব্যপরিমিতি', 'মরীচিকা', 'মরুশিখা' প্রভৃতি। শেষবয়সে 'ম্যাকবেথ', 'হ্যামলেট', 'ওথেলো', 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা', 'কুমারসম্ভব' ইত্যাদির অনুবাদ-কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। [৩, ৫]

যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য (২০·৫·১৮৯০ - ১৪·৩·১৯৭৫) নওগাঁ—রাজশাহী। রোহিণীপ্রসাদ। পিতার কর্মক্ষেত্র ময়মনসিংহের গৌরীপুরে প্রথম ছাত্রজীবন কাটে। ১৯০৮ খ্রী· কাশীপ্রবাসী পিতামহের কাছে গিয়ে সেখানে ৩/৪ বছর পড়াশুনা করেন। এখানেই তাঁর কবিত্বের প্রথম উন্মেষ ঘটে। পরে পড়াশুনার জন্য কলিকাতায় থাকার সময় তৎকালীন উদীয়মান কবি ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয় এবং 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী', 'মানসী', 'ভারতী' প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা লিখতে থাকেন। গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কাছারীতে তিনি সদর নায়েবের পদে কর্মরত ছিলেন। ১৯৫৩ খ্রী· পাকিস্তান সরকার জমিদারীস্বত্ব অবলুপ্ত করে দিলে তিনি নায়েব পদ থেকে অবসর নিতে বাধ্য হন। এরপর সপরিবারে কলিকাতায় আসেন। রচিত কাব্যগ্রন্থ 'মর্মগাথা', 'হাসির হল্লা', 'ছায়াপথ', 'রামধনু' ও 'নভোরেণু'। 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার ১৩৩১ ব· জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'লেনিন' শীর্ষক কবিতা প্রকাশ করে তিনি সরকারের বিরাগভাজন হন। রাজরোষ প্রশমনের উদ্দেশ্যে 'ব্রিটন-বীর্য' কবিতা রচনা করেন। তাঁর 'লেনিন' কবিতাটি পরবর্তী কালে তাঁকে যথেষ্ট খ্যাতি দান করেছিল। কবিতাটি রাশিয়ায় ১৬/১৭টি প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। [১৪৯]

যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী (২·১·১৯০৯ - ১০·৭·১৯৬৪)। কধুরখীল—চট্টগ্রাম। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। পরে পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃত পরিষদের প্রধান সচিব নিযুক্ত হন। বহু সংস্কৃত নাটক ও গবেষণামূলক প্রবন্ধের রচয়িতা। তিনি ও তাঁর স্ত্রী শিক্ষাবিদ্ ডঃ রমা চৌধুরী 'প্রাচ্যবাণী মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। [১৬]

যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৩·১১·১৮৮৯ - ১০·৯·১৯৮১)। সুঙ্গর—ঢাকা। আনন্দমোহন। বিশিষ্ট ভাষাবিদ ও বিভিন্ন ধর্মে সুবিদিত পণ্ডিত। ১৯১২ খ্রী· সংস্কৃতে এম·এ· পাশ করেন। বঙ্গীয় প্রশাসনের দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন। ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষায় বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে প্রায় পঞ্চাশখানি গ্রন্থ রচনা করেন। কলিকাতার পার্শী সম্প্রদায় কর্তৃক তিনি সম্বর্ধিত হয়েছেন। [২২৮]

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজা বাহাদুর (১৬·৫·১৮৩১ - ১০·১·১৯০৮) কলিকাতা। হরকুমার। পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত জমিদার বংশে জন্ম। তিনি পিতৃব্য প্রসন্নকুমারের বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হন। হিন্দু কলেজের পড়া শেষ করে স্বগৃহে ইংরেজ শিক্ষকের কাছে ইংরেজী ও পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত শেখেন। অল্প বয়স থেকেই নাটক রচনা করতেন। তাঁরই চেষ্টায় ও উৎসাহে এদেশে থিয়েটার এবং ঐকতানবাদনের সূত্রপাত হয়। ১৮৬৫ খ্রী· পাথুরিয়াঘাটায় 'বঙ্গনাট্যালয়' স্থাপন করেন। এর আগেও তাঁদের বাড়িতে একটি রঙ্গমঞ্চ ছিল। সেখানে মাঝে মাঝে অভিনয় হত। সঙ্গীতমনা যতীন্দ্রমোহনের যত্নে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী দ্বারা ঐকতানবাদন প্রণালী এদেশে প্রথম সৃষ্ট হয় (১৮৫৮)। মেয়ো হাসপাতাল, দাতব্য সভা প্রভৃতিতে এবং বিধবাদের দুঃখ দূর করবার জন্য তিনি বহু অর্থ দান করেন। তাঁর উৎসাহে 'Settled Estates Act' এদেশে প্রচলিত হয়। তাঁর অনুপ্রেরণায় কবি মধুসূদন 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' রচনা করলে তিনি তা নিজব্যয়ে মুদ্রিত করেন। তাঁর একটি গ্রন্থসংগ্রহ ছিল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ও সভাপতি এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা, বড়লাটের শাসন-পরিষদ্, শিক্ষা কমিশন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদুঘর প্রভৃতির সদস্য ছিলেন। তিনি ইংরেজী, সংস্কৃত ও বাংলায় বহু প্রবন্ধ ও সঙ্গীত রচনা করেছেন। অল্পবয়সে লিখিত কাব্য ও গল্প-সঙ্কলন 'ফ্লাইট্‌স্ অফ ফ্যান্সি', 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক এবং স্তব ও সঙ্গীতের সঙ্কলন 'গীতিমালা' তাঁর সাহিত্যকীর্তির পরিচায়ক। রয়াল ফটোগ্রাফিক সোসাইটির তিনিই প্রথম ভারতীয় সদস্য (১৮৯৮)। [৩, ১২৪, ১৪৯]

যতীন্দ্রমোহন দত্ত, যমদত্ত (১৮৯৪ - ২৪·৯·১৯৭৫) কলিকাতা হাটখোলার দত্ত বংশের সন্তান। নারায়ণচন্দ্র। সুলেখক। তের বছর বয়সে পাণিহাটীর প্রাণনাথ এইচ·ই· স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় দশ টাকা বৃত্তি পান। এম·এস-সি· ও বি·এল· পাশ করে পরে অর্থনীতিতে বি·এ· পাশ করেন। ১৯২০ খ্রী· স্যার সুরেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে রাজনীতিক্ষেত্রে উৎসাহী হন। ১৯৩৭ খ্রী· সম্পাদক হিসাবে হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন। ১৯৪১ খ্রী· আদমসুমারীতে বঙ্গদেশে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ না

সংখ্যালঘিষ্ঠ এ বিষয়ে বিস্তৃত গবেষণা করে অনেক বই লেখেন। হাইকোর্টের ব্যবহারজীবী তিনি ইসলাম আইনে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। সংখ্যাবিজ্ঞানে গবেষণার জন্য ১৯৭৫ খ্রী· তিনি ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মশ্রী' উপাধি পান। 'যমদত্ত' ছদ্মনামে নানা পত্র-পত্রিকায় তিনি বহু গল্প, রঙ্গরচনা, প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের অনেক প্রাচীন পরিবারের কাহিনী, প্রাচীন নিয়ম তাঁর লেখায় বিধৃত হয়েছে। যুগান্তর পত্রিকায় ধারাবাহিক 'সেকালের কথা' তাঁর শেষ জীবনের উল্লেখযোগ্য রচনা। [২১৭]

যতীন্দ্রমোহন বাগচী (২৭·১১·১৮৭৮ - ১·২·১৯৪৮)। বলাগড় — হুগলী। হরিমোহন। ডাফ কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করে বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রের প্রাইভেট সেক্রেটারীরূপে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে কলিকাতা কর্পোরেশনে, নাটোর মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী ও জমিদারীর সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে এবং কর কোম্পানী ও এফ·এন· গুপ্ত কোম্পানীতে কাজ করেন। অল্প বয়স থেকেই কবিতা লিখতেন। 'ভারতী', 'সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশ করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। রবীন্দ্রোত্তর যুগের এই শক্তিমান কবি কিছুদিন 'মানসী' ও 'যমুনা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পরবর্তী কালে 'পূর্বাচল' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারীও হয়েছিলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ: 'লেখা', 'রেখা', 'অপরাজিতা', 'মহাভারতী', 'কাব্যমালঞ্চ', 'নাগকেশর', 'বন্ধুর দান', 'জাগরণী', 'নীহারিকা', 'পাঞ্চজন্য', 'পথের সাথী' প্রভৃতি। [৩,৫,৭,২৬]

যতীন্দ্রমোহন মুখার্জী (? - ২·৫·১৯৬৬) বিক্রমপুর — ঢাকা। ১৯১৯ খ্রী· বি·এ· ও ১৯২১ খ্রী· আইন পাশ করে কিছুদিন ওকালতি করেন। পরে আইন ব্যবসায় ছেড়ে সাংবাদিকতা বৃত্তি গ্রহণ করেন। ১৯২৪ খ্রী· দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকায় যোগ দেন। মৃত্যুকালে অমৃতবাজার পত্রিকার চীফ রিপোর্টার ছিলেন। এককালে তিনি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক রিপোর্টার হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী ও জাপান ভ্রমণ করেছেন। ভারত-পাকিস্তান সঙ্ঘর্ষের সময় রণক্ষেত্রও সফর করেছেন। কলিকাতা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ছিলেন। [১৬]

যতীন্দ্রমোহন রায় (১৮৮২ ? - ২৮·১·১৯৫১) গোয়ালন্দ—ফরিদপুর। হরিমোহন। রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করার জন্য রাজশাহী কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হন। পরে ঐ কলেজ থেকে ১৯০৭ খ্রী· বি·এ· পাশ করেন। পূর্ববঙ্গের বগুড়ায় শিক্ষকতা করবার সময় 'গণমঙ্গল' নামে সংগঠনের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শিক্ষার সম্প্রসারণে আত্মনিয়োগ করেন। বগুড়ায় ২টি হাই স্কুলও স্থাপন করেছিলেন। এইসময় তিনি বাঘা যতীনের সংস্পর্শে এসে বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতায় যোগ দেন। বালেশ্বর যুদ্ধের পর অন্তরীণাবদ্ধ হন। অসহযোগ আন্দোলন ও লবণ সত্যাগ্রহের জন্য দেড় বছর এবং 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে দুই বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। পরে দরিদ্র অনুন্নত জনের হিতকার্যে ব্রতী হন। বঙ্গীয় যুব সম্মেলন ও বিক্রমপুর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। ফরিদপুর প্রাদেশিক কংগ্রেসেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। [১০]

যতীন্দ্রমোহন সিংহ (? - ১৩৪৪ ব·) ফরিদপুর (পূর্ববঙ্গ)। বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'উড়িষ্যার চিত্র', 'সাকার ও নিরাকার তত্ত্ববিচার', 'অনুপমা', 'তপস্যা', 'গল্পমালা', 'তোড়া', 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা', 'সন্ধি' প্রভৃতি। [৩]

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত১ (২২·২·১৮৮৫ - ২৩·৭·১৯৩৩) বরমা—চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামের বিশিষ্ট আইনজীবী ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য যাত্রামোহন। তিনি ১৯০২ খ্রী· প্রবেশিকা পাশ করে ১৯০৪ খ্রী· বিলাত যান। ১৯০৮ খ্রী· কেমব্রিজ থেকে বি·এ· পাশ করেন এবং ১৯০৯ খ্রী· ব্যারিস্টার হন। ঐ বছরই নেলী গ্রে নামে একজন ইংরেজ মহিলাকে বিবাহ করেন। ১৯১০ খ্রী· কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ দিয়ে ক্রমে বিখ্যাত আইনজীবিরূপে পরিগণিত হন। ১৯১২ খ্রী· এবং ১৯২২ খ্রী· চট্টগ্রামে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে ব্যারিস্টারী ত্যাগ করেন। এই বছরই বর্মা অয়েল কোম্পানী (চট্টগ্রাম) ও আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্মঘট পরিচালনা করে সস্ত্রীক কারাদণ্ড ভোগ করেন। এই ঐতিহাসিক শ্রমিক ধর্মঘটই শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম পথপ্রদর্শক। ধর্মঘটীদের পরিবার প্রতিপালনের জন্য তিনি ৪০ হাজার টাকা ঋণ করে দেশবাসীর কাছ থেকে 'দেশপ্রিয়' উপাধি পান। ১৯৩০ খ্রী· ভারতবর্ষ থেকে ব্রহ্মদেশকে বিচ্ছিন্ন করার প্রতিবাদে রেঙ্গুনে বক্তৃতা দেবার জন্য পুনরায় গ্রেপ্তার হন। ১৯২২ - ২৩ খ্রী· কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। এরপর দেশবন্ধুর 'স্বরাজ্য পার্টি'তে যোগ দেন। ১৯২৩ খ্রী· চট্টগ্রাম থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে নির্বাচিত হন। পাঁচবার কলিকাতার মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর ১৯২৯ খ্রী· পর্যন্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি ছিলেন। ১৯২৮ খ্রী· কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে জওহরলাল নেহেরু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ ব্যক্তিদের উত্থাপিত পূর্ণ-স্বাধীনতা প্রস্তাবের পাশাপাশি গান্ধীজী, মতিলাল নেহরু প্রভৃতির ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব রাখা হলে যতীন্দ্রমোহনের প্রচেষ্টায় দ্বিতীয় প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। ২৬·১·১৯৩০ খ্রী· কলিকাতা কর্পোরেশন বিল্ডিং-এ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। ১৯৩১ খ্রী· চট্টগ্রামের বন্যায়, ১৯২৬ খ্রী· কলিকাতায় ও ১৯৩১ খ্রী· চট্টগ্রামের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় তিনি সর্বত্র ত্রাণকার্যের পুরোভাগে ছিলেন। চিত্তরঞ্জন পরিচালিত 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। নিজেও 'অ্যাডভান্স' নামে একটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

জালিয়ানওয়ালাবাগে আপত্তিকর বক্তৃতার জন্য কারারুদ্ধ হন। কারামুক্তির পর গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য বিলাত যান। ফেরবার পথে ১৯৩২ খ্রী· জাহাজে গ্রেপ্তার হন। প্রথমে যারবেদা জেলে ও পরে দার্জিলিং ও রাঁচিতে তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়। রাঁচিতেই মারা যান। [৩, ৭, ১০, ২৫, ২৬, ১২৪]

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত[২] (১৮৮০ - ১৯৫২) সেনহাটী—খুলনা। মনোমোহন কবিরত্ন। শিক্ষক ও সাহিত্যিক। ১৯০০ খ্রী· সেনহাটী স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে চার বছর পড়েন। এখানে দেশনায়ক অশ্বিনীকুমার দত্ত ও আচার্য জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে আসেন ও তাঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। ১৯০৪ খ্রী· বি·এ· পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। পরে ১৯১৮ খ্রী· বি·এ· পাশ করেন। ১৯০৭ খ্রী· থেকে ২০ বছর তিনি সেনহাটী স্কুলের ইংরেজীর শিক্ষক ও ১৯২৭ থেকে ১৯৩৫ খ্রী· খুলনার মহেশ্বরপাশা হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক ছিলেন। অশ্বিনীকুমার দত্তের 'ছাত্র সেবা সঙ্ঘে'র অনুকরণে তিনি সেবাসমিতি গঠন করেছিলেন। তাঁর রচিত গল্পগ্রন্থ: 'দুর্বাদল', 'বিল্বদল' ও 'পুষ্পদল'। 'নন্দন পাহাড়', 'অশ্রুময়', 'গৌরী' তাঁর তিনখানি উপন্যাস। 'বিল্বদল' গ্রন্থের কয়েকটি গল্প জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়েছে। [১৬৬]

যতীন্দ্রলোচন মিত্র (১১·৪·১৮৯৫ - ২০·৬·১৯৬৮) কলিকাতা। অতি অল্পবয়সে তিনি বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন এবং পি· মিত্র ও সতীশচন্দ্র বসুর প্রভাবে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। তিনি ও লাডলীমোহন মিত্র ছাত্রাবস্থায় বেআইনী 'যুগান্তর' (বিপ্লবীদের মুখপত্র) পুনর্মুদ্রিত করে প্রকাশ করতে থাকেন। বাঘা যতীনের নেতৃত্বে ভারত-জার্মান পরিকল্পনায় (১৯১৫) তিনি অংশগ্রহণ করেন। ১৯১৩ খ্রী· বিপ্লবীরা 'স্বাধীন ভারতে'র যে প্রতীক তৈরী করেন তিনি সেই প্রতীকের পরিকল্পক ও উদ্ভাবক। বিপ্লবীদের অস্ত্রাগার ও অস্ত্র মেরামতির কারখানা তিনিই পরিচালনা করতেন। বিপ্লবীদের কাছে এটি 'লোচন মিস্ত্রির কারখানা' নামে পরিচিত ছিল। ১৯১৫ খ্রী· বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে (শিবপুর) পড়ার সময় রডা কোম্পানীর অপহৃত (১৯১৪) দুটি পিস্তল সহ তিনি ধরা পড়ে কারারুদ্ধ হন। মেদিনীপুর জেলে কারারুদ্ধ অবস্থায় কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে ঐতিহাসিক অনশন ধর্মঘটে তিনি অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। ১৯২০ খ্রী· কারামুক্তির পর বিভিন্ন সময়ে তাঁকে বহু বছর অন্তরীণ অবস্থায় কাটাতে হয়। পরে তিনি গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। বন্ধু ও অনুরাগী মহলে তিনি 'লোচন' নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। ব্যবহারিক জীবনে খ্যাতনামা, লব্ধপ্রতিষ্ঠ কন্সাল্টিং ইঞ্জিনীয়ার এবং আর্কিটেক্ট ছিলেন। [১৪৯]

যতীশ গুহ (১৯০৫ ? - ১৯৪৬ ?) ঢাকা। ঢাকায় শিক্ষালাভের পর কলিকাতায় এসে ১৯৩০ খ্রী· এম·এ· ও ১৯৩১ খ্রী· বি·এল· পাশ করে ছোট আদালতে ওকালতি শুরু করেন। গুপ্ত বিপ্লবী দলের কর্মিরূপে এবং পরে ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কলিকাতায় অন্তরীণ সুভাষচন্দ্র বসুর দেশত্যাগের ব্যাপারে সাহায্য করেন। ১৯৪২ খ্রী· গ্রেপ্তার হন এবং দিল্লী লালকেল্লায় বন্দী থাকেন। বন্দীদশায় নির্মম অত্যাচারের ফলে মারা যান। [৫, ১০, ৪২]

যদুনন্দন। 'বারেন্দ্র-ঢাকুর' নামক প্রাচীন কুলজি গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থটি আনুমানিক তিন শ বছর আগের লেখা। এই গ্রন্থে বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজের সিদ্ধ ও সাধ্য ঘরের অনেকটা ইতিহাস পাওয়া যায়। [২]

যদুনন্দন দাস। (১৫৩৭ ? - ১৬০৮)। মালিহাটী-নিবাসী বৈদ্যকুলোদ্ভব প্রসিদ্ধ পদকর্তা। বৈষ্ণবসমাজে 'যদুনন্দন দাস ঠাকুর' নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তিনি 'কর্ণানন্দ' নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থ এবং 'গোবিন্দলীলামৃত' ও 'বিদগ্ধমাধবে'র বাংলা পদ্যানুবাদ করেন এবং অধিকাংশ কবিতার ভণিতায় 'যদুনাথ দাস' বলে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। [২, ২৬]

যদুনাথ পাল[১] (১৮৮২ - ১৯৪৭)। আইনজ্ঞ ছিলেন। আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করে তিনি বঙ্গ-ভঙ্গ-রোধ আন্দোলনে এবং বিদেশী পণ্য বর্জনে আত্মনিয়োগ করেন। ফরিদপুরের বিখ্যাত নেতা অম্বিকা মজুমদারের অনুগামী ছিলেন। বহুবার কারাবরণ করেন। জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। তিনি একটি ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা। [১০]

যদুনাথ পাল[২] (১৯শ শতক)। ঘূর্ণি—কৃষ্ণনগর। আনন্দ। মানুষের পূর্ণাকৃতি মূর্তি নির্মাণে বিশেষ পারদর্শী এই মৃৎশিল্পীর খ্যাতি ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশ্বের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ইংরেজ সরকার থেকে তাঁকে মূর্তি-রচনার দায়িত্ব দেওয়া হত। মাটির মূর্তির মাধ্যমে বিশেষ সম্প্রদায় কিম্বা গোষ্ঠী বিশেষের জাতিগত রূপ ও বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতেও তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তাঁর গড়া ভারতের আদিম অধিবাসীদের মূর্তিগুলির একটি সেট কলিকাতা যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। তিনি কিছুদিন গভর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলের মডেলিং-এর শিক্ষক ছিলেন। সমসাময়িক অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির মূর্তিও তিনি গড়েছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংগৃহীত বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তিটি তাঁর কীর্তি। [১৪৯]

যদুনাথ পালিত (১৮৩৯ - ১৮৮৮) চন্দনগর। তাঁর শখের থিয়েটার দলে ১৮৭১ খ্রী· তাঁর পরিচালনায় মনোমোহন বসুর 'প্রণয় পরীক্ষা' অভিনীত হয়। চন্দননগরে এটিই প্রথম থিয়েটারী রীতিতে অভিনীত বাংলা নাটক। নাট্যসংস্থাটি উঠে গেলে তিনি বন্ধু হরিমোহন সুর, মহেন্দ্রনাথ নন্দী, প্রথমনাথ মিত্র, প্রমথনাথ বিশ্বাস, মতিলাল শেঠ প্রমুখের সহায়তায় ১·১০·১৮৭৩ খ্রী· চন্দননগর পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠা করেন ও একটানা ১০ বছর তার সম্পাদক ছিলেন। [১৭]

যদুনাথ ভট্টাচার্য বা যদুভট্ট (১৮৪০ - ১৮৮৩) বিষ্ণুপুর—বাঁকুড়া। পিতা মধুসূদন ছিলেন ঐ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ও সেতার, সুরবাহার প্রভৃতি যন্ত্রবাদক শিল্পী। পিতার কাছে প্রথমে সেতার, সুরবাহার পাখোয়াজ শেখেন। তাঁর সুমধুর কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে বৃদ্ধ আচার্য রামশঙ্কর তাঁকে গান শেখাতে থাকেন। পড়াশুনায় আগ্রহ ছিল না। আচার্যের মৃত্যুর পর ১৫ বছর বয়সে গান শেখার জন্য গৃহত্যাগ করে কলিকাতায় আসেন। শুধু গান শেখা নয়, জীবনধারণের জন্য পাচকের কাজ পর্যন্ত করে তৎকালীন বিখ্যাত শিল্পী গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের আশ্রয় লাভ করেন। তাঁর শিক্ষাধীনে তিনি খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদ শিখতে থাকেন। পরে পশ্চিমাঞ্চলে যান। নানা গুণীর কাছে শিখে নানা সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এইভাবে নানা ঘরানার কলা আয়ত্ত করে কলিকাতায় ফেরেন। তাঁর গানে যেমন ছিল বৈচিত্র্য, তেমনই ছিল সৌন্দর্য। পশ্চিমী চালে ধ্রুপদ যেমন গাইতেন, তেমনই গাইতেন স্বরচিত বাংলা ধ্রুপদ। বাংলায় নানা দরবারে থেকেছেন, গান গেয়েছেন ও শিখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন তাঁর কাছে মার্গ সঙ্গীত শিখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর সঙ্গীত-শিষ্য হয়েছিলেন এবং তিনিই বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের প্রথম সুর-সংযোজক। ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরেও গান গেয়েছেন। ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের সভা-গায়ক ছিলেন। তাঁর বহু শিষ্য পরবর্তী জীবনে বিখ্যাত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'তাঁর রচিত গানের মধ্যে যে বিশিষ্টতা ছিল তা অন্য কোন হিন্দুস্থানী গানে পাওয়া যায় না। যদুভট্টের মত সঙ্গীত-ভাবুক আধুনিক ভারতে আর কেউ জন্মেছেন কিনা সন্দেহ'। অসাধারণ শ্রুতিধর ছিলেন। তাঁর জীবনের ঘটনা এখন কিংবদন্তীতে পরিণত। তাঁর রচিত বাংলা ও হিন্দী গানগুলি 'সঙ্গীত মঞ্জরী' গ্রন্থে এবং কয়েকটি গানের পরিচয় রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিষ্ণুপুর' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। [৩, ৫২, ১৫১]

যদুনাথ মজুমদার, রায়বাহাদুর (৭·৭·১২৬৬ ব· - ?)। লোহাগড়া—যশোহর। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এম·এ· পাশ করেন। কিছুদিন শিক্ষকতা করেন এবং যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণির সঙ্গে 'ইউনাইটেড ইন্ডিয়া' নামে একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ ও সম্পাদনা করতে থাকেন। এরপর 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক হয়ে লাহোরে যান। সেখান থেকে নেপাল রাজদরবারে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ নিয়ে নেপাল যান। কিন্তু নেপালের রাজনীতিক বিভ্রাটের জন্য নেপাল ছেড়ে তিনি কাশ্মীরের রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারীর চাকরি নেন। এই সময় প্রথম বিভাগে বি·এল· পাশ করে যশোহর জেলায় ওকালতী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। যশোহরের সর্বপ্রধান উকিল ছিলেন। ১৮৮৯ - ৯০ খ্রী· যশোহরে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার শুরু হলে তিনি নিপীড়িত নীলচাষীদের পক্ষাবলম্বন করে মাগুরা ও ঝিনাইদহ মহকুমা থেকে নীলের চাষ বন্ধ করতে সমর্থ হন। তিনিই যশোহরে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হয়ে ব্রাডলী সাহেব মারফত ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টে নীলকর নির্যাতনের বিবরণ উত্থাপন করার ব্যবস্থা করেছিলেন। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুশাস্ত্রালোচনার জন্য 'হিন্দু পত্রিকা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী, উর্দু, গুর্খা, গুরুমুখী, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় অসাধারণ দখল ছিল। বন্ধু অক্ষয়কুমার মিত্রের সঙ্গে একযোগে 'সম্মিলনী ইন্‌স্টিটিউশন' নামে একটি এন্ট্রান্স স্কুল, যশোহরে 'ব্রহ্মচারী আশ্রম' এবং একটি মুদ্রাযন্ত্র ও বৃহৎ পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা করেন। যশোহর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'আমিত্বের প্রসার' এবং 'শ্রেয় ও প্রেয়' উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে তাঁর রচিত 'শাণ্ডিল্য সূত্রের' ইংরেজী টীকাগ্রন্থ পাশ্চাত্য পণ্ডিত-সমাজে সমাদর লাভ করে। [২০, ২৫, ২৬, ৫৬]

যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ (১৮৩৯ - ১৮৯৪) গরিবপুর—নদীয়া। কালিদাস। কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন এবং ১৮৬৬ খ্রী· প্রত্যেক বিভাগেই প্রথম হয়ে সেখানকার পড়া শেষ করেন। ধাত্রীবিদ্যায় বিশেষ অধিকার ছিল। তাঁর প্রথম কর্মক্ষেত্র রানাঘাট। এখানে থাকা কালে 'ধাত্রী শিক্ষা' গ্রন্থ রচনা করে প্রকাশ শুরু করেন। ১৮৭০ খ্রী· চুঁচুড়া যান। চুঁচুড়া নর্ম্যাল স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য 'উদ্ভিদ বিচার' গ্রন্থ রচনা করেন। 'শরীর পালন' তাঁর আর একটি গ্রন্থ। রানাঘাট থেকে কিছুকাল চিকিৎসা-বিষয়ক প্রথম মাসিক পত্রিকা 'চিকিৎসা দর্পণ' ও কলিকাতায় এসে 'ইন্ডিয়ান এম্পায়ার' ইংরেজী সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। 'চিকিৎসা কল্পদ্রুম' নামে একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনার চেষ্টা করেছিলেন। অল্পশিক্ষিত চিকিৎসকদের জন্য তিন খণ্ডে 'সরল জ্বর চিকিৎসা' গ্রন্থ রচনা করেন। বালকদের স্বাস্থ্য-চর্চায় উৎসাহিত করবার জন্য প্রতি বছর ৫ শত টাকা দিতেন। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'পল্লীগ্রাম', 'মেয়েদের নীতিশিক্ষা', 'সরল রোগ নির্ণয়' ও 'সরল ভেষজ প্রকাশ'। পুত্র গিরিজানাথ কবি ও 'বার্তাবহ' পত্রিকার পরিচালক ছিলেন। [২০, ২৫, ২৬]

যদুনাথ সরকার, স্যার (১০·১২·১৮৭০ - ১৯·৫·১৯৫৮) করচমারিয়া—রাজশাহী। জমিদার রাজকুমার। ১৮৯১ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরেজী ও ইতিহাসে অনার্সসহ বি·এ· এবং ১৮৯২ খ্রী· ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম·এ· পাশ করেন। ১৮৯৭ খ্রী· প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পান। ১৮৯৮ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৮৯৯ খ্রী· পাটনা কলেজে বদলী হয়ে ১৯২৬ খ্রী· পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। মধ্যে কিছুকাল ১৯১৭ - ১৯ খ্রী· কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে অধ্যাপনা করেন। অধ্যাপক জীবনের বেশীর ভাগ সময় কাটে পাটনা ও কটকে। ১৯১৯ - ২৩ খ্রী· কটক কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ৪ আগস্ট ১৯২৬ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

ভাইস-চ্যান্সেলর হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই প্রথম অধ্যাপক ভাইস-চ্যান্সেলর। ইতিহাসে অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তাঁকে ইতিহাস-চর্চায় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি ঐতিহাসিক গবেষণা-গ্রন্থ রচনার জন্য বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত ছাড়া উর্দু, ফারসী, মারাঠী ও আরও কয়েকটি ভাষা শিখেছিলেন। ১৯০১ খ্রী· প্রকাশিত তাঁর প্রথম গ্রন্থ পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত 'হিস্ট্রি অফ ঔরঙ্গজেব' স্মরণীয়। ঐতিহাসিক গবেষণা ছাড়াও তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে একজন বিশিষ্ট সমালোচক এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যের একজন সমঝদার পাঠক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাবার আগেই তিনি কবির রচনার ইংরেজী অনুবাদ করে পাশ্চাত্য জগতের কাছে তাঁর পরিচয় তুলে ধরেন। ১৯২৩ খ্রী· রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানিত সদস্য হন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২৫। সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা ১২। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'দি ফল অফ দি মুঘল এম্পায়ার', 'শিবাজী' (বাংলা), মিলিটারী হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া', 'দি রানী অফ ঝান্সী', 'ফেমাস ব্যাটেল্‌স্ অফ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি', 'শিবাজী এন্ড হিজ টাইম', 'ক্রোনোলজী অফ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি'। ভারতবর্ষে ইতিহাস রচনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণার তিনিই পথিকৃৎ। এই কারণে দেশবাসী তাঁকে 'আচার্য' হিসাবে বরণ করেছিলেন। তাঁর সংগৃহীত গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। [৩, ২৬, ১২৪]

যদুনাথ সার্বভৌম, মহামহোপাধ্যায় (১২৪৮ - ১৩১৯ ব·) সাতগাছিয়া—হুগলী। রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। পাকাটোলের অধ্যাপক বিখ্যাত নৈয়ায়িক প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্নের ছাত্র। 'সার্বভৌম' উপাধি লাভ করে স্বগৃহে টোল খুলে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। নবদ্বীপের জন্য নির্দিষ্ট তিনটি রাজকীয় অধ্যাপকবৃত্তির প্রধানটি (মাসিক ১০০ টাকা) তিনি প্রাপ্ত হন। নবদ্বীপের প্রধান অধ্যাপক রামকৃষ্ণ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যুর পর কিছুদিনের জন্য তিনি ঐ পদেও নিযুক্ত হয়েছিলেন। 'আত্মতত্ত্ববিবেকবিবৃতি' নামে টিপ্পনী এবং চিন্তামণি গ্রন্থের টিপ্পনী তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। ১৯০৭ খ্রী· তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। [১৩০]

যদুভট্ট। দ্র· **যদুনাথ ভট্টাচার্য**।

যদুলাল মল্লিক (২৯·৪·১৮৪৪ - ৫·২·১৮৯৪) পাথুরিয়াঘাটা—কলিকাতা। মতিলাল। প্রথমে ওরিয়েন্টাল সেমিনারী ও পরে ১৮৬১ খ্রী· হিন্দু স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এন্ট্রান্স পাশ করে প্রেসিডেন্সী কলেজে বি·এ· পর্যন্ত পড়েন। কিছুদিন আইন পড়েছিলেন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হিসাবে, অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটরূপে এবং ১৮৭৩ - ৮৫ খ্রী· পর্যন্ত কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার প্রভৃতি পদে থাকা কালে উচ্চপদে আসীন সরকারী কর্মচারীদের কঠোর সমালোচনার জন্য কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান স্যার হেনরি হ্যারিসন তাঁকে 'দি ফাইটিং কক' নাম দিয়েছিলেন। এইসময় তিনি বিবাহের সম্মতিদানের আইন, জুরীর বিচার প্রভৃতি বিষয়ে তুমুল আন্দোলন করেন। ১৮৭৯ খ্রী· সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত পণপ্রথা রহিত করার চেষ্টা করেন। দানশীল এবং শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। আর্থিক বিপর্যয়ের ফলে ওরিয়েন্টাল সেমিনারী উঠে যাবার উপক্রম হলে প্রচুর অর্থ দান করেন এবং দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্যার্থে একটি অবৈতনিক বিভাগ প্রবর্তন করে ১৫০টি ছাত্রের বিনা ব্যয়ে পড়বার উপযোগী অর্থের সংস্থান করে দেন। এছাড়াও হিন্দুস্কুল, ডাফ সাহেবের স্কুল প্রভৃতিতে একাধিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন। [৫, ৮]

যশোদারঞ্জন পাল (? - ১৯২৬) ইব্রাহিমপুর—ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা। বিস্ফোরক রাখা ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মে ১৯২৪ খ্রী· দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। জেলে যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় ছাড়া পাওয়ার পরই তাঁর মৃত্যু হয়। [১৮৫]

যশোনারায়ণ। কাছাড়ের রাজা। রাজত্বকাল ১৬০৫ - ১৬২৮ খ্রী·। মগ ইতিহাসে 'শত্রুদমন' নামে পরিচিত। জয়ন্তীয়ার রাজাকে পরাজিত করেন। আহোমদের বশে রাখতে সক্ষম হন। মোগল সেনাপতি ইসলাম খাঁর কাছে পরাজিত হলেও রাজ্যের অখণ্ডতা বজায় রেখেছিলেন। কাছাড়ে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা প্রচারের পথিকৃৎ। [২০২]

যশোরাজ খান (১৫শ শতাব্দী)। অনুমিত হয় তিনি বাঙলার সুলতান হুসেন শাহের দরবারে চাকরি করতেন। অনেকের মতে তিনিই সর্বপ্রথম ব্রজবুলিতে রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদ রচনা করেন। তাঁর রচিত কীর্তন ভক্তসমাজে সমাদৃত। [৩, ২৬]

যাত্রামোহন সেন (১৮৫০ - ২·১১·১৯১৯) বরমা—চট্টগ্রাম। ব্রাহিরাম। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন তাঁর পুত্র। ১২ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ হলে গৃহ-শিক্ষকতা করে নিজের পড়াশুনা চালান। পরে কলিকাতায় এসে কলেজে ভর্তি হন এবং বি·এ· ও বি·এল· পাশ করে চট্টগ্রামে গিয়ে ওকালতি শুরু করেন। ওকালতির মাধ্যমে রাজনীতিক্ষেত্রে আসেন। বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে সভা-সমিতিতে যোগদান করে সুবক্তারূপে পরিচিত হন। রাউলট বিলের বিরুদ্ধে তিনি জনমত গঠন করেন। ১৯১৯ খ্রী· ময়মনসিংহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অভিভাষণেও তাঁর চরমপন্থী রাজনৈতিক অভিমতের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৯৮ খ্রী· বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য হন। বাংলা সাহিত্যের প্রতিও অনুরাগী ছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মেলন চট্টগ্রামে আহূত হয়। সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সাহিত্যিকগণ যোগদান করেছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম অ্যাসোসিয়েশন-এর অন্যতম কর্ণধার ছিলেন। তাঁর প্রদত্ত জমিতে প্রতিষ্ঠানের যে ভবন নির্মিত হয়, ১৯২০ খ্রী· তার নামকরণ হয় 'যাত্রামোহন সেন হল'। শিক্ষা বিস্তারে কয়েকটি স্কুল স্থাপন এবং উন্নয়নমূলক কাজে বহু অর্থ ব্যয় করেন। [১০, ২৫]

মানচিত্র'-শীর্ষক প্রসিদ্ধ কবিতাটি তাঁরই রচনা। সাপ্তাহিক 'সুরভি' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। [৩, ৭, ২৫, ১৬৬]

যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার (২০.৭.১৮৮৩ - ১৮.১১.১৯২৮) কচুবাড়িয়া (স্বর্ণগ্রাম)—যশোহর। বিপিনবিহারী। কলিকাতা বঙ্গবাসী ও প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা শেষ করে টাঙ্গাইল কলেজে ইংরেজী ও ইতিহাসের অধ্যাপক হন। এরপর অর্থনীতি ও ইতিহাসের অধ্যাপক হয়ে হাজারিবাগের সেন্ট কলম্বাস কলেজে যান। এখানে থাকাকালে অর্থনীতি-বিষয়ে প্রথম বাংলা গ্রন্থ রচনা করেন। হাজারিবাগ থেকে তিনি পাটনা গভর্নমেন্ট কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। এখানে কিছুকালের মধ্যেই ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য 'প্রত্নতত্ত্ববারিধি' ও 'প্রত্নতত্ত্ববাগীশ' উপাধি পান। রয়্যাল হিস্টরিক্যাল সোসাইটি,রয়্যাল ইকনমিক সোসাইটি, রয়্যাল সোসাইটি অফ আর্টস প্রভৃতির প্রথম বাঙ্গালী সভ্য, হিস্টরিক্যাল সোসাইটির কাউন্সিলের ও ইন্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রেকর্ডস্ কমিশনের সদস্য এবং পাটনা ও বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন। তিনিই পাটনা মিউজিয়মের স্থাপনকার্যের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা এবং প্রথম সম্পাদক ও কিউরেটর। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'সমসাময়িক ভারত' (৯ খণ্ড), 'সাহিত্য পঞ্জিকা', 'Glories of Magadha', 'Economic Condition of Ancient India', 'Economic History of Bihar', 'চতুর্বেদ', 'পঞ্চবাণ', 'দেশভক্তি' প্রভৃতি। এছাড়া তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ: 'Sir Ashutosh Memorial Volume', 'Seir-ul-Mutaqherin'। [৭, ২৫, ২৬]

যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১২.৭.১২৭৩ - ১২.৩.১৩৪৪ ব.) ন্যাতড়া—চব্বিশ পরগনা। আদিনিবাস—যশোহর। নন্দলাল। প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক। ছোটদের অক্ষর পরিচয় থেকে সাহিত্য-রস পরিবেশনের এক আকর্ষণীয় ও অভিনব কৌশল অবলম্বন করে তিনি বাংলা শিশুসাহিত্য-রচনায় পথিকৃতের সম্মান লাভ করেছেন। ছোটদের জন্য লেখার সঙ্গে তাদের মনোহরণের অপূর্ব সহযোগিতা করে তাঁর বইয়ের ছবিগুলি। বহুদিন পর্যন্ত তাঁর রচিত ছড়া—'অজগর আসছে তেড়ে/আমটি আমি খাব পেড়ে' দিয়ে এদেশে শিশুশিক্ষা শুরু হয়েছে। দেওঘর স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশের পর তিনি কিছুদিন কলিকাতা সিটি কলেজে পড়েন। নানা কারণে পড়া শেষ করতে পারেন নি। সিটি কলেজিয়েট স্কুলে ১৫ টাকা বেতনের শিক্ষকতা করার সময় থেকেই শিশুসাহিত্য রচনা শুরু করেন। আজগুবী ছড়া-রচনায় অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তাঁর সঙ্কলিত সচিত্র 'হাসি ও খেলা' (১৮৯১) গ্রন্থটি বাংলায় শিশুদের জন্য রচিত সর্বপ্রথম বই। 'সখা', 'সখী', 'মুকুল', 'বালকবন্ধু', 'বালক', 'সন্দেশ' প্রভৃতি শিশুদের পত্রিকাতে লিখতেন। নিজের রচনা ছাড়াও সম্পাদনার কাজ করতেন। শিশুদের জন্য লেখা বিলাতী উদ্ভট ছন্দ ও ছড়ার অনুকরণে ও অনুসরণে 'হাসি রাশি' নামে একখানি সচিত্র পুস্তক তিনি প্রকাশ করেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সংগৃহীত 'খুকুমণির ছড়া' প্রকাশিত হয়ে (১৮৯৯) শিশুরাজ্যে তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। তবে তাঁর রচিত 'হাসিখুসি' (১৮৯৭) বইখানিই তাঁকে অমরত্ব দান করেছে। ১৮৯৬ খ্রী. তিনি 'সিটি বুক সোসাইটি' নামে প্রকাশন-সংস্থা স্থাপন করেন। ব্রাহ্ম-ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁর রচিত ও সঙ্কলিত ৩০ খানি শিশু-গল্প ও ছড়া গ্রন্থের মধ্যে 'ছড়া ও ছবি', 'রাঙাছবি', 'হাসির গল্প', 'পশুপক্ষী', 'বনে জঙ্গলে', 'গল্পসঞ্চয়', 'শিশু চয়নিকা', 'হিজিবিজি' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিশুদের উপযোগী ২১ খানি পৌরাণিক গ্রন্থ এবং 'জ্ঞানমুকুল', 'সাহিত্য', 'চারুপাঠ', 'শিক্ষাসঞ্চয়' প্রভৃতি ১৩/১৪ খানি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থও তিনি রচনা করেন। ৫.৯.১৯০৫ খ্রী. 'বন্দেমাতরম্' নামে একখানি জাতীয় সঙ্গীত-সংগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। ১৯২৩ খ্রী. পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়েও তিনি রচনা ও প্রকাশনার কাজ করে গিয়েছেন। প্রখ্যাত ডাক্তার স্যার নীলরতন তাঁর সহোদর। [৩, ৭, ২৫, ২৬, ৮২]

যোগীন্দ্রনাথ সেন (১৮৮৩ - ২২.৫.১৯১৬) চন্দননগর—হুগলী। শিবপুর কলেজে পড়বার সময় ১৯১০ খ্রী. বিলাত যান। লিড্স্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এস-সি. পাশ করেন। ইঞ্জিনীয়ার হয়ে তিনি পূর্ত বিভাগে কার্য গ্রহণ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সমর বিভাগের অফিসারের কাজের জন্য আবেদন না-মঞ্জুর হওয়ায় আল্পস্ ব্যাটেলিয়নে সামান্য সৈনিকের পদে কাজ করেন। এই ব্যাটেলিয়ন পরে ওয়েস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টের সঙ্গে যুক্ত হলে তাঁকে শিক্ষার জন্য মিশরে পাঠানো হয় এবং সেখান থেকে ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হলে কর্মদক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য ৩টি পদক পান। ফ্রান্সে যুদ্ধক্ষেত্রেই বিপক্ষদলের গুলিতে মারা যান। [৫]

যোগীন্দ্রনারায়ণ, মহারাজা (? - ১৮.৮.১৯৪৬)। লালগোলার জমিদার মহেশনারায়ণ গাজীপুর জেলার পালিগ্রামের সাধারণ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ রাম সমঝাওনের পুত্র রামচরিতকে আট বছর বয়সে দত্তক নিয়েছিলেন। এই দত্তক পুত্র যোগীন্দ্রনারায়ণ জনসাধারণের জলকষ্ট নিবারণে, সাহিত্যিকদের গ্রন্থপ্রকাশে, বিদ্যার্থীদের বিদ্যাশিক্ষায়, ধর্ম-প্রতিষ্ঠানে, বন্যা ও দুর্ভিক্ষে পীড়িতদের দুঃখ-মোচনে সর্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। একবার তাঁর অর্থানুকূল্যে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়টি সঙ্কট-মুক্ত হয়। প্রাচীন গ্রন্থপ্রকাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৃহনির্মাণে ও নানাভাবে তিনি এই প্রতিষ্ঠানটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁরই অর্থসাহায্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিজস্ব লাইব্রেরির গ্রন্থগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত হয়েছে। শতাধিক বছর তিনি জীবিত ছিলেন। [৫৩]

যোগীন্দ্রমোহিনী বিশ্বাস, যোগীন মা (১৬.১.১৮৫১ - ৪.৬.১৯২৪) বাগবাজার—কলিকাতা। ডাঃ প্রসন্নকুমার মিত্র। স্বামী—খড়দহের ধনী জমিদার অম্বিকাচরণ। স্বামী নানাভাবে অর্থব্যয় করে সর্বস্বান্ত হলে যোগীন্দ্রমোহিনী কন্যাকে নিয়ে পিত্রালয়ে আসেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও

সারদামণির সঙ্গে পরিচিতা হয়ে সাধিকা হন। রামকৃষ্ণদেবের শিষ্যদের তিনি অন্যতমা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে 'যোগীন মা' নামে পরিচিতা। [৯]

যোগীরাজ বসু (২৯·১২·১৯১১ - ৯·৭·১৯৭৬) ডিব্রুগড়—আসাম। আদি নিবাস যশোহর। ডাঃ কালীপ্রসন্ন। প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও শিক্ষাবিদ্। ১৯৩২ খ্রী· বি·এ· পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে 'ঈশান বৃত্তি' ও স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৩৪ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে কলা বিভাগের সব বিষয় মিলিয়ে সর্বোচ্চ নম্বর, তিনটি স্বর্ণপদক ও 'গোসেন স্কলারশিপ' লাভ করে সংস্কৃতের 'গ' শাখায় বেদান্ত ও ১৯৩৬ খ্রী· সংস্কৃতের 'খ' শাখায় বেদ নিয়ে পাশ করেন। ১৯৩৯ খ্রী· ইংরাজীতে এম·এ· ও ১৯৬৬ খ্রী· যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ·ডি· ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৭০ খ্রী· পশ্চিম জার্মানীর গোয়েটিঙগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপকরূপে প্রাচ্য বিভাগে শিক্ষা দান করেন। শান্তিনিকেতন সহ ভারতের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অক্সফোর্ডে ও প্যারিসের সরবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপকরূপে তাঁর প্রদত্ত ভাষণ বিদগ্ধ সমাজে প্রশংসা অর্জন করে। প্রথমে ডিব্রুগড় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ ও পরে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান হিসাবে কর্মরত ছিলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'India of the Age of the Brahmanas', 'Ancient Indian Culture & Civilisation of the Vedic Age', 'Principles of Literary Criticism of the East & West — A Comprehensive Study', 'A Treatise on the Purva Mimansa System', 'জরথুষ্ট্র ধর্ম', 'বেদের পরিচয়' (বাংলা ও অসমীয়া), 'বেদান্ত দর্শন' (অসমীয়া), 'উপনিষদের ভাবাদর্শ ও সাধনা' প্রভৃতি। গ্রীক, ল্যাটিন, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তিনি ও তাঁর পিতা শ্রীশ্রীমুক্তানন্দ পরমহংসদেবের (ওঁ বাবা) শিষ্য ছিলেন। উপার্জিত অর্থের সবই তিনি গুরুর ডিব্রুগড়ের বিরাজ আশ্রমের সেবায় দান করে গেছেন। আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন। [১৬, ৮২]

যোগেন্দ্রচন্দ্র কর (১৩·৯·১৩১২ - ২৯·২·১৩৮০ ব·) কাকসার—কুমিল্লা। অশ্বিনীকুমার। প্রসিদ্ধ মশলা-ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী। পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কিশোর বয়সেই ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন ও একক প্রচেষ্টায় সুপ্রতিষ্ঠিত হন। অসহযোগ আন্দোলনের যুগে তিনি ছিলেন ড· মেঘনাদ সাহার রাজনৈতিক জীবনের সহকর্মী এবং ১৯৪৬ খ্রী· গান্ধীজীর নোয়াখালী শান্তি পদযাত্রায় অন্যতম সহযাত্রী। ত্রিপুরা সেবা সমিতি, ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা, হিন্দুসৎকার সমিতি প্রভৃতি সমাজসংস্থার সঙ্গে তাঁর সক্রিয় যোগ ছিল। উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের বন্যায় প্রতি বছরই তিনি দুর্গতদের নানাভাবে সাহায্য করতেন। ব্যবসায়ক্ষেত্রে তিনি বেঙ্গল স্পাইস ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। জনসাধারণের সাহায্যকল্পে কলিকাতা বড়বাজারের 'ওয়েলফেয়ার ফেডারেশন' তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। দুঃস্থ রোগীদের সেবায় মেয়ো হাসপাতালে তাঁর অর্থদান উল্লেখযোগ্য। [১৬]

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (৩০·১২·১৮৫৪ - ১৮·৮·১৯০৫) ইলসবা—বর্ধমান। মাধবচন্দ্র। পৈতৃক নিবাস বেড়ুগ্রাম। এফ·এ· পরীক্ষার পর কলেজ ত্যাগ করে কিছুদিন জনাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন। চুঁচুড়ায় 'সাধারণী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক হন এবং ১৮৮১ খ্রী· কলিকাতায় 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। 'বঙ্গবাসী' পরিচালনাকালে রাজনীতিতে ব্রিটিশ-বিরোধী রচনার জন্য খ্যাতনামা হন। ১৮৯১ খ্রী· বিবাহে সম্মতিদান বিলের প্রতিবাদে বহু বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে আন্দোলনে যোগ দেন। এই সূত্রে 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদক ও মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে সরকার মামলা দায়ের করলে মালিকপক্ষ বিনাশর্তে ক্ষমা প্রার্থনা করে রেহাই পান। তিনি হিন্দি 'বঙ্গবাসী' ও ইংরেজী 'টেলিগ্রাফ' পত্রিকাও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাঙলার প্রাচীন সাহিত্য, বঙ্গানুবাদ সহ বহু শাস্ত্রগ্রন্থ ও কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য ইংরেজী গ্রন্থের সংস্করণ প্রকাশ ও সুলভমূল্যে প্রচার-ব্যবস্থা তাঁর অক্ষয়-কীর্তি। তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য: 'কালাচাঁদ', 'কৌতুককণা', 'চিনিবাস চরিতামৃত', 'নেড়া হরিদাস', 'বাঙ্গালী চরিত' (৩ ভাগ), 'মডেল ভগিনী', 'মহীরাবণের আত্মকথা', 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' প্রভৃতি। [৩, ৭, ৮, ২৫, ২৬]

যোগেন্দ্র জানা (১৯১০ - ১৯৪২) সুবাদি—মেদিনীপুর। চণ্ডী। আইন অমান্য আন্দোলন ও 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দেন। নিজগ্রামে পুলিসের খানাতল্লাশীর সময় পুলিস কর্তৃক প্রহৃত হয়ে কয়েকদিন পরই মারা যান। [৪২]

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (২২·৩·১৮৮৩ - ১৯৬৫) মুলচর—ঢাকা। প্রখ্যাত সাহিত্যসেবী। অল্পবয়সেই সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। ১০০ খানারও বেশি বই লেখেন। তিনি 'বিক্রমপুরের ইতিহাস', 'কেদার রায়', 'ধ্রুব', 'প্রহ্লাদ', 'ভীমসেন', 'বঙ্গের মহিলা কবি', 'কল্পকথা' (ছোট গল্প), 'তসবীর' (নাটক), 'হিমালয় অভিযান', 'কবিতা মঞ্জরী', 'সাহিত্যিক' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। 'শিশুভারতী' নামক বিখ্যাত কোষগ্রন্থের সম্পাদনা তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি। 'কৈশোরক' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ইতিহাস ও সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে তাঁর গবেষণামূলক অবদান স্মরণীয়। 'বিশ্বের ইতিহাস' ২১ খণ্ডে রচনা করেন। [৭, ২৫, ১৬৫]

যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রামচন্দর (? - ২৭·৩·১৯১৩)। বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন। শ্রীহট্টের একটি আশ্রমের অধিবাসী স্ত্রী-পুরুষের ওপর পুলিসী অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এস·ডি·ও· গর্ডন সাহেবকে হত্যার উদ্দেশ্যে বোমা নিয়ে সাহেবের বাংলোয় যান। দুর্ভাগ্যক্রমে হাতেই বোমাটি ফেটে যাওয়ায় তিনি মারা যান। [৪২, ৪৩]

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৩.৪.১৮৫৮ - ২৯.১.১৯০৯) বাঘাণ্ডা—হুগলী। গিরিশচন্দ্র। ১৮৭৬ খ্রী· প্রবেশিকা পাশ করে জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ কলেজে এফ.এ. পর্যন্ত পড়েন। ১৮৭৭ খ্রী· 'সুধাকর' মাসিক পত্রিকা এবং তৎকালীন অন্যান্য পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশ করতে থাকেন। ১৮৭৮ খ্রী· 'কল্পনা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ঐ পত্রিকাতেই স্বরচিত প্রথম উপন্যাস 'কনে বৌ' প্রকাশিত হয়। তিনি গার্হস্থ্য উপন্যাস রচনায় সুদক্ষ ছিলেন। রচিত উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থের সংখ্যা ২৪। দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত 'অনুসন্ধান' পত্রিকায় 'বিমাতা', 'বড়ভাই', 'আমাদের ঝি' প্রভৃতি তাঁর কয়েকটি উপন্যাস ও গল্প প্রথম প্রকাশিত হয়। 'সাহিত্য সম্মিলনে'র সম্পাদক ছিলেন। [২৫, ২৬]

যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য - বেদান্ততীর্থ, মহামহোপাধ্যায় (১৮৮৭ - ১৯৬০) সুসঙ্গ দুর্গাপুর—ময়মনসিংহ। জগৎচন্দ্র বাগচী। বঙ্গদেশের বিভিন্ন খ্যাতনামা অধ্যাপকের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৯১০ - ১৯১৪ খ্রী· তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যাপক এবং ১৯১৪ - ১৯২০ খ্রী· গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদান্তের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯২১ খ্রী· তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হন। ১৯৪২ খ্রী· অবসর-গ্রহণের পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদান্তের অধ্যাপক এবং ১৯৫০ খ্রী· পুনরায় সংস্কৃত কলেজের গবেষণা বিভাগের অন্তর্গত দর্শন বিভাগে প্রধান অধ্যাপকরূপে কর্মরত ছিলেন। সারাজীবন অসংখ্য জ্ঞানীর কাছে যেমন শিখেছেন, তেমনই অসংখ্য গুণী ছাত্রকে পড়িয়েছেন। ১৯৩২ খ্রী· 'মহামহোপাধ্যায়' এবং ১৯৫৭ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক 'ডি.লিট.' উপাধি পান। বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিণী' সম্বন্ধে তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ 'প্রতিভা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি 'উদ্বোধন', 'উজ্জীবন', 'আওয়ার হেরিটেজ' প্রভৃতি পত্রিকায়ও প্রবন্ধাদি লিখতেন। [৭, ৩৩, ১৩০]

যোগেন্দ্রনাথ দর্শনশাস্ত্রী (১২৮৯ ? - ১৫.১১.১৩৭৫ ব.) আদি নিবাস মুরাকর-হবিগঞ্জ — শ্রীহট্ট। বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদ-চিকিৎসক। কবিরাজ শিরোমণি শ্যামাদাস তর্ক-বাচস্পতির ছাত্র। 'তর্কতীর্থ', 'ব্যাকরণতীর্থ' ও 'ষড়দর্শনতীর্থ' উপাধি প্রাপ্ত ছিলেন। [৪, ১৯১]

যোগেন্দ্রনাথ দাস (১৯০৭ - ২৯.৯.১৯৪২) সুন্দা—মেদিনীপুর। কৈলাসচন্দ্র। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে মহিষাদল পুলিস স্টেশন আক্রমণকালে পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৪২]

যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯০ - ২৩.১০.১৯৭৫)। বিষ্ণুপুর ঘরানার খ্যাতনামা ধ্রুপদ-গায়ক। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট শাস্ত্রীয় সঙ্গীত-শিক্ষা শুরু করেন। পরবর্তী কালে রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ও গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর কাছে তালিম নেন। এ ছাড়া কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্তচিন্তামণি ও আহিরীটোলার গৌরহরি মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে দীর্ঘকাল সঙ্গীতশাস্ত্র অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন। সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসারে উদ্যমী যোগেন্দ্রনাথ 'মন্মথনাথ মল্লিক স্মৃতিমন্দিরে'র অধ্যক্ষ ও 'গিরিজাশঙ্কর সঙ্গীত সঙ্ঘে'র সভাপতি ছিলেন। ১৯৬৯ খ্রী· 'সুরেশ সঙ্গীত সংসদ' তাঁকে স্বর্ণপদক দ্বারা সম্মানিত করে। [১৬]

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (১২.৭.১৮৪৫ - ১২.৬.১৯০৪)। শিমহাট—নদীয়া। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৭২ খ্রী· এম.এ. পাশ করে কিছুকাল স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরে ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজের অধ্যাপক এবং ১৮৮০ খ্রী· ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। পাশ্চাত্য রাজনৈতিক ইতিহাস ও দর্শনে গভীর জ্ঞান ছিল। সমাজ-সংস্কারে বিদ্যাসাগরের সহায়ক ছিলেন। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বিধবা কন্যাকে বিবাহ করেন এবং এজন্য আত্মীয়স্বজন দ্বারা উৎপীড়িত হয়েছিলেন। জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য হিন্দুমেলার নাম পরিবর্তন করে 'ভারতমেলা' করার প্রস্তাব করেন। তিনি জাতীয় ভাষার প্রশ্নটিও ভেবেছিলেন। তাঁর মত ছিল—হিন্দী ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার উপযুক্ত। এই মত খুব সম্ভবত ১৮৭৮ খ্রী· প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষার প্রতি আন্তরিক আগ্রহ ছিল এবং প্রবন্ধাদি বাংলাতেই লিখতেন। সেই সময় শিক্ষিতমহলে ইংরেজীতে লেখারই প্রচলন ছিল। 'আর্যদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি ছিলেন। গ্যারিবল্ডী, ম্যাটসিনি, জন স্টুয়ার্ট মিল, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতির জীবনী রচনা করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য অন্যান্য গ্রন্থ: 'কীর্তিমন্দির', 'প্রাণোচ্ছ্বাস', 'আত্মোৎসর্গ', 'সমালোচনমালা' প্রভৃতি। বাঙ্গলায় গুপ্ত বিপ্লবী দল গঠনের সময়ে তাঁর রচিত প্রথম দু'টি জীবনী গ্রন্থ সদস্যদের অবশ্য-পাঠ্য ছিল। [৩, ৮, ২৫, ৯৮]

যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল (১৩০৭ ? - ১৮.৬.১৩৭৫ ব.) পূর্ববঙ্গ। তফসিলী সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতা। তিনি অবিভক্ত বাঙলার এবং পাকিস্তান সৃষ্টির প্রাক্কালে অন্তর্বর্তী সরকারের মন্ত্রিসভার অন্যতম সভ্য ছিলেন। পাকিস্তানের হিন্দুনীতির প্রতিবাদে তিনি পাকিস্তান ত্যাগ করে ভারতে এসে বসবাস শুরু করেন। [৪]

যোগেন্দ্রনাথ মিত্র। পেশায় ইঞ্জিনীয়ার ও নেশায় নাট্যরসিক ছিলেন। সরকারী চাকরি করতেন। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে মঞ্চসজ্জায় কলকব্জার সাহায্যে যাদু সৃষ্টি করেন। অমৃতলাল বসুর প্রথম নাটক 'হীরকচূর্ণ নাটকাভিনয়ে ২৫.১১.১৮৭৫ খ্রী· মঞ্চে রেলগাড়ী দেখান। এটি প্রকৃত রেলগাড়ীর মতই বাঁশী বাজাতে, ধোঁয়া ছাড়তে ও চলতে পারত। 'বৃত্র-সংহার' নাটকে নিকবদ্ধ দৈত্য উড়ে এসে শচীদেবীকে কেশাকর্ষণ করে শূন্যে নিয়ে যেত। নিজে ছোটখাটো ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করতেন। তাঁকে বাঙলা তথা ভারতের প্রথম মঞ্চমায়াকর বলা যেতে পারে। [৬৫]

যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র (১২৬৮ ? - ২৮·৯·১৩৩৮ ব·) গোঁড়াপাড়া—নদীয়া। নীলকুঠির দেওয়ান রামপ্রসন্ন। কর্মক্ষেত্রে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের রাজস্ব-বিভাগের আন্ডারসেক্রেটারী হয়েছিলেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের আগে শিক্ষকতা করবার সময় রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি গান ও কবিতা সঙ্কলন করে 'রবিচ্ছায়া' নামে নিজব্যয়ে প্রকাশ করেন। এইসূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ২৩ বছর বয়সে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় 'কেন অস্ত্র পাব না' শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করে 'অস্ত্র-আইন'-এর প্রতিবাদ করেন। বাঙলা সরকারের আন্ডার-সেক্রেটারী পদে থাকার সময় সুভাষচন্দ্রের পাশপোর্ট পাওয়ার জন্য জামিন হন (১৯১৬)। কৃষ্ণনগরে অভিযুক্ত ছাত্রদের মামলায় ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের সওয়াল ও বিবরণ তিনি ইংরেজীতে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। [৫, ৩৩, ৮৭]

যোগেশচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৬ - ১৫·১১·১৯৭২)। পিতা শরৎচন্দ্র। কংগ্রেসের অন্যতম নেতা ও কলিকাতা হাইকোর্টের নাম-করা ব্যারিস্টার জে· সি· গুপ্ত বহু ঐতিহাসিক রাজনৈতিক মামলায় আসামী পক্ষে সওয়াল করে খ্যাতি অর্জন করেন। এগুলির মধ্যে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা, মেছুয়াবাজার বোমার মামলা, বার্জ হত্যা মামলা, আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ঐ সময় বিপ্লবী কর্মীদের সাহায্যার্থ তিনি যেভাবে এগিয়ে এসেছিলেন তা স্মরণীয়। অবিভক্ত বাঙলার ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যরূপে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও দৈনিক সংবাদপত্র 'অ্যাডভান্স'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বিভিন্ন ব্যবসায়-বাণিজ্যের সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য, দলের চীফ হুইপ ও এক সময় কংগ্রেস পরিষদীয় সদস্য ছিলেন। [১৬, ১৪৯]

যোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী। জলছত্র—ফরিদপুর। পূর্ণচন্দ্র। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নশাস্ত্রে এম·এ·, লন্ডন থেকে এফ·সি·এস· এবং আমেরিকা থেকে এম·সি·এস· ডিগ্রী লাভ করেন। বিহারের ভাগলপুর কলেজের রসায়ন বিজ্ঞানে অধ্যাপনা করতেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ছাত্র ছিলেন। পরে বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধিৎসা নিয়ে তিনি আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং 'সাধনা ঔষধালয়' নামে ঢাকায় এক প্রতিষ্ঠান গঠন করে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা দ্বারা রোগ নিরাময়ের পথ প্রদর্শনে অগ্রণী ভূমিকা নেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ছিলেন। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের শাখা পৃথিবীর বহু দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। সুশিক্ষক ছিলেন। শিক্ষক-জীবনে তাঁর রচিত গ্রন্থ: 'Simple Geography', 'Simple Arithmetic', 'Text Book of Inorganic Chemistry' প্রভৃতি। তিন খণ্ডে রচিত তাঁর 'আমরা কোন পথে' বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। [১৪৯]

যোগেশচন্দ্র ঘোষ (২৩·১০·১৮৭৯ - ৩০·১·১৯৩৪) বরঙ্গাইল—ঢাকা। আইনজীবী পিতা গোপালচন্দ্র জলপাইগুড়িতে ৫০ হাজার টাকার শেয়ার বিক্রি করে চা-বাগানে প্রথম বাঙালী যৌথ প্রতিষ্ঠানের পত্তন করেন। যোগেশচন্দ্র পিতার ধারা অক্ষুণ্ণ রেখে Tea Prince নামে খ্যাত হন। জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল থেকে ১৮৯৬ খ্রী· এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে 'চার্লস ইলিয়ট মেডেল' পান। গণিতে পারদর্শী ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৯০৩ খ্রী· বি·এ· এবং রিপন কলেজ থেকে ১৯০৮ খ্রী· আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০৯ খ্রী· থেকে জলপাইগুড়ি আদালতের উকিল হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। চা-বাগান ও সেটেলমেন্ট অপারেশনে তাঁর মামলা পরিচালনার সুখ্যাতি হয়। ১৯১১ খ্রী· 'গোপালপুর টি কোম্পানী' স্থাপন করেন। 'মেসার্স ঘোষ অ্যান্ড সন্স'ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত। চা-প্রস্তুতি ও আস্বাদনে গুণ-নির্ণয় এবং চা-শিল্পে যন্ত্রের ব্যবহার চালু করার কৃতিত্ব তাঁরই। তাছাড়া বহু জনহিতকর সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন ও গুপ্তসমিতিকে অর্থ দিয়ে নানাভাবে সহায়তা করেছেন। কুমিল্লাতে 'অভয় আশ্রম' প্রতিষ্ঠাকালে এক লক্ষ টাকা দান করেন। [১৪৯]

যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৫ - ?) গাওদিয়া—ঢাকা। বিপিনচন্দ্র। কুমিল্লায় অনুশীলন দলের পূর্ণ চক্রবর্তীর প্রভাবে এই গুপ্ত বিপ্লবী দলের সদস্য হন। ১৯১৩ খ্রী· কুমিল্লায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবকরূপে সরকারী আদেশ অমান্য করেন। ১৯১৪ খ্রী· বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় ভারতে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের একটি অংশরূপে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও ত্রিপুরা অঞ্চলে বিদ্রোহ ঘটানোর চেষ্টায় অংশ নেন। ৯·১০·১৯১৬ খ্রী· তিনি কলিকাতায় গ্রেপ্তার হন। ইতিমধ্যে ঢাকা ভিক্টোরিয়া স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করে কলেজে পড়ছিলেন। গ্রেপ্তার হয়ে পুলিসের অকথ্য অত্যাচার সহ্য করেন। ১৯২০ খ্রী· মুক্ত হয়ে কংগ্রেসের কলিকাতা সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯২২ খ্রী· কয়েকজন বিপ্লবী-বন্ধুর সঙ্গে একটি 'শ্রমিক আবাস' গঠন করেন এবং একটি রোটারী দেশলাই প্রস্তুত কল নির্মাণ করে দেশলাই ও কল বিক্রির চেষ্টা করেন। কুমিল্লার বিখ্যাত ব্যবসায়ী মহেশ ভট্টাচার্যের সাহায্যে ক্রমে এটি একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে। ১৯২৩ খ্রী· দলের নির্দেশে প্রথমে আসাম ও পরে উত্তর প্রদেশে গিয়ে সংগঠন দৃঢ় করে তিনি মাদ্রাজে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দূতের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কলিকাতায় ফিরতেই ১৮·১০·১৯২৪ খ্রী· গ্রেপ্তার হন। উত্তরপ্রদেশে তাঁর দলভুক্ত হয়েছিলেন ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত ও অজয় ঘোষ। ১৯২৫ খ্রী· কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা চলা কালে লক্ষ্ণৌ জেলে স্থানান্তরিত হন। দেড় বছর মামলা চলার সময় জেলে খাদ্য-ব্যবস্থার প্রতিবাদে অনশন শুরু করেন এবং রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা পাবার পর অনশন ত্যাগ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান

অ্যাসোসিয়েশন' পরে 'হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি' নামে উত্তর ভারতে দুঃসাহসিক কার্যাবলীর জন্য বিখ্যাত হয়। ৬·৪·১৯২৭ খ্রী· কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর দ্বীপান্তর হয়। মামলার রায়-দানের দিন থেকে তিনি এবং অপর ৪ জন ৪২ দিন অনশন করেছিলেন। ১১·৭·১৯৩৪ খ্রী· থেকে ২৯·১১·১৯৩৪ খ্রী· জীবনের দীর্ঘতম অনশন করেন আগ্রা জেলে। এই অনশনের ফলে সরকার দাবি মানার অঙ্গীকার করেও ইচ্ছাকৃতভাবে পালন না করায় রাজবন্দীদের বিভিন্ন দাবির ভিত্তিতে ১·১০·১৯৩৫ খ্রী· থেকে ১১১ দিন অনশন করে তিনি ২৪·৮·১৯৩৭ খ্রী· মুক্তি পান। ১৩ বছর জেলে থাকার ফলে তিনি দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। এরপর ২·১২·১৯৩৭ খ্রী· চীফ কমিশনারের দিল্লীত্যাগের আদেশ অমান্য করায় গ্রেপ্তার হন। এইসময়ে বাঙলার মুসলিম লীগ সরকারও তাঁকে বাঙলা থেকে বহিষ্কারের আদেশ জারী করে। মানভূমের নেতা রাঘবাচারিয়ার সহায়তায় ১৯৪০ খ্রী· মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসী বিপ্লবী দল গঠন করে পার্টির গঠনতন্ত্র প্রস্তুতি কমিটির কনভেনর হন। দলের নাম হয় 'রিভিলিউশনারী সোশ্যালিস্ট পার্টি' (R.S.P.)। বিপ্লবী কার্যকলাপে তাঁর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ঐ বছরই পুনরায় গ্রেপ্তার হন ও অনশন করে ৬·১১·১৯৪১ খ্রী· মুক্তি পান। তিনি লক্ষ্ণৌতে টাকা ধার করে জীবন-ধারণের জন্য লণ্ড্রী খোলেন। ১৯৪৩ খ্রী· এক সাবইনস্পেক্টর হত্যা-প্রচেষ্টার মামলায় তাঁকে প্রধান আসামী করা হয় এবং তিনি ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। অবশেষে ১৬·১·১৯৪৬ - ৬·২·১৯৪৬ খ্রী· পর্যন্ত চূড়ান্ত পর্যায়ে অনশন ধর্মঘট করেন এবং নেহেরুর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ও সমর্থনসূচক বিবৃতিদানের ফলে ধর্মঘট তুলে নেন। ১·৪·১৯৪৬ খ্রী· মুক্তি পেয়ে আর·এস·পি· দলের সংগঠনের কাজে হাত দেন। ১৯৩৮/৩৯ খ্রী· কংগ্রেস স্যোশালিস্টরূপে কৃষক-শ্রমিক সংগঠনের চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৩৯ খ্রী· তিনি উত্তরপ্রদেশ কিষাণসভার সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৩ খ্রী· আর·এস·পি·-র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক তৎপরতা—১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৮ খ্রী· দলমত-নির্বিশেষে পুরানো বিপ্লবীদের সর্বভারতীয় সম্মেলন আহ্বান। এই সম্মেলনে ড· ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতি এবং যোগেশচন্দ্র আহ্বায়ক ছিলেন। এখানে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—বারীন ঘোষ, বাবা সোহন সিং ভাকনা, ড· খানখোজে, ড· ভগবান সিং, ড· ডি· ডি· অঠল্যে প্রভৃতি। আর· এস· পি· ত্যাগের পর ১৯৫৫ খ্রী· পুনরায় কংগ্রেসে যোগ দিয়ে পরে সরে দাঁড়ান। বিপ্লবী জীবনের ঘটনাবলী নিয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থ: 'In Search of Freedom'। [১০৪, ১২৪]

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী১ (১২৯৩ - ১৩৪৮ ব·) গোবরডাঙ্গা—চব্বিশ পরগনা। প্রখ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতা। প্রথম জীবনে গোবরডাঙ্গা স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। ১৩৩১ ব· শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় শুরু করেন। ১৯৩১ খ্রী· শিশিরবাবুর সম্প্রদায়ের সঙ্গে অভিনয় করতে আমেরিকা যান। শিশিরকুমারের প্রেরণায় তিনি 'সীতা' নাটক রচনা করেন এবং এই নাটক নিয়েই শিশিরকুমার 'মনোমোহন নাট্যমন্দির' থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। বহু পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকের রচয়িতা। তাঁর রচিত 'দিগ্বিজয়ী', 'বিষ্ণুপ্রিয়া', 'নন্দরানীর সংসার', 'পরিণীতা', 'মহামায়ার চর' প্রভৃতি নাটক উল্লেখযোগ্য। চলচ্চিত্রেও বহু ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। [৩, ৫]

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী২ (২৮·৬·১৮৬৪ - ৯·২·১৯৫১) হরিপুর—পাবনা। দুর্গাদাস। জমিদার বংশে জন্ম। ১৮৮৬ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এম·এ· পাশ করে মেট্রোপলিটান কলেজের রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক হন। এরপর বিলাতে গিয়ে আইন পরীক্ষা পাশ করে স্বদেশে ফেরেন। ১৮৯৫ খ্রী· কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি শুরু করে খ্যাতিমান হন। ১৮৯৬ খ্রী· দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর সঙ্গে কলিকাতা কংগ্রেসে স্বদেশী দ্রব্যের প্রদর্শনী করেন। ১৯০০ খ্রী· লাহোর কংগ্রেসে শিল্প-সম্পর্কিত কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। আইন-বিষয়ক 'Calcutta Weekly Notes' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক এবং ভারতের জাতীয় মহাসমিতির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ও পরামর্শদাতা ছিলেন। [৮, ২৫]

যোগেশচন্দ্র দত্ত (২৯·১·১৮৪৭- ১৯২৩) কলিকাতা। দুর্গাচরণ। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে সম্পাদক করে 'রেইস ও রায়ত' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ৮·৪·১৮৭৬ খ্রী· শম্ভুচন্দ্র মুখার্জি, ব্যারিস্টার মন্মথনাথ মল্লিক প্রমুখ অপর নয়জনের সঙ্গে তিনি লর্ড নর্থব্রুককে টাউন হলের সভায় উত্থাপিত ধন্যবাদ প্রদানের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে তৎকালীন রাজনীতিতে 'অমর দশ' জনের একজনরূপে পরিচিত হন। ১৮৮৩ খ্রী· বিখ্যাত মামলায় আনন্দমোহন বসুর সঙ্গে তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামীনদার ছিলেন। সাহিত্য ও আইনসংক্রান্ত বিষয়ে গভীর জ্ঞান ছিল। কলিকাতা পৌরসভার একজন কমিশনার ও অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। [৮]

যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০১- ২৪·৮·১৯৭৯) আমরাল — বাঁকুড়া। আইন-জীবী পূর্ণচন্দ্র। খ্যাতনামা হৃদ্‌রোগ-বিশেষজ্ঞ। ১৯২৫ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এম·বি· পাশ করে উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডে যান। ১৯৩০ খ্রী· মধ্যে সেখানে এল·আর·সি·পি·, এম·আর·সি·পি·, এম·আর·সি·এস· এবং ১৯৬১ খ্রী· লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ·আর·সি·পি· হন। ১৯৬২ খ্রী· ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মেডিক্যাল শাখার সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯৬৩ খ্রী· বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কারডিও-ভাসকুলার কনসালট্যান্ট হন। ১৯৬৫ খ্রী· 'পদ্মভূষণ' উপাধি পান। দীর্ঘদিন কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের মেডিসিনের অধ্যাপক-ডিরেক্টর ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অব মেডিসিনের

প্রধান ছিলেন। বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। [১৬]

যোগেশচন্দ্র বসু, 'গল্পদাদা' (জানু ১৮৮৪ - ?) বারাসত—২৪ পরগনা। সিটি কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করে পরে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০৫ খ্রী· স্বদেশী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। জাতীয় কৃষির আদর্শে ব্রতী হয়ে কৃষিশালা পত্তন ও পরে বেলেঘাটা অঞ্চলে বাঙালীর অর্থে, শ্রমে ও পরিচালনায় 'বেঙ্গল পেস্টবোর্ড অ্যান্ড পেপার মিল্‌স্' স্থাপন করেছিলেন। এই কর্মপ্রচেষ্টায় অসফল হয়ে আইনজীবীর বৃত্তি গ্রহণ করেও গঠনমূলক কাজে উদ্যোগী থাকেন। হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ অ্যাস্যুরেন্সের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। ১৯২৭ খ্রী· বেতার প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। তাঁরই প্রবর্তনা ও পরিচালনায় বেতারে 'ছোটদের আসর' বিভাগ স্থাপিত হয়। আসরের পরিচালক রূপে তিনি 'গল্পদাদা' ছদ্মনামটি গ্রহণ করে তাতেই পরিচিত হয়ে ওঠেন। ১৯৩৩ খ্রী· বেতার প্রতিষ্ঠান থেকে অবসর নেন। 'গল্পদাদার কথা' তাঁর একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ। [২১৫]

যোগেশচন্দ্র বাগল (২৭·৫·১৯০৩ - ৭·১·১৯৭২) কুমীরমারা—বরিশাল। জগবন্ধু। বরিশাল ও কলিকাতায় শিক্ষালাভ করে ১৯২৬ খ্রী· সিটি কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হন। ১৯২৯ খ্রী· রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন। এখানে সহকর্মী ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, নীরদ চৌধুরী প্রমুখ গবেষক ও সাহিত্যিকবৃন্দ। তাঁদের প্রেরণায় তিনি গবেষণা কার্যে মনোনিবেশ করেন। ১৯৪০ খ্রী· তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ 'ভারতের মুক্তিসন্ধানী' প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সুপরিচিত হন। ১৯৩৫ খ্রী· 'দেশ' পত্রিকায় যোগ দেন এবং এখানে আন্তর্জাতিক বিষয়ে লিখতেন। ১৯৪১ খ্রী· 'প্রবাসী'তে ফিরে যান এবং ১৯৬১ খ্রী· দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলার পূর্ব পর্যন্ত নিয়মিত কাজ করেছেন। অন্ধ অবস্থাতেও তাঁর গবেষণার বিরাম ছিল না। এই সময়ে ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজের শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ সম্পাদনা, নিজের 'হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থ পরিমার্জনা এবং ভারতকোষ ও সাহিত্য সাধক চরিতমালার কাজ করেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে ১৯৩১ খ্রী· থেকে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। ইন্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রেকর্ডস্ কমিশন, রিজিওন্যাল রেকর্ডস্ কমিশন (পশ্চিমবঙ্গ)-এর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তিনি সাহিত্য সংসদ কর্তৃক তিন খণ্ডে প্রকাশিত বঙ্কিম রচনাবলী এবং রমেশ রচনাবলীর সম্পাদনা করেছেন। বাংলা সাহিত্য বিষয়ে ও গবেষণায় তাঁর কাজের স্বীকৃতিতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ তাঁকে 'রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কার' দেন (১৯৫৬)। এছাড়া তিনি 'সরোজিনী বোস স্মৃতি স্বর্ণপদক' (১৯৬২) ও 'শিশিরকুমার পুরস্কার' (১৯৬৬) লাভ করেন। ১৯৫৮ খ্রী· বিদ্যাসাগর স্মৃতি বক্তৃতা এবং ১৯৬৮ খ্রী· শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি বক্তৃতা দেন। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর লেখা 'Women's Education in Eastern India' এবং 'স্ত্রীশিক্ষার কথা' বই দু'খানি বিশেষ তথ্যবহুল। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩৫-এরও বেশি। রচিত গ্রন্থ : 'সাহসীর জয়যাত্রা', 'মুক্তির সাধনে ভারত', 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা', 'ভারতের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', 'Peasant Revolution of Bengal' প্রভৃতি। [১৬, ১৭; ১৬০]

যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৮৭ - ৩০·১২·১৯৬৩) নস্কর—বিক্রমপুর, ঢাকা। রাজমোহন। দশ বছর বয়সে কর্মজীবন শুরু হয়। তের বছর বয়সে পিতার মৃত্যুর পর সংসার চালানর জন্য বরিশালে তাঁর এক আত্মীয়ের কাঠগোলায় সামান্য চাকরি করতে থাকেন। সেখানে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর কাছে দীক্ষা নেন এবং তাঁর আদেশে সংসার করেন। নামকরা ব্যবসায়ী হন। 'দি ষ্টান্ডার্ড কেবিনেট', 'ক্যালকাটা বিল্ডার্স স্টোর্স', 'ক্যালকাটা ল্যান্ড ট্রাস্ট লিঃ' তাঁর স্থাপিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। [১৪৯]

যোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি (২০·১০·১৮৫৯ - ৩০·৭·১৯৫৬) দিগড়া—হুগলী। পিতার কর্মস্থল বাঁকুড়ায় জন্ম। ১৮৮৩ খ্রী· বছরের একমাত্র ছাত্র হিসাবে বটানীতে ২য় বিভাগে এম·এ· পাশ করে কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজের লেক্‌চারার হন। একটানা ৩০ বছর অধ্যাপনার পর ১৯১৯ খ্রী· অবসর গ্রহণ করেন। এরপর ১৯২০ খ্রী· বাঁকুড়ায় ফিরে আমৃত্যু সেখানে বাস করেন। ৩৬ বছরের অধ্যাপনা জীবনেও তিনি ১২ বছর বাংলা ভাষা-চর্চায়, ১২ বছর জ্যোতির্বিদ্যাচর্চায় এবং ১২ বছর দেশীয় কলা-চর্চায় ব্যাপৃত ছিলেন। 'প্রবাসী', 'সাহিত্য', 'বঙ্গদর্শন' ও 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখতেন। ওড়িশার জঙ্গলরাজ্য খণ্ডপাড়ার জ্যোতির্বিদ্ চন্দ্রশেখর বা পঠানী সামন্তর ইংরেজী জীবনচরিত রচনা করে তাঁকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পণ্ডিত-সমাজে পরিচিত করার জন্য পুরীর পণ্ডিতসভা কর্তৃক 'বিদ্যানিধি' উপাধি-ভূষিত হন। 'সিদ্ধান্তদর্শন' গ্রন্থ সম্পাদনা ও 'বাশুলী চণ্ডীদাস' নামে পুথি আবিষ্কার করেন। তিনি বাংলা বানানে দ্বিত্ব বর্জন রীতির প্রচলনকারী। 'Ancient Indian Life' গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার, 'পূজাপার্বণ' গ্রন্থের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কার, বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী স্বর্ণপদক ও সরোজিনী পদক পান। উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারি ডক্টরেট ছিলেন। ১৭·৪·১৯৫৬ খ্রী· বাঁকুড়ায় অনুষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে তাঁকে ডক্টরেট উপাধি দ্বারা সম্মানিত করা হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সভ্য, কয়েক বছর সহ-সভাপতি ও এক বছর সভাপতি ছিলেন। বিজ্ঞান পরিষদ, উদ্ভিদ বিদ্যা পরিষদ্ ও উৎকল সাহিত্য সমাজের সভ্য ছিলেন। তাঁর রচিত বিজ্ঞান ও সাহিত্য-বিষয়ক উল্লেখযোগ্য পাঠ্যপুস্তক : 'পত্রালি' (২ খণ্ড), 'আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ', 'রত্নপরীক্ষা', 'শঙ্কুনির্মাণ', 'বাংলা ভাষা', 'বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল',

'চণ্ডীদাসচরিত' প্রভৃতি। তিনি ৪ খণ্ডে 'বাঙ্গালা শব্দকোষ' সম্পাদনা করেন। [৩, ৭, ২৫, ৩৩]

রক্ষণ বেরা (? - ১৯৩০) সিতিবিন্দা—মেদিনীপুর। ১৯৩০ খ্রী· চৌকিদারী ট্যাক্সের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার (১৭শ শতাব্দী) কাশীবাসী এই নৈয়ায়িকের রচিত গ্রন্থাবলী বাঙলার বাইরে সুপ্রাপ্য। রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে 'নিরুক্তি-প্রকাশ' সর্বশ্রেষ্ঠ। যশোবিজয়ের 'অষ্টসহস্রী বিবরণে' রঘুদেবের নাম আছে এবং ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের নির্ণয়পত্রে তিনি স্বাক্ষর করেন। গুপ্তিপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য তাঁর ছাত্র ছিলেন। [৯০]

রঘুনন্দন (১৬শ শতাব্দী) শ্রীখণ্ড। মুকুন্দ। বৈষ্ণব-সমাজের অন্যতম বিশিষ্ট ভক্ত এবং 'গৌরনামামৃতস্তোত্র' গ্রন্থের রচয়িতা। বৈষ্ণবরা তাঁকে মহাপ্রভুর মানসপুত্র বলতেন। [২, ২৭]

রঘুনন্দন দাস গোস্বামী (১৭৮৬ - ?) মাড়গ্রাম—বর্ধমান। কিশোরীমোহন। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বংশধর। ১৮ বছর বয়সে কবিতা রচনা শুরু করেন। তাঁর বহু পদ 'গীতমালা'য় সন্নিবদ্ধ আছে। তাঁর রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ 'গৌরাঙ্গচম্পূ'তে চৈতন্যদেবের নবদ্বীপলীলা মাত্র বর্ণিত হয়েছে। ৪৫ বছর বয়সে বাংলায় নিজ বংশবৃত্তান্ত 'রামরসায়ন কাব্য' লেখেন। তাঁর রচিত অপর গ্রন্থ: 'রাধামাধবোদয়', 'দেশিকনির্ণয়', 'বৈষ্ণবব্রতনির্ণয়' প্রভৃতি। তিনি স্মৃতি-বিষয়ক দুইখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন। [২, ৩, ২৫, ২৬]

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য (১৬শ শতাব্দী) নবদ্বীপ। হরিহর। প্রখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত। পিতার কাছে স্মৃতি এবং নবদ্বীপের তৎকালীন সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীনাথ তর্কচূড়ামণির কাছে স্মৃতি ও মীমাংসা অধ্যয়ন করে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এই সময় নবাব হোসেন শাহের শাসনকালে বিপর্যস্ত হিন্দুসমাজকে বিপর্যয় থেকে রক্ষার জন্য তিনি 'অষ্টবিংশতিতত্ত্বস্মৃতি-গ্রন্থ' রচনা করেন। এছাড়া তীর্থযাত্রাবিধি প্রভৃতি প্রয়োগগ্রন্থ, দায়তত্ত্ব এবং জীমূতবাহনের (১২শ শতাব্দী) রচিত বিখ্যাত 'দায়ভাগ' গ্রন্থের টীকা লেখেন। সামাজিক ও ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর নির্দেশিত মত হিন্দু সমাজে প্রাধান্য পেয়ে আসছে। [২, ৩, ২৫, ২৬]

রঘুনাথ দাস (আনু· ১৭২৫ - ১৭৯০)। দাঁড়াকবির প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা এবং বিখ্যাত কবিয়াল রাসু নৃসিংহের শিক্ষক-গুরু। তাঁর নিবাস কারও মতে কলিকাতা, কারও মতে সালিখা, আবার কেউ কেউ বলেন, গুপ্তিপাড়া। [২০]

রঘুনাথ দাস গোস্বামী (১৪৯৫/৯৬ - ১৫৮২) কৃষ্ণপুর—হুগলী। বৃন্দাবনের ষড়্গোস্বামীর অন্যতম। পিতা গোবর্ধন সপ্তগ্রাম তালুকের জমিদার ছিলেন। বিবাহিত রঘুনাথ ১৭ বছর বয়সে সাংসারিক ভোগবিলাস ত্যাগ করে চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হন। বলরাম আচার্যের শিষ্য ছিলেন। ১৬ বছর নীলাচলে মহাপ্রভুর সেবা করেন। মহাপ্রভুর তিরোধানের পর বৃন্দাবনে গিয়ে রূপ ও সনাতনের সাহচর্য পান। বৃন্দাবনে তাঁর প্রধান কীর্তি রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড উদ্ধার। 'উপদেশামৃত', 'মনঃশিক্ষা', 'শ্রীচৈতন্যস্তব কল্পবৃক্ষ', 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি', 'স্তবমালা', 'চৈতন্যাষ্টক', 'মুক্তাচরিত', 'দানকেলিচিন্তামণি' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। স্বরূপ দামোদর-কৃত চৈতন্যজীবনী-মূলক কড়চারও বৃত্তিকার ছিলেন। [২, ৩, ২৫, ২৬]

রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, ভট্ট রঘুনাথ (১৫০৫ - ১৫৭৯) বারাণসী। তপন মিশ্র। মহাপ্রভুর পরিবারের ষড়্গোস্বামীর তিনি অন্যতম। তিনি নীলাচলে রান্না করে মহাপ্রভুকে খাওয়াতেন। তাঁর রন্ধন-পারিপাট্যের কথা বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে বিবৃত আছে। কাশীক্ষেত্রে বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বৃন্দাবনে শ্রীরূপের সভায় তিনি ভাগবত পাঠ করতেন। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পাঠক ছিলেন। [২, ৩]

রঘুনাথ মল্লিক (১৮৯৭ - আগস্ট ১৯৭৯) সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও স্বাধীনতা-সংগ্রামী। আইনের ছাত্র অবস্থায় পড়া ছেড়ে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। এ সময় সুভাষচন্দ্রের সংস্পর্শে আসেন। পরে তিনি সংস্কৃত চর্চায় মনোনিবেশ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ·ডি· উপাধি লাভ করেন। কালিদাসের উপর তাঁর গবেষণা 'কালিদাস প্রতিভা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। কালিদাসের সমগ্র রচনা তিনি বাংলা ও ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। [১৬]

রঘুনাথ শিরোমণি (১৪৫৫/৬০ - ?) নবদ্বীপ। বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত। ১৪শ শতাব্দীর মধ্যভাগে গঙ্গেশ উপাধ্যায় কর্তৃক 'তত্ত্বচিন্তামণি' গ্রন্থ রচনার পর অগণিত নব্যন্যায়ের গ্রন্থ-রচয়িতার মধ্যে মহানৈয়ায়িক মিথিলার পক্ষধর মিশ্র ও নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণিই কেবলমাত্র নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অল্পবয়সে পাঠ সমাপ্ত করে অধ্যাপনা শুরু করেন এবং বিচারার্থ মিথিলায় গিয়ে পক্ষধর মিশ্রকে পরাজিত করেন (আনু ১৪৮০ - ৮৫ খ্রী·)। তার ফলে নব্যন্যায়ে মিথিলার প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়ে নবদ্বীপই নব্যন্যায়-চর্চার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। চৈতন্যদেব তাঁর সহপাঠী ছিলেন। তাঁর প্রধান গ্রন্থ 'অনুমানদীধিতি' প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে তাঁর সময়েই বাঙলাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিখ্যাত স্মৃতিশাস্ত্রবিৎ শূলপাণি মহামহোপাধ্যায় তাঁর মাতামহ। [৯০]

রঘুনাথ সিংহ (আনু· ৬৯৫ - ?)। বিষ্ণুপুরের প্রথম মল্লরাজা। তিনি স্থানীয় আদিবাসী বাগ্‌দীদের যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়ে রণকুশল করে তুলেছিলেন। তাদেরই পরাক্রমে একদিন সমগ্র বিষ্ণুপুর রাজ্য মল্লভূমি নামে অভিহিত হয়। সেই বিস্তৃত রাজ্য বর্তমান বর্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি ৩৪ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে প্রজারা তাঁকে 'আদিমল্ল' ব'লে স্বীকার করে। লাউগ্রামে তাঁর রাজধানী ছিল। তিনি পুটেশ্বরী দেবীমূর্তি স্থাপন করে একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল থেকেই বিষ্ণুপুর

রাজবংশের খ্যাতি ও সৌভাগ্য বাড়তে থাকে। তাঁর পুত্র জয়মল্ল রাজা হয়ে রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত করেন এবং বিষ্ণুপুরে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। এই বংশ প্রায় নয় শ বছর রাজত্ব করে। [২, ১৮]

রঘুনাথ সিংহ, দ্বিতীয় (? - ১৭১২) বিষ্ণুপুর। দ্বিতীয় দুর্জয় সিংহ। মল্লরাজবংশের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তাঁর আমলে রাজ্যের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। ১৭০২ খ্রী· রাজা হয়ে মল্লদের সামরিক গৌরব ফিরিয়ে আনেন। তাঁর রাজত্বের সময় চেত্ত-বরদার (মেদিনীপুর) ভূস্বামী শোভা সিংহ স্বাধীনতা ঘোষণা করলে তিনি সম্রাট আওরঙ্গজেবের পক্ষে মোগলদের হয়ে শোভা সিংহের বিপক্ষে যুদ্ধ করে চেতা-বরদা অধিকার করতে সমর্থ হন। তাঁর আমন্ত্রণে সেনী ঘরানার বাহাদুর খাঁ ও পীরবক্স বিষ্ণুপুরের দরবারে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং সেই সময় থেকে বাঙলাদেশে ধ্রুপদ সঙ্গীতের চর্চা শুরু হয়। মন্দিরশিল্পের শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিষ্ণুপুরের শ্যামরায়, জোড়বাংলা ও কালাচাঁদ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। [৫২, ১৪৯]

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭ - ১৩·৫·১৮৮৭) কাকুলিয়া—বর্ধমান। রামনারায়ণ। হুগলী মহসীন কলেজে কিছুদিন পড়েছেন। ইংরেজী, সংস্কৃত ও প্রাচীন ওড়িয়া কাব্য-সাহিত্যে তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। ঈশ্বর গুপ্তের সাহচর্যে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় তিনি সাহিত্য রচনা শুরু করেন। ১৮৫৫ খ্রী· প্রকাশিত 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। ঐ সময়কার এডুকেশন গেজেটে তাঁর গদ্য ও পদ্য উভয় রচনাই প্রকাশিত হত। ১৮৬০ খ্রী· কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ৬ মাস অধ্যাপনার পর আয়কর অ্যাসেসর ও ডেপুটি কালেক্টর হন। ক্রমে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে সুনামের সঙ্গে চাকরি করে ১১·৪·১৮৮২ খ্রী· অবসর নেন। একজন স্বদেশপ্রেমিক কবিরূপে ইতিহাসে স্বাক্ষর রেখে গেছেন। রচিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'পদ্মিনী উপাখ্যান', 'কর্মদেবী' এবং 'শূরসুন্দরী'। টডের অ্যানাল্‌স্ অফ রাজস্থান থেকে উপাখ্যান অংশ নিয়ে 'পদ্মিনী উপাখ্যান' রচনা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর স্বদেশী যুগের বিপ্লবীগণ পদ্মিনী উপাখ্যানের অংশ 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়/দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায়' শীর্ষক পংক্তিগুলি মন্ত্ররূপে উচ্চারণ করতেন। তিনি সংস্কৃত কুমারসম্ভবের পদ্যানুবাদ করেছিলেন। 'নীতিকুসুমাঞ্জলি' তাঁর অপর পুস্তিকা। তাঁর 'কাঞ্চী-কাবেরী' (১৮৭৯) কাব্য-গ্রন্থ প্রাচীন ওড়িয়া কাব্যের অনুসরণে লিখিত। তিনি 'উৎকল দর্পণ' নামে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করেন। ওড়িশার পুরাতত্ত্ব ও ওড়িয়া ভাষা সম্বন্ধে বহু নিবন্ধ তিনি লিখেছেন। তাঁর 'কলিকাতা কল্পলতা' গ্রন্থই সম্ভবতঃ বাংলাভাষায় প্রথম কলিকাতার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। ইংরেজী-প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যের তিনি অন্যতম পথপ্রদর্শক। [৩, ৭, ৮, ২৫, ২৬, ২২৬]

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় (১৪·৩·১২৫০ ব· - ?)। রাহুতা—চব্বিশ পরগনা। বিশ্বম্ভর। প্রথম বয়সেই সংসার চালানোর জন্য ব্যস্ত থাকার কারণে তাঁর কলেজী শিক্ষা তেমন না হলেও নিজের চেষ্টায় ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত ও গণিতশাস্ত্র শিখেছিলেন। চাকরি জীবনের অধিকাংশ সময়ই শিক্ষকতা করেছেন। বীরভূমের ডাড়কার স্কুলের প্রধান শিক্ষক থাকা কালে তদানীন্তন স্কুল পরিদর্শক ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১৮৭০ খ্রী· ঐ স্কুল পরিদর্শনে গিয়ে তাঁর কবিতাপূরণ প্রতিভার পরিচয়ে আনন্দিত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহের মত প্রচলিত করলে তিনি হাস্যোদ্দীপক গান রচনা করেন—'বেঁচে গেলুম অ'লো দিদি একাদশীর দায়ে/বিদ্যাসাগর দেবে নাকি বিধবা রমণীর বিয়ে'····/। 'সোমপ্রকাশ', 'জন্মভূমি', 'কল্পদ্রুম', 'আর্যদর্শন' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ১২৯০ ব· কলিকাতায় একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে, পরে সেটি নিজগ্রামে নিয়ে যান এবং প্রসিদ্ধ 'বিশ্বকোষ' অভিধান প্রকাশ শুরু করেন। এই অভিধানের প্রথম ভাগ থেকে দ্বিতীয় ভাগের কিছু অংশ তাঁর সম্পাদিত। রচিত গ্রন্থ: 'শরৎশশী', 'বিজ্ঞানদর্শক', 'চিত্তচৈতন্যোদয়', 'বৈরাগ্যবিপিন-বিহার' প্রভৃতি। ইংরেজী ও বাংলা ভাষার বিশিষ্ট লেখক ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর ভ্রাতা। [২০, ২৫, ২৬]

রঙ্গীনচন্দ্র হালদার (৪·৩·১৮৯২ - ৯·১২·১৯৭৯) বিদগাঁ—বিক্রমপুর, ঢাকা। প্রমদাকান্ত। শৈশবকাল নোয়াখালিতে কাটে। ১৯১১ খ্রী· ম্যাট্রিক পাশ করে কলিকাতায় পড়তে আসেন। ১৯১৫ খ্রী· বি·এ· পাশ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য-প্রবর্তিত 'পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ব' বিভাগে প্রথমবারের ছাত্র হিসাবে যোগ দেন। এ সময়ে ঐ বিভাগের প্রথম গবেষক-অধ্যাপক খ্যাতনামা গিরীন্দ্রশেখর বসুর সংস্পর্শে আসেন ও বসু পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মে। পার্শীবাগানে গিরীন্দ্রশেখরের গৃহে অনুষ্ঠিত 'উৎকেন্দ্রিক সভা'র তিনি সভ্য ছিলেন। মনস্তত্ত্ব-সম্পর্কিত বিষয় অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে 'সাইকো-অ্যানালিটিক সোসাইটি'রও প্রবর্তক সভ্য হন। এম·এ· পাশ করে ১৯১৮ খ্রী· পাটনার বিহার ন্যাশনাল কলেজে দর্শন ও মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন এবং ১৯৫৪ খ্রী· পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান শাখার বিভাগীয় অধ্যক্ষ হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় তাঁর লিখিত 'মনোবিকার' প্রবন্ধগুচ্ছ সম্ভবতঃ বাংলা ভাষায় মনস্তত্ত্বের প্রথম আলোচনা। তিনি মনোবিশ্লেষকের দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাঁর এই আলোচনা 'The Working of the Unconscious Wish in the Creation of Poetry and Drama' শিরোনামায় ফ্রয়েড সম্পাদিত 'সাইকো অ্যানালিসিস্' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণ ধারার একজন প্রবক্তা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। 'ইন্ডিয়ান একাডেমী অব সাইকো অ্যানালিসিস্' সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন। তিনি লিখেছেন কম, তবে তাঁর চিন্তাভাবনা বহু সুহৃদ সতীর্থদের প্রেরণার উৎস ছিল। বিহার ন্যাশনাল

কলেজে নিঃস্বার্থভাবে উদ্যোগী হয়ে বাংলা পড়ানর ব্যবস্থা করেন। পাটনার 'রবীন্দ্রসভা' তাঁর অপর কীর্তি। বৈষ্ণব সাহিত্যে পারদর্শী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে মৈথিলী শেখানর ব্যবস্থা করার ব্যাপারে তিনি বিমানবিহারী মজুমদারকে সহায়তা করেছেন। [১৬, ১০৭]

রজতকুমার সেন (১৯১৩ - ৬·৫·১৯৩০) চট্টগ্রাম। রঞ্জনলাল। গুপ্ত বিপ্লবী দল 'ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি'র সভ্য ছিলেন। ১৮·৪·১৯৩০ খ্রী· চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে এবং ২২·৪·১৯৩০ খ্রী· জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। চট্টগ্রামের ইউরোপীয়দের আবাসস্থল আক্রমণকালে প্রহরীদের সঙ্গে এক সংঘর্ষে তাঁর মৃত্যু ঘটে। [১০, ৪২]

রজত দত্ত (৭·৫·১৯০৮ - ৭·১১·১৯৮০) আমপুর—বীরভূম। স্বাধীনতা সংগ্রামী, সমাজসেবী। বহু বছর আন্দামান কারাগারে বন্দী ছিলেন। [১৬]

রজনীকান্ত গুপ্ত (১৩·৯·১৮৪৯ - ১৩·৬·১৯০০) তেওতা—ঢাকা। কমলাকান্ত। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে এন্ট্রান্স শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য স্কুল ছাড়েন। পিতার কবিরাজি বা সরকারী চাকরি কোনটাই পছন্দ না করে লেখকের জীবিকা গ্রহণ করেন। নিজ অধ্যবসায়বলে বাংলা রচনায় এতদূর পারদর্শী হন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এফ·এ· ও বি·এ· পরীক্ষায় বাংলা রচনার পরীক্ষক নিযুক্ত করেন। সামান্য পারিশ্রমিকে 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখতেন এবং ১২৮৮ ব· 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা প্রকাশিত হলে তার লেখকশ্রেণীভুক্ত হন। ১৯·৪·১৮৯৪ খ্রী· বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম অধিবেশনের দিন থেকেই তিনি তার সদস্য ও কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য এবং পরিষদের মুখপত্র 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'র প্রথম সম্পাদক ছিলেন। তিনি 'জয়দেবচরিত' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখে শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কাছে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। 'চরিতমালা', 'নবচরিত', 'প্রতিভার পরিচয়', 'বীর মহিলা', 'ভীষ্মচরিত', 'আর্যকীর্তি' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' (৫ খণ্ড) বাংলায় ঐতিহাসিক সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এই গ্রন্থের ৩য় খণ্ড প্রকাশ করতে বাঙালী প্রকাশকগণ ভয় পেয়েছিলেন। তাঁর রচিত 'দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক প্রস্তাব' পুস্তিকায় ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাস পাওয়া যায়। সাহিত্য পরিষদ্ তাঁরই প্রস্তাবমত ভূগোল, অঙ্ক, বিজ্ঞান ইত্যাদি পড়ানোর জন্য পরিভাষা সমিতি গঠন করে। [৩, ৬, ৮, ২৫, ২৮]

রজনীকান্ত গুহ (১৯·১০·১৮৬৭ - ১৩·১২·১৯৪৫) জামুরিয়া—ময়মনসিংহ। উমাকান্ত। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, বহুভাষাবিদ, ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক, স্বদেশপ্রেমিক। ১৮৮১ খ্রী· ছাত্রবৃত্তি পাশ করেন। ১৮৮৬ খ্রী· ১৯ বছর বয়সে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। ১৮৮৮ খ্রী· ময়মনসিংহ ইনস্টিটিউশন থেকে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা, ১৮৯০ খ্রী· ইংরেজীতে অনার্সসহ বি·এ· পাশ করে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক হন। এই বছরই বিবাহ হয়। ১৮৯৩ খ্রী· প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে এম·এ· পাশ করেন। ১৮৯৪ খ্রী· ভবানীপুর এল·এম·এস· কলেজে শিক্ষকতা করেন। ১৮৯৪ - ৯৬ খ্রী· কলিকাতা সিটি কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। পরে বাঁকিপুরে শিবনাথ শাস্ত্রীর উদ্যোগে জানুয়ারী ১৮৯৭ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত 'রামমোহন রায় সেমিনারী' স্কুলে ১৮৯৭ - ১৯০১ খ্রী· যৎসামান্য বেতনে শিক্ষকতা করেন। ২১·৬·১৯০১ - ৩০·৬·১৯১১ খ্রী· পর্যন্ত বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে প্রথমে অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ পদে কাজ করা কালে স্বদেশী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। স্বদেশী আমলে সরকারের রোষে পড়ে কলেজ বন্ধ হওয়ার অবস্থায় এলে তার পুনরুজ্জীবনের চেষ্টায় সরকারের সঙ্গে যে আপস হয় তার অন্যতম শর্ত হিসাবে কলেজের অপর তিন জন অধ্যাপকের সঙ্গে তাঁকেও পদত্যাগ করতে হয়। ১·৭·১৯১১ - ৩০·৬·১৯১৩ খ্রী· ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১·৭·১৯১৩ - ৩০·৬·১৯১৪ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। সরকারী আদেশে পুনরায় পদচ্যুত হন। এরপর সিটি কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন ও ১৯৩৬ খ্রী· তার অধ্যক্ষ হন। আদর্শ শিক্ষক ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত, গ্রীক, ফরাসী, ল্যাটিন জানতেন। ফসবোল সম্পাদিত পালি ধম্মপদ ল্যাটিন থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন। মূল গ্রীক থেকে তাঁর অনুবাদ গ্রন্থ: 'মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণ', 'সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস''আন্টোনিয়াসের আত্মচিন্তা'ও 'সোক্রাটিস' (২ খণ্ড)। বহু সঙ্গীত রচনা করেছেন। [৩, ৮২, ১৪৯]

রজনীকান্ত ঘোষ (? - ২৭·৯·১৯৪২) সোনাকানিয়া—মেদিনীপুর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে বেলবনিতে শোভাযাত্রাকালে পুলিসের আক্রমণে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৪ - ২৪·১১·১৯৩৬) ঝালকাঠি—বরিশাল। সুরেন্দ্রনাথ ও অশ্বিনীকুমারের অনুগামিরূপে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। বরিশালের সকল আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে বহুবার কারাবরণ করেন। ঝালকাঠি পৌরসভা এবং ১৯২১ খ্রী· থেকে ১১ বছর জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। ঝালকাঠিতে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। [১০]

রজনীকান্ত মাইতি (? - ২৯·৯·১৯৪২) খাজুরারি—মেদিনীপুর। শ্রীরাম। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে ভগবানপুর পুলিস স্টেশন আক্রমণকালে তিনি পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

রজনীকান্ত সেন[১] (২৬·৭·১৮৬৫ - ১৩·৯·১৯১০) ভাঙ্গাবাড়ী—পাবনা। পিতা 'পদচিন্তামণি' নামক কীর্তনগ্রন্থ ও 'অভয়াবিহার' গীতিকাব্যের রচয়িতা গুরুপ্রসাদ। ১৮৮৩ খ্রী· কুচবিহার জেনকিন্স্ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, রাজশাহী কলেজ থেকে এফ·এ·, সিটি কলেজ

থেকে বি.এ. এবং ১৮৯১ খ্রী. বি.এল. পাশ করে রাজশাহী কোর্টে ওকালতি শুরু করেন। কিছুদিন নাটোর ও নওগাঁর অস্থায়ী মুন্সেফ ছিলেন। ১৫ বছর বয়সে কালীসঙ্গীত রচনার মাধ্যমে তাঁর কবিত্বশক্তির প্রকাশ ঘটে। রাজশাহীতে অবস্থানকালে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র সঙ্গে পরিচিত হন। অক্ষয়কুমারের ভবনে গানের আসরে তিনি স্বরচিত গান গাইতেন এবং এইখানেই কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কণ্ঠে হাসির গান শুনে হাসির গান রচনা শুরু করেন। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে গান রচনা করতে পারতেন। রাজশাহী থেকে প্রচারিত 'উৎসাহ' মাসিক পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হত। তাঁর কবিতা ও গানের বিষয়বস্তু মুখ্যত দেশপ্রীতি ও ভক্তি। হাস্যরস-প্রধান গানের সংখ্যাও কম নয়। রচিত বিখ্যাত দেশাত্মবোধক গান—'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই···'। রচিত গ্রন্থ: 'বাণী', 'অমৃত', 'কল্যাণী', 'অভয়া', 'আনন্দময়ী', 'সদ্ভাবকুসুম', 'শেষদান', 'বিশ্রাম' প্রভৃতি। [৩, ১০, ১১৬, ১২৪]

রজনীকান্ত সেন[২] বরমা—চট্টগ্রাম। ১৯৩০ খ্রী. চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলে যোগ দেন। পুলিস ইনস্পেক্টর আসানুল্লা হত্যার ব্যাপারে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিসের নির্মম অত্যাচারের ফলে হাসপাতালে মারা যান। [৪২]

রজনীনাথ রায় (১৫.১২.১৮৪৯ - ১৫.৪.১৯০২) গাওদিয়া—ঢাকা। এফ.এ. ও বি.এ. পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। সরকারী অর্থ-বিভাগের উচ্চপদে কাজ করতেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী নেতা। বিধবা ও অসবর্ণ বিবাহে উৎসাহী ছিলেন। নিজে একটি কুলীন কন্যাকে বহুপত্নীক বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহের দুর্গতি থেকে বাঁচানোর জন্য সিভিল ম্যারেজ আইনে তাঁকে বিবাহ করেন। রক্ষণশীল হিন্দুগণ এই বিবাহ উপলক্ষে বিপর্যস্ত হয়ে কুৎসা প্রচারের জন্য পুস্তিকা বিতরণ করে। নারীশিক্ষার প্রসারকল্পে ১৮৭৬ খ্রী. বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে তিনি দুর্গামোহন দাসকে সাহায্য করেছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে সহশিক্ষা চালু করার জন্য সংগ্রাম করেন। সরকারী কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও ১৯০২ খ্রী. কার্জনের নীতির সমালোচনা করতে ভীত হন নি। [৮]

রজনীপাম দত্ত (১৮৯৬? - ২০.১২.১৯৭৪) ইংল্যান্ডের কেমব্রিজে জন্ম। পিতা উপেন্দ্রকৃষ্ণ ১৮৭৮ খ্রী. ডাক্তারী পড়ার জন্য কলিকাতা থেকে লন্ডনে যান এবং কেমব্রিজে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন। সেখানে তিনি ৬ পেনীর ডাক্তার অর্থাৎ গরীবের ডাক্তার হিসাবে পরিচিত ছিলেন। রজনীপাম ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য। কেমব্রিজ স্কুল থেকে বৃত্তিসহ সসম্মানে পাশ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালে ১৯১৫ খ্রী. সৈন্যবিভাগে যোগ দিতে বাধ্য হন। যুদ্ধ-বিরোধী মতামত ঘোষণা করায় কিছুদিন তিনি কারারুদ্ধ থাকেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি 'সোশ্যালিস্ট সোসাইটি' নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। এই সংস্থা ১৯১৭ খ্রী. রুশ বিপ্লবকে সংবর্ধনা জানানর চেষ্টা করলে তিনি অক্সফোর্ড থেকে বিতাড়িত হন। পরের বছর কেবলমাত্র পরীক্ষার সময়টুকু অক্সফোর্ডে অবস্থানের অনুমতি লাভ করেন। এই পরীক্ষায় তিনি ৮টি বিষয়েই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ৩১.৭.১৯২০ খ্রী. অনুষ্ঠিত 'কমিউনিস্ট ইউনিটি কনভেনশন'-এর তিনি প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য এবং ১৯২২ খ্রী. পার্টি পুনর্গঠন কমিশনের সভাপতি ছিলেন। ঐ বছরই ফিনল্যান্ডের পার্টি-সভ্যা Salme Murik-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯২১ খ্রী. 'লেবার মান্থলি' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯২৪ খ্রী. থেকে ১৯৩৬ খ্রী. পর্যন্ত তিনি বেলজিয়াম ও পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে কখনও আত্মগোপন করে কখনও প্রকাশ্যে বাস করতে থাকেন। এই সময় কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল পশ্চিম-ইউরোপীয় শাখার অন্যতম নেতা হিসাবে কাজ করেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্য 'দত্ত ব্রাডলে থিসিস' ১৯৩৬ খ্রী. ব্রাসেলস্ শহরে লিখিত হয়। কমিন্টার্নের সপ্তম কংগ্রেসে যোগদানের পর ১৯৩৭ খ্রী. লন্ডনে ফেরেন। তখন তিনি গ্রেট ব্রিটেনে কমিউনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরোর সভ্য, পার্টির মুখপত্র 'ডেইলী ওয়ার্কার' এবং 'লেবার মান্থলি' পত্রিকার সম্পাদক ও সিক্সম্যান পপুলার ফ্রন্ট কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৩৯ খ্রী. থেকে ১৯৪১ খ্রী. পর্যন্ত তিনি পার্টির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। ১৯৪৬ খ্রী. ডেইলী ওয়ার্কার-এর পক্ষ থেকে 'কেবিনেট মিশন' সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য ভারতবর্ষে আসেন। অসুস্থতার কারণে ১৯৬৭ খ্রী. পার্টির নেতৃস্থান থেকে অবসর-গ্রহণ করেন। রচিত গ্রন্থাবলী: 'Socialism and the Living Wage', 'Two Internationals', 'Life of Lenin', 'World Politics', 'Fascism and the Social Revoluation', 'India Today', 'Britain in the World Front', 'Crisis of Britain and the British Empire', 'The Internationale' প্রভৃতি। ক্লেমেন্স দত্ত তাঁর সহোদর। [১৬]

রজনীরঞ্জন সেন (২৯.১.১৮৬৭ - ১৭.৪.১৯৩৫) নয়াপাড়া—চট্টগ্রাম। প্রসিদ্ধ উকিল ও সাহিত্যিক। রবীন্দ্রনাথের চোদ্দটি গল্প ইংরেজীতে অনুবাদ করে প্রশংসিত হন। রচিত গ্রন্থ: 'Triumuph of Valmiki', 'Cosmic Dust', 'Holy City of Benaras' প্রভৃতি। [২১২]

রজবউদ্দিন। কাছাড়। 'মুর্শিদি ভাটিয়ালী ও কটন জালুয়ানী গীত' গ্রন্থে তাঁর রচিত রাধা-কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কয়েকটি পদ আছে। একটি পদের নমুনা: '····আমার নয়নের বালি বনমালি পায় যদি গো চন্দ্রাবলী'। [৭৭]

রঞ্জিত গুপ্ত (১৯১২ - ?) কৃষ্ণনগর—নদীয়া। সত্য। কৈশোরে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৯ খ্রী. প্রবেশিকা পাশ করে কৃষ্ণনগর কলেজে পড়ার সময় বৈপ্লবিক কার্যকলাপে সক্রিয় হন। ১৯৩১ খ্রী. কৃষ্ণনগর বোমার মামলায় জড়িত ছিলেন। ১৯.৭.১৯৩২ খ্রী. গ্রেপ্তার হয়ে

রাজনৈতিক বন্দীরূপে পাঁচ বছর জেলে আটক থাকেন। বন্দী থাকাকালে অর্থনীতিতে বি-এ পাশ করেন। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের সময় তাঁর উপর নদীয়ার আত্মগোপনকারী কর্মীদের আশ্রয় ও আর্থিক সাহায্য দেওয়ার দায়িত্ব পড়ে। স্বাধীনতা-লাভের পর তিনি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভ্য তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক গঠিত নদীয়া স্বেচ্ছাসেবক দলের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কাজে সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কৃষ্ণনগর পৌরসভার কমিশনার, সিটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের পরিচালক নির্বাচিত হয়েছিলেন। [১৮০]

রঞ্জিতবিকাশ মুখোপাধ্যায় (১৩৩৬ - ১৪·১·১৩৮৫ ব·)। পৈতৃক নিবাস পূর্ববাংলা। স্বাধীনতা সংগ্রামী পিতা ও মাতা গ্রামে 'গান্ধী পাঁচালী' লিখে গান্ধীজীর বাণী প্রচার করতেন এবং বিপ্লবীদের আত্মগোপনে সাহায্য করতেন। শিশু সাহিত্যিক, সাংবাদিক, চিত্রশিল্পী, গীতিকার রঞ্জিতবিকাশ ছিলেন পঙ্গু। সোজা হয়ে বসতে পারতেন না। ২/৩টি আঙ্গুলে মোটামুটি কলম ধরতে পারতেন। বিভিন্ন পত্রিপত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে, ইংরেজী পত্রিকায় কার্টুন এঁকেছেন, সাময়িকী পত্রিকার প্রচ্ছদ এঁকেছেন, চিত্রশিল্প প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়েছেন। তাঁর লেখা নাটক, গল্প, ছড়া কলিকাতার আকাশবাণী কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর লেখা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। হুগলীর শ্রীরামপুরে 'চে-শায়ার হোমে' থাকতেন। [১৪৯]

রণদা উকিল (১৮৮৮ - ৯·৮·১৯৭০)। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্থাপিত ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্টকে কেন্দ্র করে যে কয়জন শিল্পী পরে শিল্পজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তিনি ছিলেন সেই গোষ্ঠীরই একজন। ভারতীয় রীতিতে ছবি এঁকে সুনাম অর্জন করেন। নানা পত্রপত্রিকায় এককালে তাঁর বহু শিল্পনিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার লন্ডন শহরের ইন্ডিয়া হাউসের প্রাচীর চিত্র আঁকার জন্য যে কয়জন শিল্পী নির্বাচন করেন তাঁদের মধ্যে তিনি অন্যতম। শিল্পজগতে সুপরিচিত সারদা উকিল তাঁর অগ্রজ এবং বরদা উকিল তাঁর অনুজ। [১৭]

রণদাপ্রসাদ গুপ্ত (? - ১৯২৭)। প্রসিদ্ধ শিল্পী। আর্ট স্কুলের ছাত্র থাকা কালে তদানীন্তন অধ্যক্ষ ই·বি· হ্যাভেলের (১৮৯৬ - ১৯০৬) পরিকল্পনা অনুযায়ী ঐতিহ্যানুসারী চিত্রকলার যথাযোগ্য চর্চার জন্য তাকে সর্বপ্রধান স্থান দিয়ে ইন্ডিয়ান পেইন্টিং ডিপার্টমেন্ট নামে নূতন যে বিভাগ খোলা হয় এবং যেখানে বাস্তবধর্মী ছবি আঁকা শেখান হত সেই ফাইন আর্টস্ ডিপার্টমেন্টকে নিম্নমানের বিবেচিত করা হয়। এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা একযোগে যে ধর্মঘট করে রণদাপ্রসাদ তার কর্ণধার ছিলেন এবং এই কাজের ফলে তিনি কলেজ থেকে বিতাড়িত হন। বাস্তবধর্মী চিত্রপদ্ধতিতে অনুপ্রাণিত তিনি শশী হেশের কাছে প্রয়োগবিধি আয়ত্ত করলেও (১৯০০ - ০৫) কোনও পাশ্চাত্য শিল্পীর কাছে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করেন নি। কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি গড়ের মাঠেই একটি আর্ট স্কুল খুলে বসেন (১৮৯৭)। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে তার নাম দেওয়া হয় 'জুবিলী আর্ট অ্যাকাডেমি'। এই বিদ্যালয়টি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে বিনামূল্যে জমি, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কাছ থেকে অর্থসাহায্য ও কলারসিকদের নানা আনুকূল্য লাভ করেছিল। ব্রিটিশ ভারতে এই বিদ্রোহী ছাত্র আমৃত্যু দীর্ঘ ৩০ বছর বিদ্যালয়টি চালিয়েছিলেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে হেমেন মজুমদার, বসন্ত গাঙ্গুলী, প্রহ্লাদ কর্মকার, ভাস্কর প্রমথ মল্লিক প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। [১৮]

রতনমণি (১৮৮৯ - আগস্ট ১৯৪৩) রামচীরা—পার্বত্য চট্টগ্রাম। নীলকমল। নোয়াতিয়া গোষ্ঠীর রতনমণি রিয়াং ও আদিবাসীদের মধ্যে লোকমান সাধু নামে পরিচিত ছিলেন। ১২ বছরের উপর তীর্থভ্রমণ করে ১৯৩৭ খ্রী· তিনি পার্বত্য ত্রিপুরায় আসেন এবং বিভিন্ন স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে অনগ্রসর রিয়াংদের ধর্মভাবে শিক্ষা দিতে এবং তাদের দুরবস্থা দূর করতে সচেষ্ট হন। শিষ্যদের তিনি রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ থেকে উপদেশ এবং হরিনামের মন্ত্র দিতেন। প্রধান আশ্রমের গঠন এবং ব্যবস্থাপনা ছিল সুরক্ষিত। আদিবাসীরা বহুযুগ ধরেই স্থানীয় সামন্ত জমিদারদের হাতে অত্যাচার ও শোষণ সহ্য করে এসেছে। রতনমণির নেতৃত্বে বহুদিনের পুঞ্জীভূত অভিযোগের প্রতিকারের জন্য আদিবাসী সম্প্রদায় বদ্ধপরিকর হয়। অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে তিনি কয়েক হাজার আদিবাসীকে সশস্ত্র বিদ্রোহের পক্ষে জমায়েত করে সংগঠিত করেছিলেন। তাদের প্রধান দাবি ছিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। এই আন্দোলনে রতনমণি 'ডাকাত' আখ্যা প্রাপ্ত হয়ে ধৃত হন এবং বিচারের আগেই থানায় তাঁর উপর যে অমানুষিক নির্যাতন চলে তাতে তাঁর মৃত্যু ঘটে। [৮২]

রতনমণি চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৩ - ২৫·৯·১৯৭৩) বালি—হাওড়া। বিশ্বনাথ। প্রখ্যাত গান্ধীবাদী নেতা ও বাংলা 'হরিজন' পত্রিকার সম্পাদক। ফিলসফিতে অনার্স নিয়ে বি·এ· পাশ করেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি বিপ্লববাদী শিক্ষক সতীশ সেনগুপ্ত এবং বিপ্লব-সংগঠক আশুতোষ দাসের সঙ্গে মিলিত হয়ে বালিতে অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২০ খ্রী· তিনি মহাত্মা গান্ধীর অহিংসার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন ও ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে কারাবরণ করেন। পরবর্তী কালে আরও কয়েকবার তাঁকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। ১৯৩৩ খ্রী· কয়েকমাস তিনি বঙ্গীয় আইন অমান্য পরিষদের ডিক্টেটর এবং ১৯৪০ - ৪১ খ্রী· হুগলী জেলায় ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনকালে কারারুদ্ধ হন। মুক্তিলাভের পর ১৯৪৩ - ৪৪ খ্রী· দুর্ভিক্ষ দূরীকরণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫২ খ্রী· তিনি একবার পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন।

গান্ধীবাদের একনিষ্ঠ প্রবক্তারূপে বাংলা 'হরিজন' পত্রিকার সম্পাদনায় ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মননশীল প্রবন্ধাদি লিখে সর্বসাধারণের নিকট সমাদৃত হন। তিনি আশুতোষ চক্ষু চিকিৎসা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন। দেশীয় খেলা, বিশেষ করে কপাটি খেলা জনপ্রিয় করার জন্য বালিতে 'চন্দ্রশেখর কপাটি কাপ প্রতিযোগিতা' প্রচলন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় 'বালি সাধারণ গ্রন্থাগারে'র যথেষ্ট উন্নতি হয় এবং বালিতে 'বহুমুখী সমবায় সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। [১৬, ১৪৯]

রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় (১৯০৮ - ১৩·১১·১৯৮০) উজিরপুর—বরিশাল। সঙ্গীতপ্রিয় পরিবারে জন্ম। সঙ্গীতশিল্পী। প্রাচীন বাংলা গান, কীর্তন ও উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে বিশেষ দখল ছিল। সঙ্গীতশিক্ষক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। [১৬]

রথীন ঘোষ (১৯২১ - ১৯·১·১৯৮০) পোড়াবাজার—হুগলী। বীরেন্দ্রনাথ। খ্যাতনামা কীর্তনীয়া। পিতৃপ্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের সামনে নিয়মিত লীলাকীর্তন শুনে শুনে বাল্যেই কীর্তনে অনুরাগী হন। সঙ্গীতে প্রথম শিক্ষা গ্রামোফোন-ব্যবসায়ে খ্যাত এম·এন· ঘোষ বা মন্তাবাবুর কাছে। পরে শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সুখেন্দু গোস্বামী, চিন্ময় লাহিড়ী প্রমুখের কাছে উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শিক্ষা করেন। কীর্তন শেখেন রেণুপদ অধিকারী, নন্দকিশোর দাস, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির কাছে। তবলা ও পাখোয়াজ-বাদনেও দক্ষতা অর্জন করেন। কেরামৎউল্লা খাঁর কাছে তবলা শিখেছিলেন। 'বৃন্দাবনলীলা', 'নৃত্যের তালে তালে', 'মিস্টার ও মিসেস্ চৌধুরী', 'শেষ চিহ্ন' প্রভৃতি বেশ কয়েকটি ছায়াছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। রেডিয়ো-গায়ক হিসাবে এবং প্রাচীন সঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত ও আধুনিক গানের সুরকার ও গায়করূপেও সুনাম ছিল। 'কীর্তন কলানিধি' উপাধি পেয়েছিলেন। [১৬, ২৭]

রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৯০৯ - ২৫·৬·১৯৮৩)। শিবপুর—হাওড়া। প্রখ্যাত গায়ক। গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, কালীপদ পাঠক, ফৈয়াজ খাঁ এবং আতা হোসেন খাঁর ছাত্র। ১৯৩৩ খ্রী· এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। প্রায় দুই দশক তিনি কলিকাতার বিভিন্ন সঙ্গীত সম্মেলনে এবং আকাশবাণীতে বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পীর খ্যাতি অর্জন করেছেন। [১৬]

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২৭·১১·১৮৮৮ - ৩·৬·১৯৬১) জোড়াসাঁকো—কলিকাতা। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। প্রথমে শান্তিনিকেতনে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে আমেরিকা যান ও ১৯০৯ খ্রী· কৃষিবিজ্ঞানে বি·এস· হন। রবীন্দ্রনাথের আদর্শে পল্লীর কৃষি ও শিল্পের উন্নতিবিধানে সচেষ্ট ছিলেন। ১৯১০ খ্রী· শেষেন্দ্রভূষণ ও বিনয়িনী দেবীর বিধবা কন্যা প্রতিমা দেবীকে বিবাহ করেন। শান্তিনিকেতনের সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'প্রাণতত্ত্ব', 'অভিব্যক্তি', 'On the Edges of Time' প্রভৃতি। বিবিধ কারুশিল্পে, চিত্রাঙ্কনে, উদ্যান-রচনায় ও উদ্ভিদের উৎকর্ষবিধানে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়রূপে পরিগণিত বিশ্বভারতীর তিনি প্রথম উপাচার্য (১৯৫১)। [৩, ৪]

রফিকউদ্দীন (? - ২১·৫·১৯৫২)। পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শহীদ। পুলিসের গুলিতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের সামনে মৃত্যু। [১৮]

রফিকুল ইসলাম (? - জুলাই ১৯৭১) পটুয়াখালি-শ্রীরামপুর—বরিশাল। গিয়াসউদ্দিন আহমদ। ম্যাট্রিক পাশ করে তিনি ঢাকা টেকনিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটে ভর্তি হন। এসময়ে পূর্ব-পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। পরে তিনি বরিশাল বি·এম· কলেজে ভর্তি হন। প্রগতিশীল কর্মী হিসাবে ছাত্র-সংসদ গঠনের উদ্যোক্তাদের অন্যতম ছিলেন। বরিশালের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এবং বরিশাল 'শিল্পী সংসদ' সংগঠনে তাঁর সক্রিয় সহযোগ ছিল। 'সমাজসেবা পরিষদ', 'জাগৃহি খেলাঘর', 'মুকুল-ফৌজ', 'লেখক সঙ্ঘ', 'সাহিত্য পরিষদ', 'প্রান্তিক' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান স্মরণীয়। তিনি যুব লীগের একজন সক্রিয় সদস্য, 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা, বরিশাল প্রেস ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং বরিশাল জেলা সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। পল্লী সাহিত্য সংগ্রহের কাজেও তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল। ১৯৬৭ খ্রী· ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম·এ· পাশ করে দর্শনা কলেজের অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। ২৯ জুলাই ১৯৭১ খ্রী· পাক-সামরিক বাহিনী অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের মত তাঁকেও গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। তারপর তাঁর আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। তাঁর রচিত বহু কবিতা 'নূতন সাহিত্য', 'চতুরঙ্গ' ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। [১৫২]

রবিউদ্দিন আহমদ (১৯২৪ - ৫·৫·১৯৭৬) নতিবপুর—হুগলী। পিতা বজলুল হক আকুনী বি· জি· স্কুলের প্রধানশিক্ষক ছিলেন। ঐ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক ও কলিকাতা সিটি কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করেন। রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে চিরজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। কাজী নজরুল ইসলাম, হুমায়ুন কবীর ও আবদুল ওদুদের সঙ্গে মিলে 'সঙ্কল্প' মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 'তরুণ পত্র' নামে পত্রিকাটি নারায়ণ চৌধুরী, আবদুল ওদুদ প্রভৃতির সঙ্গে প্রকাশ করতেন। ১৯৪৬ খ্রী· দাঙ্গার সময় পার্ক সার্কাসের প্রগতিশীল মুসলমান ও হিন্দুদের সঙ্গে মিলে 'ক্যালকাটা সেন্টার ফর কম্যুনাল হারমনি' সংগঠিত করেন। ১৯৫০ খ্রী· দাঙ্গার সময়ে ডাঃ গনি প্রভৃতিদের সঙ্গে মিলে 'ইসলামিয়া হাসপাতাল' স্থাপিত করেন। 'পয়গম' পত্রিকায় আমীর মির্জার পুঁথি অনুবাদ করেন। ১৯৫৩ খ্রী· 'নজরুল নিরাময় সমিতি'র পক্ষ থেকে নজরুলকে চিকিৎসার জন্য ভিয়েনা নিয়ে যাবার দায়িত্ব গ্রহণ

করেছিলেন। নজরুলের ফেরার পর তিনি ইতালীতে গিয়ে ডঃ তুচ্চির কাছে তিন মাসের মধ্যে ইতালিয়ান ভাষা শিখে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ খোলবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার আগেই ১৯৫৩ - ৫৪ খ্রী· ১৭টি দেশের মধ্যে চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে ইতালী সরকারের কাছ থেকে চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য বৃত্তি পান। রোমে চলচ্চিত্র বিষয়ে ডিপ্লোমা পাবার পর অনেকগুলি ছবিতে কাজ করেন। মিলানে ও রোমে দীর্ঘকাল বাংলা ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের বহু কবিতা ইতালীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। 'ভারত-ইতালী মৈত্রী সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন ও রোমে একটি 'ওরিয়েন্টাল মিউজিক একাডেমী' খুলেছিলেন। তিনি রামমোহন ও দারাশিকোর ধর্ম-সমন্বয়ের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯৭৬ খ্রী· কলিকাতায় দারাশিকোর বেদ ও উপনিষদ্ অনুবাদের কথা ও তাঁর অসাম্প্রদায়িক মতবাদ ইত্যাদির উপর বক্তৃতার মাধ্যমে আলোকপাত করেন। [১৬, ১৪৯]

রবীন মজুমদার (১৯১৮ - ডিসে· ১৯৮৩) ছাত্রাবস্থাতেই সঙ্গীত প্রতিভার বিকাশ হয়। স্কটিশ চার্চ কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠানে তাঁর গান শুনে বিখ্যাত অভিনেতা ও চিত্র পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া তাঁকে চিত্রজগতে নিয়ে আসেন। প্রায় রাতারাতি তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। 'শাপমুক্তি' ছবিতে তাঁর অভিনয় এবং গান বিশেষ প্রশংসিত হয়। ১৯৪২ খ্রী· 'গরমিল' ছবিতে ছিল তাঁর সাড়া জাগানো দুটি গান—'এই কি গো শেষ দান' এবং 'মোর অনেক দিনের আশা'। বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন। দেবকী বসুর পরিচালনায় তারাশঙ্করের 'কবি' ছবিতে নিতাই কবিয়ালের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় স্মরণীয়। ১৯৫৪ খ্রী· রঙমহল রঙ্গমঞ্চে যোগ দেন। পরে বিশ্বরূপা, কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ প্রভৃতিতে অভিনয় করেছেন। চারখানি রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড করেছিলেন। [১৬]

রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৯১৬ - ১৯৮৪) পালিতবাগান—লালবাজার, বাঁকুড়া। প্রখ্যাত শল্য-চিকিৎসক। নিউরো-সার্জারিতে বিশেষ দক্ষতা ছিল। নার্ভ অপারেশনের ক্ষেত্রে তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতি প্রচলিত আছে। তিনি এস·এস·কে·এম· হাসপাতাল এবং বাঙ্গুর ইন্সটিটিউট অব নিউরোলজিতে কর্মরত ছিলেন। [১৬, ২০২]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭·৫·১৮৬১ - ৭·৮·১৯৪১) জোড়াসাঁকো—কলিকাতা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভারতীয় মনীষী এবং বিশ্ববিখ্যাত কবি। ওরিয়েন্টাল সেমিনারী, নর্ম্যাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমী, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাঁকে পাঠান হলেও তিনি স্কুলের পাঠ শেষ করতে পারেন নি। এজন্য পরিণত বয়সে বিভিন্ন রচনায় তিনি কখনও শিক্ষক, কখনও প্রতিষ্ঠান, কখনও পাঠ্যপুস্তককে দায়ী করেছেন। স্কুলের প্রথাগত শিক্ষা তাঁর না হলেও বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাছে জ্ঞানার্জনের কোন ত্রুটি ঘটে নি। শিক্ষায় সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ ঠাকুর বাড়ির পরিবেশে তিনি বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত ও অঙ্কন বিষয়েও পারদর্শী হয়ে ওঠেন। কাব্য-সাধনার ক্ষেত্রে প্রথম জীবনে অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং তাঁর পত্নী কাদম্বরী দেবী বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেন। ১৭ বছর বয়সে একবার ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য তাঁকে বিলাত পাঠান হয়। কিন্তু দেড় বছর পর পিতার আদেশে তিনি দেশে ফিরে আসেন। ছাপার অক্ষরে স্বনামে তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'হিন্দু মেলার উপহার' (৩০·১০·১২৮১ ব·)। ১৮ বছর বয়সের মধ্যে তিনি 'বনফুল', 'কবিকাহিনী', 'ভানুসিংহের পদাবলী', 'শৈশব সংগীত' ও 'রুদ্রচণ্ড' রচনা করেন। 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' তাঁর প্রথম গদ্য প্রবন্ধ। জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি থেকে প্রকাশিত 'ভারতী' (১৮৭৭) ও 'বালক' (১৮৮৫) পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন। 'ভারতী'র প্রথম সংখ্যায় তাঁর প্রথম ছোটগল্প 'ভিখারিণী' এবং প্রথম উপন্যাস 'করুণা' প্রকাশিত হয়। বিলাতবাস কালে তাঁর রচনা 'ভগ্নতরী'। বিলাত থেকে ফিরে তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রচিত 'মানময়ী'তে মদনের ভূমিকায় প্রথম অভিনয় করেন। এক বছর পর স্বরচিত 'বাল্মিকী প্রতিভা' নাটকে নাম-ভূমিকায় অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৮২ খ্রী· 'সারস্বত সম্মেলন'-এর সম্পাদক হন এবং এই সময়ে তিনি 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি রচনা করেন। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২) প্রকাশ হবার পর সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে জয়মাল্য লাভ করেন। কবির কম বয়সের রচনা নিয়ে সমালোচনার ঝড় তেমন ওঠে নি কিন্তু পরের রচনা 'কড়ি ও কোমল', 'চিত্রাঙ্গদা', 'চোখের বালি' প্রভৃতি প্রকাশিত হওয়ার পর ধীরে ধীরে বাঙলার সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্র-বিরোধী একটি সমালোচক দলের সৃষ্টি হয়। এই দলে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মত বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও ছিলেন। কম বয়সে কবি নিজেও চন্দ্রনাথ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতিকে আক্রমণ করতে দ্বিধা করেন নি। ২২ বছর বয়সে নিজেদের জমিদারী সেরেস্তার এক কর্মচারীর একাদশবর্ষীয়া কন্যা ভবতারিণীর (পরিবর্তিত নাম মৃণালিনী) সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় (৯·১২·১৮৮৩)। ১৮৮৪ খ্রী· থেকে পিতার আদেশে তিনি বিষয়কর্ম পরিদর্শনে নিযুক্ত হন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারী দেখতে গিয়ে প্রকৃতির সুন্দর পরিবেশ তাঁকে অনেক রচনার প্রেরণা জুগিয়েছে। এই সূত্রে শিলাইদহ, সাহাজাদপুর কুঠিবাড়ির নাম বাঙালী পাঠকের কাছে পরিচিত হয়েছে। পুত্র রথীন্দ্রনাথের শিক্ষা-সমস্যা থেকেই কবির বোলপুর ব্রহ্মচর্য আশ্রমের সৃষ্টি হয় (২২·১২·১৯০১)। সেই প্রতিষ্ঠানই আজ 'বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে' রূপান্তরিত হয়েছে। ১৯০৫ খ্রী· বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব থেকে দেশের মধ্যে যে রাজনৈতিক ঝড় উঠেছিল তাতে তিনিও শেষ পর্যন্ত জড়িয়ে পড়েন। এই উপলক্ষে তিনি 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গীতটি রচনা করেন। ১৬·১০·১৯০৫ খ্রী·

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে একটি শোভাযাত্রা পরিচালনা ও রাখী উৎসব প্রচলন করেন। পরে অবশ্য তিনি সক্রিয় ভূমিকা থেকে সরে দাঁড়ান। কিন্তু তাঁর জীবনে যখনই ব্রিটিশ শাসনযন্ত্র তার আক্রোশ নির্মমতার সঙ্গে প্রকাশ করেছে তখনই তিনি শক্তিমানের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের (১৩·৪·১৯১৯) প্রতিবাদে তিনি তাঁর সরকার-প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন (২৯·৪·১৯১৯)। ১৯১২ খ্রী· তিনি বিলাত যান। এই সময় বিখ্যাত ইংরেজ শিল্পী রোদেনস্টাইন কবির 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করে মুগ্ধ হন এবং য়ে সিনক্লেয়ার, এজরা পাউন্ড, ইয়েটস প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সঙ্গে এই কাব্য ও কবির পরিচয় করিয়ে দেন। নভেম্বর ১৯১২ খ্রী· গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদ বা 'Song Offerings' প্রকাশিত হয়। এরপর তিনি আমেরিকা ভ্রমণে গিয়ে বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা করেন। সেপ্টেম্বর ১৯১৩ খ্রী· দেশে ফেরেন। অক্টোবর ১৯১৩ খ্রী· প্রথম ভারতবাসী রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট (১৯১৪) এবং সরকার স্যার (১৯১৫) উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯১৬ খ্রী· দেশভ্রমণে বেরিয়ে তিনি জাপান, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে যান। চীন নূতন প্রজাতন্ত্রী সরকারের আমন্ত্রণে ২১·৩·১৯২৪ খ্রী· চীনে গিয়েছিলেন। মুসোলিনীর আমন্ত্রণে ১৯২৬ খ্রী· ইটালীতে গিয়ে শিল্পতত্ত্ববিদ্ বেনেদেত্তো ক্রোচে ও ফরাসী মনীষী রোমাঁ রলাঁর সঙ্গে পরিচিত হন। সারা ইউরোপ ভ্রমণ ও বক্তৃতা করে ফেরার পথে কায়রো হয়ে আসেন। ১৯২৭ খ্রী· ওলন্দাজ অধ্যাপক বাকের নিমন্ত্রণে দূরপ্রাচ্য সফর করেন। শিক্ষা-বিশেষজ্ঞদের সম্মেলনে যোগদানের জন্য ১৯২৯ খ্রী· কানাডা যান। ১৯৩০ খ্রী· ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া ও পরে পারস্য ভ্রমণ করেন। প্যারিসে শ্রীমতী ওকাম্পোর অর্থানুকূল্যে এবং কঁতেস দ্য নোয়াই-এর সাহায্যে কবির ছবির প্রদর্শনী হয়। বার্লিনেও তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়। সেখানে তিনি বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের সঙ্গে আলোচনা করেন। রাশিয়া ভ্রমণকালে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার সমাজ, বিশেষ করে তার শিক্ষা-ব্যবস্থা কবিকে মুগ্ধ করেছিল। ১৯৩৪ খ্রী· কবি শেষবার সিংহল ভ্রমণ করেন। দেশে ও বিদেশে বক্তৃতা দিয়ে তিনি যে অর্থ পেতেন তার সাহায্যে তিনি শান্তিনিকেতনের খরচ মেটাতেন। বৃদ্ধ বয়সে শান্তিনিকেতনের অর্থাভাব মেটাতে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সারা ভারতে নৃত্যনাট্য দেখিয়ে অর্থসংগ্রহ করেছেন। কবির স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে গান্ধীজী ১৯৩৬ খ্রী· তাঁকে ৬০ হাজার টাকা সাহায্য করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট উপাধি দেবার জন্য ৭·৮·১৯৪০ খ্রী· শান্তিনিকেতনে সমাবর্তন উৎসব করে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রচনা-রীতিতে পরিবর্তন দেখা যায়। শেষ-বয়সের রচনা 'পুনশ্চ', 'শেষ সপ্তক', 'শ্যামলী' প্রভৃতি গদ্যছন্দে লেখা। ১৯৪১ খ্রী· তাঁর জন্মদিনে তিনি তাঁর বিখ্যাত রচনা 'সভ্যতার সঙ্কট' পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথের একক চেষ্টায় বাংলাভাষা সকল দিকে যৌবনপ্রাপ্ত হয়ে বিশ্বের দরবারে সগৌরবে নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করেছে। কাব্য, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, গান প্রত্যেক বিভাগেই তাঁর অবদান অজস্র এবং অপূর্ব। তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ্, সুরকার, নাট্যপ্রযোজক এবং স্বদেশপ্রেমিক। বিজ্ঞানে তাঁর অপরিসীম আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থে। বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনায় তিনি প্রয়োজনে সাহায্য করতেন। তাঁর চিত্রাবলীর কয়েকটি অনুলিপির সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রচলিত আছে। রচিত দুই হাজারের উপর গানের স্বরলিপি আজও প্রকাশিত হচ্ছে। দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের (ভারত ও বাঙলাদেশ) জাতীয় সঙ্গীত-রচয়িতারূপে একমাত্র রবীন্দ্রনাথেরই নাম পাওয়া যায়। [৩, ৮, ১০, ৮৭, ১১৯, ১২০, ১২১]

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র (১৩০৩ - ১৩৩৯ ব·) নাদুরিয়া—ফরিদপুর। প্রিয়নাথ। পিতার কর্মক্ষেত্র রংপুরে জন্ম। ছোট গল্প রচনায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। দিবাকর শর্মা ছদ্মনামে বহু রচনা প্রকাশ করেছেন। তাঁর রচিত 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল' নাটক ও তার চিত্ররূপ এক সময়ে বাঙলায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা: 'উদাসীর মাঠ', 'থার্ড ক্লাস', 'দিবাকরী', 'বাস্তবিকা', 'ত্রিলোচন কবিরাজ' (ব্যঙ্গগল্প), 'মেবার কাহিনী' (গল্প), 'মায়ার জাল' (উপন্যাস), 'সিন্ধুসরিৎ' (কবিতা) প্রভৃতি। [৩, ৪]

রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ (১৮৮৪ (?) - ?)। যশোহর (?)। আদর্শবাদী শিক্ষাব্রতী। ১৯০৪ খ্রী· ইংরেজী ও দর্শনে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করেন। দর্শনে প্রথম স্থান অধিকার করে কেশবচন্দ্র সেন স্বর্ণপদক লাভ করেন ও ঈশান স্কলার হন। পরের বছর ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম·এ· পাশ করেন। ১৯১৫ - ১৬ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করেন। রিপন কলেজে প্রথমে অধ্যাপক ও পরে দীর্ঘকাল অধ্যক্ষ ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়াতেন। [২০৭]

রবীন্দ্রমোহন সেন (৮·৪·১৮৯২ - ৮·৬·১৯৭২) বজ্রযোগিনী—ঢাকা। প্রসন্নকুমার। ১৯০৮ খ্রী· ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভ্য হন। জ্ঞানচন্দ্র মজুমদার, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, রমেশ আচার্য, প্রতুল গাঙ্গুলী প্রমুখের সঙ্গে কাজ করেছেন। ১৯১০ খ্রী· বৃত্তিসহ এন্ট্রান্স পাশ করেন। ১৯১১ খ্রী· প্রথম গ্রেপ্তার হয়ে ১৯১২ খ্রী· মুক্তি পান। এরপর প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করে ১৯১৯ খ্রী· মুক্তি দেওয়া হয়। ১৯২৪ খ্রী· ৩ নং রেগুলেশনে গ্রেপ্তার হন। ১৯২৮ খ্রী· মুক্তি পেয়ে কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবকদের জি·ও·সি· সুভাষচন্দ্রের অন্যতম সহকারিরূপে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯২৯ খ্রী· পুনরায় ৩ আইনে গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৩৮ খ্রী· মুক্তি

পান। মুক্তির পর বাঙলায় কংগ্রেস এবং সুভাষচন্দ্রের সাংগঠনিক কাজে নিযুক্ত থাকেন। ১৯৪০ খ্রী· রামগড়ে আপসবিরোধী কংগ্রেস সম্মেলনের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। আর·এস·পি· প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি একজন। ১৯৪০ খ্রী· ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৪৬ খ্রী· মুক্তি পান। মুক্তিলাভের পর গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। চব্বিশ পরগনার দক্ষিণ চত্তরে 'সংগঠনী' নামে একটি সেবামূলক পল্লী-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। [১৬, ৮২, ১২৪]

রবীন্দ্রলাল রায়[১] (১৯০৪? - ১৭·৫·১৯৬৯) কৃষ্ণনগর—নদীয়া। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্রের পৌত্র এবং কবি দ্বিজেন্দ্রলালের ভ্রাতুষ্পুত্র। পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের প্রথম যুগের শিষ্য ছিলেন এবং পরে লক্ষ্ণৌ ম্যারিস কলেজ থেকে 'সঙ্গীত-বিশারদ' উপাধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সঙ্গীত বিষয়ে তাঁর বহু রচনা আছে। বহু কাজে পণ্ডিত ভাতখণ্ড ও পণ্ডিত রতনঝংকারকে সহায়তা করেন। মৃত্যুকালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ: 'রাগ নির্ণয়'। খ্যাতনাম্নী গায়িকা মালবিকা কানন তাঁর কন্যা। [১৬]

রবীন্দ্রলাল রায়[২] (১৯০৫ - ১৯৭৮) কৃষ্ণনগর—নদীয়া। কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশন থেকে প্রবেশিকা ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি·এস-সি· পাশ করেন। দীর্ঘদিন কলিকাতার রিপন কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বাঙলা সরকারের কাজে যোগ দিয়ে যথাসময়ে অবসর গ্রহণ করেন। ১৬ বছর বয়সে তাঁর প্রথম লেখা 'কল্লোলে' প্রকাশিত হয়। তারপর 'বাঁশরী', 'মহিলা', 'নবযুগ' প্রভৃতি পত্রিকায় লিখতে থাকেন। পরে কিশোরদের জন্য গল্প-রচনায় তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। বিভিন্ন শিশু মাসিক পত্রিকায় ও পূজাবার্ষিকীতে তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। এক সময়ে কলিকাতার বেতারকেন্দ্রে গল্পদাদুর আসরে এবং বিদ্যার্থীমণ্ডলে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের সম্বন্ধে নিয়মিত বলতেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ: 'নতুন কিছু', 'হাল্কা হাসির খাতা', 'বলি তো হাসব না', 'বীরবাহুর বনিয়াদী চাল', 'অভিশপ্ত' (বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস) প্রভৃতি। সুঅভিনেতা ও হাস্যকৌতুকে দক্ষ ছিলেন। শিশু সাহিত্য পরিষদ তাঁকে 'ভুবনেশ্বরী পদক' দিয়ে সম্মানিত করে। [১৯৩]

রমাকান্ত রায় (১৮৭৩ - ৩·৫·১৯০৬) জলশুকা—শ্রীহট্ট। কালীকিশোর। ১৮৯৪ খ্রী· এন্ট্রান্স পাশ করে কলিকাতা সিটি কলেজে কিছুকাল পড়াশুনা করেন। ছাত্রাবস্থায় ব্রাহ্ম হন। ১৮৯৮ খ্রী· খনিবিদ্যা শিক্ষার জন্য জাপান যান এবং কৃতকার্য হয়ে ১৯০৩ খ্রী· কলিকাতায় ফেরেন। এরপর কাশ্মীরে খনি ইঞ্জিনীয়ারের পদ পান। কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনে সহানুভূতিশীল রমাকান্ত বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা সহজ হবে এই কারণে কাশ্মীরের উচ্চপদ ত্যাগ করে রানীগঞ্জে কম মাহিনার চাকরিতে চলে আসেন। 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠিতে তিনি ভারতের জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তিমূল স্থাপনে ভারতীয়দের শিল্পক্ষেত্রে আত্মনিয়োগে উৎসাহিত করে বলেন—'ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ নির্মাণে বাঙ্গালীরা যদি এক কোটি টাকা চাঁদা দিতে পারে—তবে চল্লিশ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলে একটি ভাণ্ডার সৃষ্টি করে তার থেকে প্রতি বছর একশত ছাত্রকে বিদেশ থেকে কারিগরী শিক্ষা দিয়ে দেশের শিল্প-প্রচেষ্টায় উন্নতি-সহায়ক করা সম্ভব'। এই উপলক্ষে নিজ সৃষ্ট অর্থ-ভাণ্ডারের সাহায্যে চারজন ছাত্রকে বিদেশে পাঠিয়ে প্রতি মাসে মোট দুই শ টাকা পাঠাতেন। অথচ রানীগঞ্জে তাঁর মাহিনা ছিল মাত্র আড়াই শ টাকা। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বেই স্বদেশী ব্যবহারের প্রচার করেন। শ্রমের মর্যাদায় বিশ্বাস করতেন ব'লে দেশী বস্ত্রের বান্ডিল কাঁধে করে ফেরী করতে লজ্জা পান নি। বার্ন কোম্পানীর কেরানীগণ সাহেব ওপরওয়ালার অপমানের প্রতিবাদে ১৯০৪ খ্রী· ধর্মঘট করলে তিনি তাঁদের সাহায্যার্থে অর্থসংগ্রহ করেন। মাত্র ৩২ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। [৮]

রমানাথ ঠাকুর বিদ্যারত্ন, ভট্টাচার্য (? - ১৬·৭·১২৩৫ ব·) পাথুরিয়াঘাটা—কলিকাতা। রামহরি। সংস্কৃতশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য 'বিদ্যারত্ন' উপাধি পান। চতুষ্পাঠী স্থাপন করে ছাত্রদের বেদান্ত-দর্শন পড়াতেন এবং দরিদ্র ছাত্রদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থাও করতেন। তিনি ছিলেন বিষয়ী লোকের কাছে বাবু, সভায় বসলে গোষ্ঠীপতি এবং পণ্ডিতদের সন্নিধানে বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য। [৬৪]

রমানাথ ঠাকুর, মহারাজ (১৮০১ - ১০·৬·১৮৭৭) কলিকাতা। নীলমণি। প্রিন্স দ্বারকনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ১৮২৯ খ্রী· ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের দেওয়ান হন এবং ব্যাঙ্ক উঠে না যাওয়া পর্যন্ত সেখানে কাজ করেন। বাল্যে তিনি রাজা রামমোহনের ধর্মমতের পোষকতা এবং ব্রাহ্মসমাজের কাজের সহায়তা করতেন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপনে বিশেষ উদ্যোগী এবং জীবনের শেষ ১০ বছর তার সভাপতি ছিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সহযোগিতায় 'ইন্ডিয়ান রিফর্মার' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। 'হরকরা' ও 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় 'হিন্দু' ছদ্মনামে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। ১৮৬৬ খ্রী· বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হয়ে সেখানে প্রজাদের স্বত্বসংরক্ষণের চেষ্টা করতেন। এইজন্য তাঁকে 'রায়তের বন্ধু' বলা হত। হিন্দু কলেজ ও সরকারী শিক্ষা-পরিষদের উৎসাহী পরিচালক-সদস্য ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। তৎকালীন প্রখ্যাতনামা অনেক নেতার মত তিনিও জুরীর বিচার দাবি করেন। ১৮৭০ খ্রী· বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন এবং ঐ বছরই 'রাজা' উপাধি পান। ১৮৭৫ খ্রী· 'সি·এস·আই·' এবং ১৮৭৭ খ্রী· 'মহারাজা' উপাধি লাভ করেন। [৭, ৮, ২৫, ২৬]

রমানাথ ভট্টাচার্য (১৮৫০ - ১৮৯৯) পাঠকপাড়া—বাঁকুড়া। শম্ভুনাথ। কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ও বাঁকুড়া জেলা স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। বর্ধমান ও বাঁকুড়ার প্রাথমিক শিক্ষাবিভাগের ডেপুটি ইন্স্পেক্টর থাকাকালে যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন, জঙ্গালাকীর্ণ এবং আদিবাসী-অধ্যুষিত বাঁকুড়া জেলায় প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং জনপ্রিয় অধ্যাপক রামনাথ তাঁর অগ্রজ এবং পণ্ডিত অমরনাথ তার ভ্রাতুষ্পুত্র। [২০২]

রমানাথ মাইতি (? - মার্চ ১৯৩৩) কিশোরপুর—মেদিনীপুর। মধুসূদন। আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে আগস্ট ১৯৩২ খ্রী· পুলিসের গুলিতে গুরুতরভাবে আহত হয়ে মারা যান। [৪২]

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় (? - ২১·৫·১২৭৯ ব·) চন্দ্রকোনা—মেদিনীপুর। গায়ক গঙ্গাবিষ্ণু। ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গায়ক ও সঙ্গীত-রচয়িতা হিসাবে তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। প্রথমে পিতার নিকট ও পরে বিষ্ণুপুরের রামশঙ্কর, পশ্চিমী কলাবত মহম্মদ বক্স্ ও আসমৎউল্লা এবং বৈদ্যনাথ দুবের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। দীর্ঘকাল বর্ধমানরাজ মহাতাবচাঁদের দরবারে সভা-গায়ক ছিলেন। কলিকাতায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকোর বাড়িতেও কিছুকাল গায়করূপে অবস্থান করেন। সঙ্গীতচর্চার ইতিহাসে তাঁর বিশেষ কীর্তি 'মূল সঙ্গীতাদর্শ' গ্রন্থ রচনা। এই গ্রন্থে তিনি তানসেন প্রভৃতি ধ্রুপদ সঙ্গীত-রচয়িতাদের হিন্দীতে রচিত ধ্রুপদ গানের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন (১৮৬২)। বাংলায় এই বিষয়ে এটিই প্রথম গ্রন্থ। তাঁর ও তাঁর স্ত্রী করুণাময়ীর রচিত কিছু গানও এই গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। প্রথম জীবনে বাংলা, সংস্কৃত ও ফারসী ভাষা শিখে নিমকমহলের চাকরি গ্রহণ করেন এবং কর্মোপলক্ষে কাঁথিতে কিছুকাল বাস করেন। হিন্দী, সংস্কৃত ও ওড়িয়া ভাষায়ও কয়েকটি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। বর্ধমানরাজ মহাতাবচাঁদ কর্তৃক তিনি 'কবীন্দ্র' উপাধিতে ভূষিত হন। [৪, ৫২, ১৪৯]

রমাপ্রসাদ চন্দ, রায়বাহাদুর (১৫·৮·১৮৭৩ - ২৮·৫·১৯৪২) শ্রীধরখোলা—ঢাকা। কালীপ্রসাদ। ভারতে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসচর্চার অন্যতম পথিকৃৎ এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নৃতত্ত্ববিদ্ ও প্রত্নতাত্ত্বিক। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৮৯১), ঢাকা কলেজ থেকে এফ·এ· ও কলিকাতা ডাফ কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করে গৃহ-শিক্ষকতা কাজের অবসরে নৃতত্ত্ব ও ইতিহাস অধ্যয়নে আত্মমগ্ন থাকতেন। ছাত্রজীবনে সাধক ভোলা গিরির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। পরে তাঁর মানসিকতার পরিবর্তন হয়। তিনি ধর্মের জগৎ ত্যাগ করে যুক্তিবাদ ও কর্মকে জীবনের মন্ত্ররূপে গ্রহণ করেন। গৃহ-শিক্ষকতার কাজে কিছুদিন উত্তরপ্রদেশে কাটিয়েছেন। কলিকাতা হিন্দু স্কুলে শিক্ষকতা করার সময় প্রধান শিক্ষক রসময় মিত্র তাঁর জ্ঞানসাধনার কথা অবগত হয়ে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। ১৯০৫ খ্রী· তিনি রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে স্থানান্তরিত হন। এখানকার কর্মজীবনে তিনি ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক, পুরাতত্ত্ববিদ্ ও বঙ্গসাহিত্যসেবী হিসাবে বিদ্বৎসমাজে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শরৎচন্দ্র রায় ও তাঁর চেষ্টায় রাজশাহীতে প্রতিষ্ঠিত 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি'র (১৯১০) তিনি প্রথম সাধারণ সম্পাদক। এই সমিতিই ভারতবর্ষে বেসরকারী উদ্যোগে গঠিত ঐতিহাসিক সংগ্রহশালা এবং গবেষণার প্রথম প্রতিষ্ঠান। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত তাঁর 'বাঙ্গালীতত্ত্ব', 'জাতিতত্ত্ব' ও অন্যান্য প্রবন্ধাবলী বিশেষ প্রশংসিত হয়। 'অনুসন্ধান সমিতি'র সম্পাদক ও কিউরেটররূপে তিনি তার অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। এই সমিতি থেকে ১৯১২ খ্রী· তাঁর লেখা 'গৌড়রাজমালা' (গৌড় বিবরণের ১ম খণ্ড) প্রকাশিত হয়। তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ 'Indo-Aryan Races' ১৯১৬ খ্রী· এই সমিতি প্রকাশ করে। ১৯১৭ খ্রী· তিনি রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষকতা ছেড়ে ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি বিভাগে চাকরি নেন। এখানে দু'বছর গবেষক শিক্ষানবীশ হিসাবে কাজ করার সময় তিনি তক্ষশীলা, সাঁচী, সারনাথ, মথুরা প্রভৃতি ইতিহাসসমৃদ্ধ ধ্বংসাবশেষগুলিতে অনুসন্ধান ও খননের কাজ চালিয়ে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেন তার বিবরণ পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করে প্রাচীন ও অজ্ঞাত ইতিহাস সম্পর্কে আলোকপাত করে গেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি' বিভাগ খোলা হলে (১৯১৯) তিনি তার লেকচারার নিযুক্ত হন। তাঁর আগ্রহাতিশয্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রবর্তন হয় এবং তিনি তার প্রথম প্রধান অধ্যাপক হন। ১৯২১ খ্রী· ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্টের পদে যোগদান করেন এবং ১৯৩২ খ্রী· সরকারী চাকরি থেকে অবসর নেন। ১৯৩৪ খ্রী· লন্ডনে অনুষ্ঠিত ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অফ সায়েন্সেস, অ্যানথ্রোপলজি অ্যান্ড এথ্নোলজি অধিবেশনে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং 'রেসেস অ্যান্ড কাল্ট ইন ইন্ডিয়া' শীর্ষক নিবন্ধ পাঠ করেন। এই সময় ব্রিটিশ মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষ ভারতীয় প্রত্নসামগ্রীসমূহ যথাযথ সংস্থাপনের জন্য তাঁর সাহায্য নিয়েছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বহুভাষাবিদ্ ছিলেন। তিনি যতীন্দ্র কুমার মজুমদারের সহযোগিতায় রামমোহনের জীবন সংক্রান্ত সমসাময়িক দলিলপত্রগুলি 'Letters and documents relating to the life of Raja Rommohan Roy' শিরোনামে প্রকাশ করেন। এলাহাবাদে বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার বাসভবনে তিনি মারা যান। [১৮, ১৪৯]

রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (৩০·১২·১৮৯৬ - ১৭·২·১৯৮৪) কলিকাতা। স্যার আশুতোষ। খ্যাতনামা বিচারপতি। ১৯১৯ খ্রী· ইংরেজীতে এম·এ· পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে রেজিনা গুহ স্বর্ণপদক এবং আইনের তিনটি পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক ও টেগোর আইন স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯১৯ খ্রী· কলিকাতা হাইকোর্টে আইন

ব্যবসায় শুরু করেন এবং ১৯৪৮ খ্রী· বিচারপতি পদে নিযুক্ত হন। ১৯৫৬ খ্রী· কিছুদিনের জন্য প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিভাগে ও আইন কলেজে অধ্যাপনা করতেন। ১৯২০ খ্রী· সিনেটের এবং পরে সিন্ডিকেটের সদস্য নির্বাচিত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-গ্রাজুয়েট কাউন্সিল অব ল-এর সদস্য এবং পরে 'ডিন অব দি ফ্যাকাল্টি অব ল' নির্বাচিত হন। এশিয়াটিক সোসাইটি ও ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অব সায়েন্সের সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯২৪ খ্রী· কাউন্সিল অব স্টেটের সদস্য এবং ঐ বছরই কলিকাতা পুরসভার কাউন্সিলার নির্বাচিত হন। তিব্বতে চীনা অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কমিশনের তিনি জুরি হয়েছিলেন। [১৬]

রমাপ্রসাদ রায় (জুলাই ১৮১৭ - ১·৮·১৮৬২)। পৈতৃক নিবাস রাধানগর—হুগলী। কলিকাতায় জন্ম। রাজা রামমোহন। অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল, প্যারেন্টল্ অ্যাকাডেমী ও হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। সংস্কৃত ও ফারসীতে জ্ঞান ছিল। ১৮৩৮ খ্রী· ডেপুটি কালেক্টরের চাকরি নেন। ১৮৪৫ খ্রী· সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি শুরু করেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর অবসর-গ্রহণ করলে তাঁর স্থলে ১৮৫০ খ্রী· তিনি সরকারী উকিল হন। ১৮৬১ খ্রী· লীগ্যালি রিমেমব্রেন্সার, ১৮৬২ খ্রী· বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার মনোনীত সদস্য এবং ঐ বছরই হাইকোর্টে প্রথম ভারতীয় বিচারকের পদ লাভ করেন। কিন্তু কর্মভার গ্রহণের আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি সর্বতত্ত্বদীপিকা সভার সভাপতি এবং তত্ত্ববোধিনী সভার সক্রিয় সদস্যরূপে বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্নবান ছিলেন। নারীশিক্ষায় অগ্রণী হিসাবে বেথুন সোসাইটির দেশীয় স্ত্রীশিক্ষা-শাখার সভাপতি হন। বিধবা-বিবাহ এবং বহুবিবাহ-বিরোধী আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের পূর্ণ-সমর্থক ছিলেন। তাছাড়া ১৮৫৭ খ্রী· তিনি বহু-বিবাহপ্রথার বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকারের নিকট আবেদনপত্র পেশ করেছিলেন। হিন্দু দাতব্য প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং 'সম্বাদকৌমুদী' ও 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। [৩, ৮]

রমাবাঈ, পণ্ডিতা (১৮৫৮ - ৫·৪·১৯২২) মাঙ্গালোর। অনন্ত শাস্ত্রী। পিতামাতার মৃত্যুর পর রমাবাঈ ভ্রাতার সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে ১৮৭৮ খ্রী· কলিকাতায় আসেন। কলিকাতার পণ্ডিতগণ তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'সরস্বতী' ও 'পণ্ডিতা' উপাধি দিয়েছিলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষত বাঙলা ও আসামের গ্রামে গ্রামে তিনি উচ্চশ্রেণীর হিন্দু মহিলাদের শিক্ষাদান-ব্যবস্থার সপক্ষে অভিমত প্রচার করেন। ১৮৮০ খ্রী· তিনি শ্রীহট্টের বিপিনবিহারী দাসকে বিবাহ করেন। কিন্তু দুই বছর পর বিধবা হন। এরপর তিনি কিছুদিন নারীমুক্তির সপক্ষে মত প্রচারের উদ্দেশ্যে গুজরাটের বিভিন্ন অঞ্চলে বক্তৃতা করেন। এজন্য সেখানকার রক্ষণশীল হিন্দুগণ কর্তৃক তিনি নানাভাবে উৎপীড়িত হয়েছিলেন। ১৮৮১ খ্রী· পুনায় 'আর্য মহিলা সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন এবং খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিতা হন। ১৮৮৩ খ্রী· তিনি পুনা থেকে ইংল্যান্ড যান এবং সেখানে ইংরেজী শিখে চেল্টেনহ্যামের মহিলা কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপনা করতে থাকেন। ১৮৮৬ খ্রী· তিনি আমেরিকা যান। সেখানে ১৮৮৭ খ্রী· 'রমাবাঈ অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপিত হয়। এরপর ভারতে ফিরে ১৮৮৯ খ্রী· বোম্বাইয়ে 'সারদাসদন' স্থাপন করে হিন্দু বিধবাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। ইংরেজী ও মারাঠী ভাষায় তাঁর লেখা কয়েকটি পুস্তক আছে। সমাজসেবী মনোরমা বাঈ তাঁর কন্যা। [৩, ৭, ২৫, ২৬]

রমেন বন্দ্যোপাধ্যায় (২৫·১০·১৯১৯ - ২১·৭·১৯৭৯) কলিকাতা। বিজয়চন্দ্র। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। কলিকাতা সরস্বতী ইন্স্টিটিউশন (বর্তমান শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয়) থেকে ১৯৩৫ খ্রী· ম্যাট্রিক এবং বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে ১৯৩৯ খ্রী· অর্থনীতিতে অনার্সসহ বি·এ· পাশ করেন। ঐ বছরই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। ১৯৩৭ খ্রী· গঠিত ছাত্র ফেডারেশনের শুরু থেকে তার সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ১৯৪০ - ৪১ খ্রী· তাঁদের কয়েকজন কর্মীর উপর বহিষ্কারের আদেশ জারি হলে আত্মগোপন করে কাজ চালিয়ে যান। ১৯৪৩ - ৪৬ খ্রী· ঐ সংগঠনের যুগ্ম-সম্পাদকরূপে কাজ করেন। ডিসেম্বর ১৯৪৫ খ্রী· প্রকাশিত 'স্বাধীনতা' পত্রিকার রিপোর্টার ছিলেন। ১৯৪৮ খ্রী· পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন। সেই বছরই পার্টি বেআইনী ঘোষিত হলে ধরা পড়ে একবছর কারারুদ্ধ থাকেন। পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হবার পর ১৯৫৩ খ্রী· থেকে ১৯৬৪ খ্রী· পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত কলিকাতা জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। ১৯৬০ খ্রী· পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী পদ ছেড়ে আইন পরীক্ষা দিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন ও আইনজীবী হিসাবে সফলতা লাভ করেন। রাজ্য পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৭৮ খ্রী· রাজ্য কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে বার্লিনে বিশ্বশান্তি পরিষদের অধিবেশনে ভারতের প্রতিনিধি হয়ে যোগ দিয়েছিলেন। [১০৭]

রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯০২ - ৬·৭·১৯৫৫) আগরতলা—ত্রিপুরা। পিতা শীতলচন্দ্র বিদ্যানিধি আগরতলার উমাকান্ত উচ্চবিদ্যালয়ের খ্যাতনামা প্রধানশিক্ষক ছিলেন। ম্যাট্রিক পাশ করে প্রথমে কলিকাতা আর্ট স্কুলে ও পরে শান্তিনিকেতনে কলাভবন প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি সেখানে এসে ভর্তি হন এবং নন্দলালের ছাত্র হবার সুযোগ লাভ করেন। প্রথম দিকে পৌরাণিক বিষয়ে ছবি আঁকতেন। কাঠে চিত্র খোদাই করার কাজেও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৯২২ খ্রী· ফরাসী মহিলা-শিল্পী আঁদ্রে কার্পেলে শান্তিনিকেতনে এলে তিনি তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করে পরবর্তী কালে এই বিদ্যায় পারদর্শী হন। উড-কাট, রঙিন উড্-কাট, উড্-এনগ্রেভিং বিদ্যায় ভারতীয় শিল্পে তাঁকেই পথিকৃৎ বলা যায়। শেষের দিকে দৃশ্যপট আঁকায় আনন্দ

পেতেন। কলাভবনের শিক্ষাশেষে ১৯২৬ খ্রী· মসলিপট্টমে অন্ধ্র জাতীয় কলাশালায় শিল্প-শিক্ষকতার পদে কর্মজীবন শুরু। ১৯২৮ খ্রী· কলাভবনে শিক্ষক হিসাবে ফিরে আসেন। ১৯২৯ খ্রী· কলিকাতা সরকারী আর্ট স্কুলে সহকারী প্রধানশিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। ১৯৩৭ খ্রী· ইউরোপ ভ্রমণে গেলে লন্ডন, প্যারিস ও হল্যান্ডে তাঁর চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। প্যারিসে আন্তর্জাতিক চিত্রপ্রদর্শনীতে ভারতীয় শাখার ব্যবস্থাপনার জন্য ১৯৪৬ খ্রী· ভারত সরকার তাঁকে সে দেশে পাঠিয়েছিলেন। ১৯৫২ খ্রী· ঐ একই উদ্দেশ্যে আমেরিকায় গিয়েছিলেন। ১৯৪৬ খ্রী· দিল্লীর পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানের শিল্প বিভাগের প্রধান পদে এবং কিছুদিনের জন্য ভারত সরকারের গ্রন্থন বিভাগে কাজ করেন। ১৯৪৮ খ্রী· কলিকাতার সরকারী আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত হন। তাঁরই সময়ে আর্ট স্কুলটি পুরাদস্তুর কলেজে পরিণত হয়। মৃত্যুকালে তিনি কলিকাতা সরকারী চারুকারু মহাবিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। [১৯৫]

রমেশ আচার্য (১৮৮৭ - ১৯৬৫) বানারি—ঢাকা। কালীপ্রসন্ন। ময়মনসিংহ থেকে প্রবেশিকা ও এফ·এ· পাশ করেন। ছাত্রজীবনে শিক্ষক ও পিতামাতার প্রেরণায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সংগঠন করেন। বি·এ· ক্লাশে ভর্তি হওয়ার জন্য সংগৃহীত সব অর্থ তিনি ঢাকা সোনারং জাতীয় বিদ্যালয়ে দান করেন। পুলিন দাসের প্রেরণায় ১৯০৭ খ্রী· বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৯১০ খ্রী· বিপ্লবী দলের ময়মনসিংহ জেলা সংগঠকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯১০ - ১১ খ্রী· সোনারং জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষক ছিলেন। ১৯১১ খ্রী· একবার গ্রেপ্তার ও দণ্ডিত হন। মুক্তি পেয়ে বিপ্লব সংগঠন ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের কাজ আরম্ভ করেন। তাঁর গুপ্ত সংগঠন গড়ার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় (১৯১৩) গ্রেপ্তার হয়ে ১২ বছরের জন্য কারাদণ্ডিত হন। ১৯২০ খ্রী· বিপ্লবীদের সঙ্গে সরকারের সন্ধি হওয়ায় অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও মুক্তি পান। কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে যোগ দিলেও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন নি। শাঁখারিটোলা ডাকাতির (১৯২৩) ব্যাপারে পুলিস তাঁর খোঁজ-খবর আরম্ভ করায় তিনি আত্মগোপন করেন। ১৯২৪ খ্রী· ধরা পড়েন ও ১৯২৮ খ্রী· মুক্তি পান। ১৯৩০ খ্রী· চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের ঘটনায় তাঁকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে ৮ বছর আটক রাখা হয়। মুক্তিলাভের পর গুপ্ত ঘাঁটি গড়ে তোলার চেষ্টায় দক্ষিণ ভারত পর্যটনে বের হন। মাদ্রাজ সরকার তাদের এলাকা থেকে তাঁর বহিষ্কারের আদেশ দেন। ১৯৪০ খ্রী· রামগড় কংগ্রেসে যোগ দেন। ঘাটশিলায় যুব কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণের জন্য পুনরায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৬ খ্রী· মুক্তি পান। দেশ স্বাধীন হবার পর সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নেন। এই অকৃতদার বিপ্লবী নারীমুক্তি ও বিধবাবিবাহে উৎসাহী এবং সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন। টুর্গেনিভ ও টলস্টয়ের রচনা এবং মার্ক্সবাদ নিয়ে পড়াশুনা করেছিলেন। [৫৪, ১২৪]

রমেশচন্দ্র তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় (১৯·১২·১২৮৮ - ২৫·৭·১৩৬৭ ব·) সুহিলপুর—ত্রিপুরা। চন্দ্রকুমার তর্করত্ন। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকিশোর তর্করত্ন, প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক কৈলাসচন্দ্র তর্কতীর্থ, চব্বিশ পরগনার মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজের মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্বভৌম এবং কাশীধামের বামাচরণ ন্যায়রত্নের নিকট তাঁর শিক্ষা। নব্যন্যায় ছাড়া সাংখ্য, বেদান্ত ও মীমাংসা ও স্মৃতিশাস্ত্রেও তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। কর্মজীবনে প্রথমে তিনি পিতার স্থাপিত টোলে, পরে খুলনা দৌলতপুর কলেজে ও ঢাকা শক্তি আশ্রম চতুষ্পাঠীতে ন্যায় ও বেদান্তের অধ্যাপনা করেন। ১৯২১ খ্রী· রাজশাহী হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজে ও শেষে নবদ্বীপের পাকা টোলের অধ্যাপকের পদে কাজ করে ১৯৫৬ খ্রী· অবসর নেন। অসাধারণ বিদ্যাবত্তার জন্য বঙ্গদেশের ও বঙ্গদেশের বাইরের বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তাঁকে 'ন্যায়রত্ন', সিদ্ধান্তবাগীশ', 'সিদ্ধান্তশাস্ত্রী', 'বেদান্তবাগীশ' প্রভৃতি উপাধি দান করে। ১৯৪৪ খ্রী· তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন। অনেক গ্রন্থের রচনা ও বহু গ্রন্থের সম্পাদনাও করেছেন। [১৩০]

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৩·৮·১৮৪৮ - ৩০·১১·১৯০৯) রামবাগান—কলিকাতা। ঈশানচন্দ্র। বিখ্যাত সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও সিভিলিয়ান। ১৮৬৪ খ্রী· কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, ১৮৬৬ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে যথাক্রমে জুনিয়র ও সিনিয়র স্কলারশিপ নিয়ে এফ·এ· পাশ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজেই ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীতে উঠবার পর বিলাত যান। ১৮৬৯ খ্রী· সাফল্যের সঙ্গে আই·সি·এস· পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও পরে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরেন। একই সঙ্গে বিহারীলাল গুপ্ত ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও আই·সি·এস· হয়েছিলেন। বিভিন্ন উচ্চপদে চাকরি করে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৮৩ খ্রী· প্রথম ভারতীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হন। ১৮৯৪ - ৯৭ খ্রী· প্রথম ভারতীয় অস্থায়ী বিভাগীয় কমিশনার ছিলেন। ভারতীয় ব'লেই উচ্চপদে স্থায়ী হতে পারছেন না অনুভব করে ১৮৯৭ খ্রী· পদত্যাগ করেন। তার দুই বছর আগে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হয়েছিলেন। অবসর নিয়ে বিলাত প্রবাসকালে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস অধ্যাপনা এবং এই সঙ্গে ভারতীয় ইতিহাস ও অর্থনীতি সম্বন্ধে গবেষণা করেন। ১৯০৪ খ্রী· বরোদা রাজ্যের অর্থমন্ত্রিরূপে ভারতে ফেরেন এবং অল্প দিনেই দেওয়ান হন। আই·সি·এস· রূপে যখন যেখানে ছিলেন, সেখানকার প্রজাদের মঙ্গলসাধনে সচেষ্ট ছিলেন। ১৮৭৩ - ৭৪ খ্রী· পাবনায় প্রজাবিদ্রোহ শুরু হলে ভূমিতে প্রজার স্বত্ব নিরূপণের জন্য 'ARCYDAE' ছদ্মনামে 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' পত্রিকায় বহু ইংরেজী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। বিদ্যোৎসাহী প্রশাসক হিসাবেও খ্যাতি ছিল। দাদাভাই নৌরজী ও উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সঙ্গে ১৮৯৮ খ্রী· রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন। পরের বছর লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। ১৯০৫ খ্রী· কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে স্বদেশী শিল্পের পুনরুজ্জীবন, উন্নতিসাধন এবং স্বদেশজাত দ্রব্যের ব্যবহার বিষয়ে যে শিল্প-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় (৩১·৫·১৯০৫) তিনি সেই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯০৭ খ্রী· সুরাটে অনুষ্ঠিত ভারতীয় শিল্প-সম্মেলনেও সভাপতি ছিলেন। কারেন্সী কমিটিতে সাক্ষ্যদান করেন। ডি-সেন্ট্রালাইজেশন কমিশনের সদস্য (১৯০৭), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভাপতি ও পরে আজীবন সদস্য ছিলেন। ১৮৯২ খ্রী· সি·আই·ই· উপাধি পান। এই সাহিত্যসাধক প্রথমে ইংরেজীতে রচনা শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্রের পরামর্শে বাংলায় লেখেন। তাঁর রচিত গবেষণামূলক ইতিহাসগ্রন্থ: 'England and India—A Record of Progress during Hundred Years 1785-1885'। 'The Peasantry of Bengal' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে কৃষক অভ্যুত্থানের কারণ নির্ণয় এবং 'Famines and Land Assessments in India' গ্রন্থে সরকার কর্তৃক ভূমিরাজস্বের অপব্যবহারের সমালোচনা করেন। 'Economic History of British India' গ্রন্থে ব্রিটিশ সরকারের ভারত-শোষণ-পদ্ধতি উদ্ঘাটিত করে দেখান। এই বই সম্বন্ধে মন্তব্য: 'A book like this does more work than cartloads of Congress resolutions'। তাঁর 'Civilisation in Ancient India' একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা গ্রন্থ। উল্লেখযোগ্য বাংলা গ্রন্থ: 'বঙ্গবিজেতা', 'মাধবীকঙ্কণ', 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত', 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা', 'সংসার', 'সমাজ' প্রভৃতি। তিনি স্কুলের উপযোগী করে বাঙলাদেশ ও ভারতবর্ষের ইতিহাসও লিখেছিলেন। এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতেও (১৯০২) তাঁর লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ আছে। তাঁর কৃত 'মাধবীকঙ্কণ' ও 'সংসার' উপন্যাস দুটির ইংরেজী অনুবাদ 'Slave Girl of Agra' এবং 'Lake of Palms' বিলাতে খুব বিক্রী হত। তিনি বিধবা ও অসবর্ণ বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। বরোদায় প্রধান রাজমন্ত্রী থাকাকালে তাঁর মৃত্যু। [৩, ৪, ৭, ৮, ২৫, ২৬, ১১৭]

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৫ ? - ১৪·১·১৯৬৯) বিষ্ণুপুর—বাঁকুড়া। খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ গোপেশ্বর। পিতার কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও অতুলপ্রসাদের গানও তাঁর প্রিয় ছিল। অতুলপ্রসাদের কিছু গানের স্বরলিপিও করেছেন। তাঁর বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বিষ্ণুপুর সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। পশ্চিম জার্মানী পরিভ্রমণ করে সেখানকার সঙ্গীতধারায় বিশেষ প্রভাবিত হন। মৃত্যুকালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত-বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। [১৬]

রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৮২ - ১৯২৯)। শ্রীহট্ট জাতীয় বিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক রমেশচন্দ্র ১৯১০ খ্রী· শ্রীহট্টের জলসুখা জাতীয় সম্মেলনের অধিবেশনে বঙ্গাক্ষরে তারের সংবাদ পাঠাবার প্রথম গৌরব অর্জন করেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তাঁর বিজ্ঞান সাধনা শুরু হয়। আগে থেকেই তিনি 'মোর্স কোড' নিয়ে চর্চা করতেন। শিক্ষক-জীবনে নিজস্ব পদ্ধতিতে 'মোর্স কোড'কে বাংলা হরফের উপযোগী করে তারবার্তা প্রেরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর পদ্ধতি অনুযায়ী প্রেরিত প্রথম বাংলা তারবার্তার বয়ান—'এখানে প্রচণ্ড প্রাকৃতিক বিপর্যয়। ভয়ঙ্কর ঝড়ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়া সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে'। এই সাফল্যের জন্য তিনি ২টি পদক পান। পরবর্তী জীবনে বিজ্ঞান-শিক্ষকরূপে শিলচর নর্ম্যাল স্কুলে যোগ দেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মৌলিক গবেষণায় যুক্ত ছিলেন। [১৬]

রমেশচন্দ্র মজুমদার (৪·১২·১৮৮৮ - ১২·২·১৯৮০) খণ্ডপাড়া—ফরিদপুর। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক। দারিদ্র্যের মধ্যে শৈশব ও কৈশোর কেটেছে। কটকের র‍্যাভেন্‌শ কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৯০৫ খ্রী· এন্ট্রান্স এবং রিপন কলেজ (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) থেকে ১৯০৭ খ্রী· প্রথম শ্রেণীর বৃত্তিসহ এফ·এ· পাশ করে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন ও ১৯০৯ খ্রী· অনার্স সহ বি·এ· এবং ১৯১১ খ্রী· ১ম শ্রেণীতে ২য় হয়ে এম·এ· পাশ করেন। পরে ১৯১৩ খ্রী· গবেষণার জন্য প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পান। ঢাকার গভর্ণমেন্ট ট্রেনিং কলেজের লেকচারের কাজ দিয়ে অধ্যাপক জীবনের শুরু। ১৯১৪ খ্রী· থেকে সাত বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা করেন। 'Corporate life in Ancient India' নামক নিবন্ধ লিখে তিনি ডক্টরেট উপাধি পান। ১৯২১ খ্রী· সদ্য প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। সেখানে অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান, প্রভোষ্ট ও ১৯৩৭ খ্রী·থেকে পাঁচ বছর তার উপাচার্য পদে থেকে ১৯৪২ খ্রী· অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৫০ খ্রী· থেকে দু'বছর কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অব ইন্ডোলজির প্রিন্সিপাল ছিলেন। তিনি প্রথম গবেষণা শুরু করেন প্রাচীন ভারত নিয়ে। ১৯২৭ খ্রী· 'Outline of Ancient Indian History and Civilisation' এবং কিছুদিন পরে হিন্দু উপনিবেশের প্রথমখণ্ড 'Champa' প্রকাশ করেন। ১৯২৮ খ্রী· উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ইউরোপের বহু দেশে পড়াশুনা করেন ও ঘুরে দেখেন। দ্বীপময় ভারত পরিভ্রমণ করে তিনি অনাবিষ্কৃত অথবা অব্যবহৃত বহু তথ্য সংগ্রহ করে দেশে ফিরে ১৯২৯ খ্রী· সুবর্ণ দ্বীপ ও পরে কম্বোজ সম্বন্ধে বিস্তৃত ইতিহাস লেখেন। কে· এম· মুন্সীর চেষ্টায় ১৯৩৮ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় বিদ্যাভবনের উদ্যোগে বিস্তৃতভাবে বহুখণ্ডে ভারতের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সম্পাদনার কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৯৫১ খ্রী· থেকে ছাব্বিশ বছর অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি একাদশ খণ্ডে বৈদিক ভারত থেকে স্বাধীন ভারত পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার বছরের ভারতের জনগণের সামগ্রিক ইতিহাস পর্যালোচনা করেছেন এবং শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের সর্বাধুনিক গবেষণালব্ধ ফল উপস্থাপনায় প্রয়াসী হয়েছেন। 'হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার

অব দি ইন্ডিয়ান পিপল'-এর শেষ খণ্ড ১৯৭৭ খ্রী· যখন প্রকাশিত হয় তখন তাঁর বয়স ৮৮। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিন খণ্ডে প্রকাশিত বঙ্গদেশের ইতিহাস সম্পাদনা করেন। তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ 'জীবনের স্মৃতিদীপে'। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত সম্পাদক মণ্ডলীর তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় তিনি সরকারের কাজ ছেড়ে নিজেই বই প্রকাশ করেন—'দি সিপয় মিউটিনি অ্যান্ড রিভোল্ট অব ১৮৫৭'। তাঁর মতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জনক ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা ১৯০৫ খ্রী· বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন দিয়ে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে তিনি ইংরেজিতে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন 'হিস্ট্রি অব ফ্রিডম মুভমেন্ট' গ্রন্থে। [১৬, ১৫৮]

রমেশচন্দ্র মিত্র, স্যার, কে·সি·আই·ই· (১৮৪০ - ১৩·৭·১৮৯৯) রাজারহাট-বিষ্ণুপুর—চব্বিশ পরগনা। রামচন্দ্র। হেয়ার স্কুল ও কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন। বি·এ· ও বি·এল· পাশ করে ২১ বছর বয়সে সদর দেওয়ানী আদালতে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর ১৮৭১ - ৯০ খ্রী· পর্যন্ত কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারক ছিলেন। বাঙালী বিচারকদের মধ্যে তিনিই দুই বার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হন। পাবলিক সার্ভিস কমিশন (১৮৮৭), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। আদালত অবমাননার দায়ে ১৮৮৩ খ্রী· স্যার সুরেন্দ্রনাথের বিচার ব্যাপারে চারজন ইংরেজ বিচারকের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে তিনি জনপ্রিয় হন। রিপন কলেজের উন্নতির বিষয়ে মনোযোগী ছিলেন। ১৮৯০ খ্রী· কলেজের অবলুপ্তি বাঁচানোর ব্যাপারে তাঁর সাহায্য স্মরণীয়। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং ১৮৯৬ খ্রী· কলিকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি 'Age of Consent Bill (1891)'-এর বিরোধী ছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপনার জন্য কলিকাতার ভবানীপুরে চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। স্যার বিনোদচন্দ্র ও স্যার প্রভাসচন্দ্র তাঁর দুই কৃতী পুত্র। অপর পুত্র ডঃ সুশীলচন্দ্র 'বিচিত্রা'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন। পাশ্চাত্য সঙ্গীত শাস্ত্রে ও একাধিক যন্ত্রসঙ্গীতে কৃতবিদ্য ভাস্কর মিত্র (১৯৩৩ - ১৪·৩·১৯৮২) তাঁর পৌত্র। [৮, ১৬, ২৫, ২৬]

রমেশচন্দ্র সেন (৭·৫·১৩০১ - ১৮·২·১৩৬৯ ব·) পিঞ্জরী-কোটালিপাড়া—ফরিদপুর। ক্ষীরোদচন্দ্র। প্রগতিবাদী লেখক ও প্রতিষ্ঠাবান কবিরাজ। প্রথম জীবনে তিনি পিতার কাছে ও পরে হাতিবাগানস্থ পণ্ডিত সীতানাথ সাংখ্যতীর্থের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। এই সময়ই তিনি প্রাইভেট ছাত্র হিসাবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। ১৯১৭ খ্রী· তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করে ইংরেজীতে অনার্স সহ বি·এ· পাশ করেন। পিতৃবিয়োগের ফলে এম·এ· ক্লাশের পড়া বন্ধ করে তিনি পৈতৃক আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাতে আত্মনিয়োগ করেন। কর্মক্ষেত্র কলিকাতা। ১২ আষাঢ় ১৩১৮ ব· তিনি 'সাহিত্য সেবক সমিতি' নামে একটি সাহিত্য-চক্রের প্রতিষ্ঠা করেন। বহু প্রথিতযশা সাহিত্যিক এই সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'শতাব্দী' (১৩৫২ ব·) বিশেষ প্রশংসিত হয়েছিল। পরিণত জীবনে রচিত উপন্যাস 'কুরপালা' ও 'গৌরীগ্রাম'। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'মালঙ্গীর কথা', 'চক্রবাক', 'কাজল', 'পূব থেকে পশ্চিম', 'সাগ্নিক' প্রভৃতি। 'মৃত ও অমৃত', 'তারা তিন জন', 'সাদা ঘোড়া', 'রাজার জন্মদিন' প্রভৃতি ছোটগল্প উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে কোনও কোনও গল্প ইংরেজী, চেকোশ্লোভাক, হিন্দী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। তিনি ১৯১৮ - ১৯ খ্রী· মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত আয়ুর্বেদ সম্মেলনে সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে 'বিদ্যানিধি' উপাধিতে ভূষিত হন। রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। [৪, ১৭]

রমেশ শীল (১৮৭৭ - ৬·৪·১৯৬৭) গোমদণ্ডী—চট্টগ্রাম। চণ্ডীচরণ। খ্যাতনামা লোককবি। সুদীর্ঘ জীবনে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে দেশের সকল প্রকার প্রগতিশীল আন্দোলনে তাঁর প্রতিভাকে নিয়োজিত করেছিলেন। শেষ-জীবনে তাঁর রচিত অধিকাংশ গানই রাজনীতি-বিষয়ক ছিল। ১৯৫৪ খ্রী· পূর্ব-পাকিস্তানে গভর্নর শাসনের আমলে তিনি নিরাপত্তা আইনে বৎসরাধিককাল আটক থাকেন। অত্যন্ত দারিদ্র্য-দুর্দশার মধ্যে গ্রামের বাড়িতে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। তাঁকে অনেকে লালন ফকিরের উত্তরসাধক বলে অভিহিত করলেও তিনি বাঙলাদেশের লোককবিদের অনুসৃত ঐতিহ্য থেকে স্পষ্ট এবং অতি উজ্জ্বল এক ব্যতিক্রম। [১৫৮]

রসময় দত্ত (১৭৭৯ - ১৪·৫·১৮৫৪) কলিকাতা। পিতা নীলমণি কলিকাতার রামবাগান দত্ত-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। বহুভাষাবিদ্ রসময়ের সর্বাধিক দখল ছিল ইংরেজীতে। প্রথম জীবনে একটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের কেরানী ও পরে ছোট আদালতের বিচারক হন। এই আদালতের তিনিই প্রথম বাঙালী জজ। ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের অন্যতম পুরোধা ও হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন। বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য ১৮৩৯ খ্রী· হিন্দু কলেজ পাঠশালা স্থাপনে সহযোগিতা করেন। কাউন্সিল অফ এডুকেশন এবং সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক ছিলেন। পরে কলেজের সহকারী সম্পাদক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটায় তিনি বিদ্যাসাগরকে কার্যভার বুঝিয়ে দিতে বাধ্য হন। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ও কলিকাতা স্কুল

সোসাইটির ব্যবস্থাপক সমিতির সদস্য হিসাবে দুঃস্থদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। রাজনীতিতে উৎসাহী ছিলেন না। মূলত তাঁরই বাধায় ১৮২৩ খ্রী· 'গৌড়ীয় সমাজে' রাজনীতির চর্চা বন্ধ হয়। স্ট্যাম্প ডিউটি এবং কলিকাতার মধ্যে ইউরোপীয়ানদের উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে আন্দোলনে তিনি অংশ নেন এবং জুরী দ্বারা বিচার-ব্যবস্থার দাবি ও সংবাদপত্র-দলনের বিরোধিতা করেন। বিখ্যাত মহিলা কবি তরু দত্ত তাঁর পৌত্রী। [৩, ৮]

রসময় মিত্র, রায়বাহাদুর (১৮৫৯ - ১০·৪·১৯৩১) চাণক—বর্ধমান।. নবদ্বীপচন্দ্র। খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্। দরিদ্র পরিবারে জন্ম। শৈশবে পিতৃবিয়োগ হয়। আত্মীয়ের সহায়তায় স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। সিউড়ির বাঙালী বিদ্যালয় থেকে বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সিউড়ির সরকারী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বর্ধমান বিভাগে প্রথম হয়ে মাসিক ১৫ টাকা বৃত্তি পান। হুগলী কলেজ থেকে ২০ টাকা বৃত্তি সহ এফ·এ·, ২৫ টাকার দুর্গাচরণ লাহা বৃত্তি সহ বি·এ· এবং ইংরেজীতে এম·এ· পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মেদিনীপুরের এক স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। বিভিন্ন স্কুলে কয়েক বছর কাজ করার পর তিনি হেয়ার স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে আসেন। ৫ বছরে তিনি স্কুলের প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। এরপর দুর্দশাগ্রস্ত হিন্দু স্কুলের ভার সরকার তাঁর উপর অর্পণ করেন। তাঁর নিঃস্বার্থ কর্মনিষ্ঠা, সুনিপুণ পরিচালনা ও মহান্ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে হিন্দু স্কুলের পূর্ণ জাগরণ ঘটে। এই কৃতিত্বের স্বীকৃতি-স্বরূপ সরকার তাঁকে 'রায়বাহাদুর' উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। ১৬ বছর এই স্কুলে কাজ করার পর ১৯১৬ খ্রী· তিনি সরকারী শিক্ষা-বিভাগ থেকে অবসর-গ্রহণ করেন। তাঁর বিদায়-সংবর্ধনা-সভায় কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন এবং সভাশেষে ঘোড়ার বদলে তাঁর ছাত্ররা জুড়িগাড়ী টেনে তাঁকে চোরবাগানে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিল। সমধুর কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। কীর্তন গানের মাধ্যমে অধ্যাত্ম-সাধনা করে গেছেন। 'কৃপাদৃষ্টি', 'রাসরসকণিকা' ইত্যাদি ক্ষুদ্র গ্রন্থের মধ্যে তাঁর ভক্তজীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। [১৪৯]

রসময় সুর (১৯০১ - ২৪·১·১৯৮১) বিনয় বাদল দীনেশের সহযোগী স্বাধীনতা সংগ্রামী। ১৯৩০ খ্রী· রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান ঘটনার পরেই তিনি গ্রেপ্তার হয়ে বিভিন্ন জেলে আট বৎসর কারাবাস করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আবার ছয় বৎসর কারাগৃহে কাটান। স্বাধীনতার পরে সমাজ সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বাগুতে (২৪ পরগনা) একটি গ্রাম কল্যাণ সংস্থা গড়ে তোলেন। অকৃতদার ছিলেন। [১৬]

রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০ - ৮·১·১৮৫৮) সিন্দুরিয়াপট্টি—কলিকাতা। নবকিশোর। হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র এবং ইয়ং ক্যালকাটা ও 'ফাইভ ফ্লাওয়ার্স অফ হিন্দু কলেজ'-এর অন্যতম রসিককৃষ্ণ ডিরোজিওর দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ১৮৩০ খ্রী· পাঠ-সমাপ্তির পর পটলডাঙ্গায় ডেভিড হেয়ারের স্কুলে শিক্ষকতা এবং রাজা দক্ষিণারঞ্জনের 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। ১৮৩৭ খ্রী· ডেপুটি কালেক্টর হন। রাজা রামমোহন রায়ের ভক্ত ছিলেন। ডিরোজিওর শিষ্যরূপে ইয়ং বেঙ্গলের অন্যতম নেতা হয়ে হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরোধিতা করে স্কুলের চাকরি হারান এবং পিতৃগৃহ থেকে নির্বাসিত হন। কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রবর্তিত 'সুহৃদ সমিতির' মাধ্যমে সমাজ-সংস্কারের কাজ করেন। ১৮৩১ খ্রী· ফ্রী হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষাপ্রচারে সক্রিয় হন। সরকারী অর্থ ভারতীয় জনসাধারণের শিক্ষাপ্রসারে ব্যয় না করে ঐ অর্থে পাদরী নিয়োগের সরকারী নীতির তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। রসময় দত্তের সহযোগে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীর মাধ্যমে তিনি শিক্ষা প্রসারে সাহায্য করেছিলেন। আদালতে ফারসীর বদলে বাংলা ভাষা প্রবর্তনের আন্দোলনে সাফল্য লাভ করেন। সংবাদপত্র দলন আইন, ১৮৩৩ খ্রী· চার্টার আইন ইত্যাদির সমালোচক ছিলেন। শাসন-ব্যবস্থায় দুর্নীতি ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনা করেন। তিনি ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত ও সম্পাদিত প্রথম ইংরেজী সাপ্তাহিক 'পার্থেনন' (১৮৩০) পত্রিকার অন্যতম উদ্যোক্তা, 'জ্ঞানসিন্ধুতরঙ্গ' পত্রিকার সম্পাদক এবং ইংরেজী ও মাতৃভাষা শিক্ষার গুরুত্বদানকারীদের অন্যতম ছিলেন। [৩, ৮, ২৫, ২৬]

রসিকচন্দ্র রায় (১২২৭ - ১৩০০ ব·) বড়াগ্রাম—শ্রীরামপুর। রামকমল। প্রসিদ্ধ দাশু রায়ের পর তিনিই শ্রেষ্ঠ পাঁচালীকার। কবিয়াল, যাত্রাওয়ালা, কীর্তনওয়ালা, তর্জাওয়ালা, বাউল প্রভৃতি বিবিধ সম্প্রদায়ের জন্য তিনি বহু সরস সুন্দর সঙ্গীত রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ: 'হরিভক্তিচন্দ্রিকা', 'কৃষ্ণপ্রেমাঙ্কুর', 'বর্ধমানচন্দ্রোদয়', 'পদাঙ্কদূত', 'শকুন্তলাবিহার', 'শ্যামাসঙ্গীত', 'পদসূত্র' (২ খণ্ড) প্রভৃতি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে তাঁর কোন কোন কবিতা-গ্রন্থ পাঠ্য-পুস্তকের উপযোগী করে গৃহীত হয়েছিল। [২০, ২৫, ২৬]

রসিকচাঁদ গোস্বামী (১৯শ শতাব্দী) বাগবাজার—কলিকাতা। আখড়াই গানে একজন খ্যাতনামা ঢোলবাদক ছিলেন। ঐ সময়ে রাধানাথ সরকারের নাম বেহালাবাদক হিসাবে এবং কন্ডাক্টার হিসাবে এক বৈষ্ণবদাসের নাম পাওয়া যায়। [১৭]

রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়। ঢাকা। জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এই জ্যোতির্বিদ্ বহু গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ: বাংলায়—প্রায় ১০টি; সম্পাদিত গ্রন্থ: সংস্কৃতে ১৩টি এবং ইংরেজীতে 'Extracts from Works on Astrology' (২ খণ্ড)। [৪]

রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ (৭·২·১৮৩৯ - ২৫·১১·১৯৪৭) বন্দ্য কাওয়ালজানি—ময়মনসিংহ। জন্ম একচক্রা—বীরভূম। গৌরমোহন চট্টরাজ। দীর্ঘজীবী এই ব্রাহ্মণ একাধারে অনন্যসাধারণ পণ্ডিত এবং শাস্ত্রবিদ

হয়েও সাংবাদিকতা ও কাব্যচর্চা করে গেছেন। পিতার কর্মক্ষেত্র মুর্শিদাবাদে এক মিশনারী সাহেবের কাছে ইংরেজী শেখেন। ঢাকার মেডিক্যাল কলেজে ক্যাজুয়াল স্টুডেন্ট হিসাবে চার বছর পড়েন। যৌবনে কাশীতে থেকে পরমহংস সর্ববিদ্যানন্দ স্বামীর কাছে ভাগবত অধ্যয়ন করে বৈদিক সাহিত্যে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। নিজের অধ্যবসায়ে বিভিন্ন পাঠাগারে অধ্যয়ন করে ক্রমে জীবন্ত বিশ্বকোষ হয়ে ওঠেন। রংপুরে চিকিৎসা ব্যবসা করা কালে সেখানে 'সরস্বতী' ও 'পারিজাত' নামে দুটি মাসিক পত্রিকা নিজের সম্পাদনায় প্রকাশ করেন। পরে কলিকাতার হাটখোলায় চিকিৎসা ব্যবসা এবং অধ্যয়ন অধ্যাপনায় ব্যাপৃত হন। এখানে শিশিরকুমার ঘোষের সঙ্গে পরিচিত হলে, তিনি তাঁকে 'আনন্দবাজার' ও 'বিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকার সম্পাদনার ভার দেন এবং উভয়েই মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। ১৮৯৯ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের সম্পাদক হয়েছিলেন। মূল ও টীকা সমেত তাঁর রচিত প্রায় ৩০টি গ্রন্থ আছে। তাঁর মধ্যে 'জগন্নাথবল্লভ' নাটকের বঙ্গানুবাদ, 'অদ্বৈতবাদ' নামে দর্শনগ্রন্থ, 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' নামে গবেষণাগ্রন্থ প্রভৃতি বিখ্যাত। বহু বৈষ্ণব-জীবনী ও সাপ্তাহিক 'প্রেমপুষ্প' পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। [৪, ৫, ১৪৯]

রসিকলাল চক্রবর্তী (পৌষ ১২৬৩ - ১২·১·১৩১৩ ব·) রায়গ্রাম—যশোহর। রামরতন। ভক্ত কবি রসিকলাল প্রথমে কয়েকটি যাত্রাদলে যোগ দেন। পরে নিজেই 'বালক সঙ্গীত' নামে দল গঠন করে (১২৯৫ ব·) স্বরচিত পালা 'জীবোদ্ধার' অভিনয় করান। তিনিই 'বালক সঙ্গীতে'র প্রবর্তক। বালক সঙ্গীত প্রথমে কয়েকটি সঙ্গীতের সমষ্টি ছিল, পরে তিনি তার সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনকথা কবিতাকারে সংশ্লিষ্ট করেন। নবদ্বীপের সুধীমণ্ডলী তাঁকে 'গুণাকর' উপাধি ও রতনপুর গ্রামের পণ্ডিত সম্মেলন তাঁকে গীতরত্নাকর' উপাধি দেন। ১৩১১ ব· তিনি সাধক-সঙ্গীতের দল গঠন করেন। তাঁর রচিত গীতাভিনয়: 'সীতার পাতাল প্রবেশ', 'চণ্ডে পাগল', 'মাধবের মধুরলীলা' প্রভৃতি। [৪, ১৯]

রসিকলাল দত্ত (১৮৪৪ - ৪·৪·১৯২৪) আটপুর—হুগলী। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে তিন বছর পড়ে ডিপ্লোমা লাভ করেন এবং আরও দু'বছর পড়ে শেষ পরীক্ষা না দিয়েই হাওড়া অঞ্চলে ডাক্তারী পেশা শুরু করেন। কিছুদিন পর কুলি জাহাজের ডাক্তার হয়ে ত্রিনিদাদে যান। পরে বিলাতের এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম·বি· ডিগ্রী নেন। দেশে ফেরার পর ১৮৭১ খ্রী· পুনরায় বিলাত যান এবং আই·এম·এস· হয়ে স্বদেশে সরকারী পদে নিয়োজিত হন। ১৮৯৩ খ্রী· পুনরায় বিলাত যান এবং আই·এম·এস· হয়ে ডাক্তারী পেশায় প্রভূত খ্যাতি ও অর্থ উপার্জন করেন। রাসায়নিক আবিষ্কারের জন্য তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডি·এস-সি। 'ক্লোরোপিক্রিন' নামক যৌগিক প্রস্তুত করার এক নূতন প্রক্রিয়া তিনি উদ্ভাবন করেন। শেষ-জীবনে নববিধান ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত হলেও নিজের সুবর্ণবণিক সমাজকে বরাবর সাহায্য করেছেন। লে· কর্নেল উপাধিধারী ছিলেন। [৩১]

রসিকলাল দাস[১] (১২৪৮ - ১০·১২·১৩২০ ব·) দক্ষিণখণ্ড—বর্ধমান। প্রখ্যাত কীর্তনীয়া অনুরাগী দাস। একজন প্রসিদ্ধ মনোহরসাহী কীর্তনীয়া। কতকগুলি অভিনব তাল, সুর ও চালের সৃষ্টি করে তিনি মনোহরসাহী কীর্তনকে শ্রুতিমধুর করেন। প্রসিদ্ধ কীর্তন-গায়ক গণেশ দাস তাঁর ছাত্র ছিলেন। [২৬, ২৭]

রসিকলাল দাস[২] (১৮৯৯ - ৩·৮·১৯৬৭) ফরমাইশখানা-সেনহাটি—খুলনা। রামচন্দ্র। বারুজীবী সাধারণ শিক্ষিত দরিদ্র পিতার সন্তান। স্কুলের ছাত্রাবস্থায় গুপ্ত বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে এসে সেবাকার্যে ব্রতী হন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বাঘাযতীনের মৃত্যু ও অন্যান্যদের গ্রেপ্তারের পর বিপ্লবের প্রস্তুতি ও সংগঠনের কাজ করেন। 'প্রবুদ্ধ সমিতি' স্থাপনের মাধ্যমে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের পাঠাগার স্থাপন ও সমাজসেবার দ্বারা কর্মী গঠনের চেষ্টা করেন। ১৯১৮ খ্রী· প্রবেশিকা এবং ১৯২০ খ্রী· আই·এ· পাশ করে বি·এ· পাঠরত অবস্থায় অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে কলেজ ত্যাগ করে পুরানো বিপ্লবীদের সঙ্গে দৌলতপুর সত্যাশ্রমে যোগ দেন। দলের নির্দেশে আদলপুর শাখা আশ্রমে গিয়ে ৫ বছর সংগঠনের কাজ করেন। এই সময় নেতাদের গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিসের তৎপরতা শুরু হলে তাঁকে গুপ্ত বিপ্লবাত্মক ঘাঁটি তৈরীর জন্য কলিকাতা এবং বাঙলার অন্যান্য অঞ্চলে নজর দিতে হয়। নেতারা মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি দলের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের পর (১৯৩০) আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের আশ্রয় দেন। এইসময় টেগার্ট হত্যা-চেষ্টায় দীনেশচন্দ্র মজুমদার ধরা পড়েন। এই প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ১৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। হাইকোর্টের বিচারে মুক্তি পান। গুপ্ত বিপ্লবপন্থায় বিশেষ দক্ষতার জন্য পুলিস প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহে অপারগ হয়। আদালতের বিচারে মুক্তি পেলেও সরকার তাঁকে পেশোয়ার, বেরিলি ও হিজলি জেলে ৮ বছর আটক রাখে। মুক্তি পাবার পর কংগ্রেসের সহসম্পাদকরূপে কাজ করবার সময় ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের পূর্বে গ্রেপ্তার হয়ে ৫ বছর আটক থাকেন। ১৯৪৬ খ্রী· মুক্ত হন। ১৯৪৯ খ্রী· শরণার্থীদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করে সম্পাদক হিসাবে ১৯৬৩ খ্রী· অন্ধ না হওয়া পর্যন্ত কাজ করেন। খ্যাতি ও প্রাপ্তির আশা না রেখে যে-সব বিপ্লবী আত্মত্যাগের মহৎ দৃষ্টান্ত রেখেছেন তিনি তাঁদের একজন। [৩৮, ১৪৯]

রহিমউল্লা। সুন্দরবনের বারুইখালির কৃষক-মোড়ল ও বিখ্যাত লাঠিয়াল। ইংরেজ মরেল জমিদারদের ম্যানেজার ডেনিস হেলির উৎপীড়ন ও অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি কৃষক সম্প্রদায়কে নিয়ে জমিদার-বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন (১৮৬১)। সে অঞ্চলের অন্যান্য বাড়ির মত তাঁর বাড়ির

চারদিকে গড় কাটা ছিল। সদর দরজায় ভিজে কাঁথা টাঙিয়ে তার আড়াল থেকে তিনি সারা রাত গুলি চালান। গুলি ফুরিয়ে গেলে বাড়ির মেয়েদের রূপোর গহনা ভেঙ্গে তার টুকরোগুলি দিয়ে গুলির কাজ চালান। শেষে ঢাল ও রামদা নিয়ে লড়াই করতে থাকেন। এই সময়ে হেলির গুলিতে তাঁর মৃত্যু হয়। [৫৬]

রহীমু-ন-নিসা-(রহিমন্নিচা) চট্টগ্রামে রহীমু-ন-নিসা নামে এক মহিলা কবির অনুলিখিত 'পদ্মাবতী' পুথি এবং সেই সঙ্গে তাঁর রচিত কাব্য আবিষ্কৃত হয়েছে। পাণ্ডুলিপির শেষে কাব্যে লিখিত দীর্ঘ 'আত্মবিবরণী', 'বারমাসী' এবং শিরোনামহীন একটি 'খণ্ডকাব্য' থেকে অনুমান হয় ১৭৬৩ খ্রী· থেকে ১৮০০ খ্রী· মধ্যে চট্টগ্রামে তাঁর জন্ম। পিতামহ ইংরেজদের তাড়া খেয়ে বিহারের মুঙ্গের থেকে সপরিবারে চট্টগ্রামে চলে এসেছিলেন। পিতার নাম আবদুল কাদের শাহ। মাতা আলিমন্নিচার কাছে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা। পরে আবুল হুসেন নামে এক পণ্ডিতের কাছে শিক্ষালাভ করে কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁকেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একমাত্র মুসলমান মহিলা কবি বলা যায়। [২১২]

রাইচাঁদ বড়াল (১৯·১০·১৯০৩ - ২৫·১১·১৯৮১) কলিকাতা। সঙ্গীত শিল্পী লালচাঁদ। সুরশিল্পী, সঙ্গীত পরিচালক রাইচাঁদ সঙ্গতিয়া হিসেবেও খ্যাতিমান ছিলেন। তাঁদের ১/১ প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটের বাড়ী তাঁর এবং তাঁর দুই ভাই বিষণচাঁদ ও কিষণচাঁদের প্রচেষ্টায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। তরুণ বয়সে কলিকাতার সঙ্গীত আসরে এনায়েত খাঁ, হাফিজ আলি খাঁ, জদ্দন বাঈ, গহরজান, জ্ঞান গোঁসাই, ভীষ্মদেব প্রমুখ বহু গুণী ব্যক্তির সঙ্গে তবলায় সঙ্গত করেছেন। ১৯২৭ খ্রী· কলিকাতায় রেডিয়ো স্টেশন স্থাপিত হলে নৃপেন মজুমদারের আহ্বানে বেতারকেন্দ্রে যোগ দিয়ে ভারতীয় সঙ্গীত বিভাগের প্রযোজক হন। ১৯৩০ খ্রী· তিনি চলচ্চিত্র জগতে আসেন। এদেশে চিত্রগীতির বিবর্তনের ক্ষেত্রে তাঁর কীর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নির্বাক ছবির যুগে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ক্র্যাফট-এর তৈরী 'চোর কাঁটা' ও 'চাষীর মেয়ে' ছবি প্রদর্শন কালে তিনি যন্ত্রীদের সাহায্যে উপযুক্ত আবহসঙ্গীত সৃষ্টি করেন। ১৯৩২ খ্রী· মুক্তি প্রাপ্ত 'চণ্ডীদাস'-এ তিনি সেই প্রথম এদেশের সবাক ছবিতে আবহসঙ্গীতের প্রচলন করেন। প্রায় দেড়শো ছবিতে সুর দিয়েছেন। ১৯৩৫ খ্রী· নিউ থিয়েটার্সের শব্দযন্ত্রী মুকুল বসুর সাহায্যে নতুন পদ্ধতিতে নৃত্য ও গীতের রেকর্ডিং করে তা 'ভাগ্যচক্র' ছবিতে সংযোজিত করে স্যুটিংয়ের সময় গান রেকর্ডিং করায় যে অসুবিধা ঘটত তা দূর করেন। ভারতে প্রথম কার্টুন চিত্রের নির্মাতা হিসাবেও তিনি স্মরণীয়। ওয়াল্ট ডিজনীর অনুপ্রেরণায় নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে তিনি 'পি ব্রাদার্স' প্রযোজনা করেন (১৯৩৪)। তাঁর সুরসৃষ্টি সার্থকতা পেয়েছিল পঙ্কজ মল্লিক, কুন্দনলাল সায়গল, কৃষ্ণচন্দ্র দে, কাননদেবী, চন্দ্রাবতী দেবী, উমাশশী, পাহাড়ী সান্যাল প্রমুখ শিল্পীর গানে। ১৯৭৯ খ্রী· 'দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কারে তাঁকে সম্মানিত করা হয়। [১৬, ১৭]

রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (জ্যৈষ্ঠ ১২৬৬ - ৩০·৭·১৩৫৯ ব·) মল্লিকপুর—বীরভূম। বেণীমাধব। বি·এ· এবং আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রথমে সিউড়ীতে ও পরে বিহারের চাইবাসায় ওকালতি করে প্রচুর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর গৃহে জাতিবর্ণনির্বিশেষে দরিদ্র ঘরের ছাত্ররা আশ্রয় পেত। দাতা হিসাবে খ্যাতি ছিল। পিতার নামে সিউড়ীতে 'বেণীমাধব ইন্‌স্টিটিউশন' ও বিহারের মানপুরে বাংলা স্কুল 'রাখালচন্দ্র থাকোসুন্দরী শিক্ষানিকেতন' প্রতিষ্ঠা তাঁর স্মরণীয় কীর্তি। মানপুরে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন এবং গ্রামবাসীর জলকষ্ট দূর করতে পুষ্করিণী ও কূপ খনন করেন। তাঁর ইচ্ছানুসারে বিহার সরকার তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর দেওয়া জমিতে আদিবাসী ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস নির্মাণ করে। [১৭৪]

রাখালচন্দ্র দাস, রাখালরানী (১৯১৮ - ৩০·১১·১৯৮৪)। তিরিশের দশকে যাত্রাদলে যোগ দেন। মহিলা চরিত্র অভিনয়ের জন্য একদা তিনি যাত্রা জগতে 'স্টারের' মর্যাদা পেতেন। 'রাখালরানী' নামটা সে সময়ে গ্রহণ করেন। বিভিন্ন পালায় দুশটিরও বেশি চরিত্রে স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। এক সময় 'নারায়ণ অপেরা' নামে দল গঠন করেছিলেন। ১৯৭৩ খ্রী· রাজ্য সরকার কর্তৃক সম্বর্ধিত হন। [১৬]

রাখাল চিত্রকর (১৯শ/২০শ শতাব্দী) সরধা—বীরভূম। মহতাব। নাম-করা পটশিল্পী প্রপিতামহ মানিক চিত্রকর, পিতামহ কৈলাস এবং তাঁর পিতাও বীরভূমের বিখ্যাত যম-পট অঙ্কনে পারদর্শী ছিলেন। তিনি মনে করতেন, 'হাত হাতি ঘোড়া/তিন টিপন্যার গোড়া'—অর্থাৎ যে হাত হাতি ও ঘোড়া আঁকতে পারে সে জগৎসংসারের যাবতীয় বিষয়ই আঁকতে পারে। তাঁর পুত্র বাঁকুর মূল জীবিকাও ছিল প্রতিমা-নির্মাণ ও পট অঙ্কন। ঐ জেলার চিত্রকর সম্প্রদায়ের মধ্যে পানুরিয়ার ভক্তি, জানকীনগরের বসন্ত, মদীয়ানের জানকী ও সদানন্দ, আয়াশের সতীশ, মটরু ও ভুতু, জুনিদপুরের হৃষীকেশ, সাহাপুরের শ্রীপতি ও অদৃষ্ট, শিবগ্রামের ভক্তি, ইটাগুড়িয়ার সুদর্শন প্রভৃতি শিল্পীর নাম উল্লেখযোগ্য। বীরভূমের যমপটের সর্ববৃহৎ সংগ্রহ আছে চব্বিশ পরগনার ব্রতচারী গ্রামে গুরুসদয় সংগ্রহালয়ে। [১৬৪]

রাখালচন্দ্র সামন্ত (১৯১৪ - ২৯·৯·১৯৪২) ঘাগড়া—মেদিনীপুর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে মহিষাদল পুলিস স্টেশন আক্রমণকালে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

রাখালদাস ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় (২৮·৫·১২৩৬ - ২·৮·১৩২১ ব·) ভট্টপল্লী—চব্বিশ পরগনা। সীতানাথ বিদ্যাভূষণ। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও পত্রিকাকার। নব্যন্যায়ে তাঁর উদ্ভাবিত নূতন কৌশল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ন্যায়শাস্ত্রে তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থ মুদ্রিত এবং বহু

ক্রোড়পত্র ও বাদ-গ্রন্থ অমুদ্রিত রয়েছে। ১৮৮৭ খ্রী· 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি দ্বারা সম্মানিত প্রথম আটজনের তিনি অন্যতম। [৯০, ১৩০]

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৫ - ১৯৩০) বহরমপুর—মুর্শিদাবাদ। মতিলাল। প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্। ১৯০০ খ্রী· বৃত্তিসহ এন্ট্রান্স ও ১৯০৩ খ্রী· এফ·এ· পাশ করে পিতামাতার মৃত্যুর পর পড়া বন্ধ রাখেন। এরপর ১৯০৭ খ্রী· বি·এ· এবং ১৯১০ খ্রী· এম·এ· পাশ করেন। ছাত্রাবস্থায় সঙ্গীত-সমাজের মঞ্চে অভিনয় করতেন। ১৯১০ খ্রী· ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের কর্মে প্রবেশ করে সহকারী থেকে সুপারিন্টেন্ডেন্ট হন এবং শেষে অধ্যক্ষরূপে ১৯২৬ খ্রী· অবসর নেন। ১৯২৮ খ্রী· থেকে তিনি কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। মহেঞ্জোদাড়োর সুপ্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার তাঁর অবিনশ্বর কীর্তি। কণিষ্ক সম্বন্ধে তিনি যে-সব তথ্য আবিষ্কার করেছেন সেগুলি প্রামাণ্য ব'লে স্বীকৃত হয়েছে। বাঙলার পালরাজাগণ সম্বন্ধেও বহু প্রামাণ্য তথ্য আবিষ্কার করেছেন। পাহাড়পুরের খননকার্যেরও পরিচালক ছিলেন। মুদ্রাতত্ত্বে সুপণ্ডিত তিনিই মুদ্রাসম্বন্ধীয় বিষয়ে প্রথম বাংলায় গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর 'প্রাচীনমুদ্রা' গ্রন্থটি ১৩২২ ব· প্রকাশিত হয়। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'বাংলার ইতিহাস' (২ খণ্ড), 'পাষাণের কথা', 'ত্রিপুরীর হৈহয় জাতির ইতিহাস', 'উড়িষ্যার ইতিহাস', 'ভূমারার শৈবমন্দির', 'বাঙ্গালীর ভাস্কর্য', 'শশাঙ্ক', 'ধর্মপাল', 'করুণা', 'ব্যতিক্রম', 'অসীম', 'পক্ষান্তর', 'অনুক্রম', 'The Origin of Bengali Script', 'Palas of Bengal', 'Eastern India School of Medieval Sculpture' ইত্যাদি। এছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। [৩, ৪, ৫, ৭, ২৫, ২৬]

রাখালদাস বায়েন। পরোটা—বীরভূম। কবিয়াল। জাতিতে মুচি। গ্রামের পাঠশালায় কিছু লেখাপড়া শিখেছিলেন। কবিগানের শিক্ষা কোনো বর্ণহিন্দু কবিয়ালের কাছে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত আহমদ হোসেন—'হামদু' কবিয়ালের শিষ্য হন। রাখালদাসের রচনা থেকে গুরু-শিষ্যের কিছু সংবাদ এবং তৎকালীন হিন্দু ও মুসলমান সমাজের আংশিক খবর জানা যায়। তাঁর একটি গানে আছে—'আমার গুরুর গোরো রং গাওনা ভালো জানে/তাঁর কাছে নাই কোনো ভেদ হিন্দু মুসলমানে।....গাঁয়ের কতক মোল্লা মোড়ল দেখতে নারে তাঁকে/তাইতো তিনি গাওনা করেন লুকিয়ে ফাঁকে ফাঁকে/আমার গুরুর ধর্মে নাকি গাওনা বারণ আছে/আমরা যেমন অছুৎ আছি উচ্চ জাতের কাছে'। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের কালে তিনি বেঁচে ছিলেন। দুয়েকটি ছড়াগানে গান্ধীভক্তি ও স্বদেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর অধিকাংশ রচনাই বিলুপ্ত। [১৪৯]

রাখালদাস মজুমদার (২১·১২·১৮৩২ - ১৮৮৭) চন্দননগর—হুগলী। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রেরণায় ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। সিপাহী বিদ্রোহের বছর (১৮৫৭) কটকে ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর্‌স অফ স্কুলস-এ চাকরি করতেন। ১১·৪·১৮৬১ খ্রী· বিলাত যান। সেখানে লন্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। বাঙালীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই গৌরবের অধিকারী। ১৮৬২ খ্রী· লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পরীক্ষা পাশ করে দেশে ফেরেন। ১৮৫০ খ্রী· 'দূরবীক্ষণবাদ' নামে সাময়িকপত্র সম্পাদনা করেন। তিনি 'শ্রীরামচরিত' (১৮৫৪) ও 'Precepts of Jesus' গ্রন্থের রচয়িতা। শেষোক্তটি রাজা রামমোহন-রচিত গ্রন্থের অনুবাদ। [২, ৪]

রাখাল ভট্টাচার্য (৪·২·১৯১০ - ১৬·৩·১৯৮০) মাদারিপুর—ফরিদপুর। কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ। ক্রীড়া-সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। 'নেশন' পত্রিকায় প্রথম লেখা শুরু করেন। কিছুদিন বৈকালিক 'ফ্রি ল্যান্স' পত্রিকায় লেখার পর ১৯৫২ খ্রী· ক্রীড়া-সাংবাদিক হিসাবে 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় যোগ দেন। ১৯৭১ খ্রী· অবসর গ্রহণের পর 'গ্যালারী' পত্রিকার সম্পাদক হন। স্বনামে ও 'আরবি' ছদ্মনামে লিখতেন। রচিত গ্রন্থ: 'কলিকাতার ফুটবল', 'ভারতীয় হকির দিগ্বিজয়ী কাহিনী', 'ওলিম্পিক', 'Indian Cricket Cavalcade', 'মহাপুরুষ পরিচিতি' প্রভৃতি। 'সেকাল একাল চিরকাল' তাঁর কাব্যগ্রন্থ। 'শ্রীচৈতন্য', 'মীরাবাঈ' প্রভৃতি সাতখানি নৃত্যনাট্য রচনা করেন। অনূদিত গ্রন্থ: 'বাঘিনী কন্যা' (পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সহযোগে), 'মহাবিশ্বের সন্ধানে', 'পরমাণুর কাহিনী', 'আর্নেস্ট হেমিংওয়ে' প্রভৃতি। সম্পাদনা করেছেন, 'Cricket : The Indian Way', '33rd World Table Tennis Commemoration Volume 75', 'David Hare Bi-Centenary Volume' প্রভৃতি। 'ভারতীয় শিল্পী পরিষদ' নামে একটি নৃত্যনাট্য-সংস্থা স্থাপন করেন। বহু ক্রীড়া-সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১৫৮, ১৭৪]

রাখালমণি গুপ্তা। এই মহিলা কবির 'কবিতামালা' কাব্যগ্রন্থ ১৮৬৫ খ্রী· প্রকাশিত হয়। [৪]

রাঘবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নভে· ১৮৯০ - ১৭·৪·১৯৮২)। শিবপুর—হাওড়া। রাজস্থানের প্রথম ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিস। স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে দর্শন শাস্ত্রে অনার্সসহ বি·এ· পাশের পর ইংল্যান্ডে গ্রে'স ইন থেকে ব্যারিস্টার হন। সাহসিকতার জন্য কিংস পুলিস মেডেল সহ বহু পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৪৮ খ্রী· অবসর গ্রহণের পর সর্দার প্যাটেল ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর অনুরোধে রাজস্থানের চাকুরি গ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গ পুলিস অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ১৯৪৫ খ্রী· হাওড়া হোমস স্থাপন করে তাকে ক্রমে একটি টেকনিকাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট এবং একটি নার্সেস ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে পরিণত করেন। মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের কেন্দ্রের সঙ্গে একটি গবেষণাকেন্দ্র খোলার ব্যবস্থার প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন। অভিনয়ে উৎসাহ ছিল। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের

অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। শিশির ভাদুড়ী ও নরেশ মিত্রর সঙ্গে অভিনয় করেছেন। [১৬]

রাজকুমার চক্রবর্তী (১৮৯২ ? - ১৫.৯.১৯৭৫) সন্দ্বীপ—নোয়াখালী। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও দেশকর্মী। দেশ-বিভাগের পর তিনি প্রায় ৫ বছর পাকিস্তান গণ-পরিষদের সদস্য এবং পরিষদীয় কংগ্রেস দলের সম্পাদক ছিলেন। তারপর থেকে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন এবং রাজ্য বিধান পরিষদেরও সদস্য হয়েছিলেন। ভারতীয় গণ-পরিষদেরও সদস্য ছিলেন। তার অর্ধশতাব্দীকালের শিক্ষক-জীবনের প্রায় সবটাই কেটেছে বঙ্গবাসী কলেজে। ১৯১৯ খ্রী· তিনি ঐ কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। বাঙলায় এমন অনেক পরিবার আছেন, যাঁদের তিন পুরুষই তাঁর ছাত্র। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, রামকৃষ্ণ মিশন, ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট, সন্দ্বীপ-হাতিয়া জনকল্যাণ সমিতি এবং আরও অনেক প্রতিষ্ঠানকে ন্যূনাধিক ৩ লক্ষ টাকা দান করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ঐ সংগঠনের সম্পাদক ও সভাপতি, তাছাড়া বহু বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও সিন্ডিকেটের সদস্য ছিলেন। [১৬]

রাজকুমার সর্বাধিকারী, রায়বাহাদুর (১৮৩৯ - ৯.৭.১৯১১) রাধানগর-কৃষ্ণনগর—হুগলী। 'সঙ্গীতলহরী' ও 'তীর্থভ্রমণ' গ্রন্থের রচয়িতা যদুনাথ। বি.এ· ও বি.এল· পাশ করে লক্ষ্ণৌ গিয়ে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সভা'র এবং 'সমাচার হিন্দুস্থানী' পত্রিকার সহ-সম্পাদকের পদ পান। পরে লক্ষ্ণৌ কলেজের সংস্কৃত ও আইনের অধ্যাপকরূপে ১৮৬৪ - ৮৪ খ্রী· পর্যন্ত কাজ করেন। কিছুদিন দক্ষিণারঞ্জন প্রতিষ্ঠিত 'Lucknow Times' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কৃষ্ণদাস পালের মৃত্যুর পর 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হন। অবসর গ্রহণের পর কলিকাতায় আসেন। তাঁর চেষ্টায় 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' ১৬.৩.১৮৯২ খ্রী· থেকে দৈনিক পত্রে রূপান্তরিত হয়। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ও প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর আইন অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর প্রদত্ত টেগোর বক্তৃতামালা 'হিন্দু ল অফ ইনহেরিটান্স' নামে প্রকাশিত হয়। ছাত্রদের উপযোগী ব্রিটিশ সংবিধানের ইতিহাস এদেশে তিনিই প্রথম রচনা করেন। [৪, ১৭, ১৯, ২৫, ২৬]

রাজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় (আনু· ১৮৫২ - ১৮৭৫)। স্বামী বিখ্যাত দেশকর্মী শশিপদ। স্বামীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ১২/১৩ বছর বয়স থেকে স্বামীর কাছে শিক্ষালাভ করেন এবং নিজেও পরিবারের ছোট ছোট মেয়েদের শিক্ষা দিতে থাকেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের জন্য সমাজ ও গৃহচ্যুত হন। এইসময় মেরী কার্পেন্টার বরাহনগরে তাঁদের গৃহে এলে তাঁরা উভয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে নারীশিক্ষার কাজে ব্রতী হন এবং মেরী কার্পেন্টারের অনুরোধে ১৮৭১ খ্রী· তিনি ইংল্যান্ড যান। ইংল্যান্ডে ৮ মাস থাকার পর দেশে ফিরে পুনরায় নারীশিক্ষামূলক বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত হন। তিনি স্বামীর সহযোগিতায় নিজেদের বাসগৃহে উদ্ধারপ্রাপ্তা নারীদের আশ্রয় দান ও শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। [৬]

রাজকুমারী রায়চৌধুরী (২০.৬.১৮৭৭ - ২৬.২.১৯৭৩) প্রখ্যাত চিকিৎসক ভুবনেশ্বর মিত্র। আদর্শ শিক্ষাব্রতী স্বামী উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ শাস্ত্রীর কাছে নারী শিক্ষা বিস্তার ও নারী প্রগতিমূলক সমাজসেবার কাজে প্রেরণা লাভ করেন। কবি ও 'বামাবোধিনী' পত্রিকার পরিচালন গোষ্ঠির অন্যতমা ছিলেন। কিছুকাল ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশনে শিক্ষকতা করেন। 'বামাবোধিনী' ছাড়া 'শিবম', 'নারায়ণ', 'যমুনা', 'শিশির', 'মহিলা' প্রভৃতি পত্রিকাতেও কবিতা, প্রবন্ধ প্রকাশ করতেন। [২০৯]

রাজকৃষ্ণ কর্মকার (১৮২৮ - ?) দফরপুর—হাওড়া। মাধবচন্দ্র। বিদ্যালয়ের শিক্ষা না পেলেও বুদ্ধি ও অধ্যবসায়-বলে কল-কারখানার কাজে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। কাশীপুর ও দমদম গান ফ্যাক্টরীতে কামান-বন্দুকের কাজ শিখে হেডমিস্ত্রী হন। ১২৭৬ ব· টাঁকশালের চাকরি নিয়ে নেপালে যান। তিনিই প্রথম সেখানে যন্ত্রসাহায্যে মুদ্রা প্রস্তুত করেন। সেখানে আধুনিক যন্ত্র আনিয়ে বন্দুকের কারখানাও স্থাপন করেন। নেপালরাজের মৃত্যুর পর কাবুলের আমীর আবদার রহমানের আহ্বানে ১২ জন কারিগরসহ কাবুল যান। সেখানেও নূতন ধরনের যন্ত্র আনিয়ে কামান-বন্দুকের কারখানা স্থাপন করেন এবং বহু পুরস্কার পান। ১২৯১ ব· পুনর্বার নেপালে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত কারখানার উন্নতিসাধন করেন। সেখানে তিনিই প্রথম বৈদ্যুতিক আলো চালু করেন। তাছাড়া কাঠের কারখানা, উন্নতমানের কামান, কামানের গাড়ি, মেসিনগান প্রভৃতি তৈরী করে কৃতিত্ব দেখান। মহারাজার কাছ থেকে 'কাপ্তেন' উপাধি ও ১২৯৩ ব· বহুমূল্য পাগড়ী উপহার পান। [২৫, ২৬, ৩১]

রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায় (২৯.৯.১২৪০ - ৯.১.১৩২১ ব· ?) নবদ্বীপ। সূর্যকান্ত বিদ্যালঙ্কার। আদি বাসস্থান শান্তিপুরের নিকট গয়ঘর গ্রাম। পিতামহ গোপীনাথ ন্যায়পঞ্চানন। নিজে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। ১৩০০ ব· নদীয়ার মহারাজা তাঁকে নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক-পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯১২ খ্রী· 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি পান। 'কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থের 'রামভদ্রী টীকা'র রচয়িতা রামভদ্র তর্কসিদ্ধান্ত তাঁর প্রপিতামহ। [১৩০]

রাজকৃষ্ণ দে (? - আগস্ট ১৮৪০)। ১৮৩৩ থেকে ১৮৩৭ খ্রী· পর্যন্ত হিন্দু কলেজে পড়েন। ১৮৩৮ খ্রী· কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডিগ্রীপ্রাপ্ত হন। তিনি পাশ্চাত্য মতে শিক্ষিত চিকিৎসকদের প্রথম দলের অন্যতম ছিলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে চাকরি নিয়ে দিল্লী ঔষধালয়ের ভারপ্রাপ্ত হন। কিন্তু ১ বছরের

মধ্যে মারা যান। চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য তিনিই সর্বপ্রথম শবব্যবচ্ছেদ করেন। এর আগে বৈদ্য মধু গুপ্ত ১৮৩৬ খ্রী· শবব্যবচ্ছেদ করেন কিন্তু তিনি ডাক্তারী বা চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন না। [৪১]

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (৩১·১০·১৮৪৫ - ১০·১০·১৮৮৬) গোস্বামী-দুর্গাপুর—নদীয়া। আনন্দচন্দ্র। কৃষ্ণনগর ও প্রেসিডেন্সী কলেজের কৃতী ছাত্র। ১৮৬৬ খ্রী· বি-এ·, ১৮৬৭ খ্রী· দর্শনশাস্ত্রে এম·এ· ও পরের বছর বি-এল· পাশ করেন। প্রথমে কিছুদিন ওকালতি করার পর কলিকাতার জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কটক ল কলেজ ও বহরমপুর কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৮৭৯ - ৮৬ খ্রী· পর্যন্ত গভর্নমেন্টের বাংলা অনুবাদকের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ফারসী, উর্দু, ওড়িয়া, সংস্কৃত, জার্মান, ফরাসী, ল্যাটিন ও পালি ভাষা জানতেন। বাঙলার রেনেসাঁর ঐতিহাসিকরূপে বাংলায় ক্ষুদ্রকায় 'বাঙলার ইতিহাস' রচনা করে খ্যাত হন। এই গ্রন্থ বাঙলার জাতীয় চেতনার সূচনায় সাহায্য করে। ভারতবর্ষীয়-বিজ্ঞান-সভার পরিচালক-সমিতির প্রথমাবধি অন্যতম সভ্য ছিলেন এবং এর সংগঠনে আর্থিক সাহায্য করেন। ১৮৮২ খ্রী· পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন সমিতির সদস্য হন। বাংলা গদ্য ও পদ্য রচনায় তাঁর সমান দক্ষতা ছিল। তিনিই সর্বপ্রথম 'বঙ্গদর্শনে' গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে বাঙলাদেশে বিদ্যাপতির যথার্থ পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা: 'রাজবালা', 'যৌবনোদ্যান', 'মিত্রবিলাপ ও অন্যান্য কবিতাবলী', 'কাব্যকলাপ', 'মেঘদূত', 'কবিতামালা', 'প্রথম-শিক্ষা বীজগণিত', 'প্রথম-শিক্ষা বাংলার ইতিহাস', 'প্রথম-শিক্ষা বাংলা ব্যাকরণ', 'Hints to the Study of Bengali Language' প্রভৃতি। তাঁর 'ভারতমাতা' কবিতা, 'ভারতমহিমা' প্রবন্ধ প্রভৃতিতে তাঁর জাতীয়তাবোধের পরিচয় পরিস্ফুট। [৩, ৮, ২৮]

রাজকৃষ্ণ রায় (২১·১০·১৮৪৯ - ১১·৩·১৮৯৪) রামচন্দ্রপুর—বর্ধমান। বিশিষ্ট নাট্যকার ও উপন্যাস-লেখক। আট বছর বয়সে পিতৃহীন হয়ে চাকরির আশায় নিউ বেঙ্গল প্রেসে যোগ দেন এবং নিজ চেষ্টায় পড়াশুনার কাজও চালিয়ে যান। কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর অ্যালবার্ট প্রেসের ম্যানেজার হন। এখান থেকেই ১২৮৫ ব· 'বীণা' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় তাঁর কবিতা, নাটক প্রভৃতি নিয়মিত প্রকাশিত হত। ১২৮৭ ব· 'বীণাযন্ত্র' প্রেস স্থাপন করেন। কিন্তু লোকসান শুরু হওয়ায় প্রেস বিক্রি করে ১২৯৪ ব· ঠনঠনিয়ায় 'বীণা-রঙ্গভূমি' প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে স্বরচিত পৌরাণিক নাটক 'চন্দ্রহাস' এবং অন্যান্যদের নাটক ও প্রহসন অভিনয় করতে থাকেন। ১২৯৭ ব· ঋণের দায়ে রঙ্গভূমি হস্তান্তরিত হলে ১২৯৮ ব· ষ্টার থিয়েটারের বেতনভোগী নাট্যকার হন। তিনি লিখেছেন প্রচুর। বিদ্রূপাত্মক কবিতার সাহায্যে জাতির চেতনা সঞ্চারে সাহায্য করেছেন। 'ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি' কবিতা তার প্রমাণ। 'ভারতগান' কবিতামালার প্রত্যেকটিতে দেশপ্রেমের কথা বলেছেন, আবার অলস, ভীরু, স্বার্থপর জাতি সম্বন্ধে ক্ষোভপ্রকাশও করেছেন। রচিত গ্রন্থ: 'পতিব্রতা', 'নাট্যসম্ভব', 'তরণীসেন-বধ', 'লয়লা-মজনু', 'দ্বাদশ গোপাল', 'বামনভিক্ষা', 'হিরণ্ময়ী', 'কিরণ্ময়ী', 'আগমনী', 'নিভৃত-নিবাস' প্রভৃতি। 'অবসর-সরোজিনী' তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। এছাড়াও রামায়ণ ও মহাভারতের পদ্যানুবাদ করেন। সম্ভবত তিনিই প্রথম বাঙালী যিনি সাহিত্যকে পেশারূপে গ্রহণ করেছিলেন। 'হরধনুভঙ্গ' নাটকে (১৮৮১) সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করেন। তাঁর 'বর্ষার মেঘ' কবিতায় ও 'রাজা বিক্রমাদিত্য' (১৮৮৪) নাটকে গদ্য-কবিতা রচনার প্রয়াস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'ভারতকোষ' নামে ভারতবর্ষ সম্পর্কিত প্রথম বিশ্বকোষের (১২৮৯ - ৯৯ ব·) সংকলক ছিলেন তিনি ও শরচ্চন্দ্র দেব। [৩, ৪, ৭, ২০, ২৫, ২৬, ২৮]

রাজনারায়ণ বসু (৭·৯·১৮২৬ - ১৮·৯·১৮৯৯) বোড়াল—চব্বিশ পরগনা। নন্দকিশোর। হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজের (১৮৪০ - ৪৩) খ্যাতনামা ছাত্র। অস্বাস্থ্যের জন্য কলেজ ত্যাগ করে উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদকরূপে তত্ত্ববোধিনী সভায় ১৮৪৬ - ৪৯ খ্রী· কাজ করেন। ১৮৪৯ খ্রী· সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী শিক্ষক এবং ১৮৫১ খ্রী· মেদিনীপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। ১৮৬৮ খ্রী· সরকারী কর্ম থেকে অবসর নেন। অন্যত্র পদোন্নতির সম্ভাবনা সত্ত্বেও প্রিয় কর্মকেন্দ্র মেদিনীপুর ত্যাগ করেন নি। এডুকেশন কাউন্সিল স্বীকার করেন, রাজনারায়ণের প্রভাবেই মেদিনীপুরের ছাত্রগণের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এখানে বিতর্কসভা প্রতিষ্ঠা করে ছাত্রদের মানসিক সৌকুমার্য সাধনের চেষ্টা করেন। পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও জ্ঞানার্জনের জন্য বাইরের বই পড়বার অভ্যাস করান। এই উদ্দেশ্যে একটি পাঠাগারও স্থাপিত হয়। শ্রমিক-কৃষকদের শিক্ষার জন্য একটি রাত্রিকালীন বিদ্যালয় এবং স্ত্রীশিক্ষার জন্য একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। একজন দেশপ্রেমিক হিসাবে তিনি মনে করতেন, দেশীয় ভাষার চর্চা দ্বারাই দেশীয় সাহিত্যের উন্নতি সম্ভব। ধর্মমতে তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন। জাতিবর্ণভেদ বিশ্বাস না করলেও সমাজে গভীর পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন। তাঁর পরিকল্পনায় উদ্দীপিত হয়ে নবগোপাল মিত্র হিন্দু মেলা সৃষ্টি করেন। ১৮৭৫ খ্রী· এই মেলার তিনি উদ্বোধক ছিলেন। হিন্দু মেলার পরে ন্যাশনাল সোসাইটি স্থাপিত হলে তিনি এখানে তিনটি নিবন্ধ পাঠ করেন। এই ন্যাশনাল সোসাইটির তত্ত্বাবধানে ন্যাশনাল স্কুল স্থাপিত হয় এবং সেখানে সার্ভে, ইঞ্জিনীয়ারিং, রসায়ন এবং সঙ্গীতের সঙ্গে ব্যায়াম, অশ্বারোহণ ও বন্দুক-চালনা শেখানো হত। বাঙালীরা যদি শিক্ষক, উকিল ও চাকুরের জাতিতে পরিণত হয় এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য ত্যাগ করে—তবে জাতি দরিদ্রতর হবে—এ ছিল তাঁর বিশ্বাস। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হলে তিনি তার সভ্য হন এবং ১৮৭৮ খ্রী·

লিটনের দেশীয় ভাষা সংক্রান্ত আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দেন। 'সঞ্জীবনী সভা' নামে গুপ্ত রাজনৈতিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তার সভাপতি হন। রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই সভাকে অনেকে বাঙলার বিপ্লবী সংগঠনের ও ব্রিটিশের অধীনতামুক্ত জাতীয় চেতনা প্রসারের অগ্রদূত বলে মনে করেন। 'ঋষি' আখ্যায় অভিহিত বঙ্গ সংস্কৃতির একজন প্রধান পুরোধা রাজনারায়ণ এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষকতাও করেছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'আত্মচরিত', 'সেকাল আর একাল', 'হিন্দু বা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত', 'সায়েন্স অফ রিলিজিয়ন', 'রিলিজিয়ন অফ লাভ' প্রভৃতি। তিনি ইংরেজীতে ব্রাহ্মধর্ম এবং আদি ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কেও গ্রন্থ রচনা করেছেন। শেষ-জীবনে দেওঘরে বাস করতেন। [৮, ২০, ২৫, ২৬, ৫৪]

রাজবল্লভ সেন, মহারাজ (১৬৯৮ - ১৭৬৩)। দুর্লভরাম। বলদারণীয়া-ঢাকার জমিদার ছিলেন। সিরাজদ্দৌলার সিংহাসন লাভের পূর্বে তিনি প্রথমে সুবাদারের 'বকসি' ও পরে সিরাজ নবাব হলে খালসার মুদ্রাধিকারী হন। বিষয়কর্ম উপলক্ষে তিনি মুর্শিদাবাদে এলে সিরাজদ্দৌলা এক সময় সরকারী রাজস্ব আত্মসাৎ করার অভিযোগে তাঁকে আটক করেন। ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম রাজস্ব বন্দোবস্তের সময় তিনি লর্ড ক্লাইভকে সাহায্য করেছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের পর কলিকাতার সুতানুটীর অন্তর্গত বাগবাজারে এসে বাস করেন। তাঁর বসতবাটীর ঐ অঞ্চল এখন 'রাজবল্লভপাড়া' নামে খ্যাত। মীরজাফর বাঙলার নবাব হলে তিনি সুবে বাঙলার দেওয়ানী পদ লাভ করেছিলেন। মীরকাশিমের রাজত্বকালেও কিছুদিন ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে বিহারের শাসন-কর্তা হন। কিন্তু মনোমালিন্য ঘটায় মীরকাশিম তাঁকে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে মারেন। তাঁর সময়ে তিনি পদ-মর্যাদায় বিশিষ্ট ব্যক্তি বলে গণ্য ছিলেন। [২, ৩, ২৫, ২৬, ৩১]

রাজলক্ষ্মী দেবী[১] (১৯০২ ? - ২৬·৫·১৯৭২)। প্রখ্যাত অভিনেত্রী। ১৯৩০ খ্রী· তাঁর অভিনয়-জীবন শুরু হয়। ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত রবীন্দ্রনাথের 'গৃহপ্রবেশ' নাটকে ভিখারাণীর ভূমিকায় অভিনয়ে ও গানে দর্শকসমাজকে মুগ্ধ করেন। পরবর্তীকালে নাট্য-নিকেতনে (অধুনা বিশ্বরূপা) 'গোরা' নাটকে আনন্দময়ীর চরিত্রে অভিনয় করে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা পান। শিশিরকুমার ভাদুড়ী তাঁর অন্যতম নাট্যগুরু ছিলেন। চলচ্চিত্রের অভিনেত্রীরূপেই তাঁর বিশেষ পরিচিতি। বাংলা, হিন্দী এবং অসমীয়া সমেত দ্বিশতাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন। [১৬]

রাজলক্ষ্মী দেবী[২]। সুলেখিকা ছিলেন। তাঁর রচিত ৬টি গ্রন্থের মধ্যে 'কেদারবদরী ভ্রমণ' ও 'ব্রাহ্মসমাজের আদি চিত্র' উল্লেখযোগ্য। [৪]

রাজলক্ষ্মী সেন (২৯·১১·১৮৫৩ - ৩১·৮·১৯১৪) নদীয়া। কিশোরীলাল মৈত্র। কেশবচন্দ্রের প্রথম দলের প্রচারক ভাই প্রমথকুমার সেনের স্ত্রী। বেথুন স্কুলে শিক্ষা। ১৮৭১ খ্রী· নেটিভ লেডিজ নর্মাল অ্যান্ড অ্যাডাল্ট্ স্কুল স্থাপিত হলে প্রথম শিক্ষয়িত্রী শিক্ষণের জন্য যোগ দেন এবং দীর্ঘদিন ভিক্টোরিয়া কলেজে শিক্ষিকা এবং অভিভাবকের কাজ করেন। ব্রাহ্মিকা সমাজ এবং আর্যনারী সমাজের বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। [১৯৯]

রাজশেখর বসু, পরশুরাম (১৬·৩·১৮৮০ - ২৭·৪·১৯৬০) বীরনগর (উলা)—নদীয়া। দ্বারভাঙ্গা রাজ-এস্টেটের ম্যানেজার দার্শনিক পণ্ডিত চন্দ্রশেখর। ১৮৯৫ খ্রী· তিনি দ্বারভাঙ্গা রাজস্কুল থেকে এন্ট্রান্স, ১৮৯৭ খ্রী· পাটনা কলেজ থেকে এফ·এ· এবং ১৮৯৯ খ্রী· কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানে অনার্সসহ বি·এ· পাশ করেন। তখনও এম·এস-সি· কোর্স চালু না হওয়ায় রসায়নে এম·এ· পরীক্ষা দেন ও প্রথম হন (১৯০০)। ১৯০২ খ্রী· রিপন কলেজ থেকে বি·এল· পাশ করে কিছুদিন আইন ব্যবসা করেছেন। ১৯০৬ খ্রী· জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হলে তিনি তাতে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। ১৯০৩ খ্রী· বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসে সামান্য বেতনে নিযুক্ত হয়ে স্বীয় দক্ষতায় অল্পদিনেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও তৎকালীন ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডা· কার্তিক বসুর প্রিয়পাত্র হন। কালক্রমে উক্ত কোম্পানীর পরিচালক হন। একদিকে গবেষণার কাজ অন্যদিকে ব্যবসা পরিচালনা—উভয় ক্ষেত্রেই তিনি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন। কেমিস্ট্রি ও ফিজিওলজির মধ্যে যোগ স্থাপন করে তিনি এক নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। ১৯৩২ খ্রী· অবসর নিলেও উপদেষ্টা ও ডিরেক্টররূপে আমৃত্যু এই কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নিয়মানুবর্তিতা ও সুশৃঙ্খল অভ্যাসের জন্য তাঁর জীবন-যাপন-পদ্ধতি কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে 'পরশুরাম' ছদ্মনামে রসরচনার জন্য তিনি খ্যাতিমান। তুলনায় বেশী বয়সে সাহিত্য-জীবন শুরু হলেও 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী' ও 'হনুমানের স্বপ্ন' গ্রন্থ বাঙলার রসিক-মহলকে আলোড়িত করেছিল। রসরচনা ছাড়া 'লঘুগুরু', 'বিচিন্তা', 'ভারতের খনিজ', 'কুটির শিল্প' নামে প্রবন্ধ-গ্রন্থাদিও বিখ্যাত। ১৯৩৭ খ্রী· তাঁর অসামান্য কীর্তি বাংলা অভিধান 'চলন্তিকা' প্রকাশিত হয়। অনুবাদ-গ্রন্থ : 'বাল্মীকি রামায়ণ', 'মহাভারত', 'মেঘদূত', 'হিতোপদেশের গল্প' প্রভৃতি। মোট রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ২১টি। সংখ্যা অপেক্ষা রচনার কারণে ও গুরুত্বে রাজশেখর স্মরণীয় পুরুষ। তিনি 'রবীন্দ্র পুরস্কার' ও 'আকাদেমী পুরস্কার'-প্রাপ্ত এবং 'পদ্মভূষণ' উপাধি-ভূষিত ছিলেন। ১৯৩৫ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গঠিত বানান-সংস্কার সমিতি এবং ১৯৪৮ খ্রী· পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিভাষা সংসদের সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৭ - ৫৮ খ্রী· যথাক্রমে কলিকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডক্টরেট' উপাধি-ভূষিত করেন। [৩, ৭, ১৭, ২৬]

রাজা বসু (আনু· ১৮৮৬ - ২২·৩·১৯৪৮)। পিতৃদত্ত নাম রিপেন্দ্র। ১৮ বছর বয়সে চামড়ার কাজ শিখতে বিলাত যান। সেখানে জাদুখেলা দেখানোর ব্যাপারে আগ্রহান্বিত হয়ে জাদুবিদ্যা শিখতে শুরু করেন এবং অপেশাদার জাদুকররূপে খ্যাতিমান হন। ১৯০৯ খ্রী· বিলাতে প্রথম পেশাদারী খেলার জন্য পিতৃদত্ত নামের বদলে 'রাজা বোস' নাম গ্রহণ করেন। ইংল্যান্ডের পেশাদারী মঞ্চে জাদুকররূপে অসামান্য প্রতিষ্ঠা ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম অর্জন করেন। তিনি তাঁর সুযোগ্যা সহকারিণী মিস হাইডীকে বিবাহ করেন। দেশে ফিরেও বিভিন্ন স্থানে জাদু প্রদর্শন করে জনপ্রিয় হন। তাঁর বিখ্যাত খেলা—Return of She (সুন্দরীর প্রত্যাবর্তন) এবং ভালুক ও শিকারীর খেলা। এছাড়া তাঁর নানারকম মুক্তির (escape) খেলাও প্রসিদ্ধ ছিল। ১৯২৮ খ্রী· ষ্টার থিয়েটার কর্তৃপক্ষ তাঁকে মঞ্চ-উপদেষ্টারূপে গ্রহণ করে 'ফুল্লরা', 'বিদ্রোহিণী' প্রভৃতি কয়েকটি নাটকের দৃশ্যে তাঁর জাদু-প্রতিভার সুযোগ নেন। স্বাস্থ্যভঙ্গ ও ব্যক্তিগত কারণে মৃত্যুর বহু আগেই পেশাদারী মঞ্চ থেকে অবসর নেন। ১৯৩১ খ্রী· নিখিল ভারত জাদু সম্মিলনীতে সর্বশ্রেষ্ঠ জাদুকর ব'লে স্বীকৃত হন। গণপতি প্রতিযোগিতায় অংশ না নিলেও খেলা দেখিয়েছিলেন। [১০২]

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে উইলিয়ম কেরীর সহকারী লেখকদের অন্যতম। তাঁর লেখা 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' বাংলা-গদ্যে লিখিত গ্রন্থটি ১৮০৫ খ্রী· শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির একটি সংস্করণ ১৮১১ খ্রী· লন্ডনে মুদ্রিত হয়েছিল। [২, ৩, ৪, ২০]

রাজু সরকার। ১৮৭২ - ৭৩ খ্রী· সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক। [৫৬]

রাজেন সেন। ১৯১১ খ্রী· আই·এফ·এ· শীল্ডবিজেতা মোহনবাগান দলের ১১ জন খেলোয়াড়ের অন্যতম। সেন্টার ফরোয়ার্ডে খেলতেন। বিপ্লবী অনুশীলন দলের সভ্য ছিলেন। জেলে লাঠিচার্জের সময় একজন জমাদারের লাঠি কেড়ে নিয়ে তাঁকে প্রহার করেন। ফলে সিপাহী জমাদার তাঁকে সেলাম করত। [৯২]

রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র, ডাঃ (১৮৩৪ - ১৪·১২·১৮৯৫)। স্কটিশ চার্চ ফ্রি ইনস্টিটিউশন ও কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। বিলাত থেকে এম·আর·সি·এস· ডিপ্লোমা লাভ করে ১৮৫৮ খ্রী· ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগ দেন। প্রথম দিকে সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে বহু জায়গায় কাজ করেন। ১৮৭৪ - ৯৩ খ্রী· কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে মেটেরিয়া মেডিকা ও ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত থাকেন। মহিলাদের মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির ব্যাপারে বিরুদ্ধবাদীদের অন্যতম ছিলেন। ১৮৮৪ খ্রী· কাদম্বিনী গাঙ্গুলী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলে খোলাখুলি অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তাঁর বিরূপতার জন্যই কাদম্বিনী দেবী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারী ডিগ্রী লাভে বঞ্চিত হন। [২১১]

রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, রায়বাহাদুর (১৮৫৯ - এপ্রিল ১৯১৯) নারায়ণপুর—চব্বিশ পরগনা। নসীরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৭০ খ্রী· আহিরীটোলা বাংলা পাঠশালা থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। প্রত্যেক পরীক্ষাতেই প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি এবং বি·এ· ও এম·এ· পরীক্ষায় সুবর্ণপদক পান। এরপর সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হন। ১৮৮৫ খ্রী· প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ পরীক্ষা পাশ করে ১০ হাজার টাকা মূল্যের পারিতোষিক লাভ করেন। ১৮৮৬ খ্রী· বাঙলা সরকারের অনুবাদ কার্যালয়ের দ্বিতীয় সহকারী এবং পরে ১৮৯৫ খ্রী· সরকারের পুস্তকালয়াধ্যক্ষ হন। ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় দক্ষ এবং দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। কলিকাতা 'সাহিত্য-সভা'র সম্পাদকরূপে ঐ সভার বিশেষ উন্নতি করেছেন। রচিত প্রবন্ধ: বাংলায়—'কবি ও কাব্য', 'লোকবৃত্ত ও সমাজস্থিতি' এবং ইংরেজীতে 'প্রাচীন ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রণালী' ও 'মুসলমান রাজত্বে কৃষির অবস্থা' প্রভৃতি ঐসময়ে যথেষ্ট আদৃত হয়েছিল। শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের উদ্যোগে তিনি ন্যায়দর্শনের 'ভাষাপরিচ্ছেদ' নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। [২০, ২৫, ২৬]

রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা (১৯০৪ - ১৯৮২)। পুরাণ বিশেষজ্ঞ বিশিষ্ট সংস্কৃত পণ্ডিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক। মধ্যযুগের ভারতবর্ষের আইন ও সমাজ সম্পর্কে মৌলিক গবেষণার জন্য এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে ১৯৮০ খ্রী· নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত পদক পান। সোসাইটির ফেলো ছিলেন। হিন্দু পুরাণের উপর কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। [১৬]

রাজেন্দ্র দত্ত (অক্টো· ১৮১৮ - ৫·৬·১৮৮৯) বহুবাজার—কলিকাতা। পার্বতীচরণ। ভারতবর্ষে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রথম প্রচারক। হিন্দু কলেজের ছাত্র হিসাবে রামতনু লাহিড়ীর সহপাঠী ছিলেন। ডিরোজিওর প্রভাবাধীনে মূর্তিপূজার বিরোধী হয়ে ওঠেন। ১৮৩৯ খ্রী· তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে কিছুদিন অধ্যয়নের পর ডা· দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তায় নিজের বাড়িতে দাতব্য অ্যালোপ্যাথিক ডিস্পেন্সারী খোলেন। পরে ১৮৬১ খ্রী· হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শুরু করে খ্যাতিমান হন। কথিত আছে, তাঁরই উপদেশে প্রসিদ্ধ ডা· মহেন্দ্রলাল সরকার অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ছেড়ে হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা শুরু করেন। এদেশে প্রথম হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের পত্তন তিনি করেন। বহু হোমিও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অর্জিত অর্থের অধিকাংশ দরিদ্রের সেবায়, শিক্ষাবিস্তারে ও নিজের একটি প্রথম শ্রেণীর লাইব্রেরী গঠনে ব্যয় করেন।

১৮৫৩ খ্রী· মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপনে রাধাকান্ত দেব, দেবেন্দ্রনাথ, আশুতোষ দেব প্রভৃতির সহযোগী এবং দেশীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠায় বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা। [৫, ৮, ২৫, ৪১]

রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ (? - ২৫·৯·১৯৫১)। ডক্টর সি·ভি· রমণের প্রিয় ছাত্র রাজেন্দ্রনাথ ১৯২১ খ্রী· ডি-এস-সি· উপাধি পান। ভারতীয়দের মধ্যে একমাত্র তিনিই আমেরিকার অ্যাকুইস্টিক্যাল সোসাইটির ফেলো ছিলেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকুইস্টিক্যাল ডিপার্টমেন্ট তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৯ খ্রী· পুনার বিজ্ঞান কংগ্রেসে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি ছিলেন। বিজ্ঞান-বিষয়ক বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। মৃত্যুকালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত ছিলেন। [৪]

রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (১৮৭৩ - ১৯৩৫)। যশোহর। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ১৯০০ খ্রী· সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অনুসারী ছিলেন। দক্ষিণ কলিকাতায় জগবন্ধু ইনস্টিটিউশন স্থাপনে (১৯১৪), ম্যালেরিয়ার মোকাবিলার জন্য মশক-নাশন সমিতি গঠনে তার সক্রিয় ভূমিকা ছিল। সুলেখক ছিলেন। কালিদাসের রচনাবলীর বঙ্গানুবাদ তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি। রচিত গ্রন্থ : 'কালিদাস ও ভবভূতি', 'কালিদাস', 'তপোবন' প্রভৃতি। [৩, ১৭]

রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, স্যার (২৩·৬·১৮৫৪ - ১৫·৫·১৯৩৬) ভ্যাবলা—চব্বিশ পরগনা। ভারতের যশস্বী শিল্পপতি। ৬ বছর বয়সে পিতৃহীন হয়ে মাতার তত্ত্বাবধানে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। প্রেসিডেন্সী কলেজে তিন বছর ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে স্বাধীন ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে একজন অংশীদার নিয়ে ঠিকাদারী শুরু করেন। ক্রমে একজন সুদক্ষ ইঞ্জিনীয়ার ও ঠিকাদার হয়ে ওঠেন। পরবর্তী কালে বিরাট-ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান মার্টিন কোম্পানীর অংশীদার হন। পলতা ওয়াটার ওয়ার্ক্‌স্‌, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল প্রভৃতি তাঁরই তত্ত্বাবধানে নির্মিত। মার্টিন কোম্পানীর রেলপথ স্থাপনের কৃতিত্ব তাঁরই। পরে তিনি বার্ন কোম্পানীর প্রধান অংশীদার হন। জনহিতকর কাজে এবং জন্মভূমি বসিরহাটের উন্নতিকল্পে বহু অর্থ দান করেছেন। ১৯০১ খ্রী· প্রথমবার এবং পরে ব্যবসায়ের প্রয়োজনে কয়েকবার বিলাত যান। ১৯১১ খ্রী· কলিকাতার শেরিফ হন। ১৯৩১ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সাম্মানিক ডি-এস-সি· (ইঞ্জিনীয়ারিং) উপাধিতে ভূষিত করেন। [৩, ৭, ২৫, ২৬]

রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী (১৯০১ - ১৭·১২·১৯২৭) মোহনপুর—পাবনা। পিতা ক্ষিতীশমোহন বঙ্গভঙ্গের সময় থেকেই পুলিসের নজরে ছিলেন। তাঁর পিতার কাছেই স্বদেশপ্রেমে দীক্ষা। উচ্চশিক্ষার জন্য বেনারস হিন্দু বিদ্যালয়ে আসেন। বারাণসীর ক্লাব, জিমন্যাশিয়ম ও সাহিত্য-বিষয়ক সকল কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক হন। ইতিহাস ও অর্থনীতিসহ বি·এ· পাশ করে ইতিহাসে এম·এ· পড়বার সময় বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসেন। এইসময় আধুনিক বোমা নির্মাণ-পদ্ধতি শেখবার জন্য কলিকাতায় যান। ৯·৮·১৯২৫ খ্রী· লক্ষ্ণৌ থেকে ১৪ মাইল দূরে কাকোরী ও আলমনগর স্টেশনের মধ্যে একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনকে চেন টেনে থামিয়ে টাকাসুদ্ধ সিন্দুক সরানো হয়। এ ব্যাপারে যে ১৬ জন অংশ নেন তিনি তাঁদের অন্যতম। কাকোরী ট্রেন ডাকাতির সূত্র ধরে দক্ষিণেশ্বর বোমা নির্মাণকেন্দ্র খানাতল্লাশী হয় এবং ৯·১·১৯২৬ খ্রী· তিনি ও অনন্তহরি মিত্র গ্রেপ্তার হয়ে ১০ বছরের দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। তাছাড়া ১·৫·১৯২৬ খ্রী· তাঁকে কাকোরী ষড়যন্ত্র ও অন্যান্য আরও ৩টি মামলার আসামী করে বিচার শুরু হয়। বিচারে তাঁর ও হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মির অপর তিন বিপ্লবী রমাপ্রসাদ বিসমিল, আসফাকুল্লাহ এবং ঠাকুর রওসন সিং-এর প্রাণদণ্ডাদেশ হয়। উত্তরপ্রদেশের গোণ্ডা জেলে তাঁর ফাঁসি হয়। ফাঁসির হুকুম রদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন নি। [১০, ৪২, ৪৩, ১০৪]

রাজেন্দ্রনাথ সেন (১৮৭৮ - ১৯৩৬)। মধুসূদন। ১৮৯৮ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রিতে প্রথম হয়ে এম·এ· পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কিছুদিন উত্তরপাড়া কলেজ ও ঢাকা জগন্নাথ কলেজে শিক্ষকতা করেন। ১৯০৭ খ্রী· ঘোষ স্কলারশিপ নিয়ে বিলাত যান এবং লীড্‌স্‌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম·এস-সি· পাশ করে ১৯১০ খ্রী· ইন্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসে মনোনীত হন। দেশে ফিরে এসে তিনি শিবপুর বি·ই· কলেজের কেমিস্ট্রি বিভাগে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯১৮ খ্রী· থেকে ১৯৩২ খ্রী· পর্যন্ত প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার পর কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ হন। ১৯১৬ খ্রী· তিনি বন্ধু বীরেন্দ্রনাথ মৈত্র ও খগেন্দ্রচন্দ্র দাশের সহযোগে ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং প্রাইভেট লিমিটেড স্থাপন করেন। [১৭]

রাজেন্দ্রনারায়ণ গুহঠাকুরতা (১৮৯২ - ২১·৭·১৯৪৫) বানারিপাড়া—বরিশাল। বসন্তকুমার। প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর। বরিশাল বি·এম· স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়বার সময় সার্কাসের দলে যোগ দেন এবং বিভিন্ন রকম ব্যায়াম শিখে নিজেই সার্কাসের দল গঠন করেন। তিনি বুকের উপর হাতী, গরুর গাড়ী ও রোলার তুলতে এবং চলন্ত মোটর থামাতে পারতেন। বাঙালীদের মধ্যে শরীরচর্চা প্রচলনের জন্য 'All Bengal Physical Culture' নামে সমিতি স্থাপন করেন। কলিকাতা সিটি কলেজ ও ল কলেজের ব্যায়াম-শিক্ষক ছিলেন। তাঁর ব্যায়াম-শিক্ষক ছিলেন সূর্যকান্ত গুহ। ১৯১৭ খ্রী· প্রথম কলিকাতায় আসেন ও 'কার্লেকার সার্কাসে' ৪ টন বা ১১০ মণ রোলার বুকে তুলে দর্শকদের বিমোহিত করেন। মূলত

তাঁরই চেষ্টায় বাঙালী যুবকদের মধ্যে শক্তির পরিচায়ক ক্রীড়াকৌশল দেখানর রেওয়াজ চালু হয়। প্রফেসর রামমূর্তি তাঁকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। [২৬, ১০৩]

রাজেন্দ্র মল্লিক (২৪.৬.১৮১৯ - ?) কলিকাতা। নীলমণি মল্লিকের দত্তকপুত্র। ইংরেজী, সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁর তিন বছর বয়সের সময় নীলমণির মৃত্যু হয়। তিনি সাবালক হয়ে পিতার বিশাল সম্পত্তির ভারপ্রাপ্ত হন। ১৮৬৬ খ্রী. ওড়িশার দুর্ভিক্ষের সময় কলিকাতায় আগত দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের জন্য অন্নসত্র খুলে সাহায্য করেন। এই কারণে ১৮৬৭ খ্রী. 'রায়বাহাদুর' ও পরে ১৮৭৮ খ্রী. 'রাজাবাহাদুর' উপাধি পান। কলিকাতা চিড়িয়াখানা তৈরীর (১৮৭৬) আগে তিনি তাঁর বাড়ীতে পাখীর বাগান করেছিলেন। কলিকাতার চিড়িয়াখানায় বহু পশু-পাখি প্রদান করেন। চিড়িয়াখানায় 'মল্লিক হাউস' নামক গৃহে তাঁদের রাখা হয়। শিল্প স্থাপত্যের প্রতি অনুরাগ ছিল। ছবি আঁকতে পারতেন, গান লিখে সুরও দিতেন। তাঁর কলিকাতা চোরাবাগানের প্রাসাদ মর্মরপ্রস্তরে নির্মিত এবং বহুসংখ্যক প্রস্তরমূর্তি ও তৈলচিত্রে অলঙ্কৃত। এই মর্মর-প্রাসাদটি কলিকাতার দর্শনীয় বস্তুসমূহের অন্যতম। [২৫, ২৬]

রাজেন্দ্রলাল আচার্য। বি.এ. পাশ করে সাবডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। প্রধানত ফরাসী শিশুসাহিত্যিক জুল ভার্নের গ্রন্থের অনুবাদক হিসাবেই তিনি সুপরিচিত। তাঁর অনূদিত গ্রন্থ: '৮০ দিনে ভূপ্রদক্ষিণ', 'বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ' প্রভৃতি। তাছাড়া তাঁর মৌলিক রচনাও আছে। রচিত মোট গ্রন্থের সংখ্যা ৭। [৪]

রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৬.২.১৮২২ - ২৬.৭.১৮৯১) শুঁড়া — চব্বিশ পরগনা। জনমেজয়। বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসচর্চার অন্যতম পথিকৃৎ, পুরাতত্ত্ববিৎ, সমালোচক ও প্রাবন্ধিক। গোবিন্দচন্দ্র বসাকের হিন্দু ফ্রী স্কুলে শিক্ষালাভের পর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন (১৮৩৭)। এখানে মেধা ও প্রতিভার পরিচয় দিলেও কয়েকজন ইংরেজের সঙ্গে বিবাদের ফলে ১৮৪১ খ্রী. কলেজ ত্যাগ করেন। এরপর আইন ও ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন এবং হিন্দী, ফারসী, সংস্কৃত ও উর্দু ভাষায় প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জন করেন। ১৮৪৬ খ্রী. এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। কখনও সহ-সভাপতি, কখনও সম্পাদক এবং সবশেষে প্রথম ভারতীয় সভাপতিরূপে (১৮৮৫) তিনি আমৃত্যু এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত থেকে কাজ করেছেন। ১৮৫৬ খ্রী. সরকার কর্তৃক ওয়ার্ড ইনস্টিটিউশনের ডিরেক্টর নিযুক্ত হওয়ায় তিনি সহ-সম্পাদকের সবেতন পদ ত্যাগ করেন। ম্যাক্সমুলারের মতে রাজেন্দ্রলাল তাঁর জীবিতাবস্থায় ভারততত্ত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল বহুবিধ। তাঁর বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল। সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন ও প্রকাশ তাঁর অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সোসাইটির 'Bibliotheca Indica' নামে গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত করে এগুলি প্রকাশ করেন। প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর সংখ্যা ১৩। উল্লেখযোগ্য যে, বেতনভুক্ কর্মচারী হিসাবে পদত্যাগ করার পরই তাঁকে সোসাইটির সভ্যপদ দেওয়া হয় (৬.২.১৮৫৬) এবং জুন মাসেই তিনি সোসাইটি কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রবন্ধ-নির্বাচনী কমিটির সভ্য ও গ্রন্থাগারিক ছিলেন। ১৮৫১ খ্রী. প্রতিষ্ঠিত ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটির তিনি সভ্য হন এবং সোসাইটির অর্থসাহায্যে নিজ সম্পাদনায় 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' নামে সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। প্রথম ৬ পর্ব তাঁর এবং ৭ম ও শেষ পর্বটি কালীপ্রসন্ন সিংহের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৮৬২ খ্রী. স্কুল বুক সোসাইটি ও ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি মিশে যায়। এই যুক্ত সমিতির পক্ষ থেকে তাঁর সম্পাদনায় ১৮৬৩ খ্রী. 'রহস্য সন্দর্ভ' নামে আর একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১০ বছর পর শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি পত্রিকাটি চালাতে অক্ষম হন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'সারস্বত সমাজ'-এর (১৮৮২) তিনি সভাপতি ও রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক ছিলেন। ১৮৫৪ খ্রী. আর্ট স্কুল স্থাপনে Hodgson Pratt-কে সাহায্য করেন এবং প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকরূপে দেশীয় যুবকগণ যাতে অঙ্কনশিল্প, স্থাপত্য এবং কারিগরিকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করে তার জন্য উৎসাহ দেন। তিনি দীর্ঘকাল মিউনিসিপ্যালিটি ও বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের সদস্য ছিলেন। ১৮৫৪ খ্রী. তাঁর চেষ্টায় শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে চিৎপুরে পক্ষকালব্যাপী একটি প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। ২.১.১৮৫৬ খ্রী. 'ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় থেকেই তিনি তার কোষাধ্যক্ষ ও সম্পাদক ছিলেন। তাঁর রচিত ৯টি বাংলা ও ২১টি ইংরেজী গ্রন্থের নাম-তালিকা থেকে তাঁর বহু-বিচিত্র মনীষার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যায়। ১৮৫০-৫৮ খ্রী. মধ্যে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সহায়তায় সম্ভবত তিনিই প্রথম বঙ্গাক্ষরে মানচিত্র প্রকাশ করেন। তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধাবলী যেমন কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, তেমনই বিলাতী পত্রিকা ও এদেশীয় ইংরেজী দৈনিকে এবং মাসিকেও বেরিয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সর্বপ্রথম সম্মানসূচক 'ডক্টর অফ ল' উপাধি প্রদান করেন (১৮৭৬)। বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশ কর্তৃক তিনি মোট ১০টি সম্মানে ভূষিত হন। সরকার তাঁকে রায়বাহাদুর, সি.আই.ই ও রাজা (১৮৮৫) উপাধি দেয়। রবীন্দ্রনাথ লেখেন, '.....রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন। ... তিনি একাই একটা সভা'। [৩, ৭, ২৬, ২৮]

রাজেন্দ্রশঙ্কর (? - ২৩.১১.১৯৮২) কালিয়াগ্রাম — যশোহর। পিতা শ্যামশঙ্কর চৌধুরী উদয়পুরের ঝালোয়ার রাজার দেওয়ান ছিলেন। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এস.সি.। যৌবনে খেলোয়াড়

হিসাবে নাম ছিল। দেশে ও বিদেশে ভারতীয় কলা ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে উদ্যোগী ছিলেন। অগ্রজ উদয়শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত আলমোড়ার ইন্ডিয়া কালচার সেন্টারের কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। পরবর্তীকালে নিজে বোম্বাইতে 'সঞ্চারিণী' নামে কলাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন ঘরানা ও এলাকার তরুণ শিল্পীদের সহায়তা করা। ভারতীয় নাচ ও গান নিয়ে লেখা তাঁর অজস্র প্রবন্ধ সঙ্গীতানুরাগীদের কাছে স্থায়ী সম্পদ। খেয়ালশিল্পী লক্ষ্মীশঙ্কর তাঁর স্ত্রী। [১৬]

রাজেশ্বর দাশগুপ্ত (২৬-৯-১৮৭৮ – ২২-১১-১৯২৬) বিক্রমপুর —ঢাকা। কাশীশ্বর। বরিশাল থেকে প্রবেশিকা, ঢাকা থেকে এফ-এ. এবং শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে কৃষিবিজ্ঞান পাশ করে ১৯০৪ খ্রী· ইন্ডিয়ান অ্যাগ্রিকালচারাল সার্ভিসে যোগ দেন। বাঙলার মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ঐ বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর হন। রাজকীয় কৃষি কমিশনে 'লিয়াজঁ অফিসারে'র কাজ করেন (১৯২৬)। এদেশে তিনিই বৈজ্ঞানিক কৃষি-পদ্ধতির প্রবর্তক। ডেমনস্ট্রেটরের পদ সৃষ্টি করে চাষীদের হাতে-কলমে বৈজ্ঞানিক কৃষি-পদ্ধতি শেখাবার ব্যবস্থা করার কৃতিত্ব তাঁরই। 'রাজেশ্বর প্লাউ' নামে হালকা ধরনের লাঙ্গলের তিনি উদ্ভাবক। উৎকৃষ্ট বীজভাণ্ডার স্থাপন, কৃষি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, চুঁচুড়ায় কৃষি-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও ঢাকায় কৃষিক্ষেত্রের পত্তন করেন। 'কৃষিকথা' নামে বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের প্রথম মাসিক পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন। তিনি গো-মহিষাদি গণনা ও পাটের হিসাব (১৯২২) এবং এবিষয়ে বঙ্গীয় বাৎসরিক বিবরণী প্রস্তুত করেন। রচিত গ্রন্থ: 'কৃষি বিজ্ঞান' (৩ খণ্ড), 'Cattle Wealth of Bengal' প্রভৃতি। [৪, ৫]

রাজেশ্বরী দত্ত (১৯২০ - ১০-৪-১৯৭৬)। পাঞ্জাবের বাসুদেব বংশের সন্তান। রবীন্দ্রসঙ্গীতের খ্যাতনামা শিল্পী। বিদুষী ও গভীর মননশীলতার জন্যও বিদ্বৎসমাজে পরিচিত ছিলেন। ১৯৩৭ খ্রী· লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। ১৯৩৯ খ্রী· বাংলা সরকারের গানের বৃত্তি নিয়ে শান্তিনিকেতনে আসেন। তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভা দেখে রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁকে গান শিখিয়েছেন। রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তিনি তালিম নেন। তাঁদের দ্বৈতকণ্ঠের একটি রেকর্ড আছে। এছাড়া শান্তিদেব ঘোষ ও শৈলজারঞ্জন মজুমদারের কাছেও গান শেখেন। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে ১৯৪৩ খ্রী· তাঁর বিবাহ হয়। ১৯৬০ খ্রী· স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে বিদেশে চলে যান। পরে লন্ডনেই থেকে যান। ১৯৬৩ খ্রী· কেমব্রিজে লেক্‌চারারের পদ গ্রহণ করে ভাষা ও লাইব্রেরী বিজ্ঞানের উপর থিসিস দাখিল করেন। ১৯৬৯ খ্রী· লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপার্টমেন্ট অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ-এর সঙ্গীত বিভাগের ডাইরেক্টর হিসাবে কাজে যোগ দেন। ভারতীয় ভাষা ছাড়া ইংরেজী, ফরাসী এবং গ্রীক ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের ধারার কয়েকটি দিকের অনুসন্ধান করতে কলিকাতায় এসে পথ দুর্ঘটনায় মারা যান। [১৬]

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় (১৮৯০ - ১৯৬৮ ?) বহরমপুর — মুর্শিদাবাদ। গোপালচন্দ্র। এম-এ· পাশ করার পর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। কর্মজীবনে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পর লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। ভারতের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্‌রূপে আমন্ত্রিত হয়ে ভারতে ও ইউরোপ এবং আমেরিকার বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা দেন। রচিত গ্রন্থ: 'বর্তমান বাংলা সাহিত্য', 'মনোময় ভারত', 'তরুণের ভারত', 'দরিদ্রের ক্রন্দন', 'শাশ্বত ভিখারী', 'শিক্ষাসেবক', 'পল্লীপ্রচারক', 'বিশ্বভারত' (২ খণ্ড) 'Democracies of the East : a study in comperative Politics', 'Theory & Art of Mysticism', 'The Social Structure of values', 'The culture and art of India', প্রভৃতি। 'উপাসনা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। [৪, ১৬৫]

রাধাকান্ত দেব (১০-৩-১৭৮৩ — ১৯-৪-১৮৬৭) কলিকাতা। গোপীমোহন। পিতামহ মুন্সী নবকৃষ্ণ (রাজা) শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। রাধাকান্তের প্রাথমিক শিক্ষা কামিংসের ক্যালকাটা অ্যাকাডেমিতে। তিনি পণ্ডিতদের কাছে সংস্কৃত ও ফারসী শেখেন। ১৮১৮ খ্রী· পিতার স্থলে হিন্দু কলেজ পরিচালন কমিটির সদস্য হন। এই কলেজের সঙ্গে ৩২ বছর যুক্ত থেকে আইন-কানুন নির্ধারণে অংশ নেন। ২৫-৪-১৮৩১ খ্রী· ডিরোজিওর বিতাড়ন ব্যাপারে তাঁর হাত ছিল। ৪-৭-১৮১৭ খ্রী· স্কুল বুক সোসাইটির পত্তনের সূচনা থেকেই ভারতীয় সম্পাদক হিসাবে তিনি বাংলা গ্রন্থ নির্বাচনে সাহায্য করেন এবং চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য হিন্দু ছাত্রগণের শবব্যবচ্ছেদ এবং উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাতযাত্রা সমর্থন ও এ ব্যাপারে অর্থসাহায্য করেন। চব্বিশ পরগনায় কৃষিকার্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ রচনা করেন। ১৮৩২ খ্রী· ফারসী ভাষায় হর্টিকালচারাল নিবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ ব্রিটেনের রয়্যাল হর্টিকালচারাল সোসাইটিতে পাঠিয়ে খ্যাতিমান হন। মাতৃভাষার মাধ্যমে কৃষি ও শিল্প-বিষয়ক বিদ্যালয় খোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। ১৮২২ খ্রী· পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' পুস্তিকাটি প্রণয়ন ও প্রচারে তিনি সাহায্য করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রভাব মুক্ত করার প্রচেষ্টায় 'হিন্দু চ্যারিট্যাব্‌ল্ ইন্‌স্টিটিউশনে'র একজন প্রধান কর্মকর্তা ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা প্রকাশের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। হিন্দু কলেজ পরিচালনাসংক্রান্ত ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে মতভেদের জন্য তিনি ১৮৫০ খ্রী· পরিচালন-কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করেন। এরপর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মতিলাল শীল, রাজেন্দ্রলাল দত্ত প্রমুখের সঙ্গে ২-৫-১৮৫৩ খ্রী· হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপন করেন। এটিই প্রথম জাতীয় কলেজ।

দুর্ভাগ্যবশত ১৮৫৮ খ্রী· অর্থাভাবে এই প্রতিষ্ঠানটি স্কুলে পরিণত হয়। ৪০ বছরের পরিশ্রমে প্রস্তুত ৮ খণ্ডে সম্পূর্ণ 'শব্দকল্পদ্রুম' তাঁর জীবনের অবিস্মরণীয় কীর্তি। রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি ও ইউরোপের অন্যান্য রাজগণ এই কাজের জন্য তাঁকে সম্মানিত করে। সরকার কর্তৃক 'কে·সি·এস·আই·' ও 'রাজাবাহাদুর' প্রভৃতি উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজনীতিক্ষেত্রে ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটির সভ্যরূপে তিনি জমির আইনসংক্রান্ত দুই-একটি আন্দোলনে অংশ নেন। ১৮৬১ খ্রী· পাদরী লঙ সাহেবের বিচারের পর নীলকর আন্দোলনে তাঁর অবদান স্বীকার করে অভিনন্দনপত্র প্রদানের তিনি প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি সতীদাহরোধ আইনের বিরোধী হলেও রেভা· কৃষ্ণমোহনের মতে যুগের তুলনায় অনেক প্রগতিবাদী ছিলেন। বৃন্দাবনে মৃত্যু। [২, ৭, ৮, ২৫, ২৬]

রাধাকান্ত নন্দী (১৯২৮ - ৩০·১১·১৯৮৪) বরিশাল। পিতা রোহিণীকান্ত ছিলেন তাঁর সময়ের নামী তবলিয়া, লয়দার শিল্পী। পিতামহ কালীচরণ ছিলেন কীর্তনীয়া। প্রখ্যাত সংগতিয়া রাধাকান্তের হাতে খড়ি পিতার কাছে। ছয় বছর বয়সে খোল বাজিয়ে পুরস্কার লাভ করেন। কলিকাতায় এসে অনোখিলাল মিশ্র ও জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কাছে তালিম নেন। তবলা, পাখোয়াজ ও নানা যন্ত্র বাদনে পারদর্শী ছিলেন। সিনেমার গানে, জলসার আসরে, রেকর্ডের গানে বহু বিশিষ্ট গায়কের সঙ্গে সঙ্গত করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। একক বাদনেও তাঁর যথেষ্ট নৈপুণ্য ছিল। গানের গলাও ভাল ছিল। অনামা শিল্পীদের সঙ্গে সঙ্গত করে তাদের উদ্বুদ্ধ করার বিশেষ ক্ষমতা ছিল তাঁর [১৬, ১৭, ২২৩]

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় (২৫·১·১৮৮১ — ১৯৬৩)। গোপালচন্দ্র। কৃতী পিতার সন্তান। ছাত্রজীবনে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর সরকারী বৃত্তি পান। ১৯০১ খ্রী· দুইটি বিষয়ে অনার্সসহ বি·এ· এবং ঐ বছরেই ইতিহাসে এম·এ· ও ইংরেজীতে 'কবডেন' পদক লাভ করেন। এটি একটি রেকর্ড। ১৯০২ খ্রী· ইংরেজীতে এম·এ· পাশ করেন, ১৯০৫ খ্রী· প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পান ও পি-এইচ·ডি· হন। ১৯০৩ খ্রী· রিপন কলেজে ইংরেজী সাহিত্যে অধ্যাপনা শুরু করেন। পরে বিশপ কলেজ, ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন, বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ প্রভৃতিতে পড়ান। ক্রমে বাঙলার বাইরেও অধ্যাপনার আহ্বান আসে। কাশী, মহীশূর ও লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পর জীবনের শেষাবধি লক্ষ্ণৌতেই ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসাবে কাজ করেন। জাতীয় আন্দোলনেও সহযোগিতা করেছেন। ১৯০৬-১৫ খ্রী· জাতীয় শিক্ষা-প্রচারকের কাজে বিভিন্ন জেলা ভ্রমণ করেন। জাতীয় কংগ্রেসের মনোনয়নে বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলে বিরোধী পক্ষের নেতা, বাঙলা সরকারের ফ্লাউড কমিশনের সদস্য, ওয়াশিংটনের FAO Preparatory Commission-এর ভারতীয় প্রতিনিধি এবং কাউন্সিল অফ স্টেটের রাষ্ট্রপতির মনোনীত সদস্য ছিলেন। জাতীয় ইতিহাস-গবেষক ও গ্রন্থকাররূপে তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। বরোদা সরকার তাঁকে 'ইতিহাস শিরোমণি' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেছিলেন। ১৯৪২ খ্রী· ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের প্রস্তাবমত সর্বভারতীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আবেদনক্রমে ৭৫ হাজার টাকা সংগ্রহ করে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতা বিষয়ে এক লেকচারারশিপ সৃষ্টি এবং 'ভারত কৌমুদী' নামে দেশী-বিদেশী সুধী লিখিত সুবৃহৎ গ্রন্থ উপহার দেওয়া তাঁর মনীষার পরিচায়ক। ১৯৫৭ খ্রী· 'পদ্মভূষণ' উপাধিভূষিত হন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচিত গ্রন্থ: 'অখণ্ড ভারত', 'A History of Indian Shipping', 'Local Government in Ancient India', 'Nationalism in Hindu Culture', 'Chandragupta Maurya & His Times', 'The University of Nalanda' প্রভৃতি। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ রাধাকমল তাঁর অনুজ। [৪, ৭, ২৬]

রাধাকৃষ্ণ দাস (১২/১৩শ শতাব্দী) দোপুখুরিয়াবাজার।—মুর্শিদাবাদ। প্রথম যৌবনে তিনি খ্যাতনামা কীর্তনীয়া শচীনন্দন দাসের কাছে বাজনা শিখে কিছুদিনের মধ্যেই ডাহিনের বাদক হন। প্রায় ৪০ বছর এই দলের মূল বায়েন ছিলেন। পরে রসিক দাস, অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়, গণেশ দাস প্রভৃতি কীর্তনীয়াদের দলে খোলবাদক হিসাবে খ্যাতিমান হন। কীর্তন-গায়ক হিসাবেও খ্যাতিমান ছিলেন। [৫, ২৭]

রাধাগোবিন্দ কর, ডাঃ (২৩·৮·১৮৫২ - ১৯·১২·১৯১৮) সাঁতরাগাছি — হাওড়া। ডা: দুর্গাদাস। চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠ করে ১৮৮৩ খ্রী· ইউরোপ যান। ১৮৮৭ খ্রী· এডিনবরার চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি কর প্রেস ও কারমাইকেল কলেজ নামে প্রথম বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই মেডিক্যাল কলেজটি বর্তমানে তাঁর (R.G. Kar) নামাঙ্কিত। তাঁর রচিত গ্রন্থ: 'ধাত্রীসহায়' (ড· সুরথ বসু সহ), 'ভীষক্ সুহৃদ', 'অ্যানাটমি', 'কর-সংহিতা', 'সংক্ষিপ্ত ভৈষজ্যতত্ত্ব', 'সংক্ষিপ্ত শিশু ও বালক চিকিৎসা', 'রোগী পরিচর্যা', 'নূতন ভৈষজ্যতত্ত্ব', 'প্লেগ', 'স্ত্রীরোগচিকিৎসা', 'গাইনিকল্যাজি' প্রভৃতি। [৪]

রাধাগোবিন্দ নাথ, ড· বিদ্যাবাচস্পতি (৩·২·১৮৭৯ - ১·১২·১৯৭০)। হাজিরপাড়া — নোয়াখালি। চন্দ্রমণি। ১৯০৫ খ্রী· গণিতে এম· এ· পাশ করে গণিতের অধ্যাপনাতে অতিবাহিত করেন। ১৯৩০ - ৪৩ খ্রী· কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ এবং ১৯৪৩-৪৬ চৌমুহানী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন। শেষ-জীবনে বৈষ্ণবশাস্ত্র ও বৈষ্ণব সাহিত্যের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', 'শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত', 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন' প্রভৃতি তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ। বৈষ্ণব সাহিত্যের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহু উপাধি ও 'রবীন্দ্র পুরস্কার' পেয়েছিলেন। [১৬, ১৭৪]

রাধাগোবিন্দ চন্দ্র (১৬·৭·১৮৭৮ - ৩·৪·১৯৭৫) বগচর — যশোহর। গোরাচাঁদ। কোনও বিশ্ববিদ্যালয় বা

বিদেশী ডিগ্রী দূরের কথা, এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অকৃতকার্য, সরকারী অফিসের পনের টাকা মাইনের সামান্য একজন কেরানী রাধাগোবিন্দ চন্দ্র এ-যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় ভারতের অন্যতম পথিকৃৎ। যশোহর কালেক্টরেট-এর কেরানী রাত জেগে সামান্য তিন ইঞ্চি দূরবীন দিয়ে ৭-৬-১৯১৮ খ্রী· নতুন একটি নক্ষত্র — 'অ্যাকুইলা-৩' সমগ্র এশিয়া ভূখণ্ডে তিনিই প্রথম প্রত্যক্ষ করেন। জ্যোতিষ্কের গ্রহণ, উল্কা—জ্যোতির্বিজ্ঞানের এইসব নানা বিষয়ের মধ্যে তাঁর অধিকাংশ পর্যবেক্ষণই ছিল পরিবর্তনশীল তারা বা ভ্যারিয়েবল স্টার নিয়ে। আমেরিকার হারভার্ড মানমন্দির, লন্ডনের ব্রিটিশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, ফ্রান্সের লিয়ঁ মানমন্দিরের ন্যায় আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের পত্রিকায় তাঁর পর্যবেক্ষণ-বিষয় নিয়মিত প্রকাশিত হত। এইসব সংস্থার তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। তাঁর গবেষণা কাজ ভেরিয়েবল স্টারের শ্রেণী বিভাগের সহায়ক ছিল। তাঁর কাজের সাহায্যের জন্য হারভার্ড মানমন্দির ১৯২৬ খ্রী· আমেরিকা থেকে সুদূর যশোহরের পল্লীতে তাঁকে একটি শক্তিশালী দূরবীণ উপহার পাঠিয়েছিল। তাঁর ব্যবহৃত এই দূরবীণটি বর্তমানে ঐতিহাসিক মূল্য সহকারে ভারতের অন্যতম বৃহৎ মানমন্দির কাভালুতে প্রতিষ্ঠিত আছে। ১৯২৮ খ্রী· ফরাসী সরকার অত্যন্ত সম্মানসূচক OARF উপাধি এবং একটি পদক প্রদান করে তাঁকে সম্মানিত করে। এদেশে পঞ্জিকা সংস্কার আন্দোলনেও তাঁর যথেষ্ট অবদান আছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক তাঁর প্রবন্ধাদি জ্ঞান ও বিজ্ঞান, প্রবাসী, দেশ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হত। তাঁর রচিত 'ধূমকেতু' একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ। 'সৌরজগৎ', 'তারা চিনিবার উপায়', 'নক্ষত্র জগৎ', 'সবিতা ও ধরণী' গ্রন্থগুলি এখনও পাণ্ডুলিপি আকারে রয়েছে। উত্তর বারাসতে অত্যন্ত অর্থকষ্টের মধ্যে তাঁর শেষ জীবন কেটেছে। [৮২, ২২৮]

রাধাগোবিন্দ বসাক (৮-১-১৮৮৫ — ১০-১২-১৯৮২)। ঢাকা। বিশিষ্ট প্রাচ্যতত্ত্ববিদ, ভারতীয় লেখতত্ত্ব ও লিপিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। ১৯০১ খ্রী· বৃত্তিসহ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অব্রাহ্মণ ছাত্র হয়েও সংস্কৃতভাবা ও সাহিত্যে তাঁর অধিকার অর্জন উল্লেখযোগ্য। এম·এ· পাশের পর কিছুদিন স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ভাষাবিদ পণ্ডিত হরিনাথ দের অধীনে কয়েক বছর প্রাচীন ভারতীয় লেখমালা ও লিপিতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা করেন। ১৯১১ খ্রী· রাজশাহী কলেজে এবং ১৯১১-২১ খ্রী· ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৩৩ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজে যোগ দিয়ে ১৯৪০ খ্রী· অবসরগ্রহণ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি, পালি এবং সংস্কৃত বিভাগগুলিতেও পড়াতেন। 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি'র সদস্য হিসাবে দিনাজপুরে আবিষ্কৃত গুপ্ত সম্রাটদের পাঁচটি তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার ও সম্পাদনা করেন। তিনি দামোদরপুর লেখমালা সংক্রান্ত প্রবন্ধের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রিফিথ পুরস্কার লাভ করেন। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'হিস্ট্রি অব নর্থ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া' (১৯৩৩)। এই প্রবন্ধের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ·ডি· ডিগ্রী পান। অবসরগ্রহণের পর পূর্ণ উদ্যমে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের অনুসন্ধানে উদ্যোগী হন। তাঁর কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের এবং 'বাবনবহো' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ উল্লেখযোগ্য। ভাষাবিদ হিসাবে মিশ্র সংস্কৃতে রচিত দুরূহ বৌদ্ধগ্রন্থ 'মহাবস্তু অবদান'-এর বঙ্গানুবাদ ও সম্পাদনা তাঁর স্মরণীয় কীর্তি। 'অশোক লেখমালা'র সঠিক ও সুসম্পাদিত সংস্করণ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' এবং 'গাথা সপ্তশতী'রও অনুবাদ করেন। সংস্কৃত পণ্ডিত হিসাবে রাষ্ট্রপতির সম্মান অভিজ্ঞান এবং সংস্কৃত কলেজ থেকে 'বিদ্যাবাচস্পতি' উপাধি পান। এশিয়াটিক সোসাইটির সাম্মানিক ফেলো ছিলেন। সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য এবং প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস নিয়ে তাঁর মৌল রচনা ও গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। [১৬]

রাধাচরণ চক্রবর্তী (১৮৯৩ - ১৯৩৮) চৌকিপাড়া — রাজশাহী। হরিচরণ। ছাত্রাবস্থায় তাঁর সাহিত্য-সাধনার শুরু। নাটোরে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করে 'কেয়া' ও 'প্রদীপ' নামে দুইটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'বঙ্গলক্ষ্মী' নামক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এবং 'অত্রি' ও ছোটদের 'জলছবি' নামে মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ৬টি উপন্যাস, ৩টি গল্পগ্রন্থ ও ৪টি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। 'মৃগয়া', 'বুকের ভাষা', 'চক্রপাক', 'আলেয়া', 'দীপা' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য। [৪]

রাধাচরণ দাস (২০·১২·১৩০১ ব· - ?) শালগাড়িয়া — পাবনা। তরুণ বয়স থেকেই বিভিন্ন সাময়িক পত্রাদিতে রচনাবলী প্রকাশ করতেন। কাব্যসমালোচনার জন্য পাবনা সাহাজাদপুর বাণী সম্মিলনী কর্তৃক রৌপ্যপদক এবং ১৯৪১ খ্রী· 'সাহিত্যরত্ন' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৩৩৬ ব· 'ভারতপ্রেস' মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। 'আরতি' দ্বৈমাসিক পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক এবং পাবনা থেকে প্রকাশিত 'সুরাজ' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'কবির স্বপ্ন' (১৩৩০ ব·)। [৪]

রাধাচরণ পাল (১৮৯২ - ১৯১৪) ভোজেশ্বর — ফরিদপুর। বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন। শিয়ালদা রাজনৈতিক ডাকাতি সম্পর্কিত ব্যাপারে গ্রেপ্তার হন। আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে মৃত্যু। [৪২]

রাধাচরণ প্রামাণিক (১৮৮৫ - ফেব্রু· ১৯১৭) মাদারীপুর — ফরিদপুর। ১৯১১ খ্রী· ছাত্রাবস্থায় পূর্ণ দাসের প্রভাবে বিপ্লবী দলে আসেন ও তাঁর নির্দেশে বাঘা যতীনের দলে যোগ দেন। ১২·২·১৯১৫ খ্রী· পুলিস একটি পিস্তল ও কয়েক রাউন্ড গুলিসহ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। আদালতে একাধিক মামলার সঙ্গে গার্ডেনরীচ ডাকাতির ব্যাপারেও আসামীরূপে অভিযুক্ত হন। এই ডাকাতির আসল আসামী নরেন ভট্টাচার্য (মানবেন্দ্রনাথ রায়), পরীক্ষিৎ মুখোপাধ্যায়, হীরালাল দাস ও সরোজভূষণ দাস ধরা পড়েছিলেন। তাঁদের বাঁচাবার জন্য

দলনেতা বাঘা যতীন ও পূর্ণ দাসের গোপন নির্দেশে তিনি আদালতে স্বীকারোক্তি করেন। ফলে আসল আসামীগণ মুক্তি পান এবং তাঁর ৭ বছর জেল হয়। রোগে আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যান। [৪২, ৪৩, ৭০]

রাধানাথ বসু মল্লিক (? — ১৮৪৪) কলিকাতা। রামকুমার। ইংরেজী শিখে বিলাত থেকে আগত জাহাজের মুৎসুদ্দীর কাজ করতে থাকেন। পরে বেকম কোম্পানীর মুৎসুদ্দী হন। ১৮৪২ খ্রী· জনৈক সাহেবের সঙ্গে মিলিত হয়ে হাওড়ায় একটি ডক নির্মাণ করে ঐ ডকের আয়ে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। পরে ঐ সাহেব বিলাত চলে যাওয়ার আগে তাঁকে হুগলী ডকেরও একমাত্র অধিকারী করে যান। ইংরেজদের সঙ্গে থাকলেও তিনি মনেপ্রাণে ও পোশাকে একজন খাঁটি বাঙালী ছিলেন। [২৫]

রাধানাথ মিত্র (২৬·৫·১২৩২ — ২৩·২·১৩২৮ ব·) জেজুর — হুগলী। কলিকাতা শীল্‌স্ ফ্রী কলেজের প্রধান শিক্ষক ও কবি ছিলেন। কবি-জীবনে তিনি ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য ছিলেন। কাব্য, উপন্যাস, গল্প ও রহস্য কাহিনীর প্রণেতা। 'বাঙ্গালী' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'গোরাচাঁদ', 'ঘরের ছবি', 'লালকুঠি', 'প্রণয়প্রসঙ্গ', 'জোড়া ডিটেকটিভ' প্রভৃতি। [৪]

রাধানাথ শিকদার (১৮১৩ - ১৭·৫·১৮৭০) জোড়াসাঁকো — কলিকাতা। তিতুরাম। গণিতশাস্ত্রজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক এবং হিমালয় এভারেস্ট শৃঙ্গের আবিষ্কারক। কমল বসুর স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর হিন্দু স্কুলে প্রবেশ করেন। সেখানে বিখ্যাত শিক্ষক ডিরোজিওর ভাবধারায় তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ড· টাইটলারের প্রিয় ছাত্ররূপে তিনি উচ্চগণিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ১৮৩২ খ্রী· ত্রিকোণমিতিভিত্তিক জরিপ বিভাগে যোগ দেন। কর্নেল জর্জ এভারেস্টের অধীনে কাজ করতেন। জরিপের কাজে এভারেস্ট আবিষ্কৃত 'এক্স-রে সিস্টেম'-এর তিনিই প্রথম প্রযোক্তা ছিলেন। ১৮৫২ খ্রী· তিনি হিমালয় পর্বতে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখর আবিষ্কার করেন। কিন্তু তৎকালীন সার্ভে-অধিকর্তা এভারেস্ট সাহেবের নামানুসারে এই শিখরের নাম 'মাউন্ট এভারেস্ট' রাখা হয়। এই বছরই তিনি চীপ কম্পিউটর পদের সঙ্গে কলিকাতার সরকারী আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ অফিসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট হন। ৩০ বছর চাকরির পর ১৮৬২ খ্রী· অবসর নেন। তাঁর রচিত 'Auxiliary Table' (১৮৫১) এবং 'The Manual of Surveying' নিবন্ধ ভারতীয় সার্ভের অপরিহার্য দলিল। ব্যাভেরিয়ার প্রাকৃতিক ঐতিহাসিক সোসাইটির লেখক ও সদস্য ছিলেন। প্রকৃত ডিরোজিয়ান রূপে প্যারীচাঁদ মিত্রের অবৈতনিক স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরবর্তী জীবনে জেনারেল অ্যাসেমব্লীজ ইন্‌স্টিটিউশনের অঙ্কের অধ্যাপক হন। শিল্প প্রশিক্ষণে উৎসাহী রাধানাথ ১৮৫৪ খ্রী· কলিকাতা আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্‌ট্ সোসাইটি স্থাপনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। এই বছরই বাংলা ভাষায় মহিলাদের জন্য প্যারীচাঁদ মিত্রের সহযোগিতায় 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশ করেন। স্বল্পস্থায়ী এই পত্রিকাটিতেই প্যারীচাঁদের বিখ্যাত 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হয়। গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষাজ্ঞানের সাহায্যে তিনি এই পত্রিকায় প্লুটার্ক, জেনোফোন ইত্যাদির রচনা থেকে উদ্ধৃতির সাহায্যে উচ্চাঙ্গের নিবন্ধ লিখতেন। সামাজিক ব্যাপারে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিরোধী এবং বিধবা-বিবাহে উৎসাহী ছিলেন। একজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ভারতীয় কুলীকে বেগার খাটানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় তিনি ১৫·৫·১৮৪৩ খ্রী· আদালত কর্তৃক অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই ঘটনা কিছুদিন পর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। [২, ৩, ৪, ৭, ৮, ২৫, ২৬]

রাধানাথ সেন (? - ১১·৮·১৯৪২) ঢাকা। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে ঢাকায় পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৪২]

রাধাবল্লভ স্মৃতি-ব্যাকরণ-জ্যোতিস্তীর্থ (১৬·৫·১২৮৮ - ১৪·৮·১৩৬৬ ব·)। বড়বেলতা—টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ। কৃপানাথ পাঠক। ১৯০৬ খ্রী· কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে জ্যোতিষের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। বাঙালীদের মধ্যে তিনিই প্রথম জ্যোতিষের উপাধিধারী। পরে ঐ কলেজ থেকে ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষাও পাশ করেন। ১৯১১ খ্রী· সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ ও জ্যোতিষশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অবসর গ্রহণের পর স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত 'পঞ্জিকা সংস্কার সমিতি'র সভাপতি নির্বাচিত হন। নিখিল বঙ্গ জ্যোতিষ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৪। [১৭২]

রাধাবিনোদ পাল (১৮৯৬ - ১০·১·১৯৬৭) সলিমপুর—নদীয়া। ১৯২০ খ্রী· এম·এল· এবং ১৯২৫ খ্রী· ডি·এল· পাশ করেন। ১৯১১ - ২০ খ্রী· আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক, ১৯২৫ খ্রী·, ১৯৩০ খ্রী·, ১৯৩৮ খ্রী· ঠাকুর আইন অধ্যাপক ; ১৯৪১ - ৪৩ খ্রী· কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারক ; ১৯৪৪ - ৪৬ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর এবং আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতের অন্যতম বিচারক (টোকিও ১৯৪৬ - ১৯৪৮) ছিলেন। আইন-সংক্রান্ত বহু গ্রন্থের রচয়িতা। জাপানের আন্তর্জাতিক আদালতে তিনিই একমাত্র বিচারক যিনি যুদ্ধকালীন জাপান সরকারকে যুদ্ধাপরাধী সাব্যস্ত করেন নি। [৪]

রাধামণি বা মণি। ৬·১০·১৮৩৫ খ্রী· কলিকাতা শ্যামবাজারের নবীন বসুর উদ্যোগে বাংলা নাটক 'বিদ্যাসুন্দরে'র যে অভিনয় হয় তাতে ১৬ বছর বয়স্কা রাধামণি বিদ্যার অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। এতে জয়দুর্গা নামে একজন প্রৌঢ়া রাণীর ও মালিনীর ভূমিকায় এবং রাজকুমারী বা রাজু নামে একজন বিদ্যার সখীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। বাঙালীর উদ্যোগে বাংলা নাটকের এটিই প্রথম অভিনয়। [৪০]

রাধামাধব কর (১৮৫৩ - ?) সাঁতরাগাছি—হাওড়া। ডা· দুর্গাদাস। তৎকালীন বিখ্যাত অভিনেতা। শিশুকাল থেকেই সঙ্গীতে অনুরাগী ছিলেন। প্রথম জীবনে বাঁশী বাজাতেন; পরে ব্যায়াম-ক্রীড়া-প্রদর্শন ও সখের কনসার্টের দল গঠন করে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মদাস সুর, অর্ধেন্দু মুস্তাফী প্রমুখের সঙ্গে পরিচিত হন। ১৮৬৮ খ্রী· প্রথম মঞ্চাভিনয় করেন 'সধবার একাদশী' নাটকে 'কাঞ্চনের' ভূমিকায়। এই নাটকে নিমচাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করেন গিরিশচন্দ্র। পরে বহু অভিনয়ে স্ত্রীভূমিকায় শিক্ষাদান করেছেন। আদি ন্যাশনাল থিয়েটার বিভক্ত হলে তিনি গিরিশচন্দ্রের বিরোধী এমারেল্ড থিয়েটারে যোগ দেন। ১৮৭৯ খ্রী· গদ্য ও পদ্যে 'বসন্তকুমারী' নাটক রচনা করেন। ভারত সঙ্গীত সমাজ থেকে একমাত্র তিনিই 'নাট্যাচার্য' উপাধি-ভূষিত হয়েছিলেন। বিখ্যাত ডাক্তার রাধাগোবিন্দ তাঁর অগ্রজ। [১৯, ৪৫]

রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭ ? - ২৫·১২·১৮৫২)। পাটনা আফিম এজেন্সীর দেওয়ান ফকিরচাঁদ। রামদুলাল দে, রসময় দত্ত, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতির সঙ্গে একযোগে তিনি গঙ্গাসাগর দ্বীপের জঙ্গল পরিষ্কার করে সেখানে তুলা চাষের ব্যবস্থা করার জন্য ১৮১৮ খ্রী· একটি সমিতি স্থাপন করেছিলেন। ১৮২৯ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত জেনারেল ব্যাঙ্ক ও ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮৩৩ খ্রী· ইউরোপ ও ভারতের মধ্যে বাষ্পীয় পোত চলাচলের ব্যবসায় করবার তাঁর পরিকল্পনা সফল না হলেও দেশীয় লোকের কাছে তাঁর উদ্যম যথেষ্ট আশার সঞ্চার করেছিল। হিন্দু কলেজের ব্যবস্থাপক কমিটির সভ্য, ১৮৩৯ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজ পাঠশালার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ১৮২৩ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় সমাজের সভ্য ছিলেন। ১৮৩৫ খ্রী· অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট হন। মার্চ ১৮৪৬ খ্রী· হিন্দু দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সাহায্য করেন। 'ধর্মসভা'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য ছিলেন। [৮]

রাধামাধব হালদার। 'এই কলিকাল' গ্রন্থের রচয়িতা। 'হুতোম', 'কুসুম', 'যুবরাজের ভ্রমণ বিবরণ' এবং 'সর্বচিকিৎসা বিজ্ঞান' নামে ৪ টি পত্রিকা ১২৮২ থেকে ১৩০৫ বঙ্গাব্দের বিভিন্ন সময়ে সম্পাদনা করেন। [৪]

রাধামোহন ঠাকুর (১৬৯৮ ? - ১৭৬৮ ?) মালিহাটি—মুর্শিদাবাদ। গতিগোবিন্দ। তাঁর দীক্ষাগুরু ছিলেন শ্যামানন্দ পুরী। পাণ্ডিত্যের জন্য মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে তাঁর যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল। মহারাজ নন্দকুমার তাঁর শিষ্য ছিলেন। 'পদামৃত সমুদ্র' গ্রন্থের সংগ্রহকর্তা। নিজেও ব্রজবুলি ও সংস্কৃত ভাষায় বহু পদ রচনা করেছেন। 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে তাঁর ১৮২ টি পদ ধৃত হয়েছে। তাঁর অধিকাংশ পদ ব্রজবুলিতে লেখা। তবে বাংলা পদ-রচনাতেও পারদর্শী ছিলেন। তিনি বাংলা পদাবলীর টীকা সংস্কৃত ভাষায় লেখেন। ১৭১৯ খ্রী· এক বিচার-সভায় উপস্থিত পণ্ডিতদের পরাস্ত করে তিনি পরকীয়াবাদ স্থাপন করেন। [২, ৩, ৪, ২০, ২৬]

রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি গোস্বামী (১৮শ শতাব্দী) শান্তিপুরের বিদ্বৎসমাজের খ্যাতনামা পণ্ডিত। অদ্বৈতাচার্যের অধস্তন সপ্তম পুরুষ। ৮০ বছরের বেশি জীবিত ছিলেন। তাঁর প্রণীত গ্রন্থসমূহ তিনভাগে বিভক্ত—বৈষ্ণবশাস্ত্র, নব্যস্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্র। নবদ্বীপের বাইরে নব্যন্যায়ের পত্রিকা রচনা করে যাঁরা যশস্বী হয়েছিলেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে তাঁর যথেষ্ট অবদান আছে। [৯০]

রাধামোহন ভট্টাচার্য (সেপ্টে, ১৯০৮ - ১৩·১·১৯৮৩)। বিষ্ণুপুর—বাঁকুড়া। চলচ্চিত্র ও মঞ্চ অভিনেতা ও সিনেমা সমালোচক, বহু ভাষাবিদ্, ধ্রুপদীসঙ্গীতে ব্যুৎপন্ন রাধামোহন সেতার এস্রাজ বাজাতেন এবং আবৃত্তিকার হিসাবেও খ্যাতি ছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্রের কৃতী ছাত্র। ১৯৪৪ খ্রী· জ্যোতির্ময় রায়ের 'উদয়ের পথে' ছবিতে আদর্শবাদী নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করে রাতারাতি জনপ্রিয় হন। এর আগে 'অপরাধ' ছবিতে খল নায়কের ভূমিকায় (১৯৪২) এবং হিন্দী ছবি 'তমন্না'য় অভিনয় করেছেন। এরপর বহু ছবিতে অভিনেতা হিসাবে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। নাটকেও অভিনয় করেছেন। গিরিশ থিয়েটারে 'ডাউন ট্রেন' নাটকে অভিনয় করে শ্রেষ্ঠ মঞ্চাভিনেতার পুরস্কার পান (১৯৬০)। স্টেটসম্যান পত্রিকায় সঙ্গীত-সিনেমা সমালোচক হিসাবে কাজ করেছেন। ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর তাঁর লেখাও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হত। ১৯৫৭ খ্রী· মস্কো যান ইংরেজী থেকে রুশ সাহিত্য বাংলায় অনুবাদ করার জন্য। রুশ গ্রন্থ 'খোঁড়া রাজকুমার' ও 'মুমু' বাংলায় অনুবাদ করেন। রুশ, ফরাসী ও জার্মান ভাষায় জ্ঞান ছিল। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতির সদস্য, ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ·ডি· গবেষণাপত্রের পরীক্ষক, শিল্পী সংসদের পৃষ্ঠপোষক এবং কিছুকাল অভিনেতৃসংঘের সভাপতি ছিলেন। [১৬]

রাধারমণ দত্ত। শ্রীহট্ট। সুপ্রসিদ্ধ সাধক-কবি। তিনি সহস্রাধিক বাউল সঙ্গীত রচনা করেছেন। এ ছাড়া তাঁর রচিত বহু ধামাইল, গোপিনী-কীর্তন ও বৈষ্ণবীয় ভাটিয়ালী সঙ্গীত আছে। তাঁর ভণিতাযুক্ত সঙ্গীতের সংখ্যা বেশী নয়। [১৮]

রাধারমণ বিদ্যাভূষণ, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ (১৮৭৫ - ১৯৩৬) পশ্চিমপাড়—কোটালিপাড়া, ফরিদপুর। রামকমল চক্রবর্তী। ফরিদপুর ও বরিশাল জেলায় কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর ১৯০২ খ্রী· কলিকাতার মেট্রোপলিটান কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৩৬ খ্রী· অবসর গ্রহণের সময় তিনি ঐ বিভাগের প্রধান ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও বহুদিন তার সহ-সভাপতি ছিলেন। 'বঙ্গবাসী' ও 'হিতবাদী' পত্রিকায় তাঁর বহু প্রবন্ধ ও শাক্তগীতি প্রকাশিত হয়েছে। [১৭২]

রাধারাণী লাহিড়ী (১৮৫৩-২১·৩·১৯২৫)। আগ্রায় জন্ম। পৈতৃক নিবাস নদীয়া। পিতা দ্বারকানাথ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেও তিনি তাঁর দুই কন্যাকে ধর্মান্তরিত করেন নি। রাধারাণী তাঁর পিতৃব্য রামতনু লাহিড়ীর অভিভাবকত্বে এবং কেশবচন্দ্রের সান্নিধ্যে প্রতিপালিত হন। ১৮৭১ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত 'নেটিভ লেডিজ নর্মাল অ্যান্ড অ্যাডাল্ট স্কুল'-এ প্রথমে তিনি শিক্ষয়িত্রী-শিক্ষণ শ্রেণীতে ভর্তি হন। পরে ঐ স্কুলেরই শিক্ষয়িত্রী পদে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়। ১৮৭৮ - ৭৯ খ্রী· এই স্কুলে আর্থিক সংকট দেখা দিলে তিনি বেথুন স্কুলে প্রেরিত হন। ১৮৮৭ - ৯৩ খ্রী· বেথুন স্কুলের প্রধানশিক্ষিকা-পদে অধিষ্ঠিত থেকে অবসর গ্রহণ করেন। [১৯]

রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী (১৮৬৩ - ১৯২৪) বিষ্ণুপুর। লব্ধপ্রতিষ্ঠ পাখোয়াজবাদক জগৎচাঁদ। পিতৃবন্ধু সুবিখ্যাত যদুভট্ট ও বিষ্ণুপুরের স্বনামধন্য সঙ্গীতজ্ঞ অনন্তলাল তাঁর সঙ্গীত-শিক্ষার গুরু। ১৫/১৬ বছর বয়সে কলিকাতায় এসে বেতিয়া ঘরানার খ্যাতনামা ধ্রুপদী শিবনারায়ণ মিশ্র ও গুরুপ্রসাদ মিশ্রের কাছে প্রায় ১৫ বছর সঙ্গীত শিক্ষা করেন। এসময় গুরুপ্রসাদের কাছে কিছু খেয়াল গানও শেখেন। আদি ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীতের মাধ্যমে সমষ্টিগতভাবে প্রার্থনার ভিত গড়ে তোলার কাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে ঐ প্রতিষ্ঠানে সঙ্গীতাচার্যপদে আহ্বান করেন। এখানে তাঁর অবদান এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁকে দিয়ে বহু গানে সুরযোজনা করিয়েছেন। উত্তর ভারতের সঙ্গীতমহলেও সমাদৃত ছিলেন। কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আহ্বানে কয়েক বছর বহরমপুরে বাস করেন। সেখানে মহারাজা স্থাপিত সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-পৃষ্ঠপোষক ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষের বাসভবনে কয়েক বছর কাটান এবং এখানে তিনি নিজে একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সঙ্গীতজ্ঞ জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ (১৯০৬ - ৪৮) তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও সঙ্গীতের ছাত্র। [৩, ৫, ২৬, ২০২]

রাধিকামোহন মৈত্র (? - ১৬·১০·১৯৮১) প্রখ্যাত সরোদিয়া। 'আষাঢ় ক্লাব'কে উপলক্ষ করে প্রত্যেক বছর রাজশাহীতে ভারতের প্রথম শ্রেণীর গাইয়ে বাজিয়েরা সমবেত হতেন। যদিও আষাঢ় ক্লাবের নেপথ্যে ছিলেন তাঁর পিতা এবং শহরের অন্যান্য বিশিষ্ট মানুষ তবুও এই অনুষ্ঠানের আয়োজনের দায়িত্বভার ছিল তাঁর উপর। 'স্বতন্ত্র' সংস্থারও তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন। 'স্বতন্ত্র'র উদ্যোগেও প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগের বহু বিখ্যাত গুণিজন রাজশাহীতে গিয়েছেন। তাঁর প্রথম রেকর্ড হয়েছে স্বাধীনতার আগে। সে রেকর্ডে সঙ্গত করেন কেরামাতুল্লা খাঁ। জহরলাল নেহরুর আমলে অনিলকুমার চন্দের নেতৃত্বে ভারত থেকে যে সাংস্কৃতিক মিশন চীনে গিয়েছিল সেই দলে তিনিও ছিলেন। পরবর্তী সময়ে একবার অস্ট্রেলিয়াতে বাজাতে গিয়েছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'যন্ত্রসঙ্গীত প্রবেশিকা'। [১৭]

রামকমল ন্যায়রত্ন (১৫·৯·১২১২ - ১২৬৮ ব·) নৈহাটি—চব্বিশ পরগনা। শ্রীনাথ তর্কালঙ্কার। নৈহাটির শেষ প্রথিতনামা নৈয়ায়িক। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে খানাকুল-কৃষ্ণনগরের বারাণসী বিদ্যালঙ্কার ও ক্ষীরপাই-এর শ্রীরাম শিরোমণির নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর নব্যন্যায়ের পত্রিকা ছিল। [৯০]

রামকমল ভট্টাচার্য (১৮৩৪ - ১১·৬·১৮৬০) কলিকাতা। রামজয় তর্কালঙ্কার। সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম হন। এখানে সাহিত্য, অলঙ্কার, দর্শন, ইংরেজী সাহিত্য, গণিত ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। বিদ্যাবত্তার জন্য তৎকালীন সমস্ত খ্যাতনামা ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হন। ১৮৫৭ খ্রী· নর্ম্যাল স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। চক্ষুরোগের জন্য পড়াশুনা অসম্ভব হলেও, যা কিছু রচনা তা তিনি এই সময়েই করেন। ইউক্লিডের পদ্ধতি প্রাচীন এবং বোঝার পক্ষে কালক্ষয়ী মনে হওয়ায় জ্যামিতি-বিষয়ক নূতন গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। নর্ম্যাল স্কুলের ছাত্রদের জন্য বেকনের কয়েকটি বাছাই সন্দর্ভ রচনা তাঁর দ্বিতীয় প্রচেষ্টা। তাছাড়া আরও কয়েকটি অপ্রকাশিত গ্রন্থ আছে। নানা কারণে তিনি আত্মহত্যা করেন। প্রখ্যাত পণ্ডিত ও শিক্ষাব্রতী কৃষ্ণকমল তাঁর অনুজ। [৪, ২৮, ৪৫]

রামকমল সিংহ (১৮৮০ - ১৯৫০) কান্দী—মুর্শিদাবাদ। এফ·এ· পাশ করে কলিকাতা মিউজিয়মে কেরানীর কাজ করতেন। ১৯০৫ খ্রী· বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে কর্মত্যাগ করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে যোগ দেন। দীর্ঘ ৪৫ বছর পরিষদের ভারপ্রাপ্ত হয়ে তার উন্নতিবিধান করেন। [৪, ৫৯]

রামকমল সেন (১৫·৩·১৭৮৩ - ২·৮·১৮৪৪) গরিফা—চব্বিশ পরগনা। গোকুলচন্দ্র। গ্রামে এক পাদ্রীর স্কুলে ও কলিকাতার রামজয় দত্তের স্কুলে ইংরেজী এবং বাড়িতে সংস্কৃত শেখেন। ১৮০০ খ্রী· কলিকাতার চীফ ম্যাজিস্ট্রেট মি· নেমীর অধীনে এবং ১৮০৩ খ্রী· গভর্নমেন্টের সিভিল আর্কিটেক্টের অধীনে শিক্ষানবিশী করেন। ১৮০৪ খ্রী· ডা· উইলিয়ম হান্টারের হিন্দুস্থানী প্রিন্টিং প্রেসে কম্পোজিটর ও পরে তত্ত্বাবধায়ক হন। ১৮১৭ খ্রী· এশিয়াটিক সোসাইটির সভার কেরানীর কাজে নিযুক্ত হয়ে কার্যকুশলতার জন্য ক্রমে ঐ সভার সম্পাদকের পদ লাভ করেন। ১৮২৮ খ্রী· ডা· উইলসনের অধীনে টাকশালের দেওয়ান হন। ১৪·১১·১৮৩২ খ্রী· বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান নির্বাচিত হয়ে আমৃত্যু ঐ পদে ছিলেন। জানুয়ারী ১৮২৩ খ্রী· হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ, জুন ১৮৩৫ খ্রী· থেকে ১·১·১৮৩৯ খ্রী· পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, সুপারিশ কমিটির সভ্য, ১৮৩৩ খ্রী· সরকারী বীমা কোম্পানীর সাব-কমিটির একমাত্র বাঙালী সভ্য, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক কমিটির সভ্য, ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিট্যাব্‌ল্ সোসাইটির সভ্য, সোসাইটির হাসপাতালের অধ্যক্ষ এবং জমিদার-সভার

প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়মাবলী-রচয়িতা ছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন সময় সভাসমিতিতে বক্তৃতা ও সভাপতিত্ব করেন। পাদরী কেরীর সহযোগিতায় ১৮২৩ খ্রী· তিনি অ্যাগ্রিকালচারাল অ্যান্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮৩৭ খ্রী· তার সহকারী সভাপতি হন। ডা· ওয়ালিচ নামে জনৈক দিনেমার উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ্ রামকমলের সহায়তায় কলিকাতা যাদুঘরের সূচনা করেন। তাঁর চেষ্টায় মুমূর্ষু ব্যক্তিদের গঙ্গায় ডুবিয়ে মারা, চড়কে শূলে বিদ্ধ হওয়া ইত্যাদি কুপ্রথা নিবারিত হয়েছিল। তিনি ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্র 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের বিরোধী ছিলেন। ডিরোজিও অপসারণে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। তাঁর সঙ্কলিত 'ইংরেজী-বাংলা অভিধান' দেশীয় লোকের সম্পাদিত প্রথম অভিধান। ১৮১৭ খ্রী· এর সঙ্কলন কাজ শুরু হয়। এই কাজে তিনি কিছুদিন ফেলিক্স কেরীর সহায়তা পেয়েছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'ঔষধসার-সংগ্রহ', 'নীতিকথা', 'হিতোপদেশ' প্রভৃতি। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাঁর পৌত্র। [২, ৮, ২৫, ২৬, ২৮, ৬৪]

রামকানাই দত্ত (১৮৫২ - ?) সুলতানপুর—ত্রিপুরা। উমানাথ। ওকালতি পাশ করে ১৮৭৩ খ্রী· ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ওকালতি শুরু করেন। পরে সরকারী উকিল হন। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ও ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯০১ খ্রী· এডওয়ার্ডের নামে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, ১৯০৮ খ্রী· 'উপাসনা সমাজ' এবং বিপন্ন-সেবার জন্য 'সেবক সেনা' নামে দেবার্থী দল গঠন করেন। 'দানবনন্দিনী', 'মণিপুর বিভ্রাট', 'বিল্বমঙ্গল' প্রভৃতি নাট্যগ্রন্থ এবং 'ক্ষেপারাম', 'নবব্রহ্মোপাসনা', 'হাসান-হোসেন', 'ভারত জুবিলী', 'অভিষেকোচ্ছ্বাস' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। ১৩০০ ব· ত্রিপুরার প্রথম মাসিক পত্রিকা 'উষা' প্রকাশ করেন। [২৫]

রামকান্ত মুন্সী (১৭৪১ - ১৮০১) টাকী—চব্বিশ পরগনা। রামসন্তোষ। যশোহর-সমাজভুক্ত গুহবংশীয় একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। ওয়ারেন হেস্টিংসের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের কাছে ১৬ বছর বয়সে রেভিনিউ বোর্ডে সামান্য চাকরি পান। তিনি সংস্কৃত, ফারসী ও বাংলা ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কার্যকুশলতার জন্য হেস্টিংসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মুন্সী (ফরেন সেক্রেটারী) পদ পান। হেস্টিংস, কর্নওয়ালিস ও স্যার জন শো'র শাসনকালে সরকারী উচ্চপদে আসীন ছিলেন। দেবীসিংহের অত্যাচারে উত্তরবঙ্গবাসিগণ প্রপীড়িত হলে তিনি ঐ অঞ্চলের বন্দোবস্তের জন্য ভারপ্রাপ্ত হয়ে শান্তিস্থাপন করেন। এই কাজে হেস্টিংস্ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে নদীয়া জেলার দু'টি পরগনা ও বহু মণিমুক্তা উপহার দেন। কর্নওয়ালিসের সময় কাশীরাজের রাজ্যভুক্ত গোরক্ষপুর জেলায় অশান্তি দমন করে দ্বিতীয়বার রাজদ্বারে যশস্বী হন। স্যার জন শোরের সময় নাগপুরাধিপতির সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের কাজে রামকান্ত ইংরেজ রাজদূতের সঙ্গে যান এবং কর্মকুশলতার জন্য তিনি সম্মানিত হন। টাকীর রায়চৌধুরীরা তাঁর বংশধর। [২, ২৬]

রামকিঙ্কর বেইজ (২৫·৫·১৯০৬ - ২·৮·১৯৮০) যুগীপাড়া—বাঁকুড়া। চণ্ডীচরণ। প্রখ্যাত ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পী। দরিদ্র নাপিত পরিবারে জন্ম। ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকায় ঝোঁক ছিল। দেবদেবীর ছবি আঁকতেন। প্রতিবেশী ছুতোর-কামারদের কাজও তাঁকে আকৃষ্ট করত। পুতুল গড়তেন। একটু বড় হয়ে পোস্টার এঁকে, থিয়েটারের সীন তৈরি করে সামান্য উপার্জনও করেছেন। স্কুলের পড়া ম্যাট্রিক ক্লাশ পর্যন্ত। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনের হাওয়াও কিছুটা লেগেছিল। বাঁকুড়ার লোক 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর শিল্প-প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাঁকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন (১৯২৫ খ্রী·)। তাঁর আঁকা ছবি দেখে নন্দলাল বসু বলেছিলেন, 'তুমি সবই জানো, আবার এখানে কেন?' কলাভবনে সতীর্থ হিসাবে পেয়েছিলেন রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, বিনায়ক, মসোজী প্রমুখকে। আমৃত্যু শান্তিনিকেতনেই থেকে যান। প্রথমে ছাত্র, পরে শিক্ষক। ভাস্কর্য বিভাগের প্রধান হয়ে ১৯৭১ খ্রী· অবসর নেন। অজস্র ছবি এঁকেছেন, অসংখ্য মূর্তি গড়েছেন। তাঁর চিত্রে, ভাস্কর্যে রাঢ় দেশের মাটি ও মানুষ এসেছে প্রবলবেগে। তাঁর অঙ্কন শক্তিশালী সহজ কিন্তু প্রথাসর্বস্ব নয়। প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য শিল্পকলার নানা বিশেষত্ব ধরা পড়েছে তাঁর শিল্পকর্মে। 'উৎসবী চোখ', 'শিলং সিরিজ', 'শরৎকাল', 'কৃষ্ণের জন্ম', 'নতুন শস্য', 'বিনোদিনী', 'মহিলা ও কুকুর', 'গ্রীষ্মের দুপুর' প্রভৃতি ছবি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রায় সমস্ত মূর্তিই খোলা আকাশের নীচে—বড় আকারের। যাঁদের তিনি সকাল-সন্ধ্যায় দেখতেন তাঁরাই তাঁর মডেল। গতিময়তার প্রাধান্য রয়েছে তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে। তাঁর ভাষায় 'প্রায় সব-কটা মূর্তিই মুভিং। স্থবিরতায় আমার বিশ্বাস নেই'। 'সুজাতা', 'বুদ্ধদেব', 'গান্ধীজী', 'হাটের সাঁওতাল পরিবার', 'কাজের শেষে সাঁওতাল রমণী', 'কালের পথে' প্রভৃতি এবং রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও আলাউদ্দীন খান-এর আবক্ষ মূর্তিগুলি নির্মাণশৈলীতে বিশিষ্ট। কলিকাতা, বোম্বাই ও দিল্লীতে তাঁর ছবির ও মূর্তির প্রদর্শনী হয়েছে। প্যারিস এবং জাপানের প্রদর্শনীতে তাঁর কাজ গিয়েছে। এদেশের প্রধান সংগ্রহশালাগুলিতে তাঁর শিল্পকর্ম রক্ষিত আছে। তিনি নিজে যদিও শান্তিনিকেতনের বাইরে বিশেষ কোথাও যাননি। গান এবং অভিনয় ভালবাসতেন। মঞ্চসজ্জা ও পরিচালনা নিয়ে কাজ করেছেন। তাঁর পরিচালনায় শান্তিনিকেতনে ইংরেজী ও বাংলা বহু নাটক অভিনীত হয়েছে। নিজেও অনেক অভিনয় করেছেন। ১৯৪৯ খ্রী· কলিকাতায় অনুষ্ঠিত সুকুমার রায়ের 'হ য ব র ল' নাটকের নির্দেশনা তিনি দেন। ১৯৭০ খ্রী· 'পদ্মভূষণ' লাভ করেন। ১৯৭৫ খ্রী· বিশ্বভারতীর 'এমেরিটাস প্রফেসর' হন। ১৯৭৬ খ্রী· বিশ্বভারতী তাঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করেন। অকৃতদার,

বেহিসাবী এই শিল্পী নিজের কাজ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। [১৬, ১৪৯]

রামকিশোর তর্কচূড়ামণি (? - ১৮১৯)। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের পণ্ডিত। 'হিতোপদেশ' গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন। [২৮]

রামকুমার নন্দী (১৮৩৩ - ?) বেজুরা—শ্রীহট্ট। ১৪ বছর বয়সে 'দাতাকর্ণ' নামে একটি যাত্রাপালা রচনা করেন। অর্থোপার্জনের জন্য শিলচর যান। এখানে থাকা কালে ইংরেজী শেখেন, সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতচর্চাও করেন। তিনি 'নিমাই সন্ন্যাস', 'উমার আগমন', 'ভগবতীর জন্ম ও বিবাহ' প্রভৃতি ১১টি যাত্রা-পালা, 'কলঙ্কভঞ্জন', 'লক্ষ্মীসরস্বতীর দ্বন্দ্ব' ও 'বোধন' নামে ৩টি পাঁচালী রচনা করেন। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য', 'উষোদ্বাহ কাব্য', 'নবপত্রিকা কাব্য', 'মালিনীর উপাখ্যান' (উপন্যাস), 'গণিততত্ত্ব', 'কীর্তন মানসী' প্রভৃতি। [২৫, ২৬]

রামকুমার বিদ্যারত্ন (১৮৩৬ - ১৬.১২.১৯০১) সামন্তসার-ইদিলপুর—ফরিদপুর। পিতা রামগতি ভট্টাচার্য শোভাবাজার রাজবাটীর পুরোহিত ছিলেন। রামকুমার সংস্কৃত অধ্যয়ন করে 'বিদ্যারত্ন' উপাধি লাভ করেন। যৌবনকালে তিনি আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্মে আস্থা হারিয়ে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সংস্কৃতজ্ঞ ও ধর্মপ্রাণ রামকুমারকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখতেন। নানাস্থানে ভ্রমণকালে তিনি মহর্ষির ভ্রমণ-সঙ্গী ছিলেন। ব্রাহ্ম-নেতৃবৃন্দের আগ্রহে ও চেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক নিযুক্ত হয়ে বাঙলা, আসাম ও ওড়িশার নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। আসামে প্রচারকার্যে রত থাকা কালে তিনি ও দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও আসামের চা-বাগিচায় নিযুক্ত শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে ধারাবাহিকভাবে সঞ্জীবনী পত্রিকায় 'কুলী-কাহিনী' নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এই নিবন্ধগুলি দেশবাসীর, এমন কি শাসকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর ফলে 'কুলী'-দিগের দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণের জন্য শাসকশ্রেণী কতকগুলি আইন বিধিবদ্ধ করতে বাধ্য হয়। ১৮৮৫ খ্রী· বীরভূমের রামপুরহাট অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের সময় দুর্ভিক্ষ-কবলিত নরনারীর সেবা করে সর্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হন। ১৮৮৮ খ্রী· স্ত্রী ও একটি শিশুপুত্রের অকালমৃত্যুর পর তিনি নর্মদানদীতীরবাসী এক মহাপুরুষের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করে 'স্বামী রামানন্দ ভারতী' নামে পরিচিত হন। সন্ন্যাসগ্রহণের পর তিনি ব্রাহ্মসমাজের পদ ত্যাগ করেন এবং অধিকাংশ সময় হিমালয় অঞ্চলেই অতিবাহিত করেন। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক জলধর সেন লিখিত 'হিমালয়' ও 'পথিক' গ্রন্থদ্বয়ে যে স্বামীজীর চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে তিনিই পূর্বাশ্রমের রামকুমার বিদ্যারত্ন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'উদাসীন সত্যবাবার আসাম ভ্রমণ', 'চিরযাত্রী', 'চারুদত্তের গুপ্তধন আবিষ্কার', 'অলর্কচরিত', 'সাধন-পঞ্চক', 'যাজ্ঞবল্ক্যচরিত', 'হিমারণ্য' প্রভৃতি। [১৪৯]

রামকৃষ্ণ গোঁসাই। জগন্মোহিনী নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। বাঙলার মুসলমান অধিকার কালে বর্তমান ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা নির্গুণ উপাসক। গুরুকেই তাঁরা সাক্ষাৎ পরমেশ্বর ব'লে স্বীকার করেন। ধর্মসঙ্গীতই তাঁদের একমাত্র অবলম্বন। রামকৃষ্ণ-রচিত কিছু নির্বাণ সঙ্গীত আছে। [২]

রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী (? - ১৯৩৬) ধলঘাট—চট্টগ্রাম। নবীন। বিপ্লবী দলের সক্রিয় কর্মী। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের নেতা সূর্য সেন ও তাঁর তিনজন সঙ্গীকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে পুলিস জুন ১৯৩২ খ্রী· তাঁকে গ্রেপ্তার করে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে যক্ষ্মারোগে মৃত্যু। মৃত্যুর পরেও তাঁর পায়ে লোহার বেড়ী ছিল। তাঁর বিধবা মা সাবিত্রী দেবী একই অপরাধে দণ্ডিত হয়ে একই জেলের মহিলা বিভাগে ছিলেন। [৪২, ৪৩]

রামকৃষ্ণ তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় (শ্রাবণ, ১২৮৩ - ১১.৮.১৩৫৮ ব·) কৃষ্ণপুরা—ঢাকা। দীননাথ ভট্টাচার্য। নবদ্বীপে নব্যন্যায় উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে স্বর্ণকেয়ূর ও পুরস্কার পান। ১৩০৪ ব· কাশীতে সংস্কৃত কলেজে কয়েক বছর অধ্যয়ন করেন। নিজ গ্রামে চতুষ্পাঠী খুলে ১৩২৬ ব· পর্যন্ত অধ্যাপনায় বৃত থাকেন। ১৯১০ - ১৯২০ খ্রী· পর্যন্ত তিনি পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের অন্তর্ভুক্ত চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় কয়েক বছর কুটিরশিল্পের উন্নতির জন্য নিজ হাতে সূতা কাটা, নিজ তত্ত্বাবধানে বস্ত্র বয়ন, লিখবার কালি, পারাশূন্য সিন্দুর, কাপড়-কাচা সাবান ইত্যাদি প্রস্তুতকর্মে ও প্রচারে ব্যাপৃত ছিলেন। ১৩২৭ ব· থেকে তিনি রাজশাহীর হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজে ৭ বছর ও তারপর বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের চতুষ্পাঠীতে নব্যন্যায় অধ্যাপনার কাজ করেন। স্বামী ওঙ্কারানন্দ তাঁর শিষ্য ছিলেন। এই সময়ে তিনি অস্পৃশ্যতা আন্দোলনে যুক্ত হন। সবশেষে ত্রিপুরার মহারাজার দ্বারপণ্ডিতের পদ লাভ করেন। রচিত গ্রন্থ: 'কুসুমাঞ্জলিসৌরভম্', শনির পাঁচালীর সংস্কৃত অনুবাদ ও 'নরনারায়ণ' (বাংলা)। ১৯৩২ খ্রী· 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। [১৩০]

রামকৃষ্ণ দাস (১৯০৮ - ১৫.৭.১৯৩০) বাগমারি—মেদিনীপুর। হারাধন। ১৯৩০ খ্রী· লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করে খারিকায় পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, শ্রীশ্রী (১৮.২.১৮৩৬ - ১৬.৮.১৮৮৬) কামারপুকুর—হুগলী। ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল গদাধর। বিদ্যালয়ের শিক্ষা তেমন হয় নি, কিন্তু বাল্যকাল থেকেই ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন। যৌবনে রাণী রাসমণি-প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির পুরোহিত নিযুক্ত হন (১৮৫৫)। এখানে কালীসাধনায় তাঁর সিদ্ধিলাভ ঘটে। ১৯ বছরের স্ত্রী সারদামণি দক্ষিণেশ্বরে এলে তিনি তাঁকে সাক্ষাৎ জগদম্বাজ্ঞানে পূজা করেন। মান-অপমান,

কামিনী-কাঞ্চন প্রভৃতি ত্যাগ ক'রে তিনি 'পরমহংসদেব' নামে অভিহিত হন। সর্বধর্মের মূল জানবার জন্য সর্বধর্মীয় মতে উপাসনা করেছেন। অতি সরলভাষায় দৃষ্টান্ত সহকারে তিনি ধর্মের কঠিন তত্ত্ব বুঝিয়ে দিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর প্রিয় শিষ্য। তাঁর লীলাভূমি হিসাবে দক্ষিণেশ্বর তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। শিবনাথ শাস্ত্রী, কেশবচন্দ্র সেন, ডা· মহেন্দ্রলাল সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁর সংস্পর্শে আসেন। তাঁর সাধনায় একজন ভৈরবী ও তোতাপুরী নামে এক যোগী সহায়তা করেন। হিন্দুধর্মের অনুরাগীদের তিনি সংস্কার ও আড়ম্বরমুক্ত এক সরল ধর্মজীবন যাপনের উপদেশ দেন। তাঁর মতে জীব, শিব—অর্থাৎ সার্থকভাবে জীবনধারণ বা সমাজের মঙ্গল ও সেবার মধ্যে বাঁচার আদর্শই ঈশ্বরলাভের প্রকৃষ্টপথ। 'সত্য একটাই—ঋষিরাই বলেন বহু'। তিনি প্রচার করলেন: 'সব ধর্মই সত্য, যত মত তত পথ'। তাঁর কথিত 'শক্তি' উপাসনাই ভবিষ্যতে বিপ্লবীদের অস্ত্রধারণ করার মনোবল যোগায়। 'The Face of Silence বইটি পড়ে মনীষী রমাঁ রলাঁ রামকৃষ্ণদেবের একটি বৃহৎ জীবনী রচনা করেন। তাতে তিনি রামকৃষ্ণকে 'ত্রিশ কোটি মানুষের দু'হাজার বছরের আধ্যাত্মিক জীবনের সার' ব'লে বর্ণনা করেছেন। [৩, ৭, ৮, ২৫, ২৬]

রামকৃষ্ণ বিশ্বাস (? - ৪·৮·১৯৩১) সারোয়াতলী—চট্টগ্রাম। দুর্গাকৃপা। গুপ্ত বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন। ১৯২৮ খ্রী· নিজ জেলার মধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। 'মাস্টারদা'র (সূর্য সেন) দলের সভ্য হিসাবে ফেব্রুয়ারী ১৯৩০ খ্রী· বোমাপ্রস্তুত করবার সময় সাংঘাতিকভাবে আহত হন। মাস্টারদার নির্দেশে ১·১২·১৯৩০ খ্রী· তিনি এবং কালী চক্রবর্তী চাঁদপুর স্টেশনে ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল ক্রেগকে হত্যা করতে গিয়ে ভুল করে পুলিস অফিসার তারিণী মুখার্জীকে হত্যা করেন। ২২ মাইল দূরে গিয়ে ধরা পড়েন। ফাঁসিতে মৃত্যু। [১০, ৪৩]

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী, জগদ্‌গুরু (১৬শ শতাব্দী)। শ্রীহট্ট। রঘুনাথ শিরোমণির সাক্ষাৎ শিষ্য কাশীনিবাসী এই মহানৈয়ায়িকের নাম বাঙলাদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাঁর কোন টীকা-গ্রন্থের প্রতিলিপি নবদ্বীপাদি স্থানে আবিষ্কৃত হয় নি। রামকৃষ্ণ-রচিত 'ন্যায়দীপিকা' গ্রন্থে গ্রন্থকারের উপাধি ছিল তর্কাবতংস। আইনী-আকবরী গ্রন্থে তার্কিকদের যে নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে রামকৃষ্ণের নাম পঞ্চম। এই তর্কাবতংস ও ভট্টাচার্য-চক্রবর্তী অভিন্ন বলে মনে করা হয়। [৯০, ১৮৭]

রামকৃষ্ণ রায় (৯·১·১৯১২ - ২৫·১০·১৯৩৪) চিরিমাতসাই—মেদিনীপুর। কেনারাম। গুপ্ত বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন। ২·৯·১৯৩৩ খ্রী· মেদিনীপুরের জেলাশাসক বার্জকে হত্যা করার ব্যাপারে অংশগ্রহণ করেন। ধরা পড়ে হত্যার অভিযোগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। মেদিনীপুর জেলে তাঁর ফাঁসি হয়। [১০, ৪২, ১২৭]

রামকৃষ্ণ সিংহবাহাদুর। বিষ্ণুপুর। মহারাজ গোপাল সিংহ। সঙ্গীতজ্ঞ অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্য। তিনিই প্রথম ভারতবর্ষে সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন করেন। [১৪৯]

রামকেশব ভট্টাচার্য (১৮০৮ - ১৮৫০) বিষ্ণুপুর। সঙ্গীতজ্ঞ রামশঙ্কর। ধ্রুপদীয়া-রূপে কুচবিহার রাজ-দরবার ও কলিকাতায় সাতুবাবুর (আশুতোষ দেব) সঙ্গীত-দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বিষ্ণুপুরে এস্রাজবাদন চালু করেন। কলিকাতায় সাতুবাবুর গৃহে অবস্থানকালে শহরের সঙ্গীত-পিপাসু মহলে বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদ ও এস্রাজ শোনাতেন। তাঁর রচিত এস্রাজ বাজনার কয়েকটি গৎ রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'এসরাজ তরঙ্গ' গ্রন্থে পাওয়া যায়। [৫২, ১৪৯]

রামগতি ন্যায়রত্ন (৪·৭·১৮৩১ - ৯·১০·১৮৯৪) ইলছোবা—হুগলী। হলধর চূড়ামণি। তিনি ১৮৫৪ খ্রী· সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। ১৮৫৬ খ্রী· 'ন্যায়রত্ন' উপাধি পান। বর্ধমান গুরু ট্রেনিং স্কুলে, বহরমপুর কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। হুগলী নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক থাকাকালে কর্মজীবন শেষ করেন। তিনি নিজগ্রামে বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় ও ডাকঘর স্থাপন করেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'বাংলাভাষা ও বাংলা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব' (১ম ভাগ ১৮৭২)। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস', 'বাঙ্গালা ইতিহাস', 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ', 'ঋজুব্যাখ্যা', 'দময়ন্তী', 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ', 'ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং গোষ্ঠীকথা' প্রভৃতি। 'রোমাবতী' (১৮৬২) ও 'ইলছোবা' (১৮৮৮) তাঁর লেখা দু'খানি মৌলিক আখ্যায়িকা-গ্রন্থ। [২, ৪, ২০, ২৫, ২৬]

রামগতি সেন (১৮শ শতাব্দী) জপ্‌সা-বিক্রমপুর—ঢাকা। সাধারণের কাছে তিনি সাধু রামগতি বা লালা রামগতি নামে সমধিক পরিচিত। বিক্রমপুরে তিনি কবি হিসাবে খ্যাত ছিলেন। ৫০ বছর বয়সে ধর্মসাধনার উদ্দেশ্যে কাশী যান। ৯০ বছর বয়সে কাশীতে তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর স্ত্রী কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটে সহমৃতা হন। তিনি 'মায়াতিমিরচন্দ্রিকা', 'প্রবোধচন্দ্রোদয়', 'যোগকল্পলতা' প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন। তাঁর কন্যা বিদুষী আনন্দময়ী পিতার কবিত্বশক্তির উত্তরাধিকারিণী ছিলেন। [১, ২]

রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫ - ২৫·১·১৮৬৮) বাঘাটি—হুগলী। গোবিন্দচন্দ্র। হিন্দু কলেজে বিখ্যাত ডিরোজিওর ছাত্র। বাঙলার নবজাগরণ আন্দোলনের পুরোধা ও ডিরোজিওর শিষ্যদলের অন্যতমরূপে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের আলোচনায় তিনি অসাধারণ বাগ্মিরূপে পরিচিত হন। কলেজের পাঠ সমাপ্ত না করে জনৈক ইংরেজ ব্যবসায়ীর সহকারী হয়ে পরে বেনিয়ান হন। এরপর কেলসাল, ঘোষ অ্যান্ড কোং-এর অংশীদার হয়েছিলেন। ১৮৪৮ খ্রী· নিজে

ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তিনি শিক্ষা-প্রসারের মাধ্যমে দেশের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূরীকরণে প্রয়াসী ছিলেন। ডেভিড হেয়ারকে স্কুল স্থাপনে, নিজ পল্লীতে একটি স্কুল ও পাঠাগার এবং বেনিভোলেন্ট সোসাইটির সম্পাদকরূপে হিন্দু চ্যারিট্যাব্‌ল্ ইনস্টিটিউশন স্থাপনে সাহায্য করেন। এডুকেশন কাউন্সিলের সভ্যরূপে বিদ্যালয় স্থাপনের বেসরকারী প্রচেষ্টায় সরকারী সাহায্যদানের রীতি তাঁরই চেষ্টায় প্রবর্তিত হয়। ১৮৪৯ খ্রী· বেথুন সাহেবকে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে সক্রিয় সাহায্য দান করেন এবং চিকিৎসাবিদ্যায় উচ্চশিক্ষালাভার্থ ৪ জন ছাত্রকে বিলাত প্রেরণের জন্য দ্বারকানাথের পরিকল্পনাকে পূর্ণ সমর্থন জানান। ২৯·৩·১৮৫৪ খ্রী· তিনিই প্রথম ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন। নব্যবাঙলার মুখপত্ররূপে 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তৎকালীন রাজনীতি অর্থাৎ ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটির বক্তৃতায় তিনি প্রধান অংশ নিতেন। ২৯·৭·১৮৫৩ খ্রী· সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ভারতীয়দের সুযোগ দেবার জোরালো দাবি তোলেন। ভারতীয়দের আইন ও আদালতে সমানাধিকারের ভিত্তিতে আইনের খসড়ার সপক্ষে তাঁর রচিত 'A few remarks on certain Draft Acts, commonly called Black Act' পুস্তিকা উল্লেখযোগ্য। এ পুস্তিকায় নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের নিন্দার জন্য অ্যাগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটির সহ-সভাপতির পদ থেকে তিনি অপসারিত হন। 'নীলদর্পণ' মোকদ্দমা-প্রসঙ্গে একজন ইংরেজ বিচারকের ভারতীয়দের সম্পর্কে কুৎসিত মন্তব্যের প্রতিবাদে ২৬·৮·১৮৬১ খ্রী· অনুষ্ঠিত সভায় অংশ নেন। ধর্মীয় কুসংস্কারের ঘোর বিরোধী এবং স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবা-বিবাহের সমর্থক ছিলেন। বাগ্মী ও সমাজ-সংস্কারক 'রামগোপাল ঘোষকে 'ইন্ডিয়ান ডিমস্থিনিস্' বলা হত। [২, ৩, ৮, ২০, ২৫, ২৬]

রামচন্দ্র কবিভারতী (১৩শ শতাব্দী)। রেবতীগ্রাম—বরেন্দ্রভূমি। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম। ধর্ম, পুরাণ, ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। ১২৪৫ খ্রী· লঙ্কায় যান। সিংহলের প্রধান পণ্ডিত শ্রীরাহুল সঙ্ঘরাজের কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। সিংহলরাজ পরাক্রমবাহু ২য় তাঁকে 'বুদ্ধাগমচক্রবর্তী' উপাধি দেন। এবং সিংহলের সমস্ত বৌদ্ধ মঠের অধ্যক্ষ ও ধর্মোপদেশক হন। সিংহলবাসিগণ তাঁকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করতেন। তিনি সিংহলের তোটগমপুরাণ বিহারে বাস করতেন। রচিত গ্রন্থ: 'বৃত্তরত্নাকর পঞ্জিকা', 'বৃত্তমালা', 'বৃত্তরত্নাকর' (টীকা), 'ভক্তিশতক' প্রভৃতি। [৪]

রামচন্দ্র কবিরাজ (১৫০৬? - ১৬১২) শ্রীখণ্ড—বর্ধমান। চিরঞ্জীব সেন। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর কবিত্ব দেখে তাঁকে 'কবিরাজ' উপাধি দিয়েছিলেন। তিনি 'অষ্ট কবিরাজের' অন্যতম। 'পদকল্পলতিকা'য় তাঁর রচিত বাংলা পদ পাওয়া যায়। রচিত গ্রন্থ: 'স্মরণদর্পণ', 'বঙ্গজয়', 'সাধনচন্দ্রিকা', 'শ্রীনিবাস আচার্যের জীবনচরিত' প্রভৃতি। [২, ২৬]

রামচন্দ্র চক্রবর্তী (১৮০৩ - ১৮৬১) কলিকাতা। ধনী পরিবারে জন্ম। শৌখিন বাদকরূপে উত্তরভারতের প্রসিদ্ধ পাখোয়াজী লালা কেবলকিষণের কাছে পাখোয়াজ শেখেন। তাঁর দুই অনুজ নিমাই এবং নিতাইও পাখোয়াজী ছিলেন। তাঁর ও নিতাইয়ের দুই শিষ্য কেশব মিশ্র ও মুরারি গুপ্ত। বাঙলার মৃদঙ্গবাদন তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যের মাধ্যমেই টিকে আছে। সেই হিসাবে তিনিই বাঙলার আদি মৃদঙ্গাচার্য। কোন কোন গ্রন্থে গোলাম আব্বাসকে বাঙলায় মৃদঙ্গচর্চার প্রবর্তক বলা হয়েছে। গোলাম আব্বাস তাঁর সময়ে কলিকাতায় থেকে রাজা রামমোহনের বাড়িতে সঙ্গত করতেন, একথা সত্য হলেও তাঁর কোন শিষ্য বা ঘরানার উত্তরাধিকারী নেই ব'লেই মনে হয়। উত্তরভারতের শ্রেষ্ঠ পেশাদার পাখোয়াজীদের সঙ্গে শিল্পী রামচন্দ্রের সমকক্ষতার দাবি ছিল। [১৪৯]

রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার (১২০০ - ১২৫২ ব·) হরিনাভি—চব্বিশ পরগনা। রামধন মুখোপাধ্যায়। এই কবি নিজ ভণিতায় 'দ্বিজ রামচন্দ্র' কথাটি ব্যবহার করেন। 'কবিকেশরী' ও 'কবিশেখর' উপাধিপ্রাপ্ত হন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'কৌতুকসর্বস্বনাটক', 'আনন্দলহরী', 'নলদময়ন্তী', 'হরপার্বতী-মঙ্গল' প্রভৃতি। [২, ৪]

রামচন্দ্র দত্ত (১৮৫১ - ১৮৯৮) কলিকাতা। নৃসিংহপ্রসাদ। ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল থেকে প্রশংসার সঙ্গে পরীক্ষা পাশ করে প্রতাপনগরে ডাক্তার নিযুক্ত হন। সি· এফ· উডের কাছে রসায়নশাস্ত্র শেখেন। ১৮৫৭ খ্রী· মেডিক্যাল কলেজে রসায়ন গবেষণাগারে কুইনাইন রিসার্চ প্রফেসরের সহকারী এবং শেষে মেডিক্যাল কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক হন। এইসময় কৃমি ও জ্বরের প্রতিকারে কুটজ বা কুড়চি থেকে 'কুড়চিসীন' আবিষ্কার করেন। ডা· মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানশালায়ও রসায়নশাস্ত্রের উপদেশ দিতেন। প্রথমে তিনি কেশবচন্দ্রের ধর্মমতে আকৃষ্ট হলেও পরে রামকৃষ্ণদেবের শিষ্য হন। 'তত্ত্বমঞ্জরী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ: 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' ও 'রসায়নবিজ্ঞান'। তাঁর বাংলা বক্তৃতাবলীও প্রকাশিত হয়েছে। রামকৃষ্ণদেবের দেহাবশেষ-বিভূতি তাঁর কাঁকুড়গাছি বাগানে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। ঐ স্থান 'যোগোদ্যান' নামে পরিচিত। [৪, ২০, ২৫, ২৬]

রামচন্দ্র দাশগুপ্ত (১২৮৫ - ১৩২৬ ব·) মাহিলারা—বরিশাল। গোবিন্দচন্দ্র। ব্রজমোহন স্কুলের ছাত্র; ঐ কলেজে এফ·এ· পর্যন্ত শিক্ষালাভ করে বি·এম· স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তিনি স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন ও বহু স্বদেশী গান রচনা করেন। মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের বিশেষ অনুরাগী ও

অসাধারণ বক্তা ছিলেন। তাঁর রচিত পুস্তক: 'জাগরণ', 'দীক্ষা' ও 'দৈববাণী'। [১৪৯]

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (১৭৮৬ - ২·৩·১৮৪৫) পালপাড়া—নদীয়া। লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কভূষণ। প্রখ্যাত আভিধানিক ও স্মার্তপণ্ডিত। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী রামমোহন রায়ের সন্ন্যাসী-বন্ধু ছিলেন। কিছুদিন রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত বেদান্ত কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৪·৫·১৮২৭ খ্রী· সরকার কর্তৃক সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে ১৮৩৭ খ্রী· পদচ্যুত হন। ১৮৪২ খ্রী· সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক পদ পান। কলিকাতায় রামমোহনের কাজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। আত্মীয়সভার অধিবেশনে তিনি ঈশ্বরের একত্ববাদের উপর জ্ঞানগর্ভ মতামত জানান। ১৮২৮ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত 'ব্রাহ্মসমাজে'র প্রথম সচিব নিযুক্ত হয়ে ১৮৪৩ খ্রী· দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ২১ জন যুবককে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করেন। ১৮৩০ খ্রী· সতীদাহ-নিবারণ আন্দোলনে তিনি রামমোহনের বিপক্ষে যোগ দিলেও, পরবর্তী কালে বিদ্যাসাগরের আগে হিন্দু বিধবা-বিবাহ প্রস্তাব সমর্থন এবং বহুবিবাহের বিরুদ্ধে নিজমত 'নীতিদর্শন' বক্তৃতামালায় অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করেন। ১৮২৯ খ্রী· রাজা রামমোহন বিলাত গেলে দীর্ঘ ১০ বছর তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিষ্ণু চক্রবর্তীর সঙ্গীতের জন্যই ব্রাহ্মসমাজের অস্তিত্ব বজায় ছিল। 'তত্ত্ববোধিনীসভা'র (নামটি তাঁরই দেওয়া) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে সভার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের উন্নতির চেষ্টা করেন। বাঙালীর শিক্ষা বাংলা ভাষার মাধ্যমে সঠিকভাবে হবে ব'লে বিশ্বাস করতেন। আদালতে ফারসী ভাষার পরিবর্তে বাংলা প্রচলনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানে ৬ মাস প্রধান পণ্ডিতের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এই কাজে তিনি ডেভিড হেয়ার, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তির সমর্থন পান। ১৮১৮ খ্রী· বাংলা ভাষার প্রথম অভিধান সঙ্কলন করেন। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ: 'জ্যোতিষ সংগ্রহসার', বাচস্পতি মিশ্রের 'বিবাদচিন্তামণিঃ', 'শিশুসেবধি', 'বর্ণমালা', 'নীতিদর্শন', 'পরমেশ্বরের উপাসনা-বিষয়ে প্রথম ব্যাখ্যান' প্রভৃতি। মৃত্যুকালে তিনি ব্রাহ্মসমাজকে ৫ হাজার টাকা দান করেন। [৩, ৪ ৮, ৬৪]

রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, কবিরাজ (১৮৬২ - ১৯০২) কুমারখালি—নদীয়া। প্রবেশিকা, এফ·এ· এবং সংস্কৃত ও আয়ুর্বেদশাস্ত্রের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রেও তাঁর দক্ষতা ও রোগনির্ণয়ে অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। কলিকাতায় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা শুরু করেন। সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি ছিল। চাণক্য শ্লোকের বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ করে খ্যাতি অর্জন করেন। 'ঋষি' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'হিতকথা', 'প্রকৃতির শিক্ষা', 'নীতিস্তবক', 'দ্রব্যগুণ-বারিধি', 'আয়ুর্বেদ চিকিৎসা' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। [২৫, ২৬]

রামচন্দ্র মিত্র (১৮১৪ - ১৮৭৪) হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র এবং উক্ত কলেজেই অধ্যাপনা শুরু করেন। বিটন সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন। ১৮৬৪ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং জাস্টিস অফ দি পীস্ নির্বাচিত হন। তাঁর রচিত পুস্তক: 'মনোরম পাঠ্য', 'পাঠামৃত', 'ইংরেজীর প্রাথমিক গ্রামার' প্রভৃতি। এ ছাড়া তিনি পক্ষিতত্ত্ব-বিষয়ে 'পক্ষীর বিবরণ' নামে একটি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। বঙ্গাক্ষরে ইউরোপের মানচিত্র প্রকাশ করেন। তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব 'পশ্বাবলী' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও পরিচালনা (২য় পর্যায়)। কিছুদিন 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার পরিচালক ও 'জ্ঞানোদয়' মাসিক পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন। [২৮, ৬৪]

রামচন্দ্র রায় বীরবর (১৮৪৪ - ১৯২১) দাঁতন—মেদিনীপুর। কিশোরীচন্দ্র। যাত্রাপালা রচনা করে খ্যাত হন। রচিত গ্রন্থ: 'রামচন্দ্র গীতাবলী'। [৪]

রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় জোড়াসাঁকো—কলিকাতা। তিনি সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী কয়েকজন ভদ্রসন্তান নিয়ে 'নন্দবিদায়' নামে একটি নূতন ধরনের যাত্রাপালার অভিনয় শুরু করেন (মার্চ ১৮৪৯)। গতানুগতিক যাত্রা থেকে এর স্বাতন্ত্র্য ছিল—তাতে মেয়েদের ভূমিকায় মেয়েরাই অভিনয় করত। তিনি প্রথম অবস্থা থেকে জোড়াসাঁকোর হাফ-আখড়াই দলের সম্পাদকতা করেন। নিজে সুরসিক কবি ও সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। 'নন্দবিদায়' যাত্রার গীত ও সুর তিনিই প্রস্তুত করেছিলেন। [৪০]

রামচাঁদ সামন্ত (১৮৮৮ - ১৯৩২) পাঞ্চারি—মেদিনীপুর। আইন-অমান্য আন্দোলনে 'নো-ট্যাক্স' বিক্ষোভে অংশগ্রহণকালে মসুরিয়ায় পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৪২]

রামজয় তর্কালঙ্কার (? - ৩·১২·১৮৫৭) মেদিনীপুর। পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার। তিনি ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ১৯১৬ - ১৯ খ্রী· পর্যন্ত কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ও ১৮১৯ – ৫৭ খ্রী· পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের জজপণ্ডিত ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'সাংখ্যভাষ্য সংগ্রহ', 'দায়কৌমুদী', 'দত্তকৌমুদী', 'ব্যবস্থা সংগ্রহ' এবং 'বেদান্তচন্দ্রিকা'র ইংরেজী অনুবাদ। [৪, ৬৪]

রামজীবন বিদ্যাভূষণ (১৭শ শতাব্দী) পূর্ববঙ্গ। খ্যাতনামা পাঁচালীকার। 'আদিত্যচরিত বা সূর্যের পাঁচালী' (১৮৬৯) এবং 'মনসামঙ্গল' (১৭০৩) গ্রন্থের রচয়িতা। [৪]

রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩ - ১৮·৮·১৮৯৮) কৃষ্ণনগর—নদীয়া। রামকৃষ্ণ। লাহিড়ী বংশের অনেকে নদীয়া রাজসরকারে দেওয়ান বা উচ্চপদে কাজ করেন। নদীয়ার বারুইহুদায় জন্ম। প্রচলিত প্রথানুযায়ী তিনি আরবী, ফারসী ও সামান্য ইংরেজী শিখেছিলেন। ১৮২৬ খ্রী· কলিকাতায় আসেন এবং বিনা বেতনে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্তি হন (বর্তমান হেয়ার স্কুল)। দু'বছর পর বৃত্তিসমেত হিন্দু কলেজের চতুর্থ শ্রেণীতে প্রবেশ করেন।

১৮৩২ খ্রী· এই কলেজে বৃত্তিলাভ করেন। ১৮৩৩ খ্রী· তাঁর কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত হয়। কলেজ-জীবনে ডিরোজিওর সংস্পর্শে আসেন এবং ডিরোজিও-শিষ্যমণ্ডলীর 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের অন্যতমরূপে পরিচিত হন। কর্মজীবনে সরকারী শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করে প্রথমে হিন্দু কলেজে, পরে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল, বর্ধমান স্কুল, উত্তরপাড়া স্কুল, বারাসত স্কুল এবং বরিশাল জেলা স্কুলে শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের পদে কাজ করেন। কৃষ্ণনগর কলেজে শিক্ষকতা কালে ১৮৬৫ খ্রী· সরকারী চাকরি থেকে অবসর নেন এবং পরে কিছুদিন গোবরডাঙ্গা মুখোপাধ্যায় জমিদার পরিবারে সরকার-নির্দিষ্ট অভিভাবকের কাজ করেন। ধর্মজীবনে কেশব সেনের প্রভাব থাকলেও কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি তাঁর আস্থা ছিল না। নারীমুক্তি আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে নিজ দ্বিতীয় কন্যাকে বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী রাধারানী লাহিড়ী প্রথম যুগের শিক্ষিকা। ১৮৫০ খ্রী· তিনি বিধবা-বিবাহের পক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং তার ফলে তাঁকে সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়। তিনি কুসংস্কার ও জাতিভেদের প্রবল বিরোধী ছিলেন। ১৮৫১ খ্রী· তিনি উপবীত ত্যাগ করেন (ব্রাহ্মগণ উপবীত ত্যাগ করেন ১৮৬১ খ্রী·)। ফলে সমাজে তুমুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং আত্মীয়গণ কর্তৃক 'একঘরে' হন। 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর' প্রকাশের তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা এবং 'জ্ঞানান্বেষণ' সমিতি প্রতিষ্ঠাতাদের (১৮৩৮) অন্যতম ও সম্পাদক ছিলেন। তিনি জ্ঞানান্বেষণে সারাজীবন ব্যয় করেছেন এবং ছাত্রদেরও সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেছেন। একজন কৃতকর্মা প্রধান শিক্ষক হতে পেরেছিলেন ব'লেই তাঁকে 'Arnold of Bengal' বলা হত। কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্সের প্রথম সভায় (২৮·১২·১৮৮৩) তিনি সভাপতিত্ব করেন। ডাঃ কালীচরণ তাঁর অনুজ এবং পুস্তক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 'এস·কে· লাহিড়ী' ও 'কটন প্রেসের' প্রতিষ্ঠাতা শরৎকুমার তাঁর পুত্র। [৩, ৮, ২৫, ২৬, ৪৮, ১৪৯]

রামতারণ সান্যাল। বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য ও মঞ্চাভিনেতা। বিভিন্ন গীতিনাট্যের সুর ও তাল শিক্ষা দিতেন। নাট্যজগতে প্রথম সুরারোপ করেন 'আদর্শসতী' নাটকে। এই নাটকে সত্যবানের ভূমিকায় এবং 'কামিনীকুঞ্জ' নাটকে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। তাঁর নৈপুণ্যে ন্যাশনাল থিয়েটারে বহু গীতিনাট্য সুঅভিনীত হয়েছে। মঞ্চে অভিনয়ের চেয়ে সঙ্গীতের তাল মাত্রা প্রভৃতিতে বেশি মনোযোগ দিতেন। বহু অভিনেত্রীর সঙ্গীত-শিক্ষক ছিলেন। [৬৫]

রামদয়াল মজুমদার (১৮৫৮ - ১৯৩৮)। পিতা—ঈশানচন্দ্র। ১৮৮৬ খ্রী· এম·এ· পাশ করে সিটি কলেজ ও আর্য মিশন ইনস্টিটিউশনে অধ্যাপনা করেন। পরে টাঙ্গাইল কলেজের অধ্যাপক হন। ১৩১৩ - ৪৫ ব· পর্যন্ত 'উৎসব' মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। রচিত গ্রন্থ: 'শ্রীগীতা', 'গীতা-পরিচয়', 'ভারত-সমর', 'ভদ্রা', 'বিচারচন্দ্রোদয়', 'নিত্যসঙ্গী ও মনোবৃত্তি', 'সাবিত্রী ও উপাসনাতত্ত্ব' 'অযোধ্যাকাণ্ডে কৈকেয়ী' প্রভৃতি। [৪]

রামদাস বাবাজী। বর্তমান শতাব্দীর নাম-সংকীর্তনযজ্ঞের নব-উদ্গাতা। সাধক অপেক্ষা গায়ক হিসাবেই তাঁর প্রসিদ্ধি বেশী ছিল। ভারতের, বিশেষ করে বাঙলার সংস্কৃতিবাহী লুপ্ত তীর্থগুলির পুনঃসংস্কার তাঁর সাধক-জীবনের উল্লেখযোগ্য কীর্তি। বরাহনগর মালিপাড়ায় অবস্থিত গৌর-পদাঙ্কিত ভূমি ভাগবত আচার্যের পাটবাড়িকে তিনি নবজীবন দান করেছিলেন। [১৮]

রামদাস সেন (১০·১২·১৮৪৫ - ১৯·৮·১৮৮৭) মুর্শিদাবাদ। লালমোহন। প্রধানত বাড়িতে ও কিছুদিন বহরমপুর কলেজে শিক্ষালাভ করেন। সংস্কৃত জানতেন। ১৮৬৪ খ্রী· স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি 'বিলাপতরঙ্গ' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। এপ্রিল ১৮৭২ খ্রী· বহরমপুর থেকে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশিত হলে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরোধে তিনি পুরাতত্ত্ব বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন। 'বঙ্গদর্শন' ছাড়াও 'নবজীবন', 'নব্যভারত', 'চারুবার্তা', 'এন্টিকোয়ারি' প্রভৃতি পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। ১৮৮৫ খ্রী· ইউরোপ ভ্রমণে যান। পুরাতত্ত্ব-বিষয়ক গবেষণার জন্য ইটালীর ফ্লোরেনটিনো অ্যাকাডেমি তাঁকে 'ডক্টর' উপাধি দেয়। এশিয়াটিক সোসাইটি, অ্যাগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া, সংস্কৃত টেক্সট্ সোসাইটি অফ লন্ডন, ওরিয়েন্টাল কংগ্রেস ও ফ্লোরেন্সের অ্যাকাডেমিয়া ওরিয়েন্টাল প্রভৃতির সভ্য ছিলেন। তিনি 'তত্ত্বসঙ্গীতলহরী', 'চতুর্দশপদী কবিতামালা', 'বুদ্ধদর্শন', 'ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচনা', 'মহাকবি কালিদাস' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। বহরমপুর কলেজের অন্যতম ট্রাস্টী ছিলেন। [২, ২০, ২৫, ২৬]

রামদুলাল রায় (নন্দী) (১৭৮৫ - ১৮৫২) কালীকচ্ছ—ত্রিপুরা। বহু ধর্ম ও ভক্তি সঙ্গীতের রচয়িতা। সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত রামদুলাল ত্রিপুরারাজের দেওয়ান হলেও সাধক-জীবন যাপন করতেন। তাঁর মালসী গান খুব জনপ্রিয় ছিল। সুচিকিৎসক ও সমাজসেবী মহেন্দ্রচন্দ্র তাঁর পৌত্র। [১৭৮]

রামদুলাল সরকার (১৭৫২ - ১·৪·১৮২৫) রেকজানি (দমদমের নিকটবর্তী)—চব্বিশ পরগনা। বলরাম। খ্যাতনামা ব্যবসায়ী। বর্গীর হাঙ্গামার সময় পথের মধ্যে তাঁর জন্ম। বাল্যকালে পিতামাতার মৃত্যু হলে মাতামহীর সঙ্গে কলিকাতায় মদনমোহন দত্ত নামে জনৈক ধনীর গৃহে থাকেন এবং পরে মদনমোহনের সরকার হন। মনিবের হয়ে ডুবন্ত জাহাজ কেনার ব্যবসায় করতে গিয়ে একবার বিনা মূলধনে ১ লক্ষ টাকা পান এবং সে টাকা নিজে না রেখে মনিবের হাতে দেন। এই সততায় মনিব মুগ্ধ হয়ে তাঁকে এই লক্ষ টাকা দান করেন। পরে সেই অর্থে ব্যবসায় করে প্রভূত ধনশালী

হয়ে ওঠেন। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ৩০ হাজার টাকা ও মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে কলিকাতা টাউনহলের সভায় লক্ষ টাকা দান করেন। কলিকাতায় নিজ বাসভবনে ও বেলগাছিয়ায় অতিথিশালা স্থাপন করেছিলেন। প্রায় দু' লক্ষ টাকা ব্যয়ে বারাণসীতে ১৩ টি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা তাঁর অপর কীর্তি। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে প্রধানত তাঁরই মাধ্যমে বাঙলাদেশের সঙ্গে আমেরিকার বহির্বাণিজ্যের যোগাযোগ ঘটে। চীন থেকে ইংল্যান্ড-আমেরিকা পর্যন্ত বণিকমহলে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। [২, ৩, ২৫, ২৬]

রামদেব স্মৃতিতীর্থ (২·১২·১৩০২ - ১৮·৯·১৩৫৫ ব·) তেলিবনী—মেদিনীপুর। ভগবতীচরণ স্মৃতিতীর্থ। পঞ্জিকা-সংস্কারের প্রবর্তক। পি·এম· বাগচী পঞ্জিকার গণনা ব্যবস্থাদির ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। কলিকাতার বাদুড়বাগানে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে স্মৃতি ও জ্যোতিষশাস্ত্রের অধ্যাপনা করতেন। রচিত গ্রন্থ: 'পঞ্চাঙ্গ চন্দ্রিকা', 'জ্যোতিষ দীপিকা', 'বিশুদ্ধ নিত্যকর্ম পদ্ধতি' প্রভৃতি। [১৭২]

রামধন তর্কপঞ্চানন (? - ১২৯১ ব·) কোঁড়কদি—ফরিদপুর। তিনি তাঁর গ্রামের সর্বজনবিদিত শেষ মহাপণ্ডিত। নবদ্বীপের মাধব তর্কসিদ্ধান্তের ছাত্র। তাঁর বিচারমূলক 'বিধবাবেদননিষেধক' গ্রন্থ ১২৭৪ ব· প্রকাশিত হয়। তাঁর বহু ছাত্রের মধ্যে কোঁড়কদির জানকীনাথ তর্করত্ন বেদান্তবাগীশ ও নকুলেশ্বর ন্যায়বাগীশ এবং নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ তর্কভূষণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। [৯০]

রামনরসিংহ ঘোষ। তিনি স্কুল বুক সোসাইটির একজন কর্মচারী ছিলেন। 'সন্দেশাবলী' গ্রন্থের রচয়িতা। এতে অকারাদি বর্ণমালাক্রমে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ঘটনা বিবৃত হয়েছে। [২]

রামনাথ তর্করত্ন (১৮৪৭ - ১৯১০) শান্তিপুর—নদীয়া। কালিদাস বিদ্যাবাগীশ। প্রাচীন পুথি-সংগ্রাহক ও সংস্কৃত কাব্য, নাটক, বেদান্ত, ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্র-বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থের রচয়িতা। ১৮৭৩ খ্রী· এশিয়াটিক সোসাইটিতে তিনি প্রাচীন পুথি অনুসন্ধান ও সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত হয়ে ২০ বছর ধরে ৪ হাজারেরও বেশী প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য পুস্তক উদ্ধার ও সংগ্রহ করেন। তাঁরই প্রস্তুত তালিকাকে ভিত্তি করে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায়—'Notices of Sanskrit Manuscripts' নামে একটি পুস্তিকা এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৮৯১ খ্রী· 'Age of Consent Bill' আনীত হলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সহ বহু পণ্ডিত সহবাস-সম্মতির বয়স ১০ থেকে বাড়িয়ে ১২ বছর করার বিরোধিতা করেন। রামনাথ তখন তাঁদের যুক্তি খণ্ডন করে 'Opinion on the Garbhadhana Ceremony According to the Hindu Shastras delivered to the Government (১৮৯১)—এই ইংরেজী আখ্যায় সরল ও সহজবোধ্য বাঙলা গদ্যে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তাঁর রচিত মহাকাব্য 'বাসুদেববিজয়ম্' (১৮৮৩) পণ্ডিত ম্যাক্সমুলারের প্রশংসা লাভ করে। তাঁর খণ্ডকাব্য 'বিলাপ লহরী', প্রণয় কবিতার কোষকাব্য 'আর্যালহরী', স্মৃতিশাস্ত্রীয় নিবন্ধ 'দেবীবিসর্জন-ব্যবস্থা', নাটক 'প্রভাতস্বপ্নম্' (১৯০৫) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। [৩]

রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত (১৮শ শতাব্দী)। অভয়রাম তর্কভূষণ। নবদ্বীপে অধ্যাপনা করেন। 'বুনো রামনাথ' নামে প্রসিদ্ধ। শিক্ষাদান তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। আর্থিক দুরবস্থার জন্য ছাত্রদের প্রতিপালন করে শিক্ষাদানে অসমর্থ একথা তিনি প্রকাশ করতেন। কিন্তু ছাত্ররা তাঁর শিক্ষাকৌশলে মুগ্ধ হয়ে নিজেরা কোনরকমে ভরণপোষণ চালিয়ে তাঁর টোলে অধ্যয়ন করতে আসতেন। ঐ সময়ে প্রধান প্রধান অধ্যাপক মাত্রেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে বার্ষিক বৃত্তি পেতেন। রামনাথ নিজে কখনও সে বৃত্তির জন্য আবেদন করেন নি, বরং রাজা স্বয়ং বৃত্তি দিতে চাইলেও তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং শিবচন্দ্র ছাড়াও বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দান তিনি অগ্রাহ্য করেছেন। আজও ভারতে 'বুনো রামনাথ'কে শিক্ষকের আদর্শ বলা হয়। [২, ২৫, ২৬, ৯০]

রামনাথ বিদ্যারত্ন, মহামহোপাধ্যায় (১৮৪২ - ১·৪·১৯২১) খাসা—শ্রীহট্ট। রমানাথ তর্কসিদ্ধান্ত। শিক্ষারম্ভ পিতার চতুষ্পাঠীতে। পরে উক্ত জেলার বিখ্যাত পণ্ডিত রাজগোবিন্দ সার্বভৌমের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করে 'বিদ্যারত্ন' উপাধি লাভ করেন। নিজ বাড়িতে 'পঞ্চখণ্ড-খাসা টোল' নাম দিয়ে একটি চতুষ্পাঠী খুলে অধ্যাপনায় বৃত হন। শাস্ত্র অধ্যাপনা ছাড়াও সঙ্গীত-রচনায়, কীর্তনগানে, মৃদঙ্গবাদনে ও দেবমূর্তি-নির্মাণে দক্ষতা ছিল। বঙ্গানুবাদ সহ 'স্মৃতি সন্দর্ভ' নামে স্মৃতিশাস্ত্রের একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত অ্যাসোসিয়েশন, আসাম সুরমা উপত্যকা সংস্কৃত বোর্ড ও ঢাকা সারস্বত সমাজের সদস্য ছিলেন। ১৯১৬ খ্রী· 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। [১৩০]

রামনাথ বিশ্বাস (২২·৩·১৮৯৪ - ১৯৫৫) বানিয়াচঙ্গ—শ্রীহট্ট। বিরজানাথ। বানিয়াচঙ্গ হাইস্কুলে কিছু লেখাপড়া শিখে কৈশোরেই বিপ্লবী অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। প্রথম মহাযুদ্ধে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে বাঙালী পল্টনের সঙ্গে মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে যান। ১৯২৪ খ্রী· পল্টন ছেড়ে মালয়ে কাজ নেন। ৭ই জুলাই ১৯৩১ খ্রী· সিঙ্গাপুর থেকে তাঁর বিশ্ব-পরিক্রমা শুরু। তিরিশের দশকের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রাজনৈতিক বাতাবরণে প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় তিনি পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরেছেন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশেছেন, তাঁদের কথা লিখেছেন। সাইকেলে চারটি মহাদেশ ভ্রমণ করেছেন। রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩০খানির বেশি। 'অন্ধকারের আফ্রিকা', 'আজকের আমেরিকা', 'জুজুৎসু জাপান', 'তুরুণ তুর্কী', 'দুরন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা', 'বিদ্রোহী বলকান', 'বেদুইনের দেশে', 'প্রশান্ত মহাসাগরে অশান্তি', 'ভিয়েতনামের বিদ্রোহী বীর', 'মালয়েশিয়া ভ্রমণ', 'মাও

মাওয়ের দেশে', 'হলিউডের আত্মকথা', 'মরণবিজয়ী চীন', 'Tour Round the World without Money' প্রভৃতি। [১৪৯, ১৬৫]

রামনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায় (১২৩৬ - ১৩১২ ব·) পশ্চিমপাড়, কোটালিপাড়া—ফরিদপুর। রামকুমার ভট্টাচার্য। 'আনন্দলতিকা' নামক চম্পূকাব্য রচয়িতা (পত্নী জয়ন্তী দেবী সহযোগে)। নবদ্বীপে নৈয়ায়িক শ্রীরাম শিরোমণির নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেন। তাঁর অদ্ভুত মেধা ও স্মরণশক্তির জন্য অধ্যাপক ও ছাত্ররা তাঁকে 'পুঁথি' ব'লে সম্বোধন করতেন। 'সিদ্ধান্তপঞ্চানন' উপাধি-ভূষিত হয়ে তিনি নিজ গ্রামে এসে টোল খোলেন এবং আর্থিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও বরাবর কয়েকজন ছাত্রকে আহার ও বাসস্থান দিয়ে অধ্যাপনায় ব্যাপৃত থাকেন। বিবিধ শাস্ত্রের অধ্যাপনায় তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর সময়ে নবদ্বীপ, বিক্রমপুর ও ভট্টপল্লীর মতই কোটালিপাড়া প্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠ হয়ে উঠেছিল। তাঁর কৃতবিদ্য ছাত্রদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় পার্বতীচরণ তর্কতীর্থ, মূলাজোড় কলেজের অধ্যক্ষ নিশিকান্ত তর্কতীর্থ, সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৭ খ্রী· তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। কোটালিপাড়া উনশিয়া গ্রামস্থ আর্যবিদ্যালয়ের তিনি প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং পশ্চিমপাড়স্থ 'হরিহর বিদ্যালয়' ও 'শুভসাধিনী সভা'র স্থায়ী সভাপতি ছিলেন। কলিকাতায় মৃত্যু। [১৩০, ১৪৯]

রামনারায়ণ তর্করত্ন (২৬·১২·১৮২২ - ১৮৮৬) হরিনাভি—চব্বিশ পরগনা। রামধন শিরোমণি। তিনি বাঙলা ভাষায় প্রথম বিধিবদ্ধভাবে নাটক রচনা করে 'নাটুকে রামনারায়ণ' নামে খ্যাত হন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ করে তিনি হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। দুই বৎসর পর সংস্কৃত কলেজে যোগদান করেন। ২৭ বছর কাজ করার পর অবসর-গ্রহণ করে নিজ গ্রাম হরিনাভিতে একটি চতুষ্পাঠী খুলে অধ্যাপনা শুরু করেন। দি বেঙ্গল ফিলহার্মোনি আকাদেমি কর্তৃক 'কাব্যোপাধ্যায়' উপাধি-ভূষিত ছিলেন। 'পতিব্রতোপাখ্যান' ও 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) রচনা করে পুরস্কৃত হন। রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নাটক: 'রত্নাবলী', 'বেণীসংহার', 'অভিজ্ঞানশকুন্তল', 'রুক্মিণীহরণ', 'কংসবধ', 'নবনাটক' প্রভৃতি। তাছাড়া 'যেমন কর্ম তেমনি ফল', 'উভয় সঙ্কট', 'চক্ষুদান' প্রভৃতি প্রহসনও রচনা করেন। সেকালের কলিকাতার ধনী ব্যক্তিদের নিজস্ব রঙ্গমঞ্চে তাঁর নাটক ও প্রহসনাদি অভিনীত হত। [৩]

রামনিধি গুপ্ত। দ্র· **নিধুবাবু**।

রাম পাড়ুই (? - ১৯৩০) জ্যোতশ্যাম—মেদিনীপুর। আইন অমান্য আন্দোলনকালে লবণ সত্যাগ্রহে যোগদান করে পুলিসের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন। [৪২]

রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (২৯·৩·১২৭৮ - ১৭·১·১৩৩৬ ব·) বিষ্ণুপুর। সঙ্গীতজ্ঞ অনন্তলাল। খ্যাতনামা ধ্রুপদী ও যন্ত্রশিল্পী। তাঁর প্রথম সঙ্গীতশিক্ষা পিতার কাছে এবং পরে গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে টপ্পা, নীলমাধব চক্রবর্তীর কাছে সেতার ও সুরবাহারে যন্ত্রসঙ্গীত শেখেন। এছাড়া তৎকালীন বহু বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞদের কাছ থেকে তিনি তাঁদের সাঙ্গীতিক জ্ঞান আয়ত্ব করতে সচেষ্ট ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি প্রথমে বিষ্ণুপুর রাজবংশের এক শাখা কুচিয়াকোলের সভাগায়ক ছিলেন; পরে নাড়াজোল রাজসভায় সঙ্গীতাচার্যরূপে যোগ দেন। নাড়াজোলের মহারাজার মৃত্যুর পর তিনি বিষ্ণুপুরের পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত বিদ্যালয়টিকে 'অনন্ত সঙ্গীত বিদ্যালয়' নামাঙ্কিত করে সম্পূর্ণ নূতনভাবে তার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বাংলা ভাষায় রাগ-সঙ্গীতের সুর-সংগ্রহের বিখ্যাত গ্রন্থ 'সঙ্গীতমঞ্জরী' প্রণয়ন। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'মৃদঙ্গ দর্পণ', 'তবলা তরঙ্গ' ও 'এসরাজ তরঙ্গ'। 'সঙ্গীত প্রবেশিকা' পত্রিকায় তাঁর লিখিত বিভিন্ন গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়। তিনি প্রাচীন হিন্দী গীতগুলি সংগ্রহ করে তার যথাসাধ্য নির্ভুল স্বরলিপি রচনা করেন। হিন্দী (ব্রজভাষা) ও বাংলায় কয়েকটি গানও তিনি লেখেন। প্রখ্যাত সঙ্গীতবিদ্ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোকুলচন্দ্র নাগ, গৌরহরি কবিরাজ প্রভৃতি অনেকেই তাঁর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। তাঁর পুত্রদের (পরেশচন্দ্র, ভূপেশচন্দ্র, যোগেশচন্দ্র ও অশেষচন্দ্র) সঙ্গীতশিক্ষার গুরুও তিনি ছিলেন। [৪, ১৭, ৫২]

রামপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন (১৭০৯ - ১৮১৪) ইলছোবা—হুগলী। ভট্টাচার্যবংশীয় বাঁশবেড়িয়া বিদ্যাসমাজের একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক। কাশীবাসী হয়েছিলেন। ১৭৯১ খ্রী· কাশীতে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে ৮২ বছর বয়স্ক রামপ্রসাদ সেখানে ন্যায়ের প্রথম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ২২ বছর অধ্যাপনা করে এপ্রিল ১৮১৩ খ্রী· মাসিক ৫০ টাকা পেনসন ও একটি পরোয়ানা পেয়ে তিনি ১০৩ বছর বয়সে অবসর-গ্রহণ করেন। তখন তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ, কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্য ও কর্তব্যনিষ্ঠা অটুট ছিল। ইলছোবায় এবং বাঁশবেড়িয়ার চৌবাটিতে তাঁর স্থাপিত শিবমন্দির বিদ্যমান আছে। [৯০]

রামপ্রসাদ সেন (আনু· ১৭২০ - ১৭৮১) হালিশহর—চব্বিশ পরগনা। রামরাম। খ্যাতনামা শক্তিসাধক, কবি ও গায়ক। বাল্যকালেই বাংলা, সংস্কৃত, ফারসী ও হিন্দী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন। পিতার মৃত্যুর পর সংসার চালানোর জন্য ১৭/১৮ বছর বয়সে কলিকাতায় মুহুরির চাকরি নেন। অতি অল্পবয়সেই তাঁর মধ্যে কবিত্বশক্তি ও ঈশ্বরভক্তি বিকশিত হয়। অবসর পেলেই শ্যামাবিষয়ক গীত রচনা করে হিসাবের খাতায় লিখে রাখতেন। তাঁর মনিব সেই গীতের সন্ধান পেয়ে ৩০ টাকা মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করলে তিনি সংসারচিন্তা

থেকে মুক্ত হন ও ভগবৎসাধনায় মনোনিবেশ করেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীত শুনে তাঁকে ১০০ বিঘা জমি দান করেন। তাঁর রচিত সঙ্গীত 'রামপ্রসাদী সঙ্গীত' নামে পরিচিত। রামপ্রসাদী সুর বা গীতি-ভঙ্গী বাঙলার জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত। তিনি 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেছিলেন। 'কালী কীর্তন' তাঁর একটি ক্ষুদ্র রচনা। 'কবিরঞ্জন' উপাধি-প্রাপ্ত ছিলেন। [২, ৩, ৭, ২০, ২৫, ২৬]

রামপ্রাণ গুপ্ত (১৮৬৯ - ১৯২৭) কেদারপুর—ময়মনসিংহ। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক। ছাত্রাবস্থাতেই কুচবিহার থেকে প্রকাশিত 'সুকথা' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতেন। 'সাহিত্য', 'ভারতী', 'প্রবাসী', 'আরতি', 'নবনূর' প্রভৃতি পত্রিকায় বহু ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'প্রাচীন ভারত', 'মোগলবংশ', 'পাঠান রাজবৃত্ত', 'ইসলাম কাহিনী', 'হজরত মহম্মদ', 'ব্রতমালা' প্রভৃতি। গোলাম হোসেন সলীম জৈদপুরী রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ (ফারসী) 'রিয়াজ উস সলাতীন' সটীক বঙ্গানুবাদ করে ১৯০৭ খ্রী· প্রকাশ করেন। [২৫, ২৬]

রাম বসু (১৭৮৬ - ১৮২৮) শালকিয়া—হাওড়া। রামলোচন। অল্পবয়স থেকেই তিনি কবিতা রচনা করতেন। প্রথমে তিনি ভবানী বেনে, নীলু ঠাকুর প্রমুখ কবিয়ালদের দলে গান করতেন। পরে নিজেই দল গঠন করেন। কৃষ্ণ-বিষয়ক ও শ্যামা-বিষয়ক গান রচনা করে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। অনেকের মতে বিরহের সর্বাঙ্গীন সুপরিপাটি ভাববর্ণনায় তিনি অদ্বিতীয় এবং লহরা রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। [২, ৩, ২০, ২৫, ২৬, ৩১]

রামব্রহ্ম তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় (১২৬২ - ১৩৪৪ ব·) ঘুড়িষা—বীরভূম। রামনাথ বিদ্যারত্ন। বাল্যকালে অভাবের জন্য পড়াশুনার সুযোগ পান নি। ১৬/১৭ বছর বয়সে শ্বশুরালয় বর্ধমান জেলার কুমারডিহিতে গিয়ে ভগবানচন্দ্র ন্যায়রত্নের নিকট সংস্কৃত পাঠ আরম্ভ করেন। পরে কাশীধামে গিয়ে নব্যন্যায়ের পাঠ সমাপ্ত করে 'তর্কতীর্থ' উপাধি লাভ করেন। সুবক্তা ছিলেন। ১২৮৪ ব· নিজ বাড়িতে টোল স্থাপন করে ১৩৪২ ব· পর্যন্ত অধ্যাপনায় রত থাকেন। ১৯২৮ খ্রী· তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি পান। এই উপাধি লাভের পর তাঁর চতুষ্পাঠীর নামকরণ হয় 'মহামহোপাধ্যায় চতুষ্পাঠী'। তিনি স্বগ্রামে বিষ্ণুমন্দির, শিবমন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা এবং চার বার গায়ত্রী পুরশ্চরণ করেছেন। 'হরিনাম প্রচারিণী সভা'র (কেন্দুবিল্বস্থ) বহুকাল সভাপতি ছিলেন। কাশীধামে মৃত্যু। [১৩০]

রামব্রহ্ম সান্যাল (১৮৫০ - ১৩.১০.১৯০৮) মহুলা—মুর্শিদাবাদ। বৈদ্যনাথ। বহরমপুর কলেজ থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে তিন বছর পড়েন। ডাক্তার হতে পারেন নি। কিন্তু এখানে পড়ার সময়ে উদ্ভিদবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান পাঠে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের পথ নির্ধারিত হয়। পশুপাখিদের জীবন তাঁর অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে ওঠে। ক্রমে বিখ্যাত উদ্ভিদবিদ্ স্যার জর্জ বেনেটের সঙ্গে পরিচিত হন। ১৮৭০ খ্রী· কলিকাতা চিড়িয়াখানার নির্মাণ কাজ শেষ হয়। প্রখ্যাত উদ্ভিদবিদ কিং জর্জের অধীনে তিনি সেখানে কর্মরত থাকেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অধীত বিদ্যার সাহায্যে এই পশুশালা গড়ে তোলায় তাঁর বিশেষ অবদান আছে। ক্রমে পৃথিবীর জীববিজ্ঞানী মহলে তাঁর নাম পরিচিত হয়। ১৮৯৮ খ্রী· ইউরোপে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক জীববিজ্ঞানী সম্মেলনে তিনি ভারতের প্রতিনিধিরূপে যোগ দেন। তাঁর খ্যাতির সঙ্গে পদোন্নতিও ঘটে। তিনিই কলিকাতা পশুশালার প্রথম তত্ত্বাবধায়ক। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'Management of Wild Animals in Captivity in Lower Bengal (1892)'। 'Hours with Nature' (1896) সাধারণের জন্য লিখিত (শিবপুর উদ্ভিদ্ উদ্যান, আলীপুর পশুশালা, পশুকক্ষ, ভারতীয় যাদুঘরসহ) বাঙলার প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীবজগৎ সম্পর্কিত একখানি তথ্যপূর্ণ পুস্তক। 'বিজ্ঞানপাঠ' নামে একটি পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেছিলেন। [১৮, ১৪৯]

রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার (১৭শ শতাব্দী) কুশদহ—চব্বিশ পরগনা। বিখ্যাত নৈয়ায়িক। কুশদহ বা কুশদ্বীপ পরগনায় তিনটি প্রধান পণ্ডিত-স্থান ছিল—মাটিকুমড়া, গৈপুর ও খাঁটুরা। তিনি মাটিকুমড়ার পুতিতুণ্ড-বংশীয় ছিলেন। খাঁটুরার পণ্ডিতদের মধ্যে রামরুদ্র ন্যায়বাচস্পতি ও গৌরমণি ন্যায়ালঙ্কারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রামভদ্র নদীয়ার নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্যের সমকালীন ছিলেন। তখন তাঁদের নামে জনশ্রুতি ছিল 'নদের গদা, কুশদহের ভদা'। [৯০]

রামভদ্র সার্বভৌম (১৬শ শতাব্দী) নবদ্বীপ। তাঁর অভ্যুদয়কাল ১৫২৫ - ৭৫ খ্রী· মধ্যে নির্ণয় করা যায়। বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত এই মহানৈয়ায়িকের রচিত 'কুসুমাঞ্জলিকারিকা-ব্যাখ্যা' বাঙলাদেশের ন্যায়চতুষ্পাঠীসমূহে অধীত হয়েছে। নবদ্বীপের কোন নৈয়ায়িকই তাঁর মত ছাত্রসম্পদ লাভ করেন নি। তাঁর চারজন প্রধান ছাত্র—মথুরানাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালঙ্কার, গৌরীকান্ত সার্বভৌম ও কাশীনিবাসী 'জগদ্‌গুরু' জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের চারটি স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'ন্যায়রহস্য' (সর্বশ্রেষ্ঠ), 'গুণরহস্য', 'সিদ্ধান্তসার', 'সময়রহস্য', 'সমাসবাদ', 'শব্দনিত্যতাবাদ', 'সুবর্ণতৈজসত্ববাদ', 'পদার্থতত্ত্ব-বিবেচন প্রকাশ', 'সিদ্ধান্তরহস্য', 'নঞ্‌বাদটীকা' প্রভৃতি। [৯০]

রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার (? - ২৬.৩.১৮৪৬) কালসকাঠি—বরিশাল। শঙ্কর তর্কবাগীশের ছাত্র। তাঁর সতীর্থ বাক্‌লার কৃষ্ণানন্দ সার্বভৌমের সাফল্যে দেশত্যাগী হয়ে রতন রায়ের আশ্রয়ে ও কলিকাতায় এসে যশস্বী হয়েছিলেন। মৃত্যুকালে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। শোনা যায়, কৃষ্ণানন্দ উত্তরবাদিরূপে এবং রামমাণিক্য পূর্বপক্ষবাদিরূপে সেকালে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। [৯০]

রামমোহন ন্যায়বাগীশ। কোম্পানীর আমলে বাংলা গদ্যসাহিত্যের ক্রমোন্নতির যুগে তিনি শঙ্করাচার্যের 'মোহমুদ্গরে'র গদ্যানুবাদ এবং শিহ্লান মিশ্রের 'শান্তি শতকে'র পদ্যানুবাদ করেছেন। পদ্য রচনায় সুদক্ষ ও সুপণ্ডিত ছিলেন। [২]

রামমোহন রায় (১৭৭২ - ২৭.৯.১৮৩৩) রাধানগর—হুগলী। রামকান্ত। প্রপিতামহ কৃষ্ণকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ফুরখশিয়ারের আমলে বাঙলার সুবেদারের আমিন ছিলেন। সেই সূত্রে তাঁদের 'রায়' পদবীর ব্যবহার। আধুনিক ভারতের জনক, আন্তর্জাতিক আদর্শের প্রবক্তা রামমোহন পাটনায় আরবী এবং কাশীতে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। স্বগ্রামের নিকটবর্তী পালপাড়া গ্রামের নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার বা হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী কৈশোরেই তাঁর মনে আধ্যাত্মিক চিন্তার বীজ রোপণ করেন। ১৫ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে কয়েক বছর, তাঁর নিজের ভাষায় 'পৃথিবীর সুদূর প্রদেশগুলিতে, পার্বত্য ও সমতলভূমিতে' পর্যটন করেন। ১৭৯১ খ্রী· তাঁর পিতা লাঙ্গুলপাড়া গ্রামে এসে বাস করতে থাকেন। এই সময়ে তিনি ও তাঁর ভ্রাতারা পিতার বিস্তৃত জমিদারী দেখাশুনা করতেন। ১৭৯৬ খ্রী· তিনি পৈতৃক ও অন্যান্য সূত্রে কিছু জমি, বাগান ও কলিকাতাস্থ জোড়াসাঁকোর বাড়ির মালিকানা লাভ করেন। বৈষয়িক কাজে তিনি কলিকাতা, বর্ধমান ও লাঙ্গুলপাড়ায় বিভিন্ন সময়ে অবস্থান করতেন। ১২.৭.১৭৯৯ খ্রী· তিনি দুইটি বড় তালুক কেনেন। পরের বছর ভাগ্যবিপর্যয়ে তাঁর পিতা হুগলীর দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ হন। কিছু পরে জ্যেষ্ঠভ্রাতা জগমোহন অনুরূপ কারণে মেদিনীপুর জেলে আটক থাকেন। একমাত্র রামমোহনই এই বিপর্যয় এড়াতে পেরেছিলেন। তাঁর কোম্পানীর কাগজ কেনাবেচার ব্যবসায় ছিল। ৭.৩.১৮০৩ খ্রী· থেকে দুই মাস কালেক্টর উড়ফোর্ডের দেওয়ানরূপে যশোহরে কাজ করেন। এই সময়ে পিতার মৃত্যু হয় ও শ্রাদ্ধাদি নিয়ে গোলযোগের ফলে অনুষ্ঠিত তিনটি শ্রাদ্ধের একটি রামমোহন কলিকাতায় করেন। পরিবারের অন্যান্যদের দুর্গতি হলেও রামমোহন সম্পন্ন ছিলেন ও তালুক কেনেন (১৮০৩)। কিছুদিন পর মুর্শিদাবাদ যান এবং এখানেই তাঁর একেশ্বরবাদ-বিষয় প্রথম রচনা আরবী ও ফারসী ভাষায় 'তুহ্ফাৎ উল মুবাহ্হিদ্দীন' প্রকাশিত হয় (আনু· ১৮০৩/৪)। সিভিলিয়ান ডিগ্বীর দেওয়ান বা খাস কর্মচারিরূপে কাজ করার সময়ে (১৮০৫ - ১৪) বিষয়কর্মে যথেষ্ট উন্নতি করেন। ইংরেজের অধীনে চাকরি করলেও আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্য স্যার ফ্রেডারিক হ্যামিলটনের সঙ্গে সজ্ঘর্ষ হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে লর্ড মিন্টোর কাছে অভিযোগ করেন (১২.৪.১৮০৯)। এই অভিযোগপত্রটিই তাঁর প্রথম ইংরেজী রচনা বলা যায়। ১৮১৪ খ্রী· থেকে কলিকাতায় বসবাস শুরু করেন এবং চৌরঙ্গী ও মানিকতলায় গৃহ ক্রয় করেন। সেকালের ধনীদের প্রথামত জোব্বা ও চাপকান তাঁর পোশাক ছিল। পান, ভোজন ও বন্ধু ইত্যাদির কারণে গোঁড়া হিন্দুরা তাঁকে যবন সন্দেহ করতেন। তাঁর গৃহে দেশী-বিদেশী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যাতায়াত ছিল। সম্ভবত বৈষয়িক কারণে মাতা তারিণীদেবীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ক্লিষ্ট হয়। সংসারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তারিণীদেবী পুরী চলে যান এবং দুই বছর দরিদ্র রমণীর মত জগন্নাথ মন্দির ঝাঁট দিয়ে বৈষ্ণবের বাঞ্ছিত মৃত্যুবরণ করেন (২১.৪.১৮২২)। তাঁর প্রথম জীবনের শিক্ষক হরিহরানন্দের কাছে (১৮১২) রামমোহন গভীরভাবে হিন্দুশাস্ত্র ও দর্শনের পাঠ গ্রহণ করেন। কলিকাতায় স্থায়ী বাসিন্দা হয়েই তাঁর জ্ঞান ও বিশ্বাসমত ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিবিধানে সচেষ্ট হন। তাঁর একেশ্বরবাদী ধর্মমত-প্রচারে প্রথম কাজ হল, অনুবাদ ও ভাষ্যসহ বেদান্ত-সূত্র ও তৎসমর্থক উপনিষদ্‌গুলি প্রকাশ করা (১৮১৫ - ১৯)। বাংলা ভাষায় বেদান্তের তিনিই প্রথম ভাষ্যকার। এই সঙ্গে একেশ্বর উপাসনার পথ দেখাতে 'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠা করেন (১৮১৫)। এই সভাকেই পরে তিনি 'ব্রাহ্মসমাজ' নাম ও রূপ দেন (১৮২৮)। তিনি নিজ অনূদিত গ্রন্থ নিজ ব্যয়ে প্রকাশ করে বিতরণ করেন। বক্তব্য ছিল, 'হিন্দুধর্মে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাই প্রকৃষ্ট'। অল্পদিনেই তাঁকে কেন্দ্র করে বিশিষ্ট ও বিদ্বান্ শহরবাসিগণ সমবেত হন। রক্ষণশীল হিন্দুগণ তাঁর প্রবল শত্রু হয়ে ওঠেন। মূল বাইবেলের পুরাতন অংশ পাঠ করার জন্য তিনি হিব্রু ভাষা শিখেছিলেন। বাইবেলের শিক্ষা সম্বন্ধে বলেন—খ্রীস্ট-জীবনের অলৌকিক কাহিনী নয়, অবতারবাদ নয়, তাঁর উপদেশই বাইবেলের প্রকৃত শিক্ষা। ফলে পাদ্রীগণও তাঁর বিরোধিতা আরম্ভ করেন। এই বাদানুবাদের ফলে বিপুল-কলেবর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। পাদ্রী উইলিয়ম অ্যাডাম তাঁর দলভুক্ত হন। পত্রিকা প্রকাশ করলেন তিনটি—ইংরেজী-বাংলায় দ্বিভাষিক 'ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২১), বাংলায় 'সম্বাদ কৌমুদি' (১৮২১) ও ফারসী ভাষায় 'মীরাৎ-উল-আখ্বার' (১৮২২)। সংবাদপত্রের স্বাধীনতাহরণের প্রতিবাদে ১৮২৩ খ্রী· ফারসী পত্রিকা বন্ধ করে দেন। আত্মীয়সভায় বেদাদি শাস্ত্র পাঠ, ব্যাখ্যা ও ব্রহ্মসঙ্গীত হত। ১৮২১ খ্রী· ইউনিটোরিয়ান কমিটি নামে আর একটি ধর্মসভা স্থাপন করেন। ২০.৮.১৮২৮ খ্রী· দ্বারকনাথ ঠাকুর প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহযোগিতায় 'ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করেন। ২৩.১.১৮৩০ খ্রী· সমাজের নবনির্মিত ভবনে উপাসনা হয়। তাঁর সময়ে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদী—সব সম্প্রদায়ের লোক এখানে উপাসনা করতেন। রামমোহন সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে আইনের জন্য চেষ্টা করেন। হিন্দু শাস্ত্রের প্রমাণ দাখিল করে দেখান যে শাস্ত্রে সহমরণের নির্দেশ নেই। ৪.১২.১৮২৯ খ্রী· লর্ড বেন্টিঙ্ক সতীদাহ বিধি-বহির্ভূত বলে ঘোষণা করেন। ইংরাজী শিক্ষার প্রসারে নিজ ব্যয়ে তিনি অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল স্থাপন করেন (১১.১২.১৮২৩)। রাজনৈতিক মতে তিনি আন্তর্জাতিকতাবাদী ছিলেন। ইউরোপ ও আমেরিকার

রাজনীতির খবর রাখতেন। অস্ট্রীয় সৈন্য কর্তৃক নেপলস্ পুনর্দখলের সংবাদে লেখেন '.....I consider the cause of Neapolitans as my own, and their enemies as ours'.। স্পেনের শোষণ থেকে দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশগুলির মুক্তির সংবাদে তিনি স্বগৃহ আলোক-সজ্জিত করেন ও বহু বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে আপ্যায়িত করেন (সেপ্টেম্বর ১৮২৩)। ফ্রান্সে ১৮৩০ খ্রী· জুলাই বিপ্লবের সংবাদে উৎফুল্ল হন। এদেশে জুরী প্রথা প্রবর্তনে ও উত্তরাধিকার আইন-সংক্রান্ত আন্দোলনগুলিতে সক্রিয় ছিলেন। তিনি রাজা উপাধি সহ দিল্লীর বাদশাহের দূত হিসাবে ইংল্যান্ডের রাজার নিকট প্রেরিত হন। বিলাতযাত্রায় সঙ্গী হন পালিত পুত্র রাজারাম, রামরত্ন মুখোপাধ্যায়, রামহরি দাস ও ভৃত্য শেখ্ বক্স। ৮·৪·১৮৩১ খ্রী· লিভারপুল বন্দরে অবতরণ করা মাত্রই বিপুলভাবে সংবর্ধিত হন এবং পার্লামেন্টে বৈদেশিক দূতগণের আসনে বসবার অধিকার পান। মোগল সম্রাটের নির্দিষ্ট কাজ সফল করেন। স্বদেশে ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থার উন্নতির চেষ্টায় কিছুটা সাফল্য লাভ করেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে তিনি প্যারিস যান এবং ফরাসী সম্রাট লুই ফিলিপ কর্তৃক সংবর্ধিত হন। ইংল্যান্ডে ফিরে ব্রিস্টল শহরে বাস করেন। সেখানে আট দিনের জ্বরে তাঁর মৃত্যু হয়। হিন্দু ব্রাহ্মণের উপবীত আমৃত্যু তাঁর অঙ্গে ছিল। মৃত্যুর ১০ বছর পরে দ্বারকনাথ ঠাকুর 'আনরস ভেল' নামক জায়গায় তাঁকে সমাধি দিয়ে একটি মন্দির নির্মাণ করে দেন। তাঁর পূর্বে বাংলা ভাষায় কবিতা ও গদ্য রচিত হলেও, প্রকৃত অর্থে তাঁকেই বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়। প্রায় ৩০ টি বাংলা গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। তাঁর রচিত 'ব্রহ্মসঙ্গীত', 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' প্রভৃতি বিখ্যাত। ৩৯ টি ইংরেজী রচনার মধ্যে একটি আত্মজীবনীমূলক পুস্তিকা আছে। অন্যান্যগুলির বেশীর ভাগই শাস্ত্রের অনুবাদ। এগুলির কিছু লন্ডনে ও অন্যগুলি কলিকাতা থেকে প্রকাশিত। সঙ্গীতজ্ঞ কালী মীর্জার কাছে সঙ্গীত বিষয়ে জ্ঞানলাভ করার পর বাংলায় ধ্রুপদ রচনা ও কলিকাতা সমাজে এই গানের প্রচলনে সাহায্য তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব। [৩, ৭, ৮, ২৫, ২৬, ২৮, ১৪৯]

রামরঞ্জন চৌধুরী (? - ১১·১১·১৯৭০) মুর্শিদাবাদ। জেলার সমস্ত শ্রেণীর মানুষের তিনি প্রিয় ছিলেন। ১৯৪৭ খ্রী· দেশবিভাগের পর হাজার হাজার বাস্তুহারার ভূমিসংস্থান করে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেন এবং শেষজীবনে ভূদানযজ্ঞে অংশ নেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কলোনী এখন 'বলরামপুর বাস্তুহারা কলোনী' নামে খ্যাত। বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১৬]

রামরবি মুখোপাধ্যায়, ডাঃ। লালবাজার-বাঁকুড়া। পেশায় চিকিৎসক হলেও সাংবাদিকতাকে বৃত্তিরূপে বেছে নেন। 'বাঁকুড়া দর্পণ' পত্রিকার চল্লিশ বছরের অধিক কাল সম্পাদক ছিলেন। পঞ্চাশের মন্বন্তরে খরাপীড়িত বাঁকুড়া জেলার কথা নির্ভীকভাবে তুলে ধরেছিলেন। বাঁকুড়া সাহিত্য পরিষদ, বাঁকুড়া ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি, বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ এবং বহু সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। [২০২]

রামরাম বসু (১৭৫৭ - ৭·৮·১৮১৩) চুঁচুড়া—হুগলী। বাংলা গদ্যের আদি লেখক। ৮·৩·১৭৮৭ খ্রী· তিনি মিশনারীদের বাংলা শেখানোর কাজ নেন। ১৭৯৩ খ্রী· উইলিয়ম কেরী কলিকাতায় এলে তিনি কেরীর মুন্শী নিযুক্ত হন। এর আগেই তিনি 'খ্রীষ্টস্তব' রচনা করেন। ১৫·৬·১৭৯৫ খ্রী· কেরী মালদহ মদনাবাটী নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হলে তিনিও সঙ্গে যান। ১৮০০ খ্রী· শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন ও বাংলা বিদ্যালয় খোলার উদ্যোগে এই বছরেরই জুন মাসে তাঁকে নিয়োগ করা হয়। 'গসপেল মেসেঞ্জার' গ্রন্থটি তিনি বাংলায় 'হরকরা' নামে কবিতায় অনুবাদ করেন। পরে এটি ইংরেজী, ওড়িয়া ও হিন্দীতেও অনূদিত হয়। এরপর 'জ্ঞানোদয়' কবিতাগ্রন্থ লেখেন। ১৮০২ খ্রী· দুইটি খ্রীষ্টসঙ্গীত অনুবাদ ও ১৮০৩ খ্রী· 'খৃষ্টবিবরণামৃতং' নামে কবিতায় খ্রীষ্টচরিত রচনা করেন। ১৮০১ খ্রী· ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সহকারী পণ্ডিতের চাকরি নেন। এখানেই 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮০১ খ্রী· জুলাই মাসে এটি মুদ্রিত হয়। বাংলা অক্ষরে বাঙালী রচিত এটিই প্রথম মুদ্রিত মৌলিক গ্রন্থ। ১৮০২ খ্রী· 'লিপিমালা' গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলা ও ফারসীতে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল এবং কাজ চলার মত ইংরেজী জানতেন। কেরীর বাংলা বাইবেলের পরিমার্জনা করেছিলেন। [২, ৩, ২৫, ২৬, ২৮]

রামলোচন ঘোষ (১৭৯০ - মার্চ ১৮৬৬) বৈরাগদি—ঢাকা। ইংরেজী শিক্ষা করে পাটনা জজকোর্টের সেরেস্তাদার নিযুক্ত হন ও পরে কলিকাতা সদর বোর্ড অফ রেভিনিউর সেরেস্তাদারের পদ পান। ১৮৪১ খ্রী· সরকার কর্তৃক কৃষ্ণনগরের প্রধান সদর আমীনের পদে নিযুক্ত হন। দেশে ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারে তাঁর অনলস চেষ্টা ও আর্থিক দান উল্লেখযোগ্য। ১৮৪১ খ্রী· ঢাকা কলেজ ও ১৮৪৫ খ্রী· কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা ছিল। গভর্নর কর্তৃক কৃষ্ণনগর লোক্যাল কমিটির সভ্য নির্বাচিত হন। নদীয়ায় স্ত্রীশিক্ষা-প্রসারে অগ্রণী ছিলেন। কৃষ্ণনগরে 'পাবলিক লাইব্রেরী' স্থাপন করেন। বাংলা ভাষার মাধ্যমে সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮৩৬ খ্রী· স্থাপিত বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য ছিলেন। তাঁরই উৎসাহে এই সভা প্রথম রাজনৈতিক আলোচনা-স্থল হয়ে ওঠে। স্বনামধন্য ব্যরিস্টার মনোমোহন ও লালমোহন তাঁর দুই পুত্র [৮, ৬৪]

রামলোচন দাস (পৌষ ১১৯৮ - ৪·১০·১২৭৪ ব·) তেরখি—ময়মনসিংহ। কৃষ্ণকান্ত। বাংলা, সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। এছাড়া প্রতিমাগঠন, চিত্রবিদ্যা ও তারপাশা শিল্পও তিনি শিক্ষা

করেছিলেন। বরাকপুরের মুন্‌শী ও দিনাজপুর আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। 'প্রেমলহরী', 'সঙ্গীতরস্যোত্তর', 'সঙ্গীতামৃতসিন্ধু', 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' (পদ্যানুবাদ), 'কল্কিপুরাণ' (পদ্যানুবাদ) প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। সঙ্গীতরচনা, বিদ্যানুরাগ ও পাণ্ডিত্যের জন্য দিনাজপুরে সুপরিচিত ছিলেন। [৪]

রামশঙ্কর ভট্টাচার্য (আনু· ১৭৬১ - ১৮৫৩) বিষ্ণুপুর। গদাধর। তাঁর সাধনার ফলেই বিষ্ণুপুর তথা বাঙলায় ধ্রুপদ গানের চর্চা শুরু হয়। তিনিই প্রথম বাংলায় ধ্রুপদ গান রচনা করেন। কোন কোন মহলের মতে বাংলা ধ্রুপদ গানের প্রথম রচয়িতা রাজা রামমোহন। তাঁর জীবদ্দশায় কোন গান মুদ্রিত হয় নি। রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিষ্ণুপুর' গ্রন্থে তাঁর কয়েকটি গান সঙ্কলন করেন। পুত্রদ্বয় রামকেশব ও রমাপতি এবং দীনবন্ধু গোস্বামী, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রমুখ তাঁর শিষ্য ছিলেন। তিনি বিষ্ণুপুররাজ চৈতন্যসিংহের সভাগায়ক হিসাবে ভূমি লাভ করেন। ৯২ বছরের জীবনে একে একে পাঁচ পুত্রের মৃত্যুশোক পেয়েও সঙ্গীতসাধনা করেছেন। রাজসভায় ও স্বগৃহে সঙ্গীতানুষ্ঠান ছাড়াও একটি বাৎসরিক অনুষ্ঠান করতেন। এইটিই বোধ হয় বার্ষিক সঙ্গীতানুষ্ঠানের সর্বপ্রাচীন সংস্থা। পুত্র মাধব বীণকার ছিলেন। [১৪৯]

রামশরণ পাল (১৮শ শতাব্দী)। কর্তাভজা-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আউলচাঁদ পূর্ণচন্দ্রের শিষ্য। গুরুর মৃত্যুর পর (১৭৬৯ - ৭০) সম্প্রদায়ের ভাঙন শুরু হলে প্রধান দলের তিনি কর্তা হন। তাঁর পত্নী সরস্বতী দেবী (সতীমা) এবং পুত্র দুলালচাঁদের নেতৃত্বে এই শাখাটি সুগঠিত ও প্রসারিত হয়। তাঁর পরে বংশানুক্রমে রামদুলাল ও ঈশ্বরচন্দ্র কর্তা হন। আউলচাঁদকে তাঁরা আদিগুরু ব'লে পূজা করেন। নদীয়া জেলার ঘোষপাড়া গ্রামে তাঁদের পীঠ আছে। স্থানটি নিত্যধাম নামেও পরিচিত। কর্তাভজা-সম্প্রদায়ের সাধনা ও উপাসনার ক্ষেত্রে জাতিবিচার নেই, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নেই। বাউলের মত অধ্যাত্ম সঙ্গীত তাঁদের সাধনার বিশিষ্ট অঙ্গ। [৩, ২৫, ২৬, ১৪৯]

রামাই পণ্ডিত। তিনি একটি 'শূণ্যপুরাণ' গ্রন্থ রচনা করেন। এটি বৌদ্ধপ্রভাব কালের পদ্যগদ্যময় বাংলা গ্রন্থ। তাঁর পূর্বে কোন বাঙালী লেখক গদ্য রচনার প্রয়াস করেছিলেন কিনা জানা যায় না। গ্রন্থটি হাজার বছরেরও আগে রচিত ব'লে অনুমান করা হয়। [২]

রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর (১৮২৯ - ১৯১৪) শাকনাড়া—বর্ধমান। ১৪ বছর বয়সে কলিকাতায় এসে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ৫ বছরের জন্য সিনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৫৭ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে সেই বছরই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দেড় বছর প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ে তিনি প্রথমে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অধীনে ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর অফ স্কুলস্ হিসাবে ও পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে বাঙলা, বিহার ও ওড়িশার নানা জেলায় কাজ করেন। ১৮৬৬ - ৬৭ খ্রী· ওড়িশায় ও ১৮৭৪ খ্রী· বিহারে দুর্ভিক্ষের সময় ত্রাণকার্য করে সুনাম অর্জন করেন। দক্ষতার জন্য সরকার তাঁর কার্যকাল দু'বছর বৃদ্ধি করেন। তিনি নিজগ্রামে দীঘি নির্মাণ, মাইনর স্কুল স্থাপন প্রভৃতি জনহিতকর কার্য করেন। তাঁর রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ: 'আত্মচিন্তন' ও 'আচার চিন্তন'; বাংলা গ্রন্থ: 'পুলিশ ও লোকরক্ষা'। এছাড়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রেমচন্দ্রের জীবনী ও কবিতা-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। [৪, ৮১]

রামানন্দ গোঁসাই। কুচবিহার 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহে'র নায়ক। ১৭৬৬ খ্রী· দিনহাটা নামক স্থানে তাঁর নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী বাহিনী লে· মরিসনের বাহিনীকে পরাজিত করা অসম্ভব বুঝে গেরিলা যুদ্ধের কৌশলে পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ করে। [৫৬]

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (২৯·৫·১৮৬৫ - ৩০·৯·১৯৪৩) পাঠকপাড়া—বাঁকুড়া। শ্রীনাথ। খ্যাতনামা সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ্। বাঁকুড়া জেলা স্কুল থেকে ১৮৮৩ খ্রী· এন্ট্রান্স, ১৮৮৫ খ্রী· সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে এফ·এ·, ১৮৮৮ খ্রী· সিটি কলেজ থেকে বি·এ· এবং ১৮৯০ খ্রী· ইংরেজীতে অনার্স সহ এম·এ· পাশ করেন। প্রতি পরীক্ষাতেই বিশেষ কৃতিত্ব দেখান ও বৃত্তিলাভ করেন। ১৮৮৯ খ্রী· ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি ১৮৯৩ - ৯৫ খ্রী· সিটি কলেজ, ১৮৯৫ - ১৯০৫ খ্রী· এলাহাবাদ কায়স্থ পাঠশালা, ১৯২৪ - ২৫ খ্রী· বিশ্বভারতী প্রভৃতির অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ ছিলেন। এম·এ· পরীক্ষার পর তিনি 'ধর্মসিন্ধু' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। ১৮৯২ খ্রী· 'দাসী' পত্রিকা প্রকাশিত হলে তিনি সম্পাদক নিযুক্ত হন। ঐ সময়েই নিজস্ব বাংলা ব্রেইল প্রথার উদ্ভাবন করেন। ১৮৯৫ খ্রী· জগদীশচন্দ্র বসুর সাহায্যে শিশু পত্রিকা 'মুকুল' প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হন। শিবনাথ শাস্ত্রী ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৯৭ খ্রী· তিনি 'প্রদীপ' পত্রিকার সম্পাদক হন। এলাহাবাদ প্রবাসকালে ১৯০১ খ্রী· বিখ্যাত মাসিক 'প্রবাসী' পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। ১৯০৭ খ্রী· প্রকাশ করেন ইংরেজী মাসিক পত্রিকা 'মডার্ন রিভিউ'। বাংলা ভাষায় অর্থনীতি আলোচনার সূত্রপাত তিনিই প্রথম করেন। ১৯১০ খ্রী· ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯২২ খ্রী· সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি হন। ১৯২৬ খ্রী· লীগ অফ নেশনস্ কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে ইউরোপ যান৭ ১৯২৭ খ্রী· 'বিশাল ভারত' হিন্দী পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯২৩ খ্রী· ও ১৯৩১ খ্রী· এলাহাবাদে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং সেকেন্ডারী এডুকেশন রিফর্ম কমিটির সদস্য ছিলেন। জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে প্রণোদিত তিনি এদেশের বহু বিখ্যাত ব্যক্তির সংগ্রাম ও সাধনার পোষকতা করে গেছেন তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে। সাংবাদিক হিসাবে নির্ভীক, নিরপেক্ষ এবং দৃঢ়চেতা ছিলেন। সাংবাদিকতার এই গুণের জন্য সরকারের কাছে তাঁকে বহুবার জরিমানা দিতে হয়েছে। সমসাময়িক

রাজনৈতিক নেতাগণ এবং রবীন্দ্রনাথ, আচার্য যদুনাথ সরকার প্রমুখ প্রায়ই নিজেদের করণীয় সম্পর্কে তাঁর পরামর্শ নিতেন। প্রতি ইংরেজী বা বাংলা মাসের ১লা তারিখ পত্রিকা প্রকাশের পদ্ধতি এবং ভারতীয় পদ্ধতি অনুসারে অঙ্কিত চিত্রকলার প্রকাশ তিনিই প্রথম প্রচলন করেন। রচিত পুস্তক 'Towards Home Rule'। [৩, ৪, ৫, ৭, ১৭, ২৫, ২৬, ১৪৯]

রামানন্দ বসু (? - ১৫৩৪)। পিতা—ভবানন্দ। উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রধান কর্মচারী ও বিদ্যানগরের শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর ভক্তিমত্তার পরিচয় পেয়ে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 'জগন্নাথবল্লভ' নাটক ও 'পদ্যাবলী' গ্রন্থের রচয়িতা। 'রায় রামানন্দ' নামেও তিনি পরিচিত। [৪]

রামানন্দ ভারতী, স্বামী। দ্র· **রামকুমার বিদ্যারত্ন**।

রামু খাঁ। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম চাকমা জাতিকে একত্রিত করে প্রথমে কার্পাস-কর দেওয়া বন্ধ করেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ইজারাদারদের বড় বড় ঘাঁটি ধ্বংস করে দেন। ইংরেজ বাহিনী কৌশলে এই বিদ্রোহ দমন করে। [৫৬]

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (২০·৮·১৮৬৪ - ৬·৬·১৯১৯)। জেমোকান্দি—মুর্শিদাবাদ। গোবিন্দসুন্দর। কান্দি ইংরেজী স্কুল থেকে ১৮৮১ খ্রী· এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে বৃত্তি পান। ১৮৮৬ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি·এ· পরীক্ষায় বিজ্ঞানে অনার্সসহ প্রথম স্থান, ১৮৮৭ খ্রী· এম·এ· পরীক্ষায় বিজ্ঞানশাস্ত্রে সুবর্ণপদক ও পুরস্কারসহ প্রথম স্থান এবং ১৮৮৮ খ্রী· পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। পরবর্তী দুই বছর প্রেসিডেন্সী কলেজ লেবরেটরীতে বিনা বেতনে বিদ্যাচর্চা করেন। ১৮৯২ খ্রী· রিপন কলেজে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ও শেষে স্থায়ী অধ্যক্ষ হন। ১২৯১ ব· 'নবজীবন' পত্রিকায় 'মহাশক্তি' নামে প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। পরবর্তী কালে 'সাধনা', 'ভারতী' প্রভৃতি পত্রপত্রিকায়ও লিখতেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ছিল তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র। বাংলা সাহিত্যজগতে 'সাহিত্য পরিষদের' গুরুত্বের মূলে তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগ স্মরণীয়। বিভিন্ন সময়ে পরিষদের বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত থেকে পরিষদের উন্নতিসাধন করেন। ১৩২০ ব· কলিকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে'র সপ্তম অধিবেশনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতি হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেশকরূপে বাংলায় প্রবন্ধ পাঠ করতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় অনুমতি না দেওয়ায় প্রবন্ধ-পাঠ প্রত্যাখ্যান করেন। শেষে ভাইস-চ্যান্সেলর স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী তাঁকে বাংলায় প্রবন্ধ পাঠের অনুমতি দেন। জাতিভেদপ্রথা-বিরোধী এবং উগ্র স্বদেশপ্রেমী ছিলেন। লর্ড কার্জনের আদেশে বঙ্গভঙ্গের ঘটনার প্রতিবাদে তিনি 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থেরই শেষাংশে রবীন্দ্রনাথের 'বাংলার মাটি বাংলার জল....' গানটি উদ্ধৃত আছে। ১৯০৫ খ্রী· বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে তাঁর প্রস্তাবে বাঙলাদেশে অরন্ধন পালিত হয়। তাঁর রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৪টির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'প্রকৃতি', 'জিজ্ঞাসা', 'কর্ম-কথা', 'বিচিত্র-প্রসঙ্গ', 'নানাকথা' ও 'জগৎ-কথা'। তাঁর বেদচর্চার ফল ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ এবং 'যজ্ঞকথা' গ্রন্থ। এছাড়াও কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। তার মধ্যে 'Aids to Natural Philosophy' বিখ্যাত। অপ্রকাশিত রচনাবলীর সংখ্যাও প্রচুর। [৩, ২০, ২৫, ২৬, ২৮]

রামেশ্বর চক্রবর্তী, ভট্টাচার্য (আনু· ১৬৬৭ - ১৭৪৮) যদুপুর — মেদিনীপুর। লক্ষ্মণ। 'বেণীসংহার' নাটক রচয়িতা বিখ্যাত ভট্টনারায়ণের বংশধর এবং শিবকীর্তন 'শিবায়নে'র কবি। তাঁর প্রথম রচনা 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী' (সত্যপীরের পাঁচালী?) বাঙালীর অতি প্রিয় ধর্মপুস্তক। যৌবনে তিনি কর্ণগড়ের রাজা রামসিংহের সভাসদ ও পুরাণ পাঠক ছিলেন। পরে রাজা রামসিংহের পুত্র রাজা হলে তিনি সভাকবির সম্মান লাভ করেন। এই সময়ে তাঁর 'শিবায়ন' গ্রন্থরচনা শেষ হয় (১৭১১)। তাছাড়া তাঁর রচিত 'মহাভারতের শান্তিপর্বের একখানি পুথি সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছে। তিনি রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত মহামায়া ও অভয়ার মন্দিরের পূজারী তান্ত্রিক ব্রাহ্মণের নিকট দীক্ষা নিয়ে সিদ্ধি লাভ করেন। এজন্য 'সাধক-কবি' নামেও তিনি আখ্যাত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুদিবস বৈশাখী পূর্ণিমায় আজও যদুপুর গ্রামের প্রান্তদেশে একটি বটগাছের তলায় অষ্টপ্রহরব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন হয়। ১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রামকৃষ্ণ নামে এক কবির রচিত 'শিবায়ন' পাওয়া যায়। [৩]

রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (৮·২·১৯২৫ - ২১·১১·১৯৪৫) বাঘড়া — ঢাকা। শৈলেন্দ্রমোহন। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ ছাত্রসমাজ আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির দাবিতে কলিকাতায় যে শোভাযাত্রা বার করে তাতে অংশগ্রহণ কালে তিনি পুলিসের গুলিতে মারা যান। [১০, ৪২]

রামেশ্বর বেরা (১৮৯৭ - ২৯·৯·১৯৪২) কিয়াখালি — মেদিনীপুর। ক্ষেত্রমোহন। 'ভারতছাড়' আন্দোলনে যোগদান করেন এবং শঙ্করারা ব্রীজ পুলিস স্টেশন আক্রমণ কালে সামরিক প্রহরীর গুলিতে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

রায়দুর্লভ বা মহারাজ দুর্লভরাম সোম (? - ১৭৭০ ?)। আলিবর্দী খাঁর প্রধান বিশ্বস্ত কর্মচারী ও প্রিয় মন্ত্রী মহারাজ জানকীরাম। পিতার তত্ত্বাবধানে অল্প বয়সেই তিনি তৎকালীন রাজনৈতিক ব্যাপারে অভিজ্ঞ হয়েছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি খালসা ও দেওয়ান-ই-তনের কাজে স্থায়িভাবে সর্বোচ্চ পদে নিয়োজিত হন। বাঙলার মসনদ ভাঙাগড়ার কাজে তাঁর অনেকখানি ক্ষমতা ছিল। মহারাজ নন্দকুমার প্রথমে তাঁর সহকারী বা খালসার পেশ্‌কার ছিলেন। ১৭৬৫ খ্রী· নবাব নজমউদ্দৌলা বার্ষিক বৃত্তি নিয়ে কোম্পানীর

প্রস্তাবানুসারে মহম্মদ রেজা খাঁ, রায়দুর্লভ ও জগতশেঠের উপর সম্পূর্ণ রাজ্যভার ছেড়ে দেন। ইংরেজ পক্ষও তাঁদের শাসনে সন্তুষ্ট ছিলেন। ১৭৬৮ খ্রী· তাঁদের বার্ষিক বেতন নির্ধারিত হলে তিনি বার্ষিক ২ লক্ষ টাকা পান। ১৭৭০ খ্রী· পর্যন্ত নায়েব-নাজিম ছিলেন। অজ্ঞাত ও অখ্যাত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। [২, ৩]

রাসবিহারী ঘোষ, স্যার (২৩·১২·১৮৪৫ - ২৮·২·১৯২১) খণ্ডঘোষ — বর্ধমান। জগদ্বন্ধু। বাঁকুড়া হাই স্কুল থেকে ১৮৬০ খ্রী· এন্ট্রান্স, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৮৬৫ খ্রী· বি·এ·, ১৮৬৬ খ্রী· প্রথম ভারতীয় হিসাবে ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ এম·এ· এবং ১৮৬৭ খ্রী· স্বর্ণপদকসহ আইন পাশ করে বহরমপুর কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। ১৮৭১ খ্রী· Honours in Law পাশ করেন। ১৮৭২ খ্রী· কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন এবং অল্পদিনে খ্যাতনামা ব্যবহারজীবিরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। স্যার আশুতোষ এবং ড· রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর সহকারী হিসাবে কাজ করেছেন। ১৮৭৫ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর আইন অধ্যাপক হয়ে Law of Mortgage in India সম্বন্ধে যেসব মূল্যবান্ বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেগুলি প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে স্বীকৃত হয়েছে। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেছেন। ১৮৮৪ খ্রী· 'ডি·এল·', ১৮৯৬ খ্রী· 'সি·আই·ই·', ২৫·৬·১৯০৯ খ্রী· 'সি·এস·আই·', এবং ৩·৬·১৯১৫ খ্রী· 'নাইট' উপাধি পান। দেশীয় শিল্পের উন্নতিকল্পে কলিকাতার কাছে একটি ম্যাচ ফ্যাক্টরী স্থাপন করেন। ১৯০৫ খ্রী· যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপিত হয় তিনি তার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রতিষ্ঠার সময় থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৯০৬ - ২১) তার সভাপতি ছিলেন। ঐ প্রতিষ্ঠানের কারিগরী বিদ্যা সম্প্রসারণের জন্য এককালীন ১২ লক্ষ টাকা দান করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও বহু লক্ষ টাকা এবং দেশ ও সমাজহিতকর কাজে মুক্তহস্তে দান করেছেন। তিনি ১৮৯১ খ্রী· বড়লাটের শাসন পরিষদের সভাপতি এবং ১৯০৭ খ্রী· সুরাটে ও ১৯০৮ খ্রী· মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি হয়েছিলেন। দেওয়ানী কার্যবিধি আইন প্রণয়নে (১৯০৮) বিশেষ সাহায্য করেন। বিচারপতি স্যার বিপিনবিহারী এবং চিত্রশিল্পী সুরেশচন্দ্র তাঁর দুই সহোদর। [৩, ৭, ২৫, ২৬]

রাসবিহারী বসু (২৫·৫·১৮৮৫ - জানু· ১৯৪৫) সুবলদহ — বর্ধমান। পিতা বিনোদবিহারী চন্দননগরে বাস করতেন। মর্টন স্কুলে ও ডুপ্লে কলেজে কিছুদিন পড়াশুনা করেন। চন্দননগরে অধ্যাপক চারু রায়ের প্রভাবে কানাই দত্ত, শ্রীশ ঘোষ, মতি রায় প্রমুখ যে বিশিষ্ট দল গড়ে তোলেন তার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯০৮ খ্রী· আলীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলার ব্যাপারে তল্লাশী চালাবার সময় তাঁর লেখা দুইটি চিঠি পুলিসের হাতে পড়ায় তিনি গ্রেপ্তার হন কিন্তু পরে মুক্তি পান। পুলিসের নজর এড়াতে দেরাদুনে যান এবং সেখানে ফরেস্ট রিসার্চ ইন্স্টিটিউটে হেডক্লার্কের কাজে যোগ দেন। ক্রমে তিনি দেশবিদেশে বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গোপনে গোপনে বাঙলায়, যুক্তপ্রদেশে ও পাঞ্জাবে বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে থাকেন। এই কাজের সঙ্গীদের মধ্যে আমীরচাঁদ, দীননাথ চট্টোপাধ্যায়, অবোধবিহারী ও বালমুকুন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯১৫ খ্রী· মহাযুদ্ধের সুযোগে তিনি সভায় বক্তৃতা দিয়ে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। অন্যদিকে এইসময়েই তাঁর সঙ্গীরা সৈন্যদের মধ্যেও বিপ্লব প্রচার করেন। এরপর নানা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে লিপ্ত সন্দেহে সরকার তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য বহু টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। ১৯১৪ খ্রী· কাশীতে শচীন্দ্রনাথ সান্যালের সঙ্গে মিলিত হয়ে বেনারস সমিতি পুনর্গঠিত করে যুক্তপ্রদেশে বৈপ্লবিক সংগঠনের বিস্তার ও উত্তরভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থান পরিচালনার জন্য লাহোর যান। গ্রেপ্তার এড়াতে লাহোর থেকে কাশী এবং কাশী থেকে কলিকাতা আসেন। কিন্তু লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় নাম প্রকাশ হওয়ায় তিনি রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় পরিচয়ে পি·আর· ঠাকুর ছদ্মনামে জাপানে পালিয়ে গিয়ে সেখানে 'টোকিও-ইন্ডিয়ান-লীগ' প্রতিষ্ঠা করেন। জাপান থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যান। ১৯৪১ খ্রী· ডিসেম্বর মাসে জাপান মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে তিনি ব্রহ্ম, মালয় প্রভৃতি স্থানের ভারতীয়দের নিয়ে 'আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘ' বা 'ইন্ডিয়ন ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ অফ ঈস্ট এশিয়া' গঠন করেন। পরে সুভাষচন্দ্র বসু জাপানে গেলে তিনি সুভাষচন্দ্রের হাতে আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘের নেতৃত্ব তুলে দেন। জাপানী মহিলাকে বিবাহ করে সেখানেই থেকে যান। মৃত্যুর পূর্বে জাপ সম্রাট এই বিদেশী বিপ্লবীকে জাপানের সর্বোচ্চ সম্মান Second order of the Merit of the Rising Sun' পদক নিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। [৭, ১০, ৫৪, ৯২]

রাসবিহারী মিত্র ঠাকুর (২৪·৮·১২৭৫ - ৬·১১·১৩৫৪ ব·) ময়নাডাল — বীরভূম। অটলবিহারী। বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তন-গায়ক। তাঁর কীর্তন শিক্ষার আদিগুরু ছিলেন সুধাকৃষ্ণ মিত্র ঠাকুর। পরে তিনি বৈষ্ণবচরণ ব্রজবাসীর কাছে ও কয়েকবার বৃন্দাবনে গিয়ে পণ্ডিত বাবাজী প্রভৃতির কাছে সঙ্গীতশিক্ষা করে দক্ষতা লাভ করেন। [২৭]

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় (২৫·১·১৮২৬ - ১০·৪·১৮৯৫) তারপাশা —বিক্রমপুর-ঢাকা। অল্পবয়সে পিতামাতার মৃত্যু হলে পিতৃব্য তারকচন্দ্রের কাছে প্রতিপালিত হতে থাকেন। তিনি কুলীনবংশসম্ভূত ছিলেন। দারিদ্রের কারণে অর্থের জন্য পিতৃব্য তাঁর আট বার বিবাহ দেন। এই ব্যাপারে বহুবিবাহ বিরোধী রাসবিহারীর মনে ভয়ানক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তিনি কয়েকবছর ময়মনসিংহের জমিদারের তহশীলদারের কাজ করেন। পণপ্রথা, বহুবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা প্রভৃতি বিষয়ের কুফল আলোচনা করে 'বল্লালসংশোধনী' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া কৌলিন্য কুপ্রথা বিষয়ক বহু

গান রচনা করেন। লর্ড নর্থব্রুক ঢাকায় এলে তিনি এইসবের বিরুদ্ধে তাঁর অনুমোদন লাভে সমর্থ হন। পূর্ববঙ্গে এই আন্দোলন পরিচালনার জন্য তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রেভা· জেমস্ লঙ্-এর সমর্থন পান। নিজ পুত্রকন্যাকে তিনি অকুলীনস্থ সমাজে বিবাহ দিয়েছিলেন। তাঁর আত্মজীবনী 'সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত' (২ খণ্ড) গ্রন্থের আগাগোড়াই জুড়ে রয়েছে কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামের ইতিহাস। রচিত কাব্যগ্রন্থ: 'রমনীরমণ', 'বিদ্যানিধি'; 'শৈশবজ্ঞান চন্দ্রিকা' প্রভৃতি। [৮, ১৪৯]

রাসবিহারী সেন, আদুবাবু (১৮৯০ - ৩০·৫·১৯৬৮) দিল্লী। ডা· হেমচন্দ্র। দিল্লীর বাঙালী সমাজে আদুবাবু নামে পরিচিত ছিলেন। চাঁদনীচকের খ্যাতনামা ঔষধ-ব্যবসায়ী। কাশ্মীরী গেটের স্কুল স্থাপন, অলিম্পিক কমিটি, খেলাধুলা প্রভৃতির উৎসাহী উদ্যোক্তা। তাঁর চেষ্টাতেই মূক-বধিরদের বিদ্যালয় লেডি নয়েস্ স্কুল স্থাপিত হয়। রাজনীতিতে অ্যানি বেশান্তের অনুগামী ছিলেন এবং কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের চেষ্টায় ১৯২৩ খ্রী· অমৃতসর কংগ্রেসে বেঙ্গল ক্যাম্পের তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জন, লালা লাজপত প্রভৃতির সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। ১৯২৫ খ্রী· রাজনীতি ত্যাগের পর থেকে বহু বছর প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ও অন্যান্য ধরনের সাহিত্য চর্চায় অংশগ্রহণ করেন। দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান আছে। [১৭]

রাসমণি (? - ৩১·১·১৯৪৬) বাহেরাতলি — ময়মনসিংহ। হাজং এলাকায় কৃষক-বিদ্রোহ দমনকারী মিলিটারীদের হাত থেকে কৃষকবধূ সরস্বতীকে বাঁচাতে গিয়ে তিনি দায়ের আঘাতে একজন সৈন্যের দেহ মাথা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন। পরে অন্য এক সৈন্যের গুলিতে বৃদ্ধা রাসমণি নিহত হন। সোমেশ্বর নদীর ধারে এই হাজং বিদ্রোহে শঙ্খমণি, রেবতী, নীলমণি, পদ্মমণি ও আরও অনেকে শহীদ হন। [১২৮]

রাসমণি, রাণী (১৭৯৩ - ১৯·২·১৮৬১) কোনা —চব্বিশ পরগনা। হরেকৃষ্ণ দাস। দরিদ্র কৃষিজীবী কৈবর্ত-পরিবারে জন্ম। অসামান্য রূপবতী ছিলেন। ১৮০৪ খ্রী· কলিকাতার বিরাট ধনী প্রীতিরাম মাড়ের পুত্র রাজচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৮৩৬ খ্রী· স্বামীর মৃত্যু হলে বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হয়ে ধর্মেকর্মে অর্থব্যয় করেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা। শূদ্রজাতীয়া ছিলেন বলে সেকালের পণ্ডিতেরা তাঁকে মন্দির প্রতিষ্ঠায় বাধা দিয়েছিলেন। ৩১·৫·১৮৫৫ খ্রী· ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করে রামকুমার চট্টোপাধ্যায়কে ঐ মন্দিরের পুরোহিত করেন। পরে রামকুমারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর (শ্রীরামকৃষ্ণ) পুরোহিত হন। তিনি অত্যন্ত তেজস্বিনী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন। ইংরেজ সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি বহুবার সক্রিয়ভাবে প্রতিবাদ করেন। স্বামীর কাছে সামান্য লেখাপড়া শিখেছিলেন। গঙ্গায় মাছ ধরার অধিকার দরিদ্র জেলেদের তিনিই দিয়ে গেছেন। এর জন্য অনেক টাকা জমা দিয়ে গঙ্গায় বিদেশী বণিকদের স্টীমার চলাচল বন্ধ করেন। বিষয়বুদ্ধি ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার জন্য সিপাহী বিদ্রোহের সময় কোম্পানীর কাগজের কেনা-বেচায় তিনি ধনশালিনী হয়েছিলেন। [৩, ৭, ২৫, ২৬]

রাসমোহন সার্বভৌম, মহামহোপাধ্যায় (১২৫১ - ১৩০৬ ব·) বুজদি — ঢাকা। ভৈরবচন্দ্র বাচস্পতি। বিখ্যাত পণ্ডিত গোলকচন্দ্র ন্যায়পঞ্চাননের নিকট তিনি সংস্কৃত পাঠ আরম্ভ করেন। পরে মিথিলায় গিয়ে ৮ বছর ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করে 'সার্বভৌম' উপাধি লাভ করেন। তিনি বারাণসীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা করতে থাকেন। একবার সেখানে এক পণ্ডিতসভায় ন্যায়শাস্ত্রের বিচারে তিনি জয়লাভ করলে কাশ্মীরের মহারাজা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে নিজ সভায় রাজপণ্ডিত পদে নিযুক্ত করেন। সেখানে তিনি প্রায় ৮ বছর ছিলেন। কিন্তু আমিষভোজী ছিলেন ব'লে সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন হওয়ায় তিনি নিজ গৃহে ফিরে এসে চতুষ্পাঠী খুলে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯০১ খ্রী· 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিভূষিত হন। তিনি কোন গ্রন্থ রচনা করে যান নি। [১৩০]

রাসসুন্দরী দেবী (১৮০৯ - ১৮৯৯) পাতাজিয়া — পাবনা। পদ্মলোচন রায়। ফরিদপুরের রামদিয়া গ্রামের সরকার পরিবারে ১২ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর রচিত 'আমার জীবন' গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজের পুত্রের সঙ্গে পড়তে শেখেন ২৫ বছর বয়সে এবং লিখতে শেখেন ৫০ বছর বয়সে। যে সময় মেয়েদের লেখাপড়া শেখা দোষের বলে গণ্য হত সে সময় নিজের চেষ্টায় বহু কষ্টে দীর্ঘদিন ধরে তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর প্রেরণার উৎস ছিল তাঁর ধর্মপিপাসা — ধর্মপুস্তক পড়ার আগ্রহ। 'আমার জীবন' গ্রন্থটি তাঁর ৫৯ বছর বয়সে ১৮৬৮ খ্রী· প্রথম প্রকাশিত হয়। বইটিতে শুধু তাঁর জীবন নয়, সেকালের সমাজ ব্যবস্থা, বিশেষ মেয়েদের জীবনযাত্রা, অন্তঃপুরের বহু খুঁটিনাটি চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি কবি ও গীতিকারও যে ছিলেন তার পরিচয়ও গ্রন্থটিতে পাওয়া যায়। তিনি তাঁর গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ গৃহদেবতা মদনগোপালের মহোৎসবের জন্য ব্যয় করার ইচ্ছা জানিয়ে গেছেন। সঙ্গীত ও যাত্রা-পালাকার নীলরতন রায় তাঁর ভ্রাতা। কিশোরীলাল সরকার তাঁর পুত্র। [৪, ২১৯]

রিয়াসৎ আলি। ১৮৫৭ খ্রী· মহাবিদ্রোহের সময় ফরিদপুরের ফরাজী আন্দোলনের নায়ক রিয়াসৎ আলি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে 'রাজদ্রোহাত্মক ক্রিয়াকলাপে' আত্মনিয়োগ করেছিলেন। [৫৬]

রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি, ভট্টাচার্য (১৬শ শতাব্দী) নবদ্বীপ। শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়বাগীশ। পিতামহ — ভবানন্দ পণ্ডিত। বাঙলার এই বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত সাধারণ্যে ন্যায়বাচস্পতি বা বাচস্পতি নামে পরিচিত ছিলেন। বহু টীকা-গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ: 'অনুমানদীধিতি রৌদ্রী'। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর রৌদ্রী টীকাও

বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রচিত অপর টীকা-গ্রন্থ : 'ভ্রমরদূত' (খণ্ড কাব্য), 'ভাবপ্রকাশিকা', 'কুসুমাঞ্জলির ব্যাখ্যা' প্রভৃতি। [২, ৪, ৯০]

রূপ গোস্বামী (আনু· ১৪৮৯ - ১৫৬৪) ফতেয়াবাদ — ফরিদপুর। পিতা — কর্ণাটরাজ অনিরুদ্ধদেবের বংশধর কুমারদেব। পিতামহ জ্ঞাতিকলহে পৈতৃকনিবাস নবহট্ট (বর্তমান নৈটাটি) ত্যাগ করে ফতেয়াবাদে এসে বাস করেন। বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীর অন্যতম। তিনি চৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বৈষ্ণবধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করেন। পিতৃদত্ত নাম সন্তোষ, শ্রীচৈতন্য-প্রদত্ত 'রূপ' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ হন। গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের উজির ও পরে প্রধান অমাত্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৫১৩ খ্রী· রামকেলী গ্রামে চৈতন্যদেব এলে গৌড়ের রাজমন্ত্রী সাকর মল্লিক সনাতন ও তাঁর ভ্রাতা দবিরখাস রূপ চৈতন্যদেবের পদধূলি নেন এবং রাজকার্য পরিত্যাগ করে বৃন্দাবনে চলে আসেন। সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। ৪৩ বছর বয়সে তিনি চৈতন্যদেবের আদেশে বৈষ্ণবগ্রন্থ রচনা শুরু করেন। রচিত গ্রন্থ : 'হংসদূত', 'উদ্ধবসন্দেশ', 'দানকেলি কৌমুদী', 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'উজ্জ্বলনীলমণি', 'লঘু গণোদ্দেশদীপিকা', 'গঙ্গাষ্টক', 'বিদগ্ধ মাধব', 'ললিত মাধব' প্রভৃতি। মহাপ্রভুর নির্দেশে তিনি রসশাস্ত্র নিরূপণ, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও কৃষ্ণভক্তিপ্রচারে জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি এবং তাঁর অগ্রজ সনাতন, ভ্রাতুষ্পুত্র জীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস — বৃন্দাবনের এই ছয়জন গোস্বামী গৌড়ীয় 'বৈষ্ণবরসতত্ত্ব' ও মঞ্জরী-ভাবের উপাসনা-রীতির প্রবর্তক। [৩, ৪, ২৫]

রূপচাঁদ অধিকারী। বেলডাঙ্গা — মুর্শিদাবাদ। প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ঢপ-কীর্তন প্রবর্তনে সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি প্রথমে শ্রীমদ্ভাগবতের কথকতা করতেন ও পরে ঢপ কীর্তন শুরু করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তাঁর কীর্তনে মুগ্ধ হয়ে বেলডাঙ্গার জমিদার জগৎশেঠ তাঁকে কয়েক বিঘা নিষ্কর জমি ও বসবাসের জন্য একটি বাড়ি তৈরী করে দেন। শোনা যায় তাঁর সঙ্গীতের সুরে আকৃষ্ট হয়ে বহু নরনারী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তার পরবর্তী ঢপকীর্তন গায়কদের মধ্যে অঘোরদাস, দ্বারিক দাস, শ্যাম দাস বাউল ও যশোহরের মোহনদাস বাউল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মোহনদাস 'তুক্কো'র সঙ্গে 'ছুট' সঙ্গীত সৃষ্টি করে ঢপ কীর্তনে অভিনবত্ব এনেছিলেন। [২০, ১৮৮]

রূপচাঁদ পক্ষী (১৮১৫ - ১৮৯০ ?)। গৌরহরি দাস মহাপাত্র। আদি নিবাস ওড়িশা। তিনি পিতার কর্মস্থল কলিকাতায় বসবাস করতেন। সঙ্গীত-রচয়িতা রূপচাঁদের শাস্ত্ররসাত্মক সঙ্গীত এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক সঙ্গীত সমান মনোহর ছিল। রচিত সমস্ত সঙ্গীতই 'পক্ষী' বা 'খগরাজ' প্রভৃতি ভণিতাযুক্ত। তিনি 'পক্ষীর জাতিমালা' নামে সখের পাঁচালী দল করেন এবং তাতেই সর্বপ্রথম খ্যাতিমান হন। সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে তিনি অনেক গান বেঁধেছিলেন। আগমনী, বিজয়াগান, বাউল, দেহতত্ত্ব গান এবং টপ্পা গান রচনাতেও তিনি সমান দক্ষ ছিলেন। কলিকাতায় নাচ-গানের আসরে সুকণ্ঠ গায়ক হিসাবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তাঁর অনেক গান বাংলা ও ইংরেজী শব্দে মিশ্রিত। তাঁর কবির দলের সঙ্গীরা নানা প্রকার পাখীর স্বর অনুকরণে নিজ নিজ নাম গ্রহণ করেন। এজন্য তাঁর দলকে 'পক্ষীর দল' বলা হত। বাগবাজারের ধনী শিবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই দলের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ফলে এই দলের সদস্যগণ নিষ্কর্মা গঞ্জিকাসেবীতে পরিণত হয় [৩, ২০, ৪৫, ১৮৮]

রূপমঞ্জরী (১৭৭৫ ? - ১৮৭৫ ?) কলাইঝুটি — বর্ধমান। নারায়ণ দাস। ব্যাকরণ, সাহিত্য ও চিকিৎসাশাস্ত্রে পণ্ডিত রূপমঞ্জরীর প্রথম শিক্ষাগুরু ছিলেন তাঁর পরম বৈষ্ণব পিতা। কন্যার অসাধারণ বুদ্ধি ও মেধার কথা বিবেচনা করে পিতা নিকটবর্তী এক বৈয়াকরণের গৃহে কন্যাকে রেখে ছেলেদের সঙ্গে একই টোলে ব্যাকরণ পড়ার ব্যবস্থা করেন। পিতার মৃত্যুতে গৃহে ফিরে শ্রাদ্ধাদি সমাপন করে তিনি আবার গুরুগৃহে ফিরে যান। ব্যাকরণ পাঠ শেষ করে তিনি সরগ্রাম-নিবাসী আচার্য গোকুলানন্দ তর্কালঙ্কারের কাছে সাহিত্য ও পরে চরক, সুশ্রুত ইত্যাদি জটিল চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর নৈপুণ্যের জন্য বহু চিকিৎসক তাঁর কাছে চিকিৎসা-বিষয়ে উপদেশ নিতে আসতেন। ব্যাকরণ, নিদান, চরক ইত্যাদি অধ্যয়নের জন্য তাঁর কাছে বহু ছাত্রের সমাবেশ হত। তিনি পুরুষের মত মস্তক মুণ্ডন, শিখা ধারণ ও উত্তরীয় পরিধান করতেন। আজীবন অবিবাহিতা থেকে জ্ঞানের ও চিকিৎসা বিদ্যার সাধনা করে গেছেন। হটু বিদ্যালঙ্কার নামে তিনি সুপরিচিতা ছিলেন। [৩, ১৬, ২৬]

রূপলাল নন্দী (১৮৭০ - ১৯৩১) চন্দননগর। রামচন্দ্র। সামান্য পুঁজি নিয়ে শুরু করে লৌহব্যবসায়ী হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। বিপ্লবকর্মে প্রচুর অর্থ সাহায্য করেছেন। চন্দননগরে তাঁর 'গালাকুঠি' এক সময়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের গোপন আশ্রয়স্থল ছিল। গালাকুঠিতে বর্তমানে 'রূপলাল নন্দী মেমোরিয়াল ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টার' স্থাপিত। [১৯২]

রূপসউদ্দিন, মুন্সী (১৯০১ - ১৯৭৩) যশোহর — (পূর্ববঙ্গ)। খ্যাতনামা ধ্রুপদী শিল্পী। ওস্তাদ গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী তাঁর শিক্ষাগুরু। তিনি নারায়ণগঞ্জ সঙ্গীত আকাদমির প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ ছিলেন। পরে বুলবুল আকাদমির অধ্যক্ষ হন। সঙ্গীত প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট পদক লাভ করেছিলেন। [১৬]

রেণু সেন, বসু (১৯০৯ — ২·৭·১৯৮১) মুন্সীগঞ্জ — ঢাকা। আদি নিবাস সোনারং — ঢাকা। বিনোদবিহারী সেন। ১৪/১৫ বছর বয়সে মুন্সীগঞ্জ স্কুল থেকে ঢাকায় লীলা নাগের দীপালি স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৩০ খ্রী· বি·এ· ও পরে জেলে গিয়ে এম·এ· পাশ করেন। ১৯৩০ খ্রী· লীলা নাগের পরিকল্পনা অনুসারে

কলিকাতায় 'ছাত্রীভবন' ও 'দীপালী ছাত্রী সঙ্গে'র একটি কেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৯৩০ খ্রী· লীলা নাগের সম্পাদনায় 'জয়শ্রী' পত্রিকা প্রকাশে তাঁর উদ্যোগ ও সংগঠন-ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য। ১৯৩০ খ্রী· ডালহৌসী বোমার মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৩১ খ্রী· অন্তরীণ হন। ১৯৩৭ খ্রী· মুন্সীগঞ্জে অন্তরীণ থাকার সময় অন্তরীণ বন্দীদের ভাতা অথবা উপার্জনের সুযোগের দাবি সরকারকে জানালে তার কোনও উত্তর না পেয়ে অন্তরীণ আইন ভঙ্গ করেন। এই মামলায় সরকারের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট তাঁর দাবির যৌক্তিকতা নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছিল। ১৯৪০ খ্রী· বিপ্লবী ড· অতীন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। [২৯]

রেবতীচরণ নাগ (? - ১৯১৭) উপালতা — ত্রিপুরা। কুমিল্লা জেলা স্কুল থেকে ১৯১৫ খ্রী· প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করে ভাগলপুর কলেজে ভর্তি হন। এই সময় গৃহশিক্ষকতা করে ও কাশিমবাজার রাজার বৃত্তি নিয়ে পড়া চালাতেন। ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। ১৯১৬ খ্রী· ভাগলপুরকে কেন্দ্র করে বিহারে বৈপ্লবিক কাজের উদ্দেশ্যে স্কুল-কলেজের কিছু ছাত্র নিয়ে তিনি সমিতি স্থাপন করেন। ক্রমে অন্যান্য শহরেও সমিতির শাখা স্থাপিত হয়। বাঙলা দেশের পলাতক বিপ্লবীদের জন্য একটি গোপন আশ্রয়স্থলও সংগ্রহ করেন। ১৮·১০·১৯১৬ খ্রী· গ্রেপ্তার এড়াতে পালিয়ে যান। মৃত্যুর কারণ অজ্ঞাত। [৪৩, ৫৪]

রেবতীমোহন বর্মণ (১৯০৩ - ৬·৫·১৯৫২) শিমূলকান্দি — ময়মনসিংহ। স্কুলে পড়ার সময় পড়া ছেড়ে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে পরিচালিত ঈষ্ট বেঙ্গল রেল ধর্মঘটে অংশ নেন। পরে ১৯২২ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বসে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। ঐ বছর প্রমোদরঞ্জন চক্রবর্তী এবং গৌরচন্দ্র মণ্ডলও তাঁর সঙ্গে একই নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছিলেন। ছাত্রাবস্থায় ঢাকার শ্রীসঙ্ঘের সভ্য হিসাবে কলিকাতা, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় সঙ্ঘের কাজ চালিয়ে যান। বৈপ্লবিক কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে এম·এ· পাশ করেন। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় একজন সুলেখক ছিলেন। কিছুদিন 'বেণু' মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৯২১ খ্রী· তাঁর রচিত 'তরুণ রুশ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বাঙলার হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মীদের মত তিনিও বিনা বিচারে বন্দী হন। ১৯৩৮ খ্রী· পর্যন্ত বিভিন্ন বন্দীশিবিরে বাসকালে মার্ক্সবাদের মূল সাহিত্য পাঠের মাধ্যমে তিনি কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেন। ১৯৩৮ খ্রী· হুগলী জেলার বড়ায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার দ্বিতীয় সম্মেলনে সভাপতি পরিষদের পক্ষ থেকে পঠিত প্রবন্ধটির তিনি রচয়িতা ছিলেন। এই প্রবন্ধটি পরে 'ভারতে কৃষকের সংগ্রাম ও আন্দোলন' নামে পুস্তাকাকারে প্রকাশিত হয়। মার্ক্সবাদী সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 'গণসাহিত্যচক্র' নামে ঢাকায় একটি প্রকাশন-ভবন স্থাপন করেন। মুজফ্ফর আহমদের তথ্যে প্রকাশ যে 'ন্যাশনাল বুক এজেন্সী' স্থাপনের পিছনেও 'কমরেড বর্মণের অনেকখানি প্রেরণা ছিল'। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৬ খ্রী· মধ্যে রচিত তাঁর গ্রন্থ: 'সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি','মার্ক্স প্রবেশিকা', 'কৃষক ও জমিদার', 'সাম্রাজ্যবাদের সঙ্কট', 'হেগেল ও মার্ক্স', 'ক্যাপিটাল' (সংক্ষিপ্তসার), 'লেনিন ও বলশেভিক পার্টি', 'সমাজের বিকাশ', 'সোভিয়েট ইউনিয়ন', 'শান্তিকামী সোভিয়েট', 'অর্থনীতির গোড়ার কথা', 'Society and Its Development', 'Marxist View of Capital' প্রভৃতি। কয়েকটি মার্ক্সীয় গ্রন্থ অনুবাদও করেছিলেন। বন্দীশিবিরে বাসকালে দুরারোগ্য কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে শেষ দিন পর্যন্ত কষ্ট ভোগ করেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে মৃত্যু। [১৪৯, ১৮৫]

রেবতীমোহন রায় (১৯১৭ - ২৫·৩·১৯৭৯) নেত্রকোণা — ময়মনসিংহ। ১৯৪৪ খ্রী· কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়ে নেত্রকোণা অঞ্চলে সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে নিযুক্ত থাকেন। গারো পাহাড় অঞ্চলে হাজং অধিবাসীদের মধ্যে কাজ করতেন। তেভাগা আন্দোলন, টঙ্ক প্রভৃতিতে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। ব্রিটিশ-ভারতে এবং পরে পূর্ব-পাকিস্থানে দীর্ঘদিন তাঁকে আত্মগোপন করে কাজ করতে হয়। ১৯৫০ খ্রী· ভারতে এসে দমদম অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন এবং ওখানের কমিউনিস্ট কর্মী হিসাবে উদ্বাস্তু আন্দোলনে যুক্ত হন। রেলওয়েতে চাকরি নিয়ে সেখানে পার্টি-সদস্য হিসাবে কাজ করেন। [১৬]

রেবতীমোহন সেন (১৮·৭·১২৭৩ - ৫·৮·১৩৫৭ ব·) মূলার — বিক্রমপুর। রামকুমার। ঢাকা পগোজ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে কিছুদিন খুলনা জেলা নলধা স্কুলে শিক্ষকতার পর বরিশাল সেটেলমেন্ট অফিসে চাকরি নেন। এরপর ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে তিনি বরিশালে মূক বধির বিদ্যালয়ে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। ১২৯৬ ব· বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে যোগদীক্ষা নিয়ে ব্রাহ্মধর্ম ত্যাগ করে নামকীর্তনে ব্রতী হন। 'ঠাকুর হরিদাস', 'দাক্ষিণাত্যে শ্রীচৈতন্য', 'বালক শ্রীকৃষ্ণ', 'হাসান হোসেন', 'বালক নারায়ণ', 'কীর্তনমঙ্গল', 'নলদময়ন্তী', 'সাবিত্রী' প্রভৃতি গ্রন্থ ও বহু স্বদেশী গ্রন্থের রচয়িতা। [৪]

রেবা দাশ (১৯১৯ - ৪·৭·১৯৮১) কলিকাতা। হরিদাস দাস। স্বামী 'আয়রনম্যান' নীলমণি দাশ। স্বামীর কাছে বিদ্যাচর্চা ও নিয়মিত ব্যায়ামশিক্ষা করেন। আনু· ১৯৩৭ খ্রী· অ্যালবার্ট হলে 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতির' সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে ব্যায়াম ও শক্তিচর্চার কৌশল প্রদর্শন করেন। এরপর বাংলার মেয়েদের শক্তি ও ব্যায়ামচর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে কয়েকটি বিশিষ্ট জায়গায় ক্রীড়া প্রদর্শন করেন। আগ্রহী মহিলারা তাঁর বাড়ীতে ব্যায়ামশিক্ষা করতে আসতেন। জলধর সেন ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের আহ্বানে যথাক্রমে 'ভারতবর্ষ' ও 'প্রবাসী'তে মেয়েদের ব্যায়ামচর্চা সম্বন্ধে লিখেছেন। বাংলা ভাষায় ঐগুলিই সম্ভবত প্রথম মেয়েদের ব্যায়াম

সম্পর্কিত প্রবন্ধ। 'আয়রনম্যান পাবলিশিং হাউসে'র সব রকম কাজে স্বামীকে সাহায্য করেছেন। স্বামীর সহলেখিকা হিসাবে মেয়েদের ব্যায়ামের চার্ট প্রকাশ করেন। [৮২]

রেয়াজউদ্দীন আহ্‌মদ মৌলবী, শেখ। তুষ্কাভার — রংপুর। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'সচিত্র আরবজাতির ইতিহাস' (৩ খণ্ড), 'ইসলাম প্রচারের ইতিহাস' (অনুবাদ), 'জীবহত্যা ও গো-কোর্বানী' প্রভৃতি। তিনি স্যার সৈয়দের সুবৃহৎ জীবনীও রচনা করেছিলেন। [৪]

রোকেয়া, বেগম (৯.১২.১৮৮০ - ৯.১২.১৯৩২) পায়রাবন্দ — রংপুর। জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী সাবের। জ্যেষ্ঠভ্রাতার কাছে ইংরেজী ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর কাছে বাংলা শেখেন। ১৮ বছর বয়সে নারী শিক্ষার পক্ষপাতী সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে বিবাহ হয়। ১০ বছর পর স্বামীর মৃত্যু হলে শ্বশুরালয় ভাগলপুরে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে ১৯১০ খ্রী· কলিকাতায় এসে মহিলাদের শিক্ষাবিস্তারে ব্রতী হন। ১৫.৩.১৯১১ খ্রী· মাত্র ৮টি মেয়ে নিয়ে কলিকাতায় 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে বিদ্যালয়টি বাঙলার শ্রেষ্ঠ বালিকা বিদ্যালয়গুলির অন্যতম। সারাজীবন কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মহিলাদের শিক্ষিত ও প্রগতিশীল করার কাজে ব্রতী ছিলেন। ১৯১৬ খ্রী· 'আঞ্জুমান খাওয়াতীন ইসলাম' নামে মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। রচিত গ্রন্থ: 'মতিচুর', 'পদ্মরাগ', 'অবরোধবাসিনী' ও 'সুলতানার স্বপ্ন' (ইংরেজী)। [২৩, ২৯, ৪৪]

রোহিণীকুমার কর (? - ১৯২১) হরিশপুর — চট্টগ্রাম। অসহযোগ আন্দোলনের সময় পুলিসের প্রহারে মারা যান। [৪২]

রোহিণীরঞ্জন বড়ুয়া (১৯১৫ ? - ১৮.১২.১৯৩৫) আবুরখীল — চট্টগ্রাম। বিপ্লবী সন্দেহে ১৯৩২ খ্রী· তাঁকে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করা হয়। ফরিদপুরের দৌলতপুর গ্রামে অন্তরীণ থাকা কালে দারোগা সৈয়দ এরসাদের নিয়ত দুর্ব্যবহারে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করায় তিনি দা-এর আঘাতে দারোগার মস্তক ছেদন করেন। দারোগার মৃত্যু সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয়ে তিনি থানায় এসে নিজেই ধরা দেন। ফরিদপুর জেলে তাঁর ফাঁসি হয়। তাঁর এই আত্মাহুতির ফলে সব থানার ডেটিনিউরা দারোগাদের কাছ থেকে সভ্য ব্যবহার পেতে থাকেন। [৪২, ৪৩, ১৩৯]

লক্ষ্মণ কোচ (? - ১৮৬১)। আসামের নওরঙ্গ জেলার ফুলগুলি অঞ্চলে ১৮৬১ খ্রী· সঙ্ঘটিত বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক। ব্রিটিশ সৈন্যের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। সঙ্গী নরসিং লালুং, সম্বর লালুং ও সুরেন কোচ প্রভৃতিরও প্রাণদণ্ড হয়। [৫৬]

লক্ষ্মণ দিগর (১৯০৯ - ২১.৬.১৯৮৪) চন্দ্রকোনা —মেদিনীপুর। ক্ষেতমজুর পরিবারের সন্তান। ১৯৪৪ খ্রী· ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হন। ১৯৪৯ খ্রী· পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হলে তিনি পার্টির মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর জীবিতকালেই তাঁকে নিয়ে লেখা উপন্যাস 'কমরেড লক্ষীন্দর দিগর' প্রচারিত হয়। [১০৭]

লক্ষ্মণচন্দ্র ন্যায়তীর্থ (১২৭৪ - ১০.১১.১৩০৮ ব·) বারইখালি — যশোহর। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ 'তর্কতীর্থ' উপাধিধারী এবং বাঙলার বাইরে নব্যন্যায়ের চর্চায় যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের অন্যতম। মাঘ ১৩০২ ব· তিনি কাশ্মীরের রাজপণ্ডিতের পদে বৃত হয়ে জম্মুতে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু অল্পকাল পরেই তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে। [৯০]

লক্ষ্মণ সেন (১১১৯ ? - ১২০৫ ?) গৌড়। রাজা বল্লাল সেন। লক্ষ্মণ সেন ১১৭৮/৭৯ খ্রী· সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর পূর্ববর্তী সেনরাজগণ শিবের উপাসক হলেও তিনি ছিলেন বৈষ্ণব-ধর্মানুরাগী। বিদ্বান্ এবং বিদ্যোৎসাহী তিনি পিতার আরব্ধ 'দানসাগর' গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। প্রসিদ্ধ কবি জয়দেব, ধোয়ী, শরণ, উমাপতি ধর প্রভৃতি তাঁর রাজসভায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর হলায়ুধ ছিলেন তাঁর প্রধান বিচারপতি। গাহড়বালরাজ জয়চন্দ্রকে পরাজিত করে তিনি মগধ অধিকার করেন। ১২শ শতাব্দীর শেষভাগে কুতুবদ্দিনের সেনাপতি ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন মহম্মদ-বিন-বখতিয়ার খলজী এক আকস্মিক আক্রমণে তাঁকে পরাজিত করতে সমর্থ হন। তিনি নদীয়া ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে আশ্রয় নেন। সেখানে তিনি এবং পরবর্তীকালে তাঁর বংশধরগণ দীর্ঘকাল মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁরই সভায় থেকে কবি জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' রচনা করেন। তাঁর নামানুসারে এবং সম্ভবত তাঁর জন্ম-সাল থেকে মিথিলায় 'লক্ষ্মণসংবৎ' নামে একটি অব্দ প্রচলিত আছে। [৩, ২৫, ২৬]

লক্ষ্মীকান্ত১। নকুধর নামে সমধিক পরিচিত। তিনি রবার্ট ক্লাইভ ও অন্যান্য গভর্নরদের বানিয়া হিসাবে বহু অর্থ উপার্জন করেন। ১১.১২.১৮৪৯ খ্রী· 'সম্বাদভাস্কর' পত্রিকা তাঁর সম্বন্ধে লেখে '...নকুধর টাকা দিয়া, সন্ধান বলিয়া, পরিশ্রম করিয়া এতদ্দেশে বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে স্থাপিত করেন...'। তিনি কলিকাতা পোস্তা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। [৬৪]

লক্ষ্মীকান্ত২। সাবর্ণ চৌধুরী নামে অভিহিত ব্রাহ্মণ জমিদার বংশের আদিপুরুষ। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল হুগলী জেলার গোহাট্য গোপালপুর। তিনি বাঙলার সুবেদার মানসিংহের সুপারিশে দিল্লীর বাদশাহ জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে জায়গীর হিসাবে কালীক্ষেত্র বা কলিকাতা পরগনা (দক্ষিণে বেহালা বড়িশা ও উত্তরে দক্ষিণেশ্বর) লাভ করেন এবং মজুমদার উপাধিতে ভূষিত হন। এই সাবর্ণ চৌধুরীরাই কালীঘাটে কালী মন্দির নির্মাণ করেন। লালদীঘির (বর্তমান বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ) পশ্চিম পাড়ে তাঁদের কাছারি-বাড়ি ছিল। এই বংশের

বিদ্যাধর রায়চৌধুরীর কাছ থেকে জব চার্নক ১৬৯৮ খ্রী· মাত্র ১৩ শত টাকায় সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রাম তিনটি ক্রয় করেন। [৩]

লক্ষ্মীকান্ত বিদ্যাভূষণ (২৭·৯·১২৮৮ - আশ্বিন ১৩৭০ ব·) উনশিয়া — কোটালিপাড়া, ফরিদপুর। গঙ্গাধর বিদ্যালঙ্কার। শিক্ষা — পিতামহ কাশীচন্দ্র বাচস্পতি ও অগ্রজ মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের নিকট। পিতামহের মৃত্যুর পর পুরাণপাঠক হিসাবে পূর্ববঙ্গে খ্যাতিমান হন। নিজগৃহে 'ভারতী বিদ্যালয়' নামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে (১৩১৭ ব·) অধ্যাপনা করেন। দেশ-বিভাগের পর চব্বিশ পরগনার গড়িয়াতে এসে বাস করতে থাকেন এবং সেখানে 'ভারতী বিদ্যালয়' স্থানান্তরিত করেন। [১৭২]

লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র (১৮৯৩ - ২৫·৭·১৯৫৩) শান্তিপুর — নদীয়া। রজনীকান্ত। এম·এ· ও বি·এল· এবং কাব্য-সাংখ্যতীর্থ উপাধিপ্রাপ্ত ছিলেন। কৃষ্ণনগরে ওকালতি করে যশস্বী হন। ১৯৩৪ খ্রী· প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হিসাবে কংগ্রেস জাতীয় দলের নেতা ছিলেন। জুলাই ১৯৪৭ খ্রী· গণপরিষদের সদস্য হয়ে নূতন সংবিধান প্রণয়নে যথেষ্ট সাহায্য করেন। পার্লামেন্টে বক্তা হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। [৪, ৫]

লক্ষ্মীঙ্করা। সম্ভবত অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। উড্ডীয়ান বা ওদ্যানের রাজা ইন্দ্রভূতির ভগিনী বা কন্যা ছিলেন। বাঙলা দেশে বজ্রযোগিনী সাধন পদ্ধতির অন্যতম প্রবর্তক। কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে 'অদ্বয়সিদ্ধি' মূল সংস্কৃতে পাওয়া গিয়েছে। [৬৭]

লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৩ - ১৯৭৩)। গৌহাটি কটন কলেজের সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপক ছিলেন। পরে অধ্যক্ষ হন। আসামে বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষা-প্রসারে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। হিন্দুদর্শনের উপর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। গীতার একজন ভাষ্যকার। [২০২]

লক্ষ্মীশ্বর সিংহ (১·৬·১৯০৫ - ২৪·৪·১৯৭৮) রাঢ়ীশাল — শ্রীহট্ট। বাণেশ্বর। বাল্যকাল থেকেই কাঠের কাজে ও দারুশিল্প সম্পর্কে তাঁর ঝোঁক ছিল। গ্রামের শিল্পীদের কাছে হাতেখড়ি হয়। পরে সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষা পান। অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ারে সরকারী বিদ্যালয় ছেড়ে জাতীয় বিদ্যালয়ে যোগ দেন। ১৯২২ খ্রী· এলমহার্স্টের চেষ্টায় শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি এই নূতন কর্মযজ্ঞে যোগ দেন। গ্রামের লোকদের কাঠের কাজ শেখাতেন; গ্রাম-সংগঠনের কাজও করতেন। শ্রীনিকেতনে জাপানী কারুদক্ষ কাসাহারা এলে তিনি তাঁর কাছে শিল্প ও সাহিত্যের তালিম নিতে থাকেন। তাঁর 'কাঠের কাজ' গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথ ভূমিকা লেখেন। শান্তিনিকেতনে তিন বছর কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে ১৯২৮ খ্রী· সুইডেনে যান। সেখানে ন্যাসশ্লয়েড ট্রেনিং কলেজ থেকে ডিপ্লোমা নিয়ে তিন বছর পরে দেশে ফিরে শান্তিনিকেতনে ১৯৩২ খ্রী· পর্যন্ত কারুশিল্পের শিক্ষক নিযুক্ত থাকেন। আরিয়াম ও আশা দেবী তাঁর দুজন উৎসাহী শিষ্য ছিলেন। বিশ্বভারতীতে তখন অর্থসঙ্কটের জন্য তাঁর বিদ্যার রূপায়ণে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার কয়েক মাস পরেই কবির অনুমতি নিয়ে অর্থসংগ্রহ ও উপযুক্ত শিক্ষকের সন্ধানে সুইডেনে যান। তাঁর চেষ্টায় শ্লয়েড কলেজ থেকে দুজন শিক্ষিকা মিস জিয়ানসন ও সেডার ব্লম শান্তিনিকেতনে আসেন। তাছাড়া অর্থসংগ্রহ করে বয়নশিল্প ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম কিনে তা দেশে পাঠান। ১৯৩৭ খ্রী· দেশে ফিরে আবার কাজে যোগ দেন। আশা ছিল শ্রীনিকেতনে নিখিল ভারত শ্লয়েড (Sloid) শিক্ষাগার গড়ে উঠবে; তা সফল হয়নি। কংগ্রেস তখন বিভিন্ন প্রদেশে সরকার গঠন করেছে। গান্ধীজী পরিকল্পিত শিক্ষাদর্শ অনুসারে বেসিক ন্যাশানাল এডুকেশনের প্রবর্তন-পর্ব চলছে। এর পাঠক্রম রচনায় জাকীর হোসেনের নেতৃত্বে যে কমিটি গঠিত হয় তাতে তিনি কাঠের কাজ, কার্ডবোর্ড ও ধাতুশিল্প-সম্পর্কিত বিষয় সংযোজন করেন। ওয়ার্ধায় একটি শিল্প বিদ্যালয় স্থাপিত হলে তিনি তার সুপারিন্টেন্ডেন্ট হয়ে সেখানে যান। ১৯৩৮ খ্রী· গান্ধীজীর আমন্ত্রণে সেবাগ্রামের বি·টি· কলেজের অধ্যাপক হিসাবেও কাজ করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর আবার শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে কারুশিল্পকে উন্নীত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সাহিত্য-ব্যাপারেও তাঁর খুব আগ্রহ ছিল। ১৯২৮ - ৩১, ১৯৩৩ - ৩৬ খ্রী· বিদেশে অবস্থানকালে এসপেরান্তো আন্দোলন খ্যাত বিখ্যাত সেল্মা লাগেরলফের সান্নিধ্যে আসেন এবং বিশ্বভাষা এসপেরান্তো শিখে সেই ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৩৬ খ্রী· ভারতে ফিরে এবং স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৮ খ্রী· এদেশে এসপেরান্তো ভাষার প্রচার ও প্রসারকল্পে দিল্লী ও কলিকাতায় কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করেছিলেন। শান্তিনিকেতনে ছাত্র ও শিক্ষকদের নিজ চেষ্টায় শেখাতেন। বাংলায় 'এসপেরান্তো সহজপাঠ' রচনা করেন। তাঁর এসপেরান্তো রচনা 'Malsata Stono' (রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণ-এর অনুবাদ), Jaroj sun Tero (আত্মজীবনী) প্রভৃতি। সেলমা লাগেরলফের দুটি বিখ্যাত উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ মূল এসপেরান্তো ভাষা থেকে প্রকাশ করেন। 'তরাই-এর তরুণী' নামক কাহিনীটি সাধুভাষায় ১৯৪৩ খ্রী· প্রবাসীতে ধারাবাহিকরূপে বার হয়। পরে চিত্তরঞ্জন দেবের সহযোগিতায় চলতি ভাষায় পরিবর্তিত হয়ে 'বিনয় ভবন' থেকে গ্রন্থাকারে ১৯৬২ খ্রী· প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখা অন্যান্য গ্রন্থ: 'এসপেরান্তো আন্দোলন' (১৯৬৩), 'ল্যাপল্যান্ড' 'Swedish Flora and Fauna', 'Lapland and Iceland Travel', 'Shibaji', 'Sloyd Handicraft' (কাঠের কাজের স্কুলপাঠ্য), 'শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস বিজ্ঞান' প্রভৃতি। UNO ফেলোশিপ উপলক্ষে 'Child care and Mother Training' প্রোগ্রামে ডেনমার্কে ভ্রমণকালে সেখানের কৃষি ও পশুপালন সম্বন্ধে নানা

মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেন। এছাড়া শিক্ষা সম্বন্ধেও তাঁর অনেক রচনা আছে। [১৪৯, ১৭৪]

লজ্জাবতী বসু (১৮৭৪ ? - ২১.৮.১৯৪২)। পৈতৃক নিবাস বোড়াল—চব্বিশ পরগনা। ঋষি রাজনারায়ণ। আজীবন কুমারী ছিলেন। তাঁর রচিত কবিতা এক সময়ে 'প্রদীপ', 'সাহিত্য', 'প্রবাসী', 'নব্যভারত' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হত। তাঁর কোন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। [৪৪]

লতিকা সেন (২৭.৫.১৯১১ - ২৭.৪.১৯৪৯) পাইকপাড়া—ঢাকা। নিবারণচন্দ্র দাস। পিতামহ প্রখ্যাত আইনজীবী প্রফুল্লকুমার দাসের নারায়ণগঞ্জের বাড়িতে জন্ম। শৈশবে শিক্ষারম্ভ তাঁর দৃঢ়চেতা উদার মনোভাবাপন্ন মাতা কিরণবালার নিকট। ঢাকার ইডেন স্কুলে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। পরে ১৯৩০ খ্রী. ঢাকার বিপ্লবী নেত্রী লীলা নাগ (রায়) প্রতিষ্ঠিত 'নারী শিক্ষা মন্দির'-এর দশম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে সেই স্কুল থেকে 'ঢাকা বোর্ড অব সেকেন্ডারী এডুকেশন'-এর হাই স্কুল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ঐ স্কুলের প্রথম পরীক্ষার্থীদের অন্যতম। ঢাকা ইডেন কলেজ থেকে আই.এ. পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ. পড়েন। পারিবারিক কারণে মাতার তত্ত্বাবধানের জন্য কলিকাতায় আসতে হয়। এখানে বেলতলা গার্লস হাই স্কুলে শিক্ষকতা করতে থাকেন। স্কুল জীবনেই ঢাকায় লীলা রায় প্রতিষ্ঠিত 'দীপালী সঙ্ঘ'-এর সদস্য হিসাবে নানা বৈপ্লবিক ও সমাজসেবামূলক কাজে অংশ গ্রহণ করেন। গোপন বৈপ্লবিক সংস্থা 'শ্রী সঙ্ঘে'ও তাঁর ভাইদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। লীলা রায়ের অন্তরঙ্গ কর্মী রেণুকা সেনের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁর তিন ভাই অনিল, সুনীল ও পরিমল সকলেই বিপ্লবী দলভুক্ত ছিলেন। অনিল দাস ১৯৩২ খ্রী. ঢাকায় গ্রেপ্তার হয়ে পুলিস হাজতে অত্যাচারের ফলে মারা যান। ঢাকায় থাকার সময়েই আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট কর্মীদের সংস্পর্শে এসে কমিউনিস্ট মতবাদের দিকে আকৃষ্ট হন। কলিকাতায় বসবাসের সময় তিনি 'বেঙ্গল লেবার পার্টি'র সংস্পর্শে আসেন। ১৯৩৬ খ্রী. কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পার্টির সদস্য হন। বাঙলাদেশে তিনিই কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম মহিলা সদস্য। কিছু মহিলার সহযোগিতায় কুটিরশিল্প ও সেলাই শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ১৯৩৯ খ্রী. কমিউনিস্ট পার্টির ডাঃ রণেন সেনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তখনকার রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রণেন সেনকে পুলিসের নির্দেশে কলিকাতা থেকে বহিষ্কার করা হয়। ১৯৪১ খ্রী. তাঁর পুত্রসন্তান জন্মাবার পরে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে বেলতলা স্কুল থেকে তিনি কর্মচ্যুত হন। সে সময়ে তাঁর স্বামী হিজলী জেলে বন্দী। একমাত্র সহায় তখন ছিলেন তাঁর মা কিরণবালা। ১৯৪৩ খ্রী. ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও সামাজিক বিপর্যয়ের পর অসহায় নারীদের আশ্রয়-শিবির ও কর্মকেন্দ্র 'নারী সেবা সঙ্ঘ' স্থাপিত হলে তিনি তার অফিসের কাজে ও অন্যান্য সমাজসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। আমৃত্যু এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ২৭ এপ্রিল ১৯৪৯ খ্রী. তখনকার রাজনৈতিক বন্দীমুক্তির আন্দোলনে যে মহিলা মিছিল বার হয় তাতে অংশগ্রহণ করে পুলিসের গুলিতে তিনি এবং অপর তিনজন মহিলা—প্রতিভা গাঙ্গুলী, অমিয়া দত্ত, গীতা সরকার রাস্তাতেই নিহত হন। [১৪৯]

ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৮ - ১৯৪৯) কয়া—কুষ্টিয়া, নদীয়া। মধুসূদন। ১৮৯৩ খ্রী. কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা ও কলেজ থেকে বি.এ. ও বি.এল. পাশ করে কৃষ্ণনগরে আমরণ ওকালতি করেছেন। তাঁর ভাগিনেয় বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর সংস্পর্শে এসেই প্রথম রাজনৈতিক চেতনা লাভ করেন ও প্রধান সহায় হয়ে ওঠেন। তাঁরই চেষ্টায় তাঁর শ্বশুর যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের গৃহে অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে। ১৯১৫ খ্রী. নদীয়ার শিবপুর ডাকাতি মামলায় পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করে কিন্তু প্রমাণাভাবে ছাড়া পান। হাওড়া গ্যাং কেসে কারাদণ্ড ভোগ-কালে অশেষ নির্যাতন সহ্য করেন। সুসাহিত্যিক ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ'। [১৮০]

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৮ - ২৯.১১.১৯২৯) কাচাকুলি—নদীয়া। নবীনচন্দ্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৮৮ খ্রী. ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম.এ. পাশ করে অধ্যাপনা শুরু করেন। ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যে অসাধারণ জ্ঞান ছিল। দীর্ঘদিন বঙ্গবাসী কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। হাস্যরসাত্মক রচনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'প্রেমের কথা', 'সাহারা', 'পাগলা ঝোরা', 'ফোয়ারা', 'কপালকুণ্ডলাতত্ত্ব', 'ককারের অহঙ্কার', 'সাধুভাষা বনাম চলতি ভাষা', 'অনুপ্রাস', 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা', 'বানান সমস্যা' এবং শিশুপাঠ্য 'ছড়া ও গল্প', 'আহ্লাদে আটখানা' প্রভৃতি। 'আমোদর শর্মা' ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। 'শেক্সপীরিয়ান স্কলার' হিসাবেও তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। ১৩২২ ব. 'বিদ্যারত্ন' উপাধি লাভ করেন। [৩, ৪, ৫, ১৭, ২৬]

ললিতচন্দ্র চৌধুরী (? - সেপ্টেম্বর ১৯১৭) বাগবারি—কুমিল্লা। শশিভূষণ। মুন্সীগঞ্জ বোমার মামলায় ধৃত হয়ে (১০.৪.১৯১১) তিনি ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। মণ্টগোমারী জেলে (পাঞ্জাব) মারা যান। [৪২]

ললিতমোহন দাস (৬.২.১৮৬৮ - ২৭.১২.১৯৩২) গৈলা—বরিশাল। ১৮৮৪ খ্রী. প্রতিষ্ঠিত বরিশালের ব্রজমোহন স্কুলের প্রথম দলের ছাত্র। ঐ স্কুল থেকে ১৮৮৮ খ্রী. ১৫ টাকা বৃত্তি নিয়ে এন্ট্রান্স পাশ করেন। কলিকাতা মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে ১৮৯২ খ্রী. বি.এ. এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৮৯৩ খ্রী. দর্শন শাস্ত্রে এম.এ. পাশ করে কিছুদিন যশোহর জেলার নলদা

গ্রামে ও পরে কলিকাতায় এসে সিটি স্কুল ও কলেজে শিক্ষকতা করেন। অশ্বিনীকুমার দত্তের 'সত্য-প্রেম-পবিত্রতা'র আদর্শে উদ্বুদ্ধ ললিতমোহন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের শিষ্য হিসাবে কংগ্রেসে যোগ দেন। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। Risley Circular দ্বারা সরকার শিক্ষকদের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করা চলবে না বলে ঘোষণা করলে তিনি সিটি কলেজের অধ্যাপকের পদ ছেড়ে জীবিকার্জনের জন্য আজীবন গৃহশিক্ষকতা করেছেন। ১৯২৪ খ্রী· বরিশালের পিরোজপুরে জেলা কনফারেন্সে তিনি সভাপতিত্ব করেন এবং ১৯৩০ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করায় কারারুদ্ধ হন। ১৯০৯ খ্রী· উষাহরণ গুপ্ত, অনন্তকুমার সেনগুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন যুবক ছাত্র মিলে কলিকাতায় 'বরিশাল সেবা সমিতি' নামে যে প্রতিষ্ঠান গঠন করেন তিনি তার প্রথম সভাপতি এবং আমরণ এই সমিতির কর্ণধার ও প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ৮২/১ হ্যারিসন রোডে ছাত্রদের নিয়ে মেস করে থাকতেন। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী দ্বারা ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। রচিত গ্রন্থ : 'ধর্ম-সাধন' (১৯০০), 'নিবেদন' (পূর্বার্ধ), 'নিবেদন' (উত্তরার্ধ)। 'করুণার লীলা' নামে তাঁর রচিত জীবনকাহিনী অপ্রকাশিত। [১৪৯]

ললিতমোহন বর্মন (১৭.৩.১৮৯৯ - ১৯.৮.১৯৬১) কুমিল্লা। পৈরতলা—ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা। শিক্ষক করুণাময়। প্রথম জীবনে যুগান্তর দলের কর্মী হিসাবে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করেন। চা-বাগান শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তার শিক্ষক নিযুক্ত হন। মহকুমা কংগ্রেসের সহ-সম্পাদক হিসাবে চিত্ততোষ বর্ধনের সহায়তায় বিরাট কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করেন। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্মঘট আন্দোলন পরিচালনাকালে কারারুদ্ধ হন। পরে ত্রিপুরার অসহযোগ আন্দোলনের জন্য তাঁর কারাদণ্ড হয়। কুমিল্লার 'কল্যাণসঙ্ঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ, কৃষক আন্দোলন প্রভৃতির নেতা ছিলেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর স্বরাজ্য দলে যোগ দিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে পুনরায় কারারুদ্ধ হন। পরবর্তী কালে সমাজতান্ত্রিক ও মার্ক্সীয় মতবাদে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। শেষ-জীবনে সমবায় আন্দোলন ও সাংবাদিকতায় যুক্ত ছিলেন। [১০, ১৮৫]

ললিতমোহন সিংহ (১১.১০.১২৮৯ - ১৩.৫.১৩৬২ ব·)। অনুশীলন সমিতির বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। বঙ্গ-ভঙ্গ-রোধ আন্দোলনের সময় প্রমথ মিত্র, সতীশচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যুক্ত হন। পুরানো বইয়ের দোকান খুলে তার মাধ্যমে গোপন কার্যকলাপ চালাতেন। ১৯২০ খ্রী· অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে দেশবন্ধুর অনুগামী হন। তমলুক লবণ সত্যাগ্রহ পরিচালনার জন্য ২ বছর কারারুদ্ধ থাকেন। মুক্তির পর তমলুকেই কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন। ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগ দিলেও, ঐ দল কংগ্রেস ত্যাগ করলে তিনি কংগ্রেসেই থাকেন। ২৬.১.১৯৪২ খ্রী· পতাকা উত্তোলনের জন্য ওয়েলিংটন স্কোয়ারে প্রহৃত ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। [১০]

ললিতমোহন সেন (১৮৯৮ - ১.১০.১৯৫৪) শান্তিপুর—নদীয়া। কুঞ্জবিহারী। অল্প বয়সে শান্তিপুরের তাঁতের কাপড়ের নকশা ও নিকটবর্তী কুমোরপাড়ার প্রতিমা ও পুতুল তৈরি দেখে ছবি আঁকা ও পুতুল গড়ার প্রতি আকৃষ্ট হন। স্বাস্থ্যের কারণে ১৯১১ খ্রী· লক্ষ্ণৌতে অগ্রজের কাছে গিয়ে স্থানীয় কুইন্স উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। লক্ষ্ণৌ সরকারী চারু-কারু বিদ্যালয় ১৯১২ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রথম দিন থেকেই তিনি সেখানে যোগ দেন। চিত্রবিদ্যায় পাঁচ বৎসর শিক্ষাকাল সমাপ্ত করে প্রথম দলে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত হন। তাঁকে ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষক-পদে নিযুক্ত করার উদ্দেশ্যে ১৯১৮ খ্রী· কর্মাসিয়াল আর্টস ক্লাস খোলা হয়। পাঁচ বৎসর এই পদে কাজ করার পরে উত্তরপ্রদেশ সরকারের উচ্চতর শিল্পসংক্রান্ত শিক্ষাবৃত্তি লাভ করে ১৯২৩ খ্রী· ইংল্যান্ডে যান। লন্ডনের রয়েল কলেজ অব আর্টসের তিন বৎসরের ডিপ্লোমা কোর্স আড়াই বছরে সমাপ্ত করে এ·আর·সি·এ· উপাধি লাভ করেন। কাঠ-খোদাই শিক্ষার জন্যও বিশেষ প্রশংসাপত্র পান। দেশে ফিরে লক্ষ্ণৌ সরকারী চারু-কারু বিদ্যালয়ের ড্রইং শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য গঠিত বিভাগটির পরিচালক-পদে নিযুক্ত হন। ভারত সরকারের লন্ডনস্থ অফিস সদ্যনির্মিত 'ইন্ডিয়া হাউসে' প্রাচীর-চিত্র আঁকবার জন্য ১৯২৮ খ্রী· নির্বাচিত চারজন শিল্পীর মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। ১৯২৯ খ্রী· ঐ চারজন শিল্পী লন্ডনে যান এবং ইন্ডিয়া হাউসে প্রাচীরচিত্র আঁকবার আগে ইটালী ও ইউরোপের বিভিন্ন চিত্রসংগ্রহশালা পরিদর্শন করেন। বিলাতে থাকার সময়ে রয়াল একাডেমী অব আর্টের চিত্রপ্রদর্শনীতে চারজন শিল্পীর চিত্র প্রদর্শিত হলে ইংল্যান্ডের রানী মেরী ললিতমোহনের একটি চিত্র ক্রয় করেছিলেন। লন্ডনের ফাইন আর্ট সোসাইটি তাঁর জলরঙে আঁকা 'পাহাড়ের রানী' নামক চিত্রটির একশত কপি বিক্রয়ের জন্য ছাপিয়ে শিল্পীকে সম্মানিত করেছিল। ভারতে ফিরে আসার কিছুকাল পরে লক্ষ্ণৌ সরকারী চারু-কারু বিদ্যালয়ের শিল্প-প্রযুক্তি বিভাগের পরিচালক হিরণ্ময় রায়চৌধুরি এ·আর·সি·এ· অবসর গ্রহণ করলে সেই পদে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়। তার কয়েক বৎসর পরে এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষপদ লাভ করেন। তাঁর চিত্রে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের করণ-কৌশলের অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। কতকগুলি কাঠের সুন্দর মূর্তিও একসময়ে গড়েছিলেন। ফটোগ্রাফী বিদ্যাও তাঁর ভাল জানা ছিল। লক্ষ্ণৌতে মৃত্যু। [১৯৫]

ললিত সরকার (হাজং) (১৯০৬ - ২৬.৭.১৯৮৪) কলমাকান্দা—নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ। জয়নাথ গিরি

(মোড়ল)। হাজং উপজাতির এই স্বাধীনতা সংগ্রামী, কম্যুনিস্ট নেতা ললিত টংক চাষীদের আন্দোলনের অন্যতম নায়ক ছিলেন। ১৯৩০ খ্রী· তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে কারারুদ্ধ থাকেন। পূর্ববঙ্গের মণি সিংহের সাহচর্যে এসে তিনি কম্যুনিস্ট আদর্শে দীক্ষিত হন। বিভিন্ন পর্যায়ে টংক প্রথা উচ্ছেদের দাবীতে যে আন্দোলন হয় তাতে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। পঞ্চাশের মন্বন্তরে দুর্ভিক্ষ মহামারীর বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে কম্যুনিস্ট পার্টির ডাকে তিনি তাঁর সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি পার্টিকে দান করেন। দেশভাগের পর পূর্বপাকিস্তানের পুলিশী ফৌজের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি তাঁর সংগ্রামী প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। অনেক অত্যাচার সহ্য করেছেন। সামরিক বাহিনীর আক্রমণ এড়াতে তাঁকে নির্বাসিতের কঠিন জীবন যাপন করতে হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পশ্চাদভাগে মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের সাহায্যে তাঁর অবদান স্মরণীয়। [১০৭]

লাডলিমোহন মিত্র (১৮৮৭ - ১৯৪৭) মধ্যকুল—যশোহর। ললিতমোহন। খ্যাতনামা অধ্যাপক। ছাত্র-জীবনে বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে অনুশীলন সমিতির সভ্য হন। পুলিনবিহারী দাসের নির্দেশ অনুসারে তিনি কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে সমিতির শাখা খোলার কাজে সচেষ্ট ছিলেন। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় ৭·৮·১৯১১ তারিখ ধরা পড়ে দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। বাঘা যতীনের অনুগামী ছিলেন। ১৯১৫ খ্রী· গার্ডেনরীচ ডাকাতির মামলায় নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এম· এন· রায়) ধরা পড়লে পুলিস হাজত থেকে কোর্টে নিয়ে যাবার সময় তাঁকে ছিনিয়ে আনার দায়িত্ব বাঘা যতীন যাঁদের উপর দিয়েছিলেন তিনি তার অন্যতম ছিলেন। নানা কারণে এই উদ্দেশ্য কার্যকরী হয়নি। পরে এম·এস-সি· পাশ করে ১৯১৬ খ্রী· বঙ্গবাসী কলেজে কেমিস্ট্রির অধ্যাপক কালিদাস মল্লিকের সহকারী হিসাবে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৩২ খ্রী· অধ্যাপক মল্লিকের মৃত্যুর পর তিনি ঐ বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হন। তাঁর শিক্ষাদানের খ্যাতির জন্য অন্যান্য কলেজের ছাত্ররাও তাঁর ক্লাসে এসে যোগ দিত। রসায়নশাস্ত্র-সম্পর্কে তাঁর রচিত গ্রন্থ বঙ্গদেশে ও বঙ্গের বাইরে বহুল প্রচারলাভ করে। তাঁরই একান্ত উৎসাহ ও চেষ্টায় ১৯৪৫ খ্রী· কলেজে নৈশ বি·এস-সি· ক্লাস খোলা হয়। এই ব্যবস্থায় যেসব শিক্ষার্থী দিনের কলেজে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল তারা বিশেষভাবে উপকৃত হয়। দেশ-বিভাগের পর পাকিস্তান থেকে আগত ছাত্রসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধির কারণে কলেজে পৃথক প্রাতঃকালীন আই·এস-সি· বিভাগ ও নৈশ বি·এ· ক্লাস খোলার ব্যাপারেও তাঁর ভূমিকা স্মরণীয়। ১৯১৯ খ্রী· গঠিত কলেজ ইউনিয়নের প্রথম যুগ্ম-সম্পাদক, কলেজ স্পোর্টিং ক্লাবের সহ-সভাপতি এবং কলেজ ফাইন আর্টস সোসাইটির ডিরেক্টর ছিলেন। [১৪৯, ১৮৬]

লাবণ্যকুমার গাঙ্গুলী (২৬·১২·১৯১৪ - ২৯·৪·১৯৮৫) কলিকাতা। ডাঃ হরিহর। ১৯৩৯ খ্রী· চিকিৎসা বিজ্ঞানে ও ১৯৪০ খ্রী· বিজ্ঞানে স্নাতক হন। ১৯৫০ খ্রী· মেডিসিন-এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৩ খ্রী· এডিনবরা রয়েল কলেজ অব ফিজিসিয়ানস্-এর সদস্য ও ১৯৮২ খ্রী· ঐ কলেজেরই মেডিসিন-এর ফেলো নির্বাচিত হন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ এবং ১৯৮০ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত প· বঙ্গ অ্যাসোসিয়েশন অব ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স-এর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন। ভারত স্কাউট ও গাইডস্-এর পক্ষ থেকে তাঁকে রাজ্যের সর্বোচ্চ সম্মান 'বার টু দি মেডাল অব মেরিট'-এ ভূষিত করা হয়। তাঁর বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেছেন। বেঙ্গল মেডিক্যাল জার্নাল-এর প্রথম সম্পাদক হিসাবে কাজ করেছেন। [৮২]

লাবণ্যপ্রভা দত্ত (১৮৮৮ - ৬·৬·১৯৭১) বহরমপুর—মুর্শিদাবাদ। হেমচন্দ্র রায়। ৯ বছর বয়সে খুলনার যতীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে বিবাহ হয়। অগ্রজ সুরেন্দ্রনাথ রায়ের কাছে রাজনৈতিক কর্মে অনুপ্রেরণা পান। ১৯০৬ খ্রী· স্বদেশী যুগে তিনি স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করতেন এবং স্বদেশী ছেলেদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন। ২৩ বছর বয়সে বিধবা হয়ে বহুদিন পুরী ও নবদ্বীপে কাটান। ১৯২৯ খ্রী· লাহোর জেলে যতীন দাসের মৃত্যুর ঘটনায় আবার তিনি দেশসেবার কাজে এগিয়ে আসেন। ১৯৩০ খ্রী· তিনি ও তাঁর কন্যা শোভারানী দেশসেবা ও জনসেবার আদর্শ নিয়ে 'আনন্দমঠ' নামে এক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩২ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনে তাঁর ১৮ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। প্রেসিডেন্সী জেলের ভিতর ফিমেল ওয়ার্ডে বিধবাদের নিজেদের রান্না করে খাবার অধিকার পাবার জন্য ঐ জেলে ১৪ দিন অনশন করে সফল হন। দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেসের সেক্রেটারী, চব্বিশ পরগনা কংগ্রেস কমিটির ভাইস-প্রেসিডেন্ট, বি·পি·সি·সি·-'র মহিলা সাব-কমিটির সেক্রেটারী (১৯৩৯), বি·পি·সি·সি'র সভানেত্রী (১৯৪০ - ১৯৪৫) ছিলেন। [১৬, ২৯, ১৪৯]

লাবণ্যপ্রভা দাশগুপ্ত (১৯০৩ - ২১·২·১৯৮৪) পটুয়াখালি—বরিশাল। বসন্তকুমার মজুমদার। স্বাধীনতা সংগ্রামী। পিতার মৃত্যুর পর ঢাকা বলধিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে থাকার সময় অতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং বিপ্লবী লীলা নাগের সংস্পর্শে এসে রাজনীতিতে অনুপ্রাণিত হন। ১৬ বছর বয়সে বিবাহ হলেও ছয় মাস বাদে বিধবা হয়ে মাতুলালয়ে ফিরে আসেন। ১৯২৮ খ্রী· লীলা নাগের স্কুলে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা এবং দেশের কাজে উৎসাহিত হন। ১৯৩৪ খ্রী· দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় রাজবন্দী হয়ে চার বছর আটক থাকেন। পুনরায় ১৯৪২-এর আন্দোলনে গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৪৫ খ্রী· মুক্তি পান। এর মধ্যে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। দেশবিভাগের পর তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যান।

সেখানে ইন্ডিয়ান হাই কমিশনারের অফিসে কাজ করতেন। কলিকাতার নিকটবর্তী সোদপুরে মৃত্যু। [২৯]

লাবণ্যপ্রভা বসু, সরকার (? - ১৯১৯) রাঢ়ীখাল—ঢাকা। ভগবানচন্দ্র। স্বামী—হেমচন্দ্র সরকার। আচার্য জগদীশচন্দ্রের ভগিনী। তাঁর রচিত গ্রন্থ: 'আনন্দমোহন বসুর দৈনিক জীবনী' (২ খণ্ড), 'শ্রদ্ধায় স্মরণ' (১৩১৯ ব.), 'মাতা ও পুত্র' প্রভৃতি। কিছুদিন 'মুকুল' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। [৪]

লাবণ্যলতা চন্দ (১৮৯১ - ৪.৭.১৯৬৯) ময়মনসিংহ। শ্রীনাথ চন্দ। বি.এ. পাশ করে কুমিল্লা ফৈজন্নেসা গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা ও পরে প্রধান শিক্ষিকা হন। ১৯৩০ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনের সময় 'অভয় আশ্রমে'র সংস্পর্শে এসে সরকারী বিদ্যালয় ছাড়েন এবং অভয় আশ্রমের তত্ত্বাবধানে কন্যা-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সেখান থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে কয়েকবার কারাবরণ করেন। ১৯৩৪ - ৪০ খ্রী. পর্যন্ত তিনি কলিকাতায় থেকে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র খুলে গঠনমূলক কাজের প্রেরণা দেন। ১৯৪০ খ্রী. কুমিল্লায় ফিরে যান এবং বয়স্ক-শিক্ষা কেন্দ্র সেখানে স্থানান্তরিত করেন। ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় ঐ শিক্ষাকেন্দ্র বে-আইনী ঘোষিত হয় ও তিনি অন্যান্যদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৩ খ্রী. মুক্তি পেয়ে বিভিন্ন জেলার রাজনৈতিক বন্দীদের দুর্দশাগ্রস্ত শিশুদের প্রতিপালনের জন্য মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামে, ঢাকার তাজপুরে ও ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে তিনটি শিশুসদন খোলেন। পরে ১৯৪৫ খ্রী. বলরামপুরে জমি কিনে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে তাজপুর ও ঝাড়গ্রামের শিশুদের সেখানে নিয়ে আসেন এবং বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ শিবির ও বুনিয়াদী বিদ্যালয় খোলেন। তিনি কস্তুরবা-ট্রাস্টের বাঙলাদেশের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারে অগ্রগামী ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে 'ভূদান-যজ্ঞে'র কাজেও তিনি আত্মনিয়োগ করেন। [২৯]

লালগোপাল মুখোপাধ্যায় (মে ১৮৭৩ - ৯.৮.১৯৪২) আসমালি—নদীয়া। পিতার কর্মস্থল উত্তরপ্রদেশের গাজিপুরে তাঁর শিক্ষাজীবন কাটে। আইন পাশ করার পর ওকালতি শুরু করেন। পরে বিভিন্ন সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থেকে ক্রমে এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে উন্নীত হয়েছিলেন। হাইকোর্ট থেকে অবসর গ্রহণ করার পর কিছুদিন কাশ্মীররাজের দেওয়ান হিসাবে কাজ করেন। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় ব্যুৎপত্তি ছিল। 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'-গঠনে তিনি অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। এলাহাবাদের সমস্ত সামাজিক ও শিক্ষামূলক কার্যের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। [১৭৪]

লালচাঁদ বড়াল (১৮৭০ - ১৯০৭) বহুবাজার—কলিকাতা। কৃতী অ্যাটর্নি ও 'হিতবাদী' সংস্থার অন্যতম পরিচালক নবীনচাঁদ। খ্যাতনামা সঙ্গীত শিল্পী। তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের 'সান্ধ্য সম্মিলনী'তে প্রথম পিয়ানো শিক্ষা শুরু করেন। পরে মুরারি গুপ্তের কাছে মৃদঙ্গ, বিশ্বনাথ রাও, জগকরণ রাও কাশীনাথ মিশ্রের কাছে ধ্রুপদ এবং নান্দে খাঁ ও গুরুপ্রসাদ মিশ্রের কাছে খেয়াল গান শেখেন। জলতরঙ্গও বাজাতে পারতেন। ১৮৯৫ খ্রী. কাস্টমস্ হাউসের কোষাধ্যক্ষ হন। সেকালে তাঁর গাওয়া বহু বাংলা সঙ্গীত রেকর্ড করা হয়। গানগুলি জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রখ্যাত সঙ্গীত-পরিচালক রাইচাঁদ বড়াল তাঁর পুত্র। তাঁর অপর দুই পুত্র বিষণচাঁদ ও কিষণচাঁদও সঙ্গীত-জগতে সুপরিচিত। [৩, ২৬, ১১২]

লালদাস বাবাজী। পদ্যে রচিত 'ভক্তমাল' তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। কবি নাভাজীর হিন্দীভাষায় রচিত ভক্তমাল গ্রন্থ অবলম্বনে তিনি বাংলায় ভক্তবৃন্দের জীবনী-সংবলিত ঐ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। [২০]

লালন ফকির (১৭.১০.১৭৭২ - ১৭.১০.১৮৮৮) ভাঁড়ারা—কুষ্টিয়া। অনেকে বলেন, তিনি নিরক্ষর এবং হিন্দু ছিলেন। প্রবাদ আছে—কোন এক সময় অসুস্থ অবস্থায় এক মুসলমান রমণী তাঁকে শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তুললে তিনি তাঁর কাছে পুত্ররূপে পালিত হয়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। ধর্মবিষয়ে উদার ছিলেন। দীর্ঘদিন নবদ্বীপ থেকে শাস্ত্রচর্চা করেন। তিনি সহজ সরল গানের মাধ্যমে জীবনের আদর্শের কথা প্রচার করতেন। মুখে মুখে গান রচনা করেছেন। উদাত্ত কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। শিক্ষিত সমাজে তাঁর গান ও বাউলের সাধনা ও সঙ্গীতকে বিশেষভাবে পরিচিত ও জনপ্রিয় করে তোলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি তাঁর গাম সংগ্রহ করে প্রথম প্রকাশ করেন এবং নিয়মিত তাঁর আখড়ায় যেতেন। একটি গানের নমুনা—'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে/লালন কয় জাতের কি রূপ দেখলাম না এ নজরে।' প্রাপ্ত বাউল গানগুলির রচয়িতাদের মধ্যে তাঁর নামই প্রথম করতে হয়। তাঁর পূর্ববর্তী কোনও বাউল গানের নিদর্শন সঙ্কলিত হয় নি। অন্যান্য বাউল কবিদের মধ্যে পদ্মলোচন গোঁসাই, যাদুবিন্দু, ফকির পাঞ্জশাহ, হাউড়ে গোঁসাই, গোঁসাই গোপাল, এরফান-শাহ, পাগলা কানাই প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। [৩, ৪, ১৮, ১৪৯]

লালবিহারী দে, রেভারেন্ড (১৮.১২.১৮২৪ - ২৮.১০.১৮৯৪) সোনা-পলাশী—বর্ধমান। সুবর্ণবণিক পরিবারে জন্ম। পিতা রাধাকান্ত গোঁড়া বৈষ্ণব হলেও বাস্তব-বুদ্ধিবশত পুত্রকে ৯ বৎসর বয়সে শিক্ষার জন্য কলিকাতায় আনেন। ১৮৩৪ খ্রী. জেনারেল অ্যাসেম্ব্রীজ ইনস্টিটিউশনে প্রবেশ করে পরিশ্রমী ছাত্ররূপে প্রশংসা পান। ছাত্রাবস্থায় ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ১৮৪৩ খ্রী. রেভারেন্ড ডাফ কর্তৃক খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। ১৮৪৬ খ্রী. আরও দুই জনের সঙ্গে ধর্মীয় অনুসন্ধানের ছাত্র, ১৮৫১ খ্রী. প্রচারক ও ১৮৫৫ খ্রী. রেভারেন্ড হন। ১৮৬০ খ্রী. তিনি সুরাটের পার্শী খ্রীষ্টান হরমদজি পেস্টনজীর কন্যাকে বিবাহ করেন। ১৮৬৭ খ্রী. থেকে সরকারী শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮৭৭ - ৮৯ খ্রী. পর্যন্ত হুগলী কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক হিসাবে কাজ করে অবসর নেন।

সরকারী চাকরিতে তাঁর পদোন্নতির ব্যাপারে বর্ণবৈষম্য-নীতি অনুসৃত হওয়ায় তিনি হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ পদ লাভ করেন নি। জীবনের বিভিন্ন পর্বে সাংবাদিকতায়ও তিনি আত্মনিয়োগ করেছেন। তবে সম্পাদকরূপে তাঁর সর্বাধিক কৃতিত্বের স্বাক্ষর রয়েছে 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনে'র সম্পাদনায় (১৮৭২ - ৮১)। তার আগে ১৮৫৬ খ্রী· 'অরুণোদয়' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি ১৮৬২ খ্রী· পর্যন্ত চলেছিল। ভারতে ইংরেজী-সাহিত্যচর্চার জন্য ১৮৭৭ খ্রী· বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ফেলো নির্বাচিত হন। বেথুন সোসাইটির অন্যতম সক্রিয় সদস্যরূপে তাঁর লিখিত Primary Education of Bengal (১০·১২·১৮৫৮), Vernacular Education in Bengal (১৮৫৯), English Education in Bengal (১৮৫৯), Teaching of English Literature in the Colleges of Bengal (১৮৭৪), Compulsory Education in Bengal (৯·১·১৮৬৯) প্রবন্ধগুলি শিক্ষা-জগতের উল্লেখযোগ্য অবদান। এইসব প্রবন্ধে শিক্ষা-বিস্তারের গুরুত্ব সম্বন্ধে সরকার অবহিত হন এবং তাঁকে এ বিষয়ে পরিকল্পনা রচনার ভার দেন। সরকার জমির উপর কর বসিয়ে জনশিক্ষার খরচ তুলতে চাইলে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভায় তিনি বিরোধিতা করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন—সমাজের প্রতিটি মানুষেরই শিক্ষার অধিকার আছে এবং শিক্ষাদান সরকারেরই কর্তব্য। তিনি হিন্দু জাতিভেদ-প্রথার, ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে বৈষম্যের এবং জমিদারদের রায়ত শোষণের তীব্র সমালোচক ছিলেন। 'গোবিন্দ সামন্ত বা The History of a Bengal Raiyat' তাঁর একটি অতি বিখ্যাত উপন্যাস। বৈজ্ঞানিক চার্লস ডারউইন এই গ্রন্থের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এই উপন্যাসে শুধু জমিদারী শোষণের তীব্র প্রতিবাদই ছিল না, হিন্দু বিধবাদের অবমাননা ও সামাজিক অত্যাচারেরও বিশদ চিত্র ছিল। তিনি অবশ্য সাহিত্যক্ষেত্রে অধিকতর পরিচিত 'Folk Tales of Bengal' গ্রন্থের জন্য। তাঁর 'Recollections of Alexander Duff' (১৮৭৯) নামক গ্রন্থটি লন্ডন থেকে প্রকাশিত। [৩, ৭, ৮, ১৭, ২৫, ২৬]

লালবিহারী সামা (১৮৬২ - ১৮৯২)। বাংলা ব্রেইল-পদ্ধতির প্রবর্তক। মিশনারী স্কুল থেকে বি·এ· পাশ করে পাদরী হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। কিছুদিন শিক্ষকতাও করেছিলেন। কলিকাতার বেহালায় অন্ধ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। [২৬]

লাল মাহমুদ। বাগুইডহর—ময়মনসিংহ। প্রথম জীবনে গাজীর কীর্তন করতেন, পরে কবির দলে যোগ দেন। এই সময়ে হিন্দু ও বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ পড়ে বৈষ্ণব আচার গ্রহণ করেন। বটবৃক্ষমূলে তুলসীমঞ্চ স্থাপন করে রীতিমত পূজা করতেন ও স্বপাক নিরামিষ খেতেন। তাছাড়া স্থাপিত তুলসীমঞ্চে নিয়মিত কীর্তনাদি হত। তাঁর রচিত একটি পদ—'....কেহ তোমায় বলে কালী, কেহ বলে বনমালী/ কেহ খোদা আল্লা বলি ডাকে সারাৎসার।' [৭৭]

লালমোহন ঘোষ (১৮৪৯ - ১৮·১০·১৯০৯) কৃষ্ণনগর—নদীয়া। রামলোচন। ১৮৭৩ খ্রী· ব্যারিস্টার হয়ে হাইকোর্টে যোগ দেন। তিনিই প্রথম উদারপন্থী ভারতীয় যিনি হাউস্ অফ কমন্স-এর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন (১৮৮৩)। নির্বাচনে পরাজিত হলেও তাঁর আদর্শ পরবর্তী কালে দাদাভাই নৌরজীকে ইংল্যান্ডে অনুরূপ প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। ১৮৭৭/৭৮ খ্রী· সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা-সংক্রান্ত আন্দোলনে যোগ দিয়ে রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। এই উপলক্ষে ১৮৭৯ খ্রী· স্যার সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বিলাত যান। প্রেস অ্যাক্ট, আর্মস্ অ্যাক্ট, ইলবার্ট বিল, জুরী নিয়োগ ইত্যাদি ব্যাপারে বিলাত ও ভারতে বিভিন্ন আন্দোলনে প্রধান বক্তা ছিলেন। ১৮৯৩ খ্রী· বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। ১৯০৩ খ্রী· মাদ্রাজ কংগ্রেসের সভাপতিরূপে শেষ বক্তৃতা করেন। বিশ্ববিদ্যালয় বিল, অফিসিয়াল সিক্রেট্স্ বিল, মাদ্রাজ মিউনিসিপ্যাল বিল ইত্যাদির প্রতিবাদ করেন এবং ভারতীয় ব্যবসায়-বাণিজ্যে ব্রিটিশ শোষণনীতির ফলে দেশীয় শিল্পের শোচনীয় পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। বর্ষীয়ান রাজনীতিকদের মধ্যে যাঁরা মধ্যপন্থা থেকে সরে যাচ্ছিলেন, এই বক্তৃতায় তাঁরাও সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ২০·১২·১৮৯২ খ্রী· টাউন হলে তাঁর প্রদত্ত জুরির বিচার লোপ করার বিরুদ্ধে বক্তৃতার ফলেই সরকার ১৮৯৩ খ্রী· জুরিপ্রথা পুনঃপ্রবর্তিত করতে বাধ্য হয়। তিনি প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তায় গুরুত্ব দিতেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ—'Thesis on Terminalia Arjune'। স্বনামধন্য মনোমোহন ঘোষ তাঁর অগ্রজ। [৪, ৮, ২৫, ২৬]

লালমোহন বিদ্যানিধি (১৮৪৫ - ২৮·৯·১৯১৬) মহেশপুর—নদীয়া। রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। সংস্কৃত কলেজ থেকে ১৮৬৮ খ্রী· 'বিদ্যানিধি' উপাধি পান। এই বছরই কটক কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক ও পরে স্কুলসমূহের জেলা ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর হন। ১৮৭২ - ৮৮ খ্রী· পর্যন্ত নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় কখনও স্কুলসমূহের তত্ত্বাবধায়ক, আবার কখনও ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৮৮৮ - ১৯০১ খ্রী· পর্যন্ত হুগলী নর্মাল স্কুলের হেডপণ্ডিত ছিলেন। রচিত গ্রন্থাবলী: 'কাব্যনির্ণয়', 'সম্বন্ধনির্ণয়', 'ভারতীয় আর্যজাতির আদিম অবস্থা', 'মেঘদূতম্' প্রভৃতি। 'কবিকল্পদ্রুম', 'পত্র প্রবন্ধ', 'শিক্ষা-সোপান' ও 'চারু-প্রবন্ধ' তাঁর রচিত ৪ খানি স্কুলপাঠ্য পুস্তক। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় তাঁর নিবন্ধাদি প্রকাশিত হত। [৩, ২৫, ২৬, ২৮]

লালমোহন সেন (? - অক্টো· ১৯৪৬) সন্দীপ—চট্টগ্রাম। ব্যবসায়ী পরিবারে জন্ম। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে যোগ দিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৬ বছর আন্দামান ও অন্যান্য বন্দীনিবাসে কাটিয়ে আগস্ট ১৯৪৬ খ্রী· মুক্ত হন। কিছুদিন পর স্বগ্রামে ফিরে যান। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধ করতে গিয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে। [৭৬, ৯৬]

লালসিংহ। চোয়াড়-সর্দার। লালসিংহের নেতৃত্বে ৩ হাজার বিদ্রোহী ১৭৯৯ খ্রী· বীরভূমের সীমান্ত অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে জমিদার ও মহাজনদের গৃহ লুঠ করে তাদের বিক্ষোভ জানায়। [৫৬]

লালাবাবু। দ্র· **কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ**।

লিয়াকৎ হোসেন, মৌলভী। জাতীয়তাবাদী নেতা। স্বদেশীযুগে যুবকদের নিয়ে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিয়ে শোভাযাত্রা করতেন। পুলিসের সামনে যাবার আগে সাবধান করে বলতেন 'যাদের ভয় আছে তারা সরে পড়ো। চলে যাও। এরপরে যে বা যারা ভাগবে সে বা তারা মানুষ নয়, কুকুর বেড়াল'। কারাবরণটা তাঁর কাছে ছিল 'জল-ভাত'। সাধারণ সভা সরকার আইন করে বন্ধ করলে তিনি বার বার সে আইন ভঙ্গ করে কারারুদ্ধ হন। এই কারণেই সাধারণের মনে পুলিসের ভয় ভেঙ্গে যায়। নিজে দণ্ডভোগ করে লোকের মনে আইন-ভাঙ্গার ভাব জাগিয়েছিলেন। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি ও সমন্বয় সাধনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। [১০, ৯২]

লীলা দেবী (১৮৯৬ - ৩·৩·১৯৪৩) জোড়াসাঁকো—কলিকাতা। রণেন্দ্রমোহন ঠাকুর। স্বামী—আর্যকুমার চৌধুরী। তাঁর কয়েকটি কবিতা পড়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'লীলার কল্পনা-লীলা এবং রচনা-লীলা আমার ভাল লেগেছে'। তাঁর একমাত্র কবিতাগ্রন্থ 'কিশলয়' ১৩২৮ ব· প্রকাশিত হয়। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'নবঘন', 'ঝরার ঝর্ণা', 'রূপহীনার রূপ' (উপন্যাস), 'সিঞ্চন' ও 'ধ্রুবা'। [৪, ৫, ৪৪]

লীলাবজ্র (আনু· ৮ম শতাব্দী)। পিতা মহাচার্য ইন্দ্রভূতি। বিক্রমপুরী-বিহারের একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুণী। অবধূতাচার্য কুমারচন্দ্র যে বৌদ্ধ তান্ত্রিক টীকা-গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, লীলাবজ্র ও তিব্বতীয় শ্রমণ পুণ্যধ্বজ ঐ টীকা তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন। [৬৭]

লীলাবতী করালী (১৯২৩? - ১৫·৭·১৯৭০)। ১৯৩১ খ্রী· মাত্র ৮ বছর বয়সে ষ্টার থিয়েটারে 'পরশুরাম' নাটকে তাঁর অভিনয়-জীবন শুরু। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর শ্রীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চে 'দুঃখীর ইমান' নাটকে 'বিলাতী'র চরিত্রে অভিনয় করে বিখ্যাত হন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি রঙ্গমঞ্চে অজস্র নাটকে ও প্রায় শতাধিক চিত্রে অভিনয় করেন। নাচ-গানেও তাঁর দক্ষতা ছিল। [১৭]

লীলাবতী মিত্র (১৮৬৪ - ১৯২৪) বোড়াল—২৪ পরগনা। রাজনারায়ণ বসু। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্য কৃষ্ণকুমার মিত্রের সঙ্গে ১৭ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। সমাজ সেবার কাজে স্বামীর উৎসাহ লাভ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বালবিধবাদের তাঁর কাছে পাঠাতেন তাদের সুপাত্রস্থ করার ব্যবস্থার জন্য। বহু নারী তাঁর কাছে আশ্রয় লাভ করেছে। তাঁর দিনপঞ্জী 'জীবন কথা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। [২৩২]

লীলা রায় (২·১০·১৯০০ - ১১·৬·১৯৭০) পাঁচগাঁও—শ্রীহট্ট। গিরিশচন্দ্র নাগ। ১৯২১ খ্রী· মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে পদ্মাবতী স্বর্ণপদকসহ কলিকাতা বেথুন কলেজ থেকে বি·এ· এবং ১৯২৩ খ্রী· ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম·এ· পাশ করেন। ১৯২১ খ্রী· নিখিলবঙ্গ নারী ভোটাধিকার সমিতি ও ১৯২২ খ্রী· ঢাকায় উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ কমিটির সহ-সম্পাদিকা নিযুক্ত হন। ডিসেম্বর ১৯২৩ খ্রী· মহিলাদের কল্যাণের জন্য ১২ জন সহকর্মী নিয়ে 'দীপালী সঙ্ঘ' গঠন করেন। তারপর দীপালী সঙ্ঘের উদ্যোগে পরিকল্পনা মত আরও কতকগুলি উচ্চ ও প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৫ খ্রী· অনিল রায়ের 'শ্রীসঙ্ঘ' বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৯২৬ খ্রী· 'দীপালী ছাত্রী সঙ্ঘ' নামে ছাত্রী সংগঠন (ভারতে প্রথম) করে তার মাধ্যমে ছাত্রীদের মধ্যে রাজনীতি চর্চা শুরু করেন। ১৯৩০ খ্রী· মহিলাদের আবাস 'ছাত্রীভবন' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৮ খ্রী· কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনের সময় তাঁর উপর নারী আন্দোলনের ইতিহাস রচনার দায়িত্ব অর্পিত হয়। ১৯৩১ খ্রী· 'জয়শ্রী' নামে মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ২০·১২·১৯৩১ খ্রী· পুলিস তাঁকে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার করে ১৯৩৮ খ্রী· পর্যন্ত আটক রাখে। মুক্ত হয়ে নেতাজীর জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির মহিলা সাব-কমিটির সদস্য হন। ১৩·৫·১৯৩৯ খ্রী· অনিল রায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠিত হলে তিনি এই সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪০ খ্রী· 'হলওয়েল মনুমেন্ট' অপসারণ আন্দোলনে কারারুদ্ধ হন। কারামুক্তির পর সুভাষচন্দ্রের নির্দেশে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' সাপ্তাহিকের সম্পাদনার ভার নেন। ১৯৪১ খ্রী· নেতাজীর অন্তর্ধানের পর অনিল রায় এবং তিনি উত্তর ভারতে ফরোয়ার্ড ব্লক সংগঠনের দায়িত্ব নেন। মার্চ ১৯৪২ খ্রী· পুনর্বার গ্রেপ্তার হন। নোয়াখালির দাঙ্গার পর দুর্গতদের ত্রাণকার্যে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং 'ন্যাশনাল সার্ভিস ইন্সটিটিউট' নামে সেবাদল গঠন করে শান্তি ও সেবার কাজে নিযুক্ত থাকেন। দেশবিভাগের বিরোধিতা করে তিনি এবং অনিল রায় ঢাকাতেই থাকেন, কিন্তু দলের সংগঠনের দায়িত্ব পড়ায় ভারতে এসে উদ্বাস্তুদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বাঙলার অন্যতম প্রতিনিধিরূপে ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে ভারতীয় সংবিধান রচনায় অংশ নেন এবং প্রজা সোস্যালিস্ট দলের সভানেত্রীরূপে দেশের সেবা করেন। মৃত্যুর আগে ২৯ মাস সংজ্ঞাহীন হয়ে হাসপাতালে ছিলেন। [১৬, ২০৫]

লেবেডেফ, হেরাসিম (১৭৪৯ - ১৮১৮)। ইউক্রেনের (রাশিয়া) এক চাষী পরিবারের ছেলে। সঙ্গীতে দক্ষতার জন্য তিনি যৌবনে এক রাজপুরুষের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর সঙ্গে ইটালীতে যান। ক্রমে ঘুরতে ঘুরতে প্যারিস হয়ে লন্ডনে পৌছান। সেখানে তিনি ভারতীয় পণ্যসম্ভারে পূর্ণ দোকান দেখেন। এখান

থেকে যাত্রীবাহী জাহাজে ১৫·৮·১৮৭৫ খ্রী· মাদ্রাজ পৌছান। এখানকার মেয়র কর্তৃক তিনি সংবর্ধিত হন এবং কয়েকটি আসরে সঙ্গীত পরিবেশন করে কিছু অর্থ সংগ্রহ করেন। কিন্তু এখানে রক্ষণশীল সমাজে প্রবেশাধিকার না পেয়ে কলিকাতায় আসেন। এ শহরের একমাত্র রুশ চিকিৎসকের সাহায্যে স্থানীয় সমাজে সঙ্গীতজ্ঞরূপে প্রতিষ্ঠা পান। তাঁর আসরের টিকিট মূল্য ছিল ১২ টাকা। তিনিই প্রথম পাশ্চাত্য যন্ত্রে ভারতীয় সুর বাজিয়ে শোনান। একজন রাজদ্রোহী ভারতীয়কে আশ্রয় দিয়ে দেশীয় লোকের বিশ্বাসভাজন এবং ইংরেজদের বিরাগভাজন হন। গোলোক দাস নামে একজন স্কুল শিক্ষক তাঁর কাছে পাশ্চাত্য সঙ্গীত শিখতে ও বিনিময়ে বাংলা ভাষা শেখাতে থাকেন। লেবেডেফ বাংলা শিখে এই ভাষায় একটি ব্যাকরণ রচনা করেন। এটি ১৮০১ খ্রী· বিলাতে ছাপা হয়। তিনি ক্রমে 'বাংলা অভিধান', 'কথোপকথন গ্রন্থ', 'বীজগণিত', 'বাংলা পঞ্জিকার অংশ', 'ভারতচন্দ্রের কাব্য', নাটকের অনুবাদ ও একটি আত্মজীবনী রচনা করেন। ভারতচন্দ্রের রচনা রুশদেশে প্রচারের জন্য লন্ডনস্থ রুশ রাষ্ট্রদূতকে পত্র লেখেন। মলিয়ের একটি নাটক ও ইংরেজী থেকে জড্রেলের নাটক 'দি ডিস্‌গাইজ' বাংলায় অনুবাদ করেন। কলিকাতা শহরের ডোমতলায় (এজরা স্ট্রীট) একটি রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাঙালী অভিনেতা ও অভিনেত্রী নিয়ে ২৭·১১·১৭৯৫ খ্রী· ভারতে প্রথম দেশী থিয়েটারের অনুষ্ঠান করেন। এই সময় বিশিষ্ট ইংরেজদের জন্য মূল্যবান আসনের দুইটি থিয়েটার ছিল। লেবেডেফের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত ইংরেজগণ প্রত্যক্ষভাবে জোসেফ ব্যাটেল নামে সীন পেন্টার ও মিঃ হে নামে এক রাজকর্মচারীর সাহায্যে লেবেডেফের থিয়েটার আগুন লাগিয়ে নষ্ট করে দেয়। একজন ইংরেজ মহিলার সঙ্গে প্রণয় ও ব্যর্থতা লেবেডেফের জীবনের অন্যতম বিপর্যয়। ঋণের দায়ে তাঁকে আদালতে যেতে হয়। সবশেষে ব্রিটিশ কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তাঁকে কলিকাতা ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। শেষ-জীবনে স্বদেশে ফিরে পররাষ্ট্র দপ্তরে কাজ করেন। রুশদেশে ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির প্রচারের জন্য তিনি সম্রাটকে পত্র দিয়েছিলেন। [৩, ১৭]

লোকনাথ ন্যায়পঞ্চানন (১৯শ শতাব্দী) নলচিড়া—বাখরগঞ্জ। শঙ্কর তর্কবাগীশের ছাত্র সুকবি লোকনাথ পূর্ববঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন। বাকলার জগন্নাথ পঞ্চাননের সময় নলচিড়া 'নিমনবদ্বীপ' নামে বিখ্যাত হয়েছিল। লোকনাথ ন্যায়পঞ্চাননের ছাত্রদের মধ্যে বাকলা উজিরপুরের 'দেবাংশু' পণ্ডিত গৌরনাথ তর্কবাগীশ, নড়াইলের রতনরায়ের সভাপণ্ডিত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, স্মার্তপ্রবর পার্বতীনাথ তর্কসিদ্ধান্তের নাম উল্লেখযোগ্য। [৯০]

লোকনাথ ব্রহ্মচারী (১৭৩১ - ১৮৯০?)। চাকলা—চব্বিশ পরগনা। রামনারায়ণ ঘোষাল। ১২ বছর বয়সে উপনয়ন দীক্ষার পর কালীঘাট নিবাসী সাধক পণ্ডিত ভগবান গাঙ্গুলীর কাছে শিক্ষা শুরু করেন এবং গুরুর সঙ্গে লোকালয় ত্যাগ করে হিমালয়ের উদ্দেশে রওনা হন। ভ্রমণকালে হিতলাল মিশ্র নামে এক উচ্চস্তরের সাধকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এই সময় ভগবান গাঙ্গুলীর মৃত্যু হলে হিতলাল মিশ্রের সঙ্গে তিনি হিমালয় ও সম্ভবত তিব্বত অঞ্চলে ভ্রমণ ও যোগাভ্যাস করেন। ঢাকায় বারদীর আশ্রমে আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। শোনা যায়, এই যোগী ব্যাঘ্র ইত্যাদি হিংস্র প্রাণী, পাখী, মক্ষিকা, প্রভৃতিদের ভালবাসায় বশ করতেন। বারদীর আশ্রম দরিদ্রের আশ্রম হিসাবে পরিচিত। এখানে ধনী দরিদ্রের সমান ব্যবহার ছিল। একাদিক্রমে ২৭ বছর এই আশ্রমে বাস করেছেন। 'বারদীর ব্রহ্মচারী' নামে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তাঁর আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে বিভিন্ন পুস্তকে বিভিন্ন সময় উল্লিখিত আছে। [২৫, ২৬, ৩৯]

লোকনাথ বল (৮·৩·১৯০৮ - ৪·৯·১৯৬৪) ধোরলা —চট্টগ্রাম। প্রাণকৃষ্ণ। সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী এই বিপ্লবী সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৮·৪·১৯৩০ খ্রী· তাঁর নেতৃত্বে একটি দল চট্টগ্রাম এ·এফ·আই· অস্ত্রাগার দখল করে। কয়েকজন বিচ্ছিন্ন হবার পর এই বিপ্লবী বাহিনী ২২·৪·১৯৩০ খ্রী· জালালাবাদ পাহাড়ে লোকনাথের সর্বাধিনায়কত্বে ব্রিটিশ সৈন্য ও পুলিসের এক বিপুল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী হয়। এই যুদ্ধে তাঁর অনুজ দলের সর্বকনিষ্ঠ টেগরা (হরিগোপাল) আরও ১০ জনের সঙ্গে শহীদ হন। তিনি আত্মগোপনের জন্য কলিকাতায় এসে চন্দননগরে আশ্রয় পান। ১·৯·১৯৩০ খ্রী· এই আস্তানা টেগার্টের নেতৃত্বে এক পুলিস বাহিনী কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়। তিনি ও ৩ জন সঙ্গী মধ্যরাত্রে গুলি চালিয়ে বেষ্টনী ভেদ করার চেষ্টায় জীবন (মাখন) ঘোষাল নিহত ও লোকনাথ সহ অপর ২ জন গ্রেপ্তার হন। ১·৩·১৯৩২ খ্রী· অন্যান্য সহযোদ্ধাদের সঙ্গে তিনি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড পান। ১৯৪৬ খ্রী· মুক্তির পর কিছুদিন মানবেন্দ্রনাথের র‍্যাডিকেল পার্টিতে ও শেষে কংগ্রেসে যোগ দেন। পরে রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। কলিকাতা কর্পোরেশনে দুর্নীতি দমন অফিসার পদে নিযুক্ত হয়ে ডেপুটি কমিশনার হয়েছিলেন। [৪, ৯৬]

লোকেন্দ্রনাথ পালিত (১৮৬৫ - ১৯১৫)। বিখ্যাত ব্যারিস্টার তারকনাথ। ১৮৭৯ - ৮২ খ্রী· লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে পড়েন। ১৮৮৬ খ্রী· তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। বাঙলা এবং বিহারের বিভিন্ন জেলায় ম্যাজিস্ট্রেট ও জজ হিসাবে কাজ করে ১৯১৩ খ্রী· অবসর গ্রহণ করেন। ১৯০২ খ্রী· লণ্ডন প্রবাসী ক্ষেত্রমোহন দত্তের কন্যা মেব্‌ল দত্তের সঙ্গে বিবাহ হয়। কোন সন্তানাদি ছিল না। ১৯০৬ খ্রী· স্থাপিত 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্'-এ দশ হাজার টাকা দান করেন। তাঁর পিতা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা শিক্ষার জন্য ১৯১২ খ্রী· সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। এই ট্রাস্টের তিনি অন্যতম সভ্য ছিলেন। 'সাধনা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে যে বিতর্ক তিনি তুলেছিলেন তার মধ্যে তাঁর চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকতা প্রকাশিত হয়। কবি ও কবিবন্ধু লোকেন্দ্রনাথের 'পত্রাকারে লিখিত প্রবন্ধগুলি 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি ওমর খৈয়মের পঁচিশ রুবাই-এর পদ্যানুবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতাও ইংরাজিতে অনুবাদ করেছিলেন। [১৪৯]

লোচন অধিকারী। ১৮শ শতাব্দীর খ্যাতনামা যাত্রাকার। তাঁর 'অক্রূর-সংবাদ'-এর জনপ্রিয়তা প্রবাদের মর্যাদা লাভ করেছিল। লোকে বলত—'দক্ষিণা দেবে পাঁচসিকে, আর গান শুনবে অক্রূর-সংবাদ'। [১৮৮]

লোচনানন্দ দাস (১৬শ শতাব্দী) কোগ্রাম—বর্ধমান। কমলাকর। বিখ্যাত চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি শ্রীখণ্ড বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতা নরহরি সরকারের শিষ্য ছিলেন। গীতিকার হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। গৌরলীলা বিষয়ক তাঁর 'ধামালি'র পদগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ। [৩]

শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩ - ৯·৬·১৯৭৬)। 'কেন জন্ম কেন নির্যাতন' তাঁর বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ। 'এই দশকের কবিতা' নামে তিনি পঞ্চাশের দশকের কবিদের-কবিতা-সংকলন গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। 'দেশ' পত্রিকায় 'জন্মেজয়' ছদ্মনামে ধারাবাহিক রচনা লিখতেন। নিত্য-নতুন লিটল ম্যাগাজিনে ও নানা পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে ১৯৭৬ খ্রী· 'ত্রিবৃত্ত পুরস্কার' লাভ করেন। [১৬]

শঙ্কর তর্কবাগীশ (১৭২৩ ? - ১৮১৬ ?)। তাঁর পিতা যদুরাম সার্বভৌম মুর্শিদাবাদ অঞ্চল থেকে অনুমান ১৭০০ খ্রী· নবদ্বীপ আসেন। ১৯ শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত তিনি কর্কশ তর্কশাস্ত্রের প্রতিভার মুখ্য অবতার ছিলেন। পিতার কাছে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক পদে সুদীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বাঙালী প্রতিভার মূর্ত প্রতীকরূপে ভারতের সর্বত্র অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করেন। নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্যই তাঁর চতুষ্পাঠীতে ছাত্রসংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। ছাত্রদের মধ্যে বিদেশীও ছিল। তাঁর ৪ জন নবদ্বীপবাসী শ্রেষ্ঠ ছাত্র 'নাথচতুষ্টয়' নামে পরিচিত ছিলেন। শিবনাথ বাচস্পতি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি নবদ্বীপরাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও বর্ধমানরাজ তিলকচাঁদের দানভাজন ছিলেন। [৯০]

শঙ্করনাথ রায় (১৯১১ - ৮·১১·১৯৭৩) নবগ্রাম—ঢাকা। যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। প্রকৃত নাম প্রমথনাথ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম·এ· পাশ করে কলিকাতায় কর্মজীবন শুরু করেন। 'নবযুগ' পত্রিকার সহ-সম্পাদক কালীপদ গুহরায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রে তিনি বৃহত্তর সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচিত হন। প্রথম দিকে ইংরাজীতে প্রবন্ধ লেখায় আগ্রহী ছিলেন। পরে শঙ্করনাথ নামে তিনি ভারতের সিদ্ধসাধকের জীবন-কাহিনী বাংলায় লিখে 'হিমাদ্রি' পত্রিকায় প্রকাশ করতে থাকেন। তাঁর রচিত দ্বাদশ খণ্ড 'ভারতের সাধক' দুই খণ্ড 'ভারতের সাধিকা' এবং 'সাধুসন্তের মহাসঙ্গমে' গ্রন্থগুলিতে যোগী, তান্ত্রিক, বৈদান্তিক, বৈষ্ণব, মরমিয়া প্রভৃতি সব শ্রেণীর সাধকদের জীবন-আলেখ্য তিনি উপস্থিত করেছেন। ১৯৬৪ খ্রী· তাঁকে রবীন্দ্র পুরস্কার দেওয়া হয়। [১৫৫]

শঙ্করাচার্য মৈত্র (১৩·৪·১৯০৬ - ৯·১১·১৯৭৮) রংপুর। ত্রিশ শতকে আইন অমান্য আন্দোলনে কয়েক বছর কারাগারে ছিলেন। 'সুলেখা কালি'র কারখানা খুলে তিনি স্বদেশী শিল্প প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। [১৬]

শঙ্করানন্দ ব্রহ্মচারী চন্দননগর — হুগলী। পূর্বনাম — উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর রচিত গ্রন্থ: 'জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ', 'জীবের সাধ্য ও সাধনা', 'চণ্ডীদাসের জন্মস্থান', 'মানুষ ও গ্রামের প্রাচীনত্ব ও পুরাতত্ত্বের আবিষ্কার', 'আমাদের জাতীয় ইতিহাসের দিগ্‌দর্শন', 'A Brief History of the Bengal Brahmin', 'The Grandeur of the Vedas' প্রভৃতি। [৪]

শঙ্করানন্দ স্বামী (তারিণীশঙ্কর দাস) (২৬·১২·১৮৯৮ - ১৭·৭·১৯৭৮) শ্রীহট্ট। প্রাগৈতিহাসিক মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতার সঙ্গে দেশবাসীর পরিচয় সাধনে যাঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম। শ্রীহট্টে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের সময় ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২৩ খ্রী· কলিকাতায় স্বামী অভেদানন্দের সংস্পর্শে আসেন ও তাঁর কাছে দীক্ষা নেন। এ সময় স্বামী অভেদানন্দ 'শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করলে তিনি সেই আশ্রমে যোগ দিয়ে শ্রীহট্টে আশ্রমের কাজে ১৯৩৯ খ্রী· পর্যন্ত ব্যাপৃত থাকেন। পরে কলিকাতায় ফিরে এসে বেদান্ত মঠের মুখপত্র 'বিশ্ববাণী' পুনঃপ্রকাশ করেন। এই সময়ে কিছুদিন বেদান্ত সোসাইটির সম্পাদকও ছিলেন এবং সোসাইটির অন্যতম ট্রাস্টি মনোনীত হন। তাঁর আগ্রহে ও উৎসাহে মঠের শিষ্যমণ্ডলী নিয়ে প্রথম এক সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়। ইতিমধ্যেই তাঁর গবেষণার খ্যাতি প্রচারিত হওয়ায় মাসিক ১০০ টাকা বৃত্তি লাভ করে শান্তিনিকেতনে গবেষণা করার সুযোগ পান। ১৯৪৩ খ্রী· তাঁর গবেষণা গ্রন্থ 'The Rik Vedic Culture of Pre-historic Indus' প্রকাশিত হয়। তান্ত্রিক একাক্ষর বীজমন্ত্রের সহায়তায় তিনি মহেঞ্জোদাড়ো লিপি পাঠে সমর্থ হন বলে মনে করেন। তাঁর এই অভিনব সূত্র বিদ্বৎসমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালির অধ্যাপক ড· বেণীমাধব বড়ুয়া তাঁর সিদ্ধান্তকে পুরোপুরি সমর্থন করলেও পণ্ডিতমহলের বেশীরভাগই তাঁর মত মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা: 'Dictionary of Indian Hieroglyphs', 'The Indus People Speak', 'The Last Days of Mohenjodaro', 'Western Buddhism or Christianity', 'শ্রীরামকৃষ্ণচরিত্র', 'স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জীবনী', 'মনসাচরিত্র', 'নব বৃহত্তর ভারতের জন্ম', 'স্বামী

বিবেকানন্দ ও ভারতীয় সভ্যতার বিবরণ', 'বঙ্গে মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতার বিস্তার' প্রভৃতি [২০১]

শচীদুলাল দাশগুপ্ত (১৯১২ - ৭.৪.১৯৬৬)। ১৯৩৬ খ্রী· কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে ট্রাইপস্ এবং ১৯৪৩ খ্রী· মাদ্রাজ থেকে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা লাভ করেন। ১৯৪৬ খ্রী· তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। এখানে তিনি গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৬০ খ্রী· ১৪শ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে মূল সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। বহুদিন অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। [১৪৯]

শচীন কর (১৯০০ - ২৮.১.১৯৬৯) বারহাট্টা — ময়মনসিংহ। বিশ্বভারতীর প্রথম দলের ছাত্র। দিল্লীর ইংরেজী দৈনিক হিন্দুস্তান টাইমস্-এ তাঁর কর্মজীবন শুরু। পরে ইন্ডিয়ান টি বোর্ডের প্রচার বিভাগে যোগ দেন। সেখান থেকে অবসর নিয়ে (১৯৫৯) আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। 'দেশ' ও আনন্দবাজার পত্রিকার 'রবিবাসরীয়'-তে স্বনামে হাসির গল্প লিখতেন। 'শ্রী প্যাসেঞ্জার' ছদ্মনামে দেশ পত্রিকার 'ট্রামে বাসে' কলামটি তাঁর লেখা। [১৭]

শচীন চৌধুরী (? - ২০.১২.১৯৬৬)। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ। বোম্বাই-এ 'ইকনমিক ও পলিটিক্যাল উইকলি' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে তিনি এদেশে একই সঙ্গে অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও বাস্তব অর্থনৈতিক সমস্যাসংক্রান্ত বিষয়গুলির বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিতে আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। সাহিত্য এবং অন্যান্য বিষয়েও তাঁর যথেষ্ট পড়াশুনা এবং আগ্রহ ছিল। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে তিনি সেখানে অধ্যাপনার কাজ করেন। ভারত সরকারের বোর্ড অফ ট্রেড-এ টেক্‌নিক্যাল অ্যাডভাইসার ছিলেন। কুচবিহার রাজ্যের খ্যাতনামা দেওয়ান যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর মাতামহ। [১৫৮]

শচীন দেববর্মন (১.১০.১৯০৬ - ৩১.১০.১৯৭৫) আগরতলা — ত্রিপুরা। মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র। কুমিল্লায় জন্ম। জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী ও সুরকার এবং চিত্রজগতের প্রখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক। অনুরাগী মহলের প্রিয় নাম 'শচীন কর্তা'। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাশ করার পর ত্রিপুরার রাজদরবারে উচ্চপদের চাকরি পান। ছোটবেলা থেকে সঙ্গীতে বিশেষ অনুরাগী ছিল, তাই চাকরি না করে তিনি সঙ্গীতের উপযুক্ত শিক্ষা ও চর্চার জন্য কলিকাতায় চলে আসেন এবং এখানে ওস্তাদ বদল খাঁ, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণচন্দ্র দের কাছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে তালিম নেন। ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, আবদুল করিম খাঁ প্রমুখ সঙ্গীতগুণীদের সংস্পর্শে এসেও তিনি শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। লোকসঙ্গীতের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। পূর্ব-বাঙলা সহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তিনি লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করে সেগুলি নিজস্ব ভঙ্গীতে গেয়ে অল্পদিনেই সুনাম অর্জন করেন। বাংলা রাগপ্রধান গানকেও তিনি নিজস্ব রসবোধে সহজ সুরসংযোগে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। কলিকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম গানেই তিনি অসংখ্য শ্রোতার চিত্ত জয় করেন (১৯২৩)। তারপর থেকে তাঁর বিভিন্ন গানের রেকর্ড প্রকাশিত হতে থাকে। রেকর্ডে তাঁর বিশেষ জনপ্রিয় প্রথম গান — 'ও কালো মেঘ, বলতে পারো কোন্ দেশেতে তুমি থাকো', রাগপ্রধান গান — 'যদি দখিনা পবন', 'আমি ছিনু একা', 'আলো ছায়া দোলা'; কাব্যগীতি — 'প্রেমের সমাধি তীরে'; পল্লীগীতি — 'নিশীথে যাইও ফুলবনে' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ত্রিশের দশকে তিনি চিত্রজগতে অন্যতম গায়ক ও সুরকার হিসাবে যোগ দেন। প্রথম সঙ্গীত পরিচালনা করেন 'রাজগী' চিত্রে (১৯৩৭)। তাছাড়া 'ছদ্মবেশী', 'জীবন সঙ্গিনী', 'মাটির ঘর' প্রভৃতি চিত্রে সুরযোজনা করে প্রতিভার পরিচয় দেন। ১৯৪৪ খ্রী· থেকে তিনি বোম্বাই-এ বসবাস শুরু করেন এবং তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হয় সেখানেই। ৮০টির অধিক হিন্দী ছবিতে সুরারোপ করে অনন্য কীর্তি রাখেন। ১৯৫৮ খ্রী· সঙ্গীত-নাটক-আকাদমি ও এশিয়ান ফিল্‌ম্ সোসাইটি (লন্ডন) তাঁকে বিশেষভাবে সম্মানিত করে। ১৯৬৯ খ্রী· ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মশ্রী' উপাধি-ভূষিত হন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলের বিশিষ্ট শিল্পী সদস্য হিসাবে তিনি ব্রিটেন, রাশিয়া, ফিনল্যান্ড প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করেন। সঙ্গীত-বিষয়ে তাঁর সাধনা ও অভিজ্ঞতার অনেক কথা জানা জায় তাঁর লিখিত 'সরগমের নিখাদ' রচনায়। বোম্বাই-এর চিত্র-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতশিল্পী মীরা দেবী তাঁর স্ত্রী এবং সুরকার রাহুল তাঁর একমাত্র পুত্র। [১৬]

শচীন বসু[১] (? - ২৮.১০.১৩৪৭ ব.) স্বদেশী আন্দোলন-কালের প্রভাবশালী ছাত্রনেতা। রিপন কলেজের ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শচীন বন্দেমাতরম সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৯০৮ খ্রী· তিনি ৩নং রেগুলেশন আইনে রাওয়ালপিণ্ডি জেলে আটক হন। অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি স্থাপন-কালে কৃষ্ণকুমার মিত্র তার সভাপতি এবং তিনি তার সম্পাদক ছিলেন। 'ব্যবসা ও বাণিজ্য' পত্রিকার সম্পাদক থাকা কালে তাঁর মৃত্যু হয়। [৫, ৯২]

শচীন বসু[২] (খোকা বসু) (১৯১২ - ১৯৫৫) মৌভোগ — খুলনা। স্কুলের ছাত্রাবস্থায়ই যশোহর-খুলনা যুবসঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৩০ খ্রী· কংগ্রেসের লবণ-আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। পরে মার্ক্সবাদী চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হয়ে গ্রামে গ্রামে কৃষক আন্দোলন সংগঠনে সক্রিয় হন। ১৯৩৩ খ্রী· কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদ লাভ করেন। বাঙলা দেশে পার্টির প্রথম ২০ জন সভ্যের মধ্যে তিনি অন্যতম। প্রেসিডেন্সী বিভাগে কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর। ১৯৩৬ খ্রী· খুলনা জেলা কৃষক সম্মেলন মৌভোগ গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর নেতৃত্বে মৌভোগের

পাশে বড়জলা খাল কাটার আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৪২ - ৪৩ খ্রী· বাঙলার দুর্ভিক্ষে রিলিফের কাজ এবং সেই সঙ্গে খাল কাটার কাজে অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দেন। নিরক্ষর চাষীদের অক্ষর জ্ঞান ও মার্ক্সবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ১৯৪৬ খ্রী· মৌভোগে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনে 'তেভাগা চাই' আন্দোলনের যে আওয়াজ ওঠে, তিনি তাকে তাঁর অঞ্চলে সার্থক রূপ দান করেন। দেশ-বিভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানে থেকে যান এবং পার্টি বেআইনী হওয়ায় আত্মগোপন করে ছিন্নবিচ্ছিন্ন কৃষক আন্দোলনকে গড়ে তুলতে সক্রিয় হন। দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য পার্টির নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গে আসেন। এখানেই মারা যান। [১৪৯]

শচীন মিত্র (১৫·৮·১৯০৫ - ৮·৮·১৯৭৮) সিঙ্গিয়া —যশোহর। রামলাল। ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন। ১৯২৩ খ্রী· যশোহর শহরে রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবকরূপে যোগদান করেন। ১৯২৭ খ্রী· যশোহর-খুলনার যুব সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। বিপ্লবী আন্দোলনেও তৎপর হয়ে ওঠেন। পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য দুই জেলাতেই ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে ১৯৩২ খ্রী· বন্দী করে। বিনাবিচারে প্রায় পাঁচ বছর আটক থাকেন। জেলে কমিউনিস্ট সাহিত্য পড়াশুনা করেন। জেল থেকে বেরিয়ে পার্টির সদস্য হন। পরে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে যশোহরের নড়াইল অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন এবং সংগঠন গড়ে তোলেন। পারিবারিক ও আর্থিক কারণে ১৯৪০ খ্রী· 'যুগান্তর' পত্রিকায় সহ-সম্পাদকরূপে যোগ দেন। দীর্ঘ পঁচিশ বছর এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অধুনালুপ্ত 'ভারত' পত্রিকার সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। অবসর গ্রহণের পর অন্যান্যদের সঙ্গে মিলে যশোহর-খুলনার প্রাক্-স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস রচনার কাজে উদ্যোগী হন। [১৪৯]

শচীনন্দন দাস (১৮৫৬ ? - ১৯২৬ ?) মাণিক্যহার — মুর্শিদাবাদ। মৃদঙ্গবাদক বনমালী। পিতার কাছে মৃদঙ্গ ও মাণিক্যহারের কৃষ্ণসুন্দর ঠাকুরের কাছে কীর্তন শেখেন। পরে পিতার সহায়তায় সম্প্রদায় গঠন করেন। 'বাঙ্গালার অন্যতম বিখ্যাত কীর্তন গায়ক। অনেকেই তাঁকে বড় মূলগায়ক রসিক দাসের পরেই স্থান দিতেন'। [২৭]

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী (৩০·৪·১৩০৪ - ৮·৭·১৩৮৬ ব·) শিলাইদহ—কুষ্টিয়া। রবীন্দ্রপ্রেমী। আই·এ· পাশ করে শিলাইদহের ঠাকুর পরিবারের জমিদারী কাছারিতে সদর খাজাঞ্চীর সহকারিরূপে কাজে যোগ দেন। এখানে পল্লী-প্রকৃতির মধ্যে নিতান্ত সাধারণ মানুষের সঙ্গে জমিদার রবীন্দ্রনাথকে যেমনভাবে তিনি দেখেছেন তা ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর লেখায়। রচিত গ্রন্থ : 'সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ', 'পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ', 'কবিতীর্থের পাঁচালী' 'সেকালের রবীন্দ্রতীর্থ', 'রবীন্দ্রমানসের উৎস-সন্ধানে', 'রবিতীর্থে' প্রভৃতি। নন্দলাল বসু অঙ্কিত শিলাইদহের ছবি-সংবলিত তাঁর 'রবীন্দ্র-স্মারক' গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফেব্রু· ১৯৪৪ খ্রী· বিশ্বভারতীর অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টের কাজ নিয়ে শান্তিনিকেতনে এসে চার বছর সেখানে কাটান। [১৮৩]

শচীন্দ্রনাথ বারিক (? - ৮·১২·১৯৪৫) বড় সুবর্ণপুর—মেদিনীপুর। বন্দী ভারতীয় জাতীয় সৈন্যদের (I. N A.) মুক্তির দাবিতে সংগঠিত বিক্ষোভ-মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। মিছিলের ওপর পুলিসের যে গুলি চলে তাতে আহত হয়ে তিনি ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

শচীন্দ্রনাথ মিত্র (৩১·১২·১৯০৯ - ৩·৯·১৯৪৭)। ১৯২৮ খ্রী· সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করার জন্য তাঁকে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। ১৯৪৩ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের প্রধান উদ্যোক্তা ও সম্পাদক ছিলেন। সঙ্ঘের প্রযোজনায় 'অভ্যুদয়' নৃত্যনাট্য ১৯৪৫/৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জনপ্রিয় হয়েছিল। গান্ধীবাদী শচীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধের জন্য শান্তি মিছিল বের করবার সময় গুণ্ডার ছুরিকাঘাতে মারা যান। [১০]

শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (৮·৪·১৮৭৯ - ১২·১·১৯৩৮) হালিশহর—চব্বিশ পরগনা। তিনকড়ি। প্রখ্যাত সাংবাদিক ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রথম যুগের একজন নেতা। ইংরাজীতে অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৮৯৮ খ্রী· বি·এ· ও পরে বি·এল· পাশ করেন। কর্মজীবন শুরু ওকালতি দিয়ে। পরে শিক্ষকতা করেছেন। ১৯০৬-০৭ খ্রী· দেওঘর হাইস্কুলের এবং ১৯১১ খ্রী· থেকে কয়েক বছর নেবুতলাস্থিত তৎকালীন ক্যালকাটা হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক ছিলেন। অল্পবয়স থেকেই সাংবাদিকতার চর্চা করেন। 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বেঙ্গল মিনিস্টারিয়ালিস্ট অফিসারস্ অ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র 'ব্যাকবোন' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। মৃণালকান্তি বসু, মহম্মদ দাউদ, কৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রভৃতির সঙ্গে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের উপদেষ্টা ও বিপিনচন্দ্র পালের Culture Wage নীতির প্রধান ব্যাখ্যাতা ছিলেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ১৯২৭ খ্রী· থেকে কয়েক বছর কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্বাচিত হন। রিপন কলেজে আইনের অধ্যাপক ছিলেন। কলেজে বক্তৃতা দানকালে মৃত্যু। [১৭৪]

শচীন্দ্রনাথ সান্যাল (১৮৯৩ - জানু· ১৯৪৫) বারাণসী—উত্তরপ্রদেশ। হরিনাথ। বারাণসীতে বাঙালীটোলা স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ১৯০৭ খ্রী· কলিকাতায় গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে ১৯০৯ খ্রী· বারাণসীতে 'ইয়ং ম্যানস্ অ্যাসোসিয়েশন' নামে এক বিপ্লবী দল গঠন করেন। পরে প্রতুল গাঙ্গুলী, রাসবিহারী বসু প্রমুখদের সঙ্গে পরিচিত হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যুক্তপ্রদেশের বিপ্লবী কর্মী নগেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে গিরিজাবাবুর মতই রাসবিহারী বসুর সহকারী হয়ে ভারতীয় সৈন্যদলের, বিশেষ করে ৭ম রাজপুত

রেজিমেন্টের সাহায্যে ব্রিটিশ সরকার উচ্ছেদের পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করেন। লাহোর ও বেনারস ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে ১৯১৫ খ্রী· যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। আন্দামান থেকে ১৯২০ খ্রী· মুক্তি পাবার পর পুনরায় বিপ্লবী সংগঠনে উদ্যোগী হন। তিনি উত্তরপ্রদেশ অঞ্চলে 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ২৫·২·১৯২৫ খ্রী· বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানী করে দেশকে মুক্ত করার চেষ্টায় গ্রেপ্তার হয়ে ২' বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। এইসময়েই কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে তাঁকে ৬·৪·১৯২৭ খ্রী· পুনরায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয়। ১৯৩৭ খ্রী· মুক্তি পেলেও জাপানের সাহায্যে ভারতকে মুক্ত করবার ষড়যন্ত্রকারী সন্দেহে ১৯৪১ খ্রী· পুনর্বার গ্রেপ্তার হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জেলের মধ্যে যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হলে সরকার তাঁকে মুক্তি দেয়। গোরখপুরে অন্তরীণ থাকা কালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর রচিত 'বন্দীজীবন' গ্রন্থ এক সময় বিপ্লবীদের যথেষ্ট প্রেরণা দিয়েছে। কিছুদিন তিনি 'অগ্রগামী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। [৪২, ৪৩, ৫৪, ১০৪, ১২৪]

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৯২ - ?) সেনহাটি—খুলনা। রংপুরে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ১৯০৫ খ্রী· স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। জাতীয় বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পাশ করে বি·এ· পর্যন্ত পড়েন। জাতীয় কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। সাপ্তাহিক 'হিতবাদী', 'বিজলী', 'আত্মশক্তি' প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। দৈনিক 'কৃষক' ও 'ভারত' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক: 'সিরাজদ্দৌলা', 'গৈরিক পতাকা', 'রক্তকমল' প্রভৃতি। শচীন্দ্রনাথের পরিচয় প্রধানত নাট্যকাররূপেই। তাঁর রচিত 'সংগ্রাম ও শান্তি', 'ধাত্রী পান্না', 'এই স্বাধীনতা', 'সবার উপরে মানুষ সত্য' প্রভৃতি নাটকে জাতীয়তাবোধের উদ্দীপনা ছিল। ১৯৪৬ খ্রী· কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে তাঁর সাড়া জাগান নাটক 'রাষ্ট্রবিপ্লব'। তাঁর কয়েকটি সামাজিক নাটকও মঞ্চে সাফল্যলাভ করে। [৪, ১৪৯]

শচীন্দ্রলাল করগুপ্ত (২৮·২·১৯০৫ - ১১·৫·১৯৭৫) নলচিড়া—বরিশাল। রাসবিহারী। ছাত্রজীবনেই তিনি বরিশালে প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর প্রতিষ্ঠিত শঙ্কর মঠের সংস্পর্শে এসে বিপ্লবী ধারায় অনুপ্রাণিত হন। ১৯২২ খ্রী· তিনি নিজ গ্রামে 'বিবেক আশ্রম' গড়ে তুলে যুব-ছাত্রদের নৈতিক ও চারিত্রিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। ১৯২৮ খ্রী· কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগ দেন। ১৯২৯ খ্রী· শেষের দিকে মেছুয়াবাজার বোমা মামলায় প্রথম কারারুদ্ধ হন। ৮·২·১৯৩১ খ্রী· দীনেশ মজুমদার ও সুশীল দাশগুপ্তের সঙ্গে তিনি মেদিনীপুর জেল ভেঙে পালিয়ে আসেন। পলাতক অবস্থায় বাঙলার বিভিন্ন জেলায় বিপ্লবী আন্দোলন সংগঠিত করার সময় ধরা পড়ে দ্বীপান্তরিত হন। আন্দামানের সেলুলার জেলে বন্দীদের প্রতি অত্যাচারের প্রতিবাদে যে অনশন ধর্মঘট হয়েছিল তিনি তাতে অংশ নেন। ৫ বছর পর আলীপুর জেলে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়। এখানে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। ১৯৪৫ খ্রী· কারামুক্ত হন এবং ১৯৪৬ খ্রী· এক বিবৃতি দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সংস্রব ত্যাগ করেন। ১৯৪৭ - ৪৯ খ্রী· পর্যন্ত তিনি দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন—তখন তিনি এ·আই·সি·সি-র সদস্য। ১৯৪৯ খ্রী· তিনি উদ্বাস্তুদের মধ্যে সেবাকাজ করার উদ্দেশ্যে হরিপুরে (কল্যাণগড়) আসেন। এই বছরের শেষে কুচবিহার ভুখা মিছিলে পুলিসের গুলি বর্ষণের ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি রাজনীতির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেন। ডিসেম্বর ১৯৪৯ খ্রী· হাবড়ার নিকটবর্তী হাটথুবা অঞ্চলে স্থানীয় হাজী এলাহি বক্স সাহেবের প্রদত্ত ৭৫ শতক জমিতে 'গ্রাম সেবা সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করে আমৃত্যু সঙ্ঘের কাজ করে গেছেন। তাছাড়া হাবড়ার প্রতিটি শিক্ষা এবং সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। [১৪৯]

শচীমোহন রায় (? - ১৯·১০·১৯৮৫) বারদি—ঢাকা। নিখিল ভারত ব্রাহ্ম-সম্মিলনীর সম্পাদক ছিলেন। তিনি লর্ড সিংহ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় প্রমুখের পরিচালনায় বাংলা ও আসাম অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতি বিধায়নী সমিতির শিক্ষা প্রসার উদ্যোগের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। [১৬]

শতদলবাসিনী বিশ্বাস (১৮৮৩ - ১৯১১) ফরিদপুর। 'বেহুলা', 'বাংলার ব্রতকথা', 'সন্তানপালন' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িত্রী। [২৫, ২৬]

শফিকুর রহমান (? - ২২·২·১৯৫২) পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনের শহীদ। ২১ ফেব্রুয়ারী ভাষা আন্দোলনে পুলিসের গুলিতে নিহত শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ঢাকার রাজপথে যে বিরাট শোভাযাত্রা বার হয় তার ওপর পুলিসের গুলি চললে তিনি নিহত হন। [১৭]

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (৮·৫·১৮৩৯ - ৭·২·১৮৯৪) বরাহনগর—চব্বিশ পরগনা। মথুরামোহন। কলিকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারী ও হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের ছাত্র। কলেজে থাকা কালে বন্ধু কৃষ্ণদাস পালের সহযোগিতায় 'ক্যালকাটা মান্থলি ম্যাগাজিন' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এরপর 'দি মর্নিং ক্রনিকল' এবং 'দি হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কলেজের ছাত্রাবস্থায় ১৮৫৭ খ্রী· সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে তাঁর রচনা ঐ বছরেই প্রথমে লন্ডনে এবং পরে কলিকাতায় প্রকাশিত হয়। মাত্র ১৮ বছর বয়সে রচিত এই পুস্তিকা 'The Mutinies and the People' তাঁর রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচায়ক। ১৮৫৮ খ্রী· 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার প্রথমে সহকারী ও পরে সম্পাদক হন। ফেব্রুয়ারী ১৮৬১ খ্রী· 'মুখার্জীস্ ম্যাগাজিন' নামে বিখ্যাত পত্রিকা প্রকাশ করে সংবাদ জগতে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় আইনে অসাধারণ দক্ষতার জন্য বহুবার তাঁকে প্রিয় সাংবাদিকতা ছেড়ে দেশীয় ভূম্যধিকারীদের

মন্ত্রণাদাতার কাজ করতে হয়েছে। ১৮৬৪ খ্রী· মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিমের দেওয়ান, ১৮৬৮ খ্রী· কাশীপুরের রাজার সেক্রেটারী এবং ১৮৬৯ খ্রী· রামপুরের নবাবের সেক্রেটারী নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৭৭ খ্রী· ত্রিপুরা মহারাজের মন্ত্রী হন। ১৮৮২ খ্রী· 'Reis and Rayyet' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করে আমরণ পরিচালনা করেন। লক্ষ্ণৌয়ের 'তালুকদারস্ অ্যাসোসিয়েশনে'র সেক্রেটারী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং একজন প্রথম শ্রেণীর অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ১৮৭৫ খ্রী· বিশিষ্ট নেতৃবর্গের উদ্যোগে 'ইন্ডিয়ান লীগ' প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অ্যালান অক্টাভিয়স হিউম তাঁর রাজনৈতিক জ্ঞানের জন্য তাঁকে 'গুরুজী' বলে সম্বোধন করতেন। জীবনের শেষভাগে ব্রিটিশ ন্যায়বিচারে শ্রদ্ধা হারিয়ে ছিলেন ব'লে স্টুয়ার্ট বেইলী নামে বাঙলার লাট কর্তৃক সরকারী উপাধি দানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনিই একমাত্র হিন্দু নেতা যিনি অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্য ১৮৭৭ খ্রী· রুশ-তুর্কী যুদ্ধকালে মুসলমান নেতাদের সঙ্গে নবাব আব্দুল লতিফ বাহাদুরের সভাপতিত্বে প্রকাশ্য সভা করেন। তিনি আমেরিকান ইউনিভার্সিটি থেকে হোমিওপ্যাথিতে 'এম·ডি·' উপাধি পেয়েছিলেন। বঙ্গীয় সিভিলিয়ান স্কীন সাহেব 'An Indian Journalist' নামে শম্ভুচন্দ্রের একটি জীবনচরিত রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ: 'On the Causes of the Mutiny', 'Mr. Wilson, Lord Canning and the Income Tax', 'The Career of an Indian Princess', 'The Prince in India and to India' প্রভৃতি। [৭, ৮, ২৫, ২৬]

শম্ভুচন্দ্র শেঠ (? - ১৮৮৩ ?) চন্দননগর—হুগলী। রাধামোহন। সামান্য লেখাপড়া শিখে ১ হাজার টাকা মূলধন নিয়ে বড়বাজারে লোহার দোকান খোলেন। এ দোকানই পরে 'শেঠ অ্যান্ড সন্স' নামে পরিচিত হয় এবং লোহা ও ইস্পাতের ব্যবসায়ে শীর্ষস্থান অধিকার করে। ভারতের বাইরে বেলজিয়ম, জার্মানী, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশের সঙ্গেও এই প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। তিনিই পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে লোহা এবং ইস্পাত আমদানী ব্যবসায় স্থাপন করে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের পথ প্রদর্শন করেন। [৩১]

শম্ভুনাথ পণ্ডিত (১৮২০ - ৬·৬·১৮৬৭) ভবানীপুর—কলিকাতা। কাশ্মীরী পণ্ডিত বংশের সদাশিব। শম্ভুনাথ খুল্লতাতের কাছে পালিত হন এবং তাঁরই ইচ্ছায় লক্ষ্ণৌ থেকে উর্দু ও ফারসী শেখেন। ১৪ বছর বয়সে কলিকাতায় ফিরে ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে ভর্তি হন। ১৮৪১ খ্রী· স্কুল ত্যাগ করে সদর দেওয়ানী কোর্টের সহকারী রেকর্ড-কিপার নিযুক্ত হন। এখানে আইন বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ১৮৪৫ খ্রী· রবার্ট বার্লোর অধীনে ডিক্রীজারির মুহরীর পদ পান। এই সময়ে ডিক্রীজারির আইন সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করে আইনের দোষগুলির সমালোচনা করেন। ফলে তিনি সরকারের নিকট পরিচিত হন এবং তাঁরই নির্দেশমত দোষগুলি সংশোধিত হয়। ১৮৪৮ খ্রী· আইন পরীক্ষা পাশ করে অল্পদিনেই ফৌজদারী উকিলরূপে খ্যাত হন। মার্চ ১৮৫৩ খ্রী· জুনিয়র সরকারী উকিল, ১৮৫৫ খ্রী· কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন অধ্যাপক এবং ১৮৬২ খ্রী· সিনিয়র সরকারী উকিল হন। ১৮৬৩ খ্রী· হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হলে এদেশীয় প্রথম বিচারপতিরূপে আমৃত্যু কাজ করেন। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় আইন বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করতেন। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি এবং ৩১·১০·১৮৫১ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ছিলেন। ১৮৪৯ খ্রী· বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিজ কন্যাকে ঐ স্কুলে প্রেরণ করেন। লাখেরাজ জমি সম্বন্ধে তাঁর মতামত এ সম্পর্কে বিচার-ব্যবস্থা সহজ করেছে। রেগুলেশন ল সম্পর্কে তাঁর রচনা এবং পিয়ার্সনের 'বাক্যাবলী' গ্রন্থে তাঁর আইন সম্পর্কে বঙ্গীকরণ উল্লেখযোগ্য। আদি ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা 'On the being of God'। [৩, ৭, ৮, ২৫, ২৬]

শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৮ - ১৩·৮·১৯৭৭)। পিতা বিন্দুলাল ছিলেন পালামৌর বিহার জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ঐ স্কুল থেকে তিনি ১৯০৭ খ্রী· এন্ট্রান্স, কলিকাতা ডাফ কলেজ (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ) থেকে বি·এস-সি· ও ১৯১৩ খ্রী· গণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম·এস-সি পাশ করেন। ইংল্যান্ডের 'Grey's Inn' থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ১৯২৪ খ্রী· কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন। রিপণ কলেজেও পড়াতেন। ১৯৪৮ - ৫৮ খ্রী· হাইকোর্টের বিচারপতি পদে থাকেন। ১৯৫০ - ৫৩ খ্রী· তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্থায়ী আরবিট্রেটর নিযুক্ত হন। অপুত্রক তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি 'বিন্দুলাল-মিশ্রকেশী এডুকেশন ট্রাস্ট'কে দিয়ে গিয়েছেন। লক্ষাধিক টাকা মূল্যের তাঁর সমস্ত আইনের বই তিনি ভারতের 'লিগ্যাল এইড অ্যান্ড অ্যাডভাইসরি' সোসাইটিকে দান করেছেন। [১৬]

শম্ভু মুখোপাধ্যায় (১৮৯১ - ১৩·৯·১৯৭৭)। সমাজসেবী। বিভিন্ন বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও দাতব্য সংস্থার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অল্পবয়স থেকে জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় হন। দক্ষিণেশ্বর বোমা মামলায় অরবিন্দ ঘোষের সহকারী হিসাবে তিনি অভিযুক্ত হয়েছিলেন। পরে গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনে যোগ দেন। চিত্তরঞ্জন দাশ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। চব্বিশ পরগনার আড়িয়াদহে মৃত্যু। অকৃতদার ছিলেন। [১৬]

শরচ্চন্দ্র দাশ, রায়বাহাদুর (১৮·৭·১৮৪৯ - ৫·১·১৯১৭) আলমপুর—চট্টগ্রাম। দীনদয়াল ওরফে মাগনদাস। প্রখ্যাত পরিব্রাজক, আবিষ্কারক এবং তিব্বতীয় গবেষণা বা 'ভোটবিদ্যা'র ক্ষেত্রে একজন

পথিকৃৎ। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৭৪ খ্রী· দার্জিলিং ভুটিয়া বোর্ডিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন এবং এখানেই তিব্বতী ভাষা শেখেন। ১৮৭৯ খ্রী· এবং ১৮৮১ খ্রী· তিব্বতের রাজধানী লাসায় যান। প্রথমবার যখন তিব্বতে যান সে সময়ে তিব্বতে বিদেশী লোকের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল। তাই সেখানকার প্রাচীন পুথিপত্র এবং ধর্ম ও পৌরাণিক তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য অতি সন্তর্পণে বিপজ্জনক পথে তাঁকে যেতে হয়েছিল। দ্বিতীয়বার লাসায় তিনি ত্রয়োদশ দালাই লামার দর্শনলাভে সমর্থ হন। তিব্বতী ভাষা ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে লামারা তাঁকে 'পুণ্ডিবলা' অর্থাৎ পণ্ডিত মশাই বলে সম্বোধন করতেন। তিব্বত ভ্রমণকালে তিনি হিমালয় গিরিশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার ও তিব্বতের বহু অজানা ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ করেন এবং বহু পুথিপত্র নিয়ে দেশে ফেরেন। ১৮৮৪ খ্রী· বাঙলা সরকারের অন্যতম সেক্রেটারী মেকলে সাহেবের সঙ্গে সিকিম, ১৮৮৫ খ্রী· চীনের পিকিং ও ১৯১৫ খ্রী· জাপান ভ্রমণে যান। চীনে বেশীর ভাগ সময় চীনা লামাদের পোশাকে লামাদের বৌদ্ধমঠেই কাটিয়েছেন। সেজন্য লামারা তাঁকে 'কাচেন-লামা' বা 'কাশ্মীর-লামা' অর্থাৎ কাশ্মীর হইতে আগত লামা আখ্যা দিয়েছিল। ১৮৮৭ খ্রী· বৌদ্ধধর্ম অধ্যয়নের জন্য তিনি শ্যাম দেশে যান এবং সেখানকার রাজা তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'তুষিতমত' পদক উপহার দেন। ১৮৮১ - ১৯০০ খ্রী· পর্যন্ত বাঙলা সরকারের তিব্বতী ভাষার অনুবাদক ছিলেন। ১৮৯২ খ্রী· 'Buddhist Text Society' স্থাপন করেন। ১৯০২ খ্রী· 'Tibetan-English Dictionary' গ্রন্থ রচনা শেষ করেন। ১৮৯৯ খ্রী· লন্ডনের 'রয়েল জিওগ্র্যাফিক্যাল সোসাইটি' তাঁর রচিত 'তিব্বত ভ্রমণ বৃত্তান্ত' গ্রন্থ প্রকাশ করেন ও ঐ সোসাইটি কর্তৃক পুরস্কৃত হন। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'Journey to Lhasa and Central Tibet', 'Indian Pandits in the Land of Snow', 'বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা' প্রভৃতি। [৩, ১৭, ২৫, ২৬, ৩০]

শরচ্চন্দ্র দেব (১৬·১০·১৮৫৮ - ?) হরিনাভি—চব্বিশ পরগনা। নন্দলাল। হরিনাভি ইংরেজী বিদ্যালয়, মেট্রোপলিটান কলেজ ও সংস্কৃত কলেজে কিছুদিন পড়ে তারানাথ তর্কবাচস্পতির কাছে সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ শেখেন। কালিদাস পালের কাছে ড্রয়িং শিক্ষা শুরু করে ১২৯৪ ব· গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে ভর্তি হয়ে ৭ বছর শিক্ষালাভ করেন। ১৩০১ ব· ঢাকার নীলকান্ত ভট্টাচার্যের কাছে জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করে 'জ্যোতির্বিশারদ' এবং ১৩০২ ব· ঢাকার মহেন্দ্র নারায়ণ ভাবসাগরের কাছে কবিরাজী শিক্ষা করে 'কবিরত্ন' উপাধি পান। ফোটোগ্রাফিও জানতেন। নিজ গ্রাম হরিনাভিতে তিনি সাহিত্য উৎসাহিনী সভা ও একটি পুস্তকালয় এবং ব্যায়ামশালা প্রতিষ্ঠা করেন। রাজকৃষ্ণ রায়ের যত্নে ও সহায়তায় 'ভারতকোষ' পত্রিকা প্রকাশ করেন (১২৯৯ ব·)। স্বরচিত অনেকগুলি নাটক ও প্রহসনের অভিনয় কাজের জন্য তিনি রাজকৃষ্ণ রায়ের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। ঢাকা কলেজের ড্রয়িং শিক্ষক ও পরে কলিকাতার গভর্নমেন্ট নর্ম্যাল স্কুলের ড্রয়িং শিক্ষক ছিলেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর রচিত 'কনকলতা' (উপন্যাস), 'কলিকাতার ইতিহাস', 'রামচরিত', 'পাণ্ডবচরিত', 'চিত্রবিদ্যা' ও বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি গুরু-দত্ত উপদেশসকল সঙ্কলনপূর্বক পারাশরীয় 'জ্যোতিষকল্পতরু' গ্রন্থ রচনা করেন এবং 'জ্যোতির্বিদ' পত্রে 'জ্যোতিষতত্ত্ব' লিখতেন। [২০]

শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী (১৮৬২ - ১৯১৫?) নবদ্বীপ। জ্যোতিষ শাস্ত্রজ্ঞ পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ। কৈলাসচন্দ্র তর্করত্নের ও কৃষ্ণকান্ত শিরোরত্নের চতুষ্পাঠীতে, বেনারস কলেজের সংস্কৃত বিভাগে এবং যদুনাথ বিদ্যারত্নের চতুষ্পাঠীতে শিক্ষালাভ করেন। তারপর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য রাজশাহীতে এক ইংরেজী বিদ্যালয়ে পণ্ডিতের কাজ করেন। পরে কলিকাতা সিটি কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন। দার্জিলিং হাই স্কুল, ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় ও কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষকতা করেন। সংস্কৃত ও বাংলা কবিতা রচনায় পারদর্শী ছিলেন এবং বহু পত্র-পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে। রচিত বাংলা গ্রন্থ: 'দক্ষিণাপথ ভ্রমণ' ও 'শঙ্করাচার্য চরিত'। তিনি গভর্নমেন্টের উদ্যোগে তিব্বতী-সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান প্রণয়নের সময় রায়বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাশের সহকারিরূপে চন্দ্রকীর্তির বৃত্তির সঙ্গে নাগার্জুনকৃত মাধ্যমিক সূত্র ও করুণা পুণ্ডরীককৃত কতিপয় গ্রন্থের সম্পাদনা-কার্য প্রশংসার সঙ্গে সমাপ্ত করেন। কলিকাতার অ্যাটর্নি গণেশচন্দ্র চন্দ্র, ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শেলি ব্যানার্জী প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁর কাছে সংস্কৃত পড়েছেন। বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব ও মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ তাঁর ভ্রাতৃদ্বয়। [১৮, ২০, ২৫]

শরৎকুমার আচার্য (? - ১০·৬·১৯৮৩) বগুড়া। ছাত্রজীবনে বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭১ খ্রী· বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭৭ খ্রী· 'শত্রুসম্পত্তি দখল'-এর নামে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি ও মর্যাদার ওপরে হামলা শুরু হলে কলিকাতায় চলে এসে আইনানুগ সমীক্ষা, বিশ্লেষণ ও প্রচারের মাধ্যমে তিনি সমস্যাটির গুরুত্ব দুই দেশের সরকারকেই অবহিত করান। নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। [১৬]

শরৎকুমার ঘোষ, পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত (১৮৮৩ - ১·৪·১৯৫৮) কাঁকরধা—বরিশাল। নীলকমল। বরিশালের ব্রজমোহন স্কুল থেকে এন্ট্রান্স ও ব্রজমোহন কলেজ থেকে এফ·এ· পাশ করে কলিকাতায় বি·এ· অবধি পড়ে ব্রজমোহন স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন।

১৯১৯ খ্রী· স্কুল কর্তৃপক্ষের অন্যায়ের প্রতিবাদে শিক্ষকতা ছেড়ে দেন। এই সময়ে তাঁর গুরুদেব শ্রীনিত্যগোপাল (যোগাচার্য শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধূত) দেবের জীবন ও দর্শন অবলম্বনে বেদান্তের এক ভাষ্য রচনা করে কলিকাতা থিয়োসফিক্যাল সোসাইটিতে একাদিক্রমে ১৪ রবিবার সেই বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে বাংলার বিভিন্ন গ্রাম ও শহরে এবং বৃন্দাবন, সুরাট, বরোদা, আহমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে রাজনৈতিক কাজে সক্রিয় হন ও কারাবরণ করেন। ১৯৩০ খ্রী· লবণ আইন অমান্য করে সপরিবারে গ্রেপ্তার হন। ১৯৪২ খ্রী· ভারত ছাড় আন্দোলনেও কারারুদ্ধ থাকেন। রাজনৈতিক জীবনে বহুবার বিভিন্ন কারণে যেমন জাতীয় বিদ্যালয় গঠনের সংকল্পে, বরিশাল টাউন হলে সিনেমা আরম্ভ করার প্রতিবাদে, বিলাতী দ্রব্য বয়কট করার দাবীতে, ভোলাতে সরকারী নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে, ১৯২৬ খ্রী· মান্দালয় জেলে রাজবন্দীদের প্রতি সহানুভূতিতে তিনি অনশনব্রত পালন করেন। ১৯৪২ খ্রী· জেলে থাকাকালীন ১১টি প্রধান উপনিষদ ও শ্রীমদ্ভাগবদ গীতার বৈপ্লবিক ভাষ্য রচনা করেন। বর্ণাশ্রমের উচ্চ নীচ ভেদবাদের মূলোচ্ছেদের জন্য শাস্ত্রগত চিন্তাধারা তিনি এই ভাষ্যগুলিতে ও পূর্বোক্ত বেদান্ত ভাষ্যে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। কলেজ জীবনে 'সত্যব্রত সমিতি' গঠন করেছিলেন। পরবর্তীকালে 'বিশ্বকল্যাণ সভা', 'আনন্দমঠ' প্রভৃতি সংস্থা স্থাপন করেন। কংগ্রেসের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় কংগ্রেস ছেড়ে 'স্বরাজ সেবক সঙ্ঘ' গড়েন। এর পরের কীর্তি 'গৌরাঙ্গ গোষ্ঠী' ও ১৯৩২ খ্রী· 'নরনারায়ণ' আশ্রম প্রতিষ্ঠা। এই আশ্রম ১৯৫৬ খ্রী· ২৪ পরগনার বাগুইআটিতে স্থানান্তরিত করেন। ১৯৫৮ খ্রী· কলিকাতায় শ্রীশ্রী নিত্যগোপাল দেবের সমাধিক্ষেত্র 'মহানির্বাণ মঠে' তাঁর জন্মবার্ষিকীতে বক্তৃতা-প্রদানকালে অজ্ঞান হয়ে পড়ে পরদিন দেহত্যাগ করেন। ভাষ্যগুলি ছাড়া 'শ্রীনিত্যগোপাল-দর্শনে ও জীবনে' এবং মহাত্মা গান্ধীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতির দার্শনিক আলোচনা পুস্তকও লিখে গিয়েছেন। 'নরনারায়ণ আশ্রমে'র প্রচারপত্র 'উজ্জ্বল ভারত' প্রকাশ করেন। নিজেকে তিনি বলতেন 'ছেঁড়া মাদুরের দলে'র লোক'। [১৪৯]

শরৎকুমার মল্লিক (১২৭৭ - ১৩৩১ ব·)। প্রতিষ্ঠাবান চিকিৎসক। দেশহিতকর কার্যেও তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনিই প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালী পল্টন গঠনে ও বেঙ্গল টেরিটোরিয়াল ফোর্স সম্বন্ধে উদ্যোগী ছিলেন। [৫]

শরৎকুমার রায়, কুমার (১৮৭৮ - ২·৬·১৯৩৫) তারপাশা—বরিশাল। হরকুমার। দীঘাপাতিয়ার জমিদারবংশে জন্ম। এম·এ· পাশ করে শান্তিনিকেতনে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। ১৯১০ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন। 'হিতবাদী', 'সন্ধ্যা', 'নবশক্তি' প্রভৃতি পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৯টি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'বুদ্ধের জীবন ও বাণী', 'শিবাজী ও মারাঠাজাতি', 'শিখগুরু ও শিখজাতি', 'মহাত্মা অশ্বিনীকুমার', 'মোহনলাল' প্রভৃতি। তাঁর ভগিনী ইন্দুপ্রভা দেবী 'কাননিক' ও 'শেফালিকা' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। [৪, ৫, ২৬, ২২৩]

শরৎকুমারী চৌধুরাণী (১৫·৭·১৮৬১ - ১১·৪·১৯২০)। মাতুলালয় চাণক (ব্যারাকপুর)—চব্বিশ পরগনায় জন্ম। শশিভূষণ বসু। লাহোরে পিতার কাছে গিয়ে ৩ বছর বয়সে স্থানীয় বঙ্গবিদ্যালয়ে এবং ৬ বছর বয়সে লাহোর ইউরোপীয়ান স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ১২·৩·১৮৭১ খ্রী· অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'লাহোরিণী' বলে উল্লেখ করতেন। 'ভারতী'র সম্পাদকীয় চক্রে উভয়েই উৎসাহী সভ্য এবং মাতৃভাষার পরম অনুরাগী ছিলেন। 'ভারতী', 'ভারতী ও বালক', 'সাধনা', 'ভাণ্ডার', 'বঙ্গদর্শন', 'মানসী', 'ধ্রুব', 'সবুজপত্র', 'মানসী ও মর্মবাণী', 'বিশ্বভারতী' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর স্বাক্ষরহীন বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। একমাত্র 'শুভবিবাহ' (১৯০৬) ছাড়া কোন রচনাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি। এই রচনাটি সম্পর্কে বঙ্গদর্শনে' রবীন্দ্রনাথ একটি বিস্তৃত সমালোচনা করে বলেন—'....রোমান্টিক উপন্যাস বাংলা-সাহিত্যে আছে, কিন্তু বাস্তব চিত্রের অত্যন্ত অভাব, এজন্যও এই গ্রন্থকে আমরা সাহিত্যের একটি বিশেষ লাভ বলিয়া গণ্য করিলাম।' [২৬, ২৮]

শরৎচন্দ্র গুহ (৯·৫·১৮৭২ - ১৯৫৩ ?) জাগুয়া—বরিশাল। মণিচন্দ্র। অশ্বিনীকুমার-প্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন স্কুলের প্রথম বছরের ছাত্র। ১৮৯৪ খ্রী· কলিকাতা ডাফ কলেজ থেকে ইংরেজীতে অনার্সসহ বি·এ· এবং ১৮৯৫ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করে ইংরেজীতে এম·এ· পাশ করেন। ১৮৯৭ খ্রী· রিপন কলেজ থেকে বি·এল· পাশ করে বরিশালে ওকালতি শুরু করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই অন্যতম প্রধান উকিল হয়ে ওঠেন। বরিশালের বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল এবং নেতা অশ্বিনীকুমারের বহু কাজের সঙ্গী ছিলেন। রাজনীতিতে কোন দলভুক্ত ছিলেন না। ১৯৪৩ খ্রী· থেকে হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন। শিক্ষাবিস্তারের জন্য বহু পরিশ্রম করেন। ১৯২৯ - ৫৩ খ্রী· বরিশাল সদর স্কুলের সম্পাদক ছিলেন। ভারতীয়দের উচ্চ কারিগরী বিদ্যা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিদেশে প্রেরণের জন্য যে প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় তিনি তার বরিশাল শাখার সম্পাদক হয়ে ১৯০৪ খ্রী· যতীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও গোপালচন্দ্র সেনগুপ্তকে বিলাত প্রেরণ করেন। ১৯১৭ - ৪২ খ্রী· বি·এম· কলেজ কাউন্সিলে অভিভাবক-প্রতিনিধি ছিলেন। ১৯৫০ খ্রী· বরিশাল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-দুর্গতদের সাহায্যে অগ্রণী ছিলেন। [১৪৯]

শরৎচন্দ্র ঘোষ। বেঙ্গল থিয়েটারের ম্যানেজার ও অভিনেতা। প্রসিদ্ধ অশ্বারোহী ছিলেন এবং বাঙলার

রঙ্গমঞ্চে তিনিই প্রথম ঘোড়া ব্যবহার করেন। দুর্গেশনন্দিনী নাটকে 'জগৎসিংহে'র রূপসজ্জায় ঘোড়ায় চড়ে মঞ্চে আসতেন। [৬৫, ১৪১]

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৫.৯.১৮৭৬ - ১৬.১.১৯৩৮) দেবানন্দপুর—হুগলী। মতিলাল। প্রখ্যাত কথাশিল্পী। তাঁর কৈশোর ও প্রথম যৌবন প্রধানত ভাগলপুরে মাতুলালয়ে কাটে। এখানে ১৮৯৪ খ্রী· প্রবেশিকা পাশ করেন। নিজের সম্বন্ধে তিনি লেখেন, 'আমার শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। অর্থের অভাবেই আমার শিক্ষালাভের সৌভাগ্য ঘটে নি। পিতার নিকট হতে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকারসূত্রে আর কিছুই পাই নি। পিতৃদত্ত প্রথম গুণটি আমাকে ঘরছাড়া করেছিল—আমি অল্পবয়সেই সারা ভারত ঘুরে এলাম। আর পিতার দ্বিতীয় গুণের ফলে জীবনভরে আমি কেবল স্বপ্ন দেখেই গেলাম। আমার পিতার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা—এক কথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনটাই শেষ করতে পারেন নি'। শরৎচন্দ্র ১৭ বছর বয়সে গল্প লিখতে শুরু করেন। পিতার মৃত্যুর পর ভাগ্যান্বেষণে ১৯০৩ খ্রী· ব্রহ্মদেশ যাত্রা করার আগে অর্থোপার্জনের জন্য কিছুদিন চাকরি করলেও বেশির ভাগ সময়ই বেকার থাকেন। সাংসারিক ব্যাপারে নির্লিপ্ত ছিলেন। ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ উকিল শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র সতীশচন্দ্রের সঙ্গে এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'আদমপুর ক্লাবে'র সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই ক্লাবে অনুষ্ঠিত নাটকে অভিনয় করে যথেষ্ট সুনাম পান এবং এখানেই প্রথম জীবনের অধিকাংশ গ্রন্থ রচনা করেন। রেঙ্গুনে অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অফিসে কাজ করতেন। ১২/১৩ বছর প্রবাসে থাকা কালে আত্মীয়-বন্ধুর আগ্রহাতিশয্যে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ১৩১৯ - ২০ ব· ফণী পালের 'যমুনা' পত্রিকায় নূতন রচনা 'রামের সুমতি', 'পথ-নির্দেশ' ও 'বিন্দুর ছেলে' প্রকাশিত হলে চারিদিকে সাড়া পড়ে যায়। এরপর ১৩২০ - ২২ ব· 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'বিরাজ বৌ', 'পণ্ডিতমশাই', 'পল্লী সমাজ' প্রভৃতি প্রকাশিত হলে বাংলা-সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর আসন সুনির্দিষ্ট হয়। রেঙ্গুনে স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় ১৯১৬ খ্রী· কলিকাতায় আসেন। প্রথমে বাজে-শিবপুর অঞ্চলে থাকতেন। পরে ১৯১৯ খ্রী· হাওড়া জেলার পানিত্রাস গ্রামে বাড়ি করে বহুদিন কাটান। শেষ-জীবনে কলিকাতায় অশ্বিনী দত্ত রোডে বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথকে গুরু বলে স্বীকার করতেন। তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনা 'মন্দির' নামে গল্পটি ১৩০৯ ব· 'কুন্তলীন পুরস্কার' লাভ করে। তিনি বড়দিদি অনিলা দেবীর ছদ্মনামে কয়েকটি প্রবন্ধ—'নারীর লেখা', 'নারীর মূল্য', 'কানকাটা', ও 'গুরু-শিষ্য সংবাদ' ১৩১৯ - ২০ ব· 'যমুনা' পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর জীবিতকালে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'বড়দিদি'ই (১৯১৩) সর্বপ্রথম। রাজনীতি বিষয়ে তাঁর বহু প্রবন্ধ সাময়িক পত্রিকায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে। তিনি বাঙলার বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। হাওড়া জেলা-কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হিসাবে কিছুদিন কাজ করার পর তথাকথিত রাজনৈতিক আন্দোলনের উপর বিরূপ হয়ে পদত্যাগ করেন। 'স্বদেশ ও সাহিত্যে'র স্বদেশ বিভাগে তাঁর মাত্র কয়েকটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'তরুণের বিদ্রোহ' উল্লেখযোগ্য। ১৯২৩ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী সুবর্ণপদক' এবং ১৯৩৬ খ্রী· ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডি·লিট·' বা 'সাহিত্যাচার্য' উপাধি পান। ১৯৩৪ খ্রী· বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য হন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে জয়মাল্য দিয়েছিলেন। রেঙ্গুনে বাসকালে চিত্রাঙ্কন করতেন। তাঁর অঙ্কিত 'মহাশ্বেতা' অয়েল পেন্টিং বিখ্যাত। রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'শ্রীকান্ত', 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', 'দত্তা', 'দেবদাস', 'শেষ প্রশ্ন', 'নববিধান', 'পথের দাবী' প্রভৃতি। বাঙলার বিপ্লববাদীদের সমর্থক ব'লে তাঁর 'পথের দাবী' গ্রন্থটি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। [৩, ৭, ২৫]

শরৎচন্দ্র চৌধুরি (১৮৫৭ - ১৯২৬) বেগমপুর—শ্রীহট্ট। বলরাম। শিক্ষাব্রতী, সাহিত্যিক ও সাধক। পুটীয়া হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক থাকা কালে ১৮৮৪ খ্রী· ইংরাজীতে বি·এ· পাশ করেন। ১৮৯৩ খ্রী· হুগলীর হরিপালে ইংরেজীর শিক্ষক হয়ে আসেন। ১৮৯৯ খ্রী· শ্রীহট্টের মৌলভীবাজার হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক ছিলেন। 'দেবীযুদ্ধ' গ্রন্থপ্রণেতা হিসাবে তিনি বিশেষ খ্যাত। সরকার একবার বইটিকে বাজেয়াপ্তও করে। তাঁর সম্পাদিত 'বর্ণশিক্ষা প্রণালী' এবং 'শিক্ষা পরিচয়' আসামে বাংলা পাঠ্য ছিল। পরবর্তী কালে সাধক-জীবন যাপন করতেন। ১৯০৯ খ্রী· সুরমা উপত্যকা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি শ্রীঅরবিন্দকে ইনিই প্রথমে 'যোগীরাজ ঋষি' বলে সম্বোধন করেন। তিনি ঐ সভার সভাপতি ছিলেন। 'সম্বোধন করেন। তিনি ঐ সভার সভাপতি ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে 'গৃহী সন্ন্যাসী' আখ্যা দেন। কাশীতে 'বিশ্বহিতকর' যজ্ঞ করেছিলেন। [১৯১]

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (২৭.৪.১৮৮১ - এপ্রিল ১৯৬৮)। হরিলাল। পৈতৃক নিবাস ধরমপুর—বীরভূম। পরে মুর্শিদাবাদের দহরপুরে ও আরও পরে জঙ্গীপুরে তাঁদের বাস। মাতুলালয় সিমলান্দি—বীরভূমে জন্ম। মফঃস্বল বাঙলার বলিষ্ঠ সাংবাদিকতার একটি ধারার স্রষ্টা। 'দাদাঠাকুর' নামে তিনি বাঙলার মানুষের কাছে সুপরিচিত। এন্ট্রান্স পাশ করে বর্ধমান রাজ কলেজে এফ·এ· ক্লাশে ভর্তি হলেও পড়া শেষ করতে পারেন নি। দরিদ্র এই মানুষটি সামান্য সম্বল নিয়ে একটি হস্তচালিত মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন এবং সেখান থেকে 'জঙ্গীপুর সংবাদ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে দেশের অন্যায়কারীদের আঘাত করেন। এই ছাপাখানার তিনি ছিলেন একাধারে কম্পোজিটার, প্রুফ রিডার, মেশিনম্যান সব কিছু। তাঁর 'বিদূষক' পত্রিকাটি দেশের

রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কলিকাতায় গিয়ে তিনি নিজে রাস্তায় রাস্তায় কাগজ বিক্রি করতেন। চারিত্রিক তেজে তিনি আধুনিক কালের বিদ্যাসাগর ছিলেন। আশৈশব মোটা কাপড় পরেছেন এবং কোনদিনও পায়ে জুতো ব্যবহার করেন নি। নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর জীবনের কাহিনী নিয়ে গঠিত একটি বাংলা চলচ্চিত্রের নাম-ভূমিকায় শিল্পী ছবি বিশ্বাস রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পান। কিন্তু 'দাদাঠাকুর' পুরস্কৃত হন নি—যদিও চলচ্চিত্রটি তাঁর জীবিতকালেই তৈরি হয়েছিল। তাঁর কাব্যপ্রতিভা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল সহজাত। সে যুগে তাঁর ব্যাঙ্গাত্মক কবিতাগুলি সমাজের সকল শ্রেণীর অত্যাচারী ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে বার বার আঘাত হেনেছে। তিনি কলিকাতার রাজপথে তাঁর নিজের প্রকাশিত 'বোতল পুরাণ' নেচে নেচে গান গেয়ে বিক্রী করেছেন। হিন্দী ও ইংরেজীতে কবিতা রচনা করতে পারতেন। প্রত্যেক সহজ কথায় 'পানিং' করার দক্ষতা ছিল তাঁর। একবার বিধান রায়ের আমলে দেশে ধান হল না। 'দাদাঠাকুর' লিখলেন—'যে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী বি-ধান সেখানে ধান হবে কেমন করে।' দরিদ্র বেশ ও তেজস্বী স্বভাব সত্ত্বেও কলিকাতার ধনী-দরিদ্র বিদগ্ধ মানুষ মাত্রেই তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতেন। 'বিদূষক' পত্রিকা পরিচালনায় তাঁর সহকারী প্রসিদ্ধ হাসির গানের গায়ক ও লেখক নলিনীকান্ত সরকার তাঁর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করেছেন। [১৭, ২২, ১৪৫, ১৪৯]

শরৎচন্দ্র বসু (৭.৯.১৮৮৯ - ২০.২.১৯৫০) কলিকাতা। পৈতৃক গ্রাম চাংড়িপোতা—চব্বিশ পরগনা। জানকীনাথ। নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর অনুজ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. ও আইন পাশ করে ১৯১১ খ্রী. কটকে আইন-ব্যবসায় শুরু করেন। ১৯১৮ খ্রী. বিলাত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে আসেন। ১৯২২ খ্রী. দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দল গঠনের সময় থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। ১৯৩০ খ্রী. চট্টগ্রাম বিদ্রোহের পর আসামীদের বিচার শুরু হলে তিনি আসামী পক্ষ সমর্থন করেন। চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের পক্ষ অবলম্বন করলেও তিনি জানতেন যে, বিপ্লবীগণ বিচারে পরাজিত হবেন। তাই তাঁদের জেল ভেঙ্গে বেরিয়ে আসবার উপদেশ দেন এবং নিজে একটি স্যুটকেসে মারাত্মক ধরনের বোমা পৌঁছে দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক কারণে বহুবার কারারুদ্ধ হন। ১৯২৪ খ্রী. কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ - ৩৯ খ্রী. কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনার বিরোধী ছিলেন। 'সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক্যান পার্টি'র প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৪৮ খ্রী. 'নেশান' নামে একটি ইংরেজী দৈনিক প্রতিষ্ঠা করেন। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার কার্যকরী সমিতির সদস্য, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি, বঙ্গীয় কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা, কেন্দ্রীয় আইন সভায় বিরোধী দলের নেতা এবং কিছুদিন স্বাধীন ভারত মন্ত্রিসভার মন্ত্রী ছিলেন। [১০, ২৬, ৯৬, ১২৪]

শরৎচন্দ্র রায়, রায়বাহাদুর (৪.১১.১৮৭১ - ৩০.৪.১৯৪২) করাপাড়া—খুলনা। পূর্ণচন্দ্র। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্। কলিকাতা কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৮৮৮) ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে এম.এ. ও বি.এল. পাশ করে ১৮৯৫ খ্রী. ময়মনসিংহের ধলা হাই-স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। শিক্ষকতা ছেড়ে রাঁচিতে আইন ব্যবসায়ী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। এই সময় বিহার ও ওড়িশার আদিবাসীদের প্রতি যে অত্যাচার চলত তিনি আইনসম্মত পন্থায় তা বন্ধ করার চেষ্টা করেন এবং সেই সূত্রে নৃতত্ত্ববিদ্যায় আত্মনিয়োগ করেন। নৃতত্ত্বের ওপর বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করে প্রথম এ বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯২১ খ্রী. 'ম্যান ইন ইন্ডিয়া' পত্রিকা প্রকাশনার মাধ্যমে এই ক্ষেত্রকে আরও বিস্তৃত করেন। তিনি বিহার ও ওড়িশার আইনসভার সদস্য ছিলেন এবং পরে সাইমন কমিশন এবং লোথিয়ান কমিটিতে সাক্ষ্যদানের জন্য নির্বাচিত হন। ইন্ডিয়ান ফ্র্যানচাইজ কমিটিতে (১৯৩২) তিনি পৃথক্ আদিবাসী প্রদেশ গঠনের সুপারিশ করেছিলেন, যদিও জাতীয় সংহতির কথা বিবেচনা করে সংখ্যালঘিষ্ঠদের পৃথক্ নির্বাচক-মণ্ডলী গঠনের বিরোধী ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী : 'The Birhors', 'The Mundas and their Country', 'The Oraon of Chotanagpur', 'Oraon Religion & Customs', 'Principles & Methods of Physical Anthropology', 'The Hill Bhuiyas of Orissa' প্রভৃতি। রাঁচি শহরে মৃত্যু। [৩, ৪, ৫, ১২৪]

শরৎচন্দ্র শ্রীমাণী (১৯০৭ ? - ২৭.৫.১৯৭২)। খ্যাতনামা যক্ষ্মারোগ-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। কলিকাতার আর. জি. কর. মেডিক্যাল কলেজ থেকে চিকিৎসাবিদ্যায় স্নাতক হন। দীর্ঘদিন গুপ্ত বিপ্লবী 'যুগান্তর' দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ডালহৌসী বোমার মামলা এবং আরও বিভিন্ন বৈপ্লবিক কারণে বহুবার কারাবরণ করেন। [১৬]

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (৩০.৩.১৮৯৯ - ২২.৯.১৯৭০)। পিতার কর্মস্থল পূর্ণিয়া—বিহারে জন্ম। তারাভূষণ। আদি নিবাস কলিকাতার উত্তরে বরাহনগর। মুঙ্গের জেলা স্কুল থেকে ১৯১৫ খ্রী. ম্যাট্রিক পাশ করে কলিকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হন। এখানে শিশির ভাদুড়ীর কাছে ইংরেজী পড়েন। ছোটবেলা থেকেই খেলাধূলায় উৎসাহী ছিলেন। ১৯১৯ খ্রী. বি.এ. এবং ১৯২৬ খ্রী. পাটনা থেকে আইন পাশ করেন। ১৯২৯ খ্রী. ওকালতি ছেড়ে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। ১৯৩৮ খ্রী. বোম্বাই থেকে হিমাংশু রায়ের আহ্বানে সিনারিও লেখার কাজে সেখানে যান। ১৯৪১ খ্রী. আচারিয়া আর্ট প্রডাক্শনে দেড় বছর কাজ করেন। এরপর সিনারিও রচনা করে বিক্রয় করতেন। ১৯৫২ খ্রী. সিনেমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে পুণায় স্থায়িভাবে বাসের জন্য যান এবং সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর ছোটগল্প, বড়গল্প, উপন্যাস ছাড়াও ডিটেক্টিভ গল্প এবং রহস্য গল্পও বিশেষভাবে সমাদৃত। তাঁর 'ব্যোমকেশ'

এবং 'বরদা' উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। ইতিহাসের গল্পাশ্রিত তাঁর রচিত গ্রন্থ: 'গৌড়মল্লার' ও 'তুঙ্গভদ্রার তীরে'। অন্যান্য রচনা: 'জাতিস্মর' (বড় গল্প), 'বিষের ধোঁয়া' (উপন্যাস)। সাহিত্যের সবকটি বিভাগে কিছু না কিছু নিদর্শন রেখে গেছেন। শিশু-সাহিত্যে তাঁর তিনটি গ্রন্থের নায়ক 'সদাশিব'। শেষ-জীবনের অনেক সময় বোম্বাই অঞ্চলে বাস করার ফলে পশ্চিমঘাট পর্বত ও তার অধিবাসীরা তাঁর অনেক রচনায় স্থান পেয়েছে। মহারাষ্ট্রবীর শিবাজী-চরিত্র অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে তাঁর কিশোরদের জন্য রচিত গ্রন্থে চিত্রিত। বড়দের জন্য 'শরদিন্দু অম্নিবাস' উল্লেখ্য। [১৬, ১৭]

শরদীশ রায় (১৯১৮ - ৫.৫.১৯৮৫) নাগরি—বীরভূম। তিরিশের দশকে বীরভূম জেলার জাতীয় কংগ্রেসের সহ-সম্পাদক ছিলেন। পরে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন ও জেলার পার্টি-সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ খ্রী· পার্টি দ্বিধা বিভক্ত হলে তিনি সি· পি· এম· দলে আসেন। লোকসভার সদস্য, সংসদীয় রাজনীতিতে অভিজ্ঞ তিনি চিকিৎসক হিসাবেও সুপরিচিত ছিলেন। [১৬]

শরিয়তুল্লা (১৭৮১ - ১৮৪০)। 'ফরাজী' ধর্মমতের প্রবর্তক শরিয়তুল্লা সম্ভবত ফরিদপুর জেলার বন্দরখোলা পরগনার কোন এক জোলার সন্তান। ১৮ বছর বয়সে মক্কায় গিয়ে ওয়াহাবী মতে দীক্ষিত হন। ২০ বছর পরে ১৮২০ খ্রী· ভারতে ফেরেন। আরবী ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর প্রবর্তিত ধর্মমতে তিনি প্রচলিত মুসলমান ধর্মের বহু উৎপীড়নমূলক ধর্মীয় নিয়ম রদ করে তাঁর শিষ্যদের মোল্লা-মৌলভীদের উৎপীড়ন থেকে রক্ষার চেষ্টা করেন। ধর্ম-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে জমিদার ও নীলকরের শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাতেন। ফলে রক্ষণশীল ধনী মুসলমান ও জমিদারদের দ্বারা তিনি ঢাকা জেলা থেকে বিতাড়িত হন। ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার অসংখ্য কৃষক তাঁর উৎসাহী শিষ্য ছিলেন। 'ফরাজী' আন্দোলনের নায়ক দুদুমিঞা তাঁর পুত্র। [৫৬]

শশধর তর্কচূড়ামণি (১৮৫১ - ১৯২৮) মুখ ডোবাগ্রাম—ফরিদপুর। হলধর বিদ্যামণি। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, বাগ্মী এবং হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক। কাশিমবাজারের জমিদারের সভাপণ্ডিত ছিলেন। 'সহবাস-সম্মতি আইন' প্রণয়নের বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন পরিচালনা করেন। হাঁচি, টিকটিকির বাধা-নিষেধ প্রভৃতি সংস্কারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে গত শতাব্দীর শেষভাগে রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের নেতৃত্ব দেন। প্রথম দিকে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। মুখ্যত তাঁর প্রেরণায় পত্রিকাটি হিন্দুধর্মের মুখপত্র হয়ে দাঁড়ায়। 'বেদব্যাস' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন (১২৯৩ ব·)। রচিত গ্রন্থ: 'ধর্মব্যাখ্যা', 'ভবৌষধ', 'দুর্গোৎসবপঞ্চক' (ভক্তিসুধালহরী), 'সাধন-প্রদীপ', 'চূড়ামণি দর্শন' প্রভৃতি। বহরমপুর টোলের অধ্যক্ষ ছিলেন। [৩, ৪, ৫]

শশধর দত্ত (? - ১৯৫২) হরাদিত্য—হুগলী। রচিত গ্রন্থ: 'ঘি ও আগুন', 'স্বর্গাদপি গরীয়সী', 'আগুন ও মেয়ে', 'শ্রীকান্তের শেষপর্ব', 'শেষ উত্তর' ইত্যাদি। 'মোহন সিরিজ' আখ্যায় তিনি 'মোহন' নামে এক দুঃসাহসী, উদার দস্যুর রোমাঞ্চকর ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে শতাধিক উপন্যাস লিখে বহু অর্থ ও কিছু পরিচিতি লাভ করেন। [৪]

শশধর সিংহ (২.১০.১৯০২ - ২৯.১১.১৯৭২) শ্রীহট্ট। পিতা খ্যাতনামা সাংবাদিক শশীন্দ্রচন্দ্র। বাল্যশিক্ষা শান্তিনিকেতনে। ম্যাট্রিক পাশ করে কলিকাতায় সিটি কলেজে ভর্তি হন। কিছুদিন পরে আবার শান্তিনিকেতনে আসেন। ১৯২১ - ২৫ খ্রী· সেখানে পড়েন। ১৯২৬ খ্রী· লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সে যোগ দিয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। হামবোল্ট ফেলো হিসাবে জার্মানীতে কিছুদিন কাটান। ১৯৩৩ খ্রী· দেশে ফিরে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। মুক্তিলাভের পর তাঁকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত তিনি ইংল্যান্ডে ছিলেন। সেখানে Bibliophil নামে একটি বইয়ের দোকান খোলেন। এ কাজে তাঁর রাশিয়ান স্ত্রী মার্থার যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। পরে দেশে ফিরে এসে 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকায় যোগ দেন। কিছুদিন পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪৭ খ্রী· থেকে ৯ বছর ভারত সরকারের প্রকাশনা বিভাগের ডিরেক্টররূপে কর্মরত থাকেন। অবসর গ্রহণের পর দিল্লী থেকে বিলাত যান ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিশাস্ত্রের লেকচারার পদে নিযুক্ত হন। সেখানে অসুস্থ হয়ে দেশে ফিরে আসেন। দেশের অবস্থা সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ তখন 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। শরৎচন্দ্রের ছোট ছোট গল্পের ইংরেজী তর্জমা করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' তিনিই প্রথম ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। ফরাসী ও জার্মান ভাষায়ও অনেক রচনা অনুবাদ করেছেন। রচিত গ্রন্থ: 'Social Thinking of Tagore', 'Indian Independence in Perspective' প্রভৃতি। [১৭৪, ১৮৩]

শশাঙ্ক (৭ম শতাব্দী)। গৌড় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি সম্ভবত গুপ্তবংশের শেষ রাজা মহাসেনগুপ্তের সেনাপতি বা মহাসামন্ত ছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম পাদে তিনি গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর আগে থেকেই বাঙলার বিভিন্ন সামন্ত রাজাদের মধ্যে ঐক্য-প্রচেষ্টা ছিল। লিপি, ভাষা, ভৌগোলিক সত্তা ও রাষ্ট্রীয় আদর্শকে কেন্দ্র করে যে রাষ্ট্র গড়ে ওঠে শশাঙ্ক ছিলেন সেই স্বাধীন রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রতীক। তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করে মহারাজাধিরাজ উপাধিসহ পরাক্রান্ত নৃপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর উপাধি ছিল নরেন্দ্রাদিত্য। প্রায় তিরিশ বছর রাজত্ব করেন। সম্রাট হর্ষবর্ধনের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। শশাঙ্কের জীবদ্দশায় হর্ষবর্ধন বা কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা তাঁর কোন ক্ষতিসাধন করতে পারেন নি। ৬১৯ খ্রী·

পর্যন্ত গৌড়, উৎকল, মগধ ও কর্ণোজ তাঁর অধীন ছিল বলে জানা যায়। তিনি কর্ণসুবর্ণে বর্তমান মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটির নিকট রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। সমসাময়িক শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল এই রাজধানী কর্ণসুবর্ণ নগর। এর কিছু দূরে রক্তমৃত্তিকায় একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল। অনুমান এটি তাঁর রচিত। বাঙলার নানা জায়গায় তাঁর নামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রায় মহাদেব ও নন্দীভৃঙ্গীর প্রতিকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। [৩, ৬৭]

শশাঙ্কবিমল দত্ত (? - ২২.৪.১৯৩০) দক্ষিণ-ভূর্ষী—চট্টগ্রাম। দুর্গাদাস। ১৮.৪.১৯৩০ খ্রী· চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন। চার দিন পর জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয়ী বাহিনীর অন্যতম সৈনিক ছিলেন। সম্মুখ যুদ্ধে তিনি ও আর ১০ জন সঙ্গী প্রাণ দেন। [৪২]

শশাঙ্কমোহন সেন (১৮৭২ - ১৯২৮) ধলঘাট—চট্টগ্রাম। ১৮৯৪ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্স সহ বি.এ. পাশ করেন। বি.এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চট্টগ্রামে আইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। পরে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ের অধ্যাপক হিসাবে কাজে যোগ দেন। সুসাহিত্যিক ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: কাব্য—'সিন্ধুসঙ্গীত', 'শৈলসঙ্গীত', 'স্বর্গে ও মর্ত্যে', 'বিমানিকা'; সমালোচনা গ্রন্থ—'মধুসূদন—অন্তর্জীবন ও প্রতিভা', 'বাণী-মন্দির'; নাটক—'সাবিত্রী' প্রভৃতি। [৩]

শশাঙ্কশেখর দত্ত (১৯১২? - ২২.৪.১৯৩০) ডেঙ্গাপাড়া—চট্টগ্রাম। নবীনচন্দ্র। ১৮.৪.১৯৩০ খ্রী· চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে যোগ দেন। চার দিন পর জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে শহীদ হন। এইদিন বিপ্লবী বাহিনীর ১০ জনের মৃত্যু হলেও সংখ্যায় বিপুল ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী পরাস্ত হয়ে পলায়ন করে। [৪২]

শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০০? - ৮.১২.১৯৬৯) তেলেনীপাড়া—হুগলী। মনোময়। বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র থাকা কালে পিতার সঙ্গে চিত্রপ্রযোজনার কাজ করতেন। ত্রিশ দশকের প্রথম ভাগে বাঙলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ট্যুরিং সিনেমা প্রদর্শনের ব্যাপারেও অগ্রণী ছিলেন। 'গ্র্যাফিক আর্টস্' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করে 'বঙ্গবালা', 'বিগ্রহ', 'অভিষেক' প্রভৃতি ছবি পরিবেশনার দায়িত্ব নেন। পূর্ণ থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী ছিলেন। [১৬]

শশাঙ্কশেখর হাজরা (১৮৮৬ - ১.১.১৯৬৩) শ্রীনগর—ঢাকা। কালীচরণ। আসল নাম অমৃতলাল। বঙ্গভঙ্গের সময় অনুশীলন দলে যোগ দেন। বিপ্লবী দলের সর্বক্ষণের কর্মিরূপে ঘর ছেড়ে ঢাকা শহরে আসেন। এখানে একটি কামারশালা খুলে তার আড়ালে ভাঙ্গা অকেজো রিভলভার পিস্তল মেরামতের কাজ করতেন এবং এ বিষয়ে দক্ষ হয়ে ওঠেন। জুন ১৯০৮ খ্রী· দলের নির্দেশে বাহ্রা গ্রামে ডাকাতির নেতৃত্ব করেন। তাঁর দলীয় গুপ্ত নাম ছিল শশাঙ্ক। তাঁর চেষ্টায় ঢাকা অনুশীলন দল ও আচার্য মতিলাল রায়ের চন্দননগর দলের সংযোগ হয়। এছাড়াও বেনারসের শচীন সান্যাল, উত্তর ভারতের রাসবিহারী বসু, শ্রীশ ঘোষ প্রভৃতির সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপিত হয়। রাজাবাজার, বাদুড়বাগান ও কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের কেন্দ্রগুলিতে বিভিন্ন সময়ে এইসব নেতৃবৃন্দ মন্ত্রণা করেছেন। গর্ডন হত্যা প্রচেষ্টা ও মৌলভীবাজার বোমার ঘটনায় ৩ জন সঙ্গী সহ রাজাবাজারের এক গৃহে তাঁকে ১৯১৩ খ্রী· গ্রেপ্তার করা হয়। এই সময় বোমা তৈরীর বহু মালমশলা পুলিসের হাতে আসে। রাজাবাজার বোমা মামলার প্রধান আসামী ব'লে ঘোষণা করে বিচারে তাঁকে ১৫ বছরের দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয়। মুক্তিলাভের পর নারায়ণগঞ্জের একটি কারখানায় চাকরি নেন। হাজরা ক্লাব নামে সংগঠন গড়ে যুবকদের লাঠি, ছোরা ও তলোয়ার খেলা শেখাতেন। দেশবিভাগের পরও তিনি নিজ জেলা ত্যাগ করেন নি। [৫৪, ৮২]

শশিভূষণ অধিকারী। কালনা—বর্ধমান। যাত্রাকার। অভয় বাগ্দী ও মতি রায়ের দলে নাচের ছেলে হিসাবে জীবন শুরু। পরে নিজের যাত্রার দল করে নামডাক হয়। বেহালা বাজনায় বিশেষ দক্ষতা ছিল। যাত্রার দলের জুড়িগানের সঙ্গে তিনি বিবেকের গানের প্রচলন করে কিছুটা নতুনত্ব আনেন। [১৮৮]

শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় (১৮৪০ - ১৯২৬) কোন্নগর—হুগলী। সংস্কৃত কলেজ থেকে 'বিদ্যাবাচস্পতি' উপাধি প্রাপ্ত হয়ে মিথিলায় জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। 'ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ' নামে তাঁর লেখা বইটি এক সময় বাঙলা, বিহার, আসাম ও ওড়িশার স্কুল ও পাঠশালার একমাত্র পাঠ্যপুস্তক ছিল। তিনি বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া, কানাড়ি, ইংরেজী, উর্দু ইত্যাদি ভাষায় মানচিত্র প্রস্তুত এবং 'সহবর' নামে মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। রচিত 'রামের রাজ্যাভিষেক' গ্রন্থে তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। [৫]

শশিভূষণ চৌধুরী (১৯০৫ - ১৩.৬.১৯৮৩) ভোলাচঙ্গ—কুমিল্লা। ১৯২৭ খ্রী· ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে এম.এ. পাশ করেন। ১৯৩১ - ৫০ খ্রী· ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৫০ খ্রী· ভারতে চলে আসেন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। Ethnic Settlement in Ancient India -এই বিষয়ের উপর গবেষণা করে পি-এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৭ খ্রী· প্রথম সরকারী গেজেটিয়ার ইউনিট স্থাপনে আমন্ত্রিত হন। ১৯৬১ খ্রী· পর্যন্ত 'গেজেটিয়ার অব ইণ্ডিয়া'র সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬০ - ৭৩ খ্রী· বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান এবং ১৯৭১ - ৭৩ খ্রী· তার উপাচার্য ছিলেন। ১৯৬৭ খ্রী· বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। 'Civil Disturbances during British Rule in India 1757-1857', তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। অন্যান্য রচনা 'Civil Rebellion in the Indian

Mutiny', 'Theories of the Indian Mutiny', 'English Historical Writings on the Indian Mutiny' প্রভৃতি। [১৬]

শশিভূষণ দাশগুপ্ত (১৯১১ - ২১.৭.১৯৬৪) চন্দ্রহার—বরিশাল। কালীপ্রসন্ন। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে আই.এ. এবং স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে বি.এ. পাশ করেন। ১৯৩৫ খ্রী. বাংলা সাহিত্যে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। ১৯৩৭ খ্রী. প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি ও ১৯৩৯ খ্রী. পি-এইচ.ডি. উপাধি পান। ১৯৩৫ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক, ১৯৩৮ খ্রী. বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক এবং ১৯৫৫ খ্রী. বাংলা ভাষার রামতনু অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বিভিন্ন সংবাদপত্রের লেখক ছিলেন। গবেষণাসংক্রান্ত রচনা, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও শিশু-সাহিত্যের গ্রন্থকার হিসাবে বাংলা সাহিত্যে তিনি স্মরণীয়। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'বাংলা সাহিত্যের নবযুগ', 'বাংলা সাহিত্যের এক দিক'; কবিতা—'এপারে ওপারে', 'সীতা'; কথিকা—'নিশাঠাকুরের কড়চা', 'ক্ষণদর্শন'; কিশোরদের জন্য 'ছুটির দিনে মেঘের গল্প', 'শ্যামলা দীঘির ঈশান কোণে', 'ছোটদের বাল্মিকী রামায়ণ', 'ছোটদের ব্যাসদেবের মহাভারত'; নাটক—'রাজকন্যার ঝাঁপি', 'দিনান্তের আগুন'; উপন্যাস—'বিদ্রোহিণী', 'জঙ্গলা মাঠের ফসল'; ধর্মসংক্রান্ত—'Obscure Religious Cults as Background of Bengali Literature', 'An Introduction to Tantric Buddhism' প্রভৃতি। 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' গ্রন্থের জন্য তিনি ১৯৬১ খ্রী. সাহিত্য আকাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ: দর্শনে ও সাহিত্যে' তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। শিশু সাহিত্য সংসদের পরিচালক-মণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। [৪, ১৭]

শশিভূষণ দে (৫.১১.১৮৬৮ - ২১.৫.১৯৫৮) বৌবাজার—কলিকাতা। মদনগোপাল। ১৮ বৎসর বয়সে সিনিয়র কেমব্রিজ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে কিছুদিন পিতার অফিসে, পরে সোনা-রূপার দোকানে কাজ করার পর শেয়ার কেনাবেচার দালালির কাজে নিযুক্ত হন। স্টক এক্সচেঞ্জ অ্যাসোসিয়েশনের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর একমাত্র সন্তান নিতাইচাঁদের মৃত্যুর পর কলিকাতা ছেড়ে কার্সিয়াঙে কিছুদিন বাস করেন। ১৯২২ খ্রী. মধ্য কলিকাতায় নিজের নামে বালকদের ও স্ত্রী রাজরাজেশ্বরীর নামে বালিকাদের জন্য দুটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন ও ২৩.৬.১৯২৩ খ্রী. এক ন্যাসপত্রে কলিকাতা পৌরসংস্থার হাতে নবনির্মিত বিদ্যালয় ভবনটি অর্পণ করেন। ১৯২৫ খ্রী. স্ত্রীবিয়োগ হলে স্ত্রীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে কালিম্পঙে রাজরাজেশ্বরী হল ও ক্লাব, বালিকা বিদ্যালয় ও শ্মশানে বিশ্রামাগার স্থাপন করেন। ১৯২৬ খ্রী. দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মেয়র থাকাকালীন সময়ে কলিকাতার নেবুতলা লেনের নাম 'শশিভূষণ দে স্ট্রীট' করা হয়। ১৯৩২ খ্রী. কার্সিয়াঙে দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে যক্ষ্মা হাসপাতাল নির্মাণকার্যে ডাঃ নীলরতন সরকার, ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় প্রমুখদের সাহায্যলাভ করেন। সেখানকার স্যানাটরিয়াম ও যাদবপুরের কুমুদশঙ্কর রায় যক্ষ্মা হাসপাতালের পরিচালক, এবং কলিকাতা মেডিক্যাল অ্যান্ড রিসার্চ সোসাইটির অন্যতম অছি ছিলেন। ১৯৪১ খ্রী. ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক এম.বি.ই. উপাধিতে ভূষিত হন। বিভিন্ন সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, মূক-বধির ও অন্ধদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলিতে ১৫ লক্ষেরও অধিক টাকা দান করেন। বৌবাজারের নিজ গৃহটি মেডিক্যাল এইড ও রিসার্চ কমিটিকে দিয়ে যান। [১৪৯]

শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার, চক্রবর্তী (১৮৬১ - ১৯৪৭) বিদ্যাকূট—ত্রিপুরা। কলিকাতা 'কেশব একাডেমী' স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। পরে রেঙ্গুনে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। সেখানে 'রেঙ্গুন বেঙ্গল একাডেমী' বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা-শিক্ষক ছিলেন। শেষ-জীবনে কলিকাতায় ফিরে আসেন। যৌবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী সদস্য ছিলেন। একক প্রচেষ্টায় সঙ্কলিত সুবৃহৎ 'জীবনী কোষ' গ্রন্থের জন্য তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। গ্রন্থটির পৌরাণিক অংশ ২ খণ্ডে (সম্পূর্ণ) এবং ঐতিহাসিক অংশ ৭ খণ্ডে (অসম্পূর্ণ) সঙ্কলিত। 'বাল্যসখা' ও 'স্বাবলম্বী' নামে দুইখানি সাময়িকপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। [৩, ৪, ৫]

শশিভূষণ বিশ্বাস (১৮৭২ - ১৯২৪) জুজুড়—বাঁকুড়া। যাদবচন্দ্র। উচ্চশিক্ষা লাভ করে সেটেলমেন্ট বিভাগে কাজ শুরু করেন। ক্রমে সেখানে সাব-ডেপুটি কালেক্টর পদে উন্নীত হন। সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'সোনাবিবি', 'আলেখ্য', 'বৌ বা নববধূর কর্তব্যকথা', 'সার্ভে ও সেটেলমেন্ট দর্পণ', 'পরিমাণ পদ্ধতি', 'Survey Acts', 'Histro-Geographical Sketch of Afganisthan' প্রভৃতি। [১৭৪]

শশিভূষণ মান্না (১৯২৪ - ৮.৯.১৯৪২) বড় অমৃতবেড়িয়া—মেদিনীপুর। গদাধর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দেন। মহিষাদল থানা আক্রমণের দিন পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৪২]

শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৫৪ ? - ১৯.৩.১৯১৪) চন্দননগর—হুগলী। কর্মস্থল ছিল এলাহাবাদে। 'বিশ্বদূত', 'প্রয়াগদূত' (এলাহাবাদ), দৈনিক 'প্রভাতী', সাপ্তাহিক 'Bearer' (ফরাসডাঙ্গা), 'National Guardian' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক ও পরিচালক ছিলেন। [৪]

শশিভূষণ রায়। পিতা—রাধানাথ রায়। ওড়িশা-প্রবাসী বাঙালী। ওড়িয়া সাহিত্যের প্রসিদ্ধ গদ্য-লেখক এবং উৎকল সাহিত্য সমাজের সম্পাদক ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'উৎকল ঋতুচিত্র', 'উৎকল প্রকৃতি', 'দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ' প্রভৃতি। [৪]

শশিভূষণ রায়চৌধুরী (১৮৬৯ - ১৯২২) তেঘরা—চব্বিশ পরগনা। বিশিষ্ট বিপ্লবী ও বঙ্গদেশে শ্রমজীবী শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগী। স্কুলের ছাত্রাবস্থায়

তিনি যে কাজ শুরু করেন পরে তা তেঘরা শ্রমজীবী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। বাংলায় নৈশ ও শিল্পবিদ্যালয় গঠন আন্দোলনে এটির বিশেষ ভূমিকা ছিল। অশেষ দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও তিনি নিজের কলেজের পড়া এবং শ্রমজীবী বিদ্যালয়ের পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। রিপণ কলেজে অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। তাঁর উদ্যোগে কলিকাতার নানাস্থানে যে আখড়া, সমিতি, ব্যায়ামাগার গড়ে ওঠে তার অনেকগুলিই ১৯০২ খ্রী· 'অনুশীলন সমিতি'তে রূপান্তরিত হয়। 'অনুশীলন সমিতি'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি প্রধানতঃ শিক্ষার দিকটা নিয়েই থাকতেন। নানা কারণে পড়া অসমাপ্ত রেখে চাকরিতে যেতে হয়। শিক্ষকতা বৃত্তি নিয়ে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে কাজ করেছেন। উড়িষ্যার বিখ্যাত 'সত্যবাদী ওপেন এয়ার স্কুল'-এর প্রথম পরিকল্পনা তাঁর। এই বিদ্যালয় স্থাপনে তিনি গোপবন্ধু দাসকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। তিনি নিজে বিহারের গয়া ও মুঙ্গেরে এবং বাংলাদেশে নদীয়া জেলায় একটি করে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯১৭ খ্রী· ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট-এ তিন বছর বিনা বিচারে কারারুদ্ধ থাকেন। জীবনের শেষভাগে দৌলতপুর কলেজের সুপারিন্টেডেন্ট ছিলেন। [১০৮, ১৪৯]

শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন, মহামহোপাধ্যায়। বজ্রযোগিনী—ঢাকা। আনন্দচন্দ্র চক্রবর্তী বিদ্যালঙ্কার। বিখ্যাত স্মার্তপণ্ডিত। বাড়িতে চতুষ্পাঠী ছিল। তাঁর প্রচেষ্টায় পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। বহুদিন তিনি তার সভাপতি ছিলেন। ১৯১৯ খ্রী· তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। ৭৫ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। [১৩০]

শশীকুমার তর্কতীর্থ (? - ১৯৪৮) গাবখান—বরিশাল। বৈকুণ্ঠচন্দ্র ভট্টাচার্য। পাঠশালার শিক্ষা শেষ করে মাতুল চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের কাছে কলাপ ব্যাকরণ পড়ে 'ব্যাকরণতীর্থ' উপাধি লাভ করেন। মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশের কাছে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করে 'তর্কতীর্থ' উপাধি পান। ব্যুৎপত্তিবাদের গদাধরী টীকার উপর টীকা করেন। মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থের কাছে সাংখ্য ও বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কলাপ ব্যাকরণের উপর একটি টীকাও রচনা করেছিলেন। 'দক্ষযজ্ঞ মহাকাব্য' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামের কবীন্দ্র কলেজে কিছুদিন প্রধান অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। পরে স্বগ্রামে 'দর্শন চতুষ্পাঠী' নামে একটি চতুষ্পাঠী খোলেন। বঙ্গীয় সংস্কৃত অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন। ইনি প্রথম জীবন থেকেই ছিলেন অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন। বরিশাল জেলায় যে কয়জন নমশূদ্র ছাত্র কাব্যতীর্থ পাশ করেছেন, সকলেই তাঁর ছাত্র। [১৪৯]

শশীকুমার হেশ (১৮৬৯ - ?) সাজিউড়া—ময়মনসিংহ। প্রতিভাবান তৈলচিত্রশিল্পী। তাঁর বাল্যজীবন চরম অভাব-অনটনের মধ্যে কাটে। বাংলা ছাত্রবৃত্তি পাশ করে নিজ গ্রামের পাঠশালায় পণ্ডিতি করতেন এবং সেই সঙ্গে ছবি আঁকতেন। কলিকাতা আর্ট স্কুলে পড়বার জন্য বহু চেষ্টায় ময়মনসিংহ জেলা বোর্ডের স্কলারশিপ সংগ্রহ করেন। আর্ট স্কুল থেকেও অপর একটি বৃত্তি পান। ময়মনসিংহের এক জমিদার-গৃহিণী জাহ্নবী দেবী চৌধুরাণীর পরিবারের প্রতিকৃতি এঁকে তিনি ৬০০ টাকা সংগ্রহ করেন এবং ১৮৯৪ খ্রী· ইটালী যান। ৩ মাসে ইটালীয় ভাষা শিখে রয়্যাল অ্যাকাডেমিতে প্রবেশ করেন। এখানে ৩ বছর পেন্টিং শিখে জার্মানীর মিউনিখ শহরে রয়্যাল অ্যাকাডেমির স্পেশাল পেন্টিং-এ ৬ মাস ক্লাস করেন। এরপর স্বাধীনভাবে জীবিকার উদ্দেশ্যে প্যারিসে যান। ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার জমিদার সূর্যকান্ত আচার্য তাঁর শিক্ষাকালের এই সাড়ে তিন বছরের অধিকাংশ ব্যয় বহন করেন। পাঁচ বছর পর লন্ডনে গেলে সেখানে বিখ্যাত ভারতীয় নেতা ডাবলিউ· সি· বোনার্জী, দাদাভাই নৌরজী, বিপিনচন্দ্র পাল এবং রমেশচন্দ্র দত্তের চেষ্টায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে শিল্পীর সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। কলিকাতায় ফিরে তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্রের অতিথি হন। ৬·১২·১৯০০ খ্রী· ফরাসী বিদুষী মহিলা আতালি ফ্রাঁমার সঙ্গে ব্রাহ্মমতে তাঁর বিবাহ হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এই বিবাহে পৌরোহিত্য করেন। পোর্ট্রেট পেন্টাররূপে তিনি এদেশের বহু গুণী ও জ্ঞানীর প্রতিকৃতি অঙ্কন করে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই শিল্পীর ছবি এঁকেছিলেন। এদেশে বহু ও বিপুল চিত্রসম্ভারের স্রষ্টা শশীকুমার একসময়ে হঠাৎ সপরিবারে দেশত্যাগ করে ফ্রান্সে যান। সম্ভবত সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। [৩, ১৭]

শশীচন্দ্র দত্ত (১৮২৪ - ৩০·১২·১৮৮৫) রামবাগান—কলিকাতা। পীতাম্বর। হিন্দু কলেজে শিক্ষা। চাকরি জীবনে সরকারী ট্রেজারীতে সামান্য কেরানীরূপে প্রবেশ করেন এবং অ্যাকাউন্টস্ বিভাগের হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে উন্নীত হন। কিন্তু ইংরেজ গভর্নর জর্জ ক্যাম্পবেল তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারীর পদলাভের অন্তরায় হলে প্রতিবাদে স্বেচ্ছায় অবসর-গ্রহণ করেন। 'মুখার্জীস ম্যাগাজিন'-এ প্রকাশিত 'রেমিনিসেন্স অফ এ কেরানীজ লাইফ' প্রবন্ধে তিনি সরকারী পদলাভের ঘৃণিত পদ্ধতিকে উন্মোচন করেন। সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা বিশদভাবে বর্ণনা করেন 'শঙ্কর—এ টেল অফ দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনী' গ্রন্থে। বার্টন ছদ্মনামে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ইংরেজীতে কবিতা, গল্প প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর অকপট রচনার জন্য অ্যাশলী ইডেন, এরস্কাইন প্যারী প্রভৃতি রাজপুরুষ ও সরকারের ক্রোধ উৎপাদন করেন। তাঁর রচিত অন্য গ্রন্থ: 'Vision of Sumerie'। সরকার তাঁকে 'রায়বাহাদুর' উপাধি দিয়েছিলেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক রমেশচন্দ্রের তিনি পিতৃব্য ও অভিভাবক ছিলেন। [৮, ২৮]

শশীন্দ্রচন্দ্র সিংহ (১৮৬৫/৬৬ - ১৯.২.১৯১৮) করিমগঞ্জ—কাছাড়, আসাম। শম্ভুনাথ। শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি চা বাগানের সঙ্গে ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকলেও পরবর্তী কালে সাংবাদিকতাকে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রতরূপে গ্রহণ করেন। 'Sylhet Chronicle' দৈনিক সংবাদপত্রের প্রকাশক ছিলেন। সেই পত্রিকায় ব্রিটিশ শাসকদের কঠোর সমালোচনা করতেন। ফলে অল্পকাল পরেই পত্রিকাটির প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হয়। ততদিনে দেশময় খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে ও তাঁকে 'Lion of Assam' বলে অভিহিত করা হয়। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকের কার্যভার গ্রহণের জন্য কলিকাতায় আসার পরই তাঁর মৃত্যু হয়। অর্থনীতিবিদ্ শশধর সিংহ তাঁর পুত্র। [১৭৪]

শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪০ - ১৫.১২.১৯২৫) বরাহনগর—চব্বিশ পরগনা। রাজকুমার। পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য স্কুলে প্রবেশ করে সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। সে যুগের তুলনায় একটু বেশী বয়সে (২০ বছর) বিনা পণে বিবাহ করেন। বিবাহের পর স্ত্রীর শিক্ষার জন্য সচেষ্ট হন। এজন্য প্রথমে পারিবারিক বাধা এসেছিল। ১০ বছর পর বিলাত যাবার আগেই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের জন্য তাঁকে পৈতৃক নিবাস ত্যাগ করতে হয়। স্বগ্রামে সামাজিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য সংগঠন গড়ে তোলেন। সরকারী ডাকবিভাগে তিনি উচ্চপদ পান। নিজ গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কায় পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পেয়েও তিনি তা গ্রহণ করেন নি। গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ১৮৮১ খ্রী. সরকারী কর্ম ত্যাগ করেন। নিজ পরিবারের মহিলাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে ১৮৬৫ খ্রী. বরাহনগরে একটি মহিলা বিদ্যালয় খোলেন। ১৮৮৬ খ্রী. ঐ বিদ্যালয় আবাসিক ও ট্রেনিং বিভাগে বর্ধিত হয়। ভারতে মহিলাদের কর্মসংস্থান-উপযোগী শিক্ষণ ও আবাসিক কেন্দ্র এটিই প্রথম। স্ত্রীশিক্ষা ছাড়াও প্রসূতি ও শিশুমৃত্যু রোধের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ১৮৬৭ খ্রী. তিনি তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরী সামাজিক উন্নতি বিধায়িনী সভার কাছে দান করেন। তাঁরই দেওয়া জমিতে ও অর্থ সাহায্যে ২.১.১৮৭৬ খ্রী. বরাহনগর পাবলিক লাইব্রেরী গঠিত হয়। ১৮৭১ খ্রী. মেরী কার্পেন্টারের আহ্বানে সস্ত্রীক বিলাত যান। এখানে তাঁরা ইংরেজ-সমাজের বিভিন্ন স্তরে (লর্ড থেকে শ্রমিক) আলোচনা ও অভিজ্ঞতা আদান-প্রদান করেন। তিনি প্রধানত মদ্যপান-বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতাদি দেন। বিভিন্ন সংবাদপত্রের রিপোর্টে দেখা যায়—এই সময় শশীপদ নানাভাবে প্রশংসাভাজন হন। তাঁর স্ত্রীই প্রথম ভারতীয় কুলীন ব্রাহ্মণ মহিলা যিনি সাগর পার হয়ে স্বেচ্ছায় বিলাত যান। বিলাতেই তাঁদের চতুর্থ সন্তান অ্যালবিয়ানের জন্ম হয়। ১৮৭২ খ্রী. দেশে ফিরে লব্ধ অভিজ্ঞতা স্ত্রীশিক্ষার কাজে নিয়োজিত করেন। ১৮৭৬ খ্রী. স্ত্রী রাজকুমারীর মৃত্যুর পর একজন হিন্দু বিধবাকে বিবাহ করেন। বরাহনগরে শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা ছাড়াও তিনি সমাজোন্নতি সমিতি, সাধারণ পাঠাগার, মহিলা পাঠাগার, শ্রমিক শিক্ষার নৈশ বিদ্যালয়, মুসলমান শিশুদের শিক্ষাকেন্দ্র, সেভিংস ব্যাঙ্ক, কিন্ডারগার্টেন-পদ্ধতির শিশু-বিদ্যালয় প্রভৃতি বহু সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। শ্রমিক শিক্ষণ-কেন্দ্র 'শ্রমজীবী সমিতি' প্রতিষ্ঠা (১৮৭০) ও 'ভারত শ্রমজীবী' নামে এক পয়সা দামের এক সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন (১৮৭৪)। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতে শিবনাথ শাস্ত্রীর 'শ্রমজীবী' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। অনুন্নত হিন্দু সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা ও সক্রিয় প্রচেষ্টাও প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে ভারতে প্রথম শুরু হয়। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য নিজে তাদের খাদ্যগ্রহণ ও স্বগৃহে তাদের নিমন্ত্রণ করে পথ নির্দেশ করেন। শ্রমিক-শিশুদের বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্যও তিনি মালিক পক্ষকে প্রথম উদ্বুদ্ধ করেন। ১৮৭৩ খ্রী. 'অন্তঃপুর' নামে মহিলা পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। পত্রিকাটিতে দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষের চরিত্রোদ্ঘাটনের জন্য তাঁর ৩ মাস কারাদণ্ড হয়। তাঁর গৃহ হিন্দু-বিধবাদের আশ্রয়স্থল ছিল। তিনি ৩৫ জন বিধবার বিবাহ দেন। নিজের স্বল্প বিত্ত থেকে তাদের ভরণপোষণ ও শিক্ষার ব্যয় বহন করতেন। ১৮৭৩ খ্রী. (১৮৯৩ খ্রী. শিকাগো ধর্মসভার ২০ বছর আগে) তিনি সাধারণ ধর্মসভা নামে এক সম্মেলন করেন। জাতীয় উন্নতি ও ধর্মভিত্তিক শিক্ষার প্রসারের জন্য ১৯০৮ খ্রী. খ্রীষ্টান, হিন্দু, মুসলমান ও অন্য সম্প্রদায়কে তাঁদের সকলের ধর্মবিষয়ক সৎশিক্ষার জন্য 'দেবালয়' স্থাপন করেন। সারাজীবন অর্থকৃচ্ছ্রতা ভোগ করেছেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ কর্তৃক তিনি 'সেবাব্রত' উপাধি-ভূষিত হয়েছিলেন। [৭১]

শশীবালা দাসী। তোরিয়া—মেদিনীপুর। আগস্ট ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের সময় কেশপুর থানা দখলকালে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ কালে পুলিসের গুলিতে মারা যান। [২৯]

শশী হাজরা (? - ২৪.১২.১৩৩৭ ব.) সন্তোষপুর—বর্ধমান। আনুমানিক ১৯০৮/০৯ খ্রী. 'শান্তি-সম্প্রদায় অপেরা' নামে তিনি যাত্রার দল করেন। তার কার্যালয় পরে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়। এই দলেই স্বনামখ্যাত যাত্রাভিনেতা ফণিভূষণ মতিলাল (ছোট ফণি ১৯০৪ - ৭২) সর্বপ্রথম সখীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। অন্যান্য দলের থেকে তাঁর দলের সাজসজ্জার সমারোহ বেশী ছিল। 'মান্ধাতা' পালার অভিনয়ে এই দল বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। 'প্রতিজ্ঞাপালন', 'শ্রীদুর্গা', 'দ্রোণসংহার', 'মা', 'জয়দ্রথবধ' প্রভৃতি পালাও অভিনীত হত। এই দলে বিবেকের গান ও জুড়িগান দুয়েরই রীতি ছিল। আততায়ীর হাতে নিহত হন। [১৮৮]

শহীদ সাবের (? - ১৯৭১) চট্টগ্রাম। গল্পকার। কবিতাও লিখতেন। ১৯৪৯ খ্রী. জেলখানায় বসে লেখা তাঁর কারাজীবনের কাহিনী 'আরেক দুনিয়া থেকে' বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। স্বাতন্ত্র্যপ্রয়াসী নিঃসঙ্গ মানুষ শহীদ

সাবের বামপন্থী লেখক বলে চিহ্নিত ছিলেন। পেশা ছিল সাংবাদিকতা। ১৯৫৯ খ্রী· থেকে তিনি প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। তবু সাংবাদিক জীবনের অভ্যাস-বশে 'দৈনিক সংবাদ'-এর কার্যালয়ে নিয়মিত যেতেন। পাক-সৈন্যেরা ঐ কার্যালয়ে আগুন লাগিয়ে দিলে তিনি মারা যান। ঢাকার বাংলা একাডেমী ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ খ্রী· তাঁকে কবি-সাহিত্যিক হিসাবে মরণোত্তর পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করে। [১৮]

শহীদুল্লাহ্ কায়সার (? - ডিসেম্বর ১৯৭১) মজুপুর—নোয়াখালী। মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্। বিশিষ্ট সাহিত্যিক, 'সংবাদ' পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক, তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক এবং পাক-ফৌজের হাতে নিহত বুদ্ধিজীবী শহীদবর্গের অন্যতম। অল্প বয়সে ব্রিটিশ আমল থেকেই রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলেন। পূর্ব-পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ থাকায় দেশবিভাগের পর অনেকদিন নানাস্থানে আত্মগোপন করে থাকেন। ১৯৫৮ খ্রী· পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের সামরিক শাসনকালে তিনি গ্রেপ্তার হন। জেলে বসে তিনি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'সারেং বৌ' রচনা করেন। বইটি ১৯৬৩ খ্রী· আদমজী পুরস্কার পায়। কয়েক বছর পর ছাড়া পান এবং পূর্ববঙ্গে ১৯৭১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। বহু সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে তিনি সংযুক্ত ছিলেন। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'সংশপ্তক', 'তিমির বলয়', 'রাজবন্দীর রোজনামচা', 'পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ' প্রভৃতি। ১৯৭০ খ্রী· তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগর থেকে 'সংশপ্তক' উপন্যাসকে 'জয়বাংলা পুরস্কার' দেবার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। ১৪·১২·১৯৭১ খ্রী· বুদ্ধিজীবী হিসাবে পাক-ফৌজের অনুচরদের হাতে পড়ে তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। পূর্ববাঙলার প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার ও 'জীবন থেকে নেওয়া' চিত্রের প্রযোজক জহির রায়হান তাঁর অনুজ। [১৫২]

শহীদুল্লাহ্, মহম্মদ, ড· (১০·৭·১৮৮৫ - ১৩·৭·১৯৬৯) পিয়ড়া—চব্বিশ পরগনা। বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ্। কলিকাতা সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি·এ· (১৯১০) এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম·এ· পাশ করেন। মাঝে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯১৫ খ্রী· বসিরহাট কোর্টে ওকালতি করেন। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষকরূপে কাজ করেন এবং ১৯২১ খ্রী· হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আমন্ত্রণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এখানে ৩০ বছর অধ্যাপনার পর তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় বিভাগীয় প্রধানরূপে যোগ দেন। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদাবলী-বিষয়ে গবেষণার জন্য প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট হন। চর্যাপদ যে সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় রচিত তা তিনিই প্রথম প্রমাণিত করেন এবং তার ধর্মতত্ত্ব নিয়ে তিনিই প্রথম আলোচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও চণ্ডীদাস সমস্যা সম্পর্কে তাঁর মতামত পণ্ডিতজনগ্রাহ্য। বাংলা লোকসাহিত্যের প্রতি বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। বহু ছোট গল্প ও কবিতা রচনা করেন। তাঁর ছোট গল্পের সঙ্কলন : 'রকমারী'। সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', 'বঙ্গভূমি' ও 'Peace'। প্রকৃতপক্ষে যে ভাষা আন্দোলনের জন্য স্বাধীন 'বাঙলাদেশে'র জন্ম তার প্রথম ও প্রধান উদ্গাতা ছিলেন তিনি। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'বাংলা সাহিত্যের কথা', 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ', 'শেষ নবীর সন্ধানে', 'ইকবাল', 'ওমর খৈয়াম' প্রভৃতি। 'বিদ্যাপতি-শতক' তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ। [৩, ১৭]

শান্ত রক্ষিত। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিব্বতের রাজা Sron-btsan-sgampo যে দুই জন বাঙালী পণ্ডিতকে তাঁর রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য নিয়ে যান, শান্ত রক্ষিত তাঁদের অন্যতর। তিনি নালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিব্বতীয়েরা তাঁকে আচার্য 'বোধিসত্ব' নামে সম্বোধন করতেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম-সম্প্রদায়ের নৈতিক চরিত্র সংশোধনের জন্য ও তাঁদের জীবনে সংযম শিক্ষা দেবার জন্য নিয়মাদি প্রণয়ন করেন। তিনি মাধ্যমিক মতবাদী বৌদ্ধ আচার্য গৌড়পাদের গ্রন্থ থেকে একাধিক শ্লোক উদ্ধার করে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিব্বতীয় একটি গ্রন্থে তাঁর পরিচয়—তিনি সাহোর রাজপরিবারের সন্তান। ঐতিহাসিকগণ সাহোরকে বাঙলার কোন একটি রাজ্য মনে করেন। তিনি প্রথমে নেপাল এবং সেখান থেকে তিব্বতে যান। তিনি এবং তাঁর সহকর্মী পদ্মসম্ভব দুই জনে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সম্মানার্থে তিব্বতের রাজা লাসায় একটি বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করেছিলেন। বিখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থ 'তত্ত্বসংগ্রহ', 'মধ্যমকালঙ্কার-কারিকা' ও তার বৃত্তি এবং 'সত্যদ্বয়বিভঙ্গপঞ্জিকা' নামে মহাযানী গ্রন্থগুলির তিনি রচয়িতা। [১৯, ৬৭]

শান্তশীলা পালিত (২১·৫·১২৮৯ - ৮·৫·১৩৫৮ ব·)। পৈতৃক নিবাস গোদা গোবিন্দবাটি—কালনা, বর্ধমান। প্রসন্নকুমার বসু। স্বামী শরৎচন্দ্র পালিতের মৃত্যুর পর অসহযোগ আন্দোলনে ও 'অভয় আশ্রমে' সংগঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর শ্বশুরের জমিতে তিনিই প্রথম অভয় আশ্রম স্থাপন করতে দেন। কর্মের মাধ্যমে কুমিল্লায় জননেত্রীরূপে পরিচিত হন। সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করে কারারুদ্ধ থাকেন। মুক্তির পরেও দেশসেবায় অবিচল থাকায় সরকার তাঁর বাড়ি দখল করে। এই সময় তিনি পুত্রদের নিয়ে বাঁকুড়ায় চলে যান। গান্ধীজীর খুব কাছের এই মানুষটি তাঁর ত্যাগ ও সংগঠন প্রতিভার জন্য বাঁকুড়াতে গোবিন্দ প্রসাদ সিংহের পরই শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। তাঁর পুত্র পঞ্চানন কারাগারে অমানুষিক অত্যাচারে মারা যান। ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ বসু তাঁর ভ্রাতা। [১০]

শান্তা দেবী (২৯·৪·১৮৯৩ - ৩০·৫·১৯৮৪) কলিকাতা। প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সমাজ সংস্কারক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। আদিনিবাস বাঁকুড়া। শান্তাদেবী ও তাঁর কনিষ্ঠা ভগিনী সীতাদেবীর রচনা এককালে বাঙলাদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে আলোড়ন তুলেছিল। ১৮৯৫ - ১৯০৮ খ্রী· পিতার কর্মস্থল এলাহাবাদে কাটে। শিক্ষা শুরু পিতৃবন্ধু নেপালচন্দ্র ও ইন্দুভূষণ রায়ের কাছে। ব্রাহ্মসমাজ নেতা পিতার গৃহে উদার স্বাধীনতা এবং 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক পরিবেশের মধ্যে বড় হয়ে ওঠেন। কলিকাতায় ফিরে দুই ভগিনী বেথুন স্কুলে ভর্তি হন। ঐ কলেজ থেকেই ১৯১৪ খ্রী· তিনি মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়ে বি·এ· পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ্মাবতী স্বর্ণপদক লাভ করেন। বাংলা, ইংরেজী, হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় এবং অর্থনীতি ও অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কলেজে পড়ার সময় ১৯১২ খ্রী· দুই ভগিনী মিলে শ্রীশচন্দ্র বসুর Folk Tales of Hindusthan গ্রন্থটি 'হিন্দুস্থানী উপকথা' নামে অনুবাদ করে খ্যাতি অর্জন করেন। বইটির চিত্তাকর্ষক ছবিগুলি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর আঁকা। সংযুক্তা দেবী ছদ্মনামে ১৯১৮ খ্রী· তাঁদের রচিত প্রথম উপন্যাস 'উদ্যানলতা'য় কলিকাতায় নারী জাগরণের প্রথম উন্মেষের ছবি ফুটে উঠেছে। 'The Garden Creeper' নামে এটি অনূদিত হয়েছে। ১৯১৯ খ্রী· তাঁদের ছোটগল্প সংকলনের ইংরেজী অনুবাদ 'Tales of Bengal' অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস প্রকাশ করে। ১৯১৭ খ্রী· থেকে দুবছর শান্তিনিকেতনে থাকাকালে নন্দলাল বসুর কাছে অঙ্কন শিক্ষা করেছেন। দেশে বিদেশে তাঁর আঁকা ছবির প্রদর্শনী হয়েছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কালিদাস নাগের সঙ্গে ১৯২৫ খ্রী· তাঁর বিবাহ হয়। স্বামীর সঙ্গে বহুদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার বিষয় 'প্রবাসী' পত্রিকায় লিখেছেন, যেমন 'মহেঞ্জোদড়োর কথা', 'জাপানের ডায়রী' প্রভৃতি। আমেরিকা প্রবাসে তিনি মিনেসোটার ম্যাকালেস্টর কলেজে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন (১৯৫২ - ৫৩)। 'প্রবাসীর সম্পাদকীয় বিভাগে নানা দায়িত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। 'ভারত মুক্তিসাধক রামানন্দ ও অর্ধ শতাব্দীর বাংলা' গ্রন্থটির জন্য তিনি ১৯৪৯ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক লাভ করেন। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: উপন্যাস—'জীবনদোলা', 'চিরন্তনী', 'দুহিতা', 'অলখঝোরা; গল্পসংকলন—'উষসী', 'সিঁথির সিঁদুর', 'বধূবরণ', 'দেয়ালের আড়াল', 'পঞ্চদশী'; শিশু সাহিত্য—'সাত রাজার ধন', 'হুক্কাহুয়া', 'কেমন জব্দ'। ভ্রাতার মৃত্যুর পরে লেখা তাঁর 'শোক ও সান্ত্বনা' বইটি মৃত্যুচিন্তার এক অসাধারণ দলিল। 'পূর্বস্মৃতি' তাঁর স্মৃতিগ্রন্থ। [১৭৪]

শান্তি গুপ্তা। ১৯৩০ খ্রী· থেকে ১৯৬০ খ্রী· পর্যন্ত বহু নাটক ও চলচ্চিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেন। অশোক নাটকে 'তিষ্যরক্ষিতা'র ভূমিকায় তাঁর অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ নাটকেই তিনি নায়িকা হিসাবে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করেছেন। [১৬]

শান্তিপদ চক্রবর্তী (? - ১৯৪৩) কাট্টলী—চট্টগ্রাম। পূরণচন্দ্র। স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় ১৯৩০ খ্রী· পিকেটিং করে গোরা সার্জেন্ট কর্তৃক বেত্রাহত হন। পরে চট্টগ্রাম যুব বিপ্লবী দলে যোগ দেন। প্রীতিলতার নেতৃত্বে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন। মাস্টারদার গ্রেপ্তারের সময় বুকের ডানদিকে গুলি লাগা সত্ত্বেও বাঁ হাতে গুলি চালিয়ে বেষ্টনী ভেদ করেন। কয়েকমাস পরে ১৯৩৪ খ্রী· তিনি ধরা পড়েন। অস্ত্র আইনে ৮ বছর আন্দামানে দ্বীপান্তর দণ্ড ভোগ করেন। মুক্তির পর ভগ্ন স্বাস্থ্য হেতু চট্টগ্রাম হাসপাতালে ভর্তি হন এবং সেখানেই মারা যান। [৪২, ৯৬]

শান্তি বর্ধন (১৯১৬ - ১৯৫৪) বিরামপুর—ত্রিপুরা। উকিল পিতার কর্মক্ষেত্র কুমিল্লা শহরে জন্ম। ছাত্রাবস্থাতে নাচ শেখার উৎসাহ জাগে। ১৯৪৭ খ্রী· দেশ-বিভাগের পর কলিকাতায় এসে এক সঙ্গীত বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে আধুনিক নৃত্য শেখেন। এ সময়েই ত্রিপুরার নৃত্যশিল্পী মণি বর্ধনের কাছে শিক্ষার্থী হয়ে 'কথাকলি' নৃত্যশিক্ষা করেন। পরে ত্রিপুরারই মণিশঙ্কর ভট্টাচার্যের কাছে শেখেন ভারতনাট্যম্, কথক, মণিপুরী ও লোকনৃত্য। মণিপুরী নৃত্য আয়ত্ত করতে মণিপুরে যান। আলমোড়ায় উদয়শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান কালচারাল সেন্টার'-এ তিনি শিক্ষকরূপে যোগ দেন। পরে ভারতের নানা অংশের লোকগীতিকে ভিত্তি করে নৃত্য-সৃষ্টি করেন এবং বোম্বের অন্ধেরী অঞ্চলে নিজস্ব নৃত্যানুশীলন-কেন্দ্র গড়ে তোলেন। বোম্বের I.P.T.A. (Indian People's Theatre Association)-এর সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল। চাকরিজীবী হলেও নৃত্যশিক্ষকের কাজ ত্যাগ করেন নি। তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস' ভিত্তি করে তিনি 'কাঠপুতুলি নৃত্য' সৃষ্টি করেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর 'Discovery of India' পুস্তক অবলম্বনে রচিত তাঁর নৃত্যকর্ম ১৯৪৮ খ্রী· স্বাধীনতা উৎসবে দিল্লীতে প্রদর্শিত হলে উচ্চপ্রশংসা পায়। বোম্বেতে ১৯৫২ খ্রী· 'লিটল ব্যালে ট্রুপ' প্রতিষ্ঠা করেন। নৃত্যশিল্পী গুণা বর্ধন তাঁর স্ত্রী। রচিত পুস্তক: 'নৃত্যবিজ্ঞান'। [১৭৮]

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২০ - ১২·৭·১৯৭২) বগুড়া। আদি নিবাস ঢাকা। ১৯৪০ খ্রী· কলিকতা স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। 'সওগাত' পত্রিকায় সাংবাদিকরূপে কাজ করেন। মুসলমান সমাজে প্রগতিশীল ভাবলোক রচনায় পত্রিকাটির দান অপরিসীম। পরে 'স্বরাজ', 'পশ্চিমবঙ্গ' এবং 'সত্যযুগ' পত্রিকায় সহ-সম্পাদকরূপে কাজ করেন। ১৯৫৪ খ্রী· 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় যোগ দেন এবং আমৃত্যু সহ-সম্পাদক ছিলেন। কবিতা রচনা দিয়ে সাহিত্য-সাধনা শুরু করলেও তিনি গল্প ও উপন্যাস-লেখক হিসাবেই পাঠক-মহলে সুপরিচিত হন। কয়েকটি বিদেশী গ্রন্থেরও বঙ্গানুবাদ করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ:

'প্রেম-ভালোবাসা ইত্যাদি', 'রাম ও রহিম', 'তিমিরাভিসার', 'সুসমাচার', 'নিকষিত হেম', 'মিশ্ররাগিণী', 'আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য', 'করুণা করো না', 'প্রিয়তমাসু', 'গোধূলির গান', 'অন্তর্জ্বালা', 'রাজসূয়', 'সেই আশ্চর্য রাত' প্রভৃতি। একসময় তিনি 'অভিবাদন' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। [১৬, ১৭]

শান্তিরঞ্জন সোম (১৯০৬ - ৮.২.১৯৮০) হাজরা—মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা। যোগেন্দ্রনাথ। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে সরকারী স্কুল ছেড়ে জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই সময়ে বেআইনী বিজ্ঞপ্তি বিলি করার জন্য গ্রেপ্তার হন। ১৯২২ খ্রী· মুক্তি পাবার পর কর্মী হিসাবে অভয় আশ্রমে যোগ দেন। ১৯২৯ খ্রী· জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়ের বিপ্লবী গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হন। পরে অন্যান্য বিপ্লবী দলের সঙ্গেও সহযোগিতা করেন। ১৯৩১ খ্রী· ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডুর্নোকে হত্যার ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার অভিযোগে কারারুদ্ধ হন। হিজলী বন্দী শিবিরে থাকাকালে কমিউনিস্ট কন্‌সলিডেশনে যোগ দেন। ১৯৩৭ খ্রী· মুক্ত হয়ে ১৯৪১ খ্রী· পর্যন্ত কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকেন। এসময় একবার ৬ মাসের জন্য কারাবাসও করেন। দেশ-বিভাগের পর গ্রেপ্তার এড়াতে ভারতে চলে আসেন। কলিকাতাতে থাকতেন। [১০৭]

শামসুদ্দীন, ডা· (? - ৯.৪.১৯৭১)। এই সেবাব্রতী ডাক্তার ১৯৪৬ খ্রী· হিন্দু-মুসলমানের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার মধ্যেও কলিকাতা ও বিহারে আহতদের সেবা করেছেন। ঢাকাতে রেসিডেন্ট সার্জেন থাকা কালে তাঁর উদ্যোগে 'পাকিস্তান অ্যাম্বুলেন্স কোর' গঠিত হয়। ১৯৫৮ খ্রী· গুটি বসন্তের প্রকোপে যখন ৬০ হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটে তিনি তখন ডাক্তার ও মেডিক্যাল ছাত্রদের নিয়ে মহামারীর প্রতিরোধে অভিযান চালান। পূর্ব-পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধের সময় হাসপাতালে তিনি মুক্তিবাহিনীর গেরিলা ইউনিটকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছেন। পাক সেনাবাহিনী হাসপাতাল এলাকা ঘিরে ফেলে ডাক্তার শামসুদ্দীন সহ আরও কয়েকজন কর্মচারীকে গুলি করে হত্যা করে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক ফজলে রাব্বি, ডা· আলীম চৌধুরী, ডা· জিকরুল হক এবং আরও অনেক ডাক্তার ও বুদ্ধিজীবী পাক বাহিনীর হাতে এই সময় নিহত হন। [১৫২]

শামসুল হুদা (১৮৯৮ - ২৭.৫.১৯৭৫) নোয়াখালী। মালবাহী জাহাজের ডেকের খালাসী হয়ে সানফ্রান্সিস্‌কো যাবার পথে অল্পদিনের জন্য সাংহাই থাকা কালে সেখানে গদর পার্টির সংস্পর্শে আসেন। পুলিসের তাড়া খেয়ে তিনি নিউ ইয়র্ক পালিয়ে যান। ১৯২৫ খ্রী· শিকাগোতে গিয়ে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। পরে সোভিয়েট ইউনিয়নে যান এবং সেখানে প্রাচ্য শ্রমজীবী বিশ্ববিদ্যালয়ে (University for the Toilers of the East) ভর্তি হন। ১৯২৮ খ্রী· ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে ৫ বছর কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯৩৪ খ্রী· মুক্তি পাবার পর থেকে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে আমৃত্যু কাজ করে যান। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সঙ্গে বহুদিন যুক্ত ছিলেন। দুই বার কর্পোরেশনের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। [১৬]

শামসুল হুদা, নবাব (১৮৬২ - ১৯২২) গোকর্ণ—ত্রিপুরা। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এম·এ· ও বি·এল· পাশ করে কিছুদিন কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজে অধ্যাপনার পর হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। এরপর বঙ্গীয় এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যরূপে কাজ করেন। কিছুদিন হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। ১৯২০ খ্রী· মন্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ডের সংস্কারবিধি প্রবর্তিত হলে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের প্রথম সভাপতি হন। কিছুকাল ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। ১৯১৩ খ্রী· 'নবাব' ও ১৯১৬ খ্রী· 'কে·সি·আই·ই' উপাধি পান। [২৫, ২৬]

শাহনুর সৈয়দ। সৈয়দপুর—শ্রীহট্ট। এই কবির রচিত 'নূর নাছিহত' নামক একটি সঙ্গীতগ্রন্থ আছে। পল্লীসঙ্গীত ছাড়াও তিনি বহু সারি গান রচনা করেছিলেন। [৭৭]

শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৪ - ১৯৫৩) পণ্ডিতগোল-বসিরহাট—চব্বিশ পরগনা। কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। রচিত গ্রন্থ: 'মৃদঙ্গ', 'চিত্রকূট', 'কল্পলেখা', 'রূপছন্দা' (কাব্য), 'পথের দেখা', 'রিক্তা' (উপন্যাস); 'সরফরাজ খাঁ', 'আনারকলি' (নাটক) প্রভৃতি। [৪]

শাহেদ সোহ্‌রাবর্দী (২৪.১০.১৮৯০ - ৩.৩.১৯৬৫) মেদিনীপুর। পিতা জাহেদ সোহ্‌রাবর্দী কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যবহারজীবী ও পরে বিচারপতি ছিলেন। তিনি ১৯১২ খ্রী· অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে স্নাতক হয়ে রাশিয়ায় যান এবং ১৯১৭ খ্রী· মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময়ে মস্কোর সুবিখ্যাত আর্ট থিয়েটারের অন্যতম শিল্প-নির্দেশক ছিলেন। ১৯২০ খ্রী· ইউরোপ ও আমেরিকার নানা দেশ ভ্রমণ করে প্যারিসে এসে ১৯৩১ খ্রী· পর্যন্ত সেখানে বাস করেন। প্যারিসে অবস্থিত জাতিসঙ্ঘ (লীগ অব নেশনস্‌) পরিচালিত আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি বিনিময় কেন্দ্রের ললিতকলা শাখার উপদেষ্টার পদে কিছুদিন কর্মরত ছিলেন। দেশে ফিরে ১৯৩২ খ্রী· থেকে ১৯৪৩ খ্রী· পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পকলা-বিষয়ক বাগীশ্বরী অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেন। এই সময়ের মধ্যে কিছুদিন তিনি ইসলামীয় সংস্কৃতির অধ্যাপকরূপে বিশ্বভারতীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৪৩ খ্রী· থেকে ১৯৪৭ খ্রী· অবিভক্ত বাঙলার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯৪৮ খ্রী· নবসৃষ্ট পাকিস্তানের রাজধানী করাচিতে চলে যান এবং সেখানের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হন। পরে এই সংস্থার সভাপতি-পদ লাভ করেন। ১৯৫২ খ্রী· তিনি আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যদেশীয়

শিল্পকলার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। স্পেন, মরক্কো, টুনিসিয়া প্রভৃতি দেশে রাষ্ট্রদূতের পদে নিযুক্ত থেকে ১৯৫৯ খ্রী· তিনি দেশে ফিরে করাচীতে অবসর-জীবন যাপন করেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বহু ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল। ইংরেজী ভাষায় কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। রচিত গ্রন্থ: 'Mussalman Culture', 'Mussalman Art in Spain' প্রভৃতি। অকৃতদার ছিলেন। স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে অবিভক্ত বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাবর্দী তাঁর অনুজ। [১৪৯]

শিবকালী মণ্ডল (১৯০৫ - ১৯৩০) কলিকাতা। আশুতোষ। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। পরে কুষ্টিয়ায় একটি যুব সংগঠন ও পাঠাগার গড়ে তোলেন। ১৯৩০ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হন। কৃষ্ণনগর জেলে মৃত্যু। [৪২]

শিবচন্দ্র দেব (২০·৭·১৮১১ - ১২·১১·১৮৯০) কোন্নগর—হুগলী। ব্রজকিশোর। ১৯২৫ খ্রী· হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। ডিরোজিওর শিষ্যদলের অন্যতম। উচ্চতর গণিতশাস্ত্রে জ্ঞান ছিল। সার্ভে বিভাগের কম্পিউটার হিসাবে কর্মজীবন শুরু করে ১৮৩৮ খ্রী· ডেপুটি কালেক্টররূপে সাবঅর্ডিনেট এক্‌জিকিউটিভ সার্ভিসে যোগ দেন এবং ১৮৬৩ খ্রী· অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৪৩ খ্রী· ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়ে ১৮৫০ খ্রী· নেতৃস্থানীয় হয়ে ওঠেন। ১৮৭৮ খ্রী· সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতা নির্বাচিত হন। স্ত্রী-শিক্ষা ব্যতীত সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয় ভেবে তিনি নিজ কন্যাদের বেথুন স্কুলে ভর্তি করান। ১৮৬০ খ্রী· নিজ বাড়িতেই বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কোন্নগর ইংরেজী ও ভার্নাকুলার বিদ্যালয়ের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। রচিত গ্রন্থ: 'শিশুপালন' ও 'অধ্যাত্মবিজ্ঞান'। 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা-কমিটির কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। 'কোন্নগর হিতসাধিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর উদ্যোগে রেল স্টেশন স্থাপিত হয়। ১৮৫৮ খ্রী· একটি সাধারণ পাঠাগার এবং ১৮৬৮ খ্রী· একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টার ফল। শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার (১৮৬৫ - ১৮৭৮) ও 'জ্ঞানান্বেষণ সমিতি'র উৎসাহী সদস্য ছিলেন। [৩, ৮]

শিবচন্দ্র নন্দী, রায়বাহাদুর (জুন ১৮২৪ - ৯·৪·১৯০৩) কলিকাতা। প্রথম ভারতীয় ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। উচ্চশিক্ষা না পেলেও ইংরেজী শিখে টাকশালে কেরানীর চাকরিতে প্রবেশ করেন। ২৬ বছর বয়সে ভারতবর্ষে টেলিগ্রাফ যন্ত্র প্রতিষ্ঠার ভারপ্রাপ্ত উইলিয়ম ও' শৌনেসি ব্রুকের সহকারী নিযুক্ত হয়ে বিভিন্ন গ্রন্থাদি পাঠ করে টেলিগ্রাফের কাজে দক্ষতা অর্জন করেন। ১৮৫২ খ্রী· কলিকাতা থেকে ডায়মন্ড হারবার পর্যন্ত পরীক্ষামূলক প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন প্রতিষ্ঠার ভারপ্রাপ্ত হয়ে সফলকাম হন এবং এই সময় বড়লাট লর্ড ডালহৌসি স্বয়ং সাঙ্কেতিক ধ্বনি দ্বারা তাঁকে অভিনন্দিত করেন। এরপর তিনি টেলিগ্রাফ বিভাগের ইন্সপেক্টর-ইন-চার্জ এবং কিছুদিন সর্বময় কর্তা ছিলেন। ঢাকা পর্যন্ত টেলিগ্রাফ লাইন বিস্তারের উদ্দেশ্যে জীবন বিপন্ন করে জেলে ডিঙি নিয়ে পদ্মায় ৭ মাইল কেবল্ বসাবার দায়িত্ব নেন এবং মাটির নীচ থেকে লাইন তোলবার জন্য তালগাছের খুঁটি ব্যবহারের নক্‌শা দিয়েছিলেন। ১৮৫২ - ৫৬ খ্রী· কলিকাতা থেকে বরাকর, এলাহাবাদ, বারাণসী ও বারাণসী থেকে মীরজাপুর পর্যন্ত টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন করেন। ১৮৮৪ খ্রী· অবসর-গ্রহণ করেন। [৪]

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব (১৮৬০ - ২৫·৩·১৯১৩) কুমারখালি—কুষ্টিয়া। প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক পণ্ডিত। স্বগ্রামের কৃষ্ণনাথ শিরোমণির কাছে বিদ্যাশিক্ষা করেন। তন্ত্রমহিমায় কাশীবাসীদের মুগ্ধ করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত রচনা: 'চণ্ডীতত্ত্ব'। অপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'রাসলীলা' (বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা), 'গীতাঞ্জলি' (স্বরচিত শাক্তসঙ্গীতের সঙ্কলন), 'গঙ্গেশ' (নাটক), 'তন্ত্রতত্ত্ব', 'কর্তা ও মন', 'স্বভাব ও অভাব', 'মা', 'দুর্গোৎসব' প্রভৃতি। 'শৈবী' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যর জন উডরফ তাঁর শিষ্যদের অন্যতম ছিলেন। উডরফ তাঁর লেখা 'তন্ত্রতত্ত্ব' গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করে 'প্রিন্সিপল্‌স অফ তন্ত্র' নামে প্রচার করেন। [৩, ৪, ২৫, ২৬]

শিবচন্দ্র সার্বভৌম, মহামহোপাধ্যায় (ফাল্গুন ১২৫৪ - ১৩২৬ ব·) ভাটপাড়া—চব্বিশ পরগনা। রঘুমণি বিদ্যাভূষণ। পিতার নিকট ও পরে মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্নের নিকট নব্যন্যায় পাঠ সমাপ্ত করে 'সার্বভৌম' উপাধি পান। ১৬ বছর বয়সে তিনি 'পাণ্ডবচরিত্রম্' নামে একখানি সংস্কৃত নাটক রচনা করেন। নিজ গৃহে ন্যায়শাস্ত্রের চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনায় ব্রতী হন। বহু ছাত্রকে গৃহে আহার ও বাসস্থান দিয়ে তিনি শিক্ষা দান করেছেন। কয়েক বৎসর পর মূলাজোড় কলেজের অধ্যক্ষ পদ লাভ করে আমৃত্যু ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তিনি বঙ্গদেশে নব্যন্যায়ের চর্চা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। তিনি 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি'র নূতন সংস্কৃত টীকা রচনা করেছিলেন। ১৯০৩ খ্রী· 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। [৯০, ১৩০]

শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত (১৭৯৭? - ১৮৭১?) বৈদ্য-বেলঘরিয়া—রাজশাহী। রামকিশোর তর্কালঙ্কার। ১৭ বছর বয়সে নিজ গ্রামে চতুষ্পাঠী খুলে অধ্যাপনা শুরু করেন। পাণ্ডিত্যের জন্য বহু দূর থেকে ছাত্ররা পড়তে আসত। পরে অধ্যাপনা ছেড়ে বারাণসীতে গিয়ে তৎকালের সর্বপ্রধান পণ্ডিত কাকারাম শাস্ত্রীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, বেদান্ত ও জ্যোতিষাদি শাস্ত্র স্বহস্তে লিখে অধ্যয়ন করতে থাকেন। পাঠ শেষ করে স্বগ্রামে পুনরায় চতুষ্পাঠী খোলেন। তিনি অর্জিত সমস্ত অর্থই ছাত্রদের জন্য ব্যয় করতেন। কথিত আছে, একসময় রাধাকান্তদেব কোনও বিষয়ে প্রমাণ সংগ্রহার্থে বাঙলার পণ্ডিতমণ্ডলীর শরণাপন্ন হন, কিন্তু শিবচন্দ্র ছাড়া আর কেউই প্রমাণ সংগ্রহ করে দিতে

পারেন নি। তাঁর রচিত বহু সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। তার মধ্যে ১৭টি মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্য এবং ১৭টি দর্শনাদি-বিষয়ক। [২, ৪]

শিবদাস ঘোষ (১৯২১ - ৫·৮·১৯৭৬) সুভদ্যা—ঢাকা। হরেন্দ্রনারায়ণ। নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৩ বছর বয়সে অনুশীলন সমিতির ডাকে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হন। প্রথম জীবনে মানবেন্দ্র রায়ের পাণ্ডিত্য তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। ১৯৪০ খ্রী· নবগঠিত আর-এস-পি· দলের সঙ্গে প্রথম থেকে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪২ খ্রী· আগস্ট আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই সময় আত্মগোপনকালে তিনি গ্রেপ্তার হয়ে ৩ বছর জেলে আটক থাকেন। ১৯৪৮ খ্রী· আর-এস-পি--র কিছু কর্মী নিয়ে নূতন দল 'ভারতের স্যোশালিস্ট ইউনিটি সেন্টার' (S.U.C.I.) গঠন করেন। রচিত পুস্তিকা : 'কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এস·ইউ·সি·', 'চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব', 'ভারতের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও আমাদের কর্তব্য', 'চাষী আন্দোলন প্রসঙ্গে', 'কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী স্মরণে' প্রভৃতি। [৮২]

শিবদাস ভাদুড়ী (১৮৮৫ - ১৯৩২)। ১৯১১ খ্রী· মোহনবাগান ক্লাব তাঁর অধিনায়কত্বে ঈস্ট ইয়র্ক দলকে ২-১ গোলে পরাজিত করে প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে আই·এফ·এ· শীল্ড পায় ও ফুটবলের ইতিহাসে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করে। এছাড়া তাঁর অধিনায়কত্বে মিলিটারী মেডিক্যাল, ওয়াই-এম-সি-এ-, চৌরঙ্গী মেজারার্স্ প্রভৃতি দল পরাজিত হয়। সাধারণত লেফ্‌ট লাইনে খেলতেন। তিনি পশুচিকিৎসক হিসাবে ভেটারিনারি কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [৩, ৭]

শিবনাথ ঘোষ। ১৮৪০ খ্রী· খুলনার নীলকর রেনীর বিরুদ্ধে নীলচাষী ও স্থানীয় জমিদার এবং তালুকদারদের মিলিত সংগ্রামে তিনি নেতৃত্ব দান করেন। [৫৬]

শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়[১] (১৮৯৯ - ২০·৬·১৯৭২) গঙ্গাটিকুরী—বর্ধমান। অতীন্দ্রনাথ। রসসাহিত্যিক ও বর্ধমানের প্রখ্যাত আইনবিদ্ ইন্দ্রনাথ তাঁর পিতামহ। ১৯২৭ খ্রী· বি-এল· পাশ করে কিছুদিন কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করেন। পরে তিনি পল্লী বাঙলার উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে ওকালতি ছেড়ে স্বগ্রামে এসে বসবাস করতে থাকেন। তিনি ৩২ বছর কাটোয়ার প্রথম শ্রেণীর অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। জেলার বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। ১৯৪৩ খ্রী· দারুণ দুর্ভিক্ষের সময় গঙ্গাটিকুরীতে লঙ্গরখানা খুলে আর্ত দরিদ্রের সেবা করেন। ১৯৬১ খ্রী· তাঁর আহ্বানে গঙ্গাটিকুরী গ্রামে 'ইন্দ্রালয় প্রাঙ্গণে' বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে পিতার নামে তিনি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। [১৪৯]

শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়[২] (১১·৭·১৮৯৭ - ১৬·১২·১৯৮২) ব্রাহ্মণরাংদিয়া—খুলনা। দ্বারকানাথ। স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা এবং প্রথম সোশ্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সদস্য। বাল্যকালেই হুগলী জেলায় চলে আসেন। সেখানে মহসীন কলেজে পড়েন। গণিত বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এস-সি-। ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী যুগান্তর দলে যোগ দেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সোভিয়েত সাহায্য পাবার উদ্দেশ্যে ১৯২১ খ্রী· পায়ে হেঁটে আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের পথে যাত্রা করেন। মস্কোতে লেনিনের মরদেহ নিয়ে শোক মিছিল বার হবার দিনটিতে (২১·১·১৯২৪) তিনি সেখানে পৌঁছান এবং মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। আফগানিস্তানে থাকা কালে সেখানে হাবিবিয়া কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করেছেন। সে সময় আফগানিস্তানের রাজা আমানুল্লার মাধ্যমে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। কাবুলে তিনি এক অস্থায়ী ভারত সরকার গঠন করেন। সম্ভবত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে এটিই ছিল প্রথম 'স্বাধীন ভারত সরকার'। মস্কোতে বলশেভিক পার্টির তদানীন্তন প্রায় সব নেতার সংস্পর্শে আসেন। কিছুদিন মস্কোর টয়লার্স ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করেছেন। অক্টোবর ১৯২৪ খ্রী· লন্ডনে যাবার পথে পূর্ব ইউরোপের অনেক অঞ্চল ভ্রমণ করেন। লন্ডনে পৌঁছে ভারতে ফেরার পাশপোর্ট না পেয়ে আটকে যান। এ সময় ইংলন্ডপ্রবাসী ভারতীয় সাপুরজী সাকলাতওয়ালার নির্বাচনে অভিযান সংগঠন করেন। সাকলাতওয়ালা জয়লাভ করে হাউস অফ কমন্স-এর সদস্য হন। মি· এটলির চেষ্টায় ১৯২৫ খ্রী· ভারতে ফিরতে পারেন। ১৯২৯ খ্রী· লিলুয়ায় রেলওয়ে ধর্মঘট পরিচালনা করেন। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকে অন্যতম আসামী বলে অভিযুক্ত করা হয়। ১৯৩৫ খ্রী· কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি গঠিত হলে তিনি তাতে যোগ দেন। ১৯৩৭ খ্রী· চটকল শ্রমিক ধর্মঘটের নেতৃত্ব দেন। ১৯৩৭ - ৫২ খ্রী· বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক আইন পরিষদের সদস্য, অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন ও হিন্দ মজদুর সভার সভাপতি, ক্যালকাটা ট্রাম ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ও বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের প্রথম সম্পাদক, রেলওয়ে মেনস্ ফেডারেশন এবং রেলওয়ে মেনস্ ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে প্রায় ১০ বছর কারাবাস করেছেন। ১৯৭৫ খ্রী· রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে হাওড়া কুষ্ঠকুটীর ও বিভিন্ন ত্রাণ সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ১৯৫৪ খ্রী· সরকারী আমন্ত্রণে চীন ভ্রমণ করেন। আফগানিস্তানের অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁর লেখা পুস্তিকা 'স্মৃতি-বিস্মৃতি'। [১৬]

শিবনাথ শাস্ত্রী (৩১·১·১৮৪৭ - ৩০·৯·১৯১৯) মজিলপুর—চব্বিশ পরগনা। হরানন্দ ভট্টাচার্য। চাংড়িপোতা গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম। সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল ও সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা। ১৮৭২ খ্রী· সংস্কৃতে এম·এ· পাশ করে শাস্ত্রী উপাধি পান। ছাত্রাবস্থায় সামাজিক সংস্কারমূলক আন্দোলন ও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য তাঁর পাঠ্যজীবন বাধাপ্রাপ্ত হয়। অবশ্য পিতার বিরাগভাজন হলেও মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। ১৮৭৩ - ৭৪

খ্রী· মাতুলের বিখ্যাত 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা সম্পাদনা করতেন এবং হরিনাভির স্কুলটিও তিনিই দেখতেন। এসময়ে স্বাস্থ্যের কারণে দ্বারকানাথ কাশীতে বাস করতেন। ১৮৭৪ খ্রী· তিনি ভবানীপুরের সাউথ সুবার্বন স্কুলে হেডমাস্টার পদে যোগ দেন। ১৮৭৬ খ্রী· হেয়ার স্কুলে সংস্কৃত শিক্ষকরূপে আসেন, কিন্তু সরকারী চাকরির প্রতি বিরাগবশত ও ব্রাহ্মসমাজের কাজের জন্য ১৮৭৮ খ্রী· পদত্যাগ করেন। তাঁর প্রধান পরিচয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা নেতারূপে। গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হলেও হিন্দুদের মধ্যে সেকালে প্রচলিত কুসংস্কার ও অর্থহীন আচার-আচরণের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মায়। ১৮৬৫ খ্রী· থেকেই ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে যাতায়াত করতেন এবং সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে এবং বিধবাবিবাহের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তাঁর 'আত্মচরিত' পুস্তকে ১৮৬৮ খ্রী· তাঁরই উৎসাহে সম্পাদিত বিপত্নীক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ও বিধবা মহালক্ষ্মীর বিবাহের বিষয় বর্ণিত আছে। এই বিবাহের প্রায় সব খরচ বিদ্যাসাগর মহাশয় বহন করেন। এই উপলক্ষে পিতার ক্রোধ সত্ত্বেও সমাজে নবদম্পতিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি বহু দুর্যোগ মাথা পেতে নেন এবং উপেন দাসের সঙ্গে নবকৃষ্ণ বসুর বিধবা কন্যার বিবাহেও সাহায্য করেন। ২২·৮·১৮৬৯ খ্রী· আনন্দমোহন বসু প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশ করেন। তখন কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন তাঁদের নেতা। উপবীত ও মূর্তিপূজার সঙ্গে এখানেই তাঁর ইতি ঘটে। ফলে পিতা কর্তৃক বিতাড়িত হন। কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে 'Indian Reforms Association'-এ যোগ দেন। এ সভার বহুবিধ কর্মতালিকা ছিল, যথা: মদ্যপান নিবারণ এবং শিক্ষা, সুলভ সাহিত্য ও কারিগরী বিদ্যার প্রচার। তিনি 'মদ না গরল' নামে মাসিক পত্রিকা প্রচার করেন। নারী-মুক্তি আন্দোলনেও তিনি কেশবচন্দ্রের সহযোগী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের বলিষ্ঠ আন্দোলনের ফলেই ১৮৭২ খ্রী· আইনে মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স-সীমা চোদ্দ বছর নির্ধারিত হয়। ক্রমে মহিলাদের উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যে আন্দোলন শুরু করেন তাতেই কেশবচন্দ্রের বিরোধিতার জন্য তাঁদের মধ্যে দ্বিমত শুরু হয়। শিবনাথ প্রমুখেরা কেশবচন্দ্রকে অগ্রাহ্য করে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় বা বঙ্গ-মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি স্বীয় কন্যা হেমলতাকে এখানে ভর্তি করান। ১৮৭৭ খ্রী· ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন তরুণকে নিয়ে একটি বৈপ্লবিক সমিতি গঠন করেন। সমিতির কার্যসূচীতে জাতীয়তামূলক ও সমাজ-সংস্কারমূলক শিক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পরিকল্পনা ছিল। তাঁর গুপ্ত সমিতিতে আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর রচিত 'যুগান্তর' নামে সামাজিক উপন্যাস থেকে 'যুগান্তর' পত্রিকার (১৯০৭) নামকরণ হয়। তাঁদের অন্যান্য অঙ্গীকার ছিল—জাতিভেদ অস্বীকার, সরকারী চাকরি অস্বীকার, সমাজে নারী-পুরুষের সমানাধিকার স্বীকার ইত্যাদি। অশ্বারোহণ ও বন্দুক-চালনা শিক্ষা তাঁদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই কর্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি হেয়ার স্কুলের শিক্ষকতা ত্যাগ করেন। ১৮৭৮ খ্রী· কেশবচন্দ্রের অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজে ভাঙ্গন ধরে এবং তাঁর নেতৃত্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা হয়। এখন থেকে তিনি সমাজ-সংস্কারে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। তিনি ধর্মপ্রচার ছাড়াও সারা ভারতে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংহতি এবং সাম্যের কথাও প্রচার করেন। মাদ্রাজ ভ্রমণের সময়ে সেদেশের জাতিভেদ ও ছুঁৎমার্গকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। শিক্ষাপ্রসারের জন্য আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একযোগে সিটি স্কুল (১৮৭৯) স্থাপন করেন। এই বছরেই 'স্টুডেন্টস্ সোসাইটি' নামে একটি গণতান্ত্রিক ছাত্র প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন একটি জমিদার-কবলিত প্রতিষ্ঠান ব'লে ২৬·৭·১৮৭৬ খ্রী· ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন নামে মুখ্যত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠায় তিনি উদ্যোগী ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে 'সখা' নামে কিশোরদের জন্য ভারতের প্রথম মাসিক পত্রিকা তাঁর উৎসাহে প্রকাশিত হয় (১৮৮৩)। ১৮৯৫ খ্রী· প্রকাশিত 'মুকুল' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৮৮ খ্রী· তিনি ছয় মাসের জন্য বিলাত ভ্রমণে যান। ইংরেজ চরিত্রের নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ লক্ষ্য করে স্বপ্রতিষ্ঠিত 'সাধনাশ্রমে' সেই নিয়ম প্রবর্তন করেন। কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকরূপে তাঁর রচনার সংখ্যা অনেক। 'আত্মচরিত' এবং 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' আজও গবেষকদের কাছে অতি মূল্যবান তথ্যমূলক পুস্তক। বাংলা প্রবন্ধকাররূপে তাঁর খ্যাতি সর্বাধিক। রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'নির্বাসিতের বিলাপ', 'নয়নতারা', 'বিধবার ছেলে', 'রামমোহন রায়', 'হিমাদ্রিকুসুম' (কাব্য), 'ধর্মজীবন', 'History of the Brahmo Samaj', 'Men I have seen' প্রভৃতি। তাঁর 'মেজ বৌ' উপন্যাসটির ইংরেজী অনুবাদ ইংল্যান্ডের Indian National Journal-এ প্রকাশিত হয়েছিল (১৮৮২)। [৩, ৮, ১৭, ২৬, ২৮, ৫৪]

শিবনাথ সাহা। জানিপুর—নদীয়া। এককালে মনোহরশাহী কীর্তন গানে তিনি ঐ অঞ্চল মাতিয়ে তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সদলবলে কলিকাতা ঠাকুর ভবনে এনেছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও জগদীশ বসুর গৃহে এবং নাটোর ও পাইকপাড়া রাজবাড়িতে কীর্তন গেয়ে তিনি কলিকাতাবাসী অভিজাতবর্গকে মুগ্ধ করেন। [৩০]

শিবপদ সেন, ড· (আগস্ট ১৯১৪ - ৯·৬·১৯৭৯) উলিপুর—কুষ্টিয়া, নদীয়া। লন্ডন স্কুল অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ থেকে ১৯৩৮ খ্রী· ইতিহাসে অনার্স নিয়ে পাশ করেন। ১৯৩৯ খ্রী· বগুড়া কলেজে তাঁর

শিক্ষক-জীবনের শুরু। পরে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি·ফিল· ও ডি·লিট· উপাধিপ্রাপ্ত ছিলেন। ১৯৬১ খ্রী· সিঙ্গাপুরে ও ১৯৬৪ খ্রী· হংকঙে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেন। বহু বছর ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সভ্য ও তিন বছর তার সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯৭৩ খ্রী· এশিয়াটিক সোসাইটির যদুনাথ সরকার গোল্ড মেডেল' লাভ করেন। ১৯৬১ খ্রী· 'Institute of Historical Studies' স্থাপন করেন। ১৯৭২ খ্রী· থেকে অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে সচেষ্ট হন। এই সংস্থার পক্ষ থেকে 'The Quarterly Review of Historical Studies' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর উদ্যোগে সম্পাদিত 'The Dictionary of National Biography' (৪ খণ্ড) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য সম্পাদিত গ্রন্থ: 'Historians & Historiography in Modern India', 'Sources of the History of India' (২ খণ্ড), 'Social & Religious Reforms in 19th & 20th Centuies', 'The Sino-Indian Border Question' প্রভৃতি। [৮২]

শিবপ্রসাদ ভূঁইয়া (? - ২৮·৫·১৯৪৩) কালাপুঞ্জা—মেদিনীপুর। রাধাকৃষ্ণ। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় গ্রেপ্তার হয়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে মৃত্যু। [৪২]

শিবরতন মিত্র (১·১২·১২৭৮ - ২০·৯·১৩৪৫ ব·) বড়রা—বীরভূম। ঈশ্বরচন্দ্র। জেনারেল অ্যাসেমব্লীজ ও কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে বি·এ· পর্যন্ত পড়ে ১৮৯৭ খ্রী· সরকারী কর্মে প্রবেশ করেন। কলেজের ছাত্ররূপে বহু সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধ রচনা করতেন। রতন লাইব্রেরী ও বীরভূম সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা এবং বহু প্রাচীন পুথির সংগ্রহকর্তা। 'মানসী' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। জীবনী, ইতিহাস এবং শিশুপাঠ্য ও স্কুলপাঠ্য বিবিধ বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'দূর্বা', 'তপোবন', 'চিন্ময়ী', 'বঙ্গসাহিত্য', 'বীরভূমের ইতিবৃত্ত', 'সাঁওতালি উপকথা', 'Types of Early Bengali Prose', 'Easy Poems' প্রভৃতি। তা ছাড়া তিনি 'উজ্জ্বলচন্দ্রিকা', 'চণ্ডীদাস', 'বিদ্যাপতি', 'শকুন্তলা' প্রভৃতি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছিলেন। [৪, ২৫, ২৬]

শিবরাম চক্রবর্তী (১৩·১২·১৯০৩ - ২৮·৮·১৯৮০) পৈতৃক নিবাস—জরুরবাকলা-মুর্শিদাবাদ। জন্ম কলিকাতায় মাতুলালয়ে। প্রথমে পাহাড়পুরে পরে কৈশোর অতিবাহিত হয় মালদহের চাঁচলে। পিতা শিবপ্রসাদ আধ্যাত্মিক স্বভাবের ঘর-পালানো মানুষ ছিলেন। কথার পিঠে কথা চাপিয়ে 'পান' (Pun) করায় সিদ্ধহস্ত প্রখ্যাত সাহিত্যিক শিবরামের মধ্যে তাঁর পিতার স্বভাব অনেকখানিই বর্তেছিল। চাঁচল রাজবাড়ির লোক ছিলেন। তবে অল্পবয়সেই তিনি বাড়ির বন্ধন ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন থাকা খাওয়ার কোনো চিন্তা না করেই। 'বাড়ী থেকে পালিয়ে' তাঁর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। স্কুলের ছাত্রাবস্থায় স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে জেল খেটেছেন। স্বদেশী কাগজ মাথায় করে ফেরি করেছেন। স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। রাজনীতির উপর তাঁর লেখা গ্রন্থ 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী'। সাংবাদিকতা করেছেন। 'বিজলী' ও 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'যুগান্তর' নাম দিয়ে একটি পত্রিকাও চালিয়েছেন। লিখেছেন অম্লমধুর টিকাটিপ্পনীর 'ফিচার'। বসুমতীতে 'বাঁকা চোখে', 'রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় 'অল্পবিস্তর', 'বিসংবাদ' এবং দেশ পত্রিকায় 'আপনি কি হারাইতেছেন আপনি জানেন না' উল্লেখযোগ্য। প্রথম সাহিত্য-জীবনের শুরু কবি হিসাবে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মানুষ'। শিশু-সাহিত্যিক হিসাবেই সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর সৃষ্ট 'হর্ষবর্ধন-গোবর্ধন' দুই ভাই ও 'বিনি' চরিত্র বিশেষ স্মরণীয়। তাঁর গল্পে আছে হাসির ঘটনা, হাসির কথা। 'শিব্রাম চকরবর্তি'-র মত নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা বাংলা সাহিত্যে বিরল। অকৃতদার এই সাহিত্যিক ১৩৪নং মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের মেসবাড়িতে—'মুক্তারামের তক্তারামে শুক্তোরাম খেয়ে' আমৃত্যু ৬০ বছর কাটিয়ে দিয়েছেন। প্রায় দেড়শ খানা বই লিখেছেন। শরৎচন্দ্রের দেনাপাওনা উপন্যাসের নাট্যরূপ 'ষোড়শী' তাঁরই দেওয়া। 'যখন তারা কথা বলবে' তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা'। [১৬]

শিবরাম মাঝি (? - ৪·১·১৯৪৭) চিরিরবন্দর—দিনাজপুর। বাজিতপুর গ্রামের ক্ষেতমজুর সমিরুদ্দিন পুলিসের গুলিতে নিহত হলে সাঁওতাল যুবক শিবরাম তীরধনুকের সাহায্যে ঐ পুলিসকে হত্যা করেন। পরে তিনিও অন্য এক পুলিসের গুলিতে নিহত হন। ২০ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭ খ্রী· চিরিরবন্দর ও দিনাজপুরের খাঁপুর গ্রামে যশোদারাণী সরকার, কৌশল্যা কামারনীসহ ৩০ জন ঐ কৃষক আন্দোলনের সামিল হয়ে পুলিসের গুলিতে মারা যান। এই সময়ে দিনাজপুর ছাড়াও জলপাইগুড়ি, রংপুর, মালদহ, ময়মনসিংহ, চব্বিশ পরগনা, খুলনা ও হাওড়া জেলার অনেক কৃষক তেভাগা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে শহীদ হন। [১২৮]

শিবসুন্দর দেব, ড· (১৮·৮·১৯০৫ - ২৩·২·১৯৭৯) বারুইপুর—চব্বিশ পরগনা। পিতা ত্রৈলোক্যনাথ এদেশে লিথোগ্রাফীর কাজে অন্যতম অগ্রণী ছিলেন। ১৯২৬ খ্রী· ভূতত্ত্ববিজ্ঞান নিয়ে স্নাতক হন। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য পড়া ছেড়ে ধানবাদ স্কুল অব সায়েন্সে ডেমনস্ট্রেটরের কাজ নেন ও পরে লেকচারার হন। সেখানে সাত বছর কাজ করে মাতার মৃত্যুর পরে উচ্চশিক্ষার্থ ফ্রান্সে যান। সেখানে বিখ্যাত সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ উপাধি D.Sc. লাভ করেন ও ১৯৩৯ খ্রী· দেশে ফিরে আসেন। ১৯৪১ খ্রী· শিক্ষাব্রতী ও সমাজসেবিকা শান্তা চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯৪৫ খ্রী· পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব

বিভাগের নূতন শাখা Applied Geology বিভাগে কাজ করেন। পরে যাদবপুরের National Council of Education-এর Engineering Geology-র অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৫৬ খ্রী· যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে ফলিত ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান বিভাগের গোড়াপত্তন করেন। ১৯৬৯ খ্রী· অবসর গ্রহণের পরেও উষ্ণ প্রস্রবণ বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে বহু নূতন তথ্য ও তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন। ১৯৫৭ খ্রী· National Academy of Sciences-এর ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ - ৬৫ খ্রী· ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ভূতত্ত্ব শাখার সভাপতি হয়েছিলেন। 'এশিয়াটিক সোসাইটি' ও বহু শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাঁর রচিত 'Economic Geology' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। [৮২]

শিবসুন্দরী দেবী (১৮০৬ - ১৮৯৩)। পিতা—ঈশানচন্দ্র মুস্তফী। স্বামী—হরকুমার ঠাকুর। সম্ভবত প্রথম বাঙালী মহিলা লেখক। রচিত নাটক: 'তারাবতী'। [৪]

শিবানন্দ সেন (১৬শ শতাব্দী) কাঁচরাপাড়া—চব্বিশ পরগনা। তাঁর তিন পুত্র চৈতন্যদাস, রামদাস ও পরমানন্দ (কবিকর্ণপুর) কবি হিসাবে খ্যাত। নিজেও কবি ছিলেন। তিনি প্রতি বছর রাসের সময় এদেশ থেকে মহাপ্রভুর ভক্তদের নিয়ে নীলাচলে যেতেন। 'শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য', 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়', 'অলঙ্কারকৌস্তুভ', 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পূকাব্য' ও 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' এবং 'চৈতন্যশতকগুণাবলী' তাঁর রচিত। [২]

শিবানন্দ, স্বামী (১৮৫৩ - ১৯৩৩)। পিতা রামকানাই ঘোষাল। রাণী রাসমণির সম্পত্তির উকিল ছিলেন। পূর্বনাম তারকনাথ। সেই সূত্রেই দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। তিনি যৌবনে কেশবচন্দ্রের উপদেশে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন ও পরে শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সংসারত্যাগী হন। শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর বরাহনগরে প্রতিষ্ঠিত মঠে যোগ দেন। ১৮৯৩ খ্রী· স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা গেলে তিনি ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ করেন। এইসময় আলমোড়ায় থিয়সফিস্ট স্টাডির আলোচনার ফলে তিনি বিলাতে যান ও স্বামী বিবেকানন্দকে সেখানে যাবার আমন্ত্রণ জানান। দক্ষিণ ভারতে প্রচারকাজ পরিচালনা করে ১৮৯৭ খ্রী· সিংহল যান। কাশীতে অদ্বৈতাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। স্বামী বিবেকানন্দের 'শিকাগো বক্তৃতার হিন্দী অনুবাদ প্রচার করেন। প্রথম থেকেই বেলুড় মঠের অন্যতম ট্রাস্টী ছিলেন এবং পরে মঠের কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৯১৪ খ্রী· তাঁর চেষ্টায় আলমোড়ায় মঠ প্রতিষ্ঠার কাজ আরম্ভ হয়। ১৯২২ খ্রী· স্বামী ব্রহ্মানন্দের মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি নিযুক্ত হন। [৫]

শিবেন্দ্রমোহন রায় (? - ৯·১২·১৯৪৯) কুষ্টিয়া—বাংলাদেশ। কমিউনিস্ট কর্মী। পাকিস্তানে জননিরাপত্তা আইনে বন্দী হন। রাজনৈতিক বন্দীদের মর্যাদা এবং সাধারণ বন্দীদের প্রতি মানবিক অধিকারের দাবীতে ১৫০ জন অনশনব্রতী রাজনৈতিক কর্মী ১·১২·১৯৪৯ তারিখ থেকে ৫৮ দিন যে ধর্মঘট চালিয়েছিলেন তিনি তাতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। জেল কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনার ফলে ঢাকা জেলের কুখ্যাত ৬ ডিগ্রির সেলে তাঁর মৃত্যু হয়। [৭৯]

শিরোমণি, রাণী। মেদিনীপুরের নাড়াজোল, ঝাড়গ্রাম, কর্ণগড় প্রভৃতি অঞ্চলের বৃহত্তম জমিদারীর মালিক রাণী শিরোমণি ১৭৯৮/৯৯ খ্রী· চোয়াড় ও পাইক বিদ্রোহীদের সহায়তা করেছিলেন। [৫৬]

শিশিরকুমার গুহ। ২৩·১২·১৯০৭ খ্রী· ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অ্যালনকে হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হলে শিশিরকুমার কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকেন। প্রায় ৭ বছর পর অপর এক রাজনৈতিক কারণে গ্রেপ্তার হন এবং এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। পরে গ্রামে অন্তরীণ থাকা কালে তাঁর মৃত্যু হয়। [৪৩]

শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪০ - ১০·১·১৯১১) পলুয়ামাগুরা—যশোহর। হরিনারায়ণ। কলিকাতা কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল (বর্তমান হেয়ার স্কুল) থেকে প্রবেশিকা পাশ করেন। কিছুদিন কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ে স্বগ্রামে ফেরেন। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সংবাদদাতারূপে ১৮৫৯ - ৬০ খ্রী· নীলকর-বিরোধী সংবাদ সরবরাহ করেন। এসময় তিনি অত্যন্ত নির্ভীকভাবে নীলকর সাহেবদের শোষণ ও পাশবিক অত্যাচারের সংবাদাদি প্রকাশ করতেন। পরে কলিকাতায় মুদ্রণের কাজ শিখে একটি কাঠের মুদ্রাযন্ত্র কিনে নিজগ্রামে স্থাপন করেন। ১৮৬২ - ৬৩ খ্রী· 'অমৃত প্রবাহিণী' পাক্ষিক পত্রিকা চালান। পিতার মৃত্যুতে প্রেস বন্ধ করে শিক্ষকতা বৃত্তি নেন। ক্রমে ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর অফ স্কুল্‌স্ হন। কিন্তু কিছুকাল পরেই সাংবাদিকতায় ফিরে আসেন। ২০·২·১৮৬৮ খ্রী· সাপ্তাহিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রকাশ করেন। পরের বছর এটি ইংরেজী-বাংলা দ্বিভাষিক হয়। ১৮৭১ খ্রী· সপরিবারে কলিকাতায় এসে এখান থেকেই পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। ২২·৫·১৮৭৪ খ্রী· এই পত্রিকায় নীলবিদ্রোহকে বাঙলাদেশের প্রথম বিপ্লব ব'লে উল্লেখ করেন। ২১·৩·১৮৭৮ খ্রী· ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট চালু হলে এক সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকাটিকে পুরোপুরি ইংরেজী সাপ্তাহিকে পরিণত করেন। তাঁর অবসর-গ্রহণের বহু পরে ১৮৯১ খ্রী· পত্রিকাটি দৈনিকে পরিণত হয়। সাংবাদিকতার মাধ্যমে দেশসেবার আন্তরিক চেষ্টা ছিল। ফলে তাঁর পত্রিকা শীঘ্রই রাজরোষে পড়ে। ১৮৬৮ খ্রী· তাঁর ও আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়। মনোমোহন ঘোষ তাঁদের পক্ষে সওয়াল করেন। বিচারে তিনি মুক্তি পান কিন্তু চন্দ্রনাথ ঘোষ ও রাজকৃষ্ণ মিত্র দণ্ডিত হন। অমৃতবাজার পত্রিকাটি শীঘ্রই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মুখপত্র হয়ে ওঠে এবং তিনি সানুজ রাজনীতিতে অংশ নিতে শুরু করেন। পৌরসভার পরিচালনায় ভোটাধিকার প্রয়োগের কথা তিনিই প্রথম

বলেন। ১৮৭০ খ্রী· পার্লামেন্টারী শাসনের দাবি জানান। ড্রামাটিক পারফরম্যান্স অ্যাক্ট, প্রেস অ্যাক্ট, আর্মস্ অ্যাক্ট প্রভৃতি দমনমূলক আইনের বিরোধিতা করেন। ৭·১২·১৮৭২ খ্রী· ন্যাশনাল থিয়েটার খোলায় উৎসাহী ছিলেন এবং পরের বছর তার পরিচালক নিযুক্ত হন। ভারতীয়দের শিল্প-বাণিজ্যে উৎসাহ দেন। শিক্ষা-বিস্তারে আগ্রহী ছিলেন। প্রথম যৌবনে ব্রাহ্ম-মতাবলম্বী হলেও ১৮৬৯ খ্রী· তিনি এই সংস্রব ত্যাগ করেন। এরপর বোম্বাই শহরে মাদাম ব্ল্যাভাট্স্কী প্রতিষ্ঠিত থিওসফিক্যাল সোসাইটির সমর্থক হন। সবশেষে তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত ৬ খণ্ড 'অমিয়-নিমাই-চরিত' এবং ইংরেজীতে 'Lord Gouranga or Salvation for All' গ্রন্থ দুইটি নব্য বৈষ্ণবতন্ত্রের প্রচারে বিশেষ সাহায্য করে। ১৮৭৮ খ্রী· পত্রিকা ও রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে গ্রন্থ-রচনায় মন দেন। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'শ্রীনরোত্তম চরিত', 'শ্রীকালাচাঁদ গীতা' (কাব্য), 'শ্রীনিমাই সন্ন্যাস' ও 'নয়শো রূপেয়া' (নাটক), 'সর্পাঘাতের চিকিৎসা', 'বাজারের লড়াই' (প্রহসন), প্রভৃতি। বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের জন্য তিনি 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা', 'শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা', 'হিন্দু স্পিরিচুয়্যাল ম্যাগাজিন' প্রভৃতি পরিচালনা করতেন। [৩, ৮, ১০, ২৬, ৫৪]

শিশিরকুমার বসু (১৮৯৬ - ?)। সাপ্তাহিক 'শিশির' এবং সাপ্তাহিক ও দৈনিক 'ভগ্নদূত' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকা দুইটি কার্টুন ও হাল্কা রসিকতার জন্য জনপ্রিয় ছিল। রচিত গ্রন্থ: 'দাম্পত্যকলহেচৈব'। সম্পাদিত গ্রন্থ: 'গান্ধীহত্যাকাহিনী'। [৪]

শিশিরকুমার ভাদুড়ী, নাট্যাচার্য (২·১০·১৮৮৯ - ৩০·৬·১৯৫৯)। পৈতৃক নিবাস রামরাজাতলা—হাওড়া। হরিদাস। খ্যাতনামা অভিনেতা ও নাট্যাচার্য। ১৯০৫ খ্রী· বঙ্গবাসী স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, ১৯১০ খ্রী· স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি·এ· ও ১৯১৩ খ্রী· এম·এ· পাশ করেন। সারা জীবন প্রচুর পড়াশুনা করেছেন। মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশনের সুবেশ ও সুকণ্ঠ অধ্যাপক তাঁর শিক্ষাদানের নিষ্ঠায় ছাত্রমহলে বিশেষ প্রিয় ছিলেন। শৌখিন অভিনেতারূপে ছাত্র ও অধ্যাপক জীবনে ইংরেজী ও বাংলা বহু নাটকে অংশগ্রহণ করেছেন। সাধারণত ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট মঞ্চে অভিনয় করতেন। ১৯১২ খ্রী· এখানে রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটকে কেদারের ভূমিকায় তাঁকে দেখে কবি বলেন, 'কেদার আমার ঈর্ষার পাত্র। একদা ঐ পার্টে আমার যশ ছিল।' ১৯২১ খ্রী· শৌখীন অভিনেতারূপে শেষ অভিনয় করেন। অভিনয়বৃত্তিকে পেশারূপে গ্রহণ করে ১০·১২·১৯২১ খ্রী· আলমগীর নাটকে নাম-ভূমিকায় ম্যাডান কোম্পানীর রঙ্গালয়ে আবির্ভূত হন। ক্রমে 'চাণক্য' ও 'রঘুবীর' চরিত্রে অভিনয় করে অনন্যসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। মতের অমিল হওয়ায় ম্যাডান কোম্পানী ত্যাগ করেন। শিক্ষিত সংস্কৃতিবান শিশিরকুমারের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন তরুণ প্রতিভাধর নট মঞ্চে আসেন। পরের যুগে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চকে তাঁরাই পূর্ণতা দিয়েছিলেন। ১৯২৩ খ্রী· ইডেন গার্ডেন একজিবিশনে তিনি একটি নাট্যগোষ্ঠী গড়ে তুলে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নাটক মঞ্চস্থ করেন এবং তিনি রামচন্দ্রের ভূমিকায় অভিনয় করে নাট্যজগতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। 'সীতা' জনপ্রিয় হওয়ায় অ্যালফ্রেড থিয়েটার (বর্তমান গ্রেস সিনেমা) ভাড়া নিয়ে অভিনয়ের আয়োজন করলেও কোন কারণে সম্ভব না হওয়ায় 'বসন্তলীলা' গীতিমালা অভিনয় করেন। এতে পুরানো গানের সঙ্গে হেমেন্দ্রকুমার রায় ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়-রচিত কয়েকটি গান মণিলাল ও প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর গ্রন্থনায় কৃষ্ণচন্দ্র দে'র নেতৃত্বে গাওয়া হয়। নৃত্যে ছিলেন নৃপেন্দ্রচন্দ্র। মনোমোহন থিয়েটার ইজারা নিয়ে যোগেশ চৌধুরী রচিত 'সীতা' নাটক অভিনয়ের প্রথম রাত্রি ৬·৮·১৯২৪ খ্রী·। থিয়েটারের নাম নাট্যমন্দির। এটি ঐতিহাসিক প্রযোজনা। এই রাত্রে, রসরাজ অমৃতলাল মঞ্চে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন, 'শিশিরকুমারই থিয়েটারে নবযুগের প্রবর্তক'। 'সীতা'র সর্বত্র নতুনত্ব। বিলাতী ভাবধারা সম্পূর্ণ বর্জন করে—কনসার্টের বদলে রোশনচৌকি, আসন-ব্যবস্থায় বাংলা অক্ষর, প্রবেশ-পথে আলপনা ও পূর্ণকলস, প্রেক্ষাগৃহে চন্দন-অগরু-ধূপের গন্ধ। আর ছিল পাদপ্রদীপের বদলে আলোক-সম্পাত। সীনের পরিবর্তে বক্স্ সেট। 'সীতা'র সঙ্গীতাচার্য ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। গীতরচনা, নৃত্য, দৃশ্যপট ও সাজসজ্জা পরিকল্পনায় ছিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র রায়। ইতিহাস অভিজ্ঞতায় সাহায্য করেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। 'সীতা'য় প্রথম জনতার দৃশ্যে ১০০ জন অভিনেতা ও অভিনেত্রী অংশগ্রহণ করেন। 'সীতা' দেখে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'শিশির ভাদুড়ীর প্রয়োগ-নৈপুণ্যে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে'। এই নাটকে সীতার ভূমিকায় প্রভা ও রামের ভূমিকায় শিশিরকুমার কিংবদন্তীতে পরিণত হন। ১৯২৫ খ্রী· থেকে তাঁর বিপরীত ভূমিকায় তারাসুন্দরী অভিনয় করেন। নাটক—'জনা', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'পুণ্ডরীক', 'আলমগীর'। সে সময় নাট্যমন্দির সাফল্যের চূড়ায়। মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ডিরেক্টর তুলসীচরণ গোস্বামী, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র ও শিশিরকুমার। নূতন কোম্পানী মঞ্চ বেছে নিলেন কর্নওয়ালিস থিয়েটার (বর্তমান শ্রী সিনেমা)। 'সীতা' নাটক দিয়ে উদ্বোধন হলেও পরবর্তী অভিনয়, 'বিসর্জন' নাটক (২৬·৬·১৯২৬)। এতে তিনি 'রঘুপতি'র ভূমিকায় ও পরে দশম অভিনয়ে 'জয়সিংহে'র ভূমিকায় অভিনয় করেন। ১৯২৭ খ্রী· মাঝামাঝি 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশের ভূমিকায় তাঁর প্রথম সামাজিক নাটকে অভিনয়। ৬·৮·১৯২৭ খ্রী· 'ষোড়শী'তে জীবানন্দ। বোধহয় এই নাটকেই কঙ্কাবতী প্রথম অভিনয় করেন। রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' নাটক অভিনয়ের তারিখ ৭·৯·১৯২৭ খ্রী·। এই নাটকে তিনি প্রযোজনাক্ষেত্রে 'মেইয়ার হোল্ড' ও

'রাইনহার্টে'র পদ্ধতিতে দর্শকদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বর্ধনের চেষ্টায় দর্শক ও অভিনেতার দূরত্ব ঘুচিয়ে শেষ দৃশ্যে সবাইকে মিশিয়ে দেন। ১৯২৮ খ্রী· নূতন ভূমিকা 'দিগ্বিজয়ী'তে নাদির শাহ ও 'সধবার একাদশী'তে নিমচাঁদ। ১৯২৯ খ্রী· 'চিরকুমার সভা'—ভূমিকা চন্দ্রবাবু। ১৯৩০ খ্রী· উল্লেখ্য অভিনয় 'তপতী' নাটকে। এ বছর অর্থাভাবে নিজস্ব মঞ্চ নাট্যমন্দির ছেড়ে দিতে বাধ্য হন এবং সদলে অভাবনীয়ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী আর্ট থিয়েটারে অর্থাৎ ষ্টার-এ যোগ দেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা—সদলবলে আমেরিকা যাত্রা। আমেরিকায় অভিনয়ের ব্যাপারে পরস্পর-বিরুদ্ধ নানা খবর পাওয়া যায়। বহু বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করে ২৩ জন অভিনেতা-অভিনেত্রীসহ দল নিয়ে দুই ভাগে যাত্রা করেন। ড্রেস রিহার্সাল দেখে প্রযোজক মিস্ মার্বারী অর্থ-বিনিয়োগে ভয় পান। এসময় কলিকাতা থিয়েটারের বিখ্যাত আলোকশিল্পী সতু সেনের সাহায্যে আমেরিকার ভ্যান্ডারবিল্ট থিয়েটারে 'সীতা' প্রযোজিত হয় (১২·১·১৯৩১)। প্রশংসা পেলেও অর্থলাভ হয়নি। আড়াই হাজার টাকা লোকসান হয়। সতু সেন এ ঋণভার গ্রহণ করেন। এরপর দীর্ঘকাল অভিনয় করলেও একটানা প্রশংসার বদলে তাঁকে মাঝে মাঝে তীব্র সমালোচনারও সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা নরেন্দ্র দেব রচিত ছোটদের নাটক 'ফুলের আয়না'। এটি বাঙলার প্রথম কিশোর নাটক। প্রথম অভিনয় ১৯·১·১৯৩৪ খ্রী·। 'রীতিমত নাটক'-এর প্রথম অভিনয় ১১·১২·১৯৩৫ খ্রী·। রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাসের নাট্যাভিনয় ২৪·১২·১৯৩৬ খ্রী·। মোট ৭ টি রবীন্দ্র-নাটক তিনি প্রযোজনা করেন। সর্বশেষ অভিনয় শ্রীরঙ্গমে। এখানে কয়েকটি নূতন নাটক অভিনয় করেন। এরমধ্যে 'মাইকেল' নাটকে নাম-ভূমিকায় তাঁর অভিনয় অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা: 'বিপ্রদাস', 'তখৎ-এ-তাউস', 'বিন্দুর ছেলে' ও 'দুঃখীর ইমান'। ১৪ বছর পর ১৯৫৬ খ্রী· অর্থাভাবে শ্রীরঙ্গম বন্ধ হয়ে যায়। এটিই বর্তমান বিশ্বরূপা থিয়েটার। এরপর নাট্যাচার্য আর স্থায়ী মঞ্চ পান নি। 'পোষ্যপুত্র', 'টকী অফ টকীজ' প্রভৃতি নামে কয়েকটি চলচ্চিত্রে অবতীর্ণ হলেও বিশেষ কোন ছাপ রাখতে পারেননি। ১৯৫৯ খ্রী· ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি দিতে চাইলে—সবিনয়ে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। আক্ষেপ ছিল—খেতাবের বদলে একটি জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হলে শেষজীবনে শান্তি পেতেন। মঞ্চ ও অভিনয় থেকে অনেকদূরে প্রায় অবজ্ঞাত অবস্থায় জীবিতকালেই কিংবদন্তী হয়ে ওঠার দুর্লভ গৌরবের অধিকারী হয়েছিলেন। বহু নাটক ও ছায়াছবির অভিনেতা বিশ্বনাথ তাঁর অনুজ। [৩, ২৬, ৬৫]

শিশিরকুমার মিত্র¹ (১৮৯১ - ১৩·৮·১৯৬৩)। বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী এবং আয়ন মণ্ডলীয় গবেষণার অন্যতম পথিকৃৎ। ১৯১০ খ্রী· পদার্থবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম·এস-সি· পাশ করেন। ১৯২০ খ্রী· রেডিও ফিজিক্সে ডি·এস-সি হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং অবসর গ্রহণের সময় পদার্থবিজ্ঞানের রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক ছিলেন। ভারতবর্ষে বেতার-সম্পর্কিত গবেষণার অগ্রদূত। ১৯৪৪ খ্রী· ভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধি দলের অন্যতম হিসাবে ইংল্যান্ড ও আমেরিকা যান। ১৯৫৮ খ্রী· ইংল্যান্ডের রয়্যাল সোসাইটির সদস্য (F.R.S.) এবং ১৯৬২ খ্রী· 'জাতীয় অধ্যাপক' নির্বাচিত হন। ১৯৪২ খ্রী· রোটারি ক্লাবের কলিকাতা শাখার, ১৯৫১ - ৫৩ খ্রী· এশিয়াটিক সোসাইটির ও ১৯৫৪ - ৫৫ খ্রী· ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। [৭]

শিশিরকুমার মিত্র² (১৯০১ - ডিসে· ১৯৭৬) কোন্নগর—হুগলী। কৃষ্ণচন্দ্র। মাতা ভানুমতী দেবী স্বামীর মৃত্যুর পর দক্ষিণেশ্বরে আদ্যাপীঠে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শিশিরকুমার শ্রীরামপুর কলেজে পড়ার সময় ১৯২০ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে আই·এ· পরীক্ষায় বসেন নি। এরপর দশ বছর চাকরি-রত অবস্থায় অনেক পড়াশুনা করেন। এক সময় গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনে (Bengal National University) যোগদান করে ভারতীয় চিত্রকলা ও সংস্কৃতি-বিষয়ক পাঠক্রম গ্রহণ করেন। ১৯২৬ খ্রী· থেকে নানা পত্রিকায় শিল্পসম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে পরিচিত হন। ১৯৩১ খ্রী· শান্তিনিকেতনে ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে কাজে যোগ দেন। ১৯৪০ খ্রী· পণ্ডিচেরীতে এসে স্থায়িভাবে বাস করতে থাকেন। শ্রীমায়ের নির্দেশে আশ্রম স্কুল গঠন করে বহু বছর তার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। শ্রীমা তাঁকে 'অরবিন্দ আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্রে'র সহযোগী ডিরেক্টর ও পরে ডিন অব আর্টস পদে নিযুক্ত করেন। তাছাড়া তিনি ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'The Dawn Eternal', 'The Liberator', 'The Vision of India', 'Cultural Fellowship of Bengal', 'Sri Aurobindo and the New World' প্রভৃতি। [১৪৯]

শিশিরকুমার সেন (১৮৯৬ - ১২·১০·১৯৭৮)। নদীয়ার সাহেবনগরের সর্বোদয় সেবক। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় দেশসেবার প্রেরণায় বিড়লা কোম্পানীর চাকরি ছেড়ে সস্ত্রীক গান্ধীজী প্রদর্শিত পথে গঠনমূলক গ্রামসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪২-এর আন্দোলনে ডায়মণ্ডহারবার খাদি-মন্দিরের অধিকাংশ কর্মী যখন কারারুদ্ধ, তখন তিনি ও তাঁর স্ত্রী (কবি, লেখিকা, সর্বোদয় সেবিকা নিরুপমা দেবী) ডায়মন্ডহারবার খাদি মন্দিরের মধুসূদনপুর আশ্রমে এসে বসবাস শুরু করেন এবং ১৯৪৩ খ্রী· দুর্ভিক্ষের সময় ঐ অঞ্চলের দুর্গত অধিবাসীদের সর্বতোভাবে সেবা করেন। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন। তাঁর চেষ্টায় এই সেবাকার্যে মধুসূদনপুর কেন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজ সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। এরপর সাহেবনগরে কেন্দ্র স্থাপন করে তার মাধ্যমে গঠনমূলক কাজ করতেন। নিরুপমা দেবীর পরিচালনায় সেখানে কস্তুরবা ট্রেনিং কলেজ চলত। ১৯৫৫ খ্রী· তিনি নদীয়া জেলায়

ভূদান-যজ্ঞ-পদযাত্রা করেন এবং তখন থেকে ভূদান-গ্রামদানের কাজ করে আসছিলেন। 'সর্বোদয় প্রকাশন মণ্ডল' সংস্থা গঠন করে তিনিই প্রথম বাংলায় সর্বোদয় সাহিত্য প্রচারের ব্যবস্থা করেন। [১৪৯]

শিশিরচন্দ্র বসু (১৯০৫ - ৩.২.১৯৮০) ১৯৩৭ খ্রী. ভারতীয় প্রতিনিধিদের অন্যতম হিসাবে 'লীগ অব নেশনস্'-এ এবং ১৯৩৮ খ্রী. জেনেভা সম্মেলনে যোগ দেন। 'লীগ অব নেশনস্' ভেঙ্গে গেলে 'ইউনাইটেড নেশনস্'-এ তাঁকে দায়িত্বশীল পদ দেওয়া হয়। পরে ল অফিসার হিসাবে ম্যাকলিওড কোম্পানীতে যোগ দেন। অবসরগ্রহণের পর কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করতেন। [১৬]

শিশির নাগ (১৯৩৬ - ৭.৭.১৯৬০) নওগাঁ—আসাম। সাংবাদিক ও বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী। নওগাঁ শহরের অন্যতম ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক, একাধিক বাংলা দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার স্থানীয় সংবাদদাতা এবং স্থানীয় উদ্বাস্তু সমিতির সম্পাদক ছিলেন। উদ্বাস্তুদের দাবি আদায়ের আন্দোলনে যোগ দিয়ে দুইবার কারাদণ্ড ভোগ করেন। আসামের ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষকালে দাঙ্গা রুখতে গিয়ে তিনি নিহত হন। [১৫৮]

শিশির মণ্ডল (? - ১০.১২.১৯৪৭)। স্বাধীন ভারতে ১৯৪৭ খ্রী. নিরাপত্তা আইন পাশ করা হয়। এই বিলের আলোচনা কালে বিলের বিরুদ্ধে বিধানসভার কাছে প্রতিবাদকারী জনতার উপর পুলিসের যে হামলা ও গুলি চলে তাতে তিনি নিহত হন। [১২৮]

শিশুরাম অধিকারী। ১৮৫৯ খ্রী. রাজেন্দ্রলাল মিত্র লেখেন—'শিশুরাম অধিকারী নামা এক ব্যক্তি কেঁদেলী-গ্রাম-নিবাসী ব্রাহ্মণ তাহার (যাত্রার) গৌরব সম্পাদন করে। তৎপূর্ব হইতে বহুকালাবধি নাটকের জঘন্য অপভ্রংশস্বরূপ একপ্রকার যাত্রা এতদ্দেশে বিহিত আছে। সংকীর্তন ও পরে কবির প্রচারের মধ্যে তাহার প্রায় লোপ হইয়াছিল। শিশুরাম হইতে তাহার পুনর্বিকাশ হয়। শিশুরামের পর শ্রীদাম, সুবল ও তৎপরে পরমানন্দ প্রভৃতি অনেকে যাত্রার পরিবর্দ্ধনে নিযুক্ত হইয়া অনেকাংশে কৃতকার্য হইয়াছে। [৪০]

শীতলাং শাহ। ডঙ্গার—শ্রীহট্ট। এই সংসারত্যাগী কবির রচিত প্রায় তিন শত আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ গান আছে। অধিকাংশ গানই শ্রীহট্ট অঞ্চলে পরিচিত। [৭৭]

শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় (১৮৫৬ - ১৮৯৭) পশ্চিমপাড়া—বিক্রমপুর। কাশীকান্ত। ঢাকা থেকে এন্ট্রান্স এবং ১৮৮৪ খ্রী. এলাহাবাদ থেকে আইন পাশ করে মীরাট বারে ওকালতি শুরু করেন। ঢাকার 'ঈস্ট' এবং লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সঙ্গে সাংবাদিক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। প্রথম যৌবনে পূর্ববাঙলার রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এবং ঢাকা ইনস্টিটিউটের সদস্য ও ঢাকা পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারী ছিলেন। ময়মনসিংহ, শেরপুর ও আসাম অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার মনোভাব জাগ্রত করার জন্য ভারত-সভার পক্ষ থেকে বক্তৃতা দেন। 'ট্রিবিউন' পত্রিকায় পুলিসী নিপীড়নের নির্ভীক সমালোচনার জন্য সরকার কর্তৃক আদালতে একাধিকবার অভিযুক্ত হন এবং 'The Terror of Punjab' আখ্যা লাভ করেন। তাঁর সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'তাঁর নির্ভীকতা, বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশ করার ক্ষমতা, সর্বোপরি তাঁর চূড়ান্ত সততা তাঁকে স্বদেশের স্বার্থে যাঁরা কলম ধরেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে পরিগণিত করে'। [৮]

শীলভদ্র (? - আনু. ৬৫৪)। প্রখ্যাত বৌদ্ধ আচার্য। নিম্নবঙ্গে সমতটের এক ব্রাহ্মণ রাজবংশে জন্ম। নবদ্বীপ বা বিক্রমপুরস্থ রামপালকেও তাঁর জন্মস্থান বলে অনুমান করা হয়। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান অধ্যক্ষ ধর্মপাল তাঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন। ধর্মপাল ৬৩৫ খ্রী. পদত্যাগ করলে তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সুদূর বিস্তারী ছিল। এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিচারে জয়লাভ করায় মগধের রাজা তাঁকে যে নগর দান করেছিলেন তিনি সেখানে একটি বিহার নির্মাণ করেন। নগরের রাজস্ব থেকে ঐ বিহারের ব্যয় নির্বাহ হত। চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাঙ নালন্দায় এসে তাঁর পাণ্ডিত্য দর্শনে মুগ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অপর এক চৈনিক পণ্ডিত ইই লি বলেন সমস্ত বৌদ্ধ শাস্ত্র শীলভদ্রের আয়ত্ত ছিল। বিজ্ঞানবাদ চর্চায়ও তাঁর দক্ষতা ছিল। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পর তিনি 'দণ্ডদেব' নামে ভূষিত হন। তাঁর রচিত 'আর্য-বুদ্ধ-ভূমি ব্যাখান' গ্রন্থটি তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। [২১৩, ২২১]

শুক্রেশ্বর। ত্রিপুরার মহারাজ ধর্মমাণিক্যের সময় (১৪০৭ - ১৪৩৯) থেকে 'রাজমালা' কাব্য লিখিত হতে থাকে। শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর নামক দুই জন ব্রাহ্মণ এটির রচয়িতা। এই গ্রন্থটি বাংলা পদ্যে লিখিত একটি প্রাচীন ইতিহাস। [২]

শুদ্ধানন্দ, স্বামী (১৮৮৭ - ?) কলিকাতা। আশুতোষ চক্রবর্তী। পূর্বনাম সুধীর। বৃত্তিসমেত প্রবেশিকা পাশ করে বি.এ. পড়বার সময় স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে দীক্ষাগ্রহণ করে সংসারত্যাগী হন এবং নানা তীর্থ পর্যটন করেন। কলিকাতায় ফিরে লোকহিতে ও স্বদেশসেবায় ব্রতী হন। প্রায় ১০ বছর 'উদ্বোধন' পত্রিকা সম্পাদনা ও স্বামীজীর ইংরেজী গ্রন্থাবলীর বঙ্গানুবাদ করেন। [৪, ২৫, ২৬]

শুভঙ্কর। বর্ধমান। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম ভৃগুরাম দাস। 'শুভঙ্কর' উপাধি। তিনি গণিতের বহু জটিল নিয়ম শিশুদের জন্য সরল আর্যায় লিপিবদ্ধ করেছেন। ঐগুলি 'শুভঙ্করী আর্যা' নামে পরিচিত। বিষ্ণুপুরের ইতিহাসে বড়জোড়া থানায় এক 'শুভঙ্করের দাঁড়া'র (খাল) উল্লেখ পাওয়া যায়। মল্লরাজ গোপাল সিংহের শাসনকালে (১৭২০ - ৫৭) ঐ এলাকার মানুষদের জলকষ্ট দূর করতে রাজার সভাসদ্ গণিতজ্ঞ শুভঙ্কর দাসের পরিকল্পনায় রাজ্যে এই খালটি কাটা হয়েছিল। ১৮৯৭

খ্রী· দুর্ভিক্ষ ও জলকষ্টের সময় খালটির একবার সংস্কার হয়। [৩, ১৮, ২৫, ২৬]

শুভঙ্কর দাস। তিনি নবাবী আমলের রাজকীয় বিভাগের পরিচয় দেবার জন্য 'ছত্রিশকারখানা' রচনা করেন। প্রায় আড়াই শ বছর আগে মুসলমান নবাব সরকারের বিভিন্ন বিভাগে কিরূপ বন্দোবস্ত ছিল ও কি নিয়মে বিভাগগুলি পরিচালিত হত প্রায় ২০০০ শ্লোকে তিনি তার পরিচয় দিয়েছেন। পুস্তকটিতে বহু ফারসী শব্দ আছে। [২]

শূলপাণি মহামহোপাধ্যায়। নবদ্বীপ। আনুমানিক ১৩৭৫ - ৮০ খ্রী· মধ্যে জন্ম। নব্যস্মৃতির প্রবর্তক শূলপাণি 'গভীরতত্ত্বার্ণবপারদৃশ্বনা' পদে মীমাংসাদর্শনে তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য সূচিত করেছেন। তিনি ন্যায়দর্শনেও কৃতবিদ্য ছিলেন। তাঁর গ্রন্থ-রচনাকাল ১৪০৫ - ১০ খ্রী· থেকে প্রায় ১৪৫৫ - ৬০ খ্রী· পর্যন্ত নির্ণয় করা হয়। গৌড়মৈথিল পণ্ডিতগোষ্ঠীতে শূলপাণির নাম অদ্বিতীয়। মহানৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি তাঁর দৌহিত্র। [৯০]

শেখ আলাউদ্দীন (১৯১২ - ৩০·৯·১৯৪২) মহম্মদপুর—মেদিনীপুর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দেন এবং নন্দীপুর থানা দখল অভিযানে নেতৃত্ব করেন। পুলিসের গুলিতে থানার সামনেই মারা যান। [৪২]

শেফালী নন্দী (৩০·৯·১৯২২ - ১৯·৫·১৯৭১) কিশোরগঞ্জ—ময়মনসিংহ। আইন ব্যবসায়ী গগনচন্দ্র বিশ্বাস। আই·এ পড়ার সময় ত্রিপুরা জেলার বিপ্লবী নেতা অখিল নন্দীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯৪৯ খ্রী· বাংলায় এম·এ· পাশ করেন এবং অনেক বাধাবিপত্তি কাটিয়ে ১৯৫১ খ্রী· লন্ডনের উপকণ্ঠে Surrey-তে মন্টেসরী ট্রেনিং কলেজে পড়তে যান। এ সময়ে ভারতের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা সম্মেলনে যোগ দিতে ভিয়েনায় গিয়েছিলেন। মন্টেসরী-ডিপ্লোমা নিয়ে ১৯৫২ খ্রী· দেশে ফেরেন। কলিকাতার প্র্যাট মেমোরিয়াল স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন। ১৯৬৫ খ্রী· ইংরেজীতে এম·এ· পাশ করেন। দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের সাহায্য করার জন্য মায়ের নামে 'কুমুদিনী মেমোরিয়াল স্টুডেন্টস্ ওয়েলফেয়ার ফান্ড' গঠন করেছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'সন্ধানীর চোখে পশ্চিম', 'রাজকুমারী রূপরেখা', 'গীতিমুখর ভিয়েনা', 'সিস্টার মিস মিত্র', 'সাগরে হাওরে', 'নানা চিন্তা', 'তাঁবু নগর', 'পান্নাদ্বীপ', 'Bengali For Foreigners'। অনূদিত গ্রন্থ: 'বসন্ত', 'ভিটিয়ার ফান্ড', 'জয়াগুয়ার কথা', 'ইভান ইভানোবিচ', 'বরফের দেশে আইভ্যান' প্রভৃতি। [৮২]

শের দৌলত। চাক্‌মা-দলপতি 'রাজা' শের দৌলত ১৭৭৬ খ্রী· প্রথম চাক্‌মা বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন। [৫৬]

শেবুর আহ্‌মদ (? - ১৯৩০) বলাগড়—হুগলী। লবণ আইন সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড ভোগ করেন। জেলে মৃত্যু। [৪২]

শৈলকুমার মুখার্জি (১৮৯৮ - ৩১·৩·১৯৭৩) হাওড়া। আশুতোষ। প্রখ্যাত কংগ্রেস-নেতা। ১৯৫২ খ্রী· তিনি রাজ্য বিধান সভার স্পীকার নির্বাচিত হন। ডা· বিধানচন্দ্র রায় ও প্রফুল্ল সেনের মন্ত্রিত্বকালে তিনি যথাক্রমে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী ছিলেন। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। [১৬]

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৮/২১·৩·১৯০১ - ২·১·১৯৭৬) রূপসীপুর—বীরভূম। ধরণীধর। খ্যাতনামা সাহিত্যিক। 'কালিকলম' যুগের অন্যতম স্রষ্টা। তিন বছর বয়সে মায়ের মৃত্যুর পর বর্ধমানে মামাবাড়িতে জাঁদরেল দাদামশাই রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের কাছে বড় হয়েছেন। দাদামশাই ছিলেন ধনী কয়লা-ব্যবসায়ী। বর্ধমানে স্কুল জীবনে নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তখন শৈলজানন্দ লিখতেন পদ্য আর নজরুল লিখতেন গদ্য। প্রি-টেস্টের পরীক্ষার সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতেই তাঁরা উভয়ে পালিয়ে যুদ্ধের কাজে যোগ দিতে যান। কিন্তু ডাক্তারী পরীক্ষায় তিনি বাতিল গণ্য হন—নজরুল যুদ্ধে যোগ দেন। ফিরে এসে কলেজে ভর্তি হয়েও নানা কারণে পড়া শেষ না করে শর্টহ্যান্ড টাইপরাইটিং শিখে তিনি কয়লা-কুঠিতে চাকরি নেন। পরে সে কাজ ছেড়ে সাহিত্য-কর্মে নিয়োজিত হন। 'বাঁশরী' পত্রিকায় তাঁর রচিত 'আত্মঘাতীর ডায়েরী' প্রকাশিত হলে ধনী দাদামশাই তাঁকে তাঁর আশ্রয় থেকে বিদায় দেন। সেখান থেকে তিনি কলিকাতায় আসেন। এখানে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মুরলীধর বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, দীনেশরঞ্জন দাশ প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং 'কালিকলম' ও 'কল্লোল' গোষ্ঠীর লেখকশ্রেণীভুক্ত হন। খনি-শ্রমিকদের নিয়ে বাংলা সাহিত্যে সার্থক গল্প-রচনায় শৈলজানন্দই পথিকৃৎ। উপন্যাস ও গল্পসহ প্রায় ১৫০ খানি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। 'কয়লাকুঠির দেশে', 'ডাক্তার', 'বন্দী', 'আজ শুভদিন', 'আমি বড় হব', 'কনেচন্দন', 'এক মন দুই দেহ', 'ক্রৌঞ্চমিথুন', 'ঝড়ো হাওয়া', 'রূপং দেহি', 'সারারাত', 'অপরূপা', 'স্বনির্বাচিত গল্প' (স্মৃতিচারণ), 'যে কথা বলা হয়নি (চলচ্চিত্র সম্পর্কে স্মৃতিকথা) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তাঁর অনেক উপন্যাস ছায়াছবিতেও রূপায়িত হয়েছে। নিজেও ছবি পরিচালনা করেছেন। তাঁর প্রথম ছবি 'পাতালপুরী' (১৯৩৫)। স্বরচিত গল্পকাহিনী 'নন্দিনী', 'শহর থেকে দূরে', 'মানে না মানা', 'বন্দী', 'অভিনয় নয়' ও 'রং বেরং'-এর চিত্র-পরিচালনা নিজেই করেছিলেন। [১৬, ১৭]

শৈলবালা ঘোষজায়া (২·৩·১৮৯৪ - ১৯৭৪) বর্ধমান। কুঞ্জবিহারী নন্দী। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক। ১৯০৭ খ্রী· বর্ধমান জেলার মেমারি গ্রামে নরেন্দ্রমোহন ঘোষের সঙ্গে বিবাহ হয়। বাল্যে বর্ধমান রাজ বালিকা বিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রী ছিলেন। পরবর্তীকালে শিক্ষা পান পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে। পারিবারিক পরিবেশ অনুকূল ছিল না। লুকিয়ে রাত জেগে লিখতেন। 'শেখ আন্দু' উপন্যাস

লিখে স্বামীর হাত দিয়ে প্রবাসী অফিসে পাঠান ১৩২১ ব.। পরের বছর সেটি প্রকাশিত হলে পাঠক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই উপন্যাসের নায়ক দরিদ্র মুসলমান এবং নায়িকা হিন্দু। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর উপর গবেষণামূলক নিবন্ধ লিখে 'সরস্বতী' উপাধি পান। সাহিত্য চর্চার জন্য নদীয়ার মানদ মণ্ডলী তাঁকে 'সাহিত্য ভারতী' ও 'রত্ন প্রভা' উপাধি দেন। ১৩২৬ ব. স্বামী উন্মাদ রোগাক্রান্ত হয়ে দশ বছর পর মারা যান। তিনি নিজেও একটি চোখের দৃষ্টি হারান। তাঁর প্রকাশিত ৩৮টি গ্রন্থ ছাড়া বিভিন্ন মাসিক পত্রে উপন্যাস, আত্মজীবনী, ছোটগল্প ও অন্যান্য রচনা রয়েছে। রচিত গ্রন্থ: 'নমিতা', 'জন্ম অপরাধী', 'জন্ম অভিশপ্তা', 'ইমানদার', 'মুচি', 'বিনির্ণয়', 'গঙ্গাজল', 'তেজস্বতী', 'চৌকো চোয়াল' 'জয়পতাকা', 'স্মৃতি চিহ্ন', 'অন্তরের পথে' প্রভৃতি। [১৬, ১৪৯]

শৈলেন গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৭ ? - নভেম্বর ১৯৬৮)। বাংলা ছায়াচিত্রের খ্যাতনামা রূপসজ্জা-কর। ১৯৩৪ খ্রী. রাধা ফিল্মস্ সংস্থায় রূপসজ্জাকর হিসাবে যোগ দেন। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপসজ্জা-বিষয়ে অধ্যাপনা করতেন। চলচ্চিত্রে ও মঞ্চে বিশেষ ধরনের চরিত্রাভিনয়ে খ্যাতি ছিল। [১৬]

শৈলেন মুখোপাধ্যায় (১৯২৮ ? - ৮.১১.১৯৭৮)। সঙ্গীতশিল্পী ও সুরকার। বহু আধুনিক গান ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড করেছেন। উল্লেখযোগ্য শিশুসঙ্গীতের লং প্লেয়িং রেকর্ড—'শেয়াল পণ্ডিত', 'আলাদিন ও আশ্চর্য প্রদীপ' প্রভৃতি। 'সমুদ্র মন্থন' নামে ওয়াটার ব্যালেতে সুর দিয়েছিলেন। 'দোলনা' ছায়াছবির সঙ্গীত-পরিচালক ছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে ইউরোপে বিভিন্ন সঙ্গীত আসরে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুল গীতি ও আধুনিক গান পরিবেশন করেন। শিশুসঙ্গীতের উপর তাঁর রচিত গ্রন্থ 'ঝুমঝুম'। [১৬]

শৈলেন মোহান্ত (আনু. ১৯২২ - ১১.১২.১৯৮০) পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলনের সম্পাদক ও সত্যম্বর অপেরার স্বত্বাধিকারী। যৌবনে দক্ষিণপূর্ব রেলের কর্মী ছিলেন। শ্বশুর গৌরচন্দ্র দাসের প্রতিষ্ঠিত (১৮৯২) সত্যম্বর অপেরার মাধ্যমে যাত্রাশিল্পের সঙ্গে যোগ ও পরে স্বত্বাধিকরী হন। যাত্রা প্রযোজনায় খ্যাতি ছিল। [১৬]

শৈলেন রায় (১৯১০ ? - ৭.৭.১৯৬৩) পাবনা। গোবিন্দ। কাব্যগীতির এক রোমান্টিক যুগের বিশিষ্ট গীতিকার। কুচবিহারে বাস করতেন। অল্পবয়স থেকেই কাব্যচর্চা আরম্ভ করেন। কলিকাতা সিটি কলেজে বি.এ. পড়তে আসেন এবং এখানে সম্ভবত কাজী নজরুলের আনুকুল্যে রেকর্ডের জন্য গান লিখবার সুযোগ পান। তাঁর প্রথম রচনা 'স্মরণ পারের ওগো প্রিয়, তোমার মাঝে আপনহারা' রেকর্ড করলেন (১৯২৭) কুচবিহারের আর একজন গায়ক আব্বাসউদ্দীন। পরবর্তী কালে বহু-স্বনামধন্য শিল্পীর কণ্ঠে তাঁর গান গীত হয়েছে। বাংলা চলচ্চিত্রে সবচেয়ে বেশি গান বোধহয় তিনিই লিখেছেন। তাঁর গানে কবিত্বের সঙ্গে মিশেছিল ভাবের গভীরতা। তাছাড়া পরিবেশ অনুযায়ী সঙ্গীত রচনায় দক্ষ ছিলেন। 'স্বপ্ন ও সাধনা' ছবিতে সুপ্রভা সরকারের কণ্ঠে তাঁর রচিত গান 'গানের সুরে জ্বালবো তারার দীপগুলি' এবং উদয়ের পথে ছবিতে রেখা মিত্রের কণ্ঠে 'গেয়ে যাই গান গেয়ে যাই' স্মরণীয়। তাঁর রচিত অজস্র গানের মধ্যে ১৮০০ গান সংগৃহীত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গান 'রাতের ময়ূর ছড়ালো যে পাখা', 'প্রেমের সমাধি তীরে নেমে এল শুভ্র মেঘের দল', 'নবারুণ রাগে তুমি সাথী গো', 'তব লাগি ব্যথা ওঠে গো কুসুমি', 'জনম মরণ জীবনের দুটি দ্বার—' প্রভৃতি। [১৭, ১৪৯]

শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় (৫.১১.১৯০০ - ৩১.৭.১৯৮০) শ্রীনগর—ঢাকা। যতীন্দ্রনাথ। এদেশের মুদ্রণ শিল্পের বিশিষ্ট ব্যক্তি। সাঁওতাল পরগনার জামতাড়া হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, কলিকাতা সাউথ সুবারবন কলেজ (বর্তমান আশুতোষ কলেজ) থেকে আই.এ. এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বি.এ. পাশ করেন। বিপ্লবী 'যুগান্তর' দলের প্রকাশনার প্রয়োজনে ১৯২৩ খ্রী. প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ'-এর তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। মুখ্যতঃ তাঁরই চেষ্টায় ১৯৩৬ খ্রী. প্রথম 'প্রিন্টিং প্রেস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপিত হয়। কলিকাতার যাদবপুরস্থিত 'রিজিওন্যাল ইন্সটিটিউট অব প্রিন্টিং টেকনলজি'-র তিনি অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা এবং ১৯৫৪ - ৫৫ খ্রী. 'অল ইণ্ডিয়া ফেডারেশন অব মাস্টার প্রিন্টার্স'-এর সম্পাদক ছিলেন। ভারতের বাইরে বহুবার মুদ্রণ শিল্পের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আমেরিকার বিখ্যাত 'GATF' সংস্থার প্রথম ভারতীয় ফেলো। 'শরত সমিতি'র সম্পাদক ও বহু সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১৬, ১৭৪]

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ (১৮৯১ ? - ১৮.১২.১৯৪৯)। কৃষ্ণনগর—নদীয়া। যদুনাথ। ১৯১৫ খ্রী. পদার্থবিদ্যায় ১ম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম.এস-সি. পাশ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, কিন্তু বিপ্লব আন্দোলনে যোগ দিয়ে ১৯১৭ খ্রী. বাঙলাদেশ থেকে পালিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে 'বার্লিন কমিটির' নেতৃত্বে বৈপ্লবিক কাজে যোগ দেন। তারকনাথ দাসের সহযোগিতায় তিনি যুক্তরাষ্ট্রে 'ভারতের অস্থায়ী শাসন পরিষদ' (India's Provisional Government) গঠন করে তার নামে বিভিন্ন সরকারের কাছে ভারতের স্বাধীনতার জন্য আবেদন-পত্র পাঠান। তাঁদের বিরুদ্ধে মার্কিন সরকার মামলা আরম্ভ করার আগেই তিনি মেক্সিকোতে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। কিন্তু মেক্সিকো শহরে মানবেন্দ্রনাথের (নরেন ভট্টাচার্য) সহকারিরূপে কিছুদিন আশ্রয় পেলেও শেষ পর্যন্ত মানবেন্দ্রনাথ তাঁকে বিতাড়িত করেন। ফলে বিশাল নদী সাঁতার কেটে পার হয়ে আমেরিকায় প্রবেশ করেন এবং গ্রেপ্তার হয়ে চার বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৯৩৫/৩৬ খ্রী· দেশে ফিরে প্রথমে কলিকাতা কর্পোরেশনে এডুকেশন অফিসার ও পরে ১৯৩৯ - ৪২ খ্রী· বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৪২ - ৪৬ খ্রী· ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৪৭ খ্রী· বিলাতে ভারতীয় হাই কমিশনারের ডেপুটি সেক্রেটারী হয়ে যান। সেখানেই মৃত্যু। [৫, ৫৪, ১৪৯]

শৈলেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (রুনু) (২২·২·১৯০০ - ৮·৮·১৯৮০) বরিশাল। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পুত্র। কলিকাতায় স্কটিশচার্চ কলেজে পড়বার সময় বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন। আই·এস-সি· পরীক্ষার আগে ১৯১৮ খ্রী· গ্রেপ্তার হন। মুক্তির একমাস পরে পরীক্ষা দিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেন। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাদণ্ড ভোগ করেন। বরিশালের বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান 'তরুণসঙ্ঘে'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। বরিশাল ন্যাশনাল স্কুল, ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুল ইত্যাদি সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯২৪ খ্রী· তাঁকে বরিশাল থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়। ১৯২৫ - ২৮ খ্রী· এবং ১৯৩০ - ৩৮ খ্রী· বিভিন্ন জেল ও বন্দীশিবিরে আটক থাকেন। ভালো খেলোয়াড় ছিলেন—বিশেষত হকিতে। [১৫৮]

শৈলেন্দ্রনাথ সেন (২·১২·১৯০১ - ২৩·১২·১৯৭২)। পয়াগ্রাম—খুলনা। ডাঃ পুলিনবিহারী। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। ১৯২৬ খ্রী· এম·বি· পাশ করে পিতার চেম্বারে চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ১৯৩২ খ্রী· উচ্চশিক্ষার্থ বিদেশে যান। সহযাত্রী ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। চিকিৎসার জন্য সুভাষচন্দ্রকে ভিয়েনায় রেখে এডিনবরায় আসেন এবং সেখানে এম·আর·সি·পি· পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৩৪ খ্রী· দেশে ফেরেন। শিশু চিকিৎসায় পারদর্শী ছিলেন। হাওড়া হাসপাতাল, চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল প্রভৃতির সঙ্গে পরিদর্শক চিকিৎসকরূপে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৭ খ্রী· অধুনালুপ্ত লেক মেডিক্যাল কলেজের এবং ১৯৫২ খ্রী· কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের মেডিসিনের প্রফেসর নিযুক্ত হন। ১৯৬০ খ্রী· এডিনবরার এফ·আর·সি·পি· উপাধি পান। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিলের সভ্য, রাজ্যপালের অনারারি চিকিৎসক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকালটি অব মেডিসিনের ডীন ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক এম·ডি· উপাধি প্রদান করে। [১৪৯]

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস (১২·৯·১৯১৮ - ৬·১০·১৯৭২) ইলুহার—বরিশাল। দেবেন্দ্রলাল। ১৩ বছর বয়সে ম্যাট্রিক ও ১৫ বছর বয়সে আই·এ· পাশ করে স্বদেশী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে পড়া বন্ধ রাখেন। পরে ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি·এ· এবং এম·এ· পাশ করেন। তার আগে ১৯৩৬ খ্রী· রৌপ্যপদক সহ 'কাব্যবিনোদ' উপাধি পান। রাজনীতিতে ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কয়েকবার কারাবরণও করেন। ১৯৪১ খ্রী· ভারতীয় সৈন্যবিভাগে স্থলবাহিনীতে যোগ দেন এবং ক্রমে লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে উন্নীত হন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে তিনি শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন। দেশবিভাগের পর কয়েক বছর পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার ভুঁইয়াপুর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। তাঁর রচিত 'কালি ও কলম' গ্রন্থটি ১৩৫৩ ব· প্রকাশিত হয়। 'পুরাতনী' তাঁর অপর গ্রন্থ। এ· টি· দেব-এর পুস্তক প্রকাশনীতে কিছুদিন কাজ করার পর তিনি শিশুসাহিত্য সংসদের সঙ্গে যুক্ত হন। সেখান থেকে তাঁর সম্পাদনায় 'সংসদ বাঙ্গালা অভিধান', 'সংসদ ইংলিশ বেঙ্গলী ডিক্শনারী', 'সংসদ বেঙ্গলী-ইংলিশ ডিক্শনারী' প্রকাশিত হয়। ছোটদের জন্য কয়েকখানি বইও তিনি লেখেন। [১৪৯]

শৈলেন্দ্রমোহন আঢ্য (১৮৯৮ - ১২·১২·১৯৭১)। খ্যাতিমান মৃদঙ্গবাদক। ভারতের বিভিন্ন স্থানে মৃদঙ্গবাদনে ছন্দ-বৈচিত্র্যের জন্য প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। [১৬]

শৈলেন্দ্র সেন, ডা· (? - ১৯৭২)। প্রখ্যাত শল্য-চিকিৎসক। মেডিক্যাল কলেজ থেকে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা নগরীকেই কর্মক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। মানুষ হিসাবে তিনি অতি সামাজিক ও সহৃদয় ছিলেন এবং সকল সম্প্রদায়ের বিশেষ শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। জনহিতকর নানা অনুষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ ছিল। পূর্ব-পাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধকালে অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে পাক-সেনাদের হাতে তিনিও নৃশংসভাবে নিহত হন। [৪]

শৈলেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ফেব্রু· ১৯১৪ - ১৭·১০·১৯৩৩) গাওদিয়া-বিক্রমপুর—ঢাকা। বিশ্বেশ্বর। এই বংশের একাধিক ব্যক্তি বিপ্লবী দলের সভ্য হয়ে রাজরোষে পড়েছেন। তিনি বাল্যকাল থেকেই গুপ্ত বিপ্লবী কার্যকলাপে যুক্ত ছিলেন। ১৭ বছর বয়সে আই·এস-সি· পড়ার সময় আটক-বন্দী হন। প্রথমে হিজলী বন্দীনিবাসে থাকেন। এখান থেকে বি·এ· পরীক্ষা দিয়ে ডিস্টিংশনসহ পাশ করেন। পরে তাঁকে রাজস্থানের দেউলী বন্দীশিবিরে পাঠানো হয়। এখানে অসুস্থ হয়ে ভুল ব্যবস্থার জন্য তিনি মারা যান। [১০, ৪২, ৭০, ১০৪]

শৈলেশ্বর চক্রবর্তী। দেওয়ানপুর—চট্টগ্রাম। রত্নেশ্বর। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ ও জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। গ্রেপ্তার এড়িয়ে বিপ্লবী কাজকর্ম চালিয়ে যান। ২৪·৯·১৯৩২ খ্রী· ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের দায়িত্ব পালনে ঘটনাচক্রে অকৃতকার্য হওয়ার নিদারুণ আক্ষেপে আত্মহত্যা করেন। [৪২]

শৈলেশ্বর বসু (১৮৮৬ - ১১·৬·১৯২৮) মাহীনগর—চব্বিশ পরগনা। কেদারনাথ। ছাত্রাবস্থায় বিদ্যালয়ে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য হরিনাভি বিদ্যালয় থেকে নরেন ভট্টাচার্য (এম·এন·রায়) সহ কয়েকজনের সঙ্গে বহিষ্কৃত হন। পরে অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করে যতীন মুখার্জীর (বাঘা যতীন) সহকারিরূপে বৈপ্লবিক কাজে

আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ইউনির্ভার্সাল এম্পোরিয়ামের অন্যতম পরিচালক ছিলেন। জার্মানী থেকে আগ্নেয়াস্ত্র আমদানীর ব্যাপারে ও বালেশ্বর মামলায় কারারুদ্ধ হন। কারাগারে অনশন করায় তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। মুক্তি পাবার পর অসহযোগ আন্দোলনে পুনরায় কারাবরণ করেন। মানবেন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী এবং চব্বিশ পরগনা জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আধ্যাত্মিক প্রবন্ধ প্রকাশ করতেন। বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে চাংড়িপোতা (চব্বিশ পরগনা) দলের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। [১০, ১৪৯]

শোভারাণী দত্ত (১৯০৬ - ৯.১১.১৯৫০) কলিকাতা। যতীন্দ্রনাথ। পৈতৃক নিবাস খুলনা। মাতা—বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভানেত্রী লাবণ্যপ্রভা দত্ত। ১৬/১৭ বছর বয়সে ব্রাহ্ম গার্লস ট্রেনিং স্কুল থেকে পাশ করেন এবং বৃন্দাবনে বিপ্লবী বীর রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ প্রতিষ্ঠিত 'প্রেম মহাবিদ্যালয়ে' শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে পাঞ্জাবের নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপত রায়ের সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যমে বিপ্লবে প্রেরণা পান। ১৯৩০ খ্রী· মাতার সঙ্গে কলিকাতায় 'আনন্দমঠ' প্রতিষ্ঠা করেন। নারী সত্যাগ্রহ সমিতির কর্মিরূপে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দিতেন ও নানাভাবে সাহায্য করতেন। ৮·৫·১৯৩৪ খ্রী· দার্জিলিং-এ লেবং মাঠে গভর্নর অ্যান্ডারসনের উপর বিপ্লবী আক্রমণ হবার পর উজ্জ্বলা মজুমদার কলিকাতায় তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নেন। ১৮ মে উভয়ে গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৭ খ্রী· তিনি মুক্তি পান। [২৯]

শোভারাম বসাক (১৮শ শতাব্দী) সপ্তগ্রাম—মেদিনীপুর। পলাশী যুদ্ধের সময়ের একজন ধনী ব্যবসায়ী। ইংরেজ বণিকগণ কর্তৃক কলিকাতা শহর পত্তনকালে দেশী ব্যবসায়ীদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। এই সমস্ত বণিকের সহায়তায় কলিকাতা বন্দর ও শহর গড়ে ওঠে। [৩১]

শোভা সিংহ (১৭শ শতাব্দী)। পিতা—রঘুনাথ। শোভা সিংহ বাঙলার দক্ষিণ রাঢ়ের বরোদা ও চিতুয়ার ভূম্যধিকারী ছিলেন। তাঁর সময় মোগল শাসনের বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল তিনি তাকে বিদ্রোহের রূপ দিয়েছিলেন। অন্যান্য কয়েকজন রাজা ও পাঠান-দলপতি রহিম খাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি ১৬৯৬ খ্রী· বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামকে নিহত করে হুগলী অধিকার করেন এবং গঙ্গাতীরবর্তী স্থান থেকে নৌবাণিজ্যের চুঙ্গি, শুল্ক ও রাজস্ব আদায় করতে থাকেন। কিন্তু ওলন্দাজ ও ইংরেজ সৈন্যের সহায়তায় মোগল-প্রতিনিধি ইব্রাহিম খাঁ তাঁকে ঐ বছরই পরাজিত করেন। অনেকের মতে বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের কন্যাকে অঙ্কশায়িনী করার চেষ্টায় বলপ্রয়োগ করলে কন্যা ছুরিকাঘাতে তাঁকে হত্যা করেছিলেন। [২, ৩, ২৫, ২৬]

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৪০ - ৫.৬.১৯১৪) পাথুরিয়াঘাটা—কলিকাতা। হরকুমার। হিন্দু কলেজে পড়বার সময় বাংলা ও ইংরেজী সঙ্গীতশিক্ষা করেন। লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র ও ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী তাঁর সঙ্গীতগুরু ছিলেন। হিন্দু সঙ্গীতের পুনরুদ্ধার ও বহুল প্রচারের জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। ইংরেজী সঙ্গীত এবং আর্যসঙ্গীত-বিষয়ক বহু মূল্যবান গ্রন্থ ও হস্তলিপি সংগ্রহ করে হিন্দু সঙ্গীতশিক্ষার উপযোগী বহু গ্রন্থ প্রচার করেছেন। ১৮৭১ খ্রী· হিন্দুমেলা উৎসবে তিনি সঙ্গীত-বিষয়ে প্রথম বক্তৃতা দেন। প্রকাশ্য সভায় বাংলায় সঙ্গীত আলোচনার তিনিই পথপ্রদর্শক। আগস্ট ১৮৭১ খ্রী· বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয় এবং আগস্ট ১৮৮১ খ্রী· 'Bengal Academy of Music প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৫ খ্রী· ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও ১৮৯৬ খ্রী· অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টর অফ মিউজিক' হন। ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই সম্মানজনক উপাধি পান। পারস্যের শাহ্ তাঁকে 'নবাব শাহজাদা' উপাধি এবং ইউরোপের বহু রাষ্ট্র তাঁকে রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদান করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য এবং জাস্টিস্ অফ দি পীস্ ছিলেন। ১৮৮০ খ্রী· 'সি·আই·ই·' ও পরে 'রাজা' এবং ১৮৮৪ খ্রী· বাঙালীদের মধ্যে সর্বপ্রথম 'Kinght Bachelor of the United Kingdom' উপাধি পান। ১৪ বছর বয়সে 'ভূগোল ও ইতিহাসঘটিত বৃত্তান্ত' নামে গ্রন্থ লেখেন ও পরে 'মালবিকাগ্নিমিত্রে'র একটি বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। নাট্য-রচনায়ও দক্ষ ছিলেন। তাঁর রচিত 'রসাবিষ্কার' নাটক ১২.২.১৮৮১ খ্রী· পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ির নাট্যশালায় অভিনীত হয়। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'মুক্তাবলী' (নাটক), 'সঙ্গীতসার-সংগ্রহ', 'জাতীয় সঙ্গীত-বিষয়ক প্রস্তাব', 'যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা', 'মৃদঙ্গ মঞ্জরী', 'একতান', 'যন্ত্রকোষ' প্রভৃতি; সঙ্কলন গ্রন্থ: 'মণিমালা'। দাতা হিসাবে খ্যাতি ছিল। সংস্কৃত কলেজে বৃত্তি ও মাসিক সাহায্যদান, বরিশালে বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য ভূমিদান এবং লেডি ডাফরিন হাসপাতাল ও অ্যালবার্ট ভিক্টর কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচুর অর্থ দান করেছিলেন। গঙ্গাসাগর দ্বীপে পিতার নামে পুষ্করিণী ও বরাহনগরে রাস্তা তৈরি করেন। [৩, ৭, ২০, ২৫, ২৬, ৩১]

শ্যামকুমার নন্দী (? - ২৭.১১.১৯৩২) চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের সদস্য। ১৮.৪.১৯৩০ খ্রী· চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের বীরগণ আত্মগোপন করে আছেন, এই সংবাদ পুলিসের কাছে পৌঁছলে পুলিস চট্টগ্রামের পটিয়ার নিকটবর্তী জঙ্গলখাঁই নামক স্থানে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি ঘেরাও করে। শ্যামকুমার পুলিস বেষ্টনী ভেদ করার চেষ্টায় নিহত হন। বাড়িটি অনুসন্ধান করে একজন অগ্নিদগ্ধ অসুস্থ যুবক ও একজন ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করা হয়। [৪৩, ৭০]

শ্যামদাস১। অদ্বৈতমঙ্গল-রচয়িতা একজন বৈষ্ণব কবি। বাল্যকালে কাশীতে বিদ্যাশিক্ষা করেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হয়ে 'কবিচূড়ামণি' উপাধি পান। তিনি নানা স্থানের পণ্ডিতদের পরাস্ত করে শান্তিপুরে শ্রীমদদ্বৈতাচার্য প্রভুর কাছে শ্রীকৃষ্ণার্চনপ্রণালী ও শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা

শেষ করে দেশে ফেরেন। অদ্বৈতপ্রভু তাঁকে 'ভাগবতাচার্য', উপাধি দিয়েছিলেন। [২]

শ্যামদাস২। চারশ্রেণী কায়স্থের কুলগ্রন্থের মধ্যে উত্তরাঢ়ীয় কায়স্থগণের প্রাচীন কুলগ্রন্থ 'শ্যামদাসী ডাক' উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'ডাকে'র ভাষা দেখে মনে হয় এগুলি চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত। এতে অল্প কথায় সঙ্কেতে কুলপরিচয় দেওয়া আছে। তাঁর রচিত উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকাও পাওয়া গেছে। [২]

শ্যামমোহিনী দেবী (১০.২.১৮৮৭ - ২৬.২.১৯৮০) করঞ্জা—পাবনা। জমিদার চৌধুরী পরিবারে জন্ম। নিখিলভারত নারীশিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠাত্রী। ১০ বছর বয়সে প্রাথমিক পরীক্ষায় রাজশাহী বিভাগে প্রথম হন। ১২ বছর বয়সে ঢাকার সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের সঙ্গে বিবাহ হয়। স্বামীর সহায়তায় নানা বিষয়ে পড়াশুনা করেন। ১৬ বছর বয়সে বিধবা হয়ে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। নিজের সম্পত্তি এবং অলঙ্কার বিক্রী করে করঞ্জায়, পাবনা জেলায় ও স্বামীর গ্রামে অনেকগুলি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। নিজেও পড়াতেন। ১৯২৩ খ্রী· কলিকাতায় ব্রাহ্ম ট্রেনিং স্কুল থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে সিনিয়র ট্রেনিং পাশ করেন। লেডি অবলা বসু তাঁকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত নারী শিক্ষা সমিতি পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির পরিদর্শিকার দায়িত্ব দেন। অসুস্থতার জন্য কিছুদিন পর এ কাজ ছেড়ে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে যোগ দেন। এই সঙ্গে একটি কর্পোরেশন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা এবং ব্রাহ্ম ট্রেনিং স্কুলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট-এর কাজও করতেন। মেয়েদের লাঠি ছোরা খেলা, যুযুৎসু ইত্যাদি শেখানর জন্য 'দীপালী সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করেন। বিপ্লবী পুলিন দাস এই সঙ্ঘে শেখাতেন। তাঁর চেষ্টায় ১৯২৬ খ্রী· পাবনা এম·ই· স্কুলটি হাই স্কুলে উন্নীত হয়। স্কুলটির খরচের অনেকখানি অংশ তিনি বহন করতেন। ১৯২৯ খ্রী· স্কুলের কাজ ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। মহিলা সমিতি গঠন করে চরকা, খদ্দর প্রচার, বিলাতিদ্রব্য বর্জনে মহিলাদের উৎসাহিত করেন। এই সময় 'তিলক স্বরাজ' ফাণ্ডে তিনি নগদ ও অলঙ্কারে ২০ হাজার টাকা চাঁদা তুলে দেন। লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে পাবনায় থেকে অংশ নেন। নবদ্বীপের তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতিতে সাহায্য করেন। পরে ১৯৩১ খ্রী· লেডি অবলা বসুর আহ্বানে কলিকাতায় এসে নারী শিক্ষা সমিতির সুপারিন্টেন্ডেন্টের পদ গ্রহণ করেন এবং সমিতির নানা গঠনমূলক কাজে লেডি অবলা বসুকে সাহায্য করেন। ১৯৩৪ খ্রী· অল্প কয়েকটি ছাত্রী নিয়ে স্থাপন করেন 'বাণীপীঠ' গার্লস হাই স্কুল। ঐ বছরই বয়স্কাদের জন্য শর্ট ম্যাট্রিক স্কুল এবং ক্রমে ক্রমে জুনিয়র ও সিনিয়র ট্রেনিং সেন্টার, প্রাইমারী স্কুল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল এবং ছাত্রী নিবাস খোলেন। ১৯৩৫ খ্রী· অনুরূপা দেবীকে সভানেত্রী করে তিনি নিখিল ভারত নারী শিক্ষা পরিষদ গঠন করে স্কুলগুলিকে তার অন্তর্ভুক্ত করেন এবং ক্রমে আরও নতুন নতুন বিভাগ চালু করেন যাতে মেয়েরা শিক্ষিত, উপার্জনক্ষম ও আত্মনির্ভরশীল হতে পারে। 'কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ' নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানও তাঁরই উদ্যোগে স্থাপিত হয়। [৮২]

শ্যামল চক্রবর্তী (১৮.১.১৯২০ - ২৮.৬.১৯৭৫) কলিকাতা। উরুক্রমদাস। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। ১৯৪১ খ্রী· পলিটিক্যাল ইকনমিতে এম·এ· পাশ করেন। ১৯৪০ খ্রী· কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন। ১৯৫৫ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে সংগঠিত সামাজিক-অর্থনৈতিক সমীক্ষায় যোগ দেন। ১৯৫৮ খ্রী· বিদ্যাসাগর কলেজে পলিটিক্যাল সায়েন্স বিভাগে অধ্যাপনা শুরু করে ক্রমে ঐ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ-শিক্ষক সমিতির সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'হাউসিং কন্ডিশনস্ ইন ক্যালকাটা', 'টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স অব এড়ুকেশন', 'বিদ্যাসাগর' প্রভৃতি। এছাড়া তিনটি পাঠ্যপুস্তক এবং বহু শিক্ষা-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছেন। পূর্ব বার্লিনে শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিদর্শনরত অবস্থায় তাঁর আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। [১৬, ১৪৯]

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী (১২.৭.১৮৬৯ - ৭.৯.১৯৩২) বারেঙ্গ—পাবনা। হরসুন্দর। বিশিষ্ট সাংবাদিক, দেশপ্রেমিক ও বক্তা। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন। পিতৃবিয়োগের ফলে বি·এ· পড়া ছেড়ে পাবনা স্কুলে শিক্ষকের কাজ নেন (১৮৮৯ - ৯০)। পরে কলিকাতায় এসে অ্যাংলো-ভেদিক্ স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং 'প্রতিবেশী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাই পরে 'পিপল্ অ্যান্ড প্রতিবেশী' নামে দ্বিভাষিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। সাংবাদিকতার সূত্রে তিনি স্বদেশী আন্দোলনে অংশ নিতে আরম্ভ করেন এবং ক্রমে অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সমপর্যায়ের নেতারূপে গণ্য হন। তাঁর নিজের পত্রিকা উঠে গেলে তিনি বিখ্যাত বিপ্লবী পত্রিকা 'বন্দেমাতরম্' সম্পাদনা শুরু করেন। ১৯০৮ খ্রী· সহকর্মী ও স্বদেশী দলের আটজনের সঙ্গে তিনি মান্দালয়ে নির্বাসিত হন। ১৯১০ খ্রী· মুক্তিলাভের পর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদকের কাজ করতে থাকেন। ১৯১৭ - ২০ খ্রী· অন্তরীণাবদ্ধ ছিলেন। মুক্তির পর নিজ সম্পাদনায় বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক 'সার্ভেন্ট' পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রথম জীবনে বিপ্লবী অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কংগ্রেসের নেতৃত্ব গান্ধীজীর হাতে গেলে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন ও ১৯২২ খ্রী· ৬ মাসের কারাদণ্ড ভোগ করেন। এসময়ে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। রচিত গ্রন্থ : 'Through Solitude and Sorrow', 'My Mother's Face' (মিস্ মেয়োর 'মাদার ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের প্রতিবাদ) প্রভৃতি। তিনি জাতিভেদ প্রথার সমর্থক এবং পর্দা আইনের বিরোধী

ছিলেন। শেষ-জীবনে তিনি ভারতীয় দর্শন ও বৈষ্ণব সাহিত্যের চর্চায় মনোযোগী হন। [৩, ৭, ১০, ২৫, ২৬, ৫৪]

শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সোইহং স্বামী (১৮৫৮ - ৬.১২.১৯১৮) আড়িয়ল-বিক্রমপুর—ঢাকা। শশিভূষণ। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে থাকতেই কলেজের জিমনেশিয়মে ব্যায়ামচর্চায় কাটাতেন। এইসময় ঢাকা লক্ষ্মীবাজারের বিখ্যাত পালোয়ান অধর ঘোষের তত্ত্বাবধানে কুস্তিতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। ১৮- ২২ বছরের মধ্যে পাঞ্জাবের ভুট্টা সিং, কাদের পালোয়ান, যুক্ত প্রদেশের জয়মল সিং ইত্যাদি বহু পালোয়ানকে পরাস্ত করে খ্যাতিমান হন। এরপর ত্রিপুরার মহারাজের পার্শ্বচররূপে দুই বছর থাকবার পর বরিশাল গভর্নমেন্ট স্কুলের ব্যায়ামশিক্ষক নিযুক্ত হন। ত্রিপুরায় থাকা কালে শিকারে গিয়ে ব্যাঘ্রের কবলে পড়লে তাকে মল্লযুদ্ধে পরাস্ত করে ছোরার সাহায্যে হত্যা করেন। এই ঘটনার পরেই ১২৯৪ ব. ফ্রেডকুকের ইংলিশ সার্কাসে হিংস্র জন্তুর খেলা দেখাবার জন্য নিযুক্ত হন। ১২৯৫ ব. নাগাদ একটি সার্কাস দল গঠন করেন। এই দলটি ভূমিকম্পে নষ্ট হলে 'গ্র্যান্ড শো অফ ওয়াইল্ড অ্যানিমেল্স্' নাম দিয়ে আর একটি সার্কাস দল গঠন করেন। তিনি ব্যাঘ্রের মুখের মধ্যে মাথা এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রবেশ করিয়ে খেলা দেখাতেন। বুকের উপর ১২/১৪ মণ ওজনের পাথর ভাঙাতেন। তরুণ সমাজের মধ্যে ব্যায়ামচর্চা, আত্মনির্ভরশীলতা, দেশপ্রেম জাগ্রত করা এবং দেশকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। ৪২ বছর বয়সে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত এবং 'তিব্বতী বাবা' নামক জনৈক সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে 'সোইহং স্বামী' নামে পরিচিত হন। এই সময়ে বহু গ্রন্থ লেখেন ও নৈনিতালের ৭ মাইল দূরে ভাওয়ালীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। রচিত গ্রন্থ: 'সোইহং তত্ত্ব', 'সোইহং সংহিতা' 'সোইহং গীতা', 'বিবেক গাথা', 'Truth', ভগবদ্গীতার সমালোচনা প্রভৃতি। [১০, ২৫, ২৬, ১০৩]

শ্যামাচরণ দাস (? - ৫.১০.১৯৪২) বাহাদুরপুর—মেদিনীপুর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে ভগবানপুর থানা আক্রমণের সময় পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৪২]

শ্যামাচরণ দেব (৭.১১.১৮৭০ - ২১.১১.১৯৬১) বানিয়াচঙ্গ—শ্রীহট্ট। হরিশচন্দ্র। হবিগঞ্জ হাই স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৮৮৯) এবং ১৮৯১ খ্রী. ঢাকা কলেজ থেকে এফ.এ. পাশ করে হবিগঞ্জ স্কুলে ও করিমগঞ্জ রতনমণি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন এবং একটি ন্যাশনাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করে সেখানে নামমাত্র বেতনে প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। ১৯১৭ খ্রী. সরকারের সঙ্গে বিতণ্ডার ফলে এই স্কুল ছেড়ে শিলচরে ক্রীশ্চান মিশন বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯২৩ খ্রী. শিলচরে তিনি 'দীননাথ নবকিশোর বালিকা বিদ্যালয়' স্থাপন করে সস্ত্রীক সামান্য বেতনে কর্মরত থাকেন। স্কুলটি স্বদেশী স্কুল-রূপে সুপরিচিত। ১৯১৭ খ্রী. তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য, অসহযোগ আন্দোলনের সময় কাছাড় জেলা কংগ্রেসের যুগ্ম-সম্পাদক ও পরে সভাপতি হন। বহুবার কারাদণ্ড ভোগ করেন। বিধবা-বিবাহে উৎসাহী এবং হিন্দু জাতিভেদপ্রথা ও পর্দাপ্রথার বিরোধী ছিলেন। [১২৪, ২০৬]

শ্যামাচরণ বল্লভ (১৮৪৩? - ১৮৯৮?) শ্বেতপুর-বারাসত—চব্বিশ পরগনা। কালাচাঁদ। মাতুলালয় ধান্যকুড়িয়ায় প্রতিপালিত হন। পাটের ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারী কিনতে থাকেন। ১৮৯৬ - ৯৭ খ্রী. চব্বিশ পরগনার দুর্ভিক্ষে ধান্যকুড়িয়ায় অন্নসত্র স্থাপন করে প্রতিদিন প্রায় দুই হাজার লোকের খাওয়া ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। ধান্যকুড়িয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও সংস্কৃত টোল স্থাপনে তিনি উপেন্দ্রনাথ সাউ বাহাদুরকে সাহায্য করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত একটি অতিথিশালা আছে। 'জুট লর্ড' নামে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। [২৫]

শ্যামাচরণ মাইতি (? - ১৯৪২) বাহাদুরপুর—মেদিনীপুর। দ্বারিকনাথ। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে ২৯.৯.১৯৪২ খ্রী. ভগবানপুর থানা আক্রমণের সময় পুলিসের গুলিতে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে কয়েকমাস পরে মারা যান। [৪২]

শ্যামাচরণ রায়, রায়বাহাদুর (৬.৭.১৮৪৫ - ৮.১২.১৯৩৫) বনগ্রাম—ময়মনসিংহ। গৌরচরণ। দরিদ্র পরিবারে জন্ম হলেও ভাল ছাত্র হওয়ায় বৃত্তি পেয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হন। ঢাকা কলেজ থেকে এফ.এ. পরীক্ষায় ইতিহাসে বিশেষ পারদর্শিতার জন্য তখনকার সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার 'ডোনেলী পদক' লাভ করেন। ইংরেজী ও ইতিহাসে ব্যুৎপত্তির জন্য তাঁর এত খ্যাতি হয় যে অঙ্কে কাঁচা থাকায় বি.এ. পাশ না করলেও সেন্ট গ্রেগরী ইংরেজী হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় কাজে ইস্তফা দিয়ে পোগোজ স্কুলে প্রথম সহকারী ও পরে প্রধানশিক্ষক হন। ১৮৭২ খ্রী. ওকালতি পাশ করে ময়মনসিংহ কোর্টে যোগ দেন। সুদীর্ঘকাল ময়মনসিংহের বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ও পরে সভাপতি ছিলেন। ময়মনসিংহ মিউনিসিপ্যালিটির সহকারী সভাপতি ও সভাপতি হিসাবে ৪০ বছর দায়িত্বভার পালন করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় শহরে পরিশোধিত পানীয় জলের কল স্থাপিত হয়। জিলা বোর্ডের সদস্য হিসাবে শিক্ষাবিস্তারে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর উদ্যোগে ও চেষ্টায় ময়মনসিংহে সিটি কলেজিয়েট স্কুল, আনন্দমোহন কলেজ, মেয়েদের বিদ্যাময়ী স্কুল, মেডিক্যাল স্কুল প্রভৃতি স্থাপিত হয়। রাজনীতিক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী, অনাথবন্ধু গুহ প্রভৃতির সঙ্গে তিনিও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ

করেন। ১৯১৯ খ্রী· জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ময়মনসিংহবাসীরা নগ্নপদে যে মিছিল বার করে, বৃদ্ধবয়সেও তিনি তাতে যোগ দেন। ঐ বছরই বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। জামাতা যুগান্তর দলের বিপ্লবী নেতা আনন্দকিশোর মজুমদার, এবং নামকরা খেলোয়াড় ও বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত অশোক রায় তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। [১৪৯]

শ্যামাচরণ লাহা (১৮২৫ - ১৮৯১)। হিন্দু কলেজের বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র। ১৮৬৯ খ্রী· ব্যবসায়ে উন্নতির জন্য বিলাত যান। দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলের ডিরেক্টর, ঈস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানীর পরামর্শ-সভার সভ্য, অনারারি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সদস্য ছিলেন। চক্ষু-চিকিৎসা ভবনের জন্য ৬০ হাজার টাকা দান করেছিলেন। [৩১]

শ্যামাচরণ লাহিড়ী (১৮২৮ - ২৬·৯·১৮৯৫) নদীয়া। তাঁর ধর্মনিষ্ঠ পিতা গৌরমোহন প্রতিষ্ঠিত স্বগ্রামের শিব মন্দিরের স্থানটি ঘূর্ণির শিবতলা ব'লে প্রসিদ্ধ। শৈশবে মাতৃবিয়োগ ঘটে এবং পিতা স্থায়িভাবে কাশীবাসী হন। বাল্যে কাশীতে নাগভট্ট নামে এক বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের কাছে বেদ-শিক্ষার্থিরূপে থাকেন। উর্দু ভাষাও শেখেন। তাছাড়া, রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের স্কুলে এবং সরকারী সংস্কৃত কলেজে পড়ে বাংলা, সংস্কৃত, ফারসী ও ইংরেজী আয়ত্ত করেন। ২৩ বছর বয়সে সরকারী পূর্ত বিভাগে সাধারণ কর্মচারী হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। কর্মোপলক্ষে উত্তর ভারতের নানাস্থানে ঘুরতে ঘুরতে 'ত্র্যম্বক বাবা' বা 'শিব বাবা'র সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে এবং তিনি তাঁর নিকট দীক্ষা লাভ করেন। দীক্ষান্তে যোগ-সাধনায় নিযুক্ত থাকলেও গুরুর নির্দেশে সংসারশ্রম ত্যাগ করেন নি। ১৮৮৫ খ্রী· চাকরি থেকে অবসর-গ্রহণের পর থেকে তিনি কাশীতে সিদ্ধযোগীর আচার্য-জীবনের ভূমিকা পালন শুরু করেন। গৃহী ভক্ত ও শিষ্য ছাড়া তাঁর সর্বত্যাগী ব্রহ্মচারী এবং দণ্ডী সন্ন্যাসী শিষ্যও ছিল। কাশীতে লোক-কল্যাণকর শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনে তিনি তৎপর ছিলেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে প্রণবানন্দজী, স্বামী কেশবানন্দজী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি সর্বসাধারণের মধ্যে 'কাশীর বাবা' বা 'যোগরাজ' রূপে পরিচিত ছিলেন। পুত্র তিনকড়িরও যোগী হিসাবে খ্যাতি ছিল। [১৫৭, ২০২]

শ্যামাচরণ সরকার (২০·৩·১৮১৪ - ১৪·৭·১৮৮২) মামজোয়ান—নদীয়া। জন্মস্থান পূর্ণিয়া—বিহার। পূর্ণিয়ার রাণী ইন্দ্রাবতীর দেওয়ান হরনারায়ণ। গ্রামের পাঠশালায় কিছুদিন পড়াশুনা করে কৃষ্ণনগরে শ্রীনাথ লাহিড়ীর নিকট ৬ বছর ফারসী ভাষা শেখেন। ১৮৩৭ খ্রী· কলিকাতায় আসেন এবং রামতনু লাহিড়ীর বাড়িতে থেকে ৫ বছর সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ল্যাটিন, গ্রীক, ফরাসী, ইংরেজী ও ইতালীয় ভাষা শিক্ষা করেন। কলিকাতা মাদ্রাসায় কিছুকাল বাংলা ভাষার শিক্ষক ছিলেন। এই সময়ে উর্দু ও আরবী ভাষা শেখেন। ১৮৪২ খ্রী· সংস্কৃত কলেজে ইংরেজীর দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৪৫ খ্রী· ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৪৮ খ্রী· সদর দেওয়ানী আদালতে পেস্কারের চাকরি নেন। ১৮৫৭ খ্রী· সুপ্রীম কোর্টের চীফ ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই প্রথম বাঙালী 'টেগোর ল লেক্চারার' (১৮৭২)। ২৬·৭·১৮৭৬ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে'র তিনি প্রথম নির্বাচিত সভাপতি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন। ১৮৫৮ খ্রী· স্বগ্রামে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সদস্য হয়েও তাঁর সময়ের সমস্ত প্রগতিবাদী নেতার সঙ্গে একযোগে কাজ করেছেন। তাঁর রচিত 'হিন্দু আইন' ও 'মুসলমান আইন' গ্রন্থ দুটি উল্লেখযোগ্য। তিনি ইংরেজী, বাংলা ও উর্দু—তিন ভাষায় একখানি অভিধান সঙ্কলন করেন। কয়েকখানি উর্দু গ্রন্থও ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'Intorduction to the Bengalee Language adapted to students who know English', 'The Muhammadan Law' (1873, 1875) 'Vyavastha Chandrika', (vol. I, II), 'বাঙ্গলা ব্যাকরণ', 'ব্যবস্থা-দর্পণ' (১ম, ২য় খণ্ড), 'পাঠ্যসার', 'নীতিদর্শন' প্রভৃতি। 'বিদ্যাভূষণ' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। [৮, ২৫, ১২৪, ২২৭]

শ্যামদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৯ - ১৬·৬·১৯৮৩)। ১৯৩০ খ্রী· লবণ সত্যাগ্রহে, ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে কারাবরণ করেন। প্রফুল্লচন্দ্র সেন খাদ্যমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে তাঁর একান্ত সচিব ছিলেন। সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ও 'তন্তুজ' বস্ত্রবিপণন সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন (১৯৫৫ - ৭১)। হুগলী জেলার বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। [১৬]

শ্যামাদাস বাচস্পতি (১৮৬৪ - ৩·৭·১৯৩৪) চুপী—বর্ধমান। অন্নদাপ্রসাদ। ১২৯০ ব· নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র ও ১২৯৪ ব· কাশীতে আয়ুর্বেদ পাঠ শেষ করে কলিকাতায় ফিরে কবিরাজি শুরু করেন এবং বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্রদের নিয়ে টোল খোলেন। দেশবন্ধুর ডাকে নিজের টোল ভেঙ্গে দিয়ে 'বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ' প্রতিষ্ঠা করে ২ লক্ষ টাকা দান করেন ও শিক্ষকতা করতে থাকেন। রচিত গ্রন্থ: 'চা-পানের দোষ', 'ব্রহ্মার কথা', 'শিবের কথা', 'ইন্দ্রের কথা', প্রভৃতি। [২৫, ২৬]

শ্যামানন্দ। দ্র· কৃষ্ণদাস

শ্যামানন্দ সেন (১৯০১ - ২৫·৬·১৯৮০) বজ্রযোগিনী—ঢাকা। নৃপেন্দ্রনাথ। বার বছর বয়সে বিপ্লবী যুগান্তর দলে যোগ দেন এবং ময়মনসিংহের প্রথম সারির নেতাদের ঘনিষ্ঠতায় আসেন। বাঘা যতীনের নেতৃত্বে পরিচালিত বালেশ্বরের যুদ্ধ সংঘটনের পর নেতারা আত্মগোপন করলে তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্বভার সেই কিশোর বয়সেই তিনি বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করেন। ১৯১৭ খ্রী· ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হয়ে প্রায় দুবছর পর ছাড়া পান। ময়মনসিংহে

কংগ্রেস-সংগঠন তথা বৈপ্লবিক কর্মকেন্দ্র সংগঠনে সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের ঘনিষ্ঠতম কর্মী হিসাবে কাজ করেছেন। ১৯২৪ থেকে ১৯২৭, ১৯৩১ থেকে ১৯৩৮ এবং ১৯৪১ থেকে ১৯৪৬ খ্রী· কারারুদ্ধ ছিলেন। যুগান্তর দলের সংগঠক এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কংগ্রেসী আন্দোলনে, স্বরাজ্য পার্টির গঠনে, চৌকিদারী ট্যাক্স আন্দোলনে, তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন। অনুজ ভক্তিভূষণও (হারু) যুগান্তর দলের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। [৮২]

শ্যামাপদ গোস্বামী (১৯০৫ - ২০·৩·১৯৭৩)। প্রখ্যাত সাতারু। ১৯৩৪ খ্রী· পাতিয়ালার সাঁতার প্রতিযোগিতায় তিনি বাঙলার প্রতিনিধিত্ব করেন। ঐ সময়ে দূর পাল্লা ও স্বল্প পাল্লার সাঁতারে রাজ্য চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। ১৯৫১ খ্রী· প্রথম এশিয়ান গেমস্-এ ভারতীয় ওয়াটার পোলো দলের তিনি কোচ ছিলেন। ভারত সেবার সোনা জিতেছিল। হেদুয়ায় সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সদস্য থেকে বহু ছেলেমেয়েকে তিনি সাঁতার শিখিয়েছেন। [১৬]

শ্যামাপদ চক্রবর্তী (১৮·৫·১৩০২ - ১২·৬·১৩৭৫ ব·) নাসিগ্রাম—বর্ধমান। রাজেন্দ্রনাথ। কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজের বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক। সংস্কৃত এবং ইংরেজী সাহিত্যেও তাঁর দক্ষতা ছিল। এছাড়া তিনি ছিলেন পক্ষীতত্ত্ববিদ, নানা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অধিকারী, বিভিন্ন পদ্ধতির চিকিৎসা বিদ্যার ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসু, শিল্পী, কুশলী আলোকচিত্রকর ও সঙ্গীতজ্ঞ। কবি, সাহিত্যিক, গ্রন্থ সমালোচক হিসাবে খ্যাতি ছিল। ১৯৫৭ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "কাব্যের রূপ ও রস" বিষয়ে শরৎ স্মৃতি বক্তৃতা দেন। তাঁর রচিত "অলংকার চন্দ্রিকা" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য গ্রন্থ: 'ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত', 'পুরুষ ও নারী' প্রভৃতি। [১৪৯]

শ্যামাপদ ভট্টাচার্য (৯·৩·১৮৯২ - ২৭·৫·১৯৭৩) বহরমপুর—মুর্শিদাবাদ। হরশঙ্কর। এম·এ·, বি·এল· পাশ করেন। গান্ধীবাদী নেতা হিসাবে বিশেষ পরিচিত হলেও তাঁর আবাসস্থান সর্বপ্রকার মতাদর্শের রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের এক মিলনক্ষেত্র ছিল। ১৯৩০ খ্রী· তিনি কারারুদ্ধ হন। এই সময় একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইংরেজ সরকার তাঁর ওকালতি লাইসেন্স এক বছরের জন্য বাতিল করে দেয়। ফলে বাঙলার আইনজীবী মহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৪২ খ্রী· আন্দোলনেও কারাবরণ করেন। একাধিকবার তিনি আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। [১৭৩]

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (৬·৬·১৯০১ - ২৩·৬·১৯৫৩) ভবানীপুর—কলিকাতা। স্যার আশুতোষ। মিত্র ইন্‌স্টিটিউশন থেকে প্রবেশিকা পাশ করে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। ১৯২১ খ্রী· বি·এ·, ১৯২৩ খ্রী· প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম·এ· ও পরের বছর বি·এল· পাশ করে বিলাত যান। বিলাত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে এলেও পিতার সহযোগী হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে মনোনিবেশ করেন। মাত্র ২৪ বছর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি·লিট· এবং বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক এল-এল·ডি· উপাধি পান। ১৯৩৪ খ্রী· বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কর্মতালিকা—(১) কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা, (২) বিহারীলাল মিত্রের অর্থে সোশ্যাল সায়েন্স বিভাগ প্রবর্তন, (৩) আশুতোষ মিউজিয়ম ও পাঠাগার স্থাপন এবং (৪) বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রবর্তনের চেষ্টা। তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রেই অধিক পরিচিত। হিন্দুমহাসভার নেতারূপে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ১৯৪১ খ্রী· ফজলুল হক মন্ত্রিসভায় অর্থমন্ত্রিরূপে যোগদান করেন। ১৯৪২ খ্রী· কংগ্রেসের আহ্বানে 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দেন। মেদিনীপুর জেলা সরকারী নির্যাতনের শিকার হলে ১৬·১২·১৯৪২ খ্রী· গুলিবর্ষণ, নারীধর্ষণ ইত্যাদি পৈশাচিক ঘটনার প্রতিবাদে মন্ত্রিসভা থেকে তিনি পদত্যাগ করেন। পরের বছর ব্রিটিশ সরকার-সৃষ্ট ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে বাঙলাদেশের লক্ষাধিক লোক প্রাণ হারায়। এসময়ে তিনি উল্লেখযোগ্য সেবা কাজ করেন। ১৯৪৭ খ্রী· দেশবিভাগের পর হিন্দুমহাসভাকে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার পরামর্শ দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। কয়েক বছর পর নীতিসংক্রান্ত ব্যাপারে বিরোধের জন্য পদত্যাগ করে 'জনসঙ্ঘ' নামে নূতন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় থেকে ভারতীয় পার্লামেন্টে বিরোধী নেতারূপে অসাধারণ বাগ্মিতার পরিচয় দেন। বাঙলা তথা ভারতের নানা সমস্যায় নানাভাবে জড়িত ছিলেন। মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ্, মহাবোধি সোসাইটি, বঙ্গভাষাপ্রচার সমিতি, যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ ভবন, আশারাম ও হরলালকা হাসপাতাল, রাজনারায়ণ বসু স্মৃতিমন্দির, পণ্ডিচেরী অরবিন্দ আশ্রমে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর কর্মময় জীবনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ভারত সরকারের কাশ্মীর নীতির প্রতিবাদে কাশ্মীরে প্রবেশ করে তথাকার সরকারের হাতে বন্দী হন। বন্দী অবস্থায় তিনি মারা যান। [৩, ৪, ৭, ২৫, ২৬]

শ্যামেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৯০৭ - ১৯৭৯) বালিয়াকান্দি—কাকদী, ফরিদপুর। বিপ্লবী। ২৬ বছরের কারাজীবনে ১৪ বছর কাটে পাকিস্তান জেলে। ১৯৫৪ খ্রী· তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস সমর্থিত কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থিরূপে এবং ১৯৭০ খ্রী· ন্যাপ (মোজাফ্ফর) প্রার্থিরূপে বালিয়াকান্দি ফরিদপুর কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৯৭৩ খ্রী· চিকিৎসার জন্য ভারতে চলে আসেন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। হুগলীতে মৃত্যু। [১৪৯]

শ্রীকর নন্দী (১৬শ শতাব্দী?)। এই কবিকে দিয়ে পরাগলের পুত্র ছুটি খাঁ পিতার দৃষ্টান্ত অনুসারে মহাভারতের 'অশ্বমেধপর্ব' অনুবাদ করান। অনেকের

মতে পরাগলী মহাভারত রচয়িতা কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী একই ব্যক্তি। [২]

শ্রীকান্তিকুমার দাস (? - ২২.৯.১৯৪২) বেলতলিয়া—মেদিনীপুর। হরনারায়ণ। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৪২]

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (২৪.৩.১৮৯৪ - ২৮.২.১৯৭০) কুশমোর—বীরভূম। মধুসূদন। প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক। ১৯০৬ খ্রী. এন্ট্রান্স, ১৯০৮ খ্রী. হেতমপুর কলেজ থেকে ১৪শ স্থান অধিকার করে এফ.এ. ও স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ইংরেজীতে ঈশান স্কলার হয়ে বি.এ. পাশ করেন। ১৯১২ খ্রী. এম.এ. পরীক্ষাতেও ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। ১৯২৭ খ্রী. পি-এইচ.ডি. হন। পি-এইচ.ডি.'র থিসিস ছিল, 'রোম্যান্টিক্ থিওরি—ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ অ্যান্ড কোল্‌রিজ'। রিপন কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীতে অধ্যাপনা ও রাজশাহী কলেজে উপাধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করার পর পুনরায় কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ফিরে আসেন। এরপর সরকারী চাকরি ত্যাগ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৫৫ খ্রী. পর্যন্ত ঐ পদে ছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর কংগ্রেস দলের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। কিছুদিন পশ্চিমবঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা', 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে' প্রভৃতি। [৩, ১৬]

শ্রীকৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ। নবদ্বীপ। নবদ্বীপবাসী ন্যায়শাস্ত্রে সুবিখ্যাত পণ্ডিত। রচিত জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগের টীকা গ্রন্থ তাঁর স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞানের পরিচায়ক। এছাড়াও তিনি 'গোপাললীলামৃত', 'চৈতন্যচিন্তামৃত' ও 'কামিনীকামকৌতুক' নামে ৩টি ক্ষুদ্র কাব্য ও ৪টি ন্যায়শাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। [২]

শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর (১৮শ শতাব্দী)। জন্ম—মেদিনীপুর ও হাওড়ার সীমান্তবর্তী ক্ষেপুতের নিকটবর্তী হাড়োয়াচকে। পিতা—কানামণি(?)। পাঁচালী-গান-রচয়িতা। শান্তিরাম আগমবাগীশ নামে জনৈক মঙ্গলগান-রচয়িতার সংস্পর্শে এসে তিনি সর্বপ্রথম মনসামঙ্গলের একখানি পালা রচনা করেন। তৎকালীন সমাজপতি ব্রাহ্মণরা অব্রাহ্মণ কিঙ্করের সঙ্গে শান্তিরামের বন্ধুত্ব স্বীকার করে না নেওয়ায় তিনি গ্রাম ছেড়ে চলে যান এবং বর্ধমানরাজ তিলকচন্দ্র-প্রদত্ত ভূমি গ্রহণ করে ক্ষেপুত গ্রামের নিকটবর্তী 'কিষ্টবাটী' গ্রামে এসে বসবাস করতে থাকেন। অনেকে মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের নামানুসারেই কৃষ্ণবাটী বা 'কিষ্টবাটী' নামে ক্ষুদ্র গ্রামটির সৃষ্টি হয়। এখানে বাসকালে তিনি 'লক্ষ্মীপূজা', 'বরুণপূজা', 'ইন্দ্রপূজা', 'রাবণপূজা', শীতলামঙ্গলের ৪খানি পালা, 'পঞ্চানন মঙ্গল', 'দেবী লক্ষ্মীর গীত', 'সত্যনারায়ণের সাত ভাই দুখীর পালা' 'শীতলার জন্ম পালা', 'শীতলার জাগরণ পালা' প্রভৃতি রচনা করেন। চেতুয়াখণ্ডের বৃহৎ অংশে এখনও তাঁর রচিত শীতলামঙ্গল গায়েন কর্তৃক গীত হয়। তাঁর কাব্যের পুথিগুলি আজও হাওড়া ও মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। [১৫৫]

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার। নবদ্বীপ। আদিনিবাস—মালদহ। ১৭/১৮ শতাব্দীর মধ্যে বর্তমান ছিলেন। স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য নবদ্বীপে আসেন এবং পাঠ সমাপ্তির পর সংসারী হন ও চতুষ্পাঠী স্থাপন করে সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। তিনি জীমূতবাহনের দায়ভাগটীকা ও 'দায়ক্রমসংগ্রহ' নামে দায়ভাগ-সম্বন্ধীয় দুইটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সর্বশ্রেষ্ঠ টীকাগ্রন্থ হিসাবে এ দুইটি আজও নবদ্বীপে পড়ানো হয়। কোলব্রুক সাহেব 'দায়ক্রমসংগ্রহে'র ইংরেজী অনুবাদ করেন। ধর্মাধিকরণে দায়ভাগ সম্বন্ধে তাঁর মত সাদরে গৃহীত হত। তাঁর রচিত অপর গ্রন্থ: 'সাহিত্যবিচার'। শ্রীহট্টের বানিয়াচঙ্গের রাজা পদ্মনাভ মিশ্র (কর্ণ খা) অন্যান্য পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁকেও নিজ রাজ্যে আহ্বান করে বসতি দান করেছিলেন। [২, ২৬]

শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম (১৮শ শতাব্দী)। ১৭০৩ খ্রী. নবদ্বীপাধিপতি রামকৃষ্ণ রায় তাঁকে ভূমি দান করেন। এই স্মার্ত পণ্ডিত নাটোরের রাজা রামজীবনের সভাপণ্ডিত ছিলেন। 'শ্রীকৃষ্ণ শর্মা' নামেও তাঁর পরিচয় ছিল। ১৭২২ খ্রী. তাঁর রচিত 'কৃষ্ণপদামৃত' এবং ১৭২৩ খ্রী. 'পদাঙ্কদূত' নবদ্বীপে প্রচারিত হয়। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'মুকুন্দপদমাধুরী' ও 'সিদ্ধান্তচিন্তামণি'। [২, ২৫, ২৬, ৯০]

শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী (পূর্বনাম শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন মজুমদার)। দ্র. কৃষ্ণানন্দ স্বামী।

শ্রীগোপাল বসুমল্লিক (১৮৫০ - ১৮৯৯) পটলডাঙ্গা—কলিকাতা। রাধানাথ। বেদান্ত শিক্ষার প্রসারের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অর্থ দান করেন। ঐ অর্থ থেকে 'শ্রীগোপাল মল্লিক ফেলোশিপ' নামে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা হয়। তাঁর উইলে তিনি একজন অধ্যাপকের বেতন এবং উক্ত অধ্যাপকের বেদান্ত বক্তৃতার উপর রচিত গ্রন্থের ৪০০ খণ্ড কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১০০ খণ্ড জনসাধারণের মধ্যে যাতে বিলি করা হয় তার নির্দেশে দিয়েছেন। [২৫, ২৬, ১৪৯]

শ্রীদাম দাস। (? - ১৮২০)। খ্যাতনামা কালিয়দমন যাত্রাকার। আখড়াই গানেও সুপ্রসিদ্ধ নিধুবাবুর প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। তিনি সুরকার ও সঙ্গীতকারও ছিলেন। তাঁর কৃতিত্বে যাত্রাগান তৎকালীন বাঙালী সমাজে বিশেষ একটি স্থান লাভ করেছিল। তাঁর ভাই সুবলও সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। তাঁরা দুই ভাই সর্বপ্রথম কৃষ্ণযাত্রায় জুড়ি প্রথা প্রচলন করেছিলেন। [৫২, ১৮৮]

শ্রীধর আচার্য (১০ম শতাব্দী) ভুরশুট—হুগলী। বলদেব। দক্ষিণ রাঢ়ের অধিপতি পাণ্ডুভূমি-বিহারের প্রতিষ্ঠাতা পাণ্ডুদাস শ্রীধরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শ্রীধর অধ্যাত্মচিন্তা ও দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করে

সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেন। শ্রীধর ভট্টই সর্বপ্রথম বৈশেষিক মতের আস্তিক্য ব্যাখ্যা দেন। রচনাকাল আনুমানিক ৯৯১ খ্রীষ্টাব্দ। 'ত্রিশতিকা' গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীধর এবং 'ন্যায়কন্দলী' গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীধর একই ব্যক্তি কিনা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। 'ত্রিশতিকা' আর্যাছন্দে রচিত ৩০০ শ্লোকে সম্পূর্ণ একটি পাটীগণিতের গ্রন্থ। 'শ্রীধর-পদ্ধতি' নামে একটি জাতকখণ্ডের গ্রন্থও পাওয়া যায়। [২, ৩, ২৫, ৬৭]

শ্রীধর কথক, ভট্টাচার্য (১৮১৬ - ?) বাঁশবেড়িয়া—হুগলী। রতনকৃষ্ণ শিরোমণি। হুগলীর গোস্বামী-মালিপাড়া গ্রামের রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে ভাগবত শিক্ষা করেন। যৌবনে সঙ্গীদের সঙ্গে পাঁচালী ও কবিগান গাইতেন। বহরমপুরের কালীচরণ ভট্টাচার্যের কাছে কথকতা শেখেন। সুকথক হিসাবে খ্যাত হলেও তাঁর রচিত ভাবময় ও রসময় টপ্পা এবং কৃষ্ণ-বিষয়ক ও শ্যামা-বিষয়ক সঙ্গীতও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। তাঁর বহু টপ্পা গান নিধুবাবুর টপ্পা নামে চলে। তিনি বাংলা, হিন্দী, আরবী ও ফারসী ভাষায় টপ্পা রচনা করেছেন। তাঁর রচিত ১৬৯টি সংগৃহীত গানের মধ্যে প্রেম-বিষয়ক গানের সংখ্যাই বেশী। এছাড়া বহু পদাবলীও আছে। 'ভালবাসিবে বল্যে ভালবাসিনে' তাঁর প্রসিদ্ধ গানগুলির অন্যতম। খ্যাতনামা কথক লালচাঁদ বিদ্যাভূষণ তাঁর পিতামহ। [৩, ১৮, ২০, ২৫, ২৬]

শ্রীধর দাস। পিতা—বটুক দাস। মহারাজ লক্ষ্মণ সেন শ্রীধরের ও তাঁর পিতার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১২০৬ খ্রী· তিনি 'সদুক্তিকর্ণামৃত' নামে বৃহৎ গ্রন্থে ৪৮৫ জন লেখকের প্রায় আড়াই হাজার শ্লোক সঙ্কলন করেন। এই সঙ্কলনে কেবল বাঙলার কবিদেরই নয়, অন্য প্রদেশীয় কবিদেরও কিছু শ্লোক আছে। তাঁর সংগৃহীত 'বৈষ্ণব পদাবলী' পরবর্তী কালে রূপ গোস্বামীও ব্যবহার করেছেন। [২, ৭৮]

শ্রীধর ভট্ট। দ্র· **শ্রীধর আচার্য**।

শ্রীনাথ ঘোষ (১৮২৬ - ২৯·৯·১৮৮৬) কলিকাতা। ওরিয়েন্টাল সেমিনারী থেকে শিক্ষা শেষ করে অনুজ গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে 'বেঙ্গল রেকর্ডার' পত্রিকায় কাজ করেন। এই পত্রিকায় লিখিত একটি প্রবন্ধের জন্য ১৮৫৪ খ্রী· ডেপুটি কালেক্টর হন। পরে কিছুদিন প্রেসিডেন্সী ডিভিশনের কমিশনারের পি·এ· ছিলেন। ১৮৭৫ খ্রী· জুলাই মাসে মাসিক ১ হাজার টাকা বেতনে কলিকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হন। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকা প্রবর্তিত হবার পর তিনি গিরিশচন্দ্রকে সম্পাদনায় সাহায্য করতেন। [২৫]

শ্রীনাথ চন্দ (১·৪·১৮৫১ - ২৩·৭·১৯৩৮) ফুলবাড়ী—টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ। জগন্নাথ। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় দুই টাকা বৃত্তি পেয়ে ময়মনসিংহে হার্ডিঞ্জ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৮৬৬ খ্রী· ৪ টাকা বৃত্তি পেয়ে বাংলা নর্মাল ট্রেনিং স্কুলে ভর্তি হন ও ১৮৬৯ খ্রী· নর্মাল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৬৯ খ্রী· সতীর্থ কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। ১৮৭০ খ্রী· জিলা স্কুলে হেড পণ্ডিতের কাজ নেন এবং বিধবা বোন সারদাকে শহরে এনে লেখাপড়া শিখিয়ে বিবাহ দেন (এই সারদার সন্তান ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন)। তিনিও ১৮৭৬ খ্রী· বামাসুন্দরী নামে এক বিধবাকে বিবাহ করেন। মেয়েদের লেখাপড়া শেখার ব্যাপারে ও সমাজসংস্কার আন্দোলনে অন্যান্য ব্রাহ্ম যুবকদের সঙ্গে প্রধান ভূমিকা নেন। মেয়েদের আবাসিক বিদ্যাময়ী স্কুল ছাড়াও তাঁদের চেষ্টায় সিটি কলেজিয়েট স্কুল (কলিকাতার শাখা), গরীব ও শ্রমজীবীদের জন্য নাইট স্কুল ও পরবর্তী কালে আনন্দমোহন কলেজ স্থাপিত হয়। বিদ্যাময়ী স্কুলের সঙ্গে বহুদিন জড়িত ছিলেন। ১৮৮০ খ্রী· 'সঞ্জীবনী পত্রিকা', 'ঘোষ লাইব্রেরী', 'ময়মনসিংহ সভা' ও 'সারস্বত সমিতি' স্থাপন করেন। তাঁরই চেষ্টায় ও অনুরোধে জমিদার সূর্যকান্ত আচার্য শহরের জন্য একটি পানীয় জলের আধার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৭ খ্রী· প্রবল ভূমিকম্পের পরে রিলিফের কাজকর্ম করেন। ১৯০৫ খ্রী· বঙ্গভঙ্গের ফলে যে স্বদেশী আন্দোলন হয়, অন্যান্য ব্রাহ্মদের সঙ্গে তিনিও তাতে যোগ দেন। তবে আনন্দমোহন বসু ও সূর্যকান্তের নেতৃত্বে যে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয় তা থেকে তাঁরা কিছুটা দূরে ছিলেন। ফলে উগ্র জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে তাঁদের কিছুটা সংঘর্ষে আসতে হয়। নানান আবর্তের মধ্যে দিয়েও বিদ্যাময়ী স্কুলটির পরিচালনা যাতে ব্যাহত না হয় তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ছিল। তাঁর প্রচেষ্টায় স্কুলটি সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ১৯০৬ খ্রী· থেকে অসুস্থতাহেতু ও কতকটা রাজনৈতিক কারণে তিনি শিক্ষাজীবন ও পরে কর্মজীবন থেকে অবসর নেন। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা লাবণ্যলতা চন্দ ১৯৩০ খ্রী· ব্রিটিশ সরকারের দমন নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য অভয় আশ্রমে যোগ দেন ও আইন অমান্য আন্দোলন করে কয়েকবার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। [১৪৯]

শ্রীনাথচন্দ্র প্রধান (? - ২৯·৮·১৯৪২) কুলবেড়িয়া—মেদিনীপুর। রমানাথ। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দেন। ভগবানপুর পুলিস স্টেশন আক্রমণকালে পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৪২]

শ্রীনিবাস আচার্য (১৫১৯ - ?) চাকন্দী—নদীয়া। 'রসভক্তিচন্দ্রিকা' ও 'দেহভেদতত্ত্বনিরূপণ' গ্রন্থের রচয়িতা গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য, নামান্তর চৈতন্যদাস। চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর বৈষ্ণবধর্মপ্রবাহ সংরক্ষকগণের মধ্যে শ্রীনিবাস আচার্য একজন প্রধান নেতা। অল্প বয়সেই তিনি নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হন। দীর্ঘকাল পণ্ডিত ধনঞ্জয় বিদ্যাবাচস্পতির ছাত্র ছিলেন। দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে অবস্থান করে তিনি শ্রীজীব গোস্বামীর কাছে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করে 'আচার্য' পদবী পান। গোপালভট্ট গোস্বামীর নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী, নদীয়া, যশোহর ও রাজশাহীতে শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের চেষ্টায়

ভক্তিধর্মের বিজয়ধ্বজা উড্ডীন হয়েছিল। খেতুরিতে তিনি নরোত্তম দাসঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মূর্তির অভিষেক করেন। বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বির তাঁর শিষ্য ছিলেন। তাঁর রচিত 'ষড়্‌গোস্বাম্যষ্টকম্' ও 'নরহরিঠক্কুরাষ্টকম্' থেকে অনেক তথ্য জানা যায়। তিনি কয়েকটি পদও রচনা করেছিলেন। তাঁর পুত্র গতিগোবিন্দও কবি ছিলেন। শ্রীনিবাসের কন্যা হেমলতা ঠাকুরানী ছিলেন সাধিকা, কবি, আচার্যা ও যদুনন্দন দাসের দীক্ষাগুরু। তাঁর পত্নী পদ্মাবতী (গৌরাঙ্গ প্রিয়া) শাস্ত্রজ্ঞানী ও সঙ্গীত পারদর্শিনী এবং বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ গোস্বামী বংশের আদিমাতা। [২, ৩, ২০২]

শ্রীবাস দাস। ১৯শ শতাব্দী। তাঁর কৃষ্ণযাত্রার দলের সুনাম হয়েছিল। গোবিন্দ অধিকারীর সাক্ষাৎ-শিষ্য ছিলেন। তিনি বদন অধিকারীর পদ বেশী গাইলেও গোবিন্দ অধিকারীর পদও গাইতেন, তবে বৈষ্ণব-মহাজন-রচিত পদাবলীর প্রতিই তাঁর অনুরাগ বেশী প্রকাশ পেত। তাঁর মৃত্যুর পর ভাই কাঙ্গাল দাস কিছুদিন দল চালিয়েছিলেন। সঙ্গীত-রচনায় দুভাইয়েরই কিছু দক্ষতা ছিল। [১৮৮]

শ্রীমতী ঠাকুর (৩.৯.১৯০৩ - ১৭.৭.১৯৭৮)। আমেদাবাদের বিখ্যাত শিল্পপতি পুরুষোত্তম ও লীলা হাতি সিং-এর কন্যা। খ্যাতনাম্নী নৃত্যকলাবিদ্। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে সরকারী কলেজ ত্যাগ করেন ও আমেদাবাদের ন্যাশনাল কলেজে ভর্তি হন। রবীন্দ্রনাথের কাছে বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতনের কথা শুনে সেখানে গিয়ে শিল্পকলা শেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন ও ১৯২১ খ্রী· সেখানে যান। ১৯২২ খ্রী· শান্তিনিকেতনে কলাভবনের ছাত্রীরূপে স্থায়িভাবে যোগ দেন। নন্দলাল বসু ও অসিতকুমার হালদারের ছাত্রী ছিলেন। কলাভবনের ছাত্রী হলেও সিলভ্যাঁ লেভির দর্শনের ক্লাসও করতেন। প্রতিমা ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে তাঁর নৃত্য-শিক্ষা। পরে ১৯২৫ খ্রী· শান্তিনিকেতনে মণিপুরী শিক্ষকের কাছে নাচ শিখে মণিপুরী নৃত্য ও গুজরাটী গরবা নাচের সংমিশ্রণে এক নূতন নৃত্যের সৃষ্টি করেন। তাছাড়া বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে ভালভাবে নাচ শিখেছিলেন। নৃত্য-পরিকল্পনাতে তাঁর একটি বিশিষ্ট ক্ষমতা ছিল। ১৯২৭ - ২৮ খ্রী· শিল্প-শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয় পড়তে জার্মানীতে যান। সেখানে থাকার সময় পোলান্ডে যে যুব সম্মেলন হয়, তাতে তিনি ভারতের শিল্প-সম্পর্কে তত্ত্বসমৃদ্ধ একটি ভাষণ দেন। ১৯৩২ - ৩৩ খ্রী· কলিকাতার এম্পায়ার থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক 'ঝুলন' ও 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে'—এই দুটি কবিতার আবৃত্তির সঙ্গে অপূর্ব নৃত্যকলা প্রদর্শন করেছিলেন। নৃত্যের পরিকল্পনা ও সাজসজ্জা সম্পূর্ণ অভিনব ছিল। দিল্লীতে একটি শিশু-প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সময় ১৯৩৭ খ্রী· সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। স্বামীর সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মে যুক্ত হয়ে ১৯৪২-এর আন্দোলনে কারাবরণ করেন। কলিকাতায় তাঁদের এলগিন রোডের বাড়িতে বহুদিন ধরে একটি নাচের স্কুল চালিয়েছিলেন। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার আসর 'বৈতানিক'-এর সভানেত্রী এবং অবনীন্দ্রনাথ স্থাপিত 'ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটি'র সম্পাদিকা ছিলেন। শিল্পকলাই তাঁর জীবনের প্রধান চর্চার বিষয় ছিল। অনেক বিখ্যাত শিল্পীর ছবি ও মূর্তি এবং নানারকমের শিল্প-সম্ভার সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর আঁকা 'Garland' ছবিটি The Golden Book of Tagore-এ মুদ্রিত হয়েছে। নৃত্য ও চিত্রকলা-চর্চার সঙ্গে তিনি সঙ্গীতচর্চাও করেছেন। তাঁর কয়েকটি গানের রেকর্ডও বার হয়েছিল। 'রবীন্দ্র প্রসঙ্গ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। [১৬, ১৮৩]

শ্রীমন্ত মাইতি (? - ১৯৩০) দন্দশিরা—মেদিনীপুর। আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। খিরাই গ্রামে চৌকিদারী ট্যাক্সের বিরুদ্ধে শোভাযাত্রা করার সময় পুলিসের গুলিতে নিহত হন। [৪২]

শ্রীমা (২১.২.১৮৭৮ - ১৭.১১.১৯৭৩) প্যারিস—ফ্রান্স। পূর্বাশ্রমের নাম মীরা রিশার। তিনি ও তাঁর স্বামী পল রিশার পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের কাছে দীক্ষা নিয়ে (১৯১৪) সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। এই দম্পতির চেষ্টায় শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিবসে 'আর্য' মাসিক পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় (১৫.৮.১৯১৪)। এই পত্রিকার ফরাসী সংস্করণের ভার ছিল তাঁদের উপর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে স্বামীর সঙ্গে তাঁকেও পণ্ডিচেরী ছাড়তে হয়। যুদ্ধশেষে ২০.৪.১৯২০ খ্রী· পণ্ডিচেরীতে ফিরে আসেন এবং পোশাক-পরিচ্ছদে ও ভাবধারায় সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় হয়ে দিব্যজীবনের সাধনায় নিমগ্ন হন। ২৪.১১.১৯২৬ খ্রী· থেকে শ্রীঅরবিন্দ লোকচক্ষুর অন্তরালে গিয়ে সাধনাময় জীবন শুরু করলে তিনি পণ্ডিচেরী আশ্রমের পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এই সময় আশ্রমের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তিনি শিষ্যদের নিকট 'মা' ব'লে পরিচিত হন এবং সকলের সাধক ও বাহ্যিক জীবন পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। [১৬]

শ্রীরাম শিরোমণি, মহামহোপাধ্যায় (১২৩০ - ১৩১০ ব·) বহরমপুর—মুর্শিদাবাদ। নবদ্বীপের তৎকালীন অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্তের শিষ্য ছিলেন। শিক্ষা-সমাপ্তির পর তিনি কাশিমবাজারের রাজমাতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বহরমপুর জুবিলী টোলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও চারিত্রিক গুণে তিনি সমগ্র বঙ্গদেশের পণ্ডিত-সমাজের একজন আদর্শ পুরুষ ছিলেন। ১৮৮৭ খ্রী· 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি ভূষিত হন। তিনি কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি। [১৩০]

শ্রীশচন্দ্র ঘোষ (১৮৮৭ - ২.৫.১৯৪১) সুবলদহ—রায়না, বর্ধমান। বিরাজকৃষ্ণ। চন্দননগরে পিতৃব্য বামাচরণের কাছে প্রতিপালিত হন। ডুপ্লে স্কুলে পড়ার সময় অধ্যক্ষ চারুচন্দ্র রায়ের সান্নিধ্যে গভীরভাবে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ও পরে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। ১৯০৫

খ্রী· এন্ট্রান্স পাশ করে অর্থাভাবে কলেজের পড়া ছেড়ে 'হিতবাদী' পত্রিকায় সাময়িকভাবে কাজ নেন। সেখানে সখারাম গণেশ দেউস্করের স্নেহলাভ করেন। বিপ্লবী রাসবিহারী বসু তাঁর আত্মীয়, প্রতিবেশী ও অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন। অগ্নিযুগে বহু দুঃসাহসিক কর্ম সম্পাদন করেছেন। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে কানাইলাল দত্তকে রিভলবার পৌছে দেওয়া (নরেন গোস্বামীকে হত্যার জন্য), রাসবিহারী বসু, মতিলাল রায়, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য বিপ্লবীদের মধ্যে সর্বভারতীয় কর্মসংহতি ও যোগসূত্র স্থাপন করা, ডেনহাম হত্যা প্রচেষ্টা, রডা কোম্পানীর লুণ্ঠিত মশার পিস্তল ও কার্তুজ রক্ষণাবেক্ষণ ও বিপ্লবকেন্দ্রে তা ছড়িয়ে দেওয়া, ১৯১০ খ্রী· থেকে অরবিন্দ ঘোষ থেকে শুরু করে ১৯৩৩ খ্রী· দীনেশ মজুমদার পর্যন্ত বহু বহিরাগত বিপ্লবীর চন্দননগরে আত্মগোপনের ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন বৈপ্লবিক দলের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সংগ্রাম তীক্ষ্ণ করে তোলার সাধনা ইত্যাদি। রাসবিহারী বসু জাপানে গিয়েও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। ১৯১৫ খ্রী· প্রকাশ্যে পারিবারিক কাজে চন্দননগরের বাইরে যাবার সময়ে 'ইন্‌গ্রেস টু ইন্ডিয়া অ্যাক্ট'-এ ইংরেজ পুলিসের হাতে বন্দী হয়ে পাঁচ বছর আটক থাকেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর 'রয়্যাল ক্লিমেন্সি' ঘোষিত হলে তিনি কারামুক্ত হন এবং মতিলাল রায় প্রতিষ্ঠিত 'প্রবর্তক' আশ্রমে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মতিলাল রায় বিপ্লবপন্থা পরিহার করে পূর্বসংগৃহীত অস্ত্রাদি নষ্ট করায় তিনি 'প্রবর্তক' আশ্রম ত্যাগ করে ফটকগোড়ায় বেনোয়ারীলাল সাহার বাড়িতে একটি কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন। নানা মানসিক আঘাতে ও অর্থাভাবে বিপর্যস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করেন। রচিত পুস্তিকা: 'শিক্ষাগুরু প্রসঙ্গে'। [১৯২]

শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১১·৯·১৮৭৩ - ১৯৬৬) চুরাইন—ঢাকা। নবীনচন্দ্র। নারায়ণগঞ্জ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৮৯৩), ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে এফ·এ· (১৮৯৫), ঢাকা কলেজ থেকে বি·এ· (১৮৯৭), ও বি·এল· (১৯০৪) পাশ করেন। ১৮৯৭ - ১৯০৫ খ্রী· পর্যন্ত তিনি নারায়ণগঞ্জ স্কুলে ইতিহাস ও গণিতের শিক্ষক ছিলেন। তারপর থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সক্রিয় হন। কলেজ জীবনে বিপ্লবী অনুশীলন দলের ব্যায়াম সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন। ঢাকা ষড়যন্ত্র, বরিশাল ষড়যন্ত্র ও গৌহাটি গুলিবর্ষণ মামলায় উকিলরূপে আসামীপক্ষ সমর্থন করেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে আইন ব্যবসায় ছেড়ে দেন। দেশবন্ধুকে স্বরাজ্য দল গঠনে সাহায্য করেন। ১৯২৬ খ্রী· একটি বক্তৃতার জন্য তাঁর কারাদণ্ড হয়। ১৯২৮ খ্রী· কলিকাতা কংগ্রেসে গান্ধীজীর ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দাবি প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ভুর্নো গুলিবর্ষণ মামলায় (১৯৩২) তাঁর আবার কারদণ্ড হয়। ১৯৩৫ খ্রী· ঢাকা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দেন। ভারতবিভাগ প্রস্তাবের ঘোরতর বিরোধিতা করেন এবং ১৯৪৭ খ্রী· দেশবিভাগের পর পাকিস্তানে থেকে যান। ১৯৪৮ - ৫৫ খ্রী· পর্যন্ত পাকিস্তান গণ-পরিষদের সদস্য ছিলেন। পাকিস্তানের প্রতিনিধিরূপে বিভিন্ন বৈদেশিক সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯৬২ খ্রী· সে দেশ পরিত্যাগ করে ভারতে আসেন। হিন্দু জাতিভেদ প্রথা ও ছুঁৎমার্গের ঘোর বিরোধী ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে বন্যা, দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীতে সেবাকাজ করেন। প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার তথা গান্ধীজীর পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষা-প্রসারে উৎসাহী ছিলেন। [১২৪]

শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী (১৮৫০ - ১৯৩১) আমাদপুর—বর্ধমান। ১৮৭১ খ্রী· ইংরেজীতে এম·এ· পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। আইন পাশ করে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন এবং সুপ্রসিদ্ধ উকিল রূপে পরিগণিত হন। ১৯০৫ খ্রী· 'স্বদেশী ও বয়কট' আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। জনহিতকর বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে জনসাধারণের সেবা করেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ফ্যাকাল্টি অফ ল-এর মেম্বার, সিনেটের সভ্য ও আজীবন অনারারি ফেলো ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক তিনি ব্রাহ্ম সমাজের আচার্যপদে মনোনীত হন। তিনি একজন সাহিত্যিকও ছিলেন। [১৪৯]

শ্রীশচন্দ্র দত্ত (১০·২·১৮৮৩ - ১৯৬১) সাজান/স্বজনগ্রাম—শ্রীহট্ট। প্রকাশচন্দ্র। শ্রীহট্টের মুরারিচাঁদ কলেজ থেকে এফ·এ· (১৯০১) ও কলিকাতা মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করেন। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সূত্রে জাতীয় কংগ্রেসে আসেন এবং ১৯৪৭ খ্রী· পর্যন্ত কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। ১৯০৬ খ্রী· শ্রীহট্টে একটি ন্যাশনাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করে ১৯১২ খ্রী· পর্যন্ত সেখানে শিক্ষকতা করেন। এরপর করিমগঞ্জে আসেন এবং জীবনের অবশিষ্টাংশ এখানেই অতিবাহিত হয়। ইউরোপীয় সাহেবদের একচেটিয়া কারবার ভাঙ্গার জন্য কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে চা-বাগান কেনেন। এই চা-বাগান বিপ্লবীদের আত্মগোপনের কাজেও ব্যবহৃত হত। তিনি অসহযোগ আন্দোলনে, আইন অমান্য এবং 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের সময়ে করিমগঞ্জে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। একবার কারাবরণ করেন। চা-বাগানের শ্রমিক ধর্মঘট এবং আসাম-বেঙ্গল রেল ধর্মঘটের সময়ে রেলওয়ে শ্রমিকদের সাহায্য করেন। ১৯২৭ খ্রী· সুরমা উপত্যকার প্রতিনিধি-রূপে কেন্দ্রীয় আইন সভায় নির্বাচিত হন। করিমগঞ্জে বহু জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। করিমগঞ্জে পাবলিক স্কুল ও মদনমোহন-মাধবচরণ বালিকা বিদ্যালয়ের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। [১২৪]

শ্রীশচন্দ্র নন্দী (১২·১০·১৮৯৭ - ২৩·২·১৯৫২) কাশিমবাজার—মুর্শিদাবাদ। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র। এম·এ· পাশ করে কর্মজীবনের সূচনায় ৫ বছর মন্ত্রিত্ব করেন।

কলিকাতার শেরীফ ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন। বিভিন্ন জনহিতকর কার্যে বহু অর্থ দান করেছেন। [৫]

শ্রীশচন্দ্র পাল (আনু· ১৮৮৭ - ১৩·৪·১৯৩৯) মূলবর্গ—ঢাকা। শরৎচন্দ্র। ১৯০৫ খ্রী· গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেন। নন্দলাল হত্যা, মুরারি হত্যা, ওব্রায়েন হত্যাপ্রচেষ্টা, রডা অস্ত্র অপহরণ-ষড়যন্ত্র প্রভৃতিতে তাঁর সক্রিয় প্রধান ভূমিকা ছিল। বহুদিন পলাতক জীবন কাটানোর পর ১৯১৬ খ্রী· গ্রেপ্তার হন। ১৯১৯ খ্রী· অসুস্থ অবস্থায় মুক্তি পান। এরপর পুলিসের চোখে নিরীহ অসুস্থ সেজে থাকলেও বাঙলার গুপ্ত বিপ্লবী দল বি·ভি·-র সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের একনিষ্ঠ অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। [৯৮]

শ্রীশচন্দ্র বসু, বিদ্যার্ণব (২১·৩·১৮৬১-২৩·৬·১৯১৮) পৈতৃক নিবাস–টেংরা-ভবানীপুর–খুলনা। পিতার কর্মক্ষেত্র পাঞ্জাবের লাহোরে জন্ম। পিতা শ্যামাচরণ পাঞ্জাবের শিক্ষা-অধিকর্তার প্রধান কর্মচারিরূপে সেখানে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে প্রভূত সাহায্য করেন। বাল্যে পিতৃবিয়োগ ঘটলে মাতা ভুবনেশ্বরীর যত্নে পড়াশুনা করেন। লাহোরে পাঠরত থেকে ১৮৭৬ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। লাহোরের সরকারী কলেজ থেকে ১৮৮১ খ্রী· বি·এ· পাশ করেন। ১৮৮২ খ্রী· পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে ১৮৮৩ খ্রী· তিনি সেখান থেকে শিক্ষক-শিক্ষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করেন। লাহোর মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক থাকা কালে তিনি উর্দু ভাষায় প্রাকৃতিক ভূগোল-বিষয়ে একখানি পুস্তক লেখেন। এই সময়ে 'স্টুডেন্টস্ ফ্রেন্ড' নামে ইংরেজী পত্রের পরিচালনা ও সম্পাদনা করেন। কলিকাতার 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এর অনুসরণে পাঞ্জাবে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সোসাইটি' (১৮৮৩) গঠনে অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৮৮৬ খ্রী· এলাহাবাদ হাইকোর্ট-পরিচালিত আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি আইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন এবং অল্পদিনেই এলাহাবাদ হাইকোর্টে দক্ষ আইনজীবিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইতিমধ্যে তিনি পিট্‌ম্যান উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে আশুলিখন (Shorthand) শিক্ষা করে বিচারপতিদের 'রায়'গুলির আশুলিখনের ভার গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি সরকারী বিচার বিভাগে যোগ দেন। বহুভাষাবিদ্ ছিলেন। হিন্দু আইন উত্তমরূপে আয়ত্ত করার উদ্দেশ্যে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। বাইবেল গ্রন্থের যথাযথ মর্মগ্রহণের জন্য হিব্রু ও গ্রীক ভাষা শিখেছিলেন। আরবী ও ফারসী ভাষা শিখে ইসলাম ধর্মের মর্ম গ্রহণ করেন। ল্যাটিন, ফরাসী ও জার্মান ভাষায়ও তাঁর দক্ষতা ছিল। পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ীর ইংরেজী অনুবাদ (১৮৯১) তাঁর প্রধানতম কীর্তি। তাঁর অন্যান্য অনূদিত গ্রন্থ: ভট্টোজী দীক্ষিত প্রণীত ব্যাকরণ গ্রন্থ 'সিদ্ধান্ত কৌমুদী', 'শিবসংহিতা', শাঙ্কর-ভাষ্যসহ 'ঈশোপনিষদ' এবং প্রধান প্রধান উপনিষদসমূহ, মধ্বাচার্যকৃত ভাষ্যসহ 'ছান্দোগ্য উপনিষদ', বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্যসহ 'বেদান্তসূত্র', বিজ্ঞানেশ্বররচিত 'মিতাক্ষরা ভাষ্য', বলমভট্ট-রচিত টীকাসহ 'যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি', ফরাসী ভাষায় লিখিত দারা শিকোহ্‌র 'ইবন শাজাহান' প্রভৃতি। এছাঁড়া যাবতীয় হিন্দুধর্মশাস্ত্রের সার সঙ্কলন করে প্রশ্নোত্তরে ইংরেজীতে একটি গ্রন্থ, হিন্দী ভাষায় একটি বর্ণপরিচয় এবং হিন্দী ভাষায় আশুলিখন প্রণালী বিষয়ে পুস্তক রচনা করে প্রকাশ করেন। 'সেখ চিল্লী' ছদ্মনামে তিনি উত্তর ভারতে প্রচলিত কতকগুলি উপকথা সংগ্রহ করে ইংরেজীতে লিপিবদ্ধ করেন। এই গ্রন্থটি শান্তা দেবী ও সীতা দেবী কর্তৃক 'হিন্দুস্থানী উপকথা' নামে বাংলায় অনূদিত হয়। ১৯০১ খ্রী· এলাহাবাদের নিজ বাড়িতে (বাহাদুরগঞ্জস্থ ভুবনেশ্বরী আশ্রমে) তিনি প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র প্রচারের উদ্দেশ্যে 'পাণিনি কার্যালয়' স্থাপন করেন। এখান থেকে দুর্লভ বা অপ্রকাশিত হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থ-সমূহ 'সেক্রেড্ বুকস্ অফ দি হিন্ডুজ্' নামক সিরিজে প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। অনুজ মেজর বামনদাস তার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। ১৯০৯ খ্রী· এই গ্রন্থমালা প্রবর্তিত হয়। ১৮৮৮ খ্রী· এলাহাবাদে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়টি ঐ স্থানে দেশীয়দের দ্বারা পরিচালিত প্রথম বালিকা বিদ্যালয়। ১৯১১ খ্রী· সরকার কর্তৃক 'রায়বাহাদুর' এবং বিদ্যাবত্তার জন্য কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক 'বিদ্যার্ণব' উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন। [১৫৫]

শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। খাঁটুরা—চব্বিশ পরগনা। খ্যাতনামা কথক রামধন তর্কবাগীশ। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৫৬ খ্রী· পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বিধবা-বিবাহ আইন সরকারী অনুমোদন লাভ করলে শ্রীশচন্দ্র প্রচলিত সামাজিক প্রথা ও সংস্কার অগ্রাহ্য করে সর্বপ্রথম বিধবা-বিবাহ করতে অগ্রণী হন। ৭·১২·১৮৫৬ খ্রী· কলিকাতায় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে বিদ্যাসাগর, রমাপ্রসাদ রায়, নীলকমল মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে বর্ধমানের বাল-বিধবা কালীমতীকে তিনি বিবাহ করেন। রক্ষণশীল হিন্দুদের পক্ষ থেকে এই বিবাহ পণ্ড করার চেষ্টা হলেও পুলিস-প্রহরা থাকায় কোন বিঘ্ন ঘটে নি। বিবাহের অধিকাংশ ব্যয়ভার বিদ্যাসাগর মহাশয় বহন করেছিলেন। [৮, ২০]

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (১৮৬০ - ১৯০৮)। পিতা প্রসন্নকুমার ছিলেন পুঠিয়া স্টেটের দেওয়ান। শ্রীশচন্দ্র পুঠিয়ার মহারাণী শরৎকুমারীর উৎসাহে সাহিত্যসেবায় মনোযোগী হন। 'বর্তমান বঙ্গসমাজ ও চারিজন সংস্কারক' (১২৮৬ ব·) তাঁর প্রথম রচনা। তিনি কিছুকাল বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' (১৮৮৩) পরিচালনা করেছিলেন। তারপর সুহৃদ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বৈষ্ণব পদের সঙ্কলন 'পদরত্নাবলী' (১৮৮৫) সম্পাদনা করেন। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'ফুলজানি', 'শক্তিকানন', 'কৃতজ্ঞতা', 'বিশ্বনাথ', 'রাজতপস্বিনী' প্রভৃতি। কর্মজীবনে তিনি সাব-ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। [৩]

শ্রীশচন্দ্র মিত্র (হাবু) (? - ১৯১৫?) রসপুর—হাওড়া। বিখ্যাত রডা কোম্পানীর কর্মচারী ছিলেন। বিপ্লবীদের দ্বারা ২৬-৮-১৯১৪ খ্রী· রডা কোম্পানী থেকে মশার পিস্তলের বাক্স অপহরণে তাঁর প্রত্যক্ষ সহায়তা ছিল। দলের নির্দেশে রংপুর জেলার নাগেশ্বরী থানার কুড়িগ্রামে আত্মগোপন করে থাকেন। পরে পুলিসের হাত এড়িয়ে চীনদেশে প্রবেশের সময় সম্ভবত সীমান্ত রক্ষিবাহিনীর গুলিতে মারা যান। তিনি হাবু মিত্র নামে পরিচিত ছিলেন। [৪৩, ৯৭]

শ্রীশচন্দ্র রায় (আনু· ১৮২০ - ১৮৫৮)। নদীয়ার রাজা গিরিশচন্দ্রের দত্তকপুত্র। ২২ বছর বয়সে সম্পত্তির অধিকারী হয়ে তিনি দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের সহযোগিতায় সুশৃঙ্খলভাবে বিষয় রক্ষা করেন। ধর্মসংস্কার ও শিক্ষা-প্রসারের কাজে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা। কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ভূমি দান করেছিলেন। আগে রাজপরিবারের ছেলেদের জন্য পৃথক শিক্ষাব্যবস্থা ছিল, কিন্তু তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বশ্রেণীর সমতারক্ষার জন্য ঐ নিয়ম উঠিয়ে দেন ও নিজপুত্র সতীশচন্দ্রকে সাধারণের সঙ্গে একই কলেজে পড়ান। মহারাজা শিবচন্দ্রের পর তিনিই ইংরেজ সরকার কর্তৃক 'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত হন। [৩]

শ্রীশচন্দ্র রায়, বেদান্তভূষণ। কালীকচ্ছ—ত্রিপুরা। আদর্শ শিক্ষক, কবি ও দার্শনিক। কাব্যগ্রন্থ 'প্রণতি' ১৯৩৭ খ্রী· ও 'Echoes and Heartbeats' ১৯৩৯ খ্রী· রচনা করেন। তাঁর দর্শনমূলক গ্রন্থ 'বাসন্ত গীতা', 'ধ্যানযোগ', 'বৈষ্ণবদর্শনে ধ্যানযোগ' প্রভৃতি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সটীক ভাষ্য ইংরেজী অনুবাদ সহ সম্পাদনা করেন। [১৭৮]

শ্রীশচন্দ্র সর্বাধিকারী, রায়বাহাদুর (১৮৫৮ - ১১-৭-১৯১২)। ইংরেজী সাহিত্যে অসাধারণ জ্ঞান ছিল। নগেন্দ্রনাথ ঘোষের মৃত্যুর পর তাঁর 'নেশান' পত্রিকা পরিচালনা করেন। তিনি 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন। [২৫, ২৬]

শ্রীশ মণ্ডল (? - ১৯৫৮)। সুন্দরবন কৃষক আন্দোলনের প্রথম সাংগঠনিক নেতা। মেদিনীপুরের লবণ আন্দোলনের অন্যতম কর্মী হিসাবে কারাবরণ করেন। ১৯৩৫ খ্রী· তাঁর নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই কৃষক আন্দোলনই ক্রমে খাস জমি দখলের লড়াইয়ে পর্যবসিত হয় 'উচিলদহে'। পরবর্তী অধ্যায়ে ১৯৪৩/৪৪ খ্রী· তেভাগা আন্দোলন ও জলক (মেছোঘেরীর বিরুদ্ধে) আন্দোলন সংগঠন করেন। ১৯৫৮ খ্রী· গোবেড়িয়ার মেছোঘেরী দখলের আন্দোলন শুরু হয়। এইসময়ে রোগাক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। [১৬]

শ্রীহরিচরণ দাস। (১৯১০ - ২৯-৯-১৯৪২) বক্সিচক—মেদিনীপুর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দেন। মহিষাদল থানার আক্রমণের দিন পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৪২]

শ্রীহর্ষ (১১শ শতাব্দী)। পিতার নাম—মেধাতিথি বা তিথিমেধা। তাঁর রচিত 'নৈষধচরিত' গ্রন্থটিকে প্রাচীন ভারতের ৫টি মহাকাব্যের অন্যতম বলা হয়। গ্রন্থটি থেকে তৎকালীন বাঙ্গালীর সামাজিক আচার-বিষয়ে বহু তথ্য জানা যায়। দর্শনের উপর তাঁর 'খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য' গ্রন্থখানি পূর্বভারতে নৈয়ায়িক মহলে দীর্ঘকাল অবশ্যপাঠ্যরূপে প্রচারিত ছিল। তাঁর বাঙালীত্ব সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। [২, ৬৭, ৯০]

ষষ্ঠীদাস মজুমদার, কবিরাজ। চট্টগ্রাম। 'সীতারামসম্মিলন', 'ভদী বিদ্যানিধির সঙ' (প্রহসন), 'সখীদাস বৈষ্ণবের সঙ' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি কাশ্মীর রাজসরকারে কর্মরত থাকা কালে সম্ভবত এইসব গ্রন্থ রচনা করেন। [২]

সংসারচন্দ্র সেন, রাও বাহাদুর (১২-৪-১৮৪৬ - ১২-৫-১৯০৯)। আদি নিবাস—নাটাগড়—চব্বিশ পরগনা। নীলাম্বর। পিতার কর্মস্থল আগ্রায় জন্ম। ১৮৬৩ খ্রী· আগ্রার সেন্ট জন্স কলেজ থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে কলিকাতায় পড়াশুনা করেন। ১৮৬৬ খ্রী· জয়পুর নোবলস্ কলেজের প্রধান শিক্ষক হন। পরে জয়পুর মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী ও শেষে প্রধানমন্ত্রীর পদ পান। ১৯০১ খ্রী· জয়পুররাজ তাঁকে কাউন্সিলের সদস্য-পদে নিযুক্ত করেন। ১৯০২ খ্রী· জয়পুররাজের সঙ্গে ইংল্যান্ড গিয়ে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে 'করোনেশন মেডেল' পান। তাঁর কর্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে জয়পুররাজ তাঁকে বংশানুক্রমে 'সরদার' উপাধি প্রদান করেন। ১৯০৫ খ্রী· তিনি যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলস্ কর্তৃক 'এম·ভি·ও·' উপাধি-ভূষিত হন। এই বছরই জয়পুররাজের কাছ থেকে তিনি রাজ্যের 'তাজিমি' সর্দার' নামক সম্মানজনক ও দুর্লভ উপাধি লাভ করেন। [৫, ২৫, ২৬]

সঙ্ঘমিত্রা, সন্ন্যাসিনী (১৯১৪ - ৯-১০-১৯৭২) বাগবাজার—কলিকাতা। পিতা বিখ্যাত পাবলিসিস্ট ও ইন্ডিয়ান প্র্যাকটিশনার্স ইন এড্ভারটাইজিং-এর জনক অনাথনাথ মুখার্জি। পূর্বাশ্রমের নাম শান্তিপ্রিয়া। শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী রামকৃষ্ণ মঠ ও সারদা সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাত্রী। শিশু বয়স থেকেই তিনি শ্রীমা সারদামণির বিশেষ প্রিয়পাত্রী ছিলেন। অবিবাহিতা শান্তিপ্রিয়া ১১ বছর বয়সে স্বামী সারদানন্দজীর কাছে দীক্ষা লাভ করেন এবং ১৬ বছর বয়সে রামকৃষ্ণ মঠের স্বামী কৈবল্যানন্দজীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করে আজীবন মানব-সেবায় রত থাকেন। 'শ্রীমা সারদা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা পরিচালনা করতেন। [১৬]

সজনীকান্ত দাস (২৫-৮-১৯০০ - ১১-২-১৯৬২) বেতালবন—বর্ধমান। হরেন্দ্রলাল। পৈতৃক নিবাস রায়পুর—বীরভূম। ১৯১৮ খ্রী· দিনাজপুর জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। এখানে রাজনৈতিক কারণে পড়তে না পেরে তিনি বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান মিশনারী কলেজ থেকে আই·এস-সি· ও ১৯২২ খ্রী· কলিকাতা স্কটিশ চার্চ

কলেজ থেকে বি-এস-সি- পাশ করেন। এম-এস-সি- পড়ার সময় 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় যোগ দেন এবং 'ভাবকুমার প্রধান' ছদ্মনামে লিখতে থাকেন। 'কামস্কাটকীয় ছন্দ' কবিতাটি প্রকাশের ফলে ব্যঙ্গ সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পত্রিকাটির ১১শ সংখ্যা থেকে তিনি তার সম্পাদক ও পরিচালক হন। এরপর 'প্রবাসী' পত্রিকায় •যোগ দেন। 'বঙ্গশ্রী' ও 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন। কবি, সমালোচক, প্রবন্ধকার, সঙ্গীতরচয়িতা ও প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের গবেষকরূপে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। বাংলা সাহিত্য আসরে তাঁর প্রথম আগমন নজরুলকে আক্রমণ করে। ক্রমে প্রায় প্রত্যেক খ্যাতিমান লেখকই তাঁর সমালোচনায় আক্রান্ত হয়েছেন। শুধু সাহিত্য নয়—সমকালীন সমাজ, রাজনীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রের সমস্যা সম্পর্কেও তিনি সমালোচকের ভূমিকা নিয়েছিলেন। চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যকার ও সংলাপ-রচয়িতা হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি এবং নিখিলবঙ্গ সাময়িকপত্র সঙ্ঘ, সাহিত্যসেবক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি, পরিভাষা সংসদ, অ্যাডাল্ট এডুকেশন কমিটি, ফিল্ম সেন্সর বোর্ড প্রভৃতির সদস্য, সহ-সভাপতি বা সভাপতি ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'মনোদর্পণ', 'পথ চলতে ঘাসের ফুল', 'অজয়', 'ভাব ও ছন্দ', 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', 'পঁচিশে বৈশাখ', 'অঙ্গুষ্ঠ', 'বঙ্গ রঙ্গভূমি', 'মধু ও ফুল', 'কেড়স ও স্যান্ডাল', 'উইলিয়ম কেরী', 'রবীন্দ্রনাথ: 'জীবন ও সাহিত্য' প্রভৃতি। তিনি 'শনিরঞ্জন প্রেস', ও 'রঞ্জন পাবলিশিং হাউস' স্থাপন করেছিলেন। [৩, ৪, ৭, ১৭, ২৬, ১৪৯]

সঞ্জয় ভট্টাচার্য (৪-২-১৯০৯ - ৪-২-১৯৬৯) শ্যামগ্রাম—ত্রিপুরা। রাজকুমার। কবিতা, ছন্দ, সমাজতত্ত্ব ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। ১৯২৮ খ্রী- ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ সহ আই-এস-সি-, ১৯৩০ খ্রী- কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে বি-এ- ও ১৯৪১ খ্রী- প্রাইভেটে এম-এ- পাশ করেন। ছাত্র জীবন থেকেই তাঁর পত্রিকা সম্পাদনা ও সাহিত্য সাধনার সূত্রপাত। 'পূর্বাশা' সাহিত্যপত্রিকা দীর্ঘদিন সম্পাদনা করেন। এককালে তাঁর 'পূর্বাশা'র আসরে বহু সাহিত্যিকের সমাগম হত। রচিত গ্রন্থ: 'বৃত্ত', 'মরামাটি', 'দিনান্ত', 'কল্লোল', 'কৈ্ষে দেবায়', 'ফসল', 'ঋণ', 'নতুন দিনের কাহিনী', 'তিনজন আধুনিক কবি', 'প্রাচীন প্রাচী', 'প্রেম ও অপ্রেম', যৌবনোত্তর', 'History of Mohen-jo-Daro' প্রভৃতি। কবি ও সঙ্গীত-রচয়িতা অজয় ভট্টাচার্য তাঁর অগ্রজ। [১৪৯, ১৬৫]

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪ - ১৮৮৯) কাঁঠালপাড়া—চব্বিশ পরগনা। যাদবচন্দ্র। সাহিতসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ। মেদিনীপুর স্কুল ও হুগলী কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। নানা কারণে জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দেওয়া হয় নি। নিজ চেষ্টায় ইংরেজী সাহিত্যে, বিজ্ঞানে ও ইতিহাসে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। সরকারী চাকরি উপলক্ষে বাঙলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ও বিহারের পালামৌতে কাটান। কৃষ্ণনগরে থাকা কালে দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। বাল্যকাল থেকেই বাংলা রচনায় অনুরাগ ছিল। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী: প্রবন্ধ—'যাত্রা সমালোচনা', 'সৎকার', 'বাল্যবিবাহ', 'জাল প্রতাপচাঁদ'; উপন্যাস—'রামেশ্বরের অদৃষ্ট', 'কণ্ঠমালা', 'মাধবীলতা', 'দামিনী' এবং ভ্রমণবৃত্তান্ত—'পালামৌ'। তাঁর রচনার সর্বত্র একটি সহজ রসের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া তাঁর রচিত ইংরেজী গ্রন্থ 'Bengal Ryots: Their Rights and Liabilities' একসময় বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কাঁঠালপাড়ার বাড়িতে তাঁর স্থাপিত বঙ্গদর্শন প্রেস থেকে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা বহুদিন ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয়। কিছুদিন 'ভ্রমর' নামে মাসিক পত্রিকার প্রকাশ ও ১২৮৪ - ১২৮৯ ব- 'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদনা করেন। প্রসিদ্ধ কীর্তন গায়ক ও লেখক জ্যোতিষচন্দ্র তাঁর পুত্র। [৩, ৭, ২৫, ২৬, ২৮]

সঞ্জীবচন্দ্র রায় (আশ্বিন ১২৯৫ - ভাদ্র ১৩২৩ ব-) কিশোরগঞ্জ—ময়মনসিংহ। অল্প বয়সে গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেন। এপ্রিল ১৯১৬ খ্রী- অন্তরীণ থাকা কালে পুলিস তাঁকে স্বগৃহে না পেয়ে অনুসন্ধান চালায় এবং শহর থেকে দূরে রিভলবার ও গুলিসহ গ্রেপ্তার করে। ১৩-৭-১৯১৬ খ্রী- বিচারে ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। কারাগারে প্রচণ্ড নির্যাতনের ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটে। [১০, ৪৩]

সৎপ্রকাশানন্দ (হরিশ মহারাজ) (১৮৮৮ - ১৫-১১-১৯৭৯)। কৈশোরে নিজেদের ঢাকার বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দকে দেখে (১৯০১) অনুপ্রাণিত হন। ১৯০৮ খ্রী- মঠ-মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে দীক্ষা নেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পাঠ সমাপ্ত করে ১৯২৪ খ্রী- রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দিয়ে ঢাকায় কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজে নিযুক্ত হন। ১৯২৭ খ্রী- বারণসীতে স্বামী শিবানন্দের কাছে সন্ন্যাস নিয়ে মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রমে কাজ করেন। কিছুদিন 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সহযোগী-সম্পাদক ছিলেন। পরে ছয় বছর দিল্লী কেন্দ্রের অধ্যক্ষতা করেন। ১৯৩৭ খ্রী- বেদান্ত প্রচারের কাজে তাঁকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠান হয়। ১৯৩৮ খ্রী- মুসৌরির সেন্ট লুই-এ স্থায়ী বেদান্ত সোসাইটি গড়ে তোলেন। রচিত গ্রন্থ: 'Ethics and Religion', 'Method of Knowledge', 'Meditation: Its Process Practice and Culmination', 'Hinduism and Christianity', 'Sri Ramakrishna's Life and Message in the Present Age' প্রভৃতি। আমেরিকায় মৃত্যু। [১৬]

সতী দেবী (১৯১১ - ১৪-৮-১৯৭৯) ময়মনসিংহ। পিতা চারুচন্দ্র দাশ পাটনায় ব্যারিস্টারী করতেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভ্রাতুষ্পুত্রী। স্বামী সত্যেন্দ্রনাথ (মণ্টি) ঘোষ সাংবাদিক ছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত ও অতুলপ্রসাদী গানের খ্যাতনামা গায়িকা। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে অনেক গান শিখেছেন। কবিগুরুর সঙ্গে ভারত পরিভ্রমণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের

পরিচালনায় 'মায়ার খেলা' নাটকে তাঁর সঙ্গীতাভিনয় স্মরণীয়। কংগ্রেসের বহু অধিবেশনে 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। আলমোড়ায় উদয়শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়ান কালচার সেন্টার'এ সঙ্গীত শেখাতেন। বোম্বের 'পৃথ্বী' থিয়েটারের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। কলিকাতা 'ইয়ুথ কয়ারে'র প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। 'স্বরবিতান' নামে একটি গানের স্কুল কয়েক বছর পরিচালনা করেন। রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, হিমাংশু দত্ত এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অনেক গান তিনি রেকর্ড করেন। সঙ্গীতশিল্পী রুমা গুহঠাকুরতা তাঁর কন্যা। [১৬]

সতীনাথ ভাদুড়ী (২৭.৯.১৯০৬ - ৩০.৩.১৯৬৫) পূর্ণিয়া—বিহার। আইনজীবী ইন্দুভূষণ। ১৯২৪ খ্রী. পূর্ণিয়া জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৩০ খ্রী. অর্থনীতিতে এম.এ. ও ১৯৩১ খ্রী. আইন পাশ করে ১৯৩২ - ৩৯ খ্রী. পূর্ণিয়ায় ওকালতি করেন। পরে ওকালতি ত্যাগ করে সাধারণ কর্মিরূপে কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯৪২ খ্রী. পূর্ণিয়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে গঠনমূলক কাজে রত থাকেন। ১৯৪০ - ৪১ খ্রী. ও ১৯৪২ - ৪৪ খ্রী. রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে ভাগলপুর জেলে আটক ছিলেন। এইসময় রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিতে তিনি 'জাগরী' উপন্যাস রচনা করে খ্যাত হন। গ্রন্থটির জন্য ১৯৫০ খ্রী. প্রবর্তিত রবীন্দ্র পুরস্কার তিনিই প্রথম লাভ করেন। ১৯৪৮ খ্রী. কংগ্রেস ত্যাগ করে সমাজতন্ত্রী দলে যোগ দেন। ১৯৪৯ খ্রী. প্যারিসে যান কিন্তু ছাড়পত্রের অভাবে স্পেন ও রাশিয়ায় যেতে পারেন নি। ১৯৫০ খ্রী. দেশে ফেরেন। তাঁর 'সত্যি ভ্রমণ-কাহিনী' গ্রন্থটি এইসময় রচিত হয়। নানা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'চিত্রগুপ্তের ফাইল', 'ঢোড়াইচরিত মানস' (২ খণ্ড), 'পত্রলেখার বাবা', 'অচিন রাগিণী', 'সংকট', 'আলোক দৃষ্টি', 'অপরিচিতা', 'গণনায়ক', 'দিগভ্রান্ত' প্রভৃতি। [৩, ৪, ১৭, ২৬]

সতীন্দ্রনাথ মজুমদার (? - ২৪.৮.১৯৪৪) চট্টগ্রাম। ব্রিটিশ শাসন-বিরোধী ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করেন। 'শত্রুশক্তি'র সঙ্গে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করে দিল্লী সেন্ট্রাল জেলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। [৪২]

সতীন্দ্রনাথ সেন (১৮৯৪ - ২৫.৩.১৯৫৫) কোটালিপাড়া—ফরিদপুর। পিতা নবীনচন্দ্র পটুয়াখালির (বরিশাল) মোক্তার ছিলেন। এখানে জুবিলী হাই স্কুলে পড়ার সময় চারণ-কবি মুকুন্দদাসের স্বদেশী গান শুনে তিনি গৃহত্যাগ করে পথনির্দেশের জন্য মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের কাছে হাজির হন। অশ্বিনীকুমার ১০ বছরের এই বালককে বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। তখন সহাধ্যায়ী সুধীরকুমার দাশগুপ্তের প্রভাবে বিপ্লবী-জীবনের নিষ্ঠা পালন ও অভ্যাস করতে থাকেন। পরে বরিশালে শঙ্করমঠে প্রজ্ঞানানন্দের সংস্পর্শে এসে যুগান্তর বৈপ্লবিক দলের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯১২ খ্রী. ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করে কিছুদিন হাজারীবাগ কলেজে ও পরে কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজে পড়েন। বিপ্লবী কাজের জন্য চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী থেকে পড়া ছেড়ে দেন। ১৯১৫ খ্রী. কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী শিবপুরে নরেন ঘোষ চৌধুরীর নেতৃত্বে রাজনৈতিক ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করেন। এই ডাকাতি মামলায় ৪ বছর কারারুদ্ধ থাকেন। এরপর তিনি অহিংস সংগঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পটুয়াখালি অঞ্চল তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে (১৯২০) তিনি এখানে একটি যুববাহিনী গড়ে তোলেন এবং বিদেশী দ্রব্যবর্জন আন্দোলনে অংশ নেন ; ফলে গ্রেপ্তার হয়ে তাঁকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। বরিশাল জেলে অপমানজনক ব্যবহারের প্রতিবাদে তিনি ৬১ দিন অনশন করেন। ১৯২৩ খ্রী. কারামুক্তির পর পটুয়াখালিতে নামমাত্র মূল্যে একখণ্ড জমি কিনে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নিজের এবং সহকর্মীদের কায়িক শ্রমদানে বিদ্যালয়-গৃহটি নির্মিত হয়েছিল। এখানে তিনি শিক্ষকতাও করেন। ১৯২৪ খ্রী. পিরোজপুর সম্মেলনে বরিশাল জেলা কংগ্রেসের ভার তাঁকে দেওয়া হয়। বরিশালে সরকারী চেষ্টায় ও প্ররোচনায় যে সাম্প্রদায়িক কলহের সূত্রপাত হয়, তিনি পদব্রজে সারা জেলা পর্যটন করে এই বিরূপ পরিবেশের মোকাবিলা করতে চেষ্টা করেন। ইউনিয়ন বোর্ড করবন্ধ আন্দোলন এবং পটুয়াখালি সত্যাগ্রহ আন্দোলন (১৯২৬) তাঁরই নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এই সকল অহিংস সংগ্রামে তিনি জয়ী হন। ১৯২৯ খ্রী. তিনি পুনরায় গ্রেপ্তার হন। এই সময় লাহোর জেলে বিপ্লবী যতীন দাস অনশন করছিলেন। কারারুদ্ধ হয়ে তিনিও অনশন-সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন। ১০৮ দিন পর সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে অনশন ভঙ্গ করেন। নেতৃবৃন্দের চেষ্টায় এবং স্বতস্ফূর্তভাবে বরিশালের যুবকগণ দলে দলে সতীন্দ্রনাথের মুক্তির জন্য কারাবরণ আরম্ভ করে। তিন বছর সদ্ভাবে থাকার জামিনে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। বরিশাল কংগ্রেস সংগঠনের ওপর অপরিসীম প্রভাব থাকায় এসময়ে তিনি সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। কলিকাতায় আইন অমান্য আন্দোলনে ছাত্রদের নেতৃত্ব করে পুনরায় গ্রেপ্তার হন। মার্চ ১৯৩১ খ্রী. মুক্তিলাভ করেন কিন্তু বরিশাল থেকে তাঁর বহিষ্কারের আদেশ হয়। ১৯৩২ খ্রী. দ্বিতীয় বারের আইন অমান্য আন্দোলনের পূর্বেই তিনি গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৩৭ খ্রী. পর্যন্ত বন্দীজীবনে দেউলী বন্দী শিবিরে অব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। মুক্তিলাভের পর কিছুদিন কলিকাতার দৈনিকপত্র 'কেশরী' পরিচালনা করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভোলা মহকুমায় ত্রাণকার্যে যান। কিন্তু জেলায় যুদ্ধের জন্য চাঁদা আদায় যখন সরকারী জবরদস্তিতে পরিণত হয় তখন তিনি তাতে বাধা দেন এবং বেশ কিছু আদায়-করা অর্থ ফিরিয়ে দিতে সরকারকে বাধ্য করেন। ফলে ভারতরক্ষা বিধানে তাঁর তিন মাসের কারাদণ্ড হয়। ১৩ আগস্ট ১৯৪২ খ্রী. আবার কলিকাতায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৪৫ খ্রী.

মুক্তি পান। ১৯৪৬ খ্রী· যুক্ত নির্বাচন কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটাধিক্যে যুক্তবঙ্গের বিধান সভায় নির্বাচিত হন। তিনি দেশবিভাগের ঘোর বিরোধী ছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পরেও তিনি নিজ জেলায় থেকে যান এবং পাকিস্তান ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫০ খ্রী· পূর্ববঙ্গে বিধ্বংসী দাঙ্গার সময় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে ডেকে জেলায় শান্তি বজায় আছে, এই মর্মে এক বিবৃতিতে সহি করতে বলেন। তাতে অস্বীকার করায় গ্রেপ্তার হয়ে আলোবাতাসহীন জেল কুঠরীতে আবদ্ধ থাকেন। পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলনে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও তিনি গ্রেপ্তার হন এবং এক বৎসর পর মুক্তি পান। পাকিস্তানের রাজনীতিতে নাটকীয় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ১·৭·১৯৫৪ খ্রী· পুনরায় গ্রেপ্তার হন। জেলেই রহস্যজনক ভাবে তাঁর মৃত্যু ঘটে। [১২৪, ১২৬]

সতীন্দ্রমোহন দেব (১৮৯৬ - ২৭·৭·১৯৭১) আন্দিউড়া—কাছাড়। আসামের শিলচরে জন্ম। কালীমোহন। স্কুলের পড়া ছেড়ে ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে ও পরে ১৯৩০ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হন। কানিংহাম সার্কুলারের প্রতিবাদে ১৯৩০ খ্রী· সত্যদাস রায়, গিরিজা ভূষণ দত্ত প্রমুখের সহযোগে শিলচরে কাছাড় হাইস্কুল স্থাপন করেন। ১৯৪৬ - ৬০ খ্রী· শিলচর পৌরসভার চেয়ারম্যান, ভারত সেবক সমাজের শিলচর শাখার সভাপতি, ১৯৪৬ খ্রী· কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীরূপে আসাম বিধান সভার সদস্য ও ১৯৬৭ খ্রী· পুনরায় নির্বাচিত হয়ে আসাম সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন। [২০৬]

সতীমা (১৮শ শতাব্দী)। প্রকৃত নাম সরস্বতী দেবী। স্বামী রামশরণ কর্তাভজা দলের নেতা ছিলেন। আদি গুরু আউলচাঁদের মৃত্যুর পর রামশরণ দলের কর্তা হলে সরস্বতী দেবীও সাধন-ভজনে স্বামীর সঙ্গে থাকেন। ভক্তরা তাঁকে 'সতীমা' আখ্যা দেন। নদীয়া জেলার ঘোষপাড়া পল্লীতে সতীমার সিদ্ধপীঠ ও সমাধি-মন্দির আছে। দোল পূর্ণিমা তিথিতে সেখানে এখনও সাতদিন-ব্যাপী মেলা বসে। [৩]

সতীশচন্দ্র আচার্য বিদ্যাভূষণ, মহামহোপাধ্যায় (৩০·৭·১৮৭০ - ২৫·৪·১৯২০) নবদ্বীপ। জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ পিতাম্বর বিদ্যাবাগীশ। মাইনর পরীক্ষায় নদীয়া বিভাগে বৃত্তিসহ সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন ও নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলে ভর্তি হন। এখান থেকে বৃত্তিসমেত এন্ট্রান্স এবং কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে বি·এ· পরীক্ষায় বাঙলাদেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ১৮৯৩ খ্রী· সংস্কৃত কলেজ থেকে সংস্কৃতে এম·এ· পাশ করেন। এরপর ব্যাকরণ, দর্শন, স্মৃতি ও বেদাদি পড়েন। এছাড়াও 'নবদ্বীপ বিদগ্ধ জননী সভা'র পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করে (১৮৯৩) 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি পান এবং কৃষ্ণনগর কলেজে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক হন। পালি ভাষার চর্চা এবং বৌদ্ধশাস্ত্রও অধ্যয়ন করেন। সরকার কর্তৃক 'Buddhist Text Society'র সহযোগী সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই পদে ২২ বছর অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং এই সময় পালি ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৯৭ খ্রী· সরকার কর্তৃক সহকারী তিব্বতীয় অনুবাদকের পদে নিযুক্ত হয়ে রায়বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাসের সঙ্গে তিব্বতীয় বৌদ্ধ ও সংস্কৃত অভিধান প্রণয়নের ভার নেন। ১৯০০ খ্রী· কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯০১ খ্রী· ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম পালি ভাষায় এম·এ· পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯০২ খ্রী· মার্চ মাসে বদলী হয়ে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক হন। এইসময়ে ফরাসী ও জার্মান ভাষা শেখেন। ১৯০৬ খ্রী· 'মহামহোপাধ্যায়' ও ১৯০৮ খ্রী· 'Middle Age School of Indian Logic' নামে প্রবন্ধ লিখে 'পি-এইচ·ডি·', ১৯১৩ খ্রী· 'সিদ্ধান্ত মহাবোধি' এবং বৌদ্ধ-সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের জন্য 'ত্রিপিটক বাগীশ্বর' উপাধি পান। তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডক্টরেট। বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'আত্মতত্ত্বপ্রকাশ', 'পালি ব্যাকরণ', ন্যায়দর্শনের ইংরেজী অনুবাদ, 'বুদ্ধদেব', 'এ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান লজিক' প্রভৃতি। [৫, ২০, ২৫, ২৬, ৫৭, ১৩০]

সতীশচন্দ্র কুম্ভকার। রাজগ্রাম—বাঁকুড়া। প্রতিভাবান মৃৎশিল্পী। স্যার আশুতোষের আগ্রহে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর টেরাকোটা বা পোড়ামাটির কাজ সংগ্রহ করে। এগুলি আশুতোষ মিউজিয়মে বর্তমানে সংরক্ষিত আছে। অভাব এবং দারিদ্র্যজনিত মৃত্যু। [২০২]

সতীশচন্দ্র গুহঠাকুরতা (১৮৮৮ - জুলাই ১৯৬০) বরিশাল। সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানী। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। অসহযোগ আন্দোলনকালে শিক্ষকতা বৃত্তি ত্যাগ করে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। কিছুকাল দ্বারভাঙ্গার স্টেট লাইব্রেরীর গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন। বিহার বিদ্যাপীঠ এবং কাশী বিদ্যাপীঠের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিল। সংস্কৃত, বাংলা ও হিন্দী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। শান্তিনিকেতনের কলাভবনের সংগ্রহ-সচিবরূপে কিছুকাল কাজ করেন। ডিসেম্বর ১৯২৮ খ্রী· কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত গ্রন্থাগার পরিষদের সম্মেলনে প্রাচ্য দেশগুলির উপযোগী বর্গীকরণ-পদ্ধতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে যে বিশেষ সমিতি গঠন করা হয় তাতে ড· রঙ্গনাথন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে তিনিও সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর রচিত 'প্রাচ্য বর্গীকরণ পদ্ধতি' ১৯৩২ খ্রী· এবং রঙ্গনাথনের লেখা 'কোলন ক্লাসিফিকেশন' ১৯৩৩ খ্রী· প্রকাশিত হয়। 'পুস্তকের জাত বিচার' তাঁর লেখা একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ। [১৪৯]

সতীশচন্দ্র ঘোষ১ (১৮৮০ - ২৫·১০·১৯২৯) চট্টগ্রাম। তাঁর রচিত 'চাকমাজাতি' গ্রন্থটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ প্রকাশ করে তাঁকে পরিষদের সহায়ক সদস্যের পদ প্রদান করে। মৌলিক গবেষণার জন্য এই গ্রন্থটি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ গ্রেট বৃটেন অ্যান্ড

আয়ার্ল্যান্ডের মুখপত্রে বিস্তৃতভাবে সমালোচিত হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক অভিধান সঙ্কলনের জন্য তিনি বাঙলার বিভিন্ন স্থানের প্রায় ৬ হাজার আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহ করেছিলেন। কলিকাতার পণ্ডিতসভা তাঁকে 'প্রত্নতত্ত্ববারিধি' উপাধি দেন। রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি, আমেরিকান সোসাইটি অফ আর্টস ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈদেশিক সহায়ক সদস্য ছিলেন। রচিত অপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'চট্টগ্রামের বিবরণী'। এছাড়া কয়েকটি স্কুলপাঠ্য পুস্তকও তিনি রচনা করেছিলেন। [৫]

সতীশচন্দ্র ঘোষ২ (৯.১০.১৮৯০ - ২.৭.১৯৬৭) ময়মনসিংহ। ১৯০৯ খ্রী· হিন্দু কলেজ ফাউন্ডেশন স্কলারশিপ নিয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে স্নাতক হন। পরে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম.এ· পাশ করেন। ১৯১৩ খ্রী· স্কটিশচার্চ কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে কর্মজীবন শুরু। স্যার আশুতোষের আহ্বানে ১৯১৭ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ফলিত গণিত বিভাগে যোগ দেন। সেই থেকে ১৯৬৬ খ্রী· পর্যন্ত প্রায় ৫০ বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৮ - ৫১ খ্রী· রেজিস্ট্রার ছিলেন। ১৯৫১ খ্রী· অবসর নিলেও তাঁকে 'বিশেষ অফিসার' পদে নিয়োগ করা হয়। ১৯৫৩ খ্রী· বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন সংবিধান অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হয়ে ১৯৬৬ খ্রী· পর্যন্ত এই পদে আসীন থাকেন। কোষাধ্যক্ষ পদে থাকাকালে তিনি বিভিন্ন সময়ে উপাচার্যের অনুপস্থিতিতে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯২৬ খ্রী· কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯২৭ - ৩৬ খ্রী· কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী হিসাবে কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ছিলেন। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের সহযোগী হিসাবে কর্পোরেশনের কার্যকলাপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫২ খ্রী· অল্ডারম্যান এবং ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ খ্রী· কলিকাতার মেয়র ছিলেন। তাঁর সময়েই চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই, রাশিয়ার ক্রুশ্চেভ ও বুলগানিন ভারত পরিদর্শনে কলিকাতায় এলে মেয়র হিসাবে তিনি তাঁদের নাগরিক সংবর্ধনা জানান। 'ক্যালকাটা ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটি'র কোষাধ্যক্ষ এবং 'শহর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি'র চেয়ারম্যান ছিলেন। সাহিত্য ও ইতিহাসেও তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। নিজস্ব পাঠাগার থেকে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৪০০০ পুস্তক দান করেছেন। মরণোত্তর ডি.লিট· উপাধিতে তাঁকে সম্মানিত করা হয়। [১৭৪]

সতীশচন্দ্র ঘোষ৩ (১৯০৮ - ২৬.১১.১৯৭৮) খুলনা। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি তৎকালীন বিপ্লবী সংগঠনের সংস্পর্শে আসেন। যশোহর-খুলনা যুবসংঘের অন্যতম সংগঠক। বিপ্লবীদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকায় ১৯৩০ খ্রী· গ্রেপ্তার হয়ে আট বছর বন্দী শিবিরে বিনা বিচারে আটক থাকেন। মুক্তিলাভের পর সমাজগঠনমূলক কাজে এবং দক্ষিণ ভারতে অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে উদ্যোগী হন। পরে, দক্ষিণ ভারতের একাধিক সংবাদপত্রের সাংবাদিক এবং বেঙ্গল ইমিউনিটির প্রতিনিধি হিসাবে উত্তর ভারতে দীর্ঘকাল কাজ করেন। বহুদিন দিল্লীপ্রবাসী ছিলেন। শেষ-জীবনে যশোহর-খুলনার প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনার কাজে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। [১৪৯]

সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী (১৮৯১ - ১৪.১০.১৯৬৮) রাড়ুলি—খুলনা। ছত্রনাথ। ১৯১০ খ্রী· গ্রামের স্কুল থেকে প্রবেশিকা, দৌলতপুর কলেজ থেকে আই.এ· (১৯১২) ও বি.এ· পাশ করে ১৯১৪ খ্রী· কলিকাতায় এম.এ· পড়তে আসেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সঙ্গে যুক্ত হন এবং কখনও মেদিনীপুর, কখনও বাঁকুড়ায় সংগঠনের কাজ করেন। ৯.৯.১৯১৫ খ্রী· বালেশ্বরের যুদ্ধে বাঘা যতীনের মৃত্যুর পর ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্রের যে কয়জন বিপ্লবী নেতা আত্মগোপন করেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। এসময়ে একবার পুলিস-বেষ্টনী ভেদ করতে অপারগ হয়ে তিনি আত্মসমর্পন না করে পটাসিয়াম সায়নাইড খান। মৃত্যু না হলেও তাতে তাঁর বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করে কাটান। ১৯২৪ খ্রী· ৩ আইনে বন্দী হন এবং ১৯২৮ খ্রী· ব্রহ্মের জেল থেকে মুক্তি পান। পরে কংগ্রেস সংগঠনে উদ্যোগী হন এবং সুভাষচন্দ্রকে নেতৃপদে বসাতে সহায়তা করেন। ১৯৩০ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনের আগেই তিনি সারা ভারতে একটি গুপ্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরী করেছিলেন। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় জাতীয় কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত হলেও এই ব্যবস্থায় নেতাদের নির্দেশ-প্রেরণ সম্ভব হয়েছিল। ১৯৪৭ খ্রী· দেশবিভাগের পর তিনি পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। দরিদ্র উদ্বাস্তরূপে অজ্ঞাত অবস্থায় এই বিপ্লবীর মৃত্যু হয়। [১৬]

সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৬.৩.১৮৭৩ - ২২.৬.১৯৩৮) বাহেরক—ঢাকা। স্বগ্রামের বিদ্যালয় থেকে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পাশ করে কলিকাতা ডাফ্ কলেজে ভর্তি হন। এখান থেকে অনার্স সহ বি.এ· পাশ করে ডাফ্ কলেজে ও টাঙ্গাইল কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯০১ খ্রী· ব্রজমোহন কলেজে (বরিশাল) যোগ দেন। এখানে মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের সংস্পর্শে এসে মানবসেবায় উদ্বুদ্ধ হন। অশ্বিনীকুমার-প্রতিষ্ঠিত 'বরিশাল স্বদেশ বান্ধব সমিতি'র সম্পাদকরূপে তাকে একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। সারা জেলায় এর ১৫৯টি শাখা বিস্তৃত হয়। ১৯০৬ খ্রী· বরিশালে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সংগঠনে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। এবছর বরিশালে দুর্ভিক্ষের সময় এই প্রতিষ্ঠান অভূতপূর্ব সেবাকাজ করে যে বিপুল খ্যাতি অর্জন করে তার মূলে ছিল অশ্বিনীকুমারের প্রেরণা ও সতীশচন্দ্রের সংগঠন-প্রতিভা। অশ্বিনীকুমার তাঁর দুই সহকারী সতীশচন্দ্র ও ছোট সতীশকে নিয়ে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনে বরিশালে এক বিপুল আলোড়ন

তুলেছিলেন। পরবর্তী জীবনে ছোট সতীশ (স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী) বিপ্লবী নেতারূপে খ্যাতিমান হন। ১৯০৮ খ্রী· ব্রিটিশ সরকার জাতীয় আন্দোলনরোধে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩নং রেগুলেশন-আইনে সর্বপ্রথম বিনা-বিচারে যে ৯ জনকে বন্দী করে, সতীশচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। ফেব্রুয়ারী ১৯১০ খ্রী· মুক্তিলাভের পর ব্রজমোহন কলেজে যোগ দিলেও সরকারী চাপে তাঁকে অপর ৬ জনের সঙ্গে এ প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করতে হয়। তারপর কলিকাতায় সুরেন্দ্রনাথের আহ্বানে প্রথমে রিপন কলেজে ও পরে সিটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯২৪ খ্রী· ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষরূপে ফিরে আসেন এবং আমৃত্যু এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১১ খ্রী· তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। পরে বৈষ্ণব দর্শনে বিশ্বাসী হন। প্রধানত শিক্ষাব্রতী হলেও জাতীয় আন্দোলনে প্রয়োজন হলেই যোগ দিয়েছেন। স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণে তিনি রাঁচিতে যান। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। [৫, ১২৪]

সতীশচন্দ্র চৌধুরী। সাকপুরা—চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের ফেরারী আসামী দীপ্তিমেধাকে আশ্রয় দেবার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। অন্তরীণ থাকা কালে আত্মহত্যা করেন। [৪২]

সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত (১৪·৬·১৮৮০ - ২০·১২·১৯৭৯) কুঁড়িগ্রাম—রংপুর। ডাঃ পূর্ণচন্দ্র। প্রখ্যাত গান্ধীবাদী নেতা। আমৃত্যু রাজনীতি থেকে দূরে থেকে সংগঠনমূলক কাজ করে গেছেন। শিক্ষা কুঁড়িগ্রাম স্কুলে, কলিকাতার রিপন কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজে। রসায়ন শাস্ত্রের ছাত্র সতীশচন্দ্র আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের চিন্তা ও জীবনচর্চার প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন। এম·এ· পরীক্ষা দিয়েই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সদ্য প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস'-এর কাজে ম্যানেজার নিযুক্ত হন। সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন আচার্যের অপর ছাত্র রাজশেখর বসু (পরশুরাম)।· আচার্যের প্রেরণায় ও এই দুই কর্মীর অনলস চেষ্টায় বঙ্গভঙ্গ নিরোধ ও স্বদেশী আন্দোলনের আবহাওয়ায় গড়ে ওঠা বেঙ্গল কেমিক্যাল অল্পদিনেই ভারতবর্ষের অগ্রগণ্য রসায়নশিল্প-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। এখানে কাজ করার সময় তাঁর ছোট-বড় নানা আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের মধ্যে অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্রটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'ফায়ার কিং' নামে এটি এখনও বাজারে সমাদৃত। প্রথম ভারতে-তৈরী এই যন্ত্রটি বিক্রি করে বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রভূত অর্থ লাভ করে। কোকনদ কংগ্রেসে শিল্প প্রদর্শনীতে যোগ দিতে গিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে পরিচিত হন ও তাঁর নির্দেশে কলিকাতায় ফিরে কারখানার মধ্যে কর্মীদের দিয়ে চরকায় সূতা কাটানো, তাঁত চালানো ও কাপড়-বোনার কাজ শুরু করেন। কিছুদিন পরে বেঙ্গল কেমিক্যাল ছেড়ে পুরোপুরি গান্ধীজীর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। খাদি ও কুটির শিল্পের উন্নতি এবং প্রচারকল্পে 'ফায়ার কিং' থেকে প্রাপ্ত দুই লক্ষ টাকা দিয়ে ১৯২৬ খ্রী· 'খাদি প্রতিষ্ঠান' গড়ে তোলেন। ঘরে ঘরে চরকা পৌঁছে দেবার জন্য অল্পমূল্যের বাঁশের চরকা তৈরি করেন। বাঙলার বিভিন্ন স্থানে কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হয়। প্রধান কর্মকেন্দ্র কলিকাতার নিকটবর্তী সোদপুর আশ্রমটি 'গান্ধীজীর বাঙলাদেশের বাড়ি' বলে আখ্যা পেয়েছিল। কুটির শিল্পে বিভিন্ন দিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের কটেজ ট্যানিং ইন্ডাস্ট্রি এক সময়ে বড় বড় ট্যানারির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেছে। নিরক্ষর ও অল্পশিক্ষিত মানুষকে লেখাপড়া শিখিয়ে হাতেকলমে কাজের মাধ্যমে দক্ষকর্মী-রূপে গড়ে তোলার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। গান্ধীজীর অনুগামী হয়ে কারাবরণ করেছেন। আলীপুর জেলে থাকার সময় স্বেচ্ছায় সেখানে গো-শালা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর রচিত 'দি কাউ ইন ইন্ডিয়া' (২ খণ্ড) পরবর্তীকালে ভেটেরিনারী কলেজের পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্বাচিত হয়। ব্যাধি জর্জরিত দরিদ্র ভারতবাসীর জন্য লেখেন 'হোম অ্যান্ড ভিলেজ ডক্টর' গ্রন্থটি। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ: 'খাদি ম্যানুয়েল', 'কটেজ ম্যাচ ফ্যাক্টরি', 'ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক', 'বোন মিল ফার্টিলাইজার', 'গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট', মূল গুজরাতি ভাষা থেকে অনূদিত 'গান্ধীজীর আত্মকথা', 'রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী', 'গান্ধীভাষ্য গীতা', 'জীবনব্রত ও গান্ধীবাদ', 'বিলাতে গান্ধীজী', 'ভারতের সাম্যবাদ', 'কুটির চর্মশিল্প', 'রামচরিত মানস', 'হিন্দু স্বরাজ্য' (অনুবাদ) প্রভৃতি। ৮৬ বছর বয়সে প্রস্তরখণ্ডময় ঊষর ভূমিকে সুফলা করার প্রচেষ্টায় বাঁকুড়ার গোগরা গ্রামে তাঁর কর্মক্ষেত্র স্থাপন করে কৃষি-গবেষণার কাজ শুরু করেন ও সফল হন। আজীবন গঠনমূলক সেবাকার্য ও পল্লী উন্নয়নে বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ-পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য ১৯৭৮ খ্রী· তাঁকে 'বাজাজ পুরস্কার' দিয়ে সম্মানিত করা হয়। [১৬, ৮২]

সতীশচন্দ্র দে (৯·১২·১৮৯২ - ১৩·৭·১৯৭১) কলিকাতা। চন্দ্রনাথ। বাল্যশিক্ষা খেলাতচন্দ্র ইনস্টিটিউশনে। ১২ বছর বয়সে আত্মোন্নতি সমিতির সদস্য হন। ১৯১০ খ্রী· বৃত্তিসহ প্রবেশিকা ও প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে আই·এ· পাশ করেন। ১৯১৫ খ্রী· এম·এস-সি· পাঠরত অবস্থায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের গবেষণা কার্যে সাহায্য করতেন। এ সময়ে বোমা তৈরি করতে গিয়ে বিস্ফোরণের ফলে আহত হয়ে সাময়িকভাবে অন্ধ হয়ে যান। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে অধ্যাপক ওটেনকে প্রহারের ব্যাপারে জড়িত থাকায় কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হন। গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থা 'আত্মোন্নতি সমিতি'র সদস্যরূপে রডা পিস্তল মামলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বৈপ্লবিক কার্যকলাপের জন্য দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করেন। বেঙ্গল ইলেকট্রিক ল্যাম্প ওয়ার্কস, বেঙ্গল বেল্টিং ওয়ার্কস এবং সূর্য ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ইলেকট্রিক্যাল কনট্রাক্টর্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম ভারতীয় প্রেসিডেন্ট ও বেঙ্গল ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিজ প্রভৃতির সদস্য ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'নিঃসঙ্গ' (আত্মজীবনী), 'পার্বতী'। [১৬, ১৭৪]

সতীশচন্দ্র দেব (১৯৬৪ - ১৩·৯·১৯৪১) লাউতা—শ্রীহট্ট। সুবিদকিশোর। ১৮৯৭ খ্রী· বি-এল· পাশ করে করিমগঞ্জ আদালতে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। অল্পকালের মধ্যেই সরকারী উকিল হন এবং 'রায়সাহেব' উপাধি পান। বিধবা বিবাহ, জাতিভেদ প্রথা এবং জল অচল তফশিলী হিন্দুদের সম্বন্ধে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের পর তিনি সরকারী চাকরি ও উপাধি ত্যাগ করে স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থক হন। ১৯২০ - ৩০ খ্রী· করিমগঞ্জের অতিশয় জনপ্রিয় নেতা ও ১৯২১ - ৪১ খ্রী· পর্যন্ত কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। ১৯২৩ খ্রী· শ্রীহট্ট জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হন। 'জনশক্তি' সাপ্তাহিক পত্রিকার অন্যতম প্রবর্তক এবং কিছুদিন তার সম্পাদক ছিলেন। করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে জমি দান করেছিলেন। কংগ্রেসের নেতা ক্ষিরোদচন্দ্র তাঁর পুত্র। [১২৪, ২০৬]

সতীশচন্দ্র পাকড়াশী (১৮৯৩ - ৩০·১২·১৯৭৩) মাধবদি—ঢাকা। জগদীশচন্দ্র। ছাত্রাবস্থায় ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর সংস্পর্শে এসে ১৯০৮ খ্রী· মাত্র ১৪ বছর বয়সে গুপ্ত বিপ্লবীদল অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। ১৯১১ খ্রী· ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং ঐ বছরই অস্ত্র আইনে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯১৭ খ্রী· ঢাকায় পুলিসী দমন-নীতি প্রবল হলে নলিনী বাগচী ও কয়েকজন সহকর্মী সহ তিনি গৌহাটিতে সমিতির কেন্দ্রে চলে যান এবং সেখান থেকেই তাঁরা সারা বাঙলাদেশে সংগঠন পরিচালনা করতে থাকেন। ঐ সময়ে একবার পুলিস তাঁদের গোপন আস্তানা ঘিরে ফেললে তাঁরা ৭ জন নিকটবর্তী পাহাড়ে পালিয়ে যান এবং রিভলবার ও পিস্তল নিয়ে পুলিসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধে ৫ জন বিপ্লবী ধরা পড়েন। তিনি ও নলিনী বাগচী সকলের অলক্ষ্যে সরে পড়েন এবং হেঁটে কলিকাতায় আসেন। ১৯২৯ খ্রী· মেছুয়াবাজার বোমা মামলায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৩ খ্রী· থেকে ৬ বছর আন্দামান জেলে আটক থাকেন। এই সময়ে তিনি কমিউনিস্ট দর্শনে বিশ্বাসী হন এবং কারামুক্তির পর ১৯৩৮ খ্রী· ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৬৪ খ্রী· কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হলে তিনি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে থাকেন এবং পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর সংগ্রামী জীবনের মধ্যে ৩২ বছর কারাবাসে কেটেছে। ১১ বছর আত্মগোপন করে ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'অগ্নিযুগের কথা'। তাছাড়া 'স্বাধীনতা' এবং 'অনুশীলন' পত্রিকায় তাঁর বহু রচনা ছড়িয়ে আছে। বাঙলাদেশ শহীদ প্রীতি সমিতির সভাপতি ছিলেন। [১৬, ৫৪, ১২৪]

সতীশচন্দ্র বসু (১৮৭৬ - ৯·১০·১৯৪৮) কলিকাতা। উমেশচন্দ্র। কলিকাতায় বিপ্লবী সংস্থা অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে সমগ্র জাতির শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ২৪·৩·১৯০২ খ্রী· অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছুদিন পরে পি· মিত্র সমিতির ডিরেক্টর পদে বৃত হন। এই সমিতির শাখা সারা বাঙলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। পুলিন দাসের পরিচালনায় ঢাকার অনুশীলন সমিতি পরে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। সমিতির যে শাখা 'যুগান্তর' নামে পত্রিকা পরিচালনা করত তা ক্রমে 'যুগান্তর' দল নামে সমধিক খ্যাত হয়। [২২০]

সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য (২০·৮·১৮৯৪ - ২৭·২·১৯৭৪) রাজপুর— চব্বিশ পরগনা। উপেন্দ্রনাথ। বিশিষ্ট ইঞ্জিনীয়ার ও শিক্ষাবিদ্। ১৯১৯ খ্রী· মিশ্র গণিতে এম-এস-সি· পাশ করে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট-এ ভর্তি হন। সেখানে মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর শেষ পরীক্ষায় উভয় বিষয়েই প্রথম স্থান অধিকার করেন। সিটি অ্যান্ড গিল্ডস্ অফ লন্ডন ইনস্টিটিউট-পরিচালিত ১ম গ্রেড মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষাতেও প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরে বার্লিন ইঞ্জিনীয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে ১৯২৬ খ্রী· স্নাতক হন ও ১৯২৮ খ্রী· মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। ১৯২৮ খ্রী· দেশে ফিরে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন-এ অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৩৮ - ১৯৫৮ খ্রী· পর্যন্ত তিনি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের অধ্যক্ষ এবং পরে দি ফ্যাকাল্টি অফ ইঞ্জিনীয়ারিং অ্যান্ড টেক্নলজির ডীন হয়েছিলেন। ১৯৬৭ খ্রী· অল্প কিছুদিনের জন্য তিনি যাবদপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এমিরিটাস প্রফেসরের সম্মান দেয়। [১৪৯]

সতীশচন্দ্র মাইতি (? - ১১·১১·১৯৪২) কোটা—পুরুলিয়া। কেদারনাথ। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে পুরুলিয়ায় পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

সতীশচন্দ্র মিত্র (১৪·১২·১৮৭২ - ৭·৬·১৯৩১) খুলনা। প্যারীমোহন। দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে ছাত্রজীবন কাটে। ১৮৯৬ খ্রী· কর্মজীবন শুরু হয় হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক রূপে। অংশত তাঁরই চেষ্টায় আইনজীবী ব্রজদুলাল শাস্ত্রী প্রতিষ্ঠিত খুলনার দৌলতপুর হিন্দু একাডেমী একটি বিশিষ্ট কলেজে পরিণত হয়। ১৯০৪ খ্রী· থেকে আমৃত্যু এই শিক্ষায়তনে অধ্যাপনায় ব্রতী ছিলেন। এই কলেজের বিশাল গ্রন্থাগারটি তাঁরই সৃষ্টি। এই গ্রন্থাগারের ইতিহাস-সম্ভার বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল। এছাড়া ছোট একটি স্থানীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালাও গড়ে তুলেছিলেন। 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' গ্রন্থটির জন্য বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রচনাগুলি দেশাত্মবোধের জ্বলন্ত নিদর্শন। সাহিত্য রচনার জন্য ভারতধর্মমহামণ্ডল থেকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি লাভ করেন এবং মৌলিক ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হন। অন্যান্য গ্রন্থ: 'হরিদাস ঠাকুর', 'সপ্ত গোস্বামী', 'প্রতাপসিংহ' প্রভৃতি। [১৭৪]

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়১ (৫·৬·১৮৬৫ - ১৮·৪·১৯৪৮) বন্দিপুর—হুগলী। কৃষ্ণনাথ। সাউথ সুবারবন স্কুল থেকে ১৮৭৯ খ্রী· এন্ট্রান্স এবং ১৮৮৪ খ্রী· সরকারী বৃত্তি নিয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি-এ· পাশ করেন। স্কুলে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর সহপাঠী ছিলেন। ১৮৮৬ খ্রী· ইংরেজীতে এম-এ· পাশ করে শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে আইন পাশ করে কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল হন। ১৮৯৫ খ্রী· তিনি 'ভাগবত চতুষ্পাঠী' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৭ খ্রী· 'ডন' পত্রিকা প্রকাশ করে তার সম্পাদকরূপে তিনি ১৯১৩ খ্রী· পর্যন্ত যুবক ও ছাত্রদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ প্রচার করেন। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্টের প্রতিবাদে গঠিত 'ডন সোসাইটি'র (১৯০২) তিনি সম্পাদক ছিলেন। বিদেশীবর্জন এবং দেশী শিল্পের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টায় 'ডন সোসাইটি' স্বদেশী আন্দোলনের একটি প্রধান প্রাণকেন্দ্র ছিল। 'বন্দেমাতরম্' দৈনিক পত্রিকার সঙ্গেও তার যোগ ছিল। ১৯০৬ খ্রী· জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ গঠিত হলে তিনি তার প্রথম তত্ত্বাবধায়ক হন। তাঁর পরিচালনাধীনে বাঙলাদেশে অসংখ্য জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, 'the man who really organised the National College at Calcutta and has given his life to that work'। শ্রীঅরবিন্দের পর তিনি কলেজের অধ্যক্ষ হন (১৯০৭ - ০৮)। ১৯১৪ খ্রী· থেকে শেষ-জীবন তিনি কাশীতে কাটান। ১৯২২ খ্রী· অহিংস আন্দোলন পরিচালনায় গান্ধীজী গ্রেপ্তার হলে তিনি সবরমতীতে গিয়ে কিছুদিন 'Young India' পত্রিকা প্রকাশনে সাহায্য করেছিলেন। [৩, ৫, ১২৪, ১৪৯]

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়২ (চৈত্র ১২৭৬ - অগ্রহায়ণ ১৩২২ ব·) চৌহট্টা—বীরভূম। পদকর্তা। তাঁর শ্যাম ও শ্যামা পদগুলি ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ। বলা হয়, তিনি একাধারে 'ঘোর শাক্ত, পরম বৈষ্ণব এবং ভক্ত শৈব'। চৌহট্টা গ্রামের পশ্চিমে 'চন্দ্রচূড় মন্দির' ছিল সাধনক্ষেত্র। একখানি পদের একটি ছত্রে আছে 'মোর রচিত পদ সাড়ে চারিশত'। কিন্তু সংগ্রহ করা গেছে মাত্র ১২৬টি। [১৫৫]

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়৩ (১৮৯১ - ১৯৪৪) কলিকাতা। বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের সত্ত্বাধিকারী ও রূপকার। দেশীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট নাম। কালজয়ী বাংলা সাহিত্য সুলভ মূল্যে প্রচার করেছিলেন। [১৭৪]

সতীশচন্দ্র রায়১ (১·৭·১২৭৩ - ৫·২·১৩৩৮ ব·) ধামগড়—ঢাকা। জমিদারবংশে জন্ম। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে এম-এ· পাশ করবার পর ঢাকা জগন্নাথ কলেজে অধ্যাপনা করেন। পরে অধ্যাপনা ত্যাগ করে সাহিত্যসাধনায় ব্রতী হন। ১০টি গ্রন্থ ও প্রায় ৪০টি গবেষণামূলক প্রবন্ধের তিনি রচয়িতা। এরমধ্যে ৬/৭টি প্রবন্ধ হিন্দীতে রচিত। তাঁর সম্পাদিত 'পদকল্পতরু' গ্রন্থ স্মরণীয়। তাঁর 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী' গ্রন্থটিও প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে তিনি ভবানন্দ-রচিত 'হরিবংশ' নামক প্রাচীন কাব্য সম্পাদনা করেন। সম্পাদিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'নায়িকা রত্নমালা' ও 'গোপালচরিতম্'। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি ছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্রেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। মৃদঙ্গ ও তবলা-বাদক হিসাবেও খ্যাতি ছিল। [৩, ৫, ২৬]

সতীশচন্দ্র রায়২ (১৮৮২ - ১৯০৪)। আদি নিবাস উজিরপুর—বরিশাল। বি-এ· পড়ার সময় রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং পড়া শেষ হবার আগেই শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেন। সাহিত্য-রসিক সতীশচন্দ্র গদ্য ও পদ্য রচনায় তাঁর অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন প্রয়াণ'-এর এবং কবিগুরুর 'ক্ষণিকা'র ওপর তিনি যে নিবন্ধ লিখেছিলেন সমালোচনা-সাহিত্যে তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি: 'সতীশ বঙ্গসাহিত্যে যে প্রদীপটি জ্বালাইয়া যাইতে পারিল না তাহা জ্বলিলে নিভিত না'। তাঁর রচিত গদ্য ও পদ্য সংগ্রহ ১৯১২ খ্রী· 'সতীশচন্দ্রের রচনাবলী' নামে প্রকাশিত হয়। [৩]

সতীশচন্দ্র রায়৩ (২৪·৫·১৮৮৮ - ১৭·৪·১৯৬০) শ্রীহট্ট। শিক্ষাবিদ্ ও সাধক। আসামের প্রথম বাঙালী ডি·পি·আই· (১৯৪০ - ৪৩)। ১৯০৬ খ্রী· কলিকাতা হেয়ার স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম হন। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্স নিয়ে ১৯১০ খ্রী· বি-এ· ও ১৯১৪ খ্রী· লন্ডন থেকে এম-এ· পাশ করেন। মেধাবী ছাত্র হিসাবে দেশে ও বিদেশে অনেক পুরস্কার ও বৃত্তি পেয়েছেন। লাহোর, ঢাকা, কলিকাতা (সিটি কলেজ), শ্রীহট্ট, গৌহাটি প্রভৃতি স্থানের কলেজে শিক্ষকতা করেন। রচিত গ্রন্থ: 'Religion of Modern India', 'Training in Leadership & Citizenship for Young India', 'Bhagabat Gita & its Background', 'উপনিষদের মর্মবাণী', 'জীবনবীণার বিচিত্র সুর', 'উৎসবের প্রণতি', 'ছেলেমেয়েদের প্রার্থনা' প্রভৃতি। শেষ-জীবনে সাধক হন, নাম হয় হরিদাস নামানন্দ। বৃন্দাবন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও উপাচার্য ছিলেন। [১৯১]

সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী (৯·৮·১৮৮১ - ৫·৮·১৯৫১) ফরিদপুর। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হন। জেলার সকল সংগঠনমূলক কাজের সঙ্গে বরাবর যুক্ত ছিলেন। [১০]

সতীশচন্দ্র সর্দার (১৯০২ - ১৯·৬·১৯৩২) চন্দরঘাট—নদীয়া। ব্রজরাজ। আইন অমান্য আন্দোলনে তেহাট্টা পুলিস স্টেশনে তেরঙ্গা পতাকা উত্তোলন-কালে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

সতীশচন্দ্র সাঁতরা (? - এপ্রিল ১৯৩৩) জাক্‌রী—হুগলী। আইন অমান্য আন্দোলন-কালে পুলিসের নির্মম প্রহারে মারা যান। [৪২]

সতীশচন্দ্র সেন (১৮৯৫ - ১৯৪০) তিলুড়ি—বাঁকুড়া। দেশবন্ধুর আহ্বানে শিক্ষকতা ছেড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নেন। ১৯৩০ - ৩১ খ্রী· কারাবরণ করেন। গান্ধীজীর গঠনমূলক কাজে আকৃষ্ট হয়ে তিলুড়িতে 'শিল্পাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। সংস্কৃত শিক্ষার জন্য টোল এবং আয়ুর্বেদ শিক্ষার জন্য কবিরাজী শিক্ষাকেন্দ্রও স্থাপন করেছিলেন। [২০২]

সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮৫ - ৩০·১·১৯৩০) শ্রীরামপুর—হুগলী। পৈতৃকনিবাস ফরিদপুরের রাজনগর। বিশ্বেশ্বর। স্বদেশী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ সতীশচন্দ্র ছাত্র ও যুবকদের বিপ্লবীদলে আনার জন্য শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। বাগনানে, হরিপালে, কলিকাতা মর্টন স্কুলে, সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলে কাজ করেছেন। মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশনের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৯১০ খ্রী· থেকে কয়েকবছর 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও মাসিক 'গৃহস্থ' পত্রিকায় দেশাত্মবোধক লেখা লিখেছেন। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ও সংগঠক ছিলেন। শিক্ষক-সমাজের সুবিধার্থে প্রধানতঃ প্রশ্নপত্র ছাপার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় 'শক্তি প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ক্রমে তাঁর অনুবর্তী সহকর্মীদের কর্মকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। [২৩৪]

সতীশচন্দ্র সিংহ (১৮৯৪ ? - ১৯৬৫)। ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে এক সময়ে তিনি দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের সচিব এবং ভারতীয় শিল্প-মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর অঙ্কিত ছবিগুলি 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হত। প্রদেশ কংগ্রেসকর্তৃক তিনি সংবর্ধিত হন। তাঁর অনুজ জ্যোতিষ সিংহও ভাল কার্টুন আঁকতেন। বিজ্ঞাপনকে কার্টুন দিয়ে অনবদ্য করে তোলার দক্ষতা তাঁর ছিল। [৪]

সতীশরঞ্জন খাস্তগীর (৫·৯·১৮৯৮ - ৬·৫·১৯৭৩) চট্টগ্রাম। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার সত্যরঞ্জন। ১৯২১ খ্রী· এম·এস-সি· পাশ করেন। খ্যাতনামা প্রফেসর সি· জি· বার্কলারের অধীনে গবেষণা করে ১৯২৪ খ্রী· পি-এইচ·ডি· ও ১৯২৬ খ্রী· ডি·এস-সি· উপাধি লাভ করেন। প্রফেসর বার্কলারের সহযোগিতায় রচিত তাঁর অনেক রচনা ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে। দেশে ফিরে কিছুদিন প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করেন। পরে কলোনিয়াল এডুকেশন সার্ভিসে যোগ দিয়ে কলম্বোয় যান। ১৯৩১ খ্রী· ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগে নিযুক্ত হন। দেশ-বিভাগের পর ১৯৪৮ খ্রী· কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। কাশীতে একটি গবেষণা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ১৯৫৮ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা প্রফেসর নিযুক্ত হন। ১৯৬১ খ্রী· রুরকীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় সায়েন্স কংগ্রেসে পদার্থবিদ্যা বিভাগের সভাপতিত্ব করেন। ১৯৬২ খ্রী· থেকে ৩১·১০·১৯৬৩ খ্রী· অবসর গ্রহণ-কাল পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ডীন ছিলেন। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৯ খ্রী· পর্যন্ত বসু বিজ্ঞান মন্দিরে কর্মরত থাকেন। পরে CSIR-এর পক্ষ থেকে বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এক্স-রে'র উপর উল্লেখযোগ্য গবেষণা ছাড়াও বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়েও তাঁর যথেষ্ট অবদান আছে। বাংলাতে বেশ কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছেন। [৮২]

সতীশ সামন্ত (১৫·১২·১৯০০ - ৪·৬·১৯৮৩) গোপালপুর—মেদিনীপুর। গান্ধীবাদী নেতা, ভারত-ছাড় আন্দোলনে তমলুকে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠায় প্রধান সেনাপতি। শিক্ষা—মহিষাদল রাজ কলেজ, বঙ্গবাসী কলেজ ও যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী বৈপ্লবিক কার্যকলাপের জন্য ১৯১৬ - ১৯ খ্রী· মেদিনীপুরের মহিষাদলে অন্তরীণ থাকাকালে তাঁর সংস্পর্শে এসে স্বাধীনতা আন্দোলনে দীক্ষিত হন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রাম শুরু করেন। ভারত-ছাড় আন্দোলনের সময় তমলুকে গঠিত 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারে'র সর্বাধিনায়ক ছিলেন। দু বছর ধরে ব্রিটিশ সরকারের সমান্তরাল এই সরকার চলে। ব্রিটিশ আমলে ১৯২০ খ্রী· থেকে বিভিন্ন সময়ে ১০ বছর কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। স্বাধীনতার পর পার্লামেন্টারিয়ানের ভূমিকায় দেশের আইন প্রণয়ন, উন্নয়ন ও গঠনের কাজকর্মে যোগ দেন। প্রথম গণপরিষদের সদস্য (১৯৪৭ - ৪৯) ও ১৯৫২ - ৭৭ খ্রী· একটানা সংসদ সদস্য ছিলেন। বহু বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ স্মৃতিরক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা এবং এই প্রতিষ্ঠানে তাঁর সঞ্চয় ও সম্পত্তির অধিকাংশ দান করেন। কর্মস্থল মেদিনীপুরের মহিষাদলে মৃত্যু। [১৬]

সত্যকিঙ্কর গোস্বামী (১৮৯১ - ১৯·২·১৯৬০) কোন্দাগোবিন্দপুর—বর্ধমান। দোলগোবিন্দ। তাঁর ঊর্ধ্বতন ১০ম পুরুষ ঘনশ্যাম গোস্বামী বৈষ্ণব ও শাক্ত সাধনার সমন্বয় সাধন করেন। তাই ঘনশ্যামের শ্রীপাট সম্বন্ধে প্রচলিত ছিল—'নাড়াও নারে পাঁঠাও কাটে, দেখে এলাম কোন্দার পাটে'। সত্যকিঙ্কর পিতার নিকট ব্যাকরণ ও উখরায় কুঞ্জবিহারী চতুষ্পাঠীতে পণ্ডিত আশুতোষ স্মৃতিতীর্থের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। ১৯১১ খ্রী· মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজ থেকে কাব্যতীর্থ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে দীর্ঘদিন বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সংস্কৃতের প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি বিলাতী দ্রব্য ও মাদক দ্রব্য বর্জনের এবং সূতা কাটা ও জাতীয় শিক্ষা-প্রচারে উৎসাহী ছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের সংস্কৃতানুবাদ। সমগ্র গ্রন্থখানি মুদ্রিত করে ইউরোপ ও আমেরিকায় যেখানে যেখানে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা আছে সে-সব স্থানে বিতরণ করেন। 'তরণী বিহার' তাঁর রচিত সংস্কৃত গীতি-কাব্য। পরিণত বয়সে তিনি মাতাজী সন্ন্যাসিনী শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর নিকট যোগ দীক্ষা এবং সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন। নাম হয় স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী। শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর

জীবনী নামে তিনি বাংলা ভাষায় একটি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। [১৪৯]

সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১·৯·১৮৯৯ - ১৮·১২·১৯৮০)। বিষ্ণুপুর—বাঁকুড়া। শ্রীপতিচরণ। বিষ্ণুপুর ঘরানার অন্যতম সঙ্গীতাচার্য। পিতামহ রামকুমার ছিলেন সঙ্গীতসাধক। পিতামহের কাছে শিক্ষা শুরু কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা জ্ঞাতি পিতৃব্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের দুই ধারাতেই তাঁর প্রতিভার প্রকাশ ঘটে। ১৯২১ খ্রী· কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আসার আগে লালগোলা মহারাজার ও পঞ্চকোটের রাজার সভাগায়কের কাজ করেছেন। ১৯১৯ খ্রী· কাশীতে 'নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন'-এর অধিবেশনে যোগ দিয়ে ধ্রুপদে দ্বিতীয় এবং সেতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন। কলিকাতায় এসে 'সঙ্গীত সম্মিলনী'তে শিক্ষকতা করার সুযোগ পান। কলিকাতার বিশিষ্ট পরিবারে এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সঙ্গীতশিক্ষক রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। এসরাজ, ব্যাঞ্জো, বাঁশী, জলতরঙ্গ, বীণ, সুরবাহার ও পাখোয়াজ বাজাতেও পারদর্শী ছিলেন। মহারাজা প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর তাঁকে সঙ্গীতজ্ঞরূপে তাঁর কাছে রাখেন। ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের শুরু থেকে মার্চ ১৯৬২ খ্রী· পর্যন্ত বেতার কেন্দ্রের শিল্পী হিসাবে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও সেতারের অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। ১৯৭৮ খ্রী· একাডেমী পুরস্কারে সম্মানিত হন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'সংগীত প্রকাশিকা'য় তাঁর অনেক স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছে। রচিত গ্রন্থ: 'সঙ্গীত-মুকুর', 'সঙ্গীতজ্ঞান প্রবেশ', 'রাগ-অভিজ্ঞান', 'বাংলাভাষায় উচ্চাঙ্গ খেয়াল', 'সুরের পথে একটি জীবন', 'সঙ্গীত ও কবিতা শত', 'বিষ্ণুপুর ঘরাণার প্রকৃত ইতিহাস ও রাগরূপের সঠিক পরিচয়' প্রভৃতি। [১৬]

সত্যকিঙ্কর সাহানা, বিদ্যাবিনোদ, রায়বাহাদুর (৫·৫·১৮৭৪ - ৭·১০·১৯৬০) শুড়িপুষ্করিণী—বাঁকুড়া। গিরিডি এন্ট্রান্স স্কুলের (বিহার) ছাত্র হিসাবে ১৮৯১ খ্রী· বর্ধমান কেন্দ্র থেকে এন্ট্রান্স, ১৮৯৪ খ্রী· এফ·এ· এবং ১৮৯৮ খ্রী· বি·এ· পাশ করেন। ১৯১৭ খ্রী· তিনি বাঁকুড়ায় বাস করতে থাকেন। নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। সমাজসেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম চাউলের কল—'শ্রীধর রাইস মিল' প্রতিষ্ঠা করেন। বাঁকুড়া শহরে নিজ গৃহসংলগ্ন ৮০/৯০ বিঘা অনুর্বর কাঁকরময় ভূমিতে কূপ ও পুষ্করিণী খনন করে নানাজাতীয় ফুল ও সবজি বাগান করেন এবং বাঁকুড়া-রানীগঞ্জ রাস্তার ধারে কয়েক শত বিঘা জঙ্গল ক্রয় করে সেখানে একটি আদর্শ কৃষিশালা খোলেন। অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিষ্ণুপুর থেকে নির্বাচিত বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ছিলেন। 'হিতবাদী', 'সঞ্জীবনী', 'সাহিত্য', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' ও 'বসুমতী' পত্রিকায় তাঁর বহু কবিতা প্রকাশিত হয়। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'চণ্ডীদাস প্রসঙ্গ', 'শকুন্তলা প্রসঙ্গ', 'মহাভারতে অনুশীলনতত্ত্ব' প্রভৃতি। [৮২]

সত্য গুপ্ত (? - ৯·৮·১৯৬৯)। কথা-সাহিত্যিক ও বাংলা ভাষার খ্যাতনামা পরিশ্রমী অনুবাদক। তিনি এককালে 'পরিচয়' পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। কিছুকাল 'নন্দন' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকালের সম্পর্ক ছিল। [৩২]

সত্য গুপ্ত, মেজর (১৮·৭·১৯০২ - ১৯·১·১৯৬৬) বেজগাঁও—ঢাকা। প্যারীমোহন। ১৯১৯ খ্রী· ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। অশ্বিনী দত্তের নির্দেশে ১৯২১ খ্রী· আই·এ· পরীক্ষা দেন নি। এর আগেই তিনি হেমচন্দ্র ঘোষের গুপ্ত সমিতির সভ্য ছিলেন। ১৯২৬ খ্রী· ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম·এ· পাশ করেন। ১৯২৭ খ্রী· গুপ্ত বিপ্লবী দলের নির্দেশে তাঁর কর্মকেন্দ্র কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়। এখানেই সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। ১৯২৮ খ্রী· কলিকাতা কংগ্রেসের প্রধান সহকারী ছিলেন। এখান থেকে শুরু হয় বাঙলার বিখ্যাত 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' বা B. V. বিপ্লবী দলের সূচনা। তিনি দলের মেজর নির্বাচিত হন। ১৯৩০ খ্রী· গ্রেপ্তার হয়ে পরে মুক্তি পান। ৮·১২·১৯৩০ খ্রী· রাইটার্স বিল্ডিংস্ আক্রমণের পর রাজবন্দী হন। ১৯৩১ - ৩৮ খ্রী· পর্যন্ত স্টেট প্রিজনার-রূপে আলীপুর, বক্সা, মিনওয়ালী (পাঞ্জাব) ও যারবেদা (পুনা) জেলে থাকেন। হিজলী জেল থেকে মুক্তির পর নেতাজীর একনিষ্ঠ সহকারিরূপে তাঁর সমস্ত কাজের সঙ্গী হন। ১৯৪১ - ৪৬ খ্রী· পুনরায় রাজবন্দী হন। মুক্তির পর চব্বিশ পরগনার বাগু গ্রামে সমাজসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। [৪, ৯৭]

সত্যচরণ ল (১৮৮৮ - ১১·১২·১৯৮৪)। ইংরেজী ও বাংলায় পক্ষী-বিষয়ক বহু গ্রন্থের রচয়িতা। উত্তর চব্বিশ পরগনার আগরপাড়ায় তিনি বিস্তৃত এক পক্ষী-সংগ্রহাগার স্থাপন করেন। [১৬]

সত্যচরণ শাস্ত্রী (১২·৪·১৮৬৬ - মে ১৯৩৫) দক্ষিণেশ্বর—চব্বিশ পরগনা। স্বগ্রামে কিছুদিন বাংলা ও ইংরেজী অধ্যয়ন করে ১৫ বছর বয়সে কাশীর বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর কাছে শিক্ষালাভ করেন এবং 'শাস্ত্রী' উপাধি পান। বহুভাষাবিদ সত্যচরণ রুশভাষাও জানতেন। তাঁর সাহিত্য সাধনার শুরু জীবন চরিত রচনা দিয়ে। ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের জন্য তিনি মহারাষ্ট্র, শ্যাম, জাভা, বলিদ্বীপ প্রভৃতি বহু স্থান পরিভ্রমণ করেন। তাঁর রচিত ইতিহাসে প্রচলিত বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থের ভ্রম-প্রমাদ দেখানো হয়েছে। রচিত গ্রন্থ: 'ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর জীবনচরিত', 'বঙ্গের শেষ স্বাধীন হিন্দু মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত', 'মহারাজ নন্দকুমার চরিত', 'জালিয়াত ক্লাইভ', 'হিমালয় ভ্রমণ', 'মানস সরোবর', 'ভারতে অলিকসন্দর', 'কৈলাস যাত্রা', 'প্রাচী ভ্রমণ' প্রভৃতি। বাংলা ও হিন্দী উভয় ভাষাতেই বক্তৃতা দিতে পারতেন। পরবর্তী জীবনে তিনি শ্রীরামপুরে জেনারেল মেনওয়াড়ির পণ্ডিত ছিলেন। [৫, ২৫, ২৬, ২২৩]

সত্যচরণ সেন (? - ১৯৩২ ?) হরিপুর—নদীয়া। তিনি আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাক্ষেত্রে এবং বঙ্গীয় সাহিত্যমহলে সমান পরিচিত ছিলেন। কবিরাজ যামিনীভূষণ রায়ের অনুরোধে তিনি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনায় প্রভূত সহায়তা করেছেন। পরে শ্যামাদাস বাচস্পতির বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের সুপারিন্টেন্ডেন্টরূপে কাজ করে ঐ প্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেন। শান্তিপুর, রানাঘাট ও কলিকাতায় চিকিৎসা ব্যবসায় করতেন। তিনি কয়েকটি আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-গ্রন্থ, নাটক ও শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। [৫]

সত্যপ্রিয় রায় (১.৩.১৯০৭ - ১১.২.১৯৭৮) টাঙ্গাইল—ময়মনসিংহ। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক ও শিক্ষা আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের কৃতী ছাত্র। দীর্ঘকাল কলিকাতার কালীধন ইনস্টিটিউটের প্রধানশিক্ষক ছিলেন। ১৯৫০ খ্রী· শিক্ষকদের সম্মানজনক বেতনহার নির্দিষ্ট করার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে কারাবরণ করেন। অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনেও তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। ১৯৫৪ খ্রী· নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সম্পাদক ও ১৯৬৪ - ৭৭ খ্রী· তার সভাপতি ছিলেন। এক সময় অল ইণ্ডিয়া ফেডারেশন অব এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদকের দায়িত্বভার পালন করেছেন। ১৯৫৪ খ্রী· পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচিত হন ও ঐ পরিষদ্ ১৯৬৯ খ্রী· বাতিল হওয়ার সময় পর্যন্ত তার সদস্য থাকেন। ১৯৬৭ খ্রী· প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের আগে টালিগঞ্জ থেকে এম·এল·এ· নির্বাচিত হন এবং দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে শিক্ষামন্ত্রী হন। ১৯৭৭ খ্রী· থেকে মৃত্যুকাল অবধি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রশাসকরূপে কর্মরত ছিলেন। [১৬, ৮২]

সত্যব্রত সামশ্রমী (২৮.৫.১৮৪৬ - ১.৬.১৯১১) কালনা-ধাত্রীগ্রাম—বর্ধমান। পিতা রামদাস চট্টোপাধ্যায়ের কর্মস্থান পাটনায় জন্ম। প্রসিদ্ধ বৈদিক পণ্ডিত ও বেদ-প্রচারক। তিনি আট বছর বয়সে প্রাচীন কালের আদর্শে গুরু গৌড়স্বামীর অধীনে কাশীর সরস্বতী মঠে থেকে বেদ অধ্যয়ন শুরু করেন। ১৮৬৬ খ্রী· পাঠ শেষ হলে কাশ্মীরসহ সমগ্র উত্তর-ভারত ভ্রমণকালে তিনি বহু পণ্ডিতমণ্ডলীর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করেন। এই সময়ে বুন্দীরাজ তাঁর বেদ-পারঙ্গমতায় চমৎকৃত হয়ে তাঁকে 'সামশ্রমী' উপাধি দেন। তখন থেকে এই নামেই তিনি পরিচিত হন ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কাশীতে পিতৃগৃহে ফিরে এসে তিনি বিনা পারিশ্রমিকে ছাত্র পড়াতেন। ১৮৬৮ খ্রী· নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ স্মার্ত পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের পৌত্রীকে বিবাহ করেন। বৈদিক সাহিত্যের প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি ৮ বছর কাল (১৮৬৭ - ১৮৭৪) কাশী থেকে 'প্রত্নকম্রনন্দিনী' নামে সংস্কৃত ভাষায় একটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অনুরোধে তিনি 'বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা' গ্রন্থমালার জন্য সামবেদ-সংহিতা সম্পাদনা করেছিলেন। ভারতবর্ষে সামবেদ প্রথম প্রকাশের কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য। এছাড়া ঐ গ্রন্থমালায় সায়ণভাষ্যসহ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৪ খণ্ড), সায়ণভাষ্যসহ শতপথ ব্রাহ্মণ (২ খণ্ড) ও যাস্কের নিরুক্ত (৪ খণ্ড) সম্পাদনা করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের পর তিনি সপরিবারে কলিকাতায় এসে বাস করতে থাকেন। এখানে বেদপ্রচারের উদ্দেশ্যে একটি মুদ্রাযন্ত্র কেনেন। 'বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা' গ্রন্থমালায় সম্পাদিত গ্রন্থগুলি ছাড়া তাঁর সম্পাদিত ও অনূদিত সমস্ত গ্রন্থই নিজের তত্ত্বাবধানে এই মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে প্রচারিত হয়। তিনি নিজ গৃহে অনেক ছাত্রকে অন্নদান করে বেদশিক্ষা দিতেন। ১৮৮৯ - ১৯০৫ খ্রী· পর্যন্ত তিনি 'প্রত্নকম্রনন্দিনী'র অনুরূপ 'উষা' নামে একটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। একটি প্রবন্ধে তিনি প্রমাণ করেন—বৈদিক মতে বাল্যবিবাহ গর্হিত। অপর এক প্রবন্ধে তিনি স্ত্রীজাতির বেদপাঠের অধিকার সমর্থন করেন। তিনি বাংলা অক্ষরে সভাষ্য সামবেদ, যজুর্বেদ, ব্রাহ্মণ ও অঙ্গগ্রন্থাদি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। বৈদিক গ্রন্থ ছাড়া তিনি 'কারণ্ডব্যূহ' নামে সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ বঙ্গানুবাদসহ এবং সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন-সংক্রান্ত বহু গ্রন্থ—অধিকাংশই বাংলা অক্ষরে ও অনেক স্থলে বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশ করেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির অ্যাসোসিয়েট মেম্বার ও অনারারি ফেলো এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। [৩, ৩০]

সত্যরঞ্জন বক্‌সি (১৪.৭.১৮৯৭ - ৮.১.১৯৮৩) বরিশাল। স্বাধীনতা সংগ্রামী, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও সাংবাদিক। শিক্ষা—ঢাকা এবং কলিকাতায়। ১৯১৯ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে এম·এ· পাশ করেন। ১৯২৩ খ্রী· দেশবন্ধুর 'ফরওয়ার্ড' কাগজের সহ-সম্পাদক হিসাবে সাংবাদিক জীবনের শুরু। ১৯২৬ খ্রী· ঐ কাগজের সম্পাদক হন। ১৯২৯ খ্রী· দেশদ্রোহিতার অভিযোগে ইংরেজ সরকার তাঁকে কারারুদ্ধ করে। ১৯৩০ খ্রী· মুক্তি পেয়ে 'লিবার্টি' কাগজে যোগ দেন। 'লিবার্টি' বন্ধ হয়ে গেলে যথাক্রমে 'অ্যাডভান্স' ও শরৎচন্দ্র বসুর 'নেশন' কাগজে সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। [১৬]

সত্যসুন্দর দেব (১৮৮০ ? - ১৩.১২.১৯৭১) কর্ণপুর—চব্বিশ পরগনা। পিতা ত্রৈলোক্যনাথ ছিলেন ভারতবর্ষের কাঠখোদাই ব্লকের একজন প্রাচীনতম শিল্পী। সত্যসুন্দর ভারতীয় পর্সিলিন শিল্পের পথিকৃৎ। ১৯০৩ খ্রী· মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়ে তিনি টোকিও শিল্প বিদ্যালয় ও কিয়োটো সেরামিক গবেষণাগারে শিক্ষালাভের জন্য জাপানে যান। জাপানে তিনি প্রথম ভারতীয় ছাত্রদলের অন্যতম। বর্তমান ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাঙলাদেশে যে কটি উল্লেখযোগ্য পটারি আছে তার অনেকগুলিই তাঁর স্পর্শধন্য। তিনি 'বেঙ্গল পটারিজ লি·'-এর প্রতিষ্ঠাতা। ১৯০৬ খ্রী· তিনি মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর উদ্যোগে স্থাপিত ভারতের প্রথম পটারি 'ক্যালকাটা পটারি

ওয়ার্কস'-এর বিশেষজ্ঞ ও জেনারেল ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯০৬ - ৬৬ খ্রী· পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পট্যারি স্থাপনে এবং তত্ত্বাবধানে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। [১৭]

সত্যানন্দ গিরি, স্বামী (১৮৯৬? - ১৯৭১) মালখানগর—ঢাকা। তাঁর পূর্বনাম—মনোমোহন। পিতা কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের অন্যতম সংগঠক মোহিনীমোহন মজুমদার। ১৯১৯ খ্রী· স্বামী যোগানন্দ গিরি মহারাজের কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এরপর রাঁচি ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের আচার্য ও অধ্যক্ষ হন। ঝাড়গ্রাম সেবায়তনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সংলগ্ন মিশনের আচার্য ছিলেন। [১৬]

সত্যানন্দ পরিব্রাজক (? -২৭·১·১৯৭০) বলরামপুর—যশোহর। পূর্বনাম—ভবভূষণ মিত্র। বিখ্যাত আলীপুর বোমার মামলায় তিনি শ্রীঅরবিন্দ, বারীন ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখদের সঙ্গে অভিযুক্ত হয়ে কিছুকাল আত্মগোপন করেন। পরে বোম্বাই বন্দরে গ্রেপ্তার হন। একটি অতিরিক্ত মামলার বিচারে তাঁকে দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয়। পরবর্তী জীবনে মূলত সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করলেও কোন বিশেষ দলের সঙ্গে যুক্ত না থেকে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি অধ্যায়েই প্রেরণা জুগিয়েছেন। [১৬]

সত্যানন্দ পুরী, স্বামী (১৯০২ - ১১·৩·১৯৪২) ফরিদপুর। পূর্বনাম—প্রফুল্ল সেন। বাল্যকালে ফরিদপুরের অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। পরে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত হন। কাশীর গোধূলিয়ায় 'কল্যাণ আশ্রম' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। কাশী থেকে তিনি রাঁচি যান। 'বৃহত্তর ভারত সমিতি'র প্রচারকার্যে ব্যাঙ্কক গিয়ে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং এখানে 'ডক্টরেট' উপাধি পান। পরবর্তী জীবনে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সঙ্গে যোগ দিয়ে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি' গঠনে সাহায্য করেন। সেবাকর্মের জন্য শ্যামদেশে সম্মানিত ছিলেন এবং শ্যামের রাজা তাঁকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতেন। রাসবিহারী বসু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সায়গনে এসে তাঁর সঙ্গে বাস করেছিলেন। সর্দার প্রীতম সিং ও তিনি বিমানযোগে জাপানে এক সভায় যোগ দিতে যাবার পথে প্লেন দুর্ঘটনায় মারা যান। [১০, ১০৪]

সত্যানন্দ ভট্টাচার্য (? - ২২·১·১৯৭৩)। ছাত্রাবস্থায় ১৯৪২ খ্রী· আগস্ট আন্দোলনে যোগ দেন। বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। পরে সাংবাদিক ও রাজনীতিক হিসাবে খ্যাত হন। ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু। ক্রমে তিনি এম· এন· রায় প্রতিষ্ঠিত র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি, মজদুর প্রজা পার্টি এবং পি·এস·পি· পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৫২ খ্রী· থেকে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ছিলেন। নকশাল আন্দোলনের সমর্থক হয়ে ১৯৬৭ খ্রী· সেই পদে ইস্তফা দেন। তিনি 'কো-অর্ডিনেশন কমিটি অফ রিভলিউশনারি কমিউনিস্ট'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৬৯ খ্রী· চারু মজুমদার পরিচালিত CPI(ML) দলের সভ্য হন। পরে মতবিরোধ হওয়ায় ঐ দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন। বহু পত্র-পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন। মৃত্যুকালে বসুমতী পত্রিকার সাব-এডিটর ছিলেন। লোকসেবক পত্রিকার প্রাক্তন এডিটর ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতা পঞ্চানন ভট্টাচার্য তাঁর অগ্রজ। [১৬]

সত্যানন্দ রায় (১৪·১১·১৮৯০ - ১০·১০·১৯৩৯) পাথুরিয়াঘাটা—কলিকাতা। ললিতমোহন। শিক্ষা শুরু ক্ষুদিরাম বসুর মডেল সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলে ; পরে জাতীয় বিদ্যালয়ে। রাজনৈতিক আন্দোলনে পড়া বিঘ্নিত হলে টাইপ রাইটিং শিখে ১৯০৯ খ্রী· টাইপিস্ট-এর কাজ নেন এবং কেশবচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে এসে ব্রহ্মমন্দিরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেবামূলক কাজে মনোনিবেশ করেন। ১৯১৬ খ্রী· ভাই প্রমথলালের ব্যবস্থায় বৃত্তি নিয়ে আমেরিকায় থিয়োলজি পড়তে যান। সেখানে উচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন এবং 'ধর্মবিজ্ঞান' বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য প্রশংসিত হয়। 'বয়স্ক শিক্ষা'য় উচ্চশিক্ষার জন্য পুনরায় বিদেশ যান। ১৯২৬ খ্রী· দেশে ফিরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কর্পোরেশন টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ঐ সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা বিষয়ের লেকচারার ও পরীক্ষক ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'When I was a boy' ১৯২৩ খ্রী· আমেরিকায় প্রকাশিত হয়। কর্মরত অবস্থায় কর্পোরেশন অফিসে মৃত্যু। [১৯]

সত্যেন সেন (১৯০৭ - ৫·১·১৯৮২) সোনারং—ঢাকা। বিপ্লবী, গণসঙ্গীত রচয়িতা ও লেখক। ছাত্রজীবনে অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রতী হন। একটি রাজনৈতিক মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৩১ - ৩৮ খ্রী· কারাগারে এবং অন্তরীণ অবস্থায় কাটান। বন্দীনিবাসে থাকার সময়ে এম·এ· পাশ করেন। ১৯৩৮ খ্রী· কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ নিয়ে মুন্সীগঞ্জ ও নবাবগঞ্জে কৃষক সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সময় ঢাকা জেলা প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের বিশিষ্ট উদ্যোক্তা এবং গণসঙ্গীত রচনা ও হাটেমাঠে কলকারখানায় নবজীবনের গান পরিবেশনে উদ্যোগী হন। দেশবিভাগের পর পূর্ববঙ্গে ব্যাপক ধরপাকড়ের সময় আত্মগোপন করেন। পরে ১৯৪৯ - ৫৩ খ্রী· কারারুদ্ধ থাকেন। পূর্ববঙ্গে ১৯৫৪ খ্রী· সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে পূর্ববঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় খোলা-অফিসের সংযোজকের দায়িত্বে ছিলেন। গভর্নরের শাসন জারি হবার পর আবার গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৫৫ খ্রী· মুক্তি পান। ১৯৫৬ - ৫৭ খ্রী· 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন। বাংলার কৃষক আন্দোলন সম্বন্ধে 'ফিচার' লিখতে শুরু করেন। এই সময়েই লেখেন তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ভোরের বিহঙ্গী' এবং সিপাহী বিদ্রোহের শতবার্ষিকী উপলক্ষে 'মহাবিদ্রোহের কাহিনী'। ১৯৫৮ খ্রী· আইয়ুব

খাঁ-র সামরিক শাসন জারী হবার সঙ্গে সঙ্গে কারারুদ্ধ হয়ে ১৯৬৩ খ্রী· পর্যন্ত আটক থাকেন। জেলে বসে লেখেন 'রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ' ও আরও কয়েকটি উপন্যাস। ১৯৬৯ খ্রী· আন্দোলনে বই লেখার পাশাপাশি গণসঙ্গীত রচনার ধারাকে উজ্জীবিত রাখেন। তরুণ-তরুণীদের নিয়ে গণসঙ্গীতশিল্পীগোষ্ঠী 'উদীচী' স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে কারাবাসে স্বাস্থ্যভঙ্গ, চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হওয়ায় চিকিৎসার জন্যে ১৯৭১ খ্রী· 'উদীচী'র মুক্তিযোদ্ধা ছেলেরা তাঁকে নৌকায় বুড়ীগঙ্গা পার করে কলিকাতায় পৌঁছে দেয়। সেখান থেকে মস্কো পাঠান হয়। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি আর ফিরে পান না। ১৯৭২ খ্রী· স্বাধীন বাংলা দেশে ফিরে 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় যোগ দেন এবং মস্কোতে যাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাঁদের উপর ধারাবাহিক আলেখ্য রচনা করেন। ১৯৭৩ খ্রী· স্বাস্থ্যের আরও অবনতি ঘটায় শান্তিনিকেতনে তাঁর ভগিনীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এখানে প্রায় অন্ধ অবস্থায় অসংখ্য নিবন্ধ রচনা করেন। বিজ্ঞানী জে·ডি· বার্নালের 'সায়েন্স ইন হিস্ট্রী' অবলম্বনে ডিক্টেশন দিয়ে 'ইতিহাস ও বিজ্ঞান' গ্রন্থটি রচনা করেন। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'গ্রাম বাংলার পথে পথে', 'কৈবর্ত বিদ্রোহ', 'অভিযাত্রী', 'মেহনতি মানুষ', 'উত্তরণ', 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিছে নিঃশ্বাস' (১৯৭৯) প্রভৃতি। 'পদচিহ্ন' তাঁর অপ্রকাশিত উপন্যাস। [১০৭, ১৪৯]

সত্যেন্দ্রচন্দ্র বর্ধন (? - ১০·৯·১৯৪৩) বিটঘর—ত্রিপুরা। দীনেশচন্দ্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সুদূর প্রাচ্যের ইণ্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ ভারতের অভ্যন্তরে যুদ্ধের সুযোগে বিপ্লব সংঘটনের জন্য ১৪ জন ভারতবাসীকে ৪ টি দলে গোপনে প্রেরণ করেন। প্রথম দল কালিকটের উপকূলে অবতীর্ণ হয়। দ্বিতীয় দলের ৫ জনের অন্যতম ছিলেন তিনি। সাবমেরিনযোগে তাঁরা কাথিয়াওয়ার উপকূলে পৌঁছান। তীরে পৌঁছে নিরাপদ আবাসে আশ্রয় নেবার পূর্বেই ট্রানসমিটার যন্ত্রসহ তিনি গ্রেপ্তার হন। দলের বাকী কয়েকজন স্থলপথে চট্টগ্রামের দিক দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। ভারতের পূর্ব-পশ্চিমে এই অনুপ্রবেশকারী স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাগণের অনেকেই গ্রেপ্তার হয়ে মাদ্রাজ দুর্গে বন্দী হন। সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্রকারিরূপে ৮·৩·১৯৪৩ খ্রী· বিচার শুরু হয় এবং আরও ৪ জনের সঙ্গে তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। যতদূর জানা যায় তিনি মালয়ে ডাক ও তার বিভাগের কর্মী ছিলেন। জাপানী অভিযানের পর কর্মচ্যুত অবস্থায় পড়েন ও প্রথম সুযোগেই 'ইণ্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ'-এ যোগ দেন। পেনাং-এ যুদ্ধবিদ্যা শেখেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হলে তাতে যোগ দিয়ে বেতারে সংবাদ-প্রেরণ বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। মৃত্যুর পূর্বে শেষপত্রে জানান, 'আমার বলার বা লেখার কিছু নেই। মাতৃভূমি বেদিকায় প্রাণ বিসর্জন করতে পেরে গর্বিত। যদি কোন সুযোগ আসে—প্রতিশোধ নেওয়া হবে, এই আশা করি। বাঙ্গালী হিসাবে দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়াই স্বাভাবিক।' [৪২, ৪৩]

সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র (২৩·১২·১৮৮৮ - ২৭·১০·১৯৪২) রাধাপুর—নোয়াখালী। উদয়চন্দ্র। নোয়াখালী জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৯০৫), কলিকাতা সিটি কলেজ থেকে বি·এ· (১৯১০) এবং এম·এ· ও আইন পাশ করেন। কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি দিয়ে কর্মজীবন শুরু। গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থা 'যুগান্তর' দলের অন্যতম নেতা ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে ও দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলে যোগ দেন। সুভাষচন্দ্রের একজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন। বহুবার কারাবাসের মধ্যে একবার প্রতিবাদস্বরূপ দীর্ঘদিন অনশন করেন। অবিভক্ত বাঙলার প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য হয়ে সভাপতি নির্বাচিত হন। বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। বঙ্গীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল। [১০]

সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (২৭·৮·১৯১০ - ১২·১০·১৯৮৪) তালতলা—কলিকাতা। যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করে সরকারী অফিসে কাজ করলেও ছোটবেলা থেকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। তরুণ সমাজে শরীরচর্চার ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট অবদান আছে। তাঁর লেখা 'বাংলায় যুযুৎসু শিক্ষা' বইখানি ১৯৩৬ খ্রী· প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'বয়েজ ক্যাম্প অব ফিজিক্যাল কালচার' সংস্থার সঙ্গে বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা বলাইচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবিন সরকারের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী প্রমুখ বিপ্লবীদের স্নেহধন্য ছিলেন। ভালো ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। অকৃতদার। অন্যান্য গ্রন্থ : 'বিপ্লবী মহানায়ক বিপিন গাঙ্গুলী', 'মলঙ্গার হাবু ও রডা কোম্পানীর অস্ত্র লুঠ', 'বাংলায় বিপ্লব-প্রচেষ্টার বিস্মৃত অধ্যায়' (১ম) প্রভৃতি। [১৭৪]

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১·৬·১৮৪২ - ৯·১·১৯২৩) জোড়াসাঁকো—কলিকাতা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ। স্বগৃহে সংস্কৃত ও ইংরেজী শেখেন। মেধাবী ছাত্র হিসাবে হিন্দু স্কুল থেকে ১৮৫৭ খ্রী· এন্ট্রান্স পাশ করে (এই বছরই প্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষা প্রবর্তিত হয়) প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। ১৮৫৯ খ্রী· জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। কলেজে পড়ার সময় ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসেন। ২৭·৯·১৮৫৯ খ্রী· পিতার সঙ্গে সিংহল ভ্রমণে যান। কলিকাতায় ফিরে ব্রাহ্মসমাজের নূতন কর্মকর্তা নিযুক্ত হন (২৫·১২·১৮৫৯) ও 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেন। ২৩·৩·১৮৬২ খ্রী· লন্ডন যান এবং ১৮৬৪ খ্রী· আই·সি·এস· হয়ে স্বদেশে ফেরেন। চাকরির জন্য সস্ত্রীক বোম্বাই যান এবং এপ্রিল ১৮৬৫ খ্রী· আমেদাবাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট হন। ১৮৯৭ খ্রী· অবসর নিয়ে কলিকাতায় ফেরেন। ১২৭৩ ব· চৈত্র-সংক্রান্তির দিন (১২·৪·১৮৬৭) দেশের লোককে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য কলিকাতার বেলগাছিয়ায় 'হিন্দুমেলা'র প্রবর্তন করেন। এই মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে জাতীয় ভাবধারায় 'মিলে সবে

ভারতসন্তান' গানটি রচনা করেন। স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি পত্নী জ্ঞানদানন্দিনীকে বিলাতে নিয়ে পাশ্চাত্য মহিলাদের আদর্শে গড়ে উঠতে উৎসাহিত করেন। জ্ঞানদানন্দিনী গৃহে পর্দাপ্রথা ভাঙতে সক্ষম হয়েছিলেন। গভর্নমেন্ট হাউসে বড়লাটের আমন্ত্রণে তিনিই প্রথম ভারতীয় মহিলা উপস্থিত ছিলেন। ১৮৯৭ খ্রী· নাটোরের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের ১০ম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ১৩০৭ ও ১৩০৮ ব· বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি, ১৯০৬ খ্রী· ব্রাহ্মসমাজের আচার্য ও ১৯০৭ খ্রী· জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে আচার্য ও সভাপতি নির্বাচিত হন। ৯টি বাংলা ও ৩টি ইংরেজী গ্রন্থ ছাড়াও তিনি বহু ব্রহ্মসঙ্গীতের রচয়িতা। 'স্ত্রী স্বাধীনতা', 'ভারতবর্ষীয় ইংরাজ', 'Raja Rammohan Roy', 'সুশীলা ও বীরসিংহ' (নাটক), 'বোম্বাই চিত্র', 'বাল্যকথা', মেঘদূতের অনুবাদ, তিলকের ভগবদ্গীতার অনুবাদ ও তুকারামের অভঙ্গের অনুবাদ তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সুরেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী তাঁর দুই কৃতী সন্তান। [৩, ৭, ৮, ২৫, ২৬, ২৮]

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১১·২·১৮৮২ - ২৫·৬·১৯২২) চুপী—বর্ধমান। রজনীনাথ। সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র। রবীন্দ্র যুগের খ্যাতনামা 'ছন্দোরাজ' কবি। ১৮৯৯ খ্রী· সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা ও ১৯০১ খ্রী· জেনারেল অ্যাসেমব্লীজ ইনস্টিটিউশন থেকে এফ·এ· পাশ করে বি·এ· পর্যন্ত পড়ে মাতুলের আগ্রহে কিছুদিন ব্যবসায় করেন। পরে ব্যবসায় ছেড়ে সাহিত্যসেবায় ব্রতী হন। তিনি রবীন্দ্রনাথের শিষ্য হয়েও তাঁর শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। নানাবিধ ছন্দ-রচনায় ও ছন্দ-উদ্ভাবনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। বাঙলাদেশের নিজস্ব বাগ্‌ধারা ও এই ভাষার ধ্বনি নিয়ে নূতন ছন্দবিজ্ঞান সৃষ্টি তাঁর কবি-প্রতিভার মৌলিক কীর্তি। স্বদেশের প্রতি অসীম প্রীতি তাঁর বহু কবিতায় পরিস্ফুট। অপর দিকে তিনি বিদেশী ভাষার কবিতা অনুবাদে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সমসাময়িক মানুষ এবং ঘটনা সম্বন্ধেও বহু কবিতা রচনা করেছেন। রচিত উল্লেখযোগ্য রচনা: কাব্যগ্রন্থ — 'সবিতা', 'বেণু ও বীণা', 'তীর্থরেণু', 'কুহু ও কেকা', 'তুলির ·লিখন', 'হসন্তিকা'; উপন্যাস — 'জন্মদুঃখী', 'বারোয়ারি'; অনুবাদ-নাট্যসংগ্রহ—'রঙ্গমল্লী'; অনুবাদ-নিবন্ধ — 'চীনের ধূপ'। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত গ্রন্থ: 'বেলা শেষের গান', 'বিদায় আরতি', 'ধূপের ধোঁয়ায়'; কাব্যসংগ্রহ—'শিশু কবিতা', 'কাব্য-সঞ্চয়ন' প্রভৃতি। এছাড়াও তাঁর বহু রচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। [৩, ৭, ২৫, ২৬, ২৮]

সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩·১২·১৮৯৬ - ৩০·১২·১৯৭৭) চুয়ানসিনা—বাঁকুড়া। পিতা রাজেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের দীর্ঘকাল কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। বাল্যশিক্ষা ব্রহ্মচর্যাশ্রমে। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনের জন্য এম·এ· পড়া ব্যাহত হয়। পরে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে ভর্তি হয়ে নন্দলাল বসু ও অসিত হালদারের কাছে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। ছাত্রাবস্থাতেই ভাল ছবি আঁকতেন। ভারতীয় পৌরাণিক গল্প, সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী তাঁর চিত্রের বিষয়বস্তু ছিল। কৃতিত্বের সঙ্গে শিক্ষা শেষ করে ১৯২৭ খ্রী· বৃন্দাবন প্রেমমহাবিদ্যালয়ে শিল্পী হিসাবে যোগ দেন। এক বছর বাদে করাচীর দয়াশ্রমে ও পরে গোরখপুরে গীতা প্রেসে দুবছর কাজ করেন। ১৯৩২ খ্রী· কলিকাতার সরকারী চারুকলা বিদ্যালয়ে ইন্ডিয়ান পেইন্টিং বিভাগে শিল্পী-শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হয়ে ১৯৫২ খ্রী· অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর শিল্পকর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল স্নিগ্ধতা ও রমণীয়তা। [১৯৫]

সত্যেন্দ্রনাথ বসু (৩০·৭·১৮৮২ - ২১·১১·১৯০৮) মেদিনীপুর। অভয়চরণ। পৈতৃক নিবাস—বোড়াল —চব্বিশ পরগনা। বিখ্যাত রাজনারায়ণ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র। ১৮৯৭ খ্রী· মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স ও মেদিনীপুর কলেজ থেকে ১৮৯৯ খ্রী· এফ·এ· পাশ করেন। কলিকাতা সিটি কলেজে বি·এ· পড়বার জন্য ভর্তি হয়েও দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য পরীক্ষা দিতে পারেন নি। অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও জ্যেষ্ঠতাত রাজনারায়ণের প্রভাবে মেদিনীপুরে একটি গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠেছিল (১৯০২); নেতা হেমচন্দ্র দাস কানুনগো এবং সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর সহকারী। ১৯০৫ খ্রী· বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় মেদিনীপুরে তিনি 'ছাত্রভাণ্ডার' গড়ে তোলেন। এখানে তাঁত, ব্যায়ামচর্চা ইত্যাদি কর্মের অন্তরালে বিপ্লবীদের ঘাঁটি তৈরী হয়। বীর ক্ষুদিরাম তাঁর সাহায্যে বিপ্লবী দলভুক্ত হয়ে এখানে আশ্রয় পান। ১৯০৬ খ্রী· মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনীর তিনি সহ-সম্পাদক ছিলেন। এখানে ক্ষুদিরাম তাঁরই নির্দেশে 'সোনার বাংলা' শীর্ষক বিপ্লবাত্মক ইস্তাহার বিলি করে গ্রেপ্তার হন। তিনি ক্ষুদিরামকে মিথ্যা অছিলায় মুক্ত করার জন্য সরকারী চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। হেমচন্দ্র ১৯০৬ খ্রী· বোমা প্রস্তুত শিক্ষার জন্য প্যারিস গেলে তিনি তাঁর স্থলে জেলা সংগঠক হন। ১৯০৭ খ্রী· মেদিনীপুর রাজনৈতিক সম্মেলনে বঙ্গবিভাগ-বিরোধী আন্দোলনের নরমপন্থী নেতাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান। ফলে সম্মেলন ভেঙ্গে যায়। একইভাবে এই বছরে সুরাটের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনও পণ্ড হয়। এখানে তিনি বাল গঙ্গাধর তিলকের পক্ষে ছিলেন। ১৯০৮ খ্রী· বাংলার প্রথম বিপ্লবাত্মক কর্মকাণ্ড কিংসফোর্ড হত্যা প্রচেষ্টার আগেই তিনি বন্দুক রাখার অপরাধে মেদিনীপুর জেলে বিচারাধীন বন্দী ছিলেন। পরে বিখ্যাত আলীপুর বোমা মামলার আসামী করে তাঁকে নিয়ে আসা হয়। বিচার চলাকালে দলের নরেন গোঁসাই রাজসাক্ষী হলে হেমচন্দ্র ও তিনি জেলে বসেই এই বিশ্বাসঘাতককে নিশ্চিহ্ন করার সিদ্ধান্ত নেন। দুইটি রিভলভারও জেলের মধ্যে সংগ্রহ করেন। কানাইলাল দত্ত একথা জানতে পেরে এই কাজে

অংশ নিতে চান। সত্যেন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে সেখানে থেকে তিনিও রাজসাক্ষী হতে চান এই মর্মে পরামর্শের জন্য নরেনকে চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠান। ৩০.৮.১৯০৮ খ্রী· কানাইলাল অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। পরদিন সকালবেলা নরেন একটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জেন্টের প্রহরায় তাঁদের কাছে আসা মাত্র সত্যেন্দ্রনাথ গুলি করেন। আহত নরেন পলায়নের সময় কানাইলালের গুলিতে নিহত হন। এই অপরাধে তাঁদের ফাঁসির আদেশ হয়। তাঁর মাতা দেখা করতে এলে কারারক্ষীদের সামনে অশ্রুপাত না করার প্রতিশ্রুতি দিলে তিনি মাতার সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর মৃতদেহ আত্মীয়দের হাতে দেওয়া হয় নি। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর মৃত্যুর আগে জেল-প্রাঙ্গণে গিয়ে প্রার্থনা করেন। [৭, ১০, ২৫, ৪২, ৪৩, ১২৪]

সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বিজ্ঞানাচার্য (১.১.১৮৯৪ - ৪.২.১৯৭৪) কলিকাতা। সুরেন্দ্রনাথ। আদিনিবাস সুবর্ণপুর—নদীয়া। বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানসাধক, কোয়ান্টাম স্ট্যাটিস্‌টিক্সের উদ্ভাবক, পদার্থতত্ত্ববিদ ও মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার অন্যতম প্রবক্তা। ১৯০৯ খ্রী· এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পঞ্চম ও ১৯১১ খ্রী· আই·এস-সি·তে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হন। সে বছর দ্বিতীয় হন মানিকলাল দে এবং তৃতীয় হন মেঘনাদ সাহা। ১৯১৩ খ্রী· গণিতে অনার্স নিয়ে বি·এস-সি· এবং ১৯১৫ খ্রী· এম·এস-সি· পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবগঠিত বিজ্ঞান কলেজে মিশ্রগণিতে ও পদার্থবিদ্যায় পঠন-পাঠন ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়ে তিনি ড· মেঘনাদ সাহার সাহচর্য লাভ করেন। ১৯২১ খ্রী· নবপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার রীডার হিসাবে যোগ দেন এবং ২৪ বছর একনিষ্ঠভাবে গবেষণায় নিযুক্ত থাকেন। তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার মূল্যবান গবেষণা ও এক্সরে কৃস্টালোগ্রাফি সম্পর্কে যে গবেষণা করে বিজ্ঞানজগতে তিনি সমাদরণীয় হন, তার সূচনা ও উন্মেষ হয় ঢাকাতেই। ১৯২৪ খ্রী· তাঁর 'প্লাঙ্কসূত্র ও কোয়ান্টাম প্রকল্প' নামে গবেষণামূলক একটি প্রবন্ধ পাঠ করে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন চমৎকৃত হন এবং আইনস্টাইন নিজে জার্মান ভাষায় সেটি অনুবাদ করে বিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পরেই বিজ্ঞানজগতে আলোড়ন পড়ে যায় এবং এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি 'বোস-আইনস্টাইন সংজ্ঞা' নামে সারা বিশ্বে সমাদৃত হয়। ১৯২৯ খ্রী· তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে পদার্থবিদ্যা শাখার সভাপতি ও ১৯৪৪ খ্রী· মূল সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৫ খ্রী· ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৯৫৬ খ্রী· পর্যন্ত খয়রা অধ্যাপক পদে এবং কয়েক বছর স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান বিভাগের ডীন পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। অবসর-গ্রহণের পর ১৯৫৮ খ্রী· বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'এমিরিটাস' প্রফেসরের পদে নির্বাচিত করেন। দুই বছর তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্য ছিলেন। ১৯৫৯ খ্রী· ভারত সরকার কর্তৃক জাতীয় অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। বিশ্বভারতী তাঁকে 'দেশিকোত্তম' এবং ভারত সরকার 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। ১৯৫৮ খ্রী· তিনি লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। এছাড়া ১৯৫২ খ্রী· থেকে কিছুকাল রাজ্যসভার মনোনীত সদস্য ছিলেন। তিনি মূলত বিজ্ঞানী হিসাবে পরিচিত হলেও তাঁর ব্যক্তি-মানসে সাহিত্যের ধারা, সঙ্গীতের ধারা এবং বিশেষভাবে মানবিকতার ধারা বর্তমান ছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে আধুনিক যুগে দেশের উন্নতির জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটানো দরকার এবং এই কাজটি মাতৃভাষার মাধ্যমেই সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতায় 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ্' প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার মুখপত্ররূপে মাসিক 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রকাশ করেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানের মূল ধারক ও বাহক ছিলেন। মনে প্রাণে তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী ও দেশপ্রেমিক। 'সবুজপত্র' ও 'পরিচয়' সাহিত্য-গোষ্ঠীর অন্যতম ছিলেন। বেহালা ও এসরাজ ভাল বাজাতে পারতেন। দেশের মুক্তিকামী বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিনি নানাভাবে তাঁদের সাহায্যও করতেন। [১৬, ১৪৯]

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৯১ - ১৭.১০.১৯৫৪) টাঙ্গাইল—ময়মনসিংহ। মহিমচন্দ্র। যৌবনে তিনি আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সাহচর্য পান। কলিকাতায় এসে কিছুদিন বেলুড় মঠে যাতায়াত করে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দীক্ষালাভ করেন। এই সময় স্বামী সারদানন্দের ইচ্ছায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-চরিত লেখেন। মহাত্মাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে দেশবন্ধুর সান্নিধ্য লাভ করেন। দেশবন্ধু সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকার মাধ্যমে সাংবাদিকতায় ব্রতী হন। পরে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে সুরেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ১৯২২ খ্রী· 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রকাশিত হলে সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন। ১৯২৬ খ্রী· থেকে ৭.১.১৯৪১ খ্রী· পর্যন্ত 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন। এই সময় তিনি নির্ভীক ও তেজস্বী লেখনীর দ্বারা সংবাদপত্র-জগতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। ১৯৩৯ খ্রী· দুই মাসের জন্য সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সমগ্র উত্তর ভারত পরিভ্রমণে যান। স্বাদেশিকতার মূল্যস্বরূপ তিনবার কারাবরণ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁর রচিত সম্পাদকীয়, বিশেষ করে রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি সম্পর্কে, জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের পর 'স্বরাজ', 'সত্যযুগ', 'অরণি' প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। মহাযুদ্ধের সময় গ্রেট ব্রিটেনের গ্লোব সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান শাখা অফিস খুললে তিনি তার প্রধান সম্পাদক হন। ১৯৫১ খ্রী· রাশিয়া ও ইউরোপ ভ্রমণে যান। 'নন্দীভৃঙ্গী' ছদ্মনামে তিনি শ্লেষাত্মক ও রসাত্মক রচনাবলী লিখতেন। এই নামে 'রঙবেরঙ' রম্যরচনা আনন্দবাজারে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হত।

'বিবেকানন্দ চরিত', 'স্ট্যালিনের জীবনী', 'আমার দেখা রাশিয়া', 'স্বৈরিণী' (উপন্যাস), 'জওহরলালের আত্মচরিত' (অনুবাদ) প্রভৃতি তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। [৩,৫, ১৬, ৩১]

সত্যেন্দ্রনাথ রায়। গোকর্ণ—ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা। মালয়ে অবস্থানকালে নেতাজীর আজাদ হিন্দ বাহিনীতে যোগদান করেন। ব্রহ্মদেশের কালোয়াতে এক সশস্ত্র সংঘর্ষকালে তাঁর মৃত্যু ঘটে। [১৭৮]

সত্যেন্দ্রনাথ সেন১। ১৯১৪ খ্রী· তিনি আমেরিকায় যান। সেখানে গদর পার্টির তিনিই একমাত্র বাঙালী সভ্য ছিলেন। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনায় তিনি জার্মান সাহায্যের সংবাদ নিয়ে আমেরিকা থেকে কলিকাতায় এসে বাঘা যতীনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। [৫৪]

সত্যেন্দ্রনাথ সেন২ (৪·৬·১৯০২ - ৭·৮·১৯৭১) বরিশাল। উপেন্দ্রনাথ। সতু সেন নামে সুপরিচিত ছিলেন। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে ১৯২৫ খ্রী· বিদেশে যাত্রা করেন। পথে প্যারিসে হাসান শহিদ সোহ্‌রাবর্দির সঙ্গে সাক্ষাতে ও আলোচনায় তিনি নাটক সম্পর্কে উৎসাহিত হন এবং ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের বদলে থিয়েটারী বিদ্যা শেখার জন্য নিউইয়র্কের 'ল্যাবরেটরী থিয়েটারে' প্রয়োগবিদ্যার শিক্ষার্থী হিসাবে ভর্তি হন। রাতে ডিস ধোওয়া ইত্যাদি কাজ করে দিন চলতো। ৮ মাস পরে থিয়েটারে জুনিয়র অ্যাপ্রেনটিসের কাজ পান ও নর্ম্যান বেলগেডেসের সহকারী মঞ্চসজ্জাকর নিযুক্ত হন। এইসময় থেকে তাঁকে মাতার স্নেহে আশ্রয় দেন ল্যাবেরটরী পরিচালক মিরিয়ম স্টকটন। নিজ কর্মদক্ষতায় ক্রমশ উন্নতি করে সহকারী টেকনিক্যাল ডিরেক্টর হন। 'সিকাডো' নামক মঞ্চ-সফল নাটক চলচ্চিত্রে রূপায়ণে সহযোগী পরিচালক হয়ে হলিউড জগতেও মেরি পিকফোর্ড, চার্লি চ্যাপলিন, ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্কস্ প্রমুখদের সঙ্গে পরিচিত হন। ১৯২৮ খ্রী· টেকনিক্যাল ডিরেক্টর হন ও ইনস্টিটিউটে শিক্ষকতা করেন। তাঁর প্রযোজিত নাটক ৭ টি। এরপর ব্রডওয়ে নাট্যজগতে তিনি পরিচিত হন। ক্রমে ক্রিশ্চিয়ান হেগেন নামে বন্ধুর সহযোগিতায় নিজেই 'Wood Stock Play House' নামে এক মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুদিন পরে ইউরোপে এসে বার্লিনে ম্যাক্স্ রাইনহার্ট, ফ্রান্সে জাক কোপো, বিলাতে গর্ডন ক্রেগ, রাশিয়ায় মেয়ারহোল্ডের সঙ্গে ও তাঁদের কাজের সঙ্গে পরিচিত হন। আবার নিউইয়র্কে ফিরে ল্যাবরেটরী থিয়েটারে কয়েকটি বিখ্যাত নাটকের প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। এসময়ে যশ ও অর্থলাভের শীর্ষে পৌছান। 'নিউ ইয়র্ক টাইম্‌সে'র দুঁদে নাট্যসমালোচক লেখেন—'Hind heads a Theatre Workshop....As staged by....With lighting and sets by Satu Sen.....They are so delightful in their naivete that Broadway Couldn't bear them'। এরপর এলিজাবেথ মারবারি ও এরিক ইলিয়টের সঙ্গে এক বন্দোবস্তে সদলবলে শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে নিউ ইয়র্কে আনেন। এই প্রচেষ্টায় নানা বিপত্তির ফলে সতু সেন সর্বস্বান্ত ও ঋণগ্রস্ত হন। এরপর তিনি বন্ধু ক্রিশ্চিয়ান হেগেনের সাহায্যে ৬·৬·১৯৩১ খ্রী· কোনক্রমে দেশে ফেরেন। এদেশে তাঁর প্রথম মঞ্চনির্দেশনা 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নাটকে—শিশিরকুমারের অধীনে। পরে তিনি নাট্যনিকেতনে পরিচালক ও শিল্পনির্দেশক হয়ে 'ঝড়ের পরে' নাটক মঞ্চস্থ করেন। এখানেই মুড লাইটিং ও বিদ্যুৎ ঝড়-জল ব্যবহৃত হয়। পরের গীতিনাট্য নজরুল ইসলামের 'আলেয়া'। ১৯৩৩ খ্রী· রঙমহলে যোগ দিয়ে ঘূর্ণায়মান মঞ্চের প্রবর্তন করেন এবং এই ধরনের মঞ্চের নির্মাতারূপে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে আমন্ত্রণ পান। ভারতে ঘূর্ণায়মান মঞ্চে প্রথম অভিনয় হয় 'মহানিশা' নাটক। ক্রমে মঞ্চ ও আলোর যাদুকররূপে তিনি বহু নাটকে তাঁর ভূমিকা পালন করেন। রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' নাট্যাভিনয়েও তিনি মঞ্চনির্দেশ দেন। শেষ-নির্দেশনা মিনার্ভায় (১৯৫৮)। তিনি ৭ টি চলচ্চিত্রেও কাজ করেন। পশ্চিম বাঙলায় সঙ্গীত নাটক আকাদেমি প্রতিষ্ঠিত হলে অধ্যাপক পদে আমৃত্যু কাজ করেন। তার আগে দিল্লীতে ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা ও এশিয়ান থিয়েটারের ডিরেক্টর ছিলেন। এখানে আকাদেমির নাট্যপুরস্কারের বিচারক-পদে বৃত হন। মঞ্চের কলাকৌশল শেখানোর জন্য কয়েকটি বিভিন্ন ধরনের রঙ্গমঞ্চের অতিকায় মডেল নির্মাণ করেন। ১৯৬৪ খ্রী· সারা বাঙলা নাট্য সম্মেলনে তাঁকে গুণিজন-সম্বর্ধনা জানানো হয়। [১৬, ৮২]

সত্যেন্দ্রনাথ সেন৩ (৪·৩·১৯০৯ - ১৪·৩·১৯৮৩) পয়গ্রাম—খুলনা। রংপুরে জন্ম। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯৬৮ - ৭৬), পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি (১৯৭০-৮৩) ও শিক্ষাবিদ। ১৯৩৩ খ্রী· অর্থনীতিতে এম·এ· পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এর ডক্টরেট (১৯৫০)। ১৯৩৫ খ্রী· আশুতোষ কলেজে, ১৯৪২ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। ১৯৬২ - ৬৩ খ্রী· মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রিন্সটন এবং স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অতিথি' অধ্যাপকের সম্মান লাভ করেন। ১৯৮০ - ৮৩ খ্রী· খড়্গপুর আই· আই· টি-র বোর্ড অব গভর্নরস-এর সভাপতি এবং এশিয়াটিক সোসাইটির অনারারি ফেলো ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কিং ইন ডেভেলপিং কান্ট্রিজ', 'সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কিং ইন আন্ডার ডেভেলপড্ মানি মার্কেট', 'দি সিটি অব ক্যালকাটা: এ সোসিও ইকনমিক সার্ভে', 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল মুভমেন্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল', 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস ইন জুট ইন্ডাস্ট্রি ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল' প্রভৃতি। তাঁর রচিত অর্থনীতির পাঠ্যপুস্তকও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। [১৬, ৮২]

সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, লর্ড (২৪·৩·১৮৬৩ - ৪·৩·১৯২৮) রায়পুর—বীরভূম। সিতিকণ্ঠ। জমিদার বংশে জন্ম। ১৮৭৭ খ্রী· বীরভূম জেলা স্কুল থেকে

এন্ট্রান্স ও ১৮৭৯ খ্রী· কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ·এ· পাশ করেন। ১৮৮১ খ্রী· বিলাত যান ও Lincoln's Inn নামক আইন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এখানে তিনি অনেকগুলি পুরস্কার ও বৃত্তি পান। ১৮৮৬ খ্রী· ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরেন। এই বছরই তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি এবং সিটি কলেজে আইন-শ্রেণীতে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৮৯৪ খ্রী· একজন ইউরোপীয়ের সঙ্গে অত্যন্ত দক্ষতায় মামলা পরিচালনা করে জানুয়ারী ১৯০৪ খ্রী· সরকারের স্ট্যান্ডিং কাউন্সেল নিযুক্ত হন। ১৯০৬ খ্রী· অস্থায়ী অ্যাডভোকেট জেনারেল হয়ে ১৯০৮ খ্রী· ঐ পদে স্থায়ী হন। ভারতবাসীদের মধ্যে প্রথম বড়লাটের Executive Council-এর ব্যবস্থা-সচিবের পদ পান। একবছর পর এই পদ ত্যাগ করে পুনরায় হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি শুরু করেন। ১৯১৬ খ্রী· পুনর্বার অ্যাডভোকেট জেনারেল হন। ১৯১৪ - ১৮ খ্রী· বিশ্বযুদ্ধের সময় War Conference-এর সদস্য নির্বাচিত হয়ে বিলাত যান। স্বদেশে ফিরে সরকারের শাসন পরিষদের অন্যতম সদস্যরূপে কাজ করেন। বিশ্বযুদ্ধ শেষে Peace Conference-এ ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে ইউরোপে যান। এইসময় 'লর্ড' উপাধি-ভূষিত হয়ে সহকারী ভারতসচিবরূপে পার্লামেন্ট মহাসভায় আসন লাভ করেন। ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এবং একমাত্র উক্ত গৌরবের অধিকারী। ১৯২০ খ্রী· বিহার ও ওড়িশার প্রথম ভারতীয় গভর্নর হন। ১·১·১৯১৫ খ্রী· 'নাইট' উপাধি পান। ডিসেম্বর ১৯১৫ খ্রী· তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯২৫ - ২৬ খ্রী· তিনি 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম ছিলেন। [৩, ৫, ৭, ২৫, ২৬, ১২৪]

সনৎকুমার রায়চৌধুরী (১৯১৯? - ১৪·১০·১৯৭০)। ছাত্রাবস্থায় 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে ৫ বছর কারারুদ্ধ থাকেন এবং মুক্তির পর আর·সি·পি·আই·-এর সভ্যপদ গ্রহণ করেন। এরপর অধ্যাপনায় ব্রতী হন। পরবর্তী কালে 'স্টাডিজ ইন ফ্রিডম' বিষয়ে থিসিস রচনা করে ডি·ফিল· হন এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক পদ পান। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'ইন ডিফেন্স অফ ফ্রিডম' ও 'স্বামী বিবেকানন্দ—দি ম্যান অ্যান্ড হিজ মিশন'। এছাড়াও তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৪০ খ্রী· নিখিল ভারত ছাত্র কংগ্রেসের যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। [১৬]

সনৎ চট্টোপাধ্যায় (১৯১০? - ১১·৯·১৯৭০)। ছাত্রাবস্থা থেকেই বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯২৬ খ্রী· বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী প্রমুখ নেতাদের সংস্পর্শে আসেন। পরবর্তী কালে সুভাষচন্দ্রের অনুগামী হিসাবে কাজ করেন। ১৯৩০ খ্রী· সুকিয়া স্ট্রীট ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯৩০ খ্রী· ডালহৌসী বোমার মামলা, ১৯৩৩ খ্রী· গার্লিক হত্যা মামলা প্রভৃতিতে অভিযুক্ত হয়ে দীর্ঘদিন কারারুদ্ধ ছিলেন। শেষবার ১৯৩৯ খ্রী· বন্দী হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে মুক্তি পান। এরপর ফরোয়ার্ড ব্লক দলে যোগ দেন। মৃত্যুকালে কংগ্রেস দলের সদস্য ছিলেন। [১৬]

সনৎ দত্ত (১৯১৩ - ৩০·১২·১৯৬৮) হবিবপুর—নদীয়া। হাওড়ার বেলিলিয়াস স্কুলে পাঠরত অবস্থায় তিনি সন্ত্রাসবাদী দলের সংস্পর্শে আসেন। ১৯৩০ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হন। হাওড়া জেলায় বিপ্লবী সাম্যবাদী দল গঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা। ১৯৩৮ খ্রী· হাওড়ার 'মোসাট' কৃষক সম্মেলনে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। তদানীন্তন প্রতিটি কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। শহরাঞ্চলের মজদুর সংগঠনের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। বার্ন অ্যান্ড কোং-এর মজদুর ইউনিয়নের সহ-সভাপতি ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-কালে তিনি ও তাঁর দলের মতবাদ ছিল 'Turn the imperialist war into civil war' এবং তারই ভিত্তিতে তিনি কাজে অগ্রসর হন। ১৯৪২-এর আগস্ট বিপ্লবে হাওড়া বেলিলিয়াস রোডের শ্রমিকদের নিয়ে ব্যাঁটরা থানা আক্রমণ করেন। পুলিসের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে এই অভিযোগে তাঁকে দিল্লীর লালকেল্লায় নিয়ে যাওয়া হয়। বিশ্বযুদ্ধ-শেষে ১৯৪৫ খ্রী· তিনি জেল থেকে মুক্তি পান। ১৯৪৫ খ্রী· গঠিত হাওড়া জেলার মজদুর-কৃষক পঞ্চায়েতের সভাপতি ও 'পঞ্চায়েৎ' পত্রিকার ম্যানেজার হিসাবে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ১৯৪৬ খ্রী· সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় নিজের জীবন বিপন্ন করেও হাওড়ার সদর বক্সী লেনের দাঙ্গা রোধ করেছিলেন। ঐ সময়ে বহু মুসলমান পরিবারকে আশ্রয় দিয়ে তাদের জীবন রক্ষা করেন। নোয়াখালী থেকে আগত বিপন্ন উদ্বাস্তুদের জন্য হাওড়ার বিভিন্ন অঞ্চলে রিফিউজী ক্যাম্প সংগঠন করেছিলেন। ১৯৪৯ খ্রী· আর·সি·পি·আই· দলের নেতা পান্নালাল দাশগুপ্তের নেতৃত্বে পরিচালিত সশস্ত্র অভ্যুত্থানের তিনি অন্যতম নেতা ছিলেন। এই ঘটনায় ধৃত হয়ে ১৯৬২ খ্রী· পর্যন্ত কারারুদ্ধ থাকেন। কারাবাস-কালে পুলিসী অত্যাচার ও অন্যায়ের প্রতিবাদে অনশনের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েও তিনি মজদুর ও কিষাণ আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। [১৫৮]

সনাতন গোস্বামী (১৪৮০/৮৮ - ১৫৫৮) ফতেয়াবাদ—ফরিদপুর। পিতা—কর্ণাটরাজ অনিরুদ্ধদেবের বংশধর কুমারদেব। কুমারদেবের পিতা জ্ঞাতিকলহে পৈতৃক নিবাস নবহট্ট (বর্তমান নৈহাটি) ত্যাগ করে ফরিদপুরের অন্তর্গত ফতেয়াবাদে এসে বাস করেন। এখানে সনাতন ও তাঁর ভ্রাতা রূপ আর্যশাস্ত্রাদিতে ব্যুৎপন্ন হয়ে গৌড়রাজ হুসেন শাহের মন্ত্রী হন। হুসেন শাহ্ সংস্কৃতজ্ঞ সনাতনকে 'সাকর-মল্লিক' উপাধি দিয়েছিলেন। আরবী এবং ফারসী ভাষায়ও তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। রাজকার্যেও সুদক্ষ ছিলেন। মহাপ্রভুর প্রভাবে তাঁর মনে বৈরাগ্য জাগে এবং তিনি সব বাধা

অতিক্রম করে বৃন্দাবনে যান ও বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি গৌরাঙ্গদেবের প্রধানতম পার্ষদ এবং বৃন্দাবনের ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম ছিলেন। সনাতন ও রূপ গৌরাঙ্গদেবের দেওয়া নাম। তাঁদের পিতৃদত্ত নাম যথাক্রমে অমর ও সন্তোষ। মালদহের অর্ন্তগত প্রাচীন রামকেলির ধ্বংসাবশেষে এখনও সনাতন ও রূপের বহু স্মৃতিচিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। তিনি ব্রজধামের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার এবং বৈষ্ণব শাস্ত্রগ্রন্থাদি রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা: 'বৃহদ্‌ভাগবতামৃত', 'হরিভক্তিবিলাস ও দিগ্‌দর্শনী টীকা', 'লীলাস্তব বা দশম চরিত', 'বৈষ্ণবতোষণী বা দশমটিপ্পনী' প্রভৃতি। [২, ৩, ২৫, ২৬]

সন্তদাস বাবাজী (১০·৬·১৮৫৯ - ১৯৩৫) বামৈ—শ্রীহট্ট। হরকিশোর চৌধুরী। পূর্বনাম—তারাকিশোর। এন্ট্রান্স পাশ করার পর কলিকাতায় এসে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। এম·এ· পাশ করে সিটি কলেজের অধ্যাপক হন। ওকালতি পাশ করে শ্রীহট্ট ও কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় করেন। কাঠিয়াবাবার কাছে দীক্ষা নিয়ে ১৮৯৩ খ্রী· বৃন্দাবনে গুরুর আশ্রম নির্মাণ করেন। ১৯১৫ খ্রী· সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস নেন ও নামকরণ হয় সন্তদাস। তিনিই বৃন্দাবনে প্রথম ব্রজবিদেহী বাঙালী মহান্ত। ১৯২০ খ্রী· তিনি নিম্বার্ক আশ্রমের মহান্ত হন। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ: 'ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা', 'দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা', 'ভেদাভেদ দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত', 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার টীকা', 'রামদাস কাঠিয়াবাবার জীবনী' প্রভৃতি। [৩, ৩৯]

সন্তোষকুমার ঘোষ (৯·৯·১৯২০ - ২৬·২·১৯৮৫) রাজবাড়ী—ফরিদপুর। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। ১৯৪০ খ্রী· বি·এ· পাশ করেন। কবিতা দিয়ে তাঁর সাহিত্য রচনার শুরু। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'নানা রঙের দিন' থেকেই তিনি নূতন এক রচনাশৈলী নিয়ে অবতীর্ণ হন। 'কিনু গোয়ালার গলি' তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। অপর গ্রন্থ: 'জল দাও', 'সময় আমার সময়' প্রভৃতি। তাঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'শেষ নমস্কার—শ্রীচরণেষু মাকে' ১৯৭৩ খ্রী· সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার লাভ করে। কয়েক দশক ধরে তিনি নিজস্ব ভঙ্গীতে বহু ছোট গল্প লিখেছেন। রবীন্দ্রানুরাগী ছিলেন। তাঁর সাংবাদিক জীবনের শুরু ১৯৪২ খ্রী· 'যুগান্তর' পত্রিকার সাব-এডিটর হিসাবে। এরপর বাংলা ও ইংরেজী আরও কয়েকটি পত্রিকায় কাজ করেন। ১৯৫৮ খ্রী· আনন্দবাজার পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক হিসাবে যোগ দিয়ে বাংলা সাংবাদিকতায় নূতনত্ব আনেন। পরবর্তীকালে তিনি এই পত্রিকার সংযুক্ত সম্পাদক হন। অনেক সাংবাদিকও তিনি গড়ে তুলেছিলেন। [১৬]

সন্তোষকুমার বসু (১৮৮৯ - ২৮·৩·১৯৭৭) রানাঘাট—নদীয়া। রিপন কলেজে পড়ার সময়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে এসে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। এন্টি সার্কুলার সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য ও সুরেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে ছাত্র-যুবক সংগঠনের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এম·এ· ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পাশ করে কিছুদিন নাগপুরের এক কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন। ১৯১৪ খ্রী· কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। ফৌজদারী মামলার আইনজ্ঞ হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। ঐ সময়কার অনেক রাজনৈতিক মামলাও পরিচালনা করেন। ১৯২৪ খ্রী· থেকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রভাবে কলিকাতা করপোরেশনে বহু দায়িত্বপূর্ণ কাজ গ্রহণ করেন। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর কর্পোরেশনে কংগ্রেস দলের নেতা নির্বাচিত হন। ১৯৩১ খ্রী· কলিকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটী মেয়র ও ১৯৩৩ খ্রী· মেয়র হন। বঙ্গীয় আইন সভায় কিছুদিন স্বরাজ্য দলের সদস্য এবং ফজলুল হকের তৃতীয় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় ১৯৪১ - ৪৩ খ্রী· জনস্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও বেসরকারী প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী ছিলেন। বহুদিন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সমিতির সদস্য-পদে থাকেন। দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৪৮ - ১৯৫০ খ্রী· ঢাকায় পাকিস্তানের ডেপুটি হাই-কমিশনার পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ খ্রী· মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সদস্য নির্বাচিত হন। দুবার তিনি রাজ্য সভার সদস্য হয়েছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'পৌর প্রতিষ্ঠানে সুভাষচন্দ্র', 'Diplomacy through Ages', 'Reminiscences of Congress Session' প্রভৃতি। [১৬]

সন্তোষকুমার মিত্র (১৫·১০·১৯০০ - ১৬·৯·১৯৩১) কলিকাতা। দুর্গাচরণ। ছাত্রাবস্থায় রাজনৈতিক জীবন শুরু। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে অনার্স নিয়ে বি·এ· এবং পরে এম·এ· ও ল পাশ করেন। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে তাঁর কারাদণ্ড হয়। মুক্তির পর কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি শ্রমিক আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন। ১৯২৩ খ্রী· গুপ্ত বিপ্লবী দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সভায় বিপ্লবী কর্মপন্থা গ্রহণের উপর জোর দেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় কলিকাতায় জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে সোশ্যালিস্ট কন্‌ফারেন্স হয়। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ ব্যাপারে গ্রেপ্তার হয়ে হিজলী জেলে প্রেরিত হন। এখানে রাজবন্দীদের উপর পুলিসের গুলিবর্ষণকালে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [১০, ৪২]

সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় (১৩০০ ব· - ?) কলিকাতা। পালিভাষাভিজ্ঞ, কবি, গল্পলেখক ও দার্শনিক। ১৩২২ ব· 'বাঁশরী' মাসিকপত্রের সম্পাদক ছিলেন। পরে শিশিরকুমার ঘোষ প্রতিষ্ঠিত 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র স পাদক হন। এছাড়াও 'ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল জার্নাল' নামে ইংরেজী মাসিক ও বাংলা 'পুষ্পপাত্র' (মাসিক) পত্রিকার পরিচালনভার গ্রহণ করেছিলেন। [২৫]

সন্তোষকুমার সেন, ডাঃ (১৯১০ - ১৯৭৯) দিল্লীতে জন্ম। ডাঃ জে· কে· সেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শল্য চিকিৎসক এবং ভারতে ১৯৪৬ খ্রী· তিনিই প্রথম হৃৎপিণ্ডের শল্যচিকিৎসা করেন। লাহোর থেকে ডাক্তারি পাশ করে ভিয়েনাতে পড়তে যান এবং ১৯৩৬ খ্রী· এম·ডি· ডিগ্রী লাভ করেন। বার্লিনে কিছুদিন প্রফেসর স্যারব্রুখের কাছে কাজ করে ১৯৩৭ খ্রী· এডিনবার্গ যান এবং ঐ বছরই এফ·আর·সি·এস· হন। ১৯৩৮ খ্রী· দেশে ফিরে আরউইন (বর্তমান জে· পি·) / হাসপাতালে অবৈতনিক সার্জন হিসাবে কাজ শুরু করেন। পরে লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিক্যাল কলেজের লেকচারার, আরউইন হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও দিল্লীর অ্যাডিশনাল সিভিল সার্জন হিসাবে কর্মরত থাকেন। ১৯৪৭ খ্রী· ভি· পি· চেস্ট ইন্‌স্টিটিউটে লেকচারারের পদে নিযুক্ত হয়ে আমৃত্যু তার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। সিলভার জুবিলী টিউবারকুলেসিস হসপিটালের অবৈতনিক সার্জন ছিলেন। ১৯৫৫ খ্রী· চাকরি ছেড়ে নিজে নার্সিং হোম স্থাপন করেন। দিল্লীর বিভিন্ন হাসপাতাল ও চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। পৃথিবীর বহু বৈজ্ঞানিক সংস্থার সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল। তাঁর পঞ্চাশটির বেশী রচনা চিকিৎসা-জগতে আদৃত হয়েছে। ১৯৬২ খ্রী· 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে সম্মানিত হন। [১৬]

সন্তোষচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (? - ১৭·১০·১৯৩৬) ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবী কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করায় বিনা বিচারে রাজস্থানের দেউলী ক্যাম্পে তাঁকে আটক রাখা হয়। সেখানকার নির্মম ব্যবহারে তিনি আত্মহত্যা করেন। [৪২]

সন্তোষচন্দ্র বেরা (? - ১৮·৭·১৯৩৪) মেদিনীপুর। অখিলচন্দ্র। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় জুলাই ১৯৩৪ খ্রী· পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করে। মেদিনীপুর জেলে পুলিসের নির্মম অত্যাচারের ফলে মারা যান। [৪২]

সন্তোষচন্দ্র মজুমদার (২১·২·১৮৮৪ - ৩·১১·১৯২৬)। পিতা শ্রীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সুহৃদ ছিলেন। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের প্রায় সূচনাকালের ছাত্র। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ এবং তিনি ১৯০৪ খ্রী· এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে একত্রে ১৯০৬ খ্রী· আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। কৃষি ও গোপালন বিদ্যায় স্নাতক হয়ে তিনি দেশে ফিরে শান্তিনিকেতনে গো-শালা স্থাপন করেন। বীরভূমের রুক্ষভূমিতে যথেষ্ট পশুখাদ্য উৎপাদন সম্ভব না হওয়ায় দুগ্ধ-ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হন। তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ে মাসিক ২০০ টাকা বৃত্তিতে শিক্ষক নিযুক্ত করেন। এই সামান্য বৃত্তিতেই তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১৬ বছর বিদ্যালয়ের ও বিশ্বভারতীর সেবা করে গিয়েছেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ-বঞ্চিত কয়েকটি অনাথ ও দুঃস্থ পরিবারের ছেলেদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ১৯২৪ খ্রী· 'শিক্ষাসত্র' নামে নূতন এক ধরনের বিদ্যালয় স্থাপন করে তার দায়িত্ব সন্তোষচন্দ্রের উপর দেন। আমৃত্যু তিনিই ছিলেন এই বিদ্যালয়ের পরিচালক। রবীন্দ্রনাট্যের একজন সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন। সাহিত্যেও যথেষ্ট অধিকার ছিল। 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'গুরু' ও 'ডাকঘর' নাটক দুটির আলোচনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। বহু সাঁওতালী গান সংগ্রহ করে গদ্যে সেগুলির বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। এই সংগ্রহের থেকে কুড়ি-পচিশটি গান বাংলা থেকে ইংরেজীতেও অনুবাদ করেন। 'হজরত মহম্মদের জীবনী ও শিক্ষা' তাঁর রচিত একখানি পাঠ্যপুস্তক। [১৯৬]

সন্তোষ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক (? - ২৪·১২·১৯৭১)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। পরে অধ্যক্ষ হন। পূর্ব বাঙলার মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের পূর্বে বহু বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে তিনিও পাক হানাদারদের হাতে নিহত হন। [১৪৩, ১৫৩]

সন্তোষ সিংহ (১৮৯৯ - ৫·১২·১৯৮২) মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের প্রখ্যাত অভিনেতা ও নাট্যশিক্ষক। অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের কাছে নাট্যশিক্ষা। ১৯২৫ খ্রী· 'কর্ণার্জুনে' অভিনয় করে খ্যাতিলাভ করেন। প্রথম মঞ্চাভিনয় কৃষ্ণসুদামা নাটকে সুদামা চরিত্রে। শিশির ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, যোগেশ চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাসুন্দরী প্রভৃতি খ্যাতনামা শিল্পীদের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। ১৯৫৬ - ৬৬ খ্রী· রবীন্দ্রভারতীর শিক্ষক ছিলেন। [১৬]

সন্তোষ সেনগুপ্ত (১৯০৯ - ২০·৬·১৯৮৪) বিক্রমপুর—ঢাকা। বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নজরুলগীতির শিল্পী। প্রথম শিক্ষা বহরমপুরের মঞ্জু সাহেবের কাছে-ঠুংরি গানে। পরবর্তীকালে নজরুল ইসলাম, হিমাংশু দত্ত, কমল দাশগুপ্ত প্রভৃতি অনেক বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে স্নাতক হন। আকাশবাণীর রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার আসরে কিছুকাল গান শিখিয়েছিলেন। এইচ·এম·ভি· এবং কলোম্বিয়া রেকর্ড কোম্পানীর প্রযোজক হিসাবে কাজ করেছেন। তাঁর পরিচালনায় গ্রামোফোন ডিস্কে প্রকাশিত 'চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্ডালিকা', 'শাপমোচন', 'শ্যামা', ও 'বাল্মীকী প্রতিভা' রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেবকী বসু পরিচালিত 'চিরকুমার সভা' ছবিটির সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন। তাঁর প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড 'কেন বাজাও কাঁকন' খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। তাঁর আধুনিক গানের রেকর্ডের মধ্যে 'জীবনে যারে তুমি দাও নি মালা' এবং অতুলপ্রসাদের 'আমি বাঁধিনু তোমার তীরে তরণী আমার' উল্লেখযোগ্য। [১৬]

সন্ধ্যাকর নন্দী।(১২শ/১৩শ)। পুণ্ড্রবর্ধনপুর। পিতা—করণকুলের শ্রেষ্ঠ ও পালরাষ্ট্রের সন্ধিবিগ্রহিক প্রজাপতি। সন্ধ্যাকর পালবংশের রাজত্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর রচিত 'রামচরিত' কাব্যে একপক্ষে দশরথপুত্র রামচন্দ্রের ও অন্যপক্ষে পালরাজ রামপাল ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের

চরিতকথা ও ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে। কৈবর্ত বিদ্রোহ এবং দ্বিতীয় মহীপালের হত্যা থেকে মদনপালের রাজত্ব পর্যন্ত সমস্ত ইতিহাসের বর্ণনা দেখে অনুমান করা যায়, মদনপালের রাজত্বকালের মধ্যেই এই গ্রন্থ-রচনা সমাপ্ত হয়। গ্রন্থটি সুপ্রসিদ্ধ রাঘব-পাণ্ডবীয়-কাব্যের ধারার অনুকরণে রচিত এবং শ্লেষচাতুর্যপূর্ণ ২২০ টি আর্যাশ্লোকে সম্পূর্ণ। [৩, ৬৭]

মন্মথ দত্ত, ডাঃ (? - ১৯৮২) আদিনিবাস কালনা—যশোহর। প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়। শিক্ষা—কটক র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুল, ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল ও আর-জি-কর মেডিক্যাল কলেজে। ১৯২৭ খ্রী· থেকে আট বছর সমান দক্ষতায় মোহনবাগান দলে গোষ্ঠ পালের সঙ্গে লেফট্‌ব্যাকে খেলেছেন। পরের পাঁচ বছর খেলেছেন গোষ্ঠ পালের উত্তরসূরী হয়ে। নিখিল ভারত ফুটবল দলের প্রথম বিদেশ সফরে তিনি অধিনায়ক হয়ে ১৯৩৪ খ্রী· দক্ষিণ আফ্রিকায় যান। ১৯৩৬ খ্রী· প্রথম বিদেশী দল (বিখ্যাত লি· ওয়াই· টং-এর চাইনীজ অলিম্পিক দল) ভারতে খেলতে আসে। এই সময়ও তিনি আই-এফ-এ· দলের অধিনায়ক হন। ১৯৩১ - ৩৩ খ্রী· তিনি মোহনবাগানের অধিনায়ক, ১৯৪০ খ্রী· ফুটবল সম্পাদক এবং ১৯৫১ - ৫২ খ্রী· ক্লাবের সহকারী সম্পাদক, ১৯৬৭ ও ৬৮ খ্রী· কলিকাতা রেফারীজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। তাঁর স্ত্রী সুধারানীও মেয়েদের নানা ক্রীড়া প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং রাজ্য বিধান সভার তিনটি নির্বাচনে (১৯৫৭, '৬২, '৬৭) কংগ্রেস প্রার্থী হয়ে বিজয়িনী হয়েছেন। [১৬, ১৭]

সব্যসাচী, কাজী (সেপ্টে· ১৯২৭ - ২·৩·১৯৭৯)। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের পুত্র। খ্যাতনামা আবৃত্তিকার। তাঁর কবিতা-আবৃত্তির রেকর্ডের মধ্যে 'বিদ্রোহী', 'আমার কৈফিয়ৎ', 'ছন্নছাড়া', 'যদি বাঁশী আর না বাজে' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের রেকর্ডে তিনি ধারাভাষ্য দিয়েছেন। তাঁর অনুজ গীটার-বাদক অনিরুদ্ধ ফেব্রু· ১৯৭৪ খ্রী· মারা যান। [১৬]

সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৮৬? - ১৯৬৩?) মোতিহারি—বিহার। নগেন্দ্রনাথ। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের ছাত্র। চিত্রশিল্পে কয়েকটি বিশেষ রীতির উদ্ভাবক। পার্বত্য ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাদি চিত্রাঙ্কনে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। লাহোরের স্কুল অফ আর্টস্ অ্যান্ড ক্র্যাফ্টস্-এর প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ। [৪]

সমশের গাজী (? - ১৭৬৮)। ১৭৬৭ খ্রী· ত্রিপুরা জেলার রোশনাবাদ পরগনার কৃষক বিদ্রোহের নায়ক। প্রথম জীবনে এক জমিদারের ক্রীতদাস ছিলেন। অসমসাহসী ও বলিষ্ঠ যুবক সমশের বিদ্রোহী কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ করে ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর দখল করেন এবং সেখানে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে বিনামূল্যে সমস্ত কৃষকদের মধ্যে জমিবন্টন ও কর-মকুফ, জলাশয় খনন প্রভৃতি জনহিতকর কাজ করেছিলেন। বাঙলার নবাব মীরকাশিম ইংরেজ সৈন্যের সহায়তায় সমশেরের বাহিনীকে পরাজিত করেন। তিনি ধৃত হয়ে মুর্শিদাবাদের কারাগারে আবদ্ধ হন। পরে নবাবের হুকুমে তাঁকে তোপের মুখে বেঁধে হত্যা করা হয়। [৫৬]

সমীর বিশ্বাস, ডাঃ (১৯২৯ - ১৯·১০·১৯৭৪) খাঁটুরা—নদীয়া। কলিকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স এবং মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষা শেষ করে উচ্চশিক্ষার্থে ব্রিটেন যান। তিনি এডিনবরা এবং ইংল্যান্ডের এফ·আর·সি·এস·। কলিকাতায় ফিরে তিনি চক্ষু-চিকিৎসায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন। নীলরতন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চক্ষুরোগ বিভাগের প্রধান ছিলেন। অন্ধদের দৃষ্টিদানের জন্য মণি বসানোর অস্ত্রোপচার এবং 'রেটিন্যাল ডিট্যাচমেন্ট'-এর ক্ষেত্রে প্রথিতযশা। 'অতুলবল্লভ আই ব্যাঙ্ক' প্রধানত তাঁরই প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়। পর্বত অভিযাত্রী সঙ্ঘের তিনি কল্যাণকামী ছিলেন। নিজেও কয়েকবার হিমালয়ে ঘুরে এসেছেন। [১৬]

সরমা গুপ্তা (১৮৮২- ১৯৫০) ঢাকা। গিরীশচন্দ্র সেন। অল্প বয়সে বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফেরেন। ১৯২১ খ্রী· গান্ধীজীর ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হন। ১৯২৪ খ্রী· তিনি আশালতা সেনের সঙ্গে ঢাকায় 'গেণ্ডারিয়া মহিলা সমিতি' এবং গেণ্ডারিয়ার দুই মাইল দূরে একটি নিরক্ষর ও নমশূদ্রপ্রধান গ্রামে 'জুড়ান শিক্ষামন্দির' (১৯২৯) স্থাপন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর নামে বিদ্যালয়টির নামকরণ হয়। 'সত্যাগ্রহী সেবিকা-দল'-এর কর্মিরূপে তিনি নোয়াখালী, ঢাকা প্রভৃতি জেলায় লবণ আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯৩২ খ্রী· আন্দোলন পরিচালনা করে তিনি কারারুদ্ধ হন। মুক্তি লাভের পর কারারুদ্ধ মহিলাদের খোঁজখবর নেওয়া, মুক্তিপ্রাপ্তদের নিজ নিজ কর্মকেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া ও বিভিন্ন বে-আইনী প্রচারপত্র সাইক্লোস্টাইল করে মহিলাদের দ্বারা বিলি করার দায়িত্ব ছিল তাঁর। তিনি ঢাকা ও ঢাকার বাইরে বহু দেশসেবকেরই 'বড়দি' ছিলেন। [২৯]

সরযূ গুপ্তা (১৮৮৮ - ১৯৪৫) কলিকাতা। পৈতৃক নিবাস সোনারং—ঢাকা। দেবেন্দ্রমোহন সেন। ১৯২৪ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত ঢাকার 'গেণ্ডারিয়া মহিলা সমিতি'র সঙ্গে প্রথম থেকেই যুক্ত ছিলেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা এবং ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শী হওয়ায় তিনি সমিতির স্বাস্থ্য-বিভাগের দায়িত্ব নেন। ১৯২৮ খ্রী· কলিকাতা কংগ্রেসে ঢাকা জেলার প্রতিনিধিরূপে যোগ দেন। ১৯৩০ খ্রী· নারায়ণগঞ্জে বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করে কারারুদ্ধ হন। এই সময় ঢাকা জেলে বিধবাদের নিজহস্তে রান্না করে খাবার দাবি কর্তৃপক্ষকে মানতে বাধ্য করেন। ১৯৩২ খ্রী· আন্দোলনে ঢাকা জেলা কংগ্রেস কমিটির ডিক্টেটর নির্বাচিত হন ও কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবকসহ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে কারাদণ্ড ভোগ করেন। [২৯]

সরযূবালা সেন১ (১৮৮৯ - ১৯৪৯)। সুবিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত পিতা ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের শিক্ষা ও আদর্শে তাঁর জীবন গড়ে ওঠে। ১৯০৫ খ্রী· এন্ট্রান্স এবং ১৯০৯ খ্রী· এফ·এ· পাশ করেন। বিলাতে গিয়ে Froebel Institution থেকে শিক্ষালাভ করে (১৯১২ - ১৩) দেশে ফেরেন। ১৯১৫ খ্রী· দেশবন্ধুর ভ্রাতা বসন্তরঞ্জনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর দেশবন্ধুর ভগ্নীপতি বিপত্নীক শরৎচন্দ্র সেনকে বিবাহ করেন। সাহিত্যানুরাগিণী ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ: 'বসন্ত-প্রয়াণ', 'দেবোত্তর', 'ত্রিবেণী-সঙ্গম', 'অন্নপূর্ণা' (একাঙ্কনাটিকা)। 'বিশ্বনাথ' প্রভৃতি। [৪৪]

সরযূবালা সেন২ (১৮৮৯ - ?) মূলচর—ঢাকা। শ্যামাচরণ। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ হন। খদ্দর প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি ঢাকা 'গেণ্ডারিয়া শিল্পাশ্রম'-এ বয়নকার্য শেখেন। ১৯৩০ ও ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কারাবরণ করেন। বিক্রমপুরে 'নশঙ্কর মহিলা শিবির' থেকে তাঁর পরিচালনায় আন্দোলন ও কোর্ট পিকেটিং-এর ফলে কিছুদিনের জন্য কয়েকটি কোর্ট ও মদ-গাঁজার দোকান বন্ধ থাকে। ১৯৩২ খ্রী· তাঁর ও তাঁর সহকর্মী মহিলাদের বিশেষ চেষ্টায় পুলিসের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে 'বিক্রমপুর রাষ্ট্রীয় মহিলা সম্মেলনে'র প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৩ খ্রী· কলিকাতায় নেলী সেনগুপ্তার সভানেতৃত্বে অনুষ্ঠিত বে-আইনী কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি ঢাকা কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হন। মুক্তির পর পুনরায় আইন অমান্য করে বহরমপুর জেলে বন্দী থাকেন। মুক্তিলাভের পর 'ঢাকা কল্যাণ কুটিরে' গঠনমূলক বিবিধ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। [২৯]

সরযূবালা সেনগুপ্তা (১৮৯৩ - ৩০·৩·১৯৬৮) পূর্বশিমুলিয়া—ঢাকা। চন্দ্রকান্ত গুপ্ত। স্বামী চূনীলাল। স্বগৃহে পড়াশুনা করে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। কর্মোপলক্ষে শ্বশুর-পরিবার বরিশাল জেলার ভোলা শহরে বাস করতেন। পরে ভোলাই হয় তাঁদের স্থায়ী বাসস্থান। ১৯১৮ খ্রী· থেকে তিনি বহুদিন মহকুমা 'সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি'র সম্পাদিকা থেকে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সেবাকার্য চালান। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩০ খ্রী· স্বামী মহকুমা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলে তিনি স্বামীকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। 'বীণাপাণি বিদ্যালয়' ও 'কর্মকুটির' নামে শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং দূরাগত ছাত্রদের জন্য স্বল্পব্যয়ের ছাত্রাবাস স্থাপন তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ। ১৯৪২ খ্রী· আন্দোলনে তিনি স্বগৃহে অন্তরীণ থাকেন। ১৯৪৩ খ্রী· মন্বন্তরে স্বামী-স্ত্রী মিলে ৩৫/৩৬ টি নারী ও ১৪৩ টি শিশুকে 'কর্মকুটিরে' তুলে নিয়ে সেবাকার্য চালান। একাজে ঘরের অর্থ ও জনসাধারণের চাঁদাই তাঁদের সম্বল ছিল। হাসপাতাল, শিশুসদন ও শিশুদের জন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। দেশ-বিভাগের পর একান্ত অসহায় নারীদের নিয়ে তিনি মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামে এসে সেখানকার রাজ-এস্টেটের তৎকালীন ম্যানেজার দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের সহায়তায় জমি ও অর্থ সংগ্রহ করে আবার 'কর্মকুটির' স্থাপন করেন। তাঁর পরিচালনায় সেখানে শিল্প-বিদ্যালয়, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, খাদিকেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রভৃতি চলতে থাকে। ঝাড়গ্রামে মৃত্যু। [২৯, ১৪৯]

সরলাদেবী চৌধুরানী (৯·৯·১৮৭২ - ১৮·৮·১৯৪৫) জোড়াসাঁকো—কলিকাতা। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জানকীনাথ ঘোষাল। মাতা স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী এবং প্রখ্যাত লেখিকা। পিতার বিলাত প্রবাসকালে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে তাঁর শৈশব কাটে। বেথুন স্কুলে ভর্তি হয়ে কবি কামিনী রায় (সেন), লেডী অবলা বসু (দাস) প্রমুখের সাথী হন। ১৮৮৬ খ্রী· এন্ট্রান্স ও ১৮৯০ খ্রী· ইংরেজীতে অনার্সসহ বি·এ· পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে 'পদ্মাবতী স্বর্ণপদক' লাভ করেন। ফারসী ও সংস্কৃত ছাড়া তিনি ফরাসী ভাষাও জানতেন। তৎকালীন প্রচলিত প্রথানুযায়ী অল্প বয়সে বিবাহ হয় নি। সঙ্গীতজ্ঞা হিসাবে প্রথম জীবনে খ্যাতি অর্জন করেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সম্মেলনে বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতটি 'সপ্তকোটি'র পরিবর্তে 'ত্রিংশকোটি' শব্দ যোগ করে গেয়েছিলেন। প্রথম দিকে বালিকাদের জাতীয় সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। স্বভাবসুলভ দুঃসাহসিকতার সঙ্গে সুদূর মহীশূরে গিয়ে মহারাণী স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯০৩ খ্রী· কলিকাতায় 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' এবং শক্তির আরাধনায় 'বীরাষ্টমী ব্রত'-উৎসব পালন করেন। এইসব কাজের মাধ্যমে সর্বসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করতেন। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে (নিরালম্ব স্বামী) বাঙলার প্রথম গুপ্ত বিপ্লবী দল গঠনে সাহায্য করেন। স্বদেশী দ্রব্য সাধারণের মধ্যে চালু করার জন্য তিনি 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' স্থাপন করেছিলেন (১৯০৪)। স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক বহু সঙ্গীতেরও তিনি রচয়িতা। তিনিই ভারতীয় নারীদের মধ্যে প্রথম মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাবকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছিলেন। ১৯০৫ খ্রী· উর্দু পত্রিকা 'হিন্দুস্থান' (লাহোর)-এর সম্পাদক ও ব্যবহারজীবী রামভুজ দত্তচৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ব্রিটিশ রাজরোষে স্বামী গ্রেপ্তার হলে সরলা দেবী পত্রিকার সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেন এবং এর একটি ইংরেজী সংস্করণও প্রকাশ করেন। এছাড়া পাঞ্জাবের গ্রামে গ্রামে পর্দানশীন মহিলাদের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের কাজেও উদ্যোগী হন। ১৯১০ খ্রী· এলাহাবাদ কংগ্রেসে এবিষয়ে তিনি নিজ পরিকল্পনা পেশ করেন। তাঁর চেষ্টার ফলে 'ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল' প্রতিষ্ঠিত হয় ও সারা ভারতে তার শাখা বিস্তারলাভ করে। ৬·৮·১৯২৩ খ্রী· স্বামীর মৃত্যু হয়। ১৯৩০ খ্রী· তিনি কলিকাতায় 'ভারত-স্ত্রী-শিক্ষাসদন' স্থাপন করেন। ১৯৩৫ খ্রী· শিক্ষাজগৎ থেকে অবসর নেন এবং ধর্মীয় জীবনে ফিরে যান। প্রথম জীবনে থিওসফিক্যাল সোসাইটি ও পরে

রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হলেও শেষ-জীবনে তিনি বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্মাকে গুরুপদে বরণ করেন। রাজনৈতিক জীবনে লালা লাজপৎ রায়, গোখলে, তিলক ও গান্ধীজীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিছুদিন 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তাঁর রচিত ১০০টি জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্কলন 'শতগান' নামে প্রকাশিত হয়। বীরভূম ও লক্ষ্ণৌ শহরে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন। মহিলাদের মধ্যে তলোয়ার ও লাঠিখেলার প্রচলন করেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেত্রীরূপে বাঙালীদের মধ্যে তিনি এক অবিস্মরণীয় চরিত্র। তাঁর অন্যান্য রচিত গ্রন্থ: 'নববর্ষের স্বপ্ন', 'জীবনের ঝরাপাতা', 'শিবরাত্রি পূজা' প্রভৃতি। [৩, ২৩, ২৫, ২৬, ১২৪]

সরলাবালা দাসী (আনু· ১৮৭২ - ১৯৩৯) বহুবাজার—কলিকাতা। উপেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রখ্যাত অক্রুর দত্তের বংশধর। স্বামী—হেমেন্দ্রনাথ মিত্র। তিনি লোকান্তরিতা কন্যার স্মৃতির উদ্দেশে ১৩১৮ ব· 'মিরণ' নামে একটি শ্লোক-কাব্য প্রকাশ করেন। এই কাব্যগ্রন্থে প্রায় ১০০টি খণ্ড-কবিতা আছে। [৪৪]

সরলাবালা দেব (১৮৯২ - ২৬·১০·১৯৮০) রায়গড়—শ্রীহট্ট। জগৎ চৌধুরী। আসামের শিলচরে জন্ম। ১৭ বছর বয়সে এক কন্যা নিয়ে বিধবা হন। শ্রীহট্টের মহিলা আন্দোলন ও নারী-জাগরণে তিনি প্রাণসঞ্চার করেছিলেন। ১৯২৬ খ্রী· শ্রীহট্টে প্রতিষ্ঠিত নারী-শিল্পভবনে যোগদান করেন। ১৯৩০ খ্রী· শ্রীহট্ট শহরে 'মহিলা সঙ্ঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩২ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনকালে ও ১৯৪১ খ্রী· ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে যোগদান করে কারারুদ্ধ হন। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে তিনি শ্রীহট্ট জেলা কংগ্রেসের ডিক্টেটর নির্বাচিত হয়েছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য, সুরমা ভ্যালি ফরওয়ার্ড ব্লকের সভানেত্রী এবং স্বাধীনোত্তর যুগে ১৯৫২ খ্রী· থেকে কয়েক বছর লোক সভার সদস্য ছিলেন। শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল। [২৯, ১৪৯]

সরলাবালা সরকার (১০·১২·১৮৭৫ - ১·১২·১৯৬১) কাঁঠালপোতা—নদীয়া। হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী কিশোরীলাল সরকার। স্বামী শরৎচন্দ্র সরকার। পিতামহী ছিলেন বাংলায় প্রথম আত্মজীবনী 'আমার জীবন' গ্রন্থের লেখিকা রাসসুন্দরী দেবী। অমৃতবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর শিশিরকুমার, হেমন্তকুমার ও মতিলাল ঘোষ তাঁর মাতুল। অল্পবয়স থেকেই তিনি সাহিত্যচর্চা করতেন। তাঁর রচিত প্রথম কবিতা ১২৯৭ ব· 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৩০৫ ব· স্বামীর মৃত্যুর পর সাহিত্যচর্চায় অধিক মনোনিবেশ করেন। 'সাহিত্য', 'প্রদীপ', 'উৎসাহ', 'জাহ্নবী', 'উদ্বোধন', 'অন্তঃপুর', 'সুপ্রভাত', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত কবিতা, প্রবন্ধ ও গল্প লিখতেন। ১৩০৯ ব· 'স্মৃতিচিহ্ন' গল্পের জন্য কুন্তলীন পুরস্কার পান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৫৩ খ্রী· তিনি 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেক্চারার' নিযুক্ত হন। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে এই সম্মান তিনিই প্রথম লাভ করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি কর্মীদের অন্যতম নেপথ্য-প্রেরণাদাত্রী ছিলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'অর্ঘ্য', 'নিবেদিতা', 'স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ', 'সাহিত্য জিজ্ঞাসা', 'পিনকুর ডায়েরী', 'প্রবাহ', 'মনুষ্যত্বের সাধনা', 'চিত্রপট' প্রভৃতি। 'হারানো অতীত' তার আত্মজীবনীমূলক রচনা। [৪, ১৬, ১৭, ৩৩, ৪৪]

সরলা রায় (১৮৫৯ ? - ২৯·৬·১৯৪৬) পৈতৃক নিবাস তেলিরবাগ—ঢাকা। সমাজ সংস্কারক দুর্গামোহন দাশ। স্বামী—খ্যাতনামা অধ্যাপক পি· কে· রায়। তিনি স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে সারা জীবন প্রচারকার্য চালান। ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের প্রথম মহিলা সেক্রেটারী, গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের সদস্য এবং নিখিল ভারত মহিলা সম্মিলনের সভানেত্রী ছিলেন। স্বামীর কর্মক্ষেত্র ঢাকায় একটি মহিলা সমিতি (১৮৮০?) ও একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কলিকাতায় এসে স্বর্ণকুমারী দেবীর 'সখি সমিতির' সঙ্গে যুক্ত হন। গত শতাব্দীর শেষভাগে তাঁর প্রেরণায় কলিকাতার অভিজাত মহিলাগণ গীতাভিনয় করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুরোধে 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্য লেখেন এবং স্বয়ং রিহার্সেল পরিচালনা করেন। লেডি অবলা বসু তার সহোদরা। [৫, ২০৫]

সরসীকুমার সরস্বতী (১৯০৬ - ২২·৯·১৯৮০) রাজশাহী। সতীশচন্দ্র লাহিড়ী। সরস্বতী পৈতৃক উপাধি। প্রসিদ্ধ শিল্প-ঐতিহাসিক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Ancient Indian History and Culture বিষয়ে এম·এ· পাশ করে রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির সংগ্রহশালার কিউরেটর পদে নিযুক্ত হন। পরে এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারিক (১৯৪৫ - ৫০), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার ও আর্কিটেকচার বিভাগের প্রফেসর ছিলেন। ১৯৭২ খ্রী· বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির আর্ট অ্যান্ড আর্কিটেকচার বিভাগের প্রফেসর থাকাকালে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৬৭ খ্রী· রকফেলার ফাউন্ডেশনের আমন্ত্রণে আমেরিকার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন। ১৯৬৯ খ্রী· সমরখন্দে Timurite Art সম্বন্ধে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের প্রধান ছিলেন। ১৯৭৫ - ৭৬ খ্রী· এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'Glimpses of Mughal Architecture', 'A Survey of Indian Sculpture', 'Indian Textile', 'Indian Art at the Crossroads', Architecture of Bengal' (Vol I), 'Tantrajan art : An Albrum', 'পালযুগের চিত্রকলা' প্রভৃতি। [১৬]

সরসীবালা দাস (? - ২·১১·১৯৪২) শ্রীমানপুর—বর্ধমান। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। পুলিসের নির্মম প্রহারে গর্ভপাত হয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে। [৪২]

সরসী মৈত্র (? - ২২.৬.১৯৭০) ত্রিশের দশকে বৈপ্লবিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে নলডাঙ্গা ডাকাতি মামলায় দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিছুকাল আন্দামান সেলুলার জেলে বন্দী ছিলেন। সাউথ গড়িয়ার কালিকাপুরে বৃদ্ধ অক্ষম রাজনৈতিক কর্মীদের জন্য গঠিত সরকারী আবাসনে তাঁর শেষ জীবন কাটে। [১৬]

সরসীলাল সরকার, ডাঃ (১৮৭৪ - ১৯৪৪/৪৫) কাঁঠালপোতা—নদীয়া। প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী কিশোরীলাল। আদি নিবাস ভড়রাসদিয়া—ফরিদপুর। খ্যাতনামা মনোবিকলন তত্ত্ববিদ ও চিকিৎসক। ১৮৯৪ খ্রী· রসায়ন শাস্ত্রে এম.এ. পাশ করেন। কেবল চিকিৎসাবিদ্যায়ই নয়, গণিত শাস্ত্র, রসায়ন শাস্ত্র ও মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধেও তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার জন্য বিদ্বৎ সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ মনোবিকলনতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ফ্রয়েড পত্রালাপের মাধ্যমে তাঁকে ছাত্ররূপে গ্রহণ করেন। সাহিত্যিকা সরলাবালা সরকার তাঁর ভগিনী। [১৭]

সরোজ আচার্য (১১.৬.১৯০৬ - ১৮.১০.১৯৬৮) কুষ্টিয়া। দক্ষিণারঞ্জন। ১৯২৩ খ্রী· কুষ্টিয়া হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে সেন্ট পল্‌স্ এবং কৃষ্ণনগর কলেজে পড়াশুনা করেন। ইংরেজীতে অনার্সসহ বি.এ. পাশ করে লিভিংস্টোন মেমোরিয়াল ও মোহিনীমোহন পুরস্কার পান। তরুণ বয়স থেকেই রাজনীতিতে আকৃষ্ট হন এবং রুশ বিপ্লবের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা জাগে। ১৯৩০ খ্রী· চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের পর ব্রিটিশ সরকার তাঁকে দুইটি বিভিন্ন ধারায় গ্রেপ্তার করে বক্‌সা ও দেউলি শিবিরে রাখে। বন্দী জীবনেই তিনি ইংরেজী ভাষায় এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। ১৯৪৩ খ্রী· সহ-সম্পাদকরূপে 'Hindusthan Standard' পত্রিকায় যোগ দেন ও পরে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র যুগ্ম-সম্পাদক হন। ইংরেজী ও বাংলা দুই ভাষাতেই তাঁর অসামান্য দখল ছিল, বিশেষ করে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রবন্ধ রচনায়। মার্ক্সীয় দর্শনেও অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। 'দেশ' পত্রিকার 'বৈদেশিকী' বিভাগের রচনা তিনিই লিখতেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক নেতা ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'নব্য রাশিয়া', 'মার্ক্সীয় দর্শন', 'মার্ক্সীয় যুক্তি বিজ্ঞান', 'বই পড়া' প্রভৃতি। সম্পাদিত গ্রন্থ: 'Molotove's Third Five year plan', 'Great Rebels' প্রভৃতি। [১৭, ১৬৫]

সরোজআভা দাসচৌধুরী, নাগ (? - ১৯.৮.১৯৫১) বরিশাল। পৈতৃক নিবাস জামির্তা-বিক্রমপুর—ঢাকা। রোহিণীকুমার। স্বামী—বিপ্লবী কর্মী ধীরেন্দ্রনাথ নাগ। ১৯৩৪ খ্রী· বরিশাল থেকে বি.এ. পাশ করেন। ১৯৩৮ খ্রী· বিবাহ হয়। ১৯২৯ খ্রী· বিপ্লবী সংস্থা 'অনুশীলন সমিতি'র ভাবধারায় দীক্ষিত হন। তিনি স্থানীয় অনুশীলন দলের মহিলা-সংগঠনের প্রতিষ্ঠাত্রী। টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের তিনি ও তাঁর সহকর্মী মেয়েরা অর্থ ও আশ্রয় দিয়ে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। ১৯৩৫ - ৩৭ খ্রী· ডেটিনিউ ছিলেন। ১৯৩৮ খ্রী· স্বামীর সঙ্গে কলিকাতায় 'মহামানব শিক্ষাকেন্দ্র' নামে বিদ্যালয় স্থাপন করে বস্তিবাসী ও দরিদ্রদের মধ্যে সমাজসেবার কাজ করেন। ১৯৪২ খ্রী· আন্দোলনে বহু কর্মীকে তিনি নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে আন্দোলন পরিচালনায় সাহায্য করেছেন। [২৯]

সরোজকান্তি গুহ (? - ৯.১০.১৯৮৫) স্বাধীনতা সংগ্রামী। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে ও জালালাবাদ যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন (১৯৩০)। পলাতক অবস্থায় ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ডুর্নোকে গুলি করে হত্যার দায়িত্বে ছিলেন। দ্বিতীয় অস্ত্রাগার মামলায় অভিযুক্ত হয়ে আন্দামানে নির্বাসিত হন। ১৯৪৬ খ্রী· মুক্তি লাভের পর বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১৬]

সরোজকুমার দাস (১৮৯৫ - ২.৩.১৯৭৮)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক। ম্যাট্রিক ও আই.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি পান। এই দুই পরীক্ষায় তাঁরই সঙ্গে পরীক্ষা দিয়ে তাঁর স্ত্রী তটিনী (পরবর্তী কালে বেথুন কলেজের অধ্যক্ষা) দ্বিতীয় ও প্রথম হন। বি.এ. পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে অনার্সে ও এম.এ. পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পান। পরে বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক ব্রাডলীর দর্শনের উপর গবেষণা করে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ.ডি. উপাধি লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করে বিহার বিশ্ববিদ্যালয় ও রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। তাঁর প্রদত্ত শ্রীগোপাল বসু মল্লিক বক্তৃতামালা 'A Study of the Vedanta' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে বিশ্বভারতীতে অবৈতনিক অধ্যাপক হিসাবে কয়েক বছর কাজ করেন। এক সময় তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গ্রন্থাগারের সম্পাদক ছিলেন। রবীন্দ্রকাব্য ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের মর্মজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। [১৬, ১৪৯]

সরোজকুমার রায়চৌধুরী (১৯০৩ - ২৯.৩.১৯৭২) মালিহাটি—মুর্শিদাবাদ। বহরমপুর কলেজে বি.এ. পড়ার সময় সুভাষচন্দ্র ও কিরণশঙ্কর রায়ের সংস্পর্শে এসে স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ হন। পরে কলিকাতার জাতীয় বিদ্যাপীঠ থেকে ইংরেজীতে অনার্স সহ বি.এ. পাশ করেন। 'কল্লোল যুগে'র এই লেখকের সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত 'বৈকালী'তে। অধুনালুপ্ত 'কৃষক' ও 'নবশক্তি' দৈনিক পত্রিকায় কাজ করার পর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় যোগ দেন এবং ১০ বছর পর অবসর নেন। এই সময়ে 'বর্তমান' নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে 'অনুক্ত' নামে একটি ত্রৈমাসিকে আত্মজীবনী প্রকাশ শুরু করেছিলেন। সাংবাদিকতা বা গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ রচনায় সিদ্ধহস্ত হলেও বাঙালী পাঠক সমাজে তিনি ঔপন্যাসিকরূপেই পরিচিত ও শ্রদ্ধেয়।

তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস: 'নতুন ফসল', 'কালো ঘোড়া', 'শতাব্দীর অভিশাপ', অনুষ্টুপ ছন্দ', 'গৃহকপোতী', 'হংসবলাকা' প্রভৃতি। তাঁর কয়েকটি উপন্যাস চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। [১৬, ১৭]

সরোজকুমারী দেবী (৪.১১.১৮৭৫ - ১৯.২.১৯২৬)। ভাগলপুরে জন্ম। যশোহরের সাবজজ মথুরানাথ গুপ্ত। জ্যেষ্ঠভ্রাতা 'ট্রিবিউন', 'প্রভাত' প্রভৃতি পত্রের সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ১৮৮৬ খ্রী· কলিকাতা কলুটোলার যোগেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। সুলেখিকা ও কবি সরোজকুমারী ব্যবহারজীবী স্বামীর কর্মস্থল ওড়িশার সম্বলপুরে থাকাকালে সেখানের অনুন্নত শ্রেণীর বালকবালিকাদের জন্য বিদ্যালয় ও মহিলাদের শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। ১২৯৫ ব· থেকে তিনি 'ভারতী' ও ১২৯৭ ব· থেকে 'সাহিত্য' পত্রিকায় লিখতে আরম্ভ করেন। রচিত কাব্যগ্রন্থ: 'হাসি ও অশ্রু', 'শতদল', 'অশোকা'; গল্পগ্রন্থ: 'কাহিনী', 'অদৃষ্টলিপি', 'ফুলদানি' প্রভৃতি। তাঁর 'অন্ধের দিব্যদৃষ্টি' গল্পটি কুন্তলীন পুরস্কার পেয়েছিল। [৪৪, ২২৩]

সরোজ দত্ত (১৯১৫? - ৭.৮.১৯৭১) নড়াইল—যশোহর। হৃদয়কৃষ্ণ। ১৯৩০ খ্রী· নড়াইল ভিক্টোরিয়া স্কুল থেকে ম্যাট্রিক ও বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে ১৯৩৬ খ্রী· বি.এ. পাশ করেন। ১৯৩৯ খ্রী· ইংরাজীতে এম.এ. পাশ করে কিছুদিন 'যুগান্তর' পত্রিকায় সহকারী-সম্পাদক ছিলেন। পরে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় সাংবাদিকতা করেন। ১৯৪৬ খ্রী· দাঙ্গার সময়ে বহু প্রেসকর্মী আসতে না পারায় প্রায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় তিনি পত্রিকা বের করেছেন। উক্ত দুই পত্রিকায় থাকাকালীন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত ১৯৪১ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত 'অরণি' সাপ্তাহিক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৪৮ খ্রী· অমৃতবাজার পত্রিকার প্রেস কর্মীদের ধর্মঘটের সময় তাঁর চাকরি যায়। পরে কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা' পত্রিকার বহুদিন সহসম্পাদক ছিলেন। কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি লেখা ছাড়াও প্রচুর বই লিখেছেন ও অনুবাদ করেছেন। তার মধ্যে রম্যাঁ রলাঁর 'I will not Rest', টলস্টয়ের 'Resurrection', 'Sebustopol' ১ম, টুর্গেনিভের ছোট গল্প, পুস্কিনের 'Spring Torrent', গোর্কীর নানাকথা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, চীনের লোকসঙ্গীত, মাও-সে-তুঙের 'নিউডেমোক্রেসি', শোলোকোভের ছোটগল্পের অনুবাদ উল্লেখযোগ্য। লুমুম্বার উপর লেখা তাঁর কবিতাটি বিখ্যাত হয়ে আছে। কিছুদিন গোলাম কুদ্দুসের সঙ্গে 'পরিচয়' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। কলেজ-জীবন থেকেই বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ও পরে তার সদস্য হন। ১৯৬৪ খ্রী· কমিউনিস্ট পার্ট দ্বিধাবিভক্ত হলে তিনি মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। কিছুদিন পরে চারু মজুমদার-পন্থী নক্সালবাড়ী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন ও ১৯৬৮ খ্রী· থেকে আত্মগোপন করেন এবং ঐ সময় হাওড়ার এক বালিকা বিদ্যালয়ে চাকরি নেন। দক্ষিণ কলিকাতার এক অধ্যাপক বন্ধুর গৃহে থাকার সময় বন্ধু সহ ধৃত হন। কিছুদিন পরে শোনা যায় ময়দানে পুলিশের গুলিতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। [১৬, ১৪৯]

সরোজনলিনী দত্ত (৯.১০.১৮৮৭ - ১৯.১.১৯২৪) ব্যাণ্ডেল—হুগলী। ব্রজেন্দ্রনাথ দেব। স্বামী—ব্রতচারী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা গুরুসদয়। তিনি স্বগৃহে গৃহশিক্ষকের কাছে লেখাপড়া শিখে সুশিক্ষিতা হন। খেলাধুলা, অশ্বারোহণ ও সঙ্গীতেও পারদর্শিনী ছিলেন। ১৯০৬ খ্রী· বিবাহ হয়। ভারতবর্ষে 'ব্রতচারী সমিতি' প্রতিষ্ঠায় তিনি স্বামীকে সাহায্য করেন। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও জনকল্যাণকর কাজের জন্য সম্রাট পঞ্চম জর্জ ১৯১৮ খ্রী· তাঁকে এম.বি.ই. উপাধি দেন। 'সরোজনলিনী মহিলা সমিতি ও শিক্ষামন্দির' তাঁরই নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠান। [৫, ৩৩]

সরোজভূষণ দাস (? - ২.৩.১৯১৫)। শিক্ষক সরোজভূষণ জাতীয়তাবাদী ক্রিয়াকলাপে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। গার্ডেনরীচ ডাকাতি মামলায় অভিযুক্ত হয়ে বন্দী হন। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় জামিনে খালাস পেয়ে অল্পদিনের মধ্যেই মারা যান। [৪২, ৪৩]

সরোজ সেন (১৮৯৯ - ২৬.২.১৯৭৯) বানিয়াচঙ্গ—শ্রীহট্ট। কৈলাসচন্দ্র। সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। সাংবাদিক জীবনের সুদীর্ঘকাল 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় অতিবাহিত হয়। তাঁর রচিত 'নীলপাখি', 'রূপকথা' প্রভৃতি গ্রন্থ শিশুসাহিত্যে সমাদৃত। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। বিপ্লবী হেম সেন, বীরেন সেন ও সুশীল সেন তাঁর অগ্রজ। [১৬]

সরোজিনী দেবী (১২৮৮ - ১৩৬৭ ব·) উজিরপুর—বরিশাল। ষষ্ঠীচরণ মুখোপাধ্যায়। কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিপ্লবী স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের নিকট তিনি বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজী অধ্যয়ন করে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। বালবিধবা ছিলেন। ১৯১৯ খ্রী· সন্ন্যাসগ্রহণের পর তাঁর নাম হয় 'ত্রিপুরাতীর্থ'; কিন্তু 'মাতাজী' নামেই বিখ্যাত হয়েছিলেন। ১৯০৫ খ্রী· তিনি জাতীয় আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর রচিত বহু স্বদেশাত্মক গান আছে। চারণ-কবি মুকুন্দদাস প্রথম জীবনে তাঁর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। [১৫৬]

সরোজিনী নাইডু (১৩.২.১৮৭৯ - ১/২.৩.১৯৪৯)। ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। পিতার কর্মক্ষেত্র হায়দ্রাবাদে জন্ম। আদি নিবাস ব্রাহ্মণগাঁ—ঢাকা। ১২ বছর বয়সে প্রবেশিকা পাশ করেন। এইসময় ইংরেজীতে ২ হাজার লাইনের একটি নাটিকা রচনা করে নিজাম বাহাদুরের কাছ থকে বিদেশে শিক্ষার জন্য বার্ষিক ৩০০ পাউন্ড বৃত্তি পান। ১৮৯৫ খ্রী· ইংল্যান্ডে গিয়ে কিংস্ কলেজ ও পরে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গার্টন কলেজে পড়াশুনা করেন। সেপ্টেম্বর ১৮৯৮ খ্রী· স্বাস্থ্যের কারণে হায়দ্রাবাদে ফিরে আসেন এবং তিন মাস পরে ডাঃ মোতিয়ালা গোবিন্দ রাজুলু নাইডুকে বিবাহ করেন। অল্প বয়স থেকেই কবিতা রচনা করতেন। লন্ডনে থাকা কালে Edmund Goose এবং Asthar Symons এই দুই জন বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচকের উৎসাহে তাঁর প্রতিভার

বিশেষ স্ফুরণ ঘটে। ইংরেজী কবিতা রচনার জন্য 'প্রাচ্যের নাইটিঙ্গেল' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর রচিত বিবাহের গান, ঘুমপাড়ানি গান, পাল্কিবেয়ারা ও ভিস্তিওয়ালার গান প্রভৃতি বিবিধ-বিষয়ক কবিতাবলী জনপ্রিয় ছিল। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, রাজনীতিক ও বাগ্মী। ১৯১৫ খ্রী· সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগ দেন। ১৯১৯ খ্রী· ভারতীয় নারীর অধিকার সাব্যস্ত করবার জন্য ইংল্যান্ডে যান। ১৯২৫ খ্রী· নাগপুরে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভানেত্রী ছিলেন। ১৯২৮ খ্রী· আমেরিকার জনসাধারণকে ভারতের স্বাধীনতার তাৎপর্য বোঝাবার জন্য সেখানে যান। ১৯৩০ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হন। পরে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দেন। ১৯৩১ খ্রী· গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। স্বাধীনতার পর ১৯৪৭ খ্রী· উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল হন এবং আমৃত্যু ঐ পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতাগ্রন্থ : 'Bird of Time', 'The Broken Wing', 'Golden Threshold', 'The Songes of India' প্রভৃতি। [৩, ৭, ২৫, ২৬, ৩৩]

সর্বানন্দ ন্যায়বাগীশ (১১৭৬ - ১২৮২ ব·) বিদ্যাবতীপুর—বর্ধমান। ধর্মদাস বিদ্যানিধি। শিক্ষা পিতার কাছে, নবদ্বীপে, মিথিলায় ও কাশীতে। মিথিলার পণ্ডিতসমাজের কাছ থেকে 'ন্যায়বাগীশ' উপাধি লাভ করেন। কাশীতে অধ্যয়নকালে পিতার মৃত্যুতে তাঁর মাতা সহমৃতা হওয়ার খবর পেয়ে স্বগ্রামে ফেরেন। কলিকাতার শোভাবাজারের রাজা স্যার রাধাকান্ত দেবের সভাপণ্ডিত-পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং রাজার প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করতেন। তাঁর অধ্যক্ষতায় এবং রাধাকান্ত দেবের অর্থানুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত অভিধান 'শব্দকল্পদ্রুম' সঙ্কলিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বিধবা বিবাহ' আন্দোলনের প্রতিবাদে তিনি 'বিধবা বিবাহ প্রতিবাদ' পুস্তিকা রচনা করে রাধাকান্ত দেব কর্তৃক পুরস্কৃত হন। শোভাবাজার রাজবাড়ির বিচারসভায় শাস্ত্রীয় বিচারপ্রার্থী দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে তিনি পরাজিত করেছিলেন। [১৭২]

সর্বেশ্বর জানা (? - ৫·১০·১৯৪২) মহিষাগোটে—মেদিনীপুর। মহীন্দ্রনাথ। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে। [৪২]

সর্বেশ্বর প্রামাণিক (? - ২২·৯·১৯৪২) দক্ষিণ-শীতলা—মেদিনীপুর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। সরিষাবেড়িয়ায় পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐদিনই মারা যান। [৪২]

সর্বেশ্বর সাঁতরা (? - ১৯৪৩) অমরপুর—মেদিনীপুর। ১৯৩০ খ্রী· লবণ সত্যাগ্রহে এবং 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বন্দী অবস্থায় মেদিনীপুর জেলে মারা যান। [৪২]

সর্বেশ্বর সার্বভৌম (১৮৬৬ - ১৯০০) নবদ্বীপ। হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত। পিতামহ গোলকনাথ ন্যায়রত্নের প্রতিভা ও বাগ্মিতার অধিকারী সর্বেশ্বর পিতার গ্রন্থমুদ্রণ, 'নবদ্বীপ বিদগ্ধজননী সভা'র সম্পাদকতা, সারমঞ্জরী গ্রন্থের সংস্করণ প্রভৃতি পণ্ডিতজনোচিত কাজে প্রভূত তৎপর ও উৎসাহী ছিলেন। তাঁর মৃত্যু বাঙলাদেশে নব্যন্যায়চর্চার ইতিহাসে সমাপ্তি এনেছে বলা যায়। [৯০]

সহদেব চক্রবর্তী। রাধানগর—হুগলী। ১৭৪০ খ্রী· তাঁর রচিত 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যগ্রন্থে হিন্দুদেবীর সঙ্গে বৌদ্ধ উপাখ্যানগুলিও সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তাঁর ধর্মপুরাণ (বা অনিলপুরাণ বা ধর্মমঙ্গল) গ্রন্থে লাউসেনের কাহিনী নেই। [২, ৩]

সহদেব মাহাতো (১৯১৪ - ১৯৩১) সরম্বা—পুরুলিয়া। গোবর্ধন। আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। সত্যমেলায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার কালে পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৪২]

সহায়রাম বসু (১৫·২·১৮৮৮ - ৬·১২·১৯৭০) নাগবোল—হুগলী। বেণীমাধব। হুগলী কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা, ১৯০৭ খ্রী· কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি·এ·, ১৯০৮ খ্রী· এম·এ· ও ১৯১০ খ্রী· বি·এল· পাশ করে ছয় বছর ওকালতি করেন। শিক্ষাবিদ্ অধ্যক্ষ গিরিশ বসুর ইচ্ছায় বঙ্গবাসী কলেজে উদ্ভিদ্‌বিদ্যার অধ্যাপক হন। ১৯১৬ খ্রী· কারমাইকেল কলেজে উদ্ভিদ্‌বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে বিখ্যাত অধ্যাপক একেন্দ্রনাথ ঘোষের প্রেরণায় বাঙলা ও নিকটবর্তী অঞ্চলের 'পলিপোরস্'-এর গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। প্রাথমিক ফলাফল (Observations on the Taxonomy of Polypores) প্রকাশিত হলে ১৯১৮ খ্রী· বিশেষজ্ঞের নির্দেশে সিংহল যান। এখানে টম পেচের অধীনে কাজ করে Bracket fungi (বিশেষ শ্রেণীর ছত্রাক) নিজের গবেষণার বিষয় নির্বাচন করেন। দেশে ফিরে ব্যাপক গবেষণার ফলে ডক্টরেট উপাধি পান। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্রমণ বৃত্তিতে বার্লিন, সরবোন ইত্যাদি ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেন। পরে লন্ডনের 'কিউ গার্ডেনে' এবং প্যারিসের 'ন্যাচারাল হিস্টরী মিউজিয়মে' গবেষণা করেছেন। দেশে ফিরে আচার্য জগদীশচন্দ্রের সহকারী হিসাবে ১৯২৫ - ২৬ খ্রী· কাজ করেন। ফটোপ্রিন্ট সমেত Polyporacae of Bengal in Parts I-XI' (143 Supp) প্রকাশ করেন। গবেষণার সময় ১৯১৮ - ৪৭ খ্রী·। 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত Golgibodies in fungi-র ওপর তাঁর নিবন্ধ বিতর্ক সৃষ্টি করে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর মতই নির্ভুল ব'লে প্রমাণিত হয়। 'সায়েন্স' ও 'নেচার' পত্রিকায় গমের ছত্রাক রোগ (Wheat Rust) বিষয়ে নিবন্ধ লেখেন। চিল্কা হ্রদের উইটিবির ছত্রাক নিয়েও গবেষণা করেছেন। উদ্ভিদ্‌বিদ্যার অন্যান্য বিষয়েও কিছু গবেষণা করেন। খাদ্যের উপযোগী ভারতের বিভিন্ন প্রকার ব্যাঙের ছাতা নিয়ে গবেষণা করে ভারত সরকারের কৃষি-বিভাগকে তা চাষ করার জন্য অবহিত করেন। বাঙলা ও ব্রহ্মের আলোক-বিকিরণকারী fungi-র ওপর কিছু কিছু গবেষণা করেন। চিকিৎসক ছাত্রদের সহায়তায় Polyporin নামে

অ্যান্টিবায়োটিকের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। পরবর্তী গবেষণায় Campestrin নামে আরেকটি অ্যান্টিবায়োটিকের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়। ৪৪ বছরের গবেষক জীবনে ১৯৬৩ খ্রী· পর্যন্ত ১১৭ টি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। নিবন্ধগুলি ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। তিনবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রিফিথ পুরস্কার, বিহার সরকারের উডহাউস স্মৃতি পুরস্কার, এশিয়াটিক সোসাইটির ২ টি পদক ও ৩ বার লন্ডন রয়্যাল সোসাইটির গবেষক বৃত্তি পান। তিনি জাতীয় বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ভারতীয় Phytopathological সোসাইটি এবং বোটানিক্যাল সোসাইটি অফ বেঙ্গলের ফেলো, এডিনবরার রয়্যাল সোসাইটি ও ইটালীর আন্তর্জাতিক বোটানিক্যাল কংগ্রেসের (স্টকহোম ১৯৫০) মাইকলজী শাখার সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৭ - ৫৯ খ্রী· ফরাসী সরকারী শিক্ষা-দপ্তরের আমন্ত্রণে ঐ দেশের Director of Research in C.N.S.R. হন। দেশে ফিরে স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এ মাইকলজীর এবং আর· জি· কর মেডিক্যাল কলেজে বোটানীর এমিরিটাস অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। [১৬, ৮২]

সহায়সম্পৎ চৌধুরী (? - ১৯৩১) সুচক্রদানি—চট্টগ্রাম। অম্বিকাচরণ। চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন। ১৯৩০ খ্রী· কারারুদ্ধ হয়ে জেলেই মারা যান। [৪২]

সাগরলাল দত্ত (১৮২১ - ১৮৮৬) চুঁচুড়া—হুগলী। মোহনচাঁদ। স্বগ্রামে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে কলিকাতায় ১৬/১৭ বছর বয়সে পিতার ব্যবসায়ে সহকারী হন। বেশীদিন পিতার ব্যবসায়ে না থেকে 'কারলাইল নেফিউ' নামে সাহেব কোম্পানীর অফিসে মুৎসুদ্দির কাজ করে পরে নীলের ব্যবসায় শুরু করেন। দুই বছর নীলের ব্যবসায় করে পরে অগ্রজের সঙ্গে পাটের কারবারে যোগ দেন। তাঁদের পাটব্যবসায়ই তখন সর্বশ্রেষ্ঠ ব'লে বিবেচিত হত। অত্যন্ত বাবু-প্রকৃতির লোক হয়েও তিনি সাহেবী পোশাক পরতেন না। স্বগ্রামে ঠাকুরবাড়ি ও অতিথিশালা, কামারহাটিতে হাসপাতাল ও উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঐ সব প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মৃত্যুকালে তের লক্ষাধিক টাকা মূল্যের সম্পত্তি দান করে যান। গঙ্গার নিকটে অবস্থিত কামারহাটি হাসপাতাল এখন তাঁরই নামাঙ্কিত। [৫]

সাগর সেন (১৫·৫·১৯৩২ - ৪·১·১৯৮৩) কলিকাতা। বিজনবিহারী। রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পী। শিক্ষা—তীর্থপতি ইনস্টিটিউশন ও সুরেন্দ্রনাথ কলেজে। জীবিকা বলতে মুখ্যত গান; এছাড়া কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রাথমিক স্কুলের সঙ্গীত শিক্ষকরূপে আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন। গান গাইবার জন্য ১৯৬২ খ্রী· বার্মায়, বাংলাদেশে তিনবার এবং ১৯৭৬ খ্রী· টেগোর মিউজিক সোসাইটির আমন্ত্রণে কানাডা, আমেরিকা ও সুইজারল্যান্ডে গিয়েছেন। তাঁর নিজস্ব সঙ্গীতসংস্থা 'রবিরশ্মি' ১৯৬৩ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত হয়। শতাধিক গানের রেকর্ড আছে তাঁর। চলচ্চিত্রে নেপথ্য কণ্ঠশিল্পীর পুরস্কার পেয়েছেন। [১৬]

সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭·১০·১৮৮৯ - ৬·২·১৯৩৭) বেহালা—চব্বিশ পরগনা। মন্মথনাথ। পৈতৃক নিবাস মাইনগর। বাল্যকালে গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেন। হরিনাভি স্কুলের ছাত্রাবস্থায় ১৯০৫ খ্রী· স্যার সুরেন্দ্রনাথের সংবর্ধনায় শোভাযাত্রা করার ফলে নরেন ভট্টাচার্য (মানবেন্দ্রনাথ রায়) প্রমুখ যে ৬ জন ছাত্র স্কুল থেকে বিতাড়িত হন, তিনি তাঁদের অন্যতম। তিনি ক্রমে যুগান্তর দলের সংগঠকরূপে দেশের নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। ১৯১৪ খ্রী· আমেরিকা থেকে বজবজে আগত 'কোমাগাতামারু' জাহাজের গদর বিপ্লবী দলকে সাহায্য করেন। মহাযুদ্ধের সময় গেরিলা যুদ্ধের প্রয়োজনে তিনি নানাপ্রকার ম্যাপ এবং নকশাও সংগ্রহ করেছিলেন। ১৯১৫ খ্রী· জার্মান অস্ত্রবাহী জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য বাঘা যতীন কর্তৃক হ্যালিডে দ্বীপে প্রেরিত হন। তাঁর ওপর অস্ত্র খালাসের দায়িত্ব ছিল। নানা কারণে জাহাজটি এসে পৌঁছতে পারেনি। এই বছরই আগস্ট মাসে বাঘা যতীনের ব্যক্তিগত দূতরূপে নিরালম্ব স্বামীর কাছে পরামর্শের জন্য প্রেরিত হন এবং সেপ্টেম্বর মাসে তিনি যুগান্তর দলের বৈদেশিক বিভাগের ভারগ্রহণ করেন। এই ষড়যন্ত্র শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি। ৪·৩·১৯১৬ খ্রী· তিনি ধরা পড়েন। প্রথমে আলীপুর জেলে ছিলেন, পরে উত্তরপ্রদেশের নৈনী জেলে প্রেরিত হন। এখানে রাজবন্দীদের ওপর দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে ৬৭ দিন অনশন করেন। ১৩·১·১৯২০ খ্রী· মুক্তি পেয়ে সংগঠনের কাজে মন দেন। পুনরায় ১৯২৪ - ২৭ খ্রী· কারারুদ্ধ ছিলেন। ১৯৩০ খ্রী· টেগার্ট হত্যা ব্যাপারে তিনি দলীয় কর্মীদের পরিকল্পনা দেন। এই বছরই তৃতীয়বার গ্রেপ্তার হয়ে স্বগৃহে অন্তরীণ থাকেন। ১৯৩২ খ্রী· তাঁকে দেউলী বন্দীশিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়। অর্শরোগাক্রান্ত হয়ে সেখানেই মারা যান। গার্লিকনিধনকারী প্রখ্যাত কানাই ভট্টাচার্য তাঁর সুযোগ্য অনুগত শিষ্য ছিলেন। [৪২, ৪৩, ৯২, ১২৪]

সাতকড়ি মালাকর। ভেদে—বর্ধমান। সঙ্গীতজ্ঞ সাতকড়ির জন্ম দরিদ্র পরিবারে। জীবিকার সন্ধানে পিতা সপরিবারে কলিকাতায় এসে বসবাস করতে থাকেন। শৈশবেই পিতৃবিয়োগ হওয়ায় লেখাপড়ার সুযোগ তেমন হয়নি। উপরন্তু বসন্তরোগে অন্ধ হয়ে যান। ছোটবেলা থেকেই কাকার সঙ্গে পারিবারিক পেশা—শোলার কাজ করতেন। তাঁদের বংশে সঙ্গীতচর্চা কখনও দেখা যায়নি। দৈবাৎ তাঁর মধ্যেই সঙ্গীতপ্রতিভা প্রকাশ পায়। বেহালাবাদক ও গায়ক তুলসী চট্টোপাধ্যায় তাঁর গান শুনে সঙ্গীত-শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা-গুণী গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে। তাঁর আশ্রয়ে ছ'বছর শিক্ষা করেন। পরে সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা যাদুমণির কাছেও সঙ্গীত-শিক্ষার সুযোগ হয়েছিল। ১৫/১৬ বছরের সাধনায় সঙ্গীতে পারদর্শী হয়ে উঠলেও উপযুক্ত

সম্মান ও প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারেন নি। এই সম্পদহীন অন্ধ গুণী বেশিরভাগই ঘরোয়া কিংবা ছোটখাটো আসরে বিনা পারিশ্রমিকে সুর সৃষ্টি করে গেছেন। বড় আসরের মধ্যে তিনি 'নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন'-এ গেয়েছিলেন। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে শেষ-জীবন কাটে। [১৬৯]

সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে, শাস্ত্রে এবং ভারতীয় দর্শনচর্চায় খ্যাতনামা পণ্ডিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধানরূপে এবং পরে নালন্দাস্থ বৌদ্ধ গবেষণা মন্দিরের সর্বাধ্যক্ষরূপে কাজ করেছেন। 'The Buddhist Philosophy of Universal Flux' এবং 'The Jaina Philosophy of Non-Absolutism' তাঁর দু'খানি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গ্রন্থ। শ্রীনাথমল টাটিয়ার সহযোগিতায় হেমচন্দ্রকৃত জৈন দর্শনের প্রামাণিক গ্রন্থ 'প্রমাণমীমাংসা'র ইংরেজী অনুবাদও তাঁর অপর উল্লেখযোগ্য কীর্তি। মৃত্যুর পূর্বে জাপানী গবেষক হোজুন নাগাসাকির সঙ্গে তিনি বৌদ্ধ দার্শনিক ও নৈয়ায়িক ধর্মকীর্তির 'প্রমাণবার্তিক' গ্রন্থটির ইংরেজী অনুবাদ শুরু করেছিলেন। ইউরোপীয় দর্শনেও তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। [১৪৯]

সাধনা বসু ((২০.৪.১৯১৪ - ৩.১০.১৯৭৩) কলিকাতা। সরল সেন। স্বামী চলচ্চিত্র শিল্পী ও নাট্যপ্রযোজক মধু বসু। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাঁর পিতামহ। ত্রিশ এবং চল্লিশ দশকের উজ্জ্বল 'তারকা', নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী। এম্পায়ার থিয়েটারে (বর্তমান রক্সি) ১৯২৮ খ্রী· মধু বসু প্রযোজিত একটি অনুষ্ঠানে তিনি প্রথম নৃত্য প্রদর্শন করেন। প্রথম অভিনয় নিউ এম্পায়ারে ১৯৩০ খ্রী· রবীন্দ্রনাথের দালিয়া গল্পের 'তিন্নি'র ভূমিকায়। আলিবাবা নাটকে (১৯৩৪) 'মর্জিনা'র ভূমিকায় নাচে-গানে এবং অভিনয়-নৈপুণ্যে তিনি সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেন। এই নাটকে আবদাল্লার ভূমিকায় ছিলেন মধু বসু। এই খ্যাতি আরও বিস্তৃত হয়েছিল মধু বসু কৃত 'আলিবাবা' চলচ্চিত্রের (১৯৩৭) মাধ্যমে। মর্জিনার সেই 'ছি ছি এত্তা জঞ্জাল' গানটি দীর্ঘদিন লোকের মুখে মুখে ফিরেছে। তাঁর অভিনীত অন্যান্য নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: 'বিদ্যুৎপর্ণা', 'রাজনটী', 'সাবিত্রী', 'রূপকথা' ও 'মন্দির'। এই সব কটি নাটক ক্যালকাটা অ্যামেচার প্লেয়ার্স (সি·এ·পি·) সংস্থা প্রযোজনা করেন; পরিচালনা করেন মধু বসু। তাঁর দুই বোন বিনীতা নিলীনাও কলাবিদ্যায় নিপুণা ছিলেন। নামের আদ্য অক্ষর দিয়ে তাঁরা তিন জনে 'বি-সা-নি' আখ্যায় পরিচিত ছিলেন। বহু হিন্দী ছবিতেও অভিনয় করেছেন। 'রাজনর্তকী'র ইংরেজী চিত্ররূপ 'দি কোর্ট ড্যানসার' ছবিতেও তিনি মুখ্য ভূমিকায় রূপ দেন। শিল্প ও সংস্কৃতির প্রসারে ঐ বিষয়ে আগ্রহী অভিজাত পরিবারের মেয়েদের তিনি অনুপ্রাণিত করেছেন। [১৬]

সাধনা সরকার : (১৫.৮.১৯১৭ - ১৬.২.১৯৮১) ঢাকা। পিতা অনন্তকুমার সরকার পণ্ডিত ও সাধক প্রকৃতির ছিলেন। শিক্ষাব্রতী। ১৯৩৯ খ্রী· ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম·এ· পাশ করেন। ১৯৫৭ খ্রী· এল-এল বি· পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৬১ খ্রী· এশিয়ার প্রথম মহিলা এল-এল-এম· রূপে বিশ্বখ্যাতি লাভ করেন। ১৯৪৫ খ্রী· লীগ অব নেশনস্ পরিচালিত কলিকাতার ডেসটিটিউট উইমেনস হোম-এর তত্ত্বাবধায়কের কার্যভার গ্রহণ করেন। দেশ বিভাগের পর নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের অধীনস্থ দুটি হস্টেলের দায়িত্বে থাকেন। বয়স্কদের শিক্ষা প্রকল্পেও তিনি অংশ নেন। ১৯৪৮ খ্রী· সিটি কলেজের মহিলা বিভাগে অধ্যাপিকা ও সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসাবে কাজে যোগ দিয়ে ১৯৭০ খ্রী· তার অধ্যক্ষা হন। ছাত্রী সমাজের জন্য ১৯৫৩ খ্রী· তিনি যে ছাত্রী নিবাস গড়ে তোলেন তা এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর অপর কীর্তি আমহার্স্ট স্ট্রীটে অবস্থিত রাজা রামমোহন রায়ের বসতবাটি উদ্ধারের চেষ্টা। এজন্য তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। [৮২]

সান্ত্বনা গুহ (৪.১২.১৯১০ - ১৯.১২.১৯৩৪) ধূপগুড়ি—আসাম। শান্তিনিকেতনে শিক্ষা। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এই যুবকের মধ্যে ছাত্রাবস্থা থেকে সাহিত্য-প্রতিভার উন্মেষ দেখা যায়। রাজনীতিতেও সমান উৎসাহ ছিল। তাঁর রচিত রাজনীতি, অর্থনীতি ও জীবনী-বিষয়ক রচনাসমূহ ঐ সময়ের বিখ্যাত দৈনিকপত্র ও সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হত। তাঁর 'অগ্নিমন্ত্রে নারী' ও অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থ সরকার বাজেয়াপ্ত করে। ১৯৩১ খ্রী· এপ্রিল মাসে তিনি কলিকাতায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৩২ খ্রী· হিজলী বন্দী শিবিরে থাকা কালে ২১ দিন অনশন করেন। এই সময় তাঁকে রাজশাহী জেলে সরিয়ে আনা হয়। জেলের মধ্যে অত্যাচারের ফলে তিনি মারা যান। [৪২, ৪৩, ২২৯]

সাবিত্রী দত্ত (১৯০৩ - ১৩.৫.১৯৭৯) বানারীপাড়া—বরিশাল। অশ্বিনীকুমার দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র বৌদ্ধ-ঐতিহাসিক ডঃ সুকুমার দত্তের সঙ্গে ১৩ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। ঢাকার ইডেন হাইস্কুলের ছাত্রী সাবিত্রী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় নবম স্থান অধিকার করেন। বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে একমাত্র তাঁকে দিয়েই কো-এডুকেশন শুরু হয় (১৯২০)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনারেল স্কলারশিপ পেয়েও তা ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। বরিশালে স্ত্রীশিক্ষা-প্রসারে 'সরস্বতী বিদ্যাপীঠ' স্থাপনে তাঁর অবদান যথেষ্ট। পরে স্বামীর সঙ্গে দিল্লীতে যান। সেখানে ১৯৩১ খ্রী· দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেন। ১৯৪৮ খ্রী· সুচেতা কৃপালনীর সঙ্গে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কাজে সংযুক্ত হন। এ ছাড়া দিল্লীর নানা সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। পোশাক-পরিচ্ছদ রপ্তানি-সংস্থা 'ত্রয়ী'র প্রথম

ডাইরেক্টর তিনি। ভারতীয় পঞ্জিকার প্রথম ইংরেজী অনুবাদ তিনি করেছিলেন (১৯৭১ খ্রী· আমেরিকায় প্রকাশিত)। স্বামীর গবেষণার কাজে সহায়তাকল্পে ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভ্রমণ করেছেন। তিনি 'অশোকের শিলালিপি'র বঙ্গানুবাদ করেন্। [১৪৯]

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (৬·৭·১৮৯৮ - ২৩·৩·১৯৬৫) লোকনাথপুর—নদীয়া। কালীপ্রসন্ন। এম·এ· পড়ার সময় অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানকারী প্রথম ছাত্রদলের অন্যতম ছিলেন এবং রাজনৈতিক কারণে কয়েকবার কারাবরণ করেন। প্রচার-বিশেষজ্ঞরূপে খ্যাতি ছিল। বিভিন্ন সময়ে 'বিজলী', 'উপাসনা' ও 'অভ্যুদয়' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। স্বদেশপ্রেমিক কবি হিসাবেও সুপরিচিত ছিলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'আহিতাগ্নি', 'অতসী', 'মধুমালতী', 'রক্তরেখা', 'মনোমুকুর', 'বন্দনা', 'অনুরাধা', 'চিত্তরঞ্জন', 'মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র' প্রভৃতি। পরবর্তী কালে তিনি কলিকাতার জাতীয় মহাবিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার অধ্যাপক হন ও শিক্ষাপ্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। [৩, ৪, ১৭, ১৬৫]

সাবিত্রী রায় (২৮·৪·১৯১৮ - ৮·১২·১৯৮৫) বালুচরা, পালং—ফরিদপুর। ঢাকায় জন্ম। সমাজসেবী নলিনীরঞ্জন সেন। স্বামী স্বাধীনতা সংগ্রামী, অধ্যাপক শান্তিময় রায়। কথাশিল্পী। তাঁর লেখায় ব্যাপ্ত পটভূমিতে বৃহত্তর জনজীবনের কাহিনী তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। ১৯৩৮ খ্রী· বেথুন কলেজ থেকে বি·এ· ও পরে বি·টি· পাশ করেন। পূর্ববাংলার স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর লেখিকা জীবনের শুরু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে। প্রথম লেখা বেরোয় সাপ্তাহিক 'অরণী' পত্রিকায়। 'সৃজন' (১৯৪৬) তাঁর প্রথম উপন্যাস। যুদ্ধ, বিয়াল্লিশের বিদ্রোহ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধোত্তর জাগরণের পটভূমিকায় লেখা তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'ত্রিস্রোতা' (১৯৫০)। হাজং ও তে-ভাগা আন্দোলনের অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছে 'পাকা ধানের গান' (৩ খণ্ড)। বৃটিশ আমলে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে শুরু করে কমিউনিস্ট আন্দোলন, গণনাট্য সঙ্ঘ প্রভৃতির কাহিনী বিবৃত হয়েছে তাঁর 'মেঘনা-পদ্মা' (অথবা 'সমুদ্রের ঢেউ') উপন্যাসের তিন পর্বে। অন্যান্য গ্রন্থ: 'মালশ্রী', 'স্বরলিপি' (উপন্যাস), 'নতুন কিছু নয়' (গল্প সংকলন), 'হলদে ঝোরা', 'নীল চিঠির ঝাঁপি' প্রভৃতি। তাঁর বালবিধবা পিতৃস্বসা অম্বিকা দেবী স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারে ও সমাজ সংস্কারে সক্রিয় ছিলেন। [১৬, ৩২, ১০৭]

সামু ও জিতু ছোটকা (? - ১৪·১২·১৯৩২)। সামু ও জিতুর নেতৃত্বে দিনাজপুরের কয়েক শ সাঁওতাল বিদ্রোহী হয়ে আদিনা মসজিদ দখল করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তাদের দমন করার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিস সুপারের অধীনে বিরাট পুলিসবাহিনী তাদের আক্রমণ করে। তীরধনুক ও বন্দুকের অসমযুদ্ধে চারজন বিদ্রোহী ও একজন পুলিস প্রাণ হারায়। দুইদিন পরে আরও দুইজন বিদ্রোহী মৃত্যুবরণ করে। [৪৩]

সায়েস্তা খাঁ (? - ১৬৯৪)। বাঙলার মোগল শাসনকর্তা। তাঁর রাজত্বকালেই বাঙলার তৎকালীন রাজধানী ঢাকায় ইংরেজগণ কুঠী স্থাপন করে বাণিজ্য প্রসারিত করে (১৬৬৮)। ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে সায়েস্তা খাঁ মহারাষ্ট্রবীর শিবাজীকে দমন করতে যান। প্রথমে জয়ী হলেও শিবাজীর এক অতর্কিত আক্রমণে তিনি নিহত হন। ঢাকার ছোট কাটারা ও সপ্তগম্বুজ মসজিদের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। [২৬]

সারথি (১৯২৪ - ১১·৫·১৯৪৫) ময়মনসিংহ। হাজং কৃষক-কন্যা। স্ব-প্রচেষ্টায় তিনি শিক্ষালাভ করেন। তিনি হাজংদের মধ্যে বিবাহাদির বহু কুসংস্কার দূর করতে সমর্থ হন। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যা ছিলেন। [৭৬]

সারদাকান্ত চক্রবর্তী (১৮৫৭ - ১৩·১১·১৯১৮) নলডাঙ্গা—রংপুর। কাশীধাম-প্রবাসী। জাতীয়তাবাদী ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করেন। অল্পবয়স্ক বিপ্লবীদের তিনি অর্থসাহায্য করতেন। ১৯১৭ খ্রী· গ্রেপ্তার হন এবং যশোহরের আলফাডাঙ্গায় অন্তরীণ থাকা কালে মারা যান। [৪২]

সারদাচরণ উকীল (১৮৯০ ? - ১৯৪০)। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের শিল্পাদর্শে প্রথম জীবনে আকৃষ্ট হলেও সেই সঙ্গে তিনি একটি নিজস্ব-পদ্ধতির সন্ধান পান। এই স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়ে এদেশীয় ও বিদেশীয় অসংখ্য শিল্প-রসিকের প্রশংসা লাভ করেন। তিনি এবং তাঁর দুই অনুজ বরদা ও রণদা একযোগে দিল্লীতে এক শিল্পকেন্দ্র গড়ে তোলেন। [৫]

সারদাচরণ মিত্র (১৭·১২·১৮৪৮ - ১৯১৭) সেহালা—হুগলী। প্রসিদ্ধ আইনজীবী, গ্রন্থকার ও বিদ্যানুরাগী। তিনি এন্ট্রান্স, এফ·এ· ও বি·এ·—প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রথম ও এম·এ· পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৭১ খ্রী· প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান। এন্ট্রান্সে উত্তীর্ণ হয়ে ৫ বছরের মধ্যে তিনিই প্রথম এই পরীক্ষায় পাশ করেন। ১৮৭৩ খ্রী· ওকালতি পাশ করে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে ব্রতী হন। ১৯০২ - ০৩ খ্রী· প্রথমে অস্থায়ী বিচারপতি ও পরে ১৯০৪ খ্রী· স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অবসর-গ্রহণ করলে স্থায়িভাবে ঐ পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯০৮ খ্রী· ঐ পদ ত্যাগ করে বাংলা সাহিত্যের সেবায় মনোনিবেশ করেন। বিদ্যাপতির পদাবলীর সটীক সংস্করণ প্রকাশ তাঁর অন্যতম কীর্তি। অপরদিকে কায়স্থকারিকা সঙ্কলন করেও সামাজিক সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করেছেন। তিনি বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের উন্নতিকল্পে কায়স্থ পরিষদ্ এবং ভারতে একলিপি বিস্তারকল্পে 'একলিপি প্রচার সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। কয়েকবার সাহিত্য-সভার ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা: 'উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য', 'ভারতরত্নমালা', 'টেগোর ল লেক্চারস্', 'ল্যান্ড ল অফ বেঙ্গল' প্রভৃতি। তিনি কলিকাতায় আর্যবিদ্যালয় বা সারদাচরণ এরিয়ান ইন্‌স্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৮৪)। 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার' (১৮৯০) কাজে তিনি মহেশ ন্যায়রত্নের সঙ্গে

সহযোগিতা করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার (১৮৭৮ - ৮০), টেক্সট বুক সোসাইটির সভ্য (১৮৮৪ - ৯০), বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (১৮৮৫) ও ভারতধর্ম মহামণ্ডলের প্রধান সচিব ছিলেন। [৩, ৭, ২৫, ২৬]

সারদাপ্রসাদ চক্রবর্তী। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ও লিপিতত্ত্ববিশারদ জেম্‌স্ প্রিন্সেপের অন্যতম সাহায্যকারী। তাঁর সম্বন্ধে ১৮৩৭ খ্রী· প্রিন্সেপ্ বলেন—'For the translation, instead of adopting Wilkin's words, I present if anything a more literal rendering by Saroda Prosad Chakravarti, a boy of Sanskrit College, who had studied in the English class lately abolished....The same boy assisted Captain Troyer in the translation of many Sanskrit class books'। [১৪]

সারদামণি শ্রীশ্রীমা (২২·১২·১৮৫৩ - ২১·৭·১৯২০) জয়রামবাটী—বাঁকুড়া। রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পত্নী। বাল্যকাল থেকেই ধর্মভাবাপন্না ছিলেন। বৈশাখ ১২৬৬ ব· তাঁর বিবাহ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর গভীর সাধনায় মনোনিবেশ করেন। সবাইকেই তিনি পুত্র-কন্যার মত দেখতেন। তাঁর কিছু মন্ত্রশিষ্য ছিল। [৯, ২৩]

সারদারঞ্জন মহারাজ, স্বামী (? - ১৮·৮·১৯২৭)। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম প্রধান শিষ্য। ১৮৮৬ খ্রী· সংসার ত্যাগ করেন। ১৮৯৬ খ্রী· স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে লন্ডনে গিয়ে বেদান্ত প্রচার করেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও বেদান্ত প্রচারের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে বেলুড় মঠ ও শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করেন। আমৃত্যু এখানকার সম্পাদক ছিলেন। নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধনে তৎপর ছিলেন। তিনি মিশনের মুখপত্র 'উদ্বোধন' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। রচিত গ্রন্থ: 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ'। [৫]

সারদারঞ্জন রায় (১২·২·১২৬৫ - ১৫·৭·১৩৩২ ব·) মসূয়া—ময়মনসিংহ। কালীনাথ (শ্যামসুন্দর মুন্সী নামে সমধিক পরিচিত)। ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পাশ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি ক্রিকেট খেলা ও ব্যায়ামচর্চা করতেন। ঢাকা কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে এম·এ· পড়তে থাকেন। কিন্তু গণিতে অসাধারণ দক্ষতার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজের গণিতের অধ্যাপক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী রেজিস্ট্রার মি· ন্যাস তাঁকে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্ররূপে এম·এ· পরীক্ষা দিতে বাধ্য করেন। আলিগড় এম·এ·ও· কলেজে গণিত-অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে বহরমপুর, ঢাকা ও অন্য কয়েকটি কলেজে অধ্যাপনার পর ১৯০৯ খ্রী· কলিকাতা মেট্রোপলিটন (বর্তমান বিদ্যাসাগর) কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়ে আমৃত্যু ঐ পদে ছিলেন। 'অ্যালজাব্রা', 'জিওমেট্রি', 'ট্রিগোনমেট্রি' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। এছাড়াও রঘু, ভট্টি, কুমার, শকুন্তলা, উত্তরচরিত, কিরাত, মুদ্রারাক্ষস, রত্নাবলী প্রভৃতি বহু প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাখ্যা রচনা করেন। তাঁর রচিত পাণিনি ব্যাকরণের সম্পূর্ণ ইংরেজী সংস্করণ তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন—শুধু পড়ার ক্লাশে মানুষ তৈরি হয় না, মানুষ তৈরির কাজ খেলার মাঠেও চলে। সাধারণের কাছে তিনি বাঙলার ক্রিকেটের জনকরূপে পরিচিত ছিলেন। তাঁর নিজস্ব খেলার সরঞ্জাম ও বইয়ের দোকান ছিল। প্রসিদ্ধ শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর তাঁর ভ্রাতা। [২৫, ২৬, ৮৪]

সিংহবাহু। খ্রীষ্টপূর্ব ৬ ষ্ঠ - ৫ ম শতাব্দীতে বঙ্গরাজ সিংহবাহু লাড়দেশে সীহপুর নামে এক নগরের পত্তন করেছিলেন ব'লে জানা যায়। এই লাড়দেশ সম্ভবত প্রাচীন লাঢ় বা রাঢ় জনপদ এবং সীহপুর বর্তমান হুগলী জেলার সিঙ্গুর। তাঁর পুত্র বিজয়সিংহ কোন কারণে পিতা কর্তৃক রাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়ে সাত শত অনুচর সহ সমুদ্রপথে তম্বপন্নি দেশের (তাম্রপর্ণী যা বর্তমান শ্রীলঙ্কা) লঙ্কা নামক স্থানে গিয়ে এক রাজ্য ও রাজবংশ স্থাপন করেন। বিজয়সিংহ বাঙালী কাষ্ঠশিল্পীর নির্মিত পালতোলা জাহাজে চড়ে তাম্রপর্ণী দ্বীপে উপস্থিত হয়েছিলেন। [৬৭]

সিতিকণ্ঠ বাচস্পতি, মহামহোপাধ্যায় (১৮৬৭ - ১৯২৩)। আন্দুলিয়াপাড়া—নবদ্বীপ। ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণি। ১২৯২ ব· নবদ্বীপের 'বঙ্গবিবুধজননী সভা' কর্তৃক 'বাচস্পতি' উপাধি লাভ করেন। কর্মজীবনের প্রথমে টোলে ও পরে বর্ধমানরাজের বিজয় চতুষ্পাঠীতে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। ১৯১১ খ্রী· কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগে স্মৃতির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অবসর-গ্রহণের পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক্‌চারার ছিলেন। নবদ্বীপ 'বঙ্গবিবুধজননী সভা'র সম্পাদক ছিলেন। ১৯২৮ খ্রী· সরকার কর্তৃক 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি-ভূষিত হন। রচিত গ্রন্থ: 'অলঙ্কারদর্পণ', 'ভারতের দণ্ডনীতি' প্রভৃতি। [৪, ৫, ১৩০]

সিদু মাঝি (? - ১৮৫৬) ভাগ্নাদিহি—সাঁওতাল পরগনা। সাঁওতাল বিদ্রোহের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা। কিছু লোকের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তিনি গ্রেপ্তার হন। পরে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়। [৫৬]

সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় (১৯১০ - ২·৪·১৯৮৫) গরলগাছা—হুগলী। এই বিশিষ্ট চিকিৎসকের কর্মস্থল ছিল তাঁর স্বগ্রামে। তাঁর মতে দারিদ্র্যই এদেশের বেশির ভাগ রোগের কারণ। নিজের বাড়িতেই তিনি আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে নিয়মিত বহু অর্থ দান করেছেন। [১৬]

সিন্ধুবালা দেবী (আনু ১৮৯৫ - ১৯২৯) ইন্দাস—বাঁকুড়া। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত, যুগান্তর দলের কর্মী, দামোদর উপত্যকার নারী বিপ্লবীদের অগ্রণী। ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের সময় ১৯১৭ খ্রী· তিলজলায়

স্বামী দেবেন ঘোষের রেলওয়ে কোয়ার্টাসে যুগান্তর দলের পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দেবার অভিযোগে তাঁর নামে ওয়ারেন্ট বার হয়। আসন্নপ্রসবা সিন্ধুবালাকে গ্রেপ্তার করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে প্রতিবাদ ওঠে তাতে মাসখানেক পরে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাঁকুড়ার গৃহবধূ ননীবালা গুঁই, চারুবালা দেবী, রাজরাজেশ্বরী হাজরা, বাসন্তী দেবী, চারুবালা দে, হিল্লোলবাসিনী বাগুলী প্রভৃতি স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। [২৯, ২০২]

সিন্ধুবালা মাইতি (১৯২০ - ১৯৪২) চণ্ডীপুর—মেদিনীপুর। স্বামী—অধরচন্দ্র। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। পুলিসের নির্মম অত্যাচারের ফলে মারা যান। [৪২]

সিরাজদ্দৌলা, নবাব (১৭৩০ - ১৭৫৮) মুর্শিদাবাদ। জইনউদ্দীন। নবাব আলীবর্দী খাঁর দৌহিত্র। ১৭৫৬ খ্রী· আলীবর্দী অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে সিরাজ মুর্শিদাবাদের মসনদে অধিষ্ঠিত হন। বর্গীর হাঙ্গামার পর থেকে দিল্লীর সম্রাট ক্ষমতাশূন্য হওয়ায় আলীবর্দী দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণ রহিত করেছিলেন। এইসময় বাঙলা প্রায় স্বাধীন হয়ে ওঠে। মসনদে বসার পর থেকে সিরাজ ইংরেজদের নানা কার্যকলাপে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। প্রথমেই তিনি ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠি দখল করে ২০ জুন ১৭৫৬ খ্রী· কলিকাতা অধিকার করেন। পরে জানুয়ারী ১৭৫৭ খ্রী· লর্ড ক্লাইভ কলিকাতা দুর্গ পুনরুদ্ধার করে। অতঃপর নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের সন্ধি হয় যে, তারা বিনাশুল্কে বাণিজ্য করতে পারবে এবং নবাব তাদের কিছু ক্ষতিপূরণ দেবেন। সন্ধি হলেও নবাব ফরাসীদের সঙ্গে চুক্তি করে ইংরেজদের তাড়াবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। ক্লাইভ এই ব্যাপার জানতে পেরে চন্দননগর অধিকার করেন। এদিকে বিভিন্ন কারণে জগৎশেঠ, মীরজাফর, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রমুখ রাজপুরুষগণ নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করবার জন্য ক্লাইভের সঙ্গে চক্রান্তে যোগ দিলেন। অতঃপর ২৩·৬·১৭৫৭ খ্রী· পলাশী নামক গ্রামে উভয় পক্ষে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মীরজাফর প্রভৃতির চক্রান্তে নবাব সিরাজদ্দৌল্লা পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। পরে মীরজাফরের অনুচরদের সাহায্যে ধৃত ও নৃশংসভাবে নিহত হন। সিরাজদ্দৌল্লা প্রকৃত অর্থে বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব। [২, ৩, ২৫, ২৬]।

সিরাজুদ্দীন হোসেন (? — ১০·১২·১৯৭১) শর্শূনা — যশোহর। পূর্ব-পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধ কালে পাক-বাহিনীর হাতে নিহত সাংবাদিক। ১৯৪৫ খ্রী· কলিকাতায় ইসলামিয়া কলেজে পড়া কালে জীবিকার্জনের জন্য 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় ৪০ টাকা বেতনে প্রুফ-রীডারের কাজ করতেন। ১৯৪৭ খ্রী· দেশ-বিভাগের পর পত্রিকাটি ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে তিনি সেখানে সহকারী বার্তাসম্পাদক হিসাবে যোগ দেন। ১৯৫৪ খ্রী· থেকে 'ইত্তেফাক' পত্রিকায় সাংবাদিকতার কাজ গ্রহণ করেন। ২৬·৩·১৯৭১ খ্রী· পাক-বাহিনীর গোলাবর্ষণে 'ইত্তেফাক ভবন' অগ্নিদগ্ধ হয়। 'দৈনিক ইত্তেফাক' ও 'দৈনিক সংবাদ'-এর নিজস্ব সংবাদদাতা ও জামালপুরের সংগ্রামী ন্যাপনেতা আহসান আলীও আলবদর বাহিনীর হাতে নৃশংসভাবে নিহত হন। [১৫২]

সিরাজুল হক খান, ড· (১৯২৪ - ১৪·১২·১৯৭১) সাতকুচিয়া — নোয়াখালী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক এবং পূর্ব-পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধ-কালে পাক ফৌজের নিয়োজিত আল-বদর বাহিনী দ্বারা নিহত বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম। তিনি ১৯৪৩ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিস্টিংসন সহ বি·এ· পাশ করে ২ বছর সরকারী কাজ করার পর ফুলগাজী হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ দেন। ১৯৪৯ খ্রী· বি·টি· পাশ করে বিভিন্ন সরকারী স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯৬৬ খ্রী· ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম·এড· এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো স্টেট কলেজ থেকে 'ডক্টর অফ এডুকেশন' ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। তিনি আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন। তাঁর লিখিত ইংরেজী, বাংলা ও ইতিহাসের অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তক আছে। শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ডক্টর মো· সাদত আলী ও শিক্ষক মোহাম্মদ সাদেকও ঐ সময়ে পাকবাহিনীর হাতে নিহত হন। [১৫২]

সীতা দেবী[১] (১৫শ শতাব্দী) ফুলিয়া — নদীয়া(?)। নৃসিংহ ভাদুড়ী। স্বামী বৈষ্ণবপ্রবর অদ্বৈত আচার্য। তাঁর ভগিনী শ্রীদেবী অদ্বৈত আচার্যের অপর স্ত্রী। সীতাদেবী চৈতন্য-জননী শচীমাতার গুরুপত্নী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি বহু সাধু-বৈষ্ণবকে দীক্ষা দান করেন। লোকনাথ দাস রচিত 'সীতাচরিত্র' কাব্যে তাঁর জীবনকথা ও মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। [৩]

সীতাদেবী[২] (১০·৪·১৮৯৫ — ২০·১২·১৯৭৪) কলিকাতা। প্রখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। আদি নিবাস বাঁকুড়া। সীতা দেবী ও তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনী শান্তা দেবীর রচনা এককালে বাঙলাদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল। প্রথম তের বছর পিতার কর্মস্থল এলাহাবাদে কাটে। এলাহাবাদে মেয়েদের ভাল স্কুল না থাকায় গৃহশিক্ষকের কাছে দুই বোনের শিক্ষা শুরু হয়। সাংবাদিক পিতাকে ঘিরে যে সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় তার মধ্যে তাঁরা বড় হয়ে ওঠেন। ১৯০৮ খ্রী· এলাহাবাদের বাস উঠিয়ে পিতা কলিকাতায় ফিরলে তিনি বেথুন স্কুলে ভর্তি হন। ১৯১২ খ্রী· ম্যাট্রিক ও ১৯১৬ খ্রী· ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি·এ· পাশ করেন। এর আগে দুই বোনে মিলে হিন্দুস্থানী উপকথার অনুবাদ করেন। ১৯১৭ খ্রী· থেকে প্রায় দুই বছর পিতার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে থাকা কালে রবীন্দ্রনাথের ও ঠাকুর পরিবারের নিকট-সংস্পর্শে আসেন। ২৮·৯·১৯২৩ খ্রী· 'কল্লোল' ও 'প্রবাসী' যুগের

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক সুধীরকুমার চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের পর স্বামীর সঙ্গে প্রায় ৬ বছর রেঙ্গুনে থাকেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত। প্রবাসীতে গল্প লিখতেন। দুই বোনে মিলে সংযুক্তা দেবী নাম দিয়ে 'উদ্যানলতা' নামে প্রথম উপন্যাস রচনা করেন। এরপর শিশুপাঠ্য 'সাত রাজার ধন', 'আজব দেশ', 'হুক্কাহুয়া', 'নিরেট গুরুর কাহিনী' প্রভৃতি অনেক বই লেখেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস: 'মাটির বাসা', 'পরভৃতিকা', 'মহামায়া', 'ক্ষণিকের অতিথি', 'বন্যা', 'জন্মস্বত্ব', 'পথিকবন্ধু', 'মাতৃঋণ' প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে তাঁর স্মৃতিচারণা 'পুণ্যস্মৃতি' শেষ-বয়সের রচনা। স্মৃতিমূলক অন্য রচনা, 'নানা রঙের দিনগুলি', 'পথিকবন্ধু', 'সেকালের কথা'। তিনি নিজের ও শান্তা দেবীর অনেক গল্প ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন। সেই গল্পগুলি 'টেলস্ অফ বেঙ্গল' নামে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৬০ খ্রী· কলিকাতায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে তিনি সভানেত্রী ছিলেন। [১৭, ১৮, ২০৫]

সীতানাথ দত্ত, তত্ত্বভূষণ (১৮৫৬ - ১৯·৮·১৯৪৫) সাংঘর — শ্রীহট্ট। মুন্সী জগন্নাথ। ১৮৭২ খ্রী· কলিকাতায় আসেন এবং কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত 'ব্রাহ্মনিকেতন'-এ থেকে ১৮৭৪ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন এবং জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ (বর্তমান স্কটিশ চার্চ) কলেজে ভর্তি হন। নানা কারণে কলেজের শিক্ষা সম্পূর্ণ না হলেও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে ক্রমে হিন্দু শাস্ত্রাদি এবং ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন পাঠ করে অল্পকালের মধ্যে পণ্ডিত হিসাবে প্রথমে কলিকাতায় ও পরে সারা ভারতে পরিচিতি লাভ করেন। ১৮৭৮ খ্রী· ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে ভাঙন দেখা দিলে তিনি নব-প্রতিষ্ঠিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। ৬ এপ্রিল ১৮৭৯ খ্রী· কলিকাতায় সিটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। সমাজসংস্কার আন্দোলনের একজন সক্রিয় সমর্থক ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রী· বিধবা নগেন্দ্রবালাকে বিবাহ করেন। পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় বিবাহ করেন ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের শিক্ষয়িত্রী কাদম্বিনী মুখোপাধ্যায়কে। সিটি স্কুলের পর কেশব একাডেমীতে যোগদান করেন। ১৮৮২ খ্রী· ব্রাহ্মসমাজে প্রথম আচার্যের কাজ শুরু করেন। ক্রমে প্রখ্যাত আচার্য ও ভক্তরূপে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। তবে মূলতঃ একজন দর্শনশাস্ত্রের পণ্ডিত হিসাবেই তাঁর খ্যাতি। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা', 'শাস্ত্রীয় ব্রহ্মবাদ ও ব্রহ্মসাধন', 'ব্রহ্মপ্রেমসুধাসিন্ধু', 'Philosophy of Brahmoism', 'Hindu Theism', 'Shastric Theism', 'Social Reform in Bengal', 'Vedanta and Its Relation to Modern Thought' প্রভৃতি। বাঙলাদেশে উপনিষদ্-চর্চার একজন পথিকৃৎ। তাঁর বৃহৎ গ্রন্থ 'Brahmo sutras' ১৯৩২ খ্রী· প্রকাশিত হয়। ১৮৯৬ খ্রী· ব্রাহ্মসমাজ থেকে 'ব্রহ্মতত্ত্ব' নামে ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী কর্তৃক 'তত্ত্বভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন। ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই তাঁর পারদর্শিতা ছিল। সুগায়ক ছিলেন। 'ব্রহ্মসঙ্গীত' পুস্তকে তাঁর দশটি সঙ্গীত আছে। ধর্ম ও দর্শন-বিষয়ক তাঁর অনেক প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। [১৬৭, ১৯৪]

সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ (১২৮০ - ১৩৫৫ ব·) চাঁদসী — বরিশাল। কালীকান্ত ভট্টাচার্য। চট্টগ্রামের 'জগৎপুর আশ্রম' চতুষ্পাঠীতে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করে দুবার সরকার থেকে পুরস্কৃত হন। ১৩০০ ব· স্বগ্রামে 'পুরুষোত্তম চতুষ্পাঠী' স্থাপন করেন। ১৩৩৮ ব· সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের টোলবিভাগে আচার্য-পদে বৃত হন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত 'আর্য বিদ্যালয়'-এর অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর সঙ্কলিত কলাপ-ব্যাকরণের 'চতুষ্টয়বৃত্তি' গ্রন্থ একটি মৌলিক রচনা। বহু গ্রন্থের লেখক ও সম্পাদক। 'সংস্কৃত মহামণ্ডল' ও 'সংস্কৃত পদ্যগোষ্ঠী'র সহসভাপতি ছিলেন। [১৭২]

সীতারাম দাস ওঙ্কার নাথ (১৮৯১ - ৫/৬·১২·১৯৮২) ডুমুরদহ — হুগলী। প্রাণহরি চট্টোপাধ্যায়। পূর্বাশ্রমের নাম প্রবোধ। ভারতীয় সনাতন ধর্মের অন্যতম প্রবক্তা। নানা পর্যায়ে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁর মতে 'শাস্ত্রই ভগবানের বাঙ্ময়ী রূপ', 'কলিযুগে নাম ও প্রেমেই মুক্তি'। তাই বাংলা অক্ষরে অনুবাদ সহ সংস্কৃত সনাতন শাস্ত্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশ, সেই সঙ্গে নামপ্রচার, ভারতের বহুস্থানে মঠ ও আশ্রম স্থাপন, শতাধিক স্থানে অখণ্ড নামযজ্ঞের প্রতিষ্ঠা, সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারের জন্য বিভিন্ন ভাষায় ১২টি পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব শাখায় দীক্ষিত হলেও ভক্তের আধার বিবেচনা করে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব সব মন্ত্রেই দীক্ষা দিতেন। অর্ধশতাধিক নাটক রচনা করেন। ভাল কীর্তন গায়ক ছিলেন। বহু সঙ্গীত রচনা করেছেন। সঙ্গীত-বিজ্ঞানের ওপর তথ্যগ্রন্থ, নাটক, রম্যরচনা, দর্শনের বই মিলিয়ে প্রায় শ দুই গ্রন্থ রচনা করেছেন। [১৬]

সীতারাম ন্যায়াচার্য-শিরোমণি, মহামহোপাধ্যায় (১৮৬৪ - ৫·৬·১৯২৮) কাইগ্রাম—বর্ধমান। নবীনচন্দ্র তর্কালঙ্কার। নবদ্বীপের 'বঙ্গবিবুধজনীন সভা'র ন্যায়ের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 'তর্করত্ন' ও ১৮৯৬ খ্রী· ঐ সভা থেকে সর্বোচ্চ উপাধি 'ন্যায়াচার্য-শিরোমণি' লাভ করেন। এর আগেই কলিকাতা থেকে 'তর্কতীর্থ' উপাধি পেয়েছিলেন। কাশীতে অনেকদিন বেদান্ত অধ্যয়ন করে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। কর্মজীবন আরম্ভ হয় মুর্শিদাবাদে 'মুর্শিদাবাদ মঠ' নামে (১৩০২ ব·) তাঁরই প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীতে। ১৩১৬ ব· তিনি নবদ্বীপে যান ও দেয়ারাপাড়ার বনে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা শুরু করেন। এই চতুষ্পাঠী পরে 'আরণ্যচতুষ্পাঠী' নামে

পরিচিত ও বিখ্যাত হয়েছিল। এখানে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে কাশীবাসী মহামহোপাধ্যায় বামাচরণ ন্যায়াচার্য অন্যতম। ১৯১৩ খ্রী· তিনি বর্ধমানরাজ কর্তৃক 'বিদ্বৎশোভিনী সভা'র সভ্য মনোনীত হন। ১৯২১ খ্রী· বাঙলা সরকার তাঁকে সংস্কৃত শিক্ষা-বিভাগের কার্যনির্বাহক সভার সদস্য করেন এবং ঐ বছরই তিনি 'বঙ্গীয় বেদসভা'র সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯২২ খ্রী· থেকে আমৃত্যু কুচবিহার রাজপরিবারের সর্ববিধ মাঙ্গলিক কার্যের জন্য উপদেষ্টার পদে বৃত ছিলেন। তাঁর রচিত সংস্কৃত গ্রন্থাদির সংখ্যা প্রায় শতাধিক। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির অনুবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা ভাষায় তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম — হরিবাসরসঙ্গীত'। ১৯২০ খ্রী· তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। [১৩০]

সুকান্ত ভট্টাচার্য (৩০·৪·১৩৩৩ - ২৯·১·১৩৫৪ ব·) কলিকাতা। নিবারণচন্দ্র। আদি নিবাস কোটালিপাড়া — ফরিদপুর। বেলেঘাটা দেশবন্ধু হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন (১৩৫২ ব·)। মাত্র ২১ বছর বয়সে এই প্রতিভাধর কবির দেহান্ত হলেও সামান্য কয়েক বছরের মধ্যে অত্যাশ্চর্য কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়ে অশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। পারিবারিক পরিবেশ মানসিক বিকাশের অনুকূল ছিল না, তার উপর ছিল নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের অভাব-অনটন। তাঁর কবি-জীবনের মধ্যে ঘটেছে বাঙলাদেশে দুর্ভিক্ষ আর যুদ্ধজনিত হাহাকার। দারিদ্র্য আর ব্যর্থতার হতাশা বুকে নিয়ে অক্ষম দেহে তিনি অক্লান্ত ভঙ্গিতে লিখে গেছেন। কমিউনিস্ট পার্টির কাজ করেছেন আর ব্যাধির আক্রমণে দিন-দিন ক্ষয়গ্রস্ত হয়েছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — 'আমাদের মধ্যে জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে মুখর করে তোলার তপস্যায় সুকান্ত তাঁর বাঙ্ময় জীবনকে আহুতি দিয়েছেন'। অধুনালুপ্ত দৈনিক পত্রিকা 'স্বাধীনতা'র কিশোরসভা অংশের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ 'ছাড়পত্র', 'ঘুম নেই' ও 'পূর্বাভাস' বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অবদান। তাঁর অন্যান্য রচনা: 'মিঠেকড়া', 'অভিযান', 'হরতাল' ও 'গীতিগুচ্ছ'। ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পিসঙ্ঘের পক্ষে তিনি 'আকাল' কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেন। [৩, ৭, ২৬]

সুকুমার ঘোষ (১৯১১ - ১২·২·১৯৮৪)। বিশিষ্ট বিপ্লবী। হেমচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে গঠিত বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দলের অন্যতম সৈনিক ছিলেন। ১৯৩৪ খ্রী· ছোটলাট স্যার জন অ্যান্ডারসনকে হত্যা পরিকল্পনায় তাঁর ভূমিকা ছিল এবং ঐ সালে দার্জিলিং লেবং ঘোড়দৌড় মাঠে অ্যান্ডারসন হত্যা প্রচেষ্টায় ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে গ্রেপ্তার হয়ে ১৪ বছর কারাদণ্ড হয়। পরে আন্দামান সেলুলার জেলে নির্বাসিত হন। ১৯৩৭ খ্রী· রাজবন্দীদের মুক্তি, সকল বন্দীকে ভারতে ফিরান ও বন্দীদের সমমর্যাদা দান ইত্যাদি দাবীতে ঐতিহাসিক অনশন ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে ৪৫ দিন অনশন করেন। ঐ আন্দোলনের ফলে যে বন্দীরা দেশে ফেরেন তার শেষ দলে তিনি ফিরে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে কারারুদ্ধ থাকেন ও ১৯৩৮ খ্রী· পুনরায় ৩৫ দিনের অনশন ধর্মঘটে যোগ দেন। ১৯৪৬ খ্রী· অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে মুক্তি পান। ১৯৩৪ খ্রী· দেওভোগ (নারায়ণগঞ্জ) স্যুটিং-এর ঘটনায়ও জড়িত ছিলেন। মুক্তির পর রামমনোহর লোহিয়া প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রী দলে যোগ দেন। [১০৭]

সুকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৬·১২·১৮৮৬ - ৬·৬·১৯৪৮) ঘটকপাড়া—বাঁকুড়া। রামসদন। পিতার কর্মস্থল যশোহরে জন্ম। প্রেসিডেন্সী কলেজের কৃতী ছাত্র, ডাফ স্কলার ও দক্ষ প্রশাসক। ১৯০৮ খ্রী· বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হন। বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে বাঙলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কার্য করে ১৯৩৩ খ্রী· ইন্স্পেক্টর জেনারেল অফ রেজিস্ট্রেশন-পদে অধিষ্ঠিত হন। এ দেশের বয়ঃপ্রাপ্তদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ আন্দোলনের পথিকৃৎ এবং ঐ বিভাগের প্রথম সেক্রেটারী। তাঁরই প্রচেষ্টায় বাঙলা সরকার 'পুষ্করিণী পঙ্কোদ্ধার আইন' পাশ করেন। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে রায়বাহাদুর এবং এম·বি·ই· উপাধি পরিত্যাগ করেন। ১৯৩৮ খ্রী· রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে উচ্চ বেতনের সরকারী চাকরি ছেড়ে মাত্র ১০০ টাকা বেতনে বিশ্বভারতীর পল্লী উন্নয়ন বিভাগের কার্যভার গ্রহণ করে শ্রীনিকেতনের উন্নতি সাধন করেন। দাঙ্গাবিধ্বস্ত নোয়াখালিতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দক্ষিণহস্তরূপে কাজ করেন। বীরভূম-বাঁকুড়া সম্মিলনী ও বাঁকুড়া ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। বাঁকুড়ায় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর বিশেষ অবদান আছে। সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তাঁর স্বচ্ছন্দ গতির কবিতা ও অনুবাদের প্রশংসা রবীন্দ্রনাথ করেছেন। ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত সাহিত্য ভিন্ন সাঁওতালী ভাষাতেও তাঁর দক্ষতা ছিল। নিখিল ভারত কৃষি-অর্থনীতি-বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের আজীবন সভ্য ছিলেন। [১৭১]

সুকুমার দে সরকার (১৯০৯ - ১৯৭৮) কলিকাতা। শিশুসাহিত্যক। ১৯২৭ খ্রী· সাউথ সুবারবন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। কিছুদিন মায়া ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীতে কর্মরত ছিলেন। পরে সি·এ· পাশ করে নিজস্ব অডিটিং ফার্ম খোলেন। তাঁর লেখা 'রামধনু', 'সন্দেশ', 'রংমশাল', 'মৌচাক' প্রভৃতি পত্রিকায় ও নানা বার্ষিকীতে প্রকাশিত হত। বিভিন্ন ধরনের গল্প পরিবেশন করলেও জীবজগতের গল্প লেখায় তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। রচিত গ্রন্থ: 'দুই খুনী', 'জঙ্গলের গল্প', 'বনের গল্প', 'চব্বিশে এপ্রিল চুপ' প্রভৃতি। শিশুসাহিত্য পরিষদ তাঁকে ভুবনেশ্বরী পদক দিয়ে সম্মানিত করে। [১৯৩]

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়১ (২৫·৬·১৯১৩ - ১৫·১১·১৯৩৮) কুলডিহা—বর্ধমান। ছাত্রাবস্থায় আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। দামোদর ক্যানাল ট্যাকস-বিরোধী আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। পরে কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়ে আসানসোল কলিয়ারী মজদুর ইউনিয়নের সহযোগী সম্পাদক হন। বার্নপুর

ইস্পাত কারখানার শ্রমিক ধর্মঘটে অপরিসীম পরিশ্রম করেন। রানীগঞ্জ পেপার মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সংগঠক ছিলেন। এখানে ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিনে পিকেটিংরত অবস্থায় পুলিসের লরীর ধাক্কায় তিনি মারা যান। [৭৬]

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়২ (১৯১১ ? - ১৯৫৮)। চিত্রপরিবেশক ও এইচ-এন-সি- প্রডাকশন্সের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। আইন অমান্য আন্দোলনের প্রাক্কালে ছাত্রাবস্থায় কারাবরণ করেন। সাংবাদিক হিসাবে কর্মজীবন শুরু। 'খেয়ালী' ও 'ভ্যারাইটিজ' নামে তদানীন্তন বিখ্যাত দুইটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। কিছুদিন ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সিনেমা টাইমস'-এর পরিচালক ছিলেন। এরপর চিত্রব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করে চিত্রপরিবেশনায় ও চিত্রনির্মাণক্ষেত্রে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর প্রযোজিত ছবিগুলির মধ্যে 'মন্ত্রশক্তি', 'কঙ্কাবতীর ঘাট', 'একটি রাত' ও 'পৃথিবী আমারে চায়' উল্লেখযেগ্য। তিনি বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট্স্ অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহক সমিতির একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। [১৬]

সুকুমার মিত্র (১৮৮৫ - ১৯.৬.১৯৭৩)। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের অন্যতম নেতা কৃষ্ণকুমার। তিনি অল্প বয়সেই শ্রীঅরবিন্দের বার্তাবাহক হিসাবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। তিনি Anti-Circular-Society ও তদানীন্তন অন্যান্য বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। বাঙলার অরবিন্দ যুগের ঘটনাবলীর তিনি ছিলেন অন্যতম ভাণ্ডারী। 'বিপ্লবী নিকেতনে'র প্রতিষ্ঠা থেকে (১৯৬৮) এই অকৃতদার বিপ্লবী আমৃত্যু সেখানে বাস করেন। [১৪৯]

সুকুমার রায় (৩০.১০.১৮৮৭-১০.৯.১৯২৩) পৈতৃক নিবাস – মসুয়া – ময়মনসিংহ। কলিকাতায় জন্ম। সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বাঙলার এক বিশিষ্ট ও খ্যাতনামা পরিবারে জন্ম। পিতা শিশু-সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রশিল্পী ও যন্ত্রকুশলী উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। মাতামহ সমাজ সংস্কারক, প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মনেতা দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, ভ্রাতা ও ভগিনীরাও বহুখ্যাত। জ্যেষ্ঠতাত সারদারঞ্জন বাঙলার ক্রিকেট খেলার জনক বলে পরিচিত। খেয়াল-রসের স্রষ্টা সুকুমার রায় অল্পবয়স থেকেই মুখে মুখে মজার ছড়া বানানো আর ছবি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে ফোটোগ্রাফীর চর্চাও শুরু করেন। সিটি স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করেন। রসায়নে অনার্সসহ প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। তখন থেকে নাটক অভিনয় ও ছোটদের হাসির নাটক লেখায় উৎসাহ আসে। এসময়ে সৃষ্ট হয় তাঁর 'ননসেন্স ক্লাব'। ক্লাবের মুখপত্র ছিল 'সাড়ে-বত্রিশ-ভাজা'। বি-এস-সি- পাশ করে ১৯১১ খ্রী· ফোটোগ্রাফী ও প্রিন্টিং টেকনোলজিতে উচ্চশিক্ষার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গুরুপ্রসন্ন ঘোষ স্কলারশিপ' লাভ করে বিলাত যান। বিলাত যাবার কিছু আগে শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সহ-অভিনেতারূপে 'গোড়ায় গলদ' নাটকে অভিনয় করেছিলেন। এসময় স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব তাঁর ওপর পড়ে। স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার সম্পর্কে স্বভাবসিদ্ধ হাসির গান লেখেন— 'আমরা দিশী পাগলার দল···দেখতে খারাপ, টিকবে কম, দামটা একটু বেশী/তা হোক না, তাতে দেশেরই মঙ্গল'। লন্ডন পৌঁছে স্কুল অফ ফোটো এনগ্রেভিং অ্যান্ড লিথোগ্রাফিতে ভর্তি হন। পরের বছর ম্যাঞ্চেস্টার স্কুল অফ টেক্নোলজির বিশেষ ছাত্ররূপে ভর্তি হয়ে এখানে পিতার উদ্ভাবিত হাফটোন পদ্ধতি প্রদর্শন করে তার কার্যকারিতা প্রমাণ করেন। প্রবাসে তাঁর যা-কিছু দেখার বা শেখার ছিল, সবই তিনি করেন। East and West Society-র ডাকে প্রবন্ধ পাঠ করেন — 'The spirit of Rabindranath'। প্রবন্ধটি 'Quest' পত্রিকায় ছাপা হলে বক্তৃতার জন্য নানা সভায় নিমন্ত্রণ পান। বিলাত বাসকালে তিনি সাপ্রোজেট আন্দোলন প্রত্যক্ষ করেন। বিলাত থেকে প্রায় প্রত্যেক সংখ্যায় গল্প, কবিতা ও আঁকা ছবি পিতৃপ্রতিষ্ঠিত 'সন্দেশ' পত্রিকায় পাঠাতেন। তিনি বিলাতের 'Royal Photographic society'-র ফেলো নির্বাচিত হন। তাঁর আগে একমাত্র স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর F.R.P.S. হয়েছিলেন (১৮৯৮)। দেশে ফিরে পিতার ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান 'ইউ· রায়· অ্যান্ড সন্স'-এ যোগ দেন। এইসময় বিবাহ হয়। ১৯১৫ খ্রী· পিতার মৃত্যুর পর অনুজ সহ ব্যবসায় পরিচালনা করেন। এই সময় গুণিমন্ডলী ঘিরে সৃষ্টি হয় তাঁর 'মানডে ক্লাব' লোকে ঠাট্টা করে বলত 'মন্ডা' ক্লাব। আলোচনা ও পাঠের সঙ্গে প্রচুর ভূরিভোজের বন্দোবস্ত থাকতো বলেই এই নাম। সভ্যদের মধ্যে ছিলেন — কালিদাস নাগ, অতুলপ্রসাদ সেন, নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। স্বল্পকালীন জীবনে তিনি বিভিন্ন রকম লেখা ও রেখায় বাঙলা দেশের শিশুচিত্ত জয় করে নিয়েছিলেন। তাঁর কবিতা, নাটক, গল্প এই তিন ক্ষেত্রেই উচ্ছল কৌতুকরসের সঙ্গে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গাত্মক সমাজচেতনার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'তাঁর (সুকুমার রায়ের) স্বভাবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য ছিল, সেইজন্যই তিনি তার বৈপরীত্য এমন খেলাচ্ছলে দেখাতে পেরেছিলেন।' কিশোরোপযোগী বিজ্ঞান-সাহিত্য রচনায়ও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ — 'আবোল তাবোল', 'খাই খাই'; প্রবন্ধ — 'অতীতের ছবি', 'বর্ণমালাতত্ত্ব'; ৭টি নাটক — 'অবাক জলপান', 'ঝালাপালা', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'হিংসুটি', 'ভাবুকসভা', 'চলচ্চিত্তচঞ্চরি' ও 'শব্দকল্পদ্রুম'। 'হ-য-ব-র-ল', 'পাগলা দাশু', 'বহুরূপী' তাঁর গল্পসংগ্রহ। এছাড়া ইংরেজী ও বাংলায় রচিত কিছু গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ আছে। ডাইরীর আকারে একটি অপ্রকাশিত রসরচনা: 'হেসোরামের ডাইরী'। 'উহ্যনাম পণ্ডিত' ছদ্মনামে তিনি লেখক জীবনের প্রথমে ও অন্তিমপর্বে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তাঁর প্রখর কল্পনাশক্তি ও রসিক মনের অপরূপ ভাষায় লেখা রচনার সঙ্গে তাঁর আঁকা ছবিগুলিও অতুলনীয়। উল্লিখিত

রচনাগুলি ছাড়াও বহু ছবি, কবিতা ও প্রবন্ধ নানা পত্রপত্রিকায় ও নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। সুগায়ক ও সুঅভিনেতা হিসাবেও খ্যাতিমান ছিলেন। [৩, ৮৪, ১৪৯]

সুকুমার সেন (২.১.১৮৯৮ - ১৩.৫.১৯৬৩)। সোনারং — ঢাকা। অক্ষয়কুমার। ১৯২১ খ্রী· আই·সি·এস· পরীক্ষা পাশ করেন। ১৯২২ খ্রী· থেকে ১৯৪৭ খ্রী· পর্যন্ত শাসন-বিভাগীয় নানা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যসচিব, স্বাধীন ভারতের প্রথম নির্বাচন কমিশনার, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য, দণ্ডকারণ্য সংস্থার চেয়ারম্যান প্রভৃতি দায়িত্বশীল পদে কাজ করেছেন। আন্তর্জাতিক ইলেক্শান কমিশনের সভাপতিরূপে ১৯৫৩ খ্রী· সুদানে সাধারণ নির্বাচন পরিচালনা করে অভূতপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তারই স্বীকৃতিস্বরূপ সুদানের একটি প্রধান রাজপথ তাঁর নামাঙ্কিত করা হয়। ১৯৫৪ খ্রী· তিনিই প্রথম ভারতীয় নাগরিকরূপে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি পান। যন্ত্র ও রবীন্দ্রসঙ্গীতেও পারদর্শী ছিলেন। নির্বাচন পরিচালন সম্পর্কে তাঁর রচিত গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। [৫]

সুকোমলকান্তি ঘোষ (১৯১২ - ১৯.৪.১৯৭৮) কলিকাতা। পরিমলকান্তি। প্রখ্যাত সাংবাদিক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৫ খ্রী· স্নাতক হয়ে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় দু'বছর শিক্ষানবিসী করার পর 'যুগান্তর' পত্রিকায় সহকারী-ম্যানেজার হিসাবে যোগ দেন। ১৯৬৩ খ্রী· থেকে আমৃত্যু ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সাংবাদিক হিসাবে সারা পৃথিবী ঘুরেছেন। কমনওয়েল্‌থ্‌ প্রেস ইউনিয়নের ভারতীয় বিভাগের সম্পাদক ও পত্রিকা সিন্ডিকেটের কর্ণধার ছিলেন। বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ও বহু প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ছিলেন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। [১৬]

সুকৃতি সেন (? - ৯.৪.১৯৭২)। দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের প্রখ্যাত গায়ক ও সুরকার। ১৯৪৪ খ্রী· কংগ্রেস সাহিত্য-সঙ্ঘ দেশে সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু করলে তিনি তার সঙ্গে যুক্ত হন। কলিকাতায় বহু অনুষ্ঠানে অভ্যুদয় গীতিনাট্যে গান করতেন। এই গীতিনাট্যের সুর তিনিই দিয়েছিলেন। দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের প্রচারকল্পে এক সময় তিনি পার্কে পার্কে গান গেয়ে বেড়িয়েছেন। তিনি শুধু উত্তম ও উদাত্ত কণ্ঠের অধিকারীই ছিলেন না, গানের মধ্যে একটা অসাধারণ অভিনয়ের ভঙ্গী ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতাও তাঁর ছিল। গ্রামোফোন রেকর্ড এবং সিনেমাতেও তিনি বহু সঙ্গীতের সুরারোপ করেন। রচিত গ্রন্থ: 'প্রাচীন বাংলা গীত ও গীতকার।' [১৭]

সুখময় রায়, মহারাজা (? - ১৯.১.১৮১১)। ধনকুবের সুখময় ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গলের প্রথম বাঙালী ডিরেক্টর। জনহিতকর কাজে প্রচুর দান করতেন। উলুবেড়িয়া থেকে পুরীর সিংহদ্বার পর্যন্ত সুবিস্তৃত পথ তাঁর অর্থ-সাহায্যে নির্মিত হয়েছিল। কলিকাতা পোস্তার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নকু ধর (লক্ষ্মীকান্ত ধর) তাঁর মাতামহ ছিলেন। তিনি স্যার ইলাইজা ইম্পের দেওয়ানি করে মাতামহের ত্যক্ত সম্পত্তি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করেছিলেন। দিল্লীর বাদ্শাহের কাছ থেকে 'মহারাজা' উপাধি লাভ করেন ও পালকি ব্যবহারের অনুমতি পান। [৩১, ৬৪]

সুখময়ী লাহিড়ী (১৮৯৬ — ২৬.৩.১৯৮০) বাবুইহুদা — নদীয়া। পিতা শরৎকুমার লাহিড়ীর পুস্তক প্রকাশনা সংস্থা নাম করেছিল। পিতামহ রামতনু লাহিড়ী। বেথুন কলেজের ছাত্রী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সুখময়ী সরোজনলিনী মেমোরিয়াল অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের অন্যতম ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মহিলা বিভাগের কাজে তাঁর উদ্যম উল্লেখযোগ্য। কলিকাতার প্রথম দিকের সঙ্গীত-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সঙ্গীত সম্মেলনীর অবৈতনিক সম্পাদিকা ছিলেন। বিশের দশকে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও ভারতীয় নৃত্যকে জনপ্রিয় করার কাজে এই সংস্থার বিশেষ ভূমিকা ছিল। হাজারিবাগে নব-প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান হিসাবে কাজে যোগ দিয়ে অবশিষ্ট কাল সেখানেই কাটান। সেখান থেকে অবসর নেবার পর কলিকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষা-বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১৬]

সুখরঞ্জন রায় (১২৯৬ - ১৩৭০ ব·)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও রবীন্দ্র সাহিত্য-সমালোচনার অন্যতম পথিকৃৎ। ১৯১৩ খ্রী· 'কবি দেবেন্দ্রনাথের কাব্য' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অগ্রণী সমালোচক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯১৮ খ্রী· তাঁর লিখিত 'কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক বিখ্যাত প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে 'প্রতিভা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'প্রবাসী', 'নব্যভারত', 'বিচিত্রা', 'সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। 'জ্যোতিঃপিপাসু' ছদ্মনামে তিনি প্রবাসীতে বিভিন্ন পুস্তকের সমালোচনা লিখতেন। রচিত গ্রন্থ: 'শুক্লা', 'মায়াচিত্র', 'আকাশপ্রদীপ' (আখ্যায়িকামূলক কাব্য), 'হিমানী' (গল্প) প্রভৃতি। [৬]

সুখরঞ্জন সমাদ্দার, অধ্যাপক (জানু· ১৯৩৮ - এপ্রিল ১৯৭১) বানারিপাড়া — বরিশাল। কার্তিকচন্দ্র। বাইশহারী স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, বরিশাল বি·এম· কলেজ থেকে আই·এ· এবং সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি·এ· পাশ করেন। প্রথমে গোপালগঞ্জ কলেজে ও পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পূর্ববাঙলার মুক্তিযুদ্ধকালে পাক সামরিক বিভাগের নিয়োজিত আল-বদর বাহিনীর হাতে অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের মত তিনিও নির্মমভাবে নিহত হন। [১৫২]

সুখলতা রাও (২৩.১০.১৮৮৬ - ৯.৭.১৯৬৯) কলিকাতা। খ্যাতনামা শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। কলিকাতা ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় ও বেথুন

কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ১৯০৩ খ্রী· বৃত্তি নিয়ে এফ·এ· পাশ করেন। ১৯০৭ খ্রী· ওড়িশার ডা· জয়ন্ত রাও-এর সঙ্গে বিবাহ হয়। বিবাহের পর স্বামীর সঙ্গে সমাজসেবায় ব্রতী হয়ে 'কাইজার-ই-হিন্দ' পদক পান। কটকে শিশু ও মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র, ওড়িশা নারী সেবা সঙ্ঘ প্রভৃতি স্থাপন করেন। বাংলা ও ইংরেজীতে প্রায় ২০টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'লালিভুলির দেশে', 'পথের আলো', 'নানান দেশের রূপকথা', 'নতুন ছড়া', 'গল্প আর গল্প', 'নিজে পড়', 'নিজে শেখ', 'খেলার পড়া', 'New Steps', 'ঈশপের গল্প', 'হিতোপদেশের গল্প' প্রভৃতি। শিশু সাহিত্য সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত ও তাঁর রচিত 'নিজে পড়' গ্রন্থটির জন্য ১৯৫৬ খ্রী· লেখিকা, প্রকাশক ও মুদ্রাকর ভারত সরকারের প্রথম পুরস্কার পান। এছাড়াও তাঁর রচিত আরও কয়েকটি গ্রন্থ পুরস্কৃত হয়েছে। ইংরেজীতেও কবিতা ও ছড়া লিখতেন। তাঁর রচিত ইংরেজী কবিতা-গ্রন্থ: 'লিভিং লাইটস্'। ইংরেজী গ্রন্থ 'বেহুলা'তে তাঁর অঙ্কিত ছবি আছে। তাঁর অনুজা পুণ্যলতা চক্রবর্তীও (১৮৯০ - ২১·১১·১৯৭৪) সুসাহিত্যিক ছিলেন। পুণ্যলতার রচিত 'ছেলেবেলার দিনগুলি', 'ছোট্ট ছোট্ট গল্প' বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। [৩, ১৭]

সুখেন ভট্টাচার্য (? - ২৪·৪·১৯৫০) পূর্ববাঙলা। রাজশাহী জেলে বন্দী ছিলেন। ২৪·৪·১৯৫০ খ্রী· জেলের মধ্যে গুলি চালনায় তিনি নিহত হন। ঐ দিন নিহত শহীদদের মধ্যে ছিলেন আনোয়ার হোসেন, কম্পরাম সিংহ, দেলোয়ার হোসেন, বিজন সেন, সুধীন ধর, হানিফ শেখ প্রভৃতি। ঐ বছরই খুলনা জেলে রাজবন্দী ফণী গুহর মৃত্যু হয় এবং বিষ্ণু বৈরাগীকে জেলের মধ্যে পিটিয়ে মারা হয়। [৭৯]

সুখেন্দু গোস্বামী (১৯১১ — ১৬·৭·১৯৮৩) ঢাকা। মদনমোহন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী। 'গীতবিতান'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। পরিবারে কীর্তনগানের ঐতিহ্য ছিল। ঢাকায় আই·এস-সি· পড়ার সময় বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স রেভলিউশনারি পার্টির সংস্পর্শে আসেন। স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে ১৯৩১ খ্রী· গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৪ খ্রী· কলিকাতায় অন্তরীণ থাকাকালে বি·কম· এবং ১৯৩৬ খ্রী· ইতিহাসে এম·এ· পাশ করেন। তার আগে ১৯৩৫ খ্রী· থেকে গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর কাছে তাঁর রীতিমত সঙ্গীতের শিক্ষা শুরু। প্রথম গানের রেকর্ড সেনোলা কোম্পানী থেকে (১৯৩৬)। ১৯৩৭-৪০ খ্রী· পর্যন্ত বিভিন্ন সঙ্গীত সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন। 'গীতবিতানে'র উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বিভাগ — সঙ্গীতভারতীর অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৬৫-৭৩ খ্রী· রবীন্দ্রভারতীর ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে শিক্ষকতা করেছেন। ১৯৭৮ খ্রী· থেকে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গীত উপদেষ্টা সমিতির সদস্য এবং ১৯৮২ খ্রী· থেকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত অ্যাকাডেমির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। [১৬, ১৭]

সুখেন্দুবিকাশ দত্ত [১] (১৯১৪ ? - ২৭·১০·১৯২৯) শ্রীপুর — চট্টগ্রাম। ম্যাট্রিক ক্লাশের প্রতিভাবান ছাত্র এবং চট্টগ্রাম কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। ২১·৯·১৯২৯ খ্রী· চট্টগ্রাম কংগ্রেস কমিটির সাধারণ অধিবেশনের পর অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে বাড়ি ফেরবার সময় ছুরিকাহত হয়ে পরে মারা যান। তিনি সূর্য সেনের বিখ্যাত চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন। প্রখ্যাত বিপ্লবী চারুবিকাশ দত্ত তাঁর অগ্রজ। [৫]

সুখেন্দুবিকাশ দত্ত[২] (? - ৬·১১·১৯৬৮) ছনহরা — চট্টগ্রাম। দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলায় দীর্ঘ কারাবাসের পর বিনা বিচারে চট্টগ্রাম জেলে বন্দী ছিলেন। চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের নেতা মাষ্টারদাকে (সূর্য সেন) মুক্ত করার চেষ্টায় অংশ নেন। এই ষড়যন্ত্র ফাঁস হলে তাঁকে বহরমপুর জেলে বন্দী করা হয়। মুক্তির পর প্রকাশ্য রাজনীতিতে অংশ নেন। [৯৬]

সুখেন্দুমোহন সেন (১৯২০ - ১৯·৯·১৯৭৯) ময়মনসিংহ। বিরাজমোহন। যুগান্তর পার্টির পৃথ্বীশ বসুর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অন্যান্য ভাইদের সঙ্গে জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। ১৯৪৭ খ্রী· দেশ-বিভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানে থেকে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে যুক্ত থাকেন। বিভিন্ন সময়ে ১৫ বছর কারারুদ্ধ ছিলেন। ১৯৭২ খ্রী· ঢাকায় মুক্তিফৌজ বাহিনীকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। ময়মনসিংহে প্রগতিশীল আন্দোলনে সক্রিয় থাকায় সরকারের সন্দেহভাজন ছিলেন। 'ভাই সেন' নামে সমধিক পরিচিত। বিপ্লবী ছোটকা সেন তাঁর অগ্রজ। [১৪৯]

সুচারু দেবী, মহারাণী (১৮৭৪ - ?) কলিকাতা। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র। স্বামী — ময়ূরভঞ্জের মহারাজা রামচন্দ্র ভঞ্জদেব। কাব্য, সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁর অঙ্কিত বহু চিত্রে নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিছুদিন 'পরিচারিকা' পত্রিকা পরিচালনা করেন। সমাজকল্যাণমূলক কাজেও তিনি নিযুক্ত ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'ভক্তি-অর্ঘ্য' ও 'প্রণতি'। [৪৪]

সুচেতা কৃপালনী (২৬·৬·১৯০৮ - ১·১২·১৯৭৪)। পিতা পাঞ্জাব-প্রবাসী বাঙালী ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। পাঞ্জাবের আম্বালায় জন্ম। পাঞ্জাবের লাহোর শহরে শিক্ষারম্ভ। ১৯৩১ খ্রী· দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম·এ· পাশ করেন। ১৯৩১ - ৩৯ খ্রী· পর্যন্ত কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকেন। ১৯৩৬ খ্রী· কংগ্রেসের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক আচার্য কৃপালনীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় এবং তখন থেকেই রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নিতে থাকেন। ১৯৩৯ খ্রী· তিনি কংগ্রেসের বৈদেশিক-বিষয়ক সম্পাদকরূপে নিযুক্ত হন। ১৯৪১ খ্রী· অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মহিলা দপ্তরে সম্পাদক হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজে বিশেষ নৈপুণ্যের জন্য এবং সবরকম কঠিন ও কঠোর কাজের জন্য তিনি প্রশংসিত হন। এ সময় থেকে পারিবারিক জীবন তুচ্ছ করে তিনি ঘন ঘন কারাজীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। ১৯৪৫ খ্রী· তিনি 'কস্তুরবা

মেমোরিয়াল ট্রাস্ট'-এর সংগঠন-সম্পাদক ও উত্তরপ্রদেশ থেকে ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ খ্রী॰ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিধ্বস্ত নোয়াখালীতে তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে গিয়ে সেবাকার্য চালান। তাঁর সম্বন্ধে গান্ধীজী লিখেছিলেন, 'a person of rare courage and character who brought credit to Indian womanhood'। দেশ স্বাধীন হবার পর উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে তাঁর প্রশংসনীয় ভূমিকা ছিল। ১৯৪৭ - ৫১ খ্রী॰ পর্যন্ত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৫১ খ্রী॰ কংগ্রেস ছেড়ে কিষাণ মজদুর প্রজা পার্টির জাতীয় পরিষদের সদস্য হন। ১৯৫২ ও ১৯৫৭ খ্রী॰ নির্বাচনে লোকসভায় নির্বাচিত হয়ে পুনরায় কংগ্রেসে ফিরে আসেন। ১৯৫৮ খ্রী॰ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কাজ শুরু করেন। ১৯৬০ খ্রী॰ তিনি রাজ্য-রাজনীতিতে যোগ দেন। ১৯৬০ - ৬৩ খ্রী॰ তিনি উত্তরপ্রদেশের শ্রমমন্ত্রী এবং ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৭ খ্রী॰ পর্যন্ত ঐ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তিনিই ভারতের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৬৭ খ্রী॰ তিনি পুনরায় লোকসভায় নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ খ্রী॰ সংগঠন কংগ্রেসে যোগ দেন। [১৬]

সুজয়া গুহ (৩০.১.১৯৩৮ - ২৬.৮.১৯৭০) পাতারহাটি — বরিশাল। পিতা স্বাধীনতা-সংগ্রামী প্রভাসচন্দ্র বসু চাকরি নিয়ে ব্রিটিশ ভারত থেকে নেপালে চলে যান। সুজয়ার বাল্যকাল সেখানেই কাটে। শিক্ষা কলিকাতার লেক স্কুল ফর গার্লস্-এ, লেডী ব্রাবোর্ন কলেজে ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিছুদিন দমদমে সরোজিনী নাইডু কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপিকা ছিলেন। লেখক ও পর্বত-অভিযাত্রী কমলকুমার গুহর সঙ্গে ১৯৫৯ খ্রী॰ বিবাহ হয়। ১৯৬৪ খ্রী॰ স্বামী সহ একটি দলের সঙ্গে অমরনাথে গিয়ে হিমালয়ের দুর্গমতার সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে। দার্জিলিংয়ের হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্‌স্টিটিউট থেকে শিক্ষালাভ করেন। ১৯৬৭ খ্রী॰ পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের প্রথম সংগঠিত পর্বতাভিযানের তিনি ছিলেন ম্যানেজার ও তাঁর বাড়িতেই ছিল অভিযানের সদর দপ্তর। মহিলা পর্বতারোহিণীদের ক্লাব 'পথিকৃৎ' তাঁর প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়। ১৯৬৯ খ্রী॰ রূপকুন্ড, গোহ্নাতাল কুঁয়ারী গিরিপথ ও তপোবন যান। ১৯৭০ খ্রী॰ লাহুলে এক অনামী শৃঙ্গ (পরে ললনাশৃঙ্গ নাম হয়) আরোহণের মহিলা পর্বতাভিযাত্রীদের তিনি ছিলেন দলনেত্রী। ২১ আগস্ট ২১,১৩১ ফুট উচ্চ শৃঙ্গটি আরোহণ করার পর মূল শিবির থেকে বাতাল গ্রামে যাবার পথে খরস্রোতা করচা নালা পার হবার সময় সঙ্গী কমলা সাহাকে ঐ নালার জলে ভেসে যেতে দেখে সেই 'শকে' তাঁর মৃত্যু হয়। কমলা সাহার দেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি। বম্বের 'ক্লাইম্বারস ক্লাব' তাঁর নামে প্রতি বছর ভারতের শ্রেষ্ঠ মহিলা পর্বতাভিযাত্রীকে শীল্ড দিয়ে থাকেন। ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশন তাঁর নামে পর্বতারোহণের সাজসরঞ্জামের এক ভাণ্ডার স্থাপন করেছেন। হিমাচল সরকার লাহুলের বাতাল ও স্তিংরীতে তাঁর দাহ করার স্থানে দুইটি স্মৃতিস্তম্ভ করে দিয়েছেন। [১৭৪]

সুজাতা দেবী (১৯০২ ? -১৯৬৭)। স্বামী—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পুত্র চিররঞ্জন। ত্রাণকেন্দ্র, সেবাকেন্দ্র প্রভৃতি স্থাপন করে তিনি সমাজসেবায় যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দেন। [৪]

সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৪.৩.১৯০৫ - ৬.৪.১৯৭৮) চুয়ামাসিনা — বাঁকুড়া। দেবেন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতনে ছাত্রাবস্থায় 'সংস্কার সমিতি' গঠন করে কুসংস্কার পরিত্যাগের প্রচেষ্টা করেন। কর্মজীবনও শান্তিনিকেতনে কাটে। রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ: 'বসুবন্ধু', 'ত্রিস্য স্বভাবনির্দেশ', 'মৈত্রী সাধনা', 'অশোকাবদান', 'রবির আলোকে শান্তিনিকেতন' প্রভৃতি। [১৭৪]

সুদর্শন চক্রবর্তী (৩.২.১২৭৪ - ২০.১.১৩৩৯ ব.) ঢাকা। ১৮৮৭ খ্রী॰ রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা এবং ১৮৯৩ খ্রী॰ বি.এল. পাশ করে রাজশাহীতে ওকালতি শুরু করেন। ১৮৯৮ খ্রী॰ রাজশাহীতে বিশ্বেশ্বর ভোলানাথ অ্যাকাডেমী নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১১ খ্রী॰ কংগ্রেসের আহ্বানে সাময়িকভাবে ওকালতি ব্যবসায় ত্যাগ করেছিলেন। তিনি রাজশাহীর মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ও বহুকাল রাজশাহী কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। [৫]

সুধাকর চট্টোপাধ্যায় (৮.৫.১৯১১ - ৫.২.১৯৭৮) গোবিন্দপুর — চব্বিশ পরগনা। অখিলচন্দ্র। হিমাচল প্রদেশের সিমলায় জন্ম। ১৯৩১ খ্রী॰ প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ. এবং ১৯৩৩ খ্রী॰ ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে এম.এ. পাশ করেন। আইন বিষয়েও কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে কিছুদিন ওকালতি করার পর ঐতিহাসিক গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। ১৯৪১ খ্রী॰ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত দিনাজপুরে বাণগড় খননকার্যে যোগ দেন। ১৯৪৩ খ্রী॰ প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি এবং ১৯৪৭ খ্রী॰ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ.ডি. উপাধি লাভ করেন। ১৯৩৯ - ৫৩ খ্রী॰ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে গবেষক ও পরে অধ্যাপনার কাজ করেন। ১৯৫৩ খ্রী॰ বিশ্বভারতীর ইতিহাস বিভাগের প্রধান-অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন এবং ১৯৭২ - ৭৩ খ্রী॰ বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ মনোনীত হন। ১৯৭৪ খ্রী॰ অবসর গ্রহণ করেন। রচিত গ্রন্থ: 'The Achaemenids and India', 'The Sákas in India', 'Evolution of Theistc Sects', 'Social Life in Ancient India', 'Racial Affinities of Early North Indian Tribes', Some Early Dynasties of South India', 'Bimbisāra to Aśoka', 'Reflection on Tantras' প্রভৃতি। বাংলা ভাষায় বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকাদিতে তাঁর রচিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'ধর্ম ও কুসংস্কার' গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। ইউনেস্কো কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে ১৯৬১ খ্রী॰ 'Traditional Values in Indian Life' গ্রন্থ রচনা করেন। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও পুরাকীর্তি সংস্থার সদস্য ছিলেন। ১৯৬৮ খ্রী॰ সোভিয়েট

সরকারের আমন্ত্রণে দুশাম্বেত্তে এবং ১৯৭১ খ্রী· অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরায় আন্তর্জাতিক ঐতিহাসিক সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। [১৯৮]

সুধাংশুকুমার বসু (? - ১৯৭৯)। প্রখ্যাত সাংবাদিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। ১৯৩৪ খ্রী· এম·এ· পাশ করেন। বিদ্যাসাগর কলেজে অর্থনীতির অধ্যাপনা দিয়ে কর্মজীবন শুরু। ১৯৪৪ খ্রী· হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন এবং ৬ বছর পর তার সম্পাদক হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক বিভাগ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৮ খ্রী· তিনি ঐ বিভাগের প্রধান হিসাবে কার্যভার নেন। আনন্দবাজার ও সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। বিদেশের বহু স্থান পরিদর্শন করেছেন। 'পশ্চিমবঙ্গ প্রেস অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি'র সভাপতি ছিলেন। [১৬]

সুধাংশুকুমার শর্মা (১৯১০ - ১৯·৮·১৯৩০) মণ্ডালিভোগ — শ্রীহট্ট। বি·এ· ক্লাশের ছাত্রাবস্থায় সুর্মাভ্যালি স্টুডেন্টস্ সমিতির সম্পাদক ছিলেন। আইন অমান্য আন্দোলন কালে গ্রেপ্তার হয়ে চার মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। শ্রীহট্ট জেলে মৃত্যু। [৪২]

সুধাংশুশেখর নন্দী (? - ২৪·১০·১৯৩২) জয়পুরহাট — বগুড়া। বোমা প্রস্তুতের সময় আহত হয়ে মারা যান। ঐ সময়ে আরও ৩ জন গুরুতরভাবে আহত হন। [৪৩]

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী (২০·১১·১৮৯৬ - ১৯৬৯)। জীবনের প্রায় ৫০ বছর বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতনের নানা-বিষয়ক সেবায় কাটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘকালীন সহচর ও একান্ত-সচিব ছিলেন। কবি হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। [৪]

সুধীন কুমার (সেপ্টে· ১৯১৮ — ১৮·৭·১৯৮৪) কলিকাতা। আই·সি·এস· পিতার সন্তান তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবী ছিলেন। স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ১৯৩৮ খ্রী· বি·এ· ও ১৯৪০ খ্রী· ইংরেজীতে এম·এ· পাশ করেন। ছাত্রাবস্থায় ১৯৩৭ খ্রী· সৌম্যেন ঠাকুর পরিচালিত আর·সি·পি·আই· দলে যোগ দেন। ১৯৪০ - ৪৪ খ্রী· ইন্দুলাল ইয়াইনিকের সঙ্গে বোম্বের শ্রমিক আন্দোলনে এবং গুজরাটের কৃষক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ খ্রী· দল দ্বিধা বিভক্ত হলে তিনি পান্নালাল দাশগুপ্তের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠিতে আসেন। ১৯৬৭ খ্রী· থেকে তিনি যুক্তফ্রন্ট ও বামফ্রন্ট সরকারের আহ্বায়ক ও ১৯৬৯ খ্রী· কিছুদিন খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন। দলের মুখপত্র ও কয়েকটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। [১৬]

সুধীন দাশগুপ্ত (১৯৩০ - ১৯৮২) বড়কালিয়া যশোহর। বাল্য ও কৈশোর কাটে দার্জিলিং জেলায়। সুরকার ও পিয়ানো, মাউথ অর্গান, সেতার, হারমোনিয়াম বাদনে পারদর্শী এই শিল্পী ১৩ বছর বয়সে নামী ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় পি·কে· সেনকে দার্জিলিং শহরে পরাজিত করেন। পরবর্তীকালে তিনবার ব্যাডমিন্টনে রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। পিয়ানো শিক্ষা রবার্ট কনিয়া ও জর্জি ব্যাবকস (লুই ব্যাবকস এর পিতা)-এর কাছে। এর পর লন্ডনের রয়াল কলেজ অব মিউজিক থেকে মাস্টার ডিগ্রী লাভ করেন। এঁনায়েৎ খাঁর রেকর্ড শুনে তাঁর সেতার শিক্ষা। রেকর্ড ছাড়াও ভাতখন্ডের বই থেকে তাঁর মার্গসঙ্গীতের অভিজ্ঞতা। এছাড়া লোকসঙ্গীতের বিপুল সংগ্রহ ছিল তাঁর। বাংলা গানে নতুনত্ব এনেছিলেন। ১৯৫৩ খ্রী· প্রথম তাঁর সুরে রেকর্ড করেন বেচু দত্ত। চলচ্চিত্রে প্রথম সঙ্গীত পরিচালনা করেন ১৯৫৬ খ্রী, 'উল্কা' ছবিতে। তারাশঙ্করের লেখা বহু গানের তিনি সুরকার। 'বাঁশবাগানের মাথার উপর', 'সাগর থেকে ফেরা', 'থৈ থৈ শাওন এল ঐ' প্রভৃতি কবিতা তাঁর দেওয়া সুরে রসোত্তীর্ণ গান হয়ে উঠেছে। নিজেও গীত রচনা করেছেন। [১৬,১৭]

সুধীন পোদ্দার (? - ২·৩·১৯৪৩) নারায়ণগঞ্জ — ঢাকা। কমিউনিস্ট দলের বিশিষ্ট কর্মী ও ঢাকা টেক্সটাইল ইউনিয়নের সংগঠক ছিলেন। ঢাকার দাঙ্গা প্রতিরোধে অসীম সাহসে কাজ করেন। মোটর দুর্ঘটনায় মারা যান। [৭৬]

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩·৭·১৮৬৯ - ৭·১১·১৯২৯) জোড়াসাঁকো — কলিকাতা। দ্বিজেন্দ্রনাথ। পিতামহ — মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন থেকে এন্ট্রান্স ও ১৮৯০ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করেন। রবীন্দ্র-পরবর্তী কথাসাহিত্যে তিনি প্রশংসনীয় দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। 'ভারতী', 'সাহিত্য', 'প্রবাসী' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও কবিতায় তাঁর রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ১২৯৮ ব· 'সাধনা' পত্রিকা প্রকাশ করে ৩ বছর পরিচালনা করেন। পরে রবীন্দ্রনাথ তার ভার নেন। উল্লেখযোগ্য রচনা: 'ধর্মের অভিব্যক্তি এবং ব্রাহ্মসমাজ', 'বৈতানিক', 'দোলা' (কাব্য), 'মায়ার বন্ধন' (উপন্যাস), 'চিত্ররেখা', 'করঙ্গ', 'মঞ্জুষা', 'চিত্রালী' (গল্প), 'প্রসঙ্গ' (সন্দর্ভ), প্রভৃতি। [৩, ৫, ২৮]

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (৩০·১০·১৯০১ - ২৫·৬·১৯৬০) কলিকাতা। প্রখ্যাত বৈদান্তিক দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র যুগে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত অন্যতম বিশিষ্ট বিদগ্ধ কবি, খ্যাতনামা সমালোচক এবং সাংবাদিক। কাশীর থিয়সফিস্ট হাই স্কুল এবং কলিকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র ছিলেন। ইংরেজীতে এম·এ· পাশ করে পিতার নিকট অ্যাটর্নিশিপ-এ শিক্ষা নিয়েছেন। ফরাসী ও জার্মান ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। ১৯২৯ খ্রী· তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে যান। দুই বছর বিদেশে কাটিয়ে দেশে ফিরে ১৯৩১ খ্রী· থেকে ১২ বছর 'পরিচয়' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 'ফরওয়ার্ড' ও 'সবুজপত্রে'র সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। যুদ্ধের সময় ১৯৪২ - ৪৫ খ্রী· এ·আর·পি-তে, ১৯৪৫ - ৪৯ খ্রী· স্টেটসম্যান পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন। ১৯৫৭ - ৫৯ খ্রী· চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ খ্রী· থেকে ১৯৬০ খ্রী· মধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে বিভিন্ন সময়ে অধ্যাপনা করেছেন। প্রসিদ্ধ গায়িকা রাজেশ্বরী বাসুদেব তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ: 'তন্বী', 'অর্কেস্ট্রা', 'ক্রন্দসী', 'উত্তর ফাল্গুনী, 'সংবর্ত', 'প্রতিধ্বনি', ও 'দশমী'। প্রবন্ধ-রচনায় তাঁর মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবন্ধ গ্রন্থ: 'স্বগত', 'কুলায় ও কালপুরুষ' প্রভৃতি। [৩, ১৭]

সুধীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৩০৫ ? - ২১.৬.১৩৭০ ব.)। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের কৃতী ছাত্র ছিলেন। ১৯৩৪ খ্রী· অবিভক্ত বাঙলার আইন দপ্তরে যোগ দেন। ১৯৪৭ খ্রী· গণ-পরিষদে নিযুক্ত হন এবং সকল পর্যায়ে সংবিধান প্রণয়নের কাজে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫২ খ্রী· রাজ্যসভা গঠিত হওয়ার পর সচিব নিযুক্ত হন। ১৯৬২ খ্রী· 'পদ্মভূষণ' উপাধি পান। [৪]

সুধীন্দ্র বসু (? - ২৬.৫.১৯৪৫)। ঢাকা। কুমিল্লায় শিক্ষা। তিনি আমেরিকায় ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিচালকগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি লাভ করে ১৯১৪ খ্রী· সেখানেই অর্থনীতির অধ্যাপক নির্বাচিত হন এবং প্রায় ৩০ বছর অধ্যাপনা করেন। তাঁর প্রবন্ধের সংকলন 'Fifteen years in America'। আমেরিকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছিলেন। [৫, ১৪৯]

সুধীরকুমার ঘোষ (১৯০৫ ? — ২৪.৪.১৯৭০) আমড়াডাঙ্গা — চব্বিশ পরগনা। যাদবপুর কলেজ থেকে ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে ইলেক্‌ট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টর হিসাবে ব্যবসায়ী মহলে প্রচুর সুনাম অর্জন করেন। তিনি ভারতবর্ষে প্রেক্ষণ-বিষয়ক যন্ত্রাদি (Optical instruments) নির্মাণের পথিকৃৎ। [১৬]

সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়, রেভারেন্ড (? - ১২.৪.১৯৬৬)। ১৯১১ খ্রী· আই-এফ-এ· শীল্ড বিজয়ী খেলোয়াড়দের অন্যতম। এই খেলায় মোহনবাগান দলে লেফ্‌ট্‌-ব্যাকে খেলার সময় তিনিই একমাত্র বুট-পরা খেলোয়াড় ছিলেন। মোহনবাগানের আগে তিনি ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশনে খেলতেন। হাঁটুতে আঘাত পাওয়ায় ১৯১৩ খ্রী· ফুটবল থেকে তিনি অবসর নেন। কলিকাতা বিশপস্‌ কলেজে ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। মোহনবাগান দলে যখন খেলতেন তখন লন্ডন মিশনারী সোসাইটি কলেজে ইংরেজী ও ইতিহাসের সুপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক ছিলেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শিক্ষা করে কিছুদিন ট্রিনিটি কলেজে লেকচারার-এর কাজ করেন। দেশে ফিরে ডায়মন্ডহারবার রোডে বিষ্ণুপুরে আবাসিক বিদ্যালয় 'শিক্ষা-সদন' প্রতিষ্ঠা করেন এবং দীর্ঘকাল তার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ভারতবর্ষীয় চার্চ অফ ইংল্যান্ডে তাঁর পদ বিশেষ উচ্চে ছিল। রেভারেন্ড এবং রাইট রেভারেন্ডের ধাপ পেরিয়ে শেষ-জীবনে তিনি ছিলেন দি ভেরি রেভারেন্ড ডক্টর (ডক্টর অফ ডিভিনিটি)। বেঙ্গল ক্রিশ্চিয়ান কাউন্সিলের সম্পাদক এবং পরে সভাপতি এবং ইউনাইটেড চার্চ অফ নর্দার্ন ইন্ডিয়ার মডারেটর ছিলেন। আন্তর্জাতিক মিশনারী সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। [১৫৮]

সুধীরকুমার সেন (১৮৮৮ - ২৮.৮.১৯৫৯) বাসণ্ডা — বরিশাল। চণ্ডীচরণ। তিনি ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি-এ· পাশ করেন। ভারতবর্ষে সাইকেলের ব্যবসায়ে এবং সাইকেল নির্মাণ ও বিকাশে তাঁর যথেষ্ট অবদান আছে। তাঁর প্রচেষ্টায় ও রামচন্দ্র পণ্ডিতের সহায়তায় ১৯০৯ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত 'সেন অ্যান্ড পণ্ডিত কোং' অল্পদিন পরেই তাঁর মালিকানায় চলে আসে। সাইকেলের প্রচলন বৃদ্ধির জন্য তিনি ১৯১৭ খ্রী· 'ইন্ডিয়ান সাইকেল অ্যান্ড মোটর জার্নাল' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। মার্কেটিং ও সেল্‌স্‌ম্যানশিপের রাজা সুধীরকুমারের প্রকৃত ব্যবসায়ী-জীবনের সূচনা হয়েছিল ১৯১২ খ্রী· বিলিতী সাইকেল-শিল্পপতিদের আয়োজিত বাণিজ্যিক সম্মেলন উপলক্ষে তাঁর প্রথম ইংল্যান্ড সফরের সঙ্গে সঙ্গে। উত্তরকালে প্রতি বছর ইংল্যান্ড, জার্মানী ও আমেরিকায় সওদা করতে বেরোতেন। বাণিজ্যব্যপদেশে জার্মানীতে যান এবং সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। আসানসোলের সংলগ্ন কন্যাপুরে ১৯৫২ খ্রী· সেন-র্যালে ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা তাঁর অক্ষয় কীর্তি। ১৯৪১ খ্রী· শ্বশুর ডা· নীলরতন সরকারের অনুরোধে তিনি ন্যাশনাল ট্যানারির কর্মভার হাতে নিয়ে তার উন্নতিবিধানে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন। কবি কামিনী রায় তাঁর ভগ্নী। [৪, ১৭]

সুধীরচন্দ্র দে। আলকা — খুলনা। তিনি যশোহর-খুলনার প্রথম যুগের বৈপ্লবিক সংস্থার সংগঠক। কলিকাতা অনুশীলন সমিতির সদস্যপদ পেয়ে খুলনায় স্বগ্রামে প্রথম দলের শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। পরে যুগান্তর সমিতিতে যোগ দেন। তাঁর নেতৃত্বে ক্রমশ পার্শ্ববর্তী যশোহর জেলায়ও দলের শাখা বিস্তৃত হয়। প্রথমে ডাকাতির অভিযোগে তিনি গ্রেপ্তার হন; পরে যশোহর ষড়যন্ত্র মামলায় ১৯১০ খ্রী· তাঁর পাঁচ বছরের দ্বীপান্তর কারাদণ্ড হয়। ১৯৩১ খ্রী· ফরিদপুরে বোমা ও পটকা সহ ধরা পড়ে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। [১৩৯]

সুধীরচন্দ্র নাগ (১৯০৩ - ১৯৭৮) পাঁচগাঁও — শ্রীহট্ট। গুরুদয়াল। পিতামহ গিরীশচন্দ্রের ঢাকার বাড়ীতে প্রতিপালিত হন। এখানে পিতৃস্বসা লীলা নাগ ও 'শ্রীসঙ্ঘে'র বিপ্লবী নেতা অনিলচন্দ্র রায়ের সংস্পর্শে তাঁর বৈপ্লবিক জীবনের সূচনা। লীলা রায় সম্পাদিত 'জয়শ্রী' (১৯৩১) সাময়িক পত্রিকার তিনি প্রথম প্রকাশক ছিলেন। ত্রিশের দশকে ব্যাপক বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের প্রাক্কালে তিনি ঢাকা ছেড়ে স্বগ্রামে তাঁর কর্মকেন্দ্র গড়ে তোলেন। ১৯৩১ খ্রী· তাঁর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হলে তিনি আত্মগোপন করে সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে আসাম-বাংলার সীমান্তবর্তী কয়েকটি অঞ্চলে বোমা তৈরীর 'সেল' স্থাপন করেন। আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করে তা বিতরণের চেষ্টাও চালান। পুলিস তাঁকে ধরতে না পেরে তাঁর বিধবা মা-কে লাঞ্ছিত করে,

পিতামহের বহু অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। পরে ১৯৩৪ খ্রী· ধরা পড়ে চার বছর কারারুদ্ধ থাকেন। তিনি সুরমাভ্যালী ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রেসিডেন্ট, কাছাড় জেলা ফরওয়ার্ড ব্লকের মনোনীত সেক্রেটারী ও কাছাড় নেতাজী নগরের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। [৮২]

সুধীরচন্দ্র সরকার (১৮৯২ - ১৯৬৮) বহরমপুর — মুর্শিদাবাদ। রায়বাহাদুর মহিমচন্দ্র। বিচার বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী পিতারসঙ্গে বিভিন্ন স্থানে বাল্য-জীবন কাটে। ১৯০৭ খ্রী· এন্ট্রান্স ও পরে বি·এ· এবং আইন পাশ করেন। সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকায়। ক্রমে 'সুপ্রভাত', 'যমুনা', 'জাহ্নবী', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি বিখ্যাত পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। সুকিয়া স্ট্রীটে সাহিত্যিক গোষ্ঠীর আড্ডায় তিনি বাঙলার খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচিত হন। পিতৃ প্রতিষ্ঠিত আইন পুস্তক প্রকাশনা সংস্থা 'রায় এম·সি·সরকার বাহাদুর এন্ড সন্স'-এ যোগ দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্য-গ্রন্থ প্রকাশে মনোযোগী হলেন। এ বিষয়ে খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের সঙ্গে তরুণ লেখকদের বইও প্রকাশ করতে থাকেন। এখান থেকেই নাচঘর পত্রিকার সূচনা হয়। বিশের দশকের শুরুতে প্রকাশ করেন শিশুদের জন্য মাসিক পত্রিকা 'মৌচাক'। 'হিন্দুস্থান ইয়ার বুক' সঙ্কলন ও প্রকাশ তাঁরই কর্মতৎপরতার পরিচয়। ১৯৫২ খ্রী· প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে শিশুসাহিত্য বিভাগের তিনি সভাপতি হয়েছিলেন। [৪,১৭]

সুধীরচাঁদ হাজরা (১৯১৫ - ২৯·৯·১৯৪২) করক — মেদিনীপুর। গোষ্ঠবিহারী। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে মহিষাদল পুলিস স্টেশন আক্রমণকালে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

সুধীররঞ্জন খাস্তগীর (২৪·৯·১৯০৭ - ২৭·৫·১৯৭৪) চট্টগ্রাম। সত্যরঞ্জন। পিতার আবাসস্থল গিরিডি থেকে প্রবেশিকা পাশ করে (১৯২৫) শান্তিনিকেতনে আই·এ· পড়তে আসেন। কিন্তু আই·এ· পরীক্ষা না দিয়ে সেখানকার কলাভবনে (নন্দলাল বসুর অধ্যক্ষতা কালে) কয়েক বছর চিত্রাঙ্কনের সঙ্গে ভাস্কর্য শিক্ষা করেন। কলাভবনের পাঠক্রম সমাপ্ত হবার পরেই তিনি ভারত পর্যটনে বেরিয়ে গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া স্কুলে (১৯৩৪) এবং ডেরাডুনের ডুন স্কুলে (১৯৩৬) শিক্ষকতা করেন। এই ডুন স্কুলেই তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কাটে। মাঝে ১৯৩৭ খ্রী· এক বছরের জন্য ইউরোপ ভ্রমণে যান এবং লন্ডনের রয়াল সোসাইটি অফ আর্টসের ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ খ্রী· লক্ষ্ণৌ-এর সরকারী আর্ট কলেজের অধ্যক্ষের পদে যোগদান করে ১৯৬২ খ্রী· অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর ভাস্কর্য রচনা প্রধানত ব্রোঞ্জ, প্ল্যাস্টার ও কংক্রিটের মাধ্যমেই। মনঃকল্পিত ভাস্কর্যের সঙ্গে বহু বিশিষ্ট বিদেশী ও ভারতীয়ের মুখাকৃতি তিনি রচনা করেন। ভারতের অনেক মিউজিয়মে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর চিত্র ও ভাস্কর্য সংগৃহীত আছে।রচিত গ্রন্থ: 'ডান্সেস ইন লিনোকাট', 'পেন্টিংস', 'স্কাল্‌প্‌চারস্', 'পেন্টিংস অ্যান্ড ড্রইংস'। শিশুদের জন্য লেখেন 'তালপাতার সেপাই'। 'মাইসেলফ' গ্রন্থে তাঁর জীবন কথা বিবৃত করেছেন। ১৯৫৮ খ্রী· তিনি 'পদ্মশ্রী' উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন। [১৭]

সুধীররঞ্জন দাশ (১·১০·১৮৯৪ - ১৬·৯·১৯৭৭) তেলিরবাগ — ঢাকা। রাখালরঞ্জন। বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ও শিক্ষাব্রতী। ছাত্রজীবন কাটে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে, বঙ্গবাসী কলেজে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর গানের গলা খুব ভাল ছিল। অভিনয়ও করতে পারতেন। ১৯১৫ খ্রী· উচ্চশিক্ষার জন্য লন্ডন যান। সেখানে আইন পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। 'গ্রেজ ইন' থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে ১৯১৮ খ্রী· দেশে ফিরে আইন ব্যবসা শুরু করেন। আইন কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনাও করেছেন। ১৯৪২ খ্রী· কলিকাতা হাইকোর্টের জজ হন। দেশ-ভাগের ফলে গঠিত নূতন রাজ্য পূর্ব-পাঞ্জাবের প্রধান বিচারপতি হয়ে ১৯৪৮ খ্রী· সিমলায় যান। ১৯৫০ খ্রী· সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হয়ে দিল্লী আসেন ও পরে তার প্রধান বিচারপতি হন। এ সময় মুল্লার লেখা 'ট্রান্সফার অব প্রপারটিজ অ্যাক্ট' সম্পাদনা করেন। ১৯৫৯ খ্রী· অবসর গ্রহণের পর শান্তিনিকেতনে আসেন। ১৯৬১ - ৬৬ খ্রী· বিশ্বভারতীর উপাচার্য ছিলেন। এ কাজের জন্য কোনো পারিশ্রমিক তিনি নেন নি। সে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য ছিলেন। পাঞ্জাবের এককালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রতাপ সিং কাঁয়রোর বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্তের জন্য ভারত সরকার তাঁকে নিয়ে 'দাশ কমিশন' গঠন করেছিলেন। বহুদিন স্টেটসম্যান পত্রিকার পরিচালক মণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আজীবন তাঁর সম্পর্ক ছিল। রচিত গ্রন্থ: 'আমাদের গুরুদেব', 'আমাদের শান্তিনিকেতন', 'যা দেখেছি যা পেয়েছি'। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা। [১৬]

সুধীশ ঘটক (১৯০৫ ? - ২১·১০·১৯৬৬) নতুন ভারেঙ্গা — পাবনা। সুরেশচন্দ্র। লন্ডনে সিনেমাটোগ্রাফিতে ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স শেষ করে সেখানেই ১৯৩৪ - ৩৬ খ্রী· অল্প দৈর্ঘ্যের কিছু ছবি তোলেন। তারপর দেশে ফিরে তিনি নিউ থিয়েটার্সে যোগ দেন। ক্যামেরাম্যানরূপে তাঁর প্রচুর খ্যাতি ছিল। পরবর্তী কালে 'ইন্ডিয়ান নিউজ প্যারেড'-এর প্রধান ক্যামেরাম্যান হন। কিছুদিনের জন্য 'ফিল্মস্ ডিভিসন'-এর ক্যামেরাম্যান ছিলেন। শেষ-জীবনে বিমল রায় প্রডাকশন্সের তত্ত্বাবধায়ক হন। 'পঞ্চায়েত' নামক চিত্রের পরিচালক ও 'প্রেস ফোটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর সভাপতি ছিলেন। বিখ্যাত পরিচালক ঋত্বিক ঘটক ও সাহিত্যিক মনীশ ঘটক তাঁর দুই সহোদর। [১৬]

সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় (৩·৮·১৯২১ - ২৮·৮·১৯৬৬) কলিকাতা। জগদীশ মুখোপাধ্যায়। খ্যাতনামা অভিনেত্রী। 'নিদ্রিত ভগবান' নির্বাক ছবিতে প্রথম অভিনয়। সবাক ছবি 'কাশীনাথ' তাঁর প্রথম ছবি। ১৯৪৩ খ্রী· নিউ

থিয়েটার্সে যোগ দেন। শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের রূপদানে সমধিক খ্যাতি লাভ করেন। ১৯৪৫ খ্রী· 'দুই পুরুষ' ছবিতে অভিনয়ের জন্য বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতি কর্তৃক শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ খ্রী· 'এস·বি· প্রোডাকসন' নামে চিত্র প্রযোজনা সংস্থা স্থাপন করেন। উল্লেখযোগ্য অভিনয় 'দৃষ্টিদান', 'হরিলক্ষ্মী', 'পল্লী সমাজ', 'শুভদা', 'বিরাজ বৌ', 'সমাপিকা', 'দম্পতি', 'অঞ্জনগড়' প্রভৃতি। [১৪৯]

সুনয়নী দেবী (১৮·৬·১৮৭৫ - ১৯৬২) কলিকাতা। গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা ভগিনী। স্বামী — রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়। সুনয়নী ড্রইং না শিখেও ছবি এঁকে চিত্রাঙ্কন-শিল্পী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। আধুনিক অর্থে তিনিই প্রথম ভারতীয় নারী-চিত্রশিল্পী। তাঁর কোন ছবিতেই পেন্সিলের দাগ নেই — শুধু রং আর তুলির কাজ। ১২ বছর বয়সে বিবাহ হয়। ৩০ বছর বয়সে ছবি আঁকা শুরু করেন। অবনীন্দ্রনাথের কাছে দুইটি প্রাথমিক বিষয় শেখেন — মাপজোখ ও কাগজ ভিজিয়ে নিয়ে আঁকা। বিষয়বস্তু দেবদেবীর চিত্র-রূপায়ণ। ওরিয়েন্টাল সোসাইটির একজিবিশনে কয়েকবার তাঁর ছবি প্রদর্শিত হয়। ১৯২৬ খ্রী· তাঁর পুত্র বিলাত যাবার সময় মাতার অঙ্কিত কয়েকটি ছবি নিয়ে ইংল্যান্ডে প্রদর্শনী করেন। 'ভগবতী' নামে চিত্রটি বিক্রয় হয়। মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর ও লক্ষ্ণৌ আর্ট গ্যালারীতে তাঁর অঙ্কিত কয়েকটি ছবি আছে। 'অর্ধনারীশ্বর', 'দান' ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত ছবি। পটশিল্পের ক্ষেত্রে কল্পনা ও বাস্তবতার সমন্বয়সাধন তাঁর শিল্পী জীবনের মহান কীর্তি। [৩, ৪, ৩৩]

সুনির্মল বসু (২০·৭·১৯০২ - ২৫·২·১৯৫৭) মালখানগর — ঢাকা। পশুপতি। পিতামহ—সাহিত্যিক সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র। পিতার কর্মস্থল বিহারের গিরিডিতে জন্ম। বিখ্যাত বিপ্লবী ও সাহিত্যিক মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা তাঁর মাতামহ। ছোটবেলা সাঁওতাল পরগনার মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁর মনে কবিতা-রচনায় অনুপ্রেরণা জাগায়। রচিত প্রথম কবিতা 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রধানত সরস শিশু-সাহিত্য রচনাকেই সাহিত্যের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। কবিতা রচনা ছাড়াও কিশোর বয়স থেকে চিত্রাঙ্কনেও দক্ষ ছিলেন। ১৯২০ খ্রী· পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলিকাতার সেন্ট পল্স্ কলেজে ভর্তি হন। কিছুদিন পর গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে কলেজ ত্যাগ করেন। এরপর অবনীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত আর্ট কলেজে ভর্তি হন। ছড়া, কবিতা, গল্প, কাহিনী, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, রূপকথা, কৌতুকনাট্য প্রভৃতি শিশু ও কিশোরদের উপযোগী বিভিন্ন-বিষয়ক রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা-গ্রন্থের নাম 'হাওয়ার দোলা'। তদানীন্তন একমাত্র কিশোর পাক্ষিক পত্রিকা 'কিশোর এশিয়া'র তিনি পরিচালক ছিলেন। দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের শিশু-সাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব করেন। ১৩৬৩ ব· 'ভুবনেশ্বরী পদক' পান। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'ছাঁনাবড়া', 'বেড়ে মজা', 'হৈ চৈ', 'হুলুস্থুল', 'কথা শেখা', 'পাততাড়ি', 'মরণের ডাক', 'ছন্দের টুংটাং', 'আনন্দ নাড়ু', 'শহুরে মামা', 'কিপ্‌টে ঠাকুর্দা', 'বীর শিকারী', 'কবিতা শেখা', 'ছন্দের গোপন কথা', 'আমার ছড়া' প্রভৃতি। সম্পাদিত গ্রন্থ: 'ছোটদের চয়নিকা' ও 'ছোটদের গল্প সঞ্চয়ন'। রচিত আত্মজীবনী 'জীবন খাতার কয়েক পাতা'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত এবং অন্যান্যগুলি অসমাপ্ত। [৬০, ৬১, ৬২, ১৪৯]

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড· (২৬·১১·১৮৯০ - ২৯·৫·১৯৭৭) কলিকাতা। হরিদাস। প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও জাতীয় অধ্যাপক। হাওড়ার শিবপুরে জন্ম। কৈশোরে কষ্ট করে লেখাপড়া শেখেন। ১৯০৭ খ্রী· মতিলাল শীল ফ্রী স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে কুড়ি টাকা বৃত্তি পান। স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে এফ·এ· পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯১১ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি·এ· ও ১৯১৩ খ্রী· ইংরেজী অনার্স নিয়ে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে এম·এ· পাশ করার পর কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক-রূপে যোগ দেন। পরের বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের ইংরেজীর অধ্যাপক হয়ে ১৯১৯ খ্রী· পর্যন্ত কর্মরত থাকেন। ইতিমধ্যে ১৯১৮ খ্রী· সংস্কৃতের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি ও জুবিলী গবেষণা পুরস্কার লাভ করেন। ১৯১৯ খ্রী· ধ্বনিতত্ত্ব-সম্পর্কে ভারত সরকারের বৃত্তি পেয়ে ইউরোপ যান। সেখানে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোনেটিক্স-এ ডিপ্লোমা পান ও ১৯২১ খ্রী· ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি·লিট্ উপাধি লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'Origin and Development of Bengali Language'। লন্ডনে তিনি বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের কাছে ফোনেটিক্স বা ধ্বনিতত্ত্ব, ইন্ডো-ইউরোপীয়ান লিঙ্গুয়িস্টিকস্, প্রাকৃত, ফারসী সাহিত্য, পুরাতন আইরিশ, ইংলিশ ও গোথির ভাষা বিষয়ে পড়াশোনা করেন। আবেস্তাও পড়েছিলেন। প্যারিসে সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসাবে যোগ দিয়ে ভারতীয় আর্যভাষাতত্ত্ব, স্লাভ ও ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষাতত্ত্ব, অস্ট্রো-এশীয় ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন সগডিয়ান ও খোটানী ভাষা, গ্রীক ও লাটিন ভাষার ইতিহাস প্রভৃতি বিচিত্র ও বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ গ্রহণ ও গবেষণা করেন। ১৯২২ খ্রী· দেশে ফেরার পর স্যার আশুতোষ তাঁকে ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের প্রথম 'খয়রা' প্রফেসর নিযুক্ত করেন। এ পদে ৩০ বছর ছিলেন। ১৯৫২ খ্রী· অবসর গ্রহণের পর এমেরিটাস প্রফেসর নিযুক্ত হন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Origin and Development of the Bengali Language' ২ খণ্ডে প্রকাশের পরই তাঁর নাম স্বদেশে ও বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এর পর লন্ডন থেকে 'ইন্দো-আরিয়ান অ্যান্ড হিন্দী', 'কিরাত জনকৃতি', 'বেঙ্গলী ফোনেটিক রিডার'

প্রভৃতি কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯২৭ খ্রী· রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও ও শ্যামদেশ পরিভ্রমণে যান ও ঐসব স্থানে ভারতের সংস্কৃতি ও শিল্প-সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। তাঁর 'দ্বীপময় ভারত' গ্রন্থটিতে এ-সময়কার ও ঐসব দ্বীপ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা আছে। ১৯৩৫ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে লন্ডনের ইন্টার ন্যাশনাল কনফারেন্স অব্ ফোনেটিক্স সায়েন্সের দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগ দিতে যান ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে লোকগাথা সংগ্রহ করেন। ১৯৩৬ খ্রী· রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। এরপর ভাষাতত্ত্বের সম্মেলন ও সেমিনার উপলক্ষে বিভিন্ন সময়ে এশিয়া, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার নানা স্থানে ভ্রমণ করে ভাষণ দেন ও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৪৬ খ্রী· করাচীতে সর্বভারতীয় হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের জাতীয় ভাষা বিভাগের সভাপতি হন। ১৯৪৮ খ্রী· এলাহাবাদের হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন তাঁকে হিন্দী ভাষায় অবদানের জন্য 'সাহিত্যবাচস্পতি' উপাধি দেয়। ১৯৫০ ও ১৯৫১ খ্রী· ইউনেস্কো আহূত 'ব্রেইল অক্ষর' কমিটিতে যোগ দিতে প্যারিসে যান। ১৯৫০ খ্রী· হল্যান্ডের সোসাইটি অব্ আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সের সদস্য হন ও ১৯৫৫ খ্রী· অস্‌লোর নরওয়েজিয়ান একাডেমি অব সায়েন্স তাঁকে অনারারি সদস্য নিযুক্ত করে। দেশ-বিদেশে বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান লাভ করেন। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে ভাষণ দেন ও অধ্যাপনা করেন। চীন সরকারের আমন্ত্রণে ১৯৫৫ খ্রী· ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে তিনিও যান। ১৯৫৮ খ্রী· সোভিয়েট একাডেমি অব সায়েন্সের নিমন্ত্রণে সেখানে গিয়ে 'স্লাভ জাতি'র উপর ভাষণ দেন। ১৯৬০ খ্রী· মস্কোয় প্রাচ্যবিদ্‌দের সম্মেলনে গিয়ে বহির্মঙ্গোলিয়াও ভ্রমণ করেন। ১৯৫২ - ৬৮ খ্রী· তিনি বিধান পরিষদের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৬৩ খ্রী· ভারত সরকারের 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি পান ও মানবিক তত্ত্বে গবেষণার জন্য ১৯৬৬ খ্রী· জাতীয় অধ্যাপক-পদে বৃত হন। বাল্টিক রাজ্যগুলির জাতি-গোষ্ঠীর উপর তাঁর লিখিত পুস্তিকা সেখানে ভ্রমণকালে খুব সমাদৃত হয়। ভারত ও আর্মেনিয়ার সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের তথ্য-সম্বলিত তাঁর 'মনোগ্রাফটি'ও উল্লেখযোগ্য। বেশ কয়েক বছর তিনি ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী সমিতির সভাপতি ছিলেন। ১৯৬৬ খ্রী· আফ্রিকা ও ইউরোপের কয়েকটি দেশে ভারত সরকার কর্তৃক আয়োজিত এক শিক্ষাসংস্কৃতিমূলক সফরে দু'মাসের জন্য ভ্রমণ করেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় তাদের ৬০০ বছর পূর্তি উৎসব উপলক্ষে বিশেষ মেডেল দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করে। বঙ্গসাহিত্যেও তাঁর বিশেষ অনুসন্ধিৎসা ছিল। হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্নের সহযোগিতায় চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রামাণ্য সংস্করণ প্রকাশ করেন, ইংরেজীতে জয়দেবের পরিচিতি লেখেন এবং বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিকায় রবীন্দ্রসাহিত্যের বিচার করেন। ১৯৬৯ খ্রী· সাহিত্য একাডেমির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭১ খ্রী· ইউনেস্কোর ভাষা-বিষয়ে সংবাদদাতা ছিলেন। তিনি ৩৮০টির উপর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ লিখেছেন। শেষজীবনে 'রামায়ণ'-এর উৎস সম্বন্ধে তাঁর রচনা ও আলোচনা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ভাষাতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞান ছাড়াও সঙ্গীত, চিত্রকলা বিষয়েও তাঁর অসীম আগ্রহ এবং অনুসন্ধিৎসা ছিল। সারাজীবনই নব নব জ্ঞানের অন্বেষণে রত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া 'ভাষাচার্য' উপাধি তিনি সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। ভোজনরসিকও ছিলেন। কলিকাতায় তাঁর 'সুধর্মা' নামে গৃহে পৃথিবীর নানা স্থান থেকে সংগৃহীত সাংস্কৃতিক জগতের বহু নিদর্শন রক্ষিত আছে। [১৬]

সুনীতি ঘোষ (১৮৮১ - ১৯৫৭) সাগরদাঁড়ী — যশোহর। পিতা ত্রৈলোক্যমোহন দত্ত মাইকেল মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্র। স্বামী কলিকাতার দর্মাহাটার হীরালাল ঘোষ। ১৮ বছর বয়সে বিধবা হয়ে একমাত্র পুত্র-সন্তানকে নিয়ে পিতৃগৃহে ফিরে আসেন। দেশ-বিভাগের পর ১৯৫৫ খ্রী· বারাসতে এসে বসবাস করতে থাকেন। অল্পবয়স থেকেই তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। তাঁর অনেক কবিতা স্কুলপাঠ্য পুস্তকে স্থান পেয়েছে। রচিত কাব্যগ্রন্থ 'দিনান্তে'। [১৭৪]

সুনীতি দেবী১ (১৮৬৪ - ১৯৩২) কলিকাতা। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র। স্বামী—কুচবিহাররাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ। কেশবচন্দ্র সেন এই কন্যার বিবাহে, তাঁরই চেষ্টায় প্রবর্তিত ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের বিবাহ আইন ভঙ্গ করে, ১৩ বছরের কন্যাকে নাবালক পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দেন এবং বিবাহও ব্রাহ্মমতে না হয়ে হিন্দুমতে হয়। যদিও বিবাহে পৌরোহিত্য করেন অব্রাহ্মণ ব্রহ্মপ্রচারক গৌর গোবিন্দ রায় এবং অনুষ্ঠান শুরু করেন স্বয়ং ব্রহ্মোপাসনা দিয়ে। এই বিবাহ উপলক্ষ করে কেশবচন্দ্রের ভক্তগণ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে ১৮৭৮ খ্রী· সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিবাহ সেদিন বাঙলাদেশে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। সুনীতি দেবী স্বামীর সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণকালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্নেহলাভ করেন। তিনিই ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা যিনি 'সি·আই·ই·' উপাধি পান। 'অমৃতবিন্দু' (২ খণ্ড), 'কথকতার গান' ও 'সতী' (গীতিনাট্য) তাঁর রচিত গ্রন্থ। [২২, ৪৪, ২০২]

সুনীতি দেবী২ (৫·৮·১৮৯৩ - ৮·১২·১৯৮৩) পিতা নৃতাত্ত্বিক ও শব্দতত্ত্ববিদ বিজয়চন্দ্র মজুমদার। 'কল্লোল' পত্রিকাগোষ্ঠীর প্রথম মহিলা লেখিকা সুনীতি দেবী ১৯২১ খ্রী· দিনেশরঞ্জন দাস, গোকুলচন্দ্র নাগ ও সতীপ্রসাদ সেনের সঙ্গে লেখক-লেখিকাদের মিলনকেন্দ্র 'ফোর আর্টস্ ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠনটির সাহিত্যের আসর, গানের আসর ও আলোচনাচক্র সে সময়ে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই সংস্থাটি ভেঙে গেলে তাঁদেরই উদ্যোগে প্রকাশিত 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলাসাহিত্যে যুগান্তকারী নবীন একদল সাহিত্যিক, শিল্পীর প্রতিভা বিকাশের সুযোগ

ঘটেছিল। তাঁর লেখা বহু কবিতা ও গল্প তখনকার নাম করা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। খ্যাতনামা শরীরতত্ত্ববিদ অধ্যাপক বিজলীবিহারী সরকার তাঁর স্বামী। [১৬, ১৭৪]

সুনীতি মিত্র (১৯১৬ - ৪.১১.১৯৮০) সিউড়ি। বাংলা সিনেমার শিল্পনির্দেশক। কলাভবনের ছাত্র—নন্দলাল ও রামকিঙ্করের শিষ্য। ১৯৪৫ খ্রী· নিউ থিয়েটার্সে যোগ দেন। তার সঙ্গে কলাভবনের আরও দুই ছাত্র হাসান আলি ও রবি চ্যাটার্জী সিনেমা জগতে আসেন। দেড়শতাধিক ছবিতে শিল্পনির্দেশক হিসাবে কাজ করে খ্যাতি অর্জন করেন। নিউ থিয়েটার্স ছাড়ার পর তপন সিংহের ছবির শিল্পনির্দেশক ছিলেন। শেষ কাজ 'বাঞ্ছারামের বাগান'। অন্যান্য ছবি 'নীল আকাশের নীচে', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'রাইকমল', 'কাবুলিওয়ালা', 'মেঘ-রৌদ্র', 'ছুটি', 'লৌহ-কপাট', 'অতিথি', 'সবুজ দ্বীপের রাজা' ইত্যাদি। নাটকেও শিল্পনির্দেশকের কাজ করেছেন। [১৬]

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯১৪ ? - ১৯৬৮)। একজন সুরকার। আধুনিক কবি হিসাবেও তিনি পাঠকসমাজে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'আকাশমাটির গান' ও 'একটি নির্জন তারার নাম' উল্লেখযোগ্য। [৪]

সুনীলকুমার বসু (কাটুদা) (৯.৬.১৯১৩ — ১৪.১.১৯৮৪)। যতীন্দ্রনাথ। উত্তর কলিকাতার বিশিষ্ট বসু পরিবারে জন্ম। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য, ন্যাশনাল বুক এজেন্সির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৪০ খ্রী· পার্টির সভ্যপদ লাভ করেন। ১৯৪৯ খ্রী· গ্রেপ্তার হয়ে কারাদণ্ড ভোগ কালে দীর্ঘদিন অনশন করেন। ১৯৫১ খ্রী· মুক্তিলাভ করেন। ১৯৬২ খ্রী· চীন-ভারত সংঘর্ষের সময়ে পুনরায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৪২ খ্রী· থেকে ন্যাশনাল বুক এজেন্সির সঙ্গে যুক্ত হন। ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং ফেডারেশন অব পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স অ্যাসোসিয়েশন ইন ইন্ডিয়া-র সহসভাপতি ছিলেন। আমন্ত্রিত হয়ে চীন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণ করেন। [১৬]

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯২১ - ২৭.৯.১৯৪৩)। সেনাবাহিনীর কর্মী ছিলেন। জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করেন। ৪র্থ মাদ্রাজ কোস্টাল ব্যাটারী ধ্বংসসাধন ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৮.৪.১৯৪৩ খ্রী· গ্রেপ্তার হন। মাদ্রাজ Penitentiary-তে কোর্ট মার্শাল অনুসারে অপর আরও আটজনের সঙ্গে তাঁর ফাঁসি হয়। [৪২]

সুনীল চক্রবর্তী। বরিশাল। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিয়ে রাজশাহী জেলে মারা যান। [৪২]

সুনীলমাধব সেন (১৯১০ - ১০.১১.১৯৭৯) পুরুলিয়া। আধুনিক চিত্রকলায় খ্যাতনামা শিল্পী। নয় বছর বয়সে ছবি-আঁকায় হাতেখড়ি। ১৯২৯ - ৩০ খ্রী· নাগাদ আচার্য অবনীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসেন। শিল্পী সতীশ সিংহ এবং অতুল বসুর কাছে বিশেষ প্রেরণা লাভ করেন। প্রথম জীবনে তাঁর শিল্পচর্চার বিষয়ে পারিবারিক বাধা ছিল প্রবল। ১৯৩৩ খ্রী· কলিকাতা সিটি কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে আইন পড়েন। ১৯৩৭ খ্রী· কোর্টে ওকালতি শুরু করেন। ১৯৪০ খ্রী· বিবাহের পর আইন ব্যবসা ছেড়ে দেন। প্রতিকৃতি আঁকতেই তাঁর শিল্পনৈপুণ্যের প্রথম প্রকাশ। পরে বহু বছর ধরে নানা রীতিতে অসংখ্য শিল্পকর্ম করেছেন। দেব-দেবীর ছবিও যথেষ্ট এঁকেছেন। অনেক সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছেন। তার মধ্যে ১৯৪৫ খ্রী· কলিকাতা একাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর পুরস্কারটি উল্লেখযোগ্য। ১৯৫০ খ্রী· কলিকাতায় তাঁর প্রথম চিত্রপ্রদর্শনী হয়। ১৯৫২ খ্রী· ক্যালকাটা গ্রুপে যোগ দেন। তারপর কলিকাতা, বোম্বাই, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় একাধিকবার তাঁর কাজ দেখানো হয়েছে। ১৯৬৮ খ্রী· লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশনের কাজ থেকে অবসর গ্রহণের পর বিড়লা একাডেমির চিত্রণ-শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ হন। [১৬]

সুন্দরীমোহন দাস (২২.১২.১৮৫৭ - ৪.৪.১৯৫০) ডিগালী—শ্রীহট্ট। কলেক্টরের দেওয়ান স্বরূপচন্দ্র। ১৮৭৩ খ্রী· শ্রীহট্ট সরকারী স্কুল থেকে প্রবেশিকা, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ.এ. এবং ১৮৮২ খ্রী· মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম.বি. পাশ করেন। হবিগঞ্জে জেলাবোর্ডে চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ১৮৯০ খ্রী· কলিকাতা কর্পোরেশনের চিকিৎসা-বিভাগে যোগ দেন। কলিকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাবে রোগ প্রশমনের ব্যবস্থা করতে গিয়ে ইংরেজ চেয়ারম্যানের বিরোধিতায় ১৯০০ খ্রী· চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন। এরপর স্বাধীনভাবে চিকিৎসা করতে শুরু করে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ হিসাবে খ্যাতি ও পসার লাভ করেন। বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজের (বেসরকারী) অবৈতনিক অধ্যাপক ছিলেন। ১৯২৪ খ্রী· কর্পোরেশন কাউন্সিলর ও হেল্‌থ কমিটির চেয়ারম্যান পদ পান। ১৮৭৬ খ্রী· শিবনাথ শাস্ত্রীর দলে যোগ দিয়ে দেশসেবার প্রতিজ্ঞা নেন। মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময় হিন্দুমেলায় যোগ দিয়ে লাঠিখেলা, কুস্তি প্রভৃতিতে দক্ষ হয়ে ওঠেন। তাঁর সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাড়ীটি বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল ছিল এবং এখানে তাঁরা বোমা তৈরী করতেন। আশ্রিত বেকার যুবকদের কিছু কাজ দেবার জন্য স্বগৃহে মোজা গেঞ্জির কারখানা খোলেন। এই ব্যবসায়ে প্রচুর লোকসান হলেও অনুতাপ করেন নি। ১৯১৬ খ্রী· স্ট্যান্ডার্ড ড্রাগ এন্ড মেডিক্যাল কোম্পানী এবং শেষ বয়সে ইউনিভার্সাল ড্রাগ হাউস প্রতিষ্ঠা করেন। স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট (১৯২১) ও চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রথমাবধি এই প্রতিষ্ঠানের সেবক, সংগঠক ও অধ্যক্ষ ছিলেন। দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ১৯২৪ খ্রী· স্বরাজ্যদলের সঙ্গে

সংশ্লিষ্ট হন। প্রথম জীবনে তিনি ব্রাহ্মধর্মে অনুপ্রাণিত হলেও শেষ-জীবনে বৈষ্ণবধর্মে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার বিরোধী, নারীমুক্তি ও বিধবাবিবাহে উৎসাহী ছিলেন। তিনি জয়পুরের মন্ত্রী সংসারচন্দ্র সেনের বিধবা ভাগিনেয়ী হেমাঙ্গিনী দেবীকে বিবাহ করেন। শ্রীহট্ট সম্মিলনীর অন্যতম স্থাপয়িতা এবং আমরণ তার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সাহিত্যচর্চায়ও অন্যদের যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। নিজেও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং মেডিক্যাল জার্নালে লিখতেন। 'বৃদ্ধা ধাত্রীর রোজনামচা' তাঁর একটি স্মরণীয় রচনা। তাঁর রচিত পালাকীর্তন 'নৌকাবিলাস' রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে ঠাকুরবাড়িতে গীত হয়। তিনি দুই শতাধিক কীর্তন গান রচনা করেছিলেন। [৩, ৫, ১০, ২৬, ১২৪, ২১১]

সুপতি রায় (২.২.১৩১৩ - ২৬.১১.১৩৭৫ ব.) বিজয়নগর — কুমিল্লা, ত্রিপুরা। পিতা রামগোবিন্দ ঢাকার বারদিতে নাগেদের এস্টেটে তহশিলদার ছিলেন। ১৯২৯ খ্রী. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাশ করেন। স্কুলের ছাত্রাবস্থাতেই বিপ্লবী সংস্থা 'মুক্তি সঙ্ঘ'-এর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। গুপ্ত সমিতির কাজে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ২৯.৮.১৯২৯ খ্রী. ঢাকায় লোম্যান সাহেবকে হত্যা ও হড্সনকে আহত করার পর পলাতক বিনয় বসুর উপর পুলিস দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করলে সুপতি রায় তাঁকে নির্বিঘ্নে কলিকাতায় পৌঁছে দেন। ৮.১২.১৯৩০ খ্রী. বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত কর্তৃক সংগঠিত রাইটার্স বিল্ডিংস অলিন্দ সংগ্রামের প্রস্তুতি-পর্বে তিনি বিশেষ সক্রিয় ছিলেন। ইংরেজ প্রশাসনের যোগাযোগ ব্যবস্থায় চরম আঘাত হানার উদ্দেশ্যে 'মুক্তি সঙ্ঘ' ১৯৩০ খ্রী. যে 'তারকাটা' আন্দোলন চালায়, তাতেও তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। ১৯৩০ খ্রী. চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ থেকে বাঙলায় যে বিপ্লব প্রচেষ্টা শুরু হয় তাকে সফল করে তুলতে 'মুক্তি সঙ্ঘ' তথা 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' (বি. ভি.) দলের সভ্যরা এগিয়ে আসেন। সেই উদ্দেশ্যে যে পাঁচজন কর্মী নিয়ে অ্যাকশন স্কোয়াড গঠিত হয় তিনি তার অন্যতম সভ্য ছিলেন। ১৩.২.১৯৩৩ খ্রী. এক গোপন বৈঠক থেকে পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করে 'বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স'এর আওতায় আটক রাখে। ১৯৩৮ খ্রী. মুক্তি পেয়ে ত্রিপুরাতে সংগোপনে 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' গড়ে তুলতে আত্মনিয়োগ করেন। সুভাষচন্দ্র 'ফরওয়ার্ড ব্লক' দল গঠন করলে তিনি তার সঙ্গে যুক্ত হন। ১২.৪.১৯৪০ খ্রী. ঢাকায় তিনি ফরওয়ার্ড ব্লক অফিসে ধৃত হন। ১৯৪৬ খ্রী. মুক্ত হয়ে দেশ-বিভাগ-বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেন। [৮২, ১৪৯]

সুপ্রভা মুখোপাধ্যায় (১৯০১ - ২০.৬.১৯৫৬)। মণীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। স্বামী — নিরঞ্জন। সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ ছিলেন। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২৭ খ্রী. কলিকাতা আর্ট প্লেয়ার্সের দলে যোগ দিয়ে 'আলিবাবা' নাটকে অভিনয় শুরু করেন। ৪০ দশকের প্রায় চলচ্চিত্রেই অভিনয় করেছেন। অভিনীত বিখ্যাত চলচ্চিত্র 'চোখের বালি', 'শুভরাত্রি' প্রভৃতি। একটি আমেরিকান চিত্রে অভিনয় করে পাশ্চাত্য দেশেও খ্যাতি অর্জন করেন। 'অভিনেতৃ সঙ্ঘে'র সহ-সভানেত্রী ছিলেন। [৫]

সুবলচন্দ্র মিত্র (জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯ - ১৪.১.১৩২০ ব.) কলিকাতা। গোপালচন্দ্র। শ্যামবাজার বঙ্গ বিদ্যালয়ে শিক্ষা শুরু করে প্রথমে কিছুদিন অবলাকান্ত সেনের প্রেসে কাজ শেখেন। পরে 'নিউ বেঙ্গল প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে প্রধানত অর্থপুস্তক লিখে তার ছাপা দিয়ে প্রেসের কাজ আরম্ভ হয়। ক্রমে 'Constant Companion' নামক Phrase Book, ইংরেজীতে বিদ্যাসাগরের জীবনী, ১৯০৬ খ্রী. 'সরল বাংলা অভিধান', সটীক সানুবাদ 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ', 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাছাড়া 'Anglo-Bengali Dictionary', 'বাংলা-ইংরেজী অভিধান', 'ছাত্রবোধ অভিধান', 'পকেট ইংরেজী-বাংলা অভিধান', 'বিগিনার্স বাংলা-ইংরেজী অভিধান', 'Vernacular Manual', 'রচনা শিক্ষা' প্রভৃতি গ্রন্থেরও তিনি প্রকাশক। তিনি সাহিত্য-সভার একজন বিশিষ্ট সভ্য ও উক্ত সভা কর্তৃক প্রকাশিত 'সাহিত্য-সংহিতা'র সম্পাদক এবং আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন। [২৫]

সুবোধ ঘোষ (১৯০৯ - ১০.৩.১৯৮০) বহর — বিক্রমপুর, ঢাকা। হাজারিবাগে জন্ম। প্রখ্যাত সাহিত্যিক। হাজারিবাগের সেন্ট কলম্বাস কলেজে পড়েছেন। দার্শনিক মহেশ ঘোষের লাইব্রেরীতে পড়াশুনা করতেন। প্রত্নতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, এমন কি সামরিক বিদ্যায়ও তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। কর্মজীবন শুরু বাসের কন্ডাক্টার হিসাবে। পরে সার্কাস দলে ক্লাউনের ভূমিকায় নেমেছেন, বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটিতে ঝাড়ুদারের কাজ করেছেন, পূর্ব-আফ্রিকায় টিকাদারের কাজ নিয়ে গিয়েছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়ে জেলও খেটেছেন। তিরিশের দশকের শেষে আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হন। শুরুতে গৌরাঙ্গ প্রেসে রীডার ছিলেন। এ সময় 'ফসিল' ও 'অযান্ত্রিক' দুটি গল্প লিখে নাম করেন। ১৯৪০ খ্রী. আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগে সহকারী হিসাবে যোগ দিয়ে ক্রমে তার সিনিয়র এডিটর ও অন্যতম সম্পাদকীয় লেখক হন। গান্ধীজীর দাঙ্গাবিধ্বস্ত নোয়াখালি ভ্রমণের অন্যতম সঙ্গী ছিলেন। ভারত-চীন যুদ্ধের পর পত্রিকার প্রতিবেদকরূপে নেফা যান। সে সময় তাঁর লেখা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কাশ্মীর সম্পর্কেও তাঁর প্রতিবেদন উল্লেখযোগ্য। 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ'-এর সভ্য ছিলেন এবং 'জাগে নব ভারতের জনতা'র মত কয়েকটি জনপ্রিয় গান লেখেন। গল্প উপন্যাস ছাড়াও স্বনামে ও 'কালপুরুষ' ছদ্মনামে বহু বিষয়ের উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন। আদিবাসী জীবনযাত্রা ও ভারতীয় সামরিক ইতিহাসের খ্যাতিমান লেখক ছিলেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'ফসিল', 'পরশুরামের কুঠার', শুক্লাভিসার', 'তিলাঞ্জলি', 'গঙ্গোত্রী', 'একটি

নমস্কারে', 'ত্রিযামা', 'ভারত প্রেমকথা', 'কিংবদন্তীর দেশে', 'ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস' প্রভৃতি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' লাভ করেছিলেন। [১৬]

সুবোধচন্দ্র বসু[১] (১৯০৫ — ২৮·৭·১৯৭৭) আদি নিবাস চন্দননগর — হুগলী। পিতা প্রতাপচন্দ্রের কর্মস্থল হরিয়ানার রোটকে জন্ম। বিখ্যাত ভূগোলবিদ্ ও মানচিত্রকর। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি·এ· পাশ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলশাস্ত্রে এম·এ· ক্লাশের প্রথম বছরের স্নাতক। ১৯৪৫ খ্রী· প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে স্বর্ণপদক ও ১৯৫৪ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি·ফিল· উপাধি পান। দামোদর উপত্যকার উপর লিখিত তাঁর থিসিস গ্রন্থ বিশেষ প্রশংসিত হয়। কিছুদিন স্টেটসম্যান পত্রিকার Cartographer বা মানচিত্রকর হিসাবে কাজ করেন। তার আগে আশুতোষ কলেজের লেকচারার ছিলেন। ১৯৫৯ খ্রী· ন্যাশনাল এটলাস সংস্থার রিসার্চ অফিসার হিসাবে যোগ দেন। পরিবহণ ও ভ্রমণ-ব্যবস্থার (Tourism) মানচিত্র দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কন করেন। ১৯৬২ খ্রী· কর্ণাটকের ধারওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের প্রধান পদে নিযুক্ত হন। ১৯৬৩ খ্রী· ঐ একই পদে গোরখপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করার পর ১৯৬৭ খ্রী· U.G.C. প্রফেসর নিযুক্ত হন ও দিল্লীর জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। উল্লেখযোগ্য রচিত গ্রন্থ: 'Geography of West Bengal', 'Land and People of the Himalayas', 'Geography of the Himalayas', 'Modern Economic Geography' প্রভৃতি। জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। [৮২, ১৪৯]

সুবোধচন্দ্র বসু[২] (১৯০৮ - ১৪·৩·১৯৮৩) ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক। তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাস 'পদ্মা প্রমত্তা নদী', 'মানবের শত্রু নারী', 'রাজধানী' প্রভৃতি। 'রাজধানী' ইংরেজী তর্জমায় পরে প্রকাশিত হয়। তাঁর কাহিনী অবলম্বনে একাধিক চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। 'বিচিত্রা' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। [১৬]

সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক, রাজা (৯·২·১৮৭৯ - ১৪·১১·১৯২০) পটলডাঙ্গা — কলিকাতা। প্রবোধচন্দ্র। সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন। ১৯০০ খ্রী· এফ·এ· পাশ করে আইন পড়বার জন্য কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু পারিবারিক কারণে পড়া বন্ধ রেখে ১৯০১ খ্রী· দেশে ফেরেন। এরপর থেকেই পূর্ণোদ্যমে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন এবং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে তাঁর বাড়িটি আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের উদ্দেশ্যে ১৯০৬ খ্রী· অনুষ্ঠিত এক বিশাল সভায় সভাপতিরূপে তিনি ১ লক্ষ টাকা দানের কথা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় দেশবাসী উল্লসিত হয়ে তাঁকে 'রাজা' উপাধি দিয়েছিলেন। এই দানেরই ফল — বর্তমান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯০৭ খ্রী· বিখ্যাত সুরাট কংগ্রেসে বাঙলাদেশের প্রতিনিধিবৃন্দের যোগদানের সমস্ত ব্যয়ভার তিনি বহন করেন। এই বছরই বরিশাল কন্‌ফারেন্সে যোগ দেন এবং সমগ্র পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণ করেন। শ্রীঅরবিন্দকে দীর্ঘদিন নিজ বাড়িতে রেখেছিলেন। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা প্রতিষ্ঠার জন্য নিজ বাড়ি দান করেন। ১৯০৮ - ১০ খ্রী· তাঁকে বিনাবিচারে আটক রাখা হয়। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ৩নং রেগুলেশনে যে ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় তিনি তাঁদের অন্যতম। ১৯০৬ খ্রী· থেকে আমৃত্যু জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ট্রাস্টী ছিলেন। লাইট অফ এশিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। বাঙলার গুপ্ত বিপ্লবী দলের একজন নেতৃস্থানীয় ছিলেন। [৩, ৪, ৭, ১০]

সুবোধচন্দ্র ব্যানার্জী (২৫·১২·১৯১৮ - ১৬·৯·১৯৭৪) রাজপুর — চব্বিশ পরগণা। রাজ্যের শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের অন্যতম সংগ্রামী নায়ক, এস·ইউ·সি· নেতা, দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান ও সুবক্তা। সুন্দরবন এলাকায় ক্ষেতমজুর সংগঠনের কর্মী হিসাবে রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, পরে শ্রমিক নেতা হিসাবেও পরিচিত হন। আকালের সময় কলিকাতার রাজপথে বহু বিক্ষোভ মিছিল তিনি পরিচালনা করেছেন। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার এবং শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণের কাজে তিনি যুক্তফ্রন্ট আমলে শ্রমমন্ত্রী হিসাবে শ্রমিকদের হাতে অভিনব এবং বিতর্কিত যে হাতিয়ার তুলে দিয়েছিলেন তার নাম 'ঘেরাও'। খাদ্য আন্দোলনে ও ট্রামভাড়া আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি বহুবার কারাবরণ করেছেন। ১৯৫২ খ্রী· থেকে বিধান সভায় বরাবর (১৯৬২ ও ১৯৭২ ছাড়া) নির্বাচিত হয়েছেন। [১৬]

সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ (৪·৩·১৮৬৭ - ৩১·৭·১৯৫৩) কলিকাতা। গুরুচরণ। আদি নিবাস — পঞ্চসীর — ঢাকা। মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে কয়েক বছর অধ্যয়নের পর ১৮৯১ খ্রী· উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। শারীরবিদ্যায় বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে বি·এস-সি· পাশ করেন এবং ১৮৯৬ - ৯৭ খ্রী· তিনি এডিনবরার রয়্যাল কলেজ অফ ফিজিসিয়ান্স্-এ শারীরবিদ্যার গবেষণায় নিযুক্ত হন। তাঁর মৌলিক গবেষণায় 'স্যামন মাছের কলাস্থান ও জীবনবৃত্তান্ত' সম্বন্ধে অনুসন্ধান উল্লেখযোগ্য। এই গবেষণার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৮৯৮ খ্রী· এডিনবরার রয়্যাল সোসাইটির এবং লন্ডনের রয়্যাল মাইক্রোস্কোপিক সোসাইটির ফেলো নিযুক্ত হন। অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকা কালে 'মায়োগ্রাফ' ও 'ডাবল কমিউটেটর' নামক দুইটি যন্ত্র এবং শারীরবিদ্যা অনুশীলনের জন্য তিনি একটি বিশেষ ধরনের বৈদ্যুতিক চাবি উদ্ভাবন করেন। ১৯০০ খ্রী· মাঝামাঝি দেশে ফেরেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি ওয়েলস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে এডওয়ার্ড শার্পে শেফারের সঙ্গে শারীরবিদ্যায় ১৮৯৯ খ্রী· বি·এস-সি· পরীক্ষায় যুগ্ম-পরীক্ষক নিযুক্ত হন। এইসময়ে ভারতে মেডিক্যাল

কলেজগুলি ছাড়া শারীরবিদ্যার অনুশীলন হতো না। তিনি ১৯০০ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজে বায়লজি বিভাগ স্থাপন করে ঐ বিভাগের প্রধান হন। ১৯১০ - ১২ খ্রী· নির্মিত হয় ঐতিহাসিক বেকার ল্যাবরেটরী। ১৯১৪ - ২৭ খ্রী· শারীরবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। ১৯২০ খ্রী· ইম্পিরিয়াল এডুকেশন সার্ভিসের সিনিয়র প্রফেসর হন। অবসর-গ্রহণের পর তিনি কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে শারীরবিদ্যার প্রধান অধ্যাপকরূপে ১৯২৭ - ৪২ খ্রী· পর্যন্ত কাজ করেন ও পরে এমিরিটাস্ অধ্যাপক হন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা মণিকা দেবীকে তিনি বিবাহ করেন। [৩, ৪, ৮২]

সুবোধচন্দ্র রায় (১৯০৯ - ৭·৪·১৯৮৫) কলিকাতা। শিক্ষাব্রতী ও 'লাইটহাউস ফর দি ব্লাইন্ড' সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা। আট বছর বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারান। ১৯২৭ খ্রী· ক্যালকাটা ব্লাইন্ড স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। সেন্ট পলস ও প্রেসিডেন্সী কলেজের কৃতী ছাত্র। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলিকাতা ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এম·এ। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লরেল সহ পি-এইচ· ডি· ডিগ্রী এবং রয়াল ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর ব্লাইন্ড থেকে ডিপ্লোমা লাভ করেন। দৃষ্টিহীনদের শিক্ষার ব্যাপারে বিভিন্ন বৃত্তি নিয়ে ভারতে ও বিদেশে ভ্রমণ করেছেন। লরেটো কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন। তাঁরই চেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ-বিভাগে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে 'ব্রেইল'-এর স্থান হয়। ১৯৪৭ খ্রী· দেশ ছেড়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। সেখানেও অধ্যাপনা করতেন। দর্শনের ছাত্র ও ধর্মীয় বিষয়ে নিষ্ঠাবান ছিলেন। ১৯৮৩ খ্রী· বিশ্বধর্ম কনফারেন্সে প্রতিনিধি ও বক্তা নির্বাচিত হয়ে পর্তুগাল যান। রচিত গ্রন্থ: 'The Blind in India and Abroad'। বহু পত্র পত্রিকায় লিখতেন। [১৪৯]

সুবোধচন্দ্র সরকার (১৮৯১ - ১৯৪৪)। ফরিদপুর জেলার বিপ্লবী জননেতা এবং উক্ত অঞ্চলের অনুশীলন দলের সংগঠক। চিকিৎসকরূপে বিনা ফিতে দরিদ্রদের চিকিৎসা করতেন। বৈপ্লবিক কার্যকলাপের জন্য তিনি বহুবার আটক-বন্দী ছিলেন। [১০]

সুবোধ দে (১৯১৩ - ১৫·৪·১৯৩১) চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেলে আটক থাকা কালে মারা যান। [৪২]

সুবোধ নন্দী (১৯২৭ - ২৭·১১·১৯৭০) বিষ্ণুপুর। সঙ্গীতশিল্পী। ১৯৫৫ খ্রী· সঙ্গীত নৃত্যনাট্য একাডেমি ও পরে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন। গীতবিতানের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'তবলার কথা' (২ খণ্ড) এবং 'ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ' যথেষ্ট সমাদৃত হয়। পাখোয়াজ, তবলা ও শ্রীখোল বাদনে তাঁর দক্ষতা ছিল। [১৬]

সুবোধ মজুমদার (১৩·১০·১৯০৭ - ৩১·৭·১৯৩৯) বিক্রমপুর — ঢাকা। উক্ত অঞ্চলের বিশিষ্ট ছাত্রনেতা ছিলেন। কলেজের শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে গান্ধীজীর আহ্বানে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩২ খ্রী· দুই বছরের জন্য কারারুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন বন্দীনিবাসে কাটান। মুক্তির পর অচিরেই ঢাকা সূত্রাপুর রাজনৈতিক ডাকাতি ও অন্যান্য কয়েকটি মামলায় পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩৭ খ্রী· মুক্তির পর বিক্রমপুর নয়নগ্রামের কংগ্রেসকর্মী স্নেহলতা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। চন্দননগরের 'সুবোধ পল্লী' তাঁরই নামাঙ্কিত অঞ্চল। [১০]

সুবোধ মুখোপাধ্যায় (? - ১৯৫৯/৬০)। ব্রহ্মদেশের কমিউনিস্ট বিপ্লবী। চোরাগোপ্তা অভিযানে মারা যান। [৬৬]

সুবোধ সুর রায় (১৯০৮ - ১৯৮২) নোয়াখালি। প্রখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ। ১৯৩৪ খ্রী· কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম·বি· এবং ১৯৫০ খ্রী· এম·আর·সি·ও·জি· ডিগ্রী লাভ করেন। স্ত্রীরোগে গুডিভ স্কলার ছিলেন। [১৬]

সুব্রত মুখোপাধ্যায় (১৯১১ - ১৯৬০) প্রথম (বাঙালী) ভারতীয় এয়ার মার্শাল। তরুণ বয়সে ভারতীয় বিমান বিভাগে যোগ দিয়ে ক্রমে ঐ বিভাগের অধ্যক্ষপদ ও পরে এয়ার মার্শাল উপাধি লাভ করেছিলেন। [১৪৯]

সুব্রত সরকার, পাপু (২১·৩·১৯৬০ - ৩·১·১৯৬৯)। সাহিত্যিক নিখিল সরকার (শ্রীপান্থ)। সুব্রত মাত্র সাড়ে পাঁচ কি ছ বছর বয়স থেকে ছবি আঁকা শুরু করে। সাধারণত স্কেচ করতো — কখনও পেনসিল দিয়ে কখনও কালি দিয়ে। অপর দিকে ঐ বয়সেই অভাবনীয় সব কবিতা রচনা করেছিল। অঙ্কিত বিভিন্ন ধরনের ছবিগুলির মধ্যে শ্রমিকদের মিছিলের প্রতিধ্বনি ও শিক্ষাক্ষেত্রে অশান্তির ছবিও সে এঁকেছে। মাত্র ৯ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাঁর অঙ্কিত ছবি ও কবিতা-সংগ্রহ 'পাপুর বই' নামে প্রকাশিত হয়েছে। [১৬]

সুভাষচন্দ্র বসু (২৩·১·১৮৯৭ - ১৮·৮·১৯৪৫ ?) চাংড়িপোতা — চব্বিশ পরগনা। পিতার কর্মক্ষেত্র কটক শহরে জন্ম। জানকীনাথ। সুভাষচন্দ্র বাঙলা তথা ভারতের অতি জনপ্রিয় এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বনামধন্য নেতা। র্যাভেন শ কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাস তাঁর জীবনে সব থেকে বেশী প্রভাব বিস্তার করেন। ১৯১১ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। এখানে ইংরেজ অধ্যাপক ওটেন ভারত-বিদ্বেষ প্রচারের জন্য কয়েকটি ছাত্র কর্তৃক প্রহৃত হন। এই ব্যাপারে নেতৃত্বদানের জন্য অপর কয়েকজনের সঙ্গে তাঁকেও কলেজ থেকে অপসারিত করা হয়। স্যার আশুতোষের সাহায্যে স্কটিশ চার্চ কলেজে প্রবেশ করে দর্শনে প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ বি·এ· পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এসময়ে ইউনিভার্সিটি অফিসার্স ট্রেনিং কোর-এ যোগ দিয়ে সমরবিদ্যার প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন। অভিভাবকগণ তাঁকে আই·সি·এস· পড়বার জন্য বিলাত পাঠান। ১৯২০

খ্রী· মাত্র ৬ মাস পড়েই তিনি এই পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। মর‍্যাল সায়েন্সে কেমব্রিজ ট্রাইপস্ পান। ইতিমধ্যে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড (১৯১৯) ঘটে এবং গান্ধীজী কর্তৃক ভারতের রাজনীতিতে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আই·সি·এস·-এর চাকরি প্রত্যাখান করেন। ১৬·৭·১৯২১ খ্রী· বোম্বাই পৌঁছে সোজা গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করেন। গান্ধীজী তাঁকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কাছে পাঠান। এই সময়ে চিত্তরঞ্জনই ছিলেন তাঁর রাজনৈতিক গুরু। এই বছরেই যুবরাজের ভারত-ভ্রমণ বয়কট আন্দোলনে তিনি তাঁর সাংগঠনিক প্রতিভা দেখান। বাঙলার বিপ্লবীগণ তাঁকে নিজেদের নেতারূপে কংগ্রেসে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হন। ১৯২৪ খ্রী· অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে তিনি গ্রেপ্তার হয়ে সুদূর মান্দালয় জেলে প্রেরিত হন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩নং রেগুলেশনে তিনি বন্দী ছিলেন। অসুস্থতার কারণে ১৯২৭ খ্রী· মুক্তি পেয়েই সক্রিয় রাজনীতিতে নামেন ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। তখন থেকে বাঙলার কংগ্রেস মোটামুটি দুইটি দলে বিভক্ত হয় (সেনগুপ্ত দল ও সুভাষ দল)। ১৯২৮ খ্রী· কলিকাতা কংগ্রেসে তিনি সামরিক কায়দায় সজ্জিত একটি সুশৃঙ্খল স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী দ্বারা কংগ্রেস মণ্ডপ নিয়ন্ত্রিত করেন। এই অধিবেশনে মতিলাল নেহরু যখন ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস্ লাভের প্রস্তাব রাখেন, তিনি তখন জওহরলালের সঙ্গে যুক্তভাবে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির সংশোধনী আনেন। সে বছর এ প্রস্তাবে তিনি হেরে গেলেও দুই বছর পর গান্ধীজী এই প্রস্তাব উথাপন করে কংগ্রেসকে দিয়ে মানিয়ে নেন। ১৯২৯ খ্রী· বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন। ১৯৩০ খ্রী· গান্ধীজীর লবন আইন আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। গান্ধী-আরুইন চুক্তির পর ১৯৩১ খ্রী· কারামুক্ত হয়ে তিনি এই চুক্তির প্রতিবাদ করেন। এর আগে ১৯২৯ খ্রী· সুভাষচন্দ্র A.I.T.U.C.-এর সভাপতি ও ১৯৩০ খ্রী· কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন। এ সময়ে তিনি তৃতীয়বার বেঙ্গল রেগুলেশনে বন্দী হন। জেলে এক বছরের মধ্যেই তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। চিকিৎসার জন্য ইউরোপে পাঠানো হবে — সরকার এই সর্তে তাঁকে মুক্তি দেয়। এই সুযোগে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন রাজধানীতে যোগাযোগ স্থাপন করেন। তাঁর দেশে ফেরার নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও ১৯৩৬ খ্রী· দেশে ফেরেন এবং গ্রেপ্তার হয়ে এক বছর কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯৩৭ খ্রী· মুক্তি পান। এবছর বিভিন্ন প্রদেশে নির্বাচনের মাধ্যমে কংগ্রেস ক্ষমতালাভ করে। ১৯৩৮ খ্রী· হরিপুরা কংগ্রেসে তিনি সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর নির্দেশে এই প্রথম একটি পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হয় এবং জওহরলাল নেহরু কমিটির চেয়ারম্যান হন। ১৯৩৯ খ্রী· ত্রিপুরী কংগ্রেসে গান্ধীজীর সমর্থিত দক্ষিণপন্থী জোটের প্রার্থী পট্টভি সীতারামিয়াকে পরাজিত করে সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হন। তিনি ব্রিটিশ সরকারকে ৬ মাসের চরমপত্র দিয়ে পূর্ণ স্বরাজের দাবিতে আন্দোলন শুরু করার কর্মসূচি কংগ্রেসকে গ্রহণ করতে বলেন। কিন্তু দক্ষিণপন্থী জোট কর্তৃক সৃষ্ট প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তিনি এপ্রিল ১৯৩৯ খ্রী· পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই ঘটনার পর তিনি মহাজাতি সদন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করেন। এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে এসে অসুস্থ বৃদ্ধ কবি রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে দেশের নেতৃপদে বরণ করে 'দেশগৌরব' উপাধি দেন। মে মাসে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের মধ্যেই 'ফরোয়ার্ড ব্লক' গঠন করে সারা দেশে, বিশেষ করে বাঙলার বিপ্লবী সংগঠনগুলিকে সংহত করার চেষ্টা করেন। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ তখন তাঁকে ৩ বছরের জন্য বহিষ্কার করেন। মার্চ ১৯৪০ খ্রী· তিনি ফরোয়ার্ড ব্লক ও সারা ভারত কিষাণ সভার যুক্ত উদ্যোগে বিহারের রামগড় নামক স্থানে 'সমঝোতা বিরোধী' সম্মেলন আহ্বান করেন। জুন ১৯৪০ খ্রী· নাগপুর সম্মেলনে একটি অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠনের দাবি জানানো হয়। তারপর কলিকাতায় এসে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবিতে সত্যাগ্রহ শুরু করেন ও জুলাই ১৯৪০ খ্রী· পুনর্বার গ্রেপ্তার হন। কারাগারে অনশন করে এই বছরই ডিসেম্বর মাসে মুক্তি পান। গৃহে অন্তরীণ থাকা কালে ২৬·১·১৯৪১ খ্রী· তিনি পুলিসের চোখকে ফাঁকি দিয়ে দেশ ছাড়তে সক্ষম হন। অত্যন্ত বিশ্বস্ত কর্মীর সাহায্যে অনেক বিপদ ও ঝুঁকি মাথায় নিয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের মধ্য দিয়ে কাবুল হয়ে রাশিয়ায় প্রবেশ করেন। নভেম্বর ১৯৪১ খ্রী· পৃথিবীর লোক (সুভাষের নিজের কথায়) প্রথম জানতে পারে 'স্বদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনে শক্তি যোগানোর জন্য দেশের বাইরে' এসেছেন। মস্কোয় ১৫ দিন অপেক্ষা করেও মার্শাল স্ট্যালিনের দেখা না পেয়ে 'শত্রুর শত্রু' জার্মানীর রাজধানীর উদ্দেশ্যে রওনা হন। জার্মানীতে এসে একটি অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার গঠন করে শক্তিশালী বেতারকেন্দ্র থেকে তিনি ভারতের উদ্দেশে প্রচারকার্য চালাতে থাকেন। ওদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে জাপানে অপেক্ষমান মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একটি অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার গড়ে তুলেছিলেন। বয়সের ভারে দুর্বল বিপ্লবী রাসবিহারী অপেক্ষাকৃত তরুণ সুভাষচন্দ্রকে তাঁর আরব্ধ কাজের ভার নিতে আহ্বান করলেন। ইউরোপ থেকে সমুদ্রপথে সাবমেরিনযোগে আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগর পার হয়ে ২·৭·১৯৪৩ খ্রী· সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে পৌঁছান। জাপানের হাতে ধৃত ভারতীয় সৈন্য ও যুদ্ধবন্দীগণ এই নেতার আবির্ভাবে আশান্বিত হয়ে ওঠে। ৪·৭·১৯৪৩ খ্রী· আনুষ্ঠানিকভাবে রাসবিহারী বসু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বময় কর্তৃত্ব সুভাষচন্দ্রের হাতে সমর্পণ করেন। তখন থেকে তিনি 'নেতাজী' আখ্যায় সংবর্ধিত হন। ভারতের প্রথম স্বাধীন সেনাবাহিনী 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' নেতাজীর সাংগঠনিক শক্তি ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক।

২১·১০·১৯৪৩ খ্রী· আজাদ হিন্দ সরকার তার অস্তিত্ব ঘোষণা করে ও সামরিক তৎপরতা চালায়। এই ফৌজ জাপ যুদ্ধজাহাজের সাহায্য নিয়ে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দখল করে ও যথাক্রমে দ্বীপ দুইটির নামকরণ হয় 'শহীদ দ্বীপ' ও 'স্বরাজ দ্বীপ'। নেতাজী তাঁর সরকারে সকল ধর্মমত ও ভাষাভাষীকে একত্রিত করতে পেরেছিলেন। রোমান হরফে হিন্দুস্থানী ছিল তাঁদের সকলের ভাষা। জানুয়ারী ১৯৪৪ খ্রী· রেঙ্গুনে আজাদ হিন্দ সরকারের হেডকোয়ার্টার্স স্থাপিত হয়। তাঁর নির্দেশে সেখান থেকে অভিযান চালিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ উন্নত ধরনের অস্ত্রসজ্জিত ব্রিটিশ বাহিনীকে পরাস্ত করে ইম্ফল ও কোহিমার পথে ১৮·৩·১৯৪৪ খ্রী· দুইটি ঘাঁটি দখল করে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান আত্মসমর্পণ করলে (১৯৪৫) নেতাজী তাঁর বাহিনীকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হন। কোহিমায় নিহত আজাদ হিন্দ ফৌজের স্মৃতিস্তম্ভে লেখা আছে — 'হে স্বদেশবাসী পথিক, স্মরণ করো এখানে শায়িত বীরদের, কারণ তোমাদের ভবিষ্যৎ সুখের জন্য আজ তারা নিজেদের বিসর্জন দিল'। নেতাজীর মৃত্যু ফরমোসার তাইহোকু বিমান বন্দরে একটি বিমান দুর্ঘটনায় হয়েছে ব'লে প্রচারিত। তাঁর রচিত বাংলা গ্রন্থ: 'তরুণের স্বপ্ন' এবং একটি ইংরেজীতে অসমাপ্ত আত্মজীবনী — 'An Indian Pilgrim'। [৩, ৭, ১০, ২৫, ২৬, ৪২, ৪৩, ১২৪]

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯৩১ - ১৯·৬·১৯৮১) প্রজনন বিজ্ঞানী হিসাবে তিনি বলেছিলেন, শরীরের বাইরে ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর নিষেক ঘটিয়ে ভ্রূণকে হিমায়িত অবস্থায় রেখে সময়মতো জরায়ুতে স্থাপন করে শিশুর জন্ম সম্ভব। সেরকম পরীক্ষায় ৩·১০·১৯৭৮ খ্রী· তিনি সফলও হয়েছিলেন। তাঁর গবেষণা স্বীকৃতি পেলে ভারত প্রথম টেস্ট টিউব শিশুর জন্মদাতা দেশ হওয়ার গৌরব অর্জন করত। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক নিপীড়ন ও কর্মক্ষেত্রের অবিচার ও উপেক্ষার ফলে তিনি আত্মহত্যা করেন। [১৬]

সুভো ঠাকুর, সুভগেন্দ্রনাথ (৩·১·১৯১২ - ১৭·৭·১৯৮৫) জোড়াসাঁকো — কলিকাতা। ঋতেন্দ্রনাথ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রপৌত্র এই চিত্রশিল্পী, কবি, পত্রিকা সম্পাদক, শিল্প-সংগ্রাহক ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন 'বিদ্রোহী'। তাঁর 'বিদ্রোহ' নিজের পরিবারের বিরুদ্ধে, সনাতন সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, চলতি সাহিত্য ও চিত্রকলার বিরুদ্ধে। যৌবনে লিখেছিলেন; 'পয়েট টেগর হন কে তোমার, জোড়াসাঁকোতেই থাক ?/ বাবার খুড়ো যে হন শুনিয়াছি, মোর কেহ হয় নাকো।' তাঁর শেষ জীবনের রচনা 'বিস্মৃতিচারণা'য়ও প্রায় সেই মেজাজ। 'ঠাকুর বাড়ীর 'কালাপাহাড়', 'বোহেমিয়ান' তিনি পৈতৃক সম্পত্তির অংশ হাতে পেয়ে সাহিত্যচর্চা, বন্ধুপোষণ ও নানান বিচিত্র খেয়ালে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা অল্পসময়ের মধ্যে নিঃশেষ করে দিয়েও কখন আক্ষেপ করেন নি। কী ছবিতে, কী লেখাতে তিনি নিজস্ব ধারা সৃষ্টি করেছিলেন। ব্যক্তিজীবনেও তাই। উৎসাহী নবীন শিল্পীদের সঙ্গে নতুন শিল্পধারা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ১৯৪৩ খ্রী· নিজগৃহে 'ক্যালকাটা গ্রুপ' গঠন করেন। দক্ষ কলাকুশলী শিল্পী বংশীচন্দ্র সেনগুপ্তকে তিনিই আবিষ্কার করেন কাশ্মীরে। আর্ট কলেজে পড়ার সময় 'চতুরঙ্গ' নামে একটি পত্রিকার চার পাঁচ সংখ্যা তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ত্রিশের দশকে তাঁর সম্পাদিত মাসিক 'ভবিষ্যৎ' ও সচিত্র সাপ্তাহিক 'অগ্রগতি' পত্রিকা দুটির দুঃসাহসিক লেখা, ছবি, পরিকল্পনা ও অঙ্গসজ্জার অভিনবত্ব চমকপ্রদ ছিল। তবে সাময়িকপত্রের ইতিহাসে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান শিল্পকলা সংক্রান্ত পত্রিকা 'সুন্দরম'। পদ্যে 'অগ্রমিল ছন্দ' নামে তিনি এক নতুন ছন্দ করেছিলেন। নিজেকে তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে ধরে নিয়ে অনেক সময় লেখা শুরু করতেন। বিশিষ্ট কারুশিল্প - সংগ্রাহক ছিলেন। তাঁকে নিয়ে এক সময় যে খুবই লেখালেখি হয়েছে তার স্বাক্ষর রয়েছে 'আর্ট অব সুভো ঠাকুর' সংকলন গ্রন্থটিতে। 'দ্য লোনলি পিলগ্রিম' নাম দিয়ে শান্তি চৌধুরী তাঁর জীবনীচিত্র তৈরী করেছেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'মায়ামৃগ', 'নীলরক্ত লাল হয়ে গেছে', 'অলাতচক্র', 'অতন্ত্র আলতামিরা' প্রভৃতি। [১৬, ১৪৯]

সুমথ নাথ ঘোষ (১৯০৯ - ১০·৪·১৯৮৪) ঢাকুরিয়া — কলিকাতা। হরিদাস। যশস্বী সাহিত্যিক ও প্রকাশক। মিত্র ও ঘোষ পুস্তক প্রকাশন সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। জগবন্ধু ইনস্টিটিউশন ও আশুতোষ কলেজে শিক্ষা লাভ। বিদ্যালয়ে গজেন্দ্র কুমার মিত্রের সঙ্গে যে বন্ধুত্ব হয় তা আমৃত্যু স্থায়ী হয়েছিল। গজেন্দ্রকুমারের সঙ্গে একযোগে 'কথাসাহিত্য' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। উপন্যাস ও ছোটগল্প মিলিয়ে প্রায় শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। 'বাঁকা স্রোত' তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। [১৬, ১৭]

সুমন সিংহ ড· (১৯২১ - ১৯·৫·১৯৮৩) চট্টগ্রাম। বিশিষ্ট কূটনীতিবিদ্। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এম·এ· পাশ করে চীনে ভারতীয় দূতাবাসে নিযুক্ত হন। পরে তিব্বত, হল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও লেবাননে ভারতের রাষ্ট্রদূত হয়েছিলেন। [১৬]

সুমিত্রা দেবী। মালিয়াড়া — বাঁকুড়া। বাংলা ও হিন্দী চলচ্চিত্রের দীর্ঘকালের জনপ্রিয় অভিনেত্রী। সম্ভ্রান্ত ঘরের বধূ চলচ্চিত্রে এসে পরবর্তী কালের বাঙালী নারীর অভিনয়ের পথ সুগম করেন। শতাধিক ছবির নায়িকা। উল্লেখযোগ্য ছবি: 'সন্ধি', 'পথের দাবী', 'স্বামী', 'সাহেব বিবি গোলাম' প্রভৃতি। [১৫৫]

সুরাঙ্গিণী সর্বাধিকারী (১৯শ শতাব্দী) স্বামী শিক্ষাবিদ্ প্রসন্নকুমার। তাঁর রচিত 'তারা-চরিত' নাটক ১৮৭৫ খ্রী· প্রকাশিত হয়। তাঁর কন্যা রানী জ্যোতির্ময়ী (মহারাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের স্ত্রী) 'মালা', ও 'সাজি' নামক কাব্যগ্রন্থের রচয়িত্রী এবং তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনী ইন্দুমতী 'দুঃখ মালা' ও 'বিরাটনন্দিনী' কাব্যগ্রন্থের রচয়িত্রী। [১৬৮]

সুরবালা ঘোষ (২৭.২.১৮৬৭ - ১১.৩.১৯৩৩) পিতা খ্যাতনামা ইংরেজী লেখক — নীলমণি দে। স্বামী — অতুলচন্দ্র 'স্তবরুদ্ধা' ও 'Deathless Ditties' খ্যাত কবি। শ্বশুর—প্রখ্যাত সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তিনি একজন বিদুষী, কবি ও চারুশিল্প-নিপুণা ছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁর রচিত বিভিন্ন কবিতা সাহিত্যিক পুত্র মন্মথনাথ সংগ্রহ করে 'মধুরা' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। [৫, ৪৪]

সুরবালা সেনগুপ্ত (১৮৮১ - ১১.৯.১৯৭৩) দিনাজপুর — পূর্ববঙ্গ। বিপ্লবী যুগের বিশিষ্ট নেত্রী। ১৯৩০ খ্রী· ও ১৯৩২ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তিনি যথেষ্ট নির্যাতন সহ্য করেন এবং একাধিকবার কারাদণ্ডিত হন। দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁ মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সভানেত্রী এবং ঠাকুরগাঁ মহিলা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভানেত্রী ছিলেন। [১৬]

সুরমা মিত্র। ১৯৪১ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ·ডি· উপাধি লাভ করেন। তিনিই প্রথম মহিলা এ উপাধি পান। কলিকাতা আশুতোষ কলেজের অধ্যাপিকা ছিলেন। [৫৭]

সুরমা মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪ - ১৬.১১.১৯৪৬) কলিকাতা। সত্যহরি চট্টোপাধ্যায়। স্বামী গুণেন্দ্রনাথ। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকেই চরকা কাটতেন ও খদ্দর ব্যবহার করতেন। পরে 'কাটোয়া মহকুমা মহিলা রাষ্ট্রীয় সমিতি'র সম্পাদিকা হন। ১৯৩০ ও ১৯৩২ খ্রী· আন্দোলনে পূর্ণ উৎসাহে যোগ দেন এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে দুইবার কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩৮ - ৪১ খ্রী· কাটোয়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ছিলেন। [২:১]

সুরমাসুন্দরী ঘোষ (১৮৭৩ - ১৯৪৩ ?) মালখানগর — ঢাকা। উমেশচন্দ্র বসু। স্বামী — নিশিকান্ত। গ্রামের উচ্চ প্রাইমারী পরীক্ষা পাশ করে বৃত্তি পান। কবিতা লিখতে পারতেন। ১৮৮৯ খ্রী· স্বামীর রচিত 'অশ্রু' কবিতাগ্রন্থে তাঁর কয়েকটি কবিতা মুদ্রিত হয়েছিল। কলিকাতার 'পূর্ববঙ্গ স্ত্রীশিক্ষা কমিটি'র তত্ত্বাবধানে বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ পরীক্ষায় প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক পান। তাঁর রচিত কবিতাগ্রন্থ 'সঙ্গিনী' (১৩০৮ ব·) ও 'রঙ্গিনী' (১৩০৯ ব·) কুন্তলীন থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। [৫, ৪৪]

সুরেন্দ্র ধর চৌধুরী (১৯০৬ - ২৫.১২.১৯৭০) কুমিল্লা। অধরচন্দ্র। স্কুলের ছাত্র থাকাকালেই ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। গুপ্ত বিপ্লবী দল অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন। ১৯২৯ খ্রী· সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩২ খ্রী· আন্তঃ প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত আসামী রূপে তাঁকে আন্দামানে চালান দেওয়া হয়। পরে আন্দামান থেকে দেশে ফিরিয়ে আনা হলেও ১৪ বছর পর ছাড়া পান। কারাবাস কালেই তিনি কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী হন। মুক্তি পেয়ে ঐ পার্টিতে যোগ দেন। জেলে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ১৯৪৮ খ্রী· হাসপাতালে তাঁর একটি ফুসফুসে অস্ত্রোপচার করা হয় কিন্তু পার্টি বে-আইনী হয়েছে শুনে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে আত্মগোপন করেন। এই সময় তাঁর উপরে ভার পড়ে চব্বিশ পরগনা জেলার শিল্পাঞ্চলে পার্টিকে রক্ষা করা এবং তাকে বাড়িয়ে তোলা। ১৯৫০ খ্রী· চব্বিশ পরগনা জেলার পার্টির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হন। তাঁরই চেষ্টায় জুটমিলগুলিতে এবং টাটা এয়ার ক্র্যাফট, টিটাগড় পেপার মিল প্রভৃতি কারখানায় শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠন শুরু হয়। ১৯৫৬ - ৬২ খ্রী· পার্টির চব্বিশ পরগনা শাখার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসাবে কাজ করেন। কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হবার পর ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসাবে ১৯৬৯ খ্রী· পর্যন্ত চব্বিশ পরগনা জেলার সম্পাদক ছিলেন। পার্টির মুখপত্র 'কালান্তর' পত্রিকার জন্মকাল থেকেই তার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। আগস্ট ১৯৭০ খ্রী· টিটাগড়ে একটি মিছিল পরিচালনার সময়ে বিরুদ্ধ দলের ব্যক্তিদের দ্বারা আক্রান্ত ও গুরুতর আহত হয়ে চারমাস হাসপাতালে থাকার পর তাঁর মৃত্যু ঘটে। [১০৭]

সুরেন্দ্র ধাড়া (? - ডিসে· ১৯৪৩)। কল্যাণপুর — মেদিনীপুর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হয়ে কাঁথি জেলে মারা যান। [৪২]

সুরেন্দ্রনাথ কর১ (২২.৩.১৮৮৯ - ১১.১১.১৯২৩) সাটিয়াজুরী — শ্রীহট্ট। উচ্চশিক্ষালাভের নামে আমেরিকায় গিয়ে পাঞ্জাবী কৃষক অধ্যুষিত গদর পার্টির অন্যতম নেতা হন। প্রধানত প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে তিনিই কৃষক সংগঠনের কাজ করতেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মানী থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর পরিকল্পনা করায় যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক কারারুদ্ধ হন। ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য ছাড়া পেয়ে পুনরায় বৈপ্লবিক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। 'স্বাধীন হিন্দুস্থান' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বিশ্বযুদ্ধ-শেষে বার্লিনে এসে ভারতীয় কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগ দেন। ক্ষয়রোগে মৃত্যু। [১০, ৫৪, ৭০, ১০৮]

সুরেন্দ্রনাথ কর২ (১৮৯৪ - ২.৮.১৯৭০)। বিহারের মুঙ্গের জেলায় জন্ম। অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত ভারতীয় চিত্রকলা ধারার একজন শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট শিল্পী। ১৯১৯ খ্রী· রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে কলাভবন স্থাপন করলে অসিত হালদার, নন্দলাল বসু এবং তিনি কবিকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। পরে তিনি কলাভবনের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। স্থপতিবিদ্‌রূপেও খ্যাতি ছিল। শান্তিনিকেতনের 'উদয়ন' তাঁরই পরিকল্পনায় প্রতিষ্ঠিত। কবির সঙ্গে বিদেশেও গিয়েছিলেন। তাঁর বহু শিল্প-রচনা পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হত। 'পদ্মশ্রী' উপাধি প্রাপ্ত ছিলেন। ১৯৭১ খ্রী· তাঁকে মরণোত্তর 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে সম্মানিত করা হয়। [৩, ১৬]

সুরেন্দ্রনাথ কর৩ (১৯১৪ - ৮.৯.১৯৪২) বারঅমৃতবেরিয়া — মেদিনীপুর। দীননাথ। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে মহিষাদল পুলিস স্টেশন আক্রমণকালে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐ দিনই মারা যান। [৪২]

সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী (১৯০৯?-৩০.৩.১৯৪৫) কলিকাতা। বঙ্গবাসী কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ, বেথুন ও সংস্কৃত কলেজে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে অধ্যাপনা করেন। মার্ক্সবাদী দার্শনিক ও ছাত্রনেতা হিসাবে এবং সুলেখক ও সুবক্তারূপে খ্যাতি ছিল। 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘে'র বাঙলার প্রথম সম্পাদক ও ১৯৩৯ খ্রী· কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। [৫, ৭৬]

সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, দানীবাবু (১১.১২.১৮৬৮ - ২৮.১১.১৯৩২) কলিকাতা। নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র। 'দানীবাবু' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ অভিনেতা। থিয়েটারের নেশায় সব কিছু ছেড়ে ক্রমশ পাড়ার বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশে অল্প বয়সেই থিয়েটারের দল খোলেন। ১০ বছর বয়সে থিয়েটারে ঢোলক বাজাতেন। পড়াশুনা আর হয় নি। ছবি আঁকায় আগ্রহ দেখে গিরিশচন্দ্র তাঁকে আর্ট স্কুলে ভর্তি করান। সে-সব ছেড়ে ব্ল্যাকউডের অফিসে শিক্ষানবীশিতে প্রবেশ করেন। ছোটখাট অপেশাদার থিয়েটারে ক্রমে খ্যাতি অর্জন করেন। হঠাৎ একটি তরুণী বিধবাকে বিবাহ করেন। অবশেষে অর্থাভাবে উচ্ছৃঙ্খলতা শুরু করলে পিতৃষসার অনুরোধে বিখ্যাত অভিনেতা অমৃত মিত্র তাঁকে ষ্টারে নিয়ে আসেন ও পিতার অজ্ঞাতে অভিনয় শিক্ষা দিতে থাকেন। এই সময় গিরিশচন্দ্র 'চণ্ড' নাটকে মহলা দিচ্ছিলেন। ড্রেস রিহার্স্যালে অমৃত মিত্র সুরেন্দ্রনাথকে রঘুদেবের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের সামনে উপস্থিত করেন। সেই থেকে খ্যাতি শুরু। সে যুগের কলিকাতার সব মঞ্চেই অভিনয় করেছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় সিরাজের ভূমিকায় তাঁর প্রাণমাতানো অভিনয়ে দর্শকসমাজ মোহিত হন। ১৯১৮ খ্রী· নাগাদ দেশবন্ধুর ইচ্ছায় বন্যার্তদের সাহায্যকল্পে 'দুর্গেশনন্দিনী' অভিনীত হয়। এই নাটকের অভিনয়ে দানীবাবু 'ওসমান'-রূপে ও তারাসুন্দরী 'আয়েষা'র ভূমিকায় অভিনয় করেন। বিভিন্ন রসের ভূমিকাতে সমান দক্ষতা ছিল। মনোমোহন থিয়েটারে ম্যানেজার ও অংশীদার হয়ে লক্ষাধিক টাকা উপার্জন করেন। ২.১০.১৯২৮ খ্রী· নাট্যমন্দিরে গিরিশ স্মৃতি সমিতির উদ্যোগে 'প্রফুল্ল' নাটকে দানীবাবু 'যোগেশ' ও শিশিরকুমার 'রমেশে'-এর ভূমিকায় অভিনয় করেন। রঙ্গমঞ্চে এটি ঐতিহাসিক ঘটনা। আর্ট থিয়েটারে পোষ্যপুত্র নাটকে 'শ্যামকান্ত'র ভূমিকায় শেষ অভিনয় করেন। [৩, ৫, ৭, ২৫, ২৬, ৬৫]

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (২৬.৭.১৮৭২ - ৩.৫.১৯৪০) জোড়াসাঁকো — কলিকাতা। প্রথম ভারতীয় আই·সি·এস· সত্যেন্দ্রনাথ। মাতা সুসাহিত্যিকা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। পিতার কর্মস্থল পুনায় জন্ম। ভারতের সমবায়, বীমা ও ব্যাঙ্কিং আন্দোলনের পথিকৃৎ। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে ১৮৯৩ খ্রী· বি·এ· পাশ করেন। জীবনবীমা ব্যবসায় শিক্ষার জন্য ১৯০৮ - ০৯ খ্রী· ইংল্যাণ্ডে যান। তার আগেও তিনি কয়েকবার বিলেত গিয়েছিলেন। ওকাকুরা ও নিবেদিতার শিষ্যস্থানীয় সুরেন্দ্রনাথ এদেশে বৈপ্লবিক চেতনার সূচনা থেকেই এর সংস্পর্শে আসেন। ১৯০২ খ্রী· ব্যারিস্টার পি· মিত্রের সভাপতিত্বে বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির যে সংগঠন গড়ে ওঠে তিনি ছিলেন তার সক্রিয় সদস্য ও কোষাধ্যক্ষ। এই সংগঠনই পরবর্তী কালে 'অনুশীলন সমিতি' নামে পরিচিত হয়। শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্নই কৈশোরে তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল সুদূর বোম্বাইয়ের ধর্মঘটী রেল শ্রমিকদের পাশে। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত না থেকে পরে তিনি গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁরই উদ্যোগে সমবায় বীমা আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের প্রচারের উদ্দেশ্যে সারা উত্তর ভারতে ঘুরেছেন। অম্বিকা উকীলের সহযোগিতায় 'হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স কোং' প্রতিষ্ঠা করেন। শিলাইদহে 'কো-অপারেটিভ সোসাইটি' স্থাপন করে দরিদ্র ক্ষেতমজুরদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করেছিলেন। সাহিত্য রচনাতেও পারদর্শী ছিলেন। 'সবুজপত্র' ও 'সাধনা' পত্রিকায় তাঁর অনেক রচনা প্রকাশিত হয়। তিনি ত্রৈমাসিক 'বিশ্বভারতী' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন। তাঁর লেখা 'একটি সদ্য প্রস্ফুটিত সাকুরা পুষ্প' জাপানী গল্পের অনুবাদ। তাঁর সঙ্কলিত ও সংক্ষেপিত মহাভারতই পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'কুরুপাণ্ডব' নামে প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর পূর্বে সোভিয়েট বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে 'বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ' গ্রন্থ রচনা করেন। রবীন্দ্র সাহিত্যের ইংরেজী অনুবাদকরূপে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১৮৯৫ খ্রী· রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ও বলেন্দ্রনাথকে পাট, ভূষিমাল ও আখমাড়াই কলের ব্যবসায়ে নামিয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কালে গগনেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহায়তায় রবীন্দ্রনাথ কুষ্ঠিয়াতে বয়ন বিদ্যালয় স্থাপন করেন। [৩, ১২৪, ১৫৫]

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (১৮৮৭ - ১৮.১২.১৯৫২) গৈলা — বরিশাল। নদীয়া জেলার কুষ্ঠিয়ায় জন্ম। পিতা কালীপ্রসন্নের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। ২/৩ বছর বয়সে অক্ষর-পরিচয়ের পূর্বেই রামায়ণ মুখে মুখে আবৃত্তি করার অস্বাভাবিক ক্ষমতা তাঁর মধ্যে দেখা যায়। ৫ থেকে ৭ বছর বয়সে তিনি বিভিন্ন সভায় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন দিক ও তৎকালীন সমসাময়িক বহু প্রধান ঘটনার বিষয় বলতে পারতেন। তাই অনেকে তাঁকে 'খোকা ভগবান' বলতেন। পিতা ডায়মন্ডহারবারে বদলী হলে ৯/১০ বছর বয়সে তিনি 'বৃত্রসংহারে'র অনুকরণে রামায়ণের ৪টি সর্গ রচনা করেন। কৃষ্ণনগর স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পাশ করেন ও গৈলায় গিয়ে টোলে ভর্তি হন। সেখানে পঞ্জী ও টীকাসহ দুরূহ কলাপ ব্যাকরণ নিজে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদেরও পড়ান। কৃষ্ণনগরে ফিরে এফ·এ· পাশ করেন। এই সময় 'তিলোত্তমা কাব্য' সংস্কৃতে রচনা করেন। ১ বছর বি·এ· ফেল করে পরের বছর সংস্কৃতে অনার্স ও নিস্তারিণী

পদক সহ বি·এ· পাশ করেন। ১৯০৮ খ্রী· সংস্কৃত কলেজ থেকে এম·এ· পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারী শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করেন। ১৯১০ খ্রী· দর্শনে এম·এ· পাশ করে রাজশাহী কলেজে ও চট্টগ্রাম কলেজে কাজ করেন। ১৯২০ - ২২ খ্রী· কেমব্রিজে লেক্‌চারার থাকা কালে দর্শনে 'ডি·ফিল·' হন। চট্টগ্রাম কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল ছিলেন। এডুকেশন সার্ভিসে যোগ দিয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজী দর্শনে প্রধান অধ্যাপক ও সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল এবং ১০ বছর পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিবিজ্ঞানের অধ্যাপক হন। ১৯৪৫ খ্রী· অবসর নিয়ে বিদেশ যান। ১৯৫০ খ্রী· থেকে লক্ষ্ণৌয়ে বসবাস করেন। রোম ইউনিভার্সিটির ডি·লিট· (১৯৩৯) ছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা : 'এ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান ফিলসফি' (৫ খন্ড)। এছাড়া বহু বিচিত্র বিষয়ে ইংরেজী ও বাংলায় রচিত গ্রন্থসংখ্যা ২২। তার মধ্যে ৫টি মৌলিক কাব্যগ্রন্থ ও ১টি উপন্যাস। চিত্রকলা, অলঙ্কারশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়েও প্রবন্ধাদি রচনা করেছেন। ১৯৩৬ খ্রী· লন্ডনে আন্তর্জাতিক ধর্ম-সম্মেলনে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৩৮ খ্রী· দার্শনিক ক্রোচের আমন্ত্রণে ইটালীতে গিয়েছিলেন। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা : ' এ স্টাডি অফ পতঞ্জলি', 'যোগ ফিলসফি ইন্ রিলেশন টু আদার সিস্টেম্‌স্ অফ ইন্ডিয়ান থট', 'এ হিস্ট্রি অফ স্যান্সক্রিট লিটারেচার', 'রবীন্দ্রনাথ, দি পোয়েট অ্যান্ড ফিলসফার', 'কাব্যবিচার', 'সৌন্দর্যতত্ত্ব', 'রবি দীপিকা' প্রভৃতি। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কাছে প্রাপ্ত সাহায্যের কথা স্মরণ করে তিনি তাঁর নিজস্ব সুবৃহৎ লাইব্রেরীটি মণীন্দ্রচন্দ্রের নামে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে গেছেন। [৩, ২৬, ১৪৯, ১৭৪]

সুরেন্দ্রনাথ দাস (১৮৮৩ - ৩·১·১৯৮১) হাওড়া। প্রখ্যাত শিল্পী। ১৮৯৮ খ্রী· তিনি আর্ট স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৯০৩ খ্রী· ডিপ্লোমা লাভ করেন। চারুকলার প্রায় সব শাখায় কৃতী হলেও প্রধানত তেলরঙের সাহায্যে অ্যাকাডেমিক রীতিতে মুখচ্ছবি রচনাতেই দক্ষতা বেশী ছিল। ঐ রীতিতেই পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণলীলা এবং সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্য অবলম্বনে প্রচুর ছবি এঁকেছেন। হিন্দু মেলার আদর্শে আয়োজিত 'মোহন মেলা'য় আঁকা রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের এক তৈলচিত্রের জন্য স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন (১৯০২-০৩)। ষাট বছরের শিল্পচর্চায় অঙ্কিত ছবির সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। 'দুষ্মন্তের সভায় শকুন্তলা' ছবির জন্য বারাণসীর ভারত ধর্ম মহামণ্ডল থেকে শিল্পরত্ন উপাধি লাভ করেন। [১৭]

সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী (২·১০·১৯০০ - ১৫·১২·১৯৮৩) টাঙ্গাইল-সন্তোষগ্রাম — মৈমনসিংহ। হরিদাস। স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সাহিত্যসেবী। পাটনায় অধ্যয়নকালে ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। পুরুলিয়া কংগ্রেসের সংগঠক, কংগ্রেস নেতা রাজেন্দ্রপ্রসাদের একান্ত সচিব তিনি রাজবন্দী হয়ে একাধিকবার জেলে কাটান। ১৯২৯ খ্রী· রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্যাপৃত থাকাকালে চাইবাসায় রামমোহন লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন এবং রাজনৈতিক কর্মপ্রসারের ও প্রচারের জন্য ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩২ খ্রী· রাজনৈতিক সাপ্তাহিক 'সংকল্প' প্রকাশ করেন। কিন্তু সরকারী জামানত দিতে অস্বীকার করায় পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৩৪ খ্রী· থেকে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর 'সংহতি' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৯৪০ - ৪১ খ্রী· তিনি ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৩৪ খ্রী· থেকে নিখিল ভারত সাহিত্য সম্মিলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সম্মিলন ১৯৬১ খ্রী· আন্দামানে বহু সদস্যসহ রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবের যে আয়োজন করেছিল তাতে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। সেখানে কবি ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্তর সভাপতিত্বে 'রবীন্দ্র বাংলা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করার গৃহীত কর্মসূচী ১৯৬৫ খ্রী· বাস্তবায়িত হয়। ১৯১৯ খ্রী· থেকে আমৃত্যু কলিকাতা শ্রমজীবী বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৬ খ্রী· ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত বিখ্যাত শিল্প-প্রদর্শনীর অন্যতম সংগঠক ছিলেন। ১৯১৯ খ্রী· রাজসাহীর ও ১৯৪২ খ্রী· মেদিনীপুরের বন্যায়, ১৯৪১ খ্রী· বর্মা প্রত্যাগত ও ১৯৪৩ খ্রী· দুর্ভিক্ষ পীড়িত পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের ত্রাণ ও সাহায্যকর্মে সক্রিয় ছিলেন। অকৃতদার তিনি 'পূর্ণিমা মিলন', 'রবিবাসর', 'বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি', 'হিন্দু কুষ্ঠ নিবারণ সঙ্ঘ' প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১৪৯]

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার (১০·১১·১৮৪৮ - ৬·৮·১৯২৫) তালতলা — কলিকাতা। খ্যাতনামা ডাক্তার দুর্গাচরণ। ডভটন কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করে বিলাত যাত্রা করেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন বিহারীলাল গুপ্ত ও রমেশচন্দ্র দত্ত। তাঁরা তিনজনেই আই·সি·এস· পরীক্ষায় (১৮৬৯) পাশ করেন। কিন্তু প্রকৃত বয়স নিয়ে গোলযোগ দেখা দেওয়ায় সুরেন্দ্রনাথকে আটকে দেওয়া হয়। তিনি আদালতের আশ্রয় নেন এবং আদালতের নির্দেশে পরীক্ষোত্তীর্ণ ব'লে তালিকাভুক্ত হন। ১৮৭১ খ্রী· দেশে ফেরেন এবং শ্রীহট্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট হন। কিন্তু একজন আসামীকে ফেরারী তালিকাভুক্ত করায় ত্রুটি দেখিয়ে তাঁকে ১৮৭৩ খ্রী· পদচ্যুত করা হয়। সম্ভবত এই পদচ্যুতি কৃষ্ণাঙ্গ ব'লেই ঘটেছিল। ১৮৭৬ খ্রী· বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁকে মেট্রোপলিটান কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপকের পদে নিয়োগ করেন। এখান থেকে সিটি কলেজ ও ফ্রী চার্চ কলেজে অধ্যাপনা করার পর ১৮৮২ খ্রী· তিনি নিজ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। এই বিদ্যালয়টি পরে রিপন কলেজ (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) নামে খ্যাত হয়। তিনি বাঙলায় নিয়মতান্ত্রিক ও আবেদন-নিবেদনমূলক রাজনীতির একজন প্রধান পুরোধা। ১৮৭৬ - ৯৯ খ্রী· পর্যন্ত কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য, ১৮৮৫ খ্রী· থেকে উত্তর ব্যারাকপুর মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান এবং পর পর ৮ বছর (১৮৯৩ - ১৯০১) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১৯১৩ খ্রী· কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদের সদস্য হন। রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর প্রথম

আন্দোলন—সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীর বয়ঃসীমা বাড়ান। লর্ড লিটনের সংবাদপত্র-সংক্রান্ত আইনের বিরুদ্ধেও তিনি আন্দোলন করেন। সাংবাদিকরূপে প্রথমে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সংবাদদাতার কাজ করেন। ১৮৭৯ খ্রী· 'বেঙ্গলী' পত্রিকার মালিকানা নিয়ে সম্পাদনা শুরু করেন। এই পত্রিকায় ১৮৮৩ খ্রী· এক প্রবন্ধে আদালত অবমাননার জন্য তাঁর কারাদণ্ড হয়। এই ঘটনাই নির্যাতিত দেশপ্রেমিকরূপে তাঁকে বিখ্যাত করে। ব্রিটিশ সরকারী আদালতে তিনিই প্রথম রাজনৈতিক কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৮৭৬ খ্রী· আনন্দমোহন বসুর সঙ্গে 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানই কংগ্রেসের পূর্বসূরী। ১৮৮৫ খ্রী· ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। কংগ্রেসের পুনা অধিবেশনে (১৮৯৫) এবং আমেদাবাদ অধিবেশনে (১৯০২) সভাপতিত্ব করেন। একটি ভারতীয় প্রতিনিধিমূলক সরকার গঠনের জন্য ১৮৯০ খ্রী· জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিলাতে যে প্রতিনিধি দল প্রেরিত হয় তিনি তাঁর অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন। ইংরেজী ভাষার একজন প্রসিদ্ধ বক্তারূপে তিনি সেখানে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৯৭ খ্রী· ওয়েম্বলী কমিশনে সাক্ষ্য দিতে বিলাত যান। বঙ্গভঙ্গ রোধের জন্য তাঁরই নেতৃত্বে তুমুল আন্দোলন সৃষ্ট হয় (১৯০৫) এবং দেশবরেণ্য নেতারূপে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। এই উপলক্ষে তাঁর নামের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁকে 'সারেন্ডার-নট — সুরেন্দ্রনাথ' বলা হত। ১৯০৬ খ্রী· বরিশালে রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে যোগ দিয়ে শোভাযাত্রা পরিচালনার অভিযোগে গ্রেপ্তার ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯০৯ খ্রী· পুনরায় সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরূপে ইংল্যাণ্ডে প্রেস সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯১২ খ্রী· বঙ্গভঙ্গ রোধ হওয়ায় (অবশ্য বঙ্গের কিছু অংশ আসাম ও বিহারে যুক্ত হয়) তিনি Settled Fact-কে Unsettled করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। তিনি বরাবরই নিয়মাধীন আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর পঞ্চাশ বছরের রাজনৈতিক জীবনে ব্রিটিশ ন্যায়বিচারে আস্থা কখনও শিথিল হয় নি। তাই লর্ড কার্জনের সঙ্গে বিরোধ করলেও নিজ প্রতিষ্ঠিত কলেজের নাম পরবর্তী এক লাট সাহেব রিপনের নামেই রাখেন। ১৯২৩ খ্রী· মডারেট রাজনীতিক সুরেন্দ্রনাথ স্বরাজ্য দলের প্রার্থী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে পরাজিত হন ও রাজনীতি থেকে অবসর নেন। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের পথে কংগ্রেস যখন অগ্রসর হয় তখন তিনি ইংরেজ-প্রবর্তিত শাসনসংস্কার সমর্থন এবং মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে (১৯২১) অনেকের নিন্দাভাজন হন। ইংরেজ সরকারের 'স্যার' উপাধি তিনি গ্রহণ করেন। ভারত ও ইংল্যাণ্ডের আর্থিক সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য আহূত কমিশনে তিনি আমন্ত্রিত প্রতিনিধিরূপে যোগ দিয়েছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার অনেক আগেই কর্পোরেশন বা স্বায়ত্তশাসন বিভাগে কিছুটা জাতীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তিনিই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন (১৯২১)। তাঁর প্রভাবেই বাঙলায় জাতীয় অবমাননার বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। তাঁর রচিত 'A Nation in Making' গ্রন্থটি ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসের একটি বিশেষ মূল্যবান দলিল। [৩, ৭, ৮, ১০, ২৫, ২৬]

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতরত্নাকর (১৮৮৬ ? - ২৩·২·১৯৭২) বিষ্ণুপুর। সঙ্গীতজ্ঞ অনন্তলাল। বাল্যকালে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় দুই অগ্রজ রামপ্রসন্ন ও গোপেশ্বরের কাছে সঙ্গীতশিক্ষা করেন। বিভিন্ন সময়ে বর্ধমান রাজদরবারে, মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গীতসভায়, আদি ব্রাহ্মসমাজে ও প্রমোদা দেবী চৌধুরাণীর 'সঙ্গীত সম্মিলনী'তে গায়করূপে নিযুক্ত ছিলেন। সেতার ও এস্রাজ বাজনাতেও দক্ষতা ছিল। তিনি রবীন্দ্রনাথের বহু গানের স্বরলিপি প্রস্তুত করেছেন। রচিত গ্রন্থ : 'বিষ্ণুপুর'। তাঁর কন্যা অধ্যাপিকা বিন্দুবাসিনী দেবী উচ্চাঙ্গের খেয়াল শিল্পী। [১৬, ৫২, ২০২]

সুরেন্দ্রনাথ (বসু) মল্লিক (২৪·৮·১৮৭২, - ১০·৪·১৯৩৬) সিঙ্গুর — হুগলী। দক্ষিণ কলকাতার খ্যাতনামা ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ। ১৮৯৩ খ্রী· এম·এ· ও পরের বছর আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রথমে হাইকোর্টে ও পরে আলিপুর কোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। তিনি ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ট্রাইবুনালে, আগড়পাড়া ডাকাতি মামলায় এবং ১৯১৮ খ্রী· আলিপুর ট্রাঙ্ক মার্ডার মামলায় সরকার কর্তৃক কৌসুলী মনোনীত হয়েছিলেন। ১৯০৬ খ্রী· দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে কলিকাতায় জাতীয় মহাসভার যে অধিবেশন হয়েছিল তিনি তার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। কংগ্রেসের মধ্যে 'মডারেটপন্থী' ছিলেন। মতবিরোধ হওয়ায় ১৯২০ খ্রী· কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন। ১৯২২ খ্রী· কলিকাতা কর্পোরেশনের বেসরকারী চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ১৯২৩ খ্রী· রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ স্বায়ত্তশাসন দপ্তর ত্যাগ করলে এই দপ্তরের সঙ্গে জনস্বাস্থ্য দপ্তরের দায়িত্ব সহ তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ১৯২৬ খ্রী· ইন্ডিয়ান কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে লীগ অব নেশনস্-এ ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁর চেষ্টায় ও অর্থানুকূল্যে সিঙ্গুরে বয়স্ক স্বাক্ষর কেন্দ্র, বালিকা বিদ্যালয় এবং হাসপাতাল স্থাপিত হয়। [৮২]

সুরেন্দ্রনাথ বাগচী (২১·৭·১৮৮৩ - ৬·৬·১৯৪৯) বলিহার — রাজশাহী। গোপালচন্দ্র। শৈশবে আঁকার দিকে ঝোঁক দেখে বলিহারের রানী কুসুমকামিনী এবং এডভোকেট শরৎচন্দ্র খাঁ তাঁকে গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে ভর্তি করার ব্যবস্থা করে দেন। সেখানে ছয় বছরের শিক্ষাক্রম চার বছরে শেষ করেন। এ কৃতিত্ব ভবানীচরণ লাহা, যামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলী প্রভৃতি অল্প কয়েকজন শিল্পীই মাত্র অর্জন করতে পেরেছিলেন। শিক্ষা-শেষে কিছুদিন ঐ আর্ট স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐ কাজ ছেড়ে দেন। তিনি মূলতঃ প্রতিকৃতিশিল্পী হলেও মৌলিক ও পৌরাণিক বিষয়েও অনেক তৈলচিত্র অঙ্কন করেন। তাঁর 'মুক্তির পথে' ছবিখানির কোনও কপি-মুদ্রণ তদানীন্তন সরকার

কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়েছিল। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চিত্র: 'অবসান', 'জীবনের পথ', 'ভৈরব নৃত্য', 'বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ', 'সতীর দেহত্যাগ', 'বিরহী যক্ষ' প্রভৃতি। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির তৈলচিত্র তিনি অঙ্কন করেন। তাঁর অঙ্কিত তৈলচিত্র অনেক প্রতিষ্ঠানে ও নামী পরিবারে রক্ষিত আছে। ইন্ডিয়ান আর্ট স্কুলের (বর্তমান ইন্ডিয়ান কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফটস্) প্রতিষ্ঠা-কাল থেকে আমৃত্যু পরিচালকমণ্ডলীর বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁকে 'চিত্রশিল্পভূষণ' উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। তাঁর মৃত্যুর বছরখানেক আগে অঙ্কিত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের তৈলচিত্র ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটিতে রক্ষিত আছে। [১৭৪]

সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য[১] (? -১৯৪২/৪৩)। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা থেকেই অধ্যাপক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। অধ্যাপনায় তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতে অনুরাগী ছিলেন। [৫]

সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য[২] (১৮৯৭ - জুলাই ১৯৮৫) কলাগাড়িয়া, মানিকগঞ্জ — ঢাকা। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হন। ১৯২৭ খ্রী· দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে পাঁচ বছর কারাবাস করেন। আগস্ট আন্দোলনেও দীর্ঘদিন আটক থাকেন। স্বাধীনতার পর পল্লী সংগঠনে আত্মনিয়োগ করে নদীয়া জেলার চিত্রশালী গ্রামে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের উপযোগী সংগঠন গড়ে তোলেন। [১৬]

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮ - ১৮৭৮) জগন্নাথপুর — যশোহর। প্রসন্ননাথ। কবি ও সাহিত্যিক। হেয়ার স্কুল, ওরিয়েন্টাল সেমিনারী এবং ফ্রী চার্চ ইন্সটিটিউশনের ছাত্র ছিলেন। সংস্কৃত, ফারসী ও ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। দর্শন ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তাঁর রচিত কবিতায় সুস্পষ্ট। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'ষড়ঋতুবর্ণন', 'বর্ষবর্তন', 'মহিলা' (কাব্য), 'বিশ্বরহস্য' (গদ্য), 'সবিতা সুদর্শন' (আখ্যায়িকা কাব্য), 'হামির' (নাটক) প্রভৃতি। 'রাজস্থানের ইতিবৃত্ত' নামে তিনি ৫ খণ্ডে টডের গ্রন্থের অনুবাদ করেন (১৮৭২ - ৭৩)। ১২৭৬ ব· চৈত্রমেলা উপলক্ষে তিনি 'ভারতের ব্রিটিশ শাসন পরিদর্শন' রচনা করেছিলেন। 'বিবিধার্থসংগ্রহ' ও 'নলিনী' পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন। [৩]

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বাহাদুর (১৮৬৫ — ১৯৩১) পাকুড়িয়া — পাবনা। ১৮৮৬ খ্রী· সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি-এ পাশ করে ১৮৮৮ খ্রী· প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রথম হয়ে ডেপুটি কালেক্টর ও পরে ইন্‌কাম ট্যাক্স বিভাগের ডেপুটি কমিশনারের পদ পান। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আজীবন একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। খেয়াল-টপ্-খেয়াল অঙ্গের সঙ্গীতেই বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। বৈষ্ণব কবিদের কীর্তনাঙ্গ সঙ্গীতেও দক্ষতা ছিল। পরিণত বয়সে হাস্যরসাত্মক ছোট গল্প রচনায় ব্রতী হন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রে যথেষ্ট দক্ষতা থাকায় শেষ-জীবনে ঐ বিষয়ে পুস্তিকা রচনা করেন। চাকরি থেকে অবসর-গ্রহণের পর কৃষিশিল্পবিজ্ঞানের উন্নতির জন্য পরিশ্রম করেন। রচিত গ্রন্থ: 'ছোট ছোট গল্প', 'কর্মযোগের টীকা', 'আনন্দ পর্যটন', 'পূজার আসর' প্রভৃতি। এছাড়াও জটিল আইনসমূহের এক সরল ব্যাখ্যা-গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। [৫]

সুরেন্দ্রনাথ মাইতি[১] (১৯১৫ - ২৯·৯·১৯৪২) নইগোপালপুর — মেদিনীপুর। জগন্নাথ। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে মহিষাদল পুলিস স্টেশন আক্রমণকালে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐদিনই মারা যান। [৪২]

সুরেন্দ্রনাথ মাইতি[২] (? - ২৯·৯·১৯৪২) সুন্দ্রা — মেদিনীপুর। বিপিনবিহারী। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দেন। মহিষাদল পুলিস স্টেশন আক্রমণকালে পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৪২]

সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৮৭/৮৮ — ১৮·১·১৯৮৪) যাত্রাক্ষেত্রের নাম করা শিল্পী। অভিনয়ে, গানে এমনকি নৃত্যেও অভিজ্ঞ ছিলেন। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের শেষ জীবনের নাট্য কর্মের অংশীদার এই শিল্পী যাত্রাক্ষেত্র থেকে প্রথম সঙ্গীত-নাট্য অ্যাকাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। [১৬]

সুরেন্দ্রনাথ রায়[১] (১৮৬২ ? - ১৯২৯) বেহালা — চব্বিশ পরগনা। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের অনুগতরূপে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন। ২৯ বছর বেহালা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান থাকাকালে ঐ অঞ্চলের প্রভূত উন্নতি করেন। ১৬ বছর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এবং দ্বৈতশাসন প্রবর্তিত হবার পর ১৯২১ খ্রী· উক্ত সভার সহকারী সভাপতি ছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটি-শাসিত বঙ্গে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারকল্পে তিনি একটি আইনের পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপন করলে তা বিধিবদ্ধ হয়। [৫]

সুরেন্দ্রনাথ রায়[২] (১৮৮২ - ২২·১২·১৯৬৪) রামচন্দ্রপুর-খাসপুর — চব্বিশ পরগনা। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের সাহচর্যে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। ঢাকার পুলিন দাসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অনুশীলন দলে আসেন ও ডাঃ যতীন্দ্রনাথ ঘোষালের সহযোগীরূপে বিপ্লবীদলের আনুকূল্যের জন্য জার্মান থেকে আমদানী অস্ত্রবাহী জাহাজের প্রতীক্ষায় বহুদিন সুন্দরবনের গভীরে কাটান। দেশীয়দের দ্বারা স্থাপিত সুন্দরবন ট্রেডিং কোম্পানীর ম্যানেজার নিযুক্ত হন। জাতীয় বিদ্যালয়ের শিল্প-শিক্ষা-বিভাগে চরকার শিক্ষক ছিলেন। খাদি আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। জনকল্যাণমূলক বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন [২৩২]

সুরেন্দ্রনাথ সেন (? - ১০·১·১৯৪৯) গাজিপুর — উত্তরপ্রদেশ। লক্ষ্মীনারায়ণ। আদি নিবাস বলাগড় — হুগলী। খ্যাতনামা কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন তাঁর সহোদর। এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। সাহিত্যচর্চাও করতেন। 'হিন্দোল', 'তুষার', 'বৈকালী', 'নিদাঘ' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর কবিত্বশক্তি ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। [৫]

সুরেন্দ্রনাথ সেন, ড· (২৯·৭·১৮৯০ - ১৯৬২) মাহিলাড়া — বরিশাল। মথুরানাথ। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক। বাটাজোড় হাই স্কুল থেকে এন্ট্রান্স ও তৃতীয় বিভাগে·এফ·এ· পাশ করেন। অন্য কোনও উন্নতির আশা না দেখে ব্রজমোহন স্কুলে শিক্ষকতায় ব্রতী হন। ৩ বছর পরে পুনরায় পড়া শুরু করে অনার্সসহ বি·এ· এবং ২ বছর পর প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় হয়ে এম·এ· পাশ করেন। মারাঠী ভাষা শিখে মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাসের গবেষণায় তিনি ১৯১৭ খ্রী· পি·আর·এস· বৃত্তি এবং ১৯২২ খ্রী· মহারাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার গবেষণায় পি-এইচ·ডি ডিগ্রী লাভ করেন। এক বছর জব্বলপুর কলেজে ইংরেজী ও ইতিহাসের অধ্যাপক, পরের বছর (১৯১৭) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক্‌চারার ও ১৪ বছর পর 'আশুতোষ অধ্যাপক' হন। ১৯৩৯ - ৪৯ খ্রী· দিল্লীতে ন্যাশনাল আর্কাইভস্-এ ছিলেন। অবসর নিয়ে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পরের বছর ভাইস-চ্যান্সেলর হন। তিন বছর পর অবসর নিয়ে বাঙলায় আসেন। পুণা ভারত ইতিহাস সংশোধক মণ্ডল, ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস, হিস্টরিক্যাল রেকর্ডস্ কমিশন ও অ্যাকলুইড সোসাইটির সদস্য এবং বিদেশী ইংল্যাণ্ডীয় হিস্টরিক্যাল সোসাইটি, ফ্রান্সের Ecole Francaise D. Extreme Orient ও Historique et Heraldique-এর করেসপন্ডিং মেম্বার ছিলেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি·লিট· উপাধি দেয়। তাঁর রচিত গ্রন্থ বাংলায় ৭টি ও ইংরেজিতে ১১টি। তার মধ্যে 'অশোক', 'পেশোয়াদিগের রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি', 'Shiva Chatrapati', 'Studies in Indian History', 'Eighteen Fifty-Seven', 'The Administrative System of the Marathas', 'The Military system of the Marathas', প্রসিদ্ধ। পর্তুগালের এভোরা নগরে রক্ষিত বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ'-এর মূল পাণ্ডুলিপিখানি নকল করে আনা তাঁর অপর প্রশংসনীয় কাজ। এটি 'উপাসনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (কার্তিক ১৩৩৯ ব·) [৩, ১০, ৩৩]

সুরেন্দ্রমোহন কাব্য-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ (২৯·৭·১২৯২ - ১৫·৬·১৩৫৮ ব·) ধূলজোড়া — ফরিদপুর। রামেন্দ্রসুন্দর কৃতিরত্ন। পিতৃব্য রামরত্ন বেদান্তরত্নের চতুষ্পাঠীতে শিক্ষা শুরু। পরে ফরিদপুরে ও চুঁচুড়ায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ২২ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় অর্থোপার্জনের জন্য কলিকাতার 'কালীঘাট উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে' সংস্কৃত শিক্ষকের পদ গ্রহণ করে পড়াশুনা চালিয়ে যান। ক্রমে বেদান্ত ও সাংখ্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিছুদিন স্মৃতিশাস্ত্রও অধ্যয়ন করেন। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় তাঁকে সভাপণ্ডিত ও দ্বারপণ্ডিত-পদে এবং পুত্রের সংস্কৃত শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেন। অরবিন্দ ঘোষ প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল কলেজের ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে কিছুদিন কাজ করেছেন। পরে পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীর 'রামেন্দ্র বিদ্যালয়' নামকরণ করে সেখানে অধ্যাপনা করতে থাকেন। বাংলা ও সংস্কৃতে সুবক্তা এবং খেলাধুলায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ভাস প্রণীত 'প্রতিমা' নাটকের 'নির্মলা' নামে সংস্কৃত টীকা রচনা এবং বঙ্গানুবাদ করেন। হাওড়ার ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ভাবিত 'ঋতম্ভরাপ্রাজ্ঞ' গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক এবং বেদান্তের উপাধি পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন। [১৭২]

সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ (২২·৪·১৮৯৩ - ৭·৯·১৯৭৬) ময়মনসিংহ। কামিনীমোহন। যুগান্তর দলের অন্যতম কাণ্ডারী। চৌদ্দ বছর বয়সে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। প্রখ্যাত বিপ্লবী হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। জেলা শহরের মৃত্যুঞ্জয় স্কুলে ও আনন্দমোহন কলেজে শিক্ষালাভ করেন। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ার সময় বেআইনী আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগে এক বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। সেই থেকে ১৯৪৫ খ্রী· পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে তেইশ বছর কাল তাঁর কারাগারে কাটে। 'মধুদা' নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। ১৯০৭ থেকে ১৯৩৮ খ্রী· যুগান্তর দল বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তিনি ঐ দলের সঙ্গে বিশিষ্ট কর্মী ও নেতা হিসাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯২৩ - ২৯ খ্রী· দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ্য দলে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। ১৯২০ খ্রী· জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিয়ে আমৃত্যু তার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। অসহযোগ আন্দোলনে যুগান্তর দল গান্ধীজীর নেতৃত্ব মেনে নিলেও তখন পর্যন্ত তিনি বা তাঁর দল অহিংসাকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করে নি। ১৯২৮ খ্রী· কলিকাতার ঐতিহাসিক কংগ্রেস অধিবেশনে নেতৃত্বের স্বাক্ষর রাখেন। অবিভক্ত বাংলায় ত্রিশ দশকে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বের বিরোধ দেখা দিলে তিনি তাঁর দল নিয়ে সুভাষচন্দ্রের পাশে এসে দাঁড়ান। ত্রিপুরি কংগ্রেসের আগে পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র বসুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বিপ্লবের পথে যাঁরা তাঁর অগ্রজপ্রতিম ছিলেন তাঁদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর কারাসঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন বিপ্লবী সূর্য সেন এবং মান্দালয় জেলে সুভাষচন্দ্র। তাঁর বিপ্লবী বন্ধু 'মহারাজ' ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী তাঁরই দিল্লীর বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৩৯ খ্রী· বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির (এড-হক) সভাপতি হন। দীর্ঘদিন ঐ পদে ছিলেন। ১৯৪৬ খ্রী· কন্‌স্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেমব্লির সভ্য নির্বাচিত হয়ে ভারতবর্ষের ভাবী শাসনতন্ত্র তৈরির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫০ - ৫২ খ্রী· অস্থায়ী পার্লামেন্টের সদস্য এবং ১৯৫২ খ্রী· লোকসভার সদস্য হন। ১৯৫৬ ও ১৯৬২ খ্রী· রাজ্যসভার সদস্য এবং ১৯৬২ - ৬৭ খ্রী· পার্লামেন্টে কংগ্রেস দলের ডেপুটি লিডার ছিলেন। আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শে তিনি পণ্ডিচেরীর অরবিন্দ আশ্রমের গোষ্ঠীভুক্ত। ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন, স্মৃতি, তন্ত্র, বৈষ্ণব সাহিত্য এবং শ্রীঅরবিন্দের জীবনদর্শন নিয়ে আলোচনা করতেন। [৮২]

সুরেন্দ্রমোহন বসু (১৮৮২ - ১৯৪৮) বামনতিতা — ঢাকা। মোহিনীমোহন। 'ডাকব্যাক' মার্কা ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস-এর প্রতিষ্ঠাতা। স্বদেশী যুগের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত ছিলেন। গয়া জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা এবং ভাগলপুর টি·এন· জুবিলী কলেজ থেকে এফ·এ· পাশ করে ঢাকা কলেজে বি·এস-সি· ক্লাশে ভর্তি হন। এই সময় বিদেশ থেকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণ করে স্বদেশসেবায় তা নিয়োজিত করাও ছিল অন্যতম বৈপ্লবিক কার্যক্রম। এই উদ্দেশ্যে ১৯০৫ খ্রী· যোগীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ স্কলারশিপ পাওয়া মাত্র জাপান যাত্রা করেন। সেখানে দেড় বছর হাতে কলমে রঞ্জন শিল্প ও কাপড় ছাপাই-এর কাজ শেখেন। পরে আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ইন্ডাষ্ট্রিয়াল কেমিষ্ট্রি'তে বি·এ· ও ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম·এস-সি· পাশ করেন। আমেরিকায় পড়ার সময় ১৯১৩ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দুস্থান স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন'-এর তিনি প্রথম প্রেসিডেন্ট হন। ভারতের স্বাধীনতা-বিষয়ে সেখানে তখন বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন; ফলে তিনি ইংরেজ সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়েন। দেশে ফিরে আসার পর বিপ্লবী হিসাবে তাঁকে অনেক বছর সরকারী নির্যাতন সহ্য করতে হয়। করদ রাজ্য রেওয়া স্টেটের শিল্পোন্নয়নের কাজে নিযুক্ত থাকা-কালে ভারত সরকারের ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্টে গ্রেপ্তার হয়ে যুক্তপ্রদেশের হামীরপুরে অন্তরীণ অবস্থায় নিজের চেষ্টায় সেখানে ছোট ল্যাবরেটরির সরঞ্জাম যোগাড় করে ওয়াটারপ্রুফ কাপড় ও ক্যানভাস তৈরীর গবেষণায় আত্মমগ্ন হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষের কিছু পরে মুক্তি পেয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং ১৯২০ খ্রী· তিন ভাইয়ের সাহচর্যে প্রথমে তাঁদের কলিকাতার বাসা-বাড়িতেই 'বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস' স্থাপন করেন। এদেশে প্রথম ওয়াটারপ্রুফ তৈরীর কৃতিত্ব এই প্রতিষ্ঠানেরই। [১৪৪]

সুরেশচন্দ্র ঘোষ (? - অক্টোবর ১৯৪২) লাবা — বীরভূম। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় কারারুদ্ধ হন। সিউড়ী জেলে মৃত্যু। [৪২]

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী[১] (১৯০১ - ১৪·৫·১৯৭৩)। কাশী-প্রবাসী খ্যাতনামা সাংবাদিক ও সাহিত্যসেবী। অতি অল্প বয়স থেকেই পত্রিকা সম্পাদনায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৩৩০ ব· তিনি কাশীতে 'অলকা' মাসিক পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। তবে তাঁর প্রসিদ্ধি 'উত্তরা' পত্রিকার জন্যই। ১৩৩২ ব· প্রকাশিত এই পত্রিকার সম্পাদকদ্বয় অতুলপ্রসাদ সেন ও রাধাকমল মুখার্জির সহযোগী হিসাবে কাজ আরম্ভ করলেও প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন তার সর্বাধিনায়ক। তাঁরই চেষ্টায় পত্রিকাটি 'কল্লোল' ও 'কালিকলম'-এর সমগোত্রীয় হয়ে উঠেছিল। লক্ষ্ণৌতে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনের মুখপত্র হিসাবে 'উত্তরা' প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে পত্রিকাটি তাঁর সম্পাদনায় বারাণসী থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে 'উত্তরা' দীর্ঘকাল উত্তর ভারত ও বাঙলার মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করেছে। দীর্ঘ ৪০ বছর তিনি প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে এই পত্রিকাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর এই পত্রিকায় অতি-আধুনিক লেখকদেরও স্থান ছিল। নিদারুণ সাংসারিক সঙ্কট সত্ত্বেও কলিকাতা থেকে আগত প্রাচীন, তরুণ বা আধুনিক — সব রকম সাহিত্যিকই তাঁর ভেলুপুরার বাড়িতে সাদরে আমন্ত্রিত হতেন। নিজে বেশী কিছু না লিখলেও তিনি সাহিত্যের জহুরী ছিলেন। এইজন্য বাংলা সাহিত্যে তাঁর একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা রচিত হয়েছে। 'রহমান খাঁর দুর্গোৎসব', 'মানসী', 'মধুপ' প্রভৃতি তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'অতুলপ্রসাদ সেন' নামে গ্রন্থটি তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। [৩,১৬]

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী[২] (১৮৯৪? - ১৯৬৫)। পেশায় আইনজীবী হলেও সঙ্গীতকেই জীবনের সাধনারূপে গ্রহণ করেন। যৌবনে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে কয়েকবার কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। দেশবিভাগের পর আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্রের সঙ্গীত-প্রযোজক হন। সঙ্গীতের বিভিন্ন ঘরানার নানা দিকে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। সঙ্গীত-বিষয়ে তাঁর রচিত কয়েকটি তথ্যবহুল প্রবন্ধ ও মূল্যবান গ্রন্থ আছে। [৪]

সুরেশচন্দ্র দত্ত (১৮৫০ - ?)। কলিকাতা হাটখোলা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম প্রিয়শিষ্য ছিলেন। 'পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি', 'সাধক সহচর', 'নারদসূত্র বা ভক্তিজিজ্ঞাসা', 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত', 'কাজের লোক' প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। [২৫]

সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত (১৮৮১ - ১৯৬০)। বগুড়ার জননেতা। গান্ধীজীর আহ্বানে আইন ব্যবসায় ত্যাগ করে ১৯২০ খ্রী· অসহযোগ ও ১৯৩০ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে বহুবার কারাবরণ করেন। ভারত-বিভাগের পর তিনি পূর্ব-পাকিস্তানেই জীবন কাটান। [১০]

সুরেশচন্দ্র দে (২১·১২·১৮৯৮ - ?) গয়ঘর — ফরিদপুর। মাতাপিতৃহীন হয়ে মাতুলদের কর্মক্ষেত্র কাছাড়ে বাল্যকাল কাটে। ১৯১৮ খ্রী· ফরিদপুরের চিকন্দী বিদ্যালয় থেকে দশ টাকা বৃত্তি পেয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ঢাকা কলেজ থেকে আই·এস·সি পাশ করে ইংরেজী অনার্স নিয়ে বি·এ· পড়ার সময় ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। অভয় আশ্রমের প্রথম এগারজন সভ্যের তিনি অন্যতম ছিলেন। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, দেবেন সেন, মৃণীন্দ্র ভট্টাচার্য ও আরও অনেক কর্মীর সঙ্গে তিনি নবাবগঞ্জ থানার সুদূর পল্লী অঞ্চলে কাঁধে করে বাড়ী বাড়ী চরকা ও তূলো পৌছে দিয়েছেন; মজুরী দিয়ে সেই সূতো কিনে নিয়ে এসে গ্রামের তাঁতিদের দিয়ে খদ্দরের কাপড় তৈরী করিয়ে বিক্রী করেছেন। পরবর্তীকালে বি·এ· ও এম·এ· পাশ করে কলিকাতার আশুতোষ কলেজে অধ্যাপনার কাজ করতেন। অকৃতদার ছিলেন। [৮২]

সুরেশচন্দ্র দেব (৯·৬·১৮৯৩ - ২৭·৯·১৯৮১) শ্রীহট্ট। তারানাথ। রাজনৈতিক নেতা ও

স্বাধীনতা-সংগ্রামী। বি.এ. পড়বার সময়ে মহাত্মা গান্ধীর ডাকে কলেজ ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন ও কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯২৫ খ্রী. করিমগঞ্জে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা নেন। ১৯২৫ - ২৯ খ্রী. ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন ১৯৩০ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে শোভাযাত্রায় পুলিশ আক্রমণে গুরুতরভাবে আহত, গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৩১ খ্রী. রাজদ্রোহের অভিযোগে পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। দীর্ঘকাল করিমগঞ্জে মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ও সভাপতি, শ্রীহট্ট জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক, কয়েকবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য ছিলেন। সুরমা উপত্যকার কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল ও কৃষক সভা সংগঠনে নেতৃত্ব দেন। ১৯৩৯ খ্রী. 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠিত হলে তাতে যোগ দেন এবং সুরমা উপত্যকা ফরওয়ার্ড ব্লকের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ খ্রী. পুনরায় কংগ্রেসে যোগ দেন। সুরমা উপত্যকা চা শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক, কাছাড় থেকে লোকসভা ও রাজ্যসভার প্রথম সদস্য ছিলেন। ১৯৫২ খ্রী. লোকসভায় এবং ১৯৫৭ খ্রী. রাজ্যসভায় নির্বাচিত হন। ১৪ বছর সংসদীয় জীবনের পর গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৭৮ খ্রী. প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৯৭৯ খ্রী. মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করে নিজ বাড়ী ঐ প্রতিষ্ঠানগুলিকে দান করেন [১৪৯]

সুরেশচন্দ্র বণিক (? - ৪.১.১৯৪৪) মহাদেবপুর—চট্টগ্রাম। শরৎচন্দ্র। ১৯৩০ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনে ও ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে বন্দী থাকা কালে তাঁর মৃত্যু হয়। [৪২]

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯.১১.১৮৮৭ - ১২.১০.১৯৬১) নড়িয়া — ফরিদপুর। রজনীকান্ত। অভয় আশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯০৪ খ্রী. চাঁদপুর স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, ১৯০৮ খ্রী. কুচবিহার কলেজ থেকে ইংরেজীতে অনার্স সহ বি.এ. এবং ১৯১৪ খ্রী. কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম.বি. পাশ করেন। কলিকাতায় ছাত্রজীবনে যুবকবন্ধু সুভাষচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ বসু, অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী প্রভৃতির সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বরে ধ্যান ও ধর্মালোচনা করতেন। সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প নিয়ে কাশীতে গিয়ে বেদ অধ্যয়ন ও ভিক্ষা গ্রহণ করেন। পরে এ সংকল্প ত্যাগ করে ফিরে আসেন। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯০৫ - ০৬ খ্রী. বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেন এবং ১৯০৭ - ০৮ খ্রী. কুচবিহার অনুশীলন সমিতির শাখার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। এরপর হোমরুল আন্দোলনে জড়িত হয়ে ফরিদপুরে হোমরুল লীগের শাখা খোলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে চিকিৎসক হিসাবে সৈন্যবাহিনীর কাজে যোগ দেন। ১৯২০ খ্রী. গান্ধীজীর বক্তৃতা পাঠ করে সৈন্য বিভাগের চাকরি ত্যাগ করে ফরিদপুরে সামাজিক আন্দোলন সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। গান্ধীজীর ভক্তরূপে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে গ্রেপ্তার হন। গান্ধী সমর্থক হয়ে দেশবন্ধুর কাউন্সিল প্রবেশের বিরুদ্ধতা করেন। ৬.১.১৯২১ খ্রী. কলিকাতায় অভয় আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তার সভাপতি হন। ১৯২২ - ২৩ খ্রী. ঢাকা হালিয়াকান্দিতে অভয় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন ও পরে এ প্রতিষ্ঠান কুমিল্লায় সরিয়ে আনেন। ১৯৩০ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি বিভিন্ন জেলায় সত্যাগ্রহ পরিচালনা করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৩৩ খ্রী. শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩৫ খ্রী. বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯৩৬ খ্রী. কলিকাতায় দুইশত চটকল শ্রমিকের ধর্মঘটে নেতৃত্ব দান করে কারাবরণ করেন। ১৯৩৭ খ্রী. দিল্লীতে ও ১৯৩৮ খ্রী. নাগপুরে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৪২ খ্রী. ভারত-ছাড় আন্দোলনে স্বগ্রামে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরে গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৪৫ খ্রী. মুক্তি পান। ১৯৩৬ ও ১৯৪৬ খ্রী. বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। স্বাধীন ভারতে ১৯৪৭ খ্রী. পশ্চিমবঙ্গের প্রথম শ্রমমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫১ খ্রী. কংগ্রেস ত্যাগ করে কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি গঠন করেন। অল্পদিনের জন্য গ্রেপ্তার হন। ১৯৫৩ খ্রী. কলিকাতায় ট্রাম কোম্পানী কর্তৃক দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া মাত্র এক পয়সা বৃদ্ধির প্রতিবাদে যে ব্যাপক সত্যাগ্রহ হয় তাতে নেতৃত্ব দেন। ১৯৫৭ খ্রী. পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে আমৃত্যু সদস্য ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'জীবন প্রবাহ', 'বুদ্ধ চরিত', 'শ্রীগৌরাঙ্গ', 'পৃথিবীর ইতিহাস', 'মুক্তির পথ', 'মুক্তি-বীণা', 'অমর মিলন', 'পথের সন্ধানে', 'Postwar Europe' প্রভৃতি। আজীবন ব্রহ্মচারী ও ধ্যানযোগে আস্থাশীল ছিলেন। [১০, ১২৪, ১৪৯]

সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, কর্ণেল (১৮৬১ - ২২.৯.১৯০৫) নাথপুর—নদীয়া। গিরিশচন্দ্র। কলিকাতায় লন্ডন মিশনারী স্কুলে পড়বার সময় তাঁকে পড়াশুনা অপেক্ষা গোঁয়ারতুমি ও দলের নেতৃত্ব করতেই বেশী দেখা যেতো। পিতার সঙ্গে বিবাদ করে তিনি খ্রীষ্টধর্ম নিয়ে গৃহত্যাগ করে অধ্যক্ষ অ্যান্টন সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারপর স্পেন্সার হোটেলে সামান্য চাকরি নিয়ে রেঙ্গুনে চলে যান। সেখানে মগ ডাকাতের হাত থেকে এক মহিলাকে রক্ষা করেন। চাকরির অন্বেষণে পরে কলিকাতায় ফেরেন। ১৭ বছর বয়সে এক ক্যাপ্টেনের সাহায্যে ইংল্যাণ্ড যান। ১৮৭৮ খ্রী. লণ্ডন পৌঁছে জীবিকার্জনের জন্য নানা পেশা গ্রহণ করেন। এসময়ে রসায়ন, অঙ্ক ও জ্যোতির্বিদ্যায় কিছু জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। ম্যাজিকও শেখেন। হঠাৎ সাপ্তাহিক বেতনে একটি সার্কাস দলে কাজ নেন। একাজে পশুর খেলা দেখানোয় দক্ষ হয়ে ওঠেন। ১৮৮২ খ্রী. হিংস্র জন্তুর খেলায় একজন দক্ষ শিল্পী ব'লে খ্যাত হন। লন্ডন

থেকে হামবুর্গে যান। এখানে গাজেনবাক, জোগ কার্ল প্রভৃতি বিখ্যাত দলে খেলা দেখান। জার্মান সার্কাসের মহিলা-ঘটিত এক ব্যাপারে তাঁকে জার্মানী ত্যাগ করতে হয়। এরপর আমেরিকায় মি· উইল্‌স্‌-এর সার্কাসে খেলা দেখান। পরে ব্রেজিল চিড়িয়াখানার রক্ষক নিযুক্ত হন। কার্যকারণে তিনি পর্তুগীজ, জার্মান, ড্যানিশ ও ইটালিয় ভাষা ভালভাবে শেখেন। চিকিৎসাশাস্ত্র শিখে একটি ব্রেজিলীয় চিকিৎসকের কন্যাকে বিবাহ করেন। ১৮৮৭ খ্রী· ব্রেজিল সৈন্যদলে যোগ দিয়ে এক বছরের মধ্যেই উন্নতি করেন। সান্টাক্রুজ থেকে রিও-ডি-জেনিরোতে সামরিক হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত হন। এ সময়ে শল্যচিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন। ১৮৮৯ খ্রী· অশ্বারোহী বাহিনী ছেড়ে পদাতিক দলে যোগ দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 'ফার্স্ট সার্জেন্ট' হন। ১৮৯৩ খ্রী· নীথরয় শহরে ব্রেজিল নৌ-বাহিনী বিদ্রোহ করলে তিনি মাত্র ৫০ জন সৈন্য নিয়ে বিদ্রোহীদের আক্রমণ করে জয়লাভ করেন এবং কর্নেল পদে উন্নীত হন। তিনি প্রথাগত শিক্ষা না পেলেও প্লেটো, হোরেস, শীলার, শেক্সপীয়র, গ্যেটের রচনাদি ভালভাবে পড়েন। কর্নেল সুরেশ বিশ্বাসের দুঃসাহসিক জীবন-কাহিনী এক সময়ে ভারতের স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাদের প্রেরণা যুগিয়েছিল। রিও-ডি-জেনিরো নগরে মৃত্যু। [৩, ২৫, ২৬, ৩১, ১২৪]

সুরেশচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৮ - ১২·৮·১৯৫৪) কৃষ্ণনগর — নদীয়া। মহেন্দ্রনাথ। জেলা স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে বাঘা যতীনের প্রেরণায় বিপ্লব-কর্মে যুক্ত হয়ে পিতৃবন্ধুর জামাতা পূর্ণচন্দ্র মৌলিকের রিভলভার অপহরণ করে বাঘা যতীনকে দেন। কিছুকাল পরে হাইকোর্টের কর্মচারী শামসুল আলমকে এই রিভলবার দ্বারা হত্যা করা হলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তিনি ১৬ মাস কারাদণ্ডিত হন। কারাগারে থাকাকালে পিতৃবিয়োগ ঘটে। পরে বহু কষ্টে এন্ট্রান্স পাশ করে উপার্জনের আশায় কলিকাতায় আসেন এবং শিক্ষানবীশ কম্পোজিটররূপে জোন্‌স কোম্পানীতে যোগ দেন। ক্রমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর সামান্য মূলধন নিয়ে 'শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস' নামে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। জাতীয়তাবাদী পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্যে তিনি ১৩·৩·১৯২২ খ্রী· আবাল্য বন্ধু প্রফুল্লকুমার সরকারের সাহায্যে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রকাশ করেন। তাঁর জীবনের অক্ষয় কীর্তি বাংলা লাইনো টাইপ প্রবর্তন। ১৯৩৩ খ্রী· 'দেশ' সাপ্তাহিক ও ১৯৩৭ খ্রী· 'Hindusthan Standard' দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ক্রমশ পত্রিকাগুলি সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠলে বহু বিপ্লবী কর্মী 'আনন্দবাজারে' চাকরি পান। তিনি নিজে গোপনে বিপ্লবীদের সাহায্য করতেন। তিরিশের দশকে তিনি নেতাজীর অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন। ১৯৪১ খ্রী· নেতাজীর ভারতত্যাগের বার্বস্থায় তাঁর যোগাযোগ ছিল। ১৯৪২ খ্রী· তিনি পুনরায় গ্রেপ্তার হন। তাঁর সময়ে জাতীয়তাবাদে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র অবদান যথেষ্ট ছিল। ১৯২৭ - ৩৭ খ্রী· তিনি উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং ১৯৩৭ - ৫২ খ্রী· কলিকাতা মুদ্রক সমিতির সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৪ খ্রী· অল ইণ্ডিয়া ফেডারেশন অব মাস্টার্স প্রিন্টার্স-এর সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৫ খ্রী· রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষা কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হয়ে কমিটির মাধ্যমে 'রবীন্দ্র ভারতী'র সৃষ্টি করেন। ১৯৪৭ খ্রী· কংগ্রেসপ্রার্থিরূপে গণ-পরিষদে নির্বাচিত ও ১৯৫২ খ্রী· রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন। স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনায় তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। অকৃতদার ছিলেন। [৩, ৫, ৭, ১০]

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (৩০·৩·১৮৭০ - ১·১·১৯২১) কলিকাতা। গোপালচন্দ্র ঘোষাল সমাজপতি। মাতামহ — ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। পৈতৃক নিবাস — আঁশমালী — নদীয়া। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হলে তিনি ও তাঁর ভাই মাতামহের গৃহে প্রতিপালিত হন। শৈশবে মাতামহের কাছে বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ১৫/১৬ বছর বয়সেই তাঁর সাহিত্যচর্চা শুরু হয়। 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে সাহিত্য-জগতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৯০ খ্রী· থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকায় তদানীন্তন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রায় সকলের রচনাই স্থান পেয়েছিল। 'সমাজপতি সত্যই সাহিত্যসমাজের সমাজপতি ছিলেন।' তাঁর দ্বারা সমালোচনা-সাহিত্য বহুল পরিমাণে পুষ্ট হয়েছে। এছাড়া তিনি সাহিত্যিক সৃষ্টির কাজেও যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন। এই কারণে তিনি শুধু একজন সাহিত্যিক গণ্য না হয়ে যুগ-হিসাবে গণ্য হয়ে থাকেন। 'কল্পদ্রুম', 'বসুমতী', 'সন্ধ্যা', 'নায়ক', 'বাঙালী' প্রভৃতি পত্রিকাও তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। দীর্ঘদিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম পরিচালক ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাগ্মী হিসাবেও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। বক্তৃতায় তিনি ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করতেন না। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'কল্কিপুরাণ', 'সাজি', 'রণভেরী', 'ইউরোপের মহাসমর', 'ছিন্নহস্ত' এবং সম্পাদিত গ্রন্থ: 'আগমনী' ও 'বঙ্কিমপ্রসঙ্গ'। এছাড়াও তাঁর বহু রচনা বিভিন্ন মাসিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। [৩, ২৫, ২৬, ২৮]

সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী, কর্নেল, সি·আই·ই· (১৮৬৫ — ১০·৩·১৯২১) রাধানগর — হুগলী। ডাঃ সূর্যকুমার। বৌবাজার স্কুল, হেয়ার স্কুল, প্রেসিডেন্সী কলেজ, সেন্ট্রাল কলেজ ও মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষা। ১৮৮৯ খ্রী· মেডিসিন ও সার্জারিতে অনার্সসহ এম·বি· এবং ১৮৯১ খ্রী· এম·ডি· ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর মেয়ো হাসপাতালে কিছুদিন অধ্যাপনার পর তিনি স্বাধীনভাবে চিকিৎসাবিদ্যা শুরু করেন। ১৮৯৩ খ্রী· এক দুরূহ অস্ত্রোপচারে সাফল্য লাভ করে প্রভূত খ্যাতি, সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী হন। ডাঃ নীলরতন সরকারের মত তিনিও চেষ্টা করেছেন দেশীয় চিকিৎসকদের ইউরোপীয় চিকিৎসকদের সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে। অন্যদিকে চাইতেন দেশীয় চিকিৎসকরা নিজেদের মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হোন। মেডিক্যাল কলেজে যথেষ্ট ছাত্রের স্থান সঙ্কুলান না

হওয়ায় ১৮৯৫ খ্রী· তিনি এবং নীলরতন সরকার, কালীকৃষ্ণ বাগচী, অমূল্যচরণ বসু প্রমুখ চিকিৎসকগণ 'College of Surgeons and Physicians of Bengal' নামে ভারতে প্রথম একটি বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করেছিলেন। পরে এটি বেলগাছিয়া অ্যালবার্ট ভিক্টর হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯১৬ খ্রী· প্রতিষ্ঠানটি কার্মাইকেল মেডিক্যাল কলেজে (বর্তমান আর·জি·কর) রূপান্তরিত হয়। তিনি এই কলেজের পরিচালন সমিতির প্রথম সভাপতি, প্রথম সর্বভারতীয় চিকিৎসক সম্মেলনের সহ-সভাপতি, ২৫ বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং সিন্ডিকেটের সদস্য ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তিনি মেডিক্যাল কলেজের অবৈতনিক ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত হন। ইউরোপের যুদ্ধের সময় তারই উদ্যোগে 'বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোর' গঠিত হয়। তাঁর এই উদ্যমের জন্য তাঁকে আই·এম· এস-এর লেফটেন্যান্ট কর্ণেল উপাধি দেওয়া হয়। তিনিই একমাত্র বেসরকারী ব্যক্তি যিনি এই উচ্চ উপাধি লাভ করেন। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কোর-ও তাঁর হাতে গড়া। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ কনকচন্দ্র তাঁর পুত্র। [২৬, ২১১]

সুরেশ্বর (দ্বাদশ শতাব্দী)। অন্য নাম সুরপাল। প্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদজ্ঞ পণ্ডিত। তাঁর পিতা ভদ্রেশ্বর ছিলেন পালরাজা রামপালের চিকিৎসক। তিনিও ভীমপাল নামে এক রাজার চিকিৎসক ছিলেন। ভেষজ গাছগাছড়ার তালিকা ও গুণবিচার সংবলিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'বৃক্ষায়ুর্বেদ', 'শব্দপ্রদীপ' এবং লৌহের ভেষজ ব্যবহার ও লৌহঘটিত ঔষধাদি-বিষয়ক গ্রন্থ 'লৌহ-পদ্ধতি' তাঁরই রচিত। [৬৭]

সুরেশ্বর সর্বাধিকারী। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি ওড়িশার দেওয়ান ছিলেন। তাঁর কাজের দক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ শাহ্ তাঁকে বংশানুক্রমিক 'সর্বাধিকারী' (সমাজের শীর্ষ এবং ধন-মান, বিদ্যা-বুদ্ধি — সর্ব বিষয়ের অধিকারী এই অর্থে) উপাধি এবং বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা আয়ের রঘুনাথপুরের জমিদারী দান করেন। তাঁরই আমলে জগদ্বিখ্যাত জগন্নাথদেবের মন্দিরের চারপাশ প্রাচীর-বেষ্টিত হয় এবং পূজা ও অন্যান্য বিষয়ে সুবন্দোবস্ত হয়। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানেশ্বর ১৫০৯ খ্রী· দিল্লীশ্বরের উজীরপদে থেকে ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনা করেন। [৮১]

সুলতা কর (১৯০৭ - ২৪·২·১৯৬৫) কলিকাতা। যতীন্দ্রনাথ মিত্র। পৈতৃক নিবাস চন্দননগর — হুগলী। ১৯২৬ খ্রী· বেথুন কলেজ থেকে আই·এস·সি পাশ করার পর প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক কুলেশচন্দ্র করের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। পরে বি·এ· পাশ করেন। বাল্যবন্ধু শোভারাণী দত্ত ও কল্যাণী দাসের প্রেরণায় ১৯৩২ খ্রী· অহিংস আন্দোলনে যোগ দেন। এই সময় তিনি বিদেশী বস্ত্রের দোকানের সামনে পিকেটিং-এ নিষিদ্ধ রাজনৈতিক সভায় অংশগ্রহণ করে ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। মুক্তি পেয়ে কল্যাণী দাসের সঙ্গে একযোগে বিপ্লবের পথ বেছে নেন। দীনেশ মজুমদারের নেতৃত্বে ১৯৩৩ খ্রী· থেকে কাজ করতে থাকেন। তখন থেকেই গুপ্ত বিপ্লবীদের বিভিন্ন কাজে সহায়তা করেন এবং একবার বধূবেশে দীনেশ মজুমদারকে চন্দননগরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। গ্রীন্ডলে ব্যাঙ্ক ডাকাতির পর তাঁকে ১৯৩৪ খ্রী· ভবানীপুর থানায় নির্জন কক্ষে এবং সেখান থেকে ১ মাস প্রেসিডেন্সী জেলে রাখা হয়। প্রমাণাভাবে মুক্তি পান, কিন্তু তাঁকে বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এসময় এম·এ· পাশ করে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন এবং শিশু-সাহিত্যিক রূপে সুপরিচিতা হন। ছোটদের জন্য তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'ছোটদের বিদেশী গল্প সঞ্চয়ন', 'এন্ডারসনের গল্প', 'অস্কার ওয়াইল্ডের গল্প', 'বিদেশী শিশু-নাটিকা', 'কাঠের পুতুল' 'ক্ষুদিরাম', 'জাতকের গল্প' প্রভৃতি। [৪, ২৯, ১৮৬]

সুশীতল রায়চৌধুরী (৪·২·১৯১৩ - ১৩·৩·১৯৭১) আদি নিবাস — ঘলঘলিয়া, টাকি — খুলনা। নিরুপম। লক্ষ্ণৌ-এ জন্ম। কলিকাতার ন্যাশনাল বিদ্যালয় থেকে ১৯২৭ খ্রী· ম্যাট্রিক পাশ করে যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তি হন। ১৯২৮ খ্রী· বোলপুর শ্রীনিকেতনে পড়তে যান। এক বছর পর তাঁকে সেখান থেকে চলে আসতে হয়। ১৯৩০ খ্রী· আরামবাগে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় কিছুদিন কারাভোগ করেন। ১৯৩০ খ্রী· থেকে ২ বছর সর্বক্ষণের বিপ্লবী কর্মী হিসাবে হুগলী জেলার গ্রামে গ্রামে কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৩২ খ্রী· স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদক ওয়াটসনের হত্যা-প্রচেষ্টার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কারাবাসকালে তিনি অর্থনীতিতে অনার্সসহ বি·এ· পাশ করেন এবং মার্ক্সীয় দর্শন অধ্যয়ন করে জেলের অভ্যন্তরস্থ কমিউনিস্ট দলে যোগ দেন। ১৯৩৮ খ্রী· কারামুক্ত হয়ে হুগলী জেলার কমিউনিস্ট পার্টিতে আসেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে আত্মগোপন করে জেলার কৃষক আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯৪২ খ্রী· পার্টি আইনী ঘোষিত হলে জেলা কমিটির সদস্য হিসাবে বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। এই সময় বিশেষ করে সূতাকল শ্রমিকদের মধ্যে তিনি ব্যাপকভাবে কাজ করেন। ২৬·৩·১৯৪৮ খ্রী· পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সিকিউরিটি আইনে কারারুদ্ধ হন। ১৯৫২ খ্রী· মুক্তি লাভ করার পর হুগলী জেলার পার্টি-সম্পাদকরূপে রাজনৈতিক কার্য পরিচালনা করতে থাকেন। ১৯৫৬ খ্রী· পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির 'দৈনিক স্বাধীনতা' পত্রিকা পরিচালনার কাজে সহকারী সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত হন। এসময় তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মার্ক্সীয় তত্ত্ব আলোচনা করে বহু প্রবন্ধ লেখেন। 'শ্রমিক আন্দোলনের রূপরেখা' নামে একখানি পুস্তকও রচনা করে প্রকাশ করেন। ১৯৬২ খ্রী· ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষের সময় তিনি আবার কারারুদ্ধ হন। ঐ বছরই কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধা-বিভক্ত হলে তিনি মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ১৯৬৩ খ্রী· জেল থেকে বেরিয়ে 'দেশহিতৈষী' সাপ্তাহিক

পত্রিকার সম্পাদক-মণ্ডলীর অন্যতম সভ্য হিসাবে ঐ পত্রিকার পরিচালনা কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। পার্টির সপ্তম কংগ্রেসে তিনি সংসদীয় রাজনীতি পরিত্যাগ করে বিপ্লবী সংগ্রামের পথ গ্রহণের যে প্রস্তাব রাখেন তা অগ্রাহ্য হয়। ১৯৬৪ খ্রী· আবার ১ বছরের জন্য কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯৬৭ খ্রী· নকশালবাড়ীর কৃষক সংগ্রামকে স্বাগত জানিয়ে তিনি তাঁর দলের নেতৃত্বের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করেন এবং 'দেশব্রতী' পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করে নকশালবাড়ীর কৃষক সংগ্রাম ও তার ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের নিয়ে গঠিত সারা ভারত কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক, ২২·৪·১৯৬৯ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী)'-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা এবং 'দেশব্রতী লিবারেশন'-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন। [১৭৪]

সুশীলকুমার ঘোষ (ফেব্রু· ১৮৯৪ - ৮·৪·১৯৬৪)। কলিকাতার বিডন স্ট্রীটের সুপরিচিত বাসিন্দা কাশীনাথ ঘোষের বংশে জন্ম। ১৯০৯ খ্রী· এন্ট্রান্স, ১৯১৪ খ্রী· বি·এ· এবং ১৯১৭ খ্রী· আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। ১৯২১ খ্রী· গান্ধীজী-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে এবং জাতীয় কংগ্রেসের কাজে যুক্ত হন। ১৯২৫ খ্রী· 'বঙ্গবাণী' নামে বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষকতা-বৃত্তি গ্রহণ করেন। সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। বৌবাজারের অক্রূর দত্তের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত সাবিত্রী লাইব্রেরীতে সমাগত বিদ্বজ্জনের প্রভাব বাল্যকাল থেকেই তাঁর ওপর পড়েছিল। শ্বশুর ললিতচন্দ্র মিত্রের (নাট্যকার দীনবন্ধুর পুত্র) পরিচালিত 'পূর্ণিমা মিলন' নামে সাহিত্য সভায় তিনি স্বরচিত কবিতা ও প্রবন্ধাদি পাঠ করতেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'অল বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন' নামে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা (১৯২৫)। বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে গড়ে ওঠা গ্রন্থাগারগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করার প্রয়াসে তিনি একনিষ্ঠ চেষ্টায় এবং দেশের কিছু শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তির সহায়তায় এই অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন এবং আমৃত্যু তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকেন। [১৪৯]

সুশীলকুমার দে[১] (২৯·১·১৮৯০ - ৩১·১·১৯৬৮) কলিকাতা। সতীশচন্দ্র। ডাক্তার পিতার কর্মক্ষেত্র কটকের র‍্যাভেন শ কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৯০৯ খ্রী· ইংরেজীতে অনার্স ও বৃত্তিসহ বি·এ·, ১৯১১ খ্রী· ইংরেজীতে এম·এ· ও পরের বছর বি·এল· পাশ করেন। ১৯১২ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক হন। ১৯১৩ - ২৩ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী, ভারতীয় ভাষা এবং সংস্কৃতের লেকচারার ছিলেন। ১৯১৫ খ্রী· গ্রিফিথ পুরস্কার ও ১৯১৭ খ্রী· পি·আর·এস· উপাধি পান। এরপর ১৯২৩ খ্রী· ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর রীডার ও ক্রমে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক হন। ১৯৪৭ খ্রী· অবসর নেন। এর মধ্যেই ইউরোপে গিয়ে লণ্ডন স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজে সংস্কৃত অলঙ্কার সাহিত্যের ইতিহাসের থিসিসের জন্য 'ডি· লিট·' উপাধি পান। বন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব আলোচনা ও পুস্তক-সম্পাদনার পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। ঢাকায় গিয়ে শিক্ষকতা ছাড়া পুঁথি সংগ্রহ করা তাঁর অন্য কাজ ছিল। সরকারের সাহায্যে মাত্র ১০ হাজার টাকায় তিনি ২০ হাজার পুঁথি সংগ্রহ করেন। এই সংগ্রহ ২৫ হাজারে উঠেছিল। সংগৃহীত ৯ হাজারের বেশী বাংলা প্রবাদ অর্থসহ সঙ্কলন করেছিলেন। পুনার ভাণ্ডারকর রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের উদ্যোগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষিগণের সহায়তায় যে বিরাট মহাভারতের সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তিনি তার 'উদ্যোগপর্বে'র সম্পাদন ও 'দ্রোণপর্বে'র কাজ করেছেন। বাঙলা সরকারের প্রধান গবেষক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান, পুনার ডেকান রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের ইতিহাসভিত্তিক সংস্কৃত অভিধান রচনায় সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং লেক্‌চারার ছিলেন। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি বহু সম্মান পেয়েছেন। বিভিন্ন ভাষায় রচিত তাঁর শতাধিক প্রবন্ধ আছে। রচিত বাংলা ৯ টি গ্রন্থের মধ্যে ৬ টি কাব্যগ্রন্থ। ৫ টি ইংরেজী রচনা—'Studies in the History of Sanskrit poetics' (I, II), 'Bengali Literature in the Nineteenth century', 'History of Sanskrit Literature', 'Early History of Vaishnava', 'Faith and Movement in Bengal' এবং সম্পাদিত গ্রন্থ ৮টি। [৩, ৩৩]

সুশীলকুমার দে[২] (১৯০৮ - ১৩·৫·১৯৭১)। মেধাবী ছাত্ররূপে অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণীতে এম·এ· পাশ করে বিলাত যান এবং ১৯৩০ খ্রী· আই·সি·এস· হয়ে দেশে ফেরেন। ব্রিটিশ সরকার ও জাতীয় সরকারের বিভিন্ন উচ্চপদে কাজ করেন। ১৯৫৫ খ্রী· পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্নয়ন কমিশনার ছিলেন। পরে সেই পদ ত্যাগ করে রাষ্ট্রপুঞ্জের কাজে যোগ দেন এবং নিউ ইয়র্ক ও রোমে ১৪ বছর কাটান। অবসর-গ্রহণ করে শান্তিনিকেতনে স্থায়ী বসতি নেন। তিনি এদেশে প্রথম কৃষি সমবায় গঠনের কাজে মনোনিবেশ করেন। সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ছিল। তিনি দেশীয় ও বিদেশীয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখতেন। [১৬]

সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০১ - ৯·৭·১৯৭৬)। অগ্নিযুগের বিপ্লবী। কৈশোরে স্বাধীনতার আহ্বানে ইংরেজী শিক্ষা বর্জন করেন। পরে ন্যাশনাল স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। রাসবিহারী বসু, সুভাষচন্দ্র, প্রতুল গাঙ্গুলী, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী প্রমুখ ব্যক্তিদের সহকর্মিরূপে কাজ করেছেন। প্রথমে কংগ্রেস, পরে অনুশীলন ও সবশেষে বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মোট প্রায় ৩০ বছর কারাবাসে ও অন্তরীণ অবস্থায় কাটান। [১৬]

সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, ডাঃ (১৮৮৫?-১৩.২.১৯৪০) তেলিনীপাড়া — হুগলী। তিনি অক্সফোর্ডের ডি·ও·, লণ্ডনের ডি·ও·এম·এস·, এডিনবরার এফ·আর·সি·এস· এবং বাঙলার এফ·এস·এম·এফ· উপাধিধারী ছিলেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের চক্ষু-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত থেকে ১৯৩৯ খ্রী· পদত্যাগ করেন। কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজেরও প্রধান অধ্যাপক এবং বহু বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেট-এর সদস্য, ফাইনাল এম·বি· পরীক্ষার ও বেঙ্গল স্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির পরীক্ষক ছিলেন। ১৫শ আন্তর্জাতিক চক্ষুচিকিৎসক কংগ্রেসের অধিবেশনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন ও ইউরোপ ভ্রমণ করেন। বাঙলাদেশে অন্ধতা নিবারণ সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন। অন্ধতা নিবারণ বিষয়ে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় তাঁর রচিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। [৫]

সুশীলকুমার সেন (১.১২.১৯১১ - ৮.২.১৯৮০) দিনাজপুর। আইনজীবী সুধীরকুমার। কৈশোরেই অনুশীলন গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিপ্লবী কাজে যোগ দেন। ১৯৩৪ খ্রী· বি·এ· পাশ করেন। স্বদেশী ডাকাতির মামলায় অভিযুক্ত হয়ে বিচারাধীন বন্দীরূপে কারারুদ্ধ থাকাকালে কমিউনিস্ট আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। ১৯৩৭ খ্রী· মুক্তি পাবার পর পার্টির সদস্য-পদ লাভ করেন। দিনাজপুর ও উত্তরবঙ্গ ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্র। ১৯৪৬ খ্রী· তে-ভাগা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন। দেশ-বিভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানে থেকে যান। মুসলিম লীগ সরকারের বিরাগভাজন হয়ে চার বছর জেলে থাকেন। নির্মম অত্যাচারে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে এবং মৃত্যু আশঙ্কায় সরকার তাঁকে ছেড়ে দেয়। এই অবস্থায় তিনি পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন এবং ১৯৫২ খ্রী· চব্বিশ পরগনার অশোকনগরে শিক্ষকতা শুরু করেন। এ সময় তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম·এ· ও বি·টি· পাশ করেন। ১৯৭৮ খ্রী· বয়েজ স্কুলের প্রধানশিক্ষকের পদ থেকে অবসর নেন। 'তে-ভাগা সংগ্রামের স্মৃতিকথা' গ্রন্থটি লেখার অন্যতম প্রধান ভূমিকা ছিল তাঁর। হাবড়া-অশোকনগরের প্রগতিমূলক সবরকম উদ্যোগ ও আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। 'নয়া দুনিয়া' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। [১০৭, ১৪৯]

সুশীলচন্দ্র দেব (১.৯.১৯০৩ - ১.৬.১৯৭০) হিজলী — রংপুর। হরিশচন্দ্র। স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যোগ দিয়ে ছাত্র সংগঠন ও বিপ্লবকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের পর ১.৫.১৯৩০ খ্রী· গ্রেপ্তার হন; বিনাবিচারে আটক থেকে ১৭.৮.১৯৩৮ খ্রী· মুক্তি পান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় ১৯৪১ খ্রী· পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে বক্সা, দেউলি প্রভৃতি বিভিন্ন বন্দীনিবাসে আবদ্ধ থাকেন এবং ১৯৪৬ খ্রী· মুক্তি পান। দিল্লী, জলন্ধর প্রভৃতি অঞ্চলের বিপ্লবী সম্মেলনে যোগদান করেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন। [১৬]

সুশীলচন্দ্র লাহিড়ী (? - অক্টো· ১৯১৮) কাশী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের স্নাতক এই যুবককে বেনারস ষড়যন্ত্র ব্যাপারে যুক্ত সন্দেহে ২১.২.১৯১৮ খ্রী· লক্ষ্ণৌ শহরে গ্রেপ্তার করা হয়। তল্লাসীর সময় তাঁর সঙ্গে ২টি রিভলভার ও ২০০ কার্তুজ পাওয়া যায়। এই মামলায় ৫ বছর কারাদণ্ডিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে একদা বিপ্লবী দলের প্রধান বিনায়ক রাও কাপলের হত্যাকারী বলে আরেকটি মামলায় জুড়ে দিয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও ফাঁসির দণ্ড দেওয়া হয়। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করে তিনি হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করেন। [৪২, ৪৩, ৭০]

সুশীলচন্দ্র সেনগুপ্ত (২৮.১২.১৮৯২ - ২.৫.১৯১৫) বানিয়াচঙ্গ — শ্রীহট্ট। কৈলাসচন্দ্র। কলিকাতা ন্যাশনাল স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ১৯০৭ খ্রী· অরবিন্দের বিচারের সময় কিংসফোর্ডের আদালতে জনৈক সার্জেন্ট উত্তেজিত জনতাকে থামাবার জন্য বেত্রাঘাত শুরু করলে তাঁর গায়ে আঘাত লাগায় তিনি সার্জেন্টকে ঘুষি মারেন। এই অপরাধে তাঁর বেত্রদণ্ড হয়। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে লেখা হয় 'সুশীলের তুড়ি লাফ, ফিরিঙ্গীকে বলায় বাপ্'। ১৯০৮ খ্রী· গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে বোমা তৈয়ারী শেখেন। ১৫.৫.১৯০৮ খ্রী· আলীপুর বোমা মামলায় ধৃত হন কিন্তু প্রমাণাভাবে ছাড়া পান। পুলিস ইন্সপেক্টর সুরেশ মুখার্জীর হত্যা ও নদীয়ার প্রাগপুরের রাজনৈতিক ডাকাতিতে (৩০.৪.১৯১৫) যোগ দেন। নৌকাযোগে ফেরবার সময় পদ্মানদীতে পুলিস কর্তৃক আক্রান্ত হন এবং দুই দলের গুলিচালনা-কালে সঙ্গীদের গুলিতে তিনি মারা যান। তাঁর দুই সহোদর ধীরেন্দ্রচন্দ্র ও হেমচন্দ্রও বিপ্লবী আন্দোলনে নির্যাতন ভোগ করেছেন। [১০, ৪২, ৪৩]

সুশীল দত্ত (? - ১৯১৬) গুপ্ত বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন। উত্তরবঙ্গে পুলিসের সঙ্গে এক সশস্ত্র সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। [৪২]

সুশীল দাশগুপ্ত (? - ১০.৯.১৯৪৭)। গুপ্ত বিপ্লবী দলের সদস্য। মেদিনীপুর জেল থেকে পালিয়ে ১৯৩২ খ্রী· বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তে ধরা পড়েন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য শান্তি মিছিল পরিচালনাকালে ৩.৯.১৯৪৭ খ্রী· আহত হয়ে মারা যান। [১০, ৭০]

সুশীল রায় (১৯১৫ - ১.৭.১৯৮৫) রাজশাহী। কবি-সাহিত্যিক। ১৯৪৭ খ্রী· এম·এ· পাশ করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে গবেষণা করে ডক্টরেট হন। 'নাচঘর' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে কর্মজীবন শুরু। দীর্ঘকাল বিশ্বভারতী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কবিতা ত্রৈমাসিক 'ধ্রুপদী' সম্পাদনা করে তরুণ কবিদের তিনি প্রেরণা জুগিয়েছেন। কবিতা আন্দোলনের জোয়ারের সময় ঘন্টায় ঘন্টায় প্রকাশিত তাঁর 'কবিতা-ঘন্টকী' খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। রচিত গ্রন্থ: 'প্রণয়ীপঞ্চক', মেঘদূতের নতুন ভাষ্য 'আলেখ্য দর্শন', 'অনল-আয়তী', 'মধুমাধবী', 'ত্রিনয়না', 'মনীষী-জীবন কথা' প্রভৃতি। [১৬,১৪৯]

সুশীলা মিত্র (৬·২·১৮৯৩ - ২৬·৮·১৯৭৮) আশিকাঠী — কুমিল্লা। গুরুচরণ ঘোষ। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে উৎসাহী তৎকালীন 'ত্রিপুরা হিতসাধনী সভা'র উদ্যোগে পঞ্চম শ্রেণী অবধি লেখাপড়া করেন। ১১ বৎসর বয়সে জমিদার পরিবারের কুমুদিনীকান্ত মিত্রের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের পরও তিনি বিদ্যাচর্চা ছাড়েন নি। শ্বশুড়বাড়ির পরিবেশ অনুকূল ছিল না। তাঁর স্বামী ও দেবরকে তাঁর শ্বশুর ত্যাজ্য করেন। দুইটি সন্তানসহ তাঁরা নোয়াখালি শহরে আশ্রয় নেন ও দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। তাঁর দুই দেবর শচীন ও সত্যেন 'যুগান্তর' বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯১৪ - ১৫ খ্রী· বাঙলার বিপ্লবী আন্দোলনের সহায়তার জন্য যে ইন্দো-জার্মান কমিটি গঠিত হয় তার একটি কেন্দ্র ছিল তাঁর বাড়িতে। তিনি ও তাঁর প্রতিবেশিনীরা এই সব বিপ্লবীদের আশ্রয় দান, খাদ্য জোগান, অস্ত্রশস্ত্র রাখা, কাগজপত্র দেওয়া-নেওয়া প্রভৃতি কাজ করতেন। এই ধরনের কাজে মনোমোহন কাঞ্জিলালের স্ত্রী চারুবালা তাঁকে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেন। এই সময়েই তিনি কমলকুমারী ঘোষ, জ্যোতি দেবী, শশীময়ী গুহ, হিরণ্ময়ী গুহ প্রভৃতিকে নিয়ে একটি মহিলা সমিতি গঠন করেন। গ্রামের মেয়েদের ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং নিজেও সেই শিক্ষা নেন। স্থানীয় জমিদার-বাড়ির সুরুচি সেনকে অনুপ্রাণিত করে মেয়েদের ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এ ছাড়া আত্মরক্ষার জন্য লাঠি ও ছোরাখেলাও মেয়েদের শেখান হত। এই সমিতি পাশের অনেক জেলাতেই প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে ও ১৯৩০ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনে সমিতির কর্মীরা যোগদান করেন। তখনকার কংগ্রেসকর্মীদের আন্দোলন অনুসারে তাঁরা অস্পৃশ্যতা বর্জন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, মাদক ও বিলাতী দ্রব্য বর্জন আন্দোলনেও সক্রিয় অংশ নেন। ১৯৩০ খ্রী· দুই শিশুপুত্র সহ তিনি কারাবাস করেন। পরে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে নোয়াখালিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার অপরাধে আবার বছর-খানেক কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন। ১৯৪৩ খ্রী· বাঙলা দেশের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময়ে সমিতির কর্মীদের নিয়ে দুর্গতদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। তাঁর গাবুয়ার বাড়িতে দুঃস্থাশ্রম স্থাপন করে বহু অসহায় নারী ও শিশুদের আশ্রয় দেন। এই সময় তিনি কলিকাতার 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র কার্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত হন ও ঐ সমিতির প্রাদেশিক সংগঠনের সঙ্গে আমৃত্যু যুক্ত থাকেন। ১৯৪৬ খ্রী· নোয়াখালিতে বীভৎস দাঙ্গার সময় চৌমুহনী রিলিফ ক্যাম্পে নারী ও শিশুদের অক্লান্তভাবে সেবা করেছেন। স্থানীয় জমিদার রাজেন্দ্রলাল রায় নিহত হলে তাঁর বাড়ির বিপদগ্রস্তা মেয়েদের তিনি গান্ধীজীর সহায়তায় সশস্ত্র পুলিস নিয়ে উদ্ধার করেন। ঐ সময় তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। দেশ-বিভাগের পর তাঁর পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে তিনি পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। প্রথমে কলিকাতায় ও পরে হুগলীর কোন্নগরে বসবাস করেন। যতদিন কর্মক্ষম ছিলেন, আঞ্চলিক মহিলা সমিতির পক্ষে কাজ করে গেছেন। [১৭৪]

সুশীলাসুন্দরী। সার্কাসের দলে প্রথম ভারতীয় মহিলা। প্রিয়নাথ বসুর সার্কাসে তিনি বাঘের খেলা দেখাতেন। তখনকার নামজাদা পত্রিকা ইংলিশম্যান তাঁর খেলার ভূয়সী প্রশংসা করেছে। তাঁর জীবনে যা কিছু নামডাক সবই ঐ বাঘের খেলা থেকে। কিন্তু 'ফরচুন' নামে এক নূতন বাঘের সঙ্গে খেলা দেখাতে গিয়ে তার থাবার আঘাতে তিনি চিরকালের মত পঙ্গু হয়ে যান। তাঁর বোন কুমুদিনীও প্রফেসর বোসের আর একজন প্রতিভাময়ী ছাত্রী ছিলেন। কুমুদিনী ঘোড়ায় চড়ে খেলা দেখাতেন। বোসের সার্কাসে প্রথম বাঙালী মেয়ে ভীম ভবানী বুকের উপর দিয়ে হাতি চালিয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। [১৬, ১৪৯]

সুশীলাসুন্দরী সেন (? - ১৯২৮) কালিয়া — যশোহর। স্বামী — হরিহর। একমাত্র কন্যা নিয়ে অল্প বয়সে বিধবা হন। পরে কন্যাটিও মারা যায়। 'অশ্রুমালিকা' (১৩২২ ব·) তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ। এতে ব্যক্তিগত শোক-কবিতার সংখ্যাই অধিক। [৪৪]

সুশোভন সরকার (১৯·৮·১৯০০ - ২৬·৮·১৯৮২) কাঁথি — মেদিনীপুর। বিহার উড়িষ্যার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সুরেশচন্দ্র। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক। শৈশব কাটে বিহারে। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বি·এ· ও এম·এ· (১৯২৩) পাশ করেন। ১৯২৩ - ২৫ খ্রী· ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে ইতিহাসে ডিগ্রী পান। ১৯২৫ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার হিসাবে কর্মজীবন শুরু। ১৯২৯ খ্রী· ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের রিডার নিযুক্ত হন। ১৯৩৩ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজে আসেন। ১৯৫৬ খ্রী. সরকারী চাকরি থেকে অবসর নেন। কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য না হয়েও তাদের নানাভাবে সাহায্য করতেন। এর জন্য তাঁর যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সরকারী প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ হতে পারেন নি। ১৯৫৬ - ৬১ খ্রী· যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান ছিলেন। ১৯৬২ - ৬৭ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯২৬ - ৩৬ খ্রী· বিশ্বভারতী একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। ১৯৩১ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত 'পরিচয়' পত্রিকা গোষ্ঠির বিশিষ্ট সদস্য তিনি 'বিজন রায়' ছদ্মনামে পরিচয়ের প্রথম সংখ্যা থেকে লেখেন 'রুশ বিপ্লবের পটভূমিকা'। অমিত সেন ছদ্মনামে লিখেছেন 'নোটস অন দ্য বেঙ্গল রেনেসাঁস', 'বাংলার ইতিহাসের ধারা' প্রভৃতি। পরে বাংলার নব জাগরণ নিয়ে ইংরেজিতে যে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেন তার জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পান (১৯৮১)। তাঁর শেষ গ্রন্থ 'রবীন্দ্রস্মৃতি'। [১৬, ১৭]

সুষমা মুখোপাধ্যায় (১৯১০ - ৮·১·১৯৮৪) স্বাধীনতাসংগ্রামী। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন ও

কয়েকবার কারাবরণ করেন। বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবের প্রথম মহিলা সদস্য হয়ে বিমান চালনা রপ্ত করেছিলেন। [১৬]

সুষমা সেন (আনু· ১৮৮৭ - ২৪·২·১৯৭২) কলিকাতা (?)। পিতা সুপ্রসিদ্ধ ভূবিজ্ঞানী প্রমথনাথ বসু। সাহিত্যিক ও দেশপ্রেমিক রমেশচন্দ্র দত্তের দৌহিত্রী এবং বিচারপতি ড· প্রশান্তকুমার সেনের পত্নী। নারী শিক্ষার প্রসার ও সামাজিক জীবনে নারীর অধিকার রক্ষার অগ্রণী নেত্রী ছিলেন। কেশব সেনের নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবেই স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে আন্দোলন করতেন। উচ্চশিক্ষিতা এই মহিলা ১৯৫১ খ্রী· অক্সফোর্ডে অনুষ্ঠিত 'ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অফ ফেথ'-এ প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৫২ খ্রী· লোকসভার সদস্যা নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ খ্রী· কেমব্রিজে অনুষ্ঠিত 'ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে' যোগ দেন। মৃত্যুর অল্পদিন আগে প্রকাশিত 'মেমোয়ার্স অফ অ্যান অক্টোজেন্যারিয়্যান' গ্রন্থটি তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। দিল্লীতে মৃত্যু। [৪]

সুষেণ মুখোপাধ্যায় (মার্চ ১৮৮৮ - ৫·৬·১৯৫৫) গুস্তিয়া—চব্বিশ পরগনা। হেমচন্দ্র। তথাকথিত উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ না পেলেও তিনি রামকৃষ্ণ মিশন থেকে শুরু করে নানা প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে এসে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। ১৯২২ খ্রী· রাজনৈতিক মামলায় গ্রেপ্তার হন। মুক্তি পাবার পর ১৯২৩ খ্রী· বোলপুরের নিকটস্থ বল্লভপুরে কোপাই নদীর ধারে জঙ্গলাকীর্ণ ভূখণ্ডে 'আমার কুটির' নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে কুটিরশিল্প, গ্রাম-সংগঠন ও গ্রাম-উন্নয়নের কাজ পরিচালনা করেন। ক্রমে এই প্রতিষ্ঠানটি গৃহহারা বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। 'আমার কুটির'-এর ওপর সরকারী প্রকোপ অনেকবার পড়েছে এবং প্রতিষ্ঠানের সহকর্মীদের সঙ্গে তিনি কারারুদ্ধ থেকেছেন। স্বাধীন ভারতেও তাঁকে কারাবাস করতে হয়েছে। তাঁর নিজের কোন সংসার ছিল না, কিন্তু বহু ছেলের ও বহু পরিবারের দায়িত্ব তিনি পালন করতেন। ঐ অঞ্চলে তিনি 'দাদু' নামে পরিচিত ছিলেন। [৮২]

সুহাসিনী গঙ্গোপাধ্যায়, পুঁটুদি (৩·২·১৯০৯ - ২৩·৩·১৯৬৫) বাঘিয়া — ঢাকা। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। পিতার কর্মক্ষেত্র খুলনায় জন্ম। ১৯২৪ খ্রী· ঢাকা ইডেন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। আই·এ· পড়বার সময় মূক-বধির বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ পেয়ে কলিকাতায় যান। প্রাণচঞ্চল এই তরুণীর প্রতি বিপ্লবী দলের মহিলা নেত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। কল্যাণী দাস ও কমলা দাশগুপ্তের পরিচালনায় 'ছাত্রী সঙ্ঘে'র পক্ষ থেকে রাজা শ্রীশ নন্দীর বাগানে সাঁতার কাটা শেখানো হত। এই সূত্রে ১৯২৯ খ্রী· বিপ্লবী কর্মী রসিক দাসের সঙ্গে পরিচিত হন। ১৮·৪·১৯৩০ খ্রী· চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের পর মে ১৯৩০ খ্রী· শশধর আচার্য ও তিনি নেতাদের নির্দেশে স্বামী-স্ত্রী সেজে অনন্ত সিং, লোকনাথ বল, আনন্দ গুপ্ত, জীবন ঘোষাল প্রমুখদের চন্দননগর আশ্রয়কেন্দ্রে রাখেন। ১·৯·১৯৩০ খ্রী· পুলিস কোনক্রমে সন্ধান পেয়ে বাড়ি ঘিরে ফেললে অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও গ্রেপ্তার হন। এই মামলায় তিনি মুক্তি পান কিন্তু অন্য মামলায় ১৯৩২ - ১৯৩৮ খ্রী· পর্যন্ত হিজলী জেলে আটকবন্দী ছিলেন। মুক্তির পর কমিউনিস্ট দলের সমর্থক হন। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের সমর্থক না হয়েও এই আন্দোলনের কর্মী হেমন্ত তরফদারকে স্বগৃহে আশ্রয় দিয়ে ১৯৪২ - ৪৫ খ্রী· পর্যন্ত পুনরায় রাজবন্দিনী হন। ১৯৪৮ খ্রী· ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ায় এক বছর বন্দী ছিলেন। সারাজীবন বিদ্যালয় ও সংগ্রামের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সামান্য এক দুর্ঘটনায় হাসপাতালে আসেন। সেখানে চিকিৎসা-বিভ্রাটে তাঁর মৃত্যু হয়। [২৯]

সুহৃৎচন্দ্র মিত্র (১৮৯৫? - ১৯৬২) খ্যাতনামা মনোবিজ্ঞানী। জার্মানীর লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'পি-এইচ·ডি' উপাধি পান। স্যার আশুতোষের আমন্ত্রণে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান শুরু করেন। স্বনামধন্য মনোবিজ্ঞানী গিরীন্দ্রশেখর বসুর সঙ্গে একযোগে এই দেশে ফলিত মনোবিদ্যা ও 'ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ' শাস্ত্রের প্রসার ও অনুশীলন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের ও ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটের সদস্য এবং ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মনোবিদ্যা শাখার সভাপতি ছিলেন। [৪]

সুহৃদচন্দ্র সিংহ (২২·৩·১৯০১ - ৯·৫·১৯৮২) দুর্গাপুর — ময়মনসিংহ। সুসং রাজপরিবারে জন্ম। প্রমোদচন্দ্র। খ্যাতনামা মনস্তত্ত্ববিদ। মনোবিজ্ঞানী ডাঃ নরেন্দ্রনাথ সেন ও ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণায় এম·এস·সি· পাশ করে প্রথমে কিছুদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যা বিভাগে এবং পরে আমেরিকার কালিফোর্নিয়া এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ইউরোপে মনোবিজ্ঞানের জন্মস্থান অস্ট্রিয়ার ইউনিভার্সিটি অব গ্রাজ থেকে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। সেখানে তাঁর থিসিস 'হিন্দুধর্মে মনোবিদ্যা' ১৯৫০ খ্রী· জার্মান ভাষায় ছাপা হয়। দেশে ফিরে পুনরায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে মনোবিদ্যা বিভাগের প্রধান হিসাবে ১৯৬৭ খ্রী· অবসর গ্রহণ করেন। মনোবিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নানা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশনের মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাবিভাগের প্রধান (১৯৫৪), সাইকোলজিকাল রিসার্চ অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য, ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব সাইকোলজি পত্রিকার সম্পাদক ও আন্তর্জাতিক মনোবিদ্যা পত্রিকার একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষীর স্নেহধন্য তিনি বিশ্বভারতী সম্মিলনীর স্থাপক-সদস্য ও বিশ্বভারতীর প্রকাশনা বিভাগের দ্বিতীয় কর্মসচিব ছিলেন। এ ছাড়া বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাদনে, ছবি আঁকায়, ফটোগ্রাফিতে, সঙ্গীতে তাঁর পারদর্শিতা ছিল। তাঁর স্ত্রী অনিমা দেবী ওরফে অনিন্দিতা দেবী (১৬·১১·১৯১১ - ২৪·১·১৯৮৩) শিক্ষা বিষয়ে বোষ্টন

বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. এবং গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস কলেজের শিক্ষিকা-শিক্ষণ-বিভাগের অধ্যক্ষা ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'সেঁউতি'। [১৭৪]

সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী, মহারাজা (৭.২.১৮৫১ - ২০.১০.১৯০৮)। মুক্তাগাছা — ময়মনসিংহের জমিদার। বঙ্গ-ভঙ্গরোধ ও স্বদেশী আন্দোলনে বিপ্লবীদের প্রত্যক্ষ সাহচর্য দেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদে আড়াই লক্ষ টাকার সম্পত্তি এবং বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল নির্মাণ প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য বহু লক্ষ টাকা দান করেন। [১০]

সূর্যকুমার গুডিব চক্রবর্তী, ডাঃ (১৮২৪ - ১৮৭৪) কনকসার — ঢাকা। রাধামাধব। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। শৈশবেই মাতাপিতৃহীন হন। নানা দুরবস্থার মধ্যেও বিদ্যাশিক্ষার আগ্রহে ১৩ বছর বয়সে পায়ে হেঁটে ৬০ মাইল দূরে কুমিল্লায় গিয়ে ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং শিক্ষকের বাড়িতে পাচকের কাজ করতে থাকেন। পরে কলিকাতায় এসে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে এবং ১৮৪৪ খ্রী. মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। ১৮৪৫ খ্রী. ভোলানাথ বসু, গোপালচন্দ্র শীল ও দ্বারকানাথ বসুর সঙ্গে ডাক্তারি পড়তে বিলাত যান। ডা: হেনরী গুডিব তাঁর ব্যয়ভার বহন করেন। প্রথম বছরেই তিনি স্বর্ণপদক পান। অল্প সময়ে বিভিন্ন ভাষা শেখেন। ১৮৪৯ খ্রী. এম.ডি. উপাধি লাভ করেন। এরপর খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে তিনি এক ইংরেজ রমণীকে বিবাহ করেন। ১৮৫০ খ্রী. দেশে ফিরে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের সহকারী অধ্যাপক হন। কাভিন্যান্টেড মেডিক্যাল সার্ভিসে (পরবর্তী আই.এম.এস) প্রতিযোগিতা পরীক্ষার কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা ১৮৫৫ খ্রী. বিলাত থেকে ঘোষিত হওয়ায় ঐ বছরই বিলাত যান এবং কৃষ্ণাঙ্গ হয়েও তিনি ঐ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। দেশে ফেরার পর মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৬৬ খ্রী. তিনি মেডিসিনের স্থায়ী অধ্যাপক এবং মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ১৮৭৪ খ্রী. পর্যন্ত এই পদে ছিলেন। এই পদে তিনিই প্রথম ভারতীয়। মেডিক্যাল কলেজের বাইরে চিকিৎসা করতেন না। তিনি উপদংশ রোগের প্রতিষেধক বিষয়ে সফল গবেষণা করেন, তারই ভিত্তিতে প্রতিষেধক নির্ণীত হয়। বেথুন সোসাইটি স্থাপনে ও পরিচালনায় উদ্যমী, বিদ্যোৎসাহিনী সভার উৎসাহী সদস্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ও 'জাস্টিস অফ দি পীস' ছিলেন। কলিকাতার জনস্বাস্থ্য এবং বাঙালী জাতির শারীরিক ও মানসিক শিক্ষা বিষয়ে তাঁর বক্তৃতাবলী 'Popular Lectures on Subject of Indian Interest' নামে ১৮৭০ খ্রী. প্রকাশিত হয়। ১৮৭৪ খ্রী. চিকিৎসার জন্য বিলাত গিয়ে সেখানেই মারা যান। [৩, ২৫, ২৬, ৩৬, ২১১]

সূর্যকুমার তর্কসরস্বতী (১৮৭১ - ১৯৩৫) দীঘিরপাড় — শ্রীহট্ট। শিবচরণ ভট্টাচার্য। আসামের শিলচর শহরে 'শিলচর চতুষ্পাঠী' স্থাপন করে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। পরে সেটি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত হলে নাম হয় 'শিলচর গভর্ণমেন্ট চতুষ্পাঠী'। তাঁর মৃত্যুর পর চতুষ্পাঠীটি তাঁর নামে নামাঙ্কিত হয়। শিলচরের 'প্রাচ্যবিদ্যা পরিষদ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'বিদেশ-প্রত্যাগত হিন্দু', 'প্রায়শ্চিত্ত বিচার', 'জাতিপুরাবৃত্ত' প্রভৃতি। [১৭২]

সূর্যকুমার দত্ত (১৮৭৩ - ২৩.৪.১৯৭৭) গৌরীপাশা — বরিশাল। ৭ বছর বয়স থেকে নট্ট কোম্পানীতে অভিনয় করা শুরু করে ক্রমে এই কোম্পানীর গুরুত্ব স্থান অধিকার করেন। ৯৭ বছর ধরে যাত্রাশিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নট্ট কোম্পানীর প্রায় দুই শত পালার তিনি নির্দেশক অভিনেতা। ১৯৭৬ খ্রী. আকাদেমি পুরস্কার পান। [১৬]

সূর্যকুমার সর্বাধিকারী, রায়বাহাদুর (৩১.১২.১৮৩২ - ১৯০৪) রাধানগর — হুগলী। 'তীর্থভ্রমণ' গ্রন্থের রচয়িতা যদুনাথ (মৃত্যু ১৮৭০)। সূর্যকুমার হিন্দু কলেজ ও ঢাকা কলেজে পড়াশুনা করে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। ১৮৫৩ খ্রী. ঐ কলেজ থেকে জুনিয়র ডিপ্লোমা ও ১৮৫৬ খ্রী. জি.এম.সি.বি. উপাধি পান। সরকারী চাকরি নিয়ে ব্রহ্মদেশ ও অন্যান্য দূর অঞ্চল ভ্রমণ করে শেষে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে সৈন্যবিভাগের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। সিপাহী বিদ্রোহের খবর আগে থেকে জানতে পেরে তিনি ইংরেজদের জানান। এরপর তিনি ব্রিগেড সার্জনের পদে উন্নীত হন। বিদ্রোহ প্রশমনের পর সিপাহীদের শাস্তিদান শুরু হলে আবার তাঁরই সাহস ও বিচক্ষণতায় বিদ্রোহী ভূপাল সিং সহ একদল নিরীহ বরযাত্রী ফাঁসির থেকে মুক্তি পায়। ১৮৫৮ খ্রী. সরকারী চাকরি ছেড়ে শ্রীরামপুরে ও পরে কলিকাতায় চিকিৎসা-ব্যবসায় শুরু করেন। ফি না নিয়ে বহু দরিদ্র রোগীর চিকিৎসা করেছেন। ওড়িশায় দুর্ভিক্ষের সময় প্রচুর অর্থ ব্যয় করে বহু লোকের প্রাণরক্ষা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেটের সদস্য ছিলেন। ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিনের তিনিই প্রথম ভারতীয় ডীন। মেডিক্যাল সোসাইটি ও ১৮৯৫ খ্রী. স্থাপিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান College of Surgeons and Physicians-এর সভাপতি ছিলেন। অগ্রজ প্রসন্নকুমার এবং বন্ধুবর বিদ্যাসাগর ও রামতনু লাহিড়ীর আনুকূল্যে তিনি ছাত্রহিতকর কাজে সর্বদা ব্যাপৃত থাকতেন। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্' এবং 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স'-এর প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা গঠিত হয়। ইংরেজী পত্রিকা 'ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড' এবং বাংলা সাপ্তাহিক 'সাম্য' ও 'ভারতবাসী'-র সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মধুপুরে মৃত্যু। তাঁর পুত্রদের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বেসরকারী উপাচার্য দেবপ্রসাদ, শল্যচিকিৎসক সুরেশপ্রসাদ, ক্রীড়াসম্রাট নগেন্দ্র প্রসাদ উল্লেখযোগ্য। [২৫,৩১, ১২৪, ২১১]

সূর্য চক্রবর্তী (১৮৯৮-২৯.৩.১৯৭২) কাইচাল — ঢাকা। ললিতমোহন। উকিল পিতার কর্মস্থল কুমিল্লায়

তাঁর ফুটবল খেলার শুরু। ছাত্রজীবনে শান্তিনিকেতনে পড়তে গেলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর খেলার জন্য আশীর্বাদ করেন। অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য অসুবিধায় পড়লে বহুদিন জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে আশ্রয় পান। সেকালের বড় বড় খেলায় তিনি অংশগ্রহণ করতেন। ১৯২১ খ্রী· ও ১৯২২ খ্রী· এরিয়ান্স দলে খেলেন। এরপর মোহনবাগান ক্লাব এবং পুনর্বার এরিয়ান্স ক্লাব হয়ে ১৯২৫ খ্রী· ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে যোগ দেন। এই অপেশাদার খেলোয়াড় ১৯২৮ খ্রী· ঈস্ট ইণ্ডিয়া রেলের লিলুয়া লোকো শেডে চাকরি পাওয়ায় ঈস্টবেঙ্গল দল ছাড়তে বাধ্য হন। ১৯৩০ খ্রী· রেলের অনুমতি পেয়ে ঈস্টবেঙ্গল দলে ২য় বিভাগে খেলতে শুরু করেন। মূলত তাঁরই কৃতিত্বে ঈস্টবেঙ্গল দল পরের বছর প্রথম ডিভিশনে ওঠে। ১৯৩৪ খ্রী· বড় খেলা থেকে অবসর নিলেও ১৯৩৭ খ্রী· পরপর ৩ বার লীগ-বিজয়ী মহমেডান দলের সঙ্গে খেলায় ঈস্টবেঙ্গল দল তাঁকে নামায়। তাঁর এই শেষ খেলায় ৪ - ২ গোলে ঈস্টবেঙ্গলের জয় সূচিত হয়েছিল। মাঠে ও মাঠের বাইরে তিনি একজন আদর্শ খেলোয়াড়ের জীবন যাপন করেছেন। [১৭]

সূর্য সেন, মাস্টারদা (১৮·১০·১৮৯৩ - ১২·১·১৯৩৪) নোয়াপাড়া — চট্টগ্রাম। রমণীরঞ্জন। 'মাস্টারদা' নামেই তিনি পরিচিত। পল্লী বাঙলার এই ভাল ছেলেকে লেখাপড়ার সময়ে বা বিপ্লবী নেতারূপে দেখেও সাধারণভাবে বলা যেত না তাঁরই ভয়ে ১৯৩০ খ্রী· থেকে ব্রিটিশ শাসকরা অনিদ্রায় কাল কাটিয়েছে। শোনা যায়, বাঙলার ঘরে ঘরে পুরনারীরা তুলসীমঞ্চে প্রদীপ দিয়ে স্বামী-পুত্রের আগে মাস্টারদা এবং তাঁর সঙ্গীদের মঙ্গল কামনা করতেন। প্রথমে চট্টগ্রাম কলেজ ও পরে বহরমপুর কলেজে পড়ে ১৯১৮ খ্রী· বি·এ· পাশ করেন। শেষোক্ত কলেজেই বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে গুপ্ত বিপ্লবী দলের সদস্য হন। স্বগ্রামে ফিরে উমাতারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা গ্রহণ করে ধীরে ধীরে সংগঠন গড়তে থাকেন। এসময়ের সঙ্গী ছিলেন অম্বিকা চক্রবর্তী, জুলু সেন ও নির্মল সেন। ১৯২০ খ্রী· গান্ধীজী বিপ্লবীদের কাছে ১ বছরে স্বরাজ এনে দেবার প্রতিশ্রুতিতে সময় চান এবং অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। বাঙলার সকল বিপ্লবী দল অহিংসায় বিশ্বাসী না হলেও শৃঙ্খলা রক্ষা ও প্রতিশ্রুতির সম্মানে এই আন্দোলনে যোগ দেন। মাস্টারদাও এই আন্দোলনে অংশ নেন। অসহযোগ আন্দোলন বাঙলায় সবচাইতে শক্তিশালী হয় এবং বহু যুবক গান্ধীজীর কথামত স্কুল-কলেজ ত্যাগ ও আইন-ব্যবসায়িগণ আদালত বর্জন করেন। এসব ঘটনার পরেও ব্যর্থতা এলে শুরু হয় বিপ্লবী তৎপরতা। মাস্টারদা অল্প অল্প করে সংগঠন গড়ছিলেন। এসময়ে তিনি বাঙলা ও ভারতের বহু স্থানে বিপ্লবী কাজে হাতে-কলমে অংশ নেন। অস্ত্র-সংগ্রহ ও অর্থের জন্য তাঁকে প্রায়ই কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে অভিজ্ঞ নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হত। তিনি একটি অনন্যসাধারণ যুবকদলকে সংগঠনে আনতে পেরেছিলেন। এই দলের প্রথম অ্যাকশন্ — ২৩·১২·১৯২৩ খ্রী· চট্টগ্রাম শহরের একপ্রান্তে সরকারী রেলের টাকা লুণ্ঠন। এতে প্রত্যক্ষ অংশ নেন অনন্ত সিং, দেবেন দে ও নির্মল সেন। কয়েকদিন পর চট্টগ্রাম পুলিসের এক কর্মচারী অকস্মাৎ সদলে তাঁদের গোপন কেন্দ্রে হানা দেয়। বেষ্টনী ভেদ করে যাওয়ার সময় খণ্ডযুদ্ধ হয়। পুলিস তাঁর সন্ধান পায় নি। তিনি আত্মগোপন করে আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে সংগঠন গড়েন। হঠাৎ ধরা পড়ে যান, কিন্তু মামলায় পুলিস তাঁর বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করতে পারে নি। ১৯২৪ খ্রী· টেগার্ট হত্যা প্রচেষ্টার পর গ্রেপ্তার হয়ে ১৯২৮ খ্রী· মুক্তি পান। তারপর থেকে চট্টগ্রাম শহরের দুইটি অস্ত্রাগার আক্রমণ ও দখল করে অল্পদিনের জন্য হলেও একটি এলাকা থেকে ব্রিটিশ শাসন মুছে দিতে হবে — এই পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু হয়। পরিকল্পনা দেন দলের অন্যতম সদস্য গণেশ ঘোষ। ১৮·৪·১৯৩০ খ্রী· সর্বাধিনায়ক মাস্টারদার নেতৃত্বে ৬৫ জন অসমসাহসী যুবক ২টি অস্ত্রাগার ও পুলিস লাইন এবং ডাক ও তার অফিস একযোগে আক্রমণ করে দখল করেন। সামান্য কয়েকটি রিভলভার, কয়েকটি সাধারণ বন্দুক সম্বল করে এই আক্রমণ একমাত্র সূর্য সেনের বুদ্ধিকৌশলে আংশিক সাফল্যলাভ করেছিল। অস্ত্রাগার দখলের সঙ্গে সঙ্গে দলের অন্যতম নেতা গণেশ ঘোষ দলের অস্ত্রহীন সদস্যদের অস্ত্র দিয়ে তার ব্যবহার শেখান। দলের পরিকল্পনা ছিল ব্রিটিশ শক্তিকে যথাসম্ভব কঠিন আঘাত হেনে মৃত্যুবরণ। তাঁদের সফল তৎপরতায় চট্টগ্রাম সারা ভারতের বিপ্লবতীর্থ বলে পরিচিত হয়। অস্ত্রাগার দখলের পর তাঁদের ৬০ জন শহর ছেড়ে পাহাড় অঞ্চলে চলে যান। ৪ দিন স্নানাহারের সুযোগ পর্যন্ত তাঁদের মেলে নি। ২২·৪·১৯৩০ খ্রী· গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পেয়ে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী জালালাবাদ পাহাড়ে বিপ্লবীদের আক্রমণ করতে গেলে লোকনাথ বলের নেতৃত্বে দুই পক্ষে সারাদিন প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে মাস্টারদা সারাক্ষণ নির্দেশ দান করেন এবং মনোবল অব্যাহত রাখার জন্য নিজে বুকে হেঁটে বিপ্লবীদের বন্দুকের গুলি যুগিয়েছিলেন ও বন্দুক ব্যবহারযোগ্য করে দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত অনুগামীদের এই নির্দেশ দেন, যাদের পক্ষে সম্ভব তারা যেন আপাতত প্রাত্যহিক স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে যায় এবং যারা চিহ্নিত, তারা জেলা ছেড়ে অন্যত্র আত্মগোপন করে। নিজেও আত্মগোপন করে যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখেন। গুপ্তচরদের চেষ্টায় একদল যুবক ধরা পড়লেও আবার একদল মৃত্যুপ্রার্থী যুবক ও শেষে তরুণীরাও এগিয়ে আসেন। এরপর শুরু হয় পাহাড়তলী ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণ ও আসানুল্লা হত্যা অনুষ্ঠান। ইংরেজ সরকার মাস্টারদাকে গ্রেপ্তারের জন্য বহু টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করতে এসে ক্যাপ্টেন ক্যামেরুন নিহত হন। অবশেষে ১৬·২·১৯৩৩ খ্রী· এক জ্ঞাতি ভ্রাতার বিশ্বাসঘাতকতায় গৈরালা গ্রামে ধরা পড়েন। এই গ্রেপ্তারের পরও দীর্ঘদিন কেউ সহসা

বিশ্বাস করে নি যে মাস্টারদা ধরা পড়তে পারেন। বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। চট্টগ্রাম জেলে ফাঁসিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর আগেই বিশ্বাসঘাতক নেত্র সেন ও গ্রেপ্তারকারী পুলিস মাখনলাল তাঁর অনুগামী বিপ্লবীদের হাতে নিহত হয়। চট্টগ্রামে মাস্টারদার দলই সর্বপ্রথম ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ইউনিফর্ম পরে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। দলের অন্যতমা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারই প্রথম মহিলা যিনি সশস্ত্র বিপ্লব-কর্মে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে নেতৃত্ব দিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ৪ বছর নির্মম নিষ্পেষণ চালিয়েও সারা চট্টগ্রাম জেলায় মাস্টারদার বিরোধী জনমত তৈরী করা যায় নি এবং বহু লোক গ্রেপ্তার হলেও স্বীকারোক্তির ঘটনা ঘটে নি। তাঁর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম শহর ৪৮ ঘন্টার জন্য ইংরেজ শাসনমুক্ত ও স্বাধীন ছিল। [৩, ৩৫, ৩৮, ৭০, ৯১, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ১০৪, ১২৪]

সেকেন্দর শাহ্‌। পিতা — শ্যামসুদ্দিন ইলিয়াস। ১৩৬১ খ্রী· সিংহাসনে আরোহণ করে গৌড় থেকে রাজধানী পাণ্ডুয়ায় স্থানান্তরিত করেন। তাঁর রাজত্বকালে বাঙলায় বহু হিন্দু মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হয় এবং বহু পীর বাঙলাদেশে আসেন। পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত 'আদিনা মসজিদ' তিনিই নির্মাণ করেছিলেন। বিদ্রোহী পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধে মারা যান। [২৫, ২৬]

সৈয়দ জাফর খাঁ। বাঙালী শ্যামা সঙ্গীতরচয়িতাদের মধ্যে তাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। [২]

সৈয়দ শাহনূর। শ্রীহট্ট। এই সাধক কবির সঙ্গীত-গ্রন্থের নাম 'নূর-নছিয়ড'। পল্লী-সঙ্গীত ছাড়াও তিনি বহু শ্রুতিমধুর সারিগান (সাইড় বা নৌকা বাইচের গান) রচনা করেছিলেন। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গান — 'সৈয়দ শাহনূর বলে,/আমি মনের নাগাল পাই,/নিরলে বসিয়া রূপ,/নয়ান ভরে চাই গো'। [১৮]

সৈয়দ সুলতান। লস্করপুর — শ্রীহট্ট। বহু পরমার্থ-বিষয়ক সঙ্গীত-রচয়িতা। তাঁর রচিত 'জ্ঞানপ্রদীপ' গ্রন্থে গভীর সাধনতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। রচিত অপর গ্রন্থ: 'নবীবংশ' ও 'শবে মেয়েরাজ'। শেষোক্ত গ্রন্থটির আনুমানিক রচনাকাল ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগ। [২,৭৭]

সোভান আলি। 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহে'র (১৭৬৩ - ১৮০০) শেষ-পর্বের অন্যতম প্রধান নেতা বিহারের সোভান আলি একসময় বাঙলা, বিহার ও নেপালের সীমান্ত জুড়ে ইংরেজ সরকার ও জমিদারদের অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। বিদ্রোহী দল নিয়ে তিনি দিনাজপুর, মালদহ ও পূর্ণিয়া জেলায় ইংরেজ বাণিজ্য-কুঠি ও জমিদার মহাজনদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার কালে তাঁর সহকারী ফকির নায়ক জহুরী শাহ ও মতিউল্লা ইংরেজদের হাতে ধরা পড়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তিনি পালিয়ে গিয়ে পরে একাকী আমুদী শাহ নামে একজন ফকির নায়কের দলে যোগ দেন। এই দলও ইংরেজদের হাতে ছত্রভঙ্গ হয়। এই পরাজয়ের পরও তিনি ৩০০ অনুচর নিয়ে ১৭৯৭ - ১৭৯৯ খ্রী· পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছোট ছোট আক্রমণ চালান। এরপর গভর্নর জেনারেল তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য ৪ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার পর তাঁর বিষয়ে আর কিছু জানা যায় নি। [৫৬]

সোমনাথ লাহিড়ী (১·৯·১৯০৯ - ১৯·১০·১৯৮৪) বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা, ভারতীয় সংবিধান রচনার জন্য গঠিত গণপরিষদের একমাত্র কমিউনিস্ট সদস্য, সুবক্তা ও সুলেখক। ১৯৩০ খ্রী· ড· ভূপেন দত্তের সংস্পর্শে এসে মার্কসবাদে দীক্ষিত হন। ১৯৩১ খ্রী· গঠিত ই·বি· রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন গঠনে অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ঐ বছরই পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন ও লেনিনের 'স্টেট এন্ড রেভোলিউশন' গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করেন। 'সাম্যবাদ' তাঁর লেখা আর একটি গ্রন্থ। কিছুদিন পার্টির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। অনেক সময় তাঁকে আত্মগোপন করে কাজ করতে হয়েছে। কারারুদ্ধ থেকেছেন। 'গণশক্তি' ও পরে 'আগে চলো' এবং 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট', 'নিউ এজ' প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। ডিসে· ১৯৪৫ খ্রী· প্রকাশিত দৈনিক 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচিত হন। 'লাল ঝাণ্ডার ডাক' কলমে তাঁর লেখা প্রতিবেদন উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৮ খ্রী· গান্ধীজীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে লিখেছিলেন 'শোক নয় ক্রোধ'। খবরের কাগজে চলতি বাংলা ভাষার ব্যবহারে, বা জ্বালাময়ী সম্পাদকীয় লেখায় রাজনৈতিক বিশ্লেষণে ও প্রচারে তাঁর কৃতিত্ব স্মরণীয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ছোটগল্পকার ও প্রাবন্ধিক হিসাবে এককালে জনপ্রিয় ছিলেন। ইংরেজ আমলে তাঁর বই নিষিদ্ধও হয়েছে। 'কলি যুগের গল্প' তাঁর ছোটগল্পের সংকলন। ১৯৩৩ খ্রী· জামশেদপুরে 'টিস্কো'তে প্রথম শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে তোলেন। ট্রাম শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলনেরও এক বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। ১৯৩৮ খ্রী· পার্টির সিদ্ধান্ত অনুসারে কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কাজ করার জন্য মুজফ্‌ফর আমেদ ও বঙ্কিম মুখার্জির সঙ্গে তিনিও নির্বাচিত হন। সে বছর কংগ্রেস-সভাপতি সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব অনুযায়ী গঠিত লেফট কনসোলিডেশ কমিটিতে তিনি ও বঙ্কিম মুখার্জি সদস্য পদ লাভ করেন। ১৯৪৪ খ্রী· কলিকাতা কর্পোরেশনের ধাঙড়দের ঐতিহাসিক ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেন এবং কর্পোরেশনের পরবর্তী নির্বাচনে তিনি ও মহম্মদ ইসমাইল প্রথম কমিউনিস্ট কাউন্সিলার নির্বাচিত হন। ১৯৩৩ - ৫০ খ্রী· পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য ও ১৯৪৮ - ৫০ খ্রী· পলিটব্যুরোর সদস্য ছিলেন। ১৯৬২ খ্রী· চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ ও সংশোধনবাদ সম্পর্কে আন্তর্দলীয় বিরোধের সময় তিনি সি·পি·আই· দলে যোগ দেন ও ঐ দলের জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৭ - ৭৬ খ্রী· পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য এবং ১৯৬৭ খ্রী· ও ১৯৬৯ খ্রী· দুবার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। ১৯৭৭ খ্রী· থেকে প্রধানতঃ শারীরিক কারণে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে যান। [১৬, ১৪৯]

সোমেন চন্দ (২৪·৫·১৯২০ - ৮·৩·১৯৪২) ঢাকা। ঢাকার প্রগতি লেখক সঙ্ঘের এবং সেই সঙ্গে মার্ক্সবাদী আন্দোলনের একজন উৎসাহী কর্মী ছিলেন। ১৯৩৬ খ্রী· ঢাকা বোর্ড থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৪০ খ্রী· সঙ্ঘের পক্ষ থেকে প্রকাশিত সঙ্কলন গ্রন্থ 'ক্রান্তি'-র প্রকাশনায় তাঁর নাম ছিল এবং এই সঙ্কলনে তাঁর বিখ্যাত গল্প 'বনস্পতি' স্থান পেয়েছিল। 'বন্যা' উপন্যাস লেখেন ১৭ বছর বয়সে। তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'সংকেত ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থে মোট ২০টি গল্প, ২টি নাটিকা ও ১টি কবিতা সঙ্কলিত আছে। তাঁর রচিত 'ইঁদুর' গল্পটি পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সম্মেলনে ই· বি· রেলওয়ের শ্রমিকদের এক মিছিল পরিচালনা করে নিয়ে যাওয়ার সময় এই তরুণ শ্রমিকনেতা পথের মধ্যে বিরোধী রাজনৈতিক দলের আক্রমণে নিহত হন। [৭৬, ১৪৯]

সোমেন্দ্রনাথ বসু (১৫·৩·১৯২৭ - ১৮·৭·১৯৮৫) দর্জিপাড়া—কলিকাতা। ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ। সরস্বতী ইনস্টিটিউশন ও স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র। ১৯০৫ খ্রী· বাংলায় এম·এ· পাশ করে স্কুলের শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে অধ্যাপনা করেছেন ত্রিপুরায়, সিউড়ীতে ও শেষে কলিকাতার চারুচন্দ্র কলেজে। অল্পবয়সে 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশ নেন। ১৯৫৪ খ্রী· শিক্ষক আন্দোলনে যোগ দিয়ে কিছুদিন জেলে ছিলেন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। পরে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্যে আর·সি·পি· আই দলের সঙ্গে যুক্ত হন। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তিনি সৌম্যেন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সৌম্যেন্দ্রনাথ তাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতিষ্ঠান 'বৈতানিকে'র দায়িত্ব তাঁকে দিয়েছিলেন। ক্রমে রাজনীতি থেকে রবীন্দ্র-সংস্কৃতি চর্চার দিকে তিনি দিক পরিবর্তন করেন। তাঁর চারখণ্ডে 'রবীন্দ্র-অভিধানে'র প্রথম খণ্ড রবীন্দ্র শতবর্ষে প্রকাশিত হয়। 'সূর্যসনাথ রবীন্দ্রনাথ' তাঁর প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থ। 'রবীন্দ্র নাটকে ট্র্যাজেডী' গবেষণা গ্রন্থ লিখে তিনি ১৯৭৩ খ্রী· 'ডক্টরেট' হন। ১৯৬৫ খ্রী· সৌম্যেন্দ্রনাথের বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হল 'রবীন্দ্রচর্চা-ভবন'। রবীন্দ্রানুশীলনের এই কেন্দ্রটিকে একটি মহৎ প্রতিষ্ঠানে রূপায়িত করার কাজে আমৃত্যু তিনি সচেষ্ট ছিলেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রবীন্দ্রানুশীলনকে সম্মিলিতভাবে সার্থক করার উদ্দেশ্যে তিনি 'টেগোর ইন্টারন্যাশনাল'-এর পরিকল্পনা নিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র পরিভ্রমণ করেন। তাঁর রচিত অপর গ্রন্থ: 'বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী', 'বিদেশী ভারত সাধক', 'তবে তাই হোক', 'সরকারী ফাইলে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর', 'রবীন্দ্রনাথের ভৈরবের রলি', 'রামমোহন ও বিরোধী আলোচনা', 'গান্ধীবাদ', 'রমাঁ রলাঁ ও সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর', 'Rabindranath Tagore in Defence of Freedom' প্রভৃতি। [১৬, ৮২, ১৭৪]

সোমেশচন্দ্র বসু (১৮৮৮ - ?) ব্রজযোগিনী — ঢাকা। উমেশচন্দ্র। ১৯০৬ খ্রী· ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে ১৯০৮ খ্রী· ঢাকা জগন্নাথ কলেজে এফ·এ· পর্যন্ত পড়েন। পরে অ্যাকাউন্ট্যান্টশীপ পাশ করে মানসিক গণনাশক্তির চর্চা শুরু করেন। ১৯১২ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজে অদ্ভুত গণনাশক্তির পরিচয় দেন। ৩০·৫·১৯২২ খ্রী· বিলাতে এবং ঐ বছরই ২১ সেপ্টেম্বর আমেরিকায় ও ২৮ সেপ্টেম্বর কানাডার কুইবেকে যান। এখানে তাঁকে বিপ্লবী সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়। ৪৫ দিন পরে মুক্তি পেয়ে যুক্তরাজ্যে যান। আরও কয়েকটি দেশে মানস-গণনা প্রদর্শন করে ১৯২৪ খ্রী· কলিকাতায় ফেরেন। গণিতশাস্ত্র-বিষয়ে তাঁর রচিত কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক আছে। [২৫, ২৬]

সোমেশ্বরপ্রসাদ চৌধুরী (জানু· ১৮৯৭ - ২৩·১১·১৯৪৯)। মণ্ডলগ্রাম — বর্ধমান। ডাঃ রাধাগোবিন্দ। পিতার স্থায়ী বাসস্থান বর্ধমানের মেমারীতে জন্ম। হাওড়া বেলিলিয়াস স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ১৯২১ খ্রী· কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র থাকাকালে অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নিয়ে পড়া ছেড়ে কিছুদিন কংগ্রেস অফিসে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেন। পরে নিজের অন্তরের প্রেরণায় ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিগত সমর্থনে তিনি উত্তরবঙ্গের লাঞ্ছিত, শোষিত চাষীদের মধ্যে গিয়ে বাস করতে থাকেন। তাঁর চেষ্টায় রাজশাহী, নদীয়া, পাবনা ও মুর্শিদাবাদ জেলার নীলকর এলাকায় কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং তাঁর পরিচালনায় আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। তাঁর একার চেষ্টাতেই এতটা হয়েছিল, কারণ তখনও কৃষক আন্দোলন কংগ্রেস-সমর্থন লাভ করেনি। এই আন্দোলনে সাফল্যলাভ করলেও দীর্ঘদিন তাঁকে বিভিন্ন জেলে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। কারামুক্ত হয়ে তিনি গান্ধীজীর খদ্দরপ্রচার আন্দোলনে যোগ দিয়ে অর্থ-সংগ্রহের জন্য নিজের বিষয়-সম্পত্তি বন্ধক রাখেন। গান্ধীজীর লবণ আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে কৃষ্ণনগর জেলে আটক থাকেন। পরবর্তী কালে ডাক্তারী পাশ করে তিনি চিকিৎসা ব্যবসায় করেন। বহু দুঃস্থ রোগীর ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করে দিতেন। তিনি অনেক ক্লাব ও সঙ্ঘের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। শক্তি সঙ্ঘ এবং নদীয়া জেলার জনকল্যাণ সঙ্ঘ ও শঙ্কর মিশন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। নিখিল বঙ্গ মৎস্যজীবী সঙ্ঘের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। ছাত্রকল্যাণ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করে তিনি বহু অনুন্নত সম্প্রদায়ের ছাত্রদের পড়ার সুবিধা করে দিয়েছিলেন। পল্লী অঞ্চলে নূতন নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আজীবন পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁর রচিত 'নীলকর বিদ্রোহ' নামে আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে উত্তরবঙ্গের দরিদ্র চাষীদের অবর্ণনীয় দুর্ভোগ ও লড়াইয়ের কাহিনী এবং এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত

ব্যক্তিদের কার্যকলাপ ও সমাজের একটি চিত্র পাওয়া যায়। অপর রচিত গ্রন্থ: 'বিয়াল্লিশের বন্দিশালায়'। [১৫৯, ১৭৪]

সোমেশ্বর ঠাকুর, পাঠক। সুসঙ্গ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। রাজত্বকাল ১২৮০ - ১৩১০ খ্রী·। পিতা কনৌজ ব্রাহ্মণ কানাই ওঝা। শৈশবে পৈতৃক সম্পত্তি হারিয়ে একদল সাধুর সঙ্গে গারো পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হন। সেখানের গারো রাজা বাইসার অত্যাচারে উৎপীড়িত জেলে ও মাঝিদের অনুরোধে দলের প্রধান সন্ন্যাসী ১৬ বছরের শিষ্য সোমেশ্বরকে তাদের রাজা নির্বাচন করতে বলেন। ১২৮০ খ্রী· (১লা আশ্বিন ৬৮৭ ব·) অভিষেক অনুষ্ঠান হয়। এই কারণে সুসঙ্গের বৎসর গণনা ঐ দিন থেকে হয়ে থাকে। ইনি জেলে ও মাঝিদের শাস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী করে তোলেন এবং অচিরে গারো অধিপতিকে পরাজিত করে সমগ্র গারো পাহাড়, খাসিয়া পাহাড়ের অংশ বিশেষ এবং শ্রীহট্টের হুসেন প্রতাল পরগনা দখল করে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। পূর্ব ভারতে তিনিই একমাত্র জনসাধারণের নির্বাচিত রাজা ছিলেন। সেই সুবাদে ১৪·৪·১৯৫২ খ্রী· জমিদারী উচ্ছেদের পূর্ব পর্যন্ত সেই সব নির্বাচনকারী জেলে ও মাঝিরা বংশপরম্পরায় সম্পূর্ণ করমুক্ত প্রজা হিসাবে গণ্য হত। তাঁর নামানুসারে ঐ অঞ্চলের নদী 'সিমসং' সোমেশ্বরী নদী নামে পরিচিত। পুত্র বৃদ্ধিমন্ত খাঁ (গুণেশ্বর)-কে সিংহাসনে বসিয়ে তিনি সন্ন্যাসজীবন যাপন করতে গৃহত্যাগ করেন। সোমেশ্বরী তীরে তাঁর সাধনপীঠ 'দেও-শিলা' বর্তমান। [১৭৪]

সৌদামিনী দেবী (? - ১৮৭৪) লাখুটিয়া — বরিশাল। স্বামী — জমিদার রাখালচন্দ্র রায়চৌধুরী। ১৮৬৫ খ্রী· স্বামীর সঙ্গে আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। এই কারণে সম্পত্তিচ্যুত হন। পরে রাখালচন্দ্র মামলায় জিতে স্বগ্রামে একটি ভোজসভার আয়োজন করেন। এই সভায় ব্রাহ্ম ও শ্বেতাঙ্গ খ্রীশ্চানগণ সস্ত্রীক নিমন্ত্রিত হন। লাখুটিয়ার সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারের মহিলারা তাঁর চেষ্টায় এই ভোজসভায় যোগ দেন। ফলে বরিশাল তথা বাঙলায় প্রচণ্ড আলোড়ন হয়। কলিকাতায় 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা এই আন্দোলনে যোগ দেয়। বরিশালে বিধবা-বিবাহ দেওয়া ও স্ত্রী-শিক্ষা-প্রচারে তাঁর বিশিষ্ট স্থান ছিল। তিনি মন্দিরে উপাসনা করতেন, 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় স্বীয় ধর্মমত বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতেন এবং ইংরেজ মহিলাদের ভোজসভায় যোগ দিতেন। ঢাকা ও কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে কখনও গান করতেন। কেশব সেনের উপাসনা ও তাঁর সঙ্গীত কলিকাতা সিন্দুরিয়াপট্টীর উৎসবে উপাসকমণ্ডলকে মুগ্ধ করেছিল। অল্পবয়সে মারা যান। [১১৪]

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (অক্টোবর ১৯০১ - ২২·৯·১৯৭৪) জোড়াসাঁকো — কলিকাতা। সুধীন্দ্রনাথ। প্রপিতামহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতের অন্যতম প্রবক্তা সৌম্যেন্দ্রনাথ বিপ্লবী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ঠাকুর পরিবারে তাঁর ব্যতিক্রম অস্তিত্ব প্রকাশ করে গেছেন। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের পর আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট জগতে ভারতীয়রূপে তাঁর পরিচয়ই সর্বাধিক। ১৯১৭ খ্রী মিত্র ইন্‌স্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিক ও ১৯২১ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অর্থনীতিতে অনার্স সহ বি·এ· পাশ করেন। ১৯১৭ খ্রী· কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানটি গেয়ে প্রশংসা পান। পারিবারিক চিন্তা ও ঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য করে ১৯২১ খ্রী· তিনি নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমেদাবাদে যান। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, দি সোশ্যালিস্ট ফ্যালাসিজ এবং রুশ বিপ্লব সম্পর্কিত বইগুলি পড়ে তিনি ক্রমে কমিউনিস্ট মতবাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এই সময় 'শ্রমিক কৃষক দলে'র মুখপত্র 'লাঙল' পত্রিকার মাধ্যমে তিনি মুজফ্‌ফর আমেদ ও নজরুল ইসলামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন এবং ঐ দলে যোগ দেন। তিনি 'লাঙল' পত্রিকায় প্রথম কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। ১৯২৭ খ্রী· 'শ্রমিক কৃষক দলে'র দ্বিতীয় কন্‌ফারেন্সে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। দেশের এই রাজনৈতিক আবহাওয়া থেকে দূরে রাখার চেষ্টায় তাঁর পিতা তাঁকে ১৯২৭ খ্রী· ইউরোপ পাঠান। সেখানে তিনি বিদেশের কমিউনিস্ট চিন্তাধারা ও বিপ্লববাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ লাভ করেন। ১৯২৮ খ্রী· ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট কংগ্রেসে ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে যোগ দিতে মস্কো যান এবং এই সময় থেকে ঐ আন্দোলনের পুরোভাগের নেতার মর্যাদা লাভ করেন। ফলে ব্রিটিশ এবং জার্মান সরকারের কারাগারে তাঁকে বেশ কিছুদিন থাকতে হয়। দেশে ফেরার পরও তিনি গ্রেপ্তার হন এবং স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত এভাবে প্রায় ৮ বছর জেলে কাটান। ১৯৩৭ খ্রী· 'দি রেভলিউশনারি কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া' (আর· সি· পি· আই·) নামে নিজের দল গঠন করেন। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর দল দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যায়। তিনি রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গেই সাহিত্যচর্চা ও সঙ্গীতচর্চা করে গেছেন। 'কল্লোল' গোষ্ঠীর একজন লেখক ছিলেন। তিনি জার্মান, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান, ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় বহু গ্রন্থ লিখে গেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'বিপ্লবী রাশিয়া', 'ত্রয়ী', 'যাত্রী', 'রবীন্দ্রনাথের গান', 'রাশিয়ার কবিতা' (অনুবাদ), 'কম্যুনিজম্ অ্যাণ্ড ফ্যাসিজম', 'ট্যাক্‌টিক্‌স্ অ্যাণ্ড স্ট্রাটেজী অফ রেভলিউশন', 'গান্ধী' (ফরাসী), 'স্টর্নি উর রেভলিউশন' (জার্মান), প্রভৃতি। ফ্যাসিবাদের ওপর লেখা তাঁর প্রবন্ধগুলি একত্রে 'হিটলারিজম্ অ্যান্ড দি এরিয়ান রুল ইন জার্মানী' গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। [১৬, ১৫৫]

সৌরীন মিশ্র (১৯১৩ - ২০·৯·১৯৭৩) মালদহ। জমিদার পরিবারে জন্ম। স্কটিশ চার্চ কলেজ ও বঙ্গবাসী কলেজে পড়ার সময় বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন। ছাত্রনেতা ছিলেন। ১৯৩১ ও ১৯৪২ খ্রী· কংগ্রেসের

ডাকে আন্দোলনে যোগ দিয়ে দীর্ঘদিন কারাবরণ করেন। তিনি ডা· বিধানচন্দ্র রায় ও প্রফুল্লচন্দ্র সেনের মন্ত্রিসভায় যথাক্রমে শিক্ষা ও পঞ্চায়েত দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ও ১৯৬৭ - ৬৯ খ্রী· পর্যন্ত প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। কংগ্রেস বিভক্ত হওয়ার পর ১৯৭১ - ৭২ খ্রী· তিনি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। [১৬]

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (৯·১·১৮৮৪ - (১৯·৫·১৯৬৬) ইছাপুর, ব্যারাকপুর—চব্বিশ পরগনা। হরিদাস। খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও আইনজীবী। পিতামহ কৃষ্ণসখা হাইকোর্টের উকিল এবং জনপ্রিয় শৌখিন নট-নাট্যকার নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মাতামহ ছিলেন। ১৮৯৯ খ্রী· ভবানীপুর সাউথ সুবার্বন স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, ভাগলপুরের তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজ থেকে ১৯০১ খ্রী· এফ·এ·, ১৯০৪ খ্রী· জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ ইনস্টিটিউশন থেকে বি·এ· এবং ১৯১১ খ্রী· আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলিকাতা পুলিসকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। চৌদ্দ বছর বয়সে এন্ট্রান্স ক্লাশে পড়ার সময় তাঁর 'ছেলেবেলাকার কথা' গল্পটি 'কমলা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯০১ খ্রী· সতীর্থ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির সহযোগিতায় ভবানীপুর 'সাহিত্য সেবক সমিতি' প্রতিষ্ঠা করে 'তরণী' নামে একটি হাতে-লেখা পত্রিকার সম্পাদনা করেন। এই সময়েই ছোটদের মাসিক পত্রিকা 'মুকুল'-এ তাঁর কয়েকটি ছোট গল্প ছাপা হয়। ১৯০২ খ্রী· সাহিত্য প্রতিযোগিতায় গল্প পাঠিয়ে 'কুন্তলীন পুরস্কার' পান। ১৯০৩ ও ১৯০৪ খ্রী· যথাক্রমে 'কুন্তলীন'-এর দ্বিতীয় ও প্রথম পুরস্কার অর্জন করেছিলেন। ১৯০৭ খ্রী· 'ভারতী' মাসিক পত্রিকার পরিচালনভার গ্রহণ করেন। ১৯১৫ - ২৩ খ্রী· তিনি ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯২৬ খ্রী· 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে দীর্ঘদিন থাকেন। গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, চলচ্চিত্র-কাহিনী, বেতার-নাট্য, জীবনী, অনুবাদ-সাহিত্য, রম্যরচনা, ব্যঙ্গকৌতুক, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ, পরলোকতত্ত্ব প্রভৃতি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় দক্ষতা ছিল! ১৯৩১ খ্রী· দেবকী বসু পরিচালিত নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গীতবহুল চণ্ডীদাস ছবির বিখ্যাত 'ফিরে চল আপন ঘরে' গানটির গীতিকার ছিলেন তিনি। প্রায় দুইশত গ্রন্থ রচনা করেছেন। ছোটদের মাসিক পত্রিকা 'মৌচাক' প্রতিষ্ঠার মূলে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত 'লালকুঠি', 'পাঠান-মুলুকে', 'চালিয়াৎ চন্দর', 'মা-কালীর খাঁড়া' প্রভৃতি কিশোর-সাহিত্যে সুপরিচিত। উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ: 'মণিদীপ', 'নির্ঝর', 'রঙের টেক্কা', 'পুষ্পক', 'খাট্টা ও খোট্টা' প্রভৃতি; উপন্যাস: 'দরদী', 'আঁধি', 'কাজরী', 'বাবলা', 'পিয়ারী', 'কুজ্ঝটিকা' প্রভৃতি; নাটক: 'লাখ টাকা', 'স্বয়ংবরা', 'হারানো রতন' প্রভৃতি; অন্যান্য: 'রবীন্দ্রস্মৃতি', 'জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি', 'উকিলের ডায়েরী', 'পরলোকের বিচিত্র কাহিনী', 'ওপারের খবর', 'তান্ত্রিকদের বিচিত্র কাহিনী' প্রভৃতি। শেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলী ছাড়াও তিনি বহু বিদেশী বই অনুবাদ করেছেন। গ্রামোফোন রেকর্ডে তাঁর রচিত গান 'ও কেন গেল চলে', 'জীবনে জেগেছিল মধুমাস' প্রভৃতি এককালে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের সূচনাকাল থেকে আমৃত্যু তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী সুচিত্রা মিত্র তাঁর কন্যা। [১৭৪]

সৌরীন্দ্রমোহন সরকার, ড· (১৯০৮ - ২২·২·১৯৭৮) পাইকপাড়া — নদীয়া। গৌরকৃষ্ণ। প্রখ্যাত উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানী। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডিরেক্টর ছিলেন। ১৯৬৭ খ্রী· থেকে দশ বছর সেখানে নূতন নূতন বিষয়ে গবেষণাকার্য পরিচালনায় উদ্যোগী হন। ধানের উৎপাদন নিয়ে তাঁর গবেষণা বিজ্ঞানজগতে অভিনন্দিত হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক হিসাবে গবেষণা করেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের আমন্ত্রণে ধান উৎপাদনে আন্তর্জাতিক কেন্দ্র স্থাপনের উপর বক্তৃতা করেন। ১৯৭৭ খ্রী· হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি নির্বাচিত হন। [১৬]

স্নেহশীলা চৌধুরী (১৮৮৬ - ?) পাঁজিয়া — যশোহর। যোগেন্দ্রনাথ বসু। স্বামী ললিতমোহন চৌধুরীর প্রেরণা ও উদ্যোগে ১৯০৫ খ্রী· বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় মহিলাদের বিলাতী পণ্য বর্জন শিক্ষাদানের জন্য সভা-সমিতি ডেকে বক্তৃতা দিতেন। বন্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতিতে সাহায্য সংগ্রহ করে পাঠাতেন। জনসেবাই তাঁর জীবনের আদর্শ ছিল। ১৯২১ খ্রী· সভা-সমিতি করে তিনি সরকারবিরোধী প্রচার শুরু করেন। ১৯৩০ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে শোভাযাত্রার সময় পুলিসের লাঠির আঘাতে জ্ঞান হারান। যশোহর-খুলনার বিভিন্ন পল্লী অঞ্চলে আন্দোলন পরিচালনা করতেন। গান্ধীজীর আদর্শে ১৯৩১ খ্রী· একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে হরিজনদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ১৯৩২ খ্রী· খুলনা জেলা কংগ্রেসের ডিরেক্টর থাকাকালে রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা দেওয়ায় ৬ মাসের কারাদণ্ড হয়। মুক্তির পর ঐ স্কুলের জন্য অর্থসংগ্রহ করে বাড়ি নির্মাণ করেন এবং ঐ স্কুলের নাম 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সার্বজনীন বিদ্যালয়' রাখেন। দেশ-বিভাগের পরেও স্কুলটি চালু ছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। [২৯]

স্মৃতিশ বন্দ্যোপাধ্যায় (অক্টো· ১৯১০ - ৩·৯·১৯৪৭) উত্তরপাড়া — হুগলী। শ্যামাদাস। মাতামহ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধকল্পে কলিকাতায় শান্তি মিছিল পরিচালনাকালে গুণ্ডার ছুরিকাঘাতে নিহত শহীদ। উত্তরপাড়া ও কলিকাতার ভবানীপুরের স্কুলে শিক্ষালাভ। স্কুলের ছাত্রাবস্থাতেই ১৯২৭ খ্রী· তিনি বিপ্লবী আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন। উত্তরপাড়া কর্মীসঙ্ঘের অন্যতম সংগঠক ও কর্মী হিসাবে জনসেবার কাজ শুরু। আরামবাগ ছাত্র আন্দোলন ও কৃষকদের খাজনা বন্ধের আন্দোলন পরিচালনা করার

অপরাধে ১৯৩০ খ্রী· কারারুদ্ধ হন। এক বছর বাদে মুক্তি পেয়ে ১৯৩১ খ্রী· উত্তরপাড়ার নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে ৯-১০টি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই সময় তাঁর চেষ্টায় ও সম্পাদনায় 'গণ-নায়ক' নামে সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে থাকে। হুগলী জেলার কৃষক আন্দোলনের উদ্যোক্তা। হুগলীর নিকটবর্তী মাখলা খালের সংস্কারকে কেন্দ্র করে তিনি কৃষকদের নিয়ে যে বিরাট গণ-আন্দোলনের সূচনা করেন, তা এদেশের কৃষক আন্দোলনের একটা নূতন দিক্। ১৯৩৪ খ্রী· বালী বোন্ মিলের শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে লিপ্ত থাকায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৫ খ্রী· প্রাদেশিক ছাত্র লীগ স্থাপন করেন এবং এ সময়ে শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩৬ খ্রী· সিকিউরিটি প্রিজনার হিসাবে ধৃত হয়ে তিন বছর কারারুদ্ধ থাকেন। পরে নিজগৃহে অন্তরীণ থাকার সময় পুলিসকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যান। ১৯৪০ খ্রী· ধরা পড়ে দু বছর আটক থাকেন। ছাড়া পেয়ে তিনি বালীকে কেন্দ্র করে কাজ শুরু করেন। পরে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মতানৈক্য হওয়ায় তার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে কংগ্রেস সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্যকরী সভার সভ্য মনোনীত হয়েছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান 'জাতীয় প্রদর্শনী'। ১৯৪৫ খ্রী· বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নির্দেশে এবং কয়েকজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মীর সহায়তায় তিনি ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস চিত্রে রূপায়িত করে স্বাধীনতা সপ্তাহে কলিকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে জনসাধারণকে দেখাবার জন্য একটি 'জাতীয় প্রদর্শনী'র আয়োজন করেন। এই 'জাতীয় প্রদর্শনী' বোম্বাই, দিল্লী, ইন্দোর প্রভৃতি স্থানেও দেখান হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কর্তৃক ১৯৪৭ খ্রী· ১লা সেপ্টেম্বর এই 'জাতীয় প্রদর্শনী'র উদ্বোধন হিন্দু-মুসলমাদের দাঙ্গা শুরু হওয়ায় স্থগিত রাখা হয়। ঐদিন শান্তি শোভাযাত্রায় শচীন মিত্র আহত হয়ে ৩রা সেপ্টেম্বর মারা যান এবং ৩রা সেপ্টেম্বরের শান্তি মিছিলে তিনি পার্ক স্ট্রীট ও লোয়ার সার্কুলার রোডের সংযোগস্থলে ছুরিকাহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সহকর্মী সুশীল দাশগুপ্তও ঐ সঙ্গে আহত হন ও ১১ই সেপ্টেম্বর মারা যান। [৮২]

স্বদেশভূষণ ঘোষ (? - ১৭·২·১৯৩৬) ভরাকর — ঢাকা। গিরীশচন্দ্র। যুগান্তর বিপ্লবী দলের সভ্য। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় ৩ বছর বিনা বিচারে আটক থাকেন এবং পরে মুন্সীগঞ্জ বোমা মামলায় পুনর্বার গ্রেপ্তার হন। জেলের মধ্যেই মারা যান। [৪২]

স্বদেশরঞ্জন রায় (আনু· ১৯১০ - ৬·৫·১৯৩০) ঢাকা। কলেজের ছাত্র এই যুবক ১৮·৪·১৯৩০ খ্রী· চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলে সুযোগ না পেয়ে ব্যর্থমনোরথ হয়েছিলেন। পরে ২২·৪·১৯৩০ খ্রী· জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কিছুদিন পর ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ-পরিকল্পনায় যোগ দেন। কালারপোলে পুলিস ও সামরিক প্রহরীদের সঙ্গে সম্মুখ-যুদ্ধে নিহত হন। [৪২, ৪৩, ৯৬]

স্বপ্নেশ্বরাচার্য। নবদ্বীপ। জলেশ্বর ভট্টাচার্য। পিতামহ — সার্বভৌম ভট্টাচার্য। অভ্যুদয়কাল ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে। তিনি শাণ্ডিল্যসূত্রের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকাররূপে খ্যাত। তাঁর রচিত 'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীপ্রভা' কাশীতে আবিষ্কৃত হয়েছিল। শাণ্ডিল্যসূত্রভাষ্যে তিনি স্বরচিত ন্যায় ও বেদান্তগ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। [৯০]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য (১৯০৮ - ২১·২·১৯৬৪) পালং — ফরিদপুর। বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করে ১৯২৯ খ্রী· এম·এ· পড়বার সময় রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকায় সাংবাদিকতা শুরু করে 'আনন্দবাজার', 'যুগান্তর' এবং আরও কয়েকটি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। তিনি অনেকগুলি ছোট গল্প ও উপন্যাস রচনা করেন। তাঁর সংলাপ ও কাহিনী অবলম্বনে গঠিত 'ছিন্নমূল' চলচ্চিত্রটি (১৯৫১) বাস্তবধর্মী মননশীলতায় আপ্লুত একটি ঐতিহাসিক দলিলরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। 'অগ্রণী' পত্রিকার সম্পাদক এবং বহুদিন সোভিয়েত সরকারের তাস নিউজ এজেন্সীর বাংলা বিভাগের সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'তীর ও তরঙ্গ', 'তথাপি', 'অন্ত্যেষ্টি' প্রভৃতি। [৪, ১৭]

স্বর্ণকুমারী দেবী। (২৮·৮·১৮৫৫ - ৩·৭·১৯৩২) জোড়াসাঁকো — কলিকাতা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। উত্তরজীবনে কবি, ঔপন্যাসিক ও সমাজসেবিকারূপে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, তার মূলে ছিল ঠাকুরবাড়ির শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক পরিবেশ। ১৮৬৮ খ্রী· নদীয়ার এক জমিদার পরিবারের উচ্চশিক্ষিত দৃঢ়চেতা যুবক জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। পিরালী ব্রাহ্মণ পরিবারে বিবাহের জন্য জানকীনাথ ত্যাজ্যপুত্র হন এবং নিজ অধ্যবসায়ে ব্যবসায় ও জমিদারি প্রতিষ্ঠা করে 'রাজা' উপাধি পান। 'ভারতী' (১৮৭৭) পত্রিকা সম্পাদনা স্বর্ণকুমারীর অন্যতম কীর্তি। ১২৯১ ব· থেকে ১৩০২ ব· পর্যন্ত তিনি পত্রিকাটির সম্পাদিকা ছিলেন। এই পত্রিকাটি রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ঠাকুরবাড়ির সাহিত্যিকদের প্রতিভাস্ফুরণে সাহায্য করে। এছাড়া তিনি 'বালক' নামে আর একটি কিশোর পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জাতীয় আন্দোলনে তাঁর কন্যা সরলা দেবী নেতৃস্থানীয়া ছিলেন। স্বামী ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। স্বর্ণকুমারী ১৮৮৯ খ্রী· বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনের প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত অল্পসংখ্যক মহিলার অন্যতমা। এই সময় তিনি কংগ্রেসের কাজে নিয়মিত যোগ দিতেন। নারীকল্যাণ উদ্দেশ্যে বৈশাখ ১২৯৩ ব· কলিকাতায় 'সখি সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। নিরুপায় বিধবা ও বালিকাদের শিক্ষাদানে স্বাবলম্বী করে তোলা এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল। এই সমিতির উদ্যোগে বেথুন স্কুল-ভবনে তিনদিন-ব্যাপী একটি মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন হয়।

সে-যুগে এই ব্যাপারটি যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল — এই মেলার মাধ্যমে স্বদেশী দ্রব্যের প্রচার। তাঁর রচিত ও প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস 'দীপনির্বাণ' গ্রন্থটি জাতীয়ভাব-প্রচারে সহায়ক হয়েছিল। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: উপন্যাস —'স্নেহলতা', 'ফুলের মালা', 'কাহাকে'; নাটক — 'রাজকন্যা', 'দিব্যকমল'; কাব্যগ্রন্থ — 'গাথা', 'বসন্ত উৎসব', 'গীতিগুচ্ছ' প্রভৃতি। 'ফুলের মালা' ও 'কাহাকে' উপন্যাস দুইটি ইংরেজীতে এবং 'দিব্যকমল' নাটকটি 'প্রিন্সেস কল্যাণী' নামে জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারিণী স্মৃতিপদক' উপহার দেন। তিনি নিজে বহু গান লিখেছেন। তাঁর প্রতিভার আর একটি দিক্ — বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনায় উৎসাহ ও প্রবর্তনা। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনার প্রতি তাঁর ঝোঁক তাঁর জ্যেষ্ঠাগ্রজের অনুরূপ ছিল। বিজ্ঞান-বিষয়ক তাঁর প্রবন্ধগুলি 'পৃথিবী' পুস্তকে প্রকাশিত হয়। [৩, ৮, ২৩]

স্বর্ণপ্রভা সেন (১৮৯৬? - ১৯৬৮) স্বামী — প্রিয়রঞ্জন। সাফল্যের সঙ্গে বি·টি· পাশ করে শিক্ষাদান কর্মে ব্রতী হন। বুনিয়াদী শিক্ষাসংক্রান্ত বাংলা মাসিক পত্রিকার পথিকৃৎ 'শিক্ষা' পত্রিকার সম্পাদিকা এবং একটি শিল্প-কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাত্রী সম্পাদিকা ছিলেন। কিছুদিনের জন্য কলিকাতার অপরাধী শিশু বিচারালয়ের প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট হন। এছাড়াও বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [৪]

স্বর্ণময়ী, মহারাণী (১৮২৭ - ১৮৯৭) ভট্টকোল — বর্ধমান। দরিদ্র পরিবারে জন্ম। অপরূপ সুন্দরী হওয়ায় ১১ বছর বয়সে কাশিমবাজারের কুমার কৃষ্ণনাথ নন্দীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৭ বছর বয়সে তিনি বিধবা হন। তখন ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করে নেয়। স্বামীর সম্পত্তি উদ্ধারকল্পে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করে ১৫·১১·১৮৪৭ খ্রী· সম্পত্তি ফিরে পান। এই দানশীলা রাণী বহরমপুরে জলের কলের জন্য দেড় লক্ষ টাকা, উত্তরবঙ্গের দুর্ভিক্ষে সোয়া লক্ষ টাকা এবং কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রীনিবাস নির্মাণের জন্য ১ লক্ষ টাকা দেন। তাঁরই প্রদত্ত জমিতে বর্তমানে বোটানিক্যাল গার্ডেন এবং বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজ (শিবপুর) গড়ে উঠেছে। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ, ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল (বর্তমান নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ) এবং ডা· মহেন্দ্রলাল সরকারের ভারতীয় বিজ্ঞান সভায় তিনি যথেষ্ট অর্থসাহায্য করেন। জনহিতকর কাজে তাঁর দানের পরিমাণ প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। ১৮৭১ খ্রী· 'মহারাণী' এবং ১৮৭৮ খ্রী· 'সি·আই·' (ক্রাউন অফ ইন্ডিয়া) উপাধি পান। [৩, ২৫, ২৬, ৩১]

স্বরূপ দামোদর। শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাসী পার্ষদদের অগ্রণী। দীর্ঘ এগার বছর নীলাচলে চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গলীলার তিনি ছিলেন ঘনিষ্ঠতম সঙ্গী ও পরিকর। তাঁর রচিত করচায় তিনি চৈতন্যদেবের অন্ত্য জীবনের লীলা বর্ণন করেছেন। [১৪৯]

হংসেশ্বর রায় (১৬·৭·১৮৯৩ - ৮·৪·১৯৭৭) বোলপুর—বীরভূম। অধীরচন্দ্র। বি·এ· ও পরে আইন পাশ করে কয়েক বছর ওকালতি করার পর তা ছেড়ে বোলপুর বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ছাত্রজীবনে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সৌহার্দ্য ছিল। গান্ধীজীর বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়ে শিক্ষকতা ছেড়ে ১৯২২ খ্রী· সবরমতী আশ্রমে চলে যান। সেখান থেকে ফেরার পর উত্তরবঙ্গে বন্যাত্রাণের জন্য গিয়ে ১৯২৩ খ্রী· খাদি কেন্দ্র খোলেন ও পরবর্তী চার বছর কলিকাতায় সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের পরিচালনায় খাদি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। অসুস্থতার জন্য বোলপুরে ফিরে এসে স্কুলের প্রধান-শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৯৪৭ খ্রী· ঐ পদ ছেড়ে শিক্ষা-সংগঠনের কাজে ব্যাপৃত থাকেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৬২ খ্রী· বোলপুর উচ্চবিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে ১৯৫৩ খ্রী· বোলপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া বোলপুর বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদনা, বোলপুর নীচুপটি নীরদবরণী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, বোলপুর সাধারণ পাঠাগারের ও বেড়গ্রামের পল্লীসেবা নিকেতনের সম্পাদনা প্রভৃতি কাজে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। বোলপুরের রামকৃষ্ণ মঠ ও মন্দির তাঁর পরিচালনায় গঠিত হয়। নিজে তিনি বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। ১৯৫২ খ্রী· কংগ্রেস দল থেকে আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। [১৬, ১৭৪]

হটী বিদ্যালঙ্কার (? - আনু· ১৮১০) সোঞাই — বর্ধমান। পিতার কাছে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও নব্যন্যায় অধ্যয়ন করে অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করেন এবং সেখানেই চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা করতে থাকেন। পাণ্ডিত্যের জন্য 'বিদ্যালঙ্কার' উপাধি পান। সে-যুগে তিনি প্রকাশ্য পণ্ডিতসভায় তর্কাদিতে যোগ দিতেন। শোনা যায়, চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতদের মত তিনিও দক্ষিণা নিতেন। [৩, ২৬]

হটু বিদ্যালঙ্কার। দ্র· রূপমঞ্জরী।

হনুমানপ্রসাদ চৌধুরী (? - মার্চ ১৯২৩) পুরুলিয়া। সুনারায়ণ। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে ওড়িশার সম্বলপুরে নিজেদের দোকানে মজুত সমুদয় বিদেশী বস্ত্রে আগুন লাগিয়ে দেন। গ্রেপ্তার হয়ে আটক থাকেন। পুলিসের নির্মম অত্যাচারের ফলে মারা যান। [৪২]

হবিবুল্লাহ, আবু আহমেদ (? - ১৯৮৪) খ্যাতনামা ভারত-গবেষক ও ঐতিহাসিক। তাঁর পিতা ও পিতামহ ছিলেন 'আলেম'। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ থেকে পি-এইচ·ডি· করেন। ১৯৪০ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস বিভাগ সৃষ্টি হবার সময় থেকেই তিনি তার অধ্যাপক। দেশ বিভাগের পর পূর্বপাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) চলে যান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চব্বিশ বছর অধ্যাপনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান ও পরে এমেরিটাস প্রফেসর হন। 'ইতিহাস পরিষদ' নামে সংস্থা গঠন ও 'ইতিহাস' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন। রচিত

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'দি ফাউন্ডেশন অব মুসলিম রুল ইন ইন্ডিয়া', 'সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস', 'আলবেরুণীর ভারততত্ত্ব' (অনুবাদ) প্রভৃতি। [১৬]

হবিবুল্লা বাহার (১৯০৬ - এপ্রিল ১৯৬৬) খ্যাতনামা রাজনীতিক ও সাহিত্যিক-সাংবাদিক। বাগ্মিরূপেও তাঁর খ্যাতি ছিল। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের তিনি অন্যতম সংগঠক ও ১৯৩৩ খ্রী· ঐ ক্লাবের ফুটবল টিমের অধিনায়ক ছিলেন। ১৯৩৩ - ৩৬ খ্রী· তিনি তাঁর ভগিনী বিশিষ্টা সমাজসেবিকা ও অধ্যাপিকা সামসুন্নাহারের সঙ্গে একযোগে 'বুলবুল' নামে এক সাহিত্য-সাময়িকী সম্পাদনা ও পরিচালনা করেন। তিনি স্বনামে ও ছদ্মনামে বিভিন্ন পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন। রাজনৈতিক কর্মসূত্রে তিনি মুসলীম লীগে যোগ দিয়েছিলেন এবং পূর্ব-পাকিস্তানের প্রথম মন্ত্রিসভাতে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। [১৫৬]

হরকুমার ঠাকুর। (১৭৯৮ - ১৮৫৮) কলিকাতা। গোপীমোহন। পারিবারিক পরিবেশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে তিনি সংস্কৃত ও শাস্ত্রাদি সহ বেদান্ত দর্শন অধ্যয়ন এবং হিন্দু কলেজে ইংরেজী শিক্ষালাভ করেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতসমাজে বহু-সমাদৃত 'হরতত্ত্বদীধিতি' (১৮৮১) ও 'পুনশ্চরণ বোধিনী' (১৮৯৫) তাঁরই কৃত সঙ্কলন-গ্রন্থ। বিদ্যোৎসাহী ছিলেন ও অন্যের জ্ঞানার্জনে অর্থ-সাহায্যও করতেন। 'শব্দকল্পদ্রুম' গ্রন্থ সঙ্কলনে রাজা রাধাকান্ত দেবকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। [৩]

হরকুমারী দেবী। ১৮৬১ খ্রী· তিনি 'বিদ্যাদারিদ্রাজননী' কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। [৪৪]

হরগোপাল বিশ্বাস, ড· (১৮৯৮ ? - ৬·৫·১৯৭১)। বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রধান রাসায়নিকরূপে ৩০ বছর কাজ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্মান ভাষার লেকচারার ছিলেন। বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ে কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা। 'জার্মান ফর ইন্ডিয়ান সায়েন্টিস্ট' তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। [১৬]

হরগৌরীশঙ্কর জ্যোতির্বিনোদ (১৮৭২ - ১৯১৮) গড়বেতা — মেদিনীপুর। বি·এ· পর্যন্ত পড়েন। গণিতশাস্ত্রে বিশেষ দক্ষতার জন্য ছাত্রাবস্থায় বহু পদক ও পুরস্কার পান। কাব্য ও জ্যোতিষে 'আদ্য', 'মধ্য' প্রভৃতি পরীক্ষায় বৃত্তিসহ প্রথম বিভাগে পাশ করেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে সরকারী পরীক্ষায় বৃত্তিসহ তিনিই প্রথম উত্তীর্ণ হন। অ্যাকাউন্ট্যান্টশীপ পরীক্ষা পাশ করে ঈস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে অফিসে কিছুদিন কাজ করেন। বিভিন্ন সময়ে গুপ্তপ্রেস, পি· এম· বাগচী, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত ও বঙ্গবাসী পঞ্জিকার এবং হিন্দী পঞ্জিকার গণনাকার্যে বহুকাল নিযুক্ত ছিলেন। নিজ প্রতিষ্ঠিত 'জ্ঞানদা চতুষ্পাঠী'তেও তিনি জ্যোতিষবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। [২৫]

হরচন্দ্র ঘোষ[১] (২৩·৭·১৮০৮ - ৩·১২·১৮৬৮) শুরশুনা — চব্বিশ পরগনা। ডিরোজিওর শিষ্যরূপে তিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। লর্ড বেন্টিঙ্ক তাঁকে গভর্নর জেনারেলের দেওয়ানের পদ দিতে চাইলে তিনি তা গ্রহণে অসম্মত হন। পরে নূতন-সৃষ্ট মুন্সেফের পদ পান। এক বছরের মধ্যে বাঁকুড়ার মুন্সেফ থেকে হুগলীর সদর আমীন হন। ১৮৪৪ খ্রী· প্রিন্সিপ্যাল সদর আমীন হয়ে চব্বিশ পরগনায় বদলী হয়ে আসেন। ১৮৫২ খ্রী· কলিকাতা পুলিস কোর্টের জুনিয়র ম্যাজিস্ট্রেট এবং ১৮৫৪ খ্রী· কলিকাতা ছোট আদালতের জজের পদ পান। এ পদে তিনিই প্রথম বাঙালী। তিনি বাঁকুড়া ও শুরশুনায় দুইটি স্কুল স্থাপন করেন। বেথুন স্কুল কমিটির সভ্য ও 'রায়বাহাদুর' উপাধি-ভূষিত ছিলেন। স্মৃতিরক্ষা কমিটি কর্তৃক স্থাপিত (১৮৭৬) তাঁর মর্মরমূর্তি ছোট আদালতের প্রাঙ্গণে বর্তমান আছে। তাঁর পুত্র রায় বাহাদুর জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বহু লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। [৩১, ২২৬]

হরচন্দ্র ঘোষ[২] (১৮১৭ - ২৪·১১·১৮৮৪) হুগলী। হলধর। বাংলা নাটকের প্রথম পর্বের খ্যাতনামা নাট্যকার। তিনিই প্রথম পাশ্চাত্য নাটকের সঙ্গে প্রাচ্য নাট্যকলার মিলন ঘটিয়ে একটি নতুন আদর্শ স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ১৮৩৬ খ্রী· হুগলী মহসীন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে ঐ বছরই সেখানে ভর্তি হন। কলেজে বেকনের নিবন্ধের বঙ্গানুবাদ প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের জন্য পুরস্কার লাভ করেন। ফারসী ও ইংরেজী ভাল জানতেন। ১৮৪৪ খ্রী· কর্মজীবন শুরু। প্রথমে এক্সাইজ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ছিলেন, পরে সেট্‌লমেন্ট ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কালেক্টর ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কাজ করেন। ১৮৭২ খ্রী· সরকারী কাজ থেকে অবসর নেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক 'ভানুমতী চিত্তবিলাস', 'চারুমুখ চিত্তহরা', 'রজতগিরিনন্দিনী' যথাক্রমে 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস', 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট' ও 'দি সিলভার হিল' নাটকত্রয় অবলম্বনে রচিত। তাঁর পৌরাণিক নাটক 'কৌরব বিয়োগ' ১৮৫৮ খ্রী· প্রকাশিত হয়। [৩, ১৪৯]

হরচন্দ্র দত্ত। তিনি লর্ড মেকলের 'লর্ড ক্লাইব' নামক পুস্তিকাটি প্রাঞ্জল ভাষায় বঙ্গানুবাদ করেন। গ্রন্থটি 'ক্লাইভ চরিত্র' নামে রোজারিও কোম্পানী কর্তৃক ১৮৫৩ খ্রী· মুদ্রিত ও ভার্নাকিউলার লিটারেচার কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে মাদ্রাজ, বারাণসী, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি স্থানের ১২টি সুন্দর চিত্র আছে। [২]

হরদয়াল নাগ (১৫·৯·১৮৫৩ - ২০·৯·১৯৪২) কাশিমপুর — ত্রিপুরা। গুরুপ্রসাদ। কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা ও 'চাঁদপুরের গান্ধী' নামে পরিচিত। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৮৭৪ খ্রী· ১০ টাকা বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নানা কারণে কলেজের পড়া শেষ করতে পারেন নি। ছাত্রাবস্থায় 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পরে 'ভারত হিতৈষিণী' পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হত। কর্মজীবনে কিছুদিন ইন্‌কাম-ট্যাক্স অ্যাসেসর-রূপে সরকারী চাকরি ও শিক্ষকতা করেন। পরে আইন পাশ করে (১৮৮৪) চাঁদপুরে আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন এবং অল্পদিনেই

সুনাম ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই তিনি তার সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯০৫ খ্রী· বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তিনি চাঁদপুরে থেকে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯০৬ খ্রী· চাঁদপুরে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন তাঁর এক উল্লেখযোগ্য কর্মপ্রচেষ্টা। যাদবপুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় থেকে তিনি তার সঙ্গে জড়িত এবং ১৯২২ খ্রী· থেকে আমৃত্যু তার সহ-সভাপতি ছিলেন। গান্ধীজীর আহ্বানে ১৯২১ খ্রী· তিনি আইন ব্যবসায় ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩০ খ্রী· ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলায় লবণ আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯৩১ খ্রী· বহরমপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন। আসামের চা-বাগানের শ্রমিকদের ওপর অমানুষিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম চালিয়েছেন। চাঁদপুরের ধর্মঘটকালে তিনি ঐ আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের জন্য বহুবার তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। কংগ্রেস সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ২৮·১২·১৯৩৫ খ্রী· কলিকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অনুষ্ঠিত উৎসবে তিনি সভাপতিত্ব করেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁকে একজন প্রবীণ দেশনেতা হিসাবে সম্মান করতেন। বৃদ্ধবয়সে সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর-গ্রহণ করলেও দেশের নানা সমস্যা নিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। আন্দোলনে যোগ দিলেও গঠনমূলক ও মানবসেবার কাজে বিশ্বাস করতেন। চাঁদপুরের একটি মসজিদের অছি বোর্ডে তিনিই একমাত্র হিন্দু সদস্য ছিলেন। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনেকালে অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি এক জনসভায় যোগ দিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার সংকল্প ঘোষণা করেন। [৩, ৭, ১০, ১২৪, ১৪৯]

হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পাগল হরনাথ) (১·৭·১৮৬৫ - ২৫·৫·১৯২৭)। সোনামুখী — বাঁকুড়া। ১৮৯৩ খ্রী· জম্মু-কাশ্মীর স্টেটে ধর্মদপ্তরের রাজকর্মচারীরূপে যোগ দেন। সেখানে বহু সাধু সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে এসে তিনি সাধক জীবন গ্রহণ করে স্ত্রী কুসুমকুমারী সহ ভারতভ্রমণে যান। দক্ষিণ ভারতে, বিশেষ করে অন্ধ্রপ্রদেশে বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন। শিশিরকুমার ঘোষের Spiritual Magazine-এ এবং অমৃতবাজার পত্রিকায় তাঁর বিভিন্ন রচনা দেশে বিদেশে খ্যাতি লাভ করে। তাঁর পত্রাবলী ইংরেজী ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। কাউকে তিনি দীক্ষা না দিলেও অনেকেই তাঁর অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। সোনামুখীতে তাঁর 'আনন্দ আশ্রমে' তিনি বাস করতেন। পুরীতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'অনাথ আশ্রমে'র খ্যাতি আছে। [২০২]

হরনাথ শাস্ত্রী (১২৭২ - ১৩৫১ ব·) চাঁদসী — বরিশাল। কাশীধামে বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর কাছে বেদান্ত ও অন্যান্য শাস্ত্র এবং ফরিদপুরের চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কারের কাছে নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেন। কলিকাতায় 'আর্য বিদ্যালয়' স্থাপন করে বহু ছাত্রকে আহার ও বাসস্থান দিয়ে অধ্যাপনা করেন। 'বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর বিশেষ চেষ্টাতেই কলিকাতার টোলসমূহ প্রথম কর্পোরেশনের সাহায্য প্রাপ্ত হয়। রচিত গ্রন্থ: 'নিত্য কর্মানুষ্ঠান'। ভট্টিকাব্যের ৪র্থ সর্গ পর্যন্ত টীকা ও বঙ্গানুবাদ করেন। [১৭২]

হরপ্রসাদ রায়। কাঁচড়াপাড়া — চব্বিশ পরগনা। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের অস্থায়ী পণ্ডিত ছিলেন। ১৮১৫ খ্রী· তিনি বিদ্যাপতি রচিত 'পুরুষ-পরীক্ষা' নামক সংস্কৃত গল্পগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। [৩, ২০, ২৮, ৬৪]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায়, ডি·লিট·, সি·আই·ই· (৬·১২·১৮৫৩ - ১৭·১২·১৯৩১) নৈহাটি — চব্বিশ পরগনা। রামকমল ন্যায়রত্ন। গ্রামের স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৮৬৬ খ্রী· সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। নানারকম প্রতিবন্ধকতার মধ্যে ১৮৭১ খ্রী· এন্ট্রান্স, ১৮৭৩ খ্রী· এফ·এ· এবং ১৮৭৬ খ্রী· ৮ম স্থান অধিকার করে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি·এ, পাশ করেন। ১৮৭৭ খ্রী· সংস্কৃত কলেজ থেকে এম·এ· পরীক্ষায় একমাত্র তিনিই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে 'শাস্ত্রী' উপাধি পান। মার্চ ১৮৭৮ খ্রী· বিবাহ করেন। কর্মজীবনের সূচনায় কলিকাতা হেয়ার স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ক্রমে লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজ, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেন। পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৮৯৬ খ্রী· ঐ কলেজে এম·এ· ক্লাস প্রবর্তন করেন। বি·এ· ক্লাসের ছাত্র থাকা কালে তিনি 'ভারত মহিলা' প্রবন্ধ রচনা করে হোলকার পুরস্কার পান। 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। এরপর পুরাতন পুঁথি সংগ্রহের মাধ্যমে চর্যাপদ গবেষণা করে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনত্বকে প্রমাণিত করেন। 'গোপাল তাপনি' উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহযোগী ছিলেন। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' গ্রন্থ রচনা ও প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত লেখ থেকে পাঠোদ্ধার এবং পুঁথি আবিষ্কার ও টীকা রচনা করে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ে বহু তথ্য দেশবাসীকে জানাতে সাহায্য করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যুর পর ১৮৯১ খ্রী· এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক সংস্কৃত পুঁথিসংগ্রহের কাজে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তখন থেকে কর্মজীবনের বেশীর ভাগ সময় পুঁথিসংগ্রহের কাজে ও পরিচিতি সংবলিত তালিকা-রচনায় ব্যয়িত হয়। দুষ্প্রাপ্য ও লুপ্তপ্রায় পুঁথিসংগ্রহের কাজে বিভিন্ন সময়ে নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি রাজ্যে পরিভ্রমণ করেন। ১৯০৭ খ্রী· নেপালে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ-নিদর্শন 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়', সরোহূবজ্র রচিত 'দোহাকোষ', কাহ্নপাদ রচিত 'দোহাকোষ' ও সংস্কৃতে রচিত 'ডাকার্ণব' — এই চারিটি গ্রন্থ তিনি উদ্ধার করেন ও তাঁর সম্পাদনায় 'হাজার বছরের পুরান বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে

১৯১৬ খ্রী· বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে তা প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিক গবেষণা-সংক্রান্ত বেশীর ভাগ প্রবন্ধই এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে তিনি ভারতের বিভিন্ন সংস্কৃতিবান বিদগ্ধ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং লণ্ডন রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির অনারারি সদস্য ছিলেন। তাঁর রচিত ৫২টি নিবন্ধের মধ্যে ঐতিহাসিক নিবন্ধের সংখ্যা বেশী হলেও সময়তত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব এবং শাসনতন্ত্র বিষয়েও কয়েকটি আলোচনা আছে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'বাল্মীকির জয়', 'মেঘদূত ব্যাখ্যা', 'কাঞ্চনমালা' (উপন্যাস), 'বেনের মেয়ে' (উপন্যাস), 'সচিত্র রামায়ণ', 'প্রাচীন বাংলার গৌরব', 'বৌদ্ধধর্ম' প্রভৃতি। পাঠ্যগ্রন্থ: 'বাংলা প্রথম ব্যাকরণ' ও 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'। এছাড়াও তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা বহু। ইংরেজী নিবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'Magadhan Literature', 'Sanskrit Culture in Modern India', 'Discovery of Living Buddhism in Bengal' প্রভৃতি। [৩, ২৮, ৩০]

হরমোহন তর্কচূড়ামণি (? - ১২৮৮ ব·)। শ্রীরাম শিরোমণি। প্রখ্যাত নৈয়ায়িক এবং 'সামান্য লক্ষণাজাগদীশী'-র টিপ্পনী-রচয়িতা। ১২৭২ ব· পণ্ডিত মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্তের মৃত্যুর পর তিনি নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক হন এবং একাদিক্রমে ১৬ বছর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত রেখে দেহত্যাগ করেন। মহামহোপাধ্যায় ভুবন মোহন বিদ্যারত্ন তাঁর অনুজ। [৯০]

হরলাল রায়। তিনি ১৫·৮·১৮৭৪ খ্রী· ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার অবলম্বনে 'শত্রুসংহার' নাটক রচনা করেন। এই নাটকেই অভিনেত্রী বিনোদিনীর প্রথম মঞ্চাবতরণ। তাঁর রচিত অপর নাটক 'হেমলতা'র প্রকাশকাল ১৫·১০·১৮৭৩ খ্রী·। [৬৯]

হরসুন্দর চক্রবর্তী (১৯০৫ - ২১·৫·১৯৭৩) চারপাড়া — ময়মনসিংহ। রামসুন্দর। ১৯২১ খ্রী· ছাত্রাবস্থায় তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২৪ খ্রী· অনুশীলন সমিতির সদস্য হন। নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি (এ·বি·এস·এ·) প্রতিষ্ঠায় তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। ১৯৩০ খ্রী· মেদিনীপুরে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে এ·বি·এস·এ· প্রেরিত স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতৃত্ব করেন। এ সময়ে তাঁর ওপর পুলিসী অত্যাচার হয় এবং তিনি কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯৩৩ খ্রী· জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সাধারণ সম্পাদক হন। নেলী সেনগুপ্তা ঐ অধিবেশনের সভানেত্রী ছিলেন। কংগ্রেসের অধিবেশন ঐ সময় বেআইনী ঘোষিত হয়েছিল এবং তিনি গ্রেপ্তার হয়ে দুই বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। মুক্তিলাভের পর কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলে যোগ দেন। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে লিপ্ত থাকার অপরাধে বহুবার তিনি কারাবরণ করেন। প্রায় ৩৬ বছর আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১৬]

হরিকুমার চক্রবর্তী (ডিসে· ১৮৮২ - ১২·৩·১৯৬৩) চাংড়িপোতা — চব্বিশ পরগনা। যোগেন্দ্রকুমার। অল্প বয়সেই তিনি জাতীয় আন্দোলন গঠনের প্রেরণা লাভ করেন। নরেন ভট্টাচার্যের (মানবেন্দ্রনাথ রায়) সঙ্গে বিপ্লবীদের চাংড়িপোতা দল গঠন করে পরে ১৯০৬ খ্রী· অনুশীলন দলে যোগ দেন। ১৯০৭ খ্রী· বাঘা যতীনের সংস্পর্শে আসেন। পরে চাংড়িপোতায় বাঘা যতীনের দৃঢ় সংগঠন গড়ে ওঠে। পরবর্তী কালে তিনি সরকারী ভাষ্যে 'অতি পরিচিত ও বাংলায় সব থেকে ভয়ঙ্কর বিপ্লবী গোষ্ঠী'র চূড়ান্ত উচ্চ-পর্যায়ের নেতা হয়ে ওঠেন। ১৯১১ খ্রী· গোসাবা অঞ্চলে তিনি 'Youngmen's Co-operative Credit and Zamindary Society' সংগঠন করেন। সরকারী মতে এটি ছিল বিপ্লব সংগঠনের নিরাপদ আবরণ। ১৭·৮·১৯১৫ খ্রী· কলিকাতায় 'হ্যারি অ্যাণ্ড সন্স' নামে একটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের আবরণে বিপ্লবী গুপ্ত ঘাঁটিতে প্রথম গ্রেপ্তার হন। বৈপ্লবিক ইতিহাসে এই প্রতিষ্ঠান অতি গুরুত্বপূর্ণ। অর্ডার সাপ্লাই ব্যবসায়ের অন্তরালে এই প্রতিষ্ঠান বাটাভিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে জার্মান অস্ত্রের সাহায্যে বিপ্লব সংগঠন-প্রচেষ্টার (বা ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্র) জন্য তিনি গ্রেপ্তার হন। ১৯২০ খ্রী· মুক্তি পেয়ে দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হন। ১৯২৪ খ্রী· পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে ১ বছর ব্রহ্মদেশের মান্দালয় ও ইনসিন জেলে আবদ্ধ ছিলেন। এখানে ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ খ্রী· তিনি অনশন ধর্মঘট করেন। ১৯২৮ খ্রী· কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে একজন কর্মকর্তা ও 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ অফ ইণ্ডিয়া'র বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্পাদক এবং ১৯৩০ খ্রী· বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক হন। ১৯৪১ - ৪৮ খ্রী· র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্পাদক ছিলেন। ১৯২৯ খ্রী· যুগান্তর দলের মুখপত্র 'স্বাধীনতা' এবং ১৯৪২ - ৪৮ খ্রী· র‍্যাডিক্যাল পার্টির 'জনতা' সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৯৫০ খ্রী· পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে নির্বাচিত হয়ে আমৃত্যু তার সদস্য ছিলেন। গোঁড়া ও সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করলেও তিনি ঈশ্বর বা ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না। [১০, ১২৪]

হরিগোপাল বল, টেগরা (? - ২২·৪·১৯৩০) ধোরলা — চট্টগ্রাম। প্রাণকৃষ্ণ। বিপ্লবী দলের কর্মিরূপে ১৮·৪·১৯৩০ খ্রী· চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ৪ দিন পর জালালাবাদ পাহাড়ে আত্মগোপনকালে ব্রিটিশ সৈন্য তাঁদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করলে তাঁরা সম্মুখ যুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যদের পর্যুদস্ত করেন। এই যুদ্ধে তিনি এবং আরও ৯ জন জীবন বিসর্জন দেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স অনুমান ১৩ বছর ছিল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের অন্যতম বীর বিপ্লবী লোকনাথ তাঁর অগ্রজ। [১০, ৪২, ৯৬]

হরি ঘোষ, দেওয়ান (? - ১৮০৬)। বাংলা ও ফারসী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। ইংরেজীতেও দখল ছিল। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মুঙ্গের দুর্গের দেওয়ান ছিলেন। দেওয়ানী থেকে অবসর নিয়ে কলিকাতায় বাস করতে থাকেন। বিভিন্ন সৎকার্যে প্রচুর অর্থ দান করতেন। উত্তর

কলিকাতায় তাঁর আবাসে বহু দরিদ্র ছাত্র থাকা-খাওয়ার সুযোগ পেত। তাছাড়া তাঁর সুপ্রশস্ত বৈঠকখানায় খোশগল্পের আসর বসত। শত শত নিষ্কর্মা লোকও সুযোগ বুঝে সেখানে আড্ডা দিত এবং আহারাদি সেখানেই সমাধা করে যেত। তা থেকেই 'হরি ঘোষের গোয়াল' — এই প্রবাদের উৎপত্তি। কাশীতে মৃত্যু। [২৫, ৩১]

হরিচরণ দাস[১] (৩১.১.১৮২৯ - ২০.১১.১৯০৯) আদিনিবাস সামন্তখণ্ড বা সাতখণ্ড — হুগলী। ব্যবসা উপলক্ষে পিতা ঠাকুরদাস বাঁকুড়ায় আসেন। সেখানে কোতুলপুরে তাঁর জন্ম। ১৮৫০ - ৫১ খ্রী· জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তি পান। উচ্চশিক্ষা কৃষ্ণনগর কলেজে। ১৮৫৫ খ্রী· শিক্ষকতা শুরু করেন। ইংরেজী ও গণিতশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৬০ খ্রী· প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স ও পরে এফ-এ· পাশ করেন। বাঁকুড়া গভর্ণমেন্ট স্কুলে ১৫ বছর শিক্ষকতা করার পর ডেপুটি ইন্স্পেক্টর অব স্কুলস পদে উন্নীত হন। মেদিনীপুরে কর্মরত অবস্থায় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরিচিত হয়ে শিক্ষাপ্রচার-ব্রতে অনুপ্রাণিত হন। কর্মজীবনে আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের দায়িত্বভার নিয়ে রাঁচিতে ১০ বছর কাটান। এই কাজের জন্য কোল, ওঁরাও, মুণ্ডারী প্রভৃতি আদিবাসীদের ভাষা খুব ভালভাবে শেখেন। বহু পাঠশালা ও স্কুল স্থাপনে সহায়তা করেছেন। তাঁরই উদ্যোগে আদিবাসীদের মধ্যে গভর্ণমেন্ট কর্তৃক অনেক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং 'Rigvedic India' ও 'Rigvedic Culture' গ্রন্থের রচয়িতা ড· অবিনাশচন্দ্র তাঁর পুত্র। [১৬৬]

হরিচরণ দাস[২] (? - জুলাই ১৯১৭) সাহালামপুর — ডায়মণ্ডহারবার। গ্রামে নিঃস্বার্থ-সেবার জন্য জনপ্রিয় ছিলেন। ভবানীপুর বৈপ্লবিক দলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ৯.৬.১৯১৭ খ্রী· তাঁকে গ্রেপ্তার করে রাজশাহী জেলার বারাইপাড়া গ্রামে অন্তরীণ রাখা হয়। সেখানে পুলিসের নির্যাতন, চিকিৎসার অভাব ও আর্থিক অনটনে অসহনীয় দুর্দশার মধ্যে তিনি আত্মহত্যা করেন। [১৩৯]

হরিচরণ দাস[৩] (৩.২.১৯০২ - ২৯.৯.১৯৪২) কালিকাকুণ্ডু — মেদিনীপুর। দীননাথ। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে মহিষাদল পুলিস স্টেশন আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন। পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৪২]

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়[১] (২৩.৬.১৮৬৭ - ১৩.১.১৯৫৯) মাতুলালয় রামনারায়ণপুর — চব্বিশ পরগনায় জন্ম।। নিবারণচন্দ্র। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' অভিধানের সঙ্কলক। চার বছর বয়সে পৈতৃক গ্রাম যশাইকাটিতে বিদ্যারম্ভ হয়। বিভিন্ন স্কুলে পড়াশুনা করে কলিকাতা মেট্রোপলিটান কলেজে ভর্তি হন। বি-এ· তৃতীয় বর্ষে স্টুডেন্টস ফাণ্ডের টাকা বন্ধ হওয়ায় তিনি আর পড়াশুনা করতে পারেন নি। কিছুকাল দেশের স্কুলে শিক্ষকতা করার পর নাড়াজোলের কুমার দেবেন্দ্রলাল খানের গৃহশিক্ষক হন এবং কলিকাতা টাউন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে প্রধান পণ্ডিতরূপে যোগদান করেন। পরে অগ্রজের চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের জমিদারির পতিশর কাছারিতে সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাজে যোগ দেন। রবীন্দ্রনাথ জমিদারি পরিদর্শনে এসে এই কর্মচারীর সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে তাঁকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন (১৯০২)। তখন থেকে তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রমে সংস্কৃতের অধ্যাপকরূপে অতিবাহিত করে ১৯৩২ খ্রী· অবসর নেন। অধ্যাপনাকালেই তিনি কবির অভিপ্রায় অনুসারে ১৩১২ ব· 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' সঙ্কলন শুরু করেন। ১৩৫২ ব· এই কাজ সমাপ্ত হয়। একক প্রচেষ্টায় এই বিরাট গ্রন্থ সঙ্কলন ও সম্পাদন তাঁর অসাধারণ ধৈর্য, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের পরিচায়ক। অনেক আর্থিক অসুবিধার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত এই বিরাট গ্রন্থ ১৯৪৫ খ্রী· বিশ্বভারতী কর্তৃক ৫ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক ও শিশিরকুমার স্মৃতি পুরস্কারপ্রাপ্ত ছিলেন। বিশ্বভারতী তাঁকে ডি·লিট· এবং ১৯৫৭ খ্রী· 'দেশিকোত্তম' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করে। তিনি ম্যাথু আর্নল্ডের 'শোরাব রোস্তম' এবং 'বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র', 'কবিকথা মঞ্জুষা' প্রভৃতি গ্রন্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দে অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ: 'সংস্কৃত প্রবেশ', 'পালি প্রবেশ', 'ব্যাকরণ কৌমুদী', 'Hints on Sanskrit Translation and Composition', তাছাড়া 'কবির কথা', 'রবীন্দ্রনাথের কথা' প্রভৃতি। [৩, ১৬, ৩৩]

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়[২] (১৪.১২.১৮৮৭ - ২.১১.১৯৭০) বন্দবিলা — যশোহর। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। বিখ্যাত বন্দবিলা সত্যাগ্রহে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নেন। কিংস্ফোর্ড হত্যার উদ্দেশ্যে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম মজঃফরপুর গেলে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হন। চিকিৎসকরূপেও যথেষ্ট খ্যাতিমান ছিলেন। কয়েকটি অ্যান্টি-সেপ্‌টিক এবং অ্যান্টি-ভাইরাস ঔষধ প্রস্তুত করেছিলেন। ১৯৫৬ খ্রী· তিনি যশোহরের গ্রামে দুই-মাথাযুক্ত একটি শিশু প্রসব করান। এটি এখনও রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজে রক্ষিত আছে। তাঁর পুত্র নিত্যগোপাল ১৯৪৫ খ্রী· 'বাস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নে'র সম্পাদক ছিলেন। [১৬]

হরিচরণ বেরা (? - আগস্ট ১৯৪২) বেনাউদা — মেদিনীপুর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের সময় ভগবানপুর পুলিস স্টেশন আক্রমণ কালে পুলিসের গুলিতে মৃত্যু হয়। [৪২]

হরিদত্ত, কানা। বাঙলার একজন প্রাচীন কবি। বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল'-এ লিখিত আছে যে, তিনিই প্রথম 'মনসার গীত'-এর রচয়িতা। খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর লোক বলে অনুমিত হয়। [২]

হরিদয়াল চক্রবর্তী (১৫.২.১৯০২ - ১৯৩৬) মশুরা — ফরিদপুর। বিশ্বম্ভর। ১৯৩০ খ্রী· লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন। হিজলী ও বক্সা ক্যাম্প জেলে বন্দী ছিলেন। অন্তরীণ থাকা কালে মারা যান। [৪২]

হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৭ - ১৯৪৯) সেওড়াফুলি — হুগলী। পেশায় চিকিৎসক হলেও সাহিত্যচর্চায় অনুরাগী ছিলেন। কিছুদিন 'বন্দনা' এবং 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামে মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তাছাড়া বৈদ্যবাটীতে যুবক সমিতি প্রতিষ্ঠা করে তিনি নানাভাবে ঐ অঞ্চলের উন্নতিবিধান করেছেন। [৫]

হরিদাস গোস্বামী। 'শ্রীগোরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া' নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ও 'শ্রীগৌরাঙ্গ মহাভারত' এবং 'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' প্রভৃতি নাটকের রচয়িতা। তিনি দ্বিজ বলরাম দাস ঠাকুরের বংশধর। [২৬]

হরিদাস ঘোষ (১৮৯২ - ২৮.১১.১৯৭১) আমলাজোড়া — বর্ধমান। হিতলাল। মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে বি.এস-সি. পাশ করে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবসায় শুরু করেন। ১৯২০ খ্রী. দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রোচেঞ্জার দলে যোগ দেন। ১৯২১ খ্রী. স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে কারাবরণ করেন। ১৯২৪ খ্রী. স্বরাজ্য দল গঠিত হলে তাতে যোগ দেন। সুভাষচন্দ্রের ফরোয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত কংগ্রেসের সঙ্গেই ছিলেন। ১৯৪০ খ্রী. ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগ দেন। ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে ৫ বছর আটক আইনে বন্দী থাকেন। সমাজতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর রাজনৈতিক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হত। [১৬, ১৪৯]

হরিদাস চক্রবর্তী (১৯৩২ - ১৭.৪.১৯৭৯) দেশবিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে বর্ধমানে এসে ছাত্র অবস্থাতেই রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত হন। পরে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ-এ চাকরিতে যোগ দেন ও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য-পদ লাভ করেন। চিত্তরঞ্জনের ঐতিহাসিক আন্দোলনে নেতৃত্ব-দানের জন্য চাকরি থেকে বরখাস্ত হলে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হন। ১৯৬২ খ্রী. বরাবণী কেন্দ্র থেকে বিধানসভার সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন। ঐ অঞ্চলে বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৪ খ্রী. সোভিয়েট ইউনিয়ন ভ্রমণে যান। ১৯৭৮ খ্রী. কমিউনিস্ট পার্টির বর্ধমান জেলা পরিষদের সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। [১০৭]

হরিদাস ঠাকুর১ (১৬শ শতাব্দী)। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর একজন প্রধান পার্ষদ। মহপ্রভুর অনুচর ও সহচরদের মধ্যে কতিপয় হরিদাসের নাম পাওয়া যায়। বড় এবং ছোট হরিদাস দু'জনেই কীর্তনীয়া ছিলেন। তার মধ্যে ছোট হরিদাস বিখ্যাত। ছোট হরিদাস নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে থেকে তাঁকে কীর্তন শোনাতেন। [২, ২৫, ২৬, ২৭]

হরিদাস ঠাকুর২। কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামনিবাসী হরিদাস 'দ্বিজ হরিদাস' নামে খ্যাত। তিনি ফুলিয়ার মুখুটি, নৃসিংহের সন্তান ও গৃহস্থ বৈষ্ণব ছিলেন। মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর তিনি দেহত্যাগ করেন। পুরীতে মহাপ্রভুকে কীর্তন শোনাতেন। [২, ২৫, ২৬, ২৭]

হরিদাস ঠাকুর, যবন। ব্রহ্ম হরিদাস নামে আখ্যাত এবং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অতি প্রিয় সহচর। তিনি যশোহর জেলার বূঢ়ন গ্রামে জন্মেছিলেন। বর্ধমানের কুলীন গ্রাম ছিল তাঁর সিদ্ধিস্থান। শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি বৈষ্ণব সম্মান লাভ করেন। শ্রীচৈতন্যের গৃহত্যাগের পর তিনি নবদ্বীপ ত্যাগ করে বিভিন্ন স্থান পর্যটন করেন। মহাপ্রভু নীলাচলে বাস আরম্ভ করলে তিনিও সেখানে এসে বাস করেন। হরিনাম যজ্ঞের প্রধানতম ঋত্বিক ও আদর্শ ভক্ত ছিলেন। কেউ বলেন, তিনি মুসলমান কুলে জন্মেছিলেন। আবার কারও মতে তিনি হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু মুসলমান কর্তৃক প্রতিপালিত হন। তিনি 'যবন হরিদাস' নামে সুপ্রসিদ্ধ। হরিনামানুরক্ত ছিলেন বলেই সম্ভবত হরিদাস নাম-প্রাপ্ত হন। নীলাচলে তাঁর দেহান্ত হয়। [২, ২৫, ২৬, ২৭, ১৪৯]

হরিদাস দত্ত (১৬.১১.১৮৯০ - ২৯.২.১৯৭৬) কাঠালিয়া (কার্তিকপুর)—ঢাকা। কৃষ্ণচন্দ্র। অগ্রজ যোগেশচন্দ্রের সহপাঠী 'মুক্তিসংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা হেমচন্দ্র ঘোষের সংস্পর্শে এসে বিপ্লবী কর্মে অনুপ্রাণিত হন। ১৯০৭ খ্রী. মুক্তিসংঘের কলিকাতা শাখার দায়িত্বভার শ্রীশচন্দ্র পাল গ্রহণ করলে তাঁকে সাহায্য করতে গুণেন ঘোষ ও খগেন দাসের সঙ্গে তিনিও কলিকাতায় আসেন। নভেম্বর ১৯০৮ খ্রী. 'আত্মোন্নতি সমিতি' ও মুক্তিসংঘের মিলিত পরিকল্পনায় বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর গ্রেপ্তারকারী পুলিস কর্মচারী নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নিহত হয়। চব্বিশ পরগনার জগদ্দল অঞ্চলের আলেকজাণ্ডার জুট মিলের অত্যাচারী ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ারকে চরম শাস্তি দেবার দায়িত্বভার নিয়ে তিনি ও খগেন দাস ১৯১২ খ্রী. তিন মাস চটকলের কুলির কাজ করেন। কিন্তু ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়ে পড়ায় পলাতক জীবন শুরু হয়। এ সময়ে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর সহায়তায় তিনি এক জাহাজের ভাণ্ডাররক্ষক-রূপে বিদেশে চলে যান। পরে দেশে ফিরে ২৬.৮.১৯১৪ খ্রী. রডা কোম্পানীর অস্ত্রসম্ভার পাচারের রোমাঞ্চকর অভিযানে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। এখান থেকে প্রাপ্ত মশার পিস্তল বাঙলায় ও বাঙলার বাইরে অনুষ্ঠিত তখনকার প্রায় সব-ক'টি বৈপ্লবিক কর্মে ব্যবহৃত হয়েছে। রডা-অস্ত্র-ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি চার বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন ও পরে রাজবন্দী হিসাবে হাজারিবাগ সেন্ট্রাল জেলে আটক থাকেন। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে সকল রাজবন্দীর সঙ্গে তিনিও মুক্তিলাভ করেন। দলের নির্দেশে ১৯২০ - ২৮ খ্রী. তিনি নিজেকে গুটিয়ে সংসারী সেজে থাকেন। এই কয় বছরে মুক্তিসংঘ (বি.ভি.) বা বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসৈনিক দল পুলিসের চোখে ধূলা দিয়ে যে প্রস্তুতিপর্ব চালিয়ে যাচ্ছিল তারই ফলে ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ খ্রী. মধ্যে ঢাকা, কলিকাতা, মেদিনীপুর, কুমিল্লা, দার্জিলিং প্রভৃতি স্থানের বিপ্লবী প্রচেষ্টা সফল হয় এবং এই সাফল্যের মূলে তাঁর অবদান অনেকখানি। লোম্যান হত্যার পর বিনয় বসু ঢাকা থেকে

কলিকাতায় এলে তিনিই তাঁকে নিরাপদ আশ্রয়ে রাখেন। ১৯৩০ খ্রী· রাইটার্স বিল্ডিংস অভিযানেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। 'বি·ভি·'-র অ্যাকশন স্কোয়াডের প্রবীণতম সদস্য ছিলেন। এই কারণে ধরা পড়ে বিভিন্ন বন্দীশিবিরে প্রায় আট বছর আটক থাকেন। দলের সভ্যদের কাছে হেমচন্দ্র ঘোষ 'বড়-দা' ও তাঁর পরেই তিনি 'মেজ-দা' বলে পরিচিত ছিলেন। ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'হেম ঘোষ ও হরিদাস দত্ত (বড়দা ও মেজদা) যে দল গঠন করেন, বাংলার বিপ্লবের ইতিহাসে সেই দলের দান অপরিসীম।' [৮২].

হরিদাস দে (১৯০২ - ২৪·৫·১৯৭৩) শান্তিপুর — নদীয়া। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে, ১৯৩২ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনে এবং ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ফলে কয়েকবার কারারুদ্ধ থাকেন। স্বাধীনতার পর তিনি শান্তিপুর কেন্দ্র থেকে দুইবার এম·এল·এ· নির্বাচিত হন। শান্তিপুর পৌরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। [১৬]

হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য। রঘুনাথ শিরোমণির অনুমানদীধিতি'র টীকাকারদের মধ্যে হরিদাসই সম্ভবত প্রথম। তাঁর টীকার রচনাকাল অনুমান ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দেরও পূর্বে। প্রবাদ অনুসারে তিনি বাসুদেব সার্বভৌমের ছাত্র ছিলেন। কুসুমাঞ্জলির কারিকাংশের টীকাকাররূপেই তাঁর খ্যাতি। পক্ষধর মিশ্রের তিন খণ্ড 'আলোকে'র ওপর তাঁর রচিত টীকা পাওয়া যায়। তাঁর রচিত অপর পুঁথির নাম 'শব্দমণিপ্রকাশ'। [৯০]

হরিদাস বাগচী (১৮৮৮ - ১৯৬৮)। খ্যাতনামা গণিতজ্ঞ। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, পি·আর·এস·, পি-এইচ·ডি· প্রভৃতি ডিগ্রী এবং এফ·এন·এস·-সি· উপাধি লাভ করেন। 'কোর্স অফ জিওমেট্রিক্যাল অ্যানালিসিস' নামে তাঁর রচিত গ্রন্থ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গণিত-বিজ্ঞানীদের নিকট অতিশয় সমাদর লাভ করে। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের প্রসিদ্ধ পত্রিকায় গণিত-বিষয়ে তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হত। ১৯৫৪ খ্রী· গণিত-বিষয়ে একটি প্রবন্ধের জন্য তিনি উত্তরপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রীর সুবর্ণপদক লাভ করেন। ক্যালকাটা ম্যাথেম্যাটিকাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ও পরে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হন। অধ্যাপক-জীবনের শেষ তিন বৎসর তিনি গণিতের হার্ডিঞ্জ অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। [৩]

হরিদাস বাবাজী। নদীয়া। পূর্বাশ্রমের নাম হরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী। ১৯২৫ খ্রী· সংস্কৃতে এম·এ· পাশ করেন। রামদাস বাবাজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নবদ্বীপে 'হরিবোল কুটির' নামে আশ্রম বাঁধেন। এখান থেকে বহু অপ্রকাশিত প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কয়েকটি গবেষণা গ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা। বৈষ্ণব চরিতাভিধান রচনা তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি। [১৪৯]

হরিদাস মিত্র (১৮৯৬ - ৫·৪·১৯৭৬) রাজঘাট — যশোহর। বসন্তকুমার। প্রত্নতত্ত্ব ও মূর্তিতত্ত্ব-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক। বি·এ· পরীক্ষায় সংস্কৃত ভাষায় অনার্সে প্রথম স্থান অধিকার করে 'বিদ্যাসাগর পদক' লাভ করেন। সংস্কৃত ভাষায় এম·এ· পড়ার সময় বিশেষ বিষয় হিসাবে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন এবং পরে বৃত্তি নিয়ে রাজশাহীর 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি'তে তিন বছর গবেষণা করেন। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হলে ১৯২১ খ্রী· শান্তিনিকেতনে গবেষক ছাত্ররূপে এসে অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভির কাছে ভারততত্ত্ব, অধ্যাপক কলিনসের কাছে ভাষাতত্ত্ব, অধ্যাপক তুচ্চির কাছে বৌদ্ধমূর্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করেন। ১৯৪৩ খ্রী· শান্তিনিকেতন কলাভবনের এবং পরবর্তীকালে চীনাভবন ও বিদ্যাভবনের গবেষণাবৃত্তি লাভ করে বিভিন্ন বিষয়ে মৌলিক গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। 'Ganapati' তাঁর বিশিষ্ট গবেষণা গ্রন্থ। অন্যান্য রচনা: 'Sadasiva', 'Buddha-Pratima-Lakshanam', 'Bibliography of Indian Art and Aesthetics', ইত্যাদি। বাংলাভাষায় রচিত তাঁর বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬১ খ্রী· অবসর গ্রহণ করেন। [১৬, ১৯৮]

হরিদাস শাস্ত্রী (২৫·১·১৮৯২ - ৩১·১২·১৯৫৯) ব্রাহ্মণরাংদিয়া — খুলনা। রজনীকান্ত ভট্টাচার্য। বিভিন্ন পণ্ডিতের কাছে এবং কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা। অধ্যাপনা করেছেন দিল্লীর তিরিয়া কলেজে, তারকেশ্বর সংস্কৃত বিদ্যালয়ে ও দেওঘর সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে। শেষ জীবনে গুরুকুল কাংড়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের (হরিদ্বার) ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগের প্রধান উপাধ্যায় ছিলেন। শরৎচন্দ্রের 'দেনা পাওনা'র হিন্দী অনুবাদ করেন। 'সাহানা' পত্রিকায় তাঁর স্মৃতিকথা প্রকাশিত হয়েছে (১৩৪৬ ব·)। [১৭৪]

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় (২২·১০·১৮৭৬ - ২৬·১২·১৯৬১) উনশিয়া — ফরিদপুর। গঙ্গাধর বিদ্যালঙ্কার। বিখ্যাত পণ্ডিত বংশে জন্ম। ১১ বছর বয়সে পিতামহ কাশীচন্দ্র বাচস্পতির নিকট কলাপ ও ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন করেন। ১৫ বছর বয়সে বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম হন এবং 'শব্দাচার্য' উপাধি লাভ করেন। অনর্গল সংস্কৃতে কবিতা ও গদ্য আবৃত্তি করতে পারতেন। ন্যায়শাস্ত্রও অধ্যয়ন করেন। ২২ বছর বয়সে কলিকাতায় জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের নিকট কাব্য, ফরিদপুরে আনন্দচন্দ্র বিদ্যারত্নের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র, পিতার নিকট জ্যোতিষ ও পুরাণ এবং নিজে দর্শনাদি অধ্যয়ন করেন। সব কটি উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ঢাকা সারস্বত সমাজের 'সাংখ্যরত্ন', 'পুরাণশাস্ত্রী' ও 'সিদ্ধান্তবাগীশ' উপাধি পান। এইভাবে শিক্ষা শেষ করে স্বাধীন ত্রিপুরার রাজপণ্ডিত ও কোটালিপাড়ার আর্য বিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে কর্মজীবন শুরু করেন। ক্রমে অর্থোপার্জনের চেষ্টায় কলিকাতায় এসে নষ্টকোষ্ঠী-উদ্ধার ও হস্তরেখা বিচারে ব্রতী হন। এখান থেকে পরিচয়সূত্রে মালদহ জেলার দুইটি রাজবাড়ির দ্বারপণ্ডিত ও পরে খুলনা জেলার নকীপুরে টোলের অধ্যাপক পদ পান। নিজের বই ছাপাবার সুবিধার জন্য নকীপুরে চতুষ্পাঠীর সামনে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। নকীপুরের জমিদার

হরিচরণ চৌধুরীর মৃত্যুর পর সপরিবারে ছাপাখানা সহ কলিকাতায় এসে আষাঢ় ১৩৩৬ ব· 'মহাভারতে'র একটি নূতন সানুবাদ সংস্করণ রচনায় ব্রতী হন। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭ ব· রচনা শেষ হয়। অধ্যায় ও শ্লোক-সংখ্যার মিল রেখে প্রত্যেক শ্লোকের টীকা, বঙ্গানুবাদ ও পাঠান্তর-সন্নিবেশে একক প্রচেষ্টায় তিনি এই গ্রন্থ ১৫৯টি খণ্ডে সমাপ্ত করেছেন। মহাভারত ছাড়া 'রুক্মিণীহরণ মহাকাব্য', 'বঙ্গীয় প্রতাপ', 'মিবার প্রতাপ', 'বিরাজ সরোজিনী', 'জানকীবিক্রম' ইত্যাদি বহু নাটক প্রণয়ন করেন। কয়েকটি নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। ৭টি পরীক্ষালব্ধ উপাধি তাঁর ছিল। কাশীর ভারতধর্ম মহামণ্ডল কর্তৃক 'মহোপদেশক', ভারত সরকার কর্তৃক 'মহামহোপাধ্যায়', ভারতীয় পণ্ডিতমণ্ডল কর্তৃক 'মহাকবি' এবং শান্তিপুর পুরাণপরিষদ্ কর্তৃক 'ভারতাচার্য' উপাধি-ভূষিত হন। মহাভারতের চরিত্র ও ঘটনার কালনির্ণয় জ্যোতিষ বিচারের দ্বারা নিরূপণের চেষ্টায় কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেন। ১৯৬০ খ্রী· 'পদ্মভূষণ' উপাধি এবং ১৯৬১ খ্রী· 'রবীন্দ্র পুরস্কার' পান। [৩, ৭, ২৫, ২৬, ৩৩, ১৩০, ১৪৯]

হরিদাস হালদার (ডিসে· ১৮৬৪ - জুন ১৯৩৫) কালীঘাট — কলিকাতা। রামচন্দ্র। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারী পরীক্ষা পাশ করে চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। 'অল্প-ফি-এর বাজার ডাক্তার' খ্যাত কার্তিকচন্দ্র বসু, ডাঃ গিরিশ ঘোষ ও ভারতের প্রথম F.C.O.G. ডাঃ কেদারনাথ দাস তাঁর সতীর্থ ছিলেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি দেশাত্মবোধক বহু সঙ্গীতের রচয়িতা। কিছুকাল তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন-প্রতিষ্ঠিত 'নারায়ণ' পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। তাঁর রচিত পুস্তক : 'কর্মের পথে', 'গোবর গণেশের গবেষণা', 'বক্কেশ্বরের বেয়াকুবি', 'মদনপিয়াদা' এবং 'ন্যাশনাল লাইফ অফ নন্-কোঅপারেশন। [১৫৬, ২১১]

হরিনাথ দে (১২·৮·১৮৭৭ - ৩০·৮·১৯১১) আড়িয়াদহ — চব্বিশ পরগনা। ভূতনাথ। বহুভাষাবিদ্ সুপণ্ডিত এবং ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম আই·ই·এস·। ১৮৯২ খ্রী· সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে এন্ট্রান্স, ১৮৯৪ খ্রী· ইংরেজী ও ল্যাটিন ভাষায় সর্বোচ্চ নম্বর এবং ডাফবৃত্তি নিয়ে এফ·এ·, ১৮৯৬ খ্রী· ইংরেজী ও ল্যাটিন নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে বি·এ· এবং ঐ বছরই এম·এ, পরীক্ষায় ল্যাটিন ভাষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। ১৮৯৭ খ্রী· সরকারী বৃত্তি নিয়ে বিলাত যান। এখানে কেমব্রিজে অধ্যয়ন শুরু করেন। প্রথমবার আই·সি·এস· পরীক্ষায় পাশ না করলেও ঐ সময়েই গ্রীক-এ প্রথম হন। দ্বিতীয়বারে পাশ করে Colonial Service পেয়ে সিংহলের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট হন এবং Classical Tripos-এ প্রথম শ্রেণী পান। আরবী ও হিব্রু ভাষার সর্বোচ্চ পরীক্ষায় প্রথম হন। পঠদ্দশাতেই তিনি গ্রীক, ল্যাটিন, ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় কবিতা রচনা করতে পারতেন। বিলাতে থাকা কালে তিনি ফ্রান্স, জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, স্পেন, পর্তুগাল, ইটালী প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করে উক্ত বিভিন্ন দেশের ভাষাগুলির সর্বোচ্চ পরীক্ষা পাশ করেন। সংস্কৃত ভাষাতেও ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি সর্বসমেত ১৪টি ভাষায় এম·এ· ছিলেন। এদেশীয়দের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে (Indian Education Service) প্রবেশলাভ করেন এবং মাত্র ২২ বছর বয়সে ঢাকা সরকারী কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ঢাকায় অধ্যাপনার পর প্রেসিডেন্সী কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনা করেন। তারপর হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ এবং শেষে ১৯০৭ খ্রী· ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সর্বপ্রথম বাঙালী গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হয়ে ২০·১·১৯১১ খ্রী· পর্যন্ত কাজ করেন। গ্রন্থাগারিক থাকা কালে তিনি বৌদ্ধদর্শন সম্পাদনা করেন এবং এশিয়াটিক সোসাইটির নানা গ্রন্থ রচনার ভার নেন। চীনা ভাষা থেকে নাগার্জুনের 'মধ্যমিকাদর্শন', তিব্বতী ভাষায় রচিত ডুয়াঙের লজিক, কৃষ্ণকান্তের উইল (ফরাসীতে) এবং আরও অন্যান্য বহু গ্রন্থ ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে আরবী ভাষার ব্যাকরণ, তিব্বতী ও ফারসী ভাষায় অভিধান এবং তিনটি ভাষায় উপনিষদ্ অনুবাদ করেছিলেন। বৌদ্ধদর্শনের আদি ইতিহাসের অন্যতম প্রামাণিক নিদর্শন হিসাবে তিনি 'নির্বাণব্যাখ্যানশাস্ত্রম্' ও 'লঙ্কাবতরসূত্র' সম্পাদনা করেন। তিনি ভারতবর্ষে ভাষাতত্ত্ব শিক্ষা বিজ্ঞানের প্রথম পথিকৃৎ। ইউরোপের ২০টি এবং ভারতবর্ষের ১৪টি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শিতার জন্য স্কীট পুরস্কার পান। তাঁর প্রাপ্ত বৃত্তির পরিমাণ ছিল প্রায় ১ লক্ষ টাকা। 'Boswel's Life of Johnson' ও অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থের নোট প্রস্তুতকর্তা। শুধু পাণ্ডিত্যে নয়, বিনয় ও নিঃস্বার্থ দান-কার্যেও তিনি অতুলনীয় ছিলেন। [৩, ৭, ১৭, ২৫]

হরিনাথ মজুমদার দ্র· কাঙাল হরিনাথ

হরিনারায়ণ ঘোষাল, থাকিন-ঠে (১৯১৫ - ১৯৬৮) বিক্রমপুর — ঢাকা। হর্ষনাথ। কারাবিভাগের কর্মী পিতার কর্মস্থল ব্রহ্মদেশে তাঁর জীবন কাটে। পিতার সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় থাকার ফলে বিভিন্ন স্থানের স্কুলে পড়েন। বাঙলা দেশের বিপ্লবী পার্টির কর্মীদের প্রভাবে রাজনীতিতে আকৃষ্ট হন। কলেজে পড়ার সময় রেঙ্গুনে আসেন এবং সেখানকার বেঙ্গলী স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। কমিউনিস্ট মতবাদে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন এবং সংগঠনের অন্যান্য সদস্য অমর নাগ, গোপাল মুন্সী, মাধব মুন্সী, অমর দে প্রভৃতিকে এই মতবাদে অনুপ্রাণিত করেন। ব্রহ্মদেশের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৯৪৮ খ্রী· ব্রহ্মের পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হলে অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে তিনি আত্মগোপন করেন। দীর্ঘকাল আত্মগোপনের সময়ে পার্টির অন্তর্বিরোধের ফলে তিনি নিহত হন। সেই সময়কার কাহিনী বর্মী ভাষায় লিখিত

'Last Days of Thakin Than Tun' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। [১৪৯]

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (১৯১৬ - ২০.১.১৯৮১) ব্রহ্মদেশে জন্ম এবং শিক্ষা। বি.এ. পাশ করে আইন শিক্ষায় শিক্ষিত হন। ভারতে এই আইনের ডিগ্রী স্বীকৃত না হওয়ায় এখানে একটি ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে কাজ নিয়ে সেখান থেকেই অবসরগ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ইরাবতী'। অন্যান্য গ্রন্থ: 'আরাকান', 'অন্যতমা', 'মৃত্তিকার রঙ', 'চন্দন বাঈ' প্রভৃতি। ছোটদের জন্য লেখা বই 'ভয়ের মুখোস', 'পাথরের চোখ'। [১৬]

হরিনারায়ণ চন্দ্র (১৭.১০.১৮৯৬ - ৯.১১.১৯৭৮) চুঁচুড়া — হুগলী। বামাচরণ। বিপ্লবী যুগান্তর দলের সদস্য ছিলেন। বিপ্লবী কর্মে সংশ্লিষ্ট থাকার সময় অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের সাহচর্যে আসেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯১৬ - ১৯ খ্রী. তাঁকে সরকারী আদেশে অন্তরীণ রাখা হয়। বাঙলা ও বাঙলার বাইরে বিপ্লবী কাজে ব্যবহারের জন্য দক্ষিণেশ্বরে বোমা তৈরীর যে কেন্দ্র ছিল তিনি তার অন্যতম প্রধান ছিলেন। ১৯২৫ খ্রী. অন্য ৮ জনের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় গ্রেপ্তার হন ও আলিপুরের বিশেষ ট্রাইবুনাল দ্বারা বিচার হলে অস্ত্রআইনে ১০ বছর কারাদণ্ডের আদেশ হয়। পরে আলিপুর জেলে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে ১৯২৬ খ্রী. যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তবে আপীল করার পর ছাড়া পান। ১৯৩৪ - ৩৭ খ্রী. পর্যন্ত ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন জেলে বন্দী ছিলেন। তাঁর কর্মভূমি চট্টগ্রাম থেকে লাহোর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনিই প্রথম ভারতে টি.এন.টি. বোমা তৈরী করেন। ১৯৩৮ খ্রী. জুলাই মাসে ছাড়া পেয়ে তিনি 'ফরওয়ার্ড ব্লক' দলে যোগ দেন এবং সুভাষচন্দ্র বসুর অনুগামী হন। তৎকালীন বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বই লেখেন। টিউবারকুলিসিস রিলিফ অ্যাসোসিয়েশনের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও আমৃত্যু তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [৮২, ১৪৯]

হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৬১ - ১৯৪৫)। কাশীর প্রখ্যাত ধ্রুপদ শিল্পী। রসুল বক্‌স্ ঘরানার ধ্রুপদ-গুণী রামদাস গোস্বামীর শিষ্য। সঙ্গীতের তত্ত্ব বিষয়েও প্রাজ্ঞ ছিলেন। তিনি রসুল বক্‌সের ঘরের ধ্রুপদসম্পদ স্বরলিপি সহযোগে কয়েকটি গ্রন্থে প্রকাশ করেন। 'প্রাচীন ধ্রুপদ স্বরলিপি' (৪ খণ্ড), 'সঙ্গীতে পরিবর্তন', 'সঙ্গীতে গুরুপ্রসাদ' প্রভৃতি তাঁর রচিত বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। [৩, ৫২]

হরিপদ কাব্য-স্মৃতি-মীমাংসাতীর্থ (১৮৮৯ - ১৯.১২.১৯৭২) ঝাপড়দহ — হাওড়া। গিরিশচন্দ্র তর্করত্ন। প্রথম শিক্ষা পিতামহ ষষ্ঠীদাস বিদ্যারত্নের নিকট। পরে ভট্টপল্লীর পণ্ডিত ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকদের নিকট অধ্যয়ন করেন। ১৯১৭ - ৪৭ খ্রী. সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল ও সংস্কৃত কলেজে শিক্ষকতা করেন। বিভিন্ন সংস্কৃত প্রতিষ্ঠানের প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক ছিলেন। তাঁর রচিত ও মুদ্রিত পদ্যের সংখ্যা হাজার। 'সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা', 'নারায়ণ', 'যমুনা', 'উজ্জীবন', 'সুদর্শন', 'বিদ্যোদয়' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর সংস্কৃত ও বাংলা বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ভট্টপল্লীর নৈয়ায়িক রামকৃষ্ণ ন্যায়-তর্কতীর্থ তাঁর মাতুল। [১৭২]

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়[১] (১৮৭১ - ?) কল্যাণপুর — হাওড়া। প্রেমচাঁদ। যাত্রায় ঐতিহাসিক নাটক ও যাত্রাব্যালে রচনার পথিকৃৎ। সুরকার ভূতনাথ দাসের সহায়তায় তিনি যাত্রায় বিশেষ ঢঙের সুরেরও প্রবর্তন করেন। কলিকাতা ও হুগলী নর্ম্যাল স্কুলে কিছুদিন অধ্যয়নের পর সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৪ বছর বয়সে 'লবণসংহার' নাটক রচনা করেন। তাঁর রচিত 'জয়দেব' নাটক বহুদিন বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। তিনি কলিকাতায় 'শাস্ত্র-প্রকাশ-কার্যালয়' নামে পুস্তকাগার স্থাপন করেন। তাঁর রচিত অন্যান্য নাটক: 'পদ্মিনী', 'জয়মতী', 'রামনির্বাসন', 'ক্ষণাদেবী' প্রভৃতি। [২৫, ২৬, ১৪৯]

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়[২] (১৮৯৭ - ১১.১১.১৯৬৭) কৃষ্ণনগর — নদীয়া। বসন্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে এম.এস-সি. পাশ করেন। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হন। পরবর্তী কালে আইন অমান্য আন্দোলন ও 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কয়েকবার কারাবরণ করেন। কুমিল্লায় 'অভয় আশ্রম' প্রতিষ্ঠায় তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা ও নিষ্ঠাবান কর্মী ছিলেন। ১৯৩৭ খ্রী. থেকে ১৯৫১ খ্রী. পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা (পরে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা)-র কংগ্রেস দলভুক্ত সদস্য ছিলেন। ১৯৫২ খ্রী. নির্বাচনে তিনি বিরোধী দলের পক্ষ থেকে বিধানসভার সদস্য এবং ১৯৬২ ও ১৯৬৭ খ্রী. নির্দলীয় সদস্যরূপে কৃষ্ণনগর কেন্দ্র থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হন। অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান্ ও সুবক্তা হিসাবে খ্যাতিমান্ ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় একমাত্র পুত্র অভিজিৎ ১৯৬৫ খ্রী. পাক-ভারত যুদ্ধকালে সামরিক বাহিনীর অফিসাররূপে কাশ্মীরে বিমানযুদ্ধে নিহত হন। [১৬, ১৪৯]

হরিপদ ভট্টাচার্য (১৯১৯ - ১২.৯.১৯৭৯) ধলঘাট — চট্টগ্রাম। ১৯৩২ খ্রী. মাষ্টারদা সূর্য সেনের বিপ্লবী দলভুক্ত হন। ১৯৩৪ খ্রী. চট্টগ্রাম ক্রিকেট মাঠে ইউরোপীয়ানদের উপর বিপ্লবীদের আক্রমণের পর তিনি গ্রেপ্তার হন। জেল থেকে মুক্তি পাবার পর স্বগৃহে অন্তরীণ থাকেন। পাঠ্যাবস্থায় ব্রিটিশ সরকার তাঁকে কুমিল্লা এবং কলিকাতা থেকে বহিষ্কারের আদেশ দিয়েছিল। [১৪৯]

হরিপদ ভারতী (১৯২২ - ১৯.৩.১৯৮২) যশোহর। অমরনাথ। স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম এবং ১৯৪২ খ্রী. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. পাশ করেন। এক বছর যশোহরে মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজে পড়ান। হাওড়ায় নরসিং

দত্ত কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দিয়ে পরে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হন। ১৯৮১ খ্রী· অবসর গ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থা থেকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন। ভারতীয় জনসংঘের প্রতিষ্ঠা হলে সেই দলে দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গ কমিটির সভাপতি এবং সর্বভারতীয় কমিটির সহসভাপতি ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে বহুবার কারাবরণ করেন। জরুরী অবস্থায়ও কারারুদ্ধ থেকেছেন। জনতা দল গঠিত হবার সময় থেকে এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৭ খ্রী· জোড়াবাগান কেন্দ্র থেকে বিধানসভায় নির্বাচিত হন। ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি এবং জাতীয় কর্মপরিষদের সদস্য ছিলেন। বাগ্মী হিসাবে খ্যাতি ছিল। অনেকগুলি পুস্তকের রচয়িতা। [১৬]

হরিপদ মহাজন (? - ১৯৪২)। বিপ্লবী নেতা সূর্য সেনের সহকর্মীদের অন্যতম। ১৮·৪·১৯৩০ খ্রী· চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের পর ৮ মাস আত্মগোপন করেন। হাঁটাপথে আকিয়াব হয়ে ব্রহ্মদেশে উপস্থিত হন। বহু দুঃখকষ্ট পেয়ে তিনি মারা যান। [৪৩]

হরিপদ মাইতি (? - ১৯৪২) পূর্বগুড়গ্রাম — মেদিনীপুর। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে ভগবানপুর পুলিস স্টেশন আক্রমণকালে পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৪২]

হরিপদ রায় (১৮৯৫ - ১৯৭১)। অসহযোগ আন্দোলনের সময় গুরু অবনীন্দ্রনাথের পরামর্শে তিনি স্নাতকোত্তর পাঠ ছেড়ে নন্দলাল বসু ও অসিত হালদারের ছাত্ররূপে কলাভবনে প্রবেশ করেন। বহু বছর তিনি বিশ্বভারতীর শিক্ষক ছিলেন। ব্যঙ্গচিত্রকর ও কমার্শিয়াল শিল্পিরূপে তাঁর খ্যাতি ছিল। [১৬]

হরিপদ শিকদার (১৯১৬ - ৩·১১·১৯৪২) মাদারিপুর—ফরিদপুর। গুপ্ত-বিপ্লবী দলের কর্মিরূপে ১৯৩৪ খ্রী· থেকে ৫ বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩৯ খ্রী· মুক্তির পর কমিউনিস্ট কর্মী হিসাবে কৃষক আন্দোলনে যোগ দেন। [৭৬]

হরিপ্রভা তাকেদা। ঢাকা। পিতা শশিভূষণ মল্লিক ঢাকার নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সক্রিয় কর্মীরূপে ও মাতা নগেন্দ্রবালা 'মাতৃনিকেতন' নামে একটি অবলা উদ্ধারাশ্রমে কাজ করতেন। ঢাকার বুলবুল সোপ ফ্যাক্টরীর জাপানী কর্মচারী ওয়েমন তাকেদার সঙ্গে নববিধানের নবসংহিতা অনুসারে ১৯০৭ খ্রী· তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের পর তাকেদা 'ঢাকা সোপ ফ্যাক্টরী' নামে নিজেই একটি সাবানের কারখানা খুলে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ১৯১২ খ্রী· হরিপ্রভা স্বামীর সঙ্গে জাপানে গিয়ে চার মাস থাকেন। জাপানবাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা' গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটিকে গৃহবধূর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা জাপানের সাধারণ মানুষের আচার আচরণ, পোষাক-পরিচ্ছদ, নিয়ম-কানুন, সমাজে নারীর স্থান সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। 'সাধ্বী জ্ঞান দেবী' নামে তিনি আর একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। [১৭]

হরি বৈষ্ণব। প্রকৃত নাম হরিদাস দাস। বেঙ্গল থিয়েটারের বিখ্যাত অভিনেতা। ১৮৭৩ খ্রী· থেকে ১৮৯৫ খ্রী· পর্যন্ত অভিনয়-জীবনে ওসমান, আলেকজাণ্ডার, লক্ষ্মণ, সেলিম, অমরনাথ প্রভৃতি চরিত্রে সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করেন। [৬৯]

হরি মিশ্র (১৫শ শতাব্দী)। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের বিশিষ্ট প্রাচীন কুলাচার্য। ঐ সময় মহারাজ দনুজমর্দনের সভায় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের যেরূপ কুলবিধি প্রচলিত ছিল, হরি মিশ্র তা সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। এই গ্রন্থ 'হরিমিশ্রের কারিকা' নামে প্রসিদ্ধ। [২]

হরিমোহন প্রামাণিক (১৮২৬ - ১৮৭৩) শান্তিপুর — নদীয়া। রাধামাধব। ইংরেজী, সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাছাড়া নিজ চেষ্টায় ব্যাকরণ, অভিধান ও প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য নিয়ে তিনি ইউরোপীয় ও ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় এবং কয়েকটি প্রাচীন ভাষায়ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। ১৮৬৩ খ্রী· তাঁর বিখ্যাত 'সংস্কৃত কোকিলদূত কাব্য' প্রকাশিত হয়। এর আগেই আর্যধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করে 'অ্যান অ্যাড্রেস টু ইয়ং বেঙ্গল' নামে ইংরেজী প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এছাড়া 'ভারতবর্ষীয় কবিদিগের সময় নিরূপণ' ও 'কমলা করুণা বিলাস' (নাটক) তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। [১৮]

হরিমোহন ভট্টাচার্য (১৮৮০ - ২৩·১১·১৯৬৭) বোড়াল — চব্বিশ পরগনা। কালীপ্রসন্ন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্। সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র থাকা কালে তিনি প্রথম বিভাগে কাব্যতীর্থ পরীক্ষা এবং ১৯০৯ খ্রী· এন্ট্রান্স পাশ করেন। সংস্কৃতে প্রথম হয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আই·এ· এবং দর্শনশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি·এ· পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১৯১৩)। ১৯১৬ খ্রী· আশুতোষ মুখার্জী প্রতিষ্ঠিত সাউথ সুবার্বন কলেজে (বর্তমান আশুতোষ কলেজ) তিনি প্রথম থেকে দর্শনের অধ্যাপক হিসাবে দীর্ঘকাল কর্মরত থাকেন। ১৯৫৪ খ্রী· অধ্যক্ষ হিসাবে সেখান থেকে অবসর নেন। কর্মরত অবস্থায় ১৯১৯ খ্রী· তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে সংস্কৃতে এম·এ· পাশ করেন। ১৯৫২ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ক্ষুদিরাম বসু মেমোরিয়াল লেক্‌চারার' নিযুক্ত করে। ১৯৫৯ - ৬০ খ্রী· তিনি 'দক্ষিণেশ্বর উইমেনস্ কলেজ'-এর অধ্যক্ষ ছিলেন। 'ইণ্ডিয়ান ফিলোজফিক্যাল কংগ্রেস'-এর প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য (১৯২৫) হিসাবে তিনি হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে বিভাগীয় সভাপতি নির্বাচিত হন (১৯৩৯)। তাঁর রচিত গ্রন্থ: 'Studies in Philosophy', 'Studies in Jaina Epistemology', প্রভৃতি। [১৪৯]

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়১ (১·৮·১৮৬০ - ?) রাহুতা — চব্বিশ পরগনা। বিশ্বম্ভর। 'রঙ্গলাল' ও 'কঙ্কাবতী'র লেখক ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর অগ্রজ। শৈশব থেকেই তিনি সংবাদপত্রে কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা শুরু করেন। ১৮৭৫

খ্রী· থেকে প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহের 'সাধারণী'তে তাঁর রচিত প্রবন্ধ বা কবিতা প্রকাশিত হত। ১৮৭৮ - ৭৯ খ্রী· তিনি এলাহাবাদের কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগে চাকরি পান। 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ অসুস্থ হলে তাঁর অনুরোধে তিনি পত্রিকাটির পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। 'মুকুট-উদ্ধার' ও 'অদৃষ্টবিজয়' নামে ২টি মহাকাব্য, 'জীবনসঙ্গীত' ও 'সকের ঠানদিদি' নামে খণ্ডকাব্য, 'প্রণয়-প্রতিমা' নাটক এবং 'যোগিনী', 'কমলাদেবী' ও 'জীবনতারা' নামে ৩টি উপন্যাস রচনা করেন। ইংরেজী ছাড়া সংস্কৃত, উর্দু ও ফারসী ভাষায়ও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। [৩, ১৪৯]

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়২ (১৯শ শতাব্দী) গোয়াড়ি — কৃষ্ণনগর। আটটি অধ্যায়ে রচিত 'কবিচরিত' নামক গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা: 'কাদম্বিনী নাটক' (১৮৬১), 'জয়াবতীর উপাখ্যান', 'মণিমালিনী' (নাটক, ১৮৭৪) প্রভৃতি। [৩]

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়৩। সানিহাটি — হুগলী। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সহকারী-সম্পাদক থাকা-কালে তাঁর সম্পাদনায় ১৩১১ ব· 'বঙ্গবাসী'র স্বত্বাধিকারীর উদ্যোগে ও অর্থানুকূল্যে 'বঙ্গভাষার লেখক (১ম ভাগ)' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। তাঁর সম্পাদিত অপর গ্রন্থ 'সঙ্গীত তরঙ্গ', 'দাশরথি রায়ের পাঁচালী' প্রভৃতি। রচিত গ্রন্থ: 'নকুড় বাবু', 'ভজহরি সরকার' প্রভৃতি। [৩]

হরিমোহন সেন (৭·৮·১৮১২ - ?) কলিকাতা। দেওয়ান রামকমল। হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। সে-সময়ের বিখ্যাত ছাত্র রাজা দক্ষিণারঞ্জন, রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন তাঁর সতীর্থ ছিলেন। ছাত্রজীবনে ইংরেজী, ফারসী ও বাংলা ভাষায় ব্যুৎপত্তির জন্য ভারতীয় ও ইউরোপীয় মহলে স্বীকৃতিলাভ করেন। ড· হোরেস উইলসনের পুরাণ অনুবাদে তিনি কিছুদিন সাহায্য করেছিলেন। কলিকাতা টাকশাল, সরকারী ধনাগার প্রভৃতিতে কিছুকাল দেওয়ানরূপে কাজ করার পর ১৮৪৪ খ্রী· বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান হন। এখানে তাঁর ঊর্ধ্বতন চার্লস হগ তাঁর নামে এক অমূলক অভিযোগ আনেন। অনুসন্ধানে নির্দোষ প্রমাণিত হবার পর ঐ উচ্চ বেতনের চাকরি ত্যাগ করে তিনি ১৮৪৯ খ্রী· ব্যবসায় শুরু করেন। সিপাহী বিদ্রোহের পর জয়পুরের মহারাজার চাকরিতে যোগ দেন। ১৮৬৮ খ্রী· মহারাজার প্রধান পরামর্শদাতা হন এবং একজন সুদক্ষ প্রশাসকরূপে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর চরিত্রে রক্ষণশীলতা ও উদারতা উভয়ই ছিল। ১৮৩৯ খ্রী· ক্যালকাটা মেকানিক্স্ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। প্রমোশন অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট, ক্যালকাটা স্কুল অফ আর্ট প্রভৃতির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। বিজ্ঞান ও জ্ঞানালোচনার জন্য ক্যালকাটা লাইসিয়াম ও বেথুন সোসাইটির সদস্য হন। তিনি বেথুন সোসাইটির সহ-সভাপতিও ছিলেন। রাজনীতি আলোচনার প্রথম ভারতীয় সংস্থা 'জমিদার সভা', 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি', 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' ইত্যাদির উৎসাহী সভ্য এবং অ্যাগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটি এবং এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। [৮]

হরিশঙ্কর পাল (১৮৮৮ - ১৮·৬·১৯৬১) কলিকাতা। বটকৃষ্ণ। এন্ট্রান্স পাশ করে প্রেসিডেন্সী কলেজে ছাত্রাবস্থায় ১৯০৬ খ্রী· পিতার বিখ্যাত ঔষধ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। ব্যবসায়কার্যে ১৯২৭ খ্রী· ইউরোপ যান। দেশবন্ধুর আহ্বানে ১৯২৪ খ্রী· কর্পোরেশনের কাউন্সিলর নির্বাচনে প্রার্থিরূপে জয়লাভ করে একাদিক্রমে ১৯৪৮ খ্রী· পর্যন্ত একই পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার্স অফ কমার্স, বেঙ্গল ইমিউনিটি, কেমিস্ট অ্যাণ্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন এবং অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, পৃষ্ঠপোষক বা সদস্য ছিলেন। শিক্ষা-বিস্তারে মুক্তহস্তে দান করেন। ১৯৩০ খ্রী· সরকার কর্তৃক 'স্যার' উপাধি ভূষিত এবং ১৯৩৩ খ্রী· বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। [৪, ৫]

হরিশচন্দ্র নিয়োগী (১৮৫৪ - ১৯৩০) বাগবাজার — কলিকাতা। কৃষ্ণকিশোর। তিনি জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে স্বগৃহে লেখাপড়া করেন। ১৭ বছর বয়সে প্যারীমোহন সুরের কন্যা বিনোদকামিনীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। সুকবি ছিলেন। 'শ্রীহঃ' স্বাক্ষরে 'সাধারণী', 'আর্যদর্শন', 'বান্ধব' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কালে তাঁর বহু কবিতা 'জন্মভূমি', 'সাহিত্য', 'সাহিত্য-সংহিতা', 'সাহিত্য-সংবাদ', 'সংকল্প' প্রভৃতি পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের পরিপূর্ণ প্রভাবের যুগে তাঁর গীতিকাব্যে কিছু স্বাতন্ত্র্য ছিল। দেশাত্মবোধ অপেক্ষা ব্যক্তিগত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস তাঁর রচনায় সমধিক পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখযোগ্য গীতিকাব্য: 'দুঃখসঙ্গিনী', 'সন্ধ্যামণি', 'বিনোদবালা', 'মালতীমালা'; উপহার-গ্রন্থ — 'প্রীতি উপহার' 'স্নেহ উপহার', 'শারদোৎসব' প্রভৃতি। [৩, ২৮]

হরিশচন্দ্র হালদা। বেঙ্গল অ্যাকাডেমীতে পড়বার সময় সহপাঠী রবীন্দ্রনাথকে ম্যাজিকের খেলা দেখিয়ে মুগ্ধ করতেন। রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ বয়সে 'গল্পস্বল্পে' তাঁকে স্মরণ করে বিস্ময়কর গল্পের সৃষ্টি করেন। অবনীন্দ্রনাথ 'ঘরোয়া' গ্রন্থে তাঁর কথা লিখেছেন। বন্ধুমহলে হ·চ·হ নামে খ্যাত ছিলেন। ১৩০৯ ব· 'বঙ্গদর্শনে' দর্পহরণ গল্পের নায়কের নাম হরিশচন্দ্র হালদার। 'বালক' পত্রিকায় কয়েকটি লিথোগ্রাফিক ছবির তলায় নাম আছে H. C. Halder। ১৮৮১ খ্রী· 'কালাপাহাড়' নামক ঐতিহাসিক নাটকের রচয়িতারূপে কলিকাতা আর্ট স্কুলের ছাত্র একজন হরিশচন্দ্র হালদারের নাম পাওয়া যায়। তাঁরা একই ব্যক্তি কিনা জানা যায় না। [৮৭]

হরিশচন্দ্র মিত্র (আনু· ১৮৩৮/৩৯-১·৪·১৮৭২) ঢাকা। অভয়াচরণ। পৈতৃক নিবাস শালিখা — হাওড়া। অসচ্ছল পরিবারে যথেষ্ট শিক্ষালাভ না হলেও তাঁর রামায়ণ-মহাভারত পাঠ উত্তরকালে ফলপ্রদ হয়। সমবয়সী কবি ঢাকার কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে পরিচয়

ও বন্ধুত্ব হলে একত্রে কাব্যচর্চা শুরু করে গুপ্তকবির 'সংবাদ প্রভাকরে' কবিতা প্রকাশ করেন। ঢাকা বঙ্গ বিদ্যালয়ে কিছুদিন শিক্ষকতার পর তিনি ১৮৬০ খ্রী ঢাকায় প্রথম বাংলা মাসিকপত্র 'কবিতা কুসমাবলী' এবং ১৮৬২ খ্রী· নিজ সম্পাদনায় 'অবকাশরঞ্জিকা' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৬৩ খ্রী· 'সুলভ মুদ্রাযন্ত্র' নামে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং এই বছরই 'ঢাকা দর্পণ' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এছাড়াও ১৮৬৪ খ্রী· 'কাব্যপ্রকাশ' মাসিক, ১৮৬৫ খ্রী· 'হিন্দুহিতৈষী' সাপ্তাহিক, ১৮৬৮ খ্রী· 'হিন্দু রঞ্জিকা' সাপ্তাহিক এবং ১৮৭০ খ্রী· 'মিত্রপ্রকাশ' মাসিক পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক ছিলেন। ব্রাহ্মবিরোধী, সমাজ-সচেতন এবং সাহিত্যে অশ্লীলতাবিরোধী রুচিশীল লেখকরূপে তাঁর সুখ্যাতি ছিল। অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে মারা যান। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী: 'হাস্যরসতরঙ্গিণী', 'ম্যাও ধরবে কে?', 'ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে', 'কৌতুক শতক', 'সরল পাঠ', 'আদর্শ শ্রেণী', 'বীরবাক্যাবলী', 'জয়দ্রথবধ বৃত্তান্ত', 'কীচকবধ-কাব্য', 'আগমনী', 'হতভাগ্য শিক্ষক', 'নির্বাসিতা সীতা', 'বঙ্গবালা' 'বিধবা বঙ্গাঙ্গনা' প্রভৃতি [৩, ২৬, ২৮]

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এপ্রিল ১৮২৪ - ১৬·৬·১৮৬১) আদিনিবাস শ্রীধরপুর — বর্ধমান। কলিকাতার ভবানীপুরে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। রামধন। বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সমাজসেবক। দারিদ্র্যের জন্য ইউনিয়ন স্কুল পরিত্যাগ করে চাকরির সন্ধান করেন। প্রথমে সামান্য বেতনে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। এরপর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা পাশ করে মিলিটারী অডিটর-জেনারেলের অফিসে কেরানীর পদ পান। ক্রমে তাঁর পদোন্নতি ঘটে। মৃত্যুর সময় একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তিনি ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। নিজ অধ্যবসায়ে তিনি ইতিহাস, রাজনীতি, আইন ও ইংরেজীতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' ও 'দি বেঙ্গল রেকর্ডার' পত্রিকায় লেখনীর মাধ্যমে সরকারের তীব্র সমালোচনা করতেন। ১৮৫৩ খ্রী· ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পুনঃসনদপ্রাপ্তির সময় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে যে আবেদন করা হয় সেটি তিনিই রচনা করেন। ১৮৫৩ খ্রী· 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার শুরু থেকেই তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ঐ পত্রিকাতেই তিনি ব্রিটিশ সরকার ও বিদ্রোহী উভয়পক্ষের তীব্র সমালোচনা করে বাঙালীর বিরুদ্ধে অপবাদ খণ্ডন করেন। সিপাহী বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে হরিশচন্দ্র লেখেন, '...The time is nearly come when all Indian questions must be solved by Indians. The mutinies have made patent to the English public what must be the effects of politics in which the native is allowed no voice!' ১৮৫৫ খ্রী· 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার কর্তৃত্ব ও সম্পাদনা তাঁর হাতে আসে। এসময়ে দেশের দরিদ্র চাষীদের ওপর নীলকর সাহেবদের ভয়াবহ অত্যাচারের কাহিনী নির্ভীকভাবে লিপিবদ্ধ করে তিনি তাঁর পত্রিকা 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' মারফত জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন। নিজ ব্যয়ে দরিদ্র চাষীদের পক্ষে বহু মামলা পরিচালনা করেন। এ সময়ে তার ভবানীপুরস্থ গৃহ নীলচাষীদের মুক্তির একমাত্র আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। তাঁরই বলিষ্ঠ মন্তব্যে প্রভাবিত হয়ে বারাসতের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ১৮৫৯ খ্রী· নীলচাষ কৃষকদের ইচ্ছাধীন বলে ঘোষণা করেছিলেন। ১৮৬০ খ্রী· নীল কমিশনের সম্মুখে তাঁর সাক্ষ্যে তিনি নীলকরদের অত্যাচার সাক্ষ্য-প্রমাণসহ উপস্থাপিত করেন। অত্যধিক পরিশ্রমে মাত্র ৩৭ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর প্রজাদের একটি দুঃখকর গান প্রচলিত হয়েছিল — 'অসময়ে হরিশ ম'ল লঙের হল কারাগার/ চাষীর এবার প্রাণ বাঁচানো ভার।' [৩, ৪, ৭, ৮, ২৫, ২৬]

হরিশচন্দ্র সিকদার (১৮৮১ - ১২·৮·১৯৩৭) যশোহর। ১৮৯৭ খ্রী· 'আত্মোন্নতি সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হলে সমিতির নেতৃস্থানীয় কর্মী হন। তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, ইন্দ্রনাথ বিশ্বাস, অনুকুল মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এই দল বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। বঙ্গভঙ্গ-রোধ আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। নেতৃত্বদানের জন্য তিনি বহুবার লাঞ্ছিত এবং কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। [১০]

হরিসাধন মুখোপাধ্যায় (১৬·৮·১৮৬২ - এপ্রিল ১৯৩৮) খিদিরপুর — ভূকৈলাস — কলিকাতা। গিরিশচন্দ্র। ১৮৮২ খ্রী· হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করে প্রথমে ডভ্‌টন ও পরে সিটি কলেজে এল·এ· পাঠরত অবস্থায় সংসারের চাপে চাকরি করতে বাধ্য হন। একাদিক্রমে ৩৫ বছর চাকরি করে ১৯১৯ খ্রী· অবসর নেন। একসময়ে তিনি বহুপঠিত উপন্যাসের লেখক-রূপে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। বাঙলার প্রাথমিক ঐতিহাসিক প্রবন্ধকাররূপেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর রচিত 'কলিকাতা — সেকালের ও একালের' গ্রন্থটি বহু তথ্য ও কিংবদন্তীর সমাবেশে মূল্যবান দলিলরূপে চিহ্নিত। নাট্যকার-রূপেও তাঁর পরিচিতি ছিল। 'নবজীবন' পত্রিকায় 'প্রাচীন কলিকাতা' প্রবন্ধটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা। প্রায় ৫০টি উপন্যাস ও সহস্রাধিক পৃষ্ঠার কলিকাতার ইতিহাস রচনা করেন। তাঁর প্রণীত ৪ খানি নাটক ন্যাশনাল, কোহিনূর, থেসপিয়ান, ইউনিক প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। ঐতিহাসিক নাটক 'বঙ্গবিক্রম' স্বদেশীযুগে বিখ্যাত হয়েছিল। 'রঙ্গমহল', 'শীশমহল', 'নূরমহল', 'রূপের মূল্য' প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাস ও গল্পগুলি একসময়ে পাঠকমহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ছোট গল্প, ডিটেকটিভ উপন্যাস, ছোটদের আরব্যোপন্যাস ইত্যাদিও লিখেছিলেন। [৩, ২৬, ২৮, ২২৬]

হরি সিংহ। উনবিংশ শতাব্দীতে 'রসন্তক' নামে বাংলা রঙ্গব্যঙ্গের একখানি মাসিক পত্রের প্রকাশক ছিলেন তিনি। পত্রিকাটি রামব্রহ্ম মুখোপাধ্যায় দ্বারা ১৩৭ নং চিৎপুর রোডের সুচারু যন্ত্রে মুদ্রিত হত। পত্রিকাটিতে রঙ্গব্যঙ্গের নাটক, কবিতা, গল্প ছাড়াও থাকতো বহু রাজনৈতিক সামাজিক ব্যঙ্গ চিত্র। [২১৭]

হরিহর গঙ্গোপাধ্যায়, ডাঃ (১৮৯২ - ১৯৭১) কলিকাতা। নগেন্দ্রনাথ। হৃদরোগ-বিশেষজ্ঞ। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৯১৪ খ্রী· শারীরবিদ্যা ও মেডিসিনে অনার্স সহ এম·বি· পাশ করেন। ১৯১৬ খ্রী· এম·ডি· হন। ১৯১৯ খ্রী· বেঙ্গল মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগ দিয়ে মেডিক্যাল কলেজের জীববিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত হন। স্যার কেদারনাথ দাস ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের প্রেরণায় সরকারী চাকরি ছেড়ে ঐ সময়ে অবৈতনিক চিকিৎসক ও শিক্ষক হিসাবে ১৯২০ - ১৯৫২ খ্রী· তদানীন্তন বেসরকারী হাসপাতাল কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে সুনামের সঙ্গে কর্মরত থাকেন। তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডাঃ ইন্দুমাধব বসু, ডাঃ অমল রায়চৌধুরি, ডাঃ সুবোধ দত্ত প্রভৃতি। স্বাধীনভাবে চিকিৎসা-ব্যবসাতেও বিশেষ খ্যাতি ছিল। ১৯৫২ - ৫৮ খ্রী· কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ডিরেক্টর প্রফেসর অব মেডিসিন ছিলেন। ১৯৫৩ খ্রী· স্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির ফেলো ও মেডিসিন বিভাগে কনসালট্যান্ট হিসাবে নিযুক্ত হন। [১৭৪]

হরিহর শাস্ত্রী (২৭·৬·১২৯৬ - ২৬·২·১৩৩৮ ব·) উনশিয়া — ফরিদপুর। মথুরানাথ বিদ্যারত্ন। বেশির ভাগ শিক্ষা কাশীতে। কাশীর 'ভারতধর্ম মহামণ্ডল' কর্তৃক আয়োজিত 'সমস্যাপূরণ' সভায় সর্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হন। সংস্কৃত শ্লোক লিখে পুরস্কার লাভ করেছেন। ১৯১৭ খ্রী· থেকে আমৃত্যু কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। স্বগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা করতেন। সংস্কৃত পুঁথির পাঠোদ্ধারে বিশেষ দক্ষতা ছিল। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় তাঁর রচিত এবং সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৩। প্রাচীন কাল থেকে কাশীতে যে-সকল বাঙালী বাস করতেন, তার একটি ধারাবাহিক ইতিহাসও তিনি মুদ্রিত করেন। [১৭২]

হরিহর শেঠ (১৪·১২·১৮৭৮ - ১০·৩·১৯৭২) পালপাড়া—চন্দননগর। নৃত্যগোপাল। বিদগ্ধ সাহিত্যিক ও ইতিহাসবেত্তারূপে তৎকালীন বঙ্গ সমাজে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'মাসিক বসুমতী', 'বঙ্গবাণী', 'ভারতী', 'বিচিত্রা', 'প্রদীপ' প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করতেন। ফরাসী সরকার প্রবর্তিত স্বাধীন শহর চন্দননগরের তিনি প্রথম সভাপতি মনোনীত হন। চন্দননগরে মাতার নামে কৃষ্ণভবানী নারী শিক্ষা মন্দির (প্রথম মহিলা উচ্চ বিদ্যালয়), নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দির, দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁর ১ লক্ষ টাকা দান উল্লেখযোগ্য। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আজীবন সদস্য এবং রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে চন্দননগরে অনুষ্ঠিত ২০শ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের প্রধান সংগঠক ছিলেন। ফরাসী সরকার তাঁকে ১৯৩৪ খ্রী· 'Chevalier de l'Ordre National de la Legion d'honneur', ১৯৩৫ খ্রী· 'Officer de l'instruction publique' এবং ১৯৩৬ খ্রী· 'Officer d'Academie' উপাধি প্রদান করে। 'প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়', নামে মহানগর কলিকাতার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা তাঁর খ্যাতির বৃহত্তম উপলক্ষ। তাঁর রচিত 'চন্দননগর পরিচয়' প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'মুক্তিসংগ্রামে চন্দননগর', 'অভিশাপ', 'প্রতিভা', 'স্রোতের ঢেউ', 'অমৃতে গরল', 'পুরাতনী' প্রভৃতি। 'স্বদেশী বাজার' পত্রিকার সম্পাদক দুর্গাদাস শেঠ তাঁর অনুজ। [১৬, ১৪৯]

হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী (১৭৬২ - ১৭·১·১৮৩২) পালপাড়া — নদীয়া। লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কভূষণ। পূর্বাশ্রমের নাম নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার। প্রথমে অধ্যাপনা করলেও পরে সংসার ত্যাগ করে 'কুলাবধূত' উপাধি গ্রহণ করেন। ন্যায়দর্শন ও তন্ত্রশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। রাজা রামমোহনের সঙ্গেও তাঁর হৃদ্যতা ছিল। মতান্তরে তাঁকে রামমোহনের তন্ত্রশিক্ষার গুরু বলা হয়। কলিকাতায় রামমোহন প্রবর্তিত আত্মীয়সভায় সহমরণ-প্রথা-সংক্রান্ত আলোচনায় যোগ দিতেন। এপ্রিল ১৮১৯ খ্রী· ইংরেজী সংবাদপত্র 'ইণ্ডিয়া গেজেট'-এ তাঁর একটি রচনায় সহমরণ-বিষয়ে মতামত প্রকাশিত হয়। অনেকে সন্দেহ করেন, হরিহরানন্দের বেনামীতে এই রচনার লেখক আসলে রামমোহন রায়। শেষ-জীবনে কাশীতে বাস করতেন এবং সেখানেই মারা যান। তাঁর রচিত 'কুলার্ণবতন্ত্র' ও 'মহানির্বাণতন্ত্রে'র টীকা তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। তাঁর অনুজ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বাংলা ভাষার প্রথম অভিধানকার। [৩, ২৮]

হরু ঠাকুর (১৭৩৮ - ১৮১৩) সিমুলিয়া — কলিকাতা। কালীচন্দ্র। পূর্ণনাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলসম্ভূত একজন খ্যাতনামা কবিয়াল। রঘুনাথ দাস নামে এক তন্তুবায়ের কাছে প্রথমে কবিতা রচনা শিখতেন। পরে শখ করে কবির দলে গান-বাঁধা শুরু করেন। পরবর্তী কালে পেশাদার হন। বর্ধমান রাজসভা, কৃষ্ণনগর রাজসভা এবং কলিকাতা শোভাবাজার রাজবাড়িতে তাঁর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। শেষ-বয়সে তিনি দল ছেড়ে শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের সভাকবি হন। তাঁর রচিত সখী-সংবাদ ও প্রেমের গান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। [২, ৩, ২০]

হরুবালা রায় (? - ৪·৫·১৯৪৪) লক্ষ্মীবুড়া — ময়মনসিংহ। নিজ অঞ্চলে হাজং, ডালু, বানাই, কোচ প্রভৃতি কৃষক নারীদের প্রিয় নেত্রী ছিলেন। কৃষক সমিতির আন্দোলনে ও মহিলা সমিতির কাজে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ১৯৪৩ খ্রী· দুর্ভিক্ষে ত্রাণকার্যে তিনি সুনাম অর্জন করেন। [৭৬]

হরেকৃষ্ণ কোঙার (১৯১৫ - ২৩·৭·১৯৭৪) মেমারি — বর্ধমান। ভারতের মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ও কিষাণ সভার বিশিষ্ট নেতা। অসহযোগ আন্দোলনের সময় মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি তার সঙ্গে জড়িত হন। ১৯৩৩ খ্রী· থেকে ৬ বছর আন্দামানে নির্বাসিত থাকেন। ১৯৩৮ খ্রী· অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও ১৯৫৪ খ্রী· থেকে আমৃত্যু নিখিল ভারত-কিষাণ সভার সদস্য ছিলেন। ১৯৫৭ খ্রী· বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সংগঠিত দুই যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলেই তিনি ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। [১৬]

হরেকৃষ্ণ জানা (? - ১৯৪৩) আদমবার — মেদিনীপুর। আইন অমান্য আন্দোলন ও 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। কাঁথি সেন্ট্রাল জেলে আটক থাকা কালে পুলিসের প্রহারের ফলে মারা যান। [৪২]

হরেকৃষ্ণ বাগ (১২৭০ - আনু· ১৩২৪ ব·) কালীগঞ্জ — বর্ধমান। বাল্যবয়সেই নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের দলে যোগ দিয়ে কৃষ্ণযাত্রার গান শেখেন এবং সেই দলে রাধা, ললিতা প্রভৃতি ভূমিকায় গান করতে থাকেন। পরে দূতীর ভূমিকায়ও মাঝে মাঝে অবতীর্ণ হয়েছেন। সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। এক সময় নিজের পৃথক দল করে খ্যাতিমান হন। প্রায় ১৫ বছর নিজের দল চালানর পর নীলকণ্ঠের অনুরোধে বাৎসরিক ৩৬০ টাকা বেতনে তিনি তাঁর দলে পুনরায় ফিরে আসেন। নিজের দলের ভার দেন ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দের (১৮৮৩ - ১৯৪৭) উপর। কণ্ঠমহাশয়ের মৃত্যুর পর দল পরিচালনার ভার তাঁর পুত্র কমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে তিনি দল পরিচালনায় অভিভাবকের মত সাহায্য করেছেন। [১৮৮]

হরেকৃষ্ণ বার (? - ১৮·১২·১৯৪২) চন্দনখালি — মেদিনীপুর। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। নিজ গ্রামে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐ দিনই তাঁর মৃত্যু হয়। [৪২]

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন (৬·৪·১৮৯০ - ৩·১২·১৯৭৭) কুড়মিঠা — বীরভূম। বনওয়ারীলাল। খ্যাতনামা বৈষ্ণব সাহিত্যতত্ত্ববিদ্। শৈশবে মাতাপিতৃহীন অবস্থায় মাসীমা সারদাসুন্দরী দেবীর কাছে লালিত হন। স্কুল-কলেজে উচ্চশিক্ষার সুযোগ না পেলেও নিজের চেষ্টায় পড়াশুনা করেছেন। কিশোর বয়স থেকেই গ্রাম থেকে হেঁটে সিউড়ীর শিবরতন মিত্রের লাইব্রেরীতে গিয়ে নিয়মিত পাঠ ও গবেষণা করতেন। 'বীরভূমি' পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা ও গদ্য প্রবন্ধ 'প্রাচীন মঙ্গলদিহি' প্রকাশিত হয়। কলিকাতার ইন্টালি থেকে 'গৃহস্থ' পত্রিকায় হেতমপুরের মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী লিখিত 'সুপুর' প্রবন্ধ উপলক্ষে যে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়, তাতে তাঁর প্রবন্ধ পড়ে বিদ্যোৎসাহী মহারাজকুমার তাঁকে হেমতপুরে নিয়ে যান। সেই সময় তাঁর পরামর্শ অনুসারে 'বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। তার উপদেষ্টা ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সভাপতি নগেন্দ্রনাথ বসু, সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক যথাক্রমে মহিমানিরঞ্জন ও হরেকৃষ্ণ। ১৯১৯ খ্রী· হেমতপুর রাজকলেজে অনুষ্ঠিত এক সভায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁকে 'সাহিত্যরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন। বীরভূমের বিভিন্ন অঞ্চলে পায়ে হেঁটে হেঁটে বহু তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করে তিনি তিন খণ্ডে 'বীরভূম বিবরণ' রচনা করেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপণ্ডিত হলেও ইতিহাস, পুরাকীর্তি, স্থাপত্য, নৃতত্ত্ব, অতীত শিল্পকলা বিষয়ে আপন চেষ্টায় বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। একক চেষ্টায় সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। 'বীরভূম বার্তা', 'বৈকালী', 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' ও পরবর্তী কালে 'আনন্দবাজার', 'যুগান্তর' প্রভৃতি অনেক পত্র-পত্রিকায় বহুবিধ প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। রচিত গ্রন্থ: 'কমণ্ডলু' (কাব্যগ্রন্থ), 'কবি জয়দেব ও শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ', 'পদাবলী পরিচয়', 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা', 'গৌড়-বঙ্গ সংস্কৃতি', 'বাংলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া' প্রভৃতি। সম্পাদিত গ্রন্থ: 'কৃত্তিবাসের রামায়ণ', 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত', 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত', 'বৈষ্ণব পদাবলী' প্রভৃতি। সুহৃদ ও আত্মীয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগে তিনি 'চণ্ডীদাস পদাবলী' সম্পাদনা করেন। ১৯৭১ খ্রী· বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডক্টরেট' উপাধিতে সম্মানিত করে। [১৬]

হরেন ঘোষ (৮·১২·১৮৯৫ - ৯·৭·১৯৪৭) মাতুলালয় যশোহরে জন্ম। গিরীন্দ্রলাল। ভারতের প্রথম ইম্প্রেসারিও বা প্রমোদ পরিবেশক। হেয়ার স্কুলের ছাত্রাবস্থায় ১৯১০ - ১১ খ্রী· তিনি নিজের সম্পাদনায় স্কুল ম্যাগাজিন বার করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ার সময় নাট্যচর্চায় উৎসাহী হয়ে ওঠেন। কলেজে অভিনেতা হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। পরে তাঁরই উদ্যোগে ইংরেজী অনুবাদে 'শকুন্তলা' নিউ এম্পায়ার মঞ্চে অভিনীত হয়। এ নাটকে সমাজের সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলারা যোগ দিয়েছিলেন। ১৯২৬ খ্রী· অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে বিলাতে যান। দেশে ফিরে 'সেন্ট্রাল অটোমোবাইল স্টোর্স এন্ড বিজনেস সেন্টার' নামে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে ব্যবসা শুরু করেন। কর্পোরেশন স্ট্রীটে তাঁর এই সংস্থা বহু জ্ঞানী গুণী শিল্পীর আড্ডাস্থল ছিল। বিলাতে থাকতে চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। ভাল ফটোগ্রাফার ছিলেন। কলিকাতায় প্রথম সিনেমা সংক্রান্ত লাইব্রেরীর পত্তন তিনি তাঁর বাড়ীতে করেছিলেন। বাঙালীদের মধ্যে চলচ্চিত্র প্রসারে তিনি পথিকৃৎ। কর্মজীবনের সূচনায় ম্যাডান কোম্পানীর সঙ্গে পাল্লা দিতে 'আর্য ফিল্মস্' নামে একটি প্রযোজনা ও পরিবেশনা প্রতিষ্ঠান শুরু করেন এবং নিজের লেখা 'বুকের বোঝা' নামে এক নির্বাক ছবি তৈরী করেন (১৯৩০)। প্রমথেশ বড়ুয়াকে দিয়ে 'অপরাধী' নামে আর একটি ছবি করান। নিউ থিয়েটার্স প্রতিষ্ঠায় বন্ধু বীরেন সরকারকে পরামর্শদানে সাহায্য করেছেন। পরবর্তীকালে ভারত ফিল্মল্যাণ্ড কর্পোরেশন নামে আর একটি সংস্থা গঠন করেছিলেন। ইম্প্রেসারিও হিসাবে তাঁর প্রথম ও

প্রধান খ্যাতি এদেশে উদয়শঙ্করের প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করায়। তাঁরই ব্যবস্থাপনায় ২·৮·১৯৩০ খ্রী· নিউ এম্পায়ারে উদয়শঙ্করের প্রথম প্রকাশ্য নৃত্যানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। নৃত্যশিল্পীরূপে সাধনা বসুকেও তিনি কলিকাতা ও অন্যান্য সহরের মঞ্চে উপস্থিত করান। তাঁরই চেষ্টায় শান্তা রাও, বালা সরস্বতী, রুক্মিণী দেবী, গোপীনাথ প্রমুখ অনেক শিল্পী কলিকাতায় অনুষ্ঠান করার প্রথম সুযোগ পান। ভারতের ছৌ-নাচ সর্বপ্রথম বিদেশে নিয়ে যাওয়ার (১৯৩৮) কৃতিত্ব তাঁর। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে সাড়া দিয়ে অর্থকষ্টে বিপন্ন বিশ্বভারতীর সাহায্যে তিনি বিভিন্ন স্থানে রবীন্দ্র-সপ্তাহ পালনের ব্যবস্থা করেছেন। এছাড়া বহু অপরিচিত প্রতিভাকে তিনি বিকাশলাভের সুযোগ করে দিয়েছেন। নোয়াখালির দাঙ্গাপীড়িত দুর্গতদের সাহায্যের জন্য তিনি নিউ এম্পায়ারে ভারত-সিংহলী নাচের অনুষ্ঠান করেন। সাহিত্য সঙ্গীত চিত্র ও নৃত্যকলা সম্পর্কে ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি তাঁর সম্পাদিত ও প্রকাশিত 'ফোর আর্টস অ্যানুয়াল' পত্রিকায় দেশের ও বিদেশের বহু খ্যাতিমান ব্যক্তির রচনা ও ছবি ছাপা হয়েছে। 'নাচঘর' পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্বেও তিনি ছিলেন। স্বাধীনতালাভের অল্প কিছুদিন আগে ওয়াছেল মোল্লার দোকান বাড়ীর একটি ঘরে তাঁর নিজের অফিসে তিনি নিহত হন সাম্প্রদায়িক হত্যালীলার জের হিসাবে। [১৪৯]

হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় (৩·১০·১৮৭৭ - ৭·৮·১৯৫৬) কলিকাতা। লালচাঁদ। খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল। সম্ভ্রান্ত ক্রীশ্চান পরিবারে জন্ম। ১৮৯৩ খ্রী· কলিকাতার রিপন কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, ১৮৯৫ খ্রী· রিপন কলেজ থেকে এফ·এ· এবং ১৮৯৮ খ্রী· ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম·এ· পাশ করে কিছুদিন সিটি কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরে বরিশাল রাজচন্দ্র কলেজে অধ্যাপনা করার পর ১৮৯৯ খ্রী· কলিকাতা সিটি কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯১৮ খ্রী· 'ডক্টরেট' উপাধি পান। ইংরেজীতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই প্রথম 'পি-এইচ·ডি'। ১৯১৪ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর অধ্যাপক, ১৯১৬ - ১৮ খ্রী· কলিকতা পোস্ট গ্রাজুয়েট আর্টস্ বিভাগের সেক্রেটারী, ১৯১৮ - ৩৭ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজসমূহের ইন্‌স্পেক্টর এবং ১৯৩৬ - ৪০ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইংরেজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। কংগ্রেস সমর্থক রূপে ১৯৩৭ - ৪২ খ্রী· বাঙলার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১৯৫১ খ্রী· পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হন। শিক্ষার উন্নতিকল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা দান করেন। গণ-পরিষদে তিনি স্থায়ী সহ-সভাপতি ছিলেন। শিক্ষকসুলভ অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার জন্য রাজ্যপাল থাকা কালে জনসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'ইন্ডিয়ানস্ ইন্ ব্রিটিশ ইন্ডাস্ট্রিজ', 'কংগ্রেস অ্যান্ড দি ম্যাসেস', 'হি ফলোজ ক্রাইস্ট', 'হেম্প-ড্রাগ ইন ইন্ডিয়া', 'ওপিয়াম অ্যাণ্ড ইটস্ প্রহিবিশন' প্রভৃতি। [৩, ৫, ৫১]

হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল। জোড়াসাঁকো — কলিকাতা। আশুতোষ। সুরবাহার শিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞ। কৌকব খাঁর কাছে সাত বছর শিক্ষা পেয়েছিলেন। কৌকব খাঁর অগ্রজ করামৎউল্লার কাছেও শিখেছিলেন। গঙ্গা গিরি ও নন্দ দীঘলের কাছে সেতার শেখেন। পরিণত বয়সে খেয়ালগানের চর্চাও করেছিলেন। অতুল ঐশ্বর্যসম্পন্ন ও মুক্তহস্ত এক সঙ্গীতপ্রেমী পরিবারে জন্ম। পিতৃব্য দুনিয়ালাল (দুনী) শীল সঙ্গীতের অকৃপণ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও জীবদ্দশাতেই তিনি কপর্দকশূন্য হয়ে পড়েন — বিলাসে, সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতায়, ব্যবসায়ে, অন্যের বিশ্বাসঘাতকতায় ও দান-খয়রাতে। অবস্থা-বিপর্যয়ের পরও দশ বছর জীবিত ছিলেন। সে সময়ও নিজে সঙ্গীতচর্চা করতেন। গায়ে পুরু লংক্লথের পাঞ্জাবী, মোটা কাপড় আর ক্যানভাসের জুতো পায়ে গান-বাজনার আসরে দেখা যেত — বেশির ভাগই শ্রোতা হিসাবে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থাতেও সঙ্গীত সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। সুরবাহার বাজাতে পারতেন না, তবে খেয়াল গান গাইতেন। ১৯৩৬ - ৩৭ খ্রী· নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে তিনি বাংলা ভাষায় খেয়াল গানের সপক্ষে এক অভিভাষণ দিয়েছিলেন। [১৭, ১৬৯]

হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (?- ১৯৩৫) কলিকাতা। রাজকুমার। তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহে এবং লবণ সত্যাগ্রহে (১৯৩০) অংশগ্রহণ করায় দুইবার তাঁর কারাদণ্ড হয়। পুলিসের নির্মম অত্যাচারের ফলে মারা যান। [৪২]

হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী (১৯১৬? - ৫·৬·১৯৩৪) বাগদণ্ডী — চট্টগ্রাম। কালীকুমার। চট্টগ্রাম যুব বিপ্লবী দলের সদস্যরূপে বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মাস্টারদা সূর্য সেনের ফাঁসির আদেশ জানবার পর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পল্টন মাঠে ইংরেজদের ক্রিকেট খেলার সময় ৭·১·১৯৩৪ খ্রী· তিনি ও অপর ৩ জন যুবক বোমা ও রিভলভারের সাহায্যে কয়েকজনকে আহত করেন। ঘটনাস্থলে ২ জন — নিত্য সেন ও হিমাংশু চক্রবর্তী — নিহত হন এবং কৃষ্ণ চৌধুরী ও তিনি গ্রেপ্তার হয়ে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন। [৪২, ৪৩, ৭০, ৯৬]

হরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯·৪·১৮৮৭ - ২৯·৯·১৯২৫) খাদিনা — হাওড়া। কেদারনাথ। চিকিৎসক পিতার কর্মস্থল দিল্লীতে জন্ম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩টি বিষয়ে এম·এ· (বট্যানি, ইংরেজী ও ফিলজফি) এবং বি·এল· পাশ করে প্রথমে সিটি কলেজে ও পরে বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপনা করেন। তিনি প্রধানত উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপনায় সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর রচিত কলেজ-পাঠ্য 'স্ট্রাকচারাল বট্যানি' গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'ব্রিটিশ আনুয়াল রেজিস্টার' নামক বাৎসরিক ঘটনাবলী ও সরকারী তথ্যের সংগ্রহ গ্রন্থ দেখে তাঁর মনে এদেশীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রেরণা জাগে। ১৯১৯ খ্রী· অনুজ

নৃপেন্দ্রনাথকে প্রেসের ভার দিয়ে ও প্রকাশক করে নিজ সম্পাদনায় 'ইণ্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিস্টার' প্রকাশ করেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করে গেছেন। [১৪৯]

হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ (১৮৯৭? - ৮·৫·১৯৬৯)। চলচ্চিত্রাভিনেতা। নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগে অভিনয় শুরু করে প্রায় ৬০টি ছবিতে অভিনয় করেন। তিনি ইংরেজী ভাষায় 'সাজাহান' অনুবাদ করে নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। 'অভিনেতৃ সঙ্ঘে'র সম্পাদক ছিলেন ও পরে শিল্পী সংসদে যোগ দেন। [১৬]

হরেন্দ্রনাথ মুন্সী (? - ৩০·১·১৯৩৮)। বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে বিভিন্ন কাজে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৩৪ খ্রী· আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে প্রথমে ডায়মণ্ডহারবারে ও পরে ঢাকা জেলে স্থানান্তরিত হন। এখানে অনশন ধর্মঘটে যোগ দিলে নাসারন্ধ্রে নল দিয়ে জোর করে খাওয়ানোর সময় তাঁর মৃত্যু ঘটে। [৪৩]

হরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (১৮৮৯ - ১৯৬৬) বরাহনগর — চব্বিশ পরগনা। সুরেন্দ্রনাথ। টাকির রামকান্ত রায়চৌধুরীর বংশধর। বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, শিক্ষা-সংস্কারক ও সাহিত্য-সমালোচক। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ·এ·, স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি·এ· এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে এম·এ· ও পরে বি·এল পাশ করেন। ১৯২১ খ্রী· প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। স্বাধীন ভারতে ১৯৪৮ খ্রী· এবং ১৯৫৭ খ্রী· তিনি দুইবার শিক্ষামন্ত্রীর পদ লাভ করেন। সুলেখক ও সমালোচক ছিলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'Our language Problem', 'The New Menace to High School Education in Bengal' (১৯৩৫ খ্রী· মুসলীম লীগ সরকারের শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতিবাদে রচিত), 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস: সমালোচনা' ('শিবানন্দ' ছদ্মনামে), টীকা ও ভাষ্য সহ শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি। [৩]

হলায়ুধ (১২শ শতাব্দী)। ধনঞ্জয়। পিতার মত হলায়ুধও রাজা লক্ষ্মণসেনের মহাধর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি সুবিখ্যাত 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব', 'মীমাংসাসর্বস্ব', 'বৈষ্ণবসর্বস্ব', 'শৈবসর্বস্ব' এবং 'পণ্ডিতসর্বস্ব' গ্রন্থের রচয়িতা। সে-যুগের স্মৃতি, ব্যবহার ও ধর্মশাস্ত্র-রচয়িতাদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন। ঐ যুগে রচিত স্মৃতি ও ব্যবহার গ্রন্থগুলিতে ব্রাহ্মণ সমাজের সংরক্ষণী মনোবৃত্তি সুস্পষ্ট। তাঁর এক ভ্রাতা ঈশান আহ্নিক-পদ্ধতি সম্বন্ধে এবং অপর ভ্রাতা পশুপতি শ্রাদ্ধ-পদ্ধতি এবং পাকযন্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। [৬৭]

হলিরাম ঢেকিয়াল ফুক্কন (১৮০২ - ১৮৩২) গৌহাটি — আসাম। পরশুরাম। বাংলা ভাষায় প্রথম আসামের ইতিহাস লেখার কৃতিত্ব হলিরামের (১৮২৯)। সে যুগের অনেক বাংলা পত্রিকায় তিনি স্বনামে ও বেনামীতে রচনা প্রকাশ করেছেন। আসামে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে তাঁর প্রচেষ্টা স্মরণীয়। তাঁর পুত্র আনন্দরাম সমগ্র আসামে অসমীয়া ভাষা প্রবর্তনের অগ্রদূতরূপে স্বীকৃত। [৩]

হাবুল সরকার (১৮৮৫? - ১৯৬১)। ১৯১১ খ্রী· প্রথম আই·এফ·এ শীল্ড-বিজয়ী মোহনবাগান দলের সহ-অধিনায়ক এবং ১৯১৬ খ্রী· প্রথম হকি-বিজয়ী গ্রীয়ার ক্লাবের অন্যতম খেলোয়াড় ছিলেন। ফুটবল, হকি ছাড়া ব্যাটস্‌ম্যান্ ও লেগ স্পিনার হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। হকি খেলার শুরু গ্রীয়ার ক্লাবে। পরে মোহনবাগানে যোগ দিলে সেই বছরই মোহনবাগান প্রথম ডিভিশনে উন্নীত হয়। সিটি অ্যাথলেটিক ক্লাব, স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও টাউন ক্লাবে ক্রিকেট খেলতেন। [১৭]

হাম্বির। বিষ্ণুপুরের এই রাজার রাজত্বকাল ১৫৯১ - ১৬১৬ খ্রী·। তাঁর পিতা মল্ল রাজবংশের ৪৯তম রাজা ধর হাম্বির ১৫৮৬ খ্রী· প্রথম মোগল সম্রাটদের কর দেন। হাম্বির শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিলে সমগ্র বিষ্ণুপুর রাজ্যে প্রেমধর্মের জোয়ার আসে। 'মদনমোহন' সারা বিষ্ণুপুরের উপাস্য দেবতা বলে পূজিত হন। হাম্বির-রচিত ২টি পদ পদকল্পতরু গ্রন্থে ধৃত আছে। ১৬০৮ খ্রী· হাম্বির ইসলাম খানের নিকট পরাজয় স্বীকার করলেও কার্যত ১৬১৩ খ্রীস্টাব্দের আগে মোগলদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেন নি। তাঁর সময়ের পর থেকে বিষ্ণুপুর রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সমগ্র বাঁকুড়া গৌড়ীয়-মন্দির-স্থাপত্যের কীর্তিনগর হয়ে ওঠে। শেষজীবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং মাধুকরী বৃত্তি নিয়ে বৃন্দাবনে বাস করতেন। তাঁর পুত্র রঘুনাথ সর্বপ্রথম ক্ষত্রিয় পদবী 'সিংহ' ব্যবহার করেন। রঘুনাথের শাসনকালে সম্ভবত ১৬৪৩ - ৫৬ খ্রী· মধ্যে শ্যামরায়, জোড়বাংলা ও কালাচাঁদের মন্দির নির্মিত হয়। রঘুনাথের পুত্র বীর সিংহ 'বিষ্ণুপুরের দুর্গ' নির্মাণ এবং 'বাঁধ' নামে পরিচিত ৮টি বৃহৎ জলাশয় খনন করান। [৩,২০২]

হারাণচন্দ্র চক্রবর্তী (২৮·১·১৮৪৯ - ১৯৩৫) নাকুলিয়া — পাবনা। আনন্দচন্দ্র। প্রথমে সাহিত্য, অলঙ্কার ও দর্শনশাস্ত্র ও পরে মুর্শিদাবাদের গঙ্গাধর কবিরাজের কাছে আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করে চিকিৎসা-ব্যবসায় শুরু করেন এবং অল্পদিনেই খ্যাতনামা হন। ১৯২৪ খ্রী· স্যার আশুতোষ ও দ্বারিক চক্রবর্তীর কথায় কলিকাতায় এসে তিনিই সর্বপ্রথম আয়ুর্বেদের শল্যচিকিৎসার প্রবর্তন করেন। ক্যানসার রোগ চিকিৎসায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। জয়পুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং পুনা আয়ুর্বেদ মহামণ্ডলের পরীক্ষক ও প্রশ্নকর্তা ছিলেন। রাজশাহীতে আয়ুর্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ৭০ হাজার টাকা ও ৪ হাজার ২ শত টাকা আয়ের সম্পত্তি, বাড়ি এবং আসবাবাদি দান করেন। [৩,২৫,২৬]

হারাণচন্দ্র চাকলাদার (১৮৭৪ - ১৯৫৮) দক্ষিণপাড়া — ফরিদপুর। বহুভাষাজ্ঞানী সুপণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ্। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম·এ। 'ডন সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্রের সংস্পর্শে আসেন ও উক্ত

প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র 'ডন' পত্রিকায় ঐতিহাসিক গবেষণামূলক নিবন্ধ লিখে সুখ্যাতি অর্জন করেন। ডাকবিভাগের চাকরি দিয়ে কর্মজীবন আরম্ভ। বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক (১৯০৬), শিবপুরে হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং রিপন কলেজ ও বিহার ন্যাশনাল কলেজের অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক হন। পরে নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত ও পালি ছাড়া ইতালীয় ও জার্মান ভাষাতেও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। ১৯৩৬ খ্রী· ইন্দোরে ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের নৃতত্ত্ব শাখার সভাপতি হয়েছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা: 'দি ফার্স্ট আউটলাইনস্ অফ এ সিস্টেমেটিক অ্যানথ্রোপলজি অফ এশিয়া' (ইতালীয় গ্রন্থের অনুবাদ), 'স্টাডিজ ইন দি কামসূত্র অফ বাৎসায়ন', 'সোশ্যাল লাইফ ইন্ এনশেন্ট ইন্ডিয়া', 'এরিয়ান অকুপেশন অফ ঈস্টার্ন ইণ্ডিয়া ইন্ আর্লি ভেদিক টাইম্‌স', 'দি জিওগ্রাফি অফ কালিদাস' প্রভৃতি। [৩]

হারাণচন্দ্র রক্ষিত (১৮৬৪ - ১৯২৬) মজিলপুর — চব্বিশ পরগনা। হরিদাস। 'কর্ণধার' এবং 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। শেক্সপীয়ারের গ্রন্থের বঙ্গানুবাদক। ১·১·১৯০৩ খ্রী· সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে 'রায়সাহেব' উপাধি পান। তাঁর রচিত 'রাণী ভবানী', 'বঙ্গের শেষবীর', 'মন্ত্রের সাধন', 'জ্যোতির্ময়ী', 'কামিনী ও কাঞ্চন', 'প্রতিভাসুন্দরী', 'ভিক্টোরিয়া যুগে বাংলা সাহিত্য', 'সাহিত্য-সাধনা' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। [৩, ৫, ২৫, ২৬]

হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় (১৫·১২·১৮৮৯ - ২৭·৬·১৯৪৩) বালুভরা — রাজশাহী। প্রসন্নকুমার চক্রবর্তী। তাঁর দশ বছর বয়সের সময় বাড়িতে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ফলে এক অনুজ ভিন্ন পরিবারের সকলের মৃত্যু হয়। পিতার এক যজমান শরচ্চন্দ্র খাঁ তাঁদের আশ্রয় দেন এবং কিছুকাল পর সংস্কৃত পড়ার জন্য তাঁকে কাশীতে মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্রীর নিকট পাঠান। সেখানে ন্যায়, সাংখ্য, বেদান্ত ও মীমাংসাশাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন করে বিশেষ কৃতবিদ্য হন। সব শেষে তিনি কাশ্মীর গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজে পাণিনির উপাধি পরীক্ষা দিয়ে 'ব্যাকরণাচার্য' ও 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন। কর্মজীবনের প্রারম্ভে এক বছর তিনি রাজস্থানের ভুঙ্গরপুর মহারাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি খুলনা জেলার দৌলতপুর কলেজে সাহিত্য ও পাণিনির, কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্তের, কাশী গভর্নমেন্ট কলেজে ব্যাকরণের প্রধান এবং ১৯৩৭ - ৪৩ খ্রী· কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বেদান্তের অধ্যাপক পদে বৃত ছিলেন। বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত — তিন ভাষাতেই তিনি সুবক্তা ও সুপণ্ডিত ছিলেন। বহু পত্র-পত্রিকায় তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'কালসিদ্ধান্তদর্শিনী'। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ ইংরেজীতে এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন। ১৯৪৩ খ্রী· তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। [১৩০]

হারীতকৃষ্ণ দেব (মার্চ ১৮৯৪ - ২·৭·১৯৬৬)। কলিকাতা শোভাবাজারের প্রসিদ্ধ রাজপরিবারে জন্ম। প্রাচীন কালের সমৃদ্ধি ও সমারোহ অনেকাংশে অন্তর্হিত হলেও তাঁর পৈতৃক ভবনে সাহিত্য ও সঙ্গীতচর্চার আবহাওয়া তখনও বর্তমান ছিল। পিতা অসীমকৃষ্ণ ভাল হারমোনিয়াম বাজাতেন, সঙ্গীতের সমঝদার ছিলেন, বিখ্যাত গায়ক-বাদকদের নিয়ে বাড়িতে জলসা বসাতেন। তা ছাড়া তাঁর গ্রন্থাগারে নানা দেশের প্রাচীন ইতিহাস সংগৃহীত ছিল। পিতামহ উপেন্দ্রকৃষ্ণ-রচিত চলিত ভাষার সামাজিক উপন্যাস 'হরিদাসের গুপ্তকথা' এক সময়ে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। হারীতকৃষ্ণ নিজে ভাল গাইতে পারতেন। যত্ন করে টপ্পা, ঠুংরি ও রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছিলেন। সঙ্গীত-সমঝদার বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। স্কটিশচার্চ কলেজে পড়ার পর প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৯১৫ খ্রী· ইংরেজীতে এম·এ·পাশ করেন। কিছুদিন ল কলেজে পড়ার কালে তিনি প্রমথ চৌধুরীর (বীরবল) ছাত্র ছিলেন। অধ্যাপকের বাড়ির সাহিত্য ও সঙ্গীতের আসরে নবীনদের মধ্যে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও বৈজ্ঞানিক বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে তিনিও যেতেন এবং সেখানে উৎসাহ পেয়ে প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' পত্রিকায় লেখা শুরু করেন। 'ভবতারণ সরকার' ছদ্মনামে তাঁর রচিত হাসির গল্প 'টি পার্টি' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চলতি ভাষার সপক্ষে লেখা তাঁর প্রবন্ধ সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মত বিশিষ্ট সমালোচকের প্রশংসালাভ করেছিল। পিতার নিত্যসঙ্গী হিসাবে প্রাচীনকালের ইতিহাস পড়তে আরম্ভ করেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতের ও বিশ্বের ইতিহাস বিভাগ খোলা হলে প্রবোধ বাগচী, ননী মজুমদার প্রভৃতির সঙ্গে কারমাইকেল প্রফেসর দেবদত্ত ভান্ডারকারের ক্লাশে পড়া শুনতে যেতে আরম্ভ করেন এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ভান্ডারকার প্রভৃতির সাহচর্যে গবেষণার কাজে ব্রতী হন। পিতার নানা কৌতূহলোদ্দীপক মতবৈশিষ্ট্যের ঐতিহাসিক ভিত্তি সন্ধানের আগ্রহে নিজ চেষ্টায় সংস্কৃত, পালি, ভাষাতত্ত্ব, তাম্রশাসনলিপি, শিলালেখ, মুদ্রা-পরিচিতি প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠেন। অশোক সম্বন্ধে তাঁর ঐতিহাসিক গবেষণার মৌলিকত্ব বিখ্যাত পণ্ডিত ভিনসেন্ট স্মিথ নিজ গ্রন্থে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করেন। প্রাচীন ইতিহাসের বিভিন্ন দিকের উপর তাঁর রচিত গবেষণা-প্রবন্ধ ইংলন্ডে, জার্মানীতে ও এশিয়াটিক সোসাইটির পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'খৃষ্ট-কৃষ্ণ-কৃষণ' ও 'মহাসেন হবিষ্ক' বাংলায় লেখা তাঁর উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। সাহিত্যচর্চার শেষ পর্বের রসরচনা 'যম সভায় একদিন'। তাঁকে লেখা প্রমথ চৌধুরীর পত্রগুচ্ছ ভিত্তি করে তাঁর শেষ রচনা 'সবুজপাতার ডাক' 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে

প্রকাশিত হয়। ১৯১৭ খ্রী· এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য-পদ লাভ করেন। ১৯৪২ খ্রী· তিনি আকাশবাণীর কলিকাতা কেন্দ্র থেকে নিয়মিত নাট্য-সমালোচনা করতেন। সুদর্শনকান্তি, অমায়িক, সুকণ্ঠ ও রঙ্গরসপ্রবণ অকৃতদার হারীতকৃষ্ণ বন্ধুমহলে বিশেষ প্রিয় ছিলেন। [২০১]

হাসন রজা (ডিসে ১৮৫৪ - ৭·১২·১৯২২) লক্ষণ ছিরি — শ্রীহট্ট। দেওয়ান আলীরজা চৌধুরী। দেওয়ান হাসন রজা চৌধুরী নামে পরিচিত হলেও আঞ্চলিক উচ্চারণে তাঁকে 'হাছন রাজা' বলে ডাকা হত। পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়েই আদিতে ছিলেন অযোধ্যাবাসী। তিনি লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানতেন না কিন্তু সহজ সরল সুরে আঞ্চলিক ভাষায় পল্লীগীতি রচনা করার প্রতিভা ছিল। স্থানীয় বাউল ফকিররা তাঁর গান গেয়ে বেড়াত। ভারতীয় দার্শনিক কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ হাসন রজার দুখানি গানের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন, 'পূর্ববঙ্গের একটি গ্রাম্য কবির গানে দর্শনের একটি বড় তত্ত্ব পাই — সেটি এই যে, ব্যক্তিস্বরূপের সহিত সম্বন্ধসূত্রেই বিশ্ব সত্য।' আনুমানিক হাজার খানেক গান তিনি রচনা করেছেন। ২০৬ টি গান নিয়ে তাঁর প্রধান গানের বই 'হাছন উদাস' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৭ খ্রী·। তাঁর অপর দুখানি মুদ্রিত গ্রন্থ: 'শৌখিন বাহার' ও 'হাছন বাহার'। তাঁর বিভিন্ন গানে তিনি নিজেকে 'পাগলা হাসন রাজা', 'উদাসী', 'দেওয়ানা' বা 'বাউলা' বলে অভিহিত করেছেন। ভগবৎ প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে গান রচনাতেই মশগুল থাকলেও ১৫ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগের পর বিরাট সংসার ও জমিদারি পরিচালনার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেন। মরমী কবি হিসাবেই তাঁর খ্যাতি। [৭৭, ২০৩]

হাসান সুরাবর্দি, ডাঃ, স্যার (১৮৮৪ - ১৮·৯·১৯৪৬) ঢাকা। আরবী ভাষায় পণ্ডিত মৌলানা ওবেলদুল্লা এল·ওবয়দি। খ্যাতনামা চিকিৎসক, বড়লাটের প্রথম 'অনারারি সার্জন' ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান ভাইস-চ্যান্সেলর (১৯৩২ - ৩৪)। শিক্ষা — কলিকাতা মাদ্রাসা, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ, গ্রেটব্রিটেনের ডাবলিন, এডিনবরা ও লণ্ডনে। বিদেশের এম·ডি· এবং এফ·আর·সি·এস। দেশে ফিরে কয়েক বছর বেঙ্গল মেডিক্যাল সার্ভিসে কাজ করেন। ১৯১৬ খ্রী· ঈস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়েজের মেডিক্যাল অফিসার পদে নিযুক্ত হন। বেঙ্গল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আনরেস্ট এনকোয়ারি কমিটির সদস্য (১৯২১) ছিলেন। ঐ বছরই তৎকালীন বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত ও ১৯২৩ খ্রী· তাঁর উপাধ্যক্ষ হন। ১৯২৮ - ৩৭ খ্রী· ইণ্ডিয়ান স্টেট রেলওয়েজের মেডিক্যাল ও হেলথ বিভাগের প্রধান ছিলেন। কলিকাতা মেড়িক্যাল কলেজে শল্যচিকিৎসায় অবৈতনিক চিকিৎসক পদে কাজ করে বিদেশী আই·এম·এস অফিসারদের সঙ্গে যোগ্যতার বিচারে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। ১৯৩১ খ্রী· ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় কংগ্রেসে ভারতীয় প্রতিনিধিদের নেতা হয়ে ইংলণ্ড যান। ১৯৩২ খ্রী· সমাবর্তন উৎসবে বিপ্লবী বীণা দাস (ভৌমিক) ছোটলাটকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লে ভাইস-চ্যান্সেলর সুরাবর্দির তৎপরতায় ছোটলাট অল্পের জন্য বেঁচে যান। ১৯৩৪ খ্রী· তিনি 'অনারারি সার্জন' পদে নিযুক্ত হন। ১৯৩৩ - ৩৬ খ্রী· নবগঠিত 'মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া'র সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৭ খ্রী· টেরিটোরিয়াল ফোর্সের মেডিক্যাল বিভাগের প্রতিনিধিরূপে লণ্ডন যান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনিং কোরের কমাণ্ডিং অফিসার এবং অর্ডার অব সেন্ট জন-এর কমাণ্ডার ছিলেন। কর্মকুশলতার জন্য তাঁকে সেনাবাহিনীর লেফটেনেন্ট কর্ণেল উপাধি দেওয়া হয়। ১৯৩৯ - ৪৪ খ্রী· তিনি ভারতীয় রাজ্যগুলির লণ্ডনস্থ সেক্রেটারীর উপদেষ্টা ছিলেন। 'সার্ভেন্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা। [২৬, ২১১]

হাসিম। শ্রীমাই — চট্টগ্রাম। এই কবির রচিত কয়েকটি পদ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা ও অন্যান্য গ্রন্থে মুদ্রিত আছে। একটি পদের নমুনা: 'ন জানো ন চিনো কেবা যমুনার কুলে/দুরে থাকে বাজাএ বাঁশী ফুলের মালা গলে।' [৭৭]

হিকি, জেম্‌স্ অগাস্টাস্। (১৭২৮ - ১৮০২) ইউরোপ থেকে তিনি ভারতে আসেন ১৭৭২ খ্রী·। কলিকাতায় এসে কলিঙ্গ অঞ্চলে ডাক্তারি ও ওষুধ বিক্রী শুরু করেন। শল্য চিকিৎসক হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। ২৯·১·১৭৮০ খ্রী· কলিকাতা থেকে বাঙলা তথা ভারতের প্রথম সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশ করেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'বেঙ্গল গেজেট রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক বিষয়ক সাপ্তাহিক; সর্বদলের কাছে উন্মুক্ত কিন্তু কাহার দ্বারা প্রভাবিত নয়।' কলিকাতায় বেসরকারী প্রথম মুদ্রাযন্ত্র 'বেঙ্গল গেজেট প্রেস' প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বও তাঁর। হিকির গেজেট প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারিগণ আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। কোম্পানীর কর্মচারী ও ধর্ম-প্রচারক পাদরীদের ক্রিয়া-কলাপের বিষয় এই পত্রে প্রকাশিত হত। ওয়ারেন হেস্টিংস ও তাঁর বন্ধু এলিজা ইম্পের সঙ্গে হিকির সম্পর্ক ভাল ছিল না। ফলে ১৭৮১ খ্রী· হিকি অর্থদণ্ডে ও ১৭৮২ খ্রী· ১৯ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাছাড়া তাঁর পত্রিকা ও প্রেস কোম্পানী কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। আড়াই বছর চলার পর ১৭৮২ খ্রী· ভারতে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্রের অপমৃত্যু ঘটে। 'বেঙ্গল গেজেট'ই এদেশে প্রথম সংবাদপত্রের ইতিহাস সৃষ্টি করে এবং কোম্পানী কর্তৃক সর্বপ্রথম সংবাদপত্র দলনের নানা আইনও এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে প্রথম প্রবর্তিত হয়। [৩, ১২২, ১৬৩]

হিতেন্দ্রনাথ নন্দী (১৮৯১ - ১৯·১২·১৯৭১)। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য মথুরানাথ। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য আশ্রমের প্রবীণতম ছাত্র ও প্রথম ভারতে প্রস্তুত ফাউন্টেন পেনের কালি 'কাজল কালি'র উদ্ভাবক ও প্রচলনকর্তা ছিলেন। [১৪৪]

হিমঘ্ন রায়চৌধুরী (৬·১১·১৯২৮ - ৬·১·১৯৮৩) মানিকগঞ্জ — ঢাকা। জমিদার হেমশঙ্কর। রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিল্পীরূপে আত্মপ্রকাশ ঘটলেও বাংলা গানের পুরনো নতুন সব ধারাতেই তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। 'দুশো বছরের বাংলা গান' নামে জনপ্রিয় অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা তাঁর। বেঙ্গল মিউজিক কলেজ, নৃত্যভারতী, সঙ্গীতায়ন, গীতভারতী ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গানের শিক্ষক ছিলেন। কর্মস্থল ছিল কলিকাতার পৌরবিদ্যালয়ে গানের শিক্ষকরূপে। ১৯৭৪ খ্রী· সুইডেন সরকারের আমন্ত্রণে বিদেশে গিয়ে শতাধিক অনুষ্ঠান করেন। একসময় রণজিৎ সেন ও কমলা বসুর সঙ্গে যৌথভাবে 'হিরক' (তিনজনের নামের আদ্যক্ষর) একটি সংস্থা করে রবীন্দ্রনাথের গীতি ও নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান করেছেন। 'অরূপ শিল্পী গোষ্ঠী' নামে তাঁর নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের সূচনা ১৯৬১ খ্রী·। 'অরূপ'-এর প্রযোজনা 'দুশো বছরের বাংলা গান' বিদেশেও সমাদৃত। ১৯৭২ খ্রী· লণ্ডনের ডেকা কোম্পানী থেকে 'টু সেনচুরিজ অব বেঙ্গলি সঙ' নামে যে লং প্লে রেকর্ড বেরোয় তাতে সব গানই তাঁর গাওয়া। [১৬, ১৭]

হিমাংশুকুমার দত্ত (১৯০৮ - ১৯৪৪) কুমিল্লা — (পূর্ববঙ্গ)। সুগায়িকা মাতা ও পিতার উৎসাহে ছোটবেলা থেকেই গানের দিকে তাঁর অনুরাগ জন্মে। ছোটবেলায় কুমিল্লার এক ধর্মমন্দিরে ভজন গান করে সকলকে মোহিত করতেন। ১৯২৪ খ্রী· ম্যাট্রিক এবং কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করেন। কোন জলসায় না গাইলেও ইতিমধ্যে তাঁর গানের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। সুরসাধনা ও বৈচিত্র্যের জন্য তরুণ বয়সেই ঢাকার সারস্বত সমাজ কর্তৃক তিনি 'সুরসাগর' উপাধি-ভূষিত হন। তাঁর সুরে করুণরসের প্রাধান্য ছিল। রাগ-সঙ্গীতের উপর তিনি সুর রচনা করতেন। তাঁর সাঙ্গীতিক জীবনের প্রথম থেকে তাঁর সঙ্গে গীতিকার সুবোধ পুরকায়স্থ যুক্ত ছিলেন। অজয়কুমার ভট্টাচার্য ও বিনয় মুখোপাধ্যায়ের বহু গানে সুরযোজনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। [৩, ১৪৯]

হিমাংশুবিমল চক্রবর্তী, ভট্টাচার্য (? - ৭·১·১৯৩৪) চট্টগ্রাম। নেতা সূর্য সেন গ্রেপ্তার হবার পর চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের ৪ জন প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে ৭·১·১৯৩৪ খ্রী· ইউরোপীয় ক্লাব (পল্টন) ময়দানে কয়েকজন অফিসারকে আক্রমণ করেন। তিনি এবং নিত্যরঞ্জন সেন ঘটনাস্থলেই মারা যান। কৃষ্ণকুমার চৌধুরী ও হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ফাঁসি হয়। [৪২, ৪৩, ১৩৯]

হিমাংশুমোহন বসু (১৯০৬ - ৫·২·১৯৩৭) মুন্সীগঞ্জ — ঢাকা। দুর্গামোহন। স্কুল-জীবনে গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের বীর বিপ্লবীগণ আত্মগোপন করে কলিকাতায় এসে তাঁর বাড়িতেই থাকতেন। ১৯৩০ খ্রী· টেগার্ট হত্যা প্রচেষ্টার সঙ্গে লিপ্ত সন্দেহে গ্রেপ্তার হন। পুলিস তাঁর উপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। কোন তথ্য সংগ্রহ করতে না পেরে তাঁকে প্রেসিডেন্সী জেলে পাঠানো হয়। কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। [১০,৪২]

হিমাংশু রায় (১৮৯২ - ১৯·৫·১৯৪০) মাণিকগঞ্জ — ঢাকা। পিতা হেমেন্দ্রনাথ বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন রাজাদের এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। কটকে জন্ম। ভারতীয় চলচ্চিত্রের পুরোধা, বম্বে টকিজের প্রতিষ্ঠাতা। বাল্যশিক্ষা শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য আশ্রমে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে যান। লণ্ডন থেকে স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট পাশ করে ব্যারিস্টারি পড়তে শুরু করেন। কিন্তু আইন পড়ার থেকে ভারতীয় ভ্যারাইটি শো ও নাট্যানুষ্ঠানেই বেশি অনুরাগী হন। ১৯২২ খ্রী· বন্ধু নিরঞ্জন পাল (বিপিন পালের পুত্র) রচিত 'Goddess' নাটকে বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেন। আইন পড়া ছেড়ে ক্রমে তিনি পরিপূর্ণভাবে শিল্পজগতে প্রবিষ্ট হন। তাঁর শিল্পপ্রতিভা বিকাশের মাধ্যম হিসাবে তিনি চলচ্চিত্রকে বেছে নেন। এ বিষয়ে ইংলণ্ডে বসেই পড়াশুনা আরম্ভ করেন। পরে উচ্চশিক্ষার জন্য জার্মানি যান। জার্মান পরিচালক ফ্রানজ্ অস্টেনের পরিচালনায় মিউনিকের এমালকা ফিল্ম কোম্পানীর সঙ্গে একযোগে তাঁর প্রতিষ্ঠিত গ্রেট ইস্টার্ন ফিল্মস্ কর্পোরেশন থেকে যথাক্রমে 'দি লাইট অব্ এশিয়া' (১৯২৫), 'সিরাজ' (১৯২৮), 'থ্রো অব্ এ ডাইস' (১৯২৮) এবং 'কর্ম' (১৯৩৩) ছবি মুক্তি লাভ করে। ভারতীয় অভিনেতা-অভিনেত্রী নিয়ে ইংরেজী ভাষায় তোলা প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্র 'কর্ম' ছবিটি গ্রেট বৃটেন ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিশেষ আদৃত হয়েছিল। ঐ চিত্রে অভিনয় করে দেবিকারাণী (পরবর্তী কালে হিমাংশু রায়ের পত্নী) আন্তর্জাতিক প্রশংসালাভ করেন। তাঁর 'লাইট অব এশিয়া' ছবিটি ১৯২৬ খ্রী· দশ মাস লণ্ডন শহরে চলেছিল এবং সে বছরের সেরা ছবির বিচারে সেটি তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল। বিদেশে বসে নানা বাধা বিপত্তির মধ্যেও তিনি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ভারত আত্মাকে ফুটিয়ে তোলার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা দশ বছর চালিয়ে গেছেন। ১৯৩৩ খ্রী· শেষের দিকে দেশে ফেরেন। বম্বে টকিজ লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসাবে ১৯৩৪ খ্রী· থেকে আমৃত্যু অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সেখানে কাজ করেছেন। তাঁর কর্মনৈপুণ্যের জন্যই একসময় বম্বে টকিজ প্রাচ্যের সর্বোৎকৃষ্ট চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রশংসা অর্জন করেছিল। 'অচ্ছুৎকন্যা', 'জীবনপ্রভাত', 'বচন' প্রভৃতি এক কালের সাড়া জাগান ছবি এই বম্বে টকিজ থেকে মুক্তিলাভ করে। [১৬, ১৭৪]

হিমাংশু সেন (১৯১৫ - ১·৫·১৯৩০) বড়হাতিয়া — চট্টগ্রাম। চন্দ্রকুমার। ১৯২৮ খ্রী· গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের সময় (১৮·৪·১৯৩০) অস্ত্রাগার ভবনে আগুন লাগাতে গিয়ে নিজে গুরুতরভাবে পুড়ে যান। গ্রেপ্তার এড়াতে তাঁকে

আত্মগোপন করতে হয়। চট্টগ্রামের চন্দনপুরার একটি বাড়ি থেকে পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করে। চট্টগ্রাম জেল হাসপাতালে মৃত্যু। [৪২]

হিরণকুমার রায়চৌধুরী (? - ১৯২৭/২৮) আশুতোষ কলেজে পালি ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। বৌদ্ধ সাহিত্য-বিষয়ে বহু প্রবন্ধ রচনা করে তিনি 'ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সম্পাদক ছিলেন। [৫]

হিরণকুমার সান্যাল (২৩.৯.১৮৯৯ - ৯.১.১৯৭৮) হিজলবট — কুষ্টিয়া, নদীয়া। হেমন্তকুমার। বাঙলার প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা। ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও আলিপুর চিড়িয়াখানার প্রথম বাঙালী সুপারিন্টেণ্ডেন্ট পিতামহ রামব্রহ্ম সান্যালের নিকট শৈশবে পালিত হন। শিবনাথ শাস্ত্রীর দৌহিত্রী মীরা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। সুকুমার রায় ও প্রশান্ত মহলানবিশের নেতৃত্বে পরিচালিত 'মনডে ক্লাব'-এর তিনি ছিলেন নিয়মিত ও কনিষ্ঠতম সদস্য। কর্মজীবনের প্রথম দিকে কিছুদিন সিটি কলেজে ও শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করেন। সমবায় সমিতির মুখপত্র 'ভাণ্ডার' পত্রিকায়, ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশনে, স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউশনে ও রিসার্চ ট্রেনিং স্কুলে কাজ করেছেন। রবীন্দ্রসাহিত্য ও সঙ্গীতের সমঝদার ছিলেন। বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত 'শান্তিনিকেতন ১৯০১ - ৫১' স্মারক গ্রন্থটির সম্পাদনা করেন। বিশ্বভারতীর মিউজিক বোর্ডের সদস্য ও সুদক্ষ আলোকচিত্র-শিল্পী ছিলেন। 'শ্যামলী'র সামনে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি বিখ্যাত ফটো তাঁরই তোলা। ১৯৩১ খ্রী· সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকা 'পরিচয়' প্রকাশে তিনিও উদ্যোগী ছিলেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই পত্রিকার সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে যুক্ত থাকেন। কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ভারতের বহু অঞ্চল ভ্রমণ করেছেন। নানা বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ও ঔৎসুক্য ছিল। 'হাবুল-দা' নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। [১৬, ১৪৯]

হিরণ্ময় (হেনা) গাঙ্গুলী (২৬.৮.১৯১৯ - ৫.৯.১৯৬৯) পানবাজার — গৌহাটি। পিতা সত্যচরণ বর্ধমান থেকে কাজের সন্ধানে গৌহাটি যান। হিরণ্ময়ের অপর নাম টিকেন্দ্রজিৎ। মেধাবী ছাত্র টিকেন্দ্রজিৎ অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে পড়াশুনা করে ১৯৪০ খ্রী· ম্যাট্রিক ও ১৯৪২ খ্রী· আই.এ. পাশ করেন। অর্থের অভাবে ডাক্তারী পড়ার ইচ্ছা পূর্ণ না হলেও যথেষ্ট পড়াশুনা করেছেন। খেলাধূলাতে পারদর্শী ছিলেন। অর্থোপার্জনের জন্য কলেজের পড়া ছেড়ে চায়ের ব্যবসায়, ঠিকাদারি কাজ ইত্যাদি করেছেন। আগস্ট বিপ্লবে যোগ দিয়ে আসামে 'বিপ্লবী সরকার' গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ১৯৪২ খ্রী· আর.সি.পি.আই. দলের সদস্য হন। ১৯৪৫ - ৪৮ খ্রী· পর্যন্ত তাঁর প্রধান কাজ ছিল দলের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহ করা এবং গোপন বাহিনী গড়ে তোলা। ১৯৪৮ খ্রী· দল দ্বিধাবিভক্ত হলে তিনি পান্নালাল দাশগুপ্ত পরিচালিত গোষ্ঠীতে যোগ দেন এবং নেতার নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গে এসে 'বিপ্লবের' ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সচেষ্ট হন। ১৯৪৯ খ্রী· দমদম-বসিরহাট বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক ছিলেন। ১২.৮.১৯৪৯ খ্রী· একটি চটকলের ডাকাতি সম্পর্কে গ্রেপ্তার হন। ৪.১২.১৯৪৯ খ্রী· তিনি প্রেসিডেন্সী জেল থেকে পালাতে সমর্থ হন। ১০ মাস পরে আবার ধরা পড়েন এবং ১৫.৮.১৯৬২ খ্রী· দমদম-বসিরহাট বিদ্রোহের অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে তিনিও ছাড়া পান। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে প্রথমে চায়ের ব্যবসায় ও পরে ঠিকাদারির কাজ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করলেও নিজে অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে থাকতেন। পরিবারের জন্যও সে-অর্থ ব্যয়িত হত না। ১৯৬৭ খ্রী· ঠিকাদারির কাজ ছেড়ে কলিকাতায় আসেন। এই সময় তিনি এক বিস্তারিত রাজনৈতিক 'থিসিস'ও লিখেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে পুলিস বিভিন্ন ডাকাতির অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। প্রমাণাভাবে মাস ছয় পর ছাড়া পান। ১.৭.১৯৬৮ খ্রী· পার্ক স্ট্রীটে এক ডাকাতি হয়। পরে সংঘটিত সদর স্ট্রীট ডাকাতি, নিউ আলিপুরের সশস্ত্র ডাকাতি এবং হাওড়া ও মেদিনীপুরের মেলভ্যান ডাকাতি সম্পর্কে পুলিস তাঁর খোঁজ করতে থাকে। হাওড়ার এক আস্তানায় তাঁকে ধরতে গিয়ে পুলিস ঘরবন্দী হয়ে পড়ে এবং তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। এই সময় অবস্থা এরূপ দাঁড়ায় যে ডাকাতির আশঙ্কায় পুলিসকে প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে ব্যাঙ্ক ও পোস্ট অফিসগুলিতে সশস্ত্র প্রহরার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। ৫.৯.১৯৬৯ খ্রী· গোয়েন্দা পুলিসের সঙ্গে মুখোমুখি গুলি বিনিময়ের ফলে ও জনতার আক্রমণে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। বিতর্কিত-ব্যক্তিত্ব হেনা গাঙ্গুলীর কার্যকলাপ নিয়ে বাঙলাদেশের রাজনীতিতে ১৯৬৯ খ্রী· যথেষ্ট আলোড়ন-গুঞ্জন উঠেছিল। প্রশ্ন জেগেছিল — তিনি মামুলী ডাকাত, না বিপ্লবী! [১৬]

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় (৫.৯.১৯০৫ - ১০.৭.১৯৮৫) কলিকাতা। পৈতৃক নিবাস খাটুরা — চব্বিশ পরগনা। শিক্ষাবিদ, দার্শনিক মুরলীধর। জগবন্ধু ইনস্টিটিউশন থেকে ১৯২২ খ্রী· ম্যাট্রিক ও প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৯২৬ খ্রী· দর্শনশাস্ত্রে বি.এ. পাশ করেন। ১৯২৭ খ্রী· ভারতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে লণ্ডনের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ-এ দুবছর শিক্ষানবীশ থাকেন। দেশে ফিরে শাসন বিভাগে যোগ দেন। তাঁর স্বাদেশিক মনোভাবের জন্য ইংরেজ সরকার তাঁকে মহকুমা শাসকের পদ থেকে সরিয়ে বিচার বিভাগীয় শিক্ষণ কেন্দ্রে নিযুক্ত করে। ১৯৩৪ - ৪৭ খ্রী· জজিয়তি সূত্রে আসাম ও অখণ্ড বাংলার বিভিন্ন জেলায় থেকেছেন। স্বাধীনতার পর উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিভাগের কমিশনার ও সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্নয়ন বিভাগের কমিশনার এবং পরিশেষে ৮.৫.১৯৬২ খ্রী· রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য নিযুক্ত হন। রবীন্দ্র দর্শনে তাঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল। সাহিত্য, দর্শন ও

অন্যান্য অনেক বিষয়ে বই লিখেছেন। রচিত গ্রন্থ: 'রবীন্দ্র-দর্শন', 'ঠাকুর বাড়ীর কথা', 'উপনিষদের দর্শন', 'উদ্বাস্তু', 'প্রসঙ্গ রামায়ণ', 'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি', 'How Thou Singest My Master', 'Swami Vivekananda and Indian Nationalism' প্রভৃতি। [১৬, ৮২]

হিরণ্ময় রায়চৌধুরী (১৮৮৪ - ১৯৬২) দক্ষিণডিহি — যশোহর। কৃষ্ণভূষণ। প্রখ্যাত ভাস্কর ও শিল্পী। কলিকাতা হিন্দু স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে কলিকাতার সরকারী আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। সেখানকার অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেবের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা শেষ করে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্য হন। ভাস্কর্যবিদ্যা শিক্ষার জন্য তিনি ইংল্যাণ্ডে যান ও রয়্যাল কলেজে ভর্তি হন। 'অ্যাডভেন্ট অফ স্প্রিং' নামে একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি নির্মাণের জন্য পুরস্কার লাভ করেন। শিক্ষা শেষ হলে তিনি উক্ত রয়্যাল কলেজের অ্যাসোসিয়েট অর্থাৎ এ·আর·সি·এ· হন। তাছাড়া লণ্ডনের অ্যালবিয়ন ওয়ার্কসে ভাস্কর্যবিদ্যার অনুশীলন করেন। ১৯১৫ খ্রী· ভারতে ফিরে এসে তিনি শ্রীনগরে ড্রয়িং স্কুলে শিক্ষকতা করতে থাকেন। ১৯২৫ খ্রী· তিনি জয়পুর আর্টস্ স্কুলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং পরে তিনি লক্ষ্ণৌ-এর গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্টস্ অ্যাণ্ড ক্র্যাফ্‌ট্‌স-এ সুপারিন্টেণ্ডিং ক্র্যাফ্‌ট্‌ম্যানরূপে ১৪ বছর কাজ করে ১৯৪৩ খ্রী· অবসর নেন। তাঁর ভাস্কর্যে খ্যাতনামা ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি ও ব্যক্তিত্ব নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে। 'বাস্ট অফ এ লেডি', 'গান্ধী', 'রাজা স্যার রামপাল সিং', 'শ্রীবিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে' (ব্রোঞ্জ), 'অতুলপ্রসাদ সেন' (মার্বেল), . প্রভৃতি মনীষীদের প্রতিকৃতি-গঠন তাঁর ভাস্কর্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। [৩]

হিরণ্ময়ী ঘোষ (১৮৯৩ - ৩০·১০·১৯৭৩) হবিগঞ্জ — শ্রীহট্ট। গুরুচরণ গুহ। পৈতৃক নিবাস বিক্রমপুর — ঢাকা। স্বামী মতিরঞ্জন জাতীয়তাবাদী ও সমাজসেবী ছিলেন। ১৯০৫ খ্রী· বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। ২৫ বছর বয়সে বিধবা হয়ে পুত্রকন্যাসহ পিত্রালয়ে আসেন এবং বিপ্লবী বীরেন্দ্রচন্দ্র সেনের সহায়তায় স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকেন। ১৯২৪ - ২৫ খ্রী· দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের সভাপতিত্বে আসামে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী সংগঠনে ও পরিচালনায় বিশেষ ভূমিকা নেন। ১৯২৯ খ্রী· থেকে কলিকাতায় বসবাস করতে থাকেন। এই সময় তিনি উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস মহিলা সাব-কমিটির একজন কার্যকরী সদস্যা নির্বাচিত হন। ১৯৩০ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। ছেলেদের বিপ্লবী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে শ্রমিকনেতা নেপাল ভট্টাচার্যের পরিচালনায় হিরণ্ময়ী দেবীর বাড়িতে 'মিলন সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৯ খ্রী· তিনি সুভাষচন্দ্রের 'ফরওয়ার্ড ব্লক' দলে যোগ দেন। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ স্বামী শিবানন্দ তাঁর দীক্ষাগুরু ছিলেন। [১৪৯]

হিরণ্ময়ী দেবী ((১৮৭০ - ১৩·৭·১৯২৫) কলিকাতা। জানকীনাথ ঘোষাল। মাতা—খ্যাতনাম্নী ঔপন্যাসিক, কবি ও 'ভারতী'-সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী বেথুন স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। ১৮৮৩ খ্রী· বোটানির অধ্যাপক ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। স্বামীর কর্মস্থল রাজশাহী, ইন্দোর প্রভৃতি স্থানে কাটিয়েছেন। ১২ বছর বয়স থেকে ছোটদের জন্য কবিতা রচনা শুরু করেন। ছেলেদের মাসিকপত্র 'সখা'য় তাঁর রচিত কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হত। কিছুদিন তিনি কনিষ্ঠা ভগিনী সরলা দেবীর সঙ্গে 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। মাতার প্রতিষ্ঠিত 'সখি-সমিতি'র কর্ত্রী ছিলেন। এই সমিতি একবার লুপ্ত হবার উপক্রম হলে তিনি নিজ সঞ্চিত অর্থের উপর নির্ভর করে ১৯০৬ খ্রী· একটি বিধবা শিল্পাশ্রম খুলে সমিতিকে পুনরুজ্জীবিত করেন। [৪৪]

হীরাচাঁদ দুগার (১৮৯৮ - ৩·৫·১৯৫১) জিয়াগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ। সুরজমল। বিকানির থেকে আগত ব্যবসায়িক জৈন পরিবারে জন্ম। স্থানীয় বিদ্যালয়ে পাঠ শেষ হবার আগেই পিতা তাঁকে ব্যবসায়ে নিয়ে আসেন। ১৯১৫ খ্রী· পরিবারের আপত্তি সত্ত্বেও কলিকাতায় এসে সরকারী চারুকলা বিদ্যালয়ে অল্প কিছুদিন শিখে শান্তিনিকেতনে যান। সেখানে ১৯১৯ খ্রী· স্থাপিত কলাভবনের প্রথম চারজন ছাত্রের অন্যতম ছিলেন। (অপর তিনজন অর্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকিঙ্কর ঘোষ ও ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা)। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু ও অসিতকুমার হালদারের কাছে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর আঁকা ছবি কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের বার্ষিক চিত্রপ্রদর্শনীতে উচ্চ-প্রশংসিত হয়েছে। বলা হয়, অবনীন্দ্রনাথ-শৈলীর তিনি একজন যথার্থ উত্তরাধিকারী। মোগল রেখাঙ্কন, হাতীর দাঁতের উপর মিনিয়েচার প্রতিকৃতি আঁকার পদ্ধতি ও ছবিতে সোনার তবক ব্যবহারের কলাকৌশল শিখেছিলেন ঈশ্বরীপ্রসাদ বর্মার কাছে। পারিবারিক কারণে ১৯২২ খ্রী· জিয়াগঞ্জে পৈতৃক গৃহে ফিরে যান। ঐ সময়ে স্ত্রী-বিয়োগ হওয়ায় দীর্ঘদিন শিল্পচর্চা থেকে বিযুক্ত ছিলেন। ১৯৪৬ খ্রী· আবার আঁকার কাজে মন দেন। কাশ্মীরের অনেক দৃশ্যাদির চিত্র এঁকে আগেই তিনি দৃশ্যপট আঁকার পরিচয় দিয়েছিলেন। পরিণত বয়সে দৃশ্যপট আঁকার প্রতিই তাঁর বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। বিহারের রাজগৃহে একমাসকাল থেকে বহু স্কেচ ও ছবি আঁকেন। ১৯৪৯ খ্রী· রাজস্থানের বহু অঞ্চল ঘোরেন, জৈনতীর্থ শত্রুঞ্জয় ও সৌরাষ্ট্রের পালিতানা পাহাড়ের উপরে অবস্থিত মন্দিরগুলি পরিদর্শন করেন এবং সে-সব জায়গার স্কেচ করেন। ১৯৫১ খ্রী· আবার শত্রুঞ্জয় জৈনতীর্থদর্শনে গিয়েছিলেন। সেখানে প্রতিদিন সকালে পূজাপাঠ শেষ করে পাহাড়ের মাথায় উঠে ছবি আঁকতেন। একদিন ছবি আঁকা অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। [১৭, ১৯৫]

হীরা বুলবুল। ঊনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতাস্থ একজন বিখ্যাত বাইজী। ১৮৫৩ খ্রী· তাঁর পুত্রকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করার জন্য একদল রক্ষণশীল ব্যক্তি তাঁদের ছেলেদের ঐ কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দিলে প্রধানতঃ রাজেন্দ্রনাথ দত্তের চেষ্টা ও উদ্যোগে ২·৫·১৮৫৩ খ্রী· হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপিত হয়। কয়েকমাসের মধ্যেই এই কলেজের ছাত্রসংখ্যা প্রায় হাজারে দাঁড়ায়। কলেজের এই উন্নতি দেখে শিক্ষা-সমাজ শঙ্কিত হয়ে হীরা বুলবুলের পুত্রকে হিন্দু কলেজ থেকে বিদায় দেয় এবং ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য হিন্দু কলেজের ছাত্র-বেতনও কমিয়ে দেওয়া হয়। [৮, ৩৬, ৪৫, ৪৮]

হীরালাল চট্টোপাধ্যায়। মনোমোহন থিয়েটারের খ্যাতনামা অভিনেতা। সিরিওকমিক চরিত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। কমেডিয়ান হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। দানীবাবুর অনুপস্থিতিতে তাঁর পার্টও তিনি সুনামের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। [১৪১]

হীরালাল দত্ত (? - ১৫·৯·১৯৪২) কাদাপাড়া—ঢাকা। কৈলাসচন্দ্র। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের সময় ঢাকায় পুলিসের গুলিতে মারা যান। [৪২]

হীরালাল দাশগুপ্ত১ (১৯০৫ - ২০·৪·১৯৭১) বরিশাল। সম্ভ্রান্ত আইন ব্যবসায়ীর পুত্র ছিলেন। খ্যাতনামা বিপ্লবী নেতা সতীন্দ্রনাথ সেনের ঘনিষ্ঠ সহকর্মিরূপে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু হয়। ১৯২১ খ্রী· থেকে ভারত-বিভাগ পর্যন্ত বিভিন্ন আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩০ - ৩৮ খ্রী· রাজবন্দী হিসাবে কারারুদ্ধ থাকেন। মুক্তিলাভের পর সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে কাজ শুরু করেন। সে সময়ে বরিশাল জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪০ - ৪১ খ্রী· থেকেই তিনি কৃষক সমিতির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সর্বত্র কৃষক ও কম্যুনিস্ট নেতা বলে পরিচিত ছিলেন। দেশ বিভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানের দুঃস্থ জনগণের সেবায় ব্রতী হন। পাকিস্তানের কারাগারে দীর্ঘ ৮ বছর আবদ্ধ ছিলেন। ২৫ মার্চ ১৯৭১ খ্রী· বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ঘোষণার পর পাকিস্তানী ফৌজ তাঁকে গ্রেপ্তার করে পটুয়াখালি জেলে বন্দী রাখে। ২০ এপ্রিল পাকিস্তানী ফৌজের লোকেরা তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে মাটি চাপা দিয়ে দেয়। [১৬, ৮২]

হীরালাল দাশগুপ্ত২ (১৮৯০ - ৩০·১০·১৯৭১) মাহিলাড়া—বরিশাল। মধুসূদন। প্রখ্যাত বিপ্লবী ও সুলেখক। ১৯০৫ খ্রী· স্বদেশী আন্দোলনের সময় ছাত্রাবস্থায় তিনি স্বদেশসেবায় উদ্বুদ্ধ হন এবং হাটে বাজারে বিলাতী বস্ত্র ও বিলাতী লবণ বয়কটের জন্য দোকানে দোকানে পিকেটিং পরিচালনা করেন। ১৯০৬ খ্রী· উত্তর-বাখরগঞ্জের দুর্ভিক্ষে তিনি রিলিফের কাজে যোগ দেন ও দুর্গত অঞ্চলে সেবাকার্য করেন। ১৯০৮ খ্রী· প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রাক্কালে বরিশাল অক্সফোর্ড মিশন হস্টেলে আসেন। এই সময়েই তিনি ব্রজমোহন স্কুলের শিক্ষক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যলাভ করেন এবং তাঁরই প্রভাবে বিপ্লবী দলে যোগ দেন। মাহিলাড়া গ্রামে একটি বিপ্লবী দলও তিনি গড়ে তুলেছিলেন। ১৯১১ খ্রী· কলিকাতায় কলেজ-জীবনে সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে তৎকালীন সাহিত্যিকগণের সঙ্গে পরিচিত হন এবং মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার আনুকূল্যে 'সুহৃদ' নামে একটি মাসিক পত্রিকার প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। এই কাজের সূত্রে তিনি কলিকাতার বিপ্লবীদের সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করতেন। এপ্রিল ১৯১৬ খ্রী· বিপ্লবকর্মের জন্য কলিকাতার ওয়াই·এম·সি·এ· হস্টেল থেকে রিভলভার অপহরণের ষড়যন্ত্রে জড়িত—এই সন্দেহে গ্রেপ্তার হয়ে পরে বর্ধমানের কাঁকসা থানায় অন্তরীণাবদ্ধ হন। ১৯১৮ খ্রী· মুক্তি পান। এপ্রিল ১৯২১ খ্রী· বিপিনচন্দ্র পালের সভাপতিত্বে বরিশালে কংগ্রেসের যে প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ঐ সম্মেলনে তিনি স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর সহ-সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন। ঐ বছরই ২০ মে তারিখে চাঁদপুরে আগত ধর্মঘটী চা-বাগিচার শ্রমিকদের উপর সরকারী অত্যাচারের প্রতিবাদে বরিশালে স্টীমার ধর্মঘট পরিচালনায় তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। কংগ্রেস আদর্শ প্রচারের জন্য তিনি বরিশালে 'অভ্যুদয় প্রেস' স্থাপন করেন এবং 'বরিশাল' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ এবং যুব আন্দোলনের মুখপত্র-রূপে 'তরুণ' নামে একটি মাসিক পত্রের প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। তিনি একজন দক্ষ শিকারী-রূপেও সুপরিচিত হয়েছিলেন। শিকার-সম্পর্কে তাঁর রচিত দু'খানি বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাঘের জঙ্গল' ও 'মায়ামৃগ'। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ : 'জননায়ক অশ্বিনীকুমার' ও 'স্বাধীনতা-সংগ্রামে বরিশাল'। [১১৪]

হীরালাল রায়, ড· (১৮৮৮ - ১৯৬৫) পাঁচপাইকা—ঢাকা। মহেশচন্দ্র। ঢাকাতে পড়া শেষ করে বিপ্লবী সংস্থা যুগান্তর পার্টির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯০৬ খ্রী· কলিকাতার মানিকতলায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের টেকনিক্যাল বিভাগের ছাত্র হিসাবে পড়তে আসেন। শিক্ষাশেষে ঐ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিযুক্ত হন। সে সময় বিভিন্ন স্থানের ছাত্রদের মধ্য থেকে বিপ্লবী দলের জন্য নূতন সদস্য সংগ্রহের কাজে অমূল্যচরণ উকীলের সঙ্গে তিনিও বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। টেকনিক্যাল স্কুল থেকে উচ্চশিক্ষার জন্য তাঁকে ১৯১০ খ্রী· হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ও পরে ১৯২১ খ্রী· বার্লিনে পাঠান হয়। সেখান থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ডক্টরেট পেয়ে দেশে ফেরেন। ততদিনে সূর্যকান্ত আচার্য, ব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী, সুবোধচন্দ্র মল্লিক ও রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখের দানে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্যোগে ১৯২৩ খ্রী· কলিকাতা করপোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত ১০০ বিঘা জমিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথম থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত থাকেন। রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ না নিলেও রাজনৈতিক অনেক বন্ধুদের আশ্রয় দিয়ে পুলিসের সন্দেহভাজন হন। [১৪৯]

হীরালাল সেন[১]। কলিকাতা? চন্দ্রমোহন। তিনি ও তাঁর সুযোগ্য ভ্রাতা মতিলাল কলিকাতায় প্রথম যুগের ছায়াছবি প্রদর্শনের অগ্রদূত। এফ.এ. পাঠরত অবস্থায় ছায়াছবি প্রদর্শনে উৎসাহিত হন। ১৮৯৮ খ্রী. 'রয়্যাল বায়স্কোপ' নাম দিয়ে অধুনালুপ্ত রঙ্গমঞ্চ রয়্যাল থিয়েটারে বিদেশী কোম্পানীর কাছ থেকে এক রীল বা দুই রীলের কমিক ছবির প্রিন্ট কিনে আর্কল্যাম্পের সাহায্যে ছবি দেখাতেন। পরে ১৯০১ খ্রী. তৎকালীন জনপ্রিয় নাটক থেকে নির্বাচিত দৃশ্য তুলে ক্লাসিক থিয়েটারে নিয়মিত ছায়াছবি দেখানোর ব্যবস্থা করেন। ১৯০৫ খ্রী. বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঐতিহাসিক সভার ছবি তিনি মুভি ক্যামেরায় তুলে 'হলো কী' নাটকের সঙ্গে তা দেখিয়েছেন (২৫.১১.১৯০৫)। স্বদেশী যুগে তাঁর এসব ছবি বহু বিশিষ্ট লোকের প্রশংসা পেয়েছে। 'রয়াল বায়স্কোপে'র ছবি নানান সামাজিক অনুষ্ঠানে দেখানোর ব্যবস্থা থাকত। উত্তর ভারতেও তাঁদের ছবির আদর ছিল। দর্শকের উৎসাহ কমে যাওয়ায় কিছুদিন পর ছবি দেখানো বন্ধ হয়ে যায়। পরে তিনি বর্তমান গণেশ টকীজ-এর জমিতেই রাম দত্তের সঙ্গে অংশীদারী স্বত্বে 'শো হাউস' নামে কলিকাতায় স্থায়ী ছবিঘর নির্মাণ করেন। কলিকাতায় বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পে হীরালাল প্রমুখ বাঙালীরা প্রথম অগ্রণী হলেও কিছুকাল পর পাকা ব্যবসায়বুদ্ধি নিয়ে বোম্বাইয়ের জামসেদজী ফ্রামজী ম্যাডান নামে এক পার্শি ভদ্রলোক এই শিল্পে আত্মনিয়োগ করে যথেষ্ট উন্নতি করেন। [১৬, ১৪৯]

হীরালাল সেন[২]। কবি। শান্তিনিকেতনের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর 'হুঙ্কার' কাব্যগ্রন্থটি ১৯১১ খ্রী. বাজেয়াপ্ত হয়। বইটি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাই মামলা উঠলে রবীন্দ্রনাথকে খুলনা কোর্টে সাক্ষ্য দিতে যেতে হয়। [১৭]

হীরা সর্দার (১৮শ শতাব্দী)। খুলনা-যশোহরের কৃষকবীর। 'ডাকাত' আখ্যাধারী হীরা সর্দারকে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করা হলে অনুগত ৩০০ কৃষক সমবেত হয় এবং খুলনার জেলখানা আক্রমণ করে তাঁকে মুক্ত করার চেষ্টা করে। [৫৬]

হীরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়(১৮৯৯ - ২২.৮.১৯৭৪)। পিতা 'শ্রীবৈদ্য' নামে সুপরিচিত সাংবাদিক যোগেন্দ্রকুমার। চিকিৎসাবিদ্যার অধ্যাপক ও পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য ছিলেন। ১৯২১ খ্রী. কলিকাতা কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ থেকে ফার্স্ট এম.বি. ও ১৯২৪ খ্রী. ফাইনাল এম.বি. পাশ করে প্যারিস ও লণ্ডন থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। কারমাইকেল কলেজের (বর্তমান আর. জি. কর কলেজ) প্রথমে অ্যানাটমির অধ্যাপক ও পরে উপাধ্যক্ষ হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট ও সেনেটের সদস্য ছিলেন। শরীরতত্ত্ব বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাঠক্রম প্রবর্তনায় তাঁর অবদান স্মরণীয়। বিভিন্ন আন্দোলন ও সংগ্রামী সাধনায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৯৩৩ খ্রী. বিপ্লবী দীনেশ মজুমদার চন্দননগরের তদানীন্তন পুলিশ কমিশনার মঃ ক্যাঁ-কে গুলিতে নিহত করে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় পান। তিনি পণ্ডিচেরীস্থ ফরাসী আইনসভার 'কঁসেই জেনারেল' ছিলেন। ফরাসী-ভারত ফরাসী শাসনমুক্ত হবার পর ১৯৫১ খ্রী. চন্দননগরের শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির ও পার্টি বিভক্ত হলে সি.পি.আই.(এম)-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১৬]

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৬.১.১৮৬৮ - ১৬.৯.১৯৪২) হাটখোলা—কলিকাতা। দ্বারকানাথ। বিশিষ্ট দার্শনিক পণ্ডিত। মেট্রোপলিটান স্কুলে শিক্ষা শুরু করে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ., ১৮৮৮ খ্রী. বি.এল. এবং ১৮৮৯ খ্রী. ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৩ খ্রী. প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পান এবং ১৮৯৪ খ্রী. হাইকোর্টের অ্যাটর্নিশিপ পাশ করেন। এই বছর থেকেই অ্যানি বেশান্তের সংস্পর্শে এসে ১৯২০ খ্রী. পর্যন্ত নেতারূপে বাঙলার বেশীর ভাগ আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। তৎকালীন বহু বিখ্যাত মনীষী ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে একযোগে কাজ করেছেন। পাশ্চাত্য দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্যে গভীর জ্ঞান ছিল। ১৮৯৪ - ১৯২০ খ্রী. কংগ্রেসের সকল সম্মেলনে যোগ দেন। রাজনীতিতে মডারেট দলভুক্ত ছিলেন। ১৯০৮ খ্রী. অরবিন্দ ঘোষের মামলায় এবং সামশুল আলম হত্যা মামলায় তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। ১৯১৫ খ্রী. হোমরুল আন্দোলনে বাঙলায় অ্যানি বেশান্তের প্রধান সহকারী ছিলেন। মদনমোহন মালব্যের সঙ্গে হিন্দু মহাসভা গঠন করে রাজনীতি থেকে অবসর নেন। অহিংস মতবাদে বিশ্বাস ছিল না ব'লে গান্ধীজী কর্তৃক কংগ্রেস দখলের পর তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন। ব্রিটিশ শোষণ বন্ধ করার জন্য স্বদেশী শিল্পপ্রসারে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ও হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স স্থাপনে সাহায্য করেন। বহু পত্রিকায় তাঁর দর্শন-সম্বন্ধীয় রচনা প্রকাশিত হত। 'পন্থা' ও 'ব্রহ্মবিদ্যা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'গীতায় ঈশ্বরবাদ', 'উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব', 'জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব', 'নারীর নির্বাচন অধিকার', 'অবতারতত্ত্ব', 'বেদান্ত পরিচয়', 'বুদ্ধদেবের নাস্তিকতা', 'যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ', 'প্রেমধর্ম', 'রাসলীলা', 'সাংখ্য পরিচয়', 'বুদ্ধি ও বোধি', 'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র', 'উপনিষদ্' 'জরা ও জীবতত্ত্ব', 'কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ' প্রভৃতি। তিনি মেঘদূতের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। [৩, ১২৪]

হীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (১৯০৩ - ১৩.১১.১৯৮৩) শিক্ষাবিদ। ১৯২৮ খ্রী. ফলিত রসায়নে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় হয়ে এম.এস-সি. ও ১৯৩৮ খ্রী. ডি.এস-সি. পাশ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত রসায়নে লেকচারার, ধানবাদে ইণ্ডিয়ান স্কুল অব মাইনস্-এ রসায়ন, জ্বালানি ও ধাতুবিদ্যা বিভাগের প্রধান, বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে সিলিকেট টেকনোলজির অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসাবে কাজ করেন। ফলিত রসায়ন বিভাগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পুরস্কার

প্রাপ্ত ছিলেন। বিভিন্ন বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রায় ৭০টি গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন। ১৯৬১ খ্রী· ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড মেটালার্জি বিভাগের সভাপতি ছিলেন। [১৬]

হুমায়ুঁজা। মুর্শিদাবাদের নবাব। তিনি ইংরেজদের বৃত্তিভোগী ছিলেন। ১৮৩৭ খ্রী· ১৭ লক্ষ টাকা খরচ করে মুর্শিদাবাদের গঙ্গাতীরে হাজারদুয়ারী প্রাসাদ নির্মাণ করেন। [২২]

হুমায়ুন কবির (২২·২·১৯০৬ - ১৮·৮·১৯৬৯) ফরিদপুর। কবিরুদ্দিন আহমদ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম·এ· পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। কৃতী ছাত্ররূপে বহু পদক ও পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৩১ খ্রী· এশিয়াবাসীর মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম অক্সফোর্ডের 'মডার্ন গ্রেট্স্' (দর্শন, অর্থনীতি ও রাজনীতি) পরীক্ষায় প্রথম হন। স্বদেশে ফিরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক হন এবং ১৯৪০ খ্রী· পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এশিয়াবাসীর মধ্যে তিনিই প্রথম অক্সফোর্ড হারবার্ট স্পেন্সার বক্তৃতা দেন। তাছাড়া ইউরোপ আমেরিকা ও এশিয়ার বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বক্তৃতা করেছেন। স্বদেশ ও বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডক্টরেট' উপাধি-ভূষিত করে। প্রথম এশিয়া সাহিত্য সম্মেলনে ও প্রথম এশিয়া ইতিহাস সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩০ খ্রী· অক্সফোর্ড ইণ্ডিয়ান মজলিস (ভারতীয়দের ছাত্রসভা) এবং অক্সফোর্ড ইউনিয়ন সোসাইটির (বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক ছাত্র সমিতি) সেক্রেটারী ও অক্সফোর্ডের ব্রিটিশ জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নের কার্যকরী সমিতির প্রথম ভারতীয় সভ্য ছিলেন। দেশে ফিরে অধ্যাপনা-কালে তিনি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যোগ দেন। নিখিল ভারত ছাত্র কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। 'কৃষক প্রজা পার্টি' গঠনে তিনি ফজলুল হকের সঙ্গে সহযোগিতা করেন এবং ঐ দলের প্রতিনিধি হিসাবে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। পরে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন। দেশ স্বাধীন হবার পর শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদের প্রধান সহকারী হন। ১৯৫২ - ৫৬ খ্রী· ভারত সরকারের শিক্ষা-উপদেষ্টা ও বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৫৭ খ্রী· ক্যানবেরায় বিশ্বের প্রথম পূর্ব-পশ্চিম দর্শন সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। পরে ভারত সরকারের শিক্ষা, অসামরিক বিমান চলাচল, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি-বিষয়ক এবং পেট্রোলিয়ম ও রসায়ন দপ্তরের মন্ত্রী হন। রাজনীতিকরূপেও খ্যাতি ছিল। ভারতের তিনটি বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়ন (কলিকাতা বন্দর, বেঙ্গল আসাম রেলওয়ে এবং নিখিল ভারত ডাক ও তার কর্মী)-এর সভাপতি ছিলেন। ১৯৬৬ খ্রী· কংগ্রেস ত্যাগ করে ১৯৬৭ খ্রী· লোকসভা নির্বাচনে বাংলা কংগ্রেস-প্রার্থীরূপে জয়লাভ করলেও কিছুদিন পর ঐ দল ত্যাগ করে ভারতীয় ক্রান্তি দলে যোগ দেন এবং শেষে লোকদল গঠন করেন। ১৯৬৭ খ্রী· পশ্চিম বাঙলায় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠনে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক ও দার্শনিক। ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র 'চতুরঙ্গ'র সম্পাদক এবং 'কৃষক', 'নবযুগ', 'নয়াবাংলা', ও 'Now' পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ: 'স্বপ্নসাধ', 'সাথী', 'অষ্টাদশী'; সমালোচনা গ্রন্থ: 'বাংলার কাব্য', উপন্যাস 'নদী ও নারী' প্রভৃতি। [৩, ১৬, ১৭]

হুসেন শাহ। রাজত্বকাল ১৪৯৩ - ১৫১৯ খ্রী·। তিনি বাঙলাদেশের স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। হাবসী নেতা এবং অত্যাচারী ও অযোগ্য শাসক সিদি বদরের রাজত্বকালে বাঙলাদেশে অরাজকতা দেখা দিলে তদানীন্তন অভিজাতবর্গ হুসেন শাহকে বাঙলার সুলতান পদে স্থাপন করেন। তাঁর রাজত্বকালে বিহারের একাংশ বাঙলার অধিকারে আসে এবং দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। তিনি অনেক হিন্দুকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর উজীর পুরন্দর খাঁ (গোপীনাথ বসু), দবীরখাস রূপ গোস্বামী, সাকর মল্লিক সনাতন গোস্বামী, চিকিৎসক মুকুন্দ দাস এবং টাকশালের প্রধান কর্মচারী অনুপ সকলেই হিন্দু ছিলেন। তিনি সাহিত্য ও শিল্পের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর আদেশে মন্ত্রী মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে ভাগবতের ১০ম ও ১১শ স্কন্দের বঙ্গানুবাদ করেন। তাঁরই রাজত্বকালে গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ নির্মিত হয়। তিনি প্রতি জেলায় মসজিদ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর আমলেই নবদ্বীপে হরিনামের প্লাবন এনেছিলেন। [৩, ১৬, ২৬]

হৃদয়রঞ্জন বাগ (১৮৯০ - ২৪·৮·১৯৩০) বাশুলিয়া—মেদিনীপুর। ১৯৩০ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনের সময় লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন। শ্যামসুন্দরপুরে চৌকিদারী ট্যাক্সের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিলের উপর পুলিসের গুলিচালনার ফলে তিনি মারা যান। [৪২]

হৃদয়ানন্দ বিদ্যার্ণব (১৭শ শতাব্দী)। ভবানন্দ মজুমদারের সভাসদ হৃদয়ানন্দ গণিত ও ফলিত উভয়প্রকার জ্যোতির্বিদ্যায় অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 'জ্যোতিঃসারসংগ্রহ' গ্রন্থের রচয়িতা। [২৫, ২৬]

হৃষীকেশ লাহা১ (৪·৫·১৮৫২ - ১৬·৫·১৯৩৫) চুঁচুড়া—হুগলী। মহারাজা দুর্গাচরণ। হিন্দু স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে ১৮৬৯ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। এখানে দেড় বছর পড়বার পর মেসার্স কেলী অ্যাণ্ড কোম্পানীতে শিক্ষানবীশরূপে প্রবেশ করে আমদানি ও রপ্তানি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এরপর পিতার ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান মেসার্স প্রাণকৃষ্ণ লাহা অ্যাণ্ড কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত হন। ১৮৮০ খ্রী· কৃষ্ণদাস লাহা অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। চব্বিশ পরগনা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বেসরকারী চেয়ারম্যান, ২৬ বছর বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এবং কলিকাতার শেরীফ ছিলেন।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। চুঁচুড়া ওয়াটার ওয়ার্কসে ১ লক্ষ ও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৫ হাজার টাকা দান করেন। ১৯১৩ খ্রী· 'রাজা' উপাধি পান। [২৫, ২৬]

হৃষীকেশ লাহা[২] (৩১·৮·১৯১৮ - ১৬·৮·১৯৪২) ঢাকা। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ঢাকায় সামরিক প্রহরীর সঙ্গে এক সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। [১০, ৪২]

হৃষীকেশ শাস্ত্রী (১৮৫০ - ৯·১২·১৯১৩) ভট্টপল্লী—চব্বিশ পরগনা। মধুসূদন স্মৃতিরত্ন। স্বগৃহে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, সাংখ্য প্রভৃতি শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করে অতি অল্পবয়সেই পিতৃ-পিতামহ-পরিচালিত চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ইংরেজী শিক্ষার উদ্দেশ্যে পিতার অসম্মতি থাকা সত্ত্বেও তিনি গোপনে লাহোরে যান এবং সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'বিশারদ' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন এবং ওরিয়েন্টাল কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রার-পদ লাভ করেছিলেন। লাইটনার সাহেব-প্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যোদয়' নামে সংস্কৃত মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তিনি বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিতের সঙ্গে পরিচিত হন। পাণ্ডিত্যের জন্য পাঞ্জাবে তাঁর যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল। পিতার অসুস্থতার কারণে তিনি বাঙলাদেশে ফিরে আসেন এবং সংস্কৃত কলেজের স্কুল বিভাগে সামান্য শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯০৫ খ্রী· অবসর নেন। তিনি সংস্কৃত, হিন্দী ও বাংলায় বহুগ্রন্থ প্রণয়ন ছাড়াও সংস্কৃত পুঁথির বিশদ তালিকা প্রণয়ন করেন। বেদসাহিত্যে বিশেষজ্ঞ ভববিভূতি বিদ্যাভূষণ তাঁর পুত্র। [৩]

হেমচন্দ্র কর (? - ২১·৮·১৮৯৫) পানিহাটি—চব্বিশ পরগনা। মহেশচন্দ্র। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হেমচন্দ্রের লিখিত 'Report of Indian Hemp Drugs Commission' এবং Report on the Cultivation of and Trade in Jute in Bengal' উল্লেখযোগ্য। পাট জাতীয় এবং অন্যান্য যে-সমস্ত উদ্ভিদ থেকে কাগজ তৈরী সম্ভব তার দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করার সময় উদ্ভিদের দেশীয় নাম বাংলা অক্ষরে লিপিবদ্ধ করেন। [১৭৪]

হেমচন্দ্র কানুনগো (১৮৭১ - ৮·৪·১৯৫০) রাধানগর—মেদিনীপুর। ক্ষেত্রমোহন। মেদিনীপুর টাউন স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। মেদিনীপুর কলেজে এফ·এ· ক্লাসে পড়বার সময় অভিভাবকদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্যাম্বেল মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। শৈশব থেকেই ছবি আঁকার অভ্যাস ছিল। কিন্তু শেষ পরীক্ষা দেবার আগেই মেদিনীপুর স্কুলে অঙ্কন শিক্ষক ও কলেজে রসায়নে ডেমনস্ট্রেটরের চাকরি নেন। এক সময়ে এসব চাকরি ত্যাগ করে চিত্রাঙ্কনকে পেশা-রূপে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাতে গ্রাসাচ্ছদনের সুবিধা না হওয়ায় মেদিনীপুর জেলা বোর্ডে চাকরি নেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর প্রেরণায় বিপ্লবী গুপ্ত সংগঠনে প্রবেশ করেন। ১৯০২ খ্রী· অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে পরিচিত হন। এই সময় থেকে হেমচন্দ্রদের মেদিনীপুর দল কলিকাতার দলের সঙ্গে যুক্ত হয়। তিনি মেদিনীপুরে মাতুলালয়ের প্রাসাদ-সংলগ্ন বাগানে নির্বাচিত তরুণদলকে অস্ত্রব্যবহার শিক্ষা দিতেন। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে ব্রিটিশরা নিষ্ঠুরভাবে দমননীতি শুরু করলে দলের কলিকাতাস্থ নেতৃগণ ব্রিটিশ শাসক কর্মচারীদের নিধনের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। তিনি তখন বিবাহিত হলেও স্বেচ্ছায় অ্যাকশনে সক্রিয় ভূমিকা নিতে চান। পূর্ববঙ্গের কুখ্যাত লাট ব্যাম্‌ফীল্ড ফুলারকে হত্যার চেষ্টায় পূর্ববঙ্গ ও আসামের বিভিন্ন স্থানে ঘুরেও আক্রমণের সুযোগ পান নি। বাস্তববুদ্ধিবশত তিনি দলের সাংগঠনিক দুর্বলতা উপলব্ধি করেন। অস্ত্র প্রস্তুত ও বিপ্লবী দলের কাজ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য জুলাই ১৯০৬ খ্রী· পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রির টাকায় ইউরোপে যান। প্যারিসে পৌঁছে গুপ্ত বিপ্লবী দলের সঙ্গে কিছু সংযোগ স্থাপন করেন। এই কার্যে তাঁর অর্থ নিঃশেষ হয়ে গেলে বিদেশের ভারতীয় বিপ্লবী শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার কাছে সাহায্যের আবেদন করেন। তাঁরই আহ্বানে তিনি লণ্ডনে এসে কৃষ্ণবর্মা-প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়া হাউস' নামে ভারতীয় ছাত্রদের আবাসে কাজ করতে থাকেন। বহু চেষ্টায় এক ভারতীয় রত্ন-ব্যবসায়ীর সাহায্যে নিজ আবাসে একটি ক্ষুদ্র রসায়নগার খুলে বোমা প্রস্তুত-বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। কিন্তু ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের নজরে পড়ায় তাঁকে প্যারিসে ফিরে যেতে হয়। এখানে তিনি প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী নেত্রী মাদাম কামা-র সঙ্গে পরিচিত হন। কামা-র সাহায্যে ফরাসী সোশ্যালিস্ট দলের গুপ্ত সংগঠনের কর্মীদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁদের কাজকর্ম শিখতে থাকেন। মাদাম কামা ও শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার কথামত তিনি প্যারিসে প্রথম জাতীয় পতাকা প্রস্তুত করেন। ফরাসী বিপ্লবীগণ তাঁকে মারাত্মক বোমা প্রস্তুতের প্রণালী শেখান। ঈপ্সিত অভিজ্ঞতা অর্জন করে তিনি ১৯০৭ খ্রী· দেশে ফেরেন। এখানকার সাংগঠনিক নেতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সঙ্গে মতদ্বৈধ থাকলেও একযোগে কাজ করেন। তাঁর প্রস্তুত প্রথম বোমাটি ফরাসী চন্দননগরে মেয়রের উপর নিক্ষেপ করা হয়, কিন্তু মেয়র বেঁচে যান। তাঁর দ্বিতীয় বিখ্যাত বোমা (পুস্তকাকৃতি এবং স্প্রিংযুক্ত) অত্যাচারী কিংসফোর্ডকে পাঠানো হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পুস্তকখানি না খোলায় কিংসফোর্ড রক্ষা পান। তৃতীয় বোমাটি ৩০·৪·১৯০৮ খ্রী· ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হয়। ২৫·৫·১৯০৮ খ্রী· কলিকাতায় মুরারিপুকুর বাগানবাড়ি খানাতল্লাসী করা হলে নেতৃস্থানীয় অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও গ্রেপ্তার হন। বিচারে তাঁর দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। মামলা চলাকালে তিনি এবং সত্যেন বসু বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে হত্যার পরিকল্পনা করেন ও পরে তা কার্যকরী করা হয়। ১৯২১ খ্রী· মুক্তি পেয়ে কিছুদিন ছবি

এঁকে জীবিকানির্বাহের চেষ্টা করেন। পরবর্তী জীবনে ভীষণরকম 'সিনিক' হয়ে ওঠেন। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দলের সঙ্গেও কিছুদিন কাজ করার চেষ্টা করেন। জীবনের শেষভাগে স্বগ্রামে নির্বিঘ্ন শান্তিতে কাটান। এ সময় ছবি আঁকা ও ফটোগ্রাফি নিয়ে থাকতেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ: 'বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা'। বাঙলার প্রথম সশস্ত্র রাজনৈতিক বিপ্লব-প্রচেষ্টার ইতিহাস নিরপেক্ষ বিশ্লেষণসহ তিনি এই পুস্তকে বিবৃত করেছেন। হেমচন্দ্রই আলীপুর বোমা মামলার একমাত্র আসামী যিনি বারীন ঘোষ ইত্যাদির প্ররোচনা সত্ত্বেও পুলিসের কাছে কোন বিবৃতি দেন নি। [৪, ৫৪, ৮২, ১২৪, ১৪৯]

হেমচন্দ্র খাসনবীশ (? - ১৭.৯.১৯৩৮) ফরিদপুর। ছাত্রাবস্থাতেই গুপ্ত বিপ্লবীদলে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হন। এই জেলার প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি বহুবার কারাবরণ করেছেন। ক্ষয়রোগে মৃত্যু। [১০]

হেমচন্দ্র ঘোষ (২৪.১০.১৮৮৪ - ৩১.১০.১৯৮০) গাভা—বরিশাল। আইন ব্যবসায়ী পিতা মথুরানাথের কর্মক্ষেত্র ঢাকায় জন্ম এবং সেখানেই তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল। অগ্নিযুগের বিশিষ্ট বিপ্লবী, 'মুক্তিসঙ্ঘে'র প্রতিষ্ঠাতা। ঢাকার জুবিলী স্কুলের ছাত্রাবস্থায় সশস্ত্র আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট হন। তাঁর শরীর চর্চার গুরু ছিলেন শ্যামাকান্ত ও পরেশনাথ। লাঠিখেলার দীক্ষা বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাসের কাছে। রাজনৈতিক জীবনের শুরু ১৯০১ খ্রী.। উল্লাসকর দত্তের সহায়তায় ঐ বছরই বারীন ঘোষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। অনুশীলন ও যুগান্তর গোষ্ঠির সঙ্গে সংযোগ রেখে তিনি নতুন দল গঠনের প্রেরণা অনুভব করেন। ১৯০৫ খ্রী. শ্রীশচন্দ্র পাল, হরিদাস দত্ত, গুণেন ঘোষ, প্রমুখ সহযোগীদের নিয়ে 'মুক্তিসঙ্ঘ' গঠন করেন। দলের তিনি ছিলেন বড়দা এবং হরিদাস দত্ত মেজদা। ১৯০৮ খ্রী. থেকে ১৯১৫ খ্রী. পর্যন্ত আত্মোন্নতি সমিতির সহযোগিতায় মুক্তিসঙ্ঘ একাধিক বিপ্লব প্রচেষ্টা সম্পন্ন করেছে। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রফুল্ল চাকীর গ্রেপ্তার-কারক নন্দলাল ব্যানার্জীর হত্যা (৯.১১.১৯০৮) এবং 'রডা-অস্ত্র-অপহরণ' (২৬.৮.১৯১৪)। ১৯০৯ খ্রী. আগরতলায় গ্রেপ্তার হয়ে এক বছর জেলে কাটান। ভারতরক্ষা আইনে ছয় বছর কারারুদ্ধ থাকার পর ১৯২০ খ্রী. ছাড়া পেয়ে কলিকাতায় আসেন ও গোপনে দল সংগঠনে সক্রিয় হন। বিপ্লব আয়োজনের উদ্দেশ্যে ১৯২৬ খ্রী. 'বেণু' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯২৮ খ্রী. কলিকাতা কংগ্রেসে তিনি ও তাঁর দল বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। এই অধিবেশনে 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' নামে পুরোপুরি সামরিক ধাঁচে যে স্বেচ্ছাসেবক দলটি গঠিত হয়েছিল তার কার্যাবলী মুক্তিসঙ্ঘের সদস্যদের পরিচালনায় পরবর্তীকালে বাংলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এই দলের সদস্যরা মেদিনীপুরের তিনজন এবং কুমিল্লার একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করেন। হেমচন্দ্র ও সত্যরঞ্জন বক্সি পরিচালিত 'মুক্তিসঙ্ঘ' চিহ্নিত হয় 'বি-ভি-' (বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স) নামে। বিনয়-বাদল-দীনেশের অলিন্দ-যুদ্ধকে সফল করতে সহায়তা করেন। ১৯৩০ খ্রী. দার্জিলিং-এ তদানীন্তন বাংলার গভর্নর জন অ্যাণ্ডারসনকে হত্যার চেষ্টা করেন। ১৯৩৮ খ্রী. সুভাষচন্দ্রের সমর্থনে সরব হন। ১৯৩০ খ্রী. থেকে ১৯৪৬ খ্রী. মধ্যে জেলের বাইরে ছিলেন মাত্র দেড় বছর। এই অকৃতদার বিপ্লবী ভারত সরকারের 'তাম্রপত্র' প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। [১৬, ৮২]

হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮ - ১৮৯৬) হালিসহর—চব্বিশ পরগনা। ধরনীধর। দরিদ্রের সন্তান তিনি নিজের অধ্যবসায়ে এবং ডাফ ও বোমাট সাহেবের আনুকূল্যে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরেই তিনি এন্ট্রান্স পাশ করেন। তখন তিনি চুঁচুড়ার ডাফ স্কুলের শিক্ষক। শিক্ষকতা করতে করতে ১৮৬৭ খ্রী. দর্শনশাস্ত্রে এম.এ. পাশ করেন। কিছুদিন অধ্যাপনা করার পর বি.এল. পাশ করে হুগলী আদালতে ওকালতি শুরু করে প্রচুর অর্থ ও সুনাম লাভ করেন। দাতা হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। [২৩২]

হেমচন্দ্র নস্কর (? - ১৩.১১.১৯৬০)। ১৯১৬ খ্রী. মানিকতলা পৌরসভার কমিশনার পদের নির্বাচন-কাল থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা। তিনি পরে কলিকাতা পৌরসভার কাউন্সিলার এবং ক্রমে অল্ডারম্যান ও ডেপুটি মেয়র পদে নির্বাচিত হন। ১৯১৭ - ১৯২৯ খ্রী. বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য ছিলেন। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার সদস্যরূপে আমৃত্যু কাজ করে গেছেন। পরিষদীয় রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাঁর উদার ও ভদ্র স্বভাবের জন্য সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন এবং কোন সময়ে তাঁকে বিরোধী দলের তীব্র সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়নি। [১০]

হেমচন্দ্র নাগ (১৮৭০ - ১৬.৪.১৯৫৩) আচুটিয়া—ময়মনসিংহ। যৌবনেই সাংবাদিকতা-বৃত্তি গ্রহণ করে স্যার সুরেন্দ্রনাথের সহকারিরূপে 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় কাজ করেন ও পরে দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকায় যোগ দেন। ১৯৩৭ খ্রী. থেকে 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জাতীয়তাবাদী সাংবাদিকরূপে সংবাদপত্র জগতে তাঁর বিশিষ্ট আসন ছিল। [৫]

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭.৪.১৮৩৮ - ২৪.৫.১৯০৩) গুলিটা—হুগলী। কৈলাসচন্দ্র। খ্যাতনামা কবি। ১৮৫৯ খ্রী. কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। কিছুদিন মিলিটারি অডিটার-জেনারেল অফিসে কেরানীর কাজ করেন। পরে ক্যালকাটা ট্রেনিং অ্যাকাডেমির প্রধান-শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৬১ খ্রী. এল.এল. ডিগ্রী লাভ করার পর কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন এবং ১৮৬২ খ্রী. মুন্সেফ পদ পান। কয়েক মাস পর তিনি পুনরায় হাইকোর্টে ওকালতিতে ফিরে এসে ১৮৬৬ খ্রী. বি.এল.

পাশ করেন। এপ্রিল ১৮৯০ খ্রী· সরকারী উকিল নিযুক্ত হন। হেমচন্দ্রের প্রধান পরিচয়—তিনি একজন দেশপ্রেমিক যশস্বী কবি। তাঁর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ রচনা 'বৃত্রসংহার' কাব্য (১৮৭৫ - ৭৭, ২ খণ্ড)। এই কাব্যগ্রন্থে তিনি পৌরাণিক কাহিনীর সাহায্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আহ্বান জানিয়েছিলেন। জুলাই ১৮৭২ খ্রী· 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় তাঁর 'ভারত সঙ্গীত' কবিতাটি প্রকাশিত হলে তিনি সরকারের রোষানলে পড়েন এবং সম্পাদক ভূদেব মুখোপাধ্যায়কেও সরকারের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। এই কবিতায় স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষভাবে ভারতবাসীকে অধীনতার পাশ থেকে মুক্ত হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। 'ভারতবিলাপ', 'কালচক্র', বীরবাহুকাব্য', 'রিপন উৎসব', 'ভারতের নিদ্রাভঙ্গ', প্রভৃতি রচনায়ও তিনি নির্দ্বিধায় স্বদেশপ্রেম প্রকাশ করেছেন। 'গঙ্গা' ও 'জন্মভূমি' রচনা দুইটিও এই ভাবপ্রচারের সহায়ক ছিল। কাব্যের মাধ্যমে নারীমুক্তি, বিশেষ করে বিধবা রমণীর ওপর হিন্দুসমাজের নির্দয়তার প্রতি আঘাত হানেন। তাঁর 'কুলীন মহিলা বিলাপ' কবিতাটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহরোধ আন্দোলনের সহায়ক হয়। কবিরূপে তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয়ধর্মের মানুষের আবাসভূমিরূপে বাঙলাকে দেখেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই প্রথম জাতীয় কবি যিনি সমগ্র স্বাধীন ভারতের এক সংহতিপূর্ণ চিত্র দেখেছিলেন। জীবনের শেষপর্যায়ে এই মহান কবি অন্ধ হয়ে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বহু কষ্টে দিন কাটান। 'চিন্তাতরঙ্গিণী', 'আশাকানন', 'ছায়াময়ী', 'দশমহাবিদ্যা', 'কবিতাবলী' প্রভৃতি তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা। [২, ৩, ৭, ৮, ২৫, ২৬]

হেমচন্দ্র বসু। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে হেমচন্দ্র ও বিহারের আজিজউল হক অঙ্গুলী ছাপ বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। উক্ত শতাব্দীর মধ্যভাগে হুগলী জেলার রাজপুরুষ রামগতি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উইলিয়ম হার্চেল টিপ-সই-বিষয়ে যে তথ্য সংগ্রহ করেন তার ওপর ভিত্তি করে হাতের ছাপের বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়। ১৮৯৩ খ্রী· ভারতবর্ষে ইংরেজ এবং ভারতীয় কর্মচারীদের সাহায্যে অপরাধী নির্ণয় ও সনাক্ত করার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম 'ফিঙ্গার-প্রিন্ট ব্যুরো' অর্থাৎ টিপশালা স্থাপিত হয়। কলিকাতার টিপশালাকে আদর্শ করে ইংল্যাণ্ডের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ও পরে ১৯০৮ খ্রী· মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে বহু টিপশালা স্থাপিত হয়। [৩]

হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন (? - ১৯০৬) মজিলপুর—চব্বিশ পরগনা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিয়ন্ত্রণে এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের অর্থানুকূল্যে বাংলা ভাষায় অনূদিত মহাভারত কাব্যের তিনি একজন অনুবাদক ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম সমগ্র বাল্মীকি রামায়ণ বাংলায় অনুবাদ করেন। এছাড়া শ্রীশ্রীচণ্ডী ও বেদান্তদর্শন সম্পাদন করেন এবং ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য এবং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সহকারী সম্পাদক ছিলেন। [১৭২]

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য। পূর্ববঙ্গ। আন্তঃরাজ্য ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাজশাহী জেলে তিনি মারা যান। [৪২]

হেমচন্দ্র মল্লিক। রাজা সুবোধ মল্লিকের পিতৃব্য। তিনি বাঙলাদেশে প্রথম স্থায়ী বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপন-কার্যে পি· মিত্রকে নানাভাবে সহায়তা করেন। [৫৪]

হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়[১] (১৮৮৮ - ১৯৩১) বঙ্গশ্রী—বরিশাল। দিনেশচন্দ্র। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে এন্ট্রান্স পর্যন্ত পড়েন। পরে নিজের অধ্যবসায়ে বাংলা, সংস্কৃত, ও ইংরেজীতে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর কবিত্বশক্তি স্ফুরিত হয়। নৃত্য, গীত, বাদ্য, অভিনয় ও কথকতায় বিশেষ দক্ষতা ছিল। অশ্বিনীকুমার দত্তের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাঁর বহু কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বহু দেশাত্মবোধক কবিতাও রচনা করেছেন। তাঁর অনেক গান চারণকবি মুকুন্দদাস গাইতেন। 'কণা', 'জোয়ার', 'প্রতিষ্ঠা', ও 'পূজা' কাব্যগ্রন্থ এবং 'উৎসব' ও 'আদর্শ বা দাদাঠাকুর' নাটক তাঁর সার্থক রচনা। [১৫৬]

হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়[২] (১৯১৯ ? - ৯.১.১৯৭১)। ১৯৪৪ খ্রী· থেকে ১৯৫০ খ্রী· পর্যন্ত তিনি ভারতের হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। [১৬]

হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়[৩] (১৮৯৬ - ৬.৪.১৯৮৩) উদ্ভিদবিদ্যার খ্যাতনামা অধ্যাপক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। অধ্যাপনা শুরু আশুতোষ কলেজে, পরে সিটি কলেজে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রধান, আনন্দমোহন কলেজে সহ-অধ্যক্ষ, রামমোহন কলেজে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগীয় প্রধান হন। ১৯৬৫ খ্রী· অবসর গ্রহণ করেন। উদ্ভিদ বিদ্যার উপর বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম বই লেখেন। ইংরেজীতেও তাঁর লেখা বই আছে। [১৬]

হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী (৬.৪.১৮৯২ - ৪.৫.১৯৫৭) পোনাবালিয়া—বরিশাল। মনোরঞ্জন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। ১৯০৭ খ্রী· বরিশাল ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশন থেকে এন্ট্রান্স এবং ১৯১১ খ্রী· কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে স্নাতক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ায় 'ঈশান স্কলার' মনোনীত হন। ১৯১৩ খ্রী· এম.এ· পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান, ১৯১৯ খ্রী· 'গ্রিফিথ' পুরস্কার এবং ১৯২১ খ্রী· পি-এইচ·ডি· উপাধি লাভ করেন। ১৯১৩ - ১৪ খ্রী· কলিকাতার বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপনার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু। এর পর 'বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিসে' যোগ দিয়ে প্রেসিডেন্সী ও চাটগাঁ সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯১৭ খ্রী· স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। ১৯২৮ খ্রী· ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর কর্মরত ছিলেন। ১৯৩৬ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও

সংস্কৃতি বিভাগের কারমাইকেল প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে ১৯৫২ খ্রী· অবসর নেন। পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক সংস্থা কর্তৃক সম্মানিত হয়েছিলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'Political History of Ancient India', 'Materials for the Study of the Early Vaishnaba Sect', 'Studies in Indian Antiquities', 'History of Bengal', 'Early History of the Deccan' প্রভৃতি। [১৬৫, ১৯৮]

হেমন্তকুমার চক্রবর্তী (১৯০২ - ৬·৯·১৯৭৯) নোয়াখালি। শিক্ষাবিদ্। ১৯২৮ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম·এ· পাশ করে বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন ও ক্রমে বাংলা বিভাগের প্রধান হন। আইন পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। 'নোয়াখালি সম্মিলনী'র সম্পাদক হিসাবে নোয়াখালি দাঙ্গায় ত্রাণকার্য পরিচালনা করেন। মথুরা রোড স্টেশনে উদ্বাস্তু ছাত্রদের জন্য হোস্টেলসহ একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তাঁর দমদমের বসতবাটি তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে যান। [১৬]

হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৭ - ?) পাঠকপাড়া — বাঁকুড়া। ছাত্রাবস্থাতেই বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। ১৯২০ খ্রী· কলিকাতায় ছাত্রদলের শোভাযাত্রা পরিচালনাকালে পুলিশ কর্তৃক প্রহৃত ও বন্দী হন। কারামুক্তির পর কিছুদিন আসাম অঞ্চলে যোগেশ চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগে বিপ্লব কর্মে সক্রিয় থাকেন। শিলং-এ একটি বাংলা পত্রিকা চালু করেন। এখানেও কারারুদ্ধ ছিলেন। পরে কলিকাতায় ফিরে আসেন। সাপ্তাহিক ও মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন; পত্রিকার প্রথম সম্পাদক তাঁর বন্ধু যোগানন্দ দাস। এক সময়ে গোপনে পাঞ্জাবে চলে যান এবং ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের সঙ্গে মিলিত হন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী হেমন্তকুমারকে পুলিশ ধরতে না পেরে তাঁকে মৃত বলে দাবী করে। এদিকে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি ফ্রান্সে চলে যান। সেখান থেকে ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় ভারতের স্বাধীনতা বিষয়ে লেখালেখি করতেন। যুদ্ধশেষে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহৃত হলে তিনি লণ্ডনে এসে বি·বি·সি·-তে যোগ দেন। দেশ স্বাধীন হবার পর কলিকাতায় ফিরে আসেন। 'Chouranghee' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। পিতৃব্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'Modern Review' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [২০২]

হেমন্তকুমার তরফদার (১৯০৫ - ২·৪·১৯৮৪) যশোহর। বিপ্লবী। দশ বছর বন্দীজীবন যাপন করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ধানবাদের হিন্দু মিশনের মাধ্যমে সমাজসেবার কাজ করেছেন। 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত পুস্তক: 'বিপ্লব ও মুক্ত সমাজ'। [১৬]

হেমন্তকুমার দাস (১৯২৫ - ২৭·৯·১৯৪২) কাদুয়া — মেদিনীপুর। ভজহরি। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের সময় বেলবনি ক্যাম্পে পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে ঐদিনই মারা যান। [৪২]

হেমন্তকুমার নায়েক (১৮৭৮ - ১৯৩২) মসুরিয়া — মেদিনীপুর। রাজনৈতিক কর্মিরূপে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। পুলিসের গুলিতে আহত হয়ে মারা যান। [৪২]

হেমন্তকুমার বসু (৫·১০·১৮৯৫ - ২০·২·১৯৭১) কলিকাতা। ১৯০৫ খ্রী· ১০ বছর বয়সে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে পরের বছর 'অনুশীলন সমিতি'র সদস্য হন। ১৯০৭ খ্রী· স্বেচ্ছাবাহিনী নিয়ে জনসেবায় সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। ১৯০৮ খ্রী· 'অনুশীলন সমিতি' বে-আইনী ঘোষিত হলে গুপ্তভাবে কাজ শুরু করেন এবং বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৯১৩ খ্রী· ছাত্রাবস্থায় বর্ধমানের বন্যা-দুর্গতদের ত্রাণকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১৪ খ্রী· ভারতে ব্রিটিশ-শাসকদের ক্ষমতাচ্যুত করবার জন্য মহাবিপ্লবী রাসবিহারী ও বাঘা যতীনের নেতৃত্বে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন এবং অরবিন্দ ঘোষ, চারু রায়, ভূপেন দত্ত প্রমুখের সঙ্গে আত্মগোপন করে থাকেন। এই বছরই সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। ১৯২১ খ্রী· কলেজ ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হন। ১৯২৪ খ্রী· দেশবন্ধুর নেতৃত্বে কাজ করেন। এই সময়ে কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে সক্রিয় অংশ নেন। এই বছর সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হলে তার প্রতিবাদে ও তাঁর মুক্তির দাবিতে তিনি সভা-পথসভা করে গ্রেপ্তার বরণ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কিছুকাল সামরিক বাহিনীতে কাজ করেছিলেন। ১৯৩০ খ্রী· মহিষবাথান লবণ আন্দোলন ও ১৯৩১ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হন। মুক্তি পেয়ে ঐ দিনই প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করে গ্রেপ্তার হন ও তাঁর ৬ মাসের কারাদণ্ড হয়। ১৯৩২ খ্রী· জেল থেকে মুক্তির পর জেলায় জেলায় সংগঠনের কার্যে ব্রতী হন। ১৯৩৪ খ্রী· স্বাধীনতা-দিবস পালন করার জন্য কারাবরণ করেন। ১৯৩৮ খ্রী· কংগ্রেসের সঙ্গে মতবিরোধে তিনি সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন জানান। ১৯৩৯ খ্রী· সুভাষচন্দ্রের নির্দেশে বামপন্থী দলগুলিকে সংহত করার চেষ্টা করেন এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি পুনঃপুনঃ গ্রেপ্তার হতে থাকেন। একই বছরে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ ও গ্রেপ্তার বরণ করেন। সুভাষচন্দ্র স্বগৃহ থেকে রহস্যময়ভাবে অন্তর্ধান করলে তাঁকেই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হয়। ১৯৪২ খ্রী· থেকে শুরু হয় আপসহীন সংগ্রাম। ১৯৪৬ খ্রী· রাজ্য বিধানসভার সদস্য হন। কংগ্রেস সংসদীয় দলের সেক্রেটারী থাকা কালে ১৯৪৮ খ্রী· কংগ্রেস ত্যাগ করে বিধানসভার সদস্য পদে ইস্তফা দিলেও পুনরায় নির্বাচিত হন। এরপর প্রতিটি নির্বাচনেই তিনি ফরোয়ার্ড ব্লক

প্রার্থিরূপে জয়ী হয়েছেন। ১৯৬৭ খ্রী· যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পূর্তমন্ত্রী ছিলেন। গোয়ামুক্তি আন্দোলন, ট্রাম আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলনসহ বিভিন্ন আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে কারাবরণ করেন। ১৯৬৯ খ্রী· শারীরিক অসুস্থতার জন্য মন্ত্রিত্বগ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের নিরলস কর্মিনেতা এবং সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় তিনি অজাতশত্রু ব'লে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে একদল যুবকের হাতে অত্যন্ত নৃশংসভাবে তাঁর মৃত্যু ঘটে। [১৬]

হেমন্তকুমার সরকার। বাগআঁচড়া — নদীয়া। মদনমোহন। নদীয়া কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও স্বারাজ্য দলের চীফ হুইপ। কটক র‍্যাভেন শ কলেজিয়েট স্কুল, কৃষ্ণনগর কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার কালে ১৯২০ - ২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। এই আন্দোলনে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে প্রথম আইন অমান্য করে কারাবরণ করেন। এর পরে কংগ্রেস সংগঠনে ও স্বরাজ্য দলের আইনসভার কাজে যোগ দেন। নদীয়া থেকে স্বরাজ্য পার্টির মনোনীত প্রার্থিরূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং দলের চীফ হুইপ হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। মাঝে কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে মতভেদ হলে কংগ্রেস ত্যাগ করে শ্রমিক সংগঠনের কাজে মন দিয়ে মৎস্যজীবী সমিতি ও ঝল্লমল্ল সমিতি গঠন এবং কৃষ্ণনগরে শ্রমজীবী নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৪ খ্রী· পুনরায় কংগ্রেস-প্রার্থিরূপে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ নির্বাচনে দাঁড়িয়ে পরাজিত হলে আবার কিছুদিন রাজনীতি থেকে দূরে থাকেন। ১৯৪০ খ্রী· জেলা এড-হক কমিটি গঠিত হলে তিনি কংগ্রেসে ফিরে এসে এড-হক কমিটির সদস্য হন। এই সময় গান্ধীজী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ শুরু করলে তিনি এই যুদ্ধবিরোধী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে এক বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। সাহিত্যিক ও সাংবাদিক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। নদীয়া থেকে 'জাগরণ' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা বহুদিন সম্পাদনা করেন। 'পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা' নামে দৈনিকের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। সুভাষচন্দ্র 'ভারত পথিক' গ্রন্থে লিখেছেন 'হেমন্তই (H) আমাকে রাজনীতিতে আনে।' [১৭, ১৮০]

হেমন্তকুমারী চৌধুরী (১৮৬৮ - ১৪·২·১৯৫০) বর্ধমান। লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত নবীনচন্দ্র রায়। লাহোরে জন্ম। সাহিত্যিক ও সমাজসেবী। ১৮৮০ খ্রী· পাঞ্জাব থেকে এসে বেথুন স্কুলের বোর্ডিং-এ ভর্তি হন। পিতার ঘনিষ্ঠ বন্ধু শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর স্থানীয় অভিভাবক ছিলেন। স্কুলে হেমলতা সরকার, সরলা দেবী, হেমপ্রভা বসু, যামিনী সেন, প্রিয়ম্বদা দেবী, স্বর্ণপ্রভা বড়ুয়া তাঁর সহপাঠিনী ছিলেন। ১৭ বছর বয়সে শ্রীহট্টের শিক্ষানুরাগী জননেতা রাজচন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ হয়। বিবাহের পর স্বামীর কর্মস্থল প্রথমে শিলং ও শ্রীহট্টে বাস করেন। শিলং-এ থাকাকালীন সেখানকার মেয়েদের উন্নতির জন্য বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, সূচীশিল্প ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন এবং তাঁরই চেষ্টায় সেখানে মেয়েদের হাসপাতাল স্থাপন ও মেয়ে চিকিৎসক নিযুক্ত হয়। শ্রীহট্টে আসার পর স্বামীর সহযোগে সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বহুবিধ কাজে যুক্ত হন। বনলতা দেবীর 'অন্তঃপুর' পত্রিকা মাঘ ১৩০৭ থেকে বৈশাখ ১৩১১ ব· পর্যন্ত সম্পাদনা করেন। এর আগে বিবাহের পূর্বে পিতার উৎসাহে তিনি লাহোরে মহিলা সমিতি করেছিলেন। হিন্দীতে 'সুগৃহিণী' পত্রিকা প্রকাশ করেন (১৮৮৮)। বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারতেন। শ্রীহট্টে থাকার সময় চা বাগানের কুলী মজুরদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সর্বজাতি-ধর্মনির্বিশেষে মেয়েদের সভা করে সই সংগ্রহ করে তৎকালীন কমিশনার কটন সাহেবের কাছে আবেদন নিয়ে যান। প্রৌঢ়াবস্থায় পাতিয়ালায় লেডি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হয়ে চলে যান। সেখানে হিন্দী ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা ও পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রবাসী বঙ্গ মহিলাদের নেত্রীস্থানীয়া ছিলেন এবং প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে একবার সভাপতিত্ব করেন। পাতিয়ালায় থাকার সময়ে সরকারের অনুরোধে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল স্কুল স্থাপন ও পরিচালনা করেন। ১৯৩০ - ১৯৫০ খ্রী· দেরাদুনে ছিলেন। কিছুকাল দেরাদুন মিউনিসিপালিটির কমিশনার ছিলেন। দেরাদুনে মৃত্যু। রচিত গ্রন্থ: 'আদর্শমাতা', 'নবীন শিল্পমালা' (উলবোনার বই), 'নারী পুষ্পাবলী' (মহৎ মেয়েদের জীবনী)। তিনি টেকস্ট বুক কমিটি কর্তৃক পুরস্কৃত হন। তাঁদের ১১ টি পুত্রকন্যার মধ্যে কন্যা ডাঃ সুজাতা চৌধুরী প্রথম মহিলা W.M.S.। অপর কন্যা শিল্পী প্রেমজা চৌধুরী। [১৭৪, ১৯১]

হেমন্তবালা দেবী (১৮৯৪ - ১·৬·১৯৭৬) গৌরীপুর — ময়মনসিংহের দানবীর, শিল্পী, সঙ্গীতানুরাগী জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কন্যা ও নাটোরের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ জমিদার পরিবারের কুলবধূ হেমন্তবালা জীবনের পরম আধ্যাত্মিক সংকটে 'কবিদাদা' রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যে পত্রালাপ শুরু করেন তার সাহিত্যিক মূল্য কবির স্বীকৃতি লাভ করেছিল। কবির কাছে হেমন্তবালার পরিচয় যখন স্পষ্ট হয়নি তখন কবি এক পত্রে তাঁকে লিখেছেন, "তোমার লেখা থেকে এটুকু বুঝতে পেরেছি যে তুমি লিখিয়ে, অর্থাৎ আমাদেরি দলের লোক (১৯ বৈশাখ, ১৩৩৮)। তাঁর লেখা 'পুরনো দিনের কথা', 'গল্পভারতী' পত্রিকায় (১৩৭৬ ব·) প্রকাশিত হয়। মহিলামহল, ঘরে বাইরে প্রভৃতি পত্রিকাতেও লিখতেন। [১৪৯]

হেমপ্রভা মজুমদার (১৮৮৮ - ৩১·১·১৯৬২) নোয়াখালী। গগনচন্দ্র চৌধুরী। স্বামী — বসন্তকুমার কুমিল্লা জেলায় যুগান্তর পার্টি সংগঠনে অগ্রণী এবং একনিষ্ঠ কংগ্রেসসেবী ছিলেন। ১৯২১ খ্রী· তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন। ৬·১২·১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেশবন্ধু-পুত্র চিররঞ্জনকে পুলিস মারাত্মকভাবে প্রহার করলে মৃত্যুর খবর রটে যায়।

সেইসময় তিনি জেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সঠিক খবর জানবার জন্য চিররঞ্জনের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি আদায় করেন। ১৯২১ খ্রী· উর্মিলা দেবী প্রতিষ্ঠিত 'নারী কর্মমন্দিরে'র ভারপ্রাপ্ত হয়ে সভা-সমিতি ও আন্দোলন পরিচালনা করেন। এইসময়ে কলেজ স্কোয়ারে পুলিসের প্রহার থেকে একটি ছেলেকে রক্ষা করতে গিয়ে আহত হন। চাঁদপুর ও গোয়ালন্দ স্টীমার-ধর্মঘটে (১৯২১) তিনি সর্বরকমে স্বামীকে সহায়তাদান এবং এইসময় গোয়ালন্দে একটি স্বেচ্ছাসেবিকা দল গঠন করেন। নারায়ণগঞ্জে স্টীমার-ধর্মঘটেও সহায়তা করেন এবং মহিলাদের সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯২২ খ্রী· কলিকাতায় 'মহিলা কর্মী সংসদ' গঠন করেন। ১৯৩০ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে ১ বছরের জন্য কারারুদ্ধ হন। এইসময় একই সঙ্গে তাঁর দুই কন্যাও কারাবরণ করেন। ১৯৩৭ খ্রী· বঙ্গীয় প্রাদেশিক বিধানসভার সদস্য হন। ১৯৩৯ খ্রী· সুভাষচন্দ্রের 'ফরোয়ার্ড ব্লকে' যোগ দেন। ১৯৪১ খ্রী· নেতাজীর অন্তর্ধানের পর তাঁর ওপর ফরোয়ার্ড ব্লকের অনেক ভার ন্যস্ত হয়। ১৯৪৪ খ্রী· তিনি কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান হয়েছিলেন। দেশবিভাগের পর তিনি পূর্ব-পাকিস্তানেই থেকে যান। তাঁর এক পুত্র তারিণী ঢাকা তালবাজার কেস-এ পুলিশের গুলিতে মারা যান। চলচ্চিত্রকার সুশীল মজুমদার তাঁর অপর এক পুত্র। [৪, ২৯, ১৪৯]

হেমলতা দেবী[১] (১৮৬৮ -১৯৪৩) মজিলপুর—চব্বিশ পরগনা। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী। স্বামী ডাঃ বিপিনবিহারী সরকার। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' নামক পাঠ্যপুস্তকের রচয়িত্রী। বিবাহের পর স্বামীর কর্মক্ষেত্র নেপালে বসবাস করতেন। এ সময়ে তাঁর রচিত 'নেপালে বঙ্গনারী' প্রকাশিত হয়। তিনি অপর দুইজন ব্রাহ্ম মহিলার সাহায্যে দার্জিলিঙে 'মহারাণী গার্লস হাইস্কুল' স্থাপন করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের তিনিই প্রথম নির্বাচিত মহিলা সদস্য। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'তিব্বতে তিন বছর', 'আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন কথা' প্রভৃতি। বিজ্ঞানী বিজলীবিহারী সরকার তাঁর পুত্র। [৮৭, ১৪৯]

হেমলতা দেবী[২] (১৭শ শতাব্দী)। বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বিরের গুরু শ্রীনিবাস আচার্য। সাধিকা, কবি ও আচার্যা। বালবিধবা। পিতৃগৃহে থেকে পিতার সাধনা ও কাব্য চর্চার ঐতিহ্য সযত্নে রক্ষা করেন। সুকণ্ঠের অধিকারিণী, ধ্রুপদাঙ্গ কীর্তন সঙ্গীত পারদর্শিনী। খেতুরীতে দ্বিতীয় বৈষ্ণব মহাসম্মেলনে পিতার সঙ্গে প্রতিনিধিরূপে যোগ দেন। পিতার দেহাবসানের পর পিতার রাধারমণ জিউর সেবিকা ও মঠাধ্যক্ষা নিযুক্ত হন। পুরী, বৃন্দাবন, নবদ্বীপের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ তাঁকে আচার্যারূপে বরণ করেন। তাঁর রচিত 'মানবী বিলাস' গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে পরকীয়া সাধন পদ্ধতির আকর গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত। কবি যদুনন্দন দাসের তিনি দীক্ষাগুরু। কবি গতিগোবিন্দ তাঁর ভ্রাতা। [২০২]

হেমলতা দেবী, ঠাকুর (১৮৭৩ - ১৯৬৭)। কৃষ্ণনগর — নদীয়া। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ললিতমোহন। রামমোহন রায়ের পৌত্রীর পৌত্রী ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের পত্নী। তাঁর বিদ্যানুরাগ ও সাহিত্যপ্রীতি পিতৃগৃহে ও শ্বশুরালয়ে সমান উৎসাহ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁকে ইংরেজী শেখাবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাঁর রচিত 'জ্যোতি', 'অকল্পিতা', 'আলোর পাখী' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য গ্রন্থ: 'দুনিয়ার দেনা', 'দেহলি', 'জল্পনা', 'মেয়েদের কথা', 'শ্রীনিবাসের ভিটা', 'দু পাতা' প্রভৃতি। তিনি 'সরোজনলিনী-নারীমঙ্গল সমিতি'র সম্পাদিকা, 'বসন্তকুমারী বিধবাশ্রমে'র পরিচালিকা ও 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত 'লীলা' পুরস্কার তিনিই প্রথম পান। শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ে তিনি ছিলেন শিশুদের 'বড়মা'। [৫, ৪৪, ২২৩]

হেমেন গাঙ্গুলী (১৯২৫ - ১৯·৩·১৯৭৩) রাঁচি। রায়বাহাদুর শচীন্দ্রনাথ। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি·এ· পরীক্ষায় সংস্কৃত অনার্সে প্রথম, ইংরেজীতে এম·এ· (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম) এবং প্যারিসে ফরাসী সাহিত্যের পরীক্ষায়ও প্রথম হন। বিভিন্ন ভাষায় কবিতা লিখে সাহিত্যিক মহলে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন। তাঁর রাঁচির বাড়ির বিরাট লাইব্রেরীটি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের পরিচায়ক। সুবক্তা, নামী রোটারিয়ান, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট ও সেনেটের সদস্য এবং রাঁচি উইমেন্স্ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কর্মজীবনে চলচ্চিত্র প্রদর্শক, পরিবেষক ও প্রযোজক হিসাবে তিনি সাফল্য লাভ করেন। রাঁচির তিনটি সিনেমা-হলের মালিক ছিলেন। হিন্দী সিনেমার সঙ্গে ব্যবসায়সূত্রে অধিকতর জড়িত থাকলেও বাংলা ছবির প্রযোজনা করে ('ক্ষুধিত পাষাণ' ও 'সাগিনা মাহাতো') রুচির পরিচয় দেন। তাঁর মৃতদেহ তাঁর রাঁচির বাড়ির কুয়োর মধ্যে পাওয়া যায়। [১৬]

হেমেন রায় (? - ৩·৯·১৯৪২)। বিহারের মজঃফরপুর জেলার বীরুপুরবাজার গ্রামের বাসিন্দা। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগদানের জন্য স্বগ্রামে সৈন্যদলের গুলিতে নিহত হন। [৪২]

হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী (২৮·৫·১৮৮১ - জুন ১৯৩৮) মুক্তাগাছা — ময়মনসিংহ। পিতা দেবেন্দ্রকিশোর জন্মসূত্রে মুক্তাগাছা ও ভাওয়ালের রাজ-পরিবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অগ্নিযুগের বিপ্লবী। তাঁর শিক্ষা ময়মনসিংহে ও কলিকাতায়। ছাত্রজীবনে ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের রচিত স্বদেশী গান গেয়ে তিনি নব-ভারতের স্বপ্ন দেখতেন। প্রথম যৌবনে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে 'কার্বোনারী' গুপ্ত সমিতি গঠন করেন। ১৯০৪ খ্রী· কলিকাতায় অরবিন্দ ঘোষের সাহচর্যে তিনি তাঁকেই বিপ্লব-গুরু হিসাবে গ্রহণ করেন। বিস্ফোরকের গবেষণা করতেন। সমিতির ধ্যান-ধারণাকে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে 'ডন সোসাইটী', 'অনুশীলন সমিতি' প্রভৃতি বৈপ্লবিক সংগঠনের প্রধানদের সঙ্গে তিনি পরিচিত হতে থাকেন। ময়মনসিংহে তাঁর প্রতিষ্ঠিত

'সাধনা সমাজ' বঙ্গভঙ্গ-রদ আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তাঁর বিপ্লবী সংগঠন তখন শ্রীহট্ট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও ত্রিপুরায় বিস্তৃতিলাভ করে। ১৯০৮ খ্রী· বিপ্লবী হরিকুমার চক্রবর্তীর কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র পান। তাঁর নেতৃত্বে কলিকাতায় তখন তাঁর দলের ঘাটিটি যুগান্তর দলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করছিল। ১৯১৩ খ্রী· সম্মিলিত সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তিনি আসাম, ত্রিপুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে কেন্দ্র স্থাপন করে যুবকদের অস্ত্রশিক্ষা দেন। জমিদার পরিবারের তাঁর বাড়িই ছিল তখন বিপ্লবীদের নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে ভারত-জার্মান সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনের যে আয়োজন হয় তাতে পূর্ব বাঙলার দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর। ১৯১৬ খ্রী· অকস্মাৎ চরম মুহূর্তে গ্রেপ্তার হয়ে খুলনায় অন্তরীণ থাকেন। বাঙলার বিপ্লবীদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষকরূপে দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। জেলে থাকা কালে হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হয়ে সারা জীবন কষ্ট পান। [১০, ১৬]

হেমেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায় (৫·১১·১৮৮৭ - ১৭·১১·১৯৬৩) আটা — ঢাকা। পিতা গোবিন্দকিশোর স্বদেশীযুগে বিলাতী বর্জন করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যোগেন্দ্রকিশোর রাজনৈতিক তৎপরতার জন্য সরকারী পদ থেকে অপসারিত হন। ১৯০৫ খ্রী· যে তরুণদল সরকারী বিদ্যালয় বয়কট করেন তিনি তাঁদের অন্যতম। ১৯০৭ খ্রী· এন্ট্রান্স পরীক্ষা না দিয়ে জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে পাশ করেন এবং সেনহাটী গ্রাম জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হন। এইসময় বিপ্লবী দলে যোগ দেন এবং পূর্ববঙ্গের মালদহ অঞ্চল তাঁর কর্মকেন্দ্র হয়। ২১·৭·১৯১১ খ্রী· জাতীয় বিদ্যালয়ের চেষ্টায় আমেরিকা যান। উইস্‌কন্সিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত অবস্থায় ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে সংগঠন শুরু করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে নিউ ইয়র্ক কমিটির পত্তনে অংশ নেন। ১৯১৫ খ্রী· কৃতিত্বের সঙ্গে ইতিহাস ও অর্থশাস্ত্রে বি·এ· পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৬ - ১৮ খ্রী· 'হিন্দুস্থান স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন' নামে সংস্থা গঠন ও 'হিন্দুস্থানী স্টুডেন্টস' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯১৮ খ্রী· ক্যালিফোর্ণিয়া কলেজে স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তি হয়ে ১৯১৯ খ্রী· এম·এ· পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২০ খ্রী· হাঙ্গেরীর মিস্ জেন কেণ্ডি নামে একজন চিত্রশিল্পীকে বিবাহ করেন। ১৯২০ — ৩২ খ্রী· মধ্যে রকফেলার ইনস্টিটিউটের সহকারী ডিরেক্টর ও এক্সটেনশন বিভাগের প্রধান হন। ১৯৩১ খ্রী· পত্নীর মৃত্যু হয়। চীন, জাপান ও কোরিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৩৩ - ৩৪) 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জীবনসমস্যা কোন্ পথে' বিষয়ক বক্তৃতা করেন। ১৯৩৫ - ৩৬ খ্রী· ভারতে আসেন। ৩ মাসের মধ্যেই আমেরিকায় ফিরে গিয়ে 'সোগার্ন অ্যাণ্ড কোং' নামক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। ১৯৩৬ খ্রী· আমেরিকাস্থ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্সে সভাপতি এবং ১৯৩৭ খ্রী· 'ইণ্ডিয়া লীগ অফ আমেরিকা' প্রতিষ্ঠিত হলে তার সম্পাদক হন। ১৯৬১ খ্রী· পুনার 'ইণ্ডিয়ান ফাউণ্ডেশন'-এর ভারপ্রাপ্ত হয়ে দেশে ফেরেন। [৯৭]

হেমেন্দ্রকুমার বসু (১৮৯২ - ৩০·৪·১৯৮৩) কৃষ্ণনগর—নদীয়া। অবিভক্ত বাংলার অ্যাকাউন্টান্ট জেনারেল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম তিনজন এম·এ-র অন্যতম। অর্থনীতিতে প্রথম স্থান অধিকার করে বিশ্ববিদ্যালয় স্বর্ণপদক লাভ করেন। ইণ্ডিয়ান অডিট অ্যাণ্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিসের সদস্য হিসাবে লাহোর থেকে রেঙ্গুন পর্যন্ত তাঁর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল। অবসর গ্রহণের পর কিছুদিন হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১৬]

হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮ - ১৮·৪·১৯৬৩) কলিকাতা। রাধিকাপ্রসাদ। খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও গীতিকার। চৌদ্দ বছর বয়সে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। 'ভারতী' গোষ্ঠীর অন্যতম ছিলেন। ১৯০৩ খ্রী· বসুধা পত্রিকায় তাঁর রচিত প্রথম গল্প 'আমার কাহিনী' প্রকাশিত হয়। প্রধানত কিশোর সাহিত্য রচনায় খ্যাতি লাভ করলেও বড়দের জন্য উপন্যাস ছোটগল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনায়ও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সাপ্তাহিক 'নাচঘর' ও অন্যান্য কয়েকটি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ছোটদের জন্য রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৮০ খানিরও বেশী। তার মধ্যে আছে কবিতা, নাটক, হাসি ও ভূতের গল্প, অ্যাডভেঞ্চার ও গোয়েন্দা কাহিনী, ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রভৃতি। তাঁর সৃষ্ট বিমল-কুমার, জয়ন্ত-মাণিক, পুলিশ ইন্সপেক্টর সুন্দরবাবু কিশোর সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য চরিত্র। 'যখের ধন', 'আবার যখের ধন', 'জয়ন্তের কীর্তি', 'মানুষ পিশাচ', 'দেড়শো খোকার কাণ্ড', 'কিংকং', 'ভারতের দ্বিতীয় প্রভাত', 'পঞ্চনদের তীরে' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কিশোর গ্রন্থ। ছোটদের মাসিকপত্র রঙমশালের সম্পাদক ছিলেন। বড়দের জন্য লিখেছেন — 'জলের আলপনা', 'বেনোজল', 'পদ্মকাঁটা, 'ঝড়ের যাত্রী', 'যাঁদের দেখেছি', 'বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার', 'ওমর খৈয়ামের রুবায়ত' প্রভৃতি। তাঁর 'সিঁদুর চুপড়ি' গল্পটি জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়ে এক সঙ্কলন গ্রন্থে স্থান পেয়েছিল। তিনি সার্থক গীতিকারও ছিলেন। সে যুগে বাঙলা থিয়েটার ও গ্রামোফোনে গাওয়া গানের প্রচলিত রীতি এবং রুচির মোড় তিনি ফিরিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি নজরুলের অগ্রণী। তাঁর রচিত বহু গান একসময়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। 'অন্ধকারের অন্তরেতে' গানটি তার অন্যতম। তিনি শিশিরকুমার ভাদুড়ীর 'সীতা' নাটকের নৃত্য-পরিচালক ছিলেন। ভাল ছবি আঁকতে পারতেন। বাংলায় শিল্প-সমালোচনার তিনি অন্যতম পথিকৃৎ। [৩, ১৭, ১৭৪]

হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ (১৬·১১·১৮৯০ - ১২·১২·১৯৬৫) আশীকাটী — ত্রিপুরা। গুরুচরণ। বাবুরহাট হাইস্কুলে শিক্ষা শুরু। কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আই·এস-সি· পাশ করবার পর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। এই সময় জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। মুক্তি পাবার পর ১৯১৮ খ্রী·

চিকিৎসাশাস্ত্রের স্নাতক হয়ে বর্তমান আর·জি·কর· মেডিক্যাল কলেজের আবাসিক চিকিৎসক নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে যুদ্ধে যোগ দেন। ১৯২০ খ্রী· ঔষধ প্রস্তুত-বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য প্যারিসের পাস্তুর ইন্‌স্টিটিউটে যোগদান করেন। প্যারিসে অবস্থানকালে অর্থাভাব দেখা দিলে রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় স্যার আশুতোষ তাঁকে বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেন। বৃত্তি পেয়ে প্যারিসের শিক্ষা শেষ করে বার্লিনে ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যান। ১৯২৩ খ্রী· স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে বেঙ্গল ইমিউনিটিতে যোগ দিয়ে ভারতবর্ষে প্রথম সিরাম, ভ্যাকসীন ইত্যাদি প্রস্তুত করেন। এইসময় তিনি যাদবপুর টি· বি· হাসপাতালে আবাসিক চিকিৎসকের কাজ করতেন। ১৯৩০ খ্রী· পুনরায় ইউরোপ ও আমেরিকায় যান। ১৯৩২ খ্রী· এম·এস·পি·ই· (প্যারিস) উপাধি পান। ১৯৩৫ খ্রী· পাস্তুর রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের ডাইরেক্টর হন। এরপর তিনি এবং তাঁর পোলিশ স্ত্রী বৈজ্ঞানিক আন্না (নিউতা) স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ-এর প্রতিষ্ঠা করে ভারতবর্ষে প্রথম পেনিসিলিন্ প্রস্তুত করেন। কিছুদিন বেঙ্গল কেমিক্যালের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসকদের চিকিৎসা-বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন-এর বাংলা শাখার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স-এর সভাপতি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। [৮২]

হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৪ - ১৮৮৪) জোড়াসাঁকো — কলিকাতা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। বিদ্যানুরাগী তিনি 'সকল প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করে বাংলা ভাষার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীদের জ্ঞানবিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করেন'। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন '(তিনি) বাঙালীর জন্য বিজ্ঞান প্রচারে অন্যতম পথ প্রদর্শক।' 'রসায়ন বিজ্ঞানের উপকারিতা' প্রবন্ধ পাঠ দিয়ে ১৮৭৩ খ্রী· বিজ্ঞান আলোচনার উদ্বোধন করেন। রচিত গ্রন্থ: 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূলমর্ম' — মৃত্যুর পরে প্রকাশিত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পুণ্য প্রভৃতি পত্রিকায় বিজ্ঞান বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। [১৪৯]

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ড· (২৬·১২·১২৮৫ - ৬·১০·১৩৬৯ ব·) বিদগাঁও — ঢাকা। কৈলাসচন্দ্র। প্রখ্যাত আইনজীবী। কলেজ জীবনে ডা· বিধান রায়ের সতীর্থ এবং ব্যবহারজীবী হিসাবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহকারী ছিলেন। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা পরিচালনায় সুনাম অর্জন করেন। সাহিত্যে তিনি জাতীয়তাবাদের সমর্থক, সুলেখক ও অভিনয়প্রেমিক ছিলেন। নাটক, নাট্যালয় ও নাট্যকলা বিষয়ে বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। এই সম্পর্কে তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চের ইতিহাস', 'বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত' এবং ৪ খণ্ডে প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়ান স্টেজ'। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম 'গিরিশ অধ্যাপক' ছিলেন। অভিনয় পরিচালনা ও শিক্ষাদানের জন্য তিনি 'গিরিশ সংসদ' প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিভিন্ন নাটকে নাম-ভূমিকায় অভিনয় করে পরিণত বয়সেও প্রশংসিত হন। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস', 'ভারতে বিপ্লব আন্দোলন', 'গিরিশচন্দ্র', 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন', 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রভৃতি। দেশের কাজে কয়েকবার কারাদণ্ডও ভোগ করেন। তিনি বর্ধমানে অনুষ্ঠিত আইনজীবী সম্মেলনে (১৯৫৮), দৌলতপুরে বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনে এবং একাধিকবার নিখিল বঙ্গ বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। মাসিক 'বঙ্গশ্রী' এবং সুধীরকুমার মিত্রের সহযোগিতায় মাসিক 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। ময়মনসিংহে মহাকালী পাঠশালা, কলিকাতায় দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়, দেশবন্ধু শিশু বিদ্যালয় ও দেশবন্ধু মহিলা কলেজের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। [১৪৯]

হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৩০১ - ১৩৫০ ব·) গচিহাটা — ময়মনসিংহ। কলিকাতা আর্ট কলেজের ছাত্র ছিলেন। পঞ্চম জর্জের ভারত আগমন উপলক্ষে কলেজ-তোরণ সাজানর আদেশ অমান্য করে তিনি কলেজ ত্যাগ করেন। ভারতের বিভিন্ন শহরে অনুষ্ঠিত চিত্র-প্রতিযোগিতায় তিনি তাঁর প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন। ১৩৩৯ ব· তিনি পাঞ্জাবের অন্তর্গত পাতিয়ালা রাজ্যের রাজশিল্পীর পদে অধিষ্ঠিত হন। সদ্যস্নাতা নারী-চিত্র অঙ্কনে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁর সুপ্রসিদ্ধ চিত্রাবলী: 'স্মৃতি', 'মানসকমল', 'পরিণাম', 'অনন্তের সুর', 'সাকী', 'কমল না কন্টক' প্রভৃতি। 'শিল্পী', 'ইণ্ডিয়ান মাস্টার' ও 'আর্ট অফ এইচ· মজুমদার' নামক চিত্রপত্রিকাগুলির তিনি সম্পাদক ও তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। [৩]

হেমেন্দ্রনাথ সেন (১৪·৪·১৮৬৩ - ১৯২৯)। প্রসিদ্ধ উকিল হেমেন্দ্রনাথ কাঁচশিল্পে বাঙালীর অন্যতম পথপ্রদর্শক। তিনি 'নিউ ইণ্ডিয়ান গ্লাস ওয়ার্কস্ প্রাঃ লিঃ'-এর প্রতিষ্ঠাতা। [৫, ১৬]

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (২৪·৯·১৮৭৬ - ১৬·২·১৯৬২) চৌগাছা — যশোহর। গিরীন্দ্রপ্রসাদ। প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যসেবী। ১৮৯৩ খ্রী· কলিকাতার হেয়ার স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরেজীতে অনার্সসহ বি·এ· পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৩০০ ব· থেকেই 'সাহিত্য' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। এছাড়া 'দাসী', 'সুহৃদ', 'উৎসাহ', 'মুকুল', 'ভারতী', 'বঙ্গদর্শন' প্রভৃতি পত্রিকাবলীতে তাঁর রচিত বহু গদ্য ও পদ্য প্রকাশিত হয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় 'সন্ধ্যা', 'প্রতিবাসী' ও 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলি সে সময় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তিনি 'ক্যালকাটা রিভিউ', 'ঈস্ট এণ্ড ওয়েস্ট', 'ইণ্ডিয়ান রিভিউ', 'হিন্দুস্থান রিভিউ' প্রভৃতি পত্রিকার লেখক ছিলেন। ১৯০৬ খ্রী· অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে মিলিত হয়ে

'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা পরিচালনা করেন। সাংবাদিকরূপে তাঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁর সাংবাদিক জীবনের গুরু। দীর্ঘকাল দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক বসুমতীর সম্পাদক ছিলেন। ইংরেজী বসুমতীও সম্পাদনা করেন। প্রথমবার বসুমতীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে 'দৈনিক হিন্দুস্থান' নামে একটি বাংলা কাগজ বার করেন। কিছুদিন তিনি 'মাতৃভূমি' ও 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মৃত্যুর পূর্বে 'বসুমতী' পরিচালনার জন্য যে চারজন একজিকিউটর মনোনীত করেন তিনি তাঁদের অন্যতম ছিলেন। তিনি লন্ডনের ইনস্টিটিউট অফ জার্নালিস্ট-এর সদস্য, এবং ১৯১৭ খ্রী· মেসোপটেমিয়ায় প্রেরিত সাংবাদিক প্রতিনিধিদলের অন্যতম ছিলেন। ১৯১৮ খ্রী· ভারতীয় সংবাদপত্রসেবীদের প্রতিনিধিরূপে মহাযুদ্ধের সঠিক বিবরণ জানবার জন্য ইংল্যাণ্ড এবং মধ্যপ্রাচ্যে যান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হলে তিনি অধ্যাপক হন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'বিপত্নীক', 'অধঃপতন', 'প্রেমের জয়', 'নাগপাশ' 'মৃত্যুমিলন', 'অশ্রু' 'New Germany', 'The Newspaper in India', 'কংগ্রেস ও বাঙালী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'আষাঢ়ে গল্প' তাঁর বালক-পাঠ্য পুস্তক। এই বর্ষীয়ান সাংবাদিক বাঙালীর জাতীয় আন্দোলনে বহু নেতার পরামর্শদাতা ছিলেন। [৩, ২০, ২৫, ২৬, ৫৪]

হেমেন্দ্রমোহন বসু, (এইচ· বোস) (১৮৬৬ - ২৮·৮·১৯১৬) পিতা হরমোহনের কর্মক্ষেত্র ও স্থায়ী বাসস্থান ময়মনসিংহে জন্ম। আদিনিবাস জয়সিদ্ধি—ময়মনসিংহ। 'কুন্তলীন কেশতৈল' ও 'দেলখোস' সুগন্ধদ্রব্য প্রস্তুতকারী খ্যাতনামা ব্যবসায়ী। শিল্পে বাঙালীর কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত এবং অন্যান্য বহু বিষয়ে স্বকীয় ধারার প্রবর্তক। তাঁর স্বদেশী শিল্প ও ব্যবসা-উদ্যোগ, কারিগরী নৈপুণ্য ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগে বিস্ময়কর যান্ত্রিক প্রগতির নিদর্শনগুলিকে এদেশে প্রবর্তনের প্রয়াস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম স্বদেশী কলের গান, সাইকেল, টর্চ লাইটের কারখানা প্রভৃতি নির্মাণের উদ্যোক্তা। আই·এ· পাশ করে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রাবস্থায় চোখে অ্যাসিড ছিটকে পড়ায় কিছুদিন অসুস্থ থাকেন। এরপর পড়া ছেড়ে ১৮৯০/৯১ খ্রী· কুন্তলীন কেশ তৈল নিয়ে ব্যবসায়ে নামেন। 'এইচ· বোস পারফিউমার' কারখানা থেকে তৈরী হতে থাকে কুন্তলীন, দেলখোস, ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার, ও-ডি-কোলন, মিল্ক অব রোজ প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য। কুন্তলীন ও দেলখোসের প্রচার ও সাহিত্যসৃষ্টিকে উৎসাহ দেবার জন্য ১৩০৩ ব· 'কুন্তলীন পুরস্কার' প্রবর্তন করে অনেক সাহিত্যিককে নিজেদের প্রতিভা বিকাশের প্রথম সুযোগ দেন। গল্প লিখে প্রথম বছরের পুরস্কার পেয়েছিলেন আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত গল্প 'মন্দিরা' কুন্তলীন পুরস্কার বিজয়ী। বাঙালীর মধ্যে তিনিই প্রথম কলিকাতার হ্যারিসন রোডে সাইকেলের দোকান খোলেন। নিজে সাইকেল চড়তেন, বন্ধু-বান্ধবদের চড়তে শেখাতেনও। যে সময় বিদেশ থেকে শুধু মোটর গাড়ি নয়, তার চালকটিকেও আনতে হোত, সেই সময়েই যন্ত্রকুশলী হেমেন্দ্রমোহন তাঁর প্রথম কেনা (১৯০০) টু-সীটার ড্যাকার গাড়িটি নিজে চালাতেন। তিনি গ্রেট ইষ্টার্ন মোটর কোম্পানী স্থাপন করেন। পার্ক ষ্ট্রীটে গ্রেট ইষ্টার্ন মোটর ওয়ার্কস নামে তাঁর একটি মেরামতির কারখানাও ছিল। কিন্তু 'ম্যানুফ্যাকচারিং পারফিউমার' হিসাবে কৃতিত্বের কথা বাদ দিলে, রেকর্ডের ব্যবসা তাঁর কারিগরী দক্ষতার সবচেয়ে বেশি পরিচয় দেয়। এদেশে প্রথম রেকর্ড তৈরির কারখানা (ফনোগ্রাফের সিলিণ্ডার) 'দ্য টকিং মেশিন হল' নামে তিনিই খুলেছিলেন ধর্মতলার মার্বেল হাউসে। পরে বৌবাজার ষ্ট্রীটের দেলখোস হাউসে এই কারখানা স্থানান্তরিত হয়। ১৯০৫ খ্রী· বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জোয়ার আসার ঠিক পরেই 'এইচ· বোসেস রেকর্ডে'র আত্মপ্রকাশ এবং 'বন্দেমাতরম' গান সহ শুধু দেশাত্মবোধক গানই তখন তাতে প্রচার করা হয়েছে। স্বদেশী গান প্রচারের জন্য তিনি তাঁর দুই প্রধান শিল্পী হিসাবে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালকে। তাঁর তৈরি রেকর্ডে লালচাঁদ বড়াল বহু গান দিয়েছিলেন। 'দ্য টকিং মেশিন হল'-এ মেরামতি বিভাগও চালু করেছিলেন। প্যাথে ডিস্কে এইচ· বোসেস-রেকর্ডস্-এর প্রথম চালান কলিকাতায় আসে ১৯০৮ খ্রী·। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কুন্তলীন প্রেসেরও যথেষ্ট সুনাম ছিল। দক্ষ ফটোগ্রাফার ছিলেন। 'রঙিন আলোকচিত্র' গ্রহণে তিনি এদেশে পথিকৃৎ। তাঁর তোলা কয়েকটি 'অটোক্রোম স্লাইড' পাওয়া যায়। খেলাধুলায়ও উৎসাহী ছিলেন। স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের তিনি প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। তাঁর ৫২ নং আমহার্স্ট ষ্ট্রীটের বাড়ীতে বহু জ্ঞানীগুণীদের আসা যাওয়া ছিল। তাঁর পুত্র কন্যাদের মধ্যে চিত্র-পরিচালক নীতিন বসু, ক্রিকেটার কার্তিক বসু, সঙ্গীত-শিল্পী মালতী ঘোষাল বিশেষ খ্যাতিমান। [২১৮]

হেমেন্দ্রলাল রায় (১৮৯২ - ১৫·৭·১৯৩৫) ফুলকোচা — পাবনা। ব্রজদুলাল। স্কুলের পাঠ শেষ করে রাজশাহী গভর্নমেন্ট কলেজে ও পরে কলিকাতা সিটি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। কলেজে অধ্যয়নকালে বন্ধু-মহলে কবিখ্যাতি ছড়িয়ে যায়। 'হিন্দুস্থান' পত্রিকার সহ-সম্পাদকরূপে কর্মজীবন শুরু। দীর্ঘদিন বিভিন্ন সংবাদপত্রে কাজ করার পর সাপ্তাহিক 'বাঁশরী' পত্রের সঙ্গে যুক্ত হন। এখানেই প্রথম তাঁর সম্পাদনার খ্যাতি প্রমাণিত হয়। এরপর 'মহিলা' নামে সচিত্র সাপ্তাহিকের সম্পাদক হন। সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের 'খাদি প্রতিষ্ঠানে'র প্রচার-বিভাগে বহুকাল যুক্ত থাকার পর 'রাষ্ট্রবাণী' রাজনৈতিক পত্রিকা যুগ্ম-সম্পাদনায় প্রকাশ করেন। সাংবাদিক জীবন থেকে অবসর নিয়ে বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রচার-বিভাগে কর্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ: 'ফুলের ব্যথা', 'মায়াকাজল', 'মণিদীপা', শ্রেষ্ঠ উপন্যাস: 'ঝড়ের দোলা'; গল্পগ্রন্থ: 'মায়ামৃগ' ও 'শাঁকের ফুল'। 'গল্পের ঝরনা', 'গল্পের আলপনা',

'মায়াপুরী', 'পাঁচ সাগরের ঢেউ' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য শিশুসাহিত্য-গ্রন্থ। তাঁর প্রকাশিত রাজনৈতিক প্রবন্ধগ্রন্থ: 'রিক্ত ভারত' ও 'বিলাতে গান্ধীজী'। [২৫, ২৬]

হেয়াৎ মামুদ। ১৮শ শতাব্দী। ঝাড়বিশিলা — রংপুর। শাহা কবির। সংস্কৃত অবলম্বনে লেখা ফারসী গ্রন্থ থেকে 'হিতোপদেশ' বাংলায় অনুবাদ করেন। তাঁর অনুবাদের নাম 'সর্বভেদবাণী'। অপর রচনা 'জঙ্গনামা', 'হিতজ্ঞানবাণী'ও 'অম্বিকাবাণী'। গ্রন্থগুলির রচনা কাল ১৭২৩ খ্রী· থেকে ১৭৫৭ খ্রী· মধ্যে। [২৩৩]

হেয়ার, ডেভিড (১৭·২·১৭৭৫ - ১·৬·১৮৪২) স্কটল্যাণ্ড। বাঙলায় ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের অন্যতম পথিকৃৎ। ঘড়ি ব্যবসায়িরূপে তিনি এদেশে আসেন (১৮০০)। ১৮ বছর এই ব্যবসায়ে অর্থোপার্জন করেন। তারপর সহকারী গ্রে সাহেবকে ব্যবসায় দান করে এদেশে শিক্ষাবিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। ব্যবসায়সূত্রে সর্বশ্রেণীর ভারতীয়দের সঙ্গে মেলামেশার ফলে দেশের কুসংস্কারের প্রভাব দূরীকরণে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। মে ১৮১৬ খ্রী· দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের মারফত তৎকালীন বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইডকে উচ্চশিক্ষার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব দেন। ফলে ২০·১·১৮১৭ খ্রী· হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। হেয়ার সাহেব স্কুল সোসাইটির অধ্যক্ষরূপে এই প্রতিষ্ঠানের যে-সব মেধাবী ছাত্র হিন্দু কলেজে শিক্ষাগ্রহণ করত, তাদের দেখাশুনা করতেন। ১৮২৫ খ্রী· হিন্দু কলেজ ম্যানেজিং কমিটির ডাইরেক্টর পদে বৃত হন। তাছাড়া স্কুল সোসাইটির উদ্যোগে যে-সব ইংরেজী ও বাংলা স্কুল বিনাব্যয়ে চলত সেগুলির সঙ্গে তাঁর বিশেষ সংযোগ ছিল। আরপুলি ফ্রি ভার্নাকুলার স্কুল, পটলডাঙ্গা ইংলিশ স্কুল ও হিন্দু কলেজের ছাত্রদের বিদ্যায়তনে নিয়মিত হাজিরায় উৎসাহ দেবার জন্য নানা ধরনের পুরস্কার দিতেন। তিনি ১৮·১১·১৮২৪ খ্রী· এক পত্রে লেখেন — প্রথমে যে-সব ছাত্র শিক্ষার আলোক দেখবে, তাদেরই উপর সারা দেশের শিক্ষাবিস্তার নির্ভর করছে। শিক্ষাবিস্তারে তাঁর সঞ্চয় অকৃপণভাবে ব্যয় করেন। স্কুল সোসাইটির অর্থের ন্যাসরক্ষক 'ব্যারেট্টো অ্যাণ্ড কোং' উঠে গেলে নিজে অর্থসাহায্য দিয়ে স্কুলগুলি বাঁচান। পরবর্তী অছি 'ম্যাকিনটোস্ অ্যাণ্ড কোং' উঠে যেতে (১৮৩৫) উপরিউল্লিখিত স্কুল দুইটি ছাড়া সোসাইটির অন্যান্য স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। পটলডাঙ্গার ইংরেজী স্কুল ও আরপুলির বাংলা স্কুল একত্রিত হয়ে ডেভিড হেয়ারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আসে। একালের বিখ্যাত হেয়ার স্কুলের উদ্ভব এইভাবে। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের বিতর্ক ও আলোচনা-সভায় কিংবা জ্ঞানান্বেষণ সভায় হেয়ার সাহেবের উপস্থিতি সবসময়ই জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্র বিস্তৃত করেছে। সে-যুগে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পদ্ধতির কলহ বা ইয়ং বেঙ্গলের বিদ্রোহের কোনটাতেই তিনি নিজেকে জড়ান নি। কিন্তু দল-মত-নিরপেক্ষে নিজের শিক্ষাবিস্তার-পরিকল্পনায় বাংলা ও ইংরেজীর মাধ্যমে সমানভাবে কাজ করে গেছেন। তবুও বাংলার উপরই তাঁর বেশী আগ্রহ ছিল। তাঁর বিশ্বাস ছিল — কেবলমাত্র মাতৃভাষায় অনুবাদের দ্বারাই পাশ্চাত্য চিন্তা ও বিজ্ঞান-প্রচার সহজতর হতে পারে। ১৪·৬·১৮৩৯ খ্রী· হিন্দু কলেজের নিকট হিন্দু কলেজ পাঠশালার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সময় বাংলাভাষার চর্চা ও প্রসারের ওপর জোর দিয়ে বলেন — বিচার ও রাজস্ব বিভাগে আইনের সাহায্যে ফারসীর ব্যবহার বন্ধ হওয়ায় (১৮৩৭) একমাত্র বাংলা ভাষাই জ্ঞান-বিস্তারের সহায়ক হবে। ১·৬·১৮৩৫ খ্রী· কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর সাহায্য ও কলেজ-সম্পাদকরূপে ছাত্রদের শবব্যবচ্ছেদে উৎসাহ দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি রোগাতুরকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করে আধুনিক চিকিৎসা বিস্তারেও সাহায্য করেন। নিজে ধার্মিক খ্রীষ্টান হলেও বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান থেকে ধর্মান্তরকরণের জন্য ছাত্রসংগ্রহের মিশনারী প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেন। এ কারণে তিনি ধর্মান্ধ পাদরীদের দ্বারা নিগৃহীত হন। রটনা করা হয়েছিল যে তিনি বাইবেলবিদ্বেষী হিন্দু। মৃত্যুর পর খ্রীষ্টান গোরস্থানে তাঁকে কবরস্থ করা যায় নি। তাঁর প্রিয় কর্মস্থল হিন্দু কলেজ ও পটলডাঙ্গা স্কুলের সামনে কলেজে স্কোয়ারে তাঁর মরদেহ সমাহিত হয়। তিনি মনেপ্রাণে এ দেশকে স্বদেশ ভাবতেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংগ্রাম জয়লাভ করলে (৫·১·১৮৩৫) টাউন হলের সভায় এই জয়কে অভিনন্দিত করেন। জুরির বিচারপ্রথার সমর্থনেও কাজ করেন। ভারতীয়দের কুলীরূপে বিদেশে চালান দেওয়ার বর্বর ব্রিটিশ প্রথার বিরুদ্ধে তিনি যে আন্দোলন চালান, তারই ফলে এর বিরুদ্ধে আইন হয় (১৮৩৯)। ছোট বড় নানা রকমের দান করার ফলে শেষজীবনে তিনি নিদারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতায় পড়ে ১৮৪০ খ্রী· সরকারী চাকরি গ্রহণ করতে বাধ্য হন। জন্মসূত্রে স্কচ হলেও হেয়ার সাহেব কর্মসূত্রে বাঙালীর আপনজন ছিলেন। [৩, ৮]

হেরম্বচন্দ্র মৈত্র (১৮৫৭ - ১৬·১·১৯৩৮) যদুবয়রা — নদীয়া। চাঁদমোহন। খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্। প্রায় ৩০ বছর কলিকাতা সিটি কলেজের অধ্যক্ষ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী এম·এ· ক্লাশের অধ্যাপক ছিলেন। ইংরেজী ভাষায় রচিত তাঁর বহু প্রবন্ধ 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এমার্সনের উপরে গবেষণাধর্মী রচনার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'গ্রিফিথ স্মৃতি পুরস্কার' লাভ করেন। বাংলা সাপ্তাহিক পত্র 'সঞ্জীবনী'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্যরূপে তাঁর প্রদত্ত বাংলা বক্তৃতাবলী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমাজের মুখপত্র 'দি ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে প্রচারকার্যে ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করেন। স্যাডলার কমিশনে উচ্চশিক্ষা বিষয়ে তিনি নিজ মত পেশ করেছিলেন। ব্রিটিশ এম্পায়ার ইউনিভার্সিটিজ কংগ্রেসে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হয়ে যোগ দেন। ১৯৩১ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে

ডি·লিট· উপাধিতে সম্মানিত করে। কঠোর সদাচারী ছিলেন। [৩, ৫১, ৫৭]

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাবর্দী (৮·৯·১৮৯৩ - ৫·১২·১৯৬৩) মেদিনীপুর। কলিকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষা শুরু। ১৯১৩ খ্রী· সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি·এস-সি· পাশ করে বিলাতে যান। সেখানে পাঁচ বছর পড়াশুনা করে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে এম·এ·, অর্থনীতিতে বি·এস-সি· ও আইন শাস্ত্রে অনার্সসহ বি·সি·এল· উপাধি লাভ করেন। কলিকাতায় ফিরে এসে ব্যারিস্টার হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। চিত্তরঞ্জন দাশ যখন কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র, তিনি তখন তার ডেপুটি-মেয়র ছিলেন। মুসলিম লীগের সভ্য হিসাবে ১৯২১ খ্রী· তিনি বঙ্গীয় বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। বেঙ্গল মুসলিম পার্লামেন্টারী বোর্ডের সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯৩৭ - ১৯৪৩ খ্রী· মধ্যে বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রিত্বপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯৪৩ — ১৯৪৫ খ্রী· তিনি খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৪৬ খ্রী· অবিভক্ত বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী হন। তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বকালে মুসলিম লীগের আহ্বানে আগস্ট ১৯৪৬ খ্রী· কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটে। তারপরই পূর্ববঙ্গের নোয়াখালীতে দাঙ্গা শুরু হয়। ১৯৪৭ খ্রী· দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পাকিস্তানে না গিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে দাঙ্গাবিরোধী আন্দোলনে শরীক হন। ১৯৪৯ খ্রী· থেকে তিনি পাকিস্তানের স্থায়ী বাসিন্দা হন এবং সেখানের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলীর সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় মুসলিম লীগ ছেড়ে মৌলানা ভাসানী সহ তিনি আওয়ামী লীগ দল গঠন করেন। ১৯৫৪ খ্রী· পূর্ব-পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট গঠনকালে তিনি তার স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। এই ফ্রন্ট মুসলিম লীগকে পরাজিত করে। মহম্মদ আলী সরকারে তিনি ৮ মাস কেন্দ্রীয় আইন-মন্ত্রী এবং সেপ্টে· ১৯৫৬ থেকে অক্টো· ১৯৫৭ খ্রী· পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬০ খ্রী· আয়ুব সরকার ৬ বছরের জন্য তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৬২ খ্রী· তিনি নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার হন। ৬ মাস পর মুক্তি পেয়ে তিনি অন্যান্যদের সহযোগিতায় জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করেন। সুবক্তা হিসাবে তাঁর অত্যন্ত খ্যাতি ছিল। ইংরেজী, উর্দু ও বাঙলা — এই তিন ভাষাতেই তিনি বক্তৃতা দিতে পারতেন। [১২৪, ১৪৯]

হ্যামিল্টন, সার ড্যানিয়েল (১৮৬০ - ১৯৩৯) স্কটল্যাণ্ড। ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলনের পথিকৃৎ। সুন্দরবনের গোসাবা-অঞ্চলে তাঁর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল। কৃষি-ব্যবসায় ও শিল্পকাজ দ্বারা অর্থনৈতিক দুর্দশা দূরীকরণের জন্য স্বেচ্ছায় ও মিলিত চেষ্টায় উদ্যোগী করে তোলার আদর্শে তিনি দরিদ্র জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। সেজন্য তিনি সেখানে সমবায় ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসমিতি, সমবায় চাউল কল, ঋণদান সমিতি, কেন্দ্রীয় ধান্যবিক্রয় সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, পঞ্চায়েত, হাসপাতাল, নৈশ বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করে ঐ অঞ্চলকে একটি আদর্শ সমবায় উপনিবেশে পরিণত করেন। তিনি নিজে ম্যাকিনন ম্যাকাঞ্জি অ্যাণ্ড কোম্পানীর অন্যতম অংশীদার ছিলেন। দেশের দরিদ্র কৃষকগণকে মহাজনের অত্যাচার থেকে বাঁচাবার জন্য ১৯২৯ খ্রী· তিনি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কমিটিতে কৃষিঋণদানের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেন এবং তাঁর এই নীতি গৃহীত হয়। [৩]

হ্যালহেড, নাথানিয়েল ব্রাশি (২৫·৫·১৭৫১ - ১৮·২·১৮৩০) লণ্ডন। উইলিয়ম। পিতা ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ডের ডিরেক্টর ছিলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় ব্যক্তি। হ্যারো ও ক্রাইস্ট চার্চ অক্সফোর্ড থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। গায়িকা মিস্ লিন্‌লেকে ভালবাসতেন। নাট্যকার শেরিডন লিন্‌লের পাণিগ্রহণ করলে, হ্যালহেড ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরি নিয়ে সুদূর বাঙলাদেশে চলে আসেন। ১৭৭২ খ্রী· কোম্পানীর হাতে সুবা বাঙলার শাসনভার, বিশেষ করে দেওয়ানী কার্যের ভার আসে। বাংলাভাষা জানা না থাকায় রাজস্ব আদায়ে অসুবিধা ঘটায় ইংরেজ আমলাদের বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তিনি বাংলা শিখতে শুরু করেন। এর আগে ইংল্যাণ্ডে বন্ধু নাট্যকার শেরিডনের সঙ্গে তিনি যৌথভাবে কাব্যানুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। অক্সফোর্ডে ছাত্রাবস্থায় প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ উইলিয়ম জোন্সের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। হ্যালহেডকে তিনিই প্রাচ্যভাষা আরবী ও ফারসী শিখতে উৎসাহিত করেন। ভারতে এসে বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংসের নির্দেশে ও পরামর্শে ১৭৭৬ খ্রী· তিনি হিন্দু আইনের সংক্ষিপ্তসার 'এ কোড অফ জেন্টু লস্' নামে অনুবাদ করেন। ১৭৭৮ খ্রী· 'Grammar of the Bengali Language' নামে একখানি পুস্তকও রচনা করেন। এই ব্যাকরণই সর্বপ্রথম বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত গ্রন্থ। এই সময়ের মধ্যে তিনি বাংলা ও দেশীয় কয়েকটি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। হ্যালহেডের গ্রামারের পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ২১৬। ইংরেজী গ্রামারের আঙ্গিকে রচিত হলেও সংস্কৃত ব্যাকরণের কাঠামোকে যথাসম্ভব বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন। ব্যাকরণটি ইংরেজীতে রচিত হলেও উদ্ধৃতিগুলি সবই কাশীদাসী মহাভারত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রভৃতি প্রচলিত বাংলা কাব্যাংশ থেকে নেওয়া। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন — 'বাংলা ভাষার শব্দগৌরব অসীম। বাংলা ভাষায় সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাসাদি যে-কোন বিষয় রচিত হতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালীরা এ বিষয়ে যত্নশীল নন'। ফিরিঙ্গীদের জন্য রচিত হলেও বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ শিক্ষা করার ও শিক্ষাদানের এটিই প্রাচীনতম প্রচেষ্টা। এই গ্রন্থটি হুগলীর মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হয়। ১৭৮৫ খ্রী· তিনি লণ্ডনে ফিরে যান। ১৭৯১ - ৯৫ খ্রী· ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নাথানিয়েল জন হ্যালহেড (১৭৮৭ - ১৮৩৬) দেওয়ানী আদালতের বিচারক হয়েছিলেন। বাংলা ভাষায় তাঁরও দখল ছিল এবং বাংলা যাত্রা-অভিনয়ে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। [৩, ২৫, ২৬, ১২২]

পরিশিষ্ট

[মুদ্রণকার্য আরম্ভের পরবর্তী কালে সংগৃহীত জীবনীসমূহ যথাস্থানে সন্নিবদ্ধ না হওয়ায় পরিশিষ্টে সংযোজিত হল।]

অখিলচন্দ্র নন্দী (৭.৩.১৯০৭ - ১৬.১২.১৯৮৫) কালীকচ্ছ—ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা। কৈশোর থেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁরই সক্রিয় সহযোগিতায় কুমিল্লা শহরে মহিলারা সশস্ত্র বিপ্লবে যোগদান করেন। পরে স্টিভেন্স হত্যা মামলায় দণ্ডিত হয়ে আট বছর কারারুদ্ধ থাকেন। ঐ সময়ে তিনি বি.এ. পাশ করেন। পরবর্তী কালে সন্ত্রাসবাদী পথ ত্যাগ করে মার্কসবাদে আকৃষ্ট হন ও ১৯৩৯ খ্রী. কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। স্বাধীনোত্তর কালে পি.সি. চ্যাটার্জী এণ্ড কোম্পানীতে কর্মরত ছিলেন ও কল্যাণমূলক বিভিন্ন কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। রচিত গ্রন্থ : 'বিপ্লবীর স্মৃতিচারণ'। লেখিকা শেফালী নন্দী তাঁর স্ত্রী। [৮২]

অখিলবন্ধু ঘোষ (১৯২০ - ২০.৩.১৯৮৮)। বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী। বাংলা আধুনিক গানে তিনি এক নূতন মাত্রা সংযোজন করেছিলেন। বাংলা আধুনিক গানকে রাগাশ্রয়ী করে তোলার পিছনে তাঁর অবদান অনেকখানি। 'পিয়াল শাখার ফাঁকে ওঠে', 'তোমার ভুবনে ফুলের মেলা', 'ও দয়াল বিচার করো', 'ঐ যে আকাশের গায়ে দূরের বলাকা ভেসে যায়' প্রভৃতি তাঁর জনপ্রিয় গানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। [১৬]

অজয় মুখোপাধ্যায় (১৫.৪.১৯০১ - ২৭.৫.১৯৮৬) পৈতৃক নিবাস উত্তরপাড়া। তমলুকে জন্ম। মেদিনীপুর বিপ্লবের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি; তিনবার যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন (১৯৬৭, ১৯৬৯ ও ১৯৭১)। তার আগে কংগ্রেস মন্ত্রিসভাতেও মন্ত্রী ছিলেন। তমলুকের হ্যামিলটন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক ও উত্তরপাড়া কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে বি.এস-সি. পড়ার সময় অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কলেজ ছাড়েন। জীবনের দীর্ঘ সময় কখনও কেটেছে জেলে, কখনও বা তমলুকের কংগ্রেস অফিসে। ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের সময় তাঁর 'বিদ্যুৎবাহিনী' মেদিনীপুরের এক বড় অঞ্চলকে দখল করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সে অঞ্চল পুনর্দখল করতে ব্রিটিশ সরকারকে কিছুকাল বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল। ১৯৫২ খ্রী. নির্বাচনে তিনি বিধানসভার সদস্য ও সেচমন্ত্রী হন। ১৯৬৩ খ্রী. কামরাজ-পরিকল্পনা অনুযায়ী মন্ত্রিত্ব ছেড়ে তিনি কংগ্রেসের সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৬৪ খ্রী. প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হন। পরে অতুল্য ঘোষ ও প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে ১৯৬৬ খ্রী. কংগ্রেস ছাড়তে বাধ্য হন। এবং 'বাংলা কংগ্রেস' নামে সংগঠন গড়ে ১৯৬৭ খ্রী. নির্বাচনে সে সময়ের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনকে তাঁর নিজের কেন্দ্র আরামবাগ থেকে পরাজিত করে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন। ১৯৬৯ খ্রী. দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিজেরই সরকারের বিরুদ্ধে অনশন আন্দোলন করে পদত্যাগ করেন। ১৯৭১ খ্রী. নির্বাচনে সি.পি.এম.-কে পরাজিত করে কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। তাঁর এ সরকার 'অজয়-বিজয়' মন্ত্রিসভা নামে পরিচিত ছিল। মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে লোকচক্ষুর অন্তরালে তাঁর দীর্ঘদিন কেটেছে। [১৬]

অজিতকুমার বসু (১৯১২ - ৩.১২.১৯৮৬) কলিকাতা। ডাঃ জ্যোতিপ্রকাশ। রায়বাহাদুর ডাঃ চুনীলাল বসু তাঁর পিতামহ। খ্যাতনামা শল্যচিকিৎসক। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। ইংলণ্ডে গিয়ে ১৯৪৬ খ্রী. এফ. আর. সি. এস. হন। সেই সময় থেকে রয়াল কলেজ অব সার্জনস্-এর সঙ্গে যুক্ত থাকেন। তিনিই এখানের প্রথম ভারতীয় পরীক্ষক এবং 'হান্টারিয়ান' প্রফেসর। ১৯৫০ - ৫৫ খ্রী. তিনি নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের সার্জারি বিভাগের প্রধান ছিলেন। এদেশে ওপন-হার্ট সার্জারির তিনিই পথিকৃৎ। ইন্‌স্টিটিউট অব পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যাণ্ড রিসার্চ-এ অধ্যাপনা ও গবেষণা পরিচালনা করতেন। ১৯৭১ খ্রী. অবসর নেন। যকৃতের রোগ-নির্ণয় ও শল্যচিকিৎসায় তাঁর গবেষণা আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করেছে। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন মেডিক্যাল সংস্থার সঙ্গে তিনি নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৬৬ - ৭৬ খ্রী.

আমেরিকান কলেজ অব সার্জেনস-এর গভর্নর এবং জন হপকিন্স ও এডমন্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক ছিলেন। সোভিয়েট রাশিয়ার Vishevnsky Institute of Medical Science থেকে পদক লাভ করেন। দেশে ডাঃ বি· সি· রায় মেমোরিয়াল এওয়ার্ড ও শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার পেয়েছেন। সত্তরের দশকে পশ্চিমবঙ্গ প্ল্যানিং বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। [১৬]

অজিত গঙ্গোপাধ্যায় (২৮·৬·১৯২১ - ৫·৭·১৯৮৪) চুঁচুড়া-হুগলী। অপর্ণাচরণ। নাট্যকার। স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স এবং আঁলিয়াস ফ্রাঁসে থেকে ফরাসী ভাষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে স্নাতক হন। বিভিন্ন সময় তাঁর অনূদিত এবং মৌলিক নাট্যরচনা বাংলার নাট্য আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করেছে। লিটল থিয়েটার গ্রুপ মিনার্ভায় নিয়মিত অভিনয়ের পরিকল্পনা গ্রহণকালে তিনি নানাভাবে তাকে সাহায্য করেছেন। রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক 'থানা থেকে আসছি' (অনুবাদ), 'সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে' (অনুবাদ), 'নবদুর্বাদল শ্যাম', 'পোস্ট মাস্টারের বৌ', রবীন্দ্রনাথের 'সে' গ্রন্থের নাট্যরূপ প্রভৃতি। [১৭৪]

অতুল্য ঘোষ (৮·৮·১৯০৪ - ১৮·৪·১৯৮৬) জেজুর—হুগলী। খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ্ ও দক্ষ সংগঠক। এককালে কংগ্রেসের কিংবদন্তীতুল্য ব্যক্তি ছিলেন। স্কুলের পড়া ছেড়ে ১৯২১ খ্রী· গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। প্রথমে কলিকাতা ও পরে হুগলী জেলা-কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। ১৯৩০ খ্রী· মেদিনীপুরে পুলিস-হত্যা মামলায় ধরা পড়লেও প্রমাণাভাবে ছাড়া পান। হুগলী জেলায় আইন অমান্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ায় আত্মগোপন করতে হয়। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে গ্রেপ্তার হয়ে পুলিশী অত্যাচারে তাঁর মেরুদণ্ডে আঘাত লাগে এবং একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। ১৯৪৫ খ্রী· ছাড়া পেয়ে সাপ্তাহিক 'জনসেবক' পত্রিকার সম্পাদক হন। ১৯৪৯ খ্রী· পত্রিকাটিকে দৈনিকে রূপান্তরিত করেন। ১৯৪৮ খ্রী· পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৫০ খ্রী· তার সভাপতি ও ঐ বছরই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হন। ১৯৫২ - ৬২ খ্রী· লোকসভার সদস্য ছিলেন। ১৯৫৭ খ্রী· সংসদীয় রাজনীতি ছেড়ে দল সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কংগ্রেসের মধ্যে 'সিণ্ডিকেট' নামে গঠিত গোষ্ঠীর তিনি অন্যতম প্রধান ছিলেন। এই গোষ্ঠীর রাজনৈতিক পরিচিতি প্রথম দিকে আসে পণ্ডিত নেহরু এবং বিশেষ করে কৃষ্ণ মেনন বিরোধী হিসাবে। নেহরুর মৃত্যুর পর এই গোষ্ঠীই দলীয় 'কিং মেকার' হয়ে ওঠে। লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও পরে ইন্দিরা গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী করার পিছনে তাঁর অনেকখানি হাত ছিল। ১৯৬৯ খ্রী· ইন্দিরা গান্ধীর উদ্যোগে কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হলে তিনি আদি কংগ্রেসে থেকে যান। ১৯৭১ খ্রী· নির্বাচনে পরাজিত হয়ে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান। কংগ্রেস-রাজনীতির মধ্যগগনে থাকাকালেও পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে তিনি তেমন জনপ্রিয় ছিলেন না। কিছুটা কৌতুক করে তাঁকে 'বঙ্গেশ্বর' বলা হত। ১৯৭৫ খ্রী· থেকে 'বিধান শিশুউদ্যান'কে কেন্দ্র করে তাঁর কর্মজীবন সক্রিয় হয়ে ওঠে। সুলেখক ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'পত্রালী', 'কষ্টকল্পিত', 'সাম্প্রদায়িক সমস্যা', 'নৈরাজ্যবাদীর দৃষ্টিতে গান্ধীবাদ' প্রভৃতি। সাহিত্যিক অক্ষয় সরকার তাঁর মাতামহ। [১৬]

অধীর চক্রবর্তী (১৯১৯ - ১৬·১০·১৯৮৭) বরিশাল। ছাত্রজীবনে স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। পরে সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। দলীয় মুখপত্র 'স্বাধীনতা'য় সাংবাদিকতা শুরু করে ক্রমে তার প্রধান রিপোর্টার হয়েছিলেন। ১৯৬৪ খ্রী· পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হলে তিনি সি· পি· আই· (এম·) দলভুক্ত হন এবং 'বসুমতী' পত্রিকায় বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন। ১৯৭২ খ্রী· 'সত্যযুগ' পত্রিকার দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৭৭ খ্রী· বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হলে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সংবাদ-সংক্রান্ত উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। [১৬]

অনাথগোপাল সেন (১২·৩·১২৯৮ - ১·৯·১৩৫১ ব) অষ্টগ্রাম—ময়মনসিংহ। সবজজ হরিশ্চন্দ্র। বাংলা ভাষায় অর্থনীতি বিষয়ক 'টাকার কথা' গ্রন্থের (১৯৩৫) লেখক। ময়মনসিংহে ওকালতি করার সময় ১৯২১ খ্রী· গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে সাড়ে তিন বছর কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯৩৪ খ্রী· থেকে তিনি কলিকাতার বাসিন্দা হন। অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'স্বর্ণমান' প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর অপর রচনা: 'করনীতি', 'যুদ্ধের দক্ষিণা', 'জাগতিক পরিবেশ ও গান্ধীজীর অর্থনীতি' প্রভৃতি। [৮২]

অনিলকুমার দাস (১৯০২ - ১৮·২·১৯৬১)। খ্যাতনামা জ্যোতির্বিজ্ঞানী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম·এস-সি· পাশ করে সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর ফেব্রয়ের অধীনে 'Absorption spectra of Halogens' বিষয়ে গবেষণা করে ডক্টরেট হন। পরে গোটেনবার্গে ও কেমব্রিজের সোলার ফিজিক্স ল্যাবরেটরিতে গবেষণা এবং শিক্ষণের কাজ করেন। ১৯৩০ খ্রী· ভারতীয় আবহবিদ্যাগত বিভাগে তাঁর কর্মজীবন শুরু। ১৯৩৭ খ্রী· কোদাইক্যানেল অবজারভেটরিতে সহকারী অধিকর্তা হিসাবে যোগ দিয়ে ১৯৪৬ খ্রী· তাঁর অধিকর্তা হন। ১৯৬০ খ্রী· অবসর গ্রহণ করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর বড় অবদান সৌরকলঙ্ক, ফোটোস্ফিয়ার, ক্রোমোস্ফিয়ার গ্যাসের মাধ্যম ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা। উন্নতধরনের কয়েকটি যন্ত্রপাতিরও তিনি উদ্ভাবক। ১৯৪৬ খ্রী· পর্যন্ত I. A. U. কমিশনের সদস্য ছিলেন। ১৯৩৫ খ্রী· তিনি রয়াল এসট্রোনমিক্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৬০ খ্রী· পদ্মশ্রী উপাধি পান। [১৪৯]

অনিল দাশগুপ্ত (১৯০৪ - ৫·১১·১৯৮৬) ঢাকা। স্বাধীনতা সংগ্রামী ও আর· এস· পি· দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। ১৯২৫ খ্রী· অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। ব্রিটিশ আমলে ১৬ বছর কারারুদ্ধ ছিলেন। [১৬]

অন্নদাপ্রসাদ মণ্ডল (১৮৮২ - মার্চ ১৯৭৭) কাটসিহি—বর্ধমান। সতীশচন্দ্র। বহরমপুর কলেজ থেকে বি· এ· এবং ১৯২২ খ্রী· রিপণ কলেজ থেকে ল পাশ করে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। পরে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নিয়ে ছ'বছর কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯৪৬ খ্রী· অবিভক্ত বাংলার আইনসভার সদস্য ছিলেন। ১৯৫২ খ্রী· পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ৫ বছর বর্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটির সদস্য ও একসময় ভূদান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কালনা ডেয়ারী এবং নানা শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান তিনি স্থাপন করেছিলেন। [১৪৯]

অবিনাশচন্দ্র রায় (১৮৮৪ - ১৬·৪·১৯৮৬)। পাবনা। উত্তরবঙ্গের অগ্নিযুগের অন্যতম বিপ্লবী। অরবিন্দ ঘোষ ও বাঘা যতীনের সহকর্মী ছিলেন। দীর্ঘ ১৪ বছর তিনি কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। ৪০ বছরেরও বেশি তিনি মুদ্রণ শিল্পের পুরোধা ইণ্ডো-সুইস ট্রেডিং কোম্পানীর অন্যতম কর্ণধার ছিলেন। [১৬]

অমরপ্রসাদ চক্রবর্তী (১৯২১ - ২৭·১০·১৯৮৫) চট্টগ্রাম। ছাত্রাবস্থাতেই রাজনীতিতে অংশ নেন এবং তৎকালীন 'ছাত্রব্যুরোর' সভাপতি ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়ে কারাবরণ করেন। বিশিষ্ট আইনজীবী। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক ছিলেন। কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি থেকে ১৯৩৯ খ্রী· তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের আইন ও আবগারী মন্ত্রী ছিলেন। [১৬]

অমর রাহা (১৯১৫ - ২৬·১০·১৯৮৬)। সেন্ট পলস কলেজের ছাত্রাবস্থায় প্রফেসর ফাদার একরয়েডের প্রভাবে ১৯৩৫ খ্রী· কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দেন। কিছুদিন পর আর· সি· পি· আই·-এর সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে ঐ দলের সদস্য হন। পরে দল বিভক্ত হলে তিনি পান্নালাল দাশগুপ্ত পরিচালিত অংশে যোগ দিয়ে 'স্থানীয় ক্ষমতা দখলের' দলীয় সিদ্ধান্তকে রূপদানে ১৯৪৮ খ্রী· 'দমদম-বসিরহাট দখল' আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তিরিশের দশকে দিনাজপুরে কৃষকদের মধ্যে এবং চল্লিশের দশকে আসানসোল-ধানবাদে খনি এলাকায় কাজ করেছেন। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশ নিয়ে বিহারে আটক থাকেন। দীর্ঘ ২০ বছরের কারাবাসের ৬ বছর তাঁর কেটেছে ব্রিটিশ কারাগারে। বাকি ১৪ বছর স্বাধীন ভারতের জেলে। নিজের মামলা নিজে চালাবার উদ্দেশ্যে জেলে বসে আইন বিষয়ে পড়াশুনা করে কৃতকার্য হন। পরবর্তী কালে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করতেন। পেশাগত সততায় এবং দরদী মানুষ হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। বহু পত্র-পত্রিকায় রাজনীতি বিষয়ক তাঁর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে। [১৬, ১৫৮]

অমিয় চক্রবর্তী (১০·৪·১৯০১ - ১২·৬·১৯৮৬) শ্রীরামপুর—হুগলী। আদি নিবাস পাবনা। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান কবি-সমালোচক। ১৯২১ খ্রী· হাজারিবাগ সেন্ট কলম্বাস কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে ঐ বছরেই প্রথমে ছাত্র ও পরে অধ্যাপক হিসাবে বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯২৬ খ্রী· পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে এম· এ· পাশ করেন। ১৯৩৭ খ্রী· অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি· ফিল· ডিগ্রি পান। ১৯২৪ - ৩৩ খ্রী· তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সচিব। রবীন্দ্রজীবনের অন্তিম পর্বে তিনি কবির জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন এবং চিন্তাভঙ্গির ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ও বিশ্বস্ত সহচর হয়ে উঠেছিলেন। রবীন্দ্র-মানসে তাঁর একটি বিরল ভূমিকা ছিল। ১৯৩০ খ্রী· রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রীরূপে জার্মানী, ডেনমার্ক, সোভিয়েত রাশিয়া, আমেরিকা এবং ১৯৩২ খ্রী· পারস্য ও মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে অধ্যাপক ও বক্তা হিসাবে পৃথিবীর নানা দেশে গিয়েছেন। ১৯৩৭ - ৪০ খ্রী· আধুনিক ভারতে বিবিধ আন্দোলন প্রসঙ্গে গবেষণার জন্য অক্সফোর্ড সিনিয়র রিসার্চ ফেলো হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৪৬ - ৪৮ খ্রী· ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে নোয়াখালী, বিহার ও অন্যত্র গান্ধীজীর শান্তি পদযাত্রায় তিনিও ছিলেন। ১৯৪৮ খ্রী· থেকে দীর্ঘদিন মার্কিন দেশে কাটিয়েছেন। ১৯৫০ খ্রী· রাষ্ট্রসংঘে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের উপদেষ্টা ছিলেন। রচিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা অন্যূন চৌদ্দটি, গদ্যগ্রন্থ দুটি। তাছাড়া ইংরেজীতেও লেখা বই, অনুবাদ গ্রন্থ এবং রচনা-সংকলনও আছে। 'চলো যাই' গ্রন্থের জন্য ইউনেস্কোর এবং 'ঘরে ফেরার দিন' কাব্যের জন্য সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন। 'পদ্মভূষণ', 'দেশিকোত্তম' ও অন্যান্য অনেক সম্মানে ভূষিত ছিলেন। তাঁর চিন্তাশীল, প্রগতিশীল মাতা অনিন্দিতা দেবী 'বঙ্গনারী' ছদ্মনামে লিখতেন। [১৬]

অমিয় রায়, পটল (? - ২৪·৫·১৯৮৬) বেলিয়াতোড়—বাঁকুড়া। প্রখ্যাত শিল্পী যামিনী রায়। শিশুকাল থেকে পিতার শিল্পকর্মের প্রেরণায় তাঁর শিল্পসত্তার বিকাশ ঘটে। সেরামিক ছবি তিনিই এদেশে শুরু করেন। কলিকাতা তথ্যকেন্দ্র এবং রবীন্দ্রসদনের সেরামিক ম্যুরালগুলি তাঁর শিল্পকর্মের নির্দশন। [১৬]

অমিয়া ঠাকুর (১২·২·১৯০৮ - ১৩·১১·১৯৮৬) কলিকাতা। ব্যারিস্টার সুরেন্দ্রনাথ রায়। স্বামী—জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর হৃদিন্দ্রনাথ। বেথুন স্কুল ও কলেজে শিক্ষা। তাঁর মত সুকণ্ঠের অধিকারিণী সে সময়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসরে খুব কমই ছিল। সঙ্গীতের প্রথম পাঠ একজন মুসলমান ওস্তাদের কাছে। পরে ধ্রুপদিয়া নগেন্দ্রকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তালিম নেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখেন স্বয়ং কবির কাছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দিয়ে সূক্ষ্ম গলার কাজ আছে, এমন গানই গাওয়াতেন। বিবাহের পর তিনি জনসমক্ষে আর বিশেষ গান করেননি। তাঁর গানের মাত্র একটি রেকর্ড আছে। [১৬]

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯১২ - ২৭.৬.১৯৮৭) হাওড়া। স্বাধীনতা সংগ্রামী ও হাওড়া জেলা কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। হাওড়ার অনেক যুব-সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও সংগঠক। প্রথম জীবনে গুপ্ত বিপ্লবী দলের সদস্য হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকাল পর্যন্ত কংগ্রেস আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল। তিরিশের দশকের মধ্যভাগ থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। পরাধীন ও স্বাধীন ভারতে অনেক বছর কারারুদ্ধ ছিলেন। [১৬]

অরুণ ভট্টাচার্য (১৯২৫ - ৯.৫.১৯৮৫)। চল্লিশের দশকের বিশিষ্ট কবি। ১৯৫৫ খ্রী. থেকে 'উত্তরসূরি' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ইংরেজীতে এম.এ. এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সঙ্গীতে পি-এইচ.ডি. উপাধি লাভ করেন। পরে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'মিলিত 'সংসার', 'চারিদিকে ঘরবাড়ী', 'কবিতার ভাবনা', 'এনসিয়েন্ট হিন্দু' প্রভৃতি। স্টেটসম্যান পত্রিকার সঙ্গীত সমালোচক ছিলেন (১৯৬৬ - ৭৫)। 'ইণ্ডিয়ান মিনারেলস' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসাবে কাজ করেছেন। [১৬]

অশোককুমার রায় (১৯৪৭ - ১৮.১০.১৯৮৬)। ১৯৬৮ খ্রী. খড়গপুর আই. আই. টি. থেকে পাশ করে ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের (বার্ক) ট্রেনিং স্কুলে যোগ দেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বার্ক-এর রিঅ্যাক্টর কন্ট্রোল ডিভিশনের প্রধান ছিলেন। প্লুটোনিয়াম জ্বালানিসম্পন্ন প্রথম রিঅ্যাক্টর 'পূর্ণিমা' ও ১১১ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন রিসার্চ রিঅ্যাক্টর 'ধ্রুব'র নকশা-গঠন এবং তা চালু করার দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর। [১৬]

অশ্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৯৫ - ১৬.১১.১৯৮৫) বরিশাল। স্বাধীনতা সংগ্রামী, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সহকর্মী ও ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা। দীর্ঘদিন ব্রিটিশ কারাগারে আটক থাকেন। পরবর্তীকালে সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১৬]

অসীম রায় (৭.৩.১৯২৭ - ৩.৪.১৯৮৬)। সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। সাংবাদিক জীবনে তিনি স্টেটসম্যান, অমৃতবাজার পত্রিকা ও টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া গ্রুপে কাজ করেছেন। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধও তিনি অনেক লিখেছেন। বিষয়-নির্বাচনে এবং প্রকাশভঙ্গীর সাবলীলতায় তাঁর রচনা বিশিষ্ট। 'ফুটপাথে ফুলের গল্প' তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ (১৯৫০)। রচিত উপন্যাস: 'একালের কথা', 'গোপালদেব', 'দ্বিতীয় জন্ম', 'রক্তের হাওয়া', 'দেশদ্রোহী', 'শব্দের খাঁচায়', 'অসংলগ্ন কাব্য', 'আবহমানকাল', 'একদা ট্রেনে' প্রভৃতি। 'আমি হাঁটছি' তাঁর কবিতা গ্রন্থ। তাঁর একমাত্র প্রবন্ধ সংকলন 'রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর উত্তরাধিকার'। তাঁর কয়েকটি গল্প-সংকলনও আছে। [১৬, ১৪৯]

অহিভূষণ মালিক (১৯২৪ - ৯.২.১৯৮৬)। কলিকাতার বসু-মল্লিক পরিবারের সন্তান। উত্তরপ্রদেশ প্রবাসী ব্যঙ্গচিত্রকর ও শিল্প সমালোচক। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের স্নাতক অহিভূষণ আর্ট কলেজে না পড়লেও পঞ্চাশের দশক থেকে আমৃত্যু বাঙালাদেশের চিত্রকলা ও তাঁর শিল্পীদের বিষয়ে সংবাদপত্রে প্রবন্ধাদি লিখেছেন, আর্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন ও ব্যঙ্গ চিত্র এঁকে খ্যাতিমান হয়েছেন। তিনি আর্ট ফেয়ার-এর পত্তন করেন এবং ফুটপাথে চিত্র-প্রদর্শনীর তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। দৈনিক সত্যযুগ পত্রিকায় ও পরে আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। 'রূপদর্শী'র লেখা আর অহিভূষণের কার্টুন একই সঙ্গে 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। 'ছবির কথা', 'রঁদ্যার জীবনী' ও আরও কয়েকটি বই এবং অনেক প্রবন্ধ তিনি ছোটদের উপযোগী করে লিখেছেন। তাঁর লেখা শেষ বই ফরাসী চিত্রকর উত্রিও-র জীবনালেখ্য। [১৬, ১৭]

আব্দুল মালেক (? - ১৭.১০.১৯৮৭)। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম বিশিষ্ট নায়ক। পরে মুজিব মন্ত্রিসভার সহযোগী হন। বাংলাদেশ সংসদের বিরোধীদলের ডেপুটি লিডার ছিলেন। [১৬]

আবদুস সাত্তার (৩.৩.১৯১১ - ২০.৭.১৯৬৫) টোলা—বর্ধমান। সামসের আলি। স্কুলে পড়ার সময়ই গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। বি.এ., বি.এল. পাশ করেন। ছাত্রজীবনে 'টোলা মোসলেম অরুণ সঙ্ঘ', 'টোলা সমবায় সমিতি' ও 'টোলা নৈশ বিদ্যালয়' স্থাপন করেছিলেন। 'দেশের ডাক' নামে একটি সাপ্তাহিক বুলেটিন সম্পাদনা করতেন। আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে ১৯৩০ খ্রী. কারারুদ্ধ হন। ১৯৩৫ খ্রী. বর্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩৭ খ্রী. নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪০ খ্রী. দ্বিতীয়বার কারাবরণ করেন। ১৯৫২ খ্রী. বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে লোকসভার সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৫৭ খ্রী. বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত ও বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিসভায় শ্রমমন্ত্রী হন। সুবক্তা ছিলেন। 'বর্ধমান বাণী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তাঁর প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বর্ধমানের কথা'। [১৭৪]

আশালতা সেন (৫.২.১৮৯৪ - ১৩.২.১৯৮৬) বিদগাঁও-বিক্রমপুর, ঢাকা। বগলামোহন দাশগুপ্ত। উকিল পিতার কর্মক্ষেত্র নোয়াখালীতে জন্ম। পূর্ববাংলার নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তুলেছিলেন যাঁরা, তিনি তাঁদের অন্যতম। মাত্র দশ বছর বয়সে ১৯০৪ খ্রী. 'অন্তঃপুর' মাসিক পত্রিকায় তাঁর রচিত জাতীয়তামূলক কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। পরিণতবয়সে বাল্মীকির মূল রামায়ণ থেকে 'যুদ্ধকাণ্ড'টি সংক্ষিপ্ত আকারে বাংলা কবিতায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। মাতামহী নবশশী দেবীর প্রেরণায় ১৯০৫ খ্রী. স্বদেশী-প্রচারে উদ্যোগী হন। ক্রমে নানা পুস্তক পাঠ করে স্বাধীনতালাভে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৯১৬ খ্রী. শিশুপুত্র নিয়ে বিধবা হন। ১৯২১ খ্রী. অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ঢাকা গেণ্ডারিয়ায় তাঁর শ্বশুরের সহায়তায় নিজেদের বাড়িতে মহিলাদের জন্য 'শিল্পাশ্রম' নামে

একটি বয়নাগার স্থাপন করেন। ১৯২২ খ্রী· ঢাকা জেলার মহিলা প্রতিনিধিরূপে গয়া কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯২৪ খ্রী· সরমা গুপ্তা ও সরযূবালা গুপ্তার সহযোগিতায় 'গেণ্ডারিয়া মহিলা সমিতি' সংগঠন করেন। সমিতির সভ্যারা নিজেরাই খদ্দরের বোঝা কাঁধে নিয়ে গ্রামে গ্রামে খদ্দর বিক্রি ও প্রচারকার্য করতেন। সমিতির বার্ষিক শিল্পমেলাতে প্রস্তুত 'গান্ধী মণ্ডপ'টি সকলের কাছে খুব আকর্ষণীয় ছিল। ১৯২৫ খ্রী· তিনি নিখিল ভারত কাটুনি সঙ্ঘের (A.I.S.A.) সদস্য হন ও ব্যাপকভাবে খদ্দর প্রচারে ব্রতী হন। ১৯২৭ খ্রী· মহিলা কর্মী তৈরির জন্য 'কল্যাণ কুটির আশ্রম' স্থাপন করেন। এতে তাঁর শ্বশুর এবং বিদ্যাশ্রমে'র প্রতিষ্ঠাতা ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তর সহায়তা পান। ১৯২৯ খ্রী· নমঃশূদ্রপ্রধান জুড়ান গ্রামে সরমা গুপ্তার সহযোগিতায় 'জুড়ান শিক্ষা মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। এ অঞ্চলে তাঁরা ম্যাজিক ল্যান্টার্ণ সহযোগে বক্তৃতা দিয়ে গ্রামবাসীদের উদ্বুদ্ধ করতেন। ২২·৩·১৯৩০ খ্রী· তাঁদের সংগঠিত 'সত্যাগ্রহী সেবিকা দল' নিয়ে আইন অমান্য আন্দোলন করতে থাকেন। ১৩·৪·১৯৩০ খ্রী· তিনি, সরমা গুপ্তা, উষাবালা গুহ প্রমুখ নোয়াখালী গিয়ে বেআইনী লবণজল ঢাকায় এনে করোনেশন পার্কে উনুন জ্বালিয়ে ঐ জল জ্বাল দিয়ে যে লবণ তৈরি করেন, তা দেখতে গিয়ে এবং কিনে নিয়ে বহু লোক গ্রেপ্তার বরণ করেন। এই সময় তিনি ঢাকার বাইরে অন্যান্য এলাকাতে গিয়েও আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করেন। তাঁর উদ্যোগে ১৯৩১ খ্রী· 'বিক্রমপুর রাষ্ট্রীয় মহিলা সঙ্ঘ' সংগঠিত হয়। বিক্রমপুরের নানাস্থানে সঙ্ঘের শাখা বিস্তারলাভ করে। ঐ বছর আগস্ট মাসে ঢাকাতে 'নারীকর্মী শিক্ষাকেন্দ্র' স্থাপন করেন। শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষাদাতা ছিলেন মানভূমের কংগ্রেস নেতা নিবারণ দাশগুপ্ত। মেদিনীপুরের কাঁথির একটি গ্রামেও নারীকর্মী শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়। ৪·১·১৯৩২ খ্রী· গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের পর ঢাকাতে আইন অমান্য আন্দোলন জোরদার হয়। ঐ সময় 'গোণ্ডেরিয়া মহিলা সমিতি'কে বেআইনী ঘোষণা করা হয় এবং 'কল্যাণ কুটির'-এর কর্মীদের আবাসগৃহ পুলিস তালাবন্ধ করে রাখে। বিভিন্ন স্থানে মহিলা কর্মীদের দিয়ে তিনি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করাতে থাকেন। বিক্রমপুরের নশঙ্কর গ্রামে স্থানীয় কর্মী কিরণবালা কুশারী ও প্রভাসলক্ষ্মী দেবীর সহায়তায় 'নশঙ্কর মহিলা শিবির' স্থাপন করেন। তাঁরা তখন গ্রামের পর গ্রাম শত শত লোকের মধ্যে বক্তৃতা দিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। ৬·১·১৯৩২ খ্রী· থেকে ৭ই মার্চ গ্রেপ্তারের আগে পর্যন্ত ঢাকা জেলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রায় ৬১ টি গ্রামে ও শহরে ঝড়ের বেগে ঘুরে আন্দোলন পরিচালনা করে গেছেন। 'সত্যাগ্রহী সেবাদলে'র কর্মীরা ঢাকা জেলার ১৩৫ টি গ্রামে ঘুরে ঘুরে আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ খ্রী· মুক্তিলাভের পর তিনি বিভিন্ন গঠনমূলক কাছে লিপ্ত হন। সেই সময় থেকে কয়েক বছর ঢাকা জেলা কংগ্রেসের সহ-সভানেত্রী ছিলেন। ১৯৩৯ খ্রী· হেমাঙ্গিনী দেবী ও বরিশালের ইন্দুমতী গুহঠাকুরতাকে সঙ্গে নিয়ে কংগ্রেসকর্মী শশীবালা দেবীর অনুরোধে উত্তরবঙ্গের বহু স্থান ভ্রমণকালে কংগ্রেসের প্রচারকার্য চালনার সঙ্গে সঙ্গে 'কংগ্রেস মহিলা সঙ্ঘ' গঠনে স্থানীয় মহিলাকর্মীদের সহায়তাও করেন। প্রচারকার্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গের অনেক জেলাতেও তিনি ঘুরেছেন। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে ৮ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৪৩ খ্রী· দুর্ভিক্ষে ঢাকায় সেবাকার্যে নিযুক্ত থাকেন। ১৯৪৬ খ্রী· বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ঐ বছরের নভেম্বরে দাঙ্গাবিধ্বস্ত নোয়াখালী পরিদর্শনে যান। সেখানে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে ঢাকা জেলার শোচনীয় অবস্থা তাঁকে জানান। ঢাকায় ফিরে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য ও শান্তিস্থাপনের প্রচেষ্টায় নিযুক্ত থাকেন। ১৯৪৭ খ্রী· দেশবিভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তান থেকে সেখানকার বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বিধানপরিষদের সভ্য হিসাবে পরিষদের প্রথম বাজেট অধিবেশনে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে সংগৃহীত কর এবং বিদেশী মুদ্রা এই অঞ্চলে বিনিয়োগের দাবি জানালে তাঁর পুত্রকে অবিলম্বে দেশ ছাড়ার আদেশ দেওয়া হয়। ১৯৬৫ খ্রী· তিনি নিজে দিল্লী চলে আসেন। ১৯৭২ খ্রী· বাংলা দেশের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহম্মদের আমন্ত্রণে বাংলাদেশে গিয়েছিলেন। বিশ্বব্যাঙ্কের পরিচালন পর্ষদে ভারত ও বাংলাদেশের প্রতিনিধি সমররঞ্জন তাঁর পুত্র। তাঁর মাতা মনোদাসুন্দরীর মত তিনিও একটি আত্মজীবনী লিখেছেন। [১৬, ১৭৪]

ইন্দিরা মজুমদার (১৮৯৯ - ৭·২·১৯৮৬)। বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে তিনি আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২১ খ্রী· এবং পরেও কয়েকবার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। গান্ধীজীর খাদি আন্দোলনে যোগ দেন এবং চিল্কার কাছে 'টলস্টয় আশ্রমে'র ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি উত্তর দমদম বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাত্রী। [১৬]

কমল মজুমদার (১৩·১·১৯২৪ - ১৮·১০·১৯৮৩) কলিকাতা। কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম বাঙ্গালী চীফ হেলথ অফিসার তারকনাথ। বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক। এম·এ· পড়ার সময় ১৯৪৭ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। প্রথম স্বাধীনতা দিবসে বেতার-কেন্দ্র প্রচারিত 'জয়যাত্রা' গীতিনাট্যের রচয়িতা এবং সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫০ খ্রী· তিনি বম্বে গিয়ে চিত্রপরিচালক নীতীন বসুর সহকারী হিসাবে কাজ করেন। চিত্রনাট্য-রচনায় দক্ষতা ছিল। কিছুদিন কলিকাতায় থাকার সময় রবীন্দ্রনাথের অনেক গীতিনাট্যের ভাষ্য রচনা করেন। তাঁর পরিচালিত উল্লেখযোগ্য চিত্র 'লুকোচুরি', 'অভিসারিকা', 'একটুকু ছোঁয়া লাগে', 'অগ্নিপরীক্ষা' (হিন্দী) প্রভৃতি। [১৬, ১৪৯]

কানাইলাল সরকার (৪·৩·১৯১০ - ২৩·১০·১৯৮৬) কলিকাতা। মনোবিকলনতাত্ত্বিক চিকিৎসক সরসীলাল।

পিতৃবন্ধু রবীন্দ্রনাথের কাছে শান্তিনিকেতনে তাঁর শিক্ষা শুরু। পরে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করেন। কিছুদিন টাটার সুগার মিলে কাজ করার পর ১৯৪৫ খ্রী· আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীতে যোগ দিয়ে বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন। এই সংস্থার তিনি চেয়ারম্যান ডিরেক্টরও হয়েছিলেন। শান্তিনিকেতন কলাভবনের ছাত্রী সুগায়িকা অমলাদেবী তাঁর স্ত্রী। [১৬]

কামরুল হাসান (১৯২১ - ২·২·১৯৮৮) নারেঙ্গা-বর্ধমান। পিতা ছিলেন কলিকাতার মুসলিম গোরস্থানের সেক্রেটারী। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী। শিক্ষা—কলিকাতা মাদ্রাসা ও কলিকাতা গভর্ণমেন্ট ইন্‌স্টিটিউট অব আর্টস-এ। কবরের নকশা এঁকে প্রথম উপার্জন শুরু। ১৯৪৮ খ্রী· তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে চলে যান। ব্রতচারী আন্দোলন ও মুকুল ফৌজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শরীরচর্চা করতেন। ১৯৫৪ খ্রী· 'মিঃ বেঙ্গল' উপাধি লাভ করেন। ঢাকার গভর্ণমেন্ট ইন্‌স্টিটিউট অব আর্টস (বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা সংস্থা) প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন। শিল্পীদের প্রথম সংস্থা ঢাকা আর্ট গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। আমৃত্যু তিনি নানা গণ আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। পটুয়াদের প্রকরণ কৌশল আত্মস্থ করে তিনি নিজের স্বতন্ত্র এক চিত্ররীতি গড়ে তুলেছিলেন। পূর্ববঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তাঁর আঁকা 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে' পোস্টারটি বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিল। তিনিই বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রতীক-চিহ্ন রচনাকার। ১৯৮৫ খ্রী· যুগোশ্লাভিয়া সরকার তাঁর বিখ্যাত ছবি 'তিনকন্যা' দিয়ে ডাকটিকিট প্রকাশ করে। চিত্রকলার প্রায় সবকটি মাধ্যমেই তিনি কাজ করেছেন। তাঁর শিল্পকর্ম নিয়ে অনেক সময় বিতর্ক উঠেছে, ব্যক্তিগতভাবে লাঞ্ছিতও হয়েছেন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর তূলি সচল ছিল। [১৭]

কালিদাস দত্ত (১২৮৮ - ৩১·১·১৩৭৫ ব·) মজিলপুর—চব্বিশ পরগনা। সুরেন্দ্রনাথ। প্রত্নতাত্ত্বিক। ১৯২১ খ্রী· ম্যাট্রিক পাশ করেন। পিতৃবিয়োগের পর নিজস্ব বিশাল জমিদারি দেখার কাজে সুন্দরবন অঞ্চলে ভ্রমণকালে বহু পুরাকীর্তির সন্ধান পান। এ বিষয়ে তাঁর অনুরাগ ও পড়াশুনা থাকায় তিনি নানা প্রত্নবস্তু সংগ্রহ করে নিজ বাসগৃহে এক বিরাট সংগ্রহশালা গড়ে তোলেন। তাঁর সংগ্রহের একাংশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালাতে ও পরে বাকি অংশ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নসংগ্রহশালায় দান করেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। [২৩২]

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত (৯·১০·১৮৯৩ - ১০·৭·১৯৮৬) উখরা—বর্ধমান। ডাঃ চন্দ্রকান্ত। ছাত্রজীবনে সাহিত্যে ও চিকিৎসাবিদ্যায় তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দেন। কৈশোরেই রাধাগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা ও ক্রিয়াদীক্ষা নেন। কলেজে পড়ার সময় রসিকমোহন বিদ্যাভূষণের কাছে দশ বছর বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শন এবং বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। বি·এস-সি·,এম·এ·, এম·বি·বি·এস· (১৯১৮) ও ডি·টি·এম· পাশ করে স্বগ্রামে চিকিৎসক-জীবন শুরু করে সেখানে জাতীয় কংগ্রেসের শাখা কার্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর সংগঠিত স্বেচ্ছাসেবক দল নিয়ে তিনি স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩০ খ্রী· উখরা থেকে তিনি স্থায়ীভাবে কলিকাতায় চলে আসেন এবং এখানে চিকিৎসা, সাহিত্যচর্চা, সঙ্গীতচর্চা, দেশসেবা, সমাজসেবা ও বিভিন্ন সাহিত্য সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। স্বাধীনতা ও হরিজন আন্দোলনকে ভিত্তি করে লেখা তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মন্দিরের চাবি' ১৯৩১ খ্রী· প্রকাশিত হওয়া মাত্র ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। সুচিকিৎসক হিসাবে বিভিন্ন হাসপাতাল ও মেডিক্যাল সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের কলিকাতা শাখার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, দিল্লীর কলেজ অব জেনারেল প্র্যাকটিশনার্স-এর প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য এবং ক্যালকাটা মেডিক্যাল জার্নাল ও মেডিক্যাল রিভিয়্যু পত্রিকার দীর্ঘদিন সম্পাদক ছিলেন। দরিদ্র ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি হিসাবে তৎসহ যুক্ত ৪ টি যক্ষ্মা হাসপাতাল, মাতৃনিকেতন, শিশুকল্যাণ কেন্দ্র ও পাঠাগার প্রায় ২৫ বছর তিনি পরিচালনা করেন। শিক্ষাসংস্থা শ্রীবিদ্যানিকেতনের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ছিলেন। ১৯৪০ খ্রী· 'কলিকাতা সাহিত্যিকা' নামে সাহিত্যসভা প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃতে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁরই চেষ্টায় ২১ বছর লুপ্ত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ১৯৬০ খ্রী· পুনরুজ্জীবিত হয় এবং ১৫ বছর তিনি তার সভাপতি ছিলেন। প্রখ্যাত সাহিত্য-সংস্থা 'রবিবাসরে'র সর্বাধ্যক্ষ, 'সাহিত্য তীর্থে'র তীর্থপতি, 'পূর্ণিমা-মিলনে'র পুরোধা, 'বর্ধমান সম্মিলনী' ও 'নিখিল-ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি'র সভাপতি এবং 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের' সহ-সভাপতি ছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞ ও গীতিকার হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। অনেক ধর্মীয় মঠ, মিশন ও ধর্মসংস্থার সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। অসংখ্য সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সভার সভাপতিত্ব ও পৌরোহিত্য করেছেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'রবীন্দ্র বৈজয়ন্তী', 'শ্যাম নটরাজ', 'সপ্তপদী', 'মাতামহের লিপি', 'চূড়ালা ও শিখিধ্বজ', 'Price of a song', 'Cultural Heritage of Bengal' প্রভৃতি। ভারতের জাতীয় সংহতির উপর তাঁর রচিত কাব্য 'সা-বি-দ'। [১৭৪]

কিশোরকুমার (১৯২৯ - ১৩·১০·১৯৮৭)। জন্মস্থান মধ্যপ্রদেশের খাণ্ডোয়া অঞ্চলে। ব্যারিস্টার কুঞ্জবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়। প্রখ্যাত নেপথ্য সঙ্গীতশিল্পী, চলচ্চিত্রাভিনেতা, পরিচালক ও প্রযোজক। অগ্রজ চলচ্চিত্রাভিনেতা অশোককুমারের অনুপ্রেরণায় তিনি ও অনুজ অনুপকুমার বোম্বে আসেন। এই তিন ভাই মিলে

'চলতি কা নাম গাড়ী' ছবিতে অভিনয় করেন। তাঁর প্রথম ছবি 'দূর গগন কী ছাঁও মে'। বাংলা ছবি 'লুকোচুরি'তে তাঁর অভিনয় ক্ষমতা ও কৌতুকময় ভরাট গলার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর মতে ফিল্ম হচ্ছে প্রমোদ-উপকরণ, তাই হাসিতে খুশিতেই ফিল্মের মর্মবাণী পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন। 'শাদি' চলচ্চিত্রেই তিনি প্রথম গানের মাঝে মাঝে তাঁর অপূর্ব ভাঙা গলা প্রয়োগ করেছিলেন। চলচ্চিত্রের অভিনয় ছেড়ে তিনি পুরোপুরি নেপথ্যশিল্পী হয়ে পড়েন 'ঝুমরাও' (১৯৬১) থেকে। 'কিসমৎ কী বাত হ্যায়', 'চারুলতা', 'ঘরে বাইরে' প্রভৃতি চলচ্চিত্রে তাঁর গাওয়া গান স্মরণীয়। ওস্তাদের কাছে তালিম নিয়ে তিনি গান না শিখলেও সব ধরনের গানই তিনি গাইতে পারতেন। তাছাড়া অপরের চাল চলন ইত্যাদি নিখুঁতভাবে নকল করতে পারতেন। এ ক্ষমতা তিনি অভিনয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগও করেছেন। [১৬]

কুমারচন্দ্র জানা (২৮.১১.১৮৮৯ - ৬.৫.১৯৭৩) বাসুদেবপুর—মেদিনীপুর। ১৯১৯ খ্রী· সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে আই·এ· পাশ করেন। বি·এস-সি· পরীক্ষা না দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। অনন্তপুর গ্রামে জাতীয় শিক্ষালয় স্থাপনে প্রধান উদ্যোক্তা ও শিক্ষক ছিলেন। স্বাবলম্বনের এই শিক্ষাকেন্দ্রে বৃত্তিশিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। সূতাহাটাকে কেন্দ্র করে তাঁর সাংগঠনিক কর্মপ্রচেষ্টা গড়ে ওঠে। ১৯২২ - ২৩ খ্রী· কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯৩০ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় পুনরায় কারারুদ্ধ হন। ১৯৩৫ খ্রী· স্বগ্রামে অন্তরীণ থাকা-কালে 'গান্ধী আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করে সস্ত্রীক সেখানেই কাটান। সে সময় এই 'গান্ধী আশ্রম' সূতাহাটা থানার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান কেন্দ্র ছিল। তাঁর স্ত্রী চারুলতাকে কেন্দ্র করে মহিলাকর্মীরাও এই আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে ধৃত হয়ে ১৯৪৫ খ্রী· মুক্ত হন। ১৯৪৬ খ্রী· দাঙ্গা-বিধ্বস্ত নোয়াখালীতে সস্ত্রীক তিনি গান্ধীজীর অনুগামী হয়েছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর সর্বোদয়ের প্রচারকার্যে সারা মেদিনীপুর ঘুরেছেন। তাঁর সম্পাদনায় সর্বোদয় সঙ্ঘের মুখপত্র 'গ্রামসেবা' সাপ্তাহিক পত্রিকাটি ১৯৪৮ খ্রী· প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৫১ খ্রী· তিনি সারা ভারত কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৫২ খ্রী· নির্বাচনে ঐ দলের সদস্য হিসাবে বিধানসভায় নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ খ্রী· বিনোবাজী মেদিনীপুরে এলে তিনি ঐ সদস্যপদ ত্যাগ করে ভূদান-যজ্ঞ আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। [২৩১]

কৃষ্ণপদ ঘোষ (১৯১৪ - ৩০.১২.১৯৮৭) খুলনা। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি রাজনীতিতে যোগদান করেন। খুলনা থেকে ১৯৩০ খ্রী· ম্যাট্রিক পাশ করে কলিকাতার বঙ্গবাসী কলেজে পড়ার সময় ছাত্র-আন্দোলনে সক্রিয় হন। ১৯৩৫ - ৩৬ খ্রী· লেবার পার্টির পতাকাতলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩৬ - ৩৭ খ্রী· লেবার পার্টির সকলে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলে তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৩৯ খ্রী· থেকে পরবর্তী ৫৷ বছর লেবার পার্টির অন্যান্য অনেকের সঙ্গে তিনিও কমিউনিস্ট পার্টির বাইরে থাকেন। ১৯৪৫ খ্রী· তিনি পুনরায় পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। চল্লিশের দশকে যেসব ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও আন্দোলনের পুরোভাগে তিনি ছিলেন তার মধ্যে স্যাকসি ফার্মার অন্যতম। খিদিরপুর ডক এবং পোর্ট শ্রমিকদের সংগঠন করার ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ অবদান ছিল। ১৯৪৮ খ্রী· পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হলে তিনি কারারুদ্ধ হন। ১৯৫২ খ্রী· মুক্তি পেয়ে কিছুদিন 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় সাংবাদিকের কাজ করেন। পরে পার্টি ও শ্রমিক সংগঠনের দায়িত্বে নিযুক্ত হন। পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হলে ১৯৬৪ খ্রী· সি·পি·আই· (এম·) দলে আসেন এবং নানা দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করেন। ১৯৬৯ খ্রী· দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের শ্রমমন্ত্রী ছিলেন। পরে ১৯৭৭ খ্রী· থেকে ১৯৮৪ খ্রী· পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বভার পালন করেন। [১৬]

কেদারেশ্বর · বন্দ্যোপাধ্যায় (১৫.৯.১৯০০ - ৩০.৪.১৯৭৫) ঢাকা। তারকনাথ। ১৯৩০ খ্রী· পদার্থবিদ্যায় ডি·এস-সি· ডিগ্রী লাভ করেন। গ্রীফিথ পুরস্কারপ্রাপ্ত ছিলেন। 'ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ' নিয়ে ইংল্যাণ্ডের রয়েল ইন্‌স্টিটিউটে গবেষণা-কাজের সুযোগ পান। কঠিন পদার্থের জ্যামিতিক আকারের বিজ্ঞানবিষয়ক জটিল ও সূক্ষ্মতত্ত্ব নিয়ে তাঁর গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁকে এদেশে বিজ্ঞানের ক্রিস্টালোগ্রাফী শাখার প্রবর্তক বলা যায়। এ বিষয়ে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী ছিলেন। কর্মজীবনে চট্টগ্রাম, ঢাকা, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে অধ্যাপনা করেছেন। ১৯৫৯ - ৬৫ খ্রী· তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স সংস্থার ডিরেক্টর ও অবসর গ্রহণের পর এমেরিটাস প্রফেসর ছিলেন। তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ দেশী-বিদেশী অনেক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। [২২৮]

কেশবচন্দ্র নাগ (১৮৮৩ - ৬.২.১৯৮৭)। খ্যাতনামা গণিতবিদ্। কলিকাতার মিত্র ইন্‌স্টিটিউশনের প্রধান-শিক্ষক ছিলেন। একসময় তাঁর বিভিন্ন গণিত পুস্তক ছাত্রসমাজে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। [১৬]

ক্ষীরোদকুমার দত্ত (১৯০৬ - ১১.২.১৯৮৮) স্বাধীনতাসংগ্রামী ও লেখক। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। ১৯৩০ খ্রী· মেদিনীপুরের জেলা-শাসক পেডি-হত্যার ব্যাপারে গ্রেপ্তার হয়ে আট বছর বিভিন্ন জেলে আটক এবং দু-বছর অন্তরীণ থাকেন। মুক্তির পর আনন্দবাজার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক হিসাবে দীর্ঘদিন কাজ করেন। রচিত গ্রন্থ: 'শরৎ সাহিত্যে নারী চরিত্র', 'বঙ্কিম সাহিত্যের ধারা', 'বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা', 'অনুশীলন সমিতির ইতিহাস', প্রভৃতি। [১৬]

ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর, কে·সি·এস·আই· (১৮৩০ - ১৯১২) বারাসাত—চব্বিশ পরগনা। বামনদেব। ১৮৪৬ খ্রী· স্থাপিত বারাসাত

সরকারী বিদ্যালয় থেকে ১৮৪৯ খ্রী· জুনিয়ার পরীক্ষা, আগ্রার সেন্ট জন কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স ও রুড়কি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে ১৮৬০ খ্রী· পরীক্ষা পাশ করে সরকারী পূর্ত বিভাগে কর্মরত হন। তিনিই বাংলার প্রথম দেশীয় একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার এবং ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম লণ্ডনের 'ইন্‌স্টিটিউট অব সিভিল ইঞ্জিনীয়ার' সংস্থার সদস্য। কলিকাতার ইম্পিরিয়াল ট্রেজারি বিল্ডিংস, নৈহাটি-ব্যাণ্ডেল রেলপুল প্রভৃতি তাঁর কর্মদক্ষতার পরিচায়ক। ১৮৮৫ খ্রী· নিজ গ্রামে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সংস্কৃতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট উৎসাহ দান ও আর্থিক সাহায্য করেছেন। হোমিওপ্যাথি চর্চা করতেন। হোমিওপ্যাথিক গৃহ-চিকিৎসা ও চরক-সংহিতার উপর তিনি বই লিখেছেন। [১৪৯]

খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (২৭·২·১৮৯০ - ১৩·১·১৯৪০) দক্ষিণেশ্বর—চব্বিশ পরগনা। খ্যাতনামা কথক তারাপদ। বিপ্লবী সংস্থা আত্মোন্নতি সমিতির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯২০ খ্রী· মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁর নেতৃত্বে বরাহনগরে বিপ্লবী দলের একটি শক্তিশালী কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ১৯২১ খ্রী· উত্তরবঙ্গের বন্যায় ত্রাণকার্যে অংশ নেন। ১৯৩০ খ্রী· লবণ-আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে বাঙলা দেশে তিনিই প্রথম গ্রেপ্তার বরণ করেন। ১৯৩৯ খ্রী· কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য হন। বিভিন্ন সময়ে তাঁকে কারারুদ্ধ থাকতে হয়েছে। [১৪৯]

গোপালচন্দ্র মজুমদার (২২·১০·১৩১২ - ৩০·৭·১৩৭৬ ব·) মহেশ্বরপাশা—খুলনা। বাগেরহাট স্কুলের প্রধান-শিক্ষক কুঞ্জবিহারী। আদর্শ শিক্ষাব্রতী। বাল্যে পিতৃহীন হলে মাতা বিরাজমোহিনীর তত্ত্বাবধানে তিনি ও তাঁর ভাইবোনেরা প্রতিপালিত হন। ১৯২৪ খ্রী· দৌলতপুর বিদ্যালয় থেকে বৃত্তিসহ ম্যাট্রিক, দৌলতপুর হিন্দু একাডেমি থেকে ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি·এ· এবং প্রথম শ্রেণীতে এম·এ· পাশ করেন। স্কুলের ছাত্রাবস্থাতেই কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিপ্লবীদের প্রতিষ্ঠিত সেবাশ্রমে তিনি যাতায়াত করতেন। গ্রামসেবার আবরণে ছাত্র ও যুবকদের বিপ্লবকর্মে দীক্ষিত করাই ছিল এই আশ্রমের উদ্দেশ্য। গান্ধীজীর গ্রামগঠন ও গ্রামসেবা-কাজও এই সময় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের চেষ্টায় খুলনার গ্রামাঞ্চলে প্রসারলাভ করেছিল। এই আবহাওয়ার মধ্যে কলেজ জীবন থেকেই তিনি গ্রামসেবা ও মানবসেবার কাজে ব্রতী হন। খদ্দর পরিধান করতেন। দৌলতপুর কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু। দেশবিভাগের পর হুগলীর ইটাচুনা কলেজে অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করে প্রতিষ্ঠানটির প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। ছাত্রদরদী, ত্যাগব্রতী, অকৃতদার গোপালচন্দ্র অচেনা দুটি বালকের প্রাণরক্ষা করতে গিয়ে খন্যান লেভেল-ক্রসিং-এ রেলে কাটা পড়েন। [১৪৯]

গোপালদাস নাগ, ডাঃ (১·৩·১৯১৯ - ২৪·৪·১৯৮৬) এম·বি·বি·এস· পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন। ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দিয়ে সক্রিয় রাজনীতিতে আসেন। ১৯৬৭ খ্রী· রাজ্য বিধানসভায় কংগ্রেসপ্রার্থী হিসাবে জয়ী হন। ১৯৭২ খ্রী· সিদ্ধার্থ রায়ের মন্ত্রিসভায় তিনি প্রথমে শ্রমদপ্তর ও পরে অর্থদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। ১৯৮১ খ্রী· প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। [১৬]

গোবিন্দগোপাল সেনগুপ্ত (২০·১·১৯১৬ - ২৩·১·১৯৮৫) সিউড়ী—বীরভূম। কবিরাজ মতিলাল। বহু জনহিতকর সংস্থা ও শিল্পসংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জেলার মধ্যে অন্যতম গবেষক হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। রচিত গ্রন্থ: 'সাঁওতাল বিদ্রোহ', 'রাজনগর ও ইত্যাদি', 'পীঠস্থানের দেশ বীরভূম', 'তবাকৎ-ই নাসিরী', 'তাইমূরের আত্মজীবনী' প্রভৃতি। [১৭৪]

গোষ্ঠগোপাল দাস (১৯৪৮ - ৪·১২·১৯৮৬) লক্ষ্মণপুর—হুগলী। বিশিষ্ট বাউল ও লোকগীতি গায়ক। তাঁর 'গুরু না ভজি মুই', 'চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে' প্রভৃতি গান এককালে খুবই জনপ্রিয় ছিল। [১৬]

গৌরমোহন রায়, ডাঃ (১৮৯০ - ১৩·৯·১৯৬৯) মন্তেশ্বর—বর্ধমান। হরিপদ। ১৯৩৩ খ্রী· তিনি এডিনবরা থেকে এম·আর·সি·পি· পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। দীর্ঘ তিরিশ বছর তিনি আর·জি·কর· মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপনা করেন ও পরে সেখানের এমেরিটাস প্রফেসর ছিলেন। উপেন্দ্রনাথ মেমোরিয়াল হাসপাতালের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। কলিকাতা মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আমৃত্যু তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১৬]

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার (১৯২৪ - ২০·৮·১৯৮৬) বাংলা আধুনিক ও চলচ্চিত্র সঙ্গীতের বিশিষ্ট গীতিকার ও সুরকার। তাঁর রচিত সঙ্গীত 'আমার গানের স্বরলিপি', 'গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু', 'কত দূরে আর', 'এমন দিন আসতে পারে', 'মাগো, ভাবনা কেন' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। গীত-রচনায় তাঁর বৈশিষ্ট্য শব্দচয়নে। বহু গান তিনি রচনা করেছেন এবং তার জন্য পুরস্কৃতও হয়েছেন অনেকবার। [১৬]

চন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় (১৯০৯ - ২২·১২·১৯৮৭)। বিশিষ্ট ক্রীড়া-সাংবাদিক। নিখিল ভারত ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। বিভিন্ন ক্রীড়া-প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া-প্রশাসনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। 'ছকুদা' নামে পরিচিত ছিলেন। [১৬]

চারুচন্দ্র চৌধুরী (১৮৯৬ - ৭·১·১৯৮৭) কিশোরগঞ্জ—ময়মনসিংহ। প্রখ্যাত সংবিধান-বিশেষজ্ঞ। কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবহারজীবী হিসাবে কর্মজীবন শুরু। ১৯৪৮ - ৬০ খ্রী· তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিশেষ সচিব, ইণ্ডিয়ান ল ইন্‌স্টিটিউটের ডিরেক্টর, ইণ্ডিয়ান ল কমিশনের সেক্রেটারী ও 'ক্যালকাটা উইকলি নোট'-এর সম্পাদক ছিলেন। বিখ্যাত লেখক নীরোদ

চৌধুরী ও শিশুরোগ-বিশেষজ্ঞ ডাঃ ক্ষীরোদ চৌধুরী তাঁর ভ্রাতৃদ্বয়। [১৬]

চিত্রসুন্দরী দেবী (১৮৮০ - ১৯৮৭) বিশিষ্ট সমাজসেবী। তিনি একটি সংস্কৃত টোলের প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন। নোয়াপাড়ার যতীনগাঁও-এ তিনি থাকতেন। ১০৭ বছরে মৃত্যু। [১৬]

চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় (১৯৩০ - ২৬·৭·১৯৮৭) পানিহাটি—চব্বিশ পরগনা। নরেন্দ্রনাথ। জনপ্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পী। কলিকাতার তীর্থপতি ইন্‌স্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিক ও আশুতোষ কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করেন। একশ'র উপর গানের রেকর্ড করেছেন। আকাশবাণীর নিয়মিত শিল্পী ও রাজ্য সঙ্গীত একাডেমির তিনি সহ-সভাপতি ছিলেন। [১৬]

চিন্মোহন সেহানবীশ (৮·১২·১৯১৩ - ১৯·৫·১৯৮৭) আদি নিবাস—রংপুর। অধ্যাপক বিনয়মোহন। পিতার কর্মক্ষেত্র লাহোরে জন্ম। পিতামহ বিপিনমোহন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে স্বগ্রাম ছেড়ে আসেন। প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী, গবেষক ও ইতিহাসবিদ চিন্মোহন ১৯৩৮ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘে'র অন্যতম প্রধান সংগঠক এবং 'ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। 'পরিচয়' সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গেও প্রথম থেকেই তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। রাণীগঞ্জ স্কুল থেকে বৃত্তিসহ ম্যাট্রিক, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে আই·এস-সি ও অঙ্কে অনার্স নিয়ে বি·এস-সি এবং ১৯৩৫ খ্রী· অর্থনীতিতে এম·এ· পাশ করেন। ছাত্র জীবনে সেন্ট পলস্ কলেজ হস্টেলে থাকার সময় প্রফেসর অ্যাক্রয়েড এবং পিসতুতো দাদা অজয় ঘোষের প্রভাবে মার্কসীয় দর্শনে আকৃষ্ট হন। কৈশোরে গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। ১৯৪১ খ্রী· কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন। এম·এ· পাশ করে হিন্দুস্থান কর্পোরেশনে চাকরি নেন। ১৯৪৬ খ্রী· বুকম্যান প্রকাশন সংস্থা স্থাপন করে চাকরি ছাড়েন। পরে এই সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউসের সঙ্গে মিলিত হয়ে যায়। ১৯৪৯ খ্রী· পার্টি বেআইনি ঘোষিত হলে তিনি গ্রেপ্তার হয়ে প্রেসিডেন্সী জেল ও বক্সা বন্দিশিবিরে আটক থাকেন। ১৯৫১ খ্রী· মুক্তি পান। পঞ্চাশের দশকে বছর তিনেক তিনি স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সটিটিউটের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিরিশ-চল্লিশের দশকে 'অগ্রণী', 'নতুন সাহিত্য', 'পরিচয়', 'আন্তর্জাতিক' প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত প্রগতি সাহিত্য-মূলক রচনা লিখতেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ও পড়াশুনা ছিল। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৬১ খ্রী· পার্ক সার্কাস ময়দানে শান্তি কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-মেলা কমিটির তিনি সম্পাদক ও মৈত্রেয়ী দেবী ও গোপাল হালদার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। বিশ্বশান্তি আন্দোলন ও ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। অর্থনীতির ছাত্র হলেও পরবর্তীকালে তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল ইতিহাস। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিষয়ে নানা অজানা তথ্য নিয়ে তিনি তা গ্রন্থভুক্ত করে গেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিষয়ে মহাজাতি সদনে স্থায়ী প্রদর্শনীটি গড়ে তোলায় তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা ও সংগঠক। তাঁরই তত্ত্বাবধানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস রচনায় তিনি ড· গঙ্গাধর অধিকারীকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'লেনিন ও ভারতবর্ষ', 'রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা', 'রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ', 'রুশ বিপ্লব ও প্রবাসে ভারতীয় বিপ্লবীরা' প্রভৃতি। তিনি বিদ্যাসাগর পুরস্কার ও সোভিয়েট ল্যাণ্ড নেহেরু পুরস্কার লাভ করেন। শিক্ষাব্রতী ও সমাজসেবিকা উমা সেহানবীশ তাঁর স্ত্রী। [১৬, ১৭৪]

জ্যোতি চক্রবর্তী (১৯০০ - ২২·৭·১৯৮৬) মাইজদি—নোয়াখালি। স্বাধীনতাসংগ্রামী। গ্রামের পাঠশালায় পড়াশুনা করে বৃত্তিলাভ করেন। স্বামী আইনবিদ্ প্রসন্নমোহন চক্রবর্তীর রাজনৈতিক জীবনে প্রভাবিত হয়ে কংগ্রেস আন্দোলনে তিনি যোগদান করেন। ১৯১৯ খ্রী· জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বিক্ষুব্ধ হয়ে তিনি ও সুশীলা মিত্র কয়েকজন দেশপ্রেমিক মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে 'সেবা সমিতি' নামে একটি মহিলা সংগঠন গড়ে তোলেন। তিনি ছিলেন তার সম্পাদিকা। কংগ্রেসকর্মী হিসাবে তাঁরা দুইজনে বিলাতিবর্জন কর্মসূচি গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রচার করতেন। ১৯৩০ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি ও সুশীলা মিত্র শিশুসন্তান কোলে নিয়েই কারাবরণ করেন। বন্দীমুক্তির দাবির প্রশ্নে মতানৈক্য হওয়ায় ১৯৩২ খ্রী· তাঁরা 'নারী সমিতি' নামে পৃথক সমিতি গঠন করে পৃথকভাবে আন্দোলন পরিচালনা করেন। ক্রমে তাঁরা কমিউনিস্ট মতাদর্শে আস্থাবান হয়ে ওঠেন। ১৯৪১ খ্রী· তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় দেশব্যাপী ব্যাপক ফ্যাসিবিরোধী গণ-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৩ খ্রী· যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তিন তার নোয়াখালী শাখার সম্পাদিকা ছিলেন। দেশবিভাগের পর তিনি সপরিবারে কলিকাতায় চলে এসে সেখানের কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৫৯ খ্রী· 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র নাম পরিবর্তন করে 'মহিলা সমিতি' করা হয়। ষাটের দশকে কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হলে তিনি সি·পি·আই· (এম·) দলভুক্ত হন। ১৯৬৭ খ্রী· তিনি ও বেলা লাহিড়ী 'মহিলা সমিতি'র যুগ্ম সম্পাদিকা নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৭০ খ্রী· মতাদর্শগত পার্থক্যের জন্য 'মহিলা সমিতি' দ্বিধাবিভক্ত হলে তিনি নবসৃষ্ট 'পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি'র সঙ্গে যুক্ত থাকেন এবং ঐ বছর থেকে ১৯৮৩ খ্রী· পর্যন্ত তার সভানেত্রী ছিলেন। বহুবার তিনি কারারুদ্ধ হয়েছেন। ১৯৭১ খ্রী· তাঁর নিজের বাড়ীতে বসেই তিনি সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণে গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন। সকলের তিনি ছিলেন 'কাকীমা'। [১৬]

তরলিকা দেবী (১৯০০ - ৭ ডিসে. ১৯৮৩) পুঁঠিয়া—রাজশাহী। কবি বনোয়ারীলাল গোস্বামী। স্বামী হরেরাম সান্যাল। তাঁর কবিতা 'বিচিত্রা', 'বঙ্গবাণী', 'আত্মশক্তি' প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে বহু আত্মগোপনকারী বিপ্লবীকে আশ্রয় দিয়েছেন। [১৭৪]

তারক দাস (১৯০৭ - ১০.২.১৯৮৮) বিশিষ্ট আলোকচিত্রশিল্পী। তিনি ভারতীয় প্রেস ফটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে ভারতীয় সংবাদ-আলোকচিত্র জগতে তিনি নূতন এক যুগের সূচনা করেছিলেন। গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের ছবি তুলেছেন। [১৬]

তারকনাথ সিংহ (৭.৫.১২৭১ - ১৩.১০.১৩৫৮ ব.) নলকুড়া—বারাসাত। আনন্দচন্দ্র। বারাসাত সরকারী বিদ্যালয় থেকে ১৮৮৩ খ্রী. এন্ট্রান্স, কলিকাতা সিটি কলেজ থেকে এফ.এ. ও ১৮৮৭ খ্রী. বি.এ. পাশ করেন। গুপ্তিয়া ক্ষেত্রনাথ হাই স্কুলে প্রথমে তৃতীয় শিক্ষক ও পরে প্রধান-শিক্ষকরূপে ৪৬ বৎসর (১৮৮৮ - ১৯৩৪) কর্মরত ছিলেন। নিঃস্বার্থভাবে দরিদ্র গ্রামবাসীদের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করতেন। [২৩২]

তারাপদ লাহিড়ী (১৯০২ - ১৫.৬.১৯৮৬) বালিকান্দি—ফরিদপুর। রিভলিউশনারি সোশ্যালিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯২১ খ্রী. অসহযোগ আন্দোলনে, ১৯৩০ ও ১৯৩২ খ্রী. আইন অমান্য আন্দোলনে এবং ১৯৪২ খ্রী. 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে বহু বছর কারারুদ্ধ ছিলেন। জেলে বসেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি পাশ করেন। স্বাধীনতার পূর্বে তিনি ফরিদপুর জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক এবং এক সময় সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন। পরবর্তীকালে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জেলকোড রিভিশন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। মার্ক্সীয় অর্থনীতি, সংস্কৃত কবিতা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি কয়েকটি ইংরেজী ও বাংলায় গ্রন্থ রচনা করেছেন। [১৬]

তিমিরবরণ (১৯০৪ - ২৯.৩.১৯৮৭) কলিকাতা। সঙ্গীতবিশারদ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। প্রখ্যাত সরোদশিল্পী ও ভারতীয় বৃন্দবাদনের অন্যতম পথিকৃৎ। বাল্যে রাজেন চ্যাটার্জীর কাছে ক্ল্যারিওনেট বাজনা শেখেন। তাঁর সরোদের শিক্ষাগুরু আমির খাঁ ও আলাউদ্দীন খাঁ। পাঁচ বছর আমির খাঁয়ের কাছে শিখে ১৯২৫ খ্রী. মাইহারে তিনি আলাউদ্দীন খাঁর কাছে সরোদবাদনে তালিম নেন। ১৯৩০ খ্রী. কলিকাতায় ফিরে 'মাইহার-ব্যাণ্ড'-এর অনুপ্রেরণায় তিনি অগ্রজ ও বাড়ীর ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটি 'ফ্যামিলি অর্কেস্ট্রা'র দল গড়ে তোলেন এবং এই বছরই উদয়শঙ্করের নৃত্যসম্প্রদায়ে সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে যোগ দিয়ে দলের সঙ্গে জার্মানি, জাপান, কানাডা ও ইউরোপ ভ্রমণ করেন। ১৯৩৪ খ্রী. উদয়শঙ্করের দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনি বিখ্যাত চিত্র-প্রতিষ্ঠান নিউ থিয়েটার্সে যোগ দেন। কিছুদিন মধু বসু ও নৃত্যশিল্পী সাধনা বসুর নাট্য সংস্থা 'ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। ১৯৪২ খ্রী. বেতারে যন্ত্রসঙ্গীতের মাধ্যমে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুদিত পাষাণ' পরিবেশন করেন। ঐকতান সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৫০ খ্রী. সঙ্গীত নাটক একাডেমি পুরস্কার পান। পরে মঞ্চ ও ছায়াচিত্রের সঙ্গীত-পরিচালক হয়ে তিনি বোম্বে ও পাকিস্তানে গিয়েছেন। ষাটের দশকে রবীন্দ্রভারতীর সঙ্গীত বিভাগে যোগ দেন। তাঁর শেষ কর্মক্ষেত্র ছিল মামুলি পেশাদারী মঞ্চ 'ষ্টার থিয়েটার'। বিশ্বভারতীর 'দেশিকোত্তম' ও রাজ্য সরকারের 'আলাউদ্দীন পুরস্কার'সহ তিনি দেশ-বিদেশের বহু পুরস্কার পেয়েছেন। সেতারশিল্পী ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য তাঁর পুত্র। [১৬]

তিলকা মাঝি (? - ১৭৮৪/৮৫) সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা। তাঁর বাঁটুলের গুলতিতে ১৭৮৪ খ্রী. ভাগলপুরের ইংরেজ কালেক্টর নিহত হলে ভাগলপুরের কাছে তিলকপুরের জঙ্গলে ইংরেজ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে সংগ্রাম চালান। এই সংগ্রামে বহু সাঁওতাল বিদ্রোহী হতাহত হন এবং আহত অবস্থায় তিনি ধরা পড়েন। তাঁকে ঘোড়ার লেজে বেঁধে ভাগলপুর শহরে ঘুরিয়ে এক বটগাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। [২২৯]

দাশরথি তা (২৩.৭.১৩১৮ - ১৪.১.১৩৮৭ ব.) ধামাস, রায়না—বর্ধমান। প্রফুল্লকুমার। ১৯৩০ খ্রী. কংগ্রেসে যোগদান করেন। ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ, অসহযোগ আন্দোলন, দামোদর বন্যা প্রতিরোধ ও ক্যানেল আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে জামালপুর থানা অধিকারে তিনি অংশ নেন। কয়েকবার কারাবরণ করেছেন। দীর্ঘদিন বিধানসভার সদস্য ও কিছুদিন পি.ডি.এফ. মন্ত্রিসভায় ছিলেন। সুলেখক ও সাংবাদিক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। [১৪৯]

দেবদাস দাশগুপ্ত (১৯১৭ - ২১.৪.১৯৮৭) গৈলা—বরিশাল। লক্ষ্মীনারায়ণ। শিশুদের উপযোগী তাঁর লেখা 'আকাশ পৃথিবী', 'পরাভূত প্রকৃতি' এবং 'আজব কল' গ্রন্থগুলির জন্য তিনি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ করেন। অপরাপর গ্রন্থ : 'চাঁদের দেশ', 'মহাবিশ্ব ও মহাপ্রাণ', 'বিজ্ঞানের আসর' প্রভৃতি। তাঁর অনূদিত গ্রন্থগুলিও উল্লেখযোগ্য। দেশবিভাগের পর সরকারী উচ্চপদে থেকে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন বিষয়ে তাঁর নিঃস্বার্থ ও সহৃদয় কার্যাবলীর জন্য তাঁর জীবদ্দশাতেই উত্তর চব্বিশ পরগনায় 'দেবদাস পল্লী' নামে একটি উপনিবেশের নামকরণ করা হয়। ঐ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক সংস্থা 'পূর্ণিমা সম্মিলনী'র প্রতিষ্ঠাকাল থেকে তিনি তার একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। [২২৮]

দেবব্রত বেজ (১৯০৭ - ১৬.১০.১৯৮৬) সাহিত্যিক। কৈশোরে 'বিচিত্রা' ও 'বসুমতী'তে লেখা দিয়ে তাঁর সাহিত্য জীবনের শুরু। পরে 'শনিবারের চিঠি'

এবং অন্যান্য পত্রপত্রিকায় ছোটগল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি লিখতেন। কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্য গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন। 'স্বপ্নলোকের চাবি', 'শূন্যে বাড়ী' তাঁর মৌলিক রচনা। তাঁর 'গরুর গাড়ী' বইটি নরওয়েজিয়ান ভাষায় অনূদিত হয়ে 'টিউ আই অসকে' নামে প্রকাশিত। তাঁর দুটি ইংরেজী গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সুইডিশ একাডেমী গ্রন্থাগারে রাখা আছে। [১৬]

ধরণীধর গোস্বামী (১৮৮৮- ২৫.১.১৯৮৮) কিশোরগঞ্জ—ময়মনসিংহ। স্বাধীনতা সংগ্রামী। ১৯১৪ - ১৫ খ্রী· তিনি অনুশীলন দলে যোগ দেন। ১৯২৭ খ্রী· মুজফ্‌ফর আহমদ প্রমুখের সঙ্গে ধাঙড় মেথরদের ইউনিয়ন গড়ে তোলেন। ১৯২৮ খ্রী· কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে যে মিছিল বার হয় তিনি তার পুরোভাগে ছিলেন। ১৯২৯ খ্রী· মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় মুজফ্‌ফর আহমদ, সামসুল হুদা, গোপেন চক্রবর্তী প্রমুখদের সঙ্গে কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৪৮ খ্রী· কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হলে তিনি দীর্ঘদিন আত্মগোপন করে কাটান। সি·পি·আই·-এর কন্ট্রোল কমিশনের সদস্য ছিলেন। [১৬]

ধীরেন্দ্রনাথ বসু (১৮৮২ - ১৯৫৩) পটলডাঙ্গা—কলিকাতা। বাবুলাল। আদি নিবাস হুগলী। খ্যাতনামা সরোদী। ১৯০৮ খ্রী· থেকে কৌকব খাঁর কাছে তাঁর সরোদ শিক্ষা শুরু। তার আগে সঙ্গীতবিশারদ মহীন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে বীণ ও হারমোনিয়ম এবং রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কাছে ধ্রুপদ শিক্ষা করেন। তাঁরই উদ্যোগে বাংলায় সরোদ বাদনের একটি রীতিমত ধারার পত্তন হয়েছিল। সরোদী শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর অন্যতম কৃতী শিষ্য। [১৪৯]

নকুলেশ্বর সরকার। বরিশাল। খ্যাতনামা কবিয়াল। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাশ করেন। ১৭ বছর বয়সে বরিশালের কবিয়াল কুঞ্জবিহারী দত্তের গানে আকৃষ্ট হয়ে তিনি বহু গঞ্জনা লাঞ্ছনা উপেক্ষা করে কবিগানচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। দীর্ঘ ৬০/৬৫ বছর ধরে তিনি পূর্ববঙ্গের কবিগানের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে স্বীকৃতি পেয়েছেন। [১৪৯]

নরেন দাস (১৯০৭ - ১৭.২.১৯৮৭) স্বাধীনতাসংগ্রামী। প্রথম জীবনে অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সংযুক্ত স্যোশালিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান, জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে তদানীন্তন জাতীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য এবং অধুনালুপ্ত রাজ্য বিধান পরিষদের এম·এল·সি· ছিলেন। পরাধীন ও স্বাধীন ভারতে দীর্ঘ ১৭ বছর কারারুদ্ধ থেকেছেন। অনেক সময় আত্মগোপন করেও থাকতে হয়েছে। [১৬]

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (৭.৮.১৯১৬ - ২৩.১১.১৯৮৪) খলিশাকোটা—বরিশাল। বিলাসচন্দ্র। ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে বিভিন্ন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে তিনি কাজ করেন। পরে কলিকাতার বেলেঘাটায় শিল্পজাত দ্রব্যের এক কারখানা স্থাপন করেন। তাঁর উদ্ভাবিত 'ম্যাথামেটিক্যাল টেবিল ডায়াল' এককালে টাটা কোম্পানীর প্রদর্শনীতে সমাদৃত হয়েছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষতঃ অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা-প্রসারে এবং শিশুকল্যাণে ব্রতী ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামে গড় শালবনী এলাকায় দু'শ বিঘা জমি সংগ্রহ করে ১৯৬৩ খ্রী· 'বিকাশ ভারতী' নামে সংস্থা গড়ে তোলেন। এই প্রতিষ্ঠানে আবাসিক বিদ্যালয়, অনাথ শিশুদের আশ্রম, প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র, হাসপাতাল এবং বিভিন্ন কল্যাণমূলক ও উন্নয়নমূলক কর্মকেন্দ্র আছে। শিশুকল্যাণ কাজের জন্য তিনি ১৯৮২ খ্রী· জাতীয় পুরস্কারে পুরস্কৃত হন। [১৪৯]

নলিনাক্ষ সান্যাল (নভে· ১৮৯৮ - ২৯.১০.১৯৮৭)। অর্থনীতিবিদ্ অধ্যাপক। শিক্ষা—বহরমপুর, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ এবং লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্‌স্-এ। অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কির অধীনে গবেষণা করে তিনি পি·এইচ·ডি· পান। লণ্ডনে ছাত্রাবস্থায় একটি সরকারী ভবনে কংগ্রেস পতাকা উড়িয়ে তিনি কারাদণ্ড ভোগ করেন। সাইমন কমিশন বয়কট করার জন্যও তাঁর শাস্তি হয়। তিরিশের দশকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রথম সারির নেতা ছিলেন। ১৯৩৩ খ্রী· কলিকাতায় নিষিদ্ধ কংগ্রেস অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিত্ব করার দায়ে তিনি কারারুদ্ধ হন। এর আগে আরও অনেকবার গ্রেপ্তার বরণ করেন। ১৯৩৬ খ্রী· কংগ্রেস এম·এল·এ· নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ - ৪৭ খ্রী· এই দশ বছর তিনি বঙ্গীয় আইনসভার কংগ্রেস সদস্য হিসাবে বহু ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৪৫ খ্রী· পর্যন্ত তিনি সংসদে দলের মুখ্যসচিব ছিলেন। ১৯৬৭ খ্রী· অজয় মুখার্জির সঙ্গে বাংলা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন ও এম·এল·এ· হন। ঐ বছরই বাংলা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে প্রফুল্ল কুমার ঘোষের পি·ডি·এফ· মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। এই মন্ত্রিসভার বিদায়ের পর তিনিও রাজনীতি থেকে সরে আসেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগে প্রায় ৩৫ বছর অধ্যাপনা করেছেন। [১৬]

নিকুঞ্জ সেন (১.১০.১৯০৬ - ২.৭.১৯৮৬) কামারখাড়া—ঢাকা। বিপ্লবী। তিনি ছাত্রাবস্থায় ১৯০৫ খ্রী· স্থাপিত হেমচন্দ্র ঘোষের বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি 'মুক্তি সঙ্ঘ' তথা পরবর্তীকালীন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সঙ্গে যুক্ত হন। ঢাকা থেকে বি·এ· পাশ করে কলিকাতায় এম·এ· পড়তে আসেন। কুমিল্লার ললিত বর্মণকে এক শক্তিশালী দল গড়ে তোলায় সাহায্য করতে তিনি সেখানে প্রেরিত হন। ললিত বর্মণের বিপ্লবী প্রচেষ্টার ফল—কিশোরী শান্তি ও সুনীতি কর্তৃক কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্স নিধন। এরপর শিক্ষকতার মাধ্যমে দল সংগঠনের উদ্দেশ্যে তিনি ঢাকা বিক্রমপুরে বানারি স্কুলে যোগ দেন। বিপ্লবী বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত এবং দীনেশ গুপ্তের তিনি ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন এবং ১৯৩০ খ্রী· ডিসেম্বরে রাইটার্স বিল্ডিংস অভিযানের পরিকল্পনা ও

প্রস্তুতিতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল,—যদিও এ সময় তিনি আত্মগোপন করেছিলেন। ১৯৩১ খ্রী· গ্রেপ্তার হয়ে ৭ বছর কারারুদ্ধ থাকেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ১৯৪০ খ্রী· পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৪৬ খ্রী· মুক্তি পান। এ সময় ফরওয়ার্ড ব্লক সংগঠনের কাজে সক্রিয় ভূমিকা নেন। পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে গঠিত সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান দলে যোগ দেন এবং দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'মহাজাতি' তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হত। জ্যোতিষ জোয়ারদারের 'নিশানা' পত্রিকা ও 'সুভাষ' সংস্কৃতি পরিষদের সঙ্গেও তাঁর বিশেষ যোগ ছিল। দীর্ঘদিন তিনি বাগুর সপ্তগ্রাম হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সমাজসেবা কেন্দ্র 'পল্লী নিকেতনে'র সম্পাদক ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'জেলখানা কারাগার', 'বক্সার পর দেউলী', 'ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা', 'নেতাজী ও মার্ক্সবাদ', প্রভৃতি। [৮২]

নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৪·১০·১৯৩১ - ২৭·১·১৯৮৬) কলিকাতা। জীবেন্দ্রনাথ। প্রখ্যাত সেতারশিল্পী। পিতার কাছে তাঁর সঙ্গীতের হাতেখড়ি। তাঁর বিশিষ্ট শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন সরোদিয়া রাধিকামোহন মৈত্র, আলাউদ্দিন খাঁ, আলি আকবর খাঁ, বীণশিল্পী অন্নপূর্ণাশঙ্কর ও বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। দীর্ঘ ৭ বছর তিনি আলাউদ্দিন খাঁর মাইহারের বাড়ীতে থেকে সাধনা করেছেন। নিজেকে তিনি আমীর খাঁর ভাবশিষ্য মনে করতেন। ১৯৫৫ খ্রী· থেকে তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে নিয়মিত বাজিয়েছেন। রাশিয়া, পূর্ব ইউরোপ, চীন, অস্ট্রেলিয়া, আফগানিস্থান, নেপাল প্রভৃতি দেশেও আমন্ত্রিত শিল্পী হিসাবে গিয়েছেন। শিক্ষকতা করেছেন বার্কলের 'আমেরিকান সোসাইটি ফর ঈস্টার্ন আর্টস' এবং কালিফোর্ণিয়ার 'আলি আকবর কলেজ অব মিউজিক'-এ। 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন এবং সঙ্গীত-নাটক আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। [১৬]

নিবারণ পণ্ডিত (২৭·২·১৯১২ - ১·১১·১৯৮৪) সবাতা, কিশোরগঞ্জ—ময়মনসিংহ। শিক্ষক ভগবানচন্দ্র। লোককবি, গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সঙ্ঘের সদস্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে তিনি জনযুদ্ধের ছড়া, জনযুদ্ধের ডাক প্রভৃতি জনপ্রিয় গান রচনা করেন। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি ও পরে সি·পি·এম-এর সদস্য ছিলেন। [১৪৯]

নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২৪ - ৪·২·১৯৮৭)। প্রখ্যাত বেহালাবাদক। বহু বছর উদয়শঙ্কর কালচারাল সেন্টার ও বাংলাদেশের বুলবুল একাডেমীর সঙ্গে বেহালাশিল্পী হিসাবে যুক্ত ছিলেন। বেহালাবাদনে ইউরোপেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। [১৬]

নির্মলচন্দ্র ঘোষ (? - ১৯·১০·১৯৮৭) বরিশাল। ভবেশচন্দ্র। স্বাধীনতা সংগ্রামী। ১৯২১ খ্রী· অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। বরিশাল জেলা-কংগ্রেসের সেক্রেটারী ছিলেন। তিরিশের দশকে আইন অমান্য আন্দোলনে গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৩৮ খ্রী· ছাড়া পান। ১৯৫৩ খ্রী· থেকে ঝাড়গ্রামের লোধাদের মধ্যে কাজ করতে আরম্ভ করেন। অরণ্যবাসী লোধাদের সঙ্গে বসবাস করে তাদের বিশ্বাস উৎপাদন করে তাদের নিয়ে গড় শালবনীতে 'শান্তিকলোনী' নামে বসতি স্থাপন তাঁর স্মরণীয় কীর্তি। নিজের হাতে তিনি লোধাদের চাষবাস শিখিয়েছেন, ঘরবাড়ী তৈরি করতে শিখিয়েছেন, স্কুল করেছেন, সমবায় পদ্ধতিতে কলোনীর কাজকর্ম পরিচালনার শিক্ষা দিয়েছেন। শহর থেকে অনেক দূরে তাঁর এই বিরাট কর্মযজ্ঞ একসময় অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। [১৪৯]

নির্মলচন্দ্র বড়াল, 'বাণীকণ্ঠ' (১৮৯৫ - ১৯৮৫) কলিকাতা। প্রখ্যাত গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী। এক সময় 'মন না রাঙায়ে কী ভুল কবিয়ে কাপড় রাঙালে যোগী', 'কলকল ছলছল চলেছে ঝরণা জল', 'তুই পূজার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখিস','তুমিই আমার গান জাগানে দখিণ হাওয়া' প্রভৃতি গান নিজ সুরে ও স্বকণ্ঠে রেকর্ড করে খুবই জনপ্রিয় হন। তাঁর বেশ কিছু গান ও স্বরলিপির বই আছে। [১৬]

নির্মল ভট্টাচার্য (১৮৯৬ - ১২·১·১৯৮৬) ফরিদপুর। ১৯২০ খ্রী· অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম·এ· পাশ করেন। অধ্যাপনা করেছেন প্রথমে স্কটিশ চার্চ কলেজে ও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কর্মসমিতির সম্পাদক থাকাকালে ও জহরলাল নেহেরুর আহ্বানে ভারতীয় সংবিধানের খসড়া রচনার জন্য লক্ষ্ণৌ-এ অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলনে তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন। নিখিল বঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং প্রথম যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। শান্তি-স্থাপন আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে তিনি ১৯৪৭ খ্রী· দিল্লীতে আহূত প্রথম 'এশিয়ান রিলেসান্স কনফারেন্স'-এ যোগ দেন। ১৯৫৩ খ্রী· চীনে প্রেরিত প্রথম ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সঙ্গে তিনি ছিলেন। দীর্ঘদিন অধুনালুপ্ত রাজ্য বিধান পরিষদের সদস্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেটর ও একাডেমি কাউন্সিলের সদস্য এবং 'শরৎ সমিতি'র সভাপতি ছিলেন। [১৬]

নীতিন বসু (২৬·৪·১৮৯৭ - ১৩·৪·১৯৮৬) কলিকাতা। আদি নিবাস জয়সিদ্ধি—ময়মনসিংহ। কুন্তলীনখ্যাত সুগন্ধ ব্যবসায়ী হেমেন্দ্রমোহন। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক। ১৯১২ খ্রী· ইংরেজী বিষয়ে প্রথম হয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেন। বি·এস-সি· ক্লাশে ভর্তি হলেও পরীক্ষায় বসেন নি। হেমেন্দ্রমোহনের ক্যামেরা প্রজেক্টের ব্যবসা ছিল। পিতার কাছ থেকেই সিনেমা-সংক্রান্ত অনেক বিষয়, বিশেষ করে ফটোগ্রাফীতে প্রথম শিক্ষালাভ করেন। ১৯২১ খ্রী· পুরীর রথযাত্রার ওপর তাঁর তোলা ছবি নিউ ইয়র্কের ইন্টারন্যাশনাল নিউজ রিল কর্পোরেশন ১০০ ডলারে কিনেছিল। চলচ্চিত্রে তাঁর প্রথম কাজ 'ইনকারনেশন' ছবিতে। ১৯২৪ খ্রী· নির্বাক ছবি 'পুনর্জন্মে'র তিনি ক্যামেরাম্যান ছিলেন। স্বাধীনভাবে

কাজ করার প্রথম সুযোগ পেলেন প্রফুল্ল রায়, পি·এন·রায় ও প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর সঙ্গে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ক্র্যাফট-এর 'চাষার মেয়ে' ও 'চোরাকাঁটা' ছবি দুটিতে। নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর শুরু থেকে তিনি সেখানে প্রধান ক্যামেরাম্যান এবং তাঁর ভ্রাতা মুকুল বসু শব্দযন্ত্রী হিসাবে যুক্ত হন। এখান থেকে ১৯৩২ খ্রী· মুক্তি পায় 'দেনা পাওনা' এবং 'চণ্ডীদাস' ছবি। 'ভাগ্যচক্র' ছবিতে প্রথম প্লে-ব্যাক প্রথার প্রবর্তন হয়। নির্বাক্ থেকে সবাক্ এবং সবাক্ ছবিতে প্লে-ব্যাক প্রথার প্রবর্তনে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। ক্যামেরার কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিত্র-পরিচালনাও শুরু করেন। তাঁর পরিচালিত প্রথম ছবি যুগান্তকারী 'চণ্ডীদাস' ছবির হিন্দী চিত্ররূপ। নিউ থিয়েটার্সে তাঁর পরিচালিত প্রায় কুড়িটি ছবির মধ্যে 'চণ্ডীদাস', 'জীবন মরণ', 'দেশের মাটি', 'দিদি', 'কাশীনাথ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৬ খ্রী· নিউ থিয়েটার্স ছেড়ে বোম্বের চিত্র-জগতে যান। সেখানেও 'পরায়া ধন', 'দীদার', 'ওয়ারিশ', 'গঙ্গা যমুনা' প্রভৃতি প্রায় কুড়িটি ছবি করেছেন—তার মধ্যে 'বিচার' ও 'সমর' ছবি দুটি বাংলায়। ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে ১৯৭৮ খ্রী· ভারত সরকার তাঁকে 'দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করে। ভাল বেহালা বাজাতে পারতেন। [১৬]

নীলরতন ধর (২·১·১৮৯২ - ৫·১২·১৯৮৬) যশোহর। অ্যাডভোকেট পিতা স্বদেশী করতেন, কোর্টে গিয়ে ইংরেজীতে প্লীড না করে বাংলায় করতেন বলে তাঁর মক্কেল মিলত না। প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক নীলরতন শিক্ষাজীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বস্তরেই প্রথম। এম·এস·সি-তে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগ মিলিয়ে সর্বোচ্চ রেকর্ড নম্বর পেয়ে কুড়িটি স্বর্ণপদক, গ্রীফিথ পুরস্কার ও এশিয়াটিক সোসাইটি প্রদত্ত পুরস্কার লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নশাস্ত্রে এম·এস-সি· পড়ার সময়ই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও আচার্য জগদীশচন্দ্রের অধীনে গবেষণায় রত হন। স্টেট স্কলারশিপ পেয়ে ১৯১৫ খ্রী· বিলেত যান। সেখানে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৭ খ্রী· এবং প্যারিসে সোরবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৯ খ্রী· ডি·এস-সি· উপাধি লাভ করেন। ১৯১৯ খ্রী· লণ্ডনে ফিরে আই·ই·এস· নির্বাচিত হয়ে এলাহাবাদ ম্যুর সেন্ট্রাল কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রধান হিসাবে যোগ দেন। তাঁর প্রথম জীবনের বিখ্যাত কাজ ইনডিউস্‌ড এণ্ড ফটো-কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন। ৯৪ বছর বয়সেও তাঁর প্রিয় বিষয় নাইট্রোজেন ফিক্সেশন নিয়ে গবেষণায় রত ছিলেন। তাঁর মৌলিক গবেষণা-পত্রের সংখ্যা ছয় শতেরও বেশি। ভৌত-রসায়নক্ষেত্রে তিনি পথিকৃৎ হিসাবে স্বীকৃত। তিনি পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারি ডক্টরেট এবং এস·এ· হিল ও জি· হিল স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন। নোবেল পুরস্কার কমিটিতে ১৯৩৮, ১৯৪৭ ও ১৯৫২ খ্রী· রসায়ন বিভাগে বিচারক ছিলেন। ভারতীয় বিজ্ঞান একাডেমির তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৯৩৪ খ্রী· তাঁর নির্মিত ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অব সোশ্যাল সায়ন্স-এর বাড়ীটি তাঁর প্রথমা স্ত্রী বিজ্ঞানী সেইলা ধরের মৃত্যুর (১৯৪৯) পর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর নামাঙ্কিত করে। অত্যন্ত মিতব্যয়ী জীবনযাপন করতেন। বিজ্ঞান গবেষণার জন্য বহু লক্ষ টাকা তিনি ব্যয় করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৪ লক্ষ টাকা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নামে অধ্যাপক পদ ও ১ লক্ষ টাকা আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর নামে লেকচারার-পদ সৃষ্টির জন্য দিয়েছেন। চিত্তরঞ্জন সেবাসদনকে ১ লক্ষ টাকা এবং এছাড়া ৭ বছরের সম্পূর্ণ বেতন তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেছেন। ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মশ্রী' খেতাব দিতে চাইলে তিনি তা বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। রচিত গ্রন্থ: 'আমাদের খাদ্য', 'জমির উর্বরতা বৃদ্ধির উপায়', 'New Conception in Bio-chemistry', 'Influence of light in some Biochemical processes' প্রভৃতি। [১৬, ১৪৯]

নীহাররঞ্জন গুপ্ত (৬·৬·১৯১১ - ২০·২·১৯৮৬) যশোহর। কলিকাতায় বড় হয়েছেন। জনপ্রিয় রহস্যকাহিনীকার, বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা-চরিত্র 'কিরীটি রায়'র স্রষ্টা। বড়দের ও ছোটদের জন্য সব মিলিয়ে দুইশতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। কলেজের ছাত্রাবস্থায় তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'রাজকুমার'। 'সবুজ সাহিত্য' নামে একটি ছোটদের পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে মেজর পর্যন্ত হয়েছিলেন। চট্টগ্রাম থেকে মিশর পর্যন্ত বিভিন্ন রণাঙ্গনে থেকেছেন। ব্রহ্মদেশেও অনেকটা সময় কাটিয়েছেন। যুদ্ধশেষে লণ্ডনে গিয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। চর্মরোগ-বিশেষজ্ঞ ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'কালোভ্রমর', 'উল্কা', 'উত্তর ফাল্গুনী', 'কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী', 'লালুভুলু', 'রাতের রজনীগন্ধা', 'কিরীটি অমনিবাস' প্রভৃতি। [১৬]

পঙ্কজ দত্ত (৭·৪·১৯১৫ - ২৭·২·১৯৮৭) বোড়াল—চব্বিশ পরগনা। জ্যোতিষচন্দ্র। খ্যাতনামা চলচ্চিত্র-সাংবাদিক। খেলাৎচন্দ্র ক্যালকাটা ইন্‌স্টিটিউশন থেকে ১৯৩২ খ্রী· ম্যাট্রিক পাশ করেন। তার আগেই ১৯৩০ খ্রী· অবনী বসু সম্পাদিত 'চিত্রপঞ্জী' পত্রিকায় চলচ্চিত্র বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন। ১৯৩১ - ৩২ খ্রী· তিনি 'চিত্রলেখা' পত্রিকায় সমালোচক-নিবন্ধকার হিসাবে যুক্ত ছিলেন। পরের বছর অবিনাশ ঘোষালের 'বাতায়ন' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৪১ খ্রী· আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগ দেন। স্বাধীন প্রতিবেদক এবং লেখক হিসাবে 'দেশ' পত্রিকার রঙ্গজগৎ বিভাগে লিখতেন। এই পত্রিকার 'পাঁচমিশেলি' বিভাগটির সূত্রপাত করেন 'শ্রীপঞ্চক' ছদ্মনামে। ১৯৫৬ খ্রী· তিনি এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হন। এই

সময় বেনামে 'বেঙ্গল মোশন পিকচার্স জার্নাল' সম্পাদনা এবং 'গ্যালাক্সি' নামে চিত্রতারকাদের বিষয়ে একটি ইংরেজী গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 'শৌভিক' ছদ্মনামে বাংলা চলচ্চিত্র সমালোচনার এক নূতন ধারার প্রবর্তক তিনি। ১৯৪১ - ৪৬ খ্রী· রক্সী ও প্যারাডাইস সিনেমার ম্যানেজার ও প্রচারসচিব এবং ১৯৪৬ - ৪৮ খ্রী· ন্যাশনাল সাউণ্ড স্টুডিয়োর ম্যানেজার এবং বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। [১৬, ১৭]

পান্নালাল ঘোষ (৩১·৭·১৯১১ - এপ্রিল ১৯৬০) বরিশাল। পিতা অক্ষয়কুমার ভাল সেতার বাজাতেন। খ্যাতনামা বংশীবাদক। শরীরচর্চায়ও খ্যাতি ছিল। ১৯৩৬ খ্রী· ব্যান্টম ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হন। ১৯৩৫ খ্রী· অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স-এ প্রথম পুরস্কার পান। এ সময় ফিল্ম কোম্পানী নিউ থিয়েটাসে চাকরি নেন। এখানে খুশি মহম্মদ হারমোনিয়ম বাজাতেন। তাঁর কাছে মার্গ সঙ্গীত শিখতে থাকেন। পরে শেখেন গিরিজাশঙ্করের কাছে। তবে বাঁশরিয়া হিসাবেই তাঁর খ্যাতি। সেরাইকেলার যুবরাজের নাচের দলের সঙ্গে তিনি ইউরোপ ভ্রমণে যান। এরপর দেশ-বিদেশের বহু কনফারেন্সে আমন্ত্রণ পেয়ে বাঁশি বাজিয়েছেন। অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে বেশ কয়েকটি ঐকতান-বাদন পরিচালনা করেছেন। ১৯৪০ খ্রী· ফিল্ম জগতে সঙ্গীত পরিচালকরূপে বোম্বে যান। ১৯৪৭ খ্রী· আলাউদ্দিন খাঁর কাছে কিছুদিন শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে বন্দী অবস্থায় অসুস্থ গান্ধীজীকে তিনি বাঁশি শুনিয়ে তাঁর আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। ভারতীয় ফিল্মের খ্যাতনামা নেপথ্য গায়িকা সুপ্রভা ঘোষ তাঁর স্ত্রী। [২৩৫]

পুষ্পময়ী বসু (৩·৯·১৯০৮ - ২৯·৫·১৯৮৬) মুক্তাগাছা—ময়মনসিংহ। হরিচরণ বসু। আদর্শবাদী শিক্ষাব্রতী, সুলেখিকা ও নিষ্ঠাবতী সমাজসেবী। ময়মনসিংহের বিদ্যাময়ী গার্লস স্কুলের কৃতী ছাত্রী ছিলেন। ১৯২২ খ্রী· ম্যাট্রিক পাশ করে ঢাকার ইডেন কলেজে পড়ার সময় বিপ্লবী দেশনেত্রীদের সংস্পর্শে এসে ঢাকার গ্রামে গ্রামে স্বদেশী প্রচারের কাজ করেন। বেথুন কলেজে সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি·এ· পড়তেন। ১৯২৬ খ্রী· বি·এ· পরীক্ষায় মহিলা পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পদ্মাবতী স্বর্ণপদক' লাভ করেন। ১৯২৮ খ্রী· বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে সংস্কৃতে এম·এ· পাশ করেন। রাজশাহীর পি·এন· গার্লস স্কুলে তাঁর কর্মজীবন শুরু। স্বদেশসেবী তরুণ তরুণীদের আশ্রয়দানের কারণে রাজরোষে পড়ে ১৯৩৪ খ্রী· তিনি সে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার পদ ছেড়ে কিছুদিন মোরাদাবাদ কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৩৯ খ্রী· পারিবারিক কারণে কলিকাতায় চলে আসেন। ১৯৪৪ খ্রী· বহরমপুরের কাশীশ্বরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষিকার পদে নিযুক্ত হয়ে তার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। ১৯৪৬ খ্রী· দাঙ্গায় বিধ্বস্ত নোয়াখালীতে গান্ধীজীর অবস্থানকালে তিনিও সেখানে দুমাস কাটিয়েছেন। শিক্ষক আন্দোলনে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সঙ্গে এক সময় বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। পারিবারিক কারণে ১৯৪৮ খ্রী· বহরমপুর ছেড়ে তিনি কলিকাতায় আসেন। এখানে বালীগঞ্জ শিক্ষাসদনে প্রধান-শিক্ষিকার পদে কর্মরত থাকেন। ১৯৭৩ খ্রী· অবসর গ্রহণের পরও রেক্টর হিসাবে আরও কিছুদিন এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, যাদুঘর, বিজ্ঞান ল্যাবরেটরি, প্রেক্ষাগৃহ সবই তাঁর প্রয়াসে ও তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। একজন দক্ষ শিক্ষিকা হিসাবে তিনি জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৫২ খ্রী· সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রথম ভারতীয় মহিলা প্রতিনিধিদের মধ্যে তিনিও ছিলেন। পরে একাধিকবার সোভিয়েট ইউনিয়ন, ইউরোপ, বর্মা ও চীন ভ্রমণ করেন। আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক মহিলা সংসদের প্রথম ভারতীয় সভানেত্রী ছিলেন। ১৯৫৪ খ্রী· গঠিত সারা ভারত মহিলা ফেডারেশনেরও তিনি প্রথম সভানেত্রী নির্বাচিত হন। এছাড়া ভারতীয় শিশু আইন প্রণয়ন কমিটির সদস্য হিসাবেও তিনি কাজ করেন। অনুবাদ সাহিত্যে তাঁর কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। তাঁর অনূদিত গ্রন্থ: 'গুড আর্থ', 'মাদার', 'কুলি', 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি', 'জা'ক্রিস্তভ'; 'মন্নাভান্না', 'পেট্রিয়ট', 'স্পার্টাকাস', লু সুন-এর প্রবন্ধাবলী প্রভৃতি। জীবনপ্রেমী তিনি অনাসক্ত, নির্মোহ এক দর্শনের অধিকারী ছিলেন। বালীগঞ্জ শিক্ষাসদন থেকে পাওয়া গ্র্যাচুইটির সমস্ত টাকা তিনি ঐ বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের কল্যাণ তহবিল গঠনে দান করেন। তাঁর প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা কাশীশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়কে দিয়েছেন তাঁর মায়ের নামে 'সরোজিনী বসু' প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের জন্য। [১৬, ১৭৪]

প্রকৃতীশ বড়ুয়া, লালজী (১৯১৩ - ২·৪·১৯৮৮) গৌরীপুর—আসাম। প্রভাতচন্দ্র। রাজপরিবারে জন্ম। প্রখ্যাত বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য ব্যয় করেছেন। বুনো হাতির আচার-আচরণ সম্পর্কে তাঁর অপরিসীম জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় 'হাতির সঙ্গে পঞ্চাশ বছর' বইতে। খ্যাতনামা চিত্র পরিচালক প্রথমেশ বড়ুয়া তাঁর অগ্রজ। [১৬]

প্রতিভা দেব (১১·৯·১৯১১ - ১২·১·১৯৮৮) ময়মনসিংহ। ক্ষিতীশ চন্দ্র রায়। স্বামী—নরেশচন্দ্র। কলিকাতা ডায়সেসন কলেজে পড়াশুনা করেছেন। ৩০ বছর তিনি অল বেঙ্গল উইমেনস কনফারেন্সের সদস্য ছিলেন। থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির ভাইস-প্রেসিডেন্ট থাকাকালে তাঁর দিল্লীর বাড়ীতে তিনি একটি 'হোম' পরিচালনা করতেন। সমাজসেবামূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। নানা সভা সমিতিতে তাঁর রচনা পঠিত হয়েছে। [১৭৪]

প্রফুল্লবালা মুখোপাধ্যায় (? - ১৯৩৫) কুমিল্লা। স্বামী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। ১৯৩০ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনে কারাবরণ করেন। তাঁর চেষ্টায় হাওড়ায় সত্যাগ্রহী সমিতি গড়ে উঠেছিল। বিপ্লবীদের তিনি আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করতেন। [১৪৯]

প্রবোধ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১২ - ১৯·৭·১৯৮৬) বিক্রমপুর—ঢাকা। ছাত্রাবস্থায় অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯২৮ খ্রী· আসানসোলে রেলওয়ে ধর্মঘটকালে সে স্থলে উপস্থিত ছিলেন। ১৯৩০ খ্রী· বঙ্গীয় ফৌজদারী সংশোধিত আইনে তিনি বন্দী হয়ে ৬/৭ বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। বন্দী নিবাসে থাকাকালে তিনি বি·এ· পাশ করেন। কারামুক্তির পর I.C.I কোম্পানীতে চাকরি পান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সৈন্যবিভাগে হিসাবরক্ষক হিসাবে যোগ দিয়ে ইরাক যান। যুদ্ধশেষে আবার শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত হন। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে তেমন সক্রিয় ছিলেন না। [১৪৯]

প্রবোধচন্দ্র ভড় (১·১১৯১৬ - ২৬·১০·১৯৮৬) কলিকাতা। শরৎচন্দ্র। মাতুল অধ্যাপক সুধীরচন্দ্র লাহার প্রভাবে গান্ধীজীর আদর্শে দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ হন। ১৯৩০ খ্রী· লবন-আইন-অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কারাগারে থাকার সময় একাউন্টেন্সি পরীক্ষা পাশ করেন। সর্বোদয় নেতা পঞ্চানন বসুর আহ্বানে ১৯৪৯ খ্রী· পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদে হিসাব রক্ষকের কাজে যোগ দিয়ে ১৯৭৪ খ্রী· অবসর গ্রহণ করেন। খাদি মণ্ডলের সম্পাদক ও বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। [২৩৪]

প্রবোধচন্দ্র সেন (২৭·৪·১৮৯৭ - ২০·৯·১৯৮৬) চুন্টা—কুমিল্লা। হরদাস। প্রসিদ্ধ ছান্দসিক, রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ ও ঐতিহাসিক। ১৯২৭ খ্রী· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে এম·এ· পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৩২ - ৪২ খ্রী· খুলনার দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৪২ খ্রী· বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনের রবীন্দ্র-অধ্যাপকরূপে যোগদান করে তার অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। ১৯৬৫ খ্রী· অবসর গ্রহণ করার পর বিশ্বভারতীর সম্মানসূচক এমেরিটাস অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। তিনি প্রথম জীবনে বাংলা ছন্দের আলোচনা করে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ষাট বছরের অধিককাল তিনি বাংলা ছন্দের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা ও পরিভাষা রচনা করে কবিগুরু প্রদত্ত 'ছান্দসিক' অভিধার যথার্থ মর্যাদা রেখেছেন। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রনাথের ছন্দ', 'ছন্দ-পরিক্রমা', 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা', 'বাংলা ছন্দের ক্রমবিকাশ', 'নূতন ছন্দ পরিক্রমা' প্রভৃতি। ভারত-ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর 'বাঙলায় হিন্দু রাজত্বের শেষ যুগ', 'রামায়ণ ও ভারত সংস্কৃতি', 'ভারতাত্মা কবি কালিদাস' প্রভৃতি গ্রন্থ এবং অনুরূপ বহু প্রবন্ধ তাঁর সুগভীর ইতিহাসবোধের পরিচয় বহন করে। শেষোক্ত গ্রন্থটির জন্য তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত 'বঙ্কিম পুরস্কার' লাভ করেন। তাঁর 'বাংলার ইতিহাস সাধনা' গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় হিস্ট্রিয়গ্রাফির প্রথম বই। তাঁর 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা', 'ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত', 'ইচ্ছামন্ত্রের দীক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি গ্রন্থে ইতিহাসের পটভূমিতে রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনা করে নূতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। ছাত্রজীবনে তিনি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ্ ড· বেণীমাধব বড়ুয়ার সান্নিধ্যে আসেন। তাঁর 'ধর্মবিজয়ী অশোক', 'ধম্মপদ-পরিচয়' গ্রন্থ ও বৌদ্ধসংস্কৃতিমূলক বহু মূল্যবান প্রবন্ধে বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অনুরাগ ও শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। জীবনে তিনি বহু সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে স্বদেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। [২০০]

প্রবোধবন্ধু অধিকারী (১৯৩২ - ৩১·১০·১৯৮৭) ময়মনসিংহ। পশ্চিমবঙ্গে যাত্রার পুনরুজ্জীবনে সাংবাদিক হিসাবে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। বেশ কিছু ছোটগল্প, উপন্যাস ও নাটক লিখেছেন। তাঁর লেখা 'চিৎপুর চরিত্র', 'নাট্য বিজ্ঞান', 'নাট্যচিন্তা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। [১৬]

প্রভবানন্দ স্বামী (১৮৯৩ - ৩·৭·১৯৭৬) রামসাগর—বাঁকুড়া। ১৯১৪ খ্রী· বেলুড় মঠে এসে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্ত্র শিষ্য ছিলেন। 'প্রবুদ্ধ ভারত' ও 'বেদান্ত কেশরী'র সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২৩ খ্রী· আমেরিকায় যান ও সানফ্রান্সিসকোতে বেদান্ত প্রচারের ভারপ্রাপ্ত হন। এই সময় পোর্টল্যাণ্ড ও হলিউডে বেদান্ত সোসাইটি স্থাপন করেন। 'বেদান্ত অ্যাণ্ড দি ওয়েস্ট' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। [১৬]

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১২·২·১৯০৪ - ২৩·৩·১৯৮৭) ভাণ্ডারগাছা—হাওড়া। ললিতমোহন। মাতা—সুলেখিকা সুরূপা (ইন্দিরা) দেবী। খ্যাতনামা কবি, সাহিত্যিক ও চিত্রশিল্পী। ১৯২১ খ্রী· হিন্দু স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কিছুদিন প্রেসিডেন্সী কলেজে আই·এস-সি পড়েন। ১৯২৩ খ্রী· শান্তিনিকেতনে পড়তে যান। সেখানে তাঁর শিক্ষার বিষয় ছিল দেশ-বিদেশের ভাষা ও সাহিত্য এবং চিত্রাঙ্কন। ১৯২৬ খ্রী· পিতার মৃত্যুর পর ছবি এঁকে কিছু কিছু উপার্জন করেছেন। এ সময় শিক্ষার ব্যয়নির্বাহের জন্য একান্তভাবে চিত্রাঙ্কন শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। আচার্য নন্দলাল বসুর নেতৃত্বে তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রদের নিয়ে স্থাপিত 'কারু-সঙ্ঘে'র তিনি ছিলেন প্রধান উদ্যোগী। ১৯৩০ খ্রী· গান্ধীজীর আহ্বানে তিনি দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়ে তিনি চিত্রাঙ্কন করে ৫০০ টাকারও বেশি উপার্জন করতেন। তিনি সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের নেতৃত্বে চব্বিশ পরগনার মহিষবাথানে লবণ-আইন অমান্য করে কারাবরণ করেন। কারামুক্তির পর ঐ অঞ্চলেই তিনি

কংগ্রেসের কাজ করতে থাকেন এবং কৃষ্ণপুর গ্রামে 'পল্লীভারতী' নামে একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করে তার প্রধান-শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর চিত্রাঙ্কনলব্ধ অর্থেই বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ হত। এ সময়ে আরও চারবার তাঁর জেল হয়। ১৯৪১ খ্রী· বিবাহের পর তাঁর স্ত্রী ইন্দিরা ঘোষালও স্বামীর সঙ্গে শিক্ষকতার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বিদ্যালয়টিকে বন্ধ করে দিতে হয়। বিশ্বভারতীর আহ্বানে তিনি সেখানে গিয়ে প্রথমে গ্রন্থনবিভাগে এবং পরে লোকশিক্ষা সংসদে কাজ করতে আরম্ভ করেন। ১৯৬৩· খ্রী· বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ সশস্ত্র পুলিস দিয়ে ছাত্রবিক্ষোভ দমন করার পদ্ধতি গ্রহণ করলে তিনি তার প্রতিবাদে বিশ্বভারতীর চাকরি ছেড়ে শান্তিনিকেতনের কাছেই সুরুল গ্রামে চলে যান। এখানে তিনি সাহিত্যচর্চা ও চিত্রকলানুশীলনের কাজের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ দেশসেবার কাজ করতে থাকেন। বাল্যকাল থেকেই আর্তসেবায় নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। ১৯২৩ খ্রী· উত্তরবঙ্গ বন্যায়, ১৯৩৪ খ্রী· মজঃফরপুর ভূমিকম্পে এবং ১৯৩৫ খ্রী· বর্ধমানের দামোদরের বন্যায় তাঁর ত্রাণকার্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অতি শৈশবেই মা ও মাসীমা অনুরূপা দেবীর প্রেরণায় তাঁর সাহিত্য-সাধনার শুরু। সারা জীবনই তিনি নানাভাবে সাহিত্য-চর্চা করে বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকরূপে সম্মানিত হয়েছেন। তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্যে তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলি এবং শিশুদের জন্য রচিত কবিতাগুলি বিশেষভাবে সমাদৃত। আইন-অমান্য-আন্দোলনের সময় লিখিত তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'মুক্তিপথে' সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। তাঁর বহু চিত্রকর্মের মধ্যে ১৯৬৬ - ৬৭ খ্রী· অঙ্কিত প্রাচীন ভারতের চব্বিশখানি ঐতিহাসিক চিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। [২৩৪]

প্রভাবতী দাশগুপ্ত (১৮৯২ - ১·১·১৯৭৬) মানিকগঞ্জ—ঢাকা। কলিকাতায় জন্ম। আইনজীবী ও দার্শনিক রায়বাহাদুর তারকচন্দ্র দাশগুপ্ত। মাতা কংগ্রেসকর্মী মোহিনী দেবী। ১৯৩০/৩১ খ্রী· পর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলনের এক বিশিষ্ট নেত্রী। সেন্ট পলস কলেজ থেকে ১৯১৮ খ্রী· বি·এ· এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞানে এম·এ· পাশ করে বিদেশে যান। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম·এ· এবং ১৯২৩ খ্রী· ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২৫ খ্রী· দেশে ফিরে আসেন। কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত না হলেও বিশের দশকের শেষে নেত্রী সন্তোষকুমারী গুপ্তার সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। ঝাড়ুদার ও জমাদারদের সংগঠিত করার কাজে এবং পরে চটকল শ্রমিকদের আন্দোলনে সক্রিয় হন। ১৯২৯ খ্রী· ঐতিহাসিক চটকল ধর্মঘট পরিচালনায় তিনি অর্থ, সামর্থ্য, সব কিছু দিয়ে সাহায্য করেছেন। 'দি স্ক্যাভেঞ্জার্স ইউনিয়ন অব বেঙ্গল' এবং 'জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন'-এর সভাপতি ছিলেন। ১৯৪০/৪১ খ্রী· কংগ্রেস-কর্মী বাখর আলি মির্জাকে বিবাহ করে স্বামীর সঙ্গে হায়দ্রাবাদে বাস করতে থাকেন। [১৪৯, ১৭৪]

প্রভাসচন্দ্র মিত্র, স্যার (১৮৭৫ - ৯·২·১৯৩৪) কলিকাতা। স্যার রমেশচন্দ্র। ১৮৯১ খ্রী· হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা ও ১৮৯৫ খ্রী· প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এম·এ· ও ল পাশ করেন। তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি স্যার সুরেন্দ্রনাথের অন্যতম প্রধান সহায়ক ছিলেন। ভারত-সরকারের ১৯১৯ খ্রী· অ্যাক্ট অনুসারে গঠিত বাঙলার প্রথম মন্ত্রিমণ্ডলের তিনি শিক্ষামন্ত্রী ও ১৯২৮ খ্রী· থেকে আমৃত্যু বাঙলা সরকারের শাসন-পরিষদের সদস্য ছিলেন। দু'বার গোল টেবিল বৈঠকে (১৯৩০ ও ১৯৩২) তিনি হিন্দু প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। বাঙলার সন্ত্রাসবাদ দমন কমিশনে (রাউলাট কমিশন) সদস্যপদ গ্রহণ ও রিপোর্টে স্বাক্ষর করার জন্য দেশবাসীর কাছে নিন্দিত ও সরকার কর্তৃক 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত হন। [১, ৫]

প্রেমেন্দ্র মিত্র (সেপ্টে· ১৯০৪ - ৩·৫·১৯৮৮) কোন্নগর—হুগলী। জ্ঞানেন্দ্রনাথ। পিতার কর্মক্ষেত্র কাশীতে জন্ম। বাল্যে মাতৃহারা হয়ে শৈশব কাটে মাতামহের কাছে মির্জাপুরে। প্রখ্যাত কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, প্রাবন্ধিক ও চলচ্চিত্রকার। বাংলায় সায়েন্স-ফিকশন রচনায় পথিকৃৎ এবং শ্রীঘনশ্যাম দাস ওরফে 'ঘনাদা' চরিত্রের সৃষ্টিকর্তা। 'কল্লোল' যুগের অন্যতম প্রধান সাহিত্যিক-ব্যক্তিত্ব। ১৯২০ খ্রী· সাউথ সুবারবন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপর ঢাকা ও কলিকাতার কয়েকটি কলেজে এমন কি শ্রীনিকেতনে পড়ার জন্য ভর্তি হলেও বাঁধাধরা শিক্ষার মধ্যে তিনি থাকেন নি। ১৯২৬ খ্রী· 'কল্লোল' পত্রিকায় কবি হিসাবে তাঁর আত্মপ্রকাশ। ১৭ বছর বয়সে রচিত তাঁর প্রখ্যাত কবিতা 'বেনামী বন্দর' উত্তরা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯২৪ খ্রী· প্রবাসীতে তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প 'শুধু কেরানী'। ১৫/১৬ বছর বয়সে লেখা তাঁর 'পাঁক' উপন্যাস শ্রমজীবীদের পত্রিকা 'সংবর্ত'-তে ১৯২৭ খ্রী· ধারাবাহিকভাবে বেরোয়। 'ঘনাদা'কে নিয়ে তাঁর প্রথম গল্প 'মশা' (১৯৩৭)। পরবর্তীকালে আরও তিনটি চরিত্র তিনি সৃষ্টি করেছিলেন—বিজ্ঞান-গবেষক 'মামাবাবু', ডিটেকটিভ 'পরাশর বর্মা' এবং ভূত-শিকারী 'মেজোকর্তা'। পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন 'রঙমশাল' (১৯৩১), সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে 'নিরুক্ত', বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে 'কবিতা' (১৯৩৫) এবং 'কালিকলম', 'নবশক্তি' (১৯৩৬), 'পক্ষিরাজ' প্রভৃতি। অনুবাদ করেছেন লরেন্স ও সামারসেট মম-এর গল্প, হুইটম্যানের কবিতা। বাংলা গান রচনাতেও জনপ্রিয় হয়েছিলেন। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে প্রথম গান লেখেন 'আকাশরূপী হে মহাকাল'। তাঁর লেখা 'যদি ভাল না লাগে তো দিও না মন' গানটি এক সময় কাননদেবীর কণ্ঠে সুপ্রচারিত হয়েছিল। কর্মজীবন শুরু দীনেশচন্দ্র

সেনের সহায়তায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে। পরে সুভাষচন্দ্রের 'বাংলার কথা' ও 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকায়, 'বঙ্গশ্রী' কাগজে, বেঙ্গল ইমিউনিটিতে বিজ্ঞাপনের কপি লেখক হিসাবে কাজ করেছেন। একটি ফিল্ম কোম্পানির পাবলিসিটি অফিসার থাকাকালে চলচ্চিত্র মহলের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ঘটে। প্রমথেশ বড়ুয়ার অনুরোধে 'রিক্তা' ছবির চিত্রনাট্য লেখেন। তারই সাফল্যে চিত্রনাট্য-রচনা তাঁর কিছুকালের পেশা হয়েছিল। ১৯৪৩ খ্রী· তাঁর পরিচালিত প্রথম চিত্র 'সমাধান' খ্যাতি অর্জন করেছিল। কিছুদিনের জন্য চলচ্চিত্রে চাকরি নিয়ে তিনি বোম্বে গিয়েছিলেন। তাঁর পরিচালিত ১৪ টি ছবির মধ্যে 'ময়লা কাগজ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রায় ৭০ টি চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। রচিত গ্রন্থের সংখ্যা দেড় শতাধিক। 'সাগর থেকে ফেরা' কাব্যগ্রন্থের জন্য 'আকাদেমি' পুরস্কার (১৯৫৭) ও রবীন্দ্র পুরস্কার (১৯৫৮) লাভ করেন। এ ছাড়াও বহু পুরস্কারে তিনি পুরস্কৃত হন। ১৯৫৭ খ্রী· আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসবে তিনি বেলজিয়াম যান। সোভিয়েত রাশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করেন। কর্মজীবনের শেষের দিকে তিনি আকাশবাণীর 'সাহিত্য-সলাকার' ও পরে উপদেশক ছিলেন। 'পদ্মশ্রী' ও 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত হন। [১৬]

বনলতা সেন (চক্রবর্তী) (ডিসে· ১৯১৫ - ৩১·১·১৯৮৮) কার্তিকপুর—ফরিদপুর। কালীপ্রসন্ন সেন। ছোটবেলা থেকে স্বদেশী পরিবেশের মধ্যে তিনি বড় হয়ে উঠেছিলেন। বিপ্লবী অনুশীলন দলের সদস্য হিসাবে স্বগ্রামে ক্লাব ও লাইব্রেরী স্থাপনে প্রধান অংশ ছিল। তিনি টিটাগড় ষড়যন্ত্র, আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'মহিলা কর্মীসঙ্ঘ', 'কংগ্রেস মহিলা সঙ্ঘ' প্রভৃতির মাধ্যমে মহিলাদের মধ্যে কাজ করতেন। ১৯৩৭ খ্রী· বন্দীমুক্তি আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করেন। 'অল বেঙ্গল গার্লস স্টুডেন্টস কমিটি'র তিনি সম্পাদিকা ছিলেন। ১৯৩৯ খ্রী· সুভাষচন্দ্র পরিচালিত কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯৪২ খ্রী· 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে একটি বেআইনী শোভাযাত্রা পরিচালনা করে পুলিসের লাঠিতে আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার বরণ করেন। নিরাপত্তা বন্দীরূপে প্রেসিডেন্সী জেলে আটক থাকাকালে পরীক্ষা দিয়ে এম·এ· পাশ করেন। ১৯৪৫ খ্রী· মুক্তির পর অনুশীলন দলের সরোজকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯৪৬ খ্রী· কলিকাতার দাঙ্গার সময় তিনি দাঙ্গাবিধ্বস্তদের মধ্যে ত্রাণকার্য করেন। নানাস্থানের শ্রমিক-আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। [২৯]

বলাই দেবশর্মা (গঙ্গোপাধ্যায়) (১৯২৩ - ৩·৮·১৯৬২) চণ্ডীপুর—বর্ধমান। অরুণোদয়। দৈনিক বসুমতী পত্রিকার প্রাত্যহিক লেখক ছিলেন। 'শক্তি' পত্রিকা এবং চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক জ্যোতি' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। স্বাধীনতার পূর্বে 'আর্য' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়ও লিখতেন। রচিত গ্রন্থ : 'স্বাধীন বাংলা', 'বৈশাখী বাংলা', 'ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়', 'স্বদেশীর ত্রয়ী' প্রভৃতি। [১৪৯]

বসন্তকুমার পাল (অগ্র· ১২৯৯ - ৩২·২·১৩৮৪ ব·) কৈজুড়ি, বসিরহাট—চব্বিশ পরগনা। কেদারনাথ। মনোহরশাহী কীর্তনের বিশিষ্ট গায়ক। পৈতৃক বৃত্তি কুমোরের কাজ ছেড়ে তিনি অল্পবয়সেই গ্রামের কীর্তনীয়া মাদার গোঁসাইয়ের কাছে গান শিখতে আরম্ভ করেন। পরে নবদ্বীপের খ্যাতনামা কীর্তনীয়াদের কাছেও তালিম নেন। ১৯৫১/৫২ খ্রী· বেতারশিল্পী ছিলেন। [২৩২]

বিকাশ রায় (১৬·৫·১৯১৬ - ১৬·৪·১৯৮৭) ভবানীপুর—কলিকাতা। যুগলকিশোর। আদি নিবাস প্রিয়নগর—নদীয়া। খ্যাতনামা চলচ্চিত্র ও মঞ্চাভিনেতা। ভবানীপুর মিত্র ইন্স্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিক এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি·এ· ও বি·এল· পাশ করেন। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর নাটক বিভাগে তাঁর কর্মজীবন শুরু। বেতারে কাজ করার সময়ই 'অভিযাত্রী' ছবিতে প্রথম অভিনয় করেন। পরে অভিনয়কেই তিনি পেশা হিসাবে নিয়ে প্রায় ৩৮ বছর চলচ্চিত্রে এবং মাঝে মাঝে নাট্যমঞ্চে অভিনয় করে গেছেন। 'ভুলি নাই' এবং '৪২' ছবি দুটিতে অভিনয়ের জন্যই তাঁর প্রথম খ্যাতি। দেবকী বসুর 'রত্নদীপ' ছবিতে তিনি প্রথম নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেন। তাঁর অভিনীত স্মরণীয় ছবি : 'জিঘাংসা', 'রাত্রির তপস্যা', 'টাকা আনা পাই', 'কীর্তিগড়', 'না', 'বনহংসী', 'আরোগ্য নিকেতন' প্রভৃতি। চিত্র পরিচালক ও প্রযোজক হিসাবেও দক্ষতার প্রমাণ রেখেছেন 'অর্ধাঙ্গিনী', 'মরুতীর্থ-হিংলাজ', 'কেরী সাহেবের মুন্সী', 'বসন্তবাহার', 'সূর্যমুখী' প্রভৃতি ছবিতে। বাংলা নাট্যমঞ্চের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। 'নহবত' নাটকে তিনি শেষ অভিনয় করেন। ১৯৮৪ খ্রী· স্বেচ্ছায় অভিনয়-জীবন থেকে তিনি অবসর নেন। রচিত গ্রন্থ : 'মনে পড়ে', 'কিছু ছবি কিছু গল্প', 'প্রসঙ্গ অভিনয়' এবং 'আমি'। [১৬, ১৭৪]

বিজয়কুমার বসু, ডাঃ (১·৩·১৯১২ - ১২·১০·১৯৮৬) কামারগাঁ, বিক্রমপুর—ঢাকা। ডাঃ অশ্বিনীকুমার। ঢাকার পোগোজ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আই·এস-সি· এবং কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৯৩৬ খ্রী· এম·বি· পাশ করেন। ঐ বছরই নবগঠিত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। ১৯৩৮ খ্রী· ভারত থেকে চীনে যে মেডিক্যাল মিশন পাঠান হয়েছিল, তিনি তার অন্যতম সদস্য ছিলেন। ডাঃ কোটনিসের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের এই মিশন উত্তর চীনে কমিউনিস্ট অধিকৃত ইয়েমেনে অষ্টম চীনাস্থল-বাহিনীর সামরিক হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ১৯৪২ খ্রী· ডাঃ কোটনিস চীনে মারা যান এবং জুলাই ১৯৪৩ খ্রী· বিজয়কুমার দেশে ফিরে এসে কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হন। পঞ্চাশের মন্বন্তরে তাঁর সেবাকার্য স্মরণীয়। ১৯৪৪ খ্রী· ডাঃ কোটনিসের ওপর চলচ্চিত্র প্রস্তুত করতে তিনি খাজা আহমেদ আব্বাস ও ভি· শান্তারামকে সাহায্য করেন।

১৯৪৬ খ্রী· সারা ভারত ডাঃ কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটি গঠনে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর ত্রিপুরায় সংগঠনের কাজে পার্টি থেকে তাঁকে সেখানে পাঠান হয়। ১৯৪৯ খ্রী· পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হলে তিনি আত্মগোপন অবস্থায় পার্টির বিপ্লবী কাজে নৃপেন চক্রবর্তী, দশরথ দেববর্মণ প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ১৯৫২ খ্রী· পর থেকে তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে আসেন। ১৯৫০ খ্রী· ভারত-চীন মৈত্রী সমিতি গঠন করেন। ১৯৫৮ খ্রী· চীনে গিয়ে আকুপাংচার চিকিৎসা পদ্ধতি শিখে এসে ভারতে প্রথম আকুপাংচার সমিতি স্থাপন করেন। রচিত গ্রন্থ: 'Call of Yanan-Story of the Indian Medical Mission to China 1938-43'। [১৭৪]

বিনতা রায় (১৯২০ - ১৯৮৬)। পাটনার এক অভিজাত ব্রাহ্মপরিবারে জন্ম। ১৯৪২ খ্রী· তিনি নিউ থিয়েটার্সের 'দিকশূল' ছবিতে নেপথ্য সঙ্গীত-শিল্পী হিসাবে যোগ দেন। বিমল রায়ের সাড়া জাগানো ছবি 'উদয়ের পথে' (১৯৪৪)-তে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে ছবির নায়ক রাধামোহন ভট্টাচার্য এবং লেখক জ্যোতির্ময় রায়ের সঙ্গে তিনিও খ্যাতি অর্জন করেন। জ্যোর্তিময় রায়ের সঙ্গে বিবাহের পর তিনি নিউ থিয়েটার্স ছেড়ে স্বামীর পরিচালিত ছবি 'অভিযাত্রী', 'শঙ্খবাণী', 'দিনের পর দিন', 'টাকা আনা পাই', 'কাঁচামিঠে' প্রভৃতিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করতে থাকেন। ১৯৬১ খ্রী· স্বামীর মৃত্যুর পর বহু নাটকে, রেডিয়োতে এবং চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। নানা দৈনিক ও সাময়িকপত্রে তিনি গল্প, নিবন্ধ ও বিভিন্ন ধরনের রচনা লিখেছেন। [১৪৯]

বিভূতিভূষণ গুহ (জানু· ১৯০৯ - ১৯·৪·১৯৮৮) বালুবাড়ীপাড়া—দিনাজপুর। কালীনাথ। স্বদেশীভাবাপন্ন পরিবারে জন্ম। রংপুর কলেজে পড়ার সময় অনুশীলন দলের সদস্য হন। এ সময় সাহিত্যচর্চাও শুরু করেন। পুলিসের উৎপাতে তাঁর পড়াশুনা বিঘ্নিত হয়। পরে রাজশাহী কলেজ থেকে আই·এস-সি পাশ করে কলিকাতায় স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়তে আসেন। সহপাঠী শচীন মিত্রকে রাজদ্রোহিতার কারণে কলেজ থেকে বিতাড়িত করার প্রতিবাদে ১০০ জন ছাত্র সহ তিনিও কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হন। এরপর বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হয়ে ১৯২৯ খ্রী· বি·এ· পাশ করেন। ১৯৩০ খ্রী· রাজসাহীর প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে যোগ দেন। ১৯৩২ খ্রী· গ্রেপ্তার হয়ে ৬/৭ বছর কারারুদ্ধ থাকেন। এ সময় জেলে বসে কমিউনিস্ট কনসলিডেশন-এর সদস্য হন। ১৯৩৮ খ্রী· ছাড়া পেয়ে দিনাজপুরে ফিরে কৃষক আন্দোলনে যোগ দেন। হাটে তোলাবটি ও রসিদ লেখান বাবদ ট্যাক্সের বিরুদ্ধে কৃষক সভা যে আন্দোলন করে তাতে তিনি ও কালী সরকার প্রমুখরা নেতৃত্ব দিয়ে কিছুটা সফল হন। আধিয়ার আন্দোলনেও তিনি অংশ নেন। এরপর পুলিসের দৌরাত্ম্যে ১৯৩৯ - ৪০ খ্রী· পলাতক অবস্থায় কলিকাতায় এসে প্রাদেশিক পার্টি পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ১৯৪৩ - ৪৪ খ্রী· দিনাজপুরে ফিরে গিয়ে কৃষক সমিতির সংগঠন বৃদ্ধির কাজে তৎপর হন। ১৯৪৬ - ৪৭ খ্রী· দিনাজপুরে তেভাগা আন্দোলনে আত্মগোপন অবস্থায় নেতৃত্ব দেন। এখানে নিজেদের খামারে ধান তোলার সময় প্রায় ৪০ জন কৃষক পুলিসের গুলিতে প্রাণ হারায়। দেশ বিভাগের পর পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে কলিকাতায় এসে 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৫৭ খ্রী· 'সোভিয়েট দেশ' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসাবে যোগ দিয়ে দীর্ঘ ২২ বছর কাজ করেন। নানান পত্র-পত্রিকায় তাঁর গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। তে-ভাগা আন্দোলন নিয়ে লেখা তাঁর গল্প 'তারার মিছিল' উল্লেখযোগ্য। [১৪৯]

বিভূতিভূষণ ভট্ট (১·৭·১৮৮১ - ?) বহরমপুর—মুর্শিদাবাদ। নফরচন্দ্র। ১৮৯৫ - ১৯০৩ খ্রী· পিতার কর্মক্ষেত্র ভাগলপুরে কাটে। এখানেই কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র ও ভাগলপুর সাহিত্যগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে অধ্যাপনাকালে অর্থনীতিবিদ্ রামকমল মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'উপাসনা' পত্রিকার সঙ্গে সম্পাদনাসূত্রে তিনি যুক্ত হন এবং এই পত্রিকায় তাঁর গল্প, প্রবন্ধ ও উপন্যাস নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। এ ছাড়া 'যমুনা', 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী', 'ভারতী' প্রভৃতি পত্রিকাতেও লিখতেন। ভগিনী সুলেখিকা নিরুপমা দেবী ও তাঁর লেখা গল্পগ্রন্থ 'অষ্টক' ১৯১৭ খ্রী· প্রকাশিত হয়। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'সপ্তপদী', 'স্বেচ্ছাচারী', 'আশা', 'সহজিয়া' প্রভৃতি। [২২৩]

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (জুন ১৮৯৪ - ৩০·৭·১৯৮৭) তিন পুরুষের বাস বিহারের দ্বারভাঙ্গায়। আদি নিবাস চাতরা-হুগলী। বিপিনচন্দ্র। দ্বারভাঙ্গা পীতাম্বরী বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। পাটনা থেকে বি·এ· পাশ করেন। কর্মজীবনে কখনও 'ইণ্ডিয়ান নেশন' পত্রিকার কার্যাধ্যক্ষ, কখনও দ্বারভাঙ্গার মহারাজের সচিব ছিলেন। শিক্ষকতাও করেছেন। বহু উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থের রচয়িতা। সাহিত্যের তিনটি পৃথক ধারার চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর জনপ্রিয়তম উপন্যাস 'নীলাঙ্গুরীয়', কৌতুক গল্পগ্রন্থ 'বরযাত্রী' এবং 'রানু' সিরিজের গল্পমালায়। হাসির গল্পের লেখক হিসাবে তাঁর সৃষ্ট-চরিত্র 'গণশা', 'ঘোতনা' ও 'কে· গুপ্ত' বিশেষ স্মরণীয়। কৌতুক বা স্নিগ্ধ প্রেমের কাহিনীকার হিসাবেও তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। তিন খণ্ডে লেখা তাঁর 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' গ্রন্থে স্নিগ্ধ করুণা ও মমত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে তিনি গভীর দার্শনিক ও যুগের ব্যাখ্যাতা। 'দুয়ার হতে অদূরে', 'কুশী প্রাঙ্গণের চিঠি', 'একই পথের দুইপ্রান্তে', 'অযাত্রার জয়যাত্রা' তাঁর রম্যভ্রমণধর্মী রচনা। শিশুদের জন্য লিখেছেন, 'পোনুর চিঠি', 'কৈলাসের পাটরাণী', 'দুষ্টলক্ষ্মীদের গল্প' প্রভৃতি। 'জীবনতীর্থ' তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। 'কাঞ্চনমূল্য' উপন্যাসটির জন্য 'শরৎস্মৃতি পুরস্কার' এবং 'এবার প্রিয়ম্বদা'র জন্য 'রবীন্দ্র

পুরস্কার' লাভ করেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি·লিট· উপাধিতে এবং বিশ্বভারতী 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। [১৬, ১৭]

বীণা দাস (ভৌমিক) (২৪·৮·১৯১১ - ২৬·১২·১৯৮৬) চট্টগ্রাম। কটকের র‍্যাভেন্‌শ কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্ বেণীমাধব দাস। বিপ্লবী বীণা দাস ফেব্রুয়ারী ১৯৩২ খ্রী· কনভোকেশনের সময় ব্রিটিশ শাসন ও অত্যাচারের প্রতীক জ্ঞানে তৎকালীন গভর্ণর ও চ্যান্সেলর স্ট্যানলি জ্যাক্‌সনকে পিস্তলের গুলিতে অপসারণ করতে চেয়েছিলেন। অকৃতকার্য হলেও তাঁর সেই অদম্য সাহস তখনকার যুবমানসে·গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে স্বাচ্ছন্দ্যময় পারিবারিক স্নেহচ্ছায়া ও ব্রাহ্মসমাজের প্রগতিশীল আবহাওয়ায়। মাতা-পিতার আদর্শ, পিতার স্বদেশপ্রেম তাঁর ও তাঁর অগ্রজা কল্যাণী দাস (ভট্টাচার্য)-এর উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। কৈশোরেই তিনি চরকা কাটতেন এবং বিদেশী কাপড় বর্জন করে খদ্দর পরতেন। 'ছাত্রীসঙ্ঘ' ও সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় ছিল। কলেজ জীবনের প্রথমদিকে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীতে যোগ দিয়ে সুনাম অর্জন করেন। সরকারী বেথুন কলেজের কৃতী ছাত্রী তিনি আই·এ· পড়ার সময় ১৯২৮ খ্রী· সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলন করে প্রবল আলোড়ন তুলেছিলেন। বিপ্লবী কাজের সুবিধার জন্য বেথুন কলেজ ছেড়ে ডায়োসেশন কলেজে ভর্তি হন। ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি·এ· পাশ করেন। বি·এ· ডিগ্রী নেবার সময় কনভোকেশন হল-এ তিনি যে দুঃসাহসিক কাজ করেন, সেই ঘটনার বিচারে ৯ বছর তাঁর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। গান্ধীজীর রাজবন্দীমুক্তি আন্দোলনের ফলে ১৯৩৯ খ্রী· তিনি কারামুক্ত হন এবং বিপ্লবী যুগান্তর দলের মতানুসারে কংগ্রেস কর্মী হিসাবে কংগ্রেস মহিলাসঙ্ঘের কাজকর্ম শুরু করেন। মহিলা পরিচালিত 'মন্দিরা' পত্রিকার সঙ্গেও কিছুদিন যুক্ত ছিলেন। কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক থাকাকালে ১৯৪২ খ্রী· গ্রেপ্তার হয়ে তিন বছর বন্দী থাকেন। ১৯৪৬ খ্রী· নোয়াখালীর দাঙ্গার পরে কংগ্রেস কর্মী হিসাবে নোয়াখালী যান ও বিভিন্ন ক্যাম্পে সুচেতা কৃপালনীর নেতৃত্বে সংগঠন ও স্কুল চালান। ১৯৪৬ - ৫১ খ্রী· তিনি যুক্তবঙ্গের শেষ বিধানসভার সদস্য ছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকার কর্মচারী ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট থাকাকালে প্রবল প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে ১৯৪৮ খ্রী· সেখানে তিনি ঐতিহাসিক ধর্মঘট পরিচালনা করেন। ১৯৪৭ খ্রী· যুগান্তর পার্টির সদস্য স্বাধীনতা-সংগ্রামী ও ফরোয়ার্ড পত্রিকার সম্পাদক যতীশ ভৌমিকের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯৭১ খ্রী· তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণার দিনটিতেই তিনি কয়েকজন সঙ্গিনী নিয়ে যশোহর সীমান্তে গিয়ে স্থানীয় লোকজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরে অন্যান্য অনেকের মত, সীমান্তে মুক্তিফৌজের অন্যতম সাহায্যকারিনী ছিলেন। ১৯৭৫ খ্রী· 'এমারজেন্সী'র বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হন। মরীচঝাঁপিতে শরণার্থীদের উপর পুলিসের অত্যাচারের সময় কোনক্রমে সেখানে উপস্থিত হয়ে স্বচক্ষে নিদারুণ নিষ্ঠুরতা দেখে তার তীব্র প্রতিবাদ করেন। অন্যায়ের সঙ্গে কখনই তিনি আপস করেননি। সুলেখিকা ছিলেন। তাঁর আত্মজীবনী 'শৃঙ্খল ঝঙ্কার' ও 'পিতৃধন' গ্রন্থ দুটিতে তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন সময়ে বন্ধুদের বইতে, খাতায় অনেক কবিতা লিখেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনশন তিনি গ্রহণ করেননি। দীর্ঘদিন বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর একক নির্জনবাসের সংকল্প নিয়ে হৃষীকেশে থাকাকালে নির্বান্ধব অবস্থায় তাঁর মৃত্যু ঘটে। [২৯, ১৪৯, ১৭৪]

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১৭ - ১৬·১২·১৯৮৭) ভোলা—বরিশাল। সাহিত্যিক ও গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ। ১৯৪২ খ্রী· শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেন। বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উপ-গ্রন্থাগারিক ছিলেন। ২০ খানিরও বেশি বই লিখেছেন। চীনা ভাষা থেকে কয়েকটি বই অনুবাদ করেছেন। খ্যাতনামা রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্ত্রী। [১৬]

বৈদ্যনাথ নাথ (১৯৪৫ - ১২·২·১৯৮৭) কলিকাতা। দূরপাল্লার সাঁতারু। বহরমপুরের এশিয়ার সর্ববৃহৎ (৭২ কি·মি·) দূরপাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতায় ১৯৬৮ থেকে ১৯৭১ খ্রী· মোট চারবার পর পর চ্যাম্পিয়ান হয়ে তিনি রেকর্ড স্থাপন করেন। রামেশ্বরম ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে পকপ্রণালী জয় করেন দু'বার। বস্তিবাসী দরিদ্র পরিবারের সন্তান বৈদ্যনাথ অল্পবয়স থেকেই নিজের খেয়ালে দক্ষিণ কলিকাতার রবীন্দ্র সরোবরের জলে সাঁতার কাটতেন। ১৯৬১ খ্রী· জুনিয়র বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ান হন এবং একই সঙ্গে জাতীয় (ভারত) শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপাও লাভ করেন। ১৯৬২ - ৭০ খ্রী· সিনিয়ার পর্যায়ে বাংলার ও ভারতের নামকরা ট্রাক-সুইমার ছিলেন। খেলাধুলার সর্বোচ্চ শিরোপা 'অর্জুন' লাভ করেছিলেন। পূর্বরেলে কাজ করতেন। [১৬]

ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ (১·৭·১৮৯০ - ২৫·৭·১৯৮৫) বিক্রমপুর—ঢাকা। ছাত্রাবস্থায় স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করায় ঢাকা থেকে বহিষ্কৃত হন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে ডাক্তারী পাশ করেন। কারমাইকেল (বর্তমান আর·জি·কর·) মেডিক্যাল কলেজের অ্যানাটমি বিভাগের প্রধান ছিলেন। ডাক্তারী বিষয়ে তাঁর রচিত পাঠ্যপুস্তক আছে। ১৯৮৩ খ্রী· বিশিষ্ট চিকিৎসক হিসাবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মানিত হন। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। [১৬]

মণিকুন্তলা সেন (১৯১০ - ১১·৯·১৯৮৭) বরিশাল। বিলাসচন্দ্র সেন। অবিভক্ত বাঙলার প্রথম সারির মহিলা নেত্রী ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাত্রী। বরিশালে ছাত্রাবস্থায়ই তিনি

স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। বরিশাল বি·এম· কলেজ থেকে বি·এ· পাশ করে এম·এ· পড়তে কলিকাতায় আসেন। কর্মজীবনে ১৯৩৭/৩৮ খ্রী· থেকে দীর্ঘদিন মেট্রোপলিটন গার্লস স্কুলের প্রধান-শিক্ষিকা ছিলেন। তিরিশের দশকে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে কিছুকালের মধ্যেই তিনি কমিউনিস্ট ও মহিলা আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী বলে স্বীকৃত হন। ১৯৪৩ খ্রী· মহাদুর্ভিক্ষের সময় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নেতৃত্বে যে ভুখা মিছিলটি বিধানসভা অভিযান করে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকের কাছ থেকে ঘটনাস্থলেই আংশিক দাবি আদায় করে, মণিকুন্তলা ছিলেন সেই মিছিলের সোচ্চার নেত্রী। ১৯৪৮ খ্রী· কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ার সময় তিনি বিনা বিচারে আটক হন। জেল থেকে ছাড়া পেয়েই আত্মগোপন করে মহিলাদের মধ্যে কাজ করতে থাকেন। আবার খড়্গপুরে তিনি গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৫১ খ্রী· ছাড়া পান। এ সময়ে জেলে বন্দীদের ৫১ দিনব্যাপী ঐতিহাসিক অনশন ধর্মঘটে তিনি অংশ নেন। অনশন চলাকালে শাস্তিস্বরূপ তাঁকে কিছুদিন পাগলদের সঙ্গে একঘরে আটকে রাখা হয়। ১৯৫২ - ৬২ খ্রী· তিনি কলিকাতার কালীঘাট কেন্দ্র থেকে বিধানসভার সদস্য এবং সেখানে বিরোধী পক্ষের সহকারী নেতা নির্বাচিত হন। বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা, দরিদ্র মানুষের সংগ্রামের সঙ্গে তাঁর একাত্মতা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্মরণীয়। ১৯৫৪ খ্রী· কলিকাতায় ভারতীয় মহিলা ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠা সম্মেলনের তিনি অন্যতম সংগঠক ছিলেন এবং মহিলা ফেডারেশনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার যুগ্ম সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। এই বছর ঐতিহাসিক শিক্ষক ধর্মঘট উপলক্ষে তিনি গ্রেপ্তার বরণ করেন। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মহিলা আন্দোলনেও তাঁর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৫ খ্রী· লুসানে অনুষ্ঠিত মাতৃ-সম্মেলনে তিনি ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। ১৯৬৪ খ্রী· থেকে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে গেলেও মহিলা আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। 'সেদিনের কথা' তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। এককালের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক জলি কাউল তাঁর স্বামী। [১৬, ১৪৯]

মণীন্দ্রলাল বসু (৮·৬·১৮৯৭ - ২২·৭·১৯৮৬) কলিকাতা। আদি নিবাস চাংড়িপোতা—চব্বিশ পরগনা। মুন্সেফ প্রবোধচন্দ্র। বিশিষ্ট রোমান্টিক উপন্যাস 'রমলা'-র লেখক। ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুল, হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন। ১৯২০ খ্রী· এম·এ· ও ১৯২৩ খ্রী· বি·এল· পাশ করে কিছুদিন হাইকোর্টে আইন ব্যবসা করেন। ১৯২৫ খ্রী· ইউরোপে যান। সেখানে ১৯২৭ খ্রী· ব্যারিস্টারি পাশ করে ১৯২৯ খ্রী· দেশে ফেরেন। পেশায় ব্যারিস্টার ছিলেন। তাঁর সাহিত্যচর্চার শুরু ছোটগল্প রচনা দিয়ে। একাধিকবার তিনি 'প্রবাসী' পত্রিকার গল্প-প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন। 'প্রবাসী'-তেই তাঁর 'রমলা' প্রকাশিত হয়েছিল (১৩২৯ - ৩০ব·)। অপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'জীবনায়ন', 'সহযাত্রিনী', 'স্বপ্ন', 'মায়াপুরী', 'রক্তকমল', 'সোনার হরিণ', 'কল্পলতা', 'ঋতুপর্ণ' প্রভৃতি। 'সোনার কাঠি' তাঁর শিশু ও কিশোরদের জন্য রচিত গল্পগ্রন্থ। শিশুদের জন্য পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেছেন। তাঁর কয়েকটি অনুবাদ গ্রন্থও আছে। চিত্রশিল্প-বিষয়ে তিনি লিখেছেন 'ইউরোপের চিত্রশালা'। 'পরিকল্পনা' নামে অর্থনীতিবিষয়ক পত্রিকা (১৩৫১ ব) সম্পাদনা করেন। 'বোসেস ল্যাবরেটরী'র প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কার্তিক বসুর তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র। [১৬, ১২৩]

মনোজ বসু (২৫·৭·১৯০১ - ২৬·১২·১৯৮৭) ডোঙ্গাঘাট—যশোহর। বিশিষ্ট সাহিত্যিক। খুলনায় বাগেরহাট কলেজে পড়ার সময় যুগান্তর বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসেন। পরে কলিকাতা রিপণ কলেজে পড়েন। স্বাধীনতা আন্দোলনেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। কলিকাতার সাউথ সুবরবন স্কুলে শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু। দেড় শতাধিক গল্প-উপন্যাসের তিনি প্রণেতা। তাঁর প্রথম গল্প-সংকলন 'বনমর্মর' ১৯৩২ খ্রী· প্রকাশিত। সশস্ত্র বিপ্লবীদের ব্যক্তিজীবন ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে রচিত 'ভুলি নাই' (১৯৪৩) তাঁর সর্বাধিক জনপ্রিয় গ্রন্থ। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'সৈনিক', 'আগস্ট ৪২', 'বাঁশের কেল্লা' প্রভৃতি। 'প্লাবন', 'নূতন প্রভাত', 'রাখীবন্ধন' প্রভৃতি তাঁর স্বদেশানুরাগদীপ্ত নাটক। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'নিশিকুটুম্ব' (২ খণ্ড) ১৯৬৬ খ্রী· সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার লাভ করে। দিল্লী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন পদক ও পুরস্কার দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন। অপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'ওগো বধূ সুন্দরী', 'এক বিহঙ্গী', 'বৃষ্টি বৃষ্টি', 'নরবাঁধ', 'দেবী কিশোরী', 'জলজঙ্গল', 'মানুষ গড়ার কারিগর', 'চীন দেখে এলাম' প্রভৃতি। প্রকাশন সংস্থা 'বেঙ্গল পাবলিশার্স' (১৯৪১) এর তিনি প্রতিষ্ঠাতা। [১৬]

মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত (১৯১০ - ২·৬·১৯৮৭) বরিশাল। স্বাধীনতা সংগ্রামী। ১৯৪০ খ্রী· বরিশাল থেকে জলপাইগুড়িতে চলে গিয়ে সেখানেই তিনি কৃষক আন্দোলন সংগঠনে প্রয়াসী হন। এই জেলায় তেভাগা এবং আধিয়ার আন্দোলনে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। তিনি অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি এবং পরে সি·পি·এম—এর সদস্য ছিলেন। [১৬]

মনোরমা বসু (১৮৯৬ - ১৬·১০·১৯৮৬) বরিশাল। স্বামী চিন্তাহরণ বসু। স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিরিশের দশকে কংগ্রেসের ডাকে তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। তখন থেকে সারাজীবন খদ্দর পরেছেন। চল্লিশের দশকের প্রথমেই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। বরিশাল জেলার বিভিন্ন নারী আন্দোলন, সমাজসেবা ও রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। দলমতনির্বিশেষে তিনি ছিলেন সকলেরই 'মাসীমা'। ১৯৪২ খ্রী· মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সূচনাপর্ব থেকেই তিনি বরিশাল জেলা সমিতির

অন্যতম নেত্রী ছিলেন। ১৯৪৩ খ্রী· দুর্ভিক্ষের সময় লঙ্গরখানা, চিকিৎসালয়, উদ্ধার আশ্রম প্রভৃতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকেন। তাঁর নিজের বাড়ীতে অনাথ দুঃস্থ মহিলা, বিশেষ করে, বিধবা বা অবিবাহিতা মায়েদের জন্য 'মাতৃমন্দির' নামে একটি আশ্রম স্থাপন করে আজীবন তা চালিয়ে গেছেন। স্বাধীনতা ও দেশভাগের পর তিনি পূর্বপাকিস্তানের বরিশালেই থেকে যান। পাকিস্তান সরকার ১৯৪৮ খ্রী· থেকে ৬ বছর তাঁকে বিনা বিচারে বিভিন্ন কারাগারে আটক রাখে। ১৯৭১ খ্রী· বাংলা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা নেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সহ-সভানেত্রী ছিলেন। [১৬, ১৪৯]

মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (? - ১৫·১২·১৯৩১)। সঙ্গীতানুরাগী। তবলাচর্চার প্রচার ও প্রসারে তাঁর অবদান স্মরণীয়। কর্মজীবনে হাইকোর্টের এটর্নি, ডেপুটি রেজিস্ট্রার, মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি পদে কর্মরত ছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞ হীরেন্দ্রকুমার (হীরুবাবু) তাঁর পুত্র। [১৪৯]

মহেন্দ্রনাথ দত্ত (২·৮·১৮৯৯ - ১৮·১০·১৯৮৭) কাশীপুর—বরিশাল। রাজকুমার। মুদ্রণশিল্পের ক্ষেত্রে এবং পুস্তক প্রকাশনার জগতে খ্যাতনামা ব্যক্তি। দরিদ্র পরিবারে জন্ম। লোকের বাড়িতে থেকে এবং ছাত্র পড়িয়ে কলসকাঠি গ্রামের স্কুল থেকে ১৯২০ খ্রী· কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করেন। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে আই·এ· পড়ার সময় ১৭·১১·১৯২১ খ্রী· প্রিন্স অব ওয়েলস-এর ভারতবর্ষে পদার্পণ করার প্রতিবাদে 'কালা দিবস' পালনকালে অপর চারজন যুবকের সঙ্গে তিনি বৃটিশ পতাকা 'ইউনিয়ন জ্যাক' পুড়িয়ে চৌদ্দ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। তার আগে স্বরাজ অফিসের (তদানীন্তন কংগ্রেস অফিস) হয়ে রাজনৈতিক বই বিক্রি করতেন। ১৯২৩ খ্রী· জেল থেকে ছাড়া পেয়ে কপর্দকশূন্য অবস্থায় পড়েন। লোকের বাড়ী বাড়ী খবরের কাগজ বিলি করার একটা অস্থায়ী কাজ জোটালেন। এ সময় সরস্বতী লাইব্রেরীর অন্যতম মালিক অরুণচন্দ্র গুহ বিপ্লবী কাজকর্মের জন্য কলিকাতায় একটি ছাপাখানা স্থাপনের চেষ্টায় কর্মীর সন্ধান করছিলেন। তাঁর সঙ্গে মহেন্দ্রনাথের যোগাযোগের ফলে কুড়ি দিনের মধ্যে তিনি বরিশালের 'হিতৈষী' প্রেসে কম্পোজিং-এর কাজ শিখে কলিকাতার নির্দিষ্ট মেসবাড়ীতে এসে ওঠেন। ২৬/১ বেনিয়াটোলা লেনের সেই মেসবাড়ীতে পরবর্তীকালের শহীদ গোপীনাথ সাহা ও অনুজা সেনের সঙ্গে তিনি একঘরে থাকতেন। মে ১৯২৩ খ্রী· শ্রীসরস্বতী প্রেস শুরু হলে তিনি একাই কম্পোজিটর, মেসিনম্যান, ঝাড়ুদার, বেয়ারা এবং 'ম্যানেজারে'র কাজ করতে থাকেন। প্রেসের তিনজন প্রতিষ্ঠাতার মধ্যে শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় বাদে অরুণচন্দ্র গুহ এবং মনোরঞ্জন গুপ্ত দু'জনেরই বিপ্লবী কাজের জন্য অধিকাংশ সময়ই অন্যত্র বা কারাগারে কাটত। ফলে প্রেস চালানর দায়িত্ব প্রধানতঃ মহেন্দ্রনাথকেই পালন করতে হত। বিশের ও তিরিশের দশকে ব্রিটিশ সরকার বহুবার এই প্রেসে তল্লাশী চালিয়েছে, জামানত বাজেয়াপ্ত করেছে, ১৯২৮ খ্রী· একবার এই প্রেস বন্ধ করেও দিয়েছিল। কিন্তু তাঁর তৎপরতায় প্রেস আবার চালু হয়েছে, রাতারাতি প্রচারপত্র ছাপিয়ে বিলির ব্যবস্থা হয়েছে। তিনিই ছিলেন সকলের যোগাযোগের মাধ্যম। জানুয়ারি ১৯৩২ খ্রী· পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করে ছ' বছর আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, বক্সা ও দেউলী ক্যাম্পে আটক রাখে। শেষের একবছর তিনি গ্রামের বাড়ীতে অন্তরীণ ছিলেন। ১৯৩৮ খ্রী· ছাড়া পেয়ে তিনি আবার শ্রীসরস্বতী প্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় থেকে বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগ অটুট থাকলেও তিনি নিজে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন নি। শ্রী সরস্বতী প্রেসের 'ম্যানেজার বাবু' নামেই তাঁর পরিচিতি ছিল শেষ পর্যন্ত—এমন কি ১৯৭২ খ্রী· তিনি প্রেস থেকে অবসর গ্রহণের পরেও। প্রকাশনা জগতে তাঁর খ্যাতির সূত্রপাত 'ছড়ার ছবি' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। ১৯৪৯ খ্রী· থেকে এক বছরের মধ্যে প্রকাশিত রঙচঙে ছবি সহ ছন্দোময় ছড়ার তিনখানি বই শিশু ও অভিভাবক মহলে বিপুল সাড়া জাগায়। ১৯৫১ খ্রী· তিনি 'শিশু সাহিত্য সংসদ' নামে প্রকাশনা সংস্থা স্থাপন করে আমৃত্যু তার সুষ্ঠু পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। তার আগে 'সাহিত্য সংসদ' নাম দিয়ে ১৯৪৯ খ্রী· দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' এবং ১৯৫০ খ্রী· হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রদর্শন' বই দুখানি প্রকাশ করেন। সাহিত্য সংসদের ধ্রুপদী পর্যায়ের প্রথম গ্রন্থ 'বঙ্কিম রচনাবলী ১ খণ্ড' প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ খ্রী· এবং অভিধান পর্যায়ের প্রথম বই 'সংসদ বাঙ্গালা অভিধান' ১৯৫৭ খ্রী·। ৮৩ বছর বয়সে ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশনার উদ্দেশ্যে নিজ বাসভবন 'শ্রীকৃষ্ণ নিবাসে' তিনি 'শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশনী' স্থাপন করেন। সেখান থেকে প্রকাশিত হয় বাংলা ও ইংরেজীতে 'স্বামী প্রেমানন্দতীর্থ—জীবন ও বাণী' (১৯৮৪) এবং তাঁর নিজের লেখা বই 'Life and Mission of Swami Prajnanananda Saraswati (১৯৮৪)। জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৬ খ্রী· নিজের বাড়ীতে তিনি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। জনসেবামূলক বিভিন্ন কাজের জন্য তিনি তাঁর আয়ের যাবতীয় অর্থ দিয়ে ট্রাস্ট গঠন করে দিয়েছেন। [১৭৪]

মহেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৫ - ৩০·১১·১৯৮০) তারাকুপি—বরিশাল। হরকুমার। যুগান্তর বিপ্লবী গোষ্ঠীর বিশিষ্ট কর্মী ও সঙ্গীতজ্ঞ। বরিশালের স্বাধীনতা সংগ্রামী ভূপতিরঞ্জন বক্সীর আহ্বানে বিদ্যালয় ছেড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। পরে ১৯২৩ খ্রী· কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করে বরিশালের সুপরিচিত প্রধানশিক্ষক জীতেন সেনের নির্দেশে কলিকাতায় সরস্বতী লাইব্রেরীতে যোগ দেন। এখানে তিনি বিপ্লবী মনোরঞ্জন গুপ্ত, অরুণচন্দ্র গুহ প্রমুখ নেতাদের সান্নিধ্যে আসেন। পরে জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও বিপ্লবী

নেতাদের নির্দেশে তিনি ময়মনসিংহ মেডিক্যাল স্কুলে পড়তে যান। সেখানে অধ্যক্ষ সুসাহিত্যিক ডাঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সস্নেহ প্রশ্রয়ে গোপনে বিপ্লবের কাজ চালান। ডাক্তারি পড়া শেষ হবার আগেই গ্রেপ্তার হন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন জেলে বন্দী থাকাকালে বি.এ. পাশ করেন। বোমার মালমশলা তৈরি ও সংরক্ষণ সহ তৎকালীন কলিকাতার কুখ্যাত পুলিস কমিশনার চার্লস টেগার্ট হত্যা-পরিকল্পনায় অংশ নেন। এ কাজে শহীদ হন অনুজা সেন এবং আহত দীনেশ মজুমদার ধরা পড়লে নেতাদের নির্দেশে তিনি ময়মনসিংহে ফিরে যান। সেখানে পুলিসের হাতে ধরা পড়লেও প্রমাণাভাবে ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকে জড়িত করতে না পেরে ১৯৩০ - ৩৮ খ্রী. বিভিন্ন জেলে আটক রাখা হয়। বিপ্লবী জীবনে কংগ্রেসের বহু সভায় সুরেলা, দরাজকণ্ঠে স্বদেশী সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। বন্দী থাকাকালে বিপ্লবী ভূপতি মজুমদারের রচিত বহু গানে তিনি সুর দিয়েছেন। মার্গ সঙ্গীতে শিক্ষা তাঁর ওস্তাদ ললিতমোহন সেনের কাছে। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলেও বহু ছাত্র-ছাত্রী ও বন্ধুজনকে বিনা পারিশ্রমিকে সঙ্গীত শিক্ষা দিয়েছেন। [৮২, ১৭৪]

মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায় (১৯০১ - ২৮.১২.১৯৮৬) কৃষ্ণনগর—নদীয়া। ১৯২০ খ্রী. স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। আদর্শনিষ্ঠ গান্ধীবাদী মিহিরলাল বহুবার কারাবরণ করেছেন। ভারতের সংবিধান পরিষদের অন্যতম সদস্য এবং অভয় আশ্রম প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম তিনি নানা জনহিতকর কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সিউড়িতে মৃত্যু। [১৬, ১৪৯]

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন (১৯০৪ - ১৯.৯.১৯৮৭) মুরারীপুর—পাবনা। জায়েদার আলি। লোকসঙ্গীতের প্রখ্যাত সংগ্রাহক ও লোকসাহিত্য বিশেষজ্ঞ। পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ থেকে আই.এ., রাজশাহী কলেজ থেকে বি.এ. (১৯২৬) এবং ১৯২৮ খ্রী. বাংলায় প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় হয়ে এম.এ. পাশ করেন। প্রথম জীবনে এডুকেশন সার্ভিসে যোগ দিয়ে সাব-ইন্সপেক্টর হিসাবে পাবনা ও রংপুর জেলায় কর্মরত থাকেন। পরে ঢাকা কলেজে যোগ দিয়ে বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও অধ্যাপক হিসাবে ১৯৫৫ খ্রী. অবসর গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের 'আশীর্বাদ' নিয়ে তাঁর লোকঙ্গীত সংগ্রহ 'হারামণি'-র প্রথম খণ্ড ১৩৩৭ ব. প্রকাশিত হয়। তাঁর সংগ্রহে সঙ্গীতের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। তার মধ্য থেকে নির্বাচন করে 'হারামণি'র তেরোটি খণ্ড কোন সরকারী বা কোন প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ছাড়াই তিনি প্রকাশ করেছেন। তাঁর রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা' (৩ খণ্ড), 'ইরাণের কবি', 'হযরত মোহাম্মদের জীবনী ও সাধনা', 'হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ', 'লালন ফকিরের গান', 'Folk Songs of Lalan Sha' প্রভৃতি। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.লিট. উপাধিতে সম্মানিত করে। তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার, রাষ্ট্রীয় একুশে পদক (১৯৮৩) এবং বহু বিভিন্ন পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। [১৭, ১৪৯]

মোহিনী চৌধুরী (১৯২১ - ২১.৫.১৯৮৭)। প্রখ্যাত গীতিকার। স্বাধীনতার আগে থেকেই তাঁর রচিত বহু দেশাত্মবোধক গান জনপ্রিয় হয়েছিল। আধুনিক ও ছায়াছবির গানের গীতিকার হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। 'পৃথিবী আমারে চায়', 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে', 'টাকডুম টাকডুম বাজে' প্রভৃতি তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গান। [১৬]

যতীশ ভৌমিক (১৯০৫ - ২০.১১.১৯৮৬) স্বাধীনতা-সংগ্রামী। ১৯৩০ খ্রী. ডালহৌসি স্কোয়ার ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি প্রথম গ্রেপ্তার হন। স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে ১২ বছরেরও বেশি তিনি জেলে কাটান। সুপণ্ডিত ছিলেন। কিছুদিন 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। বিপ্লবী বীণা দাস তাঁর স্ত্রী। [১৬]

রাজেন তরফদার (১৭.৯.১৯১৭-২৩.১১.১৯৮৭) রাজশাহী। বিশিষ্ট চলচ্চিত্র-পরিচালক। কলিকাতা সরকারী শিল্প বিদ্যালয় থেকে পাশ করে ১৯৪৪-৫৮ খ্রী. তিনি জে. ওয়ালটার থম্পসন (অধুনা হিন্দুস্থান থম্পসন) সংস্থার শিল্প-নির্দেশক ছিলেন। তাঁর প্রথম ছবি 'অন্তরীক্ষ' (১৯৫৭)। 'গঙ্গা' ছবি থেকেই তাঁর খ্যাতির শুরু। অন্যান্য ছবি : 'আকাশ ছোঁয়া', 'অগ্নিশিখা', 'জীবন কাহিনী', ভারত-বাংলাদেশ যুগ্ম প্রযোজনায় তৈরী 'পালঙ্ক' এবং 'নাগপাশ' প্রভৃতি। ভাল অভিনেতাও ছিলেন। 'আকালের সন্ধানে' ছবিতে তিনি প্রথম অভিনয় করেন। [১৬]

রাম চট্টোপাধ্যায় (১৯২৩ - ৬.৭.১৯৮৬) গড়বাটি-চন্দননগর। আদিনিবাস বনগাঁ। তুলসীচরণ। দরিদ্র পরিবারের সন্তান। ১৩ বছর বয়সে রেলের গ্যাংম্যান হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু। স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিতে যুবকদের সংগঠিত করে ফরাসী মালাবার রেজিমেন্টের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের রাইফেল কেড়ে নিয়ে একসময় ফরাসী সরকারের বিরাগভাজন হন। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে রেল-টেলিগ্রাফের তার কেটে নেবার ফলে ইংরেজের হাতে বন্দী হন। ১৯৪৮ খ্রী. 'ফরওয়ার্ড ব্লক' দলে যোগ দেন। পরে ১৯৫৩ খ্রী. ঐ দল ত্যাগ করে ১৯৫৪ খ্রী. সত্যপ্রিয় ব্যানার্জীর নেতৃত্বে 'মার্ক্সবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক' দল গঠন করেন। ১৯৬৭ খ্রী. বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হন। ১৯৬৯ খ্রী. দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় তিনি প্রথম ক্রীড়ামন্ত্রী হন। ১৯৭১ খ্রী. অন্তবর্তী নির্বাচনে তারকেশ্বর কেন্দ্রে পরাজিত হলেও ১৯৭২ খ্রী. নির্বাচনে জয়ী হন। ১৯৭৭ খ্রী. পুনরায় জয়ী হয়ে প্রথম বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী হন। ১৯৮২ খ্রী. দ্বিতীয় বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভায়ও তিনি ঐ পদে ছিলেন। [১৬]

লতিকা ঘোষ (১২.৯.১৯০২ - ১১.১২.১৯৮৭) কোন্নগর—হুগলী। প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রখ্যাত

অধ্যাপক ও কবি মনোমোহন ঘোষ। ভারতে নারী জাগরণের স্রোতকে যাঁরা বলিষ্ঠ ও প্রশস্ত করে তুলেছিলেন, লতিকা ঘোষ তাঁদের অন্যতম। কলিকাতা লোরেটো হাউস-এ শিক্ষা শেষ করে ১৯২৪ খ্রী· ইংলণ্ডে যান। অক্সফোর্ড থেকে বি·লিট· রিসার্চ ডিগ্রি এবং ট্রেনিং ডিপ্লোমা নিয়ে ১৯২৬ খ্রী· দেশে ফেরেন। তাঁর জাতীয়তাবাদী মতবাদের জন্য সরকারী বেথুন কলেজে তাঁর কাজ হয়নি। ১৯২৭ খ্রী· ডাঃ বিধান রায়ের অনুরোধে তিনি চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে যোগদান করেন। এখানে দুঃস্থ, বিধবা এবং স্বামী পরিত্যক্তা মেয়েদের জুনিয়র নার্সিং এবং ধাত্রীবিদ্যার ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা ছিল। তিনি তাঁদের দুই বছরের শিক্ষাকালে রিপোর্ট লিখতে ও অন্যান্য অনেক-কিছু কাজ শেখাতেন। ডাক্তাররা এসে লেকচার দিতেন। এইসব সংগঠন করবার এবং অন্যান্য সব ব্যবস্থাপনার ভার ছিল তাঁর উপর। তাঁরই উদ্যোগে কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে কতকগুলি শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠে যেখানে স্বাস্থ্য ও অন্যান্য নানা বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া হত, ম্যাজিক ল্যান্টার্ন দেখান হত। এইসব কাজের মাধ্যমে তিনি মেয়েদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করতেন—উদ্দেশ্য, মেয়েরা স্বস্থানে ফিরে অন্য মেয়েদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগাবে। ১৯২৮ খ্রী· সাইমন কমিশন বয়কট করার জন্য কংগ্রেসের আহ্বানে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সভায় তিনি এবং সংস্থার বহু মেয়ে উপস্থিত থেকে স্বাধীনতার জন্য আজীবন কাজ করার শপথ নেন। এই সময় সুভাষ বসুর পরিকল্পনা মত যে 'রাষ্ট্রীয় মহিলা সঙ্ঘ' সংগঠিত হয়, তিনি তাঁর সম্পাদিকা, প্রভাবতী বসু (সুভাষচন্দ্রের মা) সভানেত্রী এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের স্কুল ইন্স্পেকট্রেস অরু সেন সহ-সম্পাদিকা হন। পার্কসার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশনে মহিলা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর তিনি ভারপ্রাপ্তা ছিলেন। এই অধিবেশনেই ভারতবর্ষে প্রথম প্রকাশ্য রাস্তায় মহিলারা পুরুষের সঙ্গে সামরিক কায়দায় মার্চ করে চলেছিলেন এবং অন্য বিশেষত্ব ছিল কংগ্রেসের বিশাল প্রদর্শনী মণ্ডপে মহিলা বেষ্টনীতে এই বারই প্রথম মহিলারা চা ও খাবার বিক্রি করলেন টেবিল সাজিয়ে—রান্নাটা ঐ মেয়েদেরই। খেলেন স্ত্রী-পুরুষ সকলে। অনেক বাধা অতিক্রম করে লড়াই করতে হয়েছে তাঁকে এই স্টল খুলতে। ১৯২৮ খ্রী· গঠিত নিখিলবঙ্গ যুব সঙ্ঘেরও তিনি একজন সক্রিয় সদস্যা ছিলেন। ১৯২৮ খ্রী· থেকে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের ও পরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যা ছিলেন—১৯৩৫ খ্রী· পর্যন্ত। এরপর রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে সরে এসে অধ্যাপনার কাজে ব্রতী হন। ১৯৩৬ - ৩৯ খ্রী· পর্যন্ত মোরাদাবাদের একটি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা ছিলেন। ১৯৩৯ খ্রী· বেথুন কলেজের অধ্যাপিকা, ১৯৫৩ খ্রী· ডেভিডহেয়ার ট্রেনিং কলেজের মহিলা বিভাগের অধ্যাপিকা এবং ১৯৫৭ খ্রী· দমদম সরোজিনী নাইডু কলেজের অধ্যক্ষা-পদে কর্মরত ছিলেন। ১৯৬২ খ্রী· অবসর নেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর পিতৃব্য। [২৯, ১৪৯]

ললিতকুমার কাব্যসাংখ্যবেদতীর্থ (১৮৮৭ - ১৯৭২) পাংশা, গোয়ালন্দ—ফরিদপুর। বসুবংশোদ্ভূত কায়স্থ। মহামহোপাধ্যায় সীতারাম শাস্ত্রী ও শিবকুমার শাস্ত্রী তাঁর উপাধ্যায় ছিলেন। ১৯১৩ ও ১৯১৬ খ্রী· তিনি যথাক্রমে বেদ ও সাংখ্য বিষয়ে সরকারী 'তীর্থ' উপাধিপ্রাপ্ত হন। স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে হেড পণ্ডিতের কাজ করতেন এবং স্বপ্রতিষ্ঠিত সারস্বত চতুষ্পাঠীতে বিনাবেতনে ছাত্র পড়াতেন। দুই একজন ছাত্রের আহার ও বাসস্থানের ব্যয়ভারও তিনি বহন করতেন। তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় রাজবাড়ী শহরে সরকারী সংস্কৃত পরীক্ষাকেন্দ্র 'গোয়ালন্দ সারস্বত সম্মেলন' স্থাপিত হয়। দেশবিভাগের পর ফরিদপুর ছেড়ে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে চলে আসেন। ডন বস্কো মিশনারী স্কুলের সংস্কৃত ও বাংলার শিক্ষক ছিলেন। এখানেও তিনি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করে শাস্ত্রচর্চা ও অধ্যাপনা করতেন। যোগ্যতা সত্ত্বেও অব্রাহ্মণ হওয়ায় তাঁকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি দেওয়া হয় না। এবং অর্থাভাবের দরুণ তিনি তাঁর রচিত ও অনূদিত গ্রন্থগুলি প্রকাশ করতে পারেননি। তাঁর একমাত্র মুদ্রিত গ্রন্থ 'বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত কৌমুদী'র পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রায় হাজার। [১৪৯]

শঙ্করপ্রসাদ মিত্র (২৬·১২·১৯১৭-৯·৮·১৯৮৬)। হিন্দুমহাসভার প্রাদেশিক সম্পাদক মণীন্দ্রনাথ। খ্যাতনামা ব্যারিস্টার। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে ১৯৪৪ খ্রী· কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন এবং দীর্ঘদিন তিনি সরকারী কাউন্সিল ছিলেন। ১৯৫২ খ্রী· তিনি রাজ্য বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ খ্রী· ডাঃ বিধানচন্দ্রের মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। ১৯৫৭ খ্রী· থেকে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি এবং ১৯৭২ খ্রী· প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৪ খ্রী· তিনি রাজ্যের অস্থায়ী রাজ্যপাল ছিলেন। ১৯৮১ খ্রী· তিনি রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন। [১৬]

শচীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৯০৩-১·৭·১৯৮৬)। ১৯৩২ খ্রী· ডাক্তার হিসাবে তিনি শান্তিনিকেতনে চাকরি করতে এসে রোগীর সেবায় এখানেই সারাজীবন কাটিয়ে যান। রবীন্দ্রনাথের শেষ একদশকের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন এবং আজীবন গ্রামের গরীব রোগীদের চিকিৎসা করেছেন। তিনি ছিলেন শান্তিনিকেতনের 'বড় ডাক্তারবাবু'। প্রচার বিমুখ, নির্বিবাদী এই চিকিৎসক তাঁর নিজের জীবনেই কিংবদন্তী হয়ে উঠেছিলেন। [১৬]

শম্ভু ঘোষ (১০·৬·১৯২৭-১৫·৬·১৯৮৬) চুঁচুড়া — হুগলী। ছাত্রজীবনে অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের অনুপ্রেরণায় রাজনীতিতে যোগ দেন। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই তিনি এই দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পঞ্চাশের দশকে ছাত্রনেতা রূপে প্রতিষ্ঠিত হন। হুগলী কলেজ থেকে বি·এ· এবং ১৯৫১ খ্রী· দর্শনশাস্ত্রে এম·এ· পাশ করেন। শিলচর কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে কর্মজীবন শুরু। পরে

উলুবেড়িয়া কলেজে যোগ দিয়ে বিভাগীয় প্রধান হয়েছিলেন। হুগলী-চুঁচুড়া পুরসভার দীর্ঘকাল কমিশনার ছিলেন। ১৯৬২ খ্রী· থেকে পাঁচবার তিনি বিধানসভায় নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ খ্রী· যুক্তফ্রন্ট সরকারের ক্ষুদ্রশিল্প ও কুটিরশিল্প মন্ত্রী এবং ১৯৭৭ খ্রী· থেকে আমৃত্যু বামফ্রন্ট সরকারের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী ছিলেন। [১৬]

শম্ভু সাহা (১৯০৫-৯·২·১৯৮৮) মেদিনীপুর। মানিকলাল। প্রখ্যাত আলোকচিত্রী। রবীন্দ্রনাথ ও সমকালের মূল্যবান আলেখ্য রচনায় তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪১ খ্রী· পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে তাঁর তোলা রবীন্দ্রনাথের বিরল ছবিগুলি বিভিন্ন প্রদর্শনীতে সমাদৃত হয়েছে। তাঁর তোলা অবনীন্দ্রনাথের একটি ছবি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করে। মেদিনীপুর কলেজ থেকে বি·এস-সি· পাশ করে অন্নসংস্থানের জন্য কলিকাতায় আসেন। বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন, সাঁতারে দক্ষতা ছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন পিতৃতুল্য বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো। তাঁর কাছেই তিনি ছবি আঁকতে, ছবি তুলতে, ছুতোরের কাজ করতে, রুশ ধ্রুপদী সাহিত্যপাঠ করতে প্রথম শিখেছিলেন। পরে স্বচেষ্টায় তিনি নিজেকে সার্থক আলোকচিত্রীরূপে গড়ে তোলেন। শহরের রাজনৈতিক বা সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। রবীন্দ্রনাথ-শান্তিনিকেতন পর্বের শেষে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানে কাজের সুবাদে তিনি নানা জায়গায় ঘুরেছেন; বহু ঐতিহাসিক ঘটনার ছবি তুলেছেন। চিত্রশিল্পী করুণা সাহা তাঁর স্ত্রী। [১৬]

শশিভূষণ চৌধুরি (১৭·১০·১৯০৫ - ১৩·৬·১৯৮৩) আগরতলা—ত্রিপুরা। 'The Indian War of Independence 1857' গ্রন্থের রচয়িতা। ১৯২৭ খ্রী· ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম·এ· পাশ করেন। দীর্ঘদিন বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। মাঝে ১৯৫৮ - ৬০ খ্রী· 'গেজেটিয়ার্স'-এর সম্পাদক হিসাবে কর্মরত থাকেন। ১৯৭১ - ৭৩ খ্রী· তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। ১৮৫৭ খ্রী· মহাবিদ্রোহকে তিনি নানাদিক থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থে সিপাহী বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার বিবরণ পাওয়া যায়। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'Civil Disturbances during the British Rule in India (1765-1857)', 'Civil Rebelion in the Indian Mutiny (1857-59)', 'Theories of the Indian Mutiny (1857-59)', 'English Historical Writings on the Indian Mutiny (1857-59)', 'History of the Gazetteers of India' প্রভৃতি। [১৪৯]

শান্তিময় ঘোষ (১৪·৩·১৯১৪-৩১·১০·১৯৮৬) যশোহর। ম্যাট্রিক পাশ করার পর ১৯৩০ খ্রী· আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। ১৯৩৭ খ্রী· কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। কৃষক আন্দোলনের সংগঠক হিসাবে তিনি যশোহর জেলা কৃষক সমিতির সম্পাদক ছিলেন। তে-ভাগা আন্দোলনে যশোহর জেলায় তিনি নেতৃত্ব দেন। দেশবিভাগের পরও তিনি যশোহরে থেকে পার্টির কাজ করে চলেন। ১৯৪৮ খ্রী· পার্টি বে-আইনী হলে তিনি গ্রেপ্তার হন। পরে অনেকদিন আত্মগোপন করে থাকতে হয়। এ অবস্থাতেই তিনি কলিকাতায় আসেন। ১৯৫২ খ্রী· থেকে বনগাঁ অঞ্চলে পার্টির কাজ করতে থাকেন। ১৯৬৪ খ্রী· পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হলে তিনি সি·পি·এম· দলভুক্ত হন। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য ও রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। পার্টিতে তাঁর পরিচিতি ছিল 'বাচ্চুদা' নামে। [১৬]

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ (১৫·৫·১৯০৫ - ২১·৪·১৯৮৮)। পিতা বেণীমাধব উগাণ্ডা রেলওয়েতে চাকরি নিয়ে পূর্ব আফ্রিকায় যান। পিতার কর্মক্ষেত্র নাইরোবি শহরে জন্ম। 'পরিচয়' পত্রিকাগোষ্ঠীর বিশিষ্ট সদস্য। শৈশবে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় ১২ বছর বয়সে তাঁকে চাকরিতে ঢুকতে হয়। স্কুল কলেজে পড়ার সুযোগ না পেলেও নিজের চেষ্টায় তিনি প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। ভাল খেলোয়াড় ছিলেন। সেই সুবাদে সাহেবদের জন্য সংরক্ষিত লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়াশুনা করার অধিকার অর্জন করেছিলেন। বেশি বয়সে বাংলাভাষা শিখে বিদগ্ধসমাজে সুপরিচিত 'পরিচয়' পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধাদি ও গ্রন্থ সমালোচনা লিখতেন। বিশের দশকে বার্ড এণ্ড কোম্পানিতে তিনি যোগ দেন। ১৯৬৭ খ্রী· উড়িষ্যা মাইনিং কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হিসাবে অবসর গ্রহণ করে শান্তিনিকেতনে বসবাস করতে থাকেন। সেখানে তাঁর বাড়ি (কাঞ্চন)-তে ষাটোর্ধ্বদের নিয়ে 'আলবোলা' নামে একটি সংস্থা গড়ে ওঠে। দেশে বিদেশে বহু স্থানে তিনি ভ্রমণ করেছেন। তাঁর রোমাঞ্চকর ভ্রমণবৃত্তান্ত 'সন্দেশে'র মত শিশু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। রচিত গ্রন্থ: 'জঙ্গলে জঙ্গলে', 'নাইরোবি থেকে রবি', 'পরিচয়ের আড্ডা' প্রভৃতি। ব্রেবোর্ণ কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাত্রী ও ঐ কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রথম প্রধান বীণাপাণি ঘোষ তাঁ স্ত্রী। [১৭৪]

শ্যামল মিত্র (১৯২৯-১৫·১১·১৯৮৭) নৈহাটি — চব্বিশ পরগনা। প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী ও সুরকার। তাঁর সঙ্গীতশিক্ষার গুরু সুধীরলাল চক্রবর্তী। পরে সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছেও শিখেছেন। ১৯৪৮ খ্রী· সুধীরলাল চক্রবর্তীর সুরে তিনি প্রথম রেকর্ড করেন। বিখ্যাত সুরকার সুবল দাশগুপ্ত, অনুপম ঘটক, হিমাংশু দত্ত এবং রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরেও বহু গান তিনি গেয়েছেন। তাঁর রেকর্ডের সংখ্যা প্রায় সাড়ে চার হাজার। বাংলা চলচ্চিত্রে তাঁর প্রথম প্লেব্যাক 'সুনন্দার বিয়ে' ছবিতে (১৯৪৮)। অনেক ছবির সঙ্গীত-পরিচালক ছিলেন। কয়েকটি চলচ্চিত্রের প্রযোজনাও করেছেন। বাংলা ছাড়া বেশ কয়েকটি হিন্দী ছবির সুরও তাঁর দেওয়া। [১৬]

সচ্চিদানন্দ ঘোষ, মেজর (২১·৫·১৯১৬ - ১৯৮৭) বাঘডাঙ্গা—মুর্শিদাবাদ। ভীমপদ। কান্দী রাজ হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক, কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে আই·এস-সি·, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৯৪০ খ্রী· এম·বি·

এবং পরে ডি·পি·এইচ· ও ডি·টি·এম· পাশ করেন। ১৯৪৫ খ্রী· ভারতীয় সৈন্যবিভাগে যোগ দিয়ে মেজর পদে উন্নীত হন। দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৪৮ খ্রী· সৈন্যবিভাগের চাকরি ছেড়ে কিছুদিন জামশেদপুরে টিস্কো-তে কাজ করেন। ১৯৫২ খ্রী· থেকে কান্দীতে চিকিৎসা-ব্যবসায় করতেন। তখন থেকে 'কান্দী বান্ধব', 'পাঞ্চজন্য', 'আমরা মানুষ', 'মুর্শিদাবাদ বার্তা' প্রভৃতি পত্রিকায় চিকিৎসা বিষয়ক, জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক, পুষ্প সম্বন্ধীয় ও সামাজিক প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। 'কম্পাস' পত্রিকারও তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের কান্দী শাখার প্রতিষ্ঠাতা। ছাত্রাবস্থা থেকেই উদ্যান-চর্চা করতেন। লক্ষ্ণৌয়ের 'ফ্রেণ্ডস রোজারি'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলার প্রথম পুষ্প প্রদর্শনী তাঁর বাসভবনেই অনুষ্ঠিত হয়। এই অঞ্চলে বনসাই ও হাইড্রোপনিক্স-এর চাষ তিনিই প্রথম আরম্ভ করেন। তাঁর সৃষ্ট নূতন প্রজাতির বোগেনভিলিয়া গাছ 'অনিন্দিতা' আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে। নূতন প্রজাতির চন্দ্রমল্লিকা 'অলকানন্দা' ও 'আনন্দ'ও তিনি সৃষ্টি করেছেন। [১৫৮]

সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায় (৬·৯·১৯০৫ - ১·৬·১৯৭৮) হুগলী। ডাঃ বৈদ্যনাথ। পিতার কর্মক্ষেত্র পাবনায় জন্ম। খ্যাতনামা ভূবিদ্। কলিকাতা সাউথ সুবার্বন স্কুল, সাউথ সুবার্বন কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা। বি·এস-সি· ও এম·এস-সি· (১৯২৮) উভয় পরীক্ষায় ভূগোলে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৩৬ খ্রী· ভূবিদ্যায় ডি·এস-সি· ও ১৯৩৮ খ্রী· প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। কর্মজীবন শুরু ১৯২৯ খ্রী· বিহার সরকারের শিক্ষা বিভাগে ভূগোলের লেকচারার হিসাবে। ১৯৪৯ খ্রী· পাটনা বিজ্ঞান কলেজে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ভূতত্ত্ব বিভাগে প্রফেসর হিসাবে যোগ দেন। ১৯৫২ - ৬১ খ্রী· পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূতত্ত্ব বিভাগের জে·এন· টাটা প্রফেসর পদে বৃত ছিলেন। এরপর বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ে (প্রথমে ভূপাল পরে উজ্জয়িনী) তাঁর কর্মক্ষেত্র স্থানান্তরিত করে সেখানের ভূবিদ্যা বিভাগকে উন্নত আধুনিকরূপে গড়ে তোলেন। ১৯৭০ খ্রী· এই পদ থেকে অবসর গ্রহণের পরও কাজ চালিয়ে যান। ১৯৭৩ খ্রী· তাঁকে এমেরিটাস প্রফেসর হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। ভূবিদ্ মহলে তিনি সুপরিচিত তাঁর 'Bengal Anorthosite' -এর প্রস্তর বিদ্যা সংক্রান্ত কাজের জন্য। তাছাড়া কালাহান্দি সহ ভারতের বিভিন্ন স্থানের anorthosite-এর সম্পর্কেও তিনি গবেষণা করেন। এদেশে anorthosite-এর উপর তিনিই প্রথম কাজ করেন। বিহারের সাঁওতাল পরগনায় তিনিই charnokite পাথর আবিষ্কার করেন। ময়ূরভঞ্জে Gobbro পাথরের এবং পশ্চিম ভারতে লাভাগাও ও গিরাণার পাহাড়ে আগ্নেয়শিলার উপরে তাঁর গবেষণার কাজও উল্লেখযোগ্য। ভূবিদ্যা-শিক্ষণের ক্ষেত্রেও তাঁর বিশেষ অবদান আছে। পাটনা বিজ্ঞান কলেজ ও বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূবিদ্যা বিভাগ তাঁরই কর্মদক্ষতায় সুষ্ঠুভাবে গড়ে ওঠে। প্রস্তরবিদ্যা সংক্রান্ত দেশী ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৫৯ খ্রী· ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে ভূতত্ত্ব ও ভূগোল বিভাগের সভাপতি নির্বাচিত হন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর বহু প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে। রচিত গ্রন্থ: 'Petrography of the igneous and metamorphic rocks of India', 'The world' প্রভৃতি। [৮২, ১৭৪]

সন্তোষ দত্ত (১৯২৫ - ৫·২·১৯৮৮) কলিকাতা। পূর্ণচন্দ্র। বিশিষ্ট অভিনেতা। নাট্যরসিক ও অভিনেতা পিতার কাছে তাঁর প্রথম অভিনয় শিক্ষা শুরু। সবিতাব্রত দত্তের সঙ্গে মিলে তিনি 'আনন্দম্' নাট্য সংস্থা তৈরি করেন। প্রথম চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন সত্যজিৎ রায়ের 'পরশ-পাথর' ছবিতে। 'সোনার কেল্লা' এবং 'জয় বাবা ফেলুনাথ' ছবিতে গোয়েন্দা কাহিনীর লেখক লালমোহনবাবু ওরফে জটায়ু চরিত্রে অভিনয় করে চিত্রজগতে তিনি 'জটায়ু' নামেই সমধিক পরিচিত হন। কমেডিয়ান হিসাবে খ্যাতি ছিল। এডভোকেট ছিলেন। [১৬]

সমর চট্টোপাধ্যায় (১৮·৯·১৯০৮ - ২৭·১০·১৯৮৬) পূর্ববাংলা। শিশুনাট্যের অন্যতম পথিকৃৎ। ১৯৫২ খ্রী· তিনি 'চিলড্রেনস লিটল থিয়েটার' (শিশু রংমহল) প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শিশুদের জন্য নাটক ও কবিতা রচনা করেছেন, গানের সুর দিয়েছেন। স্কুল জীবন থেকে স্কাউট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'অবন পটুয়া', 'মিঠুয়া', 'বাহাদুরদা', 'একলব্য', 'সাত ভাই চম্পা', 'লালচে বুড়ো', 'জিজো', 'নীল সাগরের নীচে', 'যাদুকরের দেশে' প্রভৃতি। কলিকাতায় ডাক ও তার বিভাগে উচ্চপদে কাজ করতেন। [১৪৯]

সমর সেন (নভে· ১৯১৬ - ২৩·৮·১৯৮৭) বাগবাজার—কলিকাতা। অরুণ। বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক। ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে বি·এ· ও এম·এ· পাশ করেন। তিরিশের দশকে তিনি কবিতা লিখতে শুরু করে পূর্ণ খ্যাতির সময় ১৯৪৬ খ্রী· হঠাৎই কবিতা লেখা ছেড়ে দেন। সংখ্যায় কম হলেও তাঁর কবিতাগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। নূতন কাব্যরীতিতে, রোমান্টিকতাবর্জিত তীক্ষ্ণ ভাষা প্রয়োগে তিনি সাহিত্যজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর রচিত কবিতাগ্রন্থ: 'গ্রহণ', 'নানাকথা', 'খোলা চিঠি', 'তিন পুরুষ' প্রভৃতি। 'সমর সেনের কবিতা' গ্রন্থটি ১৯৫৪ খ্রী· প্রকাশিত হয়। 'বাবু বৃত্তান্ত' (১৯৭৮) তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। চাকরি জীবনের প্রথমে অল্প কিছুদিন কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। নিউজ এডিটর হিসাবে কয়েক বছর 'আকাশবাণী'তে ছিলেন। পরে স্টেটসম্যান পত্রিকায় সাব-এডিটর হয়েছিলেন। ১৯৫৭ খ্রী· অনুবাদকের কাজ নিয়ে তিনি সোভিয়েট রাশিয়ায় যান। ১৯৬১ খ্রী· কলিকাতায় ফিরে এসে কয়েকমাস একটি বিজ্ঞাপন সংস্থায় চাকরি করেন। তারপর হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকায় যোগ দেন। মতের অমিল হওয়ায় সে চাকরি ছেড়ে ১৯৬৪ খ্রী· হুমায়ুন

কবীরের আহ্বানে 'Now' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক হিসাবে কাজ শুরু করেন। এখানেও মতবিরোধ দেখা দিলে ১৯৬৮ খ্রী· ঐ পত্রিকা ছেড়ে অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই ইংরেজী 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকা প্রকাশ করেন। শেষ জীবনে সশস্ত্র বিপ্লবের সমর্থক হয়ে নিজ সম্পাদিত ঐ সাময়িক পত্রিকায় নির্ভীকভাবে সেই বিপ্লবপন্থীদের সমর্থন করে গেছেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর পিতামহ। [১৬, ১৪৯]

সমরেশ বসু (১১·১২·১৯২৪ - ১২·৩·১৯৮৮) ঢাকার রাজনগরে জন্ম। পিতা মোহিনীমোহন পেশাদার প্রতিকৃতি-অঙ্কনশিল্পী ছিলেন। খ্যাতনামা সাহিত্যিক। তাঁর প্রথম গল্প 'আদাব' ১৯৪৬ খ্রী· পরিচয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ সময় তিনি নৈহাটি অঞ্চলের বস্তিবাসী—সংসার করেছেন, কঠিন জীবনযাত্রা; জগদ্দলের সত্যভূষণ দাশগুপ্তর (সত্য মাস্টার) প্রভাবে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে পাটশিল্প শ্রমিক আন্দোলনে কাজ করেছেন। ১৯৪৯ খ্রী· গ্রেপ্তার হয়ে কিছুদিন কারারুদ্ধ থাকেন। ছাড়া পাবার পর পুরোপুরি সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং পূর্ণ সময়ের সাহিত্য জীবন কাটান। 'উত্তরঙ্গ' তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। অন্যান্য উপন্যাস: 'বি·টি রোডের ধারে', 'শ্রীমতী কাফে', 'উড়ন্ত চড়াই', 'মহাকালের রথের ঘোড়া', 'অয়নান্ত', 'ত্রিধারা', 'জগদ্দল', 'যুগ যুগ জিয়ে', 'শিকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে' প্রভৃতি। 'গঙ্গা' উপন্যাসের পর থেকে তাঁর খ্যাতির বৃদ্ধি। ১৯৬৫ খ্রী· প্রকাশিত তাঁর 'বিবর' অশ্লীল বলে সমালোচিত হয় এবং 'প্রজাপতি' (১৯৬৭) উপন্যাসটি অশ্লীলতার দায়ে আদালতে অভিযুক্ত হয়ে ১৮ বছর আটকে ছিল। তাঁর প্রথম গল্প-সঙ্কলন 'মরশুমের একদিন'। স্বনামের লেখায় তিনি তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক এবং আসক্ত; 'কালকূট' ছদ্মনামের রচনায় তিনি রসে বশে রসিক, উদাসীন। 'কালকূট' নামে লিখেছেন: 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে', 'কোথায় পাব তারে', 'নির্জন সৈকতে', 'অমৃত বিষের পাত্র', 'হারায়ে সেই মানুষে' প্রভৃতি। 'শাম্ব' উপন্যাসের জন্য তিনি সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার পেয়েছেন। তান্ত্রিক মতবাদের উপর তাঁর লেখা বই 'অমাবস্যায় চাঁদের উদয়'। শিল্পী ভাস্কর রামকিঙ্কর বেজের জীবনী নিয়ে 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর ধারাবাহিক রচনা 'দেখি নাই ফিরে' মৃত্যুর কারণে অসমাপ্ত রয়ে গেছে। কিছুদিন 'মহানগর' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। ভাল ছবি আঁকতে, বাঁশি বাজাতে এবং অভিনয় করতে পারতেন। [১৬]

সরযূবালা দত্ত (১৮৮০ - ১৯৬৩)। ১৩১২ ব· প্রকাশিত 'ভারতমহিলা' পত্রিকার সম্পাদিকা। পত্রিকাটি ১৩ বছর চলেছিল। ১৩১৬ ব· পত্রিকাটি সম্বন্ধে সরযূবালা লিখেছিলেন '.....শুধু সাহিত্যসেবা ভারতমহিলার জীবনের লক্ষ্য নহে। বিশেষ করিয়া এ দেশের নারীজাতির হিতসাধন এবং সাধারণভাবে দেশের উন্নতিকর বিবিধ কার্যে সাহায্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য।' এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যেসব কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে প্রধান ছিল বিধবাশ্রম স্থাপন, কুলীন প্রথা ও বহুবিবাহ প্রথার উচ্ছেদ সাধন, বরপণের বিরুদ্ধে অভিযান প্রভৃতি। এ ছাড়া ছিল স্ত্রীশিক্ষার সংস্কার, অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার, অনুবাদ-সাহিত্যের প্রসার প্রভৃতি। তদানীন্তন খ্যাতনামা অনেক লেখক লেখিকার বিভিন্ন বিষয়ে বহু মূল্যবান রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পালি ভাষায় রচিত 'মহাপরিনিব্বানসুত্ত' গ্রন্থটি যথাক্রমে সংস্কৃত ও বাংলায় তিনি অনুবাদ করেন। [১৭]

সরোজিনী ঘোষ। বাঙালি মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম ফটোগ্রাফিক স্টুডিও স্থাপন করেন। ১৯ শ শতকের শেষের দশকে কলিকাতায় ৩২ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে তাঁর 'মহিলা আর্ট স্টুডিও এণ্ড ফটোগ্রাফিক স্টোর্স' স্থাপিত হয়। [১৭]

সুধা রায় (১৯১১ - ৭·৬·১৯৮৭) উলপুর—ফরিদপুর। শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী। ডকমজদুর আন্দোলনের প্রখ্যাত নেত্রী, শিক্ষাব্রতী ও সমাজসেবী সুধা রায় অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম মহিলা সদস্যদের অন্যতম ছিলেন। অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগ হলে ১০/১১ বছর বয়সে পড়াশুনার জন্য সব বাধা অতিক্রম করে ঢাকায় মাতামহ অশ্বিনীকুমার গুহঠাকুরতার কাছে চলে যান। ইডেন স্কুল ও কলেজের ছাত্রী ছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই বিপ্লবী অনুশীলন দলের সঙ্গে যুক্ত হন এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক সবরকম আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। আই·এ· পাশ করার পর সংসারের দায়িত্ব পালনের জন্য ১৯৩১ খ্রী· কলিকাতায় চলে যেতে বাধ্য হন। কমলা গার্লস হাই স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করে তিনি আশুতোষ কলেজের বি·এ· ক্লাশে ভর্তি হন। ঐ একই সময় তিনি 'লেবার পার্টি'তে যোগ দিয়ে ডক ও জুট মিল শ্রমিক আন্দোলন সংগঠনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ তিনিই তখন এই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে একমাত্র মহিলা কর্মী ছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের আমলে ডক ও জুট মিল এলাকায় শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার মত দুরূহ কাজে তাঁকে বহু কষ্ট ও অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। ভোরে কলেজ, দুপুরে স্কুল, বিকেলে শ্রমিকদের এলাকায়—রাত করে বাড়ী ফেরা—সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্যে অধিকাংশ দিনই ঠিকমত খাওয়া জুটত না। কিন্তু তাঁর মানসিক শক্তি ছিল অদম্য। তিরিশের দশকের শেষের দিকে শিশির রায়, বিশ্বনাথ দুবে, প্রমোদ সেন, মনোরঞ্জন রায়, নির্মল সেনগুপ্ত প্রমুখের সঙ্গে ভারতের বলশেভিক পার্টি গঠনে তিনি সহযোগিতা করেন। তিনি এই দলের পলিটব্যুরোর সদস্য এবং ডক মজদুর ইউনিয়ন ও চটকল মজদুর ইউনিয়নের সেক্রেটারী ছিলেন। 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' গঠনেও তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। বয়স্ক-শিক্ষা প্রসারের জন্য কে·ডি· ঘোষের সভাপতিত্বে 'লোকশিক্ষা পরিষদ' গঠন করেন। কংগ্রেসের সঙ্গে রাজনৈতিক মতপার্থক্য সত্ত্বেও 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে পুলিসী অত্যাচার সহ্য করেছেন। ১৯৪২ খ্রী· পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব থেকে কিছুটা

মুক্ত হলে তিনি স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে দলের সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে সক্রিয় হন। এই সময়ে পার্টি বেআইনী ঘোষিত হলে বহুদিন আত্মগোপন করে থাকেন। ১৯৪৬ খ্রী· দাঙ্গাবিধ্বস্ত নোয়াখালী অঞ্চলের ত্রাণকার্যে সুচেতা কৃপালনী ও অরুণা আসফ আলির সঙ্গে ছিলেন। ১৯৫৪ খ্রী· ভারতীয় মহিলা ফেডারেশনের জন্মলগ্ন থেকে তিনি তার নেতৃত্বে ছিলেন। প্রথম যে ভারতীয় মহিলা দল বিশ্বনারী সঙ্ঘের কোপেনহেগেন কংগ্রেসে যোগ দেয়, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম সদস্য। ১৯৫৫ খ্রী· 'ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে'র সভানেত্রী হিসাবে কাজ করেছেন। ভারত সরকারের ডক লেবার বোর্ডের তিনিই একমাত্র মহিলা সদস্য ছিলেন। ট্রেড ইউনিয়ন নেত্রী এবং মহিলা আন্দোলনের নেত্রী হিসাবে তিনি সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি ভ্রমণ করেন। পশ্চিমবঙ্গের সমাজকল্যাণ পর্ষদের সভানেত্রী এবং ভারত সরকারের সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি সরকার প্রদত্ত 'স্বাধীনতা সংগ্রামী পেনসন' গ্রহণ করেন নি। ষাটের দশকে তিনি 'মহিলা সাংস্কৃতিক সম্মেলন' নামে একটি সংস্থা গঠন করে আমৃত্যু শিশু ও মহিলাদের মধ্যে কাজ করে গেছেন। [১৪৯, ১৭৪]

সুনীতি চৌধুরী (ঘোষ) (২২·৫·১৯১৭ - ১২·১·১৯৮৮) ইব্রাহিমপুর—ত্রিপুরা। কুমিল্লায় জন্ম। উমাচরণ চৌধুরী। কুমিল্লার ফৈজন্নেসা গার্লস স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী সুনীতি ও শান্তি ঘোষ ১৪·১২·১৯৩১ খ্রী· কুমিল্লার জেলাশাসক স্টিভেন্সকে তাঁর বাংলোতে রিভলবারের গুলিতে হত্যা করেন। বিচারে নাবালিকা বলে তাঁদের প্রাণদণ্ড না হলেও দশ বছরের কারাদণ্ড হয়। মেদিনীপুর জেলে থাকাকালে তাঁকে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী করে রাখা হয়। তাঁর বিপ্লবী কাজের জন্য পিতার সরকারী পেনসন বন্ধ হয়ে যায়, তাঁর দুই দাদার জেল হয়, ছোটভাই অনাহারে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। গান্ধীজীর প্রচেষ্টায় অন্যান্য সকল রাজনৈতিক বন্দীর সঙ্গে তিনি ও শান্তি ঘোষ ১৯৩৯ খ্রী· কারামুক্ত হন। এর পর পড়াশুনা করেন। এম·বি· পাস করে ডাক্তার হন। দরদী ও সফল ডাক্তার হিসাবে নিঃস্বার্থভাবে দুঃস্থ ও পীড়িতদের সেবা করেছেন। ১৯৪৭ খ্রী· চব্বিশ পরগনার ট্রেড ইউনিয়ন নেতা প্রদ্যোতকুমার ঘোষের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। [১৬, ২৯]

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (৯·৯·১৯১৫ - ২১·১১·১৯৮৬) কুমিল্লা। বৃন্দাবন। বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ও গায়ক। সঙ্গীতে, সাহিত্যে ও শিল্পে তাঁর অধিকার বংশগত। তিরিশের দশকে কলিকাতায় এসে স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ার সময় ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর আর্থিক অনটনের কারণে গুরু তাঁকে দীর্ঘদিন বিনা পারিশ্রমিকে খেয়াল গানে তালিম দিয়েছেন। গুরুর সূত্রে তিনি বদল খাঁ সাহেবের সান্নিধ্যও লাভ করেন। পরবর্তী জীবনে সঙ্গীতজ্ঞ অমিয়নাথ সান্যালের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে তিনি একাধারে সুগায়ক ও সঙ্গীতকোবিদ হয়ে ওঠেন। মার্গসঙ্গীত ছাড়া গজল, ভজন, কীর্তন ও অন্যান্য বিভিন্ন গানেও তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। সংস্কৃত, হিন্দী, উর্দু, ফারসী এবং মারাঠী ভাষা জানতেন। রসায়নশাস্ত্রে এম·এস-সি· পাশ করে ২৮ বছর গুডইয়ার টায়ার কোম্পানীতে ও পরে কয়েকবছর অপর একটি সংস্থায় কর্মরত ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর সঙ্গীতশিক্ষাদানে মনোনিবেশ করেন। বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থে তাঁর নিজস্ব গ্রন্থাগারটি সমৃদ্ধ। সঙ্গীত বিষয়ক নানা পত্রিকায় তিনি ইংরেজী ও বাংলায় প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ: 'সুধাসাগর তীরে' ও 'স্মরণবেদনার বরণে আঁকা'। প্রথমটি কলিকাতার পটভূমিকায় সঙ্গীতসাধক বদল খাঁর জীবন ও অবদান নিয়ে লেখা এবং দ্বিতীয়টিতে রয়েছে গুরু ভীষ্মদেবের কথা। তাঁর স্ত্রী সুপ্রীতি দেবীও সুগায়িকা। [১৭৪]

সুশীল মজুমদার (১৯০৬ - ১৯·৩·১৯৮৮) কুমিল্লা জেলার যুগান্তর পার্টির সংগঠক ও কংগ্রেসকর্মী বসন্তকুমার। স্বাধীনতা সংগ্রামী হেমপ্রভা দেবী তাঁর মাতা। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক। বাংলায় প্রথম 'টকি' তরুবালার তিনি পরিচালক ছিলেন। শান্তিনিকেতনে তাঁর শিক্ষা জীবনের শুরু। অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। চল্লিশটিরও বেশী ছবি তিনি পরিচালনা করেন। তাঁর পরিচালিত ছবি: 'সর্বহারা', 'ভাঙ্গাগড়া', 'যোগাযোগ', 'হসপিটাল' প্রভৃতি। [১৬]

সুষমা সেনগুপ্ত (১২·৯·১৯০৩ - ২১·১০·১৯৮৭) টাঙ্গাইল—ময়মনসিংহ। খ্যাতনামা আইনবিদ্ ও প্রগতিশীল সাহিত্যিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। পিতার কর্মক্ষেত্র কলিকাতায় জন্ম। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ এবং নারী-শিক্ষা আন্দোলনের নেত্রী। ১৯১৯ খ্রী· কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক ও ১৯২৩ খ্রী· অনার্সসহ বি·এ· পাশ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিষয়ে তিনিই প্রথম মহিলা এম·এ· (১৯২৮)। ১৯২০ খ্রী· ঢাকার আইনজীবী বামাপ্রসন্ন সেনগুপ্তের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতেন। ঢাকায় লীলা রায়ের 'দীপালি সঙ্ঘে'র সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র সভানেত্রী এবং 'ন্যাশনাল ফেডারেশন অব উইমেন'-এর সদস্যা ছিলেন। তিরিশের দশকে পিতৃগৃহে তিনি 'নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান' স্থাপন করেছিলেন। কলিকাতায় 'লেক স্কুল ফর গার্লস'-এর (১৯৩৩) তিনি প্রতিষ্ঠাত্রী অধ্যক্ষা ছিলেন। ১৯৬৮ খ্রী· এই পদ থেকে সরে এলেও জীবনের শেষ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনা ও উন্নতির দায়িত্ব বহন করেছেন। ১৯৩৭ খ্রী· ইংল্যাণ্ড যান পড়াশুনা করতে এবং সেখানের শিক্ষাপদ্ধতি দেখতে। ১৯৫৫ খ্রী· সুইজারল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত মাদার্স কংগ্রেসে তিনি প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন। সেখান থেকে রাশিয়ায় যান সেদেশের শিক্ষাব্যবস্থা দেখতে। ১৯৬৬ খ্রী· তিনি

তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ কর্তৃক 'জাতির বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ' সম্মানে ভূষিত হন। প্রথম জীবনে দৈনিক পত্রিকা 'এডভান্স' এবং বিনয় সরকারের 'আর্থিক উন্নতি' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। 'গল্পভারতী'তে তাঁর বহু ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছে। রচিত গ্রন্থ: 'আগামী', 'চিরন্তনী', 'ত্রিস্রোতা' (উপন্যাস) প্রভৃতি। তাঁর ভগিনী তনিমা ঘোষ (১৯১৩ - ১৯৮৬) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রে প্রথম মহিলা এম-এস-সি-। [১৭৪]

স্নেহাংশু আচার্য (১·৯·১৯১৩ - ২৭·৮·১৯৮৬) ময়মনসিংহ। মহারাজা শশীকান্ত। দানশীল রাজপরিবারে জন্ম। ১৯৩৬ খ্রী· বি-এ· পাশ করে ব্যারিস্টারি পড়তে লন্ডন যান। ১৯৪০ খ্রী· পাশ করে দেশে ফেরেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। আইন ব্যবসার পাশাপাশি তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে থাকেন। ১৯৪৬ খ্রী· ব্রিটিশ সরকার তাঁকে রাজনৈতিক কারণে ময়মনসিংহ থেকে বহিষ্কার করে। ১৯৪৭ খ্রী· কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির সভ্য হন। ১৯৪৮ খ্রী· অভূতপূর্ব পরিস্থিতির মধ্যে অনুষ্ঠিত পার্টি কংগ্রেসের 'রেডগার্ডের' তিনি নেতা ছিলেন। ১৯৬৩ খ্রী· কিছুদিন বিনা বিচারে আটক থাকেন। ১৯৬৪ খ্রী· কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধা-বিভক্ত হলে তিনি সি·পি·এম· দলের সঙ্গে যুক্ত হন। ছয় বছর রাজ্য বিধান পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৬৯ খ্রী· দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল পদে নিযুক্ত হন। ১৯৭০ খ্রী· ঐ সরকারের অবসান ঘটলে তিনি পদত্যাগ করেন। ১৯৭৭ খ্রী· বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার সময় থেকে আমৃত্যু তিনি রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল-পদে আসীন থাকেন। খ্যাতিমান ক্রীড়াবিদ্ ছিলেন। তিরিশের দশকে টেনিস খেলায় বিজয়ীর গৌরব অর্জন করেন। বিভিন্ন ক্রীড়া-প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও ১৯৫৭ খ্রী· কলিকাতায় অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশিয়ান আইনজীবী সম্মেলনের তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। ঐ বছরই তিনি সিরিয়ার রাষ্ট্রপতির পদক লাভ করেন। ১৯৫৮ খ্রী· সারাভারত গণতান্ত্রিক আইনজীবী সঙ্ঘের প্রথম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের তিনি জামাতা। [১৬]

হরিপদ বিশ্বাস (১·৭·১৩০৬ - ১·৩·১৩৮৩ ব·) বারাকপুর — খুলনা। শিক্ষক ধরণীধর। বিশিষ্ট গঠনমূলক কর্মী। দৌলতপুর স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, কলেজ থেকে আই·এ· এবং কলিকাতার সিটি কলেজ থেকে ১৯২১ খ্রী· বি·এ· পাশ করে ডাক ও তার বিভাগে করণিকের বৃত্তি গ্রহণ করেন। ১৯২৬ খ্রী· স্বগ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে দেশ বিভাগের পরও কিছুদিন ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গ্রামবাসী কৃষক ও শ্রমজীবী নিম্নবর্গের মানুষদের সেবায় জনহিতকর কাজের জন্য তিনি ১৯৩৯ খ্রী· সরকার কর্তৃক কাইজার-ই-হিন্দ স্বর্ণপদকে পুরস্কৃত হন। দেশ বিভাগের পর চব্বিশ পরগনার এক জলাভূমিতে অর্ধলক্ষাধিক শরণার্থীর পুনর্বাসনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং সমবায় পদ্ধতিতে গড়ে তোলেন 'নববারাকপুর' জনপদ। শুরু থেকেই তিনি ছিলেন এই সমবায় সমিতির সভাপতি এবং সেখানের সবরকম কাজের নেতা ও প্রেরণাদাতা। জনপদটি পৃথক পৌরসভার স্বীকৃতি লাভ করলে তিনিই তার প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। নববারাকপুরের বাইরেও বহু শিক্ষা ও সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সক্রিয় যোগ ছিল। [১৪৯]

হিতেন্দ্রমোহন বসু। কলিকাতা। কুন্তলীনখ্যাত সুগন্ধ ব্যবসায়ী হেমেন্দ্রমোহন। ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং সঙ্গীত, শিল্প ও সাহিত্যানুরাগী। মার্কাস স্কোয়ারে তাঁরই উদ্যোগে ক্রিকেট চর্চার শুরু। তাঁর চার ভাই—বাপি, কার্তিক, গণেশ ও সৌমেন্দ্রমোহনের ক্রিকেটে হাতেখড়ি তার কাছেই। তিনি বাংলায় হাফেজ ও ওমর খৈয়াম অনুবাদ করেছিলেন। ভাল ছবি আঁকতে পারতেন। দুষ্প্রাপ্য বইয়ের ব্যবসা করতেন। [১৪৯]

হীরেন্দ্রকুমার বসু (১৯০২ - ১৮·৬·১৯৮৭)। খ্যাতনামা সঙ্গীতশিল্পী, সঙ্গীত রচয়িতা ও সুরকার। বেতার, রেকর্ড, ছায়াছবি ও নাটকে তিনি অসংখ্য গান লিখেছেন এবং সুরসংযোজন করেছেন। ১৯৩১ খ্রী· ম্যাডান কোম্পানীর প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের সবাক ছবি 'ঋষির প্রেম'-এর নায়ক, গীতিকার, গায়ক ও অন্যতম সুরকার ছিলেন। ১৯৩৩ খ্রী· বাংলা চলচ্চিত্রে নেপথ্য সঙ্গীতের প্রবর্তন করেছিলেন। প্রথম জীবনে শুদ্ধ রাগ-রাগিণীর আশ্রয়ে তিনি বহু গান, গীতি-আলেখ্য এবং আবহ-সঙ্গীত রচনা করেন। তিনিই প্রথম আধুনিক বাংলা গানে নিও-ক্ল্যাসিক্যাল সুরের প্রবর্তক। বহু খ্যাতনামা শিল্পীর কণ্ঠে তাঁর 'লিরিক' গীত হয়েছে। তাঁর সুরারোপিত মিস লাইটের গাওয়া 'শেফালি তোমার আঁচলখানি' বা তাঁরই কথায় ও সুরে ধীরেন দাসের কণ্ঠে 'শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও' একসময় খুবই জনপ্রিয় ছিল। তাঁর লেখা অন্যান্য জনপ্রিয় গান: 'আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ', 'লিখিনু যে লিপিখানি প্রিয়তমারে', 'প্রিয়ার প্রেমের লিপি', 'মেঘমেদুর বরষায়', 'হংসমিথুন চলে', 'আমি তনু চন্দন বাটি' প্রভৃতি। 'দাসী', 'তুলসীদাস', 'অমরগীতি' প্রভৃতি ছায়াছবি তিনি পরিচালনা করেছেন। 'জাতিস্মর' তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। [১৬, ১৭]

হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত (১৮৭৮ - ১·১·১৯৩৩)। এদেশে ভূবিদ্যাচর্চার অন্যতম পথিকৃৎ। প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূবিদ্যা বিভাগের প্রথম পূর্ণ সময়ের ভারতীয় অধ্যাপক (১৯০৩ - ৩৩)। বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধানে ভারতবর্ষের বহু প্রত্যন্ত প্রদেশেও তিনি ছাত্রদের নিয়ে ঘুরেছেন। প্রস্তরবিদ্যা, পুরাজীববিদ্যা, স্তরবিদ্যা—তদানীন্তনকালে ভূবিদ্যার এই তিনটি প্রধান বিভাগের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর চিন্তা-ভাবনার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এছাড়া ভূমিকম্পের সম্ভাবনা নির্ণয়ের পদ্ধতি নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন, মণিকবিদ্যার উপর পাঠ্যপুস্তক রচনা

করেছেন। 'জিওলজিক্যাল মাইনিং এণ্ড মেটালারজিক্যাল সোসাইটি' এবং 'জিওলজিক্যাল ইন্সটিটিউটের' তিনি প্রতিষ্ঠাতা। ১৯২৮ খ্রী· বিজ্ঞান কংগ্রেসে ভূবিদ্যা বিভাগের সভাপতি নির্বাচিত হন। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার প্রবক্তা ছিলেন। তাঁর গবেষণাপঞ্জীতে নৃতত্ত্ববিষয়ক অনুসন্ধানও স্থান পেয়েছে। এদেশের লোক সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের প্রচলিত 'Sedentary Games' (বাঘবন্দী জাতীয় খেলা)-এর উপর তিনি একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন। বহু মূল্যবান প্রবন্ধ ও গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। [১৪৯]

হেমাঙ্গ বিশ্বাস (১৪·১২·১৯১২ - ২২·১১·১৯৮৭) মিরাশি—শ্রীহট্ট। বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ও সুরকার। লোকসঙ্গীতকে ভিত্তি করে গণসঙ্গীত সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান স্মরণীয়। হবিগঞ্জ হাই স্কুল থেকে পাশ করে শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজে পড়ার সময়ই তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৩২ খ্রী· কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। ১৯৩৫ খ্রী· কারাবন্দী থাকাকালে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হলে শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি মুক্তি পান। ১৯৪৮ খ্রী· তেলেঙ্গানা আন্দোলনের সময় তিনি গ্রেপ্তার হয়ে তিন বছর কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯৩৮/৩৯ খ্রী· বিনয় রায়, নিরঞ্জন সেন, দেবব্রত বিশ্বাস প্রমুখের সঙ্গে একযোগে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্গ (আই·পি·টি·এ) গঠন করেন। পঞ্চাশের দশকে সঙ্ঘের অবলুপ্তি পর্যন্ত এর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ১৯৪২ খ্রী· বাঙলার প্রগতিশীল লেখক শিল্পীদের আমন্ত্রণে তিনি প্রথম কলিকাতায় আসেন—সঙ্গীত পরিবেশন করতে। ১৯৪৩ খ্রী· তাঁর সক্রিয় উদ্যোগে ও জ্যোতিপ্রকাশ আগরওয়ালের সহযোগিতায় 'সিলেট গণনাট্য সঙ্ঘ' গড়ে ওঠে। দেশ স্বাধীন হবার ঠিক আগে আই·পি·টি·এ-র গানে যাঁরা সুর দিতেন তাঁদের মধ্যে তাঁরই ছিল মুখ্য ভূমিকা। সে সময় তাঁর বাঁধা গান 'তোমার কাস্তেটারে দিও জোরে শান', 'কিষাণ ভাই, তোর সোনার ধানে বর্গী নামে' প্রভৃতি অসম ও বাংলার প্রাণে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। অসমে তাঁর পাশে ছিলেন বিনোদবিহারী চক্রবর্তী, সাহিত্যিক অশোকবিজয় রাহা, সেতারী কুমুদ গোস্বামী প্রমুখ। তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা: 'শঙ্খচিলের গান', 'জন হেনরীর গান', 'মাউন্ট ব্যাটেন মঙ্গলকাব্য', 'বাঁচব বাঁচব রে আমরা', 'মশাল জ্বাল', 'সেলাম চাচা', 'আমি যে দেখেছি সেই দেশ' প্রভৃতি। 'হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান' ও 'শঙ্খচিলের গান' তাঁর গানের সঙ্কলন। বাংলা ও অসম ভাষায় লিখিত তাঁর গ্রন্থ 'লোকসঙ্গীত শিক্ষা'। ষাটের দশকে 'সোভিয়েত দেশ' পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরের কাজ করার সময়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নীতিগত প্রশ্নে মতপার্থক্য দেখা দিলে তিনি কাজ ছেড়ে দেন। চীন-ভারত মৈত্রীর ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। দুবার তিনি চীনে গিয়েছেন। প্রথমবার ১৯৫৭ খ্রী· চিকিৎসার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি থেকে তাঁকে চীনে পাঠান হয়েছিল। চীনা ভাষায় তাঁর অনেক গান আছে। তাঁর সঙ্গীত সারাজীবনব্যাপী সংগ্রামের শাণিত হাতিয়ার। 'মাস সিঙ্গার্স' নামে নিজের দল গঠন করে জীবনের শেষ কয়েক বছরও দলের সঙ্গে তিনি গ্রাম-গ্রামান্তরে গান গেয়ে ঘুরে বেরিয়েছেন। তিনি 'কল্লোল', 'তীর', 'লাললণ্ঠন' প্রভৃতি নাটকের সঙ্গীত-পরিচালক ছিলেন। শেষোক্ত নাটকে তিনি বিভিন্ন চীনা সুর ব্যবহার করেছিলেন। [১৬, ১৪৯]

উৎস-নির্দেশ

[১] জীবনীকোষ : শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার সঙ্কলিত
[২] বিশ্বকোষ : প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত
[৩] ভারতকোষ : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত
[৪] বসুমতী : মাসিক পত্রিকা
[৫] ভারতবর্ষ : মাসিক পত্রিকা
[৬] প্রবাসী : মাসিক পত্রিকা
[৭] জীবনী-অভিধান : সুধীরচন্দ্র সরকার সঙ্কলিত
[৮] Freedom Movement in Bengal (1818-1904) : Education Department, Government of West Bengal
[৯] সাধিকামালা : জগদীশ্বরানন্দ
[১০] মৃত্যুঞ্জয়ী : মহাজাতি সদন প্রকাশিত
[১৬] বাংলা ও ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা-সমূহ
[১৭] দেশ : সাপ্তাহিক পত্রিকা
[১৮] অমৃত : সাপ্তাহিক পত্রিকা
[১৯] মানসী ও মর্মবাণী : মাসিক পত্রিকা
[২০] বঙ্গভাষার লেখক : হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
[২১] জ্ঞান ও বিজ্ঞান : মাসিক পত্রিকা
[২২] বঙ্গসংস্কৃতি কথা : প্রসিত রায় চৌধুরী
[২৩] বঙ্গের মহীয়সী মহিলা : অঞ্জনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
[২৪] বিজ্ঞান সাধনায় বাঙ্গালী : কালিদাস চট্টোপাধ্যায়
[২৫] সরল বাঙ্গালা অভিধান : সুবলচন্দ্র মিত্র সঙ্কলিত
[২৬] নূতন বাঙ্গালা অভিধান : আশুতোষ দেব সঙ্কলিত
[২৭] বাঙলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
[২৮] সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত
[২৯] স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী : কমলা দাশগুপ্ত
[৩০] স্বদেশীয় ভারত-বিদ্যাপথিক : গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত
[৩১] প্রাচীন কলিকাতা পরিচয় : হরিহর শেঠ
[৩২] পরিচয় : মাসিক পত্রিকা
[৩৩] স্মরণীয় : ড· সুশীল রায়
[৩৪] বসুধারা : মাসিক পত্রিকা
[৩৫] বাংলায় বিপ্লববাদ : নলিনীকিশোর গুহ
[৩৬] ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা : যোগেশচন্দ্র বাগল
[৩৭] ভারতী : মাসিক পত্রিকা
[৩৮] বিপ্লবের পদচিহ্ন : ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত
[৩৯] তপস্বী ভারত : স্বামী তত্ত্বানন্দ
[৪০] বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
[৪১] Dictionary of Indian Biography : C.E. Buckland
[৪২] Who's Who of Indian Martyres : Ministry of Education, Government of India.

[৪৩] Roll of Honour : Kali Charan Ghosh
[৪৪] বঙ্গের মহিলা কবি : যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
[৪৫] পুরাতন প্রসঙ্গ : বিপিনবিহারী গুপ্ত
[৪৬] Bethune College and School Centenary Volume (1849-1949)
[৪৭] Bengal Past and Present : Organ of the Calcutta Historical Society
[৪৮] রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী
[৪৯] Annals of Rural Bengal : W.W. Hunter
[৫০] মুক্তির সন্ধানে ভারত : যোগেশচন্দ্র বাগল
[৫১] বরণীয় : যোগেশচন্দ্র বাগল
[৫২] বিষ্ণুপুর ঘরানা : দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
[৫৩] শ্রদ্ধাস্পদেষু : নলিনীকান্ত সরকার
[৫৪] ভারতীয় বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস : সুপ্রকাশ রায়
[৫৫] Civil Disturbances During the British Rule in India (1765-1857) : Sashibhusan Choudhury
[৫৬] ভারতের কৃষিবিপ্লব ও গণসংগ্রাম : সুপ্রকাশ রায়
[৫৭] Hundred Years of the Calcutta University (1857-1956)
[৫৮] হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ইতিহাস : বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও প্রফুল্লকুমার রায়
[৫৯] সঞ্জয় উবাচ : সঞ্জয়
[৬০] শিশুসাথী : মাসিক পত্রিকা
[৬১] বেতার জগৎ : পাক্ষিক পত্রিকা
[৬২] Calcutta Municipal Gazette
[৬৩] স্বদেশ কথা : কিরণ চৌধুরী
[৬৪] সংবাদপত্রে সেকালের কথা : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
[৬৫] সাজঘর : ইন্দ্রমিত্র
[৬৬] সপ্তাহ : সাপ্তাহিক পত্রিকা
[৬৭] বাঙ্গালীর ইতিহাস : ড· নীহাররঞ্জন রায়
[৬৮] গিরিশ রচনাবলী : সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত
[৬৯] আমার কথা : বিনোদিনী দাসী
[৭০] অবিস্মরণীয় : গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র
[৭১] An Indian Path Finder : Albion Bonerjee
[৭২] পুরণো বই : নিখিল সেন
[৭৩] বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ : বিশ্বভারতী প্রকাশিত
[৭৫] শিক্ষা সমাচার : মাসিক পত্রিকা
[৭৬] কমিউনিস্ট আন্দোলনের শহীদনামা : পুস্তিকা
[৭৭] বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি : যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য
[৭৮] History of Sanskrit Literature : Dr. S.K. De
[৭৯] পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি : বদরুদ্দীন উমর
[৮০] রক্তের অক্ষরে : শৈলেশ দে
[৮১] বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী : জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস
[৮২] পুস্তিকা, স্মরণিকা ইত্যাদি
[৮৩] সিপাহীবিদ্রোহে বাঙালী : দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
[৮৪] সুকুমার রায় : লীলা মজুমদার
[৮৫] দীনবন্ধু রচনাবলী : সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত
[৮৬] দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী : সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত
[৮৭] রবীন্দ্রজীবনী : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
[৮৮] Autobiography of Maharshi Devendranath Tagore
[৮৯] মানবেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁর জীবন ও দর্শন : স্বদেশরঞ্জন বসু
[৯০] বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান (১ম) : দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

[৯১] বিপ্লবের সন্ধানে : নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
[৯২] বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি : যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়
[৯৩] সুরের আগুন : গোলাম কুদ্দুস
[৯৪] এক শতাব্দী : ঢাকা থেকে প্রকাশিত
[৯৫] শের-এ-বাংলা : ঢাকা থেকে প্রকাশিত
[৯৬] চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহ : অনন্ত সিংহ
[৯৭] স্মার অলক্ষ্যে : ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়
[৯৮] বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা : হেমচন্দ্র কানুনগো
[৯৯] ডেটিনিউ : অমলেন্দু দাশগুপ্ত
[১০০] বিবিধ প্রবন্ধ : রাজনারায়ণ বসু
[১০১] অগ্নিদিনের কথা : সতীশচন্দ্র পাকড়াশী
[১০২] যাদুকাহিনী : অজিতকৃষ্ণ বসু
[১০৩] যাঁদের গায়ে জোর আছে : উমেশচন্দ্র মল্লিক
[১০৪] In Search of Freedom : Jogesh Ch. Chatterjee
[১০৫] ভূপেন্দ্রনাথ : চৈতন্য লাইব্রেরী প্রকাশিত
[১০৭] কালান্তর : পত্রিকা
[১০৮] অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস : ড· ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
[১০৯] বঙ্কিম রচনাবলী : সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত
[১১০] অমর কৃষকনেতা বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায় : বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রাম সহায়ক সমিতি প্রকাশিত
[১১১] বিভূতিভূষণ গ্রন্থাবলী : মিত্র ঘোষ প্রকাশনা
[১১৩] মধুসূদন রচনাবলী : সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত
[১১৪] স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল : হীরালাল দাশগুপ্ত
[১১৫] On Rammohan Roy : Sati Kumar Chattopadhyay
[১১৬] A National Biography for India : J. Das Gupta
[১১৭] রমেশ রচনাবলী : সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত
[১১৮] ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া : প্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
[১১৯] রবীন্দ্র দর্শন : হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
[১২০] রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি : সুধাংশুবিমল বড়ুয়া
[১২১] ঠাকুরবাড়ীর কথা : হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
[১২২] বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক : ড· সবিতা চট্টোপাধ্যায়
[১২৩] দেশের কথা : সখারাম গণেশ দেউস্কর
[১২৪] Dictionary of National Biography : Edited by S.P. Sen, Institute of Historical Studies
[১২৫] ধূর্জটিপ্রসাদ : অলোক রায়
[১২৬] মৃত্যুঞ্জয়ী সতীন্দ্রনাথ : অশ্বিনীকুমার মেমোরিয়াল কমিটি প্রকাশিত
[১২৭] মৃত্যুহীন : শান্তিময় রায় সম্পাদিত
[১২৮] কৃষকসভার ইতিহাস : আবদুল রসুল
[১২৯] মহাভারত : অমূল্য বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত—প্রবাসী সংস্করণ
[১৩০] বঙ্গীয় মহামহোপাধ্যায় জীবনী : হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য
[১৩১] হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ : সুধীরকুমার মিত্র
[১৩২] রুশবিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী : চিন্মোহন সেহানবীশ
[১৩৩] বাংলা বিশ্বকোষ : নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা প্রকাশিত
[১৩৫] মলয়া : স্বামী মনোমোহন দত্ত
[১৩৬] শ্রীশ্রীঠাকুর ও সৎসঙ্গ : সৎসঙ্গ প্রকাশনী
[১৩৮] আজও ওঠে চাঁদ : অজয় ভট্টাচার্য
[১৩৯] জাগরণ ও বিস্ফোরণ : কালীচরণ ঘোষ
[১৪০] প্রসাদ : অভিনেতা সংখ্যা, অভিনেত্রী সংখ্যা (১৩৮০)
[১৪১] একশত বছরের বাংলা থিয়েটার : শিশির বসু

[১৪২] শতবর্ষের নাট্যশালা : আশুতোষ ভট্টাচার্য ও অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত
[১৪৩] বসুমতী : সাপ্তাহিক, ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২
[১৪৪] লক্ষ্মীর কৃপালাভ বাঙালীর সাধনা : বিশ্বকর্মা
[১৪৫] পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা : ১৬ নভেম্বর ১৯৭৩
[১৪৭] ক্রীড়াজগতে দিক্‌পাল বাঙালী : অজয় বসু
[১৪৮] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা
[১৪৯] বিবিধ : নানা পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত
[১৫০] সৌমেন চন্দ ও তাঁর রচনাবলী : দিলীপ মজুমদার সম্পাদিত
[১৫১] রাগসঙ্গীতে বাঙ্গালী : দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
[১৫২] শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে : ড· মযহারুল ইসলাম সম্পাদিত (বাংলা একাডেমী, ঢাকা)
[১৫৩] বীরের এ রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রুধারা : রফিকুল ইসলাম (বাংলা একাডেমী, ঢাকা)
[১৫৪] বাংলা দেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ) : ড· রমেশচন্দ্র মজুমদার
[১৫৫] সমকালীন : মাসিক পত্রিকা
[১৫৬] মাতৃবন্দনা : হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত
[১৫৭] ভারতের সাধক : শঙ্করনাথ রায়
[১৫৮] কম্পাস : সাপ্তাহিক পত্রিকা
[১৫৯] নীলকর বিদ্রোহ : ডা· সোমেশ্বর প্রসাদ চৌধুরী
[১৬০] দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী
[১৬১] মনোরমার জীবনচিত্র : মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা
[১৬২] গতিচঞ্চল বাঙলা দেশ মুক্তিসৈনিক শেখ মুজিব : অমিতাভ গুপ্ত
[১৬৩] Bengal Renaissance : Edited by Atul Chandra Ghosh
[১৬৪] বীরভূমের যমপট ও পটুয়া : দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়
[১৬৫] Who's Who of Indian Writers : Sahitya Academy
[১৬৬] সেকালের শিক্ষাগুরু : হারাধন দত্ত
[১৬৭] শ্রীহট্ট প্রতিভা : নরেন্দ্রকুমার গুপ্ত
[১৬৮] ক্রীড়া-সম্রাট নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী : সৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ
[১৬৯] আসরের গল্প : দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
[১৭০] কাছাড়ের ইতিবৃত্ত : উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ
[১৭১] পুণ্যকাহিনী : পুষ্প দেবী
[১৭২] বঙ্গীয় সংস্কৃত অধ্যাপক জীবনী : হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য
[১৭৩] স্বাধীনতা সংগ্রামে মুর্শিদাবাদ : প্রফুল্লকুমার গুপ্ত
[১৭৪] আত্মীয়-পরিজনের নিকট প্রাপ্ত
[১৭৫] সাংবাদিকের আত্মকথা : বিধুভূষণ সেনগুপ্ত
[১৭৬] সঙ্গীতের আসরে : দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
[১৭৭] বঙ্গীয় মহাকোষ : অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত
[১৭৮] শাশ্বত ত্রিপুরা
[১৭৯] সেকালের সঙ্গীতগুণী : দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
[১৮০] স্বাধীনতা সংগ্রামে নদীয়া
[১৮১] আমার সংক্ষিপ্ত জীবন কথা : মনোরঞ্জন গুপ্ত
[১৮২] ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষের জীবনকথা : প্রভাত বসু
[১৮৩] Viswa Bharati News
[১৮৪] চতুরঙ্গ : মাসিক পত্রিকা
[১৮৫] বিপ্লবীর স্মৃতিচারণ : অখিলচন্দ্র নন্দী
[১৮৬] Bangabashi College Diamond Jubilee Souvenir
[১৮৭] শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত : অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি
[১৮৮] কৃষ্ণযাত্রা ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় : ড· গোপেশচন্দ্র দত্ত
[১৮৯] কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা : মুজফ্‌ফর আহমদ

[১৯০] অনাথনাথ দাস (শান্তিনিকেতন)
[১৯১] অনিলকুমার দে
[১৯২] অমলকুমার মিত্র
[১৯৩] ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
[১৯৪] গৌতম নিয়োগী
[১৯৫] ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেবশর্মা (শান্তিনিকেতন)
[১৯৬] নিরঞ্জন সরকার (শান্তিনিকেতন)
[১৯৭] পুলিনবিহারী সেন (শান্তিনিকেতন)
[১৯৮] প্রণবানন্দ যশ (শান্তিনিকেতন)
[১৯৯] সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়
[২০০] সুধাংশুবিমল বড়ুয়া
[২০১] সুনীল চট্টোপাধ্যায়
[২০২] সুহাস চট্টোপাধ্যায়
[২০৩] প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত
[২০৪] সমরেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার
[২০৫] বেথুন কলেজ শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ
[২০৬] স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতি : নীরদকুমার গুপ্ত
[২০৭] বিপুলেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
[২০৮] ব্রাত্যজনের রুদ্ধ সঙ্গীত : দেবব্রত বিশ্বাস
[২০৯] অশোককুমার রায়চৌধুরী
[২১০] ধর্মতত্ত্ব পত্রিকা
[২১১] চিকিৎসা বিজ্ঞানে বাঙালী : অরুণকুমার চক্রবর্তী
[২১২] প্রদীপ চৌধুরী
[২১৩] প্রসিত রায়চৌধুরী
[২১৪] সাময়িকী : মণীন্দ্রনাথ ঘোষ
[২১৫] বিচিত্র প্রতিভা : দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
[২১৬] সুরের সন্ধানে : বিজন দাশ
[২১৭] যষ্টিমধু : ত্রৈমাসিক পত্রিকা
[২১৮] এক্ষণ—শারদীয়া সংখ্যা ১৩৯০
[২১৯] আমার জীবন : রাসসুন্দরী দেবী
[২২০] অনুশীলন সমিতির ইতিহাস : জীবনতারা হালদার
[২২১] প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ : শ্রীধরচন্দ্র বড়ুয়া
[২২২] রসসাহিত্যিক পরিচিতি : কুমারেশ ঘোষ সম্পাদিত
[২২৩] কলেজ স্ট্রীট : মাসিক পত্রিকা
[২২৪] অন্তঃপুরের আত্মকথা : চিত্রা দেব
[২২৫] ঋষিকল্প গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ : নৃপেন আকুলি
[২২৬] কলিকাতা সেকালের ও একালের : হরিসাধন মুখোপাধ্যায়
[২২৭] বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়
[২২৮] রণতোষ চক্রবর্তী
[২২৯] মুক্তির সংগ্রামে ভারত : পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত
[২৩০] চট্টলা : অম্বিকাচরণ চৌধুরী
[২৩১] সংগ্রামী পুরুষ কুমারচন্দ্র
[২৩২] সত্যেন রায়
[২৩৩] বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস : সুকুমার সেন
[২৩৪] শিক্ষা নিকেতন পত্রিকা : বর্ধমান
[২৩৫] বাঙলার মনীষা : শরৎ পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত

জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

...এই চরিতাভিধানখানি 'সাহিত্য সংসদ'-এর মর্যাদা পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়াছে। ...আমার ধ্রুব বিশ্বাস: এই পুস্তকের উপযুক্ত সমাদর হইবে এবং শীঘ্রই ইহার দ্বিতীয় সংস্করণের আবশ্যকতা দেখা দিবে।